বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস গ্রন্থাবলী - ৮

আদি ও আসল

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান

প্রথম খণ্ড

শ্রীহরিদাস দাস-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

নিবেদন

মিহির কুমার রায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস গ্রন্থাবলী-৮

আদি ও আসল

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান

[শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাবের পূর্বকাল হইতে প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, অলঙ্কার, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, পদাবলী, চরিতাবলী, ভাষ্য, টীকা, অনুবাদাদি বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ-প্রদর্শন-সহ বিচার-বিশ্লেষণাত্মক কোষগ্রন্থ]

প্রথম খণ্ড

শ্রীহরিদাস দাস-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

নিবেদন

মিহিরকুমার রায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬

SRI-SRI-GAUDIYA-VAISHNAVA-ABHIDHAN
Compiled by : Sri Haridas Das
Published by : Sanskrit Pustak Bhandar
38, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006
Year of publication : March, 2014 [redacted]
(Set in two vols.)

● প্রকাশক ঃ
দেবাশিস ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬
Ph. 2241-1208

প্রথম সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার সংস্করণ, ১৪২১

● প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীহরিবোল কুটীর
পোড়াঘাট, নবদ্বীপ, নদীয়া

● অক্ষরবিন্যাস ঃ বিণাপাণি লেজার প্রিণ্ট, কলকাতা-৭০০১১৪

● [redacted]

● মুদ্রণ ঃ
অভিনব মুদ্রণী
কলকাতা -৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

'বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস গ্রন্থাবলীর অষ্টম ও নবম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই দুই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান'। এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডের নিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম পূজ্যপাদ শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ সম্পাদিত ও বিরচিত সব গ্রন্থই আমরা পুনঃপ্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছি। গ্রন্থগুলি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণাকৃষ্ট এবং বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশে পরমোৎসাহী শ্রীমিহিরকুমার রায়ের মধ্যস্থতায় 'শ্রীহরিবোল কুটীর' (পোড়াঘাট, নবদ্বীপ) আশ্রমের পরিচালন-কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীজগন্নাথ দাসের বিশেষ সহযোগিতার ফলে বাবাজী মহারাজ কৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয় অনুমতি-পত্র আমরা লাভ করি।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানের বর্তমান সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে শ্রীমিহিরকুমার রায় লিখিত একটি মূল্যবান প্রাক্কথন—'নিবেদন'। গ্রন্থটি প্রকাশে বিশেষ সহায়তার জন্য শ্রীমিহিরকুমার রায়ের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথম খণ্ডের নিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের সঙ্গে শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের যোগাযোগ ছিল সুগভীর। এই বিপণন-কার্যালয়ে তিনি বহুবার এসেছেন, অবস্থান করেছেন এবং গ্রন্থাদি দেখেছেন। প্রকাশন-সংস্থার পরিচালকবৃন্দের নিকট তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। এই মহামনীষীর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করে প্রতিষ্ঠান গর্বিত ও আনন্দিত। পাঠকবৃন্দ গ্রন্থপাঠে তৃপ্তি লাভ করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

দেবাশিস ভট্টাচার্য

নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণায় 'বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস গ্রন্থাবলী'র অষ্টম ও নবম খন্ড প্রকাশিত হ'ল। এই দুই খন্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান'। উল্লেখ্য যে, শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান বিষয়ভিত্তিক চারটি খন্ডে বিভক্ত। কিন্তু মুদ্রণভিত্তিক দুটি খন্ডে প্রকাশিত। প্রথম খন্ডে বিষয়ভিত্তিক বিভাজনের প্রথম খন্ডটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি খন্ড একত্রে দ্বিতীয় খন্ডে প্রকাশিত।

শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ বাং ৩০শে ভাদ্র ১৩০৫ সালে (ইং ১৪.৯.১৮৯৮) পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলার ফেণী মহকুমার মধুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীগগনচন্দ্র তর্করত্ন এবং পিতামহ শ্রীগোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন। বংশগত পান্ডিত্য-সংস্কার তাঁর মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি আবাল্য অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে বেদান্তশাখায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে এম. এ. পাশ করেন এবং লাভ করেন স্বর্ণপদক। এই বিপুলকায় অভিধান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর বিদ্যাবত্তার সার্থক প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে। গ্রন্থের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীল বাবাজী মহোদয়ের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে।* এই সুবিশাল মহাগ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হ'ল।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতির সর্ববিধ বিষয়ের এক অভূতপূর্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ-কোষ। শব্দার্থ-বিজ্ঞান থেকে শুরু করে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্য, সঙ্গীত, ব্যাকরণ, রসশাস্ত্র, নাটক, পদাবলী—কী নেই এই মহাগ্রন্থে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিধি এত বিশাল ও বিচিত্র যে সে-কথা ভাবলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হতে হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সর্ববিধ ক্ষেত্রেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণের অবাধ বিচরণ ছিল। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানের সঙ্কলনের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে সঙ্কলয়িতা শ্রীমৎ হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ লিখছেন—

"শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধানাবসরে, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রণয়নকালে এ জাতীয় একটি কোষগ্রন্থের অভাব এ দীনহীন সঙ্কলয়িতার অন্তঃস্থলে জাগরুক হইলেও তদুপযোগী যাবতীয় সম্ভারের অসদ্ভাব-নিবন্ধন তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই। ধনবল বা জনবল কিছুই না থাকায় এই অযোগ্যতম গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দাসানুদাস স্বসংকল্পসিদ্ধির জন্য ১৩৫২ সালে কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত হয়। তিন চারি বৎসর অকুণ্ঠ পরিশ্রমের ফলে গ্রন্থখানির কাঠামো প্রস্তুত হইলে দৈবদুর্বিপাক গ্রন্থ-প্রকাশনে ব্যাঘাত আনয়ন করে। দুই বৎসর পরে আবার চক্রধারির চক্র-পরিবর্ত্তনে অনুকূল বিধি গ্রন্থখানির পাডুলিপি এ অভাজন জনের মলিন হস্তে সমর্পণ করেন। তৎপর তিন বৎসর অনবরত কঠোর পরিশ্রম স্বীকার

---

* শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের চরিতকথা এই গ্রন্থে ভিন্ন নিবন্ধে সংযোজিত হয়েছে।

করিয়া পূর্ব পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করত, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের পুনঃপুনঃ নির্দেশানুযায়ী সংযোজন-সংশোধন-পূর্বক এই অভিধানের প্রকাশনোপযোগিতা ঘটিলেও অর্থকৃচ্ছ্রতা অন্তরায় আনয়ন করিল। সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় এক্ষণে প্রথম খন্ডমাত্র প্রকাশিত হইল।''

(অবতরণিকা, শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান, প্রথম খন্ড)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে এই মহাগ্রন্থটি একটি একক স্তম্ভস্বরূপ অদ্বিতীয় সৃষ্টি। এর পূর্বে এবং পরে এ জাতীয় কোন গ্রন্থ নির্মিত হয় নি। এই মহাগ্রন্থ নির্মাণের জন্য শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজকে যে কি পরিমাণ পরিশ্রম স্বীকার এবং দুঃখ-কষ্ট উদ্বেগ সহ্য করতে হয়েছে তার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে উল্লিখিত হ'ল—

''পন্ডিতমন্ডলীর দ্বারে দ্বারে, মঠ হইতে মঠান্তরে গ্রন্থাগার হইতে ছোট বড় অগণিত গ্রন্থাগারে উন্মত্তের মত তিনি ছুটিয়া গিয়াছেন বৈষ্ণব মহাজনদের কিছু রচনা, কিছু সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত। কোথায় অন্ন, কোথায় জল, কোথায় শয়ন, কোথায় আশ্রয়—কিছুই তিনি ভাবেন নাই। একমাত্র লক্ষ্য ছিল লুপ্ত ভক্তিশাস্ত্র-রত্নোদ্ধার।''

এই অভিধান প্রণয়নের জন্য শ্রীল বাবাজী মহারাজকে দৈনিক ১৬।১৭ ঘন্টা পরিশ্রম করতে হয়। এ জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য একটি সম্পাদকীয় সংঘ গঠন করতে হয়। যিনি যে বিষয়ে কৃতবিদ্য, তিনি সেই বিষয়টি লিখবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টাতেই এই মহাগ্রন্থের কাজ সম্পূর্ণ করেন।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানের প্রথম খন্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সঙ্কলনের কাল পর্যন্ত সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত, তৎসম ও তদ্ভব সমস্ত পারিভাষিক, দার্শনিক ও কঠিন শব্দাবলীর আকরস্থান নির্দেশসহ অর্থ ও তাৎপর্য। দ্বিতীয় খন্ডে শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীচন্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্ত্তী পর্যন্ত যাবতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পদাবলীর (হিন্দী, ব্রজভাষা, মৈথিলী, ওড়িয়া ও বাঙ্গালা) অপ্রচলিত, দেশজ, বিদেশজ, ও কঠিন কঠিন শব্দসমূহের উৎসনির্দেশসহ অর্থ ও প্রয়োগ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরিশিষ্ট (ক)-এ পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, রস, অলঙ্কার, কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ, কীর্ত্তনে উপাঙ্গ-ভেদ, চৌষট্টি রসের কীর্ত্তন, কীর্ত্তনে বাদ্য, কীর্ত্তনে নৃত্য, গৌরচন্দ্র এবং (খ)-এ সঙ্গীত-পরিভাষা বিষয়ক বিশ্লেষণ সংযোজিত হয়েছে।

তৃতীয় খন্ডে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদাদির চরিতাবলী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরিশিষ্ট (ক)-এ দেব-দেবী বিষয়ক বৃত্তান্ত, (খ)-এ গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি এবং বিচার-বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

চতুর্থ খন্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থাবলীর ইতিবৃত্ত। পরিশিষ্ট (ক)-এ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ছন্দঃ, (খ)-এ ধাতুরূপাবলী এবং (গ)-এ সমগ্র অভিধানে অনুক্ত শব্দাবলীর অর্থাদি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

এই সুবৃহৎ-কলেবর অভিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৩০ + ২০৬৫ অর্থাৎ ২৯৯৫—প্রায় তিন সহস্র। গ্রন্থকারের পরিকল্পিত পরিসর ছিল আরও বৃহৎ। কিন্তু রোগগ্রস্থতা এবং বিবিধ অসুবিধার ফলে পরিকল্পনামত তাঁর পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। তৎসত্ত্বেও এটি পৃথিবীর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ যে বিপুলসংখ্যক শব্দ সঙ্কলন ও তাঁর ব্যাখ্যাদি করেছেন, সংস্কৃত বা বাংলায় কোন সাহিত্যাভিধানে এ জাতীয় সম্ভার পরিলক্ষিত হয় না। নিম্নে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট হ'ল।

প্রথমতঃ সঙ্কলিত শব্দাবলীর উৎস নির্দেশ প্রসঙ্গ। দেশীয় কোন অভিধানেই শব্দের উৎস অর্থাৎ কোন্ কোন্ সাহিত্য-গ্রন্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে গ্রন্থ, অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও শ্লোকসংখ্যা সহ শব্দের উৎস নির্দেশিত হয়েছে। যথা—

১. কর্ণিকা-(ভা ৯।২৪।৪৪) যদুবংশীয় আনকের পত্নী—ইহার পুত্র ঋতধাম ও জয়। ২ (বিনা ৭।১৪) পদ্মমধ্যস্থ বীজকোষ। ৩ (কৃগ ২১৮) কর্ণভূষণ—পীতবর্ণ পুষ্পসমূহে বিরচিত এবং মধ্যদেশে ভৃঙ্গযুক্ত দাড়িমীপুষ্প সন্নিবিষ্ট হইয়া আকারে পদ্মের কর্ণিকাবৎ দেখাইলে 'কর্ণিকা' হয়। ৪ (হ ১৫।৪৫) কটিদেশ।

(ভা—শ্রীমদ্ভাগবত, বিনা—বিদগ্ধমাধব নাটক, কৃগ—রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, হ—হরিভক্তিবিলাস)

২. তিলক-(গোলী ৮।৪৬) চন্দনাদিরচিত ফোঁটা। ২ লোধ্র পুষ্প। ৩ (গোচ উত্তর ৩৪।২৯) প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ৪ (সিন্ধু ২।১।৩৬১) গৈরিকাদি-ধাতুদ্বারা রচিত ভূষণ। ৫ (বৃ ১১।৪৮) কেতকী পুষ্প। ৬ (বিরু ৪৪) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত ন-ন-স-ন-ন গণে রচিত প্রতি কলায় নবমাক্ষরটি যদি মধুর-সংযুক্ত হয়, তবে 'তিলক' কলিকা হয়। যথা—ব্রজবরতনুমুখচুম্বন-পটুতর, তরণি দুহিতৃতটমন্ডল পরিসর ইত্যাদি। ৭ তিলবৃক্ষ।

(গোলী—গোবিন্দলীলামৃত, গোচ—গোপালচম্পূ, সিন্ধু—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বৃ—বৃন্দাবন-মহিমামৃত, বিরু—বিরুদাবলী-লক্ষণ)

৩. বিরাট্-(চৈত ১০।৪৩।১৭) (রাট্ দীপ্তিঃ, বিগতা রাট্ যস্য) কান্তি-রহিত, ২ বিরাট্ রূপ, সমষ্টি শরীর। ৩ (গোচ উত্তর ৫।১০০) ক্ষত্রিয়, ৪ রাজশূন্য। ৫ (ভাগবত ১১।২৪।২১) ব্রহ্মাণ্ড—স্বামী। ৬ (রত্ন ৩।৩৯ টী) বিশিষ্ট-দীপ্তিশালী। ৭ (ভা ১০।৪৩।১৭) যিনি বিকল অর্থাৎ অপর্যাপ্তরূপে শোভিত—সনা। ৮ ব্যষ্টি প্রাকৃত মানুষ—বি। ৯ (ভাগবত ৮।২১।২৬) পক্ষিরাজ গরুড়—স্বামী। ১০ (ভাগবত ২।১।২৫) পঞ্চাশৎকোটি যোজন-প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ড—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব—এই সপ্ত আবরণ দ্বারা আবৃত। তাহাতে বৈরাজ বা বিরাট্ জীব-নিয়ন্তা হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ অবস্থান করেন।

(চৈত—চৈতন্যমত-মঞ্জুষা, গোচ—গোপালচম্পূ, রত্ন—সিদ্ধান্তরত্ন)

দ্বিতীয়তঃ শব্দাবলীর দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, রসশাস্ত্রীয় প্রভৃতি বিচিত্রমাত্রিক বিশ্লেষণ সংযোজন প্রসঙ্গ। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ উল্লিখিত হ'ল।

১. 'ক্বচিদ্‌ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা' শব্দটির ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার লিখছেন—

"নিত্যসিদ্ধা রুক্মিনী প্রভৃতি প্রেয়সীগণে নিসর্গতঃই রতি প্রাদুর্ভূত হয় বলিয়া কদাচিৎ রতি হইতে ভিন্নাকারে স্থাপিত হইয়া সম্ভোগতৃষ্ণা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সর্বদার জন্য উহা রতির সহিত তাদাত্ম্যভাবেই থাকে। তাৎপর্য্য এই—শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির বয়ঃসন্ধিতেই শ্রীনারদাদির মুখে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণগুণ-লীলাদির শ্রবণাদিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিসর্গা রতি এবং কামোদ্‌গমযুক্ত বয়ঃসন্ধির স্বভাববশতঃ সম্ভোগতৃষ্ণাজন্যা রতিও যুগপৎ উদিত হইয়াছিল। প্রথমটিই বহুতর প্রমাণে এবং দ্বিতীয়টি স্বল্পপ্রমাণে আবির্ভূত ও মিলিত হইয়া সামঞ্জস্য আখ্যা লাভ করিয়াছে।" পরবর্তী অংশ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২. নর্ত্তক গোপাল প্রসঙ্গে সঙ্কলক মহোদয়ের তথ্যবিন্যাস বড়ই চমৎকার। নিম্নে প্রসঙ্গটি উদ্ধৃত হ'লঃ

"উড়ুপী হইতে সপ্তক্রোশ দক্ষিণে অদ্‌মারগ্রামের জনৈক নাবিক দ্বারকা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে শূন্য নৌকায় কিঞ্চিৎ ভারার্পণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড তত্রত্য গোপীসরোবরের তট হইতে স্বনৌকায় স্থাপন করেন। সমুদ্রপথে মাল্‌পীমন্দিরের নিকটে তাঁহার সেই চলন্ত নৌকাই চড়ায় ঠেকিয়া গেল। সমুদ্রের উপকূলে স্থিত শ্রীমধ্বাচার্যের নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি বস্ত্র-সঞ্চালন করত নৌকাকেও চালিত করেন। নাবিক তাঁহাকে একখণ্ড গোপীচন্দন দিলে তন্মধ্যে অপূর্বদর্শন শ্রীশালগ্রামরূপী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকট হন। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য তাঁহাকে উড়ুপীতে স্থাপন করেন।"

৩. 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' শব্দের পর্যালোচনায় অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক মতবাদসমূহের উল্লেখপূর্বক অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বিশেযত্ব নির্ণয় করেছেন সঙ্কলক মহোদয়। কত সুগভীর জ্ঞান থাকলে এজাতীয় পরিবেশন সম্ভব, বিশেযজ্ঞমাত্রেই একথা উপলব্ধি করতে পারবেন। কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল ঃ

''শ্রীজীবপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ অতিব্যাপক, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—উভয় জগতেই ইহার ব্যাপ্তি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অদ্বিতীয় অখণ্ড পরতত্ত্বই স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিবলে সর্বদাই ভগবৎস্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব (ধামাদি, লীলা-পরিকরাদি), জীব ও প্রধান (প্রকৃতি) ভেদে চতুর্ধা প্রকটিত হন। সারকথা এই—পরিদৃশ্যমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে যাবতীয় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যের বস্তুমাত্রই ব্রহ্মের সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধে গ্রথিত। এই সিদ্ধান্তেই সকল শ্রুতির প্রতি সমান মর্য্যাদা প্রদর্শিত হইয়াছে ; ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক বলিয়া কোন শ্রুতির উপেক্ষা প্রদর্শিত হয় নাই, জীবজগতাদি সত্য বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই ; ব্রহ্মের শক্তি প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও [কারণস্যাত্মভূতাঃ শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্*] বাহ্যতঃ অস্বীকারে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক অতএব শূন্যত্বকক্ষায় পর্য্যবসায়িত করা হয় নাই। ইহাতেই মায়ারও শ্রুতিস্মৃতিবিহিত সন্তোষজনক উত্তর মিলে, শ্রুতির মুখ্যার্থ-ত্যাগে লক্ষণার আশ্রয় করারও প্রয়োজন নাই। জীব-ব্রহ্মের মধ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়া ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যে ভেদদৃষ্টির প্রাধান্য এবং অভেদ-বাচক শ্রুতিবাক্যে অভেদ দৃষ্টির প্রাধান্যই সূচিত হইয়াছে।''

৪. 'জীবতত্ত্ব' শব্দের ব্যাখ্যায় অভিধানকার শঙ্কর-মত, ভাস্কর-মত, রামানুজ-মত, মধ্ব-মত, নিম্বার্ক-মত, শ্রীধর-স্বামিমত, বল্লভ-মত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের মত পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ একটি শব্দের ব্যাখ্যায় তার সামগ্রিক রূপ সমুদ্ধার করেছেন মহাপণ্ডিত সঙ্কলক মহোদয়। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানের এ এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

৫. 'নীলমাধব' প্রসঙ্গে কাহিনী বিবৃত করবার প্রারম্ভেই উৎস-নির্দেশ করে লিখেছেন—''উৎকল-ভাষায় রচিত 'দেউলতোলা'-(মন্দির-নির্মাণ)-নামক কবিতাপুস্তকে শ্রীজগন্নাথের প্রাকট্যের ইতিহাস আছে।'' অন্তিমাংশে লিখছেন—

''সুপ্রাচীন ঋগ্‌বেদে (দশম মণ্ডল ১৫৫ সূক্ত ৩) সমুদ্রতীরে বিরাজমান শ্রীদারুব্রহ্মের উল্লেখ আছে। 'অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্। তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ 'পরস্তরম্'।। সায়ণাচার্য-মতে বঙ্গানুবাদ—' হে অমর স্তোত্রকারিন্! দূরবর্ত্তীস্থানে অপৌরুষেয় যে দারুময় পুরুষোত্তমাখ্য দেব-বিগ্রহ সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছেন, তাঁহার আশ্রয় কর ; তাঁহার উপাসনাফলেই উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবধামে গমন কর।' উৎকল-খণ্ডে (২১।৩) অনুরূপ বচন—'য এষ প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হ্যপৌরুষঃ। তমুপাস্য দুরারাধ্যং মুক্তিং যাতি সুদুর্লভাম্'। এতদ্‌ব্যতীত ব্রহ্ম, নারদ (উত্তর খণ্ড ৫৪) কূর্ম, পদ্ম (পাতাল ৯), ভবিষ্য-পুরাণীয় পুরুযোত্তম-মাহাত্ম্য, লীলাদ্রিমহোদয় (৪) এবং বিষ্ণুরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও তত্রত্য বিবরণাদি রহিয়াছে। কুত্রাপি বিবরণের বৈষম্য থাকিলেও ঘটনা প্রায় একই রূপ।''

লক্ষ্যণীয় যে তথ্যবিন্যাস সম্পর্কে গ্রন্থকার সর্বদা বিশেষরূপে সতর্ক ছিলেন। তথ্যের প্রামাণিকতার জন্য উৎসনির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিবিধ তথ্যাবলীও সউৎস পরিবেশিত হয়েছে। এ জাতীয় উপস্থাপনা সঙ্কলকের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

---

* শাঙ্করভাষ্য ২।১।১৮

৬. 'ন্যায়' শব্দের অন্যান্য অর্থ নির্দ্ধারণের পর ৫নং অর্থ প্রসঙ্গে সঙ্কলক-মহোদয় লিখছেন—"যুক্তিমূলক বাক্য। লোকশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত-বিশেযকে 'ন্যায়' কহে। এই ন্যায় বহুবিধ হইলেও তন্মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগ্রন্থমালায় সচরাচর ব্যবহৃত কতকগুলি এস্থলে নাম ও লক্ষণাদি সহ বর্ণানুসারে লিখিত হইতেছে।" এরপর অবলীলাক্রমে অভিধানকার ৮০টি 'ন্যায়'-এর বিবরণ সন্নিবিষ্ট করেছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখছেন—"অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ শ্রীরঘুনাথ বর্ম্ম কৃত 'লৌকিকন্যায়সংগ্রহ' এবং কর্ণেল জেকব-প্রণীত 'লৌকিক-ন্যায়াঞ্জলি' প্রভৃতি আলোচনা করিতে পারেন।" অর্থাৎ বিদ্যাচর্চার পরিধিকে সর্বদা সম্প্রসারিত করবার মহৎ প্রয়াস শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি একাধারে যেমন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব, তেমন একনিষ্ঠ গবেষকও। তাঁর চরিত্রের এটি এক দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। দু-একটি উদাহরণ উল্লিখিত হ'ল।

বিস্মৃতকণ্ঠমণিন্যায়—(রত্ন ৫।৬) কণ্ঠে মণি থাকিলেও বিস্মৃত হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে থাকিলে কাহারও বাক্যে তাহার যেরূপ পুনঃপ্রাপ্তি হইল বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ অতিনিকটস্থ বস্তুর বিস্মৃতিস্থলে আপ্তোপদেশে তাহার স্মরণ হইলে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

স্থূণানিখনন-ন্যায়—(গীগো বা ৩।১) গৃহের খুঁটি যেরূপ নানাভাবে দৃঢ় নিখাত করিতে হয়, তদ্রূপ দুরূহ বিযয়কে যুক্তি ও উদাহরণ পরম্পরা দ্বারা দৃঢ়ীকরণ-প্রসঙ্গে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

শব্দবৃত্তি ও শব্দশক্তি বিযয়ক বিশ্লেষণ অভিধানের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

৭. 'শ্রীমদ্ভাগবত-স্বরূপ' পর্যালোচনা করতে গিয়ে অভিধানকার যে বিস্তৃত ও সুগভীর তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, তা এককথায় নিরূপম—তুলনারহিত। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হচ্ছে। প্রারম্ভিক কিয়দংশ—

"রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে। যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃত-সাগরম্' [ভা ১২।১৩।১৪] 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্'—শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্বরূপ-পরিচয়টি শাস্ত্রপ্রারম্ভেই (১।১।৩) ঘোযিত হইয়াছে। সকল শাশ্বত সত্যের এবং চরম তত্ত্বের নিগমন (প্রকটন) হইয়াছে যাহা হইতে, তাহাই হইল নিগম বা বেদ—সেই বেদরূপী রসাল বৃক্ষেরই রসময় গলিত ফল হইল—শ্রীমদ্ভাগবত। বৃক্ষের পরিণতিতেই ফলোৎপত্তি, ফলদানেই বৃক্ষ-বীজের সার্থকতা ; বেদার্থের চরম পরিণতি শ্রীভাগবত-আবির্ভাবেই। ভাগবতীয় তত্ত্ব ও রসসিদ্ধান্ত-প্রকটনেই বেদার্থের চরম সার্থকতা।

বৃক্ষ ও ফলের দৃষ্টান্তটীতে একটি অতিগভীর সত্যের ইঙ্গিত অন্তর্নিহিত। সমগ্র বেদের সার—প্রণব, প্রণবের মূর্ত্তি হইল—ব্রহ্মগায়ত্রী ; ব্রহ্মগায়ত্রীই জীবন্ত হইয়া ফলবন্ত হইয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক অক্ষরে[১]। (চৈচ আদি ৭।১২৮) মহাপ্রভু প্রণবকে বেদের 'মহাবাক্য' বলিয়াছেন। (ভা ১০।৮৭।২) দ্বিতীয় মন্ত্রের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন[২]—সর্ববেদার্থ সমন্বয় করে বলিয়া ইহার মহত্ত্ব, অকারাদি তিনটি অক্ষরাত্মক পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট পদের সমন্বয় করে বলিয়া ইহার বাক্যত্ব। মহত্ব ও বাক্যত্ব—দুইই ইহাতে থাকায় ইহার মহাবাক্যত্ব সিদ্ধ হইল। এই প্রণবরূপী মহাবাক্যের বিশ্লেযণই ব্রহ্মগায়ত্রী[৩]। প্রণব যেন একটি কুসুম-কলিকা, ইহার স্ফুটনোন্মুখ শোভা ব্রহ্ম-গায়ত্রীতে বিরাজমান। শ্রীমদ্ভাগবত আবার এই পুষ্পেরই চরম ও পরম

১। বেদঃ প্রণব এবাগ্রে (ভা ১১।১৭।১১), প্রণবঃ সর্ববেদেযু (গীতা ৮।৭)। প্রণব ব্রহ্মের বাচক—তস্য বাচকঃ প্রণবঃ (পতঞ্জলি)। প্রণব ব্রহ্মের সর্বাপেক্ষা নিকটতম নাম বা পরিচয়—ওঁমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম (শ্রুতিঃ)। (ভা ১২।৬।৪১) ইত্যাদি।

২। সর্ববেদবাক্যার্থ-সমন্বয়বিধায়কত্বেন মহত্ত্বম্, অকারাদ্যক্ষরাত্মক-পরস্পরসংবদ্ধপদসমুদয়ত্বাদ্ বাক্যত্বম্'।

৩। প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয় (চৈচ., মধ্য., ২৫।৭৬)

১. **অনুবাদ**—(জ্ঞান) শত্রুতা, 'মনে ছিল অনুবাদ..... অকলঙ্ক কুলে কালি দিল'। ২ (কৃম) গালি, 'কবহু মাধব সেই মানিনী প্রসাদে। আসিব যায়ব তুয়া দূত-অনুবাদে'। ৩ (পদক ৮৭৮) প্রতিকূলতা, 'অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে, না পূরয়ে সব সাধ। খাইতে নাহি ঘরে, সাধ বহু করে, বিহি করে অনুবাদ'।। ৪ (পদ্যা ৩৬৯) অপবাদ, নিন্দা। ৫ (চৈচ আদি ২।৭৬) জাত বস্তু, 'অনুবাদে কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।' ৬ (গৌত) পুনঃ পুনঃ কথন।

[জ্ঞান প—জ্ঞানদাস-পদাবলী (বসুমতী), কৃম—'কৃষ্ণমঙ্গল' (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), পদক—পদকল্পতরু (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), পদা—পদামৃত-সমুদ্র (বহরমপুর), চৈচ—চৈতন্যচরিতামৃত (শ্রীগৌড়ীয় মঠ), গৌত—গৌরপদতরঙ্গিণী (শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ)]

২. **অনুরথ**—(চণ্ডী ১০৬) সঙ্কট ; 'বড়াইরে রাধা কহে এক কথা, বড় দেখি অনুরথ'। ২ (চণ্ডী ৫১৩) দুঃখ; 'চলে সখী অন্বেষণে, বড়ই হইল অনুরথে'। ৩ (চণ্ডী ১৪৪) ধূর্ত্ততা ; 'ওপথে বাহিছ চলে তরিখানি, এদিকে বহয়ে পথ। এতদিনে জানি, তোমার চরিত, বড় কর অনুরথ' ! ৪ (দ ৪৭) অনর্থ, 'যত ছিল মনোরথ', সব ভেল অনুরথ'। ৫ (চণ্ডী) কলঙ্ক, অপবাদ।

[চণ্ডী—চণ্ডীদাস-পদাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), দ—দণ্ডাত্মিকা (শ্রীরাধানাথ কাবাসী)]

পদাবলী বিষয়ক সুগভীর পর্যালোচনার প্রারম্ভেই সঙ্কলক মহোদয় পদাবলীর পরিধি এবং তাৎপর্য প্রসঙ্গে লিখছেন—"পদাবলী-সাহিত্য এক বিরাট সাম্রাজ্য—রসরত্নাকর। ইহার বিস্তারিত আলোচনা বা আস্বাদন দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপারই বটে। ইহাতে একাধারে রসভাবের স্রোতস্বতী কুলুকুলুনাদে নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া মরুভূমিতুল্য বহু পাষাণহৃদয়েও আনন্দোন্মাদনা-সহকারে প্রেমধারার প্রপাত করাইয়াছে, করাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া করাইবে।" পদাবলীর সৃষ্টি, ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বিষয়ক বিশেষ করে ব্রজবুলির উৎপত্তি-সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য ও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ পর্যালোচনা গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, তা তুলনারহিত। কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল—

"ডাঃ সুকুমার সেন ব্রজবুলির উৎপত্তি-সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছিলেন যে বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলীর অনুকরণে বাঙ্গালী পদকর্ত্তারা ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেক অনেক গবেষণার ফলে তিনি এখন সে মত সমর্থন করেন না। প্রথমতঃ বিদ্যাপতির সময়ের মৈথিলী ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলির সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য দুইই আছে ; বিদ্যাপতির পূর্বতন কবি উমাপতি ওঝার পদাবলী আলোচনা করিলেও সমসাময়িক মৈথিলী গদ্যভাষার সঙ্গে পদাবলীর পার্থক্য উপলব্ধি হয়। দ্বিতীয়তঃ মৈথিলী পদাবলীর অনুকরণে ব্রজবুলি রচিত হইয়াছে,—ইহা অনুমানমাত্র। যদি তাহা হইত, তবে প্রথম দিকের রচনায় মৈথিলীর সঙ্গে পদাবলীর মিল ঘনিষ্ঠতর হইত এবং ক্রমশঃ সে মিল কমিয়া যাইত ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহার বিপরীতই হইয়াছে। বাঙ্গালীর সর্বপ্রাচীন পদাবলীতে কিন্তু মৈথিলীর সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠ মিল নাই, যতটা পরবর্ত্তী কালের পদাবলীতে দেখা যাইতেছে। গোবিন্দ কবিরাজের পূর্বগামিগণের ব্রজবুলি-রচনায় বাংলা ও অ-বাংলা অংশ প্রায় সমান সমান ; সুতরাং মৈথিলীরই অনুকরণে ব্রজবুলির উৎপত্তি—এ অনুমান ঠিক নহে। গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির অনুসরণে ও অনুকরণে প্রচুরতর পদ লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার আগে ষোড়শ খৃঃ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিরা যে বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই।"

"ব্রজবুলির উদ্ভব ও বিকাশ নেপাল, তীরহুত ও মোরঙ্গের রাজসভায় ঘটিয়াছিল। তুর্কি আক্রমণের ফলে দক্ষিণ বিহার ও বাংলা, বহুদিনের জন্য রাজসভা-পুষ্ট সাহিত্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। কবি

পণ্ডিতেরা তখন নেপালে, তীরহুতে ও মোরঙ্গে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খৃঃ শতাব্দীতে সাহিত্যচর্চার খোঁজ ঐসব দেশের রাজসভার কাহিনীতে গুপ্ত ও লুপ্ত হইয়া আছে। নেপালের রাজসভায় বাংলা, বিহার, কাশী ও অন্যান্য দেশ হইতে কবিরা আসিলে সাদরে গৃহীত হইতেন। তাঁহারই বিবিধ দেবলীলাগীতি পুরিপুষ্ট করিতেন। বাংলাদেশে সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাসে ধারাবাহিকতার সূত্রপাত পালরাজগণের সময় হইতে। তখনকার শিল্পে কৃষ্ণলীলার প্রাধান্যের পরিচয় পাহাড়পুরের মন্দিরে ভিত্তি-চিত্রাবলিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।...সেনরাজগণের কালে, বিশেষতঃ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক রচনা সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং লক্ষ্মণসেন, তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়গণ কবিতা রচনা করিতেন, তাঁহার সভাকবিগণ কৃষ্ণলীলা কবিতা লিখিতে উৎসাহিত হইতেন।

..... লক্ষ্মণসেনের রাজ্য নষ্ট হইলে বৈষ্ণব গীতিকাব্যের এই সভাসিদ্ধ প্রথা নেপালে, তীরহুতে ও অন্যান্য প্রান্তীয় রাজ ও সামন্ত-সভায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। নেপালে ব্রজবুলি-পদাবলী-চর্চা অষ্টাদশ খৃঃ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

.....মিথিলায় ব্রজবুলি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উমাপতি ওঝার রচনায় পাওয়া যায়। রাজা হরিহরসিংহের রণজয়-উপলক্ষে তাঁহার রচিত 'পারিজাতমঙ্গল' নামক সংস্কৃত গীতিনাট্যে তিনি যেসব গান রচনা করিয়াছিলেন, সেই সবগুলি ব্রজবুলি ভাষায়।

....পঞ্চদশ খৃঃ শতাব্দী হইতে বাংলায়, আসামে ও উড়িষ্যায় ব্রজবুলিপদাবলীর রীতি পাওয়া যাইতেছে। বাংলায় কিন্তু এ রীতি যতটা স্থায়ী ও ফলবান্ হইয়াছিল, অন্যত্র ততটা নহে।

....আসামে শংকরদেব ও তৎশিষ্য মাধবদেব ষোড়শ খৃঃ শতাব্দীতেও ব্রজবুলি পদ রচনা করত কামতা-কামরূপকে মাতাইয়াছিলেন।

.....সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বাংলায় ব্রজবুলি সাহিত্যে নূতন পন্থা দেখা গেল—পদাবলীর ধারাবাহিক একঘেয়েমির মধ্যে ভাষা ও ছন্দের তরলতা নবীনত্ব সৃষ্টি করিল। ইহার সাহিত্যিক মূল্য ততটা না হইলেও কিন্তু কীর্ত্তনগানে নূতন রস সঞ্চার হইয়াছে।

....এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর রচনার অনুবৃত্তি ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াছে। ব্রজবুলি সাহিত্যের সমাপ্তি করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' ; এই পদাবলী যথাযথ বৈষ্ণব-পদাবলীর ছাঁদে লিখিত হইয়াছে।''

এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি বিতর্কিত বিষয়ের সহজ ও যথাযথ বিশ্লেষণ সম্পাদক মহোদয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

এরপর সন্নিবিষ্ট করেছেন পদাবলীর ছন্দঃ সম্পর্কিত বিস্তৃত ও সুগভীর বিশ্লেষণ। গ্রন্থকারের বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করবার জন্য একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

''মরহট্টা বা চউপইআর সঙ্গে নরেন্দ্রবৃত্তের মিশ্রণে বৈষ্ণব কবিদের বহু পদ রচিত হইয়াছে। নরেন্দ্রবৃত্তের চরণকে ৭+ ৯ + ৮ + ৪ বা ৩ মাত্রায় ভাগ করা হয়। প্রাকৃত কবি এই ছন্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের নিয়মিত বিন্যাস করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের নিয়মিত বিন্যাস না করিয়া স্বেচ্ছামূলক বিন্যাস করিয়াছেন, এবং মোটের উপর মাত্রাবিভাগ ঠিক রাখিয়াছেন। তাহা ছাড়া নরেন্দ্রবৃত্তে তাঁহারা পৃথক পদ রচনা না করিয়া অধিকাংশস্থলে মরহট্টা বা চউপইআর সঙ্গে নরেন্দ্র-বৃত্তের চরণ মিশাইয়াছেন। প্রাকৃত পিঙ্গলে নরেন্দ্রবৃত্তের দৃষ্টান্ত—৭+ ৯+ ৮+ ৪—

ফুল্লিঅ কেসু। চন্দ তহ পঅলিঅ। মঞ্জরি তেজ্জউ। চূআ।
দক্‌খিণ বাউ। -সীঅ ভউ পবহই। কম্প বিয়োহনি। হীআ।
কেঅই ধূলি। সব্ব দিস পসরই। পীঅর সব্বউ। ভাসে।
আউ বসন্ত। কাই সহি করিঅই। কন্ত ণ থক্কই। পাশে।

ইহার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ঐ ছন্দে—

কিংশুক ফুল্ল। চন্দ্র এবে প্রকটিত। মঞ্জরী ত্যজে সহ। কারে।
দক্ষিণ পবন। শীতল হয়ে প্রবাহিত। বিরহিনী কাঁপে বারে বারে।
কেতকীর পরাগে। ভরিয়া গেল দশদিশ। পীতবাসে তারা যেন। হাসে।
বসন্ত আইল। কি করি বল সখি আজ। কান্ত যে নেই মোর। পাশে।।

গগনাঙ্গ ছন্দেও এইরূপ ৭—৯ মাত্রায় পর্বার্ধ গঠিত। পূর্ববিভাগ—(১) ভংজিতা মলঅ। চোল বই ণিবলিঅ। (২) মালব রাঅ। মলঅ গিরি লুক্কিঅ—এইরূপ। ইহাতে নরেন্দ্রবৃত্তের মত দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের ধ্রুব বিন্যাস নাই। বৈষ্ণব কবিরা এই প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন।''

এরপর ব্রজবুলির ব্যাকরণাংশে শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় এবং সমাস সংক্রান্ত বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। সমাস সংক্রান্ত বিশ্লেযণের অন্তিম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত গ্রন্থকারের চমৎকার মূল্যায়ন নিম্নরূপ ঃ

''সমাস-সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা এই যে হিন্দী, মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি প্রচরৎ ভাষাগুলিতে দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ নাই, কিন্তু ব্রজবুলিতে প্রায় সর্বত্র, বিশেষতঃ শ্রীগোবিন্দ দাসের পদে জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় সমাসের মালা গাঁথা হইয়াছে। বিদ্যাপতি যাহা করিতে পারেন নাই, গোবিন্দদাস তাহা সম্যক্‌ভাবে করিয়াছেন ; যথা—'অঞ্জন-গঞ্জন, জগজন-রঞ্জন, জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা। তরুণারুণ-থল, কমলদলারুণ, মঞ্জীর-রঞ্জিত-চরণা'।। ইহার রচনা-পারিপাট্য সর্বসহৃদয়বেদ্য ; 'তৎসম' শব্দ ও সমাসের প্রাচুর্যই উহার মুখ্য কারণ। বাঙ্গালার ব্রজবুলির ইহাই অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব।''

পদাবলীসংক্রান্ত পরবর্তী প্রসঙ্গ—'পদাবলীর রস ও অলঙ্কার'। বিষয়টির সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ পর্যালোচনা এ পর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরবর্ত্তী বিষয় 'কীত্তন-প্রসঙ্গ'—কীর্ত্তন সম্পর্কীয় এক মূল্যবান বিশ্লেষণ। সঙ্গীতের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন বিষয়ক কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল—

''ঋগ্‌বেদের প্রায় মন্ত্রগুলিই সুরতানলয়-সহযোগে উচ্চারিত হইয়া সামগান হয়। বেদের আরণ্যকগুলিও ক্রমে ক্রমে গীত হইতে থাকে। পৌরাণিকযুগে দেবর্ষি নারদ কচ্ছপী বা তুম্বুরু-নামক বীণাসহযোগে হরিগুণ গান করেন।

...সামগানোত্তর যুগে পাণিনির ব্যাকরণে (৪।৩।১১০-১১১) সূত্রদ্বয়ের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে কৃশাশ্ব ও শিলালি নটসূত্র (নাট্যশাস্ত্র) প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্রূপ উহাতে (৪।৪।৫৫,৫৬) মৃদঙ্গ, মড্ডুক, ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। পতঞ্জলি মহাভাষ্যেও রঙ্গ, আরম্ভক, নট, গ্রন্থিক, শোভনিক প্রভৃতি নাটকাভিনয়েরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'কংসবধ' ও 'বালিবধ'-নামে দুইটি নাটকীয় ঘটনারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতিতে (৪০০-২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) যে মার্গসঙ্গীতের যথেষ্ট অনুশীলন, ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বাল্মিকী, ব্যাস প্রভৃতি অন্তর্ধান করিলেও তাঁহাদের লেখনী-প্রসূত অমরকাহিনী এখনও ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজমান। জাভার মন্দিরসমূহে বরোবুদুরের প্রস্তর-প্রাচীরগাত্রে রামায়ণের জীবন্ত কাহিনী যেন ক্ষোদিত হইয়াই আছে।

ভরতোত্তর অভিজাত দেশী সঙ্গীতকে সুধীগণ Classical শ্রেণীভুক্ত করেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরবর্ত্তী কোহল, শাণ্ডিল্য, যাষ্টিক, শার্দূল, দত্তিল, বিশ্বাবসু, বিশ্বাখিল, তুম্বুরু প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রী ও সঙ্গীতাচার্য ছিলেন। পার্শ্বদেব, অভিনব গুপ্ত, নান্যদেব, আঞ্জনেয়, সঙ্গীতমকরন্দকার নারদ, ভোজরাজ, সোমেশ্বর, সারদাতনয় প্রভৃতি গুণিগণও খৃঃ ৭ম—১৩শ শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সঙ্গীত বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। ভারতীয় সঙ্গীত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই অবদান বা অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা প্রভৃতির ধ্বংসস্তূপ হইতে যে সব সঙ্গীতের উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা অনুমিত হয় যে সুপ্রাচীন সভ্য সমাজবাসিগণের মধ্যে চারুকলা সঙ্গীতের চেতনাও জাগ্রত ছিল; নৃত্য, গীত ও বাদ্যের তাঁহারা যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। ঐসব ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত সপ্তচ্ছিদ্র বংশীটি ত নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও গানে সাতটি স্বরেরই ব্যবহার ছিল। তন্ত্রীযুক্ত বীণা, মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র, করতাল, ব্রোঞ্জের নৃত্যপরা নারীমূর্ত্তি ও নৃত্যরত নর্ত্তকাদি যাহা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ একবাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন যে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক ভারতেও সঙ্গীতকলার যথেষ্ট অনুশীলন ছিল। [Vide Prehistoric India 1950, P. 270; Prehistoric Civilization of Indus Valley (Madras 1939) P. 30; The Rigveda and Mahenjodoro published in Indian Culture Vol. IV. no. 2. P. 153; Hindu Civilization (2nd ed. 1950) P. 19 and I.H.Q. Vol. VIII. March 1932, P. 143]"

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে ভরতমুনিকেই সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলা হয়। তৎপরে নর, গন্ধর্ব ও কিন্নরাদি সঙ্গীতশিক্ষা করেন। 'সঙ্গীতপারিজাত, সঙ্গীতদামোদর, সঙ্গীতদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্গীত শব্দে নৃত্যগীতবাদ্যের সমবায়কে বুঝায়। 'সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা' স্বয়ং মহাপ্রভু সঙ্গীতের সমাদরপূর্বক শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে রুক্মিণী-আবেশে নৃত্য করিয়া নাট্যকলাকে ভগবৎসেবোপায়রূপে প্রচার করিয়াছেন। উপাস্য-সন্তর্পণই গানের উদ্দেশ্য। কীর্ত্তন-শব্দ 'নামগুণ-লীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনং' (রসামৃত) অথবা ভক্তিসন্দর্ভোক্ত—'কলৌ যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ ক্রিয়তে সা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব' ইত্যাদি বচনে ভগবন্নামগুণাদি-প্রচারকেই লক্ষ্য করে। 'ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনং' বলিয়া শ্রীজীবপাদ কীর্ত্তনে তালমানের নিরপেক্ষতাই সূচিত করিয়াছেন। তবেই কীর্ত্তন-শব্দ শ্রীগৌরগোবিন্দের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলাবিষয়েই প্রযোজ্য। মহাজনী পদাবলীও এতদ্‌বিষয়কই। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির যে ক্রম নিরূপণ করিয়াছেন—তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমে নামেরই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি অন্তঃকরণশুদ্ধি পর্যন্ত বিধেয়, তৎপরে রূপশ্রবণাদি, রূপ সম্যক্ প্রকারে উদিত হইলে গুণাবলির স্ফুরণ এবং তৎপরে নামরূপগুণরাজি ও তৎপরিকরাদি সম্যক্ স্ফুরিত হইলেই লীলাবলির স্ফুরণ সুন্দররূপে হইতে পারে। এই ক্রম লঙ্ঘন করিলে অনর্থপাত অবশ্যম্ভাবী।"

এই প্রেক্ষাপট উদ্‌ঘাটনপূর্বক কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন পন্ডিতপ্রবর শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ। জ্ঞানচর্চায় পরমোৎসাহী সঙ্কলক মহোদয় পরিবেশিত বিষয় প্রামাণিক করবার জন্য তথ্যাবলীর সূত্রনির্দেশ করতে সর্বদাই সতর্ক—উদ্ধৃত অংশ থেকে তার পরিচয় সুস্পষ্ট।

পরিশিষ্ট (খ) সঙ্গীত সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য ও বিশ্লেষণপূর্ণ এক মহামূল্যবান মহাসম্পুটবিশেষ। সঙ্গীত

সম্পর্কিত এ জাতীয় তথ্যসম্ভারের পরিবেশন—সঙ্কলকের সুউচ্চ সঙ্গীতজ্ঞানের পরিচায়ক। প্রতিক্ষেত্রে শব্দের উৎসনির্দেশ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানের এক দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হ'ল ঃ

১. **রাগ** (সসা ১।১১৪-১৪৯) ত্রিজগদ্বাসী জীবের চিত্ত যাহা দ্বারা রাগযুক্ত হয়, ভরতাদি নাট্যশাস্ত্রকারগণ তাহাকে 'রাগ' বলেন। নারদপঞ্চমসংহিতায়—রাসে শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর শব্দে সকলের মোহ করাইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন, তৎপার্শ্বস্থ ষোল হাজার গোপী গান ধরিলেন—তাহাতে ১৬০০০ রাগের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে ৩৬টি রাগ জগতে প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ছয় রাগ ও ত্রিশটি রাগিণী আছে। সঙ্গীতদামোদর-মতে কিন্তু—

রাগ	রাগিণী
১। ভৈরব—	ভৈরবী, কৌশিকী, বিভাষা, বেলাবলী ও বঙ্গালী।
২। বসন্ত—	আন্দোলিতা, দেশাখ্যা লোলা, প্রথমমঞ্জরী ও মল্লারী।
৩। মালব কৌশিক—	গৌরী, গুণকিরী, বরাড়ী, ক্ষমাবতী ও কর্ণাটী।
৪। শ্রীরাগ—	গান্ধারী, দেবগান্ধারী, মালবশ্রী, আশাবরী ও রামকিরী।
৫। মেঘ—	ললিতা, মালসী, গৌরী, নটী ও দেবকিরী।
৬। নটনারায়ণ—	তারামণী, সুধাভীরী, কামোদী, গুর্জরী ও কুকুভা।

মতান্তরে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী (পঞ্চম-সারসংহিতা) মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট।

রাগ	রাগিণী
১। মালব—	ধানসী, মালসী, রামকেরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী ও ভৈরবী।
২। মল্লার—	বেলাবলী, পুরবী, কানড়া, মাগধী, কোড়া ও কেদারিকা।
৩। শ্রীরাগ—	বেলোয়ারী, গৌরী, গান্ধারী, সুভগা, কৌমারী ও বৈরাগী।
৪। বসন্ত—	তোড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, গুর্জরী ও বিভাষা।
৫। হিন্দোল—	মায়ূরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী ও মারহট্টা।
৬। কর্ণাট—	নাটিকা, ভূপালী, রামকেরী, গড়া, কামোদী ও কল্যাণী।

মতঙ্গ-মতে রাগের ভেদ তিনটি ; শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সংকীর্ণ। শুদ্ধরাগ তাহাকেই বলে যাহাতে শাস্ত্রোক্ত রীতিতে গান হইয়া আনন্দবিধান করে। ছায়ালগে দুইটি রাগের মিশ্রণ থাকে এবং সংকীর্ণ রাগে শুদ্ধ ও ছায়ালগের মিশ্রণ হইয়া আনন্দকর হয়—কল্লিনাথের এই উক্তি।

শিব মতে আবার শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ ও বৃহন্নাট এই ছয়টি রাগ এবং ইহাদের পৃথক পৃথক ছয়টি করিয়া ভার্যা উক্ত আছে। এইরূপ হনুমানের মতে ও রাগার্ণবের মতে পার্থক্য আছে। [সঙ্গীতদর্পণ ২।১৩—২৫]। সঙ্গীত-কৌমুদীতে আবার পুংরাগ আটটি— ভৈরবী, ভূপতি, শ্রীরাগ, পঠমঞ্জরী, বাসন্তিকা, ভূপাল, সারঙ্গ ও মাতঙ্গ।

২. **শ্রুতি** (সসা ১।৪০—৪৬) কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ধ্বনিই শ্রুতি-নামে কথিত হয়। বিশ্বাবসু বলেন—'শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ'। মতঙ্গও এই মতেরই পোষক—'শ্রবণার্থস্য ধাতোঃ ক্তি-প্রত্যয়ে চ সুসংশ্রিতে। শ্রুতি-শব্দঃ প্রসাধ্যোঽয়ং শব্দজ্ঞৈঃ কর্ম-সাধনৈঃ'।। নাদ বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া দ্বাবিংশ শ্রুতিতে

পরিণত হয়। ২২টি নাড়ী বক্র ও ঊর্ধ্বভাবে হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে। শ্রুতিসমূহ উচ্চ হইতে উচ্চতর কক্ষায় আরূঢ় হইয়া বীণাদি যন্ত্রেই লক্ষিত হয়, যেহেতু কফাদি-দূষিত কণ্ঠে তাহাদের অভিব্যক্তি হয় না। পঞ্চম, ষড়্‌জ ও মধ্যমের প্রত্যেকটিতে চারিটি করিয়া, ঋষভ এবং ধৈবতে তিনটি করিয়া—গান্ধারে ও নিষাদে দুইটি করিয়া শ্রুতি আছে। দেশভেদে শ্রুতিনামও বিভিন্ন হয়। সঙ্গীতসারসংগ্রহে (১।৪৩—৪৬)—(১) ষড়্‌জস্বরে—নান্দী, বিশালা, সুমুখী ও বিচিত্রা। (২) পঞ্চম স্বরে—রালা, কলা, কলরবা ও শার্ঙ্গরবী। (৩) মধ্যমস্বরে—মাধবী, শিবা, মাতঙ্গিকা ও মৈত্রেয়ী। (৪) ঋষভস্বরে—চিত্রা, ঘনা ও চালনিকা। (৫) ধৈবত স্বরে—জায়া, রসা ও অমৃতা। (৬) গান্ধারে—সরসা ও মালা। (৭) নিষাদে—মাত্রা ও মধুকরী। কোহলীয়ে আছে যে প্রজাপতির মুখ হইতে বিনির্গত সিদ্ধি, প্রভাবতী, কান্তা ও সুভদ্রা—এই শ্রুতি-চতুষ্টয় ষড়্‌জস্বর উৎপাদন করে। নারদীয় মতে কিন্তু (১) ষড়্‌জে-তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা ও ছন্দোবতী। (২) ঋষভে—দয়াবতী, রঞ্জনী ও রক্তিকা। (৩) গান্ধারে—রৌদ্রী ও ক্রোধা। (৪) মধ্যমে—প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জনী। (৫) পঞ্চমে—ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপিনী ও আলাপিনী। (৬) ধৈবতে—মদন্তী, রোহিণী ও রম্ভা। (৭) নিষাদে—উগ্রা ও ক্ষোভিণী। এইরূপে দত্তিলও অন্যপ্রকারে শ্রুতিসমূহের নামকরণ করিয়াছেন।

৩. **সাধারণ** (নাট্যশাস্ত্র কাশী ২৮।৩৩) দুইটি স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্বর। 'সাধারণং নামান্তরস্বরতা। কস্মাৎ? দ্বয়োরন্তরস্থং তৎ সাধারণম।' ২ মুর্ছনার ভেদ। ইহা প্রথমতঃ স্বর ও জাতি-ভেদে দ্বিবিধ। ব্যবধান বা অন্তরকে 'সাধারণ' বলে। ভরতের সময়ে স্বর-সাধারণ দুইটি—কাকলি (নিষাদ) ও অন্তর (গান্ধার)। ইহাদিগকে বিকৃত স্বরও বলা হয়। দুই দুইটি শ্রুতির অন্তর ও প্রকর্ষণের (বৃদ্ধির) জন্য শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদের বিকৃতিভাব সৃষ্ট হয়। দুইটি শ্রুতি-সম্পন্ন নিষাদ যখন চারিশ্রুতি-যুক্ত ষড়্‌জের তীব্রা ও কুমুদ্বতী শ্রুতিদ্বয়কে গ্রহণ করত চারিশ্রুতি-বিশিষ্ট হয়, তখনই তাহাকে কাকলিস্বর বলে এবং এইজন্য তার অন্তর স্বর হইল নিষাদ ও ষড়্‌জ। তদ্রূপ শুদ্ধ-গান্ধার যখন শুদ্ধ-মধ্যমের বজ্রিকা ও প্রসারিণী শ্রুতিদ্বয়কে লইয়া চারিশ্রুতি-বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে অন্তর-গান্ধার বলে। আবার এক গ্রামের জাতির মধ্যে অন্য গ্রামের জাতির বর্ণসাম্য হইলে গানের যে সাধারণভাব দৃষ্ট হয়, তাহাকে 'জাতি-সাধারণ' বলে। ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রামদ্বয়ের অনুসারে স্বর-সাধারণ 'ষড়্‌জ-সাধারণ' ও 'মধ্যম-সাধারণ'-নামে কথিত হয়। এস্থলে স্বরবিশেষই 'সাধারণ' বলিয়া বাচ্য। ভরত আবার তৃতীয় কালসাধারণেরও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'ন চ নাগতো বসন্তো ন চ নিঃশেষঃ শিশিরকালঃ—ইতি কালসাধারণঃ'।

৪. **দেশী** (রত্না ৫।২৫০২—৩) স্বয়ং ব্রহ্মা হইতে ভরত যে নাট্যবিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহা 'মার্গসঙ্গীত' এবং ভরত হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অপ্সরা ও গন্ধর্বগণকর্ত্তৃক শিবসকাশে সেই অভিনীত সঙ্গীত দেশভেদে 'দেশী' নাম প্রাপ্ত হয়। মতঙ্গমতে—আলাপাদি-বিহীন সঙ্গীত। ২ 'গনী ত্যজ্যাবধীরোহে রিধৌ যত্র চ কোমলৌ। ষড়্‌জাদিস্বরসম্ভূতির্দেশ্যামংশস্তু রি-স্মৃতঃ।।' [সঙ্গীত-পারিজাত ৪২৯] । সঙ্গীতদর্পণে (২।৬৭) ইহা দীপকের রাগিণী। লক্ষণ—'দেশী পঞ্চম-হীনা স্যাদৃষভ-ত্রয়-সংযুতা। কলোপনতিকা জ্ঞেয়া মূর্ছনা বিকৃতর্ষভা।।' ধ্যান—'নিদ্রা লসং সা কপটেন কান্তং, বিবোধিয়ন্তী সুরতোৎসুকেব। গৌরী মনোজ্ঞা শুকপিচ্ছবস্ত্রা, খ্যাতা চ দেশী রসপূর্ণচিত্তা'।। ৩ (সসা ৩।১১) যে গান, বাদ্য ও নৃত্য বিভিন্ন দেশে রাজগণের 'পরমানন্দ-জনক' হয়, তাহাকে 'দেশী' বলে।

প্রতিটি পরিভাষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও চরিত্র নির্ধারণ গভীর দক্ষতার সঙ্গেই সম্পাদন করেছেন সম্পাদক মহোদয়। এই পর্বটি সঙ্গীতরসজ্ঞগণের পরম আস্বাদনের বস্তু।

তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদবৃন্দের চরিতাবলী। পরিশিষ্ট (ক)-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে দেব-দেবী বিষয়ক বৃত্তান্ত এবং (খ)-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যসমূহের গবেষণামূলক সারসঙ্কলন। বহু অজ্ঞাত চরিত্রের পরিচয় সমুদ্ধার করেছেন গ্রন্থকার। প্রতিটি ক্ষেত্রে সূত্র নির্দেশ করে পাঠকবর্গকে পুনরনুসন্ধান ও গবেষণার সুযোগ প্রদান করেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটি বহু জীবনীতথ্যের এক অপূর্ব মহাসম্ভার। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যপ্রভুর জীবনীপ্রসঙ্গে লিখিত হয়েছে—"শ্রীহট্ট লাউড় গ্রামে ১৩৫৫ শকে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশে অবতীর্ণ হন। ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-মতে ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর জন্ম। ১৪৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎ)।

....১৩৩০ শকে বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকট হইতে বিসফীগ্রাম প্রাপ্ত হন। বিদ্যাপতি আনুমানিক ১৩০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক। চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে গীতরচনা করেন। তাঁহার পদেই আছে—

'বিধুর নিকটে বসি নেত্র-পক্ষ-বাণ। নবহু নবহু রস গীত-পরমাণ'।।

বিদ্যাপতির স্বহস্ত-লিখিত একখানি ভাগবত আছে ; তাহাতে প্রতিলিপির তারিখ ১৩৭৯ শক লেখা আছে। বিদ্যাপতির ১৪০১ শকাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্বৈত-প্রভু ১৪০৭ শকে ৫২ বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মলীলা দেখিতে সূতিকাগৃহে আসিয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্বে তিনি তীর্থভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। এজন্য বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার সত্য ঘটনা।"

শ্রীগৌরাঙ্গ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিচিত্র তথ্যাবলী পরিবেশন করেছেন গ্রন্থকার। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মকালে গ্রহ-সমাবেশ, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবকাল, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রাকট্য-সময়ে ভারতের রাজন্যবর্গ—(ক) দিল্লীর সিংহাসনে, (খ) বঙ্গের সিংহাসনে, (গ) উড়িষ্যার সিংহাসনে, (ঘ) ত্রিপুরার সিংহাসনে, (ঙ) নেপাল-সিংহাসনে, (চ) কোচবিহার-সিংহাসনে, (ছ) আসামের সিংহাসনে, (জ) কাছাড়ের সিংহাসনে, (ঝ) জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে, (ঞ) কাশ্মীরে, (ট) গুজরাটে, (ঠ) পাণ্ড্যদেশে নায়ক-বংশীয় রাজা, (ড) বিজাপুরে, (ঢ) কোচিনে, (ণ) গোলকুণ্ডায় এবং ইংলণ্ডের সিংহাসনে। এরপর শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের পূর্ব ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তীকালে নবদ্বীপে বিবিধ শাস্ত্রের গবেষণা প্রসঙ্গে চৌত্রিশজন পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবিষ্ট করেছেন। যথা—বাসুদেব সার্বভৌম, বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি, রঘুনাথ শিরোমণি, হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, রামভদ্র সার্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, মধুসূদন বাচস্পতি, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, দ্বিতীয় বাসুদেব সার্বভৌম, দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ, হরিরাম তর্কবাগীশ, কাশীনাথ বিদ্যানিবাস, রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ, বঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, জয়রাম তর্কালঙ্কার, শিবরাম বাচস্পতি, রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, গোপাল ভট্টাচার্য এবং মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ। অখ্যাত পাথর হাজঙ্গ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন গ্রন্থকার। কিয়দংশ উদ্ধৃত হল ঃ

"শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ইহার নাম রাখেন—'জগন্নাথ দাস'। পাহাড়ীয়া অসভ্য জাতি। ময়মনসিংহ জেলায় সেরপুর পরগণার উত্তরে যে সব পাহাড় আছে, তথায় ফারো, হাজঙ্গ প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণের বাস। পাথর হাজঙ্গের নিবাস ঐ স্থানে ছিল। পাথরের দেহে অসীম বল ছিল। কোন কারণে পাথরের সহিত আত্মীয়গণের

বিবাদ হয়, এজন্য পাথর মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হন। সে ১৪৪০ শাকের কথা। প্রাণত্যাগ করিতে যাইবার সময় অলক্ষ্যে কে একজন সুন্দর পুরুষ 'দেও' (দেবতা) তাঁহাকে পুরীধামে যাইবার জন্য আজ্ঞা করেন। দেব-আজ্ঞায় পাথর প্রাণত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া পুরীর উদ্দেশ্যে চলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হস্তে একটি মাত্রও কড়ি নাই। ব্রহ্মপুত্র-তীরে পৌঁছিলে মাঝি পারের জন্য ১০ কাহণ কড়ি চাহিল। কপর্দক-শূন্য পাথর কি করিয়া পার হইবেন ভাবিতে ভাবিতে শেষে তিনি জলে ঝম্প দিয়া পড়িলেন। অদৃশ্য পরপার এবং বেগবান্ স্রোতের প্রতি তাহার লক্ষ্য হইল না। সমস্ত দিন ভীম পরাক্রমে নদীতে সাঁতার দিয়া সন্ধ্যাবেলা তিনি তীরে উঠিলেন।

সেই সময়ে সুসঙ্গের মহারাজ নৌকাযোগে তীর্থভ্রমণে যাইতেছিলেন, পাথরের এই অদ্ভুত বীরত্ব এবং পুরীধাম-গমনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া সযত্নে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া তিনি পুরীতে পৌঁছাইয়া দিলেন।

পুরীধামে উপস্থিত হইয়া পাথর দেবতার উদ্দেশ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন—রথযাত্রা হইতেছে, আর তাহার অগ্রে অগ্রে সংকীর্ত্তন, তন্মধ্যে অপূর্ব এক মনুষ্যের নৃত্য। পাথরের প্রাণ মোহিত হইয়া গেল। তিনি সেই কীর্ত্তন দেখিয়া বাহ্য হারাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।'' পরবর্তী অংশ গ্রন্থে আস্বাদ্য।

এই পর্বের বর্ণিত বিষয় শ্রীগৌরাঙ্গ ও তৎপরিকরবৃন্দের চরিত-সংক্রান্ত হলেও এর পরিধি কিন্তু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি এই অভিধানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অন্য বহু মহাজীবনও এপর্বে স্থানলাভ করেছে। আচার্য রামানুজ, রামানন্দ স্বামী, বাবা ব্রহ্মচারী, বিজয়ধ্বজ, সৈয়দ মরতুজা, হরিদাস স্বামী, হাল সাতবাহন, বেঙ্কটাচার্য প্রভৃতি বহু জীবন সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনে গ্রন্থ-সঙ্কলক অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' শীর্ষক বিবরণের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল ঃ

''রমণীমোহন মল্লিক-কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখ আছে—(১) শালবেগ, (২) ফটন, (৩) সেখ ভিখান, (৪) শাহ আকবর, (৫) ফকির হবিব্, (৬) কবির মহম্মদ ও (৭) সেখ লাল। ইঁহাদের কবিতা ব্রজসুন্দর সান্ন্যালকৃত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' ৪র্থ খন্ডে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। মুন্সি আবদুল করিম 'সাহিত্য-সংহিতায়' ও 'পূর্ণিমায়' প্রায় ২০ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির সন্ধান দিয়াছেন। 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে' শ্রীদীনেশ সেন ১১৪২-৪৬ পৃষ্ঠায় 'পদ্মাবৎ'-প্রণেতা আলোয়াল, অলিরাজা, চাঁদকাজি, গরিব খাঁ প্রভৃতিরও পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরো কতজন বৈষ্ণব কবির সন্ধান ডাক্তার সুকুমার সেন-কৃত 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে' ৪৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী-প্রণীত 'দিন্-ই-ইলাহি' নামক প্রতীচ্য ভাষায় লিখিত পুস্তকে ১৯—২০ পৃষ্ঠায় আবদুর রহিম খাঁ নামক জনৈক মুসলমান কবির সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্যে দান-প্রসঙ্গে—

দোহা—তৈ রহীম মন আপনো কীন্হো চারু চকোর। নিসি বাসর লাগো রহৈ কৃষ্ণচন্দ্রকী ওর।।১ গহি শরণাগত রাম কী ভবসাগরকী নাব। রহিম ন জগত উদ্ধার করি ঔর ন কছু উপাব।।২''

পরবর্তী অংশ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থকার যে কতখানি ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁর রচনার মধ্যে তার সুস্পষ্ট পরিচয় অঙ্কিত। একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল—

''**গুণানন্দ গুহ** (মজুমদার)—বঙ্গজ কায়স্থ-কুলতিলক বঙ্গাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত স্বনামধন্য রাজা বসন্ত রায়ের পিতা। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস (মতান্তরে রামদাস) কর্পূরের মন্দিরের দক্ষিণ

দিকে শ্রীমদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের পূর্ব গাত্রে যে শিলালিপি আছে—তাহা গ্রাউস্ সাহেব পাঠোদ্ধারক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

'হর ইব গুহবংশ্যো যৎপিতা রামচন্দ্রো, গুণমণিরিব পুত্রো যস্য রাজা বসন্তঃ। স কৃত-সুকৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দ-নামা, ব্যধিত বিধিবদে-তন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ'।।"

পরবর্তী বিবরণ গ্রন্থে আস্বাদ্য। 'অনুপনারায়ণ' শীর্ষক বিবরণে গ্রন্থকারের তথ্যনিষ্ঠা ও পরম উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় উৎকীর্ণ। শেষাংশ নিম্নরূপ—

"সুতরাং অনুপনারায়ণকে কাশীনাথের সমসাময়িক বলিতে হয়। সিদ্ধান্ত-বিষয়ে ইনি শ্রীচৈতন্য-মতাবলম্বী নহেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎপার্ষদগণের প্রতি সাধারণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বটে, রামানন্দী সাধুগণের প্রতিও তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সীতাশতক কাব্য শ্রীসীতারামের প্রতি তাঁহার আন্তর নিষ্ঠার দ্যোতক। সমঞ্জসা বৃত্তিটীও দ্বৈতপর, অচিন্ত্য-ভেদাভেদসূচক নহে।"

গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা যে সাম্প্রদায়িক-সংকীর্ণতার বহু ঊর্ধ্বে বিরাজিত ছিল, গ্রন্থের তথ্য সংগ্রন্থন ও পরিবেশনের মধ্যে তা প্রকাশিত।

বহু বিচিত্রমুখী জীবনের এক অপূর্ব সন্নিবেশ হয়েছে এই খন্ডে। বিচিত্র জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী যেমন আস্বাদ্য তেমন শিক্ষণীয়ও বটে। এর জন্য বৈষ্ণব ভক্ত যেমন নির্মল ভক্তিপ্রবাহে নিমজ্জিত হবার সুযোগ লাভ করবেন, পন্ডিত-গবেষকগণও নব-নবতর তথ্যানুসন্ধানে গবেষণা-সিদ্ধির সুযোগ লাভ করবেন। নিম্নে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত হ'ল ঃ

"লঘু হরিদাস—শ্রীবৃন্দাবনের বল্লভভট্টের পুত্র বিট্‌ঠলেস্বরের গৃহে ম্লেচ্ছভয়ে যে শ্রীশ্রীগোপালজীকে (ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর সেবিত শ্রীবিগ্রহ, বর্ত্তমানে নাথদ্বারে শ্রীনাথজী-নামে প্রসিদ্ধ) এক মাস লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই সময়ে লঘু হরিদাস শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি ভাগবতগণের সঙ্গে বিটঠলেশ্বর-গৃহে আগমন করত শ্রীশ্রীগোপালজীউকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইনি কিন্তু 'ছোট হরিদাস' নহেন।

পুন্ডরীকাক্ষ, ঈশান আর লঘু হরিদাস।। এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে। শ্রীগোপাল-দরশন কৈল বহু রঙ্গে।। (চৈ. চ. মধ্য ১৮।৫২—৫৩)"

এই খন্ডের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল একই নামের বিভিন্ন চরিত্রগুলির একস্থানে সংস্থাপন। যার ফলে চরিত্রগুলির পার্থক্য সহজেই নিরূপণ করা সম্ভব হয়। যেমন—বাসুদেব কবিরাজ, বাসুদেব কুষ্ঠী, বাসুদেব তীর্থ, বাসুদেব দত্ত, বাসুদেব দৈবজ্ঞ, বাসুদেব ভট্টাচার্য, বাসুদেব ভাদর, বাসুদেব শিয়াল, বাসুদেব সার্বভৌম।

এ প্রসঙ্গের অন্তিমলগ্নে শ্রীল হরিদাস দাসের তথ্যানুসন্ধানের আর একটি নিদর্শন উদ্ধৃত হ'ল—

" হেমাদ্রি—(হ ১২।৪ টী)— মহারাষ্ট্র দেশে দেবগিরিরাজ্যে (১২৬০ খৃঃ হইতে ১৩০৯ খৃঃ পর্যন্ত) হেমাদ্রি মন্ত্রিত্বপদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইনি বোপদেবের আশ্রয় ছিলেন বলিয়া বোপদেবকৃতা মুক্তাফলটীকা কৈবল্যদীপিকা হেমাদ্রির নামে প্রচারিত হইয়াছে। হেমাদ্রি-রচিত 'চতুর্বর্গচিন্তামণি' গ্রন্থখানি বিরাট স্মৃতিসার-সঙ্কলন ; দাক্ষিণাত্যে এই স্মৃতির সবিশেষ প্রচলন রহিয়াছে। তৎকৃত 'আয়ুর্বেদ-রসায়ন' গ্রন্থটি বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকা ; এতদ্ব্যতীত 'চিন্তামণি', 'কামধেনু' ও 'কল্পদ্রুম' নামক স্মৃতি-গ্রন্থত্রয়ও ইহারই রচনা। ('চতুর্বর্গচিন্তামণি') হেমাদ্রি-রচিত 'রাজপ্রশস্তি' দুইখানিতে তদানীন্তন দেবগিরির যাদব-রাজবংশের কতিপয় রাজার পরিচয়ের সহিত কবির কবিত্বশক্তি এবং ঐতিহাসিকতার যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যায়।"

গ্রন্থকার বহুক্ষেত্রে জীবনীর বংশলতা উপস্থাপনা করেছেন। যার ফলে বংশ-পরিচয়টি খুব সহজেই বোঝা যায়। যথা—শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, ঈশান নাগর, মালাধর বসু প্রভৃতি।

বৈষ্ণবজীবনী-পর্বে বহু মহিলা-ভক্তের সন্নিবেশ অভিধানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। মীরাবাঈ সংক্রান্ত তথ্যটি এস্থানে সন্নিবিষ্ট হ'ল। সঙ্কলক মহোদয় লিখছেন—"ইঁহার ভজনগান সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীজীবপাদের সহিত ইঁহার কৃষ্ণকথা হইয়াছিল—ভক্তমালের 'ভক্তিরসবোধনী' টীকাতে (৪৬৯ অনুচ্ছেদে) ইঁহার স্পষ্টোক্তি আছে। ইনি একটি গৌর-পদ রচনা করিয়াছেন—তাহার বিবিধ পাঠ থাকিলেও সচরাচর যে ভাবে গীত হয়, তাহা উল্লিখিত হইল—

(সাধো) অব তো হরিনাম লৌ লাগী।
সব জগকো মন-মাখনচোরা নাম ধর্য্যো বৈরাগী।।
মাতু জশোধা মাখন কাজে বান্ধ্যো যাকো দাম।
শ্যাম কিশোরা ভয়ো নব গোরা চৈতন যাকো নাম।।
কাঁহা ছোড়ী বো মোহন মুরলী কাঁহা ছোড়ী বো গোপী।
মুন্ড মুড়াই ভয়ো সন্ন্যাসী মাথে মাহি ন টৌপী।।
পীতাম্বরকো ভাব দিখাবৈ কটি কৌপীন কসৈ।
দাস ভক্তকী দাসী মীরা রসনা কৃষ্ণ বসৈ।।

এ প্রসঙ্গ সমাপ্তির পূর্বে একটি পরিকর-জীবন পাঠকবর্গের আস্বাদনের জন্য উদ্ধৃত হ'ল—

"**কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী**—(ভক্ত ২১।৭) লাহোরে জন্ম, সপ্তবর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গস্ফূর্ত্তি হইয়া ইনি জন্মভূমি ত্যাগ করত শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপাল দর্শন করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সেবক তাঁহাকে সেবা দিয়া নিকটে রাখেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসিলে তাঁহার দর্শন পাইয়া ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে ইনি মূলতানে সেবা প্রকাশ করিয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বনয়ারিচন্দ্রকে শিষ্য করত সেই গাদির মহান্ত করিয়া গুজরাটেও সেবা স্থাপন করেন। ইঁহার সান্নিধ্যে তত্রত্য বহুলোক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আশ্রিত হয়। মহাপ্রভু স্বকণ্ঠস্থিত গুঞ্জামালা ইঁহাকে দেন বলিয়া নাম হয়—'গুঞ্জামালী' ; ইনি বড় গৌড়ীয় গাদীর সংস্থাপক। পরে আবার পাঞ্জাবের ওলম্বা গ্রামে সেবা বসাইয়া তত্রত্য জনার্দন বিপ্রকে গাদির মোহন্ত করিয়া বসান এবং সিন্ধুদেশে গিয়া বহু মুসলমানকে বৈষ্ণব করেন। এইভাবে অন্যান্য দেশেও নাম প্রেম প্রচার করত ইনি বৃন্দাবনে আজীবন বাস করেন।"

পরিশিষ্ট (ক)-এ প্রসিদ্ধ দেব-দেবী বিষয়ক বিবরণে কৃষ্ণ, টোটা-গোপীনাথ, চন্ডিকা, দামোদর, বঙ্কবিহারী, বামন, বিরজাদেবী, সীতা প্রভৃতি দেব-দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সূত্রনির্দেশসহ বিবৃত হয়েছে।

পরিশিষ্ট (খ)-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর বিবরণ ও বিশ্লেষণ। প্রারম্ভেই উপস্থাপিত হ'ল সাহিত্য ও সাহিত্যিকের লক্ষ্য প্রসঙ্গে শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের মূল্যবান মন্তব্য : "বিভিন্ন-সংস্কারযুক্ত মানব-চিত্ত যাহা আপাতরুচিতে গ্রহণ করে ; তাহাতে কয়েকদিনমাত্র মুগ্ধ থাকিয়া পরে বিশ্ব-দরবারে সহযোগিতা ও অনুমোদন যাচ্ঞা করে ; ফলে মানবতার মহাসম্মিলনীতে যোগদান করে। বিশ্বসাহিত্য নিখিলের এই আদান-প্রদান হইতে মানবকে বঞ্চিত রাখে না, বরং সংস্কারমুক্ত এক মহা সমন্বয়ের ভূমি-রচনায় সাহায্যই দান করে। বিবিক্ত চিত্তের ভাব ও ভাষার বিশ্লেষণ ও সামঞ্জস্য-আবিষ্কারই এই সাহিত্য-সম্মিলনীর অমৃতময় ফল। যে মানবের চিত্ত উক্ত বিষয়ে যত অক্ষম ও অনগ্রসর, সাহিত্যালোচনার মুখ্য ক্রিয়াফলও তাহাতে তত সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও অপরিস্ফুট থাকে। বিভিন্ন মতবাদ-সঙ্কুল বিভিন্নমুখী সমালোচনা-বহুল ধর্মসাহিত্যসমূহে সাহিত্যসেবিগণের অনবধানতা বা পরাঙ্মুখতা সাহিত্য-স্বাস্থ্যের সুলক্ষণ নহে। যথার্থ সাহিত্যিকের সামাজিক

চিত্ত জ্ঞানভাণ্ডার প্রসারণ-বিষয়ে অলংবোধ করে না, অথবা কোনও বিশিষ্ট সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া উহার বিশ্বজনীন বিস্তৃতিকে অস্বীকারও করে না।

মহামানবতার এই মিলন-ভূমি-রচনা সাহিত্যিকেরই কার্য্য। কোন্ দেশে কোন্ সমাজে মানবের অনুভূতির ভাবধারা কি আকারে কোন্ কোন্ বদ্ধ সংস্কারের বাঁধ ভাঙিয়া কোন্ মূলাধারাবলম্বনে সাগর-সঙ্গমে মিশিয়াছে—সাহিত্যের হৃদ্য সামাজিক ব্যতীত কে তাহার সুবিচার করিবে? মুখ্যভাবেই হউক অথবা অঙ্গাঙ্গি ভাবেই হউক, উক্ত ভাবধারার যথার্থ স্থান-নির্দেশ করাই সৎসাহিত্যিকের কার্য্য।" (শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রকাশনকর্মের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বিবৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ "শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীগিরিরাজপ্রান্তবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দকুণ্ডতীরবাস্তব্য শ্রীশ্রীমন্ মনোহর দাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয় কর্ত্তৃক অযাচিতকৃপা-বিতরণে প্রোক্ত 'গ্রন্থসঙ্গ' করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এতাবৎ কাল যাবৎ যে সব গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছেন এবং যাহা যাহা সন্ধান-পথে আসিয়াছেন, তাঁহাদের স্থূল পরিচয় ও বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যদেশে এ জাতীয় গ্রন্থ করিতে হইলে প্রথমতঃ একটা 'সঙ্ঘ' (Systematic body) গঠিত হয় এবং যিনি যে বিষয়ে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ও পারদর্শী, তাঁহার উপর সেই বিষয়ের ভারার্পণ থাকে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আরো কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক থাকেন—তাঁহাদের গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ হইলে তাহার প্রকাশজন্য রাজকীয় কোষাগার বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানবিশেষের ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকে; কিন্তু এই দুর্ভাগাদেশে তদ্রূপ কোন ব্যবস্থাই নাই বলিয়া সমুৎসুকচিত্ত গবেষকদিগের সমগ্র জীবনের চেষ্টাও পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হয়, ফলতঃ জাতীয় জীবনের সর্বথা উন্নতি ও প্রগতিতে বাধা-পাত হয়। আজীবন দারিদ্র্যের ক্রোড়েই লালিত পালিত বলিয়া কখনও প্রচুরতর গ্রন্থ-সংগ্রহ করিতে পারি নাই—বিদ্যা পীঠস্থান বলিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থে উক্ত হইলেও শ্রীধাম নবদ্বীপের পাঠাগারে গবেষকের উপযোগী গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়। কাজেই এ জাতীয় কার্য্যে উপাদান-সংগ্রহবিষয়ে যে কত উদ্বেগ ও লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছে, তাহা একমাত্র ভুক্তভোগী ব্যক্তিই জানিবেন। গ্রন্থ-পূর্ণতা সম্বন্ধে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও এই সংস্করণে যথেষ্ট অপূর্ণতা রহিয়া গেল। তাহার কারণ—রাষ্ট্রবিপ্লব, কাগজের দুর্ভিক্ষ, অর্থসঙ্কট, শারীরিক অপটুতা এবং সর্বোপরি বৈষ্ণবশাস্ত্রে নিজের সম্যক অপ্রবেশ। কলিকাতায়ও যাতায়াতাদিতে অসুবিধার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলির সময়মত আলোচনা করিতে পারি নাই। তথ্যসংগ্রহ-জন্য বিভিন্ন স্থানে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানেও অযথা কালবিলম্ব এবং যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। তথাপি 'অত্যুচ্চৈর্ভবতি লঘীয়সাং হি ধার্ষ্ট্যম্' এই ন্যায়ের স্বজীবনে যাথার্থ্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! আশা—অদোশদর্শী, পরদুঃখদুখী এবং ইষ্টবস্তুর-যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্কেও বিমলানন্দভোগী বৈষ্ণবগণ কৃপাযষ্টিদানে আশ্রয় দান করিবেন।

বিভিন্নদেশে যে সকল পুঁথি অপ্রকাশিত ও অনালোচ্য হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন—তাহাদের সংগ্রহে আমাকে যে কত যন্ত্রণা, উদ্বেগ, গুরুগঞ্জনা এবং অনশনাদি কৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইয়াছে—তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন; প্রাচীন বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি যে শ্রীরূপসনাতনাদি মহাজনগণ গ্রন্থ-প্রণয়নকালে বৃক্ষের গলিত পত্র পোড়াইয়া আলো করিয়া রাত্রিবেলা কার্য্য করিয়াছেন—তাঁহাদের তৎকালীন অবস্থাদির সহিত তুলনায় আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোকাদির বিবিধ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ আমাদের নাগরিক জীবনে শত শত সুবিধার সদ্ভাবসত্ত্বেও ইষ্টবস্তুবিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগ ও ঔদাসীন্য ভাবিয়া লজ্জিত ও ক্ষোভিত হইতে হয়। সদাকালের জন্য ভজনবিষয়ে সমাসক্তচিত্ত হইলেও তাঁহাদের জীবহিতৈষণার দিকে যে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ছিল—এইসব লোকাতীত-

মহামহিমময় গ্রন্থরাজিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সব গ্রন্থ-সম্পুটে যে রত্নরাজি নিহিত আছে, তাহার দর্শন-স্পর্শন-আস্বাদনাদি আমার ভাগ্যে আদৌ না ঘটিলেও কিন্তু ইহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া আমি যে বিমল আনন্দ ও কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার জন্য বঙ্গজননীর কৃতি সন্তানদিগের সম্মুখে এই গ্রন্থরত্নমালা উপস্থাপিত করিলাম।

...এ গ্রন্থে কিন্তু প্রধানতঃ ও সমগ্রতঃ সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ যাবতীয় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থগুচ্ছেরই সবিশেষ আলোচনা, বিচার, বিশ্লেষণাদি দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থ স্থলবিশেষে সঙ্কলিত হইলেও কতকগুলি বিষয়ে (যেমন বিরুদ কাব্য, শতক প্রভৃতি) মৌলিকতাও আছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর হইতে প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থমালাই দীনহীন প্রকাশকের অন্যূন বিংশ বর্ষব্যাপী গ্রন্থানুসন্ধানের ফল।" (শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য)

উল্লেখ্য, এই পর্বে সন্নিবিষ্ট গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী পূর্বপ্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যেরই পরিবর্ধিত ও পরিবর্ত্তিত সংস্করণ একথা গ্রন্থকার এই খন্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

পূর্বোল্লিখিত দীর্ঘ প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী সম্পর্কে যৎসামান্য পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য'-শীর্ষক বিবরণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে গ্রন্থকারের একটি মহামূল্যবান মন্তব্য উদ্ধৃত হল ঃ "...গৌড়ীয়-সাহিত্য সর্বসঙ্কীর্ণতাবিমুক্ত ও মহারসভাব-মাধুর্যাবগাহী—বিশ্ববিশাল ঔদার্যে ও জগতের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিময় ব্যবহারে গৌড়ীয়গণই অদ্বিতীয়—নম্রতা-ধীরতা-গর্ভবাক্যে স্বাপকর্ষ-প্রদর্শনে ও অন্যের সম্মানদানে ইঁহারা অপ্রতিম—সংস্কৃতসাহিত্যে রসবস্তুর অপরিস্ফুট আলোচনাকে ইঁহারা সুবিশদ ও পরিস্ফুটতর করিয়া জগতের সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন।...শুধু তাহাই নহে, London বিশ্ববিদ্যালয়ের Cardinal Newman সাহেবের 'God is Lover' এই উক্তি হইতেও উর্দ্ধস্তরে আরোহনপূর্বক ইঁহারা শ্রীভগবানকে Paramour (উপপতি)-রূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই পরকীয়াভাবের উপাসনাই গৌড়ীয়গণের মহাবৈশিষ্ট্য। 'ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি।' 'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে। অতএব বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে।।' "

প্রথমে উল্লেখ করছি 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিবিধ বিদ্যা' শীর্ষক বিবরণের কিয়দংশ—

"আবশ্যকতা—শ্রীভগবানে সর্বশাস্ত্র-সমন্বয়-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীজীবচরণ ভগবৎসন্দর্ভের সর্বসম্বাদিনীতে বলিয়াছেন—'বেদের অনুগত অন্যান্য শাস্ত্রেরও ভগবানেই সমন্বয় হইয়া থাকে। যথা—কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ডের অবধারণার্থ পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা, ঈশ্বরের অস্তিত্বানুসন্ধান এবং চিদচিৎ বস্তুগুলির জ্ঞানের জন্য গোতম, কণাদ ও কপিল প্রভৃতির দর্শনশাস্ত্র, ঈশ্বরের উপাসনা-বিষয়ে পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র প্রয়োজনীয়। স্মৃতি প্রভৃতিও কর্ম, জ্ঞান বা উপাসনা কাণ্ডেরই অনুসরণ করে। কাব্য, অলঙ্কার, কামতন্ত্র, গান্ধর্বকলা দ্বারা শ্রীভগবানের তত্তদ্‌বিষয়ক চরিত-মাধুর্যের অনুভবজ্ঞান সিদ্ধ হয়। নীতি ও শিল্পদ্বারা তাঁহার সেবা-চাতুরী-বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদ দ্বারা তাঁহার উপাসনার প্রতিবন্ধকতা নিবারণের সামর্থ্য ঘটে। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন 'ধর্ম, অর্থ ও কাম—আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী (কর্মবিদ্যা), তর্কবিদ্যা, দম (দণ্ড-নীতি) ও বিবিধ বার্ত্তা (জীবিকা-নির্বাহার্থ বিদ্যা)—এই সকল বিষয় যদি স্বসুহৃৎ পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সাধক হয়, তাহা হইলেই এই সকল বিষয়কে সত্য বলিয়া জানিবে, নচেৎ ইহারা অসৎ (ভাগবত ৭।৬।২৬) ; সুতরাং শ্রীভগবানের উপাসনার অনুকূলে সকল বিদ্যাই শিক্ষণীয় এবং সকল বিদ্যারই তাঁহাতে সমন্বয়জ্ঞান করণীয়।' "

পরবর্তী পর্যালোচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে চিত্রশিল্প, স্থাপত্যবিদ্যা, সূপবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, সঙ্গীতবিদ্যা, নৃত্য, অভিনয়, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়-সংক্রান্ত মূল্যবান বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের উপযোগিতা' প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল ঃ

" 'গৌড়' শব্দ-সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বহু আলোচনা আছে। কূর্ম ও লিঙ্গপুরাণের শ্রাবস্তি নগরীর নামান্তর গৌড়দেশ, পাণিনি ও বরাহমিহিরের গৌড়পুর, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে গৌড়প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী রাঢ়দেশ, রাজতরঙ্গিণীতে ললিতাদিত্য ও জয়াদিত্য প্রভৃতি রাজগণ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট গৌড়দেশ, আর্যাবর্ত্তে উল্লিখিত পঞ্চ-গৌড়* চণ্ডীমঙ্গলে উক্ত পঞ্চগৌড় প্রভৃতি, বল্লালসেনের গৌড়নগরে রাজধানী-নির্মাণ ইত্যাদির বিচার করিলে মনে হয় যে পুরাকালে বঙ্গদেশবাসী বা অর্যাবর্ত্তবাসী 'গৌড়ীয়' শব্দে অভিহিত হইতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণানুচরগণই 'গৌড়ীয়' শব্দের বিশেষ বাচ্য হইয়াছেন।" পরবর্ত্তী বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

'বৈষ্ণবধর্মের আনুপূর্বিক বিবরণ'—অংশে বৈদিকযুগে বৈষ্ণবধর্ম, পৌরাণিক যুগে বৈষ্ণবধর্ম, সাত্বত ও পাঞ্চরাত্র-মত, বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। বৈদিক যুগে বৈষ্ণবধর্ম-বিবরণের একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল ঃ

"ঋক্ (১।২২।১৭) মন্ত্রে বামনাবতার, শতপথ ব্রাহ্মণে (১।২।৫।৭) ইহার বিস্তৃতি, শতপথ (৭।৪।৩।৫) ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।১৩।৩১) কূর্মাবতার, তৈত্তিরীয় সং (৭।১।৫।১) ঐ ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথে (১৪।১।২।১১) বরাহাবতার, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরশুরাম, ছান্দোগ্য উপ (৩।১৭) তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১০।১।৬), ঋগ্‌বেদ খিলসূক্তে দেবকীনন্দন বাসুদেব কৃষ্ণ ও রাধার উক্তি আছে।

...চারিবেদেই বিষ্ণুর উপাসনা দৃষ্ট হয়**। 'মন্ত্রভাগবত'-নামক গ্রন্থে ২৫০ ঋকে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার বেদমন্ত্রে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের কৃষ্ণলীলার সূত্র ঋগ্‌বেদ হইতে প্রদর্শন করিয়া নীলকণ্ঠভট্ট এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।"

"...উপনিষদেও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন হইয়াছে—১। বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু (বৃহদারণ্যক ৬।৪।২১) ; ২। শং নো বিষ্ণুরব্যক্রমঃ (তৈত্তি ১।১।১) ; ৩। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং (কঠ ৩।৯।২, মৈত্রী ৬।২৬) ; ৪। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ (মহানারা—৩।৬) ; ৫। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ (কৈবল্য) ; ৬। যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ নমো নমঃ (নৃসিংহ পূর্ব) ; ৭। এষ এব বিষ্ণুবেষ হে বধোৎকৃষ্টঃ (নৃসিংহোত্তর) ৮। বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ দেবঃ (ব্রহ্মবিন্দু) ; ৯। য এব বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি (নারায়ণ) ; ১০। (ছান্দোগ্য ৩।১৭।৬) কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় ; আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ (গীতা ১০।২১)।

এইসব উপনিষদ্ ব্যতীত গোপালতাপনী, রামতাপনী, কৃষ্ণোপনিষৎ, মহোপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, হয়-গ্রীবোপনিষৎ ও গারুড়োপনিষদাদি বৈষ্ণব-সাম্প্রদায়িক বলিয়াই প্রসিদ্ধ।"

---

* সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে। গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

** বিষ্ণুসূক্ত, পুরুষসূক্ত (১০।৯১) প্রভৃতি ঋক্, অথর্ব (১৯।১।৬) ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিমঃ পরমতমাপ ।। (ঋগ্বেদ) আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানঃ, কৃষ্ণেন রজসা দ্যামৃণোতি সবিতা, কৃষ্ণা রজাংসি দধান (ঋগ্বেদ ১।৩৫১) মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে (কঠ)।

বিষয়সমূহের বিস্তৃত আলোচনা অভিধানে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। পাঠকবর্গ এর ফলে মূলগ্রন্থের বিশদতর আস্বাদনের সুযোগ প্রাপ্ত হবেন। যেমন—ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি। শ্রীভাগবত সম্পর্কে বহু তথ্যাবলী পরিবেশিত হয়েছে। 'শ্রীমদ্ভাগবতের ছন্দোবৈচিত্র্য' বিবরণটি উৎসাহব্যঞ্জক এবং গবেষণাত্মক। 'শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাকরণ-বৈচিত্র্য' আলোচনাটিও গবেষণাত্মক। 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্র' শীর্ষক পর্যালোচনাটি মহামূল্যবান। অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অলঙ্কার-বৈশিষ্ট্যের এ এক মূল্যবান মূল্যায়ন।

সঙ্গীত-বিষয়ক 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' গ্রন্থ প্রসঙ্গে সঙ্কলক মহোদয় লিখছেন—

"সঙ্গীতসারসংগ্রহ (হরিবোলকুটীর পুঁথি, পাটবাড়ী পুঁথি বি ৬৭) নরহরি-ঘনশ্যাম-প্রণীত সঙ্গীত-বিষয়ক ২৬ পত্রাত্মক পুঁথি। ইহার অনুশীলনে বঙ্গদেশও যে সঙ্গীতবিদ্যার পীঠভূমি ছিল, তাহা প্রমাণিত হইবে। ইহাতে ছয়টি অধ্যায় আছে ; প্রথমে গীত, দ্বিতীয়ে বাদ্য, তৃতীয়ে নৃত্য-নাট্য, চতুর্থে আঙ্গিকাভিনয়, পঞ্চমে ভাষাদি-নিরূপণ এবং ষষ্ঠে ছন্দঃপ্রকাশ বিস্তারিতভাবে সমাহৃত হইয়াছে। কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ হইতে নাগরী অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে।"

বিরুদকাব্য বিষয়ক বর্ণনায় বিরুদ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, বিরুদকাব্যের প্রাচীনতা, উৎসাহ-কাব্য, রচনা-প্রণালী, বিরুদকাব্যের ছন্দ, কাব্য হিসাবে এ গ্রন্থের স্থান প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরুদকাব্য সম্পর্কিত আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল—

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কতিপয় বিরুদাবলী রচনা করিয়া সুরসিক কাব্যজগতে যে এক চিরস্মরণীয়, অতুলনীয় ও পরম সম্মাননীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাই আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ বিরুদ-রচনা সম্পর্কে শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি-বিরচিত 'সামান্য-বিরুদাবলী-লক্ষণং' নামক প্রসিদ্ধ গন্থের ছায়াবলম্বনে সংক্ষেপে দুই একটি কথা নিবেদন করিব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রজনবযুবরাজের গদ্যপদ্যময় স্তুতিমালাই বিরুদ নামে অভিহিত। বিরুদাবলী বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত (১) কলিকা, (২) শ্লোক এবং (৩) বিরুদযুক্ত হওয়া চাই। তাহাতে নায়কের কীর্তি, প্রতাপ, বীর্য, সৌন্দর্য ও মহত্ত্বাদির বর্ণনাপ্রাচুর্য থাকা চাই। কলিকার আদিতে ও অন্তে একটি করিয়া নির্দোষ পদ্য (শ্লোক) রচনা করিতে হয় এবং শব্দাড়ম্বর-পরিপূর্ণ রচনা-পারিপাট্য হওয়া চাই। আবার বিরুদাবলী-পাঠকেরও কতকগুলি গুণ থাকা চাই—তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুস্থিরমতি, গ্লানিশূন্য, সুকণ্ঠ এবং কৃষ্ণভক্ত হইবেন। যথোক্ত-লক্ষণযুক্ত রম্য বিরুদাবলী দ্বারা স্তুত হইলে বাসুদেব আশু তুষ্ট হইয়া প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। পক্ষান্তরে সল্লক্ষণরহিত বিরুদাবলী দ্বারা স্তব রচনা করিলে বা তাহা পাঠ করিলে শ্রীহরি তাহা আদৌ অঙ্গীকার করেন না।" বিরুদ-ক্যাব্য সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্য ও বিশ্লেষণ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সুবিশাল সম্ভারকে কতগুলি ভাগে বিভক্ত করেছেন শ্রীহরিদাস দাস মহোদয়। যথা—১) দর্শন, ২) কাব্য, ৩) নাটক, ৪) রসগ্রন্থাদি, ৫) স্মৃতি, ৬) পদাবলী, ৭) চরিতাবলী, ৮) ভাষ্যটীকাদি ও ৯) বিবিধ। দর্শনশাখান্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলী—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কৃত ষট্‌সন্দর্ভ—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্য। প্রকরণ-সিদ্ধান্তগ্রন্থ—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, লঘুভাগবতামৃত, শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ, ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন-দীপিকা, শ্রীভাগবতামৃতকণা, ঐশ্বর্য-কাদম্বিনী, সিদ্ধান্তরত্ন (ভাষ্যপীঠক), বেদান্তস্যমন্তক,

প্রমেয়রত্নাবলী ও সিদ্ধান্তদর্পণ। কাব্যশাখান্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলী—দূতকাব্য—হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ। কাব্য—মুক্তাচরিত্র, সংকল্পকল্পদ্রুম। স্মরণোপযোগী লীলাকাব্য—শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী। মহাকাব্য—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, ভাবনাসার-সংগ্রহ, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়। খন্ডকাব্য—শ্রীরাধারস-সুধানিধি, আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধ, প্রেমপত্তন, চমৎকার-চন্দ্রিকা, প্রেমসম্পুট, ব্রজরীতিচিন্তামণি, সংকল্প-কল্পদ্রুম (শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদ)। কড়চা—শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা, শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা। শতককাব্য—শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত, আর্য্যাশতক, শ্রীচৈতন্যশতক, শ্রীশ্যামানন্দ-শতক, সুরতকথামৃত। গীতকাব্য—সঙ্গীতমাধব। বিরুদকাব্য—সামান্যবিরুদাবলী-লক্ষণ, গোবিন্দবিরুদাবলী, গোপালবিরুদাবলী, নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী, শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী, শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী। কোষকাব্য—পদ্যাবলী। চম্পূকাব্য—শ্রীগোপালচম্পূ, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীগৌরাঙ্গচম্পূ, মধুকেলিবল্লী, রামরসায়ণ, শ্রীরাধামাধবোদয়। শ্রীহরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী বিরচিত কৌতুকাঙ্কুর-প্রহসনকাব্য ও শৃঙ্গারহারাবলী।

নাটক—শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক, বিদগ্ধমাধব নাটক, ললিতমাধব নাটক, দানকেলিকৌমুদী ভাণিকা, নাটক-চন্দ্রিকা, দানকেলি-চিন্তামণি, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, সঙ্গীতমাধব নাটক।

রসগ্রন্থ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, মাধুর্য্যকাদম্বিনী।

অলঙ্কারশাস্ত্র—ভক্তিরসামৃতশেষ, অলঙ্কারকৌস্তুভ, সাহিত্যকৌমুদী, কাব্যকৌস্তুভ।

ছন্দঃশাস্ত্র—ছন্দঃকৌস্তুভ ও ভাষ্য, ছন্দঃসমুদ্র (আংশিক)।

ব্যাকরণ—প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ধাতুসংগ্রহ, সূত্রমালিকা, ব্যাকরণকৌমুদী, পদকৌস্তুভ, শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ।

স্মৃতিশাখা—শ্রীহরিভক্তিবিলাস, সৎক্রিয়াসারদীপিকা, সংস্কারদীপিকা, শ্রীকৃষ্ণাভিষেক, শ্রীভক্তিচন্দ্রিকাপটল, সাধনদীপিকা। পদ্ধতি—ভোগনির্ণয়-পদ্ধতি, পদ্ধতিপ্রদীপ, দেশিক-নির্ণয়, শ্রীবৈষ্ণবব্রত-নির্ণয়, শ্রীবৈষ্ণব-ব্রতদিন-ব্যবস্থা এবং শ্রীগৌরার্চন-প্রয়োগ।

পদাবলীশাখা—শ্রীচৈতন্যযুগে—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত গীতাবলি, শ্রীরায় রামানন্দকৃত পদাবলী ও শ্রীলোচনঠাকুরের অনুবাদ, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত সঙ্গীতমাধব, মুরারি গুপ্ত ও পদাবলী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরহরি সরকার, শ্রীলোচন ঠাকুর ও ধামালী, শ্রীরামানন্দ বসু, শ্রীবাসুঘোষ, মাধবঘোষ, গোবিন্দঘোষ, শ্রীবংশীবদন ঠাকুর, শ্রীনয়নানন্দ, দেবকীনন্দন দাস, শ্রীশিবানন্দ, শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, যদুনন্দন দাস, শ্রীযদুনন্দন দাস (২য়), যদু দাস, শ্রীগোপাল ভট্ট, পরমানন্দ, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে শ্রীচৈতন্যপরবর্ত্তীযুগের বিপুলসংখ্যক পদকর্তৃবৃন্দের পদাবলী বিষয়ক বিবরণ।

পরবর্তী পর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে চরিতশাখান্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলী, ভাষ্য, টীকা ও অনুবাদবিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং বিবিধ গ্রন্থাবলী—সব মিলিয়ে সেও এক বিপুল সম্ভার।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্মাণের পর গ্রন্থাবলীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের কতিপয় নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল। যথা—সুবিখ্যাত হরিবংশ ভিন্ন অন্য একটি 'হরিবংশ' বিষয়ক তথ্য প্রদান করেছেন অভিধানকার। নিম্নে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল ঃ

"**হরিবংশ** (পাঠবাড়ী পুঁথি বাং পুরাণ ২৫) 'শিবানন্দ সুত' ভবানন্দ কৃত ১১৪৮ সনে লিখিত ৮০ পত্রাত্মক এক পুঁথি আছে। ইহাতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমময়ী আখ্যানমালা বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ১০৯৬ সালে লিখিত পুঁথির অন্ততঃ একশত বর্ষ পূর্বে রচিত বলিয়া সতীশবাবুর ধারণা। এই ভবানন্দ পূর্ববঙ্গের কবি। ইহাতে ১২৯টি বিবিধ রাগরাগিণীযুক্ত পদ আছে, ৫৮টি দীর্ঘ ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদী এবং অন্যত্র পয়ার আছে। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও ভবানন্দের হরিবংশ—প্রাচীন বাঙ্গালার নিঁখুত আদর্শ।''

পরবর্তী বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এরকম বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য তথ্য সমুদ্ধারপূর্বক অভিধানে সঙ্কলিত হয়েছে।

'পদাবলী' শীর্ষক বিবরণে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বাসুদেব ঘোষ, মীরাবাঈ, রাজা প্রতাপরুদ্র, বলরাম দাস প্রভৃতি থেকে শুরু করে সালবেগ, সৈয়দ মরতুজা, নাসির মামুদ প্রভৃতি পদকর্তৃবৃন্দ বিদ্যমান। বিচিত্র বিস্তৃত ভাব ও রসের পদ এই বিরাট পদভাণ্ডারে সুসংগ্রথিত হয়েছে। নিম্নে একটি অপূর্ব সুন্দর পদ উদ্ধৃত হ'ল—

জয় জয় মঙ্গল আরতি দুঁহুকি।
শ্যামগৌরী ছবি উঠহ ঝলকি।।
নবঘনে জনু থির বিজুরি বিরাজে।
তাহে মণি-আভরণ অঙ্গহি সাজে।।
করে লই দীপাবলী হেম-থারী।
আরতি করতহি ললিতা আলী।।
সবহু সখীগণ মঙ্গল গাওয়ে।
কোই করতালি দেই, কোই বজাওয়ে।।
কোই কোই সহচরী মনহিঁ হরিখে।
দুহুঁক অঙ্গপর কুসুম বরিখে।।
ইহ রস কহতহিঁ বলদেব দাসে।
দুহুঁ রূপ-মাধুরী হেরইতে আশে।।

পদটি বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত। গ্রন্থকার জানিয়েছেন—'বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত—একটিমাত্র ব্রজবুলিপদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে (২৮৪৩)।'

উজ্জ্বলনীলমণির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'স্বকীয়া ও পরকীয়া' বিষয়ক বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিষয়টির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে অভিধানের প্রথম খণ্ডে 'স্বকীয়া-পরকীয়া বিচার' শিরোনামে। অভিধানকার লিখছেন—

''ব্রজের ঔপপত্য একটি অসাধারণ ভাব, ব্রজদেবীগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তির চিন্ময়ী মূর্ত্তি হইয়াও নিত্য পরকীয়ারূপে প্রতিষ্ঠিতা। এই ঔপপত্যের মধ্যে তর্কের অস্পৃশ্য, যুক্তির অদৃশ্য এবং মনের অচিন্ত্য অলোক-সামান্য ভাব বিদ্যমান। শ্রীভগবানের কোনও লীলারই নিয়ামক নাই, উহা কর্মপরতন্ত্র নহে। মানবসমাজের আচরণের ন্যায় নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত নহে, কিন্তু উহা রসোৎকর্ষবর্দ্ধনের জন্য চিন্ময় জগতের এক মহাশক্তিশালী ভাব-বিশেষ। জাগতিক পরকীয়াতে রসাভাস দোষ ঘটে বলিয়া ব্রজগোপীতেও তাহার আশঙ্কা-লেশ হইতে পারে না কেন তদুত্তরে উজ্জ্বলনীলমণিতে উপপতির লক্ষণ বলিতেছেন—'পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগবশতঃ ধর্ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক যিনি সেই পরকীয়া নারীর প্রেমসর্বস্ব হইয়া থাকেন—তাঁহাকে উপপতি বলা হয়।' এই ঔপপত্যেই শৃঙ্গার রসের পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইবার হেতু তিনটী—বহুবার্যমানতা, প্রচ্ছন্ন কামুকতা ও পরস্পর দুর্লভতা। 'লঘুত্বমিতি' শ্লোকে আবার শ্রীপাদ বলিতেছেন যে ঔপপত্য-সম্বন্ধে যে লঘুত্বের বর্ণনা

আছে তাহা প্রাকৃত-নায়ক-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু মধুর রস আস্বাদনের জন্যই যাঁহার অবতার, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঔপপত্যের হেয়ত্ব হইতে পারে না। এই কয়েকটি পদ্যের টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীজীবচরণ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় যেরূপ বিচার ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ সজ্জনদের নিমিত্ত দিগ্‌দর্শন ন্যায়ে ঐ টীকাদ্বয়ের সারমর্ম প্রকাশিত হইয়াছে।''

এ প্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের বিচার বিষয়ক বিবরণ অভিধানের প্রথম খন্ডে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানের চতুর্থ খন্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থাবলীর বিবরণ। এই খণ্ড প্রসঙ্গে শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ কৃত 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ' গ্রন্থের 'উদ্বোধিকা'র কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল—

''দেশের ইতিহাস সুন্দররূপে জানিতে হইলে উহার ভৌগোলিক সংস্থান-বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানেরও আবশ্যক আছে। বর্ণিত বিষয়ে প্রধানতঃ উক্ত স্থানগুলির যথাযথ সংস্থান-সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা না থাকিলে ঘটনাগুলির পারম্পর্য-বিষয়েও ঠিক ঠিক জ্ঞান হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক কখনও দেশের প্রাকৃতিক সংস্থান উপেক্ষা করত ইতিহাস রচনা করিতে পারেন না, যেহেতু প্রাকৃতিক অবস্থানের উপরেই তত্তদ্দেশের লোকের স্বভাব ও রাজকীয় ব্যাপারাদি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আধুনিক ইতিহাস-সম্বন্ধেই যখন এইসব মন্তব্য প্রযোজ্য হইতেছে, তখন বিভিন্ন দেশ-প্রদেশ, নদনদী, পর্বত ও নগরনগরীতে সুশোভিত সুবিশাল প্রাক্তন ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে এই কথা যে অধিকতর সংপ্রযোজ্য, তাহাও কি বলিতে হইবে? ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহাসিকই (Political Historian) যে কেবল ভূগোল-বিষয়ে জ্ঞানী হইবেন, এমত নহে ; সামাজিক ঐতিহাসিক (Students of Social History) যিনি ধর্মশাস্ত্রসমূহে 'উদীচ্য', 'শিষ্টদেশ' বা 'দক্ষিণাপথের' পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহারাদি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিও ঐ সকল পারিভাষিক শব্দের যাথার্থ্য অবগত না হইলে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিবেন। সাহিত্যক্ষেত্রের ঐতিহাসিককেও 'গৌড়' ও 'বিদর্ভ' মহারাষ্ট্র' ও 'শৌরসেন' প্রভৃতির পার্থক্য-জ্ঞানাভাবে তত্তদ্দেশীয় রীতির আলোচনা করিতে যথেষ্ট উদ্বেগ ভোগ করিতে হইবে। ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও কিন্তু ধর্ম ও পুরাণ শাস্ত্রের গবেষকগণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের পুণ্য নদী ও পর্বতাদির ভৌগলিক সংস্থান-জ্ঞানের অভাবে প্রতিপদেই বিপন্ন হইবেন—যেহেতু অতীতকালের ঐ নদী পর্বতাদি এবং ধর্মক্ষেত্র ও পুণ্যস্থানসমূহ অদ্যাপি বহু বহু যাত্রীকে সুদূর দেশ হইতেও আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসালোচনার পক্ষে সময়ালোচনার সহিত তত্তৎস্থানের অবস্থানাদি অর্থাৎ কালক্রমানুসরণের সঙ্গে সঙ্গে ভূগোল-বিষয়ক সুষ্ঠু জ্ঞানেরও যথেষ্ট উপযোগিতা স্বীকৃত হইতেছে।''

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অসাধারণ ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক সচেতনতা তাঁর গ্রন্থে প্রতিক্ষেত্রেই সম্প্রকাশিত। এ জাতীয় মহাপন্ডিত মহাগবেষকের হস্তে বৈষ্ণব তীর্থাবলী যে এক বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রারম্ভেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে 'তীর্থ' শব্দের তাৎপর্যোদ্‌ঘাটন। তীর্থের তিন প্রকার ভেদের মধ্যে 'ভৌম' তীর্থ প্রসঙ্গে অভিধানে উক্ত হয়েছে—'' 'ভৌম তীর্থ' শব্দে পৃথিবীর মধ্যে মহত্ত্বপূর্ণ স্থান-বিশেষই (গঙ্গাযমুনাদি, অযোধ্যা মথুরাদি) লক্ষ্য। ভূমির অদ্ভুত প্রভাব, জলের তেজ (গুণ) এবং সাধুগণের সমাশ্রয়—এই তিনটীই ভূমিবিশেষের পবিত্রতার কারণ (মহা অনু ১০৮।১৯)।'' এ-প্রসঙ্গে শ্রীধাম এবং শ্রীপাট শব্দদুটির অর্থ সম্পর্কে সজাগ থাকা প্রয়োজন। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

" বৈষ্ণব-পরিভাষায় শ্রীধাম ও শ্রীপাট শব্দদ্বয় যথাক্রমে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভক্তের লীলানিকেতনকে বুঝায়। শ্রীনবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্রকে 'শ্রীধাম' এবং কাটোয়া, যাজিগ্রাম, শ্রীখন্ড প্রভৃতিকে 'শ্রীপাট' বলা হয়। 'পট্ট'—শব্দের অপভ্রংশ—পাট অর্থাৎ গ্রাম। ভাগবতগণের বাসস্থান বলিয়া ইহারা শ্রীপাট। আবার একাধিক ভক্তের আবির্ভাবাদি-বিজড়িত গ্রামটিকে 'মহাপাট' বলে। যেমন শ্রীখন্ড, মাউগাছি প্রভৃতি। শ্রীগৌড়মন্ডলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পঞ্চধাম ও ২৯টি শ্রীপাট আছে—এই ২৯টির মধ্যে ১২টি শ্রীপাট দ্বাদশ গোপালের। শ্রীঅভিরাম দাস কৃত 'পাটপর্যটন' ও 'পাটনির্ণয়' গ্রন্থে ইহাদের বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।" (উদ্বোধিকা, শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ)

শ্রীল হরিদাস দাস উল্লেখ করেছেন যে, তীর্থসমূহের সঠিক স্থান নির্ণয় মহাদুঃসাধ্য কর্ম। কারণ, বহু স্থান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, দ্বিতীয় কারণ, নামের পরিবর্ত্তন, সীমার সঙ্কোচন বা বিবৃদ্ধি, তৃতীয় কারণ, একই নামের বহুতীর্থের প্রকাশ। মহাগবেষক গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম করে প্রামাণিক তথ্যের উদ্‌ঘাটনপূর্বক এই তীর্থ-বিবরণ সম্প্রকাশ করেছেন।

শ্রীল হরিদাস দাসের দৃষ্টিভঙ্গি ভক্তিঋদ্ধ, কিন্তু সর্বতোভাবে সংকীর্ণতামুক্ত—মহনীয়। ধর্মচেতনা কখনোই তাঁর ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। তাঁর বিবরণ তথ্যনিষ্ঠ। এই বিবরণ সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। শ্রীল হরিদাস দাস প্রদত্ত তীর্থাবলীর পরিধি সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত। গৌড়মন্ডল, ব্রজমন্ডল, শ্রীক্ষেত্রমন্ডল—এই তিন মন্ডলের তিনটি মানচিত্র গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে। তাঁর বিবরণের কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লিখিত হ'ল।

বৈষ্ণবতীর্থ নয় এমন তীর্থও তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যথা—

"অজন্তা—বোম্বাই-দিল্লী লাইনে মনমাদ হইতে ১৯৯ মাইল দূরে জলগাঁও স্টেশান। এখান হইতে মোটর বাসে ৩৭ মাইল অজন্তা গুহা। চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত এ গুহা। পর্বতটি আবার অর্দ্ধচন্দ্রাকার, নীচে বাঘোরা নদী। পর্বতের মধ্যদেশ কাটিয়া ২৯টি গুহা নির্মিত হইয়াছে। এই গুহাগুলি ভিত্তিচিত্রের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। এইসব বৌদ্ধ গুহার মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য— ১,২, ৯, ১০, ১২, ১৬, ১৯ ও ২৬ নং গুহা।"

কেদারনাথ, কৈলাস, তুঙ্গনাথ, উত্তরকাশী প্রভৃতি থেকে শুরু করে বাদ যায়নি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন-পীঠ দক্ষিণেশ্বর এবং গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীও। সন্নিবিষ্ট হয়েছে ভক্তবর শ্রীল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সাধনক্ষেত্র বারদীও। পান্ডলেনা গুহাবলী-র বিবরণ নিম্নরূপ—

"নাসিক হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ দিকে। পুরাতত্ত্বানুসন্ধানকারীদিগের পক্ষে এই স্থান অতীব প্রসিদ্ধ। তিনটি পর্বত কাটিয়া চব্বিশটি গুহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়। অধিকাংশ গুহা বৌদ্ধদিগের রচিত। গুহামধ্যে বুদ্ধদেব ও তাহার জীবনের ঘটনাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। ২৪টি গুহার মধ্যে ২৭টি লেখা (Inscription) আছে, ইহা দ্বারা ভারতের অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য জানিতে পারা যায়। ঐ সকল লেখার মধ্যে অশোকস্তম্ভের লেখাটি সর্বপ্রাচীন। ডাক্তার ভান্ডারকার-মতে খৃঃপূর্ব ১১০ বর্ষ পূর্ব হইতে ৬০০ খৃঃ পর্যন্ত ঐ সকল গুহা নির্মিত হইয়াছিল। নাসিকের নিকট তপোবন, গোবর্দ্ধন, গঙ্গাপুর প্রভৃতি অনেক দেখিবার আছে (প্রবাসী ৩।১১৬ পৃঃ)।"

শ্রীল হরিদাস দাসের তথ্যসংগ্রহ ও পরিবেশনের পরিচয় বর্ণনার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত। খড়দহ, মহাস্থান গড় বা পৌন্ড্রবর্দ্ধন শ্রীরঙ্গম, কোনার্ক প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণের সঙ্গে অখ্যাত গ্রাম দিগ্‌নগরও বাদ পড়েনি তাঁর বর্ণনায়।

"দিগ্‌নগর নদীয়া জেলায় অবস্থিত। ১৫৯১ শাকে নবদ্বীপের রাজা বিদ্যোৎসাহী রাঘব এস্থানে একটি দীঘি খনন করেন ও রাঘবের শিব প্রতিষ্ঠিত করেন।" পরবর্তী অংশ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বিক্রমপুর-বিবরণের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল ঃ

"**বিক্রমপুর**—(ঢাকা) ঢাকা জিলার প্রসিদ্ধ স্থান। বারভূঞার মধ্যে রাজা চাঁদরায় ও কেদার রায়ের বাসস্থান। ইঁহারা শাক্ত ছিলেন। পরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হন। শ্রীপুরে রাজধানী করেন। ....বিক্রমপুরে যে পালরাজগণের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল—তাহার সাক্ষ্যস্বরূপে তত্রত্য বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত পালযুগের বহু শিল্পদ্রব্য, প্রস্তরমূর্ত্তি ও মৃদ্ভাস্কর্য পাওয়া গিয়াছে। সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রফলকে 'স খলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ' এইরূপ লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ মনে করেন যে এই শ্রীবিক্রমপুর ও বর্ত্তমান রামপাল অভিন্ন। বিক্রপুরের বহু গ্রামে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃতচর্চা ও জ্যোতিষের আলোচনার জন্য বিক্রমপুর প্রসিদ্ধ ছিল। আধুনিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিজ্ঞানাচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা মনীষীগণ এই বিক্রমপুরের লোক। শুনা যায় যে বিক্রমসেন নামক সেনবংশীয় রাজাই বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার শেষ হিন্দুরাজবংশ রামপালে বহুকাল রাজত্ব করিয়াছেন। এস্থানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চন্দ্রবংশ্য রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'লঘুভারত' গ্রন্থমতে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। এস্থানে বল্লালবাড়ী (বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ), বল্লালদীঘি, রামপালদীঘি প্রভৃতি বর্ত্তমান।" পরবর্ত্তী অংশ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীল হরিদাসজীর তথ্যনিষ্ঠার আর একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল—

"**আজমীর**—আজমীরের তারাগড় পাহাড়ের এককোণে যে মসজিদ আছে, তাহা হিন্দু-মন্দিরের মাল-মসলায় প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ মসজিদগাত্রে পাথরের উপর দুইখানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক খোদিত আছে, তাহার একখানি সোমদেব-রচিত 'ললিতবিগ্রহরাজ' নাটক এবং অন্যখানি বিগ্রহপাল-রচিত 'হরকেলি' নাটক'। শেষোক্ত নাটক ১১৫৩ খৃঃ রচিত। হিন্দুরাজগণ নাটকের কিরূপ আদর করিতেন, তাহা ঐ খোদিত লিপি দ্বারাই পরিব্যক্ত হইতেছে।

আরঙ্গজেব হুকুম দিয়া বহু মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল (প্রবাসী ১৩১৮ আশ্বিনে স্যার যদুনাথ সরকার-লিখিত প্রবন্ধ) এবং সেইসব মন্দিরের মালমসলায় মসজিদ প্রস্তুত হইয়াছিল (ঐ প্রবাসী শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত)। বসুমতী ১৩৩০ পৌষ-সংখ্যায় শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

নিম্নলিখিত মসজিদগুলি হিন্দুমন্দিরের উপকরণে প্রস্তুত হইয়াছে। (১) দিল্লীতে কুতুবমিনারের নিকটবর্ত্তী মসজিদ, (২) আলাউদ্দিন খিলজির মসজিদ, (৩) আজমীরে আড়াই দিল্‌কা ঝোপড়া, (৪) আহম্মদাবাদে জুমা সমজিদ, (৬) বাঙ্গালায় পাণ্ডুয়ার আদিনাম মসজিদ, (৭) পেঁড়োর মসজিদ, (৮) ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর মসজিদ। তদ্রূপ মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩১ সনে ভাদ্রসংখ্যায় মুনীন্দ্রনাথ দেবের প্রবন্ধ এবং চুঁচুড়া সমাচার পত্রিকা ১৩৩৯।৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।"

এরকম বহু নিদর্শন এই পর্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপ্তি এবং বিন্যাসের চমৎকারিত্ব বর্ণনার মধ্যে সম্পরিস্ফুট।

আরও কতিপয় উদাহরণ এ প্রসঙ্গে নিম্নে সন্নিবিষ্ট হ'ল।

"**কর্ণগড়**—মেদিনীপুর হইতে ছয় মাইল উত্তরে। রাজা মহাবীর সিংহের নির্মিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। দুর্গমধ্যে একটি সরোবর ও একটি প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদ দ্রষ্টব্য। প্রবাদ—কর্ণগড়ে দাতাকর্ণের বাড়ী ও ভোজরাজার রাজধানী ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কবি সন্ধ্যাকর-রচিত 'রামচরিত'-নামক সংস্কৃত কাব্যে উল্লিখিত উৎকলাধিপতি কর্ণকেশরী এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গড়ের দক্ষিণে অনাদিলিঙ্গ দণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার মন্দির আছে।

কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভায় ১৬৩৪ শকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভক্ত রামেশ্বর থাকিতেন। রামেশ্বর-কৃত 'শিব-সংকীর্ত্তন' গ্রন্থ ঐ স্থানে রচিত হয়।

পূর্বে পুরীযাত্রীগণের ঐ স্থানে রাজছাড়পত্র লইতে হইত, নতুবা কেহ যাইতে পারিত না। এখানের রাজারা সদ্‌গোপকুল-সম্ভূত। মহাপ্রভুর সময়ে সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ সিংহের রাজত্ব-কাল ছিল। লক্ষ্মণ সিংহ, রাজাশ্যামসিংহ, ছত্র সিংহ, রঘুনাথ সিংহ, রামসিংহ, যশোবন্ত সিংহ, অজিত সিংহ—পত্নী ভবানী। এই রাজবংশ নিঃসন্তান হওয়ায় নাড়াজোলের রাজারা ইহার মালিক হয়েন।"

"**গঙ্গোত্তরী**—উত্তরাখণ্ডে, শ্রীভগবৎপাদসলিলা গঙ্গা যে স্থান হইতে প্রকট হইয়াছেন, তাহাই 'গঙ্গোত্তরী' বা 'গঙ্গোদ্‌ভেদ' তীর্থ। যাঁহারা উত্তরাখন্ডের চারিটি প্রসিদ্ধ তীর্থ গমনে ইচ্ছুক হন, তাঁহারা যমুনোত্তরী ও উত্তরকাশী হইয়া গঙ্গোত্তরী যান, তৎপরে কেদারনাথ হইয়া বদরীনাথ দর্শনে যান। হৃষীকেশ হইতে টিহরী হইয়া যমুনোত্তরী ১৩১ মাইল এবং দেবপ্রয়াগ হইয়া ১৫১ মাইল, তথা হইতে গঙ্গোত্তরী ৯৯ মাইল। গঙ্গোত্তরী সমুদ্রস্তর হইতে প্রায় ১০,০২০ ফুট উচ্চ, অত্রত্য মুখ্য মন্দিরে—শ্রীগঙ্গাদেবী আছেন, তৎপার্শ্বে রাজা ভগীরথ, যমুনা, সরস্বতী এবং শঙ্করাচার্যের মূর্ত্তি আছে। গঙ্গামন্দিরের পার্শ্বে ভৈরবনাথের মন্দির। সূর্যকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড। নিকটে বিশাল ভগীরথশিলা যাহার উপর রাজা ভগীরথ তপস্যা করিয়াছিলেন।" পরবর্তী বিবরণ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এ প্রসঙ্গে 'যমুনোত্তরী' বিবরণও দ্রষ্টব্য।

"**কুলীন গ্রাম**—বর্দ্ধমান জেলা। ইষ্টার্ণ রেলপথে নিউ কর্ড জৌগ্রাম স্টেশন হইতে তিন মাইল পূর্বে।

(১) শ্রীবসু রামানন্দের ভিটা—কুলীনগ্রামের চৈতন্য-পুর পটি বা পাড়াতে। বর্তমানে পরলোকগত ভোলানাথ বসুর বাড়ীর দক্ষিণে ও চৈতন্যপুরের ভিতর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার উত্তরে ছিল। এখনও ইষ্টক-স্তূপ আছে। ঐ বাসভবনের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের কতকাংশ গড়খাত ছিল। অদ্যাপি সামান্য সামান্য চিহ্ন আছে। শ্রীরামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামানুসারে স্বীয় বাসভবনের নামকরণ করিয়াছিলেন—চৈতন্যপুর।"

অন্যান্য দর্শনস্থানসমূহ—(২) শিবানী মাতা, (৩) শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, (৪) শ্রীরঘুনাথ-মন্দির, (৫) শ্রীমদনগোপাল-মন্দির, (৬) শ্রীগোপেশ্বর শিব-মন্দির এবং (৭) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান। নিম্নে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান-এর বিবরণ উদ্ধৃত হ'ল। অন্য দর্শনীয় দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

'শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান'—শ্রীমদনগোপাল মন্দির হইতে এক পোয়া পথেরও কম দক্ষিণ দিকে। এই স্থানকে 'গঙ্গা রামপটী' বলে। এই স্থানটি বৃহৎ বৃহৎ বকুল বৃক্ষে আচ্ছাদিত।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনাশ্রমের পার্শ্বে প্রাচীন বৃহৎ বটবৃক্ষ। ঐ বৃক্ষতলে যে স্থানে শ্রীহরিদাসপ্রভু জপ করিতেন, তথায় একটি বেদী ছিল। ১৭৩৩ শকে বৈদ্যপুরবাসী দীননাথ নন্দী মহোদয় উহার উপরে একটি ছোট মন্দির করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের দরজার উপর ইষ্টক-লিপি আছে।

এই স্থানে নিত্য লক্ষনাম-জপকারী শ্রীজগদানন্দ পাঠকের বাড়ী ছিল। উহার গৃহে ঠাকুর হরিদাস ভজন

করিতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বিগ্রহ সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু প্রতিষ্ঠা করেন—দারুময় বিগ্রহ, মুসলমান ফকিরের বেশ ; ঐ স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ আছেন। কুলীনগ্রামে মাকরী সপ্তমীতে ও ভীমাষ্টমীতে উৎসব হয়। মাঘী শুক্লা প্রতিপদ হইতে উৎসব আরম্ভ।"

"**অঙ্কপাদ**—(সান্দীপনির আশ্রম) উজ্জয়িনীর কিছু দূরে অবস্থিত। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণবলরাম এবং সুদামা সান্দীপনি মুনির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গোমতী সরোবরের তীরে এক উপবনে সান্দীপনির গাদী আছে। মন্দিরে সান্দীপণি, তাঁহার পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ও সুদামের মূর্ত্তি আছে। নিকটেই বিষ্ণুসাগর ও পুরুষোত্তম-সাগর। এস্থানে বল্লভাচার্যের বৈঠক আছে।"

ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, পৌরাণিক সমস্ত রকমের উপাদানই উপস্থাপন করেছেন গ্রন্থকার। নিম্নে ব্রজভূমির মুকুটমণি শ্রীরাধাকুন্ডের উৎপত্তি সংক্রান্ত বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল—

"শ্রীকুণ্ডের উৎপত্তি-কাহিনী ও সংস্থান—শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপধারী অরিষ্ট অসুরকে বধ করিবার পর গোপিকাগণ তাঁহাকে বৃষঘাতী বলিয়া দোষারোপ করিলেন ও সর্বতীর্থে স্নানান্তে গোপীগণের স্পর্শ করিতে পারা যাইবে বলিলেন। সর্বতীর্থ আবাহন করত শ্রীশ্যামকুন্ড প্রকট করিয়া স্নানান্তে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী হইয়া গোপীগণকে ধর্ম-কর্মাদি রহিত বলিয়া পরিহাস করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী রাধারাণী এক মনোহর কুন্ড করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমে সংলগ্ন ভূমিতে অরিষ্টাসুরের ক্ষুরাঘাত স্থানে সমস্ত সখীগণের হস্তদ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া দুই দন্ডের মধ্যে এক দিব্য মনোহর সরোবর খনন করিলেন; এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকট হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকুণ্ডের তীর্থজল আনিয়া রাধাকুণ্ড পরিপূর্ণ করিতে বলিলে শ্রীমতী রাধিকা বলিলেন যে শ্যামকুণ্ডের গোবধকপাতকমুক্ত জল রাধাকুণ্ডে আনিলে সব নিস্ফল হইবে এবং তিনি সখীগণের দ্বারা মানসগঙ্গার পবিত্র জল আনিয়া কুণ্ড পূর্ণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে তখন শ্যামকুণ্ড হইতে তীর্থগণ উঠিয়া শ্রীরাধিকাকে ভক্তিসহকারে প্রণতি ও স্তুতি করিতে লাগিল। তাহাদের স্তবে শ্রীরাধারাণী সন্তুষ্ট হইয়া তীর্থগণকে আসিতে আদেশ করিলে শ্যামকুণ্ড ভেদ করিয়া অতি বেগের সহিত সমস্ত তীর্থজল রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া কুণ্ড পরিপূর্ণ করিল। এই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণে নিত্য জলকেলি হয় এবং ইহা শ্রীরাধার সমান প্রিয়তম।"

পরবর্ত্তী অংশ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

নিম্নে গ্রন্থধৃত গৌড়দেশ, ব্রজমন্ডল, উৎকল এবং এই ত্রিক্ষেত্র বহির্ভূত বিশেষ বিশেষ তীর্থসমূহের নাম উল্লিখিত হ'ল—

গৌড়দেশ—অগ্রদ্বীপ, আউড়িয়া, আকাইহাট, আড়িয়াল, আন্দুল, আম্বুয়া মুলুক, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রেশ্বর ঘাট, উদ্ধারণপুর, এক আনা চাঁদপাড়া, একচক্রাধাম, এড়িয়াদহ, কর্ণগড়, কাকুটীয়া, কাঁচড়াপাড়া, কাজলীগ্রাম, কাজিরনগর, কাজির সমাধি, কাঞ্চনগড়িয়া, কাঞ্চনাগ্রাম, কাটুনিয়া রাজবাটী, কাটোয়া, কণ্টকনগর, কাঁদরা, কালনা, কাশিমবাজার, কাশীপুর, কাষ্ঠকাটা বা কাঠাদিয়া, কিরীটেশ্বরী, কীর্ণাহার, কুঞ্জঘাটা, কুড়ুইগ্রাম, কুন্ডলতর্লা, কুমার পাড়া (বা কেঁয়োরপাড়া), কুমারহট্ট, কুলাই (বা কুনুইগ্রাম), কুলীন গ্রাম, কুলীনপাড়া, কৃষ্ণনগর (খানাকুল কৃষ্ণনগর), কৃষ্ণপুর, কেতুগ্রাম, কেন্দুবিল্ব, কেশীয়ারী, কোগ্রাম বা উজানী, খেতুরী, গঙ্গা, গঙ্গাবাস, গঙ্গাসাগর, গড়ের হাট, গয়েসপুত্র, গর্ভবাস, গাম্ভীবনগর, গাম্ভীলা বা বালুচর, গারোপাহাড়, গোপীবল্লভপুর, গৌড়দেশ, চাকদহ, চাকুন্দী, চাতরা, চাঁদকাজীর সমাধি, চাঁদপাড়া, চাঁদপুর, চাঁপহাটী, ছত্রভোগ, জান্নগর, জোফলাই, ঝাঁকপাল, ঝামটপুর, টেঞাবৈদ্যপুর, ঢাকা, ডাহাপাড়া, ঢাকা দক্ষিণ,

তড়াআঁটপুর, তমলুক, তালখড়ি, দেনুড়, দেবপল্লী, দেবহাটা, ধামরাই, ধারেন্দাবাহাদুর, ধোয়াঘাট, নবগ্রাম, শ্রীনবদ্বীপধাম, নান্নুর, নায়ায়ণগড়, নিত্যানন্দতলা, নিত্যানন্দপুর, নিমাই তীর্থের ঘাট, পঞ্চসার, পানিহাটি, পাণ্ডুয়া, পাণ্ডুরি বিশ্রামতলা, পালপাড়া, পাহাড়পুর, প্যারীগঞ্জ, প্রেমভাগ বা পমভাগ, ফতেহাবাদ, ফুলিয়া, বলিগ্রাম, ভদ্রপুর, ভরতপুর, মঙ্গলডিহি, ময়নাগড়, মনোহরসাহী, ময়নাডাল, ময়ূরেশ্বর বা মৌড়েশ্বর, মহিমপুর, মানিক্যডিহি, মানকর, মালিহাটি বা মেলেটি, মাহেশ, মুকডোবা, মেখলা, মেদিনীপুর, যশোড়া, যশোহর, যাজিগ্রাম, রয়ণী বা রোহিণী, রাঢ় দেশ, রাণীহাটী, রাধানগর, রামকেলী বক্তিয়ার ঘাট, বক্রেশ্বর, বগড়ী, বঙ্গদেশ, বড়ডাঙ্গা, বনবিষ্ণুপুর, বরাহনগর, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, বাঁগ আঁচড়া গ্রাম, বাগনাপাড়া, বাবলা, বারদী, বালি, বিশ্রামতলা, বিষ্ণুপুর, বুঢ়ন, বুধুরী, বেনাপোল, শান্তিপুর, শীতলগ্রাম, শ্রীখণ্ড, সপ্তগ্রাম, সাইবোনা, হরিদাসপুর, হালিসহর বা কুমারহট্ট।

ব্রজমন্ডল—অক্রূরতীর্থ, অন্নকূটগ্রাম, অদ্বৈত-বট, অম্বিকাবন, অশোকবন, অসিকুণ্ডতীর্থ, আঁজনক, আদিবদ্রীনাথ, আরিট্, ইটিক্মিচনী, উধাগ্রাম, উধোক্রিয়া, উনাই গ্রাম, উমরাত্ত, উচগাঁও, ঐরাবত কুণ্ড, কয়লোঘাট, করালা, কাম্যবন, কাশ্রট, কিশোরীকুণ্ড, কুঞ্জরা, কুমুদবন, কুশী বা কুশস্থলী, গরুড় গোবিন্দ, গোকুল, গোমাটিলা, গোয়ালপুকুর, গোবিন্দকুন্ড, গোবর্দ্ধন, গৌরীতীর্থ, চন্দ্রসরোবর, চীরঘাট, ছত্রবন, জনাই, টেরকদম, তালবন, দাউজি, দানঘাট, দাননিবর্ত্তনকুণ্ড, দোমনমন, দ্বাদশাদিত্য, ধ্রুবতীর্থ, নন্দগ্রাম, নন্দঘাট, নন্দীশ্বর, নিকুঞ্জবন, পঞ্চপান্ডব ঘাট, পসৌলী, পাইগ্রাম, পাবন সরোবর, পিয়াসো গ্রাম, পুছরি, পুতরাকুন্ড, পেশাই, পৈঠগ্রাম, প্রমোদনা, প্রস্কন্দন তীর্থ, বলিহারা, ব্রহ্মকুন্ড, ব্রহ্মান্ড ঘাট, ভয়গ্রাম, ভাণ্ডীরবট, ভান্ডীরবন, ভূতেশ্বর, ভোজনস্থলী, ভোজনটীলা, মথুরা, মধুবন, মহাপ্রভুর উপবেশনঘাট, মহাবন, মানকুন্ড, মানসগঙ্গা, যতিপুরা, যমুনা, যাবট (যাও) গ্রাম, রণবাড়ী, রাওল, রাধাকুন্ড, রাসস্থলী, রিঠোর, রাসোলী, লগমোহন কুন্ড, ললিতা কুন্ড, লুক্লুকানী, লৌহবন, বংশীবট, বর্ষাণ, বহুলাবন, বাসৌলী, বিছোর, বিজুয়ারী, বিজৌলী, বিল্ববন, বিশাখাকুণ্ড, বিশ্রামঘাট, বিশ্রামতীর্থ, শ্রীবৃন্দাবন, বৈঠানগ্রাম, ব্রজমন্ডল, শিঙ্গারবট, সকরৌলী, সঙ্কর্ষণকুন্ড, সঙ্কেত, সিহানা, সুরভিকুন্ড।

উৎকল—আইটোটা, আঠারনালা, আলালনাথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, উদয়গিরি, একাম্রনগর, কটক, কপিলেশ্বর, কপোতেশ্বর, কাকটপুর, শ্রীক্ষেত্র, খন্ডগিরি, গঙ্গামাতামঠ, গম্ভীরা, গুণ্ডিচামন্দির, চতুর্দ্বার, চিল্কাহ্রদ, জগন্নাথবল্লভ, ধবলগিরি, নরেন্দ্র সরোবর, পুরীধাম, বলগণ্ডী, ভুবনেশ্বর, মরেগাঁ, মহানদী, মার্কণ্ডেয় সরোবর, যমেশ্বর টোটা, যাজপুর, রামাই আনন্দকোল গ্রাম, রেমুণা, বিন্দুসরোবর, শ্বেতগঙ্গা, সত্যভামাপুর, সাক্ষীগোপাল, সাঁতিয়া।

ত্রিমণ্ডল-বহির্ভূত তীর্থসমূহ—অঙ্কপাদ, আজমীর, উজ্জয়িনী, উডুপী, কন্যাকুমারী, কর্ণাট, কুরুক্ষেত্র, কুম্ভস্থান, কেদারনাথ, কৈলাস, গণ্ডকী, গারোপাহাড়, গোমুখ, চম্পারণ্য, চিদাম্বরম্, জনকপুর, জয়পুর, জিয়ড়নৃসিংহ, তমাল-কার্ত্তিক, তলবন্দী, তিরুপতি, ত্রিকালহস্তী, ত্রিগর্ত্ত, তুঙ্গনাথ, তুঙ্গভদ্রা, তেজপুর, ত্রিতকূপ, ত্রিপতী, ত্রিপদীনগর, ত্রিপুরা, ত্রিমঠ, ত্রিমলয়, ত্রিযুগীনারায়ণ, ত্রিহুত, দন্ডকারণ্য, দুর্বশন, দেবপ্রয়াগ, দ্রাবিড়, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, দ্বারকা, দ্বারভাঙ্গা, অশ্বক্রান্ত, ধনুস্তীর্থ, দ্বৈপায়নী, ধারা, নর্মদা, নালন্দা, নাসিকতীর্থ, বারাণসী, নির্বিন্ধ্যা নদী, পক্ষীতীর্থ, পঞ্চবটী, পয়স্বিনী, অহোবল পাণ্ডরপুর, পান্ডলেনা গুহাবলী, পুনপুনা নদী, পোরবন্দর, প্রভাস, পুষ্করতীর্থ, ভালকতীর্থ, মগধ, মণিপুর রাজ্য, মন্দার পর্ব্বত, মুঙ্গের, মুটিগঞ্জ, আগ্রা, যমুনোত্তরী, রাজগিরি, রাজমহেন্দ্রী, রামনগর, রামেশ্বর (সেতুবন্ধ), রুদ্রপ্রয়াগ, রেবা, লুম্বিনী, বক্সার, বড়পেটা, বদরীনাথ,

বিদর্ভনগর, বিজয়নগর, ব্যেঙ্কটাদ্রি, শুকতলাউ, শৃঙ্গেরিমঠ, শ্রীরঙ্গম, সপ্তগোদাবরী, সোমনাথ, হরিহরক্ষেত্র, হরিদ্বার, হস্তিনানগর, হৃষিকেষ, কভুর, কাশী. কূর্মস্থান, ঝারিখন্ড ডাকোর, কৃষ্ণবেন্বানদী, গলতা, পঞ্চকূট (পঞ্চকোট বা পাঁচেট), গুহকচণ্ডালের রাজ্য, গোদাবরী, চিত্রকূট, যোশীমঠ, উষীমঠ, ইটোজা, ইলোরা, গন্ডকী, আবু, মল্লিকার্জুন, মুঙ্গের, রূপনারায়ণ, বিদ্যানগর, বৈদ্যনাথ, শিবকাঞ্চী, শিবক্ষেত্র, শৃঙ্গেরী মঠ, সীতাকুন্ড, হাজো প্রভৃতি।

এই পর্বের শেষাংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থাবলীর তালিকা, শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত স্থানের একটি মানচিত্র এবং প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নাবলীর তালিকা, যথা—১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কন্থা, পাদুকা, করঙ্গ—পুরী গম্ভীরামঠে, ২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বস্ত্র—ভদ্রক, সাইথিয়া শ্রীমদনমোহন মন্দিরে।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান পরিশিষ্ট ৪ (ক)-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে সংস্কৃত ছন্দঃ বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা। এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল 'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থের মূল সংযোজন—যতখানি সঙ্কলকের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। শুরুতেই এ প্রসঙ্গে সঙ্কলক মহোদয় লিখছেন—

"পূর্বে গ্রন্থাবলী-মধ্যে যথাস্থানে ছন্দঃসমূদ্রের পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইলেও মূল গ্রন্থটির যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সহৃদয় অধ্যাপকদের অনুরোধে এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল। বাঙ্গালা ছন্দের গভীর গবেষণা এখনও আশানুরূপ হয় নাই ; ভবিষ্যতে যদি কোনও সুকৃতি সমগ্র ছন্দঃসমুদ্র আবিষ্কার করিয়া প্রকাশিত করেন, তবে বাঙ্গালা ছন্দের একটি মহান অভাব পূর্ণ হইবে। বাঙ্গালা ছন্দঃসমূহ যে প্রায়শঃ প্রাকৃত ছন্দেরই রূপান্তর—ইহা বলাই বাহুল্য ; মুদ্রিত অংশে দৃষ্ট হইবে যে প্রাকৃত-পিঙ্গল ও বাণীভূষণ হইতেই অধিকাংশ লক্ষণাদি এ গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানের পরিশিষ্ট ৪(খ)-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে ধাতুরূপাবলী। এটি নিঃসন্দেহে এক মহামূল্যবান সংযোজন।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান ৪ (গ)-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে গ্রন্থে অনুক্ত নানা বিষয়। এর মধ্য দিয়ে শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনের নিরপেক্ষ প্রয়াস সুপ্রতিবিম্বিত হয়েছে। পরিবেশিত বিচিত্র জ্ঞাতব্য তথ্যাবলীর মধ্যে কমলাকান্ত, কবীর, তুকারাম, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণপরমহংসদেব, শঙ্করাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দও রয়েছেন।

শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের মহাসৃষ্টি শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান সম্পর্কে বিশ্ববিশ্রুত পন্ডিত ডঃ শ্রীসুনীতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের মহামূলবান মন্তব্য নিম্নরূপ—

"Gaudiya Vaishnava Abhidhan"—a real magnum opus in the field of Bengali and Sanskrit Studies—an Encyclopedia, Lexicon of Bengal Vaishnava literature in all its aspects, glossarial, biographical, philosophical, literary and exegetical. Such a work was never compiled before by any single scholar or a group of scholars in Bengal."*

এই মহাগ্রন্থ সম্পর্কে পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই ক্ষুদ্র 'নিবেদন' সংযুক্ত হ'ল। পাঠকবৃন্দ কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থাস্বাদনে নিমগ্ন হলে এই প্রকাশনকর্ম সার্থক হবে।

---

* বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস স্মরণিকা—সম্পাদনা ঃ মিহিরকুমার রায়।

পরমপূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীরাধাকুন্ডতটনিবাসী স্বনামধন্য পন্ডিত শ্রীমৎ অনন্ত দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপদকমলে নিবেদন করছি শতকোটী দন্ডবৎ প্রণাম।

সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার প্রকাশিত সংস্করণে শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের জীবনচরিত সংযোজিত হয়েছে। সমস্তরকম ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইতি

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার' কর্তৃক প্রকাশিত এই শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিধানের সংস্করণটিই শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজীর আশ্রম শ্রীহরিবোল কুটীর ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সংস্করণ। অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রকাশিত বেআইনী অননুমোদিত নকল সংস্করণ থেকে পাঠকবৃন্দ সতর্ক থাকবেন।

কৃপাপ্রার্থী

মিহিরকুমার রায়

গ্রাম ও ডাকঘর—ভায়না
জেলা—নদীয়া
পঃ বঃ

বৈশাখ, ১৪২০ (মে, ২০১৩)



শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী

আবির্ভাব—৩০শে ভাদ্র, বুধবার ১৩০৫ বঙ্গাব্দ

ইং ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৮

তিরোভাব—৩রা আশ্বিন, শুক্রবার ১৩৬৪

ইং ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজীর সংক্ষিপ্ত চরিতকথা*

বর্তমান বাংলাদেশান্তর্গত নোয়াখালি জেলার ফেণী মহকুমার পশ্চিম মধুগ্রামের এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পরিবারে বাং ১৩০৫ সালের ৩০শে ভাদ্র (ইং ১৮৯৮ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর) শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বনাম শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। পিতা শ্রীগগনচন্দ্র তর্করত্ন ঐ অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তর্করত্ন মহোদয়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ—হরেন্দ্রকুমার, কনিষ্ঠ—মণীন্দ্রকুমার। মণীন্দ্রকুমার বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করে বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি মুকুন্দ দাস বাবাজী নামে পরিচিত হন এবং অগ্রজের সঙ্গে একই আশ্রমে অবস্থান করেন। হরেন্দ্রকুমার গ্রামের মধ্য ইংরেজী স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালায় যোগদান করেন এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিভাগীয় বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য হরেন্দ্রকুমার মুন্সেফ শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় গৃহ-শিক্ষকতা করে কুমিল্লা কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।

ভক্তপ্রবর শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় যখন নড়াইল মহকুমা-শহরে মুন্সেফ ছিলেন, তখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্কুলের ছোট ছোট বালকদের নিয়ে তিনি কীর্তন করতেন। তার মধ্যে গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ নামক একটি বালক কীর্তনে এমনই উন্মত্ত হয়ে পড়েন যে গৃহ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে তিনি বিপিনবিহারীজীর পরিবারেই বাস করতে থাকেন। পরিণত বয়সে তিনি বিপিনবিহারীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। উত্তরকালে বেশাশ্রয় গ্রহণ করবার পর তাঁর নাম হয় শ্রীগিরিধারী দাস বাবাজী। তিনিই নবদ্বীপের 'হরিবোল কুটীর' আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।

বিপিনবিহারীজী কুমিল্লা থেকে বদলি হয়ে গেলে হরেন্দ্রকুমার বিপিনবিহারীজীর স্বগ্রাম হাওড়াজেলাস্থিত মাকড়দহে চলে আসেন এবং কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন। প্রতিদিন দুই ক্রোশ পথ হেটে তাঁকে কলেজ করতে হত। রিপন কলেজ থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি আই.এ. এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান লাভ করে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে (বেদান্ত শাখায়) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করেন—লাভ করেন সুবর্ণপদক। উল্লেখ্য, হরেন্দ্রকুমার বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সমস্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন।

হরেন্দ্রকুমার যখন স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়েন, সে-সময়েই তাঁর ধর্মস্পৃহা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, সুযোগ পেলেই তিনি নবদ্বীপে গিয়ে হরিবোল কুটীরে বাস করতেন এবং শ্রীগিরিধারী দাস হরিবোল বাবাজীর সঙ্গে দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করতে যেতেন। এম. এ. পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ যে স্বর্ণপদকটি তিনি লাভ করেন, সেটি বিক্রয় করে সেই অর্থ দিয়ে হরিবোল কুটীর সংলগ্ন একখন্ড জমি ক্রয় করে হরিবোল কুটীরের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। উত্তরকালে এই কুটীরই হয়ে উঠেছিল তাঁর সাধনাশ্রম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হরেন্দ্রকুমার বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামীর নিকট থেকে গৌর-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার পর তাঁর ধর্মানুরাগ দিন দিন এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে, শ্রীগুরুদেবের নিকট থেকে বৈষ্ণব সাধন-রহস্য পরিজ্ঞাত হয়ে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তীব্র

---

* সঙ্কলক ঃ মিহিরকুমার রায়

বৈরাগ্যময় জীবনযাপন করতে থাকেন। শ্রীরাধাকুন্ডে একটানা দেড়বৎসরকাল তিনি কেবল মাধুকরীর উপর নির্ভর করে বাস করেন। সে-সময় শ্রীরাধাকুন্ডের চতুর্দিক ঝাট দিয়ে পরিষ্কার করা ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাজ। এই সময় হঠাৎ শ্রীগুরুদেবের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাঁর সেবাপরিচর্যার জন্য তিনি দেশে গমন করেন। গুরুদেব রোগমুক্ত হবার পর গুরুদেবকে ঋণমুক্ত করবার জন্য হরেন্দ্রকুমার কুমিল্লায় গিয়ে ঈশ্বর পাঠশালায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। অল্পদিনের মধ্যেই গুরুদেব নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। হরেন্দ্রকুমারও গুরুদেবের ঋণ পরিশোধ হওয়ামাত্র শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে নবদ্বীপে চলে আসেন এবং হরিবোল কুটীরে বাস করে ভিক্ষান্নে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। এই সময়ে দীর্ঘদিন ধরে তিনি শেষরাত্রে ৩।৪ মাইল পথ করতাল-যোগে উচ্চস্বরে শ্রীনামকীর্তন করে নগর পরিক্রমা করতেন। তাঁর মধুর কণ্ঠে—'প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌরহরি হরিবোল' ধ্বনি পুরবাসীর দেহমনে আনন্দশিহরণ জাগিয়ে তুলত। এ সময় কুমিল্লা কলেজ থেকে আহ্বান এলে কিছুদিন সেখানে তিনি অধ্যাপনা করে আসেন।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে হরেন্দ্রকুমার শ্রীগিরিধারী দাস হরিবোল বাবাজীর নিকট বেশাশ্রয় গ্রহণ করেন—নাম হয় শ্রীহরিদাস দাস। এরপর পুরী গিয়ে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীহরিবোল বাবাজীর নির্দেশে পুরী থেকে তিনি বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবনে বাস করবার সময় তিনি গোবিন্দকুন্ডের সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীমনোহর দাস বাবার কৃপা লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশেই লুপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থোদ্ধারকর্মে ব্রতী হন। কথিত আছে, শ্রীমনোহর দাস বাবা হরিদাসজীকে এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন—গ্রন্থ-সেবাতেই তোমার সর্বসিদ্ধি লাভ হবে।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে হরিবোল বাবাজী এবং হরিদাসজী রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী যান। অজীর্ণরোগে গুরুশিষ্য উভয়েই অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েন। এ অবস্থাতেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুদেবের সেবা করেন তিনি। কিন্তু এই দুরন্ত ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পান না হরিবোল বাবাজী। ঐ বৎসরেই ২০শে আশ্বিন তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শোকসন্তপ্ত চিত্তে হরিদাসজী নবদ্বীপে ফিরে আসেন এবং কয়েক বৎসর হরিবোল কুটীরের সেবাকার্য পরিচালনা করেন। এই সময় থেকে তিনি সিদ্ধ শ্রীমনোহর দাস বাবার নির্দেশানুসারে গ্রন্থসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬৬। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য, শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ, শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন ১ম ও ২য় খন্ড এবং শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান এই চারিটি বাবাজী মহোদয়ের স্বরচিত গ্রন্থ। অন্য গ্রন্থগুলি তিনি প্রয়োজনীয় অনুবাদ ব্যাখ্যা প্রভৃতিসহ সম্পাদনা করেন। সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, নাটক, অলঙ্কার, ছন্দ, সঙ্গীত, রসশাস্ত্র, ব্যাকরণ, পদাবলী এবং ভাষ্যটীকা প্রভৃতির মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণ যে সুবিশাল চিন্ময় ভাবসম্পদ সংরক্ষিত করে গিয়েছেন, সেই অমূল্য গ্রন্থসম্পদ কালস্রোতে লুপ্ত হতে চলেছিল। বাবাজী মহোদয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিপুলসংখ্যক লুপ্তপ্রায় গোস্বামিগ্রন্থের পুনরুদ্ধারকর্ম সম্পন্ন হয়। গ্রন্থগুলি 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ' নামাঙ্কিত গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়। একজন নিঃসম্বল বৈষ্ণব সাধকের একক প্রচেষ্টায় সম্পাদিত এ এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর সৃষ্টি।

বাবাজী মহোদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সুবৃহৎ 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশ্বকোষ—জাতীয় জীবনের মহাসম্পদ। এই মহাগ্রন্থটি গ্রন্থকারের অলৌকিক পাণ্ডিত্যপ্রতিভা এবং অচিন্ত্যপূর্ব শ্রম ও নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। বিশ্ববিশ্রুত পন্ডিত ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা এ স্থলে উল্লিখিত হ'ল ঃ

"Gaudiya Vaishnava Abhidhan"—a real magnum opus in the field of Bengali and Sanskrit studies—an Encyclopaedia, Lexicon of Bengal Vaishnava Literature in all its aspects, glossarial, biographical, philosophical, literary and exegetical. Such a work was never compiled before by any single scholar or group of scholars in Bengal.*

অর্থাৎ, 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান' বাংলা এবং সংস্কৃত বিদ্যা-প্রাঙ্গণের একটি যথার্থ মহাগ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের এটি বিশ্বকোষ—শব্দার্থ, জীবনী, দর্শন, সাহিত্য এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা সমন্বিত সর্ববৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অভিধান। বঙ্গে কোন পন্ডিত অথবা পন্ডিতগোষ্ঠী কর্তৃক এ জাতীয় গ্রন্থ এর পূর্বে কখনো সঙ্কলিত হয়নি।

এই গ্রন্থ সমুদ্ধারের জন্য বাবাজী মহারাজকে যে কত দূর-দূরান্তরে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, কত দুর্গম স্থানে গমনাগমন করতে হয়েছে এবং যে দুঃসহ কায়িক এবং মানসিক ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে, সে ইতিহাস চিরতরে অজ্ঞাতই থেকে যাবে। এ প্রসঙ্গে 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান'-প্রকাশন-কমিটির মূল্যবান মূল্যায়ন স্মরণযোগ্য ঃ

"পন্ডিতমন্ডলীর দ্বারে দ্বারে, মঠ হইতে মঠান্তরে, গ্রন্থাগার হইতে ছোট বড় অগণিত গ্রন্থাগারে উন্মত্তের মত তিনি ছুটিয়া গিয়াছেন বৈষ্ণব মহাজনদের কিছু রচনা, কিছু সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত। কোথায় অন্ন, কোথায় জল, কোথায় শয়ন, কোথায় আশ্রয়—কিছুই তিনি ভাবেন নাই। একমাত্র লক্ষ্য ছিল লুপ্ত ভক্তিশাস্ত্র-রত্নোদ্ধার।"**

এভাবে অবর্ণনীয় ক্লেশকর প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে প্রাচীন পুঁথি সন্ধান ও সংগ্রহ, এবং সে-সব সম্পাদনা ও প্রকাশন-ব্যবস্থার সমস্ত কাজ একাকীই অবিচল ধৈর্য্য ও নিষ্ঠাসহ তিনি সুসম্পন্ন করে গিয়েছেন।

জীর্ণ পুরাতন পুঁথির পাঠোদ্ধার, সঠিক পাঠ নির্দ্ধারণ, পাঠান্তর সমাবেশ, গ্রন্থের বিশুদ্ধ রূপ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় অন্বয়, অনুবাদ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য্য লিখন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজকর্ম যে কত কঠিন ও দুরূহ, তা বিশেষজ্ঞগণেরই অনুমেয়। বাবাজী মহারাজের প্রগাঢ় পান্ডিত্য, অসীম ধৈর্য্য, অপরিসীম অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত অখন্ড শ্রমের ফলেই এই সুকঠিন কর্ম সম্ভব হয়েছে।

একবার শ্রীসনাতন গোস্বামী রচিত 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব' গ্রন্থের পুঁথি বহু অনুসন্ধানের পরও না পেয়ে বাবাজী মহোদয় যমুনার তীরে বসে 'হা প্রভু সনাতন' বলে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। এমন সময় দেখলেন একটি কাগজের পুঁটলি যমুনার তট ঘেসে ভেসে যাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে দ্রুত ছুটে গিয়ে পুঁটলিটি তিনি উদ্ধার করলেন। পুঁটলিটি উন্মুক্ত করে দেখলেন তার মধ্যে অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব' গ্রন্থের অত্যন্ত প্রাচীন একটি পুঁথিও বিদ্যমান। বিস্ময়ে এবং আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন বাবাজী মহারাজ। পুঁথিটি মস্তকে এবং বক্ষে সংস্পর্শনপূর্বক বারবার ঘ্রাণ নিতে লাগলেন। পরে সুস্থির হয়ে সেই পুঁথির পাঠোদ্ধার ও অনুবাদকর্মে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করলেন।

জয়পুর-রাজের পুঁথিশালায় প্রবেশ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন কর্ম। শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ সেই পুঁথিশালায় প্রবেশ করে শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের 'অর্থরত্নাল্পদীপিকা' নামক একটি টীকা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাস গোস্বামী টীকাটির

---

* শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান এবং শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মনীষিবৃন্দের অভিমত।

** শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান।

রচয়িতা। এই টীকাটি সংগ্রহ করবার সময় জয়পুরে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু গোস্বামিগণের অপার করুণায় সুস্থ হয়ে পুনরায় তিনি গ্রন্থসেবাকর্মে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীজীব গোস্বামী রচিত 'শ্রীমাধবমহোৎসব' কাব্যগ্রন্থটি বাবাজী মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পুঁথি থেকে বঙ্গানুবাদসহ সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তা না হলে গ্রন্থটি অপ্রচারিতই থেকে যেত। গ্রন্থটির প্রাচীন পুঁথি যখন তাঁর হাতে এল, তার পাঠোদ্ধার এবং গ্রন্থের অর্থ যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করে অনুবাদ করবার কাজ অত্যন্ত দুরূহ বিষয় হয়ে উঠল। পুঁথি নিয়ে তিনি শ্রীখন্ডের খ্যাতনামা পন্ডিত শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের নিকট গেলেন। দুজনে মিলে পাঠোদ্ধার করবার বহু প্রয়াস করলেন। কিন্তু কোন কোন পদের অর্থ এত নিগূঢ় যে, শ্রীজীব গোস্বামীর কৃপা ভিন্ন পান্ডিত্য-প্রতিভা দ্বারা তার মর্মোদ্ধার অসম্ভব মনে হ'ল। বাবাজী মহারাজ হরিবোল কুটীরে প্রত্যাগমন করলেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীচরণে নিবেদনপূর্বক সাশ্রুনয়নে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। এভাবে ছয়মাস গোস্বামিপাদের শ্রীচরণ স্মরণ করবার পর তিনি একক প্রচেষ্টায় সমগ্র গ্রন্থের সমস্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরকে দেখালেন। দেখে রাখালানন্দ ঠাকুর তাঁকে প্রভূত আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন—পান্ডিত্য ও প্রতিভা দ্বারা যে গৌর-পরিকর গোস্বামিগণের মনোভিপ্রেত বোঝা যায় না, এটি আজ সত্যসত্যই বুঝলাম। তোমার উপর গোস্বামিপ্রভুদের যে প্রভূত কৃপা আছে, তা-ও বেশ বোঝা গেল।

বিরামহীন গ্রন্থসেবা করতে করতে একবার বাবাজী মহারাজের ডান হাত অসাড় হয়ে পড়েছিল, নেত্রনালী থেকে জল নিঃসরণ হচ্ছিল অবিরত। চিকিৎসক এবং শুভানুধ্যায়ীগণ কাজের পরিমান হ্রাস করবার জন্য বারবার অনুরোধ করেও বিফল হয়েছেন। তিনি বলতেন—আমি বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছি যে, রোগ আক্রমণের সময় সেবাকর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে রোগ প্রবল হয়ে আমাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে রোগের সময় সেবার গতি বাড়িয়ে দিলে রোগ নিজেই পালিয়ে যায়।

বাবাজী মহারাজ প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে 'গৌরহরিবোল' বলে খঞ্জনী বাজিয়ে কীর্তন করতেন। তারপর শ্রীগৌরহরি ও তাঁর পরিকরবৃন্দের নাম কীর্তন এবং কৃপা প্রার্থনা করে 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান' রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। চারদিকে গোস্বামিগ্রন্থের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৭ ঘন্টা তিনি গ্রন্থসেবার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন।

প্রফেসর ওয়াল্‌থার আইড্‌লিথ্‌স্ (সুইডেন) বাবাজী মহোদয়ের অবদানের মূল্যায়ন করে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন এ প্রসঙ্গে তা উল্লিখিত হ'ল ঃ

"If in the western world a man like him (Haridas Das) would have contributed in such a degree to the national wealth of the country, he would be celebrated as a national hero and the nation would not allow him to see his work frustrated by lack of means to live and to publish."*

অর্থাৎ, জাতীয় সম্পদশালায় হরিদাস দাস বাবাজীর যে মহাদান, পাশ্চাত্যদেশে কোন ব্যক্তির যদি এ জাতীয় অবদান লক্ষিত হত, তবে সেই ব্যক্তি জাতীয় নায়করূপে খ্যাতি লাভ করতেন। অর্থাভাবে তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের প্রকাশন এবং সংরক্ষণকর্ম ব্যাহত হচ্ছে—এ অবস্থা রাষ্ট্র সৃষ্ট হতে দিত না অর্থাৎ গ্রন্থগুলির প্রকাশন ও সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হত।

---

* শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান এবং শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মনীষিবৃন্দের অভিমত।

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ বলতেন—শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যে-সমস্ত অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশ করেছেন, সে-সব গ্রন্থ তাঁদের মনোভিপ্রায়সম্পন্ন টীকা ও অনুবাদ সহযোগে মুদ্রণই আমার শৃঙ্গার-সেবা। শ্রীগৌরহরি যেন অপার করুণাশক্তি সঞ্চার করে আমার এই গ্রন্থ-শৃঙ্গার-সেবা গ্রহণ করে আমাকে আত্মসাৎ করেন। এই সেবা-সম্পাদনের জন্যই আমার বেঁচে থাকা, আর অন্য কোন আশা আমার নেই।

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থাবলীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশকালসহ নিচে উল্লিখিত হ'ল ঃ

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৪৮-৪৫২ (খৃষ্টাব্দ ১৯৩৪-৩৮)

১। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতম্—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
২। শ্রীদানকেলিচিন্তামণি—শ্রীরঘুনাথ দাস
৩। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা— শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৫৫ (খৃষ্টাব্দ ১৯৪১)

৪। শ্রীনিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী
৫। শ্রীসুরতকথামৃতম্—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৫৬ (খৃষ্টাব্দ ১৯৪২)

৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা—শ্রীজীব গোস্বামী

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৫৬ (খৃষ্টাব্দ ১৯৪২)

৭। ধাতুসংগ্রহঃ— শ্রীজীব গোস্বামী
৮। শ্রীযোগসারস্তব-টীকা—শ্রীজীব গোস্বামী
৯। শ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ—শ্রীজীব গোস্বামী
১০। শ্রীবিরুদাবলীলক্ষণম্—শ্রীরূপ গোস্বামী
১১। শ্রীগোপালবিরুদাবলী—শ্রীজীব গোস্বামী
১২। শ্রীমাধবমহোৎসবমহাকাব্যম্—শ্রীজীব গোস্বামী
১৩। শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী—কবি কর্ণপুর

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৫৭ (খৃষ্টাব্দ ১৯৪৩)

১৪। শ্রীকৃষ্ণাভিষেকঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী
১৫। শ্রীগোপালতাপনীটীকা
১৬। সিদ্ধান্তদর্পণঃ—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
১৭। ঐশ্বর্যকাদম্বিনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
১৮। শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী—শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী
১৯। ছন্দঃকৌস্তুভঃ—শ্রীরাধাদামোদর

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৫৮ (খৃষ্টাব্দ ১৯৪৪)

২০। আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধঃ—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
২১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ—শ্রীসনাতন গোস্বামী
২২। শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্—শ্রীরূপ গোস্বামী

২৩। কাব্যকৌস্তুভঃ—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
২৪। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দশতকম্—শ্রীরসিকমুরারি
২৫। পরতত্ত্বগৌরঃ—শ্রীহরিদাস দাস সঙ্কলিত

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৫৯ (খৃষ্টাব্দ ১৯৪৫)

২৬। দশশ্লোকীভাষ্যম্—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী
২৭। শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী—শ্রীঘনশ্যাম দাস
২৮। দুর্লভসার—শ্রীলোচন দাস ঠাকুর
২৯। 'মুক্তাচরিত্রে'র পয়ারানুবাদ—শ্রীনারায়ণ দাস

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৬০ (খৃষ্টাব্দ ১৯৪৬)

৩০। সাধনদীপিকা—শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী
৩১। নন্দীশ্বরচন্দ্রিকা—সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা (তৃতীয়)
৩২। আর্য্যাশতকম্—কবি কর্ণপুর

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৬১ (খৃষ্টাব্দ ১৯৪৭)

৩৩। শ্রীগৌরচরিতচিন্তামণি—শ্রীনরহরি চক্রবর্তী
৩৪। শ্রীগীতচন্দ্রোদয়—শ্রীনরহরি চক্রবর্তী
৩৫। শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী—শ্রীকৃষ্ণশরণ

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৬২ (খৃষ্টাব্দ ১৯৪৮)

৩৬। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশঃ—শ্রীরাঘব গোস্বামী
৩৭। সঙ্গীতমাধবম্—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
৩৮। মুরারিগুপ্তের কড়চা—শ্রীমুরারি গুপ্ত
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা (শ্রীজীব গোস্বামী কৃত টীকা ও অনুবাদ সহ)
৪০। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য—শ্রীহরিদাস দাস
৪১। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৬৩ (খৃষ্টাব্দ ১৯৪৯)

৪২। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ (মূলমাত্রম্)—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
৪৩-৪৫। পদ্ধতিত্রয়ম্— ১ম পদ্ধতি—শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী
২য় পদ্ধতি—শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী
৩য় পদ্ধতি—সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী (প্রথম)
৪৬। প্রেয়োভক্তিরসার্ণব—শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর
৪৭। শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়—কবি জগদানন্দ
৪৮। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব—শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর
৪৯। শ্রীগোবিন্দবল্লভ নাটক—শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৬৪ (খৃষ্টাব্দ ১৯৫০)

৫০। রসকলিকা—শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী

৫১। ভাবনাসারসংগ্রহঃ—সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী

৫২। বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা—শ্রীকানাই দাস

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৬৫ (খৃষ্টাব্দ ১৯৫১)

৫৩। শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণম্—আনন্দী

৫৪। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী

৫৫। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন (১ম খন্ড)—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী

৫৬। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন (২য় খন্ড)—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৬৬ (খৃষ্টাব্দ ১৯৫২)

৫৭। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা—শ্রীনাথ চক্রবর্তী

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৬৭ (খৃষ্টাব্দ ১৯৫৩)

৫৮। শ্রীনামামৃতসমুদ্র—শ্রীনরহরি চক্রবর্তী

৫৯। বৈষ্ণবানন্দিনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ

৬০। শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহঃ—শ্রীপুরুষোত্তম দাশশর্মা

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৬৮ (খৃষ্টাব্দ ১৯৫৪)

৬১। প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী—শ্রীরূপ গোস্বামী

৬২। গীতগোবিন্দম্—শ্রীজয়দেব

৬৩। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা—শ্রীহরিদাস দাস সঙ্কলিত

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৬৯ (খৃষ্টাব্দ ১৯৫৫)

৬৪। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৭০ (খৃষ্টাব্দ ১৯৫৬)

৬৫। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (১ম খন্ড)—শ্রীহরিদাস দাস)

প্রকাশকাল ঃ গৌরাব্দ ৪৭১ (খৃষ্টাব্দ ১৯৫৭)

৬৬। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)—শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজীর বৈষ্ণবীয় জীবনের চিত্র অঙ্কন করা অত্যন্ত কঠিন। বৈষ্ণবীয় গুণাবলী মূর্তিমান হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর চরিত্রে। পন্ডিতপ্রবর শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী লিখছেন—"সর্বকালের লোভনীয় বৈষ্ণবীয় মানবতার শুচিশুভ্র রূপটি একালেও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" এ মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বৈষ্ণবাচার্য ডঃ শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারীর অমৃতনিঃস্যন্দী ভাষায় হরিদাসজী ছিলেন—"শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারীর চিহ্নিত কিঙ্কর, শ্রীশ্রীগোস্বামি-গ্রন্থের মত্ত মধুকর, ব্রজ-ন'দেবাসী বৈষ্ণব-সমাজের বক্ষঃপঞ্জর, ভক্তিরাজ্যের ভাস্বর ভাস্কর, সর্ব্বোত্তম হইয়াও দৈন্যের আকর।"

বাবাজী মহোদয় ছিলেন পরিপূর্ণরূপে প্রচার-প্রতিষ্ঠা-পরাঙ্মুখ। প্রচার-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সর্বদা সর্বতোভাবে দূরে সরিয়ে রাখতেন তিনি। সেকালের বহু গুণবান ও ধনবান ব্যক্তি তাঁর নিকট দীক্ষালাভের আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়েও কোন সাড়া পাননি। এ প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রণীত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের সতর্কবাণী তিনি বারবার উচ্চারণ করতেন—'ন শিষ্যাননুবধ্নীত' (১।২।১১৩) অর্থাৎ, বহু শিষ্য করবে না।

শ্রীমুকুন্দ দাস গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখছেন—নানুবধ্নীয়াৎ নানুসরেৎ তদনুসরণে লাভ-প্রতিষ্ঠাদিনা সাধকস্য সাধনশৈথিল্যপ্রাপ্তেঃ, শিষ্যকরণং তু জাতরতীনামেব বিহিতত্বাচ্চ। (শিষ্যকরণলোভে পরীক্ষা না করেই বহুশিষ্য করবে না। এর ফলে লাভ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির লালসা প্রবল হবে এবং সাধকের ভক্তিসাধনায় শৈথিল্য আসবে। জাতরতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণে রতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই শিষ্যকরণের অধিকারী।)

বাবাজী মহারাজ নগ্নপদে সর্বত্র গমনাগমন করতেন। কলকাতার ময়লাযুক্ত পথ দিয়ে গতায়াতের সময়ে কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহারের জন্য মিনতি করেও কোন ফল হয়নি। তিনি বলতেন—জীবনের আর ক'টা দিন বাকি, আর পাদুকা ব্যবহার করব না।

কনিষ্ঠ ভাই শ্রীমুকুন্দ দাস বাবাজীকে একদিন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বসলেন হরিদাসজী। তিনি হতচকিত হয়ে বলে উঠলেন—"দাদা, করেন কি?" হরিদাসজী উত্তর দিলেন—'ভাই, তুমিও ত বৈষ্ণব।' তিনি সমস্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, সমস্ত দেব-দেবী, এমনকি একটি অজ্ঞান শিশুকে পর্যন্ত শ্রীমুকুন্দের প্রিয়জ্ঞানে সম্মান করতেন। নিচের প্রবচনটি তাঁকে অহঃরহ উচ্চারণ করতে শোনা যেত—

যৎকিঞ্চিৎ তৃণ-গুল্মকীটকমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ প্রকটিতং নিষ্ঠাঙ্কিতং যাঞ্চ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেবপি সম্পৃহেন তদিদং সর্বং ময়া বন্দ্যতে।।

—তৃণ, গুল্ম, কীট পর্যন্ত যাহা কিছু সমস্তই শ্রীমুকুন্দের প্রিয় ও তাঁর সেবার উপকরণ; প্রেমিক ভক্ত সর্বত্রই গোষ্ঠ অর্থাৎ ব্রজ দর্শন করেন। শাস্ত্র এই অপ্রাকৃত দর্শনের শিক্ষাই পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করেছেন। এ দর্শন ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রার্থনা করেন।

সমসাময়িক বৈষ্ণব মহাজন শ্রীগৌরবিনোদ দাসজী শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের বৈষ্ণবীয় রূপের এক অপরূপ চিত্র অঙ্কন করেছেন। দুষ্প্রাপ্য সে রচনার একটি অংশ নিচে উদ্ধৃত করছি ঃ

নৈষ্ঠিক হইয়া করে বৈষ্ণব আচার।
ভিক্ষালব্ধ বস্তু বিনে না করে আহার।।
বিদ্যাকুলের অভিমান পরিহরি দূরে।
ঝোলা কান্ধে ভিক্ষা করে নদীয়া নগরে।।
কভু রাত্রি শেষভাগে ফিরে টহল দিয়া।
নদেবাসীর সেবা করে নাম শুনাইয়া।।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় প্রিয়তা দেখিয়া।
আশীর্বাদ করে সবে স্নেহ প্রকাশিয়া।।
দীনদুঃখী কাঙ্গাল দেখি করে অতি প্রীতি।
যে দেখে সে মুগ্ধ হয় দেখি স্নেহ-রীতি।।
প্রতিসন্ধ্যাবেলা আরতি সারিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন ভক্তগণ লইয়া।।
গিরিধারী ননীভঞ্জ বিশ্বম্ভর দাস।
আরও কত ভক্তসঙ্গে হরিদাস দাস।।

হরিনামগানে সব উন্মত্ত হইয়া।
করিত উদ্দন্ড নৃত্য আপনা ভুলিয়া।।
আনন্দতরঙ্গে যেন সাঁতার খেলিত।
শক্তি নাই সেই ভাব করিতে ব্যকত।।
বিমুগ্ধ হইত যারা দেখিত নয়নে।
স্মৃতি রাখিয়া গেল ন'দেবাসীর মনে।।

(লুপ্ত গোস্বামিগ্রন্থ উদ্ধারকারী শ্রীহরিদাস দাস)

দেশে জরীপ আরম্ভ হলে ভাই মুকুন্দ দাসজী একদিন তাঁকে বললেন—জরীপ আরম্ভ হয়েছে, বাড়ি-জমির কি করা যায়? উত্তরে হরিদাসজী ভাইকে বললেন—কেন, মহাপ্রভুর সাম্রাজ্যে কি বাড়ি-জমির অভাব আছে?

ভগবৎসেবার সামান্য চেষ্টাকেও হরিদাসজী বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। গ্রন্থের প্রুফ্-সংশোধনাদি কাজে দু-একটি ভুল থাকলে অনেকে এ নিয়ে সেবকের দোষ দর্শন করে। কিন্তু বাবাজী মহারাজ বলতেন—যে কিছু করে না, তাঁর কোন ভুল হয় না। যিনি সেবা করতে যত্ন করছেন, তাঁর দু-একটি ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। এভাবে সেবককে উৎসাহিত করতেন তিনি।

ভক্তের অবস্থান জাতি, কুল, বংশ প্রভৃতি জড় জগতের সমস্ত ভেদ-বিভেদের ঊর্ধ্বে—এ বিষয়টি হরিদাসজী চমৎকার করে তাঁর 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন' গ্রন্থের ২য় খন্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

অধমকুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্বশাস্ত্রে কয়।। (চৈ. ভা., আদি, ১৬)
চন্ডাল, চন্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র, বিপ্র নহে—যদি অসৎপথে চলে।। (চৈ. ভা., মধ্য, ১)

এ-সব প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করে কৃষ্ণভক্তের দিব্যমহিমা তিনি উদ্ঘাটন ও সম্প্রকাশ করে গিয়েছেন।

হরিদাসজী যখন ভজন করতেন, তখন সামনে থাকত তাঁর দীক্ষাগুরু, বেশগুরু ও উপদেষ্টা-গুরুর ছবি। ভাবময় নেত্রে এই তিন গুরুর দিকে এমন নিবিষ্টভাবে তিনি চেয়ে থাকতেন যে, মনে হত তাঁদের মধ্যেই তিনি তাঁর ইষ্টবিগ্রহের দিব্যরূপ প্রত্যক্ষ করছেন। সে-সময় তাঁর মুখমন্ডল অনুরাগমন্ডিত হয়ে উঠত। সাধকের অন্তর্জীবনের রহস্য চিরকাল অন্তরালেই থেকে যায়—সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোধগম্যও নয়।

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের মূর্তিটি ছিল সদানন্দময়। হাসপাতালে অন্তিম সময়েও জিজ্ঞাসিত হলে উত্তর ছিল—আনন্দে আছি।

বাবাজী মহারাজের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান'। এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ১৩৫২ সালে কলকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তিন-চার বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থটির কাঠামো প্রস্তুত করেন। গ্রন্থ-প্রণয়ন শেষ করবার পর মুদ্রণের জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু মঠকর্তৃপক্ষ তাঁদের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবার পর স্বতন্ত্র প্রচেষ্টায় তিনি গ্রন্থটি মুদ্রণের সংকল্প করেন। অর্থবল ও জনবলহীন হয়েও শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের সাক্ষাৎ করুণাশক্তিবলে এই বিরাট গ্রন্থের মুদ্রণকর্ম সুসম্পন্ন করেন তিনি। তাঁর প্রকটকালে অভিধানের ১ম খন্ড প্রকাশিত হয়। বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই সরকার, বদান্য জনগণ এবং কয়েকজন সুধী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড।

হরিদাসজী বলতেন—অভিধানও শেষ, হরিদাস দাসের জীবনও শেষ। তাঁর এই ভবিষ্যৎবাক্য আশ্চর্যরূপে বাস্তবায়িত হয়েছিল। অভিধানের শেষ চার ফর্মা যন্ত্রস্থ থাকাকালীন ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ৩রা আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ) মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে 'শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীর চিহ্নিত কিঙ্কর' বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ জগৎকল্যাণে তাঁর নির্দিষ্ট কর্ম সমাপ্ত করে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

"লুকাইয়া জগতেরে শ্রেষ্ঠ ধন দিলে,
ব্রজের রস-পিপাসু
ব্রজে চলে গেলে।"

উল্লেখযোগ্য প্রমাণ-পঞ্জী

১। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস—শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত।
২। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান—শ্রীহরিদাস দাস।
৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান এবং শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের অন্যান্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মনীষিবৃন্দের অভিমত (প্রকাশক ঃ শ্রীমুকুন্দ দাস, হরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ)।
৪। গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছের গ্রন্থকার শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী প্রশস্তি—ডঃ শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী।
৫। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন (২য় খন্ড)—শ্রীহরিদাস দাস।
৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্মরণমঙ্গল—ডঃ শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী।
৭। লুপ্ত গোস্বামিগ্রন্থ উদ্ধারকারী শ্রীহরিদাস দাস—শ্রীগৌরবিনোদ দাস।
৮। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস স্মরণিকা—সম্পাদনা ঃ মিহিরকুমার রায়।

গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তাম্। জয় গৌর গদাধর।

শ্রদ্ধাঞ্জলি ও নিবেদন

৺হরিদাস দাসজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের গ্রন্থকার ৺হরিদাস দাসজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল—শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী—জন্ম ৩০শে ভাদ্র ১৩০৫ বঙ্গাব্দ। জন্মভূমি—নোয়াখালী জেলায়—ফেণী মহকুমার অন্তর্গত মধুগ্রামে। পিতা—৺গগনচন্দ্র তর্করত্ন ও পিতামহ গোলকচন্দ্র ন্যায়রত্ন—উভয়েই খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র সহোদর ও কনিষ্ঠ—মণীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী—বাল্যকালেই বৈরাগ্যভাবাপন্ন হইয়া সংসার-ত্যাগ করেন। উভয় ভ্রাতাই আবাল্যব্রহ্মচারী ও অকৃতদার। কনিষ্ঠ ভ্রাতাই শ্রীমুকুন্দদাস বাবাজী নামে নবদ্বীপে হরিবোল কুটীরে হরিদাসজীর গুরুভ্রাতারূপে—দীর্ঘ ১৫ বৎসরকাল বসবাস করিয়াছিলেন। হরেন্দ্রকুমার বাল্যাবধি অতিশয় মেধাবী ছিলেন এবং সসম্মানে সর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ ইংরাজীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বেদান্ত শাখায় সংস্কৃত এম, এ পাশ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া সুবর্ণপদক লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্বেই তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীহরিমোহন শিরোমণি প্রভুর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। তারপর তিনি কিছুকাল কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন এবং গুরুর যে ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন তাহা শোধ হওয়া মাত্র শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। শিক্ষকতাকালে তিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে চারিত্রিক শক্তির মিশ্রণদ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে কঠোর ও কোমলের অপূর্ব্ব সমন্বয় ছিলেন। তাঁহার সময়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। তাঁহার চিত্ত ছিল স্নেহে পরিপূর্ণ। এই সময় তিনি তীব্র বৈরাগ্য অনুভব করায় সংসার ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে বাস করিয়া বৈষ্ণবজনোচিত কঠোর সাধন জীবন যাপন করিতে থাকেন। কিছুকালের জন্য তিনি পুনরায় কুমিল্লা কলেজের অধ্যাপকের কাজও করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোল সাধুর নিকট বেশাশ্রয় করিয়া হরিদাস দাস নামে পরিচিত হন। তৎপরে দীর্ঘকাল যাবৎ নিত্য মাধুকরী করিয়া নবদ্বীপেই বাস করিতেন। শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোল উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল" কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া নবদ্বীপে তাঁহাকে হরিবোল সাধু বলিয়াই সকলে চিনিত। হরিদাসজীও তাঁহার সঙ্গেই হরিবোল কুটিরে থাকিতেন। পরবর্ত্তীকালে হরিদাসজী নিজ পরিচয় দিবার সময় পিতার নাম শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোল বলিতেন ও পূর্বাশ্রমের পরিচয় এবং নিজ উচ্চশিক্ষার ও পদবীর কথা সর্বথা পরিহার করিয়া চলিতেন। কেহ সেই পরিচয়ের কথা জানিতে চাহিলে বলিতেন—"তিনি তো মারা গিয়াছেন"—এমনই দৈন্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। ১৩৫১ সনে শ্রীশ্রীহরিবোল সাধু পুরীতে দেহত্যাগ করেন। পূজ্যপাদ হরিদাসজী বৃন্দাবনে থাকাকালীন গোবিন্দকুণ্ডে কঠোর সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া কিছুকাল বাস করেন—তৎকালেই সিদ্ধ বাবাজী শ্রীল মনোহর দাসজীর কৃপা নির্দেশ লাভ করেন—তাঁহারই নির্দেশে তিনি লুপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ উদ্ধারে ব্রতী হন। জীবন-সায়াহ্ন পর্যন্ত এই ব্রত ঐকান্তিক নিষ্ঠায় পালন করিয়া গিয়াছেন।

এই গ্রন্থসেবার মধ্যেই যে তাঁহার জীবনে দৈবী শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল এবং তিনি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপালাভ করিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে। এই ঘটনাটি তিনি মৌখিক অনেকের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীসুদর্শন' পত্রিকার ১৩৬৪ বাং ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত ভক্তপ্রবর শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ হইতে এই ঘটনার বিবরণ উদ্ধার করিতেছি :—

"একবার তিনি (হরিদাস দাসজী) শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব" গ্রন্থের পুঁথি অনেক অনুসন্ধানের পরেও না পাইয়া যমুনার তটে বসিয়া "হা প্রভু সনাতন" নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন এবং ঝর

ধর নেত্রে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটি কাগজের পুটলী যমুনার তট ঘেঁষিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। ঔৎসুক্যের বশবর্তী হইয়া তিনি দ্রুত পদে যাইয়া পুটলীটি তুলিয়া লইলেন, এবং খুলিয়া দেখিলেন অন্যান্য কাগজের সহিত শ্রীসনাতন প্রভুর রচিত "শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব" গ্রন্থের অতি প্রাচীন একখানা পুঁথি। তদ্দর্শনে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং সেই পুঁথিকে মস্তকে ধারণ করিলেন, পরে বক্ষে ধারণ করিয়া পুনঃপুনঃ ঘ্রাণ নিতে লাগিলেন।"

৺হরিদাস দাসজীর চরিত্র সম্পদ

হরিদাস দাসজীর চরিত্রে দৈবী সম্পদের আতিশয্য ছিল ও বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও অদোষদর্শন, দৈন্য-ভাব, সদাচার, ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনের এত প্রাবল্য ছিল যে যে-কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই আকৃষ্ট হইয়াছেন—অথচ তাহার সুদীর্ঘ দেহ- সুপ্রশস্ত ললাট—উন্নত নাসা—সংযত বাক ও ক্ষিপ্রগতির মধ্যে ছিল এক তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অভ্রান্ত আভাস।

পূজনীয় হরিদাস দাস বাবাজী লোক-লোচনের অন্তরালেই থাকিতে চাহিতেন। সভাসমিতিতে কস্মিনকালেও উপস্থিত হইতেন না—শাস্ত্রপাঠের জন্য আহ্বান আসিলেও সযত্নে পরিহার করিতেন। তথাপি যাঁহারা বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত—তাঁহারা দূর দূরান্তর হইতে এই নীরব সাধকের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিয়াছেন। সুদূর সুইডেন হইতে আসিয়া অধ্যাপক ওয়াল্‌থার আইড্‌লিথ্‌স্ (Walther Eidlitz) এবং জার্ম্মানীর ডক্টর ই, জি, সুল্‌জে (E. G. Shulze) অকুণ্ঠ ভাষায় এই বাবাজীর গ্রন্থসেবার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ধনজন-বলবর্জিত সন্ন্যাসী একাকী যে অপরিসীম শ্রম ও অতুলনীয় অধ্যবসায়ের ফলে এই বিরাট বিপুল সম্পদশালী গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন—তাহা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। একথা সত্য তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থরাজীর মধ্যেই পূজনীয় হরিদাসজী চিরঞ্জীব হইয়া থাকিবেন।

বাবাজী হরিদাস দাস ভক্ত-বিদ্বদ্ গোষ্ঠীর আদর্শস্থানীয় ক্রান্তদর্শী পুরুষপ্রবর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হইলে—আজানুলম্বিত বাহু, যুগ্ম ভ্রূ কর্ণোপান্তবিস্তৃত, পুষ্পিতস্মিতশুচি বদনমণ্ডল, প্রিয়া-গৌরস্নেহসংপুষ্ট মিষ্ট দৃষ্টি—লোকোত্তর প্রতিভা ও সাধনশক্তির অধিকারী হইয়াও তৃণের থেকেও সুনীচ বাবাজী মহারাজ দুই বাহু বাড়াইয়া কতই যতনে নিজের আসন ছাড়িয়া বসাইবার জন্য কি আকুল আগ্রহ-ই না প্রকাশ করিতেন।

বাবাজী মহাশয় ভক্তি-ধর্ম প্রপঞ্চনের নিমিত্ত কি অসাধ্য সাধনই না করিয়াছেন। একদিন জীবনের প্রত্যূষে পিকবিনিন্দ্যকণ্ঠ কোনও কিশোরের কণ্ঠস্বরে রাধামাধবের মিষ্ট নাম শ্রবণ করিয়া তাঁর যে ভাবসম্মোহ ঘটিয়াছিল, সে সম্মোহভাব তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষায় কাটিলো না, জীবনের সুদীর্ঘ তপস্যায়ও কাটিতো না, যদি না তিনি বিশিষ্ট গুরুকৃপার অধিকারী হইতেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর অগণিত গ্রন্থের ভূমিকায় বা স্থানান্তরে বহুবার বহুভাবে বলিয়াছেন। মাধব মহোৎসব—মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদের প্রারম্ভে তিনি তাঁর সুশিষ্যযশোধন্য গুরুপরম্পরা নামকীর্তন করিয়া হৃত আনন্দ লাভ করিয়াছেন। লোকোত্তর সাধনার পশ্চাতে অনাবিল হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত গুরুভক্তি তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার কণ্ঠে বিজয়ের বরণীয়তম মাল্য পরাইয়া দিয়াছে, সন্দেহ নাই। ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর প্রমুখ শিক্ষাদাতা গুরুজনকে তিনি দেখামাত্র যেভাবে ছুটিয়া গিয়া ছেলেমানুষের মত সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করিতেন, তাহা থেকেই তাঁর হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল পর্যন্ত ক্ষীণদৃষ্টিধর আমরাও দেখিতে পাইতাম।

গ্রন্থকারের সাহিত্য সেবা

একজন গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে প্রাথমিক কর্তব্য নিশ্চয় তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা। তাঁর শ্রীগ্রন্থগুলি অশেষ নিষ্ঠা-ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারে দ্বারে, মঠ

হইতে মঠান্তরে, গ্রন্থাগার হইতে ছোট বড় অগণিত গ্রন্থাগারে উন্মত্তের মত তিনি ছুটিয়া গিয়াছেন বৈষ্ণব মহাজনদের কিছু রচনা, কিছু সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত। কোথায় অন্ন, কোথায় জল, কোথায় শয়ন, কোথায় আশ্রয়—কিছুই তিনি ভাবেন নাই। একমাত্র লক্ষ্য ছিল লুপ্ত ভক্তিশাস্ত্র রত্নোদ্ধার। এই মণিমাণিক্যের নিজস্ব দ্যুতি চতুর্দিকে প্রকাশন মুখে বিকিরণ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, সেই আলোকমালার চতুষ্পার্শ্বে তিনি মাতৃ-ভাষার অম্লান দ্যুতিসমুজ্জ্বল বর্তিকাস্তম্ভ সারি সারি প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন—বর্তমান কাল তার ধূলিধূসর হস্ত যেন এর প্রতি সংপ্রসারণ করিতে না পারে। এই গ্রন্থরত্নসমূহের সমুদ্ধরণের পর তিনি অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ-নিচয়েরও সহায়তা নিয়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য, মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান প্রভৃতি রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিধি পরিক্রমায় শুধু ব্রতী হন নাই, অশেষ সার্থকতা অর্জন করিয়াছেন।

এই ভক্তসেবাদত্তপ্রাণ অমিতসাহস পরম পণ্ডিতের লোকোত্তর সাধনা অনাদি অনন্তকালের গৌরব-সমুজ্জ্বলভালে প্রোজ্জ্বলতম হীরকের বিমলতম দ্যুতি বিকিরণ করুক—জননী বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীশ্রীচরণ কমলে এই কাতর প্রার্থনা॥

যে সকল ক্ষণজন্মা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ মনন-শক্তি দ্বারা বাঁচিয়া থাকেন, বৃক্ষলতার মত, বা পশুপক্ষীর মত কেবল জীবনীশক্তির দ্বারা প্রাণ ধারণ করেন না, পূজনীয় হরিদাস দাস বাবাজী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার জীবনে মননশীলতা, মনীষা, প্রজ্ঞা, ভগবতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, বৈষ্ণব সাধনা ও ভজন কুশলতা কি ভাবে সুগন্ধ ফুলের মত বিকশিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহার সম্পাদিত ও বিরচিত ৬৫ খানা গ্রন্থের ভিতর দিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া যায় (৪র্থ খণ্ডের শেষ পাতায় গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ (শ্রীপাট বিবরণী), গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন বিষয়ক ৪ খণ্ডের ভূমিকায় তাঁহার সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সমন্বয়বোধ ও সার্বভৌমিক বিশ্বজনীন উদারতা সৌর কিরণের মত স্বকীয় আলোকে স্বপ্রকাশিত হইয়াছেন। "গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান"—চারি খণ্ডে সমাপ্ত করিয়া তিনি শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগৎকে নয়, সমগ্র বিশ্বের ধর্মপিপাসু জিজ্ঞাসু নরনারীকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় ইহার জন্য কোন সম্পাদকীয় সংঘ (Board of Editors) গঠন করিতে হয় নাই। তিনি একাকী অপরিসীম পরিশ্রম, অতুলনীয় অধ্যবসায় ও অনন্যকরণীয় সহিষ্ণুতার ফলে এই বিরাট বিপুল সম্পদশালী গ্রন্থ সংকলন করিয়া অবিস্মরণীয় অভিধানবীয় প্রতিভার ও অনস্বীকার্য্য গুরু-কৃপার পরিণত সুপক্ক রসাল ফল মানব জাতির কল্যাণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (দ্বিতীয় ভাগ)

সর্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। আজ বেদনার্ত্ত হৃদয়ে স্মরণ করি গ্রন্থকারপূজ্যপাদ হরিদাস দাসজীকে। মর্ত্যধামে থাকিয়া তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনার ফল এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ প্রকাশিত রূপ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবার পরে—তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সহিত দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। দেহরক্ষার পূর্ব দিনেও এই গ্রন্থের শেষ প্রুফ প্রেসে দিয়া তিনি বলেন—"আমার দেহ ভাল নয়, এবার আর বাঁচিব না, অভিধান গ্রন্থও শেষ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে হরিদাস দাসও শেষ হইবে।" বস্তুত তাহাই হইয়াছে। এই অভিধান খানা সমাপ্তির জন্য—দৈনিক ১৬।১৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তিনি তিলে তিলে বৈষ্ণব সেবায় জীবন দান করিয়াছেন। ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ ইং শুক্রবার—মহালয়ার ৩ দিন পূর্বে—মাত্র ৭।৮ ঘণ্টা রোগ ভোগ করিয়া এই নীরব সাধক, বৈষ্ণব সাহিত্যিক পরম ভাগবত ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় দেহ রক্ষা করেন।

আর মাত্র ৩ দিন বাঁচিয়া থাকিলেই হয়ত এই গ্রন্থ গতবৎসর মহালয়ার পুণ্য তিথিতেই প্রকাশিত হইত। তাঁহার এই অকস্মাৎ তিরোভাবে এই দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ একবৎসর বিলম্বিত হইল।

বাবাজী মহারাজ স্বয়ং এই খণ্ডের অবতরণিকা পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন—যদিও তাহার প্রুফ্ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের শেষ দুই ফর্মার ২টি করিয়া প্রুফ্ও তিনি নিজেই দেখিয়া গিয়াছেন—এবং প্রায় সেই ভিত্তিতেই তাহা মুদ্রিত হইল। তথ্যাদি নিরূপণ বিষয়ে তিনি অতিশয় যত্নশীল ছিলেন। তিনি নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটি সন্দিগ্ধ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টার ফল সম্পূর্ণ গ্রন্থভুক্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের লিখিত "নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা" প্রবন্ধটি "বঙ্গশ্রী" মাসিকে ছাপা হইয়াছিল ভাবিয়া তিনি সেই সংখ্যার কাগজ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী মহাশয় জানাইতেছেন যে ঐ প্রবন্ধটি "বঙ্গশ্রী"তে নহে— "প্রবাসী" পত্রিকার ১৩৪৫ সনের বৈশাখ মাসে বাহির হইয়াছিল।

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী মহোদয় গুণীর গুণমর্য্যাদা স্বীকার করিয়া জাতীয় জীবনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অপ্রকাশিত অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তহবিল হইতে ১১,৪৪৮৲ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করিয়া গ্রহণান্তে রাহুকবলমুক্ত চন্দ্রের মত "গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান" রক্ষা করিয়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য জগতের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। এই সাহায্য মঞ্জুরীর পূর্ব্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হইয়াছিল—তাঁহাদের মতে এই গ্রন্থ একটি বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশ্বকোষের মত (Encyclopaedia), যাহাতে একজন অনন্যসহায় কর্ম্মীর বহু বৎসরের গবেষণার ফল অঙ্গীভূত হওয়ায় ইহার উৎকর্ষ অতি উচ্চদরের এবং এজন্য ইহা সরকারী পৃষ্টপোষকতা পাওয়ার অতিশয় যোগ্য। গভর্ণমেণ্ট এই অভিধান প্রকাশনের জন্য নিম্নোক্ত ছয়জন সদস্যসহ একটি কমিটি গঠন করিয়া তাহাদের হাতে এই গ্রন্থ প্রকাশ ও সত্বর সর্ব্বসাধারণের কাছে সুপ্রাপ্য করিবার ভার অর্পণ করেন:— শ্রীলপ্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামী—চেয়ারম্যান, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমুকুন্দ দাস বাবাজী ও ডক্টর সতীশচন্দ্র রায়—সম্পাদক।

আজ পরমভাগবত বৈষ্ণব ভক্তাগ্রগণ্য গ্রন্থকারের আত্মা ঋণমুক্ত হইয়া ও তাঁহার দীর্ঘবর্ষব্যাপী সাধনার সাফল্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পঞ্চশত জন্ম বার্ষিকীর ২৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাই জয়যুক্ত হইবে। বাবাজী মহারাজের তিরোধানের পর সরকারী সাহায্য লাভের ব্যাপারে আমরা বহু লোকেরই সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি—হরিদাস দাসজীর প্রতি প্রীতি ও ভক্তি বশতই তাঁহারা সাধ্যমত গ্রন্থ প্রকাশনে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ধন্যবাদের প্রয়াসী নহেন।

এলম্ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র মহাশয় আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থের মুদ্রণে, প্রুফ্ সংশোধনে, দপ্তরীর বাঁধাই তত্ত্বাবধানে ও সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রাপ্যের এক দশমাংশ বাদ দিয়া যে ত্যাগ স্বীকার ও বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার্হ ও কৃতজ্ঞভাজন। যাঁহাদের সাহায্যপ্রাপ্তির কথা মাননীয় গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে স্বীকার করিয়াছেন তাহা ছাড়া দুইজন ভক্ত—শ্রীমতী দুর্গাদেবী ২৩৫০৲ ঋণ ও শ্রীহেরম্ব ভট্টাচার্য্য ৫০০৲ ঋণ দ্বারা অত্যন্ত বিপদের সময় গ্রন্থকারের সাহায্য করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার দৈনিকীতে উল্লিখিত আছে। সরকারী সাহায্য হইতে মাননীয়া মহিলাটির ঋণ শোধ করা হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত দাতার ঋণ শোধ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া ৺বাবাজী মহারাজের সাহায্য প্রাপ্তির তালিকায় তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ মুদ্রিত হইল। ৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৫ বাং।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান" প্রকাশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

অভিধান-ব্যবহারে কুঞ্চিকা

চরিতাবলীতে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ-পঞ্জী

অদ্বৈতপ্রকাশ, অনুরাগবল্লী, অভিরাম-লীলামৃত, অভিরাম-শাখানির্ণয়, কর্ণানন্দ, কানুতত্ত্বনির্ণয়, গৌড়ের ইতিহাস (রজনী চক্রবর্ত্তী), গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, গৌরপদতরঙ্গিণী (মৃণালকান্তি ঘোষ), গৌরাঙ্গ-মাধুরী, গৌরাঙ্গ-সেবক, চন্দ্রপ্রভা (মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক), শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, দ্বাদশ গোপাল (শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট), নদীয়া-কাহিনী (কুমুদনাথ মল্লিক), নবদ্বীপ-মহিমা (কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী), শ্রীনরোত্তম-বিলাস, নামামৃত-সমুদ্র (শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী), পদকল্পতরু, পদকল্পতরুর ভূমিকা (সতীশচন্দ্র রায়), প্রেমবিলাস, ভক্তমাল (নাভাজী ও কৃষ্ণদাস), ভক্তিরত্নাকর, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও তোষণীটীকা, মাধুকরী, মুর্শিদাবাদকথা (শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়), মুর্শিদাবাদ-কাহিনী (নিখিলনাথ রায়), মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (শ্যামধন মুখোপাধ্যায়), মেদিনীপুরের ইতিহাস (ত্রৈলোক্য পাল, যোগেশ বসু), যশোহর খুলনার ইতিহাস, রসিকমঙ্গল, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ডাঃ দীনেশ সেন), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক (শিবরতন মিত্র), বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, বঙ্গের মহিলা কবি (যোগেন্দ্র গুপ্ত), বর্দ্ধমানের ইতিকথা (নগেন্দ্রনাথ বসু), বাঁকুড়া জেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (রামানুজ কর), শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ (শ্রীহরিদাস গোস্বামী), বীরভূম-বিবরণ (মহিমনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী), বীরভূমের ইতিহাস (গৌরীহর মিত্র), বৃন্দাবন-লীলামৃত (শ্রীনন্দকিশোর দাস), বৈষ্ণব ইতিহাস (হরিলাল চট্টোপাধ্যায়), বৈষ্ণবাচার-দর্পণ (শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী), ব্রজদর্পণ (শ্রীব্রজমোহন দাস), বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী (মুরারিলাল অধিকারী), শাখানির্ণয়ামৃত (শ্রীযদুনন্দন দাস), শ্রীক্ষেত্র (শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ), শ্রীবৈষ্ণবচরিত অভিধান (অ—চ, শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট), শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (শ্রীঅচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি), সপ্তগোস্বামী (শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র)।

সাঙ্কেতিক চিহ্নাদি

[প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত সংক্ষেপ-পরিচয়ের অতিরিক্ত]

অনু......	অনুরাগবল্লী (বহরমপুর-সংস্করণ)
অপ°......	অপভ্রংশ
অপ্র......	অদ্বৈতপ্রকাশ
অবি.....	অদ্বৈতবিলাস।
আ.....	আরবী
উ......	উৎকলীয়
কর্ণা......	কর্ণানন্দ (বহরমপুর-সংস্করণ)
কৃ° কী°.. ...	কৃষ্ণকীর্তন
কৃ° বি°......	কৃষ্ণবিলাস (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)
গৌ° গ°...	শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা (বহরমপুর-সংস্করণ)
গৌ° প° ত°...	শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী (মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত)
চৈ° চ°......	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত } গৌড়ীয়-মিশন-সংস্করণ
চৈ° ভা°.....	শ্রীচৈতন্যভাগবত } গৌড়ীয়-মিশন-সংস্করণ
চৈ° ম°......	শ্রীচৈতন্যমঙ্গল } গৌড়ীয়-মিশন-সংস্করণ
ন° প°......	নবদ্বীপ পরিক্রমা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)
নরো......	শ্রীনরোত্তম-বিলাস (বহরমপুর-সংস্করণ)
নামা... .	নামামৃত-সমুদ্র (শ্রীহরিদাস দাস-সম্পাদিত)
পা° প......	শ্রীপাটপর্যটন
প্রা°......	প্রাকৃত
প্রেম, প্রেবি...	শ্রীপ্রেমবিলাস—(বহরমপুর সংস্করণ)
ফা......	ফারসী
ভক্তি রত্না°	শ্রীভক্তিরত্নাকর (গৌড়ীয়-মিশন-সংস্করণ)
ভা°......	শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীপুরীদাসজি-সম্পাদিত)
মৈ.....	মৈথিল
র° ম°...	রসিকমঙ্গল (শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দ গোস্বামি-সম্পাদিত)
ব° ভা° সা°...	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ডাঃ দীনেশ সেন)
ব-সা-সে......	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক (শিবরতন মিত্র)
বাং.....	বাংলা
ব্রজ.....	ব্রজভাষা
শা° নি°......	শাখানির্ণয়ামৃত (পুঁথি)
সং......	সংস্কৃত রসিক
স°ক°.. ...	সরস্বতীকণ্ঠাভরণ (বোম্বাই)
স° দ°......	সঙ্গীতদর্পণ (দামোদর পণ্ডিত)
স° প°......	সঙ্গীতপারিজাত (অহোবল)
স° র°......	সঙ্গীতরত্নাকর (Adyar)
স° সা°......	সঙ্গীতসারসংগ্রহ (কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ)
হি.....	হিন্দী
I. O.......	India Office Catalogue
L.......	Notices of Sanskrit Manuscripts (R. L. Mitra)

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

অবতরণিকা

অজ্ঞানান্ধতমঃ-কুকর্মজড়তা-নাশে প্রকাশে সতা,-মজ্ঞানামসতাঞ্চ ঘূকসদৃশামাম্ন্যে দিনেশঃ সদা।
শোকামর্ষ-ভয়াদি-বারিধি-পরীশোষে চ কুম্ভোদ্ভবঃ, শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রমাঃ সুখঘনস্তং জাহ্নবেশং ভজে॥ ১
শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দ-বিগলন্মাধ্বীক-পানোন্মদং, নিত্যানন্দ-পদৈক-নিষ্ঠহৃদয়ং নারায়ণী-নন্দনম্।
লীলাম্ভোধি-বিকাশনেন জগতি স্বানন্দ-বিস্তারকং, বন্দেঽহং খিল-লোক-পাবন-পরং দাসাখ্য-বৃন্দাবনম্॥ ২
প্রেম্ণি শ্রীরূপ-রূপং বুধগণ-গণনে বাক্পতেরগ্রগণ্যং,
গাম্ভীর্যে সিন্ধুবন্দ্যং সুরতরু-সদৃশং প্রেম-পীযূষদানে।
ধৈর্যে বিশ্বম্ভরেভং নিজজন-দমনে চাপি বিশ্বম্ভরেভং,
শ্রীমজ্জীবং কৃপাব্ধিং ভজ ভব-গহনে সন্ততং মে মনো রে॥ ৩
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥ ৪

করুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রেরণায় ও শুভ ইচ্ছায় প্রচুরতর বিঘ্নবাধাদি বিমর্দন করত '**শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান**' সহৃদয়গণের করকমলে উপস্থাপিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলির অনুসন্ধানাবসরে, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রণয়নকালে এ জাতীয় একটি কোষগ্রন্থের অভাব এ দীনহীন সঙ্কলয়িতার অন্তঃস্থলে জাগরূক হইলেও তদুপযোগী যাবতীয় সম্ভারের অসদ্ভাব-নিবন্ধন তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই। ধনবল বা জনবল কিছুই না থাকায় এই অযোগ্যতম গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দাসানুদাস স্বসংকল্প-সিদ্ধির জন্য ১৩৫২ সালে কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয়মঠের আশ্রিত হয়। তিন চারি বৎসর অকুণ্ঠ পরিশ্রমের ফলে গ্রন্থখানির কাঠাম প্রস্তুত হইলে দৈবদুর্বিপাক গ্রন্থ-প্রকাশনে ব্যাঘাত আনয়ন করে। দুই বৎসর পরে আবার চক্রধারির চক্র-পরিবর্ত্তনে অনুকূল বিধি গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি এ অভাজন জনের মলিন হস্তে সমর্পণ করেন। তৎপর তিন বৎসর অনবরত কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পূর্ব পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করত, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের পুনঃপুনঃ নির্দেশানুযায়ী সংযোজন-সংশোধন-পূর্বক এই অভিধানের প্রকাশনোপযোগিতা ঘটিলেও অর্থকৃচ্ছ্রতা অন্তরায় আনয়ন করিল। সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় এক্ষণে প্রথম খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থ-বিভাগঃ—

প্রথম খণ্ডে—মুদ্রিত ও অমুদ্রিত যাবতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গ্রন্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত, তৎসম ও তদ্ভব সমস্ত পারিভাষিক, দার্শনিক ও কঠিন কঠিন শব্দাবলির আকর-স্থান-নির্দেশ-সহকৃত অর্থ ও তাৎপর্যাদি। **দ্বিতীয় খণ্ডে**—শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীচণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমন্নরহরিচক্রবর্ত্তি-পর্যন্ত যাবতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পদাবলীর (হিন্দী, ব্রজভাষা, মৈথিলী, ওড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষায়) অপ্রচলিত, দেশজ, বিদেশজ, ও কঠিন কঠিন শব্দ-সমূহের অর্থ-নির্ণয়। পরিশিষ্টে—সঙ্গীত-পরিভাষা। **তৃতীয় খণ্ডে**—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলির সংক্ষিপ্ত-বিবৃতি, বিচার-বিশ্লেষণাদি এবং গ্রন্থকার, সাধু, মহাজন এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পাত্রগণের জীবনী-সংকলন। **চতুর্থ খণ্ডে**—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ, শ্রীপাট ও ধামাদির যথেষ্ট পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, উৎসবাদির বিস্তারিত বিবরণ। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার ছন্দঃসমূহ এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ধাতু-সমূহের রূপাদর্শ প্রভৃতি।

শব্দ-বিন্যাস-প্রণালী—সাধারণতঃ শব্দসমূহ বর্ণানুক্রমেই সজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু স্থান-সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে সমাসবদ্ধ, উপ[illegible]-পূর্বক কিংবা সম-প্রকৃতি-যোগে সাধিত শব্দাবলী প্রায়শঃই মূলশব্দের সহিত একই

অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে ; যেমন—অক্ষর-জন্মভূ, অক্ষর-জুট্, অক্ষর-ন্যাস প্রভৃতি শব্দ **'অক্ষর'**-শব্দের অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। মূলশব্দটি প্রথমতঃ **স্থূলাক্ষরে** ব্যবহার করিয়া তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলির পূর্বে একটি হাইফেন (-) চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ অনু-শব্দের অনুচ্ছেদে প্রথমতঃ **'অনু'** লিখিয়া তৎপূর্বক শব্দগুলি **-ক** (অনুক), **-কম্পা** (অনুকম্পা), **-কর** (অনুকর) প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। যেস্থলে আবার শব্দটি সমাসবদ্ধও নহে, উপসর্গ-পূর্বকও নহে, সেই স্থলেও এই নীতিরই অনুসরণ করা হইয়াছে, স্থলবিশেষে মূলশব্দটিসহ উহা লিখিত হইয়া তৎপরবর্ত্তী শব্দটিতে ডিগ্রি (°) চিহ্ন দিয়া মূল শব্দটির সহিত সংযোগ রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সমপ্রকৃতি-গত শব্দাবলি সজ্জিত হইলেও এই নিয়মই সর্বত্র অনুসৃত হইয়াছে ; যেমন—অনু-শব্দের অনুচ্ছেদ চলিতে চলিতে **'অনুক্ত'** শব্দটি সমাসবদ্ধ হইলেও উপসর্গ-পূর্বক নহে, সুতরাং ইহাকে ভিন্ন অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। **'অনুক্রম'** শব্দটিতে আবার অনুচ্ছেদ আরম্ভ হইয়া অনুক্রমণ, অনুক্রোশ প্রভৃতি শব্দে 'অনু' উপসর্গের আবৃত্তি না করিয়া **°ক্রমণ'**, **-'ক্রোশ'** এই সঙ্কেত ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে **(জল-কল্মষ)** দুইটি শব্দের মধ্যে হাইফেন দিয়া তৎপরবর্ত্তী শব্দে ডিগ্রি বা হাইফেন দিয়া প্রথম (জল) শব্দটির সহিত যোগ রাখা হইয়াছে ; যেমন **'জ**=জলজ, **-জন্মা**=জলজন্মা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে প্রতিপত্রের শীর্ষকে অবস্থিত শব্দ-সঙ্কেতগুলিও (Catch-words) শব্দ খুঁজিতে সহায়ক হইবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় অল্পপরিসরে বহু শব্দের বিন্যাস করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং মুদ্রণ-ব্যাপারও যথেষ্ট সুকর হইয়াছে। এই অভিধানে প্রয়োজন-বোধে প্রকৃতি-প্রত্যয় দেওয়া হইয়াছে, পদ-লিঙ্গাদি-পরিচয় প্রায়ই নাই। শব্দসাধনে প্রায়ই পাণিনির প্রক্রিয়া অনুসৃত হইয়াছে, যদিও শ্রীহরিনামামৃতেরই স্থল-নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রেফাক্রান্ত ম, ব, য প্রভৃতি শব্দগুলির প্রায়ই দ্বিত্ব করা হয় নাই। বিশেষ প্রসিদ্ধ শব্দগুলি ব্যতীত প্রায় প্রতিশব্দেই প্রথম বন্ধনী ( ) মধ্যে সাঙ্কেতিক চিহ্নে আকর নির্দেশ হইয়াছে। তৃতীয় [ ] বন্ধনীমধ্যে কোথাও ব্যুৎপত্তি, কোথাও বা আকর-নির্দেশ-রহিত বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ সংকলিত হইয়াছে। আবার ড্যাস (—) এর পরবর্ত্তী শব্দগুলি টীকাকার, গ্রন্থকার বা গ্রন্থের পরিচয়-জ্ঞাপক ; ইহাদের সংক্ষেপ পরিচয়ও ভূমিকান্তে যোজিত হইয়াছে। কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যত্যয় হইলে, তাহা সোঢ়ব্য।

বিশেষ **দ্রষ্টব্য** এই যে শ্রীমদ্ভাগবতের **পাত্রাদি-নিরূপণে** বহু গোলযোগ হইয়াছে। গোরক্ষপুর-সংস্করণে কিলিকিলা, নিঘ্ন, মরুত, বংক্রি, সূর্য্যা, দূষণা, শাবস্ত, ক্রমিল, সেনজিৎ, রম্ভ, বস্থ প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে বহরমপুর-সংস্করণে ক্রমশঃ কিলকিলা, নিঘ্ন, মরুত্ত, বধ্রি, সূর্য্যা, ভূষণা, শ্রাবস্ত, দ্রবিড়, শ্যেনজিৎ, রাভ, বাস্ত প্রভৃতি দেখা যায়। এই কোষে উভয় নামই ধরা হইয়াছে, কদাচিৎ নামান্তরটিও দেওয়া হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার :—এ কোষ-সংকলনে নিম্নলিখিত মহাজনগণের প্রবন্ধের সবিশেষ সাহায্য লওয়া হইয়াছে—স্থান-সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে উহাদের ছায়ামাত্র ইহাতে সমাহৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনশরণ দাস [মাধুর্য্যানুভব, প্রেমরস ইত্যাদি], শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী, এম, এ (ভাগবতের অধিবেশনস্থান, গীত, স্তবকবচাদি), ডাঃ শ্রীযুক্ত মহানামব্রত ব্রহ্মচারী [শ্রীভাগবত], শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী [সঙ্গীত-পরিভাষাদি], শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [শ্রীরথযাত্রাদি পুরীর বৃত্তান্ত]। এতদ্ব্যতীত শব্দার্থ-সংকলনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন—বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের সেবকসঙ্ঘ এবং শ্রীযুক্ত নিখিলানন্দ গোস্বামী। দীনহীন সঙ্কলয়িতা ইহাঁদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিল। যাঁহাদের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল, তাঁহাদের নামোল্লেখপূর্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইবে— **সমগ্র** গ্রন্থের শেষে। পরিশেষে—

'অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ। নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥'

'যৎ কিঞ্চিৎ সৌষ্ঠবমত্র তদ্গুরোরেব মে ন হি। যদত্রাসৌষ্ঠবং জাতং তন্মমৈব গুরোর্ন হি॥'

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের নামের সংক্ষেপ-পরিচয়

সঙ্কেত	গ্রন্থনাম	সংস্করণ
অ কৌ	অলঙ্কারকৌস্তভঃ	বহরমপুর
অনন্য	অনন্যমোদিনী (হিন্দী)	শ্যামসুন্দর শর্মা
আ	আর্যাশতকম্	শ্রীহরিদাসদাস
আ চ	আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূঃ	নির্ণয়সাগর
আ রা	আশ্চর্য-রাসপ্রবন্ধঃ	শ্রীহরিদাসদাস
উ	উজ্জ্বলনীলমণিঃ	বহরমপুর ও শ্রীহরিদাস দাস
উ মা	উৎকণ্ঠামাধুরী	শ্রীকৃষ্ণদাসজী
উ স	উদ্ধবসন্দেশঃ	মধুসূদনদাস
এ	একান্নপদ	আশুতোষ হাটী, বহরমপুর
ঐ	ঐশ্বর্যকাদম্বিনী	শ্রীহরিদাসদাস
কণা	ভাগবতামৃতকণা	শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী
কর্ণা	কৃষ্ণকর্ণামৃতম্	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কাব্য	কাব্যকৌস্তভঃ	শ্রীহরিদাসদাস
কিরণ	উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণঃ	শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী
কৃ	কৃষ্ণবল্লভা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কৃ কী	কৃষ্ণকীর্তন	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কৃ গ	রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা	বহরমপুর
কৃ চ	কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ বা মুরারিগুপ্তের করচা	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
কৃ জ	কৃষ্ণজন্মতিথি-মহোৎসববিধিঃ	শ্রীহরিদাসদাস
কৃ ভ	কৃষ্ণভজনামৃতম্	শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর
কৃ ম	কৃষ্ণমঙ্গল	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কৃ ম (মা)	কৃষ্ণমঙ্গল (মাধবাচার্য)	বঙ্গবাসী
কৃ বি	কৃষ্ণবিরুদাবলী	শ্রীহরিদাসদাস
কৃষ্ণ	কৃষ্ণসন্দর্ভঃ	বহরমপুর
কৃষ্ণা	কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী	শ্রীহরিদাসদাস

সঙ্কেত	গ্রন্থনাম	সংস্করণ
কে মা	কেলি-মাধুরী	শ্রীকৃষ্ণদাসজী
কৈ	কৈবল্যদীপিকা	শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য
ক্রম	ক্রমসন্দর্ভঃ	বহরমপুর
ক্ষণ	ক্ষণদাগীতচিন্তামণিঃ	বহরমপুর
গা ভা	গায়ত্রীভাষ্যম্	শ্রীহরিদাস দাস
গী গো	গীতগোবিন্দম্	নির্ণয়সাগর
গী চ	গীতচন্দ্রোদয়	শ্রীহরিদাসদাস
গীতা	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীগৌড়ীয় মঠ
গো চ	গোপালচম্পূঃ	কাশিমবাজার মহারাজ
গো টী	গোপালতাপনী-টীকা	বহরমপুর ও শ্রীহরিদাসদাস
গো তা	গোপালতাপনী	ঐ
গো প	গোবিন্দদাস-পদাবলী	...
গোপা	গোপালবিরুদাবলী	শ্রীহরিদাসদাস
গো ভা	গোবিন্দভাষ্যম্	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
গো লী	গোবিন্দলীলামৃতম্	বহরমপুর
গো বি	গোবিন্দবিরুদাবলী	বহরমপুর
গৌ	গৌরচরিত্রচিন্তামণি	শ্রীহরিদাসদাস
গৌ কৃ	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	শ্রীগৌড়ীয় মঠ
গৌ গ	গৌরগণোদ্দেশঃ	বহরমপুর
গৌ ত	গৌরপদ-তরঙ্গিণী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
গৌ বি	গৌরাঙ্গবিরুদাবলী	শ্রীহরিদাসদাস
চ চ	চমৎকার-চন্দ্রিকা	শ্রীহরিদাসদাস
চণ্ডী	চণ্ডীদাস-পদাবলী	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
চন্দ্রা	চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
চরিত	মুক্তাচরিতম্	বহরমপুর
চা	চাহবেলী (হিন্দী)	শ্যামসুন্দর শর্মা
চৈ কা	চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্	বহরমপুর
চৈ চ	চৈতন্যচরিতামৃত	শ্রীগৌড়ীয় মঠ
চৈত	চৈতন্যমত-মঞ্জুষা	শ্রীহরিদাসদাস
চৈ ভা	চৈতন্যভাগবত	শ্রীগৌড়ীয় মঠ

সঙ্কেত	গ্রন্থনাম	সংস্করণ
চৈ না	চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্	নির্ণয়সাগর
চৈ ম	চৈতন্যমঙ্গল	শ্রীগৌড়ীয় মঠ
ছ	ছন্দঃকৌস্তুভঃ	শ্রীহরিদাসদাস
জ	জগন্নাথবল্লভ-নাটকম্	বহরমপুর
জ চ	জগদীশ-চরিত্র	বটতলা
জ প	জগদানন্দ-পদাবলী	শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর
জ্ঞা প	জ্ঞানদাস-পদাবলী	বসুমতী
তত্ত্ব	তত্ত্বসন্দর্ভঃ	শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী
তর	কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর
দ	দণ্ডাত্মিকা	শ্রীরাধানাথ কাবাসী
দশ	দশশ্লোকীভাষ্যম্	শ্রীহরিদাসদাস
দা	দানকেলি-চিন্তামণিঃ	শ্রীহরিদাসদাস
দা কৌ	দানকেলিকৌমুদী	বহরমপুর
দা মা	দানমাধুরী	শ্রীকৃষ্ণদাসজী
দি	দিগ্দর্শিনী	শ্রীমৎ পুরীদাস
দু	দুর্লভসারঃ	শ্রীহরিদাসদাস
ধা	ধামালী (লোচন)	নিত্যলাল শীল
ন বি	নরোত্তম-বিলাস	বহরমপুর
না চ	নাটকচন্দ্রিকা	শ্রীমৎ পুরীদাস
নাম	নামকৌমুদী	শ্রীদামোদরলাল শাস্ত্রী
নার	নারদপঞ্চরাত্র	শ্রীকালীপদ বিদ্যারত্ন
নিধি	রাধারস-সুধানিধিঃ	শ্রীমধুসূদনদাস
নি র	নিকুঞ্জরহস্যস্তবঃ	শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী
নি বি	নিকুঞ্জ-কেলি-বিরুদাবলী	শ্রীহরিদাসদাস
প	পদ্ধতিঃ	শ্রীহরিদাসদাস
পদ	পদাবলী	
পদ ক	পদকল্পতরু	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
পদা	পদামৃত-সমুদ্র	বহরমপুর
পদ্যা	পদ্যাবলী	শ্রীমৎ পুরীদাস
পর	পদরত্নাবলী	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
পরম	পরমাত্মসন্দর্ভঃ	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
পা	পাষণ্ডদলন	শ্রীরাধানাথ কাবাসী
পাট	পাটপর্যটন	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সঙ্কেত	গ্রন্থনাম	সংস্করণ
প্র	প্রমেয়রত্নাবলী	শ্রীগৌড়ীয় মঠ
প্রকাশ	কৃষ্ণভক্তিরত্ন-প্রকাশঃ	শ্রীহরিদাসদাস
প্রা	প্রার্থনা	শ্রীরাধানাথ কাবাসী
প্রীতি	প্রীতিসন্দর্ভঃ	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
প্রে	প্রেমপত্তনম্	শ্রীকৃষ্ণপন্ত শাস্ত্রী
প্রে চ	প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
প্রে বি	প্রেমবিলাস	বহরমপুর
প্রেম	প্রেমসম্পুটম্	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
ভক্ত	ভক্তমালগ্রন্থ	শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী
ভক্তি	ভক্তিসন্দর্ভঃ	বহরমপুর
ভগ	ভগবৎসন্দর্ভঃ	শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী
ভ চ	ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল	শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর
ভ র	ভক্তিরত্নাবলী	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
ভ সা	ভক্তিসারপ্রদর্শনী	শ্রীহরিদাসদাস
ভা	শ্রীমদ্ভাগবতম্	বহরমপুর ও গোরক্ষপুর
ভা দী	ভাবার্থদীপিকা	শ্রীমৎ পুরীদাস
ভাবনা	কৃষ্ণভাবনামৃতম্	শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী
ম	মথুরা-মাহাত্ম্যম্	শ্রীহরিদাসদাস
মধু	মধুকেলিবল্লী	শ্রীকৃষ্ণদাসজী
মহা	মহাভারত	...
মা	মাধুর্যকাদম্বিনী	শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী
মা ম	মাধব-মহোৎসবঃ	শ্রীহরিদাসদাস
মা মা	মানমাধুরী	শ্রীকৃষ্ণদাসজী
মালা	স্তবমালা	বহরমপুর
মুক্তা	মুক্তাফলম্	শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য
যো	যোগসারস্তব-টীকা	শ্রীহরিদাসদাস
রতি	গোবিন্দরতিমঞ্জরী	শ্রীহরিদাসদাস
রত্ন	সিদ্ধান্তরত্নম্	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
রস	রসকদম্ব	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
রসিক	রসিকমঙ্গল	গোপীবল্লভপুর
রাগ	রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা	শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী
রাধা	রাধাকৃষ্ণার্চন-দীপিকা	শ্রীহরিদাসদাস

সঙ্কেত	গ্রন্থনাম	সংস্করণ
রা ভ	রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
রা শে	রায়শেখর-পদাবলী	নিত্যানন্দদাস
ল মা	ললিতমাধব-নাটকম্	শ্রীমৎ পুরীদাস
লহরী	স্তবামৃতলহরী	বৃন্দাবন
লী	কৃষ্ণলীলাস্তবঃ	শ্রীহরিদাসদাস
লো	লোচনরোচনী	বহরমপুর
বংশ	হরিবংশ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ব প	বলরামদাস-পদাবলী	শ্রীহরিদাস গোস্বামী
বট	বংশীবটবিলাস-মাধুরী	শ্রীকৃষ্ণদাসজী
বা	বালবোধনী	কাশিমবাজার-রাজ
বাণী	মোহিনীবাণী	শ্রীকৃষ্ণদাসজী
বি মা	বিদগ্ধমাধব-নাটকম্	শ্রীমৎ পুরীদাস
বিজয়	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর
বিদ্যা	বিদ্যাপতি-পদাবলী	বসুমতী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
বিন্দু	ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ	শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী
বিপু	বিষ্ণুপুরাণ	জীবানন্দ বিদ্যাসাগর
বি প্র	বিন্দুপ্রকাশঃ	গোপীবল্লভপুর
বিরু	বিরুদাবলী-লক্ষণম্	শ্রীহরিদাসদাস
বিলাস	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	...
বৃ	বৃন্দাবন-মহিমামৃতম্	শ্রীহরিদাসদাস
বৃ ভা	বৃহদ্ভাগবতামৃতম্	শ্রীমৎ পুরীদাস
বৃ মা	বৃন্দাবনবিহার-মাধুরী	শ্রীকৃষ্ণদাসজী
বৃ লী	বৃন্দাবন-লীলামৃতম্	বটতলা
বৃ বৈ	বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
ব্র	ব্রহ্মসংহিতা	শ্রীগৌড়ীয় মঠ
ব্রজ	ব্রজরীতি-চিন্তামণিঃ	মধুসূদনদাস
শত	শ্যামানন্দ-শতকম্	শ্রীহরিদাসদাস
শেষ	রসামৃতশেষঃ	শ্রীহরিদাসদাস
শ্যা	শ্যামানন্দপ্রকাশঃ	মধুসূদনদাস
স ক-জী	সঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ (শ্রীজীব)	নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী
স ক বি	সঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ (শ্রীবিশ্বনাথ)	ঐ
স বৈ	সংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী	শ্রীমৎ পুরীদাস
স ভা	সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্	ঐ
স মা	সঙ্গীতমাধবম্	মধুসূদনদাস
স স	সর্বসম্বাদিনী	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
সা	সাধনদীপিকা	শ্রীহরিদাসদাস
সা কৌ	সাহিত্যকৌমুদী	নির্ণয়সাগর প্রেস
সার	সারঙ্গরঙ্গদা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সি	সিদ্ধান্তদর্পণঃ	শ্রীহরিদাসদাস
সিন্ধু	ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ	শ্রীহরিদাসদাস
সু	সুবোধিনী	শ্রীগৌড়ীয় মঠ
সুধা	নামার্থসুধা	শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর
সুর	সুরতকথামৃতম্	শ্রীগোবর্দ্ধনদাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
সূর	সুরদাস মদনমোহনকী বাণী (হিন্দী)	শ্রীকৃষ্ণদাসজী
স্তব	স্তবাবলী	বহরমপুর
স্য	বেদান্তস্যমন্তকঃ	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
স্বাত্ম	স্বাত্ম-প্রমোদিনী	শ্রীহরিদাসদাস
হ	হরিভক্তিবিলাসঃ	শ্রীমৎ পুরীদাস
হংস	হংসদূতম্	শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী
হয়	হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রম্	রাজসাহী বারেন্দ্র সমিতি
হরি	হরিনামামৃত-ব্যাকরণম্	শ্রীমৎ পুরীদাস
হ লী	হরিলীলা	চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ
হ ব	হরিবংশ	বঙ্গবাসী
হা	হাটপত্তন	শ্রীরাধানাথ কাবাসী
হি গৌ	হিন্দী গৌরাঙ্গ-পদাবলী	দীনবন্ধুদাস

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে ব্যবহৃত গ্রন্থকারগণের নামের সংক্ষেপ-পরিচয়

সঙ্কেত	গ্রন্থকার-নাম	সঙ্কেত	গ্রন্থকার-নাম	সঙ্কেত	গ্রন্থকার-নাম
কর্ণপূর	কবিকর্ণপূর গোস্বামী	নর	নরহরি সরকার ঠাকুর	লো	লোকাচার্য
কবিরাজ	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	নীল	নীলকণ্ঠ	লোচন	লোচনদাস ঠাকুর
গুপ্ত	মুরারি গুপ্ত	পুরী	বিষ্ণুপুরী	বল	বলদেব বিদ্যাভূষণ
গুরু	গোপালগুরু গোস্বামী	পূজারি	পূজারি গোস্বামী	বল্লভ	কবিবল্লভ
গোবিন্দ	গোবিন্দ কবিরাজ	প্রবো	প্রবোধানন্দ সরস্বতী	বাগীশ	কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ
ঘন	ঘনশ্যামদাস কবিরাজ	ভট্ট	গোপালভট্ট গোস্বামী	বি	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
চক্র	নরহরি চক্রবর্ত্তী	মাধুরী	মাধুরীজী	বিষ্ণু	বিষ্ণুদাস গোস্বামী
চণ্ডী	চণ্ডীদাস	মু	মুকুন্দদাস গোস্বামী	বৈ	বৈষ্ণবদাস
চৈ	চৈতন্যদাস	মুরারি	মুরারি আচার্য	শেখর	রায় শেখর
জী	শ্রীজীব গোস্বামী	মোহন	রাধামোহন ঠাকুর	শ্রীনা	শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
				শ্রীনি	শ্রীনিবাস আচার্য
জ্ঞান	জ্ঞানদাস	যদু	যদুনন্দন ঠাকুর	সনা	সনাতন গোস্বামী
ঠাকুর	নরোত্তম ঠাকুর	রূপ	রূপ গোস্বামী	স্বামী	শ্রীধর স্বামী
ধ্যান	ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী	ল	লক্ষ্মীধর	হে	হেমাদ্রি

অন্যান্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন

আ	আদিলীলা	প°, পরি°	পরিশিষ্ট	বিণ	বিশেষণ
উপ°	উপনিষৎ	পু°	পুরাণ	ব্য	অব্যয়
টী°	টীকা	প্রা°	প্রাকৃত	সং	সংস্কৃত

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান

অ

অ¹ (ভা ১০।৮৭।৪১—প্রবো) বিষ্ণু। ২ (ভক্তি ১৭৮) অ+উ+ম=ওঁ বা প্রণবের আদ্য অক্ষর। 'অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ'—[পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে] ৩ (গীগো ৭।৫) শ্রীকৃষ্ণ—প্রবো।

অ² [ব্য] (হরি ২।২৬) অভাব, ২ অল্প; ৩ নিষেধ; ৪ অনুকম্পা। ৫ (হরি ১।৭০) সম্বোধনে, যথা—অ অনন্ত (এ স্থলে সন্ধি নিষেধ)। অন্যান্য অর্থ 'ন'-শব্দে দ্রষ্টব্য।

অং (হরি ১।১৪) বৈয়াকরণেরা অনুস্বারের উচ্চারণ জন্য অকারযোগে অনুস্বার উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অনুস্বারের অন্য নাম 'বিন্দু' এবং 'লব'। হরিনামামৃতব্যাকরণ-মতে ইহার সংজ্ঞা—'বিষ্ণুচক্র'। "অং ইতি বিষ্ণুচক্রম্" 'অকারঃ উচ্চারণার্থঃ। বিন্দুস্বরূপো বর্ণো বিষ্ণুচক্রনামা অনুস্বারো বিন্দুর্লবশ্চ।'

অংশ (ভা ১০।২৬।২৩) ভাগ; ২ তৎসম পুরুষবিশেষ; ৩ পূর্ণ-স্বরূপ; ৪ (ভা ১০।৪৩।২৩) নিজসারভাগ। ৫ দেবাদি—সনা। ৬ শক্ত্যাবেশী—জী, ক্রম। ৭ অবতার। ৮ অংশী [অংশাঃ সন্ত্যস্মিন্নিতি অর্শ আদ্যচা, তস্যাপ্যংশীত্যর্থঃ।]—বল। ৯ (গীতা ১৫।৭) বিভিন্নাংশ—বি। 'স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধায়মিষ্যতে। বিভিন্নাংশস্তু জীবঃ স্যাৎ'—বরাহ পুরাণ। ১০ জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের শক্তিরূপ অংশ—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'—গীতা ১৫।৭। ১১ (বৃ ভা ১।৪।৩০) গন্ধ। ১২ (স ভা ১।৩৬০) যাঁহাতে ঐশ্বর্য, মাধুর্য, কৃপা ও তেজঃ প্রভৃতি নানাবিধ গুণ বা শক্তির সর্বদা অল্প পরিমাণে অভিব্যক্তি হয়, সেই ভগবদবতারকে 'অংশ' বলে। ১৩ (কৃষ্ণ ২৮) অংশ দ্বিবিধ—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। অংশীর যেরূপ সামর্থ্য, স্বরূপ ও স্থিতি, স্বাংশেরও সামর্থ্যাদি ঠিক তদ্রূপই; সুতরাং অংশী ও স্বাংশে ভেদ নাই। বিভিন্নাংশ কিন্তু অল্পশক্তি এবং কিঞ্চিৎ-সামর্থ্যযুক্ত—[বরাহ পুরাণ]। ১৪ (কৃষ্ণ ৩৬) দায়, দাবী। ১৫ (আ চ ২০।৮৬) সঙ্গীত-শাস্ত্রে গেয় রাগের ব্যঞ্জক, অপর স্বর যাহার অনুগত, যাহা স্বয়ংই গ্রহত্ব (গ্রহস্বরত্ব প্রাপ্ত হয়; ন্যাসাদি হইতেও সর্বত্র যাহার আধিক্য দেখা যায়, তাহাই 'অংশ'-স্বর। ১৬ অবতার—"সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশে অবধান। সেইত অংশেরে কহি 'অবতার' নাম॥"—চৈ চ আ ৫।৮১। ১৭ স্বরূপের অংশ বা স্বাংশ—'তেঁহো যার অংশ' (চৈ চ আ ৫।৪৮)। ১৮ অপ্রাকৃত স্বরূপের অংশ, যাহা প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় বিভাজ্য নহে, কেবল শক্তি-প্রকাশের তারতম্যের দ্বারা পরিচিত—'অংশের অংশ যেই, কলা নাম তার'—(চৈ চ আ ৫।১২৪)।

১৯ (চৈত ১০।৩।১) ['অংশ্যন্তে বিভজ্যন্তে কলা ইতি'] পরিপূর্ণভাগ। ২০ (তর ১০।২২।৬০) শ্রীকৃষ্ণসখা। ২১ (রত্ন ২।১৯) স্বেচ্ছায় অল্প শক্তির প্রকটনশীল স্বরূপ। ২২ (হ নী ৩।৮) অবয়ব-হে। **-ক** (ভা ১১।১৬।৪০) বিভূতি—স্বামী। ২ (হরি ৭।৯১৩) [অংশং পৈতৃকধনং হারীত্যর্থে কঃ] জ্ঞাতি, পুত্র, দায়াদ। **-কলা** (প্র ১।২৩) গর্ভোদশায়ীর চতুর্বিংশতি অবতার—বাগীশ। **-কৃত** (ভা ১০।৮৭।২০) অচিন্ত্যশক্তির অংশ সামান্যচিচ্ছক্তি-বিশেষদ্বারা বিশিষ্ট; ২ চিচ্ছক্তি-কর্তৃক আবির্ভাবিত; ৩ গোকুলেন্দ্রের অংশাবতারবিশেষ—সনা। ৪ শক্তিগুণাদির অংশদ্বারা পূর্ণিত—প্রবো; ৫ অংশ ও মায়োপাধিরূপে সম্পাদিত—জী। **-গুণ-কালাত্মা** (ভা ৩।৫।২৮) চিদাভাস (নিমিত্ত), গুণ (উপাদান ও কালরূপ ক্ষোভকের অধীন—স্বামী। **-ত্ব** (কৃষ্ণ ২৬) সাক্ষাদ্‌-ভগবত্তা থাকিলেও অংশরূপে প্রকাশ পাইবার তদীয় অব্যভিচারিণী ইচ্ছাবশতঃ সর্বদাই নিখিল শক্ত্যাদির একদেশের অভিব্যক্তি। **-ভাগ** (ভা ১০।২।৯) অংশসমূহের সহিত ব্রহ্মা হইতে স্তম্বপর্যন্ত যাঁহার অধিষ্ঠান, সেই পরিপূর্ণস্বরূপ। ২ জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বল প্রভৃতির সহিত স্বীয়গণকে যিনি যোজন করেন। ৩ পুরুষরূপে মায়াতে যাঁহার ঈক্ষণ। ৪ মায়া-দ্বারা গুণাবতারাদিরূপ ভাগ যাঁহার। ৫ জ্ঞানবলাদি অংশদ্বারা ভক্তগণে যাঁহার অনুবর্তন, সেই পূর্ণস্বরূপ—স্বামী। ৬ জীবের ভাগ্য-ক্রম—সনা। ৭ অংশ-সমূহের প্রবেশ যাঁহাতে, তিনি। ৮ অংশ (ব্রহ্মাদি) জীবের ভাগ্য—জী। ৯ অংশাংশ; ১০ পুরুষাদি অংশাবতারবৃন্দ ও ভগের (ষড়ৈশ্বর্য্যের) সহিত বর্তমান —বি। ১১ (কৃষ্ণ ৯২) [অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশো যত্র সঃ] পরিপূর্ণরূপ। ১২ [অংশানাং ভজনেন লক্ষিতো যঃ সঃ] অংশগণের অন্তঃপ্রবেশহেতু অংশীও 'অংশ' নামেই অভিহিত হয় যে স্বরূপে, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্‌। ১৩ [অংশানাং ভাগো বিভাগো যস্মাৎ তথা] স্বরূপ। **-ভাগেন** (চৈত ১০।১০।৩৫) ব্রহ্মা প্রভৃতি অংশসমূহের ভাগ্যের নিয়ন্তা। ২ অংশ ও ভাগের নিয়ামক। **-রূপ** (বৃ ভা ১।৫।৮) অবতারতুল্য। **-ল** (হরি ৭।৯৩৭) বলবান্‌। **-লিঙ্গ** (ভা ৩।৫।৩৭) চেতনা—স্বামী। **-বিভব** (চৈ চ আ ১।৩) পরতত্ত্বের ঐশ্বর্যের অন্যতম বিভুত্ব-বিশেষ; শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি পরমাত্মা। **-বিভূতি** (চৈ চ আ ২।১৮) শ্রীকৃষ্ণের অংশ-স্বরূপ বৈভব পরমাত্মা।

অংশাংশ - স্বরূপের অংশের অংশ— 'যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী'— (চৈ চ আ ১।১০) 'আর যত রুদ্র-বংশ, সেহো যার অংশাংশ'—চৈ ম সূত্র ৫৮০। **-কলা** (ভা ১২।৬।৪৯) অংশ- মায়া, তাহার অংশ সত্ত্ব, উহার কলা=অংশ—স্বামী। ২ অংশ মহাপুরুষ, তাঁহার অংশ—বিষ্ণু, তাঁহার অংশ—জী।

অংশাংশাংশভাগ (ভা ১০।৮৫।৩১) স্বয়ং ভগবানের অংশ পুরুষ, তদংশ মায়া, তদংশ গুণসমূহ, তদ্‌ভাগ পরমাণুলেশ—স্বামী। ২ কৃষ্ণাংশ মহাবৈকুণ্ঠনাথ, তদংশ মহাপুরুষ, তদংশ প্রকৃতি, তাহার ভাগ রজ-আদি বি।

অংশাংশিবাদ—ভগবান্‌ অংশী ও জীব তাঁহার অংশ—সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে অংশাংশিত্ব-সম্বন্ধ বিদ্যমান। রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভ, নিম্বার্ক, বলদেব এবং ভাস্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতে জীবকে ঈশ্বরের সহিত এই সম্বন্ধে সংযোজিত করা হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ জীবকে 'অণু', ভগবদ্দাস এবং অণুর পূরক নিখিল-কল্যাণগুণার্ণব ভগবান্‌কে 'বিভু' বলিয়াছেন। ইঁহাদের মতে ব্রহ্ম সগুণ, নির্গুণবোধক শব্দরাজি ঔপচারিক—অশেষ কল্যাণের আকর বা প্রাকৃত হেয় গুণের রাহিত্যার্থে ব্যবহৃত।

ভাস্করাচার্য্য পরিণামবাদী—এই মতে ব্রহ্মই যেন জীবরূপে পরিণত, কার্য্যাবস্থাতেই কারণের পরিসমাপ্তি। ইহা কিন্তু সাংখ্যের পরিণাম হইতে ভিন্ন, সাংখ্যে প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন না হইয়াও জগৎকার্য্য নির্বাহ করে, কিন্তু ভাস্করের মতে ঈশ্বরই জগদ্‌-রূপে পরিণত হন এবং জীব ও ঈশ্বরে অংশাংশিত্ব-সম্বন্ধ থাকে। মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় - কারণরূপে অভেদ এবং কার্য্যরূপে যে ভেদ তাহাই ভেদাভেদবাদের তাৎপর্য্য। রামানুজ প্রভৃতির মতে কিন্তু জীব ব্রহ্ম হইতে চিরকাল পৃথক্‌ আছে ও থাকিবে। ভাস্করের মতে মুক্তিতে অংশাংশিত্ব-সম্বন্ধ ত্যাগ হয়, কিন্তু অন্যান্য আচার্য্যেরা তাহা

স্বীকার করেন না।

শঙ্করাচার্য্য অংশাংশিত্ব সম্পর্ক মানেন নাই—তাঁহার মতে ঈশ্বর ও জীববিম্ব-প্রতিবিম্বস্থানীয়—ব্যাবহারিক দৃষ্টিতেই জীব ও ঈশ্বরে ভেদ দেখা যায়, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। আত্মা নির্বিকার, নির্গুণ বলিয়া তাঁহার অংশ বা বিকার নাই।

অংশাংশিত্ববাদী আচার্য্যগণ প্রশ্নোপ° ৬।৫, মুণ্ডকোপ° ৩।১।৯, শ্বেতাশ্ব° ৫।৯, গীতা ৫।৭, বিষ্ণু পু° ১।২২, ৩৭, ৫৪, ৫৫ প্রভৃতি অবলম্বনে বলেন যে জীবাত্মা-ব্রহ্মের অংশ, অণুপরিমাণ এবং প্রভা ও প্রভাকরের ন্যায়, শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় অংশাংশিভাবে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতেও জীব অণু, অংশ, ব্রহ্মের পরিণাম, সেবক এবং ভগবৎকৃপায় মুক্ত হইতে পারে। মাধ্বমতে অংশী কখনও অংশ নয়, মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাবে থাকে। অচিন্ত্যভেদাভেদে কিন্তু গুণ ও গুণিভাবে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে; কিন্তু এই সম্বন্ধ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব-তর্কের অগোচর শ্রুতার্থাপত্তিগম্য। মধ্ব, রামানুজ প্রভৃতির মতে দাস্য-ভাবে উপাসনার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু বলদেব দাস্য ব্যতীত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উপাসনার কথাও বলিয়াছেন।

অংশাবতার (চৈত ১০।১।২) [অংশানাং নারায়ণাদীনামবতারো যস্মাৎ সঃ] নারায়ণাদিরও অংশী। ২ স্বাংশ, 'অংশ-অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত'—চৈ চ আ ১।৬৬। ৩ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ-অবতার, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চৈ চ আ ১।৩৯।

অংশি-প্রাপ্তি (প্রীতি ১) অংশ-ভূত জীব ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ভগবৎপ্রাপ্তি-ভেদে দুই প্রকারে অংশীকে পাইতে পারে। প্রথমতঃ **ব্রহ্মপ্রাপ্তি**—মায়ার বৃত্তিরূপা অবিদ্যার নাশে কেবল স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হইলে, ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয় হইলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। তাহাও আবার উপাসনানুসারে দ্বিবিধ স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মানুভব অথবা ক্রমশঃ ভূরাদি সকল লোক ও সকল আবরণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি। **ভগবৎপ্রাপ্তিও** দ্বিবিধ—ব্যাপক হইলেও ভগবান্ সর্বত্র প্রকাশ হন না বলিয়া তৎ-প্রাপ্তিযোগ্য ভক্তের নিকট তাহার ভজনস্থানে প্রকটিত হন। আবার অচিন্ত্যশক্তিবলে সর্বথা প্রকটিত বৈকুণ্ঠে ভগবান্ তৎপ্রাপ্তিযোগ্য সাধককে স্বচরণ-সান্নিধ্যও দান করেন।

অংশী (আ চ ১৫।২৩০) পরিপূর্ণ। ২ (রত্ন ২।১৯) স্বেচ্ছাক্রমে নানা-শক্তির প্রকটনশীল স্বরূপ। ৩ স্বয়ং-রূপ, সর্বকারণকারণ, অংশসকলের আশ্রয়—'অতএব অংশী কৃষ্ণ, অংশ—অবতার'—চৈ চ আ ৬।৯৬।

অংশু (১২।১১।৪১) সূর্য। ২ (বৃ ভা ২।২।১৮৪) তেজঃপরমাণু। ৩ (হ ৪।১৬৯ টী) দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম। ৪ (সিন্ধু ৩।৩।৩৭, কৃ গ প ৩১) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। ৫ (বি পু ৩।১২) পুরুহোত্রের পুত্র—অংশ। ৬ (সুধা ৬৪) জ্ঞান। **-ক** (ভা ৪।৮।৪৮) ভূর্জত্বক্ প্রভৃতি। ২ (আ চ ১১।৫১) বস্ত্র। ৩ (ভাবনা ২। ২) কিরণ। **-ভদ্র** (পদ্ম পু° ৩৯।১২) শ্রীকৃষ্ণের সখা। **-মান্** (ভা ৯।৮।১৯) সগরের অপর স্ত্রী কেশিনীর গর্ভজাত অসমঞ্জসের পুত্র। সগর-প্রেরিত হইয়া ইনি পিতৃব্য-গণের খনিত পথে কপিলদেবকে শ্রীবিষ্ণুমূর্তিতে দর্শন করিয়া স্তব করেন। কপিল তাঁহাকে অশ্ব লইতে এবং গঙ্গা আনিয়া তৎ-পিতামহগণের উদ্ধারোপায় বলেন। সগর যজ্ঞ-সমাপনান্তে উঁহাকে রাজ্য দিয়া ঔর্বমুনির উপদেশে পরমপদ প্রাপ্ত হন। পরে গঙ্গা আনয়নজন্য বহুদিন তপস্যা করিয়া ইনি কালপ্রাপ্ত হন। ২ (গীতা ১০।১১) বিশ্বব্যাপি-রশ্মিযুক্ত—স্বামী। **-মালী** (আ চ ১১।৬৫) সূর্য। ২ কান্তিরাশি-বিশিষ্ট।

অংস (ভাবনা ১৪।২২) স্কন্ধ। ২ বিভাগ। **-ন** (ভা ১০।৫৪।২৪) [অংস সমাঘাতে ধাতুঃ] স্বয়ং রিপু-হননচতুর—স্বামী। **-ল** (আ চ ১৮।১৬৪) প্রবল।

অংহঃ (ভা ১।১৭।৩২) স্বধর্মত্যাগ —স্বামী। ২ (আ চ ৫।২৪, নাম ১।১) পাপ। ৩ দুরিত, দুঃখ—নাম টী। ৪ (ভা ৪।১৩।১৭) অপরাধ।

অংহতি (গো চ উ ৩।৯, মা ম ৮।৩০) দান।

অঃ (হরি ১।১৬) এই বর্ণকে বৈয়াকর-ণেরা বিসর্গ, বিসর্জনীয়, বিশৃষ্ট এবং অভিনিষ্ঠান সংজ্ঞা প্রদান করেন। হরিনামামৃত-ব্যাকরণ-মতে বিসর্গের নাম—'বিষ্ণু সর্গ'। "অঃ ইতি

বিষ্ণুসর্গঃ"। 'বিন্দুদ্বয়াকারো বর্ণো বিষ্ণুসর্গনামা। বিসর্গঃ বিসর্জনীয়ঃ বিস্পষ্টোঽভিনিষ্ঠানশ্চ।'

অঁ (হরি ১।১৫) চন্দ্রবিন্দুকে বৈয়াকরণেরা অনুনাসিক বা সানুনাসিক বলেন। এই বর্ণ মুখ ও নাসা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ঐরূপ সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণ-মতে এই বর্ণের সংজ্ঞা—'বিষ্ণুচাপ'। "অঁ ইতি বিষ্ণুচাপঃ।" 'অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি-বর্ণো বিষ্ণুচাপনামা। অনুনাসিকশ্চ নাসিকাভবোঽয়ম্। সানুনাসিকস্তু মুখনাসিকাভবঃ।'

অক্ (হরি ১।৩) অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এই দশ বর্ণকে প্রাচীন বৈয়াকরণগণ অক্' বলেন। ইহার অপর সংজ্ঞা—'সমান'। হরিনামামৃত-ব্যাকরণের মতে এই দশটি বর্ণের সংজ্ঞা 'দশাবতার'। "দশ দশাবতারাঃ।"

অক (নি বি ৪১, কৃ বি ১৭।৪২, আ চ ৪।৩) দুঃখ। ২ অনিষ্ট, ৩ অকুৎসিত, ৪ শিরোহীন।

অকজ্জল (আ চ ৪।৩) অকুৎসিত জল।

অকত (হরি ৭।৮৩৫) [ন-কত] অস্বচ্ছতাকারী।

অকথহ (হ ১।২০১) তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণার্থ মন্ত্রসমূহের শুভাশুভ-বিচারোপযোগী চক্রবিশেষ।

অকথিত (হরি ৪।২৮) অপাদানাদি পঞ্চ কারকে এবং ঈপ্সিততম ও অনীপ্সিত কর্মে যে কারক কথিত হয় নাই, তাহা। দ্বিকর্মক ধাতুর গৌণকর্মই 'অকথিত'। 'গোপালো গাং দুগ্ধং দোগ্ধি' এই বাক্যে 'গাং' পদই অকথিত, যেহেতু ইহা অপ্রধান।

অকন্দ (নি বি ৪১) সর্বদুঃখনাশক।

অকপীবান্ (হব ১।৭।২১) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষির একতম।

অকম্প (আ চ ১৫।১০০) নিশ্চল।

অকরণ (ভা ২০।৮৭।২৮) করণ-সম্বন্ধ-রহিত – স্বামী। ২ ব্যাপার-রহিত —সনা। ৩ অক্রিয়—জী, ক্রম। ৪ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-রহিত; ৫ আহঙ্কারিক মনোনেত্রাদিরহিত—বি। ৬ অনাচরণ—'এ সভের বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধাকরণ। অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তিলম্ভন॥'—চৈ চ ম ২৪।৩৪৭।

অকরাল (গো চ পূর্ব ২১।৮৭) কোমল।

অকর্ণ—প্রাকৃতকর্ণহীন, চিৎকর্ণযুক্ত 'স শৃণোত্যকর্ণঃ'—শ্বেতাশ্ব।

অকর্তহেতি (চৈত ২।৭।৪৮) অভেদ-সাধন।

অকর্তা (ভা ৩।২০।৩৩) কর্তৃত্বাভিমানশূন্য—স্বামী। ২ (গীতা ৪।১৩) প্রকৃতি-গুণাতীত-স্বরূপ-হেতু বস্তুতঃ অস্রষ্টা—বি। ৩ (রত্ন টী ৪।২৮) প্রধান বা মায়াসম্বন্ধযুক্ত হইয়া হরির কর্তৃত্ব নাই বলিয়া পুরাণবিদ্‌গণ পুরাণপুরুষ ভগবান্‌কে 'অকর্তা' বলেন —বল। শ্রীবাসুদেবমাহাত্ম্যে—'সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্তৃতা। অকর্তারমিতি প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ॥'—স ভা ১।৬৮৪।

অকর্ম (ভা ১১।৪।৪৩) বেদ-বিহিত কর্মের বিপরীত নিষিদ্ধ কর্ম। ২ (গীতা ২।৪৭, ৪।১৭) কর্মের অকরণ – স্বামী। ৩ বিকর্ম, পাপ – বি। ৪ কর্মভিন্ন (জ্ঞান)—বল। ৫ স্বধর্মের অকরণ।

অকর্মক (হরি ৪।২৮) যে ক্রিয়ায় কর্তার ঈপ্সিততম, অনীপ্সিত ও ঈপ্সিতের বোধ নাই, সেইরূপ ক্রিয়া। অন্তর্ভূত নিজস্বার্থশূন্য হওয়ায় অন্য বস্তুর সাধনে অসমর্থ, কেবল সত্বাদি-বোধক। যথা—ভবতি, হসতি; ২ যে স্থলে ক্রিয়ার ফল ও ব্যাপার কর্তাতেই থাকে, সেই ক্রিয়াকে 'অকর্মক' বলে, যেমন—বালকঃ হসতি। (সকর্মক-শব্দ দ্রষ্টব্য)।

অকলাপকেশ (কৃ বি ২৪) অকলাপ—অবিদগ্ধ, কেশ—ব্রহ্মা ও শিব অর্থাৎ যাঁহার নিকট ব্রহ্মা-শিবাদিও অবিদগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন, সেই শ্রীকৃষ্ণ। ২ অকলাপ—অভূষণ, কেশ—চুল, যিনি ময়ূরপুচ্ছ-ভিন্ন অন্য ভূষণ ধারণ করেন না।

অকল্প (ভা ৪।৪।১৭) অসমর্থ—স্বামী।

অকল্পন (ভা ১০।৮৭।২, ভক্তি ৯৭) কল্পনানিবৃত্তি, মুক্তি—স্বামী। ২ ভজন —সনা। ৩ সংকল্পের পর তন্দ্রহিত, প্রেমৈকময় শুদ্ধ স্বভজন—জী।

অকল্পমান (গো চ পূ ১৬।১১৩) সামর্থ্যহীন।

অকল্মষ (ভা ১০।৩।৩২) রাগদ্বেষাদি-রহিত, ২ দুর্বাসনাহীন—সনা।

অকল্য (ভা ৩।৩০।১২) অসমর্থ—স্বামী। ২ (আচ ১৭।১৪৫) রোগী।

অকষ্ট (নিবি ২৯) আনন্দ।

অকাক (ভা ১০।৭৪।৩৪) সুখদুঃখ-রহিত—স্বামী। ২ নিত্যসুখমূর্তি —বল।

অকাণ্ডে [ব্য] অনবসর, ২ (বিনা ১।৩৩) অযোগ্য ব্যাপার, ৩ হঠাৎ,

৪ (বিনা ৭।৩০) অসময়, ৫ (গোলী ১৪।৯৯) অকারণ।

অকাণ্ডে প্রথন (শেষ ৫।৬) রস-দোষ। ('বৃথা-বিস্তার' শব্দ দ্রষ্টব্য।)

অকাম (ভা ২।৩।৯) বৈরাগ্য-কাম, ২ একান্ত ভক্ত—স্বামী। ৩ কামনা-ক্ষয়েচ্ছু—জী। ৪ (১০।৬০।৫০) প্রেমমাত্র-বিলাস—সনা। ৫ (গোতা ২।২৬) আনুকূল্যময় প্রেম—জী। ৬ (হ ১২।৩৮০) বৈষ্ণব, ৭ মুমুক্ষু। ৮ (প্রীতি ৪৮) শুদ্ধপ্রীতিময়—ভক্তি-লক্ষণ পুরুষার্থ। ৯ (চৈচ মধ্য ২২।৭৬) কামসমূহ দ্বারা অক্ষুব্ধ-চিত্ত।

অকামত্ব (ভক্তি ১৬৫) ভক্তিমাত্র-কামনা।

অকামী (গোভা ৩।৩।৪২) কাম-তুল্য-স্বরূপ-ভূতা-শ্রীবিষয়ক প্রেম-বলে যিনি তন্নিষ্ঠ রূপরসাদি বাঞ্ছা করেন—সেই শ্রীহরি।

অকারণ (ভা ১০।৮৬।৪৮) প্রকৃতি—স্বামী। ২ অহেতুক—সনা।

অকারণ কর্ম (ভক্তি ২৩) অকাম্য অনুষ্ঠান।

অকারণ-সৎ (সি ১।১১) অনাদি-সত্ত্বাবিশিষ্ট শ্রীভগবান্।

অকারোত্থ দশ কলা (হ ২।৬৯) সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিরা, স্থিতি ও সিদ্ধি।

অকার্পণ্য (বিপু ৩।৮।৩৬) যথাশক্তি দান।

অকার্য্য (ভা ১০।১।৫৮) অনুচিত কর্ম। ২ শাস্ত্রবিরোধী আচরণ।

অকাল (গীতা ১৭।২২) অশৌচাদি সময়—স্বামী। ২ (গোচ উত্তর ৩ ৭। ২১৭) অনবসর।

অকিঞ্চন (ভা ৫।১৮।১২) নিষ্কাম, ২ (ভা ১০।৫১।৫৫) নিবৃত্তাভিমান, ৩ মুক্ত, ৪ ভক্ত, ৫ (ভা ১০।৮৭।৩) শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সর্বপরিগ্রহ-ত্যাগী, ৬ (ভা ১০।৮৯।১৬) শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্যত্র মমতাশূন্য, ৭ (চৈচ আদি ১৩।১০৯) দরিদ্র।

অকিঞ্চনতা (ভক্তি ১৬৫) ভক্তি-মাত্র-কামনা। [২ দৈন্য, দারিদ্র্য, ৩ অর্থস্পৃহাশূন্যতা]।

অকিঞ্চনত্ব (বৃ ভা ২।১।২০১) দীনবৎ বৃত্তি, ২ নিরস্তাখিলাভিমানতা।

অকিঞ্চন-বিত্ত (ভা ১।৮।২৭) ভক্তই যাঁহার সর্বস্ব।

অকিঞ্চনিমা (হরি ৭।৮৩৭) [অকিঞ্চন+ইমনি] নিষ্কিঞ্চনতা।

অকুটিল (গোবি ১০৩) সরল। ২ কূটরহিত।

অকুণ্ঠ (মালা ছ ১১) বিঘ্নহীন। ২ (মালা গোবর্দ্ধনোদ্ধারণ ২০) উৎকৃষ্ট। ৩ (মালা গোবিন্দ ৮) অনলস। **-ধামা** (ভা ১০।৬৩।৩৭) অপ্রচ্যুত-স্বরূপ স্বামী। ২ শ্রী-গোলোকাদিতে নিত্য অবস্থানকারী—জী। ৩ অকুণ্ঠিত-প্রভাব—বি। **-ধিষ্ণ্য** (ভা ৩।৫।৪৫) শ্রীবৈকুণ্ঠ লোক। **-বোধ** (ভা ১০।৮৩।৪) অবাধিতচিচ্ছক্তি—স্বামী। **-মেধাঃ** (ভা ১০।২৩।৫০) অনবচ্ছিন্ন স্মৃতির আকর, ২ অলুপ্ত-জ্ঞান—সনা। ৩ (ভা ১০।৮৬।৩৫) অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান। ৪ (গোতা ১।৪২) সর্বজ্ঞ—বল। **-সত্ত্ব** (ভা ৩।৮।৩) অপ্রতিহত-জ্ঞান—স্বামী। ২ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ—বি। **-স্মৃতি** (ভা ১১।১।৫৩) অনপগত-স্মৃতি—স্বামী। ২ সঙ্কোচমাত্র-রহিত স্মৃতিশীল। ৩ অন্যপ্রলোভনেও অনষ্ট-ভগবৎস্মৃতিক। **-ভা** (রুগ ১৮২, ১৮৯) শ্রীরাধা-সখী। ইঁহার বর্ণ—পদ্মনালের ন্যায়, বস্ত্রও শ্বেতবর্ণ। ইনি নিজ-সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে শ্রীকৃষ্ণের দোষ খুঁজিয়া বেড়ান।

অকুতশ্চিদ্ভয় (ভক্তি ৫৯) যে বস্তু লাভ করিলে যে কোনও দেশ, কাল বা পাত্র হইতে বিন্দুমাত্রও ভয় থাকে না—তাহাই [অচ্যুতারাধনা]। জড়ে আবেশই ভয়হেতু, শ্রীভগ-বচ্চরণাশ্রিতের কিন্তু সর্বথা ভয়-নিবৃত্তি হয়।

অকুতোভয় (ভা ১০।৬।১৮) যাঁহার আশ্রয়ে সর্বথা ভয়-রহিত হওয়া যায়—সনা। **-পদ** (ভা ৫।২৪।২৫) মুক্তিপদ—বি। **-মৃত্যু** (ভা ৩।১৭।১৯) সর্বথা মরণভয়হীন।

অকুশল (ভা ৩।৯।৭) অক্ষেমকর—স্বামী। ২ কাম্য ও নিষিদ্ধকর্ম—বি। ৩ (গীতা ১৮।১০) দুঃখাবহ—স্বামী। [৪ অজ্ঞ, ৫ পাপ, ৬ দুর্লক্ষণ]।

অকুসীদ (রত্ন ১৬ টী) যে ফললাভের ইচ্ছা করে না—বল।

অকূট (গোচ উত্তর ২২।৭) দম্ভ-রহিত।

অকূপার (ভা ৫।১৮।২৯)কূর্মদেব, ২ (আচ ৩।৭) সমুদ্র।

অকৃত (ভা ১০।১৬।৪৯, ভগ ২৯) অনাদি—স্বামী। ২ স্বাভাবিক—বি। ৩ (গোভা ১।১।১) নিত্যলোক। **-ক** (চৈকা ৪।৩১) অকৃত্রিম। (২ অকৃষ্ট, ৩ নিত্য) **-চেতাঃ** (ভা ১০।৪৭।১৭) অসংযতচিত্ত—স্বামী। ২ অকৃতজ্ঞ—জী। ৩ (ভা ১০।৩২।১৯) মূঢ়। **-দ্রোহ** (ভা ১১।১১।২৯) স্ব-

দ্রোহিজনেও দ্রোহ-শূন্য। ২ (চৈচ-মধ্য ২২।৭৫) সর্বপ্রাণীর প্রতি অহিংসক। **-প্রজ্ঞ** (ভা ১।১৩।৩৩) মন্দমতি—স্বামী। **-বুদ্ধি** (ভা ৮।৪।১০) শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-মত অভ্যাসের অভাবে অসংস্কৃত-বুদ্ধি। **-ব্রণ** (ভা ১০।৭৪।৯) শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শিষ্য রোমহর্ষণের শিষ্য। ২ পরশুরামের শিষ্য ও পৌরাণিক ঋষি।

অকৃতাত্মা (ভা ৩।২২।৬) অজিতেন্দ্রিয়, ২ শ্রীকৃষ্ণে অনর্পিত-চিত্ত। ৩ অপুণ্যাত্মা, ৪ (গীতা ১৫।১১) অবিশুদ্ধ-চিত্ত—স্বামী।

অকৃতার্থ (ভা ১০।৪৯।২৩) অপ্রাপ্ত-ভোগ—স্বামী। ২ (প্রীতি ১০৩) ভগবদ্ভক্তি-লাভের অধিকারী জীব যদি ভগবৎকথায় রুচিপ্রাপ্ত না হইয়া—ভক্তিলাভ না করিয়া অসংখ্য ব্রহ্ম-জন্মও লাভ করে—তথাপি সে নিতান্ত অকৃতার্থই থাকে।

অকৃতাশী: (ভা ১০।৮২।১৮) অপূর্ণ-মনোরথ—স্বামী।

অকৃপা (বৃ ভা ১।৫।৮২) উপেক্ষা।

অকৃশ (ভা ৩।৪।৮) পরিপূর্ণ—স্বামী। ২ (মালা কুঞ্জ° ১।১) বিস্তীর্ণ।

অকৃষ্টপচ্য (চৈনা ১০।৪) অকৃষ্ট হইলেও যে ক্ষেত্রে স্বয়ং শস্য উৎপন্ন ও পক্ব হয়।

অকৃষ্ণ (ভা ১১।৫।৩২) ইন্দ্রনীল-মণিবৎ উজ্জ্বল—স্বামী। ২ গৌর—জী। ৩ (মালা চৈতন্যাষ্টক ২।১) পীতবর্ণ।

অকেতাঃ (গোচ উত্তর ৩৭।২২১) গৃহাবাস-রহিত।

অকৈতব (অকৌ ৫।৫০) অকৃত্রিম; ২ কপটতাশূন্য। ৩ (চৈচ মধ্য ২।৪৩) স্বসুখবাসনাহীন।

অকোবিদ (ভা ৪।২৫।৩৮) বিহিত-সুখত্যাগী—স্বামী। ২ (ভা ১১।৫।৩৬) যাহাতে কর্মবন্ধনের হেতু না হয়, তদ্রূপ করিতে অজ্ঞ—বি। ৩ (ভা ১১।২৬।১৩) অজ্ঞতা—স্বামী।

অক্ক (গো চ উ ২৯।৬২) গৃহকোণ।

অক্কা (ল না ৪।৩১) মাতা।

অক্কে (গো ভা ৩।৪।৩) [ব্য] নিকটে।

অক্ত (ভা ১০।৮৪।৪৭) অঞ্জনযুক্ত—স্বামী। ২ (আ চ ১৩।৩১) সংসক্ত। ৩ (আ চ ১৭।১৪৩, ১২।১১) ম্রক্ষিত। ৪ (গোপা ৮) গতি। ৫ (কৃষ্ণা ২।৫৭) অনুরঞ্জিত। ৬ (হরি ৫। ৫০) [অঞ্চু গতৌ ক্ত] গত।

অক্রম (৬।৭।১) অপরাধ—স্বামী। ২ (অ কৌ ৩।৫) কমল-শতপত্র-বেধ-ন্যায়ে শীঘ্রতাবশতঃ যে স্থানে রসাদি ব্যঙ্গ্যের উৎপত্তি প্রভৃতি ক্রম লক্ষিত না হয়, তাহাকে 'অক্রম' বলে। রস, ভাব, তাহার আভাস ও ভাবশান্তি প্রভৃতি অক্রম অর্থাৎ অলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্য। [৩ বিশৃঙ্খল, ৪ ব্যতিক্রম। **-তা** (অকৌ ১০।৩১) যে পদার্থের সহিত যে দ্যোতক অব্যয়ের অন্বয় হইবে, তাহাদের উপস্থাপক সান্নিধ্যরূপ ক্রম না থাকিলে 'অক্রমতা' বাক্যদোষ ঘটে। 'অস্থান পদতা' নামক দোষে বাচক পদের ক্রমভঙ্গ, এস্থলে কিন্তু দ্যোতক পদের ক্রমভঙ্গ—ইহাই ভেদ।

অক্রিয় (ভা ৯।১৭।১০) চন্দ্রবংশ্য গম্ভীরের পুত্র। ২ (ভা ১১।৮।২) উদাসীন—স্বামী। ৩ অল্পচেষ্ট—বি। ৪ (গীতা ৬।১) সাধারণের হিতকর জলাশয়াদি দানরূপ কর্ম-ত্যাগী—স্বামী। ৫ দৈহিক-চেষ্টা-শূন্য অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্র যোগী—বল।

অক্রীড় (হব ১।৩২।১২২) দুষ্মন্তের পৌত্র ও করুত্থামের পুত্র।

অক্রূর (ভা ১১।২৯।১৪) শান্ত—স্বামী। ২ (সুধা ১১১) [ন—কৃৎ+রক্. 'কৃতেশ্ছঃ' ক্রু চ, উণাদি ১৭৮] পাণ্ডব-ক্লেশকারক দুর্বাসা ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়া যিনি তাঁহাকে কাটেন নাই]। ৩ (ভা ৯।২৪।১৫, ১৭; তর ৯।৯।২৫) যদুবংশ্য ধর্মাত্মা নৃপতি শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজ-তনয়া গান্দিনীর গর্ভে জন্ম হয়। স্বীয় শ্যালক কংসের গৃহবাসী—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় আনেন—পথে অক্রূরতীর্থে ইনি বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন (ভা ১০।৩৯); শ্রীভগবান্ অক্রূরের গৃহে গমন করিয়া সপর্য্যাদি গ্রহণ করেন (ভা ১০।৪৮) এবং পিতৃহীন পাণ্ডবদিগের অবস্থা জানিবার জন্য অক্রূরকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়াছেন।

অক্রূরানুজ (ভা ১০।৭৬।১৪) আসঙ্গ ও সারমেয়াদি ১৪ জন।

অক্রোধ (গীতা ১৬।২) তাড়িত হইয়াও যাঁহার চিত্তে ক্রোধ হয় না—স্বামী। **-ন** (ভা ৯।২২।১১) যযাতি-বংশীয় অযুতায়ুর পুত্র। [২ শান্ত]।

অক্লম (ভা ২।৫।৫) শ্রম-রহিত—স্বামী।

অক্লিৎ (নি বি ৯) কঠিন।

অক্লিষ্ট (গোতা ১।১) অনায়াসেই

সর্বকর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন ও সর্বথা অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত—জী। ২ অবিদ্যা, অস্মিতা রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ ক্লেশ যাহার নাই—বি। ৩ সঙ্কল্প মাত্রই সর্বসাধনক্ষম—বল। ৪ (গো ভা ১।১।৩) শ্রমরহিত—বল। **-কর্ম্মা** (১০।৩৭।৯) **-কারী** (ভা ১০।২৬।২৩) অনায়াসে অসুর-হননাদি কঠিন কর্ম-সাধক—সনা।

অক্ষ (ভা ৪।২৫।১৪) ইন্দ্রিয়—স্বামী। ২ (ভা ৫।২১।১৩) চক্র-প্রান্ত—বি। ৩ (ভা ৬।১১।১৭) পাশক-স্বামী। ৪ (ভা ১০।৭।৭, গৌ কৃ ১১।৪৫) চক্রের নাভিছিদ্রে প্রবিষ্ট চক্রাধার শকটাঙ্গ কাষ্ঠ—বি। ৫ (ভা ১০।৬৯।১২) জানালার পথ—বি। ৬ (ভা ১১।৫।২১) 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত বর্ণমালা—বি। ৭ (ভা ১২।৯।১১) রথাঙ্গ—স্বামী। ৮ (হ ১৭।৮৯; আ চ ৩।১৬) বহেড়া। ৯ রুদ্রাক্ষ, ১০ (গো চ পূর্ব ১৮।১০৫) বন্ধন-রজ্জু। ১১ পদ্মবীজ। **-গোষ্ঠী** (ভা ১০। ৬০।৫৬) দ্যুতসভা—স্বামী।

অক্ষজ (ভা ৩।১৯।২) ব্রহ্মার নাসিকা হইতে উদ্ভূত বরাহদেব—স্বামী; ২ (ভগ ৪৫) ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান। [৩ হীরক, ৪ বিষ্ণু]

অক্ষণ (আ চ ১৮।১০) অবসর-রহিত, ২ অশুভক্ষণ।

অক্ষণিক (ভা ১১।৫।১৬) উপ-শান্তি-রহিত—স্বামী। ২ ক্ষণ-কালেরও অবকাশ-শূন্য—বি। ৩ (রত্ন ৬।৭২) নিত্য—বল। স্থির, নিশ্চল।

অক্ষণ্বান্ (ভা ১০।২১।৭, চৈত ১০। ২১।৭) [অক্ষ অস্যাস্তীতি মতুপ্] চক্ষুষ্মান্—স্বামী।

অক্ষত (ভা ৪।৯।৫৭) যব—স্বামী। ২ (ভা ১১।৩।৫৩, মালা ছন্দ ১২, আ চ ১৫।২১৫) আতপ তণ্ডুল—স্বামী। ৩ অনুপহত—বি। ৪ (মালা ছন্দ ১২, আ চ ১১।১২৩) পূর্ণ। ৫ (আ চ ১২।৯৭) অপ্রতি-হত। ৬ (আ চ ১৫।২১৫ ছিদ্র-রহিত। [৭ লাজ]

অক্ষধূঃ (হরি ৭।৯৭) [অক্ষস্য ধূঃ] রথচক্রের অগ্রভাগ।

অক্ষপথ (ভগ ৪৫) নয়নগোচর—স্বামী।

অক্ষপাদ (গো ভা ২।১।১৩, পরম ৬২, রত্ন টী ৬।৬৫) ন্যায়সূত্র-কর্ত্তা ঋষি গৌতম। ইনি প্রমাণ প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থবাদী এবং ইঁহার মতে পদার্থ-জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়। ইনি স্বমত-দূষক ব্যাসের মুখদর্শন অকর্ত্তব্য—এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ছিলেন, পরে ব্যাস-কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া চরণে নেত্র প্রকাশ করত ব্যাসকে দর্শন করেন বলিয়া পৌরাণিকী কথা আছে।

অক্ষমালা (সিন্ধু ১।২।১২২) অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণমালা—বি। [২ রুদ্রাক্ষমালা, জপমালা]।

অক্ষয় (প্র ৩।২) নিত্য—বাগীশ। ২ অশেষ,'আচার্য্য গোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়'—চৈচ মধ্য ৩।১৫৯। **-কাল** (গীতা ১০।৩৩) প্রবাহরূপ (ক্ষয়শূন্য) কাল—স্বামী। ২ মহাকাল রুদ্র—বি। ৩ সঙ্কর্ষণ-মুখোত্থ কালাগ্নি—বল। **-কুমার** (বৃভা ১।৪।৪৪টী) রাবণ-পুত্র অক্ষ। **-তৃতীয়াকৃত্য** (হ ১৪।৪০৫-৪১০) বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে স্নান দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃ-তর্পণ প্রভৃতি করিলে অক্ষয় ফল-লাভ হয়। **-বট** (বৃভা ২।২।৬৩; শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিরাজমান বট বৃক্ষ—প্রলয়কালেও শ্রীক্ষেত্রের নাশ হয় না বলিয়া এই বৃক্ষও নিত্য। ২ (চৈগ ২।৩৯) প্রয়াগস্থিত দুর্গ মধ্যে দৃষ্ট হয়, রামায়ণে (২।৫৫।৬) নাগ—শ্যামবট। ৩ (রত্ন ৫।১৫৬৭) শ্রীরামঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বিশ্রামস্থলী, পূর্বনাম—ভাণ্ডীর বট। **-সায়ক** (৮।২০।৩১) বিষ্ণুর বাণাধারের নাম।

অক্ষয়া (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা (স্কান্দে প্রভাস খণ্ডে)। **-নবমী** (হ ১৬। ৪৩৫) সমর্থ হইলে কার্ত্তিকী শুক্লা নবমীতে অক্ষয়া নবমী ব্রত করিবে। প্রতি বৎসর এই তিথিতে একবার মথুরা ও বৃন্দাবনের যুগল পরিক্রমা করিতে হয়।

অক্ষয্য (গৌ ১।২১, গো ভা ১। ।১) [ন—ক্ষি+যৎ] অক্ষয়, অবিনাশী। ২ প্রভূত।

অক্ষর (৭।১২।৩০) পরমাত্মা, ২ ভা ১০।১৪।২৩) অপক্ষয়হীন—স্বামী ৩ স্থির, ৪ প্রপঞ্চাতীত—সনা। ৫ (ভা ১০।৮২।৪৬) পরিপূর্ণ—স্বামী। ৬ নিত্য সর্বব্যাপক অধিষ্ঠানতত্ত্ব—বি। ৭ (ভা ১১।২৮।২৬) অবি-চলিত-জ্ঞানাদিশক্তিবিশিষ্ট—জী। ৮ (ভা ১১।২৮।২৬, গীতা ৩।১৫, ১২। ৩, আ চ ১৪।৪৭, নাম টী ৩।২, গো ভা ২।১।৬, রত্ন টী ৩।৩৯, রত্ন ৪।১৪)

ব্রহ্ম—স্বামী। ৯ (গীতা ৮।৩) [ন ক্ষরতি চলতীতি] নিত্য—বি। ১০ (গীতা ১২।৩) জীব-স্বরূপ—বল। ১১ (চৈত ১০।১৪।২৩) [ক্ষরতীতি ক্ষরা মায়া] মায়ারহিত। ১২ (লী ৪) অচ্যুত। ১৩ (স ভ. ১।৫৬৪) ষড়্‌বিধ ভাব-(জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ)-রহিত। (পরম ১) অবিনাশী ঈশ্বর (পরমাত্মা ত অবিনাশী বটেই, শুদ্ধ জীবও অক্ষর, যেহেতু (গীতা ১৩।২২) 'পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই প্রকৃতি-জাত গুণ (সুখ দুঃখ) ভোগ করে'—এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই পুরুষের সংসার-বন্ধন-হেতু, স্বরূপতঃ জীব প্রকৃতি-নির্মুক্ত অতএব অক্ষর। কূটস্থ অক্ষরই শুদ্ধ জীব, পরমাত্মা কিন্তু অন্য—তিনি উত্তম পুরুষ (পুরুষোত্তম, পুরুষ নহেন)। অক্ষরত্ব-রূপে পরমাত্মা ও জীব সমান হইলেও কিন্তু মায়াবিশিষ্ট জীব হীনশক্তি বলিয়া মায়া-নিবৃত্তির জন্য ঈশ্বরই ভজনীয়-তত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য। ১৪ (রত্ন টী ৩।৩৯) কূটস্থ একাবস্থ পুরুষ। ১৫ (রত্ন ৪।৩৬, গো ভা ২।১।২২ অচিৎসংসর্গাভাব হেতু একাবস্থ মুক্ত জীববর্গ। ১৬ (রত্ন ৮।১৫) অমৃত-স্বরূপ নিত্য অব্যয় শ্রীহরি। ১৭ (গো ভা ১।২।২১) প্রকৃতির অতীত জীব। ১৮ (সুধা ১৫) প্রণব-স্বরূপ, স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ চ্যুতি-রহিত। [১৯ শব্দের অংশ-বিশেষ] **-জন্মভু** (মা ম ৬।১১২) কামদেব। **-জুট্‌** (ভা ৩।১৫।৪৩, ভ স ৭৮) ব্রহ্মানন্দ-সেবী—স্বামী। **-ন্যাস** (হ ৫। ১৫৮—১৬০) অর্চনমার্গে অঙ্গন্যাস করত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রতিটি বর্ণ—দন্ত, ললাট, ভ্রূমধ্য, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসা, বদন, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভিদেশ, দুই কটি, গণ্ড ও জানুদ্বয়-ক্রমে এক একটি করিয়া ন্যাস করিবে। প্রয়োগ যথা—'ক্লীঁ নমঃ, কৃং নমঃ' ইত্যাদি। **-পুরুষ** (গীতা ১৫।১৬) স্বস্বরূপ হইতে অবিচ্যুত ব্রহ্ম—বি। ২ সর্বদা একাবস্থায় স্থিত মুক্ত পুরুষ—বল। **-ময়ী** (কলিকা) [বিরু ৯৬] অসিতাভ্র সুন্দর, আরামরম্যসিন্ধুর, ইন্দ্রমখভঞ্জন ইত্যাদি অকারাদিক্রমে সজ্জিত বিরুদ কাব্যের কলিকাবিশেষ। **-সংঘাত** [না চ ২৯৩) ভিন্নার্থক শ্লিষ্টশব্দযুক্ত বাক্য-বিন্যাস। **-সমাম্নায়** (ভা· ১২।৬।৪৩) বর্ণসমূহ, লিপি-মালা।

অক্ষবিষয় (ভা ১০।৫৫।৪০) ইন্দ্রিয়-গোচর—স্বামী।

অক্ষহৃদয় (ভা ৯।৯।১৭) দ্যূতবিদ্যার রহস্য—বি।

অক্ষাম (ল না ৬।৩৪) স্থূল, বৃহৎ।

অক্ষারলবণ (হ ১৩।৭) হবিষ্যান্নে উক্ত ক্ষারদ্রব্য ও লবণাদির ত্যাগকারী ['ক্ষারদ্রব্য' দ্রষ্টব্য]

অক্ষিজাহ (হরি ৭।৮৭৩) অক্ষির মূল।

অক্ষিমোদক (মালা ছন্দ ১৫) নেত্রতোষক—বল।

অক্ষীণ (আ চ ১২।১০৩, গো চ পূর্ব ২৩।৭) সম্পূর্ণ, পুষ্ট।

অক্ষুণ্ণ (আ চ ১১।১৯৩) অনপনীত, ২ অচ্ছিন্ন। [৩ অবিকৃত, ৪ অব্যথিত]।

অক্ষেপ (আ চ ১৭।৫) বিক্ষেপ-রহিত।

অক্ষোভ (আ চ ১৪।৭৪) ধৈর্য্য. [২ অনায়াস, ৩ অক্লেশ]।

অক্ষোভ্য (ভা ১১।৮।৫) রাগাদি-শূন্য অবিকার্য্য—স্বামী। ২ (সুধা ১২০) অস্ত্রধর না হইলেও অধর্ষণীয়। ৩ (সুধা ৯৯) প্রেমশূন্য কৃত্রিম হাস্যাদিতে ক্ষোভহীন। ৪ (প্র ১১৭) মাধ্ব-সম্প্রদায়ের পঞ্চমাধস্তন গুরু।

অক্ষৌহিণী (ভা ১০।৪৮।২৪) হস্তী ২১৮৭০, রথ ২১৮৭০, ঘোটক ৬৫৬১০, পদাতি ১০৯৩৫০; সাকল্যে ২১৮৭০০ সৈন্য। [হস্তী ১+রথ ১+ঘোটক ৩+পদাতি ৫=পত্তি; ৩ পত্তি=সেনামুখ, ৩ সেনামুখ=গুল্ম, ৩ গুল্ম=গণ. ৩ গণ=বাহিনী, ৩ বাহিনী=পৃতনা, ৩ পৃতনা=চমূ, ৩ চমূ=অনীকিনী, ১০ অনীকিনী=অক্ষৌহিণী]।

অক্ষ্মীল (আ চ ১৫।১১৯) নির্ণিমেষ।

অখগ (যো ২৫) আকাশ হইতেও অধিক-পরিমাণ-বিশিষ্ট, ২ ইন্দ্রিয়ের অগোচর—জী।

অখণ্ড (ভা ৩।১৬।৯, ১০।৮৩।৪) অনবচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্ন—স্বামী। **-দীপ** (হ ১৬।১২৪) রাত্রিদিন ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে যে দীপ জ্বলে। **-ভূমিপ** (মুক্তা ১৭।৩৮) সার্বভৌম—কৈ। **-মেকাপ**—নীলাচলস্থ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক-বিশেষ—শ্রীজগন্নাথের সিংহাসনের পার্শ্বদ্বয়ে প্রদীপ দুইটিতে তৈল দিয়া জ্বালাইয়া থাকেন। **-সমর** (ল না ৫।২৯)

যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ।
অখণ্ডাত্মা (তত্ত্ব ৫৩) অণুপরিমাণ [বিভাগের অযোগ্য] সুষুপ্তি-সাক্ষী জীবাত্মা।
অখণ্ডিত (ভা ৩।২৫।১৭) অপরিচ্ছিন্ন—স্বামী। ২ (ভা ১০।৩০।৩৫) স্ত্রীগণের বিলাসে অনাকৃষ্ট—স্বামী। ৩ সম্পূর্ণ—সনা। ৪ (প্রীতি ২৮৮) সতত আসক্ত। ৫ (চৈ ত ৪।৯।১৫) নিত্য। ৬ (পদক ৪২৫) অপরিবর্ত্তিত, ৭ অবিলুপ্ত।
অখর্ব (গো চ উত্তর ৩১।৬) মহৎ, দীর্ঘ।
অখাসম (যো ২৫) নির্মলাকাশ-স্বরূপ—জী।
অখিল (ভা ১০।৩৭।১) বিশ্ব—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮৮।২৭, ২৮) শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ। ৩ অপ্রাকৃত, ৪ চিদানন্দময় ভগবৎ-স্বরূপভূত—বি। ৫ (গো তা ১।২) অখণ্ড—জী। ৬ কৃৎস্ন—বল। **-গুরু** (ভা ১০।৪৬।৩০) ব্রহ্মাদি নিখিল জীবের গুরু—সনা। ২ পরব্যোম-নাথ অপেক্ষা মহত্তম-প্রকাশ—জী। **-ঙ্গিল** (গো চ পূর্ব ৯।৩৮) সর্ব-গ্রাসী, সর্বাচ্ছাদক। **-জগন্মঙ্গল** (সিন্ধু ১।১।৬) শ্রীকৃষ্ণ—বি। **-জীব-মর্ম** (ভা ১০।৬।১১) জীবনাশ্রয়—জী। **-দৃগ্দ্রষ্টা** (ভা ১০।২৩।২৪) সর্ববুদ্ধিসাক্ষী, ২ -বুদ্ধ্যাদি-দ্রষ্টা জীবেরও সাক্ষী—জী। **-রসামৃত-মূর্ত্তি** (সিন্ধু ১।১।১) শান্তাদি-মুখ্য-পঞ্চ ও হাসাদি-সপ্ত-গৌণ-রসবিশিষ্ট পরমানন্দঘন বিগ্রহ—জী। ২ তম-স্তাপজ দুঃখনাশপূর্বক সর্বজনসুখহেতু চন্দ্র—মু। **-বীজ** (গো তা ১।৮) কামবীজ—জী। **-শক্ত্যববোধক** (ভা ১০।৮৭।১৪) অন্তর্যামী, সর্ব-শক্তির উদ্বোধক—স্বামী। ২ অখিল-শক্তির জাগরণরূপ আনন্দাখ্য শক্তি-মান্—প্রবো। **-সত্ত্বধাম** (ভা ৪।৮।৮১) সর্বপ্রাণি-শরীর—স্বামী। ২ (ভা ১০।২।৩০) সকল জীবের আশ্রয়, ৩ সম্পূর্ণ ব্রহ্মমূর্ত্তি, ৪ সর্ব-সাধুত্বের আস্পদ—সনা। ৫ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ বি। **-সত্ত্বনিকেত** (ভা ১০।৮৭।২৭) সর্বভূতাবাস—স্বামী। ২ সকল সত্ত্বগুণের নিয়ামক, ৩ সম্পূর্ণ শুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয়—সনা। ৪ পূর্ণ ভগবদ্ভক্ত। ৫ শ্রেষ্ঠ শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠাদি-ধামস্থ—বি। **-সত্ত্বমূর্ত্তি** (ভ র ১।৩) সর্বাত্মা—পুরী। **-সার-সার** (নিধি ২৬) শ্রীরাধা। **-হেতু-হেতু** (ভা ১০।৭০।১) বিশ্বকারণ ব্রহ্মারও হেতু—বি।
অখিলাত্মভূত (ভা ১২।১২।৫৬, ভক্তি ৮৯) সর্বান্তর্যামী—স্বামী। ২ (উ ৩।৫৫) [গোলোকে] অখণ্ড পরমাত্মাকার এবং [গোকুলে] সকলের জীবনীভূত মনুষ্যাকার—বি।
অখিলাত্মা (ভা ১০।৪৭।৫৮, বৃ ভা ২।৭।১৪৭, ভক্তি ৩২৫) সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর, ২ সর্বজীবের প্রিয়তম—সনা। ৩ সর্বাংশী—জী। ৪ (রত্ন ৬।৪৭) সর্বপ্রবর্ত্তক—বল।
অখিলাম্নায়বেদ্য (প্র ২।১) সর্ব-বেদবোধ্য—বাগীশ।
অখিলাশ্রয় (লী ৩) প্রথম পুরুষাদি সর্বতত্ত্বের আশ্রয়।
অখ্যাতি (ভা ১১।১৬।২৪) মীমাংসক প্রভাকরের মতে পরস্পর সংশ্লেষে জাত জ্ঞানদ্বয় (শুক্তিরজতাদিতে) হইয়া থাকে। ইদন্তা-পরামর্শরূপে শুক্ত্যাদির গ্রহণ হয়, আবার উহাতে অপরামর্শবশতঃ তদভেদে রজতের গ্রহণ হয়—জী। ['খ্যাতিবাদী' শব্দ দ্রষ্টব্য]।
অগ (ভা ৪।১২।৩২, ১০।৮৭।১৪, মালা ছন্দ ৭) অগম্য, ২ (ভা ১০।৮৭।১৪) স্থাবর—স্বামী। ৩ (আ চ ৫।৭৯) গমনরহিত অর্থাৎ সর্বত্র বিদ্যমান। ৪ (চৈ না ১৮) অচ্যুত। ৫ (গোচ পূর্ব ১।১৭, হরি ৫।২৬০) পর্বত। ৬ (হরি ৫।২৬০, গোলী ১২।৫০, নিধি ৪১, ভাবনা ১০।৩) বৃক্ষ। **-জগদোকাঃ** (ভা ১০।৮৭।১৪) স্থাবর ও জঙ্গম দেহবান্ জীব—স্বামী। ২ দ্রুমাদি ও ভ্রমরাদি—সনা। ৩ বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীব—জী। ৪ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত মুক্ত ও সংসারচক্রে ভ্রমণশীল জীবগণ যাঁহার আবাসস্থান—প্রবো। **-বান্** (আচ ১৫।১০৫) গিরিধারী।
অগণেয় (গোচ পূর্ব ২৮।২২) অপরিমিত।
অগতাসু (গীতা ২।১১) অনির্গত-প্রাণ সূক্ষ্মদেহ—বি।
অগতোৎসব (আচ ১১।২৯৭) নিত্য-মহোৎসবযুক্ত।
অগদ (ভা ১১।৩।৪৪, আ চ ৭।৯১, ভাবনা ৪।৮১) ঔষধ—স্বামী। ২ (আচ ৪।৪৬) নিরাময়। **-ঙ্কার** (আচ ১৭।২২৯, ভাবনা১৬।১০, গোচ পূর্ব ৩৩।২৫৬, গোচ উত্তর ১।৪০, গোবি ১০৩, হরি ৫।২১৮) চিকিৎসক, ২ অরোগকরণ। **-রাজ** (ভা ১০।৪৭।৫৯) অমৃত—স্বামী। ২ (চৈত ১০।৪৭।৫৯) রসায়ন-বিশেষ। ৩ (বৃ ভা ২।৭।১৪৮) মহৌষধ।

অগধ্র (ভা ১০।৩৫।২২) গোবর্ধনধারী —স্বামী।

অগম (ভা ৬। ৮।৩২) অপ্রাপ্য—স্বামী। ২ (গোবি ৫৯, ভাবনা ১।২) বৃক্ষ।

অগমায় (আচ ১১।১৬৩, ১৭।১৮৮) দুর্গম শুভাবহবিধিযুক্ত।

অগমায়াদ (চৈনা ৩।৪৫) অচলা মায়াদ্বারা লোকসমূহের পীড়ক অর্থাৎ সংসার।

অগবয় (চৈ কা ৪।৪৭) বৃক্ষস্থ পক্ষী।

অগস্ত্য (ভা ৪।১।৩৫) ঋষিবর পুলস্ত্য ও তৎপত্নী হবির্ভুকের পুত্র। ২ (ভা ৬।১৮।৫) উর্বশীর দর্শনে মিত্র ও বরুণের রেতঃ স্খলন হইলে উভয়ে তাহা কুম্ভমধ্যে স্থাপন করেন, উহা হইতেই অগস্ত্যের জন্ম হয়—ইনি ইধ্মবাহের পিতা ও বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ৩ (ভা ৪।২৮।৩২) নিষ্ক্রিয় গাত্র-সমূহের সংঘাতক মন—স্বামী। **-পুষ্প** (হ ৭।১২৯) বকপুষ্প।

অগা (গোতা ১।১৮) পার্বতী (বীজ হ্রীঁ), ২ অ-(বিষ্ণু)-তে গমন করেন বলিয়া অগা=লক্ষ্মী,(বীজ শ্রী)—বি।

অগাধ (ভা ৩।৫।১) অপরিচ্ছিন্ন—স্বামী। ২ (ভা ৩।১৬।১৪, গোতা ২।৭) অতলস্পর্শ—স্বামী, জী। ৩ অগম্যাভিপ্রায়—বি। ৪ (স্তব ১৯।১) অপর্যাপ্তগুণ। **-বোধ** (ভা ১০।৩।৬১) অপরিমিত-জ্ঞানবিশিষ্ট স্বামী। ২ (ভা ১০।৮২।৪৮) জ্ঞানী মুক্ত; ৩ সাক্ষাৎ দর্শনেও অক্ষুভিত-বুদ্ধি—জী। ৪ (চৈত ৩।৫।১) ভগবজ্জ্ঞান-বিশিষ্ট।

অগার (গোপী ১৯।৩৭, আ রা ৪৫) [অগ—ঋ+অণ্] গৃহ।

অগুণ (ভা ৮।৬।৮) প্রাকৃতগুণ-রহিত —স্বামী। ২ (সভা ১।৪৮৩) অনভি-ব্যক্তগুণ—বল। ৩ (সিন্ধু ১।২।৩৫, প্রীতি ২৬) মোক্ষ। ৪ (ভাবনা ২।৪৬) গুণ-রহিত। ৫ (সস ১০ ভগ) অবিকার। **-বান্** (ভা ১০।২০।১৮) মায়াগুণাতীত—জী। **-আশ্রয়** (৮।৮।২৩) প্রকৃতি গুণের অতীত—স্বামী।

অগুপ্ত-বোধ (চৈত ১০।৯০।১৫) স্ফুটজ্ঞান, ২ অব্যাহত-জ্ঞান।

অগুরু (ভা ৮।২৪।৫২) পুত্রাদি বাৎসল্য ভাবের বিষয়-বি। ২ (ভাবনা ৪।৩৬) কালাগুরু, ৩ গুরুবিহীন। **-জন** (আ চ ১৪।১৫৭) অনুবর্ত্তী লোক। **-তা** (গোচ পূর্ব ২।৩২) লঘুতা, ২ চাঞ্চল্য, ৩ সুগন্ধি দ্রব্যের ভাব। **-সত্ত্ব** (গো চ পূর্ব ২৯।১৪৫) অগুরুপঙ্ক।

অগূঢ় (শেষ ৩।১৬, সা কৌ ৫।১) মধ্যম কাব্য-ভেদ। যে স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থটি স্থূলবুদ্ধি লোকগণও সহসাই জানিতে পারে, তাহাকে 'গুণীভূত ব্যঙ্গ্য' বা 'মধ্যম কাব্য' বলে।

অগৃহ (ভা ১০।৪২।১২) অকৃতদার—বি। ২ (চৈত ১০।২৯।২৭) ত্যক্ত-গৃহ। ৩ (চৈত ১০।৪৭।১৪) বন্য। ৪ (মুক্তা ১২।৬৪) একাকী।

অগৃহ্য (গো ভা ৩।২।২৩) অগ্রাহ্য। [বৈদিক প্রয়োগ]।

অগেন (আ চ ৯।৫৯) পর্বতরাজ।

অগোত্র (গো ভা ১।২।২১) বংশ-শূন্য ব্রহ্ম।

অগোপ্য (চৈত ১০।৮৪।৩৯) অরক্ষণীয়।

অগ্নায়ী (হরি ৭।২৫) অগ্নির ভার্য্যা।

অগ্নি (ভা ৩।১।২) সরস্বতী-তীরবর্ত্তী তীর্থ। ২ (ভা ৪।১।৬১) ব্রহ্মার মানস-পুত্র। (ভা ৪।১।৪৭) মূল অগ্নি বা অগ্নির অভিমানী দেবতা। ইহার পত্নী—স্বাহা। ইহার তিন পুত্র—পাবক, পবমান ও শুচি। উহাদের আবার ৪৫ পুত্র—সর্বসমেত অগ্নি-সংখ্যা ৪৯। বৈদিক কর্মেই এই বিভাগ, কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে এক প্রকারই। ৩ চাক্ষুষ মন্বন্তরে দ্বিতীয় বার আবির্ভূত 'পিতা ধর্ম প্রজা-পতি; ইনি অষ্ট বসুর অন্যতম—দক্ষের জামাতা। ৪ (ভা ১১।২।২৫) আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি ও গার্হপত্য—ত্রিবিধ অগ্নি। ৫ (গো ভা ৩।৩।২৬) সর্বাগ্রণী। ৬ (গো ভা ১।১।২৯) [অঙ্গয়তি জন্ম প্রাপয়তীতি] নিখিল-জন্মপ্রদ। ৭ (ভ চ ১।২) তন্ত্রমতে র-কার। **-চিৎ** (হরি ৫।৩০২) [অগ্নি—চিঞ্+ক্বিপ্] অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ। **-চিত্যা** (হরি ৫।১৭৪) [অগ্নি—চিঞ্+ক্যপ্ স্ত্রিয়াম্] অগ্নিচয়ন। **-জিহ্ব** (ভা ৩।১৪।৯) [অগ্নির্জিহ্বা যস্য] যজ্ঞ-পতি বিষ্ণু, ২ (ভা ৮।১৮।৪) দেবতা—স্বামী। **-ধ্রক্** (ভা ৮।১৩।২৮) দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষিদের অন্য-তম। **-মিত্র** (ভা ১২।৬।৫৫) বাস্কলের ঋগধ্যয়নের শিষ্য। **-মিত্র** (ভা ১২।১।১৫) মৌর্য্যবংশীয় বৃহ-দ্রথের পুত্র। ২ (তর ১২।১।২৩) শুঙ্গবংশ্য দশ জন রাজার অন্যতম, পুষ্পমিত্রের পুত্র। **-মিন্ধ** (হরি ৫।২১৮) অগ্নি-প্রজ্বালক। **-মুগ্ধ** (ভা ১১।

২১।২৭) অগ্নিসাধ্য কর্মে অভিনিবেশ-বশতঃ লুপ্ত-বিবেক—স্বামী। **-বর্ণ** (ভা ৯।১২।৫) বশিষ্ঠের বংশে সুদর্শনের পুত্র। **-বল্লভা** (আ চ ১৫। ৩৪৪) স্বাহা। **-বিন্দু** (হ ৩।৭৭) জনৈক মহর্ষি, ইঁহার স্তবে শিব সন্তুষ্ট হইয়া কাশীতে 'বিন্দুমাধব' নামে অবস্থান করিতেছেন [স্কান্দে কাশী খণ্ডে]। **-বেশ্য** (ভা ৯।২। ২১) মনু-বংশীয় রাজা দেবদত্তের পুত্ররূপে আবির্ভূত বিষ্ণু। ইঁহার অন্য নাম—কানীন ও জাতূকর্ণ্য। **-শর্মা**—পুরীধামস্থ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক-বিশেষ। অন্য নাম—মুদিরথ (মুদ্রাহস্ত)। **-শিখা** (আ চ ১৭। ২৩৪) কুঙ্কুম, ২ অগ্নির শিখা। **-ষ্টুৎ** (ভা ৩।১২।৪০, হরি ৫।৪৬৬ [অগ্নি-ষ্টুঞ্‌ + ক্বিপ্‌] যজ্ঞবিশেষ, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ—স্বামী। **-ষ্টোম** (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্‌বলার গর্ভে জাত সন্তান। ২ (কৃষ্ণ ২৮) পঞ্চদিবস-সাধ্য বসন্ত-কালীন যাগবিশেষ। **-ষ্বাত্তা** (ভা ৪।১।৬১) পিতৃগণ, পত্নী—স্বধা। **-হোত্র** (ভা ৬।১৮।১) সবিতার ঔরসে ও পৃশ্নির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (তর ১১।১৮।১২) ব্রতবিশেষ। **-হোত্রী** (ভা ৯।১৫।২৫) কামধেনু —বি।

অগ্নির অঙ্গদেবতা (হ ২।৯৩) সহস্রার্চি, স্বস্তিপূর্ণ. উত্তিষ্ঠ-পুরুষ, ধূমব্যাপী, সপ্তজিহ্ব এবং ধনুর্ধর। **°অষ্টমূর্ত্তি** (হ ২।৯৪) জাতবেদাঃ, সপ্তজিহ্ব, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজাঃ, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ। **°দশ কলা** (হ ২।৫৭-৫৮) ধূম্রার্চি, উষ্মা, জলনী, জ্বালিনী, বিস্ফু-লিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা ও কব্যবহা। **°সপ্তজিহ্বা** (হ ২।৯২) হিরণ্যা, গগনা, রক্তা কৃষ্ণা, সুপ্রভা. বহুরূপা ও অতিরূপা। মতান্তরে—পদ্মরাগা, সুপর্ণী, করালী, ধূমিনী. শ্বেতা, লোহিতা ও মহা-লোহিতা। অন্য মতে—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও শুচিস্মিতা।

অগ্নীধ্র (তর ৫।১।৫২) মহারাজ প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের প্রধান—জম্বু-দ্বীপের শাসক।

অগ্নীন্ধন (গো ভা ৩।৪।২৫) অগ্নির আধান-(গ্রহণ)-পূর্বক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি।

অগ্ন্যাগার (ভা ৩।১৪।৯) অগ্নি-হোত্রশালা—স্বামী।

অগ্র (ভা ২।৯।৩২) সর্বলোকমুকুটমণি শ্রীগোলোক—শ্রীনি। ২ (আ চ ১৫।২৪৫) মুখ্য। ৩ (বি পু ৩। ১১। ৬৩) গ্রাসচতুষ্টয় অন্ন। **-জন্মা** (বৃ ভা ২। ৭। ৩২) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ২ (গো চ উত্তর ১১।৭০) ব্রাহ্মণ। **-জোষ** (আ চ ৫।১১৬) অগ্রবর্ত্তী। **-জ্বলন** (গো ভা ৪।২।১৭) নাড়ীদ্বার-মুখের প্রকাশ। **-ণী** (ভা ৮।১১।২৬) সারথি। ২ (ভা ১০।৩৭।২) অগ্র-ভাগে নির্গত ; ৩ (ভা ১১।১৬।২২) সন্মার্গ-প্রবর্ত্তক—স্বামী। ৪ (বৃ ভা ১।৩।৩৫) মুখ্যতর। ৫ (হরি ৫। ২৭২) শ্রেষ্ঠ। ৬ (গো চ পূর্ব ২১। ১১৫) অগ্রদূত। ৭ সেনাপতি। ৮ (সুধা ৩৭) মৎস্যাবতারে স্বশৃঙ্গে নৌকা আবদ্ধ করিয়া মনুপ্রভৃতিকে তাহাতে আরোহণপূর্বক ঐ নৌকাকে অগ্রভাগে নয়নকারী বিষ্ণু। **-দাস** রামানন্দী সম্প্রদায়ের কিলদাসের শিষ্য এবং নাভাজি বা নাভাদাসের গুরু। স্মরণে নিরত অগ্রদাসকে নাভাজি বীজন করিতেছেন—এমন সময়ে তদীয় কোন শিষ্যের নৌকা আটকাইয়া গেলে নাভাদাসজি সেই শিষ্যকে রক্ষা করত গুরুকে জানাইলেন। গুরু তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'ভক্তমাল' রচনা করিতে আজ্ঞা করেন। **-পদ্ধতি** (মালা প্রেমেন্দু° ৩৯) পথের অন্তভাগ—বল। **-বাল** (মালা ছ ১৮) চূর্ণকুন্তল। **-ভুক্‌** (ভা ৪।১৪।২৮) আরাধ্য—স্বামী। **-বন** (কৃ চ ৪।২৬।৩, রত্না ৫।১৭৯৩) আগরা, এস্থানে শ্রীপরশুরামের পিতা জমদগ্নির আশ্রম ছিল। **-সর** (ভা ১০।৮৭।২৪) পূর্বসিদ্ধ—স্বামী। ২ পূর্ব হইতে বর্ত্তমান, ৩ ইন্দ্রিয়ের অগোচর—সনা। **-স্তোত্র** (আ চ ১১।১০) সর্বাগ্রে প্রশংসনীয়।

অগ্রহণ (ভা ১০।২৭।৪) অজ্ঞান—স্বামী। [২ অনাদর]।

অগ্রায়ণ (গো চ পূর্ব ২৯।৩০) অগ্রে-গমন।

অগ্রাহ্য (ভা ১০।১০।৩২) পরম স্বাতন্ত্র্য হেতু বশের অশক্য—জী। ২ (সুধা ২০) উপাদান-স্বরূপ হইলেও মৃত্তিকাদির ন্যায় যিনি আধেয় হন না।

অগ্রিম (হরি ৭।৪৭০) [অগ্র+ইমচ্‌] উত্তম, ২ জ্যেষ্ঠ।

অগ্রিয়, অগ্রীয় (হরি ৭।৭০১, আ চ ৭।১০১, গো চ উত্তর° ৩।১৮) [অগ্রে ভব ইতি অগ্র+ঘ, ছ] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ২ শ্রেষ্ঠ।

অগ্রীকরণ (আ চ ১৪।১৩৭) প্রধানী-

করণ।

অগ্রীয় (আ চ ১০।৫৯, ৭।১০১) মুখ্য, উত্তম ; ২ (গো চ উত্তর ২।১৭) অগ্রবর্ত্তী। **-তা** (গো চ পূর্ব ৩৩। ১৮৩) প্রাধান্য।

অগ্রে (ভা ১২।২৫) পুরা—স্বামী। **-গা** (হরি ২।২৯) অগ্রে গমনকারী ; **-তাণ্ডব** (সিন্ধু ১।২।১২৭) ভাব-ভক্তি সহকারে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ভক্তগণের ভগবদগ্রে করতালিকা-বাদনপূর্বক নৃত্য—ভক্ত্যঙ্গ।

অগ্র্য (হরি ৭।৭০০, গো চ পূর্ব ১। ৪২, কৃ ভ ৩৩, চৈত ৪।২২।২৪) [অগ্রে ভব ইতি অগ্র+য] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ (চৈ না ১।৫৯) প্রচুরতর। ৪ (গো চ উত্তর ৪। ১০০) অগ্রবর্ত্তী। ৫ (আ চ ৭।১০২) অগ্রভাগ।

অগ্লোপিত্ব (হরি ৬।৪২৬) অ হইতে ঃ বর্ণের লোপ-সাধন।

অঘ (ভা ১।১৮।৪৯) অপরাধ—স্বামী। ২ (ভা ৩।১।৩৭) ক্রোধ-ব্যঞ্জক ব্যসন—জী। ৩ (ভা ৩।২৩। ৩) নিষিদ্ধাচরণ—স্বামী। ৪ (ভা ৭।৪।৪৩) দ্রোহ—স্বামী। ৫ দুঃখ—বি। ৬ (ভা ১০।১২।১৩) অজগররূপী অসুর—কংসানুচর, পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ সহোদর, শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হয়। ৭ (হ ১০।২০৫, ভাবনা ১৮।৪০, গোপা ১৩) পাপ। ৮ (আ চ ৪।১৮) সংসার-দুঃখ। ৯ (ভ চ ৭।২) পাপ তদ্বীজ ও অবিদ্যা-রূপ দুঃখ। **-কৃৎ** (১০।৪৭।৩৯) দুঃখদ—স্বামী। **-ত্র** (নি বি ৪৫) ব্যসন-মোচক, ২ অঘনাশন। **-মুক্তি** (ভা ১০।৩০।২৯) অপরাধ-ক্ষয়, ২ বিরহাদি দুঃখ-নাশ—সনা, জী। **-নোদক** (আ চ ৪।১৮) সংসারদুঃখ-নাশন। **-ভিৎ** (উ ৪। ২৩ ; পাপশূন্য, ২ দুঃখনাশন—বি। **-মর্ষণ** (ভা ৬।৪।২১) বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশস্থ তীর্থবিশেষ—প্রাচেতস দক্ষের তপস্যা স্থান। **-রিপু** (বিনা ৫।১৫) পাপনাশক, ২ শ্রীকৃষ্ণ। **-বৎ** (মালা চৈতন্যাষ্টক ২।২) পাপী—বল। **-বন** (রত্ন ৫।১৬১০) ব্রজে অঘাসুর-বধের স্থান। **-বিমর্ষণ** (ত র ৬।২।১৬) বিন্ধ্য পর্বতের তটবর্ত্তী পুণ্যতীর্থ—প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতি এস্থলে ত্রিকাল স্নান, পূজা, স্তুতি প্রণতি করিয়া নারায়ণের নিকটে বর পাইয়াছেন। **-শংস** (ভা ৫।২২।১৪) দুঃখসূচক—বি।

অঘায়ু (গীতা ৩।১৬) পাপ-জীবন—স্বামী।

অঘাসুর [অঘ ৬ দ্রষ্টব্য]। **-বধবেশ**—নীলাচলচন্দ্রের বেশ বা শৃঙ্গার-বিশেষ। চন্দনযাত্রার পূর্ণিমায় শ্রীজগন্নাথের বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদন-মোহনের এই বেশ হয়।

অঘৃণ (পদ্যা ২২৮) অকরুণ। [২ নির্লজ্জ, ৩ ঘৃণাশূন্য]।

অঘৃণী (ভা ১০।৭৭।২৩) স্থির—জী।

অঘোঃ [ব্য] সম্বোধনে। [বাঙ্গালা 'অগো, ওগো' শব্দ ইহার অপভ্রংশ]

অঘোর (কৃ চ ৩।১০।১৪) শিব। [২ প্রিয়দর্শন]।

অঘোষ—প্রাচীন বৈয়াকরণগণ কখ চছ টঠ তথ পফ শষস এই তের বর্ণকে 'অঘোষ' বা 'খস্‌' সংজ্ঞা দেন। (হরি ১।৩২) 'যাদব' বলে।

অঘৌঘ (হ ১০।৭৪) পাপসমূহ, ২ সংসার বেগ। **-মর্ষ** (ভা ১০।৮৪। ২৬) পাপসমূহ-নাশক-স্বামী। ২ অপরাধক্ষমাকারক—সনা।

অঘ্ন্যা (গো চ পূর্ব ১৮।২২) গাভী। [২ অবধ্যা]।

অঙ্ক (নাম ৩।৫১) কলঙ্ক। ২ দুষ্ট কর্ম। ৩ (হ ১৪।২৬৯) পার্শ্ব। ৪ (গো লী ১২।৯৩, ভাবনা ৪।৭৩) ক্রোড়। ৫ (গো লী ১৬।৬০) চিহ্ন। ৬ (গোপা ৩৫) পাপ। ৭ দুঃখ। ৮ (চৈ না ৩।১০) দৃশ্য কাব্যের বিভাগ-বিশেষ—(সাহিত্যদর্পণে ৬।৭) **-কলিত** (গো চ উত্তর ৩৭।১৯৫) ক্রোড়ে উপবিষ্ট। **-পালিকা** (গো বি ৩২) ক্রোড়। **-পালী** (মা ম ৩।১০২) আলিঙ্গন। **-মুখ** (ল না ১।২৭) নাটকীয় বীজের উত্থাপন। **-বিটঙ্ক** (ভা ৫।২।১০) নিতম্ব—স্বামী। **-স্রক্** (সা কৌ ১০।২৮) আলিঙ্গন। ২ অঙ্গস্থিত পুষ্পমালা। **-স্বরূপ** (না চ ৪১৪—৪১৮) যাহাতে নায়ক-চরিত্র প্রত্যক্ষ (সাক্ষাৎ ভাবে) সম্বদ্ধ হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণক (অল্পসমাস-ঘটিত গদ্যবিশেষ) থাকে, নাতীবগূঢ়-শব্দার্থযুক্ত, নাতি-প্রচুর পদ্য-বিশিষ্ট, প্রধানোদ্দেশ্যে বহু বহু কার্য্যে অযুক্ত, বীজের অসমাপ্তি-হীন, অনেকদিন-ঘটিত-কথা-বিবর্জ্জিত, দিন বা অর্দ্ধদিনের কথাযোগ্য বস্তু দ্বারা কল্পিত বৃত্তান্ত-সমূহে নির্মিত প্রবন্ধকে 'অঙ্ক' বলে। ইহাতে বর্জনীয় ব্যাপার—বধ, দূরাহ্বান, যুদ্ধ, রাজ্যাদিবিপ্লব, শাপ, মূত্র-পুরীষাদি-ত্যাগ, বিবাহ, সুরত, ভোজন, মৃত্যু, স্নান, অনুলেপন, নিদ্রা, চুম্বন, আলিঙ্গন এবং অন্যান্য লজ্জাকর ও

বীভৎস ব্যাপারাদি। অঙ্কান্তে সকল পাত্রই রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করিবে।

অঙ্কাবতার (নাচ ৪০৪) পূর্বাঙ্কের বিষয়-বস্তুর অনুবর্ত্তনকারী সকল পাত্র-কর্ত্তৃক তাহারই অঙ্গরূপে অবতারিত অন্য অঙ্ক। ['অর্থোপক্ষেপক' দ্রষ্টব্য]

অঙ্কাবিল (গৌকৃ ২।১৩) সকলঙ্ক।

অঙ্কাস্য (নাচ ৪০০) যেস্থলে একই অঙ্কে সকল অঙ্কেরই বস্তুসমূহ সূচিত থাকে এবং যাহাতে নাটকীয় বীজ-সূচনা থাকে, তাহাই 'অঙ্কাস্য' বা 'অঙ্কমুখ'। রসার্ণবসুধাকরে (৩।১৮৮—১৮৯) পূর্বাঙ্কশেষে সংপ্রবিষ্ট পাত্রগণ-কর্ত্তৃক ভাবিঘটনার সূচক—যাহাতে অঙ্কের অবিচ্ছেদও ধ্বনিত—তাহাই 'অঙ্কাস্য'। '[অর্থোপক্ষেপক' দ্রষ্টব্য]

অঙ্কিত—লাঞ্ছিত, ২ মুদ্রিত, ৩ অপমানিত, ৪ ক্ষোদিত।

অঙ্কুর (সিন্ধু ৩।২।১০৪) অগ্রভাগ। ২ (উ ১৪।১৭) কোরক। ৩ (লনা ৮।৯) রোমাঞ্চ—জী। ৪ নূতন উদ্ভিদ্। ৫ (চৈ ম মধ্য ৬।২৫) অলঙ্কার-বিশেষ। ৬ (রসিক পূর্ব ১।১২৭) শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর গোপকুলোদ্ভূত শিষ্য।

অঙ্কুরিত (মালা প্র গো^{0} ১) হরিত তৃণযুক্ত—বল। ২ [প্রকাশিত]

অঙ্কুশ-মুদ্রা (হ ৬।৩৭) মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি বাহির করত তর্জনীর মধ্য পর্বে সংযুক্ত করিয়া আকুঞ্চন করিলে 'অঙ্কুশ মুদ্রা' হয়।

অঙ্কুশী (ভ চ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ত-বর্ণের মূর্ত্তি।

অঙ্কোথ (সিন্ধু ৪।১।৫০) হস্ত ও চরণে কমল ও ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ প্রভৃতির সুষ্ঠু চিহ্ন—সল্লক্ষণ।

অঙ্ক্য (হরি ৫।১৬৯) পূজনীয়। ২ (আচ ২০।২৮) হরীতকীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট মৃদঙ্গ। ৩ নাটকের অঙ্ক-শোভিত।

অঙ্গ (ভা ১।১৪।৮) অংশ—বি। ২ স্বনাম-প্রসিদ্ধ রাজা - ধ্রুবের বংশে উল্মুখের ঔরসে জন্ম ; বেণের পিতা, পুত্রের ব্যবহারে দুঃখিতচিত্তে বনগমন করেন। ৩ (ভা ২।৯।৩০) সাধন—স্বামী। ৪ (ভা ৩।১৫।৪২, ১০।১৪।১৪) শ্রীমূর্ত্তি—স্বামী। ৫ অঙ্গীকার—জী। ৬ (ভা ৯।২৩।৫) যযাতি-বংশীয় বলি-রাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে জাত পুত্র। ভারতের পূর্বে অঙ্গ-রাজ্যের সংস্থাপক। ৭ (চৈভা আদি ১৩।১৬১) বর্ত্তমান বিহারপ্রদেশ (মুঙ্গের ও ভাগলপুর)। ৮ (ভা ১০।১৪।১৪) রূপ। ৯ (ভা ১১।২৯।২০, হ ১০।১৪৯, আচ ১৭।১১৩) [ব্য] সম্বোধনে, হে। ১০ (ভগ ১৫) সহায়—জী। ১১ (শেষ ৩।১৬) পরিপোষক, ১২ উপকারক। **-চেষ্টা** (ভা ১১।১৯।২২) লৌকিকী ক্রিয়া—স্বামী। ২ দন্তধাবনাদি দৈহিকী ক্রিয়া—বি। -জ (ভা ৩।১২।৩৩, উ ১৪।১০, গোচ পূর্ব ৩।৮৭, গোচ উত্তর ২৯।২৯, মাম ১।১৫) কাম। ২ (ভা ৫।১৮।১১) মল—স্বামী। ৩ (উ ১৪।১০) লোম। ৪ (মাম ১।১৫) দেহজাত। ৫ (মালা, প্রণাম ১) ঔরস পুত্র—বল। ৬ (উ ১১।৩) ভাব, হাব ও হেলা—এই তিনটি নায়িকাগণের অঙ্গজ অলঙ্কার। **-জনি** (মাম ৬।১০) পুত্র। **-জাঙ্কুশ** (উ ১৫।২৫০) কামাঙ্কুশ [নখ]—জী। **-জাঙ্ঘ্রিপ** (হ ৫।১৯১) কামবৃক্ষ। **-জামোদ** (ভাবনা ৮।৫৯) দেহজ সুখ, ২ কন্দর্পসুখ।

অঙ্গদ (ভা ৯।১০।১৯, গোচ পূর্ব ৩৩।৪৩) কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বালির পুত্র, তারার গর্ভে জন্ম হয়। শ্রীরামচন্দ্র বালিকে বধ করত সুগ্রীবকে রাজত্ব ও অঙ্গদকে যৌবরাজ্য দানপূর্বক কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ২ (ভা ৯।১১।১২) লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মাতা—ঊর্মিলা। ৩ (কৃগ ২২২, গোলী ১৯।৬০) বাহুভূষণ, লতার তন্তুসমূহে গ্রথিত বৃত্তাকারে সুসজ্জিত পুষ্পরাশিতে নির্মিত ত্রিবর্ণের তিনটি পুষ্প উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত করিয়া ইহার মুখ রচনা করে। ৪ (ভাবনা ৪।৭৯) অঙ্গ-খণ্ডনকারী। **-কঙ্কণ** (চৈচ আদি ১৩।১১২) চুড়ি, বালা, অনন্ত।

অঙ্গদসিংহ— রায়সেন-গড়-নিবাসী ক্ষত্রিয়রাজ সিলাহদী সিংহের পিতৃব্য। ইনি প্রথমতঃ হরিবিমুখ ছিলেন, পরে ভক্তিমতী স্ত্রীর কৃপায় ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ করেন। একবার ভ্রাতুষ্পুত্র সিলাহদী সিংহের সহিত যুদ্ধে গিয়া জয়লাভ করেন ; রাজা সিলাহদীর ১০৮টি রত্ন-খচিত মুকুট অঙ্গদের হস্তগত হয়। অঙ্গদ উহাদ্বারা ইন্দ্রিয় তর্পণ না করিয়া ভক্ত-সেবা করিতে লাগিলেন—পরে একটি মহামূল্য রত্ন পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেবকে পরাইতে ইচ্ছা করিলেন। রাজা জানিতে পারিয়া অঙ্গদের প্রাণনাশের চেষ্টা করিলে অঙ্গদ উহা লইয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন, কিন্তু রাজসৈন্যগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছলক্রমে পুষ্করিণীতে স্নানার্থ গিয়া সেই রত্নটি

জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে জলমধ্যে নিঃক্ষেপ করেন। জগন্নাথ অঙ্গদের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া উহা গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি শিরোভূষণরূপে ব্যবহার করিতেছেন। (ভক্তমাল ২২।২)

অঙ্গদা (কৃ গ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের জননী-তুল্যা গোপী। ২ (ভা ৩।১৭।১৭) বলয়—স্বামী। ৩ (হ ২।৬৩) চন্দ্রের চতুর্দশ কলা।

অঙ্গদী (ভাবনা ৪।৭৮) বাজুবন্ধ-যুক্ত।

অঙ্গন (হরি ৬।৩৫৭, ভাবনা ৩।৪) [আগচ্ছন্ত্যত্রেতি আঙ্—গমি + ঘঞ্] আঙ্গিনা।

অঙ্গনা (ভা ১০।৮২।৪৫, কর্ণা ২৮, হরি ৭।৯৪১) [প্রশস্তানি অঙ্গানি সন্ত্যস্যা ইতি প্রশংসায়াম্ অঙ্গ—ন স্ত্রিয়ামাপ্] পরমা সুন্দরী নারী—সনা। ২ (গোলী ৬।৬) প্রেয়সী। -**গ্রহ** (বিনা ২।১৫) স্ত্রী উপদেবী, ২ স্ত্রীতে আগ্রহবান্।

অঙ্গন্যাস (হ ৫।১৪৯—১৫৬) অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের চারি চারি বর্ণে অঙ্গ-চতুষ্টয় এবং শেষ দুই বর্ণে অস্ত্রনামক অঙ্গ কল্পনা করিবে। মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ যথা—করদ্বয়ের ভিতর, বাহির ও পার্শ্বদ্বয়, তৎপর অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলি-সমূহ। কেহ কেহ অঙ্গুলি সকলে পঞ্চাঙ্গন্যাসের সহিত পঞ্চবাণ ও পঞ্চ অনঙ্গের বিন্যাস স্বীকার করেন [বিশেষ বিবরণ আকরে দ্রষ্টব্য] হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ ও নেত্র—এই মন্ত্র-পঞ্চাঙ্গও স্বীয় পঞ্চাঙ্গে ন্যাসের বিধান আছে। ষড়ঙ্গন্যাসে পূর্ব-কথিত পঞ্চাঙ্গন্যাসের পরে সর্বাঙ্গে ন্যাসই কথিত হয়। সম্মোহন তন্ত্রে —একবর্ণে হৃদয়, বর্ণত্রয়ে মস্তক, বর্ণ চতুষ্টয়ে শিখা কবচ ও নেত্র এবং বর্ণ-দ্বয়ে অস্ত্রকল্পনার বিধি আছে। **-প্রত্যঙ্গ-ন্যাস** (মুক্তা ২৯১) পঞ্চাশ অক্ষরের ন্যাস-যোগ্য শরীরাবয়ব—ললাট, মুখবৃত্ত, দক্ষনেত্র, বাম নেত্র, দক্ষ কর্ণ, বাম কর্ণ, দক্ষ নাসা, বাম নাসা, দক্ষ গণ্ড, বাম গণ্ড, ওষ্ঠ, অধর, ঊর্ধ্ব দন্ত-পংক্তি, অধোদন্ত-পংক্তি, মস্তক, মুখমণ্ডল, দক্ষ বাহুমূল, দক্ষ কূর্পর, দক্ষ মণিবন্ধ, দক্ষিণ চেটো, দক্ষিণাঙ্গুল্যগ্র, বাম বাহুমূল, বাম কূর্পর, বাম মণিবন্ধ, বাম চেটো, বামাঙ্গুল্যগ্র, দক্ষ পাদমূল, দক্ষ জানু, দক্ষ গুল্ফ, দক্ষাঙ্গুলিমূল, দক্ষাঙ্গুল্যগ্র, বাম পাদমূল, বাম জানু, বাম গুল্ফ, বামাঙ্গুলিমূল, বামাঙ্গুল্যগ্র, দক্ষ পার্শ্ব, বাম পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, দক্ষ স্কন্ধ, দক্ষগ্রীবা, বাম স্কন্ধ, হৃদাদি-দক্ষিণকর, হৃদাদি বামকর, হৃদাদি দক্ষিণপাদ, হৃদাদি বাম পাদ ও হৃদাদি মুখ। **-মার্জন** (হ ১১।১২৯) শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গ হইতে পর্য্যুষিত অঙ্গরাগাদির উত্তারণ। **-রস** (অকৌ ১০।৪২) অপ্রধান অঙ্গ রসের অতিবিস্তৃত বর্ণনা —রসদুষ্ট, যেমন কিরাতার্জুনে সুরাঙ্গনা-বিলাসাদি। **-রাগ** (চৈত ১০।৪৮।৮) দেহ-বিলেপন ২ দেহ ও অনুরাগ। **-রাগভঙ্গ** (মালা যমুনা ৮) চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম ও কস্তুরী-মিলিত অনুলেপন-ধারণ। **-রাজ** (উ ১।৩৫) কর্ণ। **-রুহ** (ভা ১০।৩০।১০) গাত্রলোম—স্বামী। ২ তৃণাঙ্কুর—বি। **-ল** (আচ ২।১৫) অঙ্গনিষ্ঠ। **-লগ্ন** (আচ ১৪।৫১) অঙ্গসমেত। **-বাসঃ** (হ ৬।২৩৯) অঙ্গ-সম্মার্জনী। **-বিক্রিয়া** (নাম টী ৩।২২) রোমাঞ্চ, ২ হ ১১।৬১৭) নৃত্যাদি। **-বিলেপ** (ভা ১০।৪২।১' চন্দনাদি—স্বামী। ২ চতুঃসম (চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম)—বল। **-সংশ্রয়া** (কৃষ্ণ ১৫১) বক্ষোবিলাসিনী। **-সঙ্গী** [কৃ ভ ২৮ (ঘ) ৩] নিত্যপার্ষদ। **-স্রক্** (গোলী ১০।১০১) মাল্য, ২ আলিঙ্গন। **-হার** (উ ৯।৩৬, আচ ২০।৫৩) অঙ্গ-বিক্ষেপ, (ভরতের নাট্য শাস্ত্র ৪র্থ] ২ অঙ্গের হার—জী।

অঙ্গারক (ভা ৫।২২।১৪, আচ ৮।১২) [অঙ্গানি ইর্য়র্ত্তি প্রাপ্নোতীতি] দেহ-প্রাপক, ২ মঙ্গল গ্রহ ৩ (হ ১৬। ২৯৬) মঙ্গলবার। [৪ ঝিণ্টী, ৫ ভৃঙ্গরাজ ৬ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ]

অঙ্গারধানী (ভাবনা ১।১৬) অগ্নি-পাত্র।

অঙ্গিরঃসুত (ভা ১১।২৭।২) বৃহস্পতি—স্বামী।

অঙ্গিরাঃ (ভা ৩।১২।১৪, ৯।২।২৬, তত্ত্ব ২৫, বৃ ভা ২।২।৩৬) ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত প্রজাপতি—বৃহস্পতির পিতা। ২ (ভা ৬।৬।১৭) বৈবস্বত মন্বন্তরে বরুণের যজ্ঞে উৎপন্ন; ইহার দুই ভার্য্যা—স্বধা ও সতী। ৩ (ভা ৪।১৩।১৭) ক্ষত্রিয়।

অঙ্গিরা ছাতা মঠ—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের মঠ, দোল-মণ্ডপ সাহিতে অবস্থিত।

অঙ্গী (নাম টী ৩।২২) প্রধান, মুখ্য। **-রস** (সিন্ধু ৪।৮।৪২, ৪৯) বহু রসের মিলন-স্থলে মুখ্য বা গৌণ যে কোনও রসই হউক না কেন, তাহা যদি অন্যান্য রসকে অতিক্রম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা আস্বাদাতিরেক দান করে, তাহাই 'অঙ্গী'। মুখ্য অঙ্গী রস

সমানজাতীয় ও বিজাতীয় ভাবসকল দ্বারা আপনাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্বতন্ত্র বিরাজ করে। (উ ৫।৩) যে রসের নির্ব্বাহ করিতে প্রবন্ধটি প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাই অঙ্গী রস। (অকৌ ১০।৪২) অঙ্গিরসের (প্রধান-রসের) অনুসন্ধান না রাখিয়া গ্রন্থ রচনা করিলে রসদোষ হয়, যেমন—রত্নাবলী নাটিকায় চতুর্থাঙ্কে বাভ্রবীর আগমনে সাগরিকার বিস্মরণাদি।

অঙ্গুল (হয় ১।৭।৩) অষ্টযব-পরিমিত স্থান। 'যবাষ্টগুণিতোঽঙ্গুলম্' [মন্ব° ৫।৪]।

অঙ্গুলী-পরিমল (গোচ পূর্ব ৩০।৯৬) অঙ্গুলী-বিমর্দন।

অঙ্গুলীয় (হরি ৭।৫০৪) [অঙ্গুলি+ছ] অঙ্গুলি-সম্বন্ধীয়, ২ অঙ্গুরীয়ক।

অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত (গো ভা ১৩।২৪) শ্রীবিষ্ণু।

অঙ্গোচ্ছনাংশুক (কৃষ্ণা ২।২৮) গাত্রমার্জনী।

অঙ্গোপাঙ্গ-পূজা (হ ৭।৩৫৮—৩৬০) শ্রীমূর্ত্তিতে মন্ত্রবর্ণাদির ন্যাসস্থান-সমূহ, বেণু, মালা, শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভ ও শ্রীমূর্ত্তিস্থ মন্ত্রপদ অক্ষর-সকলকে গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চনা করিবে।

অঙ্ঘঃ (বৃ ১২।৯১, গোলী ১৬।২০) পাপ।

অঙ্ঘ্রি (ভা ১০।৮৭।২০) [অহি গতৌ] গতি, জ্ঞান—জী। ২ (বৃ ভা ২।৪।৬২) প্রান্তভাগ। ৩ (গোলী ১৯।১১০) চরণ। **-প** (গোচ পূর্ব ২২।১৫, উত্তর ৩৭।২১৯) বৃক্ষ। **-বন্ধ** (ভা ১০।১০।২৭) শিকড়—স্বামী। **-ভিৎ** (হরি ১।৪৫) হলন্ত চিহ্ন (ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্নবিশেষ)। **-শাখা** (ভা ১১।২।৫৪) অঙ্গুলি—স্বামী। **-হত** (ভা ১।৭।৭) পদস্পৃষ্ট—সনা।

অঙ্ঘ্র্যভিমর্ষণ (ভা ১০।৮৬।৪৩) পাদসম্মর্দনকারী—স্বামী। ২ পাদ-সম্বাহন—সনা।

অচ্—চতুর্দশ স্বরকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা 'অচ্' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন—(হরি ১।২) ইহাকে 'সর্বেশ্বর' বলা হইয়াছে।

অচক্ষাণ (ভা ১০।৩০।১) অদর্শন-প্রাপ্ত স্বামী।

অচক্ষুঃ (ভা ৩।২৯।৫) অজ্ঞ—স্বামী। [২ অন্ধ]

অচটুল (মালা দ্বিতীয় গোবর্দ্ধন° ৯) কৃতাসন, অচঞ্চল—বল।

অচণ্ড-কর (মালা ছন্দ ২৬), **-কিরণ** (ল না ৮।১৩), **-রশ্মি** (গোবি ৪৯) চন্দ্র।

অচর (গীতা ১৩।১৫) স্থাবর—স্বামী; ২ (আচ ১৫।১৯৯) নিশ্চল।

অচরিতোহ (আচ ৪।১৮) তর্কের অগোচর।

অচল (গীতা ২।২৪) স্থির, ২ (আচ ৫।১৮) পর্বত। ৩ (উ ১৪।৮৪) স্তব্ধ, স্পন্দন-রহিত। **-জা** (উ ৮।১০২, গোবি ৬।৯) দুর্গা। **-জাতা** (মাম ৭।৫৯) উমা। **-ধৃতি** (ছ ২।১৩০) ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-প্রতিষ্ঠ** (গীতা ২।৭০) বেলাতিক্রমহীন—স্বামী। **-ব্রহ্ম** (চৈ ম মধ্য ১৬।২১০) দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ। **-ভিৎ** (কৃচ ২।৩।২৭) ইন্দ্র। **-ভূতি** (ভা ১০। ৩৫।৮) নিশ্চল-শ্রী—স্বামী। **-রাট্** (ভা ৪।২২।৫৮) সুমেরু—স্বামী। **-বীণা** (আচ ২০।৬৩) সঙ্গীতশাস্ত্রে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরসমূহ-যুক্ত বীণাই 'অচল বীণা' নামে অভিহিত হয়।

অচলা (আচ ৫।১১৮) পৃথিবী। **-প্রতিষ্ঠা** (ভা ১১।২৭।১৩) স্থির প্রতিমা, শ্রীজগন্নাথাদি—বি।

অচাপল (গীতা ১৬।২) বৃথা কার্য্যের অকরণ—স্বামী।

অচিক্কণ-কণন (আচ ১২।১১৫) রুক্ষবাদী।

অচিৎ (ভা ১১।২৮।১১) অচেতন—বি। ২ মূর্খ।

অচিত (চৈত ৪।৮।৫৭) অলিপ্ত।

অচিন্ত্য (গীতা ২।২৫) চিন্তার অ-বিষয়—স্বামী। ২ অতর্ক্য—বি। ৩ (গো ভা ১।১।৩, সুধা ১০২) কেবল শ্রুতিমাত্র-গম্য—বল। ৪ (ভক্তি ১৬) দুর্ঘট-ঘটক—জী। ৫ (রত্ন ১।১৮) অক্ষজ-জ্ঞানাতীত। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্' [মহাভারত ভীষ্ম-পর্ব ৫ম]। তর্কযুক্তির অগম্য হইলেও শাস্ত্রগম্য বা শব্দ-মূলক। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রে (২।১।২৭) তত্ত্ববস্তুটিকে শব্দগম্য বলিয়াছেন এবং বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্যে (১০২) বলেন 'প্রমাণাদি-সাক্ষিত্বেন সর্বপ্রমাণা-গোচরত্বাদচিন্ত্যঃ। অয়মীদৃশ ইতি বিশ্বপ্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বেন চিন্তয়িতুম-শক্যত্বাদ্বাচিন্ত্যঃ'। শ্রীধরস্বামিপাদ (বিষ্ণুপু° ১।৩।১-২) বলেন—'অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্জ্ঞানম্' এবং শ্রীজীবপাদ 'দুর্ঘট-ঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্' বলিয়াছেন। তবেই স্থিরীকৃত হইল এই যে বিশ্ব-বিলক্ষণ, সর্বপ্রমাণের ও সর্বতর্কের অগোচর অথচ দুর্ঘট বিষয়ের সাধক যাহা, তাহাই 'অচিন্ত্য'। **-খ্যাতি**

(ভা ১১।১৬।২২ টী) অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদে বলা হয় যে খ্যাতিবাদিগণের বর্ণিত বিকল্পসমূহ ভগবচ্ছক্তিময়ই, সুতরাং কখনও পরস্পর ব্যুচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না; অতএব শক্তির অচিন্ত্যতা-নিবন্ধন সর্বত্র অচিন্ত্যখ্যাতিই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। **-জ্ঞান** (বি পু° ১।৩।২, ভগ ১৬) তর্কাসহ কার্য্যান্যথানুপপত্তি-প্রমাণক জ্ঞান; যাহা ভিন্ন বা অভিন্ন বিকল্পরূপে চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, অথচ অর্থাপত্তি-প্রমাণ-বলে বোধ্য—স্বামী। **-জ্ঞানগোচর** (বিপু ১। ৩।২) কোন প্রমাণ-সিদ্ধ কার্য্যের অন্য কোন প্রকারে উপপত্তি না হইলেও অগত্যা যে জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের বিষয়। লোকে মণিমন্ত্রাদি ভাববস্তুর শক্তিসমূহবৎ ব্রহ্মেও (অগ্নির দাহিকা-শক্তিবৎ) যে সকল শক্তি আছে, তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞান-গোচর।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ--অচিন্ত্যানন্ত-শক্তিশালী (অতর্ক্যসহস্রশক্তি—ভা ৩।৩৩।৩) পরতত্ত্বের শক্তিসমূহ ও শক্তি-পরিণত বস্তুসমূহের সহিত ঐ পরতত্ত্বের যে অচিন্ত্য (অপৌরুষেয় শব্দগম্য কিন্তু পুরুষের অর্থাৎ জীবের ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তি বা যুক্তিতর্কের অগম্য) যুগপৎ ভেদ ও অভেদযুক্ত সম্বন্ধ—তাহাই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ'। ভেদ ও অভেদের সহস্থিতি এবং উভয়ই সমভাবে সত্য ও নিত্য—ইহা অবোধ্য বা অচিন্ত্য বলিয়া মানব-যুক্তি বা ধারণায় প্রতীয়মান না হইলেও শাস্ত্রোপদিষ্ট বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট, কাশীতে কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে লক্ষ্য করত এই সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন। শ্রীসনাতন বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।২। ১৮৬) বৈষ্ণবতোষণীতে, শ্রীরূপপাদ লঘুভাগবতামৃতে ও শ্রীজীবপাদ ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনীতে এই বাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন; পরতত্ত্বের শক্তিমত্ত্ব ও শক্তির অচিন্ত্যত্ব ব্রহ্মসূত্রে (২।১।২৭,২৮) উক্ত আছে। শ্রী-শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অদ্বয়তত্ত্ববাদ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বের অদ্বিতীয়া স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির বৈচিত্রী স্বীকার করত অতি সূক্ষ্মতম বিচার বিশ্লেষণের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ' (ভা° ১।২।১১) শ্লোকটিকেই উপজীব্য করত পরতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, (ভগ ১৬)। এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্বই স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা সর্বদাই ভগবৎস্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চারিভাবে বিরাজমান। শ্রীজীবপাদ জীব ও প্রকৃতিকে তত্ত্ব' বলেন নাই। উহাদিগকে শক্তিরূপে স্থাপন করত পরতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। (ক্রম° ১।২।১২, তত্ত্ব ৫১, ভগ ১৬, ভক্তি ৬, ৭)। পরতত্ত্বকে নিঃশক্তিক বা নির্বিশেষ বলিলে সর্বশক্তিমানের পূর্ণতার হানি হয় (চৈচ আদি ৭। ১৩৮-৪০); এজন্য শ্রীজীব সশক্তিক পরতত্ত্বকেই পরব্রহ্ম বলেন। যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও যাঁহাতে অপরকেও বৃহৎ করিবার স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি আছে, তিনিই ব্রহ্ম। অদ্বয়তত্ত্বের সচ্চিদানন্দতাহেতু শক্তিও অদ্বিতীয়া, সচ্চিদানন্দাত্মিকা; সেই শক্তির ত্রিবিধ বৈচিত্র্য—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী (ভগ ১০২)। শক্তির ক্রিয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব। ব্রহ্মের শক্তি দুই প্রকারে অবস্থান করে—(১) কেবলমাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত ও (২) শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। শ্রীভগবদ্ধাম ও শ্রীভগবৎ-পরিকরগণ স্বরূপশক্তির বৃত্তি। অমূর্ত্ত-শক্তিরূপে শক্তিসমূহ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সহিত একাত্মতাপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন আর মূর্ত্তরূপে শ্রী-ভগবৎপরিকরাদি হইয়া প্রকট থাকেন (ভগ ১০২)। পরতত্ত্বের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী পরতত্ত্বে অবস্থান করেন। পরতত্ত্ব যখন রসাস্বাদনের নিমিত্ত সেই হ্লাদিনী শক্তির সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে তাঁহারই শক্ত্যংশ-স্বরূপ ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চার করেন, তখন সেই বৃত্তি কৃষ্ণপ্রীতিরূপে বৈচিত্রী ধারণ করত পরমাস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করেন (প্রীতি ৬৫)। ভক্তি ভক্তকোটিতে প্রবিষ্ট, ভক্ত ও ভগবান্‌কে বিগলন-কারিণী শক্তিবিশেষ (ভক্তি ১৮০)। অতএব সম্বন্ধিতত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্বে শ্রীজীবপ্রভু অদ্বিতীয়া সচ্চিদানন্দাত্মিকা স্বরূপশক্তির বৈচিত্রী ও বিলাস স্বীকার করেন। শ্রী-জীবমতে সম্বন্ধিতত্ত্ব—এক অদ্বিতীয়। তিনি উপাসকের প্রতীতিভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎস্বরূপে আবির্ভূত অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। তিনি অদ্বয় বলিয়া সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-

ভেদশূন্য অর্থাৎ পরতত্ত্বের দেহদেহী, প্রকাশ, বিলাস, বৈভবের মধ্যে জড়ীয় ভেদ নাই, কারণ তাহা স্বরূপ-শক্তিদ্বারা সংঘটিত, প্রকাশ-বিলাস প্রভৃতিতে কেবল শক্তি-প্রকটনের তারতম্যে লীলাবৈচিত্র্যই দ্রষ্টব্য। সেই অদ্বয়তত্ত্ব-প্রাপ্তির উপায়ও অদ্বিতীয়—স্বরূপশক্তির বৃত্তি অর্থাৎ ভক্তি। 'ভক্তিবিশেষই' পরমাত্মানুশীলন বা 'যোগ'; ভক্তি হইতে জ্ঞানকে পৃথক্ করিবার চেষ্টায়—(ভা ১।৫।৩৫) 'জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্' এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জ্ঞানকে স্বতন্ত্র অভিধেয় বলিয়া বিচারে কেবল ক্লেশমাত্রই লভ্য (ভা ১।৫।১২, ১০।২।৩২-৩৩, ১০।১৪।৩)। পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্রহ্ম-পরমাত্মার আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণভক্তিও সেইরূপ জ্ঞান-কর্ম-যোগের আশ্রয় (ভা ১।২।৬—২২, ২৮, ২৯, ১।৫।১২, ৩২—৩৬)। শ্রীজীবমতে প্রয়োজন-তত্ত্বও অদ্বিতীয়—'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'— কেবলপ্রীতি বা বিমুক্তিই প্রয়োজন। তদন্তর্গতই যোগির কৈবল্য ও জ্ঞানীর মুক্তি। কৈবল্য ও মুক্তির জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টাই কৈতব। গৌড়ীয় দর্শনে শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই এক অখণ্ড অদ্বয় বস্তু বা তত্ত্ব। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বা তচ্ছক্তির অলৌকিকত্ব-নিরূপণে 'অচিন্ত্য'-শব্দপ্রয়োগ গৌড়ীয় দর্শনেই দৃশ্য। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও অচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্মকে 'অচিন্ত্য' আখ্যায় শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নামে (১০২) আখ্যাত করিয়াছেন। "প্রমাণাদি-সাক্ষিত্বেন সর্বপ্রমাণাগোচরত্বাদচিন্ত্যঃ। অয়মীদৃশঃ ইতি বিশ্বপ্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ বা অচিন্ত্যঃ"। শ্রীধরস্বামী (শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকায় ১।৩।১-২) এবং শ্রীজীবপ্রভুর (ভগ ১৬) মতে অচিন্ত্য শব্দের অর্থ—শব্দমূলক শ্রুতার্থাপত্তিজ্ঞান-গোচর। শক্তি ও শক্তিমানে কেবল ভেদ ও কেবল অভেদ উভয় সাধনই দুষ্কর বলিয়া এবং যুগপৎ ভেদ ও অভেদ-সাধনের সঙ্গতিও একমাত্র পরতত্ত্বের অবিচিন্ত্যশক্তিমত্তা ও শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ ব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া শ্রীজীবপাদ অচিন্ত্য-শব্দগম্য ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে এবং ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির মতে যে ভেদাভেদ-স্বীকার—তাহা তর্কমূলক, খণ্ডনযোগ্য ও পরস্পর সঙ্গতিহীন; আবার মায়াবাদিগণের কেবল অভেদবাদেও ভেদাংশ ব্যাবহারিক বা প্রাতীতিকমাত্র, তথায় সদসদ-নির্বচনীয়ত্বের অন্তরালে মায়ার অস্তিত্ব স্বীকারে অদ্বৈতবাদের হানি হয়। ব্রহ্মের উভয় লিঙ্গ-স্বীকারেও অদ্বৈত-ব্রহ্ম দ্বিভাবগ্রস্ত হইয়াছেন, উহা শব্দপ্রমাণে সমর্থনীয় নহে, তর্কপর স্বকপোল-কল্পনামাত্র। অন্যদিকে গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইলেও তাহা বেদান্ত-সম্মত নহে। শ্রীরামানুজ শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ স্বীকার করেন—সর্বকারণ-সমূহের কারণত্ব-নির্বাহক কোনও অদ্রব্য-বিশেষই শক্তি, ইহা ধর্মবিশেষ বা বৃত্তিবিশেষ। শক্তিমত্তগবন্নিষ্ঠ ধর্ম-বিশেষ ভগবচ্ছক্তি-বাচ্য। (যতীন্দ্র-মতদীপিকা ১০ম) পরব্রহ্মের শক্তি সনাতন ও স্বাভাবিক; শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ, কিন্তু শক্তি স্বরূপানুবন্ধিনী (শ্রীভাষ্য ২।১।১৫)। শ্রীরামানুজকেও প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদী বলা চলে। শ্রীমধ্বাচার্য্য তত্ত্বমধ্যে অত্যন্তভেদ স্বীকার করেন—স্বতন্ত্রতত্ত্ব ঈশ্বর হইতে পরতন্ত্র তত্ত্বসমূহের নিত্যভেদ; জীবে-ঈশ্বরে, জীবে-জীবে, ঈশ্বরে-জড়ে, জীবে-জড়ে, জড়ে-জড়ে—এই পঞ্চভেদ বা দ্বৈত নিত্য, সত্য ও অনাদি (তত্ত্ববিবেক ১); শ্রীমধ্বাচার্য্য ত দ্বৈতবাদী বটেনই, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে পরতত্ত্বের অচিন্ত্য-শক্তিত্ব ও শক্তি এবং শক্তিমানে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে। (মুণ্ডকোপ° ৩।২।৮) 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ', (প্রশ্নোপ° ৬।৫) 'যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ' ও (বৃ ভা ২।২।১৯৬) যেমন সমুদ্রের একদেশ হইতে উদ্ভূত তরঙ্গ একাংশে লয় হয়, ঐ তরঙ্গ জলময়ত্বাদিগুণে সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য ও রত্নাকরত্বাদি গুণের অভাবে পার্থক্যলাভ করে; কেবল সমুদ্রে লীন হইয়াই পৃথক্‌রূপে দর্শনের অযোগ্য হওয়ায় ঐক্যপ্রাপ্ত হয়—তখন ঐ তরঙ্গ সমুদ্রের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে—এইভাবে কথিত হয় মাত্র; তদ্রূপ নিজের কারণ ব্রহ্মের তেজঃপ্রভৃতি স্থানীয় অংশমধ্যে মুক্তিকালে লীয়মান জীবগণ ব্রহ্মে ঐক্যপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত হয় মাত্র, কিন্তু স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ সীমাবদ্ধ জীবে অনন্তসুখঘনব্রহ্মত্বের প্রাপ্তি বলা যায় না। অতএব মুক্তিতেও

ব্রহ্ম এবং জীবের পৃথগ্‌ভাবে দর্শনের অভাবে অভিন্নতা এবং কোন অংশে পরিচ্ছিন্নরূপে লীনভাবে অবস্থানে ভিন্নতাও উক্ত হয়। এই জন্যই শ্রীভগবানের কৃপাবিশেষে ভক্তিসুখের আস্বাদনোদ্দেশ্যে সচ্চিদানন্দ-শরীর ধারণ করিবার জন্য কোনও মুক্ত জীবের পুনরায় পৃথক্ সত্তার লাভ সম্ভবপর হয়। এই সিদ্ধান্তের উপরেই ত শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের 'হে প্রভো! ভেদনাশ হইলেও আমি তোমার, কিন্তু তুমি আমার নহ, যেহেতু তরঙ্গ —সমুদ্রেরই, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের অধীন নহে'—এই ভেদাভেদ বিচার-মূলক বাক্য সুষ্ঠু উপপন্ন হয়। অবিদ্যাজনিত জীবত্বের ভেদ বিনষ্ট হইলেও কিন্তু 'তোমারই' শব্দপ্রয়োগ পুনরায় ভেদই সিদ্ধ করিতেছে। নতুবা পরনৈক্যাপত্তিতে 'হে নাথ! আমি তোমারই'—এতাদৃশ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য —যেমন পরিচ্ছন্ন নদীপ্রবাহ-সমূহ সমুদ্রে নামরূপ ত্যাগ করিয়া মিলিত হইলেও অপরিচ্ছিন্ন বিচিত্র-রত্নময় সমুদ্রত্ব প্রাপ্তি করিতে পারে না, বাহ্যসত্তার লোপহেতুই সমুদ্রতা-প্রাপ্তি বুঝায়, তদ্রূপ জীব মুক্তিতেও ব্রহ্মে সর্বথা ঐক্যপ্রাপ্তি করিতে পারে না। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও জীব স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ সর্বথাই ভিন্ন—মুক্ত জীবের জগদ্ব্যাপারে হস্ত নাই। বিভু চিৎ ব্রহ্ম—অণু চিৎ জীব। চৈতন্যাংশে উভয়ের অভিন্নতা অথচ স্বরূপে ও সামর্থ্যে চিরভিন্নতা। 'ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ' ব্রহ্মসূত্র (৪।৪।২১) অনুসারে বিমুক্ত জীবের ব্রহ্ম-সহ আনন্দোপভোগই স্বীকার্য্য। অংশী ও অংশের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান বলিয়া ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যেও সুতরাং সর্বদা ভেদাভেদ সম্বন্ধই স্থিরীকৃত হইল। শ্রুতিতে ভেদবাচক ও অভেদবাচক উভয়বিধ পরস্পর বিরোধী বাক্যসমূহেরও সমন্বয় করিতে হইলে এই সিদ্ধান্তই বলবত্তর হইবে। গৌড়ীয় দর্শনে ভেদাভেদ ব্যাপকতম ভূমিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত—সেই ভূমিকা হইতে দেখিলে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়—যে কারণে অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, ঠিক সেই কারণেই শ্রুতিতেও পরস্পর বিরোধী বাক্য-সমূহ বিদ্যমান। উভয়ের হেতুই এক ও অভিন্ন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শক্তি ও শক্তিমানের একান্ত অবি-চ্ছেদ্যত্বের উপরেই গৌড়ীয় আচার্য্যগণ ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। 'মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কিছু ভেদ' (চৈ চ আদি ৪।৯৭)। মৃগমদ ও উহার গন্ধে, অগ্নিতে ও উহার দাহিকাশক্তিতে যেরূপ ভেদ নাই, তদ্রূপ শক্তিমানে ও শক্তিতে ভেদ নাই। গন্ধ—মৃগমদের শক্তি, জ্বালা —অগ্নির শক্তি। শক্তিমানের স্বরূপে শক্তি অবস্থিত—উহারা পৃথক্ বস্তু নহে—একটির সহিত অপরটির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। পরব্রহ্মের অচ্ছেদ্যা স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তিটী স্বাভাবিকী (শ্বেতাশ্ব° ৬।৮), আগন্তুক নহে। কস্তুরীস্পৃষ্ট বস্তুর বা অগ্নিদগ্ধ লৌহাদির গন্ধ বা দাহিকা শক্তিটী আগন্তুক, স্বরূপসিদ্ধ নহে; কিন্তু পরব্রহ্মের শক্তিটী স্বাভাবিক। শক্তিমান্ ও শক্তি—অভিন্ন, মৃগমদ ও উহার শক্তি গন্ধ, অগ্নি ও উহার দাহিকা-শক্তি অভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ অভিন্ন কিনা, তাহা বলা যায় না—কারণ, মৃগমদ বা অগ্নির অদর্শনেও সময়বিশেষে উহার গন্ধ বা তাপ অনুভূত হয়। পরব্রহ্ম দৃশ্য না হইলেও তাঁহার শক্তির আভাস অল্পবিস্তর অনুভব-গোচর হয়। অতএব মৃগমদ ও তদ্-গন্ধে, অগ্নি ও দাহিকা শক্তিতে, পরব্রহ্ম ও তাহার শক্তিতে সম্পূর্ণ অভেদত্ব নিষ্পন্ন হয় না—তাহাদের মধ্যে কিছু ভেদও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা যায়। আবার সম্পূর্ণ ভেদ আছে—একথাও বলা কঠিন; কেননা জলের অম্লজান ও উদজানের মত কস্তুরী ও তাহার গন্ধকে সগন্ধ কস্তুরীর দুইটি উপাদান বলিয়া মনে করিতে হয়। যদি বা উপাদানই মনে করা হয়, তবে গন্ধের বহিষ্কারে কস্তুরীরও ওজন কমিবে, কিন্তু তাহা ত অভিজ্ঞতায় সুনিষ্পন্ন হয় না; সুতরাং কস্তুরী ও তাহার গন্ধকে দুইটি পৃথক্ বস্তু মনে করাও সম্ভব নহে। এইরূপে দেখা গেল যে কস্তুরী ও তাহার গন্ধের মধ্যে কেবল অভেদ-মননও যেমন দুষ্কর, তদ্রূপ কেবল ভেদ-মননও দুষ্কর—অথচ যুগপৎ ভেদ আছে, অভেদও আছে—এইরূপ মনে করিতে হয়। এবিষয়ে শ্রীজীবপ্রভু সর্ব-সম্বাদিনীতে সার-নিষ্কাসনক্রমে বলিলেন—শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীত হয় আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায়

না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। এজন্য শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ অভেদ ও ভেদই স্বীকার্য্য এবং তাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ শ্রুতার্থা-পত্তি-গম্য। যে জ্ঞান কোনও যুক্তি-তর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া যাহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহাই হইল অচিন্ত্য জ্ঞান। বিষ্ণুপুরাণ (১।৩।২) বলেন—সমস্ত ভাববস্তুর শক্তিই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। 'অচিন্ত্যজ্ঞান' বলিতে শ্রুতার্থাপত্তিই বাচ্য। যবক্ষার তিক্ত, কিন্তু কেন তিক্ত—ইহার উত্তর নাই। বিষ খাইলে মরে, কিন্তু কেন মরে ইহার কৈফিয়ত নাই, অথচ চিরসত্য। আধুনিক বিজ্ঞানও ইহার কারণ বলিতে পারে না। যাহা চিরসত্য, তাহাকেও ত উপেক্ষা করা চলে না, বিজ্ঞান তাহা অস্বীকারও করে না—এইভাবে যাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়—তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞান। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, তাহাও অচিন্ত্যজ্ঞান-গোচর।

শ্রীজীবপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদ অতিব্যাপক, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—উভয় জগতেই ইহার ব্যাপ্তি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অদ্বিতীয় অখণ্ড পরতত্ত্বই স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিবলে সর্বদাই ভগবৎস্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব (ধামাদি, লীলা-পরিকরাদি), জীব ও প্রধান-(প্রকৃতি)-ভেদে চতুর্ধা প্রকটিত হন। সার কথা এই—পরিদৃশ্যমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে যাবতীয় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যের বস্তুমাত্রই ব্রহ্মের সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধে গ্রথিত। এই সিদ্ধান্তেই সকল শ্রুতির প্রতি সমান মর্য্যাদা প্রদর্শিত হইয়াছে; ব্যাব-হারিক বা প্রাতীতিক বলিয়া কোন শ্রুতির উপেক্ষা প্রদর্শিত হয় নাই; জীবজগদাদি সত্য বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই; ব্রহ্মের শক্তি প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও [কারণ-স্যাত্মভূতাঃ শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্ *।] বাহ্যতঃ অস্বীকারে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক অতএব শূন্যত্ব-কক্ষায় পর্য্যবসায়িত করা হয় নাই। ইহাতেই মায়ারও শ্রুতিস্মৃতিবিহিত সন্তোষজনক উত্তর মিলে, শ্রুতির মুখ্যার্থ-ত্যাগে লক্ষণার আশ্রয় করারও প্রয়োজন নাই। জীব-ব্রহ্মের মধ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়া ভেদ-বাচক শ্রুতিবাক্যে ভেদদৃষ্টির প্রাধান্য এবং অভেদ-বাচক শ্রুতিবাক্যে অভেদ দৃষ্টির প্রাধান্যই সূচিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরিতে ও শিক্ষায় এই বাদটি লীলায়িত ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীস্বরূপ দামোদর-কৃত 'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ' শ্লোকের শ্রীকবিরাজ গোস্বামিকৃত ভাষায় এই তত্ত্বটি ব্যক্তীকৃত। 'রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ। মৃগ-মদ তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ'॥ তাৎপর্য্য এই যে পূর্ণতমা শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধা এবং পূর্ণতম শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই-এ এক এবং একে দুই হন। অনাদি কাল হইতে এই উভয়বিগ্রহ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও 'লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত দুই দেহ ধরেন'। দুই দেহ এক হইলে—দ্বিদল-যুগাত্ম-কলায়বৎ অভিন্নভাবে স্ফূর্ত্তি পাইলে—শ্রীগৌরস্বরূপ। বৃহদারণ্যক উপ-নিষদে (স হ এতাবানাস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ বাহ্যং ন বেদ ন চান্তরম্') উক্ত সংপরিষ্বক্ত পুরুষ-প্রকৃতির একীভূত-বপুই শ্রীগৌরাঙ্গ। 'নারী পুরুখ কোই লখই না পারয়ে, ঐছে পরিরম্ভণকি ভাতি।' ইহা হইল ভাবের লীলা—'ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই'। আবার যখন তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রস আস্বাদনে প্রবৃত্তি হয়, তখন তাঁহারা হন শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে দুই বিগ্রহ। 'অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি'। একাত্মকত্ব ও ভিন্নাত্মকত্ব অনাদিকাল হইতে প্রাপ্ত এবং চির সত্য। উভয় লীলাই যুগপৎ নিত্য। (চৈ চ মধ্য ৮।১৯৩) 'পহিলহি রাগ' গীতের 'না সো রমণ, না হাম রমণী'—এই পদটিতেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের চরম পর্য্যাপ্তি ভক্ত ভাবুক রসিকগণের চির অনুধ্যেয় সত্য।

অচিন্ত্যরূপ (গীতা ৮।৯) অপরিমিত-মহিম, যাঁহার মাহাত্ম্য পরিমাণ করা যায় না—তাদৃশ ব্রহ্ম।

অচিন্ত্য-শক্তি (তত্ত্ব ৪৩, সি ১।২০) স্বরূপানুবন্ধিনী (স্বরূপশক্তি) পরা শক্তি। ভগবৎস্বরূপ স্বয়ং বিস্ময়-ধর্ম্মিহেতু সর্ববিস্ময়াকর, স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত বলিয়া সর্বপূর্ণতাময়—অতর্ক্যসহস্রশক্তি অথচ উদাসীন।

* শাঙ্করভাষ্য ২।১।১৮

ঐ স্বরূপ যখন কার্য্যোন্মুখ হন, তখন তাঁহাকে 'শক্তি' বলা হয়। শক্তি—কার্য্যৈকগম্যা, রবির উষ্ণতার ন্যায় স্বরূপের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত প্রভাব-বিশেষ। এই স্বরূপশক্তির বলে একই ব্রহ্ম বা ভগবান্ (১) সূর্য্য, (২) অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজ, (৩) বহির্গত রশ্মি ও (৪) বহির্মণ্ডল (অন্ধকার-স্থানীয় ছায়া) অন্তরাদিত্যের এই চতুর্দ্ধা অবস্থানের ন্যায় (১) পরিপূর্ণরূপে, (২) বৈকুণ্ঠাদি-স্বরূপ-বৈভবে, (৩) চিদেকাত্মশুদ্ধজীব-রূপে ও (৪) বহিরঙ্গ বৈভব জড়াত্ম-প্রধানরূপে অবস্থান করেন। একই পরতত্ত্বের চতুর্দ্ধা অবস্থানের মূলে তদীয় স্বরূপশক্তিই নিয়ামিকা; ভগবান্ যেরূপ অচিন্ত্যাতর্ক্যস্বরূপ, তাঁহার চতুর্দ্ধা বিভক্ত রূপটিও তদ্রূপ অচিন্ত্যাদিধর্ম-বিশিষ্ট। অচিন্ত্য অতর্ক্য বস্তু-সমষ্টির একত্র এককালে অবস্থিতির ব্যবস্থা ঘটান বলিয়া স্বরূপশক্তিকে অচিন্ত্য ও 'দুর্ঘটঘটনা-পটীয়সী[১]' বলা হয়। শঙ্করও এই শক্তি স্বীকার করিয়াছেন —'কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্' [ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ২।১।১৮]।

অচির-প্রভা (বৃ ১৬।৫১) বিদ্যুৎ।

অচির-মুক্তি (ভক্তি ৬৩) বৈদিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতির আনুগত্যে অগ্নি, সূর্য্য, জল, অতিথি এবং নিজহৃদয়ে যিনি শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে পারেন, তিনিই অচিরাৎ মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

অচির-রোচিঃ (আচ ১১।১৪৭) বিদ্যুৎ।

অচেতাঃ (গীতা ৩।৩২, ১৫।১১, বৃ ভা ২।১।৭১) মন্দমতি, মূঢ়, সম্যগ্-বিচারশূন্য।

অচেষ্ট (চৈ ভা আদি ১৬।১২৩) স্পন্দনহীন।

অচৌর্য্য (হ ৭।২২৫-২৬) কূর্মপুরাণে আছে যে পুষ্প, শাক, জল, কাষ্ঠ, মূল, ফল ও তৃণ—এই সকল দ্রব্য (অদত্ত হইয়া) চোরিত হইলেও যদি ভগবানের জন্য আহৃত হয়, তবে তাহা চৌর্য্যমধ্যে গণ্য হইবে না। দেব-পূজার্থ কেবল একই ব্যক্তির উদ্যান হইতে না বলিয়া সতত পুষ্প গ্রহণ করিবে না।

অচ্ছ (হ ১৯।৮৯০, আচ ১।২৯, গোলী ২০।১১) নির্ম্মল। ২ (গোচ পূর্ব ৫।৬) স্পষ্ট। ৩ (মাম ৯।১১) অভিমুখে। ৪ (মাম ১।১১৪) নিকটে।

অচ্ছল (আচ ৬।৭) অকপট।

অচ্ছায় (গোভা ৩।২।১৯) প্রতি-বিম্ব-রহিত।

অচ্ছায়া (ভা ৮।৩।১৪) স্ফূর্ত্ত্যভাব —জী। ২ জ্বালা—বি।

অচ্ছাবাকীয় (হরি ৭।৮৫০) (অচ্ছাবাকস্য ভাবঃ কর্ম বেতি ছ) অচ্ছাবাক-নামক ঋত্বিকের ভাব বা কর্ম।

অচ্ছিদ্র (ল না ২।১৬) বৈদিক কর্ম-সমাপ্তিতে দোষাদির প্রতিশোধক মন্ত্রপূর্বক দানাদি। ২ (ভক্তি ৮) নির্দোষ।

অচ্ছূরি, অচ্ছূরিকা (ভা ১০।৫০।২৬, ৫।৩৩) চর্ম—স্বামী। ২ চক্র—বি।

অচ্ছেদ্যমূল (সিন্ধু ১।৩।৩৫) বদ্ধ-মূল।

অচ্যুত (ভা ৩।৩২।১৯) শ্রীহরি। ২ (ভা ১০।১১।১০) পরিপূর্ণ-সর্বার্থ—জী। ৩ চ্যুতিরহিত—বল। ৪ (ভা ১০।২৯।১০) অবিচ্ছিন্ন—সনা। ৫ (ব্র ৪৪) মহাপ্রলয়েও যাঁহার ভক্তগণের বিচ্যুতি ঘটেনা, তিনি—জী। ৬ (হরি ৩।৩) বর্ত্তমান কাল (লট্, বর্ত্তমানা)। ৭ (বিরু ৩২) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত প্রতি কলায় 'ন' ও 'জ' এই দুই গণে রচিত প্রতিপঞ্চমাক্ষর দীর্ঘ ও অন্ত্যস্বর শ্লিষ্ট-সংযুক্ত হইলে 'অচ্যুত' কলিকা হয়; যথা—পুলিন-বিহার, স্ফুরদুরুহার, প্রিয়পরিবার, স্তুতগণভার ইত্যাদি। ৮ (রসিক পূর্ব ১।৬১) শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পিতা। ৯ (রাধা ৭৭) শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ আবরণে অন্যতম পূজ্য দেবতা। **-গোত্র** (ভা ৪।২১। ২, হ ৫।৪৫৫ টী) বৈষ্ণব—স্বামী। **-চেতন** (ভা ৯।১৫।৪১) কৃষ্ণগত-চিত্ত। ২ চিচ্ছক্তি-চ্যুতিহীন—বি। **-জনক** (পদক ৭) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু। **-তা** (ভা ৭।৭।৫৪) অমৃততা —স্বামী। ২ (চৈত ৭।৭।৫৪) নিত্য-পার্ষদত্ব। **-নন্দন** (রসিক পূর্ব ১।১২৯) শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীলরসিকানন্দ দেব। **-পট্টনায়ক** (রসিক পূর্ব ৩।৫৪) শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পিতা—শিষ্ট করণ-কুলে ইহার জন্ম হয়। **-প্রেক্ষতীর্থ**—শ্রীমধ্বাচার্য্যের গুরু। **-ভাব** (মুক্তা ৬।২) বিষ্ণুভক্তি।

(১) একই পুরুষোত্তমে একত্ব ও পৃথক্ত্ব, অংশত্ব ও অংশিত্ব—এক কথায় বিরুদ্ধ রস ও বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ অসম্ভব নহে; দ্বারকায় যুগপৎ ১৬১০৮ মহিষীর গৃহে লীলা বিনোদাদি—একত্বেও পৃথক্‌ভাবের দৃষ্টান্ত।

-ক্রুট্ (ভা ৩।৯।৮) অবিচ্ছিন্ন ক্রোধ—স্বামী। -রূপতা (হ ১০।১৪০) বিষ্ণু-সারূপ্য, ২ নিজ স্বভাব হইতে কখনও কোনও প্রকারেই অভ্রষ্ট বৈকুণ্ঠবাসিগণের ভাব।

অচ্যুতা (চৈ ভা অন্ত্য ৪।২৯৬) শ্রীগৌরপ্রিয় শাকবিশেষ। 'প্রভু বলে—এই যে অচ্যুতানামে শাক। ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ॥' (গৌগ ৮৮) গোপী।

অচ্যুতানন্দ (গৌগ ৮৭-৮৮) শ্রী-গৌরপ্রিয় শ্রীঅদ্বৈত-তনয়, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য-প্রধান, ইনি পূর্ব্বে কার্তিকেয় ও অচ্যুতা নামে গোপী ছিলেন। -রাজা—সুবর্ণরেখা নদীর তীরে রয়ণি-গ্রামবাসী—ইঁহার পুত্র রসিকমুরারি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য হইয়াছিলেন।

অচ্যুতাভ (হরি ৫।২) বর্ত্তমান কালে কৃদন্ত প্রত্যয়—শতৃ ও শানচ্।

অচ্যুতেজ্যা (ভক্তি ৫২) শ্রীকৃষ্ণা-রাধনা।

অজ (ভা ৪।৩।১১) শিব। ২ (ভা ৫।১৫।৫) মনু-বংশ্য রাজা প্রতিহর্ত্তার ঔরসে স্তুতির গর্ভজাত পুত্র। ৩ (ভা ৬।৬।১৭) ভূতের ঔরসে সরূপার গর্ভজাত একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ৪ (ভা ৯।১০।১, ৯।১৩।২২) সূর্য্য-বংশীয় রঘুর পুত্র ও দশরথের পিতা। ৫ ঐ বংশীয় উর্জকেতুর পুত্র। ৬ (ভা ৪।২।১৭, ১১।১৬।২২, ১২।৮।৪০, বৃ ভা ১।৬।১১০) ব্রহ্মা। ৭ (ভা ৭।১১।৫) নারায়ণ। ৮ (ভা ৮।৮।২১, প্রীতি ১২০) কাল। ৯ (ভা ১০।৬।৬।৮) সূর্য্য। ১০ (ভা ১০।৫৯।৯) স্বতঃসিদ্ধ। ১১ (রত্নটী ৪।৩০) প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর—বল। ১২ (ভা ৬।১।৪৮) যম। ১৩ (সুধা ২৪, ৩৫) [অজ গতিক্ষেপণয়োঃ অচ্] স্ববিরোধিজনের দূরে নিক্ষেপক। -লোক (গৌ কৃ ১।৮) ব্রহ্মধাম, সত্যলোক।

অজক (ভা ৯।১৫।৩) চন্দ্রবংশীয় বলাকাশ্বের পুত্র।

অজঙ্গম (আচ ১৮।৪) স্থির।

অজড়ধী (ভা ৭।৫।৪৬) নির্ভয়চিত্ত—স্বামী।

অজথ্য (হরি ৭।৭১৩) (অজায় অজায়ৈ বা হিতমিতি অজ+থ্য) যূথিপুষ্প।

অজন (ভা ৯।৮।২১, ভক্তি ১০১, কৃবি ৯১ ক) ব্রহ্মা। ২ প্রাকৃত-জন্মরহিত—জী। ৩ (মালা স্ব° ১৩) জনশূন্য—বল। -জন্মর্ক্ষ (ভা ১০।৩।১) অ-(বিষ্ণু)-জাত যে ব্রহ্মা, তাহাতে অধিকৃত নক্ষত্র (রোহিণী)—স্বামী। -যোনি (ভা ৪।৩০।৪৮) ব্রহ্মা—স্বামী। -যোনিজ (ভা ৪।৩০।৪৮) দক্ষ।

অজনাভ-বর্ষ (ভা ৫।৪।৩, ৫।৭।৩, ১১।২।২৪) ভারতবর্ষ (অজ—ঋষভ-দেব, নাভি—তৎপিতা, তাঁহা কর্ত্তৃক পালিত রাজ্যের সংজ্ঞা)।

অজন্মা (চৈত ১১।৪।২২) অবিকৃত। (২ দুর্ভিক্ষ, ৩ অবৈধজাত, ৪ জন্ম-শূন্য)।

অজন্য (গোচ পূর্ব ৫।৬৬) উৎপাত। (২ অজননীয়)

অজপা—প্রাণবায়ু, হংসমন্ত্র।

অজমীঢ় (ভা ৯।২১।২১) পুরুবংশ্য হস্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র।

অজয় (ভা ১২।১।৫) মগধরাজ দর্ভকের পুত্র—শিশুনাগবংশীয় দশ নৃপতির অন্যতম। ২ বীরভূম জেলার নদী—ইহার তটে মধুরকোমল-কান্ত-পদাবলী-রচয়িতা শ্রীজয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব অবস্থিত। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নান্নুরও ইহার তীরেই অবস্থিত।

অজর্জ্জর (মালা উৎ ২৬, গোবি ২৩) নবীকৃত।

অজর্য্য (হরি ৫।১৬২) (নঞ্—জৄ ষ +যৎ) অনপায়, ২ অক্ষয়-সঙ্গমযোগ্য, ৩ (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৮০) সৌহার্দ্য।

অজল্প (রস ১৩৫) অসংলগ্ন বা অর্থ-হীন বাক্য।

অজবীথি (ভা ৫।২৩।৫) দেবযান; দক্ষিণ মার্গের প্রথমভাগ—মুলা, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র—জী।

অজহৎস্বার্থা (শেষ ২১৯, সস তত্ত্ব ৯) 'লক্ষণা'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

অজা (ভা ১০।১৩।৫২) মায়াদি বিভূতি—স্বামী। ২ নিত্যসিদ্ধা ভগবতী লক্ষ্মী, যোগমায়া—সনা, জী। ৪ (ভা ১০।৩।৫৭) প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা, নিদ্রা। ৫ কপট—প্রবো। ৬ (ভা ১০।৮৭।২৮) (অজতি ক্ষিপতি লাবণ্য-বৈদগ্ধ্যাদিভিরন্যাঃ) শ্রীরাধা—প্রবো। ৭ (রত্ন ৪।১২, গো ভা ১।৪।১০) প্রলয়কালে অতি-সূক্ষ্মভাবে অবস্থানবশতঃ যাহার কোন বিভাগ লক্ষিত হয় না, যিনি অনুভব-গম্য-সত্ত্বাদিসম্পন্না, কারণ-কার্য্যরূপা, তমঃশব্দবাচ্যা মূলপ্রকৃতি। সৃষ্টি-কালে সত্ত্বাদি গুণ উৎপন্ন ও নাম-রূপাদি বিভক্ত হইলে এই অজাই প্রধান, অব্যক্ত ও লোহিতাদির আকার ধারণ করে।

অজাকৃপাণীয় (হরি ৭।১০৬৬) (অজা কৃপাণমিব ইতি ছ) অজার আগমন-কালেই খড়্গপাত হইলে যেমন তাহার মরণ হয়, তদ্রূপ অতর্কিতভাবে কোন অপ্রত্যাশিত বধাদি হইলে 'অজাকৃপাণীয় বধ' বলা হয়।

অজাগলস্তন ন্যায় (চৈ চ মধ্য ২৪। ৮৮) ছাগীর গলদেশস্থ স্তন যেরূপ দুগ্ধদান করে না, তদ্রূপ বাহ্যিক আকারে প্রয়োজন-সাধক বলিয়া মনে হইলেও যাহা প্রয়োজন-সাধক হয় না, সেই স্থলে এই ন্যায়ের প্রয়োগ হয়।

অজাজী (কৃষ্ণা ২।৮৯) শ্বেত জিরা।

অজাত-ককুৎ (হরি ৬।৩৪৮) তরুণ গো, অল্পবয়স্ক গোবৎসাদি।

অজাতরূপ (আচ ১।১৩০) নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপ ২ অস্বর্ণময়।

অজাতশত্রু (ভা ১।১০।৩২, ১।১৩।৩১, ১১।১৯।১) যুধিষ্ঠির। ২ (ভা ১২। ১।৫) মগধরাজ বিধিসারের পুত্র। ৩ (গোভা ১।৪।১৬) কৌষীতকী ব্রাহ্মণে (৪) উক্ত ব্রহ্মবাদী কাশীরাজ। ইনি বালাকি-নামক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের অব্রহ্ম বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন-প্রক্রিয়া নিরাকৃত করিয়া উহাদের কর্ত্তাতেই ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

অজানজ (ভক্তি ৪৪) মহদাদি-তত্ত্বাভিমানী দেবতা, ইঁহারা শ্রীবিষ্ণুর অংশ বলিয়া অজ; কাল-লিঙ্গ—বিকৃতি, মায়া-লিঙ্গ—বিক্ষেপ এবং অংশ-লিঙ্গ—চেতনা; এই লিঙ্গ-ত্রয় আছে বলিয়া 'অজানজ' নামে খ্যাত।

অজামিল (ভা ৬।১।২১) কান্যকুব্জ-বাসী ধর্মপর যুবক বিপ্র, শূদ্রাতে আসক্ত হইয়া সদাচারাদিভ্রষ্ট হন। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল—নারায়ণ, মৃত্যুকালে যমদূতের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে পুত্র নারায়ণকে ডাকিয়াও নামাভাসে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। (মুক্তাফলের টীকা কৈবল্যে—'অজামি=অকুলীনা স্ত্রী বা দাসীকে যিনি গ্রহণ করেন', এই অর্থে 'অজামিল' পদ সাধিত হইয়াছে)।

অজিত (ভা ৫।১৮।২২, ৮।৫।৯, স ভা ১।২০৩) ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিষ্ণুর পরাবস্থতুল্য বৈভব-অবতার। ইহার পিতা—প্রজাপতি বৈরাজ এবং মাতা—সম্ভূতি। ইনি সমদ্র মন্থন-পূর্বক দেবগণের জন্য অমৃতাহরণ এবং কূর্মরূপে জলে প্রবেশ করত পৃষ্ঠে মন্থানদণ্ড মন্দরাচল ধারণ করেন। ২ (ভা ১০।১৩।৬০) যোগাদি মহা-প্রয়াসেও যাহাকে বশীভূত করা যায় না। ৩ (ভা ১০।৮৭।১৪) মায়া দ্বারা অনভিভূত—সনা। ৪ জয়াভাব —বি। ৫ (অজ গতৌ ভাবে) গতি —শ্রীনাথ। **-ক্রোধ** (সুধা ৬২) কালিয়-বিষয়ক ক্রোধও যাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্তি করিয়াছিল। **-দেবতা** (ভা ৪।২১।৩৭) বৈষ্ণব—স্বামী। **-শস্ত্র** (মুক্তা ১৫।৭) সুদর্শন চক্র—কৈ।

অজিন (গীতা ৬।১১) ব্যাঘ্রাদির চর্ম —স্বামী।

অজির (ভা ১।৬।১৪) ক্রীড়াস্থান। ২ (ভা ৩।২৩।২১) প্রাচীরের বহি-র্দেশ। ৩ (ভা ১০।৫।৬, আ চ ২০। ১৫৪, গো লী ৭।২১) প্রাঙ্গণ। ৪ (গো চ পূর্ব ৫।১৩) বিষয়।

অজীগর্ত্ত (ভা ৯।৭।২০) বৈদিক ঋষি। ২ ভৃগুবংশ্য। ইঁহার পুত্র শুনঃশেফকে রোহিত ক্রয় করত বরুণ-যজ্ঞের পশুরূপে পিতা হরিশ্চন্দ্রকে প্রদান করেন।

অজীব (ভা ২।৫।৩৪) অচেতন—স্বামী। ২ (ভা ৩।২৯।২৮) জীর্ণ শস্যাদি—জী। ৩ শুষ্ক তৃণাদি—বি। ৪ (আ চ ১।২২) বৃহস্পতি-শূন্য, ৫ অবিদ্যাবৃত পুরুষশূন্য। ৬ (গো ভা ২।২।৩০) জৈন-মতে জীবের ভোগ্য পদার্থসকল।

অজীবনি (হরি ৫।৪৫৬) (অ—জীব+ভাবে অনি) অভিশপ্ত মৃত্যু, ২ ধিক্কৃত জীবন। ৩ (গো চ পূর্ব ৫।৪) জীবনের অভাব।

অজেশ (কৃ বি ৯৮) মায়া-নিয়ন্তা।

অজৈকপাৎ (সভা ১৫৪) একাদশ ব্যূহ রুদ্রের একতম। (ভা ৬।৬। ১৮) ভূতের ঔরসে ও সরূপার গর্ভে জাত। ২ (বি পু ৩।১৪।৯) পূর্ব-ভাদ্রপদনক্ষত্র।

অজ্ঞ (ভা ৩।১৮।৩) (নাস্তি জ্ঞো যস্মাদিতি) সর্বজ্ঞ। ২ মূর্খ; ৩ (ভা ৬।১।৪৯) অবিদ্যোপাধিজীব—স্বামী। ৪ (ভা ১০।৪।২২) আত্মানু-ভবশূন্য—জী। ৫ জ্ঞাননিষ্ঠাহীন—সনা। ৬ ভগবদ্বহির্মুখ—সনা, জী।

অজ্ঞান (রত্ন ৫।৭) জ্ঞানাভাব, ২ (গীতা ১৬।৪) অবিবেক—স্বামী। ৩ অবিদ্যা। ৪ মায়াবাদিবেদান্তি-মতে 'অনাদিভাবরূপং যদ্বিজ্ঞানেন বি-লীয়তে। তদজ্ঞানমিতি প্রাজ্ঞা লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে।' (সর্বদর্শন°) ৪ (সস ভগ ১০) অবিদ্যার অন্তর্বর্ত্তিনী অপরা বিদ্যা। **-তমোধর্ম** (চৈ চ আদি

১।৯৪) অজ্ঞতারূপ অন্ধকারের ফল-স্বরূপ পুণ্যপাপাদি। -দ (আ চ ১৩।১৭) অবিদ্যা-নাশক। -সংজ্ঞ (বৃ ভা ২।২।১৭২) অজ্ঞানবশতঃই যাহার নামকরণ হয়, ফলতঃ যাহার বাস্তব সত্যতা নাই—সেই মোক্ষ। **-আদি দোষ** (চৈচ আদি ১।১০৭) অজ্ঞান—স্বরূপের অপ্রকাশ, বিপর্যাস—দেহাদিতে অহংবুদ্ধি, ভেদ—দ্বিতীয়া-ভিনিবেশ বা ভোগেচ্ছা, ভয়—ভোগে-চ্ছায় বিঘ্নাশঙ্কা, শোক—নষ্ট বস্তুর জন্য দুঃখ। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আঠার দোষ—(সিন্ধু ২।১।২৪৭-৪৮) মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উল্বণ কাম, লোলতা, মত্ততা, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, সত্য-বৈষম্য ও পরাপেক্ষা।

অঞ্চক (ভাবনা ৭।২৯) প্রাপক।

অঞ্চন (ভা ১০।৪৪।১৩) সম্মানন—সনা। ২ (ভা ১০।৪৪।১৩, গোলী ১০।৫৯) ভ্রমণ। ৩ (ভাবনা ৪।২১) প্রাপণ।

অঞ্চল (নামটী ৯।৯) একদেশ। ২ (বিনা ৪।১৬, চৈনা ৩।১৫) প্রান্তভাগ।

অঞ্চি (গোচপূর্ব ২১।১৮) সম্মান।

অঞ্চিত (হরি ৫।৫০, গো চ পূর্ব ১।৮, গো লী ১৭।৬৫) পূজিত। ২ প্রাপ্ত। ৩ (গো লী ২।৭৫) বদ্ধ। ৪ (গো লী ১৪।১০৭) যুত। ৫ (গো লী ১৭।৬৫) শোভিত। ৬ (ভাবনা ৯।৫০) উত্থিত। ৭ (ভাবনা ৩।৩৪) প্রশস্ত।

অঞ্চী (আ চ ১৫।২৫৩) পূজক।

অঞ্চ্য (হরি ৫।১৬৯) গম্য।

অঞ্জঃ (ভা ৬।১৮।৪৫) যথাবৎ। ২ (ভা ৬।১৮।৫৫) তত্ত্ববুদ্ধি, ৩ সাক্ষাৎ, ৪ (ভা ১০।১৪।৫) সুখে, অনায়াসে; ৫ (ভা ১১।২।৩৪) সুকর—স্বামী। ৬ অব্যবধান—জী। ৭ শীঘ্র—বি। ৮ (ভা ১১।৩।১৭) তত্ত্ববিচার—স্বামী। ৯ (চৈ ত ১০। ২৯ ।৩৬) সুব্যক্ত।

অঞ্জন (ভা ১।৩।২৪) গয়াপ্রদেশস্থ বুদ্ধের পিতা—মতান্তরে অজিন। ২ (ভা ১৫।১২, ভক্তি ২৩, ভগ ৮০) [অজ্যতে অনেনেতি] উপাধি। ৩ (ভা ৪।২৪।৪৪) ব্যঞ্জক—স্বামী। ৪ ম্রক্ষণ, ৫ অত্যাশক্তি বি। ৬ (হ ১৯।৪৯) কৃষ্ণাগুরু। ৭ (উ ১১।৭১) অবিদ্যা। ৮ (বি না কজ্জল। ৯ (গো চ ৩৭।১৪৮) গতি। **-ক্ষোদ** (বি না ৩।২০) কজ্জলচূর্ণ। **-ত্বিট্** (ভা ৮।২২।১৩) শ্যামবর্ণ—স্বামী। **-সুত** (ভা ১।৩ ২৪, কৃষ্ণ ২৪) গয়াপ্রদেশে অসুর-মোহনার্থ অবতীর্ণ বুদ্ধদেব।

অঞ্জনা (কৃ গ ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ-তুল্যা গোপী।

অঞ্জনী (চৈ না ৩।৫১) কজ্জলযুক্তে, ২ চন্দনাদিলেপযুক্ত।

অঞ্জলি (ভা ১০।৩২।৪) মিলিত করতলদ্বয়—স্বামী।

অঞ্জলী (হ ৭।১৭২) শ্যাম পুষ্প-বিশেষ।

অঞ্জসা (ভা ১।১।৯, ১১।২৯।১, ভক্তি ৮৩, বৃ ভা ২।৪।৫১) সুখে, অনায়াসে। ২ (ভা ১।১।৯) সরল-ভাবে। ৩ (ভা ২।৯।১, কৃষ্ণা ৩। ৭৩) তত্ত্বতঃ। ৪ (ভা ৫।৩।৮) সাক্ষাৎ; ৫ (ভা ১১।২৯।১) সুবোধ্য-রূপে স্বামী। ৬ শীঘ্র—বি। (ভক্তি ৭৩). আনুষঙ্গিকরূপে। ৮ (মুক্তা ১৫।১৫) নিশ্চিত।

অঞ্জিত (গো পা ২৭) ব্যক্তীভূত। ২ (সা কৌ ৪।১২) প্রধানীভূত—বল।

অঞ্জিতাক্ষ (হব ৩।৩।১৫) সূক্ষ্মদৃষ্টি।

অঞ্জীর (গো লী ১৫।১২৩) পেয়ারা।

অটন (গো লী ১।২৪) গমন।

অটমান (ভা ১২।১।২২) মগধের শূদ্র রাজা মেঘস্বাতির পুত্র। [২ ভ্রমণশীল]।

অটরূষক (হ ৭।১৬৫, ল না ৬।৪) বাসকবৃক্ষ বা পুষ্প।

অট্ট (ভা ১০।৬৬।৪১) মঞ্চ—স্বামী। ২ (চ চ ২।২৯, ভাবনা ৩।৫৪) অট্টালিকা। ৩ (হব ১।৫৭) চতুষ্ক। **-অট্ট** (চৈ ভা আদি ১৬।২৬) অত্যুচ্চ— অট্টঅট্ট মহাহাস্য'।

অট্টট্ট (ব্য) উচ্চশব্দে।

অট্টশূল (হ ব ৩।৩।১৩) অন্নবিক্রয়ী।

অট্টহাস (ভা ৪।৫।১০) কঠোর হাস্য—স্বামী। ২ (আ চ ১।৪৯) অট্টালিকার প্রকাশ। ৩ (সিন্ধু ২। ২।১৭) হাস্য হইতে ভিন্ন অথচ চিত্তবিক্ষেপ-জাত হাস্য। লক্ষণ—'উৎফুল্লনাসিকারন্ধ্রমালোড়িত মুখে-ক্ষণম্। উদ্ধতং বিকৃতাকারং নাট্যে-ঽট্টহসিতং বিদুঃ'—জী।

অট্টাল (ভা ৮।১৫।১৪) প্রাচীরের উপরে রচিত উন্নত স্থল—স্বামী। ২ প্রাসাদ।

অডড, অডডতালী (আ চ ২০।৪৭) তালবিশেষ।

অণ্ (হরি ১।১০) প্রথম ছয় স্বরবর্ণ—হরিনামামৃতে অনন্ত'।

অণক (হরি ৬।২২) কুৎসিত।

২ অধম, ৩ অতিক্ষুদ্র, ৪ দুঃখ।

অণিকর্ত্তা (হরি ৪।২৯) ব্যাকরণে—ধাতুতে ণিচ্ প্রত্যয় করিবার পূর্ব-কালীন কর্ত্তা। ণিচ্প্রত্যয়ান্তে উহার নাম হয়—প্রযোজ্য কর্ত্তা।

অণিমা (ভা ৩।২৫।১৭) সূক্ষ্ম—স্বামী। ২ দুর্জ্ঞেয়—জী। ৩ পরমাণু-প্রমাণ। ৪ (ভা ১১।১৫।৪) শিলার মধ্যেও প্রবেশযোগ্য সূক্ষ্মতারূপ সিদ্ধিবিশেষ। ৫ (আ চ ৮।১৪) কৃশতা।

অণীয়ান্ (ভা ৯।১৮।৫০) দুর্জ্ঞেয়—বি। ২ সূক্ষ্মতর।

অণু (সুধা ১০৩) জীবের সহিত সুষুম্না নাড়ী দ্বারা গমনকৃৎ। ২ (পরম ৩২) পরমাণু, অতিসূক্ষ্মাংশ ৩ (বি পু ১।৬।২১) ক্ষুদ্র শালি। **-কট** (হরি ৭।৮৮১) ধান্যের চূর্ণ। **-ঘণ্ট** (মালা গোবিন্দ ১২) ক্ষুদ্র ঘন্টিকা। **-চৈতন্য** (প্র ৬।১, ম্ব ৩।১) বিরাট চৈতন্যের অতিক্ষুদ্রাংশ। পরমাত্মার বৈভব জীবগণ পূর্ণ বা বিভু চৈতন্য পরমেশ্বরের অতিক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া 'অণুচৈতন্য-স্বরূপ'। **-ভাষ্য**—শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। ইহাতে অধিকরণ-তাৎপর্য্য অতিসংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে। ২ শ্রীবল্লভাচার্য্য-কৃত ভাষ্য। **-ব্যাখ্যান**—শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত ভাষ্য।

অণ্ড (ভা ১০।৮৭।১৭) সমষ্টি-ব্যষ্টি রূপ দেহ, ২ (ভা ১১।২২।১৮) কার্য্য—স্বামী। **-কড়ম্বর** (মালা গোবিন্দ ২৬) ব্রহ্মাণ্ড-বিস্তার। **-কোষ** (ভা ৩।৬।১৬) ব্রহ্মাণ্ড—স্বামী। **-জ** (গো লী ১১।১০১) মৎস্য। **-জ-রাজ** (গোবি ১৩৭) মকর। **-জেন্দ্র** (ভা ৮।১০।৫৭) গরুড়। **-জেশ** (গো লী ১৭।৫১) মকর।

অণ্বী (সিন্ধু ১।২।২৪) মোক্ষরূপা, সূক্ষ্মা দুর্জ্ঞেয়া পার্ষদ-লক্ষণা (গতি)—জী। **-গতি** (প্রীতি ৫১, দু ১৪১) মোক্ষ।

অতগ্রাম (রত্না ৫।৬১৪) গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম - সখাগণ সহ শ্রী-কৃষ্ণের বিলাস-ভূমি।

অতৎ (ভা ২।২।১৮) চিদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু—জী।

অতত্ত্বজ্ঞ (চৈ চ অন্ত্য ৫।১২০) শ্রৌতসিদ্ধান্ত-বোধহীন।

অতত্ত্বার্থবৎ (গীতা ১৮।২২) পরমার্থা বলম্বনশূন্য—স্বামী।

অতিথি (ভা ৯।২২।১-২) কুশের পুত্র ও নিষধের পিতা।

অতদ্গুণ (অকৌ ৮।৫৪) উৎকৃষ্ট বস্তুর সন্নিহিত হইয়াও যদি কোন বস্তু উহার গুণগ্রহণ না করে, তবে সে স্থলে 'অতদ্গুণ'- নামক অলঙ্কার হয়। **-সংবিজ্ঞান** (হরি ৬।১১) যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্য-মান পদার্থের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় থাকে না; যেমন 'দৃষ্টসমুদ্রমানয়'—এই বাক্যে আনয়ন-ক্রিয়াতে দৃষ্ট-সমুদ্র ব্যক্তির অন্বয় আছে, কিন্তু সমুদ্রের অন্বয় নাই, সুতরাং ইহাকে 'অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' বহুব্রীহি বলে। ('তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান' দ্রষ্টব্য)।

অতদ্বিদ্ (ভা ৪।২৯।৪৯) অবেদজ্ঞ—স্বামী।

অতদ্ব্যাবৃত্তি (রত্ন ৬।৫৬) তাহা-ভিন্ন অন্য বস্তুর নিরসন।

অতনু (গী গো ৪।১৯) প্রচুর, ২ (গো লী ১৮।৬৭, ভাবনা ৯।২৩) কাম-দেব। ৩ শ্রেষ্ঠ, ৪ (গো চ উত্তর ৮।৮) স্থূল। ৫ (আ চ ২২।২৫) সম্পূর্ণ। **-ক** (ভাবনা ৪।৫) বহুসুখ, ২ কন্দর্পজনিত সুখ। **-চকিত** (ল না ৫।২২) কামবিদ্ধ, ২ অতিভীত।

অতন্দ্রিত (হ ৩।১২৩, পদ্যা ৫০) অনলস। ২ (গীতা ৩।২৩) সাবধান—বল।

অতন্নিরসন (ভা ১০।৮৭।৪১) ব্রহ্ম-নিরূপণে অন্যসর্ব-পরিত্যাগ; (রত্ন ৪।৩৫) পাষাণাদির অপসরণক্রমে যেরূপ মণিক্ষেত্র হইতে মণিলাভ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মলাভার্থ প্রকৃত্যাদি অন্য-বস্তুর নিরসনকেই 'অতদ্বস্তু-নিরসন' কহে—বল। **-মুখব্রহ্মক** (ভা ১০।১৩।৫৭) 'ব্রহ্মবস্তু ইহা নহে, উহা নহে' ইত্যাদিরূপে জড়জ্ঞানের নিরাসে উপনিষদ্ দ্বারা যে স্বরূপের জ্ঞান হয়—স্বামী।

অতপস্ক (গীতা ১৮।৬৭) ধর্মানুষ্ঠান-হীন—স্বামী। ২ অসংযতেন্দ্রিয়—বি।

অতপস্বী (গো ভা ৩।৪।৫০) অজিতেন্দ্রিয়।

অতপ্ততপাঃ (ভা ৩।২।১১) তপস্যা-হীন—স্বামী।

অতর (আ চ ১১।৩০৬) দুস্তর।

অতর্কিত (মালা উৎকলি° ৩৩) আকস্মিক—বল। ২ (পদ্যা ৫০) চকিত, অনলস।

অতর্ক্যকৃৎ (ভা ১০।৫৯।৪৩) অচিন্তনীয় কর্ম-সম্পাদক—স্বামী। ২ অনন্ত-শক্তিময়—জী।

অতল (ভা ৫।২৪।১৬) সপ্ত পাতালের প্রথম; ময়-পুত্র বল-নামক অসুরের

বাসস্থান।

অতলিন (গো চ পূর্ব ২১।৩০) অবিরল, ২ অনল্প।

অতসী (পদা ১২০) তিসী বা মসিনার সুনীল পুষ্প।

অতানব (আ চ ১৫।৬৭) বাহুল্য।

অতান্ত (আ চ ৮।৫৩) প্রফুল্ল।

অতি (ব্য) অধিকার্থে। **-কর্ণ্য** (গো চ উত্তর ৩৭।২১৯) অতিখ্যাত। **-কায়** (ভা ৯।১০।১৮) এক রাক্ষস-সেনানীর নাম। **-কাল** (আ চ ১৪। ৩৮) অতিশ্যামল, ২ কালাতীত, অসময়। **-কীটক** (হ ১১।৬৮৬) কীটবৎ অতিপীড়াকর। **-কৃতি** (ছ ১।২৯) শ্লোকের প্রতিপাদে পঁচিশ অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত। **-কৃষ্ণ** (স না ১।৫৭) সুশ্যামল, ২ শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রমকারী। **-ক্রম** (ভা ৫।৯।১৯, ভগ ৭৮) অপরাধ। ২ (ভা ১০। ৪।৪৬) অভিভব—সনা। ৩ অনাদর —জী। **-ক্রমণ** (চৈত ১০।৩৫।৩) পরিভব। **-গব্য** (হরি ৭।৭৩০) (গামতিক্রান্তঃ অতিগুস্তস্মৈ হিতমিতি অতিগু+য) অতিমূর্খের হিতকর ২ বাক্যের অগোচর, ৩ ইন্দ্রিয়ের অগোচরে হিতজনক। **-গ্রহ** (গো ভা ১।৪।১) ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক শব্দাদি বিষয়। **-চত্বাঃ** (আ চ ১৫।১১১) চারিটির অতিক্রমকারী। **-চরিষ্ণু** (গোচ পূর্ব ২২।৯০) অতিক্রমণশীল। **-চার** (ভা ৩।১৪।৩৮) অতিক্রমণ—স্বামী। **-চারী** (হরি ৫।৩২৪) অতিবেগে গমনশীল, ২ অতিক্রমকারী। **-জগতী** (ছ ১।২৮) শ্লোকের প্রতিচরণে তের অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত। **-তর** (পদক ২৮৯১) অত্যন্ত। **-তরাম্** (মালা চৈতন্য ২। ১) অতিশয়িত। **-ত্রস** (আ চ ১৫।২২) ধীর। **-ত্বৎ** (হরি ২।১৯৫ তোমাকে অতিক্রমকারী।

অতিথি (ভা ৫। ৬।৩৫) পূর্বে অজ্ঞাত ব্যক্তি—স্বামী। ২ (ভা ৯।১২।১) সূর্য্যবংশীয় শ্রীরাম-নন্দন কুশের পুত্র। ৩ (ভা ১১।২৩।৭) পথিক—স্বামী। ৪ (গো ভা ৩।৩।৫১) হরিভক্ত। **-দেব** (গো ভা ৩।৩।৫১) [অতিথয়ো হরিভক্তা দেবাবিষ্টত্বাৎ দেবাস্তদ্বৎ পূজ্যা যস্য সঃ) দেবাবিষ্ট হরিভক্তগণকে যিনি দেববৎ পূজা করেন।

অতিদান (রা ভ ২৭।২৪) শক্তির বহির্ভূত দান।

অতিদিব্য (বৃ ভা ১। ৫। ৯২) শ্রীবৈকুণ্ঠস্থিত।

অতিদিষ্ট (গোচ পূর্ব ১।৩৩) নির্দিষ্ট।

অতিদেশ (উ ১১।৯৫, হরি ১।৫৪, গো ভা ৩।৫।৪৭, প্রীতি ৫০) [অতিদেশো নাম ইতর-ধর্মস্য ইতরস্মিন্ প্রয়োগায়াদেশঃ] অন্যধর্মের অন্যত্র আরোপ। ইহা পাঁচ প্রকার—(১) শাস্ত্রাতিদেশ, (২) কার্য্যাতিদেশ, (৩) নিমিত্তাতিদেশ, (৪) সংজ্ঞাতিদেশ ও (৫) রূপাতিদেশ। সংস্কৃত-ভাষায় 'ইব' বা 'বৎ' প্রভৃতি সাদৃশ্য-বাচক শব্দদ্বারা অতিদেশ নির্ণীত হয়। ব্যাকরণে 'ইগ্‌দিকঃ' (পা° ২৪৬২ বার্তিক) রূপাতিদেশ, 'কর্মবৎ কর্মণা তুল্যক্রিয়ঃ (পা° ৩।১।৮৭) এবং 'পুম্বৎ কর্মধারয়ঃ' ইত্যাদি কার্য্যাতিদেশ, ণিদ্বৎ—নিমিত্তাদেশ এবং ব্যপদেশিবদ্ভাব ইত্যাদি সংজ্ঞাতিদেশ। ব্যাকরণমতে 'আতিদেশিকমনিত্যম্'—অতিদেশ-কার্য্য অনিত্য। 'প্রকৃতিবদ্বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা'—এস্থলে প্রকৃতিবৎ এই শাস্ত্রদ্বারা অন্যত্র বিকৃতিযাগে প্রকৃতির ধর্ম আরোপ হওয়ায় শাস্ত্রাতিদেশ হইল।

অতি-ধন্য (সিন্ধু ১।৩।৭) প্রাথমিক মহৎসঙ্গজাত মহাভাগ্যবান্—জী। **-ধৃতি** (ছ ১।২৯) শ্লোকের প্রতিপাদে উনিশ অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত। **-ধৌত** (অকৌ ৫।৪৮) অতীব উজ্জ্বল। **-পতি** (হরি ৭।২১৮) [পতিমতিক্রান্তা] যে নারী পতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। **-পন্থাঃ** (আ চ ১৫। ৩৬) সৎপথ। **-পাতকী** (নার ১।১০।৭৮) অগম্যাগামী ও দেববিপ্র-স্বহারী। **-প্রথা** (গো চ উত্তর ৩২।১১৫) অতিবিস্তার। **-প্রসঙ্গ** (রত্ন ৫।৭) ন্যায়মতে 'অতিব্যাপ্তি'। ২ প্রকৃত বিষয় হইতে অন্য বস্তুতে প্রসক্তি। **-ভগবতী** (হরি ৭।১৯০) (অতিক্রান্তো ভগবান্ যয়া সা) যে নারী ভগবান্‌কেও অতিক্রম করিয়াছেন। **-ভাগ্য** (সিন্ধু ১।২।১৪) মহৎসঙ্গাদিজাত সংস্কার-বিশেষ—জী। ২ অতিশয় সুকৃতি—মু। ৩ (মা ১।৩) শুভকর্মজন্য-ভাগ্যের অতিক্রমকারী কোনও ভক্ত-কারুণ্য। **-ভানু** (ভা ১০।৬১।১০) শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে সত্যভামার গর্ভজাত পুত্র। **-ভুতি** (গোলী ৮।২৮) পরাভব। **-ভূমি** (আচ ৫।৪৮) পরাকাষ্ঠা, অত্যুৎকর্ষ, আধিক্য। সীমার অতিক্রম। **-মৎ** (হরি ২।১৯৫) আমাকে অতিক্রমকারী। **-মর্ত্ত্য** (কৃষ্ণ ৭২) মনুষ্যলোকে অসম্ভাবিত। **-মাত্র** (কৃষ্ণ ১৮৫) অতিশয়। **-মান** (আ চ ১৫। ২৫১) অতিসেবা। **-মানব**

(আ চ ১১। ২৯৩) লোকোত্তর। **-মুক্ত, মুক্তক, মুক্তা** (আ চ ১।১৯৩, ভাবনা ৪।১০১, গোলী ১০।৩৮) মাধবীলতা, ২ পরমমুক্ত, প্রাপ্ত-সালোক্যাদি বৈকুণ্ঠবাসী—প্রবো। ৩ গোলী (২।৭৪) সাধনমুক্ত, নিত্য-মুক্ত, ৪ (আ চ ১।২১) ভক্ত। **-মৃত্যু** (রত্ন ৬।৯) মুক্তি, অবিদ্যার অতিক্রম। **-যান** (ভা ১০।৭০।২৭) লঙ্ঘন—স্বামী। **-যুবা** (হরি ২।১৯৫) তোমাদের দুইজনকেও অতিক্রমী। **-যুষ্মৎ** (হরি ২।১৯৫) তোমাদের সকলের অতিশায়ী। **-রথ** (গীতা ১।৬টী) অগণিত সৈন্যের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ। 'একা-দশ সহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। অস্ত্রশস্ত্র-প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ। অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তো-ঽতিরথস্তু সঃ'॥ (মহাভারতে)। **-রস** (ভাবনা ৪। ৩০) অনুরাগ-বিশেষ, ২ অতিজল। **-রাগ** (বি না ৩।৩৮) অতিশয় অনুরাগী। ২ অতীব রক্তবর্ণ। **-রাজা** (হরি ৭।১৪৩) [অতিক্রান্তো রাজানম্] রাজাকেও অতিক্রমকৃৎ। **-রাজ্ঞী** (হরি ৭।১১৫) [রাজ্ঞানমতিক্রান্তা] রাজার অতিক্রম-কারিণী। **-রাত্র** (ভা ৩।১২।৪০) ব্রহ্মার পশ্চিমমুখ হইতে জাত একরাত্র-সাধ্য যাগ-বিশেষ। ২ (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ-মনুর ঔরসে ও নড়্বলার গর্ভে জাত পুত্র। **-রিক্ত** (মালা ছন্দ° ১৪) সমধিক—বল। **-রিক্ততা** (সিন্ধু ৩।২। ৯৯) উদ্রেক—জী। **-রূপ** (সা কৌ ৭।১৬) অতিশয়িত রূপ—বল। **-রেক** (বৃ ভা ২।৪।৭৭, আ চ ১৫।৪) উদ্রেক, আধিক্য। **-লোলুপ** (ভা ৩।২০।২৩) স্ত্রীলম্পট—স্বামী। **-বয়াঃ** (গৌ কৃ ৫।২৬) বৃদ্ধ। **-বর্ত্তী** (ভা ৬।১৭।১২) শাস্ত্রের অতিক্রম-কারী—স্বামী। **-বাদ** (১২।৬।২৯) কটূক্তি। **-বাদী** (গো ভা ১।৩।৮) স্বোপাস্য-পারম্যবাদী—বল। ২ (গো ভা ৩।৪।২২) ভুতোদ্বেজক। **-বার** (আ চ ১২।৬০) বহুবার। **-বাহ** (গো ভা ৪।৩।৪) পুরুষোত্তম-কর্তৃক নিযুক্ত দেবতাগণ ব্রহ্মলোকে গমনশীল ব্যক্তিকে বিদ্যুল্লোকে লইয়া যান, তৎপরে অমানব (নিত্য পার্ষদ) আসিয়া যাত্রীকে পরব্যোমে নেন; সুতরাং অতিবাহ-শব্দে 'প্রশংস্য বহন-কার্য্যই' ধ্বনিত। ২ (পদক ২৬৪৯) অতিবহন, অতি-সেচন। **-বৃত্তকল্প** (গো চ পূর্ব ১১।২) গতপ্রায়। **-বেধ** (হ ১২। ৩২৯) সূর্য্যোদয়ের পূর্বে দুই দণ্ড সময় যাবৎ একাদশী থাকিলে দশমীর সহিত তাহার 'অতিবেধ' হয়। জন্তাসুর অতিবেধের ফল গ্রহণ করে বলিয়া ইহাতে উপবাস নিষিদ্ধ। **-বেল** (ভা ১০।১১।১৪, কৃ চ ১।১। ১৯, গো চ পূর্ব ৯।১৫) অত্যধিক, ২ যথাসময়ের অতিক্রম—সনা। ৩ (নি বি ১৭) নিরতিশয়। **-বেলতা** (মাম ১৩৬) মর্যাদাতিরিক্ততা, ২ তীরের অতিক্রম। **-ব্রজন** (ভা ৭।২৯।১৪) অতিক্রম—স্বামী। **-শয়** (বৃ ভা ২।২।১৯২) আধিক্য, উৎকর্ষ। ২ (না চ ৩৪৫) দুই বস্তুর সাধারণ বহু বহু গুণকীর্ত্তন করিয়া একের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হইলে নাট্যশাস্ত্রে সেই বিশেষকেই 'অতিশয়' বলে। **-শয়যোগ** (হরি ৬।৩৫৭) বর্ণের বিকার ও নাশদ্বারা ধাতুর আত্য-ন্তিক যোগ, যথা—ময়ূর=মহী-রু+ ড) হ=য়, ঈ=উ বিকার, রু এর 'উ' নাশ করিয়া অতিশয়যোগে 'ময়ূর' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। **-শয়াত্মা** (ভা ৫।১৮।৩৭) নিশ্চয়বতী বুদ্ধি —স্বামী। ২ পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে যত্নবান্—বি। **-শয়িত** (অকৌ ১। ২) অতিক্রম-পূর্বক উৎকর্ষের সহিত অবস্থিত। ২ প্রলয়ে একান্ত বিলীন হইয়া স্থিত—বি।

অতিশয়োক্তি (অ কৌ ৮।২৩) [১]উপমানদ্বারা নিগীর্ণ (শব্দোপাত্ত না হইয়া লুপ্তপ্রায়) উপমেয়ের নিরূপণ হইলে 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কার হয়। (২) প্রকৃতবস্তুস্বরূপ উপমেয় বা উপমান যদি 'ইহা অন্য বস্তুই বটে' ইত্যাদিরূপে নিরূপিত হয়, তবে দ্বিতীয় অতিশয়োক্তি হয়। (৩) যদি-শব্দদ্বারা অসম্ভাবিত অর্থের কল্পনা হইলে তৃতীয় অতিশয়োক্তি এবং (৪) কার্য্যকারণের বিপর্য্যয়ে চতুর্থ অতিশয়োক্তি হয়। অধিকন্তু (শেষ ৫।১৩) প্রকৃত বিষয়ের অধঃকরণ-হেতুক যে অপ্রকৃত বিষয়ের সিদ্ধ অধ্যবসায়—তাহাকে 'অতিশয়োক্তি' বলে। প্রকৃত বিষয়ের অধঃকরণ-পূর্বক বিষয়ী-(উপমান)-সম্বন্ধে যে অভেদ-কল্পনা, তাহাকে **'অধ্যবসায়'** কহে। যে স্থলে নিশ্চিতরূপে অধ্য-বসায়ের প্রতীতি হয়, সে স্থলে 'সিদ্ধাধ্যবসায়' এবং যেখানে নিশ্চিত-রূপে প্রতীতি না হয়, তাহাকে 'সাধ্যাধ্যবসায়' বলে। সাধ্যাধ্যবসায় স্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারই হয়।

অতিশয়োক্তি পাঁচ প্রকার—ভেদে অভেদ, অভেদে ভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং কার্য্যকারণের বিপর্য্যয়াধ্যবসান। উদাহরণাদি আকরে দ্রষ্টব্য।

অতি-শর্করী (ছ ১।২৮) শ্লোকের প্রতি চরণে পনর অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত। **°শায়িনী** (ছ—৫৩ পরিশিষ্ট) সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-শ্ব** (হরি ৭।১১৯) [অতিক্রান্তঃ শ্বানমিতি] বরাহ, ২ বেগবান্, ৩ সেবক। **-সংসার** (হরি ৬।১৫৭) সংসারের প্রধ্বংসাভাব। **-সকল্প** (আ চ ১২।১০২) সর্বাতিক্রমী। **-সখী** (হরি ৭।১১৬) বন্ধুর অতিক্রম-কারিণী। **-সম্পাত** (গো চ পূর্ব ৩৩।১২৩) মহাযুদ্ধ। **-সর্গ** (হরি ৪।১৭৭) স্বেচ্ছাচারে অনুমতিদান। **-সার** (হরি ৫।৩৭৯) [অতি—সৃ+ঘঞ্] ব্যাধি-বিশেষ। **-সারকী** (হরি ৭।৯৭৭) [অতিসার—মত্বর্থে ইন্ কুক্ চ] উদরাময়-রোগী। **-হত** (বৃ ১৪।৪০) নির্জিত। **-হসিত** (সিন্ধু ৪।১।২৬) হস্ততাল ও অঙ্গ-বিক্ষেপের সহিত হাস্য।

অতীত-সর্বাবরণ (রত্ন ৬।৪৭) মায়া-বরণ-রহিত—বল।

অতীন্দ্র (সুধা ৩০) স্বশক্তিদ্বারা ইন্দ্রের অতিক্রমকারী।

অতীন্দ্রিয় (ভা ১০।২৮।১১) অদৃষ্ট-পূর্ব—স্বামী। ২ (চৈত ৮।৩।২১) ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। ৩ স্বপ্রকাশ।

অতীর্থ (যো ২৮) বৌদ্ধ, পাশুপত, কাপালিক, জৈন, চার্বাক প্রভৃতি বেদ-প্রামাণ্য যথার্থতঃ স্বীকার করেন না বলিয়া অতীর্থ (বেদবাহ্য)—জী।

অতুল (সুধা ৫২, মালা চৈতন্যাষ্টক ১।৩) নিরুপম বিষ্ণু।

অতুলা, অতুল্যা (কৃ গ ৩৮) শ্রীকৃষ্ণ-খুল্লতাত নন্দনের পত্নী। ইঁহার বর্ণ—বিদ্যুতের ন্যায় এবং বস্ত্র —মেঘবর্ণ।

অতুল্যাধিক (রতি ৫।৫৫) অসমা-নোর্দ্ধ, ২ অনুপম ক্লেশে পীড়িত।

অতোদ (আ চ ২০।১৬৩) নিরঙ্কুশ।

অৎ (ভা ১০।৮৭।১৭) বিষয়ভোগ—প্রবো।

অত্তা (হরি ২।৬৭) মাতা, ২ ভগিনী, ৩ মাতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

অত্যদ্ভুতযোগ (ভা ১।১৮।১৭) ভক্তি—জী।

অত্যধর্ম (চন্দ্রা ২) গুর্বঙ্গনাগমনাদি-জনিত মহাপাপ।

অত্যন্তবল্লভা [শ্রীরাধা] (উ ৪।৫) পাদ্মমতে শ্রীনারদ শ্রীরাধার মহা-মহিমা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন। শৃঙ্গাররসে একমাত্র শ্রীরাধারই আত্মা, দেহ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপিয়া অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের পরমসুখাস্বাদন হয়। সর্বযূথেশ্বরীমধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর প্রাধান্যই সর্বথা স্বীকৃত, চন্দ্রাবলীতে ঘৃতস্নেহ-নিবন্ধন স্নেহাদি ভাবপর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যাপারেই শ্রীরাধা হইতে ন্যূনতা আছে; কিন্তু শ্রীরাধাযূথের ললিতাদি গোপীগণে 'অত্যন্তবল্লভাত্ব' আছে কি? ইহাই বিচার্য্য। রাধিকাযূথেই মোদন ভাবের বিদ্যমানতায় শ্রীরাধাযূথেরই অন্যান্য যূথাপেক্ষা অত্যন্তবল্লভতা স্বীকৃত হইলেও কিন্তু সর্বভাবোদ্-গমোল্লাসী হ্লাদিনীসার পরাৎপর মাদনাখ্য মহাভাব সদাকালের জন্য শ্রীরাধাতেই বর্ত্তমান থাকে বলিয়া তাঁহাতেই সর্বোৎকর্ষপরাবধি সুষ্ঠু স্থাপিত হইয়াছে—বি।

অত্যন্তবিড়ম্বন (ভা ১০।৭৩।৩) অসদৃশ অনুকরণ—স্বামী।

অত্যন্তব্যাপ্তি (হরি ৪।১০৯) সর্বতো-ভাবে সংযোগ। কাল ও পথ-বাচক শব্দে, গুণ, দ্রব্য বা ক্রিয়া দ্বারা সর্বথা সংযোগ। গুণব্যাপ্তিতে—সর্বায়ুঃ বিষ্ণুভক্ত। দ্রব্যব্যাপ্তিতে—সর্বদিনই হরিনৈবেদ্য। ক্রিয়াব্যাপ্তিতে একযাম হরি-পূজক। পথবাচক—ক্রোশযাবৎ কুটিলা নদী ইত্যাদি।

অত্যন্তাধিক-প্রখরা সখী (উ ৮।৮) শ্যামলা ও মঙ্গলা।

অত্যন্তাভাব (গীতা ২।১৬) ত্রিকালীয় অভাব; যেমন খ-পুষ্প, শশ-বিষাণ ও বন্ধ্যাপুত্র।

অত্যন্তীন (হরি ৭।৮৬৭) [অত্যন্তং গচ্ছতীতি খ] অত্যন্ত গমনশীল। ২ অধিক।

অত্যন্নম্ (হরি ৬।১৫৬) সম্প্রতি অন্নভোগের অভাব [একাদশী]।

অত্যমর্ষণ (ভা ১০।৩৭।৩) মহাক্রুদ্ধ, ২ অতীব অসহমান—স্বামী।

অত্যয় (ভা ১১।১০।২১) নাশ। ২ (হ ১১।৬৬৮) অতিক্রম, অতিশয়। ৩ (কৃষ্ণ ২৬) খণ্ডন। ৪ (গো ভা ২।২।৩২ টী) চৈতন্যাভাব। ৫ (গো ভা ৪।৩।১০) প্রলয়।

অত্যষ্টি (ছ ১।২৮) শ্লোকের প্রতি-পাদে সতর অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত।

অত্যস্মৎ (হরি ২।১৯৫) আমাদিগকে অতিক্রমকারী।

অত্যাগী (গীতা ১৮।১২) সকামকর্মী —স্বামী।

অত্যাধান (গো চ পূর্ব ৫।৩৪) অতিক্রম।

অত্যামৃষ্ট (বৃ ১৬।১০) অতিবিশুদ্ধ।

অত্যায় (হরি ৫।২১০) [অতি—ইন্ গতৌ+ণ] অতিক্রম, ২ (আ চ ১২।৩০) ত্যাগ। ৩ অতিলাভ।

অত্যারূঢ় (গো লী ৫।৭১) অতিবৃদ্ধ।

অত্যাশ্রমস্থ (রত্ন ৩।২৯) প্রশস্ত সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিত বিরক্ত।

অত্যাহার (উ ২) ভজন-নির্বাহের অতিরিক্ত সংগ্রহ ও সঞ্চয়। ২ অতিরিক্ত ভোজন।

অত্যাহিত (বিনা ৭।১৯) মহাভয়, ২ (গো চ পূর্ব ৩২।১৮) বিপৎ, ৩ (চৈ না ২।১৩) জীবনাশারহিত সাহসিক কর্ম। ৪ (আ চ ১৬।১০) সম্যক্ আপতিত।

অত্যুক্থা (ছ ১।২৭) শ্লোকের প্রতিপাদে দুইটি অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত।

অত্যূর্জিত (ভা ১০।৮৯।৬৩) পরম উদ্ভট—স্বামী।

অত্যৃক্ (হরি ৭।১৪৩) [অতিক্রান্তঃ ঋচমিতি] ঋকের অতিক্রমকারী।

অত্র (চৈত ১।১।২) [ন বিদ্যতে ত্রা ত্রাণং যস্য] নিঃশরণ। ২ [ব্য] এস্থানে।

অত্রকীয় (গো চ উত্তর ১০।২) অত্রত্য।

অত্রত্য (হরি ৭।৪৩২) এই দেশে বা কালে জাত।

অত্রপরম (চৈত ১।১।২) নিঃশরণ ব্যক্তিদেরও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

অত্রস (গো চ উত্তর ১৬।৯৮) ত্রাস-রহিত। ২ (গো চ পূর্ব ৭।১০) স্থাবর।

অত্রি (ভা ১।৩।৭, তত্ত্ব ২৫, বৃ ভা ২।২।৩৬) ষোড়শ প্রজাপতির অন্যতম; ইঁহার পত্নী—কর্দমকন্যা অনসূয়া। ব্রহ্মার নেত্র হইতে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পুত্র—সোম, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয়।

অত্রিপুত্র (বৃ ভা ১।৫।৩৯) দুর্বাসাঃ।

অথর্বশিরাঃ (রত্ন ২।২০) অথর্ব-বেদীয় উপনিষদ।

অথর্বা (ভা ৪।১।৪১) ঋষি, ইঁহার পত্নী চিত্তির গর্ভে দধীচি জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ২ ব্রহ্মার মানস পুত্র। ভার্য্যা—শান্তি। ব্রহ্মাই ইঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইয়াছেন। (অথর্ববেদ ৪।১।৭)।

অথবা (মাম ২।৪৪) [ব্য] বিকল্পে।

অথাপি (হ ১।১০৫) [ব্য] যদ্যপি।

অথো (ভা ১১।৪।২, পরম ৪৮) [ব্য] কাৎস্ন্যে—বি। ২ (বৃ ভা ২।৫।১৫২) আনন্তর্য্যে। ৩ বাক্যার্থ-ভেদে।

অথৌজা (ভা ১২।১১।৩৪) যক্ষ-বিশেষ।

অদক্ষিণ (গীতা ১৭।১৩) দক্ষিণা-রহিত—স্বামী।

অদদ্ব (ভা ৯।৪।৪৫) [অত্তীতি অদঃ—পচাদ্যচ্] ভুক্তবদ্ব—বি।

অদদ্র্যচ্ (হরি ৫।২৮৭) [অমু-মঞ্চতীতি অদস্—অঞ্চ্+ক্বিপ্] উহার ব্যাপক। পক্ষে—অদমুয়চ্।

অদন (গোলী ১৭।৯৩) ভোজন, আস্বাদন।

অদভ্র (ভা ১।৩।৪, ৪।১।৫৫, ল না ৫।২৩) প্রচুর। ২ অপ্রাকৃত—বি। ৩ (মালা চৈত ১।৭) মহান্, শ্রেষ্ঠ—বল। নিরন্তর। **-চক্ষু** (স ভা ১।৩৯৯) জ্ঞাননেত্র—বল। ২ (কৃষ্ণ ৪) ভক্তিনেত্র। **-ধী** (হ ১।৫৯) মহাবুদ্ধি। **-শ্রুত** (ভা ১। ৫।৪০) বিশ্রুতযশঃ—স্বামী। ২ সর্বজ্ঞ—বি।

অদম (সুধা ১০৫; যাঁহার দমনকর্ত্তা নাই।

অদমুয়চ্ (হরি ৫।২৮৭) [অমু-মঞ্চতীতি অদস্—অঞ্চ্+ক্বিপ্] উহার ব্যাপক। (পক্ষে অদদ্র্যচ্)।

অদয় (১০।৮৭।১৭) [অৎ বিষয়-ভোগস্তদর্থময় ইতস্ততো ভ্রমণং] বিষয়ভোগ-নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল—প্রবো।

অদর (আ চ ১৫।৫৯, ভাবনা ৪।৬, ৪।৫৩) অনল্প। ২ (আ চ ১০।৮০) নিঃসঙ্কোচ, নির্ভয়।

অদরী (গো চ উত্তর ১৪।৫২) ভয়-শূন্য।

অদর্শন (ভা ১২।২।৪৩) মৃত্যু—স্বামী। ২ (প্রীতি ৭) অবতারকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সর্বব্যাপী হইলেও শ্রীভগবানের দর্শনাভাব।

অদাক্ষিণ্য (উ ১৪।৯৯) গাম্ভীর্য্য-বশতঃ মনঃস্থিত ভাবের গোপন।

অদান্তাত্মা (ভা ১০।৮।৩৪) চপল-গাত্র—স্বামী। ২ অসংযতেন্দ্রিয়—সনা। অনবস্থিতচিত্ত—বি।

অদাম্য-নিয়ম (ভা ৪।২৩।৪) নির্বিঘ্ন-ব্রত—স্বামী।

অদাস্য (আ চ ১২।১২২) (দাস্ দানে) অদেয়।

অদিত (মাম ১।১৩২) অখণ্ডিত।

অদিতি (ভা ২।৩।৪) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। ইঁহার গর্ভে বামনদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু,

একাদশ রুদ্র এবং অশ্বিনীকুমারাদি জন্মগ্রহণ করেন।

অদিব্য (নাচ ৮) শ্রীধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি নায়কবিশেষ।

অদিশ (সুধা ১১৩) সর্বেশ্বর যাঁহাকে আদেশ দেওয়ার কেহই নাই।

অদীন (ভা ২।২।১২) উদার—স্বামী। ২ অতিমাধুর্য্য—বি। ৩ (আচ ৮।১৬০) বহুমূল্য। ৪ অকাতর।

অদীর্ঘদর্শী (গোচ উত্তর ১৪।১৫২) অজ্ঞতম।

অদুঃসাধ (বিনা ২।১৪) অতিক্লেশেও প্রতীকারের অযোগ্য।

অদুর্বিধ (মালা ব্রজ ১) সম্পূর্ণ—বল।

অদুষ্য (হ ১১।৭৩০) মুখ-নিঃসৃত জলকণা ও মক্ষিকাদি কর-সংস্রবেও দূষিত হয় না।

অদৃপ্ত (সুধা ৮৯) নিরভিমান।

অদৃশ্য (গো ভা ১।১।৭) দ্রষ্টা (দৃশ্য-ভিন্ন)—বল। ২ অগোচর। ৩ (হ ১১।৭৬০—৭৬২) দর্শনের অযোগ্য—উদয় বা অস্তগমনোন্মুখ, জল-প্রতিবিম্বিত, রাহুগ্রস্ত, দিবামধ্যস্থ, বস্ত্রাচ্ছাদিত বা দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য ও চন্দ্রকে দেখিতে নাই। উলঙ্গ স্ত্রী বা পুরুষ, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পতিত, অঙ্গহীন, চণ্ডাল ও উচ্ছিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। ভোজনকালে বা মলমূত্রত্যাগকালে, হাঁচি বা জৃম্ভণ-কালে, সুখোপবেশনাবস্থায় স্বস্ত্রীর প্রতিও দৃষ্টি করিবে না। জল-প্রতিবিম্বিত আত্মমূর্ত্তি, নকুল বা গর্ত্তের প্রতিও দৃষ্টি দিতে নাই।

অদৃষ্ট (রস ৬৭৬) নিরাকার, নির্বি-শেষ। **-দোষ** (ভা ৫।২৬।১৬) নির্দোষ—বি। **-প্রাণ** (গোচ পূর্ব ১০।৭৬) মৃত।

অদৃষ্টি (গোচ পূর্ব ১০।৩৮) অসৌম্য-চক্ষু, ক্রূরদৃষ্টি। ২ দৃষ্টিশূন্য।

অদেয় দ্রব্য (হ ১১।৭৬৫) শূদ্রকে বুদ্ধি, তিলান্ন পায়স, দধি, উচ্ছিষ্ট, ঘৃত, মধু, কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম এবং যজ্ঞীয় হবির দান নিষিদ্ধ।

অদেব (ভা ৩।২০।২৩) অসুর। ২ ভক্তি ৮৯) [ন দেবোঽন্যো যস্য] দেবাদিদেব।

অদেশ (গীতা ১৭।২২) অশুচি স্থান --স্বামী। ২ অযোগ্য বা গর্হিত দেশ।

অদোগ্ধা (ভা ৩।২৯।৩২) নিষ্কাম—স্বামী। ২ ফলাগ্রহীতা—বি।

অদ্ধা (বৃ ভা ২।৫।২২৮) সাক্ষাৎভাবে। ২ (ভা ১০।১।১০) স্বয়ংই—সনা। ৩ (মুক্তা ৭।৪) তত্ত্বতঃ, সত্য, যথার্থতঃ। ৪ অতিশয়।

অদ্ভুত (ভা ৮।১৩।১৯) নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণির কালে ইন্দ্রের নাম। ২ (ভা ১০।৭।৩) বিস্ময়াবহ—জী। ৩ (বৃ ভা ২।২।৫) অশ্রুতপূর্ব, সর্ব-বিলক্ষণ, লোকোত্তর, বিচিত্র। ৪ (প্রে১২ গ) প্রেমপত্তনের শিল্পি-প্রবর, ইঁহার আজ্ঞায় তত্রত্য নগর, নাগরিক ও উপকরণাদি প্রসাধিত হয়। তাৎপর্য্য—অদ্ভুত-নামক রস-শাস্ত্র-রস, ইহা ব্যতীত রচনার চমৎ-কারিতা পোষণ হয় না। ৫ প্রেম-পত্তন-নামক গ্রন্থের টীকাকার—প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। কাহারও মতে ইনিই মূল গ্রন্থকার—'রসিকোত্তংস'। **-কর্মা** (লী ১৬৬) চমৎকারলীলাবিনোদী। **-কল** (চন্দ্রা ১৫) বৈদগ্ধ্যাদি চতুঃ-ষষ্টি-রসকলাবিশিষ্ট। **-দৃষ্টি** (কর্ণা ১৩) প্রসন্ন, শুদ্ধ ও শুভ্র অপাঙ্গ-বিশিষ্ট, ভিতরে বাহিরে গতাগতিযুক্ত তারকা-শোভিত এবং ঈষৎ কুঞ্চিত-পক্ষ্মাগ্র-যুক্ত দৃষ্টি—ইহাতে অপাঙ্গের বিকাশ হয় [সঙ্গীতরত্নাকর ৭।৩৯৫] —কবি। **-ভক্তিরস** (সিন্ধু ৪।২।১) নিজোচিত বিভাবাদির সম্মিলনে বিস্ময়-রতি যদি ভক্তচিত্তে আস্বাদনী-য়তা প্রাপ্তি করে, তবেই 'অদ্ভুত ভক্তিরস' হয়। **-বিক্রম** (ভা ১০।৩৪।২১) অলৌকিক-চরিত্র—সনা।

অদ্মর (হরি ৫।৩৪২) [অদ্+ক্মরচ্] ভোজন-প্রিয়।

অদ্য (হরি ৭।৯৯৯) [ইদং+দ্য] এই দিনে। **-তন** (বৃভা ২।১।৮১) অদ্য কর্ত্তব্য। ২ (হরি ৪।১৫৩) পূর্ব নিশার অন্তিম প্রহর হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিনে সমগ্রদিবাভাগ ও নিশার একপ্রহর মধ্যে জাত। সুপদ্মে —'শেষো গতায়াঃ প্রহরো নিশায়াঃ, আগামিনী যা প্রহরশ্চ তস্যাঃ। দিনস্য চত্বার ইমে চ যামাঃ, কালং বুধা হ্যদ্যতনং বদন্তি'॥ **-শ্বীনা** (হরি ৭।৮৬৮) [অদ্য শ্বো বা সূত ইত্যর্থে অদ্যশ্বঃ+খ] আসন্ন-প্রসবা গবাদি।

অদ্রিত্রনয়া (ছ ২।১৬৯) প্রতিপাদে ত্রয়োবিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ।

অদ্রিধাতু (গোচ পূর্ব ২২।২) গৈরিকাদি ধাতু।

অদ্রেশ্য (গোভা ১।২।২১) অদৃশ্য—বল।

অদ্রোহ (গীতা ১৬।৩) জিঘাংসা-রাহিত্য—স্বামী।

অদ্বন্দ্ব (ভা ১১।১৫।৪) শীতোষ্ণাদি-দ্বারা অনভিভব—স্বামী। **-পর** (ভা ১১।২৯।৪৫) সুখদুঃখাদি-

বিনির্মুক্ত—স্বামী।

অদ্বয় ভা ১।২।১১) স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশ অন্যতত্ত্বের অভাবে, স্বশক্তিমাত্রের সহায়তায় এবং পরমাশ্রয় শ্রীভগবান্ ব্যতিরেকে স্বশক্তিগণের অসিদ্ধতা বশতঃ দ্বিতীয়-রহিত (সজাতীয়তাদি-ভেদশূন্য)। ২ (ভা ৩।২৭।১১) পূর্ণ—স্বামী। ৩ (ভা ১০।১৩।৬১) অসাধারণ—সনা। ৫ বিশুদ্ধ—বল। ৬ (ভা ১০।১৪।১৮) নানাবিধত্বেও একরূপ—সনা। ৭ (ভা ১০।৫১।৫৬) প্রকৃতি ও জীব হইতে ভিন্ন—বল। ৮ (ভগ ৫৭) দেশকাল-পরিচ্ছেদরহিত।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব (সস ভগ ১০, তত্ত্ব ৫১) অদ্বৈতবাদে—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদরহিত জ্ঞানই পরম তত্ত্ব। এস্থলে জ্ঞান-পদটি ভাবসাধনে অর্থাৎ ক্রিয়ামাত্রবোধনেই গঠিত বলিতে হয়, কেননা কারক-সাধনে নিষ্পন্ন হইলে অনন্তত্ব-অর্থবোধ অন্তর্হিত হইয়া পড়ে এবং সান্তত্ব-অর্থেরই প্রতীতি হয়। আবার কর্তৃকরণসাধনে নিষ্পন্ন হইলেও জ্ঞানে জড়ত্বাদি আপতিত হয়। অতএব ইঁহারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদনের জন্য অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের কারক-সাধনের বিরুদ্ধমতই পোষণ করেন।

এই জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিবিশিষ্ট নহে, আকারত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্বাদিও তাহাতে নিষিদ্ধ। তবে যে কার্য্য দেখিয়া শক্তি স্বীকার করা হয় এবং যাহার অস্বীকারে কার্যের অনুপপত্তি হয়—সেই শক্তি তাত্ত্বিক বা অতাত্ত্বিক নহে, তাহা অনির্বচনীয়রূপে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত; উহা অদ্বয় জ্ঞানের স্বরূপভূতা নহে। অদ্বয় তত্ত্বকে ভগবান্ বলিলে জহদজহল্লক্ষণায় উহার স্বীয় অর্থের কিঞ্চিৎ ত্যাগ ও কিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া অদ্বয়নির্বিশেষ জ্ঞানের সহিত একার্থে সামানাধিকরণ্যে অন্বয় করিতে হইবে। ইহাই—**পূর্বপক্ষ**।

এতদুত্তরে শ্রীরামানুজের সিদ্ধান্ত এই যে জগদাদি-সৃষ্টিব্যাপারে স্বরূপ-শক্তি অবশ্যই মানিতে হইবে; না মানিলে কৈবল্যলাভেও দোষ পড়িবে। বস্তুর ধর্মবিশেষই শক্তি—ধর্ম ব্যতিরেকে কার্যের উপপত্তি সিদ্ধ হয় না। "শক্তিঃ কারণনিষ্ঠঃ কার্যোৎপাদনযোগ্যো ধর্মবিশেষঃ। স চ ধর্মঃ প্রতিবন্ধকাভাবাদিরূপ-কারণাত্মকঃ।" [তত্ত্বদীপিকায়াম]; শঙ্করের মতে—কারণের যাহা আত্মভূত, তাহাই শক্তি এবং শক্তির যাহা আত্মভূত—তাহাই কার্য্য। 'কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তে-শ্চাত্মভূতং কার্য্যম্'। কুসুমাঞ্জলিকারের মতে কারণত্বই শক্তি।

এই শক্তি উপাদান-কারণে ও নিমিত্ত কারণে স্বরূপভূত হইয়া বর্তমান থাকে; কেননা কার্য্য-বিশেষের উৎপত্তি-ব্যাপারে বস্তুবিশেষ স্বীকার করা অনর্থক।

বিবর্ত্তবাদেও ত রজতাদি-স্ফূর্তিতে তৎস্ফূর্তির অধিষ্ঠান তৎ-সাদৃশ্যবিশিষ্ট শুক্তি-প্রভৃতি স্বীকার্য্য, কিন্তু বিসদৃশ স্থলে অদ্বয়বাদী উক্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠান স্বীকার করেন না। সুতরাং বলিতে হইবে যে ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, ব্রহ্মে স্বরূপ-শক্তিমত্তাও বিদ্যমান। ২ যাহার সদৃশ দ্বিতীয় বস্তু নাই, তাহাই অদ্বয়। অন্য বস্তু বা অন্য শক্তির অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই যাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহাকে 'স্বয়ংসিদ্ধ' বলে "আত্মনৈব সিদ্ধং খলু স্বয়ংসিদ্ধমুচ্যতে"—বল। তাদৃশ বস্তু—জীবচৈতন্য এবং অতাদৃশ—প্রকৃতিকালাদি জড় বস্তু। জীবে চেতন-ধর্ম বর্তমান থাকিলেও জীব-চৈতন্য স্বয়ংসিদ্ধ নহে, যেহেতু উহা পরমাত্মার চেতনাধীন; প্রকৃতি কালাদি জড় বস্তুও উহাদের পরমাশ্রয়ভূত শ্রীভগবানের সত্তা-ব্যতীত উপলব্ধিতে আসে না, অতএব উহারাও স্বয়ংসিদ্ধ নহে। সুতরাং তাদৃশ (জীবচৈতন্য) ও অতাদৃশ (জড়বস্তু) হইতে বিলক্ষণ স্বয়ংসিদ্ধ স্বশক্ত্যেকসহায় অনির্বচনীয়-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন শ্রীভগবান্ই 'অদ্বয়জ্ঞান' শব্দে বাচ্য। তত্ত্ব-শব্দে সার বস্তুই বাচ্য, সার সুখেরই বোধক, যেহেতু সর্ববিধ অভিধেয়ই সুখার্থক। এস্থলেও পরম-পুরুষার্থের (পরম সুখের) দ্যোতনা বশতঃ ঐ 'জ্ঞান'ই তত্ত্বপদবাচ্যও হইয়াছে। জ্ঞান ও সুখশব্দ প্রায়শঃ অনিত্য বলিয়া ব্যবহৃত হইলেও এস্থানে 'স্বয়ংসিদ্ধ' বিশেষণ থাকায় উহাদের নিত্যতাও লব্ধ হইতেছে।

অদ্বিতীয় (ভা ১০।৬৩।৬৮) 'অদ্বয়' শব্দ দ্রষ্টব্য। **-জ্ঞান** (চৈ চ মধ্য ২৪।৬৯) স্বয়ং ভগবান্। **-বস্তু** (গো ভা ১।১।১) জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পদার্থ-চতুষ্টয় ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ ব্রহ্মই—অদ্বিতীয় বস্তু।

অদ্বীপ (ল না ৩।২৩) নিরাশ্রয়।

অদ্বেষগর্ভা (কৃ চ ১।৫।৯) অজাত-দ্বেষ্টা শ্রীহরির গর্ভধারিণী।

অদ্বেষ্টা (গীতা ১২।১৩) উত্তমের

প্রতি দ্বেষশূন্য—স্বামী। ২ বিদ্বেষ্টার প্রতিও দ্বেষশূন্য—বি।

অদ্বৈত (প্র ৪।৯, চৈনা ২।২৫) জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবাদ। ২ সংশয়-রহিত। ৩ অদ্বিতীয়। ৪ এক-তানতা। ৫ (ব্র ৪৪) অতুলনীয়। **-আচার্য্য** (গৌ গ ৭৫-৭৬) সদাশিব ও মহাবিষ্ণুর অবতার। ইনি আবরণ-রূপে ব্রজে সদা বিরাজমান। ইনি শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রধান সহচর। পঞ্চ-তত্ত্বের একতম। শ্রীহট্ট লাউড়গ্রামে ১৩৫৫ শাকে মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে আবির্ভাব। পিতা—কুবের পণ্ডিত, মাতা—নাভা দেবী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশ। পূর্বনাম—কমলাক্ষ (বেদ পঞ্চানন)। দুই পত্নী—সীতা ও শ্রী। সীতাদেবীর গর্ভে ক্রমশঃ অচ্যুত, কৃষ্ণ, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশের জন্ম হয়। শ্রীদেবীর গর্ভে শ্যামদাস জন্ম গ্রহণ করেন (প্রেম ২৪)। ইনি লাউড় হইতে নবহট্টে, তথা হইতে শান্তিপুরে আসেন, নবদ্বীপেও বাসস্থান ছিল। ১৪৮০ শকে ১২৫ বর্ষবয়ঃক্রমে তিরো-ভাব হয়। বিভিন্ন তীর্থ-পর্য্যটনান্তে নবদ্বীপে স্থিত হন। অন্যান্য প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি চরিত-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। **-জ্ঞান** (রত্ন ৫।১) ভেদ-রহিত ব্রহ্ম-জ্ঞান। **-ব্রহ্মরূপ** (বৃ ভা ২।২।২২১) [অদ্বৈতং যদ্‌ব্রহ্ম তদেব রূপং শ্রীমূর্ত্তির্যস্য] পরব্রহ্মময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। **-বট** (রত্না ৫।২০৯১) শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতীরে প্রস্কন্দনতীর্থ-সমীপে অবস্থিত বট-বৃক্ষ—ইহার তলদেশে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভজন করিতেন। **-বাদ** (রত্ন টী ৪।৪) ভেদরহিত একব্রহ্মবাদ।

অধঃ (ভা ১০।৭৪।৪০) মহানরক—জী; ২ (গীতা ১৪।১৮, হলী ৩।১২) তামিস্রাদি নরক—স্বামী। ৩ পশু, পক্ষী, স্থাবরাদি যোনি—বল।

অধন (চৈত ৪।৩১।২১) শ্রীহরিব্যতীত অন্যধনহীন।

অধন্য (ভা ৮।২০।৫) দারিদ্র্য—স্বামী।

অধম (বৃ ভা ১।৪।৩০) পরম দুষ্ট।

অধর (উ ১৪।১০২, ভাবনা ১২।৬৮) [অধরয়তি নিকৃষ্টং করোতীতি] অপকর্ষ-বিধায়ক, নিকৃষ্ট—বি। ২ (আ ১৯) ওষ্ঠ। ৩ (রস ৫৭৪) অস্থির। **-পনাভোগ**—শ্রীজগন্নাথ-দেবের ভোগ-বিশেষ। পুনর্যাত্রার দিন রথ গুণ্ডিচামন্দির হইতে সিংহদ্বারে পৌঁছিলে পনাপূর্ণ ভাণ্ড শ্রীবিগ্রহের পাদদেশ হইতে অধর পর্য্যন্ত স্পর্শ করান হয়। ভোগের পরে ভাণ্ড-গুলি রথোপরি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এই প্রসাদ সর্বদেবতা পাইয়া বিশ্ব-শান্তি করেন। প্রস্তুত প্রণালী—দেড় মণ খণ্ড (চিনি) ও চারি ভাণ্ড দুধের সর ৫২ কলসী জলে পরিমাণ-মত বড় এলাচ ও গোলমরিচের গুড়া দিয়া একভাণ্ড পনা প্রস্তুত হয়। এইরূপে তিন বিগ্রহের তিন ভাণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়।

অধরাৎ (ব্য) নীচার্থে।

অধরামৃত (চৈ ভা অন্ত্য ৪।৩১২) শ্রীভগবান্ বা ভক্তের ভুক্তাবশেষ।

অধরায়িত (গৌ বি ১০৬) ন্যক্কৃত।

অধরীকৃত (চৈ না ৭।৩) তিরস্কৃত।

অধর্ম (ভা ৩।১২।২৫) ব্রহ্মার পুত্র, ইহার স্ত্রী—'মিথ্যা', ইহাদের 'দম্ভ'-নামে পুত্র ও 'মায়া'-নামে কন্যা। দম্ভ ও মায়ার পুত্র—'লোভ' এবং কন্যা—'নিকৃতি'। ২ (ভা ১০।৭৮। ২৯, ১১।২৫।২৭) পাপ, ৩ [ন বিদ্যতে ধর্মো যস্মাৎ] পরমধর্ম—জী। ৪ (ভা ৭।১৫।১২) নিষিদ্ধ কর্ম—ইহা পঞ্চবিধ—বিধর্ম, পরধর্ম, আভাস, উপমা ও ছল। ৫ (গো ভা ২।২।৩৩) জৈনমতে স্থিতি-হেতু ব্যাপক দ্রব্য। ৬ রত্ন ১।৮) ন্যায়-মতে মোহ ও দ্বেষবশতঃ নিষিদ্ধ হিংসাদিরূপ পাপ। **-শীল** (ভক্তি ১৭৯) ভগবদ্ধর্ম-রহিত। **-স্থান** (চৈ না ১।৪৯) মহাপ্রভুর চরিত্র-নিন্দক। **-হেতু** (ভা ১।১৭।২৮) কলি।

অধস্তাৎ (গোচ পূর্ব ৩২।৯) [ব্য] নীচার্থে। ২ পরে।

অধি (ভা ৫।১।৫২) [ব্য] উপর্য্যুপরি, ২ (ভা ১।৫। ২১) অধিক—স্বামী।

অধিক (বৃ ভা ২।৪।১৭১) উৎকৃষ্ট, ২ (সিন্ধু ২।১।৯০) অতিশয়ার্থক, ৩ নিঃসন্দেহ—জী। ৪ (হরি ৫।৬১) [অধিরূঢ়+ক] অধ্যারূঢ়। ৫ (কর্ণা ৩৩ অনবচ্ছিন্ন [সুবোধিনী]। ৬ (অকৌ ৮।৪৯) বর্ণনায় আধেয়াপেক্ষা আধা-রের ব্যাপকতা অথবা আধারাপেক্ষা আধেয়ের ব্যাপকতা হইলে 'অধিক' অলঙ্কার হয়। **-দেশত্ব** (রত্নটী ৫।৫) ব্যাপকতা—বল। **-পদতা** (অ কৌ ১০।২৬) যে পদের অর্থ প্রকৃত স্থলে কোনই উপযোগিতা প্রকাশ করে না, এইরূপ পদের প্রয়োগকে 'অধিক-পদতা' নামে বাক্যদোষ বলে। 'বাচ-মুবাচ কৌৎসঃ'—এই বাক্যে 'বাচং'

পদটি অধিক। -**প্রখরা** (উ ৮।৯) যূথেশ্বরী-দ্বয়ের মধ্যে আপেক্ষিকাধিকার বাগ্‌বিন্যাসাদিতে প্রাখর্য থাকিলে তিনিই 'অধিক-প্রখরা' হন। -**মধ্যা** (উ ৮।১০) যূথেশ্বরীদ্বয়ের মধ্যে প্রেম-সৌভাগ্যে ও স্বীয়রূপগুণে আপেক্ষিকী অধিকা সখীর ব্যবহারে প্রাখর্য্য ও মৃদুতার অভাব হইলে তাঁহাকে 'অধিকমধ্যা' বলে। (উ ৮।১০) শ্রীরাধা ও পালিকাদি তাঁহাদের যূথে অধিকমধ্যা। -**মৃদ্বী** (উ ৮।১১) যূথেশ্বরীদ্বয়ের মধ্যে নায়কের প্রেম-সৌভাগ্যে ও স্বীয়রূপগুণে আপেক্ষিকী অধিকার যদি ব্যবহারে মৃদুতা দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে 'অধিকমৃদ্বী' বলে। (উ ৮।১২) শ্রীচন্দ্রাবলী ও ভদ্রাদি অধিকমৃদ্বী।

অধিকরণ (হরি ৪।৬৯) কর্ত্তা ও কর্ম্মের আধার; ক্রিয়ার সহিত বা ক্রিয়াদ্বারা কর্ত্তা ও কর্ম যাহাকে আশ্রয় বা বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই অধিকরণ কারক। ২ (আ চ ১।৪৭) আশ্রয়। ৩ ন্যায়মতে বিষয়াদি-পঞ্চাঙ্গের বিচারাত্মক শাস্ত্র —'বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্বপক্ষস্তথোত্তরম্। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্।' বিষয়—বিচারযোগ্য বাক্য; বিশয় (সংশয়)—ইহার অর্থবিষয়ে সন্দেহ; পূর্বপক্ষ—প্রকৃতার্থের বিরোধী তর্ক। উত্তর —সিদ্ধান্তের অনুকূলে তর্ক এবং নির্ণয় তাৎপর্য্য-নির্ধারণ; জৈমিনিকৃত কর্মমীমাংসায় এবং বেদব্যাসরচিত ব্রহ্মমীমাংসায় এইরূপ ৪।৫টি সূত্রে এক একটি 'অধিকরণ' রচনা হইয়াছে। -**সঙ্গতি** (গো ভা ১।১।১ টী) ইহা ছয় প্রকার—আক্ষেপ, দৃষ্টান্ত, প্রত্যুদাহরণ, প্রসঙ্গ উপোদ্ঘাত ও অপবাদ-সঙ্গতি।

অধিকা (উ ৬। ২-১১, ৮।২—৩) যূথেশ্বরী ও সখীগণের মধ্যে যাঁহারা নায়কের প্রেমসৌভাগ্যে এবং স্বীয় রূপগুণাদিতে অন্যান্য নায়িকা হইতে উৎকৃষ্টা—তাঁহারাই হন 'অধিকা'। 'আত্যন্তিকী' ও 'আপেক্ষিকী'-ভেদে ইঁহারা দ্বিবিধ; আবার প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী-ভেদে প্রত্যেকেই তিন প্রকার। [তত্তৎশব্দ দ্রষ্টব্য]। -**ত্রিক** (উ ৬।৫) অধিকা যূথেশ্বরীগণের প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী—এই তিনভেদযুক্ত সংঘ।

অধিকান্ত (গো চ উত্তর ৩৭।২১৯) অতিক্রমনীয়।

অধিকার (হরি ১।৪২, ২।১৯৮) বৈয়াকরণ-মতে পূর্ব-সূত্রে গৃহীত পদাদির পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে অনুবৃত্তি —'পূর্বসূত্রস্থ--পদাদেরন্যত্রোপস্থিতি--রধিকারঃ।'

অধিকার ত্রিবিধ—(১) কোনও অধিকার শাস্ত্রের যে কোনও স্থানে থাকিয়া গৃহস্থিত প্রদীপের ন্যায় সমস্ত শাস্ত্রে স্বার্থ বিস্তার করে, যেমন 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা', (পা° ১।১।৪৯)। (২) কোনও অধিকার শৃঙ্খলবদ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় প্রসঙ্গবিশেষকে আকর্ষণ করে, যেমন 'অভিনিবিশশ্চ' (পা° ১।৪।৪৭)। ইহার চ-কারলব্ধ অধিকার 'আধারোঽধিকরণম্' (১।৪।৪৫) সূত্রস্থিত আধারকে আকর্ষণ করিয়াছে। (৩) কোনও অধিকার অনির্দ্ধারিত সম্বন্ধ-বিশেষকে নিরূপণ করে, যেমন 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' (৮।২।১)। এ প্রসঙ্গে মহাভাষ্য (১।১।৪৯ ভাষ্য) দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টি-বিশেষে অধিকার আবার ত্রিবিধ—যথা—(১) সিংহাবলোকিত, (২) মণ্ডূকপ্লুতি এবং (৩) গঙ্গাপ্রবাহ; কলাপ-মতে (৪) গোযূথ। (১) সিংহাবলোকিত —সিংহ যেমন কোনও পশুর হত্যা করত আগে যাইতে যাইতে অন্য মৃগ থাকিলে তাহাকেও বধ করিব—এই বুদ্ধিতে অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, তদ্রূপ একই শব্দের যদি সম্মুখে ও পশ্চাদ্‌ভাগে উভয়ত্রই অন্বয় হয়, তবে এই অধিকার সূচিত হয়।

(২) মণ্ডূকপ্লুতি—ভেক যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উল্লম্ফন করত গমন করে, তদ্রূপ যদি কোনও সূত্রস্থ পদ তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী একটি কি ততোঽধিক সূত্রকে লঙ্ঘন করত অন্য কোনও সূত্রে অনুবৃত্ত হয়, তবে ঐ পদকে মণ্ডূকপ্লুতির দৃষ্টান্তস্থল বলিতে হয়।

(৩) গঙ্গাপ্রবাহ—গঙ্গা যেমন অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ যদি কোনও সূত্রের অধিকার পর-পরবর্ত্তী সূত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে অনুবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে গঙ্গাস্রোতোঽধিকার বলা হয়।

(৪) গোযূথাধিকার—একটি গরুর অনুমার্গে যেমন বহু গরু গমন করে, তদ্রূপ একটি সূত্রেরই আনুগত্যে যদি বহু সূত্র অনুবর্ত্তন করে, তবে তাহাকে 'গোযূথাধিকার' বলে। পতঞ্জলি ও কালাপকদের এই মত। গড্ডালিকাপ্রবাহ—গোযূথন্যায় হইতে সর্বথা ভিন্ন, কারণ গোযূথে

অনিষ্টমার্গানুসরণের প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু গড্ডালিকায় উহার প্রসার রহিয়াছে। গড্ডালিকা-সম্বন্ধে বাচস্পত্য বলেন—'গড্ডালিকানামবীনাং সঙ্ঘাদেকা চেন্নগ্যাদৌ পততি, তদা তৎসঙ্ঘান্তর্গতাঃ সর্বা বার্য্যমাণা অপি তত্র পতন্তীতি লোকপ্রসিদ্ধ্যা যত্র বার্য্যমাণানামপি অনিষ্টমার্গে ধাবনং তত্রাস্য প্রবৃত্তিঃ।'

অধিকারী (চৈ চ মধ্য ২৫।১৮০) অধ্যক্ষ, রাজা, রাজার প্রধান কর্মচারী। ২ (সিন্ধু ২।১।৬) **ভক্তিরসাস্বাদনে অধি°** জন্মান্তরীয় বা আধুনিক ভক্তিবাসনা যাঁহার আছে, তাঁহারই হৃদয়ে ভক্তিরসাস্বাদ হইতে পারে। যদিও রতির অস্তিত্বে আধুনিক বাসনার বিদ্যমানতাই বুঝায়, তথাপি রসনিষ্পত্তির জন্য প্রাক্তনী বাসনাও অপেক্ষিত—ইহাই প্রায়িক নিয়ম। এ বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—যদি কোনও নিরপরাধ ব্যক্তি শ্রীগুরুপদাশ্রয়পূর্বক সাধন করিতে করিতে সেই জন্মেই রতিলাভ করেন, তথাপি জন্মান্তরেই তাঁহার রসাস্বাদন হইবে, এই জন্মে নহে—ইহাই তাৎপর্য্য। **বৈধসাধন-ভক্তিতে অধি°** (সিন্ধু ১।২।১৪) মহৎসঙ্গাদি-জাত সংস্কারবিশেষের ফলে শ্রীকৃষ্ণসেবনে শ্রদ্ধাবান্ হইলেও যিনি তাহাতে অধিকতর আসক্ত নহেন, অথচ দেহ-দৈহিক বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বিমুখ, ভক্তিযোগে কথা-শ্রদ্ধালু (সিন্ধু ১।২।১৫ বি); ইনি উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ। **-ঠাকুর** (রসিক পশ্চিম ১৩।৩) শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভু।

অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপক (শেষ ৪।৫) যদি বিশেষণদ্বারা উপমানাপেক্ষা উপমেয়ের গুণাদি অধিকতর বর্ণিত হয়, তবে তাহাকে 'অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপক' বলে। যথা—'ইদং বক্ত্রং রাধে! তব হতকলঙ্কঃ শশধরঃ।' এই বাক্যে কলঙ্ক রাহিত্যই অধিকবৈশিষ্ট্য।

অধিকৃত (ভা ৩।৫।৮) তত্তৎকর্মে অধিকারপ্রাপ্ত, ২ আশ্রিত, ৩ (ভা ১০।৪৭।২৭) প্রাপ্ত—স্বামী। ৪ (ভা ৩।৫।৮) ভক্তি, জ্ঞান যোগ ও কর্মাদিতে অধিকারী—অধিকারবিষয়ীকৃত—বি। ৫ (সিন্ধু ৩।২।১৯) দাস—ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অধিকার বিশেষে স্থাপিত হইয়াছেন।

অধি-ক্ষিপ্ত (ভা ১০।৫৫।১৮, গো চ উত্তর ১১।২১) ভর্ৎসিত। ২ অধিকার হইতে নিষ্কাসিত—বি। **°ক্ষেপ** (তর ১১।২২।৪৯) নিন্দা, তিরস্কার। **-গম** (ভগ ৪৬) ব্যাবহারিক বোধ—জী। ২ (গো ভা ৪।১।১৩) প্রাপ্তি। ৩ (চৈত ৩।৫।৩) অনুভব। **-গমন** (ভা ১১।৮।১৪) উপগমন—স্বামী। ২ ভোগ্যা বলিয়া স্ত্রীকে বিশ্বাস—বি। **-গুণ** (চৈ না ১০।৩) সমধিক গুণশালী। **-জিগমিষু** (আ চ ৭।১০৭) জিজ্ঞাসু। **-ত্যকা** (আ চ ১।১৮৬) পর্বতোপরি ভূমি। **-দৈব** (গীতা ৮।৪, মালা চৈতন্য° ২।৪) আরাধ্য দেবতা। **-নিবেশিত** (ভা ৫।১।২৩) প্রাপিত—স্বামী। **-প** (বৃ ভা ২।২।৭) পালক, ২ রাজা। **-পদবি** (মালা চৈতন্য° ১।৭) পথে—বল। **-পুরুষ** (ভা ৩।৬।৪) বিরাট্ দেহ—স্বামী। **-বল** (না চ ১৫০) নাট্যশাস্ত্রমতে কাপট্যাবলম্বনে বঞ্চনা। **-ভূত** (গীতা ৮।৪) নশ্বর দেহাদি পদার্থ—স্বামী। **-মখ** (ভা ৪।৭।১৫) যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণু। **-মাস** (হ ১৬।৪৩৭) মলমাস, সৌরমাস হইতে অতিরিক্ত শুক্লপ্রতিপৎ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস। 'অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জিতম্। মলমাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ' [মলমাসতত্ত্বে] অর্থাৎ যে মাসে দুইটি অমাবস্যা হয় এবং রবির সংক্রান্তি ঘটে না, তাহাই 'মলমাস'। **-মাস-কৃত্য** (হ ১৬।৪৩৭-৩৮) মলমাসে শ্রীহরির স্মরণপূর্বক স্বর্ণ ও ঘৃতযুক্ত ৩৩টি পিষ্টক বেদবিৎ শ্রোত্রিয় কুটুম্বীকে দান করিবে। ইহা কিন্তু সমর্থব্যক্তির পক্ষেই কর্ত্তব্য। ব্রজে ইহাকে 'পুরুষোত্তম মাস' বলে এবং এই মাসে শ্রীগিরিরাজ প্রভৃতির পরিক্রমাদি ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান হয়। **-মৌলি** (ল না ১০।২৬) শ্রেষ্ঠ। **-যজ্ঞ** (ভা ২।৭।১৭) যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু। ২ (গীতা ৮।৪) জীবদেহে অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান পরমাত্মা। **-যাত** (আ চ ১৭।৯১) অনুভূত। **-যাপিত** (আ চ ১১।১১৯) প্রাপিত। **-রথ** (ভা ৩।১।৪০) রোমপাদ-বংশীয় সৎকর্মার পুত্র। ইনি অপুত্রক কিন্তু কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের পালক পিতা। **-রূঢ়** (ভা ১১।১৩।৩৭) প্রাপ্ত—স্বামী। ২ (উ ১৪।১৭০) রূঢ় মহাভাবের অনুভাবসমূহ হইতেও যে অবস্থায় উদ্দীপ্ত

সাত্ত্বিক ভাবগুলি কোনও অনির্বাচ্য বৈশিষ্ট্য লাভ করে, কিন্তু সুদ্দীপ্ত হয় না, তাহাই 'অধিরূঢ় মহাভাব'। 'মোহন' ও 'মাদন'-ভেদে ইহা দ্বিবিধ। **-তীর্থ** (বৃ লী ৩) মথুরায় বিশ্রান্তি ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বিতীয় ঘাট। **-রোহিণী** (আ চ ৪।৩, বিনা ২।৩৯) সোপান। **-বাস** (ভা ৩।২৮।২৬, মুক্তা ২।১৯) স্থান। ২ (আ চ ১১।১১৪, গোলী ৪।৬১) সুগন্ধীকরণ। **-বাসন** (মাম ১৮৮) গন্ধমাল্যাদি-কৃত সংস্কার-বিশেষ। ইহা জন্মাষ্টমী প্রভৃতি শুভকার্য্যের পূর্ববর্তী ব্যাপার। প্রকৃত যজ্ঞারম্ভের পূর্ব দিবসে করণীয় দেবতা-স্থাপনাদি কর্ম-বিশেষ। অধিবাসের দ্রব্য—"মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্বা পুষ্পং ফলং দধি। ঘৃতং স্বস্তিক-সিন্দুরং শঙ্খ-কজ্জলরোচনাঃ॥ সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রচামর-দর্পণম্। দীপঃ প্রশস্তিপাত্রঞ্চ বিজ্ঞেয়-মধিবাসনে।" **-বীত** (ভা ৩।৮।২৯) সংবেষ্টিত—স্বামী। **-শ্রয়ণী** (আ চ ১৭।৬৩) চুল্লী। **-শ্রিত** (ভা ১০।৯।৫, আ চ ৬।৯) চুল্লীতে আরোপিত—স্বামী। **অধিষ্ঠ** (মথুরা ৩৬৮) অধিষ্ঠান। **°ষ্ঠাতা** (নাম ৩।৪৩) কর্ত্তা। **-ষ্ঠান** (গীতা ৩।৪০) আশ্রয়, ২ (গীতা ১৮।১৪) শরীর—স্বামী। ৩ (নামটী ৩।৪৩) উপাদান; ৪ (সিন্ধু ১।২।৩০৭, ভক্তি ১০৫) প্রতিমা, অর্চা—জী। ৫ (হ ১৮।২) পূজাস্থান। ৬ (সুধা ৪৮) শ্রীমথুরাদি-ধামস্বরূপ। ৭ (গো ভা ২।৪।১৪) [অধি—স্থা+কর্ত্তরি ল্যুট্] প্রবর্ত্তক। **-সব্য** (বি না ৫। ১৮) বামভাগে। **-সহস্র** (ভা ৫। ১৬।১২) একাদশ শত—স্বামী। **-হরি** (গোচ পূর্ব ১১১৬) হরৌ ইতি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাবঃ] হরি-সম্বন্ধে।

অধীত (ভা ১।৫।৪) অধিগত, প্রাপ্ত—স্বামী। ২ অনুভব-গোচর—বি।

অধীতি (ভাবনা ৬।৭) অধ্যয়ন।

অধীতী (গো চ পূর্ব ২২।৮৭) [অধীতমনেনেতি অধীত+ইনি] ভূতপূর্ব অধ্যেতা।

অধীন (আ চ ২১।৪৭) অধিক প্রভু। **-তত্ত্বগ্রাম** (আ চ ৫।২৫) সূর্য্যাদি গ্রহ প্রভৃতির সঞ্চার ও অতিচারাদি-বিদ্যায় বিশারদ। ২ সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে অভিজ্ঞ। **-মায়** (আ চ ৪।১৮) মায়া যাঁহার বশীভূতা, সেই শ্রীকৃষ্ণ।

অধীয়ন্ (হরি ৫।১৪) সুখে পাঠকারী।

অধীয়ান (হরি ৫।১৪) কষ্টে পাঠকারী।

অধীর (কর্ণা ৪৯) (ন বিদ্যতে ধীর্যত্র স অধীর্মোহস্তং রাতি দদাতীতি) মোহদ—কবি। **-প্রগল্ভা** (উ ৫।৫৭) যে মানিনী নায়িকা ক্রোধে নিষ্ঠুরভাবে তর্জ্জন করত নায়ককে তাড়না করেন। **-মধ্যা** (উ ৫।৩৭) যে নায়িকা রোষপ্রকাশপূর্বক বল্লভকে কঠোর বাক্যে নিরসন করেন।

অধীশ (ভগ ৩১, ভা ১০।১৪।১৪),

অধীশ্বর (ভা ১০।৫৬।২৬) সর্বান্তর্যামী নারায়ণেরও উপরি বর্ত্তমান - জী। ২ প্রবর্ত্তক—স্বামী। ৩ (আ ১৬) পরমসমর্থ, ৪ সকল-কলাকুশল, ৫ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, ৬ ঐশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্ন।

অধীষ্টি (হরি ৪।১৭৬) সৎকার-পূর্বক নিয়োজন, যথা—'হে গুরো! আমাকে কৃষ্ণোপদেশ দিন!'

অধুনা (হরি ৭।৯৭) [ইদম্+ধুনা] এখন, আজকাল।

অধৃত (সুধা ১০৩) ভক্ত ভিন্ন অন্যের অস্পৃশ্য।

অধৃতি (সিন্ধু ৩।২।১১৬, ১২২) সর্ব-বিষয়ে স্পৃহাশূন্যতা—শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে দশাবিশেষ।

অধেনু (ভা ১১।১১।১৮) বন্ধ্যা বা চিরপ্রসূতা গাভী—স্বামী।

অধোক্ষজ (ভা ৩।৫।২৬, বৃ ভা ২।৫। ১৬৭) পরমাত্মা, ইন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর ভগবান্। ২ ইন্দ্রিয়সুখকে অধঃকৃত করিয়াছেন যিনি--বল। ৩ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অচিন্ত্য স্বরূপ—জী। ৪ (প্র ১।১৪) প্রাকৃতেন্দ্রিয়সুখ-রহিত—বাগীশ। ৫ (হরি ৩।৮) পরোক্ষ অতীতকালের ধাতুবিভক্তি; অন্যমতে—লিট্, পরোক্ষা বা থী।

অধোক্ষজাভ (হরি ৪।৪৫, ৫।১৯) পরোক্ষাতীতে কসু, কি ও কানচ্ প্রত্যয়; যথা-- কৃষ্ণঃ ক্রীড়াং চক্রিবান্, চক্রিঃ, চক্রাণঃ।'

অধোভুবনম্ (হরি ৬।১৮২) ভুবনের অধোভাগ।

অধোলোক (ভা ৫।২৪।৭) অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—অসুর ও নাগগণের স্থান।

অধ্যক্ষ (ভা ৭।৭।২৫) সাক্ষী, ২ (ভা ২।৯।২৪) অধিষ্ঠাতা, ৩ (ভা ৩।১৬।১৬) সর্বেশ্বর, ৪ (গীতা ৯।১০) নিমিত্তকারণ—স্বামী। ৫ (ভা ১০। ৩৩।৩৫) সর্বেন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক—সনা। ৬ প্রত্যক্ষ, ৭ (ভা ১০।৭৫।৪)

নিযোক্তা—জী। ৮ (ভা ১০।১০। ৩১) অন্তর্যামী—বি।

অধ্যবসান (সাকৌ ১০।১৫) উপমান-সহিত তাদাত্ম্যারোপণ—বল।

অধ্যবসায় (ভা ১।১৯।১৭) নিশ্চয়। ২ (ভা ২।১০।৭) প্রকাশ—স্বামী। (তত্ত্ব ৫৭) জীবগণের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া প্রকাশ—জী। ৩ (উ ১৩।৫০) উদ্যম। ৪ (শেষ ৪।১৩) বিষয়ের অপলাপ করিয়া বিষয়ীর অভেদারোপকে অধ্যবসায়' বা 'সম্ভাবনা' বলে। ইহা দ্বিবিধ—সিদ্ধ ও সাধ্য। 'অতিশয়োক্তি' দ্রষ্টব্য।

অধ্যবসিত (লনা ৫।৪) সঙ্কল্প।

অধ্যসন (ভা ৩।২০।১) লাভ—স্বামী।

অধ্যস্ত (নাম টী ৩।৩) আরোপিত।

অধ্যাত্ম (ভা ৩।২০।৭) মনঃ, ২ (ভা ৬।৫।১৭) কার্য্যকারণ-সংঘাতের অধিষ্ঠাতা; ৩ (ভা ৭।১২।২৯) অহঙ্কার, ৪ (ভা ১০।৪২।৭) দেহ; ৫ (গীতা ৮।৩) দেহকে অধিকার করিয়া ভোক্তা জীব—স্বামী। ৬ পরমাত্ম-প্রাপক শুদ্ধ জীব—বি। ৭ (কৃষ্ণ ১৬৯) আত্মবিষয়ক [জ্ঞানাদি]। ৮ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়। ৯ (ভক্তি ২১৬) শুদ্ধ আত্মার ভাবনা। ১০ (হ ১০। ৪০৯) আত্মতত্ত্ব। **-গোষ্ঠী** (কৃষ্ণ ১১৭) ইহা দ্বিবিধ—(১) লৌকিক ও (২) পারমার্থিক। (১) লীলাতত্ত্বানভিজ্ঞ লোকগণের স্থান—ইহাতে প্রকৃত তত্ত্ব আলোচিত হয় না। (২) প্রকৃত তত্ত্বালোচনার স্থান—পারমার্থিক সত্য বৈকুণ্ঠ বস্তুর নাম, ধাম, লীলা ও পরিকর প্রভৃতির ত্রিকাল-সত্যত্বনির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত। **-চক্ষুঃ** (ভা ৭।১৩।২১) অন্তর্দৃষ্টি। **-দর্শন** (ভা ৩।২০।২৮) পরচিত্তজ্ঞান। **-দীপ** (ভা ১০।৩।২৪) বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রকাশক, পরমাত্মা। ২ সর্বতত্ত্ব-প্রকাশক—বি। ৩ (চৈত ১০।৩।২৪) আত্মপ্রাকট্য-প্রকাশক। **-যোগ** (মুক্তা ৭।২২) মোক্ষশাস্ত্রাভ্যাস। **-বাদ** (প্রকাশ ২।৩) শ্রীকৃষ্ণ শরীরী, রূপবান্, সসীম, চক্ষুর্গোচর, কাজেই তিনি ভৌতিক; ভৌতিক বস্তুই স্থূল ও নশ্বর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করিয়া নিত্য, নিরাকার, নিরঞ্জন ব্রহ্মের উপাসনা। **-বিৎ** (ভা ১০।৮৬।৪৪) নিবৃত্ত-দেহাদ্যহঙ্কার, ২ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ, ৩ শান্ত ভক্ত, ৪ স্বপরাত্ম-জ্ঞানবান্। **-বিদ্যা** (গীতা ১০।৩২) আত্মবিদ্যা, পরমাত্ম-নির্ণায়ক বেদান্ত-বিদ্যা। **-শিক্ষা** (ভা ১০।৮২।৪৭) স্বরূপোপদেশ—স্বামী। ২ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বোপদেশ—সনা।

অধ্যাত্মা (ভা ৭।১২।২৭) বায়ু—স্বামী।

অধ্যায় (হরি ৫।৩৮৩) [অধীয়তে ইতি অধি—ইঙ্+ঘঞ্] গ্রন্থাংশ, ২ যাহা বা যাহাতে অধ্যয়ন করা হয়।

অধ্যারোপ (প্রীতি ৮৪, স্থ ৩।২৯) বস্তুতে অবস্তুর ভ্রান্তি বা আরোপ, যেমন অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পের আরোপ।

অধ্যাস (ভা ১১।২৬।১৮) মিথ্যাজ্ঞান, আরোপ—বি। **-ক** (রত্ন ৭।৮) আরোপক। **-বাদী** (রত্ন ৬।৬৪) [অযথার্থজ্ঞান বা পূর্বদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানকে স্মৃতিরূপে অন্যবস্তুতে আরোপই অধ্যাস (স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ—শারীরকভাষ্য); যথা শুক্তিতে রজত-জ্ঞান।] জীবে ব্রহ্মারোপকারী অদ্বৈতবেদান্তী।

অধ্যাসন (ভা ১০।৬৮।৩৫) সিংহাসন—সনা।

অধ্যাসিত (বিনা ১।৪১) উপবিষ্ট, অধিষ্ঠিত। ২ (চৈনা ৫।১) অবলম্বিত। ৩ অনুশীলিত।

অধ্যাসীন (ভা ১০।৭৮।২৩) শ্রেষ্ঠাসনে উপবিষ্ট—স্বামী।

অধ্যেধিত (ভা ৫।১১।১৭) সম্যক্ বৃদ্ধ—স্বামী।

অধ্রুব (গীতা ১৭।১৮) ক্ষণিক—স্বামী।

অধ্বগ (উ স ৮০) পথিক।

অধ্বন্ (উ ৭।১০, গোলী ৭।১৫) মার্গ।

অধ্বনীন (হরি ৭।৮৬৯, উ ৭।৪৭),

অধ্বন্য (হরি ৭।৪০) [অধ্বানমলংগামী অধ্বন্+খ, যৎ] পথিক, ২ যিনি কুশলে বা প্রচুরতর গমন করেন।

অধ্বর (আ চ ১৩।৭৭) যজ্ঞ। **-অঙ্গ** (ভা ৩।১৩।২৮) স্বয়ং বেদ—বি। **-আত্মা** (ভা ৫।১৫।১২) যজ্ঞরূপী হরি।

অধ্বর্য্যু (সি টী ১।৫) যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্।

অধ্বরাক্ষ (ভা ১০।৫৪।২৫) সহস্রাক্ষ—স্বামী।

অধ্বান (আ চ ৭।৭৩) নিঃশব্দ।

অনঃ (ভা ১০।৮২।৩১, বৃ ভা ২।৬।২৬২, গোচ পূর্ব ৬।২৬) শকট, রথ।

অনক্ষর (গোচ পূর্ব ৫।৫) অবাচ্য।

অনঘ (ভা ২।৭।৩২) শ্রমরহিত, ২ (ভা ৪।২৪।৫৮, বৃ ভা ২।৭।১৪)

পাপহারক। ৩ (ভা ১০।৩।৩৭) সর্বাপরাধ-রহিত—সনা। ৪ সর্ব-দুঃখহারী—সনা। ৫ (বৃ ভা ২।৭। ১১৩, কৃষ্ণা ৪।৯) নিরবদ্য। ৬ (ভক্তি ১৭৪, ভা ১১।২০।১১) নিষিদ্ধ-ত্যাগী—স্বামী। ৭ নিষ্পাপ—বি। ৮ (বৃ ভা ২।৭।১৪ টী) অঘাসুর-ঘাতক। ৯ (আ চ ১৫।৯) নির্বাসন। ১০ নির্বিঘ্ন। ১১ (গোচ উত্তর ১।১৪) পবিত্র।

অনঘা (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপস্থা নদী।

অনঙ্ক (আ চ ১৫।৭, গৌ বি ৩১) নিষ্কলঙ্ক।

অনঙ্কুশ (বৃ ১২।৮৬) নিরপেক্ষ।

অনঙ্গ (ভা ১০।৬১।২২) প্রদ্যুম্ন। ২ (রত্না ৫।২৯৭৩) তালবিশেষ। 'ল-প্লুতৌ সগণোঽনঙ্গঃ' (সঙ্গীত-রত্নাকর)। ইহার মাত্রাবিভাগ= ১+৩+১+১+২=৮ মাত্রা বা তাহার গুণিতক। **-ক্রীড়া** (ছ ৭। ২২) মাত্রাবৃত্ত (ছন্দোবিশেষ)। **-গায়ত্রী** (গোতা ১।১৮) কাম-গায়ত্রী। **-গুটিকা** (গোলী ১৯।৫৩) শর্করা সহিত ক্ষীরসার এবং কর্পূর, তণ্ডুল, নারিকেল, জাতীফল, ও লবঙ্গ—মরিচের সহিত পেষণ করিয়া রম্ভা ও এলাচিসহ ঘৃতে পক্ক (শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়) খাদ্যবিশেষ। **-জয়-জঙ্গম-দেবতা** (গী গো ৩।১৩) শ্রীরাধা। **-দ** (ভাবনা ২।৩) কন্দর্পোদ্দীপক, ২ বাজুবন্ধ-রহিত। **-প্রকটন** (অকৌ ১০।৪৩) রসের অনুপকারী (অঙ্গ ভিন্ন) বস্তুর বর্ণন; যেমন (শেষ ৫।১০) কর্পূরমঞ্জরী নাটকে বসন্ত-বর্ণনা ত্যাগ করত বন্দি-বর্ণিত অনুপযোগী পদার্থের বর্ণনা। **-ভঙ্গ** (উ ১১৭৪) কন্দর্প-তরঙ্গ—বি। **-মঞ্জরী** (কৃ গ ১২১—১২২) শ্রীরাধার অনুজা. বর্ণ—বসন্তকেতকীবৎ, বস্ত্র—ইন্দীবর-তুল্য, পতি—শ্রীমতীর দেবর দুর্মদ। **-রঙ্গভূ** (কৃ গ পরিশিষ্ট ১১৭) যমুনা-পুলিন। **-বাণ** (ভা ১০।৬১।৪) মর্মভেদী শর-সনা। **-শেখর** (ছ ২।১৮৮) দণ্ডক ছন্দোবিশেষ। ২ (মালা ছন্দ° ৭) কন্দর্পের শিরোভূষণ।

অনচ্ছ (গো চ পূর্ব ১১।৫৪) কলুষিত।

অনঞ্জন (ভা ৯।৫।৮) শ্রীহরি—স্বামী। মায়োপাধি-রহিত—বি।

অনটন (আ চ ১।৪২) অগমন, স্থিতি।

অনড্বান্ (গো চ উত্তর ২৩।৪৫, হরি ৫।২৭৬) [অনঃ—বহ+ক্বিপ্] বৃষ।

অনন্ত পথ (চৈ ভা আদি ৫) নিরুদ্দিষ্ট পথ।

অনন্তর (বিপু ১।১৪।২৪) নির্বেদ—স্বামী।

অনন্যবৃত্তি (ভা ৪।৭।৩২) ভক্তি—স্বামী।

অনয়গভীর (মালা গীতাবলি ২৭।১) অতিপ্রগল্ভ।

অনর্থ (ভা ১১।২৩।১৪—১৫) অর্থ-মূলক অনর্থ ১৯ প্রকার; যথা—স্তেয়, হিংসা, অনৃত, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, স্ময়, মদ, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রীব্যসন, দ্যূত, মদ্য, সঞ্চয়ে আয়াস. রক্ষণে চিন্তা, ব্যয়োপভোগে ত্রাস ও নাশে ভ্রম—বি।

অনল্পিত (মালা ত্রিভঙ্গী ৫) বহু।

অনবসর (চৈ চ মধ্য ১।১১৩) শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পরবর্ত্তী এক পক্ষ।

অনবসাদ (চৈ চ সূত্র ১।১০) অক্লান্তি, উৎসাহ।

অনবসিত (ভা ৫।৩।১৪) অলক্ষিত—স্বামী।

অনবসিতা (ছ পরিশিষ্ট ১২) একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

অনবস্থ (আ চ ১৭।৫৬) মর্য্যাদা-রহিত।

অনবস্থা (ভা ১০।৮।১৯) অস্থিরতা। ২ বাৎসল্য-পোষক চাপলাখ্য সঞ্চারিভাব—জী। ৩ (আ চ ১১। ১৫২) নিষ্ঠাপর্য্যাপ্তির অভাব। ৪ (রত্ন ১।২১) ন্যায়মতে দোষ-বিশেষ, অবধারিত বস্তু ও তৎসজাতীয় বস্তুর অনবরত কল্পনা।

অনবস্থান (ভা ৫।৬।২) চঞ্চল; ২ বাধিতত্ব—স্বামী।

অনবস্থিত (আ চ ১১।৭৬) নিষ্ঠা-রহিত। ২ (অকৌ ৩।১৫) ধৃষ্ট।

অনবহিত (সিন্ধু ৪।৫।৯) অমনো-যোগী।

অনবাক্ (গোচ পূর্ব ১১।৬৯) উর্দ্ধ।

অনবীকৃততা (অকৌ ১০।৩৬) বহু-বার বক্তব্য একই বিষয়ের ভঙ্গী পরিবর্তন ব্যতিরেকেও পুনঃ পুনঃ নির্দেশ (অর্থদোষ)।

অনষ্ট (গোচ উত্তর ৩৭।২২১) স্থির।

অনসূয় (গীতা ৩।৩১) দোষদৃষ্টি-রহিত—স্বামী।

অনসূয়া (ভা ১।৩।১১, কৃষ্ণ ১১, আচ ১৫।৩১৭) মহর্ষি কর্দম ও দেবহূতির কন্যা, অত্রির পত্নী ও দত্তাত্রেয়ের জননী। ২ (ভক্তি ১৯) দেবতান্তরের অনিন্দা। ৩ (বিপু ৩।৮।৩৬) গুণে

দোষারোপের অভাব।

অনসূয়ু (ভা ১।২।২৬, ৩।৩২।৪২, গীতা ৯।১) নিন্দাশূন্য, দোষদর্শন-রহিত।

অনস্থিপ্রায় (ভা ৫।১৬।১৯) অতি-সূক্ষ্ম বীজ—স্বামী।

অনহঙ্কৃতি (প্রীতি ১১৬) গর্বরাহিত্য।

অনাকলিত (আচ ২।৬০, চৈনা ১৮) অনভ্যস্ত, ২ অননুভূত, ৩ অদৃষ্ট, ৪ অবিবেচিত।

অনাকুল (ভ চ ৫।৯) অপ্রতিহত-ভাব। ২ অব্যগ্র, স্থির।

অনাক্য (অকৌ ৭।১৭) অস্থুর—বি।

অনাখ্যেয় (রত্ন টী ৩।৩১) বাক্যের সম্যক্ অগোচর—বল।

অনাগ (চৈত ১১।১২।৮) অপুনরাবর্ত্তী, ২ (চৈনা ৩।৩৫) মনোহর, ৩ নির-পরাধ।

অনাচার (চৈ চ আদি ১০।৮৯) সদাচার-শূন্য।

অনাত্মা (গীতা ৬।৬) যিনি মনকে জয় করিতে পারেন নাই—স্বামী। ২ (ভা ১।৫।১৬) দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট—স্বামী। ৩ মৃতক—বি। ৪ (ভা ১০।১৪।১৯) প্রকৃতি—স্বামী। নিরাকার—বি। আত্মজ্ঞানশূন্য—বল।

অনাত্ম্য (ভা ৪।৩।১৬) দেহাদিতে অহংবুদ্ধি—স্বামী। ২ (ভা ৪।৪।২৯) দুর্জনত্ব—স্বামী, ৩ জীবন্মৃতত্ব—বি। ৪ অজ্ঞতা—স্বামী, ৫ (গোভা ১।১।৭) ভোক্তা। **-নিমিত্ত** (ভা ৫।১০।১৪) অবিদ্যা—স্বামী।

অনাথ (বৃ ভা ১।৫।১৫) অনাশ্রয়। **-বন্ধু** (সিন্ধু ৩।২।১০০) নিরাশ্রয়ের প্রতিপালক—জী।

অনাদর (গোভা ১।২।১) ব্রহ্মাদি জগৎকে তৃণের ন্যায় মনে করিয়া স্বানন্দে বিরাজমান। ২ আত্মগৌরব-শূন্য—বল। ৩ (বৃ ভা ২।৪।২১৩) উপেক্ষা।

অনাদি (ব্র ৫।১) সর্বকারণের কারণ গোবিন্দ। **-নিধন** (সুধা ৬) জন্মবিনাশ-রহিত। **-বহির্মুখ** (চৈচ মধ্য ২০।১১৭) অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্বজ্ঞানের প্রাগভাবময় বিমুখতা-যুক্ত।

অনাময় (গীতা ১৪।৬) নিরুপদ্রব, শান্ত—স্বামী। ২ অরোগ—বল। ৩ (হ ৩।৭৬) সর্বদোষশূন্য।

অনামরূপ (প্রীতি ১৯৪) প্রসিদ্ধ-প্রাকৃত নামরূপ-রহিত।

অনামা (বৃ ভা ২।২।১৭৯ টী, রত্ন,৪।২৮, সভা ১।৬৮৪, গোভা ১।১।১) ভগ-বান্; 'অপ্রসিদ্ধেস্তু গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।' ২ প্রাকৃত শব্দের অনির্দেশ্য।

অনায়ত্ত (আচ ৯।৩১) স্বাধীন।

অনায়ত্তি (আচ ১১।১৮৩) স্বাধীনতা ২ (চৈনা ৪।৪১) অবশতা, ৩ অসামর্থ্য, ৪ অবিচার।

অনায়াস (বিপু ৩।৮।৩৫) মহাশুভ কর্মাদিদ্বারাও শরীরের নাতিপীড়ন। 'শারীরং পীড্যতে যেন সুশুভেনাপি কর্মণা। অত্যন্তং তন্ন কুর্বীত অনায়াসঃ স উচ্যতে ॥'

অনায়াস্ত (ভা ১১।২৫।২৮) অনায়াসে প্রাপ্ত—স্বামী। ২ (আচ ১৩।১৬) আয়াসশূন্য।

অনারত (আচ ৪।২) নিরন্তর।

অনারম্ভ (গীতা ৩।৪) অননুষ্ঠান, ২ (গো ভা ৩।৪।২৬) নিরাশ্রম।

অনারব (ভাবনা ১।২৬) নিঃশব্দ।

অনাদ্র্র্ধী (ভা ১০।৩৯।২৭) কঠিন-মতি—স্বামী।

অনার্য্য (ভা ১।৭।৩১) দৌর্জন্য, ২ শত্রুতা—স্বামী। ৩ (ভা ৭।৫।৪৬) অন্যায্য।

অনালব্ধ (ভা ১১।১৪।১৭) অস্পৃষ্ট, অবিচলিত—বি।

অনাবিজমান (গোচ পূর্ব ৩৩।৯৬) অনুদ্বিগ্ন।

অনাবিদ্যক (তত্ত্ব ৩৭) অবিদ্যাদ্বারা অকল্পিত, বাস্তব।

অনাবিল (আচ ১৮।১৭৪) নির্দ্র্রণ।

অনাবিলাস (আচ ১৫।১, ২০।৩) নির্দোষ।

অনাবৃত্তি (গীতা ৮।২৩, ২৬) অপ্রত্যা-বর্ত্তন, মোক্ষ।

অনাশক (গো ভা ১।১।১) [নঞ্—আ+অশ্+ঘঞ্] ভোজন-সঙ্কোচ।

অনাশী (রত্ন ৬।৪০) পরিণাম-জাত রূপনাম-শূন্য—বল।

অনাশীঃ (ভা ১০।৮৯।১৭) নিষ্কাম—সনা। ২ শান্ত—জী। **-কাম** (ভক্তি ১৭৪) অফলকাম, কেবল ঈশ্বরাজ্ঞাবোধে কর্ম-পরতা।

অনাশ্রয়ণীয় (হ ১১।৬৮৫-৮৬) ভগ্নযান, কূলস্থিত-বৃক্ষচ্ছায়া এবং পতিত, উন্মত্ত, অনেকের শত্রু, কীট-তুল্য পরপীড়ক ও বহুলোকের বিদ্বেষ-ভাজন জন।

অনাশ্রিত (গীতা ৬।১) অপেক্ষা-রহিত—স্বামী।

অনাশ্বাস (ভা ১।১৮।১২, ভক্তি ৯৮) অবিশ্বাস্য—স্বামী।

অনাসঙ্গ (সিন্ধু ১।১।৩৫) স্বর্গাদি-লাভের প্রবৃত্তিবশতঃ সাক্ষাৎ ভজনের নৈপুণ্যহীন—জী। ২ [শ্রীমূর্ত্তির

পদসেবনে প্রীতি, শ্রীভাগবতাস্বাদ, সজাতীয়-সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন ও ধামবাস—এই পঞ্চাঙ্গ সাধন ব্যতীত] নতি, স্তুতি-বন্দনাদি সাধনসমূহই অনাসঙ্গ—মু। ৩ [সিন্ধু ১।৪।১৫—১৬] শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা এবং রুচি-নামক ভূমিকালাভের পর যে 'আসক্তি'—সেই ভূমিকায় আরোহণ না করা পর্য্যন্ত ভজনই অনাসঙ্গ—বি।

অনাসন্ন (ভা ৩।২০।২৭) অনাশ্রিত—স্বামী।

অনাস্তিক (রস ৭৩৫) আস্তিক্যহীন 'কৃষ্ণ-উদাসীন হয় অনাস্তিক জনে।'

অনাস্থা—অনাদর।

অনাহার (বিপু ৩।৯।১৩) আহারার্থ সঞ্চয়-রহিত—স্বামী।

অনাহার্য্য (চৈ না ২।২১, আ চ ৮।১৮৬) অকৃত্রিম, স্বাভাবিক। ২ অলৌকিক।

অনিকাম (ভা ৪।২৮।১০) অনিচ্ছা—স্বামী।

অনিকেত (গীতা ১২।১৯, চৈচ মধ্য ১৯।১২৭) নির্দিষ্ট বাসস্থান-রহিত।

অনিঙ্গ (গোচ পূর্ব ৩১।৬৫) স্থাবর।

অনিট (হরি ৩।১৩৫) ধাতুর উত্তর চতুর্লকার ব্যতীত বিভক্তি-প্রয়োগে যে সকল ধাতুতে ই-কার আগম হয় না।

অনিতর (আ চ ৭।১৬৬) [ন বিদ্যতে ইতরো যস্মাৎ সঃ] এক।

অনিত্য—(গীতা ৯।৩৩) নশ্বর, অস্থির, অব্যবস্থিত।

অনিদম্ (ভা ১০।২।৪২) প্রপঞ্চাতীত, চিন্ময়—সনা।

অনিদ্র (মালা চৈতন্যাষ্টক ৩।৭) প্রফুল্ল—বল। ২ নিদ্রাশূন্য ৩ আলস্যহীন।

অনিনিষা (প্রে ৮৩) জিজীবিষা।

অনিমিত্ত (ভা ৩।১০।৯, ভক্তি ২২৯, প্রীতি ৬১) নিষ্কাম। **-নিমিত্ত** (ভা ৩।২৭।২১, প্রীতি ১০) ফলাভিসন্ধান-শূন্য—স্বামী। ২ (ভা ৩।১৫।১৪) অনিমিত্ত (ভগবান্‌ই) যাহার হেতু—জী।

অনিমিষ (ভা ১।১।৪) অলুপ্তদৃষ্টি, শ্রীবিষ্ণু; ২ (ভা ৩।৫।১৪, চৈত ৩। ২৫।৩৮) কাল। ৩ (ভা ১০।৮৭।২৮, রত্ন ২।৪৬) দেব। ৪ (ভা ১১।১৬ ২৭) অপ্রমত্ত—স্বামী। [৫ মৎস্য, ৬ ক্রিয়াশূন্য বস্তু]।

অনিমিষারি (ভা ৫।৯।২০) কাল-চক্র—স্বামী।

অনিমেষ (গৌ কৃ ৮।৫০) দেবতা।

অনিয়ত (চৈনা ৩।৪৮) অসংযত, চঞ্চল।

অনিয়মে সনিয়মতা (অকৌ ১০। ৩৭) অনিয়মে বর্ণনীয় স্থলে নিয়ম-পূর্বক বর্ণনা (অর্থদোষ)।

অনিরয়-বর্ত্ম (কৃষ্ণ ১২০) প্রপঞ্চের অতীত।

অনিরুক্ত (গোভা ১।১।৭) অনন্ত-গুণান্বিত বলিয়া সম্যক্ প্রকারে বর্ণনাতীত। ২ অনির্দিষ্ট।

অনিরুদ্ধ (কৃষ্ণ ১৭৪) শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র, ইনি (ভা ১০।৯০।৩৩) অষ্টাদশ মহারথের মধ্যে গণিত হইয়াছেন। ২ (তত্ত্ব ১০।৬১।৩৪) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের ঔরসে ও রুক্মবতীর গর্ভে জন্ম। ইনি স্বীয় মাতুল-কন্যা রোচনাকে (সুভদ্রাকে) বিবাহ করেন; বাণরাজার কন্যা উষাও ইঁহার পত্নী। ৩ (সভা ১।৪৪৬) চতুর্থ-ব্যূহ—তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নের বিলাসমূর্ত্তি, মনের অধিষ্ঠাতা, বেদ-গণের অভিব্যক্তিস্থল। ৪ (বৃভা ২। ৩।২১) ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চমাবরণরূপ আকাশের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। ৫ (ভ চ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ন-বর্ণের মূর্তি। ৬ (সুধা ৩৩) একান্ত ভক্তিহীন জনগণের অবশীভূত শ্বেত-দ্বীপপতি।

অনিরুদ্ধদেব—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ কর্ণাটরাজ সর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর পুত্র।

অনিরূপিত (ভা ১০।৪৮।২২) মিথ্যা—সনা। ২ অনির্বচনীয়—জী।

অনির্দেশ্য (ভা ১০।৮৭।১) শক্তি ও লক্ষণার অবিষয় শুদ্ধ ব্রহ্ম—প্রবো। ২ স্বরূপ, ক্রিয়া, গুণ, জাতি প্রভৃতি দ্বারা নির্দেশের বহির্ভূত—সনা। ৩ শব্দাগোচর—বি। **-বপুঃ** (সুধা ৩২,৮৩) প্রাকৃত নির্দেশের অতীত দেহধারী।

অনির্ব্বচনীয় (রত্ন ৫।৯) বাক্যের অগম্য। ২ যাহা সৎ নহে, অসৎও নহে—শাঙ্কর বেদান্ত-মতে মায়া বা অবিদ্যা। **-খ্যাতি** (ভা ১১।১৬।২৪ জী টী) অদ্বৈত-বেদান্তে সর্ব দ্বৈতই অনির্বচনীয়। সদসদ্‌ভিন্ন হইয়াও যাহা সৎ ও অসদাত্মক জ্ঞানপদবাচ্য, তাহাই অনির্বচনীয়-খ্যাতি। জ্ঞান দ্বারা বাধিত বলিয়া সদ্‌ভিন্ন, আবার আপাততঃ উপলভ্যমান বলিয়া অসদ্‌ভিন্ন—অতএব সদসদাত্মক জ্ঞানই অনির্বচনীয়-খ্যাতি।

অনির্বিণ্ণ (ভা ১১।১৩।১৩) অনলস।

অনির্বৃতি (হলী ১।১১) অতুষ্টি—হে।

অনির্বেশ (ভা ৫।২৬।১৮) অকৃত-

প্রায়শ্চিত্ত—স্বামী।

অনিল (ভা ১০৬১।১৬) শ্রীকৃষ্ণের পত্নী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত পুত্র। ২ বায়ু, ৩ (সুধা ৩৮) প্রেরণারহিত হইয়াও শিষ্টজন-হিতার্থে অবতীর্ণ। **-দুর্গ** (ভা ১০৫৯।৩) মহাবেগবান্ দুষ্ট ঘূর্ণী বায়ু—জী।

অনিলয়ন (বৃ ভা ২।২।২৪০টী) অনাধার, ২ লয়-রহিত—বি। ৩ (প্রীতি ১৫, গো ভা ১।১।৭) সদা প্রকাশমান।

অনিশ (গো লী ২।১৯) অবিরত।

অনিষ্ট (গীতা ১৮।১২) নরক-প্রাপক—স্বামী। ২ অনর্থ। **-কর্মা** (ভা ১২।১।৩) মগধের শূদ্র রাজা অষ্টমানের পুত্র।

অনীক (ভা ১০৫২।৯, গীতা ১।২, গো চ উত্তর ১৩।২৬, হ ১০।২০১) সৈন্যদল। ২ সমূহ—সনা।

অনীকিনী (গোলী ৭।৭৬) সেনা। ২ পদাতিক ১০৯৩৫, অশ্ব ৬৫৬১, হস্তী ২১৮৭, রথ ২১৮৭ সমুদয়ে ২১৮৭০ সংখ্যক সেনা।

অনীড়াখ্য (গো ভা ১।১।১) যাঁহার নাম অনীড় অর্থাৎ স্তবের অবিষয়ীভূত, অশরীরী বিভু।

অনীতি (গো চ উত্তর ২৬।২৮) কাপট্য।

অনীপ্সিত (হরি ৪।২৮) কর্ত্তার প্রকৃত অভিলষিত না হইলেও প্রসঙ্গক্রমে আপতিত কর্ম। ইহা দ্বেষ্য ও অনপেক্ষ্য-ভেদে দ্বিবিধ। প্রথম—'প্রমাদেন পাপং করোতি বিষ্ণুভক্তঃ' দ্বিতীয়—'মথুরাং গচ্ছন্ দেশান্ পশ্যতি।

অনীশ (ভা ৪।১১।২০) কর্মাধীন—বি। ২ (ভা ৭।১৩।৩০) নির্দৈব। ৩ (ভা ১১।১১।২২) অশক্ত। ৪ (ভা ১১।১৯।৪৪) পরাধীন। ৫ অনিশ্বরবাদী। **-বাদ** (চন্দ্রা ৪২) নাস্তিক্যবাদ।

অনীশা (গো ভা ২।১।২২) মায়া।

অনীশ্বর (ভা ১০।৩৩।৩০) দেহাদি-পরতন্ত্র। ২ নিকৃষ্ট জীব—বি। ৩ অশক্ত। ৪ (গীতা ১৬।৮) জগতের কর্ত্তা বা ব্যবস্থাপক কেহ নাই—এরূপ বিচার।

অনীহ (ভা ৯।১২।২) সূর্য্য-বংশ্য দেবানীকের পুত্র। ২ (ভা ১০।৩।১৯) নিষ্কাম—সনা। ৩ অক্ষুব্ধ, অবিকৃত—জী। ৪ (ভা ১০।৮৪।১৬) অক্রিয়—স্বামী। ৫ (ভা ১১।২৩।৪৪) পরমাত্মা—স্বামী।

অনীহা (ভা ৬।১৬।৫৯) নিবৃত্তিমার্গ। ২ নিষ্কামত্ব, কর্মত্যাগ—বি।

অনু[১] (ভা ৯।২৩।১) যযাতির পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।৫) চন্দ্রবংশ্য কুরুবংশের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।২০) কপোতরোমার পুত্র।

অনু[২] (ভা ১০।২১।১৬) [ব্য] বারংবার, ২ অনুসার—বল। ৩ (ভা ১০।৩২।১৬) অনন্তর—স্বামী। ৪ নিরন্তর—জী। ৫ (স্তব ১৬।৭) সদৃশ, ৬ সহিত—বল। ৭ (গো পা ৩৩) হীন। ৮ পশ্চাৎ, ৯ প্রাধান্য। **-ক** (হরি ৭।৯২০) [অনু কাময়তে ইতি অনু+কন্] কামুক। **-কম্পা** (প্রীতি ৮৪) [অনু—কম্প +অঙ্] স্বয়ং পূর্ণ হইলেও আপনাতে নিজ সেবাদির অভিলাষ সম্পাদন করত সেবকাদিতে শ্রীভগবানের সেবাদি-সৌভাগ্য-সম্পাদিকা] চিত্তার্দ্র তাময়ী (সেবকাদির) উপকারেচ্ছা। **-কম্প্য** (প্রীতি ৮৪) ভক্ত—পাল্য, ভৃত্য ও লাল্য-ভেদে ত্রিবিধ—ক্রমশঃ উদাহরণ—(১) শ্রীভগবানে পালকত্ব-বুদ্ধিশীল দ্বারকাবাসী প্রজারা, (২) সেব্যবুদ্ধিশীল দারুকাদি সেবকগণ এবং (৩) গুরুবুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রদ্যুম্নাদি পুত্র ও গদাদি অনুজগণ। **-কর** (কৃভ ১৮।৩) আজ্ঞাবাহী। **-কর্ত্তা** (সা কৌ ৪।৫) অভিনেতা—বল। (প্রীতি ১১১) প্রাচীন নায়কের ইনি অনুকরণ করেন বলিয়া ইঁহার সহিত বিভাবাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু ইনি যদি স্বচ্ছচিত্ত হন, তবে কাব্য-নাট্য-বর্ণিত বিষয়ে ইঁহারও রসোদয় হইতে পারে। যদি শিক্ষা-প্রভাবে কেবল অনুকরণমাত্রই করিয়া যান, তবে একশ্রেণীর আলঙ্কারিক ইঁহাতে গৌণভাবে রসপ্রবৃত্তি স্বীকার করেন। **-কর্ষণ** (হব ১।৩৭।২৩) রথের অধঃস্থিত কাষ্ঠ। **-কল্প** (ল না ৪।৩৪) গৌণরূপে গ্রহণ। ২ (মালা তালবন) তুল্য—বল। **-কামীন** (হরি ৭।৮৬৭, গো চ পূর্ব ৩৩।২৫৬) [অনুকামং গচ্ছতীতি খ] স্বেচ্ছাচারী, ২ যথেষ্ট গমনশীল। **-কার** (আ চ ১১।১০৪) সাদৃশ্য। ২ (চৈচ আদি ১৭।১১২) তুল্য। **-কারিতা** (অকৌ ৫।৫১) অনুকরণ। **-কার্য্য** (প্রীতি ১১১, সা কৌ ৪।৫) লৌকিক রস-শাস্ত্রমতে অভিনেতা যাঁহার চরিত্রের অভিনয় করে, সেই নায়কই অনুকার্য্য। এই প্রাচীন নায়ককে আশ্রয় করিয়াই কাব্য বা নাটক

রচিত হয়; আশ্রয়ালম্বন, উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাবসমূহ তাঁহার রতির সহিত মিলিত হয় বলিয়া অনুকার্য্যেই রসের মুখ্যা বৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। **-কাল** (ভগ ৪৬) নিত্য—জী। **-কীর্ত্তন** (ভা ১১।১৯।২০) শ্রবণানন্তর কৃষ্ণ-কথা-কীর্ত্তন—স্বামী। **-কূল** (গীতা ১।২৮) সানুগ্রহ—বল। ২ (আ চ ৮।১৮৭) কূলে কূলে, ৩ সহায়ক। ৪ (মালা ছ° ৩, ছ টী ৩) একাদশ কলাযুক্ত প্রত্যংশে সপ্তদশাক্ষর ছন্দ। ৫ (শেষ ৪।৩২, সাকৌ ১১।৬) অনিষ্টকর কার্য্যের আচরণ ইষ্টজনক হইলে 'অনুকূল' অলঙ্কার হয়। ৬ (উ ১।২৫) অন্য নায়িকা-বিষয়ক স্পৃহা বর্জন করত কেবল একটি নায়িকাতেই অতিরিক্ত আসক্তিযুক্ত নায়ক—যেমন সীতাতে শ্রীরামচন্দ্র। ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত-ভেদে অনুকূল নায়ক চতুর্বিধ। [লক্ষণাদি তত্তৎশব্দে দৃশ্য]। **-কূল-তর্ক** (প্র ৯।৪) শ্রুতির অনুগত বিচার। **-কূলা** (ছ ২।৫৬) একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ২ (উ ৭।৭৯) যোগ্যা, ৩ বাম্যশূন্যা। **-কৃতি** (সাকৌ ৪।৫) অভিনয়—বল। **-কৃষ্ণ** (গো চ পূর্ব ৩৩।২৪৮) কৃষ্ণ-যোগ্য।

অনুক্ত (হরি ৪।১০, ১২, ১৬, ২৮) কর্ত্তা বা কর্মাদির যাহাকে প্রধান করিয়া ক্রিয়া প্রবর্তিত হয়, তাহাই উক্ত, তদ্‌ভিন্ন কারকই অনুক্ত। তিঙ্, কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসদ্বারা উক্ত হয়; তিঙ্‌দ্বারা—হরিঃ সেব্যতে। কৃৎদ্বারা—চৈত্রেণ গতম্। তদ্ধিত-দ্বারা—শতেন ক্রীতঃ = শত্যঃ। সমাসদ্বারা—আরূঢ়-বানরো বৃক্ষঃ। এতদ্‌ব্যতীত স্থলসমূহই অনুক্ত—যেমন গ্রামং গচ্ছতি, বেদং পঠতি। অনুক্ত কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। **-সিদ্ধি** (নাচ ৩৬৮) শেষার্থ অনুক্ত হইলেও যেস্থলে প্রস্তাববশতঃ বোধগম্য হয়, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'অনুক্ত-সিদ্ধি' বলে।

অনুক্রম (ভা ১।৭।৮) সংশোধন, ২ (ভা ২।৬।২৫) উদ্দেশ—স্বামী। ৩ (চৈচ আদি ১২।৯২) পৌর্বাপর্য্য। ৪ (চৈ চ আদি ১৭।২) আরম্ভ। **°ক্রমণ** (ভা ৮।৩।৬) চরিত, কথন। **-ক্রোশ** (হ ১০।২৯১) কৃপা। **-ক্ষণ-ক্ষণ** (চৈ না ১।৫৩) নিত্যোৎসবময়। **-গ** (সিন্ধু ৩।২।৩৮) দাস, সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যায় আসক্তচিত্ত দাসগণ পুরস্থ ও ব্রজস্থ-ভেদে দ্বিবিধ, পুনরায় ধুর্য্য, ধীর ও বীরভেদে—উহারা তিন প্রকার—আবার নিত্য-সিদ্ধ ও সাধকভেদে তাঁহাদেরও ত্রি-প্রকার হয়। **-গত** (প্রীতি ৮৪) শ্রীভগবৎ-পরিকরগণমধ্যে পাল্য ও ভৃত্যগণই অনুগত। ইঁহাদের ভক্তির নাম—সম্ভ্রম প্রীতি। ২ (আ চ ৭।১৫) কৃতানুবর্ত্তন। **-গতি** (ভা ২।৮।১২) প্রবৃত্তি, ২ (ভা ৩।৫।২৭, পরম ৫১) লয়, ৩ (চৈ চ মধ্য ২২।১৪৯) আনুগত্য। **-গম** (গো ভা ১।১।২৮) অববোধ। **-গব** (গো চ পূর্ব ২২।৯৫) [গোঃ সদৃশ আয়াম ইতি সমাসে অচ্] দৈর্ঘ্য। **-গবীন** (আ চ ১৩।৮) [অনুগানাং বীঃ কান্তিরিচ্ছা তস্যাঃ ইনঃ প্রভুঃ] অনুগতজনের ইচ্ছাপূরক। ২ (হরি ৭।৮৬৯, আ চ ৬।৮৫) [অনু +গো+খ] গরুর পশ্চাদ্‌গামী, ৩ রাখাল, ৪ গোপ। **-গুণ** (আচ পূর্ব ২২।৯৮) [অনুগতা গুণা যত্র সঃ] অনুগতিশীল। ২ (যাম ৭।১) অনুকূল, সদৃশ। ৩ (সাকৌ ১১।২২, কাব্য ৯।১৪) কারণান্তর-সহযোগে পূর্বপ্রসিদ্ধ গুণেরও যদি উৎকর্ষ-বর্ণনা হয়, তবে তাহাকে 'অনুগুণ' অলঙ্কার বলে। যেমন—'রাধা কুঙ্কুম-পীতাঙ্গী হরি-পীত-পটাঞ্চিতা। ধত্তে দ্বিগুণিতাং প্রাতঃ পীততাং পদ্মতালয়ঃ।' **-গুণার্থতা** (কৃষ্ণ ২৯) আনুগত্যে ব্যাখ্যা। **-গুণিত** (ভা ১০।৭৪।৪৬) অনুবর্ত্তিত—স্বামী। ২ (ভা ৩।২৮।৩১, মুক্তা ২।২৪) সংযুক্ত, পুনঃ পুনঃ স্ফীতীকৃত—জী। **-গৃণন** (নাম টী ৩।৪২) উপদেশ। **-গ্র** (আচ ১।১৫৬) শিব-ভিন্ন, ২ সৌম্য। **-গ্রহ** (ভা ৭।৯।৪৮) অহঙ্কার—স্বামী। ২ স্বসম্মুখীকরণ-শক্তি। ৩ (ভা ১০।২।২৮) ,অনুগৃহ্নাতীতি) পালক—স্বামী। ৪ (ভা ১০।৮৫।১০) অধিষ্ঠানশক্তি—স্বামী। ৫ (চৈত ১০।৮৮।৯) [অনু গৃহ্নতে ইতি] ভক্ত। ৬ (সিন্ধু ৩।৪।৯) স্বন্যূন-পালনেচ্ছা। **-গ্রহা** (হ ৫।১৪০) পীঠন্যাসে প্রোক্ত নবশক্তির নবমী। **-গ্রাহ্য সাধক** (গোভা ৩।৩।২৯) উত্তম ভক্ত সর্বত্র সমদর্শী বলিয়া—সর্বত্র হরিস্ফূর্ত্তিশীল বলিয়া তাঁহার অনুগ্রাহ্য কেহ নাই। কনিষ্ঠভক্তও অনুগ্রহ করিতে অসমর্থ—মধ্যমভক্তে প্রেম, মৈত্রী-কৃপাদি থাকায় তিনিই

অনুগ্রহ করিতে পারেন। **-ঘট্টন** (লনা ৫।২৯) পরিশীলন, উচ্চারণ। **-ঘণ্টা** (গোবি ৪৮) ক্ষুদ্রঘণ্টিকা ২ মেখলা—বল। **-ঘাস** (ভা ৩।১৬।১৮, ১১।২।৮০) প্রতিগ্রাস—স্বামী। **-চরণ** (ভা ১০।৮৭।১৪) প্রতিপাদন—স্বামী। ২ ভজন—সনা। **-চরিত** (উ ১৪।২১২) প্রতিক্ষণের চেষ্টা—বি। **-চর্য্যা** (স্তব ২৬।৬) সেবা। **-চারী** (হরি ৫।৩২৪) অনুগামী, ২ ভৃত্য।

অনুচিতার্থত্ব (অকৌ ১০।৪) কোথাও বাচ্যার্থের দোষ-প্রতিপাদনে, কোথাও বা অর্থের অসম্ভাবনায়, আবার কোনও স্থলে অসৎ বস্তুর সমর্থন-হেতু অনুচিত ভাব প্রকাশ পাইলে 'অনুচিতার্থ দোষ' হয়। 'কুরুবীরগণ রণযজ্ঞে পশুস্বরূপ হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন'—এ বাক্যে পশু-শব্দ অনুচিতার্থক। **°চিন্তন** (রত্ন ৬।২৯) নিদিধ্যাসন। **-চিন্তা** (আচ ১৩।৯৭) নিরন্তর ভাবনা। **-চ্ছিত্তি** (প্র ৬।৩) উচ্ছেদ-রাহিত্য। **-জীব** (মালা মঙ্গল ১) আনুগত্যদ্বারা জীবন-রক্ষক। **-জ্ঞা** (সা কৌ ১১।১২, কাব্য ৯।৬৯) দোষের প্রার্থনাতেই 'অনুজ্ঞা' অলঙ্কার হয়, যদি সেই দোষই গুণ-রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, শ্রীকুন্তীর প্রার্থনায়—'বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো! ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভব-দর্শনম্‌॥' **-জ্ঞাপন** (ভা ১০।৪৭।৬৪) চিত্তসমাধানান্তে আজ্ঞা-গ্রহণ—জী। **-তাপ** (ভা ৩।১৫।৪৭) কৃপা—স্বামী। ২ পশ্চাত্তাপ—বি। ৩ (ভগ ৭৮) দৈন্য—জী। **-তাপন** (ভা ৬।৬।৩১) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব-বিশেষ।

অনুত্তম (ভা ১০।৪৭।২৫ গীতা, ৭।১৮, উ ৯।৩৫, সিন্ধু ২।৫।১১৫) [ন বিদ্যতে উত্তমো যস্মাৎ] অত্যুত্তম, অসমোর্দ্ধ। ২ (উ ৯।৩৫) উত্তমতাশূন্য, ৩ (সিন্ধু ২।৫।১৫) কনিষ্ঠ—জী। **অনুত্তর** (গোচ পূর্ব ৩০।১৯) অশ্রেষ্ঠ। [২ মুখ্য, ৩ শ্রেষ্ঠ, ৪ প্রত্যুত্তরহীন।] **অনুৎসাহ** (আচ ৮।১৬) [সুদং খণ্ডনং ন সহত ইতি] দুশ্চিকিৎস্য, ২ উৎসাহের অভাব। **অনুদয়** (গোচ-পূর্ব ৩৩।৪৫) [অনুগতা দয়া যস্য] দয়ার অনুসরণকারী। **°দর্শন** (ভা ১১।১৫।৭) প্রাপ্তি। ২ (গীতা ১৩।৮) পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা। **-দৃশ্য** (ভা ১০।৬৪।২৬) দৃষ্টসদৃশ—জী। **অনুদ্যম** (ভা ১১।২৫।৪) জাড্য—স্বামী। **°দ্রাবক** (গোচপূর্ব ১৩।২৬) অনুগমনশীল। **-দ্রুত** (ভাবনা ৯।১৯) পশ্চাদ্ধাবনদ্বারা প্রাপ্ত। **অনুদ্বেগ** (আচ ৮।১৯) উদ্বেগশূন্য। ২ [ন বিদ্যতে সুৎ খণ্ডনং যস্য তথাভূতো বেগো যস্য] অখণ্ড্য-বেগ। **°ধাবন** (আচ ১৩।১২৬) অনু-সন্ধান। ২ (আচ ১৯।১৮) প্রক্ষালন। **-ধ্যা** (ভা ১২।১৫, ভক্তি ১০, আচ ১৭।৯০, চৈত ১২।১৫) অনুধ্যান, নির-ন্তর চিন্তন। ২ (ভা ৫।৮।৮) আসক্তি—স্বামী। **-ধ্বনি** (অকৌ ৩।৫) ধ্বনির দীর্ঘ দীর্ঘভাব। ২ প্রতিধ্বনি। **-নয়** (নাচ ৩৫৪) অভ্যর্থনামূলক বাক্যকে নাট্যশাস্ত্রে 'অনুনয়' বলে। **-নয়ন** (নিধি ১০৫) দর্শন। **-নাসিক** (হরি ১।১, ১৪) নাসিকা-জাত বর্ণ। যথা—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ঁ। হরিনামামৃতের 'বিষ্ণুচাপ'। **-নী** (মালা চিত্র ৪) অনুনয়কারী—বল। **অনুপকারী** (গীতা ১৭।২০) প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তি—স্বামী। **অনুপক্রম** (ভা ১১।৮।৩) নিরুদ্যম। **অনুপচরিত** (গো চ পূর্ব ২০।১৫) যথার্থ। **°পথ** (ভা ৪।২৫।২৭) অনু-বর্ত্তী—স্বামী। ২ (ভা ৫।৩।৪) ভৃত্য, ৩ (বৃভা ১।৫।১০৫ টী) অনুগতি। **-পদ** (মালা চৈ ২১৯) সর্বদা—বল। ২ (চৈ না ৯।৭) পশ্চাৎ। ৩ (মালা ব্রজনব° ৬) প্রতিব্যবসায়। **-পদী** (গো চ পূর্ব ৩৩।১৫৯) অন্বেষণকারী। **-পদীনা** (হরি ৭।৮৬২) [অনুপদং বদ্ধেতি খ] চরণের প্রমাণা-নুরূপ পাদুকা, ২ মোজা, ৩ (আ চ ৮।১৬০) পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনকারী। **অনুপধি** (আ চ ৭।১৬৭) উপাধিশূন্য, নিরঞ্জন। **°পর্ব্ব** (আ চ ৮।৪) প্রতি গ্রন্থি। **অনুপলক্ষ্য** (ভা ২।৪।১২) দুর্জ্ঞেয়—বি। **অনুপহাস্য** (হ ১১।৭২৬) মূর্খ, উন্মত্ত, বিপন্ন, মায়াবী, অঙ্গহীন এবং অধম ব্যক্তিকে উপহাস বা দোষারোপ করিবে না। **অনুপাধি** (প্রে ৬১), উপাধিশূন্য ২ অকৈতব। **অনুপৃক্ত** (ভা ১০।২১।৮) মধ্যে মধ্যে ঈষৎ সংযুক্ত—স্বামী। **অনুপেত** (ভা ১।২।২) উপনয়নের নিমিত্ত অনুপসন্ন, ২ একাকী—স্বামী, ৩ নিকটে অপ্রাপ্ত—বি। **°প্রভব** (ভা ১০।৮৭।৪২) প্রতিজন্ম, ২ পরবর্ত্তী প্রকৃষ্ট অভ্যুদয়, ৩ অনুভব—সনা। ৪ অনুক্ষণে উল্লাসবিশিষ্ট। **-প্রবচন** (হরি ৭।৮২৩) আশ্বলায়ন-সূত্রে প্রসিদ্ধ উপনয়নের অঙ্গবিশেষ—ইহাতে গুরুর অনুরূপ উচ্চারণই বিহিত

-প্রবচনীয় (হরি ৭। ৮২৩) [অনুপ্রবচনং প্রয়োজনমস্য ছ] উপনয়নাঙ্গভূত কর্ম-প্রয়োজনক। **-প্রবিষ্ট** (কৃষ্ণ ১০৬) সর্ব জীব-জগতের অন্তর্যামী। ২ (ভক্তি ৯৫) অন্তঃস্থিত—জী। **-প্রবৃত্ত** (ভগ ৬২) স্বভাবসিদ্ধ—জী। **-প্রাণ** (ভা ১৷৬৷৩০) নিঃশ্বাসের সহিত —স্বামী। **-প্রাস** (অকৌ ৭৷২) স্বরবর্ণের বৈষম্যেও যদি সমবর্ণসমূহের সাম্য থাকে, তবে 'অনুপ্রাস'-নামক শব্দালঙ্কার হয়। ইহা ছেক ও বৃত্তি-ভেদে দ্বিবিধ। ২ অনুকূল ও প্রকৃষ্টভাবে বিন্যাসযুক্ত। **-প্রাসদোষ** (অকৌ ৮৷৬০) অনুপ্রাসে বিফলতা (অপুষ্টার্থতা), বৃত্ত্যযোগ্যতা (প্রতি-কূল-বর্ণবিন্যাস) এবং প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা হইলে তিনটি দোষ হয়। **-বন্ধ** (ভা ৩৷১৬৷২৬) সংস্থাপিত, দৃঢ়ীকৃত—স্বামী, ২ অভ্যস্ত—বি। **-বন্ধ** (গীতা ১৮৷২৫) ভবিষ্যতের শুভাশুভ, ২ (গীতা ১৮৷৩৯) পশ্চাৎ—স্বামী। ৩ (ভা ১০৷৩৯৷৮) আরম্ভ, ৪ (ভা ১০৷৪৭৷৫) প্রবৃত্তি, ৫ (ভা ১০৷১৷১ ৫৪) আসক্তি, ৬ প্রকৃতানুসরণ—সনা। ৭ (ভা ১০৷৩৯৷৮) সাতত্যানু-ষ্ঠান—জী। ৮ (মালা গীত ১২) সংস্থাপিত—বল। ৯ (বিনা ৬৷২৫) অনুরোধ, ১০ (লনা ৯৷৩৬, দ ১২২) অবিচ্ছেদ। ১১ (মুক্তা ১৭৷৩৮, দ ১২২, ল ১৷১২২, চৈচমধ্য ২০৷১৩০) দৃঢ় সম্বন্ধ। ১২ (দ ১২২) অভিনিবেশ। ১৩ (লনা ৬৷৩২) বন্ধন। ১৪ (স্তব ৭৷৩) পরিপাটী। ১৫ (পদ্যা ১৫২) আগ্রহ। ১৬ (গোচ পূর্ব ১৷৫৯) কারণ। ১৭ (মুক্তা ১৩৷৪৯) পুত্রাদি—কৈ। ১৮ (গো ভা ৩৷৩৷৫১) মহদুপাসনার নির্বন্ধ। ১৯ [বৈয়া-করণিক সংজ্ঞা]—লোপ। **-বন্ধী** (লনা ২৷১৭, বিনা ২৷৫১) অনুসরণ-কারী, অনুবর্ত্তী। **-বোধ** (ভা ১১৷ ২২৷৬০) বিবেকপ্রাপ্তি—বি। পূর্বলিপ্ত চন্দনাদির গন্ধোদ্দীপন-নিমিত্ত পুনরায় মর্দন। **-ব্রাহ্মণী** (হরি ৭৷৩৫১) বৈদিক অনুব্রাহ্মণ গ্রন্থ যিনি পড়েন বা জানেন। **-ভব** (ভা ১০৷৮৩৷১২) প্রতিজন্ম। ২ (বৃ ভা ১৷১৷১) স্মৃতিভিন্ন জ্ঞান—সনা। ৩ (আচ ১৮৷১৪৩) আস্বাদন। ৪ (ভক্তি ১, বৃ ভা ১৷১৷১) উপলব্ধি, সাক্ষাৎ-কার। **-ভব-মাহাত্ম্য** (বৃ ভা ২৷১৷৫) জ্ঞানবলে বিজ্ঞাত অর্থের প্রতিপাদন হইতেও সাক্ষাৎভাবে অনুভূত বস্তুর প্রতিপাদন শ্রোতৃগণের হৃদয়গ্রাহী হয় এবং তাহাই সমীচীন। **-ভবিতা** (রত্ন ৭৷২১) জ্ঞানী—বল। **-ভাজিত** (ভা ১০৷৪৭৷৪১) পূজিত—স্বামী। ২ যাহাদ্বারা ভজন করান হইয়াছে—বি। **-ভাব[১]** (ভা ৭৷১০৷৪৭) মতিনিশ্চয়। ২ (বৃ ভা ২৷৭৷৩৮, আচ ৯৷৫৪) প্রভাব—স্বামী। ৩ (ভা ১০৷১৬৷৩৬) ফল। ৪ (ভা ১০৷৮৷১৯) জ্ঞান—সনা। ৫ প্রতাপ —জী। ৬ (অকৌ ৫৷১) কার্য্য, ভাবের পশ্চাৎ উৎপন্ন বিকার। ৭ (ম ৮০) অনুগ্রহ। ৮ (মুক্তা ৮৷৩৪, ভর ১৷৫) মহিমা। 'ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব' —চৈতা মধ্য ২৷৫১। 'অলৌকিক কর্ম অলৌকিক অনুভাব—চৈচ আদি ৩৷৮৪। ৯ (সিন্ধু ২৷২৷১) চিত্তস্থ ভাবের অববোধক, বাহিরে বিকারের ন্যায় প্রতীয়মান ক্রিয়াবিশেষ। নামান্তর—উদ্ভাস্বর। ইহারা নৃত্য-বিলুণ্ঠনাদি। 'শীত' ও 'ক্ষেপণ' ভেদে ইহারা দুইপ্রকার। ১০ (সিন্ধু ২৷৫৷৮৮, অকৌ ৫৷১) বিভাবিতাবস্থাপন্ন রতিকে অনুভব করায় অর্থাৎ মনে আস্বাদাতি-শয় বিস্তার করায় বলিয়া সাত্ত্বিক সহিত কটাক্ষাদি ভাবকে 'অনুভাব' বলিতে হয়। ১১ (উ ১১৷১) ভাব হইতে চকিত পর্য্যন্ত ২২টী 'অলঙ্কার', নীবী-স্রংসনাদি ৭টী 'উদ্ভাস্বর' এবং আলাপাদি ১২টী 'বাচিক'।

অনুভাব[২]—অদ্ভুত ভক্তিরসে—(সিন্ধু ৪৷২৷৩) নেত্রবিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু ও পুলকাদি। করুণভক্তিরসে——(সিন্ধু ৪৷৪৷৫) মুখশোষ, বিলাপ, শিথিলগাত্রতা, শ্বাস, চিৎকার, ভূমি-পতন, ভূমিতে আঘাত, বক্ষঃ-তাড়নাদি। গৌরব-প্রীতরসে—(সিন্ধু ৩৷২৷৫৮) শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে নীচাসনে উপবেশন, আনুগত্য, প্রদত্ত কার্য্যভার-স্বীকার, যথেচ্ছাচার-পরিত্যাগাদি। প্রণাম, মৌনবাহুল্য, সঙ্কোচ, বিনয়, নিজপ্রাণব্যয়েও শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞা-প্রতিপালন, অধোবদনতা, স্থিরতা, কাসহাসাদিত্যাগ এবং শ্রীকৃষ্ণের রহঃকেলিবার্ত্তাদি হইতে নিবৃত্তি। দানবীররসে——(সিন্ধু ৪৷৩৷২৭) বাঞ্ছাতিরিক্তদান, স্মিতপূর্বক বাক্যবিন্যাস, স্থিরতা, দাক্ষিণ্য ও ধৈর্য্যাদি। প্রেয়োভক্তিরসে—(সিন্ধু ৩৷৩৷৮৬-৮৮) বাহুযুদ্ধ, কন্দুক-দ্যূত-বাহ্যবাহকাদিকেলি; লগুড়া-লগুড়ি যুদ্ধে কৃষ্ণ-সন্তোষণ; পালঙ্ক, আসন ও দোলাদিতে একত্র উপ-

বেশন ও শয়ন; পরিহাস ও জলবিহার, মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাদি। বৎসলভক্তিরসে—(সিন্ধু ৩।৪।৪১) মস্তকাঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গ-মার্জন, আশীর্বাদ, আজ্ঞাকরণ, স্নপনাদি-লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ-দানাদি। বীভৎসরসে—(সিন্ধু ৪।৭।৪) নিষ্ঠীবন, মুখবক্রতা, নাসিকা-চ্ছাদন, ধাবন, কম্প, পুলক ও প্রস্বেদাদি। ভয়ানক রসে—(সিন্ধু ৪।৬।১০) মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, পশ্চাদ্দৃষ্টি, স্বসঙ্গোপন, উদ্ঘূর্ণা, আশ্রয়ান্বেষণ, চিৎকারাদি। যুদ্ধবীর রসে—(সিন্ধু ৪।৩।১৩-১৪) প্রতি-যোদ্ধার বাক্যাদিব্যতিরেকেও নিজের জ্ঞান-বিষয়ীভূত হইলে উদ্দীপন-বিভাবে উক্ত কথিত, আস্ফোটাদিও অনুভাব হয়। তদ্ব্যতীত আহো-পুরুষিকা, ক্ষ্বেড়িত, আক্রোশ, বল্গন, সহায়ব্যতীতও যুদ্ধোদ্যম, যুদ্ধে অপলায়ন, ভীতব্যক্তিকে অভয়-দানাদি। রৌদ্রভক্তিরসে—(সিন্ধু ৪।৫।২১-২২) হস্তনিষ্পেষণ, দন্ত-ঘট্টন, রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠদংশন, তাড়ন, নিঃশব্দতা, নতবদন, নিঃশ্বাস, বক্রদৃষ্টি, ভর্ৎসন, শিরশ্চালন, নেত্রান্তে পাটল-বর্ণ, ভ্রূভঙ্গ, অধর-কম্পনাদি। শান্ত-রসে—(সিন্ধু ৩।১।২৪-২৭) নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত, অবধূত-চেষ্টা, চারিহস্ত পরি-মিত স্থান নিরীক্ষণ করত পদক্ষেপ, জ্ঞানমুদ্রা-প্রদর্শন, হরিবিদ্বেষির প্রতি দ্বেষশূন্যতা, ভগবদ্ভক্তগণপ্রতি ভক্তি-মাত্র-শূন্যতা, সিদ্ধতা ও জীবন্মুক্তির প্রতি সুবহুল আদর, নিরপেক্ষতা, নির্মমতা, নিরহঙ্কারতা, মৌন প্রভৃতি। সম্ভ্রম-প্রীতরসে (সিন্ধু ৩।২।৬১) স্বাধিকারোচিত সেবায় প্রবৃত্তি, কৃষ্ণভক্তে মিত্রতা এবং শ্রীকৃষ্ণৈক-মাত্রনিষ্ঠতা। হাস্যভক্তিরসে—(সিন্ধু ৪।১।১২) নাসা, ওষ্ঠ এবং গণ্ডাদির বিশেষ স্পন্দন। মাদনে (উ ১৪।২২১) মাদন মহাভাবে ঈর্ষ্যার অযোগ্য অচেতনাদিস্থলেও প্রবল ঈর্ষ্যা, সর্বদাভোগেও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় গন্ধমাত্রযুক্ত আধারেরও স্তুতি, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন, চুম্বন, আলিঙ্গনাদি সর্বসুখের যুগপৎই কোটি কোটিগুণিত অনুভব ইত্যাদি। এই মাদন কিন্তু সম্ভোগ-কালেই উৎপন্ন হয় অথচ চুম্বনালিঙ্গ-নাদি-কালেই বিবিধ বিয়োগ অনুভব করাইয়া অদ্ভুত বিচিত্রতা ধারণ করে। মোদনে (উ ১৪।১৭৫) কান্তাগণ-সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিক্ষোভ-ভয়কারিতা এবং প্রেমরূপ মহাসম্পত্তিশালিনী চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কান্তাগণ হইতেও পরমোৎকর্ষাবিষ্কার। মোহনদশায় (উ ১৪।১৮১-৮৩) (১) শ্রীরুক্মিণী-প্রভৃতি কান্তাগণে আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ছা, (২) অসহ্য দুঃখস্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসুখ-কামিতা, (৩) ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভকারিতা, (৪) পক্ষিদের রোদন, (৫) মৃত্যুর পরেও স্বীয় পঞ্চ মহাভূত-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য তৃষ্ণা এবং (৬) দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি। এই মোহনভাব কেবল শ্রীরাধাতেই উদিত হইয়া থাকে।

অনুভাবনা (সিন্ধু ২।৫।৭৯) কটাক্ষাদি অনুভাবের সহযোগে স্ব-বিষয়ের উৎকর্ষ-প্রতিপাদন—মু।

অনুভাব-বৈরূপ্য (সিন্ধু ৪।৯।২৫) আচার-ব্যতিক্রম, গ্রাম্যতা ও ধৃষ্টতা প্রভৃতির স্থলে 'অনুভাব-বৈরূপ্য' হয়।

°ভাবিত (ভা ৩।১৩।৩৯) সাক্ষাৎকৃত, ২ (ভা ৩।১৪।৪৮) সংশোধিত, ৩ (ভা ১০।৫।২৮) সম্পাদিত—স্বামী। ৪ (ভা ১০।৬৩।৩৭) পালিত—বি। **-ভূতি** (ভা ১০।৮৪।৩২) জ্ঞান। ২ (ভা ১১।২৯।৫) মোক্ষ—বি। ৩ (স ভা ২।১৪) সাক্ষাৎকার—বল। ৪ (চৈ ত ১০।১৪।২) [অনুগতা ভূতিঃ সম্পদ্ যস্য] সমৃদ্ধিমান্। **-মতি** (ভা ৬।১৮।৩) ধাতা-নামক আদিত্যের পত্নী। ২ (ভা ৪।১।৩৩) মহর্ষি অঙ্গিরা ও তৎপত্নী শ্রদ্ধার চতুর্থী কন্যা। ৩ (ভা ৭।১৪।২২) এককলাহীন-চন্দ্রযুক্ত পূর্ণিমা। ৪ অনুজ্ঞা। **-মতী** (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলি-দ্বীপস্থা নদী। **-মন্তা** (পরম ১) কর্মানুরূপ প্রবর্তনাদায়ক। **-মাতা** (ভা ১০। ৬।৩৮) মাতৃসদৃশী। ২ (সিন্ধু ১।১। ৪৬) অনুমানকর্তা।

অনুমান (ভা ১১।২৮।:৮, রত্ন ৬।৩৭) তর্ক। ২ (স্ত ১।৩, স স তত্ত্ব ৯) অনুমিতিকরণ; সাধনদ্বারা সাধ্য বস্তুর জ্ঞানকে ন্যায়শাস্ত্রে 'অনুমান' বলে। 'গিরির্বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই বাক্যে অগ্ন্যাদির জ্ঞান অনুমিতি এবং তাহার সাধন—ধূমাদি। যেখানে যেখানে ধূম দেখা যায়, সেখানে সেখানে অগ্নিও থাকে—এই ব্যাপ্য জ্ঞান ধূমদ্বারা ব্যাপক (সাধ্য) অগ্নির নির্ণয়কে অনুমান বলে। প্রতিজ্ঞা হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন —অনুমানের এই পাঁচটি অবয়ব। **প্রতিজ্ঞা**—যে বিষয়ের ব্যবস্থাপন করিতে হইবে, তাহার উপন্যাস; যথা পর্বতে বহ্নি-সাধনার্থ 'পর্বতো বহ্নি-মান্' এই বাক্য। হেতু—সাধ্যকে

সাধন করিবার জন্য প্রযুক্ত লিঙ্গবাক্য; যথা পূর্ব বাক্যে 'ধূমাৎ'। এই হেতু দ্বিবিধ—'অন্বয়ী' ও 'ব্যতিরেকী'। **উদাহরণ**—যে যে স্থলে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলেই বহ্নি থাকে, যথা রন্ধনশালা। এই উদাহরণে বহ্নি-বিশিষ্ট পর্বতরূপ সাধ্যের সহিত রন্ধন-শালার দৃষ্টান্তের ধূমবত্ত্বাদি সাধর্ম্য হওয়ায় অন্বয়ী হেতু হইল। ব্যতিরেকী হেতু—যেস্থানে বহ্নি নাই, সেস্থলে ধূমও নাই, যথা পুষ্করিণী। যে ন্যায়-বাক্যের উদাহরণদ্বারা সাধ্য ও দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্য প্রকাশ পায়, সেই ন্যায়ান্তর্গত হেতু-বাক্যই ব্যতিরেকী হেতু। **উপনয়**—পক্ষে হেতুবোধক বাক্য। ইহাও দ্বিবিধ—অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী; (১) অন্বয়ী—যে যে স্থলে বহ্নি আছে, তথায় ধুম আছে, যেমন রন্ধনশালা। উপনয়—পর্বত যেরূপ অর্থাৎ ধূমবান্। (২) ব্যতিরেকী—যেখানে বহ্নি নাই, সেখানে ধূম নাই; যেমন—হ্রদাদি। উপনয়—পর্ব্বত যেরূপ নহে (ধূমাভাব পর্বতে নাই)। **নিগমন**—সাধ্যের উপসংহার-বাক্য, যথা—'তস্মাৎ বহ্নিমান্', অতএব পর্বত বহ্নিমান্। এই পঞ্চাঙ্গ অনুমানেও ব্যভিচারিতা দৃষ্ট হয়। বিষমব্যাপ্তিই ব্যভিচার ঘটায়; যেমন ধূম-দর্শনে বহ্নির অনুমান হয়; বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত হইলেও অনেকক্ষণ যাবৎ পর্বতে ধূমোদয় দেখা যায়, সেই ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিলে তাহা প্রমাণসহ হয় না। ৩ (না চ ১৪৬) ন্যায়শাস্ত্রোক্ত সাধনদ্বারা সাধ্য বস্তুর জ্ঞানকে নাট্যশাস্ত্রেও 'অনুমান' বলে। ৪ (অকৌ ৮।৪২, শেষ ৪।৩০) এই অনুমান যদি রূপকাদিদ্বারা বৈচিত্রী-বিশেষের জ্ঞাপক হয়, তবে 'অনুমান' অলঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষা ও অনু-মানে এই মাত্র ভেদ যে উৎপ্রেক্ষায় অনিশ্চিতরূপে প্রতীতি আর অনু-মানে নিশ্চিতরূপে প্রতীতি হয়। **-মিতি** (চৈ না ২।৪) ন্যায়ে ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট পক্ষধর্মতা-জ্ঞান-জন্য জ্ঞান, যেমন ধূম-দর্শনে 'বহ্নিমান্ পর্বত'—এইরূপ জ্ঞান। (অনুমান দ্রষ্টব্য)। **-মৃত্যু** (ভা ১০।৮৭।৩৮) সংসার—জী। ২ নিরন্তর জন্মাধীন [ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহ]—বি। ৩ (হ ১।৩০) মৃত্যুর পরে। ৪ নিরন্তর মৃত্যুগ্রস্ত। **-মেয়** (ভা ৪।১৫৫) শাস্ত্রদ্বারা বিচার্য্য। **-মেয়তত্ত্ব** (ভা ৪। ২৪।৬৫) অলক্ষ্যস্বরূপ—স্বামী। **-মোদ** (গাম ৪।১০৪) অনুজ্ঞা, ২ সাহায্য। **অনু-ম্লোচা** (ভা ১২।১১।৪৮) অপ্‌সরা। **°যাজ** (গো ভা ৩।৪।২) দর্শপৌর্ণ-মাস যাগে প্রধান অঙ্গের পরবর্ত্তী অঙ্গ। যাস্কের মতে (নিরুক্ত ৮।২১) প্রযাজ, অনুযাজ প্রভৃতি শব্দে অগ্নি-দেবতাই বাচ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২।১৮) উক্ত আছে যে অনুযাজ-নামক এগার জন দেবতা আছেন, তাঁহারা সোমরস পান করেন না; কিন্তু পশু-বলিতে তৃপ্ত হন। যজ্ঞ করিবার পূর্বে ঋত্বিক্ হোমাগ্নি প্রজ্ব-লিত করিয়া প্রযাজমন্ত্রে পশু বলি দিতেন। সেই পশু-মাংসে ঋত্বিকের হোম করিতে করিতে শেষভাগে 'অনুযাজ' মন্ত্র পাঠ করিয়া এগার-জনের প্রতি দেবতার উদ্দেশ্যে এক একটি মন্ত্র পাঠপূর্বক হোম করিবার বিধি আছে। প্রযাজ-শব্দে যজ্ঞের প্রথম অঙ্গ, অনুযাজ-শব্দে শেষ অঙ্গ এবং 'উপযাজ'-শব্দে পরিশিষ্ট অঙ্গ বোদ্ধব্য। এই তেত্রিশ দেবতার নাম প্রায় সমান। (ঋগ্‌বেদ ১০।৫১।৮ সায়ন-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

অনুযাত (মালা-দ্বি গো ৫) আক্রান্ত—বল। ২ পশ্চাদ্‌গামী, সহগামী। **°যুগ** (ভা ৩।২৯।৪৪) বারংবার, ২ প্রতিকল্প—বি। ৩ (ভা ১০। ৮৫।২০) প্রতিযুগ্ম—সনা। **-যোগ** (মুক্তা ২৪) তিরস্কার। ২ (ভাবনা ১০।৫২, বিন্দু ৯০, আচ ৮।১৭) প্রশ্ন। **-যোজক** (গোচ উত্তর ৫।১১৫) প্রষ্টা। **-রক্তি** (আ চ ১৫।২৩৭) প্রেম। **-রঞ্জন** (বিনা ৫।৩৬) অনুরাগ-জনক। **-রথ্য** (আ চ ১৪।৯১) প্রতি-পথে। **-রস** (সিন্ধু ৪।৯।৩৩) ভক্তাদি-রূপ আলম্বন বিভাবাদি যদি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিবর্জিত হয়, তবে সেই বিভাবাদি-জাত হাস্যাদি সপ্ত এবং শান্ত রসকে 'অনুরস' বলে। শান্ত ও হাস্যাদি সপ্ত রস যদি কৃষ্ণাদি-বিভাবাদির সহযোগে তটস্থ ভক্তগণে প্রাকট্য হয়, তবে তাহারাও 'অনুরস' হইতে পারে। **-রহস** (গোচ পূর্ব ৫।১১, হরি ৭।১০৬) [অনুগতং রহঃ] গুপ্ত ২ নির্জন দেশের অনুগত। **-রাগ** (বি না ৬।১৫) রক্ততা। ২ প্রেমা, ৩ (বৃ ভা ২।১।১৩৮) আসক্তি। ৪ (উ ১৪।১৪৬—১৪৯) সদানুভূত প্রিয়তমকেও যে নবনবায়মান রাগ অননুভূতপূর্ববৎ প্রতীয়মান করায়—তাহাকে 'অনুরাগ' বলে। এই অবস্থায় (১) পরস্পর বশীভাব, (২) প্রেম-বৈচিত্ত্য, (৩) অপ্রাণিতেও জন্ম-বাঞ্ছা এবং (৪) বিপ্রলম্ভেও

বিস্ফূর্তি হয়। **-রাধা** (কৃ গ ৮১) শ্রীললিতা-সখীর অন্য নাম। ২ সপ্তদশ নক্ষত্র। **অনুরু** (ব্রজ ১।২১) ক্ষুদ্র। °**রুদ্ধ** (তা ৫।১১।৪) বশীকৃত—স্বামী। ২ সংবদ্ধ—বি। ৩ (গো চ পূর্ব ১।৮) ইষ্ট। **-রুন্ধান** (ভা ১০।২।৪) অনুবর্ত্তনকারী—স্বামী। ২ চাতুর্য্যদ্বারা বশীভূত—জী। **-রূ** (উ ৯।১৬) যোগ্য, উপযুক্ত। **-রোধ** (ভা ৫।১০।২২) উপাধি-ধর্মের অনুবৃত্তি, ২ (ভা ১১।২০।১৯) কিঞ্চিৎ অপেক্ষা-পূরণ—স্বামী। ৩ (অকৌ ৯।১) উদয়—বি। ৪ (গী গো ১০।৪) অনুবর্ত্তন। **-রোধী** (গী গো ১০।৪) অনুকূল, ২ (হরি ৫।৩২৪) স্বীকারকারী, ৩ বশবর্ত্তী, ৪ অভিযোগশীল। **-লম্বিত** (পদ্যা ৩০৯) ভারক্লান্ত। **-লাপ** (আ চ ১১।১৭৫, উ ১১।০৯, গো লী ১৯।২) বারম্বার উক্তি। **-লেপ** (গো চ উত্তর ২।১৪) কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন ইত্যাদি। °**লেপে নিষিদ্ধ দ্রব্য** (হ ৬।৩৩৭-৩৩৯) পদ্মকাষ্ঠ, চন্দন, উশীর, দেবদারু প্রভৃতি ক্রমশঃ দারিদ্র্যকর, স্বাস্থ্যনাশজনক, চিত্ত-বিভ্রমকর এবং উগ্রগন্ধবিশিষ্ট বলিয়া অনুলেপনে ত্যাজ্য। শীতকালে অনুলেপন নিষিদ্ধ। **-লোম** (গো চ পূর্ব ২।২০) অনুগত, ২ (গৌ কৃ ৮।৪৭) যথাক্রম। **-লোম-জ** (ভা ১১।২০।২) উত্তমবর্ণ পুরুষ হইতে হীন-বর্ণা স্ত্রীতে জাত ব্যক্তি; যথা অম্বষ্ঠ, করণ ইত্যাদি। **-লোমিত** (ল না ৫।৭) অনুকূলভাবে বিহিত। **অনুল্বণ** (শেষ ৭।১৭) অপ্রসিদ্ধ-বর্ণনা-রহিত —জী। °**বচন** (ভা ৩।৩৩।৭) অধ্যয়ন। **-বর্তিত** (ভা ১।১০।৩) সেবিত, ২ (ভা ৩।১৫।৪৬) উপদিষ্ট —স্বামী। **-বর্ত্তী** (ভা ১।৫।২৪) অনুকূল—স্বামী। **-বশ** (ভা ৭।৪।৪৬) অনুকূল—স্বামী। **-বশ্যতা** (বৃ ভা ২।৪।২২৭) অধীনতা। **-বাক** (ভা ৩।১৩।৩৩) বৈদিক সূক্ত—স্বামী। [গানশূন্য ঋগ্‌বিশেষ] **-বাদ** (ভা ১০।১।৪টী) কথা—সনা। ২ (ভা ১০।৩।১৮) তত্ত্বনির্দ্ধারণহেতু পরস্পর কথন—জী। ৩ (ভক্তি ১৭২) স্পষ্টরূপে পুনরুল্লেখ। ৪ (মুক্তা ১০।৭) কীর্ত্তন। ৫ (কৃষ্ণ ২৮, রত্ন ৪।২, ৯) উদ্দেশ্য, মানান্তরে প্রাপ্ত বস্তুর পুনরায় কথন। 'মানান্তরেণ প্রাপ্তস্য পুনঃ কথনমনুবাদঃ।' **অনু-বাদাযুক্ততা** (অ কৌ ১০।৩৮) উদ্দেশ্যের বিশেষণ যদি বিধেয়ের বিরোধী হয়, তবে 'অনুবাদাযুক্ততা' (দোষ) হয়। **অনুবিত্ত** (গো ভা ২।৩।২০) জ্ঞাত। **-বিদ্ধ** (ভা ৩।২৬।৫১) ক্ষুভিত। ২ (ভা ৩।২৯।৫) আসক্ত। ৩ (ভা ৫।১০।৮) সংগুণিত—স্বামী। ৪ গ্রথিত—বি। ৫ (মালা ছ ১৬) গ্রস্ত—বল। ৬ (উ ৪।২৪) যুক্ত। **-বিধ** (ভা ১০।৮৭।১৭) অনুবর্ত্তী, ভক্ত—স্বামী। ২ নিরন্তর সেবাকৃৎ। **-বিধান** (ভা ১০।৫০।৩০) অনুকরণ, ২ (গীতা ২।৬৭, ভগ ৫০) অনুগমন —স্বামী। ৩ (ভগ ৯৮) সেবা—জী। **-বিন্দ** (ভা ১০।৫৮।৩০) অবন্তীরাজ জয়সেনের পুত্র। ইহার মাতা রাজাধিদেবী শ্রীকৃষ্ণের মাতৃষ্বসা। ইনি দুর্য্যোধনের বশীভূত ও কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। ইহার ভগ্নী মিত্রবিন্দা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। **-বিষ্ট** (ভা ৩।২০।১৭) অধিষ্ঠিত—স্বামী। **-বৃত্ত** (ভা ১।১৮।৬) প্রবিষ্ট; ২ (ভা ৪।২০।১৫) পরম্পরা-প্রাপ্ত—স্বামী। ৩ (গোভা ১।১।১) ব্যাপী। **-বৃত্তি** (ভা ১।৩।৩৮) আনুকূল্য, ২ (ভা ১।১৮।১৮) আদর—স্বামী। ৩ অঙ্গীকার, ৪ আনুগত্য—জী। ৫ (ভা ৩।১।২৬) প্রার্থনা, ৬ (ভা ৩।১।৩৬) পরম্পরা—স্বামী। ৭ (ভা ১০।৯০।৪৯) পরিচর্য্যা—জী। ৮ (মুক্তা ৬।৪৪) অবিচ্ছেদ। ৯ (হ ১১।৫ টী, মুক্তা ৮।১৭) ভক্তি। ১০ (হ ১০।৪৫৮) তদেকনিষ্ঠতা। **বৃত্তি-বৃত্তি** (ভা ১০।৩২।২০) নিরন্তর ধ্যানের প্রবৃত্তি—স্বামী। ২ সন্তত প্রেম-প্রকর্ষ, ৩ অনুগতির সাতত্য—জী। ৪ ভক্তিবৃদ্ধি—বল। **-বেধ** (মাম ৭।১৬৪) সংসক্ততা। **-বেল** (ভা ৩।১৬।২০) প্রতি অবসরে—স্বামী। (মাম ১।১০৩, উ ১।২৭, আচ ২।৫৬) সর্বদা। **-ব্রজন** (চৈ চ অন্ত্য ১৬।৩০) অনুসরণ। **-ব্রজ্যা** (সিন্ধু ১।২।৩১) শ্রীভগবদারূঢ় রথাদিযানের পার্শ্বে, পৃষ্ঠে ও অগ্রদেশে গমন—[ভক্ত্যঙ্গ]। **-ব্রত** (ভা ২।৯।৪০) ভক্ত—বি। ২ (ভা ৮।১৫।৩৪) অনুকূল কর্মযুক্ত, অনুবর্ত্তী—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৩৩।২) অধীন—সনা। ৪ পরস্পর ঐক্যমত-হেতু সানুকূল—বি। **-শংসন** (ভা ১০।১৬।৩৩) আলোচনা—স্বামী। ২ (মালা কুঞ্জ ২।৭) স্তব—বল। **-শয়** (ভা ৪।২৩।১৮) উপাধি—স্বামী। ২ (ভা ৭।৭।৩৬, ১০।৮৭। ২২) বাসনা—জী। ৩ (বিদ্যা ১২৪, গোচপূর্ব ১৮।১৫৯, উ ১৪।২১১)

পশ্চাত্তাপ। ৪ (গোচ পূর্ব ৫।৪) দ্বেষ। ৫ (গোভা ৩।১।৮) ভুক্তাবশেষ কর্ম [অনুশেতে কর্ত্তারং ফলভোগায়েতি]। ৬ (ভা ১০।৮৭।২২) শয়নান্তর শয়ান—প্রবো। ৭ (হব ২।৩১।৩৭) আশয়। **-শয়ন** (ভা ৫।১।৩৬) উপসত্তি—স্বামী। **-শয়ী** (ভা ১০।৮৭।৫০) দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক চরণমূলে শয়ান স্বামী। ২ সোপাধি জীব—জী। অবিদ্যাশ্লিষ্ট—বি। ভুক্তশিষ্ট কর্মশেষবান্—বল। **-শায়ী** (ভা ২।৮।২১, ১০।৮৫।১১) মহাপ্রলয়ে ঈশ্বরে লীনোপাধি জীব—স্বামী, বি। ২ প্রকৃতিতে লীন জীব—সনা, জী। **-শাল্ব** (বৃভা ১।৭।৫৮) শাল্বের অনুজ। **-শাসন** (ভা ১০।৮৭।৪২) উপদেশ—সনা। ২ (ভা ১১।২৯। ৪০) সম্পাদন—জী। ৩ (গোভা ২।১।১৩) লক্ষণ-ভেদ, উপায় ও ফলকথনাদিদ্বারা ব্যাখ্যান। ৪ (সস তত্ত্ব ৬২) আজ্ঞা। **-শাসিতা** (ভা ১০।৬৮।৩৯) স্বয়ং দণ্ডধর, ২ (গীতা ৮।৯) নিয়ন্তা—স্বামী। ৩ হিতোপদেষ্টা—বল। **-শিষ্ট** (ভা ৩।২২।৭) শিক্ষিত—স্বামী। ২ (লনা ৩।১) আজ্ঞপ্ত। **-শিষ্টি** (হরি ৩।৩২৭) উপদেশ, ২ দণ্ডন। **-শীলন** (সিন্ধু ১।১।১১) দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা অভ্যাস—মু। **-শোক** (ভা ১০।১৬।১০) পুনঃ পুনঃ শোচন। **-শ্রব** (ভা ১১।৬।১৯) [গুরোরুচ্চারণমনু শ্রূয়তে] বেদ—স্বামী, ২ পুরাণাদি—বি। **-ষক্ত** (ভা ৯।৪।৫০) পশ্চাদ্ ভাগে সংলগ্ন। ২ (বৃভা ২।১।১৪৫) অনুরাগে ব্যগ্র। **-ষক্তি** (আচ ১৫। ২৪৪) আসক্তি। **-ষঙ্গ** (ভা ১১। ২৩।২৩) আসক্তি—স্বামী। ২ (বৃভা ২।৭।১৪৫) সহজ সম্বন্ধ। ৩ নিরন্তর পরমাশক্তি। ৪ (আচ ১৭।৭৪, কৃষ্ণ ১৭৭) সংযোগ। ৫ (মাম ৩।১১৩) দয়া। ৬ নিত্যসঙ্গ। ৭ প্রসঙ্গ। ৮ (পদ্যা ১১৫) প্রস্তাব। **-ষ্টুপ্** (ভা ৩।১২।৪৫, ছ ১।২৭) অষ্টাক্ষরযুক্ত চতুষ্পাদ ছন্দোবিশেষ। **-সংসর্গ** (ভা ৩।৫।৩৬) অন্বয়—স্বামী। **-সংস্থা** (ভা ৫।৯।৭) অনুমরণ—স্বামী। **-সংহিত** (ভাবনা ৬।৩১) নির্দ্ধারিত। **-সন্ধ**, **-সন্ধা** (গো চ উত্তর ৬।২৬, ২।৪৮) অনুসন্ধান। **-সরণীয় ভক্ত** (উ৩।২৪) সিদ্ধভক্তগণের আচার শ্রীকৃষ্ণতুল্য বলিয়া তাঁহারা অনুসরণীয় নহেন, আবার সাধকগণের মধ্যে দুরাচারগণও পঠিত বলিয়া তাঁহারাও ত অনুসরণীয় হইতে পারেন না; সুতরাং ভক্তিশাস্ত্রোক্ত-বিধিবোধিত আচরণকারী ভক্তগণই অনুসরণীয়—বি। **-সর্গ** (ভা ৬।৪।২) সৃষ্টি—স্বামী। ২ অনুবৃত্ত (পশ্চাদ্ভূত)। **-সব** (ভা ১৫।২৮, ১০।৬৯।১৩) ত্রিকাল—স্বামী। (ভা ১৫।২৮, ১০।৪৪। ১৪, বৃ ভা ২।৭।১৩৫) প্রতিক্ষণ। **-সবন** (ভা . ৫।৩।৮, ভগ ৭৯) সর্বদা। **-সার** (ভা ৪।৮।৭২) স্বীকার—বি। ২ (গো চ উত্তর ২৩।৩২) অনুগতি। **-সৃতি** (আ চ ১১।২৫৩) অনুগতি। **-সেবা** (ভা ১০।৬৫।১০) নিরন্তর ভজন—সনা, জী। ২ (কৃষ্ণ ৬৭) সাক্ষাৎ সেবাভ্যাস। **-স্পর্শ** (চৈ ত ৩।৯।২২) বিতরণ। **-স্মরণ** (ভা ১২।৪।৩৩) ব্রহ্মানুভব—বি। **-স্মৃতি** (ভা ৩।৫। ১৩, গো ভা ৩।৩।৩৫) পূর্বানুভূত বস্তু-বিষয়িণী বুদ্ধি। ২ প্রত্যভিজ্ঞা। **-স্যূত** (গো ভা ৩।৩।৩২) পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। **-স্রোত** (ভা ১০। ৭৯।১০) অনুকূল স্রোত—স্বামী। **-স্ব** (গো চ পূর্ব ২৬।১৪) প্রত্যেক। **-স্বান** (শেষ ৩।৭) প্রতিধ্বনি। **-স্বার** (হরি ১।:৪) বৈয়াকরণগণ উচ্চারণজন্য অকারযোগে 'অং' বলেন। ইহার নামান্তর বিন্দু, লব; হরিনামামৃতে—বিষ্ণুচক্র। **-হ্রাদ** (ভা (৭।১৮।১৩) হিরণ্যকশিপুর ঔরসে কয়াধুর গর্ভে জাত তৃতীয় পুত্র। ইহার পত্নী—সূর্য্যা, পুত্র—বাস্কল ও মহিষ।

অনুক (মালা চিত্র ৭) [অনুগতঃ উঃ শিবো যম্] শ্রীকৃষ্ণ—বল। ২ (গো চ পূর্ব ৩৩।২২৯) সু-স্বভাব। ৩ সম্বন্ধ। [৪ গতজন্ম।]

অনূকাশ (হরি ৫।৪১১) [অনু—কাশ্+ঘঞ্] অধোদেহের প্রকাশ।

অনূচান (গো চ উত্তর ৮।৬৯, গো লী ১০।১৩, হরি ৫।২৪) [অনু—বচ্+কান] সাঙ্গবেদাধ্যায়ী।

অনূঢ়া (আ চ ১৭।৬২) কন্যা। ২ [ন বিদ্যতে ঊঢ়ং প্রাপণং যস্যাঃ] অপ্রাপ্যা।

অনূন (গো চ পূর্ব ৩৩।৩৮৮) পূর্ণ, সমগ্র, অহীন।

অনূপ (হরি ৬।৩৫৪, সক জী ৯) জলপ্রায় দেশ। ২ (পদক ৫) অতুলনীয়। **-বাস** (গো চ উত্তর ৩২।৩৬) জলপ্লাবিত দেশে বাস। ২ উপবাস-বাহুল্য।

অনূরু (ভা ৬।৬।২২) তার্ক্ষ্য-কশ্যপের ঔরসে ও সুপর্ণার গর্ভে জাত পুত্র, সূর্য্য-সারথি অরুণ। ২ (গো লী ১।৯৫) উরুরহিত।

অনূর্মিমান্ (ভা ১১।১৫।৬) ক্ষুৎ-পিপাসাদি-রহিত।

অনূহ (ভা ৩।৫।৪৮) নির্বিঘ্ন, ২ নিঃসংশয়—স্বামী।

অনৃক্ (মথুরা ৩১০) বেদজ্ঞানশূন্য।

অনৃক্ক (হরি ৭।৯৬) [নাস্তি ঋক্ যস্য] ঋগ্বেদে অদৃশ্য সাম-বিশেষ।

অনৃচ (হরি ৭।৯৬) [ন বিদ্যতে ঋক্ যস্য] অনুপনীত বালক। ২ অনভ্যস্ত-ঋক্মন্ত্র। ৩ উপনয়নে প্রবৃত্ত বালক।

অনৃজু (ভাবনা ১।৪১) কুটিল, বিষম। ২ শঠ, ৩ বক্র।

অনৃণ (ভা ৬।১১।১৮) কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত।

অনৃত (ভা ১০।১৪।২৪) দুষ্কর্ম্ম ফল—বল। ২ (ভা ১০।৬০।৪৩) সংসার—স্বামী। ৩ ভ্রান্তি—বল। ৪ (ভা ১১।২৫।৪) অশাস্ত্রীয় ভাষণ—স্বামী। ৫ (ভা ১১।২৯।২২) অসত্য—স্বামী। ৬ (রত্ন ৬।১, গো ভা ১।৩।২২) অবিদ্যা—বল।

অনৃতা (আ চ ৫।৯৯) মনুষ্যত্ব-শূন্যতা, ২ অমানুষী, ৩ [অকারে ব্রহ্মণি নৃতা মনুষ্য-বুদ্ধিঃ] বিষ্ণুতেই মনুষ্যবুদ্ধি, ৪ অসত্যতা।

অনৃতী (হ ১৬।৭) মিথ্যাবাদী।

অনেক-প (অকৌ ৩।১৫, আ চ ১৭।৫৮) হস্তী, ২ অনেক পানকারী, ৩ অনেকের পালক। °মূর্ত্তি (সুধা ৯০) ১৬১০৮ মহিষীর গৃহে যুগপৎ বিলাস-পর শ্রীকৃষ্ণ। **-রন্ধ্র** (ভা ৩।৩১।২১) নানাগর্ভবাস—স্বামী। নব-দ্বারযুক্ত দেহ—বি।

অনেকাঙ্গা ভক্তি (সিন্ধু ১।২।২৬৬) শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ৬৪ অঙ্গ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে যে সাধনে অনেক অঙ্গের মিশ্রণ হয়, যেমন মহারাজ অম্বরীষের সাধন।

অনেকান্ত (ভা ১১।১৪।৯) নানা-বিধ—স্বামী। অনিয়ম, অনিশ্চিত-ফল।

অনেজৎ (গো তা ১।৫৩) নিশ্চল—জী। সর্ব্বদাই একরূপ ব্রহ্ম।

অনেনাঃ (ভা ৯।৬।২০) সূর্য্যবংশ্য পুরঞ্জয়ের পুত্র। ২ (ভা ৯।১৭।১১) চন্দ্রবংশ্য আয়ুর পুত্র। ৩ (আ চ ১৫।১০) নিরপরাধ।

অনেয় (হ ব ৬।৪।১৭) অশাস্য।

অনেবংবিদ্ (ভা ১০।৪।২০) আত্ম-তত্ত্বে অজ্ঞ—স্বামী।

অনেহাঃ (আ চ ১৫।১৯১, গো চ পূর্ব ৩০।১৯) কাল।

অনৈকান্তিক (চৈ না ৩।২০, ল না ১।৭) অনিশ্চিত, ২ অচিরস্থায়ী।

অনৈকান্ত্য (ভা ১০।৭৪।১৮) একের অনিশ্চয়—স্বামী।

অনৈপুণ্য, আনৈপুণ্য (হরি ৭।২৭), অনিপুণের ভাব।

অনৈশ্বর্য্য, আনৈশ্বর্য্য (হরি ৭।২৭) অনীশ্বরের ভাব।

অনোকহ (গো চ পূর্ব ৯।১২) [অনসঃ শকটস্যাকং গতিং হন্তি প্রতিরোধং করোতীতি হন্+ড] বৃক্ষ।

অনোজ (ছ ১।২২) ছন্দঃশাস্ত্র-মতে শ্লোকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সংজ্ঞা। অন্য নাম—যুক্ ও যুগ্ম।

অনোদন (হ ১২।৯৭) অন্নবর্জনযুক্ত ব্রত, একাদশ্যাদি।

অনোভঞ্জক (আ চ ৪।৪৪) শকট-ভঞ্জনকৃৎ।

অনৌর্জিত্য (সিন্ধু ২।৪।২১) নিজেকে অতিনিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান।

অন্ত (ভা ১০।৮২।৪৫, ১১।২৪।১৭) লয়স্থান। ২ (ভা ১১।২৩।৪১) নিষ্ঠা, ৩ ফল—স্বামী। ৪ (চৈ ত ৮।৩।১২) [অতি বন্ধনে ভ্বাদি] বন্ধন। ৫ (চৈ ত ১০।৮৪।২১) অবধিভূত। ৬ (গীতা ২।১৬,১৮।১৩, গো ভা ৩।৩।১) নির্ণয়, নিশ্চয়। ৭ (গীতা ১০।২০) সংহার, ৮ (গীতা ১০।৩২) প্রলয়—স্বামী। ৯ (আ চ ১৫।২৪৮, মাম ২।৪০) স্বরূপ। ১০ মনোহর। ১১ (স ভা ১।৩।১৪) সামীপ্য। ১২ (ভক্তি ২২৩) বিচার। ১৩ (কৃষ্ণ ১৬০) সমাপ্তি। ১৪ (বিপু° ১।১৭।১৬) সংহর্ত্তা।

অন্তঃ (ভা ১।২।১৭) হৃদয়—স্বামী, ২ ভাবনা-পদবী—জী। ৩ (ভা ১০।১২।১৩) ছিদ্র, অবকাশ।—বি ৪ (হলী ৩।১৩) মধ্যে। **-করণ** (ভা ২।১।৩৫) অহঙ্কার—স্বামী। **-পট** (চৈভা মধ্য ১০।১৭৪) পরদা। **-পুর** (ভা ৪।২৫।৫৫) হৃদয়—স্বামী। ২ (আচ ৪।৪৬) মনোবাঞ্ছাপূরক। ৩ পুরীমধ্যে। ৪ (চৈচ মধ্য ২১।৪৩) শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাবাস গোলোক বৃন্দাবন। **-প্রসবা** (বিপু ৪।৬।১৩) গর্ভিণী। **-স্থ** (হরি ৩।১০৩) যে বকারে উৎ ও উঠ্ হয়,যাহা প্রত্যয় ও স্বরবর্ণ হইতে উৎপন্ন, তাহাই অন্তঃস্থ 'ব'। এতদ্ভিন্ন বর্গ্য 'ব'। ২ (ভক্তি ১১) ভাবনাগত, আবেশবিষয়ীভূত।

অন্তক (ভা ৩।১৮।১৫, ১০।৮৭।৩৯) মৃত্যু, যম। ২ (ভা ১০।৬০।৩৭)

মরণেও যাঁহা হইতে সুখলাভ হয়—সনা। ৩ (চৈত ৪।৯।১০) কাল।

অন্তকরণ (আচ ৪।২৭) [অন্তং করোতীতি নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যুট্] মারক।

অন্তকর্ম—নাশন, ২ পরিচ্ছেদকরণ।

অন্তকান্তক (ভা ১১।৩১।১২) শ্রীরুদ্র—স্বামী।

অন্তকাসি (ভা ৪।৯।১০, ভগ ৮৪) যমের খড়্গ, কাল।

অন্তক্রীড়া (গোচপূর্ব ৩১।৪৪) মারণ।

অন্তপাল—দ্বারপাল।

অন্তম (হরি ৭।৪৭) [অন্তিক+তমপ্] অত্যন্ত নিকটস্থ।

অন্তর (ভা ১০।১২।১৩) ছিদ্র, ২ হৃদয়।—স্বামী। ২ (ভা ৩।১৫।৩৩, হ ৭।৫৭, রত্ন ৩।১১) ভেদ। ৩ (ভা ৪।১।১৯) মন্বন্তর। ৪ (ভা ১০।৮২।৪৫) মধ্য—সনা। ৫ (হরি ২।১৭৬) বাহ্য। ৬ (আচ ১৫।৩৬২) আশয়। ৭ (গোভা ১।১।৮) বিচ্ছেদ—বল। ৮ (মাম ১।৩৪, রত্ন ৬।১৮) বিশেষ—বল। ৯ বস্ত্রান্তরাবৃত পরিধান। **-ক্রীড়া** (রত্না ৫।২৯৭২) তাল-বিশেষ। 'অন্তরক্রীড়া তু কথ্যতে দ্রুতত্রয়ং বিরামান্তম্' সঙ্গীতরত্নাকরে। ইহার মাত্রা=$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$ অথবা $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=1\frac{1}{4}$ মাত্রা বা তাহার গুণিতক। **-গতি** (স্মর ৮) হৃদয়।

অন্তরঙ্গ (সিন্ধু ৩।৫।৬, মালা রা ৫) মন। ২ (চৈচ আদি ৭।১৭) মর্মজ্ঞ।

অন্তরঙ্গা শক্তি (চৈচ আদি ২।১০১) চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি।

অন্তরজ্ঞ—বিশেষজ্ঞ।

অন্তর-পাষণ্ড (চৈ ভা মধ্য ১।৮) মনের পাপ—'যে কথা শুনিলে খণ্ডে অন্তর-পাষণ্ড'।

অন্তরয় বিঘ্নোৎপাদন, ব্যবধান।

অন্তরয়ন্তা (গৌকৃ ৮।২১) অন্তর্যামী।

অন্তরা (হরি ৪।১১০) বিনা। ২ (গোলী ২।৮৮) মধ্যে। ৩ নিকটে।

অন্তরাগ (আ চ ১৪।১৩৪) মধ্যবর্ত্তী।

অন্তরাগোচর (আ চ ১৪।১০৮) অন্তঃকরণেরও অবিষয়।

অন্তরাত্মক (ভা ৩।২৬।১৪) অন্তঃকরণ—স্বামী।

অন্তরাত্মদৃক্ (ভা ১০।৩১।৪) বুদ্ধি-সাক্ষী—স্বামী। ২ অন্তঃকরণের প্রেরক ও দ্রষ্টা—বি।

অন্তরাত্মা (ভা ২।৪।১৬) মনঃ, বুদ্ধি ২ (বৃভা ২।১।৬৬) অন্তর্যামী।

অন্তরান্তরা (গোলী ২১।৯৩) মধ্যে মধ্যে।

অন্তরায় (ভা ৫।১।৫, ১১।২৮।২৯) বিঘ্ন। ভক্তগণের অন্তরায় দ্বিপ্রকারে আসে। (১) **মহদপরাধ-হেতুক**—ইহা সমুচিত কষ্ট ভোগান্তে দীর্ঘকাল পরে মহৎকৃপায় সত্বই শমিত হয়, যেমন দ্বিবিদাদির ও রহূগণাদির। (২) **ভগবদিচ্ছা-হেতুক**—ইহা ভক্তের প্রতি সদাচার শিক্ষণের নিমিত্ত—ইহাতে প্রেমই বর্দ্ধিত হয়, যেমন ভরতাদির—বি।

অন্তরাল (মালা ছ ১২) মধ্য।

অন্তরালিক (গোভা ১।১৮) মধ্য-স্থিত—বি।

অন্তরিক্ষ (ভা ১০।৫৯।১২) শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত মুরাসুর-পুত্র. নরকানুচর।

অন্তরিত (ভা ৩।৭।১৭) সংশয়িত—জী। ২ মধ্যবর্ত্তী। ৩ (অকৌ ৫।৪৫) রহিত। ৪ (আচ ১১।৫৩) ব্যবহিত। ৫ (গোচ উত্তর ৭।৩) তিরোহিত। ৬ অন্তঃকরণে প্রাপ্ত।

অন্তরীক্ষ (ভা ৫।৪।১১) নব মহা-যোগীন্দ্রের একতম। ২ (ভা ৫।২১।২) ভূগোলের উর্দ্ধে ও খগোলের নিম্নে অবস্থিত আকাশ। ৩ (ভা ৯।১২।১২) রঘুবংশীয় রাজা পুষ্করের পুত্র। ৪ (ভা ১০।৫৯।১২) অসুর-বিশেষ। [অন্তরিক্ষ দ্রষ্টব্য]।

অন্তরীণ (বৃভা ২।৪।১১৫) অভ্যন্তর-স্থিত। ২ (চৈম আদি ৬২৯, দু ২০০) অন্তরঙ্গ। ৩ (মালা গোবি) চিত্তোদ্ভব।

অন্তরীপ (আচ ৫।১১৮, হরি ৬।৩৫৩) যে ভূমিখণ্ডের কিঞ্চিদংশ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

অন্তরীয় (লহরী ১৯।২৪), **অন্ত-রীয়ক** (গোলী ৩।৭০) অধোবসন।

অন্তর্গৃহ (আচ ১৭।৮৯) [গৃহমধ্য, ২ অন্তঃকরণরূপ গৃহ।

অন্তর্ঘণ (হরি ৫।৪২৭) [অন্তঃ—হন্+অপ্] অন্তস্থিত দেশ।

অন্তর্দ্বীপ (রত্না] ১২।১৩৬-১৮০) নবদ্বীপের অন্তর্বর্ত্তী স্থান—অত্রত্য মায়াপুরেই শ্রীগৌরজন্মভূমি।

অন্তর্ধান (ভা ৪।২৪।৩) পৃথুনন্দন বিজিতাশ্ব ইন্দ্রের নিকট অন্তর্ধান-বিদ্যা লাভ করত 'অন্তর্ধান'-নামে পরিচিত হন। ২ অসাক্ষাৎকার। ৩ (চৈ চ আদি ১০।৯৩) অপ্রকট, নির্যাণ।

অন্তর্ধি (গোচ উত্তর ৭।২৪, হরি ৫।৪৩৬) অসাক্ষাৎকার, ২ আচ্ছাদন, ৩ ব্যবধান।

অন্তর্ভব (ভা২।৪।১১) অন্তর্যামী—স্বামী। ২ (ভা ১০।১৪।২৮) ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপ জগৎ—জী।

অন্তর্ভূতণ্যর্থ (হরি ৪।২৮) যে সকল ধাতুতে ণিচের অর্থ অন্তর্ভূত থাকে।

অন্তর্মনা (চৈ চ মধ্য ২২।১৫৫) আবেশ-যুক্ত। ২ ব্যাকুলচিত্ত।

অন্তর্মস্থণ (সিন্ধু ১।৩।৪১) আর্দ্র।

অন্তর্মহঃ (গো চ পূর্ব ১।১) অন্তরানন্দ।

অন্তর্মেধ্য (মালা দ্বি গো ৯) পবিত্র-চিত্ত—বল।

অন্তর্যাগ (হ ৫।১১৮-১১৯) শ্রীভগবানের ধ্যান করত চিত্ত-সন্তোষ যাবৎ মানসোপচারে অর্চনা। বাহ্য উপচার দ্বারা স্বীয় দেহাভ্যন্তরস্থ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনাই কার্ষ্ণগণ-সম্মত। অন্য সম্প্রদায়ী কেহ কেহ শ্রীভগবানের সহিত অভেদ ভাবনা করত নিজ দেহেই বহিঃপূজাদি করিয়া নিজের চরণেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে।

অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ (গোভা ১।২।১৮) বৃহদারণ্যকে [৩।৭।১৮] উক্ত অন্তর্যামি-বিষয়ক প্রবন্ধ-বিশেষ। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ"—ইত্যাদি।

অন্তর্যামী (লী ৬) অন্তরের নিয়ামক। ২ (সভা ১।৩৯৫) গর্ভোদকশায়ী। ৩ (রত্ন টী ৪।৮) পরমেশ্বর, পরমাত্মা। **-উপাসক** (চৈ চ মধ্য ২৪।১৬৮) পরমাত্মোপাসক যোগী—তাহারা দ্বিবিধ—সগর্ভ ও নিগর্ভ; প্রত্যেকে আবার ত্রিবিধ—যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধি (গীতা ৬।৩—৪)।

অন্তর্বংশিক (গোচ উত্তর ২৬।২৮) অন্তঃপুরাধ্যক্ষ [কুব্জ, বামনাদি]।

অন্তর্বত্নী (হরি ৭।২২১) গর্ভিণী নারী।

অন্তর্বাণি (সিন্ধু ১।৪।৩৭), **অন্তর্বাণী** (গোচ পূর্ব ২২।২৬)। বহুশাস্ত্রবিৎ—জী। ২ পণ্ডিত।

অন্তর্বেদী (গো চ উত্তর ২৬।৭২) গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ড।

অন্তর্হিত (আচ ১৮।১) অন্তঃকরণের হিতকর। ২ হৃদয়ে ধৃত, ৩ তিরোভূত। ৪ গুপ্ত।

অন্তর্হৃৎ (ভা ১০।৩২।১৪) একাগ্র-চিত্ত—সনা। ২ হৃদয়াভ্যন্তর—বি।

অন্তস্থ (ভা ১২।৬।৪৩) য, র, ল, ব—এই চারিটি বর্ণ। (হরি ১।২৭) ইহাদের নাম—হরিমিত্র।

অন্তি (ভা ১০।১২।৩২, চৈত ১০।৩১।১) [ব্য] নিকটে।

অন্তিকা (আচ ৬।৯) চুল্লী।

অন্তিতঃ (হরি ৭।৪৭) নিকটে।

অন্তিতম (হরি ৭।৪৭) অতিনিকটে স্থিত।

অন্তিনাব, অন্তিভাব (ভা ৯।২০।৬) চন্দ্রবংশ্য ঋতেয়ুর পুত্র।

অন্তিম (হরি ৭।৪৭০) [অন্ত+ডিমচ্] চরম। **-চরিত** (রত্ন টী ১।১২) দেহত্যাগ। **-প্রত্যয়** (ভক্তি ১৬১) মৃত্যুকালে ভগবৎস্মৃতি। প্রচুরতর সৌভাগ্যাদি না থাকিলে, নিরপরাধ-চিত্ত না হইলে—কখনও জীবের মৃত্যুকালে ভগবৎস্মৃতি আসে না। মরণসময়ে যাঁহার মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হয়, বুঝিতে হইবে যে তিনি কৃতার্থতালাভ করিয়াছেন। অজামিল মৃত্যুকালে নামগ্রহণ করিয়া দিব্যধামে গমন করেন। শ্রীভরত মহাশয় মৃগশরীরত্যাগকালেও শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণদেহে জন্মধারণ করিলেও তিনি ঐদেহেই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি করিয়াছেন। অজামিলেরও পার্ষদগণের দর্শনলাভের পরে যতক্ষণ দেহ ছিল, ততক্ষণ অনবরত ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হইতেছিল। অতএব মরণ-সময়ে সকৃৎভজনেও যে কৃতার্থতালাভ হয়—ইহা অবিসংবাদি সত্য। মরণ-কালে সকলের দৈন্যোদয়ও শ্রীভগবানের কৃপাতিশয়-প্রাপ্তির কারণ।

অন্তিমেষ্টি (লনা ৫।৪) মরণদশা।

অন্তেবসায়ঃ (ভা ৭।১১।৩০) চণ্ডাল, পুক্কশ ও মাতঙ্গ প্রভৃতি জাতি।

অন্তেবাসী (ভা ১১।১০।৩২, আচ ১১।৩, ভাবনা ৫।৭) শিষ্য। ২ (স্তব ৩) নিকটবর্ত্তী। ৩ হৃদয়বাসী।

অন্ত্যজ (ভা ৭।১১।৩০, হ ১।১২৫, রত্ন টী ৩।২০) অত্যন্ত নীচ। ২ [অত্রিসং°] প্রতিলোমজ সাত প্রকার জাতি—রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল—স্বামী।

অন্ত্যলীলা (চৈ চ মধ্য ১।২০) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে ছয় বৎসর নানাদেশে গমনাগমন ও জীবোদ্ধার করিবার পরে শেষ আঠার বৎসরকাল নীলাচলে অবস্থান-লীলা।

অন্ত্যাবসায়ী (ভা ১১।১৭।১০, হ ১১।৭৩২) অন্ত্যজ যবনাদি।

অন্দুক, অন্দূক (আচ ৮।১৬) শৃঙ্খল। ২ স্ত্রীজাতির পদভূষণ।

অন্ধ (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতবর্ষীয় নদবিশেষ [ব্রহ্মপুত্র]। ২ (স্তব ৯।৬) অজ্ঞান।

অন্ধঃ (ভা ৪।৪।১৪) অন্ন।

অন্ধক (ভা ১।১১।১২) যদুবংশীয়

সাত্বতের পুত্র। ২ (তত্ত্ব ৯।৯।২৬) যযাতিপুত্র অসুর তনয়। ৩ (রত্ন টী ৩।১০) মহাদৈত্য—সুমেরুপর্বত হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিলে দেবগণ ব্রহ্মার সহিত মহাদেবের শরণ গ্রহণ করিলেন। মহাদেব শূলে অন্ধককে নাশ করেন (বরাহপু°)। ৪ হিরণ্যাক্ষের পুত্র—পার্বতীকে হরণ করিতে গেলে তৎকর্তৃক নিগৃহীত হইয়া তাঁহারই শরণ গ্রহণ করে। শিবের অনুগ্রহে অন্ধক তদীয়গণে প্রবিষ্ট হয়।

অন্ধকার (ভা ৩।২৮।২১) পাপ—স্বামী। [২ আলোকের অভাব।]

অন্ধকূপ (ভা ৫।২৬।১৭) নরকবিশেষ।

অন্ধঙ্করণ (গোবি ৮৮, বিনা ৫।৪৭) অন্ধত্বকারী।

অন্ধতমঃ (ভা ১।২।৩, হ ১০।৪০৯) সংসার। ২ সর্বাবরক অজ্ঞান—জী। ৩ গাঢ় অবিদ্যা—বি। ৪ (আচ ২।৩৮) গাঢ় অন্ধকার।

অন্ধতামিস্র (ভা ৫।২৬।৭) নরক-বিশেষ। ২ নিবিড়ান্ধকার। ৩ (বিপু ১।৫।৫) ভোগ্যবস্তুর বিনাশ-শঙ্কায় নিত্য তাহার রক্ষণে অভি-নিবেশ।

অন্ধস্ (ভা ১১।১৮।২৫) [অদ্যতে অদ্+অসুন্ নুম্ ধশ্চ] অন্ন।

অন্ধাক্ষ (ভা ১০।৮৪।৬৩) ভ্রষ্টজ্ঞান।

অন্ধু (আচ ১৭।৮৪, হরি ৫।৬৩) কূপ।

অন্ধোপদেশ (রত্ন ৬।৫১) ব্যর্থ শিক্ষাদান।

অন্ধ্র (ভা ২।৪।১৮) বৈদেহিক হইতে কারাবর স্ত্রীতে জাত সঙ্কীর্ণজাতি (মনু ১০।৩৬। ২ (ভা ১২।১।৩৩) বর্তমান তেলিঙ্গানা, রাজধানী—অন্ধ্রনগর।

অন্ন (ভগ ৭৭) কর্মাদিফলভূত ত্রিলোক্যাদি—জী। ২ (গোলী ৪।৪৫) চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয় ভোজনদ্রব্য। **-কূট** (চৈ চ মধ্য ৪।৭৫) অন্নের পর্বত। শ্রীমথুরামণ্ডলস্থিত শ্রীগিরিরাজের সানুদেশস্থিত স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক প্রবর্তিত গোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গে প্রদত্ত ভোগরাশি (ভা ১০।২৪)। শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-পাদ শ্রীগোপালজিকে প্রকট করিয়া পুনরায় সেই উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। **-ময়** (হরি ৭।১০৮৩) যেস্থলে প্রচুর পরিমাণে অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে। **-ময়-পুরুষ** (তত্ত্ব ৫৮) জীবের স্থূলদেহ।

অন্নাদ (ভা ১০।৬১।১৬) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত পুত্র। ২ (হরি ৫।২৭৬) [অন্নমত্তীতি অন্ন —অদ্+অণ্] অন্নভোজী। ৩ (গোভা ৩।২।৪০) প্রাণিগণকে সম্যক্ প্রকারে অন্নদাতা। ৪ (গোভা ১।২ ৯) ভক্ষক ব্রহ্ম। ৫ (সুধা ১১৮) পরব্যোমস্থিত দিব্যগন্ধাদির আস্বাদক বিষ্ণু।

অন্যকামী (চৈ চ মধ্য ২২।৩৭) অন্যাভিলাষী।

অন্যথা-খ্যাতি (ভা ১১।১৬।২২) ন্যায়মতে যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে তৎসংসর্গই 'অন্যথাখ্যাতি।' পূর্ব-রজতাদিধর্মের অভাববিশিষ্ট শুক্ত্যাদি বস্তুতে পূর্বরজতাদিধর্মের আরোপই অন্যথাখ্যাতি—জী। নৈয়ায়িকগণ এই মতের পোষক। **'অনুপপত্তি** (রত্ন ১।৩৯) উপপাদ্য জ্ঞানদ্বারা উপপাদকের কল্পনা বা অর্থাপত্তি। মীমাংসকমতে অন্যপ্রকারে সিদ্ধান্তের অভাব। 'পীন দেবদত্ত দিবাভাগে আহার করে না'—এই বাক্যে দেব-দত্তের রাত্রিতে ভোজন-ব্যতীত পীনত্ব অসম্ভব বলিয়া তাহার রাত্রি-ভোজনই অন্যথানুপপত্তির দৃষ্টান্ত। **-প্রত্যয়ন** (রত্ন ১।১২) মিথ্যা প্রতীতি। **-ভাব** (গোভা ২।৩।১৬) পরিণাম। **-সিদ্ধি** (রত্ন টী ১।১) ন্যায়-মতে যে পদার্থ না থাকিলেও কার্য্যের অন্যপ্রকারে সিদ্ধি হয়, তদ্রূপ পদার্থকে সেই কার্য্যের 'অন্যথাসিদ্ধ' কহে। কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করে, কিন্তু ঘটনির্মাণের মৃত্তিকা গর্দভাদি বহন করে, আবার গর্দভাদি ব্যতীতও অন্যপ্রকারে মৃত্তিকা সংগ্রহ হয়—তজ্জন্য গর্দভাদি অন্যথাসিদ্ধ।

অন্য-দর্শন (মুক্তা ৭।৫৩) আত্মব্যতি-রিক্ত জ্ঞান—কৈ। **'দান** (প্রে চ ৪।২) শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব-ব্যতীত অন্য অপাত্রে দান অথচ শ্রীকৃষ্ণকথা, শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তু-ব্যতীত অন্যবস্তুর দান। **-দেবপূজা** (ভক্তি ১০৫) বৈষ্ণবতন্ত্রাদিতে শ্রীবিষ্ণুভিন্ন অন্য দেবতার পূজাদি-বিধান যাহা আছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা শ্রীভগ-বানেরই বহিরঙ্গ আবরণের সেবক ও অপ্রাকৃত। দ্বিতীয়তঃ ইহাও হইতে পারে যে ভগবানের লোক-সংগ্রহপর নরলীলার উপযোগী পার্ষদ-গণেরই সেই স্থানে পূজাবিধান হইয়াছে। শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় শ্রীভগবৎসন্তোষার্থে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিতে কিন্তু অন্যান্য দেবতাকেও ভগবদ্বিভূতিজ্ঞানেই পূজা করিবে। অন্য দেবতার আরাধনা প্রকারান্তরে বিষ্ণুরই আরাধনা

হইলেও তাহা অবিধি-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত বলিয়া বিষ্ণুর প্রীতিকর নহে। স্বতন্ত্র ভাবে দেবতান্তরের উপাসনায় ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না, কিন্তু শ্রীভগবৎ-প্রিয় বলিয়া অন্য দেবোপাসনায় কদাচিৎ গুণও হইয়া থাকে। অন্যদেবনিন্দা কিন্তু সর্ব্বথাই ত্যাজ্য। **-দেবানবজ্ঞা** (সিন্ধু ১।২।১১৬) সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিই সর্ব্বথা সর্ব্বদা আরাধ্য হইলেও তাঁহারই অংশ-কলা-বিভূতিরূপ দেবতাগণের অবজ্ঞা করিবেনা (ভক্ত্যঙ্গ)। **-পুষ্ট** (গোলী ১৭।৪) কোকিল। **-ভাব** (মুক্তা ৬।২৮) ভেদবুদ্ধি। **-যোগ** (প্রে চ ২।৪) স্ত্রীপুত্রবিষয়াদিতে আসক্তি। **-ব্রত** (প্রে চ ৪।২) একাদশী, মহাদ্বাদশী ও জয়ন্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবব্রত-ব্যতীত অন্য ব্রতাদি। **-সেবা** (প্রে চ ৪।২) শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবা বিনা অন্যের সেবা।

অন্যাভিলাষিতা (সিন্ধু ১।১।১১) ভক্তি-ব্যতীত অন্য বস্তুতে স্পৃহা-বিশিষ্ট স্বভাব—জী। **-শূন্য**—উত্তমা ভক্তির তটস্থলক্ষণ—ভক্তি-ব্যতীত অন্য যাবতীয় বস্তুর ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত; অভিলাষিতা-পদের ইন্‌প্রত্যয়ে স্বভাব দ্যোতনা করে বলিয়া কোনও ভক্তের কদাচিৎ মরণ-সঙ্কটাদিকালে ভগবচ্চরণে বিপত্তি-ত্রাণের প্রার্থনা দেখা গেলেও তাহাতে কাদাচিৎক স্বভাব-ব্যত্যয়ই ধর্ত্তব্য। উহা কিন্তু স্বাভাবিক নহে, সুতরাং শুদ্ধা ভক্তির ব্যাঘাতকও নহে।

অন্যাসঙ্গ (প্রীতি ৭৩) 'প্রীত্যা-বিভাবক্রম' শব্দ দ্রষ্টব্য।

অন্যেদ্যুঃ [ব্য] অন্য দিনে।

অন্যোন্য (অকৌ ৮।৪৫) দুইটি পদার্থ পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়ার প্রতি কারণ-রূপে বর্ণিত হইলে যে বৈচিত্রী জন্মে, তাহার নাম 'অন্যোন্য' অলঙ্কার। **-মিথুনবৃত্তি** (ভগ ১০) প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের পরস্পর অব্যভিচারিতা। ইঁহারা অন্যোন্য-সহচর (একগুণের সহিত অন্যগুণের অবস্থান আছে)—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কে আদিতে ছিল, তাহা বা উহাদের সংযোগ ও বিয়োগ কিছুই উপলব্ধ হয় না—যেহেতু প্রবাহ-ক্রমে ইহারা অনাদি।

অন্যোন্যাপত্তি (ভা ১২।২।৪) পরস্পর উৎকর্ষ ও অপকর্ষের প্রাপ্তি।

অন্যোন্যাপাশ্রয় (ভা ১২।৪।২৮) গুণ-গুণী, বিশেষণ-বিশেষ্য ও ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপে পরস্পরাধীনত্ব—স্বামী। পরস্পর-সাপেক্ষত্ব—জী। (ভা ১১।২২।২৬) পরস্পর পরীহার—স্বামী।

অন্যোন্যাশ্রয় (সস তত্ত্ব ৯, রত্ন টী ১১) পরস্পর জ্ঞান-সাপেক্ষ জ্ঞানাশ্রয়কে অন্যোন্যাশ্রয় বা পরস্পরাশ্রয় বলে। যেস্থলে রামের কথার প্রামাণ্য শ্যামের কথায় নির্ভর করে, পক্ষান্তরে শ্যামের কথার প্রামাণ্যও রামের কথায় নির্ভয় করে, সেই স্থলে কেহই কাহারও প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

অন্যোন্যোপমা (অকৌ ৮।১০) 'উপমেয়োপমা' দ্রষ্টব্য।

অন্যোপদেশে পণ্ডিত (চৈ চ অন্ত্য ৩।১১) স্বয়ং আচারহীন হইয়াও প্রচারক।

অন্বয় (ভা ১।১।১) অনুবৃত্তি—স্বামী, ২ আনুগত্য—জী। ৩ অনুপ্রবেশ, ৪ সংযোগ, ৫ সাহিত্য—বি। ৬ (ভা ২।৯।৩৫, ভগ ৯৫) বিধি—জী। ৭ (ভা ৭।৭।২৪) সর্ব্বানুস্যূতি—স্বামী। ৮ (ভা ১০।৮৫।১৭) পুত্র। ৯ (ভা ১০।৮৭।১৭) সমুদ্ভব—সনা। ১০ [অনু অয়তে ইতি] অনুগত—জী। ১১ কৃতাসক্তি—সনা। ১২ (চৈত ১।১।১) পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম। ১৩ (বৃ ভা ২।৬।৩৫০) ঘটনা। ১৪ সম্ভাবনা। ১৫ (সিন্ধু ২।১।৭৭) ব্যুৎপত্তি। ১৬ (গোলী ২।৫৪, সিন্ধু ২।১।৭৭) বংশ—জী। ১৭ (ভগ ৯২) প্রবিষ্ট। ১৮ (সস তত্ত্ব ৯, রত্ন টী ১১) যৎসত্ত্বে যৎসত্ত্বা, কার্য্যে কারণের অনুসরণ [উদা°—নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।] ১৯ (গো ভা ১।১।৪) তাৎপর্য্যলিঙ্গ। **-ব্যতিরেক** (নামটী ৯।৭, চৈচ মধ্য ২০।১৪৬) অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি, বিধি ও নিষেধ।

অন্বর্থ—ব্যুৎপত্তিযুক্ত শব্দ।

অন্ববায় (ভা ৪।১৩।২) বংশ।

অন্বহ (গোলী ২।৪৪) [ব্য] প্রতিদিন।

অন্বাচয় (গোচ উত্তর ৯।১৬, হরি ৬।১১৭) একের প্রাধান্যের সহিত অন্যের গৌণভাবে উক্তি। [অন্যতরস্যানুষঙ্গিকত্বেঽন্বাচয়ঃ——সিদ্ধান্ত-কৌমুদ্যাং ২।২।২৯]।

অন্বাজে (হরি ৫।৮৭) [ব্য] দুর্ব্বলের বলাধান।

অন্বাদেশ (হরি ২।১৯৮, ২০৩, ২১১) কথিত বিষয়ের পুনঃ কথন, অনুবাদ।

অন্বাধান (ভা ১১।২৭।৩৭) ব্যাহৃতি-(মন্ত্রোচ্চারণ)-সহিত সমিৎপ্রক্ষেপাদি কর্ম—স্বামী।

অন্বানোদিত (চৈনা ১।৫২) পরিত্যক্ত। **অন্বায়ত্ত** (গো ভা ১।১।২৩) অনুগত। **অন্বারূঢ়** (গো ভা ১৩।৪২) অধিষ্ঠিত। অধিরূঢ়; ২ পশ্চাদারূঢ়।

অন্বাহার্য্য (গো ভা ১।১।২৫) মাসিক শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখশ্রাদ্ধ। ২ দক্ষিণাগ্নি—অগ্নিত্রয়ের একতম। **-পচন** (ভা ৬।৯।১২) দক্ষিণাগ্নি—স্বামী। ২ স্বাভাবিক আদ্যুদাত্ত উচ্চারণে ব্যঞ্জিত বহুব্রীহি-সমাসান্ত পাঠের পর আহার্য্য আন্তনুদাত্ত উচ্চারণে ব্যঞ্জিত তৎপুরুষ-সমাসান্ত পাঠ—বি।

অন্বিত (ভা ৩।৮।৮) অনুগত—স্বামী ২ যুক্ত, সহসম্বন্ধ।

অন্বিতার্থ (চৈক্য ১।৮) সার্থকনামা।

অন্বিতি (গো চ উত্তর ২৩।২৬) অনুগমন। ২ নমস্কারদ্বারা অনুকূল।

অন্বিষ্ট (গোচ পূর্ব ১।১, গোপা ৩৬) অন্বেষণের বিষয়ীভূত, ২ (মুক্তা ১৫।২৫) দৃষ্ট।

অন্বীক্ষা (ভা ২।২।৩৪) বিচার—স্বামী। ২ (ভা ১১।১০।২) পুনঃ পুনঃ দর্শন—বি। ৩ (ভক্তি ৩০) দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগতি।

অন্বীপ (হরি ৬।৩৫৩) [অনুগতা আপো যস্মিন্] জলানুগত দেশ।

অন্বৃতু (ভা ১।১০।৫) প্রতি ঋতুতে।

অন্বেষণা (হরি ৫।৪৫১) [অনু—ইষ্ গতৌ+যুচ্ টাপ্] অনুসন্ধান।

অপ্ (ভা ১১।১৩।৪, ৬) তীর্থজল, কিন্তু গন্ধোদক বা সুরাদি নহে—স্বামী। [নিত্য-বহুবচন]

অপ-ক্দন (গোলী ১৯।৮৬) বিগত-দুঃখ। °**কর্ষ** (অকৌ ১০।১) রসাস্বাদের সঙ্কোচ। [২ উচিত ধর্মাপেক্ষা-হীনতা।] **-কর্ষক** (অকৌ ১০।১) স্থগিতকারী, সঙ্কোচক। **-কর্ষণ** (ভা ১১।৯।২৭) অধঃপতনার্থ আকর্ষণ বা আচ্ছেদন—বি। **-কলন** (গোচ উত্তর ২।৮৯) অদর্শন। **-কার** (ভা ১২।৮।২৯) প্রতিকূলাচরণ। **-ক্রম** (ভা ১১।২৯।৪৫) নির্গমন। **-ক্রমণ** (গোচ পূর্ব ১০।৬৯, লনা ৯।১৫) পলায়ন। **-ক্রান্ত** (ভা ১০।৭৬।৩০) ভঙ্গপ্রাপ্ত—সনা। (আচ ৭।১৮৩) নিবৃত্ত। **অপক্ষ** (আচ ২।১৭) অবিরোধী ২ পক্ষশূন্য। °**ক্ষয়** (ভা ৭।১৫।৫০) কৃষ্ণপক্ষ—স্বামী। ২ (গোচ উত্তর ৬।২০) বিনাশ। **-ক্ষিত** (ভা ৩।১১।৩২) গতপ্রায়—স্বামী। **-ক্ষোদভূত** (আচ ৪।৪১) চূর্ণীভূত। **-গত-নয়** (লনা ৯।২) অন্যায়াচারী। **-গম** (বৃভা ২।১।৮০) অত্যয়, (বৃভা ২।৭।১৪ টী) নাশ, ২ (আচ ৮।১১) বিরাম। **-গমন** (গোলী ৯।১০১) পলায়ন। **-ঘন** (আচ ১৩।৬৯) শরীর। ২ (আচ ১৩।৪৯) কোমল, অকঠোর। ৩ (বিপু ৪।৪।১০) অপ-গত-মেঘ। **-ঘাত**—দুষ্ট-হেতুক মরণ। **-চয়** (ভা ৪।১১।২১) অকালমৃত্যু—স্বামী। ২ (হরি ৪।৭) ব্যাকরণে একীভাব-হেতু সঙ্কোচ। **-চায়িত** (হরি ৫।৬০) [অপ-চায়্ পূজায়াং+ক্ত] পূজিত। **-চার** (গৌকৃ ৫।৪১) অহিতাচরণ। ২ অপথ্য-সেবন। **-চারী** (হরি ৫।২৩৪) অহিতাচরণ-শীল, ২ স্বধর্মব্যতিক্রমকারী। ৩ কুপথ্য-সেবী। ৪ ত্রুটিযুক্ত। **-চিত** (হরি ৫।৬০) সানন্দে পূজিত। **-চিতি** (ভা ১।১২।২৯, হরি ৫।৪৩৯, আচ ১৪।১৫৪) পূজা। ২ (ভা ৬।১।৭, ১০।৭৮।৩৭) প্রায়শ্চিত্ত—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৬৭।৩, ভক্তি ৩২৯) প্রত্যুপকার, আনৃণ্য, ৪ (ভাবনা ৭।১১) পরিচর্যা। ৫ ক্ষয়, হানি। **অপটী** (চৈনা ৩।৪০) নাট্য-মঞ্চের বস্ত্র-প্রাবরণ। **অপটীক্ষেপ** (চৈনা ৩।৪০) যবনিকার অপসারণ, ২ (লনা ৫।১২) যবনিকার অপসারণ ব্যতীত। **অপণ** (স্তব ১৭।২) অমূল্য। **-অপণ্য** (হ ১১।৭৭৮) অবিক্রেয় স্মৃত্যাদিতে নিষিদ্ধ বিক্রয় বস্তু। **অপৎ** (প্রে ৭৫) পাদক্রিয়াশূন্য। **অপতিত** (ভা ৭।১১।২৮) মহাপাতকশূন্য—স্বামী। ২ (চৈচ আদি ১০।৪৩) অভঙ্গ। °**তোদ** (আচ ৮।১৬৪) গতব্যথ। ২ নিঃশঙ্ক। **-তোদন** (আচ ২১।৬৪) পীড়ন। **অপত্য** (ভা ৩।১।১৩ [ন পতত্যস্মাদিতি] পুত্র। °**ত্রপ** (গোলী ১৭।৩ [অপ-গতা ত্রপা লজ্জা যস্মাৎ] নির্লজ্জ। **-ত্রপিষ্ণু** (গো চ পূর্ব ১৩।২০) লজ্জালু। **-ত্রপ্ত** (গো চ উত্তর ৯।৪৫) নির্লজ্জ। **অপদ** (ভা ১০।৮৭।২৯) অগম্য, অগোচর—স্বামী। ২ নিরালম্বন—জী। **অপদ-যুক্ততা**—অর্থদোষ। ['নির্বাহে পূরণ-কারিতা' দ্রষ্টব্য]। **-অপদস্থতা** (অকৌ ১০।২৮) অনুপযুক্তস্থানে পদ-প্রয়োগরূপ দোষ। সন্নিকৃষ্ট স্থানে পদবিন্যাসের ব্যতিক্রমে এই দোষ হয়, বিপ্রকৃষ্ট স্থলে তাহা হয় না। **অপ-দেশ** (উ ১১।৯৭) বাচ্য-বিষয়ের অন্যার্থ-কল্পনা। ২ (লনা ৭।২১) ছল, সংজ্ঞা। ৩ (ভা

৪।২।১৫) অপকৃষ্ট দেশ। °দ্রুত (গোচ উত্তর ১৯।৪৯) পলায়িত। **-ধ্যান** (হ ১১।২৯৯) দুষ্টজন-চিন্তিত অনিষ্ট। **-নয়ন** (ভা ৬।২।১৩) বিপথে গ্রহণ—স্বামী। ২ (গোলী ২।১৫) দূরীকরণ। **-নুতি** (ভাবনা ১১।১০) দূরীকরণ। **-নুত্তি** (ভা ১০।২২।১৯) নিবৃত্তি—স্বামী। ২ (ভা ৭।১৩।২৬) খণ্ডন। **-নুন্ন** (উ ১৩।১৪) নিরস্ত—বি। **-নোদ** (আচ ১৫।৬) অপহ্নব, খণ্ডন। **-নোদন** (আচ ৭।১৮২) নিবারণ। ২ (মালা ছ ১৭) দূরে ক্ষেপণ। **-ন্যায়** (চৈ ভা আদি ৬।৫৬) অনুচিত নীতি। **-পথ** (গোচ পূর্ব ২৪।১৪) দুষ্ট মার্গ। **-ভ্রংশ** (নাচ ৪৩৮) নাট্যশাস্ত্রোক্ত, চণ্ডাল ও যবনাদি-কর্তৃক প্রযোজ্য, গ্রাম্য ভাষাবিশেষ। **-মার্জন** (ভা ১০।২।৩৫) নিবর্ত্তক—স্বামী। ২ সংশোধন। **-মিত্য** (হরি ৭।৬২৩) বিনিময়। **-মৃষিত**, **-মৃষ্ট** (হরি ৫।৫৪) অশুদ্ধ। **-যত**, **-যাত** (গোলী ১০।৩৮) পলায়িত। **-যান** (গোলী ১৫।৪৮) পলায়ন। **-যাপন** (মাস ২।৯২) দূরীকরণ। **-যাপিত** (ভা ৯।১০।১১) অপহৃত—বি

অপর (বৃ ভা ১।৫।১২) অন্য, ২ [ন বিদ্যতে পরঃ শ্রেষ্ঠো যস্মাৎ] সর্বশ্রেষ্ঠ। ৩ (স্তব ১।১) [ন পরঃ] আত্মীয়। ৪ (গীতা ৭।৫) নিকৃষ্ট—স্বামী। °**রঞ্জন** (বিনা ৪।৩৩) বিরক্তি, দুঃখ। **-রঞ্জিত** (বিনা ৫।৫) অবমানিত, ২ (হব ১।৫।৩০) পীড়িত—নীল। **-রত** (ভা ১০।২১।১০) চেষ্টাহীন—স্বামী।

অপর-ব্রহ্ম (রত্ন ১।৩৪) বিরিঞ্চি ব্রহ্মা—বল। °**ভাক্** (আচ ১২।৯৩) স্বাধীন। **-বক্ত্র** (ছ ৩।১০) অর্দ্ধসম ছন্দোবিশেষ। **-শারদ** (হরি ৭।১০) [অপর-শরদি ভবঃ] শরৎকালের পরে জাত।

অপরস (সিন্ধু ৪।৯।৩৮) শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রতিপক্ষ যদি হাস্যাদির বিষয় ও আশ্রয় হন, তবে সেই সেই হাসাদি 'অপরস' বলিয়া গণিত হয়।

অপরস্পর (গোচ পূর্ব ৭।৩৬, মাস ৫।৭৬) অবিরত, ২ বহুকর্মব্যাপ্ত।

অপরাক্ (আচ ১১।১২৯) [ন পরা অঞ্চতীতি] প্রকৃষ্ট।

অপরাঙ্ (আচ ১৩।৩৩) অপরাস্ত।

অপরাজিত (ভা ৫।২০।৩৯) লোকালোকপর্বতস্থিত দিগ্‌গজ। ২ (তর ১০।৬১।২৭) শ্রীসাত্রীদেবীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ৩ (সুধা ৮৯) নিগ্রহের অবিষয়ীভূত, ৪ (সভা ১।৫৪) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ৫ (বিরু ২৭) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত প্রতি-কলায় ভ স জ গল গণ থাকিয়া প্রথমে মধুর সংযুক্ত বর্ণ এবং ষষ্ঠ, অষ্টম ও দশম স্থানে দীর্ঘবর্ণ-গ্রথিত কলিকা। যথা—দণ্ডিতবকদানবোরুকায়, খণ্ডিত-খলজাতভূরিমায়।

অপরাজিতা (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপস্থিতা নদী। ২ (ছ ২।৯৯) চতুর্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

অপরাদ্ধ-পৃষৎক (গোচ উত্তর ১৯।৪৮) যাহার বাণ লক্ষ্য বেধ করিতে পারে না।

অপরাধ (চৈনা ৩।৫০) দোষ, ২ রাধাশূন্য। ৩ নামাপরাধ ও সেবাপরাধাদি,তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য। **-ক্ষমাপণ** (ভক্তি ৩০৩) 'অপরাধ-শমন' দ্রষ্টব্য।

অপরাধভঞ্জন পাট—শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ-মার্জন-স্থান—কুলিয়া, নবদ্বীপের প্রান্তবর্তী গঙ্গা-তীরস্থিত গ্রাম।

অপরাধ-শমন (হ ৮।৪৭৫ ৪৮১, ভক্তি ৩০৩) শৌকর তীর্থে অনাহার করত জাহ্নবীজলে স্নান, মথুরায় অনাহার ও স্নান, প্রত্যহ গীতাধ্যায়-পাঠ, তুলসীযোগে শালগ্রামার্চনা, দ্বাদশীতে জাগরণপূর্বক তুলসীস্তবপাঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের শস্ত্রে চিহ্নিত হইয়া তদীয় অর্চনা করিলে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ নাশ পায়। মহতের নিকট অপরাধ কিন্তু মহতের প্রসাদব্যতীত নাশ পায় না।

অপরান্তিকা (ছ ৬।১৭) বৈতালীয় ছন্দোবিশেষ।

অপরা শক্তি (বিপূ ৬।৭।৬০) ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তি। (গীতা ৭।৫) জীব-শক্তি।

অপরিকলিত (প্রে ৪৭ ক) অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুভূত।

অপরিগণ্য (ভগ ৪৪) ইয়ত্তাতীত।

অপরিগ্রহ (গোভা ২।১।১২) বেদের অগ্রাহ্য তর্কপরায়ণ।

অপরিচ্ছিন্ন (লী ৪) দেশকালাদিদ্বারা ইয়ত্তার অযোগ্য, অনন্ত, অতিবিস্তীর্ণ।

অপরিতাপ (লনা ১৫) অক্লিষ্ট, ২ অক্ষুব্ধ।

অপরিধেয় (হ ১১।৭।২৮) পরিধানের অযোগ্য—রক্তবর্ণ বা চিত্র-বিচিত্র বস্ত্র।

অপরিমিত (আচ ১৭।৪) সর্বতো-ভাবে উপমারহিত।

অপরেদ্যুঃ (গোচ উত্তর ২।১) পরদিন।

অপরোক্ষ (রত্ন ৮।২০) সাক্ষাৎ।

-চৈতন্য—জীব।
অপর্ত্তু (ভা ১০।২৫।১৫) অকাল।
অপর্য্যন্ত (গোচ পূর্ব ২।২) [নাস্তি পর্য্যন্তো মর্যাদা যস্য] সীমারহিত।
অপর্য্যাপ্ত (গীতা ১।১০) অসমর্থ—স্বামী। ২ অপরিমিত—বল।
অপল (আচ ১৩।১৩০) [নাস্তি পলং মাংসং যস্য] অল্প-প্রমাণ।
অপলাপ (উ ১১।৯১) পূর্বকথিত বাক্যের অন্যথা যোজনা। ২ (আচ ৮।৫০) সঙ্গোপন, অস্বীকার।
অপলাপিত (মাম ২।৬০) নিহ্নুত, ২ সমাবৃত।
অপলষী (হরি ৫।৩২৭) [অপ—লষ কান্তৌ+ণিনি] অতিম্লান।
অপবরণ (গীগো ৭।২৯) সম্বরণ—প্রবো।
অপবর্গ (ভা ১।৭।২২) নাশক—স্বামী। ২ (চৈত ১০।৭২।৩) ত্যাগ, ৩ মুক্তি। ৪ (ভা ১০।৫১।৫৫, প্রীতি ১৬) ভক্তি-সনা। ৫ (ভা ৫।১৪। ২৯) অন্ত—স্বামী। ৬ (হরি ৪।১০৯) নির্দিষ্ট দেশে ও কালে কার্য্যের সমাপ্তি ও ফললাভ। ৭ (গোচ পূর্ব ১।৮) ত্রিবর্গ-রহিত। ৮ (রত্ন টী ১।৮) আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি [ন্যায়মতে]। **-গুরু** (ভা ৪।৩০।৩০) মোক্ষমার্গ প্রদর্শক—স্বামী। **-পদ** (তর ১০। ৪৯।২৮) মুক্তিপদ, মোক্ষ। **-বর্ত্ম** (সিন্ধু ১।৩।২২) শ্রীকৃষ্ণ-বি। **-বর্দ্ধন** (ভা ৩।২৫।১২) মোক্ষে রতিজনক—স্বামী। অপকৃষ্ট ত্রিবর্গের ছেদক—বি। **°বর্জন** (আচ ১৫। ১৭৪) দান, ২ (মুক্তা ১০।১০) নিবৃত্তি—কৈ। **-বর্জিত** (আচ ১১।১২৫) দত্ত, মুক্ত। **-বর্ত্তমান** (আচ ৮।৭৮) তিরোধান-কৃৎ। **-বহন** (ভা ১০।৩৭।২৮) অপকর্ষণ-পূর্বক দূরে চালন স্বামী। ২ চৌর্য্য—বি। **-বাদ** (দশ ৪২) বাধা। ২ (হ ১১।৭৫১) খণ্ডন, ৩ নিন্দা। ৪ (গো ভা ৩।১।২৬) বিশেষ বিধি। **-বারণ** (আচ ১৫।২৫৪) [অপ—বৃ—ণিচ্+ভাবে ল্যুট্] আচ্ছাদন, গোপন। **-বারিত** (নাচ ৪১৩) অন্যলোককে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী করত তদ্‌ভিন্নজনের নিকট গোপনীয় বস্তুর প্রকটন। **-বাহ** (ছ ২।১৭৫) ষড়্‌বিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-বিদ্ধ** (ভা ১০।৩৬।১২) বিপরীতভাবে প্রেরিত—স্বামী। ২ (ভা ৪।৩০।১৩) ত্যক্ত। ৩ (ভা ৪।২৫।৫) বিক্ষিপ্ত। ৪ (ভা ৩।১৯।৫) পতিত—স্বামী। ৫ (ভা ১০।৬৮।৮) অন্যায়ে বিদ্ধ—বি। **-বৃত্ত** (ভা ২।৭।২৭) বিপর্যস্ত-ভাবে পাতিত—বি।
অপশুক্ (চৈত ১০।১।৪) [অপগতাঃ শুচঃ সংসারপীড়া যস্য] বৈষ্ণব।
অপশুঘ্ন (ভা ১০।১।৪, হ ১০।৪৭০) আত্মঘাতী—স্বামী। ২ (চৈত ১০। ১।৪) বৈষ্ণবদ্বেষ্টা। ৩ অপশুক্ পরমাত্মাকে যে হত্যা করে—বিষ্ণু-দ্রোহী। ৪ ঋষিদ্রোহী, রাক্ষস। ৫ পুরুষার্থশূন্য, ৬ বৃথা পশুবধভাগী, ৭ পশুহত্যার সাধন লোষ্ট্র লগুড়াদি—পুরী।
অপষ্ঠু (গোচ পূর্ব ১৭।৫৮) বিপরীত, ২ শোভন, ৩ নির্দোষ। **অপ-সরণ** (গোলী ১০।৯) মোচন। **°সর্প** (আচ ১৯।৮২) পলায়ন। ২ (মাম ৭।৬৬) আগমন। ৩ (গোচপূর্ব ১০। ৪৬) চর। **-সর্পণ** (ভা ১০।৪৪।৪) পশ্চাদ্‌গমন। **-সব্য** (গোচ পূর্ব ২।৬০) দক্ষিণ, ২ প্রতিকূল। **-সৃত** (গো লী ১১।১৪) পলায়িত। **-সৃতি** (আচ ১১।২৬) পলায়ন। **-স্নাত** (গোচ পূর্ব ১৯।২২) মরণোপলক্ষে স্নানকারী। **-স্পন্দ** (আচ ১২।৭৬) নিশ্চল। **-স্পৃষ্ট** (চৈত ৩।১৫।৪২) নষ্ট। **-স্ময়** (ভা ১০। ২৭।৭) নষ্টগর্ব—স্বামী। **-স্মার** (চৈনা ৬।৩১) মৃগী রোগ, যাহাতে পূর্বস্মৃতি লোপ হয়। ২ (সিন্ধু ২।৪।৮৬) দুঃখজনিত ধাতুবৈষম্য হইতে উত্থিত চিত্ত-বিপ্লব। **-স্মৃত** (মুক্তা ১২।৪১) শিথিলীভূত—কৈ। **-হৃত** (ভা ১০।৪৪।২৭) দূর হইতে পাতিত—সনা। **-হত-পাপ্মা** (গোভা ৯ ১।২০) কর্মবশ্যতাগন্ধ-শূন্য। **-হতি** (ভা ১০।১৫।৫) সমূলে বিনাশ। **-হনন** (গোচ উত্তর ১৮।৪৮) নাশ। **-হসিত** (সিন্ধু ৪।১।২৪) যে হাস্যে নেত্র অশ্রুযুক্ত ও স্কন্ধ কম্পিত হয়, তাহা। **-হিত** (আচ ১৪।৬০) বৈগুণ্য। **অপহ্নব** (গোচ পূর্ব ৮।২৫) চৌর্য্য ২ (ভা ৪।২২।৩১) নাশ—স্বামী। ৩ (ভা ৯।২৯।১) বঞ্চন—বি। **°হ্নুত** (গোচ পূর্ব ১৮।১৪৬) লুপ্ত। **-হ্নুতি** (অকৌ ৮।১৭) প্রকৃত (উপমেয়) বস্তুর নিষেধপূর্বক অপ্রকৃতের স্থাপনকে 'অপহ্নুতি' অলঙ্কার বলে। ইহা দ্বিবিধ—(শেষ ৫।১০) অপহ্নব-পূর্বক আরোপ ও আরোপপূর্বক অপহ্নব। আবার অন্যপ্রকারে—প্রথমতঃ কোনরূপে গোপনীয় বস্তু প্রকাশ করত পরে শ্লেষাদিদ্বারা তাহার অন্যথা করিলেও 'অপহ্নুতি'

অলঙ্কার হয়।

অপাংপতি (ভা ৪।১৪।২৬) বরুণ, ২ সমুদ্র।

অপাক (আচ ৮।৬) অপ্রাপ্ত-পাক।

অপাকর্ষণ (ভা ৩।২৫।১০) অপনয়ন—স্বামী।

অপাকিম (বিনা ২।৫৯) অপক্ব।

অপাকৃৎ (গোপা ৩৫) ঘাতক, ২ নিরাসক।

অপাগ্র্য (গোচ পূর্ব ১৪।১৭) অপ্রধান।

অপাঙ্গ (পদক ২১৫০) কটাক্ষ। **-কলিকা** (সক বি ৩) অর্দ্ধনিমীলিত কটাক্ষ। **-সঙ্গী** (আরা ১) ভ্রূ।

অপাচিকীর্ষু (ভাবনা ৫।৬১) দূর করিতে ইচ্ছুক।

অপাত্র (গীতা ১৭।২২) চোর লম্পটাদি—স্বামী।

অপাদান (হরি ৪৭৫) যাহা হইতে চলিত, গৃহীত, পতিত ইত্যাদি বুঝায়, তাহাই 'অপাদান কারক' হয়।

অপাদেয় (গোচ পূর্ব ১।২৭) ত্যাজ্য।

অপান (অকো ১০।১৪) অধোবায়ু। ২ পানাভাব।

অপান্তরতমা (পরম ১৬) শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের জন্মান্তরের নাম। (ভা ৬।১৫। ১২) শ্রীনারায়ণ 'ভো' শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহা হইতে এই ঋষির জন্ম হয়, ভগবান্ তাঁহাকে প্রতি মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়া বেদ-বিভাগ করিতে আদেশ দেন। (মহাভা° শান্তি° ৩৪৯ অধ্যায়)। ২ বেদার্থ-প্রকাশক দেবদূত (হরিবংশ ২৬৩)।

অপান্থ (পত্যা ৩৩৯) পথিক-রহিত।

অপাপবিদ্ধ (প্র ৩।১) কর্মশূন্য—বাগীশ।

অপামার্জন (উ ১৫।৪৩) শোধন, ২ নিরাকরণ।

অপায় (চৈনা ১।২৭) বিনাশ। ২ বাধা, ৩ (হরি ৪১৭৬) বিশ্লেষ। ৪ (হ ৮।৪৩৫) কুণ্ঠতা। **-সংযোগ** (ভা ৭।১০।৫৪) গমনাগমন—স্বামী।

অপারত (আচ ১৩।৫৯) বিরত।

অপারমার্থিক সত্ত্য (রত্ন ৬।৬৫) ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক সত্তাবিশিষ্ট বস্তু। মায়াবাদে যাবতীয় প্রপঞ্চই অপারমার্থিক।

অপারবৎ (বিপূ ১।১৪।২৪) অবধি-শূন্য।

অপারাবার (বৃ ৭।৫৮) পারাবারশূন্য।

অপারিজাত (সিন্ধু ২।১।৯৬) পারিজাত-শূন্য। ২ বিনষ্ট-শক্রসমূহ।

অপারুণ (চৈত ১০।৬০।৩১) অত্যন্ত লোহিত।

অপার্থ (অকো ৫।১০) ব্যর্থ, ২ অর্জুন-ব্যতীত। ৩ (ভা ১১।২৮। ১২) অর্থশূন্য—স্বামী। ৪ মিথ্যাভূত।

অপার্থক (ভা ১০।৩৯।১৯) ফলশূন্য।

অপার্থীকরণ (চৈনা ১।৫১) তুচ্ছতা-পাদন।

অপাবন (গোলী ১৯।১৮) অপবিত্র।

অপাবৃত (ভা ১১।২৯।১২) অনাবরণ—স্বামী। ২ (গীতা ২।৩২) অপ্রতি-রুদ্ধ—বল। ৩ (হ ১০।৫২১) পূর্ণ। (মাম ২।৫৭) স্বতন্ত্র।

অপাশ্রয় (ভা ১।৭।৪) অধীন। ২ (ভা ৬।১৯।১৩) আধার; ৩ (ভা ১১।১১।২৪) আশ্রয়ান্তরশূন্য, ৪ (তত্ত্ব ৩) অপকৃষ্ট আশ্রয় যাহার। ৫ (তত্ত্ব ৬২) সর্বাতিক্রমী আশ্রয়ভূত পরমাত্মা।

অপাসন (ভা ১০।৫৫।২০) বিপরীত ক্ষেপণ, ২ বধ, ৩ দূরীকরণ।

অপাসনা (আচ ১৫।৭১) ত্যাগ।

অপাস্ত (ভা ১।৫।২৫) বিনষ্ট, ২ (গো লী ৫।২) দূরীকৃত, ৩ (মধু ৩।১৪) নিরস্ত।

অপি [বা] সম্ভাবনা, ২ নিশ্চয়, ৩ সমাহার প্রভৃতি, ৪ গর্হা, ৫ অল্প, ৬ শঙ্কা, ৭ সমুচ্চয়, ৮ কামাচারক্রিয়া। **-চেৎ** (সিন্ধু ১।২।৫৫) যদ্যপি। **-তত** (চৈত ৪।৯।১) অভিব্যাপ্ত। **-ধান** (ভা ১০।৩০।২২) নিমীলন, আচ্ছাদন; ২ (গীগো ৫।১৩) আচ্ছাদন-রহিত। **-ধায়ক** (ভাবনা ৪।৮৭) আচ্ছাদক। **-নদ্ধ** (গোচ পূর্ব ২৩।১৩৬) বন্ধনযুক্ত, ২ বন্ধনশূন্য। **অপিষ্ট** (আচ ১৩।৭২) অখণ্ডিত। **°হিত** (আচ ৫।৭) আবৃত, ২ (আচ ১২।১৯) অনাবৃত, প্রকট। **অপীচ্য** (ভা ৪।১৫।২৩) [অপি—চ্যু+ড] মধুর। **অপীত** (ভা ১০।৫৭।১৩) মৃত। ২ (গোভা ৪।৪।১৬) লীন। **অপীতি** (গোভা ২।১।৮) প্রলয়। **অপীব্য** (ভা ১। ১২।৮, ৩।২৮।১৭) অতিসুন্দর।

অপুনরন্বয় (ভা ৬।১৪।৫৮) পুনরাগমনশূন্য—বি।

অপুনরাবৃত্তি (ভা ১০।৭৭।১৮) মৃত্যু, ২ মোক্ষ, ৩ মোক্ষদাতা—বি।

অপুনর্ভব (ভা ১১।১৪।১৪) ব্রহ্মসাযুজ্য। ২ (প্রীতি ৮৯) অপূর্ব। **-কৈবল্য** (ভা ১১।২০। ৩৪) আত্যন্তিক নির্বাণ। **-দর্শন** (বৃভা ১।৫।৮৫ টী) মোক্ষেরও প্রদর্শক অর্থাৎ মোক্ষসুখের তুচ্ছতা-জ্ঞাপক। ২ যাহাতে পুনরায় সংসারদর্শন হয় না —স্বামী।

অপুনর্মৃত (চৈত ৫।১৯। ২৫) [ন বিদ্যতে পুনর্মৃতং মরণং যস্মাৎ] শুদ্ধভাগবত-বিগ্রহলাভ, ২ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদত্ব।

অপুরুষ (চৈত ৪।৯।৬) পুরুষত্রয় হইতেও শ্রেষ্ঠ, ২ পুরুষোত্তম।

অপুষ্টতা (অকৌ ১০।৩৩) বর্ণনীয় পদার্থের অনুপযোগী পদ-প্রয়োগ—(অর্থদোষ)।

অপূপ (গোলী ৪।৫৮) পিষ্টক।

অপূপীয়, অপূপ্য (হরি ৭।৭০৮) পিষ্টকের হিতকর যব ও গোধূমাদির চূর্ণ।

অপূর্ণ (বৃ ভা ২।৩।৩৭) অসন্তুষ্ট। ২ ন্যূন।

অপূর্ব (প্রীতি ৫) কর্মজনিত অদৃষ্ট। ২ (সগ তত্ত্ব ৯) অনধিগত। ৩ (প্রীতি ১৫) অনাদি, ৪ (বৃ ভা ১।৬।৯) অদ্ভুত, ৫ পূর্ব-বিলক্ষণ। ৬ (স্তব ১৩।১) অতুলনীয়। ৭ (ভক্তি ২২৩) কর্ম-মীমাংসামতে দ্বিবিধ অপূর্ব। (১) সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন কর্মফলই অপূর্ব, (২) কালান্তরে ফলোৎপাদিকা কর্ম-শক্তিই অপূর্ব। এস্থলে আপত্তি—যদি যাগাদিতে দেবতাই অঙ্গস্বরূপ এবং কর্মই প্রধান হয়, [কর্মাধীনাশ্চ দেবতাঃ] তাহা হইলে অপূর্ব কর্তৃনিষ্ঠ হওয়াই উচিত। পক্ষান্তরে দেবতা-প্রধান কর্ম হইলে কিন্তু দেবপ্রসাদেই তাৎপর্য থাকার জন্য ফলটি দেবতাশ্রয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়, পরন্তু কর্মের পূর্বে অযোগ অর্থাৎ প্রোক্ষণাদি কর্মজনিত অপূর্বই যজ্ঞসাধনভূত ব্রীহি-প্রভৃতি দ্রব্যাশ্রিত হইয়া থাকে। অতএব অপূর্বটি কিপ্রকারে দেবাশ্রয় হয়—ইহাই বিবেচ্য। ইহার উত্তর এই যে যদি ক্রিয়াফল কর্তৃনিষ্ঠ হয়, তবে অন্তর্যামী বাসুদেবই প্রবর্তক বলিয়া মুখ্য কর্তা হন, কিন্তু বাসুদেবকর্তৃক প্রযোজ্য যজমান কখনও ক্রিয়াফলের আশ্রয় হইতে পারে না। প্রযোজক কর্তাতে অপূর্ব স্বীকার না করিলে ক্রিয়াফলটি পুরোহিত-নিষ্ঠ হইতেও বাধা নাই। সুতরাং বাসুদেবই সর্বনিয়ামক বলিয়া সাক্ষাৎ কর্তা হইতেছেন। মীমাংসকগণের মতে ক্রিয়াফল কর্তৃনিষ্ঠ বা দেবতানিষ্ঠ—এই উভয়মতেই অপূর্বটি বাসুদেবনিষ্ঠ হইয়া পড়ে, কেননা বাসুদেবই প্রযোজক কর্তা এবং সর্বদেবনিয়ামক। -যাত (বৃভা ২।৭।৭৩) নূতনাগত। -রসিক (উ ৯৪১) অদ্ভুত রসিক, ২ অরসিক। শ্রীহরিপ্রিয়াগণে দ্বেষাদি অনুচিত—এ কথা যাহারা বলে, তাহারাই অরসিক। ঈর্ষ্যাদি ভাবকদম্ব শ্রীকৃষ্ণ-তোষার্থ উদিত হয় বলিয়া সম্ভোগশৃঙ্গার-রসের পোষকই—এতত্ত্ব যাহারা বুঝে না, তাহারাই অরসিক। -বিধি (ভা ১১।৫।১১) অত্যন্ত অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপক, যেমন 'নিত্যই সন্ধ্যোপাসনা করিবে'—এস্থলে শাস্ত্রতঃ, রাগতঃ বা ন্যায়তঃ সর্বথা প্রাপ্তির অসম্ভাবনা থাকায় অপূর্ববিধি।

অপৃক্ত (ভা ১০।৮৯।২৮) বিযুক্ত—স্বামী।

অপৃথক্ (আচ ১৭।৮৭) তুল্য।

অপেক্ষণীয় (বৃ ভা ২।৪।২২৮) আদরণীয়।

অপেক্ষা (ভক্তি ১) প্রতীক্ষা, ২ অনুরোধ, ৩ বাধ্যবাধকতা। ৪ (গীতা ১৮।২৫) পর্যালোচনা—স্বামী।

অপেত (গোলী ৯।১০২) পলায়িত। -তা (গো চ উত্তর ৩৭।১৮৬) বিচ্ছেদ।

অপেয় (হ ১১।৭৮৪) দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত তক্র, বৎসহীন গাভী ও উষ্ট্রীর দুগ্ধ এবং যাহার প্রসবের পরে দশ দিন অতীত হয় নাই—এরূপ গাভীর দুগ্ধ, মেষদুগ্ধ, বৃষভাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ, ন্যূনাধিক-স্তন-বিশিষ্ট বা বিষ্ঠাভোজী গাভীর দুগ্ধ বর্জনীয়।

অপেশল (ভা ১০।৪৯।৬) অন্যায্য—স্বামী। ২ (রত্ন ৫।৯) অসুন্দর, ৩ অদক্ষ।

অপৈশুন (গীতা ১৬।২) পরোক্ষে পরদোষ-প্রকাশ হইতে বিরতি—স্বামী।

অপোঢ় (হরি ৬।৭৯) অপগত।

অপোবাহিত (ভা ১০।৭৬।৩৩) অপনীত—স্বামী।

অপোহ (ভা ১১।২১।৪৩) নিরাকরণ—স্বামী। ২ (কৃষ্ণ ২৯) নিষেধ।

অপোহন (ভা ৭।১০।৬৪) পরিহার—স্বামী, ২ দূরীকরণ—বি।

অপোহ্য (ভা ১০।১।৪৮) প্রতীকার্য্য, ২ পরিহার্য্য—সনা, জী।

অপৌরুষেয় (রত্ন ৪।১৯) অলৌকিক, ২ যাহা জীব-কৃত নহে।

অপ্‌পা (হরি ২।৬৭) মাতা।

অপ্‌পিত্ত (গোচ উত্তর ৩৭।৬২) [অপাং পিত্তমিব হেতুত্বাৎ।] অগ্নি।

অপ্যয় (গোভা ১।১।৯) লয়, নাশ, তিরোভাব। -দীক্ষিত (সিটী ৫।৪) অদ্বৈতবাদী প্রসিদ্ধ শৈবাচার্য্য। ইনি 'শিবতত্ত্ববিবেক' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ

রচনা করিয়াছেন।

অপ্রকট (গোচ পূর্ব ১।২২) প্রপঞ্চের অগোচর। ২ (সা ২) প্রকটলীলা হইতে অপ্রকট লীলার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকে। প্রাপঞ্চিক লোক এবং বস্তুর মিশ্রণও প্রকটে বর্ত্তমান থাকে, অপ্রকটে কিন্তু সর্ব্বথা অলৌকিক। মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী-ভেদে এই লীলা দ্বিবিধ। যোগপীঠাদি একস্থানে নিত্যস্থিতি-ময়ী এবং মন্ত্রাদিধ্যানময়ী হইলে হয় মন্ত্রোপাসনাময়ী বা হ্রদলীলা আর নানাস্থানময়ী বিবিধ স্বেচ্ছাময়ী লীলাই স্বারসিকী বা স্রোতোলীলা। ['শ্রীকৃষ্ণ-লীলারহস্য' শব্দ দ্রষ্টব্য] **-কালাবর্ত্তন** (কৃষ্ণ ১৭২-১৮১) ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত আছে যে অপ্রকট লীলানুগত বৃন্দাবনে সময় যায় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে গোলোকের অধিবাসিরা সদাকাল লীলারসে আবিষ্ট থাকেন বলিয়া সময়ের অনু-সন্ধানই রাখেন না। যদি কালের পরিবর্ত্তন আদৌ না থাকে, তবে পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকায় চেষ্টাত্মিকা লীলার স্বরূপহানি হয় অর্থাৎ বিভিন্ন কালোচিত লীলা যথাযথ নির্ব্বাহিত হয় না। তবে বিশেষ কথা এই যে শ্রীবৃন্দাবনে সেই আবর্ত্তন কালের নিয়মানুসারে না হইয়া লীলার উপযোগীই হয়।

অপ্রকাশ (ভা ৯।৮।২১, ভগ ১০১) অজ্ঞ—স্বামী।

অপ্রগুণ (গোচ পূর্ব ২৪।৯৫) বক্র। ২ ব্যাকুল।

অপ্রজাঃ (ভগ ৭৭) ব্রহ্মচারী, বনস্থ যতি—জী। ২ (ভা ৪।৮।২) অপুত্রক।

অপ্রতি (ভা ৮।৭।১৯) অপ্রতিম, ২ প্রতিক্রিয়াশূন্য—স্বামী। **-কল্প** (ভা ১০।৮৪।৬২) অনুপম। **-ঘাত** (ভা ১।১২।১৬) দুর্ব্বার—স্বামী। **-দ্বন্দ্ব** (ভা ১০।৫০।৪৪) যাহার প্রতিযোদ্ধা নাই। **-পত্তি** (মা ৪।২) লয় ও বিক্ষেপের অভাবেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অসামর্থ্য। ২ (সিন্ধু ২।৪।১০৭) বিচারশূন্যতা। **-পুরুষ** (ভা ৪।৪।২) যাহার তুল্য পুরুষ আর কেহ নাই। **-ভয়** (ভা ১০।১৬।৯) ভয়শূন্য। **-ভা** (আচ ১২।১৪) কর্ত্তব্যের অস্ফুরণ।

অপ্রতিম (চচ ১।১৮) অতুলনীয়।

অপ্রতিরথ (ভা ১০।৮৯।৩০) প্রতি-পক্ষশূন্য। ২ (ভা ৯।২০।৬) পূরু-বংশীয় রন্তিনাবের কনিষ্ঠ পুত্র; ইহার পুত্র—কণ্ব।

অপ্রতিষ্ঠ (গীতা ৬।৩৮) নিরাশ্রয়—স্বামী।

অপ্রতিষ্ঠান (সভা ১৯) স্থিরতার অভাব।

অপ্রতিষ্ঠিত (ভা ৩।১০।১১) অপর্য্য-বসিত, আদ্যন্তশূন্য—স্বামী।

অপ্রতিসংখ্যানিরোধ (গোভা ২। ২।২১) স্থূল দৃষ্টিতে অদৃশ্য অথচ কালের নিয়ত বিবর্ত্তে প্রতিক্ষণেই যে বস্তুর পরিণাম বা ক্ষয় হইতেছে, তাদৃশ সূক্ষ্ম বিনাশ—(বৌদ্ধমত)।

অপ্রতিহত (ভা ১।২।৬) নির্ব্বাধ। **-গতি** (ভা ১১।১৫।৭) সর্ব্বত্র গতি-রূপা সিদ্ধি।

অপ্রতিকালম্বন (গোভা ৪।৩।১৫) সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ ভক্ত।

অপ্রতীতত্তা (অকৌ ১০৫) এক-দেশমাত্র-প্রসিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ। 'যোগেন দলিতাশয়ঃ'—এই বাক্যে বাসনার্থক আশয়-শব্দ যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ হইলেও অন্যত্র অভিপ্রায়ার্থেই ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ইহা অপ্রতীততা-দুষ্ট।

অপ্রতীপ (ভা ৪।২।১৭) অনুকূল, ২ অজাতশত্রু।

অপ্রবোধ (মধু ১।১) অস্ফুট, ২ অজ্ঞান।

অপ্রমত্ত (ভা ১১।১১।৩১) সাবধান, ২ (ভা ১১।২০।১৪) অনাসক্ত—স্বামী। অনলস—বি।

অপ্রমেয় (গীতা ২।১৮) অপরি-চ্ছিন্ন—স্বামী। ২ অতিসূক্ষ্ম অত-এব দুর্জ্ঞেয়—বি।

অপ্রয়াণ (যো ১৫) জীবদ্দশা—জী।

অপ্রযুক্ত (অকৌ ১০৩) কোষে প্রসিদ্ধ হইলেও যে সকল শব্দ কবিগণ প্রায়শঃ প্রয়োগ করেন না, তাহাদের প্রয়োগই অপ্রযুক্ততা-দোষ। পদ্ম-শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহার করিলে এই দোষ হয়। ২ (অকৌ ৮।৬০) যমক পাদত্রয়গত হইলেও অপ্রযুক্ততা-দোষ হয়।

অপ্রবিষ্ট (ভা ২।৯।৩৪) দৃশ্য, পঞ্চী-কৃত স্থূলরূপ—শ্রীনি। ২ (ভগ ৯৫) বহিঃস্থিত—জী।

অপ্রবৃত্তি (গীতা ১৪।১৩) উদ্যমের অভাব। **-প্রবেশ** (প্রে ৩) নিবৃত্তি নিরত।

অপ্রবেশ্য (হ ১১।১৯৫) একাকী নির্জন বনে বা অসহায়ে শূন্যগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অপ্রসব (আচ ১।১৮) উৎপত্তি-রহিত, নিত্য।

অপ্রসূতিকা (উ ৩৷৩৭) অজাতপুত্রা। গোপীগণ পরোঢ়া হইলেও তাঁহাদের গর্ভে সন্তান হয় নাই, তাহা হইলে আলম্বন-বৈরূপ্য ও রসদূষণ হইত—জী। যোগমায়ার চাতুর্য্যে গোপীগণের পুষ্পোদ্‌গমই হয় নাই, তাহা হইলে নিত্যবিলাসে বাধা হইত।

অপ্রস্তুত-প্রশংসা (অকৌ ৮৷২০) প্রাসঙ্গিক কথায় অপ্রাকরণিক অর্থের কথন হইলে 'অপ্রস্তুত-প্রশংসা' অলঙ্কার হয়। [দ্রষ্টব্য—শেষ ৫৷২৫, সাকৌ ১০৷১৪]।

অপ্রাকৃত (চৈচ মধ্য ৯৷১৯৫) অতীন্দ্রিয়, জড়াতীত। অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধতন ধাম গোলোকে স্থিত যাবতীয় বস্তুই অপ্রাকৃত (রত্ন টী ৪৷৭)। **-দেহ** (চৈচ অন্ত্য ৪৷১৭৩) সিদ্ধদেহ, পার্ষদ, নিবেদিতাত্মা।

অপ্রাণ (গোভা ১৷২৷১) প্রাণের অনধীন স্থিতি-রহিত। ২ প্রাকৃত প্রাণের অগোচর ব্রহ্ম।

অপ্রায়ত্য (ভা ৩৷১৪৷৩৮) অশুচিতা—স্বামী।

অপ্রারব্ধপাপ (সিন্ধু ১৷১৷২৩) প্রারব্ধের অতিরিক্ত অনাদিসিদ্ধ অনন্ত, কূটস্থাদিরূপে অনভিব্যক্ত পাপরাশি—জী। **-ফল** (ভক্তি ১২৯) পূর্ব্বকৃত যে পাপের ফলভোগ আরব্ধ হয় নাই।

অপ্রৌঢ়া (ভা ৪৷৫৷২১) ষোড়শ-বর্ষীয়া—স্বামী। ২ (ভা ৬৷১৷৬৫) নবযৌবনা—বি।

অপ্লবেট্‌ (ভা ৪৷২২৷৪০) তরণ-বিষয়ে প্রভুহীন—স্বামী।

অপ্লবেশ (ভক্তি ৪৮) যাহারা ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভগবান্‌কে বরণ করে নাই।

অপ্লাবিত (ভা ৮৷৯৷২৫) অসংস্পৃষ্ট—জী।

অপ্‌সরন্ত, অপ্‌স্বন্ত (পরম ১৬) কারণোদশায়ী।

অপ্‌সরসা (মুক্তা ১৬১) নদী।

অপ্‌সরা (বিজয় ৩৫৷৬৮) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপী, ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা। ২ (তর ৮৷২৷১১৭) সমুদ্রমন্থনোদ্‌ভূত দেবরমণীবিশেষ। **-কুণ্ড** (রত্না ৫৷৬৫১) গোবর্দ্ধনের দক্ষিণে পুছরীতে অবস্থিত।

অপ্‌সরোগণ (ভা ৬৷৬৷২৭) কশ্যপ-পত্নী মুনির গর্ভজাত।

অপ্‌সব্য (গোচ পূর্ব ১৷৪৭) [অপ্‌সু ভবঃ, 'অপো যোনি-যন্মতুষু' ইতি ১৫৮-তম-বার্ত্তিকেন] জলে জাত।

অপ্‌সুযোনি (হরি ৬৷২১০) অগ্নি।

অফল্গু (গোচ পূর্ব ৩০৷৩১) মহৎ।

অবদ্ধ (আচ ১৷১৪) স্বতন্ত্র, বিশৃঙ্খল, ২ অসংবদ্ধ, ৩ মুক্ত।

অবধ্য (গাম ৮৷৪৬) বধের অযোগ্য, ২ অনর্থক বাক্য। [৩ বধদণ্ডানর্হ ব্রাহ্মণ]।

অবন্ধুর (গোচ পূর্ব ২৬৷৭) উচ্চ বা নীচ নহে, অসুন্দর।

অবন্ধ্য (বিনা ৬৷২২, সক জী ২২৫) সার্থক, সফল।

অবাধিত (গোতা ২৷৫১) সর্বজন-স্বীকৃত, বাস্তব।

অবাধ্য—অপ্রতিরোধ্য।

অবালক (আচ ৫৷১০০) [অবালং তরুণং কং সুখং যেন] নিত্য নূতন-সুখদায়ক, প্রৌঢ়সুখবিশিষ্ট। ২ (আচ ৬৷৩৭) [অবগতা ব্যস্ততয়া-লম্বিতা অলকা যস্ত] আলুলায়িত-কেশযুক্ত।

অবালধী (আচ ৬৷৭৭) [ন বালা জড়া ধীর্যস্ত] মহাবুদ্ধি।

অবুধ (ভা ১০৷৪৪৷১৮) অজ্ঞ—স্বামী। ২ অনন্বুসন্ধানী—সনা। ৩ (বৃ ভা ১৷৭৷৭২) প্রেমরসতত্ত্বানভিজ্ঞ।

অবুধ্য—দুর্বিজ্ঞেয়।

অবৃহদ্‌ব্রত (ভগ ৭৭) ব্রহ্মচর্য্য-রহিত।

অব্জ (ভা ১০৷৩৷২৭) [পুংলিঙ্গে] ধন্বন্তরি। ২ (হরি ২৷২৯) চন্দ্র, ৩ নিচুলবৃক্ষ, ৪ [পুং-ক্লীবলিঙ্গে] শঙ্খ, ৫ [ক্লীবলিঙ্গে] পদ্ম, ৬ শতকোটি-সংখ্যা। ৭ (বিপু ২৷৬৷৩০) মৎস্যাদি। **-জ** (ভা ১০৷৫৮৷৩৭) ব্রহ্মা। **-নাভ** (ভা ৩৷২১৷২২) বিষ্ণু। **-বন্ধু** (গোচ পূর্ব ১৷৯৯) সূর্য্য। **-ভব** (ভা ৮৷২১৷১), **-যোনি** (ভা ১১৷১২৷১৮) ব্রহ্মা। **-রাগ** (ভা ১০৷২১৷১৭) পদ্মরাগমণি। **-সম্ভব** (ভা ৪৷৬৷৩) ব্রহ্মা। **-সম্ভব-কন্যা** (মালা ছ ১৫) সরস্বতী।

অব্দ (আচ ৬৷৩৬) মেঘ, ২ [অপাং দা শুদ্ধিঃ দৈপ্‌ শোধনে+অঙ্‌] জলের বিশুদ্ধি, ৩ বৎসর। নববিধ বৎসর—ব্রাহ্ম, দিব্য, পিত্র্য, প্রাজাপত্য, বার্হস্পত্য, সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নাক্ষত্র। **-পঞ্চক** (হ ১১৷২৭৪ টী) ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পাঁচটি বৎসরের বর্ণনা আছে—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর এবং উদ্বৎসর। শকাব্দ-সংখ্যাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া অবশিষ্ট এক, দুই আদিক্রমে সংবৎসরাদি সংজ্ঞাগুলি নিরূপিত হয়।

অব্ধি (গোলী ১১৷৮৫) সমুদ্র। ২ সরোবর। **-কন্যা** (গোচ পূর্ব ২৪৷৮৬) লক্ষ্মী। **-নগরী** (গোচ উত্তর

২৫।২), **-পুরী** (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) দ্বারকা। **-অব্ভর** (মালা ছ ১২) অতিবৃষ্টি।

অব্রহ্মণ্য (ভা ১১।২১।৮) ব্রাহ্মণোচিত আচারশূন্য, ২ ব্রাহ্মণভক্তিশূন্য ৩ (বিনা ১।২৮) [নাট্যোক্তিতে] অবধযাচ্ঞা।

অব্রহ্মবর্চাঃ (ভা ১২।১।৩৭) বেদাচারশূন্য—স্বামী।

অব্রাহ্মণ—অপ্রশস্ত ব্রাহ্মণ। ২ ব্রাহ্মণসদৃশ ক্ষত্রিয়াদি। ৩ ব্রাহ্মণ-ভিন্ন শূদ্রাদি।

অভক্ত (ভা ৯।৪।৪৪) [ন বিদ্যতে ভক্তো যস্মাৎ] পরম ভক্ত—বি। ২ (ভা ১০।৫১।৬০) একান্ত-ভক্তিহীন, ৩ ত্যক্তান্ন—সনা। [৪ অসেবক, ৫ অপৃথক্কৃত]।

অভঙ্গ (রত্না ৫।২৯৭৪) তালবিশেষ। অভঙ্গো লপ্লুতৌ (সঙ্গীত-রত্নাকরে) ইহার মাত্রাবিভাগ=১+৩=৪ মাত্রা বা তাহার গুণিতক। ২ (মালা গীতা ৩৪।৩) অবিচ্ছিন্ন, ৩ অনাদিপ্রাপ্ত। ৪ (কাব্য ৯।৪)শ্লেষালঙ্কার-ভেদ।

অভঙ্গুর (বৃ ১৫।১) নিরন্তর, স্থির।

অভদ্র (ভা ১২।১২।৫৫) দুঃখাত্মক—স্বামী। ২ (ভা ১০।৭৪।৩৮) যাহা হইতে মঙ্গল আর নাই—জী। ৩ (ভগ ১২) বাসনা। ৪ (ভা ৯।৩।৬) অপরাধ—স্বামী। ৫ পাপ—বি। **-রন্ধন** (ভা ৪।৩০।২৮) অমঙ্গল-নাশন।

অভয় (ভা ২।১।৫) মোক্ষ—স্বামী। ২ সর্বভয়-নিবারক সর্বানন্দময় পুরুষার্থ—জী। ৩ হরি—বি। ৪ (ভা ৪।১।৪৯) ধর্মপত্নী দয়ার পুত্র। ৪ (গীতা ১৪।৪) ভাবী দুঃখের কারণ দেখিয়াও ত্রাসশূন্যতা—বল। ৬ (ভা ৫।২০।৩) প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি ইধ্মজিহ্বের পুত্র ও তন্নামক বর্ষ। (রসিক পূর্ব ১।৮৪) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। **-মুদ্রা** (হ ৬।৩৮) বাম অঙ্গুলিসমূহকে সংবদ্ধ করত সম্মুখে প্রসারণ করিলে 'অভয় মুদ্রা' হয়। **-লাভ** (ভক্তি ৫৯-৬০) বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে দ্বৈতপ্রপঞ্চ না থাকিলেও অবিদ্যাময় ধ্যানকারীর বুদ্ধিতে ভোগময় দ্বৈতপ্রপঞ্চ কল্পিত হয়। স্বপ্নে যেমন ব্যাঘ্র সর্পাদি বস্তু না থাকিলেও প্রতীয়মান হয় এবং জাগ্রৎকালে মানসাভিনিবেশবশতঃ বিষয়ান্তরের ধ্যানবলে যথাস্থিত দেহ দৈহিকাদিরও ভুল হয়, তদ্রূপ জড়ীয় জগতের সহিত নিত্য সংকল্প বা বিকল্প ঘটাইয়া মন ভয় আনয়ন করে; সুতরাং এই সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনকে সংযত রাখিলে অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয়ে ভজন করিতে করিতে অভয় লাভ হয়।

অভয়া (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ নদী।

অভয়াশ্রয় (ভা ১০।২।৩৯) নিত্যমুক্ত।

অভব (আ চ ১।১৫৬) শিবভিন্ন, ২ সংসারহীন। ৩ (আ চ ১৫।২৯৪) অজ। ৪ (ভা ১১।৩।৪৪) নাশ—স্বামী। ৫ (কৃ বি ৯১ ক) মুক্তি।

অভবনি (সিন্ধু ৩।২।১০৪) নাশ—জী।

অভবন্মতযোগ (অকৌ ১০।২৭) বাক্যদোষ, 'নশ্যন্মতযোগ' দ্রষ্টব্য।

অভব্য—অমঙ্গল, ২ দুষ্টভাগ্য, ৩ দুর্ভাগ্যবান্।

অভাগ (পদক ৩৭) দুর্ভাগ্য, ভাগ্যহীন।

অভাজন (রস ১৪২) অনাদৃত, ঘৃণার পাত্র।

অভাম (গোবি ৯৮) অক্রোধ।

অভাব (গীতা ২।১৬, ১০।৩) বিনাশ, মৃত্যু। ২ (প্রীতি ১) ন্যায়দর্শনমতে দ্বিবিধ অভাব—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। পূর্বটি আবার ত্রিবিধ—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। এস্থানে ঘট নাই—ইহা প্রাগভাব ও বিনাশী অর্থাৎ ঘটের আনয়নে ঘটাভাব দূরীকৃত হয়। ঘট ভাঙ্গিলে যে অভাব, তাহাই ঘটের ধ্বংসাভাব, ইহা নিত্য অর্থাৎ ভগ্ন ঘট আর উৎপন্ন হয় না। অত্যন্তাভাব, যেমন—খপুষ্প, শশশৃঙ্গ ও বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি। ইহাও নিত্য, যেহেতু খপুষ্পাদি কখনই সম্ভাবিত নহে। অন্যোন্যাভাব—দুই বস্তুর পরস্পরে অস্তিত্বের অভাব, যেমন ঘটে পট নাই, পটে ঘট নাই। ইহাও নিত্যই।

অভাবনীয়—চিন্তার অগোচর, ২ উৎপাদনের অযোগ্য।

অভি (ভা ৪।১৮।২) [ক্রিবিণ] ভয়হীন হইয়া—স্বামী। ২ [ব্য] সমন্তাৎ, উভয়ার্থ, লক্ষণ, বীপ্সা, ইত্থম্ভাব, ধর্ষণ, পূজা, ভৃশার্থ, আভিমুখ্য ইত্যাদি। **-ক** (গোচ উত্তর ৭।১২৭) [অভিকাময়তে অভি+কন্] কামুক। **-কাম** (হ ১১।৬৭৮) সর্বপ্রকার বাসনা, ২ [অভি অভয়ং যথা স্যাত্তথা কামঃ] নির্ভয় হইবার ইচ্ছা। **-কামিক** (ভা ২।১০।২৫) অভীষ্ট, বিহিত—স্বামী। **-কৃত** (গো চ উত্তর ৩৬।১২) গৃহীত।

-**ক্রম** (গীতা ২।৪০) আরম্ভ—স্বামী। [২ আরোহণ, ৩ যুদ্ধের জন্য শত্রুর অভিযান]। -**খ্যা** (গোলী ৭।১২১) নাম, ২ শোভা। ৩ মাহাত্ম্য, ৪ কীর্ত্তি। ৫ সর্বত্র প্রসিদ্ধি। -**গত** (গৌ ক্ব ৪।৩২) মনোরথ। [বিশেষণে—আনুকূল্যে প্রাপ্ত, ২ সেবিত, ৩ সম্মুখে গত]

অভিগমন (নার ৪।১০।২০) দেবতাস্থান-মার্জন, উপলেপন ও নির্মাল্য-দূরীকরণ। °**গীত** (গো চ উত্তর ৩৫।১১০) স্তুত। [২ সর্বথা গীত।] -**গুরু** (গো চ উত্তর ৩৫।৬) পূজ্য। -**গৃণান** (ভা ৫।৮।১) জপকারী—স্বামী। -**গৃহীত-পাণি** (ভা ১।১৯।১২) কৃতাঞ্জলি—বি। -**ঘট্টন** (গো চ পূর্ব ১৮।১১৫) সংঘর্ষ। -**ঘাত** (সাকৌ ৮।১১) [অভি—হন্ ভাবে ঘঞ্] তাড়ন। ২ সমূলে নাশন, ৩ সংযোগ-ভেদ। -**ঘৃত** (ভা ১১।২৮।৪০) ঘৃত-সংসিক্ত। -**চার** (ভা ২।৩।৯) শত্রু-মারণেচ্ছা, ২ (ভা ৭।৫।৪৩) কৃত্যা প্রভৃতি—স্বামী। ৩ (বি না ৩।৫৪) হিংসার্থে তন্ত্রোক্ত যজ্ঞ। -**চারক্রতু** (গো লী ১৬।৬৬) মারণ-যজ্ঞ। -**জন** (হ ১১।৫৯২) সৎকুলে জন্ম, ২ (আ চ ১৪।১৮০), কুল ৩ কীর্ত্তি। -**জনবান্** (গীতা ১৬।১৫) কুলীন—স্বামী। -**জল্পিত** (উ ১৪।২১১) বিহঙ্গচর্য্যশীল সাধুদিগকে পুনঃ পুনঃ খেদদান করায় ভঙ্গীক্রমে শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিবার ঔচিত্য যে স্থলে অনুতাপ-সহকারে বলা হয়—তাহাই 'অভিজল্প'। -**জাত** (গো চ পূর্ব ৩৩।১১৪) কুলীন, ২ সুন্দর। ৩ (চৈত ১০।১৯।৪১) প্রাদুর্ভূত। ৪ পণ্ডিত, ৫ শ্রেষ্ঠ। -**জিৎ** (ভা ৩।১৮।২৬) দিবাভাগের পঞ্চদশাংশের নাম—মুহূর্ত্ত, অষ্টম-মুহূর্ত্তপতিই অভিজিৎ—ইহা সর্বার্থসাধক। উত্তরাষাঢ়ার শেষ চতুর্থাংশ ও শ্রবণার প্রথম চারিদণ্ড লইয়া ইহা গঠিত। ২ সর্বতো জয়াবহ—বি। ৩ (ভা ৩।১৮।২) শ্রীহরি—স্বামী। -**জ্ঞ** (ভা ১।১।১) সর্বতোভাবে জ্ঞাতা—জী। ২ বিদগ্ধ—বি। ৩ সর্বতোভাবে জ্ঞান হয় যাহা হইতে। ৪ নিপুণ, ৫ জ্ঞাতা। -**জ্ঞা** প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান, ২ সংস্কারোত্থ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজ প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞান। -**জ্ঞান**—চিহ্ন, ২ জ্ঞান। -**তঃ** (গোলী ৩।৬৪) চতুর্দিকে, উভয়দিকে। সামীপ্যে, সম্মুখে।

অভিদা (ভা ৭।১০।৪০, গোচ পূর্ব ৭।৩) ভেদাভাব। °**দ্রুত** (মাম ৯।৭২) অতিতপ্ত। -**দৃদ্ধি** (মাম ১।৫২) গ্রন্থণ, ২ নিশ্চয়। -**দ্রুগ্ধ** (ভা ৫।২৬।১৭) হিংসিত—স্বামী। -**দ্রোহ** (ভা ৬।১০।৩) দুঃখ—স্বামী। ২ আক্রোশ ৩ অনিষ্ট-চিন্তন। ৪ অপকার। -**ধা** (ভাবনা ৭।৫৯ নাম, ২ শব্দশক্তি—শব্দের উচ্চারণমাত্রই যে সহজ বস্তু (অর্থ) প্রতীত হয়, সেই অর্থে সেই শব্দের বৃত্তিকেই 'অভিধা' বলে। [শেষ ২।৬ দ্রষ্টব্য]। ৩ কথন, ৪ ভাবনা। -**ধান** (ভা ৩।৫।১১, চৈনা ১।৩৪) নাম, ২ কথন, ৩ কোষাদি। -**ধানযোগ** (ভা ১।১৮।১৮) সম্ভাষণ-লক্ষণ সম্বন্ধ—স্বামী। ২ নামশ্রবণ—জী। -**ধেয়** (চৈচ আদি ৭।১৪২) অবশ্য কর্ত্তব্য, অভীষ্ট বস্তুর প্রাপক সাধনবিশেষ। ২ (সাকৌ) প্রতিপাদ্য, ৩ (ভক্তি ১) ভগবৎ-সাম্মুখ্য। জীবের অনন্ত সংসার দুঃখের নিদান—ভগবদ্-বৈমুখ্য। ভগবৎসাম্মুখ্য-ব্যতিরেকে মায়াকৃত স্বরূপাবরণ জনিত সংসার-দুঃখের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া উহাই অভিধেয়। -**ধেয়ভাগ** (তত্ত্ব ১৪) সারাংশ। -**ধ্যা** (গোভা ১।৪।২৪) [অভি—ধ্যৈ+অঙ্] সংকল্প। ২ (গোলী ১০।২৭) পরধনে স্পৃহা। ৩ বিষয়-প্রার্থনা। ৪ চিন্তা। -**ধ্যান** (পুরম ২৮) আবেশ। -**নন্দ** (কৃগ ৩৩) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত, ইঁহার বর্ণ শঙ্খের ন্যায় ধবল, শ্মশ্রু দীর্ঘ, বস্ত্র—কৃষ্ণবর্ণ। পত্নীর নাম—'পীবরী'। ২ (রত্না ৫,২৯৭২) তালবিশেষ—'অভিনন্দো লঘুদ্বন্দ্বং দ্রুতযুগ্মং গুরুস্তথা'; মাত্রাবিভাগ= ১+১+½+½+২=৫ মাত্রা বা তাহার গুণিতক। [৩ সন্তোষ, ৪ প্রশংসা]। -**নন্দন** (গীতা ২।৫৭) প্রশংসা ২ সন্তোষ, ৩ সন্তোষার্থক প্রশংসন। -**নয়** (ভা ১১।১১।২৩) স্বয়মনুকরণ—স্বামী। ২ জন্মকর্ম-লীলার মধ্যে যে অংশটি নিজাভীষ্ট ভাবভক্তগত, সেই ভগবদাত্মক বা ভক্তান্তরাত্মক লীলাসকলের স্বয়ং অনুকরণ করা বা অন্যদ্বারা করান—জী। [৩ রূপকাদি, দৃশ্যকাব্য, ৪ হৃদ্গত ভাবের ব্যঞ্জক দেহচেষ্টাদি]। -**নায়ক** (আচ ১৪।১৩৬) অভিনয়কর্ত্তা, ২ বিদগ্ধ নট। -**নিবেশ** (ভা ১১।২৮।২) আবেশাতিরেক। ২ আসক্তি। -**নিষ্টান** (হরি ১।১৬, ৫।৪৬৬) [অভি-নি-স্তন শব্দে+ঘঞ্]

বিসর্গ। বিসৃষ্ট, বিসর্জনীয় ও হরিনামামৃতে 'বিষ্ণুসর্গ' ইহার নামভেদ। **-নৃম্ণ** (ভা ১০।৬২।৩০) সর্বমঙ্গল—স্বামী। **-পত্তি** (ভা ৪।৬।৪৪) রক্ষণ, প্রাপ্তি। ২ নিষ্পত্তি। **-পন্ন** (গোচ পূর্ব ৩০।২২) অপরাধযুক্ত। ২ (ভা ৩।১৭।৩০) প্রাপ্ত, ৩ স্বীকৃত। ৪ বিপন্ন। **-প্রতারী** (গোভা ১।৩।৩৫) চিত্ররথ-বংশ্য কক্ষসেনের অপত্য ক্ষত্রিয়-বিশেষ [ছান্দোগ্য ৪।১।৩], ব্রহ্মবাদী ঋষি। **-প্রবৃদ্ধ** (ভা ৩।৮।২২) সুসম্পন্ন, ৪ পরিপক্ক—বি। **-প্রায়** (ভা ১০।৮৬।২৬) অঙ্গীকার, ২ (ভা ১১।২।২৪) জ্ঞান। ৩ (বৃ ভা ১।৬।১৯) অনুমানে জ্ঞান, ৪ (নাচ ৩১১) সাদৃশ্য-দ্বারা কল্পিত এবং মনোরম অদ্ভুতপূর্ব বস্তুর সূচনকে নাট্যশাস্ত্রে 'অভিপ্রায়' বলে। মতান্তরে—দৃশ্য বস্তুতে মমতাই অভিপ্রায়। ৫ আশয়, ৬ বিষ্ণু (সহস্রনামভাষ্যে)। **-ভু** (ভা ৪।১৮।২) [অভিভবতি অভি—ভূ+ক্বিপ্] প্রভু—স্বামী। ২ তিরস্কারক। ৩ অভিভাবক। **-মত** (আচ ৬।৪২) অভিমান-বিষয়ীভূত, ২ অভীষ্ট। ৩ সম্মত, ৪ আদৃত। **-মতাস্পদ** (আচ ১০।৭৮) বাঞ্ছনীয়। **-মতি** (ভা ১০।২৩,২৩) অভিমান। ২ (প্রীতি ৩৮২) অহঙ্কার-বৃত্তি। ৩ (ভা ৬।৬।১১) দ্রোণনামক বসুর পত্নী। [৪ আদর, ৫ সম্মান, ৬ অভিলাষ।] **-মন্যব** (ভা ১।১৮।৫) পরীক্ষিৎ। **-মন্যু** (ভা ৩।৩।১৭) অর্জুনের ঔরসে ও সুভদ্রার গর্ভে জাত পুত্র। ইনি বিরাটের কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করেন। দ্রোণ-কর্ণাদি সপ্তরথী একত্র হইয়া অন্যায়-যুদ্ধে ইঁহাকে বধ করেন। ২ (রুগ পরিশিষ্ট ১৭৪) শ্রীরাধার পতিম্মন্য গোপ, পিতা—গোল (বৃক) ও মাতা—জটিলা। ইনি যশোদার মাতুল-পুত্র ছিলেন। ৩ (বিনা ৫।১৭) সর্বথা ক্রোধী। **-মর্শ** (ভা ১০।৩৩।৮) স্পর্শ, ২ ধর্ষণ। **-মর্শন** (ভা ১০।৮৭।২৬) জ্ঞান—স্বামী, ২ (ভা ৭।১।৩৩) অভিভবকারী—স্বামী। ৩ ধর্ষণ। **-মর্শিত** (ভা ১০।১৬।৫) স্পৃষ্ট। **-মর্ষ** (ভা ১।৭।১৩) ঘাত—স্বামী। ৪ (বৃ ভা ২।৫।১৮৯) স্পর্শ। ৩ ধর্ষণ। **-মর্ষণ** (ভা ১০।৩৩।২৭) সম্ভোগ, ৪ ধর্ষণ। **-মান** (ভা ৩।২৬।২৫) [অভিমন্যতেঽনেন] রুদ্র, ২ (ভা ১১।১২।১৯) অহঙ্কারের বৃত্তি—স্বামী। ৩ (গীতা ১৬।৪) অপরের নিকট হইতে সম্মান পাইবার আকাঙ্ক্ষা, ৪ স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তি। ৫ (উ ১৪।১৯) বহু বহু রমণীয় বস্তু থাকিলেও 'ইহাই আমার প্রার্থনীয়'—এবম্বিধ নির্ণয়। মমতাস্পদ বস্তু-বিষয়ে কোনও অনন্যমমতাময় সঙ্কল্প-বিশেষ—রূপাদির অপেক্ষা না করিয়াও রতির আবির্ভাব করায়—বি। ৬ (উ ৯।২৩) ভঙ্গীপূর্বক স্বপক্ষের প্রেমোৎকর্ষ-খ্যাপন। ৭ (মাম ৭।৫৪) প্রণয়, ৮ হিংসা। ৯ (চৈচ আদি ১৩।১১৯) অভিলাষ। ১০ মিথ্যাগর্ব। **-মানী** (ভা ৫।১৫।৯) সর্বথা মানপাত্র, ২ মনস্বী—বি। [৩ গর্বযুক্ত, ৪ প্রণয়-কোপাদিবিশিষ্ট। ৫ মিথ্যা-জ্ঞানযুক্ত।] **-মুখ** (ভগ ৭) শ্রীভগবানে উন্মুখ হইয়া অবস্থিত জীবন্মুক্ত—জী। [২ সম্মুখতা-প্রাপ্ত]। **-মুখীকরণ**—ব্যাকরণে উক্ত সম্বোধন। **-মৃষ্ট** (মালা রাস ১) ব্যাপ্ত, ২ (গোলী ২০।৭০) স্পৃষ্ট, ৩ (মালা ছ ৪) আলিঙ্গিত। ৪ মিলিত, ৫ ধর্ষিত। **-যাত** (ভা ৩।২২।১৮) স্বয়ং প্রাপ্ত—স্বামী। **-যাপন** (ভা ৫।২।৩) প্রস্থাপন। **-যুক্ত** (গীতা ৯।২২) সর্বথা একনিষ্ঠ—স্বামী। ২ পণ্ডিত—বি। ৩ আসক্ত, [৪ পরাক্রান্ত ৫ অন্যকর্তৃক রুদ্ধ, ৬ প্রতিবাদী]। **-যোগ** (ভা ৫।৪।৮) অনুষ্ঠান—স্বামী। ২ (সিন্ধু ২।৩।৪৯) যুদ্ধার্থ সম্মুখে সম্মুখে মিলন—জী। ৩ (পদ্যা ২৩১) অভিনিবেশ। ৪ (আ চ ১৮।১৭৪) উদ্যম। ৫ (আ চ ১০।৪) ফলসিদ্ধি; ৬ (আ চ ১৭।৬১) অভিসন্ধি। ৭ (উ ১৪।৫) স্বয়ং বা অন্য-(অমিতার্থা দূতী)-দ্বারা স্বাভিলাষ-প্রকাশ। [৮ বিজ্ঞাপন, ৯ শপথ, ১০ আগ্রহ।] **-রত** (সিন্ধু ১।২।২৭) শাস্ত্রানুসারে অত্যাসক্তিযুক্ত—বি। **-রম্ভিত** (ভা ৫।১৮।২৫) প্রাপিত—স্বামী। ২ (ভা ১০।৫৮।৭) আলিঙ্গিত—বি। **-রাম** (বৃ ভা ২।৬।৭২) অতিসুন্দর। ২ প্রিয়, ৩ মনোহর। **-রূপ** (ভা ৩।২৩।৩১) যোগ্য, সদৃশ। ২ (মুক্তা ২।৭) সুন্দর। ৩ (হ ৭।৩৮২) সম্মত। [৪ পণ্ডিত, ৫ কন্দর্প, ৬ চন্দ্র, ৭ শিব, ৮ বিষ্ণু]। **-রূপতা** (উ ১০।৩৩) স্বীয় গুণোৎ-কর্ষে যে বস্তু নিকটবর্তী অন্য বস্তুকেও স্বতুল্য রূপ দান করে, তাহাকে 'আভিরূপ্য' বলে। **-লব্য** (গো লী ১০।৩০) ছেদ্য। **-লাব** (হরি ৫।৩৯০) [অভি—লূঞ্ ছেদনে+ঘঞ্] ছেদন, ২ বিধ্বংস। **-লাষ**

(উ ১৫।৫০) প্রিয়জনের সঙ্গলাভার্থ ব্যবসায়, ইহাতে বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া প্রিয়াস্তিকে গমন ও অনু-রাগাদির প্রকটন হয়। [২ ইচ্ছা, ৩ লোভ।] **-লিঙ্গন** (বৃ ১৫।৬১) আলিঙ্গন। **-বদন** (গো চ পূর্ব ৩৩।৪১) অনুকূল বাক্য, ২ প্রসন্নমুখ। **-বাদন** (ভা ১।১১।২৩) বাক্যদ্বারা প্রণাম—স্বামী। অভিবাদনে বর্জ্য —শ্রাদ্ধ, ব্রত, জপ, দেবপূজা, যজ্ঞ ও তর্পণ করিতেছেন যিনি, তাঁহাকে অভিবাদন করিবে না। পক্ষান্তরে —স্নায়ী, অশুচি, ধাবমান, ভোজন-কারী, শয়ান, অভ্যক্ত-মস্তক, ভিক্ষান্নজীবী, রমমাণ ও জলমধ্যগত ব্যক্তি অভিবাদন করিলেও প্রত্যভি-বাদন করিতে নাই। **-বিধি** (হরি ৪।১২৬) অভিব্যাপ্তি। 'আবনাৎ বৃষ্টো দেবঃ' এই বাক্যে বনেও বৃষ্টি হইয়াছে, অন্যত্রের কথাই নাই —ইহাই তাৎপর্য্য। মর্য্যাদায় সীমান্ত বস্তুকে ত্যাগ, অভিবিধিতে কিন্তু তৎসাহিত্যই বুঝায়। **-বিপণ্য** (ভা ১০।৮৭।১৯) [পণ্ ব্যব-হারে স্তুতৌ চ] সর্বতোভাবে বিগত-ব্যবহার অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক কর্মফল-রহিত—স্বামী। ২ ভক্ত—সনা। ৩ সর্বথা স্তুত্য—জী (ক্রম°)। **-বিমান** (গো ভা ১।২।২৫) নির্গর্ব, ২ সর্বজ্ঞ—বল। [৩ পরমাত্মা] **-ব্যক্তি** (অকৌ ৫।১) সাক্ষাৎকার —বি। ২ প্রকাশ। **-ব্যাহার** (আ চ ১৪।৪৮) স্পষ্টোক্তি, ২ প্রশস্ত উক্তি। **-ব্যাহৃত** (ভা ৩। ২৪।১) কথিত। **-শস্ত** (চৈ না ৪।৩) পরপুরুষে বা পরস্ত্রীতে মৈথুন-বিষয়ে মিথ্যা দূষিত, ২ ভর্ৎসিত ৩ ক্ষতিগ্রস্ত। ৪ হিংসিত, ৫ আক্রান্ত। **-শাপ** (ভা ১০।৮৩।৯) অকীর্ত্তি —স্বামী। ২ কলঙ্ক—বি। ৩ 'তোমার অনিষ্ট হউক'—ইত্যাদিরূপে আক্রোশ। **-শীন, -শ্যান** (হরি ৫।৩৭) কাঠিন্যপ্রাপ্ত। **-শ্রী** (গো ভা (১।২।২৫) [অভিমুখা শ্রী-রস্যেতি] লক্ষ্মী যাঁহার সম্মুখে বিরাজ-মানা। **-ষঙ্গ** (ভা ১০।৯০।১১) অভিনিবেশ—স্বামী। [২ পরাভব, ৩ শপথ, ৪ ব্যসন]। **-ষব** (হরি ৩।৩৭৭, বৃ ৩।৭৭) সন্ধান, ২ মঙ্গল স্নান, ৩ পীড়ন। [৪ সোমলতা-পান। ৫ যজ্ঞ, ৬ স্নানমাত্র।] **-ষিক্ত** (ভা ৪।৮।৭১) স্নাত, ২ কৃতাভিষেক রাজাদি। **-ষেক** (বৃ ভা ২।৭।১৪ টী) স্নান, ২ (হ ১।২৩০ -২৩১) মন্ত্রাক্ষরের সমসংখ্যক অশ্বত্থ-পল্লব-দ্বারা স্ব-তন্ত্রোক্ত বিধানে মন্ত্র-বিশুদ্ধির জন্য অভিষিঞ্চন। গৌতমীয় তন্ত্রমতে ইষ্টমন্ত্র-গ্রহণের কালে দশ-প্রকার সংস্কারের মধ্যে ইহা পঞ্চম। জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন, ও গুপ্তি—এই দশটি মন্ত্রের সংস্কার। স্বর্ণ কিম্বা তাম্রাদি পাত্রের উপরে প্রথমে স্বরব্যঞ্জন-ভেদে মন্ত্রগুলি কুঙ্কুমাদিদ্বারা লিখিবে, পরে তদুপরি তালপত্রাদি রাখিয়া তাহাতে কুঙ্কুমাদিদ্বারা পংক্তিক্রমে মন্ত্রগুলি লিখিবে। তৎপরে 'অমুকবর্ণমভিষিঞ্চামি নমঃ' এই মন্ত্র শতধা উচ্চারণ পূর্বক কুঙ্কুম-লিখিত মন্ত্রের প্রতি বর্ণকে অশ্বত্থপল্লব-দ্বারা অভিষেক করিবে। বিষ্ণুমন্ত্রে কর্পূর-যুক্ত জলই প্রশস্ত। দোলযাত্রাদি উৎসবেও অভিষেকের প্রথা আছে। রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত অন্যপ্রকার ব্যবস্থা আছে—যথা, মৃগচর্মাস্তীর্ণ সুসজ্জিত ভদ্রাসন, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমের জল, পুণ্যনদীর জল, পূর্ব, পশ্চিম ও তির্য্যঙ্‌মুখী নদীর জল, সকল সমুদ্রের জল, ক্ষীরিবৃক্ষ, প্রবাল, পদ্ম, নীলপদ্ম প্রভৃতি-মিশ্রিত কাঞ্চনকুম্ভপূর্ণ জল, রুচক, রোচনা, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, দধি, পুণ্যতীর্থ-মৃত্তিকা, পুণ্যতীর্থ জল, মঙ্গলদ্রব্য, মণিদণ্ডবিশিষ্ট শ্বেতচামর, মাল্যভূষিত শ্বেত ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেতাশ্ব, বৃহৎ-হস্তী, উত্তমসজ্জিত অষ্টকন্যা, সকল-প্রকার বাদ্য ও সুসজ্জিত বন্দী। অভিষেকের পূর্বদিন গণেশ ও মাতৃ-কাদির পূজা করিয়া নান্দীকার্য্য সমাধান করিতে হয়। রাজা ও রাজ্ঞী উপবাসী থাকিবেন—পরদিনে পুরোহিত, অমাত্য ও সামন্তাদিকে লইয়া স্নানাদির পরে মণি, কাঞ্চন, পৃথিবী ও পুষ্পাদি স্পর্শ করা হইলে রাজা ও রাজ্ঞীকে ব্যাঘ্রচর্মাসনে বসাইতে হয়। তৎপরে অগ্নিস্থাপন করত পলাশাদি সমিৎ দিয়া ঘৃতাহুতি করিয়া ঋত্বিক্‌গণ অমাত্যাদি সকলের সহিত অষ্ট কন্যা-বেষ্টিত রাজা ও রাজ্ঞীকে অভিষেক করিবেন। অভিষেকান্তে সকলে রাজা ও রাজ্ঞীর কপালে কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী প্রভৃতি দ্বারা তিলক রচনা করিয়া দিবেন।

শ্রীকৃষ্ণাভিষেক ও শ্রীরাধাভিষেক-সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়-গোস্বামিগণ বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু দানকেলিকৌমুদীতে,(২৮৯-৩১৫)স্তব-

মালায় শ্রীরাধাষ্টকে (৬) ও প্রেমেন্দু-সুধাসত্রে (৫) শ্রীমতীর বৃন্দাবনাধিপত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন এবং শ্রীদাস-গোস্বামিপাদ মুক্তাচরিতে (১৩৪-১৩৮ পৃঃ) ব্রজবিলাসস্তবে (৬১), বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে (৮৭) শ্রীরাধাভিষেকের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৭), শ্রীআনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূতে (১৫) এবং শ্রীরূপ-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণাভিষেকে শ্রীগোবিন্দের অভিষেক ও পদ্ধতি-প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদও শ্রীমাধবমহোৎসবে শ্রীমতীর অভিষেক-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ১১৫৬ শ্লোকে নয় অধ্যায়ে মহাকাব্য লিখিয়াছেন। **-ষেচনা** (মাম ৭।৬১) অভিষেক। **-ষ্টব** (ভা ১০।১৪।৬০) স্তুতি। **-ষ্টুতা** (হ ১৯।১) প্রতিষ্ঠা। **-ষ্বক্ত** (গোচ পূর্ব ৮।৭৭) [অভি—ষ্বনজ্+ক্ত] মিলিত। **-সংভবিতা** (গোভা ১।২।৪) মেলক। **-সংবেশন** (গোভা ১।১।২৩) প্রলয়কালীন নাশ—বল। **-সক্তি** (বিনা ৭।৫৮) মিথ্যা অপবাদ। **-সন্ধান** (গীতা ১৭।১২) অভিপ্রায়—স্বামী। ২ (ভক্তি ২৩২) সঙ্কল্প। ৩ পরবঞ্চনা। **-সন্ধি** (গোভা ২।৩।৫০) [অভি + সম্—ধা + ভাবে কি] ইচ্ছা। ২ (হব ১।৩।১৩) মর্য্যাদা—নীল। **-সমাবর্ত্তন** (গোভা ৩।৪।৪৭) গুরুগৃহ হইতে স্বগেহে প্রত্যাবর্ত্তন। **-সম্ভব** (গোভা ৪।৩।১) মিলন। **-সম্ভাবন** (ভা ৩।২০।৩৩) সৎকার —স্বামী। **-সার** (আচ ১১।১০৫) সঙ্কেতস্থানে গমন। ২ (গীগো ৫।৮) [অভিস্রিয়তেঽস্মিন্নিতি] সঙ্কেতস্থান —প্রবো। **-সারিকা** (উ ৫।৭১-৭২) যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন। জ্যোৎস্নী ও তামসী-রজনী-ভেদে ইনি দুই প্রকারে ভূষিতা হন। লজ্জায় সঙ্কুচিতা, নিঃশব্দমণ্ডনা, অবগুণ্ঠনবতী এবং স্নিগ্ধৈকসখী-সঙ্গিনী হইয়া ইনি অভিসার করেন। **-সিসারয়িষু** (বিনা ৭।১১) অভিসার করাইতে অভিলাষী। **-সৃত** (বৃ ১৪।৭৮) পশ্চাদ্গামী। **-সৃতি** (গোচ উত্তর ১৬২) সঙ্কেতস্থানে গমন। **-সৃষ্ট** (ভা ৫।১।১৫) দত্ত—স্বামী। ২ ত্যক্ত, ৩ উৎসৃষ্ট। **-স্নেহ** (ভা ১০।২৯।২৩) প্রীত্যতিশয়—সনা, জী। ২ কান্তভাবময় প্রেম—বি। **-স্রোত** (ভা ৯।৪।২২) স্রোতের অভিমুখে—বি। **-হত** (আচ ১০।১২৯) নষ্ট। ২ তাড়িত, ৩ গুণিত। **-হব** (হরি ৫।৪২৫) [অভি—হ্বেঞ্ +অল্] সম্মুখে আহ্বান। **-হার** (গোচ পূর্ব ৩০।৪০) [অভি—হৃ+ঘঞ্] আক্রমণ। ২ চৌর্য্য, ৩ অভিযোগ, ৪ কবচাদিধারণ, ৫ মিলন। **-হিতান্বয়বাদী** (শেষ ২।২৪) বাক্যের তাৎপর্য্য-বৃত্তি-স্বীকারকারী প্রাচীন নৈয়ায়িক। ['তাৎপর্য্য-বৃত্তি' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

অভীক (গোচ পূর্ব ২।১১৩) [অভি +কন্] কামুক ২ ক্রূর, ৩ উৎসুক, ৪ [অভি—ইন্+কক্] অভিগত, ৫ কবি, ৬ স্বামী।

অভীক্ষ্ণ (গোচ পূর্ব ৩১।৪) নিরন্তর। ২ (গোলী ১।৭৭) পুনঃ পুনঃ। **-কৃত্য** (রাগ) নিত্য বারংবার করণীয়—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ লীলা প্রভৃতির শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভাব-সম্বন্ধি সাধনসমূহ। **-দীপ্তি** (অকৌ ১০। ৪২) অনুপযুক্ত সময়ে একই রসের পুনঃ পুনঃ দীপ্তি (উদ্দীপনা) হইলে রসদুষ্টতা স্বীকার্য্য, যেমন কুমার-সম্ভবে চতুর্থ সর্গে রতিবিলাপ।

অভীজ্য (ভা ২।১।৩৭) দেব—স্বামী।

অভীপ্সিত (গো চ উত্তর ১।৪) অভীষ্ট।

অভীশু, [-ষু] (গো চ পূর্ব ২৩।৮২) কিরণ। ২ (মাম ৭।১৪৯) অনুরাগ। ৩ প্রগ্রহ [লাগাম], ৪ কাম।

অভীষ্ট (ভা ১০।১৪।৪১) অভিপ্রেত, ২ সর্বতোভাবে পূজিত, ৩ প্রিয়তম।

অভুতমলিন (বি পু ৪।২৩।৩৪) মিথ্যা দুর্যশ।

অভুতাহরণ (নাচ ১৩৪) কপটাশ্রিত বাক্য।

অভূমি (পদ্যা ১২৩) অগোচর, ২ অবিষয়।

অভেদশাস্ত্র (তত্ত্ব ৪৩) জীবব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদক গ্রন্থ।

অভোগ (ভা ৪।১২।১৩) যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠান, ২ ব্রতনিয়মাদি।

অভোজন (অকৌ ১০।১৪) অমেধ্য-ভোজন, ২ ভোজনাভাব, উপবাস।

অভোজ্যান্ন (চৈ চ অন্ত্য ৮।৮৬) যাহার হস্তে পাচিত অন্ন খাওয়া যায় না।

অভৌম (আ চ ১।২২) মঙ্গলগ্রহ-শূন্য, ২ প্রাকৃতভূমিবিকার-রহিত।

অভ্যক্ত (ভাবনা ৬।৭০) [অভি—অঞ্জ+ক্ত] সিক্ত, ২ লিপ্ত।

অভ্যাগার (আ চ ১৩।৩৬) গৃহাভ্যন্তর।

অভ্যগ্র (গো চ পূর্ব ১৯।৩৭) [অভি-মুখমগ্রং যস্ত] সমীপ।

অভ্যঙ্গ (ভাবনা ৬।২৫) [অভি—অঞ্জ+ঘঞ্] তৈলাদি-মর্দন।

অভ্যঞ্জন (গো লী ২।৬৭) ম্রক্ষণ, ২ নেত্রাদিতে কজ্জলাদিদান, ৩ অভ্যঙ্গসাধন তৈলাদি দ্রব্য।

অভ্যমিত (গো চ পূর্ব ৩৩।৩৩০) [অভি+অম্ চুরাদি+কর্মণি ক্ত] পীড়িত।

অভ্যমিত্র (হরি ৭।৮৬৯) [অমিত্রং শত্রুমভি] শত্রুর সাম্মুখ্য।

অভ্যমিত্রীণ, অভ্যমিত্রীয়, অভ্যমিত্র্য (হরি ৭।৮৬৯) শত্রুর সম্মুখে গমনকৃৎ।

অভ্যয় (ভা ১০।৩৮।১১) [অভি—ইণ্+অচ্] অভিমুখে প্রত্যয়—স্বামী। ২ অস্তগমন, ৩ অপগম।

অভ্যর্ণ (হরি ৫।৫৭) [অভি—অর্দি গতৌ যাচনে চ] নিকট।

অভ্যর্ণিত (গো চ উত্তর ১।৪১) সমীপাগত।

অভ্যর্থন (বিনা ২।৪৭) প্রার্থনা।

অভ্যর্থিত (লনা ২।১৬) প্রার্থিত।

অভ্যর্হণ (ভা ১১।২৭।১৭) অর্ঘ্যাদি-দ্বারা পূজন।

অভ্যবকর্ষণ (গোচ পূর্ব ১৩।১১৬) শল্যাদির উদ্ধার।

অভ্যবহার (মা ৮।১) আহার।

অভ্যসূয়া (গীতা ১৮।৬৭) [অভি—অসু উপতাপে+যক্+অ] গুণে দোষারোপ।

অভ্যস্ত (গোচ উত্তর ১৩।২৫) পুনঃ পুনঃ কৃত। -**শাস্ত্র** (প্রে ১৪ ঝ) শাস্ত্রজ্ঞ।

অভ্যাঃ (গোভা ৩।১।৮) [অভি+আ—অস্+ক্বিপ্] অভ্যাগন্তা।

অভ্যাকাঙ্ক্ষিত—মিথ্যাভিযোগ।

অভ্যাখ্যান (গোচ উত্তর ৩০।৫) মিথ্যাভিযোগ। ২ মিথ্যা উদ্ভাবন।

অভ্যাগত (ভা ৫।২৬।৩৫) পূর্বে অজ্ঞাত ব্যক্তি—স্বামী। ২ (চৈচ আদি ১৭।১৩৯) অতিথি।

অভ্যাগম (আচ ১৩।৬০) সম্মুখে আগমন। ২ যুদ্ধ। [৩ নিকট, ৪ বিরোধ, ৫ অভ্যুত্থান, ৬ অভিঘাত]।

অভ্যাগারিক (গোচ পূর্ব ৩।৩২) কুটুম্ব-ভরণে আসক্ত।

অভ্যাঘাতী (হরি ৫।৩২৪) [অভি+আঙ্—হন্+ণিনি] আক্রমণ-পরায়ণ, হিংসাশীল।

অভ্যাত্ত (ভা ১০।৩৭।২৩) সর্বথা প্রকটিত, ২ অনুকূলে গৃহীত। ৩ (গোভা ১।২।১) সম্যক্ গ্রাহী—বল। ৪ (সস ভগ ৪৫) স্বীকৃত। ৫ সর্বব্যাপক ঈশ্বর।

অভ্যাত্ম (ভা ৮।১৯।৪২) নিজের জন্য অর্থসংগ্রহ-পর—বি।

অভ্যান্ত—রোগী। নিষ্পীড়িত।

অভ্যাম (আচ ১০।১০৫) আতুরতা, সঙ্কোচ।

অভ্যাবৃত্তি (হরি ৭।১০৮২) বারংবার অভ্যাস বা আবৃত্তি।

অভ্যাস (গোচ পূর্ব ১৬।২৬) নিকট, ২ (রত্ন ৩।৩৭) পুনঃ পুনঃ উক্তি। ৩ (আচ ৭।৯৫) [অভীর্নির্ভয় এব আস উপবেশো গতির্বা যত্র] নির্ভয়ে উপবেশনযোগ্য বা গমনযোগ্য। ৪ (গীতা ৮।৮) স-জাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ—স্বামী। -**ধর্ম** (আচ ২০।৮৪) ব্যাকরণে ধাতুর স্থলবিশেষে দ্বিরুক্তি হইলে সেই দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্বটিকে 'অভ্যাস' বলে। অভ্যস্ত-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তাহার কোথাও গুণ, কোথাও সংপ্রসারণ, কোথাও বা হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি হইয়া থাকে তাহাকে 'অভ্যাসধর্ম' বলা যায়।

অভ্যুজ্জিহান (গোভা ১।১।২৩) সৃষ্টিকালে উদ্গমশীল—বল।

অভ্যুত্থান (গীতা ৪।৭) আধিক্য—স্বামী। ২ উদ্ভব। ৩ উদ্যম, ৪ প্রত্যুদ্গমন।

অভ্যুদয় (ভা ১।১৪।৩৮) প্রভাব, পরাক্রম। ২ (কৃষ্ণ ৪।৬১) লীলা, ৩ (বৃ ভা ২।৪।১৭৪ বৈভব। ৪ বৃদ্ধি, ৫ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

অভ্যুদিত (গোভা ১।১।৪৫) প্রকাশিত। ২ সর্বথা উদিত। ৩ সূর্যোদয়কালে শয়ান।

অভ্যুদ্গত (গোলী ২১।৯৭) নিকটে গত, ২ উদ্ভূত।

অভ্যুপগম (রত্ন ১।১৪) স্বীকার। ২ [নিকটে গমন, ৩ সম্মুখে গমন]।

অভ্যুপপত্তি—অনুগ্রহ, ২ সান্ত্বন।

অভ্যুপায় (রত্নটী ৬।৫) স্বীকার, ২ অধিক উপায়। ৩ (কৃষ্ণা ৬।৫৫) অনুভাব।

অভ্যুপেত (ভা ১০।৭১।৩৮) অভ্যর্থিত—স্বামী। ২ (গোলী ১৯।৮২) নিকটেআগত। ৩ অঙ্গীকৃত।

অভ্যূহ (বৃ ১২।৩) তর্কবিতর্ক।

অভ্র (ভা ১০।১৪।১) [অপো বিভর্তীতি] মেঘ ২ আকাশ। ৩ (চৈত ১০।১৪।১) [অং নারায়ণং বিভর্তীতি] নারায়ণের পোষক, ৪ নারায়ণ।

অভ্রংলিহ (হার ৫।২৪৪) [অভ্র—লিহ আস্বাদনে+খশ্] মেঘচুম্বী,

অত্যুচ্চ। ২ বায়ু।

অভ্রকুম্ভী (প্রে ৯২ টী) ঐরাবত।

অভ্রঙ্কষ (হরি ৫।২৫১) [অভ্র-কষ গতৌ+খ] গগনচুম্বী, অত্যুচ্চ, ২ বায়ু।

অভ্রপুষ্প (কৃষ্ণ ১৭২) মেঘ, ২ বেতস-বৃক্ষ।

অভ্রম (ভা ৩।১১।১৫) দিগ্‌ভ্রম-নিবৃত্তি, ২ ভ্রমাভাব।

অভ্রমাতঙ্গ (গোচ পূর্ব ১৯।৭৫) ঐরাবত—ইন্দ্রের হস্তী।

অভ্রমু (ভা ৮।৮।৫) ঐরাবত-পত্নী, ক্ষীরোদ-মথনে উদ্‌ভূত অষ্ট হস্তিনীর একতমা। **-পতি** (উ ৫।৪৪), **-বল্লভ** (মালা ত্রি ৩) ঐরাবত।

অভ্রবাহন (গোচ পূর্ব ১৯।৭৫) ইন্দ্র।

অভ্রান্ত (ভাবনা ২০।৪৮) ভ্রমশূন্য, ২ মেঘের মধ্যে, ৩ স্থির।

অভ্রেষ (গোচ পূর্ব ২।৮৩) উচিত বিষয়ে স্থিতি। ২ ন্যায্য। ৩ স্থির।

অম্ [বা] শীঘ্র, ২ অল্প।

অম (আচ ১২।৫৯) অপরিমিত, ২ (আচ ১৩।৩২) শোভারহিত, ৩ (অকৌ ৭।১০) অনুপম।

অমঙ্গল (ভা ১১।১৯।১৮) দুঃখ, ২ (ভা ৪।৮।১৭) অপরাধ—স্বামী। [৩ এরণ্ডবৃক্ষ]।

অমত (ভা ১০।৮৭।৩০) অজ্ঞাত—স্বামী। [২ রোগ, ৩ মৃত্যু, ৪ কাল]।

অমতপরার্থতা (অকৌ ১০।৩২) শ্লেষাদি-নিবন্ধন প্রতীয়মান দ্বিতীয় অর্থটি যদি প্রকৃত রসের বিরোধী রস প্রকাশ করে, তবে এই বাক্যদোষ ঘটে।

অমতি (ভা ৫।১।৩) অজ্ঞান। [২(অম্+অতি) কাল, ৩ চন্দ্র, ৪ দুষ্ট]।

অমত্র (গোচ পূর্ব ১।৫৪) [অম্ ভোজনে, আধারে অত্রন্] ভোজন-পাত্র, আধার। ২ [অম্ গতৌ+ কর্ত্তরি অত্রন্] গমনশীল।

অমত্রিকা (গোচ উত্তর ১২।৮৩) পাত্র।

অমদন (ভা ১।১১।৩৭) মহাদেব—স্বামী।

অমনাঃ (গোভা ১।২।১) স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানময় ২ প্রাকৃত মনের অনায়ত্ত ব্রহ্ম। ৩ অন্যমনস্ক, ৪ স্নেহশূন্য, ৫ অনিগৃহীতমনাঃ।

অমন্ত্রযজ্ঞ (ভা ৭।১১।২৪) কেবল নমস্কার দ্বারা পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান—স্বামী।

অমন্দ (গোচ উত্তর ২৮।২) অত্যুচ্চ। ২ (আচ ১।১৮) উত্তম, ৩ (যাম ১।৩) ৪ বৃক্ষ। (গী গো ১।২৭) অধিক।

অমর (ভা ১০।১২।১৩) মুক্ত, ২ মৃত্যু-রহিত, ৩ (রত্ন টী ১।১১৭) অমর-কোষ, বা কোষকার অমর-সিংহ। ৪ দেব, ৫ পারদ, ৬ ঘৃতকুমারী, ৭ গুড়ুচী, ৮ দূর্বা। **-কোষ** (হরি ২।১৭৫) অমর সিংহ-প্রণীত অভি-ধান-বিশেষ। ইহা প্রচলিত অভি-ধানাবলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিশব্দের বাচক ভূরি ভূরি শব্দ এবং স্থলে স্থলে প্রতিসংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগে ছন্দো-বন্ধে **'নামলিঙ্গানুশাসন'** নামে এই কোষ রচনা করিয়া অমর স্বনাম সার্থক করিয়াছেন। ইহা তিন কাণ্ডে ও অষ্টাদশ বর্গে বিভক্ত। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ এই অভিধান আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া রাখেন। অষ্টাদশ বর্গ যথা—স্বর্গ, পাতাল, ভূমি, পুর, শৈল, বনৌষধি, সিংহাদি, মনুষ্য, ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, প্রাণী, বিশেষ্যনিঘ্ন, সংকীর্ণ, নানার্থ, অব্যয় ও লিঙ্গাদি-সংগ্রহ। অমর-কোষের টীকাকার--মহেশ্বর, মল্লিনাথ, নীলকণ্ঠ, ভোজরাজ, রাজদেব, ভরত মল্লিক, রাম তর্কবাগীশ, রঘুনাথ চক্র-বর্ত্তী ইত্যাদি। **-তরঙ্গিণী** (গোচ পূর্ব ৩১।১৩০) গঙ্গা। **-পরিবৃঢ়** (চৈনা ১০।৩৮) ইন্দ্র। **-প্রসূন** (চৈকা ৭।৯) লবঙ্গপুষ্প। **-বারণ** (গোচ পূর্ব ১৩।২২) ঐরাবত। **-হ্রদিনী** (গৌবি ৯৪) গঙ্গা।

অমরাঙ্ঘ্রিপ (ভা ১০।৬২।৫) কল্প-তরু।

অমরাপগা (গৌকৃ ৩।৪৭) গঙ্গা।

অমরাবতী (বৃভা ১।২।২২) ইন্দ্রপুরী।

অমরেভ (ভা ৬।১২।৪) ঐরাবত।

অমর্ক (ভা ৭।৫।১) শুক্রাচার্য্যের পুত্র ও প্রহ্লাদাদির শিক্ষক।

অমর্ত্ত্য (ভা ১০।৮।১৭) দেব। **-সিন্ধু** (মালা দ্বি গো ৬) মানস-গঙ্গা।

অমর্যাদ (বৃ ১২।৮৫) অসীম। ২ সম্মান-রহিত।

অমর্ষ (ভা ৪।৫।১১) ক্রোধ, অসহন। ২ (সিন্ধু ২।৪।১৫৯) তিরস্কার ও অপমানাদির অসহিষ্ণুতা—ইহাতে স্বেদ, শিরঃকম্প, বৈবর্ণ্য, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়নাদি প্রকাশ পায়।

অমর্ষণ (ভা ৯।১২।৭) মনুবংশ্য রাজা সন্ধির পুত্র। ২ (আচ ৬।২১) ক্রোধন।

অমর্ষজুট্ (ভা ১০।৫৯।১১) ক্রোধী।

অমর্ষা (ভা ৮।২।৬) অসহন—স্বামী।

অমর্ষী (ভা ১০।৫৪।১৯) অসহন, ক্রোধী।

অমল (ভা ১১।৫।২৩) সত্যযুগে যুগাবতারের একটি নাম। ২ (চন্দ্রা ১৫) কলঙ্কশূন্য। [৩ অভ্রধাতু]।

অমলা (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌর-পূজায় ষষ্ঠী পীঠশক্তি। [২ লক্ষ্মী]।

অমলাত্মা (ভগ ১৬) পুণ্যপাপসংস্কার-শূন্য। ২ রাগাদিশূন্য—স্বামী।

অমলাশয় (ভা ৪।৯।১১) নিষ্কাম। ২ প্রফুল্লমনাঃ।

অমা (গোলী ১।৯৯ টী) চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ কলা। ২ (রত্ন ১।৬৪) [ব্য] সহ, ৩ সমীপে।

অমাত্য (হরি ৭।৪৩২) [অমা+ত্যক্] মন্ত্রী।

অমাত্র (গোভা ২।১।২৭, ৩।২।১৩) স্বাংশভেদশূন্য ব্রহ্ম।

অমান (আচ ১১।১৩২) অনুপম। ২ (আচ ৭।১১২) অপরিমিত। ৩ (চৈত ১।৯।৪৪) অগর্ব।

অমানব (গোভা ৪।৩।১) নিত্য নূতনভাবে দ্রষ্টা, ২ [অমতীতি অমঃ সর্বব্যাপী, অনিতি জীবয়তি সর্বা-নিত্যনন্তং হরিং বাতি উপাসকান্ সূচয়তীতি] সর্বব্যাপী ও সর্বজীবন হরিকে উপাসকসবিধে সূচনাকারী অর্থাৎ নিত্যপার্ষদ।

অমানস্য (আচ ১০।১০) [ন মানসে সাধু ভবতি, মানস + যৎ] মনঃকষ্ট-দায়ক দুঃখ।

অমানী (ভা ১১।১১।৩১) মানা-কাঙ্ক্ষাশূন্য।

অমান্দ্য (আচ ৪।৩১) আধিক্য।

অমায় (প্র ৮।৪) নিষ্কপট। ২ (হ ১১।৬০০) মায়াবিকার-রহিত, ৩ [ন বিদ্যতে মায়া যস্মাৎ] মায়া নিবর্তক। ৪ (ভক্তি ২০৬) নির্দম্ভ।

অমায়ী (ভচ ৪।৪) দম্ভশূন্য, ২ নিষ্কপট। ৩ (ভা ১১।২৭।১৫) নিষ্কাম—স্বামী।

অমাবস্যা (হরি ৫।১৭৪) [অমা সহ বসতশ্চন্দ্রসূর্য্যাবস্যামিতি যৎ] কৃষ্ণ-পক্ষীয় পঞ্চদশী তিথি।

অমাবাস্য, অমাবাস্যক (হরি ৭।৪৭৬) অমাবস্যায় জাত।

অমিত (হরি ৫।৫৯) [অম্ গতৌ+ক্ত] গত, (পক্ষে আপ্ত)। ২ (ভা ৯।১৫।২) সোমবংশ্য রাজা জয়ের পুত্র। ৩ (আচ ১৩।৪১) অতুলনীয়। [৪ অপরিচ্ছিন্ন, ৫ অজ্ঞাত।]

অমিতার্থা-দূতী (উ ৭।৫৫) নায়ক বা নায়িকার ইঙ্গিতদ্বারা অভিপ্রায় জানিয়া উপায়বিশেষে যিনি উভয়কে মিলন করাইতে পারেন।

অমিত্র (গোচ পূর্ব ৩১।৩৫) [অম-রোগে+ইত্র] শত্রু।

অমিত্রজিৎ (ভা ৯।১২।১২) রঘু-বংশীয় নৃপতি সুতপার পুত্র।

অমিত্র-শাতন (ভা ১০।৫১।৩৩) শত্রুনাশক।

অমী [অম্ রোগে+ইনি] রোগী।

অমীব (ভাবনা ৪।৪১) [অম+বন্] পাপ, ২ (আচ ৭।১১৯) বিক্লবতা। ৩ দুঃখ। ৪ রোগ।

অমীবহা (ভা ১০।৩৪।১৫) দুঃখ-নাশন—স্বামী।

অমুখর (আ চ ৮।১৬১) নিঃশব্দ।

অমুত্র (রত্ন ৪।১৭) [ব্য] [অদস্+ত্রল্] পরলোকে। ২ উহাতে।

অমুদ্র্যচ্, অমুমুয়চ্ (হরি ৫।২৮৭), [অমুমঞ্চতীতি অদস্—অঞ্চ্+ক্বিপ্] উহার ব্যাপক বা পূজক।

অমূর্ত্ত (আ চ ৪।১৭) অকঠিন। ২ (রত্ন টী ৪।৮) অবয়বশূন্য, অপরিচ্ছিন্ন গগনাদি।

অমূর্ত্তরয় (ভা ২।৭।৪৪) সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়।

অমূর্ত্তি (আচ ৫।৭) অতিসুকুমার [২ অবয়বশূন্য গগনাদি, ৩ বিষ্ণু (সহস্রনাম)]।

অমূল (রত্ন ৬।৪১) প্রশস্তমূল-রহিত, ২ (গোভা ২।২।১) অকারণ—বল। ৩ প্রমাণ-রহিত।

অমৃজিত (ভা ৫।২৪।২৬) অক্ষীণ—বি।

অমৃণাল (আচ ১২।৫৬) বীরণমূল।

অমৃত (ভা ১০।১।৭) মোক্ষ—সনা। ২ পরমানন্দ—বি। ৩ (ভা ১০।১৪। ২৩) বিনাশ-রহিত—স্বামী। ৪ (গীতা ১৪।২০) আত্মা—বল। ৫ (গীতা ৯।১৯) জীবন—স্বামী। ৬ (ভগ ২২) বৈকুণ্ঠ। ৭ (গোলী ১৯।৮৩) জল। ৮ (স্তব ১৫।২) সুধা। ৯ ((বৃভা ২।৭।৯৯) মুক্ত। ১০ (সুধা ৬৭) দেবতা, ১১ (হ ১০।৪০৪) ভগবদ্ভক্তিরস। ১২ (গোভা ১।২।১৮) মোক্ষদ। ১৩ (ভা ৫।২০।২) প্লক্ষদ্বীপাধিপতি ইধ্মজিহ্বের পুত্র ও তন্নামক বর্ষ। -কর (আচ ১।৯৩) চন্দ্র, ২ অমৃতময় হস্ত। -কেলি (গোলী ৩।৪২) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় বটক-বিশেষ। ২ (চৈ চ মধ্য ৪।১১৭) রেমুণার শ্রীগোপীনাথের প্রসিদ্ধ ক্ষীরভোগ। -গুটিকা (চৈ চ মধ্য ১২।১৬৭, ১৪।২৮) ক্ষীরে প্রক্ষিপ্ত মোটা পুরী, যাহাকে সচরাচর 'অমৃতরসাবলী'

বলে, শ্রীজগন্নাথদেবের মিষ্ট নৈবেদ্য-বিশেষ। -চ্ছবি (নিধি ১৮৬) চন্দ্র। -ত্ব (গোভা ১।১।৩) মোক্ষ। ২ (গোভা ১।৪।২২) পরমাত্ম-প্রাপ্তি। ৩ (ভা ১০।৮২।৪৪) নিত্যপার্ষদত্ব। -দোহনী (কৃগ পরিশিষ্ট ১২৪) শ্রীকৃষ্ণের দোহনী। -দ্রব (ভা ১।১।৩) লীলারসসার—জী। ২ (চৈত ১।৩।৩) মোক্ষ ও সুধার পরিহাসকারী। -ধারা (ছ ৪।৮) বিষমপাদ ছন্দোবিশেষ। -নিধি (গোচ পূর্ব ৩১।১৩০) চন্দ্র। -প (সুধা ৬৭) দেবগণের পালক। -পুলিকা (কৃষ্ণা ২।১১৬) উৎকৃষ্ট খাদ্যবিশেষ। ময়দা ময়ান দিয়া মাখিবে। ছানাসহ উহা মাখিয়া (একত্র) কাঁকরাপিঠার ন্যায় ঘৃতে ভাজিয়া উঠাইয়া রাখিবে ও প্রত্যেকের উপর কিছু কিছু চিনি ছড়াইয়া দিবে। -প্রভা (ভা ৮।১৩। ১২) অষ্টম মনু সাবর্ণির কালে দেবতা-বিশেষ। -ভণ্ডা (চৈচ মধ্য ১৪।২৯) পেঁপে। -ভানু (গোচ পূর্ব ১১।৩৯) চন্দ্র। -ভুক্ (পদ্যা পরিশিষ্ট ৭) দেবতা। -ভূ (ভা ৮।১৮।১) মৃত্যু ও জন্মশূন্য—স্বামী। -ভূৎ (গোচ পূর্ব ৬।১৪) জলধর। -মণি (ভা ৫।৩। ৩) কৌস্তুভ—স্বামী। -রুচিরত্ন (গোলী ২০।৭৭) চন্দ্রকান্ত-মণি। -বপুঃ (ভগ ২৮) শ্রীভগবান্ [মরণ-রহিত নিত্যবিগ্রহবান্]। -বীজ (হ ৮।২৯) ঠম্। অমৃতা (হ ৪।১০৫) গঙ্গা। ২ (হ ২।৬৩) চন্দ্রের প্রথমকলা। ৩ (হ ব ২।৭৮।৩০) আমলকী, ৪ হরীতকী, [৫ তুলসী, ৬ দূর্বা, ৭ গুড়ূচী, ৮ মদিরা]। অমৃতাংশু (ভাবনা ২০।১৩) কর্পূর, ২ চন্দ্র।

অমৃতান্ধাঃ (গোচ পূর্ব ১।৭১) অমৃতভোজী দেবতা।

অমৃতি (চৈচ মধ্য ১৪।১৩০) 'জিলিপি'-জাতীয় ঘৃতপক্ব মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ।

অমৃতীকরণ (হ ৬।৩১ নিখিল অঙ্গদ্বারা অবরোধন।

অমৃতীকরণী (হ ৬।৩৬) উভয় হস্তের অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের সন্ধিমধ্যগত করিয়া এক হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত অপর হস্তের অনামিকা যোজনা এবং এইরূপে তর্জনীর অগ্রভাগের সহিত মধ্যমার অগ্রভাগ যোজিত করিলে ধেনুমুদ্রা হয়। ইহা দ্বারাই পূজার নৈবেদ্যাদি অমৃতীকরণ করিতে হয়।

অমৃতৌঘা (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চ-দ্বীপস্থা নদী।

অমৃত্যু (ভা ৬।১৮।৩৭) মৃত্যুশূন্য, ২ দেবতা—বি। ৩ বিষ্ণু (সহস্রনাম)।

অমৃশ্য (ব্রজ ১।২) বিচারাতীত।

অমেদুর (আচ ১১।১৮৬) কঠোর।

অমেধাঃ (হরি ৭।১৬৪) [নাস্তি মেধা যস্য] মেধাহীন।

অমেধ্য (বৃ ১৩।৫৫) অপবিত্র, ২ [মেধ = যজ্ঞ]অযজ্ঞীয় দ্রব্য। (গীতা ১৭।১০) অভক্ষ্য। ৩ বিষ্ঠা।

অমেয়াত্মা (সুধা ৩২) দেবাদি সকল জীবই যাঁহার প্রযত্নের ইয়ত্তা করিতে অক্ষম। ২ (সুধা ২৪) অপরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধিশালী। ৩ (ভা ১০। ৭২।৪৬) সর্বব্যাপক।

অমোক্ষ (হ ১২।৪০৭) ভগবৎ-প্রেম।

অমোঘ (গোলী ১২।৪৫) পাটলপুষ্প, ২ (রত্ন ৩।৪০) শিব, ৩ সকলকে ফলপ্রদানকারী। ৪ (সুধা ৩০) অব্যর্থ। ৫ (চৈচ আদি ১২।৮৬) শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমের জামাতা, ষাঠীর পতি। -দৃক্ (ভা ১।৪।১৮) সর্বজ্ঞানসম্পন্ন—স্বামী। ২ (ভা ১। ৫।১৩) যথার্থবুদ্ধিশালী। অমোঘা (গোলী ৫।৭৫) মাধবীলতা।

অম্বক (গো চ পূর্ব ২।৮০) [অম্বতি শীঘ্রং গচ্ছতীতি অম্ব+ণ্বুল্] নেত্র [২ পিতা]।

অম্বর (উ ৭।১০) আকাশ, ২ বস্ত্র। -ক্লোপম্ (সিন্ধু ৩।৪।৭৬) বস্ত্র ভিজাইয়া [ক্নূয়+ণমুল্ প্রত্যয়]। -মণি (আ চ ১২।৮৯) সূর্য্য।

অম্বরীষ (ভা ৯।৪।১৩) সূর্য্যবংশ্য নাভাগের পুত্র। ইঁহার দ্বাদশী-ব্রতাচরণ ও দুর্বাসার কৃত্যানির্মাণাদি (ভা ৯।৪।২৯—৭১) দ্রষ্টব্য। ২ (ভা ৯।৬।৩৮) মান্ধাতার পুত্র। ৩ (ভা ১০।১৬।২৪) মণ্ডপাক-ভাজন—স্বামী। ৪ বিষপাকপাত্র—সনা।

অম্বল—নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের ছত্রভোগের উপকরণ। প্রস্তুত-প্রণালী—চালতা ছেঁচ করিয়া তাহার সহিত চাউলবাটা, গুড়, সরিষা বাটা, মৌরীবাটা ও নারিকেল-কোরা দিয়া জিরা, মৌরী ও মেথি ফোড়ন দিতে হয়।

অম্বষ্ঠ (হরি ৫।৪৬৫, গো চ পূর্ব ৩। ২০) [অম্বায়াং তিষ্ঠতীতি অম্বায়াং স্থীয়তে বা অম্বা—স্থা+ক] বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত পুত্র। ২ (ভা ১০।৮৩।২৩) পাঞ্জাবের অন্তঃপাতী প্রাচীন স্থান-বিশেষ ও তাহার অধিপতি—সনা। ৩ (ভা ১০।৪৩।২) হস্তিপালক।

অম্বষ্ঠা (গৌ কৃ ১২।২৮) যূথিকা।

অম্বা (ভা ১০।৬০।৪৭) কাশীরাজ-কন্যা। ভীষ্ম ইহাকে বিচিত্রবীর্য্যের জন্য আহরণ করেন। অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকার মধ্যে অম্বা পূর্ব্বেই শাল্বের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন বলিয়া অপর দুই কন্যাকে বিচিত্রবীর্য বিবাহ করেন। ২ মাতা।

অম্বাড়া, অম্বালা (হরি ২।৬৭) মাতা।

অম্বালিকা (ভা ৯।২২।২৪) কাশী-রাজ-কন্যা। বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যা, ব্যাসের ঔরসে পুত্র পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করেন।

অম্বিকা (ভা ১০।২।১২) যোগমায়ার নামান্তর। ২ (ভা ৩।১।৩০) ভবানী, কার্ত্তিকেয়ের মাতা।' ৩ (ভা ৯।২২।২৫) কাশীরাজ-কন্যা ও বিচিত্র-বীর্য্যের পত্নী, ব্যাস হইতে পুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন। ৪ (কৃ গ ৬৪) শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যা ধাত্রী ও স্তন্য-দায়িনী, শ্রীব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী। ৫ (কৃ গ পরিশিষ্ট ২৬) শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ বিজয়ের মাতা, গোপী। ৬ (হরি ২।৬৭) মাতা।

অম্বুকচ্বী (গো লী ৩।৯২) জলকচু [কন্দজাতীয়]।

অম্বুজ (ভা ১০।৪৪।১১) চন্দ্র, ২ (কর্ণা ৪৪) কমল। **-কুটুম্ব** (গোবি ৫৫) সূর্য্য। **-নাভ** (ভা ৪।১২।৭) শ্রীবিষ্ণু। **-ভব** (উ ১৩।৮০) ব্রহ্মা। **-ভু** (হংস ৪৩) মৃণাল, ২ পদ্মভূমি। **-সম্ভব** (পদ্যা ১২১) ব্রহ্মা।

অম্বু-ধর (গো চ পূর্ব ৩১।৭৫) মেঘ [২ মুস্তক]। **°ধারা** (ভা ৮।১৩।২০) নবম মন্বন্তরে ভগবৎকলা ঋষভদেবের মাতা। **-ধিভু** (চৈ না ৩।১৬) লক্ষ্মী। **-প** (হ ২০।১১০) বরুণ [২ সমুদ্র, ৩ জলপানকারী]। **-পদী** (গো লী ১২।৫৩) নদী। **-বাহ** (উ স ৩৮) মেঘ।

অম্ভঃ (ভা ১।৩।২) একার্ণব—স্বামী। ২ গর্ভোদক। [৩ জল, ৪ দেব, ৫ পিতৃলোক]।

অম্ভোজ-গর্ভ (চন্দ্রা ১৩) পদ্মের কেশর। **-জনি** (গো চ পূর্ব ৩১।১২৫), **-ভব** (সভা ১।২৮৪) ব্রহ্মা। **-ভবা** (সভা ১।২৮৪) লক্ষ্মী।

অম্ময় (ভা ১।৪৮।৩১) জলময়, ২ ফেনাদি জল-বিকার।

অম্মহে (বি না ১।৩৩) [ব্য] অহো। [আশ্চর্য্যদ্যোতক]।

অম্লান (আ চ ১।২০) শাণিত, ২ মহাসহাবৃক্ষ। ৩ ঝিণ্টীপুষ্প, ৪ প্রফুল্ল, ৫ বিমল। ৬ আমলা বৃক্ষ।

অম্লোট (হ ৮।১৮৯) 'সাহুলী'-নামে প্রসিদ্ধ ফল।

অয় (ভা ১০।৮।১৯) লাভ, ২ শুভা-বহ বিধি, ৩ গতি।

অয়ঃ (চৈ না ৪।৩) লৌহ। **-কূট** (ভা ৪।২৫।৮) লৌহময় শৃঙ্গ। **-পান** (ভা ৫।২৬।৭) নরক-বিশেষ।

অযজ্ঞিয় —যজ্ঞকর্মের অনুপযোগী মাষাদি।

অযজ্ঞীয় (গো ভা ১।৩।৩৮) যজ্ঞা-নধিকারী। যজ্ঞে অনুপযুক্ত।

অযতন (আ চ ১।১৪) সৌলভ্য।

অযতি (গী গো ৬।৩৭) অল্পযত্নবান্।

অযত্নজ অলঙ্কার (উ ১১।৪) শোভা কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য—এই সাতটি অযত্নজ অলঙ্কার।

অযথা (ভা ৫।৫।৭) মিথ্যা। [২ অনুচিত-করণ, ৩ অযোগ্য]। **-তথ্য** (আ চ ১২।১১০) মিথ্যা-ভূত।

অয়ন (ভা ১০।৮।৫) জ্ঞান—জী; ২ (ভা ১০।৬৮।২৯) পুর—স্বামী। ৩ (ভা ১০।১৪।১৪) আশ্রয়, ৪ প্রবৃত্তি। ৫ (গোলী ১৪।১০০) গমন। ৬ (রত্ন ১।৩০) মোক্ষ-প্রাপ্তি—বল। ৭ (গীতা ১।১১) ব্যূহ-প্রবেশ-পথ—স্বামী। [৮ পথ, ৯ শাস্ত্র, 'জ্যোতিষাময়নম্']

অযন্ত্রণা (সিন্ধু ২।৫।৩০) 'দাসবৎ আমরাও শ্রীকৃষ্ণের অধীন'—এই-জাতীয় অভিমান-রাহিত্য। ইহাতে হাস্যপরিহাসাদি প্রকাশিত হয়।

অয়স্কান্ত (মালা প্রেমেন্দু' ২৮) চুম্বকমণি। ২ লৌহবিশেষ।

অয়স্কার (হরি ৬।১২৫) কর্মকার।

অযাতযাম (ভা ৪।১৩।২৭) অগত-বীর্য্য—স্বামী। ২ অব্যর্থ—বি। ৩ (আ চ ১৮।১৩৭) অজীর্ণ। ৪ (আ চ ২১।৬৮) অতিনিপুণ, দোষ-শূন্য। ৫ অপর্য্যুষিত।

অযাথাতথ্য (হরি ৭।২৮) অনৌচিত্য, মিথ্যাত্ব।

অযাথাপূর্য্য (হরি ৭।২৮) অপূর্বত্ব।

অযান—স্বভাব, ২ গমনাভাব, ৩ যানশূন্য।

অয়ানয়ীন (হরি ৭।৮৬৫) [অয়ানয় +নেয়ার্থে খ] শীর্ষস্থানপ্রাপ্ত পাশক।

অয়াস (কৃষ্ণ ১১৭) শুভলক্ষণযুক্ত [বৈদিক প্রয়োগ]।

অযায়ু (ভা ৯।৭।২২) মহর্ষি, হরিশ্চন্দ্রের নরমেধ-যজ্ঞে উদ্গাতা।

অয়ি (উ ৫।১৯) [ব্য] অনুনয়ে, ২ প্রশ্নে। ৩ সম্বোধনে। ৪ অনু-

রাগে।

অয়িত (আ চ ১৩।১২৩) প্রাপ্ত।

অয়ী (চৈ ত ২।৫।১৯) শুভাবহবিধি-যুক্ত, নিত্যযুক্ত।

অযুক্ত (ভা ১১।৭।৮) বিক্ষিপ্তমনাঃ, ২ অজ্ঞানী। ৩ (গীতা ৫।১২) বহির্মুখ—স্বামী। ৪ অনুচিত, ৫ আপদ্‌যুক্ত, ৬ অসংযুক্ত।

অযুগ (ভা ১১।২৪।২, পরম ৪৮) যুগসকলের পূর্বে অর্থাৎ প্রলয়। [২ বিষম, ৩ যুগশূন্য, ৪ ভগ্নযুগ রথাদি]।

অযুত (ভা ৯।২২।১০) সোমবংশ্য রাধিকের পুত্র—অযুতায়ুর নামান্তর। ২ (গো চ পূর্ব ৪।১২) অমিলিত, ৩ দশহাজার। ৪ (তত্ত্ব ৬২) রূপ-নামাত্মক ঘটপটাদি পদার্থে কার্য্য-দৃষ্টি ত্যাগ করত কেবল পৃথিব্যাদি-রূপে দেখিলে তাহাকে 'অযুত' বলে। ৫ (হব ৩।৯।১৯) অপৃথগ্‌ভূত।

অযুতাগ্রভুক্ (ভা ১।১৫।১১) অযুত শিষ্যের অগ্রভাগে পংক্তিতে ভোজন-কারী দুর্বাসা—স্বামী।

অযুতাজিৎ (ভা ৯।২৪।৮) সাত্বত-বংশীয় রাজা ভজমানের পুত্র।

অযুতায়ু (ভা ৯।৯।৬) ইক্ষ্বাকু-বংশ্য সিন্ধুদ্বীপের পুত্র। ২ যযাতি-বংশীয় রাধিকের পুত্র (ভা ৯।২২।৪৬)।

অযোগ (সিন্ধু ৩।২।৯৪) শ্রীহরির সহিত সঙ্গের অভাব—এই অবস্থায় শ্রীহরিতেই মনঃসমর্পণ, তাঁহার গুণানুসন্ধান এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়-চিন্তনাদিই অনুভাব। উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগ-ভেদে ইহা দ্বিবিধ।

অযোগী (ভা৮।১৬।৫) কর্ম্মী—বি।

অয়োঘন (হরি ৫।৪২৮) লৌহ-পিণ্ড, ২ মুদ্গর, ৩ হাতুড়ী।

অযোনিজ—বিষ্ণু (সহস্রনাম)। ২ জরায়ুজ-ভিন্ন কৃমিদংশাদি।

অয়োমুখ (ভা ৬।৬।৩০) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব-বিশেষ।

অয়োহননী (হরি ৫।৫২৮) [অয়ো হন্যতে যয়েতি নিপাতাৎ টনঃ, টিত্বাদীপ্] মুদ্গরবিশেষ।

অযৌথিকী (সাধনপরা) (উ ৩।৪৯—৫০) গোপীভাবে অনুরাগী হইয়া যাঁহারা সাধনরত এবং উৎকণ্ঠার প্রাবল্যে রাগানুগীয় তীব্রভজন-হেতু যাঁহারা সিদ্ধভাব হইয়াছেন—তাঁহারা অযৌথিকী; সময়বিশেষে এক, দুই বা তিন তিনটী করিয়া ব্রজে জন্মধারণ করেন। ইঁহারা **প্রাচীনা** (পূর্ব পূর্ব কল্পগত শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রাপ্তসিদ্ধি) এবং **নবীনা**-(এই কল্পের শ্রীকৃষ্ণা-বতারে লব্ধসিদ্ধি)-ভেদে দ্বিবিধা।

অর (ভাবনা ১৩১) শীঘ্র, ২ (ভাবনা ৪।৮) অতিশয়। ৩ (আচ ১৮।৪৬) তীক্ষ্ণ। ৪ (আচ ৯।৯) বেগ। ৫ (গোভা ১১।২৯) রথের মধ্যবর্ত্তী শলাকা। ৬ (স্তব ৮।১৫ টী) গমন।

অরক (হরি ৬।৩৪৪) দ্রব্যবিশেষ, ২ শৈবাল, ৩ পর্পট।

অরণ (ভা ১০।১৬।৩০) শরণ, ২ নিঃসংগ্রাম। ৩ (আচ ১০।৭৪) আশ্রয়। ৪ (অকৌ ৭।৭) গমন।

অরণি (ভা ১১।১০।১২, গোচ পূর্ব ১৩।৩৫) অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ। [২ সূর্য্য, ৩ গণিয়ারীবৃক্ষ।]

অরণ্য (চৈত ১১।৫।৩৪) শরণ্য। **-রুদিত** (বিনা ২।৩৭) বৃথা রোদন, ২ বনে রোদন। **-বাস** (ভা ১১। ১২।২৩) সন্ন্যাসী—স্বামী।

অরণ্যানী (হরি ৭।২২৮) মহাবন।

অরতি (কৃষ্ণ ৫১) মনোগ্লানি। ২ (আচ ৮।১৬) অনির্বৃতি। ৩ (গোবি ১০৩) পীড়া, উদ্বেগ।

অরত্নি (ভা ১০।৪৪।৩) কনিষ্ঠাঙ্গুলি-ব্যতীত কৃতমুষ্টিহস্ত—স্বামী, ২ কফোণি—জী।

অরভস (আচ ১৪।১৫৭) সাবধান।

অরয় (আচ ১৪।৫২) বেগ-রহিত।

অরবিন্দ (হরি ৫।২০৯) [অরং শীঘ্রং বিন্দতীতি অর—বিদ্৯+শ] পদ্ম। **-বোধকর** (আচ ১২।২৩) সূর্য্য।

অরসিক—রসানভিজ্ঞ। ২ অবিদগ্ধ।

অরাগী (বৃ ভা ২।৫।১৭৭) অন্ত-বৈরাগ্যবান্, বিরক্ত।

অরাজক (ভা ৪।১৪।৪০) রাজশূন্য দেশাদি।

অরাতি—শত্রু।

অরাল (মাম ২।২৩) কুটিল, ২ (উস ৫৯) প্রগল্‌ভ।

অরি (ভা ৩।১৯।১৪) [অরাঃ সন্ত্য-স্যেতি] চক্র, ২ (গীতা ৬।৯) ঘাতুক —স্বামী। ৩ (ভা ১০।৮৭।২৩) বিপক্ষ, শত্রু।

অরিজিৎ (১০।৬১।১৭) শ্রীভদ্রাদেবীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র।

অরিত্র (হরি ৫।৩৬৪) [ঋ গতৌ প্রাপণে চ + ইত্র] দাঁড়।

অরিষ্ঠ (ভা ৯।২৪।২০) সোমবংশ্য দুন্দুভির পুত্র। [পাঠান্তরে অরিদ্যোত]

অরিন্দম (ভা ৯।২৪।১৬) যদুবংশীয় শ্বফল্কের পুত্র। ২ (তর ১২।১।৩৮) আন্ধ্র শূদ্ররাজগণের অন্যতম—শিব-স্বাতির পুত্র। ৩ (হরি ৫।২৪৬)

[অরি—দম+খচ্] শত্রুমর্দন।
অরিমৃৎ (চৈত ১।১।১) [অরীন্ মৃদ্নাতীতি] শত্রুমর্দন।
অরিমেজয় (হ ব ১।৩২।৮৮) [অরিমেজয়তি এজ্—ণিচ্+খশ্ মুমাগমশ্চ] শত্রুকম্পন—নীল।
অরিরিষা (গোচ পূর্ব ৩২।২৪) প্রাপ্তির ইচ্ছা।
অরিল (ছ ৭।২০) মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবিশেষ।
অরিবর (গৌ কৃ ১১।৫৫) সুদর্শন।
অরিষ্ট (মালা অরিষ্ট) অসুরবিশেষ, ২ মৃত্যু—বল।
অরুঃ (গৌকৃ ৯।৭) ব্রণ, ২ মর্ম, ৩ সন্ধিস্থান। **-শিরাঃ** (হরি ৬।১৯১) [অরুঃ ক্ষতং শিরো যস্য] যাহার মস্তকে ক্ষত হইয়াছে।
অরুণ (তত্ত্ব ২৫) মহর্ষি কশ্যপের পত্নী বিনতার গর্ভজাত পুত্র, সূর্য্যসারথি। ২ (কৃগ পরিশিষ্ট ৬০) সনন্দন সখার পিতা, ইঁহার পত্নী—মল্লিকা। ৩ (ভা ১।১৯।১১) মান্ধাতা-বংশ্য ত্রিধন্বার পুত্র। ৪ (ভা ১০।৫৯।১২) মুরাসুরের পুত্র ও নরকের সেবক। পিতৃবধের পরিশোধ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত হয়। ৫ (ভা ৯।৭।৪) সূর্য্যবংশ্য হর্য্যশ্বের পুত্র। ৬ (ভা ৬।৬।৩০) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব-বিশেষ। ৭ (ভা ৮।১৩।২৫) একাদশ মনু ধর্মসাবর্ণির কালে সপ্তর্ষির অন্যতম। ৮ সূর্য্য, ৯ (ভা ১০।২৯।২) কুঙ্কুম, ১০ (ভা ৪।২৫।১৫) মাণিক্য—স্বামী। ১১ সন্ধ্যারাগ, ১২ নিঃশব্দ। ১৩ সিন্দুর (ক্লীবলিঙ্গে)। **-স্তম্ভ**—শ্রীজগন্নাথের পুরাস্থ শ্রীমন্দিরের পূর্বদ্বারে বিস্তৃত চত্বর-মধ্যে অবস্থিত কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত উচ্চ স্তম্ভ। পূর্বে এই স্তম্ভ কোণার্কে সূর্য্যমন্দিরের সম্মুখে ছিল। 'বাবা ব্রহ্মচারী'-নামক মহারাষ্ট্রীয়দের গুরু রাজা দ্বিতীয় দিব্যসিংহদেবের সময়ে (১৭৭৯—১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে) এই স্তম্ভ কোণার্ক হইতে আনিয়া এস্থানে স্থাপন করেন। উপরে অরুণের মূর্ত্তি বিদ্যমান।
অরুণা (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থিতা নদী। [২ শ্যামা, ৩ মঞ্জিষ্ঠা, ৪ গুঞ্জা, ৫ অতিবিষা]।
অরুণাম্ভোজ (বিরু ৫৫) পদ্মকলিকার পঞ্চম বর্ণটির প-বর্গীয় মধুর সংযোগ। যথা, জয় রসসম্পদ্ বিরচিতঝম্প স্মরকৃতকম্প প্রিয়জন-শম্প।
অরুণি (ভা ৪।৮।১) ব্রহ্মার ঊর্ধ্বরেতা পুত্র।
অরুণোদয় (হ ১২।৩৪২) সূর্য্যোদয়ের পূর্বে চারিদণ্ড কাল। এই সময়ে স্নান প্রশস্ত। অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী সর্বথাই ত্যাজ্য, শ্রীহরিবাসর-ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বৈষ্ণব-ব্রতেই সূর্য্যোদয়বিদ্ধা ত্যাগ করিতে হয়—ইহাই প্রায়িক নিয়ম। 'বেধ' বলিতে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে কলামাত্রও দশমীর সহিত সংযোগই বুঝিবে, বিদ্ধা একাদশী ত্যাগে দ্বাদশীতে ব্রত করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে। বৈষ্ণবগণই বিদ্ধাব্রতমাত্র-ত্যাগের ব্যবস্থা দেন, কুত্রাপি বিদ্ধাব্রতের সম্মতি দেখিলে বুঝিতে হইবে যে তাহা শৈবসৌরাদিমতেই গ্রাহ্য।
অরুণোদা (ভা ৫।১৬।১৭) মন্দর-পর্বতস্থা নদী।
অরুন্তুদ (ভা ৩।১৯।৩০) মর্মভেদী ব্যথাদায়ক।
অরুন্ধতী (স্মর ৫১) মহর্ষি কর্দমের ঔরসে ও দেবহূতির গর্ভে জন্ম—বশিষ্ঠের পত্নী। ইনি পাতিব্রত্যের জন্য বিখ্যাত এবং এই জন্য সপ্তর্ষি-মণ্ডলে বশিষ্ঠের পার্শ্বে স্থানলাভ করিয়াছেন। ২ (ভ চ ৩।৯) শ্রীগৌর-পূজায় সপ্তমী পীঠ-শক্তি।
অরুম্মুখ (গোভা ১।১।২৯) রুৎ [বেদান্তবাক্য] যাহার মুখে নাই অর্থাৎ অব্রহ্মজ্ঞ।
অরুষ্কর (আচ ১।২১) ব্রণকর, ২ ভল্লাতকী বৃক্ষ।
অরুষ্কোষকার (চৈনা ৯।৯) হৃদ্ব্রণ।
অরুস্ (ভাবনা ১৫।৪৩) পীড়া, ২ ব্রণ, ৩ ক্ষত, ৪ মর্ম।
অরূপ (বৃ ভা ২।২।১৭৯ টী) অপ্রাকৃতরূপ-বিশিষ্ট শ্রীভগবান্। 'অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽয়ং প্রচক্ষতে।' ২ (চৈত ১।৩।৩০) অপ্রতিম, ৩ (চৈত ১০।১৪।৬) অনিরূপ্য।
অরূপী (ভা ৩।২৪।৩১) প্রাকৃতরূপ-রহিত। ২ (হ ৭।৩৮২) পরমাবতারী, ৩ বিষ্ণুরূপী, ৪ মহাসুন্দর।
অরূপ্য (আচ ১।১৩০) অরজতময়, ২ রূপকদ্বারা অবর্ণনীয়।
অরূভূত (গোচ পূর্ব ৩৩।১৩১) মর্মগত।
অরে, অরেরে [ব্য] অনাদর-সম্বোধনে।
অরোক—দীপ্তিহীন, ২ ছিদ্ররহিত।
অরোচকী (অকৌ ১।৯ 'কবিভেদ' শব্দ দ্রষ্টব্য।
অর্ক (ভা ৫।১০।১৭) সূর্য্য, ২ (ভা ৬।৬।১১) অষ্ট বসুর অন্যতম।

৩ (ভা ৯।২১।১১ ' অজমীঢ়ের বংশে পুরুজের পুত্র। ৪ (সুধা ৯৮) [অর্ক্যতে স্তূয়তেঽসাবিতি] স্তবনীয়। [৫ আকন্দবৃক্ষ, ৬ তাম্র, ৭ স্ফটিক, ৮ ইন্দ্র, ৯ বিষ্ণু, ১০ পণ্ডিত]। -তনয়া (গোচ পূর্ব ১।৬৩) যমুনা। -দৃক্ (সস ভগ ১০) সূর্য্যপ্রকাশবৎ স্বতোজ্ঞানবিশিষ্ট। -মিত্র (কৃগ ৯৯) শ্রীবৃষভানুরাজা। -সুতা (ভাবনা ১০।৩) যমুনা।

অর্গল—কপাট বন্ধ করিবার কাষ্ঠ-বিশেষ, ২ সপ্তশতীর আদিতে পাঠ্য স্তোত্রবিশেষ। ৩ কল্লোল।

অর্ঘ (নাম ৭।১১) পূজার জন্য দূর্বা, অক্ষত, চন্দন ও পুষ্প-মিশ্রিত জল। ২ মূল্য।

অর্ঘিত (আচ) ১২।৪৩) নিবেদিত, ২ পূজিত।

অর্ঘ্য (হরি ৭।৭৭৭) [অর্ঘমর্হতীতি যৎ] অর্ঘের উপযোগী, ২ পূজনীয়। ৩ (রুজ ১৪, ভা ১১।২৭।২২) তিল, সর্ষপ, পুষ্প, গন্ধ, দূর্বা, অক্ষত (আতপ তণ্ডুল), যব ও কুশাগ্র—এই আট-টিকে **'অর্ঘ্যাষ্টক'** বলে। ৪ (হ ১৯।২৯৩) মতান্তরে—ফলের সহিত দধি, অক্ষত, কুশাগ্র, ক্ষীর, দূর্বা, মধু, যবও সিদ্ধার্থ। -পাত্রনির্ণয় (হ ৫।৩২—৩৯) স্ববাম-ভাগে আধার-সহিত শঙ্খ রাখিবে, অর্ঘ্যাদি-পাত্রসমূহও স্থানে স্থানে বিভাগক্রমে রাখিবে। অর্ঘ্য-পাত্রসমূহ পদ্ম, শঙ্খ বা নীলপদ্ম-সদৃশ আকারের হইবে। সুবর্ণ, রজত, তাম্র-প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত পাত্র সকলের মধ্যে তাম্রভাজনই সমধিক প্রীতিপ্রদ। তাম্রপাত্রে মধুপর্ক রাখা অনুচিত মনে করিয়া কেহ কেহ আবার শঙ্খকেই অর্ঘ্যপাত্র কল্পনা করেন। -মুদ্রা (হ ৬।৪৪) দুই-হস্তে স্বস্তিমুদ্রার প্রদর্শন। -হর (লনা ৫।৩২) মূল্যপ্রদাতা।

অর্চন (ভক্তি ২৮৩) আগমোক্ত আবাহনাদি-ক্রমবিশিষ্ট কৃত্যবিশেষ। অর্চনভক্তিতে শ্রদ্ধা থাকিলে মন্ত্রগুরুর আশ্রয় করত অর্চনবিষয়ক বিধি বিশেষ প্রকারে জিজ্ঞাসা করিবে। যদিও ভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু শরণাপত্তি প্রভৃতির একতমদ্বারাও পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, তথাপি শ্রীনারদাদি মহানুভবগণের মার্গানুসারী ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের সহিত দীক্ষাবিধানে সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন এবং দীক্ষাগ্রহণের পর অবশ্যই অর্চনাদি করিবেন। সম্পত্তিমান্ গৃহস্থ-গণের পক্ষে অর্চনমার্গই মুখ্য, তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্য-দোষ হইবে। অপর লোকদ্বারা অর্চন করাইলে নিজের ব্যবহারনিষ্ঠতা বা আলস্যেরই পরিচয় প্রকাশ পায়। যাহার গৃহে কেশবার্চা নাই, সেই গৃহে অন্নাদি-ভোজন নিষিদ্ধ। দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অর্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। অশক্ত ব্যক্তিপক্ষে পূজিত বা পূজ্যমান শ্রীহরিকে শ্রদ্ধাভরে দর্শন করিলেও পূজাফল প্রাপ্তি হয়। অর্চন প্রথমতঃ দ্বিবিধ—কেবল (বিশুদ্ধ) ও কর্ম-মিশ্র। আবার পূজাবিধিও ত্রিবিধ—বৈদিক, তান্ত্রিক ও বৈদিক-মিশ্রিত তান্ত্রিক। কেবল অর্চন—নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির জন্য এবং কর্ম-মিশ্র অর্চন— ব্যবহারচেষ্টাতিশয্য ও যাদৃচ্ছিক ভক্ত্যনুষ্ঠান-বিশিষ্ট শ্রদ্ধাবান্ গৃহস্থগণের এবং তদ্বিপরীত শ্রদ্ধা-বান্ ও লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থ-গণের কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থ ভক্তগণ কিন্তু লোকসংগ্রহ জন্যই কর্মমিশ্র অর্চনে প্রবৃত্ত হন। অর্চনে (সিন্ধু ১।২।১৩৭) ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি পূর্বাঙ্গ কর্মসমূহ নির্বাহ করত মন্ত্রপাঠপূর্বক উপ-চারাদির সমর্পণ বিহিত। -মহা-ভাগবত (ভক্তি ১৯৮) তাপাদি পঞ্চসংস্কারী, নবেজ্যাকর্মকৃৎ ও অর্থ-পঞ্চকবিৎ।

অর্চনাঙ্গ (ভক্তি ২৯৯) শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান, শ্রীরামনবমী, বৈশাখব্রতাদি অর্চনান্তর্ভুক্ত।

অর্চনাধিকারী (ভক্তি ২৯৮) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, চারি আশ্রম, স্ত্রী ও শূদ্র প্রভৃতি সকলেই। তন্ত্রোক্ত মার্গে স্ত্রীশূদ্রাদিও বিষ্ণুর পূজা করিতে পারেন। **অর্চা** (ভা ১০।৮৪।১০) প্রতিমা, ২ (হ ১।২৪) শ্রীভগবৎ-পূজা। **অর্চাবতাররত্রয়** (নাম টী ১১) শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদন-মোহন—গৌড়ীয়ার এই তিন ঠাকুর।

অর্চাবিড়ম্বন (ভক্তি ১০৫) শ্রীমূর্ত্তির অবজ্ঞা, সর্বভূতে অন্তর্যামিদৃষ্টিরহিত হইয়া কেবল প্রতিমাপূজা।

অর্চিঃ (ভা ৪।১৫।৫) বেণের বাহু মথিত করিয়া মুনিগণ এই কন্যার আবির্ভাব করেন এবং বেণের পুত্র পৃথুকে ইনি বিবাহ করেন। ২ (ভা ৬।৬।২০) কৃশাশ্বের পত্নী ও ধূমকেতুর মাতা। ৩ (ভাবনা ১২। ৬৮) কিরণ, কান্তি। ৪ অগ্নিশিখা।

অর্চিরাদি মার্গ (গোভা ৪।৩।১) দেবযান বা উত্তরমার্গ।

অর্জিত (বৃ ভা ১।৪।১১৩) সাধিত।

অর্জুন (আচ ১।২১) মধ্যম পাণ্ডব, ২ বৃক্ষবিশেষ। ৩ (সিন্ধু ৩।৩।১১) শ্রীকৃষ্ণের পুরস্থ বয়স্য। ৪ (কৃগ পরিশিষ্ট ৩৬, ৪৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-নর্মসখা, পিতা—সুদক্ষিণ, মাতা ভদ্রা; ইনি বসুদামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৫ (আচ ১৩।৩) শুক্লবর্ণ, ৬ (ভা ১।১২।২১) কার্ত্তবীর্য্য। ৭ (ভা ৮।৫।২) পঞ্চম মনু রৈবতের পুত্র। [৮ ময়ূর।] **-ক** (হরি ৭।৫৪৮) অর্জুনভক্ত। **-পাল** (ভা ৯।২৪।৪৪) যদুবংশ্য বসুদেবের ভ্রাতা সমীকের পুত্র।

অর্ণ (প্রীতি ৮৪) প্রাচীন ভারতীয় মিথিলার পশ্চিমস্থ দেশবিশেষ। ২ (ছ ২।১৭৭) দণ্ডক ছন্দোবিশেষ। ৩ (মুক্তা ১২।৫৭) সমুদ্র—কৈ। ৪ (হ ৫।৯৩) বর্ণ। ৫ (মাম ৭।৪৩) জল।

অর্ণব (ছ ২।১৭৮) দণ্ডকছন্দোবিশেষ। [২ সমুদ্র]।

অর্ত্তি (আচ ১৫।২৫৩) উৎকণ্ঠা, পীড়া। ২ (ভা ৫।১১।১০) গতি—স্বামী।

অর্থ (ভা ১২।২।২১ টী) পুরুষার্থ। সৎকৃপা, মহৎসেবা, শ্রদ্ধা, শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়, ভজনে স্পৃহা, ভক্তি, অনর্থাপগম, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি, প্রেম, দর্শন ও শ্রীহরির মাধুর্য্যানুভব। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই চৌদ্দটিকে ‘অর্থ’ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইহাকে শ্রীহরির মাধুর্য্যানুভবের ক্রমও বলা চলে। **-কৃৎ** (ভা ৮।২১।১৯) অনুকূল—স্বামী। **-কোবিদ** (ভা ১০।৮০।৩৩) পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ। **-জ্ঞ** (গোচ পূর্ব ২৫।৬৩) স্বার্থসিদ্ধিপর। **-তন্ত্র** (ভা ১০।২।২১) দেবকার্য্য-প্রধান—স্বামী। ২ স্বার্থপর—বি। **-দ** (ভা ১১।৯।২৯) পুরুষার্থ-প্রাপক। **-দীপ** (ভা ৮।২৪।৫৩) পরমার্থ-প্রকাশক। **-দৃষ্টি** (সিন্ধু ২।১।১০১) বস্তুর শুভাশুভত্ব-জ্ঞান—জী। **-দোষ** (অকৌ ১০।৩০) কষ্ট, অপুষ্ট, ব্যাহত, পুনরুক্ত, গ্রাম্য, দুষ্ক্রম, সংশয়িত, হেতু-হত, প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধ, বিদ্যাবিরুদ্ধ, অনবীকৃত, অনিয়মে সনিয়ম, সনিয়মে অনিয়ম, সামান্যে বিশেষ, বিশেষে সামান্য, সাকাঙ্ক্ষ, নির্বাহে পূরণকারী, বিরূপ-সহচরিত, ব্যঙ্গ্যবিরুদ্ধ, বিধ্যযুক্ত, অনুবাদাযুক্ত, অশ্লীল ও ত্যক্ত-পুনঃ-স্বীকৃত—এই ত্রয়োবিংশ অর্থদোষ। ইহাদের অর্থ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য। **-ধী** (ভা ৫।৩।১৫) সকাম—স্বামী।

অর্থন (ভাবনা ৫।১৭), **অর্থনা** [অর্থ—অনট্, যুচ্] প্রার্থনা। **°পঞ্চক** (হ ১০।৫৮) ধর্মাদি চতুর্বর্গ ও পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তি। ২ পঞ্চতত্ত্ব—অনাত্মা, আত্মা, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ও ভক্ত—এই পঞ্চ বস্তুর যথার্থতঃ জ্ঞান। ৩ (গীতা ১।৯) ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। ৪ (ভগ ১৯৮) উপাস্য, তাঁহার ধাম, তাঁহার দ্রব্য (কল্পদ্রুম প্রভৃতি), বিষ্ণুমন্ত্র ও জীবাত্মা—এই পঞ্চতত্ত্বের বিজ্ঞান। **-রচনা** (ভা ৩।২৩।৮) মনোরথ। **-বাদ** (নাম টী ১।১১) প্রশংসাবাক্য। ২ বেদে স্তুতি ও নিন্দাবাচক শব্দ। ইহা ত্রিবিধ—**গুণবাদ, অনুবাদ** ও **ভূতার্থবাদ**। ‘আদিত্য যূপ’—ইহা বিরোধহেতু গুণবাদ, ‘অগ্নি হিমের ঔষধ’—ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া অনুবাদ এবং ‘বজ্রহস্ত পুরন্দর’—ইহা ভূত অর্থাৎ সিদ্ধার্থবাচক বলিয়া ভূতার্থবাদ। “বিরোধে গুণ-বাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতা-র্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥”—ন্যায়কোশ। ৩ গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ের একতম লিঙ্গ। **-বিদ্** (ভা ৪।৯।২৮) বিজ্ঞ, কার্য্যাভিজ্ঞ। **-বিপ্রকর্ষ** (গোভা ১।১।২২) বিলম্বে অর্থবোধ। জৈমিনির সূত্রে আছে—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা এই ছয়টির দুইটি বা ততোধিক যুগপৎ প্রাপ্তি ঘটিলে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা উত্তর উত্তরটির অর্থবোধে বিলম্ব হয়। ‘শ্রুতি’ বলিতে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি বা কারক, ‘লিঙ্গ’-শব্দে অর্থ-সামর্থ্য, ‘বাক্য’ বলিতে পরস্পর অন্বয়যুক্ত তিঙন্ত ও সুবন্ত পদ-সমূহ, কোন কার্য্যে যে প্রক্রিয়া অপেক্ষণীয় হয়, তাহাই ‘প্রকরণ’, সমান দেশ বা ক্রমকে ‘স্থান’ এবং যৌগিক বলকে ‘সমাখ্যা’ বলে। শ্রুতির অর্থ লিঙ্গ হইতেও বলবান্, যেমন ‘পায়সেন দধ্না জুহোতি’—এই বাক্যে দধি দ্বারাই হোম অভিপ্রেত, ‘পায়স’ শব্দে পয়ঃপ্রকাশক মন্ত্র ‘পয়ঃ পৃথিব্যা’ ইত্যাদি—মন্ত্রসামর্থ্য বিলম্বে প্রতীতিগম্য হইতেছে, সুতরাং ইহা শ্রুতির অপেক্ষা দুর্বল। **-বিবিক্ত-দৃষ্টি** (ভা ১০।৬০।৪২) অবিচারান্ধ—বল। **-ব্যক্তি** (অকৌ ৬।৪) বৈদর্ভমার্গীয় প্রসাদগুণ যদি

ওজোমিশ্রিত শৈথিল্যাত্মক হয়, তবে তাহাকে 'অর্থব্যক্তি' বলে। দণ্ডির মতে অর্থের অনেয়তাই 'অর্থব্যক্তি'। ২ (শেষ ৭।১৬) বস্তুস্বভাবের স্ফুটতা —স্ত্রী। **-শক্তি** (ভগ ১৬) ভূত-তন্মাত্রাদি—স্ত্রী। **-শক্তিমূল-ধ্বনি** (শেষ ৩।৭) যে স্থলে শব্দের অর্থপ্রতীতির পরেই ব্যঙ্গ্যার্থটিও প্রতীত হয়, তাহাই 'অর্থশক্তিমূল-ধ্বনি'। **-সিদ্ধি** (ভা ৬।৬।৭) ধর্ম-তনয় সাধ্যের পুত্র। **-সূক্ষ্ম** (ভা ৩।৮।১৩) সর্বজীবের লিঙ্গদেহ।

অর্থান্তরন্যাস (অকৌ ৮।৩২) সাধর্ম্যে বা বৈধর্ম্যে যে স্থলে সামান্য দ্বারা বিশেষ বা বিশেষদ্বারা সামান্য সমর্থিত হয়, তাহাকে 'অর্থান্তরন্যাস' অলঙ্কার বলে।

অর্থাপত্তি (নাচ ৩২৩) উক্তার্থের অনুপপত্তিবশতঃ যেস্থলে মাধুর্য্যসংপৃক্ত বাক্যদ্বারা অন্যার্থ প্রকল্পিত হয়, নাট্যশাস্ত্রে তাহাই 'অর্থাপত্তি'। ২ (শেষ ৫।৫৫, সাকৌ ১১।৮) দণ্ডা-পূপিকা-ন্যায়ানুসারে প্রকৃত পদার্থ হইতে অপ্রকৃত পদার্থের প্রতীতি অথবা অপ্রকৃত পদার্থ হইতে প্রকৃত পদার্থের প্রতীতি হইলে 'অর্থাপত্তি' অলঙ্কার ঘটে। ['মূষিক দণ্ড ভক্ষণ করিয়াছে' বলিলে যেমন দণ্ডসংযুক্ত পিষ্টক-ভক্ষণেরও প্রতীতি হয়, তদ্রূপ এক পদার্থের জ্ঞানদ্বারা তৎসহচর অন্য পদার্থের জ্ঞানকে 'দণ্ডাপূপিকা' ন্যায় বলে। ৩ যে জ্ঞান যুক্তিতর্কে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া স্বীকার্য্য হয়, তাহাও অর্থাপত্তি।

অর্থার্থী (গীতা ৭।১৬) ঐহিক বা পারত্রিক ভোগের উপায়স্বরূপ অর্থের অভিলাষী।

অর্থিতা (ভা ৪।৩।৮) ইচ্ছা—স্ত্রী। ২ প্রার্থনা—বি।

অর্থী (হরি ৭।৯।৮৭) [অর্থ+মত্বর্থে ইনি] যাচক।

অর্থোপক্ষেপক (নাচ ৩৯৪—৫) নাট্যশাস্ত্রে পরবর্ত্তী অঙ্কের প্রয়োজন-নির্দেশক বাক্যভঙ্গী-বিশেষ। নাটকীয় বস্তু দ্বিবিধ—সূচ্য ও অসূচ্য। রসহীন বস্তুই সূচ্য। যে বস্তুগুলি অঙ্কমধ্যে অদর্শনীয় অথচ অবশ্যবাচ্য [যেমন আলিঙ্গন, চুম্বনাদি, দূরাহ্বান বধ ইত্যাদি] তাহাই অর্থোপক্ষেপক-সাহায্যে বলিতে হয়। ইহা পাঁচ প্রকার—(১) বিষ্কম্ভক, (২) চূলিকা (৩) অঙ্কাস্য, (৪) অঙ্কাবতার ও (৫) প্রবেশক [তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

অর্দ্দন (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) গমন, ২ পীড়ন। ৩ যাচন। ৪ বধ।

অর্দ্দিত (সভা ২।২৭) যাচিত, ২ পীড়িত। ৩ (বৃভা ২।৪।২৬৭) বশীভূত, ৪ গত।

অর্দ্ধ—সমভাগ (পুং ক্লীবে) ২ খণ্ড (পুং লিঙ্গে)। **-কুক্কুটীন্যায়** (সিটী ১।১, চৈচ আদি ৫।১৭৬) 'এক বস্তু যুগপৎ বিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত হইতে পারেনা'—ইহা বুঝাইবার জন্য এই ন্যায় প্রযুক্ত হয়। কুক্কুটীর একাংশ পাকের নিমিত্ত কর্ত্তন করিয়া অপরাংশ ডিম্ব প্রসব করিবার জন্য রাখিলে কোনটিই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। **-চক্রবেধ** (হ ১২। ৩২০) অরুণোদয়ের পূর্বে রথচক্রো-দয় হয়, অর্দ্ধচক্রের উদয়কাল পর্যন্ত দশমী থাকিলেও অর্থাৎ অত্যল্প কাল (১০ বিপল) দশমী থাকিলেও সেই একাদশী বিদ্ধা বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। **-চন্দ্র** (বিনা ৫।৪৮) বাণ-বিশেষ, ২ (বৃ ১১৬৮) নখাঘাত, ৩ (আচ ২০।৪৮) হস্তকভেদ। পতাকা-নামক হস্তকেই যদি অঙ্গুষ্ঠার অন্যদিকে আকর্ষণ হয়, তবে 'অর্দ্ধচন্দ্র' নাম হয়। (নাট্যশাস্ত্র ৯।৩৬) 'পতাকাঙ্গুষ্ঠকশ্চেতু স্যাদাকৃষ্টোঽন্যতঃ পুনঃ। অর্দ্ধচন্দ্র ইতি প্রোক্তো ভরতাদি-মুনীশ্বরৈঃ'। **-জরতীয়** (হরি ৬।৪০) [জরত্যা অর্দ্ধমিব] জরতী-কামুক। **-নারীশ্বর** (রত্ন ৩।৭) স্বশক্তি-সমন্বিত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব। ২ উমা-মহেশ্বররূপ। **-নাব, -নাবী** (হরি ৭।১২৭) [অর্দ্ধং নাবঃ] নৌকার তুল্যাংশ। **-মাত্রা** (কৃষ্ণ ৯০) নাদবিন্দু। **-রথ** (গীতা ১।৬ টী) একজন যোদ্ধার সহিতও একাকী যুদ্ধে অসমর্থ। **অর্দ্ধর্চ** (হরি ৭।৯৫) [অর্দ্ধমৃচঃ] ঋক্-মন্ত্রের সমান অর্দ্ধভাগ। **-বাহ্যস্ফূর্ত্তি** (চৈ চ অন্ত্য ৫।৫) [প্রেমাবেশ-শৈথিল্যে] অন্তর্দ্দশা ও বাহ্যদশার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাবিশেষ। **-সম** (ছ ৩।১) যে ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে সাম্য থাকে। **-সীরী** (হ ৯।২৭০) যে কৃষক অন্যের ক্ষেত্রে চাস করিয়া ফসলের অর্দ্ধভাগ পায়। ২ ধনাদির বিভাগকারী। **-হার**—চৌষট্টিনর হার-বিশেষ।

অর্দ্ধাঙ্গ (গো চ পূর্ব ৫।৭৯) ভার্য্যা।

অর্দ্ধান্তরৈকবাচকতা (অকৌ ১০। ২৭) বাক্যদোষ-বিশেষ; যদি কোনও শ্লোকের পূর্বার্ধে বা পরার্ধে অন্যার্ধগত পদ প্রবিষ্ট হয়, তবে এই দোষ ঘটে।

অর্দ্ধিক, অর্দ্ধিকী (হরি ৭।৭৩৬) অর্দ্ধভাগের যোগ্য।

অর্দ্ধোরুক (কৃষ্ণা ২।৬৩) অধোবাস, ঘাঁঘরাদি।

অর্দ্ধ্য (হরি ৭।৪৫৬) [অর্দ্ধে জাতমিতি] অর্দ্ধাংশে জাত, অর্দ্ধসম্বন্ধী।

অর্ভক (গো ভা ১।২।৭) অল্প, ২ (গো লী ১৬।৪৯) বালক, ৩ মূর্খ, ৪ কৃশ। **-গ্রহ** (ভা ১০।৬।২৭) বালকের অনিষ্টকারী উপদেব, ২ পিশাচ-বিশেষ—স্ত্রী।

অর্য (ভা ৪।৯।১৭) [ঋ+যৎ] আর্য, ২ স্বামী। ৩ শ্রেষ্ঠ, ৪ বৈশ্য।

অর্যমা (হ ১৯।১৪) পিতৃগণের রাজা। ২ (ভা ৬।৬।৩৯) কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে জাত, দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম। ৩ (ভা ১।১৩।১৫) সূর্য।

অর্যা, অর্যাণী (হরি ৭।২২৭) বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী।

অর্যী (হরি ৭।২২৭) বৈশ্যের স্ত্রী।

অর্বা (গো চ পূর্ব ৩২।২৮) অধম, ২ ঘোটক। ৩ গোকর্ণ-পরিমাণ, ৪ কুৎসিত। [স্ত্রীলিঙ্গে—অর্বতী]

অর্বাক্ (গো ভা ১।৪।৮) নূতন, ২ সমীপ, ৩ নিম্ন, ৪ বাহির, ৫ পশ্চাৎ, ৬ (গো চ উত্তর ৬।৩৯, ৮।৭৮) অধুনা। **-তন** (ভা ৫।৩।৪) প্রপঞ্চান্তর্গত—স্বামী। ২ স্বল্পপ্রমাণ—স্ত্রী। **-স্থিতি** (ভা ৩।।১৩) সংসার-নির্মাণ—স্বামী। **-স্রোতাঃ** (ভা ৩।১০।২৫) নিম্নদিকে সঞ্চরণশীল (নদ-নদী প্রভৃতি)। ২ ইন্দ্রিয়-প্রসক্ত। **-মুখ** (গো লী ১৬৯৭) অধোমুখ।

অর্বাচীন (গো চ পূর্ব ২।১২) নবীন, পশ্চাৎজাত ; ২ বিপর্যস্ত।

অর্বুদ (আ চ ৭।৫৫, হ ১৯।১০৬) দশ কোটি, ২ মাংসগ্রন্থিরূপ রোগ-বিশেষ। ৩ (ভা ১২।১।৩৬) আবুপর্বত।

অর্শস (হরি ৭।৯৬৮) [অর্শস্+অচ্] অর্শোরোগী।

অর্শোঘ্ন—ওল, ২ ভল্লাতক।

অর্হ (ভা ১।১১।১২) যদুবংশ্য ক্ষত্রিয়-বিশেষ। ২ (ভা ২।২।১৮) পূজ্য, ৩ শ্রীভগবান্।

অর্হণ (ভা ৩।২১।৪৭, ১০।৪৫।৩৮) অমূল্য রত্নাদি—সনা, স্ত্রী। ২ (ভগ ১০) পূজা—স্ত্রী। ৩ (আ চ ১৫। ৩৩৫) যোগ্য। ৪ (হ ৬।৫৪) অর্ঘ্য।

অর্হণাম্ভঃ (ভা ১।৮।২১, হ ১।১০৫) অর্ঘ্যোদক।

অর্হণ্য (ভা ১০।৫৭।২৫) পূজাযোগ্য—সনা।

অর্হৎ (ভা ১০।১৪।৪০) পূজ্য—স্বামী, ২ সর্বকরণে সমর্থ—সনা। ৩ (ভা ৫।৬।৯) জৈনরাজ।

অর্হিত (গো চ উত্তর ২৯।৩) পূজিত।

অর্হ্য (গো চ পূর্ব ১৭।১০০) পূজ্য। ২ (বিন্দু ৭২) যোগ্য।

অল্—অকারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণমালা।

অলং (আ চ ৫।১১) [ব্য] অতিশয়, ২ শোভমান্। **-ধী** (আ চ ১১। ১১) স্পৃহাশূন্যতা, **-বুদ্ধি** (ভা ১।১।১৯টী) পর্যাপ্তি-বোধ—ইহা তিন প্রকারে হইতে পারে—উদরাদি-ভরণে, রসের অজ্ঞানে এবং স্বাদ-বিশেষের অভাবে।

অলক (বৃ ১৬।২) চূর্ণকুন্তল, ভঙ্গিযুক্ত কুটিল কেশ। **-নন্দা** (ভা ৪।৬।২৪) গঙ্গা—কৈলাস-পর্বতস্থিত অলকাপুরীর বহির্দেশে প্রবাহিতা। **-বিটঙ্ক** (ভা ১০।৩৩।১৫) চূর্ণকুন্তল-শোভিত, ২ চূর্ণকুন্তলের বিবিধ বেষ্টন।

অলকা (আ চ ১।১৬৬) কুবের-পুরী, ২ (গৌক্ল ১৭।৬২) আট হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা কন্যা।

অলক্ষণ (রত্ন টী ৩।৩০) অনুমানের অনধীন, কেবল শ্রুতিগম্য—বল। ২ দুর্লক্ষণ।

অলক্ষিত (বৃ ভা ২।২।২) অপরিচিত, ২ অকৃতচিহ্ন।

অলক্ষ্য (চৈত ১।৮।১৮) দুর্গম। ২ অজ্ঞেয়। **-ক্রমব্যঙ্গ্য** (অকৌ ৩।৫) অভিধামূলক ধ্বনির একতর। হৃদয়ে রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের উৎপত্তি ও অন্তর্ধানরূপ ক্রম যেস্থানে কাহারও লক্ষ্য হয় না—তাহাই 'অলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্য' বলিয়া অভিহিত হয়। **-লিঙ্গ** (ভা ১।১৯।২৫) আশ্রমাদি-চিহ্নশূন্য—স্বামী।

অলঘু (মালা ব্র ৭) উৎকৃষ্ট। [২ গৌরবযুক্ত, ৩ গুরুবর্ণ, আকারাদি]

অলঙ্করিষ্ণু (হরি ৫।৩১৭) [অলং—কৃঞ্+ইষ্ণু] অলঙ্কৃত করাই যাহার স্বভাব।

অলঙ্কর্মীণ (ল না ৬।১৯) [অলং কর্মণে ইত্যর্থে অলঙ্কর্মন্+খ] কর্মক্ষম।

অলঙ্কার (চৈ কা ১৯।৬৬) ধাতু-নির্মিত ভূষণ, ২ (উ ১১।২) নায়িকাদের যৌবনকালে কান্তের প্রতি অভিনিবেশ-বশতঃ সত্ত্বগুণজনিত ভাব-বিকার, ইহারা ত্রিবিধ—অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজ। ৩ (কাব্য নবম প্রভা) শব্দার্থের শোভাবিধায়ক রসের উপকারক অনুপ্রাস, উপমাদি।

অলন (আ চ ১৪।১৫০) পরিপূরক। ২ (আ চ ১৭।১০৩) বারণ, [অল্ বারণ-ভূষা-পর্য্যাপ্তিষু]।

অলব্ধরাসা গোপী (কৃষ্ণ ১৬৪) পত্যাদি-কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা গোপীগণ শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত রাসরজনীর প্রকট-রাসলীলামাত্র প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু এই বৃন্দাবনেরই সর্ববিঘ্নাস্পৃষ্ট অপ্রকট প্রকাশে (গোলোকে) তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের গুণময়দেহ-ত্যাগ সম্বন্ধে দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—প্রথমতঃ সাধকচরী গোপীগণ গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ দেহে অপ্রকট লীলায় রাসে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ—পত্যাদির বঞ্চনাজন্য তৎকালে যোগমায়া-কল্পিত গুণময় দেহে প্রবেশ করিয়া তাহা ত্যাগ করেন। প্রথমার্থে দেহান্তরে, দ্বিতীয়ার্থে সশরীরেই তাহাদের রাসলীলাপ্রাপ্তি হয়। শরীর-ত্যাগাদি মায়িক। **অলব্ধশরণ** (ভা ৩।১৬।১০) রক্ষকহীন, কৃপাস্পদ।

অলম্ [ব্য] ব্যর্থ, ২ সমর্থ। ৩ পর্য্যাপ্ত। ৪ অলঙ্কৃত।

অলম্পট (ভা ১০।৮৬। ৩) অনাসক্ত।

অলম্পুরুষীণ (হরি ৭।১০৭৬) [অলং শক্তঃ পুরুষায় ইতি খ] প্রতিমল্লাদি পুরুষ।

অলম্বুষা (আ চ ৩।৩) স্বর্গবেশ্যা। ২ (ভা ৯।২৯।৩১) রাজা তৃণবিন্দু হইতে এই অপ্‌সরার গর্ভে ইড়বিড়া নামে কন্যা ও বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু-নামে তিন পুত্র জন্মে।

অলয় (ভা ৮।৩।১৭) নিরলস—স্বামী। ২ বিনাশাভাব, ৩ বিনাশশূন্য, ৪ উদ্ভব]

অলর্ক (ভা ১।৩।১১) ধন্বন্তরি-বংশ্য দ্যুমানের পুত্র—ইনি দত্তাত্রেয় হইতে আত্মবিদ্যা লাভ করেন। ইনি ৬৬ হাজার বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছেন। ২ (হ ৩।৬) নরপতি ঋষভধ্বজের ঔরসে ও মদালসার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ৩ (অকৌ ৮।৩৭) ক্ষিপ্ত কুকুর। ৪ কৃমিভেদ।

অলব (আ চ ১৩।১৭) অনল্প।

অলবি (আ চ ১।২২) অবিচ্ছিন্ন।

অলস (আচ ১৮।৬৩) ব্যাপার-রহিত, ২ নিস্পন্দ, ৩ নিরুৎসাহ, ৪ (কৃষ্ণা ১,৩৫) রসালস।

অলাত (ভা ১০।৩৪।৮) জ্বলন্ত অঙ্গার। **-চক্র** (চৈচ মধ্য ১৫।২৫) চক্রাগ্নি, তীব্রবেগে ঘূর্ণায়মান জ্বলিত অঙ্গার-খণ্ডদ্বারা ব্যাপক-চক্রবৎ প্রতীয়মান অগ্নি। **-পরিধি** (ভা ৫।২।১০) জ্বলদঙ্গারের মণ্ডল।

অলাব (আচ ৬।৪) অবিচ্ছিন্ন।

অলাবু (হরি ৭।২৩৯, গোলী ৩।৯৭) তুম্বী [লাউ]। **-কট** (হরি ৭।৮৮১) [অলাবূনাং রজঃ ইতি কটচ্] অলাবুর রজঃ।

অলি (মাম ১।৭৮) ভ্রমর, ২ বৃশ্চিক। ৩ কাক, ৪ বৃশ্চিকরাশি, ৫ কোকিল।

অলিক (উ ১৪।১১৭) [অল্যতে ভূষ্যতে অল্-কর্ম্মণি+ইকন্] ললাট।

অলিঙ্গ (ভা ১।১৫।৩০) যাহার লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়াছে—স্বামী ; প্রাকৃত শরীর-শূন্য—জী। ২ (গোভা ৩।৩ ৫৪) অবধূতবেশ। [৩ অনুমাপক-হেতুশূন্য, ৪ চিহ্নশূন্য]।

অলিত (আচ ১।১০৪) ভূষিত।

অলিন্দ (গোচ পূর্ব ১৫।৪) [অল্যতে ভূষ্যতে অল+কিন্দচ্] প্রাঙ্গণ, বারান্দা।

অলিপক (গোলী ১০।২৭) ভৃঙ্গ, ২ কোকিল, ৩ কামুক, ৪ কুকুর।

অলী—বৃশ্চিক, ২ ভ্রমর।

অলীক (নিবি ১৭) মিথ্যা, ২ ললাট, ৩ (গীগো ২।২০) ছল। [৪ অপ্রিয়]

অলীলা (আচ ১১।১৬১) [অলী-নাযিলা] ভ্রমর-গুঞ্জন।

অলু, অলুক (কৃষ্ণা ৫।৭১) ক্ষুদ্র কলসী।

অলুলিত (আচ ৪।৬) অখণ্ডিত।

অলূন (গোলী ৫।৪২) অচ্ছিন্ন।

অলোক (আচ ১।২০০) প্রপঞ্চ-বহির্ভূত গোলোক বৈকুণ্ঠাদি। ২ (ভা ৬।১২।৩৫) লোকাতীত শ্রী-ভগবান্। **-পথ** (ভা ১০।৬০।১৩) অসাধারণ উপায়। **-ব্রত** (ভা ৮। ৩।৭) ব্রহ্মচর্য্য—স্বামী, ২ ভাগবত-ব্রত—বি।

অলোক্য (আচ ৭।১০৫) অলৌকিক।

অল্পক (ভা ১০।১৩।১৯) অত্যল্প, কোমল, ক্ষুদ্র।

অল্পরাধাঃ (ভা ১০।৫৩।২৩) মন্দ-ভাগ্য—স্বামী।

অল্পম্পচ (হরি ৫।২৪৫) [অল্প—পচ্+খশ্] অল্প-পাচক।

অল্লা (হরি ২।৬৭) [নাট্যোক্তিতে] মাতা।

অব (ভা ১০।২৯।২৯) [ব্য] অধঃ, ২ চতুর্দিকে। ৩ (ভা ১০।৮৭।১৫) প্রেম—প্রবো। **-ক** (গোলী ১৩।৪১, মালা ত্রি ৪) রক্ষক। **-কর** (আচ ৮।১, গৌকৃ ১১।৪৭) মালিন্য, আবর্জনা। ২ (আচ ১১।৬৭) উপাধি,

দোষ। **-করাল** (আচ ১১।১০৭) দোষগ্রাহী। **-কলন** (মুক্তা ৩২২) জ্ঞান, ২ (গোচ পূর্ব ২৭।৫৬) দর্শন, ৩ (গোলী ২১।১২৩) গ্রহণ। **-কলিত** (চন্দ্রা ২০) অনুভূত। ২ (গোচ উত্তর ১৪।২) অবধারিত। ৩ (গোচ পূর্ব ১।৫৪) কথিত। ৪ (গোচ পূর্ব ৭।১৯) স্মৃত। ৫ (গোচ পূর্ব ২৪।১২৪) প্রকাশিত। **-কাশ** (ভা ১১।৩।১৪) আকাশ—স্বামী। ২ (গোচ পূর্ব ৭।২৬) অনাবৃত। ২ (গোভা ২।১।১) অর্থ। ৪ (বৃভা ২। ৪।১২৬) প্রবেশ। **-কাশস্নান**--পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের দন্তধাবন, স্নান ও বেশ-পরিবর্ত্তনাদি। **-কীর্ণ** (গৌক্ব ৯।৪৮) ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতভঙ্গ। [২ ব্যাপ্ত, ৩ চূর্ণিত, ৪ ধ্বস্ত]। **কীর্ণী**—নষ্ট-ব্রত ব্রহ্মচারী। **-কেশী** (মালা ছ ১৭) বিকীর্ণ-কেশ, ২ বিফল-সঙ্কল্প। ৩ (লনা ৯।৩) ফলহীন বৃক্ষ। **-ক্রয়** (হরি ৭। ৬৫০) মূল্য, ২ ক্রয়সাধন দ্রব্য। ৩ কর। **-ক্ষেপ** (আচ ১৭।২৩৪) প্রক্ষেপ। **-খণ্ডিত** (মালা ত্রি ২) ছিন্ন, নষ্ট। **-গণিত** (মালা ছ ১৭) অবজ্ঞাত—বল। ২ তিরস্কৃত, ৩ নিন্দিত, ৪ পরিভূত। **-গণ্ডূষ** (হ ১।১৬) গণ্ডূষের জন্য জল। **-গতি** (অর্কো ১।৮) প্রতীতি। ২ জ্ঞান। **-গম** (ভা ৮।১২।১১) জ্ঞান, ২ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। **-গমী** (চৈত ১০।৮৭।৪০) যথার্থ-জ্ঞানী। **-গাঢ়** (গোচ উত্তর ৩০।২৫) আশ্লিষ্ট, মগ্ন, ২ (বৃ ১২।৬২) স্নাত। ৩ নিবিড়, ৪ অন্তঃপ্রবিষ্ট। **-গাহ** (চৈনা ১।৫) প্রবেশ, ২ স্নান। **-গাহন** (ভা ১০।৮৭।১৬) স্পর্শ, ২ আস্বাদন—সনা। ৩ (লনা ৬।৩) প্রবেশ। **-গাহ্য** (চৈনা ২।৪) পরীক্ষণীয়। ৩ অন্তঃপ্রবেশ্য, ৩ বিষয়ী-কার্য্য। **-গুণ** (পদ্যক ৪৮১) দোষ। ২ (বিগ্ধ ১০৮) নিন্দা। **-গুণ্ঠন** (গোচ পূর্ব ১৩।৫০) মুদ্রণ, ২ (হ ৬। ৩০) পূজায় গাঢ় আনন্দের প্রকটন। ৩ মুখাদির আচ্ছাদন-বস্ত্র। ৪ ঘোমটা দেওয়া। **-গুণ্ঠনী** (হ ৬।৩৬) বাম-হস্তে মুষ্টি বন্ধন করত তর্জনীকে দীর্ঘভাবে প্রসারিত করিয়া অধোমুখে ভ্রমণ করাইলে 'অবগুণ্ঠনী মুদ্রা' হয়। **-গ্রহ** (হরি ৫।৪০২) অবমান, ২ অনাবৃষ্টি, ৩ প্রতিবন্ধ, ৪ ভ্রান্ত ধারণা, ৫ (ভা ৩।২৫।১০) আগ্রহ—স্বামী। [৬ নিগ্রহ, ৭ স্বভাব]। **-গ্রহণী** (গোচ পূর্ব ৪।২০) দেহলী। **-গ্রাহ** (হরি ৫।৪০২) আক্রোশ, ২ অবরোধ, ৩ তিরস্কার, ৪ অনাবৃষ্টি। **-গ্লায়মান** (আচ ১৮।৬) হর্ষশূন্য। **-ঘাতী** (ভা ১০।১৪।৪) কণ্ডনকারী। **-ঘূর্ণ** (ভা ৩।৮।১৭) প্রকম্পিত—স্বামী। ২ (ভা ১১।২৯।৩৬) ক্ষুভিত, ৩ মহা-ব্যগ্র—বি। **-চয়** (গোলী ৫।৪) [অব—চি+অচ্] আহরণ, ২ (হব ২১।০।২৪) সমূহ। **-চক্কর** (আচ ১১।১৮৬ টী) কথার অবাধ্য। **চায়** (ভাবনা ৯৫) [অব-চি+ঘঞ্] হস্তদ্বারা চয়ন. সংগ্রহ। **-চূল** (সমা ১।১৬) শিরোভূষণ, ২ ধ্বজার অধো-বদ্ধ বস্ত্র বা চামর। **-চ্ছদ** (বিনা ৫।৩।) আচ্ছাদন। **-চ্ছিন্ন** (গোভা ১।১।৩) বিশিষ্ট। **-চ্ছেদ** (গোলী একদেশ, ২ ছেদন, ৩ সীমাকরণ, ৪ অবধারণ, ৫ বিশেষকরণ। **-চ্ছেদক** —ইয়ত্তাকারক, অবধারক। **-চ্ছেদ-বাদ** ['পরিচ্ছেদবাদ' দ্রষ্টব্য]। **-জল্প** (উ ১৪।২০৯) শ্রীহরিতে কাঠিন্য, কামিত্ব ও ধৌর্ত্ত্যাদি-বশতঃ আসক্তির অযোগ্যতাটিকে যখন ঈর্ষ্যাযুক্ত ভয়ের সহিতই যেন বলা হয়, তখন 'অবজল্প' হয়। **-জ্ঞ** (গোলী ১৯।৪) নিরর্থক। **-জ্ঞা** (কাব্য ৯।৬৮) একের গুণদোষের দ্বারা অপরের গুণদোষ না হইলে 'অবজ্ঞা' অলঙ্কার হয়। **-জ্ঞান** (চৈচ আদি ১৭।৬৭) অবজ্ঞা, দণ্ড। ২ তিরস্কার, ৩ অবমান।

অবট (গোচ পূর্ব ১০।৫৫, আচ ১৪।৩৭, চৈনা ১।২) গর্ত্ত, কূপ। **-নিরোধন** (ভা ৫।২৬।৭) নরকবিশেষ। **°টীট** (হরি ৭।৮৮০) [অবনতা নাসিকা অব+টীট] অবনত-নাসিক [খাঁদা]।

অবটু (আচ ১০।১১২) গ্রীবার উন্নত ভাগ। ২ গর্ত্ত, ৩ কূপ। [৪ গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগ, ৫ বটু-ভিন্ন]।

অবটোদা (ভা ৫।১৯।১৭) ভারত-বর্ষীয়া নদী।

অবতংস (গোলী ৩।৭৭), **বতংস** শিরোভূষণ, ২ (গোলী ১৫।১৭) কর্ণ-ভূষণ। **'তমস** [অবতত্ং ব্যাপ্তং তমঃ] ব্যাপ্তান্ধকার, (হরি ৭।১০৩) অল্পান্ধ-কার। **-তরণ** (আচ ১৩।২২) সন্নি-ধান। ২ সোপান, ৩ নামা। **-তান** (মালা ছ ৬) বিস্তার, ২ ব্যজন—বল।

অবতার (রত্ন ২।১৮) অপ্রাকৃতলোক হইতে প্রাকৃতলোকে অবতরণকারী। ২ (হরি ৫।৪০৫) [অব—তৄ+ঘঞ্] প্রাদুর্ভাব, ৩ নদ্যাদির ঘাট। ৪ (হব ৩।৪৯) ঝালর। **-কারণ** (কৃষ্ণ ২৬) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপস্থ হইয়াও নিজপরিজনবৃন্দের

আনন্দবিশেষাত্মক চমৎকারিতা-সম্পাদনের জন্য নিজ জন্মাদিলীলাদ্বারা কোনও অনির্বচনীয় মাধুর্য্য পোষণ করিয়া কখনও কখনও সকললোকদৃশ্য হয়েন—ইহাই তাঁহার অবতারের হেতু। -নিধান (কৃষ্ণ ৫) গর্ভোদক-শায়ী দ্বিতীয় পুরুষ। -প্রয়োজন (প্রীতি ১৯৬) সাধুজনের উদ্বেগকর রাক্ষসবধ করাই কেবল ভগবদবতারের উদ্দেশ্য নহে, মর্ত্ত্যশিক্ষাও তাঁহার এক উদ্দেশ্য। মর্ত্ত্যশিক্ষা—আনুষঙ্গিক-ভাবে, বহিরঙ্গ জনগণে বিষয়াশক্তির দুর্বারতা-প্রকাশন এবং মুখ্যতঃ—ভগবদ্ভক্তিবাসনাবিশিষ্ট জনগণের নিকট চিত্তদ্রবকর বিরহসংযোগময় নিজ-লীলাবিশেষের মাধুর্য্য-প্রকটন।

অবতারাবলীবীজ (সিন্ধু ২।১।২০২) অবতারী শ্রীকৃষ্ণ। **অব-তারিকা** (তত্ত্ব ২৭) ভূমিকা। ২ (প্রীতি ১১৫) অভিপ্রায়। °**তারী** (রত্ন ২।১৭) অবতারগণের মূল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। **-দলিত** (গোলী ৪।৬৩) বিভক্ত। **-দাত** (চৈত ১০।১৬।৯) উজ্জ্বল, ২ (আচ ৬।১৩) শুদ্ধ, ৩ (ভাবনা ১২।৪) শ্বেত। ৪ মনোজ্ঞ। **-দাতান্বয়** (হ ১।৩৮) পাতিত্যাদি-দোষরহিত সদ্বংশে জাত। **-দান** (গোচ পূর্ব ২২।২৯) শুদ্ধকর্ম, ২ সম্পাদিত কর্ম। ৩ (ভা ১০।৫৫।৫) ছেদন। ৪ (ভা ১১।২৭।৪১) প্রতি-ঋকের সহিত আহুতিগ্রহণ। ৫ (নাম ১।৫) অর্চনাদ্রব্য—বীরণমূল। **-দাম্বক** (গোচ উত্তর ২৮।১৯) নাশক।

অবদ্য (ভা ১০।৮৫।৪৮) নিন্দনীয়, ২ (ভা ৩।৯।১) দোষ, ৩ (মালা ১৬) অধম। **-মৃক্** (ভা ১০।২২।২০) পাপ-মার্জক। ২ ছিদ্র-পূর্ত্তিকারক—সনা। **অবধান** (চৈচ মধ্য ২০।১৭২) নিরীক্ষণ, ২ (চৈচ মধ্য ১৫।২৪৯) মনোযোগ-বিশেষ। °**ধারণ** (বৃ ভা ১।১।২৩) শ্রবণ, ২ শ্রদ্ধার সহিত নিশ্চয় করত হৃদয়ে রক্ষা। ৩ সংখ্যাদিপূর্বক ইয়ত্তা করা। **-ধি** (ভা ৫।২৪।৪) অবকাশ, ২ সীমা, ৩ চিত্তাভিনিবেশ। ৪ অপাদান, ৫ কাল]। **-ধিষণা** (আচ ১০।১৪১) সম্মতি। **-ধীরণ,** (উ ১৪।১৯৯), **ধীরণা** (প্রে ৭৭ ক) অবজ্ঞা, ২ তিরস্কার। **-ধীরিত** (গোচ পূর্ব ৫।৮) অবজ্ঞাত। ২ (বৃ ভা ১।২।৮১) অবজ্ঞাপূর্বক ত্যক্ত। ৩ (সাকৌ ৪।১২) তিরস্কৃত—বল।

অবধূত (ভা ১১।২৩।৩৩) মলিন—স্বামী। ২ (ভা ৫।৫।৩১) অনাদৃত, ৩ (ভা ৪।৪।২১) ব্রহ্মবিৎ। ৪ (গোচ উত্তর ১৭।৭৫) খণ্ডিত। ৫ (ভাবনা ২০।৪৮) কম্পিত, ৬ শিবোপাসক-বিশেষ। ৭ জ্ঞানী। ৮ (হ ৮।১৫৭) অবজ্ঞায় পরিত্যক্ত। ৯ (চৈচ মধ্য ৩।৮৫) বর্ণাশ্রমাচারহীন পরম-হংস। গৃহস্থ ও চিতামুগ-ভেদে দ্বিবিধ। 'অবধূতশ্চ দ্বিবিধো গৃহস্থশ্চ চিতা-মুগঃ। সচেলশ্চাপি দিগ্বাসাঃ বিধি-যোনিবিহারবান্। সদারঃ সর্বদ্বারস্থো-হট্টহাসো দিগম্বরঃ॥' [মুণ্ডমালা-তন্ত্রে ২]। **-গীত** (ভা ১১।৭।২৪—১১।৯।৩৩) শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব-সংবাদে যদুরাজপ্রতি কোনও অব-ধূতের উপদেশ-বিশেষ। **-বিচেষ্টিত** (সিন্ধু ৩।১।২৪) বিধিনিষেধের অপেক্ষাশূন্যতা, অভিশস্ত ও পতিত-জনের গৃহত্যাগ করত সর্ববর্ণের গৃহ হইতে স্বয়ংপ্রাপ্ত দ্রব্যভোজন এবং স্বরূপানুসন্ধান প্রভৃতি। **অব-শ্রুত** (চৈত ১০।১।২২) বিদিত। ২ (স্তব ২।৮) নিশ্চিত, ৩ আবৃত। °**ধৌত** (চৈম ৩।৬।১৯) অবধূত; **-ধ্যাত** (ভা ৩।১২।৬) অবজ্ঞাত। **-ধ্যান** (ভা ১১।২৩।১০) অনাদর, অবজ্ঞা। **-ধ্যায়ী** (ভা ১০।৪৪।৪৮) অবজ্ঞাকারী। **-ধ্যেয়** (ভা ৪।১৩।২৩) অবজ্ঞেয়।

অবন (গো চ পূর্ব ১।৮) রক্ষণ, ২ প্রীণন, ৩ প্রীতি, ৪ বনভিন্ন। °**নত** (সিন্ধু ২।১।২৬০) ভক্ত। ২ অধো-ভূত, আনত। **-নতি** (সাকৌ ৭।৬) প্রণতি। ২ ঔদ্ধত্যাভাব, ৩ অধো-নমন। **-নদ্ধ**—মৃদঙ্গাদিবাদ্য, ২ খচিত, ৩ রোপিত, ৪ বেষ্টিত, ৫ বদ্ধ। **-নয়, নায়** (হরি ৫।৩৮৮) [অব—নীঞ্+অচ্, ঘঞ্] অধোনয়ন, নিপাতন। **-নাট** (হরি ৭।৮৮০) অব-নতনাসিক (খাঁদা)। **-নাম** (ভা ১৬।২৬) প্রণাম। **-নায়** (হরি ৫।৩৮৮) [অব—নীঞ্+ঘঞ্] অধোনয়ন। **-নিক্ত** (ভা ১০।৪২।২৫) ক্ষালিত—স্বামী। ২ শোধিত।

অবনি-গীর্বাণ (আ চ ১৩।১১৯) ব্রাহ্মণ। **-জ** (বৃ ১৩।১) বৃক্ষ। °**নিজ্যমান** (ভা ৮।২।৪) প্রক্ষালন-রত। **অবনি-দেব** (আ চ ১।৫) ব্রাহ্মণ। °**নির্জর** (আ চ ২।৪৮) ব্রাহ্মণ। **-ষৎ** (আ চ ১৩।৫৯) পৃথিবীতে প্রচারশীল।

অবনীধ্র (গো চ পূর্ব ১১।৫৪) পর্বত।

অবনীভৃৎ (ভাবনা ৪।১০১) রাজা।

অবনীর (আ চ ১১।১৩৯) [অবনীং

রাতি প্রাপ্নোতীতি] পৃথিবী-গত।

অবনেজন (ভাবনা ১৪।২৩) প্রক্ষালন। ২ (চৈ কা ৭।৬৮) পদধৌত জল। **অবনেজনী** (ভা ১০।৮০।২০) প্রক্ষালনার্থ জল।

অবন্তি (ভা ১১।২৩।৫) মালবদেশ। ২ বিক্রমের রাজধানী উজ্জয়িনী, শিপ্রানদীর তটে অবস্থিত।

অবন্তিনগর (তর ১০।৪৫।৬৪) মালবের অন্তর্গত স্থান, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অধ্যাপক সান্দীপনি মুনির বাসস্থান।

অবন্তী (হরি ৭।২৩৪) মনুষ্যজাতি-বিশেষ।

অবন্তীপুর (ভা ১০।৪৫।৩১) মথুরা ও দ্বারকার মধ্যবর্তী স্থান, উজ্জয়িনী।

অবপন্ন (হ ৩।১৭৩) উপহত। ২ সংস্পৃষ্ট, ৩ সহপক। **°পাতন** (ভা ১০।৪৪।৪) নিম্নে নিক্ষেপ। ২ (নাচ ৪৫০) প্রবেশ, দ্রাবণ ও বিদ্রবদ্বারা বিভ্রান্তি-উৎপাদনকে নাট্যশাস্ত্রে 'অবপাতন' কহে।

অবপুঃ (আ চ ১০।১৪৩) কামদেব। **°বন্ধন** (গো ভা ৩।৩।৫৭) নাগকরণ—বল। **-বোধ** (ভা ১০।৮৫। ১০) অধ্যবসায়শক্তি—স্বামী। ২ (গীতা ৬।১৭) জাগরণ। **-বোধ-রস** (ভা ৩।৯।২) চিচ্ছক্তি। **-ভাস** (ভা ৩।৮।১৫) প্রকাশ, ২ জ্ঞান। **-ভৃত** (কৃষ্ণা ১।৪৪) দীক্ষান্ত যজ্ঞ, ২ যজ্ঞাবশেষে স্নান। **-ভৃতি** (ভা ১২।১। ২৭) নগর। **-ভৃথ** (সিন্ধু ১।২। ১২৯) দীক্ষান্তে প্রধান-যাগ-সমাপক যজ্ঞবিশেষ। ২ যজ্ঞাবশেষে স্নান। **-ভ্রট** (হরি ৭।৮৮০) অবনত-নাসিক [খাঁদা [।

অবম (ভা ৮।৪।৪৮) [অব—অমচ্] রক্ষক, ২ পিতৃগণ-ভেদ। [৩ অধম, ৪ অল্প। ৫ পাপ, ৬ পাপী।] **°মতি** (ভা ৩।৩১।১৫) অবজ্ঞা, ২ তিরস্কার ৩ অনাদর। **-মর্শ, -মর্ষ** (ভা ৫।১১। ১) বিচার, আলোচনা। **-মেহ** (ভা ৯।১০।১৫), **-মেহন** (ভা ৫।৫। ৩২) মূত্রত্যাগ। **-মোচন** (ভা ১০। ৫।২০) বসতি-স্থান—স্বামী। ২ (ভা ১০।৪১।১০) শকটাদি হইতে উত্তরণ-স্থান, ৩ বিশ্রাম। ৪ উন্মোচন।

অবয়ব (রত্ন টী ১৮) ন্যায়মতে পরার্থানুমান বাক্যের একদেশ। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন-ভেদে অবয়ব পঞ্চবিধ, ২ অঙ্গ। **-সংস্থান** (কৃষ্ণ ২) সাক্ষাৎ শ্রীকরচরণাদি-সন্নিবেশ।

অবয়বাবয়বী (রত্ন ১।৪২, হরি ৪।৯) কোনও বস্তুর অংশ ও সমগ্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ।

অবয়বী (ভা ১২।৪।২৬) অংশী।

অবযান (ভা ১০।৮৭।১৫) জ্ঞান—স্বামী। [২ অপগম]।

অবর (ভা ১০।৮৭।২৪) অর্বাচীন—স্বামী। ২ নিকৃষ্ট, ৩ প্রাকৃত—সনা। ৪ [নাস্তি বরো যস্মাৎ] সর্বশ্রেষ্ঠ—প্রবো। **-কাব্য** (অকৌ ১।১০) ধ্বনির নিস্পন্দতা অর্থাৎ অস্পষ্টতা হইলে সেই কাব্য 'অবর' হয়। **-জ** (আ চ ১।১৬৩), **-জন্মা** (গো চ পূর্ব ১৮।১৫৫) কনিষ্ঠ। ২ শূদ্র। **°রত** (ভা ১০।২১।১০) স্তব্ধতা-প্রাপ্ত, ২ বিরত—জী। ৩ (বৃ ভা ২।৭।১০৮) অবধানসহকারে আসক্ত।

অবর-ব্রহ্ম (ভগ ৮০) বেদ—জী।

অবর বর্ণ (আ চ ১৫।২১) শূদ্র।

অবরহস (হরি ৭।১০৬) [অব হীনং রহঃ] অতিনির্জন। **°রুদ্ধ** (ভা ৩।২৩।৭) বশীকৃত—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮৭।১৪) প্রাপ্ত—প্রবো। [৩ গুপ্ত, ৪ প্রতিরুদ্ধ।] **-রোধ** (ভা ১।১।২) স্থিরীকরণ—স্বামী, ২ বশীকরণ—বি। ৩ (ভা ৫।৪।৪) লাভ, ৪ সংগ্রহ—স্বামী। ৫ (গোচ উত্তর ৩৭।২১৫) অন্তঃপুর। ৬ (ভা ১০।১১।১৩) পত্নী। **-রোধক** (আ চ ১৫।২৬৩) নাশক। ২ প্রতিরোধক, ৩ আবরক। **-রোধন** (ল না ৬।১৭) মহিলান্তঃপুর। **-রোধায়ন** (ভা ৫।৩।২০) অন্তঃপুর —স্বামী। **-রোপিত** (ভা ১।১৬। ২৩) উদ্বাসিত—স্বামী। ২ উৎপাটিত। **-রোহ** (আ চ ৮।৭৪) শাখাজটা। ২ (সাকৌ ৮।৭) শিথিলতা—বল। ৩ (শেষ ৭।১১) অপকর্ষ, ৪ (গো চ পূর্ব ৯।১২) অবতরণের পথ (সিঁড়ি)।

অবর্ণ (গো ভা ১।২।২১) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অলভ্য, ২ জাতিহীন—বল। ৩ (আ চ ১১।২৪১) আক্ষেপ। ৪ (গো চ পূর্ব ৩৩।৩২৫) অপবাদ। ৫ (প্র ৩।১) রূপশূন্য। **°লগিত** (নাচ ৪০) যে আমুখে এক বিষয়ে সমাবেশ অর্থাৎ সাদৃশ্য-উপন্যাসহেতু উপমান-ভূত পাত্র-প্রবেশনরূপ অন্য কার্য্য সূত্রধার-কর্তৃক নিষ্পাদিত হয়, তাহাকে 'অবলগিত' বলে। **-লগ্ন** (ভাবনা ১২।৫১) কটিদেশ,. ২ সংযুক্ত।

অবলা (চৈত ১০।৩৫।৪) [বলং স্বাতন্ত্র্যং তন্ন বিদ্যতে যস্যাঃ] পরা-

ধীনা। ২ (ভা ১০।৬১।১) ভার্য্যা—স্বামী। **-লিপ্ত** (কৃ ভ ১৮) দাম্ভিক। ২ (ভা ১০।২৫।৬) লিপ্তাঙ্গ, ৩ মত্ত—বল। **-লীঢ়** (ল না ৭।২১) গ্রস্ত। ২ ব্যাপ্ত।

অবলু (গো বি ২১।৩০) শোনালু বৃক্ষ। **°লুলোকিষা** (আ চ ১৩। ১২৬) দর্শনেচ্ছা। **-লেখা** (ভা ৭।১২।১২) চিত্রকর্ম। **-লেপ** (ভাবনা ২০।৪৫) অহঙ্কার। ২ (আ চ ১৮।৭৭) প্রসঙ্গান্তর। ৩ (আ চ ১২।২৮) প্রলেপ। ৪ দোষ। **-লোককলা** (ভা ১০।৭১।৩৬), **-লোকন্ব** (ভা ১০।৬১।৪) কটাক্ষ—স্বামী। **-লোচন** (বৃ ভা ২।৫।১০০) বিচার। **-লোচিত** (আ চ ৪।১২) দৃষ্ট। **-লোল** (আ চ ৭।১০৪) অচঞ্চল। **-বংশি** (হরি ৬।৯৬) [অবক্রুষ্টং বংশ্যা] যাহাতে বংশী নিনাদিত হইতেছে অর্থাৎ বৃন্দাবন। **-বাদ** (নাচ ১৬২) দোষ-প্রখ্যাপনকে নাট্যশাস্ত্রে 'অববাদ' কহে। [২ নিন্দা, ৩ বিশ্বাস, ৪ অবজ্ঞা, ৫ অবলম্বন]।

অবশ (ভা ১০।৩৪।১১) ইচ্ছারহিত, ২ (গীতা ৩।৫) পরাধীন। ৩ (আচ ১১।৮০) অনধীন, ৪ বন্ধ্যাহীন। **°শাদ** (আচ ১১।৩৩) দুঃখ, খেদ। **-শিষ্ট** (বৃ ভা ২।৭।১৫৩) উর্বরিত, ২ [অব হীনং শিষ্টং শেষো যস্য] বিন্দুমাত্রও অবশেষ-রহিত। **-শেষ** (ভা ১০।৮৭।১৭) [অব শিষ্যত ইতি] অবাধ্য—স্বামী। ২ পরমচরম—বি। ৩ ব্রহ্মতত্ত্ব—সনা। ৪ (চৈভা অন্ত্য ৪।৩১৩) শ্রীভগবান্ বা ভক্তের ভোজনাবিশিষ্ট। **-শেষপাত্র** (চৈভা মধ্য ২।৩২২) উচ্ছিষ্টভোজী।

অবশ্যম্ [ব্য] নিশ্চয়ে। ২ অশক্যনিবারণে। **°শ্যায়** (হরি ৫।২১০) [অব- শ্যৈ গতৌ ণ] হিম, নীহার; ২ অভিমান। **-ষ্টম্ভ** (সিন্ধু ২।১।২৫৮) স্বর্ণ, ২ (গোভা ৪।১।৩৫) স্থিতি। ৩ (ভা ৫।১৬।১১) প্রতিরোধক, ৪ (ভা ৫।২৩।২) স্তম্ভ। ৫ (বিনা ৫।১৯) আশ্রয়। **-ষ্টম্ভক** (বিনা ৭।৫৬) আশ্রয়। **-ষ্টম্ভন** (গীতা ১৬।৯) আশ্রয়। অধিষ্ঠান।

অবস্ [ব্য] বাহিরে, পশ্চাতে। **°সক্ত** (ভা ৫।১।২৮) [অব—সন্জ্+ক্ত] সংলগ্ন। **-সথ** (গৌকৃ ৬।৫৬) [অব—সো+কথন্] পাঠশালা, ২ গ্রাম, ৩ গৃহ। **-সর** (গোচ উত্তর ৩৩।১) সময়। ২ (চৈচ মধ্য ২১৫।৮১) অবকাশ, সুযোগ। [৩ প্রস্তাব, ৪ সঙ্গতিভেদ, ৫ বর্ষণ]। **-সাদ** (প্রে ৩) বিনাশ, ২ বিবাদ, ৩ অবসন্নতা। **-সান** (ভা ১০।১৪। ২] জ্ঞান—স্বামী। ২ (চৈত ৩। ২৮।৩৬) নিষ্ঠা, ৩ (আচ ৭।৪৪) সীমা। ৪ বিরাম, ৫ সমাপ্তি। **-সায়** (ভা ৩।১৬।১২) অভিপ্রায়। ২ (হরি ৫।২১০) [অব—ষো অন্তকর্মণি+ঘঞ্] নিশ্চয়, ৩ সমাপ্তি। **-সিত** (ভা ১০।৮৭।২৬) নিশ্চিত। ২ (ভা ৩।৩১।১৩) প্রতীত। ৩ (ভা ৩।২৮।৩৬) নিষ্ঠাপ্রাপ্ত। ৪ জ্ঞাত, ৫ সমাপ্ত। **-সৃষ্ট** (হ ১।১০৫) নিঃসৃত, ২ অবজ্ঞাক্রমে ত্যক্ত। ৩ দত্ত। **-স্কন্দন** (ভা ১০।৩৮।২৬) লম্ফন দ্বারা অবতরণ। ২ (গোচ উত্তর ১৬।৩৯) শত্রুসৈন্যাতিক্রমণ। ৩ সর্বাঙ্গে অবগাহন। **-স্কন্দিত** (বিনা ৪।১২) আক্রান্ত। **-স্তার** (হরি ৫।৪০৫) [অব—স্তৃ আচ্ছাদনে ঘঞ্] শিবিকাদির আচ্ছাদন বস্ত্র, ২ যবনিকা।

অবস্তু (আচ ১৫।২৫১) সংসার। ২ (রত্ন ৬।৪) মিথ্যা বস্তু। **-স্তেয়** (আচ ১০।৭০) [অব—স্তৈ শব্দসংঘাতয়োঃ] অনুষ্ঠেয়। ২ পুঞ্জীভূত।

অবস্থা (আচ ১৫।২১) স্বভাব। ২ (নাচ ৫৮) নাট্যশাস্ত্রে নায়কাদির ক্রিয়াবশতঃ কার্য্যের পঞ্চ অবস্থা স্বীকার্য্য—আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম। ৩ অবস্থান। **-স্থান** (ভা ৫।১৮।২৯) আধার। ২ স্থিতি, ৩ বাস। **-স্থিত** (ভা ২। ৬।৪০) স্থির—স্বামী। **-স্থিতি** (আচ ১৭।৫৬) মর্য্যাদা। ২ (ভা ৮।৭।২৯) আশ্রয়। **-স্রংস** (আচ ৯।১৫) স্খলন। ২ অধঃপতন, চ্যুতি। **-হৃত** (আচ ৯।৭২) দূরীভূত। ২ অল্লাঘাতে দূরীকৃত—তুষ। **-হনন** (আচ ৬।১১) দলন মর্দনাদি। **-হসিত** (সিন্ধু ৪।১।২২) যে হাস্যে নাসিকা প্রফুল্ল ও চক্ষু কুঞ্চিত হয়, তাহা। **-হার** (হরি ৫।২১৭) [অব—হৃ+ণ] চৌর, ২ জলজন্তু-বিশেষ। ৩ (কৃষ্ণা ৫।৮) বিশ্রাম। ৪ (আচ পূর্ব ৩৩। ৩০২) উপনেতব্য বস্তু। **-হারণ** (আচ ৭।১১৫) আকর্ষণ। **-হাস** (গীতা ১১।৪২) পরিহাস, ২ মৃদুহাস্য। **-হিত** (ভা ১২।৩২) নিহিত, ২ সদা স্থিত, সাবধান। **-হিত্থা** (সিন্ধু ২।৪।১১৮) কোনও ভাববশে আকারগোপন। **-হেলন**—অনাদর, ২ অবজ্ঞা।

অবাক্ (সিন্ধু ২।৪।১১৫) নম্রীভূত,

২ বচন-রহিত—জী। ৩ দক্ষিণে।

অবাকী (সস ভগ ৭৩) যাহার বাক্য বা বৃথা জল্প নাই।

অবাক্য (গো ভা ১।২।১) ব্রহ্ম, সিদ্ধসর্বার্থ বলিয়া যাচ্ঞা-বাক্য-শূন্য। ২ বাক্যসমূহের সম্যক্ অগোচর। ৩ বাক্যহীন।

অবাগুরণ (ভা ১০।৯।৯১) ভর্ৎসনা, ২ তাড়নের উদ্যম।

অবাগ্‌বাদী (হ ১।৫৬) অবাচ্য পরপাপাদির বক্তা।

অবাঙ্‌মুখ (গোচ পূর্ব ২৩।১২৯) অধোমুখ।

অবাচকতা (অ কৌ ১০।৪) যে শব্দ যে অর্থের বাচক নহে, মুখ্যার্থ-তাৎপর্যে সেই শব্দের প্রয়োগকে 'অবাচকতা' দোষ বলে। 'গীতেষু কর্ণমাদত্তে'—এই বাক্যে 'আদত্তে' পদটি গ্রহণার্থেই ব্যবহৃত হইলেও এস্থলে 'দান' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া অবাচকত্ব-দুষ্ট হইল।

অবাচী (গোচপূর্ব ১।১০৬) দক্ষিণ-দিক্‌। ২ অধোদিক্, ৩ অধোমুখী।

অবাচীন (ভা ৩।৩১।২২) নিম্নমুখ। **-তা** (গোচ পূর্ব ১১।৬৭) নম্রতা।

অবাচ্য (হরি ৭।৪২৯) দক্ষিণদিকে জাত, ২ অধোদেশে জাত, ৩ (হ ১১।৬৮৪) বলার অযোগ্য—অল্প হইলেও অপ্রিয় বাক্য, প্রিয় হইলেও মিথ্যা কথা এবং অন্যের দোষ।

অবাত (গোভা ১।২।১) বায়ুবিকার-প্রাণ-রহিত ব্রহ্ম। ২ বায়ুশূন্য স্থান, ৩ অহিংসিত।

অবাত্ত (আচ ৭।১০৪) গৃহীত।

অবাদী (আচ ১৫।১৬৪) নির্বিবাদ, অবিরোধী, অনুকূল। ২ বাক্যশূন্য।

অবান্তর—প্রধানের অন্তর্গত অঙ্গাদি, ২ প্রসঙ্গক্রমে আগত, ৩ সামান্যের বিশেষ কথন। **-দীক্ষী** (হরি ৭। ৮০৯) মধ্যস্থিত কার্য্যের জন্য দীক্ষিত।

অবাপ্তব্য (গীতা ৩।২২) প্রাপ্য।

অবার (হংস ১০৪) নদীপ্রভৃতির তীর। **-পার** (গোচ পূর্ব ১।৬৭) পরতীর। **-পারীণ** (হরি ৭।৮৬৭) [অবারপারং গচ্ছতীতি খ] নদীর পারগত ব্যক্তি। **অবারিত** (গোতা ২।৮৭) অবাধিত। **অবারীণ** (হরি ৭।৪১৯) নদীর পারে গত। **অবার্ত্ত** (আচ ১৩।৬২) মহান্, ২ রোগী।

অবাবা (আচ ২১।৭৬) [ওণৃ অপ-নয়নে+ঙ্বনিপ্] অপনয়নকারী, চৌর।

অবাষ্প (মাম ৭।৮৩) শীতল।

অবাস্য (চৈত ৮।১।১০) অবক্ষেপ্য।

অবাহ্য (গোচ উত্তর ৯।১৬) সন্নিকট, ২ বহনের অযোগ্য।

অবি (আচ ১৫।২২৩) মেষ, [২ সূর্য্য, ৩ আকন্দ বৃক্ষ, ৪ ছাগ, ৫ পর্বত।]

অবিকট (হরি ৭।৮৭৭) [অবীনাং সঙ্ঘাতঃ,অবি+কটচ্] মেষের পাল। ২ (ন+বিকট) সৌম্য।

অবিকত্থন (সাকৌ ৭।৯) স্বগর্ব-শূন্য।

অবিকর্ত্তন (আচ ১।২২) সূর্য্যরহিত, ২ [ন বিদ্যতে বিশেষেণ কর্তনং কালাদিভির্নাশো যত্র তৎ] কালাদি-দ্বারা অবিনাশ্য।

অবিকল (ভা ৭।২।২৪ পরিপূর্ণ—স্বামী, ২ শুদ্ধ, ৩ (গোলী ৪।৮২) উত্তম, ৪ (গোলী ১২।৪০) সাবধান। ৫ (প্রে চ ৪।১) অবিক্ষিপ্ত, অব্যাকুল।

অবিকল্প (ভগ ৫০) নির্বেদ—স্বামী। ২ (গীতা ১০।৭) নিঃসংশয়িত, ৩ নিশ্চল।

অবিকার (ভা ৩।২৬।২২) লয়-বিক্ষেপ-রহিত। **অবিকার্য্য** (গীতা ২।২৫) জন্মাদি-ষড়্‌বিকার-রহিত।

অবিকৃত ভাব (ভা ১০।৩।১৫) মহদাদি সূক্ষ্মতত্ত্ব। **অবিকৃতি** (আচ ৯।৩৫) বিশেষরূপে ক্রিয়া-রাহিত্য, ২ প্রলয়রূপ সাত্ত্বিক। ৩ সাংখ্যোক্ত মূলপ্রকৃতি। **অবিক্রিয়** (রত্ন ১।১) বিকার রহিত। ২ (ভগ ৬) যাহা হইতে সমস্ত বিকার বিদূরিত হইয়াছে, ৩ দেহেন্দ্রিয়াদি-আকার-রহিত—জী। ৪ (চৈত ১০। ১৪।৬) অখণ্ড।

অবিক্লব (ভা ৩।৩৩।৯) গম্ভীর—স্বামী। ২ (ভা ১০।৬৮।২০) স্পষ্টাক্ষর, ৩ অদৈন্য—সনা। ৪ নির্ভয়—জী।

অবিগলিত (ভা ৫।১।২৭) খণ্ডিত—স্বামী। ২ নিশ্চল—বি।

অবিগীত (চৈনা ১।৮) নিরবদ্য, নির্দোষ।

অবিঘাত (ভা ১।৬।৩২) অপ্রতিহত।

অবিচার (নাচ ৩৩৯) নাট্যশাস্ত্রমতে বিচারের অন্যথাভাব, বিচার-বিপর্য্যয়।

অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি (সিন্ধু ২।১। ১৯৪) অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামি-পর্য্যন্ত সকলের সৃষ্টিকর্তৃতা, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সংকর্ষণাদির মোহন, ভক্ত-বৃন্দের প্রারব্ধ-বিধ্বংসন এবং দুর্ঘট-ঘটনাদি। 'দুর্ঘট-ঘটনা' বলিতে স্বীয় দুরূহ অবস্থানের প্রকাশ।

অবিচ্যুত (হ ১০।৫৩০) নিত্য।

অবিচ্ছিন্না রতি (সিন্ধু ৩।৫।২১) কেবলমাত্র শ্রীরাধামাধবেরই (অন্য-

প্রেয়সীসহ মাধবের নহে) ছলক্রমে পরস্পরের দর্শনাদিময়ী রতি সজাতীয় (অন্যপ্রেয়সীর সঙ্গম-জনিত) বা বিজাতীয় (বৎসলাদি-জনিত) ভাবের সমাবেশেও কোনও (বীভৎসাদি) স্থলে কখনও (ভয়ানকাদি কালেও) স্বকার্য্যসাধন হইতে বিরত হয় না।

অবিজ্ঞাত (ভা ৪।২৯।৩) জ্ঞানের অবিষয়ীভূত ঈশ্বর। ২ (ভা ৫। ২০।৯) শাল্মলী-দ্বীপাধিপতি যজ্ঞবাহুর পুত্র ও তন্নামক বর্ষবিশেষ। **-নামা** (ভা ৪।২৫।১০) ঈশ্বর।

অবিৎ (ভা ৩।৫।১৪) অনভিজ্ঞ—স্বামী।

অবিত (আ চ ৪।৩৭) রক্ষিত, ২ পালিত।

অবিতথ (ভা ১০।৭৯।৭) অব্যর্থ—স্বামী, ২ সত্য, ৩ সত্যফলজনক—সনা, জী।

অবিতা (ভা ৪।৪।১৭) রক্ষক, ২ পালক।

অবিতৃট্ (ভক্তি ২৫৮) অলংবুদ্ধিশূন্য।

অবিতৃপ্ত (মুক্তা ১৫।২২) ক্ষুধিত—কৈ।

অবিতৃষ (মুক্তা ৮।১১) বিবিধতৃষ্ণারহিত—কৈ।

অবিথ্য (হরি ৭।১১৩) [অবয়ে হিতমিতি থ্যন্] যূথিপুষ্প।

অবিদাসী (কৃষ্ণ ২৬) উপক্ষয়শূন্য।

অবিদূর (ভা ১০।১১।৩৮) আহ্বানপ্রাপ্য দেশ—সনা।

অবিদূস (হরি ৭।৩৭৪) [অবের্দুগ্ধম্ অবি+দুগ্ধে দুসচ্] মেষীর দুগ্ধ।

অবিদ্ধদৃক্ (ভা ৮।৩।৪) অলুপ্তদৃষ্টি—স্বামী।

অবিদ্য (ভা ৯।২৪।২০) সোমবংশ্য দুন্দুভির পুত্র। [পাঠান্তর—অরিদ্যোত]।

অবিদ্যা (গো চ পূর্ব ৮।৫৪) মায়া। ২ (রত্ন ৪।৩৫) বিপর্যয় বা মিথ্যা জ্ঞান। ৩ অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি। ৪ অজ্ঞান। ৫ (গো ভা ২।২।১৯) বৌদ্ধমতে ক্ষণিক বস্তুতেও স্থিরতাভ্রান্তি। **-কর্মসংজ্ঞা** (ভগ ১৬) [অবিদ্যা কর্ম কার্যং যস্যাঃ সা তৎসংজ্ঞা] মায়া—জী। **-যুক্** (ভা ১১।১১।৭) নিত্যবদ্ধ—স্বামী। **-শক্তি** (বিপু ৬।৭।৬০) কর্ম, মায়া বা তমঃ।

অবিদ্বান্ (গো ভা ২।৩।১৮) তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, ভগবৎপরাঙ্মুখ।

অবিধান (চৈ ম আদি ২২) অবৈধ কার্য, 'চমকিত শচীদেবী দেখি অবিধান।'

অবিধুর (আ চ ১১।১৩২) উৎকৃষ্ট।

অবিধেয় (চৈ চ আদি ১৬।৫৩) অনুচিত।

অবিনাভাব (বৃ ১২।২) নিত্যসম্বন্ধ। ২ (রত্ন ১।৪৪) অবিচ্ছেদ, ন্যায়মতে—ব্যাপ্তি। ভট্টমতে—তাদাত্ম্য ও মীমাংসামতে স্বদেশবৃত্তিত্ব ও তাদাত্ম্য।

অবিনিময় (চৈত ১।১।১) যথার্থভাব।

অবিপক্ক (ভা ১।৬।২১) অদগ্ধ। **-কষায়** (ভা ১১।১৮।৪১) যাহার অনর্থ নষ্ট হয় নাই।

অবিপট (হরি ৭।৮৭৭) [অবীনাং বিস্তার ইতি অবি+পটচ্] মেষবিস্তার।

অবিপশ্চিৎ (গীতা ২।৪২) মূঢ়, ২ অল্পজ্ঞ। ৩ বিচার-শূন্য।

অবিপ্রকৃষ্ট (গোচ পূর্ব ৫।২৩) নিকট।

অবিপ্রলব্ধ (ভা ৫।১০।৯) যথার্থ।

অবিমরীষ (হরি ৭।৩৭৪) মেষীদুগ্ধ।

অবিমুক্ত (ভা ১০।৬৬।২৯) কাশীধামের অবিমুক্ত-নামক তীর্থের অধিষ্ঠাতা শিব—সনা। ২ (মথুরা ২৩৯) মথুরাস্থিত বিশ্রান্তির দক্ষিণাংশে অবস্থিত ঘাট। [৩ অত্যক্ত]।

অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ (অকৌ ১০।৯) বাক্যের মধ্যে প্রধানভাবে উল্লেখ্য বিধেয়াংশের অপ্রধানভাবে প্রয়োগ করার নাম—অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ বা 'বিধেয়-বিমর্ষ'। সমাসে গুণীভূত হইয়াই প্রায়শঃ এই দোষ ঘটে।

অবিরতি (মালা মু ২৩) বিরামশূন্য, নিরন্তর উদ্যত।

অবিরল (উ স ৯৯) ক্ষীণ, ২ (মালা মুকুন্দ° ২৯) গহন—বল। ৩ নিবিড়।

অবিরূঢ় (চৈ কা ১।২১) অনঙ্কুরিত, শুষ্ক।

অবিরোধ (চৈ ভা আদি ৫।৯৪) অবিঘ্ন। ২ একত্র সমাবেশ।

অবিরোধন (ভা ৫।১৫।১৪) মনুবংশ্য গয়-পত্নী গয়ন্তীর গর্ভজ সন্তান।

অবিল (আ চ ১৩।৯৬) নীরন্ধ্র, ছিদ্রশূন্য।

অবিলোক (চৈ না ১।৩) অদর্শন, ২ বিরহ।

অবিলোচনি (সিন্ধু ২।৪।১০) আন্ধ্য।

অবিবক্ষিত-বাচ্য (শেষ ৩।২) লক্ষণামূল ধ্বনি। ['ধ্বনিভেদ' শব্দ দৃশ্য]।

অবি-বরূথ (ভা ১।১৮।৪৩) মেষসংঘ।

অবিবিক্ত (ভা ১১।২৮।৩৩) অবিচারিত, ২ (রত্ন ৩।২৩) সম্বন্ধযুক্ত, অপৃথক্। ৩ বিবেকশূন্য।

অবিবৃত (ভা ৫।১২।১৫) অপ্রকট।

অবিবেক (ভা ১০।৪৮।২২) অবিচার

—সনা, ২ অনমুসন্ধান—জী।
অবিশদ (মালা স্ব ২৯) অস্পষ্ট।
অবিশেষ (পত্মা ৪৮) নাশাভাব—২ ভেদশূন্য, তুল্য।
অবিশেষণ (রত্ন ২।২৩) বাক্য, মন, গুণ ও কর্ম্মদ্বারা যাঁহাকে নিশ্চয় করা যায় না। ২ (ভা ৪।৭।৫০) বিশেষ-রহিত।
অবিশ্ব (চৈত ১০।১৬।৪৮) বিশ্বাতীত, প্রপঞ্চের অগোচর।
অবিষক্ত (বৃ ১৫।৩৮) অসংলগ্ন, অলিপ্ত।
অবিসোঢ় (হরি ৭।৩৭৪) [অবি—সোঢ়চ্] মেষীদুগ্ধ।
অবিস্মিত (ভা ৬।৯।২১) নিরহঙ্কার, ২ কৌতূহলশূন্য—স্বামী। ৩ অদ্ভুত-রহিত—বি।
অবিহত (ভা ৩।১৫।২৯) অনিবারিত।
অবিহিত (মুক্তা ৫।২) রাগানুগ—কৈ। ২ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ৩ অকৃত।
অবিহিতা ভক্তি (ভক্তি ৩১০) বিধিপ্রেরণায় অপ্রবৃক্তা অথচ রুচি মূলেই প্রবৃত্তা রাগানুগা ভক্তি।
অবী (হরি ২।৭৩) [অবি+ঈ, উণাদি ৪৩৮] ঋতুমতী। ২ মেষী।
অবীক্ষিৎ (ভা ৯।২।২৬) মনুবংশ্য নৃপতি করন্ধমের পুত্র। ইঁহার পুত্র মরুত্ত রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন।
অবীচি (ভা ৫।২৬।২৮, সিন্ধু ৩। ২।৮২) নরকবিশেষ।
অবীত (স্তব ৮।১২) চঞ্চল।
অবীরজাঃ (বিপু ৫।৩৮।৩৭) রজস্বলা নারী। **অবীরা** (ভা ৬।১৯।২৬) বিধবা—স্বামী। ২ পতিপুত্রশূন্যা—বি।
অবেক্ষা (ভা ১০।৭৪।২২) অনুগ্রহ—স্বামী। ২ দর্শন, ৩ অবধান, ৪ পর্য্যালোচনা। **অবেক্ষিত** (ভা ৬।৪।৩২) প্রতীত—স্বামী। ২ দৃষ্ট, ৩ পর্য্যালোচিত।
অবেদ্য (গো চ উত্তর ২৮।৫) অজ্ঞেয়। ২ [ন—বিদ্ লাভে+ণ্যৎ] অলভ্য। ৩ [গোবৎস]।
অবৈধিত (ভাবনা ৭।৩০) বর্দ্ধিত।
অবোদ (হরি ৫।৪১০) [অব—উন্দী ক্লেদনে+ঘঞ্] আর্দ্র।
অব্যক্ত (ভা ১০।৩।২৪, ১০।৯।১৪) পরম সূক্ষ্ম, সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ২ (ভা ২।১।৩৪) সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি (প্রধান)। ৩ (গো ভা ১।৪।১) শরীর। ৪ (ভা ১০।৩।২৪) পরব্রহ্ম, ৫ (ভা ১১।৫।২৩) সত্যযুগে ভগবানের নাম-বিশেষ। ৬ (ভা ১০। ৮৪।১৯) নির্বাণ—সনা। ৭ (ভা ১২।৬।৩৯) অস্পষ্ট। ৮ (ভা ৮। ৪।২২) মায়া—স্বামী। ৯ (ভা ৩।১২।৪৭) প্রণব—স্বামী। ১০ (গীতা ৮।২০) হিরণ্যগর্ভ, ১১ হিরণ্যগর্ভেরও কারণ—বি। **-চিৎ** (গো ভা ৩।২।১৩) প্রত্যক্‌চৈতন্য-স্বরূপ—বল। **-দিষ্ট** (তা ৫।১।১৩) ঈশ্বর-প্রদত্ত—স্বামী। **-বন্ধু** (ভগ ২৮) সান্নিধ্যমাত্রেই প্রকৃতির প্রবর্ত্তক—জী। **-মূল** (পরম ৩) প্রধানই যাহার মূল। **-লিঙ্গ** (ভা ১০।৬৯। ৩৬) বেষান্তরে আবৃত। **-বর্ত্ম** (ভা ৩।৮।৩৩) ভগবান্।
অব্যঙ্গ (ভা ১০।৫১।৪৬) অবিকল-দেহযুক্ত। ২ (গোচ পূর্ব ৭।৯০) স্পষ্ট। ৩ (সুধা ২৭) শিক্ষাদি-ষড়ঙ্গবেদশালী। ৪ (গোবি ৪১) পূর্ণ।
অব্যতিকর—সংসর্গাভাব।
অব্যতিরেক(ভা ১১।২।২২) অনুগত।
অব্যথ্য (হরি ৫।১৮৪) ব্যথাশূন্য।
অব্যভিচার (গীতা ১৪।২৬) একান্ত। ২ নৈয়ত্য। **অব্যভিচারী** (ভক্তি ৬০) ঐকান্তিক। ২ (ভা ৮।৮।১৯) নিত্য—স্বামী।
অব্যয় (গোভা ১।৪।৩) নির্বিকার, ২ (পরম ৪৫) অপক্ষয়শূন্য। ৩ (গীতা ১৪।২৭) নিত্য। ৪ (ভা ১০।৮০।১) কুশল—স্বামী। (হরি ২।৬, ২।৭)। ৫ তিন লিঙ্গে, সাত বিভক্তিতে ও তিন বচনে যে পদের রূপ সমানই থাকে। স্বরাদি, চাদি, কৃদন্তের ক্ত্বাচ্, ক্যপ্, ণমুল্, তুম্-প্রত্যয়ান্ত ও তদ্ধিতের বতিচ্ প্রভৃতি-প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয়।
অব্যর্থকালত্ব (সিন্ধু ১।৩।২৯) ভাবাঙ্কুর জন্মিলে প্রতিমুহূর্ত্তই শ্রীহরিসেবায় বা তৎসম্বন্ধিকার্য্যে বিনিয়োগ করা।
অব্যলীক (ভা ১০।৫১।৩০) অতি-প্রিয়, ২ নিষ্কপট—সনা। ৩ (বৃভা ১।৩।২৪) নিশ্ছিদ্র। ৪ (ভা ১।১৯। ২২) সত্য—স্বামী।
অব্যবসায়ী (গীতা ২।৪১) ঈশ্বরা-রাধন-বহির্মুখ—স্বামী। ২ সকাম-কর্ম্মী—বি।
অব্যবসিত (ভা ১০।৭।৯) সন্দিগ্ধ, অনিশ্চিত।
অব্যবহার্য্য (হ ১।৭২৪) ব্যবহারের অযোগ্য—অন্যব্যবহৃত পাদুকা, বস্ত্র, মাল্য, যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার ও গ্রাস।
অব্যবহিত (ভা ১০।২৩।২৬) নিরন্তর, ব্যবধান-রহিত। ২ সাক্ষাৎ।
অব্যাকৃত (ভা ৩।১১।৩৭) কার্য্যোপাধিশূন্য—স্বামী। ২ কালকৃত-বিকার-রহিত—বি। ৩ (ভা ৩।৩২। ৯) ঈশ্বর, ৪ প্রকৃতির অন্তর্যামী।

৫ (ভা ১২।৭।১১) প্রধান—স্বামী। ৬ (ভা ১০।১৬।৪৭) প্রপঞ্চাতীত—জী। ৭ (তত্ত্ব ৬২) অবিদ্যামোহিত কর্তৃত্বাভিমানী জীবই বিশ্বসৃষ্টির হেতু—ইহাকেই উপাধি-প্রাধান্যে 'অব্যাকৃত' বলা হয়। জীবের সংসারভোগের প্রতি ভোক্তৃত্বাদি-অভিমানই উপাধি। ঐ উপাধি প্রাকৃতিক ধর্ম হইতে সৃষ্ট—প্রলয়ে প্রকৃতিও অক্ষুব্ধাবস্থায় কারণে লীন হইয়া থাকে—সুতরাং সৃষ্টিকালে ও প্রলয়ে প্রকৃতির আশ্রয় না পাইলে জীবের থাকা সম্ভবপর নহে; এই জন্য জীবের চৈতন্য-প্রাধান্যের গ্রহণ-পূর্বক তাহাকে দেখিলে বলা হয়—'অনুশয়ী' আর জাগতিক প্রকৃতির মূলকারণের গ্রহণে তাহাকে দেখিলে 'অব্যাকৃত' বলা হয়। ৮ (গোভা ১৪।১৪) প্রধান, সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম-স্বরূপে নামরূপাদি অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) অবস্থায় ছিল। সৃষ্টিকালে উহারা ক্রমশঃ অভিব্যক্ত, প্রকটীকৃত হইয়া উপযোগিতালাভ করিয়াছে; সুতরাং 'অব্যাকৃত' বলিতে অনভিব্যক্ত নামরূপাত্মক ব্রহ্মই বাচ্য।

অব্যুচ্ছিন্ন (ভা ১০।৫৭।৩৯, মুক্তা ২।৪৩) সততপ্রবৃত্ত - স্বামী, ২ ধ্যেয়ান্তর-রহিত—কৈ।

অব্যুত্থাপিত (সিন্ধু ৪।৩।৭) অবিরোধিত—জী।

অব্যূঢ় (ভা ১।৩।৩২) অপরিণত—স্বামী।

অব্রণ (ভা ৮।৩।৭) অচ্ছিদ্র—স্বামী, ২ (কৃ বি ৬) অক্ষত, সুজাত।

অব্রত (ভা ১২।৩।৩৩) বিহিতাচার-শূন্য – স্বামী। **-ঘ্ন** (হ ১২।৯৯—১০০) ব্যাঘ্রাদি দুষ্ট জন্তু হইতে ভয়, ব্যাধি, ভ্রান্তি ও গুরুর আদেশে একবার মাত্র উপবাস লঙ্ঘন করিলেও ব্রতলোপ হয় না। মহাভারতে—জল, ফল, মূল, ক্ষীর, ঘৃত, ব্রাহ্মণ কামনা, গুরুর বচন ও ঔষধ—এই আটটি ব্রতঘ্ন নহে।

অব্বা (হরি ২।৬৭) মাতা।

অশকল (আচ ২।৫৩) পূর্ণ।

অশকুন (গোচ পূর্ব ১১।২৭) অশুভ, দুর্নিমিত্ত অনিষ্টসূচক কাকাদি-দর্শন।

অশক্ত (হ ১১।৫২—৬০) অসমর্থ ব্যক্তি—আরাধনে অক্ষম জন শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অর্চন-সাধন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবে, তাহাতেও অপারগ হইলে পূজাদর্শন করিলেও পূজাফল-প্রাপ্তি করিতে পারে। (হ ১২।৩৬) রোগী বা রোগমুক্ত হইয়াও দুর্বল ব্যক্তিগণ শ্রীহরিবাসরে উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে—বালক বা অশীতিপর বৃদ্ধ প্রভৃতিও—একভক্ত, নক্তব্রত, দুগ্ধ, মূল ও ফল ভক্ষণ করিয়া একাদশীর সম্মান করিবেন, তাহা হইলেও ব্রতলোপ হইবে না। হবিষ্যান্নাদিগ্রহণেও ব্রতের মর্য্যাদা-রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, মুমূর্ষু ব্যক্তি প্রতিনিধিদ্বারা যথাবিধি ব্রতাচরণ করিবেন। (হ ১৫।২৫২) কেহ কেহ একাদশী এবং শ্রবণাদ্বাদশীর প্রাপ্তিতে দুইটি উপবাসের ব্যবস্থা করেন এবং অশক্ত-পক্ষে একাদশী-ত্যাগেও দ্বাদশীতে ব্রত ব্যবস্থা দেন; কিন্তু টীকাতে শ্রীপাদ স্পষ্টতঃই বলিলেন—বৈষ্ণবেরা মহাদ্বাদশীতেই কেবল উপবাস করিবেন, একাদশী-ত্যাগজনিত দোষ তাহাতে স্পর্শ হইবে না। এস্থলে শক্তাশক্তের বিচার কর্তব্য নহে।

অশন (ভক্তি ২৫৮) ক্ষুধা। [২ ভক্ষণ, ৩ ব্যাপ্তি]। **অশনা** (ভা ৬।১৪।৫৭) ক্ষুধা। ২ (ভা ৬।১৮।১৭) বলির পত্নী ও বাণের মাতা।

অশনায়া (আচ ৭।৯৬) বুভুক্ষা।

অশনি (চৈনা ১।৫৮) বজ্র। ২ বিদ্যুৎ, ৩ অগ্নি। **-পঞ্জর** (মালা ত্রি ২) অভয়স্থান।

অশন্দ (গৌবি ৩১) অকল্যাণ-নাশক।

অশব্দ (গোভা ১।১।৫) শব্দাগোচর ব্রহ্ম।

অশরণ (ভা ১০।৮৪।৪০) প্রব্রজিত—স্বামী। বিষ্ণুর আশ্রয়বান্—সনা।

অশরীরী (ভা ১০।১০।৩৪) প্রাকৃত শরীর-রহিত। ২ দেহিধর্ম-রহিত—সনা।

অশান্ত (চৈনা ১।২) অকুশ, ২ অনাশ্য।

অশান্ত-কাম (ভক্তি ৬৪) কামনা-বশ।

অশান্তিদ (ভা ৭।১৫।৪৮) অত্যাসক্তিযুক্ত।

অশাশ্বত (গীতা ৮।১৫) অনিত্য—স্বামী।

অশিশ্বী (হরি ৭।২০৯) [অশিশু—স্ত্রিয়াং ঙীপ্] শিশুরহিতা স্ত্রী, অনপত্যা।

অশীতকিরণ (ভাবনা ১২।১৯) সূর্য্য।

অশীতল (আচ ৭।১৭) অনলস।

অশীতিচর্ম (হব ১৩৭।২১) আশি-জনকর্তৃক বাহ্য দারুময় আসনবিশেষ—নীল।

অশুচিব্রত (গীতা ১৬।১০) মদ্য-মাংসাদিতে নিষ্ঠাযুক্ত।

অশুদ্ধবৈরি (হ ৮।৩৩৮) পরমপাবন।

অশুভ (ভা ১০।২৯।১০) বিষয়বাসনা।

২ ভক্তি-প্রতিযোগী যাবতীয় অনর্থ—জী। ৩ তাপত্রয়, ৪ অমঙ্গল। ৫ পাপ।

অশুল্কদাসিকা (ভা ১০।৩১।২) অমূল্যদাসী—স্বামী। ২ অধমদাসী—সনা।

অশুশ্রূষু (ভা ১১।২৯।৩০) অশ্রদ্ধায় শ্রবণকারী—বি। ২ (গীতা ১৮।৬৭) পরিচর্য্যারহিত—স্বামী। ৩ শুনিতে অনিচ্ছুক—বল।

অশুষির (চৈকা ৪।৭৩) অচ্ছিদ্র।

অশৃণি (ভা ৪।৪।১৭) নিরঙ্কুশ।

অশৃণ্য (ভা ৩।১৭।২২) নিরঙ্কুশ।

অশেষ (চৈত ৮।৩।২৪) [ন বিদ্যতে শেষো যস্য] শ্রীকৃষ্ণ, ২ পরিণাম-শূন্য, ৩ সম্পূর্ণ। **-সংজ্ঞ** (ভা ১০।৩।২৫) অশেষাত্মক প্রধানে বুদ্ধিশীল—স্বামী। ২ (চৈত ১০।৩।২৫) যাঁহার পার্ষদগণ অমর, ৩ নিখিল পার্ষদ-বিষয়ে জ্ঞানী।

অশেষাত্মা (ভা ১১।৬।১৮) সর্বাবতারাবতারি-স্বরূপ—বি।

অশৈব (ভা ৩।১।১৩) অমঙ্গল।

অশোক (আচ ১।২১) শোক-রহিত, ২ বৃক্ষবিশেষ। ৩ বকুল। ৪ পারদ। **-পুষ্পমঞ্জরী** (ছ ২।১৮৫) দণ্ডক ছন্দোবিশেষ। **-মঞ্জরী** (কৃষ্ণা ৪।২১৩) শ্রীরাধা-কিঙ্করী। ২ (ছ পরিশিষ্ট ৭০) দণ্ডক-ছন্দোবিশেষ। **-লতা** (উ ১৪। ৭২) সত্যভামার সখী। **-বন** (চৈম শেষ ২।২৪২) গোবর্ধনপর্বতের উপরিস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে। **-বনিকাশ্রম** (ভা ৯।১০।৩০) লঙ্কায় রাবণের প্রমোদ-কানন—এস্থানে শ্রীসীতাদেবী কিছুদিন ছিলেন। **-বর্দ্ধন** (ভা ১২।১।১৩] মৌর্যবংশ্য বারিসারের পুত্র।

অশৌচ (হ ১১।৪) মৃতাশৌচ। ২ (হরি ৭।২৭) অশুচির ভাব।

অশ্মক (ভা ৯।৯।৪০) সূর্য্যবংশ্য কল্মাষপাদের পুত্র। ইনি সৌদাসের ক্ষেত্রজ ও মদয়ন্তীর সন্তান। সাতবর্ষ পর্য্যন্ত গর্ভে থাকিয়াও প্রসূত না হওয়ায় বশিষ্ঠ পাষাণদ্বারা আঘাত করায় ইঁহার জন্ম হয়।

অশ্ম-প্লব (ভা ৬।৭।১৪) পাষাণ-ময়-তরণীর আরোহী। **ʼর** (হরি ৭।৩৯৪) প্রস্তর-সম্বন্ধীয়। **-সার** (চৈত ২।৩।২৪) পাষাণ হইতেও কঠিন। **-সার-হৃদয়** (ভক্তি ৪১) শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনেও অবি-গলিত-চিত্ত। **অশ্মা** (ভাবনা ৮।৫৩) প্রস্তর।

অশ্রদ্দধান (গীতা ৪।৪০) কিঞ্চিৎ শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও বাদিগণের বিরুদ্ধ মত-শ্রবণে সর্বত্র বিশ্বাসহীন—বি। ২ (গীতা ৯।৩) শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ভক্তির সর্বোৎকর্ষকেও কেবল স্তুতি-বাদ বলিয়া জ্ঞানযুক্ত। **অশ্রদ্ধা**। ভক্তি ১৫৪, শ্রীনাম, বৈষ্ণব, গুরু, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতির মহিমাদি দেখিয়া শুনিয়াও অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনাদি-বশতঃ বিশ্বাসের অভাব। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপাদি দর্শন করিয়াও দুর্যোধনের তাঁহাতে পরমেশ্বর-বুদ্ধির অভাব।

অশ্রদ্ধিত (ভা ৮।২০।১৪) অজাত-শ্রদ্ধ—স্বামী।

অশ্রবণি (সিন্ধু ২।৪।১০) বধিরতা।

অশ্রান্ত (আ চ ১৫।১৭১) নিরন্তর, ২ শ্রমরহিত।

অশ্রী (ছ ১।১৪) দারিদ্র্য। ২ শোভাশূন্য।

অশ্রু (সিন্ধু ২।৩।৫৩) হর্ষ, রোষ ও বিষাদাদিদ্বারা নেত্রে জলোদ্গম। হর্ষজ অশ্রু শীতল এবং রোষাদিজ—উষ্ণ। নয়নের ক্ষোভ, রক্তিমা ও সম্মার্জনাদি সর্বত্র ঘটে। **-কল** (ভা ১।১৭।২৭) [অশ্রূণি কলয়তি মুঞ্চতীতি] অশ্রুমোচক—স্বামী। **-কলা** (ভা ১০।১৭।১৯) নেত্রজলধারা—সনা।

অশ্রুপ্রমার্জন (হব ২।৮৬।৩৫) শোকাপনয়ন।

অশ্লীলতা (অকৌ ১০।৬, ৩৮) অর্থ-দোষ ; সভ্য বক্তার অনভিপ্রেত অথচ অসভ্য সমাজে প্রচলিত কুৎসিত অর্থের প্রকাশকে 'অশ্লীলত্ব' কহে। ইহা ত্রিবিধ—লজ্জা, ঘৃণা ও অমঙ্গল-বোধক। সৈন্যাদি উপায়-অর্থে প্রযুক্ত 'সাধন' শব্দ মেঢ্রবাচক হইলে ব্রীড়াকর হয়। বৈশ্যবাচক 'বিট্' শব্দ বিষ্ঠাবাচক হইলে জুগুপ্সাকর এবং অদর্শনার্থে প্রযুক্ত 'বিনাশ' শব্দ অমঙ্গলকর।

অশ্ব-ক (হরি ৭।১০৭৩—৭৪) অশ্ব-প্রকার, কুৎসিত অশ্ব। **-গতি** (ছ ২।১৩১) ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ২ (ছ পরিশিষ্ট ৫৬) অষ্টাদশাক্ষর ছন্দঃ। **-গোযুগ** (হরি ৭।৮৭।৮) [অশ্বদ্বিত্বে অশ্ব+গোযুগচ্] দুইটি অশ্ব। **-তর** (ভা ৫।২৪।৩১) পাতালবাসী নাগ। ২ গর্দভ-কর্তৃক অশ্বায় উৎপন্ন খচ্চর। **-তরী** (ভা ২।১।৩৫) গর্দভ হইতে বড়বায় (অশ্বায়) জাত খচ্চর।

অশ্বত্থ (সুধা ১০১) প্রপঞ্চ-নিয়ামক। [২ বৃক্ষবিশেষ]

অশ্বত্থামা (ভা ১।১২।১) দ্রোণাচার্য্যের ঔরসে ও কৃপীর গর্ভে জাত সন্তান।

জন্মকালে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করায় ঐ নাম হয়। °দ্বার পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দ্বার। এই দ্বারের অভ্যন্তরে দুইটি ক্ষুদ্র অশ্বমূর্ত্তি ছিল। **-মেধঘাট** (রসিক উত্তর ৯।১৩) উৎকলদেশস্থ যাজপুরে বৈতরণীনদীর ঘাট—এস্থানে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু স্নান করত বরাহদেবের দর্শন করিয়াছেন। **-মেধজ** (ভা ৯।২২।৩৯) পাণ্ডববংশ্য সহস্রানীকের পুত্র। **-ললিত** (ছ ২।১৭০) ত্রয়োবিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-বার** (স্তব ২৯।১) অশ্বারোহী। **-শিরাঃ** (ভা ৪।১।১২) অথর্ব্বার পুত্র ঋষি দধ্যঙ্। [২ দানবভেদ, ৩ হয়শীর্ষ বিষ্ণুমূর্ত্তি]। **-ষড়্গব** (হরি ৭।৮৭৯) [অশ্বানাং ষট্কমিতি অশ্ব+ষড়্গব] ছয়টি অশ্ব। **-সেন** (ভা ১০।৬১।১৩) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী শ্রীসত্যার গর্ভজাত পুত্র। [২ নাগবিশেষ]।

অশ্বস্তনবিৎ (ভা ৪।২৫।৩৮) ইহলোকের চিন্তাশূন্য—স্বামী।

অশ্বিক (হরি ৭।৬১৩) [অশ্বান্ ভারভূতান্ বহতি হরণীতি ঠ] অশ্ববাহী।

অশ্বিনীকুমার (ভা ৩।৬।১৪) সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মলাভ করেন। ইঁহারা স্বর্গবৈদ্য, পাণ্ডু-পত্নী মাদ্রীর ক্ষেত্রে ইঁহারা নকুল ও সহদেবকে জন্ম দেন। ইঁহারা অন্ধ চ্যবনকে দৃষ্টিশক্তি দান করিলে তিনি ইহাদিগকে সোমরসপান করাইতে স্বীকৃত হন। ইন্দ্র তাহাতে বজ্র উত্তোলন করিলেও চ্যবনের তপোবলে বজ্র স্তম্ভিত হয় [ভা ৯।৩।১২—১৫]।

অশ্বীয় (হরি ৭।৩৪১) অশ্বসমূহ।

অষড়ক্ষীণ (আচ ৫।৪৪) ছয় চক্ষুর অগোচর অর্থাৎ গুপ্ত [মন্ত্রণা]।

অষ্ট আবরণ (বৃ ভা ২।২।২২৫) পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও প্রধান।

অষ্টক (ভা ৯।১৬।৩৬) ঋষি, বিশ্বামিত্রের পুত্র। ২ (হরি ৭।৩৫২) পাণিনি-স্মৃত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের অধ্যেতা বা জ্ঞাতা। ৩ (হরি ৭।৭৭১) পাণিনীয় সূত্র। ৪ অষ্টশ্লোকে বিরচিত স্তোত্রাদি। **-বৃত্তি** (হরি ৩।৪৭) পাণিনীয় ব্যাকরণের উপর বররুচি-প্রণীত বৃত্তিগ্রন্থ।

অষ্টকা (ভা ৭।১৪।২১, হরি ৭।৭৪) [অশ্+তকন্ উণাদি] গৌণচান্দ্র পৌষ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত কৃষ্ণাষ্টমীতে বিহিত পার্ব্বণশ্রাদ্ধ—পৌষে পূপাষ্টকা, মাঘে মাংসাষ্টকা এবং ফাল্গুনে শাকাষ্টকা।

অষ্ট-কাল (কৃষ্ণা ১।১) স্মরণ-ভক্তিযাজনের জন্য সমগ্র দিবারাত্রকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া সাধকগণ লীলা চিন্তা করেন। অষ্টযামই অষ্টকাল—নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, প্রদোষ ও নৈশ। মধ্যাহ্ন ও নৈশকাল বার দণ্ড, অন্যান্য সবগুলি প্রত্যেকে ছয়দণ্ড-পরিমাণই প্রায়িক নিয়ম। শ্রীগোপালগুরু-প্রভৃতির পদ্ধতিতে নিশান্ত, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও প্রদোষ—প্রত্যেকে তিন ঘটিকা, প্রাতঃ ও সায়ং প্রত্যেকে দুই ঘটিকা এবং মধ্যাহ্ন ও নৈশ লীলা প্রত্যেকে চারি ঘটিকা। °**কুলপর্ব্বত** (সভা ১।৬৩ টী) মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিপাত্র ও হিমালয়। **-গন্ধ** (হ ২৬৫) উশীর (বেণামূল), কুঙ্কুম, কুষ্ঠ (কুড়), অগুরু, বালক (বালা), মুরা (তালপর্ণী), জটামাংসী ও শ্বেতচন্দন। মতান্তরে—চন্দন, কর্পূর, অগুরু, কুঙ্কুম, গোরোচনা, কক্কোলক (কাঁকলা), কপি (শিলারস) ও জটামাংসী। **-দিক্পাল**—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম এবং ঈশান—ক্রমশঃ পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত। **-দিগ্গজ** (আচ ১।৬০) ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক। **-দোষ** (সস ভগ ৩০) মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত বিবিধ কল্পের দোষ-বিশেষ। 'প্রমাণত্বাপ্রমাণত্ব-পরিত্যাগপ্রকল্পনা। প্রত্যুজ্জীবন-হানিভ্যাং প্রত্যেকমষ্টদোষতা॥ কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিতে বিধি আছে—ব্রীহি বা যবসমূহদ্বারা যজ্ঞ করিবে। এস্থলে ব্রীহি-গ্রহণে প্রতীত-যবপ্রামাণ্যের পরিত্যাগ হইল, অপ্রতীত যবের অপ্রামাণ্য-প্রকল্পনা হইল। পক্ষান্তরে যবগ্রহণে পরিত্যক্ত যব-প্রামাণ্যের উজ্জীবন, স্বীকৃত যবপ্রামাণ্যের হানি ঘটিল। যব-সম্বন্ধে যেমন এই চারিদোষ, ব্রীহি-সম্বন্ধেও এই চারিদোষ ঘটে। বিকল্প দ্বিবিধ—ইচ্ছাবিকল্প ও ব্যবস্থিত-বিকল্প। অষ্টদোষভয়ে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ইচ্ছাবিকল্প পরিত্যাজ্য। **-দ্রব্য**—অশ্বত্থ, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, সমিৎ, তিল, সিদ্ধার্থ ও ঘৃত। **-ধাতু**—স্বর্ণ, রূপ্য, তাম্র, পিত্তল, কাংস্য, সীসা, রাং ও লৌহ। **-নিধ** (হব ৩।১৪।১৩) সাংখ্য-মতে

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চতুর্থ মন, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চভূত, কাম, কর্ম ও অবিদ্যা। **-নিধি** (কৃষ্ণ ১০৬) পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নীল, নন্দ ও শঙ্খ। **-নেমি** (ভা ৮।৫।২৮) 'অষ্টাবরণ' দ্রষ্টব্য। **-পদ** (হ ৭।২৪) নাগকেশর পুষ্প। **-পদী**—শ্রীজয়দেব-প্রণীত শ্রীগীতগোবিন্দের দাক্ষিণাত্যদেশে প্রচলিত নাম। **-পাশ** ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, নিদ্রা, জুগুপ্সা, জাতি, কুল ও শীল। **-পুষ্প** (বিপু ৫।৭।৬৬) অহিংসা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সর্ব্বভূতদয়া, দম, শম, তপঃ, ধ্যান ও সত্য। **-প্রকৃতি** (মাম ৭।১৩২) রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও পৌরজন। ২ (স্থ ৪।১৬) প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। **-প্রতিমা** (সস ভ ৩০) শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী। **-প্রমাণ** (স্থ ১২) প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য। **-ভুজ** (ভা ৪।৩০। ৭, প্র ৮।৮, স্থ ২।৩০) অষ্টবাহু শ্রীনারায়ণ। (চৈভা আদি ৫।১২৭) শ্রীগৌরগোপাল তৈর্থিক বিপ্রকে অষ্টভুজ প্রদর্শন করাইয়াছেন। **-ভোগ** (ভা ৩।১৫।৪৫) অণিমাদি ঐশ্বর্য্য—স্বামী। ২ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কৃপা, কর্ম ও ঐশ্বর্য্য—বি।

অষ্টম (হরি ৭।১০।১৬) [অষ্টমো ভাগ ইতি অ] অষ্টমাংশ। **-গ্রহ** (আচ ১৮।১০৮) রাহু। °**মঙ্গল**—সিংহ, বৃষ, হস্তী, কলশ, ব্যজন, বৈজয়ন্তী, ভেরী ও দীপ। মতান্তরে—ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, স্বর্ণ, ঘৃত, আদিত্য, জল ও রাজা। **-মধু** (মাম ৭।৩৪) মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল। [ভাবপ্রকাশ ও রাজনির্ঘণ্ট হইতে বিশেষ বিবরণ জ্ঞাতব্য]।

অষ্টম মনু (ভা ৮।১৩।১১) সার্বণি। °**মহাদ্বাদশী** (হ ১৩।২৬৫—৬৬) উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া জয়ন্তী ও পাপনাশিনী। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ মহাদ্বাদশী শব্দে ও তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]। **-মহিষী** (উ ৩।৯—১০) রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা কৌশল্যা ও মাদ্রী। ইহাদের মধ্যে রুক্মিণী ও সত্যভামাই প্রধানা, ঐশ্বর্য্যে রুক্মিণী এবং সৌভাগ্যে সত্যভামাই শ্রেষ্ঠা।

অষ্টমী ইন্দু (চৈচ মধ্য ২১।১২৭) অর্দ্ধচন্দ্র। °**মৃৎস্না** (মাম ৭।৩১) নদীকূল, বরাহদন্ত, বেশ্যাদ্বার, বৃষশৃঙ্গ, বল্মীক, সমুদ্র, দেবদ্বার ও গঙ্গার মৃত্তিকা। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত মৎস্যপুরাণে (১৯।৩০৪,৩১৭) হস্তী বা অশ্বদ্বারা উৎখাত, চতুষ্পথস্থ, বল্মীক, বরাহোৎখাত, অগ্নিগৃহ, তীর্থ, হ্রদ ও গোখুরোত্থ মৃত্তিকা। **-রত্ন** (হ ১৯। ৯৫৩) বজ্র, মৌক্তিক, বৈদূর্য, শঙ্খ, স্ফটিক, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল এবং মহানীল। **-লিঙ্গ** (গোতা ২।৪১, কৃষ্ণ ১০৬) বীরেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, অম্বিকেশ্বর, গণেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, গোপেশ্বর, ভদ্রেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর—এই অষ্টলিঙ্গ মথুরামণ্ডলে বিরাজমান। **-বসু** (কৃষ্ণ ১০৬, স্থ ২।৩) দক্ষকন্যা বসুর গর্ভজাত—ধর, ধ্রুব, সোম, অহ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস (মহা° ১।৬৬।১৮) যথা—'ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ অহশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

অষ্টবিধা ভক্তি (ভক্তি ২৪৭) (১) ভক্তজনবাৎসল্য, (২) পূজাবিষয়ে অনুমোদন, (৩) ভগবৎকথাশ্রবণে প্রীতি, (৪) স্বরনেত্রাদি-বিকার, (৫) ভগবৎপ্রীতির জন্য নৃত্য, (৬) ভগবদর্থে দম্ভত্যাগ, (৭) স্বয়ং অর্চন এবং (৮) বিষ্ণুকে জীবিকা না করা। °**শাব্দিক** (গো চ পূর্ব ১৮। ১৫৯) ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলী, শাকটায়ন, পাণিনি, অমরসিংহ ও জৈনেন্দ্র। **-সখী** (কৃ গ ৭৯) ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকবল্লিকা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী। **-সদ্‌গুণ** (সিন্ধু ২।১।২৫২) শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য্য, তেজঃ, ললিত ও ঔদার্য্য। ইহারা পুরুষ-গত গুণ। **-সাত্ত্বিক** (সিন্ধু ২।৩।১৬) স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। **-সিদ্ধি** (গো চ পূর্ব ১।২৩, কৃষ্ণ ১০৩) অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা।

অষ্টাকপাল (হরি ৬।২৬৫) যে যজ্ঞে আটটি কপালে পুরোডাশ পাক করিয়া হোম করিতে হয়, তাহা।

অষ্টাগবম্ (হরি ৬।২৬৫) আটটি গরুযুক্ত শকট।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ (হব ১।২৯।২০) কায়, বাল, গ্রহ (ভূতপ্রেতাদি), ঊর্দ্ধাঙ্গ (শিরোনেত্রাদি), শল্য (শস্ত্রা-

ঘাতাদি), দংষ্ট্রা (স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিষ), জরা (রসায়নাদিদ্বারা জরার দূরীকরণ) এবং বৃষ (বাজীকরণ তন্ত্র) —এই আটটি আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ। °প্রণাম (হ ৮।৩৬০) বাহুযুগল, চরণযুগল, জানুযুগল, বক্ষ:, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন ও বচন—এই অষ্টাঙ্গদ্বারা প্রণতি। দৃষ্টিদ্বারা প্রণাম—চক্ষুর ঈষৎ নিমীলনে, মনদ্বারা—'শ্রীপ্রভুর চরণে এই মস্তক রাখিলাম' —এই প্রকার ধ্যানে এবং বাচিক প্রণাম—'হে ভগবন্! আমাকে প্রসাদভাজন কর' ইত্যাদি বোধ্য। -মৈথুন—স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি। -যোগ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

অষ্টাদশ-পুরাণ (তর ১২।৭।৬—৯) ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম ও ব্রহ্মাণ্ড। °মহাদোষ (সিন্ধু ২।১।২৪৭-৪৮) মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা (প্রেমসম্বন্ধ ব্যতীতও আসক্তি), দুঃখদ লৌকিক কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বৈষম্য, পরাপেক্ষা —এই অষ্টাদশ দোষ শ্রীকৃষ্ণে ত নাই-ই, কিন্তু ভক্তপ্রেমসম্বন্ধে মোহ-তন্দ্রাদি কুত্রচিৎ দৃষ্ট হইলেও তাহাতে দোষ ত হয়ই না, বরং গুণই হয়, বলিতে হইবে। -মহারথ (কৃষ্ণ ১৭৪) প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান্, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, ভানুবৃন্দ, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবর্হি, বরূথ, কবি ও ন্যগ্রোধ। -বিদ্যা (বিপু ৩।৩।২৯) ৪ বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। -সিদ্ধি (ভা ১১।১৫।৪-৮) অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা, কামাবসায়িতা, অনূর্ম্মিমত্ত্ব, দূরশ্রবণদর্শন, মনোজব, কামরূপ, পরকায়-প্রবেশন, স্বেচ্ছামৃত্যু, দেবগণসহ ক্রীড়া, যথাসঙ্কল্পসিদ্ধি, অপ্রতিহতা আজ্ঞা ও অপ্রতিহতা গতি।

অষ্টাদশাক্ষর-ফলা (সা ৬) শ্রীরাধা।

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র (চৈ চ আদি ৫।২২১) শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাবাত্মক উপাসনার আঠার-অক্ষরযুক্ত মন্ত্ররাজ।

অষ্টাপদ (গৌ বি ১১৯) স্বর্ণ। ২ (গোলী ১৮।২৮) পাশক।

অষ্টাবক্র (রত্ন টী ৩।৩৭) প্রসিদ্ধ জ্ঞানী মহর্ষি।

অষ্টবিংশতি-তত্ত্ব (ভা ১১।২৪।৬, জী —টী) ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, স্বভাব, সূত্র, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, উভেন্দ্রিয় মন, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত।

অষ্টি (ভা ৪।২৮।৩৬) বীজ—স্বামী। ২ (ছ ১।২৮) শ্লোকের প্রতিপাদে ষোল অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত।

অষ্টিকা (হরি ৭।৭৪) খারী।

অষ্ঠীবান্ (হরি ৭।৬১) জানু, ২ গ্রামভেদ।

অসংজ্ঞান (গো চ পূর্ব ২৪।১৪) অননুসন্ধান।

অসংপ্রমাদ (ভা ৫।৫।১২) কর্ত্তব্যের অপরিত্যাগ।

অসংমূঢ় (গীতা ১৫।১৯) নিশ্চিতমতি, ২ মোহনির্ম্মুক্ত।

অসংযুগ (ভা ১০।৪।৩৬) স্ত্রীপার্শ্বাদি —সনা। ২ যুদ্ধব্যতীত।

অসংবরণ (ভা ১০।৮৭।২০) আবরণশূন্য—স্বামী, ২ পরিচ্ছেদের অভাব, ৩ সহাবস্থানের অভাব—সনা, ৪ ব্যাপ্তিহীনতা।

অসংবিৎ (ভা ৯।১১।১০) অজ্ঞ।

অসংবীত (ভা ৫।৬।৭) নগ্ন, উলঙ্গ।

অসংবৃত (ভা ১০।২।২৮) অপ্রসারিত, ২ অনাবৃত।

অসংসক্ত (ভা ১১।১১।১২) নির্লিপ্ত, অনাসক্ত।

অসংস্থতি (ভা ৬।১।১) মোক্ষ—স্বামী।

অসংহার্য্য (হব ৩।২।২১) সর্বাঙ্গযুক্ত।

অসকৃৎ (ভা ১০।৬০।৫৪) নিত্য, সর্বদা, পুনঃপুনঃ।

অসক্ত (ভা ৪।৭।২৯, গীতা ৩।৭, ১৩।১৫) আসক্তিশূন্য, নিষ্কাম।

অসক্থ, অসক্থি (হরি ৭।১৫৩) জানুহীন।

অসঙ্কট (হর ১৬।১০) বহুবিস্তৃত।

অসঙ্কোচ (অকৌ ৭।১১) বিস্তার।

অসঙ্গ (ভা ১১।২।৩৯) নিস্পৃহ, আসক্তিশূন্য। ২ সঙ্গরহিত, ৩ বৈরাগ্য, ৪ (মালা গোবি ৮) ফলাভিলাষশূন্য।

অসঙ্গতি (অকৌ ৮।৪৬) ভিন্ন ভিন্ন দেশে অথচ সমকালে কার্য্য ও কারণের স্থিতি-বর্ণনাকে 'অসঙ্গতি' অলঙ্কার বলে। বিরোধালঙ্কার একাশ্রয়ত্ব-স্থলেই প্রযোজ্য বলিয়া অসঙ্গতি হইতে তাহার ভেদ নির্দিষ্ট হয়।

২ (গো লী ১০।২৩) সঙ্গাভাব।

অসঙ্গম (ভা ৩।২৯।১৬) বৈরাগ্য—স্বামী। ২ দুঃসঙ্গত্যাগ—বি।

অসজ্জনকৃৎ (ভা ১১।২২।৪২) দুষ্ট-পুত্রোৎপাদক।

অসৎ (গীতা ১১।৩৭) অব্যক্ত, ২ (পরম ৫৭) কারণ, সূক্ষ্ম শুদ্ধ জীব-প্রধানাখ্য চিদচিদ্ বস্তু। ৩ অদৃশ্য। ৪ পরিণামি বস্তু—বল ; ৫ (হলী ৩।১২) প্রকৃতি—হে। ৬ (ভা ১০।১৪।২২) সার্বকালিক সত্তারহিত। ৭ (ভা ১০।৮৭।১৭) জড় ; ৮ ভা ১১।২৬।৩) শিশ্নোদর-পরায়ণ। ৯ (ভা ৫।১।১৬) মিথ্যাভূত। ১০ (গোভা ১।৪।১৫) সূক্ষ্মশক্তিক ব্রহ্ম। **-কর্ম** (গীতা ১৭।২৮) শ্রদ্ধা-বিহীন হইয়া কৃত হোম, দান, তপস্যা ইত্যাদি। **-কৃত** (ভা ৩।১৬।৪, গীতা ১১।৪২) তিরস্কৃত। **-খ্যাতি** (ভা ১১।১৬।২২ জী টী) শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ-মতে শূন্য হইতে সর্ববস্তুই অবিদ্যাবলে জাত হয় ; সুতরাং অলীকপদার্থরূপে ভাসমানতাই অসৎখ্যাতি।

অসত্তম (ভা ১০।৪৪।৩৩) মহাদুষ্ট, ২ শ্রেষ্ঠ সাধু—সনা।

অসত্ত্ব (ভা ১০।৮৮।১১, রত্ন ৫।৯) তুচ্ছ, ২ অবিদ্যমানতা, ৩ অসতের ভাব, ৪ অনাত্মা বা জড়, ৫ দৌর্বল্য।

অসত্য (গীতা ১৬।৮) মিথ্যাভূত দ্রব্য।

অসত্বর (ভা ৪।২৪।৭৭) স্থির।

অসৎসঙ্গ (চৈচ মধ্য ২২।৮৪) স্ত্রীসঙ্গী (স্ত্রীলোকে আসক্ত) ও শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত।

অসৎসভা (ভা ১।৮।২৪) দ্যূতস্থান।

অসদ্গতি (ভা ১১।৩০।৩৮) পাপ-যোনি—স্বামী।

অসদ্গ্রহ (ভা ৭।৫।৩) মিথ্যা অভিনিবেশ।

অসদ্গ্রাহ (ভা ১০।৪০।২৩, গীতা ১৬।১০) দেহাদি অনিত্য বস্তুতে অত্যাসক্ত। ২ দুষ্ট আগ্রহ।

অসদ্ধ্রুক্ (কৃবি ৪২) দৈত্য-দানবাদি।

অসদ্বাদ (হ ১১।৭১৮ অসাধু কথা, ২ অসদ্গণের সহিত গোষ্ঠী বা বিচার। ৩ (গোভা ১।১।১, ২।১।১৭-১৮)। 'সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ (অনভিব্যক্ত) ছিল'—ইত্যাদি বৈদিক-বাক্যাবলম্বনে অসৎ হইতে সতের সৃষ্টি-কল্পনা। শঙ্করাচার্য্য অসৎকার্যবাদ খণ্ডন করিয়া সৎকার্যবাদের স্থাপন করিয়াছেন (ভাষ্য—২।১।১৮)। শক্তি কারণ হইতে ভিন্ন নহে, তাহার পৃথক্ সত্তা আছে, কারণে কার্য-সাধিকা শক্তি নিরন্তরই আছে, উহা কার্যকারণ হইতে ভিন্না বা কার্যের ন্যায় ভাব-রহিতা হইলে কার্যনিয়মন করিতে পারিত না। তাহা হইলে যে কোন বস্তু হইতে যে কোনও বস্তু উৎপাদিত হইত, জল হইতে ঘৃত হইত। 'যচ্চ যদাত্মনা ন বর্ত্ততে, তন্ন তত্রোৎপদ্যতে' (শঙ্কর ২।১।১৬)।

অসদ্বার্ত্তা (মনঃ ৪) অনিত্য বস্তুর আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে কথা।

অসদ্বৃত্তি (ভক্তি ১৭৯) সাপরাধ চেষ্টাপরায়ণ।

অসন (ভা ১০।৩০।৯) পীতসালবৃক্ষ, ২ (আচ ৮ ১৭১) ক্ষেপণ, ত্যাগ। ৩ (আচ ৭।১৩৯) দীপ্তি।

অসন্তান (সস পরম ২৫) সম্বন্ধের অভাব। ২ বিস্তারশূন্য, ৩ বংশহীন।

অসন্তোষ (বৃ ভা ২।২।২১১) মনের অতৃপ্তি।

অসন্ন (আচ ৪।৪৮, ১১।১৪৬) অবশীর্ণ, অবিষণ্ণ।

অসন্নিষ্ঠ (ভা ১১।১৯।২৪) নিষিদ্ধ বিষয়ে আসক্ত।

অসপত্ন (গীতা ২।৮) নিষ্কণ্টক—স্বামী। ২ শত্রুশূন্য। ৩ মিত্র।

অসভ্য (ভা ১০।৩।২২) খল—স্বামী, ২ রসাস্বাদাযোগ্য—বি। ৩ সাধু-ব্যতীত।

অসম-কাণ্ড (কৃবি ৪) কামদেব।

অসমঞ্জস (ভা ৯।৮।১৫) সূর্য্যবংশ্য সগরের ঔরসে ও কেশিনীর গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ১০।১৭।১) অপ্রিয়—স্বামী। ৩ (বিনা ১।১৩) অনুচিত।

অসমর্থতা (অকৌ ১০৩) যে অর্থদ্বারা কাব্যের তাৎপর্য্যবোধ হয় না, সেই অর্থে কোন শব্দ ব্যবহার করিলে 'অসমর্থতা'-নামক পদদোষ হয়। অনেকার্থক শব্দ অবলম্বন করিয়াই এই দোষ ঘটে। 'হন্' ধাতুর হিংসা এবং গমন অর্থ থাকিলেও শ্লেষাদি-ব্যতীত গমনার্থে ব্যবহৃত হইলে 'অসমর্থতা' দোষ হইবে।

অসম-শর (রতি ৫।১২) কামদেব।

অসমস্নেহা সখী (উ ৮।১৭৫—১৩৪) স্বপক্ষগা সখীগণের যূথেশ্বরী অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা যূথেশ্বরীতে অধিক স্নেহ থাকিলে তাঁহাদিগকে 'অসমস্নেহা' বলা হয়। যূথেশ্বরীতে পূর্ণ স্নেহ অথচ শ্রীকৃষ্ণে তাহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক স্নেহ করিলে 'শ্রীহরিতে স্নেহাধিকা' হইলেন, যেমন ধনিষ্ঠাদি সখীগণ। পক্ষান্তরে তদীয়তাভিমানিনী যে সকল

সখী শ্রীকৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক স্নেহ যূথেশ্বরীতে প্রকাশ করেন, তাঁহারাই 'প্রিয়সখীতে স্নেহাধিকা' হইলেন। **প্রাণসখী** ও **নিত্যসখী**-গণই 'অসমস্নেহা' সখীদ্বয়ের দৃষ্টান্ত।

অসমিৎ (ভা ১১।১০।১৩) নিরিন্ধন —স্বামী।

অসমিশ্র (ভা ১১।২৫।১) বিভক্ত—স্বামী। ২ গুণান্তরে অমিলিত—বি।

অসমীক্ষ্যকারিতা (লনা ৬।৩, আচ ৩।৬) অপরিণামদর্শিতা।

অসমেষু (ভাবনা ১২।৭৪) কন্দর্প।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (সিন্ধু ৩।১।৩৬) যাহাতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়—এইরূপ উপায়-পর বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কেবলমাত্র সংস্কার অবশিষ্ট থাকে, তাদৃশ অবস্থাকে 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি' কহে। ইহাতে মনের সকল বৃত্তির লোপ পায় এবং পর-বৈরাগ্যের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে চিত্ত নির্বিষয় হয়। [পাত° ১।১৮]

অসম্বদ্ধ (ভা ১০।৬৮।৩৭) অযোগ্য, ২ দুষ্ট—সনা। ৩ নিরর্গল, ৪ উন্মর্যাদ—জী।

অসম্বাধা (ছ ২।৯৮) চতুর্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

অসম্বোধী (বিপু ৩।১৭।১৮) বিবেক-শূন্য।

অসম্ভব (ভর ১।৩) বিনাশ—পুরী। ২ (প্রীতি ৫২) জন্মান্তর-রহিত। ৩ সম্যক্ ভবদুঃখ-নিবর্ত্তক—বি। ৪ (কাব্য ৯।৭১) অলঙ্কার-বিশেষ—অসম্ভবরূপে অর্থনিষ্পত্তির বর্ণনা। ৫ (গোচ পূর্ব ১৮।২০৩) [আং বিষ্ণোঃ সম্ভবো যস্য] কাম, ৬ অযোগ্য। ৭ (রত্ন ৫।৭) ন্যায়মতে লক্ষণ-দোষ—লক্ষ্যে লক্ষণের অবর্ত্ত-মানতা। °**উপমা** (অকৌ ৮।১১) উপমানে যে বস্তুর সম্ভাবনা নাই, সেই বস্তুরই সম্ভাবনা করত যে উপমা প্রযুক্ত হয়, তাহাকে 'অসম্ভবোপমা' বলে। দৃষ্টান্ত যথা—অপূর্ণ ও সকলঙ্ক চন্দ্র যদি কখনও সদা পূর্ণ ও নিষ্কলঙ্ক হয় এবং চকোরসমূহও তাহার সুধাপানে বিরত হয়, তবে সেই চন্দ্র শ্রীরাধা-বদনের তুলনা ধারণ করিতে পারে।

অসম্ভাবনা (ভক্তি ১৬, ২০২) সংশয়।

অসম্ভাষ্য (হ ১১।৭৩৪) আলাপের অযোগ্য—লোকদ্বেষী, পতিপুত্রহীনা নারী এবং দেবতা, অতিথি, উত্তম-শাস্ত্র, যজ্ঞ ও সিদ্ধপুরুষের নিন্দকের সংস্পর্শ বা আলাপ বর্জনীয়।

অসম্ভ্রান্ত (ভা ১০।৭৭।২৪) অপ্রমত্ত —জী।

অসম্বর (চৈভা মধ্য ১.৩০) অধৈর্য।

অসম্বরণ (ভা ১০।৮৭।২০) আবরণ-শূন্য, ২ অপরিচ্ছিন্ন, ৩ ব্যাপক।

অসম্বৃত (বৃ ১৩।৭৬) বিপর্যস্ত।

অসব্য (হংস ৩৬) দক্ষিণ।

অসর্ব (ভা ৪।১২।১১) সর্বোপাধি-বর্জিত।

অসহিষ্ণু (সুধা ২৯) দুষ্টগণের প্রতি ক্ষমাশূন্য।

অসাধারণ (বৃ ভা ১।৪।৪২) নিরুপম, সর্ববিলক্ষণ।

অসাধিত (আচ ১২।৯৮) অগণিত।

অসাধু (চৈচ মধ্য ২২।৮৪) স্ত্রীলোকে আসক্ত ও শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত। ২ (ভক্তি ১৫৩) কুটিল।

অসাম্প্রত (ভা ৯।১৮।১১) অন্যায্য —স্বামী।

অসারস্য (আচ ৮।২৪) তাপ, বিরসতা।

অসি [ব্য] 'তুমি' এই অর্থে। ২ (ভা ১।২।১৫) খড়্গ।

অসিক্নী (ভা ৫।১৯।১৭) ভারত-বর্ষীয়া নদী। ২ (ভা ৬।৪।৫১) পঞ্চজন-প্রজাপতির কন্যা ও দক্ষ-প্রজাপতির পত্নী। ৩ (হরি ৭।২২৯) অন্তঃপুরচারিণী অবৃদ্ধা দাসী। ৪ রাত্রি।

অসিত (ভা ৩।১।২২) সরস্বতী-তীরবর্ত্তী তীর্থবিশেষ। ২ (ভা ৯।৪। ২২) মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ৩ (ভা ১০।৭৪। ৭) কশ্যপের অপত্য ও বেদব্যাসের শিষ্য। ৪ প্রচেতার পুত্র। ৫ (ভা ৪।২০।৩০) অবদ্ধ—স্বামী। ৬ (ভাবনা ৫।২২) শ্যাম, ৭ (চৈত ২।৭।২৬) প্রকাশিত।

অসিদ্ধতাপত্তি (রত্ন ৫।৭) ন্যায়মতে অনুমানদ্বারা বস্তুর অজ্ঞান। এই হেতুদোষ ত্রিবিধ—(১) আশ্রয়াসিদ্ধি। (২) স্বরূপাসিদ্ধি ও (৩) ব্যাপ্যতা-সিদ্ধি। ক্রমশঃ উদাহরণ—(১) কাঞ্চনময়ঃ পর্বতো বহ্নিমান্। (২) হ্রদো দ্রব্যং ধূমবত্ত্বাৎ এবং (৩) পর্বতো বহ্নিমান্ নীলধূমবত্ত্বাৎ।

অসিধেনুকা (মাম ৪।৮০) ছুরিকা।

অসিপত্র-বন (ভা ৫।২৬।১৫) নরক-বিশেষ।

অসিলতা (গোলী ১১।৪৬) খড়্গ।

অসিবর্ত্ম (ভা ১০।৬৯।২৫) খড়্গ-শিক্ষা-প্রকার।

অসীমকৃষ্ণ (ভা ৯।২২।৩৯) পাণ্ডব-বংশ্য অশ্বমেধজের পুত্র।

অসু (ভা ৩।২৪।১১, ৬।৩।১৬) ইন্দ্রিয়। ২ (ভাবনা ৬।৪৫) প্রাণ।

-গতি (বৃ ভা ২।৬।৬২) প্রাণনাথ। **-তৃপ্** (ভা ৪।২৯।৫৪) পরকীয়-প্রাণ নাশেও স্বপ্রাণ-তর্পক, ২ বিষয়ী—জী। **-ধী** (স্তব ১২।৮) কেবল জীবন ধারণে দৃঢ়মতি।

অসুন্দর কাব্য (শেষ ৩।১৬, সাকৌ ৫।১) মধ্যম কাব্যভেদ।

অসু-প্রস্থ (আচ ৯।১৪২) প্রাণ-ধারণোপযোগী। **°ভৃৎ** (ভা ১০।৮৭।১৭) প্রাণী। **-স্তর** (ভা ১০।৮৯।২৮) আত্মপ্রাণ-তর্পণপর।

অসুর (চৈত ২।৯।১০) প্রাণপ্রদ। ২ (গোভা ৩।১।১৩) শ্রীহরি-বিমুখ।

অসুরথ (ভা ১১।৩০।১৬) সোমবংশ্য ক্ষত্রিয় বীর।

অসুর-রাসভ (ভা ১০।১৫।২৯) ধেনুকাসুর—বি। **°লোক** (ভা ৩। ১৭।২৭) পাতাল।

অসু-বিগম (নাম ৩।৪০) মৃত্যু।

অসূক্ষণ (গোচ পূর্ব ৩২।২২) [নঞ্— সূক্ষ আদরে+ভাবে ল্যুট্] অনাদর।

অসূচ্য (নাচ ৪০৮) নাট্যশাস্ত্রমতে শুভ, উদার ও রসভাবে পূর্ণ বস্তু।

অসূয়ক (হরি ৫।৩৩২) অসূয়া-পর।

অসূয়া (সিন্ধু ২।৪।১৬৪) অন্যের সৌভাগ্যে ও গুণাদিহেতু উন্নতিতে দ্বেষ। ইহাতে ঈর্ষ্যা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণসমূহেও দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি ও ভ্রূভঙ্গী প্রকাশিত হয়।

অসূয়ু (ভা ১০।৮৬।৫৫) [অসূ— কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক+উন্] দোষদৃষ্টি, গুণাসহিষ্ণু—জী।

অসূর্য (গোভা ৩।১।১৩) অসুর-গণের প্রাপ্য লোক।

অসূর্যম্পশ্য (হরি ৫।২৪৬) যে সূর্য দেখিতে পায় না।

অসৃক্ (ভা ১০।৫০।২৫) রক্ত।

অসৃগ্র (গোভা ১।৩।২৮) রুধির-প্রধান মনুষ্য।

অসৃষ্টান্ন (গীতা ১৭।১৩) যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদিকে অন্নাদি-দান হয় না।

অসেচনক (আচ ৭।১৮৬) [ন সিচ্যতে তৃপ্যতি মনোঽত্র সিচ্+ল্যুট্ সংজ্ঞায়াং কন্] পরমানন্দকারী।

অস্কন্দন (গোচ উত্তর ৩৭।২২১) স্খলন-রহিত।

অস্কন্দিত (ভা ১৬।৩২) অখণ্ডিত।

অস্খলিত (বিরু ৩৭) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত ত-র-ভ-ল-গণে গঠিত আদ্যাক্ষর দীর্ঘ এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং সপ্তম অক্ষরে শ্লিষ্ট সংযোগ থাকিলে 'অস্খলিত' কলিকা হয়। যথা—কারুণ্যবৃত্তিমচ্চিত্তপট, তারুণ্য-চিহ্নভৃদ্বক্ত পুট ইত্যাদি। ২ (ভা ১।৫।২৭) অপ্রতিহত, ৩ অপ্রমত্ত।

অস্ত (বৃভা ২।৫।১৯০) ত্যক্ত, নিঃক্ষিপ্ত। **-গিরি** (তর ৮।৩।১১৬) পর্বতবিশেষ, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের তপস্যাস্থান। **-তোষ** (আচ ১৮। ২৫) গতহর্ষ, ২ প্রাপ্তোদ্বেগ। **-ধিষণ** (ভা ১০।১৪।২২) জ্ঞানহীন। **-ধী** (ভা ৩।৩০।১৮) নষ্টমতি।

অস্তম্ (হরি ৩।৮৭) [ব্য] অদর্শন, ২ নাশ। **°মনাঃ** (আচ ৪।৮) ব্যাক্ষিপ্ত-চিত্ত। **-ময়** (ভা ১০।৮৭।১৫) [অস্তো মীয়তে জ্ঞায়তে যত্র মিন্+অচ্] লয়—স্থায়ী। ২ তিরোভাব—সনা। **-রাগ** (হ ১।১৪২) বিরক্ত।

অস্তি (গোচ উত্তর ১৩।১৪) জরা-সন্ধের কন্যা ও কংসের স্ত্রী। ২ (চৈত ৪।২৪।৩৩) সত্তা। ৩ (যো ৩৩) বর্ত্তমান আছে—এই শব্দে যাহা বাচ্য হয়, তাহাই চিন্ময় বস্তু। 'অস্তিশব্দবাচ্যং চৈতন্যম্' (গীতা ২।১৬) বল। ৪ (ভা ১০।১৪।১২) ভাব, ৫ স্থূল কার্য্য—স্বামী। **-কায়** (গোভা ২।২।৩৩) অনেকদেশবর্ত্তী দ্রব্য। জৈনমতে অণুব্যতীত অন্য পঞ্চ দ্রব্য, যথা—জীবাস্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়। **-ভক্তি** (হরি ৬। ১০৪) ভক্তিমান্। **-শব্দবাচ্য** (রত্ন (৬।৭৭) জীব ও ঈশ্বর।

অস্তু [ব্য] স্বীকারার্থে, ২ অনুজ্ঞায়, ৩ প্রতিক্ষেপে, ৪ প্রকর্ষে, ৫ প্রশংসায়, ৬ লক্ষণে। **অস্তুঙ্কার** (হরি ৫।২১৮) অভ্যুপগম। ২ (গোচ পূর্ব ৩৩।২৫৬) রক্ষক।

অস্তেয় (ভা ১১।১৯।৩৩) মনে মনেও পরদ্রব্যের অগ্রহণ।

অস্তোক (গোচ উত্তর ১।৭১) বহুল।

অস্তৌজাঃ (আচ ১৫।২৮৬) গত-তেজস্ক।

অস্ত্রমন্ত্র (হ ৫।৫৮) বিঘ্ন-নিবারণে উচ্চারিত—'অস্ত্রায় ফট্'।

অস্ত্রযোগ্যা (সিন্ধু ৩।২।১৭৪) অস্ত্রা-ভ্যাস—জী।

অস্ত্রী (মুক্তা ৮৪) অস্ত্রধারী, ২ স্ত্রী-হীন।

অস্থান (বিনা ২।৫৪) অযোগ্যপাত্র।

অস্থানস্থপদতা (অকৌ ১০।২৮) বাক্যদোষ। 'অপদস্থতা' দ্রষ্টব্য।

অস্থানস্থ-সমাসতা (অকৌ ১০।২৯) বাক্যদোষ—অনুপযুক্ত স্থানে সমাস-বিন্যাস।

অস্থি (ভা ১০।২২।৩৪) [অস্যতে অস্+ক্থিন্] সারাংশ। [বৈদিক]।

অস্থূরিকা (ভা ১০।৫০।২৬) চর্ম, ২ চক্র—স্বামী।

অস্পর্শী (হরি ১।৩৪) স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণ-প্রযত্ন। অকারাদি স্বরবর্ণ উচ্চারণস্থান স্পর্শ করে না।

অস্পষ্টবিশেষ (প্রীতি ১) ব্রহ্মতত্ত্বে শক্তি ও শক্তি-কার্যের অনভিব্যক্তি।

অস্পৃশ্য (হ ১১।৭০১-৭৬৩, ৭৭৫) হিম, সম্মুখবর্ত্তী বায়ু, রৌদ্র এবং নগ্নাবস্থায় স্নান, শয়ন ও কোনও বস্তুর স্পর্শ করিবে না। বন্ধনমুক্ত গাভী, উন্মত্ত বা মত্ত ব্যক্তি এবং উচ্ছিষ্টাবস্থায় গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে, পদদ্বারা অন্ন বা দেবপ্রতিমাকেও স্পর্শ করিবে না।

অস্পৃহা (বিপু ৩।৮।৩৬) প্রাণধারণমাত্র নিমিত্ত-ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ।

অস্ফুট (শেষ ৩।১৬, সাকৌ ৫।১) অব্যক্ত, মধ্যমকাব্যভেদ। যে স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থটি সহৃদয়গণেরও দুঃসংবেদ্য [অর্থাৎ বিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে জানিতে] হয়, তাহাই গুণীভূতব্যঙ্গ্য বা মধ্যম কাব্য।

অস্ফু[চ্ছূ]র্য (ভা ৫।৩।৩)চক্র—স্বামী।

অস্মদর্থ (ভা ১০।১১।৩১, রত্ন ৬।৩, স্ত ২।২৮, ৩।৪) স্বস্বরূপ পুরুষ—জী। ২ জীবাত্মা—'অস্মদর্থশ্চ জীবাত্মা বোধ্যো বিলীনাহঙ্কারায়াং সুষুপ্তাবহমিতি তৎস্বরূপ-বিমর্শাৎ'।

অস্মি (গো চ পূর্ব ৮।২৭) [ব্য] আমি—এই অর্থে। **-তা**—আমি বা আমার—ইত্যাকার অভিমান।

অস্মৃতি (ভা ১০।৮৩।৩, মুক্তা ৮।১৩) সংসারাপাদক স্বরূপাজ্ঞান।

অস্র (ভা ১০।২৯।২৯) নেত্রজল। ২ (চৈনা ১০।৫২) রক্ত, ৩ কোণ, ৪ কেশ।

অস্রপ (গোচ পূর্ব ১৪।২০) রাক্ষস। ২ মূলানক্ষত্র।

অস্রাবিল (ভা ১।৮৬।২৮) নেত্রজলে আর্দ্র।

অস্রি (উ ১৪।১২৭) কোণ।

অস্বচ্ছচিত্ত (প্রীতি ৭) মলিন-চিত্ত লোক দ্বিবিধ—**ভগবদ্বহির্মুখ** ও **ভগবদ্বিদ্বেষী**। প্রথমটি আবার দ্বিবিধ—(১) ভগবদ্দর্শনলাভ করিয়াও বিষয়াদিতে অভিনিবিষ্ট এবং (২) ভগবানের অবজ্ঞাতা। দ্বিতীয়টিও দুই প্রকার—(১) ভগবৎসৌন্দর্য-মাধুর্যাদি গ্রহণ করিয়াও উহাতে অরুচিবশতঃ দ্বেষপরায়ণ, যেমন কালযবনাদি। (২) যাহারা বিকৃতভাবেই দেখে ও দ্বেষ করে—যেমন মল্লাদি। ইহারা তখন ভগবৎস্বভাব অনুভব করিতে অসমর্থ হইলেও কালান্তরে নিস্তার পায়।

অস্বতন্ত্র (রত্ন ৬।৪০) দ্বৈত, ২ অসৎ।

অস্বদৃক্ (ভা ১০।৪।১২) দেহাভিমানী—স্বামী। ২ আত্মদর্শনহীন—বি।

অস্বরূপবিৎ (বৃভা ২।৭।১৪৬) আত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত, ২ নিজরূপের অনুসন্ধানহীন।

অস্বর্গ্য (গীতা ২।২) অধর্মকর—স্বামী।

অস্বস্তি (ভা ৩।১৮।১২) পরাভব—স্বামী। ২ প্রাণত্যাগ—বি।

অস্বায়ত্তি (ছ ১।১৩) পারতন্ত্র্য —বল।

অহ[১] (ভা ১০।৮৭।১৭) [হন্তি হরতীতি হা বিচ্, ন বিদ্যতে হা যস্মাদিতি] রুদ্র—প্রবো। ২ (চৈত ২।৯।৩২) [ন হীয়ত ইতি] হানিশূন্য, ত্রিকালসত্য।

অহ[২] (হরি ১।২০৫) [ব্য] প্রশংসায়, ক্ষেপে, নিয়োগে, বিনিগ্রহে।

অহং (ভা ১১।২২।৩৩, কৃষ্ণ ১৬৮) অহঙ্কার। **-গ্রহোপাসনা** (গীতা ৯।১৫ টী, প্রীতি ১০৮) উপাস্যের সহিত উপাসকের অভেদ-ভাবনা। **-পূর্বিকা** (গো চ পূর্ব ৭।৮৮) 'আমি পূর্বে যাইব'—এইরূপ বাক্যাদি। **-মতি** (ভা ১০।২০।১৯) অহঙ্কার—স্বামী। ২ অবিদ্যা—বি। **-যাতি** (ভা ৯।২০।৩) রাজা সংযাতির পত্নী বরাঙ্গীর গর্ভে জাত পুত্র। ইনি রৌদ্রাশ্বের পিতা। **-যু** (গো চ পূর্ব ২১।৫০) অহঙ্কারী। ২ গর্বিত।

অহঃ [নঞ্—হা+কণিন্, 'নঞি জহাতেঃ' ইতি উণাদি ১৫৬] যিনি স্বভাব বা স্বভক্তকে ত্যাগ করেন না।]

অহঙ্কার (গীতা ১৩।৬, ভা ৩।২৬।২৩) মন, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতের কারণ। ২ অভিমান। ৩ (উ ৯।২১) স্বপক্ষের গুণবর্ণনহেতু পরপক্ষের প্রতি আক্ষেপ। ৪ (বিপু ৩।৯।৬) নিজের উৎকর্ষ-বুদ্ধি।

অহত (ভা ৮।৯।১৫) যন্ত্র-নির্মুক্ত নূতন বস্ত্র—স্বামী। ২ (হ ১৯। ১৬৬) নবীন। ৩ (আ চ ১১।২৫৬) অপরাস্ত।

অহন্তা (হ ১।৪০) অহিংসক, ২ আত্মতত্ত্ব।

অহম্ (ভা ১০।৮৭।৩, চৈত ১১।৩।৩৯) অহঙ্কার।

অহমর্থ (রত্ন ৭।৩, স্ত ২।২৯, পরম ২৮) অনাত্ম বস্তু অহঙ্কার। ['আমি স্থূল'—ইত্যাদি বাক্যে ঐ অহঙ্কার জড় দেহাদির সহিত অভেদেই

প্রতীত হয়।]

অহমহমিকা (গো চ পূর্ব ১২।২৩) 'আমি বড়' 'আমি বড়' বলিয়া পরস্পর অহঙ্কার।

অহম্পূর্বিকা (হরি ৬।৯৯) ঔদ্ধত্য-বিশেষ।

অহম্প্রথমিকা (হরি ৬।৯৯) [অহং প্রথমঃ অহং প্রথম ইতি যস্যাং ক্রিয়ায়াং] ঔদ্ধত্য-বিশেষ।

অহম্ভাব (মুক্তা ১৯।৩৪, পরম ২৮) চিদানন্দাত্মক জীব যখন নিজের আত্মাকেই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম মনে করে, তখন তাহার আনন্দময় জ্ঞানে যে প্রতিবিম্ব উদিত হয়, তাহা যুষ্মদর্থক (পরার্থক) না হইয়া অস্মদর্থকই (স্বার্থেই) হয়। সেই অস্মদর্থই অহম্ভাব। ইহা দুই প্রকারে সম্ভবপর হয়, **স্বরূপভুত** ও **প্রাকৃত**। প্রথমটি প্রকৃতিতে আবেশ থাকে না বলিয়া, প্রত্যুত উহা প্রকৃতিজ আবেশের আবরক বলিয়া শুদ্ধস্বরূপনিষ্ঠ এবং ইহা সংসার-হেতুও নহে। পরন্তু দ্বিতীয়টি প্রকৃতির আবেশেই জাত বলিয়া প্রকৃতির গুণে ক্রিয়মাণ কর্মসকল জীব আপনাতে আরোপ করত কর্তৃত্বাভিমানী হয় এবং পুনঃ পুনঃ সংসারবন্ধনও ভোগ করে।

অহর (আচ ১।১৫৬) শিবভিন্ন, ২ চৌর-শূন্য। ৩ (ভা ১০।৮৭।১৮) দুষ্প্রাপ্য—স্ত্রী [ক্রম°]।

অহর্দিবম্ (হরি ৭।১৩৩) [অহনি চ দিবা চ] প্রতিদিনে

অহর্মুখ (গৌ কৃ ৩।৪৭) প্রদোষ।

অহল, অহলি (হরি ৭।১৫৩) অকৃষ্ট।

অহল্যা (ভা ৯।২১।৩৪) মুদ্গলের কন্যা, ইঁহার স্বামী—গৌতম।

অহহ (উ ১৫।৪১) [ব্য] খেদে, ২ অদ্ভুতে, ৩ সম্বোধনে, ৪ ক্লেশে, ৫ প্রকর্ষে।

অহহা [ব্য] খেদে, ২ আশ্চর্যে।

অহাঃ (চৈত ১০।৪৮।৮) [ন জহাতীতি] অত্যাগী।

অহার্য (ভা ৩।১৮।২১) প্রতীকারের অযোগ্য। ২ (আচ ১১।২৬৭) অব্যয়। ৩ (চৈ না ১০।১৫) নৈসর্গিক। ৪ (উ ১৪।১৩৯) কোনও প্রকারেই যাহাকে ছাড়ান যায় না।

অহি (ভা ৪।১৮।২২) ফণাহীন সরীসৃপ—স্বামী।

অহিংসা (ভা ১১।৩।২৪) ভূতগণের প্রতি অদ্রোহ।

অহিত (আচ ১৩।৩১) দুর্হৃৎ, শত্রু। ২ (সিন্ধু ৪।৫।১৫) রৌদ্রভক্তিরসের আলম্বন, অহিত—দুই প্রকার; নিজের ও হরির অহিত। যিনি কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বাধক, তিনি নিজের অহিত আর হরির অহিত কেবল শত্রুপক্ষই।

অহিতমায় (আচ ৭।১৩৩) [অহিতং মিমীতে] অহিত-অনুমানকারী। ২ [অহিতা অপকারিণী মা কান্তিস্তাং যাতীতি] মলিন-কান্তিধারী।

অহির্বুধ্ন্য (ভা ৬।৬।১৮) ভূতের ঔরসে ও সরূপার গর্ভে জাত রুদ্র-বিশেষ। ২ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র।

অহিম-গভস্তি (গো চ উত্তর ১৩।২৫) সূর্য।

অহিরিপু (মালা কৃষ্ণ দ্বি ৫) ময়ূর।

অহিলতাদল (গোলী ১২।৬০), **অহিবল্লিকা** (গোলী ৮।৮) তাম্বূল।

অহিব্রধ্ন (স ভা ১।৫৪) একাদশ রুদ্রের অন্যতম।

অহীন (গো ভা ৩।৩।৩৪) দিন-কতিপয়-সাধ্য যজ্ঞবিশেষ। ২ (আচ ১৫।১৮৮) সম্পূর্ণ। ৩ (বি না ৩।৪৩) অহিরাজ কালীয়। ৪ স্থূল।

অহীন্দ্র (ভা ৬।৮।১৮) অনন্তদেব।

অহীয়মান (ভা ১০।৫২।৩১) চ্যুতি-রহিত।

অহীবতী (হরি ৭।৬০) [অহির-স্ত্যস্যা ইতি মতুপ্] নদীবিশেষ।

অহীশ্বর (ভা ৯।২৪।৫৪) অনন্তদেব।

অহেয় (রতি ৫।৭৮) সর্পবিষ, ২ উপাদেয়।

অহৈতুক (ভা ৩।২৯।১২) ফলানু-সন্ধানশূন্য, ২ (ভা ১।২।৭) শুষ্ক-তর্কাদির অগোচর। ৩ (ভা ১০।৮১।৩২) আকস্মিক।

অহৈতুকী কৃপা (মা ১৩) শ্রীভাগ° ১।২।৬ শ্লোকে ভক্তির অহৈতুকীত্ব বর্ণিত, আবার ১১।২০।৮ শ্লোকে 'যাদৃচ্ছিক-শ্রদ্ধালুর' কথা উল্লিখিত হইয়াছে। 'যদৃচ্ছা'-শব্দে শুভকর্মহেতু ভাগ্য বলা যায় না, কেননা তাহাতে কর্মপারতন্ত্র্যে ভক্তির স্বপ্রকাশতা-হানি হয়। ভগবৎকৃপাই ভক্তির কারণ বলিলে, ঐ কৃপার হেতু অন্বেষণের প্রবৃত্তিতে অনবস্থা-দোষ হয়। যদি অহৈতুকী ভগবৎকৃপাই তৎকারণ বলা হয়, তবে ভগবানে বৈষম্য-দোষ পড়ে, দুষ্টনিগ্রহ ও ভক্তানুগ্রহে তাঁহার বৈষম্য দূষণ না হইয়া ভূষণই হয়—এই হিসাবে কিন্তু কৃপা অহৈতুকী হইতে পারে। পক্ষান্তরে মহৎ-কৃপাও অহৈতুকী হইতে পারে। ঐকৃপা সর্বত্র দৃশ্য না হইলেও, সুতরাং বৈষম্য দোষ আপতিত হইলেও মধ্যম ভক্তলক্ষণে বৈষম্যের অস্তিত্বে

ভক্তকৃপাও অহৈতুকী হয়। ভগবান্ যখন ভক্তের অধীন, তখন ভক্তকৃপাও ভগবৎকৃপার অগ্রগামিনী হইতে বাধা নাই। ভক্তহৃদয়ে বর্ত্তমানা ভক্তিই ভক্তকৃপার হেতু, সুতরাং তাহাতে আর প্রাক্তন ভাগ্যাদির অপেক্ষা না থাকায় ভক্তির স্বপ্রকাশতাই সিদ্ধ হইল। ভক্তগণ ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া কার্য করেন, অতএব ভক্তকৃপার প্রাথম্য সম্ভাবিত নহে—একথাও বলা যায় না, কেননা ঈশ্বরই ত স্বভক্তবশ্যতা স্বীকার করত স্বকৃপাশক্তি ভক্তে সম্প্রদান পূর্বক ভক্তের উৎকর্ষ দিয়াছেন। সাধনভক্তির অঙ্গস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিলে (ভা° ১০।৪৭।২৪ শ্লোকোক্ত) দান ব্রতাদির ভক্তিসাধনতায় বাধা হয় না, কিন্তু অন্যপ্রকারে দান-ব্রতাদিই জ্ঞানাঙ্গভূত সাত্ত্বিক ভক্তির অঙ্গস্বরূপে বর্ণিত হয়।

অহোনাথ (আচ ৯।২) সূর্য। **-দুহিতা** (আচ ৯।২) যমুনা।

অহোমণি (আচ ৯।৩৮) সূর্য।

অহোবত [ব্য] কারুণ্যে। ২ খেদে, ৩ সম্বোধনে।

অহ্নায় [ব্য] শীঘ্র, তৎক্ষণাৎ। ২ (গোচ উত্তর ৩১।৬৩) সাক্ষাৎ।

আ

আ(উ ৩।২২) [ব্য] কোপ ও পীড়ার্থ-বোধক। ২ (হরি ১।৭০) স্মরণে, যথা 'আ এবমচ্যুতলীলা' [এস্থলে সন্ধি-নিষেধ]। ৩ সমুচ্চয়ে, ৪ ঈষদর্থে ৫ সীমায়, ৬ ব্যাপ্তিতে।

আং (গোলী ৬।৮৩) [ব্য] স্মরণার্থে, ২ স্বীকারে।

আংশ (চৈত ১০।১।২) অংশ-সমূহ।

আঃ [ব্য] বিরক্তিতে, পীড়ায়, কোপে।

আকত্য (হরি ৭।৮৩৫) [অকত+ ষ্যঞ্] অস্বচ্ছতাকারিত্ব।

আকপি (সুধা ২৪) অসাধুগণের কম্পনকারী।

আকর (আচ ১৫।৫) কারণ, উৎ-পাদক। ২ সমূহ, ৩ শ্রেষ্ঠ।

আকর্ণন [আ—কর্ণ+ল্যুট্] শ্রবণ।

আকর্ণী (গোচ উত্তর ৩৭।১৬২) শ্রবণকারী।

আকর্ষ (হ ৫।১৫১) আকর্ষণ, ২ (ভা ৭।৫।১৪) অয়স্কান্তমণি। ৩ পাশক, ৪ দ্যূত, ৫ নিকষপাষাণ, ৬ সারি-ফলক, ৭ ইন্দ্রিয়। **আকর্ষক** (হরি ৭।৯১৮) [আকর্ষে কুশল ইতি আকর্ষ +কন্] আকর্ষণ-কুশল। ২ [আ—কৃষ্+ণ্বুল্] অয়স্কান্ত। **আকর্ষণী** [আকৃষ্যতে অনয়া আ—কৃষ্+ল্যুট্ টিত্ত্বাৎ ঙীপ্] ফলপুষ্পাদির আহরণ করিবার [আকুশি] যষ্টিবিশেষ।

আকর্ষিক (হরি ৭।৬১৩) [আকর্ষ+ঠ] আকর্ষণকৃৎ।

আকর্ষিণী (সিন্ধু ২।১।৩৭১) বংশীর মুখচ্ছিদ্রে ও স্বরচ্ছিদ্রে দ্বাদশাঙ্গুল ব্যবধান থাকিলে তাহাকে 'আকর্ষিণী' বলে—ইহা হয় স্বর্ণ-নির্মিত।

আকলন (বৃ ভা ২।৪।১১০) সাক্ষাৎ দর্শন, ২ (ভা ৫।২০।২) সমর্পণ—স্বামী। ৩ গণন, ৪ সংগ্রহ।

আকলিত (আচ ১৪।১৪৫) শ্রুত। ২ (বৃ ভা ২।৬।৫০) গৃহীত, ৩ (লনা ১০।৬) জ্ঞাত, ৪ (গোলী ১।৭৭) ব্যাপ্ত।

আকল্প (সিন্ধু ২।১।৩৫৪) কেশবন্ধন, আলেপ, মালা, চিত্র, তিলক, তাম্বূল, কেলিপদ্ম প্রভৃতি। ২ (আচ ২।৫১) বেশ, ৩ (আচ ১৫।১০১) কল্পপর্যন্ত। ৪ (বৃ ১৫। ১০) শয্যা। **আকল্পিত** (স্তব ৪।৪) রচিত-বেশ।

আকস্মিক (হরি ৭।১০৯৭) [অক-স্মাৎ+স্বার্থে ঠক্] হঠাৎ জাত।

আকাঙ্ক্ষা (সস তত্ত্ব ৯, শেষ ২।১) পদ-জন্য পদার্থ-প্রতীতির অভাব। নিরাকাঙ্ক্ষ পদ-সমষ্টিই বাক্য হইলে, 'অগ্নি জল গৌ অশ্ব' ইত্যাদিকেও বাক্য বলিতে হয়। 'জল আন' বলিলে ক্রিয়া ও কারকের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা। ২ অভিলাষ।

আকার (মুক্তা ১।৭) অনবচ্ছিন্ন বস্তুর অবচ্ছেদক উপাধি। ২ (বিনা ২।৩২) সংস্থান, আকৃতি, ৩ 'আ'—অক্ষর। ৪ (আচ ৯।৫৩) আহ্বান। ৫ (চৈনা ১।৩৪) শব্দ, ৬ ইঙ্গিত, ৭ মূর্ত্তি। **-গুপ্তি**—অবহিত্থা। **আকারণ** (গোচ পূর্ব ৫।১১, বৃ ভা ২।৬।১৩৭) আহ্বান। **আকারণা** (গোচ পূর্ব ২৩।১২৪) আহ্বান। **আকারিত**

(উ স ৪৬) ইঙ্গিতক্রমে আহূত।

আকালিক (হরি ৭।৮২৭) [অকালে ভব ইত্যর্থে অকাল + ঠঞ্] শীঘ্র-বিনাশী, উৎপত্তিমাত্রবিনাশী। ২ অসময়ে জাত বস্তু। **আকালিকী**—বিদ্যুৎ।

আকাশ (ভা ১০।৫০।১১) মহাবৈকুণ্ঠ, ২ (গোচ পূর্ব ১৫।৫৪) শূন্য। ৩ (চৈত ১০।৬৩।৩৪ (সম্যক্-প্রকাশমান। ৪ (গোভা ১।১।২২) ব্রহ্ম। **-কুসুমদৃষ্টি** (লনা ২।২৬) মিথ্যাদর্শন। **-গঙ্গা** (ভা ৫।২৩।৫) শিশুমারের উদরবর্ত্তিনী মন্দাকিনী। **-দীপ** (হ ১৬।১৮৪) কার্ত্তিকমাসে সায়ংকালে গগন-পটে দীপদান করিতে হয়। মন্ত্র—'দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ। প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥' **-ভাষিত** (নাচ ৪২৭) পাত্র ব্যতি-রেকেও নাট্যশাস্ত্রে যে 'কি বলিতেছ' ইত্যাদি বলিয়া একজন পাত্র অন্য-জনের মুখশ্রুত কথার অনুবাদ করে অথবা তাহার প্রশ্নের উত্তর দান করে —তাহাকে 'আকাশভাষিত' বলে। নিরাশ্রয় কথোপকনকেই 'আকাশ-ভাষিত' বলা যায়। **-বাণী**—দৈব-বাণী, অশরীরিণী বাক্।

আকাশাত্মা (সস ভগ ৪৫) আকাশবৎ সূক্ষ্ম স্বচ্ছরূপ, ২ অন্যান্য কারণ-সমূহের আত্মভূত। ৩ স্বপর-প্রকাশক। ৪ (রত্ন ১।৬০) বিভু ও নির্লেপ—বল। ৫ (গো ভা ১।২।১) সর্বগত।

আকাশাস্তিকায় (গো ভা ২।২।৩৩) জৈনমতসিদ্ধ জীবভিন্ন আবরণাভাব-রূপ পদার্থ-বিশেষ। এই মতে অস্তিকায়-শব্দ অনেক-দেশবর্ত্তী দ্রব্যকেই বুঝায়।

আকুল (বৃভা ১।৪।২০) ব্যস্ত। ২ (গীগো ২।২১) শিথিল। ৩ ব্যগ্র। **আকুলিত** (আচ ১।২০) ব্যাপ্ত। ব্যাকুলীভূত।

আকূত (আচ ২১।৩৬) অভিপ্রায়।

আকূতি (ভা ২।২।২৯) ক্রিয়া, ২ (ভা ৫।১১।৪) কর্মেন্দ্রিয়—স্বামী। ৩ (ভা ২।৭।২) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা ও প্রজাপতি রুচির পত্নী। ৪ অভিপ্রায়।

আকৃতি (ভা ৩।৪।২৮) আকার। ২ ইঙ্গিত, ৩ সম্যক্ চেষ্টা—বি। ৪ (ভা ৫।১১।১০) রূপ। ৫ (ভা ৫।১৯।৭) জাতি—স্বামী, জাতি-ব্যঞ্জক অবয়ব-সংস্থানবিশেষ। ৬ (নাম ৫।১০) নাম। ৭ (গালা চাটু ১০) শোভা। ৮ (চৈত ৩। ৪।২৮, হ ১১।৬৩৯) শরীর। ৯ (ছ ১।২৯) দ্বাবিংশাক্ষরে ঘটিত বৃত্ত।

আকৃষ্ট (উ ১।১) বশীকৃত—বিষ্ণু।

আকৃষ্টি (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে বর্গীয় ব-বর্ণের মূর্ত্তি। ২ (নাম টী ৩।৪৯) আকর্ষণ।

আকোপ (শ্রীচৈ ১১।৮৭) দুর্দমতা।

আকৌশল (হরি ৭।২৭) অকুশলের ভাব।

আক্রন্দ (বৃভা ২।৬।৬৫) আর্ত্তনাদে রোদন। ২ (হরি ৭।৬৩৬) দুঃখি-গণের রোদনস্থান। ৩ আহ্বান, ৪ শব্দ। **আক্রন্দিক** (হরি ৭।৬৩৬) রোদনস্থানে দ্রুতগমনকৃৎ। **আক্র-ন্দিত** (আ চ ১৪।১৮৬) অতি-রোদন।

আক্রম (ভা ১১।১৮।১৪) অতিক্রম—বি। ২ আক্রমণ। **আক্রান্ত** (হংস ২৫) ব্যাপ্ত। ২ পরাভূত।

আক্রীড় (আচ ৯।১০৯) ক্রীড়া-নিকেতন। ২ সম্যক্ বা ঈষৎ ক্রীড়া। **আক্রীড়ন** (ভা ১০।৬৬। ১৮) ক্রীড়াস্থান।

আক্রীড়ী (হরি ৫।৩২৪) বিহারশীল।

আক্রোশ (হরি ৫।২৯) শাপ। ২ (সিন্ধু ৪।৩।১৩) সাটোপ বাক্য-বিন্যাস। **আক্রোশন** (মালা ছ ২) ভর্ৎসনা। ২ (বৃভা ২।৩।১৬৭) আর্ত্তস্বরে আহ্বান। **আক্রোশিক** (হরি ৭।৬৮৫) ভর্ৎসনশীল, ২ চিৎকার-পরায়ণ, ৩ অভিসম্পাত-পরায়ণ।

আক্ষদ্যূতিক (হরি ৭।৬২১) পাশা খেলিতে খেলিতে বিরোধ।

আক্ষিক (হরি ৭।৬০৪) পাশা খেলায় জিত দ্রব্য, জয়ী ও পরাজিত ব্যক্তি।

আক্ষিপ্ত (ভা ১০।৩০।২) আকৃষ্ট। ২ (চৈ না ১।১০) তিরস্কৃত।

আক্ষেপ (অকৌ ৮।৩০) বিবক্ষিত বিষয়ের বিশেষ প্রতিপাদনের জন্য নিষেধকে 'আক্ষেপ' অলঙ্কার বলে। ২ (চৈ ভা আদি ১০।৪২) ভর্ৎসন, নিন্দন, দোষোদ্ঘাটন। ৩ (অকৌ ২। ১১) অবিনাভাব, ব্যাপ্তি। ৪ (ভগ ১৮) আক্রমণ, ৫ (ভা ১০।৮২।৪৩) পৃথক্‌করণ—স্বামী। ৬ (নাচ ১৫৬) গর্ভ-বীজের (রহস্যার্থের) সমুৎক্ষেপ (প্রকাশন)। ৭ (চৈনা ৪।৫) আকর্ষণ। **-সঙ্গতি** (গো ভা ১।১।১ টী) পূর্বাধিকরণে সিদ্ধান্তযুক্তি ও পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্বপক্ষযুক্তি প্রভৃতির বিচার না করিয়াই প্রবৃত্ত নিষেধ-সূচক অবিরোধ।

আক্ষেপ্তা (গোভা ২।১।১) প্রতিবাদী। **আক্ষেপ্য** (অকৌ ৮।২৬) জ্ঞেয়। **আখণ্ডল** (ভাবনা ৯।১৭) ইন্দ্র। **-মণি** (মালা প্রেমেন্দু ৯), **-রত্ন** (গোলী ২।৮৭) ইন্দ্রনীলমণি। **আখিমা** (হরি ৭।৮৩৭) [আখু+ইমনি] কৃপণতা। **আখু** (ভা ৪।১৪।৩) ইন্দুর। ২ চৌর, ৩ শূকর। **আখেট**—মৃগয়া। **আখ্যা** (১০।৭০।৫) প্রকাশ—স্ত্রী। ২ (আচ ১১।১৩২) নাম। **আখ্যাত** (হরি ৪।৩৬) ক্রিয়াপ্রধান শব্দ। ২ (ভা ১।১।৬) কথিত। **-চন্দ্রিকা** (হরি ৩।৩৫) ভট্টমল্ল-বিরচিত ধাতুকোশ। **আখ্যাতি**—কথন। **আখ্যান** (তত্ত্ব ১৪) স্বয়ং দৃষ্ট বিষয়ের কথন। ২ পূর্ববৃত্তের কথন। ৩ প্রতিবচন। **আখ্যানকী** (ছ ৩।৮) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দোবিশেষ। **আগতমাত্র** (বি না ৪।২০) আগত-প্রায়। **আগতি** (উ ১৫।১২৯) [সম্ভোগ-প্রকরণে] প্রতিপ্রাতে ব্রজ হইতে বনগমন এবং প্রতি অপরাহ্ণে বন হইতে ব্রজে আগমন—এই লৌকিক ব্যবহারে সিদ্ধ কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসের পরে যে আগমন—তাহাকে 'আগতি' বলে। [২ আগমন, ৩ প্রাপ্তি]। **আগত্বর** (গো চ পূর্ব ১৮।১৪৬) [আ—গম্+করপ্] আগমনশীল। **আগন্তুক** (প্রীতি ৯৮-৯৯) হঠাৎ-জাত, অচিরস্থায়ী। **-ঐশ্বর্য্যানুভব** প্রীতি-জনক মাধুর্য্যানুভবই শ্রীগোকুল-বাসিদের স্বভাবসিদ্ধ. কিন্তু গোবর্দ্ধন-ধারণাদিতে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ দেখিয়া তাঁহাদের সুবিস্ময়ের কারণ—আগন্তুক ঐশ্বর্য্যানুভব। শ্রীনন্দরাজ প্রত্যুত্তরে গর্গমুনির বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব ব্যক্ত করিলেও তাহাতে তাঁহার মাধুর্য্যজ্ঞানই স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়া ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এ স্থলে প্রশ্ন—তবে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ব্রজবাসিদের অজ্ঞান ছিল কি? উত্তর—না, মাধুর্য্যজ্ঞানেই পরমভগবত্তাজ্ঞান অন্তর্নিহিত থাকে; তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ বিনা অন্যত্র অনাবেশ ছিল—ঐ মাধুর্য্যজ্ঞান আত্মারামগণেরও অনুমোদিত এবং পরম আনন্দপ্রদ। সর্ববিধ ভগবত্তা সকলে উপাসনা বা অনুভব করে না, কিন্তু যোগ্যতা-নুসারে (অধিকারানুযায়ী) প্রাপ্ত যৎসামান্য ভগবত্তারই আরাধনা হয়। 'মল্লানামশনিঃ' শ্লোকে একই শ্রীকৃষ্ণ দর্শকের ভাবানুসারে অনুভূত হইয়াছেন, কিন্তু সকলের নিকট সমান-ভাবে সাকল্যে অনুভূত হন নাই।

আগম (ভক্তি ২০৭, নাম ১।৯) মন্ত্রবিধিশাস্ত্র, বৃহদ্‌গৌতমীয়, ক্রম-দীপিকা এবং নারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র। ২ (হরি ১।৪০) প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে আবির্ভূত বর্ণ-বিশেষ, অন্য নাম—বিষ্ণু, যথা অট্, ইট্ ইত্যাদি। ৩ উৎপত্তি, ৪ প্রাপ্তি। **আগমন** (স ভা ১।৭৫২) বিরহ-বিধুর ব্রজবাসিগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে পুনরাগতি। **'শাসন** (হরি ৩।৩৪৬) নূতন অক্ষর-সংযোগের নিয়ম। যে বর্ণ বা বর্ণ-সমূহ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের হানি করে না, তাহারাই আগম—আগমাধিকার কিন্তু অনিত্য। **আগমাপায়ী** (গীতা ২।১৪) উৎপত্তি-বিনাশশীল। **আগরা** (রসিক পূর্ব ১৫।৩৬) মোগল সম্রাটের রাজধানী; পূর্বনাম—অগ্রবন। এখানে প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ সঙ্গিগণসহ অবস্থান করত যবনগণকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। **আগবীন** (হরি ৭।৮৬৯) [আঙ্-গোঃ কর্মকরে খ] গৃহস্থ গরু ছাড়িয়া দিলে যে রাখাল গরুগুলিকে ঘরে পৌঁছান পর্যন্ত কর্ম করে। **আগস্** (চচ ৩।৭২) অপরাধ। **আগস্কৃৎ** (৩। ১৮।১২) পাপী, অপরাধী। **আগিয়ার** (বৃ লী ২৭) ভাণ্ডীরের নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণবলরামের গোচারণ-স্থান। **আগুরদ্রব** (ভাবনা ৪।৫১) অগুরু-রস [চুয়া]। **আগ্নিবারুণ** (হরি ৭।২২) অগ্নি ও বরুণই দেবতা যে সূক্ত বা ঘৃতের—তাহা। **আগ্নিশর্মি** (হরি ৭।৩০) অগ্নিশর্মার পুত্র। **আগ্নিষ্টোমিক** (হরি ৭।৩৪৭) অগ্নিষ্টোমের অধ্যেতা বা বেত্তা। ২ (হরি ৭।৫২৩) ঐ যজ্ঞের ব্যাখ্যান-গ্রন্থ, ৩ ঐ যজ্ঞ-বিষয়ক। **আগ্নিষ্টোমিকী** (হরি ৭।৮১০) অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণা। **আগ্নীধ্র** (ভা ৫।১।২৫) প্রিয়ব্রতের ঔরসে ও বর্হিষ্মতীর গর্ভে জাত পুত্র। **আগ্নীধ্রক** (ভা ৮।১৩।২৪) ঋষি। **আগ্নীধ্রশালা** (ভা ৪।৫।১৪) যে স্থলে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। **আগ্নেয়** (হরি ৭।৩২৮) [অগ্নিনা রক্তঃ] অগ্নিকর্ত্তৃক রঞ্জিত। ২ (হরি ৭।

৩৩৩) অগ্নি-দেবতাক। ৩ (অগ্নি +ঠ) অগ্নিপক্ব। ৪ (হরি ৭। ৩৫৩) অগ্নিকর্তৃক দৃষ্ট (সাম)। ৫ (হরি ৭।২৫৪) অগ্নির বংশধর। **-স্নান** (হ ৩।৪৩) ভস্মদ্বারা স্নান।

আগ্নেয়ী (হব ১।২।২৯) অগ্নিকন্যা ধিষণা।

আগ্রভোজনিক (হরি ৭।২৬) অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, ২ নিয়ত অগ্র-ভোজন-দানের সম্প্রদান।

আগ্রয়ণ (ভা ১০।২০।৪৮) নবান্ন-প্রাশনার্থ বৈদিকযাগ।

আগ্রহিল (গো চ পূর্ব ২।৪) আগ্রহান্বিত।

আগ্রায়ণ (হরি ৭।২৯৬) অগ্রনামা মুনির গোত্রাপত্য।

আঘাত (ভা ১১।১০।২০) বধস্থান। ২ বধ, ৩ তাড়ন। ৪ (উ ৭।৬৯) পরিণতি—বিষ্ণু।

আঘার (ভা ১১।২৭।৪০) মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক বিহিত ঘৃতধারাদান। [২ ঘৃত]।

আঘ্রাত (গোচ উত্তর ১২।৪৩) গৃহীতগন্ধ, ২ তৃপ্ত।

আঙ্গক (হরি ৭।৫৫০) [অঙ্গাঃ ক্ষত্রিয়াঃ তদ্দেশ-নৃপতয়ঃ ভক্তিরস্যেতি বুঞ্] অঙ্গদেশীয় রাজার প্রতি ভক্তিমান্। ২ অঙ্গদেশীয়।

আঙ্গবিদ্য (হরি ৭।৩৪৮) অঙ্গবিদ্যার (ব্যাকরণাদির) অধ্যেতা বা জ্ঞাতা।

আঙ্গিক স্বাভিযোগ (উ ৭।২৫-২৭) অঙ্গুলি-স্ফোটন, ব্যাজসম্ভ্রমে অর্থাৎ ত্বরা, শঙ্কা ও লজ্জাদিবশতঃ গাত্রাবরণ, চরণে ভূমিখনন, কর্ণকণ্ডূয়ন, তিলক-ক্রিয়া, বেশরচনা, ভ্রূক্ষেপ, সখীকে আলিঙ্গন ও তাড়ন, অধর-দংশন, হারাদি-গুম্ফন, ভূষণাদির ধ্বনি, বাহুমূল-প্রকটন, কৃষ্ণনাম-লিখন, বৃক্ষে লতার সংযোগাদি শ্রীকৃষ্ণে 'আঙ্গিক' স্বাভিযোগ।

আঙ্গিরস (ভা ১।৭।৮, আচ ১৭।১৪৪) বৃহস্পতি। ২ (ভা ১০।২৩।৩) যাগবিশেষ। **আঙ্গিরসী** (ভা ৬।৬।১৫) বাস্তুনামক বসুর পত্নী। ইহার গর্ভে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা জন্মে। ২ (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থা নদী।

আঙ্গীন (গোলী ৩।৬৮) অঙ্গের হিতকর।

আঙ্গুলিক (হরি ৭।১০৬৮) অঙ্গুলিতুল্য

আচক্ষাণ [আ—চক্ষ + শানচ্] আখ্যায়ক।

আচতুর্য (হরি ৭।৮৩৫) [অচতুরস্য ভাব ইত্যর্থে ষ্যঞ্] অনৈপুণ্য।

আচপরাচ (হরি ৬।৪৫) [অপ-চিতঞ্চ পরাচিতঞ্চ] ক্ষীণাক্ষীণ।

আচমন (গোলী ২।৮৫) পান, ২ (মালা সুধা° ৪১) সাদর শ্রবণ। **-বিধি** (হ ৩।১৮৫—২০১) স্বচ্ছ, গন্ধ ও ফেন-রহিত, বুদ্বুদ-শূন্য জল দ্বারা আচমন করিবে, পাদশৌচ সমাধানান্তে পুনরায় পদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্বক তিনবার আচমন করিবে এবং ঐ জলদ্বারা দুইবার মুখমার্জন করিবে। পরে নেত্রনাসাদিতে ও শিরোদেশে মৃত্তিকা স্পর্শ করাইয়া বাহুতে, নাভিদেশে ও হৃদয়ে জল-স্পর্শ করিবে। বিশুদ্ধ স্থলে পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ রাখিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-তীর্থযোগে দৃষ্টিপূত জল, ক্ষত্রিয় কণ্ঠগামী জল, বৈশ্য তালুগত ও শূদ্র জলে মুখস্পর্শমাত্র করিয়া আচমন করিবে। ভোজনান্তে, পানীয়পানান্তে, নিদ্রোত্থানে, স্নানান্তে, পথপর্যটনের পরে, লোমশূন্য ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করত, নিষ্ঠীবন-ত্যাগে, ধ্যানারম্ভে,কাসশ্বাসা-গমে, চত্বরে বা শ্মশানে পর্যটন করত এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে ব্রাহ্মণগণ আচমন করিবেন।

বৈষ্ণবাচমনে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে; যথাবিধানে বারত্রয় আচমনকালে 'কেশবায় নমঃ' 'নারায়ণায় নমঃ' ও 'মাধবায় নমঃ' বলিবে। এইরূপে করদ্বয়-প্রক্ষালনে গোবিন্দ ও বিষ্ণুকে, মার্জন সময়ে মধুসূদন ও ত্রিবিক্রমকে, অধর ও ওষ্ঠমার্জনে বামন ও শ্রীধরকে, করদ্বয়-ধাবনে হৃষীকেশকে, চরণদ্বয়-প্রক্ষালনে পদ্ম-নাভকে, শিরঃপ্রক্ষালনে দামোদরকে, মুখধাবনে বাসুদেবকে, নাসাদ্বয়-প্রক্ষালনে সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নকে, নেত্র-দ্বয়ে—অনিরুদ্ধ ও পুরুষোত্তমকে, কর্ণদ্বয়ে—অধোক্ষজ ও নৃসিংহকে, নাভিদেশে অচ্যুতকে, হৃদয়ে জনার্দন-কে, মস্তকে উপেন্দ্রকে, দক্ষিণ বাহুতে শ্রীহরিকে এবং বামবাহুতে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করত আচমন করিবে। [সর্বত্রই চতুর্থী বিভক্তি-যুক্ত ও নমঃ শব্দান্ত করিতে হইবে]। রোগাদিতে অশক্ত হইলে বা জলাদির অভাবপক্ষে কেবল নিজের দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেও চলিবে।

আচমনক—আচমনীয় জলাদি। ২ পিক্দানি, ডাবর। **আচমনীয়** (গো চ পূর্ব ১।৫৯) আচমনে হিতকর, ২ আচমন করিবার জন্য দেয় ছয়-পল জল। (কৃজ ১৫) ইহাতে জাতী (জায়ফল), লবঙ্গ ও কক্কোল (গন্ধদ্রব্যবিশেষ) মিশাইতে হয়। ৩ (আচ ১২।৪৩) আস্বাদ্য।

আচম্যমান (গোবি ৯) পীয়মান।

আচয়—দূরস্থ পুষ্পাদির চয়ন; হস্ত-দ্বারা চয়নে—আচায়।

আচরণ (ভা ১১।১১।২৪) সেবা—স্বামী। ২ আচার। **আচরিত** (ভা ১১।২৯।১০) ভক্তগণের কর্ম—স্বামী। ২ বৈধভক্তপক্ষে নারদ-প্রহ্লাদ-অম্বরীষাদির আচার এবং রাগানুগ ভক্তপক্ষে চন্দ্রকান্তি ও গোপীদের আচার—বি। ২ (ভগ ৯৭) তাৎপর্য, ৪ অভিধান—স্ত্রী। (বৃভা ১।৭।১২৮) সেবিত।

আচাম (আচ ৭।১৭৮) আস্বাদ। ২ ভক্ষ্য, ৩ ভক্ত-মণ্ড (মাড়)।

আচামন (চৈনা ১।৫১) সম্যক্ আস্বাদন। **-মুদ্রা** (হ ৬।৪৪) দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠা তর্জনীর মূলদেশে স্থাপিত হইয়া কনিষ্ঠার অধোদেশে প্রসারণ।

আচার (বৃ ভা ২।২।৪) সাধুগণের ব্যবহার, ২ আচরণ, ৩ (চৈচ অন্ত্য ১০।২৪) আম্র, নেবু, তেঁতুল প্রভৃতি নানাবিধ মসলাযোগে প্রস্তুত করিয়া কুটিলে বা রৌদ্রপাক দিলে 'আচার' হয়। **-চর্যা** (লহরী ৬।২) কর্ত্তব্যানুষ্ঠান। **-মাধব** (সি টী ৫।১) স্মৃতি-গ্রন্থ।

আচার্য (ভা ১১।১০।১২) শ্রীগুরু-দেব। ২ (মুক্তা ১।১৪) মন্ত্রব্যাখ্যা-কৃৎ। ৩ (ভা ১০।৮০।৩৯) সদাচারে সাধু—সনা। ৪ (হ ১। ৪৮) মন্ত্রোপদেষ্টা—ইনি স্বগুরুকর্ত্তৃক মন্ত্রোপদেশ-বিষয়ে তৎস্থলাভিষিক্ত হওয়া চাই—এতদ্‌বিপরীত স্থলে দীক্ষাদান অশাস্ত্রীয়। ৫ (রত্ন ৫।৯) নিখিলশাস্ত্রাধ্যাপক। ৬ তত্ত্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞান-দাতা—শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য,শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি। পারিভাষিক লক্ষণ—'আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥' যিনি শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করেন, অপরকে সদাচারে স্থাপন করেন এবং স্বয়ং আচরণও করেন—তিনিই প্রকৃত আচার্য। **-ক** (লনা ২।১৬, অকৌ ৫।৩৭) আচার্য্যত্ব। **-কুল** (গো ভা ৩।৫।৪৭) গুরুগৃহ। **-দেব** (প্র ৮।৪) মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীগুরুদেবকে যিনি হরিবৎ পূজা করেন। **-বান্** (গো ভা ৩।৪।১২, ভক্তি ২০৮) শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ী, শ্রীগুরুসেবাপরায়ণ।

আচিক্রমিষা (ভাবনা ২০।৪৫) আক্রমণেচ্ছা।

আচিত (গোলী ৭।১৪) অধিষ্ঠিত। ২ ব্যাপ্ত, ৩ সঞ্চিত, ৪ খচিত, ৫ গৃহীত, ৬ (আচ ১০।৮৪) সমূহ। ৭ (শ্যা ৮৭) ঘন।

আচীর্ণ (ভা ৭।৩।৩৫) ভক্ষিত—স্বামী।

আচোটিত (গোলী ২।১৬) খণ্ডিত, ক্ষতবিক্ষত।

আচোদিত (ভা ১২।২৭।১১) সাকল্যে বিহিত—স্বামী। ২ শাস্ত্র-বিহিত—বি।

আচ্ছন্দ (গো ভা ৩।৩।২৭) সম্পূর্ণ বা কিঞ্চিৎ ইচ্ছা।

আচ্ছিন্দান (মালা উৎ ৪৫) বল-পূর্বক গ্রহণপর।

আচ্ছিন্ন (ভা ১২।২।৮) অপহৃত—স্বামী। [২ বলপূর্বক গৃহীত, ৩ সম্যক্ ছিন্ন]

আচ্ছুরিত (গো চ পূর্ব ৫।৬) উৎ-প্রাসযুক্ত হাস্য। ২ নখাঘাত, ৩ নখবাদ্য।

আচ্ছেদ (ভা ১১।১।৭) আকর্ষণ, ২ সম্যক্ ছেদন, ৩ ঈষৎ ছেদন।

আচ্ছ্য (আচ ১১।২২০) স্বচ্ছতা।

আজ (ভাবনা ৪।৭৫) কান্তি। ২ বিক্ষেপ।

আজক (হরি ৭।৩৩৭) [অজ—সমূহার্থে বুঞ্] ছাগসমূহ।

আজগর (ভা ৭।১৩।১১) অজগর-ব্রতী। ২ (তর ৭।৪।১১) যোগি-বিশেষ।

আজগব (ভা ৪।১৫।১৮) অজ ও গোশৃঙ্গদ্বারা রচিত (ধনুঃ)। ২ শিবধনুঃ।

আজমীঢ় (ভা ১।১৩।২৯) অজমীঢ়-বংশ্য ধৃতরাষ্ট্র। ২ আজমীর-দেশোদ্ভব।

আজস্র (উ ১৪।২১৩) নির্বেদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা ও দুঃখপ্রদত্বাদি এবং তঙ্গিক্রমে অন্যের সুখদায়িতার কীর্ত্তন।

আজান--সৃষ্টিকালপর্যন্ত। ২ উৎপত্তি।

আজানিকী—আজন্ম-সিদ্ধ পদার্থ।

আজি (ভাবনা ১।৩) যুদ্ধ। ২ (ভা ১০।৭৮।৮) সমতল প্রদেশ।

আজির (ভাবনা ৭।২৬) যুদ্ধভূমি।

আজী (গোচ পূর্ব ৩০।১৩৮) ছাগ-শ্রেণী।

আজীগর্ত্ত (ভা ৯।১৬।৩০) দেবরাত বা শুনঃশেফ।

আজীব (ক্ষণ ১।৬) জীবাতু। ২ উপায়। **আজীবতা** (মুক্তা ৩০১) জীবিকা। **আজীব্য** (ভা ১০।১৯। ৪) জীবিকার উপায়। ২ (গোচ পূর্ব ২৯।১৩৪) অবলম্বন। ৩ (ভা ৪।২১।৫০) সেবক—স্বামী।

৪ (ভা ৭।১৫।৪৯) পানীয়-শালাদি।

আজেয় (ভা ১২।১।৬) নন্দিবর্দ্ধন-নামক অজয়-পুত্র।

আজ্ঞামালা (চৈ ভা অন্ত্য ২।৪৭০, চৈ চ আদি ৮।৭৭) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ হইতে স্বতঃপতিত প্রসাদী মাল্য।

আজ্য (বৃ ভা ২।৬।১২৬) [আ—অঞ্জ+ক্যপ্‌] ঘৃত। **-প** (ভা ৪।১।৬১) পিতৃগণের অন্যতম। **-প্রাঘার** (গো চ পূর্ব ১৮।৪৮) ঘৃতক্ষরণ। **-ভাগ** (ভা ১১।২৭।৪০) 'অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা'—এই বলিয়া অগ্নির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ ঘৃতাহুতি। **-সংস্কার** (হ ২।৯৫ টী) যাজ্ঞিকগণে প্রসিদ্ধ তাপন, অভি-দ্যোতনাদি প্রকারবিশেষ। পবিত্রদ্বয় আজ্য-স্থালীতে স্থাপন করত ঘৃত ঢালিবে, পরে অগ্নির উত্তর দিক হইতে অঙ্গার আনিয়া ঘৃত দ্রব করিবে। ঘৃতের উপর দর্ভাগ্রদ্বয় তিনবার নিক্ষেপ করিয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠ তাহার উপর তিনবার ঘুরাইবে। হস্তদ্বয় উত্তান করিয়া অঙ্গুষ্ঠা ও অনামিকাদ্বারা পবিত্রদ্বয় গ্রহণ করত 'ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করত পবিত্রের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত লইয়া একবার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে; আবার অমন্ত্রক দুই বার উত্তোলন করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ পবিত্রে জল প্রোক্ষণ করিয়া উহা অগ্নিতে দিয়া আজ্যস্থালী অগ্নিতে উত্তপ্ত করত উত্তর দিকে নামাইয়া জলপ্রোক্ষণ করিবে; এইরূপ আরও দুইবার করিবে। পরে কুশী লইয়া কুশ দিয়া মাজিয়া ঐরূপে তিনধার তপ্ত করিয়া উত্তর দিকে রাখিয়া জলপ্রোক্ষণ করিবে। পরে স্বসম্মুখে উত্তরাগ্র কুশ-কতিপয় পাতিয়া তদুপরি আজ্যস্থালী রাখিয়া কুশীদ্বারা ঘৃত লইয়া আহুতি দিবে।

আঞ্চনীয় (আচ ১।১২১) ঈষৎ পূজনীয়। **আঞ্চি** (গোচ পূর্ব ১৮।১৩১) পূজ্য।

আঞ্ছ (আচ ৪।২৭) আয়াম।

আঞ্ছিত (গোচ পূর্ব ৩৩।৫৩) আয়ত, ২ (আচ ১৩।৯৩) ব্যাপ্ত।

আঞ্জস্য (রত্ন ৮।২৮, গো ভা ২।৩। ১৬) মুখ্যার্থতা—বল।

আট (আচ ১১।২১) সঞ্চার।

আটবিক (বিপু ১।১৯।৩১) মহারণ্য-নিবাসী।

আটিকা-বন্ধন—উৎকলীয় ভাষায় মৃৎপাত্রকে 'আটিকা' কহে। আটি-কার মধ্যে ভোগ রন্ধন করত তাহা শ্রীজগন্নাথে সমর্পণ করা হয়। যাত্রিকগণ হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থগ্রহণপূর্বক সেই আমানতের সুদ হইতে এই ভোগ প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে প্রদান করা হয়।

আটীকন (উস ৩৪) গোবৎসাদির উল্লম্ফনে গতি। **আটীকমান** (গোচ পূর্ব ৬।৪৫) উল্লম্ফনশীল।

আটোপ (ভা ৩।২১।৪১) নৃত্য-সম্ভ্রম, ২ ক্ষোভ, ৩ (ভা ৫।৯।১৮) প্রতাপ। ৪ (মালা গোবর্ধন ২।২) দর্প। **-টঙ্কার**—দম্ভের সহিত আত্মশ্লাঘাময়ী উক্তি।

আঠারনালা (চৈচ মধ্য ১৬।৩৮) পুরীর উত্তর প্রান্তে মধুবিলের উপরি-ভাগে আঠারটি খিলানযুক্ত সেতু। প্রবাদ—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজের অষ্টাদশ পুত্রকে নদীগর্ভে বলি দিয়া ইহা নির্মাণ করেন। অন্যমতে—রাজা মৎস্যকেশরী ইহার নির্মাতা। ইহা প্রাচীন হিন্দু স্থপতি-নৈপুণ্যের নিদর্শন—২৯০ ফিট্ লম্বা। সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গের পদাঙ্কপূত।

আড়ম্বর (উ ১৩।৩৭) হস্তিগর্জন, ২ বিক্রম-ব্যঞ্জক গর্জন। ৩ (শ্যা ১৭) সমারম্ভ ৪ (মাঘ ৯।৪৭) পটহ, ৫ প্রহর্ষ। ৬ (গোবি ৩) বিস্তার। ৭ (বৃ ১৫।৩৭) পীড়া। ৮ (মালা মুকুন্দ° ২৬) তুর্য্যবৎ ঘোষণা।

আড়ী (হব ৩।২।১৮) জলচর পক্ষি-বিশেষ। **আঢ্য** (ভা ১১।১৯।৪৩) ধনসম্পন্ন—স্বামী। ২ (গোলী ৩। ৫৫) পূর্ণ, সম্পন্ন, যুক্ত। **আঢ্যঙ্করণ** (গোলী ১৪।৪) [অনাঢ্যমাঢ্যং কুর্বন্তি যেন তৎ, আঢ্য—কৃ+খ্যুন্] আঢ্যকারক। **আঢ্যম্ভবিষ্ণু** (হরি ৫।২৬৭) [আঢ্য—ভূ+খিষ্ণুচ্], **আঢ্যম্ভাবুক** (হরি ৫।২৬৭) [আঢ্য—ভূ+খুকঞ্] যে পূর্বে আঢ্য ছিল না, এক্ষণে হইয়াছে।

আণ্ডীর (হরি ৭।৯৫২) [অণ্ড+ অস্ত্যর্থে ঈরচ্] অণ্ডযুক্ত, ২ পুরুষ।

আত (আচ ১।১৮৭) প্রবেশ-সাতত্য।

আতঙ্ক (গীগো ১০।১০) কোপ। ২ রোগ, ৩ সন্তাপ, ৪ সন্দেহ, ৫ ভয়।

আতত (গীতা ১।৩২) বিস্তীর্ণ, অপরিমিত। **-চক্ষু** (গোতা ১।২৯) সূর্য।

আততায়ী (ভা ১০।৬২।৩১) বধোদ্যত শত্রু। অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্র-পাণি, ধনহারী, ক্ষেত্রহারক ও দার-চৌর—এই ছয় আততায়ী।

আতপ (ভা ৬।৬।১৬) বিভাবসুর ঔরসে

ও উর্বার গর্ভে জাত পুত্র। **আত-পত্র** (গোচ পূর্ব ১।৫৯) গতিশীল পত্র আছে যেস্থানে; ২ ছত্র।

আতপবারণ (চৈনা ৩।৪৫) ছত্র।

আতপোদক (ভা ৫।১৪।৬) মরীচিকা।

আতর (মালা দ্বি গো ৬) খেয়ার ভাড়া।

আতান—টানা দেওয়া, ২ অভিমুখে বিস্তার, ৩ বিস্তার্য।

আতায়ী (গোচ পূর্ব ৫।৬৯) [আ—তায়+ণিন্] চিল পক্ষী।

আতিথেয় (হরি ৭।৬৯৮) অতিথির জন্য ভোজনাদি, ২ অতিথি-সেবা-কুশল।

আতিথ্য (হরি ৭।১০৮৫) অতিথি-সেবা। **-বেলা** (ভা ১০। ৭২।১৭) মধ্যাহ্ন-ভোজনকাল।

আতিবাহিক (গো ভা ৪।২।১৭) ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির উৎক্রামণ-কালে সাহায্যকারী দেবতা-বিশেষ।

আতিশয্য—[অতিশয়+স্বার্থে ষ্যঞ্] অতিশয়।

আতুর (ভা ১০।৫০।৯) ব্যাকুল, বিবশ, রোগী। **আতুর্য** (ভাবনা ৯।১০) কাতরতা।

আতৃণ্ণ [আ—তৃদ্+ক্ত] হিংসিত, ২ ছিন্ন [বৈদিক]।

আতোদ্য (আচ ৫।৪৫, গৌকৃ ১১।৫২) চতুর্বিধ বাদ্যযন্ত্র; তত—বীণাদি বাদ্য, আনদ্ধ—মুরজাদি বাদ্য, শুষির—বংশীবাদ্য এবং ঘন—কাংস্যতালাদি।

আত্ত (ভাবনা ৯।৯) প্রাপ্ত, গৃহীত, ২ (বৃ ভা ২।৩।৭৫) বশীকৃত। **-ভগ** (ভা ১০।৮৭।৩৮) নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য।

আত্ম-কৃত (ভা ১০।১৪।৮) স্বয়ং অর্জিত—সনা। **°কেতু** (ভা ৫। ২০।২৮) প্রাণাদিবৃত্তি—বি। **-ক্রীড়** (গো ভা ৩।৪।২২) ভগবৎপরিকরের সহিত ক্রীড়াসাধক। ২ (চৈ ভা অন্ত্য ৪।১৬৩) আপনাতেই বিলাসী। **-খ্যাতি** (ভা ১১।১৬।২২ জী, টী) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন যে অন্তর্বৃত্তি-রূপ বিজ্ঞান-পরম্পরাদ্বারাই তত্তদ্‌বিষয়াকার-রূপে বাহ্য বস্তু স্ফুরিত হয়—দৃষ্টান্ত স্বাপ্নিক বিষয়। ইঁহারা শুক্তিরজতাদি স্থলে আত্মখ্যাতি স্বীকার করেন। **-গতি** হ ১০।৪৩২) আত্মতত্ত্ব, ২ শ্রীকৃষ্ণ, ৩ হরিভক্তি। ৪ ব্রহ্মবিদ্যা। **-চ্ছদী** (ভা ১২।৮।৪৪) আত্মাবরক—স্বামী। **-জ** (চৈত ১০।১৫।১) স্বপ্রকাশ, ২ (ভা ১।১১। ৩৩) পুত্র, ৩ মনোভব। **-জয়** (ভা ৩।১৩।৩৯) চিত্তস্থৈর্য। **-তন্ত্র** (চৈ ভা আদি ১।৫১) সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। **-তুল্য** (উ ১৪।৪৯) [আত্মন এব তুল্যঃ] নিরুপম। **-দ** (ভা ১০।৮৬। ৩৩, ভক্তি ৫১) দেহাভিমানী জীবের অবিদ্যা-নিরসনক্রমে নিজস্বরূপ-প্রকাশক শ্রীহরি। **-দর্শন** (ভা ১০।৮৫।৫৫) স্বরূপ-জ্ঞান, ভগবানের মাহাত্ম্য-জ্ঞান—সনা। **-দৃক্** (ভা ৩।২৭।১০) জ্ঞানী—বি। **-দ্বিতীয়া** (গো চ পূর্ব ১।১২৬) পত্নী। **-নিক্ষেপ** (হ ১১।৬৭৬, ভক্তি ২৩৬) আত্ম-সমর্পণ, কর্তৃত্বাভিমান-ত্যাগ। **-নিবেদন** (সিন্ধু ১।২।২৯৪) চতুঃ-ষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। অহং-তত্ত্বাস্পদ দেহী জীব এবং মমতাস্পদ দেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকারে এতদুভয়ের নিবেদনই ইহাতে লক্ষ্য। কতিপয় প্রৌঢ় শ্রদ্ধাবান্ জনই এই অঙ্গ যাজন করিতে পারেন (সিন্ধু ১।২।১৯৮)। **-নিষ্ঠ**—ব্রহ্মনিষ্ঠ, মুমুক্ষু। **আত্মনীন** (চৈ না ২।২৫) আত্ম-হিতকর। **-পদ** (হরি ৩।২০) ধাতুর উত্তর তে, আতে, অন্তে প্রভৃতি বর্তমান কালাদির রূপ। অন্য ব্যাকরণে উহার নাম—আত্মনেপদ। স্বরিত ও ঞ-ইৎযুক্ত ধাতুতে কর্তা স্বার্থে প্রযত্ন করিলে আত্মনেপদী বিভক্তির প্রয়োগ হয়। ২ (গোতা ১।৯) স্বচরণ বা স্বধাম। **-পাত** (ভা ২।১।৩৯, ভক্তি ২৭) অধঃপাত, সংসার। আত্মভিন্ন জড় বস্তুতে আসক্তি করিলেই অধঃপাত বা সংসারদশা অবশ্যম্ভাবী। **-প্রকাশ** (বিপূ) বিষ্ণুপুরাণের উপর শ্রীধর-স্বামিকৃত টীকা। [২ আত্মার পদার্থাবভাসন-রূপ প্রকাশ]। **-প্রসাদ** (ভা ১২৬) সকল দুর্বিষয়ে বিমুখতা-পাদক, অথচ শ্রীভগবানের রূপগুণমাধুর্য্যের অনুভবাত্মক জ্ঞান। ২ (চৈত ২।৩।১২) মনঃশুদ্ধি, ৩ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ। **-প্রসিদ্ধি** (ভা ১১।৩।৩) মোক্ষ—স্বামী। **আত্ম-বন্ধন** (ভা ১০।৮।১৪০) অহঙ্কার—স্বামী। **-ভাব** (মুক্তা ৯।৭) স্বরূপ-প্রাপ্তি। ২ (কৃভ ১৪।ক, খ) শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় আসক্তি, ৩ আত্মীয়তাবোধ। **-ভাবিত** (হ ১০।৬৪) মনে মনে ধ্যাত, ২ শুদ্ধচিত্ত, ৩ ভগবদ্ভক্তিযুক্ত। **-ভু** (ভা ৪।৬।৪১) ব্রহ্মা। ২ (ভাবনা ৪।৫২) কন্দর্প। ৩ পুত্র, ৪ কন্যা। **-ভুত** (ভা ১০।৯।২১) সিদ্ধ-মুক্তি, ২ আত্মীয় অন্যভক্ত—সনা। ৩ ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী। ৪ (হ ১০।২০২) প্রাপ্ত-স্বরূপ। [৫ পুত্র, ৬ কন্যা, ৭ কাম]। **-ভূয়**

(ভা ১১।২৯।৩৪) [আত্মনো ভাবঃ ভূ+ভাবে ক্যপ্] ঐক্য, সমানৈশ্বর্য—স্বামী। -মায়া (ভা ১।১।১৮) নিজ ইচ্ছাশক্তি, যোগমায়া। ২ (কৃষ্ণ ১০৬) স্বেচ্ছা, ও স্বসঙ্কল্পরূপ জ্ঞান—জী। ৩ (ভা ৯।২৪।৫৭) জীবে কৃপা—বি। -মীমাংসা (ভা ১০।২৩।৪২) শ্রীহরি-বিষয়ক বিচার—সনা। -মুখ্য (মুক্তা ১।১৫) দৈত্য—কৈ। -মূল (ভা ৮।৩।৪) স্বপ্রকাশ—স্বামী। ২ (ভা ৮।৩।১৩) জীবগণের অংশী। -মেধাঃ (ভা ৪।২২।৪১) ব্রহ্মবিৎ—স্বামী। -ম্ভরি (হরি ৫।২৪২) স্বোদর-মাত্র-পূরক, ২ স্বার্থপর। -যোগ (ভা ৩।২৩।৭, গীতা ১১।৪৭) চিত্তের একাগ্রতা, ২ যোগমায়ার সামর্থ্য। -যোগ্য (বৃ ভা ২।৪।৬৯) নিরুপম। -যোনি (ভা ১১।১৪।১৫) ব্রহ্মা, ২ স্বতঃসিদ্ধ। [৩ শিব, ৪ কাম, ৫ বিষ্ণু]। -রত (ভা ১০।৩২।৩৫) স্বত-স্তুষ্ট—স্বামী। ২ যত্নপূর্বক রমণশীল—বি। ৩ (গোভা ৩।৪।২২) ভগবদ্‌গুণে নিমগ্নমনাঃ। -লব্ধ (মুক্তা ১০।৭) স্বাভাবিক। -লব্ধি (হ ১০।৪৯৭) জীবের স্বরূপ-স্ফূর্তি, ২ ভগবৎপ্রাপ্তি। -বঞ্চক (ভক্তি ১০৭) দেবগণ-বাঞ্ছিত দুর্লভতর নরদেহ পাইয়াও যাহারা শ্রীহরিচরণাশ্রয়ী নহে। -বাদ (ভা ৪।২২।৪৭) অধ্যাত্ম-বিচার। -বান্ (ভা ১।৩।৪১) ধীর, বিবেকী, জিতেন্দ্রিয়, জীবন্মুক্ত, ধৃতি-যুক্ত। ২ (গীতা ৪।৪১) প্রমাদহীন, ৩ (ভা ৩।৪।৩০) শ্রীকৃষ্ণভক্ত—জী। ৪ (হব ১।৪৯।২৪) স্বতন্ত্র—নীল। -বিৎ (গোভা ১।৩।৮) স্ব-স্বরূপজ্ঞ। ২ চৈত (১০।৮৭।২৬) ভক্ত। ৩ (ভা ২।১।১) মুক্ত। -বিদ্যা (রাধা ৫০—৫১) জ্ঞাপনাংশ-প্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্ব—জ্ঞান ও তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণ বৃত্তি-দ্বয়-বিশিষ্ট এই আত্মবিদ্যা উপাসকা-শ্রিত জ্ঞান প্রকাশ করে। ২ জ্ঞান। -বিনাশ (ভক্তি ২২১) সংসৃতি-বিনাশ। -বিনিগ্রহ (গীতা ১৩।৮, ১৭।১৬) শরীর-সংযম, ভোগ্যবিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার—স্বামী। -বিপর্যয় (ভা ৩।৭।১০) আত্ম-বিস্মৃতিপূর্বক অন্যাভিমানদ্বারা নিজেরও তদ্ধর্মী বলিয়া বোধ—জী। ২ জ্ঞানা-নন্দ-ভ্রংশ—বি। -বিবোধ (ভা ৩।৪।২০) পরমাত্মজ্ঞান—স্বামী। ২ জ্ঞান—বি। -বৃত্তি (ভা ৫।২।১৩) দেহের জীবিকা—স্বামী। ২ (চৈচ আদি ১০।৫০) নিজবর্ণোচিত ব্যবসায়। -বেদন (বিপু ২।৭।২৮) স্বপ্রকাশ। -শীল (ভা ১১।৯।২৩) স্বস্বভাব—স্বামী। -শুদ্ধি (হ ৫।২২৯) মন্ত্রাদি পাঠ করত স্থাপিত শঙ্খের জলে তিনবার স্বদেহ প্রোক্ষণ করিলে অর্চকের দেহশুদ্ধি হয়। [২ চিত্তশুদ্ধি]। -শ্লাঘা—গর্ব, অভিমান। -সংস্কার (ভা ১২।১১।১৪) শ্রীগুরুদেব-কৃত মন্ত্রদীক্ষাতেই ভগবৎপূজাযোগ্যতা। ২ ভগবানের সাক্ষাৎপ্রাপ্তি-যোগ্যতা, ৩ জীবের সংস্কার অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্র-প্রয়োগের বিভূতি। -সমাধান (ভা ১২।১০।২৪) চিত্তৈকাগ্র্য; ২ বিষ্ণু-ধ্যান—বি। -সমাধি (ভা ১২।৯।২) চিত্তৈকাগ্রতা, ২ অষ্টাঙ্গযোগ—বি। -সম্ভাবন (ভা ৪।১৭।২৬) মিথ্যাহঙ্কারী। ২ (সিন্ধু ৩।৩।৫) নিজবিষয়ক জ্ঞান। -সম্ভাবিত (কৃ চ ১।৩।২) আত্মশ্লাঘাপরায়ণ। -সাক্ষাৎকার (প্রীতি ৭) মোক্ষ-লক্ষণ আত্মসাক্ষাৎকার দ্বিবিধ—অন্তরাবির্ভাব ও বহিরাবি-র্ভাব। সাক্ষাৎকারে যোগ্য তিনি, যিনি মহৎসঙ্গবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া বাহ্যবিষয়ে অচল থাকেন, লয়-বিক্ষেপরহিত এবং ভক্তিযোগে নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়াছেন। কেবল চিত্ত শুদ্ধ হইলেই যে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়, তাহা নহে; কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তি-বিশেষবলে আবিষ্কৃত ভগবদিচ্ছাময় তদীয় স্বপ্রকাশতা-শক্তির প্রকাশই মূল যোগ্যতা। যতদিন এই শক্তির প্রকাশ না হয়, ততদিন সম্যক্ চিত্তশুদ্ধিও হয় নাই—বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তির প্রকাশে ভগবৎসাক্ষাৎকার-যোগ্য ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল তদীয় স্বপ্রকাশতাশক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি করত শ্রীভগবান্‌কে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া অভিমান করে। ঐরূপ শক্তি-প্রকাশে দুইটী হেতু—(১) ভক্তিবিশেষ ও (২) শ্রী-ভগবানের ইচ্ছা।

এস্থলে প্রশ্ন—স্বপ্রকাশতাশক্তিরই মুখ্য হেতুতা হইলে ইন্দ্রিয়শুদ্ধির প্রয়োজনতা কি? উত্তর—ঐ শক্তির প্রতিফলনার্থই ইন্দ্রিয়-শুদ্ধির অপেক্ষা আছে। তবে ভগবদ্দর্শনপ্রাপ্ত মুচুকুন্দাদিতে মৃগয়াপাপের অস্তিত্ব থাকে কেন? উত্তর—ঝটিতি ভগ-বদপ্রাপ্তির আশঙ্কা উৎপাদন করত প্রেমবর্দ্ধিনী উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিই তথায় লক্ষ্য, বাস্তবিক মুচুকুন্দে পাপ-কণাও ছিল না। শ্রীকৃষ্ণে স্নেহশীল যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নরকদর্শনও ইন্দ্রমায়াময়,

পক্ষান্তরে ঐ প্রসঙ্গ মহাভারতে বর্ণিত হইলেও শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই ভগবৎপ্রাপ্তি বর্ণিত আছে।

অবতারকালে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদেরও যে ভগবদ্দর্শনাদি শুনা যায়, তাহা সাক্ষাৎকারের আভাসমাত্র; কারণ শ্রীভগবান্ যোগমায়া-সমাবৃত, অভক্তগণের সর্বথাই অদৃশ্য। অনবতারকালে অপ্রকাশে এবং অবতারকালে যোগমায়াকৃত অপ্রকাশে উভয়থাই মূলকারণ ভগবদ্ভক্ত-চরণে অপরাধাদিময় জীবচিত্তের অস্বচ্ছতা; অতএব সাক্ষাৎকারাভাসে মুক্তি হয় না। তবে শিশুপালের ভগবদ্দর্শন কি প্রকারে হইল? অন্তকালে তাহার চিত্ত হইতে দ্বেষাদি দোষ দূরীভূত হইলে তবে পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে সেই শিশুপাল দেখিয়াছিল।

যাঁহারা স্বচ্ছচিত্ত ও ভক্তাপরাধমুক্ত, তাঁহারা ভগবৎসাক্ষাৎকারমাত্রেই নিখিল-ক্লেশমুক্ত হন, আর যাঁহারা অপরাধী—সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ক্লেশনাশ আরম্ভ হয়; যাবৎ পরিমাণে অপরাধক্ষয় হয়, তাবৎ পরিমাণে তাঁহারা ক্লেশনির্মুক্ত হন।

আত্মসাৎ (চৈচ আদি ১।১৯) নিজজনরূপে অঙ্গীকার। **'সাত্ম** (ভা ১১।২৯।৪) ভগবদধীনতা। ২ সালোক্য। **-সাত্ম্য** (ভা ১০।১২।৩৮) নির্বাণ, ২ স্বরূপে অবস্থান—সনা, ৩ সমানস্বরূপত্ব—জী। **-সুখ** (সুধা ১৩২) স্বানুভব। ২ (চৈচ আদি ৪।১৬৭) স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তি। **-সুবোধ** (ভা ১১। ২৯।৩৯) ব্রহ্মজ্ঞান। **-স্থ** (ভা ১১। ১০।১১) কার্য্যকারণ-সংঘাতেই স্থিত—স্বামী। ২ হৃদয়স্থ, ৩ (ভক্তি ৫০) অন্তর্যামিরূপে স্থিত। ৪ (প্রীতি ৩২) নিজস্বভাবে বর্ত্তমান। **-হা** (ভা ১০।৮৭।২২) প্রমাদী, ২ (গোভা ৩।১।১৩) বহির্মুখ, ৩ (হ ১৩১) শ্রীহরিভজনের সুযোগসুবিধা পাইয়াও যে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়না—সেই আত্মঘাতী।

আত্মা (ভা ১২।১২) ক্ষেত্রজ্ঞ, ২ পরমাত্মা—স্বামী। ৩ শুদ্ধচিত্ত, ৪ স্বরূপ, জীব ও মায়াখ্যশক্তির আশ্রয় —জী। ৫ (ভা ১১।১১) বুদ্ধি, ৬ মন, ৭ (ভা ১৩।৩০) জীব, ৮ (ভা ৩।৫।৪৭) স্বভাব, ৯ (ভা ৩। ৬।২৫) অহঙ্কার, ১০ (ভা ৩।৬।৩৮) হরি, ১১ (ভা ৫।১৯।১৭) দেহ। ১২ (ভা ৬।১৮।৪২) যত্ন, ১৩ (ভা ৯।২৪।৫৭) সর্বগত। ১৪ (ভা ১০। ২৭।১৩) প্রিয়—সনা। ১৫ (হ ২।২৩৩) আশ্রয়, ১৬ প্রবর্ত্তক, ১৭ অধিষ্ঠাতা। ১৮ (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র। ১৯ (উ ১।১) বিগ্রহ— বিষ্ণু। **আত্মাকারতা** (ভগ ৬) দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির আকার-পরিত্যাগ —জী। **আত্মাত্মা** (ভা ১০।১৪।২৪) প্রত্যক্-স্বরূপ—স্বামী। ২ আপনা হইতেও প্রিয়—সনা। ৩ পরমাত্মা —জী। স্বান্তর্যামী—বল। **আত্মানুভূতি** (ভা ৩।২৪।৩৩) চিচ্ছক্তি— স্বামী। **আত্মাপায়** (ভা ৭।২।৫৭) স্বমৃত্যু—স্বামী। **আত্মাভাস** (ভা ৩।২০।৪৫) প্রতিবিম্ব, মুকুর। **আত্মারাম** (চৈচ ১০।২৯।৪২) নিঃসঙ্গ, ২ (আচ ২৮।১৫৮) [আত্মতুল্যাস্বারমতে] আত্মতুল্যাগণের সহিত রমণকারী। ৩ (ব্র ১০) অন্যনিরপেক্ষ-স্বরূপ। ৪ (প্রীতি ২৮৮) স্বক্রীড়, বহির্দৃষ্টিশূন্য। ৫ (ভা ১১।২৬।১৫) দেহারাম—বি। **আত্মারামেশ্বর** (ভা ১১।২৬।১৫) পরমেশ্বর—স্বামী। **আত্মাবস্থান** (ভা ১২।৬।৭০) প্রত্যক্প্রবণত্ব— স্বামী। ২ আত্মোপাসনা—বি। **আত্মাশ্রয়** [(ভা ১০।৭৪।২১) অন্যনিরপেক্ষ, ২ স্বতন্ত্র। ৩ (রত্ন টী ৭।২) নিজের স্বাপেক্ষিতত্ব-হেতুক অনিষ্টপ্রসঙ্গরূপ তর্কের পঞ্চ বা একাদশ দোষের অন্যতম, যেমন 'মনুষ্যই মনুষ্য' বলিলে মনুষ্য-লক্ষণ দুর্বোধ্য হয়। **আত্মিক** (হরি ৭।৬৩৭) [আত্মানং গৃহ্ণাতীতি ঠ] আত্মবিষয়ক। **আত্মেচ্ছা** (পরম ৫১) মায়া। **আত্ম্য** (গো ভা ১।১।৭) স্বর্গাদি ভোগ্যবস্তু। ২ (ভা ৫।১৯। ১৯) আত্মনি ভবম্] রাগাদি। ৩ [আত্মনো ভাবঃ] আত্মত্ব, আত্মৈক্য —বি। ৪ (বৃভা ১।৩।২৮) আত্মীয়।

আত্যন্তিক-দুঃখনাশ (প্রীতি ১) ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব-ব্যতিরেকে জীব দেহ-সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইতে পারেনা বলিয়া তাহার আত্যন্তিক দুঃখনাশও হয় না। দেহাভিনিবেশই যাবতীয় দুঃখের কারণ, স্থূলদেহে জীবমাত্রেই দুঃখানুভব করিতেছে, সূক্ষ্মদেহী দেবগণও নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্তি করে না; স্বর্গ হইতে পতন, তত্রত্য ঈর্ষ্যাদির সম্ভাব ও স্বর্গাদির অনিত্যতাবোধে তাঁহাদের সুখ আত্যন্তিক নহে; কিন্তু প্রেমভক্তিতে দেহ-সম্বন্ধ চিরতরে দূরীভূত হয় বলিয়া দুঃখেরও

আত্যন্তিকী নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। °প্রলয় (তত্ত্ব ৬২) মুক্তির নামান্তর। ইহাতে নির্বাণমোক্ষকামির ব্রহ্মৈক্য-ভাবনাময় সাধনার ফলে স্থূলসূক্ষ্ম দ্বৈতপ্রপঞ্চের চিরতরে নাশ হয়। ২ নিরতিশয় আহ্লাদসুখরূপা ভগবৎ-প্রাপ্তিই মুক্তি। -লঘুসখী (উ ৮।৪৫) সর্বথাই মৃদুস্বভাবা নিতান্ত লঘীয়সী কুসুমিকাদি।

আত্যন্তিকাধিকা (উ ৬।৬) যিনি সর্বথা অসমোর্দ্ধা, তিনিই আত্যন্তিকাধিকা; শ্রীরাধাই আত্যন্তিকাধিকা, যেহেতু ব্রজে তিনিই অনন্যসাধারণা; মধ্যা নায়িকাতেই রসাতিশয়বত্তা হয় বলিয়া শ্রীরাধাতেই অনন্যসাধারণত্ব বিরাজমান। -সখী (উ ৮।৫—৬) স্বযূথে যূথেশ্বরীই আত্যন্তিকাধিকা হন। তিনি স্বভাববশতঃ প্রখরা, মধ্যা, কোথাও বা মৃদ্বী হন। এই ভেদত্রয়-বিশিষ্টা অধিকা সখী কখনও কাহারও বশীভূতা হন না, অথচ স্বীয় যূথমধ্যে সকলেরই অপেক্ষিতা।

আত্যন্তিকী লঘু যূথেশ্বরী (উ ৬।২২—২৪) যে নায়িকা অন্যান্য নায়িকা হইতে ন্যূন, তাঁহাকেই 'আত্যন্তিকী লঘু' কহে। এই যূথেশ্বরীতে প্রাখর্য্যাদি তিনটি গুণই সম্ভবপর হইলেও কিন্তু মৃদুতাই উচিত হয়। ইনি সমা ও লঘুভেদে দ্বিবিধা হন।

আত্রেয় (হরি ৭।২৬৮) অত্রিমুনির অপত্য, দত্ত। মহর্ষি অত্রির পত্নী অনুসূয়ার গর্ভে ইহার জন্ম। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার—যজ্ঞাদির সহিত বেদোদ্ধারকারী। **আত্রেয়ী** (কিরণ ৫) শ্রীরাধার সখীভাবাপন্না।

আদর (বৃভা ১।৫।১৩০) শ্রদ্ধা, ২ (বৃভা ১।৭।৮৪) গৌরব। ৩ (বৃভা ২।১।১০২) প্রীতি, ৪ (বৃভা ২।৪।১১৩) সম্মানন। ৫ (উ ১৪। ৯২) 'ইনি আমার গুরু' এইরূপ বুদ্ধি-সম্ভূত ভাব। [৬ আরম্ভ, ৭ আসক্তি।]

আদর্শ (ভা ১১।২৭।৩৫, হ ১১।৭১৯) দর্পণ। ২ প্রতিরূপ পুস্তকাদি।

আদান (ভা ৪।১১।২৪) জন্ম, সৃষ্টি। ২ (নাচ ১৯০) নাট্যশাস্ত্রমতে কার্য্য-সংগ্রহ। ৩ গ্রহণ।

আদি (হরি ৫।৪৩৬) [আঙ্—ডুদাঞ্ দানে+কি] প্রথম, ২ (অকৌ ২।১৮) কারণ, মুখ্য।

আদিক্ (আচ ১০।১১০) [আদিশ-তীতি] আদেশকারী।

আদি-কবি (ভা ১।১।১) ব্রহ্মা—স্বামী। ২ [কুলের আদিপুরুষ] সত্যব্রত মনু, ৩ শ্রীব্যাসদেব, ৪ [জন্মাবধি তত্ত্বজ্ঞ] শ্রীশুকদেব, ৫ (উ ১১।৭ টী) ভরত—[আদিরস-কবি]—বি। °গোপী (ভা ১০।৪৭।৫৭) নিত্যপ্রিয়া ব্রজসুন্দরী—সনা। -চতুর্ব্যূহ (চৈচ মধ্য ২০।১৮৯) শ্রীমথুরা ও দ্বারকাতে আদি চতুর্ব্যূহের চারি মূর্ত্তি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। জগদ্ব্যাপারযুক্ত, বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাভেদে ত্রিবিধ চতুর্ব্যূহ, তন্মধ্যে দ্বারকাস্থিত চতুর্ব্যূহই অন্যান্যের অংশী বা কারণ; এজন্য দ্বারকার আদি চতুর্ব্যূহে শ্রীবসুদেবনন্দনাভিমানী শ্রীকৃষ্ণ প্রথম ব্যূহ, ক্ষত্রিয়াভিমানী বলরাম দ্বিতীয়, বাসুদেব-রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্ন তৃতীয় এবং প্রদ্যুম্ন-নন্দন অনিরুদ্ধই চতুর্থ ব্যূহ। দ্বারকাচতুর্ব্যূহ নরলীল, অন্যত্র ঈশ্বরলীল। আদি চতুর্ব্যূহ সহ শ্রীকৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহসহ নারায়ণরূপে বিলাস-বিগ্রহধারী। -ছন্দঃ (আচ ৬।৭৭) স্ত্রী, নারী, মৃগী, সমানিকা, ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি ছন্দঃ। -তাল (আচ ২০।৪৭) তালবিশেষ। ইহা একটি লঘুমাত্রা-যুক্ত, কর্ণাটকী সঙ্গীতে প্রচলিত আদিতাল কিন্তু আটমাত্রাবিশিষ্ট।

আদিতেয় (হরি ৭।২৭০) কশ্যপ হইতে জাত অদিতির অপত্য। ২ সপ্তম মনুর কালে দেবতা।

আদিত্য (হরি ৭।১০৫৮) জীবিকার্থে অবিক্রেয়া আদিত্য-প্রতিমা লইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণকারী। ২ অদিতির অপত্য, ৩ দেবতা। -কুমারিকা (গৌকৃ ৭৭।৬২) যমুনা। -গণ (ভা ৬।৬।৩৯) কশ্যপপত্নী অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্র—বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম। স্কন্দমতে—অর্যমা (বৈশাখ), বিবস্বান্ (জ্যৈষ্ঠ), অংশুমান্ (আষাঢ়), পর্জন্য (শ্রাবণ) বরুণ (ভাদ্র), ইন্দ্র (আশ্বিন), ধাতা (কার্ত্তিক), মিত্র (অগ্রহায়ণ), পূষা (পৌষ), ভগ (মাঘ), ত্বষ্টা (ফাল্গুন) ও বিষ্ণু (চৈত্র)। -বিভূতিগণ (ভা ১২।১১।৪১) দ্বাদশ আদিত্য, দ্বাদশমাসের অধিপতি; গণ-সপ্তক যথা—সূর্য, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, গন্ধর্ব ও অপ্সরা। [কূর্মপুরাণে দ্রষ্টব্য]।

আদি-দর্শন (প্রে ১৪ গ) পূর্বরাগ। °দেব (কৃষ্ণা ১।৭) মূল প্রবর্ত্তক।

২ (চৈত ২।৯।৫) ব্রহ্মা, ৩ (চৈভা আদি ১৫০) শ্রীশেষ। -দৈত্য (ভা ২।৭।১) হিরণ্যাক্ষ। -পুরাণ (রত্ন ২।২৫) শ্রীমৎ সনৎকুমার-প্রোক্ত উপপুরাণ-বিশেষ। -পুরুষ (চৈত ৪।৯।১৫) পুরুষত্রয়ের আদি। ২ (ভা ১০।১৫।৬) ব্রহ্মা—সনা। ৩ পুরুষোত্তম, ৪ পরব্যোমাধীশ, ৫ (ভা ৬।১৬।৩১) সঙ্কর্ষণ, ৬ (ব্র ৫।৪০) গোবিন্দ। -ভব (ভা ৭।৩।২২) ব্রহ্মা। -ম (উ ৩।৪২) আদ্য—বিষ্ণু। -মান্—সকারণ। -যুগাগম (সুধা।১১) সর্গকাল। -রস (গোলী ১৬।৫২) শৃঙ্গার। -রাজ (ভা ৪।২২।২৮) পৃথু। লীলা (চৈ চ আদি ১৩।১৪) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থলীলা। -বরাহ (চৈ ভা অন্ত্য ৮।২৮১) উড়িষ্যা-প্রদেশে যাজপুরে অবস্থিত শ্রীবরাহ-মূর্ত্তি। -বান্ (হরি ২।১৪২) [অদ্ +ক্বসু] যিনি ভোজন করিয়াছেন। -বীজ (ভা ১০।৫৯।২৭) জগৎ-কারণেরও কারণ—স্বামী। -বৃদ্ধীভূ (হরি ৭।২৬৩) যে পদের প্রথম স্বর আ ঐ ঔ এবং তদ্ যদ্ প্রভৃতি শব্দ। -শূকর (ভা ৩।১৮।২১, ৪।১৭।৩৪) রসাতলগত পৃথিবীর উত্তোলনকারী শ্রীনারায়ণ। -শেষ (ভা ৫।২৫।১) কদ্রুর পুত্র সর্পরাজ। -সর্গ (ভা ৩।১২৮) পূর্বজন্ম। [২ প্রাকৃত প্রলয়ের পরে প্রথম সৃষ্টি]। -সাত্ত্বিক (প্র ৭২) স্তম্ভ।

আদীপন (ভা ৩।৩০।২৫) প্রজ্বলন। [২ আলিপনা, ৩ উদ্দীপন]।

আদৃত (ভা ১১।২।১২) আস্তিক্য-বুদ্ধিতে গৃহীত—স্বামী। ২ সম্মানিত।

আদৃতি (গোচ পূর্ব ২৩।৮৪) আদর।

আদৃত্য (হরি ৫।১৭৮) [আঙ্—দৃঞ্ আদরে+ক্যপ্] আদরণীয়।

আদেশ (হরি ১।৩৯) এক বর্ণের অন্যবর্ণে পরিণতি—ইহা প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের উপঘাতক কার্য। হরিনামামৃতে—'বিরিঞ্চি'। ২ (গো ভা ১।৪।২৩) শাস্তা পরমেশ্বর, ৩ [আদিশ্যতে কর্মণি ঘঞ্] উপদেশ্য, —বল। ৪ উপদেশ, ৫ আজ্ঞা।

আদ্য (ভা ১।১।১) শৃঙ্গার রস, ২ (ভা ১।৭।২৭) কারণ, মুখ্য। ৩ হরি, ৪ (ভা ৯।৩।৩০) ব্রহ্মা। -কৈশোর (সিন্ধু ২।১।৩১৩) বর্ণের অনির্বাচ্য উজ্জ্বলতা, নেত্রপ্রান্তে অরুণিমা এবং রোমাবলির প্রাকট্যাদি এই বয়সে দৃষ্ট হয়। বৈজয়ন্তী-ময়ুরপিচ্ছাদিকৃত নটবরবেশ, বংশী-মাধুর্য, বস্ত্রশোভা, ভূষণ এবং নখাগ্রে তীক্ষ্ণতা, ভ্রূদ্বয়ে ধনুর ন্যায় আন্দোলায়মানতা, দন্তসমূহে রক্তবর্ণ চূর্ণ-দ্বারা রঞ্জনাদির চেষ্টা প্রকাশিত হয়। -কৌমার (সিন্ধু ৩।৪।১৮—২৩) আদ্য কৌমারে মধ্যদেশ ও উরুর স্থূলতা, অপাঙ্গের শ্বেতাভা, স্বল্প দন্তোদ্গম এবং প্রব্যক্ত কোমলতাদি; চেষ্টা—মুহুর্মুহু পদক্ষেপ, ক্ষণে ক্ষণে রোদন ও হাস্য, স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ-চোষণ ও উত্তান-শয়নাদি। মণ্ডন—কণ্ঠে ব্যাঘ্রনখ, ললাটে রক্ষা-তিলক, চক্ষুতে অঞ্জন, কটিতে পট্ট-ডোরী এবং হস্তে সূত্রাদি।

আদ্যন্তবৎ (ভা ১১।২৮।৯) দ্বৈত বস্তু—স্বামী। **আদ্য-পুরুষ** (গীতা ১৫।৪) সর্বকারণ-কারণ। °পৌগণ্ড (সিন্ধু ৩।৩।৬২) অধরের সুরক্ততা, উদরের কৃশতা এবং কণ্ঠে শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ের উদ্গমাদি প্রথম পৌগণ্ডে প্রকটিত হয়। এই বয়সের প্রসাধন—পুষ্পমণ্ডন, গিরিধাতু-রচিত তিল-কাদি এবং পীতবস্ত্রাদি। চেষ্টা—সকল বনে ভ্রমণ করত গোচারণ, বাহুযুদ্ধ ও কেলিনৃত্যাদির শিক্ষারম্ভ।

আদ্যা (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে র-বর্ণের শক্তি।

আদ্যার্ণ (গো তা ১।১৮) আদ্যবর্ণ কামবীজ—বি।

আদ্যাবতার (চৈ চ আদি ৫।৮২) কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু।

আদ্যাশ্রম (চৈ না ২।৩) ব্রহ্মচর্য।

আদ্যূন (মাম ৮।৪৭) [আ—দিব +ক্ত] ঔদরিক।

আদ্যোপজ্ঞে (হরি ৬।১৪৫) ধর্ম, অধর্ম।

আধর্মিক (হরি ৭।৬৩৮) [অধর্মং চরতীতি ঠঞ্] অধর্মে স্বারসিক-বৃত্তিযুক্ত।

আধর্ষ—তিরস্কার, ২ বলপূর্বক পীড়ন।

আধান (গোলী ৬।৬৭) দান। ২ (গীতা ১২।৮) স্থিরীকরণ—স্বামী, ৩ স্মরণ—বি। ৪ সমাধি—বল। ৫ (সা কৌ ২।২) প্রত্যয়। ৬ সংস্কারপূর্বক অগ্ন্যাদির স্থাপন।

আধার (চৈ চ আদি ৪।৪২) আশ্রয়, ২ (মালা চিত্র ৮) সম্যগ্ ধরণ। -শক্তি (কৃষ্ণ ১৭৪) শ্রীকৃষ্ণের ধারণোপযোগী ধাম। ২ (আচ ১৯।৯৪) শেষ-কমঠাদি। ৩ (রাধা ৫০) সন্ধিন্যংশ-প্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্ব—এই শক্তিদ্বারা ভগবদ্ধাম প্রকাশিত হয়।

আধি (গোলী ১৭।৪৪) মনঃপীড়া। ২ (ভা ১১।১৩।৩২) পীড়ক বা নাশক্। **-করণিক**—বিচারক। **-কারিক** (গোভা ৩।৩।৩৩) অধিকার-বিশেষে নিযুক্ত ব্রহ্মাদি। **-দৈবিক পুরুষ** (তত্ত্ব ৫৮) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্যাদি-দেবতা। **-দৈব্য** (রাধা ৩) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপত্ব। **-ভৌতিক পুরুষ** (তত্ত্ব ৫৮) চক্ষুর্গোলোকাদ্যুপলক্ষিত স্থূল-দেহ জীব। **-শোধন** (মালা ছ ৭) মনঃপীড়ার অপনোদক। **-সূচি** (বি না ৭।৬১) মনোব্যথা-জ্ঞাপনী।

আধী (ভা ১১।২৫।১৬) যাহার বুদ্ধি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আধ্মাপিত (ভা ১০।২৫।৬) বৃংহিত —স্বামী। ২ দাহিত—সনা। ৩ সতেজস্কীকৃত—বি।

আধ্যাত (হ ১১।১৬৫) অতিতৃপ্ত।

আধ্যাত্মিক (ভা ৩।২৯।১৮) আত্ম-নিষ্ঠ, ২ আত্মা ও অনাত্ম-বিষয়ক বিচার-শাস্ত্র।

আধ্যান (হরি ৪।২৫৮) উৎকণ্ঠাপূর্বক স্মরণ। ২ চিন্তা।

আধ্বর্যব (তত্ত্ব ১৪) যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ অধ্বর্যুর কর্ম।

আন (নিবি ৪৫) উচ্ছ্বাস।

আনক (ভা ৯।২৪।৪৪) সোমবংশ্য শূররাজের পুত্র ও বসুদেবের ভ্রাতা। ২ (ভা ১০।৭১।১৪) পটহ, ভেরী। **-দুন্দুভি** (ভা ৯।২৪।৩০) বসুদেবের নামান্তর।

আনতি (বৃ ভা ২।৪।৪৬) প্রণাম, ২ (চৈত ৩।১৫।২০) ভক্তি। ৩ নম্রতা।

আনদ্ধ (গোলী ২১।১৩) মুরজাদি বাদ্য, ২ মিলিত, সুবদ্ধ। ৩ গ্রথিত, ৪ ব্যাপ্ত।

আনন্ত্য (ভা ৪।১৪।১২) মোক্ষ, ২ সীমাশূন্যত্ব, ৩ নাশরাহিত্য।

আনন্দ (সিন্ধু ৩।২।৪২) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থ অনুগ দাস। ২ (নাচ ২১৫) অভীষ্ট বস্তুর সংপ্রাপ্তি। ৩ (পরম ২৭) নিরুপাধি প্রেমাস্পদত্ব। **-কন্দল** (চৈ ভা মধ্য ১৩।১০৮) বৈষ্ণবগণমধ্যে দুজ্ঞেয় ব্যাজস্তুতিপর ও পরমানন্দজনক কলহাভিনয়।

আনন্দতীর্থ (প্র ১।৩) দ্বৈতবাদ-প্রচারক পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন-প্রণেতা পূর্ণ-প্রজ্ঞ শ্রীমধ্বাচার্য্যের নামান্তর। তত্ত্ববাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরু—দক্ষিণভারতে উড়ুপীতীর্থে শ্রীবাল-গোপালমূর্ত্তির প্রকটনকারী। ৪থু (আচ ১১।২৬৭, চৈনা ৮।২০) [আ—নদি ভাবে অথুচ্] আনন্দ। **-ন** (গীগো ৭।৩৯) আনন্দ-জনক। **-নিঘ্ন** (চৈনা ৫।৫) আনন্দের অধীন জীব। **-পট** (গোচ উত্তর ৩৪।৪৬) নবোঢ়ার বস্ত্র। ২ [আনন্দং পটয়তি বিস্তারয়তীতি] আনন্দ-বিস্তারক। **-পুর** (হ ১৪।৩৮৪) তীর্থবিশেষ। **-ময়-কোষ**—বেদান্তি-মতে পঞ্চম কোষ, অবিদ্যা-স্বরূপ কারণ-শরীর। [বিবেক-চূ° দৃশ্য]। **-মীমাংসা** (উ ১৪।১৫৪ টী) অনুরাগোৎকর্ষ—বি। ২ তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত ব্রহ্মানন্দের বিচার-ধারা যাহাতে মনুষ্যানন্দ হইতে ক্রমশঃ দশ-গুণিত করিয়া গন্ধর্ব, দেবতা, পিতৃলোক, স্বর্গজাত দেবগণ, কর্মদেবগণ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি ও পরব্রহ্মের আনন্দ প্রদর্শিত হইয়াছে। পর-ব্রহ্মানন্দই অসীম, অনন্ত। **-মূর্ছা** (বৃভা ২।১।৮০) সর্বেন্দ্রিয়ের বহি-বৃর্ত্তি-নিবৃত্তিরূপ সৎসমাধির ন্যায় কোনও অনির্বাচ্য দশা-বিশেষ। **-রূপ** (বৃভা ১।১।৯) আনন্দ-প্রকাশক, ২ আনন্দ-স্বরূপ, ৩ আনন্দদান করাই যাঁহার স্বরূপ।

আনন্দাশ্রু (উ ১২।২৬) গণ্ডদেশের প্রফুল্লতা ও রোমাঞ্চের সহিত বাষ্প।

আনন্দিনী (সিন্ধু ২।১।৩৭১) মুখ-চ্ছিদ্র ও স্বরচ্ছিদ্রে চতুর্দশ অঙ্গুল ব্যবধান হইলে সেই বংশীকে 'আনন্দিনী' বলে। অন্য নাম—'বংশুলী'; ইহা বংশ-নির্মিত।

আনন্দী (কৃগ পরিশিষ্ট ২২) শ্রীকৃষ্ণ-সুহৃৎ, ২ (গোভা ১।১।১৭) প্রশস্ত আনন্দভাক্। ৩ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকাকার ও শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ-রচয়িতা। ১৭৪০ শকে নীলাদ্রিতে বটসাগরে ইনি ব্যাকরণ রচনা করেন। ইঁহার গৌরনিষ্ঠা সর্ব-বিলক্ষণ।

আনন্দোন্মাদ (চৈনা ৫।৮) আনন্দ-জনিত উন্মাদ; কখনও বিবিধ চাপল্য, কখনও বা অতিশয় জড়তা করে, কখনও চাপল্য ও জড়তা উভয়ই যুগপৎ দান করে, আবার কখনও বা গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তির দশা প্রাপ্তি করায়।

আনর্ত্ত (ভা ৯।৩।২৭) সূর্যবংশীয় শর্যাতির পুত্র। ২ (প্রীতি ৮৪) দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয় জিলা। দ্বারকাদেশের নিকটবর্ত্তী গুজরাট প্রভৃতি। ৩ (বিন্দু ৫৮) নৃত্যশালা। **-পুরী** (ভা ১।১৪।২৪) দ্বারকা।

আনর্থক্যবাদ (রত্ন ৪।২২) মীমাংসা-মতে প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরতাশূন্য ভূতাত্ম-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানকাণ্ডে 'সপ্তদ্বীপা

বসুন্ধরা' ইত্যাদি বাক্যে নিরর্থকতা দোষের উদ্ঘাটন। ইহাতে পুরুষার্থ নাই। কেবল সিদ্ধ উপাখ্যানই আছে।

আনাথ্য [অনাথ+ষ্যঞ্] স্বামি-হীনতা।

আনান্ধ্য (আচ ১৬।১০) চক্ষুষ্মতা।

আনায় [আ—নী+করণে ঘঞ্] মৎস্য ধরিবার জাল।

আনায্য (গোচ উত্তর ৩৫।২৪) দক্ষিণাগ্নি।

আনিক (গোলী ১৩।৯৭) [অন্+প্রাণনে] জীবয়িতা।

আনুকূল্য (সিন্ধু ১।১।১১) [উত্তমা ভক্তির লক্ষণে] প্রাতিকূল্যাচরণে শুদ্ধাভক্তি হইতে পারে না বলিয়া 'আনুকূল্য' শব্দে উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিই ধ্বনিত—জী। ২ শ্রীকৃষ্ণরোচক প্রবৃত্তি—মু। ৩ 'আনুকূল্য' বলিতে যদি শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তিকেই বুঝায়, তবে 'অতিব্যাপ্তি' ও 'অব্যাপ্তি' দোষ অনিবার্য্য, কেননা—অসুরসহিত যুদ্ধরসাস্বাদন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হইলেও তাহাতে অসুরগণের দ্বেষভাবরূপ প্রাতিকূল্য থাকায় ভক্তিরস হয় না, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করত দুগ্ধ-উত্তারণের জন্য মা যশোদার গমন তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হইলেও মাতার প্রাতিকূল্য না থাকায় তাহাতে 'ভক্তিরস' সিদ্ধ হইল; সুতরাং 'আনুকূল্য' শব্দে প্রাতিকূল্য-শূন্যতাই বিবক্ষিত—বি।

আনুপদিক (হরি ৬৩৬) [অনুপদং ধাবতীতি ঠক্] পশ্চাৎ ধাবমান। ২ পদগ্রন্থের অধ্যেতা।

আনুপূর্বী (হরি ৭।৮৩৯) [অনুপূর্ব+ষ্যঞ্] পরিপাটী, ২ যথাক্রমে।

আনুমানিক (ভা ১১।১৯।১) কেবল পরোক্ষ-জ্ঞানবান্।

আনুলোমিক (হরি ৭।৬৪৩) ক্রম-প্রাপ্ত।

আনুবাদিক গুণ (গো ভা ৩।৩।১) কেবলাদ্বৈতবাদিরা বলেন যে দেবতা, মহর্ষি এবং মহাতপস্বীগণেও যখন অপহত-পাপ্মত্বাদি গুণ দেখা যায়, তখন সেই গুণ-রাজিকে শ্রুতি ব্রহ্ম-বিষয়ে অনুবাদ-(প্রশংসাবাক্য)-রূপে ব্যবহার করিয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ নির্গুণ ব্রহ্মে ঐসব গুণ উল্লেখ করা শ্রুতির তাৎপর্য নহে; সুতরাং ব্রহ্মের যাবতীয় গুণই আনুবাদিক।

আনুশ্রব (ভা ১১।৬।১৭) গুরুর উচ্চারণের পশ্চাৎ যাহা শ্রুত হয়, সেই বেদ (পুরাণ) হইতে জাত—স্বামী। **আনুশ্রবিক** (ভা ৩।২৫।৩২) বেদ-বিহিত—স্বামী। ২ শ্রুতি-পুরাণাদি-গম্য।

আনুষঙ্গ (চৈচ আ ৪।৩৬) গৌণ।

আনুষ্টুভ (হরি ৭।৩৭৮) অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত [প্রগাথ]।

আনৃণ্য [অনৃণ+ষ্যঞ্] ঋণশোধন।

আনৃত [অনৃত+অন্] সতত মিথ্যানুশীলনকারী।

আনৃশংস্য (ভা ৯।১১।২৩) উপশম, অমাৎসর্য্য। ২ কারুণ্য।

আন্ত (হরি ৫।৫৯) [অম্ গতৌ+ক্ত] গত, ২ পীড়িত।

আন্তর (ভা ১।১।৩) প্রকৃষ্ট—বি। ২ (ভাবনা ৫।১১) আন্তরিক, ৩ আভ্যন্তর। **-স্ফোট** (অকৌ ২।১) শব্দার্থ-প্রকাশের মূলীভূত কারণ, অন্তর-মধ্যে উপলভ্যমান অতএব অব্যক্ত, প্রণব ['শব্দ'-শব্দে দ্রষ্টব্য]।

আন্তরালিক (গো ভা ১।২।১৫) মধ্যবর্ত্তী।

আন্তরীক্ষ (ভা ৭।১৪।১৭) অকস্মাৎ প্রাপ্ত। [২ আকাশজাত উৎপাতাদি]।

আন্তরীণ (গোচ উত্তর ১[illegible]৬৯) অন্তর্বর্ত্তী।

আন্তর্দেহিক (হরি ৭।৫০৮) দেহ-মধ্যে জাত।

আন্তর্য [অন্তর+ষ্যঞ্] অন্তর্বর্ত্তিতা।

আন্দোল (আচ ১১।৯১) কম্প, দোলন।

আন্ধ্য [অন্ধ+ষ্যঞ্] দৃষ্টিশক্তি-রাহিত্য।

আন্ধ্র (ভা ৯।২৩।৫) চন্দ্রবংশ্য বলি-রাজের ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে জাত পুত্র। ২ বিন্ধ্যপর্বতের পার্শ্ব-বর্ত্তী গৌতমী ও তাপী নদীদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী দেশ।

আন্ন (হরি ৭।৬৮২) [অন্নং লব্ধা অন্ন +ণ] অন্নলাভকারী।

আন্বীক্ষিকী (ভা ১০।২৫।৪) আত্মানু-স্মৃতি—স্বামী। আত্মবিদ্যা, ২ (ভা ১০।৪৫।৩৪) তর্কবিদ্যা—স্বামী।

আন্বীপিক (হরি ৭।৬৪৩) [অন্বীপং বর্ত্তত ইতি ঠক্] অনুকূল।

আপ (গীতা ২।২৩) পর্জ্জন্যাস্ত্র—বি। ২ (ব্র ১৮) কারণসমুদ্রজল—জী। ৩ চতুর্থ বসু।

আপগেয় (হব ১।২২।২) ভীষ্ম।

আপণ (ভা ৪।২৯।১২) ব্যবহার, ২ (মুক্তা ৭।৩৯) হট্ট, [আপণায়স্তে অস্মিন্নিতি আ—পণ+নি আধারে —ঘ] ক্রয়বিক্রয়স্থান। **-ক** (ভা ১।১১।১৩) পণ্যশ্রেণী।

আপণিক (হরি ৭।৫৩০) আপণ হইতে আগত। ২ (হরি ৭।৬৪৬) [আপণস্থ ধর্ম্ম্যমিতি ঠক্] বণিক্‌ধর্ম।

আপতন (ভা ১০।৭৮।১২) সবেগে আগমন—সনা, জী। [২ প্রাপ্তি, ৩ জ্ঞান, ৪ দৈবাৎ পতন]।

আপৎ (লী ৪২৭) ভজনের বিঘ্ন। **-কল্প** (হ ১৭।১৭৩) সর্ব উপদ্রব।

আপত্তি (আচ ১১।১৫০) লাভ, [২ আপৎ, ৩ অর্থাদিসিদ্ধি]।

আপনেয় (রত্ন ১।৪) ঘটনীয়, ২ (সস তত্ত্ব ৯) প্রাপ্য। [৩ আ—অপ+নী—কর্মণি যৎ] সর্বথা দূরীকরণীয়।

আপন্ন (মুক্তা ১৩।৫২) শরণাগত। ২ আপদ্‌গ্রস্ত। **-মুক্ত** (হ ১১।৫১১) [আপন্নানাং ভক্তানাং মুক্তা যস্মাৎ] যাহা হইতে ভক্তগণের পরিশোধন হয়, সেই বিষ্ণু। **-সত্ত্বা** (গোলী ১৮৩) গর্ভবতী।

আপমিত্যক (হরি ৭।৬২৩) [অপমিত্যেন নিবৃত্তমিতি কক্] বিনিময়-লব্ধ বস্তু।

আপয়িতা, [আপ—ণিচ্+তৃচ্] প্রাপয়িতা।

আপলিত (আচ ২।১১) [আ—পল্ গতৌ+ক্ত] আগত।

আপবর্গ (ভক্তি ৬) ভক্তিসম্পাদক।

আপবর্গিক (ভা ১০।৪৯।১২) মোক্ষ-প্রদ।

আপবর্গ্য (ভা ১।২।৯) মুক্তি পর্যন্ত —স্বামী। মুক্তি-প্রয়োজনক। ২ (চৈত ৪।৭।৮) মুক্ত। ৩ (ভা ১১। ১৯।১০) অপবর্গ-বোধক।

আপশুঘ্ন (চৈত ১০।১।৪) ব্যাধ হইতে সর্বপ্রাণিপর্যন্ত।

আপাত (হ ৩।৩৫৫) মরণ-পর্যন্ত। ২ (আচ ১২।১৬৬) তৎকাল, ৩ পতন। ৪ অতর্কিতে আগমন।

আপাতলিকা (ছ ৬।১৫) বৈতালীয় ছন্দোবিশেষ।

আপাত্য (হরি ৫।১৯২) [আ—পত +ণ্যৎ] ভৃগু অর্থাৎ উচ্চপ্রদেশ।

আপাদক (বৃ ভা ১।৪।১৮) প্রাপক, ২ বোধক।

আপি (ভা ৮।৫।৮) চাক্ষুষ মনুর সময়ে দেবতাবিশেষ। ২ [আপ—ণিচ্+ইন্] ধনাদি-প্রাপক।

আপিশলি (হরি ৪।৩৫) পাণিনির পূর্ববর্ত্তী আদিশাব্দিক, ব্যাকরণ-সূত্রকার।

আপী (হরি ৫।২৭৩) [আপ্যায়তে ইতি আ+প্যায়ী বৃদ্ধৌ ক্বিপ্] সম্যক্ বৃদ্ধি।

আপীড় (ভা ১০।২১।৫) শিরোভূষণ —স্বামী। ২ (আচ ১।১৪৫) উপপীড়ন, মর্দন। ৩ (ছ ৪।৫) ছন্দোবিশেষ [পদচতুরূর্দ্ধ]।

আপীতি (গোভা ৪।২।৮) ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারযাবৎ।

আপীন (উ ১০।৫০) উধঃ [গাভীর বাঁট], ২ (আচ ১১।১৫৯) সম্যক্ পুষ্ট।

আপূপ (ভা ১১।২৭।৩১) পিষ্টক—'পূপ' নামে খ্যাত নৈবেদ্য।

আপূপিক (হরি ৭।৩৪৫) [অপূপানাং সমূহঃ] পিষ্টকসমূহ। ২ (হরি ৭।৬৫৮) পিষ্টকভোজনশীল, ৩ পিষ্টকভক্ত। ৪ পিষ্টকবহুল পর্বাদি।

আপূর্ত্ত (রত্ন ৩।৫) কূপারামাদি-খনন।

আপৃচ্ছা [আ - প্রচ্ছ+অঙ্] আলাপ, ২ জিজ্ঞাসা। ৩ শুভ প্রশ্ন, ৪ আনন্দন।

আপৃত (ভা ৩।৭।১০) ব্যাপ্ত, ব্যাপৃত।

আপৃষ্ট (ভা ৩।২৪।৩৮) অনুজ্ঞাত।

আপেক্ষিকাধিকা (উ ৬।১৮) যূথেশ্বরীগণমধ্যে একতমাকে অপেক্ষা করিয়া (তুলনায়) অন্যতমা শ্রেষ্ঠা হইলে দ্বিতীয়াকেই 'আপেক্ষি-কাধিকা' কহে। অবস্থাভেদে ইহার তিন ভেদ—অধিক-প্রখরা, অধিক-মধ্যা ও অধিক-মৃদ্বী। **-সখী** (উ ৮।১৩-২০) যূথেশ্বরী অপেক্ষা লঘু অথচ যূথবর্ত্তী সখীগণের মধ্যে এক-জনকে অপেক্ষা (তুলনা) করিয়া অন্যজন অধিকা হইলে তাঁহাকে 'আপেক্ষিকাধিকা' বলে। শ্রীরাধার যূথে ললিতাদি অধিকপ্রখরা, বিশাখাদি অধিকমধ্যা এবং চিত্রা ও মধুরিকাদি অধিকমৃদ্বী।

আপেক্ষিকী লঘু যূথেশ্বরী (উ ৬। ১৮) যূথেশ্বরীগণের মধ্যে একতমাকে অপেক্ষা (তুলনা) করিয়া অন্যতমার ন্যূনতা প্রতীত হইলে দ্বিতীয়াকেই আপেক্ষিকী লঘু কহে। অবস্থাভেদে ইঁহারও তিনভেদ—লঘুপ্রখরা, লঘু-মধ্যা ও লঘুমৃদ্বী। (উ ৮।২৯) শ্রীরাধা অপেক্ষা ললিতাদি সখীগণ আপেক্ষিকী লঘু।

আপ্ত (গোভা ২।১।১) যিনি স্বীয় কর্ত্তব্যে নিরত, রাগদ্বেষ-বিমুক্ত এবং এতাদৃশ গুণ-সম্পন্ন লোকের আদৃত হন, তিনিই 'আপ্ত'। "স্বকর্মণ্যভি-যুক্তো যঃ সঙ্গদ্বেষবিবর্জিতঃ। পূজিত-স্তদ্বিধৈর্নিত্যমাপ্তো জ্ঞেয়ঃ স তাদৃশঃ॥" ২ (সিন্ধু ১।২।৬) অধীন, ৩ বিশ্বস্ত। ৪ (ভা ১।৫।১৭)

প্রাপ্ত। ৫ (সস তত্ত্ব ৯) যথার্থ-বক্তা। ৬ যথার্থজ্ঞানবান্। **-কাম** (বৃ ভা ২।৭।৫১) মুক্ত। ২ (গো ভা ৪।২।১২) ভগবদানন্দানুভবে পরিতৃপ্ত। ৩ পূর্ণমনোরথ। **-কারী** (হব ১৩৮।৩১) অন্তরঙ্গ কিঙ্কর। ২ যুক্তকারী, ৩ আজ্ঞাকারী ভৃত্যাদি। **-দূতী** (উ ৭।৫৪) যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাসভঙ্গ করেন না, যিনি স্নেহশীলা ও বাগ্মিনী—তাঁহাকেই 'আপ্তদূতী' কহে। **অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা** ও **পত্রহারিণী**-ভেদে আপ্তদূতী ত্রিবিধা। ইঁহাদের আবার শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী, সখী প্রভৃতি বিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। **-ভুক্তিরাগ** (মালা ছ ৫) ভোজনেচ্ছুক। **-বাক্য** (রত্ন ৪।২২) যথার্থবক্তা—ব্যাসনারদ প্রভৃতি অথবা শব্দপ্রমাণ বেদপুরাণাদি।

আপ্তি [আপ্+ক্তিন্] সংযোগ, ২ সংপ্রাপ্তি ৩ সম্বন্ধ, ৪ লাভ, ৫ সমাপ্তি ৬ সম্পত্তি।

আপ্তোর্যাম (ভা ৩।১২।৪০) ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে জাত যাগবিশেষ, ২ দেবতা।

আপ্য (তর ৮।২।৭) ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষের কালে দেবতা-বিশেষ। ২ (আচ ১০।৯৩) জলময়। ৩ প্রাপ্তিযোগ্য। **-ধারা** (গোচ পূর্ব ৩৩।৪২) অশ্রু-সম্পাত, ২ জলপ্রবাহ।

আপ্যান [আ+প্যায় ভাবে ক্ত] প্রীতি, ২ বৃদ্ধি।

আপ্যায়ন (ভা ৫।২০।৯) শাল্মলী-দ্বীপের অধিপতি যজ্ঞবাহুর পুত্র ও ও তন্নামক বর্ষ। ২ (মুক্তা ৯১) তৃপ্তি। ৩ (হ ১।২৩২) মন্ত্রের প্রতি অক্ষরকে জপ্ত কুশোদকদ্বারা বিধিমত প্রোক্ষণ। ৪ (ভা ৩।২৬।৪৩) তৃষ্ণাজনিত বিকলতার নিবৃত্তি—স্বামী।

আপ্যায়িতা (হরি ৫।৩৩৮) [ওপ্যায়ী বৃদ্ধৌ+তৃন্] বৃদ্ধিশীল, ২ সন্তুষ্ট, ৩ উন্নতিশীল।

আপ্রচ্ছন (গো চ পূর্ব ৩৩।৩৩৮) সভাজন, ২ আনন্দন।

আপ্রনখ (গো ভা ১।১।২০) নখাগ্র-ভাগ পর্যন্ত।

আপ্রপদীন (আচ ৩।২৫) পাদাগ্র-পর্যন্ত ব্যাপী।

আপ্রায়ণ (গো ভা ৪।১।১২) মোক্ষ পর্যন্ত।

আপ্লব (আচ ৮।১০০), **আপ্লাব** (হরি ৫।৪০৬) স্নান।

আপ্লুত (বৃ ভা ১।৬।২৬) ব্যাপ্ত। [২ স্নাত, ৩ আর্দ্রীভূত, ৪ স্নাতক—গৃহস্থ-বিশেষ]।

আপ্লুতি (চৈ কা ১৫।৮৮) লম্ফ।

আবন্ধুর (হ ৫।১৭৯) নিম্নোন্নত, ২ অতিসুন্দর।

আবল্য (আচ ১৮।৮১, গোচ উত্তর ২।৬৪) দুর্বলতা।

আবাধ [আ—বাধ+ঘঞ্] পীড়া।

আবিল [আ—বিল ভেদনে+ক] অস্বচ্ছ, ২ ভেদক।

আবুত্ত [নাট্যে] ভগিনীপতি।

আভাস (ভা ৬।৯।৩৭) প্রকাশ—স্বামী। ২ (রত্ন ৬।৪) দ্বিচন্দ্রাদি—বল। ৩ (বৃভা ২।৩।১০) ছায়া, প্রতিবিম্ব। ৪ (ভা ২।১০।৭) সৃষ্টি। ৫ (সিন্ধু ২।৪।২২৪) ব্যভিচারিভাব-সমূহের অস্থানে অবস্থান। অস্থানত্ব বলিতে প্রাতিকূল্য ও অনৌচিত্যই ধর্তব্য। ৬ (সাকৌ ৯।৯) বোধ। ৭ (মালা নাম ৩) সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ বা হেলায় উচ্চারিত নাম।

আভাসবাদ—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরে অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে মণ্ডনমিশ্র জীবতত্ত্বে প্রতিবিম্ববাদ, বাচস্পতি মিশ্র অবচ্ছেদবাদ এবং সুরেশ্বরাচার্য্য আভাসবাদের স্থাপন করেন। মণ্ডন-মিশ্রমতে সূর্য যেরূপ বিভিন্ন জল-পাত্রে প্রতিফলিত হয়, ব্রহ্মও তদ্রূপ বিভিন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত হন। এই প্রতি-বিম্বই—জীব। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব যেরূপ অভিন্ন, ব্রহ্ম ও তৎপ্রতিবিম্ব জীবও বস্তুতঃ অভিন্ন—**ইহাই প্রতি-বিম্ববাদ**। বাচস্পতি এই মতকে খণ্ডন করিয়াছেন—তিনি বলেন জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে, জীব—অখণ্ড ব্রহ্মের সখণ্ড প্রকাশ, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ। অখণ্ড মহাকাশ যেরূপ ঘটাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ঘটাকাশ-নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ অখণ্ড নির্বিশেষ ব্রহ্মও অন্তঃকরণের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ হইয়া জীব-নাম ধারণ করে। ইহাই **অবচ্ছেদবাদ** বা **পরিচ্ছেদবাদ**। মণ্ডন-মতে ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ হওয়ায় তিনি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। জীবেরই অজ্ঞান, জীবই অবিদ্যার আশ্রয়; জীবের ব্রহ্ম-বিষয়ে অনাদি অজ্ঞান বর্ত্তমান। অবিদ্যা ও জীব উভয়ই অনাদি ও পরস্পর আশ্রিত বলিয়া বীজাঙ্কুরন্যায়ে —জীবভাব অজ্ঞানের অধীন আবার অজ্ঞান জীবের অধীন—ইত্যাকার

পরস্পরাশ্রয়দোষ হইবে না (ব্রহ্মসিদ্ধি ১০ পৃঃ)। সুরেশ্বর বলেন—অজ্ঞান-কল্পিত জীব কখনই অজ্ঞানের আশ্রয় হয় না, ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় বটে (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১০৭—১০৮ পৃঃ, বৃহদা° বার্ত্তিক ১।১৭৫—১৮২)। ইঁহার মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন হইতে পারে না, কারণ প্রতিবিম্ব বিম্বের ছায়া বা আভাস। বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষ হইতে ভিন্ন; সুতরাং ব্রহ্মের ছায়া বা **আভাস**—জীব, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ছায়া সত্য নহে, প্রতিবিম্বও সত্য নহে। সমষ্টি মায়ার আভাস—ঈশ্বর, আর ব্যষ্টি অবিদ্যার আভাস—জীব। ঈশ্বরের উপাধি শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ, সুতরাং ঈশ্বর—সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্। জীবের উপাধি মলিন-সত্ত্বগুণ, অতএব জীব—অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি। এই আভাসবাদে আভাস বা প্রতিবিম্ব মিথ্যা, জীব-ব্রহ্মের ভেদও মিথ্যা—সুতরাং মিথ্যা ভেদের ন্যায় মিথ্যা প্রতিবিম্বেরও উচ্ছেদ সাধন করা কর্ত্তব্য। প্রতিবিম্ববাদে—ভেদের উচ্ছেদসাধন করিলেই হয়, কিন্তু প্রতিবিম্বের উচ্ছেদসাধন আবশ্যক নহে; কেননা, এইমতে প্রতিবিম্ব সত্য ও বিম্ব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কিন্তু আভাসবাদে ভেদের ন্যায় প্রতিবিম্বেরও উচ্ছেদসাধন প্রয়োজনীয়। ইহাই প্রতিবিম্ববাদ ও আভাসবাদের পার্থক্য। ['পরিচ্ছেদ' ও 'প্রতিবিম্ববাদ'-শব্দে ইহার খণ্ডনাদি দ্রষ্টব্য]।

আভিচারিক (ভা ১২।৬।২৭) হিংসা-ফল—স্বামী। ২ অভিচারকৃৎ।

আভিজাত্য (ভা ১০।১০।৮, চৈচ অন্ত্য ৭।৯৩) সৎকুলে জন্ম, ২ পাণ্ডিত্য, ৩ অভিজিৎনক্ষত্রে জাত।

আভিরূপক (হরি ৭।৮৪৪) সৌন্দর্য।

আভিরূপ্য (অকৌ ১০।২৭) পরকীয়-রূপ-গ্রহণ-সমর্থ।

আভিষেচনিক (ভা ৮।৮।১১) অভিষেকোচিত।

আভীক্ষ্ণ্য—সাতত্য, পৌনঃপুন্য।

আভীর (আচ ৭।১২৫) গোপ। ব্রাহ্মণের ঔরসে ও অম্বষ্টার গর্ভে জাত সন্তান। ২ (কৃগ ৯) শ্রীকৃষ্ণ-পরিবার, আচারাদিতে বৈশ্যদের সমান এবং শূদ্রজাতি—গোমহিষাদি চারণই বৃত্তি—ঘোষাদি-আখ্যায় ভূষিত—বৈশ্য হইতে ন্যূন। ৪ (ভা ১।১০।৩৫) পূর্বরাজপুতানা ও মালবদেশ।

আভীল (আচ ২।১) কষ্ট, ২ অতি-ভীষণ।

আভুগ্ন (গোচ পূর্ব ১৫।৩) কুটিল, ২ (স্তব ১৮।১০) পুটিত। ৩ ঈষৎ বক্র।

আভূতসংপ্লব (স্ত ২।১২) প্রলয়কাল।

আভোগ (গোচ উত্তর ২।৩০) পূর্ণতা, ২ (গোচ পূর্ব ১৩।২৪) সর্প-শরীর।

আভোগী (বিপূ ৫।১৬৯) বিস্তারিত।

আভ্যুদয়িক (সিন্ধু ৪।৩।৩১) শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ জন্য যিনি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাদিকে সর্বস্ব দান করেন। [২ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-বিশেষ]

আম্ [ব্য] স্মরণে, ২ স্বীকারে, ৩ প্রতিবচনে, ৪ জ্ঞানে।

আম (ভা ১০।৬১।১৩) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী নাগ্নজিতীর গর্ভজ পুত্র। ২ ক্রৌঞ্চদ্বীপের নামান্তর। ৩ (গোলী ১৬) অপক্ব, কোমল। [৪ রোগভেদ]।

আমনন (গোভা ৩।৩।৩৫) আভি-মুখ্যে চিন্তা। ২ (গোলী ১০।৩) কথন।

আমনস্য (আচ ১১।১৮৪) দুঃখ।

আমন্ত্রণ (ভা ১০।৪৭।৬৪) কুশলাদি-জিজ্ঞাসা। ২ (হরি ৪।১৭৬) কামচারা-নুজ্ঞা, যাহার অপালনে প্রত্যবায় নাই।

আময় (ভা ৩।১৬।৫, গীতা ১৭।৯) রোগ। **আময়াবী** (ভা ৬।১৯।২৭) রোগী।

আমর্দ (গোলী ১৩।৯৮) উৎপীড়ন।

আমর্দকীব্রত (হ ১৪।২২৭-২৩৪) ফাল্গুনের শুক্লা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া নদী-তড়াগাদিতে স্নান করত গিরি বা কাননে আমর্দকীবৃক্ষসমীপে গমন করিবে, তাহাতে শ্রীহরির পূজা করিবে, কুসুমদ্বারা সেই আমলকী-বৃক্ষের পূজা করত নিশাজাগরণ বিধেয়। ইহাতে হবিষ্যান্ন-ভোজন ও দীপদান করিবে।

আমর্শ (ভা ৪।২৮।৪০) অন্তঃকরণ-বৃত্তি—স্বামী। ২ (বৃ ভা ১।২।৬১) বিচার। ৩ সম্যক্ স্পর্শ।

আমল, -ক (উ ১১।৩৬) আমলকী।

আমার্জন (ভা ১১।২৭।১৯) হস্তদ্বারা অর্চার নির্মাল্যাদি-অপসারণ।

আমাবাস্য (হরি ৭।৪৬৫) অমাবস্যায় জাত।

আমিক্ষা (গোলী ৪।৫৮) ছানা, ২ ক্ষীরসা। **আমিক্ষীয়, আমিক্ষ্য** (হরি ৭।৭০৮) [আমিক্ষায়ৈ হিতমিতি ছ] ছানার উপকরণ—দধি।

আমিষ (কর্ণা ৫) মাংস, ২ লোভ্য-বস্তু, ৩ সংভোগ্য, ৪ উৎকোচ।

আমুক্ত (ভা ৩।২৮।১৪) সংশ্লিষ্ট। ২ (গোচ উত্তর ১৭।৪৫) বদ্ধ, ৩ (কৃচ ১।৩।৬) পরিহিত, ৪ কবচ। ৫ (উ ১৫।৭) সম্যক্ গ্রথিত—বিষ্ণু।

আমুক্তি (মাম ৮।১৬৪) সংমোচন, ২ পরিধান।

আমুখ (নাচ ২৯-৩০, ৪২) সূত্রধার-কর্তৃক নটীর প্রতি যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক বিচিত্রকৌশলে নাটকের ভাবি-প্রতিপাদ্যবিষয়ের সূচনা। ইহার তিনটী অঙ্গ—কথোদ্‌ঘাত, প্রবর্ত্তক এবং প্রয়োগাতিশয়। বীথীর অঙ্গ-হিসাবে আরো দুইটি—উদ্‌ঘাত্যক ও অবলগিত। শৃঙ্গাররস-প্রধান নাটকে প্রথম তিনটীরই আবশ্যকতা স্বীকার্য।

আমুষ্য-কুলিকা (গোচ উত্তর ১৬।৪) প্রসিদ্ধ বংশ। **আমুষ্যপুত্রক** (হরি ৭। ৮৪৮), **আমুষ্যায়ণ** (হরি ৭।২৯৪) প্রশস্তকুলে জাত।

আমৃতি (বৃ ৭।১০) মরণপর্যন্ত।

আমৃষ্ট (ভা ১০।৬৫।১৮) [আ—মৃজ্ +ক্ত] উজ্জ্বল। ২ [আ—মৃষ+ক্ত] আধর্ষিত ৩ মর্দিত, ৪ [আ—মৃশ্ +ক্ত] সংস্পৃষ্ট।

আমোদ (গোচ পূর্ব ২৫।৫১) হর্ষ। ২ দূরগামী গন্ধ। ৩ উত্তমা স্ত্রীর মুখ-নিশ্বাসাদির গন্ধ। **-ন** (উ ১০।৪১,রতি ২।১৮) সুগন্ধবাহী, ২ আনন্দপ্রদ। **-বর্দ্ধন** (কৃগ, প ১১৫) নন্দীশ্বর পর্বতের বৃহৎ শিলাখণ্ডে অবস্থিত আস্থানীমণ্ডপ (বৈঠকখানা), উহা পরম সুগন্ধে সুবাসিত। **আমোদী** (আচ ১৪।১৩২) ব্যাপক, ২ (বিনা ৪।৪৪) প্রীতিপ্রদ, ৩ সুগন্ধবিস্তারী।

আম্নাত (ভা ৩।২৫।৩১) অনুক্রম। ২ (ভা ৫।১।৬) শাস্ত্রোক্ত, ৩ (আচ ১৫।৫৯) আচ্ছন্ন, ৪ অভ্যস্ত। ৫ (রত্ন ৪।১৬) বেদ, ৬ গুরুপরম্পরা, ৭ সম্যক্ অভ্যাস, ৮ উপদেশ, ৯ কুল-ক্রম।

আম্নায়—সম্যগভ্যাস, ২ বেদ। **-বাদী** (ভা ১১।৫।৫) যাহাদের নিকট বেদবাক্য অর্থবাদ বা মোহপ্রদরূপে বিদ্যমান—স্বামী।

আম্ভসিক (হরি ৭।৬৩০) [অম্ভসা বর্ত্তত ইতি ঠক্] মৎস্য।

আম্রকূণ (হরি ৭।৮৭২) আম্রপাক।

আম্রসার (চৈ ভা আদি ১৫।৭৫) আম্রপল্লব।

আম্রাতক (হ ৮।১৮৯) আমড়া। ২ শুষ্ক আম্ররস-নির্মিত আমসত্ত্ব বা আমট্।

আম্রেড়িত (গোলী ১১।৫) দুই তিন বার উক্ত।

আম্ব (ভা ১১০।২৯) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী নাগ্নজিতীর পুত্র।

আম্বষ্ঠ (হরি ৫।৪৬৫) অম্বষ্ঠ।

আম্বিকেয় (ভা ১০।৪৯।১) ধৃতরাষ্ট্র।

আয় (আচ ১৩।১৫৯) বৃদ্ধি, ২ গতি, ৩ (গোভা ৩।৩।৪০) [ঈ ব্যাপ্তৌ +অচ্] প্রাপ্তি। ৪ (হরি ৭।৭৫৮) গ্রামাদিতে স্বামিগ্রাহ্য ভাগ।

আয়ঃশূলিক (হরি ৭।৯২১)। [অয়ঃশূলেনার্থান্ অন্বিচ্ছতি অয়ঃশূল+ঠক্] তীক্ষ্ণকর্মে অর্থকর, ২ সাহসিক।

আয়ত (আচ ১৫।১৩) প্রচুর। ২ (গোলী ১০।৭৭) দীর্ঘ।

আয়তন (ভা ২।৫।৩২) শরীর। ২ (ভা ৩।১।২৩) তীর্থ, ক্ষেত্র। ৩ (গো ভা ১।৩।১) আশ্রয়। ৪ (ভা ১১।২৪।৯) উপাধি। ৫ (আচ ১।১৮) গৃহ।

আয়তি (ভা ৪।১।৩৬) মেরুর কন্যা ও ভৃগুপুত্র ধাতার পত্নী, ২ (ভা ৯।১৮।১) চন্দ্রবংশ্য নহুষের পুত্র। ৩ (গোচ পূর্ব ২১।১৩৮) উত্তরকাল। ৪ সঙ্গ, ৫ দৈর্ঘ্য, ৬ কোষদণ্ডজ তেজ।

আয়তীগ (আচ ১১।২৪৪) উত্তর-কালে বা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া লক্ষ্মীরই আশ্রাবহ।

আয়তীগব (গোচ পূর্ব ১২।৪৯) গোগণের আগমন-কাল [সন্ধ্যা]।

আযথাতথ্য (হরি ৭।২৮) অনৌ-চিত্য। [অযাথাতথ্য]।

আযথাপূর্ব্য (হরি ৭।২৮) অপূর্বতা।

আয়মান (আচ ১৩।১৪০) আগমনে প্রবৃত্ত।

আয়স্ত (আচ ৬।২) পরিশ্রান্ত। ২ (সাকৌ ৮।১১) আন্দোলিত—বল। ৩ (হব ২।৩০।৪) ম্লান।

আয়াতি (গোচ পূর্ব ৪।৫২) আগমন। ২ নহুষপুত্র।

আয়াম (আচ ১৭।৪১) বিস্তার, দৈর্ঘ্য।

আয়িত (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) সংপ্রাপ্ত।

আয়ুঃ (ভা ৯।১৭।১) পুরূরবার জ্যেষ্ঠ-পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।৬) যযাতি-বংশীয় পুরুহোত্রের পুত্র। ৩ (ভা ১০।৬১।১৭) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী ভদ্রার গর্ভজ পুত্র। ৪ (ভা ৬।৬।১২) প্রাণ-নামা বসুর পুত্র। ৫ (ভা ১২।১১।৪২) ঋষি।

আয়ুক্ত (কৃচ ১৬।৫) পরিহিত। ২ সম্যক্ ব্যাপারিত, ৩ ঈষদ্‌যুক্ত।

আয়ুধিক, আয়ুধীয় (হরি ৭।৬১৭) [আয়ুধেন জীবতীতি] শস্ত্রাজীবী।

আয়ুর্দা (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপস্থ

নদী।

আয়ুর্ব্বর্দ্ধক (বৃ ভা ২।১।৩২) শ্রীভাগবদ্ধর্ম্মে কীর্ত্তন-শ্রবণাদি।

আয়ুষ্মান্ (ভা ৮।১৩।২০) নবম মন্বন্তরে আবির্ভূত ভগবৎকলা ঋষভদেবের পিতা। ইহার পত্নী—অম্বুধারা। ২ (ভা ১১।২২।২) নিত্যমূর্ত্তি—স্বামী। সর্ব্বকালব্যাপী।

আয়ুষ্য (হরি ৭।৮২৫) [আয়ুঃ প্রয়োজনমস্যেতি আয়ুষ্+যৎ] আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর ভেষজদ্রব্য। -ক্রিয়া (গোচ পূর্ব্ব ৪।২৫) জাতকর্ম্মান্তর্গত সংস্কারবিশেষ।

আয়ুর্হরণ (ভক্তি ৩৪) সূর্য্যের উদয়ে ও অস্তগমনে জীবমাত্রেরই আয়ুহরণ হইতেছে, কেবলমাত্র শ্রীহরিভক্তই এই নিয়মের বহির্ভূত; কেননা যিনি একটি ক্ষণও হরিকথায় অতিবাহিত করিতে পারেন, তাঁহার সমগ্র জীবনই সফল হয়।

আয়োগ (হব ২।২৭।৪২) বিখ্যাতি। ২ গন্ধমাল্যোপহার, ৩ সম্যক্ সম্বন্ধ।

আয়োগব (গোচ পূর্ব্ব ৩।২০) শূদ্রের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে জাত পুত্র।

আয়োধন (ভা ১০।৬৬।১৮) যুদ্ধস্থান, ২ (আচ ১।২১) যুদ্ধ।

আর (ভা ৭।৯।২১) বিকার। ২ (অকৌ ৭।১০) [ঋ গতৌ+ঘঞ্] গতি। ৩ (ভা ১১।১৬।১২) ছুরিকা, ৪ (হ ৫।১৮২) চক্র। [৫ প্রান্তভাগ, ৬ মুণ্ডলৌহ, ৭ মঙ্গলগ্রহ, ৮ শনিগ্রহ]।

আরকূট (ভা ১০।৪১।২০) পিত্তল। ২ পিত্তলাভরণ।

আরক্ত—ঈষৎ রক্তবর্ণ, ২ সম্যক্ অনুরক্ত।

আরণ্যক (হরি ৭।৪৪৫) [অরণ্য+বুঞ্] পথ, অধ্যায়ন, বিহার, মনুষ্য ও হস্তী প্রভৃতি অর্থ বুঝাইতে অরণ্য-শব্দের উত্তর 'বুঞ্' হয়। গোময়-অর্থে বিকল্পে 'বুঞ্' হয়—আরণ্য বা আরণ্যক।

আরতি [আ—রম্+ক্তিন্] উপরম, ২ নিবৃত্তি।

আরভটী (নাচ ৪৮৬-৪৭) বৃত্তিভেদ ; যে স্থলে প্রচুর মায়া, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি থাকে, বিচিত্র যুদ্ধব্যাপার, ছেদ-ভেদাদিযুক্ত আটোপ থাকে, তাহাতেই আরভটী বৃত্তি ব্যবহৃত হয়। ইহার চারিটী অঙ্গ—(১) সংক্ষিপ্তি, (২) অবপাতন, (৩) বস্তূত্থাপন ও (৪) সংফেট। বীভৎস করুণ, বীর ও ভয়ানক রসে ইহার প্রয়োগ হয়। ২ (মালা ১৭।১২) বিচিত্র বাক্য-বিন্যাস।

আরম্ভ (সিন্ধু ৩।২।৬২) আটোপ—জী, ২ উদ্যম—মু। ৩ (আচ ৮।২৯) উদয়। ৪ (নাচ ৫৯) মুখ্যফলের উদ্যোগকে নাট্যশাস্ত্রে 'আরম্ভ' বলে। ৫ (হব ৩।২।২৭) উৎসাহ। **-বাদ** (গো ভা ২।২।১১, নাম ২।৯) পরমাণুবাদেরই নামান্তর—তর্কশাস্ত্র-মতে পার্থিবাদি চারিপ্রকার পরমাণু নিরবয়ব, রূপাদিমান্, পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণ এবং প্রলয়কালে অনারব্ধ-কার্য্য-স্বরূপে অবস্থান করে। সৃষ্টি-কালে উহারাই জীবের অদৃষ্টাদিপূর্ব্বক দ্ব্যণুকাদিক্রমে অবয়বযুক্ত স্থূলতর জগতের রচনা করে। আবার প্রলয়কালেও পরমাণুসমূহ বিভক্ত হইয়াই ভূতবিনাশ হয়। এই মতে অসতের পরিণাম সৎ, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

আরব, আরাব (হরি ৫।৪০৬) উচ্চ শব্দ।

আরব্ধ (ভা ৯।২৩।১৫) যযাতিবংশীয় সেতুর পুত্র ও গান্ধারের পিতা। ২ (ভা ৩।১৬।১৫) আবিষ্কৃত—স্বামী।

আরস (অকৌ ৭।১০) সম্যক্ শব্দায়মান।

আরস্য (হরি ৭।৮৩৫) [অরস+ষ্যঞ্] রসভিন্নতা।

আরা (হরি ৬।১১২) মুচির চর্ম্মভেদক অস্ত্র। ২ (রত্না ৫।১৫৮৪) ভাণ্ডীর-বটের নিকটবর্ত্তী গ্রাম।

আরাগ্র (সস পরম ২৫) অতিসূক্ষ্ম লৌহশলাকা।

আরাৎ [ব্য] দূরে, ২ সমীপে। ৩ (স্তব ২৫।৯) শীঘ্র।

আরাতি [আ—রা+ক্তিচ্] শত্রু।

আরাতীয় (হরি ৭।৪৮) [আরাদিবেতি ছ] নিকটবর্ত্তী, ২ দূরবর্ত্তী।

আরাত্রিক (গোচ পূর্ব্ব ১।৫৯) রাত্রি-পর্য্যন্ত, ২ (হ ৮।২৯৭) নীরাজন, প্রথমতঃ পদতলে ৪ বার, নাভিতে ২ বার, মুখমণ্ডলে ১ বার এবং সর্ব্বাঙ্গে ৭ বার আরতি করিতে হয়। [নীরাজন' শব্দ দ্রষ্টব্য]। ৩ দীপ।

আরাধ (আচ ৮।৫৬) আরাধনা।

আরাম (গোলী ২১।৭৮) উপবন। ২ (কৃগ ৮৭) 'চম্পকলতা' সখীর পিতা, ইহার পত্নী 'বাটিকা।' ৩ (গীতা ৩।১৬) সম্যক্ তৃপ্তি। ৪ (ছ ২।২) দণ্ডকভেদ।

আরাশস্ত্রি (হরি ৬।১২২) চর্ম্ম-প্রভেদিকা ও ছুরিকার সমাহার।

আরিপ্সিত (ভাবনা ৯।৬৫) বাঞ্ছিত, ২ (ল না ৫।৪) অভিপ্রায়।

আরিষা—পুরীধামস্থ শ্রীজগন্নাথদেবের মধ্যাহ্নভোগের উপকরণ। প্রস্তুত-প্রণালী—কাঁচা চাউলের গুড়া পাতলা গুড়ের সহিত মিশাইয়া চারি ঘণ্টা রাখিয়া পরে কলাপাতার উপরে পুরীর ন্যায় প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিবে।

আরীণ (গোচ উত্তর ৩১।৬৪) ক্ষরিত।

আরুণি (ভা ৬।১৫।১৩) সিদ্ধেশ্বর-গণের অন্যতম। ২ (ভা ১০।৮৭। ১৮) অরুণ-বংশীয়—সনা। ৩ অনুরাগী; ৪ সূর্যবৎ তেজস্বী সত্ত্ব-প্রধান, ৫ যমুনা—প্রবো।

আরুণ্য (আচ ৮।১২) সূর্য্যের ভাব, ২ রক্তিমা।

আরূঢ়চ্যুত (ভা ১১।৭।৬০) মুক্তি-সাধন মানুষদেহ লাভ করিয়াও যে কপোতের ন্যায় গৃহধর্মে অত্যাসক্ত।

আরেচিত (গোলী ১।৬১) চালিত, ক্ষিপ্ত। ২ ঈষৎ আকুঞ্চিত।

আরেজক (গৌবি ৯৭) প্রকাশক।

আরোপ (চৈনা ৩০) [আ—রুহ+ণিচ্ ভাবে অচ্] অভেদ-ভাবনা। ২ (আচ ১০।৮৩) উৎপাদন। **-সিদ্ধা ভক্তি** (ভক্তি ২১৭) স্বতঃ ভক্তিত্বের অভাবেও ভগবানে অর্পণাদি দ্বারা ভক্তিত্ব-প্রাপ্তা কর্ম্মাদিরূপা ভক্তিকে 'আরোপসিদ্ধা' ভক্তি বলে। কর্ম্মার্পণ দ্বিবিধ—১। ভগবৎ-প্রীণনরূপ, ২। ভগবানে কর্মফল-অর্পণরূপ। ত্রিবিধকারণে কর্মার্পণ হইতে পারে— ১। ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের নিমিত্ত; ২। মুক্তির নিমিত্ত এবং ৩। ভক্তির নিমিত্ত।

আরোপিত (ভা ২।১০।৪৪) প্রকা-শিত—স্বামী, ২ (রত্ন ৬।৩৮) কল্পিত।

আরোহ (ভা ১০।৬।১৬) জঘন—স্বামী। ২ (সাকৌ ৮।৭) গাঢ়তা—বল। ৩ (শেষ ৭।১১) উৎকর্ষ। ৪ (ভা ৮।১০।৪১) গজচালক। ৫ (ভা ৫।১৪।৮) অঙ্ক। ৬ (আচ ২।৫৪) আরোহণ। **-ভূমিকা** (রাধা ৫) ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান।

আর্ক (ভা ১০।১৪। ০) ভূর্ভুবঃ-স্বর্লোক হইতে মহাবৈকুণ্ঠ-পর্যন্ত ব্যাপক, ২ আকন্দপুষ্প-পর্যন্ত ব্যাপী।

আর্গয়ণ,-ন (হরি ৭।৫২৮) ঋগয়ণ-ব্যাখ্যা গ্রন্থ বা তদ্‌বিষয়ক।

আর্চ (হরি ৭।৯৪২) [অর্চা+ণ] অর্চাযুক্ত। **আর্চিক** (হরি ৭।৫২৭) [ঋচি ভবম্, ঋচো ব্যাখ্যান-গ্রন্থো বা ঋচ্+ঠঞ্] সাম-বেদীয় গ্রন্থবিশেষ।

আর্জব (ভা ৩।২৯।১৭) সরলতা, স্বচ্ছতা। ২ (গো ভা ৩।৩।৩৯) মন, বাক্য ও শরীরের একরূপতা। ৩ (প্রীতি ১১৬) সর্বশুভঙ্করত্ব—জী।

আর্জুনি (হরি ৭।২৬৩) অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু প্রভৃতি।

আর্ত্ত (বৃ ভা ২।৫।৫৬) দুঃখিত, ২ উদ্বিগ্ন, ৩ ক্লিষ্ট, ৪ পীড়িত।

আর্ত্তভাগ (গো ভা ৪।২।১৩) বৃহ-দারণ্যকে [৩।২।১০] উক্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ঋষি। ইনি মহর্ষি যাজ্ঞ-বল্ক্যের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ জীবের উৎক্রান্তি-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

আর্ত্তব (হরি ৭।৮১৮) ঋতুকালীন পুষ্পাদি। ২ স্ত্রীরজঃ।

আর্ত্তি (চৈ ভা আদি ৫।১৪১) পীড়া, ২ মনোব্যথা। ৩ দৈন্য, উৎকণ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই কৃষ্ণপ্রেমের উৎকৃষ্ট লক্ষণ, যেহেতু স্ফুট আর্ত্তিভরে যে নিজ-প্রিয়নামসংকীর্ত্তন, তাহা কেবল প্রেমের ভরেই আবির্ভূত হয়। এই ভাবে নাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেম উভয়ের কার্য-কারণতা এবং অভেদ সিদ্ধ হয়। প্রেমবিশেষদ্বারাই নামসংকীর্ত্তন হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—(১) চাতক ও (২) চক্রবাক। (১) বর্ষাকালে মেঘবিনা চাতকের ন্যায় আর্ত্তস্বরে 'প্রিয়! প্রিয় হে' বলিয়া আক্রোশন, (২) রাত্রিকালে নিজপতির বিরহে চক্রবাকী-সমূহের করুণ আহ্বানবৎ পরমার্ত্তিভরে বিচিত্র মধুর গাথা-প্রবন্ধে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনই কার্য। **-দ** (প্রীতি-৩৩২) আর্ত্তিনাশন। **-ভর** (বৃ ভা ২।৩।১৬৬—৬৭) উৎকণ্ঠাতিশয়।

আর্থ (অকৌ ৮।১৩) অর্থগম্য।

আর্থিক (কৃষ্ণ ২৯) তাৎপর্য-নির্ণায়ক।

আর্দ্র (বৃ ভা ১।৪।৩৭) কোমল, ২ যুক্ত, ৩ সিক্ত। **আর্দ্রিত** (বৃ ভা ২।৫।৭) মিশ্রিত, ২ সরসীকৃত।

আর্দ্ধিক (হ ৯।২৬৬) যাহার সহিত শস্যাদির অর্দ্ধেক ব্যবস্থা থাকে, এবম্বিধ ভূমিকর্ষক। ২ অম্বষ্টবর্ণ।

আর্য (নাম টী ৩।৪৩) শ্রেষ্ঠ। ২ (আচ ১১।৪) বিজ্ঞ, সরলবুদ্ধি। ৩ (বৃভা ২।৭।১৫৩) কুলবৃদ্ধ। ৪ (হ ১১।৩৮৯) সদাচার-সম্পন্ন। ৫ (চৈত ১০।২১৯) পূজ্য, ৬ ভক্ত। ৭ (হ ৮।৩৪৩) গুরু। **আর্যক** (ভা ৮।১৩।২৬) একাদশ মন্বন্তরে আবির্ভূত ধর্মসেতুর পিতা। **-আর্যকা** (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থা নদী। **-চরিত্র** (প্রীতি ৩৩২) সদাচার, ২ (চৈত

১০।২৯।৪০) কুলব্রত, ৩ বেদপথ। -পথ (ভা ১০।৪৭।৩১) বেদমর্যাদা।

আর্যা (চৈভা আদি ৯।১৫০) শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দের পদাঙ্কপূত দ্বৈপায়নী। ২ (উ ৬।১৬) শ্বশ্রূ। ৩ (ছ ৬।১-২) মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবিশেষ। **-তর্যা** (চৈভা আদি ৭।১৮) ছড়া-জাতীয় পদ্য।

আর্যাবর্ত্ত (ভা ৯।৬।৫) মনুর মতে পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ও উত্তর-দক্ষিণে গিরিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ; মেধাতিথি ও কুল্লূকের মতে —হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্ত্তী উত্তর ভারত।

আর্ষ (গোচ পূর্ব ১৯.৪৪) ঋষি-প্রণীত। **-প্রমাণ** (সস তত্ত্ব ৯) দেবতা ও ঋষিদের বাক্য।

আর্ষভ (ভা ৫।১৪।৪২), **আর্ষভেয়** (সিন্ধু ১।২।৩১) ঋষভ-পুত্র ভরত।

আর্ষভ্য (হরি ৭।৭২৩) [ঋষভ+ণ্য] ষণ্ডোপযুক্ত বৃষ।

আর্যাবলি (কৃষ্ণা ২।১১৪) পিষ্টক-বিশেষ। চাউল ভিজাইয়া গুঁড়া করিবে, চাউলের সমপরিমাণে ভাল ইক্ষুগুড় পরিমাণমত জল দিয়া পাক করিবে। পরীক্ষার জন্য এক ফোঁটা পক্কগুড় জলে দিলে যদি শক্ত হয়, তবে পাক ঠিক হইয়াছে, বুঝিবে। তখন ঐ গুড় নীচে নামাইয়া চাউল-গুড়া মিশাইয়া গোল চেপ্টা করিয়া ঘৃতে ভাজিবে।

আর্যাস্ত্র (ভা ৪।১১।৩) নারায়ণের অস্ত্র। **আর্ষিক** (হরি ৭।৪৫৮) ঋষিকদেশে জাত।

আর্ষ্টিষেণ (তত্ত্ব ২৫) ভৃগুবংশ্য গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ২ (বৃভা ১।৪।৫০) কিম্পুরুষ-বর্ষের আচার্য।

আর্হত (রত্ন ১।৬৭) জৈন। ['সপ্তভঙ্গীনয়' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

আল (আচ ৭।৪৪) হরিতাল। ২ [আ—পর্য্যাপ্তৌ অল+অচ্] অনল্প, ৩ শ্রেষ্ঠ।

আলঙ্কারিকী মুদ্রা (হ ৬।৪৪) মধুপর্ক-মুদ্রার সমুত্তানভাব।

আলজ্ঘিত (উ স ১২৩) আপ্লাবিত।

আলট (রা ভ ১৬।২৪, ২২।১১) রাজা ও দেবতার সেবায় ব্যবহৃত ঝালরযুক্ত বড় পাখা। **-সেবক**—নীলাচলস্থ শ্রীজগন্নাথদেবের ব্যজন-সেবাকৃৎ।

আলপম (গোলী ১।৪২) কথন।

আলভন (হ ৩।২০৮) স্পর্শ, ২ (ভা ১১।৫।১৩) দেবতার উদ্দেশ্যে পশু-হনন। ৩ মর্দন।

আলম্ব (মালা প্রেমেন্দু ৩৬) অবলম্বন। ২ আশ্রয়।

আলম্বন[১] (বৃ ভা ২।৪।১৫৫) আশ্রয়, ২ আধার, ৩ (বৃ ভা ২।৬।২৮৩) গতি।

আলম্বন[২] (সিন্ধু ২।১।১৬, প্রীতি ১১১) রত্যাদির যোগ্য (উদ্দীপন, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবেরও) বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণকে এবং আশ্রয়রূপে ভক্তগণকে 'আলম্বন' বলে। যাহার উদ্দেশ্যে রতি প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'বিষয়' এবং যে আধারে রতি থাকে, তাহাকে 'আশ্রয়' বলে। শ্রীকৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি, স্বয়ংভগবান্ এবং তাঁহাতে নিত্য মহাগুণগণ বিরাজমান। অন্যরূপ ও স্বরূপভেদে তিনি দ্বিবিধ আলম্বনতা স্বীকার করেন। স্বরূপও আবার আবৃত এবং প্রকট-হিসাবে দুই প্রকার। [এস্থলে ভক্তিরসামৃত হইতে যাবতীয় রসের আনুক্রমিক আলম্বন-বিভাব দেখান হইতেছে]।

অদ্ভুত ভক্তিরসে (সিন্ধু ৪।২।২) অলৌকিক ক্রিয়াসম্পাদনহেতু শ্রীকৃষ্ণ বিষয় এবং সর্ববিধ ভক্তই বিস্ময়রতির আশ্রয়ালম্বন। এই অলৌকিক ক্রিয়া 'সাক্ষাৎ' ও অনুমিত-ভেদে দ্বিবিধ। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে 'সাক্ষাৎ' বলে; তাহা দৃষ্ট, শ্রুত ও সংকীর্ত্তিত-ভেদে ত্রিবিধ।

করুণভক্তিরসে (সিন্ধু ৪।৪।২—৩) শ্রীকৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন-মহানন্দ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে কোনই অনিষ্টাশঙ্কা না থাকিলেও কিন্তু প্রেমবিশেষবশতঃ অনিষ্টাপ্তির ভাজনস্বরূপে বেদ্য হইলে শ্রীকৃষ্ণ করুণরসের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন এবং যাঁহারা ভক্তিসুখশূন্য অথচ ভক্তগণের পিতৃ-পুত্রাদি বন্ধুবর্গ —তাঁহারাও করুণরসের বিষয়। আবার ঐ কৃষ্ণাদি ত্রিবিধ ব্যক্তির অনুভবকর্ত্তা ত্রিবিধ ভক্তই আশ্রয়।

গৌরবপ্রীতরসে (সিন্ধু ৩।২।১৪৫) শ্রীহরি ও তদীয় লাল্যগণ ক্রমশঃ বিষয় ও আশ্রয়। মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষী ও লালক-ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট শ্রীহরিই বিষয়ালম্বন।

প্রীতভক্তিরসে (সিন্ধু ৩।২।৬—১৫) শ্রীহরি—বিষয়ালম্বন এবং দাসগণ—আশ্রয়ালম্বন। শ্রীহরি—গোকুলে দ্বিভুজ, দ্বারকা ও মথুরাদিতে কখন দ্বিভুজ, কখনও বা চতুর্ভুজ। যিনি কৃপাসমুদ্র, অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, সর্ব-সিদ্ধি-নিষেবিত, অবতারাবলিবীজ, আত্মারামগণাকর্ষী, ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সর্বজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, সমৃদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল ইত্যাদি-বহুগুণবিশিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণই

এই রসের বিষয়।

প্রেয়োভক্তিরসে (সিন্ধু ৩।৩।২) শ্রীহরি বিষয় এবং বয়স্তগণ আশ্রয় আলম্বন। শ্রীহরি—সুবেশ, সর্ব-সল্লক্ষণান্বিত, বলিষ্ঠ, বিবিধাদ্ভুত-ভাষাবিৎ, বাবদূক, সুপণ্ডিত, প্রতিভা-শালী, দক্ষ, করুণ, বীরশ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, রক্তলোক, সমৃদ্ধিমান্, সুখী ও বরীয়ান্।

ভয়ানক ভক্তিরসে (সিন্ধু ৪।৬।২-৩) শ্রীকৃষ্ণ—বিষয় ও দারুণ (অসুরাদি) আশ্রয়। অনুকম্প্য-গণই ভয়ের বিষয় ও আশ্রয়. কৃষ্ণ হেতুমাত্র; আবার কৃষ্ণ বিষয় হইলে বন্ধুগণ—আশ্রয় এবং দারুণ শত্রুগণ—হেতুমাত্র।

মধুররসে (সিন্ধু ৩।৫।৩) শ্রীকৃষ্ণ বিষয় এবং ব্রজদেবীগণই আশ্রয়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ—অসমানোর্দ্ধ সৌন্দর্য ও লীলাবৈদগ্ধী প্রভৃতির আশ্রয়।

রৌদ্রভক্তিরসে (সিন্ধু ৪।৫।২) শ্রীকৃষ্ণ, হিত ও অহিত-ভেদে ক্রোধের বিষয় তিন প্রকার। কৃষ্ণবিষয়ে সখী জরতী প্রভৃতি সর্ববিধ ভক্তই আশ্রয়া-লম্বন। হিত এবং অহিত-বিষয়েও সখীজরতী প্রভৃতিই আশ্রয় হয়। স্বযূথেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণ হইতে অতিভয় হইলে কৃষ্ণে সখীর ক্রোধ হয়, আবার বধূপ্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ দেখিলে জগতে অপ্রতিষ্ঠা ও পর-লোকে অধর্মের নিবারণ-চেষ্টায় সাহজিক প্রীতিমতীজরতীরও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে বাহ্যিক ক্রোধ হয়।

বৎসলরসে (সিন্ধু ৩।৪।৪) শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্বসল্লক্ষণান্বিত, মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল, হ্রীমান্, বিনয়ী, মান্যমানকৃৎ, দাতা—ইত্যাদি-গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়। আর অধিকম্মন্যভাব, শিক্ষা-দান এবং লালকত্বাদিগুণে উপলক্ষিত গুরুগণই—আশ্রয়। ইঁহারা ব্রজে-শ্বরী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, ব্রহ্ম-কর্তৃক হৃতপুত্রা গোপীগণ, দেবকী ও তাঁহার সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব এবং সান্দী-পনি প্রভৃতি।

বীভৎসভক্তিরসে (সিন্ধু ৪।৭।২) আশ্রিত শান্ত (তপস্বী), অপ্রাপ্ত-ভগবৎসান্নিধ্য সকল লোকই বিষয় ও আশ্রয়।

বীরভক্তিরসে (সিন্ধু ৪।৩।২) যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্মবীর-ভেদে সকল ভক্তই আলম্বন হইতে পারে।

শান্তরসে (সিন্ধু ৩।১।৭) চতুর্ভুজ কৃষ্ণ-বিষয় এবং শান্তগণ—আশ্রয়। সচ্চিদানন্দঘন, আত্মারাম-শিরোমণি, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, শান্ত, দান্ত, শুচি, বশী, সদাস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, হতারিগতি-দায়ক ও বিভু ইত্যাদি-গুণবিশিষ্ট হরি—বিষয়ালম্বন।

হাস্যভক্তিরসে (সিন্ধু ৪।১।৭) পরার্থ্য রতির বিষয়রূপে এবং তাহা-দ্বারা ব্যক্তীকৃত হাসের হেতুরূপে শ্রীকৃষ্ণ—আলম্বন। কৃষ্ণের আনুগত্যে চেষ্টাশীল ব্যক্তি ঐ রতির আশ্রয়-রূপে এবং ঐ হাসের হেতুরূপে আলম্বন। বৃদ্ধ ও শিশুরাই হাস্য-রতির আশ্রয়। বিভাবনাদির বৈশিষ্ট্যে সময়-বিশেষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও হাস্য-রতির আশ্রয় হন।

আলম্বন-বিচার (প্রীতি ১১২) শ্রীভগবৎপ্রিয়বর্গ প্রীতির আশ্রয়া-লম্বন হইলেও যাঁহাকে আশ্রয় করত সেই প্রীতি-বিশেষ প্রবৃত্ত হয়, তাঁহা-কেই সেই প্রীতির আলম্বন মনে করিবে, অন্যান্য সকলই তৎসম্বন্ধে উদ্দীপন। সমান-বাসন ও ভিন্নবাসন-ভেদে দুই প্রকার যে ভগবৎপ্রিয়বর্গ-. বিষয়ে প্রীতি, তাঁহারা ভগবৎপ্রীতির আধার-হিসাবে সেই প্রীতির বিষয় হন, নিজসম্বন্ধাদিহেতুক নহে। সুতরাং ভগবৎপ্রিয়বর্গেও স্বসম্বন্ধ-হেতুকা প্রীতি নিষিদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানে প্রীতিরই অভ্যর্থনা, তৎপরে আবার ভগবৎপ্রীতির আধার বলিয়া তাঁহার প্রিয়বর্গেরও প্রীতি স্বীকৃত হইতেছে।

আলম্বন-শূন্যতা (সিন্ধু ৩।২।১১৬, ১২১) চিত্তের অনবস্থানতা (চাঞ্চল্য)—শ্রীকৃষ্ণবিরহে দশাবিশেষ।

আলম্ভ (গোচ পূর্ব ১৩।২) নাশ। ২ (ভা ৭।৭।৩৭) ঈষৎ স্পর্শ, ৩ (ভা ৫।৯।১৮) বলিদান।

আলম্ভনীয় (গোচ পূর্ব ১০।৩৪) মারণীয়।

আলভ্য (গোচ পূর্ব ১০।৭১) বধ্য। ২ (হরি ৫।১৫৮) যজ্ঞে ঘাত্য।

আলয় (ভা ১।১।৩) মোক্ষ পর্যন্ত—স্বামী। ২ মোক্ষানন্দ অভিব্যাপ্তি-পূর্বক—জী। ৩ রসাস্বাদ-জনিত অষ্টম সাত্ত্বিকবিকার প্রলয় পর্যন্ত। ৪ (আচ ৯৯) গৃহ, ৫ আধার। **-বিজ্ঞান** (গোভা ২।২।১৮) বৌদ্ধমত-সিদ্ধ অহমাস্পদ বিজ্ঞান-বিশেষ।

আলবন্দার (বৃভা ১।৪।৬৬ টী) শ্রীযামুনাচার্যের নামান্তর। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান সমর্থক আচার্য ছিলেন। তামিল ভাষায় 'আলবন্দার' অর্থ রক্ষাগত গুরু। ইহার রচিত 'স্তোত্ররত্ন' হইতে

শ্রীগৌড়ীয়-গোস্বামিগণ বহুত্র উদ্ধার করিয়াছেন।

আলবাল (ব্রজ ২।৪১, সক জী ২২০) বৃক্ষমূলে বেষ্টিত জলাধার।

আলষণ (ভা ৫।১৩।৬) অভিলাষ।

আলস্য (ভক্তি ২।৪।১০৩, উ ১৩।৫৩) তৃপ্তি ও শ্রমাদি-প্রযুক্ত কার্যে অপ্রবৃত্তি। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, কার্যের প্রতি দ্বেষ, চক্ষুমর্দন, তন্দ্রা ও নিদ্রাদি প্রকাশ পায়। ইহা নিত্যসিদ্ধগণে প্রযোজ্য নহে।

আলান (গোলী ১১।৫৬) করিবন্ধন-স্তম্ভ।

আলাপ (গোলী ১৯।২) বিবিধ বাদ্য, ২ (আচ ১।৫৯) ইতিবৃত্ত, ৩ কাকলি। ৪ (গী গো ৫।৭) নাম, ৫ (উ ১১।৮০) চাটুপ্রিয়োক্তি।

আলি (মাম ৬।৯৯) শুদ্ধান্তঃকরণ, ২ (ভাবনা ১।২) শ্রেণী, ৩ সখী।

আলিঙ্গন—প্রীতিপূর্বক পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে মিলন। ইহা সাত প্রকার—(১) আমোদ, (২) মুদিত, (৩) প্রেম, (৪) মানস, (৫) রুচি, (৬) মদন ও (৭) বিনোদ। 'মানস'-স্থলে মতান্তরে আনন্দ—[কামশাস্ত্র]।

আলিঙ্গ্য (আচ ২০।২৮) [আ—লিগ্‌+ণ্যৎ] আলিঙ্গন-যোগ্য, ২ মৃদঙ্গবিশেষ, ইহা গোপুচ্ছাকৃতি।

আলুক (গোলী ৩।৯২) আলু।

আলেখ্য (আচ ৬।৫২) চিত্র। লেখ্য দেবাদি-প্রতিবিম্ব। **-শেষ**—মৃত।

আলেপ (সিন্ধু ২।১।৩৫৫) অঙ্গরাগ-বিশেষ। ২ আলিম্পন।

আলোক (গোচ উত্তর ২।১২) দর্শন, ২ (অর্কো ৫।৯) প্রকাশ।

আলোকন (বৃভা ২।৪।১০৯) অনুভব, ২ দর্শন।

আলোকাজির (গোচ পূর্ব ৬।১৩) দর্শন-বিষয়।

আলোক্য (আচ ১২।১৪৮) দীপ্তি-যোগ্য, ২ দর্শনার্হ।

আবক [অব+ণ্বুল্] রক্ষক।

আবট (গোচ পূর্ব ১৮।১১৫) গর্ত্ত।

আবট্য (হরি ৭।৮৩৫) [ন বটঃ অবটঃ তস্মাৎ ষ্যঞ্] ছিদ্রতা।

আবনত্য (আচ ১৬।৩৬) বিনয়।

আবন্ত্য (ভা ১২।৬।৭৭) জৈমিনির শিষ্য সুকর্মার সামবেদের ছাত্র। ২ (ভা ১০।৫৮।৩০) অবন্তীরাজ। ৩ অবন্তীদেশে জাত।

আবপন (ভা ১০।৮৭।২০) [আ সমন্তাদোপ্যতেঽস্মিন্] ক্ষেত্র—স্বামী। ২ আশ্রয়—সনা। [৩ কেশাদি-মুণ্ডন]।

আবভৃথ্য (১০।৭৫।১৯) যজ্ঞান্তে অনুষ্ঠান-সমূহ—বি।

আবর (ভা ১০।৮৭।২৪) তমঃ—প্রবো।

আবরণ (ভা ৫।৭।৩) রাজা ভরতের ঔরসে ও পঞ্চজনীর গর্ভে জাত পুত্র। ২ (গোলী ৫।৬) রক্ষণ। ৩ (চৈচ আদি ১।৮০) পরিকর। ৪ (বৃভা ২।৩।১৫—১৮) পৃথিবী, জল তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি—এই অষ্ট আবরণে যথাক্রমে মহাশূকর, মৎস্য, সূর্য, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব ও শ্রীমোহিনী-মূর্তিধর বিষ্ণু অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, ইঁহাদের অর্চকগণ ধরণী প্রভৃতি ক্রমশঃ পরম-বিশিষ্টতর বিভূতি দ্বারা শ্রীপ্রভুর অর্চনা করেন। প্রকৃতির ধামটি মহা-তমোময়, সান্দ্র শ্যামকান্তিচ্ছটায় কিন্তু নয়ন-মনের আকর্ষক। মোহিনীমূর্ত্তি এই ধামের অধীশ্বর এবং পরম মোহিনী মায়া তাঁহার সেবিকা। মুমুক্ষুগণ ইঁহার কৃপায় মুক্ত হন আর ভক্তীচ্ছুগণও ভক্তিদায়িনী বিষ্ণুদাসী এই মায়ারই প্রসাদে ভক্তিলাভ করেন। **-পূজা** (হ ৭।৩৬০—৩৭৬) মূলমন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা লইয়া আবরণ-দেবতার আবাহন ও স্নানাদি কল্পনা করত প্রত্যেককে গন্ধ-পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হয়। প্রথমাবরণে—পূর্বাদি চারিদিকে কর্ণিকায় শোভমান বসু-দাম, সুদাম, দাম ও কিঙ্কিণি; দ্বিতীয়ে—তাহার বহির্দেশে অগ্ন্যাদি চারিকোণে কেশরে বিদ্যমান অঙ্গ-দেবগণ; তৃতীয়ে—পূর্বাদি দিকস্থিত অষ্টদলে রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্ন-জিতী, সুনন্দা, মিত্রবিন্দা, সুলক্ষণা, জাম্ববতী ও সুশীলা; চতুর্থে—পূর্বাদি দলাষ্টকে বসুদেব, দেবকী, শ্রীনন্দ, যশোদা, বলরাম, সুভদ্রা, গোপবর্গ ও দূরে স্থিতা লজ্জান্বিতা গোপীগণ; পঞ্চমে—ভগবানের পশ্চাতে সন্তান, পারিজাত, কল্পতরু, হরিচন্দন; ষষ্ঠে—তদ্বহির্দেশে আট দিকে ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নৈঋ‍র্ত, অনন্ত, বরুণ, কুবের, ঈশান ও ব্রহ্মা; সপ্তমে—পূর্বাদি অষ্ট দিকে বর্ণ, মন্ত্র এবং ভূষণাদিসহ ক্রমশঃ বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও ত্রিশূল, এবং ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে চক্র ও পদ্মের পূজা করিবে।

আবর্ত্ত (বৃ ভা ২।৭।১১১) জল-ভ্রমরিকা, ২ ভঙ্গ, ৩ পরিবৃত্তি, ৪ পরম্পরা। **আবর্ত্তন** (ভা ৫।১৯।২৯)

জম্বূদ্বীপের উপদ্বীপ। ২ (চৈ চ মধ্য ৯।৯৩) পুনঃপুনঃ পাঠ। **আবর্ত্তিত** (হব ৩।৩।২৮) বিঘ্নিত—নীল।

আবশ্যক (বৃ ভা ২।২।৫৭) অবশ্য-কর্ত্তব্য।

আবসথ (ভা ১০।৮৭।৩৫) গৃহ। **আবসথিক** (হরি ৭।৬৭১) গৃহস্থ। **আবসথ্য** (ভা ৩।১৩।৩৯) উপাসনাগ্নি—স্বামী। ২ (হরি ৭।১০৮৭) গৃহ-সম্বন্ধীয় লৌকিকাগ্নি।

আবাদন (গো চ পূর্ব ২৮।৩৪) উচ্চ কথন।

আবাপ (নাগ ১।১১ টী) অন্বয়, ২ প্রক্ষেপ, ৩ সমুচ্চয়।

আবাপক (গোচ পূর্ব ২১।২২) বলয়।

আবাল (হ ৯।১৪৭) আলবাল।

আবাহন (হ ৬।২৩—২৫, ২৮) পীঠপূজানন্তর ভূতলে পদ স্থাপন পূর্বক ইষ্টদেবতার আবাহনাদি করিবে। পূজাকালে প্রৌঢ়পাদ হওয়া নিষিদ্ধ। শালগ্রামস্থাপনে ও স্থাবর প্রতিমাতে আবাহন বা বিসর্জন নাই। আবাহন-মুদ্রা দেখাইয়া আহ্বান করিবে। 'আবাহন' বলিতে সাদরে প্রভুর অভিমুখীকরণই বাচ্য। 'মুদ্রা'-শব্দে আবাহন-মুদ্রাই বোধ্য। **আবাহনী** (হ ৬।৩৫) উভয় হস্তে পুষ্প লইয়া অঞ্জলি বন্ধন করিলে আবাহনী-মুদ্রা হয়। মতান্তরে—উভয় হস্তের অঞ্জলি যোজনা করত উভয়ের অনামিকার মূলপর্বে অঙ্গুষ্ঠ-দ্বয় আবদ্ধ করিলে 'আবাহনী' হয়।

আবিঃ (ভগ ৫২) প্রকট।

আবিক (গো ভা ৩।২।২২, হ ৪।৭৩) মেষরোমজ বস্ত্র।

আবিতথ্য (গোচ পূর্ব ৩।৫৭) যথা-যথরূপ।

আবিত্মা (ভগ ৯৮) আ সমীচীনা বিত্মা অর্থাৎ ভক্তি।

আবিদ্ধ (শ্যা ৮১) ক্ষিপ্ত, ২ পরাহত, ৩ যুক্ত।

আবির্ভাব (প্রকাশ ৪।৯) ভক্তের নিকট গ্রহণযোগ্য শ্রীহরির রূপ। ২ (চৈ ভা মধ্য ১২।৫২) নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত বস্তুর প্রাপঞ্চিক লোক-সমক্ষে প্রকাশ। **আবির্ভাবণ** (হ ১।২৭) শ্রীভগবৎপ্রতিমাদির নির্মাণ।

আবির্মুখী (ভা ৪।২৫।৪৭) বহু-প্রকাশ-বিশিষ্ট।

আবির্হোত্র (ভা ৫।৪।১১) নব মহাভাগবতের অন্যতম।

আবিল (গোচ উত্তর ৩৭।২৭) মলিন। ২ অপ্রসন্ন, ৩ (আচ ১১।৩১) ব্যাপ্ত।

আবিষ্ট (ভা ১০।৪১।৩৩) উপবিষ্ট, ২ মত্ত—সনা, জী। **আবিষ্ট্য** (হরি ৭।৪৩২) [আবিঃ+ত্য] আবেশযুক্ত।

আবীত (পদ্যা ১৫৬) পরিত্যক্ত, ২ (বৃ ১৪।৩৬) সমাচ্ছাদিত। ৩ (হ ৩।১০৮) পরিবেষ্টিত। ৪ (চন্দ্রা ৮১) শোভিত।

আবীর চূর্ণ [আ সমন্তাৎ বিশেষেণ ঈর্যতে ক্ষিপ্যতে আ—বি—ঈর + ঘঞ্] ফাগ্ [ফল্গু]।

আবুক (লনা ১।৪৮) পিতা।

আবুত্ত (লনা ৫।৭, চৈনা ৬।১৮) ভগিনীপতি।

আবৃৎ (ভা ৫।৮।১৫) আবরণ—স্বামী। [২ আবর্ত্তন, ৩ পুনঃ পুনঃ চালন]।

আবৃত (গো চ পূর্ব ৩।২০) উগ্রকন্যার গর্ভে ও ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত সন্তান। **-স্বরূপ** (সিন্ধু ২।১।২০) অন্য বেশাদিদ্বারা আচ্ছাদিত, যেমন বনিতাবেশে শ্রীকৃষ্ণ।

আবৃত্ত (ভক্তি ১) লব্ধ, প্রাপ্ত। ২ পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত। ৩ পরাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত।

আবৃত্তি (গো ভা ১।৩।৩০) মহা-প্রলয়ের পরে আদি সৃষ্টি। ২ (গো ভা ৪।৪।২১) পতন। ৩ (গীতা ৮।২৩) প্রত্যাবর্ত্তন, ৪ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস।

আবেগ (বৃ ভা ১।৩।১৭) প্রাগলভ্য, পরাক্রম। ২ (সিন্ধু ২।৪।৫৯) ব্যভি-চারিভেদ, চিত্ত-সংভ্রম; ইহা প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, হস্তী ও শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট-প্রকার হয়।

আবেধন (ভা ১০।৫৯।৮) উত্তোলন—স্বামী।

আবেল্লিত (আচ ১১।৩০৩) আবে-ষ্টিত। ২ ঈষৎ কম্পিত।

আবেশ (মুক্ত ৮।১২) স্থিতি—কৈ। ২ (গোচ পূর্ব ১।১০৯) অভি-নিবেশ। ৩ (বৃ ভা ২।৬।২১৯) অভিভব। ৪ (বৃ ভা ১।৭।৮৯) প্রবেশ। ৫ (কৃষ্ণ ২৭, সভা ১।১৮), যে স্বরূপে জ্ঞান, ভক্তি বা ক্রিয়াদির একটিমাত্র শক্তি সঞ্চারিত হয়, তিনি ; যেমন, শ্রীব্যাসে ভক্তিশক্তি, পৃথুতে ক্রিয়াশক্তি, শ্রীনকুল ব্রহ্ম-চারীতে মহাপ্রভুর প্রবেশাদি।

আবেশন (গোলী ২২।৪) শিল্প-গৃহ। [২ ভূতাবেশাদি রোগ, ৩ কোপাদি, ৪ গৃহ]।

আশংসন (চৈ ভা আদি ৯।৭২) অভ্য-র্থনা করা। ২ চৈ না ৬।২০) কথন, ৩ আকাঙ্ক্ষা। **আশংসা** (হরি

৫।৪৪৫) আশা, ইচ্ছা, ২ কথা। **আশংসিত** (ভা ১১।২৩।১) প্রার্থিত, ২ কথিত। **আশংসু** (হরি ৫। ৩৫২) ইচ্ছুক।

আশয় (ভা ১০।৮৬।২৩, মুক্তা ৭।৪৫) অন্তঃকরণ। ২ (গীতা ১৫।৮) নিজস্থান, ৩ আশ্রয়, ৪ (ভা ৫।১১। ১১) সংস্কার। ৫ (গো চ পূর্ব ১৩।৬) কদর্যস্থান। ৬ (শ্যা ৮২) অভিপ্রায়, ৭ অভিনিবেশ। **-শুদ্ধি** (প্রীতি ৬৯) অন্যাভিলাষ-পরিত্যাগে প্রিয়তামাত্রেই তাৎপর্য হইলে চিত্ত-শোধন হয়।

আশা (ল না ১।৪৩, গোলী ১৩।৫৬) দিক্ ২ অভিলাষ। **-কর** (আচ ৫।৪) দিকে দিকে কিরণ-বিস্তারী। ২ বাঞ্ছাপূরক। **আশাবন্ধ** (সিন্ধু ১।৩।৩৪) শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির দৃঢ় সম্ভাবনা। [২ দিগ্‌বন্ধন, ৩ সমাশ্বাস]। **আশাসান** (ভা ৩।১৪।৩৭, আচ ৫।৩১) বাঞ্ছাশীল। **আশাসিত** (ভা ১০।৭৮।৩৪) অপেক্ষিত। **আশাস্য** (হরি ৫।১৭৮) [আ+শাস্+ক্যপ্] প্রার্থনীয়, ২ আশীর্বাদার্হ।

আশিতঙ্গবীন (৭ ১০৭৬) [আশিতা গাবোঽস্মিন্ আশিতঙ্গু+খঞ্] প্রচুর-ঘাসযুক্ত স্থান।

আশিতম্ভব (হরি ৫।২৫৬) [আশিতা-স্তৃপ্তা ভবন্তি যেনেতি আশিত—ভূ +করণে খচ্] তৃপ্তিকর। ২ [ভাবে খচ্] তৃপ্তি।

আশিস্ (চৈত ১০।৫১।৬০) কামনা, ২ আশীর্ব্বাদ। ৩ (ভা ৬।১৮।২) অদিতির ষষ্ঠ পুত্র ভগের ঔরসে ও সিদ্ধির গর্ভে জাত সন্তান। আকাঙ্ক্ষা। **আশী** — শুভ ইচ্ছা। ২ (ল না ১০।২৫) বিষদন্ত।

আশু (ভা ১০।২৯।১০) শীঘ্র, ২ অভিনব—সনা। **আশুক** (আচ ৮।১৩৬) [আশু শীঘ্রং কং সুখং যস্মাৎ] যাঁহা হইতে শীঘ্র সুখলাভ হয়। **আশুগ** (গোলী ১৪।৪৯) বাণ। ২ (গোচ পূর্ব ৩১।৬০) বায়ু। ৩ (উ ৪।২১) চঞ্চল—বিষ্ণু। [৪ সূর্য্য, ৫ শীঘ্রগামী।]

আশুশুক্ষণি (ভা ৮।১৬।২৬) [আ-শুষ্+সন্ অনি] অগ্নি। ২ বায়ু।

আশোকবর্ত্তিকা (হ ৮।১২৪) সেবা-লড্ডুক।

আশ্চর্য (বৃভা ১।৬।২) [আ—চর+ ণ্যৎ] পরম কৌতুক। [২ অদ্ভুত, ৩ বিস্ময়রস]।

আশ্ম, আশ্মন (হরি ৭।৩৬) প্রস্তর-ঘটিত।

আশ্মরথ্য (গোভা ১।২।৩০) ব্রহ্ম-বাদী আচার্য।

আশ্য (অকৌ ৭।১০) [অশ্ ব্যাপ্তৌ] ব্যাপ্য।

আশ্রম (ভা ১।৪।৮) গৃহ—স্বামী। ২ (চৈনা ১।৪৩) ব্রহ্মচর্যাদি, ৩ (বৃভা ২।১।১০) ভোগস্থান।

আশ্রয় (হরি ৬।৭৯, ৭১) কর্তা ও কর্ম যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়। ২ (গীতা ৭।১) শরণ, ৩ (রত্ন ৪।৩২) হেতু, মূল। ৪ (ভা ২।১০।৭, তত্ত্ব ৫৭) শ্রুতিসিদ্ধ প্রকৃতি ও জীবাদি শক্তির আশ্রয়ভূত যে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি ও প্রলয় হয় এবং যাহাদ্বারা উক্ত সৃষ্টি ও লয় জীবগণের জ্ঞানগোচর হয়, যিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-রূপে প্রসিদ্ধ—তিনিই 'আশ্রয়'-শব্দের বাচ্য। শ্রীদশমের লক্ষিত দশম পদার্থ —শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত আশ্রয় তত্ত্ব।

আশ্রয়ণ (হ ১।২৫) শরণাগতি।

আশ্রয়-ভক্তি (প্রীতি ২০৩) সম্ভ্রম-প্রীত বা দাসগণের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী প্রীতি। পালকরূপে স্ফুরিত শ্রীকৃষ্ণই বিষয় এবং জগৎকার্য্যে অধিকারিগণ ও শ্রীকৃষ্ণচরণৈকজীবাতুগণই আশ্রয়।

আশ্রয়াত্মা (কৃষ্ণ ৮৯) অনিরুদ্ধের নাম [পাদ্মমতে]।

আশ্রব (হরি ৫।২১০) [আ—শ্রু+ অচ্] আজ্ঞাপালক। ২ (উ ৪।১৫) অধীন। ৩ [ভাবে অপ্] অঙ্গীকার, ৪ ক্লেশ।

আশ্রিত (রত্ন ৪।৩২) আধেয়, ২ অধীন। ৩ (সিন্ধু ৩।২।২১) শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ—ত্রিবিধ দাস।

আশ্রুত—অঙ্গীকৃত, ২ আকর্ণিত।

আশ্রুতি—অঙ্গীকার, ২ শ্রবণ।

আশ্লিষ্ট (গোলী ১।৮১) আলিঙ্গিত। ২ সংবদ্ধ।

আশ্লিষ্যদোষ (চৈচ মধ্য ৬।২৭৪) যাহাতে একাধিক বিভিন্ন অর্থ বুঝায় —এবম্বিধ দোষ।

আশ্লেষ (বিনা ৫।২৯) আলিঙ্গন।

আশ্ব (ভা ১০।৮৪।৫৪) কুকুর পর্যন্ত —স্বামী। ২ (হরি ৭।৪১৬) [অশ্বৈরুহ্যতে] রথ।

আশ্বযুজক (হরি ৭।৪৯৩) [আশ্ব-যুজ্যাং পূর্ণিমায়ামুপ্তঃ] আশ্বিনী পূর্ণিমায় উপ্ত [যবাদি]। **আশ্বযুজী** (হ ৮।৭৮) আশ্বিনী পূর্ণিমা।

আশ্বরথ (হরি ৭।৫৬৭) অশ্ববাহী রথের উপযোগী দ্রব্য—চক্রাদি।

আশ্বলায়ন—ঋগ্বেদীয় শ্রৌত ও গৃহ্য-সূত্রকার। শৌনকের শিষ্য বলিয়া কথিত।

আশ্বস্ত (হরি ৫।৫৬) আশ্বাসযুক্ত। **আশ্বাস্য** (বিন্দু ৩৯) আশাপ্রদ। **আশ্বিক** (হরি ৭।৭৫০) অশ্বের নিমিত্ত সংযোগ বা উৎপাত [অক্ষি-স্পন্দনাদি]। **আশ্বীন** (হরি ৭।৮৬২) অশ্বসহ এক দিনের গম্য পথ। **আষাঢ়** (হরি ৭।৮২৭) [আষাঢ়ী-পূর্ণিমা প্রয়োজনমস্যেতি অণ্] ব্রতি-দের ধার্য্য পালাশদণ্ড। **আষ্টম** (হরি ৭।১০১৬) অষ্টমাংশ। **আস** (হলী ৮।৭) ক্ষেপণ। ২ (আচ ২০।৩) স্থিতি, ৩ (আচ ১৫।১) [অস্ গতিদীপ্ত্যাদানেষু] গ্রহণ, দীপ্তি। ৪ (গো ভা ১।১।২০ টী) বিদ্যমানতা। ৫ (অর্কো ৭।৭) দাক্ষিণ্য। ৬ উপবেশন। ৭ (গো ভা ১।১।২০ টী) নালাগ্রভাগ।

আসক্ত (আচ ১৩।৪৯) সমবেত। ২ আসঙ্গযুক্ত, ৩ অনবরত। **আসক্তি** (বৃ ভা ২।৫।১৫৯, ১৬১) অভিনিবেশ, ২ তদেকপরতা। ৩ (মা ৬।১) ভজন-বিষয়া রুচি পরম-বিবৃদ্ধ হইয়া যখন ভজনীয়বিষয়কেই অবলম্বন করে, তখনই তাহাকে 'আসক্তি' বলে। অপক্ব অবস্থায় রুচি এবং পরিপক্ব অবস্থায় আসক্তি—ইহাই ভেদ। রুচিতে ধ্যানাদির কদাচিৎ বিচ্ছিন্নতা হইলেও আসক্তিতে গাঢ়তাই সম্পাদিত হয়। **আসঙ্গ** (ভা ৯।২৪।১৬) যদুবংশ্য শ্বফল্কের পুত্র। ২ (ভা ১০।১১।১৩) আসক্তি। ৩ (আচ ১৪।৯৪) সম্যক্ সঙ্গ। ৪ (সিন্ধু ১।১।৩৬) সাধন-নৈপুণ্য, সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তি—জী। ৫ (হব ১।৩০।৬) সর্বত্র অস্খলিত গতি—নীল। ৬ অভিনিবেশ, ৭ ভোগা-ভিলাষ, ৮ রক্ষণাভিলাষ। **আসঙ্গত্য** (হরি ৭।৮৩৫) অসঙ্গতি, অসম্বন্ধ। **আসঞ্জন** (আচ ৫।১০৬) আরোপ, ২ (গোচ উত্তর ৩৭।১৪২) সংযোগ। [৩ আসঙ্গ, ৪ সম্যক্ সম্বন্ধ]। **আসঞ্জিত** (লনা ১।১৮) আসক্তীকৃত, সংযোজিত। **আসত্তি** (আচ ৮।৯০) সামীপ্য, ২ (জ ২।৩৩) মিলন। ৩ (সস তত্ত্ব ৯, শেষ ২।১) বুদ্ধির অবিচ্ছেদ অর্থাৎ যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অন্বয় অপেক্ষিত, সেই সেই পদের অব্য-বহিতভাবে উপস্থিতিই আসত্তি। আসত্তি না থাকিলে বর্ত্তমান কালে উচ্চারিত 'দেবদত্ত' পদের সহিত তিন দিন পরে উচ্চারিত 'গিয়াছে' পদের সঙ্গতি করিতে হয়।

আসন (ভা ৬।১২।১৭) ফলক (ঘুঁটি)—স্বামী। ২ (ভা ১।১।৪) উপবেশন, অনুষ্ঠান। ৩ (হ ৮।১২৯) চারবীজ [ফল]। ৪ (গীত ২।৫৮) দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্বক যথাস্থানে স্থাপন—বি। ৫ (হ ৫।১৮—২৭) আসনমন্ত্রে আসনের আমন্ত্রণ ও পূজা করত তদুপরি পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইবে। দিবাভাগে পূর্বাস্য ও রাত্রিকালে উত্তরাস্য হইয়া স্থির-মূর্ত্তি ও দেবতার সম্মুখীন থাকিবে। -**বিধি** (হ ৪।১৬৪—১৬৭) দান, আচমন, হোম, আহার, দেবপূজা, বেদপাঠ এবং তর্পণ—এই সমস্ত কার্যে প্রৌঢ়পাদ হইতে নাই। যতিরা শুভ্রবর্ণ ও কূর্মাকৃতি আসন রচনা করিবে, অন্যান্য আশ্রমিদের পক্ষে চতুষ্পাদযুক্ত ও চতুষ্কোণ আসনই বিধেয়। গোময়-নির্মিত, মৃণ্ময়, বিদীর্ণ, পলাশকাষ্ঠরচিত, অশ্বত্থ-তরুজাত, লৌহবদ্ধ এবং আকন্দকাষ্ঠ-নির্মিত আসন অব্যবহার্য। -**বৈবিধ্য** —বংশ, পাষাণ, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা ও [কুশ ব্যতীত অন্য] তৃণ এবং পত্র-রচিত আসন বর্জনীয়। কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, পট্টবসন, বেত্র বা কম্বলদ্বারা মৃদু আসন-রচনাই বাঞ্ছ-নীয়। কৃষ্ণসার বা ব্যাঘ্রচর্ম ইত্যাদি আশ্রমভেদে লিখিত হইল। স্ব-সংপ্রদায়-অনুসারে আসনই গ্রাহ্য। **আসনা** (হরি ৫।৪৫১) [আস+অন্—ঙাপ্] উপবেশন। ২ স্থিতি। **আসন্দী** (হ ১।৮০) ভোজন-পাত্র, ত্রিপদিকা। ২ খট্বা। **আসন্ন** (ভা ৩।১৮।২১) প্রাপ্ত। ২ নিকটস্থ। **আসন্না** (কৃগ পরি ১৯৯) শ্রীরাধার প্রিয়া বাহিকা ধেনু। **আসর** (আচ ১১।১৫৬) প্রস্রবণ। ২ (আচ ১।৮০) রাক্ষস। **আসব** (চৈত ১।১৮।১২) প্রাণের হিতকর, ২ প্রাণস্বরূপ। ৩ (ভা ২৩।২৯) মাদক, ৪ মকরন্দ। **আসা** (বিপু ৪।৫।৯) অবস্থিতি। **আসাদন** (আচ ৬।৫২) প্রাপ্তি। [২ সন্নিধাপন, ৩ স্থাপন, ৪ মর্দন]। **আসাদিত** (ভা ৩।৮।১২) প্রাপিত, ২ (চৈ না ৪।৬) উপস্থিত, প্রাপ্ত। **আসার** (ভাবনা ৯।৩০) ধারা-সম্পাত, বর্ষণ। **আসারণ** (ভা ১২।১১।৩৮) যক্ষবিশেষ। **আষারষাট্** (ভা ৪।২৩।৬) বর্ষাধারা-সহনশীল।

আসারিত (হব ২।৯৪।২৪) মূৰ্ছিত গীতভেদ।

আসাবরী (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত রাগিণী-বিশেষ। সঙ্গীত-পারিজাতে (৪৪২) যথা—
'গৌরীমেল-সমুৎপন্নারোহণে গ-নি-বর্জিতা। মধ্যাযোদ্‌গ্রাহ-ধাংশাঢ্যা-সাবরী ন্যাস-পঞ্চমা॥'

আসাব্য (হরি ৫।১৭১) [আ—ষুঞ্‌ অভিষবে ণ্যৎ] যাহাদ্বারা হোম করা যায়। ২ হোম।

আসিকা] আস্‌+ণক্‌+আপ্‌] উপবেশন। ২ (আচ ১১।৪৫) স্থিতি।

আসিত (ভাবনা ৪।১০৮) উপেক্ষিত ২ (ভাবনা ৪।১২, গোপা ৪) উপবিষ্ট। ৩ (বিপু ১।১৫।৩৩) স্থিত। **-কৃষ্ণ** (চৈত ২।৭।২৬) ভক্ত।

আসীবন (আচ ১১।১১১) সম্যক্‌ গ্রন্থন।

আসুতীবল (হরি ৭।৯৫৩) [আসুতি +অস্ত্যর্থে বলচ্‌] শৌণ্ডিক। ২ সোমাভিষবশালী যাজ্ঞিক।

আসুর (ভা ১।৩।১০) জনৈক ব্রাহ্মণ —মহর্ষি কপিল ইঁহাকে সাংখ্য-তত্ত্বোপদেশ করেন।

আসুরি (ভা ১০।৭৪।৯) শিবাবতার দধিবামনের অন্যতম শিষ্য। ২ ব্রহ্ম-ভূয়িষ্ঠ জনৈক ঋষি [মহাভা° শান্তি° ৩১৯]।

আসুরী (ভা ৫।১৫।৩) দেবজিতের পত্নী। ২ (ভা ৪।২৫।৫২) শিশ্নদ্বার —স্বামী।

আসেচনক (গোচ পূর্ব ২৮।১৫, গৌ কৃ ২।৪৭) যাহার দর্শনে তৃপ্তির অবধি হয় না। [২ সম্যক্‌ সেক]

আস্কন্দন (মালা কা ২) শোষণ। [২ যুদ্ধ, ৩ তিরস্কার, ৪ আক্রমণ, ৫ অশ্বগতি-বিশেষ]

আস্তর (বৃ ১৬।১৫) শয্যা। [২ হস্তিপৃষ্ঠস্থিত কম্বল, ৩ সুবিস্তার]।

আস্তরণ (গোলী ১২।৫১) আচ্ছাদন। [২ বিস্তার]।

আস্তান-পরিহারী— শ্রীনীলাচলস্থ শ্রীজগন্নাথের সেবক-বিশেষ।

আস্তিক (হরি ৭।৬৫৭) ঈশ্বরবাদী, ২ বেদ-প্রামাণ্যবাদী, ৩ পরলোক-বাদী, ৪ মুনি। **-কামুক** (গীগো ১) নায়কবিশেষ। 'শ্যামাং পরি স্ত্রিয়ং প্রাপ্য চুম্বনালিঙ্গনাদিভিঃ। নবাংশ্চ জনয়েদ্‌ ভাবান্‌ স স্যাদাস্তিককামুকঃ॥' —প্রবো। **আস্তিক্য** (ভা ১১।১৯। ৩০, হ ১০।২৮) ধর্মে বিশ্বাস। ২ (গো ভা ৩।৩।৩৯) শাস্ত্রে ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা। ৩ (হয় ১।৫।১) বেদৈকগম্য বস্তু আছে— ইহার নিশ্চয়। 'আস্তিক্যমস্তি বেদৈকগম্যং বস্ত্বিতি নিশ্চয়ঃ' অহির্বুধ্ন্য-সং° (৩।২৮)।

আস্তেয় (হরি ৭।৫০৫) [অস্তি+ঢ] বিদ্যমান পদার্থজাত।

আস্তৃত (সস ভগ ১০) ছন্ন, ২ ব্যাপ্ত।

আস্থা (আচ ৬।৬৩, চৈত ১১।২।৩৫) অপেক্ষা, ২ বিশ্বাস। ৩ আদর, ৪ প্রযত্ন, ৫ প্রতিষ্ঠা। **আস্থান** (ভা ৬।৭।৫) সভা, ২ নিবাসস্থান। [৩ শ্রদ্ধা, ৪ আস্থা]। **আস্থানী** (উস ৩৫) সভামণ্ডপ, ছত্রী। **আস্থিত** (গীতা ৫।৪) আশ্রয়কারী—স্বামী। [২ প্রাপ্ত, ৩ আরূঢ়]। **আস্থেয়** (গোভা ৪।৪।২১) দৃঢ়বিশ্বাসবলে গ্রাহ্য। ২ (গো ভা ২।১।১৭) শ্রদ্ধাযোগ্য।

আস্পদ (ভাবনা ৮।৫০) ক্ষেত্র, বাসস্থান। [২ প্রতিষ্ঠা, ৩ অবলম্বন, ৪ বিষয়, ৫ অবস্থান]।

আস্ফালন (গোলী ১৫।৭৭) আঘাত, ২ আটোপ, ৩ দর্প, [৪ তাড়ন, ৫ চালন]।

আস্ফোট (ভাবনা ৬।৬) বীরের বাহু-শব্দ [তাল-ঠোকা]। [২ অর্ক-বৃক্ষ, ৩ নবমল্লিকা [স্ত্রীলিঙ্গে]।

আস্ফোটন (ভা ১০।৩৬।৮) কর-তলদ্বারা বাহুতে আঘাত। ২ (সিন্ধু ২।৪।৮৬) সম্যক্‌ অঙ্গব্যথা, অঙ্গবিদীর্ণতা। ৩ প্রকাশন, ৪ শূর্পদ্বারা ধান্যাদির তুষাদি-নিরসন [আচ্‌ড়ান]।

আস্ফোতা (গোলী ২১।৩৫) বন-মল্লিকা। ২ অপরাজিতা।

আস্মাক, আস্মাকীন (হরি ৭।৪৪১) আমাদের সম্বন্ধীয়।

আস্য (হরি ৭।৫০২) মুখজাত।

আস্যন্ধয় (হরি ৫।২৪৩) [আস্য— ধেট্‌+খশ্‌] মুখামৃতাস্বাদক। ২ মুখচুম্বক। **আস্যবাস** (হ ৮।২২৩) কর্পূর ও লবঙ্গাদি মুখবাস। **-সম্ভব** (গৌ কৃ ৭।৪৯) ব্রাহ্মণ।

আস্যা (গোচ পূর্ব ২৪।৩১) [আস্‌+ভাবে ক্যপ্‌] স্থিতি, উপবেশন।

আস্রব (গো ভা ২।২।৩৩) জৈনমতে জীব যাহাদ্বারা সম্যক্‌রূপে বিষয়-নিবিষ্ট হয়, সেই ইন্দ্রিয়। ২ ক্লেশ।

আস্রাব (হরি ৫।২১০) দুঃখ, ২ ক্ষরণ। ৩ ক্ষত, ৪ মুখলালা।

আস্বঙ্গ (কৃবি ১৫) আলিঙ্গন।

আস্বাদন (বৃ ভা ১।৫।৪০) প্রীতি-সহ রসগ্রহণ-পূর্বক সশ্লাঘ ভোজন।

আস্বাস্ত (হরি ৫।৫৯) সম্যক শব্দিত।

[পক্ষে—আম্বনিত]।

আহত (আ ৪০) অভিভূত, ২ (আচ ১১।২৭৬) চালিত। ৩ (প্রীতি ৩৭৮) আগত, ৪ ঈষদ্‌ভগ্নদেহ, ৫ (চৈত ১০।২২।১৮) সম্যক্ হত, ৬ সম্যক্ অক্ষুণ্ণ, ৭ (ভা ৫।৯।২১) নূতন, ৮ (গোচ পূর্ব ৩৩।৩২) মিথ্যা বাক্য। ৯ (আচ ১২।১৮) আঘাত। **-বাসঃ** (ভা ৮।৯।১৫) যন্ত্র হইতে বহির্গত বস্ত্র। **-বিসর্গতা** (অকৌ ১০।২৪) একই বাক্যে বহুবার বিসর্গ-লোপ হইয়া ওকার প্রাপ্ত হইলে 'আহত-বিসর্গতা' নামক বাক্যদোষ হয়। যথা—শ্যামোঽভিরামো রমণো মদনো মোদনো হরিঃ।

আহতি (ভাবনা ৪।৩২) আঘাত। ২ (গোচ উত্তর ৩১।২৫) নাশ।

আহব (হরি ৫।৪২৫) [আ+হ্বে—অপ্] যুদ্ধ। ২ [আ+হু—আধারে অপ্] যজ্ঞ।

আহবনীয় (গোভা ১।২।২৫) অগ্নি-ত্রয়ের একতম—বেদির পূর্বদিকে ইহার অবস্থান হয়, প্রজ্বলিত গার্হ-পত্য অগ্নি হইতে ইহার সমাহরণ হয়। ইহাতে যজ্ঞীয় হোম করিতে হয়।

আহার [আ—হৃ+ঘঞ্] আহরণ, ২ ভোজন। **-বিধি** (হ ১১।৭৪১—৪৩) গৃহস্থ স্বগৃহস্থিতা বিবাহিতা কন্যা গর্ভবতী, বৃদ্ধ, বালক ও আতুর জনকে সংস্কৃত অন্ন পূর্বে প্রদান করত পরে নিজে আহার করিবে। বদ্ধ গো ও অশ্বাদিকে জলাদি না দিয়া বা দর্শন কারিদিগকে খাদ্য না দিয়া ভোজন নিষিদ্ধ। নিশায় দধি ও শক্তু এবং দিবাকালে ভ্রষ্ট যবাদি ভোজন করিবে না। **আহার্য** (ভা ১১।২৫।২৭) ভক্ষ্যাদি। ২ (রস ৫৩৬, দু° শেষ ২২১) যত্নসাধ্য, ৩ কৃত্রিম।

আহাব (হরি ৫।৪২৫) কূপ-সমীপস্থ জলাশয়। ২ যুদ্ধ, ৩ আহ্বান।

আহিণ্ডন (ললা ৮।১৪) অন্বেষণ।

আহিত (ভা ৪।৯।১৯) অর্পিত, বিহিত, ২ (ভা ২।৬।২৯) আরো-পিত, ৩ (শ্যা ৬১) যুক্ত। **-লক্ষণ** (আচ ৭।১৮৮) নিপুণ। **-হেল** (আচ ৭।৩৭) অবলীলাক্রমে।

আহিতুণ্ডিক (আচ ২০।৪৫) সর্প-গ্রাহী। ২ হস্তকভেদ—অঙ্গুলিসমূহ সংশ্লিষ্ট হইয়া তলদেশ নিম্নমুখী হইলে এই নৃত্য হয় [নাট্যশাস্ত্র ৯।৭৮]

আহিত্য (আচ ১৭।৪৪) অর্পণ।

আহুক (ভা ৯।২৪।২১) যযাতি-বংশ্য পুনর্বসুর পুত্র। ২ (ভা ১১।১।২১) যদুরাজ উগ্রসেন—স্বামী।

আহুকী (ভা ৯।২৪।২১) যযাতি-বংশীয় পুনর্বসুর কন্যা।

আহূতসংপ্লব (ভা ১১।১।৭) উদ্ভূত বস্তুসমূহের প্রলয়।

আহূতি (বিনা ৫।৪৬) আহ্বান। ২ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে হ-বর্ণের শক্তি।

আহৃত (ভা ৪।২৯।৩, হ ১।৪৬) উক্ত, কথিত। ২ আনীত। **আহৃতি** (হলী ১০।২৩) আনয়ন, ২ ব্যবহার।

আহেয় (হরি ৭।৫০৫) [অহি+ঢক্] সর্প-সম্বন্ধী বিষ, চর্ম, অস্থি-প্রভৃতি।

আহো [ব্য] সন্দেহে। ২ প্রশ্নে। ৩ বিকল্পে, ৪ বিচারে।

আহোপুরুষিকা (হংস ৩০) সাম-রিক স্পর্দ্ধা। অহঙ্কারদ্বারা আপনার অধিক শক্তি-প্রকাশ [বাহাদুরি]।

আহোস্বিৎ [ব্য] প্রশ্নে, ২ সন্দেহে।

আহ্ন (হরি ৭।৩৪১) [যজ্ঞভিন্ন বিষয়ে] বহুদিন-বিষয়ক।

আহ্নিক (হরি ৭।৯২) [অহ্না নিবৃত্তমিতি] যে কার্য একদিনে সমাপ্য। ২ দিনজাত।

আহ্বয় (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) নাম। **আহ্বায়ক** [আ—হ্বে+ণ্বুল্] আহ্বানকারী।

আহ্বৃতি (হব ২।৬১।৩১) [হ্বৃ-কৌটিল্যে] অতিকুটিল। ২ (হ ব ১৪১) রাজভেদ।

ই

ই১ (হরি ৭।৪৯) [অস্য বিষ্ণোরপত্যং পুমান্+ইঞ্] বিষ্ণুর অপত্য, ২ প্রদ্যুম্ন, ৩ কামদেব। ৪ শোভা—প্রবো। ৫ (গী গো ৭।১৯) লক্ষ্মী, সম্পত্তি—প্রবো।

ই২ (হরি ১।৭০) [ব্য] ভৎর্সনে যথা 'ই অচ্যুত ন ভজসি' (এস্থলে সন্ধি-নিষেধ)। ২ খেদে, ৩ কোপে, ৪ সম্বোধনে, ৫ বিস্ময়ে, ৬ অনুকম্পায়।

ইক্ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ—এই আটটি স্বরের ব্যাকরণগত সংজ্ঞা। হরিনামা-

মৃতে ইহারা ঈশ-সংজ্ঞা [হরি ১৯]।
ইক্ষুমতী (ভা ৫।১০।১) কুরুক্ষেত্র ও সাঙ্কাশ্য নগরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিতা আধুনিকী 'কালী' নদী।
ইক্ষুরসোদ (ভা ৫।১।৩৩) প্লক্ষ দ্বীপের পরিখাতুল্য সমুদ্র—ইহাতে ছায়াগ্রহ অসুরগণের বাস। [মতান্তরে —ভূমধ্যসাগর]।
ইক্ষুশাকট (হরি ৭।৮৫৭) **ইক্ষুশাকিন** [ইক্ষূণাং ভবনমিতি শাকট, শাকিন] ইক্ষুক্ষেত্র।
ইক্ষ্বাকু (ভা ৯।৬।৪) বৈবস্বত মনুর হাঁচির সময় নাসা হইতে জন্ম —ইনি সূর্য-বংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া প্রথিত—বশিষ্ঠের সহিত জ্ঞানালোচনা করিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন। ২ (সিন্ধু ৩।২।২৯) সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাস।
ইখি (গোচ পূর্ব ২৩।১৪৪) চঞ্চল, ২ গতি।
ইঙ্গ (গোচ পূর্ব ৩১।৬৫) সচেতন, ২ (মাম ৭।১) ইঙ্গিত। ৩ জ্ঞান।
ইঙ্গন (গোলী ১৩৯) চলন, কম্পন। ২ ইঙ্গিত, ৩ জ্ঞান। **ইঙ্গনা** (গো ভা ৩।৩।৩৯) সংজ্ঞা।
ইঙ্গল (সিন্ধু ৪।৫।২৮) অঙ্গার—জী। ২ (গোবি ২৫) অগ্নি।
ইঙ্গব্যঙ্গ (গোচ পূর্ব ৩১।৬৫) অদ্ভুত প্রকাশ।
ইঙ্গি (গোচ উত্তর ১৬।৪৫) চঞ্চল, ২ অদ্ভুত।
ইঙ্গিত (উ ৭।৬৯) চালনা, ২ ভাবব্যঞ্জনা—জী।
ইঙ্গুদী তৈল (হরি ৭।৮৭৫) [ইঙ্গুদী তাপসতরুস্তস্যাঃ স্নেহঃ] তাপসবৃক্ষের স্নেহ-পদার্থ।
ইচ্‌ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ —এই বারটি স্বর। হরিনামামৃতে ইহারা—ঈশ্বর [হরি ১৮]।
ইচ্ছা-পিধান (চৈত ৫।১৯।২৭) ইচ্ছার আচ্ছাদক। ২ শুদ্ধা রতির অনাচ্ছাদক অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভজনেচ্ছা-বর্ধক। **-শক্তি** (পরম ৫৫) নিমিত্তাংশরূপা মায়ার শক্তিভেদ। **-শরীরী** (কৃষ্ণ ১৫৬) স্বেচ্ছায় বিবিধ-প্রকাশ-বিশিষ্ট। **ইচ্ছু** (হরি ৫।৩৫৩) [ইষু ইচ্ছায়াম্‌+উ] ইচ্ছুক।
ইজ্য (সুধা ৬১) [ইজ্যাস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাৎ অচ্‌] পূজার্হ। **-ভাক্‌** (ভা ৮।৮।২৪) যজ্ঞভাগভোক্তা—স্বামী।
ইজ্যা (হরি ৫। ৪৪৪) [যজ্‌+ক্যপ্‌ —স্ত্রীত্বাৎ টাপ্‌] দেবপূজা, ২ যজ্ঞ। ৩ (হ ৪।৩৪৮) গৃহস্থ-ধর্ম। ৪ (গো ভা ৩।৩।৫১) বৈদিক কর্ম। ৫ (নার ৪।১০।২৪) যথার্থতঃ স্বেষ্টদেবতার পূজা। **-শীল** (আ চ ১৩।২৫) যাজ্ঞিক।
ইড়বিড়া[**-লা**] (ভা ৯।২।৩১) বিশ্রবার পত্নী, ইনি তৃণবিন্দুর ঔরসে ও অলম্বুষার গর্ভে জাতা।
ইড়বিড়াকার (ভা ৯।১৯।৯) ছাগজাতীয় শব্দ।
ইড়স্পতি (ভা ৪।১।৬) যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও দক্ষিণার ষষ্ঠ পুত্র—তুষিতগণের অন্যতম। ২ (ভা ৪।৮।১৭) ভূপতি।
ইড়া (ভা ৩।১৩।১৮) যজ্ঞীয় ভক্ষণপাত্র—স্বামী। **-পতি** (ভা ৬।৫।২৭) মন্ত্রপতি বিষ্ণু—স্বামী। **-ভিদ্ব** (গোবি ১১৮) দৈত্য। **ইড্য** (গোতা ১।২০) স্তুত্য।
ইৎ (হরি ২।৫) উচ্চারণ, চিহ্ন বা বিধি প্রভৃতির নিমিত্ত ব্যাকরণে ব্যবহৃত অক্ষরসমূহ, যাহারা কার্যকালে লোপ পায়। অন্য নাম—'অনুবন্ধ'। ২ (ভা ৩।১৫।৫০, ভগ ৭৮) [ব্য] এইরূপ। ৩ গমনকারী—বি।
ইত (গোলী ১৩।১০৭, পদা ১৯০) গত, প্রাপ্ত। ২ জ্ঞাত।
ইতঃ (আচ ১৭।১০৩) এস্থান হইতে। ২ [ইন্‌ গতৌ ক্বিপি শসি] গমনকারিগণকে।
ইতর (গীতা ৩।২১) প্রাকৃত, ২ কনিষ্ঠ—বল। **ইতরাঙ্গ** (সা কৌ ৫।১, শেষ ৩।১৬, কাব্য ৯।৩৮—১০০) মধ্যম কাব্য-ভেদ। অন্য রসের অঙ্গ হইলে রসাদি মধ্যম-কাব্যত্ব বা গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্য রস যদি বর্ণনীয় মুখ্য রসের অঙ্গ হয়, তবে তাহাকে **রসবৎ** অলঙ্কার বলে। এইরূপ সঞ্চারিভাবাদি অন্য রসের উপকার করিলে **প্রেয়ঃ** অলঙ্কার; রসাভাস বা ভাবাভাস ইতর রসাদির উপকারক হইলে **ঊর্জস্বি** অলঙ্কার এবং ভাবের উপশম—অন্য রস বা ভাবের অঙ্গ (উপকারক) হইলে **সমাহিত** অলঙ্কার হয়।
ইতরেতর-যোগ (হরি ৬।১১৭) যে স্থলে প্রত্যেক পদের প্রাধান্য থাকিয়া সকল পদের অন্বয় হয়, তদ্রূপ দ্বন্দ্ব সমাস। 'মিলিতানামন্বয়ঃ' ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদ্যাং [২।২।২৯] যেমন 'রামলক্ষ্মণৌ'। **-স্পৃৎ** (ভা ১০।৭৩।১২) পরস্পর স্পর্ধাশীল—

স্বামী।

ইতরেদ্যুঃ [ব্য] অন্য দিনে। **ইতশ্চেতশ্চ** [ব্য] অনির্দিষ্ট দেশাদিতে। **ইতস্ত্য** (হরি ৭।৪৩২) এস্থানে বা ওস্থানে জাত।

ইতি [ব্য] হেতু, প্রকরণ, প্রকাশ, আদি, সমাপ্তি, নিদর্শন, পরামর্শ, এবমর্থ। **-কথা**—অর্থশূন্য বাক্য। **-কর্ত্তব্য**—পরিপাটীযুক্ত করণীয়। **-বৃত্ত** (নাচ ১৩) ইতিহাস; নাট্যশাস্ত্র মতে ইতিবৃত্ত ত্রিবিধ—খ্যাত, কল্পিত ও মিশ্র। শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ হইলে 'খ্যাত', কবি-বিরচিত হইলে 'কল্পিত' এবং তদুভয়-মিশ্রণে 'মিশ্র'। নাট্যে কিন্তু খ্যাত ও মিশ্রেরই অধিক প্রচলন। **-হ** [ব্য] উপদেশ-পরম্পরা। **-হরি** (হরি ৬।১৬০) হরির খ্যাতি, ২ হরিনামের খ্যাতি। **-হাস** (বৃ ভা ২।১।১১০) পুরাবৃত্ত। ২ যে গ্রন্থে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাকালে ঘটিত কথা-বর্ণনা থাকে, তাহাই 'ইতিহাস'। যথা— 'ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশ-সমন্বিতম্। পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।" ৩ (হব ১।১।১১) [ইতিহ+আস] এইরূপ বৃত্তান্ত স্বস্ব-গুরু হইতে পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ লাভ করিয়াছেন এই অর্থে—পারম্পর্য্যে আগতা কথা —নীল।

ইত্থম্ [ব্য], **ইত্থা** (গো ভা ১২।৮) এই প্রকারে।

ইত্যক—[ইত্যার্থং কায়তি শব্দায়তে কৈ+ক, ইত্যায়াং গতৌ অধিকৃতো বা কন্ হ্রস্বঃ] দ্বারপাল।

ইত্যা (হরি ৫।১৮৮) [ইন্ গতৌ +ক্যপ্] গমন, ২ পাল্কি।

ইত্বর (হরি ৫।১৭৮) [ইন্ গতৌ +করপ্] গমনীয়, ২ পথিক, ৩ নীচ, ৪ নিষ্ঠুর ৫ ষণ্ড। **ইত্বরী** (গোচ উত্তর ১১।৯৩) গমনশীলা, ২ অসাধ্বী।

ইদ (আচ ১৭।১০১) কামদ। ২ (ভা ১০।৮৭।১২) [ইঃ কামস্তস্য দাঃ শুদ্ধির্যত্র তাদৃশঃ] শুদ্ধকন্দর্পরসময় —প্রবো।

ইদংপারে (চৈ না ৫।১৫) ইহার অপর তীরে।

ইদানীম্ (হরি ৭।৯৯৭) আজকাল।

ইদ্ধ (হরি ৫।৭২) [ঞি ইন্ধী দীপ্তৌ+ক্ত] উজ্জ্বলিত। ২ প্রবৃদ্ধ ৩ (নিবি ৫৭) নির্ম্মল।

ইদ্ধা [ব্য] সত্য সত্যই। ২ প্রকাশ্যে।

ইধ্ম (ভা ৪।১।৭) তুষিতগণের অন্যতম। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও দক্ষিণার সপ্তম পুত্র। [২ কাষ্ঠ]। **-জিহ্ব** (ভা ৫।১।২৫) প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে ও বর্হিষ্মতীর গর্ভে জাত পুত্র। [২ অগ্নি]। **-বাহ** (ভা ১।১৯।৯) অগস্ত্যের অপত্য, ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। পূর্ব নাম— দৃঢ়স্যু। বাল্যকালে পিতার হোমকাষ্ঠের ভার বহন করিতেন বলিয়া 'ইধ্মবাহ' নামে খ্যাত হন।

ইদাবৎসর বৎসর-পঞ্চকের তৃতীয়। শকাঙ্ককে পাঁচ ভাগ করিয়া এক অবশিষ্ট হইলে সংবৎসর, দুইতে পরিবৎসর, তিনে ইদাবৎসর, চারে অনুবৎসর এবং পাঁচে উদ্বৎসর বা উদাবৎসর।

ইন্ ই ঈ উ ঊ—এই চারি স্বরবর্ণ. [হরি ১।১১] ইহারা 'চতুঃসন'।

ইন (ভা ১০।৩।২২) সূর্য, ২ প্রভু, ৩ স্বামী। **-সভ** (হরি ৬।১৪৭) রাজার সভা। **-সুতা** (গোবি ৯৮) যমুনা।

ইন্দা (হরি ৫।৪৪৫) [ইদি পরমৈশ্বর্যে+ঙাপ্] পরমৈশ্বর্য। **ইন্দিতা** (গৌকৃ ১।৪১) ঈশ্বর, ঐশ্বর্যাবিষ্কারী।

ইন্দিন্দির (মালা হরি ১১) [ইন্দি+কিরচ্] ভ্রমর।

ইন্দিরা (গোলী ১৩।৬৩) লক্ষ্মী, ২ শোভা, ৩ (ছ পরিশিষ্ট ১৭) প্রতিপাদে একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ, ৪ (কৃগ ২৪৮) রঙ্গদেবীর যূথে পঞ্চমী সখী।

ইন্দীবর (লহরী ১৪।২, বিনা ১।২২) নীল পদ্ম, ২ পদ্ম। ৩ (বিরু ৫৪) পদ্মকলিকার পঞ্চম বর্ণটি ত-বর্গীয় মধুর-সংযোগ পাইলে 'ইন্দীবর-কলিকা' হয়। যথা—জয় জয় হস্ত দ্বিষদিভহস্তর্মধুরিমসন্তর্পিত-জগদস্তঃ।

ইন্দু (ভা ৬।৬।২) চন্দ্র। ২ (গোলী ৮।৬) কর্পূর। [৩ এক সংখ্যার বাচক]। **-কান্তি** (স্তব ১৮।১৭) জ্যোৎস্না, ২ চন্দ্রকান্তি [রাধিকাতে অনুপ্রবিষ্টা গন্ধর্বা]। **-তিলক** (নিঘ ১৪৩) শিব। **-পিণ্ড** (গোলী ৩।৪৭) চন্দ্রসদৃশ চক্রাকৃতি শুক্লবর্ণ পিষ্টকবিশেষ। **-প্রভা** (কৃগ পরি ৮৩) শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা। **-মণ্ডল** (ভা ৫।১৭।৪) চন্দ্রবিম্ব—পরিমাণে ৪৮০ যোজন। **-মতী** (ভা ৯।৬। ৩৮) রাজা শশবিন্দুর কন্যা ও মান্ধাতার পত্নী; নামান্তর--বিন্দুমতী। ২ (কৃষ্ণ ৪।২০৩) শ্রীরাধাসখী। ৩ পৌর্ণমাসী]। **-মুখী** (উ ১২।২৭ বি) শ্রীরাধাসখী। ২ (বিজয় ৩৫। ৬৮) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপী—ষোড়শ

নায়িকার অন্যতমা। **-লেখা** (উ ৭।১০) চন্দ্রকলা, ২ নখাঙ্ক। ৩ (কৃগ ৯২—৯৩) অষ্টসখার ষষ্ঠী; বর্ণ—হরিতালবৎ উজ্জ্বল, বস্ত্র—দাড়িম্বপুষ্পবৎ, বয়স – শ্রীরাধা হইতে তিন দিনের কনিষ্ঠা, মাতা—বেলা, পিতা—সাগর, পতি—দুর্বল, স্বভাব—বামা প্রখরা। ইঁহার সেবা—(কৃগ ১৬৪—১৬৯) শ্রীরাধার প্রিয়নর্মসখী; ইনি আগম ও তন্ত্রোক্ত-মন্ত্রে নিপুণা, সামুদ্রক-বিদ্যায় পারদর্শিনী, বিচিত্র হার-গুম্ফনে, দন্তরঞ্জন-কার্যে, বিবিধ রত্ন-পরীক্ষায়, পট্টডোরাদি-নির্মাণে, সৌভাগ্য-যন্ত্রের লিখনে ব্যুৎপন্না। তুঙ্গভদ্রাদি অষ্টসখী ইঁহার অনুগত, পালিন্ধিকাদি দূতীগণের রহস্যবার্ত্তা-শ্রবণে অধিকারিণী। অলঙ্কারে, বেশে, কোশরক্ষণে এবং বৃন্দাবনস্থিত লীলাভূমির অধিকারে যে সকল সখী ও দাসীগণ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের অধ্যক্ষাই—এই ইন্দুলেখা। ইঁহার যূথ (কৃগ ২৪৭)—তুঙ্গভদ্রা, রসোত্তুঙ্গা, রঙ্গবাটী, সুমঙ্গলা, চিত্ররেখা, বিচিত্রাঙ্গী, মোদনী ও মদনালসা—এই অষ্টসখী। **-বদনা** (ছ ২। ১০৪) চতুর্দ্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-ব্রত** (হ ১৪।৯৮) চান্দ্রায়ণ। **-সন্দীপনী** (গীগো ১০।১৫) চন্দ্রেরও দীপ্তিকারী, ২ স্বর্গের নারীবিশেষ। **-হারিতমঃ** (গোচ পূর্ব ১৬।৪১) রাহু। **-হাস** (কৃগ পরিশিষ্ট ১০৩) শ্রীকৃষ্ণসভায় নর্ত্তক। **-হৃৎ** (মালা বস্ত্র ১) সরলচিত্ত—বল।

ইন্দ্র (ভা ১।১৫।৮) দেবরাজ। ২ (ভা ২।৭।৪৭) সমৃদ্ধ। ৩ (ভা ১২।১১।৩৭) সূর্য, (হ ৪।১৬৯ টী) দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম। **-কর্ম্ম** (সুধা ৯৭) ইন্দ্রের হিতকারী বিষ্ণু। **-কীল** (ভা ৫।১৯।১৬) ভারতবর্ষীয় পর্বত (মন্দর)। [২ ইন্দ্রধ্বজ] **-কেতু** (ভা ১০।৫৪।৫৬) ধ্বজা-বিশেষ—স্বামী। **-গোপ** (গোচ পূর্ব ৬।৯৭, গোভা ৩।২।২২) বর্ষাকালীন অরুণবর্ণ কীটবিশেষ। **-জাল** (গোলী ১২।৩০) যাদুবিদ্যা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন (ভা ৮।৪।৭) পাণ্ড্যদেশীয় রাজা। সমাধিকালে সশিষ্য অগস্ত্য আসিয়া আতিথ্যহীনতূষ্ণীম্ভূত রাজাকে হস্তিদেহ-প্রাপ্তির শাপ দেন—ক্ষীরোদ-সাগর-বেষ্টিত ত্রিকূট পর্বতে ঋতুমৎ উদ্যানবর্ত্তী সরোবরে হস্তিনীগণসহ ক্রীড়ামত্ত থাকাকালীন গ্রাহগ্রস্ত হন। সহস্রবর্ষ যুদ্ধ করিয়া পরে স্তবদ্বারা শ্রীহরিতোষণ করত গ্রাহমুক্ত হন। ২ (গোভা ১।২।২৫ টী) ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা-জিজ্ঞাসু, ভাল্লবির পুত্র ঋষি। ৩ সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত মালবদেশীয় রাজা। বৈষ্ণবমুখে শ্রীনীলমাধবের মহিমা শুনিয়া রাজপুরোহিত বিদ্যাপতির সাহায্যে নীলমাধবের সংবাদ পাইয়া লোকজন-সঙ্গে নীলাচলে আসিয়া বিগ্রহ দেখিলেন না, তত্রত্য সেবক বিশ্বাবসু শবরকে বন্দী করিলে দৈববাণী হইল—'শবরকে ছাড়, নীলাদ্রির উপরে মন্দির নির্মাণ কর, তথায় দারুব্রহ্মরূপেই আমার দর্শন পাইবে।' তৎপরে সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করত ব্রহ্মার দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা করাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মলোকে গিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন বহুকাল যাপন করিলে ইতিমধ্যে কয়েকজন রাজা রাজত্ব করিলেন, সমুদ্রের বালুকামধ্যে মন্দিরও প্রোথিত হইল। রাজা গালমাধব বালুকার মধ্য হইতে উহার উদ্ধার করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক মন্দির স্বকৃত বলিয়া দাবি জানাইলে গালমাধবের সহিত তাঁহার বাকোবাক্য হয়, তাহাতে অক্ষয়বটস্থিত ত্রিকাল-দর্শী কাক 'ভুষণ্ডি' ইন্দ্রদ্যুম্নকৃত বলিয়া সাক্ষ্য দিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা জানাইলে ব্রহ্মা ভগবচ্ছক্তি-প্রকাশিত ক্ষেত্রে স্বপ্রকাশ ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠা করিতে অক্ষমতা জানাইয়া কেবল মন্দিরের চূড়ায় একটি ধ্বজা বন্ধনপূর্বক বলিলেন যে দূর হইতেও এই ধ্বজা-দর্শনকারির অনায়াসে মুক্তিলাভ হইবে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের অদর্শনে অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করিলেন যে চক্রতীর্থের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের 'বাঙ্কিমুহান'-নামক স্থানে দারুব্রহ্ম-রূপে তাঁহাকে পাইবেন। তদনুসারে ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাসমান দারুব্রহ্ম পাইয়া রথারোহণে নির্দিষ্টস্থানে আনয়ন করত 'অনন্ত মহারাণা'-নামক ছদ্ম-বেশী ভগবান্‌রূপী বৃদ্ধ শিল্পীর সহায়তায় ঐ দারুব্রহ্মকে শ্রীবিগ্রহ-রূপে প্রকট করিয়া মন্দিরে স্থাপন করেন।

ইন্দ্রধ্বজ (মালা ৮।৭৯) শ্রীগিরিরাজের পার্শ্ববর্ত্তী কুণ্ড। ২ বজ্র। ৩ (ভা ১০।৪৪।২৩) পুরুষাকার ধ্বজপতাকাদি-শোভিত গৌড়-

দেশ-প্রসিদ্ধ স্তম্ভ—স্বামী। °**প্রমদ** (ভা ১।৯।৭, ১।১৯।৯) রাজা পরীক্ষিতের প্রয়োপবেশনকালে সমাগত ঋষি। **-প্রমিতি** (ভা ১২।৬। ৫৪) পৈলের শিষ্য ঋষি। **-প্রস্থ** (ভা ১০।৫৮।১) যুধিষ্ঠিরের রাজধানী —বর্ত্তমান দিল্লীর তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। নামান্তর—হস্তিনা পুর। **-বংশা** (ছ ২।৬২) দ্বাদশাক্ষর-পাদ ছন্দোবিশেষ। **-বজ্রা** (ছ ২।৪০) একাদশাক্ষর-পাদ ছন্দোবিশেষ। **-বাহ** (ভা ৯।৬।১২) সূর্য্যবংশ্য পুরঞ্জয়। দৈত্যসমরে ইন্দ্র উহাকে বহন করায় 'ইন্দ্রবাহ' নাম হয়। **-শত্রু** (ভা ৬।১১।১০) বৃত্রাসুর। **-সাবর্ণি** (ভা ৮।১৩।৩৩) চতুর্দশ মনু। **-সেন** (ভা ৬।৬।৫) ধর্ম্মের পত্নী ভানুর গর্ভে দেবর্ষভের জন্ম হয়, দেবর্ষভের পুত্রই ইন্দ্রসেন। ২ বলি। ৩ (ভা ৯।২। ১৯) মনুবংশ্য নৃপতি কূর্চ্চের পুত্র। ৪ (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থিত পর্বত। **-স্পৃক্‌** (ভা ৫।৪।১০) ঋষভদেবের পুত্র। **-হা** (ভা ৬।১৮। ৩৭) ইন্দ্রঘাতক—স্বামী। ২ ইন্দ্রানুগত—বি।

ইন্দ্রাণী (চৈ ভা মধ্য ২৮।১০) বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমায় ইন্দ্রাণী পরগণা অবস্থিত। এস্থানে শ্রীকেশব-ভারতীর বাসস্থান ছিল। ২ (ভা ৯।১৮।৩) শচী।

ইন্দ্রানুজ (হংস ৪৪) শ্রীকৃষ্ণ। ২ বামন।

ইন্দ্রারি (ভা ১৩।২৮) দৈত্য।

ইন্দ্রাবলী (কৃ গ পরিশিষ্ট ১৩৮, উ ১০।১৯) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী, ব্যক্তযৌবনা সখী।

ইন্দ্রিয় (হরি ৭।২২৬) [ইন্দ্র+ঘচ্‌] ইন্দ্রলিঙ্গ, ইন্দ্রদৃষ্ট, ইন্দ্রসৃষ্ট, ইন্দ্রজুষ্ট, ইন্দ্রদত্ত। **-বৃত্তি** (ভা ৩।২৯।২৮) উদ্‌গমাবকাশাদি-জ্ঞানবিশিষ্ট বৃক্ষাদি—জী। **-সারথি** (ভা ১১।১৮।৩৯) বুদ্ধি—স্বামী।

ইন্দ্রিয়ায়ণ (ভা ১১।২২।৪১) মন—স্বামী, ২ দেহ—বি।

ইন্ধন (আচ ৩।২২) কাষ্ঠ, ২ দীপ্তি। ৩ (হ ৪।২৪০) অঙ্গার।

ইভ (গৌ কৃ ১২।২৫, গোলী ১৫।৭০) হস্তী। **-নায়ক** (গালা ছ ১৪) গজরাজ।

ইভারি (ভা ৮।১০।৫৬) সিংহ।

ইভ্য (আচ ২০।১৬৩, মাম ২।১২) ধনী। ২ হস্তিপক (মাহুত)।

ইভ্যকা, ইভ্যিকা (হরি ৭।৭৯) ধনাঢ্যা স্ত্রী।

ইরম্মদ (গোচ পূর্ব ১৭।৪৯) [ইরয়া জলেন মাদ্যতি দীপ্যত ইতি ইরা-মদ্‌+খচ্‌] বিদ্যুদগ্নি, ২ বাড়বানল।

ইরা (ভা ১০।১৩।৫৭) সরস্বতী। ২ (নিবি ১১) ভূমি। ৩ সুরা, ৪ জল, ৫ অন্ন। **ইরাবতী** (ভা ৩। ১২।১৩) কাল-নামক রুদ্রের স্ত্রী। ২ (ভা ১।১৬।২) উত্তরের কন্যা ও পরীক্ষিতের স্ত্রী। ইঁহার গর্ভে জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন নামে চারি পুত্র জন্মে। **ইরাবান্‌** (ভা ৯.২২।৩২) অর্জুনের ঔরসে ও নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে জাত পুত্র।

ইরিণ (হব ২।১৩।১১) ঊষর ভূমি, ২ শূন্য। **ইরেশ** (ভা ১০।১৩।৫৭) সরস্বতী-পতি ব্রহ্মা।

ইর্ম (হরি ৭।১৬৮) ব্রণ।

ইর্বারুক (হ ৮।১৮৭) কর্কটী (কাঁকুড়) ফল। [২ হিংসক]।

ইল (গোচ উত্তর ৩৩।২৬) [ইল গতিশয়নয়োরিতি ধাতোরৎপ্রত্যয়ঃ] শয়ন, ২ গমন, ৩ ক্ষেপণ।

ইলবিলা (ভা ৪।১।৩০) মরুত্তবংশীয় তৃণবিন্দুর কন্যা অলম্বুষার গর্ভজাতা; বিশ্রবার পত্নী ও কুবেরের মাতা।

ইলা (ভা ২।৩।৫) পৃথিবী। ২ (ভা ৩।১২।১৩) উগ্ররেতাঃ-নামক রুদ্রের স্ত্রী। ৩ (ভা ৪।১০।১২) বায়ুর কন্যা ও ধ্রুবের দ্বিতীয়া পত্নী। ৪ (ভা ৬।৬।২৫) দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা ও কশ্যপের পত্নী, যাবতীয় বৃক্ষ ইহার গর্ভজ। ৫ (ভা ৯।১।১৬, ২২; ৯।১৪।১৫) বৈবস্বত-মনুর কন্যা, ইনি বিষ্ণুবরে পুংস্ত্ব প্রাপ্তি করত সুদ্যুম্ন-নামে খ্যাত হন। মৃগয়ার জন্য শঙ্কর-কর্তৃক অভিশপ্ত কুমারবনে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত হন, বুধ ইহাকে বিবাহ করিয়া ইঁহার গর্ভে পুরূরবার জন্ম দেন। পুনরায় পুরোহিত বশিষ্ঠের আরাধনায় সন্তুষ্ট শঙ্কর ইঁহাকে একমাস স্ত্রীত্ব ও এক মাস পুংস্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। ৬ (ভা ৯। ২৪।৪৯) বসুদেবপত্নী। ইহার গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ৭ (ভা ৩।১৮।১৯) গো। ৮ (হলী ৭।৮) স্তুতি, বাক্য। ৯ (সুধা ১০০) নিদ্রা, ১০ (সুধা ৩৮) প্রেরণা।

ইলাবর্ত্ত (ভা ৫।৪।১০) ঋষভদেবের পুত্র। ২ (ভা ৫।২।১৯) মহারাজ আগ্নীধ্রের ঔরসে ও পূর্বচিত্তির গর্ভে জাত পুত্র। ৩ (ভা ৫।১৬।৭) জম্বূদ্বীপের বর্ষবিশেষ। আগ্নীধ্রের পুত্র এই দেশের রাজা ছিলেন—চীন, তুর্কীস্থান, মেরুর চতুর্দিকস্থ ভূমিখণ্ড।

ইহাতে গেলে পুরুষের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি হয়।
ইলিত (ভাবনা ৪।৯৪) স্তুত।
ইল্বল (ভা ৬।১৮।১৫) হিরণ্যকশিপুর পুত্র হ্লাদের ঔরসে ও ধমনির গর্ভে জাত—বাতাপি দৈত্যের ভ্রাতা ও বল্বলের পিতা।
ইব [ব্য] সাদৃশ্যে, ২ উৎপ্রেক্ষায়, ৩ ঈষদর্থে, ৪ অবধারণে।
ইষ্ (ভা ৪।২৮।৩৮) দেবগণের অন্ন—স্বামী। [২ ইচ্ছাযুক্ত, ৩ এষণীয়]
ইষ (ভা ৪।১৩।১২) বৎসের ঔরসে ও স্বৰ্বীথীর গর্ভে জাত পুত্র। ২ হরি ৭।৭০৪) আশ্বিনমাস। [৩ প্রেষণ, ৪ অন্ন]।
ইষিকা (গোলী ৪।৫৯) খড়িকা (দন্তশোধনী)। [২ কাশ, ৩ শরশলাকা]।
ইষিত (ভা ১০।২৩।১৬) প্রেরিত—বি। ২ (ভা ১০।৮৭।৩৬) ইষ্ট—স্বামী। ৩ প্রাপ্ত—সনা। ৪ (ভা ১২।৯।১৬) ব্যাপ্ত—স্বামী।
ইষীকতুল (লনা ৯।৩৫) শরপুষ্প।
ইষীকা (সিন্ধু ৩।৩।১০১) শরপুষ্প-দণ্ড।
ইষু (ভা ১১।৯।১৩, গোলী ১৬।১১২) বাণ। [২ পঞ্চমসংখ্যা-বোধক]।
ইষুধি (আচ ৮।৩১, অকো ৮।৬) তূণ, বাণাধার। **ইষুমান্** (ভা ৯। ২৪।৪১) যদুবংশ্য বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবার ঔরসে ও উগ্রসেনের কন্যা কংসবতীর গর্ভে জাত পুত্র।
ইষ্ট (ভা ২।৮।২০) অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম। ২ অপেক্ষিত, ৩ অভ্যর্হিত।
ইষ্টকচিত (মথুরা ৯৩) ইষ্টক-নির্মিত গৃহ। **ইষ্টকাব** (হরি ৭।৯৫১) [ইষ্টকা অস্ত্যর্থে ব] ইষ্টকযুক্ত স্থান।
ইষ্টগোষ্ঠী (চৈচ মধ্য ৬।৯৩) অভীষ্ট-মণ্ডলী। ২ পরস্পর আলোচনাদি। **ইষ্টদেব** (চৈভা আদি ১।৫) পূজ্যদেব, মন্ত্র-প্রতিপাদ্য আরাধ্য তত্ত্ব। ২ শ্রীগুরুদেব। **ইষ্টাপত্তি**—বাদি-কল্পিত আপত্তি যদি প্রতিবাদিরও বাঞ্ছিত হয়, তবে 'ইষ্টাপত্তি' হয়।
ইষ্টাপূর্ত্ত (ভা ১১।১২।২) ইষ্ট—অগ্নিহোত্রাদি ও পূর্ত্ত কূপারামাদি-নির্মাণ।
ইষ্টি (হরি ৫।৪৪৪) [যজ্ +ক্তিন্] যজ্ঞ। ২ [ইষ + ক্তি] ইচ্ছা।
ইষ্টী (হরি ৭।৯২৯) [ইষ্টমনেনেতি ইষ্ট + ইনি] ভূতপূর্ব যাগকৃৎ।
ইষ্যমাণ (আচ ৪।১৮) সঙ্কল্প্যমান।
ইষ্বাস (গীতা ১।৪) [ইষবোঽস্যন্তেঽনেন অস ক্ষেপে+করণে ঘঞ্] ধনুঃ।
ইস্ [ব্য] খেদে, ২ বিস্ময়ে, ৩ কোপে, ৪ সন্তাপে।
ইহ (রত্ন ৪।১৭) ভূলোকে। **ইহত্য** (চৈনা ৫।১৮) এই স্থানীয়, এই-কালে। **ইহত্যিক** (হরি ৭।৭১) এই স্থানে বা কালে জাত। **ইহদ্বিতীয়া** (হরি ৬।৯৯) অত্রত্য দ্বিতীয়া নারী। **ইহপঞ্চমী**—অত্রত্য পঞ্চমী নারী। **ইহামুত্র**—এই লোকে ও পরলোকে।

ঈ

ঈ[১] (আচ ৪।৪, চৈত ১।১৫।৩৫) লক্ষ্মী, ২ সঙ্কল্প, ৩ ঐশ্বর্য। ৪ (ভা ১০।৮৭।৪০) জ্ঞান—প্রবো। ৫ (চৈত ১১।৩।২৯) সৌভাগ্য।
ঈ[২] (হরি ১।৭০) [ব্য] বাক্যপূরণে—যথা 'ঈ ঈদৃশঃ সংসারঃ', এস্থলে সন্ধি নিষেধ। ২ বিষাদে, ৩ দুঃখ-ভাবনায়, ৪ ক্রোধে।
ঈক্ষ (ভা ৩।১৮।৩) দর্শন, ২ পর্যালোচন। **ঈক্ষণ** (ভা ১১।২৪। ২০) পালনেচ্ছা—বি। ২ (চৈনা ৬।৩৮) পর্যালোচনা। ৩ নেত্র।
ঈক্ষণিক (গোচ পূর্ব ৩।৫৮) দৈবজ্ঞ। **ঈক্ষা** (ভা ১০।৩৮।১১) প্রকাশ—বি। ২ (ভা ১০।৮৬।৫৬) স্ফুরণ—জী। ৩ (ভা ১১।২৮।৩৪) জ্ঞান—বি। ৪ (ভা ৭।১১।৮) যুক্তাযুক্তবিচার। ৫ (ভা ৭।৬।২৬) আত্মবিদ্যা, ৬ (বৃ ভা ১।৬।১২৫) সাক্ষাৎ অনুভব। **-জ্যোতিঃ** (ভা ৩।১৩।২৯) আলোকময় দর্শন।
ঈক্ষিতা (পরম ১৮) দ্রষ্টা, ২ প্রকাশক।
ঈট্ (চৈত ৪।২২।৪০) ঈশ্বর।
ঈড়া [ঈড় ভাবে অ স্ত্রিয়াং টাপ্] স্তুতি। **ঈড়িত** (ভা ৩।২।২১, গোচ পূর্ব ৩১।৪০) স্তুত। **ঈড়িতম্মন্য** (গোচ পূর্ব ১৬।৪০) যে নিজেকে পূজিত মনে করে। **ঈড্য** (ভা ১০।১৪।১) স্তবযোগ্য, ২ শ্লাঘ্য।
ঈতি (গোচ পূর্ব ৩৩।১৫৫) প্রবাস। ২ উপদ্রব। ৩ (হ ১৫।২৯০) অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক,

পক্ষী ও প্রত্যাসন্ন রাজা প্রভৃতি শস্য-বিনাশক।

ঈদৃক্ষ, ঈদৃশ্, ঈদৃশ [ইদং+দৃশ্—ক্স, কিন্, কঙ্] এবংবিধ, এইরূপ।

ঈপ্সা (গোচ পূর্ব ১০।৪৬) অভিলাষ, ২ পাইবার ইচ্ছা। **ঈপ্সিত** (হরি ৪।২৮) ব্যাকরণে ঈপ্সিততম বস্তুর উপযোগি দ্রব্য—যেমন 'কৃষ্ণো গাং দুগ্ধং দোগ্ধি'—এ বাক্যে দুগ্ধ ঈপ্সিততম এবং তদুপযোগী গো-শব্দই ঈপ্সিত। ২ ইচ্ছাবিষয়। **ঈপ্সু** [আপ—সন্+উ] পাইতে অভিলাষী।

ঈয়িবান্ (ভা ১০।৩১।৫) [ইন্ গতৌ+কসু] প্রাপ্ত, প্রপন্ন।

ঈরণ (আচ ১১।২৫২) প্রবেশ। ২ (ভা ১১।১৯।২০) কথন—স্বামী। ৩ (আচ ১৭।৫৭) প্রেরণ, ৪ ক্ষেপণ। ৫ (হব ২।৯।১৯) উষর, শূন্য।

ঈরয়াণ (ভা ৩।৮।২০) উৎপাদক।

ঈরা (সুধা ৮৩) বাক্য।

ঈরিণ (ভা ১১।২।১৮) [ঈর+ইনন্] উষর—স্বামী।

ঈরিত (ভা ১০।৯।৯) প্রাপিত—স্বামী। ২ প্রেরিত—বি। ৩ পরিশোধিত—বল, ৪ (মালা গীত ৩) নিক্ষিপ্ত। ৫ (আচ ৮। ১৪৫) বাক্য। ৬ (ভা ১০।৭৬।২৪) মুক্ত। ৭ (ভা ১০।৭৭।৩৭) বাদিত—স্বামী।

ঈর্ৎসা (গোচ উত্তর ৩০।২৭) [ঋধ্—সন্+অ] বর্দ্ধনেচ্ছা।

ঈর্ষ্যা (বৃভা ১৬।৫৫) অক্ষান্তি। ২ (হরি ৪।৯৩) পরের উৎকর্ষে অসহনময়ী দৃষ্টি। ৩ (উ ১৫।১৭ মানের কারণ—প্রণয়হেতুক এই ঈর্ষ্যাই মানরূপে পরিণত হয়।

ঈর্ষ্যু (সিন্ধু ৪।৫।১৩) যাহাদের মানই একমাত্র ধন এবং প্রৌঢ় ঈর্ষ্যাভরে চিত্তও আক্রান্ত।

ঈর্ষ্যোত্থ রোদন (উ ১২।২৯) যাহাতে শিরঃকম্প, নিঃশ্বাসত্যাগ, ওষ্ঠ এবং কপোলের স্ফুরণ, কটাক্ষ ও বদনের ভ্রূকুটি বিদ্যমান, স্ত্রীদের সেই রোদনই ঈর্ষ্যোত্থ।

ঈল (নিবি ১৭) স্তুতি। **ঈলিত** (ভাবনা ১২) প্রশস্ত, ২ স্তুত।

ঈশ (রত্ন ৪।১০) ঈশ্বর ২ প্রভু বা স্বামী, ৩ বিষ্ণু, ৪ মহাদেব, ৫ নায়ক, ৬ শ্রীগৌরাঙ্গ; ৭ (হরি ১।৯) ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ—এই অষ্ট স্বরবর্ণ। **-কথা** (তত্ত্ব ৫৫।৫৬) স্থিতিকালে শ্রীহরির বিভিন্ন অবতার-গণের চরিত্রানুশীলন এবং হরিভক্ত-গণের আখ্যান-সুমঙ্গল প্রসঙ্গ। **-ন** (ভা ১।১১।৩৪) ঐশ্বর্য, ঈশ্বর-ভাব। মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের মায়া হইতে সম্পূর্ণ নির্লেপ। **-প্রকাশ** (চৈচ আদি ১।১) শ্রী-নিত্যানন্দ প্রভু। **-ভক্ত** (চৈচ আদি ১।১) শ্রীবাসাদি ভক্ত। **-ভাব** (সিন্ধু ১।৩।৫৬) ঈশ্বরের অভিমানবৎ অভিমানশীল [অহংগ্রহোপাসক]—জী। ব্রহ্মত্ব—মু। **-শক্তি** (চৈ চ আদি ১।১) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভৃতি শক্তিতত্ত্ব।

ঈশাচল (গী গো ১।৩৭) হিমালয়।

ঈশান (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপস্থ পর্বত। ২ (ভা ৮।৪।১) মহেশ্বর। ৩ (ভা ১০।৩।২৬) সর্বেশ্বর কৃষ্ণ, 'ঈশনাদেব চেশানঃ'—ব্রহ্মাণ্ডপু°। ৪ (প্র ১।১৫) নিয়ন্তা। ৫ (কর্ণা ১।১০) লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গলের শ্রীগুরুদেব সোমগিরি। **-আচার্য** (গৌ গ ১৯৫, ২০৫) ব্রজের মৌন মঞ্জরী। **ঈশানা** (ভগ ৯৮) সর্বাধিকারিতা-শক্তির হেতুভূতা। ২ (হ ৫।১৪০) পীঠন্যাসে প্রোক্তা নব শক্তির অষ্টমী। **ঈশানী** (ভা ১০।২।১২) যোগমায়া।

ঈশানুকথা (হলী ১।৩) বিষ্ণুভক্তি। ২ ঈশ=ভূপতিবৃন্দ রামকৃষ্ণাদি, তাঁহাদের প্রসঙ্গ।

ঈশাবতার (চৈ চ আদি ১।১, ১।৬৫) শ্রীঅদ্বৈত আচার্য। ২ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ অবতার—(১) অংশাবতার—মৎস্য কূর্ম প্রভৃতি ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদশায়ী। (২) গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। (৩) শক্ত্যাবেশ—মহজ্জীবে কৃষ্ণশক্তি-বিশেষের আবেশ—পৃথু, ব্যাস, নারদ প্রভৃতি।

ঈশিতব্য (ভা ১০।৩৩।৩৩) নিয়ম্য—সনা, জী। ২ ভগবদ্ভক্ত—সনা। ৩ (ভা ১০।৮৭।৪৬) জীব—স্বামী। ৪ শাসনীয়—জী। ৫ (চৈত ১০।৩৩।৩৩) ব্যাপ্য। **ঈশিতা** (চৈত ১০।১৩।৩৩) ব্যাপক। ২ (আচ ৮।১৪) ঐশ্বর্য, ৩ সিদ্ধি-বিশেষ। ৪ (গোচ পূর্ব ৪।১৮) রাজা। ৫ (গো ভা ১।১।২০) প্রদাতা—বল। **ঈশিত্রী** (গোচ পূর্ব ৩।১৬১) রাজ্ঞী।

ঈশ্বর (হরি ১।৮) ইকার হইতে ঔকার পর্যন্ত বারটি স্বর। ২ (হরি ৫।৩৫৯) [ঈশ্ ঐশ্বর্যে+বর] ঐশ্বর্যময়। ৩ (সিন্ধু ২।১।১৭৬) স্বতন্ত্র, ৪ দুর্লঙ্ঘ্যাজ্ঞ। ৫ (হ ১।৫৮) সমর্থ। ৬ (সিন্ধু ২।৪।১৪৫) রাজা। ৭ (চন্দ্রা ১৩১) মহাদেব। ৮ (ভা ১।১।২) আশ্রয়-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। ৯

(গো ভা টী ২।১।৩) যোগমতে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক (কর্মফল) ও আশয় (বাসনা) প্রভৃতিতে অসংবদ্ধ পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। 'ক্লেশ-কর্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর'। **-নিঃশ্বসিত** (সি ১।১৪) বেদ। **-ভাব** (গীতা ১৮।৪৩) নিয়মন-শক্তি—স্বামী। **-রথাচরণ** (ভা ৫।৮।৯) কালচক্র—স্বামী।

ঈশ্বরা, ঈশ্বরী (হরি ৭।২২৪) ঈশ্বরের ভার্য্যা।

ঈষ (হব ৭) উত্তম মনুর পুত্র।

ঈষণ (নিবি ৪৫) ইচ্ছা, ২ অভীষ্ট বস্তু।

ঈষৎ (চৈত ১০।৩০।২৪) [ঈর্লক্ষ্মীস্তস্যাং সীদতি] লক্ষ্মীবিলাসী। ২ [ব্য] অল্প, কিঞ্চিৎ। **-কর** (গোচ উত্তর ৫।৭৪) অত্যল্প। ২ অল্পপ্রয়াস-সাধ্য। **ঈষৎস্পর্শিতর** (হরি ১।৩৫) উপসর্গের পরবর্ত্তী য-কারের এবং কখনও পদের আদি-স্থিত য-কারের উচ্চারণ-নিয়ম। **-স্পর্শী** (হরি ১।৩৪) য র ল ব —এই চারি অক্ষর উচ্চারণ-স্থানকে অল্পমাত্র স্পর্শ করে বলিয়া ইহারা 'ঈষৎস্পর্শী'।

ঈষা (ভা ১০।৬।১৫) লাঙ্গলদণ্ড—স্বামী। [২ শকটের দীর্ঘ কাষ্ঠ, ৩ রথের অংশবিশেষ]।

ঈষিকা (ভা ১০।১৯।২) শরতৃণ, [২ গজাক্ষিগোলক, ৩ তুলিকা, ৪ অস্ত্র-বিশেষ]।

ঈষিত (ভা ১।১০।২৭) প্রেরিত, ২ ইষ্ট।

ঈষির [ঈষ্ হিংসনে কিরচ্] অগ্নি।

ঈহমান (ভা ১১।২৮।৩২) ক্রিয়াশীল। ২ ইচ্ছাকৃৎ। **ঈহা** (সিন্ধু ১।২।১৮৭) স্পৃহা, ২ চেষ্টা, ৩ প্রবৃত্তি। **ঈহানিবৃত্তি** (ভা ৫।৫।১০) কাম্যকর্মত্যাগ—স্বামী। ২ ঐহিক ও পারত্রিক কামনান্তর-নিবর্ত্তন—জী। ৩ ব্যাপারান্তর-রাহিত্য।

ঈহামৃগ (হব ১।৪৩।৪) কৃত্রিম প্রাণী। ২ (হব ৩।৪৫।১) বানর। [৩ দৃশ্যকাব্যভেদ। ৪ নেকড়া বাঘ]। **ঈহিত** (হ ১০।১৯২) কর্ম, ২ বাঞ্ছিত। ৩ (ভা ৩।২৮।১৯) লীলা। ৪ (বৃ ভা ১।৪।১৮) আচার, ৫ (বৃ ভা ১।৭।৮০) কৃত।

উ

উ১ (সা কৌ ৯৮, হ ১১।৫১২) শিব, ২ (চৈত ১০।৩৫।২০) সীবন, ৩ (ভক্তি ১৭৮) লক্ষ্মী।

উ২ [ব্য] বিস্ময়ে, ৩ নির্দ্ধারে, ৪ খেদে ৫ (গো ভা ২।৩।২০) প্রসিদ্ধে। ৬ (আচ ১০।৫৬) প্রশ্নে। ৭ (হরি ১।৭০) আমন্ত্রণে, যথা 'উ অচ্যুত', ৮ প্রতিষেধে যথা—'উ উপসন্নং মাং ত্যজসি' [এই দুই স্থলে সন্ধি-নিষেধ]। ৯ বিতর্কে, ১০ পাদ-পূরণে।

উক্—উ ঊ ঋ ঌ এই চারি স্বর। হরিনামামৃতে ইহারা 'চতুর্ভুজ'।

উকারোত্থ দশ কলা (হ ২।৭০) জরা, পালিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি ও দীর্ঘা।

উক্ত (হরি ৪।১১) ব্যাকরণ-শাস্ত্রে "প্রকৃতি (নাম ও ধাতু) এবং প্রত্যয় (স্বাদি, আখ্যাত, কৃৎ ও তদ্ধিত) যুগপৎ প্রত্যয়ার্থেরই প্রতীতি করে অর্থাৎ প্রকৃতি স্বীয় অর্থকে অপ্রধান রাখিয়া প্রত্যয়ার্থেরই পুষ্টি করে"—এই ন্যায়-বলে কর্ত্তৃকর্মাদি বাচ্যে বিহিত আখ্যাতাদির মধ্যে যে আখ্যাতাদি কর্ত্রাদিবাচ্যে বিহিত হইবে, তাহা দ্বারা কর্ত্তাদি ষট্কারক উক্ত হইবে। কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তা, কর্মবাচ্যে কর্মই বিহিত। যথা 'বৈষ্ণবো মালাং করোতি' এই বাক্যে বৈষ্ণব-শব্দটি কর্ত্তৃবাচ্যে বিহিত হইয়া প্রথমা বিভক্তি হইল। ২ কথিত।

উক্তিতন্ত্র (বৃ ভা ১।৫।৭) আজ্ঞাধীন, ২ সেবক।

উক্থ (গাভা ১) প্রণবাত্মক মন্ত্র—জী। ২ (ভা ১।১৫।১৬) প্রাণ—স্বামী। ৩ (গো ভা ১।১।২০) [বচ্+থক্] সামবেদের স্তোত্র-বিশেষ। **উক্থশাঃ** (হরি ২।১৪৪) [উক্থানি উক্থৈর্বা শংসতীতি] যজমান। ২ (গো ভা ২।১।৩) কর্মঠ। **উক্থা** (ছ ১।২৭) যে শ্লোকের প্রতি চরণে একটি অক্ষর থাকে, তাহার নাম 'উক্থা' বৃত্ত; যেমন—'শ্রীস্তে সাস্তাম্', ইহার প্রতি

পাদে একটি করিয়া গুরু, শ্রীচ্ছন্দঃ।
উক্ষ (পদ্যা ১৫২) বৃষ। ২ সেক্তা। **উক্ষকীয়** (হরি ৭।৪১৫) বৃষবহুল দেশ। **উক্ষণ** (ভা ১১।২৮।৩২) মূত্রত্যাগ। ২ (ভা ১০।৪৪।১৫) সেচন। **উক্ষতর** (হরি ৭।১০৫২) [তৃতীয় বর্ষের ভারবহনাক্ষম] ছোট বৃষ। **উক্ষদনুজ** (উ ১৫।১৩৩) বৃষাসুর। **উক্ষা** (ভাবনা ১৬।১৬) বলীবর্দ। **উক্ষিত** (ভাবনা ৭।৪৩) যুক্ত, সিক্ত।
উখা [উখ+ক] পাকপাত্র, [হাঁড়ি]।
উখ্য (হরি ৭।৩০১) [উখায়াং সংস্কৃতম্ উখা+যৎ] স্থালীপক্ক ব্যঞ্জনাদি।
উগ্র (রত্ন ৩।৪০) শিব। ২ (গো পা ৪) তীক্ষ্ণ, ৩ উৎকট। ৪ (গো ভা ৪।২।৪) অঙ্গ-রক্ষক; ৫ (ভা ৬। ৬।১৭) ভূতের ঔরসে ও সরূপার গর্ভে জাত রুদ্রবিশেষ। ৬ (ভা ৩। ১৪।৩৫) অনতিলঙ্ঘ্য। **-কন্যা** (গোচ পূর্ব ৩।২০) ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রার গর্ভে জাতা কন্যা। **-কর্মা** (গীতা ১৬।৯) হিংস্র-কর্মশীল, ২ ক্রূর। **-দংষ্ট্রী** (ভা ৫।২।২৩) মেরুর কন্যা ও হরিবর্ষের পত্নী। **-ধর্ম** (ভা ৬।৮।১৬) অভিচারাদি। **উগ্রম্পশ্য** (হরি ৫।২৪৬) [উগ্র— দৃশ্+খশ্] ক্রূরদৃষ্টিযুক্ত উগ্রজন্তু [ব্যাঘ্রাদি]। **°যুক্** (ভা ৩।২১।৪৫) তীব্রযোগময়। **-রেতাঃ** (ভা ৩। ১২।১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। **-শ্রবাঃ** (ভা ৩।২০।৭) রোমহর্ষণ মুনির পুত্র মহর্ষি। ইনি শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট পুরাণাদি কথা শ্রবণ করিয়া নৈমিষারণ্যে শৌনক-যজ্ঞে মুনিদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইয়াছেন। বৃদ্ধ সূত হইতেও ইঁহারই বাক্য বলবত্তর, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পরেই শ্রীমদ্ভাগবত আবিভূত হওয়ায় রোমহর্ষণ ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহেন। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বনিরূপণে কেবল উগ্রশ্রবাঃ সূতের বচনই প্রমাণস্বরূপে ধর্তব্য। **-সেন** (ভা ১।১১।১৭) কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিতের অন্যতম পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।৩৫) যদুবংশীয় নরপতি আহুকের অন্যতম নাম। ইঁহার পুত্রই কংস। ৩ (গোচ পূর্ব ৩৭।৭১) ভয়ঙ্কর-সেনাবিশিষ্ট। ৪ (ভা ১২। ১১।৩৮) গন্ধর্ব।
উগ্রা (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ভ-বর্ণের শক্তি।
উগ্রায়ুধ (ভা ৯।২১।২৯) সোমবংশ্য নীপের পুত্র।
উচথ্য, উতথ্য (ভা ৪।১।৩৫) অঙ্গিরার ঔরসে ও শ্রদ্ধার গর্ভে জাত পুত্র। ইহার পত্নী—মমতা। [২ স্তুত্য]।
উচিত (বৃ ভা ২।১।২০) উপযুক্ত। ২ (আচ ১১।১০২) [উচ সমবায়ে দিবাদিঃ] সমবেত।
উচ্চ (স্তব ৮।১১) অতিশয়, ২ (গোলী ৮।৪৬) উন্নত, ৩ উৎকৃষ্ট।
উচ্চকিতিত (গোচ পূর্ব ৮।৩৭) মহাভীত।
উচ্চণ্ড (গোচ পূর্ব ১৩।৫০) অবিরত। ২ (মালা প্রেমেন্দু ৪১) অতিকোপন।
উচ্চপৎ (ভা ৩।২২।১৮) উত্তান-পাদ—স্বামী।
উচ্চয় (স্তব ৮।৪১) অত্যন্ত, ২ (গোলী ১।৬৫) সমূহ। ৩ (গোলী ৭।১৩) আহরণ। ৪ (হব ১।৪৩ ২৪) নীবিবন্ধন।
উচ্চরিত (ভা ৫।৫।৩১) পুরীষ—স্বামী।
উচ্চল (মালা কুঞ্জ ৮) চঞ্চল, আন্দোলিত।
উচ্চাটন (৫।১।২৩) বহির্গমন—স্বামী। ২ (নাম টী ৩।৩৭) অভাব। ৩ (গোচ পূর্ব ৩০।৭৬) অস্থিরচিত্ততা। ৪ ষট্কর্মান্তর্গত অভিচারভেদ।
উচ্চার (ভা ১১।১৭।২৩) মূত্রপুরীষ-ত্যাগ। [২ উচ্চারণ]।
উচ্চালিত (গোলী ৩।২৬) আকর্ষিত, ২ (গোলী ৬।২৬) অস্থির।
উচ্চাবচ (ভা ১১।২৭।৪২) [উদক্ চ অবাক্ চ] নানাবিধ, ২ (ভা ১১।১৬।২) উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট। ৩ (গোচ পূর্ব ২০।৫২) উচ্চনীচ।
উচ্চিত (গোচ পূর্ব ১।৮৫) বিপুলী-কৃত।
উচ্চৈঃশ্রবাঃ (গীতা ১০।২৭) ক্ষীরোদ-সাগর হইতে উদ্ভূত অশ্ব। [২ উন্নতকর্ণবিশিষ্ট]।
উচ্ছদ (বৃভা ২।৬।৪৩) উন্নমিত-পত্র।
উচ্ছলিত (দা ৪) [উৎ—শল+ক্ত] উদ্গত, ২ (উ ১।১২) উৎফুল্ল—বিষ্ণু।
উচ্ছশিত (ভা ১।১১।১৫) [শশ প্লুত-গতৌ] উল্লম্ভিত।
উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তী (ভা ১০।৮৫।৩০) শাস্ত্রবিধির অতিক্রমকারী।
উচ্ছিত্তি (গোলী ১২।২৫) সমূলে উৎপাটন, ২ বিনাশ।
উচ্ছিলীন্ধ্র (ভা ১০।২৬।২৫) ছত্রাক, বেঙের ছাতা।

উচ্ছিষ্ট (ভা ৪।৩।৪৬) ভুক্তাবশিষ্ট। ২ (ভা ৯।৪।৮) উর্ব্বরিত। [৩ ত্যক্ত]। **উচ্ছিষ্টাহর** (হরি ৫। ২২৬) [উচ্ছিষ্টম্ আ—হৃ+অচ্] উচ্ছিষ্টাহরণ করাই যাহার স্বভাব।

উচ্ছীর্ষক (গোলী ৭।১৭) উপধান, বালিশ। [২ উন্নতশিরা ধান্যাদি]।

উচ্ছূন (উ ১০।১৬) উন্নত, পুষ্ট, অত্যুচ্চ। ২ (অর্কো ৩।২৮) ঘোর।

উচ্ছেত্তা (গোলী ১৯।৮১) নাশকর্ত্তা, ২ সমূলে উৎপাটক।

উচ্ছেষ (ভা ১১।২৭।৩৯) নৈবেদ্য-ভাগ—স্বামী। **উচ্ছেষণ** (ভা ৪।৭।৪) যজ্ঞাবশিষ্ট। **উচ্ছেষিত** (চৈত ৩।১৫।২২) পীত।

উচ্ছ্রায় (হ ২।৩৯) উচ্চতা। ২ (হ ১৯।৯০৩) বিস্তার। ৩ উৎকর্ষ।

উচ্ছ্রিত (কৃষ্ণা ৪।৫১) উচ্চ, ২ গর্বিত, [৩ প্রবৃদ্ধ, ৪ ত্যক্ত]।

উচ্ছ্রয় (ভা ৮।৩।৩৩) দেব।

উচ্ছ্বসন (গোলী ৬।২) লম্ফ দিয়া চলা। **উচ্ছ্বসিত** (ভা ১০।৩৮। ২০) শ্লথ—স্বামী। ২ (গোলী ৬।৬৪) উৎসাহপূর্ণ। ৩ (সিন্ধু ২।৪। ৯৪) শ্বাসপ্রশ্বাস। ৪ (লনা ৬।৬) বিকশিত। ৫ (ভা ১০।৬৫।১৩) ক্ষুভিত—স্বামী। ৬ প্রবৃদ্ধ—বল।

উচ্ছ্বাস (আচ ১।৯০) উচ্চ শ্বাস, ২ বিকাশ। ৩ আখ্যায়িকার পরিচ্ছেদ।

উজ্জল্প (উ ১৪।২০৫) গর্ব-গর্ভিত ঈর্ষ্যাদ্বারা শ্রীহরির কপটতাখ্যাপন এবং অসূয়ার সহিত তাঁহার প্রতি আক্ষেপোক্তি।

উজ্জাগর (অর্কো ১০।১৫) প্রফুল্লতা।

উজ্জিহান (ভা ৮।৬।১৩) [উৎ—হা+শানচ্] আবির্ভূত—স্বামী। ২ (মালা বৎসহরণ) উদয়মান।

উজ্জৃম্ভ (সমা ১।১৩) বিকাশ। ২ স্ফুটন। **উজ্জৃম্ভণ** (গোলী ৬।১) প্রফুল্লতা। ২ হাইতোলা। **উজ্জৃম্ভিত** (গোলী ৫।৭৫) মুকুলিত, ২ (বৃভা ২।২।৫০) বিস্তারিত।

উজ্জ্বল (সিন্ধু ৩।৩।৪৩,৪৮) শ্রীকৃষ্ণের নর্মোক্তিলালস প্রধান প্রিয়নর্মবয়স্য। [কৃগ পরিশিষ্ট ৫৪—৫৫] ইনি রক্তবর্ণ, তারাবলী-বসন, মুক্তাপুষ্প-বিরাজিতা; পিতা—সাগর, মাতা—বেণী, বয়স—ত্রয়োদশবর্ষ, কিশোর। ২ (মাম ১।২০) শোভাবিশিষ্ট, ৩ শৃঙ্গার রস। ৪ দীপ্ত, ৫ বিকাশী।

উজ্জ্বল দত্ত (হরি ২।৯৩) উণাদি-বৃত্তিকার।

উজ্জ্বলা (ছ ২।৮১) প্রতিচরণে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

উজ্ঝিত (ভাবনা ৬।৪৫) ত্যক্ত।

উঞ্ছন (ভা ৬।৭।৩৬) হট্টাদিতে পতিত ব্রীহি-প্রভৃতির গ্রহণ। **উঞ্ছবৃত্তি** (ভা ১১।১৭।৩৭) দোকানাদিতে পতিত শস্যকণার গ্রহণ। ২ (ভা ১০।৭২।২১, ভক্তি ৮৪) মুদ্গল উঞ্ছ-বৃত্তি কুটুম্বদের সহিত ছয় মাস উপবাসী থাকিয়া অবসন্ন হইলেও আতিথ্যবিধান করত ব্রজলোকে গমন করেন। [মহাভারত ঘোষযাত্রা° ২৫৯-২৬০ অধ্যায়]।

উটজ (গোচ পূর্ব ৩।৫৯) পর্ণশালা।

উট্টঙ্কন (লনা ১।২০) উদ্ঘাটন। প্রকাশন। **উট্টঙ্কিত** (গোচ পূর্ব ৫। ৮৫) উল্লেখিত।

উড়ু (ভাবনা ৪।৮৬) তারা, [২ জল]। **-চক্র**—নক্ষত্রমণ্ডল। **-প** (ভা ৬।১৪।৩১) চন্দ্র। [২ ভেলা, ৩ বরুণ]। **-পথ**—আকাশ।

উড়ুম্বর (ভা ৯।১১।৩২) দেহলী—স্বামী। ২ (হ ৪।৫৭) তাম্র। [৩ যজ্ঞডুমুর]। **-কৃমি** (হরি ৬।৯১) অন্নস্ত।

উড়ুম্বাবতী (হরি ৭।৪০৭) হরিবংশে উক্তা নদী।

উড়ুরাট্ (ভা ৯।১৪।১৪) চন্দ্র।

উড্ডমর (আচ ৮।১) উন্নত।

উড্ডয়ন [উৎ—ডী+ল্যুট্] পক্ষির উর্দ্ধগমন।

উড্ডামর (লনা ১০।৯) অত্যুৎকট। ২ (মালা প্রেমেন্দু ৩১) প্রগল্ভ, প্রচণ্ড, ৩ শ্রেষ্ঠ।

উড্রদেশ (চৈম শেষ ২।১৪) উড়িষ্যা প্রদেশ।

উণাদি (হরি ১।১১৯) কৃৎপ্রত্যয়-বিশেষ।

উত[১] [ব্য] সংশয়ে, ২ সমুচ্চয়ে। ৩ (চৈত ১০।৮৭।২৭) নিশ্চয়ার্থে, ৪ (মাম ৩।৩২) অতিশয়ে।

উত[২] (মালা ছ ১৪) [উঙ্ শব্দে+ক্ত] খ্যাত। ২ (ভাবনা ২।২৫) [বেঞ্+ক্ত] গ্রথিত, বদ্ধ।

উতঙ্ক (ভা ২।৭।৪৫, ৯।৬।২২) মহর্ষি গুরু গৌতমের একনিষ্ঠ ভক্ত—ইনি কুবলয়াশ্বদ্বারা ধুন্ধু-নামক অসুরকে বিনাশ করেন।

উতথ্য (ভা ১।১৯।৮) মহর্ষি অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র। ২ (তত্ত্ব ২৫) দেব পুরোহিত বৃহস্পতির অগ্রজ।

উতাহো, উতাহোস্বিৎ [ব্য] প্রশ্নে, ২ বিকল্পে ৩ বিচারে।

উৎ (ভা ১০।৮৭।৩১) [উনত্তি ক্লিন্নত্তি স্নিহ্যতি বা] প্রেম—প্রবো।

২ (গো ভা ১।১।২০) ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষের নাম—যিনি সর্ব্বপাপ্‌ম হইতে উদিত অর্থাৎ সর্ব্বদোষাস্পৃষ্ট। -ক (গোচ উত্তর ২৪।৩৪) উৎকণ্ঠিত, ব্যগ্র, উৎসুক। -কচ (খ্যা ৫৯) বিকশিত। ২ (ভা ৭।২।১৮) হিরণ্যাক্ষের ঔরসে ও ভানুর গর্ভে জাত পুত্র। নামান্তর—উৎকট, উৎকল। [৩ কেশ-শূন্য, ৪ উন্নত-কেশ]। -কট (সাকৌ ১০।৭) নিশ্চয়প্রায়—বল। ২ (স্তব ৮।৯৭) দাহক। ৩ (অকৌ ৯।৬) শৈথিল্য, ৪ (ভা ১০।৫৯।২৯) উদ্রিক্ত, অতিশয়িত। [৫ শর, ৬ তেজপত্র, ৭ দারুচিনি]। -কণ্ঠ (ভা ৭।৪। ৪০) মুক্তকণ্ঠ—স্বামী। ২ উদ্‌গ্রীব। -কণ্ঠা (উ ৫।৮২) ইষ্ট-লাভের জন্য কালবিলম্বের অসহন-রূপ ঔৎকণ্ঠ্য। নায়কের দোষ-সত্ত্বেও নির্দ্দোষত্ব-জ্ঞানেই উৎকণ্ঠা হয়, কিন্তু নিরপরাধ নায়ককে সাপরাধ মনে করিলে মান-বিপ্রলম্ভই হয়। তিন সময়ে উৎকণ্ঠা হইতে পারে—(১) বাসক-সজ্জা-দশার শেষে, (২) মান-বিরতিতে অর্থাৎ কলহান্তরিতা-দশায় এবং (৩) নায়ক-নায়িকার পরাধীনতাবশতঃ সঙ্গম-বাধায়। -কণ্ঠিত (সিন্ধু ৩।২।৯৬) অদৃষ্ট-পূর্ব্ব শ্রীহরির দর্শনেচ্ছা। উৎ-কণ্ঠিতা (উ ৫।৭৯—৮০) নির-পরাধ কান্তের আগমনে বিলম্ব হইলে যে নায়িকা উৎসুকচিত্তা হন, তাঁহাকে 'বিরহোৎকণ্ঠিতা' বলে। ইহাতে হৃত্তাপ, কম্প, হেতুবিতর্ক, অরতি (অস্বাস্থ্য), বাষ্পমোচন এবং নিজের অবস্থা-বর্ণনাদি চেষ্টা প্রকাশ পায়। উৎকতা (বৃ ভা ২।৪।২৪৫) উৎকণ্ঠা। [২ গজপিপ্পলী]। °কম্প কামাদি-জনিত কম্পন। -কর (গোলী ২।৭৬) সমূহ। ২ (গোলী ২১।১৮) অতিশয়। ৩ (মাম ৬। ৮৯) যূপ। ৪ তৃণাপসারণ, ৫ হস্তপদাদির বিক্ষেপ। -করীয় (হরি ৭।৪১৩) স্তূপ-সম্বন্ধীয়। -কর্ণ —শ্রবণ-ব্যগ্র। -কর্ত্ত (বৃ ১।২৯) ছেদন। ২ উৎপাটন। -কর্ষিণী (হ ৫।১৪০) পীঠন্যাসে প্রোক্ত নব শক্তির দ্বিতীয়া। -কল (ভা ৪। ১৩।৬) মহাভাগবত ধ্রুবের পুত্র। (প্র ১।৫) কলিঙ্গদেশ—বর্ত্তমান উড়িষ্যা প্রদেশ, [৩ ব্যাধ, ৪ ভার-বাহক, ৫ সুদ্যুম্নের পুত্র]। -কলন (গোচ পূর্ব্ব ১৩।১১) বিনাশ। -কলা (ভা ৫।১৫।১৫) মনুবংশীয় চিত্ররথের পুত্র সম্রাটের পত্নী। -কলিকা (মাম ১।৫২) কোরক, ২ উৎকণ্ঠা। [৩ তরঙ্গ, ৪ হেলা] -কলিকাপ্রায় গদ্যভেদ [ছন্দোমঞ্জরী দ্রষ্টব্য]। -কলিত (ভা ১।১০।২৩) উৎকণ্ঠিত, ২ বিকশিত, উৎফুল্ল। ৩ (ভা ৭।৮।২৬) নিঃসৃত। ৪ (ভা ১০।৫৬।২৮) উদ্দীপিত, ৫ (মুক্তা ১৪।১৫, ২৪) উন্মুক্ত। ৬ (বৃ ১২। ৬২) ছিন্ন। -কাকুৎ (হরি ৬। ৩৫০) [উদ্‌গতং কাকুদং তালু যস্য] যাহার তালু ঊর্দ্ধ্ব দিকে আছে। -কার (হরি ৫।৩৯২) [উৎ—কৃ+ঘঞ্‌] ধান্যক্ষেপ। -কীর্ণ (গোলী ১১।৭৮) ক্ষোদিত। [২ উল্লিখিত, ঊর্দ্ধ্বে ক্ষিপ্ত]। -কীর্ত্তন (মালা চৈতন্য° ২।১) সঙ্কীর্ত্তন। -কীর্ত্তি (স্তব ১৩।২৫) উৎকৃষ্ট খ্যাতি। -কৃতি (ছ ১।২৯) শ্লোকের প্রতিচরণে ছাব্বিশ অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত। -কৃত্ত (গোচ পূর্ব্ব ৩১। ৩১) উৎপাটিত। -ক্রম (ভা ৫। ৭।৪) উল্লঙ্ঘন। ২ (গোচ পূর্ব্ব ৪।১৭) উদ্যম। ৩ বিপরীত ক্রম। -ক্রমণ (ভা ১১।২৫।২১) মৃত্যু। ২ অপসরণ। -ক্রান্ত-মুক্তি (প্রীতি ১) উৎক্রান্ত ব্যক্তির স্থূল-সূক্ষ্মরূপ উপাধির নাশ হইলেও পরতত্ত্বের স্ব-প্রকাশতা-লক্ষণ ধর্ম্মের ব্যবধান হইলে পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না ; সুতরাং ভগবদুন্মুখ হইলে পরতত্ত্বের স্ব-প্রকাশতা-ধর্ম্মের সহিত জীবের সংযোগ হয় এবং ফলতঃ উপাধিদ্বয়ও নাশ হয়। এই উৎক্রান্ত দশায় দুই প্রকারে মুক্তি হয়—(১) সদ্যোমুক্তি ও (২) ক্রমমুক্তি। -ক্রান্তি (ভা ১২।১২।৮) অর্চিরাদিগতি—স্বামী। -ক্রামণ (চৈ চ অন্ত্য ১৬।৬৬) নির্গমণ। -ক্ষেপণী (গোলী ১১।৭০) দাঁড়। -খাত [উৎ—খন্‌+ক্ত] উন্মূলিত, ২ উৎপাটিত। -খাদির (স্তব ৯। ৪১) উৎকৃষ্টখদিরযুক্ত। উত্ত (হরি ৫।৩২) [উন্দী ক্লেদনে+ক্ত] আর্দ্র। উত্তংস (মধু ৫।১৭) শিরোভূষণ। ২ (ললা ২।৫) কর্ণভূষণ। ৩ (গোলী ১০।১৩২) শ্রেষ্ঠ। উত্তং-সিত (মালা প্র গো ১) বিভূষিত। উত্তভিত (ভা ১০।৫৪।৬৬) উত্তোলিত—বি। ২ ঊর্দ্ধ্বে স্থিরী-কৃত।

উত্তম (ভা ৪।৮।৯) রাজা উত্তান-পাদের ঔরসে ও সুরুচির গর্ভে জাত। ২ (ভা ৮।১।২৩) তৃতীয় মনু—প্রিয়-ব্রতের পুত্র। ৩ (গীতা ১৫।১৮ উৎকৃষ্ট।

৪ (ভা১০।৮৪।৪৩) মুখ্য। -অধিকারী (সিন্ধু ১।২।১৭) শাস্ত্রের তাৎপর্যার্থ-প্রতিপাদনে, শাস্ত্রানুগত অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা সঙ্গতার্থ-স্থিরীকরণে প্রবীণ এবং উপাস্য, সাধন ও পুরুষার্থ-বিষয়ক বিচারে যিনি দৃঢ়-নিশ্চয়, তিনিই উত্তম অধিকারী।

উত্তমঃশ্লোক (বৃ ভা ২।৭।১৪ টী) [উত্তমো নির্মলঃ, যদ্বা উদ্‌গতম্ অপগতং তমো যস্মাৎ স উত্তমাঃ শ্লোকো যশো যস্য] নির্মলকীর্ত্তি, ২ যাঁহার যশঃ শ্রবণে বা কীর্ত্তনে তমোনাশ হয়—সেই শ্রীহরি। -চরিত (হ ১০।৩৯৭) পুণ্য-চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি-গুম্ফিত শ্রীমদ্‌ভাগবত, ২ [উত্তমাঃ সর্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ উত্তমসো বা, তমো অজ্ঞানাদি-দুঃখং তন্নিবর্ত্তকাঃ শ্লোকাঃ পদ্যানি চরিতানি চাখ্যানানি যস্মিন্] সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ অথবা অজ্ঞানাদি-দুঃখনাশক পদ্য ও আখ্যানমালা যাহাতে বর্ত্তমান। -বর্ত্ম (ভা ১১।২।১৩) মহৎ, সর্বোৎকৃষ্ট।

উত্তম-কাব্য (অকৌ ১।১০) যে কাব্যে ধ্বনির উত্তমতা আছে, তাহা। °গায় (ভা ৪।১২।১৭) পুণ্যশ্লোক। -তা-হানি (সিন্ধু ১।২।২৫৯) ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তি সমাহৃত হয়, তাহাতে ভক্তি-শৈথিল্যবশতঃ উত্তমতার হানি হয়। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিতে ধনশিষ্যাদি অপেক্ষিত নহে, কিন্তু পরিচর্যামূলক যাবতীয় ব্যাপার একজনের পক্ষে একদা সম্পাদন অসাধ্য বলিয়া যে যে অঙ্গে ধনশিষ্যাদির প্রয়োজনীয়তা, সেই সেই অঙ্গেই মুখ্যতা-হানি, কিন্তু সর্বাঙ্গীন হানি নহে। -ধন (হ ১৬।২৭০) ধর্ম। -পুরুষ (রত্ন ৪।৩৬) শ্রীভগবান—ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে যিনি ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ। ২ (হরি ৩।২১) অস্মদ্ শব্দ ও তৎপ্রধান ক্রিয়া। -প্রমাণ (স স তত্ত্ব ৯) শাস্ত্রার্থযুক্ত অনুভব; অনুমানাদি কিন্তু প্রমাণরূপে গণ্য নহে। -ভাগবত (ভক্তি ১৮৯) চেতন বা অচেতন সর্বভূতে আত্মা-ভীষ্ট ভগবদ্ভাবের অনুভব যিনি করেন এবং সেই ভূতসমূহকেও নিজ চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভগবানের আশ্রিত বলিয়াই দর্শন করেন—তিনিই উত্তম ভাগবত। ইনি ভক্ত-দর্শনে ভগবৎস্ফূর্ত্তি-জনিত আনন্দে মত্ত হন এবং তাহাতে বন্ধুভাবও সমধিক প্রকাশ পায়। নিজ-বিদ্বেষিগণের প্রতিও তাদৃশ বিরোধীর শাসনকর্ত্তারূপে নিজ প্রভুর স্ফূর্ত্তি হয়। ভগবদ্‌বিদ্বেষিকেও উত্তম ভাগবত (উদ্ধবাদি) নমস্কার করেন। -বিদ্ (গীতা ১৪।১৪) হিরণ্যগর্ভাদির উপাসক—স্বামী।

উত্তমাঙ্গ (গীতা ১২।২৭) মস্তক, ২ (আচ ১১।১৮) সুন্দর দেহ-বিশিষ্ট। **উত্তমা-নায়িকা** (উ ৫। ১০০) রত্যাদি মহাভাব-পর্যন্ত স্থায়িভাবসমূহের জাতি ও প্রমাণের আধিক্যে উত্তমা, আধিক্যের অভাবে মধ্যমা এবং অল্পতায় কনিষ্ঠা নায়িকা বুঝিবে। রত্যাদির উদয়কালে অন্যানুসন্ধান বিন্দুমাত্রও না থাকিলে জাতি-প্রমাণের আধিক্য, ঈষদনুসন্ধানে আধিক্যের অভাব এবং অধিক অনুসন্ধানে তাহাদের অল্পতাই বোদ্ধব্য। কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হইলেও আলোচ্য নায়িকার স্বভাবটি পর্যালোচনা করিয়া ইহাই সাব্যস্ত হইবে—যে নায়িকার বহু স্থলে উত্তমাত্ব অথচ স্থলবিশেষে কখনও মধ্যমা-কনিষ্ঠা লক্ষণও দেখা যায়—তাঁহাকে উত্তমাই বলিতে হইবে। যাঁহাতে উত্তমার লক্ষণ কখনও দেখা যায়না, অথচ মধ্যমা-কনিষ্ঠার লক্ষণ দেখা যায়, তিনি মধ্যমা এবং উত্তম-মধ্যমার লক্ষণের অভাবে কনিষ্ঠাই। °ভক্তি (সিন্ধু ১।১।১১) 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম-যোগাদি দ্বারা অনাবৃত, অথচ আনুকূল্যাত্মক শ্রীকৃষ্ণানু-শীলন'।

উত্তমোত্তম কাব্য (অকৌ ১।১১) ধ্বনির ধ্বন্যন্তরোদ্‌গার-সমর্পক চিত্ত-চমৎকারকারী কাব্য।

উত্তম্ভন (ভা ১০।২৯।৪৬) উদ্দীপন—স্বামী। **উত্তম্ভিত** (বৃ ভা ২।৭। ১১৭) উন্নমিত।

উত্তর (ভা ১। ১৬।২) বিরাট রাজার পুত্র—ইঁহার কন্যা ইরাবতীকে রাজা পরীক্ষিৎ বিবাহ করেন। ২ (হরি ২।১৭৩) দিগ্‌দেশকাল-বাচক, ৩ শ্রেষ্ঠ, ৪ প্রতিবাক্য, ৫ উর্দ্ধ, ৬ অনন্তর। ৭ (হ ১৩।৩৩৫) উত্তরীয়। ৮ (অকৌ ৮।৪৫) উত্তর শ্রবণ করিয়াই যদি প্রশ্নের উন্নয়ন হয়, তাহা হইলে 'উত্তর' নামক অলঙ্কার হয়। (শেষ ৫।৫৪) প্রশ্নোত্তরের মধ্যে অন্যের ব্যাবর্ত্তন ঘটিলে তাৎপর্যের অভাব হয় বলিয়া ইহা পরিসংখ্যা হইতে ভিন্ন। অনুমানে সাধ্য ও সাধন উভয়েরই

নির্দেশ থাকে বলিয়া 'উত্তর' অনুমান হইতে পারে না এবং উত্তরটি প্রশ্নের প্রতি হেতু নহে বলিয়া উহা কাব্য-লিঙ্গও নহে। ২ প্রশ্নানন্তর যেস্থলে উত্তর বর্ণিত হয়, সেস্থলেও দ্বিতীয় প্রকার 'উত্তর' অলঙ্কার ঘটে। বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে পরিসংখ্যার চতুর্ভেদেই অন্যনিষেধে তাৎপর্য থাকে, এবং উহা কোথাও বাচ্যমুখে, কোথাও বা ব্যঙ্গ্যমুখে হয়। এস্থলে কিন্তু শুদ্ধ প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তরই লক্ষিত বলিয়া পরিসংখ্যা হইতে ভেদ। **-কৃতি** (বিনা ২।৪৭) জীবনান্তে অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াবিশেষ।

উত্তরঙ্গ (সমা ১।৫) উচ্চ ঢেউ।

উত্তর-ধুরীণ (হরি ৭।৬৭৬) উত্তর ভারবাহী। **°পক্ষ** (তত্ত্ব ৪২) মীমাংসাপক্ষ। **-পঞ্চাল** (ভা ৪। ২৫।৫১) গঙ্গার উত্তর উপকূল হইতে রোহিলাখণ্ড এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ। **-পদ** (হরি ৩।৫১৭) সমস্যমানপদগুলির শেষটি। **-ভুজ** (ভা ১০।৩৭।৫) বামবাহু—স্বামী। **-মানস** (চৈভা আদি ১৭।৭৪, চৈম আদি ৫।৮০) গয়াতীর্থের অন্তর্গত, শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত। **-মীমাংসা**— শ্রীবেদব্যাস-রচিত শারীরকসূত্র, বেদান্ত-গ্রন্থ।

উত্তরল (উ ৫।১৬), **উত্তরলিত** (গোলী ৩।৩৬) চঞ্চল, ব্যাকুল।

উত্তর্ষধুরা (মালা উৎ ২৬) অতিতৃষ্ণা।

উত্তরসক্থ (হরি ৭। ১২০) নীচের জানু (হাঁটু)।

উত্তরা (ভা ১।৮।৮) বিরাট্ রাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে জাতা কন্যা— অভিমন্যুর পত্নী, ইঁহারই গর্ভে মহাভাগবত পরীক্ষিতের আবির্ভাব হয়। ২ (হ ১৬।২৯৬) উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। ৩ (হরি ৭।১০১১) অদূরবর্ত্তী উত্তরদেশে, কালে বা দিকে। **উত্তরাহি** (হরি ৭।১০১১) দূরবর্ত্তী উত্তর দেশে, কালে বা দিকে। **উত্তরামাত** (ভা ৫। ১৩।২৪) পরীক্ষিৎ।

উত্তরায়ণ (গোভা ৪।২।২০) দেবযান। সাধারণতঃ জীবের ঊর্দ্ধগতির উপায়স্বরূপ দুইটি পথ আছে, একটি উত্তরায়ণ (দেবযান) ও অন্যটি দক্ষিণায়ন (পিতৃযাণ)। দেবযানপথে যে সব যোগী উৎক্রামণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে, পিতৃযাণের যোগী চন্দ্রলোকে গমন করেন। ব্রহ্মলোকে যাত্রিদের পুনরাবর্ত্তন নাই, কিন্তু চন্দ্রলোকে গমনকারিগণ তত্রত্য ভোগ প্রাপ্তি করত ভোগাবসানে পুনরাবর্ত্তন করেন। উভয়পথে অগ্নি, জ্যোতি, ধূম প্রভৃতি যে সকল শব্দ ব্যবহৃত, তাহাতে তত্রত্য আতিবাহিক দেববিশেষকেই বুঝায়।

উত্তরাশ্রয় (গোভা ২।১।১) অভিমন্যু-পত্নী উত্তরার গর্ভাশ্রয়ে বর্ত্তমান পরীক্ষিৎ। ২ সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদক।

উত্তরাসঙ্গ (ভা ৯।১০।৪১, আচ ১৪। ৯৮) উত্তরীয়।

উত্তরী (চৈভা আদি ৬।৫৯) উত্তরীয়, চাদর।

উত্তরুণতা (স্তব ১৭।৬) উৎকৃষ্ট যৌবন।

উত্তান (গোলী ১।৫৪) ঊর্দ্ধমুখ। **-পাদ** (ভা ৪।১।৯) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ইহার দুই পত্নী সুনীতি ও সুরুচি, তাঁহাদের গর্ভজাত ধ্রুব ও উত্তম। **-বর্হি** (ভা ৯।৩।২৭) মনুবংশীয় শর্যাতির পুত্র।

উত্তানিত (উস ৭৪) সমুত্থিত।

উত্তাম্যৎ (লনা ২।৪) দুঃখিত।

উত্তার (গোচ উত্তর ২।৭৫) অত্যুচ্চ। ২ (ভা ৩।৩০।১৬) বহির্গতনেত্র। [৩ উল্লঙ্ঘন, ৪ পারনয়ন]।

উত্তাল (আচ ২১।১৫) উৎকট, ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ (মালা যজ্ঞপত্নী) ত্বরিত।

উত্তিষ্ঠাসু (গোলী ২।১১) উঠিতে ইচ্ছুক।

উত্তুঙ্গ (সক ৭) অত্যুৎকৃষ্ট। ২ অত্যুন্নত।

উত্তৃষ (গোলী ১৭।২৫) অতিতৃষ্ণাকুল।

উত্তেরিত (গোচ পূর্ব ৩২।২৪) যে গতিতে গমনকারী বেগান্ধ হইয়া কাহারও দর্শন বা কোনও কথা শ্রবণ করিতে পারে না, তাহা। ২ অশ্বগতিভেদ।

উত্থ (ভা ১০।৮৭।২৯) আবির্ভূত। উত্থানশীল।

উত্থান-পর্ব (চৈভা আদি ৪) নিষ্ক্রমণ বা আতুরঘর হইতে প্রসূতি-সহ শিশুর বাহির হইয়া শুদ্ধ হওয়া। দ্বিজগণের প্রসূতিকে ২১ দিন এবং শূদ্রগণের ৩০ দিন প্রসব-গৃহে থাকিতে হয়। তৎপরে গঙ্গাস্নানাদি লোকাচার কর্ত্তব্য।

উত্থাপক (নাচ ৪৬১) পরকে যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথমতঃ প্রেরণ করে, তাহাকে নাট্য-শাস্ত্রে 'উত্থাপক' বলে।

উত্থাপন (ভা ১০।৪৪।৫) জানুদ্বয় ও পাদদ্বয় একত্র করিয়া পতিত জনের উচ্চাটন—স্বামী। [২ উন্নতীকরণ, ৩ চালন, ৪ প্রবোধন।]

উৎ-পচিষ্ণু (হরি ৫।৩১৭) [উৎ—

পচ্+ইষ্ণু] উৎকৃষ্ট পচনশীল। **-পতনিপতা** (হরি ৬।১০০) 'উঠ ও পড়'—এ বাক্য যাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়, সেই নিয়োজন-বাক্য। **-পতিত** (মুক্তা ৬।২৮) অকস্মাৎ ঘটিত—কৈ। ২ (সিন্ধু ১।২।৭১) উৎপাতরূপে জাত। **-পতিষ্ণু** (গোলী ৮।৭১) উৎপতনশীল, ঊর্দ্ধগমনবিশিষ্ট। **-পত্তি** (ভা ৭।১০।২) স্বভাব—স্বামী। ২ (ভগ ৯৮) প্রকাশ। ৩ (সস পরম ১০৪) আবির্ভাব। **-পত্যধ্বা** (ভা ৪।৭।২৫) সংসার-মার্গ—স্বামী। **-পথ** (ভা ১১।১৯।৩৯) চিত্ত-বিক্ষেপরূপ প্রবৃত্তিমার্গ। ২ (কৃভ ১৮) বেদ-বিহিত-পথত্যাগী। **-পথগ** (ভা ১০।৮৯।৬) আচারভ্রষ্ট, ২ পাষণ্ড-মার্গপ্রাপ্ত। **-পল** (ভা ১০।৩০।৬) শ্বেতপদ্ম, ২ (গোচ পূর্ব ৫।৪৯) উৎকৃষ্ট মাংস, ৩ (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ৪ (বিরু ৩৪) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া ভ-ভ—এই দুইটি গণে প্রতিকলা নির্ম্মিত হইবে, আদ্য ও চতুর্থ অক্ষরে শ্লিষ্টসংযোগ থাকিবে—তবে তাহা 'উৎপল' কলিকা হইবে। যথা—

দর্পসমুদ্ধত সর্পবিনির্জয়
দক্ষবিলক্ষণ পক্ষহৃতক্ষণ।

-পলিকা (লনা ১।৩১) শুষ্ক গোময় (ঘুঁটে)। **-পাটন** (ভা ১০।৭৭।২৭) ছেদন, উন্মূলন। **-পাত** (হরি ৪।১১৭, ৭।৭৪৯) শুভাশুভ-সূচক আকস্মিক দর্শন—বাত্যা-প্রকাশনে বিদ্যুৎ কপিলবর্ণ হয় ইত্যাদি। ২ (হ ২০।৩৩) ইহা ত্রিবিধ; ক্ষিত্যুত্থ—ভূমিকম্পাদি, অন্তরীক্ষোত্থ—উল্কাপাতাদি এবং দিব্য—সূর্য্যগ্রহণাদি। **-পাদিকা** (হব ২।৭৯।৫৯) পূতিকা (পুঁইশাক)। ২ হিলিঞ্চা। **-পাদ্যতা** (হরি ৪।১৭) ক্রিয়ার প্রকার-বিশেষ। ক্রিয়ার পঞ্চ প্রকার যথা—উৎপাদ্যতা, বিকার্যতা, সংস্কার্যতা, প্রাপ্যতা ও ত্যাজ্যতা। 'মালাং করোতি' এই বাক্য উৎপাদ্যতার দৃষ্টান্ত। **-পার** (ভা ৩।১৩।৩২) পারশূন্য—স্বামী। **-পাব** (হরি ৫।৪০৪) [উৎ—পূঞ্+ঘঞ্] ঘৃত-শোধন। যজ্ঞিয়পাত্রাদির সংস্কার-ভেদ। **-পিৎসু** (গোচ পূর্ব ২৪।১০২) উৎপতনেচ্ছু। **-পীড়** (সিন্ধু ৩।৪।৩) স্বয়ং প্রবাহ—জী। ২ [সংঘর্ষে পীড়ক, ৩ সংবাধক, ৪ উন্মথন]। **-প্রসব** (ভা ৫।৮।৬) গর্ভপাত—স্বামী। **-প্রাস** (চৈকা ৫।২১) উপহাস। ২ (উ ৫।৩৫) উৎকর্ষ-কথন পূর্বক তিরস্কার—জী। **-প্রাসিত** (মালা প্রেম ৩৫) সহাস্যে তিরস্কৃত। **-প্রেক্ষক** (ভা ১০।৮৭।৫০) আলোচক।

উৎপ্রেক্ষা (অকৌ ৮।১২) উপমেয়ের উৎকর্ষের জন্য উপমানের সহিত যে সম্ভাবনা (অন্য হেতুর উপন্যাসদ্বারা বিতর্ক), তাহাকে 'উৎপ্রেক্ষা' কহে। নূনং, মন্যে, শঙ্কে, ইব, ধ্রুবং, নু; কিং, কিমুত প্রভৃতি শব্দই উৎপ্রেক্ষা-দ্যোতক। (শেষ ৪।১২) উপমেয়ে উপমানের উৎকট সংশয়কে 'উৎপ্রেক্ষা' বলে। ইহা প্রথমতঃ 'বাচ্যা' ও 'প্রতীয়মানা' এই দুই ভাগে বিভক্ত। সম্ভাবনাটি যদি ইবাদি শব্দের প্রয়োগে প্রকাশিত হয়, তবে তাহাকে 'বাচ্যা' এবং ইবাদির অ-প্রয়োগে তাৎপর্যবশতঃ প্রতীতিগম্য হইলে 'প্রতীয়মানা' উৎপ্রেক্ষা হয়। ইহারা আবার জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য—এই চারি প্রকার পদার্থের সম্ভাবনায় প্রত্যেকে চারি প্রকার হইয়া সমুদয়ে আট প্রকার। আবার জাত্যাদি ভাব-পদার্থের সম্ভাবনা ও অভাবের সম্ভাবনায় প্রত্যেকে দ্বিবিধ হইয়া মোট ষোল প্রকার। পুনরায় প্রত্যেক স্থলে অভেদ-সম্ভাবনার কারণ-স্বরূপ সাধারণ ধর্ম গুণ-পদার্থ বা ক্রিয়া-পদার্থ হইলে দ্বিবিধ হইয়া সর্বসমেত বত্রিশ প্রকার উৎপ্রেক্ষা হয়। বাচ্যোৎপ্রেক্ষার বিশিষ্টত্ব—দ্রব্যোৎপ্রেক্ষা ব্যতীত অন্যান্য বাচ্যোৎপ্রেক্ষা প্রত্যেকে স্বরূপগত, ফলগত ও হেতুগত হইয়া ত্রিবিধ হইলে মোট বাচ্যার ৩৬ ভেদ হইতেছে (অর্থাৎ দ্রব্যোৎপ্রেক্ষার চারিভেদ এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার প্রত্যেকের দ্বাদশ ভেদে ৩৬ ভেদ হইয়া সর্বসমেত ৪০ প্রকার বাচ্যোৎপ্রেক্ষা পাওয়া গেল।) আবার প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষারও এই বৈশিষ্ট্য—উহার যাবতীয় ভেদই প্রত্যেকে ফলগত ও হেতুগত হইয়া দ্বিবিধ হইবে, সুতরাং ইহা সর্বসমেত ৩২ প্রকার হইতে পারে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আকরে দ্রষ্টব্য। **উৎপ্রেক্ষা-দোষ** (অকৌ ৮।৬৩) 'যথা'-শব্দের সাধর্ম্য-পর্যবসায়িতাহেতু উৎপ্রেক্ষা-বাচক হইলে দোষাবহ হয়। যথা—

চিত্তে দ্রবতি তোয়েন পূর্যতে নয় নদ্বয়ম্।
প্রিয়য়োশ্চিত্তনয়নে সম্বাদচতুরে যথা॥

উৎপ্রেক্ষিত (বৃ ভা ২।৭।২৭) বিতর্কিত, ২ প্রদর্শিত। **°প্লুত** (গোচ পূর্ব ৬।২২) উর্ধ্বগত। **-ফুল্ল** (বিনা ৫।২৬) পুষ্পবান্, ২ আনন্দিত। **-সঙ্গ** (হংস ৪২) ক্রোড়, ২ (গোবি ৩২) মধ্যদেশ। [৩ উপরিভাগ, ৪ সঙ্গশূন্য সন্ন্যাসী।] **-সন্ন** (গীতা ৩।২৪) ধর্মলোপহেতু বিনষ্ট। **-সর্গ** (গোচ পূর্ব ৬।৬৮, গোভা ৩।১।২৬) সামান্য বিধি। ২ (অকৌ ১০।১৪) দান, ৩ মলত্যাগ। ৪ (ভা ৬।১৮। ৬) মিত্রনামা আদিত্যের ঔরসে রেবতীর গর্ভে জাত পুত্র। **-সর্জন** (গোভা ১।৩।৪২) হিক্কা-শব্দ। ২ দান, ৩ ত্যাগ। **-সর্প** (ভা ১১। ৯) ব্যাপ্তি, ২ দুর্বশতা—জী। **-সর্পণ** (চন্দ্রা ৪৮) উচ্ছলন। ২ (গোলী ৯।৯৯) গমন, উল্লম্ফন। ৩ (লনা ৯।২৬) আধিক্যলাভ। **-সর্পী** (বৃ ৮।৭৭) প্রবর্দ্ধমান, উর্দ্ধ-গামী। **-সব** (বৃভা ২।১।১৭৭) চিত্তসুখ, আনন্দজনক ব্যাপার, ২ পরমাভ্যুদয়িক কর্ম। ৩ (অকৌ ১০।৩২) উৎকৃষ্ট যজ্ঞ। ৪ (রত্না ৫। ২৯৭৭) তালবিশেষ। 'লঘুপ্লুতাবুৎ-সবঃ স্যাৎ'—সঙ্গীতরত্নাকর। ৫ (মাম ৪।২১) কোপ। ৬ (আচ ৮।১৫৫) উৎকৃষ্ট জন্ম। **-সবকৃৎ** (হ ১৫।৬৭১) আনন্দজনক। **-সাদন** (গীতা ১৭।১৯) বিনাশ। ২ (হ ১।৮৫) উদ্বর্ত্তন। [৩ উচ্ছেদ-করণ।] **-সার** (নির ১৩) দূরে নিক্ষেপ। **-সারণ** (মুক্তা ২১১) দূরীকরণ। **-সাহ** (হ ১৩।৭২) মানসোল্লাস। ২ উদ্যম, ৩ অধ্যবসায়। ৪ (সিন্ধু ২।৫।৫৭—৫৮) সাধুগণ যাহার ফল প্রশংসা করেন, এবম্বিধ যুদ্ধ, দান, দয়া ও ধর্মরূপ কর্মে ত্বরার সহিত যে মনের স্থিরতরা আসক্তি, তাহাকে 'উৎসাহ' বলে। ইহাতে কালানপেক্ষা, ধৈর্যত্যাগ ও উদ্যমাদি প্রকট হয়। **-সিক্ত** (ভা ১০।৮৪। ২৬) অতিশয়িত—স্বামী, বর্দ্ধিত—জী। ২ (ভা ৩।১৭।২২) গর্বিত, উদ্ধত। **-সিচ্যমান** (ভা ১০।৯।৫) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, উদ্রিক্ত। **-সুক** (বৃ ভা ১।১।১৯) প্রহৃষ্ট, ২ উন্মুখ, ৩ সোৎ-কণ্ঠ ৪ উদ্যত। **-সৃজন** (গীতা ৯। ১৯) ত্যাগ। **-সেক** (গোচ পূর্ব ১০।৩৪) উদ্রেক, বর্দ্ধন। ২ (মালা চৈ ১।৩) অভিষেচন। [৩ গর্ব।] **-সেধ** (ভা ৫।১৬।৯) উচ্চতা। [২ দেহ]। **-স্ময়** (ভা ১।১৬।৩০) গর্ব, ২ (চৈত ৩।১৫।২০) মৃদুহাস্য। ৩ (বৃভা ২।৪।৪৬ টী) পরিহাস। **-স্মিত** (ভা ৩।১৫।৪২) অহঙ্করণ—স্বামী। গর্ব—জী; ২ উল্লাস—বি। **-স্রোতাঃ** (ভা ৩।১০।২০) উর্দ্ধে আহার-সঞ্চারী—স্বামী।

উদক্ (ভা ১০।৮৮।২৪) উত্তরদিক—স্বামী। ২ (ভা ১০।২৬।৫) উর্ধ্ব-দিক্।

উদকক্রিয়া (গোচ উত্তর ২৫।২৩) গাত্রমার্জনাদি। ২ জলাদিদ্বারা শাস্ত্র-বিহিত তর্পণ।

উদকক্ষেপযন্ত্র (গোচ পূর্ব ৩০।৯১) জলক্ষেপণযন্ত্র [পিচকারী]।

উদকলন (গোচ পূর্ব ১৮।১০২) উৎ-পাটন।

উদকবাস (ভা ১১।১৮।৪) শীতকালে জলে আকণ্ঠমগ্ন হইয়া অবস্থানরূপ ব্রত।

উদকে বিশীর্ণ (হরি ৬।৯১) অতি-ব্যর্থ কর্ম।

উদক্ত (গোচ পূর্ব ২১।২৯) উর্ধ্বগত, উত্তোলিত। ২ (হরি ৫।৩৮) [উৎ—অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ+ক্ত] উদ্‌গত।

উদক্যা (ভা ৬।১৮।৪৯, হ ১১।৭২০) অশুচি বা ঋতুমতী স্ত্রী।

উদক্‌সেন, উদক্স্বন (ভা ৯।২১। ২৬) চন্দ্রবংশীয় বিষ্বক্‌সেনের পুত্র ও ভল্লাটের পিতা।

উদগয়ন (ভা ৫।২৩।৫) অভিজিৎ হইতে পুনর্বসু পর্যন্ত নক্ষত্র। ২ (গোভা ৪।৪।৪) উত্তরায়ণ।

উদগ্‌ভূম (হরি ৭।১০০) [উদক্ উন্নতা ভূমির্যস্যেতি] উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা-যুক্ত দেশ। ২ সদ্‌ভূমি।

উদগ্র (বিনা ৩।৯) উৎকট। ২ (মালা ব্র ৩) উৎকৃষ্ট। ৩ (মাম ৯।২০) অত্যুচ্চ। ৪ (গোচ উত্তর ১।৬৫) অতিশয়। [৫ উদ্ধত, ৬ বৃদ্ধ]।

উদগ্রায়ুধ (ভা ৯।২১।২৯) অজমীঢ়ের বংশে নীপের পুত্র ও ক্ষেম্যের পিতা।

উদচ্ (ভাবনা ১০।৮) উত্তর দিক, ২ উর্ধ্বদিক, ৩ পরবর্ত্তী কাল।

উদজ (হরি ৫।৪২২) [উৎ—অজ ক্ষেপণে+অচ্] পশু-প্রেরণ। ২ (বৃ ভা ২।৭।৯৯) পদ্ম। **উদজন্মা** (আচ ১৫।২৩২) ব্রহ্মা। **উদঞ্চক** (গো পা ২৭) উদ্ধারক। **উদঞ্চৎ** (মালা কে ৪) চঞ্চল। ২ (গোলী ৭।৭৩) উৎফুল্ল। ৩ (মালা গোবি ৪) সুন্দর। **উদঞ্চন** (ভা ৮।২৪। ২০) জলপাত্র, ২ (আচ ১৫।১৭৪) উদ্‌গমন। ৩ (বৃ ১।৭) উচ্চতালে

গান। ৪ (লনা ১০১৮) উন্মীলন। ৫ (মালা উৎ ৪৬) উদ্ভব। **উদক্ষিত** (হ ৫।১৬৯) [উৎ+অঞ্চ—ণিচ্+ক্ত] উত্তোলিত। ২ [উৎ—অঞ্চ+ক্ত] পূজিত।

উদধি (হরি ৫।৪৩৭) সমুদ্র, ২ (গোলী ৭।৭) গণিতে সপ্তসংখ্যা। [৩ ঘট, ৪ মেঘ] **-ক্রা** (হরি ২।২৯) সাগরের অতিক্রমকারী। **-মেখলা** (ভা ১২।১২।৪৮) সমুদ্র-বেষ্টিতা পৃথিবী।

উদন্ত (ভাবনা ১৬।৯) বার্ত্তা, ২ (নিবি ৫) সাধু, ৩ উন্নত।

উদন্যা (গোচ পূর্ব ২২।১৪, আচ ১৩।৮) অতিপিপাসা। **উদন্যাদ** (আচ ১৩।৮) পিপাসাপ্রদ। **উদন্বান্** (গৌ কৃ ৮।৪৫) সমুদ্র। **উদপান** (রত্ন ৮।৬) কূপ-সমীপস্থ ক্ষুদ্র জলাশয়।

উদপাসন (ভা ১০।১৪।৩) ঈষৎও অকরণ—স্বামী। ২ সম্যক্প্রকারে ত্যাগ—জী।

উদয় (ভা ১০।৮৭।১৫) উৎপত্তি—স্বামী। ২ আবির্ভাব—সনা। ৩ (মাম ৫।৯৬) সমুন্নতি, ৪ দীপ্তি, ৫ মঙ্গল, ৬ পর্বতবিশেষ, ৭ (বৃ ভা ২।৩।১৬৩) স্ফূর্ত্তি। ৮ (উ ১১।৭১) সম্পত্তি। ৯ (বৃ ভা ২।৭।১২৬) উৎকর্ষ, ১০ ফল। **উদয়ন** (গোচ পূর্ব ১০।৩৫) প্রকাশ। [২ অগস্ত্য-মুনি, ৩ কুসুমাঞ্জলি-প্রভৃতির রচয়িতা] **উদয়নীয়া** (ভা ৩।১৩।৩৯) সমাপ্তিকালে বিহিতা ইষ্টি।

উদর (ভা ১০।৮৭।১৮) [উৎকৃষ্টা অরা যস্য তৎ] কালচক্র, ২ [উৎকর্ষেণ রাতি দদাতীতি] উৎকর্ষ-প্রদাতা—প্রবো। ৩ গহন, ৪ সমুদ্র—সনা। ৫ (গো ভা ১।১।৮) অন্ন, ৬ (মুক্তা ৪।১৯) অত্যন্ত। **-ভাজন** (ভা ১১।৭।৩৮) অপরিগ্রহ—স্বামী। **-স্তরি** (হরি ৫।২৪২) স্বোদর-পূরক।

উদরবান্, উদরিক, উদরিল, উদরী (হরি ৭।৯৬২) স্থূলোদর। **উদরামত্র** (ভা ১১।৮।১১) আহারকালে উদরই যাহার গ্রহণের পাত্র, ক্ষুন্নিবৃত্তিযাবৎ গ্রহণকারী। **উদরী** (গৌ কৃ ৮।৪৭) স্থূলোদর, প্রকাণ্ড।

উদর্ক (বিনা ৭।১২) ভবিষ্যৎ, পরিণাম-ফল।

উদর্থ (আচ ১৪।১১) উৎকৃষ্ট-প্রয়োজনমূলক।

উদবসান (ভা ৪।৭।৫৩) সমাপন।

উদবসিত (উ ৬।২৩) গৃহ।

উদবহ (মুক্তা ৮।১৪) নদী।

উদবাসব্রত (ল না ৮।১৪) জল-বাস-নিয়ম।

উদশ্বিৎ (আচ ২।৫১) অর্দ্ধভাগ-জল-যুক্ত নবনীত।

উদসন (ভা ১০।১৪।৪) অত্যন্ত অনাদর—জী। ২ (আচ ১৮।১০৫) উৎক্ষেপণ। **উদস্ত** (ভাবনা ১১।২২) উৎক্ষিপ্ত, অপসারিত।

উদস্তাৎ (ভা ৩।১৮।৮) উপরি।

উদস্তীকৃত (গোচ উত্তর ২২।১৭) নিক্ষিপ্ত।

উদস্র (গোচ পূর্ব ১।৮২) অশ্রুসিক্ত।

উদাজ (হরি ৫।৪২২) [উৎ—অজ+ঘঞ্] উদ্গমন। [২ পশুপ্রেরণ]।

উদাত্ত (আচ ১৫।৮১) উদ্গৃহীত, ২ (মালা নাম ৩) উচ্চ, মহান্। ৩ (অকৌ ৮।৩৯) বস্তুর পরমা সমৃদ্ধি-বর্ণনায় অথবা প্রধান পদার্থ গুণীভূত হইলে 'উদাত্ত' অলঙ্কার হয়। ৪ উচ্চ ভাবে উচ্চারিত স্বর। ৫ (উ ১৪।৯৯) মান-বিশেষ। ঘৃতস্নেহই উদাত্ত মানরূপে প্রকাশিত হয়, ইহা দ্বিবিধ; একস্থলে গহনক্রম অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য রীতি ধারণ করত বাহিরে দুর্লক্ষ্য অবহিত্থামূলক দাক্ষিণ্য অথচ অন্তরে দাক্ষিণ্যাভাব; দ্বিতীয়তঃ বাহিরে যৎসামান্য বাম্যগন্ধ ধারণ করিয়াও অন্তরে দাক্ষিণ্যাভাব। প্রথমটি **দাক্ষিণ্যোদাত্ত** এবং দ্বিতীয়টি **বাম্যগন্ধোদাত্ত**।

উদানন (গোলী ২।৩৯) উর্দ্ধমুখ।

উদাপ্লুত (ভা ৩।৮।১০) জলমগ্ন।

উদার (আচ ১৭।১০৮) দাতা, ২ (চন্দ্রা ১৫) মনোহর। ৩ (কর্ণা ২) দক্ষিণ, ৪ মহৎ। ৫ সরল।

উদারতা (শেষ ৭।১৫) অগ্রাম্যত্ব—জী। ২ (অকৌ ৬।৪) ইহা বৈদর্ভী-মার্গীয় গুণবিশেষ। ৩ বিকটত্ব অর্থাৎ পদসমূহের নৃত্যৎপ্রায়তা।

উদারধী (ভা ২।৩।১০) সুবুদ্ধি, কামরাহিত্যে বা কাম-সাহিত্যে ভগবদ্বিষয়ে ভক্তিমান্—বি। ২ (হ ১১।৫৭৫) ভগবদেকপ্রাপ্তি-কামী।

উদাবসু (ভা ৯।১৩।১৪) সূর্যবংশ্য মিথিলের পুত্র।

উদাশয় (ভা ১০।৩১।২) সরোবর।

উদাস (চৈম মধ্য ১১।১৩৬) ঔদাসীন্য, বৈরাগ্য। [২ উৎক্ষেপণ, ৩ নিরসন, ৪ উপেক্ষা] **উদাসন** (লহরী ২।৭) বিষয়-বৈরাগ্য। **উদাসীন** (গীতা ১২।১৬) পক্ষপাত-রহিত, মধ্যস্থ, অনাসক্ত। ২ (তত্ত্ব ২৯) ত্যাজক। **উদাস্ত** (ভা ১০।২৪।৫)

উদাসীন—স্বামী।
উদাস্থ (আচ ১২।৮৩) দূরীকরণীয়। **-পুচ্ছ** (ভা ১০।১৩।৩০) মুখ ও পুচ্ছের উন্নয়নকারী।
উদাহরণ (নাচ ১৪০) সোৎকর্ষ বাক্য। ২ (নাচ ২৯৯) সমান-বিষয়-বোধক বা স্বাভিপ্রেত গূঢ়বস্তু-প্রতিপাদক বাক্য। ৩ (সস তত্ত্ব ৯) দৃষ্টান্ত-বচন। **উদাহৃত** (ভা ১০।৮৫।২২) সম্যক্ নিরূপিত —স্বামী। ২ (নাম ২।৬) উচ্চারিত।
উদিত (আচ ৭।৪৭) বাক্য, ২ উদয়। ৩ (ভাবনা ৯।৫৪) উত্থিত। **উদিত্বর** (আচ ৭।১৮৫) উদয়শীল। ২ (লহরী ১৮।২) উদ্‌গত।
উদীক্ষণ (রত্না ৫।২৯৭২) তালবিশেষ। 'লৌ দ্বৌ গুরুরুদীক্ষণঃ'। [২ উর্ধ্ব-দর্শন, ৩ উদ্ভাবন]। **উদীক্ষা** (ভা ১০।৮৭।২৯) ঈক্ষণলেশ—স্বামী। ২ ইচ্ছা—সনা। ৩ প্রেমার্দ্র দৃষ্টি—প্রবো। ৪ উৎকৃষ্ট দৃক্‌পাত—জী। ৫ (গোচ পূর্ব ৯।৩৩) বিচার।
উদীচী (গোলী ২১।২৯, ভাবনা ৯।৪২) উত্তর দিক্। **উদীচ্য** (হরি ৭।৪২৯) উত্তর দেশে বা কালে জাত। ২ (নার ৩।৩।১৮) বালা-নামক গন্ধ-দ্রব্য। **উদীচ্যবৃত্তি** (ছ ৬।১৭) বৈতালীয়ান্তর্গত ছন্দোবিশেষ।
উদীরণ (ভা ১০।১৫।২) বাদন—সনা। ২ (গোচ পূর্ব ৩।১৯) উচ্চারণ।
উদীরয়াণ (ভা ৩।৮।১১) প্রেরক।
উদীর্ণ বিনা ৫।৩) উদয়-প্রাপ্ত। ২ (চৈনা ৪।৬) উচ্চারিত। ৩ উদার, মহান্।
উদুখল (চৈচ মধ্য ৯।১১৯) ধান ভানিবার যন্ত্রবিশেষ।
উদূঢ় (লনা ৫।২৩) স্বীকৃত। [২ স্থূল, ৩ ধৃত]।
উদেজয় (হরি ৫।২০৭) [উৎ—এজ্ কম্পনে—ণিচ্+খশ্]উদ্বেজক।
উদ্-গত (ভাবনা ৮।২৫) উত্তীর্ণ, ২ উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। ৩ উদিত, ৪ উৎপন্ন। °**গতা** (ছ ৪।১) বিষম-পাদ ছন্দো-বিশেষ। **-গন্ধি** (হরি ৭।১৬৫) [উদ্‌গতো গন্ধো যস্য] যাহার গন্ধ প্রসৃত হইতেছে। ২ উৎকৃষ্ট-গন্ধযুক্ত। **-গম** (স্তব ৭৪) উর্দ্ধগমন, ২ উদয়, ৩ উন্নতি। **-গমনীয়** (চৈকা ১৭। ৫০) উত্তরীয়, ২ (গোলী ১৫।৯৯) ধৌত বস্ত্রযুগল। **-গল** (ভা ৮।২৩। ১) উৎকণ্ঠ—স্বামী। ২ (গোচ উত্তর ৩৫।১৯) উদ্‌গ্রীব। **-গাতা** (সিটী ১।৫) সামবেদের ঋত্বিক্। **-গান** (ভা ১০।২৯।৪৪) ক্বচিৎ একটি বা দুইটি স্বরের পরিবর্ত্তনদ্বারা পর-স্পরের গান। ২ (গোচ উত্তর ৩৬। ১০৩) উচ্চ গান। **-গার** (বিনা ২।২০) উচ্চারণ। ২ (আচ ১৪। ২৪০) অনুকথন। ৩ (চৈনা ১।৩) প্রকাশ ; ৪ (হরি ৫।৩৯১) [উৎ—গৃ+ঘঞ্] উদ্বমন। ৫ 'ঢেকুর'। **-গারী** (মালা প্রেম ৩২) ব্যঞ্জক। **-গাল** (বুলী ৫৮) যমুনার নিকট-বর্ত্তী বৃক্ষবিশেষ। **-গিরণ** [উৎ—গৄ+ল্যুট্] উদ্‌গার, ২ কণ্ঠস্বরবিশেষ। **-গীত** (চৈত ১০।৪৭।৬৩) উচ্চ গান। **-গীতি** (ছ ৬।১১) মাত্রাবৃত্ত ছন্দো-বিশেষ। [২ উচ্চ গান]। **-গীথ** (ভা ৫।১৫।৬) ভূমার ঔরসে ও ঋষি-কুল্যার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ১০।৮৫।৫১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উর্ণা-দেবীর গর্ভজাত, মরীচির সন্তান। কন্যারমণে উদ্যতে ব্রহ্মাকে উপহাস করত অসুরযোনি লাভ করেন। ৩ (গো ভা ১।১।২০) উদ্‌গাতা-কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে গীয়মান সামগান [উদ্‌গীথঃ সামবেদধ্বনিঃ প্রণবঃ ইতি সুভূতিঃ] **-গীর্ণ** (গোবি ১০) অভ্যুদিত। ২ (প্রেম ৭) ব্যক্ত, ৩ উদ্বান্ত। **-গূর্ণ** (উ ১৫।১৪৮) [উৎ—গুরী+ক্ত] উত্তোলিত,উদ্যত। **-গ্রন্থি** (ভা৩।১৫।৪৭ নিরহংকার। [২ মুক্তি, ৩ উন্মোচন] **-গ্রহ** (ভা ১১।২২।৩) স্বীকার, ২ আলম্বন—বি। ৩ (বৃ ১১।৩৮) বিদ্যাবিচার, বিতর্ক। **-গ্রাহ** (হরি ৫।৩৯৬, চৈচ মধ্য ৯।৪৭) তর্ক-নিবন্ধ, ২ উর্দ্ধীকৃতধারণ। ৩ (লহরী ২১। ১৯) প্রাগল্‌ভ্য। **-গ্রীবিক** (উ ১।২ ১২) উন্নতগ্রীবা, [উঁকি দেওয়া]। **-ঘট্ট** (মালা কা ৩৮) চপলতা। ২ (রত্না ৫।২৯৬৪) তালবিশেষ, 'উদ্-ঘট্টকে তু গমনাঃ'; মাত্রাব্যবস্থা গ+মগণ+নগণ=২+৬+৩=১১মাত্রা। **-ঘট্টিত** (গোচ পূর্ব ৬।১৮) উর্দ্ধে চালিত। **-ঘাটিত** [উৎ—ঘট ণিচ্ +ক্ত] অপাবৃত, প্রকাশিত। **উদ্-ঘাত্যক** (নাচ ৩৮) বক্তার অভি-প্রেতার্থ গ্রহণ না করিয়াই যদি প্রবেশক উহাকে স্বাভিপ্রেত অর্থে যোজনা করত রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করে, সেই প্রস্তাবনাকে 'উদ্‌ঘাত্যক' বলে। **-ঘূরিত** (মালা ছ ২১) ঘূর্ণিত। **-ঘূর্ণন** (গোচ পূর্ব ১।১২৬) অনবরত ভ্রমণ, মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য। **-ঘূর্ণা** (সিন্ধু ২।১।১৪৭) চিন্তা, ২ (উ ১৪।১৯২) বিবিধ বিলক্ষণ বৈবশ্য-চেষ্টা, যথা শ্রীললিতমাধবের

তৃতীয়াঙ্কে শ্রীরাধার অবস্থাদি। -ঘৃষ্ট (মালা রাধা ৮) পিষ্ট। -ঘ্ন (গোচ পূর্ব ৩।১।১৬) প্রশস্ত। ২ গর্বকারী। -দণ্ড (মালা প্রেমেন্দু ৭) উদ্ধত, প্রবল। ২ (গোবি ৮) অতিচপল।

উদ্দান (ভা ৩।১।৩৯) আচ্ছেদন—স্বামী। ২ (গোচ পূর্ব ৮।৬১) বন্ধন। [৩ উদ্যম, ৪ চুল্লী, ৫ বাড়বাগ্নি, ৬ মধ্য, ৭ লগ্ন]।

উদ্দাম (ভা ৪।১২।৩৪) উৎকৃষ্ট—স্বামী। ২ (আচ ১৫।৫৯) স্বচ্ছন্দ। ৩ (উ ১০।৬০) নিরর্গল, ৪ উচ্ছৃঙ্খল। ৫ (আচ ১৮।৪) বন্ধরহিত। ৬ (ছ ২।১৮২) দণ্ডক ছন্দোবিশেষ।

উদ্দাল (গোলী ২১।১০) বহুবারকবৃক্ষ।

উদ্দিত (গোচ পূর্ব ৩৩।১৭৫) [উৎ+দো+ক্ত] বদ্ধ।

উদ্দিষ্ট (বৃ ভা ২।২।৫৭) আদিষ্ট, সূচিত। ২ অভিলষিত।

উদ্দীপন (অকৌ ৫।১) যাহা স্থায়িভাবপ্রভৃতিকে প্রকাশিত করে, তাহাই 'উদ্দীপন' বিভাব। (সিন্ধু ২।১।৩০১-২) শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাবের উদ্বোধক তদীয় গুণ, চেষ্টা, প্রসাধনদ্রব্য, হাস্য, অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত, একাদশী প্রভৃতি হরিবাসর। পৃথক্ পৃথক্ রসের উদ্দীপনবিভাবসমূহ শ্রীভক্তিরসামৃত হইতে ক্রমশঃ উল্লিখিত হইতেছে। অদ্ভুতভক্তিরসে (৪।২।৩) শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাবিশেষাদি। করুণরসে (৪।৪।৪) শ্রীকৃষ্ণের কর্ম, গুণ ও রূপাদি। গৌরবপ্রীতরসে (৩।২।১৫৬) শ্রীহরির বাৎসল্য, স্মিত ও দৃষ্টিপাত। দানবীররসে (৪।৩।২৭) সংপ্রদানপাত্রের নিরীক্ষণাদি। প্রেয়োরসে (৩।৩।৫৭) শ্রীহরির বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম, গুণ, শ্রেষ্ঠ জন এবং রাজা ও দেবতাদির চেষ্টানুকরণাদি। ভয়ানক ভক্তিরসে (৪।৬।৯) বিষয়ালম্বনের ভ্রূকুটি। মধুররসে (৩।৫।১১) মুরলীনিনাদাদি। (উ ১০।১) মধুররসে নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের বিষয় ও আশ্রয় বলিয়া পরস্পরের গুণ, নাম, চরিত্র, মণ্ডন, সম্বন্ধিবস্তু এবং তটস্থাদি পরস্পরের 'উদ্দীপন' হয়। অনুগামী সাধকগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ব্রজদেবীদের ভাব স্বরূপলক্ষণদ্বারা এবং ব্রজদেবী-বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণভাব তটস্থ লক্ষণদ্বারা আস্বাদন করেন —বি। শ্রীজীব° বলেন—যদিও এই উজ্জ্বল রসে রসান্তরবৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিরই রসত্ব প্রতিপাদ্য কিন্তু তাঁহার প্রেয়সী-বিষয়িণী নহে, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণগুণাদিই উদ্দীপকরূপে বাচ্য, প্রেয়সীদের গুণাদি নহে—তথাপি প্রেয়সীদের স্ববিষয়ে স্বীয়রূপযৌবনাদিও উদ্দীপন হইয়া থাকে বলিয়া গোপীভাববিভাবিত আধুনিক সাধকভক্তেও গোপীআনুগত্যে ঐ গুণাদি স্ফুরিত হয়। যুদ্ধবীররসে (৪।৩।১১) আত্মশ্লাঘা, আস্ফোট (তালঠোকা), বিস্পর্দ্ধা, বিক্রম ও অস্ত্রগ্রহণাদি। রৌদ্রভক্তিরসে (৪।৫।২০) শ্রীকৃষ্ণের অহিত ও হিত ব্যক্তিতে অবস্থিত সোল্লুণ্ঠ হাস, বক্রোক্তি, কটাক্ষ ও অনাদরাদি। বৎসলভক্তিরসে (৩।৪।১৭) কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশবচাপল্য, মধুরবাক্য, মৃদুমন্দ হাস্য ও লীলাদি। শান্তভক্তিরসে (৩।১।১৮-১৯) মহোপনিষৎশ্রবণ, নির্জনবাস, তত্ত্ববিচার, জ্ঞানিভক্তের সঙ্গ, জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য এবং ব্রহ্মসত্রাদি। সম্ভ্রমপ্রীতরসে (৩।২।৫৭) অনুগ্রহসংপ্রাপ্তি, চরণরজঃপ্রাপ্তি, মহাপ্রসাদাঙ্গীকার, দাস্যরসাশ্রিত-ভক্তসঙ্গাদি। হাস্যভক্তিরসে (৪।১।১২) শ্রীকৃষ্ণ ও তদন্বয়ী ব্যক্তির বিকৃত বাক্য, বেশ ও চরিতাদি।

উদ্দীপ্ত (ভা ১০।৭১।৩৩) প্রকাশান্বিত। -সাত্ত্বিক (সিন্ধু ২।৩।৭৯) একই সময়ে পাঁচ, ছয়টি বা সকল সাত্ত্বিক ভাবই উদিত হইয়া যদি পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি করে, তবে তাহারা 'উদ্দীপ্ত' হয়।

উদ্দেশ (ভা ১০।৪৬।২২) প্রদেশ, ২ (গীতা ১০।৪০) সংক্ষেপ। ৩ (নাম ৩।২৫) অভিধান। ৪ (অকৌ ১।৫) বর্ণনীয় বিষয়ের প্রথমতঃ নামমাত্র উল্লেখ। ৫ (চৈচ মধ্য ২০।২৯) অন্বেষণ। ৬ (কৃষ্ণ ২৮) উপক্রম। ৭ (বৃভা ১।২।৫২) নিবাসস্থান, ৮ অস্তিত্বজ্ঞান। -ক [উৎ-দিশ+ণ্বুল্] উপদেষ্টা, ২ উদাহরণ-বাক্য।

উদ্দেশ্য (ভা ১১।১।১) লক্ষ্য, ২ অভিপ্রেত, ৩ বাক্যের প্রধানাংশ। ৪ অনুবাদ্য।

উদ্রাব (হরি ৫।৪০৪) [উৎ—দ্রু+ঘঞ্] উড্ডয়ন, ২ পলায়ন। ৩ (ঐ ৬।২০) অস্থৈর্য।

উদ্ধত (ভা ৪।২৫।৪২) অতিশয়িত—স্বামী। ২ (ভা ১১।৬।২১) অবধ্য—জী। ৩ (হ ৫।১৮৭) উদ্ভট, ৪ ঊর্ধ্বীকৃত, ৫ (মালা ত্রি ৩) দুর্বৃত্ত। ৬ অবিনীত, ৭ প্রগল্ভ।

উদ্ধতি (বিনা ৩।৩৯) গর্ব, ধৃষ্টতা। ২ (মালা ব্রজ ৩) উন্নতি—বল। ৩ (নিবি ৯) প্রাবল্য, ৪ উচ্চ গতি। **উদ্ধরণ** (ভা ৪।৪।১৮) বমন, ২ (ভা ১০।৩৬।২) উর্ধ্বে উত্তোলন। **উদ্ধর্ম** (ভা ১০।১৪।৪০) পাষণ্ডধর্ম, ২ ভক্তির আচ্ছাদক জ্ঞানাদি—সনা। ৩ (শ্ব্যা ১৮) বৈদিক ধর্মশূন্য বৌদ্ধ বা জৈন। **উদ্ধর্ষ** (ভা ১০।৮৬।৪০) অতিশয় আনন্দ। ২ (আচ ১৪।৯১) উৎসব। **উদ্ধব** (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) আনন্দাতিরেক। ২ (বৃ ভা ২।৭। ১৩৯) উৎসব। ৩ (ভা ৯।২৪।৩৭ বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র; ইঁহার মাতা—কংসা। ইনি বৃহস্পতির শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী এবং ভক্ত ছিলেন। ৪ (রসিক দক্ষিণ ১১।১৯) ধারেন্দা-গ্রামবাসী, শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্য। **উদ্ধব দাস** (গৌ গ ১১২) চন্দ্রের আবেশ। **উদ্ধসিত** (উ ৯।২৮) বিপক্ষের সাক্ষাৎ ভাবে উপহাস। **উদ্ধান** [উৎ—ধা+অনট্] চুল্লী, ২ [বিণ] উদ্‌গত, ৩ বমিত। **উদ্ধার** (নাম ১।১১ টী) ব্যতিরেক, রাহিত্য। [২ মুক্তি, ৩ ঋণশুদ্ধি, ৪ উদ্ধারণ] **উদ্ধারা** (নাম ১।৯ টী) উৎকট ধারা। **উদ্ধুর** (মালা ছ ২) দুঃসহ, দৃঢ়। ২ (বিনা ৭।৩৯) উৎসুক, ভারী। ৩ (লনা ৪।২২) উদ্ধতস্বভাব, দৃপ্ত। ৪ (বৃ ১৩।৯৬) শ্রেষ্ঠ। ৫ (মালা প্রেমেন্দু ৪০) দীপ্ত। **উদ্ধূবন** (মালা ছ ১৮) নিহনন। **উদ্ধূত** (লনা ৭।৩৬) দূরীকৃত। ২ (ভাবনা) ম্লান। ৩ উৎকম্পিত। **উদ্ধৃত** (ভা ১।৪।২০) পৃথক্‌কৃত—স্বামী। -**সার** (হ ৮।১৬০) পিণ্যাক প্রভৃতি। **উদ্ধ্য** (হরি ৫।১৭৫) (উদ্‌ঝ—উৎ-সর্গে ক্যপ্] নদবিশেষ। **উদ্বুদ্ধ** (গোলী ১।৫৩) উৎপন্ন। ২ বিকসিত। **উদ্বৃংহন** (ভা ৬।৪।৪৪) বৃদ্ধিকর। **উদ্ভট** (চন্দ্রা ২৭, ১০৩) ব্যাপক, ২ অত্যধিক, ৩ (বৃভা ২।৫।১৩) প্রস্ফুট, প্রকট। ৪ (বিনা ৭।১৯) শ্রেষ্ঠ। **উদ্ভব** (ভা ১০।৮৭।৩১) উৎকৃষ্ট সুখ-প্রাপ্তি—প্রবো। [২ উৎপত্তি] **উদ্ভালন** (লনা ১০।১৪) স্মরণ। **উদ্ভাব** (গোলী ৩।৩৬) উদয়। **উদ্ভাস্বর** (গোচ উত্তর ৪।৩১) প্রকাশমান। **উদ্ভাস্বর** (উ ১১।৬৯—৭০) ভাবযুক্ত জনের দেহে প্রকাশমান—নীবী, উত্তরীয় ও ধম্মিল্ল ইত্যাদির ভ্রংশন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, নাসিকার ফুল্লতা, নিঃশ্বাস, বিলুণ্ঠিত, গীত, আক্রোশন, লোকাপেক্ষাশূন্যতা, ঘূর্ণা ও হিক্কাদি। (সিন্ধু২।২।১) ইহারা চিত্তস্থ ভাবের অববোধক। **উদ্‌ভিত্বর** (ভাবনা ২।৪৮) উদ্‌বোধন-শীল। ২ (উ ১৫।১০৯) স্বয়মুদ্‌গত। **উদ্‌ভিন্ন** (গোচ পূর্ব ১।৩৫) উৎপন্ন। **উদ্‌ভূতি** (বৃ ১৪।৯১) উৎপত্তি। **উদ্‌ভেদ** (কর্ণা ২১) অতিবৃদ্ধি, উদ্‌গম। ২ (নাচ ৯০) নাটকীয় বীজের উদ্‌ঘাটন। ৩ (সিন্ধু ১।৪। ৮) অতিশয়। **উদ্‌ভেদী** (হংস ১৯) প্রকাশশীল। **উদ্‌ভ্রান্ত** (গী গো ৪।১) উৎক্ষিপ্ত—প্রবো। **উদ্যত** (ভা ৩।২২।১২) স্বতঃপ্রাপ্ত—স্বামী, ২ (গোভা ১।৩।৩৯) প্রকাশ-শালী। **উদ্যম** (ভা ৩।৭।৩) [উদ্যময়তি প্রবর্ত্তয়তীতি] প্রবর্ত্তক—স্বামী। **উদ্যমন** (ভা ৮।৬।১১) পুরুষকার—স্বামী। [২ উত্তোলন, ৩ উৎক্ষেপণ]। **উদ্যমপাত্র** (গোচ পূর্ব ৬।৯১) যত্নযোগ্য। **উদ্যান** (ভা ১।১১।১১) ফল-প্রধান বন—স্বামী। ২ (ভা ৮।১৫।১২) পুষ্পপ্রধান বা দূরবর্ত্তী বন—স্বামী। **উদ্‌যাব** (হরি ৫।৪০৪) [উৎ—যু+ ঘঞ্] মিশ্রণ। **উদ্যোত** (উস ২১) জ্যোতিঃ, আলোক। **উদ্রেক** (কর্ণা ৪৭) শঙ্কাবিহীন—সার। ২ আধিক্য—স্থু। ৩ (গোচ পূর্ব ৩।৪৮) আবির্ভাব, ৪ আরম্ভ। ৫ (সাকৌ ৪।১২) প্রাধান্য। ৬ (অকৌ ৫।১) প্রত্যক্ষ। **উদ্বর্ত্তন** (ভা ৮।১২।১৯) উন্নয়ন। ২ (গোলী ৩।৬৯) বিলেপনদ্রব্য, ৩ (আচ ১২।৪৮) উৎপাটন। -**দ্রব্য** (হ ৬।১০১—১০৫) যব ও গোধূমচূর্ণদ্বারা, তৎসহিত লোধ্রচূর্ণ মিশাইয়া, মসূরচূর্ণ মাষসহিত কুঙ্কুম-চূর্ণ মিশাইয়া, কলায়চূর্ণ বা পিষ্টচূর্ণ দ্বারা, সর্বত্র গন্ধপুষ্প মিশাইয়া শ্রীঅঙ্গ-মল অপসারণের জন্য উদ্বর্ত্তন করিবে। **উদ্বর্ত্ম** (গোলী ৭।১) অপ্রসিদ্ধ পথ। **উদ্বহ** (বৃভা ১।৭।৯৯) বিবাহ। **উদ্বহন** (ভা ৪।২৫।৩৬) সম্পাদন। **উদ্‌বাপ** (নাম ১।১১ টী) ব্যতিরেক, রাহিত্য। **উদ্‌বাপন** (মাম ৮।১১)

উন্মুক্তীকরণ।

উদ্‌বাষ্প (বিনা ১।৩) অশ্রুপূর্ণ।

উদ্বাস (ভা ৫।৮।৮) উৎসাদ—স্বামী। ২ (ভা ১১।৩।৫৫) স্থাপন—স্বামী। ৩ (ভা ১১।২৭।১৩) বিসর্জন। **উদ্বাসন** [উৎ—বস্‌+ল্যুট্‌] মারণ।

উদ্বিগ্ন (ভা ৪।৫।১২) প্রচলিত—স্বামী। [২ উদ্‌বেগযুক্ত, ৩ ব্যাকুল।

উদ্বিজৃম্ভ (ভা ৩।২৩।৮) বক্রীভাব—স্বামী।

উদ্‌বিদারণ (ভা ১০।৬৮।৪১) উৎপাটন।

উদ্‌বিবর্হণ (ভা ৩।১৩।৪৫) উদ্ধরণ।

উদ্‌বৃত্ত (ভা ১৪।৪১।৩৫) অবশিষ্ট, ২ দুঃশীল। ৩ উৎকৃষ্টচরিত্র—বি। ৪ (লনা ১।১৪) অতিরিক্ত। ৫ (সাকৌ ৮।১০) নির্মর্যাদ।

উদ্বেগ (আচ ১৫।১৮৯) গুবাকফল। ২ ভয়, ত্রাস ; ৩ (উ ১৫।২৫) মনের চাঞ্চল্য। ইহাতে নিঃশ্বাস, চাঞ্চল্য, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও স্বেদাদি প্রকাশ পায়। ৪ (নাচ ১৫২) শত্রু ও চৌরাদি হইতে ভয়কে নাট্যশাস্ত্রে 'উদ্বেগ' বলে। **উদ্বেজন** (আচ ১৪।৬৭) উদ্বেগ।

উদ্বেপ (ভাবনা ১৬।২৪) উৎকম্পন। ২ [বিণ] কম্পযুক্ত।

উদ্বেল (ভা ১০।৫০।১৫) সীমালঙ্ঘক।

উদ্বেল্লিত (গোবি ৫৯) আন্দোলিত, চঞ্চল।

উধঃ (গোলী ২।২২) গাভীর পালান।

উধোঞ্চলী (ভাবনা ২৭।৬৮) গাভীর বাঁট। **উধোভার** (তর ১০।৪৬।১৭) গাভীর স্তনভার।

উন্দন (ভা ৩।২৬।৪৩) মৃদুকরণ—স্বামী। **উন্দিত** (গোবি ২৭) আর্দ্রীকৃত। **উন্ন** (হরি ৫।৩২) [উন্দী ক্লেদনে+ক্ত] আর্দ্র। ২ দয়ালু।

উন্নতি (ভা ৪।১।৪১) দক্ষের কন্যা ও ধর্মপ্রজাপতির পত্নী। ২ (আচ ১৪।১৭০) আধিক্য। ৩ (উ ৫।১৬) উচ্চতা। ৪ (সিন্ধু ২।৪।১৩৩) পরাক্রম।

উন্নদ্ধ (ভা ৬।১৮।২৬) উচ্ছৃঙ্খল—স্বামী। ২ (বিনা ৭।৩০) স্ফীত, উৎকট। ৩ (আ ১৮) দৃঢ়-বদ্ধ।

উন্নয়, উন্নায় (হরি ৫।৩৮৮) [উৎ-নীঞ্‌+অচ্‌, ঘঞ্‌] উন্নতি, উত্থান। ২ উত্তোলন।

উন্নয়ন (ভা ৫।২।১২) ক্ষোভণ। ২ (ভা ১০।৩৩।৯) মূর্চ্ছনাপ্রদান, ৩ উৎকৃষ্টরূপে গায়ন। ৪ (গোলী ১।৩১) চেষ্টা, ৫ বিতর্ক, ৬ ঊর্ধ্ব-প্রাপণ।

উন্নস (হরি ৭।১৬০) উন্নত-নাসিকা।

উন্নহন (ভা ৫।২০।৩৭) উচ্চতা।

উন্নাদ (ভা ৫।৮।২) মহাশব্দ।

উন্নানন (মালা চিত্র ৪) অশ্রুসিক্ত-মুখ।

উন্নায় (হরি ৫।৪০৪) [উৎ—নীঞ্‌+ঘঞ্‌] উন্নতি, ২ উত্থান, ৩ উত্তোলন।

উন্নাহ (বি না ২।৩১) উদ্রেক। ২ (বিনা ৫।৭৭) উচ্চে বন্ধন। ৩ (আচ ১১।৩৫) বিস্তার। ৪ (উ ৫।৩৩) উদ্‌গার। ৬ দৃঢ় বন্ধন। [৭ কাঞ্জিক]।

উন্নিদ্র (ভা ১।৪।৪) অবিদ্যামুক্ত। ২ (ভা ২।২।২০) বিকশিত। [৩ নিদ্রারহিত]।

উন্নিধান (ভা ১০।৩০।২০) উত্তোলন।

উন্নিমেষ (স্তব ৮।১২) অত্যন্ত সূক্ষ্ম-কাল—বল।

উন্নী (হরি ২।৫১) উন্নয়নকারী।

উন্নীত (বিনা ৩।৪০) অনুমান-বলে জ্ঞাত। ২ (বিনা ২।২৬) নিশ্চয়-রূপে জ্ঞাত। ৩ (ভা ৭।২।২১) বিয়োজিত, উদ্ধৃত। ৪ উচ্চীকৃত।

উন্মজ্জন (আচ ৭।১৩৫) উদ্‌গমন।

উন্মণ্ডলীকৃত (গোলী ১।৪৮) বিস্তৃত-পুচ্ছ।

উন্মত্ত (ভা ৯।৪।৪৪) মদ হইতে উত্তীর্ণ—বি। [২ ধুস্তূর, ৩ মুচুকুন্দ বৃক্ষ, ৫ উন্মাদরোগী]।

উন্মত্ত-রাধাস্থলী (স্তব ৮।৬১) উমরাও-নামক শ্রীরাধাভিষেকস্থলী।

উন্মথন (আচ ১১।৫০) উচ্চাটন, ২ হিংসন, ৩ উন্মর্দন।

উন্মদ (মালা গান্ধর্ব° ৮) অতিহৃষ্ট। ২ (সিন্ধু ২।১।৮৫) পাশক খেলায় যাহাদের ঘুঁটি পাকিয়াছে। ৩ (স্তব ২।২৭) উন্মত্ত। **উন্মদিষ্ণু** (গোচ পূর্ব ২২।৯৯) উন্মাদগ্রস্ত।

উন্মনাঃ (বৃ ভা ২।৬।৩০৪) হত-বিচার। ২ (গোলী ৬।৫৩) সন্দিগ্ধ-চিত্ত। ৩ উৎকণ্ঠিত।

উন্মন্থ (গোচ পূর্ব ১৩।১০৫) মৃত্যু। ২ বধ, ৩ হিংসা।

উন্মর্দন (গোলী ২০।১১) সম্বাহন। ২ উদ্‌ঘর্ষণ।

উন্মাথ (আচ ১৭।৫০) কূটযন্ত্র। ২ (অকৌ ৫।৪৯) অত্যুদ্রেক।

উন্মাদ (সিন্ধু ২।৪।৭৯) আনন্দাতিশয়, বিপদ্‌ ও বিরহাদিহেতুক হৃদ্‌ভ্রম। ইহাতে অট্টহাস, নৃত্য, সঙ্গীত, ব্যর্থ চেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চিৎকার

ও বিপরীত ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়। (সিন্ধু ৩।২।১১৬) শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে এই দশা হয়।

উন্মান (ভা ৩।১১।৯) ছয়পল তাম্র দ্বারা নির্মিত পাত্র। ২ (সস পরম ২৫) সূক্ষ্মতম অংশ। ৩ (তর ১০। ১১।১৮) পরিমাপক পাত্র। ৪ (হয় ১।৭।১) উর্ধ্ব পরিমাণ।

উন্মানিকা (হরি ৬।১৭) ক্ষুদ্র মান।

উন্মার্গ (ভা ১০।৬৩।২৭) বিপথ-গামী, ২ পাষণ্ড—সনা।

উন্মিষিত (আচ ১৫৩) বিকসিত, ২ প্রফুল্ল।

উন্মীলনী (হ ১৩।২৬৭) একাদশী-অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ড হইয়া পরদিনে নির্গত হইলে সেই একাদশী-মিশ্রা দ্বাদশীতে 'উন্মীলনী মহা-দ্বাদশী' হইবে। যথা দশমী—৫৫।২০ পল, পরদিন একাদশী ৬০।০ দণ্ড, পরদিন একাদশী ০।৫০ পল পরে দ্বাদশী।

উন্মীলিত (কাব্য ৯।৬৩) উপমান এবং উপমেয়ের অতিসাদৃশ্য থাকিলেও কোনও প্রকারে ভেদ-প্রতীতি লব্ধ হইলে 'উন্মীলিত' অলঙ্কার হয়।

উন্মুখ (ভা ৩।২৬।২৯) মুখোদ্ভব—স্বামী। ২ (বৃ ভা ২।৪।৮০) সাপেক্ষ। ৩ (মালা প্রেমেন্দু ৩৯) ব্যগ্র।

উন্মৃষ্ট (মালা গোবি ২১) প্রমার্জিত।

উপ [ব্য] সমীপ, ২ অধিক, ৩ হীন, ৪ আসন্ন, ৫ সাদৃশ্য, ৬ ব্যাপ্তি, ৭ পূজা, ৭ আরম্ভ। **উপক** (হরি ৭। ১০৪২) অনুকম্পিত উপেন্দ্র দত্ত। ২ ঋষিভেদ। **'কক্ষ-কূপ** (বিনা ৭।৯) বগল। **-কণ্ঠ** (আচ ১৭৪) নিকট-দেশ, ২ কণ্ঠসমীপ। **-কথা** (বিজয় ৬।৩৩) ছলনাপূর্ণ বাক্য-বিন্যাস। **-করণ** (চৈ চ মধ্য ৩।৭০) সামগ্রী-বিশেষ। **-কল্প** (ভা ৭।১৫।৪৫) পরিকর—স্বামী। **-কল্পিত** (ভা ৮।১৮।২০) প্রবর্ত্তিত—স্বামী। ২ (চৈত ১।৯।৩২) সমর্পিত। **-কারিকা** (চৈ না ৫।২১) চন্দ্রশালিকা, ২ উপকার-কারিণী। **-কুর্বাণ** (ভা ৩।২২। ১৪) ব্রহ্মচর্যের পর গৃহস্থধর্মাবলম্বী। **-কৃত** (মুক্তা ১৭।১) নিরূপিত। [২ যাহার উপকার করা হইয়াছে, সে]। **ক্লৃপ্ত** (ভা ৫।১।৩২) রচিত, ২ নিয়ত, ৩ বিন্যস্ত। **-কোসল** (গো ভা ১।১।১২) কমল ঋষির পুত্র কামলায়ন উপকোসল ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষার্থী হইয়া মহর্ষি সত্যকাম জাবালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসরান্তে অন্যান্য সতীর্থগণ ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেও ইনি তথায় অগ্নি-সেবাই করিতে লাগিলেন। গুরু তাঁহাকে না বলিয়া প্রবাসে গেলে তিনি খিন্ন-মনে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া অগ্নিত্রয় তাঁহাকে বলিলেন—"প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম ও খ ব্রহ্ম'—ইহা অগ্নি-বিদ্যা ও আত্মবিদ্যা দুইই, কিন্তু আচার্যই তোমাকে প্রকৃত উপদেশ দিবেন। গুরু যথাসময়ে গৃহে আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। [ছান্দোগ্য ৪।১০—১৭]। **-ক্রম** (হরি ৬।১৪৫) প্রথমারম্ভ। ২ (রত্ন ৪।১৯) হেতুভেদ, ৩ শাস্ত্র-তাৎপর্য-নির্ণায়ক লিঙ্গবিশেষ। ৪ (গোভা ১।৪।৯) কারণ। **-ক্রমণ** আরম্ভ, ২ ভূমিকা। **-ক্রিয়া** (গোবি ৬) সাহায্য, ২ উপকার। **-ক্রোষ্টা** (ভা ১০।১৫।৩১) নিকটে চিৎকার-কারী। [২ গর্দভ, ৩ নিন্দক]। **-ক্লিপ্ত** (ভা ৫।২০।১৮) বেষ্টিত। **-ক্ষেপ** (নাচ ৭২) বীজের সূচনা। [২ আক্ষেপ, ৩ সমীপে নিক্ষেপণ]। **-গত** (গোলী ১।৯৭) নিকটে প্রাপ্ত, ২ স্বীকৃত, ৩ জ্ঞাত, ৪ উপস্থিত। **-গম** (ভা ১০।৭০।৬) উপাসনা। ২ (আচ ১১।১৭১) উপসর্পণ। ৩ (গোভা ৪।২।৪) সম্মুখে গমন। ৪ অঙ্গীকার, ৫ জ্ঞান। **-গিরম্, -গিরি** (হরি ৭।১৩৮) পর্বতের নিকটে, ২ পর্বতে। **-গীতি** (ছ ৬।১০) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোবিশেষ]। **-গুপ্ত** (ভা ৯।১৩।২৪) মিথিলারাজ উপ-গুরুর পুত্র ও অগ্নির অংশ-সম্ভূত। **-গূঢ়** (মাম ১৫০) আলিঙ্গিত। ২ (অকৌ ৯।৪) লুপ্ত। ৩ (আচ ১।১৪৪) সমীপে লুক্কায়িত। **-গূহ** (কৃষ্ণা ১।২), **-গূহন** (ভা ১।৫।১৯) আলিঙ্গন। ২ (নাচ ২২৪) অদ্ভুত বস্তুর পরিপ্রাপ্তি। **-গোপাল** (গৌগ ১৪) শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর মুখ্য মুখ্য পার্ষদগণের সাধারণ সংজ্ঞা—গোপাল; ইঁহাদের সহিত সম্পর্ক-বিশিষ্ট মহাজনগণ 'উপগোপাল' নামে অভিহিত; যেমন ব্রজের গন্ধর্ব, নবদ্বীপের মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত উপগোপাল। ইঁহাদের সংখ্যা—দ্বাদশ। **-ঘাত** (বিপু ৩।৯।৩৬) প্রতিঘাত, ২ তাড়ন। **-ঘ্ন** (আচ ১২।৯৭) আশ্রয়। **-চতুরম্** (হরি ৭।১৩৫) চারি ব্যক্তির নিকটে। **-চয়** (হরি ৪।৭) বিস্তার, বৃদ্ধি; ২ (চৈত ২।১।২)

ঐশ্বর্য। -স্থান (হ ২০।৩৫) জ্যোতিষমতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থান। -চরিত (সস তত্ত্ব ৯) লক্ষণাদ্বারা বোধিত। [২ উপাসিত]। -চর্যা (গোচ উত্তর ২৪।৪৪) সম্মাননা। ২ সেবা, ৩ চিকিৎসা। -চায্য (হরি ৫।১৭৬) [উপ—চিঞ্+আধারে ণ্যৎ] যজ্ঞাগ্নি। -চার (রাভ২ ৯।১২) অনুষ্ঠান। ২ (হরি ৪।৭,৯) শক্যার্থত্যাগে লক্ষণাদ্বারা অন্যার্থ-বোধন। ৩ (লনা ১০।১০) সেবা। ৪ (বিনা ১।৪) আরোপ, ৫ চিকিৎসা। -চিত (লনা ১০।৩২) প্রবৃদ্ধ। ২ (গোচ পূর্ব ১৪।৫) সঞ্চিত। ৩ (গোবি ৯) পূর্ণ—বল। -চিতি (ভাবনা ২।৭) পরিচর্যা, ২ (চৈনা ১।৫৯) সমৃদ্ধি, অতিরেক। -চিতোষ্ণ (ভা ১১।৩।৯) অত্যুষ্ণ। -চিত্র (ছ ৩।১) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দোবিশেষ,২ (ছ প ১০) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দঃ। -চিত্রা ২ (ছ ৭।৬-৭) পজ্ঝটিকান্তর্গত দুইটি ছন্দঃ। -চীর্ণ (ভা ৩।২৩।৩৮) শুশ্রূষিত—স্বামী। -চ্ছদ (হরি ৫।৪৩০) [উপ—ছদ সম্বরণে+অচ্] গোপন। -জন (সস পরম ৩৫) উৎপত্তি, সম্ভব। -জনন (ভা ১০।১।২২) পুত্রপৌত্রাদিরূপে জন্মাইয়া নিকটে অবস্থান। -জরসম্ (হরি ৭।১৩৯) [জরায়াঃ সমীপম্] বার্দ্ধক্যের সমীপে। -জাতি (ছ ২।৪২) ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রায়, স্বাগতা ও রথোদ্ধতায় এবং বংশস্থবিল ও ইন্দ্রবংশায় রচিত ছন্দোবিশেষ। -জাপ (মাম ৫।১১) বিচ্ছেদ, ভেদ। -জীবন (ভা ১০।১৪।৩ টী) জীবিকা, ২ বৃত্তির জন্য আশ্রয়। -জীব্য (রত্ন ২।৫) গুরুজন, ২ প্রযোজক। ৩ আশ্রয়। -জোষ (কৃষ্ণা ২।১২) আনন্দ, ২ প্রীতি। -জ্ঞা (হরি ৬।১৪৫) আদ্য জ্ঞান, আদি-কথন। ২ (মালা গোবর্দ্ধন ৭) বিনোপদেশে প্রথম জ্ঞান। -জ্ঞাত (হরি ৭।৫৬২) প্রথম কৃত। ২ উপদেশ-ব্যতীত জ্ঞাত বস্তু। -তাপ (ভা ৪।২৯।৭২) ইষ্টবিয়োগ দুঃখ—স্বামী। ২ (হরি ৭।৯৩৬) শরীর-বিকার, রোগ। -ত্যকা (হরি ৭।৮৮২) [উপ+ত্যকন্] পর্বতের আসন্ন স্থল। -দংশ (আচ ২০।১৬৩) বিদংশ [চাট] অর্থাৎ মধু পানের পরে রুচিকর ভক্ষ্য দ্রব্য। -দশাঃ (হরি ৭।১৪৬) দশ বস্তুর সমীপে। -দা (মাম ৫।৩১) উপায়ন, ২ উৎকোচ। -দানবী (ভা ৬।৬।৩৩) বৈশ্বানরের কন্যা ও হিরণ্যাক্ষের পত্নী। -দায় (হরি ৫।৫১৬) [উপ—দীঙ ক্ষয়ে+ঘঞ্] অপচয়। -দিবম্ (হরি ৭।১৩৫) স্বর্গের সমীপে। -দিষ্ট (নাচ ৩৭৮) শাস্ত্রানুসারি বাক্য। -দৃশম্ (হরি ৭।১৩৫) চক্ষুর নিকটে। -দেব (ভা ৪।১১।৭) যক্ষ, গন্ধর্ব। ২ (ভা ৮।১৩।২৭) দ্বাদশ মনু রুদ্র-সাবর্ণির পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।১৮) অক্রূরের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৪।২২) দেবকের পুত্র। -দেবা (৯।২৪।২৩) সোমবংশ্য দেবকের কন্যা ও বসুদেবের ভার্যা। -দেবী (ভা ৪।১০।৬) যক্ষস্ত্রী।

উপদেশ (হ ২।২৪৪) দীক্ষাভেদ। চন্দ্রসূর্যগ্রহণে, তীর্থস্থানে, সিদ্ধক্ষেত্রে বা শিবালয়ে কেবলমাত্র মন্ত্রদান করাকে 'উপদেশ' বলে। যথা তন্ত্র-সারে—"চন্দ্রসূর্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে। মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে॥" ২ (উ ১১।৯৯) শিক্ষার্থ বাক্য-প্রয়োগ। -ক [উপ—দিশ্+ণ্বুল্] উপদেশকর্তা। -পদ (মুক্তা ১১।২৬) গুরু।

উপদেহ (চৈনা ৭।৯) বৃদ্ধি, উপচয়। °দ্রব (বৃভা ২।১।৮১, হ ১৫।২৯১—২) উৎপাত—পশু, নকুল, সর্পাদি, পাপ, রোগ, পাতক, রাজা এবং চৌরাদি হইতে ভয়াদি বিবিধ। ২ বিকার-বিশেষ। -দ্রষ্টা (ভা ১০।৮৮।৫) সাক্ষী—স্বামী। ২ প্রবর্ত্তক—সনা। -দ্রুত (ভা ১।১।১০) রোগ-পীড়িত। -ধর্ম (ভা ৭।১৫।১৩) জঘন্য বা অপ্রধান ধর্ম। -ধা (গোচ উত্তর ৮।৫৭) ছল। ২ (উ ২।১৮) ধর্মাদি-পরীক্ষা। ৩ (হরি ৫।৪৫০) ব্যাকরণে অন্ত্যবর্ণের পূর্ব বর্ণ, [৪ উপাধি]। -ধান—শিরোধান [বালিশ], ২ প্রণয়, ৩ সমীপে স্থাপন। -ধারণ (ভা ১০।২১।১৫) সাবধানে শ্রবণ। ২ সম্যক্ চিন্তন। -ধাবন (ভা ১০।৮৮।৪) ভজন—স্বামী। ২ (ভা ১০।৩।২৩) স্তব। ৩ অনুচিন্তন। -ধি (উ ১৫।১০৭) কপট। ২ (ভা ৪।২৭।৪) উপাধান—স্বামী। -ধ্মানীয় (হরি ১১।৩১-৩২) বৈদিকবর্ণবিশেষ। গজকুম্ভাকৃতি ⌣। প বা ফ পরে থাকিলে বিসর্গস্থানে বিকল্পে এই বর্ণ হয়। যথা— কৃষ্ণঃ+ পরমঃ=কৃষ্ণ⌣পরমঃ বা কৃষ্ণঃ পরমঃ। -নদ [-নদি] (গোচ পূর্ব ২২।২০) নদীর সমীপে।

-নন্দ (কৃগ ৩৩-৩৪) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত, ইঁহার অঙ্গকান্তি শুক্লারুণ শ্মশ্রু দীর্ঘ, বস্ত্র হরিদ্বর্ণ, পত্নীর নাম—তুঙ্গী (তুলা), পুত্রের নাম—সুভদ্র। ২ (সিন্ধু ৩।২।৩১) শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-পারিষদ ও দাস। ৩ (ভা ৯।২৪।৪৮) চন্দ্রবংশ্য বসুদেবের ঔরসে ও মদিরার গর্ভে জাত পুত্র। **-নয়** (সস তত্ত্ব ৯) সাধনের উপসংহার। ২ ন্যায়াবয়ব-বিশেষ। **-নাগর** (অকৌ ৭।২, সাকৌ ৯।৩) মাধুর্য-ব্যঞ্জক বর্ণ-ঘটিত ছেকানুপ্রাসের সংজ্ঞা। যথা, 'সন্ততং সন্তনোত্যন্যা নিতান্ত-তান্তচেতসঃ।' **-নিবন্ধন** (ভা ২।৭।২৬) অভিব্যক্তি—স্বামী, ২ সমধিক বর্ণনা—জী। ৩ গ্রথন। **-নিষৎ** (ভা ১২।৬।৩৬, চৈনা ৩।৪৭) রহস্যতত্ত্ব, আত্মবিদ্যা। [গোভা ৪।৪।৪ টী] [উপাধিকেন নৈরবশেষ্যেণ সাদয়তি শীর্ণং করোত্যবিদ্যামিতি, উপ সমীপং শ্রীহরের্নিতরাং নয়তীতি, উপ সমীপে শ্রীহরের্নিতরাং স্থাপয়তীতি বা] নিঃশেষরূপে অবিদ্যার বিনাশকারী, শ্রীহরির সমীপে নয়নকারী এবং তৎসন্নিধে সুষ্ঠু স্থাপনকারী রহস্যভজন বা রহস্যবিদ্যা। **-নিষ্কর** (গোচ পূর্ব ১।৫৪) রাজপথ। **-নীত** (ভা ১০।১৪।৫) সংস্কৃত, ২ প্রবর্ত্তিত—সনা। **-ন্যাস** (নাচ ১২৫) যুক্তিযুক্ত বাক্যবিন্যাস [মতান্তরে—প্রসাদন]। ২ বাক্যোপক্রম, ৩ বিচার, ৪ বিশ্বাসপূর্বক অন্যসমীপে স্বদ্রব্যস্থাপন। **-পতি** (ভা ৪।২৮।৪৪) পতির সমীপে, ২ পতি-সমানা—স্বামী। ৩ (উ ১।১৭,১৯) পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগবশতঃ ধর্ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক যিনি সেই পরকীয়া নারীর প্রেম-সর্বস্ব হন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই 'উপপতি' বলেন। এই ঔপপত্য-ভাবেই শৃঙ্গার রসের পরম উৎকর্ষ রসশাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। **-পত্তি** (সস তত্ত্ব ৯) যুক্তিমত্তা। ২ (গীতা ১৩।১০) প্রাপ্তি। ৩ (গোচ পূর্ব ১৩।১৭) সঙ্গতি, সিদ্ধান্ত। ৪ (গোভা ১।২।১৩) সিদ্ধি। ৫ (শেষ ৭।১৭) উপপাদক যুক্তিবিন্যাস। **-পদ** (হরি ৪।১০,১১৯) একসঙ্গে উচ্চারিত স্বার্থপোষক পদ। প্রতি, অনু, অভি প্রভৃতি উপসর্গগুলি বিশেষ বিশেষ অর্থে কোন পদের অব্যবহিত পরে ব্যবহৃত হইলে পূর্বপদে যে বিভক্তি হয়, তাহা উপপদ-বিভক্তি। ইহা অপেক্ষা কারক-বিভক্তিই বলীয়সী। **-পন্ন** (ভা ১০।২৯।২৩) উপযুক্ত, ২ সমীপে লব্ধ। ৩ (চৈত ১০।২৩।২৬) উৎপন্ন। **-পরার্দ্ধ** (গোচ পূর্ব ১।৯৮) পরার্দ্ধ সংখ্যার উপর। **-পাতকী** (নার ১।১০।৭৭) ভ্রূণ, গো ও শূদ্রের হত্যাকারী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতী ও বিষ্ঠাভোজী। **-পাদন** (ভা ৭।৫।১৮) প্রতিপাদক শাস্ত্র। ২ অর্জন—স্বামী। ৩ (সিন্ধু ১।২।১৩৭) সমর্পণ—জী। ৪ যুক্তিবলে সমর্থন। **-পৌর্ণমাসম্, [মাসি]** (হরি ৭।১৩৮) পূর্ণিমার নিকটে। **-প্লব** (গোচ পূর্ব ৭।১৫) উৎপাত, ২ বিপ্লব। **-প্লুত** (ভা ১০।৭৭।২৮) নিমগ্ন, ব্যাপ্ত। **-বর্হ**—উপধান, ২ উপপীড়ন। **-বৃংহণ** (গোভা ২।১।১) পুষ্টীকরণ, শ্রুতি-সংবাদার্থের স্পষ্টতা-প্রতিপাদন। **-ভৃত** (ভা ৮।১৫।২৮) সঞ্চিত, ২ প্রত্যুপহার-রূপে দত্ত। ৩ (ভা ২।৭।২২) সম্বর্ধিত। **-মন্ত্রণ** (ভা ৯।১৮।৩৫) সান্ত্বনাদান। ২ প্রার্থনাপূর্বক প্রবর্ত্তনা, ৩ খোসামুদী। **-মন্ত্রী** (ভা ১০।৭০।১৯) পরিহাসক—স্বামী। ২ (ভা ১০।৪৭।১৯) দূত, বিদূষক। ৩ (মুক্তা ১২।৬৯) প্রলোভক। **-মর্দ** (গোভা ৪।২।১০) বিনাশ। **-মর্দক** (হরি ৩।২২১) বাধক। **-মর্দন** (কৃষ্ণ ২৯) তিরস্কার, পরাজয়।

উপমা (অকৌ ৮।১) সমান-ধর্মাক্রান্ত অর্থাৎ তুল্যগুণক্রিয়াদিসম্পন্ন ভিন্ন-জাতীয় বস্তুদ্বয়ের (উপমান ও উপমেয়ের) সাদৃশ্য-কথনকে 'উপমা' কহে। উপমালঙ্কারের চারিটি বিষয়—উপমান, উপমেয়, সাধারণধর্ম ও সাদৃশ্য-বাচক শব্দ। যাহার সহিত তুলনা করা যায়, তাহাই উপমান। যাহাকে উপমা করা হয়, তাহাই উপমেয়। উপমান এবং উপমেয়ের উভয়নিষ্ঠ একরূপধর্মকে 'সামান্য' বা 'সাধারণধর্ম' কহে। ন্যায়, যথা, মত, প্রায়, তুল্য, সদৃশ, যেরূপ, (ইব) প্রভৃতি শব্দই সাদৃশ্য-বাচক। 'মুখটি কমলের ন্যায় সুন্দর' এই বাক্যে মুখ উপমেয়, কমল—উপমান, 'ন্যায়'—সাদৃশ্যবাচক শব্দ এবং 'সুন্দর'--উভয়নিষ্ঠ সাধারণধর্ম-বোধক। সাধর্ম্য সর্বাংশে হইতে পারেনা, কিয়দংশেই ঘটে। যদি সর্বাংশেই অভেদ হয়, তবে উপমান-উপমেয়-ভাবই থাকেনা, সেস্থলে রূপকালঙ্কারই বোদ্ধব্য। এই উপমা—**পূর্ণা** ও **লুপ্তা**-ভেদে দ্বিবিধ। ইহাদের বিভিন্ন-ভেদাদি

তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য। **-দোষ** (অকৌ ৮।৬১) জাতি, প্রনাণ ও ধর্মদ্বারা হীনতা বা আধিক্য হইলে এবং লিঙ্গ, বচন, কাল, পুরুষ ও বিধ্যাদির ভেদ-স্থলে এবং অসাম্য ও অসম্ভাব্য হইলে উপমার সর্বশুদ্ধ ত্রয়োদশ দোষ হইতে পারে। উদাহরণাদি আকরে দৃশ্য।

উপমান (স্থ ১।৩) উপমিতি-করণ। ২ (হরি ৭।২২৮) যাহাদ্বারা তুলনা করা হয়, তাহা। 'মুখকমল' এই পদে কমল-শব্দ উপমান। **°মালিনী** (ছপ ৪৩) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-মেয়** (অকৌ ৮।১) যাহাকে তুলনা করা হয়, তাহাই উপমেয়। 'মুখ-কমল' পদে মুখই উপমেয়।

উপমেয়োপমা (অকৌ ৮।১০) উপমান ও উপমেয়ের পরস্পর বিপর্যাস ঘটিলে 'উপমেয়োপমা' হয়। যেমন শ্রীরাধা শ্রীহরির সদৃশ. শ্রীহরিও শ্রীরাধাতুল্য। ইহাকে **'অন্যোন্যো-পমা'**ও বলে। (২) উপমানের নিন্দায় যদি উপমেয়ের প্রশংসা হয় অথবা উপমানের অযোগ্যতায় তাহার নিষেধ পূর্বক উপমেয়েরই প্রশংসা হয়, তবে অন্য প্রকার 'উপ-মেয়োপমা' ঘটে। **°মেহন** (ভা ৬।১৬।৩২) অভিষেক—স্বামী। **-যম** (পৌক্ত ৪।৩৪) বিবাহ। **-যাচনা** (হব ২।২।৫০) প্রার্থনা। **-যাত** (সিন্ধু ১।৩।২৮) উপসন্ন। ২ (ভা ১।১৯।১৩) শরণাগত। **যান** (রাভ ৩।৩) প্রাপ্তি, নিকট দিয়া যাওয়া। **-যাপন** (ভা ১০। ৬৯।৩২) প্রাপণ, বিবাহ। **-যুক্ত** (ভা ৬।২।১৯, বৃ ভা ২।৭।১৪৮) ভক্ষিত। ২ (ভা ১০।৪৭।৫৯) সেবিত, ৩ (আচ ১।১৫০) অধিক-তর সংলগ্ন, ৪ যোগ্য। **-যোগ** (চৈচ অন্ত্য ১০।১৪) স্বীকার, ব্যবহার, গ্রহণ। ২ (ভা ৯।৫।২৪) ভক্ষণ। ৩ (প্রীতি ২১৬) ইষ্ট-সিদ্ধিকর ব্যাপার। **-যোষম্** [ব্য] আনন্দে, সন্তোষে। **-রাগ** (চৈ চ আদি ১০।৯৯] গ্রহণ। **-রুদ্ধ** (মালা রাসক্রীড়া) যন্ত্রিত। **উপল** (আচ ৭।১০২, ভাবনা ৮।৪৯) প্রস্তর। **°লক্ষণ** (উ ১৫।১৭৯) নিদর্শন—বিষ্ণু। ২ (গো ভা ৩।৩।৩২, কৃষ্ণ ১৫) স্ব-প্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতর-প্রতিপাদকত্বমুপলক্ষণত্বম্] উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিপাদনপূর্বক যদি তৎ-সজাতীয় অন্যান্য বস্তুরও প্রতিপাদন করাকে বুঝায়, তবেই 'উপলক্ষণ' হয়। 'কাক হইতে দধি রক্ষা কর' —এই বাক্যে 'কাক' শব্দ দধি-নাশক অন্য প্রাণীকেও বুঝায় বলিয়া উহাকে 'উপলক্ষণ' বলে। **উপলভোগ** (চৈচ মধ্য ১।৬৪) দিবা দ্বিপ্রহরের পরে পুরীতে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাৎ দিকের প্রস্তরময় গৃহে যে বিরাট ভোগ লাগে, তাহাই 'উপলভোগ'। **°লভ্য** (গো চ উত্তর ২৭।৪২) প্রাপ্য। **-লব্ধ** (বৃ ১০।৪৭) প্রাপ্তি, ২ জ্ঞান। **-লম্ভক** (নাম ২।৬) প্রাপক, প্রকাশক। **-লম্ভন** (মুক্তা ১৭।১৯) দর্শন, জ্ঞান, স্পর্শ। **-লম্ভ্য** (গোচ উত্তর ২৭।৪২) স্তবার্হ। **-লাবণিক** (গোলী ৩।৪০) অধিক লবণে নির্মিত। **-লেপ** (ভা ১১।১১।৩৯) গোময়জলাদিদ্বারা আলেপন। **-বন** (ভা ১।১১।১১) পুষ্পপ্রধান বন, ২ (ভা ১১।১১।৩৮) ফলপ্রধান বন—স্বামী। **-বর্ষ** (সস তত্ত্ব ৯) পাণিনির গুরু—ইনি স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে বর্ণসমূহেরই নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। **-বর্হ** (আ ১০৮) উপধান। **-বর্হণ** (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ পর্বত। ২ (ভা ৭। ১৫।৬৯) শ্রীনারদের পূর্বকল্পে গন্ধর্ব-জন্মের নাম। ৩ (ভা ২।২।৪) উপধান। **-বসথ**—গ্রাম, ২ যজ্ঞের পূর্ব দিন।

উপবাস (হ ১৩।৩৫—৪৭) সর্ব-বিধ পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গুণ সহ অবস্থানের নাম—'উপবাস', যাহাতে কোন প্রকার ভোগই থাকে না। 'ভোগ'-শব্দে গন্ধ, ভূষণ, বসন, মাল্য, অনুলেপন, দন্তধাবন ও অঞ্জনই বাচ্য। 'গুণ'-শব্দে ক্ষমা, সত্য, দয়া, মৌন, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দেবপূজা, হোম, সন্তোষ ও অচৌর্য—এই দশবিধ ধর্মই গ্রাহ্য। মুখ্যতঃ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জপ, ধ্যান, কথা ও কীর্ত্তনাদিই উপবাসদিনে আশ্রয়ণীয় গুণ। **উপবাসে পরি-ত্যাজ্য**—(হ ১৩।৫১—৫৩) দন্তধাবন, পুনঃ পুনঃ জল-পান, একবারও তাম্বূলসেবা, দিবা-নিদ্রা ও মৈথুন। **উপবাসদিন-কৃত্য** (হ ১৩।২৩—২৪) প্রভাতে যথাবিধি স্নান ও শ্রীহরির অর্চনা করত তাম্রপাত্রগ্রহণ করিয়া ব্রতার্থ সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প—'একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহহমপরেহহনি। ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ! শরণং মে ভবাচ্যুত ॥" **উপবাস-পূর্বদিন-**

কৃত্য (হ ১৩।২) প্রাতঃকালে ক্ষৌর-কর্মাদিপূর্বক স্নান ও সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কৃত্য সমাপন করত ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। তৎপরে ব্রতের সঙ্কল্প-বিধান পূর্বক বৈষ্ণবগণসহ মহোৎসব করিবে। **উপবাসদিনে শ্রাদ্ধনিষেধ** (হ ১২। ৬৯—৭২) উপবাসার্হ দিনে নৈমিত্তিক বা কাম্য শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলেও সেইদিন ত্যাগ করত তৎপরদিনে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত—তিন জনই নিরয়গামী হয়। বৈষ্ণব পিতৃগণও শ্রীবিষ্ণু-দিনে শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। **উপবাসদ্বয়-ব্যবস্থা** (হ ১৫।৪০২, ৫৮৫ টী) শ্রবণা ও রোহিণী নক্ষত্র-ঘটিত বিজয়া (বিষ্ণুশৃঙ্খল) ও জন্মাষ্টমী ব্রতে তিথি ও নক্ষত্র দুইয়েরই বৃদ্ধিস্থলে দুইয়েরই অন্তে পারণ বিহিত হইলে কদাচিৎ দুইটী উপবাসই করিতে হয়। সমর্থ ব্যক্তি দুইদিন এবং অসমর্থ ব্যক্তি তিথির অন্তে নক্ষত্রমধ্যে অথবা একতরের অন্তে পারণ করিবেন। এই ব্যবস্থা আদৌ **সঙ্গত নহে,** কেননা (১৫। ৫৮৫) শ্রীপাদ সনাতনপ্রভু বলিতেছেন যে "কেহ কেহ উপবাসদ্বয়ের প্রাপ্তি-স্থলে অসমর্থস্থলে দ্বিতীয় দিনে ব্রতবিধান দিতে ইচ্ছুক, তাহা **অযৌক্তিক**; কেননা দ্বাদশীতে শ্রবণা-যোগ হইয়া মহাদ্বাদশী হইলে সেই মহাদ্বাদশীতেই একটি মাত্র উপবাস বৈষ্ণবগণের বিহিত, নার-দীয়-পুরাণে 'শক্তাশক্তপক্ষ' না ধরিয়া 'নর'-শব্দে সামান্য ভাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বদিন বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ ও পরদিন মহাদ্বাদশী (শ্রী বামনদেবের জন্মবাসর) হইলেও ব্রতদ্বন্দ্বের স্থল হইতে পারে, এই কালেও মহাদ্বাদশীই উপোষ্যা, দ্বাদশীর মধ্যাহ্নকালে অভিজিৎমুহূর্ত্তে বামনদেবের অর্চনা করিবে।

উপ-বাহ্য (বিপু ৫।১২।১৩) রাজ-বাহন। **°বিপাশম্** (হরি ৭। ১৩৫) বিপাশানদীর নিকটে। **-বীণন** (সিন্ধু ২।৩।৭৭) বীণাযোগে গান। **-বীত**—যজ্ঞসূত্র। **-বৃত্ত** (গো ভা ৩।৪।২৫) নিবৃত্ত-বিষয়-রাগ। ২ (হব ৩।৪।১৮) তৎপর। **-বেদ** (মুক্তা ১।২৮) আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ ও গান্ধর্ববেদ—কৈ। **-বেশ** (গোলী ৭।৯) প্রবেশ, স্থিতি। **-ব্যান** (নাম ২।৩) যজ্ঞোপবীত। **-ব্রজ** (ভা ১০।১৩।২৯) গোবর্দ্ধনের ঈশান কোণস্থ অরিষ্টমর্দ্দন কুণ্ডের নিকটবর্তী প্রদেশ। **-ব্রজ্যা** (গো চ পূর্ব ২৩।১১) গমন। **-শম** (কৃষ্ণ ১২৩) চিত্তক্ষোভ-নিবৃত্তি। ২ (ভা ১০।৮০।৩৪) যতিধর্ম—স্বামী, ৩ ভগবন্নিষ্ঠা। ৪ (আচ ৪।১৮) নাশ। **-শমাশ্রয়** (ভা ১১।৩।২২, হ ১।৩২) ক্রোধলোভাদির অবশীভূত, পরমশান্ত। ২ ভক্তিযোগী বৈষ্ণব। **-শরদম্** (হরি ৭।১৩৫) শরৎ-কালের সমীপে। **-শল্য** (পদ্যা ১৪৮) নিকটস্থল, গ্রামান্তদেশ। **-শান্ত** (ভা ১০।৩।৩৫) সুস্থির, ২ ভগবন্নিষ্ঠ, ৩ রাগাদিশূন্য। **-শায়** (হরি ৫।৩৯৯) [উপ—শী+ঘঞ্] প্রহরিদের পর্যায়ক্রমে শয়ন। ২ (গোচ পূর্ব ২।১২) সমীপদেশে শয়ন। **-শিক্ষিতাত্ম** (ভা ৫।১৯।২) সংযতচিত্ত, ২ গুরু ও ব্রাহ্মণাদি-কৃত শিক্ষার গ্রাহক। **-শিষ্য** (চৈচ আদি ১০।১৬) শিষ্যের শিষ্য। **-শুম্ভমান** (ভা ৫।১৭।১৪) শোভমান। **-শ্রবণ** (ভা ১০।৫।২০) জন-পরম্পরায় শ্রবণ। **-শ্রুতি** (গোচ পূর্ব ৩।৫৯) স্বীকারোক্তি। ২ (ভর ১৩।১২) নিন্দা। **-শ্লোক** (ভা ৮।১৩।২১) দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির পিতা। **-শ্লোকন** (গোচ পূর্ব ১।৬০) শ্লোক-দ্বারা স্তব। **-শ্লোকিত** (চৈনা ৬ ১০) শ্লোকবন্ধে বর্ণিত। **-ষ্টম্ভ** (গোচ পূর্ব ২।১১৯) আরম্ভ, ২ স্তম্ভন। [৩ আলম্বন, ৪ আড়ম্বর। ৫ আধিক্য]। **-সংক্রম** (সস ভগ ১০) আত্মপ্রতিপত্তি—শঙ্কর। ২ প্রাপ্তি—জী। **-সংখ্যান** (গোভা ৩।১।৯) সংগ্রহ। **-সংগ্রহ** (ভা ১১।১।১২) পাদগ্রহণ—স্বামী। [২ উপকরণ, ৩ সম্যক্ সংগ্রহ]। **-সংগ্রহণ** (হ ৪।৩৭২) শ্রীপদদ্বয়-ধারণ-পূর্বক প্রণাম। **-সংপ্রয়োগ** (হ ১০।৪২৯) নিকটে অর্পণ। **-সংযম** (ভা ৩।১৯।১৭) প্রলয়—স্বামী। ২ উপসংহার, ৩ সম্যক্ নিয়ম, ৪ বন্ধন। **-সংব্যান** [উপ+সম্—ব্যেঞ্ করণে ল্যুট্] পরিধান-বস্ত্র। **-সংসরণ** (ভা ৩।২১।৪৭) নিকটে গমন। **-সংসৃষ্ট** (ভা ১১। ৩০।২) উপসংহৃত। **-সংহার** (নাচ ২৩০) সর্বাভীষ্টপ্রাপ্তিবশতঃ কৃতার্থতা। ২ (রত্ন ৪।১৯) সমাপ্তি। ৩ শাস্ত্র-তাৎপর্য-নির্ণয়ের অন্যতম। ৪ সংগ্রহ, ৫ সম্যক্হরণ। **-সংহার্য** (ভগ ৪৬, গোভা ৩।৩।১) গ্রাহ্য, উপাদেয়।

-সংহৃত (ভা ৫।৯।৮) মৃত—স্বামী। **-সংখ্যান** [উপ+সং—খ্যা করণে+ল্যুট্] সূত্রে অনুক্ত অর্থকে বার্ত্তিকাদি-দ্বারা বলা। **-সঞ্চর** (ভা ৮।৯।২১) অতিক্রমপূর্ব্বক গমন—স্বামী। **-সত্তি** (গোলী ২৩।৬১) উপাসনা, সঙ্গতি। ২ (আচ ১৪।৭৭) অনুবৃত্তি। ৩ (গোলী ২।১০৫) প্রাপ্তি। ৪ (বিনা ২।৪) উপস্থিতি। ৫ (আচ ৮।১৬৪) নিকটে বাস। ৬ (গোভা ৩।৪।২৫) সেবা। **-সদ** (গোভা ৩। ৩।৩৪) যজ্ঞে পুরোডাশ-সংস্কারের জন্য বিহিত কর্ম্মবিশেষ। ২ দীক্ষা-দিবসের পরে 'সোমাভিষব' দিবসের পূর্ব্বে যে হোম করিতে হয়, তাহার নাম উপসৎ (মীমাংসা° ৩।৩।১৫)। ৩ প্রবর্গ্যাহ-প্রসিদ্ধ যাগ। ৪ গার্হপত্যাদি-ভিন্ন অগ্নি। **-সম্পত্তি** (গোভা ১৩।২২) সন্নিধি। **-সম্ভৃত** (ভা ৫।৭।১১) অতিবৃদ্ধ। **-সর** (হরি ৫।৪২৩) [উপ—সৃ+অচ্] গাভীর প্রথম গর্ভাধান। **-সরণ** (ভা ৫।১৯।৯) সেবা, ভজন। ২ সমীপে গমন। **-সর্গ** (ভা ১১।২৮। ৩৯) রোগাদি উপদ্রব। ২ (মালা গোবর্দ্ধন ৮) নবনির্ম্মিত ক্লেশ। ৩ (হরি ৩।৪২) প্র পরা প্রভৃতি বিশটি অব্যয়—ধাতুর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া 'উপসর্গ'-সংজ্ঞা পায়। হরিনামামৃতে ইহারা—'উপেন্দ্র'। (অকৌ ২।৮) শব্দশক্তি-বিচারে ইহারা ধাতুর অর্থ-ভেদক। **-সর্জ্জন** (রত্ন টী ৭।৮) অপ্রধান। [২ দৈবাদি-কৃত উপদ্রব, ৩ সমাসবিধায়ক শাস্ত্রে প্রথমান্তপদ-নির্দ্দিষ্ট শব্দ]। **সর্জ্জনীভূত** (গোভা ৩।২।১৪) গৌণ। **-সর্জ্জিত** (ভা ১।১২।২৬) প্রেরিত। **-সর্পণ** (ভা ৩।১৪।১৫) প্রার্থনা। [২ সমীপে গমন]। **-সর্য্যা** (হরি ৫। ১৬২) [উপ—সৃ গতৌ+কর্ম্মণি যৎ] ঋতুমতী, আসন্নগর্ভগ্রহণা গবী। **-সাদন** (ভা ১০।৪৫।৩২) প্রাপ্তি। ২ (ভা ২।৪।১৫) ভজন, সেবা। **-সাদিত** (লনা ৮।১০) লব্ধ, প্রাপ্ত। **-সাধন** (ভা ১১।২৭।১৯) পুষ্প-চন্দনাদিদ্বারা সংস্কার। **-সার** (ভা ১০।৪৮।৫) সমীপে গমন। **-সীদৎ** (ভা ১১।২।৫২) ভজনকারী।

উপসুন্দ (মাম ৫।২০) পদ্মপুরাণে ও মহাভারতে বর্ণনা আছে যে সুন্দ ও উপসুন্দ-নামক দুই দৈত্য ব্রহ্মার বরে মহাদৃপ্ত হইয়া উঠিল। অত্যাচারে পৃথিবী কম্পিত হইলে ব্রহ্মা এক উপায় ঠিক করিলেন—সুন্দরীগণ হইতে এক এক তিল সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া 'তিলোত্তমা'-নামে এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। তিলোত্তমার রূপে মোহিত হইয়া দুই দৈত্য তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিল এবং পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে শেষে দুইজনেই গদাঘাত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। **°সৃত** (ভা ৬।৯।৪২) প্রাপ্ত, নিকটে আগত। **-সৃতি** (গোলী ৯।১০৩) গমন। **-সৃপ্য** (গোভা ১।৩।২) প্রাপ্য। **-সৃষ্ট** (ভা ১০। ৮৮।২৪) অনুগত—স্বামী। ২ (হ ২০।৩৩) পীড়িত। ৩ (হ ১১। ৭৬১) রাহুগ্রস্ত, ৪ মণ্ডলাদি-ব্যাপ্ত। ৫ (চৈত ৩।১৫।৪২) উপসর্জ্জনীভূত। ৬ (ভা ৩।২০।২০) অভিভূত। [৭ মৈথুন, ৮ কামুক, ৯ ব্যাকরণোক্ত প্রপরাদি-উপসর্গ-যুক্ত]। **-সেচন** (ভা ১০।৪২।২৫) আর্দ্রীকরণ। ২ (গোভা ১।২।৮) অন্নভোজনোপ-যোগী ঘৃতাদি। **-স্কর** (ভা ১।১৩। ১৮) ক্রীড়াসাধন, গৃহোপকরণ, পরিচ্ছদ। [২ হিংসন, ৩ বাটনা, ৪ ঝাঁটা]। **-স্করণ** (ভা ৩।২৩।১৪) পরিকর—স্বামী। [২ হিংসন, ৩ ভূষণ, ৪ সংঘাত, ৫ বিকার]। **-স্করা** (হ ১৩।৩০৪) ব্যঞ্জনাদি। **-স্কার** (হরি ৩।৩৮৭) হিংসাপূর্ব্বক ক্ষেপণ, ২ (চৈভা আদি ৫।১১১) সংস্কার, লেপনাদি কর্ম্ম। ৩ (মালা গীতাবলি ২৬।১) রচনা। **-স্কীর্ণ** (গোচ পূর্ব্ব ১৩।৫৯) অলঙ্কৃত, মার্জ্জিত। **-স্কৃত** (মালা চিত্র ৫) মার্জ্জিত, সংস্কৃত। **-স্থ** (ভা ৪।১৭। ৩৫) উপরিভাগ—স্বামী। ২ (ভা ৭।১৩।৪০) ক্রোড়—বি। **-স্থান** (ভা ১০।৬০।৬) সেবা, আরাধনা, পূজা। ২ (ভা ১০।৪২।৩৭) মল্ল-রঙ্গভূমি—স্বামী। ৩ (চৈভা আদি ৪।৪২) উপস্থিতি, সম্মিলন। **-স্থিত** (ছ ২।৫৪) প্রতিপাদে একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ২ (ছ ২।৯২) ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-স্থিত-দুরাপার্থত্যাগী** (সিন্ধু ৪।৩।৪০-৪৩) তুষ্ট হইয়া শ্রীহরি সার্ষ্টি সামীপ্য প্রভৃতি মুক্তি অথবা অন্য বর দিতে ইচ্ছা করিলেও যে সাধক তাহা গ্রহণ করেন না—তিনি। এস্থলে উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, আলাপ ও হাস্যাদি; অনুভাব—শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ-বর্ণনে দৃঢ়তা এবং ব্যভিচারী—প্রবল ধৈর্য্য। স্থায়ী—ত্যাগোৎসাহ-

রতি। **-স্থিত-প্রচুপিত** (ছ ৪।৯) বিষম-পাদ ছন্দোবিশেষ। **-স্থিতা** (ছ ২।৫৩) প্রতিচরণে একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ২ (ছ পরিশিষ্ট ৯) দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-স্নান** (হ ১৯।৩১৭) স্নানোপযুক্ত। **-স্নিহিতি** (হরি ৫।৪৪০) [উপ-স্নিহ কর্ত্তরি+ ক্তি] অতিস্নেহশীল। **-স্পর্শ** (ভা ১।৪।১৫) আচমন, ২ (ভা ৩।৮।৫) প্রণাম, ৩ (মুক্তা ৮।১৪) সমীপে সেবা। **-স্পর্শন** (ভা ৩।১৪।৩২) স্নান। ২ (ভা ৩।৪।৩) আচমন। **-স্পর্শী** (ভা ৫।১৬।১৩) সেবক। **-স্পৃশ্য** (মাম ৭।১৩) আচমনীয়। **-স্পৃষ্ট** (কৃষ্ণ ৬৭) সন্নিধিমাত্রেই সেবিত। **-স্যন্দ** (লনা ৬।১০) ক্ষরণ, প্রবহণ। **-হত** (ভা ৮।২৪। ৪৬) আবৃত, ২ (ভা ১০।১৫।৫০) বাধিত, ৩ (তর ১১।৩০।২১) আক্রান্ত, দূষিত। [৪ তিরস্কৃত, ৫ বিনাশিত]। **-হতি** (চৈনা ১।৪৩) দুর্গতি, ২ (আচ ৭।২৯) পীড়ন। **-হনন** (গীতা ৩।২৪) মলিনীকরণ—স্বামী। **-হরণ** (উ ১৪।২৯) আনয়ন—বিষ্ণু। [২ পরিবেষণ, ৩ উপায়ন-দান]। **-হর্ত্তা** (ভা ৮। ১৩।৩২) সম্পাদক, উপকারক। **-হব** (হরি ৫।৪২৫) [উপ— হ্বেঞ্‌+অপ্‌] সমীপে আহ্বান। **-হার** (বৃভা ২।৭।১১১) পূজন, ২ উপঢৌকন। **-হিত** (বৃ ১৩।৩) গৃহীত, ২ (গোবি ১০৮) অর্পিত, স্থাপিত। ৩ (রত্ন টী ৮।৮) উপাধিযুক্ত। **-হূত** (সমা ৬।৩) উপনীত, ২ সমাহূত। **-হৃত** (গোলী ৩।৬০) প্রাপ্ত, আনীত, ২ উপঢৌকিত। **-হ্বর** (গোচ পূর্ব ৩২।২২) নিকট, ২ নির্জন। ৩ গস্তব্যস্থান। ৪ প্রান্তভাগ।

উপাংশু [ব্য] নির্জনে, ২ গোপনে। ৩ (আচ ১২।৬০, হ ১৭।১৫৭) যাহাতে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ চালিত হয় এবং কেবল নিজেরই কর্ণগ্রাহ্য হয়— এবম্বিধ ঈষন্মাত্র শব্দোচ্চারণকেই 'উপাংশু জপ' বলে। **-যাজ** (নাম টী ১।১৩) শ্রুতিতে দর্শপৌর্ণমাস-প্রকরণে আলস্য-নিরসনের জন্য দুইটি পরপর পুরোডাস কর্মের মধ্যে উপাংশু (নিঃশব্দ) যাগের ব্যবস্থা আছে। 'উপাংশুযাজমন্তরা যজতি' এই বাক্যে বিধি-বোধিতত্ব না থাকায় ইহাকে 'অনুবাদ' বলা হউক—পূর্বপক্ষ। উপাংশুযাজটি কিন্তু অপূর্ব কর্মই, যেহেতু ঐস্থলে পূর্বে কোনও অপ্রাপ্ত কর্ম বচনান্তরদ্বারা বিহিত হয় নাই, ইহা যাহার অনুবাদ হইবে। 'বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্যঃ' ইত্যাদি যদি বিধিবাক্য হইত, তবে 'অন্তরা' বাক্যকে অনুবাদ বলা যাইত, কিন্তু 'বিষ্ণুরুপাংশু' ইত্যাদি বিধি নহে, কারণ আগ্নেয় এবং অগ্নিষোমীয় দুইটি পুরোডাশ পরপর কৃত হইলে আলস্য আসিতে পারে বিবেচনায় তৎপরিহারজন্য মধ্যে অন্য একটি কর্মের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং অন্তরাবাক্যই বিধি এবং উপাংশু যাজই বিধেয় অপূর্ব কর্ম এবং 'বিষ্ণুরুপাংশু' ইত্যাদি বাক্যগুলিই অর্থবাদ।

উপাকরণ (ভা ৩।৬।৩৪) সাকল্যে নিরূপণ—স্বামী। [২ যজ্ঞিয়পশু-সংস্কার-বিশেষ]। **উপাকর্ণন** (ভা ১০।২০।২) সমীপে শ্রবণ, গোপন শ্রবণ। **উপাকর্ম** (হব ১৪।১৩৪) সংস্কারপূর্বক বেদাধ্যয়ন। **উপাকৃত** (ভর ৩।৩১) কথ্যমান—পুরী। ২ (ভা ৩।১৬।১১) বশীকৃত। ৩ (ভা ১০।৭।১৪) সংস্কৃত। ৪ (হ ১০।৪২৯) নিরূপিত। ৫ মন্ত্রপূত, শস্ত্রদ্বারা নিহত যজ্ঞিয়-পশু।

উপাখ্যান (হ ১৪।৩৯৪) ইতিহাস। ২ (তত্ত্ব ১৬) শ্রুতবিষয়ের কথন।

উপাগত (সভা ১৫৮) মিলিত। ২ স্বয়ং উপস্থিত।

উপাগ্রহণ (ভা ১০।৫৮।৫৫) সমীপে গিয়া সম্যক্ আদান। ২ সংস্কারপূর্বক বেদপ্রারম্ভ।

উপাগ্রহায়ণ, উপাগ্রহায়ণি (হরি ৭।১৩৮) অগ্রহায়ণ মাসের সমীপে।

উপাঙ্গ (আচ ২০।৫৫, চৈম আদি ১।৫৩৫) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ২ (ভা ১২।১১।২) শ্রীগরুড়াদি উপাসনাঙ্গ। ৩ প্রধানের অঙ্গোপযোগী।

উপাঙ্গবিৎ (মাম ৭।৭) বীণাবাদক।

উপাজে (হরি ৫।৮৭) [ব্য] দুর্বলের বলাধান।

উপাঞ্জন (হ ৪।৮৩) উপলেপন।

উপাত্ত (চৈত ৩।৪।৩৩) স্বীকৃত, ২ ব্যাপ্ত। ৩ (কৃষ্ণ ৯০) আকৃষ্ট। ৪ গৃহীত।

উপাত্যয় [উপ—অতি+ইণ্‌+অচ্‌] ব্যতিক্রম, ২ নাশ।

উপাদান (ভা ৩।১০।১১) [উপাদীয়তে নিমিত্ততয়া স্বীক্রীয়তে] নিমিত্তরূপে স্বীকার্য বিষয়—স্বামী। ২ (গোভা ২।২।১৯) [বৌদ্ধমতে] তৃষ্ণাবশতঃ বিষয়-প্রবৃত্তি। ৩ (নার ৪।১০।২২) গন্ধপুষ্পাদি-চয়ন। **-লক্ষণা**

(শেষ ২।৯) 'লক্ষণা'-শব্দ দ্রষ্টব্য। **উপাদেয়** (আচ ৭।৫৩) অধিকতর গ্রাহ্য।

উপাধি (লনা ৬।৫) কারণ, ২ (অকৌ ৯।১) প্রয়োজন। ৩ (উ ১৪।১৪০) লক্ষ্য। ৪ (বিগ্ধা ৭৬৮) উপসর্গ, রোগ-লক্ষণ। ৫ (চৈনা ২। ৪, প্রীতি ৫) 'সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিঃ'—যে পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াও সাধনের (হেতুর) অব্যাপক হয়, তাহাই উপাধি। পর্বত ধূমবান্, কারণ তাহাতে অগ্নি আছে; এস্থলে আর্দ্রকাষ্ঠসংযোগই উপাধি। যেখানে ধুম, সেখানেই আদ্রকাষ্ঠ সংযোগ আছে—ইহা সাধ্যব্যাপকত্ব; কিন্তু যেখানে অগ্নি আছে, সেখানেই যে আর্দ্রকাষ্ঠ সংযোগ আছে—এমত নিয়ম নাই, লৌহগোলকে অগ্নি থাকিলেও তাহাতে আর্দ্রকাষ্ঠযোগ নাই। এস্থলে ধুমবত্ত্ব—সাধ্য, অগ্নি—সাধন আর ধূমোৎপত্তির হেতু আর্দ্রকাষ্ঠসংযোগই—উপাধি। **-ক** (ভজ ৩৩) কিঞ্চিৎ অধিক, ২ (চৈভা মধ্য ৩) বিশেষ, অসাধারণ। **-নাশ** (প্রীতি ১) ভগবদ্বৈমুখ্যদোষে জীবের যে উপাধির উদ্ভব হইয়াছে—তাহা দুই প্রকারে নাশ হইতে পারে। উৎক্রান্ত মুক্তিতে স্থূলসূক্ষ্ম দেহের নাশে এবং জীবন্মুক্তিতে উপাধির মিথ্যাত্ব-প্রতীতিতে। উপাধির অভাবেই যে পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়, তাহা নহে। ভগবৎ-স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ ধর্মই অব্যবধানে থাকিয়া পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ঘটায়। উৎক্রান্ত দশায় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের অভাবে মায়িক সুখদুঃখ তিরোহিত হয়। আবার পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশতা লক্ষণ-ধর্মের অব্যবধানতায় কালান্তরেও দুঃখ-নিরাকরণ হয়, সুতরাং ভূমা আনন্দের আস্বাদনে জীব আত্যন্তিক পুরুষার্থ লাভ করে। পক্ষান্তরে—জীবন্মুক্তিতে পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার-বশতঃ দৈহদৈহিকাদি অভিমানের মিথ্যাত্ববোধে দেহাত্মাবেশ না থাকায় দুঃখবোধ ত থাকেই না, অধিকন্তু পরতত্ত্বানুভব থাকায় পরমানন্দ-লাভই অনিবার্য। **-নিরাশ** (প্র ৮।১) কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বস্তুতে অভিলাষ-বর্জন।

উপাধ্যায় (হরি ৫।৩৮৩) [উপ—অধি—ইঙ্ + ঘঞ্] শিক্ষক। **উপাধ্যায়ী** (চৈচ অন্ত্য ২০।১৪৭) অধ্যাপকের স্ত্রী।

উপানৎ (হরি ৫।২৮৫) [উপ—নহ বন্ধনে+ক্বিপ্] পাদুকা।

উপান্ত (চৈভা আদি ৮।১৪২) কোণ, প্রান্ত, একপার্শ্ব।

উপামন্ত্রিত (ভা ২।৪।১০) প্রার্থিত, ২ (ভা ২।৮।২৬) পৃষ্ট, ৩ (ভা ৫।১। ৬) নিযুক্ত—স্বামী।

উপায় (বৃভা ২।৩।১০৩) সাধন। ২ (সিন্ধু ১।২।৪) বিধি। **-খিৎ** (ভা ১০।৮৭।৩৩) সাধন-ক্লিষ্ট। **উপায়ন** (গোভা ৩।৩।২৭) সামীপ্যলাভ, ২ ভগবদনুরক্তি। ৩ (হ ১৬।৪১) উপচার, ৪ (ভা ১১।২৯।৬) প্রাপ্তি। ৫ (গোলী ২।৬৫) উপঢৌকন। ৬ (ভগ ১০) আশ্রয়।

উপারত (ভা ৩।২২।১) নিবৃত্তি-নিরত—স্বামী। **উপারম** (চৈত ৩।৫। ২) শান্তি। ২ (ভা ১১।২৮।২৪) নিঃসঙ্গত্ব।

উপালম্ভ (ভাবনা ৮।৪৮) তিরস্কার, ২ অনুযোগ।

উপালিপ্সু (ভাবনা ১৯।৫) তিরস্কার করিতে ইচ্ছুক।

উপাবৃত্ত (ভা ১০।৭০।১) আসন্ন, ২ (ভা ১০।৭৯।১) প্রাপ্ত। ৩ (হ ১৩।৩৫) প্রতিনিবৃত্ত।

উপাশ্রয় (প্র ৪।৩) প্রাপ্তি—বাগীশ। [২ আশ্রয়কর্ত্তা, ৩ আশ্রয়ণীয়, ৪ আশ্রয়]।

উপাসক (সা ৯) ভজনকারী। চতুর্বিধ (১) কেবলৈশ্বর্যানুভবী, (২) মাধুর্যমিশ্র-ঐশ্বর্যানুভবী, (৩) ঐশ্বর্য-মিশ্র-মাধুর্যানুভবী ও (৪) কেবল-মাধুর্যানুভবী। ইঁহাদের প্রাপ্য স্থান ক্রমশঃ—(১) বৈকুণ্ঠ, (২) মহাবৈকুণ্ঠ, পরব্যোম, গোলোক; (৩) মথুরা ও দ্বারকা এবং (৪) শ্রীবৃন্দাবন। **-যোগ্যতা** (ভগ ১) উপাসনার তারতম্যানুসারে উপাসকের যোগ্যতারও বিভিন্নতা হয়। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিমার্গে উপাসনায় পৃথক্ পৃথক্ যোগ্যতালাভ হইয়া থাকে এবং উপাস্যেরও সত্তা-প্রকটনে ন্যূনাধিক বৈশিষ্ট্য সহৃদয়-সংবেদ্য হইয়া থাকে।

উপাসনা (নাম ১।৯) ভজন, ২ অনন্যবিষয়রূপে প্রেমযুক্ত ধ্যান—কা। ৩ (গোভা ১।৪।২২) ভগবৎপ্রসাদ-প্রাপ্তির উপায়। ৪ (রত্ন ৪।৪) শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই ব্রহ্ম বা ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন। ৫ (বৃভা২। ১।১০৪) বাঞ্ছাতীতফলপ্রদ নাম-সংকীর্ত্তনবহুল ভজনই কলিতে সর্ব-শ্রেষ্ঠতম উপাসনা। ৬ (বৃভা ২।২। ৫৬) সেবা। ৭ (ভক্তি ২৯৫) উপাসনা দ্বিবিধ—(১) অধিষ্ঠানের

পরিচর্যাদ্বারা উপাসনা। যথা—মন্দির-লেপনাদিদ্বারা তত্রত্য অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার আরাধনা। (২) সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতার উপাসনা, যেমন হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠাদ্বারা; জলে জলাদিদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর তর্পণাদি। অগ্নি-প্রভৃতি অধিষ্ঠানে কিন্তু অগ্নি-প্রভৃতির অন্তর্যামিরূপেরই চিন্তা বিহিত, তাহাতে কখনও নিজ প্রেম-সেবাবিশেষের আশ্রয় নিজাভীষ্ট ভগবানের রূপ চিন্তা করিবেনা; যেহেতু তিনি পরম-সুকুমারত্বাদি-বুদ্ধিজনিতা প্রীতি-দ্বারাই সেব্য। **-পূর্বাঙ্গ** (ভক্তি ২১৩) ভক্তি-অঙ্গের প্রথম সোপান রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়-পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার।

উপাসাদন (ভা ৪।২৪।৭১) প্রাপ্তি—স্বামী।

উপাসিত (বৃভা ২।৬।১৯৪) ধ্যাত। **উপাস্তি** (গোভা ৩।৩।১৫) উপাসনা। **উপাস্যমান** (লনা ১।৪৩) পূজ্যমান, ২ নিকটে স্থাপ্যমান।

উপাহিত (গোচ পূর্ব ১৩।১১) অগ্ন্যুৎপাত, ২ সংযোজিত। ৩ আরোপিত।

উপাহ্বান (ভা ১০।৩৭।২) নিজ-সমীপে যুদ্ধার্থ আমন্ত্রণ।

উপেক্ষা (উ ১৪।৭১) ত্যাগ—বিষ্ণু। ২ (উ ১৫।১২৫, ১২৮) সহেতুক মানের নিরসনকল্পে নায়ক-কৃত সামাদি উপায় ব্যর্থ হইলে নায়িকার প্রতি যে অবজ্ঞা বা তুষ্ণীম্ভাব আসে, তাহাই 'উপেক্ষা'। মতান্তরে—প্রসাদনবিধি ত্যাগ করত অন্যার্থসূচক বাক্যদ্বারা নায়িকাদের মান-নিরসন করাকেও 'উপেক্ষা' বলে।

উপেত (ভা ১০।২৩।৩১) অনুজ্ঞাত, ২ সঙ্গত—সনা। ৩ (গোলী ৬।২৩) আগত।

উপেন্দ্র (ভা ৫।২৪।২৪) শ্রীবামনদেব। ২ (হরি ৩।৫২) ধাতুর যোগে প্র-পরা প্রভৃতি উপসর্গের সংজ্ঞা। ৩ (বৃভা ২।২।১০) দিব্যসর্গে অদিতি-নন্দনই শ্রীবিষ্ণু-সংজ্ঞক উপেন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ। [ইন্দ্রস্যাপ্যুপরি পরম-মাহাত্ম্যেন বিরাজমানত্বাদুপেন্দ্রঃ] ইন্দ্রেরও উপরে পরম মাহাত্ম্যের সহিত বিরাজমান বলিয়া তাঁহার নাম—'উপেন্দ্র'। হরিবংশে উক্ত আছে—(৭৫।৪৬) "মমোপরি যথেন্দ্রস্ত্বং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ। উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ ত্বাং গাস্যন্তি দিবি দেবতাঃ॥" **-দত্ত** (ভা ২।৭।৪৫) শ্রীশুকদেব—স্বামী।

উপেন্দ্রবজ্রা (ছ ২।৪১) প্রতিপাদে একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

উপেয় (হরি ৫।১৭৮) [উপ—ইণ্ গতৌ+যৎ] প্রাপ্য, ২ সাধ্য। ৩ প্রয়োজন।

উপোঢ় (বিনা ১।১০) প্রাপ্ত, ২ (আচ ১৫।১৭৯) ধৃত।

উপোদকী—পূতিকা [পুঁইশাক]।

উপোদ্‌ঘাত (গোভা ১।১।১ টী) বক্ষ্যমাণ অর্থ চিন্তা করত তাহার মুখবন্ধ বা উপক্রম। 'চিন্তাং প্রকৃত-সিদ্ধার্থামুপোদ্‌ঘাতং বিদুর্বুধাঃ।'

উপোদ্বলক (রত্ন টী ১।২৩) [উপ +উ—দ্বল্ উদ্দীপনে ধুল্] পোষক, প্রমাপক। ২ উদ্দীপক।

উপোষণ (চৈচ মধ্য ১১।১১৩) [উপ—উষ্+ল্যুট্] উপবাস।

উপোহন (ভা ১০।৩৫।২২) একীকরণ—স্বামী।

উপ্ত (ভা ১।১১।১৩) অবকীর্ণ, ২ ব্যাপ্ত।

উব্জিত (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) ঋজু।

উভয়তোদৎ (ভা ৩।২৯।৩০) সর্পাদি—উভয়দন্তপংক্তিযুক্ত।

উভয়দ্যুঃ, উভয়েদ্যুঃ (হরি ৭।১৯৯) উভয় দিনে।

উভয়স্পৃষ্টি (ভা ৫।২০.২৬) শাক-দ্বীপস্থিতা নদী।

উভযায়ী (ভা ৩।২৫।৩৯) লোকদ্বয়-গামী—স্বামী।

উভিষ্যমান (আচ ১৩।২) [উভ উম্ভ পূরণে] পূরয়িষ্যমাণ।

উম্ [ব্য] ক্রোধে, ২ প্রতিজ্ঞায়, ৩ প্রশ্নে।

উমা (ভা ২।৩।৭) পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনার গর্ভে ও হিমালয়ের ঔরসে আবির্ভূতা কন্যা। ২ (ভা ৩।১২।১৩) মহান্ নামক রুদ্রের পত্নী। ৩ (সভা ১।৪৩ টী) কীর্তি। ৪ (সুধা ৬৭) কান্তি। ৫ (ভচ ২১৯) মাতৃকান্যাসে প-বর্গের শক্তি। ৬ (হরি ৭।৮৮১) অতসী, মসিনা। ৭ হরিদ্রা, ৮ (হব ৩।১৭।২৩) ব্রহ্ম-বিদ্যা। **-কট** (হরি ৭।৮৮১) মসিনার ধূলি। **উমাঙ্গজ** (আচ ১।১৫১) শিব। **উমাপতি ধর** (গী গো ১।৪, রাধা ১২৭) শ্রীজয়দেবের সমসাময়িক কবি—যিনি বাক্য-বিস্তার মাত্র করিতে পারেন, কিন্তু কাব্য-গুণশালী রচনায় অক্ষম। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী।

উম্ভিত (সা কৌ ৪।১৬) [উভি পূরণে] পূরিত—বল।

উরগ (গীতা ১১।১৫) সর্প। **-নগর** (চৈনা ৪।১১) পাতাল। **-রিপু** (গোচ উত্তর ২৮।২০) গরুড়। **-লতা** (শ্যা ৯০) তাম্বূল।

উরঙ্গ (গোচ পূর্ব ১১।২৮) সর্প। **-বিদ্বিট্** (ভা ৪।২০।২২) গরুড়।

উরণ (ভা ৫।১৩।২) মেষ।

উরভ্র (গোচ পূর্ব ৩০।২৮) মেষ।

উররী, উরী, উরুরী [ব্য] স্বীকারে।

উরশ্ছদ (হরি ৫।৪৩১) [উরশ্ছাদয়ত্যনেনেতি] কবচ।

উরসিল (আচ ১৫।৩৪৮) প্রশস্ত-বক্ষাঃ।

উরস্ত, উরস্য (হরি ৭।৫৬১) হৃদয়-জাত। ২ পুত্র।

উরস্বান্ (হরি ৭।৯৪১) প্রশস্তবক্ষাঃ।

উরী [ব্য] স্বীকারে, ২ বিস্তারে। **-করণ** (গোলী ১৩।২৮), **-কার** (গোচ উত্তর ২৬।৬৯) স্বীকার। **-কৃত** (আচ ৩।১১) অঙ্গীকৃত, বিস্তৃত।

উরু (ভা ৮।১৩।৩৩) ইন্দ্রসাবর্ণির পুত্র। ২ (হ ১৬।২৫৮) দৈত্যরাজ বলির পার্ষদ দানব। ৩ (গোলী (১১।১৩৯, ৯।৪৪) শ্রেষ্ঠ, মহান্, উৎকৃষ্ট। **-ক্রম** (ভা ৬।১৮।৮) আদিত্যগণের দ্বাদশ বামন-দেব। ২ (ভা ৪।১২।২৮) শ্রীহরি। ৩ (ভা ৭।৮।৮) বহুবিক্রম । ৪ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ল৹-বর্ণের মূর্ত্তি। **-ক্রিয়** (ভা ৯।১২।১০) সূর্যবংশ্য বৃহদ্রণের পুত্র। **-গায়** (ভা ৩।৯।১১) শ্রীবিষ্ণু। ২ (সিন্ধু ২।১।১৬৭) ভক্তবিশেষ —জী। ৩ বহুবিধ গীত [প্রবন্ধ] —মু। **-ভ** (আচ ৫।১০৯) প্রচুর কান্তিশীল। **-ভয়** (ভা ১০।৮৭।২২) সংসার—স্বামী। **-মসি** (ভা ৫।৯। ১০) অতিমলিন। **উরুরী** [ব্য] স্বীকারে, ২ বিস্তারে। **-বল্ক** (ভা ৯।২৪।৪৯) বসুদেবের ঔরসে ও ইলার গর্ভে জাত পুত্র। **-বিন্দু** (উ ৪।৯) কস্তূরীরসচ্ছেদ। **-ব্যচাঃ** (হরি ৫।২৯২) [উরু বিচতীতি উরু—ব্যচ্+অসুন্] প্রেত-যোনি, ২ অতিব্যাপক। **-শৃঙ্গ** (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপবর্ত্তী পর্বত। **-শ্রবাঃ** (ভা ৯।২।২০) চন্দ্রবংশ্য সত্য-শ্রবার পুত্র। ২ (ভা ১০।৩৮।২১) মহাকীর্ত্তি। **-স্বন** (ভা ৫।১৮।২৫) বেদাত্মক নাদময়।

উরোজ (স্তব ১৭।৩২) স্তন।

উর্জিত (গোবি ১৪) বলী।

উর্বরিত (মুক্তা ৩৬৫) রক্ষিত। ২ (গোলী ১৫।১৪২) অবশিষ্ট।

উর্বশী (ভা ৬।১৮।৬) স্বর্গবেশ্যা, ইন্দ্র-কর্ত্তৃক শ্রীনারায়ণ ঋষির তপস্যায় বিঘ্ন করিবার জন্য বদরিকাশ্রমে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহার দর্শনে মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলন হয়, ঐ রেতঃ কুম্ভমধ্যে স্থাপিত হইলে তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম হয়।

উর্বী (গোবি ১০২) পৃথিবী। **-গীর্বাণ** (আচ ৮।১১৩) **-দিবিষদ্** (ব্রজ ১৬৯) ব্রাহ্মণ। **-রুহ** (দা ৪) বৃক্ষ। **-সুর** (চৈ কা ৩।৪) ব্রাহ্মণ।

উর্ব্যুপস্থ (ভা ১০।৪৪।২৫) ভূতল।

উলূকিকা (ভা ২।৭।২৭) পূতনা।

উলূকিনী (হরি ৭।৩৪২) [উলুকানাং সমূহ ইত্যর্থে ইন্ ঈপ্] পেচক-সমূহ।

উলূখল (গোলী ২১।৩০) গুগ্গুলু। [২ উদূখল]।

উলূপিকা (ভা ২।৭।২৭) পূতনা।

উলূপী (ভা ৯।২২।৩২) নাগকন্যা, অর্জুনের পত্নী। ইহার পুত্র—ইরাবান্।

উলুলূ (চৈনা ৪।৯) মহিলা-মুখো-চ্চারিত মঙ্গলধ্বনি।

উল্ব (গীতা ৩।৩৮) গর্ভবেষ্টন চর্ম—স্বামী। ২ জরায়ু—বি।

উল্বণ (ভা ১০।৪৪।৪৭) উৎকট, ২ (গৌবি ৬০) পরিস্ফুট। ৩ (ভা ৪।৯।১১) বহুব্যসনযুক্ত। ৪ (গোলী ৫।১৬) উজ্জ্বল। ৫ (ভা ৬।১৮।২৪) ক্রূর। ৬ (ভা ৪।১।৪১) ঋষি, বশিষ্ঠের পুত্র।

উল্মুক (গৌগ ৬৮) শ্রীবলদেবের পুত্র। ২ (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্বলার গর্ভে জাত সন্তান। ৩ (ভা ১০।১৬।২৪) জ্বলন্ত অঙ্গার, অলাতচক্র।

উল্লঙ্ঘন (শ্যা ৮) অতিক্রম।

উল্লল (সক ১৮) দোলায়মান, চঞ্চল। ২ (মালা রাস) অতিশয় অভিলাষী।

উল্ললিত (গৌবি ৬০) সংপোষিত। ২ (গোবি ৫৯) সুচঞ্চল। ৩ (দা ১১) উদ্ভাসিত, ৪ অতিসুন্দর।

উল্লসৎ (ভা ১।৩।৪) দেদীপ্যমান।

উল্লসিত (গোলী ১২।৪) উৎসাহ-যুক্ত। ২ (বৃভা ২।৪।৬৮) পরম শোভিত। **উল্লাঘ** (হরি ৫।৪০ [উৎ—লাঘৃ সামর্থ্যে+ক্ত] ব্যাধি-মুক্ত, ২ (আচ ১৪।২৩৮) নির্বিঘ্ন। ৩ দক্ষ, ৪ শুচি। **উল্লাঘন** (বিনা ৩।৪১) ব্যাধিমোচন।

উল্লালস (গোলী ৬।১০) উল্লাসযুক্ত।

উল্লাস (কাব্য ৯।৬৭) অর্থালঙ্কার-বিশেষ। একের গুণে বা দোষে অন্যের গুণ বা দোষ অথবা ব্যুৎক্রমে

দোষ বা গুণ হইলে 'উল্লাস' অলঙ্কার হয়। ২ (ভা ৭।১।৭) বৃদ্ধি—স্বামী। ৩ (আচ ১০।৪৫) উত্থাপন। ৪ (দশ ৪৪) আধিক্য। ৫ (উ ১৫। ৭৩) উদ্রেক। ৬ (বিনা) ৩।১৫ আনন্দ, ৭ প্রকাশ। ৮ (গীগো ১।৩৮) উৎসাহ—প্রবো। ৯ গ্রন্থ-পরিচ্ছেদ। **উল্লাসিকা** (হ ৮।১২৫) লপ্সীনামক খাদ্যদ্রব্য। **উল্লাসিত** (আচ ১৩।১৩৮) উদ্ভাবিত।

উল্লিখিত (হংস ৪৬) বিচিত্রীকৃত। ২ (গোলী ১১।২৯) ক্ষত-বিক্ষত। ৩ উৎকীর্ণ।

উল্লুণ্ঠ (চৈচ মধ্য ২।৬৬) পরিহাস।

উল্লেখ (ভা ১০।৩৬।৯) উৎক্ষেপ, ২ (শেষ ৪।৯, সার্কৌ ১১।৫) কোন একটি বর্ণনীয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা ও ভিন্ন ভিন্ন গুণের অনুসারে বহু-প্রকারে অবধারণকে 'উল্লেখ' অলঙ্কার বলে।

উল্লোচ (কৃগ ২৩০) চন্দ্রাতপবিশেষ; বিচিত্র বিচিত্র পুষ্প-বিন্যাসে নির্মিত, সূচীকার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান এবং খণ্ডিত কেতকিপত্র-সমূহে মল্লিকা-সমূহ ঝুলাইয়া ঝালর প্রস্তুত করিয়া দিলে 'উল্লোচ' হয়।

উল্লোল (বৃ ১০।৪৪) বৃহৎ তরঙ্গ। ২ (সভা ১।৬২২) অতি সতৃষ্ণ।

উবেকাচার্য (নাম টী ৩।৩) মীমাংসক-ধুরন্ধর কুমারিল-ভট্টপাদের ছাত্র এবং কুমারিল-কৃত 'শ্লোকবার্তিকের' টীকাকার। ইনি মণ্ডনমিশ্রের 'ভাবনাবিবেক' নামক গ্রন্থেরও টীকা করিয়াছেন। প্রবাদ শুনা যায় যে ইনিই উত্তররামচরিতাদি নাট্য-গ্রন্থ-প্রণেতা প্রসিদ্ধ ভবভূতি। ৬৭০—৭৫০ খৃষ্টাব্দই ইঁহার আবির্ভাবকাল বলিয়া ধারণা করা যায়।

উশৎ (ভা ৭।৭।২৪) শুদ্ধ, কমনীয়। ২ সুন্দররূপে সজ্জিত। **উশতী** (ভা ৪।২।১২) বেদলক্ষণা বাক্য। ২ কমনীয়া, পরম-সাধ্বী। **উশত্তম** (ভা ৩।২১।২০) শুদ্ধসত্ত্ব—স্বামী। ২ (ভা ১।৩।১৪) কমনীয়তম।

উশনাঃ (গীতা ১০।৩৭) শুক্রাচার্য। ২ (ভা ৩।১।২২) সরস্বতীর তীরবর্ত্তী তীর্থবিশেষ। ৩ (ভা ৪।১।৩৭) কবির পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৩।৩৩) শশবিন্দুর পৌত্র ও ধর্মের পুত্র—শতাশ্বমেধ-যজ্ঞকৃৎ।

উশিক্ (ভা ১।৫।১০) উত্তম, কমনীয়।

উশিক (ভা ৯।২৪।২) চন্দ্রবংশীয় কৃতির পুত্র।

উশীনর (ভা ১।১২।২০) গান্ধার দেশ, সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীর হইতে বর্ত্ত-মান কাবুল ও কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড। ২ (ভা ৯।২৩।২) চন্দ্রবংশ্য মহামনার পুত্র। **-রাজ** (ভা ৭।২।২৮) সুযজ্ঞ।

উশীর (ভা ১১।২৭।২৭) বেণামূল। **উশীরিক** (হরি ৭।৬৫২) [উশীরং পণ্যমস্যেতি ঠ] উশীর-নামক সুগন্ধি-দ্রব্য-বিক্রেতা।

উষতী (ভা ৬।১০।২৮) অকল্যাণী।

উষবুর্ধ (হরি ৬।৩৩৭) অগ্নি।

উষসা-নক্তম্ (হরি ৬।২৩০) উষা ও রাত্রির সমাহার। **-সূর্যম্** (হরি ৬। ২৩০) উষা ও সূর্যের সমাহার।

উষস্য (হরি ৭।৩৩৪) [উষঃ প্রাতর্দেবতাস্যেতি] উষোদেবতাক।

উষা [ব্য] প্রাতঃকালে।

উষিত (মাম ৮।৬২) দগ্ধ। ২ (হরি ৫।৫০) [উস্ বাসে+ক্ত] স্থিত, নিবিষ্ট।

উষীর (বিজয় ৯১।৫৮) বেণাতৃণ।

উষ্ট্রগোষ্ঠ (হরি ৭।৮৭৬) [উষ্ট্র+গোষ্ঠচ্] উষ্ট্রের স্থান।

উষ্ণ (গোলী ১১।৫৫) গ্রীষ্মকাল। ২ (গোলী ১৭।৫৪) মদ, ৩ ক্রোধ। ৪ (সিন্ধু ২।৫।৭৭) ভাবের অবস্থা-দ্যোতক। বিষাদাদি দুঃখময় ভাব-গুলিকে 'উষ্ণ' বলা হয়, ইহা কিন্তু প্রায়িকী সংজ্ঞা, যেহেতু বিষাদাদি দশাতেও শ্রীকৃষ্ণের আন্তর স্ফূর্ত্তির বিদ্যমানতায় প্রাকৃত বুদ্ধিতে দুঃখ-জনক মনে হইলেও কিন্তু বস্তুতত্ত্ব-বিচারে সুখই হইয়া থাকে। উৎ-কণ্ঠা ও শঙ্কার প্রাধান্যে রতিতে স্বতঃই উষ্ণতা থাকে।

উষ্ণক (হরি ৭।৯২০) দক্ষ, অনলস, ক্ষিপ্রকারী।

উষ্ণগু (ভা ১০।৭৬।১৭) সূর্য।

উষ্ণঙ্করণ (হরি ৫।৪৬০) [উষ্ণং করোত্যনেনেতি উষ্ণ-কৃঞ্+টন্] উষ্ণতাবিধায়ক বস্তু।

উষ্ণতা (আচ ১।৬২) কৃত্রিম কোপ, ২ তপ্ততা। ৩ (সিন্ধু ১।৩।৬১) উত্তরোত্তর অভিলাষ-বৃদ্ধিবশতঃ অশান্তস্বভাবে রতির উষ্ণতা হয়।

উষ্ণিক্ (হরি ৫।২৭০) [উৎ—ষ্ণিহ প্রীতৌ+নিপাতনাৎ ক্বিপ্] সপ্তাক্ষর-পাদক বৈদিক ছন্দোবিশেষ।

উষ্ণিহা (হরি ৭।১৮৭) উষ্ণিক্ ছন্দোবিশেষ।

উষ্ণীষ (গোলী ৩।৭০) শিরোবন্ধন [পাগড়ি], ২ কিরীট।

উষ্ম (গোপা ২৪) নিদাঘ, ২ (চৈনা ১।৪) ক্রোধ। ৩ (ভা ১২।৬।৩৮)

শ ষ স হ—এই চারি বর্ণ। ৪ (গো লী ১৬।৫১) উত্তাপ, ৫ অভিমান।
উষ্মক (প্রে ১৪ গ) গ্রীষ্মকাল। ২ উষ্মকদর্শন-নামা শ্রীমাধব-শিষ্য।
উষ্মপ (গীতা ১১।২১, হ ৩।৩৪৫) পিতৃদেবতাবিশেষ। **উষ্মা** (সিন্ধু ৪।৬।৪) গর্ব, ক্রোধ, সন্তাপ—স্ত্রী। ২ (আচ ১৪।৭৩) প্রতাপ। ৩ (হ ২।৫৮) অগ্নির কলা-বিশেষ।
উস্র (আচ ১৩।১১১) কিরণ। ২ (ভা ২।১।২৯) তেজোময় দেবতা। ৩ (গোচ পূর্ব ১২।৩২) ধেনু। ৪ বৃষ, ৫ লতা, ৬ পৃথিবী।
উহ (হ ৮।২৮১) [ব্য] হর্ষে, ২ প্রসিদ্ধে।

ঊ

ঊ[1] (হরি ৫।২৮২) [বেঞ্‌ তন্তু-সন্তানে+ক্বিপ্‌] সেলাই। ২ [অব রক্ষণে+ক্বিপ্‌] রক্ষক। ৩ মহাদেব, ৪ চন্দ্র।
ঊ[2] [ব্য] দুঃখে। ২ সম্বোধনে। ৩ বাক্যারম্ভে, ৪ দয়ায়।
ঊঢ় (আচ ১৭।৬২) [বহ প্রাপণে+ভাববাচ্যে ক্ত] প্রাপণ। ২ (ভাবনা ১০।৪১) অঙ্গীকৃত, ধৃত। ৩ বিবাহিত। **ঊঢ়ি** (হরি ৫।৪৪৫) [বহ+ক্তি] বিবাহ, ২ বহন।
ঊত (আচ ২১।৫৬) [বেঙ্‌+ক্ত] গ্রথিত। ২ [অব+ক্ত] রক্ষিত। **ঊতি** (ভা ১২।৭।৮) জীবাশয়বাসনা—স্বামী। (তত্ত্ব ৫৫।৫৬) স্থিতিকালে জীবগণের বিবিধ কর্ম-বাসনা—যাহার ফলে ভবিষ্যতে সুকৃতি বা দুষ্কৃতি ভোগ করে। ২ (ভগ ৩৮) লীলা। ৩ (হরি ৫।৪৪৩) [বেঞ্‌ তন্তুসন্তানে+ক্তি] বয়ন, সেলাই। ৪ [অব পালনে+ক্তি] রক্ষা।
ঊধস্য (হরি ৭।৭০৭) [ঊধসি হিতমিতি য] পালানের হিতকর [দুগ্ধ]।
ঊধস্বতী (ভা ১।১০।৪) স্থূল-ক্ষীরাশয়-বিশিষ্টা গো।
ঊন [ঊন হানৌ অচ্‌] অসম্পূর্ণ, হীন।
ঊম্‌ [ব্য] গর্বে, ২ ক্রোধে, ৩ নিন্দায়, ৪ প্রশ্নে।
ঊররী,ঊরী, ঊরুরী [ব্য] স্বীকারে, ২ বিস্তারে।
ঊরব্য (হরি ৭।৬৮০) [উরু বিধ্যতীতি উরু+য] বৈশ্যজাতি।
ঊরু (ভা ৮।১৩।১৩) চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির পুত্র। ২ জানুর উপরি-ভাগ। **-ক্রিয়া** (ভা ৯।১২।১০) সূর্যবংশীয় বৃহদ্রণের পুত্র। **-দঘ্ন, -দ্বয়স** (হরি ৭।৮৮৪) উরু-পরিমিত। **-বলী** (হরি ৭।৯৮৬) [উরুবল+মত্বর্থে ইনি] উরু-বল-বিশিষ্ট। **-ভিন্নী** (৭।১৯৮) যে নারীর উরু ভিন্ন হইয়াছে।
ঊর্ক (হরি ৫।৩৬০) [ঊর্জ্‌ বলপ্রাণনয়োঃ+ক্বিপ্‌] তেজঃ, ২ বল। ৩ (হরি ২।১১০) কার্তিক মাস, ৪ উৎসাহ, ৫ প্রাণন, ৬ জল [ক্লীবে]।
ঊর্জ (ভা ৪।১৩।১২) বৎসরের ঔরসে স্বর্বীথীর গর্ভে জাত পুত্র। ২ (গীতা ১০।৪১) প্রভাব বলাদি। ৩ (রতি ৫।৮২) কার্তিক মাস। ৪ (ভা ৬।৪।৮) ভক্ষ্য—স্বামী, ৫ অন্নবিনা ফলাদি খাদ্য—বি। ৬ (গোচ পূর্ব ৩০।৩২৯) জল।
ঊর্জকেতু (ভা ৯।১৩।২২) জনক-বংশীয় সনদ্বাজের পুত্র উর্ধ্বকেতু।
ঊর্জন্য (কৃগ ২২) শ্রীনন্দমহারাজের পিতৃব্য বল্লব।
ঊর্জস্বৎ (ভা ৪।১৮।১০) বলপ্রদ।
ঊর্জস্তম্ভ (ভা ৮।১।২০) স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম।
ঊর্জস্বতী (ভা ৫।১।২৪) প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে ও বর্হিষ্মতীর গর্ভে জাতা কন্যা। ২ (ভা ৬।৬।১২) প্রাণ-নামক বসুর ভার্যা ও আয়ুঃপ্রভৃতির মাতা।
ঊর্জস্বল (গোচ উত্তর ১৬।৫৬) [ঊর্জো বলমস্ত্যাস্তীতি বলচ্‌] বলবান্‌।
ঊর্জস্বান্‌ (ভা ৩।২০।৪২) সত্ত্ববান্‌—স্বামী। **ঊর্জস্বী** (গোচ পূর্ব ৩০।৪৮) মহাবলী। ২ (শেষ ৪।৭২, ৩।১৬) রসাভাস বা ভাবাভাস ইতর রসাদির উপকারক হইলে 'ঊর্জস্বী' অলঙ্কার হয়। রস বা ভাব অনুচিত-প্রবৃত্ত (পর-নায়িকা বা পশুপক্ষি-আদি তির্যক্‌-জাতিগত) হইলে

রসাভাস বা ভাবাভাস ঘটে। এই আভাসই যদি অন্য রসের অঙ্গ হয়—তবেই 'ঊর্জস্বী' অলঙ্কার হইবে। 'ইতরাঙ্গ' শব্দ দ্রষ্টব্য।

ঊর্জা (ভা ৪।১।৪০) কর্দম ঋষির পত্নী দেবহূতির গর্ভে জাতা কন্যা ও বসিষ্ঠের পত্নী। ২ (ভা ১০।৩৯।৫৫) ইন্দ্রিয়শক্তি—সনা] ৩ অন্তরঙ্গা লীলাশক্তি—ইহার বিভূতি ভূলোকস্থা তুলসী।

ঊর্জাদর (সিন্ধু ১।২।২২১) কার্তিকাখ্য দামোদর-মাসে নিয়মপূর্বক সেবা-বিধান। মথুরায় ঊর্জা-ব্রতের বৈশিষ্ট্য—মথুরায় কার্ত্তিকে একটিবারও শ্রীদামোদরপূজা সংঘটিত হইলে অন্য সাধন না থাকিলেও মানব সহসা সুদুর্লভা হরিভক্তি লাভ করে। চতুঃ-ষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম।

ঊর্জিত (ভা ৯।২৩।২৭) কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের পুত্র] ২ (চৈত ১।৩।৩) অতর্ক্য-ঐশ্বর্যযুক্ত, সর্বতো বলীয়ান্। ৩ বুদ্ধিযুক্ত।

ঊর্জেশ্বরী (মালা উৎ ২০) কার্ত্তিকাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা।

ঊর্ণ (ভা ১২।১১।৪২) যক্ষ।

ঊর্ণনাভি (ভা ১১।৯।২১) দীর্ঘসূক্ষ্ম কীট-বিশেষ, যাহার মুখ হইতে সূত্র উদ্‌গীর্ণ ও নিগীর্ণ হয়। **ঊর্ণপদ** (ভা ৪।৬।৩৭) মাকড়শা।

ঊর্ণা (ভা ১১।২১।৩৭) সূত্র, মাকড়শার জাল। ২ (ভা ৫।১৫।১৪) মনু-বংশীয় চিত্ররথের স্ত্রী। ৩ (তর ১০।৮৫।৬৫) ব্রহ্মার কুমার মরীচি মুনির পত্নী—ইহার গর্ভে স্মর, উদ্‌গীথ, পরিসঙ্গ, ক্ষুদ্রভূক্, পতঙ্গ, মুনি প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মে—ইঁহারা ব্রহ্মাকে উপহাস করায় শাপভ্রষ্ট হন, প্রথমতঃ কালনেমির, পরে হিরণ্য-কশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত পরে দেবকীর গর্ভে জন্ম পাইয়াও কংসের হস্তে নিহত হইলেন; সুতলে বলির নিকট অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণরামকর্তৃক আনীত হইয়া শোকাকুলা দেবকীর শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট স্তনপান করিয়া উদ্ধার লাভ করেন। **ঊর্ণাংশুক** (হ ৪।৭৩) রোমজ বসন। **ঊর্ণায়ু** (হরি ৭।৯৭৩) [ঊর্ণা+মত্বর্থে যুস্] মেষ-কম্বল। **ঊর্ণাবস্ত্র** (হ ৪।১৫৩-৬০) বায়ু, অগ্নি, সূর্যচন্দ্রকিরণে রোমজ বস্ত্র শুদ্ধ হয়। রোমবস্ত্র রেতঃস্পৃষ্ট, শবস্পৃষ্ট, ছিন্ন, সন্ধিত (শেলাই করা), দগ্ধ, রজকধৌত, মলমূত্রলিপ্ত বা শুক্রস্পৃষ্ট হইলেও সর্বথা বিশুদ্ধ। পিতৃকর্ম, দৈবকর্ম বা মানুষ-কর্মে সকল কার্যেই রোমবস্ত্র প্রশস্ত।

ঊধ্বর্গ (ভা ১০।৬১।১৫) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী লক্ষণার গর্ভজাত পুত্র।

ঊধ্বর্জ্ঞু (হরি ৬।৩।৪২) [ঊধ্বর্ং গতে জাহ্নী যস্য] ঊর্দ্ধজানু।

উদ্ধ্র্পুণ্ড্র (রত্ন টী ৩।৩৭) তিলক-রচনা। **ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিধি** (হ ৪।১৭৭-২৪৪;) ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-নিত্যতা—সন্ধ্যা-কালে ও প্রভাতে অর্চনাদি যাবতীয় ব্যাপারে ভগবৎপ্রীতির জন্য নিজেরও কল্যাণ ও রক্ষার্থ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ বিহিত। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ ব্যতীত কর্ম-সম্পাদন ব্যর্থতাই আনয়ন করে—বক্ষোবাহুবাহুমূল প্রভৃতিতে বক্রপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্র, অশ্বত্থপত্রাকৃতি, বংশপত্রা-কৃতি বা পদ্মকলিকাকৃতি তিলকধারণ বৈষ্ণব-সম্মত নহে। কপালে কিন্তু অশ্বত্থপত্রাকারাদি দোষার্হ নহে। কেহ কেহ বলেন—মন্ত্রপূত হইলে উহারা আর মোহন হয় না।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-মাহাত্ম্য—ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যস্থলে শ্রীনারায়ণ কমলাসহ বিরাজ করেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্বক কৃত যাবতীয় ব্যাপার অনন্ত ফল-দায়ক হয়। অপবিত্র, আচার-ভ্রষ্ট বা মনে মনে পাপানুষ্ঠায়ীও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণে সদা পবিত্র হন। শ্রাদ্ধকালে ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রধারণে বা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী বৈষ্ণব-ভোজন করাইলে অনন্ত ফল হয়।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-নির্মাণবিধি—দর্পণে বা জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া দশাঙ্গুল-প্রমাণ, (নবাঙ্গুলে মধ্যম ও অষ্টাঙ্গুলে অধম) নাসামূল হইতে আরম্ভ করত ললাটদেশের শেষ পর্যন্ত তিলক রচনা বিধেয়। হরিচরণাকৃতি, মধ্যে ছিদ্র-যুক্ত, নখস্পর্শরহিত করিয়া রচনাই সম্মত। বর্তুল, তির্যক্, হীন, খর্ব, অতিদীর্ঘ, অতিকৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে লগ্ন, মূলে স্থানচ্যুত, মলিন, রুক্ষ বা পরস্পর লগ্ন তিলক বিফল। তিলকরচনা-বিষয়ে অঙ্গুলি-নিয়ম—অনামা অভীষ্টদা, মধ্যমা আয়ুষ্করী, অঙ্গুষ্ঠা পুষ্টিকরী এবং তর্জনী মোক্ষদা। মৃত্তিকা—গিরিশিখর, নদীতীর, বিল্ব-মূল, জলাশয়, সাগরকূল, বল্মীক, বিশেষতঃ হরিক্ষেত্র এবং যেস্থলে নিত্য বিষ্ণুর স্নানোদক নিপতিত হয়—সেইসব স্থানের মৃত্তিকাই প্রশস্ত। শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কটগিরি, শ্রীকূর্ম, দ্বারকা, প্রয়াগ, নরসিংহতীর্থ, বরাহক্ষেত্র তুলসীবন প্রভৃতি হইতে মৃত্তিকা লইয়া তিলক রচনা করিবে। গোপী-চন্দনের মাহাত্ম্যাতিশয় পাদ্মে, স্কান্দে ও গারুড়ে সুব্যক্ত। তুলসীমূল-

মৃত্তিকাও অতিপ্রশস্ত।

ঊর্দ্ধবাহু (ভা ৮।৫।৩) পঞ্চম রৈবত মন্বন্তর কালে ঋষিদের অন্যতম। **°মন্থী** (ভা ৫।৩।২১) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—স্বামী। **-রেতাঃ** (ভা ৪।১।১৫) সন্ন্যাসী। [২ মহাদেব, ৩ সনকাদি মুনি, ৪ ভীষ্ম]। **-রোমা** (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থ পর্বত। ২ (ভা ৬।১।২৮) ঊর্ধ্বমুখরোমযুক্ত যমদূতাদি। **-লোক** (ভা ২।১।২৭) ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সব লোক।

ঊর্মি (বিনা ৪।৪০, বৃভা ২।৫।১৬৬) তরঙ্গ, ২ কামাদি ষড়্‌রিপু, ৩ পরস্পরা। [৪ বেগ, ৫ প্রকাশ, ৬ উৎকণ্ঠা, ৭ বুভুক্ষাদি।] **ঊর্মিকা** (লহরী ২০।১৫) অঙ্গুরীয়। ২ তরঙ্গ। **ঊর্মিমালী** (আচ ১৮।২৩) সমুদ্র। **ঊর্মিলা**—শ্রীলক্ষ্মণের পত্নী, জনকের কন্যা।

উলুক [উল্+উকচ্] পেচক।

উষণ (আচ ১৭।১৬৬) সন্তাপ। [২ মরিচ, ৩ পিপ্‌পলীমূল, ৪ শুণ্ঠী, ৫ চই]। **উষণা** (আচ ১১।২১০) [উষ রুজায়াং স্বাদিঃ] পীড়া।

উষর (লনা ৬।৩) ক্ষার-মৃত্তিকাযুক্ত দেশ।

উষা (ভা ৬।৬।১৬) বিভাবসুর ভার্যা ও বুষ্টাদির মাতা। ২ (ভা ১০।৬২।১) বাণাসুরের কন্যা ও অনিরুদ্ধের পত্নী। ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ন-বর্ণের শক্তি।

উষী (মুক্তা ১৩।১৪) উষরভূমি—কৈ।

উষ্ম [উষ্‌+ম] শীতবিরোধী স্পর্শ, ২ নিদাঘকাল।

উহ (আচ ৪।৩৪) বিতর্ক, ২ (সিন্ধু ২।৪।১৩১) বস্তুতত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য বিচার। **উহন** (প্র ৯৬) বিচার। **উহা** (হরি ৫।৪৪৫) [উহ—বিতর্কে +অ+টাপ্] বিতর্ক, ২ অনুমান, ৩ অধ্যাহার। **উহিত** (চৈকা ৬।৫৫) তর্কিত।

ঋ ঋ

ঋ[1] (ভা ৫।১৭।২২) বেদমাতা, ২ লক্ষ্মী—স্বামী। ৩ দেবমাতা—বি।

ঋ[2] [ব্য] সম্বোধনে, ২ গর্হণে, ৩ বাক্যে। ৪ পরিহাসে।

ঋক্ (চৈচ মধ্য ২৫।৯১) বেদমন্ত্রবিশেষ।

ঋক্‌থ [ঋচ্+থক্] ধন, ২ স্বর্ণ, ৩ দায়রূপ ধন।

ঋক্‌পরিশিষ্ট (রত্ন ২।২২) শ্রুতিবিশেষ।

ঋক্ষ (ভা ৩।১১।১৩) অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭ নক্ষত্র। ২ (হ ১৫।৬৬২) ভল্লুক। ৩ (ভা ৪।১।১৪, ৫।১৯।১৬) গণ্ডোআনা রাজ্যের অন্তর্গত পর্বত। সপ্ত কুলাচলের অন্যতম—বর্ত্তমান বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণপূর্বাংশ—ইহার মধ্য দিয়া নর্মদা নদী প্রবাহিত হইতেছে। ৪ (ভা ৯।২২।৩) সোমবংশ্য অজমীঢ়ের পুত্র। **-মৌলি** (সিন্ধু ২।১।৯৩) জাম্ববান্।

ঋগ্‌যজুষম্ (হরি ৭।১৩৩) ঋক্ ও যজুর সমাহার।

ঋচীক (ভা ৯।১৫।৫) ঔর্বের পুত্র ঋষিবিশেষ। ২ ভৃগুর পুত্র। তিনি গাধি রাজার দুহিতা ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ভগিনী সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। সত্যবতী ভৃগুর বরে জমদগ্নিকে প্রসব করেন।

ঋচীষ [ঋচ্+কীষন্] পিষ্টপচনপাত্র।

ঋচ্ছন (আচ ২।১।৩) গতি।

ঋজিমা (হরি ৭।৮৩৭) [ঋজু+ইমনি] সারল্য।

ঋজীষ (ভা ১০।১৮।৪) স্নিগ্ধ—স্বামী। ২ (গোলী ৩।৫৫) পিষ্টপচন, ভর্জনপাত্র।

ঋজু (চৈত ৩।২৫।২৬) সুখসাধ্য, ২ অকুটিল। ৩ (ভা ৯।২৪।৫৪) চন্দ্রবংশ্য বসুদেবের পুত্র।

ঋত (ভা ৪।১।৩৯) ধর্মপত্নী শ্রদ্ধার পুত্র। ২ (ভা ৯।১৩।২৫) সূর্যবংশ্য বিজয়ের পুত্র। ৩ (ভা ৪।১৩।১৬) চক্ষুর্নামক মনুর পুত্র। ৪ (ভা ২।৯।৩৩) সত্য—শ্রীনি। ৫ (ভা ১১।১৯।৩৫) প্রিয়া ও সত্যা বাণী। ৬ (হ ১১।৫১২) ব্রহ্ম, ৭ বেদ। ৮ আ ১১৩) পূজিত, দীপ্ত। ৯ (গোভা ১।২।১১) শুভাশুভ কর্মের নিশ্চিত ফল। ১০ (গোভা ১।১।১২) শাস্ত্রার্থে নিশ্চিতা বুদ্ধি। ১১ (ভা ৭।১১।১৯) উঞ্ছ ও শিল [ক্ষেত্রে

স্বামিত্যক্ত শস্যশীর্ষগ্রহণ ও আপণ ইত্যাদিতে পতিত শস্যকণাসংগ্রহ]। ১২ (ভা ১০।৮৭।২৫) নিত্য—সনা। ১৩ অব্যয় ব্রহ্ম—প্রবো। ১৪ (চৈত ৩।৯।১৫) ভগবন্নাম। **-গীঃ** (ভা ১০।৪৮।২৬) সত্যসঙ্কল্প। **-ধামা** (ভা ৮।১৩।২৮) দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্র-সাবর্ণির সময়ে ইন্দ্রের নাম। ২ (ভা ৯।২৪।৪৪) সোমবংশ্য বসুদেবের ভ্রাতা কঙ্কের পুত্র। **-ধ্বজ** (ভা ৩।১২।১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ২ (ভা ৬।১৫।১৫) সিদ্ধেশ্বর, জ্ঞানোপদেষ্টা। ৩ (ভা ৯।১৭।৬) কাশীরাজ-পুত্র প্রতর্দন। **-পান** (গোভা ১।২।১১) কর্মফলভোগ। **-ম্ভর** (ভা ৬।১৩।১৭) সত্যপালক শ্রীহরি। **-ম্ভরা** (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থা নদী। **-ব্রত** (ভা ৫।২০।২৭) শাক-দ্বীপস্থ ভগবদুপাসক। **-সেন** (ভা ১২।১১।৪১) জনৈক গন্ধর্ব।

ঋতি (ভা ৫।১৫।৬) নক্তের পত্নী ও রাজর্ষি গয়ের মাতা। ২ (তর ৫।৭।৬) মহারাজ ভরতের বংশধর। ৩ (গোচ পূর্ব ১৩।৬৬) কল্যাণ। [৪ গতি, ৫ স্পর্ধা, ৬ নিন্দা, ৭ শত্রু, ৮ পথ]।

ঋতিঙ্কর (হরি ৫।২৫২) [ঋতি—কৃঞ্‌+খচ্‌] শুভজনক। ২ পীড়াকর।

ঋত্বিক্‌ (মুক্তা ১।১৪) [ঋতৌ যজতী'ত ঋতু—যজ্‌+ক্বিপ্‌] যজ্ঞকৃৎ।

ঋতীয়মান (গোচ পূর্ব ৩৩।৩০৯) [ঋত ঘৃণায়াং] ঘৃণাজনক।

ঋতীয়া (আচ ৮।২২) [ঋত—ঈয়ঙ্‌-ভাবে অ] ঘৃণা।

ঋতু (সুধা ৫৮) [ঋ গমনে+তু 'অর্ত্তেশ্চ তুঃ'] বিচিত্রগুণে স্বভক্ত-মনোহারী। ২ (ভা ১২।১১।৪৩) যক্ষ। [৩ কালভেদ, ৪ স্ত্রী-কুসুম]। **-পর্ণ** (ভা ৯।৯।১৭) সূর্যবংশ্য অযুতায়ুর পুত্র। ইনি ভগীরথের পঞ্চম অধস্তন। নলরাজের কলি-প্রবেশ-কালে ইনি তাঁহাকে অক্ষবিদ্যা শিক্ষা দিয়া স্বয়ং অশ্বচালনবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। **-রাজ** (আচ ১৭।১৯) বসন্ত।

ঋতে [ব্য] বিনা।

ঋতেয়ু (ভা ৯।২০।৪) সোমবংশ্য রৌদ্রাশ্বের পুত্র।

ঋদ্ধ (গোলী ১২।৩১) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; [২ পকমর্দিত ধান্য, ৩ সিদ্ধান্ত, ৪ বৃদ্ধি]।

ঋদ্ধি (ভা ৪।২৪।৪৮) উৎকর্ষ—স্বামী। ২ সম্পত্তি। ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকা-ন্যাসে ব-বর্ণের শক্তি। ৪ (কৃক্ত ৮) মঙ্গল কর্মারম্ভে অভ্যর্থিত ব্রাহ্মণ-গণদ্বারা 'ঋদ্ধি'-শব্দের পাঠন। ইহা স্বস্তিবাচনের অঙ্গ। 'অস্য কর্মণো ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত'—যজমান এই বাক্য পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ-গণ বলিবেন—ওঁ ঋধ্যতাম্‌, ওঁ ঋধ্যতাম্‌, ওঁ ঋধ্যতাম্‌, তৎপরে বলি-বেন—'ঋধ্যাম স্তোমং সনুয়াম বাজ-মানো মন্ত্রং সরথেহোপ যাতম্‌। যশো ন পক্কং মধু গোষ্বন্ত-রা ভূতাংশো অশ্বিনোঃ কামমপ্রাঃ॥' [ঋগ্বেদ° ১০।১০৬।১১]।

ঋদ্ধিকা (ভা ১০।১৩।২৫) আধিক্য—স্বামী।

ঋভু (ভা ২।৭।৪৩) ব্রহ্মার পুত্র—ঊর্দ্ধরেতা। ২ (ভা ৬।১৫।১২) জ্ঞানোপদেষ্টা সিদ্ধ ঋষি। ৩ (ভা ৪।৪।১৩) দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে তাঁহার অনুচরগণ দক্ষের লোকগণকে আক্রমণ করেন। দক্ষের পুরোহিত ভৃগু আহুতি দিলে তাহা হইতে ঋভুগণের আবির্ভাব হয়। ৪ দেবতা।

ঋভুক্ষাঃ (হরি ২।১২০) ইন্দ্র।

ঋষভ (ভা ১।৩।১৩) আগ্নীধ্রপুত্র নাভির ঔরসে ও মেরুদেবীর গর্ভে আবির্ভূত বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। ইনি স্বয়ং প্রব্রজ্যাগ্রহণ করত পারম-হংস্যধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। ২ (ভা ৫।১৬।২৬, ১৯।১৬) সুমেরুর মূলস্থিত পর্বত। ৩ ক্ষীরোদসাগরস্থিত ধবল পর্বত। ৪ (সস কৃষ্ণ ২৬) আয়ুষ্মৎ-পুত্র, মন্বন্তরাবতার। ৫ (ভা ১।১৪।২৯) যদুবংশ্য যুধাজিতের পুত্র, ইহার পুত্র শ্বফল্ক ও পৌত্র—অক্রুর। ৬ (ভা ৯।২২।৭) সোমবংশীয় উপরি-চর বসুর পুত্র। ৭ (ভা ৫।২০।৩৯) লোকালোক পর্বতস্থিত দিগ্‌-গজ। ৮ (ভা ১।১৪।৩১) শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ৯ (চৈত ৫।৫।১৯) শ্রেষ্ঠ। ১০ (ভা ৪।২৫।২১) ভর্তা—স্বামী। ১১ (ছ ২।১২১) প্রতিপাদে পঞ্চ-দশাক্ষর - ছন্দোবিশেষ। ১২ (ভা ৬।১০।১৯) অসুরবিশেষ। **-গজবিলসিত** (ছ ২।১২৪) প্রতিচরণে ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-তর** (হরি ৭।১০৫২) ভারবহনশক্ত বৃষ। **-দেব** (ভা ৮।১৩।২০) নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণির সময়ে আবির্ভূত ভগবৎকলা। **-ধ্বজ**—মহাদেব।

ঋষি (ভা ২।৩।১৩) [দৃশ্‌+কিন্‌] পরব্রহ্মদ্রষ্টা। ২ (ভা ২।৪।২১) জ্ঞানপ্রদ—স্বামী। ৩ (গীতা ৫।২৫) সম্যগ্‌দর্শী, ৪ তত্ত্বদ্রষ্টা। ৫ (ভা ৫।১৭।২২) মন্ত্র—স্বামী। ৬

(ভা ৩।৩১।২২) গর্ভস্থ জীব—স্বামী। ৭ (মুক্তা ১।২৮) সত্যবাক্য—কৈ। ৮ (ভগ ৯৭) বেদ। ৯ (ভগ ১০০) ব্রহ্ম। ১০ (বৃ ভা ২।১।১০৯) যিনি ঊর্দ্ধরেতাঃ, তপস্যাপ্রখর, নিয়তভোজী, সংযমী, শাপানুগ্রহে সমর্থ ও সত্যসন্ধ—তিনিই 'ঋষি পদ বাচ্য [দেবল]। **-কুল্যা** (ভা ৫। ১৯।১৭) ভারতবর্ষীয়া নদী। ২ (ভা ৫।১৫।৬) ভুমার পত্নী ও উদ্গীথের মাতা। ৩ (ভা ৩।১৬।১৩) ঋষিকুলের যোগ্যা বা হিতকারিণী। **-তর্পণ** (হ ১৫।২৪৫ টী) শ্রাবণী পূর্ণিমায় শাখাভেদে বহুবিধ ঋষি-তর্পণের উল্লেখ থাকিলেও কিন্তু মহানুভব বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক অসংগৃহীত হওয়ায় এবং বৈষ্ণবদের ইহাতে আদর-বিশেষ না থাকায় শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত হয় নাই। **-মণ্ডল** (ভা ৯।১৬।২৪) সপ্তর্ষিচক্র। 'কশ্যপো হত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গোতমঃ। জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥' **-যজ্ঞ**—গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত বেদাধ্যয়ন বা ব্রহ্মযজ্ঞ। **-লোক** (ভা ৭।১২।১৭) মহর্লোক।

ঋষীবহ (হরি ৬।২৩৫) [ঋষি—বহ +অচ্] মুনির আনয়নকারী।

ঋষ্টি (ভা ১০।৫৯।১৩) খড়্গবিশেষ—সনা, জী।

ঋষ্য (ভা ৯।২২।১১) সোমবংশ্য দিলীপের পুত্র। ২ (ভা ৩।৩১। ৩৬) মৃগ।

ঋষ্যক (হরি ৭।৩৮৯) ঋষ্যের নিবাসস্থল।

ঋষ্যমূক (ভা ৫।১৯।১৬) নীলগিরি ও পূর্বঘাট গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থ ও কিষ্কিন্ধ্যার (বেলারি) ও পূর্বঘাট রেলষ্টেশনের সন্নিহিত তুঙ্গভদ্রাতীরস্থিত পর্বতমালা।

ঋষ্যশৃঙ্গ (ভা ৮।১৩।১৫) অষ্টম মন্বন্তরে সার্বণির কালে সপ্তর্ষির অন্যতম। ২ (ভা ৯।২৩।৮) ঋষি—রাজা লোমপাদের পালিতকন্যা শান্তার স্বামী।

ঋষ্যাদিন্যাস (হ ৫।১৬৫) অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি-প্রভৃতি যে সপ্তভাগ আছে, তাহাদ্বারা ক্রমশঃ মস্তক, মুখ, হৃদয়, স্তনদ্বয় ও হৃদয়ে (বারদ্বয়) অর্থাৎ মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দঃ, হৃদয়ে দেবতা, স্তনদ্বয়ে বীজ ও শক্তি এবং হৃদয়ে প্রকৃতি ও অধিষ্ঠাত্রীর ন্যাস করিবে। প্রয়োগ—

"অষ্টাদশাক্ষর-শ্রীগোপাল-মন্ত্রস্য নারদায় ঋষয়ে নমঃ" ইত্যাদি।

ৠ[1] [ব্য] বাক্যারম্ভ, ২ রক্ষা, ৩ নিন্দা, ৪ ভয় প্রভৃতি অর্থে।

ৠ[2] (গৌবি ১১৪) দেবমাতা। ২ দানবমাতা, [৩ স্মৃতি, ৪ গতি]।

ৠভু (গৌবি ১১৩) দেব-বিশেষ।

ঌ ৡ

ঌ (গোবি ৫৪) দেবমাতা, ২ ভুমি, ৩ পর্বত।

ঌতক (কবি ১১৪) যজ্ঞীয় দ্রব্য-বিশেষ।

ৡ (গোবি ৫৪) দেবনারী, ২ মাতা, ৩ মহাদেব।

এ

এ[1] [ই+বিচ্] বিষ্ণু (একাক্ষর কোষ)।

এ[2] [ব্য] স্মরণে, ২ সম্বোধনে, ৩ আহ্বানে, ৪ অসূয়ায়, ৫ অনুকম্পায়।

এক (ভা ৪।৯।১৬) অখণ্ড। ২ (ভা ১০।৭৪।৪) সজাতীয়-ভেদরহিত—বি। ৩ (রত্ন টী ৬।৮২) স্বতন্ত্র। ৪ (সুধা ২) মুখ্য। ৫ (সুধা ৯১) [ইন্ গতৌ+কন্] বহুরূপ সত্ত্বেও অদ্বৈত। ৬ (ভা ২।৫।৪) অসহায়। ৭ (ভক্তি ১) অব্যভিচারী। ৮ (ভা ৯।১৫।২) সোমবংশ্য রয়ের পুত্র। ৯ অন্য, কেবল। **-ক** (হরি ৭।১০। ৬৭) অসহায়। **-কুণ্ডল**—বলরাম, ২ কুবের। **একজিল** (গোচ

উত্তর ২।৬৫) একজনকে যে গিলিতে পারে। -চক্র (ভা ৬।৬।৩১) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব। [২ হরিগৃহ, ৩ সূর্যরথ, ৪ একচক্রাধাম]। -চর্যা (ভা ১০। ৫১।৫৪) পরমভক্তি—সনা, ২ একান্ত-নিষ্ঠা—জী। ৩ একাকী বিচরণ-শীলতা—বি। -চারী (ভা ১১।৯। ১৪ একাকী, ২ (গোচ উত্তর ১১। ৭০) বিরল-চর। ৩ (বিপু ৫।৪।৪) তাপস। -চেতাঃ (ভা ৬।৫।২১) ঐক্যমতযুক্ত।

একজীববাদ (গোভা ১।১।১ টী, ভা ১।১।১ টী) শাঙ্কর-বেদান্ত-দর্শনে সমর্থিত সমগ্র জীবগণের ঐক্য-কল্পনা। অহং-অভিমানী দ্রষ্টা জীবই একমাত্র প্রাণবান্ ও সক্রিয়, আর পরিদৃশ্যমান সমস্ত জীব ও জগৎই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় নির্জীব ও নিষ্ক্রিয়। এক দ্রষ্টা জীব ব্যতীত দ্বিতীয় জীব নাই,এই জন্যই ইহার নাম—একজীব-বাদ। জীবই নিজের অজ্ঞানে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত। দেহভেদে জীব-ভেদের ভ্রান্তি হয়। গুরু, শাস্ত্র, সাধন—সবই স্বকল্পিত। এই মতে এখনো কাহারো মুক্তি হয় নাই; কিন্তু সর্বসম্বাদিনী (পরম) বলিতে-ছেন—নিজের যেমন চেতনাভিমান-সত্তার উপলব্ধি হয়, অন্যও সেইরূপ সচেতন, ইহাতে অপর জীবের অস্তিত্ব-সম্ভব প্রমাণ-সিদ্ধ হইতেছে। অন্যান্য জীবেও নিজের ন্যায় ধর্মবত্তা আছে, এই উপলব্ধি-হেতু বহুজীববাদই অনুমিত হইতেছে। শ্রুতি, পুরাণাদি শাস্ত্রে বহুপ্রকারে পৃথক্ পৃথক্ সুখ-দুঃখাভিমানী জীবের অনন্তত্ব-প্রতিপাদক বাক্যগুলি একজীববাদে কদর্থিত হয়। অনাদি অবিদ্যাযুক্ত জীবের স্বতঃ-জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব, স্বীয় তর্কেরও প্রতিষ্ঠা নাই। বেদ ও গুরুর উপদেশ অজ্ঞানমাত্র বলিয়া কল্পিত হওয়ায় এবং সেই উপদেশাদিও স্বীয় তর্কেই পর্যবসিত হওয়ায় মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গই হয়, কেননা একজীববাদে একই অজ্ঞানপ্রসূত জীবের উপদেশে মোক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। [দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ দেখুন]।

একজ্ঞান (ভা ১১।২৪।২) ব্রহ্মজ্ঞান—স্বামী। °ত (ভা ১০।৮৪।৫) বরুণ-দেবের অন্যতম পুরোহিত। দেব-গণের হব্যের চিহ্নবিমোচনের জন্য অগ্নি জল হইতে একত, দ্বিত ও ত্রিত-নামে তিন পুরুষের সৃষ্টি করেন। [ঋক্ ১।৫২।৫]। কুরুক্ষেত্রে সূর্য-গ্রহণে সমাগত মুনিদের অন্যতম। -তম (হরি ৭।১০৫৫) বহুর মধ্যে একটি। -তর (হরি ৭।১০।৫৫) দুইয়ের মধ্যে একটি। -তান (গোলী ১১।১২৬) অনন্যবৃত্তি। -তালী (আচ ২০।৪৭) অর্দ্ধমাত্রা-যুক্ত তাল-বিশেষ। -ত্ব (ভা ৩।২৯। ১৩) ব্রহ্মসাযুজ্য ও ভগবৎসাযুজ্য—জী। ২ কৈবল্য। -দন্ত (চৈম সূত্র ১।১) গণেশ। -দেশবিবর্ত্তিনী উপমা (শেষ ৪।১) যে স্থলে কোনও কোনও পদার্থের সাদৃশ্য বাচ্য (অভিধা-বোধ্য) হইলেও আবার কোনও পদার্থের সাদৃশ্য গম্য (ব্যঞ্জনা-বোধ্য) হয়, সেই স্থলে 'একদেশ-বিবর্ত্তিনী উপমা' ঘটে। -দেহায়মান (নির ১০) দুইদেহ মিলিয়া একতা-প্রাপ্ত। -ধুর,ধুরীণ (হরি ৭।৬৭৬) [একধুরাং বহতীতি] একভারবাহী গোপ্রভৃতি। -পক্ষ—সহায়। -পতি (হরি ৭।২২০) যে নগরীর পালক একই জন। -পত্নী (হরি ৭।২২০) সপত্নী, ২ পতিব্রতা। -পত্নীব্রতধর (ভা ৯।১০।৫৫) শ্রী রামচন্দ্র। -পদ (ভা ৪।৬।২১) মনুষ্যাকৃতি মৃগপ্রায় প্রাণি-বিশেষ। -পদে [ব্য] অকস্মাৎ। -পাৎ (সুধা ৯৫) অসংখ্য-জগদণ্ডযুক্ত-প্রপঞ্চরূপ একপাদ-বিভূতি-সম্পন্ন, বিষ্ণু। -পাদ (চৈচ মধ্য ২১।৫৫) মায়িক বিভূতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। ২ (ভা ৪।১।২৩) একমাত্র-চরণ। -ভক্ত (হ ১৩।২১) দিনের অর্দ্ধাংশ কাটাইয়া যথাবিধি আহার। -ভক্তি (ভগ ৮২) একান্ত ভক্ত, ২ অনন্য-বিষয়া ভক্তি। -ভুত (ভা ৪।৮।৪৫) একাগ্র—স্বামী। -ভুম (গোচ পূর্ব ১।১১১) একতল [প্রাসাদাদি]। -ময় (প্রীতি ৫) স্ব-স্বরূপাত্মক। -মাত্র (হরি ১।৫) হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ মাত্রা, ইহাকে হরিনামামৃতে 'বামন' বলে। -মাত্রা (চৈচ অন্ত্য ১২।১০২) ষোল সের। -রস (ভা ১০।৮৭।৩৭) অভিন্ন-স্বভাব, একাভিপ্রায়। ২ চিদ্-ঘন—সনা। ৩ শুদ্ধ, ৪ একাবস্থ—জী। -রাট্ (ভা ৩।৫।২৪) সর্বাধিকারী—জী। ২ পরমেশ্বর। -লালস (বৃভা ২। ১।১২৮) এক বস্তুতেই মহামনোরথ-বিশিষ্ট। -বর্ণ (ভা ৮।৫।২৯) এক-স্বরূপ—স্বামী। ২ একাক্ষর প্রণব—বি। একবস্ত্রে নিষিদ্ধ (হ ১১। ৭০২) পুরাণাদিপাঠ, স্বস্তিবাচন বা জপ। -বাক্যতা (চৈচ অন্ত্য ৭। ১১০) সঙ্গতি, পরস্পর সামঞ্জস্য।

-শালিক, ঐকশালিক (হরি ৭। ১০৬৯) [একশালা+ইবার্থে ঠন্, ঠক্] একশালাতুল্য। -সংখ্যাবান্ (গোচ পূর্ব ৩০।৬০) একাকী। -সর্গ (গোচ পূর্ব ৬।৬৩) [এক একবিষয়ঃ সর্গঃ চিত্তবৃত্তির্যত্র] একাগ্র। -সীত্য (হরি ৭।৬৮৭) [একয়া সীতয়া লাঙ্গলাগ্রেণ সমিতমিতি য] একটি লাঙ্গলদ্বারা কৃষ্টা ভূমি।

একাকী (হরি ৭।১০৪৭) অসহায়।

একাক্ষর (গীতা ১০।২৫) প্রণব—স্বামী। ২ (অকৌ ৭।১৯) **-চরণ** (আচ ২০।১৮) চিত্রকাব্য-বিশেষ, যাহাতে একই অক্ষরদ্বারা পাদরচনা হয়। ২ একইভাবে স্খলনহীন গতিভঙ্গীযুক্ত নৃত্য। **-ব্রহ্ম** (গীতা ৮।১২) প্রণব।

একাগ্র [একমগ্রং বিষয়-প্রবণতা যস্য] একনিষ্ঠচিত্তবৃত্তিযুক্ত, ২ বিক্ষেপ-শূন্য জ্ঞান।

একাগ্র্য [একাগ্র+ষ্যঞ্] একতান, অনন্যবৃত্তি।

একাঙ্গা ভক্তি (সিন্ধু ১।২।২৬৪-৬৫) শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহের মধ্যে বাসনানুসারে মুখ্যভাবে একটি সাধিত হইলেও অন্যান্য অঙ্গ গৌণভাবে তাহাতে মিশ্রিত থাকে—এইরূপ ভক্তিকে 'একমুখ্যাঙ্গা' বলে; যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ।

একাত্মক (হরি ১।৪) সমানবর্ণ বা সবর্ণ, যেমন অকার ও আকার, ইকার ও ঈকার ইত্যাদি। ২ (রত্ন টী ৬।৩৭) অভিন্ন।

একাত্মতা (সিন্ধু ১।২।২৭) ব্রহ্মসাযুজ্য, ভগবৎসাযুজ্য।

একাত্মভাব (ভাবনা ২।১৪) প্রীত্যাপন্ন।

একাত্মবাদ (ভা ৪।২৮।৬২) শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত কেবলাভেদবাদ।

একাত্মা (সুধা ১১৬) সর্বেশ্বর পুরুষোত্তম।

একাদশ (হরি ৭।৯০০) এগার-সংখ্যক। **-অধিপতি** (ভা ১০।১৪।৩৩) শিব, ব্রহ্মা, চন্দ্র, দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতাঃ অশ্বিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র ও উপেন্দ্র —ইঁহারা ক্রমশঃ অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও কর্ণাদি পাদপর্যন্ত [মলদ্বার ও প্রস্রাবদ্বার ব্যতীত] অষ্টেন্দ্রিয়ের অধিপতি—সনা। **-তত্ত্ব** (ভা ১১।২২। ২২ স্বামি-টী) পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও আত্মা। **-দ্বার** (গোভা ৪।৪।১৯) মুখ, চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার, নাভি ও ব্রহ্মরন্ধ্র। **-মনু, -মন্বন্তর** (ভা ৮।১৩।২৪) ধর্ম সাবর্ণি। **-রুদ্র** (স্ত ২।৩) একাদশ শিব বা গণদেবতা (১) অজৈকপাৎ, (২) অহিব্রধ্ন (অহির্বুধ্ন), (৩) বিরূপাক্ষ, (৪) সুরেশ্বর, (৫) জয়ন্ত, (৬) বহুরূপ, (৭) ত্র্যম্বক, (৮) অপরাজিত, (৯) বৈবস্বত, (১০) সাবিত্র, ও (১১) হর। অথবা—মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতাঃ, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত। মতান্তরে (গোতা ২।৪১)—বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দিক্‌পতি, স্থাণু, ভগ, ভুবনাধীশ্বর ও কপালী।

একাদশী (হ ১২।৭৩) শ্রীহরিবাসর, শ্রীহরিদিন। **একাদশীব্রত** (হ ১২।২৯২) দশমীবেধ-রহিত ও দ্বাদশীর আদ্যপাদযুক্ত একাদশী দিনে নির্জলা উপবাসই বিহিত। পূর্ব দশমীতে একবার আহার, একাদশীতে নিরম্বু উপবাস এবং দ্বাদশীতে একবার আহার করিলে সমগ্র ব্রত পালন হয়। °**অধিকারী** (হ ১২। ৭৩—৮১) উভয়পক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করা গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, সাগ্নিক, যতি প্রভৃতি সর্ব বর্ণ, সর্ব আশ্রম, পুরুষ নারী সকলেরই কর্তব্য। অষ্ট বর্ষ হইতে অশীতি বর্ষ পর্যন্ত ইহার অধিকার-কাল নিরূপিত হইয়াছে। বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক্ত প্রভৃতি সকল উপাসকই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। °**প্রতিনিধি** (হ ১২।৮২—৯৬) যজ্ঞাদিকার্যে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ উপবাসে অসমর্থ হইলে পুত্র বা অন্য বিপ্রকে উপবাস করাইবেন অথবা বেদবিদ্ বিপ্রকে দান করিবেন। সহধর্মিণী, পুত্র, ভগ্নী বা ভ্রাতাও প্রতিনিধি হইতে পারে। যাহার উদ্দেশ্যে ব্রতানুষ্ঠান হইতেছে এবং যিনি প্রতিনিধি হইয়া তাহা করিতেছেন, উভয়ই সম্যক্ ফলপ্রাপ্তি করেন। প্রতিনিধির অভাবে বালক, বৃদ্ধ ও আতুর নিশাযোগে একবার মাত্র আহার অথবা গব্য, ফল, মূল সেবা করিবেন, আশি বৎসরের পরে একবারমাত্র আহার করিলেও ব্রতানুষ্ঠান হয়। ব্যাধিগ্রস্ত, পিত্ত-রোগী বা আশি বর্ষের অধিক বয়স্কদের জন্য নৈশব্রতের ব্যবস্থা। °**মাহাত্ম্য** (হ ১২।১০৫—১৯৭) একাদশীতে উপবাস—মহারোগ-নাশন, সংসার-ত্রাতা, পাতক-নাশন, চতুর্বর্গপ্রদ, বৈকুণ্ঠ-প্রাপক, যম-যন্ত্রণানিবর্তক, সর্বাভীষ্ট-প্রদ, ইহাতে হরি-সারূপ্য-প্রাপ্তি ও বিষ্ণুভক্তি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

একানংসা (কৃষ্ণ ৮৬) [একোঽনংশো যত্র] অখণ্ডস্বরূপা যোগমায়া। যশোদাগর্ভে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ২ (হব ২।৪।৪৭) ভগবানের সহিত অবিভক্তা চিৎকলা—নীল।

একান্ত (গোচ উত্তর ১।৪২) নির্জন, ২ (ভা ১।১।৯) অব্যভিচারী, ৩ সর্বথা অদ্বিতীয়। **-ভূত** (ভা ৬। ১৮।৩০) নিঃসঙ্গ। **-বল্লভ** (কৃষ্ণ ১৮৭) রহোরমণ। **একান্তিতা** (ভক্তি ১৬৫) নিষ্কাম ভক্তি। গারুড়ে যথা—'একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ। তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাবগত-চেতসঃ॥' ২ (হ ১০।৫৯—৮১) সর্বনৈরপেক্ষ্যমূলক তদেকনিষ্ঠতারূপা একান্তিতা চতুর্বিধ —(১) ধর্মে অনাদর, (২) কর্ম-জ্ঞানাদির সর্বথা নিরপেক্ষতা, (৩) বিঘ্ন-ব্যাকুলত্বেও রতিপরতা এবং (৪) প্রেমৈকপরতা। প্রেমের তারতম্যে শেষোক্তটি আবার উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ।

একান্তি-ভক্ত (গোভা ৩।৩।৯ ফল-কামী ভক্তগণ হইতে শ্রীহরির আরাধনপরই শ্রেষ্ঠ বলিয়া একান্তী, যেহেতু ইঁহারা একমাত্র পারমার্থিক বস্তুতেই নিষ্ঠাবান্। আবার এই জাতীয় একান্তিগণ হইতেও শ্রীহরির একটিমাত্র (ব্রজেন্দ্রনন্দন)-স্বরূপেই অনুরক্তচিত্ত ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ, যাহাতে ইঁহাদের তীব্রানুরাগে শ্রীহরির অতিশয় বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। °**ভেদ** (প্রীতি ৫১) একান্তি-ভক্ত দ্বিবিধ—অজাতপ্রীতি ও জাতপ্রীতি। শেষোক্তটি আবার ত্রিবিধ—ভগবদনুভব-মাত্রে নিষ্ঠাসম্পন্ন শান্ত ভক্তপ্রভৃতি. তাঁহার দর্শন-সেবনাদিরসময় পরিকর-বিশেষাভিমানী এবং স্বয়ং পরিকর-বিশেষ। অজাতপ্রীতি ভক্তগণ সর্বথাই সর্ব-পুরুষার্থরূপে ভগবৎপ্রীতিই প্রার্থনা করিবেন। জাতপ্রীতি শান্তভক্তগণ কখনও বা সেবাদি ব্যতীত কেবল দর্শনাদিই প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের সেবাবাসনাও নাই, একটিবার মাত্র কৃপাদৃষ্টি-লাভেই ইঁহারা কৃতার্থ, কাজেই ভগবৎসামীপ্যাদিতেও ইঁহাদের আগ্রহ নাই।

শ্রীভগবৎপরিকরবিশেষাভিমানী ভক্তগণ যখন দাস্যসখ্যাদি প্রীতিবিশেষে উৎকণ্ঠিত হন, তখন স্বস্বযোগ্য সেবাভিলাষে সামীপ্যাদিও প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা প্রীতি-বিলাসময়ী, প্রীতিপোষিকা; সুতরাং দূষণ নহে। আবার দৈন্যবশতঃ কখনও ইঁহারা ভগবৎপ্রাপ্তির অস-ম্ভাবনা-বোধে ভগবৎপ্রীতির যাহাতে বিচ্ছেদ না ঘটে, তদ্বিষয়েও প্রার্থনা করেন—তাহাও ভূষণই।

পক্ষান্তরে কেবল সংসারমোক্ষ ও ভগবৎ-সামীপ্যানন্দবিশেষময়ী অথচ প্রীতিশূন্যা যে প্রার্থনা—তাহাই একান্তি-ভক্তদের অনভিপ্রেত।

পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে ইঁহারা সেবানুগুণ্যে প্রথম চারিটী কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেও কিন্তু সেবালেশবর্জিত সাযুজ্য-বাঞ্ছাই করেন না। সারূপ্যের সেবোপকারিতা কেবল শোভাবিশেষ দ্বারাই ধর্তব্য। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ স্বসেবোপযোগী ধাম, বৈভবাদি প্রাপ্তি করেন—ইহাই সিদ্ধান্ত।

একান্তির আবরণপূজা (হ ৭।৩৭৬-৩৮১) সপ্তাবরণের পূজা সকাম ভক্তগণেরই কর্তব্য, কিন্তু একান্তিগণ কখনও দ্বারকাপরিকরগণকে ব্রজ-পরিকরগণের সহিত একত্র অর্চনা করিবেন না। তাঁহারা প্রথমাবরণে শ্রীরাধাদি প্রিয়াগণকে, দ্বিতীয়ে শ্রীকৃষ্ণবয়স্য গোপকুমারগণকে, তৃতীয়ে —শ্রীনন্দযশোদা, রোহিণী ও পূজ্য-গণকে, চতুর্থে—বৎস, ধেনু, বৃষ ও আরণ্য মৃগাদিকে পূজা করিবেন। তৎপরে নীরাজনকালে সমাগত ব্রহ্মাদি দেবগণকে, সর্বত্র গতিশীল শ্রীনারদকে অর্চনা করিবেন। শ্রীবল-রাম কখনও শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে, আবার কখনও বা শ্রীরোহিণীদেবীর নিকটে বিরাজ করেন।

ধ্যানপূজাদি-সম্পর্কে **ইহাই বিশেষ কথা**—ভক্তদের যাহা সাতিশয় রুচিকর, তাহাই শ্রীকৃষ্ণেরও পরম প্রীতিজনক এবং সাধুসম্মত।

একান্তী (ভা ৭।১।১৫) একান্ত ভক্ত —স্বামী। ২ (ভক্তি ৩১২) ভক্তি-নিষ্ঠ।

একায়ন (গোচ উত্তর ৫।৬০) পঞ্চ-রাত্র ২ একপথাবলম্বী। [৩ একাগ্রমনাঃ, ৪ অদ্বিতীয় পথ, অর্থাৎ মোক্ষমার্গ। ৫ একমাত্র গমনযোগ্য।

একাবলী (গোলী ২।৯২) একনর হার। ২ (অকৌ ৮।৫১) যদি পর-পর বিশেষণদ্বারা পূর্ব পূর্ব বস্তুটি স্থাপিত বা খণ্ডিত হয়, তবে 'একা-বলী' অলঙ্কার হয়।

একীভাব (আচ ৭।৩) মিলন।

একার্ণব (হব ৩।৭।৬) শুদ্ধ চিন্মাত্র লোক।

এচ্—এ ঐ ও ঔ—চারিটী স্বর।

হরিনামামৃতে 'চতুর্ব্যূহ', অন্য ব্যাকরণে 'সন্ধ্যক্ষর'।

এজৎ (ভা ১০।৮৯।৫২, গোলী ৬।৪২) কম্পমান, চঞ্চল। **এজন** (গোলী ৬।৪২) কম্পন। **এজিত** (গোলী ২২।১২) কম্পিত।

এড়কা (হরি ৬।১২৭) মেষ।

এণ (গোলী ৮।১১০) মৃগ, ২ (হরি ৭।২২৯) মিশ্রিত বর্ণ।

এণঃ (আচ ৪।১২) অপরাধ।

এণাঙ্ক (বিনা ৩।১০) চন্দ্র।

এণ্ডুরী—পুরীধামস্থ শ্রীজগন্নাথের সকাল-ধূপের বা রাজভোগের উপকরণ। প্রস্তুত-প্রণালী—কলাইবাটা, আদা, হিঙ্গ, কাঁচাজিরার গুড়া একত্র মিশ্রিত চাপাটীর মত করিবে। উহা একটি ফুটন্তজলপূর্ণ মাটীর হাঁড়ির উপরিস্থিত লোহার জালের উপর কলাপাতায় রাখিয়া তদুপরি হাঁড়ি ঢাকিবে। উহা বাষ্পে সিদ্ধ হইবে এবং ঠাণ্ডা হইলে উহার উপর খণ্ড (শর্করা) ছড়াইয়া দিবে।

এত (ঐ ৭।৩, হরি ৭।২২৯) বিচিত্র-বর্ণ। ২ (আচ ১১।৯৪) [আ+ইত] সম্যক্‌প্রাপ্ত।

এতর্হি (হরি ৭।৯৯৭) [ইদম্+র্হিল্] এখন, আজকাল। ২ এই কারণে, ৩ ইদানীং।

এতাকার (আচ ১৪।১১৭) মিশ্রিত-বর্ণ।

এতাবতা (চৈচ অন্ত্য ১৬।৪৭) এই পর্য্যন্ত।

এতাবত্ত্ব (গোভা ৩।২।২২) ইয়ত্তা।

এতাবান্ (হরি ৭।৮৯২) এই পরিমাণে।

এধ, এধঃ (ভা ৬।১।১৮) জ্বালানি কাঠ। **এধমান** (আচ ৭।৪) বর্দ্ধমান। **এধিত** (ভাবনা ৪।৬২, ৮৯) বর্দ্ধিত।

এনঃ (ভা ৮।১৯।১৭) কষ্ট। ২ (চৈনা ১।৩৪) পাপ।

এরকা (ভা ১।৩।১৮, সভা ১।৭৭) নিগ্রন্থি তৃণ-বিশেষ। শরগাছ, নলখাগড়া।

এরণ্ড (লনা ২।২৬) ভেরেণ্ডা গাছ।

এলবালুকা (আচ ১১।১৩৯) সুগন্ধ লতাবিশেষ।

এলা (বিন্দু ১৪৩) এলাচি। ২ (ছ ২।১১৩) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

এলাপত্র (ভা ১২।১১।৩৭) নাগবিশেষ।

এব (গোভা টী ৩।৩।৪৮) ব্যবচ্ছেদার্থক অব্যয়। অন্যযোগ, অযোগ এবং অত্যন্তাযোগ-ভেদে ব্যবচ্ছেদ ত্রিবিধ। (১) অন্যযোগ যথা—"পার্থ এব ধনুর্দ্ধরঃ" এস্থলে বিশেষ্য-সম্বন্ধ, ইহাতে পার্থ-ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে প্রশস্ত-ধনুর্ধরত্ব নিষিদ্ধ হইল। (২) অযোগ যথা—"শঙ্খঃ পাণ্ডর এব", এস্থলে বিশেষণ-সম্বন্ধ, ইহাতে শঙ্খে পাণ্ডরত্বের অযোগ ব্যবচ্ছিন্ন হইল। (৩) অত্যন্তাযোগ যথা—'উৎপলং নীলং ভবত্যেব', এস্থলে ক্রিয়া-সম্বন্ধ এবং তাহাতে উৎপলে নীলত্বের অত্যন্ত অযোগই ব্যবচ্ছিন্ন হইতেছে। (উ ৫।৮) সাদৃশ্যে, যেমন 'ভাবযোগাত্তু সৈরিন্ধ্রী পরকীয়ৈব সম্মতা।' **এবম্** [ব্য] এইপ্রকারে, ২ সম্মত্যর্থে।

এষ (আচ ১৫।২৭২) [ইষ ইচ্ছায়াম্] ইচ্ছা। **এষণ** (ভা ৩।১৩।৪৭) **এষণা** (হরি ৫।৪৫১) অন্বেষণ, ২ ইচ্ছা।

এষণাত্রয় (হ ৭।৩২৫) পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা। **এষ্য** (ব্রজ ২।৩২) বাঞ্ছনীয়।

এহি-বাণিজা (হরি ৬।৯৯) [এহি বাণিজ ইতি যস্যাং ক্রিয়ায়াম্] 'হে বণিক্! আসুন' ইত্যাদি বাক্য যে কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা।

এহিবিঘসা (হরি ৬।৯৯) [এহি বিঘসেতি যস্যাং ক্রিয়ায়াম্] 'যে ক্রিয়ায় আসুন, ভোজন করুন!' ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহা।

এহিস্বাগতা (হরি ৬।৯৯) [এহি স্বাগতং যস্যাং ক্রিয়ায়াম্] 'যে ক্রিয়ায় আসুন, শুভাগমন' ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা।

এহীহ (গোচ পূর্ব ২১।৫৫) [এহি ইহেতি যত্র কর্মণি কালে বা তৎ] যে কর্মে বা কালে সতত 'এস্থানে আস'—এ বাক্যের প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা।

ঐ

ঐ [ব্য] স্মরণে, ২ সম্বোধনে। ৩ আমন্ত্রণে।

ঐক [এক+স্বার্থে অণ্] এক। -গ্রন্থিক (হরি ৭।৬৬১) [একো গ্রন্থোঽধ্যয়নেঽপপাঠ-লক্ষণং কর্ম বৃত্তমস্যেতি ঠঞ্] অধ্যয়নের সময়ে যাহার একটি গ্রন্থে অপপাঠ হয়। -রূপিক (হরি ৭।৬৬১) [একং রূপমধ্যয়নেঽপপাঠ-লক্ষণং কর্ম বৃত্তমস্যেতি ঠঞ্] কুপাঠক, যাহার অধ্যয়নকালে একই রূপ অপপাঠ হয়। -শতিক (হরি ৭।৯৬৪) [একশতমস্যাস্তীতি এক-শত+ঠঞ্] একশত-দ্রব্য-বিশিষ্ট।

ঐকাগারিক (হরি ৭।৮২৭) [একাগারং প্রয়োজনমস্যেতি ঠঞ্] চৌর, ২ একগৃহবাসী।

ঐকাত্ম্য (ভা ১১।২৯।২৫, ভগ ৫৯) কেবল পরমস্বরূপ—জী। ২ অভেদ। -দর্শন (ভক্তি ২৪১) অভেদোপাসনা।

ঐকাধিকরণ্য (ভা ১১।২০।২৯) একত্রাবস্থিতি।

ঐকান্তিক (অকৌ ৪।৬) ব্যাপ্ত, ২ অবশ্য ভব্য। -শ্রেয়ঃ (ভক্তি ৩) শ্রীহরিকথায় রুচি। -সুখ (সভা ১।৪৯৫) প্রেম—বল।

ঐকান্তিকী ভক্তি (সিন্ধু ১।২।১০১-২) সাধুমার্গে গমনই অভিপ্রেত, সাধুমার্গও আবার শ্রুতিস্মৃতির অনুমোদিত হওয়া চাই। বৈষ্ণবগণের স্বস্ব-অধিকারে প্রাপ্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদির অংশবিশেষে উক্ত বিধিকে নাস্তিক-বুদ্ধিতে না মানিয়া (অজ্ঞান বা আলস্যে পরিহার করিয়া নহে) যদি কেহ একান্তভাবেও শ্রীহরিভক্তির অনুষ্ঠান করে —তাহাতে উৎপাতই অবশ্যম্ভাবী। বৌদ্ধাদির নাস্তিকতাময়ী বুদ্ধদত্তাত্রেয়াদিতে ঐকান্তিকী ভক্তি বলিয়া যাহা প্রতীয়মান হয়—তাহা কিন্তু বাস্তব ভক্তি নহে, যেহেতু ঐ ভক্তি অবিচার-প্রসূতই জানিবে। ঐরূপ ভজনে বেদবেদাঙ্গাদির প্রতি অবজ্ঞাময়তা আছে, সুতরাং অশাস্ত্রীয় ঐ ভক্তি বৈধী বা রাগানুগা ত নহেই, পরন্তু সন্মার্গের অনাদরে কল্পিত হওয়ায় তাহা কুমার্গেরই পরিপোষক।

ঐকান্যিক (হরি ৭।৬৬১) [একমন্যৎ কর্ম বৃত্তমধ্যয়নেঽস্যেতি একান্য+ঠক্] কুপাঠক ছাত্র, যাহার অধ্যয়নকালে উচ্চারণ স্খলিত হয়।

ঐকার্থ্য (রত্ন ৬।৭১) সামানাধিকরণ্য।

ঐক্য (স্ব ২।২৬) জীবব্রহ্মের একান্ত অভেদ। ২ একত্ব।

ঐক্যরূপ (আচ ১৩।৮) তুল্যাকার।

ঐক্ষব (গোলী ৫।৬৯) ইক্ষু-বিকার, খণ্ডশর্করাদি।

ঐক্ষ্বাক (হরি ৭।৫৪) [ইক্ষ্বাকু+অণ্] ইক্ষ্বাকুর বংশধর।

ঐড়বিড় (ভা ৪।১২।৭) কুবের।

ঐড়বিড়ি (ভা ৯।৯।৪২) সূর্যবংশ্য দশরথের পুত্র।

ঐণ (হরি ৭।৫৯৪) [এণ+অণ্] হরিণের অবয়ব বা বিকার [চর্মাদি]।

ঐতিহাসিক (হরি ৭।৩৪৮) ইতিহাসের ছাত্র বা বেত্তা। ঐতিহ্য (হরি ৭।১০৮৭) [ইতিহ+স্বার্থে ষ্যঞ্] পারম্পর্যোপদেশ।

ঐন্দব (হ ২০।২৮) মৃগশিরা নক্ষত্র। ২ (হ ১৩।১৮৩) চান্দ্রায়ণ। ৩ (ভাবনা ৩।৪২) কর্পূর-ঘটিত। -বর্তিকা (ভাবনা ৪।৫৪) কর্পূরতুলী।

ঐন্দবী (কৃগ ২২) শ্রীযশোদার প্রাণপ্রেষ্ঠ সখী, নামান্তর—ক্রন্দরী।

ঐন্দ্রিয়ক (হরি ৭।৫৬৫) [ইন্দ্রিয়েণ কৃতমিতি বুঞ্] প্রত্যক্ষ, ২ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান।

ঐরাবণ (আচ ১৫।১৭৯), ঐরাবত বৃভা ১।১।৭২) ইন্দ্রের হস্তী। দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত হইয়াছিল—চতুর্দন্ত ও শ্বেতবর্ণ। ২ (ভা ১২। ১১।৪০) নাগবিশেষ। ৩ (হরি ৭।২৬৩) ইরাবতীর পুত্র।

ঐরাবতীয় বহ্নি (গোচ পূর্ব ১৮।১৪৬) বিদ্যুতানল। ঐরাবতেশ (চৈকা ১৬।১৪) ইন্দ্র।

ঐল (ভা ১১।২৬।৪) সম্রাট্ পুরূরবা, ২ (ভা ২।৭।৪৪) মনুবংশ্য রাজা সুদ্যুম্নের পুত্র। -গীতা (তর ১১। ২৬।৬—২৮) পুরূরবা উর্বশীর বিরহে নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গের ঘৃণাস্পদ স্বরূপ ও পরিণাম-সূচক যে গাথা কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই 'ঐলগীতা।'

ঐলবিল—কুবের।

ঐশ্বর (গীতা ৯।৫) অসাধারণ—স্বামী। ২ (ভা ৬।৫।১৮) ঈশ্বরপ্রতিপাদক, ৩ (ভা ১০।৪৪।১৪) ঐশ্বর্য—স্বামী।

ঐশ্বর্য (ভগ ৩) সর্ববশীকারিতা—জী। ২ (গোভা ৩।৩।৩৯) নিখিল-

নিয়ামকতা। ৩ (রাগ ২।৪) নরলীলার অপেক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরভাবের আবিষ্কারই 'ঐশ্বর্য'; যথা বসুদেব ও দেবকীর প্রতি আবির্ভূত হইয়াই চতুর্ভুজদর্শন। **-জ্ঞান** (চৈচ আদি ৩।১৬) গৌরববুদ্ধি, মহিমজ্ঞান, ঈশ্বরের শক্তিমত্তা-ইত্যাদি-বিষয়ক জ্ঞান। ২ (রাগ ২।৫) 'ইনি ঈশ্বর'—এই অনুসন্ধানের ফলে ভক্তের হৃৎকম্পজনিত সম্ভ্রমাদি-হেতু স্বীয় ভাবের শৈথিল্যাপাদক বুদ্ধি; যেমন—বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের। পুরবাসিগণের ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্র মাধুর্যজ্ঞান। **-স্ফুর্ত্তি** (আচ ৪।১৮) কেবল মাধুর্যরসানুভবনিষ্ঠ শ্রীযশোদাদিতে বাৎসল্যরসাবেশময় লীলাবিনোদী শ্রীকৃষ্ণের তৃণাবর্ত্তাদি অসুরবধকালে ঐশ্বর্যস্ফূর্ত্তি কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তর এই যে উৎপাত-সমাগম-সময়ে স্বীয় সেবাবসর জানিয়া ঐশ্বর্যশক্তি সহসা তাঁহাতে স্ফুরিত হয়। কখনও ঐশ্বর্যস্ফূর্ত্তি, কখনও নহে, সুতরাং অনিয়ত লীলা-প্রকাশ হয় কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে নিখিল শক্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সুতরাং তাঁহার যেমন যেমন লীলাসৌন্দর্য-সম্বন্ধে রোচকতা আসে, তেমন তেমনই স্বীয় শক্তিও তাহা তাহাই অনুমোদন করেন। অসুরাদি-বিনাশে, স্বজন-পালনে কিম্বা ঐশ্বর্যানুভবী ভক্ত-বিনোদনের জন্যই যে তিনি মহৈশ্বর্য প্রকাশ করেন, তাহাও নহে, পরন্তু মাধুর্যাস্বাদ অব্যাহত রাখিয়া বরং প্রেমের গাঢ়তা-বশতঃ নিজসম্বন্ধমননের অতি-দৃঢ়তার জন্য সনর্ম-বিস্ময়-কৌতুকা-সক্তি দ্বারা তাহার পরিপোষণ করেন, যেমন—শ্রীরাধিকাদির সমক্ষেও দশাবতার এবং অনন্তশয্যাদির লীলা-বিষ্কার। যদি বল অসুরাদির আগমনে তদীয় ঐশ্বর্য-স্ফুরণকালে বামনাদি অবতারে ত্রিবিক্রমাদিরূপের ন্যায় কখনও বৃহৎ স্বরূপ আবিষ্কার হয় কি? তদুত্তর এই যে—না, শ্রীকৃষ্ণ নরদারকরূপে লীলা করিয়াই বিস্ময়-বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করেন, তাহাতে মাধুর্যাস্বাদ ক্ষুণ্ণই হয় না।

ঐষমঃ (হরি ৭।৯৯৯) [ইদম্ + সমসণ্] বর্ত্তমান বৎসরে। **ঐষমস্তন, ঐশমস্ত্য** (হরি ৭।৪৩১) বর্ত্তমান বৎসরে জাত।

ও

ও (আচ ২২।৩২) [ব্য] সম্বোধনে, ২ আহ্বানে, ৩ স্মরণে, ৪ অনুকম্পনে।

ওঁ (গোভা ১।১।১) মঙ্গলবাচক প্রণব। 'ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ'॥ ২ (রত্ন ৪।২৭) পরমাত্মার বাচক নাম—'ওমিত্যে-তদ্‌ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম॥' ৩ (গোতা ২।৪৪) অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধচন্দ্রবাচক—ইহার চারি অংশে রাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণব্যূহ বর্ত্তমান। সৃষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি ও নাশিনী শক্তির শক্তিমান্।

ওঁকারান্তরালক (হ ১।১৭২) প্রণবপূটিত।

ওঁ তৎসৎ (গীতা ১৭।২৩) পরব্রহ্মের নাম।

ওক (গোচ পূর্ব ১৫।৭৩) গৃহ। ২ (ভগ ৯৭) শরীর—ক্লী। [৩ পক্ষী, ৪ আশ্রয়]।

ওঘ (ভা ১।৮।৪১) প্লব [ভেলা]—স্বামী, ২ প্রবাহ—ক্লী। ৩ (আচ ১১।২৯৩) বেগ, ৪ সমূহ। ৫ (মাম ৫।২৭) দ্রুত নৃত্যগীতবাদ্যাদি। [৬ উপদেশ, ৭ পরম্পরা।]

ওঘবতী (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতবর্ষীয়া নদী। ২ (ভা ৯।২।১৮) প্রতীকের কন্যা ও সুদর্শনের ভার্যা।

ওঘবান্ (ভা ৯।২।১৮) প্রতীকের পুত্র।

ওজঃ (সিন্ধু ২।৪।২৬) দেহে বলপুষ্টিকর সোমাত্মক শুক্র হইতেও উৎকৃষ্ট ধাতু-বিশেষ। ২ (হ ১১।৫৯২) ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য। ৩ তেজঃ, ৪ (ছ ১।২২) ছন্দঃশাস্ত্রে শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণ; নামান্তর—অযুগ্ম, অযুক্। ৫ (চৈকা ১৯।৬৬) সমাস-বহুল দীর্ঘ-পদযুক্ততাকে কাব্যে 'ওজঃ' গুণ বলে। ৬ (নাচ ২৫৬) নাট্যশাস্ত্রে—নিজশক্তি-প্রকাশক বাক্যবিন্যাস। ৭ (সুধা ৫৩) প্রাণবল। ৮ (ভা ১১৫।১৫) শস্ত্রাদিকৌশল—স্বামী। ৯ (ভা ১০।৫০।৩০) বেগ। ১০ (ভা ১০।৬১।১৫) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী মাদ্রীর গর্ভজাত পুত্র।

ওজস্বী (আচ ১।১৬১) বলশালী, ২ শোভন। ৩ (কৃগ পরিশিষ্ট ২৯) শ্রীকৃষ্ণসখা। **ওজিষ্ঠ** (হরি ৭। ১০২) বহুর মধ্যে অধিকতর তেজস্বী।

ওজীয়ান্ (হরি ৭।১০২) দুইয়ের মধ্যে অধিক বলবান্।

ওড়ন-ষষ্ঠী (চৈচ মধ্য ১৬।৭৮) পুরীতে অগ্রহায়ণী শুক্লা ষষ্ঠীতে শ্রীজগন্নাথ নূতন শীতবস্ত্র পরিধান করেন বলিয়া ঐ তিথি 'ওড়ন ষষ্ঠী'-নামে খ্যাত।

ওড়ফুল (চৈচ আদি ১৭।৩৯) জবা-পুষ্প।

ওড্র (ভা ৯।২৩।২৫) যযাতি-বংশীয় বলিরাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে জাত পুত্র। ২ (বিনা ১।৪০) জবাপুষ্প।

ওড্র (চৈভা আদি ২।৩১) উৎকল বা উড়িষ্যা দেশ।

ওত (ভা ১০।১৫।৩৬) বস্ত্রের দীর্ঘ তন্তু (টান সুতা)। ২ (আচ ৬। ৭৭) যোজিত, ৩ গ্রথিত। ৪ (চৈচ মধ্য ২৪।২২৮) অন্তরাল।

-প্রোত (ভা ১০।১৫।৩৫) সর্বতো-ভাবে অনুস্যূত, ২ কার্যকারণাত্মক—সনা।

ওতু (চৈনা ১।২৮) বিড়াল।

ওদন (ভাবনা ৬।৪২) ভাত, ২ মেঘ।

ওদনিক (হরি ৭।৬৬৪) [ওদনং নিয়তমস্মৈ দীয়ত ইতি ঠক্] যাহাকে নিয়তই অন্ন দেওয়া হয়।

ওম্ [ব্য] প্রণবে, ২ স্বীকারে, ৩ আরম্ভে, ৪ মঙ্গলে।

ওরিয়া—পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগে ব্যবহৃত ঘিভাত।

ওলাহন (চৈচ আদি ৭।১৪৮) বাক্য-দণ্ড, অপবাদ।

ওষধিসেক (উ ১৪।১৩৩) পুট-ভাবনা—বি।

ওষধীশ (গোচ উত্তর ৩৪।৫৪) চন্দ্র।

ওষ্ঠজাহ (হরি ৭।৮৭৩) [ওষ্ঠস্য মূলং জাহচ্] ওষ্ঠের মূলদেশ।

ঔ

ঔ [ব্য] সম্বোধনে, ২ আহ্বানে, ৩ বিরোধে, ৪ নির্ণয়ে।

ঔক্‌থিক (হরি ৭।৩৪৭) উক্‌থনামক সামবিশেষের অধ্যেতা বা বেত্তা।

ঔক্‌থিক্য (হরি ৭।৫৭২) সাম-ব্যাখ্যানাধ্যেতার কর্ম বা ধর্ম।

ঔক্ষ (হরি ৭।৩৮) বৃষ-বিষয়ক; ২ বৃষসমূহ। **ঔক্ষক** (হরি ৭।৩৩৭) [উক্ষ্ণাং সমূহঃ] বলীবর্দসমূহ। **ঔক্ষ্ণ** (হরি ৭।৩৮) [উক্ষ্ণোঃ-পত্যং পুমান্] গোবৎস।

ঔগ্রসেন (হরি ৭।২৬৩) কংসাসুর।

ঔগ্র্য (সিন্ধু ২।৪।১৫৫) অপরাধ ও দুরুক্তি প্রভৃতি হইতে জাত ক্রোধ; ইহাতে বধ, বন্ধন, শিরঃকম্প, ভৎর্সন ও তাড়নাদি প্রকাশ পায়।

ঔচিতী (হরি ৭।৮৩৯) উপযোগিতা, ২ সত্যতা।

ঔজসিক (হরি ৭।৬৩০) [ওজসা বর্ত্তত ইতি ঠক্] তেজস্বী, ২ বল-বান্।

ঔড়ুপিক (হরি ৭।৬১৮) [উড়ুপ+ ঠক্] ভেলাযোগে পারঙ্গত বা পারকারী।

ঔড়ুম্বর (ভা ৩।১২।৪৩) প্রাতদৃষ্ট দিক্ হইতে আহৃত ফলাদি দ্বারা জীবন-নির্বাহক। ২ (হ ৩।৩৪৭) যমরাজ। ৩ (হ ১৩।২৪) তাম্রময় পাত্র।

ঔড়ুলোমি (গোভা ১।৪।২১) ব্রহ্ম-বাদী ঋষি। ভেদাভেদবাদের প্রবর্ত্তক বা সমর্থক।

ঔণেয় (হরি ৭।৫৯৪) [এণী+ঢ] হরিণীর অবয়ব (মাংসাদি), হরিণী-নির্মিত।

ঔৎকণ্ঠ্য (ভা ১০।৩৮।৩৫) অবসন্ন কণ্ঠের ভাব—জী।

ঔৎক্য (বৃ ১।৫) উৎকণ্ঠা, চিত্ত-চাঞ্চল্য।

ঔত্তরপথিক (হরি ৭।৮৮৮) উত্তর-পথেনাহৃতমিতি ঠঞ্] উত্তর পথে আহৃত, হরিচন্দন। ২ অর্চিরাদি-মার্গে গমনকৃৎ।

ঔত্তরপদিক (হরি ৭।৬৩৭) উত্তর-পদং গৃহ্লাতীতি ঠক্] যে উত্তর পদ গ্রহণ করে।

ঔত্তরশাল (হরি ৭।৪৩৭) [উত্তরস্যাং শালায়াং জাত ইতি] উত্তর শালায়

জাত।

ঔত্তরাহ (হরি ৭।৪৩৫) [উত্তর+আহৃঞ্] উত্তর দেশে বা কালে উৎপন্ন।

ঔত্তরেয় (ভা ১।১৭।৪০) [উত্তরা+ঢক্] রাজা পরীক্ষিৎ।

ঔত্তানপাদি (বিনা ৪।২৬) ধ্রুব নক্ষত্র।

ঔত্থানিক-মহঃ (মালা ছ ২) পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনোৎসব—বল।

ঔৎপত্তিক (ভা ১০।২৬।১৩) স্বাভাবিক, নিত্য।

ঔৎপাতিক (হরি ৭।৩৭২)] উৎপাত+ঠক্] উৎপাত-সূচক।

ঔৎসঙ্গিক (হরি ৭।৬১৮) যে ক্রোড় দ্বারা হরণ করে।

ঔৎসুক্য (প্রীতি ৩৫৭) [উৎসুক+ষ্যঞ্] কালবিলম্বের অক্ষমতা, ২ উৎসাহ।

ঔদঞ্চন (ভা ৮।২৪।১৯) কূপাদি জলাধার। ২ জালাস্থিত জল।

ঔদরিক (হরি ৭।৯২১) [উদর+ঠক্] পেটুক। **ঔদর্য** (ভা ৩।২৪।৪) পুত্র। ২ [উদরজ অনলাদি, ৩ অভ্যন্তর-প্রবিষ্ট]।

ঔদশ্বিত, ঔদশ্বিৎক (হরি ৭।৩৭১) অর্দ্ধজলমিশ্রিত ঘোল।

ঔদার্য (উ ১১।২৩) সর্বাবস্থায় বিনয়-প্রকাশ, ২ (সিন্ধু ২।১।২৬৯) যে বৃত্তিতে আত্মাদি সর্ব বস্তুর সমর্পণ করা যায়—তাহাই 'ঔদার্য'। ৩ (অকৌ ৫।৩৩) মিত্রশত্রুনির্বিশেষে দান, প্রশ্রয় বাক্য ও সাম্য (সম-ব্যবহার)। ৪ (অকৌ ৫।৫০) নাট্যালঙ্কার-বিশেষ।

ঔদীচ্য (চৈনা ৭।৩) উত্তর-দেশীয়।

ঔদ্গাত্র (তত্ত্ব ১৪) উচ্চৈঃস্বরে সামবেদ-গায়ক ঋত্বিকের কর্ম।

ঔদ্ধত্য (উ ৯।৩২) স্পষ্টরূপে স্ব-পক্ষের উৎকর্ষ-বর্ণনা।

ঔন্নেত্র (হরি ৭।৮৪৫) [উন্নেতৃ+অঞ্] উন্নেতার কার্য।

ঔপকর্ণিক (গোচ পূর্ব ২৭।২৩) কর্ণ-সীমা-পর্যন্ত।

ঔপকুর্বাণক (ভা ৫।৯।১৮) সাবধি ব্রহ্মচর্যরত—স্বামী।

ঔপকূল (হরি ৭।১০৮) উপকূলে জাত।

ঔপগব (হরি ৭।১) উপগু-নামক ব্যক্তির সন্তান। ২ গোপালক-পুত্র।

ঔপগবক (হরি ৭।৫৩২) [ঔপ-গবেভ্য আগত ইত্যর্থে বুঞ্] ঔপগব হইতে আগত। **ঔপগবি** (ভা ৩।৪।২৭) উদ্ধব।

ঔপচারিক (হরি ৫।১৫, ৭।১০৯৬) উপচার-দ্বারা লক্ষিত শব্দ, যেমন সত্যা-দ্বারা সত্যভামা।

ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ (স স পরম) ভাস্করাচার্য ঔপচারিক বা ঔপাধিক ভেদাভেদবাদের প্রবর্ত্তক। ইনি অভেদকেই 'স্বাভাবিক' এবং ভেদকে 'ঔপাধিক'-রূপে নিরূপণ করিয়াছেন (ব্র সূ ৪।৪।৪)। একই বস্তুর অবস্থাভেদে 'কারণত্ব', আবার অবস্থান্তরে 'কার্যত্ব', সুতরাং অবস্থা-ভেদে ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। সকল বস্তুরই এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য (ব্র সূ ২।১।১৮)। ইঁহার মতে ব্রহ্ম দ্বিরূপ—(১) কারণরূপে ব্রহ্ম—এক, অদ্বিতীয় ও (২) কার্য-রূপে ব্রহ্ম—বহু; যেমন স্বর্ণ কারণ-রূপে এক, কার্যরূপে বহু, যথা—বলয়, কর্ণভূষণ, হার ইত্যাদি। ব্রহ্মও কারণরূপে 'অভিন্ন' ও কার্যরূপে ভিন্ন; অভিন্ন রূপটিই ব্রহ্মের সত্য, আদিম ও স্বাভাবিক রূপ, আর ভিন্ন রূপটি ঔপাধিক, সত্য হইলেও আগন্তুক। তাত্ত্বিক বিচারে ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইলেও বাস্তব জগতে প্রত্যেক বস্তু অপরা-পর বস্তু হইতে শুদ্ধ ভিন্নও নহে, শুদ্ধ অভিন্নও নহে; কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। সর্বত্রই কার্যরূপে ও ব্যক্তিরূপে এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর ভেদ, কিন্তু একই কারণ-সম্ভূত ও একই জাতি-ভুক্ত বলিয়া অপর বস্তুর সহিত অভেদ; যেমন বৃষ ও গাভীর আকার-প্রকারে ভেদ, কিন্তু জাতিতে অভেদ। ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য হইলেও সমভাবে নিত্য নহে। ভেদটি স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক অর্থাৎ যাবৎকাল স্থায়ী, তাবৎকাল সত্য, আর অভেদই স্বাভাবিক (শাশ্বত, চিরস্থায়ী ও চিরসত্য)। জীব ও জগৎ সৃষ্টি-সময়েই কেবল ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, প্রলয়ে বা মোক্ষাবস্থায় কিন্তু অভিন্ন।

শ্রীজীবপ্রভু এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন—কার্য-কারণের ভেদাভেদ নাই, কার্যা-বস্থাতেই কার্যত্ব পরিলক্ষিত হয়, কারণত্ব-অবস্থাতেই কারণত্ব হয়। ঘটত্ব-ব্যাপারটি কার্যের, কারণের নহে; ঘটত্ব কার্য-সাধ্য; সুতরাং কার্য ও কারণ এবং তদাশ্রয় বস্তু নিশ্চয়ই ভিন্ন, এক নহে। কার্য-কারণের যে অভিন্নত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা ঘটাদির ন্যায় বিশিষ্ট বস্তু-

গত, কিন্তু সকলপ্রকার বস্তুগত নহে। কার্যসমূহেরও পরস্পর ভিন্না-ভিন্নত্ব প্রতীত হয় না; কেননা, প্রত্যেকেরই বৈলক্ষণ্য আছে, জাতি-গত অভেদ ও ব্যক্তিগত ভেদের সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও অযৌক্তিক; কারণ, একই বস্তুর দ্ব্যাত্মকতা অসম্ভব; যদি কেহ বলে যে দুইটি 'আকার' আশ্রয় করিয়া আর একটি 'বস্তু' স্বীকার করিলেই ত 'দ্ব্যাত্মকতা' দোষ থাকে না? ইহাতে একটি তৃতীয় বস্তু স্বীকার করিতে হয় এবং অনবস্থা দোষও অনিবার্য—অতএব ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে কেবলা-ভেদ নহে, উহা জীব ও ব্রহ্মের প্রীতিময় সংযোগ-সূচক বলিয়াই ধর্তব্য, অতএব বিশিষ্টবস্তু-অপেক্ষায় ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ অনুসন্ধান-রাহিত্য-হেতুই 'অভেদবাদ' প্রবর্তিত হউক। ঔপচারিক ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মেই উপাধি-সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় এবং এই উপাধি-সম্বন্ধ-জন্যই জীবের জীবত্ব স্বীকৃত হওয়ায় জীব-গত দোষসমূহ ব্রহ্মেই প্রাদুর্ভূত হইয়া পড়ে। নিখিল দোষ-বিরহিত অশেষ-কল্যাণগুণময় ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ পরস্পর বিরোধহেতু পরিত্যক্ত হইয়াছে। (শ্রীভাষ্যে ১।৪।৪) শ্রীরামানুজও বলেন যে শীত ও উষ্ণ, অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় ভেদ ও অভেদ কখনই এক বস্তুতে সঙ্গত হইতে পারে না।

ঔপচ্ছন্দসিক (ছ ৬।১৪) বৈতালীয়-ভেদ [ছন্দোবিশেষ]।

ঔপজানুক (হরি ৭।৪৮৭) জানুর সমীপবর্তী [হস্তাদি]।

ঔপধর্ম্য (মুক্তা ৩।৪০) ধর্মাভাস—কৈ। ২ পাষণ্ডধর্ম।

ঔপধেয় (হরি ৭।৭১৩) [উপধি+স্বার্থে ঢঞ্] রথাঙ্গ।

ঔপনন্দি (গোলী ৩।১৩) সুভদ্র।

ঔপনায়িক (হব ২।২৬।২৯) উপ-হারীভূত বস্তু।

ঔপনিষদ (গো ভা ১।১।৩) উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য। ২ বেদান্তী। ৩ (পদ্যা ৩৯) ব্রহ্ম।

ঔপনীবি (গোচ পূর্ব ২৭।২৩) নীবির সমীপবর্তী। **ঔপনীবিক** (হরি ৭।৪৮৭) কটিদেশের নিকটে।

ঔপপত্য (ভা ১০।২৯।২৬) জার-সৌখ্য—স্বামী। পতির সামীপ্য—সনা, জী।

ঔপম্য (হরি ৭।৮৫২) উপমা।

ঔপয়িক (লনা ৩।৫) ন্যায্য, উপ-যুক্ত। ২ উপায়-লব্ধ।

ঔপশাল (হরি ৭।৫০৮) গৃহ-সমীপে জাত।

ঔপশ্লেষিক (হরি ৪।৭১) একদেশ-বিষয়ক।

ঔপসদ (গো ভা ৩।৩।৩৪) যজ্ঞীয় পুরুডাশ-সংস্কারে বিহিত মন্ত্রাদি।

ঔপস্থ্য (ভা ৭।১৫।১৮) উপস্থেন্দ্রিয়ের সুখ।

ঔপাঙ্গিক (আচ ২০।৬০) উপাঙ্গ-নামক-বাদ্যযন্ত্রধারী।

ঔপাধিক (চৈ ভা আদি ৮।৭৯) উপাধি-সম্বন্ধীয়; ২ অনিত্য, আগন্তুক।

ঔপাধ্যায়ক (হরি ৭।৫৩১) উপা-ধ্যায় হইতে লব্ধ বিদ্যাদি।

ঔপানহ্য (হরি ৭।৭২৩) [উপানহ +ণ্যৎ] পাদুকার উপযোগী চর্মাদি।

ঔম, ঔমক (হরি ৭।৫৯২) [উমা +বুঞ্] অতসী-নির্মিত, অতসীর বিকার।

ঔরভ্রক (হরি ৭।৩৩৭) [উরভ্র+বুঞ্] মেষসমূহ।

ঔরস (হরি ৭।৬৯০) [উরসা নির্মিত ইতি উরস্+অণ্] বক্ষঃস্থল-জাত, পুত্র।

ঔর্ণ, ঔর্ণক (হরি ৭।৫৯২) মেষ-লোমজাত, মেষলোমের বিকার।

ঔর্দ্ধদৈহিক (হরি ৭।৫১২) মৃত্যুর পর প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় কার্যাদি।

ঔর্দ্ধন্দমিক (হরি ৭।৫১২) উর্দ্ধ-স্থিত বস্তু বা ব্যক্তি হইতে জাত।

ঔর্ব (হরি ৭।২৯১) উর্বের গোত্রা-পত্য। (গৌ কৃ ১৩।২) বাড়বানল। ৩ (ভা ১।১৯।১০) ঋষি, সগর রাজার গুরু। ব্রহ্মার উরুদেশ হইতে জাত বলিয়া ঐ নাম। ৪ স্বারোচিষ মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষির অন্যতম।

ঔলূক্য—বৈশেষিক-সূত্রকার কণাদ।

ঔলূখল (হরি ৭।৪১৬) [উলুখলে ক্ষুণ্ণঃ] শক্তু।

ঔশন, ঔশনস (হরি ৭।৩৫৫) উশনা-দৃষ্ট (সাম)। **ঔশনসী** (ভা ৯।১৮।২০) দেবযানী।

ঔশীনর (ভা ১।১২।২০) পুরুবংশীয় রাজা উশীনরের ঔরসে দৃশদ্বতীর গর্ভে জাত—শিবি।

ঔশীর (গোচ পূর্ব ৮।৭৭) শয়ন, ২ উপবেশন।

ঔষধ (হরি ৭।১০৯৯) [ওষধি+স্বার্থে অণ্] ওষধি দ্বারা আরব্ধ

কল্পাদি। ২ (গীতা ৯।১৬) রোগ-নিবারক ভেষজ।

ঔষ্ট্রক (হরি ৭।৫৯২) উষ্ট্রের অবয়ব বা বিকার।

ঔষ্ট্রকম্ (হরি ৭।৩৩৭) উষ্ট্রসমূহ।

ঔষ্ম্য (গোচ উত্তর ১২।৪৩) তাপ।

ক

ক (ভা ১।৭।১৮, ৮।৩।১৮, ১২।১৩।১৯) ব্রহ্মা। ২ (ভা ২।১।৩২, ২।৫।৩০) প্রজাপতি। ৩ (ভা ৪।৬।৩৪) কশ্যপ। ৪ (ভা ৪।৩।১৩, ৬।৪।২২, ৬।৬।২) দক্ষ [প্রজাপতি]। ৫ (ভা ৬।১।৪২, হ ৫।২২৩) জল। ৬ (ভা ১০।৮৬।২৩, ভগ ৭৮, ভাবনা ৪।১৩) মস্তক। ৭ (নিবি ২৭, গৌক্র ১২।৬) শরীর। ৮ (বৃভা ১।১।২) হরি। ৯ (চৈত ১০।১২।১১) কাম। ১০ (গোভা ১।২।১) সুখ। ১১ (সুধা ৯১) [কনী দীপ্তিকান্তিগতিষু+ড] বহুরূপপ্রাপ্ত, ১২ বহুরূপে ব্যাপ্ত।

কঙ্কাল (রত্না ৫।২৯৭৩) তালবিশেষ।

কংষ, কংযু (হরি ৭।৯।৮৯) জলযুক্ত, ২ সুখী।

কংস (ভা ১।৮।২৩, ৯।২৪।২৪) উগ্রসেনের পুত্র। উগ্রসেন-পত্নী পদ্মা রজস্বলা অবস্থায় সুযামুন পর্বতদর্শন কালে সৌভপতি দানব দ্রুমিল-কর্তৃক উগ্রসেনবেশে ধর্ষিত হওয়ায় তাহাতে কংসের জন্ম হয়। কালনেমিই কংসরূপে জন্মগ্রহণ করায় কৃষ্ণবিপক্ষ হইলে তৎকর্তৃক নিহত হয়। ইহার দুই পত্নী—অস্তি ও প্রাপ্তি। ২ (হরি ৭।৭৩৬) /৮ সের পরিমাণ (আঢ়ক)। ৩ (আচ ৫।৪২) [কংস্তে হিনস্তীতি] হিংসাকারী, ৪ (আচ ৯।২৫) [কসি হিংসায়াম্] ধিক্কার। ৫ [কমু কান্তৌ স, 'বৃতৃবদিহনিকমি-কষিভ্যঃ স' উণাদি ৩৪২] কামুক। **-কংসদ্রুহম্** (হরি ৭।১৩২) কংসও তাহার হত্যাকারির মিলন।

কংসবতী (ভা ৯।২৪।৪১) উগ্রসেনের কন্যা। ইহার পতি—বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবাঃ।

কংসহিন্ (হরি ২।১৪০) [কংসং হিনস্তীতি] কংসনাশন।

কংসা (ভা ৯।২৪।৬০) উগ্রসেনের কন্যা। ইহার পতি বসুদেব-ভ্রাতা—দেবভাগ।

কংসান্তক (মাম ২।১১) [কমু কান্তৌ +স, 'বৃতৃবদি-হনি-কমি-কষিভ্যঃ স' ইতি উণাদি ৩৪২] কংস=কামুক, তাহার ন্যায় অন্ত=স্বভাব বা স্বরূপ যাহার অর্থাৎ লম্পটরাজ।

কংসারি (হরি ৩।১৭) ক ও ঙ্ ইৎপ্রত্যয়। ২ (মাম ২।১০) [কং সুখং সরতি অনুসরতি] সুখময়; ৩ [কংসং শীধুপানপাত্রমৃচ্ছতি ইয়র্ত্তীতি বা ঋ+ই কর্ত্তরি] মধুপানামোদী। ৪ (গীগো ৩।১) সুখবিস্তারক—প্রবো।

ককারাষ্টক (হ ১৯।৯৯) কুষ্ঠী, কুনখী, কুণ্ড (জারজ), কাকস্বর, ক্লীব, কাতর, ক্রোধী ও কুৎসিত—ইহারা গুরুত্ব-করণে বর্জনীয়।

ককুৎ (ভা ১০।৩৬।৪) গলপৃষ্ঠশৃঙ্গ, ২ (ভা ১২।৯।১৯) উন্নত প্রদেশ—স্বামী। ৩ (মাম ৪।২) শ্রেষ্ঠ। **-স্থ** (ভা ৯।৬।১২) সূর্যবংশীয় পুরঞ্জয়। (হ ১২।৩০২) বৈবস্বত মনুর বংশে বিকুক্ষির পুত্র—দেবাসুরযুদ্ধে ইনি বৃষরূপী ইন্দ্রের স্কন্ধে আরোহণপূর্বক অসুরকুলের পরাজয় সাধন করিয়া 'ককুৎস্থ'-আখ্যা প্রাপ্ত হন। **-স্থ-বর্য** (কৃচ ২।৭।১৭) শ্রীরামচন্দ্র।

ককুদ (ভা ৫।২৩।৬, আচ ১।১৮৪) বৃষের মাংসপিণ্ড, ২ রাজচিহ্ন, ৩ প্রাধান্য। ৪ পর্বতের অগ্রভাগ।

ককুদাবর্ত্তী (হরি ৭।৯৭৮) নিন্দ্য বৃষ, ২ অশ্ব। **ককুদ্গ্রীব** (ভা ১০।১৩।৩০) স্কন্ধস্থিত উচ্চ মাংসপিণ্ডে আকুঞ্চিত-গ্রীবাবিশিষ্ট।

ককুদ্মতী (গোলী ১৬।৪৩, মাম ৮।১৬৪) কটিদেশ। **ককুদ্মী** (ভা ৯।৩।২৯) রেবতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রেবতীর বরান্বেষণে ইনি ব্রহ্মলোকে গিয়া গন্ধর্বাদি-কৃত গানবাদ্যে অনবসর দেখিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করেন—ইহাতে ২৭টি চতুর্যুগ গত হইল, ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—'তোমার অভীপ্সিত ইহার পতির গোত্রে এখন আর কেহই নাই, সুতরাং বিষ্ণুর অংশী বলদেব

এক্ষণে দ্বারকায় আছেন—তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান কর'। ব্রহ্মার আদেশে বলদেবকে রেবতী সমর্পণ করত ইনি বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ২ (ভা ১০।৩৬।১৫, গোচ পূর্ব ১।৫০) বৃষরূপী অরিষ্টাসুর। ৩ বৃষ। **ককুদ্বতী** (হরি ৭।৫৯) [ককুদিবাতিশয়িতো মাংসপিণ্ডোঽস্ত্যস্যামিতি বতুপ্ ঈপ্] নিতম্বদেশ; মতান্তরে—ককুদ্মতী। **ককুদ্বান্** (হরি ৭।৫৯) বৃষ, ২ পর্বত।

ককুন্দর (গোলী ১৬।৩৮) নিতম্বস্থ আবর্ত্তাকার গর্ত্তদ্বয়।

ককুপ্ (গৌক্ক ১২।২৩) দিক্। ২ (ভা ৬।৬।৪) ধর্মের পত্নী। [৩ শোভা, ৪ চম্পকমালা, ৫ শাস্ত্র]।

ককুভ (ভা ৫।১৯।১৬) ভারতবর্ষীয় পর্বত-বিশেষ। ২ (গোলী ১২।৯৫) অর্জুনবৃক্ষ। [৩ রাগ বা রাগিণী-বিশেষ]।

ককুভা (গোচ পূর্ব ১।১০৭) দিক্।

কক্কোল (আচ ১।১৮৯) কাঁকলা-নামক গন্ধদ্রব্য-বিশেষ [বনকর্পূর]।

কক্খট (ভাবনা ২।৫৮, হ ১৯।১১৫) কঠিন, ২ হাস্যযুক্ত।

কক্খটী (বিনা ৫।১৭) কঠিন-স্বভাবা। ২ (ক্বগ পরিশিষ্ট ২০০) শ্রীরাধার বৃন্দাবনরী। ৩ খড়ীমাটী।

কক্ষ (ভা ৬।৮।২৩) শুষ্ক তৃণ। ২ (মধু ১।১৯) বাহমূল। ৩ (সিন্ধু ৪।৯।৩৫) লতা। ৪ (ভা ৯।১০।৩৭) প্রান্ত। [৫ রাজান্তঃপুর, ৬ হস্তি-বন্ধনরজ্জু, ৭ কাঞ্চী, ৮ প্রকোষ্ঠ, শুষ্ক ৯ বন]।

কক্ষা ভা ১০।৮০।১৬) প্রতোলী [পথ]—স্বামী। ২ পুরের ভিতর দীর্ঘগৃহের প্রকোষ্ঠ—বি। ৩ (উ ১৪।৩৯) পদবী। ৪ (চৈভা আদি ১৩।২৬) পূর্বপক্ষ। ৫ তুল্যতা। ৬ (চৈভা আদি ২।৫৯) প্রতি-যোগিতা, 'বালকেহো ভট্টাচার্য্যসনে কক্ষা করে'। **-পাত** (চৈচ অন্ত্য ৭।১০৩) প্রতিয়োগিতার নাশ অর্থাৎ পরাজয়। **-মূল-প্রদর্শক** (বিপু ৩।১৪।৩০) নির্ধনত্ব-খ্যাপনের জন্য উর্দ্ধবাহু।

কক্ষীবান্ (ভা ১।৯।৭) দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র।

কক্ষেয়ু (ভা ৯।২০।৪) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে জাত পুত্র।

কক্ষ্যা (ভা ৫।২৫।৭) হস্তি-বন্ধন-রজ্জু। ২ (গোচ উত্তর ৩৫।২৪) রাজগৃহাদির মধ্যে বেষ্টিত স্থান। ৩ (গোচ পূর্ব ১।১০৫) প্রাসাদাদির প্রকোষ্ঠ।

কখারু সম্বরা—পুরীধামস্থ শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের ছত্রভোগের উপকরণ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—মিষ্ট কুমড়া খোসা ছাড়াইয়া ছোট ছোট করিয়া গুড়, নারিকেল, জিরা, গোলমরিচ ও ধনিয়া বাটার সহিত একত্র করত সিদ্ধ করিবে, পরে মৌরি ও মেথি সম্বরা দিবে।

কঙ্ক (ভা ৯।২৪।২৯) শূরের পুত্র ও বসুদেবের ভ্রাতা। ২ (ভা ৯।২৪।২৪) উগ্রসেনের পুত্র, কংসের ভ্রাতা; ইনি শ্রীবলদেবের হস্তে নিহত হন। ৩ (ভা ১০।৮৬।২০) দক্ষিণ ভারতে গোয়া হইতে খান্দেশ এবং সহ্যাদ্রি হইতে সাগর-পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড। ৪ (প্রীতি ৮৪) শাল্মলী-দ্বীপের সীমান্ত পর্বত।

কঙ্কট (গোচ পূর্ব ১৩।২৪) কবচ।

কঙ্কণ (গোলী ৪।৭৪) বলয়; ২ (গৌ বি ৬৭, কৃ বি ১০৩) জলবিন্দু। ৩ (নিবি ২১) শেখর, মণ্ডন। ৪ (গোচ উত্তর ৩৩।৮০) হস্তসূত্র। **-মোচন** (গা কৌ ৭।১৪) বিবাহের দশম দিবসে উৎসব-বিশেষ।

কঙ্কতিকা (গোচ উত্তর ৩৪।২২) [চিরুণী] কেশ-প্রসাধনী।

কঙ্কা (ভা ৯।২৪।২৫) উগ্রসেনের কন্যা ও আনকের পত্নী। [২ গোশীর্ষ-চন্দন]।

কঙ্কিত (নিবি ৩৩) আলিঙ্গিত।

কঙ্কু (ভা ৯।২৪।২৪) উগ্রসেনের পুত্র কঙ্কের নামান্তর।

কঙ্কেল্লি (খ্যা ১৮) অশোক বৃক্ষ বা পুষ্প।

কঙ্গাল (খ্যা ২৪ টী) দরিদ্র।

কঙ্গু (হ ১৩।১০) ধান্যবিশেষ [কাওন]।

কচ (ভা ৯।১৮।২২) বৃহস্পতির পুত্র ও শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। ২ (আচ ১।১৫৯) কেশ। **-পক্ষ** (মালা স্ব ১৯), **-পাশ**, **-ষণ্ড** (গোবি ৪৮), **হস্ত**—কেশকলাপ।

কচোলা (বৃভা ২।৬।১১৭) ক্ষুদ্র-পাত্রবিশেষ।

কচ্চর (গোচ পূর্ব ১৬।২৯) মলিন, কুৎসিত।

কচ্চিৎ [ব্য] প্রশ্নে, ২ ইচ্ছাপ্রকাশে। ৩ (মুক্তা ১২।৭২) ইষ্ট-সংপ্রশ্নে। ৪ মঙ্গলে।

কচ্ছ (গোলী ২২।৫১) তটপ্রান্ত, সজল তীর, ২ (দা ৪৭) নিকট, কূল। ৩ বস্ত্রাঞ্চল।

কচ্ছনীর (ভা১২।১১।৩৪) নাগ, ২ (বিপূ ২।১০।৩) সর্প।

কচ্ছপ (হরি ৫।২২০) [কচ্ছে পিবতীতি] কূর্ম। **কচ্ছপিকা** (ভাবনা ১৯।৬৫) বীণা। **কচ্ছপী** (লনা ১৩৫) স্ত্রী-কচ্ছপ, ২ বীণাভেদ, ৩ শ্রীরাধার বীণা।

কচ্বী (গোলী ৩।১০০) কচু।

কজ্জল (আচ ১৮।১৬৫) অঞ্জন, ২ কুৎসিত জল। ৩ লেখন-সাধন দ্রব্য [কালি]।

কঞ্চুক (ভা ১০।৮৭।৩৮) জীর্ণ ত্বক্, ২ সর্পত্বক্ [খোলস]। ৩ (চৈনা ২।২২) কাঁচুলি, ৪ পরিচ্ছদ, ৫ বর্ম, কবচ। **কঞ্চুকী** (লনা ৫।১২) অন্তঃপুর-রক্ষী বৃদ্ধ ক্লীব। [২ দ্বার-পাল, ৩ সর্প, ৪ জার]। **কঞ্চুলী** (কৃগ ২২৭) ছয়-বর্ণযুক্ত পুষ্পবিন্যাসের সৌষ্ঠবে অতিবিচিত্র, কস্তুরীদ্বারা সুবাসিত এবং কণ্ঠে লম্বিত গুচ্ছ-বিশেষ। [২ স্ত্রীব্যবহার্য কাঁচুলি]

কঞ্জ (বৃ ১২।২৮) পদ্ম, ২ লোক-পিতামহ ব্রহ্মা। [৩ অমৃত, ৪ কেশ]। **কঞ্জাত** (নিবি ১১) পদ্ম।

কট ভা ১০।৬।৪১) শব—সনা। ২ শ্মশান—জী। ৩ (ভা ১০।৩২।৬) কটাক্ষ—স্বামী। ৪ (গোচ পূর্ব ৬। ১৪) পার্শ্ব। ৫ (ভা ১০।৫৪।৫৩) শপথ। ৬ (গোচ পূর্ব ১৯।১১৬) তৃণাদি-রচিত রজ্জু। ৭ (স্তব ২১। ১৫) হস্তিগণ্ড। ৮ (গোবি ১১৭) কটিদেশ। ৯ (দা ৭১) সম্পুট। -ক (আচ ১।১২৭) বলয়, ২ পর্বতের নিতম্বদেশ। ৩ (দা ১৪৮) সেনা। ৪ চক্র। [৫ শিবির, ৬ ওড়িষ্যার জেলা ও প্রধান শহর] -**ধর্ম** (বিপূ ৩।১৩।১০) প্রেতকৃত্য। -**ন** (আচ ১১।২১) [কটী গতৌ ভ্বাদিঃ] গমন। -**প্রূ** (হরি ৫।৩৬২) [কট —প্রূঙ্ গতৌ+ক্বিপ্] কটকার, ২ শিব, ৩ যক্ষ, ৪ রাক্ষস। ৫ কাম-চারী, ৬ কীটবিশেষ। -**ভূমি** (হ ১১।৭২৮) শ্মশান।

কটা (ভা ১০।৩৬।১০) কটাক্ষ—জী।

কটাকটি (গোচ উত্তর ৫।২৯) কটিতে কটিতে প্রহারপূর্বক সংবৃত্ত যুদ্ধ।

কটাক্ষ (উ ৭।৫০) নেত্র-তারকার যে গতাগতি-বিশ্রান্তি-[অর্থাৎ লক্ষ্য-স্থানে গমন, তাহা হইতে আগমন এবং মধ্যস্থলে অতি সূক্ষ্মকালের জন্য বিশ্রান্তি]-প্রভৃতির চমৎকারিতা-সহকৃত বিবর্তন-[অভ্যাস]—তাহাকেই 'কটাক্ষ' বলে॥ **কটাক্ষেপ** (উ ১৪।১০৪) কটাক্ষ—জী। ২ কটাক্ষ-নিক্ষেপ—বি।

কটি-ত্র (ভা ৬।১৬।৩০) কটিসূত্র, কোমরবন্ধ। [২ কটিবর্ম।] °**দান** (হ ১৫।৫৪৪) পার্শ্বপরিবর্তন। -**পটী** (মাম ১।১৮) বিশাল কটিদেশ।

কটির (রাধা ১০১) পার্শ্ব। °**পরি-বর্ত্তনী**—পার্শ্বৈকাদশী। -**কটীর** (গোবি ১৭), -**ক** (গোচ উত্তর ৩৪। ৪৫) কোমর, নিতম্ব। ২ জঘনদেশ, ৩ কন্দর।

কটু (গীতা ১৭।৯) অতিতিক্ত, তীক্ষ্ণ, [২ উগ্র, ৩ বিস্বাদ, ৪ অপ্রিয়, ৫ কুৎসিত]। **কটুক** (বৃভা ২।৫।১৪৭) কালকূটতুল্য। [২ সুগন্ধি তৃণ, ৩ কুটজ বৃক্ষ, ৪ পটোল]।

কটুল (কৃগ পরিশিষ্ট ১০৮) শ্রীকৃষ্ণের শিল্প-সেবক।

কটোদক (ভা ৭।২।১৭) প্রেতের উদ্দেশে দেয় তর্পণজল—স্বামী।

কঠবল্লী (রত্ন টী ২।৪৬) কঠোপ-নিষদের অংশ-বিশেষ।

কঠিনী (গৌকৃ ৪।২) খড়ী।

কড়ঙ্গর (হরি ৭।৭৭৯) তৃণবিশেষ, ২ তুষ, আগড়া।

কড়ঙ্গরীয়, কড়ঙ্গর্য (হরি ৭।৭৭৯) তৃণবিশেষ, ২ তুষ-ভক্ষক গরু প্রভৃতি পশু।

কড়চা (চৈচ অন্ত্য ১।৩৬) সূত্রাকারে লিখিত জীবনচরিত, রোজনামচাদি।

কড়ম্ব (বিনা ১৫, গোবি ৩৩) অঙ্কুর। ২ কোণ, প্রান্তভাগ, ৩ শাকের ডাঁটা। -**ক** (গোবি ২৬) বৃন্দ।

কড়ার (কৃগ ১১৪, ৭২ ; উ ২।৫) শ্রীকৃষ্ণের বিট [সেবাসুখী ভৃত্য) ইনি কুঠারিকার পুত্র, বাল্যকালে পয়োনিধির কন্যা রত্নলেখাকে বিবাহ করিয়াছেন। ২ (চৈচ অন্ত্য ১১। ৬৬) প্রসাদি-চন্দন। [৩ দাস, ৪ দৃপ্ত]।

কণ (ভা ৫।৯।১৭) ক্ষুদ্রাংশ, ২ (হ ৮।৭) গুগ্গুলু-বিশেষ। ৩ বন-জীরক, ৪ পিপ্পলী। **কণভক্ষ** (রত্ন টী ৬।৬৬) বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা মহর্ষি কণাদ। **কণাটীন** (গোবি ৬০) খঞ্জন পক্ষী। **কণাদ** (রত্ন ১।৭) বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা ঋষি। **কণায়মাণ** (আচ ২।৫৩) কণ-সদৃশ। **কণিশ** (আচ ১১।৩০৭, কৃষ্ণা ২।৯৭) শস্যমঞ্জরী, ধান্যাদির শিস্। **কণে** (হরি ৫।৮৭) [ব্য] শ্রদ্ধা-প্রতিঘাতে।

কণ্টক (ভা ১২।৩।৩) প্রতিপক্ষ—স্বামী।

২ (গোচ উত্তর ১৩৩৯) ক্ষুদ্র শত্রু। ৩ চৌর। ৪ (আচ ১৩১১৮) রোমাঞ্চ, ৫ সূচ্যগ্র। ৬ কাঁটা।

কণ্টকিত (উ ১৪।১৮০) পুলকিত।

কণ্টকিফল (আচ ১।৪৭) দোষ-বহুল স্বর্গাদিফলময়, ২ পনস ফল।

কণ্ঠ (স্তব ৮।৩০) গলদেশ। [২ মদন-বৃক্ষ ৩ সমীপ, ৪ ধ্বনিমাত্র]। **-শালূক** (হ ৮।৩৫৬) গলরোগ-বিশেষ। **-শ্রী** (উ ১৪।১৬৪) সর্বোর্ধ্ব শোভা। ২ কণ্ঠশ্রিতা শ্রী [রুক্মিণী]।

কণ্ঠী (গোবি ৪৮) কণ্ঠভূষণ, [২ অশ্ববেষ্টন-রজ্জু]। **-রব** (গোলী ২২।২৮) সিংহ। [২ মত্তগজ, ৩ কপোত, ৪ বাসক-বৃক্ষ]।

কণ্ঠোল (কৃগ পরিশিষ্ট ১০৮) শ্রীকৃষ্ণের শিল্প-সেবক।

কণ্ডন (গোলী ১৬।৬১) তুষাপ-সারণ।

কণ্ডুর (কৃগ ৪০) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ-তাত উপনন্দের পুত্র। পত্নীর নাম—সুদামা।

কণ্ডু (ভা ৪।৩০।১৩) ঋষি। ইঁহার ঔরসে ও অপ্সরা প্রম্লোচার গর্ভে মারিষার জন্ম হয়। **-ক্লেদ** (চৈচ অন্ত্য ৪।২১), **-রসা** (চৈচ অন্ত্য ৪। ২০) খোসপাঁচড়ার রস। **কণ্ডূতি** (হরি ৫।৪৩৯) চুলকান। **কণ্ডূল** (চৈনা ৩।৪০) কণ্ডূয়মান, কণ্ডু-যুক্ত। ২ ওল।

কণ্ডোল (হরি ৬।৩৪৬) ডোল, ২ উষ্ট্র।

কণ্ব (ভা ৯।২০।৬) অপ্রতিরথ-নামা ক্ষত্রিয়ের পুত্র, ঋষি। ইনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য, তাঁহার নিকট বাজ-সনীয় সংহিতা অধ্যয়ন করেন। বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে জাতা কন্যা শকুন্তলার পালক পিতা এবং দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে জাত ভরতের জাতকর্মাদির অনুষ্ঠাতা। ২ (হ ১২।৩১০) মহর্ষি কশ্যপের পুত্র, [মহাভারত অনু° ৩৩৭)। ৩ ঘোর-নামক মহর্ষির পুত্র (রামায়ণ লঙ্কা° ১৮)।

কত (হরি ৭।৮৩৫) [কং জলং শুদ্ধং তনোতীতি ক—তন্+ড] জলের নির্মলতা-সম্পাদক। ২' নির্মলী বৃক্ষ।

কতম (হরি ৭।১০৫৪) বহুর মধ্যে কোন্‌টি বা কে? **কতর** (হরি ৭। ১০৫৩) দুইর মধ্যে কোন্‌টি বা কে?

কতি (হরি ৭।৮৯৪) [কা সংখ্যা পরিমাণমেষামিতি কিম্+ডতি] কি-পরিমাণে, কত? **কতিক** (হরি ৭।৭৩২) কত মূল্যে ক্রীত বা কত মূল্যের যোগ্য? **কতিথ** (হরি ৭। ৯০২) [কতীনাং পূরণঃ কতি+অচ্ থুচ্] কতিপয়। **কতিপয়থ** (হরি ৭।৯০২) কয়েকটি।

কৎ (ভা ৭।৫।২৮) কুৎসিত দোষ—স্বামী।

কতৃণ (আচ ১১।১৫৬) সুগন্ধি তৃণ-বিশেষ। ২ চাকুলিয়া, ৩ কুম্ভিকা (পানা)।

কত্থন (ভা ১০।৭৭।১৯), **কত্থিত** (সিন্ধু ৪।৩।১১) আত্মশ্লাঘা।

কথক (হরি ৭।৯১৮) [কথায়াং কুশল ইতি কথা+বুন্] কথা-নিপুণ, বাচক।

কথঙ্কথিক (গোচ উত্তর ১৯) প্রশ্ন-কর্ত্তা।

কথঞ্চিৎ (গোলী ১০।৬) কষ্টে।

কথন (গোবি ২৬) চরিত্র।

কথন্তা (গোচ পূর্ব ৫।৬৮) সন্দেহ, ২ অনুসন্ধান।

কথম্ (হরি ৭।৯৯৮) [কিং+থম্] কোন্ প্রকারে?

কথা (ভক্তি ৫) লীলাবর্ণন, ২ (গীতা ১০।৯) সঙ্কীর্ত্তন। **কথানক** (হ ১৩।৩৫১) আখ্যান, কাহিনী, যেমন —বেতালপঞ্চবিংশতি। **°মাত্র** (ভা ১২।২।৩৭) যাহাদের অস্তিত্ব কথা-মাত্রেই পর্যবসিত। **-রুচি** (ভক্তি ৫) শ্রীহরিলীলাদির শ্রবণে বা বর্ণনে অত্যাগ্রহ। **-রুচি-লাভের উপায়** (ভগ ১১,১২) (১) পুণ্যতীর্থ-নিষেবণ, (২) যদৃচ্ছালব্ধ মহৎসঙ্গ এবং দর্শন-স্পর্শন-সম্ভাষণাদি সেবা, (৩) তৎ-প্রভাবে তদীয় আচরণে শ্রদ্ধা, (৪) মহতের ইষ্টগোষ্ঠী-শ্রবণে ইচ্ছা ও (৫) শ্রবণের ফলে ভগবৎকথায় রুচি। **-বিষয়** (চৈনা ৬।২১) কথনীয়। **-সূত্র** (লী ১) স্বল্পাক্ষরে কথিত শ্রীহরির লীলাগুণকর্মাদির বীজ।

কথিত-পদতা (অকৌ ১০।২৬) অর্থের আধিক্য না হইলেও একপদের দুই বা ততোধিক বার প্রয়োগকে 'কথিত-পদতা' নামক বাক্যদোষ বলে। 'কলয়তি জলকেলিং মত্ত-মাতঙ্গকেলিঃ'—এই বাক্যে কেলি-পদ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

কথিতানুকথন (হরি ২।১৮৭) পূর্বোক্ত শব্দের পুনরুক্তি।

কথোদ্‌ঘাত (নাচ ৩১) নিজ ইতি-বৃত্তের সমান সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যার্থ স্বীকার করত যদি পাত্রের প্রবেশ হয়, তবে সেই প্রস্তাবনাকে 'কথোদ্‌ঘাত' বলে।

কদন (গৌবি ২৮) পাপ, ২ দুঃখ,

৩ (গোলী ৮।৩৩) খেদ, উদ্বেগ। -ক্লুতি (গোলী ১৬।১৪) নাশ।

কদমখণ্ডী (বৃলী ১৫, ২৪, রত্না ৫। ৬৬০, ১২৮৬) ব্রজমধ্যবর্ত্তী বৃহৎ কদম্ববন, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাবিনোদ সংঘটিত হইয়াছে।

কদম্ব (গোচ পূর্ব ১৬।২১, গোলী ১৫। ৮৬) সমূহ, ২ নীপবৃক্ষ। -ক (গোলী ৫।১৯, ভাবনা ১২।৪৯) সমূহ, ২ নীপবৃক্ষ বা পুষ্প। -**দেবতা** (পদ্যা ৮৮) শ্রীকৃষ্ণ। **রাট্** (কৃগ পরিশিষ্ট ১১৭) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় কদম্ববৃক্ষ।

কদর্থন, কদর্থনা (ভা ১০।১৭।৪, চৈচ মধ্য ২৪।২৪৪) অনাদর, দুঃখ, পীড়া, যন্ত্রণা। **কদর্থিত** (ভা ৩।১৬।২) তুচ্ছীকৃত।

কদর্য (ভা ১১।২৩।৫) বিগীত। ২ অর্থসঞ্চয়ী ; স্মৃতিতে আছে–'আত্মানং ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ পুত্রদারাংশ্চ পীড়য়ন্। দেবতাতিথিভৃত্যাংশ্চ স কদর্য ইতি স্মৃতঃ॥' ৩ (ভা ৫।১৪।৪) লুব্ধ—স্বামী।

কদা (হরি ৭।৯৭) [কিং+দা] কখন ?

কদমা (চৈচ মধ্য ১৪।৩১) চূর্ণীকৃত তণ্ডুলে ও চিনির রসে প্রস্তুত কঠিন মিষ্ট-দ্রব্য।

কদ্রু (হরি ৭।২৩২) পিঙ্গল।

কদ্রূ (ভা ৫।২৪।৮) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের স্ত্রী। ইহার গর্ভে কালিয়-নাগাদি জন্মগ্রহণ করে।

কন (আচ ১৮।১৫০) প্রদীপ্ত।

কনক (গোলী ২১।৫১) কিংশুক, ২ নাগকেশর, ৩ ধুস্তূর, ৪ কাঞ্চন বৃক্ষ, ৫ চম্পক, ৬ পীতবর্ণ, ৭ স্বর্ণ। -**গিরি** (স্তব ২৫।২) সুমেরু পর্বত। -**পট্ট** (মালা ২।৮) কষ্টিপাথর। -**পরিধি** (ভা ৮।৭।১৭, পদ্যা ৭৭) পীতবস্ত্রধারী। -**মঞ্জরী** (কৃগ পরিশিষ্ট ১৮৩) শ্রীরাধার কিঙ্করী।

কনকালুকা (দাম ৯।৪৬) স্বর্ণকলস। ২ ভৃঙ্গার।

কনৎ (আচ ১২।১৫৭) শোভমান।

কননীয় (আচ ১২।৯৫) দীপ্ত।

কনিষ্ঠ (আচ ১৫।২৫১) সুখনিষ্ঠ। °**অধিকারী** (ভক্তি ১।২।১৯) যিনি শাস্ত্রযুক্তি প্রভৃতিতে অত্যল্প নিপুণ অথচ কোমলশ্রদ্ধ অর্থাৎ ভক্তিমার্গে বিশ্বাসবান্ হইলেও প্রতিকূল শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা অন্যমার্গে প্রবেশ করিতে পারেন—জী। -**কাব্য** (কাব্য ৯) অব্যঙ্গ্য অর্থাৎ স্ফুট ব্যঙ্গ্যরহিত কাব্য। ইহা দ্বিবিধ—শব্দালঙ্কার-যোগে শব্দচিত্র ও অর্থালঙ্কারযোগে অর্থচিত্র। -**ভাগবত** (ভক্তি ১৯১) যে জন শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে শ্রীহরির সন্তোষবিধানের জন্য শ্রীপ্রতিমায় পূজা করেন, কিন্তু ভক্তগণে বা সাধারণ জীবগণকে আদর অভ্যর্থনা করেন না—ঈদৃশ ভক্তের ভগবৎপ্রেমাভাব, ভক্তমহিমাজ্ঞানাভাব এবং সর্বাদরলক্ষণরূপ ভক্তজনোচিত-গুণাভাববশতঃ ইঁহাকে 'প্রাকৃত', প্রকৃতি-প্রারম্ভ অর্থাৎ সম্প্রতি 'প্রারব্ধভক্তি' বলা হয়। ইঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হয় নাই, লৌকিকী শ্রদ্ধারই উদয়মাত্র হইয়াছে, বলিতে হইবে।

কনী [কন্+অচ্—ঙীষ] কন্যা।

কনীনিকা (গোলী ১৬।৯৮) চক্ষুর তারা। ২ কনিষ্ঠাঙ্গুলি।

কন্ত, কন্তি, কন্তু (হরি ৭।৯৮৯) জলযুক্ত, ২ সুখী।

কন্দ (চৈনা ১৫) মূল, ২ সুখপ্রদ। ৩ (গোচ উত্তর ৩৭।২২১) মেঘ। ৪ (কৃষ্ণা ২।৮৬) ওল।

কন্দর (আচ ১।১২৯) মূলপ্রদ, ২ গুহা। -**স্থল** (স্তব ১৬।১৩) পার্বত্য ভূমিভাগ।

কন্দরাল (গোলী ২১।৩০) গন্ধপিপ্পলী। ২ প্লক্ষবৃক্ষ, ৩ আখোট বৃক্ষ।

কন্দর্প (ভা ৪।২২।৬০) কামদেব। ২ (রত্না ৫।২৯৬৫) তালবিশেষ। -**কুহলী** (কৃগ পরিশিষ্ট ২০৯) শ্রীরাধার পুষ্পবাটিকা। -**মঞ্জরী** (কৃগ পরিশিষ্ট ১৩৭) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। পুষ্পাকর—ইহার পিতা ও কুরুবিন্দা গোপী—মাতা। ইহার বর্ণ—কিঙ্কিরাত-পক্ষির ন্যায় উজ্জ্বল, বসন—বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত [কৃগ ১১৭-১৮]। -**রথবেশ**—নীলাচলস্থ শ্রীজগন্নাথদেবের শৃঙ্গার-বিশেষ। চন্দনযাত্রার সময় শুক্লা চতুর্দশীতে শ্রীজগন্নাথের বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনের এই বেশ হয়। -**সুন্দরী** (কৃগ ২৪০) রঙ্গদেবীর যূথে ষষ্ঠী সখী। ২ (উ ৪।৫৩) শ্রীরাধার প্রিয়সখী।

কন্দর্পাগম (শ্যা ৪৬) কোকশাস্ত্র। -**সিদ্ধমন্ত্র** (উ ৪।৪১) কামশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ বশীকরণ, উচ্চাটন, উন্মাদন ও মোহনাদি।

কন্দল (গোলী ১৬।৬১) নবীন অঙ্কুর। ২ (চন্দ্রা ১০৫) সমূহ। ৩ (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ৪ (বিরু ৩৫) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত ভ-ভ-গণে রচিত হইয়া যদি আদ্য অক্ষরে মধুর সংযোগ থাকে

এবং চতুর্থ অক্ষরটি শ্লিষ্টসংযুক্ত হয়, তবে 'কন্দল' কলিকা হইবে। যথা—
খণ্ডিত-দুর্জন মণ্ডিত-সজ্জন
গঞ্জিত-পন্নগ, রঞ্জিত-সন্নগ।
[৫ কলহ, ৬ কলাপ, ৭ উপরাগ, ৮ অপবাদ]। **কন্দলন** (বিনা ৬। ১৭) প্রকাশন। **কন্দলিত** (গোবি ৭২) জাতনবাঙ্কুর। ২ (গোচ পূর্ব ৩৩।১৩১) মিলিত, যুক্ত। ৩ (আচ ১।১৮৬) উদ্ভাসিত। ৪ (গীগো ৩।১৬) পল্লবিত। **কন্দলী** (মালা উৎ ৫) সংহতি, নবাঙ্কুর। ২ (চন্দ্রা ১০০) পুষ্পকলিকা। ৩ (গৌকৃ ১২।২৮) কদলী। ৪ (মাম ১।৭৪) মৃগবিশেষ।

কন্দু (মালা মুকুন্দ ২) গেণ্ডু, ভাঁটা। ২ স্বেদনীপাত্র [তাওয়া]।

কন্দুক (ছ পরিশিষ্ট ৩০) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ (গোলী ৫।৪৬) কাষ্ঠনির্মিত ক্রীড়াদ্রব্য-বিশেষ [গোলা]।

কন্দুশালা (হ ৪।২৬) যে গৃহে দ্রব্যাদি ভাজা হয়।

কন্দোট্ট (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহতুল্য গোপ।

কন্ধর (নিবি ৩৭) গ্রীবা, ২ মেঘ, ৩ (আচ ১।১৬৫) জলবিশিষ্ট।

কন্ধরা (গোলী ১৬।৭৪) গ্রীবা।

কন্যকা (ভা ১০।২।১২) যোগমায়া। ২ (উ ৩।১৯, ৩৪-৩৫) পিতৃপালিকা, সলজ্জা, মুগ্ধাগুণান্বিতা অথচ সখীদের নর্মকেলিতে বিশ্বাসিনী এবং অবিবাহিতা ধন্যা-প্রভৃতিকে 'কন্যকা' বলে। শ্রীজীব-প্রভুর মতে ইহারা স্বীয়াভিমানিনী, কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ বলেন যে পরকীয়া-প্রকরণে পঠিতা এই কন্যকাগণ নিশ্চয়ই পরকীয়াভিমানিনী।

কন্যস (হ ৮।১১৭) কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কন্যসী (হ ১৭।৭২) কনীয়সী ভগিনী।

কন্যা (ছ ২।৫) প্রতি চরণে চতুরক্ষর ছন্দো-বিশেষ। [২ অনূঢ়া স্ত্রী, ৩ অনূঢ়া দুহিতা]।

কপট (দা ৩২) ছল, ২ (ভাবনা ৪। ১৩) মায়া। **-মানুষ** (ভা ১।১। ২০) নরাকৃতি পরব্রহ্ম—জী।

কপটী (স্তব ৬।১০) প্রতারক।

কপতি (মালা বস্ত্র° ২) বরুণ।

কপর্দ (গোচ উত্তর ১৯।৬১) শিবজটা, [২ বরাটক]। **-কপর্দী** (রত্ন টী ৪।২৮) শিব। [২ জটাযুক্ত]।

কপাটঘ্ন (হরি ৫।২৬০) [কপাটং হন্তুং শক্তঃ] চৌর।

কপাটিত (গোচ পূর্ব ৭।৬৭) রুদ্ধ।

কপালমোচন-মহাদেব——পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপালস্বরূপ পঞ্চ শিবমূর্ত্তির অন্যতম। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দরজার নিকটে মহাদেব বিরাজমান। প্রবাদ এই যে পূর্বে ব্রহ্মার পঞ্চ মস্তক ছিল, মহাদেব একটি মস্তক ছেদন করিলে ঐ মস্তকটি তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া রহিল। তিনি ভ্রমণ করিয়াও কোথাও আশ্রয় না পাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শরণ লইলেন এবং ব্রহ্মহত্যা-দোষ হইতেও মুক্ত হইলেন। এই জন্য তিনি 'কপালমোচন' নাম ধারণ করত শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন।

কপালবেধনী (হ ১২।৩৫৭) অর্দ্ধরাত্রির পরে যদি দশমীর কিঞ্চিৎ অনুবৃত্তি হয়, তবে তৎপরবর্ত্তী একাদশীর সহিত উহার 'কপালবেধ' হয়; শ্রীনিম্বার্কীয়-মতে কপালবিদ্ধা একাদশীও ত্যাজ্যা।

কপালী (গৌকৃ ১৬।৩১) শিব, ২ (রত্ন টী ৩।৩৮) তান্ত্রিক যোগিবিশেষ।

কপি (গোভা ১।১।২০ টী) [কং জলং পিবতীতি] সূর্য, ২ [কম্পতে ইতি 'কুণ্ডি-কম্প্যোর্নলোপশ্চ উণাদি ৫৮০' ই-প্রত্যয়ে ন-লোপঃ] সকম্প, ৩ নাল। ৪ (হ ২।৬৬) শিলারস, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [৫ বানর, ৬ বরাহ, ৭ আমলকী, ৮ রক্তচন্দন]

কপিকচ্ছু (আচ ৯।৯৯) আলকুষী।

কপিঞ্জলালভন ন্যায় (সিটী ৭।৪) যে ন্যায়দ্বারা বহুত্বকে ত্রিত্বসংখ্যায় পর্য্যবসিত করা যায়, তাহাকে 'কপিঞ্জলালভন ন্যায়' বলে। বেদে আছে যে 'বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত' অর্থাৎ বসন্ত যাগে বহু কপিঞ্জল হনন করিবে'—এস্থলে বহুত্বশব্দ ত্রিসংখ্যা হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত বুঝাইতেছে বলিয়া সংখ্যানির্ণয়ের অনিশ্চয়তায় বেদের অপ্রামাণ্যাপত্তিখণ্ডনের জন্য মীমাংসাকার বলিলেন, 'প্রথমোপস্থিত-পরিত্যাগে প্রমাণাভাবাৎ' অর্থাৎ বহুত্ব-শব্দটীকে এস্থলে ত্রিত্ববাচী করিতে হইবে।

কপিত্থ (গোলী ১৫।১২৪) কদ বেল।

কপিধ্বজ (গীতা ১।২০, ভা ১।৭।১৭) অর্জুন, ইঁহার রথের ধ্বজায় হনুমানের চিহ্ন থাকায় ইঁহাকে 'কপিধ্বজ' বলে।

কপিনাস (রসিক দক্ষিণ ৫।৫২) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

কপিল (হরি ৩।১৫) ক-ইৎপ্রত্যয়ের

নাম। ২ (ভা ৪।১৮।১৯) কর্দম প্রজাপতির ঔরসে ও দেবহূতির গর্ভে আবির্ভূত ভগবানের পঞ্চমাবতার। ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর। (গী ১০। ২৬) কপিলের অনুমতি লইয়া কর্দম ঋষি প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিলে দেবহূতির মঙ্গলার্থ বিন্দুসরোবরের তীরে অবস্থিত হইয়া তিনি সাংখ্যযোগের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝাইয়া স্বীয় জননীকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের মধ্যে একমাত্র ভক্তিযোগেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করেন। সাংখ্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকদ্বারা মোক্ষরীতি স্ফুটতর করিয়াছেন—শুদ্ধজীবাত্মা দেহগত হইয়াও প্রাকৃত গুণে লিপ্ত হননা, কিন্তু জীব প্রকৃতির গুণে আসক্ত হইয়াই অহঙ্কার-বিমূঢ় হয়। তাহাতে বহুযোনি ভ্রমণ ও সংসারগ্রস্ত হয়—তীব্রভক্তি যোগের সাধনে বৈরাগ্যাবলম্বনে ক্রমশঃ বাহ্যাবেশ দূর হয়। যোগের প্রসঙ্গে তিনি অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান, ধ্যানের ক্রমপন্থাদি প্রকটিত করেন। ভক্তিযোগের বর্ণনে ভক্তির প্রকার-ভেদ, সগুণা ভক্তি—শুদ্ধাভক্তির প্রসঙ্গ, ভগবদ্ভক্তগণের সালোক্যাদি-মুক্তিতে স্পৃহাশূন্যতা প্রভৃতিও বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসায় (ভা ৩।২৪—৩৩) দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিল হইতে নিরীশ্বর সাংখ্য-প্রবক্তা কপিল কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি অগ্নিবংশজ জীববিশেষ, মায়া-মোহিত হইয়া বেদবাহ্য কুতর্ক-বহুল মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। সাংখ্যসূত্রের মত-সংক্ষেপ—বস্তুমাত্রই সৎ, উৎপত্তি বা বিনাশশীল কিছুই নাই, বস্তুর আবির্ভাবে উপলব্ধিগম্য হয় এবং তিরোভাবে তাহা হয় না; আবির্ভাবের পূর্বে বস্তুসত্তা স্বীকার্য না হইলে অর্থাৎ অসৎ হইতে সৎ কার্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হইলে মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তির ন্যায় পটও উৎপন্ন হইতে পারে। উৎপত্তির পূর্বে কিন্তু কার্যকে সৎ স্বীকার করিলে মৃত্তিকার সহিত অসম্বন্ধ পটের উৎপত্তি কল্পনা করিতে হয় না। ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া মৃত্তিকা হইতে ঘটেরই উৎপত্তি হয়, যদি উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ হয়, তবে মৃত্তিকারূপ সৎকারণের সহিত অসৎকার্য্য ঘটের সম্বন্ধই হয় না। সুতরাং অসৎকার্যবাদিগণের মতে ঘট-সংসর্গশূন্য মৃত্তিকা হইতে যেমন ঘটের উৎপত্তিই স্বীকার্য, তদ্রূপ অসম্বন্ধ মৃত্তিকা হইতে পটের উৎপত্তি হইবে কিনা বিচার্য্য। অথবা মৃত্তিকার সহিত সংসর্গ নাই বলিয়া যেমন মৃত্তিকা পটের উপাদান কারণ নহে, তদ্রূপ মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধহীন ঘটেরও উৎপত্তি হয় না। কপিলের মতে কার্যমাত্রই কারণে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া তখন প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও অভিব্যক্ত হইলে প্রত্যক্ষই হয়।

এই মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মন, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই এই মতে পুরুষার্থ, তত্ত্বজ্ঞানের সম্যক্ উদয়েই ইহা লভ্য। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকেই মোক্ষলাভ হয়। অচেতন প্রধানই স্বতন্ত্র জগৎকর্ত্তা, পুরুষ সর্বথা অসঙ্গ; প্রকৃতি অচেতন হইলেও ক্ষীরবৎ চেষ্টা স্বীকৃত হইতেছে। এই মতে তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ। বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও কপিল 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' (১।৯২) ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কারণ ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার জগৎ-কর্ত্তৃতা স্বীকার্য হয়, ফলতঃ বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যাদি দোষ তাঁহাতে আপতিত হয়।

সগরবংশ-নাশক কপিল মুনি ভগবদবতার (ভা ৯।৮।১৩)। এইমতে কাল তত্ত্ব নহে, প্রাণাদিই পঞ্চবিধ করণবৃত্তিরূপে আবির্ভূত হয়। ৩ (ভা ৬।৬।৩০) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব। ৪ (ভা ৫।১৬। ২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত। ৫ (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থ পর্বত। ৬ (লী ১৮) লীলাবতার ও মন্বন্তরাবতার। ৭ (গোভা ২।১।১) কনকপ্রভ ব্রহ্মা। ৮ (কৃগ পরিশিষ্ট ৭৫) শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলিক।

কপিলা (ভা ১০।৬৪।১৩) উৎকৃষ্টা ধেনু। ২ (হ ২।৫৮) অগ্নির কলা-বিশেষ। ৩ (কৃগ ৬২) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। **-দান** (হ ১৯। ২০) কপিলা গাভীর দান। ঘণ্টা, চামর, কিঙ্কিণী, দিব্যবস্ত্র ও হেম-দর্পণে ভূষিতা, পয়স্বিনী, সুশীলা, তরুণী ও বৎসযুক্তা কপিলা দান করিলে স্বর্গলাভ হয়। মৎস্য-পুরাণোক্ত মন্ত্র —'কপিলে! সর্বভূতানাং পূজনীয়াঽসি রোহিণী। তীর্থ-

দেবময়ী যস্মাদতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥'
কপিলাশ্রম (ভা ৪।২৯।৮২) গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম—স্বামী।
কপিলাশ্ব (ভা ৯।৬।২৪) সূর্যবংশ্য কুবলয়াশ্বের পুত্র।
কপিশ (ভা ৩।৩৩।১৪) পিশঙ্গ, কৃষ্ণ-পীতমিশ্রিত বর্ণ, পীতবর্ণ। **কপিশা**—মাধবীলতা বা পুষ্প।
কপীতন (আচ ১।১০৪) শিরীষ। ২ [আম্রাতক বৃক্ষ, ৩ অশ্বত্থবৃক্ষ, ৪ গুবাক বৃক্ষ, ৫ বিল্ববৃক্ষ]।
কপীন্দ্র (ভা ১০।৪৭।১৭) বৃষবর অরিষ্টাসুর—সনা। ২ (রত্ন টী ২। ৬) বালি।
কপূয় (গোভা ৩।১।১৮) [কুৎসিতং পূয়তে পূয়ী বিগরণে+অচ্] কুৎসিত।
কপোত (ভা ১০।৭২।২১, ভক্তি ৮৪) অতিথি ব্যাধকে সপত্নীক-মাংসদানে স্বর্গগত পারাবত। ২ (কৃগ ১০০) বিশাখার পতি বাহিকের অনুজ ও কলাবতী সখীর পতি।
কপোতরোমা (ভা ৯।২৪।২০) যযাতি-বংশ্য বিলোমার পুত্র। ২ যদুবংশ্য বৃষ্ণির পুত্র।
কপোতেশ্বর (চৈচ মধ্য ৫।১৪২) ভার্গী বা দণ্ডভাঙ্গা নদীর নিকটস্থিত শিবলিঙ্গ।
কপোল (পদ্যা ৩৫০) গণ্ডদেশ।
কপ্যাস (গোভা ১।১।২০) [কং জলং পিবতীতি কপিঃ সূর্যস্তেনাসো দীপ্তির্যস্য] রবিকর-বিকশিত, ২ গম্ভীরাম্বু-সমুদ্ভব, ৩ সকম্প-নালাগ্র-যুত—বল।
কফল্লক (গোচ পূর্ব ৮।৫৪) স্বনাম-প্রসিদ্ধ আদি চোর।

কফোণি (গোলী ৪।৩৪) কনুই।
কবন্ধ (ভা ৯।১০।১২) শ্রীরাম-কর্তৃক নিহত রাক্ষস। ২ (রুক্মা ২।৫৯) জল।
কম্—জল, ২ শিরঃ, ৩ সুখ, ৪ মঙ্গল, ৫ [ব্য] পাদপূরণে।
কমঠ (বিনা ৪।১১) কচ্ছপ, ২ কঠিন। [৩ জলপাত্র, ৪ বংশ, ৫ দৈত্যবিশেষ, ৬ শল্লকী বৃক্ষ]।
কমন (আচ ৮।১২৮) কমনীয়, সুন্দর, লোভনীয়। [২ কামুক, ৩ কন্দর্প, ৪ অশোক বৃক্ষ]।
কমল (চৈকা ৪।১২) জল, ২ (গোচ পূর্ব ১৫।১৩৪) জলের মল, ৩ পদ্ম। ৪ (গৌগ ১৯৬, ২০৫) ব্রজের 'গন্ধোন্মাদা' সখী। ৫ (কৃগ পরি-শিষ্ট ৮২) শ্রীকৃষ্ণের ভোজনপাত্র ও পীঠাদির বাহক। **-জনি** (আচ ৭। ৪৪) ব্রহ্মা। **-মণি** (লনা ৮।১৫) পদ্মরাগ রত্ন। **-যোনি** (আচ ১। ১৩৫) ব্রহ্মা। **-রাগ** (আচ ২১। ১৯) পদ্মরাগ মণি। **-লোচন** (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ঋবর্ণের শক্তি। ২ (চৈচ অন্ত্য ১৩।১০৩) জগন্নাথ। **-বন্ধু** (গোচ পূর্ব ২৬।৭) সূর্য।
কমলা (কৃগ ২৪৮, উ ৪।৫৩) রঙ্গ-দেবীর যূথে তৃতীয়া, শ্রীরাধার প্রিয়-সখী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। ২ (গোলী ২১।৪৭) নায়িকাবিশেষ। ৩ কুরঙ্গী, ৪ জল, ৫ সহস্রপত্রযুক্ত পদ্ম। ৬ (ছ পরিশিষ্ট ৪) নবাক্ষর-পাদক ছন্দঃ। ৭ (ভচ ২।৮) মাতৃকা-ন্যাসে ঋ-বর্ণের শক্তি। ৮ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌরপূজায় পঞ্চমী পীঠ-শক্তি। ৯ (কর্ণা ১৮, ৪৭) বরস্ত্রী, ১০ লক্ষ্মী, ১১ [কং কৃষ্ণপ্রেমসুখং তেনালতি প্রাপ্নোতি তদেব ভূষা যস্যেতি বা] শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসুখেই সুখিনী অথবা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসুখই যাঁহার ভূষা—সেই শ্রীরাধা।

কমলাকমলি (গোলী ২৩।৬৯) জলাজলি যুদ্ধ, ২ পদ্মে পদ্মে সংপ্রবৃত্ত যুদ্ধ।
কমলাকর (বিনা ৭।২৪) সরোবর।
কমলাপতি (গো তা ১।৪১) গোপী-পতি—বল।
কমলাসন (ভা ৫।২০।২৯) পুষ্কর-দ্বীপবাসী ব্রহ্মা। ২ (বৃভা ২।২। ১৩৩) ব্রহ্মা।
কমলিনী (কৃগ ১১৯) 'শ্রীমল্ল' গোপের বনিতা ও 'ফুল্লকলিকা' সখীর মাতা। ২ (আচ ২।৫৭) পদ্মলতা। ৩ (আচ ১১।১৮৬) পদ্মিনী নারী, ৪ পদ্ম।
কমলেক্ষণ (বিনা ৭।২৪) শ্রীকৃষ্ণ, ২ পদ্মদর্শন, ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকা-ন্যাসে স-বর্ণের শক্তি।
কমিতা (মাম ৫।৯৭) কামুক।
কমু (গোভা ১।৩।৩৪ টী) কি প্রকারে? [আক্ষেপার্থে বৈদিক প্রয়োগ]।
কম্প (পদ্যা ৩৮৪) বরুণ। ২ (সিন্ধু ২।৩।৫৩) সাত্ত্বিক বিকার। **কম্পন** (হরি ৫।৩৩২) [কপি+যুচ্] কম্পশীল। **কম্প্র** (গোচ উত্তর ১০।১২) [কপি চলনে+র] কম্পযুক্ত, ২ ভীত।
কম্বল (ভা ৫।২৪।৩১, ১২।১১।৪৩) পাতালবাসী নাগ। ২ (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। **-বর্হিষ** (ভা ৯।২৪।১৯) সাত্বতবংশীয় অন্ধকের পুত্র।

কম্বল্য (হরি ৭।২১৭) শতপল-পরিমিত উর্ণা।

কম্বু (গোলী ১৬।৭৫) শঙ্খ, ২ (গৌকৃ ৫।৫) শম্বুক। ৩ (সিন্ধু ২। ১।৩৭৬) শ্রীকৃষ্ণহস্তের দক্ষিণাবর্ত্ত পাঞ্চজন্য। **-কণ্ঠ** (মালা প্রেমেন্দু ৯) ত্রিরেখাযুক্ত কণ্ঠ।

কম্বোজ (ভা ২।৭।৩৫) হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমপ্রান্তস্থ পার্বত্য দেশ। ২ তিব্বত ও লাদাফ। ৩ বাল্মীকি ও তৎসাময়িক ভূবৃত্তান্তমতে ক্যাম্বে উপসাগর-কূলস্থিত দেশ। ৪ (হরি ৭।৩১২) কম্বোজের অপত্য। ৫ কম্বোজদেশীয় রাজা।

কম্বু, কম্ব (হরি ৭।৯৮৯) জলযুক্ত, ২ সুখী।

কম্র (হরি ৫।৩৫১) [কমু কান্তৌ+ র] কমনীয়, ২ (ব্রজ ৩।৫৭) সকাম।

কয়া (চৈভা অন্ত্য ৮।১১৬) জলক্রীড়া-বিশেষ।

কয়াধু (বৃভা ২।৩।১৮১, ভা ৬।১৮। ১২) জম্ভাসুরের কন্যা, হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী ও প্রহ্লাদের মাতা।

কর (বিনা ৭।১৫) কিরণ, ২ হস্ত। ৩ (হরি ৫।৪১৭) [কৃ বিক্ষেপে+ অল্] বিক্ষেপ। ৪ (গোলী ১১।৫৮) শুণ্ড। ৫ (মুক্তা ৪৮৯) রাজস্ব।

করক (আঁচ ১২।১৫৪, গোলী ৬।২৪) দাড়িম্ব। [২ কমণ্ডলু, ৩ শিলা, ৪ পক্ষিভেদ]।

করকচ্ছপিকা (হ ৫।৬৬) বাম কর উত্তান করিয়া তন্নিম্নে দক্ষিণ হস্ত সম্বদ্ধ করিলেই এই মুদ্রা হয়। ভূত-শুদ্ধিতে ইহার প্রয়োজন।

করকণ্টক (গোচ উত্তর ১১।৭৫) নখ।

করকৃত-দ্যুমণি-পিধান ন্যায় (রত্ন ৪। ১৮) হস্তদ্বারা সূর্যাচ্ছাদনের সদৃশ অসম্ভবতা-প্রতিপাদনার্থ ব্যবহৃত ন্যায়।

করকোপল (চচ ৪।১৪) বৃষ্টিজাত শিলাখণ্ড।

করগ্রহণ (গোলী ৪।৭০) বিবাহ, [২ হস্তধারণ, ৩ প্রজা হইতে রাজস্ব-গ্রহণ]।

করঙ্ক (গৌ কৃ ৬।২২), **করঙ্গ** (প্রা ২৮।১) কমণ্ডলু, করোয়া। [২ নারিকেলের মালা। ৩ পাত্রভেদ, ৪ মাথার খুলা]।

করজ (বৃ ১৬।২) নখ, ২ (আচ ১। ১৪১) করঞ্জবৃক্ষ। [৩ হস্তজাত দ্রব্য]।

করট (ভা ৫।১৪।২৮, গৌকৃ ৪।৪২) কাক। ২ গজগণ্ড, ৩ নিন্দ্যজীবী, ৪ বাদ্যভেদ]।

করটী (গোবি ২১) হস্তী।

করণ (ভা ১০।৬১।৪) উপায়, ২ ইন্দ্রিয়। ৩ (হরি ৪।১০০) কর্ত্তার অধীন প্রকৃষ্টতম সহায়। ৪ (যো ৩৯) ভূতসূক্ষ্ম গন্ধাদি—জী। ৫ (হ ১১।৬৬১) লিখনাধিকারী কায়স্থ। ৬ (আচ ৪।৫০) ব্যাপার। ৭ (নাচ ৯৪) প্রস্তুতার্থের সমারম্ভকে নাট্যশাস্ত্রে 'করণ' বলে। ৮ নীলা-চলস্থ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক, হিসাবপত্রাদি-রক্ষণ ও লেখাপড়াই ইঁহাদের কার্য। **-ব্যাপার** (আচ ১১।১২৫) ইন্দ্রিয়চেষ্টা। **-স্যদ** (চৈনা ১।৪১) ইন্দ্রিয়বেগ।

করণাপাটব (সস তত্ত্ব ৯) ইন্দ্রিয়ের অপটুতা যাহাতে মনঃসংযোগ থাকিলেও বস্তুর তত্ত্ব-পরিচয় ঘটেনা।

করণাভিমানী (তত্ত্ব ৫৮) জীবাত্মা।

করণায়ত্ত (আচ ১০।২২) বুদ্ধ্যধীন।

করণীয় কার্য (হ ১১।৭৩৭) যে কার্যে অন্তঃকরণের গ্লানি না হয়, যাহা করিয়া মহাজনের কাছে গোপন না করিতে হয়, তাহাই নিঃশঙ্ক-চিত্তে কর্ত্তব্য।

করণ্ড (ভা ৫।১৪।৫) পেটারি, ২ (কৃগ পরিশিষ্ট ১০৮) শ্রীকৃষ্ণের শিল্প-সেবক। ৩ (গোবি ৪৮) মধুকোষ। ৪ (বৃভা ২।১।১৩৩) দেবতাস্থাপন-পাত্র-বিশেষ। **করণ্ডিকা** (লনা ৩।৫৮) কৌটা।

করতোয়া (আচ ১১।৮৬) বগুড়ার নিকটবর্ত্তী নদী।

করদণ্ড (চৈনা ৩।৪০) হস্তিশুণ্ড, ২ দানপণ।

করদল (ভাবনা ৪।৮৬) অঙ্গুলী।

করন্ধম (ভা ৯।২।২৫) মনুবংশীয় খনীনেত্রের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৩। ১৭) যযাতিবংশীয় ত্রিভানুর পুত্র। ৩ (সিন্ধু ৩।৩।৩১) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ-কল্প সখা। ইনি সেবায় বিপুল আগ্রহান্বিত।

করন্ধয় [করং ধয়তি ধে+খশ্] হস্ত-লেহক।

করন্যাস— তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-ভেদে অঙ্গুষ্ঠাদির ন্যাস-বিশেষ।

করপালিকা (আচ ৩।৮) খড়্গ, [২ হস্তযষ্টি]।

কর-পীড়ন (মাম ১।২১) হস্তমর্দ্দন, ২ বিবাহ।

করবাল (গোবি ৩৭) খড়্গ, ২ নখ।

করবালিকা (কৃগ ৫৫) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহীতুল্যা গোপী।

করভ (ভাবনা ৪।১৪, গোবি ৬৪) মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত

করের বহির্ভাগ। ২ (গোলী ৯। ৩৫) হস্তি-শাবক। ৩ উষ্ট্রশাবক, ৪ উষ্ট্রমাত্র।

করভাজন (ভা ৫।৪।১১) ঋষভদেবের পুত্র, নব মহাভাগবতের অন্যতম।

করভোরু (হরি ৭।২৩৭) হস্তিশাবকের শুণ্ডবৎ উরুবিশিষ্টা নারী।

করমর্দ (আচ ১।১৯২), **করমর্দক** (গোলী ১৬।২২) করম্‌চা, কামরাঙ্গা।

করম্ভ (আচ ৫।২১) অঙ্কুর। [২ মিশ্রণ, ৩ (কৃ—কর্মণি অম্বচ্‌) মিশ্রিত]।

করম্বিত (গোবি ৫৪) যুক্ত, মিলিত, সংবদ্ধ।

করম্বী (আচ ১২।৮৯) সংযোগী।

করম্ভ (ভা ৩।২৬।৪৫) মিশ্রগন্ধ—স্বামী। ২ (গোলী ৩।৫২, ৪:৫৮) দধিমিশ্রিত শক্তু, ৩ (ভা ৬।১৬।৩৯) ভর্জিত বীজ।

করম্ভি (ভা ৯।২৪।৫) যযাতি-বংশীয় শকুনির পুত্র।

কররুহ (শ্যা ৪০) নখর, [২ তরবার]।

করবীর (ভা ৫।১৬।২৭) সুমেরুর দক্ষিণদিক্‌স্থিত পর্বত। [২ খড়্‌গ, ৩ বৃক্ষ, ৪ তীর্থভেদ]।

করশাখা (রতি ৫।২৩) অঙ্গুলি।

কর-সংযমন (গোচ পূর্ব ২১।২২) বিবাহ।

করাল (ভা ৪।৫।৩) তুঙ্গ, ভয়ঙ্কর। ২ (আচ ৩।১৪) হস্তগ্রাহী।

করালা (কৃগ ৫৫) শ্রীকৃষ্ণের মাতা মহীতুল্যা গোপী, চন্দ্রাবলীর মাতামহী। ২ (বৃলী ২৩) নন্দীশ্বরের অগ্নিকোণে অবস্থিত, চন্দ্রাবলীর শ্বশুরালয়।

করাবলম্ব (লনা ৬।৩২) সহায়ক।

করীর (ব্রজ ২।৮) বংশাঙ্কুর। ২ (গোলী ৩।৫৮) ব্রজে 'টেটি' নামে খ্যাত করীল। ৩ (আচ ১।৯২) হস্তিহইতে নিঃসৃত। [৪ হস্তি-দন্তমূল]।

করীষ (সিন্ধু ২।৪।৬৯) শুষ্ক গোময় [ঘুঁটে]। **-ঙ্কষ** (হরি ৫।২৫১) [করীষ—কষ+খশ্‌] শুষ্কগোময় সমূহের উৎক্ষেপক [বায়ু]।

করুণ (আচ ১।১৯) কৃপালু, ২ করুণ বৃক্ষ। ৩ (সিন্ধু ২।১।১৩২) পরদুঃখাসহ। **-ভক্তিরস** (সিন্ধু ৪।৪।১) যথোচিত বিভাবাদির সম্মিলনে শোকরতি পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া ভক্তহৃদয়ে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলে 'করুণভক্তিরস' হয়।

করুণা (আচ ৭।৮০) কৃপা. ২ শোক। ৩ (কৃগ ৯৫) রঙ্গদেবী ও সুদেবীর মাতা।

করূষ (ভা ৯।২।১৬) বৈবস্বত মনুর পুত্র। উত্তরাপথের পালক, কারূষজাতির উৎপাদক। ২ (ভা ১০। ৬৬।১) পৌণ্ড্রক বাসুদেবের রাজধানী। **-জ** (ভা ৭।১০।৩৮, গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) দন্তবক্র।

করেণু (ভা ১০।৩০।২৭) হস্তী, ২ হস্তিনী, [৩ কর্ণিকারবৃক্ষ]।

করেণুমতী (ভা ৯।২২।৩২) চতুর্থ-পাণ্ডব নকুলের স্ত্রী।

করোঁয়া (চৈচ মধ্য ২৫।১৮৬) নারিকেলাস্থি-রচিত জলপাত্র।

কর্ক (হরি ৭।১০৭০) শ্বেত অশ্ব, ২ অগ্নি, ৩ দর্পণ, ৪ ঘট, ৫ কর্কটরাশি।

কর্কটক (হ ১৫।২৪৫) কর্কট রাশি। [২ কুলীর, ৩ ইক্ষুভেদ, ৪ যন্ত্রভেদ Compass]। **কর্কটিকা** (ভা ১০।৩৭।৮) কাঁকুড়, [২ শাল্মলী বৃক্ষ, ৩ কর্কটশৃঙ্গী]।

কর্কন্ধু (হ ৮।১৮৮), **কর্কন্ধূ** (হরি ৭।২৩৯) বদরীফল।

কর্কর (হ ২০।২২৯) কাঁকর। ২ (গোবি ২০) দৃঢ়। ৩ কঠিন, [৪ মুদ্‌গর]। **কর্করা** (গোচ উত্তর ২৮।৭) ক্ষুদ্রশিলাখণ্ড। **কর্করিকা** (কৃষ্ণা ২।১১৪) পিষ্টক-বিশেষ, [পুরীধামের কাঁকড়া পিঠা]।

কর্করী (হয় ১।১০।১৫) সনল জলপাত্র—গাড়ু।

কর্কারু ((গোলী ৩।৯৭) কুষ্মাণ্ড।

কর্কোটক (ভা ১২।১১।৪২) নাগ।

কর্ণ (ভা ১।১৫।১৫) রাজা কুন্তি-ভোজের পালিতা কন্যা কুন্তীর কানীন পুত্র। মহর্ষি দুর্বাসার বরে কুন্তী কুমারীকালেও সূর্যারাধনা করত পুত্ররূপে কর্ণকে লাভ করেন। **-জাহ** (হরি ৭।৮৭৩) [কর্ণস্য মূল-মিতি কর্ণ+জাহচ্‌] কর্ণমূল। **-ধার** (ভা ১১।২০।১৭) নেতা—স্বামী; ২ নাবিক—বি। ৩ (শ্যা ১১) দীক্ষাকালে কর্ণস্পর্শপূর্বক মন্ত্র-দাতা। [৪ দুঃখাদি-নিবারক]। **-পূর** (পদ্যা ১৫৮) কর্ণাভরণ। ২ (কৃগ ২১৪) পুষ্প-রচিত কর্ণভূষণ—ইহা পাঁচ প্রকার—তাড়ঙ্ক, কুণ্ডল, পুষ্পী, কর্ণিকা ও কর্ণবেষ্টন। **-বেধ** (চৈভা আদি ৫।৩) দ্বিজকৃত্য সংস্কার-বিশেষ, ইহাতে যথাবিধি কর্ণ বিদ্ধ করিতে হয়। **-লতিকা** (গোচ উত্তর ৪।১৯) কাণের পাতা।

-বান্, [কর্ণীক, কর্ণিল, কর্ণী] (হরি ৭।৯৬৩) স্থূলকর্ণ। -বেদী (হব ৩।৪।১৬) পিশুনবাক্য-তৎপর। -বেষ্টন (কৃগ ২১৯) কর্ণভূষা—কর্ণকে বেষ্টন করত গোলাকারে শোভিত পুষ্পরচিত কুণ্ডল।

কর্ণাট (ভা ৫।৬।৮) রামনদ হইতে শ্রীরঙ্গম্ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড। ২ (আচ ২০।৫১) বহুভেদযুক্ত রাগ-বিশেষ।

কর্ণিকা (ভা ৯।২৪।৪৪) যদুবংশীয় আনকের পত্নী—ইহার পুত্র ঋতধাম ও জয়। ২ (বিনা ৭।১৪) পদ্ম-মধ্যস্থ বীজকোষ। ৩ (কৃগ ২১৮) কর্ণভূষণ—পীতবর্ণ পুষ্পসমূহে বিরচিত এবং মধ্যদেশে ভৃঙ্গযুক্ত দাড়িম্বীপুষ্প সন্নিবিষ্ট হইয়া আকারে পদ্মের কর্ণিকাবৎ দেখাইলে 'কর্ণিকা' হয়। ৪ (হ ১৫।৪৫) কটিদেশ।

কর্ণিকার (বিনা ৫।৫০) সোন্দালী পুষ্প। ২ (ব্র ৩) সহস্রদল কমলাকৃতি চিন্তামণিময় শ্রীগোকুলের মধ্য-ভাগ।

কর্ণী (বিপু ২।৬।১৬) বাণবিশেষ। -রথ (গোচ পূর্ব ৯।৫৯) বস্ত্রাচ্ছাদিত শকট বা দোলা।

কর্ণে-চুরুচুরা (হরি ৬।৯১) চাপল্য-বশতঃ অনুচিত চেষ্টা (কাণ ফুসলান)। -জপ (হরি ৫। ২৩১) সূচক। ২ (বিনা ৭।১) কুপরামর্শদাতা। -টিরিটিরা (হরি ৬।৯১) কাণ ফুসলান।

কর্ণোর্ণ (ভা ৪।৬।১৪) মনুষ্যাকার মৃগবিশেষ—জী।

কর্ণ্য (আচ ১০।১৬) কর্ণ-হিতকর। [২ কর্ণজাত মলাদি]।

কর্ত্ত (ভা ১১।৫।৩৭, চৈত ২।৭।৪৮, সিন্ধু ১।২।৬৮) ভেদ, ২ কৃত্য।

কর্ত্তন (গোচ পূর্ব ১৩।২৪) নাশন।

কর্ত্তরী (গোলী ৩।৭৮) কাটারী, কাঁচী।

কর্ত্তরীমুখ (আচ ২০।৪০) হস্তক-ভেদ [নাট্যশাস্ত্র ৯।৩২ দ্রষ্টব্য]।

কর্ত্তা (হরি ৪।১৩) যৎকর্ত্তৃক ক্রিয়া ব্যাপারিত হয় ও উহাকে যে প্রয়োগ করে—এই উভয়ই কর্ত্তা অর্থাৎ ক্রিয়ার নিষ্পাদক ও তৎপ্রযোজক। ২ (ভা ১০।৫৯।৩০) অহঙ্কার।

কর্দম (ভাবনা ৮।১২) পঙ্ক, ২ (ভা ৩।১২।২৭) ঋষি—ব্রহ্মার ছায়া হইতে উৎপন্ন। ইনি সরস্বতী-তীরে তপশ্চর্যা করিতেন। পত্নীর নাম—দেবহূতি। [৩ পাপ, ৪ মাংস]।

কর্পট (ভাবনা ৬।৬৫) জীর্ণবস্ত্র। ২ মলিন বস্ত্র, ৩ কষায় বস্ত্র।

কর্পটীভূত (গোচ উত্তর ১৬.৬৪) ছিন্নীভূত।

কর্পর (গোচ পূর্ব ৭।১৩) মস্তকের অস্থিখণ্ড। [২ কপাল—ঘটাবয়ব]।

কর্পরাল (গোলী ২১।৩২) পর্বতজ পীলুবৃক্ষ (আখরোট)।

কর্পূর (কৃগ পরিশিষ্ট ৮১) শ্রীকৃষ্ণের নাপিত। -কেলি (গোলী ৩।৪২, ১৯।৫১) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় বটক-বিশেষ। -ধানী (আচ ১৪।১৪০) কর্পূর-পাত্র। -মালতী (চৈচ মধ্য ১৪। ৩০) শ্রীজগন্নাথদেবের নৈবেদ্য-বিশেষ। -লতিকা (কৃগ পরিশিষ্ট ১৮০) শ্রীরাধার প্রাণসখী। -সুগন্ধ (কৃগ পরিশিষ্ট ৮১) শ্রীকৃষ্ণের নাপিত [পৃথক্ পৃথক্ নামও হইতে পারে]।

কর্বুর (সিন্ধু ৪।৩।৩৬) স্বর্ণ, ২ মিশ্র-বর্ণ। [৩ জল, ৪ পাপ]।

কর্বুরিত (আচ ৮।৩) মিশ্রিত, যুক্ত, ২ বিবিধবর্ণযুক্ত।

কর্ম (ভা ৫।১০।৭) পুণ্য ও পাপ, ২ (ভা ৫।১১।১১) অদৃষ্ট, ৩ (ভা ৬। ৯।৪৯) প্রবৃত্তিমার্গ, ৪ (ভা ১০।১০। ৩৮) পূজা, পরিচর্যা। ৫ (ভা ৮। ১৯।৩৬) পূর্ত্ত। ৬ (ভগ ৪৬) অপূর্ণ ব্যক্তির নিজ পূর্ত্তির জন্য চেষ্টা—জী। ৭ (গোভা ১।৪।১৬) [ক্রিয়তে ইতি] জগৎ, চিজ্জড়াত্মক প্রপঞ্চ। ৮ (নাম ৩।১৯) চরিত্র। ৯ (রত্ন ৬।৭৬) স্বরূপাবরক অবিদ্যা। ১০ (ভক্তি ২২৫) ধর্ম—দেবতা-দিগের উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ। ১১ (হরি ৪।১৭, ১৯,২৮) যাহার সাধনার্থ ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, সেই কারকই কর্ম। -কর (ভা ৩।২৩।২৭, হরি ৫।২৪২) দাস। -কর্ত্তা (হরি ৪। ২০) কোন কর্ম অন্য-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে থাকিলেও যখন আপনিই অনায়াসে সংসাধিত হয়, তখন তাহার নাম হয়—কর্মকর্ত্তা। -কল্প (ভা ৮।৫।৪৮) কর্মাভাস—স্বামী। -কল্মষ (মুক্তা ১।২৯) পুণ্যপাপ—কৈ। -কষণ (ভা ১০।৯০।৪৯) নৈষ্কর্ম্য-প্রতিপাদক—বি। ২ কর্ম-বন্ধচ্ছেদক—বল। -কাণ্ড (রত্ন ৪। ১৩) কর্মের কর্ত্তব্যতা-প্রতিপাদক বেদাংশ [ব্রাহ্মণাদি]। -ক্ষয় (ভক্তি ১৬) কর্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, আগামি ও প্রারব্ধ। সঞ্চিত কর্মরাশির মধ্যে ফলত্বে উন্মুখ কর্ম-সমষ্টি লইয়াই ভোগদেহ আরব্ধ হয়—ইহার নামান্তর—প্রারব্ধ। ভগবৎসাক্ষাৎকারের আনুসঙ্গিক ফলরূপে জীবের যাবতীয়

কর্মই ভগবদিচ্ছা-প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। **-চোদনা** (ভা ১১।১০।৪) নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্মবিধি। ২ (গীতা ১৮।১৮) জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—কর্মপ্রবৃত্তির হেতু। **-জড়** (সি টী ১।৭) জগন্নিত্যত্ববাদী। **-জিৎ** (ভা ৯।২২।৪৭) জরাসন্ধ-বংশীয় বৃহৎসেনের পুত্র। **-ঠ** (হরি ৭।৮৮০) [কর্ম+ঠ] কর্মনিপুণ। ২ (কৃগ পরিশিষ্ট ১০৬) শ্রীকৃষ্ণের কুম্ভকার। **কর্মণ্য** (ভা ১১।২।১৯) কর্মকুশল। ২ (হরি ৭।৮।১৪) [কর্মণা সম্পাদি শোভীতি যৎ] শৌর্য। **-তন্ত্র** (ভা ৩।১২।৩৫) যজ্ঞবিস্তার—স্বামী। ২ (ভা ১১।২২।৩৭) কর্মাধীন—বি। **-ধারয়** (মুক্তা ৪২১) সমানাধিকরণ পদদ্বয়ের সমাস, ২ কর্মধারণকারী। **-নাশা** (উ ৭।১৯, সার্কৌ ১০।১৪) মগধদেশবাহিনী পাপনদী। ২ ক্রিয়াধ্বংসিনী। **-নিবন্ধ** (ভা ৬।২।৪৬) পাপমূল—স্বামী। **-নিবন্ধন** (ভা ৮।২৩।১০) অজ্ঞান—স্বামী। **-নির্হার** (ভা ৬।১।১১) পাপনাশ—স্বামী। ২ (নাম ২।৪) দ্বাদশাব্দাদি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও কিন্তু আত্যন্তিক কর্মনাশ হয় না, যেহেতু তাহাতে পাপবাসনা থাকিয়াই যায়; যদি কৃচ্ছ্রব্রতাদিতে পাপাশয় শুদ্ধই হইত, তবে ত আর পাপাচরণ হইত না। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত স্মার্ত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠাতার পাপবাসনা যায় না। **কর্মন্দী** (হরি ৭।৫৫৮) [কর্মন্দেন প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রমধীতে বেত্তি বেত্তি ইনি] ভিক্ষু। **°পাবন** (ভা ১১।২৭।১১) কর্মনির্হারক—স্বামী। **-পুমর্থবাদ** (গোভা ১।১।১ টী) বৃষ্টিকামনায় কারীরী যজ্ঞ, পুত্র-কামনায় পুত্রেষ্টি, স্বর্গকামে জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি বৈদিক বাক্যে যজ্ঞ-বিধানেই নিখিল পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয়—এই ধারণা। **-প্রতি-বোধন** (ভা ৩।৮।১৪) জীবাদৃষ্টের জাগরয়িতা--স্বামী। **-প্রবচনীয়** (হরি ৪।১০৭) কয়েকটি উপসর্গ ক্রিয়ার সহিত অসংলগ্ন থাকিয়া কোন বিশেষ্যকে বাক্যে সম্বন্ধযুক্ত করে—উহারা কর্মপ্রবচনীয় (কৃষ্ণ-প্রবচনীয়)। 'ক্রিয়ায়া দ্যোতকো নায়ং সম্বন্ধস্য ন বাচকঃ। নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী সম্বন্ধস্য তু ভেদকঃ।' (—বাক্যপদীয়ে ২।২০৬); লক্ষণ, বীপ্সা ও ইত্থম্ভাব বুঝাইতে অভি-শব্দ, ঐ তিনটী অর্থ ও ভাগার্থে পরি এবং প্রতি, ঐ তিন অর্থ এবং সহার্থে ও হীনার্থে অনু-শব্দ, কেবল হীনার্থে উপ-শব্দ কর্মপ্রবচনীয় হইবে। যেমন বৃক্ষমভি বিদ্যোততে বিদ্যুৎ, পর্বতমনু বসিতা সেনা, উপার্জুনং যোদ্ধারঃ ইত্যাদি। **-বন্ধ** (ভা ১০।৫০।৩৩) কর্মফল-ভোগার্থ জন্মাদি—স্বামী। **-বন্ধন** (হ ১০।১৬৯) কর্মসহিত সম্বন্ধ। ২ (গীতা ২।৩৯) সংসার—বি। **-মীমাংসক** (ভা ১১।২১।২৬ টী) জৈমিনি প্রভৃতি। **-মোক্ষ** (রত্ন ৪।১৫) কর্ম হইতে মুক্তি [নৈষ্কর্ম]। **-যোগ** (গীতা ১৩।২৫) নিষ্কামকর্ম—বি। **-রঙ্গ** (আচ ১।৪৭, ব্রজ ২।৮) কামরাঙ্গা। **-বীজ** (ভা ৫।৬।১) রাগাদি, ২ (ভা ৩।৮।৩৩) লোক-সৃষ্টির কারণ—স্বামী। **-ব্যবস্থা** (ভক্তি ২৮৫) 'লোকাচার'শব্দ দ্রষ্টব্য। **-শুক্ল** (ভা ৫।১৪।৩৪) কর্মদ্বারা শুদ্ধ, যজ্ঞানুষ্ঠাতা—স্বামী। **-শুদ্ধি** (ভা ১১।২১।১৫) শ্রীভগবানে কর্মফলার্পণ। **-শোধন** (বৃ ভা ২।২।১০৫) কর্মফল-নিরসনপূর্বক কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থে কর্মার্পণ। **-শ্রেষ্ঠ** (ভা ৪।১।৩৭) পুলহের ঔরসে ও গতির গর্ভে জাত সন্তান। **-সঙ্কর** (বিপূ ৩।৮।৩৯) ব্রাহ্মণাদির পরস্পর বৃত্তির মিশ্রণ। **-সঙ্গ** (গীতা ১৪।৭) দৃষ্ট ও অদৃষ্ট-ফলজনক কর্মে আসক্তি—স্বামী। **-সঙ্গী** (গীতা ৩।২৬) কর্মফলে আসক্ত। **-সন্ধা** (ভা ৬।৫।৪২) কর্মমর্যাদা, ২ বৈদিক কর্মে সঙ্কল্পবান্। **-সন্ন্যাস** (গীতা ৩।৫) কর্মে অনাসক্তিমাত্র। ২ ফলাভিসন্ধান-রহিত কর্ম। **-সমাপনীয়** (হরি ৭।৮২৪) [কর্মসমাপনমেব প্রয়োজনমস্যেতি ছ] কর্মসম্পাদনই যাহার প্রয়োজন। **-সাক্ষী** (হ ১৪।৩৫৪) সূর্য। [সূর্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্মণো নব সাক্ষিণঃ॥] **-সিদ্ধি** (ভা ১০।২২।১৮) কর্ম-ফলদান—স্বামী। ২ ইষ্টানিষ্ট-ফলপ্রাপ্তি। **-স্মৃতি** (সিন্ধু ১।২।২৪৯টী) লীলাস্মরণ।

কর্মাঙ্গ (রত্ন টী ৪।৬) বিহিত যজ্ঞাদি-কর্মের অঙ্গ। **-দেবতা** (গোভা ১।১।১ টী) 'বিষ্ণুরূপাংশু যষ্টব্যঃ' ইত্যাদি বৈদিক বাক্যে বিষ্ণুর কর্মাঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্মের দুই অঙ্গ—দ্রব্য ও দেবতা, সুতরাং কুশ ও ঘৃতের ন্যায় বিষ্ণুও কর্মাঙ্গভূত

হইলেন।

কর্মাত্মক (ভা ১১।১২।২০) প্রবৃত্তি-স্বভাব—স্বামী। ২ কর্মপ্রবাহময়—বি।

কর্মাদিমিশ্রা ভক্তি (ভক্তি ১২০) বিশেষ বিচারে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব সাব্যস্ত হইলেও বহুশাস্ত্রে কর্ম-জ্ঞানাদিমিশ্র ভক্তির উপদেশ আছে, তাহার তাৎপর্য—কর্মজ্ঞানাদিমার্গনিষ্ঠ অভক্তগণকেও ভক্তিসম্বন্ধ-স্থাপনায় কৃতার্থ করিবার জন্য এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ভক্তিরসাস্বাদন করাইয়া শুদ্ধা ভক্তিতে প্রবর্ত্তন করাইবার জন্য বুঝিতে হইবে।

কর্মাধিপতি (রত্ন ৩।৫০) শিব, ২ বৈদিককর্ম-প্রবর্ত্তক—বল।

কর্মাধ্যক্ষ (রত্ন ৪।১) কর্মফলার্পণকারী।

কর্মানুশয় (ভা ১১।১৪।২৪) কর্ম-বাসনা,২ (মুক্তা ৬।৫৩) লিঙ্গদেহ—কৈ।

কর্মাপনুত্তি (ভা ১২।২।১৪) মোক্ষ—স্বামী।

কর্মার্পণ (ভক্তি ২১৭—২২১) কায়, বাক্য ও মনদ্বারা, বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তি-দ্বারা কৃত অথবা নিজ দৈহিক ও ব্যবহারিক যাবতীয় কৃত্যগুলি শ্রী-বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে সমর্পণ। লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ কর্মার্পণের ব্যবস্থাই দৃষ্ট হয়। জ্ঞানেচ্ছু সাধকের দুষ্কর্ম বা সুকর্ম উভয় কর্ম-সমর্পণের ফলে কোনও পার্থক্য নাই। ভক্তীচ্ছু সাধকের পক্ষে কিন্তু "আমার এই দুর্বাসনাদুঃখ-দর্শনে করুণাময় প্রভু আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন" —এবম্বিধ দৈন্যমূলক। সুকর্মে বা দুষ্কর্মে যাদৃশ আসক্তি আছে, সেই আসক্তি সর্বতোভাবে শ্রীভগবানের প্রতিই হউক—ইহাই ভক্তীচ্ছু সাধকের উদ্দেশ্য। সকাম ব্যক্তি কিন্তু সর্বতোভাবে সর্ব দুষ্কর্মই অর্পণ করিবে। বৈদিক কর্মার্পণের প্রশংসা (ভা° ৮।৫।৪৭) দেখা যায়। শ্রী-ভগবানে কর্মসমর্পণই ভবরোগের চিকিৎসা। বাস্তব বিচারে কর্মফল ভগবদাশ্রিত—মানব দুর্বুদ্ধিবশতঃ কর্মফল আত্মসাৎ করিয়া তুচ্ছ ফল ও সংসারদশা প্রাপ্তি করে। শ্রীবাসু-দেবই সর্বযজ্ঞের মুখ্য কর্ত্তা ও ভোক্তা, বেদ্যতত্ত্ব—সুতরাং ক্রিয়াফলও বাসু-দেবনিষ্ঠ। কর্মার্পণ দ্বিবিধ—ভগবৎ-প্রীণনরূপ ও ভগবানে অর্পণরূপ। কর্মার্পণের নিমিত্ত তিনটি—কামনা-সিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্য এবং ভক্তিমাত্র। কামনা ও নৈষ্কর্ম্যে প্রায়শঃই কর্মত্যাগ, ভগবৎপ্রীণনের আভাসমাত্র থাকে; ভক্তির কিন্তু তৎপ্রীতিতেই পূর্ণ তাৎপর্য। কর্মার্পণ—আরোপসিদ্ধা ভক্তির নামান্তর।

কর্মার্পণবিধি (হ ১১।৪৪—৪৭) শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, ও অহঙ্কারবশতঃ যাহা যাহা দিবারাত্র মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, (তাহা সাধুই হউক বা অসাধুই হউক—শ্রীপ্রভুর নৈশপূজার পর) তাঁহাকে সেই সেই কর্মফল সমর্পণ করিবে।

কর্মাবাঈ খিঁচুড়ি—পুরীধামস্থ শ্রী-জগন্নাথদেবের সকালধূপের বা রাজ-ভোগের উপকরণ-বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—দশভাগ চাউল ও ছয়ভাগ কাঁচা মুগকড়াই, আদা, লবণ, হিঙ্গ-মিশ্রিত করত জ্বাল দিয়া অর্দ্ধসিদ্ধ হইলে ঘৃত দিয়া নামাইতে হইবে।

কর্মাশয় (ভা ৪।২২।৩৯, হ ১১।৫৬৩, বৃভা ২।৭।১৪ টী) অহঙ্কাররূপ হৃদয়-গ্রন্থি। ২ সংসার-বন্ধ। ৩ (গো ভা ৩।৩।২৮ টী) লিঙ্গদেহ।

কর্মাষ্টক (সি টী ১।২৭) জৈনমতে কর্ম প্রধানতঃ—ঘাতি (পাপ) ও অঘাতি (পুণ্য), ইহারা প্রত্যেকে চারি প্রকার। ঘাতি—(১) জ্ঞানাবরণীয় (সত্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধক), (২) দর্শনাবরণীয় (জৈনমতসিদ্ধ ঐশীকার্যে অবিশ্বাস). (৩) মোহনীয় (বিভিন্ন আচার্য-কর্তৃক প্রচারিত মতনির্বাচনে সন্দেহাদি) (৪) আন্তর্য (চিরসুখের পথে কণ্টক)। অঘাতি কর্ম—(১) বেদ-নীয় বা জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস, (২) নামিক বা পৃথক্‌নামাবিষ্ট ব্যক্তির সত্ত্বে বিশ্বাস, (৩) গোত্রিক (অর্হৎ-দিগের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্তিতে জ্ঞান) ও (৪) বুক্ষ (জীবনরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় কার্য)—[গোবিন্দানন্দ]।

কর্মী (চৈচ আদি ১৭।২৬০, প্রেম ৬। ১৯) কর্মমার্গী, কাম্যাদির অনুষ্ঠানকৃৎ।

কর্শিত (ভা ১০।২২।১০) শ্রান্ত, খিন্ন। ২ (চৈত ১০।২২।১৭) কৃশী-ভূত।

কর্ষিত (ভা ১১।২৯।২) শ্রান্ত—স্বামী। ২ (বৃভা ২।৭।১২৩) ব্যাপ্ত।

কল (ভা ৪।৬।১৩) মধুর, ২ (ভা ১০।২৯।৩) ককার ও লকার। ৩ (চৈত ১০।৮৯।৫৮) [কং সুখং লাতীতি] সুখদ। ৪ (আচ ৮। ১৮৭, গোলী ১।১০৪, ৮।৫) মধুরা-স্ফুটধ্বনি। -কণ্ঠ (উ ১৩।২৬) কোকিল। ২ (কৃগ পরিশিষ্ট ১০৪) সর্বপ্রবন্ধ-নিপুণ, রসজ্ঞ ও তালধারী শ্রীকৃষ্ণসেবক। [৩ হংস, ৪ পারা-বত]। -কণ্ঠী (কৃগ ২৪৮) রঙ্গ-দেবীর যূথে প্রথমা সখী। ২ (আচ

১২।১৬৫) কোকিলস্ত্রী। **-কন্দলা** (কৃগ পরিশিষ্ট ১৯৯) শ্রীরাধার প্রিয়া বাহিকা [ধেনু]। **-কল** (চন্দ্রা ১৯) মহাকলহ, ২ কোলাহল। **-গীত** (মালা তালবন°, ছ টী ৫) স ও জগণের মিশ্রণে দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ, অন্য নাম—'মধুভার'। **কলঙ্কিত** (মালা চৈ ৩।৪) চিহ্নিত—বল। **°জ্ঞ** (হরি ৬।২৪২) [কলাং জানাতীতি] কলাবিৎ। **-ঝঙ্কারা** (কৃগ পরিশিষ্ট ১২৭) শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্কিণী। **কলত্র** (চৈভা আদি ১।২) স্ত্রী, ২ শক্তি, প্রকৃতি। **°ধৌত** (চৈ কা ৬।৬২) সুবর্ণ, ২ (আচ ১৭।২২) রূপ্য।

কলন (আরা ৫২, মালা শরদ্বিহার) দর্শন, ২ (চন্দ্রা ৬৯) চিন্তন, ৩ (চন্দ্রা ১০৯) ধারণ। ৪ (গীতা ১০।৩০) বশীকরণ। ৫ (মধু ২।৫২) গ্রহণ। ৬ (হ ৮।৪৫৩) স্পর্শন। ৭ (আচ ১৩।৯৪) ব্যাপার। ৮ (আচ ১১।১৪৮) আনয়ন। ৯ (গোচ পূর্ব ১।১০৯) রচনা।

কলনা (চৈকা ২।৯২) অভিপ্রায়। ২ (মালা চৈ ১।৬) দর্শন। ৩ (আচ ৭।২৬) সম্মেলন। ৪ (নিবি ১৫) বশ্যত্ব, ৫ (গোচ পূর্ব ৯।৩২) রচনা। ৬ (গোচ উত্তর ৩৭।১৪১) পরিপাটী। ৭ (গোচ পূর্ব ২।২৭) ধারণ।

কলভ (চৈকা ৪।২৭) [করেণ শুণ্ডেন ভাতি ভা-ক] হস্তিশাবক।

কলভাষিণী (কৃগ পরিশিষ্ট) শ্রীরাধার প্রাণসখী।

কলম (হব ২।১৯।৫৫) শালিধান্য। ২ [কলতে অক্ষরাণি কল+অমচ্] লেখনী। ৩ [কলয়তি পরস্বম্] চৌর।

কলম্ব (মাম ৭।৫১) শর। ২ কদম্ববৃক্ষ।

কলম্বী (গোলী ৩।১০৫) কলমীশাক।

কলয়ন (ভা ১১।১৬।১০) বশে আনয়ন—স্বামী।

কলরব (গীগো ২।১৪) পারাবত—প্রবো। ২ কোকিল, ৩ কলধ্বনিযুক্ত।

কলল (স্ত ৪।৯) দুগ্ধ হইতে দধিতে পরিণতির মধ্যবর্ত্তিনী অবস্থা। [২ গর্ভবেষ্ট চর্ম, ৩ রেতোবিকার]।

কলবাক্ (ভাবনা ১২।২৬) পারাবত।

কলবিঙ্ক (সিন্ধু ৩।৩।১৩৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। ২ (বিনা ৫।২৫, প্রীতি ৮৪) চটক পক্ষী।

কলহ (ভাবনা ১২।১৮) বিবাদ, ২ কলধ্বনি-নাশক। [৩ যুদ্ধ]।

কলহংস (কৃ গ পরিশিষ্ট ১১১) শ্রীকৃষ্ণের রাজহংস। ২ (আচ ১২।১৮) শোভন পাদকটক। ৩ (ছ ২।৯৬) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দঃ।

কলহংসী (কৃগ ২৪২) ললিতা সখীর যূথে সপ্তমী সখী।

কলহান্তরিতা (উ ৫।৮৭) যে নায়িকা সখীজন-সম্মুখে পদাবনত কান্তকে ক্রোধে নিরসন করত পরে অনুতাপ করেন। ইহাতে প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘনিঃশ্বাসাদি প্রকাশিত হয়।

কলা (ভা ৩।২৪।২২) কর্দম ঋষির কন্যা ও মরীচির ভার্যা—ইহার গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা জন্মগ্রহণ করেন। ২ (অকৌ ৫।২৯) চন্দ্রাবলীর সখী। ৩ (ভা ৪।৭।১৮) লেশ—স্বামী। ৪ বৈদগ্ধ্য—বি। ৫ (ভা ৪।১৬।১৭) শক্তি। ৬ (গোতা ১।৫) বিস্তার—বি। ৭ (লনা ১০।১১) ষোড়শ-ভাগ, ৮ বিলাস। ৯ (চন্দ্রা ১৫) অবতার। ১০ (রত্ন ২।১৬) বিভূতি, অংশের অংশ। ১১ (ভা ৩।১৬।১১, ১০।৫৩।৫২) শোভা—স্বামী, ১২ শিল্প—বি। ১৩ (স্তব ৮।২৩) মূলধন। ১৪ (ভা ৫।১০।২১) জ্ঞাপন। ১৫ (বৃভা ২।৭।৯২) ক্রীড়া। ১৬ (বৃভা ২।৭।১১৭) বিন্দু। ১৭ (সস কৃষ্ণ ৯) পত্নী। ১৮ (আচ ৭।১৬০) কৌতুক। ১৯ (হ ৫।১৩১) ষোল (সংখ্যার বাচক)। ২০ (উ ৩।৫৫) শৃঙ্গারো-পযোগিনী চতুঃষষ্টি বিদ্যা। ২১ (উ ১৩।৬৪) ভাবনা—জী। ২২ (বিরু ৫) তালদ্বারা নিয়মিত পদ-সমূহ। ২৩ (গোচ পূর্ব ২৩।২০) কপট, ছল। ২৪ (গীগো ৬।৪) বৃদ্ধি—প্রবো। **-কণ্ঠী** (কৃগ ১৮২, ১৯০) শ্রীরাধাসখী—ইঁহার অঙ্গ কুলীপুষ্পবর্ণ, বস্ত্র—দুগ্ধজলের সদৃশ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের চাটুবাক্য শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় শ্রীরাধার মান করান। বিশাখাকৃত গীতের গানে শ্রীরাধার প্রীতিদায়িনী। **-কেলী** (কৃগ পরিশিষ্ট ১৮৮) শ্রীরাধার দাসী। **কলাঙ্কুর** (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ২ (কৃগ ৯৯) বৃষভানুরাজার মাতুল গোপ, 'কলাবতী' সখীর পিতা। ইঁহার পত্নী—সিদ্ধমতী। **'ত্যয়** (ভা ৪।২৪।২৯, বৃ ভা ২।৩।১০৪ টী, হ ১০।১৮৫, ভগ ৬১) অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গ। **-নাথ** (চন্দ্রা ১৫) চন্দ্র, ২ মৎস্যাদি স্বাংশাবতারগণেরও অব-তারী স্বয়ং ভগবান্। **-নিধি** (আচ ৮।৯৯, চচ ১।২৮, ভাবনা ৩।২৪) চন্দ্র, ২ কৃষ্ণ। ৩ (লনা ১।৮) সঙ্গীত-পারদর্শী নটের নাম।

-নিধি-ভু (আচ ৮।১২৬) চন্দ্রপুত্র বুধ। ২ বৈদগ্ধীনিধির প্রাপ্তিকারী। **-নিধি -সপিণ্ড** (লনা ৮।১৪) চন্দ্রতুল্য।

কলাপ (ভা ৯।১২।১৬, ১০।৮৭।৭) হিমালয়ের উত্তরস্থিত গ্রামবিশেষ। ২ (গোলী ১১।১১৩) ময়ূরপুচ্ছ। ৩ (কবি ২৩) বিদগ্ধ। ৪ (গোচ উত্তর ৩৭।১৪১) সমূহ। ৫ (আচ ১।১৬৬) শিল্পরক্ষক। ৬ ভূষণ, ৭ কাঞ্চী, ৮ চন্দ্র, ৯ (হরি ২।১১৬) ব্যাকরণ-বিশেষ, ইহার অপর নাম—**কুমার** ও **কাতন্ত্র**। এই ব্যাকরণের উৎপত্তি-সম্বন্ধে 'কলাপচন্দ্র' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—রাজা শালিবাহন কোন মহিষীর সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। জল-সিঞ্চনে সেই মহিষী রতিরসে আত্মহারা হইয়া রাজাকে বলিলেন—'মোদকং দেহি দেব!' অর্থাৎ হে দেব! আমাকে আর জল দিওনা। রাজা মূর্খতাবশতঃ প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া মহিষীকে একটি মোদক (মোয়া) প্রদান করিলে মহিষী তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া নিন্দা করেন। শালিবাহন পত্নীর তিরস্কার-জনিত ঘটনা স্বগুরু শর্ববর্মার নিকট জানাইলে তিনি রাজার শিক্ষার জন্য কাতন্ত্র রচনা করেন।

এই সম্বন্ধে অন্য প্রবাদ এই যে শর্ববর্মা শালিবাহনকে ব্যুৎপন্ন করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া কুমারের আরাধনা করেন। কার্ত্তিকেয় তদীয় আরাধনায় প্রীত হইয়া 'সিদ্ধো বর্ণ-সমাম্নায়ঃ'—এই সূত্র শর্ববর্মাকে প্রদান করেন। শর্ববর্মা তাহাই অবলম্বন করত কলাপ প্রণয়ন করেন। কুমার হইতে ব্যাকরণের প্রথম সূত্র প্রাপ্তি হয় বলিয়া ইহার নাম—কুমার-ব্যাকরণ।

দ্বিতীয় কিংবদন্তিও এই যে যখন শর্ববর্মা কুমারের আরাধনা করেন, তখন কুমার যে ময়ূরটিতে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন—সেই ময়ূরের কলাপে 'সিদ্ধো বর্ণ-সমাম্নায়ঃ' এই সূত্রটি লিখিত ছিল। শর্ববর্মা এই সূত্র দেখিয়াই পূর্ণ ব্যাকরণজ্ঞান লাভ করেন। ময়ূরের কলাপে প্রথম সূত্রটি নিবদ্ধ থাকায় গ্রন্থের নামও হয়—কলাপ।

শর্ববর্মা ঈষৎ তন্ত্রে অর্থাৎ অল্পসূত্রে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন বলিয়া ইহার অন্য নাম—কাতন্ত্র (ত্রিলোচন-কৃত কাতন্ত্র-পঞ্জিকা, কবিরাজ)। বঙ্গদেশে কলাপ-নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। বৈয়াকরণগণ পাণিনির পরেই ইহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। শর্ববর্মা কলাপের সন্ধি, চতুষ্টয় ও আখ্যাত প্রণয়ন করেন। কাত্যায়ন কৃৎসূত্র রচনা করেন। দুর্গসিংহ ইহার বৃত্তি রচনা করেন। ইহার অনেকগুলি টীকা পাওয়া যায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু কলাপ ব্যাকরণেরই অধ্যাপনা করিতেন (চৈ ভা মধ্য ১।২৫২)।

কলাপক (শ্যা ৫৪) পরম্পরান্বিত শ্লোক-চতুষ্টয়। **কলাপকলা** (আচ ৬।৬) ভূষণশিল্প-বিন্যাস। **কলাপ-গ্রাম** (ভা ৯।১২।৬) হিমালয়ের উত্তরস্থিত গ্রাম। এস্থানে যোগসিদ্ধ মরু অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন। যুগান্তে বিনষ্ট সূর্য্যবংশকে পুনরায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে প্রবর্ত্তন করিবেন।

কলাপিনী (কৃগ ২৪২) ললিতাসখীর যূথে অষ্টগী সখী। ২ (উ ৭।৭৮) ময়ূরী, ৩ ভূষণবতী। **কলাপী** (গোলী ১।৪৭) ময়ূর। ২ (সিন্ধু ৪।৩।১২) তূণবান্, ৩ ভূষিত-দেহ। ৪ (আচ ১১।১৩৫) শিল্পবিদ্যাপারদর্শী।

কলাপূর্ণা (সা ৬) শ্রীরাধা।

কলার্দ্ধ (হ ১৩।২৫০) দশবিপল সময়।

কলাবতী (উ ৮।৬৪) রঙ্গদেবীর সখী। ২ (কৃষ্ণা ৪।২১৩) শ্রীরাধা-দাসী। ৩ (কৃগ ৯৯—১০০, ২৫৫) শ্রীরাধার সখী। বৃষভানু রাজার মাতুল কলাঙ্কুরের ঔরসে ও সিন্ধুমতীর গর্ভে জন্ম। বর্ণ—হরিচন্দনের ন্যায়, বস্ত্র—শুকপক্ষির কান্তিবৎ। পতি—বাহিকের অনুজ, কপোত। ৪ (সা ৬) শ্রীরাধা। ৫ (গী গো ৭।১০) কবিত্বশালিনী। ৬ রতিকলা-যুক্তা—বা। ৭ (গী গো ১০।১৫) কৌশলবিশিষ্টা; ৮ দেবাঙ্গনা। ৯ (গো ১।৪৫) বাঙ্গালায় ছন্দোভেদ যথা—'যদি কেহ অসমর্থ হেতু করহ বাগ্‌বিলাস ভারি। বিফল কিন্তু গঙ্গ তেজি পীয়ব কো কূপবারি॥'

কলাবতীর্ণ (ভা ১০।৮৯।৫৮) অশেষ শোভা বা শক্তির সহিত প্রকটিত—সনা। ২ (কৃষ্ণ ২৯) কলাতে অর্থাৎ অংশ-লক্ষণ মায়িক প্রপঞ্চে প্রকটিত।

কলাবলি (চচ ৪।৪) শ্রীরাধার মান-প্রশমনার্থ ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের [গায়িকা-বেশের] নাম।

কলাবান্ (মুক্তা ৩৩৪) সঙ্গীত-নিপুণ। ২ (হংস ১০) ক্রীড়াযুক্ত, ৩ চতুঃষষ্টি-কলাযুক্ত।

কলাবি (লনা ১।৩৭, ভাবনা ৪।৮২)

প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ।

কলি (ভা ১।১৫।৩৬) ক্রোধের ঔরসে ও হিংসার গর্ভে ইঁহার জন্ম। রাজা পরীক্ষিৎ কলির সংহারে প্রবৃত্ত হইলে ইনি তৎপদে আশ্রয় লন—রাজা তাঁহাকে নির্বাসিত করেন। ২ (মুক্তা ১৭।৬) বিরোধ, ৩ (গোলী ১১।৬২, ২০।৭৫) কলহ। ৪ (আচ ৫।৫৭) চতুর্থ যুগ। -কণ্ডূল (লনা ৮।৪) কলহে সর্বদা উন্মুখ। -কন্দল (তর ৫।৬।৮২) বাদবিতণ্ডা।

কলিকা (বিরু ৫—৬) তালদ্বারা-নিয়মিত-পদসমষ্টির দ্বারা 'কলিকা' রচিত হয়। ইহা সাধারণতঃ ছয় প্রকার—(১) চণ্ডবৃত্ত, (২) দ্বিগাদি-গণবৃত্ত, (৩) ত্রিভঙ্গীবৃত্ত, (৪) মধ্যা, (৫) মিশ্রা ও (৬) কেবলা। যদি দুই বা তিনটী প্রভেদযুক্তা কলিকা দ্বারা ইহারা রচিত হয়, তবে নাম হয়—মহাকলিকা। সাধারণ কলিকা হইতে মহাকলিকার এইমাত্র বিশেষ যে মহাকলিকার পূর্বে দুইটি করিয়া শ্লোক থাকিবে এবং অন্তেও দুইটি শ্লোক রচিত হইবে। ২ (গোবি ১১।৪) চম্পক-কলিকা। ৩ (ছ ৪।৬) বিষমপাদ ছন্দোবিশেষ। ৪ (গোচ পূর্ব ২৫।৬০) অস্ফুটাংশ। -কাণ্ড (লনা ৬।১৯) কোরকসমূহ।

কলিকার (গোলী ২১।৪৯) কলহ-কারী; ২ করঞ্জবৃক্ষ। [৩ নারদ]।

কলিকেতু (হ ১২।১৩৭) শ্রীএকাদশী ব্রত, যেহেতু ইহাতে উপবাস কলি-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া সর্বশাস্ত্রে নির্ঘোষিত হইয়াছে।

কলিঙ্গ (ভা ৪।৫।১৯) বৈতরণী হইতে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ড। ২ (ভা ৯।২৩.৫) যযাতিবংশীয় বলিরাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে জাত পুত্র। ৩ (হ ১৬।১৮৮) কলমী শাক। [৪ পূতি-করঞ্জ, ৫ কূটজ, ৬ ইন্দ্রযব, ৭ শিরীষবৃক্ষ, ৮ প্লক্ষবৃক্ষ]।

কলিটিপ্পনী (কৃগ ১৯৩, ১৯৭) শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-দূতী, জাতিতে রজকী, শুভ্রকেশা।

কলিত (গোচ উত্তর ১।৪) কৃত, রচিত; ২ (ভাবনা ১২।২২) যুক্ত, গৃহীত; ৩ (নিবি ৯) আরব্ধ, ৪ (আচ ১।৫২) জটিত, ৫ (চন্দ্রা ৩) মিলিত, প্রাপ্ত। ৬ (দশ ৪৪) নির্মিত। ৭ (আচ ১৪।১২২) নির্দিষ্ট, ৮ উদ্‌গীত। ৯ (মালা ছ ১৬) স্বীকৃত। ১০ (লনা ৬।১০) আশ্রিত, ১১ (মালা ছ ১) বিহিত। -ভৃঙ্গ (ছ টী ১১) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দঃ।

কলিধর্মনির্ণয় (সি টী ৫।৪) হেমাদ্রি-কৃত স্মৃতিগ্রন্থ।

কলিন্দ (মথুরা ২৩০) পর্বতবিশেষ। ২ সূর্য, ৩ বিভীতক বৃক্ষ। ৪ (কৃগ পরিশিষ্ট ৩০) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প সখা।

কলি-প্রভাব (ভজ ২৮।১৩) শ্রীশ্রী-চৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ আত্মসঙ্গোপন করিলে দেব-নিগ্রহ, রাজনিগ্রহ এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের স্বস্ব-ধামে গমন হইবে; যে সব বৈষ্ণব পৃথিবীতে থাকিবেন, তাঁহারাও নিজ নিজ প্রভাব সঙ্গোপন ও অন্তরে প্রেমনিরোধ করিবেন। শ্রীহরিকীর্তন, সৎসঙ্গ ও সাধুসেবা ক্রমশঃ লোপ পাইবে।

কলিপ্রিয় (হ ৪।২৯১) নারদ। ২ (প্রে ১৪৬) কলহ-প্রবর্তক।

কলিমল (ভা ১।১।১৬) সংসারদুঃখ।

কলিযুগপাবনাবতার (ভক্তি ৬৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

কলিল (ভা ৪।২২।৩৮) মলিন। ২ (ভা ৬।৯।৩৫) ব্যাকুল। ৩ (গীতা ২।৫২) গহন, দুর্গ। ৪ (মালা ছ ১৪) ব্যাপ্ত। ৫ (আচ ১৯।২৮) ব্যামিশ্র। -তা (মুক্তা ১২।৩১) অধৈর্য—কৈ। ২ (ভা ১০।৩১।১১) অস্বাস্থ্য। ৩ [কলিং কলহং লাতি গৃহ্লাতীতি কলিলং তদ্ভাবঃ] কলহ।

কলিবল্লভ (হ ৪।৮২) কলহপ্রিয় নারদ।

কলী (গোচ পূর্ব ১৫।৬৪) অব্যক্ত মধুর ধ্বনি।

কলুষ (আচ ১৮।৮৯) অপরাধ। ২ (গোলী ৮।৭) মনস্তাপ। ৩ (বিনা ৩।২১) মলিন, ৪ গর্হিত।

কলেবর (ভগ ৫১) প্রপঞ্চ। ২ (কৃষ্ণ ১০৬) ভাব। [৩ দেহ]।

কলেশ (মুক্তা ৩।২৬) বিষ্ণু।

কল্ক (ভা ২।২।২৪) মল—স্বামী। ২ (গোচ উত্তর ১৭।১৪২) ছল। ৩ (মাম ৭।৪৮) কষায়। ৪ (গোলী ৩।৬৯) খলি, 'দ্রবমাত্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা জলমিশ্রিতম্। তদেব সূরিভিঃ পূর্বৈঃ কল্ক ইত্যভি-ধীয়তে।' [৫ দম্ভ, ৬ বিভীতক-বৃক্ষ, ৭ বিষ্ঠা, ৮ পাপ]।

কল্কন (ভা ১।১৪।৪, দা ২৩) কলহ। ২ শাঠ্যাচরণ, ৩ দম্ভ।

কল্কি (ভা ৬।৮।১৯) ভগবদবতার। ২ (হরি ৩।১১) ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগে ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত স্যতি, স্যতে প্রভৃতি অষ্টাদশ বিভক্তি; অন্য নাম—লৃট্, ভবিষ্যন্তী, তী।

কল্কিতা (উ ১৫।১১৭) কলুষতা, ২ কল্কি অবতারের ভাব।

কল্কী (গোচ পূর্ব ১৬।২৯) দোষযুক্ত। ২ (সভা ১।১৮৫) ভগবদবতারবিশেষ। **-কৃত** (গোচ পূর্ব ১৬।২৯) মিশ্রিত।

কল্প (ভা ৮।২৩।২২) দক্ষ, সমর্থ। ২ (ভা ৩।১১।১৬, গোচ উত্তর ৩৫। ১৩২) ব্রহ্মার একদিন। ৩ (ভা ১১।২৯।১৯) উপায়—স্বামী, ৪ উপাসনা—জী। ৫ (আচ ১২।১৪) বিধিশাস্ত্র। ৬ (আচ ১৫।৯২) কল্পন, ৭ প্রলয়। ৮ (শ্যা ৮২) বেশ। ৯ (ভা ৪।১০।১) ধ্রুবের ঔরসে ও ভ্রমির গর্ভে জাত পুত্র। ১০ (ভা ৯।২৪।৫১) বসুদেবের পত্নী উপদেবার গর্ভজাত সন্তান। [১১ পক্ষ]। °**ক্ষণত্ব** (উ ১৪।১৬৫) শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগে কল্পাবধি কালেরও অত্যল্প বলিয়া বোধ। **-ক্ষয়** (গীতা ৯।৭) মহাপ্রলয়, চতুর্মুখ ব্রহ্মার অবসান-কাল। **-গণনা** (ভা ২।১০।৪৫, টী—) ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার একমাস—স্কান্দ প্রভাসখণ্ড-মতে কল্পগণনা—যথা—(১) শ্বেত কল্প, (২) নীল-লোহিত, (৩) বামদেব, (৪) গাথান্তর, [রথন্তর] (৫) রৌরব, (৬) প্রাণ, (৭) বৃহৎকল্প, (৮) কন্দর্প, (৯) সদ্য, (১০) ঈশান, (১১) ব্যান, (১২) সার-স্বত, (১৩) উদান, (১৪) গারুড়, (১৫) কৌর্ম, (১৬) নারসিংহ, (১৭) সমাধি, (১৮) আগ্নেয়, (১৯) বিষ্ণুজ, (২০) সৌর, (২১) সোমকল্প, (২২) ভাবন, (২৩) সুপ্তবান্, (২৪) বৈকুণ্ঠ, (২৫) আর্চিষ, (২৬) বল্মীকল্প (২৭) বৈরাজ, (২৮) গৌরীকল্প, (২৯) মাহে-শ্বর এবং (৩০) পিতৃকল্প [মাৎস্যে কিঞ্চিৎভেদ আছে]। **-দ্রুম** (বিরু ৩৬) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত ত, জ, য—এই তিন গণে রচিত প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও নবম অক্ষরে শ্লিষ্ট-সংযোগ থাকিলে 'কল্পদ্রুম' কলিকা হয়। যথা—বিদ্যুন্নিভ কুট্মলকর্ণ, স্ফুর্জজ্জলদ-প্রভবর্ণ ক্রুধ্যৎখলমর্দনদক্ষ, শ্রুত্যুচ্চলচিক্কণপক্ষ। **-ন** (ভা ১১।২৯। ২১) সমর্পণ—স্বামী। ২ (গোভা ১।৪। ১০) সৃষ্টি। নির্মাণ, আবির্ভাবন। **-না** (ভা ১০।৮৭।২) বিধান—সনা। ২ (ভগ ৯৮) রচনা, ৩ মায়াশক্তি—জী। ৪ (রত্ন ৪।২৯) আরোপ—বল। ৫ (ভগ ৯৭) অবিদ্যা—জী।

কল্পভেদে পুরাণ (পরম ১৬) সাত্ত্বিককল্প কথাময় পুরাণ শ্রীবিষ্ণুর মহিম-প্রতিপাদক, রাজস-কল্পকথা-ময় হইলে ব্রহ্মার এবং তামস-কল্প-কথাময় হইলে শিবের প্রাধান্যসূচক হয়; সুতরাং স্কন্দপুরাণানুসারে সিদ্ধান্ত এই যে শিবশাস্ত্র-মধ্যে যাহা বিষ্ণু-মহিম-পর, তাহাই গ্রাহ্য; যেহেতু বিষ্ণুর পারতম্যই সর্বশাস্ত্র-স্বীকৃত। মোক্ষধর্মানুসারে সাংখ্যাদি বিবিধ শাস্ত্রমধ্যে পঞ্চরাত্রেরই গরিষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। পঞ্চরাত্রব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রকর্তারা কিঞ্চিজ্জ্ঞ ও সর্বজ্ঞভেদে বিবিধ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত। °**লতাধিরাজ্য** (মাম ২।৬৭) শ্রীবৃন্দাবন। **-বিকল্পনা** (রত্ন ৩।১৯) ব্রহ্মার এক অহোরাত্রের অবসান। ২ (তর ২।২।৪৭) যুগোচিত বিবিধ রচনা। **-শুদ্ধি** (তত্ত্ব ১৪) শ্রাদ্ধকল্পাদি-নির্ণয়।

কল্পাদি (গীতা ৯।৭) সৃষ্টিকাল।

কল্পিত (ভা ১০।৮।২৯) রচিত, ২ (ভা ১।৫।৩৪) অর্পিত। ৩ স্থাপিত, ৪ (বিরু ৯৮) বিরুদের অবান্তর ভেদ। **কল্প্য** (হরি ৫।১৮০) [কৃপ্ সামর্থ্যে+ণিচ্ যৎ] কল্পনীয়। ২ রচনীয়, ৩ বিধেয়, ৪ আরোপ্য।

কল্মষ (ভা ১০।৭০।৫) অবিদ্যা—স্বামী। ২ মায়াশাবল্য—জী। ৩ বৈমুখ্য। ৪ (চৈচ আদি ৩।৪৮) ভক্তিবিরোধী 'ধর্ম' বা অধর্ম। ৫ মলিন।

কল্মাষপাদ (ভা ৯।৯।১৮) সগর-বংশীয় নৃপতি সুদাসের পুত্র।

কল্মাষী (হরি ৭।২০৯) বিচিত্রবর্ণা স্ত্রী, ২ কৃষ্ণবর্ণা নারী, ৩ যমুনা, ৪ রাক্ষসী।

কল্য (গোলী ২।১০৫) প্রত্যূষ, ২ (গৌবি ৫৮) দক্ষ। ৩ (গোচ পূর্ব ৬।১৩) নিরাময়। ৪ (গোচ পূর্ব ৫।৬) কল্যাণ-বচন। ৫ (আচ ১১। ১২০) প্রবল। ৬ (গোবি ৬০) [কলাসু সাধুঃ] কলাবিৎ।

কল্যা (গোচ পূর্ব ১৮।১০৫) শুভ বাণী। ২ (মালা গোবি ১৫) কলাবিদ্যায় নিপুণা।

কল্যাণ (ভা ১০।১৪৫) নিরপরাধ, ২ ধার্মিক, ৩ আয়ুষ্মান্। ৪ (১০। ৮৬।৩৭) মঙ্গল।

কল্যাণী (আচ ২০।৪৯) কল্যাণ আধুনিক ইমনের সদৃশ মেল-বিশেষ। প্রাচীন ও বর্ত্তমান কল্যাণ একই মেল। সঙ্গীত-পারিজাতে 'মস্ত তীব্র-তরো যস্মিন্ গনী তীব্রাবিতীরিতৌ'। আধুনিক কল্যাণেও মা তীব্র, গা তীব্র ও নি তীব্র। রে-ধার তীব্রত্ব-বিষয়েও মতানৈক্য নাই। ভাবভট্ট-রচিত 'সঙ্গীতানুপাঙ্কুশে' কল্যাণ

ত্রয়োদশ প্রকার। সঙ্গীত-দর্পণ-ধৃত শিব-মতে ইহা নটনারায়ণের ভার্যা।

কল্লোট্ট (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহতুল্য গোপ।

কল্লোল (গৌবি ৬০) রস, ২ তরঙ্গ, ৩ হর্ষ।

কল্লোলিনী (বিনা ১১) নদী।

কবচ—সন্নাহ, ২ তন্ত্রোক্ত-মন্ত্রসাধনাঙ্গ বাক্যচয়, যথা—শ্রীরাধাকবচ, শ্রীচৈতন্যকবচ ইত্যাদি। **-মন্ত্র** (হ ৫।২২৬) কবচায় হুম্। **-হর** (হরি ৫।২২৬) [কবচং হরতীতি হৃ+অৎ] কবচধারণযোগ্য-বয়োবিশিষ্ট,[কুমার]।

কবর (হরি ৭।২০৪) বিচিত্রবর্ণ। [২ পাঠক, ৩ লবণ, ৪ অম্ল, ৫ বেশ-ভূষা, ৬ খচিত, ৭ সংপৃক্ত] **-পুচ্ছী** (হরি ৭।২০৪) [কবরঃ পুচ্ছো যস্যাঃ] বিচিত্রবর্ণ-পুচ্ছবিশিষ্টা।

কবরী (সিন্ধু ২।১।৩৫৫) পুষ্পাদি-খচিত কেশ-বন্ধন। **-মণি** (প্রে ২৩) শিরোরত্ন।

কবল (বৃ ভা ২।৭।১১৮) গ্রাস, ২ ঘাসগ্রাস। ৩ (কৃগ পরিশিষ্ট ৯৪) বীরাদূতীর পতি। **কবলন** (বৃ ১৬। ৩৬) আস্বাদন।

কবলা (কৃগ পরিশিষ্ট ৯৪) বীরা দূতীর ভগিনী।

কবলিত (গোচ পূর্ব ৩৩।৬৬) গ্রস্ত, হিংসিত। ২ ব্যাপ্ত। ৩ ভুক্ত।

কবষ (ভা ১।১৯।৮, তত্ত্ব ২৫) পশ্চিমদিগ্‌বাসী মহর্ষি।

কবি (ভা ৭।১৩।১৯) বিদ্বান্। ২ (ভা ৩।২০।৪৩) কর্মনিপুণ। ৩ (ভা ১০।৮৬।১৩) সর্বজ্ঞ, ৪ (ভা ১১।২৯।৬) ব্রহ্মবিৎ, ৫ বিবেকী। ৬ (ভা ৪।২৯।১) অধ্যাত্মবিদ্, জ্ঞানী। ৭ (সক জী ২।১১) ভাবুক, ৮ (সুধা ২৭) ক্রান্তদর্শী। ৯ (কৃচ ২।৭।১০) শুক্রাচার্য। ১০ (চৈত ৫।৬।১৭) ভগবদ্ভক্ত, পণ্ডিত। ১১ (শ্য ১৩) অনুভবী। ১২ (ভা ৫।৪। ১১) নব মহাভাগবতের অন্যতম। ১৩ (অকৌ ১৯) সবীজ ব্যক্তি বা লেখক [কাব্যোৎপাদক প্রাক্তন সংস্কার বিশেষই বীজ]। ১৪ (ভা ৪।১।৬) যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও দক্ষিণার অষ্টম পুত্র। ১৫ (ভা ৪।১।৭) তুষিতদেবগণের অন্যতম। ১৬ (ভা ৯।১।১২) বৈবস্বতমনুর পুত্র। ১৭ (ভা ৯।২১। ১৯) ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র। ১৮ (ভা ১০।৬১।১৪) শ্রীকৃষ্ণের পত্নী কালিন্দীর গর্ভজাত। **-কল্পদ্রুম** (হরি ৩।১৩৫) বোপদেব-প্রণীত ধাতুকোষ। **-কল্প-লতা**—কাব্য-রচনাশিক্ষার্থক গ্রন্থবিশেষ। **-চন্দ্র** (গৌগ ১১১) ব্রজলীলায় মনোহরা। **-ত** (মাম ৭।১৬৬) স্তব, কাব্য। **-দত্ত** (গৌগ ১৯৭, ২০৭) ব্রজের কলকণ্ঠী। **-ভেদ** (অকৌ ১৯) বামনাচার্যের মতে কবি দ্বিবিধ—**অরোচকী** ও **সতৃণাভ্যবহারী**। যেমন অসংস্কৃত বিরস বস্তুতে অতি-সুকুমার মহাশয় ব্যক্তিদের রুচি (প্রবৃত্তি) হয়না, তদ্রূপ সদোষ বা গুণালঙ্কারাদি-রহিত কাব্যে যাঁহাদের রুচি জন্মে না—তাঁহারা অরোচকী। পক্ষান্তরে—পশুগণ যেমন তৃণসহিত অন্নাদি ভোজন করে, তদ্রূপ যাহারা দোষযুক্ত কাব্যের আস্বাদক, তাহারা সতৃণাভ্যবহারী। এইরূপ কবি—নিকৃষ্ট। **-রত্ন** (গৌগ ১০৩) পূর্বের নিধি। **-রথ** (ভা ৯।২২।৪০) সোমবংশ্য ক্ষত্রিয়। **-লাসিকা** (আচ ১৪।১২৯) বীণাবিশেষ। **-সময়-খ্যাত** (শেষ ৫।১১৫ পৃষ্ঠা) পাপে ও আকাশে মলিনতা; যশঃ, হাস্য ও কীর্তিতে ধবলতা; ক্রোধ ও অনুরাগে রক্তিমা; সরিৎসাগরাদিতে পঙ্কজাদির বিকাশ; জলাশয়মাত্রেই মরালাদি-জলপক্ষীর কেলি; চকোর-চকোরী দ্বারা সুধাকরের সুধাপান; বর্ষাকালে হংসগণের মানস-সরোবরে গমন; কামিনীর পদাঘাতে অশোক-কুসুমের বিকাশ ও মুখোৎসৃষ্ট মদিরা-দ্বারা বকুল-প্রকাশ; বিয়োগতাপে হৃদয়-বিদারণ; কন্দর্পের ফুলময় ধনুঃ, ফুলময় পঞ্চশর ও ভ্রমরপংক্তি ধনুর্গুণ; কন্দর্পের শরে ও কামিনী-কটাক্ষে যুবজন-হৃদয়ভেদ, দিবসে কমল-বিকাশ ও কুমুদ-নিমীলন; নিশাকালে কুমুদ-বিকাশ ও পদ্ম-নিমীলন; মেঘগর্জনে ময়ূরগণের নৃত্য; অশোকতরুতে ফলাভাব; বসন্তকালে জাতিকুসুমের অপ্রকাশ, চন্দনতরুর ফলপুষ্পবিহীনতা; কন্দর্পের সহিত বসন্তের মিত্রতা এবং মেঘ পর্যন্ত হর্ম্ম্যাদির উচ্চতাবর্ণন ইত্যাদি কবিসময়প্রসিদ্ধ বিষয়গুলি প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা-দোষে দূষিত হয়না, বরং গুণত্বই প্রাপ্ত হয়।

কবোষ্ণ (ভাবনা ৬।১০৫) ঈষদুষ্ণ।

কব্য (ভা ২।৬।১) পিতৃগণের অন্ন। ২ (গোচ উত্তর ২৬।৮৬) বর্ণনীয়। **-বহা** (হ ২।৫৮) অগ্নির কলা-বিশেষ। **কব্যানল** (হ ৩।৩৪৫) পিতৃদেবতাবিশেষ।

কশিপু (ভা ৩।২৩।১৬) শয্যা। ২ (আচ ২২।৩৫) বস্ত্র। [৩ অন্ন

৪ আসনভেদ]।

কশ্মল (ভা ৩।১৪।১৬) মোহ, মূর্ছা। ২ (গীতা ২।২) শিষ্টজন-নিন্দিত মালিন্য। ৩ পাপ।

কশ্য (হরি ৭।৭৭৭) [কশামর্হতীতি কশা+যৎ] অশ্বের মধ্যদেশ, ২ কশাঘাতের যোগ্য।

কশ্যপ (ভা ১।৯।৮, ১০।৭৪।৯) মরীচির পুত্র—প্রজাপতিদের অন্যতম। ২ জনৈক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি [ঋক্ ১।৯৯।৪] ইহার পত্নীগণ (১৩)—অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি।

কষণ (ভা ১০।৯।১১) সংমর্দন। ২ (গোলী ১১।১২১) হিংসন।

কষাণ (ভা ২।৭।১৩) ঘর্ষণসুখপ্রদ, ২ [কষঃ করণং তেনানতি অপযাতীতি] ঘর্ষণে অপনীত—স্বামী। ৩ হিংস্রক—জী। ৪ দুরীক্রিয়মাণ।

কষায় (ভা ৫।১।২৩, ৫।৭।৬) রাগাদি-মল—স্বামী। ২ (গোচ পূর্ব ৩০। ৩৪) নির্যাস, ক্বাথ। ৩ রসবিশেষ। ৪ (প্রীতি ৫২) মনের মালিন্য। ৫ (মা ৪।২) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকালেও কাম, ক্রোধ, লোভ ও গর্বাদির সংস্কার। **কষায়িত** (চৈ কা ৩।১৬) শুষ্ক। ২ বিলেপিত, ৩ রক্তপীত-মিশ্রিত ; ৪ (গী গো ৮।২) ঈষ-ল্লোহিত।

কষ্ট (ভা ৫।২।১৪) ধূর্ত্ত—বি। ২ (হরি ৫।৫৭) [কষি হিংসায়াম্+ক্ত] দুঃখ, ৩ দুষ্প্রবেশ স্থান। [৪ কষ্টসাধ্য, ৫ পীড়াকারক, ৬ পীড়াযুক্ত]। **কষ্টংসহ** (হরি ৫। ২৫৭) মুনি। **কষ্টত্ব** (অ কৌ ১০। ৩৩) আসত্তি-প্রভৃতি কারণ থাকিলেও তাৎপর্য-গ্রাহক প্রকরণাদির অভাবে শব্দবোধের বিলম্ব হইলে 'কষ্টত্ব' নামক অর্থ-দোষ ঘটে।

কষ্টস্পষ্টতা (গোচ পূর্ব ১।১০৯) দুঃখা-বির্ভাব।

কষ্টাক্ষিপ্ত-বিভাবতা (অ কৌ ১০। ৪১) যে স্থলে কষ্ট কল্পনা করিয়া বিভাবটি উহ্য করিতে হয়, তথায় এই রস-দোষ হয়। উদ্দীপন বিভাব অনুভাব-পর্যবসায়ী এবং অনুভাবও যদি আলম্বন-পর্যবসায়ী হয়, তবেই এই দোষ ঘটিয়া থাকে।

কসিত (চৈকা ৪।৪৬) [কস শাতনে +ক্ত] নষ্ট।

কস্তূরিকা (অকৌ ৫।২৯) শ্রীরাধার সখী। ২ মৃগমদ।

কস্তূরী মঞ্জরী (কৃগ পরিশিষ্ট ১৮১) শ্রীরাধার নিত্যসখী।

কহ্লার (ভা ১০।৯০।৬) সৌগন্ধিক পদ্ম। ২ (বিক্ব ৫৬) পদ্ম কলিকার পঞ্চমাক্ষরটি যদি বিশ্লিষ্ট সংযোগ পায়, তবে তাহাকে 'কহ্লার' কহে। যথা—জয় রসফুল্ল স্মরশরতুল্য প্রভ-নখভল্ল ব্রজকুলমল্ল।

কহ্ব (গোচ পূর্ব ১০।৫৯) বক।

কাকতালীয়ম্ (হরি ৭।১০৬৬) [কাকতাল+ছ] কাকের আগমনে আকস্মিক তাল-পতনে কাহারও বধের ন্যায় হঠাৎ কোনও কার্য সংঘটিত হইলে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

কাকপক্ষ (সিন্ধু ৩।৪।২৮) ত্রিধা-লম্বিত কেশকলাপের পৃষ্ঠলম্বিত বেণী—জী। ২ চূড়াকরণের পূর্বকালীন কেশ—মু। কর্ণলগ্ন লম্বায়মান কেশ—বি।

কাকবন্ধ্যা (নার ২।৪।৬০) সকৃৎ-প্রসবা স্ত্রী।

কাকরাপিঠা (কৃষ্ণা ২।১১৪) আটা একসের গুড় এক পোয়া। গুড়জল সহ সিদ্ধ করিয়া তৎসহ মসলা মৌরী ও বড় এলাচ দিবে। আটাগুলি ঐ জলে সিদ্ধ করিবে। তৎপরে গোল গোল চেপ্টা করিয়া ঘৃতে ভাজিবে কিম্বা ভিতরে পুর দিয়া রুটির আকারে বেলিয়া ঘৃতে ভাজিবে।

কাকলী (গোবি ২২) সূক্ষ্ম, মধুর অথচ অস্ফুট ধ্বনি। [২ গুঞ্জা]।

কাকবর্ণ (ভা ১২।১।৪) মগধরাজ শিশুনাগের পুত্র।

কাকিণিকা (ভা ৫।১৪।২৫) বিশ কড়ি—স্বামী। ২ (চৈনা ৯।১৪) কড়া।

কাকিণীক (হরি ৭।৭৪৪) পাঁচ গণ্ডায় ক্রীত বা আহার্য।

কাকু (আচ ১।৫৫, গোচ পূর্ব ৮।৮) শোকভয়াদি-জনিত ধ্বনির বিকার। ২ মিনতি।

কাকুৎস্থ (সাকৌ ৮।১১) শ্রীরামচন্দ্র।

কাকুদ (হরি ৬।৩৫০) জিহ্বার ঊর্ধ্ব-ভাগ [তালু]।

কাকু-মার (আচ ৬।৬৫) শোকাদি-কৃত দুঃখের নাশক।

কাকু-লোল (বিনা ৪।১২) চাটু-বাক্যে চঞ্চল।

কাকোলূকিকা (হরি ৭।৫৬৯) কাক ও পেচকের স্বাভাবিক শত্রুতা।

কাকাক্ষিপ্ত (শেষ ৩।১৬, সাকৌ ৫। ১) মধ্যম-কাব্যভেদ। কাকু-(বিকৃত কণ্ঠধ্বনিবিশেষ)-দ্বারা আক্ষিপ্ত (বাচ্যার্থসহ প্রতীত) অর্থাৎ যে কাকুব্যতীত বাচ্যার্থও বোধগম্য হয় না, সেই কাকুদ্বারা প্রকাশ্য হইলে

সেই কাব্যকে কাক্বাক্ষিপ্ত গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য বলে।

কাঙ্কী (হ ১৯।৪৯৭) সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা। [২ অরহর]।

কাক্ষীবান্ (ভা ১৯।৪) বলিরাজার সহধর্মিণী সুদেষ্ণার দাসীর গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে কাক্ষীবান্ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দীর্ঘকাল তপস্যা করত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (মৎস্য° ৪৮)।

কাচ (গোচ উত্তর ২৯।৪) নেত্ররোগ-বিশেষ। ২ (গোচ পূর্ব ১১।১) শিক্য। [৩ ক্ষারমৃত্তিকা, ৪ মোম]।

কাচ্ছ (হরি ৭।৪৪৮) কচ্ছদেশে জাত।

কাচ্ছক (হরি ৭।৪৪৯) [কচ্ছ+বুঞ্] কচ্ছদেশে জাত মানব।

কাঞ্চন (ভা ৯।১৫।৩) সোমবংশ্য ভীমের পুত্র। ২ (মাম ৯।১৮) স্বর্ণ, ৩ কোবিদার, ৪ চম্পক, ৫ নাগকেশর। ৬ ধুস্তূর। **-চিত্রাঙ্গী** (কৃগ পরিশিষ্ট ২০৬) শ্রীরাধার কাঞ্চী। **-পঞ্চালিকা** (চৈচ মধ্য ৮।২৬৭) স্বর্ণপুত্তলিকা। **-যূথিকা** (মুক্তা ২৭৮) যুঁই ফুল, ২ সখী। **-লতা** (মুক্তা ৩৮) শ্রীরাধার সখী।

কাঞ্চনী (বৃ ১২।২১) কাঞ্চনবর্ণা, ২ গোরোচনা। ৩ হরিদ্রা।

কাঞ্চী (কৃগ ২২৩) কটিভূষণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝল্লরীযুক্ত, পঞ্চবর্ণপুষ্পে রচিত এবং বিচিত্র গুম্ফন-কৌশলযুক্ত হার-বিশেষ। ২ (মথুরা ৪৬) তীর্থ-বিশেষ।

কাঞ্জিক-বটী (কৃষ্ণা ২।১০৮) দই-বড়া—ঘোলের সঙ্গে উত্তম চণকচূর্ণ (ছোলার বেশন) ও হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রার চূর্ণ মিশাইয়া টাবালেবুর রস, আদা ও হিঙ্গুর প্রক্ষেপ করত তাহাতে স্থূল অথচ অতি সুকোমল বড়া ফেলিলে সুন্দর কাঞ্জিকবটী (কৌড়ি) প্রস্তুত হয়।

কাটব (চৈনা ১৫৩) কটুতা।

কাটব্য (আচ ১১২৬) কটুতা।

কাঠক (হরি ৭।৩৪৪) কঠসমূহ, কঠোপনিষৎ। **কাঠিকা** (হরি ৭।৮৪৯) [কঠস্য ভাবঃ কর্ম বা বু+ঙাপ্] শ্লাঘাবিষয়ে কঠাধ্যায়ীর ভাব বা ধর্ম।

কাণ (হরি ৭।৯৬৮) [কাণং চক্ষু-র্যস্যাস্তীতি কাণ+অ] একচক্ষুহীন। ২ কাক। **কাণেয়, কাণের** (হরি ৭।২৭৬) কাণায়া অপত্যং পুমান্) কাণা স্ত্রীর পুত্র।

কাণ্ড (হরি ৭।২১৭) ষোড়শ-হস্ত-প্রমাণ। ২ (আচ ১।২৯) ধনুর্বাণ, ৩ গুঁড়ি। ৪ (গোবি ৪৯) দণ্ড। (৫ মাম ৮।৭৯) নির্জনস্থান। **-দলন** (গীগো ১০।১১) বাণ-প্রহার। **-পট** (গোলী ১৫।১০৮) কাণাৎ, যবনিকা। **-পটী** (মাম ৮।৫) অন্তঃপট, যবনিকা। **-স্পৃষ্ট** (হব ৩।৩।৭) ক্ষত্রিয়বৃত্তি। **-কাণ্ডীর** (হরি ৭।৯৫২) [কাণ্ড+ঈরন্] অপামার্গ। ২ (গোবি ৫০) বাণ-বিক্ষেপক [তীরন্দাজ], ধনুর্ধারী।

কাণ্ডে (গোবি ৪৮) অবসরক্রমে।

কাণ্ব (ভা ১২।৬।৬৬) শুক্লযজুর্বেদের শাখা। **-পুষ্প** (হ ৭।১১) কণতুহলী পুষ্প।

কাতন্ত্র (হরি ২।৯৩) 'কলাপ'-শব্দ (৯) দ্রষ্টব্য। **-পরিশিষ্ট** (হরি ৩।৫৬৮) শ্রীপতিদত্ত-কৃত কলাপ-ব্যাকরণের বৃত্তিগ্রন্থ। **-বিস্তর** (হরি ৬।২৫১) গুর্জরদেশীয় রাজা কর্ণদেবের সভাসদ্ বর্দ্ধমান সুরির শিষ্য 'কাতন্ত্র-বিস্তর' নামে কলাপের এক বৃত্তি রচনা করেন।

কাতর—অধীর, ২ ভীত, ৩ বিবশ, ৪ চঞ্চল। **কাতর্য** (ভা ১০।৫৪।৩৪) বিকলতা। ২ (আচ ১।১৭২) [কতরস্য ভাবঃ] কোনও এক বিষয়ের ভাব, ৩ দুঃখাদি।

কাৎকৃত (ভা ৬।৭।১১) তিরস্কৃত।

কাত্যায়নী (ভা ১০।২২।১) পরম-বৈষ্ণবী শিবপ্রিয়া পার্বতী, যোগ-মায়া। ২ (গোচ পূর্ব ৩।৫৮) কষায়বস্ত্রধারিণী অর্দ্ধবৃদ্ধা বিধবা নারী। ৩ (কৃগ পরিশিষ্ট ১৯৬) শ্রীরাধার বয়োধিকা দূতিকা। ৪ (গোভা ৩।৪।২৩) ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী।

কাথিক (হরি ৭।৬৯৭) [কথায়াং সাধুরিতি ঠক্] কথা-রচনায় সুনিপুণ।

কাদম্ব (লনা ১।৩৮) কলহংস। [২ কদম্বসমূহ, ৩ বাণ, ৪ ইক্ষু]।

কাদম্বরী (হরি ৪।১৫০) বাণভট্ট-রচিত কথাসাহিত্য। ২ (কৃগ পরিশিষ্ট ১৭৯) শ্রীরাধার প্রাণসখী। ৩ (চৈনা ২।২০) মদিরা।

কাদম্বিনী (বিজয় ৩৫।৫৪) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপী, ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা। ২ (বিনা ৫।২) মেঘ-মালা। ৩ (গৌ ১।১৬) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ।

কাদাচিৎক (ভা ১২।১০।৩৩) আক-স্মিক।

কাদ্রবেয় (গোচ উত্তর ৫।৬৫) সর্প। ২ (হরি ৭।৫২) [কদ্রু অপত্যং পুমান্] কদ্রুর সন্তান—শেষ, অনন্ত,

বাসুকি, তক্ষক, ভুজঙ্গম, কূর্ম ও কুলিক।

কানক (ভাবনা ১১।২) স্বর্ণ-সম্বন্ধীয়। [২ জয়পাল-বীজ]।

কাননোৎসঙ্গ (মালা ছ ১১) বন-গহ্বর।

কানিষ্ঠিনেয় (হরি ৭।২৭২) [কনিষ্ঠা +ঢক্ ইনঙ্ চ] কনিষ্ঠা পত্নীর পুত্র।

কানীন (ভা ৯।২।২১) অগ্নিবেশ্য, নামান্তর—জাতূকর্ণ্য। ২ (হরি ৭। ২৬৪) [কন্যায়া অপত্যং পুমান্] কন্যার পুত্র—ব্যাস ও কর্ণ।

কান্ত (ভা ১০।২৯।১২) জার—সনা। ২ (ভা ১০।৩১।১১) [কানাং সুখানামস্তো বিনাশো যেন যস্মাদ্ বা] দুঃখদায়ী। ৩ (আচ ১০।১৪৩) কমনীয়, মনোহর; ৪ প্রিয়তম, রমণ। **-ভাব-ভেদ** (প্রীতি ৩৬৫—৬৭) সাক্ষাদুপভোগাত্মক ও অনুমোদনাত্মক হিসাবে কান্তভাব দ্বিবিধ। প্রথম প্রকার নায়িকাগণে এবং দ্বিতীয় সখীগণে দৃষ্ট হয়। আবার সম্ভোগেচ্ছা ভেদে ইহা ত্রিবিধ—সম্ভোগেচ্ছানিদান (সাধারণী রতিতে), ক্বচিদ্-ভেদিত-সম্ভোগেচ্ছ (সমঞ্জসায়) এবং স্বরূপাভিন্নসম্ভোগেচ্ছ (সমর্থা রতিতে) লক্ষিত হয়। আবার তদীয়তা ও মদীয়তাবুদ্ধি-ভেদে সাধারণতঃ দ্বিবিধ কান্তভাবও তদুভয়ের অল্পাংশ বা প্রচুরাংশ-মিশ্রণে বহুবিধ হইতে পারে। **-ভাব-বশ্যত্ব** (প্রীতি ১৩০) 'দুর্জয় গেহশৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুপকার করিতে না পারিয়া ঋণী রহিলেন'—এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের 'কান্তভাব-বশ্যত্ব' প্রকটিত। **-ভাবাদ্র্ত্ব** (প্রীতি ১২৬) 'গোপীগণ রতিবিলাসে শ্রান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সাশ্রুনেত্রে তাঁহাদের বদন মার্জন করিলেন'—এই বাক্যে গোপীগণের কান্তাভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের অশ্রু-নামক সাত্ত্বিক (প্রেমার্দ্রত্ব)।

কান্তা (ছ পরিশিষ্ট ৫২) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ (রাধা ৬৬) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা। ৩ (শ্যা ৫৮) মনোজ্ঞা, ৪ পত্নী। ৫ (গৌ ১।২৯) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ যথা—'গৌর সহচর, পরম শুভকর। জগতদুঃখহর, অতুল গুণধর' ইত্যাদি। **-দৃষ্টি** (কর্ণা ১০) মন্মথ-বর্দ্ধিনী যে দৃষ্টি দৃশ্য-বিষয়কে যেন পান করে, যাহা প্রকাশবিশিষ্টা, অতিনির্ম্মলা এবং ভ্রূক্ষেপ ও কটাক্ষে ভূষিতা, তাহাকে 'কান্তা' দৃষ্টি বলে—(সঙ্গীতরত্নাকর)।

কান্তার (বিনা ৫।৩৫) দুর্গম পথ, ২ বন। **-পথিক** (হরি ৭।৭৮৯) [কান্তারপথেন আহৃতং গচ্ছতীতি বা] বনপথে আহৃত বা গমনকৃৎ।

কান্তি (ভা ১০।৬৫।৩১) লক্ষ্মীর মূর্ত্তি-বিশেষ—সনা। ২ ভা ১০।৮৫।৭) শোভা। ৩ (উ ১১।১৫) রূপ ও সম্ভোগাদি-জনিত অঙ্গ-বিভূষণই [শোভাই] যদি কামতর্পণে উজ্জ্বল হয়, তাহাকে 'কান্তি' বলে। ৪ (ভাবনা ৮।৭০) ইচ্ছা, অভিলাষ। ৫ (গোলী ২১।৭০) কিরণ। ৬ (হ ২।৬৩) চন্দ্রের দশম কলা। ৭ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌর-পূজায় ত্রয়োদশী পীঠশক্তি। ৮ (ভচ ২।৮) মাতৃকা-ন্যাসে ক্ষ-বর্ণের শক্তি। ৯ (অকৌ ৬।৪) বৈদর্ভ-মার্গীয় ঔজ্জ্বল্যনামা কাব্যগুণ। ক্লিষ্টতা ও গ্রাম্যতার পরিহার। **-ভম্বর** (ছ টী ১২) প্রতিপাদে দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-দা** (কৃ গ ২০৬) ব্রাহ্মণবংশজাতা, শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিদূতী। **-মালা**—শ্রীবিষ্ণুপুরী-কৃত শ্রীভক্তিরত্নাবলীর স্বকৃতা টিপ্পনী। ২ প্রমেয়রত্নাবলীর টীকা—শ্রীকৃষ্ণ-দেব বেদান্তবাগীশ-কৃতা।

কান্থিক (হরি ৭।৪২২) কন্থায় জাত [কীটাদি]।

কান্দিশীক (আচ ৯।১৪৩) ভয়দ্রুত।

কান্যকুব্জ (ভা ৬।১।২১) যুক্তপ্রদেশ। ফতেগড় জিলার অন্তর্গত বর্ত্তমান কনৌজ।

কাপথ (পদ্যা ৬৭) কুৎসিত পথ।

কাপাল (হরি ৭।১০৬৭) [কপাল ইব কপাল+অন্] মাথার খুলির তুল্য। ২ কপাল-সম্বন্ধি।

কাপালিক (চৈ না ২।৩) যাহারা নর-কপালে ভক্ষণাদি করে, শৈব যোগি-বিশেষ। ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, নর-কপালে ভোজন ও পান এবং নর-কপালের ভূষণ ধারণ করাই ইহাদের স্বভাব; ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ-জনিত পাপ-নাশনের জন্য কালভৈরব প্রথমতঃ কাপালিক ব্রত গ্রহণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২ অন্ত্যজ জাতি-বিশেষ।

কাপিশায়ন (আচ ২০।১২২) মাধবী-পুষ্পলতা-জাত মধু বা মদ্য।

কাপোতী বৃত্তি (ভা ৯।১৮।২৫) উঞ্ছবৃত্তি—স্বামী।

কাম (ভা ৬।৬।১০) ধর্ম্মের পত্নী সঙ্কল্পার গর্ভজাত সঙ্কল্পের পুত্র। ২ (গীতা ৪।১৯) [কাম্যত ইতি] ফল

—স্বামী। ৩ (ভক্তি ৬) বিষয়-ভোগ, ৪ (ভক্তি ৩০৯) সঙ্কল্প। ৫ (চৈ চ আদি ৪।১৬৫) আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা। ৬ (চৈচ মধ্য ৮।২১৪) গোপীপ্রেম। ৭ (নিবি ১৮) মদন। ৮ বাসনা। ৯ (হ ১৪।২০৫) ত্রয়োদশী। ১০ (সস ভগ ১০, ১৮) কল্যাণগুণ। ১১ (ভচ ১।২) [তন্ত্র মতে] ক-কার। ১২ (ভা ১০।৭৭। ১৪) সুখ—প্রবো। **কামম্** (ভা ৩।১৫।৪৯) যথেষ্ট—স্বামী। **°কলা** (বৃ ভা ২।৫।১৫২) কামবিদ্যা, ২ সুরত-বৈদগ্ধী। ৩ (ভক্তি ৩১২) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিতা নারী—ইনি প্রেয়সীত্বাভিমানময়ী রাগানুগা-মার্গে ভজন করিতেন। **-কাম** (ভা ২।৩।৯) ভোগেচ্ছু। **-কামী** (গীতা ২।৭০) ভোগকামনাশীল—স্বামী, ২ বিষয়লিপ্সু—বল। **-কাম্যা** (ভা ৯।৪।২০) বিষয়েচ্ছা। ২ (সিন্ধু ১।২।২৬৮) কাম্যবস্তুর কামনা। **-কার** (গীতা ৫।১২) কামহেতুক প্রকৃতি—স্বামী। (গো ভা ৩।৪।১৫) স্বেচ্ছাপূর্বক কর্মানুষ্ঠান। **কাম-কোঠী** (ভা ১০।৭৯।১৪) মাদ্রাজের অন্তর্গত কুম্ভঘোণম্—ইহা চোল-রাজ্যের রাজধানী। **°গম** (ভা ৮। ১৩।২৫) একাদশ মন্বন্তরীয় দেবতা। **-গবী** (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) কাম-ধেনু। **-গায়ত্রী** (চৈ চ মধ্য ৮।১৩৭) শ্রীমদনগোপালের অর্চনার্থ ২৪½ অক্ষরাত্মক মন্ত্রবিশেষ। **-গিরি** (ভা ৫। ১৯।১৬) কামরূপের পর্বত, ২ দাক্ষিণাত্যের পর্বত-বিশেষ। **-চার** (গো ভা ৪।৪।১৭) স্বেচ্ছাগতি, ২ যথেচ্ছাচার। **-জটা** (ভা ১০।৮৭। ৩৯) কামের মূল অর্থাৎ বাসনা। **-জয়** (ভক্তি ২৩৭) সংকল্প-পরি-ত্যাগ। **-দ** (ভা ১০।৩।১৫) সুখ-প্রদ, ২ কাম-খণ্ডক। **-দা** (কিরণ ৫) শ্রীরাধার সখীভাবাপন্না, (কৃ গ পরিশিষ্ট ১৮৮) ধাত্রীকন্যা। **-দুঘ** (আচ ১।১৮১) কাম-পূরক। ২ অভীষ্ট-সম্পাদক। **-দুঘা** (আচ ১।১৮১) কামধেনু। **-দেব** (ভা ১০।৯০।৪৮) ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদ। ২ (হ ৩।২৩) [কামেষু দেবঃ শ্রেষ্ঠঃ] কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ এবং পরমপ্রেমপরিণতি-রূপ বলিয়া মহাকাম। ৩ (ভা ৫। ১৮।১৫) কেতুমালবর্ষ-নিবাসী ভগ-বান্ প্রদ্যুম্ন। [৪ কন্দর্প]। **-ধুক্** (মালা প্রেমেন্দু ৩৫) বাঞ্ছাপূরক। **-ধুরা** (আচ ১।৪৫) বাঞ্ছিত ভার। **-ধেনু** (ভা ৮।৮।১) ক্ষীরোদধি হইতে উৎপন্না হবির্ধানী। [২ বোপদেব-কৃত ধাতুপাঠ-ব্যাখ্যান]। **-ন** (মাম ৬।১৪) [কম—ণিঙ্+ ল্যুট্] কামুক, ২ অভিলাষ। **-নগরী** (কৃ গ ২৪৫) সুচিত্রাসখীর যূথে ষষ্ঠী সখী। **কামন্দকি** (হরি ৭।৫৫) নীতিসার-নামক নীতিবিষয়ক গ্রন্থ-প্রণেতা সুপ্রাচীন কবি। **কামন্দ-কীয়** (হরি ৭।৫৫) কামন্দকি-প্রণীত নীতিশাস্ত্র-বিশেষ। 'নীতি-সার' দ্রষ্টব্য। **-পাল** (সিন্ধু ৪।৯। ১৬) বলদেব। ২ (হরি ৩।৯) আশীর্বাদার্থে ধাতুবিভক্তি—যাৎ যাতাম্ আদি আঠারটি। অন্য সংজ্ঞা—আশী-র্লিঙ্, আশীঃ, টী। ৩ (সুধা ৮৩) সকলের অভিলাষ-পূরক। **-প্রায়া ভক্তি** (সিন্ধু ১।২।২৮৭) ব্রজ-সুন্দরীদের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমের অভাব-নিবন্ধন কুব্জাতে যে (কৃষ্ণবিষয়ক আংশিক) রতি দেখা যায়, তাহাই 'কামপ্রায়া'—জী। ইহা সম্ভোগেচ্ছা-বহুলা, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সুখাভিলাষ রতির সহিত বিরুদ্ধ নহে; সুতরাং কুব্জাতেই একমাত্র 'কামপ্রায়া' রতি নিরূপিত হইল—মু। **-মঞ্জরী** (কৃ গ পরিশিষ্ট ১৮৩) শ্রীরাধাদাসী। **-মন্ত্র** (বিন্দু ১৪৩) কামগায়ত্রী। **-মহাতীর্থ** (কৃ গ পরিশিষ্ট ১১৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ক্রীড়াকুঞ্জ। **কামরূপদেবী** (ল না ১।২১) আসামস্থ কামরূপের যোনি-পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ২ শৃঙ্গার-রসের মূর্ত্তি।

কামরূপা ভক্তি (সিন্ধু ১।২।২৮৩) যে প্রেমময়ী ভক্তিতে সম্ভোগ-তৃষ্ণাকেও (অঙ্গসঙ্গাদি-বিষয়ে স্বসুখবাঞ্ছাকেও) রাগাত্মিক-রূপে স্বীয় স্বারূপ্য প্রাপ্তি করায়, তাহাই কামরূপা। ইহাতে সম্ভোগ-তৃষ্ণার উদয়েও কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্যই সর্বত্র উদ্যম দেখা যায়। শ্রীব্রজ-দেবীগণই কামরূপা ভক্তির দৃষ্টান্ত-স্থল। ইঁহাদের এই প্রেমবিশেষই 'কাম'-শব্দে অভিহিত হয়। কাম রূপা-শব্দে কামাত্মিকাই বাচ্য, তাহা ক্রিয়াই, ভাব নহে; সুতরাং উহা সম্ভোগতৃষ্ণাকে স্বস্বরূপতা প্রাপ্তি করায় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর —কামরূপা ভক্তিতে ক্রিয়া সংসূচিত হইলেও তাহা মানস-ক্রিয়াই, 'আমা-হইতে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হউক'—এই ভাবনারূপ মানসক্রিয়াদ্বারাই স্বরূপ-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। **কামরূপী** (গোভা ১।১।১২) যথেষ্ট রূপবান্।

°লতিকা (কৃগ ২৪৮) রঙ্গদেবীর যূথে সপ্তমী সখী। -লাভ (হলী ৪।৫) ইষ্টপ্রাপ্তি। -লেখ (উ ১৫। ৬৩—৬৪, ৬৯) পূর্বরাগে বয়স্যাদির হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বা তৎপ্রেয়সী কামলেখ প্রেরণ করেন। ইহা প্রেরক বা প্রেরিকার প্রেম-প্রকাশক এবং নিরক্ষর ও সাক্ষর-ভেদে দ্বিবিধ। কামলেখে হিঙ্গুলাদি-দ্রব অথবা কস্তুরিকা মসীরূপে ব্যবহৃত হয়, পুরু পুষ্পদলই কাগজ, কুঙ্কুম দ্বারা মোহর এবং পদ্মতন্তু দ্বারা বন্ধন করা হয়। -বর (চৈত ১০।৪৮। ১০) সঙ্কল্পশ্রেষ্ঠ, ২ কামসিদ্ধি-সূচক আশীর্ব্বাদ। -বীজ (হ ১৭।১৬৯) ক্লীঁ। -হা (সুধা ৪।৫) বিষ্ণু।

কামাখ্যা (বৃভা ২।১।৯৩) দেবী, ২ কামরূপ।

কামাচার (গীতা ১৬।২৩) বেদবিহিত-ধর্মত্যাগে যথেচ্ছাচার।

কামানুগা ভক্তি (সিন্ধু ১।২।২৯৭-৯৮) 'কামরূপা' ভক্তির অনুগামিনী তৃষ্ণা, ইহা 'সম্ভোগেচ্ছাময়ী' ও 'তত্তদ্-ভাবেচ্ছাত্মিকা'-ভেদে দ্বিবিধ। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামপ্রায়ার অনুগতা আর নিজ নিজ অভীষ্ট ব্রজদেবীদের ভাববিষয়িণী ইচ্ছা যে রাগানুগার প্রবর্ত্তিকা, তাহাই মুখ্য কামানুগা। ব্রজদেবীগণ কামরূপা এবং শ্রুতিগণ কামানুগার উদাহরণ—জী। শ্রীমুকুন্দ বলেন—'সম্ভোগ' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তৎসুখবাঞ্ছায় শ্রীরাধাদি যূথেশ্বরীগণের অঙ্গসঙ্গাদির অনুভাবক প্রেমবিশেষই বিবক্ষিত; এই জাতীয় প্রেমবিশেষের (নায়িকাভাবস্বরূপার) অভিলাষরূপা যে ভক্তি—তাহাই 'সম্ভোগেচ্ছাময়ী'; পক্ষান্তরে সেই সেই ললিতাপ্রমুখাদি গোপীদের যে ভাব—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধাচন্দ্রাবলী প্রভৃতির অঙ্গসঙ্গাদি-বিষয়ে-সাহায্য করাতেই নিজ সুখাতিশয় মানিয়া নায়ক-নায়িকার আকর্ষক যে (সখীভাবরূপা) ভাববিশেষ, তাহাতেই অভিলাষময়ী যে ভক্তি—তাহাই 'তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মা'। শ্রীবিশ্বনাথ বলেন—কামরূপার অনুগতা তৃষ্ণাই কামানুগা, কামরূপা-পদে যেমন কাম-(প্রেমবিশেষ)-প্রেরিত ক্রিয়া-বিশেষই লক্ষ্যীকৃত, তদ্রূপ এস্থলেও সাধক-ভক্তনিষ্ঠ কামময়-তৃষ্ণাপ্রেরিত ক্রিয়াবিশেষই বোধ্য অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীনিষ্ঠ কামপ্রেরিত ক্রিয়ার অনুগামিনী সাধক-ভক্তনিষ্ঠ-কামময়-তৃষ্ণা-প্রেরিতা ক্রিয়াই কামানুগা। এই ক্রিয়া দুই প্রকার —ভাবনাময়ী মানসী এবং পরিচর্যা-ময়ী বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারসাধ্যা। এস্থলে আশঙ্কা—ব্রজদেবীদের ক্রিয়ার অনুসারে সাধক ভক্তের জন্য সকল ক্রিয়ার বিধান হইলে গোপীগণকৃত সূর্যপূজা শুদ্ধভক্তগণ করেন না কেন? আর সূর্যপূজাদি করিলে শুদ্ধ-ভক্তির হানি হয় কি? এবং গোপী-গণের অননুষ্ঠেয় অথচ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক কৃত বন্দনাদি ও একা-দশ্যাদি-ব্রতপ্রভৃতিই বা সাধক ভক্ত করেন কেন? উত্তর—এসব প্রশ্ন উঠিতেই পারে না—'অনুগামী' অর্থ অনুকরণীয় নহে, ভাব-সাজাত্যই এই পদে ধ্বনিত, সুতরাং গোপী-দের মতের অনুকূলে আনুগত্য-মাত্রই বোধ্য, গোপীদের সকল ক্রিয়াই সমগ্রভাবে কর্ত্তব্য নহে।

কামানুগায় অধিকারী (ভক্তি ১। ২।৩০০—৩০২) সম্ভোগেচ্ছাত্মিকা (নায়িকাভাবাভিলাষময়ী) ও তত্তদ্-ভাবেচ্ছাত্মিকা (সখীভাবাভিলাষময়ী) এই দুই প্রকার কামানুগায় দুই প্রকারে লোভোৎপত্তি হয়, প্রথমটীতে নায়িকাভাবে এবং দ্বিতীয়টিতে সখীভাবে লোভ হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমার মাধুরী দেখিয়া এবং প্রতিমারূপা তৎপ্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ও রাসাদি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লীলাদির মাধুর্য অনুভব করত সেই সেই নায়িকা ও সখী-রূপা দ্বিবিধ গোপীর দ্বিবিধ ভাবে যাঁহারা লুব্ধ হইয়াছেন—তাঁহারাই যথাক্রমে এই দ্বিবিধ কামানুগা সাধন করিবেন। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামানুগার সাধন পুরুষগণও করিতে পারেন; দৃষ্টান্ত—দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ।

কামানুজ (ভা ৩।১৫।৩১) ক্রোধ—স্বামী।

কামাম্নী (গো ভা ১।১।১২) যথেষ্ট ভোগসম্পন্ন।

কামাবসায়িতা (আচ ৮।১৪) কন্দর্প-ব্যবসায়। ২ সত্যসঙ্কল্পতা-সিদ্ধি।

কামিত (হ ১১।৪১০) বাঞ্ছিত, ২ কামযুক্ত। ৩ কামনা।

কামিনী (ভা ১০।২০।১৭) বেশ্যা—স্বামী। ২ (ভা ১০।৫৫।১১) পত্নী—সনা। ৩ (গৌ ১।১৪) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ, যথা—'ভয়ভঞ্জন জন-রঞ্জন। গুণরত্নহি কুরু যত্নহি'॥

কামী (গো ভা ৩।৩।৪৪) ইন্দ্র-ভৃত্য প্রাকৃত কামের শরে পীড়িত হইয়া

রূপরসাদি বিষয়ভোগ করিতে ইচ্ছুক দেব-মনুষ্যাদি যাবতীয় জীব।

কামুক (ভা ১১।২৮।২৪) ইন্দ্রিয়—স্বামী। [২ অশোকবৃক্ষ, ৩ মাধবীলতা, ৪ চটক]।

কামুকা (হরি ৭।২০৯) [মৈথুনভিন্ন] স্পৃহাবতী নারী। **কামুকী** মৈথুনেচ্ছাবতী নারী।

কামেপ্‌সু (গীতা ১৮।২৪) কর্মফলে ইচ্ছাশীল।

কামেশ্বর (রত্না ৫।৮৪১) কাম্যবনস্থিত ক্ষেত্রপাল শিব।

কামেশ্বরী (হ ১৪।৩৪৪) রতি, ২ সর্বকামপ্রদা ভগবতী লক্ষ্মী। ৩ শ্রীকৃষ্ণের সর্বকাম-পূরণী শ্রীরাধা।

কামৈকরূপা ভক্তি (দশ ৩১) মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধা—শ্রীরাধার রতি মুখ্যকামৈকরূপা এবং তদনুগা ভক্তিই মুখ্যতদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। অন্যান্য ব্রজদেবীগণের রতি শ্রীরাধারতি হইতে ন্যূনা, সুতরাং গৌণকামৈকরূপা এবং তদনুগতা হইলে রতিও গৌণ-তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা হয়।

কামোদ (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত রাগ-বিশেষ। সঙ্গীতরত্নাকরে (২।১৬৬) যথা—'তার ষড়্‌জগ্রহঃ ষড়্‌জে ষড়্‌জমাধ্যমিকোদ্ভবঃ। গতারমন্দ্রঃ কামোদো ধাংশঃ সান্তঃ সমস্বরঃ'॥

কাম্পিল্ল (ভা ৯।২১।৩২) যযাতিবংশীয় ভর্ম্যাশ্বের পুত্র। ২ (হরি ৭।৩৯৬) জনপদ-বিশেষ।

কাম্বব (ঐ ৬।৪০) শঙ্খ-সম্বন্ধীয়।

কাম্ববিক (আচ ১।১৭৫) শঙ্খবণিক্।

কাম্যক (গোচ পূর্ব ২২।২) ব্রজমণ্ডলের কাম্যবন। **কাম্য কর্ম** (শু ৬।১) স্বর্গলাভাদির উদ্দেশ্যে কৃত যাগযজ্ঞ-ব্রতাদি।

কায় (হরি ৭।৩.৪) [কঃ প্রজাপতির্দেবতাস্যেতি] ব্রহ্মোদ্দেশ্যক। ২ (চৈত ৮।১।১৩) [কৈ শব্দে] শব্দ। ৩ শরীর। ৪ (হ্ব ১৪৪।৪৬) লক্ষণ, চিহ্ন। **-কল্প** (ভা ১১।২৮।৪৫ বি টী) দেহের জরারোগাদি-রাহিত্য। **-চৈতন্য** (যো ২৮) পৃথিব্যাদি ভূতের সহিত শরীররূপাদির সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, যেমন তাম্বূলপত্র ও চূর্ণসহযোগে রক্তবর্ণ জন্মে। চার্বাকগণের এই মতে শরীর হইতে পৃথক্ জীবনামে কোনও বস্তু জন্মান্তরফল ভোগ করে না। **-ত্রাণ** (বিপু ৫।৩৩।৩১) কবচ। **কায়ন** (নিবি ৪১) সঙ্গীতযোগ্য, ২ শব্দযোগ্য। **°মাত্র** (যো ২৮) দেহমাত্রপরিমাণ। জৈনমতে পদার্থ দ্বিবিধ —জীব ও অজীব, তন্মধ্যে জীব চেতন, সাবয়ব ও শরীর-পরিমাণ। **-ব্যূহ** (চৈচ আদি ৬।৯৩) বিভিন্নদেহে বা রূপে আত্ম-প্রকটন। শ্রীমূর্তির বিস্তার। ২ (রত্ন ১।৮) ন্যায়মতে দেহনাশ ও পুনর্জন্মপ্রাপ্তিক্রম। **-স্থ** (মুক্তা ৫০২) লেখক, ২ [পরমাত্মা]।

কায়াধব (ভা ১১।১২।৫) প্রহ্লাদ।

কায়িকগুণ (সিন্ধু ২।১।৩০৪, উ ১০।৭) বয়স, সৌন্দর্য, রূপ, মৃদুতাদি কায়িক গুণসমূহ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপধর্ম হইলেও স্বরূপ হইতে তাহাদের পার্থক্য স্বীকার করিয়া উদ্দীপনরূপেও গৃহীত হয়; সুতরাং যখন তাহাদের স্বরূপধর্ম বলা হয়, তখন তাহারা আলম্বন এবং যখন শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম (সুরম্যাঙ্গতা ইত্যাদি) ভাবা যায়, তখন কিন্তু তাহাদের উদ্দীপনকোটিতে প্রবেশ হয়।

কারক (ভা ৫।১।৬) ইন্দ্রিয়—স্বামী। ২ (ভা ১১।২৫।২৫) কর্তা। ৩ [গৌবি ৭৫] [কং সুখমারয়তি প্রাপয়তীতি] সুখপ্রাপক। ৪ (হরি ৪।১০) ক্রিয়ার সহিত কর্তৃত্বাদিসম্বন্ধবদ্ধ। **-গুপ্তি** (শেষ ৪।১৬) প্রহেলিকাভেদ।

কারণ (ভা ৫।১২।১) ঈশ্বর, ২ (ভা ১১।১৯।১৮) উপায়--জী, ৩ অঙ্গ--বি। ৪ (বিজয় ১।১২) উদ্দেশ্য, বীজ, হেতু। **-ব্রহ্ম** (রত্ন ৬।৩১) প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম—বল। **-মৎস্য** (ভা ১০।৪৭।১৭) সত্যব্রতের প্রতি অনুগ্রহার্থ মৎস্যশরীরে অবতারকৃৎ। **-মানুষ** (ভা ১০।৫০।৬) কারণ-কারণ হইয়াও দ্বিভুজমূর্তি। **-মালা** (অকৌ ৮।৪৫) অলঙ্কার-বিশেষ, যাহাতে পূর্ব পূর্ব পদার্থগুলি উত্তরোত্তর পদার্থের কারণরূপে বর্ণিত হয়। **-শূকর** (ভা ৩।১৩।৩৬) বরাহাবতার।

কারণা (হরি ৫।৪৫১) [কৃঞ্—ণিচ্ + যুচ্ আপ্] তীব্র যাতনা। [২ প্রেরণা।]

কারণাত্মা (রত্ন টী ৩।২১) মূলকারণ।

কারণার্ণব (রত্ন ২।১৬) ব্রহ্মধাম ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী চিন্ময়জলপূর্ণ সমুদ্র। **-শায়ী** (ব্র ৫৮) প্রকৃতির অন্তর্যামী জগতের কারণ, মহৎস্রষ্টা—মহাবিষ্ণু।

কারণোপাধি (বৃ ভা ২।৩।১৩) জীবত্বের হেতু লিঙ্গশরীর।

কারণ্ড (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহতুল্য গোপ।

কারণ্ডব (বিনা ৫।২৪) জলচর

হংসভেদ।
কারয়িষ্ণু (হরি ৫।৩১৯) [কৃ—ণিচ্ +ইষ্ণু] করানই যাহার স্বভাব।
কারবিল্ল (গোলী ৩।১০২) কদবেল, ২ করলা।
কারস্কর (ভা ৫।১৪।১১) বিষ-তিন্দুক-নামক বৃক্ষবিশেষ।
কারি (গোচ পূর্ব ৫।১০) [কৃ ভাবে ইঞ্] কার্য। ২ (আচ ৭।২২) সামান্য শত্রু। [৩ শিল্পী]।
কারিকা (হরি ৫।৮৭) বহু-অর্থবোধক অল্পাক্ষর-বিশিষ্ট কবিতা। শাস্ত্রার্থের সমাধান-সূচক পদ্য। ২ (সভা ১। ২৪ টী) বৃত্তি—বল।
কারী (ভা ৬।১।৪৪) কর্মী—স্বামী। [২ কণ্টকারিবৃক্ষ]।
কারীর (বৃ ১২।৬০) বাঁশের কাণ্ড। ২ বংশভস্ম।
কারীরী (রত্ন ৪।১৪) বৃষ্টির উৎপাদক যজ্ঞবিশেষ।
কারীষ [করীষ+অণ্] শুষ্ক গোময়-সমূহ। **-গন্ধ্যা** (হরি ৭।২৪৩) যে অনার্যা নারীর দেহে শুষ্কগোময়ের গন্ধ আছে।
কারু (হরি ৫।৩৬৬) [কৃ+উণ্] শিল্পী, ২ কর্তা, ৩ (ভা ১১।১৭।৪২) প্রতিলোমজ বরুড়াদিজাতি —স্বামী। [৪ শিল্প, ৫ কর্ম]।
কারুকশীলী (হ ৯।২৭৬) কটাদি-প্রস্তুতকারী।
কারুণ্ড (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ-তুল্য গোপ।
কারূষ (ভা ১০।৭৮।৪) করূষ-দেশাধিপতি দন্তবক্র।
কার্ত (হরি ৭।৫২১) [কৃতো ব্যাখ্যানং, কৃৎসু ভবো বা, কৃৎ+অণ্] কৃৎ-প্রত্যয়ের ব্যাখ্যান, ২ কৃৎপ্রত্যয়-জাত। **-তদ্ধিতিক** (হরি ৭।৫২২) কৃৎ ও তদ্ধিতের ব্যাখ্যান, ২ কৃৎ ও তদ্ধিতপ্রত্যয়-সম্বন্ধীয়।
কার্তবীর্য (ভা ৯।২৩।২৫, হ ১২।৩০২) হৈহয়-দেশে মাহিষ্মতী নগরীর রাজা। °মতান্তরে (রামা উত্তরা ৩৬—৩৮) ইনি চন্দ্রবংশ্য নরপতি কৃতবীর্যের পুত্র। ইঁহার নর্মদানদীতে বহু রমণীসহ জলক্রীড়াকালে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দী হয়, পুলস্ত্যের অনুরোধে কার্ত্তবীর্য রাবণকে মোচন করেন। জমদগ্নির কামধেনু হরণ করায় তৎপুত্র পরশুরামের সহিত ইঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেই কার্তবীর্যার্জুন নিহত হন। [ভাগ ৯।১৫-১৬]।
কার্তস্বর (ভা ১।১৭।৪, আচ ১২।২৪) সুবর্ণ, ২ ধুস্তূর।
কার্তিক-কৃত্য (হ ১৬।২—৪) আশ্বিনী শুক্লা একাদশী হইতে মাসব্যাপী শ্রীদামোদরার্চনা, প্রাতঃস্নান, দান, ব্রতাদি, দীপদান, রাত্রিশেষ-জাগরণ, কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান, যম-তর্পণ, দীপালী, শ্রীগোবর্দ্ধনোৎসব, শ্রীবলিদৈত্যরাজপূজা, যমদ্বিতীয়া, গোপাষ্টমী, প্রবোধনী, রথযাত্রা, ভীষ্মপঞ্চক প্রভৃতি কার্তিকমাসে করণীয়। **কার্তিকব্রতারম্ভদিন** (হ ১৬।১৬৮—১৮৩) আশ্বিনী শুক্লা একাদশী, পূর্ণিমা বা তুলা-সংক্রান্তিতে কার্তিক ব্রত আরম্ভ করিবে।
কার্তিক-কৃষ্ণাষ্টমীকৃত্য (হ ১৬। ২০৭—২১০) কার্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীগিরিরাজ-প্রান্তবর্তী শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিলে শ্রীহরির প্রীতি জন্মে।
কার্তিক-কৃষ্ণা ত্রয়োদশী (হ ১৬। ২১১) কার্তিকী-কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে প্রদোষকালে বাহিরে যমদীপ প্রদান করিবে। **কার্তিক কৃষ্ণাচতুর্দশী** (হ ১৬।২১৩—২২০) কার্তিকী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে ধর্মরাজের পূজা ও চন্দ্রোদয়ে স্নান করিতে হয়। যম-তর্পণ করিবে; কুমারী, বালক ও শিবভক্তদের অর্চনা করিবে। ঐদিন মঙ্গলবার হইলে ফলাধিক্য হয়।
কার্তিকামাবস্যাকৃত্য (হ ১৬।২২১ —২৩০) কৃষ্ণাচতুর্দশী ও অমাবস্যায় প্রদোষকালে দীপদান বিহিত; অমাবস্যায় দিবাভোজন নিষিদ্ধ, প্রদোষকালে লক্ষ্মীপূজা, দীপমালিকা-দানাদি কর্তব্য। অমাবস্যা প্রতিপদ্ যুক্তাই গ্রাহ্য, চতুর্দশী-বিদ্ধা হইলে অমাবস্যাকৃত্য পরদিনে করিবে।
কার্তিকী শুক্লা প্রতিপৎকৃত্য (হ ১৬।২৩১—২৬৬) কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদে প্রাতঃকালে শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা ও দ্যূতক্রীড়া করিবে; গোগণ, দোহনপাত্র এবং শকটাদিরও পূজা করিবে। অমাবস্যাবিদ্ধা প্রতিপদই গ্রাহ্য, কিন্তু দ্বিতীয়া-বিদ্ধা প্রতিপদই ত্যাজ্য। চন্দ্রদর্শন-সম্ভাবনা থাকিলে সেইদিন গোপূজা না হইয়া তৎপূর্বদিনই গোপূজা করিবে। প্রতিপৎদিনের অপরাহ্নে ত্রিমুহূর্ত্ত-ব্যাপিনী দ্বিতীয়া থাকিলে সেইদিনই চন্দ্র-দর্শনের সম্ভাবনা হয়। সার্দ্ধ তিনপ্রহরের বেশী প্রতিপৎ থাকিলে সেই দিন চন্দ্রদর্শন হয় না, কিন্তু তাহার কম থাকিলে চন্দ্রদর্শন হইতে পারে। **কার্তিকী শুক্লাষ্টমী** (হ ১৬।২৭১-৭২) এইতিথি 'গোপাষ্টমী'

বলিয়া খ্যাত, যেহেতু ইহাতে শ্রীনন্দনন্দন সর্বপ্রথমতঃ বৎসচারণে প্রবৃত্ত হন। এই দিনে গোগণের অর্চনা, গোগ্রাসদান, গো-প্রদক্ষিণ ও গবানুগমন করিতে হয়।

কার্তিকে বর্জনীয় (হ ১৬।১৮৭-১৯৪) কার্ত্তিক মাসে বরবটী, নিষ্পাব (শিম্বী), কলিঙ্গ (কলমীশাক), পটোল, বৃন্তাক (বেগুন), সন্ধিত (আসবাদি), ধর্মাপেক্ষায় মৎস্য, মাংসাদি, বিশেষতঃ (রোগাদি নিবন্ধন ব্যবস্থেয় হইলেও) শশ ও শূকরের মাংস, পরান্ন, পরশয্যা, পরধন, পরস্ত্রী, তৈলাভ্যঙ্গ, শয্যা, কাংস্যপাত্রে আহার, মধু, কাঞ্জিকাদি পর্য্যুষিত অন্নদ্রব্য প্রভৃতি যত্নতঃ ত্যাজ্য।

কাৎস্ন্য (ভা ৪।৬।১) সমগ্রতা।

কার্পণ্য (গীতা ২।৭) চিত্তের দীনতা —স্বামী। ২ স্বাভাবিক শৌর্যত্যাগ, —বি। ৩ ব্রহ্মজ্ঞানাভাব—বল। ৪ (হ ১১।৬৭৬) 'হে ভগবন্! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর'— এইরূপ আর্ত্তি।

কার্ম (গোচ পূর্ব ২২।১৯) কর্মশীল। ২ ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য কর্ত্তা।

কার্মণ (ভাবনা ৪।৫৩) বশীকার-বস্তু। ২ (উ ৬।৯) দৈহিক বা বাচিক চেষ্টাসমূহ। ৩ (হরি ৭।৪৩) [কর্মণা নিবৃত্তঃ) কর্মদক্ষ।

কার্ম্মুক (হরি ৭।৮১৭) [কর্মণে প্রভবতীতি উকঞ্] ধনুঃ। [২ কর্মক্ষম, ৩ বংশ, ৪ শ্বেত-খদির]

কার্য (ভা ১০।১৬।৬০) জগতের হিত—সনা। ২ ক্রীড়া, লীলা— বি। ৩ ক-(ব্রহ্মা)-হইতেও আর্য (পূজ্যতম)—সনা। ৪ ব্রহ্মারও আশ্চর্যকর—বি। ৫ (গো ভা ৪।৪। ১৮) প্রপঞ্চ। ৬ (হরি ১৫০, ২। ৭) ব্যাকরণোক্ত আদেশ প্রত্যয়— সূত্রের তিন ভাগ; কার্যী, কার্য ও ও নিমিত্ত। যাহা করা যায়, তাহাই কার্য; যাহাতে কার্য থাকে, তাহাই কার্যী এবং যাহা না থাকিলে কার্যীতে কার্য হয় না, তাহাই নিমিত্ত। ['কার্যী' দ্রষ্টব্য]। ৭ (রত্ন ১৫) প্রাগভাব-প্রতিযোগী উৎপত্তি-বিশিষ্ট, জন্য; যথা—বস্ত্রাদি। ৮ (নাচ ৫৩—৫৮) সমস্ত বস্তুর সাধ্য বৃত্তান্তই নাট্যশাস্ত্রে 'কার্য' নামে কথিত। এই কার্য—প্রধান ও অঙ্গ-ভেদে দ্বিবিধ। নেতৃচরিতই প্রধান এবং নায়কের অর্থসাধক উপনায়কের চেষ্টিতাদিই অঙ্গ। আরম্ভাদি ইহার পঞ্চ অবস্থা। **-অবতার** (চৈম আদি ১।৫৫) লীলাবতার। **-করী হরিকথা** (ভক্তি ১১) শ্রীহরিকথা মহন্মুখোচ্চারিত হইলে অতিসত্বর ফলপ্রসূ অর্থাৎ শ্রীহরিতে রুচি প্রভৃতির উদয়কারী হয়। **-কারণ** (বৃ ভা ২।২।২২৬) স্থূল-সূক্ষ্মাদি। ২ কার্য=দেহেন্দ্রিয়াদি, কারণ=মহা-ভূতাদি। **-ব্রহ্ম** (রত্ন ৬।৩১) ব্রহ্ম-পরিণত জগৎ। ২ (গো ভা ৪।৩।৭) চতুর্মুখ ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ।

কার্যান্বয় (নাম ১।১৩) বিধিপরতা।

কার্যার্থ (স স তত্ত্ব ৯) আখ্যাত-যুক্ত কার্য-প্রতিপাদক শব্দদ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাই কার্যার্থ। ভাট্ট মীমাংসকদের মতে 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্' এই বচনবলে ক্রিয়ার্থত্ব-ব্যতীত বেদ-বাক্যের অন্য অর্থ হইতে পারে না। বৃদ্ধ-কর্তৃক উচ্চারিত 'জল আন' বাক্য-শ্রবণে যুবক জল আনিল, তখন কোনও শিশু সেইখানে থাকিয়া —'জল' ও 'আন' এই দুইটি শব্দ শুনিয়া দুইটি শব্দেরই পর্যায়ক্রমে অর্থ বুঝিল। কার্যবাচী লিঙ্ আদি পদের সহিত অব্যবহৃত পদের শব্দ-বোধ হয় না, কিন্তু কার্যত্বান্বিত জলত্বাদিরূপে জলের উপস্থিতিদ্বারা শব্দবোধ সম্ভব-পর হয়। ইহাই কার্যার্থ বা ক্রিয়ার্থ।

কার্যী (হরি ১।৫০, ৭।৯৫৯) কার্যযুক্ত। ২ ব্যাকরণোক্ত আদেশস্থান। যাহার উত্তর কার্য হয়, তাহাই কার্যী ['কার্য' দ্রষ্টব্য] নিমিত্ত দ্বিবিধ —প্রাঙ্নিমিত্ত ও পরিনিমিত্ত। উদাহরণ—'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুন্-নিত্যম্' (পাণিনি° ৮।৩।৩২) এই সূত্রানুসারে কুর্বন্+আস্তে=কুর্বন্নাস্তে, এস্থলে ন-কার কার্যী, নকারের দ্বিত্বপ্রাপ্তি কার্য, নকারের পূর্ববর্ত্তী স্বরের হ্রস্বতা প্রাঙ্নিমিত্ত এবং ন-কারের পরবর্ত্তী স্বর পরনিমিত্ত। সূত্রে কার্যী, কার্য বা নিমিত্ত থাকিলে পূর্বসূত্র হইতে উহার আর অনুবৃত্তি হয় না।

কার্যোপাধি (বৃ ভা ২।৩।১৩) স্থূল শরীর।

কার্ষাপণ (চৈনা ৯।১৪) কাহণ, ২ (হরি ৭।৫৮৯) ষোলপণ।

কার্ষ্ণ (রসিক পূর্ব ১।১৬৬) শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত, ২ (হরি ৭।৪৪১) কৃষ্ণ-বিষয়ক।

কার্ষ্ণাজিনি (গোভা ৩।১।১০) ব্রহ্ম-বাদী ঋষি।

কার্ষ্ণায়নি (হরি ৭।২৮৯) [কার্ষ্ণ-স্যাপত্যং পুমান্] কার্ষ্ণের পুত্র।

কার্ষ্ণি (গোচ উত্তর ২৮।২১) কৃষ্ণ-পুত্র, প্রদ্যুম্নাদি। ২ (শ্যা ৫) শ্রীকৃষ্ণানন্দ-পুত্র শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু। **কাল** (ভা ৩।১২।১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ২ (ভা ৬।১২।৮) ভগবানের নাম। ৩ (ভা ১০।৪।৩) মৃত্যু। ৪ (ভা ১১।২৮।১৯) [কলয়তি প্রকাশয়তীতি] প্রকাশক ব্রহ্ম—স্বামী। ৫ (ভা ১১।২২।১২) গুণক্ষোভক ঈশ্বর—স্বামী। ৬ (ভা ১০।৮৭।১৬) বশীকারক—প্রবো। ৭ (ভা ৭।৯।৩১) পৃথ্বী—স্বামী। ৮ (প্রকাশ ৩।৫) শ্রীকৃষ্ণ। ৯ (আচ ১৩।৯৬) যম। ১০ (ভগ ২০) মায়া-প্রেরক। ১১ (ভা ৩।১১।৩) সময়। এক অহোরাত্র=৬০ নাড়িকা বা দণ্ড। এক নাড়িকা=১৫ লঘু=১ দণ্ড=২৪ মিনিট। এক লঘু=১৫ কাষ্ঠা=৪পল=১ মি. ৩৬ সেকেণ্ড। এক কাষ্ঠা=৫ ক্ষণ=১৬ বিপল=৬⅖ সেকেণ্ড। এক ক্ষণ=৩ নিমেষ=৩ বিপল ১২ অনুপল=১⅕ সেকেণ্ড। এক নিমেষ=৩ লব=১ বিপল ৪ অনুপল। এক লব=৩ বেধ=২১·৩ অনুপল। এক বেধ=১০০ ত্রুটি=৭·১ অনুপল। এক ত্রুটি=৩ এসরেণু=·০৭১ অনুপল। এক এসরেণু=৩ অণু=·০২৩৭ অনুপল। এক অণু=২ পরমাণু=·০০৭৯ অনুপল। ১২ (প্রীতি ৫২) জগদ্ব্যাপার-নিষ্পাদক ও ভগবল্লীলেচ্ছাময়-ভেদে দুই প্রকার। পূর্বটী—মায়াবশ জীবের উপর ক্রিয়া করে, কিন্তু ভক্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে অক্ষম। দ্বিতীয়টি—ভক্তের উপর প্রভাবশীল, তাহাতে কোনও বিশিষ্ট লীলামাধুরীই প্রকটিত হয়—ইহাই বিশেষ। -ক (হরি ৭। ১০৯৫) [কাল+স্বার্থে ক] অস্থির, রক্তবর্ণ (মুখাদি)। ২ (গোচ উত্তর ৭।১৫২) কালযবন। ৩ (গোচ পূর্ব ৩৩।১৬১) কৃষ্ণবর্ণ। -কর (আচ ১১।২৯৬) মৃত্যুপর্যন্ত দশা-প্রাপক। -কলনা (উ ১৪। ১৬৫) সময়-সংখ্যা। -কা (ভা ৬। ৬।১৩) বৈশ্বানরের কন্যা ও কশ্যপের স্ত্রী। **কালকাক্ষ** (হ ৭।৪০) রাজা, পূর্বজন্মে অরণ্যাহৃত পুষ্পে বিষ্ণুর অর্চনা করত পরজন্মে নিষ্কণ্টক রাজ্য-লাভ করিয়াছেন। **কালকূট** (গোচ পূর্ব ১৩।৮) প্রাণনাশক যম, ২ বিষ-পুঞ্জ। **কালকেয়** (ভা ৫।২৪।২৯) রসাতলবাসী মহাবলবান্ দানব। ২ (হ ৬।৩০৫) কৃষ্ণাগুরু। °গুণ (ভা ১০।৮৭।১৬) জরাদি—স্বামী। ২ মৃত্যু—সনা। ৩ দিনরাত্রিবিভাগ-জ্ঞান—প্রবো। -গোচর (প্রকাশ ৩।৫) শ্রীকৃষ্ণ। -চক্র (ভা ৫।২১। ১৩) মানসোত্তর গিরিস্থ জ্যোতিশ্চক্রবিশেষ। ২ (স্ত ৫।১) কালের গতি বা বিক্রম। -জব (ভা ১০। ৮৭।২৪) সময়-বৈষম্য—স্বামী। **কালঞ্জর** (ভা ৫।৮।৩৮) পর্বতবিশেষ—শ্রীভরতের মৃগদেহে জন্মস্থান। ২ (ভা ৫।১৬।২৬) মেরুর কেসর পর্বত। °তন্ত্র (ভা ১১।২৮।১৭) পরমেশ্বরাধীন—স্বামী। -ধর্ম (আচ ১৩।১২৪) পঞ্চত্ব, মৃত্যু। **কালন** (ভা ৪।২৪।৬৫) বিচালন। ২ (বৃ ভা ২।২।২২৬) [নির্বাণ মুক্তিতে] বিলোপ-সাধন। ৩ (পরম ৬৮) নাশন। ৪ (ভাবনা ৭।৬৩) একত্র করণ। **কালনর** (ভা ৯।২৩।১) যযাতিবংশীয় সভানরের পুত্র। **কালনাভ** (ভা ৮।১০।২০) হিরণ্যাক্ষের ঔরসে ও ভানুর গর্ভে জাত অসুর। ২ (ভা ১০।১৬।৪১) কাল-শক্তির আশ্রয়—স্বামী। **কালনেমি** (ভা ১০।১।৬৮) দানববিশেষ, ত্রেতায় হিরণ্যকশিপুর পুত্র ও দ্বাপরে কংস। °যবন (ভা ৩।৩।১০) গার্গ্যের ঔরসে ও গোপালী অপ্সরার গর্ভে জাত। মগধরাজ জরাসন্ধের মিত্র। ইনি জরাসন্ধের সহিত মথুরা আক্রমণ করিলে কালযবন যাদবদিগের অবধ্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পর্বত-গুহায় আশ্রয় করিলেন। ঐ গুহায় মহারাজ মুচুকুন্দ যুদ্ধ-পরিশ্রমে নিদ্রিত ছিল, কালযবন তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কৃষ্ণবোধে পদাঘাত করিলে মুচুকুন্দের কোপ-দৃষ্টিতে বিনষ্ট হয় (ভা ১০।৫১।৪১)। -রংহঃ (ভা ৪।২৭।৩) আয়ুর্ব্যয়—স্বামী। -রশন (ভা ৮।১১।৮) কালযন্ত্রিত—স্বামী। -রাত্রি (বৃ ভা ১।৬।১০৫) প্রলয়-কালীন রাত্রি। -রূপী (চৈত ১১। ১২৪) [কালাখ্যং রূপমস্যাস্তীতি] ঈশ্বর। -ল (হরি ৭।৯৩৫) [কাল + লচ্] কৃষ্ণচিহ্নযুক্ত। -লিঙ্গ (ভা ৩।৫।৩৭) বিকৃতি—স্বামী। -বিক্রম (ভা ২।৯।১০) নাশ স্বামী। ২ (ভগ ১০) কালের স্বভাবে প্রকৃতি-ক্ষোভ, ক্ষুব্ধা প্রকৃতি হইতে সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের পরস্পর পৃথক্ত্ব—ষড়্ভাব-বিকার হইতেই কালের প্রভাব। -বিগ্রহ (ভগ ৫) অন্তর্যামী। -শেয় (গোচ পূর্ব ৮।১৮) [কলশ্যাং ভবঃ ঢক্] তক্র। -সূত্র (ভা ৫।২৬।১৪)

ব্রহ্মঘাতীর প্রাপ্য নরক। **-স্বরূপ** (প্রকাশ ৩।৫) শ্রীকৃষ্ণ।

কালাত্মক (ভা ১১।২৩।৫১) জীবাত্মা—জী।

কালাত্মা (চৈত ১০।২৪।৩১) কালের নিয়ন্তা। ২ (প্রকাশ ৩।৫) শ্রীকৃষ্ণ।

কালাত্যয়াপদেশ (সস ভগ ৩০) ন্যায়দর্শনমতে (১।২।৯) হেত্বাভাস-বিশেষ। যেস্থলে বলবৎ প্রমাণদ্বারা সাধ্য ধর্মীতে অনুমেয় ধর্মের অভাব নিশ্চয় হয়, সেস্থলে যে কোনও পদার্থকে হেতুরূপে ধরিয়া লইয়া, উহা সাধ্য সন্দেহের কাল অতিক্রম করত অর্থাৎ সাধ্য ধর্মের অভাব নিশ্চয় করিয়া প্রযুক্ত হয়। প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণ-বিরুদ্ধ অনুমানস্থলে প্রযুক্ত হেতুই কালাত্যয়াপদিষ্ট হেত্বাভাস।

কালানল (গীতা ১১।২৫) প্রলয়াগ্নি।

কালাপিঠ্যা (রসিক উত্তর ১০।৯) শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক—রথাকর্ষণ করাই ইহাদের সেবা।

কালায়ন (ভা ৫।২২।১১) কালচক্র—স্বামী।

কালায়স (গোচ উত্তর ২।৫৫, আচ ৩।৮) লৌহ।

কালারি (প্রকাশ ৬।২) কালচক্র।

কালিক (আচ ৭।৪১) কালকৃত। ২ (হরি ৭।৮২০) [প্রকৃষ্টঃ দীর্ঘঃ কালোঽস্যেতি] দীর্ঘকাল-স্থায়ী বৈরাদি। **-কুণ্ড** (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) কালীয়হ্রদ।

কালিকা (গোলী ৮।৯৫) মেঘপংক্তি। ২ (মাম ৭।৬৩) পার্বতী।

কালিঙ্গ (ভা ৪।৫।২১) বর্ত্তমান কলিঙ্গ ও তৎসন্নিহিত ভূভাগ। দ্রাবিড় ও ওড়িয়্যার মধ্যবর্ত্তী এবং বঙ্গোপসাগরস্থ তীরপ্রদেশ। ২ (গোলী ২১।৬৬) ফিঙ্গাপক্ষী। **-মল্ল** (মুক্তা ২৬৫) গোবর্দ্ধনমল্ল।

কালিত (ভা ১০।৫১।১৮) বিচালিত—স্বামী। ২ দেহান্তর-প্রাপিত—সনা। ৩ (কৃবি ৪২) ক্ষিপ্ত, নিহত।

কালিন্দী (ভা ১০।১৫।৪৮) যমুনা। ২ (গৌ ২।৫) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ, যথা—'কো বরণব বর গৌর তনু। ঝলকত কাঞ্চন মুকুর জনু॥' ৩ (ভা ১০।৫৮।২২) সূর্যপুত্রী ও যম-ভগিনী, ভগবৎপ্রেয়সী।

কালিয় (ভা ১০।১৬।৪) কদ্রুতনয় নাগ। শ্রীকৃষ্ণপদাঘাতে দমিত হইয়া কালীয়দহ ত্যাগ করিয়া রমণকদ্বীপে নির্বাসিত হয়। **-দমন** (মালা প্রেম ১৯) শ্রীকৃষ্ণ। **-দমনবেশ**—নীলাচলস্থ শ্রীজগন্নাথদেবের শৃঙ্গার। ভাদ্রী কৃষ্ণা একাদশীতে এই বেশ হয়।

কালী (ভা ৯।২২।৩১) ভীমের পত্নী। ২ (গোচ উত্তর ৩১।৭৬) পরীবাদ, ৩ রাত্রি। ৪ (গোলী ৫।১১) কৃষ্ণবর্ণা। [৫ শিব-পত্নী, ৬ অপযশ]

কালীয়ক (আচ ১।৭৮) পার্বত্য গন্ধদ্রব্য, পীতচন্দন।

কালেয় (ভা ৮।৭।১৪) অসুরবিশেষ। ২ (গোচ উত্তর ৩৩।৫৭) সুগন্ধি পীতকাষ্ঠ।

কাবচিক (হরি ৭।৩৩৮) বর্মধারী। ২ বর্মধারী যোদ্ধা।

কাবষেয় (ভা ৯।২২।৩৭) ব্রহ্মবাদী কবষ-বংশ্য ঋষি। নামান্তর—তুর। জনমেজয়ের অশ্বমেধের পুরোহিত।

কাবেরী (অকৌ ১০।৩৯) হরিদ্রা। ২ নদী। ৩ (কৃগ ১৭৮, ২৪৯) সুদেবী সখীর যূথে প্রথমা সখী; গণ্ডূষপাত্র, গেণ্ডুকক্রীড়া ও শয্যারচনাদির অধিকারিণী।

কাব্য (ভা ৫।১।৩৪) শুক্রাচার্য, ২ (অকৌ ১।৬) রসাপকর্ষক-দোষশূন্য গুণালঙ্কাররসাত্মক শব্দার্থযুগল কবি-বাঙ্‌নির্মিতি। **-গুণ** (অকৌ ৬।৩) মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ—এই তিনটী প্রধান এবং অর্থব্যক্তি, উদারতা, শ্লেষ, সমতা, কান্তি, প্রৌঢ়ি ও সমাধি—এই সাতটি পূর্বত্রয়ের অন্তর্গত। ইহারা বৈদর্ভমার্গীয় **প্রাণ** বলিয়া কথিত হয়। **-পুরুষ** (অকৌ ১।৪) শব্দার্থ—কাব্যের শরীর, ধ্বনি—প্রাণ, রস—আত্মা, মাধুর্যাদি—গুণ, উপমা প্রভৃতি—অলঙ্কার, গৌড়ী প্রভৃতি রীতি—অঙ্গসৌষ্ঠব। কাব্যপুরুষ এই-রূপ নির্দোষ সুলক্ষণ-সম্পন্ন হইবে। **-প্রকাশ** মম্মটভট্ট-রচিত অলঙ্কারগ্রন্থ। **-ভেদ** (অকৌ ১।১০) ধ্বনির উত্তমতায় কাব্যেরও উত্তমতা, ধ্বনির মধ্যমত্বে কাব্যেরও মধ্যমতা এবং ধ্বনি অস্পষ্ট অর্থাৎ সহৃদয়-হৃদয়ে শীঘ্র প্রকটিত না হইলে কাব্যেরও নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হইতেছে। **-রোহভূমি** (অকৌ ১।৯) বীজাখ্য প্রাক্তন সংস্কার-বিশেষ। এই বীজই কাব্যের রোহভূমি; রোহ দুই প্রকার—নির্মাতৃমূলক এবং আস্বাদ-মূলক। উহা ব্যতিরেকে কাব্যের নির্মাণ বা স্বাদ-গ্রহণই সিদ্ধ হয় না। **-লিঙ্গ** (অকৌ ৮।৩৭) পদের অর্থ বা বাক্যের অর্থ অন্য অর্থের প্রতি কারণরূপে প্রতিপাদিত হইলে 'কাব্যলিঙ্গ' নামক অলঙ্কার হয়। পদার্থতা—দ্বিবিধ, এক-পদার্থতা ও অনেকপদার্থতা।

কাশ (রুগ পরিশিষ্ট ১৭২) শ্রীরাধার পিতৃষসৃপতি। ভানুমুদ্রা—ইহার পত্নী। ২ (অকৌ ৭।১১) দীপ্তি। ৩ (গোলী ৬।২৬) তৃণবিশেষ। ৪ (আচ ১।৬৮) ধবলবর্ণ পুষ্পবিশেষ। ৫ (বিরু ৪৩) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত ভ-ভ-র-ল-গণে রচিত প্রতিকলায় আদ্য অক্ষরে মধুর সংযোগ, চতুর্থে শ্লিষ্টযোগ এবং সপ্তম ও নবমে দীর্ঘ বর্ণ থাকিলে 'কাশাখ্য' কলিকা হয়। যথা—পিঙ্গলসদ্ঘননীলকেশ, চন্দন-চর্চিত চারুবেশ—ইত্যাদি।

কাশকৃৎস্ন (গোভা ১।৪।২২) ব্রহ্ম-বাদী ঋষি। ২ আদিশাব্দিক।

কাশন (আচ ১৫।২৫১) প্রকাশ।

কাশন্দি, কাসন্দি (চৈচ অন্ত্য ১০।১৮) আচার-বিশেষ; কাঁচা আম, সরিষাবাটা, তৈল, চই, লবণ এবং বিবিধ মসলাদ্বারা প্রস্তুত হয়।

কাশব্দ (ভা ১০।১৫।৩০) কুৎসিত রব।

কাশার (ভা ১২।৬।৫৯) বাষ্কলির বালখিল্য-সংহিতা-পাঠের ছাত্র।

কাশি (ভা ৯।১৭।৪) পুরূরবার বংশে কাশ্যের পুত্র। ২ (ভা ৯।২১।২৩) সেনজিতের পুত্র।

কাশিকা (হরি ১।৭৫) পাণিনি-ব্যাকরণের ব্যাখ্যাগ্রন্থ—জয়াদিত্য-বামনকৃত মহাবৃত্তি। ২ (হরি ৭।৪৪৪) কাশীতে জাতা (বৃত্তি)।

কাশিকী (হরি ৭।৪৪৪) কাশীতে জাতা (বৃত্তি)।

কাশিপতি (ভা ১০।৬৬।২২) পৌণ্ড্রক।

কাশিব্রহ্ম (হরি ৭।১২৪) দেশ-বিশেষ।

কাশিরাজ (ভা ৯।২২।২৩) বিচিত্র-বীর্যের শ্বশুর, অম্বিকা ও অম্বালিকার পিতা।

কাশিল (হরি ৭।৩৯১) কাশযুক্ত স্থান।

কাশিষ্ণু (ভা ৪।৩০।৬) প্রকাশমান।

কাশী (ভা ১০।৬৬।১০) বারাণসী। **-কুণ্ড** (রত্না ৫।৮৫৫) কাম্যবনস্থিত তড়াগ। **কাশীখণ্ড** (রত্ন টী ৩।৩৭) স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীমাহাত্ম্যাংশ।

কাশীস (হ ১৯।৪৯৭) সীসা।

কাশ্মীর (ভা ১২।১।৩৭) ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, ২ (গোলী ২।৭৬) কুঙ্কুম। ৩ (হরি ৭।৫৪৫) কাশ্মীরবাসী। **-জন্মা** (নিবি ১১) কুঙ্কুম। **কাশ্মীরিক** (হরি ৬।২০৪) শ্রীভট্টভীম—'ব্যোষ-কাব্য' বা 'রাবণার্জুনীয়-কাব্যে'র প্রসিদ্ধ নির্মাতা।

কাশ্য (ভা ৯।১৭।৪) সুহোত্র-তনয়। ২ (গীতা ১।১৭) কাশীরাজ।

কাশ্যপ (ভা ১২।৬।১০) বিষচিকিৎসা-দ্বারা পরীক্ষিৎ মহারাজের জীবন বাঁচাইবার জন্য সমাগত ব্যক্তি।

কাশ্যপী (অকৌ ১০।১৩) পৃথিবী। **-কান্ত** (অকৌ ১০।১৩) রাজা।

কাষায় (চৈভা অন্ত্য ৬।১৯) গিরি-মৃত্তিকারঞ্জিত।

কাষ্ঠা (ভা ৩।২৮।১২) শ্রীমূর্তি—স্বামী, ২ দিক্—জী। ৩ (হ ৩।৪০) অত্যল্পকাল। ৪ (ভা ৭।৪।২৩) উৎকর্ষ। ৫ (ভা ৪।৭।৩৭) তত্ত্ব—স্বামী। ৬ (হ ১৯।১৫০) দশ-সংখ্যা। ৭ (বৃভা ২।৪।২২৮) নিষ্ঠা, মর্যাদা। ৮ (ভা ৬।৬।২৯) দক্ষকন্যা ও কশ্যপ পত্নী।

কাস (গৌকৃ ১২।৩৩) কাশতৃণ।

কাসমর্দ (কৃষ্ণা ২৯৪) কাসুন্দি।

কাসর (উ ১৫।৯) [কে জলে আসরতি আ—সৃ+অচ্] মহিষ।

কাসার (লনা ৮।৪) জলাশয়। ২ (আচ ১১।২৪৬) সুখবর্ষী, ৩ জল-বর্ষণ, ৪ জলের অসারাংশ। ৫ (হ ৮।১২৪) 'কসেরু'-নামে খ্যাত মধুর পক্বদ্রব্যভেদ। ৬ (ছ ২।১৭৭ টী) দণ্ডকচ্ছন্দবিশেষ। **-জর্জ** (আচ ৮।১৬৫) পদ্ম।

কাসিত (আচ ১০।২৩) সন্দীপিত।

কাসূ (হরি ৭।১০৫১) বস্ত্রভেদ। ২ বিকল-বাক্, ৩ দীপ্তি, ৪ রোগ, ৫ বুদ্ধি। **-তরী**—হ্রস্ব বস্ত্রবিশেষ। ২ ক্ষুদ্রশক্তি অস্ত্র।

কাহল (আচ ১৯।৯০, চৈনা ৮।৪৬) বৃহৎ ঢক্কা, জয়ঢাক। [২ বিড়াল, ৩ কুক্কুট]।

কাহালিয়া—নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের বাদ্য-সেবক।

কিং-দেব (ভা ১১।১৪।৫) ক্লম-স্বেদ-দৌর্গন্ধ্যাদি-রহিত মনুষ্য, ২ দ্বীপান্তরস্থ মনুষ্য—স্বামী। **-পুরুষ** (ভা ৭।৮।৫৩) তুচ্ছপ্রাণী—স্বামী। **-পূ** (হরি ৭।১৪৩) কুৎসিত পুরী। **-রাজা** (হরি ৭।১৪৩) কুৎসিত রাজা। **-বদন্তী** (উ ১৩।৩৬) জন-প্রবাদ—বিষ্ণু।

কিংশুক (আচ ১।৯৯, বিনা ৩।৪) পলাশ, ২ শুক।

কিংস্বিৎ [ব্য] সম্ভাবনায়, ২ বিতর্কে।

কিকি, কিকী (মাম ২।৭) চাষপক্ষী, স্বর্ণচাতক। [২ নারিকেল]।

কিঙ্কণী, কিঙ্কিণী—ক্ষুদ্রঘন্টিকা।

কিখি—খ্যাঁক্ শিয়াল।

কিঙ্কিরাত--অশোকবৃক্ষ। ২ কামদেব, ৩ শুক পক্ষী, ৪ কোকিল।

কিঞ্চ [ব্য] আরম্ভে, ২ সমুচ্চয়ে, ৩ সাফল্যে, ৪ সম্ভাবনায়, ৫ অবান্তরে।

কিঞ্চন, কিঞ্চিৎ [ব্য] অসাকল্যে, ২ অল্পে।

কিঞ্চিদ্দূরপ্রবাস (উ ১৫।১৫৫) ব্রজ হইতে বৃন্দাবনের প্রদেশ-বিশেষে গমন।

কিঞ্জল্ক (ব্র ৫) কেশর, ২ পুষ্পরেণু, ৩ নাগকেশর।

কিণ (গীগো ১৬) শুষ্কব্রণ। ২ মাংসগ্রন্থি, ৩ ঘর্ষণোত্থ চিহ্ন।

কিতব (গোচ পূর্ব ২২।৩০) শঠ। [২ খল, ৩ বঞ্চক, ৪ দ্যূতকারক]।

কিন্নর (ভা ১১।১৪।৫) মুখে ও শরীরে নরের কিঞ্চিৎ তুল্য জীব—স্বামী।

কিন্নু [ব্য] সংশয়ে, ২ প্রশ্নে, ৩ সাদৃশ্যে।

কিম্ (স্তুধা ৯১) [কিং প্রচ্ছেরিম্—কিম্+ইম্] যাঁহার সকল রূপই জিজ্ঞাসিতব্য। **কিমিতি** [ব্য] প্রশ্নে, কেন? **কিমীয়** (গোচ পূর্ব ২৯।১৩৫) কাহার সম্বন্ধীয়? **কিমু** [ব্য] সম্ভাবনায়, ২ বিতর্কে, ৩ প্রশ্নে, ৪ নিষেধে, ৫ নিন্দায়। **কিমুত** [ব্য] প্রশ্নে, ২ বিতর্কে, ৩ বিকল্পে, ৪ অতিশয়ে।

কিম্পুরুষ (ভা ৫।২।১৯) মহারাজ আগ্নীধ্রের ঔরসে ও পূর্বচিত্তির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৫।১৬।৯) হিমালয় ও হেমকূট পর্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড—নেপাল, মতান্তরে তিব্বত। [৩ দেবযোনিবিশেষ, ৪ কুপুরুষ]।

কিম্বা [ব্য] পক্ষান্তরে।

কিম্বান্ (হরি ৭।৫৮) [কিম্+বতুপ্] দরিদ্র।

কিয়ান্ (হরি ৭।৮৯৩) কত পরিমাণে?

কির (হরি ৫।২০৪) [কৄ বিক্ষেপে+ক] পক্ষী। [২ শূকর, ৩ বিক্ষেপক]।

কিরণমালী (ভাবনা ৪।৫৫) সূর্য।

কিরাট (ভা ১২।৩।৩৫) বণিক্—স্বামী। ২ লোভী, কৃপণ।

কিরাত (ভা ২।৪।১৭) ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ; ইহারা সাগরকুক্ষিবাসী, ফলমূলাশী, চর্মবসনধারী, ক্রূরশস্ত্রশালী ও ক্রূরকর্মা (মহা° ২।৩২।১৬, ৫২।৯)। মনুর মতে ইহারা ক্রিয়াদিলোপ-হেতু শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় (মনু ১০। ৪৪)। [২ দেশভেদ, ৩ মৎস্যভেদ]।

কিরাতার্জুনীয় (হরি ৩।৪২২) ভারবি-কৃত মহাকাব্য-বিশেষ। অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত; কিরাতবেশী মহাদেব ও অর্জুনের যুদ্ধ, অর্জুনের মহাদেব হইতে পাশুপাতাস্ত্রলাভ ইত্যাদি সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার রচনাপ্রণালী নিগূঢ় ভাব-বিশিষ্ট—তজ্জন্য উক্ত হইয়াছে—'ভারবেরর্থগৌরবম্।'

কিরীট (গো ভা ২।৮৯) অবিকৃত নিত্যস্বরূপ। ২ (ছ পরিশিষ্ট ৭) চতুর্বিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দঃ। ৩ (কৃগ ২০৯—২১২) শিরোভূষণবিশেষ; মাণিক্য, গোমেদ, মুক্তা ও চন্দ্রকান্ত মণিবৎ শোভাধারী—রঙ্গিণী, স্বর্ণ-যূথী, নবমল্লিকা ও সুমালিকা প্রভৃতি পুষ্পরাজিদ্বারা বিনির্মিত—স্বর্ণ-কেতকীর কোরক ও পত্র এবং বিচিত্র বিচিত্র ধাতু (গৈরিক মনঃশিলাদি) দ্বারা রঞ্জিত সপ্তচূড়াবিশিষ্ট হইলে এই কিরীট শ্রীহরিরও চিত্তহারী হয়। এই **'পুষ্পপার'**-নামক কিরীট রত্নপার (হার) হইতেও প্রিয়। শ্রীরাধা হইতে ললিতা এই কিরীট-রচনা-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছেন। পঞ্চবর্ণ-পুষ্পরাজি ও কোরকাবলিদ্বারা নির্মিত এবং পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট হইলে এই কিরীট শ্রীরাধার মস্তক-ভূষণ হয়। **-মালী** (ভা ১।৭।১৫) অর্জুন। **কিরীটী** (ভা ১০।৭১। ২৭, গীতা ১১।৩৫) অর্জুন।

কির্মির [বৈদিক] চিত্রবর্ণযুক্ত।

কির্মীর—চিত্রবর্ণ, চিত্রবর্ণযুক্ত, ২ জম্বীর। **কির্মীরিত** (উ ১১।১৮) বিচিত্রিত, খচিত।

কিল (হব ১।৫৪।১১) ক্রীড়া—নীল। ২ [ব্য] নিশ্চিতার্থে, ৩ অলীকে, ৪ সম্ভাবনায়, ৫ বার্ত্তায়, ৬ (বৃ ভা ২।৫।৬৬) বিস্ময়ে, ৭ (স্তব ৩।২) অনুনয়ে। ৮ (বৃ ভা ২।৫।৩৭) সমুচ্চয়ে, ৯ হ্যায়ে।

কিলকিঞ্চিত (উ ১১।৪৪) হর্ষহেতুক গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাত ভাবের যুগৎ প্রাকট্য।

কিলকিলা (ভা ১২।১।৩০) কঙ্কণ-দেশের রাজধানী। ২ (ভা ১০।৬৭। ১১) অব্যক্তরব, ৩ হর্ষধ্বনি, ৪ সিংহনাদ।

কিলাটিকা (হ ৮।১২৫) ক্ষীরসার [পট খিরিসা]।

কিলাত (কৃ গ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ-তুল্য গোপ।

কিলিম্বা (কৃ গ ৬৪) শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী ও স্তন্যদায়িকা, যশোদার সখী।

কিল্বিষ (ভা ৩।১৬।২৫) শাপ। ২ (ভা ১৫।২৫) ভক্তি-প্রতিবন্ধক অনর্থ। ৩ (ভা ১০।৫৬।১) অপরাধ।

৪ (আচ ১৬।২৭) পাপকৃৎ, ৫ সংসার। ৬ (হব ২।৪৩।৮৩) অপকার। ৭ রোগ।

কিশর (হরি ৭।৬৫২) [কিম্—শৃ+অচ্] গন্ধদ্রব্য-বিশেষ।

কিশলয় (গোলী ২২।১৮) নব পল্লব।

কিশোর (বিনা ১।২) দশ হইতে পনর বৎসর বয়স্ক। ২ (হব ১।৩৭। ২১) অশ্ব-শাবক—নীল। ৩ সূর্য।

কিসলয় (আচ ১৮।৮৩) নব-পল্লব।

কিসলয়িত (গোবি ২৭) বিবর্দ্ধিত।

কীকট (ভা ১।৩।২৪) গয়া সমীপস্থ (সভা ১।৮৫) ধর্মারণ্য-নামক গ্রাম—শ্রীবুদ্ধাবতার-স্থল। ২ (ভা ৫।৪।১০) ঋষভদেবের পুত্র। ৩ (ভা ৬।৬।৬) ধর্মের পত্নী ককুদের গর্ভজাত সঙ্কটের পুত্র। ৪ (স্তব ৮।১০২) কীট, ৫ নির্ধন, ৬ কৃপণ।

কীকস (আচ ১৪।২০৩) অস্থি, ২ কৃমিজন্তু-ভেদ।

কীচক (ভা ৪।৬।১২) নীরন্ধ্র বংশ। ২ (উ ৯।১৩) বায়ুযোগে শব্দায়মান ছিদ্রবহুল বংশ। [৩ কেকয়-পুত্র ও বিরাটরাজার সেনাপতি]।

কীট (হ ২০।২৩) সর্পাদি, ২ ক্ষুদ্র-লোক [মাগধ জাতি], ৩ কঠিন।

কীনাশ (ভা ৩।৩০।১৩) কৃপণ, ২ (অকৌ ৫।৭৩) কৃষক। ৩ যম, ৪ বানর, ৫ ক্ষুদ্র, ৬ পশুঘ্ন।

কীর (সমা ১।৮) শুক পক্ষী। ২ (সিন্ধু ২।১।৬৬) কাশ্মীরদেশীয় লোক।

কীরোক্তিবিলাস (প্রে ১৪ জ) শ্রীমদ্ভাগবত।

কীর্ণ (গোলী ৮।২৫) ব্যাপ্ত, ২ আচ্ছন্ন, ৩ বিক্ষিপ্ত, ৪ হিংসিত। **কীর্ণি** (হরি ৫।৪৪১) [কৄ বিক্ষেপে+ক্তি] বিক্ষেপ, ২ ব্যাপ্তি। ৩ হিংসন।

কীর্ত্তন (ভক্তি ২৬২) সেবোন্মুখ-ওষ্ঠ-স্পন্দনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদির উচ্চারণ। কলিকালে উচ্চকীর্ত্তনই প্রশস্ততম সাধন। **-নাথ** (চৈ ভা মধ্য ১৪০৯) সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীগৌরাঙ্গ। **-ভক্তির স্বপ্রকাশতা** (ভক্তি ১৩৯) মহাভাগবত ভরতের দ্বিতীয় জন্মে মৃগদেহ হইয়াছিল। মৃগদেহ ত্যাগ-কালে তিনি পূর্বসংস্কারবশে উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিয়াছেন। গজরাজ গ্রাহ-গ্রাসকালে আসন্ন মৃত্যু জানিয়া ভগবদ্‌গুণাবলি কীর্ত্তন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে, পশুদেহে সুস্পষ্ট নাম-কীর্ত্তন অসম্ভব হইলেও কিন্তু ইঁহারা যখন শ্রীনামগ্রহণ করিয়াছেন—তাহাতে এই সিদ্ধান্তই নিষ্কাসিত হইল যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং-প্রকাশ, স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি—জিহ্বাদি কোনও ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করিয়াই স্বতঃ স্ফুরিত হন।

কীর্ত্তন্য (হ ১০।৪৪৯) কীর্ত্তনার্হ।

কীর্ত্তি (ভ চ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ও-বর্ণের শক্তি। ২ (বৃ ভা ১।৪।৫০, চৈত ১১।১।১০, হ ১১।৩৮৫) কীর্ত্তন। ৩ (প্রীতি ১১৬) সাদ্‌গুণ্যখ্যাতি। ৪ রক্তলোকতা। ৫ (ভা ১০।৮৯। ৫৬) মহাকালপুরের ভগবচ্ছক্তি। ৬ (বৃ ভা ১।২।৫) শ্রীবিষ্ণুর পত্নী। ৭ (ভা ৬।১৮।৮) শ্রীবামনদেবের পত্নী, ইঁহার গর্ভে বৃহচ্ছ্লোকের জন্ম হয়। **-চন্দ্র** (কৃ গ পরিশিষ্ট ১৭১) শ্রীরাধার মাতুল। **-তাল** (রত্না ৫।২৯৭০) তালবিশেষ—'লগৌ গলৌ প্লুতঃ কীর্ত্তিঃ', ১০ মাত্রা। **-দা** (কৃ গ ২৯) শ্রীবৃষভানুরাজার পত্নী; শ্রীদাম, শ্রীরাধা ও শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর মাতা। **-মতী** (কৃ গ পরিশিষ্ট ১৭২) শ্রীরাধার মাতৃষ্বসা—কুশের পত্নী। **-মান্** (ভা ১০।১।৫৪) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভজাত পুত্র। ২ (সিন্ধু ২।১।১৫৮) নির্মল সাদ্‌গুণ্যে খ্যাত। **-শেষ**—নামশেষ, মৃত। **-সুতা** (প্রে ৪) শ্রীরাধা।

কীল (গোলী ১৬।৫৯) শঙ্কু [গোঁজ], ২ (আচ ৪।১৯) জ্বালা। ৩ (ল না ৩।৫৮) অগ্নিশিখা। **-ক**—স্তম্ভ-ভেদ, [২ তন্ত্রোক্ত দেবতাবিশেষ, ৩ বর্ষভেদ।]। **কীলা** (আচ ১৩। ৫৩) অগ্নিশিখা। **কীলায়মান** (আচ ৭।৮৫) অর্গলস্বরূপ, ২ অগ্নি-জ্বালা-তুল্য।

কীলাল (গোলী ১৪।৭৬) জল। [২ পশু, ৩ বন্ধনযোগ্য, ৪ রুধির, ৫ অমৃত, ৬ মধু]। **-ধী** (গোবি ১১৪) সমুদ্র। **-যোনি** (আচ ১৩।৫৩) অগ্নি। **কীলিত** (উ ৭। ৩০) সংযত, বদ্ধ। ২ (গী গো ৭।৪) বিদ্ধ—প্রবো।

কীশ (ঐ ৬।১১) বানর, ২ সূর্য, ৩ নগ্ন।

কু[১] (ভা ১১।১।৭) পৃথিবী। ২ (ভা ১০।৮৭।২২) বংশীনাদ—প্রবো। ৩ প্রাচীন বৈয়াকরণ-মতে ক-বর্গ, হরিনামামৃতের 'বিষ্ণুবর্গ'।

কু[২] [ব্য] পাপে, ২ নিন্দায়, ৩ ঈষদর্থে, ৪ নিবারণে।

কুকুণ্ড (হ ৮।১৫৯) ফলবিশেষ।

কুকুর (ভা ৯।২৪।১৯) সোমবংশ্য সাত্বতের পুত্র। [২ রাজপুতানার অন্তর্গত দেশ-বিশেষ, ৩ কুক্কুর]।

কুকূল (গোচ পূর্ব ১৭।১৪) তুষানল।

[২ শক্তুব্যাপ্ত, ৩ গর্ত্ত, ৪ বর্ম]

কুক্কুটীপাদযোগ্য (হরি ৭।৬৪২) স্বপাদমূলহইতে চারিহস্ত-পরিমিত ভূমি।

কুক্ষি (ভা ১২।৬।৭৯) সামবেত্তা পৌষ্যঞ্জির শিষ্য। [২ উদর, ৩ মধ্য-ভাগ]। **কুক্ষিম্ভরি** (গোচ পূর্ব ২২।৯৩) পেটুক।

কুক্ষেয়ু (ভা ৯।২০।৪) সোমবংশ্য রৌদ্রাশ্বের পুত্র।

কুগ্রাম (চৈ চ অন্ত্য ৬।১৮৫) রাজা, ধনী, শ্রোত্রিয়, বৈদ্য ও নদী—এই পাঁচটি যে গ্রামে নাই। ২ মনুষ্য-বাসের অযোগ্য গ্রাম।

কুঙ্কুম (বৃ ১৫।৬০) কাশ্মীর-দেশজ গন্ধদ্রব্য-বিশেষ।

কুঙ্কুমা (কৃ গ পরিশিষ্ট ১৩৮) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ও যূথেশ্বরী।

কুচ (মালা ছ ২) স্তন, ২ সঙ্কোচিত।

কুচর (গোচ পূর্ব ৩০।৭১) কুবাদ। ২ পরদোষ-কথনশীল, ৩ কুৎসিত স্থানে গমনকৃৎ, ৪ ভূমিচর।

কুচরস (মালা ছ ২) স্তন্য।

কুচপট্টিকা (ভা ১০।৩৩।১৭) উত্তরীয়ান্তরস্থিত সূক্ষ্ম বস্ত্র।

কুচিত (গোচ পূর্ব ২।১৭) সঙ্কুচিত। ২ পরিমিত।

কুচেরক (হ ১৬।৩৩৪) কৃষ্ণতুলসী।

কুচেল (ভা ১০।৮০।৭) জীর্ণ-মলিন-বস্ত্রধারী।

কুজ (ভা ৩।৩।৭) নরকাসুর—স্বামী। ২ (ভা ১০।১০।২৮) বৃক্ষ। [৩ মঙ্গলগ্রহ]। **-গতি** (ভা ১০।৩৫।১৭) বৃক্ষত্ব, স্থাবরতা।

কুঞ্চন (বৃ ১৪।৩৫) সঙ্কোচ, ২ গুঞ্জা। [৩ নেত্ররোগ-বিশেষ]

কুঞ্চিকা (ল না ১০।১৬) চাবিকাঠী। ২ গুঞ্জা, ৩ বংশশাখা (কঞ্চী)।

কুঞ্চী (গোচ পূর্ব ৮।২০) অর্গল-মোচক যন্ত্রবিশেষ। ২ (আচ ১৫।২২৮) কুটিল।

কুঞ্জ (গোলী ৬।৪৫) লতাদি-পিহিত স্থান।

কুঞ্জর (ভা ১০।৪৩।৪) হস্তী, ২ (আচ ১।১৮৭) কুঞ্জযুক্ত। **-শৌচ** (হ ৪।৩৪৯) ব্যর্থ।

কুঞ্জরাজ (উ ৬।১০) শ্রীকৃষ্ণ।

কুঞ্জরী (কৃ গ ২৪৩) বিশাখা সখীর যূথে চতুর্থী সখী।

কুট (গোচ পূর্ব ১৮।১১৫) পর্বত, ২ (গোচ উত্তর ৩৭।১১৪) সৌধ। [৩ বৃক্ষ, ৪ কলস, ৫ ঋষি]।

কুটক (ভা ৫।৬।৭) দক্ষিণ কর্ণাটস্থ জনপদবিশেষ। ২ (ভা ৫।১৯।১৬) বোম্বাই প্রদেশস্থিত পর্বত, ৩ ধারোয়ার জিলায় অবস্থিত প্রাচীন 'গড়ক'নগর।

কুটজ (গোচ পূর্ব ২১।১২৯) কুড়চী বৃক্ষ। ২ অগস্ত্য, ৩ দ্রোণাচার্য।

কুটজগতি (ছ পরিশিষ্ট ২৮) প্রতি-চরণে ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

কুটি—গৃহ, ২ কৌটিল্য, ৩ বৃক্ষ।

কুটিতা (হরি ৫।১৯৫)[কুট কৌটিল্যে +তৃন্] বক্রতাকারী।

কুটিনাটী (স্তব ৩৬) কুটিলতা, অন্যত্র অভিনিবেশ।

কুটিল (চৈচ মধ্য ২।২১) বক্র, ২ (ছ ২।১০৭) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দঃ। **-গতি** (ছ ২।৯১) প্রতিচরণে ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দঃ।

কুটিলা (কৃগ পরিশিষ্ট ১৭৪) শ্রীরাধার ননন্দা, অভিমন্যুর ভগিনী।

কুটিলিকা (হরি ৭।৬২০) বক্রগতি, ২ অগ্রভাগে বক্র লোহাদিনির্মিত যষ্টি।

কুটী—গৃহ, ২ কুট্টনী, ৩ গন্ধদ্রব্য।

কুটীর (গীগো ১।২৮) ক্ষুদ্র কুটী।

কুটীচক (ভা ৩।১২।৪৩) স্বাশ্রমধর্ম-প্রধান—স্বামী, সন্ন্যাসি-বিশেষ।

কুটুম্ব (ভা ১০।২০।৩৮) পোষ্যবর্গ, ২ বান্ধব, ৩ সন্ততি। **কুটুম্বী** (ভা ১২।৩।৩০) গৃহস্থ।

কুটের (কৃগ ৫১) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহতুল্য গোপ।

কুট্ট (গোচ পূর্ব ১৮।১১৫) ছেদন। ২ নিন্দন। **কুট্টন** (ভা ১০।১৬।৫৪) প্রহার—সনা। ২ (গোবি ১১৬) ছেদন। ৩ (সাকৌ ৭।১১) মর্দন।

কুট্টনী [কুট্ট—ল্যুট্ ঙীপ্] কুট্নী, পরপুরুষের সহিত পরনারীর সংযোগ-কারিণী।

কুট্টমিত (উ ১১।৪৯) স্তন ও অধর-গ্রহণকালে হৃদয়ে প্রীতি থাকিলেও সম্ভ্রমবশতঃ বাহিরে ব্যথিতবৎ ক্রোধ-প্রকাশ। **কুট্টাক** (হরি ৫।৩৪০) [কুট্ট+আকট্] ছেদক, ২ মৎস্যরঙ্গপক্ষী। ৩ (গোবি ১০২) নাশক।

কুট্টিম (আরা ১৭) চত্বর। ২ (বৃ ৪।১০৭) মণিময় ভিত্তি, বেদিকা।

কুট্মল (গোলী ১।৮৩) কলিকা। [২ কুট্মলাকার বাণাগ্রভাগ, ৩ নরক-বিশেষ]। **কুট্মলিত** (উ ১০।৪৯) ঈষৎ বিকসিত, ২ (অকৌ ৫।১৪) মুদ্রিত।

কুঠ (গোচ পূর্ব ৪।৮১) বৃক্ষ।

কুঠার (ভা ৬।২৫।১১) ছেদক।

কুঠারিকা (কৃগ ১১৪) কড়ারের

মাতা, ইনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলে চক্ষু ঘূর্ণন করত তর্জন করিতেন।

কুঠারী (কৃগ ১৯৬) ঠারীর ভগিনী।

কুঠের (কৃগ ৫২) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ-তুল্য পূজ্য গোপ। [২ অগ্নি, ৩ বাবুই তুলসী]।

কুড়ঙ্গ (বিনা ৭।৬) কুঞ্জ।

কুড়ব (মালা গো ১) অঞ্জলি-পরিমাণ।

কুড়ুক্ক (রত্না ৫।২৯৭০) তাল-বিশেষ। 'কুড়ুক্কো স্বৌ দ্রুতৌ লৌ দ্বৌ'।

কুড়ুঙ্গ (গোচ পূর্ব ২৭।৫৬) কুঞ্জ।

কুড়ুমার (আচ ৯।১৩৪ টী) কালিয়-দমনের পরে রাত্রিকালে ব্রজবাসি-গণের বিশ্রামস্থান।

কুড্য (ভা ১১।৯।২৩) ভিত্তি। [২ কৌতূহল, ৩ বিলেপন]।

কুণক (ভা ৫।৮।৮) বালক।

কুণপ (ভা ৪।৪।১৩) জড় অচেতন শরীর, ২ মৃতদেহ। ৩ পূতিগন্ধ।

কুণি (ভা ৯।২৪।১৪) যযাতি-বংশীয় জয়ের পুত্র। [২ অশ্বত্থাকার বৃক্ষ]।

কুণ্ঠ (গোচ উত্তর ৩৬।২১০) ব্যাপার-হীন, ২ মূর্খ। **কুণ্ঠতাকর** (গোচ পূর্ব ৪।২১) হীনতাজনক। **কুণ্ঠী-কৃত** (গৌবি ৪৭) পরাজিত, ব্যর্থ।

কুণ্ড (চৈচ মধ্য ৪।৫৫) দেবজলাশয়। ২ (সি টী ৫।৪) পতিসত্ত্বে জারজ পুত্র। ৩ (কৃগ পরিশিষ্ট ১০৮) দাম, মন্থান-দণ্ড, কুঠার, পেটী ও শিক্যপ্রভৃতির নির্মাতা শিল্পকার। ৪ (আচ ১৭। ৬১) বিক্লবগ্রস্ত।

কুণ্ডপায্য (হরি ৫।১৭৪) ক্রতুবিশেষ।

কুণ্ডল (গোতা ২।৯০) স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূত ও জীব। ২ (আচ ১৩। ২২) মৌঞ্জীরজ্জু, ৩ কুণ্ড-পালক। ৪ (কৃগ ২১৬) কর্ণভূষণ; ময়ূর, মকর পদ্ম ও চন্দ্রার্দ্ধ প্রভৃতির আকারে বিবিধ পুষ্পদ্বারা 'কুণ্ডল' প্রস্তুত হয়। ৫ (কৃগ পরিশিষ্ট ২২) শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ ও পিতৃব্যপুত্র। [৬ বেষ্টন, ৭ বলয়]। **-বেশ**—নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ। দোল-পূর্ণিমার পূর্বে চারি দিন এই বেশ হইয়া থাকে।

কুণ্ডলিকা (গোলী ৩।৪৬) জিলাপী, ২ (গোলী ১৬।৫৯) পক্ষিধারণ-পাত্র, ৩ (ছ ৭।১৮—২০) মাত্রাঘটিত অষ্ট-পদী ছন্দোবিশেষ।

কুণ্ডলিত (আচ ১৫।২৯) বলয়িত।

কুণ্ডলিপতি (গোবি ২৪) কালীয়-নাগ।

কুণ্ডলী (কৃচ ১।১১।২১) সর্প। ২ (ঐ ৬।৫০) কুণ্ডলধারী।

কুণ্ডিকা (চৈচ মধ্য ৩।৫৫) মৃণ্ময় পাত্রবিশেষ, কমণ্ডলু।

কুণ্ডিন (ভা ১০।৫৩।৭) বিদর্ভের প্রাচীন রাজধানী।

কুণ্ডী (চৈচ অন্ত্য ৬।৮৩) স্থালী, [২ কুণ্ডযুক্ত]। **কুণ্ডোধ্নী** (হরি ৭। ১৯৫) কুণ্ডের ন্যায় পালানবিশিষ্টা গাভী।

কুতপ (বিপু ৩।১৬।৫০) অষ্টম মুহূর্ত্ত।

কুতর্ক (চৈচ আ ৮।১৩) ন্যায়বিরুদ্ধ তর্ক। **কুতার্কিক** (চৈচ আ ৭। ২৯) হেতুবাদী, যুক্তিবাদী।

কুতুক (গোলী ১।৭৬) কৌতূহল।

কুতুকী (মালা চৈ ২।৩) বিনোদী।

কুতুপ (হরি ৭।১০৫১) [অল্পা কুতূঃ ইতি+ডুপচ্] চর্ম-নির্মিত ক্ষুদ্র তৈলাদি-পাত্র। ২ অষ্টম মুহূর্ত্ত।

কুতূহল (চচ ১) রমণীয় বস্তুর দর্শনে চিত্তের লোলুপতা, কৌতুক।

কুৎস (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্বলার গর্ভে জাত সন্তান। **কুৎসন** (হরি ৬।৩৬২) নিন্দা। **কুৎসা** (চৈনা ১০।৭১) অরতি। ২ নিন্দা।

কুথ (গোলী ১৩।৯, গৌকৃ ১৬।৩৫) হস্তিপৃষ্ঠস্থিত বিচিত্র কম্বল।

কুদার (বৃ ১০।২৮) রক্তকাঞ্চন।

কুদ্দাল (গোলী ২১।৩০) কোবিদার, ২ (নাম ৩।৭) কোদাল, মৃত্তিকা-খননাস্ত্র।

কুধী (ভা ১০।৬২।৯) দুর্ব্যবসায়।

কুনটী (মালা ছ ১২) মনঃশিলা।

কুন্ত (অকৌ ২।১৩) অস্ত্রবিশেষ। [২ ধান্যভেদ, ৩ উকুন]।

কুন্তল (উ ১।৩৫) চোলরাজ্যের উত্তর বিদর্ভ-সন্নিহিত বর্ত্তমান হায়-দরাবাদের দক্ষিণপশ্চিমাংশই কুন্তল-দেশ। ২ (চৈত ১০।৩১।১২) কেশকলাপ।

কুন্তি (ভা ১০।৮৬।২০) মালবের প্রাচীন নগর—অশ্বনদী বা অশ্বরথ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল—নামান্তর 'কুন্তিভোজ'। ২ (ভা ৯।২৩।২২) চন্দ্রবংশীয় নেত্রের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।৩) যদুবংশ্য ক্রথের পুত্র। ৪ (ভা ১০।৬১।১৩) শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যার গর্ভজাত পুত্র।

কুন্তিনী (বিজয় ৩৫।৫৪) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপী—ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা।

কুন্তিভোজ (গীতা ১।৫) কুন্তীদেবীর পালক পিতা। ইনি যদুবংশ্য ভীমের পুত্র।

কুন্তী (ভা ১।১০।৯, ৯।২২।২৭) শূরের কন্যা ও পাণ্ডুর পত্নী, নামান্তর

পৃথা। রাজা শূর পৃথাকে স্বভাগিনেয় কুন্তিভোজকে দান করায় পৃথা কুন্তী-নামে খ্যাতা হন। মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করেন যে কুন্তী দুর্বাসাপ্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাবে যখন যে দেবতাকে স্মরণ করিবেন, তখনই সেই দেবতার প্রসাদে একটি পুত্র পাইবেন। কন্যাবস্থায় ইনি সূর্য-প্রসাদে কর্ণকে লাভ করেন। পাণ্ডুর সহিত পরিণয় হইলে ইনি ধর্ম হইতে যুধিষ্ঠিরকে, বায়ু হইতে ভীমকে এবং ইন্দ্র হইতে অর্জুনকে পুত্ররূপে প্রাপ্তি করেন। ২ (হরি ৭।২৩৪) মনুষ্যজাতি-ভেদ।

কুস্থন (গোলী ২।৩৪) ক্লেশব্যঞ্জক শব্দভেদ।

কুন্দ (আচ ১।৭৯) চক্রভ্রমি, ২ পুষ্প-বিশেষ। ৩ (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলী-দ্বীপস্থ পর্বত। ৪ নিধি, ৫ (কৃগ পরিশিষ্ট ৩০) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প সখা। ৬ (বিরু ৫৭) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত প্রতি কলায় ভ-জ-গণে গঠিত হইয়া যদি প্রায়ই দুই দুই অক্ষরে ছিন্ন হয় এবং আদ্য ও পঞ্চম অক্ষরে মধুর সংযোগ থাকে, তবে তাহাকে 'কুন্দ' কলিকা কহে। যথা—নন্দকুলচন্দ্র লুপ্তভবতন্ত্র। পঞ্চম অক্ষরটি দীর্ঘ হইলেও 'কুন্দ' হয়। যথা—রুক্মভবপীত বস্ত্রপরিবীত।

কুন্দলতা (লনা ১।৪১) কুন্দপুষ্পের লতা। ২ (কৃগ পরিশিষ্ট ২৮, ১৮৭ উপনন্দপুত্র সুভদ্রের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃবধূ ও লীলাসহায়িকা; শ্রীরাধার সখী। ইহার পিতা—ধেনুধন্ত। মাতা—সুশিখা ও ভগিনী—শিখা-বতী।

কুন্দবল্লী (গোলী ১০।২২) কুন্দলতা। ২ (গৌ ১।৫৫) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ —যথা 'সর্বঅবতার সুশিরোমণি যথা গৌর। তারক চরিত্র হি তথা সুজন মনোচৌর॥'

কুপিত-ত্বক্ (ভা ৩।১৬।১৫) রোমাঞ্চিত-গাত্র—স্বামী।

কুপুরুষজনিতা (ছ পরিশিষ্ট ১১) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

কুপূয় (গোচ উত্তর ২২।২৯) কুৎসিত, জাতিতে ও আচারে নিন্দিত।

কুপ্তা (আচ ৬।৩১) কোপের ভাব।

কুপ্য (গোচ পূর্ব ২২।৭৫) স্বর্ণরূপ্য ভিন্ন ধাতু। ২ দস্তা।

কুবের (ভা ৪।১।৩০) বিশ্রবা ও ইলবিলার পুত্র—যক্ষপতি। ২ (আচ ১।১৭৫) কুৎসিত-শরীর-বিশিষ্ট। **-কাষ্ঠা** (গৌকৃ ১৪।৬১) উত্তর দিক্।

কুব্জ (বৃ ৩।১০২) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। [২ অপামার্গ, ৩ খড়্গ]।

কুব্জা (ভা ১০।৪২।১-১৩) কংসের গন্ধকর্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণের মহিষী। ২ (গোলী ২১।৩৫) অপামার্গ বৃক্ষ।

কুব্জিকা (কৃগ ৬৮) ব্রজজনপূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। [২ অষ্টবর্ষা কন্যা]।

কুব্রহ্ম, কুব্রহ্মা (হরি ৭।১২৩) কুৎসিত ব্রাহ্মণ।

কুমতি (ভা ১০।৬২।৯) কুৎসিত-সঙ্কল্প—সনা। ২ নিন্দ্য-বিচারপর—জী। ৩ (ভা ১১।১১।৮) অবিদ্বান্ —স্বামী।

কুমার (ভা ৬।৩।১২) সনৎকুমার, ২ (ভা ৮।২৩।২০) কার্তিকেয়। ৩ (রত্ন ৩।৪০) রুদ্র, ৪ (গোচ পূর্ব ৬। ১৩) ক্রীড়া, ৫ (সভা ১।৫৩৮) ক্রীড়া-পরায়ণ। ৬ (আচ ৮।১১৮) যুবরাজ। ৭ (আচ ১৩।৬১) পৃথিবীতে কন্দর্পতুল্য। ৮ (গৌকৃ ২।৪৮) সুবর্ণ। ৯ পঞ্চবর্ষীয় বালক। **-ক** (চৈনা (১।১২।১৩) কুৎসিৎ উপায়ে মারক, ২ পৃথিবীর নাশক। ৩ বালক। **-ঘাতী** (হরি ৫।২৬২) বালক-নাশন। **-পূর্ণিমা** (রসিক উত্তর ২।১৪) কোজাগরী [আশ্বিনী] পূর্ণিমা। **-ললিতা** (ছ ২।১৪) প্রতিপাদে সপ্তাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। ২ সুকুমার-চেষ্টা]। **-সম্ভব** (হরি ৪।২৯) মহাকবি কালিদাস-প্রণীত সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত মহাকাব্য। দেবদ্রোহী তারকাসুরের নিধনজন্য দেবগণের উদ্যোগে গৌরীর গর্ভে শিবের ঔরসে কার্তিকেয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত।

কুমারিকা (ভা ১০।২২।১) [কুৎ-সিতো মারঃ কামদেবো যাভ্যঃ] কন্দর্প হইতেও সুন্দরী নারী।

কুমারী (গৌ ১।১০, ২।১৯, ৩।৩) বাংলা ছন্দোবিশেষ। ২ (ছ পরি-শিষ্ট ৩৮) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দঃ, ৩ (সা ৬) শ্রীরাধা। [৪ অনূঢ়া কন্যা, ৪ নবমল্লিকা, ৫ ঘৃতকুমারী]।

কুমুদ (ভা ৫।১৬।১১) শাল্মলী-দ্বীপস্থ পর্বত। ২ (ভা ১০।৬৯।৪) কমল। ৩ (আচ ১।৬০) নৈঋর্ত কোণস্থ দিগ্গজ। ৪ (সুধা ৭৬) পৃথিবীর আনন্দকারী। ৫ (প্রে ১০১ ক) কুৎসিত আনন্দশীল। ৬ (ভা ১২।৭ ২) অথর্ববেত্তা পথ্যের শিষ্য। ৭ (ভা ৮।২১।১৬) ভগবৎপার্ষদ। ৮ (হ ১৯।১৮৪) শ্রীবিষ্ণুলোকস্থ দিক্-পাল-নায়ক। ৯ (কৃগ পরিশিষ্ট

৮১) শ্রীকৃষ্ণের নাপিত। -বন্ধু (পদ্মা ৩২৮) চন্দ্র।

কুমুদা (ভা ১০।২।১২) যোগমায়া। (কৃগ পরিশিষ্ট ১৩৮) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী।

কুমুদাক্ষ (হ ১৯।১৮৪) শ্রীবিষ্ণু-লোকস্থ দিক্‌পাল-নায়ক। ২ (ভা ৮।২১।১৬) ভগবৎপার্ষদ।

কুমুদাধীশ (গোচ পূর্ব ২৩।৬৪), **কুমুদানন্দ** (বৃ ১৬।২০) চন্দ্র।

কুমুদিক (হরি ৭।৩৯০) কুমুদযুক্ত স্থান।

কুমুদিনী (কৃষ্ণা ৪।২০৫) শ্রীরাধার সেবিকা। [২ পুষ্করিণী, ৩ কুমুদ-লতা]।

কুমুদেক্ষণ (ভা ১১।২৭।২৮) শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ।

কুমুদ্বতী (কৃষ্ণা ৪।২১৩) শ্রীরাধার দাসী। ২ (গোচ পূর্ব ২৩।৬৪) শুক্লোৎপল-ধারিণী। ৩ (বি না ৭। ২৫) কুমুদসমূহ, ৪ অপকৃষ্ট আনন্দ-বতী। ৫ (অকৌ ৮।২৯) কুমুদপুষ্প, ৬ পৃথিবীতে হর্ষবতী নারী। [৭ কুমুদনাগের ভগিনী]

কুমুদ্বান্ (হরি ৭।৪০৯) কুমুদযুক্ত দেশ, ২ পৃথিবীর হর্ষোৎপাদক।

কুম্ভ (ভা ১০।১৮।১৪, মালা ছ ৮) কয়াফল। ২ (ভা ৯।১০।১৮) রাবণ-সেনাপতি। ৩ (হরি ৬।৩৫৭) [কেন জলেন উভ্যতে পূর্যত ইতি] কলস। ৪ (হ ২০।২৪৮) কুম্ভাকৃতি প্রাসাদ। -ক (ভা ১১।১৪।৩২, হ ৫।৭৪) ইড়া নাড়ীদ্বারা পূরিত বায়ুর স্থিরীকরণ। -কর্ণ (ভা ৪।১। ৩০) বিশ্রবা ও তৎপত্নী কৈকসীর দ্বিতীয় পুত্র। -জ (গোবি ৫, বিনা ৫।৩) অগস্ত্য। -জাত (গোচ পূর্ব ৩১।১৯) অগস্ত্য, ২ কলসী-সমূহ। [৩ বশিষ্ঠ, ৪ দ্রোণাচার্য]। -মুদ্রা (হ ৩।৩০৫) বামাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ যোজনা করিয়া দুই হাত এমন মুষ্টিবদ্ধ করিবে, যাহাতে তাহার মধ্যে শূন্য থাকে—এই অব-স্থাকেই 'কুম্ভমুদ্রা' বলে; যথা—"দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পরাঙ্গুষ্ঠে ক্ষিপ্ত্বা হস্তদ্বয়েন তু। সাবকাশামেকমুষ্টিং কুর্যাৎ সা কুম্ভমুদ্রিকা।" -যোনি (ভা ১।১৯। ৮) মহর্ষি অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ। উর্বসী অপ্‌সরাকে দেখিয়া বরুণের রেতঃ স্খলিত হইলে বরুণ তাহা এক কুম্ভে রক্ষা করেন। তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম হয়।

কুম্ভলী (হ ৮।১৯৪) কারভতী ফল।

কুম্ভ-সম্ভব (গোচ উত্তর ২৮।১৯) কন্দর্প, [২ অগস্ত্য, ৩ বশিষ্ঠ, ৪ দ্রোণাচার্য]।

কুম্ভাঙ্গজ (গোচ উত্তর ৫।৪৯) অগস্ত্য।

কুম্ভাণ্ড (ভা ১০।৬২।১৪) বাণা-সুরের মন্ত্রী—ইহার কন্যা চিত্রলেখা।

কুম্ভী (বিনা ৭।১০) হস্তী। -নস (নার ৩।১৪।৩৩) ক্রূর সর্প, ২ কীট-বিশেষ। -পাক (ভা ৫।১৬।১৩) নরক-বিশেষ।

কুম্ভোদ্ভব (বিনা ১।৩৭) অগস্ত্য, [২ বশিষ্ঠ]।

কুযোগী (ভা ১।৬।২১) অনিষ্পন্ন-যোগ, ২ (ভা ২।৪।১৩) ভক্তিহীন, ৩ (ভা ১১।২৮।২৯) অসম্যক্ জ্ঞানী—স্বামী।

কুরঙ্গ (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূল-দেশস্থ পর্বত। ২ (ল না ১।৩৩) হরিণ, ৩ কুৎসিত ক্রীড়া। ৪ (বি না ২।৫৩) পৃথিবীতে ক্রীড়াপর। -কলঙ্ক (লনা ৯।৬১) চন্দ্র। -মদ (গী গো ৪।৬) কস্তূরী।

কুরঙ্গবতী (আচ ৬।২২) শ্রীযশোদার দাসী।

কুরঙ্গাক্ষী (কৃ গ ২৪৪) চম্পকলতার যূথে প্রথমা সখী। ২ (উ ৪।৫৩) শ্রীরাধার প্রিয়সখী। ৩ (উ ৮।১৮) চন্দ্রাবলীর সখী।

কুরঙ্গী (কৃ গ পরিশিষ্ট ৮৪) শ্রীকৃষ্ণের চেটী। ২ (বিনা ৭।১৯) হরিণী, ৩ পৃথিবীতে লীলাময়ী।

কুরণ্ট (গোলী ১৩।৪৫) ঝিণ্টী বৃক্ষ।

কুরণ্টক (বি না ৬।৫) পীতঝিণ্টী।

কুরম্ব (আচ ২।১২) পৃথিবীর দিকে লম্বমান।

কুরর (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূল-দেশস্থিত পর্বত।

কুরল (মাম ৮।৩৮) অলক।

কুরব (ভা ৩।১৫।১৯) তিলক বৃক্ষ—স্বামী। ২ (গোচ পূর্ব ২৯।১২০) নিন্দা, ভর্ৎসনা।

কুরবক (হ ১১।১৪) রক্ত বা পীত ঝিণ্টী। [২ কুৎসিত শব্দ, ৩ কুড়চি পুষ্পবৃক্ষ]।

কুরু (ভা ১।৪।৬) দিল্লীর চারিদিকে অবস্থিত রাজ্য, ২ কুরুক্ষেত্র। ৩ (ভা ১।১৩।৫৯) যযাতিবংশীয় রাজা সম্বরণের ঔরসে ও সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে জাত পুত্র—ইনি ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ। ৪ (ভা ৫।২।১৯) আগ্নীধ্ররাজার পুত্র—ইহার পিতামহ—প্রিয়ব্রত। ৫ (ভা ৫।১৬।৮) জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ—বর্তমান রুষ, তাতার, তুর্কস্থান,

তিব্বতের পশ্চিমাংশ। মতান্তরে—সাইবিরিয়া।

কুরুক্ষেত্র (ভা ১।১০।৩৪) থানেশ্বর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান—রাজর্ষি কুরু যজ্ঞার্থে এই ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়াছেন। অন্য নাম—সমন্তপঞ্চক।

কুরুঙ্গ (ল না ২।২৬) কোটর, ২ কুঞ্জ।

কুরুজাঙ্গল (ভা ১।৪।৬) বর্ত্তমান থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র। ২ (ভা ৩।১। ২৪) হরিদ্বার ও গোমতীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ।

কুরুণ্টক (কৃ গ ১৮৮) পীতঝিণ্টী।

কুরুণ্ডক (আচ ১।১৯৩) ঝিণ্টীবৃক্ষ।

কুরু-দেব (ভা ৩।১।৭) যুধিষ্ঠির। °**দেবী** (ভা ৩।১।৭) দ্রৌপদী। **-পতি** (ভা ১।৮।৩) যুধিষ্ঠির। **-বক** (আরা ১৩) অরুণ ঝিণ্টী বা আমলপুষ্প। **-বর্ষ** (ভা ৫।২।১৯) জম্বুদ্বীপস্থ উত্তরকুরু। **-বশ** (ভা ৯।২৪।৫) বিদর্ভ রাজবংশ্য মধুর পুত্র। **-বিন্দ** (ল না ৬।৭) পদ্মরাগমণি, ২ (গো ভা ৩।২। ৩৫) হিঙ্গুল। [৩ মুস্তা, ৪ মাষ, ৫ কাচলবণ, ৬ দর্পণ]। **-বিন্দনিভ** (কৃ গ পরিশিষ্ট ২০৬) শ্রীরাধার রক্তবর্ণ উত্তরীয়। **-বিন্দা** (কৃ গ ১১৭) কন্দর্পমঞ্জরী সখার মাতা—ইঁহার পতি পুষ্পাকর। **-বৃদ্ধ** (ভা ১০। ৬৮।৫) ভীষ্ম। **-স্থল** (গোচ পূর্ব ৩৩।২৩৩) কুরুক্ষেত্র।

কুরূ (হরি ৭।২৩৮) কুরুজাতীয়া স্ত্রী।

কুরূদ্বহ (ভা ১।১৪।২) যুধিষ্ঠির।

কুর্পর (চৈ চ মধ্য ১।৯৩) অধীন, অনুগত। [২ জানু, ৩ কফোণি]।

কুর্পাসক (আচ ১।৫২) কঞ্চুলিকা।

কুর্বাণ [কৃ+শানচ্] ভৃত্য, ২ কারক।

কুল (ভা ১০।৮০।২৭) গৃহ—সনাজী। ২ (সিন্ধু ১।২।৪০) শিষ্যোপশিষ্য-পরম্পরা। ৩ (কৃ গ ৭৩) যূথের ভেদ, সজাতীয়। **-ক** (খ্যা ৫৪) পাঁচ বা ততোঽধিক পরম্পরান্বিত পদ্যের সমবায়। ২ (আচ ১১। ২৯৩) সমূহ, সমবায়। ৩ (আচ ১৭।৮৪) সম্বন্ধ। ৪ (গোলী ২১। ৩২) পটোল লতা। ৫ মরুবক বৃক্ষ। **-কৃৎশদ** (কৃ চ ১।২।৩) সমগ্র বংশের মঙ্গলকর। **-ঘ্ন** (গীতা ১।৪১) বংশঘাতক। **-টা** (হরি ৬। ৩০৬) [কুলাদ্যটতি] ভিক্ষুকী, ২ অসতী। **-টী** (গোবি ২৫) মনঃশিলা ধাতুবিশেষ। **-ধর** (আচ ৫।২৬) নিজনামে বংশ-প্রবর্ত্তক। **-ধর্ম** (গীতা ১।৩৯) অগ্নিহোত্রাদি। ২ (গীতা ১।৪২) আশ্রমধর্ম—স্বামী। **-নন্দন** (চৈ ভা মধ্য ৭।১১৪) কুলের আনন্দদায়ক পুত্র। **কুলপ** (ভা ১০।৭৪।৩৪) [কুৎসিতং লপতীতি] পাষণ্ড—স্বামী। °**পতি** (ভা ১।৪।১) গণ-মুখ্য—স্বামী। 'মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ। অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥' ২ (সিন্ধু ১।১। ৩৭) নিয়ন্তা। ৩ (হ ৭।১৪৮) শ্রীকৃষ্ণ। ৪ (ভা ৫।১৮।১) সেবকমুখ্য, সন্তান-মুখ্য। **-পাংসন** (ভা ১০।৫৪।২৪) [কুলপ+অংসন, অংস সমাঘাতে কর্ত্তরি ল্যুট্] বংশ-পালক ও রিপুনাশন। ২ কুলদূষণ—স্বামী। **-পালিকা** (গোচ পূর্ব ৭।৪৪) কুলস্ত্রী। **-ভূভৃৎ** (মাম ৩।৭) কুলরাজ, ২ কুলপর্বত—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষমান্, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র—এই সাতটি। **-মিত্র** (হ ৯।২৬৬) পরম্পরাক্রমে নিজবংশের হিতকারী। **-বীর** (কৃ গ পরিশিষ্ট ২৪) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ। **-ব্যবহার** (চৈ ভা আদি ১০।১০৭) স্ত্রী-আচারাদি।

কুলাকুলচক্র (হ ১।১৯৯) কুল ও অকুলের বিচারার্থ চক্র। তন্ত্রোক্ত গ্রাহ্য মন্ত্রের শুভাশুভত্ব-জ্ঞানের জন্য ইহার প্রয়োজন।

কুলাগ্র্য (ভা ১।১৬।১৯) ব্রাহ্মণোত্তম—স্বামী। ২ কুলীন বলিয়া খ্যাপিত।

কুলাঙ্গার—বংশদূষক, কুলাধম।

কুলাচল (ভা ৮।৪।৮) মলয় পর্বত। [কুলভূভৃৎশব্দ ২ দ্রষ্টব্য]

কুলাচলেন্দ্র (ভা ৬।১৭।৩) সুমেরু পর্বত।

কুলাচার—কুলোচিত ধর্ম।

কুলাধিদেবতা (চৈ চ আদি ৮।৮০) বংশ-পরম্পরায় সেবিত শ্রীবিগ্রহ।

কুলাপদেশী (হব ২।১১৯।১১২) প্রখ্যাত-কুল।

কুলায় (ভা ১০।৮৭।২২) [কৌ পৃথিব্যাং লীয়তে ইতি] শরীর--স্বামী। ২ [কুলং পরম্পরা তেন অয়তি সংসরতীতি] পরম্পরায় সংসৃতিকৃৎ—জী। ৩ (কুঃ শব্দঃ মুরলিধ্বনির্বা তেন লীয়তে ইতি] প্রেমা—প্রবো। [৪ পক্ষি-নীড়।]

কুলাল—কুম্ভকার, ২ বনকুক্কুট।

কুলিক (ভা ৫।২৪।৩১) পাতালবাসী নাগ। ২ (ভা ১০।৪৭।১৯) ব্যাধ। ৩ (কৃ গ পরিশিষ্ট ৩০) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প সখা। ৪ কুলেখাড়া শাক। ৫ দুষ্ট মুহূর্ত্তবিশেষ।

কুলিঙ্গ (ভা ৭।২।৫১) ফিঙ্গা পক্ষী, ২ চটকপক্ষী। [৩ কুৎসিত লিঙ্গ]।

কুলির—কর্কট (কাঁকড়া), ২ কর্কট-রাশি।

কুলিশ (ভাবনা ৭।৬০) বজ্র।

কুলীন (বিনা ১।৩৪) সদ্বংশজাত। ২ কুলাচারযুক্ত ৩ ভূমিলগ্ন।

কুলীর—কর্কট।

কুল্মাষ (হ ৮।১৮২) ঈষৎ স্বিন্ন মাষকলাই। [২ বনকুলথ, ৩ নিন্দিত মাষ, ৪ শূকধান্য যবাদি।

কুল্য (হরি ৭।২৮৮) কুলীন, শ্রেষ্ঠ। ২ (গোচ উত্তর ১।৯) মান্য। ৩ (গোচ পূর্ব ৫।৭৪) অস্থি। ৪ (গোচ উত্তর ১৭।৮) আমিষ। ৫ (ভা ৭।৬।১২) কুলপরম্পরাগত। ৬ (কৃষ্ণ ২৬) নির্ঝর। ৭ (ভা ১২।৬।৭৯) সামবেত্তা পৌষ্যঞ্জির শিষ্য। **-করণ** (ভা ১০।৫৭।১) বংশোচিত ব্যবহার।

কুল্যা (ভা ১।৩।২৬) অল্পপ্রবাহ, নির্ঝর। ২ ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদী। ৩ (মধু ৪।১৪) সৎকুল-প্রসূতা।

কুল্লোল (চৈভা আ ৬।৭৭) কুল-কুচার জল।

কুবল (সুধা ৭৬) [কৌ পৃথিব্যাং বলতে সর্বমোহক-নাদমাধুর্যেণেতি] বেণু। ২ (হরি ৭।৫৯৮) বদরীফল, ৩ দাড়িম্ব, ৪ মুক্তাফল। ৫ উৎপল, ৬ জল। ৭ সর্পোদর।

কুবলয় (সিন্ধু ৩।৫।১৮) ভূমণ্ডল, ২ নীলোৎপল। ৩ পদ্ম। ৪ (চৈভা আদি ৯।৪০) কংসনির্মিত রঙ্গদ্বারে স্থিত গজরাজ—শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হয়। **কুবলয়াপীড়** (গোচ পূর্ব ৩৩।৬২) কংসের হস্তির নাম।

কুবলয়াশ্ব (ভা ৯।৬।২১) সূর্যবংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র ধুন্ধুমার। ২ (ভা ৯।১৭।৬) দিবোদাসের পুত্র—প্রতর্দন। ৩ (ভা ১০।৪৩।২) শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত কংস-হস্তী।

কুবলা (কৃগ ৩৭) শ্রীকৃষ্ণ-খুল্লতাত সুনন্দের পত্নী; ইঁহার বর্ণ—কুবলয়বৎ ও বস্ত্র—রক্তবর্ণ।

কুবলাশ্ব (হ ১২।৩০১) নরপতি বৃহদশ্বের পুত্র, উতঙ্ক ঋষির অপকারী ধুন্ধু অসুরকে বিনাশ করিয়া ইনি 'ধুন্ধুমার'-নামে খ্যাত হন।

কুবলীকৃত (কৃবি ৩৮) উৎপাটিত।

কুবলেশয় (সুধা ৭৬) বেণুপাণি বিষ্ণু।

কুবিন্দ (নাম ২।১১) তন্তুবায়। ২ (সাকৌ ৭।৪) [কুং পৃথিবীং বিন্দতীতি] রাজা।

কুবের [কুৎসিতং বেরমস্য] ধনদ, উত্তরদিক্‌পাল।

কুশ (ভা ৯।১১।১১) শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। ২ (ভা ৯।১৫।৪) চন্দ্র-বংশ্য অজকের পুত্র। ৩ (ভা ৯।১৭।৩) চন্দ্রবংশীয় সুহোত্রের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৪।১) বিদর্ভের পুত্র। ৫ (কৃগ পরিশিষ্ট ১৭২) শ্রীরাধার মাতৃষ্বসৃপতি। ৬ (ভা ৫।১।৩২) সপ্তদ্বীপান্তর্গত চতুর্থ দ্বীপ, চীনসীমান্ত। ক্ষীরোদসাগর [আরালহ্রদ] ও ঘৃত-সাগরের মধ্যে অবস্থিত ভূখণ্ড। ৭ (আচ ৯।২০) জল। ৮ স্বনামখ্যাত তৃণবিশেষ।

কুশধ্বজ (রত্ন টী ২।২৪) বেদবতীর পিতা, ব্রহ্মর্ষি। ২ (ভা ৯।১৩।১৯) জনক-বংশ্য রাজা সীরধ্বজের পুত্র। ৩ (হ ১১।৪৯৮) মিথিলারাজ হ্রস্ব-রোমণের কনিষ্ঠ পুত্র। ৪ দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র।

কুশন (ভা ৩।১৬।১০) নেত্রাদিতে চক্ষুদ্বারা ছেদন—স্বামী।

কুশনাভ (হ ৭।৪২) সজ্জন-প্রতি-পালক রাজা কুশের রাণী বৈদর্ভীর গর্ভজাত পুত্র। ২ সোমবংশ্য রাজা বলাকাশ্বের পুত্র। ৩ (ভা ৯।১৫।৪) সোমবংশ্য অজকের পৌত্র।

কুশরী (ভা ১০।৮৭।২২) [কুঃ বংশী-নাদঃ শরঃ কামিনী-মনোবেধকঃ যস্য] কাম—প্রবো।

কুশল (অকৌ ২।৭) ক্ষেম, ২ পুণ্য, ৩ শিক্ষিত। ৪ (চৈভা অন্ত্য ৯।১১৩) ভক্তিমান্। ৫ (চৈত ১০।২৯।৩৩) সারাসারবিবেকচতুর। ৬ (আচ ১৩।২৪) কুশগ্রাহী। ৭ (দশ ৪৩) শাস্ত্রনিপুণ।

কুশলতা (আচ ৯।২০) জলসম্বন্ধিনী লতা [শৈবাল], ২ দক্ষতা।

কুশলা (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ-তুল্যা গোপী।

কুশ-স্তম্ব (ভা ৫।২০।১৩) কুশের গুচ্ছ।

কুশস্থল (গোচ পূর্ব ৩৬।১৫৮), **-স্থলী** (ঐ ১৬) দ্বারকা। [২ কান্যকুব্জ।]

কুশা (হরি ৭।২০৯) কাষ্ঠাদি-নির্মিত লাঙ্গলের ফাল। ২ রজ্জু, ৩ বল্গা।

কুশাগ্র (ভা ৯।২২।৭) মগধের রাজা বৃহদ্রথের পুত্র। [২ অতিসূক্ষ্ম]।

কুশাগ্রীয় (হরি ৭।১০৬৫) কুশাগ্রবৎ অতিসূক্ষ্ম।

কুশাচ্ছন্দস্তুতি (গোভা ৩।৩।২৭) [বৈধ বেদপাঠ সমাপন-পূর্বক সময় পাইলে সংহিতার আবৃত্তি করিব' এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাঞ্জলিপূর্বক তাহার আবৃত্তি করেন; 'ব্রহ্মাঞ্জলি'-শব্দে উদগ্র কুশসমূহ মধ্যে রাখিয়া হস্তদ্বয়ের যোজনাকে বুঝায়। সুতরাং] নিয়ত বেদপাঠের পরে হস্ত-

মধ্যে কুশধারণ করত সম্পূর্ণ বা কিঞ্চিৎ ইচ্ছার সহিত স্তুতি।

কুশাম্ব (ভা ৯।২২।৫) উপরিচর বসুর পুত্র।

কুশাম্বু (ভা ৯।১৫।৪) সোমবংশীয় কুশের পুত্র।

কুশাবর্ত্ত (ভা ৫।৪।১০) ঋষভদেবের পুত্র। ২ (ভা ৩।২০।৪) গঙ্গাদ্বার, ৩ হরিদ্বারের একটি ঘাট।

কুশিকান্বয় (কৃচ ২।৭।১৫) বিশ্বামিত্র।

কুশী (হরি ৭।২০৯) লাঙ্গলাগ্রবর্ত্তী লৌহবিকার [ফাল]।

কুশীদ (ভা ১২।৬।৭৯) সামবেত্তা পৌষ্যঞ্জির শিষ্য। [২ সুদ-বৃদ্ধির জন্য ধন দেওয়া]।

কুশীলব (মাম ৬।৫১) স্তুতিপাঠক। ২ (চৈনা ১।১০) নট, অভিনেতা।

কুশেশয় (আচ ১২।১৫৩) পদ্ম, [২ সারসপক্ষী, ৩ কর্ণিকারবৃক্ষ, ৪ কুশ-দ্বীপস্থ পর্বত]।

কুষ্ঠ (চৈনা ৭।৩) রোগবিশেষ। ২ [কৌ পৃথিব্যাং তিষ্ঠতীতি] গমনা-গমনশক্তি-রহিত। ৩ (হ ২।৬৫) কুড়-নামক গন্ধদ্রব্য। **কুষ্ঠী** (হরি ৭।৯৭৮) কুষ্ঠরোগী।

কুষ্মাণ্ড (ভা ২।৬।৪৩) শিবের গণ-দেবতা। ২ (গোলী ৩।৯২) কুমড়া। ৩ (হ ১৬।২৫৮) বালিরাজের পার্ষদ দানব-বিশেষ।

কুসীদ (আচ ১৫।২১) বৃদ্ধিজীবিকা।

কুসীদিক (হরি ৭।৬৩২) [কুসীদং প্রযচ্ছতীতি ঠ] বৃদ্ধিজীবী।

কুসুম (গোলী ১৯।৫০) ফল। ২ (আচ ৭।১০২) [কৌ পৃথিব্যাং সু শোভনা মা শোভা যস্য] সুন্দরশোভাসম্পন্ন। ৩ (বৃভা ২।৭।১১০) মেঘপুষ্প [জল]। ৪ পুষ্প। ৫ (গোলী ১৬।৩) স্ত্রীরজঃ। ৬ (কৃগ পরিশিষ্ট ৮১) শ্রীকৃষ্ণের নাপিত। **-কৃমি** (গোচ উত্তর ১১।৫৭) ভ্রমর। **-কোদণ্ড** (বিনা ৪।২০) কামদেব। **-চৌর্য** (হ ৭। ২২৪) পুষ্প অপ্রাপ্য হইলে চুরি করিতেও বাধা নাই। মনু বলেন যে দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্পচুরি চুরির মধ্যে গণনীয় নহে। **-পত্র** (বিনা ২।৩২) ফুল ও পাতা, ২ পুষ্পে লিখিত বিষয়। **-পেশলা** (কৃগ পরিশিষ্ট ১৯২) শুষিরাদি-বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিদা কিঙ্করী। **-বাটী** (চৈনা ৩।৩২) কুঞ্জ। **-বিচিত্রা** (ছ ২।৭২) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-রসনা** (উ ৫।৬০) পুষ্পগ্রথন-রজ্জু। ২ পুষ্পরচিত ক্ষুদ্রঘণ্টিকা। **-শর** (পদ্যা ৩৬১) কামদেব। **-স্তবক** (মালা হরি ১১) দণ্ডকচ্ছন্দোভেদ। **-সময়** (প্রে ১৪ ঘ) বসন্ত, ২ শ্রীরামা-নুজের শিষ্য।

কুসুমাকর (আচ ২।১৪২) বসন্ত।

কুসুমাপীড় (কৃগ পরিশিষ্ট ২৯) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প সখা।

কুসুমালী (ছ টী ৪) প্রতিচরণে চতুর্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

কুসুমাশুগ (আচ ১।৯২) কাম, ২ কুসুমযুক্ত বায়ু।

কুসুমাসব (আচ ১০।২০) পুষ্পরস। ২ শ্রীকৃষ্ণের নর্মসখা। [৩ মদ্য]।

কুসুমিকা (উ ৪।৫১) শ্রীরাধার সখী।

কুসুমিতলতাবেল্লিতা (ছ ২।১৪৪) প্রতিপাদে অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

কুসুমেষু (ভাবনা ৯।১) কামদেব।

কুসুমোল্লাস (কৃগ পরিশিষ্ট ৮০) শ্রীকৃষ্ণের গন্ধ-পুষ্পমাল্যাদি-রচনাকারী ভৃত্য।

কুসুম্ভ (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত। ২ (হ ৭।৪১) জনৈক রাজা—পূর্বজন্মে অরণ্যাহৃত পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া পর-জন্মে অকণ্টক রাজত্ব লাভ করিয়া-ছেন। **-রাগ** (উ ১৪।১৩৬) যে রাগ অতিশীঘ্র চিত্তমধ্যে আসক্ত হয় এবং অন্য রাগের কান্তি-ব্যঞ্জনা করে, তাহাই কুসুম্ভ। শ্যামলার কুসুম্ভ রাগ।

কুসৃতি (গোলী ১০।২১) শাঠ্য। ২ (ভা ৮।২৩।৭) দুর্বৃত্ত। ৩ (মুক্তা ১৮।২৪) দুরাচার। ৪ ইন্দ্রজাল।

কুস্তুম্বুরু (আচ ১১।৩০৮) ধনিয়া।

কুস্ময়মান (গোচ পূর্ব ১৫।৩১) কুৎসিত গর্বকারী।

কুহক (ভা ৫।২৪।২৯) মহাতলবাসী কদ্রুতনয় সর্প। ২ (উ ৬।১৪) মায়াবী। ৩ (সিন্ধু ২।১।১০৬) কপট। ৪ (চৈত ১।১।১) [কুং পৃথিবীং ঘ্নন্তীতি কুহনো দৈত্যাঃ তেষাং কং শিরঃ] পৃথিবী-নাশন দৈত্য-দিগের মস্তক। ৫ কুতর্কনিষ্ঠা—বি। ৬ অবিদ্যা—বি। ৭ (ভা ১০।৫৪। ১২) ঐন্দ্রজালিক, পুত্তল-নর্ত্তয়িতা। ৮ (বিপু ২।৬।২২) পররঞ্জন।

কুহনা (গোচ পূর্ব ১৮।১১০) দম্ভচর্যা।

কুহর (নাম ২।৬) ছিদ্র, ২ (গোবি ৯৩) গহ্বর, অভ্যন্তর। ৩ (মধু ১। ১) কণ্ঠধ্বনি। **কুহরিত** (লনা ৯। ৯) কোকিলধ্বনি। ২ রতধ্বনি, ৩ ধ্বনিমাত্র।

কুহু (গোলী ১।৯৯) অমাবস্যা, ২ কোকিল-ধ্বনি।

কুহূ (ভা ৪।১।২৮) মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে ও শ্রদ্ধার গর্ভে জাতা কন্যা।

ইনি ধাতা-নামক আদিত্যের পত্নী। ২ (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলী-দ্বীপ-স্থিতা নদী। ৩ (উ ১১।৯৪) অমাবস্যা, ৪ কোকিলধ্বনি। -কণ্ঠ (গোচ উত্তর ৩৭।৫৩) কোকিল।

কুকুদ (চৈকা ৩।১৪১) যিনি সালঙ্কারা কন্যাকে সৎকারপূর্বক সম্প্রদান করেন।

কূজন, **কূজিত**—পক্ষিশব্দ, ২ অব্যক্ত ধ্বনি।

কূট (ভা ১০।৪২।৩৭) কংসের মল্ল। ২ (ভা ১০।১২।১৯) আভাস—স্বামী, ৩ নিশ্চল প্রাণিবিশেষ—বি। ৪ (চৈত ৪।৯।১৫) ভগবদ্ধাম। ৫ (মাম ৩।৭) কপট, মায়া। ৬ (গোচ পূর্ব ১৮।৪৮) শৃঙ্গ। ৭ (গোচ পূর্ব ৩২।৪২) সমূহ, রাশি। ৮ (চৈত ২।৫।১৭) ব্রহ্ম। ৯ (সিন্ধু ২।৪।৬৯) বৃক্ষ। ১০ (হব ১।৩২। ১১) হীন—নীল।

কূটক (ভা ৫।১৯।১৬) ভারতবর্ষীয় পর্বত। [২ গন্ধদ্রব্য, ৩ ফাল]।

কূটকর্ম (ভা ৮।১০।৫৫) মন্ত্রাদি-প্রয়োগ—স্বামী। ২ (মুক্তা ৯১) মায়া-প্রদর্শন।

কূটকার (ভা ১২।৩।৩২) অধর্ম—বি।

কূটযোধী (ভা ১০।৫৪।২৫) নিশ্চল যোদ্ধা—সনা। ২ খলগণকে যুদ্ধে প্রেরয়িতা—জী।

কূটসাক্ষী (বিপূ ২।৬।৭) যিনি প্রকৃত ঘটনা জানিয়াও বলেন না অথবা অন্যপ্রকারে বলেন—স্বামী।

কূটস্থ (ভক্তি ৩০) নির্বিকার। ২ (বৃভা ২।৭।১৪ টী) দুর্জ্ঞেয়, ৩ শ্রীগিরিরাজের 'অন্নকূট'-নামে খ্যাত শৃঙ্গে বাসী শ্রীকৃষ্ণ। ৪ (চৈত ৪।৯। ১৫) স্বধামবাসী। ৫ (হ ১১।৫৬৭) একাগ্রচিত্ত। ৬ (ভা ২।২।৩৪) ত্রিকালব্যাপী—জী। ৭ (ভাগ ৭। ১২।৩০) অহংতত্ত্ব—স্বামী।

কূটাগার (হ ১১।৮৯) মঞ্চগৃহ। ২ চন্দ্রশালিকা, ৩ ক্রীড়াগৃহ।

কূটিত (গোচ পূর্ব ৫।৭৬) নিশ্চল।

কূটীকৃত (মুক্তা ৭০) রাশীকৃত।

কূণন (আচ ১২।১৫) সঙ্কোচ। **কূণিত** (আচ ৮।১৭২) সঙ্কোচিত।

কূপকর্ণ (ভা ১০।৬৩।১৮) বাণাসুরের মন্ত্রী, অসুর।

কূপমণ্ডূক (হরি ৬।৯১) অল্পজ্ঞ।

কূপিকা (সক ৫৩) পিচ্‌কারী।

কূর্চ (ভা ৯।২।১৯) মনুবংশ্য রাজা মীঢ্বানের পুত্র। ২ (হ ২।৫৬) কুশত্রয়-ঘটিত ব্রহ্মগ্রন্থি। ৩ কুশ-মুষ্টি। ৪ (পদ্যা ১২৭) ভ্রূমধ্যস্থান। ৫ (গোচ উত্তর ১১।২৭) শ্মশ্রু। ৬ (হ ৬।১০৬) কুঁচি। শ্রীমূর্তির সন্ধিস্থান হইতে মলাপসারণের জন্য উষীর-(বেণামূল)-গঠিত, গোপুচ্ছ-নির্মিত কিম্বা চমরীপুচ্ছ-রচিত কূর্চ (কুঁচি) ব্যবহার করিবে।

কূর্চিকা (আচ ৫।৭৫) ক্ষীরবিকার, গাঢ় ক্ষীরাদি।

কূর্দন (অকৌ ১০।১৫) ধাবন, কেলি। ২ আস্ফালন।

কূর্প (ভা ১০।৩১।১৯) সূক্ষ্ম পাষাণ-খণ্ড। -দৃক্ (চৈত ১০।৮৭।১৮) সূক্ষ্মদৃষ্টি, ২ স্থূলদৃষ্টি।

কূর্পর (চৈচ মধ্য ১।১৯৩) অধীন। ২ (হ ১৩।১৯৪) কফোণি, কনুই।

কূর্পাস (বৃ ৮।৭২) কঞ্চুক, -ক (আচ ১৪।৯৮) কঞ্চুলিকা।

কূর্ম (ভা ৫।১৮।২৯) বিষ্ণুর অবতার —হিরণ্ময়বর্ষবাসী। ২ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ম-বর্ণের মূর্তি। ৩ কচ্ছপ।

কূর্মনাথ (চৈভা আদি ৯।১৯৭) গঞ্জাম জিলার কূর্মাচল তীর্থের অধিষ্ঠাতৃদেব।

কূর্মাকৃতিত্ব (সিন্ধু ২।২।২১ টী) ক্ষেপণ অনুভাবের অন্তর্গত—মু।

কূলঙ্কষ (হরি ৫।২৫১) [কূল—কষ হিংসায়াং খশ্‌] কূলনাশক নদাদি।

কূলন (আচ ১৩।৭১) [কূল আবরণে ভ্বাদিঃ] আবরণ।

কূলন্ধয় (হরি ৫।২৩৪) [কূলং ধয়তীতি ধেট্+খশ্‌] কূল-স্পর্শী বনাদি। **কূলমুদ্রুজ** (হরি ৫।২৪৪) [কূল—উৎ—রুজ্‌ ভঙ্গে খশ্‌] তট-নাশক, ২ কূলপীড়ন। **কূলমুদ্বহ** (হরি ৫।২৪৫) কূলবাহী নদাদি।

কূবর (ভা ৪।২৬।২) যুগবন্ধনস্থান [জোয়াল]—স্বামী। [২ বৃক্ষ-বিশেষ, ৩ কুব্জ, ৪ মনোহর]।

কৃকলাস (ভা ১০।৬৪।৩) সরীসৃপ-জাতীয় ক্ষুদ্র জীব, নৃগরাজা কৃকলাস হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

কৃকবাকু (বিপূ ৩।১৬।১২) কুক্কুট। [২ ময়ূর, ৩ সরট]।

কৃচ্ছ্র (ভা ১০।১২।১২) [কৃন্ততি সুখমিতি কৃতি ছেদনে রক্] দুঃখ, কষ্ট। ২ (হ ১০।৫২) শ্রম। -জাত (হরি ৬।১৯২) [জাতং কৃচ্ছ্রং যস্য] কষ্ট-পতিত।

কৃৎ (চৈত ১০।৪৭।১৩) কৃতী। ২ (হরি ৪।৩৬) তব্য-নিষ্ঠাদি সাধন-প্রধান প্রত্যয়।

কৃত (ভা ৯।২৪।৪৬) বসুদেবের

পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র। ২ (ভা ৯।১৭।১৭) চন্দ্রবংশ্য জয়ের পুত্র। ৩ (বৃভা ২।৭।১২১) সত্য-যুগ, ৪ আচরিত। ৫ (গোপা ৮) পর্যাপ্ত, ৬ ফল। ৭ (নিধি ১০৩) ছিন্ন, ৮ বেষ্টিত। ৯ (ভা ১১।২৯।৬) উপকার—স্বামী। ১০ (রত্ন ১।৩০) কর্ম। **-ক** (ভা ৯।২৪।৪৮) বসুদেবের পত্নী মদিরার গর্ভজাত পুত্র। ২ (আচ ১।৭) কৃত্রিম, ৩ সুখজনক। **-কর্মা** (সুধা ৯৭) শ্রী-বিষ্ণু, [২ দক্ষ, চতুর, কার্যক্ষম]। **-কৃত্য** (হ ১৯।১২১) অনুষ্ঠিত-নিত্যকৃত্য। ২ (রত্ন ৪।৩৬) পরোক্ষজ্ঞানী। **-কেতর** (আচ ১২।৭৯) অকৃত্রিম। **-ঘ্ন** (চৈভা মধ্য ১৫।৬২) উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না। **-জ্ঞ** (সিন্ধু ২।১।৯১) কৃত সেবাদিকার্যবিষয়ে অভিজ্ঞ। ২ (ভা ১১।২৯।৩৬) অনুগ্রহজ্ঞ—স্বামী। ৩ ভৃত্য—বি। **কৃতঞ্জয়** (ভা ৯।১২।১৩) রঘুবংশ্য রাজা বর্হির পুত্র। **কৃতদ্যুতি** (ভা ৬।১৪।২৮) চিত্রকেতু রাজার পত্নী। **°ধী** (ভা ১০।৩।১২) শুদ্ধবুদ্ধি—স্বামী। ২ শ্রীভগবানে ন্যস্তচিত্ত, ৩ বিনীত—সনা। ৪ (বৃভা ১।৭।১৪৪) নিশ্চিত-মতি, ৫ বিশ্বস্ত। **-ধ্বজ** (ভা ৯।১৩।১৯) সূর্যবংশ্য ধর্মধ্বজের পুত্র। **-পূর্বা** (হরি ৭।৯২৮) ভূতপূর্ব কর্তা। **কৃতম্** [ব্য] বারণার্থে, ২ ব্যর্থ। **কৃতমাল** (গোলী ২১।৩১) কর্ণি-কার বৃক্ষ, [২ সোঁদালি, ৩ মালাকার]। **°মুখ** (গোচ পূর্ব ২২।২৯) কৃতী, ২ কুশল। ৩ পণ্ডিত। **-মৈত্র** (ভা ৩।৩২।৪১) দয়ালু—জী। **-যুগ** (ভা ১১।২৪।২) সত্যযুগ। **-রথ** (ভা ৯।১৩।১৬) জনক-বংশীয় রাজা প্রতী-পকের পুত্র। [২ রথকার]। **-লক্ষণ** (ভা ১০।২১।১৯) সৌন্দর্যাদি দ্বারা বিখ্যাত—বি। ২ চিহ্নিত—বল। **-বিৎ** (ভক্তি ৩২৮) কৃতজ্ঞ। **-বর্মা** (ভা ১০।৫৭।৩) যদুবংশ্য হৃদিকের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।২৭) যযাতিবংশ্য ধনকের পুত্র। **-বীর্য** (ভা ৯।২৩।২৩) যযাতিবংশীয় ধনকের পুত্র। ২ (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৩) পরাক্রমদর্শী, ৩ কার্ত্তবীর্যা-র্জুন। **-সঙ্গর** (গোচ পূর্ব ১৬।৩৩) কৃতপ্রতিজ্ঞ। **-স্থলী** (ভা ১২।১১।৩৩) অপ্সরা। **-হস্তা** (গোচ পূর্ব ২৫।৬৩) অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন। **-হস্ত** (আচ ১৪।১৮৯) যুদ্ধকুশল। **-হস্তক** (গোচ পূর্ব ২৬।৩৫) শস্ত্র-মোক্ষণ দক্ষ। ২ (গোচ উত্তর ১৯।৪৮) ছিন্নহস্ত।

কৃতাকৃত (সুধা ২৮) প্রকৃতির স্পর্শ-রহিত। [২ কার্যকারণ]।

কৃতাগ্নি (ভা ৯।২৩।২৩) যযাতি-বংশীয় ধনকের পুত্র।

কৃতাজ্ঞ (ভা ১০।৮৪।৬২) কৃত-উপকারের অস্বীকারী—স্বামী।

কৃতাতুর (ভা ১০।৩৯।২২) পরবশ—স্বামী।

কৃতাত্মা (বৃভা ২।১।১১টী) শুদ্ধ-চিত্ত। ২ (ভা ১০।৪৭।৪৬) পূর্ণ-স্বরূপ, ৩ লব্ধধৃতি।

কৃতানুকরণ (ভা ১।৯।৩৭) লীলা-নামক অনুভাব-বিশেষ।

কৃতান্ত (ভা ৪।২২।৩৫) কাল, যম। ২ (গীতা ১৮।১৩) বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। ৩ সাংখ্যশাস্ত্র। ৪ যাহা দ্বারা কৃত কর্ম নাশ হয়, তাহা। **-ভগিনী** (গী গো ৭।৪১) যমুনা।

কৃতাশ্ব, কৃশাশ্ব (ভা ৯।২।৩৪) মনু-বংশীয় সংযম রাজার পুত্র। ২ (ভা ৯।৬।২৫) বহুলাশ্বের পুত্র।

কৃতি (ভা ৯।১৩।২৬) নিমিবংশে ধৃতির পুত্র। ২ (ভা ৯।১৮।১) সোমবংশে নহুষের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২১।১৮) সোমবংশে সন্নতিমানের পুত্র—ইনি ব্রহ্মার শক্তিতে প্রাচ্য-সামের ছয়টি সংহিতা অধ্যয়ন করেন। ৪ (ভা ৯।২৪।২) সোম-বংশ্য বভ্রুর পুত্র। ৫ (ভা ৬।১৮।১৪) অসুর, সংহ্রাদের পত্নী ও পঞ্চজনের মাতা। ৬ (১০।৮৩।৪) লীলা, ৭ যত্ন, চেষ্টা, ব্যাপার। ৮ (গোলী ১০।১৩৮) কার্য, ৯ (হ ১০।৩৯৬) পুণ্য, ১০ পণ্ডিত। ১১ (আচ ১৮।৮১) কৃত্রিম। ১২ (আচ ২০।১২৩) নিপুণ। ১৩ (নাচ ২২০) লব্ধ বস্তুর স্থিরতাই নাট্যশাস্ত্রে 'কৃতি'। ১৪ (মাম ৫।১০) হিংসা। ১৫ (ছ ২।১৫৮) বিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দঃ। **চর্যা** (গোচ পূর্ব ১।১২২) করণ-ব্যাপার।

কৃতিতা (বৃভা ২।৫।১৫২) পাণ্ডিত্য।

কৃতিমান্ (ভা ৯।২১।২৭) যযাতি-বংশীয় নৃপতি যবীনরের পুত্র।

কৃতিরথ (ভা ৯।১৩।১৬) জনক-বংশীয় রাজা প্রতীপকের পুত্র।

কৃতিরাত (ভা ৯।১৩।১৭) মৈথিল-রাজ মহাধৃতির পুত্র।

কৃতী (ভা ৯।২১।২৮) দ্বিমীঢ়-বংশ্য সন্নতিমানের পুত্র। ২ (ভা ৬।৬।১৫) বিশ্বকর্মার ভার্যা। ৩ (ভা ৯।২২।৫) সোমবংশ্য চ্যবনের পুত্র। ৪

(হরি ৭।৯২৯) [কৃতমনেনেতি কৃত+ইনি] ভূতপূর্ব কর্ত্তা। ৫ (ভা ১।১।২) পুণ্যবান্—স্বামী। ৬ (আচ ১৪।১৫৭) পণ্ডিত, ৭ যোগ্য। ৮ (গোলী ১।৩৭) কুশল। ৯ (বৃভা ১।৪।৪২) মহাকবি।

কৃতে [ব্য] নিমিত্ত।

কৃতেয়ু (ভা ৯।২০।৪) রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে জাত পুত্র।

কৃতোপবীতী (হ ৩।৩৪১) দেব-তর্পণে যজ্ঞসূত্রাদির বামস্কন্ধে স্থাপক।

কৃত্ত (গোলী ১৫।১১৪) ছিন্ন, কর্ত্তিত। ২ চেষ্টিত।

কৃত্তি (হরি ৬।১৯১) চর্ম। [২ ভূর্জপত্র, ৩ কৃত্তিকানক্ষত্র, ৪ গৃহ]।

কৃত্তিকা (ভা ৬।৬।১৪) অগ্নির ভার্য্যা—স্কন্দের ধাত্রী। [২ তৃতীয় নক্ষত্র]।

কৃত্তিবাসাঃ (স্ত ২১৭) শ্রীশিব। ২ (রস্ব ৩।১২) শ্রীবিষ্ণু—বিশ্বের রচনা করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট।

কৃত্য (বৃভা ২।১।৯৮) ফলপ্রাপ্তির জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য-সাধন। ২ তব্যাদি ব্যাকরণোক্ত পঞ্চ প্রত্যয়। **-শেষ** (ভা ৩।২।১৪) অসমাপিত-কর্ত্তব্য—স্বামী। **কৃত্যা** (হরি ৫।৪৪৪) ক্রিয়া, ২ অপদেবতাবিশেষ, (ভা ৭।৫।৪৩) প্রহ্লাদকে দগ্ধ করিতে এবং (ভা ৯।৪।৪৬) অম্বরীষকে মারিতে সৃষ্ট হইয়াছিল। [৩ আভিচারিক ব্যাপার-বিশেষ]।

কৃত্রিম (হরি ৫।৪৩৩) [করণেন নিবৃত্তমিতি ডুকৃঞ্+ক্ত্রিম] ক্রিয়া-নিষ্পন্ন, ২ কল্পিত।

কৃত্বী (ভা ৯।২১।২৫) শুক-দুহিতা ও সোমবংশ্য নীপের ভার্য্যা।

কৃৎস্ন (গীতা ১৮।২২) পরিপূর্ণ। ২ (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্বলার গর্ভে জাত সন্তান কুৎস। ৩ (হব ১।৫২।২) উদর—নীল। **-কর্মকৃৎ** (গীতা ৪।১৮) ভগবদারাধনারূপ কর্মে অন্যান্য যাবতীয় সৎকর্মফলের অন্তর্ভাব থাকায় ভক্তই সর্বকর্মকর্ত্তা। ['বুদ্ধিমান্' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

কৃন্তন (ভা ৬।২।৪৬) [কৃতী+কর্ত্তরি ল্যু মুম্‌চ] ছেদক—স্বামী। ২ [কৃত—ল্যুট্] ছেদন।

কৃপ (ভা ৯।২১।৩৬) ঋষি শরদ্বানের পুত্র। দুষ্মন্ত-কর্ত্তৃক কৃপায় পালিত বলিয়া নাম হয়—কৃপ। ২ (ভা ৮।১৩।১৫) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণির অধিকারে সপ্তর্ষিদের অন্যতম।

কৃপণ (ভক্তি ৬২) অব্রহ্মজ্ঞ। ২ (চৈভা অন্ত্য ৩।২৩৮) অদাতা। ৩ (গৌকৃ ৯।১১) দীন, ৪ মহাব্যসন-গ্রস্ত। ৫ (ভা ৭।৯।৪৫) কামুক—স্বামী। ৬ (ভা ১০।৪৭।১৫) অনু-কম্পার্হ, ৭ নিষ্ঠুর, ৮ বদ্ধমুষ্টি। ৯ (ভা ১১।১৯।৪১) অজিতেন্দ্রিয়।

কৃপা (ভা ১০।৯।১৮) বাৎসল্য—সনা। ২ (ভচ ২১৯) মাতৃকান্যাসে ফ-বর্ণের শক্তি। ৩ (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ৪ (সিন্ধু ৩।৪।৯) পরদুঃখনাশের ইচ্ছা।

কৃপাণ (আচ ৬।৪১) খড়্গ।

কৃপাণী (গোলী ১৩।৯৪) শাণিত ক্ষুদ্র খড়্গ।

কৃপালু (ভা ১১।১১।২৯) পরদুঃখা-সহিষ্ণু।

কৃপাশক্তি (কৃষ্ণ ১৮৪) শ্রীযমুনা।

কৃপী (ভা ৯।২১।৩৬) শরদ্বান্ ঋষির কন্যা। রাজা শান্তনু-কর্ত্তৃক কৃপায় পালিতা হইয়াছেন বলিয়া নাম হয় 'কৃপী'। দ্রোণের পত্নী। ইঁহার পুত্রই—অশ্বত্থামা।

কৃপীট (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-মহতুল্য গোপ। ২ (গোচ পূর্ব ১৬।৫২) জল। [৩ উদর, ৪ বন, ৫ ইন্ধন]। **-কারণ** (গোচ পূর্ব ১৬।৫২), **-যোনি** (গোচ পূর্ব ১০।৫৫) অগ্নি।

কৃমি (ভা ৯।২৩।৩) পুরুবংশীয় নৃপতি উশীনরের পুত্র। [২ ক্ষুদ্র কীট, ৩ রোগভেদ। **-জনি-বসন** (গোচ উত্তর ৩৪।৯৬) পট্টবস্ত্র। **-ভোজন** (ভা ৫।২৬।১৮) নরক-বিশেষ।

কৃশ (সুধা ১০৩) শিলামধ্যেও অপ্রতিহতরূপে প্রবেশকারী। ২ (হরি ৫।৪০) [কৃশী তনূকরণে+ক্ত] ক্ষীণ। **-তা** (সিন্ধু ৩।২।১১৬) বিয়োগের দশা-বিশেষ।

কৃশানু (আচ ১৯।৫৬) অগ্নি। [২ চিত্রকবৃক্ষ, ৩ সোম-পালক]।

কৃশাশ্ব (ভা ৬।৬।২০) প্রজাপতি, ইহার দুই পত্নী—অর্চিঃ ও ধিষণা। অর্চির পুত্র—ধূমকেতু (ধূম্রকেশ) এবং ধিষণার পুত্র—বেদশিরাঃ, দেবল, বয়ুন ও মনু। ২ (ভা ৯।২।৩৪) তৃণ-বিন্দু-বংশ্য সংযমের পুত্র রাজর্ষি। [৩ হ্রস্ব অশ্বের মালিক]।

কৃশাশ্বী (হরি ৭।৫৫৮) নট। ২ (গোচ পূর্ব ৪।৩১) যে নট নিজ-পত্নীদ্বারা নৃত্যগীতাদি করাইয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

কৃষর (হ ১১।৭৬৫) তিলান্ন। ২ খিঁচুড়ি। ৩ দুগ্ধতিলমিশ্রিত অন্ন।

কৃষীবল (হরি ৭।৯৫৩) [কৃষি+বলচ্] কর্ষক, ২ কৃষিজীবী।

কৃষ্ট (আচ ২০১৫) কর্ষণদ্বারা দূরীকৃত। ২ কৃত-কর্ষণ। **-পচ্য** (হরি ৫।১৮৪) কৃষ্ট ক্ষেত্রে পক্ব ধান্যাদি।

কৃষ্ণ (ভা ৪।২৪।৮) হবির্ধানের পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।২২) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। ৩ (ভা ১।১।২৩) শ্রীবসুদেবনন্দন—শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীগীতার প্রধান নায়ক। ৪ (ভা ১২।১।২২) শুঙ্গবংশীয় সুশর্মার ভৃত্য বলি, তাহারই ভ্রাতা—কৃষ্ণ। ৫ (ভা ৪। ১।৪৫) অর্জুন। ৬ (সুধা ২০) চিদানন্দবিগ্রহ ও অতসীপুষ্পাভ। ৭ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ছ-বর্ণের শক্তি। ৮ (হরি২।১১) অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ। ৯ কৃষ্ণবর্ণ। ১০ শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন। (নাম ৩৫) [কৃষতি বিলিখতি বিদারয়তি সংসারাটবীমিতি বা কর্ষতি আকর্ষতি আত্মসাৎ করোতি বাঽজ্ঞানমিতি বা কৃষঃ পরমাত্মা সদানন্দরূপো বা] যিনি সংসারারণ্যকে বিদীর্ণ করেন অথবা অজ্ঞানরাশিকে আত্মসাৎ অর্থাৎ বিলোপ করেন, অথবা কৃষি= সত্তাবাচক, ণ=নির্বৃতিবাচক, সুতরাং 'কৃষ্ণ'-নামে সৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই বোদ্ধব্য। **-ক** (হরি ৭।১০৩৯) [অনুকম্পিত] কৃষ্ণাজিন। ২ কৃষ্ণ সর্ষপ। **-গ** (হরি ৫।২২৪) [কৃষ্ণং গায়তীতি কৃষ্ণ-গৈ+টক্] কৃষ্ণবিষয়ক-গীতিকৃৎ। **-গৃহ্য** (হরি ৫।১৮৬) [কৃষ্ণ-গ্রহি+ক্যপ্] কৃষ্ণপক্ষাশ্রিত। **কৃষ্ণচৈতন্য** (প্র ১।৮) গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিত্যারাধ্য, স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিন্ন প্রকাশ শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত তত্ত্ব। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের একমাত্র প্রকাশক। **-জন্মবেশ**—নীলাচলস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ—চন্দনযাত্রায় শুক্লা চতুর্থীতে শ্রীমদনমোহন এই বেশে নরেন্দ্রসরোবরে বিজয় করেন। **-জন্মাষ্টমী**—['জন্মাষ্টমীব্রত' দ্রষ্টব্য] **-দ্বৈপায়ন** (ভা ১২।৪।৪০) শ্রীনারদ-শিষ্য মহর্ষি বেদব্যাস। **-ধাতুক** (হরি ৩।২২) লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্, লুঙ্ ও শ-ইৎ সার্বধাতুক।

কৃষ্ণ-ধামতত্ত্ব (কৃষ্ণ ১০৬-১০৭) ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চতুর্দশ ভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। তাহার বাহিরে প্রকৃতির আটটি আবরণ, তাহার পর বিরজা, কারণ-সমুদ্র। তদূর্ধ্বে সিদ্ধলোক, সাযুজ্যমুক্তিস্থান অথবা নির্বিশেষ জ্যোতির্ময়লোক,সিদ্ধলোকের ঊর্দ্ধে পরব্যোম; শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ ইঁহার অধিপতি। পরব্যোমে মৎস্যকূর্মাদি অনন্ত ভগবৎস্বরূপ স্বস্বপরিকরগণের সহিত বিহার করেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন বৈকুণ্ঠ আছে—কাজেই পরব্যোমে অনন্ত বৈকুণ্ঠের সংস্থিতি। যে ভগবৎস্বরূপ যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট বিহার করিতে ইচ্ছুক হন, তখন ধামপরিকরাদির সহিত তিনি আবির্ভূত হয়েন। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে যে প্রত্যেক ভগবদ্ধামই বৈকুণ্ঠে ও পৃথিবীতে—উপরে ও নীচে—স্থিত আছে। একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন যুগপৎ বহু প্রকাশ-মূর্ত্তি ধরিতে পারেন, তদ্রূপ ধামও যুগপৎ বহু ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান থাকিতে কোনই বাধা হয় না। ভগবদ্ধাম—সর্বগ, অনন্ত, বিভু ও শ্রীকৃষ্ণতনু-সম। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া যেমন পরমতম স্বরূপ, তদ্রূপ তদীয় ধামও সর্বোপরি বিরাজমান। সর্বোপরি বিরাজ করিলেও শ্রীবৃন্দাবনাদি শ্রীকৃষ্ণধামত্রয় তদীয় ইচ্ছায় এই পৃথিবীতেও অভিন্নরূপে প্রকাশ পান। ধামত্রয়ের তত্ত্বতঃ অভিন্নতা থাকিলেও লীলামাধুরী-প্রকটনের তারতম্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপবৎ তারতম্যভজন করেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপে যেমন শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ মাধুরী প্রকটিত হয়, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবনও অসমোর্দ্ধ ধাম বলিয়া স্বীকার্য। আবার উপরিতন গোলোক বৃন্দাবন হইতেও ভৌম গোকুলের অধিকতর মাধুরী রসগ্রন্থ-সমূহে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ভৌম ধামও প্রপঞ্চাতীত, নিত্য, অলৌকিক এবং শ্রীভগবানের নিত্যবিহারভূমি। কদাচিৎ এই অপ্রাকৃত গোলোককে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে দ্যুলোক, স্বর্গ, কাষ্ঠা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়াছে।

ধামের প্রকাশ দ্বিবিধ—(১) অপ্রকট ও প্রকট। প্রাপঞ্চিকলোকের অগোচর হইলে অপ্রকট এবং তদ্গোচর হইলে প্রকট প্রকাশ বলা হয়। অপ্রকট প্রকাশে ধাম পৃথিবীস্থ হইলেও অন্তর্ধানশক্তিবলে তাহাকে স্পর্শ না করিয়াই বিরাজ করেন, পক্ষান্তরে প্রকট প্রকাশে কৃপা করিয়া ঐ ধাম পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াই থাকেন, লীলার অপ্রকটকালে দর্শন পার্থিব চক্ষুতে সম্ভবপর নহে, প্রকটকালের যথাযথ দর্শনও কৃপা-সাপেক্ষ। প্রকটপ্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ

বিহার করিতে ইচ্ছুক হইলে ধামস্পৃষ্ট পৃথিবীকে স্বীকার করেন। আবার অপ্রকটকালে ধামও যেমন পৃথিবীকে স্পর্শ না করিয়াই বিরাজ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ পৃথিবীর অস্পর্শে বিরাজমান থাকেন। এই দুই প্রকাশ সম্বন্ধে কখনও ভেদে, কখনও বা অভেদে বিবক্ষা হয়।

কৃষ্ণ-ধুরা (হরি ৭।৯৭) [কৃষ্ণস্য ধূঃ] শ্রীকৃষ্ণচিন্তা। °**ধেনু-সংখ্য** (হরি ৫।২২৩) যিনি কৃষ্ণধেনুগণের গণনা করেন। **-নাট্যস্থল** (কৃচ ৩।১৭।১১) কানাইর নাটশালা। **-নাম** (হরি ২।১৬৬) সর্বাদি সর্বনাম। পাঁচ ভাগে বিভক্ত (১) সর্বাদি—সর্ব, বিশ্ব, উভ, এক, একতর ইত্যাদি। (২) অন্যাদি—অন্য, অন্যতর, ইতর, কতর ইত্যাদি। (৩) পূর্বাদি—পূর্ব, পর, অপর, অবর, অধর, দক্ষিণ ইত্যাদি। (৪) যদাদি—যৎ তৎ, ত্যদ্, এতদ্, কিম্ ইত্যাদি। (৫) ইদমাদি—ইদম্, অদস্, যুষ্মদ ও অস্মদ্। **-পক্ষ** (চৈ না ১।৯) শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত জন। ২ শুক্লভিন্ন পক্ষ। **-পণ্ডিত** (হরি ২।৪৮) 'পদচন্দ্রিকা'-নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা। ইঁহার অপর নাম—শেষকৃষ্ণ। "ষোড়শ খৃষ্ট-শতাব্দীয় রাজা নরোত্তমের ইচ্ছায় শেষকৃষ্ণ পণ্ডিতের **'পদচন্দ্রিকা'** ব্যাকরণ প্রণীত হয়। গ্রন্থকার শেষ বীরেশ্বরের পিতা এবং ভট্টোজীর গুরু।" (ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ৪৫৮ পৃঃ)। **-পতি, -পত্নী** (হরি ৭।২১৯) [কৃষ্ণঃ পতি-রস্যাঃ] কৃষ্ণই যাঁহার পতি। **-পুরী** (হ ৪।২৩৬) দ্বারকা। **-পুরুষ** (হরি ৬।২) পরপদার্থ-প্রধান (তৎ-পুরুষ) সমাস। **-প্রতিনিধি** (তত্ত্ব ২৬) শ্রীমদ্ভাগবত। **-প্রবচনীয়** (হরি ৪।১০৭) বিশেষ বিশেষ অর্থে অভি, পরি, প্রতি, অনু, উপ ও অতি —এই সকল অব্যয়যোগে দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হইলে ইহাদিগকে 'কৃষ্ণপ্রবচনীয়' বলে। অন্য ব্যাকরণে নাম—'কর্মপ্রবচনীয়'। **কৃষ্ণ-প্রাট্** (হরি ২।১৩৩) [কৃষ্ণ—প্রচ্ছ +ক্বিপ্] কৃষ্ণকে প্রশ্নকারী। °**প্রী** (হরি ২।৫১) কৃষ্ণের প্রীতিকর। **-ভাক্** (গোচ উত্তর ২৯।২৭) হরিভজনকারী। **-ভু** (হরি ২।৫২) কৃষ্ণবর্ণস্থানে উৎপন্ন। **-ভূম** (হরি ৭।১০০) যে দেশের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ। **-ভৃত্য** (প্রীতি ২০৮) অঙ্গসেবক, পার্ষদ ও প্রেষ্য-ভেদে ভৃত্যবর্গ ত্রিবিধ। অঙ্গসেবক—অঙ্গাভ্যঞ্জক, তাম্বূল-সমর্পক, বস্ত্রার্পক, গন্ধ-সমর্পকাদি। পার্ষদ—মন্ত্রী, সারথি, সেবাধ্যক্ষ, ধর্মাধ্যক্ষ, দেশাধ্যক্ষ, ভাঁট প্রভৃতি। পুরোহিত গুরুবর্গের অন্তর্গত হইলেও আংশিক পার্ষদত্ব বিদ্যমান। প্রেষ্য—অশ্বারোহী, পদাতি, শিল্পিপ্রভৃতি। শ্রীউদ্ধব মহারাজ পার্ষদ হইলেও অঙ্গসেবাদি-বৈশিষ্ট্য থাকায় সর্বশ্রেষ্ঠ। **-ভোজন** (হরি ৫।৪৬৪) [কৃষ্ণেন ভুজ্যত ইতি ভুজ্+টন্] কৃষ্ণ-ব্যবহৃত [শালিধান্যাদি]। **-যাত্রা** (চৈ ভা অন্ত্য ৪।৪১২) শ্রীকৃষ্ণ-স্মারক তিথি, জন্মাষ্টমী নন্দোৎসব ইত্যাদি। **-রাজ্ঞী** (হরি ৭।১৯৭) [কৃষ্ণো রাজা যস্যামিতি] দ্বারকা। **-রুচি** (উ ৭।৬৮) শ্যামবর্ণ, ২ কৃষ্ণ-বিষয়ে রুচিশীল। **-রূপ** (হ ১৬।১৫৫) [কৃষ্ণং রূপয়তি পশ্যতীতি] কৃষ্ণদ্রষ্টা, ২ কৃষ্ণবৎ পূজ্য, ৩ কৃষ্ণ-স্বারূপ্যপ্রাপ্ত।

কৃষ্ণরূপের নিত্যতা (কৃষ্ণ ৯০) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনাদি ধামত্রয়ে নিত্য অবস্থান করেন। হরিবংশের উপেন্দ্র, শ্রীমদ্ভাগবতের জয়বিজয়-শাপপ্রসঙ্গের বিকুণ্ঠাসুত, কোথাও ক্ষীরোদশায়ী, কোথাও পুরুষ (মহা-বিষ্ণু), বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রের শ্রীরামচন্দ্র, মতান্তরে নারায়ণ ঋষি, অন্যত্র নারায়ণের কেশরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতারবর্ণনা দৃষ্ট হইলেও সিদ্ধান্ততঃ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উপেন্দ্রাদির অবতার নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্ ও সকলের অবতারী। স্বয়ং ভগবানের অবতার-কালে অন্যান্য অবতার-(অংশাদি)-সকল তাঁহাতে অন্তঃ প্রবিষ্ট হয়, এই জন্যই বিভিন্নশাস্ত্রে বিভিন্নভাবে তাঁহার বর্ণনা দেখা যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণরূপেরই নিত্যতা, অন্যান্য অংশাবতার প্রভৃতি অবতারকালে তাঁহাতে মিলিত হইয়া বিভিন্ন ভক্তের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিভিন্নরূপে উক্ত বা প্রতীয়মান হইলেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্যভিচারিতা হয় না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপ নিত্য না হইলে বহুবিধ শাস্ত্রে পূজোপদেশাদি নিরর্থক হয়। নিত্যধামে প্রতি ভগবদবতারেরই নিজ-পরিকরাদি-বেষ্টিত নিত্য স্বরূপ আছে।

কৃষ্ণরৈ (হরি ২।৬০) কৃষ্ণ-ভক্ত। **কৃষ্ণলা** (মালা কুঞ্জবিহারী ১।১) গুঞ্জা। **কৃষ্ণলীলা-রহস্য** (কৃষ্ণ ১৫৩)— (১)স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-মথুরা-

গোকুলে নিত্যলীল হইয়া যাদবাদি পরিকরগণের সহিত বিহার করিলে—ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় শ্রীনারায়ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন কেন? (২) শ্রীনারায়ণের অবতরণ যদি শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপ্রবেশেই সিদ্ধ হয়, তবে কেনই বা দেবগণ দ্বারকায় নিত্য বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া ক্ষীরোদতীরে শ্রীনারায়ণকে নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন? (৩) কেনই বা জন্মাদিলীলায় ক্রমশঃ মথুরা-গোকুলে, আবার মথুরা-দ্বারকায় ও তৎপরে বৈকুণ্ঠে গমনের কথা শুনা যায়?

উত্তর—(১) যে শ্রীকৃষ্ণাখ্য স্বয়ং ভগবান্ দ্বারকাদি ধামে নিত্য বিহার করেন, তিনি ব্রহ্মাদির নিকটে প্রায়শঃই অপ্রকট থাকেন। পক্ষান্তরে ক্ষীরোদাদি-লীলাধামা শ্রীনারায়ণাদিনামা যে পুরুষ, তিনিই বিষ্ণুরূপ; তিনি সাক্ষাৎ বা নিজাংশ দ্বারা ব্রহ্মাদির নিকট প্রকট হইয়া ব্রহ্মাদির পালনকর্ত্তা হন। তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ডাধিকারী ব্রহ্মাদি সেই বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডকার্য্যাদি নিবেদন করিতে পারেন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্বেও ব্রহ্মাদি ধরার ভারাপনয়নের জন্য শ্রীবিষ্ণুকেই নিবেদন করিয়াছিলেন। (২-৩) ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু কেশ-প্রদর্শনে এবং 'স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ' (ভা ১০।১।২২) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মাদিকে জানাইলেন যে উহা স্বয়ং ভগবানের অবতারকাল; নিজেই তিনি অবতীর্ণ হইবেন—এই ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। এই অবতরণেচ্ছাও কিন্তু স্বয়ং ভগবানে অন্তঃপ্রবেশ-নিমিত্তই। প্রকটলীলাবসানে সেই বিষ্ণুরূপ অংশেই বৈকুণ্ঠাদিতে আরোহণ করিয়াছেন। স্বয়ং কিন্তু পুনর্বার দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে নিগূঢ়রূপে লীলা করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অভিসন্ধি সকলে অবগত নহেন ('ক্ষীরোদশায়ী' শব্দ দ্রষ্টব্য)। সর্ব সাধারণের যেমন দর্শন ঘটিয়াছে, মুনিগণও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। বহু বহু বাক্য যখন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ও দ্বারকাদিতে নিত্য বিহারের প্রতিপাদন করিতেছে, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলান্তে বৈকুণ্ঠ-গমনপ্রসঙ্গকে অর্থান্তর (শ্রীবিষ্ণুরূপ অংশেই বৈকুণ্ঠগমন হইয়াছে) না করিয়া গত্যন্তর নাই। মথুরাদি-পরিত্যাগ-বাক্যও তদ্রূপ তাঁহার অবতারকালে প্রাপঞ্চিক জনবিষয়ে প্রকটলীলা অপেক্ষা করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক জনে অপ্রকট লীলাই নিত্য বিদ্যমান থাকে। সুতরাং নিত্যলীলা-প্রতিপাদক এবং জন্মাদিলীলা-প্রতিপাদক বাক্য-সমূহের এই সমাধানই স্থিরীকৃত হইল যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাদিতে নিত্য অপ্রকটরূপে বিহার করেন, তিনিই জন্মাদিলীলাক্রমে প্রকট হইয়া থাকেন। সেই শ্রীকৃষ্ণেই (প্রকটকালে) শ্রীনারায়ণাদিও প্রবেশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা দ্বিবিধা—**অপ্রকটা** ও **প্রকটা**। প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট যে লীলা অপ্রকাশিত, তাহাই অপ্রকট আর তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইলে প্রকট লীলা হয়। অপ্রকট লীলায় প্রাপঞ্চিক লোক ও বস্তুর সহিত মিশ্রণ নাই, ইহার লীলাপ্রবাহ অনাদিকাল হইতেই কালকৃত পরিচ্ছেদ-রহিত হইয়া সমানভাবে চলিতেছে। এই লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ যাদবেন্দ্ররূপে ও শ্রীব্রজনবযুবরাজ-রূপে নিত্য মহাসভায় উপবেশন ও গোচারণাদি লীলাবিনোদ প্রকাশ করেন। আর প্রকটলীলা শ্রীবিগ্রহবৎ দেশ-কালাদিতে অপরিচ্ছেদ্যা হইয়াও শ্রীভগবানের ইচ্ছানুরূপ স্বরূপশক্তি দ্বারাই আরম্ভ-সমাপন-বিশিষ্টা, প্রাপঞ্চিক এবং অপ্রাপঞ্চিক লোক ও বস্তুদ্বারা মিশ্রিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিবিবিধ-চেষ্টাযুক্তা।

অপ্রকট লীলা দ্বিবিধা—**মন্ত্রোপাসনাময়ী** ও **স্বারসিকী**। প্রথমটি—যে যে লীলার উপাসনা হয়, সেই লীলাযোগ্য একস্থানে নিত্য স্থিতিবিশিষ্টা এবং সেই সেই লীলা-সম্বন্ধীয় মন্ত্রধ্যানময়ী। ক্রমদীপিকা, গৌতমীয়তন্ত্র, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতির বাক্যে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার অভিব্যক্তি হইয়াছে। পূতনাবধাদি লীলা যদি কোনও সাধক-হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু ভক্তানুগ্রহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ঐ লীলা তৎকালে প্রকটিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে; ইহা মন্ত্রোপাসনাময়ী বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ স্বারসিকীতেই পর্য্যবসিত হইতেছে; কেননা, উহাতে একস্থানে নিত্য-স্থিতির প্রয়োজন। স্বারসিকী লীলা বহুস্থান-ব্যাপিনী, নানাপ্রকাশময়ী ও

আদিমধ্যান্তহীনা; কোনও প্রকাশে কোনও স্থানে ঐ লীলা-সম্পাদন হইতে পারে বলিয়া পূতনাবধাদি লীলার স্বারসিকীতে পর্যবসান বলা হইল।

স্বারসিকী লীলা—বিবিধ-স্বেচ্ছাময়ী, নানালীলা-প্রবাহরূপে গঙ্গাসদৃশী, কিন্তু একৈককলীলাত্মক বলিয়া মন্ত্রো-পাসনাময়ী হ্রদবৎ। শ্রীবৃন্দাবনের বহুস্থানে বহুবিধ প্রকাশে বিবিধ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা বিদ্যমান, আর স্বারসিকী সে সকল লীলাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া বিবিধ বৈচিত্রী সহকারে অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত প্রকাশ আবিষ্কার করিলেও কিন্তু প্রতিপ্রকাশেই পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া, অভিমান, পরস্পরের অনন্বসন্ধান ইত্যাদি লীলারস-পোষক হইয়া প্রকটিত হয়। আবার তাঁহার পরিকরগণেরও স্বরূপশক্তিময়ত্বহেতু অনন্ত প্রকাশ-মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। তাঁহাদেরও ভাবভেদে অভিমান-ভেদাদি দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৯) এইরূপ দ্বারকায় বিবিধ প্রকাশের স্ফুটোক্তি রহিয়াছে। এই ভাবে বিচার করিতে গেলে প্রকটকালে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশবিশেষে স্থিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট প্রকাশের সহিত অপ্রকট প্রকাশাত্মিকা গোপীদের **সংযোগ** এবং শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকট প্রকাশে পূর্বস্থিত, বর্ত্তমানে মথুরায় গত শ্রীকৃষ্ণের প্রকট প্রকাশের সহিত—প্রকটপ্রকাশাত্মিকা গোপী-দের **বিয়োগ** বর্ত্তমান আছে। সুতরাং প্রকটলীলায় প্রকটাপ্রকট প্রকাশদ্বয় স্বীকার করিলে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাবস্থিতি-বাক্যচয় সু-প্রমাণিত হয়। **-লোক** (চৈচ আদি ৫।১৬) দ্বারকা মথুরা ও গোকুল। **-লোহিত** (গোচ উত্তর ১৯।৪২) শিব। [২ রক্তকালমিশ্রিত বর্ণ]। **-বদ্য** (হরি ৫।১৭৭) [কৃষ্ণেনোদ্যস্ত ইতি বদ্+যৎ] কৃষ্ণকর্ত্তৃক উচ্যমান। **-বন** (হ ১।৪) বৃন্দাবন। **-বর্গীণ, বর্গীয়, বর্গ্য** (হরি ৭।৫১৯) কৃষ্ণবংশ্য, ২ কৃষ্ণ-সম্প্রদায়ভুক্ত। **-বর্ণ** (দশ ৬, সস তত্ত্ব ১) 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ যাঁহার নামে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ত্বের অভিব্যক্তি করে—সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। ২ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণজ উল্লাসে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-গুণকীর্ত্তনকারী; ৩ শ্রীকৃষ্ণোপদেষ্টা; ৪ যাঁহার দর্শনে সকল জীবের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়, তিনি। ৫ প্রকাশ-বিশেষে শ্যামসুন্দর। ৬ [বেতি গচ্ছতি ঋণমিতি বর্ণঃ ঋণী], কৃষ্ণশ্চাসৌ বর্ণশ্চেতি] ঋণী কৃষ্ণ। ৭ (ভা ২।১।৩৭) শূদ্র—স্বামী। ৮ (ভা ৫।১৯।১৮) তামস। [৯ রাহু]। **-বর্ত্মা** (উ ১৫।২২৮) অগ্নি, ২ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ, ৩ শ্রীকৃষ্ণের যাতায়াতের পথ। ৪ চিত্রকবৃক্ষ। ৫ রাহু।

কৃষ্ণ-বশীকার (উ ১৪।৫৬) সাক্ষাৎ-দর্শনজন্য সম্ভোগ-তৃষ্ণাই সাধারণী রতির হেতু; রতির স্বভাবে কুব্জাগৃহে গমনে শ্রীকৃষ্ণের ঈষদ্বশীকার জ্ঞাপিত হইলেও 'দুর্ভগা রতিযাচ্ঞা করিয়াছে' ইত্যাদি শ্রীশুকবাক্য সর্বথা বশীকারা-ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সমঞ্জসা রতিতে নিসর্গ ও সম্ভোগতৃষ্ণা দুইই আছে এবং শ্রীশুকোক্তিতে বশীকার ও অবশীকার দুইই জ্ঞাপিত হইয়াছে। সমর্থা রতির কিন্তু স্বরূপই হেতু বলিয়া ঐ স্বরূপের অতি-প্রাবল্যে সম্ভোগতৃষ্ণাও রতিময়ীই হয়, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আদরে এবং শ্রীশুকোক্তিতে সর্বথা বশীকারই জ্ঞাপিত হইয়াছে —বি।

কৃষ্ণ-বাসর (হ ১৫।২৭৪) শ্রী-কৃষ্ণজন্মদিন। °বিৎ (হরি ২।১১২), **-বুধ্** (হরি ২।১১৪) কৃষ্ণবেত্তা। **-শক্তি** (চৈচ অন্ত্য ৭।১১) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। **-শিষ্য** (বৃভা ১।৫।৫৮) শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট [নারদ]। **-সখ** (ভা ১।৮।৪২) অর্জুনের সখা বাসুদেব—স্বামী। ২ (হরি ৭। ১১৬) কৃষ্ণের বন্ধু। **-সখী** (হরি ২।৫৩) [কৃষ্ণং সখীয়তীতি] কৃষ্ণের প্রতি বন্ধুবৎ আচরণশীল। **-সর্প** (হরি ৬।১৩) কৃষ্ণবর্ণ সর্প। ২ [নিত্য সমাসে] বিষধর সর্প। **-সাৎ-কৃতি** (গোচ পূর্ব ৩৩।১৭৩০) কৃষ্ণার্থে আত্মদান করা। **-সাযুজ্য** (হ ১১। ৪৯০) শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য-সংযোগ। **-সার** (উ ৪।২৬) হরিণ, ২ শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য। ৩ কৃষ্ণই যাহাদের সার অর্থাৎ ভক্ত। **-সারক** (হরি ৭।১০৫৭) কৃষ্ণসারসদৃশ। **-সারী** (মাম ২।৪৯) কৃষ্ণসার-নামক মৃগযুক্ত। ২ কৃষ্ণানুরাগী। **-স্থান** (হরি ২।৮১) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের স্বাদিপঞ্চবিভক্তি এবং ক্লীব-লিঙ্গ শব্দের জস্ ও শস্ বিভক্তি। **-হ্বায়** (হরি ৫।১২৭) [কৃষ্ণ—হ্বেঞ্+অণ্] কৃষ্ণকে আহ্বান-

কারী।

কৃষ্ণা (উ ৩।৫৯) শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-প্রিয়া। (কৃগ পরিশিষ্ট ১৩৮) যূথেশ্বরী। ২ (ভা ১০।২।১২) যোগমায়া। ৩ (ভা ১০।৫৮।৫) দ্রৌপদী। ৪ (ভা ১০।৩২।১২) যমুনা নদী।

কৃষ্ণাচ্ছাদন (হরি ৫।৪৬৪) [কৃষ্ণমাচ্ছাদয়তীতি কৃষ্ণ—আ—ছদ+টন্] কৃষ্ণের আচ্ছাদক বস্ত্রাদি।

কৃষ্ণাতাত (গোচ পূর্ব ২০।৭) কৃষ্ণমা সর্বতোভাবেন তায়তে পালয়তীতি) শ্রীকৃষ্ণের সর্বথা পালক।

কৃষ্ণামৃত (সভা) শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকৃত লঘুভাগবতামৃতের প্রথম খণ্ড।

কৃষ্ণায়স (মালা প্রেম ২৮) কৃষ্ণবর্ণ লৌহ। **-মণি** (বিনা ৩।৩৭) চুম্বক।

কৃষ্ণার্থভোগত্যাগ (সিন্ধু ১।২।১০৪) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম।

কৃষ্ণার্হ (হরি ৫।২২৮) কৃষ্ণযোগ্য।

কৃষ্ণাবির্ভাবকারিতা (উ ১৪।১৬৯) রূঢ় মহাভাবের উদ্‌গমে দূরবর্তী কৃষ্ণকেও প্রেমাতিরেকে আবির্ভাব করাইয়া সম্প্রয়োগাদি সর্বসুখের নির্বাহকারিতা।

কৃষ্ণাহি (আচ ১৮।৯৫) কালীয় নাগ।

কৃষ্ণিমা (হরি ৭।৮৩৮) [কৃষ্ণ+ইমনি] কৃষ্ণবর্ণতা।

কৃষ্ণীকৃতি (হরি ৭।১১২১) পূর্বকালীন অকৃষ্ণ ব্যক্তি বা বস্তুর কৃষ্ণাকৃতি-সম্পাদন।

কৃষ্ণীয় (হরি ৭।৭১০) [কৃষ্ণায় হিতমিতি ছ] কৃষ্ণের হিতকর।

কৃষ্ণের পুত্রীভূততা (কৃষ্ণ ১৪৯) যিনি কখনও অন্যের পুত্র হন না, সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ-ব্রজরাজ্ঞীর পুত্রভাব অঙ্গীকার করিলেন। বাৎসল্য-প্রেমবিশেষেই তিনি পুত্ররূপে আবির্ভূত হন; কিন্তু কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া পুত্রত্বপ্রাপ্তি করেন না। যদি তাহাই হইত, তবে হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ শ্রীনৃসিংহদেবের পিতা, শ্রীব্রহ্মার নাসা শ্রীবরাহদেবের পিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইত। যদি বল গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণেই পুত্রত্ব হয়, তাহাও নহে; কেননা উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষিতের রক্ষাকারী শ্রীকৃষ্ণও তবে উত্তরার পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ হইতেন, অতএব বাৎসল্যপ্রেমই তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভাবের হেতু; সুতরাং গর্ভপ্রবেশাদি বিনাও শ্রীনন্দযশোদার পুত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রসিদ্ধ। শ্রীবসুদেব-দেবকীসম্বন্ধেও এই সিদ্ধান্ত। অপ্রকট লীলায় অনাদিকাল হইতেই শ্রীনন্দযশোদাদির শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে পুত্রভাব বিদ্যমান।

কৃষ্ণের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য (কৃষ্ণ ১৫৬) বিভু বস্তু সর্বব্যাপক, কিন্তু দর্পণাদি স্বচ্ছ-উপাধিদ্বারা বিম্ব যেমন বহুধা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যুগপৎ মধ্যমত্ব-বিভুত্ব-প্রকাশিকা অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় একই বিগ্রহ অনেক প্রকারে প্রকাশিত হয়। বিম্বের বহুধা প্রকাশে উপাধিই জীবন; উপাধিদ্বারা যেরূপ প্রকাশ পায়, স্পর্শাদিতে তদ্রূপ অনুভূত হয় হয় না। উহা বিম্বের বিপরীতভাবে উদিত হয় এবং বিম্ব পরিচ্ছিন্ন বলিয়া দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব-রূপে প্রকাশিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু বহুধা প্রকাশেও বৈশিষ্ট্য আছে—তাঁহার স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা স্ফুরিত হয় বলিয়া ঐ সকল প্রকাশ স্পর্শাদিদ্বারা অনুভূত হয়, যথেচ্ছ উদিত হয়; শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিভু বলিয়া—মূলরূপের সহিত প্রকাশিত রূপের কোনই পার্থক্য থাকেনা বলিয়া উহারাও বিম্বই। শ্রুতিতে সকল প্রকাশেরই পূর্ণতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রতি প্রকাশেই পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াদিরও বর্ত্তমানতা থাকে। কায়ব্যূহে কিন্তু একই প্রকার ক্রিয়া ও অভিমানাদি থাকে। প্রকাশমূর্ত্তির লীলাবৈবিধ্য, ক্রিয়াবাহুল্য, অভিমান-ভেদাদিও রসাল এবং নারদাদিরও উপভোগ্য।

কৃষ্ণোদ্য (হরি ৫।১৭৭) [কৃষ্ণেনোদ্যস্ত ইতি কৃষ্ণ—বদ্+ক্যপ্] কৃষ্ণকর্ত্তৃক উচ্যমান।

কৃষ্ণোপজ্ঞ (মালা প্রগো ৭) কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রথমে আরব্ধ।

কৃষ্ণোপনিষৎ (রত্ন টী ২।২২) শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য-লীলাত্মক শ্রুতি।

কৃষ্ণৌহী (হরি ৭।১৯০) [কৃষ্ণং বহতীতি] কৃষ্ণবাহিকা গোপী।

কৃসর (সক জী ৯৮) তিলমিশ্রিতান্ন।

কৢপ্ত (মালা ছ ১১) রচিত, সম্পাদিত, কৃত। ২ (নাচ ১৪) নাটকে কবি-বিরচিত ইতিবৃত্ত। ইহা কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে পরিহার্য। নাটিকায় কৢপ্ত ইতিবৃত্ত হইতে আপত্তি নাই।

কৢপ্তি (গোচ পূর্ব ২।৩) সম্পূর্ণতা।

কেকয় (প্রীতি ৮৪) পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ—শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড। ২ (ভা ৯।২৩।৩) যযাতি-বংশায় শিবির পুত্র।

কেকরাক্ষী (বিনা ২।৫২) বক্র-দৃষ্টি।

২ (সা ৬) —রাধা।

কেকা (গোলী ১৷১৯) ময়ূরের শব্দ। **-বল**—ময়ূর। **কেকিচন্দ্রক** (মালা নিকুঞ্জ° ১৫) ময়ূরপুচ্ছ। **কেকী** (ভাবনা ৩৷১১) ময়ূর।

কেত (বৃভা ২৷৭৷১৪ টী) আশ্রয়। ২ (ভা ১৷১৬৷৩০) চিহ্ন। [৩ সংকল্প, ৪ মন্ত্রণ, ৫ ধ্বজ]।

কেতক (গোচ পূর্ব ৩৷৮১) বর্ষা-কালীন পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ।

কেতন (ভা ৪৷২৪৷৬৭, গীগো ৭৷৫) শরীর, ২ (ভা ৪৷৩৷১১) গৃহ। ৩ (বিপু ৩৷১৫৷৭) নিমন্ত্রণ, [৪ ধ্বজ, ৫ চিহ্ন]।

কেতু (গোভা ১৷২৷২৫) চিহ্ন। ২ (আচ ৮৷১২) পতাকা, ৩ গ্রহ-বিশেষ। ৪ (আচ ১৷২২) উৎপাত-চিহ্ন। ৫ (ভা ৮৷৬৷১৫) বিস্ফুলিঙ্গ। ৬ (ভা ৫৷৪৷১০) ঋষভদেবের পুত্র। ৭ (ভা ৮৷১৷২৭) তামস মনুর পুত্র। ৮ (ভা ৬৷৬৷৩৭) বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে জাত একশত পুত্র। ৯ (হব ১৷৪৪৷৪৬) শক্র। **-মতী** (ছ ৩৷৭) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দো-বিশেষ। **-মান্** (ভা ৯৷৬৷১) অম্বরীষের পুত্র। ২ (ভা ৯৷১৭৷৪) ধন্বন্তরির পুত্র। **-মাল** (ভা ৫৷২৷১৯) মহারাজ আগ্নীধ্রের ঔরসে ও পূর্বচিত্তির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৫৷১৮৷১৫) জম্বুদ্বীপের বর্ষ। পারস্য ও পশ্চিম তুর্কীস্থান।

কেদার (আচ ১৷১৮৬) ক্ষেত্র। ২ (আচ ২০৷৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগ-বিশেষ। লক্ষণ—'প্রিয়াবিরহসন্তাপ-দুঃখিতো ধূসরাকৃতিঃ। কেদাররাগঃ শ্যামোঽয়ং যুবা সর্বাঙ্গসুন্দরঃ॥' ৩ (আচ ১৫৷৮১) গাড়োয়াল প্রদেশের অন্তর্গত হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ। ৪ (ভা ১০। ৮৮৷১৭) শকুনির পুত্র বৃকাসুর বা ভস্মাসুর। ৫ (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ।

কেদারিকা (বিনা ৩৷৫১) ক্ষেত্র, বাটিকা।

কেনিপাত [কে জলে নিপাত্যত ইতি নি—পত ণিচ কর্মণি অচ্] হাল, বৈঠা।

কেন্দুবিল্ব (গীগো ৩৷১০) বীরভূম জিলায় অজয়নদের তীরে অবস্থিত গ্রাম। শ্রীজয়দেব কবিরাজের জন্ম-ভূমি। ২ শ্রীজয়দেবের স্বীয় কুল।

কেন্দ্র (হ ২০৷৩৫) [জ্যোতিষ-শাস্ত্রমতে] লগ্ন—চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থান।

কেমুক (হ ১৩৷১১) কেঁউ গাছ। ২ কন্দশাকভেদ।

কেয়ূর (গোলী ৪৷৭৪) অঙ্গদ।

কেরল (ভা ১০৷৭৯৷১৯) মালাবার হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ।

কেলতিনাট (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহতুল্য গোপ।

কেলন (আচ ১২৷৫৮) [কেল্ গতৌ ভ্বাদিঃ] উৎসর্পণ।

কেলি (অকৌ ১৫৷১৯) বিহারকালে কান্তের সহিত ক্রীড়া। ২ (গোচ উত্তর ৩৭৷১৫৪) পরিহাস। **-কন্দ** (মালা মুকুন্দ ২৫) বিবিধ ক্রীড়াকর্ত্তা। **-কন্দলী** (কিরণ ৫) শ্রীরাধার প্রাণসখী। **-কুঞ্জ** (মালা গান্ধর্ব ১) বৃন্দাবন। **-মঞ্জরী** (কৃষ্ণা ৪৷২১৩) শ্রীরাধার কিঙ্করী, (কৃগ পরিশিষ্ট ১৩৯) যূথেশ্বরী। **-লতিকা** (আচ ১১৷৯৫) শ্রীরাধাকিঙ্করী। **-বৃন্দাবন** (গোচ পূর্ব ১৷৫৭) শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-গণের বসতিস্থানরূপী শ্রীবৃন্দাবন-পদ্মের দলসমূহে অবস্থিত প্রদেশ।

কেলী-কলি (দা ১) ক্রীড়া-কলহ।

কেবল (ভা ১১৷২৮৷৩৭) অভিন্ন —স্বামী। ২ ইতর-সম্বন্ধ-সম্ভাবনা-রহিত—ত্রী, ৩ এক—বি। ৪ (ভা ১০৷৪৮৷২০) শুদ্ধ, বিকার-রহিত—ত্রী। ৫ (প্রীতি ১) শুদ্ধাবস্থ, ৬ পরতত্ত্বানুভব-সম্পন্ন। ৭ (উ ১৪৷৫৫) নির্ণীত—ত্রী। ৮ (ভা ৯৷২৷৩০) মধুবংশীয় নৃপতি নরের পুত্র। **-বোধ** (মুক্তা ৬৷৭) ব্রহ্মজ্ঞান। **-ভাব** (চৈ চ অন্ত্য ৭৷৩৫) ঐশ্বর্য-জ্ঞান-রহিত, শুদ্ধ-মাধুর্যময়ী প্রীতি। **-ভূতানুকম্পা** (ভক্তি ১০৫) অন্তর্যামিদৃষ্টি-রহিত হইয়া কোন দৈহিক ক্লেশ-অপনোদনার্থ প্রাণির প্রতি দয়া—ইহাতে বহির্মুখতা ও বন্ধনই হয়। **-রতি** (সিন্ধু ২৷৭৷২৫) অন্যরতির গন্ধ (স্পর্শ) না থাকিলে 'কেবলা' রতি হয়। **ইহা** ব্রজানুগ রসালাদি দাসগণে, শ্রীদামাদি সখাগণে এবং ব্রজেন্দ্রাদি গুরুগণে ক্রমশঃ স্ফুরিত হয়। **-ব্যতিরেকী** —অনুমানের অঙ্গ। 'অনুমান'-শব্দ [৪৪ পৃষ্ঠায়] দ্রষ্টব্য।

কেবলাত্মা (ভা ১১৷৭৷২৫) একাকী।

কেবলাত্মানুভাব (ভা ১১৷৯৷১৯) চিচ্ছক্তির ভাব।

কেবলাদ্বৈতবাদ (গোভা ১৷১৷১ টী) শঙ্করাচার্যমতে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা-কল্পনা। এই মতে মোক্ষেও জীবের কোন ফল স্বীকার হয় না; যেহেতু তাহা হইলে বৈশিষ্ট্য

স্বীকার করিতে হয় এবং কৈবল্যেরও ক্ষতি হয়। জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান-বশতঃ নিজের ব্রহ্মভাব বুঝিতে না পারিয়া জীব দুঃখী হয়। 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যে জীবের অবিজ্ঞাত ব্রহ্মভাবটি বিজ্ঞাপিত হইতেছে। এই মতে শক্তি ও শক্তি-মানে প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভেদসমূহ ব্যবহারিক বা প্রাতীতিক; পরমার্থতঃ ব্রহ্মের কোন শক্তিই নাই। ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অতিরিক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব ও শক্তিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন 'ভেদ' স্বীকার করিতে হয়; ব্রহ্ম আর 'অদ্বিতীয়' থাকে না।

কেবলাদ্বৈতী (রত্ন টী ১।১৯) আচার্য শঙ্করাদি।

কেবলান্বয়ী—অনুমানের অঙ্গ-বিশেষ, ['অনুমান' শব্দ (৪৪ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য]।

কেবলা ভক্তি (গীতা ৭।১৬ টী) জ্ঞান-কর্মাদি-অমিশ্রা, শুদ্ধা, অনন্যা ভক্তি।

কেশ (অর্কো ৭।৭) ব্রহ্মার ঈশ্বর, ২ [কস্য জলস্য ঈট্ ঈশ্বরঃ] বরুণ। ৩ (ভাবনা ১৯।৩৬) চুল, ৪ সুখময় প্রভু। ৫ (রত্ন টী ২।২০) কিরণ। ৬ (চৈত ১০।১২ টী) [কে শিরসি শেত ইতি] শিরোধার্য। ৭ (চৈত ২।৭।২৬) ব্রহ্মার নায়ক। **কেশক** (হরি ৭।৯১৪) কেশে আসক্ত। **°গ্রহ**—বলাৎকারে কেশ-গ্রহণ, ২ সুরতক্রীড়াঙ্গরূপে কেশের স্পর্শাদি। **-জাহ** (হরি ৭।৮৭৩) কেশের মূলদেশ। **-পক্ষ** (উ ১৩।৭০), **-পাশ**—কবরী, ২ কেশসমূহ। **-প্রসাধন** (হ ৩।২৩৫—২৩৬) দ্বিজগণ দন্তশোধনের পরে দক্ষিণাস্য বা উর্দ্ধাস্য না হইয়া কেশপ্রসাধন করত প্রণব ও গায়ত্রী স্মরণ পূর্বক শিখাবন্ধন করিবেন। **-প্রসার** (ভা ১০।৫৯।৪৫) কেশ-প্রসাধন। **-বন্ধ** (ভা ১০।৬।৫) ধম্মিল্ল, খোঁপা।

কেশর (ভগ ৭৮) মুক্তাময় প্রালম্ব। ২ (গোপী ৭।১০) বকুলবৃক্ষ। ৩ (বিনা ৪।১৪) পুন্নাগবৃক্ষ। ৪ (অর্কো ২।২৩) সিংহাদির স্কন্ধস্থিত রোম।

কেশরাচল (ভা ৫।১৭।৬) পর্বত, সীতা-নাম্নী গঙ্গাধারা এই পর্বতের উপর সর্বপ্রথমতঃ পতিত হইয়া লবণ-সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

কেশরী (বিপূ ২।৬।১১) অশ্ব, ২ সিংহ।

কেশব (ভা ১১।১।২০) শ্রীকৃষ্ণ। কেশি-নামক অসুরের বধ করিলে শ্রীকৃষ্ণের এই আখ্যা হয়। ২ (সুধা ৮২) [কেশ+অস্ত্যর্থে ব, 'কেশাদ্বোঽন্যতরস্যাম্' পা° ৫।২।১০৯] প্রশস্তনীল-কুন্তলবান্, ৩ সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিতে তেজঃসমর্পক। ৪ (সুধা ১৬) বিধি ও রুদ্রের জনক। ৫ (হরি ৩।৩১৫) প্রাচীন গ্রন্থে 'কৈশবী' ব্যাকরণের উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাধ্যায়ীর কেশব-বৃত্তিকার কেশব পণ্ডিত ইহার প্রণেতা। ভাষাবৃত্তিতে (৫।২।১১২) পুরুষোত্তম দেব, তন্ত্রপ্রদীপে (১।২।৬, ১।৪।৫৫) মৈত্রেয় রক্ষিত এবং শ্রীহরিনামামৃতে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ইনি কর্ণাটী পণ্ডিত। কর্ণাটী ভাষায় ইঁহার একখানি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ আছে বলিয়া জানা যায়। কৈশবী ব্যাকরণ এখন অদৃশ্য হইয়াছে। -৬ (হরি ৭।১১৪) ট্-ইৎ তদ্ধিত-প্রত্যয়। ৭ (ভচ ২।৮) মাতৃকা-ন্যাসে ও-বর্ণের মূর্ত্তি। ৮ (কৃষ্ণ ২৯) মথুরাস্থিত কেশবস্থানাখ্য মহাযোগপীঠের অধিপতি।

কেশবণ (হরি ৭।২৭৭) অণ্ [তদ্ধিত প্রত্যয়]।

কেশব-পদ (গী গো ৪।১৮) বৈষ্ণব, ২ কেশবের স্থান—প্রবো।

কেশব-ভারতী (চৈনা ৪।৩২) শ্রুতি।

কেশবাদি-ন্যাস (হ ৫।৯৭—১১৫) [কেশবাদিন্যাসের] প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, লক্ষ্মীনারায়ণ দেবতা, হল্ বর্ণ বীজ, স্বরসকল শক্তি এবং নিজের শ্রীবিষ্ণুকার্যার্থে বিনিয়োগ জানিয়া কেশবাদি-মূর্ত্তি ও কীর্ত্তি-প্রভৃতি একপঞ্চাশৎ শক্তির সহিত ললাটাদিক্রমে বর্ণমালার ন্যাস করিতে হয়। প্রয়োগ—'অং কেশ-বায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ' ইত্যাদি।

কেশবাদিন্যাসে শ্রীমূর্ত্তি (হ ৫।১০০—১১৩) অকারাদিক্রমে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মুষলী, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নর, অজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাত্বত, শৌরি, শূর, জনার্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বৃষঘ্ন, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল এবং নৃসিংহ—এই একপঞ্চাশ মূর্ত্তিই কেশবাদিন্যাসে স্মরণীয়। **শক্তিগণ**—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি,

ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি, জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডিকা, বাণী, বিলসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনন্দা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, বুদ্ধি, মূর্ত্তি, নতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা ও বিদ্যুতা—এই একপঞ্চাশৎ শক্তি। ভক্তিচন্দ্রিকামতে প্রকারভেদ এবং নাম-ভেদ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য [ভ চ ২।৮-৯]

কেশ-বান্ (হরি ৭।৯৫১) প্রশস্ত-কেশযুক্ত। **-বিলূনী** (হরি ৭।১৯৮) [কেশা বিলূনা যস্যাঃ] যে নারীর কেশদাম বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। **-শূল** (হব ৩৩।১৩) ভগ-বিক্রয়ী।

কেশাবতারত্ব-খণ্ডন (কৃষ্ণ ২৯) [শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার বিরুদ্ধে] বিষ্ণুপুরাণ [৫।১।৫৯-৬০] ও মহাভারতের দুইটি বচনে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর কেশাবতার অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ। শ্রীধর স্বামী বলেন—বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোকের 'সিতকৃষ্ণকেশত্ব' বলিতে শোভা-বিশেষই বাচ্য, অবিকারী শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বে বয়ঃপরিণামকৃত কেশশুক্লতা সম্ভবে না। 'কেশ-উদ্ধার' অর্থ এই—"ভূভার-হরণকার্য এমন বেশী কি? তজ্জন্য ক্ষীরোদশায়ী আমার অবতারের কি প্রয়োজন? আমার শিরোধার্য্য শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণ শীঘ্রই স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন—তাঁহাদের পক্ষে ভূভারহরণ অতিসামান্য কার্য।" মুক্তাফল টীকায়—কেশ (ক। ঈশ) অর্থ 'সুখস্বামী' করিয়াছেন। হরিবংশে উক্ত আছে যে অনিরুদ্ধ কোনও পর্বতগুহায় নিজমূর্ত্তি রক্ষা করত গরুড়কে তথায় রাখিয়া স্বয়ং আসিয়া শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হইয়াছেন। নৃসিংহপুরাণে এই প্রসঙ্গে 'কেশ' শব্দ প্রযুক্ত না হইয়া 'শক্তি' শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। কেশশব্দ অংশ-বাচকও হইতে পারে না, কেননা যিনি নিত্য নিখিল শক্তির আশ্রয়, সাক্ষাৎ আদিপুরুষ—যিনি স্বয়ং শক্তিমান্, তিনি অন্য কাহারও শক্তি হইবেন কেন? শ্রীভগবৎস্বরূপ কালাতীত; প্রভাসখণ্ডে সেই কেশের যে শুক্লবর্ণ বর্ণনা দেখা যায়, তাহা জীবগণের বিষয়-বৈরাগ্যের উৎপাদনার্থই বুঝিবে—শ্রীকৃষ্ণের কেশশুক্লতা-বর্ণনাভিপ্রায়ে নহে। বিশেষতঃ স্কান্দ প্রভাসখণ্ড শিব-শাস্ত্রোক্ত বলিয়া বিষ্ণুতত্ত্ব-বিচারে প্রমাণসহ নহে। আবার প্রভাস-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতার-কথনের পরেই বলিয়াছেন যে শ্রীবিষ্ণুই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, প্রভাস-খণ্ডে নিজের বাক্যেই পূর্বাপর বিরোধ হইতেছে; সুতরাং কেশাবতার বলিয়া যেসব উক্তি আছে—তাহা কেবল বক্তার ছলোক্তিমাত্র, সচ্চিদানন্দ ভগবানে কালকৃত-পরিণামবোধ সর্বথাই মূঢ়তার পরিচায়ক।

'কেশ'-শব্দে 'জ্যোতিঃ' অর্থও হয়, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে যে যে স্থলে কেশ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাতাহাই 'শুক্লকৃষ্ণদ্যুতিবিশিষ্ট' শ্রীরামকৃষ্ণের বোধক। কেশ-শব্দের জ্যোতিঃঅর্থেই বিষ্ণুপুরাণের বিরোধ-সমাধান হয়। তাহাতে অর্থ হয়—'শ্বেতদ্বীপপতি অনিরুদ্ধ নিজের অবতারী শ্রীরামকৃষ্ণের শুক্লকৃষ্ণতেজঃ দেখাইয়া পরিপূর্ণস্বরূপ তাঁহাদের আবির্ভাব নির্দেশ করিয়াছেন।' মহাভারতের সেই শ্লোকটি এইভাবে ব্যাখ্যাত হইবে—'দেবগণের ভূভার-হরণ-প্রার্থনায় অনিরুদ্ধ স্বকেশ প্রদর্শন করত শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবেরই সূচনা করিয়াছেন। কেশ-উদ্বর্হণে শ্রীরামকৃষ্ণের হেতুকর্ত্তৃকত্ব ধরিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণেরই ইচ্ছামত শ্বেতদ্বীপপতি শুক্লকৃষ্ণ-জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া দেবগণকে দেখাইয়াছেন। শ্রীরোহিণী-দেবকীতে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছিলেন, পরে শ্রীবিষ্ণুতে প্রকাশিত শুক্লকৃষ্ণজ্যোতিঃ শ্রীরাম-কৃষ্ণে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যে বিষ্ণুতে 'সিতকৃষ্ণকেশ' প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই বিষ্ণু ও তাঁহার অংশ-সমূহ শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন'—ইহাই তাৎপর্য। ভূভারহরণ স্বয়ং ভগবানের কৃত্য নহে, কিন্তু তদাবিষ্ট বিষ্ণুরই কার্য—সুতরাং বিষ্ণুর তদন্তঃ-প্রবেশই স্বীকার্য।

কেশি (হব ৪২, ২৬৩) দানব-বিশেষ। উহার নিধন-বার্ত্তা হরিবংশ ৮১-তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কেশিক (হরি ৭।৯৫১) প্রশস্ত-কেশযুক্ত।

কেশিকৃষ্ (অর্কো ৮।৫৪) শ্রীকৃষ্ণ।

কেশিধ্বজ (ভা ৯।১৩।২০) জনক-বংশ্য রাজা কৃতধ্বজের পুত্র।

কেশিনী (ভা ৯।৮।৪) সগরের পত্নী ও অসমঞ্জসের মাতা। ২ (সা ৬)

শ্রীরাধা। ৩ (ভা ৭।১।৪৩) বিশ্রবার পত্নী ও রাবণ-কুম্ভকর্ণের মাতা।

কেশী (হরি ৭।৯৫১) প্রশস্তকেশযুক্ত। ২ (কৃগ ২০) কংসানুচর দৈত্য-বিশেষ। ইনি অশ্বরূপী হইয়া ব্রজে গেলে শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হন। ৩ (ভা ৯।২৪।৪৮) বসুদেবের পত্নী কৌসল্যার গর্ভে জাত পুত্র।

কেসর (ছ পরিশিষ্ট ৬১) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

কৈকেয় (ভা ১০।৫৪।৫৮) সন্তর্দনাদি—সনা। ২ (হরি ৭।২) কেকয়-দেশোদ্ভব।

কৈকেয়ী (ভা ১০।৫৮।৫৬) কেকয়-দেশজাতা ভদ্রা। [২ ভরত-মাতা]

কৈঙ্কর্য (সিন্ধু ১।২।১৮৭) 'আমি শ্রীহরির দাস হইব'—এবম্বিধ কায়-মনোবাক্যে স্পৃহা।

কৈঙ্কিরাত (আচ ১৩।১৪৪) অশোক।

কৈটভ (ভা ১০।৪০।১৭) বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন দৈত্যবিশেষ। স্বীয়ভ্রাতা মধুর সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু-কর্তৃক নিহত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ [হব ৫৩] দ্রষ্টব্য।

কৈটভার্দন (ভা ৬।২৪।১৮) বিষ্ণু।

কৈতব (ভা ১।১।২) ছল, ফলাভি-সন্ধানলক্ষণ কপট—স্বামী। ২ (ভাবনা ১৫।১৬) দ্যূতকর্ম। ৩ শাঠ্য।

কৈমুত্য-(কৈমুতিক)-ন্যায় (রত্ন টী ১।১২) যেস্থলে অতি দুরূহ বিষয় সহজে বোধ্য হইয়া থাকে, সেস্থলে সুবোধ ও সহজ বিষয় অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। তাৎপর্যস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে ভার দুর্বল ব্যক্তিও বহন করিতে পারে, সে ভার অবশ্যই বলবান্ ব্যক্তিও বহন করিতে পারিবে। অথবা যাহার নিকটে লক্ষমুদ্রা আছে, তাহার নিকট সহস্র, অযুতাদি মুদ্রা নিশ্চয়ই আছে। আশ্রয় ও ব্যতিরেক উভয়ভাবে সম্ভাবনাস্থলে এই ন্যায়ের প্রয়োগ হইতে পারে।

কৈরব (বৃ ১১।১৭) শ্বেতপদ্ম। **-বন্ধু** (চৈকা ৪।১) চন্দ্র। **-স্মায়** (বিন্দু ৩) কুমুদতুল্য শুভ্রহাস্য-বিশিষ্ট।

কৈরবিণী (গোলী ১।১০১) কুমুদিনী।

কৈলাস (ভা ৫।১৬।২৭, বৃভা ২।৩।৫৯) সুমেরুর দক্ষিণে তিব্বতের অন্তর্গত পর্বত। মানসসরোবর ইহাতে অবস্থিত ; কুবেরের অধিষ্ঠান, শ্রীহরপার্বতীও কুবেরের প্রীতিতে এই স্থানে বাস করেন। **-প্রাসাদ** (হ ২০।২৪৪) দেবমন্দির-বিশেষ, যাহা ভূমির পরিমাণ হইতে এক-দশমাংশ উন্নত হয়।

কৈবল্য (ভা ১৭।২৩)কেবলানুভবানন্দ—স্বামী। ২ মোক্ষাখ্য শ্রীবৈকুণ্ঠ--জী। ৩ অদ্বিতীয়তা [স্বরূপশক্তিযুক্ততা]—বি। ৪ (চৈত ৩।১৫।১৬) ব্রহ্মস্বরূপ, ৫ (চৈত ৮।৩।১১) একান্তভক্তি। ৬ (হ ১০।৫০০) একান্তশীলতা। ৭ (নাম ২।৯) কারণের পূর্ণতা। ৮ (চন্দ্রা ৫) নির্বাণমুক্তি। ৯ (সস ভগ ১০) মায়াবাদে—অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি, বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা। এই কৈবল্য পুরুষার্থশূন্য গুণসমূহের প্রতিপ্রসবমাত্র। কৈবল্যাবস্থায় ব্রহ্মশক্তি নিরাবরণা হন অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপানুভূতির কোনও আবরণরূপে শক্তির উপলব্ধি হয় না। ১০ (প্রীতি ১) শুদ্ধতা, ১১ পরতত্ত্বানুভব, ১২ শ্রীহরির পরম স্বভাব, ১৩ পরম শ্রীহরি। **-নাথ** (ভা ১০।৪৮।৮) একান্তরতি-প্রদানে প্রভু। ২ (ভক্তি ৩২১) একান্তিনা দ্বারা সেব্য। **-বৈকুণ্ঠ**—পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের উত্তর-দ্বারের দ্বিতীয় তোরণের সংলগ্ন পূর্বদিকে একটি দ্বার অতিক্রম করিলে বটবৃক্ষের নীচের বেষ্টনের মধ্যে উচ্চ স্থান। কিম্বদন্তী—এস্থানে পূর্বে শ্রীনীলমাধব ছিলেন। ইহার সন্নিকটে দারুমণ্ডপ, বিশ্বকর্মামণ্ডপ ও মাধব-নাট্যা বা শ্রীজগন্নাথের কলেবর-স্থাপনের স্থান আছে। **-স্মৃতি** (গোতা ১।৩১) শুদ্ধভক্তিমার্গ—বি। ২ মুক্তিমার্গ—বল।

কৈশিক (নাম ৮।৮৫) কেশসমূহ।

কৈশিকী (নাচ ৪৬৮—৪৬৯) যে বৃত্তিতে নৃত্য-গীত-বিলাসাদি থাকে, মৃদু শৃঙ্গার চেষ্টা থাকে, নায়কাদির অত্যুত্তম বেশভূষা হয়, তাহাই নাট্যশাস্ত্রীয় কৈশিকী বৃত্তি। ইহা চারি প্রকার—নর্ম, নর্মস্ফূর্জ, নর্মস্ফোট ও নর্মগর্ভ। প্রেয়ঃ, শৃঙ্গার ও হাস্য-রসে ইহার প্রয়োগ হয়।

কৈশোর (সিন্ধু ২।১।৩০৯) দশম হইতে পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ কাল।

কৈশোরগন্ধী (বৃভা ১।১।১) কৈশোর বয়সের সহিত সতত সম্পর্ক-বিশেষ-যুক্ত অর্থাৎ বাল্যেও, তারুণ্যেও পরমমহাসুন্দর কৈশোরের শোভা-বিশিষ্টতায় সর্বদাই কৈশোর-বিভূষিত।

কৈশ্য (গোলী ১১।১১৩) কেশ-সমূহ। ২ কেশের হিতকর।

কোত্তর (আচ ১১।১৬৭) সুখ-প্রধান।

কোক (গোলী ১৩।৫০) চক্রবাক।

[২ ভেক, ৩ বৃক, ৪ খেজুর বৃক্ষ, ৫ বিষ্ণু, ৬ জ্যেষ্ঠী (টিকটিকী) ।

কোকনদ (গোলী ১।১০২) রক্তপদ্ম।

কোকিল (কৃগ পরিশিষ্ট ৩৬, ৫৭-৫৮) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম সখা। ইঁহার পিতা—পুষ্কর, মাতা—মেধা। বয়স ১১ বৎসর ৪ মাস; ইনি শুভ্রকান্তি, স্থুলাবণ্য, নীলবসনধারী ও নানারত্ন-বিভূষিত। ২ (গোচ উত্তর ১৭। ১২২) নির্বাপিত অঙ্গার।

কোকিলক (ছ ২।১৩৬) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

কোকিলপ্রিয় (রত্না ৫।২৯৭১) তালবিশেষ; 'কোকিলপ্রিয়নাম্নি তু গলগাঃ স্যুঃ'।

কোকিলারব (রত্না) তাল-বিশেষ; 'খ-চতুষ্কং সযত্যন্তং গুরু-বিন্দুচতুষ্টয়ম্। সযত্যন্তং লঘুশ্চৈব তালোঽয়ং কোকিলারবঃ॥'

কোঙ্ক (ভা ৫।৬।৭) দক্ষিণ কর্ণাটের প্রদেশ-বিশেষ।

কোচন (আচ ১৫।২৫১) সঙ্কোচ।

কোট (গোচ পূর্ব ২৭।৭৪) দুর্গ।

কোটক (হরি ৫।১৯৫) [কুট কৌটিল্যে ণ্বুল্] বক্রতাকারী।

কোটর (নাম ২।৬) বৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী অবকাশযুক্ত স্থান।

কোটরা (ভা ১০।৬৩।২০) বলির পত্নী ও বাণাসুরের মাতা, নামান্তর—বিন্ধ্যাবলি ও অশনা। ২ চণ্ডিকা, পার্বতীর মূর্ত্তিবিশেষ—বি। ৩ (কৃগ ১৯৬) ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ-দূতী, আভীর-জাতি, তিলতণ্ডুলবৎ অল্পপক্বকেশা। ৪ (ভা ১০।৬।২৭) উপদেবীবিশেষ।

কোটি (আচ ১৭।১১৮) কাষ্ঠা, উৎকর্ষ। ২ (আচ ১৫।৮২) অগ্রভাগ। ৩ (ব্রজ ১।৫৩) শতলক্ষ-সংখ্যা। ৪ (সাকৌ ১০।৭) প্রকার—বল।

কোটিলিঙ্গেশ্বর (চৈভা অন্ত্য ২। ৩৬৫) শ্রীভুবনেশ্বর শিব।

কোটীর (গোবি ৯০) মুকুট। [২ জটা]।

কোট্টবী (গোলী ৯।৪৫) নগ্না মুক্ত-কেশী স্ত্রী। [২ দুর্গা, ৩ বাণাসুরের মাতা]।

কোঠভোগ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অর্থভাণ্ডার ও রাজভবন হইতে প্রদত্ত ভোগ। কোঠভোগ রাজা অথবা মন্দিরাধ্যক্ষগণ, কিয়দংশ মন্দিরের সেবক ও পূজারিগণ প্রাপ্ত হন এবং অবশিষ্ট প্রসাদ বিক্রয় হয়। মূলমন্দিরের অভ্যন্তরে এই ভোগ নিবেদিত হয়।

কোণ (সাকৌ ৮।১১) বাদনদণ্ড —বল।

কোণ্ব (ভা ৫।১৯।১৬) ভারতবর্ষীয় পর্বত।

কোদণ্ড (গোচ উত্তর ১৬।৫৯) ধনুঃ।

কোদ্রব (হ ১৩।৯) কোদ ধান।

কোপনা (কৃগ ৬২) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ-তুল্যা গোপী।

কোপিতা (আচ ১৪।৩৯) ক্রুদ্ধতা।

কোমল (গীগো ৭।১০) মাধুর্য্যগুণ-যুক্ত, ২ মৃদু। ৩ (কৃগ পরিশিষ্ট ৭৫) শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলিক। **কোমলা** (গৌ ১।৩৯) বাঙ্গালা ছন্দঃ। 'শুন অরু কি কহব বাপ। হিয় দগধয়ে ত্রয় তাপ।'

কোযষ্টিকা (আচ ১।৫৬, গোলী ১২। ৯৭) জলকুক্কুট পক্ষী।

কোরক (আরা ৮৪) মুকুল। ২ (ছ টী ২) [অরিল] ছন্দোবিশেষ।

কোরদূষক (হ ১৩।১৫) কোদধান।

কোল (গোলী ২১।৩২) বদরী। [২ শূকর, ৩ ক্রোড়, ৪ শনিগ্রহ, ৫ আলিঙ্গন, ৬ দেশ]।

কোলাহল (ললা ৪।১৭) কলকল ধ্বনি। দূরগামী, বহুবিধ ও অব্যক্ত শব্দ।

কোলি (গোলী ৩।৫৮) বদরী। -**শুণ্ঠী** (চৈচ অন্ত্য ১০।২৪) শুষ্ক-বদরী।

কোল্ল, কোল্লক (ভা ৫।১৯।১৬) ভারতবর্ষীয় পর্বত।

কোবিদ (ভা ১।২।১৫) বিবেকী, পণ্ডিত, বিজ্ঞ।

কোবিদার (আচ ১।৯০) কাঞ্চনার বৃক্ষ [২ পারিজাত বৃক্ষ]; ৩ (আচ ১৮।৪৪) পণ্ডিত ও তীক্ষ্ণ।

কোশ (ভা ১০।৬।৯) মৃদু চিত্রচর্ম্মময় খাপ। ২ (মুক্তা ৫।৩) মায়ার আবরণ—কৈ। ৩ (চৈত ৩।২৫। ৩৩) লিঙ্গশরীর। ৪ (নাম ৩।১৯) অন্নময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, প্রাণময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চ আচ্ছাদন।

কোশল (ভা ৫।১৯।১৮) কাশীর উত্তর সীমা হইতে হিমালয়ের পাদদেশ-পর্য্যন্ত বিস্তৃত অযোধ্যাপ্রদেশ।

কোশলেন্দ্র (ভা ৯।১০।৪) শ্রীরাম-চন্দ্র।

কোষ (ভা ২।১।৩৩) আশ্রয়—স্বামী। ২ (হ ১১।৫৭৬) লিঙ্গশরীর। ৩ (গোলী ১৪।১৯) ভাণ্ডার।

কোষাতকী (ব্রজ ২।৯) ঘোষালতা। ২ ঘিয়া, তরই (ঝিঙ্গা)।

কোষ্ঠ (১০।৪১।২০) ধান্যাগার, অশ্ব-শালা প্রভৃতি, ২ দুর্গপ্রাচীর—সনা।

৩ (ভা ৪।২৩।১৪) ষট্‌চক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র। ৪ (ভা ৬।১৮।৫৩) কুক্ষিমধ্য—স্বামী।

কোষ্ঠী (গোবি ১০৭) গৃহপ্রকোষ্ঠ, ভাণ্ডার।

কোষ্ণ (গোলী ১৩।৫৬) ঈষদুষ্ণ।

কোহল (রত্না ৫।২৪৯৩) নাটকশাস্ত্র-কর্ত্তা মুনি। [২ বাদ্যবিশেষ, ৩ মদ্যভেদ]।

কৌকিল (হরি ৭।২৬৮) কোকিলার অপত্য।

কৌকুর (মালা গোবিন্দ ২৭) কুকুর-বংশে জাত।

কৌক্কুটিক (হরি ৭।৬৪২) [কুক্কুট + ঠক্] জীবহত্যার ভয়ে স্বপাদমূল হইতে চারিহাত পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করত গমনকারী। ২ চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষু। ৩ দাম্ভিক।

কৌক্ষেয় (হরি ৭।৫০৫) [কুক্ষি + ঢঞ্] কুক্ষিজাত।

কৌক্ষেয়ক (হরি ৭।৪২১) [কুক্ষি + ঢকঞ্] কুক্ষিবদ্ধ খড়্গ।

কৌঙ্কুম (হরি ৭।৩২৮) কুঙ্কুম-রঞ্জিত। **-পট্টীক** (হরি ৬।২৫৫) কুঙ্কুম-রঞ্জিত বসনধারী।

কৌটতক্ষ (হরি ৭।১১৮) [কুট্যাং ভবঃ কৌটঃ স চাসৌ তক্ষা চেতি] স্বতন্ত্রশিল্পকারী।

কৌটিলিক (হরি ৭।৬২০) [কুটিলিকয়া গত্যা হরতীতি অণ্] ব্যাধ, ২ কর্মকার।

কৌটিল্য (ভক্তি ১৫৩) শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবে আন্তরিক অনাদর-সত্ত্বেও বাহিরে লোকদেখান পূজার ঘটা—[প্রাক্তন অপরাধের ফলসমূহের অবান্তর-ভেদ] ২ (শেষ ৭।১৭) বিদগ্ধ-চেষ্টিত—জী। [৩ বক্রীভাব, ৪ চাণক্য।]

কৌটুম্বিক (ভা ৪।২৮।১২) কুটুম্বসহ ক্রীড়াশীল। কুটুম্ব-ভরণে ব্যাপৃত।

কৌণপ (ভা ১০।১২।২৯) রাক্ষস। -দন্ত—ভীষ্ম।

কৌণ্ডিনী (অকৌ ১০।১৩) রুক্মিণী।

কৌতুক (বৃভা ২।৪।১১৫) বিনোদ। ২ (প্রেম ১১) চমৎকার। ৩ ঔৎসুক্য, বিস্ময়। ৪ (হ ১৯।৭৫২) মঙ্গলসূত্র। ৫ (হ ৭।১৪৯) উৎসব। ৬ নর্ম, ৭ গীতাদিভোগ।

কৌতুকী (চৈচ মধ্য ২৪।২৯) আনন্দ-ময়।

কৌতুহল (ভা ১২।৮।৫) ঔৎসুক্য—স্বামী। ২ সংশয়হেতু কৌতুক। ৩ (হরি ৭।৮৪৫) নূতন বিষয় জানিবার আগ্রহ।

কৌথুম (প্র ৬।৪) মহর্ষি কুথুম-প্রচারিত সামবেদের জ্ঞাতা।

কৌদ্রবীণ (হরি ৮৫৩) [কোদ্রবাণাং ভবনমিতি খঞ্] কোদধান্যের ক্ষেত্র।

কৌন্তী (ভা ১২।১।৩৭) কুন্তিভোজ দেশ।

কৌন্তেয় (গীতা ৯।২৩) অর্জুন, [২ অর্জুনবৃক্ষ, ৩ যুধিষ্ঠিরাদি তিন ভাই]।

কৌন্দ (পদ্যা ৩৩৪) কুন্দপুষ্প-সম্বন্ধীয়।

কৌন্দী (চচ ৪।১) কুন্দলতা—সুভদ্রের পত্নী।

কৌপিঞ্জল (হরি ৭।৫৭৪) কুপিঞ্জল-পক্ষিসম্বন্ধীয়।

কৌপীন (হরি ৭।৮৭০) [কূপপতন-মর্হতীতি কূপ + খঞ্] অকার্য, পাপাদি। [২ চীরখণ্ড], ৩ গুহ্য-দেশ। ৪ মেখলাবদ্ধ বস্ত্রখণ্ড।

কৌমার (হরি ৫।২৯১) [কলাপ-শব্দ দ্রষ্টব্য] ২ (ভা ১১।২২।৪৬) ষোড়শ-বর্ষাবধিকাল, কুমার বয়স। (সিন্ধু ২।১।৩০৯) পাঁচবর্ষ-যাবৎ কাল। ৩ (কৃষ্ণ ৬) চতুঃসনরূপ।

কৌমুদ (হ ১৬।৩০৯) কার্ত্তিক মাস। ২ পৃথিবীতে আনন্দ।

কৌমুদকী (গোচ উত্তর ২৯৬) শ্রীকৃষ্ণের গদা। **কৌমুদিক** (হরি ৭।৪০২) কুমুদপর্বতের সন্নিহিত দেশ, ২ কুমুদযুক্ত দেশ। **কৌমুদী** (কৃগ ২৫১) শ্রীরাধার সখী। ২ (বিনা ২।৫৬) জ্যোৎস্না। ৩ (ছ পরি ৮০) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দোবিশেষ। ৪ (হ ১৬।৪০৯) প্রবোধনী। ৫ (হব ২।৮০।৫২) কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

কৌমুদীশ (আচ ১।২১) চন্দ্র।

কৌমোদকী (রত্ন টী ৮।৩৬) সিদ্ধান্তরত্ন-টিপ্পনীর দ্বিতীয় পাদ। ২ (ভা ৮।২০।৩১) বিষ্ণুর গদা।

কৌম্ভেয়ক (হরি ৭।৪২৫) [কুম্ভী + ঢক্] হস্তিনী-জাত, ২ কুম্ভীর-কৃত, ৩ ক্ষুদ্রকুম্ভ-নিষ্পাদিত, ৪ মৎস্যবিশেষ-জাত।

কৌরবক, (ভা ৪।২।১৯), **কৌরব্য** (হরি ৭।৫৩২) কুরুবংশোৎপন্ন, কুরুর অপত্য, কুরু-দেশের রাজা।

কৌরুবিন্দ (বৃ ২।৪) পদ্মরাগ-খচিত।

কৌল (ভা ১২।৩।৩৩) কুলপরম্পরা-গত, ২ কুলীন। ৩ (গৌকৃ ৫।৪৫) সৎকুলোদ্ভব, ৪ দিব্য, বীর ও পশু-ভাবত্রয়ান্তর্গত সাধন-সম্পন্ন—দিব্য-ভাবরত কৌল সর্বত্র সমদর্শনসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞানী (কুলার্ণবতন্ত্রে)। বীর হইতে মন্ত্রগ্রহণে বীর ও পশুমুখে মন্ত্র

গ্রহণে পশুই হয়, কিন্তু কৌল হইতে মন্ত্রপ্রাপ্তি করত ব্রহ্মজ্ঞ হয়—(মহানীলতন্ত্রে)।

কৌলত্থ (হরি ৭।৬০৯) কুলত্থ-কলায়ের যূষ।

কৌলিক (রত্ন টী ৮।৩০) কুলতন্ত্রজ্ঞ, বামাচারী শাক্ত। [তন্ত্রে] কুলাচার।

কৌলীন (গোচ উত্তর ১৭।৯) লোকবাদ, ২ পৃথিবীতে লীন। ৩ সৎকুলজাত। **কৌলেয়** (হরি ৭।২৮৮) সৎকুলজাত। **কৌলেয়ক** (গোচ উত্তর ১৭।৮) কুক্কুর। [২ সৎকুলীন]।

কৌশ (ভা ৩।৪।৭) কৌশেয়। ২ কান্যকুব্জদেশ, ৩ কুশ দ্বীপ]।

কোশল (গোভা ৩।৩।৩৯) ক্রিয়া-নৈপুণ্য। ২ (ভা ১।১৬।২৫) যুগপৎ ভূরিসমাধান-কারিতারূপ চাতুরী। ৩ কলাবিলাস-বৈদগ্ধী। ৪ (ভা ৩।১।১৩) মঙ্গল। ৫ (ভা ১০।৫৮।৫২) কোশলরাজ নগ্নজিৎ।

কৌশল্য (ভা ৬।১৫।১৫) জ্ঞানোপদেষ্টা ঋষি। ২ (আচ ১২।১৩২) চাতুর্য, ৩ পৃথিবীতে শৈলবিশেষ।

কৌশল্যা (ভা ৯।২৪।৪৮) বসুদেবের পত্নী, নামান্তর—ভদ্রা। [২ শ্রীরামমাতা] ৩ (উ ৩।৯) নাগ্নজিতী। **কৌশল্যায়নি** (হরি ৭।২৮৫) কৌশল্যার অপত্য। **কৌশল্যেয়** (হরি ৭।২৬৩) শ্রীরাম চন্দ্র।

কৌশাম্বী (ভা ৯।২২।৪০) প্রয়াগের ৩০ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান কোশামের নিকট যমুনাকূলে অতিপ্রাচীন নগরী।

কৌশারব (ভা ৩।৪।২৬), **কৌশারবি** (ভা ৩।১০।১৩) কুশারু ঋষির পুত্র—মৈত্রেয়।

কৌশিক (ভা ১।৯।৪, হ ১২।৩১০) পূর্ব্বদিগ্‌বাসী মহর্ষি-বিশেষ (রামা° উত্তরা ১)। ২ শ্রবিষ্ঠার তনয়—মহর্ষি (হরি-হরি ১৮৫), ৩ গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি (স্কন্দ-ব্রহ্ম-ধর্ম ৯)। ৪ (হ ৮।২৭৭) বরাহপুরাণে উক্ত আছে যে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ভগবদ্গীত-প্রভাবে শিষ্য, সেবক ও শ্রোতৃবৃন্দের সহিত বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তাঁহাকে ভূয়শঃ সম্মানিত করিয়াছেন। ৫ (বৃ ভা ২।৫।১৯৯) ইন্দ্র। ৬ বিশ্বামিত্র। ৭ (গোচ পূর্ব ১৮।১৬৪) পেচক, ৮ (রত্না ৫।২৭৪২) রাগবিশেষ। ৯ (ভা ১০।৮৩।২৮) রেশমী বস্ত্র।

কৌশিকী (হ ১৩।২২৭) শৃঙ্গাররস-প্রধান গীতবৃত্তি-বিশেষ। ২ (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্তা রাগিণী। ৩ (ভা ৫।১৯।১৭) গাধী নৃপতির কন্যা সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক বিবাহ করেন—সত্যবতী পরে কৌশিকী-নামিকা নদী হয় [বিষ্ণুপুরাণ ৪।১] ইহা মগধের মধ্য দিয়া ভাগীরথীর শাখানদীরূপে প্রবাহিতা।

কৌশেয় (বৃ ৮।১০) রেশমী, পট্টবস্ত্র।

কৌষারবি (ভা ৪।১৩।২৮) মৈত্রেয়।

কৌষেয় (হরি ৭।৪৮৯) কৃমিকোষোত্থ বস্ত্র।

কৌসুমেষবী (লনা ২।১৩) কাম-দেব-সম্বন্ধীয়। ২ বৈদিক শাখা।

কৌসুম্ভ (লনা ৭।৩৫) কুসুম্ভ-পুষ্প-বর্ণে রঞ্জিত।

কৌস্তুভ (ভা ১২।১১।৮, কৃগ পরি-১২৯) শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ-লগ্ন মণি, যাহা কালীয় হ্রদে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে কালীয়-পত্নীগণ উপহার দিয়াছেন। উৎপত্তিকথা [হব ২২]। **-মুদ্রা** (হ ৬।৩৮) দক্ষিণ কনিষ্ঠাকে দক্ষিণ অনামিকার পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া বাম কনিষ্ঠা দ্বারা দক্ষিণ তর্জনী আবদ্ধ করিবে, বাম অনামিকা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ-মূলে সংলগ্ন করিবে এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সরলভাবে সংযোজন করত অন্য চারি অঙ্গুলি পরস্পর অগ্রভাগে সংযুক্ত রাখিলে 'কৌস্তুভ মুদ্রা' হয়। [অন্য প্রকারেও হয়।]

ক্রকচ (বৃ ৯।৯৩) করাত, [২ গ্রন্থিল বৃক্ষ, ৩ জ্যোতিষোক্ত যোগ-ভেদ]।

ক্রতু (ভা ৩।১১।১৫) অনুষ্ঠেয় কর্ম। ২ (ভা ৪।৭।৪৩) নির্যূপ যজ্ঞ। ৩ (রত্ন ২।৪৬) সংকল্প। ৪ (গোভা ১।২।১) উপাসনা। ৫ (প্রীতি ৫১) নিশ্চয়। ৬ (ভা ৪।১।৩১) বালিখিল্য ঋষিগণের পিতা। ৭ (ভা ৪।১৩।১৭) ধ্রুবের বংশে উল্মুকের পুত্র। ৮ (ভা ১০।৬১।১২) শ্রীকৃষ্ণের জাম্ববতী-গর্ভজাত পুত্র। ৯ (ভা ১০।৭৪।৮) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে সমাগত ব্রহ্মবাদী। **-ভুক্** (মাম ৩।১০) দেবতা। **মুনি-** (গোচ উত্তর ২।৫৫) নারদ। **-রাট্** (ভা ১০।৭৫।১৮) রাজসূয় যজ্ঞ। ২ অশ্বমেধ।

ক্রথ (ভা ৯।২৪।৩) সোমবংশ্য বিদর্ভের পুত্র।

ক্রন্দরী (কৃগ ২২) শ্রীযশোদার প্রাণ-প্রেষ্ঠ সখী। মতান্তরে—ঐন্দবী।

ক্রম (শেষ ৭।১৭) ক্রিয়া-সন্ততি। ২ (অকৌ ৩।৫) বিভাবাদিদ্বারা ব্যজ্যমান রস, কিন্তু বিভাবাদি নহে। ৩ (হ ৫।১) বিধি। ৪ (আচ

১৭।২০৬) পদব্রজন। ৫ (আচ ৮।১) শক্তি, ৬ পরিপাটী, ৭ (ভা ৪।৬।৪৮) পরাক্রম, ৮ (নাচ ১৪২) ভাব-জ্ঞান বা চিন্ত্যমান বিষয়ের অর্থসঙ্গতি। ৯ (চৈচ মধ্য ২৪।১৯) কম্পন। **ক্রমক** (হরি ৭।৩৫০) [ক্রমমধীতে বেদ বেত্তি বুঞ্] বেদের ক্রমপাঠের অধ্যেতা বা বেত্তা। **ক্রমণ** (মালা ললিত ৫) পদবিক্ষেপ।

ক্রমদীশ্বর——সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ-প্রণেতা। ইনি মুগ্ধবোধ টীকাকার দুর্গাদাস ও ভরত মল্লিকের অনেক পূর্ববর্ত্তী। ইনি বিশেষভাবে মহর্ষি শাকটায়নেরই অনুসরণ করিয়াছেন। বৃত্তিখানিও ক্রমদীশ্বরেরই রচনা। জুমর নন্দি-কর্ত্তৃক ইহা পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

ক্রমমুক্তি (প্রীতি ৩) ভক্তিমিশ্রযোগী যদি সদ্যোমুক্তির আকাঙ্ক্ষাশূন্য হন অর্থাৎ ব্রহ্মপদ, সিদ্ধলোক, অণিমাদি ঐশ্বর্য-ভোগের আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তবে মন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত প্রাণবায়ুর নির্গমণ করেন। দেহান্তে আকাশ-পথে গমন করত ব্রহ্মলোকে গমন-পথরূপা অগ্ন্যভিমানী দেবতাকে প্রাপ্তি করেন, তৎপর শিশুমার চক্রে গিয়া আদিত্যাদি ধ্রুবান্তলোক প্রাপ্ত হন; অনন্তর লিঙ্গ শরীর দ্বারা তাহাকেও অতিক্রম করত মহর্লোকে কল্প-পরিমিতকাল অবস্থান করিতে পারেন, কিন্তু এই সময়েই যদি কল্পান্ত হয়, তবে ত্রৈলোক্য-দহনের উত্তাপে মহর্লোক তপ্ত হইলে তদূর্দ্ধে সত্যলোকে গমন করেন। সত্য-লোকে গত ব্যক্তিদের তিন প্রকারে গতি হয়। প্রথমতঃ—পুণ্যোৎকর্ষে তথায় গমন করিলে কল্পান্তরে পুণ্য-তারতম্যে অন্যত্র অধিকারী হন। দ্বিতীয়তঃ—হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনায় সত্যলোক-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। তৃতীয়তঃ—শ্রীভগবদুপাসনা করিয়া স্বেচ্ছায় ব্রহ্মলোকে গমন করিলে তাঁহারা যথেচ্ছাক্রমেই ব্রহ্মাণ্ডভেদপূর্বক বিষ্ণু-ধামে গমন করিতে পারেন। (প্রীতি ১৫) ক্রমমুক্তির ন্যায় **ক্রমভগবৎ-প্রাপ্তি** অজামিলে দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-দূতের সঙ্গপ্রভাবে নির্বেদগ্রস্ত হইয়া গঙ্গাতীরে গমন,যোগধারণায় আত্মাতে মনঃসংযোগ, তৎপরে ব্রহ্মে যোজনা, বিষ্ণুদূতগণের পুনর্দর্শনলাভ, গঙ্গায় দেহত্যাগ, তৎপরে পার্ষদ-দেহলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন হইয়াছিল।

ক্রমুক (আচ ১।১৯১) গুবাক। ২ (গোলী ২১।৫১) লোধ্র, ৩ মুস্তক, ৪ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ।

ক্রমেলক (আচ ৭।৩১) উষ্ট্র।

ক্রয়বিক্রয়িক (হরি ৭।৬১৬) [ক্রয়-বিক্রয়াভ্যাং জীবতীতি ঠন্] বণিক, ব্যবসাদার। **ক্রয়াক্রয়িকা** (হরি ৬।১৭) বৃহৎ ও ক্ষুদ্রবস্তুর ক্রয়। **ক্রয়িক** (হরি ৭।৬১৬) [ক্রয়েণ জীবতীতি] ক্রেতা। ২ বণিক্। **ক্রয়িকা** (হরি ৬।১৭) স্বল্প ক্রয়। **ক্রয্য** (হরি ৫।১৬৪) ক্রয়ার্থ প্রসারিত দ্রব্য।

ক্রব্য (ভা ১০।৮৮।১৭) আম মাংস। **ক্রব্যাৎ** (হরি ৫।২৭৮) রাক্ষস। ২ মাংসভোজী। **ক্রব্যাদ** (গোচ উত্তর ১৩।১৬) রাক্ষস, হিংস্রক।

ক্রশিমা (ঐ ৪।১২) কৃশতা। **ক্রশিষ্ঠ** —অতিশয় কৃশ।

ক্রান্তি—পাদবিক্ষেপ, ২ গতি।

ক্রিয়া (ভা ৩।২৪।২৩) কর্দম প্রজাপতির কন্যা ও ক্রতু মহর্ষির পত্নী। বালিখিল্য ঋষিগণের মাতা। ২ (ভা ৪।১।৫১) দক্ষকন্যা ও ধর্মপ্রজাপতির পত্নী।৩ (ভা ৬।১৮।৪) বিধাতা-নামক আদিত্যের পত্নী। ৪ (হরি ৫।৪৪৪) [ডুকৃঞ্ + শ] কার্য। ৫ (হরি ২।১, ৪।১০) ধাতুর অন্তে তিঙ্ যোগ করিলে যে পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে ক্রিয়া বা তিঙন্তপদ বলে। ধাতুর অর্থই ক্রিয়া। ফলানুবন্ধী যত্নকেও ভাবনা বা ক্রিয়া বলা হয়। ৬ (হ ৫।১৪০) পীঠন্যাসে প্রোক্তা নব শক্তির চতুর্থী। ৭ (আচ ২০।৫৯) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত তালধারণ করিবার জন্য হস্তক্রিয়া। ৮ (ভা ২।৫।২৩) ইন্দ্রিয়—স্বামী। ৯ (ভা ৫।১৮।৩৬) ইন্দ্রিয়-ব্যাপার। ১০ (ভা ৬।৪।৪৬) ভাবনা। ১১ (সিন্ধু ৩।৩।৯০—৯৪) প্রেয়োভক্তি-রসে প্রচেষ্টা; (১) সুহৃৎগণের—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ, হিতকর কর্মে প্রবর্ত্তন, সর্বকার্যে অগ্রগামিতা। (২) সখাদের—মুখে তাম্বূলার্পণ, তিলক-রচনা, চন্দনাদি-গন্ধদ্রব্য-বিলেপন এবং পত্রভঙ্গী-রচনাদি। (৩) প্রিয়সখাদের—যুদ্ধে পরাজিত করা, বস্ত্রধারণে আকর্ষণ, হস্ত হইতে পুষ্পাদির বলপূর্বক গ্রহণ, কৃষ্ণ-হস্তে নিজের প্রসাধন, হস্তে হস্তে ধরিয়া পরস্পর আকর্ষণাদি। (৪) প্রিয়-নর্মসখাদের—গোপীদের নিকটে দৌত্য, তাঁহাদের প্রণয়ের অনু-মোদন, গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কেলি-কলহে সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ-সমর্থন, অসাক্ষাতে স্বস্বযথেশ্বরীর পক্ষসমর্থন-

চাতুরী এবং কর্ণাকর্ণি কথাদি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাধন, তদগ্রে নৃত্য-গীতবাদ্য, গো-শুশ্রূষা, অঙ্গসম্বাহন, মাল্যগুম্ফন ও বীজনাদি ক্রিয়া দাসগণে ও সখাগণে সাধারণ।

ক্রিয়াক্ষয় (যো ৩৪) জন্মান্তর। °**গুপ্তি** (শেষ ৪।১৬) প্রহেলিকা-ভেদ।

ক্রিয়াতিক্রম, ক্রিয়াতিপত্তি (হরি ৩।১২, ৪।১৭১) ক্রিয়ার অনিষ্পাদন। °**পদ** (সা কৌ ১১।৪) বিবাহকাল। **-পর** (রত্ন ৪।১৬) অগ্নিহোত্রাদি কর্ম-প্রতিপাদক। **-যোগ** (ভা ১১।২৭।১) কৃষ্ণার্চন—স্বামী। ২ (হ ১৯।৬) দেবতারাধন, দেবমন্দির-নির্মাণ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম। পাতঞ্জল-সূত্রভাষ্যে—তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর--প্রণিধান। **ক্রিয়ার্থ** (ভা ৩।২১।২১) কর্মফলভোগ—স্বামী। ২ (ভগ ৭) ক্রিয়ার উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার-রূপ চতুর্বিধ ফল। [৩ কর্ত্তব্যবিধি-বোধক বেদাদিবাক্য-বিশেষ, মীমাংসা-শাস্ত্রে ত এইরূপ বাক্যেরই প্রামাণ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে] **-বান্** (রত্ন ৩।৩২) আচারবিশিষ্ট। ২ পণ্ডিত, ৩ ক্রিয়া-নিরত। **-ব্যতীহার** (হরি ৪।২০৩) পরস্পরের মধ্যে একই প্রকার কার্য। **-শক্তি** (চৈচ মধ্য ২০।২৫২, ২৫৫) সন্ধিনী বা সত্তাবিধায়িনী শক্তি। ২ (গো ভা ১।১।২) হ্লাদিনী—বল। ৩ (ভগ ১৬) সূত্রাদি। **-সমভিহার** (হরি ৪।১৯৬) একই ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ কথন বা আতিশয্য।

ক্রীড়নক (বৃ ভা ২।৫।৫৪) ক্রীড়া-সাধন। ২ ক্রীড়ারূপ সুখ।

ক্রীড়নকৃৎ (লী ৬৩) লীলা-বিনোদী।

ক্রীড়া (প্রীতি ১৫১) লীলা। ২ (রত্না ৫।২৯৭১) চণ্ডনিঃসারুক তালবিশেষ। 'ক্রীড়া দ্রুতৌ বিরামান্তৌ চণ্ডনিঃসারুকশ্চ সঃ।' **-চক্র** (ছ পরিশিষ্ট ৬৭) প্রতিপাদে অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-ধ্যান** (সিন্ধু ১।২।১৮১) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একতম, ধ্যান-ভক্তির অবান্তর ভেদ। **-মৃগ** (ভা ৩।৩।৫) কামবশ—জী। ২ (ভা ১১।২৬।৯) অধীন—স্বামী।

ক্রুঞ্চ (হরি ২।১০১) কোঁচ বক। **ক্রুঞ্চা**—বীণাবিশেষ। **ক্রৌঞ্চকীয়** (হরি ৭।৪১৫) [ক্রুঞ্চাস্বিন্নস্তীতি কুক্] বীণা-সম্বন্ধীয়, ২ বক-নিবাস, ৩ ক্রৌঞ্চপর্বতের নিকটবর্তী দেশাদি।

ক্রূর (স্তব ৫।৮) ঘোর, নির্দয়, কঠিন। **-কর্মা**—হিংসক।

ক্রূরা (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা। 'মল্লদিগের অশনি' ইত্যাদি বাক্যে উক্ত শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য-প্রতিপাদিকা শক্তি।

ক্রেঙ্কার (গোচ পূর্ব ১৩।২৫) সদ্যঃখাহ্বান।

ক্রেয় (হরি ৫।১৬৪) ক্রয়যোগ্য।

ক্রোড় (ভা ৩।২১।৪৪) শূকর। ২ (গোলী ২১।৬৯) মূল, ৩ (উ ১৫। ১১৭) অঙ্ক। [৪ বক্ষোমধ্যভাগ, ৫ বৃক্ষকোটর, ৬ শনিগ্রহ]

ক্রোথ (গোচ উত্তর ১৫।১২) হত্যা।

ক্রোধ (সিন্ধু ২।৫।৬৩) প্রাতিকূল্যাদি দ্বারা চিত্তের দাহ। ইহাতে পারুষ্য, ভ্রূকুটি, নেত্রলৌহিত্যাদি প্রকট হয়। ২ (হরি ৪।৯৩) অপরাধের অসহন। ৩ (ভচ ৭। উপ°) অনিষ্টের প্রতি বিদ্বেষ। ৪ (নাচ ২৬০) অপরাধাদির দর্শনে চিত্তের দীপ্তিকে নাট্যশাস্ত্রে 'ক্রোধ' বলে। ৫ (ভা ৪।৮।৩) শঠতার গর্ভে জাত লোভের পুত্র। **-জয়** (ভক্তি ২৩৭) কাম-পরিত্যাগে ক্রোধ-জয় হয়। **ক্রোধন** (ভা ৯।২২।২১) সোমবংশ্য অযুতের পুত্র। ২ (হরি ৫।৩৩৭) [ক্রুধ্ রোষে+যুচ্] ক্রোধী। **ক্রোধবশা** (ভা ৬।২৬। ২৮) দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের ভার্যা। ইহার গর্ভে দন্দশূকাদির জন্ম হয়।

ক্রোধাবেশাভাস—(প্রীতি ৭) স্যমন্তকোপাখ্যানে, মহাকালপুর-বৃত্তান্তে এবং মৌষলোপাখ্যানে শ্রীবলদেব, অর্জুন ও নারদের যে ক্রোধাবেশ দেখা যায়, তাহা তাহাই শ্রীবলদেব ও অর্জুনে শ্রীপ্রভুর অভিপ্রায় না জানায় এবং নারদে তদভিপ্রায়-বশতঃই হইয়াছিল বলিয়া প্রকৃত ক্রোধ নহে। লীলা-পরিকরে মায়িক ক্রোধাদির স্পর্শ হয় না।

ক্রোশন (ভা ১০।৮৬।১০) উচ্চ আর্ত্তনাদ।

ক্রোষ্টু (ভা ৯।২৩।২০) সোমবংশীয় যদুর পুত্র। ২ (ভা ১০।১৫।৩৬) মহাশব্দকারী। ৩ (গোচ পূর্ব ৩৩। ৫৮) শৃগাল।

ক্রৌঞ্চ (ভা ৫।১।৩২) সপ্তদ্বীপান্তর্গত পঞ্চম দ্বীপ, কৃষ্ণসাগর-মধ্যস্থ আর্মি-নিয়া, কৈলাসের উত্তরস্থ ককেশাস পর্বত; ৩ গড়বালের অন্তর্গত 'নিতি' অধিত্যকা। ৪ (হরি ৭। ২৬৮) [ক্রুঞ্চা বকী তস্যা অপত্যং পুমান্] বকীর পুত্র। ৫ (হ ৭।৩০০) তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি—

ইনি কার্ত্তিকেয়ের হস্তে নিহত হন।
ক্রৌঞ্চপদা (ছ ২।১৭৩) পঞ্চবিংশ-ত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।
ক্রৌঞ্চারি (পদ্য ১৪৬), **ক্রৌঞ্চা-রাতি** (হংস ৩৪) কার্ত্তিকেয়।
ক্রোশশতিক (হরি ৭।৭৮৬) [ক্রোশশতং গচ্ছতীতি ঠঞ্] শত-ক্রোশ গমনকারী।
ক্লম (ভা ১১।২৫।৪) শ্রম—স্বামী। ২ (গোলী ১৯।৯৭) দুঃখ। **ক্লমথ** (গোচ উত্তর ২৬।৮১) গ্লানি। **ক্লমন** (গোচ, পূর্ব ১০।৫৫) গ্লানিকর। **ক্লমী** (হরি ৫।৩২৩) [ক্লমু+ণিনি] গ্লানিশীল।
ক্লাম্যদ্বল (নিবি ৯) [ক্লাম্যৎ বলং যস্য] অতিক্লান্ত।
ক্লিন্ন (গোলী ২৩।৭২) আর্দ্র। **ক্লিন্না** (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঙ-বর্ণের শক্তি।
ক্লিপ্ত (বৃ ১২।২৬) রচিত।
ক্লিশিত (হরি ৫।৫০) প্রাপ্ত-ক্লেশ। ২ উপতাপিত। **ক্লিষ্ট** (হ ১।৬৪) বৃথা ক্লেশভোগী। ২ পূর্বাপর-বিরুদ্ধার্থক বাক্য। **ক্লিষ্টতা** (অকৌ ১০।৮) যে শব্দ প্রকৃতার্থবোধে বিলম্ব ঘটায়, তাহাই ক্লিষ্টতা-দুষ্ট। যথা—'যমুনা-জনক--জ্যোতিরুদয়স্মিতশালী' —এই বাক্যে যমুনাজনক=সূর্য্য, তাহার কিরণ-প্রকাশে স্মিত-শোভিত হয় যাহা অর্থাৎ পদ্ম—এইরূপে কষ্টে অর্থগ্রহণ হইল।
ক্লীব (গোচ পূর্ব ৩৩।৩০) সামর্থ্যহীন।
ক্লেদন (ভা ৩।২৬।৪৩) আর্দ্রীকরণ।
ক্লেশ (ভা ১০।৮৪।৩২, গৌ কৃ ১।১৯) অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি-নিবেশ—এই পাঁচ দুঃখ। **ক্লেশঘ্নী ভক্তি** (সিন্ধু ১।১।৪৭) সাধন-ভক্তির প্রথম অবস্থা। এস্থলে 'ক্লেশ' বলিতে পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যাকে বুঝায়। অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ-ভেদে পাপ—দ্বিবিধ। বাসনাই মূল পাপবীজ এবং অবিদ্যা—অজ্ঞান। **ক্লেশল** (হ ১১।৬০৮) ক্লেশ, ক্লেশদাতা। **ক্লেশা-পহ** (হরি ৫।২৬২) কষ্টনাশক।
ক্লৈব্য (ভা ৪।২৫।৬২) পারবশ্য—স্বামী। ২ (গীতা ২।৩) কাতরতা।
ক্বচিদ্ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা (উ ১৪।৪৮) নিত্যসিদ্ধা রুক্মিণীপ্রভৃতি প্রেয়সীগণে নিসর্গতঃই রতি প্রাদু-র্ভূত হয় বলিয়া কদাচিৎ রতি হইতে ভিন্নাকারে স্থাপিত হইয়া সম্ভোগতৃষ্ণা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সর্বদার জন্য উহা রতির সহিত তাদাত্ম্যভাবেই থাকে। তাৎপর্য এই—শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির বয়ঃসন্ধিতেই শ্রীনারদাদির মুখে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণগুণ-লীলাদির শ্রবণাদিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিসর্গা রতি এবং কামোদ্গমযুক্ত বয়ঃসন্ধির স্বভাববশতঃ সম্ভোগতৃষ্ণাজন্যা রতিও যুগপৎ উদিত হইয়াছিল। প্রথমটিই বহুতর প্রমাণে এবং দ্বিতীয়টি স্বল্প-প্রমাণে আবির্ভূত ও মিলিত হইয়া সমঞ্জসা আখ্যা লাভ করিয়াছে। তৎপরে তাঁহাদের সম্ভোগতৃষ্ণাও দুই প্রকারে প্রকাশিত হইল—(১) নিসর্গোত্থ-রত্যনুভাবরূপা, ইহাতে রতির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া সম্ভোগতৃষ্ণা থাকে এবং (২) সম্ভোগ-তৃষ্ণোত্থ-রত্যনুভাবরূপা, ইহাতে রতি হইতে পৃথক্রূপে সম্ভোগেচ্ছাটি থাকে, কিন্তু সর্বদার তরে ইহার উদয় নাই। যখন সম্ভোগ-বাঞ্ছার পৃথক্ভাবে উদয় হয়, তখন ঐ সম্ভোগস্পৃহোত্থ ভাবহাবাদি শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ করিতে পারে না—(বি)।
ক্বণ, ক্বণিত, ক্বাণ (হরি ৫।৪২০) শব্দ, ধ্বনি।
ক্বত্য (আচ ১০।১২৬) কোন্ দেশে জাত?
ক্বথিত (ভা ১০।২২।৩২) অগ্নিপক্ব, ২ জলসিক্ত। **ক্বাথ** (গোচ উত্তর ২।২৪) পাক। ২ অতিদুঃখ।
ক্ষ (নিবি ৬৫) নাশ। ২ সংবর্ত্ত, ৩ রাক্ষস, ৪ নরসিংহ, ৫ বিদ্যুৎ।
ক্ষণ (হ ৯।৩৪৯) অবসর, ২ উৎসব। ৩ (আচ ১।২৪) অত্যল্প সময় [তিন নিমেষ], ৪ নির্ব্যাপার-স্থিতি। **-কল্পতা** (উ ১৪।১৬৮) শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগকালে একটি ক্ষণকেও এক-কল্পবৎ বিস্তারিত বলিয়া ধারণা।
ক্ষণদা (রতি ৪।১৩) রাত্রি, ২ উৎসব-দায়িকা। ৩ উৎসব-নাশিনী। **-পতি** (ল না ২।১৭) চন্দ্র। **-মুখ** (বিনা ৩।২৭) প্রদোষ, রাত্রির প্রারম্ভ।
ক্ষণ-দায়ী (ল না ২।১৭) উৎসবপ্রদ। **°দ্যুতি** (মালা বৃন্দা ৪) বিদ্যুৎ। **-ধুক্** (ভাবনা ৭।১৮) উৎসবপ্রদ। **-প্রভা** (আচ ১২।১৩) উৎসবময়ী প্রভাবিশিষ্ট, ২ বিদ্যুৎ। **-ভঙ্গ** (ভা ১০।৩৯।২২) অস্থির। **-বাদী** (গো ভা ২।২।২০) বৌদ্ধ। **-রুচি** (মাম ৪।৫৪) উৎসবাভিলাষী, ২ বিদ্যুৎ।
ক্ষণায়ত্ত (আচ ৫।১০০) উৎসবাধীন।
ক্ষণার্দ্ধ (ভা ১০।১৪।৪৩) পঞ্চপল-পরিমিত কাল।
ক্ষণিক (ভা ১১।২৭।৪১) লব্ধাবসর, ২ উৎসবাবিষ্ট, ৩ ক্ষণস্থায়ী।

-**বিজ্ঞানবাদ** (রত্ন টী ৬।৭২) [বৌদ্ধবাদের একদেশিক] যোগাচার-মত।

ক্ষত (ভা ৩।৬।৩০) উপদ্রব—স্বামী। ২ (ভা ৩।১৬।৭) নিরস্ত। [৩ বিদারিত, ৪ পীড়িত]

ক্ষতজ (ভা ১।৯।৩৫) রক্ত। -**পুর** (সিন্ধু ৩।২।১১৫) শোণিতপুর, ২ রক্তপূর্ণ।

ক্ষতি (গো ভা ২।১।১৩) দূষণ, ২ হানি, ৩ ক্ষয়।

ক্ষত্তা (ভা ২।১০।৪৮) বিদুর। ২ (গোলী ২১।৯) অগ্রবর্ত্তী বেত্রধারী দূত। ৩ (উ স ৬৭) পুরদ্বার-পালক। ৪ (মাম ৪।২৯) দাসীর পুত্র। ৫ (ভা ৪।১।৪৪) ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে ও শূদ্রের ঔরসে জাত সন্তান। ৬ কোষাধ্যক্ষ।

ক্ষত্র (ভা ৯।২১।১) চন্দ্রবংশ্য মন্যুর পুত্র—বৃহৎক্ষত্র। -**ধর্মা** (ভা ৯।১৭। ১৮) সোমবংশ্য জয়ের পুত্র। -**বন্ধু** (ভা ১০।১২।৪৩) ক্ষত্রিয়াধম। -**লক্ষণ** (ভা ৭।১১।২২) শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, তেজঃ, ত্যাগ, মনঃসংযম, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য। -**বৃদ্ধ** (ভা ৯।১৭।১) সোমবংশ্য আয়ুর পুত্র।

ক্ষত্রিয়া (ঐ ৩।১) দেবমীঢ়ের পত্নী।

ক্ষত্রিয়াণী (হরি ৭।২২৭) ক্ষত্রিয়-জাতীয়া স্ত্রী।

ক্ষত্রিয়ী (হরি ৭।২২২) ক্ষত্রিয়ের ভার্যা।

ক্ষপণ (গোচ উত্তর ২৯।২৩) নাশন। ২ (আচ ৭৫।১০৩) দূরীকরণ।

ক্ষপয়িষ্ণু (ভা ১০।৮২।৭) নাশেচ্ছুক।

ক্ষপা (ভাবনা ৮।৪১) রাত্রি। -**কর** (গোচ পূর্ব ৩০।৩২) চন্দ্র। **ক্ষপিত** (স্তব ১৭।৩) ত্যাজিত। ২ বিস্মৃত।

ক্ষম (চৈনা ৫।২৮) সমর্থ, যোগ্য।

ক্ষমা (চৈভা অন্ত্য ৪।৪০) নিবৃত্তি। ২ (হরি ৫।৪৪৬) সহিষ্ণুতা। ৩ (অর্কো ১০।১২) পৃথিবী, ৪ (হ ২। ৬০) সূর্যের কলাবিশেষ। ৫ (সক জী ২।২৪৮) শান্তি। ৬ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌরপূজায় নবমী পীঠশক্তি। ৭ (ছ ২।৮৬) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। -**ধর** (অর্কো ১০।১২) ক্ষমাশালী, ২ পর্বত। -**মণ্ডল** (চন্দ্রা ১৮) পৃথিবী। -**বতী** (হ ৪।১০৬) গঙ্গা। **ক্ষমী** (হরি ৫।৩২৩) সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল।

ক্ষয় (গোচ পূর্ব ১৯।১৮) গৃহ, ২ মৃত্যু। ৩ (মুক্তা ৮।২৭) নিবাস। ৪ (লনা ২।১) যক্ষ্মারোগ। ৫ (ভা ৫।১।২১) আশ্রয়তত্ত্ব—বি। ৬ (হব ৩।১৮।৩২) ঐশ্বর্য। -**সময়** (আচ ১৫।২০৪) প্রলয়। **ক্ষয়িত** (গোলী ১১।৯৩) যক্ষ্মারোগগ্রস্ত। **ক্ষয়িতা** (বিনা ৫।৪) লঘুতা। **ক্ষয়িষ্ণু** (ভা ৩।১৩। ২৭) নাশক, ক্ষয়শীল। **ক্ষয্য** (গোচ উত্তর ২৬।৩৬) [ক্ষি—শক্যার্থে যৎ] ক্ষয়শীল।

ক্ষর (রত্ন ৮।১৫) পরিণামী প্রধান—বল। ২ (গীতা ৮।৪) নশ্বর—স্বামী। ৩ (গোভা ২।১।২২) শরীর-ক্ষরণহেতু অনেকাবস্থাপন্ন বদ্ধ জীব। ৪ (গোতা ২১৯০) জগৎ।

ক্ষাত্রবিষ্ঠ (হরি ৭।৩৪৮) ক্ষত্রিয়-বিদ্যার অধ্যেতা বা বেত্তা।

ক্ষাত্রি (হরি ৭।২৮৭) ক্ষত্রিয়ের [অন্যজাতীয়] পুত্র।

ক্ষান্তি (গীতা ১৩।৮) সহিষ্ণুতা। ২ (সুধা ১৩২) দ্বন্দ্বসহন। ৩ (সিন্ধু ১।৩.২৭-২৮) ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধতা।

ক্ষান্তি-বিরোধী গুণ (প্রীতি ১৩৩) 'ভক্তগণের দ্বেষকারী আমারই দ্বেষকারী' এই ভারতবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমার অভাব এবং 'কংসের অত্যাচারে শ্রীকৃষ্ণ প্রকুপিত হইলেন' —এই (ভা ১০।৪৪।২৭) বাক্যে তাঁহার কোপোদ্‌গম দেখিলেও ভক্ত-বাৎসল্যই ইহাতে কারণ।

ক্ষাম (হরি ৫।৪৪) [ক্ষৈ ক্ষয়ে+ক্ত] কৃশ। ২ (সুধা ১০৪) যাঁহার সাহায্যে যোগভ্রষ্ট জীবগণও যোগা-রম্ভমাত্রেই তৎপাদপদ্ম-লাভে সমর্থ হয়—সেই বিষ্ণু।

ক্ষার (হ ৪।৬০) ভস্ম। -**কর্দম** (ভা ৫।২৬।৩০) নরকবিশেষ। **ক্ষারদ্রব্য** (হ ১৩।৯) তিল ও মুদ্গ ব্যতীত শস্য, শমীধান্য, গোধূম, কোদ্রব (কোদ ধান) চণক এবং দেবধান্য —ইহারা ক্ষারদ্রব্য বলিয়া হরিবাসরে অভক্ষ্য। **ক্ষারসমুদ্র** (ভা ৫।১।৭৬), **ক্ষারোদ** (ভা ৫।১।৩৩) জম্বু-দ্বীপের পরিখাতুল্য লবণসাগর।

ক্ষালন (চৈচ মধ্য ১২।১১৫) শোধন, প্রক্ষালন। **ক্ষালিত** (আচ ১১০৪) শোভিত, ২ শোধিত।

ক্ষিত (হরি ৫।২৯) হ্রাসপ্রাপ্ত, ২ (গোচ পূর্ব ৩৩।২১৯) বিনষ্ট।

ক্ষিতি (গোচ উত্তর ১৪।১৫) ক্ষয়, ২ পৃথিবী। -**ক্ষিৎ** (চৈকা ১৫।৮৭) পর্বত। -**জন্মা** (আচ ১৩।৮) বৃক্ষ। -**দেব** (ভা ৩।১।৭২) ব্রাহ্মণ। -**প** (স্তব ২৬।১) রাজা। -**ভুক্** (ভা ১০।৪৩।১৭) রাজা। -**ভৃৎ** (ভাবনা ৭।৬৭) পর্বত, ২ (উ ১৪। ১৬৪) মহারাজ। -**রুহ** (গোলী

৬।২৮) বৃক্ষ। **ক্ষিতী** (চৈত ১০। ৩০।১০) পৃথিবী।

ক্ষিপ (হরি ৫।২০৪) [ক্ষিপ্ প্রেরণে+ক] নিক্ষেপ। ২ ক্ষেপক। **ক্ষিপ্ত** (ভা ১০।৮৪।৬৯) ন্যস্ত। ২ (ভা ১১।২২। ৫৭) বহির্নিঃসারিত। ৩ (ভা ১০।৫১।৯) তিরস্কৃত। ৪ (ভা ১। ১৮।৪৭) অবজ্ঞাত। ৫ বায়ুরোগী।

ক্ষিপ্‌ণু (হরি ৫।৩২২) [ক্ষিপ্+ক্নু] ক্ষেপণশীল, ২ নিরাকরিষ্ণু, ৩ বাধাযুক্ত।

ক্ষিপ্র-প্রসাদ (ভা ৪। ৬।৪) শিব, আশুতোষ।

ক্ষীণ (হরি ৫।২৯) [ক্ষি+ক্ত] হ্রাস-প্রাপ্ত, দুর্বল।

ক্ষীর-ওদন (চৈচ মধ্য ১৫।৮৯) দুধভাত, পায়স। °**কুষ্মাণ্ড** (গোলী ৩।১০১) দুগ্ধতুম্বীর প্রকার-বিশেষ। **-চোরা গোপাল** (রসিক উত্তর ১৫।৫৬) রেমুণার গোপীনাথ। **-নীর-ন্যায়** (রত্ন টী ১।৪০) সারাসার-জ্ঞান। **-পয়োনিধি** (চৈত ১০।১।১৯) ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর আবাসস্থান। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রধানাংশ, বিষ্ণুর নিকট নিবেদন করিলেই শ্রীকৃষ্ণ শুনেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমনে অসমর্থ ব্রহ্মাদি দেবগণ পৃথিবীর ভারাপনোদনের জন্য ক্ষীরসাগর-তীরে গমন করেন। হরিবংশে (৫৪।৫৫ অধ্যায়ে) এই বর্ণনা আছে যে শ্রীনারদের পরামর্শে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু মনে মনে ভাবিলেন—'কাল-নেমিকে বিনাশ করিলেও পুনরায় সে কংসরূপে জন্মিয়াছে, পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধন ব্যতিরেকে এই অসুরদের মোক্ষ ত হইবে না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকেই আমি ধরাবতরণের জন্য প্রার্থনা করিব।' তৎপরে তিনি ক্ষীরোদধির তীরস্থ পার্বতীনামক [সুমেরু হইতেও সুদুর্গম] গুহায় প্রবেশ করিলেন এবং তাহাতে দেবদৃশ্যমান বিষ্ণুদেহ অন্তর্ধাপন করত দেবগণের অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে গমনপূর্বক পুরাণ-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব-গৃহে অবতরণ-নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন; সুতরাং ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে নিবেদন করেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করেন—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। **-পাদপ** (হ ২।৩৬) প্লক্ষ, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, পারিশ ও ন্যগ্রোধবৃক্ষ। **-ভক্ত** (গোচ উত্তর ৬।২৭) দুগ্ধমিশ্রিতান্ন। **-সার** (গোলী ৩।৪৬) ক্ষীরসা, নবনীত, ছানা।

ক্ষীরস্বামী (হরি ২।৭৫) 'অমর-কোষোদ্‌ঘাটন' ও 'ক্ষীরতরঙ্গিণী'-নামক গ্রন্থদ্বয়ের নির্মাতা। দ্বাদশ-খৃষ্টশতাব্দীর মহাজন।

ক্ষীরাব্ধি (বৃভা ১।২।২৭) শ্বেতদ্বীপ। **-পতি** (রত্নটী ২।২০), **-মন্দির** (পরম ১১) শ্রীবিষ্ণু।

ক্ষীরিকা (গোলী ১৫।১২২) ফল বিশেষ, [২ পিণ্ডখর্জুর, ৩ পরমান্ন]।

ক্ষীরিবৃক্ষ (মাম ৭।১৫৮) ন্যগ্রোধ, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, পারিশ ও প্লক্ষ—এই পঞ্চবৃক্ষ।

ক্ষীরোদ (ভা ৮।৪।১৮) দুগ্ধসমুদ্র।

ক্ষীরোদকশায়ী (চৈচ মধ্য ২০।২৯৫) বিরাট ও ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী এবং পালক।

ক্ষীরোপসেচন (ভা ১০।৪২।১৫) দুগ্ধমিশ্রান্ন।

ক্ষীব (গোলী ৮।১১১), **ক্ষীবাণ** (শ্যা ৮২) মত্ত।

ক্ষুণ্ণ (আচ ৫।৭৩) মর্দিত। ২ (মালা গোবর্দ্ধন ১৮) পতিত। ৩ (বিপ্ ১।১৬।২) প্রহত।

ক্ষুত (হরি ৫।৩০) [টু ক্ষু শব্দে+ক্ত] শব্দিত, [হাঁচি]।

ক্ষুদ্রক (ভা ৯।১২।১৪) রঘুবংশে প্রসেনজিতের পুত্র।

ক্ষুদ্রজন্তু (হরি ৬।১৩০) [১] যে সকল জন্তুর চর্ম, রক্ত ও মাংস আছে, অথচ অস্থি নাই, [২] যাহাদের এক সহস্র-দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ হয়, [৩] একশত গাভী ও একটী বৃষ যেস্থানে অবাধে থাকে, তত্রত্য যে সব প্রাণীর হত্যায় পাপ হয় না, [৪] যাহাদের নিজের রক্ত নাই এবং [৫] নকুলাদি। ২ শতপদী।

ক্ষুদ্রদৃক্ (ভা ১২।৩।২৮) মন্দমতি।

ক্ষুদ্রভুক্, ক্ষুদ্রভৃৎ (ভা ১০।৮৫।৫১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উর্ণাদেবীর গর্ভে জাত মরীচির সন্তান। কন্যা-রমণে উদ্যত ব্রহ্মাকে উপহাস করত অসুর-যোনি লাভ করেন।

ক্ষুদ্রা (হরি ৭।২৭৬) অঙ্গহীনা [কাণা]। ২ বেশ্যা বা দাসী। ৩ কণ্টকারী, ৪ মক্ষিকা।

ক্ষুধি (ভা ১০।৬১।১৬) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত পুত্র।

ক্ষুপ (লনা ৯।৩) ক্ষুদ্রমূল ও শাখাযুক্ত উদ্ভিদ্, গুল্ম।

ক্ষুব্ধ (হরি ৫।৫৭) [ক্ষুভ সঞ্চলনে+ক্ত] মথিত, ২ সঞ্চালিত।

ক্ষুরনেমি (ভা ১০।৫৯।২১) ক্ষুরবৎ তীক্ষ্ণপ্রান্ত চক্র—সনা।

ক্ষুরপ্র (ভা ৩।১৩।৩২) আয়তাগ্র

শর, ২ ঘাস তুলিবার যন্ত্র—খুরপা।

ক্ষুরী (গোলী ৪।১০) নাপিত।

ক্ষুল্ল (ভা ১১।১৪।৩ টী), **ক্ষুল্লক** (দশ ৫৬) তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, অল্প।

ক্ষেত্র (প্র ৬।৩) দেহ। ২ (পরম ৪৯) প্রকৃতি। ৩ (ভা ১০।৮৬। ৫২) পুণ্যস্থান। ৪ (চৈচ মধ্য ১৮। ৫) শ্রীপুরুষোত্তমতীর্থ। ৫ (ভা ৩। ২১।৩২) ভার্যা।

ক্ষেত্রজ্ঞ (সুধা ১৫) যুগপৎ সর্বজীবের শরীরবিষয়ে জ্ঞানী। ২ (ভা ১১। ১১।৪৪) অন্তর্যামী। ৩ (গীতা ১৩। ১) জীবাত্মা, ৪ (ভা ৭।১২।২৯) চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব। ৫ (ভা ১২। ১।৫) মগধরাজ ক্ষেমধর্মার পুত্র। ৬ (পরম ১) পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই ক্ষেত্রজ্ঞশব্দ-বাচ্য হইলেও কিন্তু মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞ—পরমাত্মাই। প্রথমটি ব্যাপী, জগৎকারণভূত, পূর্ণ, অপরোক্ষ, স্বপ্রকাশ, জন্মাদিশূন্য ও ব্রহ্মাদির ঈশ্বর। তিনি সর্বজীবাশ্রয়, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ বাসুদেব। জীবাত্মা কিন্তু ইহা হইতে ভিন্ন, উহা দ্বিবিধ—বদ্ধ ও মুক্ত। বদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বহির্মুখ কর্মকৃৎ, মায়া-রচিত জীবোপাধিক মনের বৃত্তি-সমূহের অনুগত হইয়া ও তাহাতে অভিমানী হইয়া বন্ধনদশায় থাকে। নিরভিমান জীবই মুক্ত, তিনিই মনোবৃত্তি-সমূহের দ্রষ্টারূপে বর্তমান থাকেন, সংসারেও লিপ্ত নহেন। শুদ্ধ জীবই গৌণ ক্ষেত্রজ্ঞ। একই জীবের শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব-ব্যবস্থা কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে না থাকিলেও অজ্ঞানদ্বারাই কল্পিত মনে করিতে হইবে (ভা° ১১।১১।১)। ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞই ভক্ত এবং সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ—জ্ঞেয় বস্তু (পরমাত্মা)। ২ (গীতা ১৩।২) স্বয়ংভগবান্ (সমষ্টি ও ব্যষ্টি) ক্ষেত্রজ্ঞ।

ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি (বিপু ৬।৭।৬০) জীব-শক্তি।

ক্ষেত্রিয় (হরি ৭।২৯৪) [ক্ষেত্র+ঘ] জন্মান্তরে চিকিৎস্য ব্যাধি অর্থাৎ অপ্রতিকার্য। [২ ক্ষেত্রস্বামী, ৩ ক্ষেত্র-জাত তৃণাদি, ৪ পরদার-রত]।

ক্ষেত্র-পাল (মথুরা ২২১) শ্রীমথুরাদি ভগবদ্ধামের পালকরূপে অবস্থিত শ্রীসদাশিব।

ক্ষেত্র-সন্ন্যাস (চৈচ মধ্য ১৬।১৩০) গৃহাবাস ত্যাগ করত শ্রীভগবদ্ধামে চিরবাসের সংকল্প লইয়া বাসকৃৎ।

ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্র্য (ভক্তি ২৩৬) জীবের আনুগত্য-হীনতা।

ক্ষেত্রী (গোভা ২।৩।২৪) জীব।

ক্ষেত্রোপেক্ষ (ভা ৯।২৪।১৬) যদু-বংশীয় শ্বফল্কের পুত্র।

ক্ষেপ (গোচ পূর্ব ১।৭৭) প্রেরণ। ২ (ভা ৩।১৬।১১) পরুষ ভাষণ—স্বামী। **ক্ষেপক** (নিবি ৪৫) নাশক। **ক্ষেপণ** (ভা ১০।১১।৩৯) ডোরীযন্ত্র—বি। ২ (ভা ১১।২৩। ৩৩) নিন্দন। ৩ (সিন্ধু ২।২।৩) নৃত্য বিলুঠনাদি অনুভাব যাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইতস্ততঃ চালনাদি হয়। কূর্মাকৃতিত্ব, দীর্ঘাঙ্গত্ব প্রভৃতিও ইহারই অন্তর্গত। **ক্ষেপিমা** (গোচ উত্তর ১৬।৬৫) ক্ষিপ্রতা। **ক্ষেপিষ্ঠ** (গোচ পূর্ব ৩০।৭৭) ক্ষিপ্রতম।

ক্ষেম (ভা ১।১।১৩) পালন—স্বামী। ২ গোক্ষ—বি। ৩ (ভা ৭।৩।১৩) কল্যাণ। ৪ (ভা ১০।৮৬।২১) অভয়। ৫ ভক্তিযোগ। ৬ (ভা ২।৬।১৮) রোগাদির অভাব। ৭ (গীতা ২।৪৫) প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা। ৮ (ভা ৯।২২।৪৮) জরাসন্ধ-বংশীয় শুচির পুত্র। ৯ (ভা ৪।১।৫২) ধর্মপ্রজা-পতির পুত্র—দেবতা। ১০ (ভা ৫। ২০।৩) প্লক্ষদ্বীপাধিপতি ইধ্মজিহ্বের পুত্র ও তন্নামক বর্ষ। **-ক** (ভা ৯। ২২।৭৪) পাণ্ডববংশীয় রাজা নিমির পুত্র। **-কার, -ঙ্কর** (হরি ৫।২৫৩) [ক্ষেম—কৃ+অণ্, খ] মঙ্গলকর। **-দর্শী** (ভা ৪।১৪।১) মঙ্গল-চিন্তক। **-ধন্বা** (ভা ৯।১২।১) রঘুবংশে পুণ্ডরীকের পুত্র। **-ধর্মা** (ভা ১২।১। ৪) মাগধরাজ কাকবর্ণের পুত্র।

ক্ষেমধি, ক্ষেমাধি (ভা ৯।১৩।২৩) জনক-বংশীয় রাজা চিত্ররথের পুত্র।

ক্ষেম্য (হরি ৭।১০৮৮) মঙ্গলকর। ২ (ভা ৯।২১।২৯) সোমবংশ্য উগ্রায়ুধের পুত্র।

ক্ষৈতেয় (গোচ উত্তর ১৮।৭৩) ক্ষিতি-পুত্র নরকাসুর।

ক্ষৈরেয় (হরি ৭।৩৭১) [ক্ষীরে সংস্কৃতম্—ঢঞ্] ক্ষীর-সংস্কৃত, ২ পরমান্ন।

ক্ষোদ (অকৌ ৫।৯) চূর্ণ। **-ক্ষম** (গোভা ১।৩।৪১) বিচারসহ।

ক্ষোদনী (আচ ১।৫৫) পেষণী।

ক্ষোদিমা (হরি ৭।৮৩৭) [ক্ষুদ্র+ইমনি] ক্ষুদ্রতা। **ক্ষোদিষ্ঠ** (গোচ পূর্ব ৩০।৭৮) ক্ষুদ্রতম।

ক্ষোভ (বৃভা ২।৩।৪৪) ধৈর্যহানি, ২ বিকার-বিশেষ। ৩ (নাচ ৩৬২) কারণ স্বক্ষেত্রে ক্রিয়া না করিয়া অন্যত্র কার্যকর হইলে তাহাকে নাট্য-শাস্ত্রে 'ক্ষোভ' বলে। সাহিত্যদর্পণে

(৬।২০১) ইহাকে 'সংক্ষেপ' বলিয়া এই লক্ষণ করিয়াছেন—বাক্য-সংক্ষেপ করত যেস্থলে অন্যজনার্থে আত্মা প্রযুক্ত হয়, তাহাকে 'সংক্ষেপ' বলিবে। **ক্ষোভণ** (লনা ৩।২৮) ক্লেশকর, ২ (গোচ পূর্ব ৩০।২৫) বিচলন।

ক্ষোভিত (গোপা ২৫) দ্রাবিত।

ক্ষোণি-তনয় (লনা ৯।২) পৃথিবী-পুত্র নরকাসুর।

ক্ষোণী (গোলী ১১।৯৪) পৃথিবী।

ক্ষোণীরুহ (বিনা ৪।২৬) বৃক্ষ।

ক্ষোণীসুত (গোচ পূর্ব ৬।৮১) মঙ্গল।

ক্ষৌদ্র (হরি ৭।৫৬৪) [ক্ষুদ্রয়া কৃতমিতি] মধু।

ক্ষৌম (উ ৫।৭৪) সূক্ষ্ম অতসীতন্তুজাত বস্ত্র—জী। ২ (ভাবনা ১৬।১৩) প্রাসাদ-শিখর। ৩ (ভাবনা ১৭।২৮) অট্টালিকা।

ক্ষৌরকর্মাবসর (হ ১৩।২) বৈষ্ণবগণ দশমীতে (অর্থাৎ উপবাসের পূর্ব দিন) ক্ষৌরকর্ম করাইবেন। ভুক্তাবস্থায়, অভ্যঙ্গ করত, অন্যগ্রামে প্রস্থিত বা স্নাত ব্যক্তি নবমী তিথিতে ক্ষৌরকার্য করিবেন না; অথচ দীক্ষা, বন্ধমোচন, মৃত্যুকাল, উদ্বাহ প্রভৃতিতে ক্ষৌরকার্য করিতে পারেন। দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে যে বপন অর্থাৎ মুণ্ডনাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কিন্তু অবৈষ্ণব-পর বলিয়াই ধর্তব্য।

ক্ষৌরপব্য (ভা ৬।৫।৮) ক্ষুর ও বজ্রদ্বারা নির্মিত—স্বামী।

ক্ষ্ণুত [ক্ষ্ণু+ক্ত] তীক্ষ্ণীকৃত।

ক্ষ্মা (গোচ পূর্ব ১১।৪৭) ভূমি, ২ (গোলী ১৭।৩০) পৃথিবী। **ক্ষ্মাদেব** (গোচ উত্তর ১৬।৩০) ব্রাহ্মণ।

ক্ষ্মাধব (গোচ পূর্ব ৩০।৪০) রাজা।

ক্ষ্মাধর (দা ২৫) পর্বত।

ক্ষ্মাপতি-পত্তন (উ ১৪।১৫৩) রাজধানী। **ক্ষ্মাভৃৎ** (গোলী ১৪।৭৩) পর্বত।

ক্ষ্মায়িতা (হরি ৫।৩৩৮) [ক্ষ্মায়ী বিধুননে+তৃণ্] কম্পশীল।

ক্ষ্মাসার (স্তব ১৮।৪) পর্বত।

ক্ষ্মাসুর (গোচ উত্তর ৩০।৪২) ব্রাহ্মণ।

ক্ষ্মীলন (আচ ১২।১০০) নিমেষণ।

ক্ষ্বিণ্ণ (হরি ৫।৭২) [ঞি ক্ষ্বিদা মোচনে+ক্ত] মুক্ত।

ক্ষ্বেড় (গোচ পূর্ব ২১।২৫) বিষ।

ক্ষ্বেড়া (লনা ৫।২৯), **ক্ষ্বেড়িত** (সিন্ধু ৪।৩।১৩) সিংহনাদ।

ক্ষ্বেলন (ভা ১১।১৭।২৮), **ক্ষ্বেলি** (মুক্তা ১০৬), **ক্ষ্বেলিত** (গোচ পূর্ব ২১।৫৬), **ক্ষ্বেলী** (ভা ১০।৬০।২৯) পরিহাস, ২ (দা ১৪৫) কৌতুক, ক্রীড়া।

খ

খ (ভা ৩।৬।২৬) ভুবর্লোক—জী। ২ (ভা ১০।৮।৩৭) অন্তরীক্ষ—স্বামী। ৩ (ভা ১২।৮।৪২) ইন্দ্রিয়—স্বামী। ৪ (ভা ৮।৫।৩৮) ছিদ্র, ৫ (আচ ৫।১১) সুখ। ৬ (গো ভা ১।২।১৫) ব্রহ্ম। ৭ (গোলী ২।৩৫) আকাশ। [৮ সূর্য, ৯ বিন্দু, ১০ স্বর্গ]।

খংখুড়ী (রত্না ৫।২৯৭৩) তালবিশেষ।

খংব্রহ্ম (যো ২৫) নির্মলাকাশতুল্য পরব্রহ্ম।

খক্রিয় (যো ২৫) আকাশ-রচনাকারী—জী।

খগ (হ ১১।৩৮৫) সূর্য, ২ পক্ষী। [৩ দেবতা, ৪ শর, ৫ বায়ু]।

খগণ (ভা ৯।২২।৩) সূর্যবংশ্য বজ্রনাভের পুত্র।

খগেন্দ্রধ্বজ (ভা ১১৮।১৬) শ্রীহরি।

খচর (গোলী ১৪।৭৩) আকাশগামী।

খচিত (সিন্ধু ৪।৬।৪) ব্যাপ্ত। ২ সংযুক্ত, ৩ ছুরিত।

খজুরিয়ামঠ—শ্রীক্ষেত্রধামে মার্কণ্ডেয় সাহিতে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব মঠ।

খঞ্জ (হরি ৭।৯৬৮) খোঁড়া।

খঞ্জৎ (গোবি ১১) মন্দীভূত।

খঞ্জনাক্ষী (উ ৩।৫৮) শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী।

খঞ্জনেক্ষণা (কৃ গ পরিশিষ্ট ১৩৭) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী।

খঞ্জরীট (মালা রা ১) খঞ্জনপক্ষী।

খঞ্জা (ছ ৭।২৩) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোবিশেষ]।

খঞ্জাদ্বার—শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরের পশ্চিমস্থ ব্যাঘ্রদ্বারের অন্য নাম।

খট (গোচ উত্তর ১৩।৩৬) পাষাণ-বিদারণাস্ত্র। ২ (গোচ পূর্ব ১০।৩৭)

গন্ধতৃণ, ৩ অন্ধকূপ। [৪ লাঙ্গল, ৫ কফ]।

খটক (চৈম মধ্য ৭।৫৭) বক্রহস্ত, [২ নাগবীট, ৩ ঘটক]।

খটকা (আচ ২০।৪৩) বাদ্যভেদ।

খটকামুখ (আচ ২০।৪৩) হস্তক-বিশেষ; মধ্যমাঙ্গুলি বক্রীভূত হইয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠা অসম্মিলিত অবস্থায় কিঞ্চিৎ উত্তোলিত থাকিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার অগ্রভাগ মিলিত হইলে 'খটকামুখ'-নামক হস্তক হয়। (নাট্যশাস্ত্র ৯।৫৪) 'বক্রিতে মধ্যমাঙ্গুল্যৌ বিরলোর্ধ্বে পরে পুনঃ। তর্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ চাগ্রে মিলিতৌ খটকা-মুখঃ॥' —বি।

খটদোলি-বেশ—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শৃঙ্গারভেদ। চন্দনযাত্রায় শুক্লা নবমীতে শ্রীমদনমোহনের এই বেশ হয়।

খট্টা—খট্বা। **খট্টি**—শবশয্যা।

খট্বাঙ্গ (ভা ২।১।১৩) সগর-বংশ্য রাজা বিশ্বসহের পুত্র খট্বাঙ্গ বা দিলীপ। তিনি দেবগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া দৈত্যগণকে পরাজয় করিলেন, তাহাতে দেবগণ প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলে রাজর্ষি খট্বাঙ্গ তাঁহার আয়ুষ্কাল জানিতে চাহেন। মুহূর্ত্তমাত্র পরমায়ু আছে অবগত হইয়া তিনি দেবদত্ত-বিমানে আরোহণ পূর্বক অতিশীঘ্র পৃথিবীতে আসিয়া শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। [২ শিবের অস্ত্র]।

খট্বারূঢ় (হরি ৬।৫৭, গোচ পূর্ব ১৮। ১১১) মূর্খ, উচ্ছৃঙ্খল, ৩ নিন্দিত।

খড়জাঠিয়া (চৈ ভা মধ্য ১০।১৮৫) [দন্তে তৃণ ও হস্তে যষ্টি ধারণ] সুবিধাবাদী।

খড়্গ (ভা ১০।৫৮।১৫) গণ্ডার, ২ (ভা ১১।১৭।৪০) ক্ষত্রিয়-বৃত্তি। ৩ (গো ভা ১।৩।৩৯) [খণ্ডনাৎ] ছেদক অর্থাৎ দুষ্ট-বিনাশক ব্রহ্ম। **-মুদ্রা** (হ ৬।৩৭) কনিষ্ঠা ও অনামিকাদ্বয়কে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠাদ্বারা নিপীড়ন করত অন্য দুইটি অঙ্গুলির প্রসারণে 'খড়্গ মুদ্রা' হয়। **-বন্ধ** (অকৌ ৭।১৬) চিত্রকাব্য-বিশেষ।

খড়্গী (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঢ-বর্ণের মূর্ত্তি।

খণ্ড (গোলী ১৯।৫০) চিনি। [২ ভেদ, ৩ বিট লবণ] **-কাব্য** (যাম ৯।৯৯) কাব্যের একদেশানুসারী প্রবন্ধবিশেষ। ইহাতে আট সর্গের অধিক রচনা হইবে না। **-কৃত** (হরি ৭।১০৭৫) অসম্যক্ কৃত। **-খিরিসা** (চৈচ অন্ত্য ১৮।১০৬) চিনিদ্বারা প্রস্তুত বিবিধ মিষ্টান্ন। **-জ-লড্ডু** (গোচ উত্তর ২৫।৫) মিছরী। **খণ্ডন** (চৈচ মধ্য ২০। ৯১) নিরাকরণ, ২ ভেদন, ৩ ছেদন। **-পট্টিকা** (গোলী ৩।৫০) চিনিদ্বারা প্রস্তুত চতুষ্কোণ পাটালি। **-পরশু** (রত্ন ৩।৩৯) শিব, ২ পরশুরাম। ৩ (সুধা ৭৪) বিষ্ণু। **-বুদ্ধি** (গোচ উত্তর ৩৬।৫০) বিকল-চিত্ত। **-মণ্ড** (গোলী ৩।৪৫) পিষ্টকভেদ।

খণ্ডান (চৈচ মধ্য ৯।৪৮) দূর করা, ঘুচান।

খণ্ডিত (মালা প্রেমেন্দু ১০) নিরাকৃত। ২ (হ ১৯।১০২৫) জাতক্ষত।

খণ্ডিতা (উ ৫।৮৩) পূর্ব-সঙ্কেতিত আগমন-কাল অতিক্রম পূর্বক নায়ক অন্যনায়িকার সহিত রাত্রিযাপন করত প্রাতঃকালে রতিচিহ্নসহ যে নায়িকার নিকট আগমন করেন—তিনিই 'খণ্ডিতা'। এই অবস্থায় রোষ, নিঃশ্বাসত্যাগ ও তুষ্ণীম্ভাবাদি চেষ্টা প্রকাশিত হয়।

খণ্ডিতাত্ম (হ ১০।২৯৮) দেহাত্মবুদ্ধি, ২ অস্থির-চিত্ত।

খণ্ডিমা (হরি ৭।৮৩৭) [খণ্ড+ ইমনি] খণ্ডতা।

খদিকা (হরি ৭।৯৬১) [খে আকাশে দীয়তে দো খণ্ডনে ঘঞর্থে ক টাপ্ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্] খৈ।

খদিরকূণ (হরি ৭।৮৭২) খদির-পাক।

খদিবিপ্প্রা সেবক—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের শয্যাসেবক।

খদ্যোত-করমহাঃ (আচ ৭।১০৮) [খে আকাশে দ্যোতকরাণি মহাংসি যস্য] সূর্য।

খধুনী (চৈকা ১১।২৬) আকাশগঙ্গা।

খনক (হরি ৫।২১২-১৩) [খনু অব-দারণে+বুন্] খনন-শিল্পী। [২ মূষিক, ৩ সন্ধিচৌর]।

খনিত্র (ভা ৯।২।২৪) বৈবস্বত মনু-বংশীয় রাজা প্রমতির পুত্র। ২ (হরি ৫।৩৬৪) [খনু+ইত্র] খননাস্ত্র।

খনিনেত্র (ভা ৯।২।২৫) বৈবস্বতমনু-বংশীয় রাজা রম্ভের পুত্র।

খপুর (গোচ পূর্ব ২।১১০) গুবাক। [২ অলস, ৩ ভদ্রমুস্তক, ৪ গন্ধর্ব-নগর]।

খপুষ্প (ভাবনা ১০।৪৮) আকাশ-কুসুম, ২ মিথ্যা।

খমাণিক্য (গোচ পূর্ব ৬।৭৯) জ্যোতি-গ্রন্থবিশেষ।

খমূর্ত্তি (যো ২৫) আকাশ-স্বরূপ নিরবয়ব, অসঙ্গ—জী। ২ ব্রহ্ম।

খর (ভা ৯।১০।৯) শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক নিহত রাক্ষস। ২ (বিনা ৩।৪৩) তীক্ষ্ণ, ভীষণ। ৩ (বিনা ৪।৩৭) ক্রূর। ৪ (হংস ১৩৪) রুক্ষ, ৫ (হরি ৬।১২৭) গর্দভ।

খরণ, খরণস (৭।১৬২) তীক্ষ্ণনাসা-বিশিষ্ট, ২ গর্দভের ন্যায় নাসাযুক্ত।

খরদণ্ড (ভা ৪।৬।২৩, গোচ পূর্ব ১৯।৪১) পদ্ম।

খরধর্মী (ভা ১২।২।১৩) দুঃসহ-চেষ্টাযুক্ত।

খরনাল (ভা ৩।৮।১৯) পদ্ম।

খরমঞ্জরী (আচ ১৮।১৮৫) অপামার্গ।

খরসান (চৈ ভা মধ্য ২০।২২) তীক্ষ্ণ শাণিত।

খরস্পন্দ (আচ ১৭।১৮১) তীক্ষ্ণবেগ।

খরাংশু (গোচ উত্তর ১।৪৪) সূর্য।

খরারি (গৌকৃ ১০।১৫) শ্রীরামচন্দ্র।

খরু (হরি ৭।২৩২) তীক্ষ্ণ, ২ শিব, ৩ দর্প, ৪ অশ্ব, ৫ দন্ত, ৬ কামদেব, ৭ শ্বেতবর্ণ।

খর্চুর (কৃষ্ণা ২।১১৫) খইচুর [লড্ডুক-বিশেষ]।

খর্জূ (আচ ১।৪৪) কণ্ডূব্যাধি। [২ খেজুর গাছ, ৩ কীট-বিশেষ]।

খর্জূর (গোলী ২১।৫০) বৃশ্চিক, ২ বৃক্ষ-বিশেষ। [৩ খল (খামার), ৪ হরিতাল]।

খর্পর (বৃ ৪।৬৩) খাপ্‌রা, ২ মাথার খুলি, ৩ চোর। ৪ ধূর্ত্ত, ৫ তুঁতে।

খর্ব (চন্দ্রা ১২১) অল্প। ২ (মাম ৭।১৪৭) নিধি-বিশেষ, ৩ দশ-গুণিত বৃন্দ-সংখ্যা।

খর্বট (ভা ৪।১৮।৩১) পর্বত-প্রান্তস্থিত গ্রাম।

খল (গোচ পূর্ব ৮।৭৬) মর্দন-পাত্র, ২ মর্দনস্থান (খামার), ৩ (ভা ১০।৭।৩২) অধম, ৪ (হ ১।৪৬৬) পর-দুঃখদ। ৫ (চৈত ৫।১৮।৯) ভগবদ্ধর্ম্ম-নিন্দক।

খলতা (আচ ৯।১০০) আকাশলতা, ২ দুষ্টতা। [অদ্রোহিণি তথা শাস্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা]।

খলতারূপ্য (গোচ উত্তর ১৬।৭৩) পূর্বকাল হইতেই খল।

খলতি (হরি ৬।৩২) নির্মূলিত-কেশ (টাক্‌পড়া)।

খলপান (ভা ৯।২৩।৬) যযাতি-বংশীয় অঙ্গের পুত্র—খনপান।

খলপূ (হরি ২।৫৩) মার্জনকারী। স্থানশোধক (ফরাস)।

খলযোনি (ভা ৮।২৩।৭) উগ্রজাতি —স্বামী।

খলশাসী (মালা ছ ৮) দুষ্টদমন।

খলিনী (গোবি ১৪) খলসমূহ। -পতি (গোচ পূর্ব ৫।১০) খলসমূহের পালক।

খলীকার (আচ ১০।৭৮) পৈশুন্য। ২ অপকার, ৩ ভর্ৎসনা।

খলু [ব্য] নিশ্চয়ে, ২ বাক্যালঙ্কারে। ৩ (হ ১০।২০৭) সমুচ্চয়ে। ৪ (চৈত ১০।৩।২০) নিষেধে। ৫ জিজ্ঞাসায়, ৬ অনুনয়ে।

খলেযবম্ (হরি ৬।১৭৮) [খলে যবা যস্মিন্ কালে] যে সময়ে যব-গুলি খামারে থাকে।

খলেবুসম্ (হরি ৬।১৭৮) যে সময়ে ভূষি মর্দনপাত্রে থাকে।

খল্য (হরি ৭।৭১২) [খলায় হিত-মিতি খল+য] খলের উপকারক।

খল্যা (গৌ বি ৫৮) খলসমূহ। ২ খামারগুলি।

খল্লীট, খল্বাট (হ ১৯।১০৯) কেশরহিত মস্তক, [টাক-রোগী]।

খশ (ভা ১১।৮।১৬) ইরান্, পারশ্যাংশ।

খ-শয় (হরি ৫।৩১০) আকাশতলে শায়ী।

খস (ভা ২।৪।১৭) ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে জাত অন্ত্যজ জাতি [মনু ১০।২২]।

খসম (যো ২৫) নিরংশ, বিভু ও অন্তশ্চারী বলিয়া আকাশতুল্য পর-মাত্মা। [২ বুদ্ধ]।

খসূচি (হরি ৬।২১) নিষ্প্রতিভ।

খস্বম (হব ১।২১।৫) [খে বিয়তি সর্ব্বং শীলমস্যেতি] পরলোকার্থী—নীল। [২ সিংহিকাসুত অসুর]।

খাণ্ডব (ভা ১।১৫।৮) মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই সীমান্তে স্থিত এবং খাণ্ডোয়া হইতে ভোশয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্য। ২ দিল্লীর নিকটবর্ত্তী মহারণ্য যাহা অর্জুন-কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল। -প্রস্থ (ভা ১০।৭৩।৩২) ইন্দ্রপ্রস্থ।

খাণ্ডিক্য (ভা ৯।১৩।২০) জনক-বংশীয় রাজা মিতধ্বজের পুত্র। (সস ভগ ১০) ইনি কর্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন ও স্ব-পিতৃব্যপুত্র কেশিধ্বজের ভয়ে পলায়ন করেন। ভগবন্নামালোচনাতেই ইনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

খাৎ (গোপা ৩৫) [খাদতীতি ক্বিপ] ভক্ষক।

খাত (চৈচ আদি ৭।৯৭) গর্ত্ত, পুষ্করিণী প্রভৃতি।

খাদিভূত (যো ৩২) আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূত।

খান (সাকৌ ৭।৪) ভক্ষ্যপেয়াদি,

২ ভক্ষণ, [৩ খনন, ৪ হিংসন]।

খানি (বৃ ১।৩৫) আকর।

খানোদক—নারিকেল।

খারিক (হরি ৭।৭৬৪) খারি-পরিমাণ দ্রব্যের সমাবেশক, অবহারক বা পাককারী। ২ খারি-পরিমাণ।

খারীক (হরি ৭।৭৪৪) [খারি+ ঈকন্] এক খারিতে [ষোল দ্রোণে] ক্রীত, আহার্য।

খার্কার (ভা ৩।১৭।১১) গর্দভজাতির শব্দ।

খালপ্ব (হরি ৭।৫১) [খলপ্বঃ ইদমিত্যর্থে অণ্] মার্জনকারির কর্ম বা অবস্থা।

খিৎ (আচ ৮।২৬) খেদ।

খিরি—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের ভোগে ব্যবহৃত মিষ্টান্ন।

খিল (গোভা ১।১৮) ন্যূন, ২ (ভা ২। ৪।১২) নিকৃষ্ট, প্রাকৃত। ৩ (বৃভা ১।১।১৩) শেষ। ৪ (ভা ৬।৪।৪৯) অসমর্থ। ৫ পূর্বত্র অনুক্ত পরিশিষ্ট।

খিল্য (গোভা ১।৪।২২) খণ্ড, ২ পরিশিষ্টে পঠিত।

খুটিয়া (চৈচ মধ্য ১৫।১৯) উৎকল-ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

খুদপিতা—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের ছত্রভোগের উপকরণ।

খুরণ, খুরণস (হরি ৭।১৬২) চেপটা নাকযুক্ত [খাঁদা]।

খুরপ্র (আচ ৮।১৮২) খুরপা-নামক অস্ত্রবিশেষ। ২ (আচ ১১।২৫) বাণ।

খুরলি (আচ ৮।১৮৭) অভ্যাস। ২ শরাভ্যাস। **খুরলিত** (গোদি ২) অভ্যস্ত। **খুরলী** (সিন্ধু ২।২।৪, আরা ৮৭) অভ্যাস। **খুরলীল** (আচ ৬।৭৬) নৃত্যাভ্যাসপ্রদ। ২ খুরের লীলাদিবিশিষ্ট।

খুরিনায়ক—শ্রীক্ষেত্রের শ্রীজগন্নাথের সেবাপূজাদির সময়-নির্দেশকারী সেবক।

খেচর (আচ ১৫।২৩৯) দেবতাদি, [২ শিব, ৩ বিদ্যাধর, ৪ পারদ, ৫ সূর্যাদি গ্রহ]।

খেট (ভা ১।৬।১১) কর্ষকগ্রাম। [২ সূর্যাদি গ্রহ, ৩ সুনিন্দক, ৪ অধম]।

খেটক (হ ১৮।১২) চর্ম। [২ মৃগয়া, ৩ বলদেবের গদা, ৪ কফ]।

খেদ (নাচ ১৯২) মনশ্চেষ্টা-সঞ্জাত শ্রম। ২ অবসাদ। ৩ রোগ।

খেয় (হরি ৫।১৮১) [খনু অবদারণে +যৎ] পরিখা। ২ খননীয়, ৩ সেতুবিশেষ।

খেলাঞ্চি (গোচ উত্তর ২।৯১) খেলা-যুক্ত।

খেলাবতী (উ ৯।৩৬) শৈব্যার সখী।

খেশয় (হরি ৫।৩১০) আকাশতলে শয়নকারী।

খোয়ামণ্ডা—শ্রীপুরীতে শ্রীজগন্নাথের বাল্যভোগের উপকরণ।

খ্যাত (নাচ ১৪) নাটকে শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত। ২ (বৃ ১৪।৭০) নির্দিষ্ট। ৩ কথিত, ৪ বিশ্রুত। **খ্যাতি** (ভা ৩।২৪।২৩) কর্দম প্রজাপতির কন্যা ও ভৃগুর ভার্যা। ২ (ভা ৪।১৩।১৭) উল্মুকের পুত্র। ৩ (ভা ৮।১।২৭) তামস মনুর পুত্র। ৪ (ভচ ৫।৯) প্রচার। ৫ (রতি ৫।২০) নাম। ৬ (ভা ১২।২।৪) জ্ঞান—স্বামী।

খ্যাতিবাদী (ভা ১১।১৬।২২) আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি ও অনির্বচনীয় খ্যাতি—এই খ্যাতি-পঞ্চকের প্রতিষ্ঠাতা ক্রমশঃ বিজ্ঞানবাদী, শূন্যবাদী বৌদ্ধ, মীমাংসক, তার্কিক ও অদ্বৈতবাদী। এতদ্ব্যতীত পরবর্তী কালে রামানুজ-মতে সৎখ্যাতি এবং সাংখ্য বিজ্ঞান-ভিক্ষুমতে সদসৎ-খ্যাতির উদ্ভব হইয়া সর্বসমেত সাতটি খ্যাতিবাদ হইল। 'খ্যাতি'-শব্দে সাধারণতঃ ভ্রম বা কল্পনাই বোদ্ধব্য। [তত্তৎশব্দ দ্রষ্টব্য] অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে বলা হয় যে খ্যাতিবাদিগণের বর্ণিত যাবতীয় বিকল্পই ভগবচ্ছক্তিময়, সুতরাং কখনও পরস্পর ব্যুচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না; অতএব শক্তির অচিন্ত্যতা-নিবন্ধন সর্বত্র অচিন্ত্যখ্যাতিই সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

গ

গ (সস ভগ ১০) নেতা, ২ গময়িতা, ৩ স্রষ্টা। [৪ গীত, ৫ গণেশ, ৬ গন্ধর্ব, ৭ ছন্দঃশাস্ত্রে গুরুবর্ণের বাচক]।

গগন-পরিধান (ভা ৫।৫।২৭) নগ্ন। **-সুমনঃ** (মুক্তা ৩৩৫) আকাশ-কুসুম, অলীক।

গঙ্গা (ভা ১।৮।৪২) হিমালয়ের পত্নী মেনার গর্ভে জন্ম হয় [রামায়ণ আদি° ৩৭]। ২ (কৃগ পরিশিষ্ট ১০৯) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ধেনু। ৩ (গৌগ ৬৯) শ্রীনিত্যানন্দ-কন্যা, পূর্বের শ্রী-বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাই। ৪ (ভা ৯। ৯।১) ভাগীরথী—হিমালয় হইতে প্রবাহিতা হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

গঙ্গাজল (গোলী ৪।২৫) খণ্ডলড্ডুক-বিশেষ—লবঙ্গ, মরিচ, এলাচ, কর্পূর ও শর্করাদ্বারা নির্মিত।

গঙ্গাজলে নিষেধ—'গঙ্গাং পুণ্যজলাং প্রাপ্য ত্রয়োদশ বিবর্জয়েৎ। শৌচ-মাচমনং সেকং নির্মাল্যং মল-ঘর্ষণম্। গাত্র-সম্বাহনং ক্রীড়াং প্রতিগ্রহমথো রতিম্। অন্যতীর্থরতিঞ্চৈব অন্যতীর্থ-প্রশংসনম্॥ বস্ত্রত্যাগমথাঘাতং সন্তারঞ্চ বিশেষতঃ'॥ [ব্রহ্মাণ্ডে]।

গঙ্গাদ্বার (ভা ১২।১।৩৫) হরিদ্বার—ভূমিতে গঙ্গার অবতরণ-স্থান।

গঙ্গাধর (নিবি ৬১) শিব। ২ সমুদ্র।

গঙ্গাপ্রাপ্তি (চৈচ অন্ত্য ১৩৭) গঙ্গার তীরস্থ কোনও স্থানে নির্যাণ।

গঙ্গার দ্বাদশ নাম (হ ৪।১০৪—৬) নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালিনী, মহাপগা, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা, গঙ্গা, ত্রিপথগামিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী ও ত্রিদশেশ্বরী। মতান্তরে—দক্ষা, পৃথ্বী, বিহগা, বিশ্বনাথা, শিবা, অমৃতা, বিদ্যাধরী, মহাদেবী, লোক-প্রসাদনী, ক্ষমাবতী, শান্তা ও শান্তি-প্রদায়িনী।

গঙ্গাবতরণ (হব ২।৯৪।২৪) গীত-বিশেষ—নীল।

গঙ্গাবাক্যাবলী (বৃভা ২।১।৪৩) শ্রীবিদ্যাপতি-রচিত স্মৃতিগ্রন্থ।

গঙ্গাসাগর (চৈভা আদি ১০।১০২) বঙ্গোপসাগরের সহিত গঙ্গার সঙ্গম-স্থান—শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে বিরাট মেলা হয়।

গঙ্গাস্নান—গঙ্গাতে মৌষল-স্নানই বিহিত। যথা—'গঙ্গায়াং মৌষলং স্নানং মহাপাতক-নাশনম্। অজ্ঞানাৎ স্বর্গ-সংপ্রাপ্তির্জ্ঞানান্মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥'

গঙ্গাস্রোতোঽধিকার (হরি ২।৭) গঙ্গা যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ যদি কোন সূত্রের অধিকার অবিচ্ছিন্নভাবে পরপর অনুবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে 'গঙ্গা-স্রোতোঽধিকার' বলে। অষ্টাধ্যায়ীর দ্বিতীয়াধ্যায়স্থ প্রথমপাদের 'অব্যয়ী-ভাবঃ' (২।১।৫) সূত্রের অধিকার অব্যয়ীভাব-সমাস প্রকরণের 'অন্য পদার্থে চ সংজ্ঞায়াম্' (২।১।২১)—এই একবিংশ সূত্র পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে অনুবৃত্ত হইয়াছে।

গঙ্গেষ্ট (গোবি ৯৮) সমুদ্র।

গজকুম্ভাকৃতি লেখ (হরি ১।১৩২) উপধ্মানীয়-নামক বৈদিক অক্ষর ≍। প ফ পরে থাকিলে বিসর্গের বিকল্পে পরিণতি।

গজগতি (ছ পরিশিষ্ট ২) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দঃ।

গজঝম্প (রত্না ৫।২৯৭৪) তাল-বিশেষ। 'গজঝম্পো গুরোরূর্দ্ধং বিরামান্তং দ্রুতত্রয়ম্' [সঙ্গীত-রত্নাকরে]।

গজতা (হরি ৭।৩৪০) হস্তিগণ।

গজপতি (সাকৌ ১১) মহারাজ প্রতাপরুদ্র। ২ শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর অনুকম্পিত গোপালদাস-নামক করিরাজ। ৩ (প্র ৯) গ্রাহ-গ্রস্ত গজেন্দ্র।

গজ-প্রাসাদ (হ ২০।২৫১) যে অট্টালিকার পূর্বদিক্‌স্থিতা গ্রীবা বিশাল, যাহা ভূমি-পরিমাণের এক-ষষ্ঠাংশ উন্নত ও বহুচন্দ্রশালাযুক্ত হয়।

গজলীল (আচ ২০।৪৭) তালবিশেষ। 'গজলীলো বিরামান্তযুক্তং লঘুচতু-ষ্টয়ম্' [সঙ্গীতরত্নাকরে]॥ লচতুষ্কং বিরামান্তং গজলীলে প্রকীর্ত্তিতম্' [সঙ্গীতদামোদরে]।

গজসাহ্বয় (ভা ১।৯।৪৮) হস্তিনাপুর, পাণ্ডবগণের রাজধানী। বর্ত্তমানে মিরাট জেলায় অবস্থিত ভগ্নাবশেষ নগর। ইহা হস্তি-নামক নরপতি-কর্ত্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

গজা (কৃষ্ণা ২।১১৫) আটায় ময়ান দিয়া তাহার সহিত নারিকেল-কোরা মিশাইয়া মাখিতে হয়। পরে গোল গোল চেপ্টা করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনিতে শক্ত পাক করিবে।

গজানন (রাধা ৭৭) [পাদ্মে উত্তর খণ্ডে] শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ আবরণে পূজ্য-

দেবতা। [২ গণেশ]।

গজাহ্বয় (ভা ১০।৪৮।৩২) হস্তিনা-পুর।

গজেন্দ্র (ভা ৮।৪।৬—১৩) অগস্ত্য-শাপে গজত্ব-প্রাপ্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। ত্রিকূট পর্বতস্থ সরোবরে গ্রাহ-গ্রস্ত হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলে তৎ-কর্তৃক রক্ষিত ও মুক্তশাপ হইয়া দিব্যদেহ-প্রাপ্ত হইলেন।

গজেন্দ্রলতা (ছ পরিশিষ্ট ৬৪) প্রতি-পাদে অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

গজোদ্ধারণবেশ শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ। মাঘী পূর্ণিমায় এই বেশ-রচনা হয়।

গঞ্জ, (গোবি ৪৪), **গঞ্জন** (বৃ ১। ৫৮) তিরস্কার, ২ পরাভব। **গঞ্জিত** (লনা ৫।২৭) তিরস্কৃত।

গড়ুকণ্ঠ (হরি ৬।১৯১) [গড়ুঃ কণ্ঠে যস্য] গলগণ্ডরোগী। **গড়ুমান্‌** (হরি ৭।৯৩৩) গলগণ্ডরোগী। ২ কুব্জ। **গড়ুল** (হরি ৭।৯৩৩) গলগণ্ডরোগী। ২ কুব্জ। ৩ (কৃগ ১১৬) শিখাবতীর পতি।

গড্ডর (বিনা ৩।৪৬) মেষ।

গণ (ভা ১০।১২।৩৪) ভগবৎ-পার্ষদ—সনা। ২ (কৃগ ৭৩) বর্গের ভেদ। [যূথ দেখ]। ৩ (চৈভা আদি ১০।১০) সম্প্রদায়। ৪ সমূহ, ৫ (ছ ১।৬-১৬) ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত বর্ণত্রয়াত্মক সংজ্ঞা-বিশেষ। এই গণ আটপ্রকার—ম, য, র, স, ত, জ, ভ এবং ন। ইহাদের দেবতা ক্রমশঃ—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও স্বর্গ। ফল ক্রমশঃ—শ্রী, বৃদ্ধি, মৃতি, প্রবাস, শূন্য, রুক্‌ (পীড়া), যশঃ ও আনন্দ। মগণ—তিনটী অক্ষরই গুরু, সাঙ্কেতিক চিহ্ন sss; যগণ—তিনটির প্রথমটি লঘু, আর দুইটি গুরু, যেমন—।ss; রগণ—মধ্যবর্ণ লঘু, s।s; স—অন্ত্য বর্ণ গুরু ।।s; ত—অন্ত্যলঘু ss।; জ—মধ্যগুরু ।s।; ভ—আদিগুরু s।।; ন—তিন লঘু ।।।; ল।; গ—।। অথবা s; ইহাদের মধ্যে ম ও ন—সখা, ভ ও য দাস, ত ও জ উদাসীন এবং স ও রগণ—শত্রু বলিয়া জানিবে। [ইহাদের ফলা-ফলাদি সম্বন্ধে আকর দ্রষ্টব্য]। ইহা বর্ণবৃত্ত-ঘটিত গণ। মাত্রাবৃত্ত আর্যাদিতে প্রবৃত্ত গণ পাঁচটি; যথা—সর্বগুরু, অন্ত্যগুরু, মধ্যগুরু ও আদি গুরু এবং চারিটী লঘুতে একটি গণ। ইহাদের প্রত্যেকের চারিটী করিয়া মাত্রা থাকিবে। **গণক** (হরি ৭। ৭৩) [গণেন ক্রীতমিতি গণ+ক] বহুমূল্যে ক্রীত। ২ গণনাকারী, দৈবজ্ঞ। **গণকী** (হরি ৭।২২২) গণকের ভার্যা।

গণতিথ (হরি ৭।৯০৪) [গণ+তিথুক্‌] গণ-পূরণ।

গণনাতিগ (মালা হরি ৯) সংখ্যাতীত।

গণরাত্র (আচ ১৭।৬) বহুরাত্রির সমাহার।

গণাধিরাজ (ব্র ৬১) গণেশ। [২ শিব]।

গণিকা (গোলী ১৩।৯৯) যূথিকা, ২ বেশ্যা। [৩ গণিকারিকা বৃক্ষ, ৪ হস্তিনী]।

গণিত্রিকা (হ ১৭।১০) জপমালা।

গণেন (আচ ৭।২৭) [গণয়ন্তীতি গণা দৈবজ্ঞাস্তেষামিনঃ শ্রেষ্ঠঃ] দৈবজ্ঞশ্রেষ্ঠ।

গণেয় (গোচ পূর্ব ২।২১) গণ্য, গণনীয়।

গণেশ (তর ১।১।১৯) বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের পীঠাবরণ-দেবতা। **-তীর্থ** (চৈম শেষ ২।১১০) যমুনার ঘাট। **-বেশ**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগ-ন্নাথের স্নানযাত্রার দিনে শৃঙ্গার-বিশেষ। শ্রীগণেশ-ভক্ত কর্ণাটদেশীয় গণপতি ভট্টের অনুরোধে শ্রীজগন্নাথ এই বেশ চিরতরে অঙ্গীকার করিয়া-ছেন। [দার্ঢ্যতাভক্তি]।

গণেশ্বর (চৈম সূত্র ১১) গণেশ। ২ শিব।

গণ্ডকী (হ ১৩।৩২৭) নেপাল হইতে প্রবাহিতা গঙ্গার শাখানদী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত; শালগ্রাম-শিলার আকর।

গণ্ড-গ্রাব (সিন্ধু ২।১।৩২৮) পর্বত-চ্যুত স্থূল উপল। **°পালি** (মালা মুমু ৯) কপোলপ্রান্ত। **-ভু** (গোচ উত্তর ১।৭০) গণ্ডস্থল। **-মালী** (হ ১৯।১১৪) গলগণ্ডরোগযুক্ত। **-শিলা** (গোচ উত্তর ৩৭।৮০) স্থূল শিলা। **-শৈল** (চৈচ মধ্য ১৪।৮৬) ক্ষুদ্র পাহাড়। ২ পর্বতচ্যুত স্থূল পাষাণখণ্ড।

গণ্ডূপদ (গোচ পূর্ব ১০।৫৩) কেঁচো।

গণ্ডূষ [গড়ি+উষণ্‌] মুখ-পূরণ, ২ মুখমধ্যে ধৃত জলাদি। ৩ হস্তি-শুণ্ডাগ্র।

গণ্য (হরি ৭।৬৮১) [গণং লব্ধেতি গণ+যৎ] গণনীয়, ২ শ্রেষ্ঠ।

গত (ভা ৩।২।১৩) উপক্ষীণ—স্বামী। [২ অতীত ৩ সমাপ্ত, ৪ পতিত। ৫ জ্ঞাত, ৬ প্রাপ্ত]। **-গতা** (হরি ৬। ৩৬৪) মরণাবস্থ পীড়া। **-জ্বর** (ভা ১০।৭৫।৩০) নিশ্চিন্ত—স্বামী।

-রজাঃ (আচ ১৫।২৯১) বীতরাগ। **-লেখ** (কৃষ্ণা ৪।১৩০) অগণিত। **-ব্যথ** (গীতা ১২।১৬) মনোবেদনা-রহিত। **-ব্যলীক** (ভা ২।৪।১৮) নিষ্কপট—স্বামী। ২ পরম ভক্ত—জী। **-শ্রম** (রত্না ৫।২৪৬) মথুরা-স্থিত বিশ্রামতীর্থের পশ্চিমাংশে অবস্থিত শ্রীভগবন্মূর্ত্তি। **-সঙ্গ** (চন্দ্রা ৭০) বিষয়াসক্তিশূন্য। **-হ্রী** (ভা ৩।১৮।৭) লজ্জাহীন, ২ প্রাপ্তলজ্জ।

গতাগতি (গীতা ৯।২১) পুনঃ পুনঃ মৃত্যুজন্ম।

গতাঙ্ক (হ ৫।১৭৪) নিষ্কলঙ্ক।

গতানাপ্ত (আচ ৪।২৭) শৌর্যবান, দীর্ঘাকার।

গতালীক (ভা ৬।১২।১৮) নিষ্কপট।

গতাসু (গীতা ২।১১) নির্গতপ্রাণ স্থূলদেহ—বি।

গতি (ভা ৩।২৪।২৩) কর্দম মুনির কন্যা ও পুলহের ভার্যা। ২ (চৈত ২।৫।২০) তত্ত্ব, ৩ (চৈত ১০।১৪।৫) [গম্যতেঽনেনেতি] চরণ। ৪ (চৈত ১০।৩৫।৭) প্রবাহ। ৫ (সুধা ১৫) প্রাপ্যস্বরূপ। ৬ (হ ১১।১৮৫) আশ্রয়। ৭ (বৃভা ২।৩।১৭৫) স্বরূপ, জ্ঞানশক্তি। ৮ (উ ১৪।১৬০) প্রকার—জী। ৯ চেষ্টা—বি। ১০ (কর্ণা ১০৬) গীতের গমক—কবিরাজ। ১১ (হ ৭।৩২০) গম্যস্থান। ১২ (যো ৩৮) বৃত্তি। ১৩ (গোভা ২।৩।৪০) উপায় ও উপেয়-স্বরূপ। ১৪ (হ ১১।৪৬৩) ফল, ১৫ শরণ। ১৬ (হ ১।২১) নিষ্ঠা। ১৭ (কৃষ্ণ ১৩৪) লীলা। ১৮ (ভা ২।৫।১৬) মোক্ষ। ১৯ (হরি ২।৭৫, ৫।৮৭) স্থলবিশেষে প্র-প্রভৃতি উপসর্গের সহিত ক্রিয়া-যোগ। উর্যাদিগণও ক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞা প্রাপ্তি করে। ষত্ব-ণত্ব-বিষয়েও গতি এবং উপসর্গের ভেদ আছে। গতিসংজ্ঞক নিপাতে স্বর-ভেদ থাকিলেও ষত্বণত্বের ফল নাই। ২০ (ভক্তি ১৭৯) স্ফূর্ত্তি। **-ক্রম** (নিবি ৪৯) পাদবিন্যাস-ভঙ্গী। **-ক্রিয়া** (মুক্তা ১৪৯) ছল। ২ (উ ৯।৩৬) নৃত্যগতি-বিশেষ। **-ত্রয়** (ভা ৩।২২।৩৬) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, ২ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—স্বামী। **-দর্শন** (হ ৬।২৩২) তত্ত্ববিজ্ঞান। **-বিৎ** (ভা ১০।৩১।১৬) তত্ত্বজ্ঞ। ২ স্বভাবজ্ঞ, ৩ আগমন-জ্ঞাতা, ৪ শরণ্য—জী। ৫ অন্তিম-দশাপ্রাপ্ত। **-সত্তম** (সুধা ৭৩) গমনে মহাশোভাশীল। ২ সমাশ্রয়ণীয় তত্ত্বসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। **-সামান্য** (ভগ ১১৪) একরূপতা।

গৎ (হরি ৫।২৮৪) [গচ্ছতীতি গম্+ক্বিপ্] গমনকৃৎ।

গত্বর (হরি ৫।৩৪৮) [গম্+করপ্] গমনশীল, ২ অনিত্য।

গদ (ভা ১।১৪।২৮) শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।৪৬) বসুদেবের পত্নী রোহিণীর গর্ভে সম্ভূত। ৩ (ভা ৯।২৪।৫২) বসুদেব-ভার্যা দেবরক্ষিতার গর্ভজাত পুত্র। ৪ (গোচ উত্তর ২।৪১) বাক্য। ৫ (উ ৭।১৬) রোগ, জন্মমরণাদি-লক্ষণ ব্যাধি।

গদন (গোলী ১৯।৮৬) বচন।

গদয়িত্নু (গোচ পূর্ব ১৭।৩৯) গর্জন-শীল। ২ (হরি ৫।৩৭৩) [গদ—ণিচ্+ইত্নু] কন্দর্প, ৩ বাগ্মী, ৪ কামুক।

গদা (ভা ৩।১৮।১১) যুদ্ধাস্ত্র। ২ স্তুতিবাক্য—বি। ৩ (ভা ১০।৩৩।১০) [গদতি বর্ণাত্মকং শব্দং নিগদতীতি] বংশী—সনা।

গদাগ্রজ (চৈত ৪।২৩।১২) শ্রীকৃষ্ণ। ২ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে শ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৩ বলরাম।

গদাধর (ভা ৭।৮।২৫) নৃসিংহমূর্ত্তি নারায়ণ। ২ (ভচ ২।৯) মাতৃকা-ন্যাসে ক-বর্ণের মূর্ত্তি।

গদাবন্ধ (অর্কো ৭।১৬) চিত্রকাব্য-বিশেষ।

গদাভৃৎ (ভা ৪।২১।২৯) বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। **-তীর্থ** (মথুরা ৪৬) গয়া।

গদামুদ্রা (হ ৬।৩৭) উভয় হস্ত পরস্পর সম্মুখে রাখিয়া অন্যান্য অঙ্গুলিকে গ্রথিত এবং মধ্যমাদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠাদ্বয়কে প্রসারিত করিলে 'গদামুদ্রা' হয়।

গদি (কৃষ্ণ ১৮০) মানুষের কথা।

গদী (হ ১৯।১১২) সদারোগী। ২ বিষ্ণু, ৩ গদাধারী।

গদ্যকলিকা (বিরু ৯৫) বিরুদের কোনও কোনও কলিকাস্থলে নানাবিধ গদ্যও রচিত হয়। ইহাতে অক্ষরময়ী ও সর্বলঘ্বী-ভেদে দ্বিবিধ রচনা হয়।

গন্ত্রী (গোচ পূর্ব ২৮।৯) গমনশীলা।

গন্ধ (মাম ৬।১১০) গর্ব, ২ সম্বন্ধ, ৩ পরিমল; (হ ২০।৬৫) অগুরু প্রভৃতিদ্বারা সাধিত সুগন্ধি রস-বিশেষ। (হ ৬।১২৮, ২৯৩) চন্দন, কর্পূর ও কালাগুরু, মৃগমদ, কুঙ্কুম ও চতুঃসম প্রভৃতি দেবপ্রিয় গন্ধ। ৪ (গীতা ৭।৯) গন্ধতন্মাত্র—স্বামী। ৫ (মালা যমুনা ৭) লেশ।

৬ (বিরু ৭৫) 'গানকলিকা' দ্রষ্টব্য। **-জীবনী** (গোচ পূর্ব ২৯।১৪৫) বণিক্‌পত্নী। **-তৃণ** (আচ ১১।১১৮) গন্ধেল ঘাস। **-ন** (হরি ৩।২৯৮) হিংসা, ২ সূচন। ৩ (গোলী ১৭। ৫৬) উৎসাহ, ৪ প্রকাশন। ৫ তৃণভেদ। **-নকুল** (গোচ উত্তর ১১।৩৫) ছুঁছা। **-ফলী** (দা ৬৩) চম্পক-কলিকা। **-মঞ্জরী** (কৃগ পরিশিষ্ট ১৮৪) শ্রীরাধার কিঙ্করী। **-মাদ** (ভা ৯।১০।১৯) বানর-সেনাপতি। ২ (ভা ৯।১৪।৯) অক্রূরের ভ্রাতা। **-মাদন** (ভা ৫। ১।১৮ ১৬।১০) ইলাবৃত ও ভদ্রাশ্ব-বর্ষের সীমা-পর্বত। মানস সরোবরের নিকটবর্তী—সুগন্ধ, হিন্দুকুশপ্রভৃতি। ২ (ভা ৯।১০।১৯) বানর-বিশেষ। **-মুদ্রা** (হ ৬।৪৫) মুক্তনির্মালিকা মুষ্টি। **গন্ধর্ব** (ভা ১।১১।১৭) গায়ক—স্বামী। (ভা ৬।৬।২৯) কশ্যপের ঔরসে ও অরিষ্টার গর্ভে জাত সন্তানগণ। ২ (চৈনা ১০।১) শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সেবক। ৩ (চৈচ আদি ১৩।১০৬) স্বর্গীয় গায়ক; ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন,গুহ্যলোকে বাসস্থান। ৪ (সিন্ধু ৩।৩।৪৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম-বয়স্য। চন্দ্রকান্তি, রক্তাম্বর, দ্বাদশ-বর্ষীয়, পিতা—বিনাক, মাতা—মিত্রা। **-পুর** (ভা ৯।৯। ৪৮) গুহ্যলোকের উপরিভাগে ও বিদ্যাধরলোকের নীচে অবস্থিত নগর-বিশেষ। **-মঠ**—শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরীর কুণ্ডাই-বেন্ট সাহিতে অবস্থিত। **গন্ধর্বিত** (মালা ত্রি ৪) শরভ-জাতীয় অতি-পরাক্রান্ত পশুবিশেষের ন্যায় আচরণ-বিশিষ্ট। **°লেখা** (কৃগ ১৪৬) শ্রীবিশাখার যূথে তৃতীয়া সখী। **-লেপন-যাত্রা**—শ্রীজগন্নাথের চন্দন-যাত্রা। **-বহ** (আচ ৩।১৫) বায়ু, ২ নাসিকা। **-বিৎ** (ভা ৩।২৯।২৯) ভ্রমরাদি, ২ পুষ্পকীট, ৩ জলকীট মৎস্যাদি। **-বেদ** (কৃগ পরিশিষ্ট) শ্রীকৃষ্ণের বিট [সেবাম্মুখী ভৃত্য-বিশেষ]। **-সার** (আচ ১২।৫৩) চন্দন, ২ গন্ধে শ্রেষ্ঠ। **-সিন্ধুর** (বিনা ৩।৪০) মত্ত হস্তী। **গন্ধাষ্টক** (ভচ ৪।১৪) চন্দন, অগুরু, বালা, কুড়, কুঙ্কুম, বীরণমূল, জটামাংসী এবং মুরা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। মতান্তরে—চন্দন, কর্পূর, অগুরু, কুঙ্কুম, গোরোচনা, কঙ্কোল, সিহ্লক ও জটা-মাংসী।

গভস্তি (গৌকৃ ১২।৩৪) কিরণ। ২ সূর্য, ৩ অগ্নি-পত্নী স্বাহা। **-তল** (সভা ১।২৫০) শ্রীহয়গ্রীবের অধিষ্ঠান—সকল লোকের নিম্নে। ব্রহ্মাণ্ড-সংলগ্ন লোকে শ্বেতবরাহ বাস করেন। তাঁহার উপরিতন লোকই 'গভস্তিতল'। **-নেমি** (সুধা ৬৫) কিরণমালাবেষ্টিত-সুদর্শনধারী।

গভীর (সুধা ৭১) [গম্‌+ইরন্‌] অপ্রবেশ্য। [২ নিম্নস্থান]। **-রংহা** (ভা ১০।৭৩।১৩) দুর্বোধ্য-বেগবান্‌।

গম (চৈত ৩।৫।৪) বিচ্ছেদ। [২ গমন, ৩ পথ, ৪ দ্যূতভেদ]।

গমক (আচ ১৩।৬০) ব্যঞ্জক। ২ (আচ ২০।৬৩) শ্রোতার চিত্তের সুখবিধায়ক স্বর-কম্পনকে 'গমক' কহে। তাহার ভেদ—পঞ্চদশ; তিরিপ, স্ফুরিত, কম্পিত, নীল, আন্দোলিত, বলি, ত্রিভিন্ন, কুরল, আহত, উন্নামিত, প্লাবিত, হুম্ফিত, মুদ্রিত, নামিত ও মিশ্রিত। [ইহাদের লক্ষণাদি ভক্তিরত্নাকরে ৫।৩০৬১—৬৮ দ্রষ্টব্য।]

গমন (ভা ৮।৭।৩৪) জ্ঞান—স্বামী।

গময়িতা (ভগ ৩) স্বলোক-[বৈকুণ্ঠ]-প্রাপক।

গমাগম (উ ১৫।১৮৫ বি) প্রকট প্রকাশে ব্রজভূমি হইতে মথুরা পুরীতে গমন এবং দন্তবক্র-বধের পরে দ্বারকা হইতে পুনরায় ব্রজে আগমন।

গমিত (স্তব ১৬।১৬) ভ্রংশিত।

গম্ভারী (চৈ কা ৫।৪৩) গাম্ভীর বৃক্ষ।

গম্ভীর (ভা ৩।১৬।১৪) নিগূঢ়ার্থ, ২ (বৃভা ১।৪।৯৫) অনবগাহ্য, ৩ অনবচ্ছিন্ন। ৪ (কর্ণা ২৭) গূঢ়াভি-প্রায়, ৫ (ভা ৯।১৭।১০) পুরূরবার বংশীয় রভসের পুত্র। ৬ (ভা ৮। ১৩।৩৩) চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির পুত্র। **-নিদ্রা** (ললা ৪।২) মৃত্যু। **-বেদী** (গোবি ১৫) গূঢ়ার্থবেত্তা, ২ নিরঙ্কুশ। ৩ (গোলী ১১।৩১) মত্ত হস্তী। **-বেধা** (ভা ৪।১৬।৯) যিনি নিজের অভিপ্রায় অন্যের অপরি-জ্ঞাত রাখিয়া কার্যসমাধা করেন।

গম্ভীরা (চৈচ মধ্য ২।৭) [উৎকল ভাষায়] অভ্যন্তর গৃহ। ২ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ —যেস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভজনাদি করিতেন। শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত-মতি শ্রীগৌরাঙ্গের বিবিধ লীলা-বিনোদের স্থান। **গম্ভীরিকা** (চৈনা ২৬।২৮) গম্ভীরা, অন্তঃ-প্রকোষ্ঠ। ২ শ্রীজগন্নাথের শয়ন-প্রকোষ্ঠ।

গয় (ভা ২।৭।৪৪) মনুবংশ্য রাজা

নক্তের পত্নী ঋতির গর্ভজ রাজর্ষি গয়। ২ (ভা ৪।১৩।১৭) পুষ্করিণীর গর্ভে উল্মুকের পুত্র। ৩ (ভা ৪। ২৪।৮) রাজা হবির্ধানের পত্নী ধীষণার গর্ভে জাত পুত্র। ৪ (ভা ৯।১।৪১) সুদ্যুম্নের পুত্র। ৫ প্রিয়-ব্রতবংশে অমূর্ত্তরয়ের পুত্র—ইনি নানা যজ্ঞে অগ্নির প্রীতি সম্পাদন-করত বরলাভ করেন যে অনবরত দান করিলেও তাঁহার কোষাগার পূর্ণ থাকিবে। **গয়ন্তী** (ভা ৫।১৫। ১৪) মনুবংশীয় গয়ের স্ত্রী। **গয়-শিরঃ** (ভা ৭।১৪।৩০) গয়ার নিকটবর্ত্তী পর্বত। **গয়া** (ভা ১০। ৭৯।১১) ফল্গুনদীর তীরে উত্তরে রাম-শিলা ও দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বিষ্ণুপদে পিতৃ-পক্ষে পিণ্ডদান করা প্রশস্ত, তদ্ভিন্ন প্রতিদিনই পিণ্ডদান হয়। বায়ু-পুরাণে গয়ামাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য। **গয়ালি** (চৈভা আদি ১৭।৭২) গয়াক্ষেত্রের পাণ্ডা।

গর (গোচ পূর্ব ১১।৩০) বিষ, ২ রোগ। **গরণ** (আচ ১৫।২৫৯) নাশ, ২ গলন। **গরল** (নিবি ৭) [গরং রোগং দদাতীতি] পীড়াকর।

গরাবড়ু—শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীজগন্নাথের সেবক—পূজাকালে পশুপালকের হস্তে আবশ্যক জল দেন।

গরিমা (মালা চৈ ১৩) গুরুতা, ২ গৌরব।

গরিষ্ঠ (ভা ১২।৮।৩৩) পূজ্যতম।

গরুড় (হ ২০।২৫২) যাহার চতুর্দিকে গৃহরাজ সংস্থিত, যাহা সপ্তভূমি উন্নত, চন্দ্রশালাত্রয়যুক্ত ও বহির্ভাগে সর্ব-দিকে ষড়শীতি-ভূমিকাবিশিষ্ট তাহাকে 'গরুড় প্রাসাদ' বলে। ২ (রুগ ১১৬) শিখাবতীর পতি—অন্য নাম গর্জর। ৩ শ্রীবিষ্ণুর বাহন পক্ষি-রাজ—কশ্যপের পুত্র। **-ধ্বজ** (হ ৩। ৫৬) শ্রীবিষ্ণু। ২ শ্রীজগন্নাথের রথের নাম। অন্য নাম—নন্দিঘোষ। **-মুদ্রা** (হ ৬।৩৭) এক হস্তের পৃষ্ঠদেশে অন্য হস্ত বিপরীত মুখে স্থাপন পূর্বক কনিষ্ঠা সহ কনিষ্ঠা, তর্জনীসহ তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠা সহ অঙ্গুষ্ঠা গ্রথিত করিয়া মধ্যমা ও অনামিকাদ্বয় পক্ষবৎ চালনা করিলে 'গরুড়মুদ্রা' হয়। **-রত্ন** (গোলী ১১৬৮) ইন্দ্রনীলমণি। **-রথ** (গৌকৃ ১৪।১) শ্রীবিষ্ণু। **-রুত** (ছ ২।১৩২) প্রতিপাদে ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-শিখামণি** (বিনা ৩।৩৩) শ্রীকৃষ্ণ। **-স্তম্ভ** (চৈচ মধ্য ২।৫৪) পুরীধামে শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে নাট্যমন্দিরের পূর্ব সীমানায় ও ছত্রভোগ মণ্ডপের সম্মুখে বিরাজমান স্তম্ভোপরি অঞ্জলি-বদ্ধ ভগবৎপার্ষদ গরুড়। শ্রীমন্‌-মহাপ্রভু এই স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিতেন—নয়নজলে গণ্ড, বক্ষঃ এবং চরণ প্রক্ষালন করত নিম্নখাল পূর্ণ করিতেন।

গরুৎ (চৈকা ৪।৩১) পক্ষ।

গরুত্মান্‌ (ভা ৪।৯।১) গরুড়, ২ পক্ষী।

গর্গ (ভা ১০।৭৪।৮) মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র—ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। ২ (ভা ১০।৮।১) যদুবংশীয়দের পুরোহিত মুনি, জ্যোতিষী। সোমবংশ্য মনুর পুত্র।

গর্গরী (গোচ উত্তর ৩৫।১০৮) কলস।

গর্জ (গোচ উত্তর ১৮।১০) গর্জন।

গর্জিত (গোবি ৪) মেঘশব্দ।

গর্ত্ত (ভা ১১।২৭।৩৬) বিস্তারে ও উচ্চতায় একহস্ত-পরিমিত কুণ্ড—স্বামী।

গর্দ্ধ (গোচ পূর্ব ৮।১০) আকাঙ্ক্ষা।

গর্দ্ধন (গোচ উত্তর ৩৭।১৭৪) তীব্রাভিলাষ। ২ (হরি ৫।৩৩৬) গৃধ্নু, লোলুপ।

গর্ভ (গীগো ৬।১২) অভিপ্রায়, ২ অন্তর্বর্ত্তী স্থান। ৩ (নাম ৩।৪৩) বেদান্তসিদ্ধান্ত-সম্মতা যথার্থতা। ৪ (সুধা ৫১) [গীর্যতেঽস্তঃ স্থাপ্যত ইতি অর্ত্তিগ ভ্যাং ভন্' উণাদি ৪৩২] অন্তরে স্থাপিত বস্তু। ৫ (হ ১১। ৫১২) তাৎপর্য-গোচর, ৬ সারভূত। ৭ (ভা ১০।১।৩৪) শিশু। ৮ (পরন ৪৬) জীব। **গর্ভক** (বিনা ৮।২১) গোঁপার যোগ্য পুষ্পমালা।

গর্ভসন্ধি (নাচ ১৩০—১৩৩) মুখ ও প্রতিমুখ-নামক সন্ধিদ্বয়ে কিঞ্চিৎ উদ্ভিন্ন নাটকীয় বীজের যাহাতে মুহুর্মুহু হ্রাস ও অন্বেষণ-বিশিষ্ট প্রকাশ থাকে, তাহাকে 'গর্ভসন্ধি' বলে। ইহাতে 'পতাকা' অন্বিত থাকিবে। ইহার অঙ্গ—অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, তোটক, অধিবল, উদ্বেগ, সম্ভ্রম ও আক্ষেপ-নামক দ্বাদশটি।

গর্ভস্থ-জীবের ভক্তি (ভক্তি ১৫১, শ্রীভাগ ৩।৩১।১২—২১) গর্ভস্থ জীবের ভগবৎস্তুতি ও তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া সংসার বর্ণনা হওয়ায় বিরোধ হইতেছে। তাহার **সমাধান** এই যে ভগবদুন্মুখ ও তদ্বহির্মুখ হিসাবে জীব দ্বিবিধ—ইহাদের ব্যক্তিগত বা ধর্মগত পার্থক্য-সত্ত্বেও জাতিগত পার্থক্য নাই বলিয়া একত্ব-

দৃষ্টিতে ঐ বর্ণনা ধর্ত্তব্য; বস্তুতঃ কোনও মহা-ভাগ্যবান্ জীবই গর্ভ-দশায় ভগবৎস্তুতি করে এবং মায়া-বন্ধন হইতে মুক্তি পায়। গর্ভে সকল জীবেরই ভগবৎস্মৃতি থাকে না। নিরুক্তমতে জীব ত্রিবিধ—(১) পূর্বপূর্ব-জন্মমাত্র-স্মরণকারী, (২) সাংখ্যযোগাদি অভ্যাসকারী এবং (৩) পুরুষোত্তমের অনুশীলনকারী। পরস্পরের ভেদ থাকিলেও দুই বস্তুকে একত্ববর্ণন-রীতি শ্রীমদ্-ভাগবতের অন্যত্র (ভা° ৩।১১।৩৬, ৩।১২।৪ ইত্যাদিতে) দ্রষ্টব্য।

গর্ভাঙ্কুর (অকৌ ৭।১৭) চিত্রকাব্য-বিশেষ।

গর্ভাঙ্ক (নাচ ৪১৯—৪২২) অঙ্কের মধ্যে যে অঙ্ক, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'গর্ভাঙ্ক' বলে; ইহাতে বস্তু-নির্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণ থাকে, আমুখ (প্রস্তাবনার) যৎকিঞ্চিৎ থাকিবে, অর্থোপক্ষেপ আদৌ থাকিবে না, পাঁচ ছয়টি পাত্রদ্বারা অভিনীত হইবে; বস্তু-বিষয় অন্বেষণীয় হইবে; যে অঙ্কে ইহা থাকে, সেই অঙ্ক স্বরে শোভিত থাকিবে, ইতিবৃত্ত-ভাগ বিস্তৃত হইবে না, প্রস্তুত বিষয়েই অনুবন্ধ থাকিবে। প্রথমাঙ্কে গর্ভাঙ্ক বিহিত নহে।

গর্ভাধান (হয় ১।১২।১০) প্রাসাদ-বেদিকার ভূগর্ভে সমুদ্র-মৃত্তিকাদি-পূরিত পাত্রবিশেষের বিধিপূর্বক স্থাপন।

গর্ভিত (মুক্তা ২২) অন্তর্নিবিষ্ট। ২ (বৃ ভা ২।৪।৬২) আবৃত। ৩ (হরি ৭।৮৮৩) জাতগর্ভ। **-তা** (অকৌ ১০।৩০) প্রকৃত বাক্যে অপ্রকৃত বাক্যের অবস্থানরূপ বাক্য-দোষ। **-সন্দর্ভ** (মুক্তা ৪২৯) গূঢ়াভিপ্রায়যুক্ত।

গর্ভেসুহিত (হরি ৬।৯১) অনুচিত চেষ্টাশীল।

গর্ভোত্থকনিশ (চৈনা ৯।৪) গর্ভ মোচা।

গর্ভোদশায়ী (চৈ চ মধ্য ২০।২৯২) দ্বিতীয় পুরুষাবতার, মহাবিষ্ণু, চতুর্মুখ ব্রহ্মার ও সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী। ইঁহা হইতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, জগৎ-পালক বিষ্ণু ও জগৎ-সংহারক রুদ্রের প্রাকট্য হয়। ইনি সহস্রশীর্ষাদি-নামে খ্যাত।

গর্ব (সিন্ধু ২।৪।৪১—৪২) সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদিহেতু অন্য ব্যক্তির অবহেলা। ইহাতে সোপহাস বাক্য, লীলাক্রমে অনুত্তর, নিজাঙ্গদর্শন, স্বাভিপ্রায়াদির গোপন এবং অন্য-জনের বাক্যে অশ্রবণাদি প্রকাশ পায়। **গর্বিত** (উ ৯।২০) সামান্যতঃ অন্যহেলন; বিশেষতঃ—অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, উদ্ধসিত, মদ ও ঔদ্ধত্য—এই ছয়টি গর্বের ভেদ।

গর্বোদগ্র (বিনা ৫।১৬) অহঙ্কারে উদ্ধত।

গর্হক (অকৌ ৫।৬৪) নিন্দক।

গর্হণ (নাচ ৩৫১) যে স্থলে দোষ কীর্ত্তন করিলেও অর্থতঃ গুণদর্শন হয় অথবা গুণকীর্ত্তনে দোষদর্শন হয়—সেই অবস্থাকে নাট্যশাস্ত্রে 'গর্হণ' বলে। **গর্হা** (ভাবনা ৮।২১) নিন্দা।

গল-কম্বল (আচ ১।১৮৪) গরুর গলদেশস্থ লম্বমান কোমল মাংস-বিশেষ [সাস্না]। ২ গলদেশে স্থাপিত কম্বল। **-স্বন** (গোবি ১২২) সুকণ্ঠ।

গলিত (ভা ১।১।৩) অবতীর্ণ—স্বামী। ২ (চৈনা ২।২২৫) দ্রবীভূত, ৩ স্থগিত।

গলু (হব ২।৮৮।৬০) চন্দ্রকান্ত মণি।

গলে নিপতিত (সি টী ১।১১) ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া যাহা স্বীকার করিতে হয়, তাহাকে 'গলে নিপতিত' ন্যায় বলে।

গল্লোক্তি (সা কৌ ৭।৪) অপার্থ বহু কথা।

গবল (গোচ পূর্ব ১০।১২) মাহিষ-শৃঙ্গ। [২ মহিষ]।

গবল্গন (ভা ১।১৩।২৮) সঞ্জয়ের পিতা। সূত।

গবাক্ষ (হরি ৭।১০১) গৃহরন্ধ্র। ২ (আচ ১১।১৩৭) গোনেত্র।

গবাণ্ড্ (হরি ৬।৩০২) [গামঞ্চতীতি] জলগামী, সূর্যগামী, কিরণগামী।

গবাধীশ্বর (ভাবনা ১৭।৩) বরুণ, ২ শ্রীব্রজরাজ।

গবাবিকম্ (হরি ৬।১২৭) গো ও মহিষের সমাহার।

গবাহ্নিক (বিপূ ৩।১৪।২৯) একটি গরুর একদিনের তৃপ্তিজনক তৃণাদি।

গবিষ্ঠ (ভা ১।১০।৩৬) স্বর্গস্থিত সূর্য, ২ ভূমিস্থিত—স্বামী। ৩ গোপাল-লীল—জী।

গবেধুক (হব ৩।৩।৩৭) কুসুম্ভবীজা-কার তৃণধান্যবিশেষ।

গবোরস (হরি ৭।১২২) [গোরুরঃ] গোপ্রধান।

গব্য (আচ ১।১৫৬) পার্থিব, ২ (হরি ৭।৫৯৫) দুগ্ধনবনীতাদি,

৩ (গোচ পূর্ব ৯।৩৭) গোসমূহ। ৪ (হরি ৭।৭১০) [গবে হিতমিতি ছ] গরুর হিতকর, ৫ (হরি ৭।৭৫০) গোর নিমিত্ত সংযোগ বা উৎপাত [অক্ষিস্পন্দনাদি]। **গব্যা** (হরি ৭।৩৪২) গোসমূহ। **গব্যাজীব** (আচ ১।১৫৬) গব্য দুগ্ধ-দধি প্রভৃতিই যাহাদের উপজীবিকা।

গব্যূতি (মথুরা ১৫২) দুই ক্রোশ।

গহন (প্রেম ৪৪) ঘনীভূত। ২ (চৈভা মধ্য ৬।২৩) গূঢ়। ৩ (চৈভা অন্ত্য ১।২০৫) ভিড়, 'হইতে লাগিল বড় লোকের গহন'। ৪ (আচ ১১।২৫) দুর্গম, ৫ বন। ৬ (উ ১। ২৯) সম্যক্ পর্যালোচনার অবিষয়ীভূত, ৭ অনির্বাচ্য। ৮ (আচ ১৮।৬০) দুর্গ। **-চর্যা** (গোচ পূর্ব ১।৮) দুর্জ্ঞেয় ভাব।

গহীয় (হরি ৭।৪৫০) [গহঃ ঘটা তস্মিন্ জাতঃ] দুষ্প্রবেশ্য।

গন্ধা পূর্ণিমা—পুরীধামে শ্রীবলদেবের আবির্ভাবতিথি—শ্রাবণী পূর্ণিমা।

গহ্বরেষ্ঠ (কৃষ্ণ ১০৬) মুক্ত জীবে অবস্থিত, ২ (গোভা ১।২।১১) বিবিধ অর্থসঙ্কট-পূর্ণ দেহে স্থিত—বল।

গাঙ্গ (হরি ৭।২৭০) গঙ্গার অপত্য—ভীষ্ম। ২ গঙ্গায় জাত। **গাঙ্গতীর** (হরি ৭।৪৩৬) গঙ্গাতীরে জাত। **গাঙ্গরূপ্য** (হরি ৭।৪৩৬) [গঙ্গায়া আগতং গঙ্গারূপ্যং তস্মিন্ জাত ইতি রূপ্য] গঙ্গা হইতে আগত বস্তু বা ব্যক্তি হইতে জাত। **গাঙ্গায়নি** (হরি ৭।২৭০) ভীষ্ম। [২ কার্ত্তিকেয়, ৩ প্রবর-প্রবর্ত্তক ঋষি]।

গাঙ্গেয় (গোলী ১৫।১০১) স্বর্ণ, ২ (হরি ৭।২৭০) ভীষ্ম। ৩ (আচ ১।২১) নাগকেশর। **গাঙ্গেয়াচল** (চৈকা ৮।৫৪) সুমেরু পর্বত।

গাঢ় (বৃ ভা ১।৫।৮৮) দৃঢ়, ২ অচ্ছেদ্য। ৩ দুর্ভেদ্য। **-রসন** (ভা ১০।১৬।৬) বদ্ধপরিকর। **-লৌল্য** (দশ ৩১) শ্রীরাধার মুখ্যকামৈকরূপা রতির আনুগত্যময়ী তন্তাবেচ্ছাত্মিকা ভক্তি।

গাণপত্য (হরি ৭।২৪৮) গণপতিবিষয়ক; গণেশ-সেবক।

গাণিক্য (হরি ৭।৩৩৮) বেশ্যাসমূহ।

গাণেশ (গো ভা ২।২।৩) সম্প্রদায়বিশেষ—এই মতে গণপতিই জগৎকর্ত্তা—তিনিই প্রকৃতি ও কালদ্বারা জগৎ রচনা করেন—উঁহার উপাসনাতেই মোক্ষলাভ হয়।

গাণ্ডব (হ ১৯।১০৬) গলরোগবিশেষ।

গাণ্ডীব (ভা ১০।৫৮।১৩) [গাং পৃথিবীং ডীবয়তি নাদয়তীতি] পৃথিবীকে যিনি শব্দিত করেন—সনা। ২ অর্জ্জুনের ধনুঃ।

গাত্র (ভা ১১।২৫।১৬) কর্মেন্দ্রিয়—স্বামী। **-মৃজা** (গোচ পূর্ব ২।২৭) মার্জন। **-মোটন** (উ ১১।৭৪) অঙ্গভঙ্গ [উদ্ভাস্বর]। **-রুহ** (ভা ২।৩।২৪) রোম। **গাত্রবান্** (ভা ১০।৬১।১৫] শ্রীকৃষ্ণের মহিষী মাদ্রীর গর্ভজ পুত্র।

গাথক (হরি ৫।২১৩) [গৈ শব্দে +থক্] গানশিল্পী। **গাথা** (ভা ৪।১৬।২৩) প্রবন্ধ। ২ (ভা ১০। ৮৭।৪) ইতিহাস। ৩ (ভা ১০।৮৯। ২৫) বাক্য—স্বামী। ৪ (উ ১৫। ৬৭) প্রাকৃত-ভাষাময়ী আর্যা। ৫ (তত্ত্ব ১৪) পিতৃ ও পৃথ্বী প্রভৃতির স্তুতি। ৬ (গোচ পূর্ব ৩১।১৫০) শ্লোক। ৭ (ছ ৪।১২) বিষমাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ।

গাথিন (হরি ৭।৩২) গাধির পুত্র।

গাদ (আচ ১০।২২) বচন।

গাধ (ভ্য ১০।২০।৩৭) ক্ষুদ্র—স্বামী। ২ (অকৌ ৮।৩৩) তলস্পর্শ-যোগ্য।

গাধি (ভা ৯।১৫।৪) সোমবংশ্য কুশাম্বুর পুত্র—বিশ্বামিত্রের পিতা।

গাধিসুত (ভা ১।১৯।৮) বিশ্বামিত্র।

গানকলিকা (বিরু ৭৫) দ্বিগাদিগণবৃত্তলক্ষণাক্রান্ত গ-ন-গণে রচিত হইয়া যে কলিকা সর্বকলাস্তে ন-গণকেই মাত্র স্পর্শ করে অর্থাৎ সর্বান্তেও ন গণই থাকিবে, তাহাই 'গানকলিকা' বা 'গন্ধ'। যথা—পুষ্পশরকোটিরুচি হারিপদপদ্মনখ গোপকুল-মোদপর চারুতর বেশধর—দেব॥

গান্দিনী (ভা ৯।২৪।১৫) কাশিরাজের কন্যা ও শ্বফল্কের পত্নী। অক্রুরের মাতা। ২ গঙ্গা।

গান্দিনীসুত (গোচ উত্তর ১৯।৩০) অক্রুর। [২ ভীষ্ম, ৩ কার্ত্তিকেয়]।

গান্দিনেয় (উ স ৬৯) অক্রুর।

গান্ধর্ব (হ ১৩।৭৬) গীত। **-কলা** (গী গো ১২।২৮) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত গীত-রাগ-তালাদি। **-বিধি** (ভা ৯। ২০।২৬) পরস্পরের অঙ্গীকারে বিবাহ-বিধান। **গান্ধর্বা** (কৃ গ ১০৯), **গান্ধর্বিকা** (মালা প্রেম ১৬), **গান্ধর্বী** (গোতা ২।১২) শ্রীরাধা। **-সরঃ** (স্তব ১২।১) রাধাকুণ্ড।

গান্ধার (ভা ৯।২৩।১৫) যযাতিবংশীয় আরব্ধের পুত্র। ২ (আচ ২০।৫১) রাগ-বিশেষ, সঙ্গীতশাস্ত্রে গান্ধার, গান্ধারী ও দেবগান্ধার—এই

নামগুলি পাওয়া যায়। ইহাদের লক্ষণাদি আকরে দ্রষ্টব্য। ৩ (বিপু ৩।১৬।৮) শাকভেদ, ৪ কাঁজি।

গান্ধারী (ভা ১।৮।৩) গান্ধার-রাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী ও দুর্যোধনাদির মাতা। ২ (ভ চ ৩।৬) শ্রীগৌরপূজায় অষ্টমী পীঠশক্তি।

গান্ধিক (কৃগ পরিশিষ্ট ৮০) গন্ধ, অঙ্গরাগ, মাল্যাদি ও পুষ্পমণ্ডনকারী। ইঁহাদের নাম—সুমনাঃ, কুসুমোল্লাস, পুষ্পহাস, হর ইত্যাদি। ২ (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্যবাহী ভৃত্য।

গামুক (হরি ৫।৩৩৯) [গম্+উকঞ্] গমনশীল।

গাম্ভীর্য (অকৌ ৫।৩২) ভয়, শোক, ক্রোধ ও হর্ষাদিসত্ত্বেও অবিকারিতা। ২ (গো ভা ৩।৩।৩৯) ভক্তগণের অপরাধ-দর্শনেও অক্ষোভতা। ৩ (উ ৪।৪০) অন্তরে জাত ক্ষোভের বাহিরে অপ্রকাশ। ৪ (হরি ৭।৫০৭) অগাধত্ব, ৫ অবিকারিত্ব।

গাম্মন্য (হরি ৫।২৯৫) [গামাত্মানং মন্যত ইতি গো—মন্+খশ] যিনি নিজেকে গোবৎ মনে করেন।

গায় (ভা ১০।২১।৮) [গৈ ভাবে+ঘঞ্] গান। ২ [গৈ কর্ত্তরি অণ্] গায়ক।

গায়ত্রব্রত (ভা ১০।৪৫।২৯) ব্রহ্ম-চর্য—স্বামী। ২ (গোচ উত্তর ১১।৯১) বেদাধ্যয়ন। ৩ (গোচ পূর্ব ৩৩।৮৫) উপনয়ন। **গায়ত্রী** (গা ভা ২) প্রকাশয়িত্রী, ২ বেদময় সবিতার প্রকাশিনী সাবিত্রী। ৩ বাঙ্ময়ী সরস্বতী। ৪ (আচ ১।২০) বেদমাতা, ৫ খদির বৃক্ষ। ৬ (ছ ১।২৭) শ্লোকের প্রতিচরণে ছয় অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত। **গায়ত্র্য** (গোচ উত্তর ২৫।২৩) গায়ত্রী-সমূহ।

গায়ন (হরি ৫।২১৩) [গৈ শব্দে +ষ্বুন] গান-শিল্পী। ২ (চৈভা মধ্য ৮।৯৬) স্তুতি-পাঠক।

গায়নী (হরি ৭।২০৭) সঙ্গীত-বিদ্যোপজীবিনী। **গায়মান** (ভা ১০।২১।৮) যাহাদের গানে সকলে আদর দিয়াছেন, ২ গানে যাহাদের গর্ব—সনা। ৩ গানকারী।

গার (আচ ১৫।১৯৬) নিগিরণ।

গারুড়রত্ন (মালা ছ ১২) ইন্দ্র-নীলমণি।

গারুড়ীয় (চৈনা ৭।১৬) বিষবৈদ্য।

গারুত্মত (মালা প্রেমেন্দু ৮) মরকতমণি।

গার্গী (কৃগ ৬৭) শ্রীকৃষ্ণ-পুরোহিত ভাগুরির স্ত্রী। ২ (গোভা ১।৩।১০) বৃহদারণ্যোক্ত (৩।৮) ব্রহ্মবিদ্যা-পারদর্শিনী—ইনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা প্রাপ্ত হন—বচক্রু ঋষির কন্যা। [শতপথ-ব্রাহ্মণ ১৪।৬।১।১]।

গার্গ্য (হরি ৭।৪৯) গর্গমুনির অপত্য। ২ (হ ৫।৪৭৯) পূর্বদিগ্বাসী জনৈক মহর্ষি। ৩ (ভা ৯।২১।১৯) যযাতিবংশীয় শিনির পুত্র। ইনি ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি করিয়াছেন।

গার্ধ্য (হরি ৩।৩৭২) আকাঙ্ক্ষা।

গার্ভ (ভা ৩।৭।২৭) জরায়ুজ। ২ গর্ভ-সম্বন্ধীয়।

গার্হকমেধিক (ভা ১০।৫৯।৪৩) গৃহস্থধর্ম।

গার্হপত্য (হরি ৭।৬৮৭) অগ্নি-বিশেষ। (গোভা ১।২।২৫) অগ্নি-ত্রয়ের একতম, দক্ষিণাগ্নির উত্তর দিকে ইহার আসন, গৃহপতি পিতার নিকট হইতে ইহার প্রাপ্তি করেন; এইভাবে বংশক্রমে চলিতে থাকে। যজ্ঞীয় আহবনীয় অগ্নি ইহা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

গার্হমেধ্য (আচ ১৩।৩০) গার্হস্থ্য।

গালব (ভা ১০।৮৪।৩) পূর্বদিগ্বাসী মহর্ষি। ২ বিশ্বামিত্রের পুত্র। ৩ (ভা ৮।১৩।১৫) অষ্টম মন্বন্তরে সার্বণির কালে সপ্তর্ষির অন্যতম। ৪ (গোলী ২১।৩০) লোধ্র। ৫ (গোলী ২১।৫৫) যমুনার নিকটবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবনস্থ বৃক্ষবিশেষ [বৃলী ৩৮]। ৬ (হরি ১।৬২) পাণিনির পূর্ববর্ত্তী ব্যাকরণ-কৃৎ। ইনি মুনি শাকল্যের শিষ্য ও শাকটায়নের সমসাময়িক। বায়ুপু° (৬০ অধ্যায়) ও ব্রহ্মাণ্ডপু° (৩৫) দ্রষ্টব্য। স্মৃতিচন্দ্রিকায় ও কালমাধবে গালবের বচন প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। বৃহদ্দেবতায় (৬।৪৩) শাকটায়নের সহিত ইঁহার নামও পঠিত হইয়াছে।

গালি (গোচ পূর্ব ৩০।৩৪) ভৎর্সনা। আক্রোশ, শাপ।

গালোড়িত (হরি ৩।৫৪৮) বাক্য-বিমর্ষ, ২ উন্মাদ, ৩ রোগ, ৪ মূর্খতা, ৫ উন্মত্ত, ৬ মূর্খ, ৭ রোগী।

গাবল্গণি (ভা ১।১৩।২৮) সঞ্জয়।

গির (হরি ৫।২০৪) [গৃ নিগরণে+ক্বিপ্] গ্রাস, ২ বাক্য।

গিরি (ভা ৯।২৪।১৬) যদুবংশীয় শ্বফল্কের পুত্র। ২ (গোচ পূর্ব ১৮।৬৮) পূজ্য, শ্রেষ্ঠ। ৩ [পারদের] দোষবিশেষ। -**কূট** (মালা ছ ৪) পর্বতশৃঙ্গ। -**গোবর্দ্ধনবেশ**—নালাচল-নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ। চন্দন-

যাত্রার কৃষ্ণা তৃতীয়ায় শ্রীমদনমোহন এই বেশ পরিয়া জলযাত্রায় বহির্গত হন। -জনি (গোচ পূর্ব ৩।৮৪) গৈরিক। [২ শিলাজতু, ৩ লোধ্র, ৪ অভ্রক]। -জা (ভা ১০।৫২।৪২) ভবানী। -ডিম্ভ (হংস ৩৩) প্রত্যন্ত পর্বত। -ত্র (বৃভা ২।৭।৯৬) শিব। ২ [গিরিণা ত্রায়তে ব্রজভূমিমিতি] গোবর্দ্ধনধারী। -দুহিতা (আচ ১৫।২০২) নদী। -দেব (আচ ১৩।৩) পর্বতশ্রেষ্ঠ। -দ্রোণি (ভা ১০।৭৩।১) গিরিব্রজ [রাজগির্]। -ধাতু (অকৌ ৫।৩২) গৈরিক। -ধারী বেশ—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ। চন্দনযাত্রায় কৃষ্ণাচতুর্দ্দীতে শ্রীমদনমোহন এই বেশে জলকেলি করেন। -ভৃৎ (গোচ পূর্ব ১৮।১৩৯) গিরিধারী। -মল্লী (হংস ৬৪) কুটজপুষ্প। -ব্রজ (ভা ১০।৭০।২৪) মগধান্তর্গত জরাসন্ধের দুর্গস্থিত কারাগার—এক লক্ষ রাজাকে বলি দিয়া মহাভৈরবের যজ্ঞার্থে জরাসন্ধ এই দুর্গে বিশহাজার রাজাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থলে ছিল। -শ (ভা ২।৩।৭) মহাদেব। -শ-সুহৃৎ (হংস ২৫) কুবের। -শালিনী (হ ৭।৬) শ্বেতকুটজ পুষ্প।

গিরীন্দ্র (লনা ১।১৪) হিমালয়। ২ (ম ৯) শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বত।

গীঃ (ভা ১০।৩৯।৫৫) সামান্য বাক্‌শক্তি—সনা। ২ জ্ঞানশক্তি—বি। ৩ (ভাবনা ৫।৪২) সরস্বতী। ৪ (ভা ১০।৮৭।২৭) [গৃণাতি মোহনশব্দং করোতীতি] বংশী—প্রবো। -শুদ্ধি (গীগো ১।৪) শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির বর্ণনায় বাক্যশুদ্ধি হয়।

গীতি (ছ ৬।৯) মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবিশেষ। [২ গান]।

গীতিকা (ছ ২।১৫৯) বিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [২ গান, ৩ গীতিতুল্য গাথা]।

গীতিস্থান (গীগো ৩।১৬) স্বর, গ্রাম ও মূর্চ্ছনাদি, ২ মুখ—বা।

গীর্ণ (গোচ পূর্ব ৩৩।৭৬) উক্ত, ২ (গোচ পূর্ব ১৬।৫৭) গিলিত, গ্রস্ত।

গীর্ণি (গোচ পূর্ব ৩০।১০২) গিলন। ২ স্তুতি, ৩ বর্ণন।

গীর্দ্দেবতা (গোচ পূর্ব ৩৩।৪২) সরস্বতী।

গীর্ভঙ্গী (গোচ পূর্ব ২৯।১৩৫) বাক্‌ছল।

গীর্বাণ (গৌবি ১১৫) দেবতা। -বল্লী (স্তব ১৪।১) কল্পলতা। -বাণী (গোচ উত্তর ৬।৭) দৈববাণী।

গীর্বাণী (ঐ ৬।২১) দেবী।

গীর্বাণেশ (মালা প্রণাম° ১২) ইন্দ্র।

গীষ্পতি (ভা ৩।২৬।৬১) ব্রহ্মা। ২ বৃহস্পতি।

গুচ্ছ (মাম ১।২০) স্তবক, ২ বত্রিশনর হার। ৩ ময়ূরপুচ্ছ, ৪ মল্লিকা।

গুচ্ছক (ছ টী ১, ১৪) ষোড়শাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ (গোলী ২।৯০) হারবিশেষ।

গুচ্ছার্দ্ধ (আচ ১।১০২) চব্বিশনর হারভেদ।

গুঞ্জ (ভা ১০।১৪।১) অব্যক্ত শব্দ। ২ (চৈচ অন্ত্য ৬।১৮৭) কুঁচ, [৩ পুষ্পস্তবক]।

গুঞ্জা (নিধি ২।৩৫) কলধ্বনি। ২ কুঁচ, [৩ পটহ, ৪ মদিরাগৃহ]।

গুঞ্জাবতংস (ভা ১০।১৪।১) গুঞ্জাফলে রচিত কর্ণভূষণ, ২ শব্দব্রহ্মাগোচর—জী।

গুটিকোদর (লী ৩৯৯) শ্রীজগন্নাথদেব। নবকলেবর-সময়ে একমূর্ত্তি শালগ্রাম বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ডে জটিত হইয়া শ্রীজগন্নাথের উদরে স্থাপিত হন বলিয়া 'গুটিকোদর' নাম।

গুড় (ভা ১১।২৭।৩১) মিছরী ফেণিবাতাসাদি। ২ (মুক্তা ১৭।১৮) বক্র, ৩ (আচ ১৪।১৫৯) গোলক। -ফল (গোলী ২১।৩০) পীলুফল।

গুড়াকা (ভা ১।১০।১৭) ধনুর্বিদ্যা, ২ নিদ্রা—স্বামী।

গুড়াকেশ (ভা ১০।৫৮।২৩, গীতা ১।২৪) জিতনিদ্র, ২ ধনুর্বিদ্যা-পারগ—স্বামী।

গুড়াপূপিকা (হরি ৭।৯১৮) [গুড়েন যুক্তোঽপূপোঽস্যাং পৌর্ণমাস্যামিতি গুড়াপূপ+ক+আপ্] যে পূর্ণিমায় গুড়যুক্ত পিষ্টকভক্ষণের রীতি আছে।

গুড়ালক (ভা ১০।৩৮।৯) বক্রকেশ।

গুড়ৌদন (হ ১৫।৬৩৩) গুড়সহ পাচিত অন্ন, ২ মিষ্টান্ন।

গুণ (ভা ৩।২৫।২৫) বিষয়। ২ (ভা ১১।১০।৩০) সত্ত্বাদি, ৩ ইন্দ্রিয়—স্বামী। ৪ (ভা ১০।৭০।৩৫) লাভ, ৫ প্রভাব। ৬ (রত্ন ১।৭) বৈশেষিকমতে রূপাদি চতুর্বিংশতি। ৭ (রত্ন ৬।৩৪) অহঙ্কার। ৮ (ভা ১২।১০।২৫) উপাদান। ৯ (ভা ১১।২৪।২০) দেহ—স্বামী। ১০ (ভা ১২।৪।১৬) বৃত্তি। ১১ (বিনা ৩।৭) তন্তু, সূত্র। ১২ (ভাবনা ১৯।৩২) তন্ত্রী, ১৩ উৎকর্ষ। ১৪ (কৃষ্ণ ১১৮) স্বরূপশক্তির বৃত্তি-

বিশেষ। ১৫ (কৃগ ১৫৩) সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব। ১৬ (অকৌ ৬।১) রসের উৎকর্ষ-জনক অসাধারণ ধর্মবিশেষ। **-ক** (গৌবি ১০৮) ভক্ত। **-কন্দ** (মালা গোবিন্দ ১৩) গুণমূল। **-কর্মবিভাগ** (গীতা ৩।২৮) সত্ত্বাদি-গুণত্রয় এবং তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ কার্য, মন, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে আত্মার স্বতন্ত্রতা—স্বামী। **-কীর্ত্তন** (নাচ ৩৪৯) জগতে গুণ-গরিমযুক্ত বহু বস্তুর নামদ্বারা একটি-মাত্র অভিপ্রেত বিষয়কেই সূচনা করার নাম নাট্যশাস্ত্রমতে 'গুণ-কীর্ত্তন'। ২ (উ ১৫।৫৬) সৌন্দর্যাদি গুণের শ্লাঘা। **-গর্ভ** (লনা ৪।১৩) মাধুর্যাদিযুক্ত। ২ সূত্রমধ্য। **-চূড়া** (কৃগ ২৪৬) তুঙ্গবিদ্যা সখীর যূথে সপ্তমী সখী। **-তুঙ্গা** (কৃগ পরিশিষ্ট ১৯১) শ্রীরাধার সভায় কলা-বিদ্যাবিৎ। বিশাখাকৃত গীতে শ্রীহরির প্রীতি-দায়িনী। **-ত্রয়** (ভা ৬।৪।২৩) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। **-ত্রয়াভাস** (ভা ৬।৪।২৩) জীব—স্বামী। **-দেহ** (আচ ১৯।৭৭) [গুণৈর্দেহস্তেঽসৌ] সত্ত্বাদি-গুণলিপ্ত। **-ধর্ম** (যো ৩৮) শুক্লকৃষ্ণাদি বা সাত্ত্বিক রাজসিকাদি—জী। **-ধী** (চৈত ১০।২৯।২২) সংসারী। ২ স্বসুখাদিতে বুদ্ধি-শীল, ৩ গুণজ্ঞ—সনা। **-ধ্যান** (সিন্ধু ১।২।১৮০) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত ধ্যানের অবান্তর ভেদ।

গুণন (মায ৩।১০৮) মিলন। ২ (আচ ১২।১৫) কীর্ত্তন। ৩ (গোচ পূর্ব ৩।২৩) অভ্যাস, ৪ পূরণ, ৫ (গীগো ৭।২৯) চিন্তন—প্রবো।

গুণনিকা (সিন্ধু ২।১।৩৩৩) অভ্যাস। ২ (আচ ১৭।১৬৯) নৃত্য। **গুণ-নিধি** (গৌগ ১০৩) পূর্ব লীলায় মুকুন্দ-নিধি। **°প্রকৃতি** (ভা ১০।৬০।৩৪) ত্রিগুণ-স্বভাবা—স্বামী। ২ জাড্যাদি-দোষযুক্ত-স্বরূপা—সনা। ৩ বহিরঙ্গা শক্তি—বি। ৪ (কৃষ্ণ ১৮৫) গৌণ-স্বভাবা অর্থাৎ অপকৃষ্ট-রূপা। **-প্রবাহ** (ভা ৩।২৮।৩৫) দেহাদ্যুপাধি—স্বামী। ২ (ভা ১০। ২৯।১২) সংসার—সনা। ৩ (ভা ১০।৮৫।১৫) কৃষ্ণকারুণ্যাদির পর-ম্পরা। ৪ (ভা ৪।১০।১৭) গুণ-সমূহের ক্ষোভ—স্বামী। **-প্রসিদ্ধি** (ভা ১০।৬৩।৩৮) বিষয়-প্রকাশন—স্বামী। **-ভুত** (ভা ১১।১১।৪৭) মিশ্রিত, গৌণ। **-ভৃৎ** (সুধা ১০৩) সত্ত্বাদিগুণের ধারক। **-ভোক্তা** (গীতা ১৩।১৫) সত্ত্বাদিগুণের পালক—স্বামী। ২ ত্রিগুণাতীত ভগ-শব্দবাচ্য ষড়্গুণের আস্বাদক—বি। **-মঞ্জরী** (কৃগ পরি ১৮২) শ্রীরাধার কিঙ্করী। **-ময়** (ভা ৩।৯।৩৯) অপ্রাকৃত অনন্ত গুণবিশিষ্ট—জী। ২ (ভা ১০।২৯।১৬) পাশ-প্রচুর—সনা। **-ময় দেহ** (ভা ১০।২৯।১১) ভাবযুক্ত দেহ—সনা। ২ বিরহ-ভাবময় আবেশ—জী।

গুণময়দেহত্যাগ (কৃষ্ণ ১৪৫) শ্রীগোপগোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য-পরিকর, তখন রাস-প্রসঙ্গে তাঁহাদের গুণময়-দেহত্যাগের কথা আসে কেন? তাহার **উত্তর** এই যে এই প্রকরণটিতে কোনও কোনও অসিদ্ধদেহা সাধকচরী গোপীগণের সম্বন্ধই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীব্রজ-সুন্দরীগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধকচরী-ভেদে দ্বিবিধ। নিত্যসিদ্ধাগণ বংশী-ধ্বনি শুনিয়াই অভিসারিণী হইয়া-ছেন; কিন্তু যাঁহারা অন্তর্গৃহগতা হইয়া গুরুজনের নিবারণে বাহির হইতে পারেন নাই, তাঁহারা প্রাণ-বল্লভের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। সেই ধ্যান-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির বাধক যাবতীয় গুরুভয়াদি অন্তরায় তিরো-হিত হইল এবং ধ্যানেই শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির সাধনরূপ সখ্যাদির সাহায্য-চিন্তাদি ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা তখনই নিরতিশয় প্রেমাস্পদ হৃদয়-রমণ শ্রীকৃষ্ণে 'জার-বুদ্ধি' করিয়াও—(উপপতি-বুদ্ধিতে ভজনের প্রাবল্যে)—লোকধর্ম, লোকমর্যাদাদি অতিক্রম করিয়াও—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিরোধী গুরু গণের মধ্যে বাসাদিরূপ অন্তরায় বিধ্বস্ত করিয়াই 'গুণময়' দেহত্যাগ করিলেন। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সম্পর্কেও উক্ত হইয়াছে যে যোগ-মায়া-কর্তৃক কল্পিত দেহ তাঁহাদের পতিগণের পার্শ্বে থাকিত বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতেন না। নিরুদ্ধা গোপীগণেরও 'গুণময়দেহ'-ত্যাগ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তই স্থির হই-তেছে যে অভিসারকালে বাধা পাইয়া তাঁহারা যখন ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাতেই সেই অপ্রাকৃত-দেহসম্পন্না গোপী-গণের তাৎকালীন কল্পিত গুণময় দেহে, প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল এবং সেই গুণময়দেহই ত্যাগ করিয়া—(নিজ দেহত্যাগ করিয়া নহে)—

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়াছেন। 'গুণময়দেহ' শব্দে 'নিজ দেহ' অর্থ করিলে 'গুণময়' বিশেষণটি ব্যর্থই হয়। এক্ষণে **প্রশ্ন**—ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতি কোথায় কবে হইয়াছিল? তোষণীতে (ভা ১০।২৯।১০) শ্রীজীবপাদ বলেন যে গোকুলের প্রকাশ বিশেষ গোলোকেই (অপ্রকট প্রকাশে) সেই রাসরাত্রিতে এবং (প্রকট প্রকাশে) দিনান্তরেও ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ হইয়াছিল। তবে সেই ত্যক্ত দেহগুলি কি হইল? **উত্তর**—সেই গোপীগণের পতি প্রভৃতির যাহাতে দুঃখাদি না হয়, এইজন্য মায়াই ত্যক্ত দেহগুলিকে অন্তর্ধান করাইয়া তৎসমান অন্য দেহের স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সমাধান এই যে ঐ সঙ্গতি প্রথমতঃ অন্তর্গৃহেই হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্গৃহেই তাঁহাদের নিকট প্রকট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের যাবতীয় অন্তরায় দূরীভূত করিয়াছিলেন, সুতরাং রাসরজনীতেই তাঁহারা কেবল প্রকটভাবে রাসমণ্ডলে যাইতে পারেন নাই।

শ্রীবিশ্বনাথের **সিদ্ধান্ত**—মুনিচরী গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃত গুণময়-শরীরতা ত্যাগ করত প্রথমতঃই শুদ্ধ চিন্ময়ীভূতশরীরা হইয়াছিলেন, তাঁহারা পুরুষান্তর-কর্ত্তৃক অস্পৃষ্টা ছিলেন এবং শ্রীযোগমায়ার সাহায্যে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সহিতই অভিসার করিয়াছিলেন—কিন্তু যাঁহারা বাহিরে গুণময়-শরীরবতী ছিলেন, তাঁহাদিগকেও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহরূপ তাপ প্রাপ্তি করাইয়া গুণময়শরীর-ভাব ত্যাগ করাইয়াই—পুরুষান্তরের স্পর্শদোষ বিনষ্ট করাইয়া চিন্ময়ীভূতশরীর-সম্পাদনায় সেই রাসরজনীতেই সকলের পশ্চাৎ অভিসারিত করাইয়াছিলেন। যাঁহাদের ঈষৎমাত্র কষায় ছিল, তাঁহাদিগকেও বিরহ-তাপেই কষায়-নিবর্ত্তনজন্য অন্য রাত্রিতে অভিসারিত করাইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা রাসাদিবিলাসপ্রাপ্ত হইয়া রাত্র্যন্তে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণসহ পতি-গৃহে আসিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে কিন্তু যোগমায়া-কর্ত্তৃক পতিসঙ্গ হইতে রক্ষিত হইয়া তাঁহারা পতি-পুত্রাদিতে মমতাশূন্য হইয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাতিরেকে অভিভূত হইয়া তাঁহাদের স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া গেল, স্বপুত্রাদিকেও আর পালন করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-স্বজনগণও তাঁহাদিগকে গ্রহগ্রস্তবৎ মনে করিয়া নীরব ছিলেন।

গুণ-মায়া (ভগ ১৭) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান বা প্রকৃতি। ইহা মহত্তত্ত্বাদির উপাদানভূতা অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ-রূপা প্রকৃতির উপাদানাংশ। [ভা ২।৯।৩৩] 'তমঃ' শব্দদ্বারা ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জ্যোতিঃ পদার্থের অন্যত্র অন্ধকারের প্রতীতি হয়, কিন্তু ঐ প্রতীতিও জ্যোতিঃ পদার্থের সাহায্য-সাপেক্ষ, কেননা চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারাই উহার প্রতীতি হয়, পৃষ্ঠাদি দ্বারা নহে; তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতা গুণময়ী মায়াকে তৎপ্রেরিত চিৎশক্তির সাহায্য ব্যতীত জানা যায় না। এই মায়া পরমেশ্বরে নাই, কিন্তু তাঁহার আশ্রয়-ব্যতিরেকে সৃষ্ট্যাদি কার্য নিষ্পাদিত হয় না, অতএব ঈশ্বরই মায়ার আশ্রয় অথচ নির্লিপ্ত। **°মালা** (কৃগ পরি ৮৩, ১১৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণের কিঙ্করী। **-রতি** (বিরু ৩৯) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত স-ন-ন-গণে রচিত অংশে তৃতীয়াক্ষর দীর্ঘ হইলে 'গুণরতি' কলিকা হয়। যথা—যমুনাতটচর, নবনাগরবর দনুজা-বলিহর, মধুরাকৃতিধর। **-লিঙ্গ** (প্রীতি ৬১) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপ উপাধি-বিশিষ্ট। ২ (হ ১১।৬।১৪) [গুণা বিষয়া লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে যৈঃ] বিষয়াবিষ্ট ইন্দ্রিয়। **-বচন** (হরি ৬।৬১) [গুণমুক্ত্বা যো গুণিনি বর্ত্ততে, স গুণবচনঃ] গুণবিষয়ে বলিয়া যাহা ঐ গুণযুক্ত দ্রব্যেরও বাচক হয়, তাহাই 'গুণবচন'। 'চক্রখণ্ড'-শব্দের তাৎপর্য এই—চক্রনামে যে অস্ত্রবিশেষ, তাহাদ্বারা কৃত গুণ হইল খণ্ডিতত্ব, এই খণ্ডিতত্বের উল্লেখ পূর্বক গুণী খণ্ডিত বস্তুতে বর্ত্তমান হইল খণ্ড। সমস্ত পদের অর্থ—চক্রকৃত-খণ্ডনক্রিয়াযুক্ত [তৃতীয়া-তৎপুরুষ দ্রষ্টব্য]। **-বতী** স্তব ১৭।৩২) রজ্জুযুক্তা, ২ উৎকর্ষশালিনী। ৩ (কৃগ পরি ১৩৯) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। শ্যামলার সখী [উ ৮।৬০]। **-বর্জিত** (রত্ন ১।৩৯) মায়াগুণে অস্পৃষ্ট। **-বস্তুদৃক্** (ভা ৬।৯।৪৮) বিষয়ে তত্ত্বদর্শী। **-বাদ** (নাম ১।১১) অর্থবাদ-ভেদ। অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধহেতু গৌণরূপে কথন, যেমন 'আদিত্য যূপ'—এই বাক্যে প্রত্যক্ষাদি-

প্রমাণ ব্যভিচরিত হয় বলিয়া 'যূপে' আদিত্যের যথাকথঞ্চিৎ গুণই আরোপিত হইল। **-বিক্রিয়া** (ভা ৪।২০।২৩) অহঙ্কার, ২ (ভা ১১।৬।১৫) ইন্দ্রিয়বৃত্তি —স্বামী। **-বিগ্রহ** (ভা ৬।৪।৪৮) গুণময় ব্রহ্মাণ্ড—স্বামী। **-বিপ্রমুক্ত** (ভা ৭।৯।১৮) রাগাদি হইতে বিশেষ ভাবে মুক্ত। **-বিভাগ** (গীতা ৩। ২৮) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। **-বিসর্গ** (ভা ৫।১।৭) গুণসৃষ্টি—স্বামী। ২ জগৎসৃষ্টি—বি। ৩ (ভা ৬।৯।৩৪) সংসার, ৪ (ভা ১১।২৪।২০)] গুণেষু দেহেষু বিবিধতয়া দেবনরাদিরূপতয়া সৃজ্যতে] জীব—স্বামী। **-বিশ্রম্ভী** (ভা ৬।৫।২০) গুণময় প্রবৃত্তিমার্গে বিশ্বাসী। **-বীর** (কৃগ ২৩) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহের ভগ্নীপতি। **-বৃত্তি** (ভা ১।৮।২৬) ধর্মার্থকাম-বিষয়—স্বামী। ২ বিষয়-ভোগ—বি। **-ব্যতিকর** (ভা ১১। ১০। ৩৩) মায়াক্ষোভ, ২ (ভা ৭।৬। ২১) মহত্তত্ত্ব—স্বামী। **-সংখ্যান** (গীতা ১৮।১৯) সাংখ্যশাস্ত্র—স্বামী। **-সংখ্যান-হেতু** (ভা ৮।১৬।৩০) সাংখ্য-প্রবর্ত্তক। **-সংহার** (প্রীতি ৯৯) 'গুণোপাসনা' শব্দ দেখ। **-সঙ্গ** (মালা হরি ৮) প্রকৃতি-স্পর্শ। ২ (গোভা ২।৩।৩৮) গুণাধ্যাস। **-সন্নিরোধ** (ভা ২।২।৩০) লয়—স্বামী। **-সন্নিবায়** (ভা ২।২।২২) গুণসমুদায়রূপ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র—স্বামী। **-সমাহার** (প্রীতি ৯৯) 'গুণোপাসনা' দ্রষ্টব্য। ২ (সিন্ধু ২।১।২৪৩-৪৬) অস্থূলত্ব-স্থূলত্বাদি গুণসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও শ্রীভগবানের সম্বন্ধে তাহাদের সমাবেশ দোষকর নহে। সুতরাং তাহাদিগকে 'অবিরুদ্ধ' বলিয়াই সমাধান করিতে হইবে। **-সম্প্রবাহ** (ভা ১০।২৭।৪) সংসার —স্বামী। ২ কারুণ্যাদিগুণ-পরম্পরা—সনা। **-সর্গ** (ভা ৪।১৭। ৩০) চতুর্বিধ ভূতসমূহ [জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ]। **-সাম্য** (ভা ১১।১৬।১০) প্রকৃতি—স্বামী। **-হেতু** (ভা ১১।১৫।৩) সত্ত্বোৎকর্ষের নিদান—শাস্ত্র, জল, প্রজা, দেশ, কাল, কর্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার—এই দশটি।

গুণাকর (হ ৭।৪০) উত্তর কুরু-প্রদেশের রাজা [গর্গ—বিশ্ব° ২৮]।

গুণাতিগ (বৃভা ২।৩।১৩৩) ত্রিগুণাতীত।

গুণাতিপাত (নাচ ৩৪১) বিপর্যস্ত-ভাবে গুণগণের আখ্যানকে নাট্য-শাস্ত্রে 'গুণাতিপাত' বলে। সাহিত্য-দর্পণে (৬।১৮৬)—বিপরীত গুণ-কীর্ত্তনকে 'গুণাতিপাত' বলে।

গুণাত্মা (প্রীতি ১৪৯) গুণবিশেষের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। ২ (ভা ১০। ১৪।৭) গুণাধিষ্ঠাতা—স্বামী। ৩ গুণের প্রকটনকারী। ৪ গুণগণই যাহার স্বরূপ—সনা। ৫ গুণাশ্রয়।

গুণানুকথন, গুণানুবাদ (ভা ১০।১০।৩৮, ১০।১।৪) ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের নিরন্তর কীর্ত্তন—সনা। ২ শ্রীগুরুমুখ হইতে প্রথমতঃ শ্রবণ করিয়া তৎপরে অনুকীর্ত্তন—বি।

গুণানুবাদন (ভা ৪।২২।২০) গুণ-গণের পুনঃ পুনঃ কথনবিষয়ে প্রবৃত্তি-দান অর্থাৎ শ্রবণ—স্বামী।

গুণান্বয় (কৃষ্ণ ১৫৯) সর্বগুণশালী।

গুণাভিপত্তি (ভা ৪।৮।১৯) সত্ত্ব-গুণাধিষ্ঠান।

গুণাবতার (রত্ন ৩।৩৮) দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের জন্য রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃ-রূপে আবির্ভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

গুণাবভাস (ভা ৩।২৪।৪৩) নির্গুণ —স্বামী।

গুণাষ্টক (গোভা ৪।৪।১) অপহত-পাপ্‌মত্ব, বিজরত্ব, বিমৃত্যুত্ব, বিশোকত্ব, ক্ষুধারাহিত্য, সত্যকামত্ব এবং সত্য-সংকল্পতা—ছান্দোগ্যোক্ত (৮।১।৫) এই অষ্ট গুণ।

গুণিত (গোচ পূর্ব ২।৭৩) পূরিত। ২ (স্তব ৯।৩৬) সূত্রযুক্ত।

গুণী (ভা ১১।১৬।৩৭) ক্ষেত্রজ্ঞ—স্বামী। ২ মহদাদি—বি। ৩ ধর্মী—স্বামী। ৪ (উ ১০।১৩) কৌশলী। ৫ রসনা-ডোরীযুক্ত। **-ভূত**—অপ্রধানীভূত।

গুণীভূত ব্যঙ্গ্য (শেষ ৩।১৬, কাব্য ৮।১, সাকৌ ৫।১) বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থ যদি অনুত্তম অর্থাৎ সমান বা নিকৃষ্ট হয়, তবে সেই কাব্যকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বা মধ্যম বলে। কাব্যের গুণীভূততা আট প্রকারে হইতে পারে—ইতরাঙ্গ, কাকাক্ষিপ্ত, বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গ, সন্দিগ্ধ-প্রাধান্য, তুল্য-প্রাধান্য, অস্ফুট, অগূঢ় এবং অসুন্দর। ইহাদের বিবৃতি ও উদাহরণাদি আকরে দ্রষ্টব্য।

গুণীভূতা ভক্তি (গীতা ৭।১৬) কর্মী, জ্ঞানী বা যোগিরা কর্মাদিফল-সিদ্ধির জন্য যে ভক্তিকে অপ্রধান ভাবে গ্রহণ করেন, তাহাই অস্বতন্ত্রা বা গুণীভূতা ভক্তি।

গুণোত্থ সল্লক্ষণ (সিন্ধু ৪।১।৪৯) নেত্র, পাদ, কর, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখে রক্তিমা—বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখে উচ্চতা—কটি, ললাট ও বক্ষে বিস্তার—গ্রীবা জঙ্ঘা ও শিশ্নে খর্ব্বতা—নাভি, স্বর ও বুদ্ধিতে গম্ভীরতা—নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু ও জানুতে দীর্ঘতা এবং ত্বক্‌, কেশ, লোম, দন্ত ও অঙ্গুলিপর্বে সূক্ষ্মতা—এই বত্রিশটি মহাপুরুষের লক্ষণ।

গুণোপদেহ (আচ ১৭।৯১) প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণে উপলিপ্ত।

গুণোপরম (আচ ১৭।৯২) প্রাকৃত গুণশান্তি।

গুণোপাসনা (প্রীতি ৯৯) বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় পাদে শ্রীভগবানের যে সকল গুণ উপাস্য, তাহা শ্রুতিস্মৃতির সামঞ্জস্য-বিধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীভগবানের সকল স্বরূপে সকল গুণের সমাহার না করিয়া যে স্বরূপে যে অঙ্গে যে গুণের সমাবেশ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও সঙ্গত, সে স্বরূপের সে অঙ্গে সেই গুণের সমাহার-ব্যবস্থা হইয়াছে। যেমন (স্বরূপে)—শ্রীনৃসিংহে কেশরাদি, শ্রীরামে ধনুর্বাণাদি, শ্রীনন্দনন্দনে মুরলী প্রভৃতি। (অঙ্গে) মুখে—মৃদুমন্দ হাস্যাদি। সুতরাং শ্রীভগবানে অনন্ত গুণের প্রসিদ্ধি থাকিলেও তাহাতে স্বস্ব-উপাসনানুযায়ী গুণ-সমূহের সমাহারই চিন্তনীয়। ইহাই গুণ-সংহার বা গুণ-সমাহার।

গুণোর্মি (ভক্তি ২৫৩) রাগাদি।

গুণ্ঠা (গোচ পূর্ব ৭।৭৫) বেষ্টন।

গুণ্ঠিত [গুণ্ঠি+ক্ত] আবৃত, ২ গুণ্ডিত, ৩ চূর্ণীকৃত।

গুণ্ডিচা (চৈচ মধ্য ১।৪৮) পুরীধামে রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা রথারোহণ করত অশ্বমেধ-বেদীতে গমন করিয়া নবরাত্রি অবস্থান করেন। তাৎকালীন যাত্রাকে 'গুণ্ডিচাযাত্রা' বলে। শ্রীমন্দির হইতে পূর্বোত্তরে একক্রোশ দূরে 'গুণ্ডিচা মন্দির'—ইহাতেই শ্রীমূর্ত্তি ত্রয়ের ঐ সময়ে অবস্থান হয়। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের মহিষী 'গুণ্ডিচার' নামেই ঐ মন্দিরকে 'গুণ্ডিচা' বলা হয়। **-মার্জন**—শ্রীরথযাত্রার পূর্বদিন শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু-কর্তৃক সপার্ষদে অনুষ্ঠিত শ্রীমন্দির, জগমোহন, সিংহাসন, রত্নবেদী প্রভৃতির মার্জন-ঘর্ষণাদিক্রমে সংস্কারাত্মিকা লীলা। অদ্যাবধি সহস্র সহস্র প্রেমিক ভক্ত এই লীলায় যোগদান করেন। **-যাত্রা** (চৈনা ১।২, ৮।২৫) শ্রীরথ-যাত্রা। সুন্দরাচলে শ্রীজগন্নাথ-দেবের নবরাত্রি অবস্থানের জন্য নির্মিত মন্দিরকে 'গুণ্ডিচা' বলে। স্কান্দ উৎকল খণ্ডে উক্ত আছে—'সর্ব-পাপনিয়ন্তৃত্বাৎ পূজ্যত্বাৎ সর্বদৈবতৈঃ। গুণ্ডিচাপি চ সা প্রোক্তা ব্রহ্মতেজোঽ-বগুণ্ঠনাৎ॥'

গুণ্য (হরি ৭।৯৬৬) [গুণ+যৎ] প্রশস্তগুণ-সম্পন্ন। গুণনীয়, পূর্ব।

গুদ (ভা ৩।৬।১৯) পায়ু, ২ (ভা ২।২।২০) মূলাধার।

গুপ্ত (ভা ১০।৫০।১৭) সর্বান্তর্যামী বলিয়া দর্শনের অযোগ্য—স্বামী। ২ (গোলী ৯।৩১) রক্ষিত। **-বেঝা** (চৈম সূত্র ১।২৭) শ্রীমুরারি গুপ্ত। **-বোধ** (ভা ১০।৯০।১৫) আচ্ছন্ন-জাগরণ—সনা। ২ অজ্ঞাত-তত্ত্ব—বি। ৩ (প্রীতি ৩৮৮) প্রচ্ছন্ন।

গুপ্তি (হরি ৬।২১৫) ভূগর্ত্ত, ২ কারাগার। ৩ (গোলী ৫।৬৬) রক্ষা, পালন। **-বন্ধ** (হরি ৬।২১৫) ভূগর্ভে বন্ধ ব্যক্তি।

গুম্ফ (সিন্ধু ২।১।৮৫) সমুচ্চয়।

গুম্ফল (আচ ১৩।৫) গ্রন্থনযোগ্য, ২ স্তবকিত।

গুম্ফিত (আচ ১২।৬৫) গ্রথিত।

গুরণ (আচ ১১।২০৫) উদ্যম।

গুরু (ভা ৯।২১।২) যযাতিবংশ্য রাজা সঙ্কৃতির পুত্র। ২ (ভা ১০।৩৮।১৪) উপদেষ্টা। ৩ (ভা ১০।৮০।২১) হিতকর্ত্তা। ৪ (ভা ১০।৮৪।১৫) সর্বসাদ্‌গুণ্য-প্রবর্ত্তক। ৫ (মুক্তা ৩।২৬) পিতা। ৬ (লনা ২।১) বৃহস্পতি। ৭ (আচ ৮।১২) স্থূল, বৃহৎ, মহৎ। ৯ (আচ ১৪। ১৩৬) অধ্যাপক। ১০ (নাম ১।১০) প্রাভাকর—মীমাংসক-বিশেষ। ১১ (হরি ১।৮০) দীর্ঘস্বর, দ্বিমাত্রিক বর্ণ। ১২ (সা ৯) সদ্ধর্ম-শাসক, নিত্য সদাচারে নিয়োজক, সংপ্রদায়ী, কৃপাপূর্ণ ও বিরাগী (বিশিষ্ট-রাগযুক্ত) ব্যক্তিই গুরুপদ-বাচ্য [সনৎকুমার সংহিতা]।

গুরুলক্ষণ (হ ১।৩২—৩৫) শব্দব্রহ্ম (বেদে) ও পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণে) নিষ্ণাত, পরমশান্ত অথবা শ্রীকৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যাদি-মাহাত্ম্যানুভবী, শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতচিত্ত, নির্মলাঙ্গ (ব্যাধি-রহিত), কামাদি-ষড়্‌বর্গজয়ী, শ্রীকৃষ্ণে গরিষ্ঠ-রাগ-ভক্তির বহনকারী, বেদ, শাস্ত্র ও আগমাদির বিমল-পথজ্ঞ, সাধুগণের

সম্মত, দান্ত (জিতেন্দ্রিয়), ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণই সামান্যতঃ 'শ্রীগুরু'-পদবাচ্য। **বিশেষ লক্ষণ**—মন্ত্র-মুক্তাবলীতে—(হ ১।৩৮—৪৬) পাতিত্যাদি-দোষহীন বংশে জাত, স্বয়ংও পাতিত্যাদি-হীন, স্বোচিত আচারে তৎপর, আশ্রমী (গৃহস্থ), অক্রোধ, বেদজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধালু, অনসূয়, প্রিয়বাক্, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশ, তরুণ, সর্বজীবের হিতে রত, বুদ্ধিমান্, অনুদ্ধতমতি, পূর্ণাকাঙ্ক্ষ, অহিংসক, তত্ত্ব-বিচারক, বাৎসল্যাদি-যুক্ত, ভগবৎপূজায় কৃতমতি, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোমমন্ত্র-পরায়ণ, তর্ক-বিতর্কের প্রকারজ্ঞ, শুদ্ধাত্মা, দয়ালু ইত্যাদি লক্ষণ-বিশিষ্ট গুরুই গরিম-নিধি। স্ববর্ণ বা স্বোত্তমবর্ণ হইতে দীক্ষা-বিধানই বিহিত হইলেও সর্বত্র বৈষ্ণব গুরুই গ্রাহ্য (হ ১।৪৭—৫৪), যেহেতু অবৈষ্ণব-কর্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্র নিয়মগামী করে। শ্রীগুরুদণ্ড-সম্পর্কে (কৃভ ১৭[৭]১৮) বলেন—'শ্রীগুরুদেব যদি সাধুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন কার্য করেন, তবে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তদ্বারা নির্জনে তাঁহার দণ্ড করিবে, কিন্তু ত্যাগ করিবে না; যেহেতু 'গর্বিত, কার্যাকার্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ অথচ উচ্ছৃঙ্খল গুরুরও ন্যায্য দণ্ডের বিধান আছে।' শ্রীগুরুনিরূপণ-সম্পর্কে (কৃভ ১৮,৮)—'শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ই বৈষ্ণব-গণের মুখ্য কর্তব্য, তাঁহার নামগুণ-রূপলীলাদির শ্রবণকীর্ত্তনাদিই জীবন। শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করত অথবা স্ববুদ্ধি-অনুসারে জীব ভক্তিমার্গে চলিবে। শ্রীগুরু যদি বিসদৃশ আচরণ করেন, ঈশ্বরে ভ্রান্ত, কৃষ্ণযশে বিমুখ অথবা স্বয়ংই কৃষ্ণত্বাভিমানী হন, তবে তাঁহাকে ত্যাগই করিবে। শ্রীগুরু-পদাশ্রয়-সম্বন্ধে (সিন্ধু ১।২।৯৭) শাশ্বত-কল্যাণ-জিজ্ঞাসু হইলে জীব শ্রীশ্রীভগবদ্বিষয়ক- -শ্রবণকীর্ত্তনাদি-বিদ্যায় পারদর্শী অথচ লোভ-ক্রোধাদির অবশীভূত শ্রীগুরুর শরণ গ্রহণ করিবে (ভা ১১।৩।২১)। ইহাই চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মুখ্যদ্বারস্বরূপ। [ভক্ত্যঙ্গ দ্রষ্টব্য]। **শ্রীগুরুপূজা** (হ ৪।৩৪৪) সর্বাদ্যে শ্রীগুরুপূজা করত তৎপরে শ্রীবিষ্ণুর পূজা কর্তব্য। শ্রীগুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সর্বদেবময়, সুতরাং সর্বপ্রযত্নে গুরুসেবাই কর্তব্য। শ্রীহরি কেবল গুরুসেবাতেই সম্যক্ তুষ্ট হন, শ্রীগুরুসেবাই সর্বধর্মো-ত্তমোত্তম, পরম পবিত্র; কামক্রোধাদি যাবতীয় অনিষ্টকারণই শ্রীগুরুতে ভক্তিবলে আশু পরাভূত হয়। অবিদ্য বা সবিদ্য হইলেও, সন্মার্গস্থ বা উন্মার্গস্থ হইলেও শ্রীগুরুই একমাত্র গতি। শ্রীগুরুত্যাগে পরমানর্থ—যাহারা কুলপরম্পরাগত বা বেদ-বিহিত গুরুদেবকে ত্যাগ করে, তাহারাই কৃতঘ্ন। অবৈষ্ণব-সবিধে মন্ত্রগ্রহণ করিলে নরক-পাতের উক্তি থাকায় অবৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি পুনরায় বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন—ইহাতে প্রত্যবায়াশঙ্কা নাই। শ্রীগুরুপাদুকা-পূজনসম্বন্ধে (ভক্তি ২৮৬) বলিতেছেন—পীঠপূজায় ভগবানের বামভাগে শ্রীগুরুপাদুকা-পূজাই সঙ্গত। যে ভগবান্ ইহলোকে ব্যষ্টিভাবে ভক্তাবতাররূপে শ্রীগুরু-স্বরূপে বিরাজমান্, তিনিই নিত্যধামে সমষ্টিরূপে শ্রীভগবানের বামদেশে সাক্ষাৎ অবতার হইয়া শ্রীগুরুস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। শ্রীগুরুসেবা-সম্বন্ধে (ভক্তি ২৩৭) ভজনবৈশিষ্ট্য-লাভেচ্ছু ব্যক্তি সমর্থ হইলে সর্বদাই বিশেষভাবে ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেশক বা মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। নিজের বিবিধ প্রতিকারেও দুষ্পরিহার্য অনর্থরাশির নিবৃত্তি-বিষয়ে এবং পরমভগবৎকৃপাসিদ্ধি-বিষয়ে তাঁহার প্রসাদই নিদান। (ভা ৭।১৫। ২২-২৫) কামক্রোধাদি জয় করিবার পৃথক্ পৃথক্ উপায় নিরূপণ হইয়াছে, কিন্তু সাধক একমাত্র শ্রীগুরুসেবাদ্বারা কামক্রোধাদি অনর্থগুলি অনায়াসে জয় করিতে পারেন। শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু রক্ষক হন, কিন্তু শ্রীগুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই। প্রথমতঃ শ্রীগুরুপূজা করিয়াই ভগ-বদর্চন বিহিত। শ্রীগুরুসেবকের অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা নাই। শ্রীগুরুর সান্নিধ্যে শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুর আজ্ঞাক্রমে অন্যান্য বৈষ্ণবেরও সেবা বিধেয়। যথোক্তলক্ষণ শ্রীগুরুদেবের অবিদ্য-মানে কিন্তু কোনও পরম ভাগবতের নিত্যসেবা কল্যাণপ্রদ। সেই ভাগ-বতও আবার শ্রীগুরুদেবের সমবাসন ও কৃপাসুচিত্ত হওয়া চাই।

গুরুক (লনা ৪।৩৪) অতিশয়।

গুরু-কৃপা (গোভা ৩।৩।৪৪ টী) শ্রীহরিকৃপা ও শ্রীগুরুকৃপায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। উপনিষদে আছে যে 'যাহাকে অধোনয়নের ইচ্ছা করেন, হরি তাহাকে অসাধু কর্ম করান, দৈত্যগণকে বিপরীত উপদেশ প্রদান

করেন', কিন্তু আচার্য সকলকে ঊর্দ্ধতর প্রাপণ করাইতে চাহেন, এবং সাধু কর্মই করান, তিনি সর্বত্রই যথার্থকথা বলেন। এইজন্য শ্রীগুরু-কৃপাই স্পৃহণীয়—"শাস্ত্রোক্তং ধর্মমুচ্চার্য স্বয়মাচরতে সদা। অন্যেভ্যঃ শিক্ষয়েদ্যস্তু স আচার্যো নিগদ্যতে।" °গণ (হ ৪।৩৬১ টী) (মন্ত্রদাতা) —বেদাধ্যাপক, পিতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর, রাজা, শ্বশুর, মাতুল, পুরাণবক্তা, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ এবং পিতৃব্য--ইঁহারা সকলেই গুরুপদবাচ্য। **-গামী** (হ ১০।৩৪৫) গুরুতল্প-গামী। **-গৌরব** (লনা ১।৪) প্রবল-মাহাত্ম্যশালী। **গুরুণ্ড** (তর ১২।১।৪৪) জাতিবিশেষ—ইঁহারা দশ জন রাজত্ব করিয়াছেন। **°ত্যাগ** (ভক্তি ২০৭, ২৩৮) 'বহুগুরু-করণ' শব্দ দ্রষ্টব্য। **-ত্ব** (উ ৪।২২) অধ্যাপকত্ব, ২ শ্রেষ্ঠতা, ৩ (আচ ৮।৯৪) ভার-বুদ্ধি। **-দ্রুট্** (ভা ১০।৩২।১৯) অতিকঠিন—স্বামী। ২ গুরুপেক্ষক—জী। ৩ নির্হেতুক-দ্রোহী--বি; বিশ্বস্ত পাল্যজনের ঘাতক —বল। **-পরম্পরা** (গোভা ১।১। ১ টী) শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরাৎপর-গুরু ইত্যাদিক্রমে মন্ত্র-প্রতিপাদ্যদেবতা পর্যন্ত ধারা। অপর নাম—সম্প্রদায়। **-মতী** (ভা ১০।২।২১) গর্ভিণী—স্বামী। **-বর্ণ** (ছ ১।১৯) ছন্দঃ-শাস্ত্রমতে অনুস্বার বা বিসর্গযুক্ত বর্ণ, দীর্ঘ বর্ণ অথবা যে বর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, তাহারাই 'গুরু' নামে কথিত। ক্রমশঃ উদাহরণ—'হরিং পুনঃ সাক্ষাৎ করিষ্যসীতি'। হ্র ও প্র পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্ণ বিকল্পে লঘু হয়। পাদান্তে গুরুও লঘু হয়, লঘুও গুরু হয়।

গুরু-বাসী (বিপু ১।৬। ৩৬) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। **°শিষ্য** (সিন্ধু ৩।২।১৩৭) বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব।

গুরূপসত্তি (রত্ন ৬।৩৪) শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়।

গুর্জর (কৃগ ১০) আভীর হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন, ইঁহাদের বৃত্তি—ছাগাদি পশুচারণ, বসতি—গোষ্ঠপ্রান্তভাগে। ইঁহারা হৃষ্টপুষ্ট হন।

গুর্জরী (আচ ২০।৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগিণীবিশেষ; সঙ্গীত-পারিজাতে (৪১৫) যথা—গুর্জরী মালবোৎ-পন্নাবরোহে ম-নি-বর্জিতা। গ-শ্লিষ্টমধ্যমোপেতা ধৈবত-শ্লিষ্টস-স্বরা। গান্ধারমূর্ছনোপেতা দাক্ষিণাত্যা প্রকীর্ত্তিতা। (কৃগ, পরি ১২৩) এই রাগ শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়।

গুর্বঙ্গনা (চৈনা ৩।৫৯) গুরুপত্নী, ২ প্রশস্তা নারী।

গুর্বিণী (হ ১১।১৬৩) আসন্নসত্ত্বা।

গুলুচ্ছ (গোচ পূর্ব ৩১।৫৭) গুচ্ছ।

গুল্‌ফজাহ (হরি ৭।৮৩) গুল্‌ফের মূলদেশ। **গুল্‌ফদঘ্ন** (গোলী ২২। ৫৩) গুল্‌ফ-পরিমিত।

গুল্ম (ভা ১০।৪৭।৬১) স্তম্ব, কাণ্ড-হীন বৃক্ষ। ২ (ভা ১০।৮০।১৬) রক্ষি-সৈন্যাবাস—স্বামী। নয় হস্তী, নয় রথ, সাতাইশ অশ্ব এবং পঁয়-তাল্লিশ পদাতিকে এক 'গুল্ম' রচিত হয়। ৩ (আচ ১।১৮৭) লতা।

গুহ (ভা ৩।১।২২) সরস্বতীর তীরবর্ত্তী তীর্থ। ২ (ভা ৩।১।৩০) কার্ত্তিকেয়, দ্বারকালীলায় জাম্ববতী-পুত্র সাম্ব। দেবাসুর-সংগ্রামে তারকাসুরের সহিত (ভা ৮।১০।২৮) এবং বাণাসুরের পক্ষে ইহার সহিত প্রদ্যুম্নের (ভা ১০।৬৩।৭) যুদ্ধ হইয়াছিল। ৩ (আচ ১।১২৮) গুহ।

গুহকচণ্ডালরাজ্য (চৈভা আদি ৯। ১২৩) অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী শৃঙ্গবের-পুর। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত।

গুহা (ভা ২।৮।৯) দুর্জ্ঞেয় স্থান। ২ (ভা ১১।১২।১৫) আধারচক্র—স্বামী। ৩ (ভা ৩।২৮।২৪) অধিষ্ঠান। ৪ প্রবেশস্থান—জী। ৫ অন্তঃকরণ। ৬ (ভা ৩।১৫।৪৬) বুদ্ধি—স্বামী। (হরি ৫।৪৪৯) [গুহূ সম্বরণে+ঙাপ্] গহ্বর, বিল। ৮ (কৃষ্ণ ১৭৯) অপ্রকটলীলা।

গুহাশয় (ভা ৩।১৩।৫১) অন্তঃকরণ-স্থিত, অন্তর্যামী।

গুহাহিত (গো ভা ১।২।১১) হৃৎ-পদ্মে অধিষ্ঠিত।

গুহ্য (ভক্তি ১০৯) অপ্রকাশ্য। ২ (মুক্তা ১১।১০) বেদান্ত—কৈ। ৩ (ভা ১।১।৮) রহস্য, গোপ্য।

গুহ্যক (মালা ছ ৩) কুবের-পুত্র যক্ষ। ২ (ভা ১০।৪৩।২৫) শঙ্খ-চূড়। **-রত্ন** (মালা ছ ১৫) স্যমন্তক মণি। **গুহ্যকাধিপ** (গোচ পূর্ব ৩০।৫) কুবের। **গুহ্যকালয়** (ভা ৪।৫।২৬) কৈলাস পর্বত।

গুহ্যতীর্থ (রত্না ৫।২৫১) মথুরাস্থিত যমুনার ঘাট।

গুহ্যবিদ্যা (রাধা ৫০) হ্লাদিনী সারাংশ-প্রধান বিশুদ্ধসত্ত্ব। ভক্তি ও তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণ -(সম্বেদনা)- বৃত্তিদ্বয়যুক্ত এই গুহ্যবিদ্যা দ্বারা প্রেম-ময়ী ভক্তির প্রকাশ হয়। ২ ভক্তি।

গৃঞ্জা (কৃষ্ণ ২।১১৫) গঞ্জা, মিষ্টান্ন-

বিশেষ।

গূঢ় (ভা ৪।২১।২০) গম্ভীরার্থ—স্বামী। ২ সব্যাজ্য—বি। ৩ (ভা ১১।১৬।৪) অস্ফুট। ৪ (কৃষ্ণ ১০৬) বহু প্রযত্নে জ্ঞেয়। ৫ (নির ৫) গোপন। ৬ (সাকৌ ২।৭) সহৃদয়-মাত্র-বেদ্য। ৭ দুর্লক্ষ্য। **-পাৎ** (গোচ পূর্ব ১৩।৫০) সর্প। **-পুরুষ** (গোচ পূর্ব ১৩।১০৫) চর।

গূঢ়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-মাধুরী (সিন্ধু ১।৪।২০) মুক্তাফল-মতে ভক্তি বিহিতা ও অবিহিতা-ভেদে দ্বিবিধ। ভক্তিরসামৃত-মতে তাহাই বৈধী ও রাগানুগা। শ্রীজীবপ্রভু ভক্তি-সন্দর্ভে (৩১০) বলিয়াছেন—রাগানুগারই নামান্তর—অবিহিতা। শ্রীগোপাল-বিরুদাবলীতে ইহাকেই 'ব্রজভক্তি' শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে রাগানুগাভক্তির নামতঃ উল্লেখ নাই, টীকার প্রারম্ভে যে শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্মে প্রেম-ময়ী ভক্তির উট্টঙ্কন হইয়াছে, শ্রীবল-দেব বিদ্যাভূষণ যাহাকে (সিদ্ধান্ত-রত্নে ও শ্রীগোবিন্দভাষ্যে) 'রুচিভক্তি' বলিয়াছেন—শ্রীসনাতনপ্রভুপাদ যাহা আখ্যায়িকামুখে সুকৌশলে সপরি-পাটি বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাই 'গূঢ়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-মাধুরী'। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে গোপীগণের মহিমা ও পরমোৎকর্ষ বলিতে ইচ্ছা করিলেও পরম গোপ্যতম বলিয়া সুস্পষ্টভাবে গোপীগণের নামাদি উল্লেখ করেন নাই (১।৭।৯৫ টীকা, ৯১—৯৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখে (১।৭।১৩১) এবং নারদের অনুভবে (১।৭।১৪১) গোপাগণই ভগবৎ-করুণাসার-চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত বলিয়া নির্ধারিত হইলেন। গোপীগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা—ইহাই জগতে বিখ্যাপন করিবার জন্য নারদের প্রচেষ্টা। শ্রীপরীক্ষিৎ নিজ জননীকেও গোপীদাস্যেচ্ছায় ভজন করিতে ইঙ্গিত দিয়াছেন (বৃভা ১।৭।১৫৪—৫৫)। সুতরাং গোপীভাবের ভজন-নির্দেশেই 'গূঢ়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-মাধুরী' পরিব্যক্ত হইয়াছে।

গূথ (সিন্ধু ৪।৭।১১) বিষ্ঠা।

গূন (হরি ৫।৩৪) কৃতপুরীষোৎসর্গ।

গূর্ণ (গোচ পূর্ব ২৩।৭৮) উদ্যমযুক্ত, ২ প্রশস্ত।

গূহনীয় (গোচ পূর্ব ৭।৪৩) গোপনে রক্ষণীয়।

গূহিত (আঢ় ১৩।৩১) গুপ্ত।

গৃৎমসদ (ভা ১।৯।৪) ভৃগুবংশ্য গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। ২ (ভা ৯।১৭।৩) ঋষি, সোমবংশীয় রাজা সুহোত্রের পুত্র। ইনি ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি করেন।

গৃদ্ধী (গৌ কৃ ৭।৭) অভিলাষী।

গৃধ্নু (গোলী ১০।১২৬) অতিলোভী।

গৃধ্র (ভা ১ ।৬১।১৬) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী মিত্রবিন্দার গর্ভজ পুত্র। ২ (ভা ১১।১২।২১) কামী। ৩ (হরি ৫।৩৫১) শকুনিপক্ষী।

গৃধ্রাণ (ভা ৫।৭।১৪) আকাঙ্ক্ষাশীল।

গৃভীত (ভা ১০।৮৭।১৪) গৃহীত—স্বামী। ২ গ্রস্ত—বি।

গৃষ্টি (গোলী ১৯।৯৯) অলৌকিকী গাভী—সকৃৎপ্রসূতা ধেনু।

গৃহ (ভা ১১।৮।৯) গৃহস্থ—স্বামী। ২ (গাম ৫।৩৮) স্ত্রী। ৩ (গোবি ১১৫) প্রণয়িনী। **-নয়** (বিনা ৫। ১৬) গার্হস্থ্য। **-পাল** (ভা ১।১৩। ১৯) কুক্কুর। **-পালী** (মুক্তা ৩৫৭) গৃহিণী। **-পাল্য** (হ ১১।৭৪৪) গৃহে পালনীয় পারাবত, শুক ও সারিকাদি। **-মণি** (গোচ উত্তর ৩৭।১৬৪) প্রদীপ। **-মার্জনী** (ভা ১০।৮৩।১১) গৃহশোধন-কারিণী। **-মেধ** (ভা ৩।৩।২২) গার্হস্থ্যোচিত ধর্মানুষ্ঠান। ২ (বৃ ভা ২।১।১০) গৃহস্থ। ৩ (ভা ২।৬।১৯) কর্মি-জন। ৪ (ভা ৩।২১।১৫) গৃহাশ্রম। **-ধেনু** (ভা ৩।২১।১৫) গৃহাশ্রমের ত্রিবর্গ-দোগ্ধ্রী ভার্যা—স্বামী। **যোগ** (ভা ৩।৩।২২) রজোগুণময় কর্ম-মার্গ ও কর্মিগণ-কর্তৃক উপনীত ভোগ্যবস্তু—বি। **-মেধিতা** (চৈ কা ৪।১) গার্হস্থ্য। **-মেধী** (ভা ২।১।২) [মেধৃ—হিংসায়াম্] গৃহগত পঞ্চসূনা-পরায়ণ—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮৪।৩৭) গার্হস্থ্যধর্মে আগ্রহবান্, গৃহস্থ, গৃহাসক্ত। **-মেধীয়** (ভা ১।৮।৫০) গৃহাশ্রম-বিহিত, ২ (হরি ৭।৩৩৪) গৃহমেধ-নামক মরুদ্দেবতা-সম্বন্ধীয়। **গৃহয়াষ্য** (গোচ পূর্ব ১৬।৪৮) [গৃহ+আয্য উণাদি ৩৭৬] গৃহস্বামী, ২ গ্রহণশীল। **গৃহয়ালু** (হরি ৫।৩৪) [গ্রহ্+আলু] গ্রহণ-শীল। **শুশ্রূষণ** (হ ৪।৭) গৃহ-সংস্কার। **-সন্ধি** (ঐ ৬।২৭) চৌকাঠ। **-স্নানবিধি** (হ ৪।১০৪ —১১৬) স্বগৃহে স্নান করিতে হইলে করচরণ ধৌত করিয়া আচমন, প্রাণায়াম ও ন্যাসপূর্বক শ্রীহরির স্মরণ করিবে। তৎপরে তুলসীযুক্ত জলপূর্ণ পাত্রে গঙ্গাদি তীর্থের আবা-হন করিবে। কোন কোন সুধী ব্যক্তি গঙ্গাকেই দ্বাদশ নামে জল-

পাত্রে আবাহন করেন। পুনরায় আচমন ও শ্রীগুরু স্মরণ করত তদীয় অনুজ্ঞা লইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-নিঃসৃতা গঙ্গা স্বশিরোদেশে পতিত হইতেছেন—এইরূপ চিন্তা করিবে। মন্ত্রে স্নান হইতেও এবম্বিধ স্নানই মাহাত্ম্যাধিক্য-প্রযুক্ত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। সমর্থপক্ষে নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে আমলকী, তিল বা তৈল মর্দনপূর্বক উষ্ণোদকেও স্নান হইতে পারে।

উষ্ণজলে স্নান-নিষেধ—পুত্রের জন্মদিনে, সংক্রান্তিতে, চন্দ্রসূর্য-গ্রহণে ও অস্পৃশ্য-স্পর্শনে উষ্ণোদকে স্নান অকর্তব্য।

আমলক-স্নান—একাদশী তিথিতে বিশেষ প্রশস্ত; প্রত্যহ-আমলক-স্নান লক্ষ্মীকামী ব্যক্তির কর্তব্য। অমাবস্যা, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবমী, ত্রয়োদশী, সংক্রান্তি ও রবিবার—এই সব দিনে আমলক-স্নান নিষিদ্ধ।

তিল-স্নান—ব্যাস সর্ব সময়েই তিল-স্নানের বিধান দিলেও কোন কোন মতে সপ্তমী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও গ্রহণকালে তিলস্নান নিষিদ্ধ।

তৈল-স্নান—দশমীতে তৈল-স্নান প্রশস্ত। প্রতিপদ, চতুর্থী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবমী, দ্বাদশী, চতুর্দশী ও অমাবস্যাতে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

তুলসীজলে স্নান—বৈষ্ণবগণ তুলসীদল-সংযুক্ত জলে, বিশেষতঃ একাদশী তিথিতে স্নান করিবেন। তুলসীসংযুক্ত জল গঙ্গা-সদৃশ—এইরূপ স্নানে ব্রহ্মহত্যাদি-পাতকও নাশ পায়।

গৃহানুবন্ধ (ভা ৫।১০।২২) গৃহাবিষ্ট।

গৃহান্তঃপূজা (হ ৫।১৫—১৬) শ্রীভগবানের মন্দিরে প্রবিষ্ট সাধক ঐ গৃহের নৈর্ঋত কোণে বাস্তুপুরুষ ও ব্রহ্মাকে অর্চনা করিবে—পরে আসনোপবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের বিশেষ বিশেষ পার্ষদগণের পূজা করিবে।

গৃহাপন (গোচ উত্তর ২।১৪) গৃহ-প্রবেশ।

গৃহাশীঃ (ভা ১১।৮।১৬) অন্নাদি অর্থ—জী।

গৃহী (ভা ১০।৮।৪) জায়া-পুত্রাদি-সমন্বিত, সর্বদা তাহাদের মঙ্গলকার্যে ব্যস্ত—জী।

গৃহীত (গীতা ৬।২৫, বৃভা ১।৬।৩) বশীকৃত, স্বীকৃত।

গৃহীতি (হরি ৫।৪৪৫) [গ্রহ+ক্তি] গ্রহণ।

গৃহীতী (হরি ৭।৯২৯) [গৃহীতমনেনেতি ইনি] ভুতপূর্ব গ্রহীতা।

গৃহ্য (গোচ পূর্ব ৯।৩৫), **গৃহ্যক** (গোচ পূর্ব ১৭।১০০) অধীন, ২ গৃহস্থিত খগ, মৃগাদি। ৩ গৃহভব।

গেণ্ডু (চৈচ অন্ত্য ১৩।৮) বালিশ, ২ কন্দুক (ভাঁটা)।

গেয় (হরি ৫।১৮৮) [গায়তীত্যর্থে যৎ] গান। ২ গাতব্য। ৩ গায়ক।

গেষ্ণ (গোভা ১১।২০) [গা+ইষ্ণ] পর্বগ্রন্থি, ২ অবয়ব-ভেদ, ৩ গান।

গেহেশূর (হরি ৬।৯১) শূরম্মন্য, কাপুরুষ।

গৈরিক (হরি ৭।৫১০) [গিরৌ ভব ইতি ঠঞ্] গিরিমাটি।

গৈহিক (চচ ১।৭) গৃহ-সম্বন্ধীয়।

গো (ভা ৩।১।১৯, ২২) সরস্বতীর তীরবর্তী তীর্থ। ২ (ভা ৯।২১।২৫) ব্রহ্মদত্তের পত্নী, ইহার পুত্র—বিষ্বক্‌সেন। ৩ (ভা ১০।২০।৫) রশ্মি। ৪ (ব্র ৬) নেত্র। ৫ (আচ ১৫। ২৭৯) বাক্য, ৬ (গীতা ১৫।১৩) পৃথিবী। ৭ (গোলী ৮।৪৯) ধেনু, ৮ ইন্দ্রিয়। ৯ (ভাবনা ৮।২৯) সুখ, ১০ কান্তি। ১১ (ভাবনা ৮। ৪৩) জল। ১২ (ভাবনা ৮।৪৫) স্বর্গ। ১৩ (অর্কো ৩।১৭) প্রাতঃকাল। ১৪ বজ্র, ১৫ চন্দ্র, ১৬ দিক্।

গোক্ (আচ ১৫।২) [গাং পৃথিবী-মঞ্চতীতি] পৃথিবী-ব্যাপক।

গোকণ্টক (গোবি ১০৩) গোক্ষুর।

গোকর্ণ (হ ৭।১৭১) পুষ্প। ২ (বিনা ৭।৪৫) অর্দ্ধহস্ত-পরিমাণ। ৩ (গোলী ২১।৯০) মৃগবিশেষ। ৪ (ভা ১০।৭৯।১৯) ক্ষেত্রবিশেষ, উত্তর কর্ণাটের কারওয়ারের ২০ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত, মহাবলেশ্বর শিবলিঙ্গের জন্য বিখ্যাত। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত। ৫ (উস ১২) মথুরায় যমুনাতটে অবস্থিত মহাদেব।

গোকামুখ (ভা ৫।১৯।১৬) ভারত-বর্ষীয় পর্বত।

গোকুল (গোলী ১৯।৯৩) গোষ্ঠ, শ্রীনন্দনন্দনের লীলাস্থলী। ২ গোসমূহ, ৩ বাক্যসমূহ, ৪ রশ্মিসমূহ। ৫ (রসিক পশ্চিম ২।৪৬) গোপীবল্লভপুরে রাস-লীলার অভিনয়ার্থ অষ্টসখীরূপে সজ্জিত অষ্টশিশুর অন্যতম। **-কুমারিকা** (উ ১।১৫) কাত্যায়নী-মন্ত্রের উপাসিকা গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণে পতি ও উপপতি-ভাবভেদে দ্বিবিধ।

মন্ত্রার্থ দ্বিবিধ বলিয়াই তাঁহাদেরও দ্বৈবিধ্য। প্রথমতঃ—পরোঢ়া শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবল্যাদি গোপীদের শ্রীকৃষ্ণাভিসারাদি-ব্যাপারে পতি-শ্বশ্রূ-ননান্দা প্রভৃতির যন্ত্রণা দেখিয়া অন্যগোপের সহিত যাঁহারা স্ব-বিবাহ-বিষয়ে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেই পতিভাব নিশ্চয় করিয়া দেবীপূজা-কালে স্বস্বমনোরথ নিবেদন করিয়াছেন—ইঁহারা মৃদুস্বভাবা এবং কালবিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া মহামায়া কাত্যায়নীর আশ্রয়-প্রার্থিনী। দ্বিতীয়তঃ—শ্রীরাধাদি-পরোঢ়াগণের সঙ্গিনী, প্রখরা কতিপয় গোপী, ইঁহারা মহামায়ার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন—"হে মহামায়ে! অন্য গোপের সহিত ভবিষ্যতে আমাদের বিবাহ হইলেও সেই পতি-প্রভৃতিকে তুমি মোহিত করিয়া তাহাদের স্পর্শ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করত শ্রীকৃষ্ণের সহিতই যোজনা করিবে, তখন বিবোঢ়া আমাদের পতিম্মন্য হইবে;" ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণই ইঁহাদের উপপতি —বি। **-চেতন** (মালা ছ ২) ব্রজবাসিগণ। **-প্রকাশাতিশয়** (কৃষ্ণ ১৮৩) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইলেও শ্রীগোকুলেই তাঁহার প্রকাশাতিশয় স্বীকার্য। ইহাতে ঐশ্বর্যগত, কারুণ্যগত, মাধুর্যগত ও লীলাগত—চতুর্বিধ প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। (১) ঐশ্বর্যগত—ব্রহ্মমোহন-লীলায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাধীশ্বরের দর্শনে, (২) কারুণ্যগত—রাক্ষসী পূতনারও মাতৃগতি-দানে, (৩) মাধুর্যগত—"ব্রজস্ত্রীগণ, পুলিন্দীগণ, বৃন্দাবনের তরুলতাদিও যে শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ বাঞ্ছা করে—আমরাও তাহাই প্রার্থনা করি"—পট্টমহিষীগণের এই প্রার্থনা-ভঙ্গিতে বৃন্দাবনের মাধুর্যগত প্রকাশাতিরেকই ধ্বনিত। বিশেষতঃ ত্রৈলোক্যসুভগ-রূপ-মাধুরী ইত্যাদি শ্রীবৃন্দাবনেই অতিমাত্রায় প্রকটিত। (৪) লীলাগত—'মথুরায় শ্রীবসুদেব-দেবকী যে লীলামাধুরী আস্বাদন করিতে পারেন নাই, শ্রীব্রজরাজ-দম্পতি তাহাই আস্বাদন করিয়াছেন'—এই বাক্যেও লীলাগত প্রকাশাতিশয়ই সুব্যক্ত। শ্রীগোকুলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশাতিশয়-হেতুই শ্রীবৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিন ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণরামের প্রীতিজনকত্ব সিদ্ধ হয়। **-ভূমিপা** (ঐ ৬।৪৩) শ্রীযশোদা।

গোখর (ভা ১০।৮৪।১৩) অতিমূর্খ। ২ (হ ১০।২৬) গোগণের তৃণাদি-ভারবাহক গর্দভ। ৩ সিন্ধুতীরের অরণ্যপ্রদেশে নিষ্প্রয়োজনীয় পশু-বিশেষ—সনা, জী। ৪ (ভক্তি ২৪৫) ম্লেচ্ছজাতিভেদ। 'অজ্ঞাত-ভগবদ্ধর্ম-মন্ত্রবিজ্ঞান-সম্বিদঃ। নরাস্তে গোখরা জ্ঞেয়া অপি ভূপাল-বন্দিতাঃ॥' [বৃহস্পতি-সংহিতা]।

গোখল্য (ভা ১২।৬।৫৭) ঋগ্‌বেত্তা শাকল্যের শিষ্য।

গোগোযুগ (হরি ৭।৮৭৮) [গো-র্যুগমিতি গো+গোযুগচ্] গোর দ্বিত্ব সংখ্যা।

গোগোষ্ঠ (হরি ৭।৮৭৬) [গো+গোষ্ঠচ্] গরুর স্থান।

গোঘ্ন (হরি ৫।২০৫) [গৌর্হন্যতে যস্মৈ সঃ গো—হন্+ক] অতিথি।

গোঙ্ (আচ ১১।১৬২) [গাগঞ্চতীতি] গবাম্নুগ। ২ (আচ ১৬।৬) কান্তিবিশিষ্ট।

গোচর (ভগ ৯৯) বিষয়। ২ (বৃ ভা ২।৭।১৪৪) সাক্ষাৎ বিষয়ীভূত। ৩ গোগণের চারণ।

গোচর্ম (হরি ৬।১৩০) তিন শত হস্ত দীর্ঘ ও একশত হস্ত বিস্তৃত স্থান। ২ বৃষসহিত বালবৎস ও প্রসূত গোসহস্র যে স্থানে অসঙ্কোচে থাকিতে পারে—তদ্রূপ স্থান। 'সপ্ত হস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডৈর্নিবর্ত্তনম্। দশ তান্যেব বিস্তারো গোচর্মৈতন্মহাফলম্।' (বৃহস্পতি-সংহিতা)

সাত হস্তে এক দণ্ড, ত্রিশ দণ্ডে এক নিবর্ত্তন এবং দশ নিবর্ত্তনে এক 'গোচর্ম' হয়। বশিষ্ঠ-মতে কিন্তু 'দশহস্তেন বংশেন দশ বংশান্ সমন্ততঃ। পঞ্চ চাভ্যধিকান্ দদ্যাদেতদ্ গোচর্ম চোচ্যতে'। (মহা° অনুশা° ৬২।১১—নীলকণ্ঠ)।

গোচর্যা (ভা ১১।১৮।২৮) অনিয়তাচার—স্বামী।

গোচার (আচ ১১।১৫৫) রশ্মি-সঞ্চার।

গোজর (ভা ৩।৩০।১৩) বৃদ্ধ বলীবর্দ।

গোড়া (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত রাগিণী।

গোণী (হরি ৭।২০৯) পুটিকা, থলে। **-তরী** (হরি ৭।১০৫১) ছোট থলে।

গোণ্ড (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহতুল্য গোপ।

গোণ্ডকিরী (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত রাগিণী। ইহার লক্ষণ

(পদ্য ১৫২ টী) 'রতোৎসুকা কান্তবর-প্রতীক্ষা, সম্পাদয়ন্তী মৃদুপুষ্পতল্পম্। ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্টিরার্ত্তা, শ্যামাতনুর্গোণ্ডকিরী প্রদিষ্টা।'

গোণ্ডিকা (কৃগ ১৯৯) বিগ্রহদূতী, বৃদ্ধা গোণ্ডজাতীয়া, মস্তকে শুভ্র শিখায় উজ্জ্বলা।

গোতুন্দ (আচ ১১।৮৮) গরুর কুক্ষি।

গোত্র (গোচ উত্তর ৩১।২৬) গোপ, ২ জ্ঞাতি, ৩ গোসমূহ। ৪ (গোচ পূর্ব ৫।৫৪) পর্বত, ৫ (ভা ১০।২২।৬) নাম। ৬ (প্রীতি ৩০৬) বর্গ [অন্তরঙ্গজন-সমূহ]। **-ভিৎ** (গোচ পূর্ব ১৮।৩৬) ইন্দ্র। **-স্খলন** (উ ১৫।৯২), **-স্খলিত** (নাচ ২৫৪) বিপক্ষ নায়িকার নাম ধরিয়া আহ্বান।

গোত্রা (গোচ পূর্ব ১২।৪৯) গোসমূহ, ২ ব্রজভূমি।

গোত্রাদি (গোচ পূর্ব ২।৪২) প্রবর্ত্তক।

গোদাবরী (ভা ৫।১৯।১৭) দক্ষিণ-ভারতীয়া নদী।

গোদোহনী (হরি ৫।৪৫৮) গোদোহনপাত্র।

গোদোহমাত্র (বিপূ ৩।১১।৫৬) ঘটিকাচতুর্থাংশ কাল।

গোধন (ভা ১০।৬৪।১৬) গোকুল—স্ত্রী। ২ গোসমূহ।

গোধাপদী (হরি ৬।৩৪৭) স্বর্ণ-গোধার ন্যায় চরণ-বিশিষ্ট। ২ গোয়ালিয়া লতা।

গোধিতল (গৌবি ৮৪) ললাটদেশ।

গোধুক্ (গোচ উত্তর ২৪।২৩) গোপ, গোদোহনকারী।

গোধূলিসময় (চৈভা আদি ১০।৯১) সূর্যাস্তগমনবেলা। গ্রীষ্মে রবির অর্দ্ধাস্তগমনকাল, হেমন্ত ও শীতে মৃদুতাপ্রাপ্ত নিস্তেজ গোলাকার রবির অবস্থানকাল এবং বর্ষা, শরৎ ও বসন্তে অস্তগত রবির কাল [জ্যোতিস্তত্ত্বে]।

গোনস (হরি ৭।১৬১) [গো-র্নাসিকেব নাসিকা যস্য] সর্পবিশেষ (গোখুরা)।

গোনিধি (গৌবি ১১৫) সমুদ্র।

গোনিবেদন (ভা ১০।৩৮।৪০) নবাগতকে পাদ্যাদি উপচার-প্রদানের সময় তাঁহার নেত্রসুখের জন্য সমীপে সুন্দর গো-আনয়নরূপ মঙ্গলাচার—বি।

গোনেত্র (কৃষ্ণ ৯৩) গোরক্ষক। ২ ইন্দ্রিয়-সন্তর্পক।

গোন্দ (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ-তুল্য গোপ।

গোপ (ভা ১০।৮।৩২) রক্ষক। ২ (ভা ১০।১১।২২) বাক্‌পতি—সনা। ৩ (সিন্ধু ২।১।২২৭) পৃথিবী-পালক। ৪ (গোভা ২।৫০) জীব। ৫ (ভা ১০।৪৩।১৭) শ্রীদামাদি সখিগণ। ৬ (চৈত ১০।৮৩।৪৩) গোপন। ৭ (কৃষ্ণ ১৮৩) রাজা। ৮ (চৈত ১।১৫।২০) ইন্দ্রিয়-পালক। ৯ (চৈত ১০।৩৫।১৪) [গোপ্যত ইতি] গোপনীয়।

গোপক (ভা ১০।২১।১৯) গোপাল, ২ গোপালগণের সুখকর—সনা। ৩ বহুগ্রামাধ্যক্ষ।

গোপতি (ভা ১১।৭।৪৩) সূর্য, ২ কৃষ্ণ। ৩ (গোচ পূর্ব ১২।৪৯) কামধেনু, ৪ ষণ্ড। **-তনয়া** (পদ্য ৯৮) যমুনা।

গোপন (আচ ১৫।১১৪) রক্ষণ। ২ (হ ১।২৩৪) জপ্য মন্ত্রের অপ্রকাশন।

গোপরাজ (ভা ৩।২।৩২) শ্রীনন্দ-মহারাজ।

গোপবধূরমণ, গোপবধূরমণ (হরি ৬।২৪১) গোপীগণের বল্লভ।

গোপানসী (ভাবনা ৩।৪) গৃহাগ্রভাগে দত্ত বক্রকাষ্ঠ।

গোপানসীম (আচ ১।১৫১) [গবানাং রশ্মীনাং পানে সীমা মর্যাদা যস্য সঃ] কিরণসুধাপানে মর্যাদা-সম্পন্ন।

গোপাল (গোপা ১) [গোপান্ আলাতি স্বীয়ত্বেন গৃহ্লাতীতি] গোপদিগকে স্বীয়রূপে গ্রহণকারী। ২ (লী ৬) সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক। ৩ (ভা ১০।৫৪।২২) বেদ-পালক, ৪ ধেনুপালক। ৫ (ভা ১০।১৬।৩) বাক্‌পতি। ৬ (গোতা ২।৫০) [গোপান্ জীবান্ বৈ আত্মত্বেনা সৃষ্টিপর্যন্তমালাতি] যিনি জীবগণকে প্রলয়কাল-পর্যন্ত অন্তর্যামিরূপে প্রেমাস্পদস্বরূপে গ্রহণ করেন। ৭ (বৃভা ২।১।১১১) গোরক্ষা। ৮ (হরি ১।৩১) বর্গীয় তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ। অন্য নাম—হশ্, ঘোষবান্, হব্। ৯ (গৌগ ১৪) গোপবেশী শ্রীনিত্যানন্দ-গণ; যেমন ব্রজলীলার সুদাম, গৌরলীলায় সুন্দরানন্দ গোপাল,—ইঁহারা সংখ্যায় দ্বাদশ। ১০ (গৌগ ১৫৮) ব্রজলীলার 'পালী' সখী।

গোপালদাস——ছন্দোমঞ্জরী-নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। কবি বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া ধারণা হয়, যেহেতু তিনি ছন্দোমঞ্জরীতে যাবতীয় উদাহরণই বিষ্ণু-বৈষ্ণবপক্ষেই দিয়াছেন। ইনি শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টের শিষ্য—এই

ভট্টও 'ছন্দোগোবিন্দ' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ছন্দোমঞ্জরীর টীকাকৃৎ ন্যায়বাগীশ বলেন—যে এই পুরুষোত্তমই গোপালদাসের পিতা (ছন্দোমঞ্জরী ১।২০টী)। পারিজাত-হরণ-নাটক এই পুরুষোত্তম ভট্টেরই রচনা (ছ° ম° ১।১৪)। গোপাল-দাস ছন্দোমঞ্জরী ব্যতীত অচ্যুত-চরিত, কংসারি-শতক, গোপাল-শতক, সূর্যশতকদ্বয়ও রচনা করিয়াছেন (ছ° ম° ৭। উপসংহার 'খ')।

গোপালপুরী (গোতা ২।৩৮, কৃষ্ণ ১৭৪) শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি মথুরা-দ্বারকাদি।

গোপালমন্ত্র (হ ১।১৫৫—৫৯) শ্রেষ্ঠ-মন্ত্রসমূহের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্রই সর্বপ্রধান, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ; তাহাতে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সাধিত হয়। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রসমূহ-মধ্যেও আবার গোপলীলা-সূচক মন্ত্রই শ্রেষ্ঠতর এবং তন্মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই শ্রেষ্ঠতম।

গোপাল রায় (চৈম শেষ ২।২৩৫) শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ। ২ (ম ১৬।৪) রেমুণায় অবস্থিত শ্রীবিগ্রহ। ইনি পুরাকালে বারাণসীতে শ্রীউদ্ধব-কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন। পরে ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপাবশতঃ রেমুণায় আসেন।

গোপালবল্লভভোগ (চৈচ অন্ত্য ১৬।৮৮) শ্রীজগন্নাথের বাল্যভোগ।

গোপালিকা (হরি ৭।২২৩) গোপালকের স্ত্রী।

গোপালী (সা ৬) শ্রীরাধা। ২ (কৃগ পরি ১৩৬) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। ৩ (রাধা ৯০) ভবিষ্যোত্তরোক্তা গায়ত্রীচরী গোপী—জী।

গোপিকা (ভা ১০।৮।৪৩) [গাং-পাতীতি স্বার্থে ক] রাজ্ঞী। ২ রক্ষিকা। ৩ (গোচ পূর্ব ৭।৪৪) গোপনারী। ৪ লালনপালন-কারিণী।

গোপিতমা (গোচ পূর্ব ১।২৯) গোপীগণ-প্রধানা।

গোপী (রাধা ৬৭, ৭১) প্রকৃতি, ২ স্বরূপশক্তি। ৩ (গোলী ১৩।৪৭) গোপস্ত্রী। ৪ শ্যামালতা। ৫ (ভা ১০।৪৬।৪৪) স্বদেহ-রক্ষিকা। ৬ (ভা ১০।৩৩।৩) [গাং বাগ্‌দেবতাং যাতীতি] বাগ্‌দেবীরও সেবিতা। ৭ (বৃভা ২।৭।১৪৩) ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে রক্ষণশীলা।

গোপীগীত (ভা ১০।৩০) শ্রীকৃষ্ণের দিবা বিরহে সন্তপ্তা গোপীগণের বিলাপ।

গোপীথ (ভা ১১০।৩২) রক্ষণ, [২ সোমপান]।

গোপীনাথ-প্রাকট্য (সা ১, রত্না ২।৪৭৫—৭৯) বংশীবটে শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামির শিষ্য শ্রীপরমানন্দ গোস্বামিপাদকর্তৃক শ্রীগোপীনাথ প্রকটিত ও শ্রীমধুপণ্ডিত-কর্তৃক (সা ১) শ্রীমতীকে বামে স্থাপন করত সেবিত হন। ২ কৃষ্ণনগর খানাকুলে অভিরাম গোপালকে স্বপ্নে স্থাননির্দেশ করত শ্রীগোপীনাথজি প্রকট হইয়াছেন।

গোপীনাথশী (চৈকা ২০।৩১) সম্ভবতঃ নবদ্বীপের পশ্চিমে শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত স্থান।

গোপীনামনির্দেশ (রাধা ৮৯) ভবিষ্যোত্তরখণ্ডে—গোপালী, পালিকা, ধন্যা, বিশাখা, ধ্যাননিষ্ঠিকা, রাধা, অনুরাধা, সোমাভা, তারকা, দশমী। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়—ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, বিশাখা, রাধা, শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রা।

গোপীপ্রেম (প্রীতি ১০৪) মুমুক্ষু, মুক্ত ও অন্যভক্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি গাঢ় আসক্তির অপূর্ণতা আর ব্রজদেবীগণে তাহার সম্যক্ পূর্ণতা থাকায় ব্রজ-দেবীগণেরই পরমোৎকর্ষ স্থিরীকৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখী হইয়া পাতিব্রত্যাভিমানিনী সকল রমণীই ব্যভিচার-দুষ্টা, কিন্তু কৃষ্ণৈকবল্লভা গোপীগণই পতিব্রতা-শিরোমণি, যেহেতু তাঁহারা নিখিলের পতিকেই বরণ করিয়াছেন, অন্যান্য পতিব্রতা-গণের তল্লেশেরও অভাবে নিশ্চয়ই ন্যূনতম কক্ষা স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ গোপীপ্রেমই পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও ত প্রকারান্তরে গোপী-সৌভাগ্যই বাঞ্ছা করিয়াছেন।

গোপীশ্বর (চৈ না ৩।৫৪) শ্রীকৃষ্ণ, ২ শিব—শ্রীবৃন্দাবনের ক্ষেত্রপাল—ইনি গোপীগণকে আরাধনা করত রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন।

গোপীসভম্ (হরি ৬।১৪৮) গোপী-সমূহ।

গোপুচ্ছ (ভা ৩।২১।৪৪) বানর-বিশেষ স্বামী। [২ হার-বিশেষ]।

গোপুর (উ ১৩।৫৫) পুরদ্বার, সিংহ-দ্বার।

গোপূজা (সিন্ধু ১।২।১১০) গোপাল-পূজকগণের গো-পূজা পরমাভীষ্ট-

প্রদ। গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত আছে—গোকণ্ডুয়ন, গোগ্রাসদান, গো-প্রদক্ষিণ নিত্য করিবে। গোগণ প্রসন্ন হইলে গোপালও প্রসন্ন হইয়াছেন—জানিতে হইবে।

গোপেশিতা (গোলী ১০।৭৯) নন্দরাজ।

গোপ্তৌ (হরি ৫।২৮২) [গোপান্ অবতীতি গোপ-অব্ রক্ষণে+ক্বিপ্] গোপগণের রক্ষক।

গোপ্তা (ভা ৩।১৬।২৩) রক্ষিতা—স্বামী।

গোপ্তৃত্বে বরণ (ভক্তি ২৩৬) শরণাগতির স্বরূপ বা অঙ্গী। শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ, 'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার'—এরূপ ভাব।

গোভট (সিন্ধু ৩।৩।২২) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ।

গোমতী (ভা ৫।১৯।১৭) অযোধ্যা-বাহিনী নদী, গঙ্গার শাখা। ২ (ভা ১২।১।২৬) মগধের শূদ্র রাজা শিবস্বাতির পুত্র।

গোমতী কৃষ্ণবেশ—নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-ভেদ। চন্দন-যাত্রার শুক্লা অষ্টমীতে এই বেশ পরিয়া শ্রীমদনমোহন জলকেলি করেন।

গোমন্ত (গোচ ২০।৪৪) শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত প্রস্রবণ গিরি। জরাসন্ধের সহিত অষ্টাদশ যুদ্ধে এই পর্বত উল্লঙ্ঘন-পূর্বক পলায়নোদ্যত শ্রীরামকৃষ্ণের বধোদ্দেশ্যে জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক ইহাতে অগ্নি প্রদত্ত হইয়াছিল। (কৃষ্ণ ৯০) এই পর্বত দক্ষিণাপথে সহ্যাদ্রির নিকটে।

গোময় (হরি ৭।৫৮৪) [গোর্বিকার ইতি ময়ট্] গোবিষ্ঠা। ২ (গোচ পূর্ব ৯।৫৮) গোব্যাপ্ত।

গোমান্ (হরি ৭।৯৩০) [গাবঃ সন্ত্যস্যেতি গো+মতুপ্] ব্রজনাথ।

গোমায়ু (সিন্ধু ২।১।১১২) শৃগাল।

গোমিন্ (হরি ৭।৯৫৬) [গৌরস্যাস্ত্যস্মিন্ বা গৌ+মিনি] যাহার বা যাহাতে গো আছে। [২ শৃগাল, ৩ উপাসক]।

গোমুখ (ভা ১।১০।১৫) বাদ্য-ভেদ—স্বামী [২ নক্র, ৩ যক্ষ-ভেদ, ৪ মাতলিপুত্র]।

গোমূত্রযাবক (ভা ৯।১০।৩৪) গো-মূত্রে সিদ্ধ যবান্ন-ভোক্তা।

গোমূত্রিকাবন্ধ (অকৌ ৭।১৬, আচ ২০।২৩) চিত্রকাব্য-বিশেষ, যে কবিতাতে অক্ষরগুলির গোমূত্রক্ষরণ-বৎ উচ্চনীচ গতি হয়, তাহাকে 'গোমূত্রিকাবন্ধ' বলা হয়। (অগ্নিপুং ৩৪৩।৩৭-৩৯, কাব্যাদর্শ ৩।৭৮ এবং সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ২।১১৫ দ্রষ্টব্য)।

গোযান (গোলী ৫।৫) গাভীগণের গমনকাল। ২ শকট।

গোযুতি (হরি ৬।৩০৪) গোগণের মিলন।

গোরক্ (হরি ২।১৩৮), **গোরক্ষ** (চৈনা ৫।৮), **গোরট্** (হরি ২।১৩৮) গোপালক।

গোরস (বৃ ভা ১।৬।১০০) তক্রাদি গব্য।

গোল (কৃগ ৪৫) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী পাটলার ভ্রাতা, বর্ণ ধূমল, মুখটি বানরের ন্যায়। ইহার ভগিনীপতি সুমুখ ইঁহাকে উপহাস করিলে ইনি দুর্বাসার বরে ব্রজের উজ্জ্বল কুল লাভ করেন। ইঁহার নামান্তর বৃক, ভার্যা—জটিলা (কৃগ, পরি ১৭৩)।

গোলক (সি টী ৫।৪) মৃতভর্ত্তৃকার জারজ পুত্র। [২ জালা, ৩ গুড়, ৪ মটর, ৫ গন্ধরস]।

গোলীঢ় (গোলী ২১।৩১) ঘণ্টা-পারলী বৃক্ষ বা ফুল।

গোলোক (কৃষ্ণ ১০৬) গো ও গোপাবাস স্থানরূপ সহস্রদল কমলের নাম—গোকুল বা বৃন্দাবন। গোকুলের বহির্মণ্ডল শ্বেতদ্বীপ (চতুষ্কোণ স্থান) এবং শ্বেতদ্বীপের অভ্যন্তরে গোকুল—শ্বেতদ্বীপ ও গোকুল এই উভয়কেই গোলোক বলে। (১) প্রাকৃত গোলোক বা সুরভী লোক--ইহার বৃত্তান্ত ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের গোচর। (২) সনাতন গোলোক বা বৃন্দাবন—ইহা ইন্দ্র-ব্রহ্মাদির অগোচর—শিবের গোচর এবং প্রাকৃত সুরভীলোক হইতে সম্যক্ ভিন্ন। গোলোক শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশবিশেষ। বৃন্দাবনীয় লীলার দ্বিবিধ স্থিতিস্থান——শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীগোলোক। শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলার স্থিতি, গোলোকে কিন্তু কেবল অপ্রকট লীলারই স্থিতি। (হব ২।১৯।২৬-৩৫) শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাতেই সর্বোর্ধ্ব গোলোক গোকুলে অবতার করেন।

গোলোকসংহিতা (প্রকাশ ৩।৫) শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশে উল্লিখিত গ্রন্থবিশেষ।

গোলোকের শক্তি (কৃষ্ণ ১০৬) বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা।

গোবর্দ্ধন (ভা ৫।১৯।১৬) শ্রীমথুরা-মণ্ডলে অবস্থিত গিরিরাজ। ২ (সিন্ধু ৪।৫।৭) চন্দ্রাবলির গতিমন্য

গোপ, কংসের মহামল্ল। ইনি আগন্তুক-হিসাবে ব্রজে বাস করত 'গোবর্দ্ধন'-নামে খ্যাত হন। ইনি ব্যতীত সকল ব্রজবাসিরই কৃষ্ণে প্রৌঢ়া রতি বিরাজমানা ছিল। ৩ (অকৌ ১০।১৪) শ্রীজয়দেবের পূর্ববর্ত্তী কবি। শৃঙ্গাররস-বর্ণনায় অতুলনীয়। ৪ (চৈনা ৩।৫৫) গোহিংসাকারী, গোঘাতী। ৫ (মালা প্রগো ৭) পশুর পালক, ৬ স্তুতিবাক্যের পূরক, ৭ বাক্যের ছেদক, ৮ বজ্রের নাশক। ৯ (আচ ১৬।৫) কান্তিবৃদ্ধি-কারক। **-পূজা** (হ ১৬।২৪৮—৫০) মথুরামণ্ডল ব্যতীত অন্যত্র গোময়দ্বারা বৃহৎ গিরি নির্ম্মাণ করত তাহাতেই গিরিরাজের অর্চনাদি করিবে, মথুরায় কিন্তু সাক্ষাৎ গিরিগোবর্দ্ধনের পূজা ও প্রদক্ষিণ করিবে। কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদই গ্রাহ্য, দ্বিতীয়াবিদ্ধা কিন্তু সর্ব্বথাই ত্যাজ্য।

গোবর্দ্ধনীয় (হরি ৭।৫৪৩) গোবর্দ্ধন-পর্বতবাসী।

গোবিন্দ (হরি ৫।২০৯) [গাং বিন্দতীতি গো—বিদ্৯+শ] শ্রীকৃষ্ণ। ২ (হরি ৬।৩৫৭) গোগণের ইন্দ্র [রাজা] শ্রীকৃষ্ণ। ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে জ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৪ (গীতা ২।৯) [গাঃ বেদান্ বিন্দতীতি] সর্ববেদজ্ঞ। ৫ (গৌগ ৯৬—৯৭) প্রাপ্তি সিদ্ধি। ৬ (হরি ২।৩২) ব্যাকরণশাস্ত্রে পারিভাষিক 'গুণ'—ইঈস্থানে এ, উঊস্থানে ও, ঋৠস্থানে অর্, ৯,ঌ স্থানে অল্ ইত্যাদি। ৭ (সা ১) শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সেবা ও তন্নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস-গোস্বামী গোবিন্দের হস্তে সমর্পণ করেন। ৮ (গৌগ ১৩৭) শ্রীঈশ্বর-পুরীপাদের শিষ্য, পরে তদাজ্ঞায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভৃত্য। পূর্বলীলায় চেট—'ভঙ্গুর'। ৯ (গৌগ ১১৬) বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ 'পুণ্ডরীকাক্ষ'। ১০ (গৌগ ১৮৮) পূর্বলীলায় বিশাখা-রচিত গীতের গায়িকা 'কলাবতী'। **-আচার্য** (গৌগ ৪১) গীতপদ্যাদি-কারক, ব্রজলীলায় গোবিন্দানন্দ-দায়িনী 'পৌর্ণমাসী'। **-দ্বাদশী** (হ ১৪।২২২) পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুনী শুক্লাদ্বাদশী। **-পট্টেশ্বরী** (নিধি ১২২) শ্রীরাধা। **-ভ্** (হরি ২।১১৪) [গোবিন্দেন ভাতীতি গোবিন্দভঃ—তস্য শি—কিপ্] গোবিন্দের সহিত বিভাত। **-ভূমি** (ব্রজ ২।৭০) যোগপীঠ, ২ শ্রীকুঞ্জরাজ—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থান। **-বিলাস** (উ ১৪।২) শ্রীগোবিন্দের শৃঙ্গার-রসাত্মক গ্রন্থ—উজ্জ্বলনীল-মণিতে ইহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। **-বৃন্দাবন** (প্রকাশ ৩।৫) বৃহদ্-গৌতমীয় তন্ত্রের অংশ-বিশেষ। গোপগোপীর পরিচর্য্যাদি শ্রীরাধার বর্ণনা ও স্তুতি-প্রভৃতি—বর্ণয়িতব্য বিষয়। **-বৈকুণ্ঠ** (কৃষ্ণ ১৭২) ভৌম বৃন্দাবন বা গোকুল। **-স্থল** (সা ২) শ্রীবৃন্দাবনস্থ যোগপীঠ। **-স্বামী** (সা ২) শ্রীবৃন্দাবনে যোগ-পীঠে অবস্থিত অর্চাত্মক শ্রীগোবিন্দদেব।

গোবিন্দাভিষেক (তর ১০।২৭।১—৪৯) গোবর্দ্ধনোদ্ধারণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও সামর্থ্য অনুভব করত লজ্জিত ইন্দ্র সুরভি, দেবতা ও মুনি-গণসহ আকাশগঙ্গার জল ও সুরভির দুগ্ধদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন ও পরে নাম রাখিলেন—গোবিন্দ।

গোবিন্দাষ্টক (তত্ত্ব ২৩, সি টী ৬।৩) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-প্রণীত শ্রীগোবিন্দের মৃদ্ভক্ষণ-বস্ত্রহরণাদি-লীলা-সূত্রে গুম্ফিত অষ্ট পদ্য।

গোবৃষ (১০।৮৬।২৯) বলীবর্দ। ২ (ভা ৪।১৮।২৩) রুদ্র-বাহন নন্দীশ্বর—স্বামী।

গোব্রজ (ভা ১০।৮।১০) নির্জন গোশালা—সনা। ২ সংস্কারের অপেক্ষাশূন্য গোগৃহ—জী। ৩ (ভা ১০।৪৭।৫) গোপাবাস—জী।

গোশকৃৎ (গোলী ৫।৬০) গোময়।

গোশাল (হরি ৭।৪৮২) গোশালায় জাত।

গোষড়্গব (হরি ৭।৮৭৯) ছয়টি গরু।

গোষ্ঠ (উ ১৪।২৪—২৫) বৃন্দাবনা-শ্রিত অষ্টক্রোশী স্থান—জী। ২ (হরি ৫।২২০) [গবাং স্থানমিত্যর্থে গো স্থা+ক] গোগণের স্থান, ৩ গোচারণভূমি। **-নাথ** (বিনা ৭।৩০) শ্রীনন্দরাজ। **-ভু** (ললা ৭।৯) ব্রজবাসী। **-বাটী** (মুক্তা ৪) বৃন্দাবন। **-শ্ব** (হরি ৭।১১৯) গোষ্ঠ-স্থিত কুক্কুর। ২ পর-হিংসক।

গোষ্ঠাধীশ (চচ ১।১৬) শ্রীনন্দ মহারাজ।

গোষ্ঠী (ভাবনা ৬।৪৭) সভা। ২ (মাম ২।৬৯) সংলাপ। পরস্পর আলোচনা।

গোষ্ঠীন (হরি ৭।৮৭০) [ভূতপূর্ব-শ্চাসৌ গোষ্ঠশ্চেতি সমাসে গোষ্ঠ+

স্বার্থে খ] ভূতপূর্ব গোষ্ঠপ্রদেশ।

গোষ্ঠে প্রবীর (হরি ৬।৯১) শূরম্মন্য।

গোষ্পদ (হরি (৬।৩৫৫) গোপদ-জাত গর্ত্ত, ২ গোচারণ-স্থান। ৩ গোপদ-প্রমাণ।

গোসংখ্য (গোচ পূর্ব ২।১১১) [গাঃ সংচষ্টে সম্—চক্ষ+অচ্] গোপ।

গোসব (ভা ৩।১২।৪০) গোমেধ-নামক যজ্ঞবিশেষ।

গোসূক্ত (গোচ পূর্ব ১৯।৬৪) বেদোক্ত গোস্তুতি।

গোস্তন (গোলী ১২।৫৭) গাভীর স্তন-সদৃশ চারিগুণ হার-বিশেষ।

গোস্তনী (কৃষ্ণা ৪।২২১) দ্রাক্ষাফল।

গোস্থলী (গৌ কৃ ১৪।৩৭) ব্রজের গাঠুলি গ্রাম।

গোস্থান (হরি ৭।৪৮২) [গোস্থানে জাতঃ] গোষ্ঠজাত।

গোস্বামী (চৈনা ১।১০) জিতেন্দ্রিয়।

গোহ্য (হরি ৫।১৭৯) [গুহূ সম্বরণে +ণ্যৎ] গোপনীয়।

গৌকক্ষ (হরি ৭।৫৭০) [গৌকক্ষ্যস্য ছাত্র ইতি বুণ্ যলোপঃ] গৌকক্ষ্যের ছাত্র।

গৌড় (চৈভা আদি ৩।১১) বঙ্গ-দেশের প্রাচীন নাম। নবদ্বীপ ও তদুত্তরে মালদহের অন্তর্গত রামকেলি প্রভৃতি স্থান। ২ (চৈচ মধ্য ১৩। ২৭) উৎকলদেশীয় গোয়ালা। ৩ (চৈনা ৮।৪৮) 'কালাপিঠিয়া'-নামে খ্যাত শ্রীজগন্নাথের রথাকর্ষক সেবক-সম্প্রদায়। ৪ (সি টী ৫।৪) প্রাচীন স্মৃতিকার—ইহার রচনা 'সম্বৎসর-প্রদীপ'। ৫ (রত্না ৫।২৭৭৭) রাগ-বিশেষ। **গৌড়িক** (হরি ৭।৬৯৭) [গুড়ে সাধুরিতি ঠক্] ইক্ষু। ২ গুড়জাত ভক্ষ্যাদি। **গৌড়িয়া** (চৈচ আদি ১।১৯) বঙ্গদেশবাসী।

গৌড়ী (আচ ২০।৪৯) রাগিণী-বিশেষ। (কৃগ পরিশিষ্ট ১২৩) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় রাগ। **-রীতি** (শেষ ৬।৪) ওজোগুণ-প্রকাশক বর্ণ দ্বারা উৎকট বাক্যপূর্ণ দীর্ঘসমাস-বহুল রচনাই গৌড়ী রীতি। পুরুষোত্তম বলেন—বহুতর-সমাসবিশিষ্ট, গুরু প্রযত্নে উচ্চার্য-বর্ণসমন্বিত, উত্তম অনুপ্রাসের অনুরোধে সুমিলিত বাক্যাবলী-শোভিতা রচনাই গৌড়ী রীতি। **গৌড়ীয়** (স্তব ১।৫) গৌড়দেশবাসী শ্রীচৈতন্যগণ। **গৌড়ীয়া** (চৈচ আদি ১।১৯) গৌড় দেশবাসী বৈষ্ণবগণ।

গৌণ (হরি ৫।১৫) অপ্রধান, মুখ্যের মুখাপেক্ষী। 'গুণাদাগতো গৌণঃ' ইতি দণ্ডনাথ। 'শ্রুতিমাত্রেণ যত্রাস্য তাদর্থ্যমবসীয়তে। তন্মুখ্যমর্থং মন্যন্তে গৌণং যত্নোপপাদিতম্॥' **-কর্ম** (হরি ৪।২৮) ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিয়া যাহার মুখ্যকর্ম-সহযোগে সম্বন্ধ হয়, তাহাই গৌণ কর্ম। 'ধেনুকে দুগ্ধ দোহন করে'—এই সংস্কৃত বাক্যে দোহনক্রিয়ার সহিত দুগ্ধের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায় উহাই মুখ্য কর্ম, ঐ দুগ্ধের জন্য ধেনু আক্রান্ত হইল বলিয়া ধেনু গৌণকর্ম। 'ক্রিয়য়াক্রান্তং কর্ম'। **-দূত্য** (উ ৮।৫৫) যূথেশ্বরী যদি কোনও অধীনা সখীর প্রণয়বশে দূত্যও করেন, তবে তাহা দূর গমনাগমনের অভাবেও সিদ্ধ হয় বলিয়া 'গৌণদূত্যই' বলিতে হয়। ইহা হরির সমক্ষ ও পরোক্ষ-ভেদে দ্বিবিধ। সমক্ষ—সাঙ্কেতিক ও বাচিক-হিসাবে দ্বিবিধ। **-বৃত্তি** (চৈচ আদি ৭।১০৯) মুখ্যার্থের বাধা হইলে মুখ্যার্থেরই কোন একটি গুণ অর্থ-গ্রহণ করত তৎসাদৃশ্যযুক্ত অর্থ। 'দেবদত্ত সিংহ'—এই বাক্যে দেবদত্ত সিংহবৎ বিক্রমশালী এই অর্থই বুঝাইতেছে, কিন্তু সিংহের ন্যায় চতুষ্পদ পশু নহে, বিক্রমশালিত্বরূপ অর্থ-গ্রহণে তৎসাদৃশ্য-বোধনেই ইহার তাৎপর্য। অপর নাম—'লক্ষণা'। **-সম্ভোগ** (উ ১৫।২১০—১১) স্বপ্নে শ্রীহরির প্রাপ্তিবিশেষ অর্থাৎ দর্শন. আলিঙ্গনাদির লাভ। স্বপ্নও আবার সামান্য ও বিশেষ-ভেদে দ্বিবিধ। সামান্য গৌণ সম্ভোগ (উ ৩।১০১—১০২) সুপ্তি—ব্যভিচারিভাবে দ্রষ্টব্য। বিশেষ স্বাপ্ন সম্ভোগ কিন্তু জাগরণ-নির্বিশেষ, মহাদ্ভুত এবং ভাবোৎ-কণ্ঠাময়। সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সংপন্ন ও সমৃদ্ধিমান্-ভেদে গৌণ সম্ভোগও চারিপ্রকার।

গৌণানন্দ (প্রীতি ১) অণুচিৎ জীব-স্বরূপে অণু আনন্দ থাকিলেও তাহাতে পরমানন্দ (ভূমা সুখ) লাভ হয় না, কিন্তু ভগবৎকৃপায় জীব পরমানন্দ-ভাগী হইতে পারে; কাজেই ভগবৎস্বরূপেই মুখ্য আনন্দ এবং জীব-স্বরূপে গৌণানন্দ।

গৌণী (সস তত্ত্ব ৯, শেষ ২।১২) 'শব্দবৃত্তি', 'লক্ষণা' শব্দ দ্রষ্টব্য। **-রতি** (সিন্ধু ২।৫।৩৯) আলম্বন-বিভাবের উৎকর্ষ-জনিত যে ভাব-বিশেষ স্বয়ং-সঙ্কুচিতা রতি-কর্তৃক প্রকটিত হয়, তাহাই 'গৌণী রতি'। হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা—এই সাতটিকে

'ভাববিশেষ' বলা যায়। মুখ্যা রতির অধীনে হাস হইতে ভয় পর্যন্ত ছয়টি রতির আলম্বন শ্রীকৃষ্ণও হইতে পারেন, কিন্তু জুগুপ্‌সা রতির শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অযোগ্যতা-নিবন্ধন দেহাদি-বিভাবত্বই স্বীকৃত।

গৌতম (ভা ১।৯।৭) উত্তরদিক্‌বাসী মহর্ষি। ২ গোতম-মুনির পুত্র। (ভা ৯।২১।৩৪) অহল্যার স্বামী ও শতানন্দের পিতা। অহল্যা ইন্দ্রের সহিত ব্যভিচারে লিপ্তা হওয়ায় পাষাণী হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে আবার মানবী হন। ৩ (ভা ১০।৭৪।৭) রহূগণের পুত্র মহর্ষি গৌতম বহু ঋক্‌মন্ত্রের দ্রষ্টা। ৪ (ভা ৮।১৩।৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম। ৫ (ভা ১।১০।৯, ১০।৪৯।২) কৃপাচার্য। গৌতমপুত্র শরদ্বান্, তৎপুত্র কৃপ। ইনি শান্তনু-কর্তৃক পালিত হন। দ্রোণাচার্য ইঁহার ভগিনী কৃপীকে বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে ইনি পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে বাস করিয়া পরীক্ষিৎকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেন। ৬ (তত্ত্ব ২৫) ন্যায়-সূত্র-প্রণেতা—অক্ষপাদ। ৭ (প্র ৪।৩) কঠোপনিষদুক্ত গোতমবংশীয় ঋষি। -সূত্র (রত্ন টী ১৮) গৌতম-ঋষি-প্রণীত ন্যায়শাস্ত্র।

গৌতমী (ভা ১।৭।৩৩) গোতমবংশ-জাতা কৃপী, অশ্বত্থামার মাতা। ২ (কৃগ ৬৭) শ্রীকৃষ্ণের পুরোহিত বেদগর্ভের স্ত্রী।

গৌমঠিক (হরি ৭।৪০৩) গোমঠ-সম্বন্ধীয় দেশ।

গৌর (মালা উৎ ১৭) শুভ্র, ২ স্বর্ণ-বর্ণ—বল। ৩ (গোচ পূর্ব ১।৫৯) কুঙ্কুম। -গায়ত্রী (গৌকৃ ১৮।৩০) 'মন্নামোক্ত্বা বিদ্মহেহন্তং সতুর্য্যং ধীমহ্যন্তং ঙেহন্তং বিশ্বম্ভরঞ্চ। তন্নো গৌরঃ প্রাদিচোহত্রির্মরুচ্ছাদ্ গায়-ত্ত্রেষা গানতন্ত্রাণকর্ত্রী'॥ -গোপাল (জচ ১০।১—৪৬) যশোড়ায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পত্নী দুঃখিনী দেবীর প্রেমে প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত নবদ্বীপে থাকা কালে তাঁহার পত্নীর সহিত শ্রীশচী-মাতার সৌহার্দ্য ছিল, বালক নিমাইকে দুঃখিনী পুত্রাধিক স্নেহ করিয়া স্বস্তন্য দান করিতেন। তাঁহারা যশোড়ায় আসিলে নিমাই সন্ন্যাস করত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুসহ জগদীশের গৃহে উপস্থিত হইয়া এক রাত্রি যাপন করত নীলাচলে যাইবার জন্য দুঃখিনীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে দুঃখিনী মূর্ছিত হন। তখন গৌরসুন্দর তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকট করত সেবা করিতে আদেশ দিয়া বলেন যে তিনি সেই বিগ্রহে অধিষ্ঠান করিবেন। তৎপরে প্রভু শান্তিপুরে গেলেন—এদিকে ঐদিন সন্ধ্যায় এক ভাস্কর মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীজগদীশের গৃহে উপস্থিত হইয়া রাত্রিকালে বালগোপাল গৌরমূর্ত্তি প্রকাশ করত দ্বারে রাখিয়া অন্তর্ধান করিলেন। প্রাতে দুঃখিনী দেবী দ্বার উন্মোচন করিয়াই দেখিলেন যে নিমাই কাঁদিতেছে, তখন তিনি ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইলেন। জগদীশ উহাকে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে স্থাপন করত যথা-বিধি সেবা করিতে লাগিলেন—দুঃখিনীও গৌরগোপালের সহিত বিবিধ বাৎসল্য রসাস্বাদন করিতেন। -গোবিন্দ (সা ২) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-পার্শ্ববর্তী শ্রীগৌর-বিগ্রহ। নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরূপসনাতনের নিকট বাস করিতে আদেশ দেন। শ্রীজগন্নাথের পার্শ্ব-বর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আনিয়া তাহাকে গৌরবর্ণ করিয়া শ্রীপ্রভু বলেন যে আমার সহিত এই বিগ্রহের অভেদ জানিয়া সেবা কর। গৌরবপু শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ একত্র ভোজনও করেন। শ্রীকাশীশ্বর দণ্ডবৎপ্রণাম করত শ্রীগৌরগোবিন্দ লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। এই মূর্ত্তি এখনও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের পার্শ্বে বিরাজমান। -মন্ত্র (গৌকৃ ১৮।২৮) 'ঙেহন্তং গৌরং পিণ্ডবীজা-বসানে, তদ্বৎ কৃষ্ণং মন্মথান্তে নিযোজ্য। হার্দান্তশ্চেৎ সর্ব-বর্ণৈরুপাস্তো, মূর্দ্ধান্তোহয়ং সোপ-বীতৈর্দশার্ণঃ'॥ -মুখ (ভা ১।১৯।৪) শমীক মুনির শিষ্য—ইনিই মুনির আদেশে পরীক্ষিৎ মহা-রাজকে তাঁহার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়াছেন।

গৌরব (উ ১৪।১৭) আধিক্য। ২ (গোলী ১৭।৫৩) গুরুগণ। -প্রীতি (সিন্ধু ৩।২।১৪৪) লাল্যাভিমানী পুত্র কিম্বা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদির প্রীতিকে গৌরবোত্তরা প্রীতি বলে—এই প্রীতিই বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে 'গৌরবপ্রীত' রস হয়। সেবক-গণের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য-জ্ঞানেরই প্রাবল্য, কিন্তু লাল্যদের নিজ-সম্বন্ধ

স্ফূর্তিই সদাকাল বিরাজমান।
গৌরাংশুক (গোলী ১৮।৭০) সূর্য, ২ শ্রীকৃষ্ণ।
গৌরী (গোলী ১০১৬) গৌরবর্ণা, ২ পার্বতী। ৩ (বিনা ৪।৩১) অষ্ট বর্ষীয়া বালা। ৪ (ছ ২।৯০) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৫ (কৃ ভ ২০।২) শ্রীরাধার বিভূতিরূপা সম্পত্তি। ৬ (আচ ১০।২৫) বিশুদ্ধা, ৭ চন্দ্রাবলী, ৮ শ্রীরাধা। ৯ (কৃগ ৫০) সম্মোহনতন্ত্র-মতে শ্রীরাধার সখী। ১০ (কৃগ পরি ১৭১) শ্রীরাধার মাতুলানী। **-গুরু** (চৈকা ১৬।১০) হিমালয় পর্বত। **-পতি** (চৈনা ৩।৫৪) শিব, ২ গৌরাঙ্গিণীর স্বামী। **-রাগ** (পদা ১৮) সঙ্গীতের রাগ। লক্ষণ—'কান্তং মনোজ্ঞ-কুচযুগনিপীড়িতাঙ্গং, কামং নিবেশ্য হরিচন্দন-লিপ্ত-পীঠে। কল্পদ্রুপুষ্পমধুপায়স-পিষ্টকাদ্যৈঃ, সং-ভোজয়ত্যবিরতং মধুমাসি গৌরী॥' ইতি [মোহন]।
গ্রথ (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) গ্রন্থন।
গ্রথন (নাচ ২০৬) সদ্‌বিষয়ের উপক্ষেপই [উল্লেখই] নাট্যশাস্ত্র-মতে 'গ্রথন।' **গ্রন্থ** (ভক্তি ৬৭) প্রসঙ্গ, শাস্ত্র। ২ (চৈচ মধ্য ২৪।১৮) ধন, ৩ সন্দর্ভ, ৪ বর্ণবিন্যাস। ৫ (চৈচ অন্ত্য ১।৩৭) শ্লোক। ৬ (চৈম মধ্য ৬।৫৪) নির্বন্ধ। ৭ গুম্ফন। ৮ (চৈচ অন্ত্য ৪।২১৪) বত্রিশাক্ষরাত্মক অনুষ্টুপ্‌ ছন্দোযুক্ত শ্লোক। **গ্রন্থন** (গোচ উত্তর ২।৬) প্রবন্ধ, গুম্ফন। **গ্রন্থনা** (তত্ত্ব ৫) গ্রন্থ, সন্দর্ভ। **গ্রন্থি** (ভক্তি ১১) অহঙ্কার। [২ বংশাদির পর্ব (গাঁট)। ৩ রোগভেদ, ৪ মায়াপাশ, ৫ কৌটিল্য]।
গ্রন্থিল (বিনা ৪।৭) গাঁটযুক্ত, ২ বক্র। ৩ (গোলী ২১।৩০) করীর বৃক্ষ।
গ্রসন (ভা ৩।১৩।৩৮) [গ্রস্যতে-ঽনেনেতি] মুখান্তর্বর্ত্তি ছিদ্র—স্বামী। **গ্রসিষ্ণু** (গীতা ১৩।১৭) সংহারক—স্বামী। [২ পরব্রহ্ম]
গ্রস্ত (মাম ২।৪৭) লুপ্ত-বর্ণপদ, অসম্পূর্ণ বাক্য। [২ ভক্ষিত]।
গ্রহ (ভা ৩।১৩।১৮) সোমপাত্র। ২ (ভা ৭।৪।৩৭) লোভ্য আকর্ষক বস্তু। ৩ (বৃভা ২।৪।১৫২) আগ্রহ। ৪ (বিনা ২।১৫) সূর্যাদি নবগ্রহ, ৫ উদ্যম। ৬ (আচ ১১।১৮৮) সুরত-তন্ত্রোক্ত বেণীচিকুরাদির ধৃতি। ৭ (আচ ২০।৮৬) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত স্বরবিশেষ, ইহা গীতের আদিতে প্রযুক্ত হয়। ৮ (গোভা ১।৪।১) [গৃহ্নন্তি নিবধ্নন্তি বিষয়াসক্তং পশু-মিতি] ইন্দ্রিয়গণ। [৯ বালারিষ্ট-কারী, ১০ অনুগ্রহ, ১১ নির্বন্ধ, ১২ আদান, ১৩ রণোদ্যম, ১৪ চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ]। **-চেষ্টা** (গোভা ২।১।২৭) সূর্যাদি গ্রহগণের রাশ্যাদি-সঞ্চার।
গ্রহণ (ভা ৬।২।৩৩) [গৃহ্যতে বশী-ক্রিয়তে চিত্তমনেনেতি] বশীকরণ—স্বামী। ২ প্রাপক—বি। ৩ (চৈত ৩।২৫।২৬) নিগ্রহ। ৪ (অকৌ ২।৩) জ্ঞান। **-পতি** (নিবি ২৯) সূর্য, [২ চন্দ্র, ৩ অর্কবৃক্ষ]। **গ্রহি** (সস ভগ ১০) প্রাদুর্ভাবণ। **গ্রহিল** (চৈকা ৩।৫৬) আগ্রহযুক্ত। ২ (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্যবাহী ভৃত্য।
গ্রাম (ভা ৫।৫।২৯) হট্টশূন্য জন-পদ, যেস্থলে বিপ্র, বিপ্রভৃত্য ও শূদ্র বাস করেন। ২ (ভা ১০।৮৪। ৩৮) গৃহাশ্রম—সনা। ৩ (গোলী ২২।৭১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত গীতাঙ্গ-বিশেষ। সপ্ত মূর্চ্ছনায় এক গ্রাম হয়। ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার—এই তিন স্বর-সঙ্ঘাত। ৪ (ভা ১।৩।১০) সঙ্ঘ, সমূহ। **গ্রামক** (ভা ৪।২৫।৫২) ব্যবায়—স্বামী। **গ্রামটিকা** (সা কৌ ১০।২৯), **গ্রামটী** (লনা ৫।১৭) ক্ষুদ্র গ্রাম। **গ্রামণিক** (হরি ৭।৬৫) [গ্রামং নয়তীতি], **গ্রামণী** (গোচ পূর্ব ২।৪৯) গ্রামাধিপতি; ২ (গোচ পূর্ব ১১।৯১) নাপিত। ৩ শ্রেষ্ঠ। ৪ (গো তা ৪।২।৪) সেনাপতি।
গ্রামণ্য (ভা ১২।১১।৪৪) যক্ষ—স্বামী। **গ্রামতক্ষ** (হরি ৭।১১৮) [গ্রামস্য তক্ষা] গ্রাম্য সূত্রধার। **গ্রামতা** (হরি ৭।৩৪০) গ্রামসমূহ। **গ্রামসিংহ** (গোচ উত্তর ৫।৪৪) কুক্কুর। ২ (ভা ৩।১৮।১০) গ্রাম্য-বিষয়াসক্ত—জী। ৩ (মুক্তা ৩৬২) গ্রামের মুখ্য ব্যক্তি। **গ্রামীণ** (গোচ উত্তর ২।৮৮) গ্রামে জাত; গ্রামবাসী [২ কুক্কুর, ৩ কাক, ৪ গ্রাম্য শূকর]
গ্রামেচর (ভা ১১।১২।২১) গৃহস্থ—স্বামী।
গ্রামেয়ক (হরি ৭।৪২৫) [গ্রাম+ ঢক্] গ্রামে উৎপন্ন। [২ বেশ্যা]।
গ্রাম্য (ভা ৩।৩।৫) স্ত্রী-পরতন্ত্র—স্বামী। ২ (ভা ১০।২৬।২) নীচ—সনা। ৩ (ভা ১০।৩৯।২৪) অবি-দগ্ধ, অবিবেকী। **-কথা** (চৈচ অন্ত্য ৬।২৩৬) অসদ্‌বার্ত্তা, প্রজল্প। **-কবি** (চৈচ অন্ত্য ৫।১০৭) প্রাকৃত রসবিষয়ক কবিতা-লেখক।

-তা (অকৌ ১০।৫) অপকৃষ্ট লোকমুখে উচ্চারিত শব্দের ব্যবহার। শ্রোণি-শব্দের স্থলে কটি-শব্দের ব্যবহারে গ্রাম্যতা-দোষ হয়। ২ (অকৌ ১০।৩৪) নায়ক স্বাভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য নায়িকার প্রতি বৈচিত্র্য বা বক্রোক্তি ব্যতিরেকে যদি সরলভাবে অভিমত প্রকাশ করে, তবে তাহা হয় 'গ্রাম্যতা'-নামক অর্থদোষ। **-ধর্ম** (ভা ৩।২৮।৩) ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান—স্বামী। ২ (মুক্তা ৭।২৪) স্ত্রীদ্যূতাদির সেবা। **-পাশ** (ভা ৬।১১।২১) বিষয়-ভোগ-রূপ বন্ধন—স্বামী। **-রস** (চৈ ভা অন্ত্য ৩।৬১) স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়-ভোগ। **-রীতি** (গোচ পূর্ব ১১।১৭) প্রাকৃত ব্যবহার। **-বার্ত্তা** (চৈচ মধ্য ৪।১৭৯) বৈষয়িক কথা।

গ্রাম্যেহা (মুক্তা ৭।১৬) বিষয়ার্থ-চেষ্টা—কৈ।

গ্রাব (গোলী ১২।৪২) পাষাণ। **-স্তুৎ** (হরি ৫।৩৬১) [গ্রাব—ষ্টুঞ্+ক্বিপ্] পাষাণের স্তব। ২ হোতার সহায়ক ঋত্বিক।

গ্রাবা (বিনা ১।২৫) প্রস্তর।

গ্রাহ (আচ ১১।১০৪) হিংস্র জলজন্তু, ২ গ্রহণ, ৩ জ্ঞান, ৪ আগ্রহ।

গ্রাহ্যাগ্রাহ্য অন্ন (হ ৯।২৬৪-২৮৫) অন্নমধ্যে মানবের যাবতীয় পাপ-সমূহ থাকে বলিয়া অন্যের অন্ন-ভোজনে তদীয় পাতক গ্রহণ করিতে হয়। শূদ্রজাতির মধ্যে আর্দ্ধিক, (ভূমিকর্ষক), কুলমিত্র, স্বগোরক্ষক, নাপিত প্রভৃতির অন্ন-ভোজনে দোষ নাই। তৈলপক্ক দ্রব্য, দুগ্ধ, পিণ্যাক (খৈল) ও তৈল মূল্য-প্রদানে শূদ্র হইতে গ্রাহ্য। অঙ্গিরা-মতে শূদ্র হইতে দুগ্ধ, তৈল, পিণ্যাক, পিষ্টক ও দুগ্ধ-জাত দ্রব্য গ্রাহ্য। স্বীয় কন্যার দ্রব্য বা রাজভবনের দ্রব্য অভোজ্য। অযাচিতভাবে উপস্থিত মধু, জল, ফল, মূল, কাষ্ঠ, অভয় ও দক্ষিণা নীচজাতি হইতেও গ্রাহ্য। অগ্রাহ্য জাতি হইতে খামারের ধান্য, কূপজল, দীর্ঘিকাজল ও গোষ্ঠস্থ দুগ্ধ গ্রাহ্য। হস্ত-দত্ত জল, পায়স, ভক্ষ্য, ঘৃত ও লবণ অগ্রাহ্য। লৌহপাত্রে আনীত দ্রব্য নিষিদ্ধ।

বৈষ্ণবেরা যাচ্ঞা করিয়া বৈষ্ণবের অন্নই গ্রহণ করিবেন, তদভাবে জলও পান করিবেন; বৈষ্ণবের অন্নে নিখিল পাতক নাশ করে। যে গৃহে শ্রীহরি-মূর্ত্তি নাই, তাহার অন্নভোজন নিষিদ্ধ।

গ্রৈব (হরি ৭।৫০৬) [গ্রীবা+অণ্] গ্রীবাদেশে জাত, ২ গ্রীবা-ভূষণ। **গ্রৈবেয়** (গোলী ১৯।৬০), **গ্রৈবেয়ক** (লনা ২।৩৪) কণ্ঠভূষণ। ২ (কৃগ ২২১) যে পুষ্পহারের কোষ্ঠ-(মধ্যস্থল)-গুলি গোলাকৃতি অথবা চতুষ্কোণ অথচ অন্যবর্ণ পুষ্পদ্বারা ঊর্দ্ধ ও মধ্যভাগটি রচিত হয়—তাহা।

গ্রৈষ্ম (হরি ৭।৪৬৫) গ্রীষ্ম ঋতুতে জাত। **গ্রৈষ্মক** (হরি ৭।৪৯৪) [গ্রীষ্মে উপ্তমিতি বুঞ্] গ্রীষ্মকালে উপ্ত বীজাদি।

গ্লপন (বিনা ৫।৩০) ক্লেশদান, ২ (বিনা ৩।৩৩) দহন। **গ্লপিত** (বিনা ৩।১২) দগ্ধ, মলিনীকৃত। ২ (মালা গোবর্দ্ধন ১।১) দৈন্যগ্রস্ত।

গ্লহ (হরি ৫।৪২৩) দ্যূতাদির পণ।

গ্লান (হরি ৫।৩৩) [গ্লৈ হর্ষক্ষয়ে+ক্ত] ক্ষীণদেহ, রোগী। **গ্লানি** (ভা ১১।২৫।১৭) বিষাদ—স্বামী। ২ (উ ১৩।১৬) নির্বলতা। ৩ (হরি ৫।৪৪১) হর্ষক্ষয়, ৪ ক্লান্তি। ৫ (সা কৌ ১০।১৭) সঙ্কোচ। ৬ (গীতা ৪।৭) হানি, বিনাশ। ৭ (সিন্ধু ২।৪।২৬) শ্রম, মনঃপীড়া ও রত্যাদিদ্বারা 'ওজঃ' ধাতুর ক্ষয় হইলে যে দুর্বলতা জন্মে, তাহাকে 'গ্লানি' কহে। ইহাতে কম্প, অঙ্গ-জড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃশতা ও চক্ষুর্ঘূর্ণাদি অনুভাব হয়। **গ্লাস্নু** (হরি ৫।৩২১) রোগক্লিষ্ট। ২ ম্লান, ৩ পরিশ্রান্ত। **গ্লেপন** (গোচ উত্তর ৪।৮৪) ম্লানতা।

গ্লৌ (হরি ২।৬২) ['গ্লাস্নুদিভ্যাং ডৌঃ', গ্লা+ডৌ, উণাদি ২২২] চন্দ্র। ২ (গোচ পূর্ব ৯।৭২) কর্পূর।

ঘ ঙ

ঘট (আচ ৮।১৫২) ঘটন, ২ শিল্প-বিন্যাস। [৩ হস্তিকুম্ভ, ৪ কুম্ভরাশি]।

ঘটন (মালা ছ ১৭) প্রবেশন, ২ (চৈ না ৪।২) রচনা, সৃষ্টি।

ঘটনা (গোচ উত্তর ২৭।২৯) যোজনা। ২ (উ ৭।৪২) মিলন—বিষ্ণু। [৩ হস্তিসমূহ]।

ঘটস্থাপন (কৃজ ১০-১১) 'মঙ্গল কার্যারম্ভে ভূতাপসারণের পরে মঙ্গলঘট স্থাপনা করিতে হয়। 'ভূরসি' (শুক্লযজুঃ ১৩।১৮) ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্বক ভূমি স্পর্শ করিবে, 'ধান্যমসি' (শুক্লযজুঃ ১।২০) মন্ত্রে ধান্য স্পর্শ করিবে, তদুপরি 'আজিঘ্র' (শুক্লযজুঃ ৮।৪২) মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে; তৎপরে 'বরুণস্যোত্তম্ভন-মসি' (শুক্লযজুঃ ৪।৩৬) মন্ত্রে ঘটে জল দিয়া 'অশ্বত্থে বো' (ঋগ্বেদঃ ১০। ৯৭।৫) মন্ত্রে পঞ্চ পল্লব দিবে, তদুপরি 'যাঃ ফলিনী' (শুক্লযজুঃ ১২।৮৯) মন্ত্রে ফল দিবে, "শ্রীশ্চ তে' (শুক্ল-যজুঃ ৩১।২২) মন্ত্রে পুষ্প দিয়া 'গণানাং ত্বা' (শুক্লযজুঃ ২৩।১৯) মন্ত্রে গণেশের পূজা করিবে।

ঘটা (মালা চাটু ২) সমূহ, ২ কলস, ৩ ঘটনা, ৪ গোষ্ঠী, সভা।

ঘটাল (হরি ৭।৯৩৫) কুৎসিত ঘটনাযুক্ত।

ঘটিক (হরি ৭।৬১১) [ঘটেন তর-তীতি ঠন্] ঘটসাহায্যে পারগামী।

ঘটিকা (গোচ উত্তর ৫।৬০) দণ্ডদ্বয়। [২ স্বল্প ঘট, ৩ নিতম্ব]।

ঘটিত (স্তব ১৮।২) প্রকাশিত। ২ (ব্রজ ১।২৯) নির্মিত, (আচ ১১। ১২২) নিষ্পাদিত।

ঘটুয়ারী—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের সেবকবিশেষ। ইঁহারা প্রত্যেক পূজায় চন্দন ঘসিয়া 'পবিত্র বড়ুকে' দেন; কর্পূর, কস্তূরী, চন্দন, কেসর, চুয়া প্রভৃতি পিষিয়া 'পালিয়া মেকাপের' নিকট দেন এবং যে পথে শ্রীজগন্নাথের ভোগ লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকেন।

ঘটোৎকচ (ভা ৯।২২।৩০) ভীমের ঔরসে ও হিড়িম্বার গর্ভে জাত রাক্ষস।

ঘটোধ্নী (গোচ পূর্ব ১২।৫৪) কুম্ভস্তনী।

ঘট্ট (গোচ পূর্ব ৫।৫৩) অবতরণ-স্থান, ঘাট। ২ (ব্রজ ২।৩৪) চঞ্চল। ৩ দানঘাটি।

ঘট্টদান (বৃ ১৬।৪৭) খেয়াপারের মাশুল।

ঘট্টন (মালা ছ ১৬) চলন, ২ প্রহার। ৩ (সা কৌ ৭।১১) গাঢ়-আসঙ্গ। ৪ (উ ১০।৯১) নিপাত। ৫ (মালা শরদ্‌বিহার) চাপল।

ঘট্টনা (হরি ৫।৪৫১) ঘোট্না, চালনা।

ঘট্টপাল (চৈনা ৬।৬) ঘট্টরক্ষক, খেয়াঘাটের শুল্ক-আদায়কারী।

ঘট্টি (হরি ৫।৪৩৮) চেষ্টা।

ঘট্টিচর্যা (গোচ পূর্ব ৩১।৯৩) ঘট্ট-পালকে করদান।

ঘট্টিত (মালা প্রেমেন্দু ৩৭) আক্ষিপ্ত, ২ নির্মিত, ৩ চালিত।

ঘট্টেশিতা (গোচ পূর্ব ৩১।৯১) ঘট্টপাল।

ঘণ্টা (কৃগ ৫৫) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী-তুল্যা গোপী। [২ কাংস্য-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র]।

ঘণ্টাকর্ণ (রত্ন টী ৩।৩) শিবপ্রিয় অনুগত [ঘেঁটু]।

ঘণ্টাবাদ্য (হ ৬।১৫১-৫২) শ্রীবিষ্ণুর স্নানকালে, আবাহনে নীরাজনে, অর্ঘে, কুসুমে ও নৈবেদ্যদানে ঘণ্টাবাদ্য অতিপ্রশস্ত। সর্ববাদ্যময়ী বাদ্যা ঘণ্টা শ্রীবিষ্ণুর সাতিশয় সন্তোষকর। গরুড় বা চক্র-চিহ্নিত ঘণ্টাই সমধিক প্রীতিদ।

ঘণ্টিক (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-তুল্য গোপ।

ঘণ্টী (দা ৩২) কিঙ্কিণি।

ঘণ্টুয়া—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগাদির কালে ঘণ্টা-বাদক সেবক।

ঘন (শ্যা ২৩) সান্দ্র, ২ বিস্তার, ৩ মেঘ, ৪ কানন, ৫ দৃঢ়, ৬ দার্ঢ্য, ৭ হল, ৮ লৌহমুদ্গর, ৯ কাংস্যতাল-ধ্বনি, ১০ মুস্তক, ১১ ত্রপু, ১২ সীসক, ১৩ শরীর, ১৪ নৃত্য, ১৫ সমূহভূত। ১৬ (চৈনা ৮।৩০) পূর্ণ। ১৭ (গী গো ১১।৩) সঙ্গত।

ঘনতরলা ভজনক্রিয়া (মা ২।৭) যে অবস্থায় ভক্তের কখনও ভক্ত্যঙ্গের সম্যক্ নির্বাহে ভজনক্রিয়ার ঘনত্ব দেখা যায়, আবার কখনও যাজনের অনির্বাহে আসক্তির তারল্য বা শৈথিল্য দেখা যায়—সেই অবস্থাই 'ঘনতরলা'।

ঘন-রস (গোচ পূর্ব ৩১।১৩৪) জল।

২ (ভাবনা ১৪।২৩) শৃঙ্গার রস। ৩ (আচ ১।৫০) নিবিড় অনুরাগ। ৪ (গোচ উত্তর ৩৫।৬) কর্পূর। °রসদ (আচ ১১।১৩৩) মেঘ। -রীতি (গোচ পূর্ব ৯।৬৫) বিস্তার-প্রচার। -রুক্ (ভা ৪।৫।৩) কৃষ্ণ বর্ণ। -রুচি (ভাবনা ৩।৩৫) মেঘ-শ্যামল, ২ নিবিড় স্পৃহা। -রুতি (গোচ পূর্ব ১২।৪৮ খ) মেঘের গর্জন। -বার (মালা মু মু ১১) মেঘজাল। -শ্রী (মাম ৩।১০৫) পরম-সৌন্দর্যবান্, ২ মেঘ-সম্পত্তি। -ষণ্ড (স্তব ২০।৭) মেঘপুঞ্জ। -সময় (আচ ১১।১৪৫) বর্ষাকাল। -সার (বিনা ৪।২৮) কর্পূর।

ঘনাগম (আচ ১৫।১৯) বর্ষাকাল।

ঘনাঘন (হব ২।৩।১৭৪) শক্রঘাতক, [২ মত্ত হস্তী, ৩ বর্ষুক মেঘ, ৪ ইন্দ্র, ৫ সতত ঘাতুক]।

ঘর্ঘরস্বর (হয় ১।৩।৫) শ্লেষ্ম-প্রকোপাদি-হেতু কঠোর-স্বরবিশিষ্ট।

ঘর্ঘরা (কৃগ ৫৫) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-মহীতুল্যা গোপী।

ঘর্ঘরী (উ ৫।৩৮) ক্ষুদ্র ঘণ্টা।

ঘর্ম (ভা ১০।৩।৩৪) ঔষ্ণ্য, ২ গ্রীষ্মকালীন তাপ—জী। -জাতি (ভা ৮।৬।২১) স্বেদজ প্রাণী। -দ্যুতি (আচ ৮।১৭২), -ভাঃ (আচ ১৯। ১১৯) সূর্য।

ঘষা জল—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের পানীয় সুবাসিত জল। একটি জায়ফলকে মাটির পাত্রে ঘসিয়া কর্পূর-মিশ্রিত জলে দেওয়া হয়। ইহা বাল্যভোগে ব্যবহৃত হয়।

ঘস্মর (হরি ৫।৩৪২) [ঘস্৯ অদনে +স্মর] পেটুক।

ঘস্র (গোচ উত্তর ৪।৩৫) দিন। [২ হিংস্র, ৩ কুঙ্কুম]।

ঘাট [ঘট্+অচ্] গ্রীবার পশ্চাৎ-ভাগ, ঘাঁড়।

ঘাটাল (হরি ৭।৯৩৫) কুৎসিত গ্রীবাযুক্ত।

ঘাটিক (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-তুল্য গোপ।

ঘাত (গোপা ১৮) নাশ। ২ প্রহার, ৩ মারণ, ৪ পূরণ।

ঘাতন (ভা ১০।৩৬।৩২) প্রাপণ—জী। [২ মারণ, মারক]।

ঘাতস্থান—শ্মশান। **ঘাতি** [হন্+ ইণ্] পক্ষিবন্ধন।

ঘাতী [হন্—তাচ্ছীল্যার্থে ণিনি] হননকারী।

ঘাতুক (হরি ৫।৩৩৯) [হন্ হিংসা-গত্যোঃ+উকণ্] হিংস্রক, ২ গমনশীল। ৩ক্রূর।

ঘারিকা (হ ৮।১১৩) 'ঘীবর' নামক প্রসিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য।

ঘাস (আচ ১৫।৯) তৃণ, ২ ভক্ষণ।

ঘুটিকা (গোলী ১৬।১৯) গুল্ফ।

ঘুঘুরী (কৃগ ৫৫) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-মহীতুল্যা গোপী। [২ জলজন্তু-বিশেষ]।

ঘুষিত (হরি ৫।৫৭) বাক্য। ২ শব্দিত।

ঘুষ্ট (হরি ৫।৫৭) শব্দিত, উচ্চারিত। ২ মর্দিত। **ঘুষ্টি** (আচ ১১।১৫) শব্দ।

ঘুসৃণ (মালা মু ১) কুঙ্কুম।

ঘুক (গোলী ১।৩২) পেচক।

ঘুকাবাস—শাখোটবৃক্ষ।

ঘূর্ণা (উ ১৫।১৬৮) আবর্ত্ত, ২ উদ্‌ঘূর্ণা।

ঘৃণা (ভা ১০।৮।২৩) কৃপা, স্নেহ। ২ (আচ ৭।৮৫) জুগুপ্সা।

ঘৃণি (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ২ (ভা ১০।৮৫।৫১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উর্ণা দেবীর গর্ভে জাত মরীচির সন্তান—কন্যারমণে উদ্যত ব্রহ্মাকে উপহাস করিয়া অসুর-যোনি লাভ করেন। ৩ (অকৌ ১০।১১) কিরণ।

ঘৃণী (ভা ১০।৭৭।২৩) দয়ালু। ২ (চৈত ১০।৭৭।২৩) কাতর, করুণ।

ঘৃত (আচ ৩।৩) [ঘৃ ঘ্ন সেচনে] জলাদিদ্বারা সিক্ত। -কুল্যা (ভা ১২।১২।৪৬) ঘৃতদ্বারা প্রস্তুত ক্ষুদ্রা নদী। -চ্যুতা (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থা নদী। -পীত (হরি ৬।১৯৩) [পীতং ঘৃতং যেন] যিনি ঘৃত পান করিয়াছেন। -পৃষ্ঠ (ভা ৫।১।২৫) বর্হিষ্মতীর গর্ভে প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র। -শ্চ্যুৎ (হরি ৫।২৮৯) ঘৃতক্ষরণকারী। -স্নেহ (উ ১৪। ৮৮—৮৯) আত্যন্তিক আদরময় স্নেহই ঘৃতস্নেহ ; ভাবান্তরের সহিত মিলনে ইহার স্বাদুতা হয়, কিন্তু স্বয়ং স্বাদু নহে ; নায়ক-নায়িকার পরস্পর গৌরবাবিষ্কারে স্বাভাবিক শীতলতা-প্রাপ্তি করত ঘনীভূত হয়। এস্থলে 'ভাবান্তর'-পদে মদীয়াংশরূপ মধু-স্নেহাভাসই বোধ্য। ইহা কিন্তু তদীয়তাভাবময়।

ঘৃতাচী (ভা ৯।২০।৫) অপ্সরা। রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ইহার গর্ভে ঋতেয়ু-প্রমুখ দশ পুত্র জন্মে।

ঘৃতোদ (ভা ৫।১।৩৩) কুশদ্বীপের পরিখাভূত সমুদ্র।

ঘোণা (লনা ৪।৩২) নাসিকা।

ঘোণি (হ ৫।৩০৬) বরাহ।

ঘোণী (কৃগ ৫৫) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী-

তুল্যা গোপী।

ঘোর (ভা ১৬।১৩) দুঃসহ, ২ দুষ্প্রেক্ষ্য। ৩ (গীতা ১৭।৫) প্রাণি-ভয়ঙ্কর, ৪ পর-পীড়ক।

ঘোরা (কৃগ ৫৫) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী-তুল্যা গোপী।

ঘোরাহিমর্দী (পদ্যা ২৮১) কালিয়-মর্দন, অঘমর্দন কৃষ্ণ। ২ গরুড়।

ঘোলবড়া (কৃষ্ণা ২।১১৬) মিষ্টান্ন খাদ্যদ্রব্য।

ঘোষ (গোলী ৫।২) শব্দ, ২ আভীরপল্লী। ৩ (ভা ১২।১।১৭) শুঙ্গবংশীয় পুলিন্দের পুত্র। **-বান্** (হ ১৩১) বৈয়াকরণেরা বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থবর্গ এবং হ—এইগুলিকে 'ঘোষবান্' বলেন। হরিনামামৃতে ইহারা—'গোপাল'।

ঘ্রাণ (হরি ৫।৩১) [ঘ্রা+ক্ত] ঘ্রাত। ২ (ভা ১১।১২।১৭) অবঘ্রাণ। ৩ (উ ১১।৭৬) নাসিকা। **-বাট** (সিন্ধু ২।৪।৯১) নাসিকা।

ঙুত (গোবি ১১৩) [ঙুঙ্ শব্দে ভ্বাদি) বাদিত।

ঙুতি (গোবি ১১৪) শব্দ।

চ

চ (প্রীতি ৩৩২) [ব্য] কাকুহচনে, ২ যত্নবিশেষে, ৩ পাদপূরণে, ৪ নিশ্চয়ার্থে। ৫ (হরি ৬।১১৭) সমুচ্চয়, অন্বাচয়, ইতরেতরযোগ ও সমাহার—এই চারি অর্থেও 'চ'-শব্দ ব্যবহৃত হয়। (১) পরস্পর নিরপেক্ষ একাধিক পদার্থের এক-বিষয়ক অন্বয়কে **সমুচ্চয়**' বলে। ইহাও চারি প্রকার—প্রথমতঃ ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের সমুচ্চয়, যেমন—'ঈশ্বরং গুরুঞ্চ ভজস্ব।' দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সমুচ্চয়, যেমন—'রাজ্ঞো গজ-শ্চাশ্বশ্চ।' তৃতীয়তঃ দ্রব্যের সহিত গুণের সমুচ্চয়, যেমন—'পটঃ শুক্লো রক্তশ্চ।' চতুর্থতঃ গুণের সহিত দ্রব্যের সমুচ্চয়, যেমন—'রক্তঃ পটঃ কম্বলশ্চ'। পদার্থের পরস্পর নির-পেক্ষতাহেতু সমুচ্চয়ার্থে সমাস হইতে পারে না। **অন্বাচয়**—প্রধান বিষয়ের সহিত আনুষঙ্গিক বিষয়ের যে একত্ব-সূচক অন্বয়—তাহাই অন্বাচয়। 'বটো! ভিক্ষামট গাঞ্চানয়', ইহার অর্থ—ভিক্ষাটনই প্রধান এবং গবা-নয়ন গৌণ। এস্থলেও সমাস হইতে পারে না, কেননা 'ভিক্ষামট' বলিবার পরে অবশিষ্ট অংশের জন্য আর আকাঙ্ক্ষা থাকেনা। **ইতরেতর**—পরস্পর-সাপেক্ষ পদকদম্ব যখন প্রধানভাবে একই ক্রিয়ায় সম্বদ্ধ থাকে, তখন তাহাকে 'ইতরেতর যোগ' বলে; যেমন 'ধব-খদিরৌ ছিন্ধি', ধবশ্চ খদিরশ্চ ধবখদিরৌ—এস্থলে পরস্পর সাহিত্য সূচনা করিবার জন্য চ-কারদ্বয় প্রযুক্ত হইল। **সমাহার**—পরস্পর-সাপেক্ষ হইলেও অবয়বভেদশূন্য পদসমূহের সংহতি-সূচক অন্বয়কে 'সমাহার' বলে। সংজ্ঞা-পরিভাষম্—সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ তয়োঃ সমাহারঃ। ইতরেতর ও সমাহারে পরস্পর সাহিত্যরূপ সম্বন্ধ থাকায় সমাস হইবে, কিন্তু সমুচ্চয় ও অন্বাচয়ে তাহা নাই বলিয়া সমাসও হইবে না।

চই (চৈচ মধ্য ৩।৪৬) লতাজাতীয় মসলাদ্রব্য।

চংক্রম (গোলী ১৯।৭৪) গমন, ২ (সভা ১।৭০৭) বিহার।

চকটা ভোগ—শ্রীপুরীধামে শ্রীজগ-ন্নাথের অনবসরে সান্ধ্য ভোগবিশেষ। ছানা, কদলী, খণ্ড, কর্পূর ও গোল-মরিচ সহযোগে প্রস্তুত হয়।

চকিত (গোলী ১।৯৯) আশ্চর্যান্বিত। ২ (ভা ১০।৮৭।২৮) ভীত, ৩ (উ ১১।৬৭) ভয়ের কারণ না থাকিলেও প্রিয়তমের সম্মুখে মহাভয়ের প্রকাশ। ৪ (আচ ১১।৩৫) ত্রস্ত। ৫ [চক-তৃপ্তৌ] তৃপ্তি। ৬ (চন্দ্রা ৭৫) [ব্য] ক্ষণকাল।

চকিতা (ছ ২।১১৫) ষোড়শাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

চকুর (সিন্ধু ৩।৫।৮) চপল। ২ (গোচ পূর্ব ৭।৮৮) রম্য।

চকোর (ভা ১২।১।২৪) মগধের শূদ্ররাজা, সুনন্দনের অধস্তন। ২ (বৃ ১১।১১১) জ্যোৎস্নাপ্রিয় ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ।

চকোরাক্ষী (কৃগ পরি ১৩৯) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী।

চক্র (ভা ৫।৭।১০) গণ্ডকীনদীর নামান্তর। শিলাচক্রের আকর বলিয়া 'চক্রনদী' নাম হইয়াছে। ২ (ভা ৫।২০।১৫) পর্বত-বিশেষ।

৩ (ভা ১০।৭৮।১৯) চক্রতীর্থ। ৪ (গোলী ১৩।১১) সুদর্শন অস্ত্র, ৫ চক্রবাক পক্ষী। ৬ (চন্দ্রা ২৯) সমূহ, ৭ (গোভা ১৩।৩৯) সর্বত্র গমনাগমন-শীল ব্রহ্ম ৮ (চৈনা ৮।৩১) সৈন্য। ৯ (ভা ৪।১৬।১৩) রথের চক্র। ১০ (মাগ ৭।৮) দণ্ডবিশেষ। ১১ (গৌকৃ ৫।৫) জলা-বর্ত্ত। [১২ কুম্ভকারের উপ-করণ, ১৩ ব্যূহ]। **চক্রক** (নাম ১।১৩) চক্রাকারে পরিবৃত্ত তর্ক-বিশেষ [গৌতমসূত্রবৃত্তি ১।১।৪০]। **°দৃক্** (ভা ৮।১০।২১) অসুর-বিশেষ। **-ধ্বজ**—শ্রীজগন্নাথের রথ, 'নন্দি-ঘোষ'। **-নদী** (ভা ৫।৭।১০) গণ্ডকী। **-নারায়ণবেশ**—শ্রীপুরী-ধামে শ্রীজগন্নাথের চন্দনযাত্রায় শুক্লা দশমীতে শৃঙ্গার-বিশেষ। **-পদ** (ছ পরি ৪২) প্রতিপাদে চতুর্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-পাণি** (হরি ৩।৪৯৮) যঙ্লুগন্ত প্রত্যয়। ২ (ভা ৭।৫।১৪) শ্রীহরি। **-বন্ধ** (অকৌ ৭।১৭) চিত্রকাব্য-বিশেষ। **-ভ্রমণ-নটন** (চৈনা ৪।১১) অলাতচক্রবৎ নৃত্যভঙ্গি। **-মুদ্রা** (হ ৬।৩৭) হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয়কে প্রসারিত ও বক্রভাবে উভয় অঙ্গুষ্ঠা সংলগ্ন করাইলে 'চক্রমুদ্রা' হয়। **-বর্ত্তী** (গোচ পূর্ব ২২।১২) রাজা, 'যস্য মূর্দ্ধনি দৃশ্যেত বিনা ছত্রেণ ভূপতেঃ। পদ্মানুকারিণী ছায়া তমাহু-শ্চক্রবর্ত্তিনম্' ইতি (হব ২।২২।৮০)। [২ বাস্তুকশাক, স্ত্রীলিঙ্গে—৩ জটা-মাংসী, ৪ অলক্তক]। **-বাত** (চৈচ মধ্য ২১। ১১৩) ঘূর্ণিবায়ু। **-বাল** (গোচ পূর্ব ১১।৩১) মণ্ডল, ২ (মালা গোবিন্দ ৪) বৃন্দ। ৩ লোকালোক পর্বত। **-বেড়** (চৈভা আদি ১৭।৩২) গয়াতীর্থের অন্তর্বর্ত্তী স্থান—যেস্থানে শ্রীবিষ্ণুপাদ অবস্থিত। **-শিলা** (হ ৩।৩০৪) শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীদ্বারকা-চক্রশিলা।

চক্রাঙ্ক (হংস ১৩) বনহংস।

চক্রাঙ্গ (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-তুল্য গোপ। ২ (গোলী ২১।৮৯) হংস, [৩ রথ, ৪ চক্রবাক]।

চক্রাহ্ব (ভা ৮।২।১৬) সারস, [২ চক্রবাক]।

চক্রি (হরি ৫।৩৫৪) [ডুকৃঞ্ +কি] কর্মকর্ত্তা। ২ করণশীল।

চক্রিকা (চৈকা ৪।৩১) আবর্ত্ত, [২ জানু]।

চক্রী (উ ৫।১০) কর্ণের ঊর্দ্ধদেশের ভূষণ-বিশেষ। ২ (ভচ ২।৯) মাতৃকা-ন্যাসে খ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৩ (পদ্যা ২৮১) শ্রীকৃষ্ণ, ৪ কুম্ভকার। [৫ কাক, ৬ গর্দভ, ৭ তৈলিক, ৮ সূচক]।

চক্রীবৎ (মালা ছ ১৪) গর্দভ। ২ রাজ-বিশেষ, ৩ চক্রযুক্ত।

চক্ষণি (চক্ষ+অনি) প্রকাশক।

চক্ষাঃ (হরি ৫।৩৩৪) [চক্ষিঙ্+অস্] আচার্য, ২ বৃহস্পতি।

চক্ষুঃ (ভা ৪।১৩।১৫) সর্বতেজার ঔরসে ও আকূতির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৫।১৭।৫, ৭) গঙ্গার শাখা-নদী। ৩ (ভা ৯।২৩।১) সোমবংশ্য অনুর পুত্র। ৪ (হরি ৫।৩৩৪) [চক্ষিঙ্+উস্] নেত্র। **-পীড়ন** (গোভা ৪।১।১১) দংশ-মশকাদি। **-শ্রবাঃ** (গৌবি ৯৩) সর্প, ২ নেত্র ও কর্ণ। **চক্ষুর্ভ্রম** (হ ১৯।৬৬০) এক বস্তুতে অন্য দর্শন।

চঙ্কণ (কৃগ পরি ১২৬) শ্রীকৃষ্ণের কঙ্কণদ্বয়। •

চঙ্ক্রমণ (বিনা ৩।৬৬) অতিবেগে ভ্রমণ। ২ পুনঃ পুনঃ গমনশীল।

চঙ্গ (বিনা ৪।৩৮) সুন্দর। ২ সুস্থ, ৩ দক্ষ।

চঙ্গিম (গৌবি ৩৭) সৌন্দর্য।

চচ্চৎপুট (আচ ২০।৪৯) তাল-বিশেষ। 'তালে চচ্চৎপুটে জ্ঞেয়ং গুরুদ্বন্দ্বং লঘু প্লুতম্'।

চচ্চরৎ (রত্না ৫।২৯৬৫) তালবিশেষ, মনে হয় ইহা চর্চরীর সহিত অভিন্ন।

চঞ্চৎ (গোলী ৫।৫৭) চঞ্চল। **-ক** (হরি ৭।১০৭৩) কম্পযুক্ত। **-পুট** (আচ ২০।৪৭) চচ্চৎপুট তাল-বিশেষ। 'তালে চচ্চৎপুটে জ্ঞেয়ং গুরুদ্বন্দ্বং লঘু প্লুতম্'।

চঞ্চরীক (আচ ১।৯৯) ভ্রমর।

চঞ্চরীকাবলী (ছ পরি ২৬) প্রতি-পাদে ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

চঞ্চলা (ভাবনা ১।১৫) বিদ্যুৎ, ২ অস্থিরা।

চঞ্চা (হরি ৭।১০৫৮) তৃণময় মনুষ্য। ২ নল-নির্মিত আস্তরণ-বিশেষ।

চঞ্চু (ভাবনা ১৫।৩১) প্রবীণ। [২ এরণ্ডবৃক্ষ, ৩ মৃগ, ৪ শাক-বিশেষ, ৫ পক্ষির ওষ্ঠ]।

চঞ্চুর (গোচ পূর্ব ৭।৮৮) দক্ষ, নিপুণ। **-তা** (গোচ পূর্ব ১০।১৪) বিদারণ।

চঞ্চূর্যমাণ (আচ ৭।৩৭) কুটিলগামী, পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণশীল।

চটক (গোলী ২।১০০) চড়ুই পক্ষী। ২ পিপ্পলীমূল।

চটকারাব (কৃগ পরি ২০৫) শ্রীরাধার চরণস্থিত কটক [মল]।

চটু (স্তব ৩।১) কাতরোক্তি,

প্রিয়বাক্য।

চটুল (মাম ৬।১২৯) সুন্দর, ২ (হংস ১২৭) চঞ্চল। ৩ (আচ ৬।৩৯) ত্বরাযুক্ত। ৪ (আচ ১।৮৪) শ্লাঘনীয়। ৫ (আচ ৩।৭) সমর্থ। **চটুলিমা** (আচ ১৩।১৫১) সৌন্দর্য।

চণ (নাম ৩।২৩) নিপুণ। ২ ব্যাকরণে বিখ্যাতার্থে চণপ্রত্যয় হয়, গুঞ্জনচণ অর্থাৎ গুঞ্জনেই বিখ্যাত।

চণক-ক্ষোদ-পঙ্ক (গোলী ৩।৯৩) বেষণ।

চণ্ড (ভা ৭।৪।১২) তীব্র। ২ (গোলী ৫।৭০) প্রগল্ভ, কোপন। ৩ (হ ৫।৮) শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের পূর্বদ্বারবর্তী দেবতা। ৪ (ভা ১১।২৭।২৮) শ্রীনারায়ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। ৫ (গোবি ৪৮) অসুর। **-কর** (মালা হরি ৬), **-কিরণ** (চৈনা ৪।১৬), **-জ্যোতিঃ** (গোচ পূর্ব ১১।৪০), **-ত্বিট্** (হংস ২৭) **-দ্যুতি** (মালা ছ ১৮), সূর্য। **-দ্যুতি-সুত** (গোবি ৪৭) যম। **-দ্যোত** (চৈকা ১৩), **-ধামা** (লনা ৬।৯) সূর্য। **-বৃত্ত কলিকা** (বিরু ৭, ১২-১৩) 'সামান্য' ও 'সলক্ষণ'-ভেদে ইহা দ্বিবিধ কলিকাদ্বারা নির্মিত। [তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]। ১২ কলার ন্যূনতায় এবং ৬৪ কলার উর্ধ্বে চণ্ডবৃত্ত কলিকা রচিত হইবে না। প্রতি কলায় দশবিধ সংযোগ-নিয়ম মানিতেই হইবে। **-বৃষ্টিপ্রপাত** (ছ ২।১৭৩) দণ্ডকচ্ছন্দঃ। **-বেগ** (ভা ৪।২৭।১৩) গন্ধর্বাধিপতি সম্বৎসর।

চণ্ডাংশু (গোলী ১৩।৫৯) সূর্য।

চণ্ডাক্ষ (কৃগ ৮৭) চম্পকলতা সখীর পতি।

চণ্ডাতক (আচ ২২।২০) অর্দ্ধোরু পর্যন্ত 'লহেঙ্গা'-নামক ব্রজমণ্ডলে প্রসিদ্ধ বস্ত্র।

চণ্ডিকা (ভা ৫।৯।১৪) ভদ্রকালী। ২ (ভা ৬।১৮।৪৯) পিপীলিকা।

চণ্ডিমা (হরি ৭।৮৩৭) [চণ্ড+ ইমনি] প্রচণ্ডতা, উগ্রতা। ২ বিক্রম।

চণ্ডী (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ণ-বর্ণের শক্তি। ২ (গোবি ১০২) শিবপত্নী। ৩ (ছ ২।৮৮) প্রতি-চরণে ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

চণ্ডীদাস পণ্ডিত (শেষ ৩।১৮) সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের পিতামহের অনুজ (সাহিত্যদর্পণ ৭। ৩০)—একজন প্রাচীন আলঙ্কারিক।

চণ্ডীশ (ভা ৪।৫।১৭) রুদ্রের পার্ষদ। ২ (গোলী ৮।৫৫) শিব।

চণ্ডেশ (ভা ৪।৫।১৫) রুদ্রানুচর।

চতুঃ (হরি ৭।১০৮১) [চতুর্+সুঃ] চারিবার। **-শক্তি** (ভগ ১০) যোগ-পীঠাখ্য আসনের চারিটী পাদ—ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্য। **-শালা** (গোলী ৭।১০) চতুর্দিকে গৃহচতুষ্টয়। **-শিষ্য** (ভা ১২।৬।৪৬) শ্রীবেদ-ব্যাসের চারিজন প্রসিদ্ধ শিষ্য—ঋগ্-বেদে পৈল, যজুর্বেদে বৈশম্পায়ন, সামবেদে জৈমিনি ও অথর্ববেদে সুমন্তু। **-শৃঙ্গ** (ভা ৫।২০।১৫) কুশ-দ্বীপস্থ সীমান্ত পর্বত। **-শ্লোকী** (চৈচ মধ্য ২৫।৯৩) শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের মুখোচ্চারিত চারিটী শ্লোক (ভা ২।৯।৩২-৩৫)।

চতুঃষষ্টি উপচার (হ ১১।১২৭-৪০) (১) সুখসুপ্ত প্রভুর অগ্রে বেদ-পাঠ, বীণাবাদ্য ও স্তবাদিদ্বারা প্রবোধন, (২) জয়-শব্দ, (৩) নমস্কার, (৪) মঙ্গলারতি, (৫) আসন, (৬) দন্ত-কাষ্ঠ, (৭) পাদ্য, (৮) অর্ঘ্য, (৯) আচমন, (১০) মধুপর্ক-সহিত আচ-মন, (১১) পাদুকা-সম্প্রদান, (১২) অঙ্গুলেপনাদি দ্বারা গাত্রমার্জন, (১৩) অভ্যঙ্গ, (১৪) তৈলাপসারণ, (১৫) সুগন্ধি-পুষ্পোদকে স্নান, (১৬) দুগ্ধ-স্নান, (১৭) দধিস্নান, (১৮) ঘৃতস্নান, (১৯) মধুস্নান, (২০) শর্করাস্নান, (২১) সমন্ত্রজল-প্রোক্ষণস্নান, (২২) অঙ্গ-নির্মঞ্ছন, (২৩) উত্তরীয়সহ পরিধেয়বসন, (২৪) যজ্ঞোপবীত, (২৫) পুনরাচমন, (২৬) অনুলেপন, (২৭) ভূষণ, (২৮) পুষ্প, (২৯) ধূপ, (৩০) দীপ, (৩১) দুষ্টজনের দৃষ্টি অপসারণ, (৩২) নৈবেদ্য, (৩৩) মুখবাস, (৩৪) তাম্বূল, (৩৫) সুন্দর শয্যা, (৩৬) কেশ-প্রসাধন, (৩৭) সুন্দর বসন, (৩৮) দিব্য মুকুট, (৩৯) উত্তম গন্ধানুলেপন, (৪০) কৌস্তভাদি বিভূষণ, (৪১) সুরম্য দিব্যকুসুম, (৪২) মঙ্গল আরাত্রিক, (৪৩) দর্পণ, (৪৪) সুন্দর যানে আরোহণ করাইয়া মণ্ডপ-গমনোৎসব, (৪৫) সিংহাসনো-পরি সমুপবেশন; (৪৬) পাদ্য প্রভৃতি দ্বারা পুনর্বার অর্চনা, (৪৭) পুনর্বার ধূপ-সংপ্রদান দ্বারা পূর্ববৎ নৈবেদ্যাদি-সমর্পণ, (৪৮) পরে পুনরায় তাম্বূল প্রদানান্তে মহানীরাজন-ক্রিয়া, (৪৯) চামর-ব্যজন-ছত্র, (৫০) গীত, (৫১) বাদ্য, (৫২) নৃত্য, (৫৩) প্রদক্ষিণ, (৫৪) নমস্কার, (৫৫) শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে স্তুতি, (৫৬) মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-ধারণ, (৫৭) শিরোদেশে নির্মাল্য-ধারণ, (৫৮) উচ্ছিষ্টগ্রহণ,

(৫৯) পাদসেবার উদ্দেশ্যে উপবেশন, (৬০) নিশাসময়ে সুন্দর সুগন্ধ চূর্ণাদি দ্বারা সুবাসিত কোমল বসনান্তরে পুষ্প প্রকীর্ণ করিয়া শয্যা রচনা, (৬১) শয্যাস্থানে শুভাগমনার্থে হস্ত-সংযোজন, (৬২) শয্যাস্থানে আগমন জন্য মহোৎসব, (৬৩) ভগবানের পাদ-প্রক্ষালনপূর্বক শয্যায় তাঁহার উপবেশন-করণ, গন্ধপুষ্প ও তাম্বূলাদি প্রদানপূর্বক নীরাজন, (৬৪) অবশেষে পর্যঙ্কশায়ীকরণ ও পাদপদ্ম-সংবাহন—এই চতুঃষষ্টি উপচার যথাক্রমে জানিবে।

চতুঃষষ্টি কলা (ক্লগ ১৬৩) শ্রীধরস্বামি-মতে (১) গীত অর্থাৎ গান-শিক্ষা—(গীত-নির্মাণ, স্বরজাতিরাগ-ভেদ, তাল-মাত্রাদির রচনা-প্রকার, সাধক বাধক স্বরাদি মেল ও মান-সকলের পরিজ্ঞান)। (২) বাদ্য। (৩) নৃত্য। (৪) নাট্য (রূপকময়)। (৫) আলেখ্য (চিত্রকর্ম)। (৬) বিশেষকচ্ছেদ্য অর্থাৎ তিলক করিবার সময়ে নানা বিচ্ছেদ-রচনা। (৭) তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকার (তণ্ডুল এবং কুসুমাদি পূজোপহারের বিবিধ প্রকার-রচনা)। (৮) পুষ্পাস্তরণ (পুষ্পাদি-দ্বারা শয্যানির্মাণ)। (৯) দশনবসনাঙ্গরাগ (অর্থাৎ দন্ত ও বসনের বা ওষ্ঠের নানা প্রকার রঞ্জন)। (১০) মণি-ভূমিকা-কর্ম অর্থাৎ ময়দানব-নির্মিত পাণ্ডব-সভার তুল্য মণিবন্ধ-ভূমিক্রিয়া। (১১) শয়ন-রচন [পর্যঙ্কাদি-নির্মাণ] (১২) উদকবাদ্য অর্থাৎ সরোবরাদিতে স্থাপিত ভাণ্ডে অথবা জল-পূরিত পাত্রে মধুর মধুর নানা তান-সমুত্থান। (১৩) উদকঘাত অর্থাৎ জলস্তম্ভবিদ্যা। (১৪) চিত্রযোগ (নানা-প্রকার অদ্ভুত বস্তুর দর্শনের সম্যক্ উপায়)। (১৫) মাল্য-গ্রহণ-বিকল্প (মাল্য-রচনায় প্রকার-ভেদ)। (১৬) কেশশেখরাপীড়-যোজন—কেশে চূড়াদি বাঁধা। (১৭) নেপথ্য-যোগ (অলঙ্কার-করণ)। (১৮) কর্ণপত্রভঙ্গ (অর্থাৎ কর্ণাদিতে তিলক-রচনা)। (১৯) গন্ধ-যুক্তি (কস্তূরিকাদি গন্ধানুলেপন)। (২০) ভূষণ-যোজন (অলঙ্কার-পরিধাপন)। (২১) ইন্দ্রজাল (ভেল্কী-বাজী)। (২২) কৌচুমার-যোগ, অর্থাৎ কুচুমার-নামক ব্যক্তি-কর্তৃক প্রকাশিত আপনাতে নানারূপ প্রকটন। (২৩) হস্তলাঘব অর্থাৎ চমৎকার-দর্শনার্থ অলক্ষিতে হস্তাদি সঞ্চালন-দ্বারা তত্তৎবস্তুর প্রবর্ত্তন। (২৪) চিত্রশাকাপূপ-ভক্ষ্যবিকার-ক্রিয়া অর্থাৎ পিষ্টক প্রভৃতি ভক্ষ্য-বস্তুর নানাপ্রকারে নির্মাণ। (২৫) পানকরস-রাগাসব-যোজন অর্থাৎ সরবৎ প্রভৃতি পেয় রসের নানাবিধ-বর্ণ এবং মধুরত্ব-যোজন। (২৬) সূচীবাপকর্ম। (২৭) সূত্র-ক্রীড়া অর্থাৎ সূত্রসঞ্চালনে পুত্তলিকাদির চালন। (২৮) প্রহেলিকা (গোপন-বাক্যের অর্থ-পরিজ্ঞান)। (২৯) প্রতিমা অর্থাৎ সকল বস্তুর প্রতি-কৃতি-নির্মাণ। (৩০) দুর্বচ-যোগ অর্থাৎ যাহা যাহা বলিবার সামর্থ্য হয় না, তত্তৎকথনের উপায়। (৩১) পুস্তকবাচন অর্থাৎ পুস্তকে কোন কোন বর্ণ বিদ্যমান না থাকিলেও সেই সেই বর্ণ সংযোজন পূর্বক অতিদ্রুত পাঠ-করণ। (৩২) নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন অর্থাৎ নাটকাদি শাস্ত্রের পরিজ্ঞান এবং তাহার নির্মাণ। (৩৩) কাব্য-সমস্যা-পূরণ অর্থাৎ কাব্য-সমস্যার সঙ্ক্ষেপোক্ত গুপ্ত পদের সহসা পূরণ করিতে অসমর্থ হইলে শ্লোকাংশের অংশান্তরদ্বারা পূরণ। (৩৪) পট্টিকাবেত্রবাণ-বিকল্প, অর্থাৎ সূত্রোপ্ত চিপিটাকার বন্ধনাদি দ্বারা কষা (অশ্ব-তাড়না চাবুক) এবং বাণের কল্পনা। (৩৫) তর্কুকর্ম—(সূত্রনির্মাণ-সাধন লৌহ-শলাকা দ্বারা সাধ্য বিবিধ সূত্র-কল্পনা)। (৩৬) তক্ষণ [সূত্রধরের কর্ম]। (৩৭) বাস্তুবিদ্যা অর্থাৎ গৃহোচিত ভূম্যাদি এবং তন্নির্মাণাদির নানাবিধ অবস্থাজ্ঞান। (৩৮) রূপ্য-রত্ন-পরীক্ষা অর্থাৎ রূপ্যাদি রত্নের সদসৎজ্ঞান। (৩৯) ধাতুবাদ (স্বর্ণাদি-কল্পনা)। (৪০) মণিরাগ অর্থাৎ মণিসকলে নানাপ্রকার বর্ণ-নির্মাণ-জ্ঞান। (৪১) আকর-জ্ঞান [দর্শনমাত্রে মণিপ্রভৃতির উদ্ভব-ভূমির জ্ঞান]। (৪২) বৃক্ষায়ুর্বেদ-যোগ অর্থাৎ বৃক্ষাদি উদ্ভিদ পদার্থের চিকিৎসাজ্ঞান। (৪৩) মেষশাবক ও কুক্কুটশাবকাদির যুদ্ধবিধি। (৪৪) শুক-শারিকা-প্রলাপন। (৪৫) উৎ-সাদন (মন্ত্রণাদ্বারা পরস্পর আসক্তি-ত্যাজন)। (৪৬) কেশমার্জ্জন-কৌশল। (৪৭) অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন অর্থাৎ অদৃষ্ট অক্ষর এবং মুষ্টিকাস্থিত বস্তুর স্বরূপ এবং সঙ্খ্যার কথন। (৪৮) ম্লেচ্ছিত-বিকল্প (বিবিধ ম্লেচ্ছ-ভাষা ও ভরত শাস্ত্রের জ্ঞান)। (৪৯) বিভিন্ন-দেশভাষাজ্ঞান। (৫০) পুষ্প-

শকটিকা-নিমিত্তজ্ঞান। (৫১) যন্ত্রমাতৃকা (পূজানিমিত্ত মাতৃকাবর্ণে যন্ত্র-নির্মাণ) (৫২) ধারণ-মাতৃকা (ধারণ-নিমিত্ত মাতৃকা-বর্ণে যন্ত্র-নির্মাণ)। (৫৩) সং-পাট্য (অভেদ্য হীরকাদির দ্বৈধীকরণ)। (৫৪) মানসী কাব্যক্রিয়া অর্থাৎ পরমনঃস্থিত অর্থের অনুগামী শ্লোক-নির্মাণ। (৫৫) ক্রিয়া-বিকল্প অর্থাৎ এক এক ক্রিয়ার বহু প্রকারে নিষ্পাদন। (৫৬) ছলিতক-যোগ (পরবঞ্চনার উপায়)। (৫৭) অভি-ধান, কোষ ও ছন্দোজ্ঞান। (৫৮) বস্ত্রগোপন অর্থাৎ তুলসূত্রাদিময় বস্ত্রের পট্টবস্ত্রাদি রূপে দর্শন-প্রক্রিয়া (সূতি কাপড়কে রেশমী আদিরূপে দেখান)। (৫৯) দ্যূতবিশেষ, (৬০) আকর্ষণ-ক্রিয়া (দূরস্থিত ক্রীড়া-দ্রব্যের আকর্ষণ)। (৬১) বালক্রীড়নক—(শিশুর খেলনা-প্রস্তুতি)। (৬২) বৈনায়িকী—(বিবিধ প্রকারের লিপি-রচনা)। (৬৩) বৈজয়িকী—(শত্রু-জয়ের বিবিধ উপায়)। (৬৪) বৈতালিকী—(স্তব-পাঠ ও রচনা)। খিলশুক্রনীতিশাস্ত্রে এবং শ্রীপ্রবোধা-নন্দ সরস্বতী-কৃত শ্রীগীতগোবিন্দের (১৩) ব্যাখ্যানেও অন্যান্য প্রকার দৃশ্য।

চতুঃসন (ভা ৩।১২।৪) সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। ব্রহ্মার মানসপুত্র, নিত্যবালকমূর্ত্তি, মুনি ও জ্ঞানী ভক্ত। ২ (হরি ১।১১) ইঈ, উঊ—এই চারিবর্ণ।

চতুঃসম (হ ৬।২৯২) দুই ভাগ কস্তূরী, চারি ভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম ও একভাগ কর্পূর মিশ্রিত করিলে 'চতুঃসম' প্রস্তুত হয়।

চতুঃসম্প্রদায় (প্র ১।৫) শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারি সম্প্রদায়।

চতুর (সিন্ধু ২।১।৮৬) একই সময়ে বহু কার্য্যের সমাধানকারী। ২ (কৃগ ৮৯) সুচিত্রাসখীর পিতা ও বৃষ-ভানুরাজার পিতৃব্য। ৩ (সিন্ধু ৩। ৩।৪৪) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্মবয়স্য। ৪ (কৃগ পরি ৮৫) শ্রীকৃষ্ণের চর।

চতুরঙ্গ (ভা ৯।২৩।১০) যযাতি-বংশীয় রোমপাদের পুত্র। ২ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিরূপ অঙ্গচতুষ্টয়-যুক্ত সৈন্য।

চতুরঙ্গিণী (ভা ১।১০।৩২) হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—এই চারিটীর সহিত মিলিত সেনা।

চতুরস্র (হরি ৭।১৬৩) [চতস্রোঽ-স্রয়ো যস্য] চতুষ্কোণযুক্ত। ২ (রত্ন ৩।১৬) পূর্ণ। ৩ (গোভা ২।২।৫) সর্ববাদি-সম্মত।

চতুরাত্মা (সুধা ২৮) সঙ্কর্ষণাদি-চতুর্বিধ-বপুধারী। ২ (সুধা ৯৫) ভক্তোপার্জিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের দানে প্রযত্নশীল। ৩ (কৃষ্ণ ৮৯) শুক্ল, রক্ত, শুক-পক্ষ ও শ্যাম-বর্ণ যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ অনিরুদ্ধ।

চতুরিকা (উ ৮।১৭) বিশাখার সখী।

চতুরূধ্নী (হরি ৭।১৯৫) [চত্বারি উধাংসি যস্যাঃ] যে গাভীর চারিটী স্তন আছে।

চতুর্গতি (সুধা ৯৫) আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্তের আশ্রয়, ২ গোলোক, বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা ধামে ক্রীড়াবিনোদী। ৩ সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ ও বৃষ—এই চারি প্রাণির ন্যায় গমনভঙ্গী-বিশিষ্ট।

চতুর্জাত (গোলী ১৯।৫৫) এলা, লবঙ্গ, জাতীফল ও দারুচিনি।

চতুর্থ (হরি ৭।৯০৩) চারি সংখ্যার পূরণ। **চতুর্থক** (হরি ৭।৯১৬) চারিবারে গ্রন্থ-গ্রহণকারী। ২ প্রতি চতুর্থ দিনে আক্রমণকারী রোগ।

চতুর্থাশ্রমজুট্ (মালা চৈ ২।১) পরমহংস।

চতুর্থী কর্ম্ম (হ ১৯।৭১২) দেবতা-প্রতিষ্ঠার চতুর্থ দিবসে সম্পাদনীয় কৃত্যবিশেষ।

চতুর্দংষ্ট্র (সুধা ২৮) চারিটি দন্তযুক্ত মহাপুরুষ-লক্ষণান্বিত পরমেশ্বর।

চতুর্দশ-মনু (ভা ৮।১৩।৩৩—৩৫) ইন্দ্রসাবর্ণি। **'মহারত্ন** (ভা ৯।২৩। ৩১) [মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে] হস্তী, অশ্ব, রথ, স্ত্রী, বাণ, নিধি, মালা, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র ও বিমান —এই চতুর্দশ-বিষয়শালী—স্বামী। **-লোক** (স্ত ৪।১৩) পঞ্চীকৃত পঞ্চ-ভূত হইতে ভূর্ভুবঃস্বর্মহজ্জনস্তপঃ সত্য—এই ঊর্দ্ধ সপ্তলোক এবং অতল-বিতল-সুতল-রসাতল-তলাতল-মহাতল-পাতালাখ্য সপ্ত অধোলোক। **-বিদ্যা** (সিন্ধু ২।১।৭৭) ৪ বেদ ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ। 'অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ ॥'

চতুর্ধা মুক্তি (জী ৪।৯) জন্ম, উপ-নয়ন, মৃত্যু বা দাহদ্বারা ধামের চারি-প্রকারে মোক্ষদান।

চতুর্ভঙ্গী (গৌ ৪।১) বাঙ্গালা ছন্দো-বিশেষ।

চতুর্ভাব (সুধা ৯৫) ভজনকারিদের সম্বন্ধে চতুর্বর্গের উৎপাদক বিষ্ণু।

চতুর্ভুর্জ (হরি ১।১২) উউ ঋৠ, ৯৯—এই ছয় বর্ণ। ২ (সুধা ২৮)

বিষ্ণু।

চতুর্মুখ (ব্র ২৯) ব্রহ্মা। ২ (রত্না ৫।২৯৭৪) তালবিশেষ। 'চতুর্মুখো জপ্লুতাভ্যাং সএবোন্মাতৃকো মতঃ'।

চতুর্মূর্ত্তি (সুধা ৯৫) নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি ধর্মপুত্রই যাঁহার মূর্ত্তি—সেই বিষ্ণু।

চতুর্যুক্ (আচ ১৫।২৭০) চতুঃসংখ্যা-বিশিষ্ট।

চতুর্যুগ-বিধায়ক (কৃষ্ণ ৮৯) অনিরুদ্ধ।

চতুর্লক্ষণী (গোভা ১।১।১) চতুর-ধ্যায়যুক্ত উত্তর-মীমাংসা। উহার প্রথমাধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়, দ্বিতীয়ে সর্বশাস্ত্রের সহিত অবিরোধ, তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন এবং চতুর্থে পুরুষার্থলাভ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

চতুর্বর্গ (ভাবনা ৬।৪৮) ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। **-চিন্তামণি** (মুক্তা ১২) ব্রত, দান, তীর্থ, মোক্ষ ও মূর্ত্তি-প্রাসাদাদির বর্ণনাত্মক হেমাদ্রি-কৃত স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ।

চতুর্বর্ণ (কৃষ্ণ ৮৯) চারিযুগে চারি-বর্ণে অবতীর্ণ অনিরুদ্ধ। [২ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র]।

চতুর্বিংশতিগণ (ভা ৩।২৬।১১) পঞ্চমহাভূত—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। পঞ্চতন্মাত্র—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়—বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ। অন্তঃকরণ—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত।

চতুর্বিংশতি-গুরু (ভা ১১।৭।২৮) যযাতিপুত্র যদুরাজ-কর্ত্তৃক আদৃত ও ও জিজ্ঞাসিত অবধূতের ২৪ গুরু; যথা—(১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) আকাশ, (৪) জল, (৫) অগ্নি, (৬) চন্দ্র, (৭) সূর্য, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সাগর, (১১) পতঙ্গ, (১২) মধুকর, (১৩) গজ, (১৪) ভ্রমর, (১৫) হরিণ, (১৬) মৎস্য, (১৭) পিঙ্গলা, (১৮) কুরর, (১৯) বালক, (২০) কুমারী, (২১) শরনির্মাতা, (২২) সর্প, (২৩) উর্ণনাভি ও (২৪) পেশস্কৃৎ।

চতুর্বিংশতিতত্ত্ব (গীতা ৭।৪) পঞ্চ-মহাভূত, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার ও মন।

চতুর্বিধ অন্ন (গীতা ১৫।১৪) চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় খাদ্য।

চতুর্বিধ জগৎ, চতুর্বিধ জীব (ভা ১২।৯।১৩), (রত্ন টী ৪।১), জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ।

চতুর্ব্যূহ (সভা ১।৪৪২) পরব্যোম-নাথ নারায়ণের ব্যূহচতুষ্টয়—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ২ (হরি ১।১৩) এঐ ওঔ—এই চারিবর্ণ।

চতুর্ব্যূহ-বিচার (সস পরম ১০৪) ভগবান্ ও বাসুদেব একই তত্ত্ব, পুরুষের নিরুপাধি অবস্থাকে বাসুদেব বলে। পঞ্চরাত্রমতে তিনিই পরমাত্মা, ইনি সময়-বিশেষে রক্ত, শ্যাম বা গৌরবর্ণ ধারণ করেন। আবার কখনও চিত্তের অধিষ্ঠাতৃরূপেও ইনি উপাসিত হয়েন। ইহার সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ভেদ স্বীকার্য।

সঙ্কর্ষণ—স্থষ্ট্যাদির জন্য মহাসমষ্টি জীবের ও প্রকৃতির নিয়ামক। ইহার বর্ণ শুক্ল, অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা হইয়া উপাসিত হন, সংহারার্থ রুদ্রাদিমূর্ত্তিও পরিগ্রহ করেন। ইঁহারই অংশ—শেষ।

প্রদ্যুম্ন—স্থূলকার্যের উৎপত্তির জন্য সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক। ব্রহ্মা, প্রজাপতি প্রভৃতি সৃষ্টিকার্যার্থ ইঁহারই অংশরূপে আবির্ভূত। কখনও শ্যাম, কখনও গৌরবর্ণ। বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা বলিয়া উপাস্য।

অনিরুদ্ধ—ব্রহ্মাদির আবির্ভাবন ও সুখসৃষ্টি প্রভৃতির জন্য স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক। ধর্ম, মনু, দেবতাদি ইহার অংশ। শ্যামবর্ণ—মনের অধিষ্ঠাতা। পঞ্চরাত্রাদিতে সঙ্কর্ষণাদিকে জীব, মন ও অহঙ্কার-রূপে বর্ণনা করিলেও ইঁহারা প্রাকৃত জীবাদি নহেন, পরন্তু উহাদের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাস্য। বাসুদেব হইতেই ইঁহাদের উৎপত্তি (আবির্ভাব)। অংশ ও অংশীর একত্ব-হিসাবে ইহাঁরাও বাসুদেবতুল্য বলিয়া উক্ত। ইহাঁরা পরমবৈকুণ্ঠের আবরণস্থ, প্রপঞ্চে বেদবতীপুরে ও দ্বারকাদিতে বিরাজমান।

চতুষ্ক (সিন্ধু ২।১।৩৫০) কঞ্চুক, উষ্ণীষ, তুন্দবন্ধ এবং অন্তরীয়ক।

চতুষ্কিকা (চচ ৩।২০) চৌকী।

চতুষ্কী (গোলী ২।৯৩) চারনর হার। ২ পদক।

চতুষ্টয় (হরি ৭।৮৯৫) চারি অংশে বিভক্ত।

চতুষ্পদ (ছ ৭।১৩-১৪) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোভেদ]। ২ পশু।

চতুষ্পদা (গোভা ১।১।২৫) গায়ত্রী সাধারণতঃ ত্রিপাদ বলিয়া প্রচলন থাকিলেও ইহা স্থলবিশেষে চতুষ্পাদযুক্তাও হয়; যথা—"ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ। বলেন পীড়িতঃ।

দুশ্চ্যবনো বৃষা। সমিৎস্থ সাসহিঃ॥”

চতুষ্পদী (গৌ ২।১৫) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ। যথা—সুঘর গদাধর ধৈরয-ধারী। শেষ রজনী মন মনহি বিচারি॥ ২ পদ্য, ৩ প্রাকৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ চৌপায়া ছন্দ।

চতুষ্পাৎ ধর্ম (ভা ১২।৩।১৫) সত্য, দয়া, তপঃ ও দান—এই চারিচরণ-যুক্ত ধর্ম।

চতুস্তত্ত্ব (ভা ১১।২২।২০) অগ্নি, জল, অন্ন ও আত্মা।

চতুস্তাল (রত্না ৫।২৯৭৩) তাল-বিশেষ।

চতুরস (ভা ১০।২।২৭) ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি রস-বিশিষ্ট—স্বামী। ২ চারি বর্ণধর্ম বা আশ্রম-ধর্ম যাহার রস—বি।

চত্বর (ভা ৪।৯।৫২) অঙ্গন। ২ ([illegible]২৫।১৬) চতুষ্পথ—স্বামী। ৩ ([illegible]১।২৯) বেদী।

চন (মাম ১।১০৬) শব্দ।

চনা, চানা (চৈচ মধ্য ১৯।১২৮) চনক, ছোলা।

চন্দন (গৌবি ১১) আহ্লাদক। ২ (কৃগ পরি ৩০) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ-কল্প সখা। **-কলা** (কৃগ পরি ৮৩) শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা। **-যাত্রা**—শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া হইতে ২১ দিন বাহিরে নরেন্দ্রসরোবরে জল-কেলি। এই সময়ে শ্রীমদনমোহনকে (শ্রীজগন্নাথের বিজয়মূর্ত্তিকে) সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত করা হয়। **-লাগি**—পুরীতে শ্রীজগন্নাথের অঙ্গে চন্দন-লেপন। **-বতী** (কৃগ পরি ১৮১) শ্রীরাধার নিত্যসখী। **-বেশ**—শ্রীক্ষেত্রে বৈশাখমাসে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রার শৃঙ্গার-বিশেষ।

চন্দনা (হ ১৩।২৩৬) মধুখালী নগরীর প্রান্তবাহিনী নদী।

চন্দনাঙ্গদী (সুধা ৯২) ভক্তচিত্তা-হ্লাদক অঙ্গদধারী বিষ্ণু।

চন্দ্র (ভা ৯।৬।২০) মনুবংশীয় রাজা বিশ্বগন্ধির পুত্র। ২ (ভা ১০।৬১।১৩) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী নাগ্নজিতীর গর্ভজ সন্তান। ৩ (গোলী ১৮।১৫) কর্পূর। ৪ (গোচ পূর্ব ৩।১০৭) আহ্লাদক। ৫ (উ ৮।৬৯) ময়ূর-পিচ্ছস্থিত চন্দ্রক। ৬ (হয় ১।২।২১) স্বর্ণ। **-ক** (ভাবনা ৭।২১) ময়ূরপুচ্ছের গোলাকার চিহ্ন-বিশেষ। ২ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) ময়ূরপিচ্ছ। **-কলা** (রাধা ৬৩) তন্ত্রোক্তা—অমৃতা, মানদা, পূষা, পুষ্টি, তুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা চন্দ্রের এই ষোড়শ কলা। কামশাস্ত্রে—পূষা, যশা, সুমনসা, রতি, প্রাপ্তি, ধৃতি, ঋদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনী, অঙ্গিরা, শশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি এবং অমৃতা। (ভা ১০।৫৯।৪৩) লম্বিনী, চন্দ্রিকা, কান্তা, ক্রূরা, শান্তা, মহোদয়া, ভীষণী, নন্দিনী, শোকা, সুবিমলা, অক্ষয়া, শুভদা, শোভনা, পুণ্যা, সীতা ও মালিনী। ২ (কৃগ পরি ৯০) সুরতদেবের পত্নী ও পৌর্ণমাসীর মাতা।

চন্দ্রকবতী (লনা ৫।৭) ময়ূরী, ২ চন্দ্রাবলী।

চন্দ্রকশেখর (গোলী ১৭।৬) ময়ূর-পুচ্ছধারী, ২ শিব।

চন্দ্রকান্তা (ছ ২।১২০) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দো-বিশেষ।

চন্দ্রকান্তি (মাম ৭।৯৩) জ্যোৎস্না। ২ (গোলী ৩।৪৭) কর্পূরনারী-নামক পিষ্টক-বিশেষ। ৩ (সিন্ধু ১।৩।১৪) গন্ধর্বকন্যা। রাগানুগীয় সাধনাভি-নিবেশজাত ভাবের দৃষ্টান্ত—এই বালা শ্রীরাধার বিভূতি, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধি-কালে শ্রীরাধা তাঁহাকে নিজ সখীত্ব-দানে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত সাধনগত ও সিদ্ধিগত সকল কার্যই আত্মকৃত বলিয়া মনে করিয়াছেন, এই জন্যই ভক্তিশাস্ত্রে কোথাও চন্দ্রকান্তির সহিত শ্রীমতীকে অভেদে নির্দেশ করা হইয়াছে (সিন্ধু ১।৪।৭-৮)।

চন্দ্রকান্তি-বৃত্তান্ত (হ ১৬।১৯৫ টী; ১৬।৪০৩ টী) পাদ্মে উল্লিখিত আছে যে শ্রীগোপালের শ্রীমূর্ত্তির অপরূপ সৌন্দর্যবিশেষ দর্শন করত তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া চন্দ্রকান্তি-নাম্নী গন্ধর্বকন্যা অংশতঃ অবতার করিলেন এবং যোষিদ্-বিশেষের সহিত প্রেম-নৃত্যাদি দ্বারা গোপালের আরাধনা পূর্বক তাঁহাকে প্রাপ্তি করিতে তদ্‌যোগ্যদিব্যরূপা হইয়া শ্রীগোপালের একান্ত ভক্ত ব্রহ্মার বরে স্বয়ংই সর্বাংশে অবতার করত গোপবর শ্রীবৃষভানুর কন্যায় মিলিত হইয়াছেন।

চন্দ্রকাভরণ (উ ১৪।৬৫) শিখিপিঞ্ছ-মৌলি শ্রীকৃষ্ণ।

চন্দ্রকী (গোচ পূর্ব ১৬।১১) ময়ূর-পিচ্ছ-বিশিষ্ট, ২ ময়ূর।

চন্দ্রগুপ্ত (ভা ১২।১।১২) মৌর্য-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আদি পুরুষ।

চন্দ্রগোমী (হরি ৪।৩৬) বঙ্গীয়

বৌদ্ধ বৈয়াকরণ। প্রসিদ্ধ চান্দ্র-ব্যাকরণই ইঁহার রচনা। ক্ষীর-স্বামী ইহার রচিত ধাতুপাঠ (মতান্তরে—পারায়ণ) এবং পুরু-ষোত্তম ও উজ্জ্বলদত্ত ইঁহার 'লিঙ্গানু-শাসন' বা 'লিঙ্গকারিকার' উল্লেখ করিয়াছেন। চান্দ্র-ব্যাকরণের পরিশিষ্ট-স্বরূপে ইনি 'ঔণাদিক সূত্রপাঠ' প্রণয়ন করেন, ইহা ৩২৮টি সূত্রে ও তিন পাদে বিভক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কতকগুলি শাকটায়নীয় সূত্র গৃহীত হইয়াছে, অনেকগুলি সূত্রের যোগ-বিভাগাদি দ্বারা নূতন সূত্রও রচিত হইয়াছে। চান্দ্র-সম্প্রদায়ে এইজন্য শাকটায়নীয় মতবাদের বলবত্তা দেখা যায়। শ্রীতত্ত্বনিধির মতে নয়টি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণের মধ্যে চান্দ্র-ব্যাকরণ অন্য-তম। সেই শ্লোকটি—'ঐন্দ্রং চান্দ্রং কাশকৃৎস্নং কৌমারং শাকটায়নম্। সারস্বতং চাপিশলং শাকল্যং পাণিনীয়কম্ ॥'

চন্দ্র-তিলকা (কৃগ ২৪৪) চম্পকলতা সখীর যূথে ষষ্ঠী সখী। °**ধ্বজ** (গোভা ১৷৩১) মহাদেব, ২ জনৈক রাজর্ষি। ৩ (সিন্ধু ৩৷২৷২৯) সেবা-নিষ্ঠ আশ্রিত দাস। **-নিবেশ** (সক জী ২.২৫৬) চন্দ্রশালিকা [চিলের ছাঁদ]। **-পরাগ** (বিনা ১৷২২) কর্পূরচূর্ণ। **-প্রভ** (বিজয় ৮৪৷০২) শ্রীগদ ও চন্দ্রাবতীর পুত্র। **-ভাগা** (অকৌ ১০৷৩১) গোপী, ২ (ভা ৫৷১৯৷১৭) পঞ্জাবে প্রবাহিতা চেনাব নদী [অসিক্নী]। ৩ (ভা ১০৷৫৫৷৩৫) দুর্গা। **-ভানু** (কৃগ প ৯৭) বৃন্দার পিতা। ২ (ভা ১০৷৬১৷১০) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্য-ভামার গর্ভজাত পুত্র। ৩ (কৃগ-পরি ১৩৬) চন্দ্রাবলীর পিতা। **চন্দ্রমাঃ** (ভা ৩৷৬৷২৪) মনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ইনি দক্ষ প্রজাপতির রোহিণী প্রভৃতি ২৭ কন্যাকে বিবাহ করেন। **-মুখ** (কৃগ পরি ১০৩) শ্রীকৃষ্ণসভায় নর্ত্তক। **-মুখী** (মুক্তা ৩৭) শ্রীরাধার সখী। **-রসা** (ভা ৪৷২৮৷৩৫) ভারতবর্ষীয় নদীবিশেষ। **-রেখা** (কৃগ পরি ১৭৯) শ্রীরাধার প্রাণসখী। ২ (ছ পরি ২৭) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-রেখিকা** (কৃগ ২৪৩) বিশাখার যূথে তৃতীয়া সখী, মতান্তরে—'গন্ধ-লেখা'। **-লতিকা** (কিরণ ৫) শ্রীরাধার প্রিয়সখী। **-ললাম** (ভা ৩৷১৬৷৯) শঙ্কর। **-লেখা** (উ ৫৷৩৬) নখাঙ্ক—বি। ২ (উ ১১৷৮২) দ্বিতীয়ার চন্দ্র। ৩ (ছ পরি ৬৮) প্রতিপাদে অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৪ (ছ ২৷১১৬) পঞ্চদশাক্ষর ছন্দ। **-বটা-বশা** (ভা ৫৷১৯৷১৭) ভারত-বর্ষীয়া নদী। **-বর্ত্ম** (চৈকা ১৭৷৩৪) আকাশ-পথ। ২ (ছ ২৷৬০) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-বিজ্ঞ** (ভা ১২৷১৷২৫) মগধের শূদ্র-রাজা বিজয়ের পুত্র। **-শর্মা** (হ ১০৷৪৮৫) অবন্তীদেশের রাজা, মেধা-তিথির পুরোহিত [বরাহ পু° ১৮৯]। ২ (হ ১২৷২৫০) চন্দ্রশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ শিবভক্ত হইলেও শ্রীবিষ্ণুতে বিমুখ ছিলেন। তিনি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার পিতৃপুরুষ-গণ বিদ্ধা একাদশীব্রত করিয়া প্রেতত্বপ্রাপ্তি করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে শ্রীভগবদ্ভজনের উপদেশ করিলে সেই চন্দ্রশর্মা দ্বারকায় গিয়া শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা ও প্রার্থনা করত পিতৃগণের সহিত বিমোক্ষ প্রাপ্তি করিয়াছেন [দ্বারকা-মাহাত্ম্য]। ৩ (ভক্তি ১০৫) সূর্যভক্ত। ইনি ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে যাবজ্জীবন সূর্যারাধনা করিয়াও বিষ্ণুক্ষেত্রের (মায়াপুরীর) প্রভাবে শ্রীভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করত বৈকুণ্ঠে নীত হইয়াছিলেন। **-শালিকা** (কৃগ পরি ১৩৬) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। ২ (গোচ পূর্ব ১০৷৩২) প্রাসাদোপরি গৃহ। **-শিলা** (কৃচ ১৷৩৭) চন্দ্রকান্তমণি। **-শুক্র** (ভা ৫৷১৯৷২৯) জম্বুদ্বীপস্থ উপদ্বীপ। **-শেখর** (অকৌ ৮৷৬) মহাদেব. ২ শিখিপিচ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণ। **-সেন** হ (৭৷৪২) মথুরার জনৈক রাজা [বরাহ পু°]। ২ বঙ্গের অধিপতি সমুদ্রসেনের পুত্র [মহাভারত দ্রোণ° ২৩]। **-হাস** (সিন্ধু ৩৷২৷৪২) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থিত অনুগ দাস। (কৃগ পরি ১০৩) শ্রীকৃষ্ণসভায় নর্ত্তক। ২ (আচ ১৷৬১) খড়্গ, ৩ চন্দ্রের প্রকাশ।

চন্দ্রা (অকৌ ৫৷২৯) শ্রীরাধার সখী। [২ এলা, ৩ বিতান, ৪ গুড়ূচী]।

চন্দ্রাতপ (কর্ণা ৩৭) চন্দ্রিকা, ২ কর্পূরের প্রকাশ, ৩ বিতান। ৪ (কৃগ ২৩১) অতিসুন্দর মুক্তার ঝালরের তুল্য সিন্ধুবার-(নীল-শেফালিকা)-পুষ্পরাশিযুক্ত করিয়া মধ্যদেশে নবীন পদ্ম ঝুলাইয়া দিলে 'চন্দ্রাতপ' প্রস্তুত হয়।

চন্দ্রার্ধমৌলি (চচ ৩৷৭১) শ্রীমহা-

দেব।

চন্দ্রাবলী (বিনা ৭।২৬, লনা ৫।৩৩, কৃগ পরি ১৩৬) চন্দ্রভানুর কন্যা, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা ও শ্রীরাধার প্রতিপক্ষা যূথেশ্বরী।

চন্দ্রিকা (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা। ২ (কৃগ পরি ১৭৮) শ্রীরাধার প্রিয়সখী। ৩ (কৃগ ২৪৪) চম্পকলতার যূথে পঞ্চমী সখী। ৪ (হ ২।৬৩) চন্দ্রের নবম কলা। ৫ (ছ ২।৯৫) প্রতিপাদে ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৬ (ভাবনা ৫।৪৩) জ্যোৎস্না।

চন্দ্রোপল (ভাবনা ৭।১৪) চন্দ্রকান্তমণি।

চন্দ্রোরস (ছ পরি ৪০) প্রতিপাদে চতুর্দশাক্ষর ছন্দঃ।

চপল (আচ ৫।১১৪) সত্বর। ২ (কর্ণা ৪০) নিরন্তর ভক্তানুগ্রহসাধনপর—কবিরাজ। ৩ স্বচ্ছন্দাচরিত—সু। ৪ (কর্ণা ৪৬) মীন, ৫ চঞ্চল—সার।

চপলা (বিনা ২।২৬) বিদ্যুৎ, ২ চঞ্চলা। ৩ (ছ ৬।৬) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোবিশেষ]। ৪ (কৃগ ২৪৩) বিশাখা সখীর যূথে ষষ্ঠী সখী।

চপলালতিকা (ভাবনা ৪।১১) বিদ্যুৎ।

চপলাবক্ত্র (ছ ৫।৪) ছন্দোবিশেষ।

চমৎকার (বৃভা ১।৫।১০৮) বিস্ময়-বিশেষ। ২ (প্রীতি ১১০) রসের সার, এই চমৎকারিতা বিনা রস রসই হয় না। 'রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে। তচ্চমৎকার-সারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ'—ধর্মদত্ত।

চমৎকারিতা (প্রীতি ১১০) রসের প্রাণ, 'চমৎকার' শব্দ দ্রষ্টব্য।

চমরী (উ ৮।১১৯) মঞ্জরী। ২ (মালা প্রেম ১৭) মৌক্তিকাদি রত্ন-গুচ্ছ—বল। ৩ একজাতীয় গো।

চমস (ভা ১১।২।২১) নবযোগীন্দ্রের অন্যতম। ঋষভদেবের পুত্র। ২ (গোভা ১।৪।৮) [চম্যতেঽনেনেতি] যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ।

চমূ (গোলী ১৯।৮২) সেনা। (গীতা ১।৩ টী) ৭২৯ হস্তী, ৭২৯ রথ, ২১৮৭ অশ্ব ও ৩৬৪৫ পদাতিক একত্র হইলে 'চমূ' হয়। ২ (আচ ২২। ৫১) সমূহ।

চমূৎকার (আচ ৩।১২) আবেশে স্তন্যপানের শব্দ 'চুক্‌চুক্'।

চমূনাথ (গোলী ১৫।১৫), **চমূপতি** (গোচ উত্তর ১৯।৫১) সেনাপতি।

চমূর (চৈকা ১২।১২৮), **চমূরু** (আচ ১।৫১) মৃগবিশেষ।

চম্প (ভা ৯।৮।১) সূর্যবংশ্য হরিতের পুত্র—চম্পাপুরীর নির্মাতা। [২ কোবিদার বৃক্ষ ও তৎপুষ্প]।

চম্পক (বিরু ৫৮) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত প্রতি কলায় ভ-ন-গণে রচিত হইয়া যদি প্রথম অক্ষরটি মধুর-সংযুক্ত হয় এবং প্রতি দুই কলার আদি ও অন্তে অনুপ্রাস থাকে, তবে তাহাকে 'চম্পক' কলিকা কহে। যথা—সঞ্চলদরুণ চঞ্চল করুণ সুন্দর-নয়ন কন্দর-শয়ন। ২ চাঁপা পুষ্প।

চম্পকদ্বাদশী—পুরীতে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লা দ্বাদশীর নাম। শ্রীরুক্মিণীহরণ একাদশীর পরদিন।

চম্পকলতা (কৃগ ৮৬—৮৭) অষ্টসখীর তৃতীয়া ; অঙ্গকান্তি—প্রস্ফুটিত চম্পক পুষ্পের ন্যায় ; বয়সে শ্রীরাধার এক দিনের ছোট ; ইঁহার বস্ত্র-বর্ণ—চাস-(স্বর্ণচড়াই)-পক্ষীর তুল্য। পিতা—আরাম, মাতা—বাটিকা, পতি—চণ্ডাক্ষ। গুণে—বিশাখা-সদৃশ। ইঁহার সেবা (কৃগ ১৪৮—১৫২)—শ্রীরাধার প্রিয়নর্মসখী—ইনি দূত্যতন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞা, কার্যের উদ্দেশ্য-গোপনকারিণী, বাগ্‌বিন্যাসে পটু, বিবিধ উপায়ে ও নিপুণতায় বিপক্ষের অপকর্ষ-কারিণী। ফল, পুষ্প ও কন্দাদির সন্ধান-প্রক্রিয়ায় (আচারে), হস্তচাতুর্যমাত্রেই বিবিধ মৃণ্ময় ভাণ্ড-নির্মাণে, ছয় রস-পরীক্ষায় ও পাক-শাস্ত্রে বিশারদা ; মিছরির বিবিধ খাদ্য-নির্মাণে সিদ্ধহস্তা। পুরীর বিবিধ দুগ্ধাদি পাকে যে সকল সখী ও দাসী আছেন, কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি যে অষ্ট সখী আছেন এবং যে সকল সখী বৃক্ষলতা-গুল্মাদির অধিকারে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের সকলের অধ্যক্ষাই এই চম্পকলতা। ইঁহার যূথে (কৃগ ২৪৪) কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রতিলকা, পঙ্কজাক্ষী ও সুমন্দিরা—এই অষ্ট সখী।

চম্পা (উ ৮।৭) যূথেশ্বরী শ্যামলার অধীনা সখী। ২ চম্পকপুষ্প।

চম্পূ (আচ ১।১৫) গদ্যপদ্যময় কাব্য।

চয় (চন্দ্রা ২৯) অনুসন্ধান, ২ (আচ ১৩।১৬০) অতিবৃদ্ধি। [৩ সমূহ, ৪ বপ্র, ৫ প্রাকার]।

চর (ভা ১০।১৪।১১) বায়ু, ২ (গোলী ৬।২৭) জঙ্গম। ৩ (কৃগ পরি ৮৫) শ্রীকৃষ্ণের কার্যসাধনজন্য বিবিধবেশ-ধারণে গোপগোপীদের নিকট সদা যাতায়াতকারী—চতুর, চারণ, ধীমান্

ও পেশল।

চরক (ভা ১২।৬।৫৩) বৈশম্পায়ন মুনির শিষ্য অধ্বর্যুগণ। ২ (প্রে ১০৩ টী) সংহিতা-প্রণেতা মুনি-বিশেষ। ভাবপ্রকাশে বর্ণনা আছে যে মৎস্যাবতার শ্রীহরি সাঙ্গবেদ উদ্ধার করিলে শেষদেব অথর্বান্তর্গত আয়ুর্বেদ প্রাপ্ত হইলেন। মহীতলে চররূপে আসিয়া শেষদেব জীবের ব্যাধি-দর্শনে তদুপশমন-চিন্তা করিতে করিতে তত্রত্য মুনির পুত্ররূপে 'চরক' নামে আবির্ভূত হইয়া আত্রেয়াদি মুনিকৃত বহুতন্ত্রাদি সংস্কার ও সমাহার করত আত্মনামে 'চরক-সংহিতা' প্রকাশ করেন।

চরকাধ্বর্যবঃ (ভা ১২।৬।৬১) বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ।

চরণ (ভা ১০।৩৫।১৪) ক্রীড়া, ২ (আচ ১১।৭০) পদ, ৩ ধর্মাদির আচরণ। ৪ (গোভা ৩।১।১২) সুকৃত-দুষ্কৃত।

চরণ-পঞ্জর (ভা ৫।২।১০) নূপুর।

চরণায়ুধ (গোলী ২১।৬৬) কুক্কুট।

চরণোপধান (ভা ৩।১৩।৫) পাদপীঠ।

চরণোপনিষৎ (ভা ১১।৬।৯ টী) 'চরণং পবিত্রম্' ইত্যাদি মন্ত্র—জী।

চরম (আচ ১৭।৮৮) অন্তিম, ২ [চরা চপলা মা শোভা যস্য সঃ] চঞ্চলশোভা-বিশিষ্ট। ৩ (স্তব ১২। ১০) পশ্চাদ্‌গামী।

চরমবনিতা (স্তব ১৭।২৮) কনিষ্ঠা বধূ।

চরমাচল (চৈনা ৪।৩) অস্তগিরি।

চরাচর (ভা ১০।১৪।৫৪) দেহা-পত্যাদি ও গেহাদি—সনা। ২ (হরি ৫।২০১) জঙ্গম, ৩ আকাশ।

চরিত (আচ ১২।২৯) অনুষ্ঠিত। ২ (চৈকা ৪।৫০) চলিত [লুপ্ত]। ৩ (ভা ৩।১৬।২১) পরিচরণ। ৪ (আচ ১১।৯০) চরিতার্থীভূত। ৫ (উ ১০।৪৩) অনুভাব ও লীলা। ৬ (গীগো ১।২) আবির্ভাব, ৭ বিলাস —প্রবো।

চরিত্র (হরি ৫।৩৬৪) [চর+ইত্র] আচরণ। ২ স্বভাব, ৩ চেষ্টা, ৪ লীলা।

চরিষ্ণু (হরি ৫।৩১৭) [চর+ইষ্ণু] গতিশীল, ২ চঞ্চল-স্বভাব।

চরীকরণ (ভাবনা ১২।৫১) পুনঃ পুনঃ করা।

চরু (বৃভা ২।২।৪৯) যজ্ঞীয় ভক্ষ্যদ্রব্য-বিশেষ।

চর্কৃত (মালা গোবিন্দ ৫) অনুকরণ-শব্দ।

চর্করীত (হরি ৩।৪৯৮) যঙ্‌লুক্ পরস্মৈপদী ধাতু। হরিনামামৃত-মতে—'চক্রপাণি'।

চর্চর (গৌবি ১৯) কেশ-বিন্যাস।

চর্চরিকা (আচ ২।৬০) গীতের ছন্দো-বিশেষ। ২ (গোচ পূর্ব ৩০।১১০) বাদ্যবিশেষ।

চর্চরী (মালা ব্রজ ৬) হর্ষক্রীড়ায় তালবিশেষ। 'বিরামান্তলঘুদ্বন্দ্বান্তষ্টৌ লঘু চ চর্চরী'।

চর্চা (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৯১) লেপন। ২ অঙ্গরাগ। ৩ (আচ ২১।৩৫) বিচার। ৪ (গোচ উত্তর ৩২।১০৪) কথা। ৫ (গোচ পূর্ব ১।৬৬) পরিপাটী।

চর্চাইত—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের সেবক। ইনি ভোগরাগ ও পূজাদি বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন।

চর্চিকা (কৃগ ৮৯) সুচিত্রা সখীর মাতা, চতুর গোপের পত্নী। ২ (মুক্তা ২৩৫) দুর্গা।

চর্চিত (ভা ৪।৮।৫৫) মণ্ডিত। ২ (ভা ১০।৪৪।১) নিশ্চিত—স্বামী। ৩ বিচারিত। ৪ কৃত—বল।

চর্মণ্বতী (ভা ৫।১৯।১৭) বুন্দেল-খণ্ডের অন্তর্গত বর্তমান 'চম্বল' নদী।

চর্মাক্ষ (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৭৩) প্রাকৃত লোক।

চর্মী (আচ ১।২০) ফলকধারী যোদ্ধা, ২ ভূর্জবৃক্ষ। ৩ (হরি ৭।৯৬০) চর্মযুক্ত, ঢালী। ৪ কদলী, ৫ ভৃঙ্গরীট।

চর্য (ভা ১২।১১।৩৭) রাক্ষস-বিশেষ।

চর্যা (গৌকৃ ২।২৮) আচরণ। ২ (মাগ ২।৯৭) ঈর্ষ্যাপথস্থিতি। ৩ (হ ১০।৫৩১) লীলা। ৪ (গোচ পূর্ব ৪।২৮) স্বভাব। ৫ (ভচ ১।১৩) ধ্যানধারণাদির স্থিরতাজন্য ব্রতিগণের নিয়মাপরিত্যাগ। ৫ (হরি ৫।৪৪৪) ভোজন। ৬ (ভা ১০।১৪।১১) পরিভ্রমণ। ৭ (হ ১০।৫৮) পরিচর্যা।

চর্ষণি (ভা ১০।২৯।২) মনুষ্য—স্বামী। ২ পরিজন—সনা।

চর্ষণী (ভা ৬।১৮।৪) বরুণ-নামা আদিত্যের পত্নী। [২ পুংশ্চলী]।

চর্ষনীন্দ্র (হ ১৫।৬৩) পরম সাধুজন। ২ জীবন্মুক্ত; ৩ সংসারী।

চল (ভা ১১।২৫।১৩) প্রবৃত্তি-স্বভাব —স্বামী। ২ (গোলী ৫।৩১) চঞ্চল। ৩ (ছ পরি ৬২) প্রতি চরণে অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

চলদল (গোলী ১১।৬৫) অশ্বত্থ।

চলন (হরি ৫।৩৩৩) [চল+কর্তরি ল্যুট্] গমনশীল। ২ [চল ভাবে

লুট্] কম্প, গতি। ৩ [করণে লুট্] চরণ।

চলমূর্ত্তি (হ ১৯।৮২৪—২৯) প্রতিবিম্বাহত, শস্ত্রোৎকীর্ণ ও পাকজ-ভেদে ত্রিবিধ চলমূর্ত্তি হয়। ছায়াবৎ স্থণ্ডিলে অঙ্কিত 'প্রতিবিম্বাহত' মূর্ত্তিকে সদ্যঃ পূজা করিবে, কালান্তরে অর্চনা নিষিদ্ধ; ইহাতে সংস্কারের অপেক্ষা নাই। অর্চনান্তে বিসর্জনীয় ও তাহাতে পুনরর্চনা হইবে না। শিলারত্নাদি-ভেদে 'শস্ত্রোৎকীর্ণ' মূর্ত্তি বহুবিধ। কাষ্ঠময়ী ও শৈলী মূর্ত্তি প্রাসাদে স্থাপনীয়া। রত্নময়ী মূর্ত্তি—পিণ্ডিকাসমন্বিত বা তদ্রহিত হইয়া দ্বিবিধা। রত্নজা মূর্ত্তির পিণ্ডিকা না হইলেও চলে। রত্নজার পিণ্ডিকা ধাতুময়ী এবং শৈলীর শৈলময়ী পিণ্ডিকা করিবে। ধাতুময়ী মূর্ত্তিকে 'পাকজা' কহে—উহা পিণ্ডিকাসংযুক্ত করিবে।

চলবীণা (আচ ২০।৬৩) সঙ্গীত-শাস্ত্রমতে বীণা স্বরসমূহকে চালন করিয়া 'চলবীণা' নামে কথিত হয়।

চলা (বিপু ১।৭।২৬) লক্ষ্মী, [২ সিহ্লকনামক-গন্ধদ্রব্য]।

চলা প্রতিষ্ঠা (ভা ১১।২৭।১৩) অস্থিরা প্রতিমা বালমুকুন্দাদি—বি।

চলোহিত (আচ ১২।৮৫) [চল-মৃহিতং তর্কো যস্য] বিচার-শূন্য, ২ [উহির অর্দনে] পীড়ারহিত।

চবিকা (গোলী ৩।১০০) চই, লতা-জাতীয় মসলাদ্রব্য।

চবুতরা (চৈচ অন্ত্য ৬।৬০) চত্বর, প্রাঙ্গণ।

চষক (গোলী ২১।৬৩) মদ্য-পানপাত্র। [২ মধু, ৩ মদ্যভেদ]।

চষাল (ভা ৪।১৯।১৯) যূপের উপরিস্থ কাষ্ঠগোলক।

চাঁচেরীবেশ—নীলাচলস্থ শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ। বসন্তপঞ্চমী হইতে দোলযাত্রাপর্যন্ত শ্রীমদনমোহন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীসরস্বতী সন্ধ্যাকালে জগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন এবং রাত্রে ভোগান্তে ফিরিয়া আসেন। ঐ সময় উঁহাদের 'চাঁচেরীবেশ' হয়।

চাকচক্য, চাকচিক্য (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৩৬) ঔজ্জ্বল্য।

চাক্‌লা (চৈচ মধ্য ১৯।২৫) কয়েকটি পরগণার সমষ্টি।

চাক্রায়ণ (গোভা ১।১।২৩) ছান্দোগ্যোপনিষদে (১।১০—১১) উক্ত আছে যে চক্রায়ণপুত্র উষস্তি দুর্ভিক্ষ-নিবন্ধন স্বপত্নীসহ ইভ্যগ্রামে অন্নার্থ গমন করিয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবিকার্জন করিতেছিলেন। তদ্দেশীয় রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে অর্থলাভোদ্দেশে গমন করত তিনি প্রস্তোতা, উদ্‌গাতা প্রভৃতির প্রত্যেককে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা যে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞবিধান করিয়াছেন, সেই দেবতা কে? তাঁহারা উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায় উষস্তি নিজেই প্রাণাদি-দেবতাদিগকে নির্দেশ করেন।

চাক্রিক (হরি ৭।৬৫৫) চক্রদ্বারা যুদ্ধকারী। ২ তৈলকার, ৩ শাকটিক, ৪ কুম্ভকার, ৫ সহচর, ৬ দলবদ্ধ-স্তুতি-পাঠক। ৭ (হব ২।১০০।৮) রাজাজ্ঞা-ঘোষক।

চাক্ষুষ (ভা ৮।১৩।৩৪) চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির কালে দেবতা। ২ (ভা ৬।৬।১৫) বিশ্বকর্মার পুত্র মনু। ইঁহার পুত্র—বিশ্বেদেব ও সাধ্যগণ; ইনি পূর্বে ধ্রুব-বংশে (ভা ৪।১৩।১৫) জন্মগ্রহণ করিলেও পুনরায় দক্ষ ও বশিষ্ঠাদির ন্যায় এই বংশে আবির্ভূত হন। ৩ (ভা ৮।৫।৭) চক্ষুর পুত্র ষষ্ঠ মনু। ৪ (ভা ৯।২।২৪) মনুবংশ নৃপতি খনিত্রের পুত্র। ৫ (হরি ৭।৪১৬) [চক্ষুষা গৃহ্যত ইতি] রূপ। ৬ প্রত্যক্ষ।

চাক্ষুষ স্বাভিযোগ (উ ৭।৪৩) নেত্রহাস্য, নেত্রের অর্দ্ধমুদ্রা, নেত্রান্ত-ঘূর্ণন, নেত্রান্তের সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বামনয়নে দর্শন এবং কটাক্ষাদিই 'চাক্ষুষ' অভিযোগ। নেত্রস্মিতাদি অনুভাবরূপে উদ্ভূত হয়, 'মদীয় কান্ত এইসব আস্বাদন করিয়া আমাতে অনুরক্ত হউন'—এই ভাবনাতেই ইহাদের স্বাভিযোগত্ব; সর্বথা কৃত্রিম হইলে রসাবহই হয় না—বি।

চাচপুট (আচ ২০।৪৭) তাল-বিশেষ [চাঞ্চপুট]।

চাচলি (হরি ৫।৩১৫) [চল+যঙ্‌—কি] সদা চঞ্চল।

চাটু (কৃগ ৪১, ৫১) শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃব্য রাজন্যের দায়াদ (পুত্র)। ২ (গোচ পূর্ব ২৭।৫৬) মিথ্যাপ্রিয় বাক্য।

চাটুকার (ভা ১০।৪৭।১৬) প্রিয়োক্তি-রচনা—স্বামী। ২ (বৃ ১৭।৬১) মিথ্যা প্রিয়বাক্য-কথক।

চাণক্য (ভা ১২।১।১১) মগধরাজ নন্দ-বংশের উন্মূলয়িতা ও মৌর্য-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ। ২ (হরি ৭।৮২৮) জনৈক সুপ্রসিদ্ধ নীতিজ্ঞ মুনি। ইনি নীতিশাস্ত্র-প্রণেতা। মুদ্রারাক্ষস-মতে ইঁহার নাম—বিষ্ণু-গুপ্ত। বাৎস্যায়ন-নামে ইনি কাম-

শাস্ত্র ও ন্যায়সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। জ্যোতিষ-বিষয়েও ইঁহার রচনা আছে। ইঁহাকে কেহ কেহ 'কৌটিল্য'-নামেও অভিহিত করেন।

চাণূর (ভা ১০।৪৩।৩১—৪৪) শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত কংস-ভৃত্য মল্ল। পূর্বে ইনি ময়দানব ছিলেন।

চাণ্ড (কৃচ ২।১৬।১৮) চণ্ডী-পূজক। [২ চণ্ডতা]। **চাণ্ডাল** (হরি ৭। ১১০০) [চণ্ডাল+স্বার্থে অণ্] চণ্ডাল। **চাণ্ডালকি** (হরি ৭।২৬০) [চণ্ডাল+অকঙ্] চণ্ডালের অপত্য।

চাতুর (হরি ৭।৪১৬) [চতুর্ভিরুহ্যত ইতি অণ্] শকট। ২ [চতুর এব স্বার্থে অণ্] চতুর, ৩ নিয়ন্তা, ৪ নেত্রগোচর।

চাতুরক্ষিক (বিনা ২।৩৪) দুই পক্ষের চারি চক্ষুতে মিলন।

চাতুরক্ষ্য (গোচ উত্তর ৯।৫৩) সাক্ষাৎকার, প্রাকট্য।

চাতুরর্থিক (হরি ৭।৫১০) [চতুর্ষু অর্থেষু ভব ইতি ঠক্] ব্যাকরণে উক্ত চারিটী অর্থে প্রযুক্ত প্রত্যয়।

চাতুরী (গোচ পূর্ব ১।৩৬) নৈপুণ্য, চতুরতা।

চাতুর্দশ (হরি ৭।৪১৬) [চতুর্দশ্যাং দৃশ্যত ইতি অণ্] রাক্ষস। ২ চতুর্দশীতে জাত।

চাতুর্দশিক (হরি ৭।৬৬৮) [চতুর্দশ্যামধীত ইতি ঠক্] চতুর্দশীতে [অনধ্যায়েও] অধ্যেতা।

চাতুর্মাসক, চাতুর্মাসিন (হরি ৭। ৮০৬) আষাঢ়াদি চারি মাস ব্যাপিয়া ব্রতানুষ্ঠানকারী।

চাতুর্মাস্য (ভা ৬।১৮।১) সবিতার ঔরসে ও পৃশ্নির গর্ভে জাত যাগ-বিশেষ। ২ (হরি ৭।৮০৭) [চতুর্ষু মাসেষু ভব ইতি] আষাঢ়ী শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় ব্রত। (হ ১৫।১১৩ —১৬৫) শ্রীহরিভক্তিবৃদ্ধির জন্য চাতুর্মাস্য ব্রত কর্ত্তব্য। শয়নৈকাদশী, কর্কট-সংক্রান্তি বা আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী হইতে এই ব্রত আরম্ভ করিবে এবং উত্থানৈকাদশীতে ব্রতোপবাসাদি করত দ্বাদশীতে শ্রীহরির উত্থাপন পূর্বক চাতুর্মাস্যের উদ্‌যাপন করিবে। **নিয়ম**—শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ (মাষ) ত্যাগ করিবে। নিষ্পাব (শিম্বীভেদ) ও রাজমাষ (বরবটী), কালিঙ্গ (ফলবিশেষ), পটোল, বার্ত্তাকু, সন্ধিত (আচারাদি) এবং তত্তৎকাল-লভ্য স্বরুচিকর ফলমূলাদিও বর্জনীয়। এই কালে একভক্ত, নিত্যস্নায়ী ও ক্ষিতিশায়ী হইলে উত্তম। লবণ, তৈল, পুষ্প (মাল্যাদি), ষড়্‌রস, তাম্বূল, মধু, দধি, দুগ্ধ, তক্রাদি, সুরা ও মদ্য ত্যাগপূর্বক নখ-লোমাদি ধারণে মৌনব্রতী হইয়া সর্বদা শ্রীহরির নামগুণাদি-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করাই বাঞ্ছনীয়।

চাতুর্য (কাকৌ ১) যুক্তিবিশেষদ্বারা অর্থ-যোজনা। যাহা হইতে গদ্য ও পদ্য-রচনায় চমৎকারিতা হয়, তাহাকে 'চাতুর্য' বলে।

চাতুর্বর্ণ্য (আচ ৫।৫৬) ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ। ২ শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও পীত —এই চারি বর্ণের ভাব।

চাতুর্বিদ্য (হরি ৭।৩৪৮) চারি বিদ্যায় কুশল।

চাতুর্বৈদ্য (হরি ৭।৮৫২) [চতুর্বেদ +স্বার্থে য] চারিবেদ।

চাতুর্হোতৃক (হরি ৭।৫২৭) চতুর্হোতৃ-প্রতিপাদক গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা।

চাতুর্হোত্র (ভা ১২।৬।৩৯) হোতা, পোতা, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা—এই চারিজন ঋত্বিক্-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি।

চাতুষ্পথিক (হরি ৭।৬৬৮) [চতুষ্পথ+ঠক্] চতুষ্পথে অধ্যেতা।

চান্দনিক (হরি ৭।৮১৩) চন্দন-শোভিত।

চান্দ্র (হরি ১।৭১) চন্দ্রগোমী-কৃত চান্দ্র ব্যাকরণের পাঠকগণ। ২ (হরি ৩।৪৫৭) চন্দ্রগোমী-রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ। ইহা বৌদ্ধ-ব্যাকরণ। সিংহলদেশে কাশ্যপ-নামে জনৈক বৌদ্ধপণ্ডিত **'বালাববোধন'**-নামে একখানা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। (Keith's H. S. L., p. 432), তাহাতে চান্দ্রব্যাকরণের সারাংশই উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বাদশ খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে ক্ষীরস্বামী ঐ গ্রন্থ দেখিয়াছেন। এই বালাববোধনের প্রচার-প্রসারে চান্দ্রের তিরোভাব হয়। চান্দ্রব্যাকরণের উপর ভিক্ষু রত্নমতির পঞ্জিকা আছে। রত্নমতিও জনৈক বৌদ্ধই ছিলেন।

চান্দ্রপদ (রত্ন টী ১।১১) কর্মমার্গে বা ধূমমার্গে চন্দ্রাদি-স্বর্গগমন।

চান্দ্রমসায়নি (হরি ৭।২৮৪) চন্দ্রমার অপত্য—বুধ।

চান্দ্রায়ণ (স্ম ৬।১) প্রায়শ্চিত্তকর্ম-বিশেষ। "তিথিবৃদ্ধ্যাচরেৎ পিণ্ডান্ শুক্লে শিখ্যণ্ডসংমিতান্। একৈকং হ্রাসয়েৎ কৃষ্ণে পিণ্ডঞ্চান্দ্রায়ণং চরণ্" ইতি মিতাক্ষরা।

চান্দ্রি (গোচ পূর্ব ৬।৮০) বুধ।

চাপ (গোচ পূর্ব ৩০।৬১) ধনুঃ, ২ নবমরাশি।

চাপর (আচ ৯।১২৪) ধনুষ্পাণি।

চাপল (সিন্ধু ২।৪।১৬৮) রাগদ্বেষাদি-হেতুক চিত্ত-লঘুতা ; ইহাতে অবিচার, কঠোর বাক্য ও স্বচ্ছন্দ আচরণাদি প্রকাশ পায়।

চামর-ডামরী (কৃগ পরি ১৩০) শ্রীকৃষ্ণের চূড়া।

চামীকর (ভা ১০।৬৪।৬) স্বর্ণ, ২ ধুস্তূর।

চাম্পেয় (গোলী ৩।৭৪) নাগকেশর। ২ চম্পক, ৩ ধুস্তূর, ৪ স্বর্ণ।

চায়ন (মাগ ১।১৩৩) বৃদ্ধি। [২ পূজা]।

চার (গোলী ১২।৮) অনুচর। ২ (আচ ১৮।৪৬) সংক্রম। ৩ (স্তব ২১।৮) লোভনীয় ভক্ষ্য। ৪ (স্তব ২০।৮) প্রচার। ৫ চর।

চারকীণ (হরি ৭।৭২০) [চরকায় হিতমিতি চরক+খঞ্] দূতের হিতকর ; ২ ভিক্ষুর উপযোগী।

চারগণেশ (চৈনা ১০।৬) পুরীর শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থান।

চারণ (কৃগ পরি ৮৫) শ্রীকৃষ্ণের চর। ২ (চৈচ আদি ১৩।১০৬) দেবযোনি-বিশেষ, স্তুতিপাঠক। ৩ (ললা ১।৮) নট, ৪ আভীর। ৫ (ভা ৪।১৬।১১) গুপ্ত ভৃত্য। ৬ (গীগো ১।২) পরিচর্যা—প্রবো।

চারব (আচ ১১।১৫৫) চারুতা।

চারিত্র [চরিত্র—স্বার্থে অণ্] স্বভাব, চরিত্র, ২ কুলক্রমাগত আচার।

চারিমা (আচ ১।১৫০) সৌন্দর্য।

চারী (মালা কুঞ্জ ২) নৃত্যগতি-বিশেষ। সঙ্গীতদামোদরে ইহার ভেদ ও লক্ষণাদি আছে।

চারু (ভা ১০।৬১।৯) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণীর গর্ভজ পুত্র। [২ মনোহর, ৩ বৃহস্পতি, ৪ কুঙ্কুম]। **-কবরা** (কৃগ ২৪৯) সুদেবী সখীর যূথে দ্বিতীয়া সখী। **-গুপ্ত** (ভা ১০।৬১।৮) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণীর গর্ভ-জাত পুত্র। **-চণ্ডী** (কৃগ ১৮২, ৮৭) সিতাখণ্ডীর ভগিনী, ইনি ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, বিদ্যুদ্বস্ত্রা ; ইঁহার বাক্যে চারুতা-মিশ্র চণ্ডতা (প্রাখর্য) আছে বলিয়া ইঁহাকে 'চারুচণ্ডী'-নামে শ্রীহরি আহ্বান করেন। **-চন্দ্র** (ভা ১০।৬১।৯) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্র। **-চন্দ্রা** (আচ ১৪।১৫৭) শ্রীচন্দ্রাবলীর সখী। **-চন্দ্রিকা** (কৃগ পরি ২০০) শ্রীরাধার চকোরী। **-দেষ্ণ** (ভা ১০।৬১।৮, সিন্ধু ৩।২।১৪৮) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্র। **-পদ** (ভা ৯।২০।২) যযাতি-বংশীয় মনস্যুর [নমস্যুর] পুত্র। **-পুট** (হ ৭।৫) কর্ণিকার পুষ্প। [২ তালবিশেষ] **-মতী** (ভা ১০।৬১।২৪) রুক্মিণীর গর্ভজাতা শ্রীকৃষ্ণের কন্যা ও কৃতবর্মপুত্র বলির ভার্যা। **-মুখ** (কৃগ ৪৫) শ্রীকৃষ্ণমাতামহ সুমুখের অনুজ—বর্ণ অঞ্জনসদৃশ, ভার্যা—বলাকা। **-সৌভাগ্যরেখা** (উ ৪।২৪) শ্রীরাধার **বামচরণের** অঙ্গুষ্ঠমূলে (১) যব, তাহার তলে (২) চক্র, তাহার নীচে (৩) চন্দ্ররেখাযুক্ত কুসুমলতা ; মধ্যমাতলে (৪) কমল, তাহার তলে (৫) পতাকাযুক্ত ধ্বজ ; মধ্যমার দক্ষিণভাগ হইতে আগত মধ্যচরণ পর্যন্ত (৬) উর্ধ্বরেখা এবং কনিষ্ঠাতলে (৭) অঙ্কুশ। **দক্ষিণচরণের** অঙ্গুষ্ঠ-মূলে (১) শঙ্খ, কনিষ্ঠাতলে (২) বেদী, তাহার নীচে (৩) কুণ্ডল ; তর্জনী ও মধ্যমাতলে (৪) পর্বত, পার্ষ্ণিদেশে (৫) মৎস্য, তাহার উপরে (৬) রথ, তাহার দুই পার্শ্বে (৭) শক্তি ও (৮) গদা। চরণচিহ্ন সাকল্যে—১৫।

শ্রীরাধার **বামহস্তের** চিহ্ন—তর্জনী ও মধ্যমার সন্ধি হইতে কনিষ্ঠার নীচে পর্যন্ত (১) পরমায়ুরেখা, তাহার নীচে করের বহির্ভাগ হইতে উর্দ্ধ-দিকে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যগত (২) একটি রেখা, অঙ্গুষ্ঠের অধঃ মণিবন্ধ হইতে উত্থিতা বক্রগতিতে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যগতা (৩) আর একটি রেখা, অঙ্গুলি-সকলের অগ্রভাগে (৪—৮) চক্রাকৃতি চিহ্ন পাঁচটি, অনামিকা-তলে (৯) হস্তী, পরমায়ুরেখার তলে (১০) অশ্ব, মধ্যরেখাতলে (১১) বৃষ, কনিষ্ঠাতলে (১২) অঙ্কুশ, (১৩) ব্যজন, (১৪) শ্রীবৃক্ষ, (১৫) যূপ, (১৬) বাণ, (১৭) তোমর এবং (১৮) মালা।

দক্ষিণহস্তের—(১—৩) পরমায়ু-রেখাদি তিনটি, (৪—৮) অঙ্গুলি-সকলের অগ্রভাগে শঙ্খ পাঁচটি, তর্জনীতলে (৯) চামর, কনিষ্ঠাতলে (১০) অঙ্কুশ, (১১) প্রাসাদ, (১২) দুন্দুভি, (১৩) বজ্র, (১৪) শকটদ্বয়, (১৫) ধনু, (১৬) খড়্গ ও (১৭) ভৃঙ্গার। করচিহ্ন—সাকল্যে ৩৫।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বামচরণে চক্রের তলে (১) ছত্র, তাহার তলে (২) বলয়, পার্ষ্ণিদেশে (৩) অর্দ্ধচন্দ্র এবং তাহার উপরে (৪) বল্লী ও

পুষ্প—এই চারিটী অতিরিক্ত চিহ্ন ধরিয়াছেন। **-হাসিনী** (ছ ৬।২১) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোবিশেষ]।

চার্চ (গোচ উত্তর ৩২।১০৪) অঙ্গরাগাদি।

চার্চিক্য (সিন্ধু ৪।৩।৩৬) চন্দন-পঙ্কাদি।

চার্ম (হরি ৭।৩৭) [চর্মন্+অণ্] কোষ। ২ চর্মদ্বারা পরিবৃত [রথ], ৩ চর্মসমূহ।

চার্য (আচ ৫।৪১) আচরণীয়।

চার্বাক (যো ২৯) বৃহস্পতির মতানুযায়ী নাস্তিক-বিশেষ। ইনি আকাশ ব্যতীত চারি ভুত স্বীকার করেন এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ব্যতীত অন্যপ্রমাণ অস্বীকার করেন। ইঁহার মতে শাস্ত্র নাই, পরলোক নাই, মৃত্যুই অপবর্গ। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?"

চাল (আচ ১২।১০০) চলন। [২ গৃহের ছাত বা আচ্ছাদনার্থ তৃণাদি]

চালক (গোচ উত্তর ১৬।১৬) অঙ্কুশ-দুর্দ্ধর্ষ গজ। ২ স্থানান্তর-প্রাপক।

চাষ (গোলী ১২।৪৭) স্বর্ণচাতক, নীলকণ্ঠপক্ষী।

চিকরিষা (গোচ পূর্ব ৩২।২৪) বিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা।

চিকারয়িষু (আচ ১৫।৩৩৩) সম্পাদনেচ্ছু।

চিকী (আচ ১৭।৭) করণেচ্ছু।

চিকীষু (আচ ১৩।৯) [কি জ্ঞানে জুহোত্যাদিঃ] জিজ্ঞাসু।

চিকুর (গোলী ১।১১০) কেশ, ২ (মাম ৩।১২) চঞ্চল। [৩ বৃক্ষ-বিশেষ, ৪ পর্বত, ৫ সরীসৃপ]।

চিক্কণ (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৩৬) মসৃণ, [২ গুবাক]।

চিক্রন্দিষু (ভাবনা ১১।১০) রোদনেচ্ছু।

চিচ্ছক্তি (ভা ১০।৮৭।৩০ টী) স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি।

চিঞ্চা (গোলী ৩।৫৯) তেঁতুল।

চিত (গোলী ১৪।৭৯) ব্যাপ্ত, বদ্ধ, ২ (লহরী ১১।৩) রচিত, ৩ (গোলী ১।৮২) যুক্ত, খচিত। ৪ (আচ ১৩।১৪৯) আচ্ছন্ন, ৫ (আচ ১৩।৩০) সমূঢ়, ৬ (আচ ১১।৩৮) একীকৃত।

চিতা (ভা ১১।৩১।১৪) শবদাহস্থান, ২ (আচ ৩।৩) প্রেতদাহক অগ্নি।

চিতালাগি—শ্রীক্ষেত্রে শ্রাবণী অমাবস্যায় শ্রীজগন্নাথের ললাটে চিতা [স্বর্ণতিলক] দেওয়া হয়, এইজন্য ঐ তিথিকে 'চিতালাগি' অমাবস্যা এবং জগন্নাথের শৃঙ্গারকেও 'চিতা-লাগিবেশ' বলে।

চিতি (ভা ৩।১৩।৩৯) ইষ্টকাচয়ন—স্বামী। [২ চৈতন্য, ৩ দুর্গা]। ৪ (বিপু ১।৪।৩২) অগ্নিস্থলী।

চিৎ (ভা ৭।৯।৪৮) চিত্ত—স্বামী, ২ শুদ্ধজীব—জী। (আচ ১৫।২২০) উপলব্ধি, জ্ঞান।

চিত্ত (আ ১৭) অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি। ২ অন্তঃকরণ। **-জন্মা** (পদ্য পরি ২৮) কাম। **-তোদ** (ভা ২।২।২৭) মনঃপীড়া। **-দোহদ** (মালা ছ ১০) মনোবাঞ্ছা। **-ধারা** (কর্ণা ৩৭) চিত্ত-সন্ততি, ২-জলধারাবৎ দ্রুতচিত্ত। **-প্রসত্তি** (ভা ১।১।১ টী) আত্মপ্রসাদ। **-মীলন** (সিন্ধু ২।৪।১৭১) বহির্বৃত্তির অভাব। **-বড়িশ** (প্রীতি ৭৩) কঠিন, অরসবিৎ, কুটিল, দাম্ভিক ও স্বার্থ-সাধন-পটু চিত্ত। **-বিশুদ্ধি** (ভক্তি ৭৮—৭৯) ভক্তিহীন চিত্তকে সত্যদয়াযুক্ত ধর্ম, শাস্ত্রীয় জ্ঞান বা ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানে একাগ্রতা প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে শোধন করিতে পারে না; কিন্তু শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ বা লীলার শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারা যেমন যেমন রূপে চিত্ত বিশুদ্ধ হইতে থাকে, তেমন তেমন ভাবেই সাধক সূক্ষ্মতত্ত্বাদিও দর্শন করিতে সামর্থ্য লাভ করেন। **-বৃত্তি** (রত্ন ১৬) চিত্তের বৃত্তি পাঁচটি—প্রমাণ, বিপর্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি—বল।

চিত্তি (ভা ৬।১৬।৪৮) জ্ঞানেন্দ্রিয়। ২ (ভা ৪।১।২৪) অথর্বা ঋষির পত্নী। কর্দমের ঔরসে ও দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। অন্য নাম—শান্তি (ভা ৩।২৪।২৪)। ৩ (ভা ৭।১৩।৪৩) ভেদ-গ্রাহক মনোবৃত্তি—স্বামী। [৪ চিন্তন। ৫ খ্যাতি]।

চিত্তী (ভা ৫।১৮।১৮) জ্ঞান—স্বামী। ২ জ্ঞানেন্দ্রিয়—বি।

চিত্য (হরি ৫।১৭৪) [চিঞ্+ক্যপ্] চেতব্য অগ্নি। ২ চিতা।

চিত্র (ভা ১০।৮৮।৩৫) ভ্রামক—স্বামী। ২ (নাচ ২৮৩) আকার-সন্দর্শনের নাম নাট্যশাস্ত্রে 'চিত্র'। রসার্ণব-সুধাকর (৩।৯২) মতে কিন্তু আকার-বিলেখনই চিত্র। ৩ (উ ১৪।১৫৫) আশ্চর্য, ৪ চিত্রলেখা, মকরী-পত্রভঙ্গাদি। ৫ (ছ ২।১২২) প্রতিপাদে ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৬ (বৃভা ১।৪।৬৪) নানাবিধ। ৭ (হ ৩।৩৪৭) যম। ৮ (নিবি ৪১) তিলক। ৯ (গোলী ৭।৫) মনোহর।

[১০ এরণ্ডবৃক্ষ, ১১ অশোক বৃক্ষ, ১২ চিত্রকবৃক্ষ, ১৩ চিত্রগুপ্ত, ১৪ শব্দালঙ্কারভেদ]। -ক (লহরী ১৯। ৪) তিলক। [২ ব্যাঘ্র, ৩ ওষধি-বিশেষ] ৩ চিত্রকর]। -কবিত্ব (মালা মঙ্গল ৩) একাক্ষর-দ্ব্যক্ষরাদি শ্লোক এবং চক্রবন্ধ-পদ্ম-বন্ধাদি পদ্য। -কাব্য (অকৌ ৭।৪, শেষ ৩।১৯, সাকৌ ১।৫) ব্যঙ্গ্যার্থ-রহিত অধম কাব্য, ইহাও আবার শব্দচিত্র ও বাচ্যচিত্র-ভেদে দ্বিবিধ। এজাতীয় কবিতা নীরস, ইহা কর্কশ ও রসাভিব্যক্তির অনুপযোগী, কেবল শক্তি-জ্ঞাপনেই ইহার উপযোগিতা হইলেও ভগদ্বিষয়ক হইলে ইক্ষুপর্ব-চর্বণের ন্যায় কথঞ্চিৎ সরস হয়। -কূট (ভা ৫।১৯।১৬, রাধা ৯২) বুন্দেলখণ্ডপ্রদেশে বান্দা নগরীর ২৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বদিকে পয়স্বিনী নদীর উপরবর্তী পর্বত। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীসীতা ও শ্রীলক্ষ্মণের সহিত এই পর্বতে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। -কৃৎ (ভা ৯।১৭। ১২) অনেনার বংশজ শুচির পুত্র। -কেতু (ভা ৯।১১।১২) উর্মিলার গর্ভজ ও লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র। ২ (ভা ৪।১।৪০) বশিষ্ঠের পুত্র—সপ্তর্ষির অন্যতম। ৩ (ভা ৬।১৪। ১০) শূরসেনাধিপতি সার্বভৌম রাজা। ইহার এক কোটি বন্ধ্যা ভার্যা ছিল। অঙ্গিরার যজ্ঞস্থলে চরু ভক্ষণ করিয়া তদীয়া জ্যেষ্ঠা পত্নী কৃতদ্যুতির গর্ভে এক পুত্র হইলে সপত্নীরা বিষ-প্রয়োগে উহাকে মারিয়াছিল। শিবের ক্রোড়ে পার্বতীকে দেখিয়া উপহাস করায় শাপান্ত হইয়া ইনি বৃত্রাসুররূপে জন্মধারণ করেন। ৪ (ভা ৯।২৪। ৪০) সোমবংশ্য দেবভাগের পুত্র। ৫ (ভা ১০।৬১।১২) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী জাম্ববতীর গর্ভজাত। -কোরক (কৃগ পরি ১১৯) শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহৃত গেণ্ডুক। -গু(ভা ১০।৬১। ১৩) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যার গর্ভজাত পুত্র। -গুপ্ত (হ ১০।১৭১) যমের প্রধান কর্মচারী। ২ (হ ৩।৩৪৭) যম। -জল্প (উ ১৪।১৯৫) প্রিয়-তমের কোনও সুহৃদের দর্শনে যে গাঢ় রোষাবেশে বিবিধ ভাবময় জল্প অর্থাৎ বাগ্‌বিন্যাস, যাহাতে অবসানে তীব্র উৎকণ্ঠাই প্রকাশ পায়—তাহাকেই 'চিত্রজল্প' কহে। ইহা দশ প্রকার—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। এই দশবিধ চিত্রজল্পই ভ্রমরগীতে (ভা১০। ৪৭) প্রকটিত। -তা (বৃ ভা ১।৫।২৮) বৈচিত্রী, ২ বহুবিধতা। ৩ (মাম ১।৮৯) বিস্ময়, ৪ চিত্রপুত্তলিকাত্ব। -দ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) বিস্ময়-কর। -পত্র (মাম ১।২০) অদ্ভুত বা বিবিধবর্ণ পত্র, ২ বিচিত্র পত্র-ভঙ্গ-রচনা। -পদা (ছ ২।১৮) অষ্টাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ। -ভঙ্গী (নিধি ১৯০) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। -ভানু (ভা ৫।২৪।১৭) অগ্নি। ২ (ভা ১০।৯০।৩৩) দ্বারকায় অষ্টাদশ মহারথের অন্যতম। ৩ (অকৌ ২।২৩) সূর্য। [৪ চিত্রকবৃক্ষ, ৫ অর্কবৃক্ষ, ৬ ভৈরব]। -রথ (ভা ৪।৩১।২) ধ্রুব। ২ (ভা ৫।১৫।১৪) মনুবংশীয় গয়ের পত্নী গায়ন্তীর গর্ভজাত। ৩ (ভা ৯।১৩।২৩) সূর্য-বংশ্য সুপার্শ্বের পুত্র। ৪ (ভা ৯। ২৩।৭) সোমবংশ্য রোমপাদ। ৫ (ভা ৯।২৩।৩১) সোমবংশ্য রুশেকুর পুত্র। ৬ (ভা ৯।২২।৪০) নেমিচক্রের পুত্র। ৭ (ভা ৯।২৪।১৫) বৃষ্ণির পুত্র ও শ্বফল্কের অনুজ। ৮ সূর্য, ৯ (গীতা ১০।২৬) গন্ধর্ব-ভেদ। -রেখা (কৃগ ২৪৭) ইন্দুলেখার যূথে পঞ্চমী সখী। -রেফ (ভা ৫।২০। ২৫) মেধাতিথির পুত্র ও তন্নামক বর্ষের অধিপতি। -লেখা (ভা ১০।৬২।১৪) অসুরী, কুম্ভাণ্ডের কন্যা ও বাণাসুর-দুহিতা উষার সখী। ২ (আচ ৩।৩) স্বর্গের অপ্‌সরা, ৩ চিত্ররেখাবৎ স্তব্ধা। ৪ (ছ ২।১৫০, ছ টী ৫৮) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দো-দ্বয়। -বাহু (ভা ১০।৯০।৩৪) দ্বারকার অষ্টাদশ মহারথের অন্যতম। -সেন (ভা ৮।১৩।৩০) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির পুত্র। ২ (ভা ৯।২।১৯) মনুবংশ্য নরিষ্যন্তের পুত্র। [৩ ধৃত-রাষ্ট্র-পুত্র। ৪ গন্ধর্ব-বিশেষ] -স্বন (ভা ১২।১১।৩৬) যক্ষ।

চিত্রা (ভা ১২।৮।১৭) হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বস্থ মার্কণ্ডেয়াশ্রমের নিকট-বর্তী নদী। ২ (বিনা ৫।২৯) বিস্ময়-করী, ৩ চতুর্দশী তারা। ৪ (ছ ৭।১) পজ্‌ঝটিকা [ছন্দোবিশেষ]। ৫ (ছ ২।১১৮) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দঃ। ৬ (কৃগ ৮৮-৮৯) অষ্টসখীর চতুর্থী ; বর্ণ—কাশ্মীরবদ্ গৌর, বস্ত্র—কাচের ন্যায় বর্ণযুক্ত ; শ্রীরাধা হইতে ২৬ দিনের ছোট ; পিতা—চতুর (বৃষ-ভানুরাজার পিতৃব্য), মাতা—চর্চিকা, পতি—পীঠর। ইঁহার সেবা—

(কৃগ ১৫৩-৫৮) সখী। ইনি সর্বত্র প্রবেশ করিতে পারেন—অভিসারে, নিখিল-ইঙ্গিত-বিজ্ঞানে, বিবিধ দেশীয় ভাষায়, দৃষ্টিমাত্র মধু-ক্ষীরাদি বস্তুর গুণ-পরিচয়ে, কাচপাত্র-গঠনে, সর্প-মন্ত্রে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, পশু-পরিচর্যায়, ওষধাদি-প্রয়োগে, মারণ-উচাটনাদি বিদ্যায়, বৃক্ষোপচার-শাস্ত্রে এবং বিবিধ পানক-নির্মাণে ইনি পটু। রসালিকা-আদি অষ্টসখী; পেয়াধিকারিণী সখী ও দাসীগণ এবং কুসুমফল-রহিত দিব্য ওষধি-সমূহের, বনস্থলীসমূহের, ও লতাবলির অধিকারিণী সখী বা দাসীদের অধ্যক্ষা—এই সুচিত্রা। ইঁহার যূথ (কৃগ ২৪৫)—রসালিকা, তিলকিনী, শৌরসেনী, সুগন্ধিকা, রামিলা (রামিণী), কামনগরী, নাগরী ও নাগবেণিকা—এই অষ্ট সখী।

চিত্রাঙ্গ (গোচ পূর্ব ১৬।১১) হিঙ্গুল, ২ চিত্রিত-দেহ, [৩ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র, ৪ হরিতাল, ৫ মঞ্জিষ্ঠা]।

চিত্রাঙ্গদ (ভা ৯।২২।২০) সোমবংশ্য শান্তনুর পুত্র—ইনি গন্ধর্ব-কর্তৃক নিহত হন। [২. গন্ধর্ব-ভেদ, ৩ ক্ষত্রিয়-ভেদ]।

চিত্রিকা (বৃ ১৪।৩৬) ভূষণ-বিশেষ।

চিত্রিণী (কৃগ পরি ১৯৫) শ্রীরাধার চিত্রকারিণী। [২ রতিমঞ্জরী-প্রোক্তা নায়িকা]।

চিত্রোৎপলা (চৈনা ৮।৩১) উড়িষ্যা-মধ্যবাহিনী মহানদী।

চিৎসুখ (প্র ১।১২) চিদানন্দময় শ্রীহরি। **চিৎসুখী** (সি টী ৫।৪) শ্রীচিৎসুখাচার্যকৃতা শ্রীমদ্‌ভাগবতের অতিপ্রাচীন টীকা।

চিদদ্বৈতী (রত্ন টী ৫।৩, ৪) চিন্মাত্র-বাদী অদ্বৈত-জ্ঞানী।

চিদাত্মা (ভা ১।৩।৩০) চিদেকরস—স্বামী।

চিদাধান (গোচ পূর্ব ৫।৫৫) জ্ঞান-প্রাপ্তি।

চিদানন্দতীর্থ (গৌগ ৯৮—১০০) নবযোগীন্দ্রের একতম।

চিদানন্দ শিলাকার (সা ২) শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠে সতত বিহারী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজমণ্ডলে ব্যাপকভাবে 'চিদানন্দ-শিলাকার' গিরিরাজরূপেও বিরাজমান আছেন।

চিদাভাস (রত্ন টী ৬।৫৮) বুদ্ধিতে আত্মপ্রতিবিম্ব জীব।

চিদুল্লাস (ভা ৯।১১।৩৩) চৈতন্যবৎ উজ্জ্বল—স্বামী। ২ চিন্ময়—বি।

চিদ্‌বিলাস (বৃ ভা ২।৪।১৫৮) জ্ঞান-বৈভব-বিশেষ। ২ (মালা যমুনা ৮) ব্রহ্মবিদ্যাত্মক।

চিন্তা (ভা ১১।১৩।২৮) অভিনিবেশ—স্বামী। ২ (সিন্ধু ২।৪।১৩৬) অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভীষ্টের প্রাপ্তি-বশতঃ ধ্যান (বিচার)। ইহাতে নিঃশ্বাস, অধোমুখতা, ভূমি-লেখন, বৈবর্ণ্য, অনিদ্রা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প এবং দৈন্য-প্রভৃতি হয়।

চিন্তামণি (কর্ণা ১) চিন্ত্যমান ধর্মাদি-রসময় লীলা-মাধুরীর প্রকাশক—কবিরাজ। ২ চিন্তনমাত্রেই সর্বাভীষ্টপূরক। ৩ বিল্বমঙ্গলের প্রিয়া বেশ্যা। ৪ অভীষ্ট-ফলপ্রদ রত্নবিশেষ।

চিন্তামণি কৃষ্ণবেশ—শ্রীক্ষেত্রে চন্দনযাত্রার কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে শ্রীমদন-মোহনের শৃঙ্গার-বিশেষ।

চিন্তারত্ন (লনা ৬।৩) চিন্তামণি।

চিন্মাত্র (রত্ন ৪।৯) চৈতন্যমাত্র, জ্ঞানমাত্র। **-ব্রহ্মবাদ** (গোভা ১।১।১) 'জীব ও ব্রহ্মে একত্বদর্শন-কারী ব্যক্তির শোক বা মোহ কি থাকে ?'—ইত্যাদি বেদবাক্যের আপাত প্রতীয়মান অর্থে নিজের চিন্মাত্র ব্রহ্মাত্মকত্ব-জ্ঞানেই জীবের সংসার-নিবৃত্তি-(মোক্ষ)-কল্পনা।

চিপিট (গোচ পূর্ব ৬।১৪) চেপ্টা। ২ নতনাসিক। ৩ চিড়া।

চিরকারী [চিরেণ করোতীতি কৃ+ণিনি] দীর্ঘসূত্রী।

চিরণ্টি (হরি ৭।২০৯) [চিরেণাটতি পিতৃগৃহাদিতি চির—অট্‌+অচ্‌ ঙীপ্‌] ঊঢ়া বা অনূঢ়া পিতৃগেহস্থা কন্যা, ২ যুবতী।

চিরতা (আচ ১১।১১৮) বহুসময়-স্থিতি। **চিরতাভান** (গোচ উত্তর ৫।৪৩) বিলম্ব।

চিরত্ন (হরি ৭।৪৭১) [চির+ত্ন] চিরকালোৎপন্ন, পুরাতন। **চিরন্তন** (হরি ৭।৪৯) [চির+ট্যুল্‌ তুট্‌ চ] চিরকালে জাত। **চিরম্**, **চিরেণ**, **চিরায়**, **চিরাৎ**, **চিরস্য**, **চিরে**, [ব্য] চিরকাল ব্যাপিয়া। **চিররাত্রায়** (গোচ পূর্ব ৩৩।১৫৪) দীর্ঘকাল। **°লোকপাল** (ভা ৩।২।২১, চৈচ মধ্য ২১।৫৮) আধিকারিক চিরস্থায়ী কর্মকর্তা ব্রহ্মা রুদ্রাদি। **চিরায়িত** (সক জী ২১৫) বিলম্বিত।

চিল্ল (হরি ৭।৯৩৮) [বিশেষ্যে] ক্লিন্ন চক্ষু, ২ [বিশেষণে] ক্লিন্নাক্ষ। [৩ চিলপক্ষী।]

চিল্লাতক (মুক্তা ৫১৬) গাঁটকাটা চোর।

চিল্লাভ (দা ৮৯) পথদস্যু [বাটপাড়]।

চিল্লি (বৃভা ২৪।৬৯) ভ্রূ। **-কার্মুক** (গোলী ৯৬০) ভ্রূধনু। **-মালা** (হ ৫।১৭৩) ভ্রূলতা। **চিল্লী** (গৌবি ৭) ভ্রূ, ২ (গোচ উত্তর ৩৪। ৮) লোধ্রত্বক্। ৩ চিল্লাখ্য পক্ষী।

চিবিলক (ভা ১২।১।২২) মগধের শূদ্র রাজা লম্বোদরের পুত্র।

চিবুক (মালা চাটু ৫) ওষ্ঠের অধোভাগ।

চীন (গোলী ১৫।৫৪) সূক্ষ্ম, ২ (উ ১০।৪০) চীনদেশ-জাত। ৩ (আচ ১২।১০৭) বস্ত্র। **-পটী** (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) অতিসূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ।

চীনাংশুক (গোলী ১৫।৯৯) সূক্ষ্ম বস্ত্র।

চীরনদ (চৈকা ৪।৫০) মন্দারের নিকটবর্ত্তী নদী।

চীরবাসাঃ (গৌকৃ ১৩।৩৮) কৌপীন-ধারী।

চীর্ণ (ভা ৬।১।১৯) কৃত, আচরিত। ২ (ভা ৫।৬।৩) সঞ্চিত। **-নিষ্কৃত** (চৈত ৬।১।১৯) কৃত-প্রায়শ্চিত্ত। **-ব্রত** (হ ১২।৪১৫) স্বনিয়ম-সমাপক।

চুক্র (গোলী ৩।৪) অম্লদ্রব্য। আমরুল। [২ অম্লরস, ৩ টক-পালঙ্]।

চুচু[চূ]ক (উ ১৩।১০১) স্তনাগ্রভাগ।

চুঞ্চু (আচ ১।৯৯) চঞ্চু, ২ প্রসিদ্ধার্থে ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়-বিশেষ।

চুম্বক (দা ৬০) অয়স্কান্ত মণি। ২ চুম্বন, [৩ চুম্বনকারী, ৪ কামুক]।

চুম্বন-স্থান (কর্ণা ৯) নয়ন, গলদেশ, কপোল, অধর, মুখান্ত, স্তনযুগল ও ললাট [রতিরহস্যে ৭।১]। এতদ্ ব্যতীত জঘন, কর্ণ, কক্ষ, উরু, ভগ, মূর্দ্ধ প্রভৃতিও কামশাস্ত্রে চুম্বনস্থান-রূপে উল্লিখিত।

চুলিয়ালা (ছ ৭।২৮) মাত্রাবৃত্ত (ছন্দোবিশেষ)।

চুলুক (বিনা ৬।৭) হস্তকোষ, গণ্ডূষ।

চুলুকিত (গোলী ৬।২২) গ্রস্ত, নিঃশেষে পীত।

চূচুক (উ ১৪।১০৬) স্তনাগ্রভাগ।

চূড়াকরণ (চৈভা আদি ৫।৩) দ্বিজকৃত্য সংস্কার-বিশেষ, ইহাতে মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক শিখা রাখিতে হয়।

চেকিতান (ভা ৬।১৬।৪৮) [কিত —যঙ্লুকি তাচ্ছীল্যে চানশ্] দর্শক —স্বামী। ২ (গীতা ১।৫) জরাসন্ধের সেনাপতি। [৩ অতিজ্ঞানী, ৪ মহাদেব]।

চেক্রীয়িত (হরি ৩।৪৭৭) যঙ্-প্রত্যয়ান্ত ধাতু।

চেট (উ ২।৩) দাস—সন্ধান-চতুর, নিগূঢ় কর্ম্মপরায়ণ এবং বুদ্ধি-প্রাখর্য্য-যুক্ত ব্যক্তিকে 'চেট' বলে। ব্রজে ভঙ্গুর ও ভৃঙ্গার। এই চেট কিঙ্কর-প্রায় ব্যবহার করেন (উ ২।১৬)। ইঁহারা (কৃগ পরি ৭৪)—শ্রীকৃষ্ণের বেণু, শৃঙ্গ, মুরলী, যষ্টি, পাশ প্রভৃতির বহনকারী ও যথাসময়ে যোজনকারী; গিরিধাতু প্রভৃতির আহরণকারী।

চেটিকা (বৃভা ২।৩।২৮) দাসী।

চেৎ [ব্য] যদি। ২ [প্রীতি] নিশ্চয়ার্থে। ৩ পক্ষান্তরে।

চেত (আচ ১৮।৭৭) জ্ঞান, বুদ্ধি।

চেতন (পরম ২৭) [চেতনত্বং নাম স্বস্য চিদ্রূপত্বেঽপি অন্যস্য দেহাদে-শ্চেতয়িতৃত্বং, দীপাদি-প্রকাশস্য প্রকাশয়িতৃত্ববৎ] দীপাদির প্রকাশ যেরূপ অন্য দ্রব্যকেও প্রকাশিত করে, তদ্রূপ যে বস্তু নিজের চিদ্রূপতা থাকায় অন্য দেহাদিরও চেতনতা-সম্পাদক, তাহাকেই 'চেতন' বলে। ২ (গীগো ৭।৫) প্রত্যাশা—প্রবো। ৩ জীব, ৪ পরমাত্মা, ৫ প্রাণযুক্ত।

চেতনা (ভা ১১।২১।২০) কার্য্যা-কার্য্য-স্মৃতি—স্বামী। ২ (মাম ৬। ১০৪) আত্মা, ৩ বুদ্ধি। ৪ চৈতন্য।

চেতয় (হরি ৫।২০৭) [চিতী সংজ্ঞানে+ণিচ্+শ] চেতনাদায়ক।

চেতাঃ (গোভা ২।১১৫) সর্ব্বজ্ঞ। ২ জ্ঞানদাতা। **চেতিত** (গোচ উ ৩৭।২১৫) জাগরিত। **চেতোঽর্পণ** (গোভা ১।১।২৫) ধ্যান।

চেদি (ভা ৯।২২।৬) মধ্যপ্রদেশের প্রাচীন রাজ্য; নাগপুর, জব্বলপুর প্রভৃতির সন্নিহিত দেশ। ২ (ভা ৯। ২৪।২) যযাতি-বংশীয় রাজা উশিকের পুত্র। **চেদিপ** (ভা ৯।২২।৬) যযাতি-বংশ্য রাজা বসুর পুত্র। ২ (ভা ১০।৭৪। ৩৯) শিশুপাল। ৩ উপরিচর বসু।

চেদিভুভুক্ (ভা ৭।১।১৩) শিশু-পাল। **চেদিরাজ** (ভা ৯।২৪।৩৯) দমঘোষ। [২ উপরিচর-বসু]।

চেনঘট্ট (গোচ পূর্ব ৩২।৪২) বিশ্রাম-ঘাট। ['চেন' ব্রজভাষায় বিশ্রাম-বোধক]।

চেল (ভাবনা ১।৯) বস্ত্র। ২ (চৈনা ১।৩৪) অধম। ৩ (গোচ পূর্ব ২১।৫৯) কুৎসিত।

চেষ্টা (ভা ৪।১১।১৭) কালশক্তি। ২ (বৃভা ১।৭।১৬) চরিত। ৩ (ভা ৩।৬।৩) ক্রিয়াশক্তি; ৪ (ভা ১২।৫।১৪) লীলা। **-প্রমাণ** (সস তত্ত্ব ৯) অঙ্গুলির উত্তোলনাদি দ্বারা দ্রব্য ও সংখ্যাদির জ্ঞান-উৎপাদকই 'চেষ্টা প্রমাণ'। **চেষ্টিত** (ভা ১৫। ১৩) লীলা। [২ চেষ্টাযুক্ত]।

চৈতন্য (হ ১।১) বিশুদ্ধজ্ঞান, ২ চিত্ত, ৩ চেতনা, জীবনহেতু; ৪ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ৫ (মা ৩।৩) দ্বিবিধ চৈতন্য—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। **স্বতন্ত্র**—সর্বব্যাপক ঈশ্বর এবং দেহমাত্রব্যাপি-শক্তিক ও ঈশিতব্য জীবই—**অস্বতন্ত্র** চৈতন্য। ঈশ্বর-চৈতন্যও পুনঃ দ্বিবিধ—মায়াস্পর্শশূন্য, যেমন শ্রীনারায়ণাদি এবং লীলায় স্বীকৃত-মায়াস্পর্শ, যেমন শিবাদি। সাধারণ ব্রহ্মাতে ঈশ্বরাবেশই ধর্তব্য। আবার ঈশিতব্য জীবচৈতন্যও স্বীয় অবস্থা-ভেদে দ্বিবিধ—(১) অবিদ্যা-কর্তৃক আবৃত ও অনাবৃত। আবৃত-চৈতন্যজীব বলিতে দেব, মনুষ্য, তির্যক্‌ প্রভৃতি; অনাবৃত-চৈতন্য কিন্তু ঈশ্বরের ঐশ্বর্যশক্তি-কর্তৃক অনাবিষ্ট ও আবিষ্টভেদে দ্বিবিধ। অনাবিষ্ট-চৈতন্যও স্থূলতঃ দ্বিবিধ—জ্ঞানভক্তি-সাধনবশে ঈশ্বরে লীন ও অলীন। আবিষ্টচৈতন্যও চিদংশভূত জ্ঞানাদি ও মায়াংশভূত সৃষ্ট্যাদি-ঐশ্বর্যশক্তিদ্বারা আবিষ্টহেতু দ্বিবিধ। জ্ঞানাদি-আবিষ্ট চতুঃসনাদি এবং ঐশ্বর্যশক্ত্যাদি-আবিষ্ট ব্রহ্মাদিই বোধ্য। চৈতন্যের একতায় বিষ্ণু ও শিবের অভেদ এবং বিভিন্নতায় বিষ্ণু ও ব্রহ্মার ভেদই প্রায়শঃ বুঝিতে হইবে।

চৈতন্য-চরণচিহ্ন—শ্রীক্ষেত্রে শ্রী-মন্দিরের উত্তর পূর্বদিকে নাত্যুচ্চ মন্দিরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণপদ্ম একটি মর্মর-পীঠে বিরাজমান। এই চিহ্নটি পূর্বে গরুড়স্তম্ভের নিম্নদেশেই ছিল, পরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ২ আলালনাথে কিন্তু ইহাঁর সর্বাঙ্গ চিহ্নই প্রস্তর-বক্ষে অদ্যাপি বিরাজমান।

চৈতন্য-বঞ্চিত (হ ৩।৮৬) অচেতন, ২ শ্রীচৈতন্যদেবের মায়ায় প্রতারিত।

চৈতন্যবেশ—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ। চন্দনযাত্রায় কৃষ্ণা-দ্বিতীয়াতে শ্রীমদনমোহন এই বেশে নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি করিয়া থাকেন।

চৈতন্যাকৃতি (চন্দ্রা ১) শ্রীচৈতন্য-সংজ্ঞক। ২ ঘনীভূত সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম।

চৈত্য (ভা ৪।২৫।১৬) লোকের বিশ্রামস্থান—স্বামী। ২ (হ ১১। ১৬৯) গ্রামস্থিত পূজ্য দেবতা। ৩ (চৈচ আদি ১।৫৮) চিত্তাধিষ্ঠাতা, অন্তর্যামী। **-তরু** (লনা ৪।৩৪), **-দ্রুম** (হ ৭।১৯৬) তলদেশে প্রস্তরাদি-নিবদ্ধ, দেবাধিষ্ঠিত ও পূজার্হ বৃক্ষ।

চৈত্ত্য (ভা ৩।২৮।২৮) জীব—স্বামী। ২ (ভা ৩।২৬।৬১) ক্ষেত্রজ্ঞ, ৩ চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব। ৪ (ভা ৩।২১।২৩) চিত্তাভিপ্রায়। ৫ (মুক্তা ২।২১) ক্ষেত্র—কৈ। **-বপুঃ** (ভা ১১।২৯।৬) চিত্তে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ধ্যেয়াকার, অন্তর্যামী।

চৈত্রকীয় (হরি ৭।৪৫৩) চৈত্রক+ ছ] চৈত্রমাস-সম্পর্কীয়।

চৈত্ররথ (ভা ৯।১৪।২৪) কুবেরের উদ্যান। ইহা চিত্ররথ গন্ধর্ব-কর্তৃক নির্মিত।

চৈত্ররথি (গোভা ১।৩।৩৫) ক্ষত্রিয় রাজা শশবিন্দু [হরিবংশ ৩৭ অধ্যায়]।

চৈত্ররথ্য (ভা ৩।২৩।৪০) দেবো-দ্যান।

চৈত্রিক (চৈকা ১৯।৬৭) চৈত্রমাস-সম্বন্ধীয়।

চৈদ্য (ভা ১০।২৯।১৩) শিশুপাল।

চৈল (মালা গোবর্দ্ধন ৪) পতাকা। ২ (ভা ১০।৫।৬) খণ্ডিত বস্ত্র।

চৈলেয় (ভা ১০।৪১।৪০) বস্ত্রময়।

চোক্ষ (বিপু ৩।২৬।৩৮) সমীচীন। [২ স্বভাব-সিদ্ধ শুচি বন-প্রদেশ]।

চোচ (হ ৮।১৮৯) কাশ্মীর দেশে জাত গুড়ত্বক্‌ ফল। ২ নারিকেল ফল। [৩ বল্কল, ৪ চর্ম]।

চোদনা (গীতা ১৮।১৮) বিধি—স্বামী। ২ (হ ১১।৬৪৮) শ্রুতি।

চোদিত (ভা ৭।১২।১৯) বিহিত, প্রেরিত। **চোদ্য** (সগ ভগ ১০) পূর্বপক্ষ। ২ প্রশ্ন। ৩ আক্ষেপ্য, ৪ প্রেরণার্হ।

চোপিত (আচ ১০।৩৭) [চুপ মন্দায়াং গতৌ] দূরীকৃত, ২ ধীরে গত, ৩ তূষ্ণীম্ভূত।

চোরাদ্ধয়ক (কৃচ ১।১৫।৮) গয়া-প্রদেশস্থ নদ বা হ্রদ।

চোরিকা (ঐ ৬৫) চৌর্য।

চোল (হরি ৭।৩১২) চোলের অপত্য, ২ চোলদেশীয় রাজা। ৩ (আচ ১১।১৭০) কঞ্চুলিকা। **চোলরাজ** (ভক্তি ১০১) 'বিষ্ণুদাস' দ্রষ্টব্য।

চোলা (গোচ উত্তর ৩৭।২১৫), **চোলী** (মালা স্বয়মুৎ ২৮) কঞ্চুলিকা।

চোষ্য [চুষ্‌+ণ্যৎ] চুষণীয়, ইক্ষু-দণ্ডাদি।

চৌর (হরি ৭।৬৫৯) [চুরা শীল-মস্যেতি চুরা—অণ্‌] চৌর্যপরায়ণ।

চৌরঘাত (হরি ৫।২৫৫) [চৌর —হন্‌+অণ্‌] চৌরনাশন [হস্তী]।

চৌরস্য কুলম্‌ (হরি ৬।২২০)

[নিন্দার্থে] চোরগণ।

চৌল কর্ম (গৌ কৃ ৪।১) চূড়াকরণ।

চৌষট্টি মহান্ত—শ্রীকৃষ্ণলীলায় ললিতা-বিশাখাদি অষ্ট যূথেশ্বরীর অধীন ৬৪ সখী শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় 'মহান্ত'-আখ্যায় কথিত।

চ্যব (গোচ পূর্ব ৪।৩৪) ক্ষরণ।

চ্যবন (ভা ১।১৯।৮) ভৃগু মুনির পুত্র, যমুনা-তীরবাসী, জনৈক ঋষি। ২ (গীতা ৯।২৪) চ্যুতি। **চ্যাব** (গোলী ১৫।১০৩) ভ্রংশ।

চ্যাবন [চ্যু—ণিচ্+ল্যু] চ্যুতিকারক। ২ [ভাবে ল্যুট্] চ্যুতি-সম্পাদন।

চ্যুতদত্তাক্ষরা (শেষ ৪।১৬) যে প্রহেলিকায় একটি অক্ষর চ্যুত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য একটি অক্ষর প্রদত্ত হয়, যাহাতে ক্ষণকালের জন্য তাৎপর্যবোধ স্থগিত থাকে—তাহাকে 'চ্যুতদত্তাক্ষরা' বলে। 'কিং করোতু কুরঙ্গাক্ষী নৃপালেন নিপীড়িতা'—এই বাক্যে 'গোপালেন' এই শব্দের 'গো' বর্ণ চ্যুতি করত 'নৃ' বর্ণের সংযোগ হইয়াছে।

চ্যুত-সংস্কৃত (অকৌ ১০।৩) ব্যাকরণের নিয়ম-লঙ্ঘনরূপ পদগত-দোষবিশেষ।

চ্যুতাক্ষরা প্রহেলিকা (শেষ ৪।১৬) যে প্রহেলিকায় একটি অক্ষর চ্যুত হইয়া অভিপ্রেতার্থ-বোধে যৎকিঞ্চিৎ বাধা জন্মায়—তাহাই চ্যুতাক্ষরা। 'কূজন্তি কোকিলাঃ সালে' এই বাক্যে 'রসালে' শব্দের 'র' ভ্রষ্ট হইয়াছে।

চ্যোতন (গোলী ৬।১৭) ক্ষরণ।

ছ

ছ [ছো—কর্ত্তরি ড] ছেদন।

ছটা (চন্দ্রা ১৭) চিক্কণ দেহকান্তির উজ্জ্বলতা। ২ (উ ১৪।১৬০) বিক্ষেপ। ৩ (শ্যা ৩৩) পরম্পরা।

ছতার—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের ছত্রধারী সেবক।

ছত্র (হরি ৫।৩৬৪) [ছদ অপবারণে +ত্র] ছাতা। ২ আবরণ-বিশেষ।

ছত্রিক (হরি ৭।৭৭৪) [ছত্রমর্হতীতি ঠ] ছত্রোপযোগী। **ছত্রী** (হরি ৭। ২১৫) ক্ষুদ্র ছত্র, [২ছত্রবিশিষ্ট, ৩ নাপিত]

ছত্র (কৃগ ২২৮) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শলাকা-সমূহে সুবিন্যস্ত শুক্লবর্ণ কুসুমরাজিতে রচিত হইয়া স্বর্ণযূথী-সমূহে দণ্ডটি আচ্ছাদিত হইলেই 'পুষ্পছত্র' প্রস্তুত হয়।

ছত্রবন্ধ (অকৌ ৭।১৫) চিত্রকাব্য-ভেদ।

ছত্রভোগ (চৈচ অন্ত্য ৬।১৮৫) চব্বিশপরগণায় মথুরাপুরের অন্তর্গত গঙ্গার 'ছাড়খাড়ি'—জয়নগর-মজিলপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী। ২ পুরীর বিভিন্ন মঠের ও ব্যক্তিগত অর্থ হইতে প্রদত্ত শ্রীজগন্নাথের ভোগ। বেলা ১২টায় এই ভোগ হয়। তিন জন পূজারি উত্তরাভিমুখী হইয়া ভোগ নিবেদন করেন—নাট্যমন্দিরে দর্শকগণ দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন, কিন্তু উপবেশন বা যাতায়াত নিষিদ্ধ।

ছত্রাক (ভা ১০।২৫।১৯) গোময়-ছাতা, বেঙের ছাতা।

ছত্রিশ-নিয়োগ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের ছত্রিশ জন সেবক।

ছদ (গোলী ১২।৬২) পত্র, ২ (লনা ৮।৩৭) বস্ত্র। ৩ (হংস ৫২) পক্ষ। [৪ তমালবৃক্ষ]। **ছদন** (শ্যা ৫৯) পত্র, ২ (গোলী ১৯।৮৬) বস্ত্র। ৩ পক্ষ, ৪ পিধান। **ছদিঃ** (আচ ১। ১২৬) ছাউনি, চাল।

ছদ্ম (গোলী ৫।৪০) ছল, কপট।

ছদ্মতাপস—ছলতপস্বী, বেশধারী, বৈড়ালব্রতী।

ছন্দ (চৈত ১০।২৭।১১) ইচ্ছা, ২ (চৈনা ৭।১৩) কৌশল। ৩ বশতা, ৪ বিষ, ৫ নির্জন। **ছন্দঃ** (ভা ৫। ১২।১২) ব্রহ্মচর্য্য—জী। ২ (ভা ৫।২১।১৫) সূর্যের সপ্ত অশ্ব সপ্ত ছন্দঃনামা—গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও পঙ্‌ক্তি। ৩ (গোভা ৩।৫১) বেদাভ্যাস। ৪ রহস্য-মন্ত্র। ৫ (ছ ১।৫) নিয়তাক্ষর-মাত্রাযুক্ত চতুষ্পাদ লৌকিক পদ্য।

ছন্দঃসংজ্ঞা (ছ ১।২৬—৩০) এক এক চরণে এক অক্ষর হইতে আরম্ভ করত ক্রমে এক অক্ষর বৃদ্ধি করিয়া ছাব্বিশ অক্ষর পর্যন্ত এক একটি ছন্দঃ কল্পিত হয়। যেমন একাক্ষর হইলে উক্‌থা, দুই অক্ষরে অত্যুক্‌থা, তিনে

মধ্যা, চারিতে প্রতিষ্ঠা, পাঁচে সুপ্রতিষ্ঠা, ছয়ে গায়ত্রী, সাতে উষ্ণিক্, আটে অনুষ্টুপ্, নয়ে বৃহতী, দশে পঙ্‌ক্তি, এগারতে ত্রিষ্টুপ্, বারতে জগতী, তেরতে অতিজগতী, চৌদ্দতে শর্করী, পনরতে অতিশর্করী, ষোলতে অষ্টি, সতরতে অত্যষ্টি, আঠারতে ধৃতি, উনিশে অতিধৃতি, বিশে কৃতি, একুশে প্রকৃতি, বাইশে আকৃতি, তেইশে বিকৃতি, চব্বিশে সংস্কৃতি, পঁচিশে অতিকৃতি, ছাব্বিশে উৎকৃতি ছন্দঃ হয়। ছাব্বিশ অক্ষরের অধিক হইলে চণ্ড-বৃষ্টিপ্রপাত প্রভৃতি 'দণ্ডক' ছন্দ হয়। উক্থাদি নাম কিন্তু বৈদিক; লৌকিক নাম শ্রী, স্ত্রী প্রভৃতি আকরে দ্রষ্টব্য।

ছন্দন (ভা ৪।১৭।১) তোষণ, ২ (ভা ১০।৬২।৩) বশীকরণ—স্বামী। ৩ স্বাভিপ্রায়-কথন। ৪ (ভা ১০। ৭৬।৫) ইচ্ছার উৎপাদন।

ছন্দরজ্জু (আচ ১১।২৯৯) পাদবন্ধন-রজ্জু।

ছন্দস্তুৎ (ভা ৫।২০।৮) ছন্দঃসমূহদ্বারা স্তুতিকারী।

ছন্দস্য (হরি ৭।৫২৬, ৬৮৯) ছন্দো-ব্যাখ্যান-গ্রন্থ, ২ ছন্দঃসম্বন্ধীয়, ৩ ছন্দোদ্বারা নির্মিত।

ছন্দানুবর্ত্তী (ভা ৮।১৬।৪) বশবর্ত্তী।

ছন্দোমঞ্জরী (উ ১১।৩০, ছ ১।২১ টী) বৈদ্য গোপালদাস-কৃত ছন্দোগ্রন্থ। ইহাতে ছয়টি স্তবক আছে—প্রথম স্তবকে মুখবন্ধ, দ্বিতীয়ে সমবৃত্ত-প্রকরণ, তৃতীয়ে অর্দ্ধসমবৃত্ত-প্রকরণ, চতুর্থে বিষমবৃত্ত-প্রকরণ, পঞ্চমে মাত্রাবৃত্ত ও ষষ্ঠে গদ্য-প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে। ছন্দোমঞ্জরীর দুইটি টীকা মুদ্রিত হইয়াছে—(১) ভাবার্থসন্দীপনী—শ্রীমৎ দাতারাম ন্যায়বাগীশ-নির্ম্মিতা, (২) ব্যাখ্যান-কৌমুদী—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশ্য রামরসায়নাদি-গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীমদ্‌রঘুনন্দন গোস্বামি-রচিতা।

ছন্দোময় (ভা ১১।২১।৩৮) বেদময়—স্বামী। ২ (ভা ৮।৩।৩১) ইচ্ছাময়।

ছন্দোলোক (ভা ১১।১৭।২৬) মহর্লোক—স্বামী।

ছন্ন (হরি ৫।৫৮) [ছদ-অপবারণে +ক্ত] গুপ্ত। ২ আচ্ছাদিত, ৩ নির্জ্জন।

ছপ্পান্ন ভোগ—শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথ দেবের জন্য রাজার প্রদত্ত বিবিধ মিষ্ট দ্রব্যের ভোগ।

ছম্বট্ (ভা ৩।১৮।২৫) [ব্য] অন্তর, ব্যবধান। ২ বিনাশ—স্বামী।

ছয় তত্ত্ব (চৈচ আদি ৭।৩) গুরু, ভক্ত (শ্রীনিবাস পণ্ডিত), ঈশ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য), অবতার (শ্রী-অদ্বৈতাচার্য), প্রকাশ (শ্রীনিত্যানন্দ) ও শক্তি (শ্রীগদাধরপণ্ডিতাদি)।

ছর্দ্দি (গৌকৃ ২।৩) উদ্‌গার, বমন।

ছর্দ্দিত (চৈনা ১।৩৩) বান্ত, ২ উদ্‌গীর্ণ।

ছল (ভা ১০।১৪।১) মায়া—জী। ২ (কৃষ্ণ ২৯) অন্যাভি-প্রায়ে প্রযুক্ত শব্দের অর্থান্তর-কল্পনা করত দোষ-প্রদর্শন। **-ধর্ম** (ভা ৭। ১৫।১৩) প্রকারান্তরে শব্দ-ব্যাখ্যান।

ছলন (নাচ ১১১) অপমানাদি-করণকে নাট্যশাস্ত্রে 'ছলন' কহে। [২ প্রতারণ]।

ছবি (ভাবনা ১০৫) কান্তি, ২ শোভা। **ছবিপ্রাণ** (আচ ১৩।৩৩) [ছবিং প্রাতি পূরয়-তীতি] কেবল রূপ-পূর্ত্তিকারী।

ছবিল (লনা ১।৪১) দীপ্তিময়, ২ রসিক।

ছা (আচ ১৭।৮২) [ছো ছেদনে +ক্বিপ্] ছেদক, ২ নাশক।

ছাত (আচ ৯।১১) [ছো ছেদনে +ক্ত] ছিন্ন, ২ দুর্বল।

ছাত্র (হরি ৭।৬৫৯) [গুরুদোষা-চ্ছাদনাচ্ছত্রং শীলমস্য ণ] শিষ্য। [২ মধুভেদ]।

ছাদন (নাচ ১৯৬) কার্যার্থে অপ-মানাদির সহনকে নাট্যশাস্ত্রে 'ছাদন' বলে।

ছান্দস (হরি ৭।৩৪৬) ছন্দঃশাস্ত্রের অধ্যেতা বা বেত্তা। ২ (ভা ১।৪।১৩) বৈদিক বাক্য।

ছান্দোগ্য (হরি ৭।৩৪৪) [ছন্দোগ +ঞ্য] সামবেদ-গায়কগণ, ২ (হরি ৭।৫৭২) সামবেদজ্ঞ-গণের ধর্ম। ৩ (রত্ন টী ২।৩১) শ্রুতি।

ছায়া (ভা ৮।৩।১৪) অধ্যাস—স্বামী, ২ আভাস। ৩ উৎকোচ। ৪ (ভা ৬।৬।৪১) বিবস্বানের পত্নী, শনির মাতা। ৫ (উ ১২।৫) কান্তি। ৬ (উ ১৪।১৮৪) প্রতিবিম্ব। ৭ (ছ ২।১৫৩) প্রতিপাদে ঊনবিংশ-ত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৮ (ভা ৫।১। ৩৯) তমঃ—স্বামী। ৯ রাত্রি—বি। ১০ (ভা ৫।১।৩) আশ্রয়—জী। **-রত্যাভাস** (সিন্ধু ১।৩।৪৯-৫০) পারমার্থিক নৃত্যকীর্ত্তনাদি-কৌতূ-হলেও লৌকিক বুদ্ধির আরোপে ক্ষুদ্র, যাহাতে রতির যৎসামান্য ছবির আভাসমাত্র দৃষ্ট হয়, যাহা প্রতিবিম্ববৎ স্থির নহে, চঞ্চল—তাহাই 'ছায়া'

রত্যাভাস। শ্রবণকীর্ত্তনাদি, জন্ম-যাত্রাদি কাল, শ্রীধামাদি দেশ এবং ভক্তবিশেষের যাদৃচ্ছিক সঙ্গমে কদাচিৎ মোক্ষেচ্ছাশূন্য ক্ষান্তি-প্রভৃতি-অনুভাব-বর্জিত মূঢ় জনেও রতিচ্ছায়া দেখা যায়। -**দ্বিতীয়** গোলী ৮।২৯) একাকী। -**পথ** (মাম ৫।৪২) আকাশস্থ জ্যোতিশ্চক্র--মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণ ও উত্তরদিকে আয়ত বক্র স্থান। -**মাত্র-সহচর** (চৈনা ২।২৪)একাকী। -**শক্তি** (ভগ ১৭) মায়া—জী। -**সীতা** (চৈচ মধ্য ৯।২২) চিদানন্দ-ময়ী শ্রীসীতাদেবীর ছায়াস্বরূপা মায়া-সীতা, রাবণ এই ছায়াসীতাকেই হরণ করিয়াছিল, মূল সীতার দর্শনও পায় নাই—এ বিষয়ে কূর্ম্মপুরাণে ও বৃহদগ্নিপুরাণে দ্রষ্টব্য।

ছারখার (চৈচ মধ্য ২৫।৪৪) উৎসন্ন ধ্বংসোন্মুখ।

ছালিক্য (কৃগ পরি ২১১) শ্রীরাধার প্রিয় নৃত্যভঙ্গী। (গোলী ২১।১১) স্থালীর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য। ৩ (হরিবংশে ১৪৮) দেবলোক-প্রসিদ্ধ গান, বাসুদেব আনিয়া নর-লোকে ইহার প্রচার করেন।

ছিৎ (হরি ৫।৩৬১) [ছিদির দ্বিধা-করণে+ক্বিপ্] ছেদ। **ছিত** (হরি ৫।৬৫) [ছো ছেদনে+ক্ত] ছিন্ন।

ছিদা (হরি ৫।৪৪৭) [ছিদির+অঙ্] ছেদন। **ছিদুর** (হরি ৫।৩৪৫) ছেদনশীল, ২ ধূর্ত্ত, ৩ শত্রু। ৪ ছেদনদ্রব্য। **ছিদ্র** (হ ১১।৩৭৭) ন্যূনতা। ২ দোষ। ৩ (ভক্তি ১) অবকাশ। ৪ গর্ত্ত। **ছিদ্র-সংবৃতি** (উ ৮।৯৮) নায়িকার দোষ-গোপন।

ছিন্নক (হরি ৭।১০৭৪) ঈষৎ ছিন্ন।

ছুরিত (উ ১৩।৬১) যুক্ত, মিশ্রিত, ২ ব্যাপ্ত। ৩ (উ ১৪।১৮৪) প্রতি-বিম্বিত—বিষ্ণু।

ছেক (আচ ২০।১৯) যে অনুপ্রাসে ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের একবার সাম্য হয়, তাহাই 'ছেক'। ২ বিদগ্ধ। ৩ (অকৌ ৩।২৫) গৃহপালিত পশুপক্ষী।

ছেকবচঃ (গোচ উত্তর ৩৩।৪৩) বক্রোক্তি।

ছেকানুপ্রাস (অকৌ ৭।২) যে শব্দালঙ্কারে সজাতীয় বর্ণসমূহের একবারমাত্র অনুন্যাস হয়। যথা—ধাম শ্যামমিদং শ্রীদং জগতোঽবিরতো-দয়ম্—এইবাক্যে ম, দ ও ত-প্রভৃতির একবারমাত্র অনুন্যাস হইয়াছে।

ছেকোক্তি (কাকৌ ৯।৪৬) লোকো-ক্তিই অর্থান্তর সূচনা করিলে 'ছেকোক্তি' অলঙ্কার হয়।

ছেদ (আচ ৮।১৮১) অবকাশ, [২ ছেদক, ৩ খণ্ড]।

ছেরাপহরা—নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ রথে আরোহণ করিলে গজপতি-রাজগণ স্বর্ণমার্জনীদ্বারা রথ পরিষ্কার করেন—এই সেবাই ওড্র ভাষায় 'ছেরাপহরা'।

ছৈদিক (হরি ৭।৭৭৫) [ছেদং নিত্যমর্হতীতি ঠ] পুনঃ পুনঃ ছেদন-যোগ্য বেতসাদি।

ছোটিকা (মুক্তা ৫২৩) তুড়ি।

ছোলঙ্গ (চৈচ মধ্য ১৪।৩০) টাবালেবু।

ছোহারা (চৈচ মধ্য ১৪।২৭) অন্তর্দ্বীপাগত খেজুর।

জ

জংহত (গোপা ৩৩) ঘাতিত।

জক্ষণ (গোভা ৪।৪।৫) ভোজন।

জক্ষিবান্ (গোচ পূর্ব ২২।৯৬) ভোজনশীল।

জগজ্জনি (গৌ কৃ ৬।৯) ব্রহ্মা।

জগঝম্প (রত্না ৫।২৯৭৪) তাল-বিশেষ।

জগৎ (ভা ৮।১।১০) পৃথিবী, ২ ভূতসমূহ, ৩ [গচ্ছতীতি গম্+ক্বিপ্] নশ্বর। ৪ (ভা ১১।৬।১৫) জঙ্গম। ৫ পরব্রহ্ম-কর্ত্তৃক রচিত, পরব্রহ্মের কার্য, ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য—জগৎ। পরব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্ম নিত্য সত্য হওয়ায় জগৎও নিত্যসত্য, যেহেতু কার্য কারণের অনুরূপ হয়। ব্রহ্মের অবি-কৃত পরিণামের স্বরূপই জগৎ-পদ-বাচ্য—উহা প্রবাহবদ্গমনশীল।

শঙ্কর-মতে—দৃশ্য বস্তুমাত্রই 'জগৎ', ইহা সৎও নহে, আবার অসৎও নহে—মিথ্যা। জগতের ব্যাবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই (ব্র. সূ ২।২।১৮-৩২, ২।১।১৪)

ভাস্কর-মতে—ব্রহ্ম কার্যরূপে

জগতে পরিণত হইলেও স্বয়ং অপরিণত ও অপরিবর্ত্তিত থাকেন; জগৎ 'সৎ', মিথ্যা নহে, কিন্তু ঔপাধিক বা অনিত্য। জগৎ কেবল সৃষ্টিকালেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ (ব্র. সূ ১।৪।২৫, ৩।২।১৫)।

রামানুজ-মতে—শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর 'জগৎ'। ইহা ব্রহ্মেরই ন্যায় সম্পূর্ণ, সম-পরিমাণে 'সত্য', রজ্জুসর্পবৎ অসত্য নহে; ব্রহ্মই সর্বোচ্চ 'তত্ত্ব', জীব ও জগৎ সত্য হইলেও কিন্তু ব্রহ্ম-নিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমিক নিম্নস্তরে অবস্থিত; 'জগৎ' জড়ভোগ্যরূপে নিম্নতম, 'জীব' চেতন ভোক্তৃরূপে উচ্চতর এবং ব্রহ্ম সর্ব-নিয়ন্তৃরূপে উচ্চতম। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ (শ্রীভাষ্য ১।৪।২৬-২৮)।

মধ্ব-মতে—'জগৎ' সৎ, জড় ও অস্বতন্ত্র ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন, জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানপূর্বিকা সৃষ্টি, সুতরাং সত্য; বিষ্ণুর বশবর্ত্তী ও ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান (মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয় ১।৬৯)।

নিম্বার্ক-মতে—ব্রহ্ম 'কারণ', জগৎ 'কার্য'; ব্রহ্ম শক্তিমান্, 'জীব' ও 'জগৎ' তাঁহার শক্তিদ্বয়। ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে স্বভাবগত ও ধর্মগত ভেদ বর্ত্তমান। ব্রহ্ম—চেতন, অস্থূল, অজড়, নিত্যশুদ্ধ; জগৎ—অচেতন, স্থূল, জড় ও অশুদ্ধ। পক্ষান্তরে কার্য—কারণাত্মক, কারণ-সত্তাময় ও কারণাশ্রয়ী বলিয়া কার্য জগৎ কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; জগৎ প্রকৃতির পরিণাম এবং প্রকৃতি ব্রহ্মের অংশ ও শক্তি। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শক্তিরূপে এবং সৃষ্টিকালে ব্রহ্মের বাস্তব পরিণামরূপে নিত্য সত্য (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।৮-১০; ২।১।১৪—১৯, ২৩, ২৬-২৭)।

শ্রীধরস্বামি-মতে—পরমার্থভূত বস্তুর কার্য—'জগৎ' (ভা ১।১।২)।

বল্লভ-মতে—'জগৎ' ভগবৎকার্য, ভগবদ্রূপ, মায়াশক্তি-দ্বারা রচিত; মায়া জগৎকারণ নহে, ব্রহ্মই জগৎ-কার্যরূপে অবিকৃত পরিণাম-প্রাপ্ত। নিত্য সত্য (তত্ত্বদীপ-নিবন্ধ ১।২৩)। সৃষ্টির পূর্বে জগদ্রূপ কার্য সর্বকারণ ব্রহ্মে বিদ্যমান, সৃষ্টির পরে কিন্তু স্পষ্ট-রূপে প্রতীয়মান হয় (অণুভাষ্য ১।১।৩)।

শ্রীজীবপাদ-মতে—অবিচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিকী বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি পরিণাম বা ব্রহ্মের শক্তি-কৃত বিস্তার—'ব্রহ্মণঃ শক্তিকৃত-বিস্তার ইদমখিলং জগৎ'। ব্রহ্মের সঙ্কল্প হইতে তাঁহার সত্য স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি-পরিণত জগৎ মিথ্যা হয় না। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সত্য অথচ পরিণাম-ধর্মী বলিয়া 'নশ্বর'। এই নশ্বরতাও আত্যন্তিক নহে, অব্যক্তভাবে সূক্ষ্মরূপে কারণে বর্ত্তমান থাকিয়া অদৃশ্যমাত্র হয় (পরম ৫৬-৭১, ৭৯)।

শ্রীবিশ্বনাথ-মতে—জগৎ পরব্রহ্মের শক্তির কার্য বলিয়া 'তদীয়' এবং 'সত্য' (ভা ১০।২।২৮); ভগবচ্ছক্তি হইতে সৃষ্ট বলিয়া 'তদাত্মক', (ভা ১০।৪৬।৪৩), সত্য হইলেও কিন্তু নশ্বর (ভা ১০।২।২৭)।

শ্রীবলদেব-মতে—সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তি-নিবন্ধন জগৎ 'সত্য', জন্মাদি-অনিত্যত্বব্যাপ্য; 'সত্যত্ব' নিত্যানিত্য-সাধারণ অতএব জগৎ সত্য হইয়াও অনিত্য (রত্ন ৬।৪৩) জগৎ ব্রহ্মাধীন বলিয়া 'ব্রহ্মস্বরূপ' (রত্ন ৬।২৭)।

জগতী (ভা ৩।১২।৪৫) দ্বাদশাক্ষর-পাদক বৈদিক ছন্দঃ। ২ (ভা ১০।৬৯।৯) ভূমিকা—স্বামী। ৩ (চৈনা ১০। ২২) প্রাচীর, মঞ্চ।

জগদ্‌গুরু (হ ১৭।১৮০) সর্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বোপদেষ্টা।

জগন্নাথ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে বর্গীয় ব-বর্ণের শক্তি।

জগন্নাথবল্লভ মঠ—পুরীতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের অন্যতম। অত্রত্য উদ্যানে মহাপ্রভু রথযাত্রার নয় দিন অবস্থান করিতেন। দমনকহরণ-লীলায় শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়মূর্ত্তি শ্রীমদনমোহন এই উদ্যানে আসেন। শ্রীমন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠে চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ শ্রীরাধাগোপালমূর্ত্তি। দক্ষিণ-প্রকোষ্ঠে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন বিরাজমান। এ উদ্যান হইতে শ্রীজগন্নাথের নিত্য সেবার জন্য পুষ্পমালা, তুলসীমালা, 'ঝুম্পা', দধি, মাখন, মুড়কি, ডাব, পাকা রম্ভা, নানাবিধ শাকসব্‌জি ইত্যাদি প্রেরিত হয়। ইহাতে দমনকযাত্রা, বসন্তপঞ্চমী, 'বেণ্টযাত্রা', 'দুগ্ধমেলানিযাত্রা', শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব, শ্রীহনুমদাবির্ভাব প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জগন্নাথানুসরণ (হ ১৪।৩২৭) দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা ও

রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসব শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যে যে দিনে যে যে তিথিতে সম্পাদিত হয়, বৈষ্ণবগণ তদনুসারেই করিবেন।

জগম্বান্ (হরি ২।১৪২) [গম্+ক্বসু] যিনি গমন করিয়াছেন।

জগাতী (চৈচ মধ্য ৪।১৮৪) রাজস্ব-আদায়কারী। ২ বাধা, বিঘ্ন।

জগুড়জ (আচ ১৪।১৫৯) কুঙ্কুম।

জগ্ধ (ভা ৩।৩১।৫) [অদ্+ক্ত] ভক্ষিত। **জগ্ধি** (গোলী ৪।৪) ভোজন। ২ সহভোজন।

জগ্মি (হরি ৫।৩৫৪) [গম্৯ গতৌ+কিন্] বায়ু, ২ সদাগতি। ৩ জঙ্গম। **জগ্মিবান্** (গোচ পূর্ব ২২।৯৬) গমনশীল।

জঘন—স্ত্রীদিগের শ্রোণিদেশ।

জঘন-চপলা (ছ ৬।৯) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোবিশেষ]।

জঘন্য (হরি ৭।১০৬৩) [জঘনমিব যৎ] নীচ, অধম। ২ চরম। ৩ অল্প, ৪ শূদ্র। **-জ** (গোচ উত্তর ২৬।৪০) কনিষ্ঠ। ২ শূদ্র।

জঙ্গম (গোবি ১৬) গতিশীল। **-নারায়ণ** (চৈচ মধ্য ১৮।১০৯) অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণ।

জঙ্গল—বন, ২ নির্জন, ৩ মাংস, ৪ নির্জনদেশ। **জঙ্গাল**—সেতু [জাঙ্গাল]।

জঙ্ঘন্যমান (গোচ পূর্ব ১১।৫৬) অতিমিলিত, ২ অতিনিকটে গমন-কারী।

জঙ্ঘাজীবী (চৈনা ৯।১৮) পাদচারী। **জঙ্ঘাল** (গৌকৃ ২।১) অতি-বেগবান্, ধাবক।

জজ্ঞি (হরি ৪।৩৫৪) [জনী প্রাদুর্ভাবে কিন্] আবির্ভাবশীল। ২ [জ্ঞা+কিন্] জ্ঞাতা।

জঞ্জপূক (হরি ৫।৩৫০) [জপ্+যঙ্ উক] পুনঃ পুনঃ জপকারী।

জটা (গোবি ১১৭) উপমূল, ২ (আচ ১৩।২৫) লগ্ন কেশ, ৩ [জট ঝট সঙ্ঘাতে] স্বরাদির সম্মিলন। ৪ বৃক্ষের ঝুরি, [৫ শাখা। ৬ জটামাংসী। ৭ বেদপাঠভেদ]। **জটাধর** (মথুরা ১৮) শিব, [২ কোষকার, ৩ জটাধারী] **জটামাংসী** (হ ২। ৬৫) স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য-বিশেষ।

জটাল (হরি ৭।৯৩৫) কুৎসিত জটাধারী। ২ বটবৃক্ষ, ৩ গুগ্‌গুলু।

জটাবরূথ (ভা ৫।২।১৪) কেশ-সমূহ। **জটিত** (হরি ১।১) যুক্ত।

জটিল (ভা ১১।১৭।১৯) অভ্যঙ্গাদির অভাবে জটাবিশিষ্ট। ২ (হরি ৭।৯৪১) সিংহ। ৩ ব্রহ্মচারী।

জটিলা (কৃগ ৪৭) গোলের পত্নী, কাকবর্ণা, স্থূলোদরী, শ্রীরাধার শ্বশ্রূ; শ্রীকৃষ্ণের মাতামহীতুল্যা (কৃগ ৫৫)। ২ (গোলী ১।১০৮) জটাধারিণী।

জটিলিকা (হরি ৭।৬৯) জটা-ধারিণী। ২ জটামাংসী, ৩ পিপ্পলী, ৪ দমনকবৃক্ষ।

জঠর (ভা ৫।১৬।২৭) সুমেরুর পূর্বদিগ্‌বর্ত্তী পর্বত। ২ (গোলী ৭। ১৬) মধ্যদেশ, ৩ কুক্ষি, ৪ বদ্ধ, ৫ কঠিন। **জঠরীকৃত** (ভা ৩।৯। ২০) প্রবিলাপিত—স্বামী।

জড় (ভা ১।৭।৩৬) অমুদ্যম। ২ (ভা ১০।৩১।১৫) অনভিজ্ঞ। ৩ (ভক্তি ১) কালক্ষোভ্য, অনিত্য, অচেতন নিরানন্দ পদার্থ। ৪ (প্রীতি ৩৮৮) বিবেকশূন্য। ৫ (উ ৯।৪৮) শীতল। [৬ মূক, ৭ অপক্ক, ৮ জল]। **-কর্ত্তৃত্ববাদ** (গোভা ২। ২।৪) সাংখ্যমতে জড়া প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃতা-কল্পনা। **-তা** (সিন্ধু ৩। ২।১১৬, ১২৩) বিয়োগের দশা-বিশেষ. ২ অপাটব। **-ধর্ম** (তর ৫। ১।১৯) পারমহংস্যধর্ম—'জড়ধর্ম বুঝাইতে ঋষভ-অবতার।' ২ অচেতন ধর্ম। **-ভরত** (ভা ৫।৯) আঙ্গিরসকুলে জাত ব্রাহ্মণ। ইনি রাজা রহূগণের শিবিকা বহন করিতে করিতে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ করিয়া-ছেন।

জড়িমা (মালা উৎ ১৪) জড়তা। ২ (উ ১৫।৩৪) যাহাতে ইষ্ট ও অনিষ্টের জ্ঞানশূন্যতা, প্রশ্ন-সমূহের অনুত্তর-দায়িতা এবং দর্শন ও শ্রবণের অভাব ঘটে, তাহাকে 'জড়িমা' বলে। ইহাতে অনবসরেও হুঙ্কার, স্তম্ভ, শ্বাস এবং ভ্রমি প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। **জড়ীকৃত** (ভা ৩।২৫) অভিনিবিষ্ট—স্বামী।

জতু (মুক্তা ৪) লাক্ষা, ২ অলক্ত।

জত্রু (ভা ১০।৭২।৩৭) কণ্ঠের পার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয়; স্কন্ধসন্ধি।

জন (ভা ১১।২৩।৪৬) [জন্যত ইতি] দেহ—স্বামী। ২ (আ ১১২) লোক, ৩ পামর। ৪ (উ ১৪।১৬৪) জন-লোক, স্বর্গোপরি দ্বিতীয় ধাম—যোগীন্দ্রগণের আশ্রয়। ৫ (রাধা ৬৭, ৭১) মহদাদি, অংশ-সমূহ।

জনক (ভা ৯।১৩।১৩) নিমির দেহ-মন্থন-দ্বারা জাত তৎপুত্র। অচেতন দেহ হইতে জাত হওয়ায়—'বিদেহ', মন্থনে প্রকটিত হওয়ায় 'মিথিল' এবং অসাধারণভাবে জন্ম লওয়ায়

নাম হয়—'জনক'। ২ (ভা ৬।৩। ২০) ভাগবত-ধর্মবেত্তা দ্বাদশজন মধ্যে অন্যতম। ৩ (গোভা ১।২।২৫ টী) ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা-জিজ্ঞাসু, শর্করাক্ষের পুত্র। ৪ (গোভা ৩।৪।৩) বিদেহরাজ, বহু-দক্ষিণাদানে অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ-যজ্ঞে বিষ্ণুর আরাধক [বৃহদারণ্যক ৩।১।১]। ৫ পিতা, ৬ উৎপাদক, ৭ (রত্না ৫। ২৯৭৭) তাল-বিশেষ। **-কংসন** (আচ ১৬।২৬) জন-নামক অসুরের বিনাশকারী বিষ্ণু। **জনকীয়** (গোচ পূর্ব ২৮।২০) জন-সম্বন্ধী। **°তা** (ভা ৫।১।১৩) জনসমূহ। **জনন** (গোলী ১৩।১১০) উৎপত্তি। ২ (গৌবি ৩) বংশ। ৩ (হ ১।২২৭) মাতৃকা-বর্ণ হইতে মন্ত্রসমূহের উদ্ধার। **°নিবাস** (হ ৩।২৩) অন্তর্যামিরূপে জনগণে নিবাসকারী, ২ জনগণের আশ্রয়, ৩ [জনেষু নিজভক্তেষু নিতরাং প্রাকট্যেন বাসো যস্য সঃ] নিজভক্তের নিকট সর্বথা প্রকটরূপে বাসকারী।

জননীগতি (ভা ১০।৬।৩৮) স্বর্গ—সনা। ২ জননী যশোদার তুল্য নিজ-লালনাদি-কর্ত্রী ধাত্রীবর্গে প্রবেশ—জী। ৩ (বৃভা ২।৭।১৩২টী) শ্রীকৃষ্ণ-জননী দেবকীর ন্যায় যে ধামে গতি হয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ। ৪ মাতৃপ্রাপ্য।

জননীলোক (চৈত ১০।৭।৩৮) মাতৃ-লোক, ইহা কিন্তু কর্মলভ্য; জনক-জননীদের পৃথক্ পৃথক্ লোক আছে।

জনপদ (ভা ১।৬।১১) দেশ।

জনমেজয় (ভা ৯।২২।৩৬) পরম-ভাগবত পরীক্ষিৎ-পুত্র। ইনি শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কথারসিক ছিলেন। মহর্ষি জৈমিনি ইহার নিকট ভাগবতামৃত বর্ণনা করিয়াছেন (বৃভা ১।১।১২)। ২ (ভা ৯।২৩।২) চন্দ্রবংশ্য সৃঞ্জয়ের পুত্র। ৩ (ভা ৯। ২০।২) পূরুর পুত্র।

জনয়ন্ত (হরি ৫।৩৭১) [জনী প্রাদু-র্ভাবে+অন্ত] আবির্ভাবকৃৎ। ২ (গোচ পূর্ব ১২।২৯) নিমগ্ন।

জনলোক (বৃভা ২।২।৬১) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ-প্রাপ্য ধাম। মহর্লোকের উপরিতন লোক। মহর্লোকীয় এক দিনের অবসান হইলে ত্রৈলোক্য-দাহজনিত পীড়া অনুভব করিয়া মহর্লোকবাসিগণ জনলোকে গমন করেন। জনলোকে দাহ-পীড়াদি না থাকিলেও কিন্তু তদ্দর্শন-জনিত অস্বাস্থ্য অনুভূত হয়।

জনস্থান (হব ১।৪১।১৩০) দণ্ডকারণ্য প্রদেশ।

জনান্ত (ভা ৬।৮।১৮) জন-নিমিত্ত উপঘাত—স্বামী।

জনান্তিক (নাচ ৪১১-৪১২) হস্তের তিনটী অঙ্গুলি উত্তোলিত করত অন্য লোকের আবরণে কথামধ্যে দুইজন-পাত্রের যে পরস্পর আলাপ, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'জনান্তিক' বলে। [২ জনসমীপে]।

জনার্দন (গীতা ৩।১) জন-পীড়ক—বি। ২ (হ ১১।৪৪৭) [জনৈর্জীবৈঃ সেবিতুমর্দ্যতে যাচ্যতে] জীবগণ-কর্তৃক সেবাভিলাষে প্রার্থনীয়। ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে র-বর্ণের মূর্ত্তি। ৪ (হ ১০।৯৩) জন্মলক্ষণ সংসারের নাশকর্ত্তা অর্থাৎ মোক্ষদ। ৫ (ভা ৮।১৬।২০) জন-নামক অসুরের পীড়ক। ৬ (চৈনা ৮।২) শ্রীজগন্নাথদেবের অনবসরকালে অন্তরঙ্গ সেবক।

জনালয় (ভা ৩।১১।৩২) জন-লোকবাসী।

জনি (গোপা ৯, বৃভা ১।১।৪) আবি-র্ভাব, ২ উৎপত্তি। ৩ (গৌকৃ ৪। ২৩) মাতা। **জনিত** (আচ ৫। ২০) প্রকটিত, উৎপাদিত। **জনিতা** (ভা ১০।৭৭।২৬) জনক, স্ত্রীলিঙ্গে—জনিত্রী। **জনী** (গৌকৃ ৭।১১) বধূ। ২ (আচ ১।৯) উৎপত্তি। ৩ নারী, ৪ মাতা, ৫ জায়া। ৬ জনীনামক গন্ধদ্রব্য। **জনুঃ** (ভাবনা ৬।৬৮) জন্ম। **জন্তু** (ভা ১১।২৮।৩১) দেহ—স্বামী। ২ শূকর-কুক্কুরাদি-যোনি-গত জীব—বি। ৩ (ভা ৯।২২।১) দিবো-দাসের বংশে সোমকের পুত্র।

জন্ম (বৃভা ২।৭।১৪৭) প্রাদুর্ভাব, ২ প্রকাশ। **-গুহাধ্যায়** (কৃষ্ণ ২৯) শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়। **-চর্যা** (গোচ পূর্ব ৩।৮২) জন্মস্বীকার। **-তিথি** (কৃগ পরি ১৩৩, ২৪) শ্রীকৃষ্ণের জয়ন্তী—ভাদ্রী কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী নক্ষত্র। শ্রীরাধার—ভাদ্রী শুক্লাষ্টমী। [শ্রীগৌরাঙ্গের—ফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রীনিত্যানন্দের—মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী, শ্রীঅদ্বৈতের——মাকরী সপ্তমী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর—বৈশাখী অমাবস্যা, শ্রীজগন্নাথ দাস গোস্বামির—শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী ইত্যাদি]। **-ত্রয়** (ভক্তি ৫১) (১) **শৌক্র** জন্ম—বিশুদ্ধ মাতা পিতা হইতে উৎপত্তি, (২) **সাবিত্র**—উপনয়ন দ্বারা জন্ম এবং (৩)

যাজ্ঞিক—দীক্ষাসম্পন্ন জন্ম। **-দিন-যাত্রা** (সিন্ধু ১।২।২২৪) চতুঃষষ্টি-ভক্ত্যঙ্গের একতম। শ্রীভগবানের জন্মতিথিতে মহোৎসবাদি। **-ভাক্** (ভা ১০।৮২।২৮), **-ভৃৎ** (ভা ১০।৩৮।২১) সফল-জন্মা। **-হর** (ঐ ৪।১) মুক্তিদাতা।

জন্মাষ্টমী ব্রত (হ ১৫।২৪৭-৩৯৬) নিত্য, পাপহারী ও সর্বার্থদায়ক বলিয়া জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস সকল মানবেরই কর্ত্তব্য। ভাদ্র মাসে (মুখ্য চান্দ্র শ্রাবণে) কৃষ্ণাষ্টমী তিথির অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। ঐ তিথিতে ব্রতোপবাসাদি বিহিত। ইহাতে কেবল সূর্যোদয়ে সপ্তমী বিদ্ধা ত্যাগ করিবে। রবিবার ৬০ দণ্ড বা তন্ন্যূন সপ্তমী থাকিয়া সোমবার অষ্টমী ৬০ দণ্ড বা তন্ন্যূন বা তদধিক (অর্থাৎ মঙ্গলবারেও কিঞ্চিৎ নির্গত) হইলে সোমবারই উপবাস হইবে। যদি ত্র্যহস্পর্শ হইয়া অষ্টমীর ক্ষয় হয়, তবে শুদ্ধা নবমীতেই উপবাস বিহিত, কদাচ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী উপোষ্যা নহে। স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ রোহিণী ও অর্দ্ধরাত্রযোগে অষ্টমীর ফলাধিক্য-নিবন্ধন সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত-ব্যবস্থা দিলেও তাহা কিন্তু বৈষ্ণব-স্মার্ত্তগণ উপেক্ষাই করেন; যেহেতু রোহিণী, অর্দ্ধরাত্র, সোম বা বুধবার প্রভৃতি প্রশস্ততামাত্র, কিন্তু উপবাসের ঘটক নহে।

জন্মাষ্টমীব্রত-করণে শ্রীহরির প্রীতি, অকরণে প্রত্যবায় এবং বিধিবাক্য-প্রাপ্তিদ্বারা ইহার নিত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

জন্মাষ্টমীর পারণ—শক্ত ব্যক্তি তিথিও নক্ষত্রান্তে এবং অশক্ত এক-তরের অন্তে পারণ করিবেন।

জন্য (হরি ৭।৬৯২) [জনস্য জন্ম ইতি যৎ] কিম্বদন্তী। ২ (বিন্দু ২৭) জায়মান, ৩ জন-হিতকর। ৪ (হ ১।১৬২) শরীর। ৫ (গোচ পূর্ব ১৫।১০৩) জামাতা। ৬ (গোচ উত্তর ১৬।৬৭) বরযাত্রিক, ৭ শুভ, ৮ যুদ্ধ। **-জনক** (হরি ৪।৯) সম্বন্ধ-বিশেষ। উৎপাদ্যের সহিত উৎ-পাদকের সম্বন্ধ, যথা—শ্রীনন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। **জন্যা** (আচ ৮।১৫৭) স্নিগ্ধবন্ধু, ২ মাতৃ-বয়স্যা। **জন্যু** (গোচ পূর্ব ৯।৫৬) প্রাণী। [২ ধাতা, ৩ অগ্নি]।

জপ্ (হরি ২।১১৪) জপকারী। **জপ** (ভা ৪।৮।৪৭) মন্ত্র—স্বামী। ২ (সিন্ধু ১।২।১৪৯) অতিধীরে মন্ত্রোচ্চারণ। ৩ (ভা ১০।৫৬।১৬) গোপনে কথন। ৪ (হ ৮।৪২২—৪২৪) অর্থের অনুসন্ধান-পূর্বক নিজ মন্ত্র জপ-মালায় ১০৮ বার জপ করিবে। জপান্তে তিনবার প্রাণায়াম করত শ্রীকৃষ্ণহস্তে জল দিবে। উহার মন্ত্র—'গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা' ইত্যাদি। **-ভেদ** (হ ১৭।১৫৫-১৬৩) বাচিক, উপাংশু ও মানস-ভেদে ত্রিবিধ জপ। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। কীর্ত্তনের সহিত জপের ভেদ অত্যল্প, বাচিক জপ কীর্ত্তনের অন্তর্গত, মানস জপ স্মরণের অন্তর্গত। কখনও 'নাম-স্মরণ' বলিতে ধীরে ধীরে ঈষৎ-উচ্চারণই লক্ষ্য (হ ১১।৪৭২)। **-বিধি** (হ ১৭।১৮৩—১৯৯) শ্রীগুরু-দেবের পূজান্তে অন্নরসাদিদ্বারা ব্রাহ্মণগণের পরিতোষ করত শ্রীগুরু-দেবের আজ্ঞায় শুভকালে জপ আরম্ভ করিবে। প্রাতঃস্নানাদি করিয়া আদিত্যার্ঘ্য দিয়া আচমনপূর্বক যথাবিধি সঙ্কল্প করিবে। যথানিয়মে আত্ম-সমর্পণান্ত শ্রীহরির পূজা করিয়া শক্তিমত পূজাঙ্গরূপে নিজমন্ত্র জপ করিবে এবং উহা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করত শ্রীহরিকে অর্ঘ্য, কুসুমাঞ্জলি-অর্পণ, স্তুতিবন্দনাদি করত পাদোদক পান করিবে। দেবতা উদ্বাসনযোগ্য হইলে 'ক্ষমস্ব' এই বাক্যে প্রার্থনা করত হৃৎকমলে উদ্বাসন-পূর্বক পুন-রায় মানসোপচারে অর্চনা করিবে। শক্তি-অনুসারে কেহ বা বাহিরেও যৎকিঞ্চিৎ পূজা করিতে ইচ্ছা করেন। ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া শ্রীহরিতে আত্ম-সমর্পণ-পূর্বক স্ব-সম্প্রদায়ানুসারে ভক্তি-সহকারে স্বীয়মন্ত্র জপ করিতে হইবে। আদিত্য, শ্রীগুরুদেব, চন্দ্র, দীপ, জল, দ্বিজাতি, গো প্রভৃতির নিকটে ও সম্মুখেই জপ বিধেয়। ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট ভাবে জপ করিবে, কিন্তু দ্রুত বা বিলম্বিত ভাবে ন্যূন বা অধিক জপ করিবে না। দিবাশেষযাবৎ জপ করিতে হয়। বিসর্জনান্তে নক্ষত্রো-দয়ে আহার করিবে। ধরাতলে শয়ন করিবে। সমসংখ্যায় জপই অভিপ্রেত। জপের পর দশাংশ হোম, তদভাবে দ্বিগুণ জপ (ব্রাহ্মণ-পক্ষে), ত্রিগুণ (ক্ষত্রিয়-পক্ষে), চতুর্গুণ (বৈশ্য-পক্ষে) ও পঞ্চগুণ (শূদ্র-পক্ষে) কর্ত্তব্য।

জপাঙ্গুলি-নিয়ম (হ ১৭।১১৪—১২২) মানসজপে অনামিকার মধ্য এবং উপাংশু জপে মধ্যমার মধ্য অঙ্গুষ্ঠাদ্বারা

আক্রমণ করিবে। তর্জনী জপ-কার্যে সর্বথা ত্যাজ্য। এক একটি মণিকে অঙ্গুষ্ঠাদ্বারা আকর্ষণ পূর্বক মন্ত্র জপ করিবে, কিন্তু কখনও সুমেরু লঙ্ঘন করিবে না।

অঙ্গুলী-জপে অঙ্গুষ্ঠাদ্বারা জপ করিবে; কনিষ্ঠা, অনামিকা ও তর্জনীর তিন তিন পর্ব এবং মধ্যমার এক পর্বে জপ করিবে; জপকালে মধ্যমার অন্য পর্বদ্বয় স্পর্শ করিতে নাই। অনামার মধ্যপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্তক্রমে তর্জনীর মূল যাবৎ দশপর্বে জপ করিতে হয়। অঙ্গুলী পরস্পর সংযুক্ত রাখিবে এবং তলদেশ ঈষৎ সঙ্কুচিত করিবে।

জপে গুণ (হ ১৭।১২৯-১৩১) বিষয়-সমূহ হইতে মনের প্রত্যাহার, শৌচ, মৌন, মন্ত্রার্থচিন্তন, অব্যগ্রতা ও অনির্বেদ—এইগুলি জপ-সম্পত্তির হেতু। জপকাল-ব্যতীত মালাকে সুগুপ্তভাবে রাখিবে, বিদ্বান্ ব্যক্তি কদাপি মন্ত্র প্রকাশ করিবেন না। অক্ষমালা ও মুদ্রা দুইই গোপনে রাখিতে হয়।

জপে দোষ (হ ১৭।১৩২-১৪৬) অ-পবিত্রহস্তে, নগ্নাবস্থায়, প্রাবৃত মস্তকে, কথা বলিতে বলিতে, গমন করিতে করিতে, শয়নাবস্থায়, অন্য-চিন্তামগ্ন থাকিতে, ক্ষুৎ ও হিক্কাদি-দ্বারা ব্যাকুলিত মনে, অঙ্গুল্যগ্রে, মেরুলঙ্ঘনপূর্বক, বিনা সংখ্যায়, একবসনে বা বহুবসনে প্রাবৃত হইয়া, রুষ্ট, ভ্রান্ত বা ক্ষুৎপীড়িত হইয়া, শ্মশানাদিতে, অন্ধকারে, পাদুকাধারণ পূর্বক, চরণপ্রসারণ করত, উৎকট-আসনে বসিয়া, পার্শ্বভাগেদৃষ্টি করিতে করিতে, অনাশ্রয় স্থলে, হস্ত-দ্বারা হস্ত বা পদদ্বারা পদাক্রমণ পূর্বক, সন্দিগ্ধ মনে, জিহ্বা ও ওষ্ঠ চালনা করিয়া, শিরোদেশ বা গ্রীবা কম্পিত করত, দশন-বিকাশে ও প্রকাশ্যভাবে জপ করা নিষিদ্ধ। জপকালে বিভীতক ও করঞ্জবৃক্ষের ছায়া আক্রমণ এবং দান বা গ্রহণ ইত্যাদি অকর্তব্য।

জপ্য (বৃ ভা ২।২।২) মন্ত্র। ২ (হ ১৭।২৪) জপ, ৩ জপফল।

জমদগ্নি (ভা ৯।১৫।১১) ঋচীকের পুত্র, ঋষি। মাতা—সত্যবতী, ভার্যা—রেণুকা ও পুত্র—পরশুরাম। ২ (ভা ৮।১৩।৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষির একতম।

জম্বাল (বিনা ৫।২) পঙ্ক, কর্দম। ২ শৈবাল ৩ কেতকী।

জম্বালিত (নাম ৩।২৩) শবলীকৃত।

জম্বুক (গোচ পূর্ব ২০।১৮) বরুণ। [২ শৃগাল, ৩ নীচ, ৪ শ্যোনাক, ৫ কুমারানুচর]।

জম্বুল (কৃগ পরি ৭৬) শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলিক।

জম্বূ (ভা ৫।৯।৩২) সপ্তদ্বীপান্তর্গত প্রথম দ্বীপ—ভারতবর্ষ।

জম্বূল (মুক্তা ২৬৫) পরিহাস-বাক্য। [২ জম্বূবৃক্ষ, ৩ কেতকবৃক্ষ]।

জম্ভ (হরি ৭।১৬৭) ভোজন, ২ দন্তভেদ। ৩ (হ ১৬।২৫৮) বলি-রাজের পার্ষদ দানব-বিশেষ। ইন্দ্র-হস্তে নিহত হন। ৪ জম্বীর, ৫ তূণ, ৬ হনু]। **জম্ভন** (ভা ৩।২০।২৬) মৈথুনদ্বারা ধর্ষণ—স্বামী। **জম্ভ-ভেদী** (গোচ পূর্ব ১৯।২৮), **জম্ভ-মথন** (মালা ছ ১৪), **জম্ভমর্দন** (মালা ছ ১২) ইন্দ্র।

জম্ভল (গোলী ২১।৩০) জম্বীর।

জম্ভলিকা (আচ ২।৬০) গীতের ছন্দোবিশেষ।

জম্ভারি (কৃ বি ১৫) ইন্দ্র, ২ বহ্নি, ৩ বজ্র। **জম্ভাসুর** (হ ১২।৩৩২) অতিবেধ-দুষ্ট একাদশীর ব্রতফল-গ্রাহক অসুর। **জম্ভাহিত** (গোবি ৫৬) ইন্দ্র।

জয় (ভা ১।২।৪) [জয়ত্যনেন সংসারমিতি] গ্রন্থ—স্বামী। ২ (গী গো ১২।২৪) শ্রীকৃষ্ণ। ৩ (ভা ৩।১৬।২) শ্রীবিষ্ণুর দ্বারপাল, পার্ষদ। ৪ (ভা ৪।১৩।১২) ধ্রুবের পৌত্র ও বৎসরের পুত্র। ৫ (ভা ৮।১৩।২২) দশম-মন্বন্তরীয় ঋষি। ৬ (ভা ৯।১৩।২৫) জনক-বংশীয় রাজা শ্রুতের পুত্র। ৭ (ভা ৯।১৫।১) পুরূরবার পুত্র। ৮ (ভা ৯।১৬।৩৬) ঋষি—বিশ্বামিত্রের পুত্র। ৯ (ভা ৯।১৭।১৬) পুরূরব-বংশীয় সঞ্জয়ের পুত্র। ১০ (ভা ৯।২১।১) যযাতি-বংশীয় রাজা বৃহৎক্ষত্রের পুত্র। ১১ (ভা ৯।২৪।১৪) যুযুধানের পুত্র। ১২ (ভা ৯।১৭।১৮) সোমবংশ্য সঙ্কৃতির পুত্র। ১৩ (ভা ৯।২৪।৪৪) বসুদেব-ভ্রাতা কঙ্কের পুত্র। ১৪ (ভা ১০।৬১।১৭) শ্রীকৃষ্ণমহিষী ভদ্রার গর্ভজাত। ১৫ (ভা ১০।৭২।৪৫) অর্জুন। ১৬ (হ ৫।৯) শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের পশ্চিমদ্বারবর্তী দেবতা, ১৭ (লী ৩) সর্বোৎকর্ষ। ১৮ সর্বদা সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান। **-কাশী** (ভা ১০।৫৪।৯) জয়প্রকটন-শীল, ২ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটনকারী ভক্ত—সনা। ৩ যুদ্ধে জয়ী—জী। **-তাল**

(রত্না ৫।২৯৭০) তাল-বিশেষ। **-তীর্থ** (প্র ১।৭) মাধ্বসম্প্রদায়ের ষষ্ঠ অধস্তন গুরু। **-দেব** (গীগো ১।২) [জয়ং সর্বোৎকৃষ্টং শ্রীকৃষ্ণং দেবয়তি দ্যোতয়তি স্বভক্ত্যা প্রকাশয়তীতি] যিনি স্বভক্তিবলে সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকেও প্রকাশ করিতে পারেন। ২ শ্রীগীতগোবিন্দ-নামক সুপ্রসিদ্ধ গীতিকাব্যের রচয়িতা কবিরাজ। ৩ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশক, ৪ স্বয়ং ভগবান্—প্রবো। **জয়দ্রথ** (ভা ৯।২১।২২) সোমবংশ্য বৃহৎকায়ের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৩।১১) রোমপাদ-বংশে বৃহন্মনার পুত্র। **°ধর্ম** (প্র ১।৭) মাধ্ব-সম্প্রদায়ের একাদশ অধস্তন গুরু। **-ধ্বজ** (ভা ৯।২৩।২৮) চন্দ্রবংশ্য কার্তবীর্যার্জুনের পুত্র। **জয়ন্ত** (ভা ১১।৪।২৭) বসুদেবের পুত্র। ২ (ভা ৬।৬।৮) ধর্মের পত্নী মরুত্বতীর গর্ভে জাত পুত্র। ৩ (ভা ৬।১৮।৭) ইন্দ্রপত্নী শচীর গর্ভজ। ৪ (ভা ৮।২১।১৭) ভগবৎপার্ষদ। ৫ (সুধা ৯৮) [জি+অন্ত] বাহুযুদ্ধে বা বাক্যযুদ্ধে সখাগণের জয়কারী। ৬ (সভা ১।৫৪) একাদশ-ব্যূহাত্মক রুদ্রের একতম। ৭ (ভা ১১।৫।২৬) ত্রেতাযুগীয় ভগবানের নাম-বিশেষ। **জয়ন্তী** (ভা ৫।৪।৮) ঋষভদেবের পত্নী। ২ (হ ১৫।২৭২) শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রোহিণীর যোগে 'জয়ন্তী' হয়। তদ্ব্যতীত অন্যদেবদেবীর জন্মদিনকে জয়ন্তী বলিবেনা (কৃষ্ণ ২৯)। ৩ (হ ৯।১০৭, ১৩।৫০৬-৩৩) মহাদ্বাদশী। শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতে যদি রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে জয়ন্তী মহাদ্বাদশী কহে। 'ভান্বর্কোদয়', 'কিম্বা সূর্যোদয়াৎ পূর্বম্' ইত্যাদি কারিকার বিষয়ীভূত হইলেই মহাদ্বাদশী-হিসাবে উপোষ্য হইবে। **°পত্র** (চৈভা আদি ১৩।৩০) বিজিত পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত জয়লাভ-সূচক নিদর্শন-পত্রিকা। **-ভঙ্গ** (চৈভা আদি ১।৬৮) জয়পরাজয়। **-মঙ্গল** (রত্না ৫।২৯৭০) তাল-বিশেষ। ২ (রত্না ৪।১৩৯) শ্রী-অভিরামগোপালের চাবুক—ইহাদ্বারা তিনি ভক্তদেহে প্রেমসঞ্চার করিতেন। **-শ্রী** (স্তব ২১।৬২) শ্রীরাধা; ২ বিজয়লক্ষ্মী। ৩ উৎকর্ষ-সম্পত্তি। ৪ (রত্না ৫।২৯৬৯) তাল-বিশেষ। ৫ (গীগো ১) সর্বাতিশায়িনী শোভা। **-সেন** (ভা ৯।১৭।১৭) পুরূরবার বংশে হীনের পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।১০) সার্বভৌমের পুত্র ও রাধিকের পিতা। ৩ (ভা ৯।২৪।৩৯) বসুদেবের ভগিনী রাজাধিদেবীর স্বামী ও কৃষ্ণপত্নী মিত্রবিন্দার পিতা। **জয়া** (ভগ ৯৮) উৎকর্ষিণী শক্তি। ২ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে খ-বর্ণের শক্তি। ৩ মহাদ্বাদশী-বিশেষ। 'জয়াব্রত' দ্রষ্টব্য। **জয়াদিত্য** (হরি ৪।৬) সপ্তমখৃষ্ট-শতাব্দীর শেষভাগে 'ইৎসিং'-নামক চৈনিক পরিব্রাজক 'A Record of the Buddhist Religion as practised in India and Malaya Archipelago' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে জয়াদিত্য 'বৃত্তিসূত্র' প্রণয়ন করিয়াছেন। ২ কাশিকাংশ-প্রণেতা। **জয়ায্য** (গোচ পূর্ব ১৬।৪৪) [জি+আয্য] জয়াকাঙ্ক্ষী, জয়শীল। **জয়াব্রত** (হ ১৩।৪৮৫-৮৭) শুক্লা-দ্বাদশীর সহিত যদি পুনর্বসু নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে 'জয়া' মহাদ্বাদশী হইবে। সূর্যোদয়ের ঠিক সমকালে নক্ষত্রের প্রবৃত্তি হইয়া অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে সম, অধিক বা ন্যূনসংজ্ঞান্বিত হইলে কিম্বা সূর্যোদয়ের পূর্বে নক্ষত্রের প্রবৃত্তি হইয়া সম বা অধিক-সংজ্ঞ নক্ষত্র হইলে এবং দ্বাদশীও সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত থাকিলে সেই অহোরাত্রই ব্রতাচরণযোগ্য হইবে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র-মতে সম্ভবতঃ মাঘে বা ফাল্গুনে এই ব্রত হইতে পারে; অন্যান্য মাসে এই ব্রত সম্ভবপর নহে। **জয্য** (গোচ উত্তর ২৬।৩৬) জয় করার যোগ্য। **জরঠ** (লনা ৪।৩) বৃদ্ধ। ২ (পদ্যা ১৩) কর্কশ, ৩ দৃঢ়। ৪ (মা ৫।৪) জীর্ণ। **জরৎপন্নগ** (ভা ৪।২৮।২) জীর্ণ সর্প অর্থাৎ জীর্ণপ্রাণ—স্বামী। **জরতী** (বিনা ৩।১৬) বৃদ্ধা। **জরদ্গব** (কৃগ ১১০) 'মহাবসু'-গোপ-কৃত পুত্রেষ্টি-সমুদ্ভূত চরু ভোজন করিয়া সুরঙ্গী হরিণীর গর্ভে যে হিরণ্যাক্ষী-নামে কন্যা-প্রসব হয়, 'জরদ্গব' নামক গোপ তাঁহার পাণি-পীড়ন করেন। ২ (চৈচ আদি ১৭।১৬২) জরাগ্রস্ত বৃষ। **জরন্মীমাংসক** (শ্যা ১০) কুমারিল ভট্ট ও তাঁহার অনুগামী মীমাংসা-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। **জরা** (হরি ৫।৪৪৭) [জৄ+অঙ্] বার্দ্ধক্য। ২ (গোভা ২।২।১৯) [বৌদ্ধমতে] স্কন্ধের পরিণতাবস্থা।

৩ (ভা ৯।২২।৮) রাক্ষসী; বৃহদ্রথের স্ত্রী দুই খণ্ড মাংসপিণ্ড প্রসব করিলে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই রাক্ষসী 'জীবিত হও' বলিয়া সংযোজিত করে, তদবধি ঐ সন্তান 'জরাসন্ধ' নামে অভিহিত হয়। ৪ (ভা ১১।৩০।৩৩) ব্যাধ। ব্রহ্মশাপে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া যদুকুল ধ্বংস হইলে মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ডদ্বারা বাণ নির্মাণ করত এই ব্যাধ অশ্বত্থ-তরুমূলস্থিত চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণকেও মৃগভ্রমে বিদ্ধ করিয়াছিল। পরে স্বাপরাধ মানিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে পতিত হইলে তিনি বলিলেন যে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সে এই কার্য করিয়াছে এবং অচিরাৎ তাহাকেও বৈকুণ্ঠে যাইতে হইবে। প্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া জরা ব্যাধ বৈকুণ্ঠে গমন করিল।

জরায়ু (ভা ৩।৩১।৪) গর্ভবেষ্টন।

জরাসন্ধ (ভা ৯।২২।৮) সোমবংশ্য বৃহদ্রথের পুত্র। ভীমসেনের হস্তে নিহত হন (ভা ১০।৭২)।

জরাসুত (ভা ১০।৫০।২১) জরাসন্ধ। 'জরা' শব্দ [৩] দ্রষ্টব্য।

জরীজৃম্ভ্যমাণ (আচ ১১।১১৩) প্রকাশাতিশয়যুক্ত।

জর্জর (গোলী ১০।৭৯) জীর্ণ।

জর্ত্তিল (বিপু ১৬।২৫) বন্য তিল।

জল-কল্মষ (ভা ৮।৭।৪৩) জলদোষ বিষ—স্বামী। °জ (লনা ৫।১৫) শঙ্খ, ২ পদ্ম। ৩ (হব ২।১১।৩২) শৈবাল। -জন্মা (চৈকা ১৭।১০) ব্রহ্মা। **জলজোত্তম** (ভা ৮।৪।২৬) পাঞ্চজন্য। °তা (সিন্ধু ২।২।৭) জড়তা, ২ জলত্ব। **-ধরমালা** (ছ ২।৮২) প্রতিপাদে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ২ (গোলী ১৫।৬১) মেঘ-সমূহ। **জলধিসার** (স্তব ৮।৩৯) অমৃত। **জলন** (আচ ১১।১৫৬) [জল পিধানে চৌরাদিকঃ] পিধান, আচ্ছাদন। °**নীলী** (গোলী ১১।৪৯) শৈবাল। **-ব্রহ্ম** (চৈচ মধ্য ১৫।১৩৫) গঙ্গা। **-মণ্ডুক বাদ্য** (চৈচ মধ্য ১৪।৭৭) করতলে জলাঘাত করত ভেকবৎ শব্দ করা। **-মুচ্** (আচ ৬।৬২) মেঘ, [২ কর্পূর, ৩ জল-মোচনকারী]। **-যন্ত্র** (চৈচ মধ্য ১৩।১০৫) ফোয়ারা, ২ পিচ্‌কারী। **জলযোগ** (আচ ১৩।২৬) মেঘ। °**যোনি** (আচ ১১।৪২) পদ্ম। **-রঙ্কু** (পদ্যা ৩৪৩) দাত্যূহ, [ডাকপক্ষী]। **-বিহার** (হ ১৫।২-১৮) বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা যাবৎ, এমন কি শ্রাবণমাসেও ঔষ্ণ্যাধিক্য-বিবেচনায় শ্রীহরিকে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা মৃণ্ময়পাত্রে জলস্থ করিয়া অর্চনা করিবে। জ্যৈষ্ঠমাসে শীত থাকিলে বা মেঘাগমে জলস্থ করিবে না। দ্বাদশীর রাত্রে অবশ্যই শ্রী-বিষ্ণুকে জলবিহারী করিবে। অতি গ্রীষ্মকালে যমুনাদিতে জলবিহারই বাঞ্ছনীয়। **-শর্করা** (ভা ১০।২৫।৯) জলোপল—স্বামী। ২ জল ও শিলা —সনা।

জলাবিতা (গোচ পূর্ব ২০।৫৭) বরুণ।

জলাষাট্ (হরি ৫।২৭৫) [জলং সহত ইতি জল—সহ+ণ্বি] প্রচুর জলধারা-সহনশীল।

জলেজ (হরি ৫।৩০৯) পদ্ম।

জলেন (আচ ১৫।২৫৫) বরুণ।

জলেয়ু (ভা ৯।২০।৯) রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও অপ্‌সরা ঘৃতাচীর গর্ভে জাত পুত্র।

জলেশ (কৃবি ৯৮) বরুণ। ২ সমুদ্র।

জলোদ্ধতগতি (ছ ২।৬৩) প্রতিপাদে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

জলৌকা (ভা ১০।৪০।১৫) সূক্ষ্ম-প্রাণ্যগুরাশি—স্বামী। ২ মৎস্য—বল। [৩ জোঁক]।

জল্প (উ ১৫।২২৬) পরস্পরগোষ্ঠী ও বিতথোক্তি (বাদানুবাদ)। ২ কথন।

জল্পাক (বিনা ২।৫২) [জল্প+আকট্] বাচাল। **-ভার্য** (হরি ৬।২৫৪) [জল্পাকী ভার্যা যস্য] যাহার স্ত্রী বেশী কথা বলে। **জল্পিত** (হরি ১১) বৃথা উচ্চারিত। ২ কথিত, ৩ কথন। **জল্প্য** (সস তত্ত্ব ৯) অনৃতভাষণ, ২ তার্কিক।

জব (ভা ১০।৯০।৫০) বিক্রম। ২ (ভাবনা ৪।৮৮) বেগ। **জবন** (হরি ৫।৩৩৬) [জু+ল্যুট্] বেগ, ২ [জু-কর্ত্তরি ল্যু] শীঘ্রগামী, ৩ অশ্ব, ৪ মৃগবিশেষ। **জবনিকা** (বৃ ২।৪৬) ব্যবধায়ক বস্ত্র [পরদা]। **জবপরামতী** (ছ ৩।১৩) অর্দ্ধসম-পাদ ছন্দোবিশেষ। **জবর্ত্তীয়** (আচ ৮।২২) [জবেন বেগেন ঋতীয়া ঘৃণা যস্মাৎ] শীঘ্র ঘৃণার উৎপাদক। **জবিষ্ঠর** (গৌকৃ ৫।১৩) দ্রুততর। **জবিষ্ঠ** (ভা ১১।১।১) অতিশীঘ্র।

জহৎস্বার্থা (শেষ ২।১০) 'লক্ষণা'-শব্দ দ্রষ্টব্য। **জহদজহৎস্বার্থা** সস তত্ত্ব ৯) 'শব্দবৃত্তি' দ্রষ্টব্য।

জহু (ভা ৫।৮।১২) শাবক। পুত্র।

২ (ভা ৯।২২।৭) যযাতিবংশীয় রাজা পুষ্পবাণের পুত্র।

জহ্নু (ভা ৯।১৫।৩) পুরূরবার পঞ্চম অধস্তন হোত্রকের পুত্র, ইনিই গঙ্গাকে পান করিয়া পুনরায় প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ২ (সুধা ৩৯) [ওহাক্ ত্যাগে+নু উণাদি ১৯২] স্ববাক্যের প্রতিকূল-ত্যাগকারী। ৩ (ভা ৯। ২২।৪) সোমবংশ্য কুরুরাজের পুত্র।

জা [জন্+ড] মাতা, ২ দেবর-পত্নী।

জাগত (হরি ৭।৩৭৯) জগতী ছন্দোযুক্ত বেদ। ২ পৃথিবীগত।

জাগর (মথুরা ১৮৬) কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী তিথি—প্রবোধিনী। ২ (গোচ পূর্ব ২৩।২) বিকাশ। ৩ নিদ্রাক্ষয়। **-বিধি** (হ ১৩।৬১—২২৬) শ্রীহরিবাসরে, শ্রীজন্মাষ্টম্যাদিতে রাত্রিতে জাগরণ বিহিত। জাগরণ কালে বৈষ্ণবগণের পূজা করত শঙ্খে শ্রীচরণোদক লইয়া তাঁহাদিগকে দিবেন এবং স্বয়ংও কিঞ্চিৎ পান করিয়া স্তোত্রাদি-পাঠ, পুরাণাদি-শ্রবণ, গীতনৃত্যাদি করত সমগ্র রাত্রি যাপন করিবেন। পাঠকের অভাবে নৃত্যগীতাদি করিতে হয়। **জাগরা** (হরি ৫।৪৪৭) [জাগৃ+ঙাপ্] নিদ্রাহানি। **জাগরূক** (নাম ১৬) সাবধান। ২ (হরি ৫।৩৪৯) [জাগৃ +উক] জাগরণশীল, ৩ অপ্রমত্ত।

জাগর্যা (উ ১৪।১০) উদ্‌গম, ২ নিদ্রাচ্ছেদ। (উ ১৫।২৭) ইহাতে স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি প্রকাশ পায়। ৩ (সিন্ধু ৩।২।১১৬,১২০) বিয়োগের দশা-বিশেষ।

জাগুড় (উ ১৫।২৪৯) কুঙ্কুম।

জাঙ্গল (মালা হ ১৭) মরুদেশ, ২ (সিন্ধু ৪।৫।২৮) মাংস। [৩ কপিঞ্জল-পক্ষী]। **-পথিক** (হরি ৭।৭৮৯) জঙ্গলপথে আহৃত, ২ জঙ্গলপথে গমনকৃৎ। **জাঙ্গুলিক** (চচ ৩। ৪৫) বিষবৈদ্য। **জাঙ্গুলী**—বিষবিদ্যা।

জাঙ্ঘাপাতিক (হরি ৭।৬২১) [জঙ্ঘাপাতেন নিবৃত্তমিতি ঠ] জঙ্ঘাপাতেই নিষ্পন্ন পরাজয়। **জাঙ্ঘিক** (নাম ১৬) প্রসরণশীল। [২ ধাবক, ৩ উষ্ট্র]

জাজলি (ভা ১২।৭।২) পথ্য হইতে অথর্ববেদে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য। ২ (গোভা ৩।৪২৬ টী) ঋষি জাজলি সমুদ্রতটে অবস্থানপূর্বক কঠোর তপস্যা করিতেন। দ্বিসন্ধ্যা স্নান, হোম, বেদপাঠ, ভূমিশয়ন, এমন কি বায়ুভক্ষণ করিয়াও অবিচলিত চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতেন। বর্ণনা আছে যে তাঁহার জটায় চটকপক্ষী বাসা করিয়া শাবক উৎপাদন করিত। ইহাতে তাঁহার অভিমান হয় যে তাঁহার মত তপস্বী আর হয় না। দৈববাণীতে বারাণসী-নিবাসী তুলাধারের জ্ঞান-গরিমার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার নিকট ধর্মোপদেশ লাভ করেন। [মহাভা° শান্তি° ২৬১—২৬২]।

জাঠর (ভা ৩।১৪।৩৯) পুত্র। [২ জঠরস্থ অগ্নি]।

জাড্য (ভা ১০।৬০।৪০) মান্দ্য, ২ (উ ১৪।১৬০) স্তম্ভ, ৩ শৈত্য। ৪ (সিন্ধু ২।৪।১০৭) ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ ও দর্শন এবং বিরহাদি হইতে জাত বিচার-শূন্যতা। ইহাতে অনিমিষতা, তুষ্ণীম্ভাব এবং বিস্মরণাদি প্রকাশ পায়।

জাত (আচ ৪।৫১) পুত্র। ২ (চচ ১।২) সমূহ। ৩ (গোচ পূর্ব ৩।৮৭) জন্ম। ৪ উৎপন্ন। **-ক** (গৌকৃ ২।৫৮) হোরাতন্ত্র, জাত বালকের শুভাশুভ-নিরূপক গ্রন্থ-বিশেষ। ২ (ভা ১।১২।১৩) জাত-কর্ম—স্বামী। [৩ সুন্দর]। **-ভাবাঙ্কুর** (সিন্ধু ১।৩।২২) যাঁহার চিত্তে প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাব প্রকাশ হইয়াছে, তিনি। এইরূপ ব্যক্তিতে নয়টি অনুভাব অভিব্যক্ত হয়; যথা—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি এবং তদীয়-বসতিস্থলে প্রীতি। **-রতির কষায়** (ভক্তি ১৫৮) জাতরতি ভক্তের উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির জন্য শ্রীভগবান্ কখনওবা তাঁহার প্রারব্ধকর্মের প্রাবল্য ঘটাইয়া দেন। মৃগদেহ-প্রাপ্ত ভরত এবং পূর্বকালে দাসী-গর্ভজাত নারদই ইহার দৃষ্টান্ত। মায়াশক্তির কার্য প্রারব্ধকর্ম চিৎশক্তির বৃত্তি ভক্তির উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও ভক্তের যৎকিঞ্চিৎ প্রাচীন অপরাধলেশের সত্তায় অথবা শ্রীভগবান্-কর্তৃক প্রদত্ত প্রারব্ধ-প্রাবল্যে জাতরতি ভক্তেরও কখনও ভক্তিমার্গে অন্তরায় দেখা যায়। **-রূপ** (গৌবি ১০৬) স্বর্ণ। ২ (গোচ পূর্ব ১১।১০) সঞ্জাত-শোভ। [৩ ধুস্তূরবৃক্ষ]। **-বেদ** (ভা ৫। ৭।১৪) কর্মফলদ—স্বামী। ২ ভক্তাভীষ্টজনক—বি। **-বেদাঃ** (ভা ৫।২০।১৬) অগ্নি। [২ জাতপ্রজ্ঞ, ৩ জাতধন, ৪ সূর্য]। **-হারিণী**

(লনা ১।১৪) শিশুচোরিকা।

জাতি (গোচ পূর্ব ৩।৮১) মালতী পুষ্প। ২ (অকৌ ১৮) পদার্থ-প্রতীতিজনক অসাধারণ ধর্ম। ৩ (গোভা ২।২।৩১) জন্ম। ৪ (চৈনা ২।৪) ন্যায়ে—যে দ্রব্য নিত্য হইয়া অনেক স্থলে সমবেত হয়; যেমন—গোত্ব অর্থাৎ গোজাতির ধর্ম সাস্নাদি-মত্তা। এক কথায়—আকারগত অসাধারণ ধর্মভেদই জাতি। ৫ (গোভা ২।২।১৯) [বৌদ্ধমতে] রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কারাত্মক পঞ্চ স্কন্ধ-সংঘাত। ৬ (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত গীতাঙ্গ-বিশেষ। যাহা হইতে রাগের উৎপত্তি হয়, তাহাই 'জাতি' নামে কথিত। শুদ্ধ জাতি সাত ও বিকৃত জাতি এগার—মোট অষ্টাদশ জাতি। ষাড়্জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মাধ্যমী, পাঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী—এই সাতটি শুদ্ধা জাতি। ষড়্জকৈশিকী, ষড়্জ-মধ্যমা, গান্ধার-পঞ্চমান্ধ্রী, ষড়্জা, ধৈবতী, কার্মাবরী, নন্দয়ন্তী, গান্ধারোদীচ্চরা, মধ্যমোদীচ্চরা, রক্তগান্ধারী ও কৈশিকী—এই ১১টি বিকৃতা। মতান্তরে শুদ্ধা ও বিকৃতা জাতির মিলনে 'সঙ্কীর্ণা' নামে আর একটি জাতি স্বীকৃত হইলেও তাহা সর্বসম্মত নহে। ৭ (ভাবনা ৮।৪৮) প্রকার, ভেদ। ৮ (ভা ৬।১৫।৮) সামান্য—স্বামী। ৯ (ভা ১০।৮৭।২৯) জীব—স্বামী। ১০ জন্মগত-সংস্কার-জনিত সূক্ষ্মদেহ—জী। [১১ আমলকী, ১২ জাতিফল, ১৩ গোত্র]। **-কৃত** (আচ ১৪।১৫১) স্বভাব-সিদ্ধ। **-ধর্ম** (গীতা ১।৪২) বর্ণধর্ম। ২ (যো ৩৮) গোত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব প্রভৃতি। **-ফলত্বক্** (কৃষ্ণা ২।৮৯) জৈত্রী। **-স্ফোট** (অকৌ ২১২) ব্যাকরণ-গত-সিদ্ধ স্ফোটবিশেষ। বর্ণ, পদ ও বাক্যভেদে ইহা ত্রিবিধ। [বিশেষ-জিজ্ঞাসায় 'বৈয়াকরণভূষণসার' দ্রষ্টব্য]। **-স্মর** (ভাবনা ৬।৭৬) পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত-স্মরণকারী।

জাতু [ব্য] কদাচিৎ, ২ সম্ভাবনায়, ৩ গর্হায়।

জাতুষ (আচ ১৪।৯৮) [জতুনো বিকারঃ অণ্ স্নুক্ চ] জতু-নির্মিত।

জাতূকর্ণ্য (ভা ৬।১৫।৩) জ্ঞানোপ-দেষ্টা ঋষি। ২ (ভা ৯।২।২১) অগ্নি মনুবংশ্য রাজা দেবদত্তের পুত্র-রূপে 'অগ্নিবেশ্য' নামে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য নাম—কানীন। ৩ (ভা ১২।৬।৫৮) শাকল্যের শিষ্য—বেদনিরুক্তকৃৎ।

জাতোক্ষ (হরি ৭।১০৮) ভারবহন-যোগ্য বলীবর্দ, ২ প্রাপ্তবলীবর্দভাব যুবাবৃষ।

জানকী (রত্ন টী ২।২৪) মিথিলাধি-পতি জনক রাজার কন্যা—শ্রীসীতা-দেবী।

জানশ্রুতি (গোভা ১।৩।৩৪) ছান্দোগ্যে (৪।১।২) উক্ত আছে যে পুত্রায়ণগোত্রীয় জানশ্রুতি-নামে অতিথিপ্রিয়, বদান্য ও গুণগণ-মণ্ডিত এক রাজা ছিলেন। দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার গুণে সমাকৃষ্ট হইয়া হংস-বিগ্রহ ধারণ করত শ্রেণীবদ্ধভাবে গ্রীষ্মকালে নিশাযোগে প্রাসাদোপরি শয়ান রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। পশ্চাদ্গামী একটি হংস অগ্রগামী হংসটিকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন—'ওহে ভল্লাক্ষ! দেখিতেছ না কি এই রাজার তেজঃ দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়াছে, উহা লঙ্ঘন করিলে পুড়িয়া মরিবে।' এই কথা শুনিয়া পূর্বগামী হংসটি বলিল—'ও! ইনি কি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন রৈক যে ইঁহার তেজে দগ্ধ হইব?' রাজা নিজের অপকর্ষ ও রৈকের উৎকর্ষ বুঝিয়া পরদিন প্রভাতে অনুসন্ধান-ক্রমে রৈকের বাসস্থান নির্ণয় করত বহু গো ও হারাদি উপহার লইয়া রৈকের সকাশে গমন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু রৈক সকল উপহার প্রত্যর্পণ করিলে রাজা পুনরায় অধিকতর ধনাদিসহ স্ব-কন্যাকেও উপহার দিলেন। তখন রৈক তাঁহাকে 'সংবর্গবিদ্যা' উপদেশ করেন।

জানুদঘ্ন (পদ্যা ২৭৬), **জানুদ্বয়স** (গোলী ২২।৫৩) জানু-পরিমিত।

জানূজানু (গোচ উত্তর ৫।২১) জানুতে জানুতে প্রহার পূর্বক প্রবৃত্ত যুদ্ধ।

জাপ (হরি ৫।৪১৯) [জপ+অণ্] মন্ত্রের স্থূলঘু উচ্চারণ। **জাপন** [চুরাদি জপ—ভাবে ল্যুট্] নিরসন, নিবর্তন। **জাপ্য** (গোভা ১।১।১) জপ। ২ (হ ১১।৫৮৬) শ্রীভগবানের নাম বা মন্ত্র।

জাবাল (ভা ১২।৬।৫৮) জাতূকর্ণ্যের শিষ্য। ২ (গোভা ১।৩।৩৭) ছান্দোগ্যে (৪।৪।৬) উক্ত আছে যে জাবাল সত্যকাম মহর্ষি গৌতমের নিকট বিদ্যার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহার মাতা জবালা বহুচারিণী ছিলেন। গোত্রের নাম পৃষ্ট হইয়া

সত্যকাম মাতার নিকটও স্বগোত্রের পরিচয় না পাইয়া যথাযথ কাহিনী গৌতমের নিকট নিবেদন করিলে মহর্ষি তাঁহাকে উপনয়ন ও ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। **জাবালি** (প্রকাশ ২।৫) ব্রহ্মবাদী অধ্যাত্মনিরত মুনি পৃথিবী পর্যটন করত তপশ্চর্যা-নিরতা 'ব্রহ্মবিদ্যা'র মুখে শ্রীকৃষ্ণরতি-বিষয়ক কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণে রতিমান্ এবং ঐ ব্রহ্মবিদ্যা কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বহু জন্মপরে তিনি গোকুলে গোপী হইয়া জন্মধারণ করত কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। [ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্র দ্রষ্টব্য]।

জামদগ্ন্য (ভা ৯।১৬।২৫) জমদগ্নির ঔরসে ও রেণুকার গর্ভে আবির্ভূত পরশুরাম।

জামাতৃ (সস পরম ২০) শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়-গুরু তত্ত্বোপদেষ্টা মুনি।

জামি (ভা ১০।৪৯।৮) ভগিনী, ২ কুলস্ত্রী—স্বামী। ৩ (ভা ৬।৬।৪) ধর্মপত্নী [যামি]। **জামেয়**—ভাগিনেয়।

জাম্ববতী (ভা ৩।১।৩০) ঋক্ষরাজ জাম্ববানের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী।

জাম্ববান্ (ভা ৮।২১।৮) ঋক্ষপতি, ইনি স্যমন্তক মণি হরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহুদিন যুদ্ধ করিয়া পরে স্বকন্যা ও স্যমন্তক শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দেন।

জাম্বূনদ (গোলী ৩।১২) স্বর্ণ। [২ কনকধুস্তুর]।

জায়ন্ত (ভা ১০।৬০।৪১) ভরত।

জায়ন্তেয় (ভা ১১।৫।৩৯) জয়ন্তী দেবীর তনয়—নবযোগেন্দ্র।

জায়াঘ্ন (হরি ৫।২৬৪) জায়াহনন-লক্ষণযুক্ত ভর্ত্তা।

জায়িত (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) জায়াভাব-প্রাপ্ত।

জার (ভা ১০।২৯।১০) [প্রেমাগ্নি-বিশেষেণ সদা জরয়তীতি জৃ—ণিচ্ +ঘঞ্] উপপতি।

জারুধি (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত।

জাল (গোচ পূর্ব ১১।২৫) কুহক, ২ (গাম ২।৩৪) আনায়, ৩ সমূহ। ৪ (গোলী ৫।৪৩) মৎস্যাদির বন্ধন-যন্ত্র। ৫ (গোলী ১।৪৬) গবাক্ষ। ৬ (চন্দ্রা ২৭) আবরণ, ৭ (গীগো ১।২৯) কলিকা। **জালক** (ভা ৮।২০।১৭) মুক্তাভরণ-বিশেষ—স্বামী। ২ মল্লিকাদির পক্ক কোরক, ৩ পুষ্প-যুক্ত অতিকোমল ফল। ৪ অল্পপক্ক। ৫ গবাক্ষ। **জালপাদ** (হব ২।৯২।৭) হংস। **জালমুখ** (ভা ১০।৪১।২২), **জালরন্ধ্র** (গোচ পূর্ব ৩।৫), **জালাক্ষ** (ভা ৮।১৫।১৯), গবাক্ষ।

জালিক (গোচ উত্তর ১৯।৬) [জালেন জীবতীতি] কৈবর্ত্ত। ২ ব্যাধ, ৩ মাকড়শা। **জালিকা** (গোচ উত্তর ১৩।১৬) বিধবা। [২ স্ত্রীদিগের মুখাবরণ-বস্ত্র, ৩ সাঁজোয়া]।

জাল্ম (বিনা ১।২০) অবিবেচক। ২ পামর, ৩ ক্রূর।

জাস্যুবনজ (হ ৭।৬) জবাকুসুম।

জাহ্নবী (গীতা ১০।৩১) ভাগীরথী গঙ্গা। ২ (গৌগ ৬৫-৬৬) শ্রীসূর্য-দাস পণ্ডিতের কন্যা ও শ্রীমন্‌নিত্যানন্দপ্রভুর পত্নী—পূর্বলীলায় বলদেব-প্রিয়া বারুণী, মতান্তরে অনঙ্গমঞ্জরী।

জিওড় নৃসিংহ (চৈভা আদি ৯।১৯৬) 'জিয়ড়' দেখুন।

জিগরিষা (গোচ পূর্ব ৩২।২৪) গিলনের ইচ্ছা।

জিঘৎসা (গৌ কৃ ২।২) ভোজনেচ্ছা।

জিগাংসা (ভা ১০।২৫।৭) গমনেচ্ছা —জী। ২ (ভা ১০।৭৮।৫) স্বীকারে ইচ্ছা। ৩ (গোচ পূর্ব ৩১।২০) হননেচ্ছা।

জিঘৃক্ষা (গোলী ১০।৮৬) গ্রহণেচ্ছা।

জিঘ্র (হরি ৫।২০৬) [ঘ্রা+শ] গন্ধগ্রাহী।

জিজ্ঞাসা (ভা ১২।৪।৩২) বিচার —স্বামী। ২ জানিবার ইচ্ছা। **জিজ্ঞাসিত** (ভগ ৮০) বিচারিত। **জিজ্ঞাসু** (গীতা ৭।১৬) আত্মজ্ঞানেচ্ছু, শাস্ত্রজ্ঞানার্থী।

জিত (ভা ১২।৯।৪) [জি+ভাবে ক্ত] সর্বোৎকর্ষ—বি। **-কাশিতা** (গোচ পূর্ব ২৭।২৫) জয়শীলতা। জয়োদ্ধত্য, গর্ব। **-কাশী** (বিনা ৬।২৫) জয়োদ্ধত। **-তুল** (গোপা ৪) নিরুপম। **জিতন্তস্তোত্র** (রত্ন ২।৩৩) নারদপঞ্চরাত্রোক্ত স্তব। °**মন্যু** (সুধা ১১৩) অক্রোধ। **-মরুৎ** (চৈত ৪।১২।১৭) কৃত-প্রাণায়াম। **-ব্রত** (ভা ৪।২৪।৮) রাজা হবির্ধানের ঔরসে ও হবির্ধানীর গর্ভে জাত পুত্র।

জিতাত্মা (গীতা ১৮।৪৯) নিরহঙ্কার।

জিতামিত্র (সুধা ৬৯) শত্রুগণের পরাভবকৃৎ।

জিতারি (আচ ১২।১৬৫) শ্রীকৃষ্ণ। [২ কামাদি-শত্রুজয়কৃৎ]।

জিতাশেষ (ভা ৮।৬।২৯) সর্বদিগ্-বিজয়ী—বি।

জিতেন্দ্রিয় (গীতা ৫।৭) শব্দাদি-

বিষয়-রাগশূন্য।

জিত্যা (হরি ৫।১৭৬) [জি জয়ে+ক্যপ্] প্রকাণ্ড হল। **জিত্বর** (বৃ ৫।১] [জি+করপ্] জয়শীল।

জিন (ভা ১৩।২৪) বুদ্ধদেবের পিতা। **-দেবতা** (যো ৩০) ক্ষপণক বলেন —পদার্থ দ্বিবিধ, জীব ও অজীব; জীব চেতন, শরীর-পরিমাণ ও সাবয়ব। ......পৃথিবী প্রভৃতির কারণভূত পরমাণুসকল একবিধ এবং উহাদের পরিণাম হইতেই পৃথিব্যাদি বিশেষ বিশেষ বস্তু। ইঁহারা কিন্তু স্থির মিলনকর্ত্তা চেতন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আর্হত—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরভেদে জৈনগণ দ্বিবিধ।

জিন-নন্দন (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৩) বুদ্ধ।

জিয়ড় নৃসিংহ (চৈচ মধ্য ১।১০৩) দাক্ষিণাত্যে সিংহাচলম্ ষ্টেশন হইতে চারি মাইল দূরে শ্রীনৃসিংহ দেবের মন্দির। পুরাকালে এই স্থানে এক গোপ স্বীয় শস্যক্ষেত্রে শস্যভক্ষণ-রত বরাহকে লক্ষ্য করত বাণ নিক্ষিপ্ত করেন—বরাহ 'রাম' নাম উচ্চারণ করত অদৃশ্য হইতে থাকিলে সেই গোপও পশ্চাদনুসরণ-ক্রমে তাঁহার গহ্বরের নিকট উপবাসী থাকিয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলে আকাশবাণীতে শুনিলেন যে বরাহ-দেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন আছেন। তত্রত্য রাজা ঘটনাস্থলে সেই গোপের সহিত উপস্থিত হইয়া ভগবদাজ্ঞাক্রমে সেই গহ্বরে দুগ্ধ সেচন করিতে থাকিলে পদদ্বয়-ব্যতীত শ্রীমূর্ত্তির অন্যান্য অঙ্গ আবির্ভূত হয়। পরে এক বণিক্ দুই পত্নী সহ শ্রীবিগ্রহের দর্শনে আসিলে পত্নীদ্বয় পাষাণরূপ ধারণ করিয়া শ্রীপাদপদ্ম-লাভ করেন। ভক্ত-বণিকের প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিজ নামে 'জিয়ড়' বলিয়া শ্রীনৃসিংহদেব প্রসিদ্ধ হন্। ৯৮৬টি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া তবে শ্রীমন্দিরে যাইতে হয়। প্রস্তর-ফলকে খোদিত আছে যে রাজা তৃতীয় গোঙ্কারের মহিষী শ্রীবিগ্রহকে স্বর্ণমণ্ডিত করেন। কিম্বদন্তী এই যে শ্রীপ্রহ্লাদ যখন পিতৃ-কোপে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন, তখনই সিংহাচল পর্বতে শ্রীনৃসিংহদেবের অবতার হয় —এস্থানে শ্রীপ্রহ্লাদ তাঁহাকে পূজাও করিয়াছেন। তৎপরে বল্মীকাবৃত হইয়া গুপ্ত হইলে মহারাজ পুরূরবা তাঁহাকে আবার আবিষ্কার করেন—পরে আবার গুপ্ত হইলে বেল্লারি জেলার বিজয়পুরের রাজা আবিষ্কার করেন—তাঁহার অধস্তন-গণই বর্ত্তমানে সেবায়েত।

শ্রীঅঙ্গ সদাকালের জন্য তাঁহারই ইচ্ছানুসারে চন্দনদ্বারা আবৃত থাকে, তবে অক্ষয়তৃতীয়ার একদিন সর্বাঙ্গ দর্শন হয়। স্থানীয় সেবকগণ ইঁহাকে 'শ্রীবরাহনৃসিংহ' বা 'শ্রীসিংহাচল-বরাহলক্ষ্মী-নৃসিংহস্বামী' বলেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের সেবা—শ্রীরামানুজকৃত শ্রীভাষ্য ও গীতাভাষ্য এস্থান-কার পাঠ্য। অত্রত্য প্রধান উৎসব চারিটী—(১) ব্রহ্মোৎসব—বিজয়া-দশমীর দশ দিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ দিনে সমাপ্ত হয়। (২) অধ্যয়নোৎসব—প্রায় ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত এক-মাস স্থায়ী। (৩) কল্যাণোৎসব—চৈত্রী শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ হয়—এই উৎসবের অন্তর্গত রথযাত্রা উৎসব—এস্থানে আষাঢ় মাসে রথ হয় না। (৪) চন্দনোৎসব—অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে আরম্ভ হয়। প্রাতঃ-কালে 'দধ্যন্নম্' বা 'চিত্রান্নম্' অথবা 'পুলিহারা', মধ্যাহ্নে 'মুদ্গান্নম্', অপরাহ্নে 'শুদ্ধান্নম্' বা 'অলঙ্কার' প্রসাদ, সায়াহ্নে 'পায়সান্নম্' বা 'মাষ-চক্র'। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভু এস্থানে গিয়াছিলেন।

জিষ্ণু (মুক্তা ২।৫) অর্জুন। ২ (গোচ পূর্ব ১।১১৩) জয়শীল। ৩ (গোলী ৭।৬৮) ইন্দ্র। ৪ বিষ্ণু।

জিহান (চৈনা ৬।২৫) প্রাপ্ত, ২ (লনা ৮।১৪) গমনকারী।

জিহাসা (ভাবনা ২।৫৯) ত্যাগেচ্ছা।

জিহির্ষু (ভাবনা ১৫।৪৪) হরণ করিতে ইচ্ছুক।

জিহ্ম (ভা ১।১৪।৪) কপট, ২ (ভা ৩।১।১৫) কুটিল, ৩ (ভা ১০।৪৭।১৯) কিতব। **জিহ্মগ** (লনা ৯।৬৪) সর্প, ২ কুটিল। **জিহ্মমীন** (ভা ৮।২৪।৬১) মায়ামৎস্য, ২ কুটিলাকার মৎস্য, 'আড়ি'-নামক মৎস্য।

জিহ্বা (ভা ৬।১২।২) শিখা—স্বামী। ২ রসাস্বাদক ইন্দ্রিয়। **-চপল তীর্থ** (কৃচ ১।১৬।৩) গয়াধামস্থ তীর্থ। **-মূলীয়** (হরি ৭।৫০৪) [জিহ্বামূল+ছ] জিহ্বামূলে জাত। ২ (হরি ১।১৩১) বজ্রাকৃতি × বৈদিক বর্ণ, ক ও খ পরে থাকিলে বিসর্গস্থানে বিকল্পে × বর্ণ হয়। 'কঃ+কৃষ্ণঃ' = ক × কৃষ্ণঃ। **-লোল তীর্থ** (চৈম আদি ৫।১০) গয়াধামের অন্তর্গত তীর্থ-বিশেষ। **-বেগ** (উ ১) ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু

আস্বাদনের ইচ্ছা।

জীন (হরি ৫।৩৪) [জ্যা বয়োহানৌ +ক্ত] বৃদ্ধ।

জীনি (হরি ৫।৪৪১) [জ্যা+ক্তি] বার্দ্ধক্য, ২ জীর্ণতা।

জীমূত (ছ ২।১৮০) দণ্ডকচ্ছন্দো-বিশেষ। ২ (ভা ৯।২৪।৪) যযাতি-বংশীয় রাজা ব্যোমের পুত্র। ৩ (হরি ৬।৩৫৭) [জীবতীতি জীব-য়তি জলদানেনেতি] মেঘ, [৪ পর্বত, ৫ ইন্দ্র, ৬ দেবতাড় বৃক্ষ]।

জীলাবিকা (কৃষ্ণা ২।১১৫) মিষ্টান্ন-বিশেষ।

জীব (ভা ৫।২২।৯) চন্দ্র। ২ (হ ১৯।৩) [জীবয়তি জগচ্চেতয়তীতি] জগতের চৈতন্য-দায়ক শ্রীচৈতন্য। ৩ (ভক্তি ৬) জীবন, ৪ (ভগ ১৬) শুদ্ধস্বরূপ জীবাত্মা, লিঙ্গশরীর। ৫ (বৃভা ২।২।১২৬) বৃহস্পতি। ৬ (ভা ১১।১২।১৮) ঈশ্বর—স্বামী, বি। ৭ (ভা ১০।৮৫।১২) জীবা-ধিষ্ঠান চিত্ত। ৮ (চৈনা ৬।৪৩) [জীবয়তি জীবং করোতীতি] সঙ্কর্ষণ। ৯ (পরম ৩৬।৩৭, ৪৬) পরমাত্মার অংশ জীব দুই প্রকার—(১) সমষ্টি ও (২) ব্যষ্টি; নিখিলজীবাভিমানী বিরাট্ পুরুষই সমষ্টি এবং রশ্মি-পরমাণুস্থানীয় জীবই ব্যষ্টি। পক্ষান্তরে জীবাখ্য তটস্থাশক্তি অনন্ত হইলেও তাহাদের দুইটি বর্গ আছে, ভগবদুন্মুখ ও ভগবদ্‌বিমুখ। প্রথম—অন্তরঙ্গশক্তি-বিলাসের অনুগৃহীত নিত্যভগবৎপরিকর। দ্বিতীয়--ভগবৎ-পরাঙ্‌মুখ মায়া-পরাভূত সংসারী। **-ক** (হরি ৫।২১৬) [জীবতাদিতি অক] দীর্ঘজীবী। ২ (ভক্তি ১) ক্ষুদ্রজীব। ৩ (তত্ত্ব ৫ টী) জীব-গণের আধ্যাত্মিকাদি সুখ যাঁহা হইতে হয়, তিনি। **-কর্তৃত্ববাদ** (গোভা ১।১।১ টী) 'বিজ্ঞান (বিজ্ঞানময়-কোশাত্মক জীব) যজ্ঞ করে, এই জীবই দ্রষ্টা ও স্রষ্টা' ইত্যাদি বৈদিকবাক্যে আপাতদৃষ্টিতে জীবের স্বতঃকর্তৃত্ব-কল্পনা। **-কলা** (ভা ৩।২৯।৩৪) জীবান্তর্যামী—স্বামী, ২ জীবরূপী কলা—বি। ৩ (ভা ১১।২৭।২১) শ্রীনারায়ণমূর্ত্তি—স্বামী। **-কোশ** (চৈত ৪।২৩।১১) হৃদয়-গ্রন্থি—পুনঃ পুনঃ সংসরণোপভূত জীবত্ব। ২ (ভা ১০।৮২।৪৭) লিঙ্গ—স্বামী। ৩ জীবনের আচ্ছাদন-রূপ ভাবনা—জী। ৪ জীবনরূপী পদ্মের অন্তর্ভাগ—বি। ৫ সন্দেহ—বল। ৬ (কৃষ্ণ ১৭০) প্রপঞ্চ, ৭ জীবভাব—নাথ। **-ঘন** (রত্ন ১।৩৪) সর্বজীবাভিমানী ব্রহ্মা। **জীবচ্ছব** (ভগ ৪৮) চৈতন্যযোগে জীবন-বিশিষ্ট, স্বয়ং কিন্তু মৃত—জী।

জীবঞ্জীব (আচ ১।১২৩) চকোর পক্ষী।

জীব-তত্ত্ব——শঙ্কর-মতে——অবিদ্যো-পাধিক ভ্রান্ত 'ব্রহ্মই' জীব; যে পর্যন্ত আত্মার সহিত বুদ্ধির সংযোগ থাকে, সে পর্যন্তই জীবত্ব ও সং-সারিত্ব; বুদ্ধি-উপাধিহেতু পরিকল্পিত স্বরূপ ব্যতীত পরমার্থতঃ 'জীব' নামক কোন বস্তু নাই। ব্যাবহারিক স্তরেই জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন; জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, পরিচ্ছিন্ন ও অসংখ্য। পারমার্থিক স্তরে স্বয়ং ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নিগুর্ণ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, বিভু (শাঙ্কর ভাষ্য ২।৩।১৭, ২৯-৩০, ৪২; ১।১।৪, ১৪।১০)।

ভাস্কর-মতে—ব্রহ্মই জীবরূপে পরিণত, জীব সংসার-দশায় ব্রহ্মের অংশ, তাঁহার ভোক্তৃশক্তি, অণু; ইহা জীবের ঔপাধিক পরিণাম; জীব স্বাভাবিক অবস্থায় বিভু (ব্রহ্মসূত্রে ২।৩।২৯, ১৮); জীবের বহুত্ব ও ভোক্তৃত্ব ঔপাধিক; সংসারী দেহী জীবই কেবল ভোক্তা; প্রলয়কালীন জীব বা মুক্তাত্মা ভোক্তা নহে (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪০)।

রামানুজ-মতে—জীব 'বিশেষ্য'-রূপ পরমাত্মার 'বিশেষণ'-রূপ 'অংশ' (শ্রীভাষ্য ২।৩।৪৫); জীব ব্রহ্মের শরীর, এজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদনির্দেশ (ঐ ২।১।২৩); জীব—নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্ম-পরিণাম, জ্ঞান-স্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অসংখ্য ও অনন্ত; প্রকারে 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত'; মুক্ত আবার 'বদ্ধ'মুক্ত ও 'নিত্য'মুক্ত (ঐ ২।৩।১৭-১৯)।

মধ্ব-মতে—জীব পরতন্ত্রতত্ত্ব-মধ্যে চেতন-স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে নিত্যভিন্ন, সত্য, অনন্ত ও অণুপরিমাণ, শ্রীহরির নিত্য অনুচর; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ বদ্ধজীব (মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয় ১।৭০-৭১)। জীব বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।৩।৪৭, অণুভাষ্য ২।৩।৫)।

নিম্বার্ক-মতে—পরমাত্মার অংশ, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অংশাংশিভাব—ভেদাভেদ সম্বন্ধ (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪২); জীব-পরমাত্মায় স্বাভাবিক ভেদাভেদ; জীব জ্ঞান-স্বরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন;

জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানবান্, কর্ত্তা, ভোক্তা, অজ, নিত্য, অণু, বহু ও অনন্ত (ঐ ২।৩।৪৩-৪৪, ২।৩।১৮-১৯), বদ্ধ ও মুক্ত-ভেদে দ্বিবিধ (বেদান্তকামধেনু ১-২)।

শ্রীধর-স্বামিমতে—পরমার্থভূত বস্তুর অংশ (ভা ১।১।২)।

বল্লভ-মতে—বহুভবনেচ্ছু পরব্রহ্মের তিরোভূত-আনন্দাংশ 'চিদংশ' (তত্ত্বদীপনির্ণয় ১।২৭-৩০), নিত্য সত্য; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় বহু ও অনন্ত, উচ্চনীচ-ভাবাপন্ন, কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, আনন্দাংশের তিরোভাবহেতু মায়াবশ; অগ্ন্যংশ বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহের দাহকত্বহেতু অগ্নি-সংজ্ঞাবৎ জীবে প্রমাতৃত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি ভগবদ্ধর্ম-নিবন্ধন জীবের 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞা। ভগবৎকৃপায় জীবে তিরোভূত-আনন্দাংশের আবির্ভাব হইলে ব্যাপকতাধর্ম লাভ হয় অর্থাৎ কাষ্ঠে অগ্নি-প্রবেশের ন্যায় জীব ব্রহ্মাত্মক হয়। জীবের প্রতি লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হয়। (অণুভাষ্য ২।৩।২০, ৪৩-৪৫, ৪৮, ৫০। তত্ত্বদীপ-নির্ণয় ১।৫৩-৫৪)।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে—জীবাত্মাই জীব, মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবাত্ম-বিশিষ্ট দেহকে উপচারে জীব বলে। জীবাত্মা পরমাত্মারই শক্তি। 'জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্'। (চৈচ আদি ৭।১১৭)। পরমাত্মার স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির ন্যায় জীবশক্তিও একটি পৃথক্ শক্তি। জীব কিন্তু তটস্থাশক্তি—স্বরূপ বা মায়াশক্তিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট নহে। ইহার দুইটি বর্গ—একটি ভগবদুন্মুখী, অপরটি ভগবদ্‌বিমুখী। গীতায় (৭।৪-৫) মায়াকে 'অপরা' প্রকৃতি এবং জীবকে 'পরা' প্রকৃতি বলা হইয়াছে—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন যে জড়ত্বহেতু বহিরঙ্গা মায়াশক্তি অপরা বা অনুৎকৃষ্টা, আর চেতনত্ব-প্রযুক্ত তটস্থা জীবশক্তি 'পরা' বা উৎকৃষ্টা, সুতরাং জীবশক্তি চিদ্‌-রূপাই। জীবশক্তি পরমাত্মারই অংশভূত (গীতা ১৫।৭, ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪৩)। জীবাত্মাও জীবশক্তি-বিশিষ্ট ভগবানের অংশ—শুদ্ধ ভগবানের অংশ নহে (পরম ৩১)। জীবে স্বরূপশক্তির অভাব (ভগ ১০২)—'হ্লাদিনী স্বরূপভূতেতি যাবৎ সা সর্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব, ন তু জীবেষু' —এই বাক্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীবশক্তি শক্তিমান্ পরমাত্মায় অনু-প্রবিষ্ট (পরম ৩৪)। জীবাত্মা শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ—পৃথগ্‌ভূত অংশ, স্বাংশ ত নহেই, কোনও দিন হইবেও না; কেননা স্বাংশ স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ অংশীর ন্যায়, কিন্তু বিভিন্নাংশ স্বরূপে ও সামর্থ্যে সর্বথাই ক্ষুদ্রতম। চিৎকণ জীবের পরিমাণ অতিসূক্ষ্ম (পরম ৩৩), অণু। মুক্তির পূর্বে ও পরে সর্বদাই অণুত্ব থাকিবে। 'মুক্তগণও বিগ্রহ-ধারণে ভগবদ্‌ভজন করেন' (নৃসিংহপূর্বতাপনী ২।৪।১৬, ভগ ৭২)—এই বাক্য-প্রমাণে জীবের মুক্তিতেও চিৎকণত্বের অস্তিত্ব জানা যায়। জীব অনন্ত (পরম ৩৫) 'অনন্তসংখ্যা নিত্যাশ্চ'। জীবে ও ব্রহ্মে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ—চিদংশে জীব ও ব্রহ্মে অভিন্নতা হইলেও ব্রহ্ম—বিভু, জীব—অণু অর্থাৎ স্বরূপগত ভেদ স্থিরীকৃত হইল। আবার জগৎ-কর্তৃত্বাদি ব্রহ্মতত্ত্ব-ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি সম্ভবে না বলিয়া জীব ও ব্রহ্মে সামর্থ্যতঃ ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু পরমাত্মসন্দর্ভে জীবের আকৃতিপ্রকৃতি-গত লক্ষণ-প্রসঙ্গে শ্রীজামাতৃমুনির যে উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই "জীবাত্মা—দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর নহে; দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধিও নহে; জড় বা বিকারী নহে। জ্ঞানমাত্র-স্বরূপও নহে। জীবাত্মা—নিজসম্বন্ধে স্বপ্রকাশ, একরূপ, স্বরূপভাক্, চেতন, ব্যাপ্তিশীল, চিদা-নন্দাত্মক, অহমর্থ, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন, সূক্ষ্ম, নিত্যনির্মল এবং জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব তাহার নিজধর্ম। জীবাত্মা স্বভাবতঃই সর্বদা সর্বথা পরমাত্মার অধীন।" জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস হইলেও অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বৈমুখ্যহেতু 'নিত্যবদ্ধ' হইয়া পড়িয়াছে, এই বন্ধনের নিত্যতা আপেক্ষিক অর্থাৎ গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-প্রসাদে চৈতন্যলাভে ভজন করিলে মায়াপাশ-মুক্ত হইতে পারে। শুদ্ধ জীবের কর্তৃতাও পরমাত্মার অধীন - (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৩৩)। ঈশ্বর—প্রবর্ত্তক এবং জীব—প্রযোজ্য কর্তা। শঙ্করা-চার্যও বলিয়াছেন—'ঈশ্বরস্তু পর্জন্য-বদ্‌দ্রষ্টব্যঃ' (শারীরকভাষ্য ২।১।৩৪) জীব প্রাক্তন-কর্মানুসারে সৎ বা অসৎকর্ম করে, ভগবান্ তাহাতে শক্তিমাত্র দেন। জীবের এই স্বাতন্ত্র্য সীমাবদ্ধ, কেননা সে যে পূর্ণ স্বতন্ত্র

ভগবানের অণুঅংশমাত্র। এই অণু-স্বাতন্ত্র্যই জীবকে ঈশ্বর-প্রদত্ত কর্ম-শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করায়। নিত্যবদ্ধ অনাদি-বহির্মুখ হইলেও জীব মহতের কৃপায় বা সঙ্গে ভক্তিলাভে চরম-কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ (চৈচ মধ্য ৬।১৬২-৬৩, ২০।১০৮-৯)। বিশ্বনাথ-মতে—বদ্ধ, মুক্ত, সিদ্ধভক্ত ও নিত্যপার্ষদ-ভেদে চতুর্বিধ (ভা ১০। ৮৭।৩২)। বলদেব-মতে পরমাত্মার অংশ, 'ভগবদ্দাস'। স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও কর্ম ও সাধনানুসারে 'ভিন্ন'; মুক্তজীবগণও ভক্তির তারতম্যে পরস্পর ভিন্ন; নিত্যমুক্ত, বদ্ধমুক্ত ও বদ্ধ-ভেদে ত্রিবিধ (বেদান্তস্যমন্তক ৩)। **-ধর্ম** (সি ১।২৩) ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটি দোষ। **-ধানী** (ভা ৩।১৩।৩২) জীবের আধার—স্বামী। [২ পৃথিবী]।

জীবন (আচ ১।৫৮) প্রাণ, ২ জল। ৩ (হ ১।২২৭-৮) মন্ত্রাক্ষর-সমূহকে প্রণবান্তরিত করিয়া জপ। ৪ (গীতা ৭।৯) আয়ুঃ, [৫ জীবিকা, ৬ প্রাণধারণ]। **-দায়ী** (লনা ৯।৫৫) প্রাণরক্ষক, ২ জল-দাতা। **-নাথ** (বিনা ৭।৩০) জলাধিপ বরুণ, ২ প্রাণনাথ, ৩ শ্রীকৃষ্ণ। **-নিধি** (মাম ৩।১৭) প্রাণনাথ, ২ সমুদ্র। **জীবনী** (গোলী ১১।৮৭) জীবনোপায়।

জীবন্মুক্ত (প্রীতি ৭৩) প্রীতির প্রকট উদয়াবস্থার আরম্ভ হইতে তৎপরবর্তী সকল অবস্থার সাধক। 'প্রীত্যাবির্ভাব-ক্রম' শব্দ দ্রষ্টব্য। (সিন্ধু ১।২।১৮৭) যিনি কায়মনোবাক্যে 'আমি শ্রীহরির দাস হইব'—এইরূপ স্পৃহা, এবং চেষ্টা বহন করিতেছেন—তিনি সর্বাবস্থাতেই জীবন্মুক্ত। (হয় ১। ৪।৩) বিষ্ণু—জড় জগৎ হইতে ভিন্ন, এই বস্তুতত্ত্ব যিনি অবধারণ করিয়াছেন—তিনিই জীবন্মুক্ত। **জীবন্মুক্তি** (সিন্ধু ৩।১।২৫) স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আবেশ-রাহিত্য—জী। ২ (প্রীতি ৩) মায়াবদ্ধ জীবের মায়াসম্বন্ধ যদি তাহার জীবদ্দশাতেই তিরোহিত হয়, তবে সেই দশাকে 'জীবন্মুক্তি' বলে। জীবের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার ঘটিলে দেহ-দৈহিক বস্তুতে অহঙ্কার ও মমতাদি বুদ্ধি অন্তর্ধান করে; জীবের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে অনুপ্রবিষ্ট,ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অর্থাৎ ব্রহ্মানুভব হইলে মায়াতীত আনন্দময় ব্রহ্মবৎ জীব-স্বরূপকেও মায়াতীত ও আনন্দময় বলিয়া প্রতীত করায়। অল্পানন্দ ও অণুচৈতন্য জীব তখন ভূমানন্দ ও বিভুচৈতন্যের সাক্ষাৎকার করিয়া প্রচুর আনন্দ ও বিজ্ঞান-সম্পন্ন হয়। ইহাই প্রকৃত জীবন্মুক্তি। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেও পরমাত্মার এবং ভগবানের সাক্ষাৎকারে উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যাধিক্যও ধর্তব্য। জীবন্মুক্ত অনভিনিবেশেই প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করেন।

জীবন্মুক্তের বন্ধন (ভক্তি ১১০, প্রীতি ৩৫) জীবন্মুক্তগণও যদি অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি শ্রীভগবানে অপরাধী হন, তবে কর্মরাশিদ্বারা পুনরায় বন্ধন-প্রাপ্ত হন।

জীবন্মৃত (ভক্তি ৪০) ভগবদ্ভক্তের চরণরেণুলাভে বঞ্চিত মরণধর্মা মনুষ্য।

জীব-ন্যাস (ভচ ১।২২) শ্রীঅর্চাবিগ্রহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। °**ভূত** (গীতা ৭।৫) জীবস্বরূপ, ২ (গীতা ১৫।৭) অবিদ্যা-দ্বারা সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ—স্বামী। **-ভেদ** (ভক্তি ১) অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বহির্মুখ 'নিত্যবদ্ধ' এবং শ্রীভগবানে নিত্য উন্মুখ—নিত্যমুক্ত। **-মন্দির** (হ ৫।২৫৮) ভগবদধিষ্ঠান। [২ শরীর]। **-মায়া** (ভগ ১৭) সৃষ্টির কারণরূপা প্রকৃতির নিমিত্তাংশ। নিমিত্ত-শক্তির দুই বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা, উহারা জীব-বিষয়ক বলিয়া নিমিত্তাংশকে জীবমায়া বলা হয়। জীবগতা বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই ভগবানের মায়াখ্য-শক্তিদ্বারা জীবের মোক্ষ ও বন্ধের হেতু। শ্রী (জগৎপালন-শক্তি), ভূ (জগৎ-সৃষ্টিশক্তি) ও দুর্গা (জগৎপ্রলয়-শক্তি)—এই তিনরূপে কার্যাবস্থায় জৈবী মায়া ব্যক্ত হয়—(ভগ ২২)। **-যোনি** (ভা ৩।৯।২০) সজীব প্রাণী। ২ (ভা ১১।২৬।২) জীবোপাধি অর্থাৎ লিঙ্গশরীর—স্বামী। **-লয়** (ভা ১।১০।২১ টী) জীবোপাধিভূত সত্ত্বাদি-শক্তির লয়—স্বামী। **-শক্তি** (চৈচ মধ্য ২০।১১১) তটস্থা, ক্ষেত্রজ্ঞা; জীবশক্তি-বিশিষ্ট পরমাত্মার অংশ। **-সংজ্ঞ** (ভা ৬।৫।১১) লিঙ্গশরীর—স্বামী। **-সংজ্ঞিত** (চৈত ৪।২৪।২৮) পুরুষ। ২ জীবশক্তি—বি। **-সখা** (চৈ ভা অন্ত্য ১।২২৮) পরমাত্মা। **-স্থান** (ভা ৬।১৬।৫৪) জীবের উপাধি বুদ্ধির অবস্থা—স্বামী। [২ মর্মস্থান]

জীবাতু (বিনা ২।৪৬) জীবনধারণের উপায়।

জীবাত্ম-পরমাত্মযোগ (প্রীতি ৫) জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র স্থিতি-ভাবনাদ্বারা অত্যন্ত সংযোগ ঘটিলে জীবাত্মারও তখন সর্বাত্মতা-লাভ হয়, যেহেতু তাহাতে জীবাত্ম-পরমাত্মার অভেদপ্রাপ্তি ঘটে। এই যোগ অনশ্বর, যেহেতু তাহা জ্ঞানলাভের পরেই সম্ভাবিত হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মার ও পরমাত্মার সহিত এই যোগই সাধ্যবস্তু হউক—এই পূর্ব-পক্ষের **উত্তর** দিতেছেন—না, তাহা হইতে পারে না। জীবলক্ষণ এক বস্তু, পরমাত্মলক্ষণ ভিন্ন-বস্তুতা প্রাপ্তি করিতে পারিবে না, সুতরাং মহা-তেজঃপ্রবিষ্ট ক্ষুদ্রতেজোবৎ পর-মাত্মায় প্রবিষ্ট জীবাত্মার অত্যন্ত সংযোগ ও অভেদ প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া ঐ যোগ পরমার্থভূত নহে।

জীবাপত্তি (ভা ৩।৩৩।২৬) জীবভাব —স্বামী। ২ জীবের আপদ্রূপা অবিদ্যা—বি।

জীবাশয় (ভা ১১।১২।২২) ঈশ্বর-ব্যবধায়ক ভয়সঙ্কুল সংসার—জী। ২ (চৈত ১১।১২।২৪) জীবকোশ। ৩ (আচ ১৩।১৩৩) শরীর।

জীবিতেশ (সাকৌ ৭।৭) যম, ২ প্রাণনাথ।

জীবের তাটস্থ্য (পরম ৩৬) জীব যখন ঈশ্বরের শক্তি, তখন তাঁহার সহিত অভিন্ন হইবে না কেন? **উত্তর**—জীব শক্তি হইলেও ভিন্ন, যেহেতু উহা তটস্থা শক্তি। 'তটস্থা' শব্দে মায়াশক্তির অতীতত্ব এবং অবিদ্যা-পরাভবরূপ দোষে পরমাত্মার সহিতও সংলেপ-হীনতাই ধ্বনিত। ('জীবতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য)।

জীবের দুঃখ (প্রীতি ১) জীব শ্রীভগ-বানের অংশ এবং নিত্য দাস হইলেও শ্রীভগবৎজ্ঞানের প্রাগভাব-প্রযুক্ত তদীয় মায়াদ্বারা পরাভূত হইয়া নিজস্বরূপজ্ঞান হারাইয়া মায়া-কল্পিত দেহাদি-উপাধিতে আবেশ করিয়া অনাদিকাল হইতে সংসারদুঃখ ভোগ করে।

জীব্য (চৈ ভা মধ্য ১৭।৯১) জীবন-ধারোণোপযোগী বস্তু; জীবিকা, অন্নাদি।

জুগুপ্সা (সিন্ধু ২।৫।১১) ঘৃণাস্পদ বস্তুর অনুভাব-জাত চিত্ত-সঙ্কোচ। ইহাতে নিষ্ঠীবন, মুখবক্রতা এবং দোষ-কীর্ত্তনাদি প্রকাশিত হয়।

জুগুপ্সিত (ভা ১০।২৬।২) অযোগ্য, ২ নিন্দনীয়—সনা।

জুট্ (উ ৫।৫) প্রীতি।

জুমর (হরি ২।৯৩) জুমর নন্দী জনৈক বিখ্যাত বৈয়াকরণ। ইনি সংক্ষিপ্ত-সারের বৃত্তিকার। প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐ সংক্ষিপ্তসারের '**রসবতী**'-বৃত্তি সূত্রকার ক্রমদীশ্বরেরই রচনা। রাজাধিরাজ জুমর-কর্ত্তৃক উহা পরিশোধিত হইয়া উত্তর কালে 'জৌমরবৃত্তি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। '**ধাতুমালায়**' ইনি লিখিয়াছেন যে প্রথমতঃ মহেশই চতুর্দশ প্রত্যাহার-সূত্রের ন্যায় ধাতুসমূহও নিরূপণ করিয়াছেন।

জুষ্ট (চৈত ১০।২১।৭) প্রীত, ২ সেবিত। **জুষ্য** (হরি ৫।১৭৮) প্রেমার্হ, ২ সেব্য।

জুহূ (রাধা ৮৫) যজ্ঞপাত্র-বিশেষ।

জূ (হরি ৫।৩৬২) [জূ গতৌ জূ + ক্বিপ্] আকাশ, ২ সরস্বতী, ৩ ভূতযোনি, ৪ গতি, ৫ বেগ, ৬ বায়ুমণ্ডল। ৭ (হরি ৫।২৮২) [জ্বর রোগে+ক্বিপ] জ্বর।

জূট (গোলী ৪।১৬) একত্রীকৃত। ২ (মালা গোবিন্দ ২২) জটা, ৩ সমূহ। **জূটিত** (সিন্ধু ৩।৪।১৩) রচনা-বিশেষে বদ্ধ—বি।

জূতি (গোচ পূর্ব্ব ৩৩।২৫২) বেগ, ২ গতি। **জূর্ণি** (হরি ৫।৪৪১) [জ্বর+ক্তি] বেগ, ২ শরীর, ৩ সূর্য, ৪ ব্রহ্মা। **জূর্ত্তি** (গোচ উত্তর ৩২।৭৩) [জৄ+ক্তিন্] জীর্ণতা ২ পীড়া। ৩ জ্বরা।

জৃম্ভ (স্তব ১৭।১৬) প্রকাশ। **জৃম্ভণ** (গোচ উত্তর ৩০।২৩) বিকাশন, ২ (উ১১।৭৫) অস্ত্রবিশেষ, ৩ মুখবিকাশ।

জৃম্ভা (অকৌ ৮।৩৬) প্রফুল্লতা, ২ (স্তব ২১।১৫) প্রকাশ, ৩ (উ ১১।৭৫) মুখবিকাশ। **জৃম্ভিত** (বৃভা ২।২।২১৬) প্রকাশিত, বিকসিত, ২ প্রবৃদ্ধ।

জেঘ্নীয়মান (গোচ উত্তর ৪।৬২) পুনঃ পুনঃ হিংসাকারী।

জেমন (গোচ পূর্ব ১৩।১১৩) [জিম+ল্যুট্] আহার।

জৈগীষব্য (ভা ৯।২১।২৬) ঋষি, ইঁহার উপদেশে রাজা বিষ্বক্সেন যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

জৈত্র (বৃ ১১।৬৬) বিজয়ী। ২ (ভা ১০।৭১।১২) শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-স্থিত সেবক।

জৈন (স্তব ১৭।৪) বুদ্ধ, ২ জয়-প্রতিপাদক। ৩ আর্হত। **-দীক্ষা** (উ ১৫।২২৯) নগ্নতা। **-মত** (গোভা ২।২৩৩—৩৬) 'সপ্তভঙ্গী নয়' দ্রষ্টব্য।

জৈমিনি (ভা ১০।৭৪।৮) কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শিষ্য আচার্য্য মুনি। জৈমিনি ব্যাসের নিকট সামবেদ ও মহাভারত

অধ্যয়ন করেন। ইনি পূর্বমীমাংসা ও ভারত-শাস্ত্র রচনা করেন, জৈমিনি-দর্শন ও জৈমিনি-ভারত আখ্যায় তাহারা প্রসিদ্ধ। (বৃভা ১।১।১২) ভগবদ্ভক্তি-তাৎপর্যোদ্দেশ্যে কর্ম-প্রাধান্যবাদী, ভক্তিমার্গোপদেষ্টা এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যাতিশয়-বক্তা মহামুনি।

জৈবলি (গোভা ১।১।২২) ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত (১।৯) প্রবাহণ ঋষি। মহর্ষি জীবলের পুত্র। শালাবত্য ও চৈকিতায়ন ঋষিদ্বয়ের ব্রহ্মবিচারে ইনি মধ্যস্থ ছিলেন।

জৈবাতৃক (মাম ৯।৫৪) চন্দ্র, ২ দীর্ঘায়ু। ৩ কর্পূর, ৪ ঔষধ।

জৈহ্ম্য (সিন্ধু ২।৪।১২১) মতি-কৌটিল্য।

জোষ (আচ ১৪।১৩৭) সেবা, ২ প্রীতি, ৩ (ভা ১০।১৪।৪০) বিকাশ। **জোষক** (গৌবি ৪৩) প্রীতিপূর্বক সেবাকারী। **জোষণ** (ভা ৩।২৫।২৫) প্রীতিপূর্বক আস্বাদন। **জোষম্** (মাম ১।৪৭) [ব্য] নীরবে, ২ সুখে। **জোষ্য** (ভা ১০।১০।৮) প্রিয় বিষয়।

জোহ (হরি ৬।১০১) দাস, ২ ক্ষার।

জ্ঞ (গোলী ২।৪৪) পণ্ডিত, বিদগ্ধ, ২ (চৈকা ১৯।৩৩) তত্ত্বদর্শী। ৩ (হ ১৫।৩২৮) বুধবার। ৪ (হরি ৫।২০৪) ব্রহ্মা। **জ্ঞকা** (হরি ৭।৬৪) জ্ঞাতার স্ত্রী।

জ্ঞপ্ত (গোচ পূর্ব ২।১০১) [জ্ঞপি জ্ঞাপনে+ক্ত] বিজ্ঞাপিত। **জ্ঞপ্তি** (ভা ১০।৮৯।২) জ্ঞাপন।

জ্ঞাতি (ভা ১০।৫৮।৯) বান্ধব—স্বামী। **জ্ঞাতেয়** (হরি ৭।৮৪৩) জ্ঞাতিত্ব।

জ্ঞান (ভা২।৯।৩০) শব্দদ্বারা যাথার্থ্য-নির্ধারণ—জী। ২ মোক্ষবিষয়িণী বুদ্ধি—শ্রীনি। ৩ (রত্ন ৬।৪৬) সার্বজ্ঞ্য—বল। ৪ (ভা ৬।১৬।৫৮) শাস্ত্রোত্থ বোধ—স্বামী। ৫ (মুক্তা ১৩।৪৭) শাস্ত্রে বিবেচনাশক্তি—কৈ। ৬ (ভা ১১।২০।৩১) ভগবদনুভব—বি। ৭ (বৃভা ২।৩।১৩৬) বিবেক। ৮ (ভক্তি ২২) অধ্যাত্মশাস্ত্র। ৯ (গীতা ৫।১৬) বিদ্যাশক্তি। ১০ (ভা ১০।৮৪।৫১) মন্ত্র—স্বামী। ১১ (গীতা ১৪।১) [জ্ঞায়তেঽনেনেতি] উপদেশ—স্বামী। ১২ (ভা ১১।২২।১৮) [জানাতীতি] দ্রষ্টা জীব—স্বামী। ১৩ (সস ভগ ১০) যাহা দ্বারা বাসুদেবকে পরোক্ষবৃত্তিতে জানিতে পারা যায়, সাক্ষাৎ করা যায় এবং নিঃশেষরূপে অবিদ্যানিবৃত্তিবশতঃ তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান বা পরাবিদ্যা। **-কর্মন্যাস** (গীতা ২) ফলকামনা-রহিত হইয়া শ্রীভগবানে কর্মার্পণ করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। তখন সর্বত্র ব্রহ্মভাব দর্শন করত তাহাতেই সমাধি-লাভ হয়। **-কর্মাদ্যনাবৃত** (সিন্ধু ১।১।১১) [উত্তমা ভক্তির তটস্থ লক্ষণ।] জ্ঞান বলিতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান, কিন্তু ভজনীয় তত্ত্বের অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান নিত্যই অপেক্ষণীয়। কর্ম—স্মার্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি, কিন্তু ভজনীয় বস্তুর পরিচর্যাদি কর্মময় হইলেও শ্রীকৃষ্ণানুশীলনাত্মক বলিয়া সমাদর করিবে। উত্তমা ভক্তিতে এইরূপ (অভেদ) জ্ঞান, (স্মার্ত) কর্ম, ফল্গুবৈরাগ্য, যোগ, আলস্য প্রভৃতি ত্যাজ্য। 'অনাবৃত'-পদে ভক্তির আবরক জ্ঞান-কর্মাদিই নিষিদ্ধ বুঝায়, সুতরাং শুদ্ধভক্তির আবরণ না করিলে তাহা তাহাই অভিপ্রেত। বিধি-শাসনে নিত্যকর্মের অকরণে প্রত্যবায়-ভয়ে এবং ইষ্টপ্রাপ্তির সাধন-রূপে ভক্ত্যাদিতে শ্রদ্ধাভরে প্রবৃত্তি—এই দুইই শুদ্ধা ভক্তির বাধক। **-কাণ্ড** (রত্ন৪।১৩) বেদের উপনিষদ্ভাগ—ইহাতে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক গুহ্য কথা বর্ণিত হইয়াছে। **-খল** (সি ১।২৩) যিনি স্বাবগত অর্থসকলও শিষ্যের নিকটে প্রকাশ করেন না। **-গম্য** (রত্ন ৭।২১) জ্ঞানগোচর। **-গুহা** (ভা ৩।২৬।৫) জ্ঞানাবরিকা—স্বামী, ২ অবিদ্যাবৃত্তি—জী। **-পথ** (ভা ৬।৪।৩৪) উপাসনামার্গ—স্বামী। **-ভক্ত** (বৃভা ২।১।১৬) জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযুক্ত, যেমন শ্রীভরতাদি। এস্থলে 'জ্ঞান'-পদে মোক্ষ-তুচ্ছতাকারী শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-ভক্তিমহিমাদিজ্ঞানই বাচ্য। ভক্তি—নববিধা অথবা সেবা। **-ভেদ** (প্রীতি ৬২) সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে তিনপ্রকার জ্ঞান—(১) সাত্ত্বিক-জ্ঞান—কৈবল্য অর্থাৎ শুদ্ধজীব হইতে ভিন্ন নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান, (২) বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদি-বিষয়ক জ্ঞান—রাজস, (৩) প্রাকৃত আহার-বিহারাদির জ্ঞান—তামস। এতদ্ ব্যতীত পরমেশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানকে (৪) নির্গুণ কহে। **-ময়** (কৃষ্ণ ১৫৯) নানাবিদ্যা-বিদগ্ধ। ২ (ভা ১০।৪৭।৩১) জীবেশ্বর-ভক্ত্যাদি-তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ—সনা। ৩ জ্ঞানবান্—বি। ৪ চিদেকস্বরূপ

—বল। **-মার্গ** (চৈচ আদি ২।১৩) নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক সাধন-পথ। **-মিশ্রা ভক্তি** (ভক্তি ৭১, ২৩০) কৈবল্য-কামা, সঙ্গসিদ্ধা, সকৈতবা ভক্তি। **-মুদ্রা** (সিন্ধু ৩। ১২৪) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সংযোগ—জী। **-যজ্ঞ** (ভা ১০।৪০।৬) সমাধি —স্বামী। ২ (গীতা ৯।১৫) সমস্ত জগৎকে বাসুদেবময় দর্শন। ইহা ত্রিবিধ—অহংগ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা এবং বিশ্বরূপোপাসনা। **-যোগ** (গীতা ৩।৩) ধ্যানাদিদ্বারা ব্রহ্মপরতা। **-লব-দুর্বিদগ্ধ** (ভক্তি ১৫৪) প্রকৃত জ্ঞান না থাকিলেও জ্ঞানলেশ-লাভেই উদ্ধত ও দাম্ভিক—ইহারা অচিকিৎস্য বলিয়া ভক্তগণ-কর্তৃক উপেক্ষিত হয়। **-বান্** (গীতা ১০।৩৮) তত্ত্বজ্ঞ। **-বিজ্ঞান** (ভা ১২।৬।৭) জ্ঞান --ভগবদ্‌বিষয়ক শাব্দবোধ এবং বিজ্ঞান —ভগবদৈশ্বর্যমাধুর্যাদির অনুভব—বি। **-বিজ্ঞানযোগ** (গীতা ৭) ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটি 'অপরা' প্রকৃতি, ইহা হইতে ভিন্ন জীবশক্তি-নামে ভগবানের আর একটি 'পরা' প্রকৃতি আছে। এই দুই প্রকৃতি হইতেই ভগবদিচ্ছায় জগতের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ পুরুষোত্তমই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ —সমস্ত বিশ্ব তাঁহাতেই অবস্থান করে, তিনি সকল বস্তুর প্রাণ—তাঁহার ইচ্ছাতেই প্রকৃতি পরিচালিতা হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব-সমূহ প্রকৃতির গুণকার্য, তিনি কিন্তু সেইসব গুণ হইতে সর্বথা স্বতন্ত্র—গুণময়ী মায়া তাঁহারই শক্তি—একমাত্র তাঁহারই শরণ-গ্রহণে সেই মায়া অতিক্রম করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে কেবলাভক্তিই তাঁহার পাদপদ্মের উপলব্ধি করায়। **-বিশেষ** (রত্ন ১৩২) ভক্তি। **-বৈরাগ্য** (সিন্ধু ১।২।২৪৮—৫১) জ্ঞানশব্দে—ত্বম্পদার্থবিষয়ক, তৎপদার্থ-বিষয়ক ও ও উভয়ের ঐক্য-বিষয়ক ব্রহ্মজ্ঞানই লক্ষ্য। বৈরাগ্যও ব্রহ্মজ্ঞানোপ-যোগিই বাচ্য। জ্ঞান ও বৈরাগ্য যথাক্রমে ঐক্যবিষয় ও ভক্তিবিরোধ ত্যাগ করিলে ভক্তিমার্গে (অন্যাবেশ-পরিত্যাগমাত্রেই) যৎসামান্য উপ-যোগী হইতে পারে। ভক্তিমার্গে প্রবেশ হইলে ইহাদের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু ইহারা চিত্তকে কঠিন করে। **-শক্তি** (গোভা ১।১।১) সম্বিৎ। ২ (ভগ ১৬) মহদাদি। **-শূন্যা ভক্তি** (চৈচ মধ্য ৮।৬৬) জ্ঞানাপেক্ষা-রহিত স্বরূপসিদ্ধা অকিঞ্চনা ভক্তি। **-শোধন** (বৃভা ২।২।২০৫) অদ্বৈতাত্মতত্ত্ব-বোধাদি ত্যাগপূর্বক কেবল ভগবদীয় আত্ম-তত্ত্বমনন করত শ্রীভগবদ্ভক্তির মহিমাদি নির্ধারণ করিলে জ্ঞান শোধিত হয়। **-সিন্ধু** (প্র ১।৭) মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সপ্তম অধস্তন গুরু।

জ্ঞানা (হ ৫।১৪০) পীঠন্যাসে প্রোক্ত নব শক্তির তৃতীয়া।

জ্ঞানাপবাদ (হ ১১।৭৫১) শাস্ত্র-খণ্ডন, ২ শাস্ত্র-নিন্দা।

জ্ঞানাভ্যাস (চন্দ্রা ১১৩) নির্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান।

জ্ঞানামৃত (ভা ১০।২০।৩৬) ভক্তি-মাহাত্ম্য—সনা। ২ ভগবত্তত্ত্বোপ-দেশ—বি।

জ্ঞানিচর (সিন্ধু ৩।২।২৬) শৌনক-প্রমুখ মুনিগণ—যাঁহারা মুমুক্ষা ত্যাগ-করত শ্রীহরির আশ্রয় করিয়াছেন।

জ্ঞানী (সস ভগ ১০) অশুদ্ধ জীব, ২ জ্ঞানবান্, ৩ শুদ্ধজীব, ৪ সৃষ্ট্যাদি-বিদ্যানিধি পরমেশ্বর। ৫ আব্রহ্ম-স্তম্বপর্যন্ত যাবতীয় জীব, ৬ বিদ্বান্। ৭ (প্রেচ ৬।১৯) নির্বেদ-ব্রহ্মানু-সন্ধিৎসু।

জ্ঞাপক (হরি ২।১০০) জ্ঞান-জনক, বোধক। **জ্ঞিকা** (হরি ৭।৮২) জ্ঞাতার স্ত্রী। **জ্ঞীপ্‌সা** (গোচ উত্তর ৩০।৩৩) জানিবার ইচ্ছা। **জ্ঞেয়** (গীতা ১৩।১৮) রূপাদি আকারে পরিণত, ২ (গীতা ১৮।১৮) অভীষ্ট-লাভের জন্য বিহিত কর্ম—স্বামী। ৩ বোদ্ধব্য, ৪ ব্রহ্ম।

জ্যানি (হরি ৫।৪৪১) [জ্যা বয়ো-হানৌ+ক্তি] জরা, ২ জীর্ণতা।

জ্যামঘ (ভা ৯।২৩।৩৫) সোম-বংশ্য রুচকের পুত্র।

জ্যেষ্ঠ (সস তত্ত্ব ৯) প্রাথমিক। [২ অতিবৃদ্ধ, ৩ প্রশস্ত, ৪ অগ্রজ-ভ্রাতা] **জ্যেষ্ঠা** (ভা ১।১৭।৩২) কলির ভার্যা অলক্ষ্মী। ২ (বিনা ৫।২৯) প্রধানা, ৩ অষ্টাদশ নক্ষত্র। ৪ (মুক্তা ৯৭) শ্রীরাধার সখী।

জ্যোক্ [ব্য] এক্ষণে, ২ প্রশ্নে, ৩ শীঘ্রে।

জ্যোতিঃ (ভা ১০।৩।২৪) চেতন—স্বামী। ২ স্বপ্রকাশ চৈতন্য—জী। ৩ (ভা ৯।১৮।১২) ব্রহ্মা। ৪ (গোভা ১।১।২৪) আদিত্যাদির তেজঃ। ৫ (হ ১১।৬৯৪) প্রদীপ। ৬ (হ ৮।৫১) জ্ঞান। **জ্যোতিরনীক** (ভা ২।১।২৮) স্বর্গ। ২ (ভা ৫।২৩।

৪) জ্যোতিশ্চক্র—বি। **জ্যোতি-রয়ন** (ভা ১০।৮।৫) গ্রহাদির জ্ঞাপক জ্যোতিঃশাস্ত্র—বি। **জ্যোতিরিঙ্গণ** (গোচ উত্তর ২১।২৮) খদ্যোত। **জ্যোতির্ধাম** (ভা ৮।১।২৮) তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষির একতম। **জ্যোতির্বলয়** (গোচ পূর্ব ১১।৩১) সূর্য। **জ্যোতিশ্চক্র** (আচ ১।২২) প্রকাশ মণ্ডল, ২ সুদর্শন-নামক চক্র। ৩ (ভা ১০।৮।৩৮) স্বর্লোক—স্বামী। **জ্যোতিষরায়**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের অবকাশ ও ধূপের সময়াদি-নিরূপক সেবক। **জ্যোতিষ্টোম** (সিটী ১।২৪) স্বনামখ্যাত অতিরাত্র যজ্ঞ। **জ্যোতিষ্পাশ** (হরি ৬।৩২৭) নিন্দনীয় জ্যোতিষী। **জ্যোতিষ্মান্** (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থ পর্বত। **জ্যোতিস্** (ভা ১২।৪।৩৬) চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্ক—স্বামী। **জ্যোতীরূপ** (সভা ১।৪৪) চৈতন্য বিগ্রহ। ২ (ব্র ৪) স্বপ্রকাশ।

জ্যোৎস্না (হ ২।৬৩) চন্দ্রের একাদশ কলা। ২ চন্দ্রিকা।

জ্যোৎস্নাভিসারিকা (উ ৫।৭৪) শুক্লপক্ষে শুভ্র-বসন-ভূষণে সজ্জিতা অভিসারিণী। **°মোক্ষণ** (স্তব ৫।৪) গোবর্ধনের নিকটবর্তী সরোবর। **-বান্** (ভা ৪।২১।২৭) কান্তিযুক্ত।

জ্যোৎস্নিকা (গোলী ৩।৭১) ঝিঙ্গা।

জ্যোৎস্নী (গোলী ২১।৪৪) লতা-বিশেষ। ২ (গোলী ২।৯২) চন্দ্রিকাযুক্তা রাত্রি। ৩ (রতি ২। ২৪) শুক্লপক্ষে অভিসারিণী।

জ্যৌতিষ (হরি ৭।৩৪৬) জ্যোতিঃ-শাস্ত্রবেত্তা।

জ্যৌৎস্ন (হরি ৭।৯৪৪) [জ্যোৎস্না +অণ্] জ্যোৎস্নাযুক্ত।

জ্বর (ভা ১০।৫২।৩২) চিন্তাসন্তাপ—জী। ২ (ভা ১০।৬৩.২২) ত্রিপাদ, ত্রিমস্তক, ষড়্ভুজ, নব-লোচন, ভস্ম-প্রহরণ—শিব-সৃষ্ট এবম্বিধ জ্বর-মূর্তি। **জ্বরিত** (গোচ উত্তর ১৯।৫৭) উত্তপ্ত। ২ জ্বরযুক্ত।

জ্বল (গোচ পূর্ব ২৫।১৩) জ্বলন। ২ দীপ্তিযুক্ত। **জ্বলন** (উ ১৩।১১) অগ্নি। ২ (হরি ৫।৩৩৬) সঞ্চারশীল। ৩ চিত্রকবৃক্ষ। **জ্বলনী** (হ ২।৫৮) অগ্নির কলাবিশেষ। **জ্বলিত** (সিন্ধু ২।৩।৭৩) দুই তিনটি সাত্ত্বিক ভাব যুগপৎ উদিত হইয়া কষ্টে গোপন রাখা গেলে তাহাদিগকে 'জ্বলিত' বলে। [২ দগ্ধ, ৩ দীপ্ত]। **জ্বাল**—অগ্নিশিখা ২ দীপ্তি ; ৩ দীপ্তিযুক্ত। **জ্বালা** (বিনা ২।৩৬) অগ্নিশিখা। ২ দীপ্তি।

জ্বালাবান্ (গৌক্ল ৮।১৬) অগ্নি।

জ্বালিনী (হ ২।৬০) সূর্যের কলা-বিশেষ। ২ (হ ২।৫৮) অগ্নির কলা।

জ্বালী (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) অগ্নি। [২ দীপ্তিযুক্ত, ৩ শিব]।

ঝ এ৩

ঝগতি [ব্য] তৎক্ষণাৎ।

ঝঙ্কার (রত্না ৫।২৯৭৫) তালবিশেষ। [২ ভ্রমরাদির শব্দ]। **ঝঙ্কৃতি** (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) অব্যক্ত মধুর ধ্বনি।

ঝঞ্ঝা (গোবি ৪৪) সবৃষ্টি বায়ু। ২ ধ্বনি-বিশেষ। **ঝঞ্ঝাবাত** (চৈচ-আদি ১৬।৪৩) ঝড়।

ঝটিতি [ব্য] শীঘ্র।

ঝম্পা (গোবি ৫৬) সম্পাত-পটুতা। -ক, **ঝম্পী**—বানর।

ঝর (গোচ পূর্ব ৪।১১) প্রবাহ। ২ (দা ১৩) নির্ঝর। **ঝরী** (মালা উৎ° ১৬) নির্ঝর। **ঝর্ঝরিকা** (ভাবনা ৪।১) জলপাত্র। **ঝর্ঝরী** স্তব ২২।৭৪) ভৃঙ্গার ২ ঝাঁজনামক বাদ্যভেদ। [৩ শিব]।

ঝলৎকার (লনা ৩।২৬) প্রচণ্ড শিখা।

ঝল্লরী (গোলী ১।১৫) বাদ্যবিশেষ। ২ (হ ৮।২৩৫) ঝালর।

ঝল্লী (গোবি ৬০) সমূহ।

ঝল্লীষক (হব ২।৮৯।৬৮) নিষাদ-ঋষভাদি-সপ্তস্বরযুক্ত বাদ্যবিশেষ—নীল। [২ নৃত্যভেদ]।

ঝষ (গোলী ২১।৪৫) মৎস্য, ২ বন, বৃক্ষবিশেষ। ৩ মকর।

ঝষকেতন (মাম ২।২) কামদেব, ২ মৎস্যরূপ চিহ্ন। **ঝষকেতু, ঝষরাজ** (ভা ৮।১৮।২) মকর। **ঝষাঙ্ক** (সিন্ধু ৩।২।১৬৮) প্রদ্যুম্ন। ২ কন্দর্প।

ঝষোদরী—ব্যাসমাতা সত্যবতী, মৎস্যগন্ধা।

ঝাঞ্জপিটা মঠ—শ্রীক্ষেত্রে কুণ্টেই-

বেণ্টসাহি পল্লীতে অবস্থিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মঠ। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পূর্বে এই স্থানে তত্রত্য বালকগণকে লইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করেন এবং পরে শ্রীঠাকুরমহাশয়ও এস্থানদর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

ঝাঝ´র, ঝাঝ´রিক (হরি ৭।৬৫৪) ঝঝ´র-বাদ্যশিল্পী।

ঝিঙ্গাক—ঝিঙ্গা।

ঝিল্লি, ঝিল্লী (গোচ উত্তর ৩৭।৮৮), (গোবি ৬০) ঝিঁঝিপোকা।

ঝুমরি—রাগিণীবিশেষ।

ঞ—গায়ন, ২ ঘর্ঘরধ্বনি, ৩ বৃষ, ৪ শুক্র।

ঞোঙূয়া (গৌবি ১১৪) অতিশব্দ।

ঞোঙূয়িত (গোবি ১১৩) [ঞোঙু শব্দে—যঙ্, কর্মণি যক্] পুনঃ পুনঃ বাদিত।

ট ঠ ড ঢ ণ

টঙ্ক (ভা ১০।৩৩।১৫) [টকি বন্ধনে] বেষ্টন—বি। ২ (ভা ১০।৬৭।২৬) সজল গহ্বর—স্বামী। ৩ আবরণ—জী। ৪ শৈলভিত্তি—বি। ৫ (গোলী ১৬।৯২) পাষাণ-দারণ অস্ত্র। ৬ (গোচ পূর্ব ১৮।৫১) কোপ, [৭ জঙ্ঘা]। -ক—রূপ্যমুদ্রা।

টঙ্কণ (গোপা ৩৩) বন্ধন। ২ (চচ ১১৮) শ্রীকৃষ্ণের স্বর্ণকার। [৩ সোহাগা]।

টঙ্কার—ধনুর জ্যা-আকর্ষণের শব্দ। ২ বিস্ময়হেতুক শব্দ।

টঙ্কিত (গোবি ৪৬) চারিমাষা-পরিমিত, ২ (আচ ১১।৩৪) লক্ষিত। ৩ (নিবি ৩৩) নিষ্পেষিত।

টঙ্কৃত (কবি ১১৪) বর্দ্ধিত।

টিট্টিভ—পক্ষিভেদ [কোষষ্টিক]।

টিপ্পনী (চৈভা আদি ১৪।৭৮) সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। টীকার ব্যাখ্যা।

টীকন (গৌবি ৪৭) গমন। ২ (গৌবি ১১৮) হরিনামার্থ-বিবরণ।

টীকা (-চৈভা আদি ৮।৫৪) নিরন্তর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ; 'টীকা নিরন্তর-ব্যাখ্যা, পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা' হেমচন্দ্রঃ।

ঠ (গোবি ১১৩) চন্দ্রমণ্ডল। 'ঠো মহেশ্বরে শূন্যে বৃহদ্ধ্বনৌ চন্দ্রমণ্ডলে' ইত্যেকাক্ষরকোষঃ।

ঠকুর (গৌবি ৬৩) পূজ্য। ২ দেব-প্রতিমা, [৩ দ্বিজোপাধি-ভেদ]।

ঠারী (কৃগ ১৯৬) বিগ্রহ-দূতী, কুঠারীর ভগিনী ; ইনি তপশ্চর্যায় কাত্যায়নীকে আশ্রয় করিয়াছেন।

ডঙ্কা (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-মহীতুল্যা গোপী।

ডমর (গোবি ১১৩) মেঘ। [২ ভয়ে পলায়ন]।

ডমরু (গোচ পূর্ব ১৩।৫৫) মহাদেবের বাদ্যবিশেষ। -ধৃক্ (গৌবি ১১৪ শিব।

ডম্ফ (কৃবি ৫৮) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

ডম্বর (বিনা ২।২) উদ্রেক, ২ বিস্তার, ৩ আড়ম্বর। ৪ (আচ ১৫।২৪২) আটোপ। ৫ (গোবি ৬৪) ঘটা, ৬ সমূহ।

ডামনী (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-মহীতুল্যা গোপী।

ডামর (গীগো ১২।২২) আটোপ। ২ (গোলী ১৫।১০২) তুল্য। ৩ শিবপ্রোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র।

ডামরী (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-মহীতুল্যা গোপী।

ডাম্বর্য (অকৌ ১০।২৪) প্রাগল্ভ্য। ২ (আচ ৮।১৭৫) উদ্রেক।

ডিণ্ডিমা (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-মহীতুল্যা গোপী।

ডিণ্ডিশ (গোলী ৩।১৫) ঢেঁড়শ।

ডিণ্ডীর (গোচ পূর্ব ৩২।২৬) সমুদ্র-ফেন।

ডিণ্ডীষ (কৃষ্ণা ২।৮৬) ঢেঁড়শ।

ডিত্থ (রত্ন ৪।২৫) কাষ্ঠময় হস্তী। ২ একব্যক্তিমাত্র-বোধক সংজ্ঞাশব্দ-ভেদ।

ডিম—দৃশ্যকাব্য-রূপ নাটকভেদ।

ডিম্ব (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৬) কলহ, ২ বিপ্লব। ৩ (গোবি ১১৮) [ডিবি নোদনে] চালক। ৪ অণ্ড, ৫ প্লীহা। **ডিম্বক** (নিবি ২১) নিন্দাকর।

ডিম্ভ (গোচ পূর্ব ৯।৫১) শিশু, ২ (সিন্ধু ১।২।২৪০) অজ্ঞ।

ডীন (হরি ৫।৩১) [ডীঙ্ বিহায়সাং গতৌ ক্ত] উর্দ্ধগত।

ডুণ্ডুভ (সিন্ধু ২।৪।২২১) জলচর নির্বিষ সর্প।

ডুম্বক (গোবি ১৪) ছেদনকর্ত্তা।

ডুম্বন (গোবি ৩৬) খণ্ডন।

ডুম্বী (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী-তুল্যা গোপী।

ডুলি—কচ্ছপী।
ডোর—হস্তবাহু প্রভৃতির বন্ধন-সূত্র।
ডোরক (মালা কালিয়দমন) পদক-রজ্জু—বল। বন্ধন-সূত্র।
ঢক্কলী (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-মহীতুল্যা গোপী।
ঢক্কা—ঢাক-নামক বাদ্যবিশেষ।
ঢক্কিত (গোবি ১১৩) ঢক্কাবৎ অতিশব্দ-বিশিষ্ট।
ঢক্কিনী (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-মহীতুল্যা গোপী। [চক্কিনী]।
ঢুণ্ঢা (গোচ পূর্ব ৩০।৪) হোরিকাগৃহ।
ঢুণ্ঢি—কাশীস্থ গণেশ।
ঢুণ্ঢ্য (গৌবি ১১৪) [ঢুণ্ঢ্ অন্বেষণে] অন্বেষণীয়।
ঢুণ্ডী (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী-তুল্যা গোপী। [চুণ্ডী]।
ঢেঙ্কিকা (রত্না ৫।২৯৭২) তালবিশেষ।
ঢোণ্ডিকা (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহীতুল্যা গোপী। [চোণ্ডিকা]।
ণ (গৌবি ১১৪) সুখ, ২ জ্ঞান। ৩ (হরি ১।১১০) নিশ্চয়, ৪ শব্দ।
ণাত্বষত্বিক (হরি ৭।৫২২) ণত্ব ও ষত্বের ব্যাখ্যান, ২ ণত্ব-ষত্ব-সম্বন্ধী।
ণার্থ (কৃবি ৭৮) জ্ঞান-স্বরূপ।
ণিকর্ত্তা (হরি ৪।৩০) প্রযোজক কর্ত্তা।
ণু (গৌকৃ ৭।২৭) মন্ত্র ২ স্তব।

ত

তংস (আচ ১৪।৫), **তংসন** (আচ ৪।৬) [তসি অলঙ্কারে] অলঙ্কার।
তক্র (চৈচ ১৪।৩৩) ঘোল।
তক্ষ (ভা ৯।১১।১২) সূর্য-বংশ্য ভরতের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।৪৩) সোমবংশ্য বৃকের পুত্র। **তক্ষক** (ভা ৯।১২।৮) সূর্যবংশ্য প্রসেন-জিতের পুত্র। ২ (ভা ১২।৬।১১) রাজা পরীক্ষিৎকে দংশনকারী মহাতল বাস্তব্য কদ্রূতনয় নাগ। [৩ বিশ্ব-কর্মা, ৪ সূত্রধার]। **তক্ষণ** (আচ ১৫।২৫০) ছেদন। **তক্ষমতি** (আচ ২১।৩৫) ক্রূরবুদ্ধি। **তক্ষশিলা** ভরত-পুত্র তক্ষের রাজধানী। **তক্ষা** (হরি ৬।১২৫) সূত্রধর। ২ বিশ্ব-কর্মা, ৩ চিত্রানক্ষত্র। **তক্ষিত** (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) নাশিত।
তঙ্গ (গোপা ৩৫) [তগি স্খলনকম্প গতিষু] স্খলন। **তঙ্গিত** (আচ ১৪।২১৯) স্খলিত।
তজ্জলান্ (গোভা ১।২।১) [তস্মা-জ্জায়তে তজ্জং, তস্মিন্ লীয়তে তল্লং, তেনানিতি জীবতি তদনং; বিশেষণানাং কর্মধারয়ঃ] তাহা [ব্রহ্ম] হইতে জাত, তাহাতে লীন ও তৎ-কর্তৃক জীবিত।
তট্ (ভা ১০।১৪।১) উচ্ছ্রায়, সর্বোৎ-কর্ষ—জী। **তট** (ভা ১১।২৯।৪) অগ্র—স্বামী। ২ (চৈত ১০।১৪।১) সর্বোপরি বর্ত্তমান। ৩ (গোচ পূর্ব ১।১১০) ক্ষেত্র। ৪ কূল, নদীর তীর।
তটস্থ (বিনা ১।১৪) উদাসীন, ২ (আচ ১৬।৯) কূলস্থিত। ৩ (সিন্ধু ১।২।২৩৮) শ্রদ্ধাহীন অথচ ভাগ্যবান্ জন। ৪ (গোলী ১৬) অপটুরতি, ৫ প্রাকৃত। **-তা** (উ ৯।৪৬) সখীদের পরস্পর ভাবের অল্পমাত্র সাজাত্য থাকিলে 'তটস্থতা' হয়। ২ (বিনা ৫।৪) ঔদাসীন্য। **-পক্ষ** (উ ৯।৭) বিপক্ষের সুহৃৎ পক্ষকে রসশাস্ত্রে 'তটস্থ' বলে। শ্রীরাধা-পক্ষীয়া শ্যামা চন্দ্রাবলীর পক্ষে তটস্থা। **-ভক্ত** (প্রীতি ৯২) (১) শ্রীভগবানের ব্রহ্মত্ব-লক্ষণ-স্বভাবে প্রীতিমান্ শান্ত ভক্ত। (২) শ্রীভগ-বানের ব্রহ্মত্ব-লক্ষণস্বভাবে প্রীতিসম্পন্ন হইয়াও পরিকরের ন্যায় তদীয় ভগ-বত্তা-সূচক স্বভাবেও প্রীতিবিশিষ্ট, অথচ পরিকরত্বাভিমানহীন; সুতরাং তটস্থ ভক্ত দ্বিবিধ। **-লক্ষণ** (রত্ন ৮।২) [তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বম্] বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়াও যাহা তদ্-বস্তুর বোধক হয়, স্বরূপ-পরিচায়ক হয়, তাহাই তটস্থলক্ষণ। **তটস্থা শক্তি** (চৈচ মধ্য ২০।১০৮) মায়া-শক্তি ও স্বরূপশক্তির অন্তরালে বর্ত্তমানা জীবশক্তি [ভা ১০।৮৭।৩৮ বি]। **তটিনী**—নদী। **তটী** (বৃ ৪।১০৭) তীর, কূল। ২ (উ ১৩। ১১০) নদী—বিষ্ণু°।
তড়াক, তড়াগ—জলাশয়।
তড়িৎ (ভা ১৬।২৭) নিকট, [২ বিদ্যুৎ, ৩ বজ্র] **-প্রভা** (কৃগ পরি ১২৮) শ্রীকৃষ্ণের মণিমালা, ২ বিদ্যুৎকান্তি। **-লীলা** (মালা গোবিন্দ ১৫) আকস্মিক দর্শনাদি।

-বল্লী (রুগ পরি ২১০) শ্রীরাধার উদ্যানস্থা স্বর্ণযূথী।

তণ্ডক (গোচ উত্তর ৩৫।৩৩) পরিষ্কার. [২ খঞ্জন, ৩ ফেন, ৪ গৃহদারু]।

তণ্ডু (সক জী ৮০) শিবের অনুচর।

তণ্ডুলিক, তণ্ডুলী (হরি ৭।৯৫৯) [তণ্ডুলমস্ত্যস্মিন্ বেতি) তণ্ডুল-শালী। **তণ্ডুলীয়, তণ্ডুল্য** (হরি ৭।১০৮) [তণ্ডুলায় হিতমিতি] পত্রশাকবিশেষ, নটে পালঙ্ ইত্যাদি।

তত (ভা ১০।৮২।৪৬) ব্যাপ্ত। ২ বিস্তৃত। ৩ (আচ ২০।২৮) বীণাদির বাদ্য। **ততঃ** (হরি ৭।৯৯২) [তৎ পঞ্চম্যর্থে তসি] তাহা হইতে। **ততত** (ভা ৬।৯। ৪০) পিতামহ—স্বামী। **ততম** (হরি ৭।১০।৫৪) বহুর মধ্যে সেই ব্যক্তি বা বস্তু। **ততর** (হরি ৭।১০৫৩) দুইয়ের মধ্যে সেইটি। **ততিক** (হরি ৭।৭৩২) [ততিভিঃ ক্রীতমিতি ক] ততমূল্যে ক্রীত।

তৎ (রত্ন ৪।২৭) জগৎকারণরূপে অতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব। ২ (সুধা ৯১) [তনোতেঃ ক্বিপ্] ভক্তসুখ-বিস্তারক।

তৎকৃপাবলোকন (সিন্ধু ১।২।১৭৪) একান্ত শরণাপত্তি—আত্মকৃত বিপাক সুখ ও দুঃখ, ভক্তিমার্গে অনভিসংহিত ফল সুখ ও অপরাধের ফল দুঃখ ভোগ করিতে করিতেই কালক্রমে প্রাপ্ত ঐ সুখদুঃখকে ভগবৎকৃপা-ফলরূপেই জানিয়া কায়মনোবাক্যে নমস্কার করিতে করিতে যিনি জীবন ধারণ করেন, তিনি মুক্তিরূপ আনুসঙ্গিক ও ভগবচ্চরণ-সেবারূপ মুখ্য ফললাভের অধিকারী।

তত্তৎকর্মপ্রবর্ত্তন (উগ ৩) ভক্ত্যনুকূল কর্মের অনুষ্ঠান। ভক্তিসাধক ষড়্-গুণের অন্যতম।

তত্ত্ব (ভা ২।৬।৩৬) শক্তি ও স্বরূপ-গত যাথার্থ্য—জী। ২ (ভা ১০। ৫৫।৬) বস্তুর যথার্থবিজ্ঞান—স্বামী। ৩ (বৃভা ১।১।৮) সার। ৪ (চৈত ৩।১৫।৪৭) রহস্য। ৫ (বৃভা ২।১। ৩১) পরমার্থ। ৬ (বৃভা ২।২। ১৬৮) কারণ। ৭ (ভা ১।২।১০) ধর্ম, অদ্বয়জ্ঞানবস্তু—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—স্বামী। ৮ (চৈত ১।২। ১১) স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ৯ (গোভা ২।৩।২৬) নিত্যতা। ১০ (প্রে ৩) পরমপুরুষার্থ সুখরূপ বস্তু। ১১ (চৈভা আদি ১।৫৯) পথ। ১২ (ভা ১০।১৩।৫২) প্রকৃতি, মহদাদি চতুর্বিংশতি। **-জিজ্ঞাসা** (ভক্তি ৭) ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা। **-তঃ** (গীতা ৪।৯, হ ১৯।৯৪১) যথাবিধি, ২ (বৃভা ২।২।১৯৫) পরমার্থতঃ। **-ত্রয়** (রাধা ৯৩) কার্য, কারণ ও তদতীত পরাৎ-পরত্ব ; ২ (রত্ন ৬।৩৪) ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি। **-দর্শ** (ভা ৮।১৩।৩১) ত্রয়োদশ দেবসাবর্ণি মনুর কালে সপ্তর্ষির একতম। **-দর্শী** (গীতা ২।১৬, ৪।৩৪) বস্তুর স্বরূপাভিজ্ঞ। **-দীপ** (ভা ১২।১২।৬৮) পরমার্থ-প্রকাশক—স্বামী। ২ লীলারসতত্ত্ব-প্রকাশক—বি। **-দীপিকা** (তত্ত্ব ২৩) শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। **-দৃষ্টি** (বৃভা ২।৪।২২৯) পরমার্থ-বিচার। **-ন্যাস** (হ ৫।১১৭-১৩১) বিশেষ বিশেষ স্থানে মকারাদি ককারান্ত বর্ণ-সমূহের ন্যাস করিলে পূজায় অধিকার হয়। সর্বদেহে জীবতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্ব ন্যাস করত হৃদয়দেশে মতি, অহঙ্কার ও মনের ন্যাস করিবে। পরে মস্তকে, বদনে, হৃদয়ে, গুহে ও চরণে ক্রমশঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ-তত্ত্বের ন্যাস করিবে। তৎপরে কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসাতত্ত্বকে উহাদের স্বস্বস্থানে ন্যাস করত বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থকে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করিবে। আবার মস্তক, মুখ, হৃদয়, লিঙ্গ ও চরণদ্বয়ে ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতত্ত্বের স্থাপন করিবে। প্রয়োগ—'মং নমঃ পরায় জীবাত্মনে [জীবতত্ত্বাত্মনে] নমঃ' ইত্যাদি। পরে হৃদয়দেশে হৃৎপুণ্ডরীক, দ্বাদশ-কলাব্যাপ্ত-সূর্যমণ্ডল, ষোড়শকলাব্যাপ্ত চন্দ্রমণ্ডল ও দশকলাব্যাপ্ত অগ্নি-মণ্ডলকে বিন্দু-সমন্বিত রকারাদি বর্ণসহ ন্যাস করিবে। প্রয়োগ যথা —'শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ' ইত্যাদি। পরমেষ্ঠিযুক্ত বাসু-দেবকে ষ-কারের সহিত মস্তকে [যথা—ষং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ], য-কারের সহিত পুংশব্দপূর্বক সঙ্কর্ষণকে বদনে [যং নমঃ পরায় সংকর্ষণায় পুমাত্মনে নমঃ], ল-কারের সহিত বিশ্বযুক্ত প্রদ্যুম্নকে হৃদয়ে [লং নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বাত্মনে নমঃ], ব-কারের সহিত নিবৃত্ত-শব্দযুক্ত অনিরুদ্ধকে গুহে [বং নমঃ পরায় অনিরুদ্ধায় নিবৃত্তাত্মনে নমঃ] এবং পদদ্বয়ে ল-কারের সহিত সর্ব-যুক্ত নারায়ণের ন্যাস করিবে। [লং নমঃ পরায়

নারায়ণায় সর্বাত্মনে নমঃ]। সর্বদেহে আবার কোপশব্দযুক্ত নৃসিংহকে তদ্বীজযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে। [ক্ষ্রৌঁ নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ]। -পঞ্চক (স্থ ৬।৫) ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। -প্রকাশভেদ (ভগ ৮০) ব্রহ্ম হইতে ভগবত্তত্ত্বে প্রকাশের সম্যক্‌তাই সূচিত হইয়াছে। একই তত্ত্ব দ্বিপ্রকারে শব্দিত হয়, সুতরাং বস্তুর কোনও ভেদ নাই, আবির্ভাবেরই ভেদ দেখা যায়। কেবল যে নামে ভেদ তাহা নহে, কিন্তু স্বস্বযোগ্যতানুসারে দ্বিবিধ অধিকারী দ্বিপ্রকারে একই তত্ত্বের উপাসনা করেন। একজনের দর্শনই বাস্তব, অন্যজনের দর্শন ভ্রমমূলক—একথাও বলা চলে না, যেহেতু উভয়ের দর্শনই যথার্থ। তবে একই বস্তুর শক্তিদ্বারা বিক্রিয়মাণ অংশরূপে আংশিক ভেদও বলিতে পারিবে না, কেননা—উভয় আবির্ভাবেই বিকৃততা নাই, সুতরাং দৃষ্টির সম্যক্ত্ব ও অসম্যক্ত্ব-বশতঃ অথবা সম্যক্‌তাসত্ত্বেও যথাযথ অনুসন্ধানের অভাবে এক অধিকারীতে একদেশ স্ফূর্তিতে একজাতীয়ভেদ এবং অন্য অধিকারীতে অখণ্ডভাবে স্ফূর্তিতে দ্বিতীয় ভেদ স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং যেস্থলে বস্তুর বিশেষ-ব্যতিরেকেই স্ফূর্তি হয়, সেস্থলে অসম্পূর্ণা দৃষ্টি, যেমন ব্রহ্মতত্ত্বে; আবার যেস্থলে স্বরূপভূত বিবিধ বৈচিত্রী-বিশেষযুক্ত আকারে স্ফূর্তি হয়, সেস্থলে সম্পূর্ণা দৃষ্টি, যেমন শ্রীভগবত্তত্ত্বে; অতএব দৃষ্টি-তারতম্যেই আবির্ভাব-তারতম্য স্থির হইল। -প্রকাশিকা—-শ্রীজয়তীর্থ-বিরচিত, শ্রীমধ্বকৃত সূত্রভাষ্যের টীকা। -ভুৎ (হরি ২।১১৪) [তত্ত্বং বুধ্যতীতি] তত্ত্বজ্ঞ।

তত্ত্বমসি (প্রীতি ১) ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত (৬।১৪।৩) এই বাক্যকে অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যত্ব-সাধনে নিযুক্ত করিয়া জ্ঞানপর ব্যাখ্যায় চরম পুরুষার্থ-নির্ণয় করিয়াছেন। দ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ই কিন্তু বলেন যে জীবেশ্বরে স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ নিত্যই ভেদ আছে বলিয়া জীবেশ্বরের ঐক্য কদাপি সম্ভাবিত নহে; উভয়ই চিৎস্বরূপ, সুতরাং উভয়ই প্রীতির বন্ধনে—সম্বন্ধের বন্ধনে—যুক্ত হইতে পারে, অন্যথা উভয়ের মিলন অসম্ভব। অতএব 'তত্ত্বমসি' বাক্য জীবেশ্বরের সংযোগ-সূচক বলিয়া প্রেম-তাৎপর্যই ব্যঞ্জনা করে।

শঙ্কর--মতে—-জহদজহল্লক্ষণা-বলে 'তৎপদার্থ (ঈশ্বর) ও 'ত্বম্' পদার্থ (জীব) নির্বিশেষ নির্গুণ পরব্রহ্ম; 'তৎ', ও 'ত্বম্' পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যরূপ সম্বন্ধ; অতএব জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য (তত্ত্বোপদেশ—শঙ্কর)।

ভাস্কর-মতে—ব্রহ্মাত্মত্বের উপদেশক (সূত্রভাষ্য ২।৩।২৯) 'তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং স্বরূপাববোধকম্' (সূত্রভাষ্য ১।১।১)।

রামানুজ-মতে—'ত্বম্'পদে জীবশরীরক ব্রহ্ম, জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন 'ত্বম্'-পদবাচ্য জীব ও 'তৎ'পদবাচ্য ব্রহ্মের অভেদ (শ্রীভাষ্য ১।১।১, ২।৩।৪৫)।

মধ্ব-মতে—'স আত্মাতত্ত্বমসি' স আত্মা+অতত্ত্বমসি, অতএব ভেদ (ছান্দোগ্যভাষ্য ৬।১৬); 'তস্য ত্বমসি' (ন্যায়ামৃত ২।২৮)।

নিম্বার্ক-মতে—জীব ও ব্রহ্মের-অভিন্নতা-জ্ঞাপক, কিন্তু সাম্য-জ্ঞাপক নহে; অতএব ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের সমর্থক (সূত্রভাষ্য ২।৩।৪২)।

শ্রীধরস্বামি--মতে—-'তৎ'পদার্থ (বৃহচ্চৈতন্য) ও 'ত্বম্'পদার্থ (অণুচৈতন্য)—এই উভয়পদের বৃহত্ব ও অণুত্বরূপ বিরুদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া 'জহদজহৎস্বার্থা' লক্ষণায় কেবল চৈতন্যরূপ অর্থদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য-হেতু নির্গুণ ব্রহ্মেই 'তত্ত্বমসির' পরিসমাপ্তি (ভা ১০।৮৭।২)।

বল্লভ-মতে—অমাত্যে রাজপদ-প্রয়োগবৎ প্রজ্ঞাদ্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মগুণসার-সম্পন্ন জীবে জড়বৈলক্ষণ্যকারী 'তত্ত্বমসি' বাক্য (অণুভাষ্য ২।৩।২৯); 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য নহে, কিন্তু 'ঐতদাত্ম্যমিদং.....তত্ত্বমসি' এই সম্পূর্ণ বাক্যই 'মহাবাক্য,' তদ্দ্বারা জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব, সত্যত্ব এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব (সাম্যত্ব নহে) জ্ঞাপিত হইতেছে।

শ্রীজীবপাদ-মতে—তদংশভূত চিদ্রূপত্বে সমানাকারতা (তত্ত্ব ৫১), 'ত্বম্'পদার্থদ্বারা লক্ষিত জীবাত্মার চিদ্ধর্মযুক্ততা ও নিত্যতা এবং 'তৎ'-পদার্থদ্বারা লক্ষিত পরমাত্মারও তাদৃশত্ব অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপতা এবং নিত্যতা 'তত্ত্বমসি' বাক্যে বোধিত হইতেছে (তত্ত্ব ৫২)।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-মতে —জীবের চিন্ময়ত্ব-বোধক। বেদের

'প্রাদেশিক' বাক্য, মহাবাক্য নহে (চৈচ মধ্য ৬।১৭৪)।

শ্রীবিশ্বনাথ-মতে—জীব ও ব্রহ্মের 'ভিন্নাভিন্নত্ব'-নির্দেশক (ভা ১০।৮৭। ৩২); রাজার সম্বন্ধবশতঃ 'রাজ-পুরুষ' উক্তির ন্যায়—পরমেশ্বরের সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। কেহ কেহ বলেন—ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে অর্থ-'তাঁহার তুমি'।

শ্রীবলদেব-মতে—এই বাক্যে 'ব্রহ্ম-সাম্যই' উদ্দেশ্য, ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ ভেদরাহিত্য নহে (রত্ন ৬।২২); ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিদ্বারা ভেদেই 'অভেদ'-জ্ঞানবোধক ; ব্রহ্মাধীন বলিয়া 'ব্রহ্মাভিন্ন' ; এই অভেদবাদ ভক্তিরই প্রকাশ-বিশেষ, ভূতশুদ্ধিবৎ ভক্তি যোগেরই প্রকাশ-বিশেষ—'সচ্চিদানন্দাকারোঽসি' (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৪৬, তত্ত্ব টী ৪৩)।

তত্ত্ব-লক্ষণ (ভা ৩।২৬-২৭) স্বপ্রকাশ পরমাত্মা পুরুষ প্রাকৃত-গুণহীন। তাঁহার ঈক্ষণে বিশ্বের প্রকাশ। ভগবচ্ছক্তি অব্যক্তা গুণময়ী প্রকৃতিকে বহিরঙ্গ-রূপে দূর হইতে ঈক্ষণ-দ্বারা পুরুষ বিশ্ব-সৃষ্টি করেন। প্রকৃতিকে স্বীয় গুণত্রয় দ্বারা বিচিত্র প্রজাসৃষ্টি করিতে দর্শন করিয়া জীবাখ্য-পুরুষ জ্ঞানাবরণী অবিদ্যাদ্বারা বিমুগ্ধ হন। প্রকৃতির গুণে অধ্যাসবশতঃ জীব প্রকৃতির কার্যে কর্তৃত্বাভিমান করে, উহা হইতেই জন্মমৃত্যু-প্রবাহ। ঈশ্বরের বিক্রমই কাল অথবা প্রকৃতির ক্ষোভ-কারক কাল। তিনি আত্মমায়া-দ্বারা নিখিল জীবের অন্তর্যামী ও বাহিরে কালরূপে বিদ্যমান। জীবের অদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতিতে পুরুষ-কর্তৃক সমষ্টি-জীবাখ্যা চিচ্ছক্তির আধান হইলে মহত্তত্ত্ব প্রসূত হয়। উহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা বাসুদেব। মহত্তত্ত্বের বিকারে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস অহঙ্কার প্রকাশিত হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের উদ্ভব হয় এবং মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প-নামক বৃত্তিদ্বয় হইতে কামের জন্ম ; রাজসাহঙ্কারের বিকারে বুদ্ধির উৎপত্তি ; দ্রব্যের স্ফুরণ ও ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশনই বুদ্ধির কার্য। সংশয়, বিপর্যাস, নিশ্চয়, স্মৃতি ও নিদ্রা—এইগুলি বুদ্ধির লক্ষণ। ঐ তৈজস বা রাজস অহঙ্কার হইতে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রাদুর্ভাব। তামস অহঙ্কারের বিকারে শব্দ-তন্মাত্র ও তাহা হইতে আকাশ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। শব্দের লক্ষণ—অর্থবাচকতা, দ্রষ্টার জ্ঞাপকতা ও আকাশের তন্মাত্রতা। আকাশের বৃত্তি—প্রাণিগণের অবকাশদান, বাহিরে ও অন্তরে ব্যবহারের পাত্রতা এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের আশ্রয়তা। আকাশের বিকারে স্পর্শ-তন্মাত্র, তাহা হইতে বায়ু ও স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বকের উদ্ভব হয়। স্পর্শের স্বরূপ-লক্ষণ—মৃদুতা, কঠিনতা, শৈত্য ও উষ্ণতা। বায়ুর কার্য—চালন, সম্মেলন, গন্ধবান্ দ্রব্যকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে ও শৈত্যাদিবান্ দ্রব্যকে ত্বকে এবং শব্দকে কর্ণের সহিত সংযোজন। আবার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঞ্জীবকতাও বায়ুর কার্য। স্পর্শ-তন্মাত্রের বিকারে রূপের এবং তেজ ও রূপের গ্রাহক দর্শনেন্দ্রিয়ের উদ্ভব। রূপ-তন্মাত্রের লক্ষণ—দ্রব্যের আকারদান, আপেক্ষিক দ্রব্যের জ্ঞান ও পরিণামত্ব-প্রতীতি। তেজের বৃত্তি—প্রকাশন, পচন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শৈত্যনাশ ও শোষণ। রূপ-তন্মাত্রের বিকারে রস-তন্মাত্র এবং তাহা হইতে জল ও রসনেন্দ্রিয়ের উদ্ভব। একই রস দ্রব্যসংযোগে কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ-ভেদে ছয় প্রকার। জলের বৃত্তি—আর্দ্রীকরণ, পিণ্ডন, তৃপ্তি, জীবন, তৃষ্ণাজনিত বিক্লবতার নিবারণ, মৃদুকরণ, তাপনিবর্তন, কূপাদিতে পুনঃ পুনঃ উদ্গমন। রস-তন্মাত্রের বিকারে গন্ধ-তন্মাত্র ও তাহা হইতে ভূমি ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মে। গন্ধ এক হইয়াও মিশ্র, দুষ্ট, শোভন, শান্ত, উৎকট প্রভৃতি রূপে বিভক্ত। ভূমির বৃত্তি—ভগবৎ-প্রতিমা-নির্মাণ-কারণতা, নিরপেক্ষ স্থিতি, ধারণ, আকাশাদির বিশেষণ ও নিখিল প্রাণীর গুণের প্রকটীকরণ। আকাশাদির গুণ পরপর ভূতে অবস্থিত হয় ; এই জন্য পৃথিবী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের আশ্রয় হইয়াছে। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র অমিলিত-ভাবে অবস্থিত থাকায় কাল, কর্ম ও গুণযুক্ত ভগবান্ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে উহার ক্ষোভে অচেতন অণ্ড জন্মে। তাহা হইতে সমষ্টি জীব বিরাট্ পুরুষের প্রাদুর্ভাব হইল। ঐ বিশেষাখ্য অণ্ড প্রকৃতিদ্বারা আবৃত এবং উহার বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশগুণে বর্দ্ধিত জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব দ্বারা পরিবৃত। সেই দেব জলশায়িত স্বুবর্ণাণ্ডের অধিষ্ঠানে বহু ছিদ্র প্রচার করিলেন। ঐ অণ্ডের ক্রমে মুখ, বাক্য, অগ্নি, নাসাদ্বয় ও প্রাণবায়ুযুক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইল। ঘ্রাণের পরে বায়ু

প্রাণে যুক্ত হইয়া চক্ষুর্দ্বয় প্রকাশ করিল, তাহা হইতে চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য নির্ভিন্ন হইলে কর্ণগোলক ও শ্রবণেন্দ্রিয় জন্মিল। উহা হইতে দিক্ সমূহ প্রকটিত হইল। পরে বিরাট্ ও তাহার চর্ম, রোম, শ্মশ্রু, উপস্থাদি প্রকাশ হইল। শিশ্নে শুক্র প্রকাশ পাইল; পরে পায়ু, তাহাতে অপানবায়ু ও মৃত্যু প্রকাশ পাইল। পরে হস্তদ্বয়, বল ও ইন্দ্র আবির্ভূত হইল। পাদদ্বয় হইলে তাহাতে গতিশক্তি ও বিষ্ণু-দেবতা প্রাদুর্ভাব লাভ করিলেন। পরে বিরাটের নাড়ী, রক্তসঞ্চালন-শক্তি ও নদীসকল প্রকাশ পাইল। ক্রমে উদর প্রকট লাভ করিল। ক্ষুধা ও পিপাসা, উহা হইতে সমুদ্র এবং বিরাটের হৃদয় হইতে মন উদ্ভূত হইল। মন হইতে চন্দ্র, তাহা হইতে বুদ্ধি, তাহা হইতে ব্রহ্মা হইলেন। পরে অহঙ্কারের উৎ-পত্তি, তাহা হইতে রুদ্র, তাহা হইতে চিত্ত, তাহা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ। তথাপি বিরাটের অভ্যুত্থানে ইন্দ্রিয়াদির পতি দেবগণ ক্রমে প্রবেশ করিলেও বিরাট উঠিলেন না, কিন্তু চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেবের প্রবেশে তিনি উঠিলেন। সাংখ্যযোগ বলার তাৎপর্য—প্রথমে ভক্তি, বিরক্তি ও জ্ঞান, ভক্তিযোগদ্বারা প্রবৃত্ত জ্ঞান-দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবৎস্বরূপের বিচারপূর্বক চিন্তা কর্তব্য।

জীবাত্মা নির্বিকার হইলেও প্রকৃতির গুণে আসক্ত হইয়া অহঙ্কারে মূঢ় হয় ও উচ্চনীচ যোনিতে ভ্রমণ করে; কিন্তু সংসার হইতে মোচনেচ্ছু জীব নিষ্কাম ধর্মের অনুষ্ঠানে, নির্মল-মনাঃ হইয়া ভগবৎকথার শ্রবণে তীব্রভক্তিযোগদ্বারা প্রকৃতির প্রতি অভিনিবেশত্যাগে যত্নবান্ হইবেন। তখন আত্মতত্ত্বে পারদর্শী হইয়া তিনি নিত্যধামে গমন করিবেন; যিনি তত্ত্বজ্ঞান-লাভান্তে ভগবানে চিত্ত সংযোগপূর্বক আত্মারাম হন, প্রকৃতি তাঁহাকে ত্যাগ করেন। সেই জীবের সংশয় ছিন্ন হয় ও লিঙ্গনাশ-বশতঃ অপুনরাবর্তন-গতিলাভ হয়। **-বস্তু** (চৈচ আদি ১।৯৬) পরমার্থ-ভূত বস্তু—কৃষ্ণ, ভক্তি, নামকীর্তন ও প্রেমানন্দ। **-বাদগুরু** (কৃষ্ণ ২৮) শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদের প্রতিযোগী তত্ত্ব-বাদ প্রবর্তন করেন বলিয়া শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ ষট্সন্দর্ভে ও সর্ব-সম্বাদিনীতে তাঁহাকে 'তত্ত্ববাদগুরু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। **-বাদী** (রত্ন টী ৮।৩০) শ্রীমধ্বমতা-বলম্বী। **-বিজ্ঞান** (ভগ ৯৫) যাথার্থ্যানুভব। **-বিৎ** (গীতা ৫।৮) ব্রহ্মবিৎ—স্বামী, ২ আত্মানুভবকারী—বল। ৩ (চৈত ১।২।১১) বৈষ্ণব। ৪ (রত্ন ১।৪) শ্রীপুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকারবান্। **-বিন্যাস** (ভা ১১।২৭।১৬) 'তত্ত্বন্যাস' দ্রষ্টব্য। **-বিবেক**—শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত গ্রন্থ। **-বিবেকমন্দারমঞ্জরী**—তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাসতীর্থের-রচিত গ্রন্থ। **-বিশুদ্ধি** (ভগ ৪৬) তত্ত্বজ্ঞান। **-বিষয়** (ভা ৬।১৫।২৪) ব্রহ্ম-বিষয়ক। **-বিস্মৃতি** (বৃভা ২।২।১৮৭) পরব্রহ্মের অংশ-ভূত নিজস্বরূপের অননুসন্ধান। **-সংখ্যাতা** (ভা ৩।২৫।১) সাংখ্য-প্রবর্তক। **-সংখ্যান** (ভা ৩।২৪।১০) সাংখ্য—স্বামী, ২ শ্রীমন্ মধ্বাচার্য-কৃত তত্ত্বনির্ণয়াত্মক গ্রন্থ। **-সংহিতা** (ভা ৩।২১।৩২) সাংখ্যশাস্ত্র।

তত্ত্বাধিগম (ভা ৩।৫।৪) আত্মার অপরোক্ষ দর্শন—স্বামী। ২ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের আবির্ভাবযুক্ত জ্ঞান—জী।

তত্ত্বাবমর্শন (ভা ৭।১৫।২২) অদ্বৈতানু-সন্ধান—স্বামী। ২ তত্ত্ববিচার—বি।

তৎপদার্থ (তত্ত্ব ৫২) পরমাত্মা।

তৎপর (গীতা ৪।৩৯, ভা ১০।৮১।১০) ব্যগ্র, একান্তী।

তৎপুরুষ (ভা ১০।৭।২) ভক্ত—জী। [২ উত্তর পদার্থ-প্রধান সমাস]।

তত্রকীয় (গোচ উত্তর ১০।২) তত্রত্য।

তৎসম্প্রদানক (সিন্ধু ৪।৩।৩৩) শ্রীহরিতত্ত্ব অবগত হইয়া নিজের অহন্তা-মমতাস্পদ যথাসর্বস্ব-দানকারী।

তথা (বৃ ভা ২।৫।৯) [ব্য] সমুচ্চয়ে, ২ সাদৃশ্যে। [৩ অভ্যুপগমে, ৪ নিশ্চয়ে, ৫ পূর্বপ্রতিবচনে]। **-জাতীয়** (হরি ৭।১০২৯) ঐপ্রকার-বিশিষ্ট। **-হি** [ব্য] দৃষ্টান্ততঃ, ২ প্রসিদ্ধার্থে, ৩ উক্তার্থের দৃঢ়ীকরণে।

তথ্য (উ ২।১১) সত্য—বিষ্ণু।

তদনুভব (ভক্তি ১) পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার।

তদাত্ব (ভাবনা ২।৭) তৎকালে।

তদামুখ [তদা মুখং যস্য] প্রারব্ধ।

তদীয়তাভাব (উ ৯।৪৫ বি) বিনয়-শীল অন্তঃকরণের সহিত মধুরাখ্য প্রীতিরসের মিলন-স্থলে বিনয় হইতে প্রীতির জাতি ও প্রমাণে ন্যূনতায় প্রীতিময় বিনয়েরই যথেষ্ট প্রাকট্যে 'আমি কৃষ্ণের কান্তা'—এবম্বিধ অভি-

মানযুক্ত 'তদীয়তাময় ঘৃত-স্নেহাখ্য' স্থায়ী ভাব হয়, ইহাতে আদরেরই যথেষ্ট প্রাকট্য হয়। চন্দ্রাবলী তদীয়তা-ভাবময়ী।

তদীয়ত্ব (রত্ন টী ৩।৪) ভগবদাধীন্য। ২ (ভক্তি ২৩৭) বৈষ্ণবতা।

তদীয় বিশেষ (উ ১৪।২১) পদাঙ্ক, গোষ্ঠ, প্রিয়জন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তুনিচয়।

তদীয়-সেবন (সিন্ধু ১।২।২০) ভগবৎ-প্রিয়া তুলসী, ভক্তিশাস্ত্র, মথুরাদি ধাম এবং বৈষ্ণবাদির সেবা।

তদেকতর্ষী (গোচ পূর্ব ১৮।১২৯) একনিষ্ঠ।

তদেকাত্মরূপ (সভা ১।১৪) স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও যে ভগবৎ-স্বরূপ আকৃতি-প্রকৃতিতে অন্যবিধ। 'বিলাস' ও 'স্বাংশ'-ভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশ—মৎস্যাদিলীলাবতার, মন্বন্তরা-বতার, যুগাবতার; বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং চব্বিশ মূর্ত্তি।

তদ্গুণ (অকৌ ৮।৫৪) স্বীয়গুণ ত্যাগ করত সমীপবর্ত্তী অন্যদীয় উৎকৃষ্ট গুণ-গ্রহণের বর্ণনা থাকিলে 'তদ্গুণ' অলঙ্কার হয়। [২ তত্তুল্য-গুণ-বিশিষ্ট]। **-সংবিজ্ঞান** (হরি ৬। ১১১) যে বহুব্রীহি সমাসে সমাস-বোধিত অন্য পদার্থের ন্যায় সমস্যমান পদার্থের পরস্পরিতভাবে ক্রিয়াদির সহিত অন্বয় থাকে, তাহাই 'তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান'। 'লম্বকর্ণমানয়' এই বাক্যে আনয়ন-ক্রিয়াতে লম্বকর্ণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্বয় হইতেছে কিন্তু লম্বকর্ণেরও পরম্পরায় অন্বয় আছে।

তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা (সিন্ধু ১।২।২৯৮) কামানুগার অবান্তর ভেদ। 'কামানুগা' দ্রষ্টব্য। [সা ৯] শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন 'আমা হইতে যুগলকিশোরের সুখ হউক'—এতাদৃশী বাঞ্ছাই তত্তদ্-ভাবেচ্ছাময়ী।

তন (গো ভা ৩।৩।৪০) [তনু বিস্তারে ভাবেক] বিস্তার।

তনয় (ভা ৯।১৫।৪) সোমবংশ্য কুশের পুত্র। [২ পুত্র]।

তনয়িত্নু (স্তন শব্দে+ইত্নু] বজ্র, ২ মেঘ।

তনিকা [তন্যতে বধ্যতেঽনয়া করণে ইন্ সংজ্ঞায়াং কন্] বন্ধন-রজ্জু।

তনিমা (আচ ১৩।১৪) অল্পতা। ২ (হরি ৭।৮৩৭) সূক্ষ্মতা, কৃশতা।

তনিয়া-ধারণ (সা ২) গ্রীষ্মঋতুতে ধারণোপযোগী শ্রীগোবিন্দের সূক্ষ্ম-বস্ত্র-নির্ম্মিত পরিধেয়। ইহা ত্রিভাগে খণ্ডিত, প্রান্তদেশ স্বর্ণসূত্র ও মুক্তায় খচিত, গ্রীষ্মতাপশোষক ও সুশীতল। শ্রীগোবিন্দের মধ্যদেশেই সাধারণতঃ ইহা শোভা পায়।

তনীয়ান্ (ভা ৩।৮।১৩) অতিসূক্ষ্ম।

তনু (ভা ৭।১৩।২৭) [তনোতি সর্ব-ক্রিয়ানিবৃত্তৌ স্বত এব প্রকাশতে] স্বতঃপ্রকাশ, ২ (ভা ১০।১৬।৫০) [তন্যস্ত ইতি] ক্রীড়োপকরণ—স্বামী। ৩ (বিনা ৩।১৮) কৃশ। ৪ (ব্র ১) অবতার। ৫ (উ ৭।১০) শরীর। ৬ (কৃষ্ণ ১০৬) ভাব। ৭ ত্বক, ৮ অল্প, ৯ বিরল। **-চীরভৃৎ** (গৌ কৃ ৬।৬) সন্ন্যাসী। **-চ্ছদ** [তনুং ছাদয়তি] কবচ, বর্ম্ম। **-ত্যাগ** (ভা ৩।২৫।২৮ টী) মনোভাব-ত্যাগ—স্বামী। [সর্বত্র তনুত্যাগো নাম তন্মনোভাবত্যাগো বিবক্ষিতঃ। গ্রহণঞ্চ তত্তদ্ভাবাপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্]। [২ মৃত্যু]। **-ত্র** (নার ৩।৩।১২) কবচ। **-ভু** (আচ ৭।১৫৩) পুত্র, কন্যা। ২ (পদ্য ৩৬২) কাম। **-ভৃৎ** (ভা ১০।৪৭।৫৮) সফলজন্মা—স্বামী। পরমোত্তম-তনুধারী—জী। ৩ (বৃ ভা ২।৭।১৪৭) দুর্গত-জনের পরমহিতকারী। **-মধ্যমা** (কিরণ ৫) শ্রীরাধার প্রিয়সখী। **-মধ্যা** (কৃগ ২৩৬) তুঙ্গবিদ্যার যূথে পঞ্চমী সখী। ২ (ছ ২।৯) প্রতিপাদে ষড়ক্ষর ছন্দোবিশেষ। [৩ কৃশমধ্যা নারী]। **-রস** [তনো রস ইব] ঘর্ম্ম। **-রুজ** (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) শরীর-পীড়ক। **-রুহ** (গোলী ১৬। ৪৯) রোম। **-রুহাঙ্কুর** (মালা ব্রজ ৪) রোমাঞ্চ।

তন্তু (চৈত ১৬।২৯) [তনোতি ভগবতি প্রেমাণমিতি] ভগবানে প্রেম-বিস্তারক। ২ (পরম ৫০) [তন্যতে বন্ধমোক্ষাবাভ্যামিতি তন্ শক্তী] বন্ধমোক্ষ-বিস্তারকারিণী শক্তিদ্বয়ী—বিদ্যা ও অবিদ্যা। ৩ (ভা ৪।১৬।৪) মূর্ত্তি। [৪ শরীর, ৫ গো, ৬ প্রজা-পতি]। **-জালী** (বিনা ৩।৩১) রোমাবলি। **-নপ** [তন্বা উনং কৃশং পাতি পা—ক] ঘৃত। **-নপাৎ** (আচ ১১।৩৭) অগ্নি। **-পা** [তনুং পাতীতি পা+কিপ্] জঠরানল। **-রুহ** (গোলী ১।৩৪) রোম।

তন্তি (ভা ৭।২।৫২) দীর্ঘপ্রসারিত রজ্জু, ২ [তনু সূক্ষ্মকরণে+কর্ত্তরি ক্তি] বিস্তারকৃৎ, ৩ উপকারক, ৪ শ্রদ্ধাকারী, [৫ শব্দকৃৎ]।

তন্ত (ভা ৩।১৯।২৯) বিস্তার, ২

কারণ—স্বামী। ৩ (ভা ৮।১৬।৩১) ফল-বিস্তারক। ৪ (ভা ৯।১।৭) সূত্র। -পর্ব (হ ২।২৮) শ্রাবণী পূর্ণিমায় শ্রীনারায়ণে পবিত্রারোপণ উৎসব।

তন্ত্র (ভা ২।৬।২৫) অনুষ্ঠান-প্রকার। ২ (ভা ১০।৩৬।২৭) সিদ্ধান্ত—সনা। ৩ (ভা ১০।৪৯।২৯) প্রধান। ৪ (ভা ১১।৩।৪৮) স্বভাব—স্বামী। ৫ (হরি ৭।৯২০) তন্তুবায়-শলাকা। ৬ (হলী ১১।৬) পঞ্চরাত্রাগম। ৭ (হব ২।১।৩১) উপায়। ৮ (হয় ১।৩।৬) শাস্ত্র। -ক (হরি ৭।৯২০) নবীন বস্ত্র। -জ্ঞ (লী ২৬৭) শাস্ত্র-পারদর্শী। -তঃ (গোচ পূর্ব ১।২) সংক্ষেপে। -ভাগবত (তত্ত্ব ২৩) শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য-বিশেষ। -বায় (হরি ৫।২১৭) [তন্ত্র—বেঞ্ তন্তু-সন্তানে+অণ্] তাঁতি, ২ মাকড়শা। -বার্ত্তিক (ভা ১১।৫।১১ টী) স্মৃতি-নিবন্ধ। তন্ত্রী (ভা ৩।২।১৬) রজ্জু—স্বামী। ২ (ভা ১।৬।৩৮) বীণা। ৩ (হরি ২।৭৩) বীণাগুণ, [৪ গুড়ূচী, ৫ দেহশিরা, ৬ নদীবিশেষ, ৭ যুবতি-ভেদ, ৮ মোহনিদ্রা]।

তন্দ্রা (গোবি ৭২), **তন্দ্রি** [তদি+ক্রিন্] মোহ, ২ ঈষন্নিদ্রা, ৩ আলস্য। **তন্দ্রিত** (হরি ৭।৮৮৩) আলস্যযুক্ত। **তন্দ্রী** (ভা ৩।৯।২৯) বিষাদজ আলস্য—স্বামী, ২ (ভা ৩।২১।১৬) অজ্ঞান—বি। ৩ (মালা উৎ° ৪৩) নিদ্রা।

তন্ময় (কৃষ্ণ ১৪৫) তদনুরক্ত, তৎ-প্রলীন। **তন্ময়তা** (ভা ১০।২৯।১৫) শ্রীহরিতে একনিষ্ঠতা, ২ সারূপ্যাদি লাভে তৎস্বরূপতা—সনা। ৩ তদেকস্ফূর্ত্তি—জী। ৪ আসক্তি, ৫ সাযুজ্য—বি। ৬ তদাবেশ—বল।

তন্মাত্র (ভা ৩।১০।১৬) ভূতগণের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের) সূক্ষ্মাবস্থাযুক্ত। ২ (হরি ৭।৮৮৪) তৎপরিমিত। ৩ (তত্ত্ব ৬২) নাম-রূপ-পরিত্যক্ত কারণাত্মক বস্তু।

তন্মাত্রত্ব (হরি ৪।৭) নামমাত্রত্ব বা অভিধেয়মাত্রত্ব। ক্রিয়াব্যতিরেকে কেবল নাম বুঝাইতে উচ্চারিত শব্দ, তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়—যেমন 'রামঃ কৃষ্ণঃ, গৌ মহিষঃ' ইত্যাদি।

তন্মাত্রা (রত্ন টী ৩।৩৯) সাংখ্যমতে অপঞ্চীকৃত অতিসূক্ষ্ম পঞ্চভূত—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

তন্ব (ভা ১।৬।২৮ টী) দেহ—বি।

তন্বী (ছ ২।১৭২) চতুর্বিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

তপ (ভা ৩।৬।১০) আলোচনা—স্বামী। ২ প্রকাশেচ্ছা—জী। ৩ (ভা ১১।১৯।২১) একাদশ্যাদিতে উপবাস—বি। ৪ (ভা ১১।১২।১) কৃচ্ছ্রাদি—স্বামী। ৫ (ভা ৪।৬।২৯) চিত্তের একাগ্রতা। ৬ (ভা ১০।৩০।৩৪) বানপ্রস্থধর্ম, ৭ ভগবৎসমাধি। ৮ (ভা ১০।৮৪।১৯) স্বধর্ম—সনা। ৯ (ভা ২।১।২৮) স্বর্গের উপরিবর্ত্তী তৃতীয় ধাম—সনৎকুমারাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের তপশ্চর্যাভূমি। ১০ (ভা ১১।১৯।৩৪) বাসনাত্যাগ। ১১ (ভা ১০।২৩।৪২) বিষ্ণুস্মৃতি—সনা। ১২ (ভা ১১।২৮।৪০) যোগাঙ্গ-বিশেষ। ১৩ (ভা ১০।৮৭।১৬) পাপ, ১৪ দুঃখ। ১৫ (ভগ ৯৭) [তপঃপ্রাধান্যেন তাপকত্বেন বা] কর্ম—জী। ১৬ (ভগ ১০) জ্ঞান। ১৭ (ভক্তি ৭৮) ব্রহ্মদর্শন, ১৮ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রানুশীলন। ১৯ (ব্র ৬-৯) অনবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য। ২০ (বিনা ৫।৩৩) গ্রীষ্ম ঋতু, ২১ (রতি ৫।৭১) মাঘ মাস। ২২ (ভা ১০।৪৪।১৪) ভাগ্য। ২৩ পুণ্যবিশেষ—সনা।

তপতী (ভা ৬।৬।৪১) সূর্যের ঔরসে ও ছায়ার গর্ভে জাতা কন্যা। সম্বরণের স্ত্রী।

তপন (ভা ৫।২১।৩) সূর্য। ২ (আচ ১১।১১৫) তাপ। ৩ (অকৌ ৫।৫৭) প্রিয়বিচ্ছেদসময়ে স্মরবিকার-জনিত চেষ্টাদি।

তপনী (হ ২।৬০) সূর্যের কলাবিশেষ। [২ গোদাবরী নদী]।

তপনীয় (ভাবনা ১২।৮৬) স্বর্ণ। ২ কনক-ধুস্তূর।

তপর (আচ ১২।৮৫) [তপস্তাপস্তং রাতি দদাতীতি] তাপপ্রদ।

তপশেষ (গৌ কৃ ৭।৩৫) বর্ষাকাল।

তপস্য (হরি ৭।৭০৩) [তপাংসি সন্ত্যত্র] ফাল্গুন। [২ তামস মনুর পুত্র]। **তপস্যা** (গীতা ৪।১০) ভগবজ্জন্মকর্মাদির তত্ত্বতঃ অনুভব, ২ ভগবজ্জন্মকর্মাদি-বিষয়ে সন্দিহান লোকদের নানাকুমত, কুতর্ক ও কুযুক্তি সহ্য করা। **তপস্বিনী** (অকৌ ১০।১৪) বিরহিণী। ২ তপশ্চর্যা-রতা। **তপস্বী** (ভা ১২।৩।৩০) বনস্থ—স্বামী, ২ বানপ্রস্থ—বি। ৩ (ভা ১১।২৩।১০) সন্তপ্ত। ৪ (ভক্তি ২০) সংসার-তপ্ত। ৫ (হরি ৭।৯৪৩) তপোনিষ্ঠ। ৬ (মুক্তা ৪৬৮) অনুকম্পার্হ। ৭ (ভা ৮।১৩।২৮) দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্রসাবর্ণির

কালে সপ্তর্ষির একতম। **তপাঃ** (হরি ৭।৭০৩) মাঘ মাস। **তপাত্যয়**—বর্ষাকাল, ২ গ্রীষ্মাবসান। **তপীয়ান্** (ভা ২।৭।৮) অতিতপস্বী—স্বামী। [২ অতিতপ্ত]।

তপোময় (ভগ ১০) প্রচুর-জ্ঞানবান্। ২ (ভা ১০।২৭।৪) চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা সাধ্য—সনা। ৩ স্বপ্রকাশ সম্বিচ্ছক্তিদ্বারা সিদ্ধ—বল।

তপোমাস (ভা ১২।১১।৩৬) মাঘ।

তপোমূর্ত্তি (ভা ৮।১৩।২৮) দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির একতম। [২ পরমেশ্বর, ৩ তপস্বী]।

তপোলোক (বৃভা ২।২।৭১) জনলোকের উপরিতন ধাম, ইহাতে চতুঃসন বাস করেন; ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় আত্মারাম ও আপ্তকামগণের আচার্য, ব্রহ্মচারী, ধ্যাননিষ্ঠ, মহাতেজঃপুঞ্জরূপ, দিগম্বর এবং পাঁচ ছয় বর্ষ বয়ঃক্রমে সদা অবস্থিত। এই মহাসুখময় লোক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণেরই লভ্য।

তপ্তকৃচ্ছ্র (হ ৯।৫১) দ্বাদশাহসাধ্য ব্রতবিশেষ, এই ব্রতে প্রথম তিন দিন তপ্ত দুগ্ধ, পরে তিন দিন তপ্ত ঘৃত, পরে তিন দিন তপ্ত জল ও চতুর্থ তিন দিন তপ্ত বায়ু (উত্তপ্ত দুগ্ধের উষ্ণ বাষ্প) সমাহিত চিত্তে সেবন করিলে পাপমুক্ত হওয়া যায় (যাজ্ঞবল্ক্য)। প্রায়শ্চিত্তবিবেকমতে এই ব্রত চতুরহসাধ্য। প্রথম তিন দিন ক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত ও জলপান এবং চতুর্থ দিনে উপবাসী থাকিবে। [মনু ১১।২১৫ দ্রষ্টব্য]। **-মুদ্রা** (হ ১৫।২৫-৫৩) আষাঢ়ী শুক্লাদ্বাদশীতে, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান একাদশীতে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণাদি অগ্নিতপ্ত মুদ্রা ধারণ করিবেন—ইহাতে একান্তিতা সিদ্ধ হয়। 'মুদ্রাধারণ' শব্দ দ্রষ্টব্য। **-রহস** (হরি ৭।১০৬) [তপ্তশ্চ তদ্রহশ্চেতি] অগ্নিতপ্তবৎ নির্জন [অন্যের দুষ্প্রবেশ্য] ২ অকথ্য বাক্য। **-শূর্মি** (ভা ৫।২৬।২০) নরক-বিশেষ।

তপ্তি (গোচ উত্তর ১।২৯) অগ্নি। ২ (গৌবি ৭১) অনুতাপ।

তমঃ (আচ ৮।১২) অন্ধকার, ২ রাহুগ্রহ, ৩ (উ ১০।১০৬) দুঃখ। ৪ (গোভা ১।১।১) পাপ, ৫ অজ্ঞান, ৬ (মাম ৩।৪২) শোক। ৭ (ভক্তি ৩।১৩) নরক। ৮ (গাকৌ ৭।১১) প্রকৃতি। (গোভা ১।৪।১০) পরব্রহ্মের অতিসূক্ষ্ম নিত্য-বিরাজমান শক্তিবিশেষ, তমঃশক্তিক ব্রহ্ম হইতে সাংখ্যোক্ত প্রধানের উৎপত্তি হয়। ৯ (আচ ১।২২) গুণবিশেষ। ১০ (ভাবনা ১।১) অবিদ্যা। ১১ (ভা ১০।৮০।৩১) সংসার—স্বামী। ১২ (ভা ১০।১০।১) ক্রোধ—স্বামী। ১৩ (ভা ২।৯।৩৩) সৎ হইলেও যাহা আত্মাধিষ্ঠানে প্রতীত হয় না, যেমন তিমির—স্বামী। ১৪ (বিপু ১।৫।৫) অনাত্ম দেহাদিতে আত্মাভিমান—স্বামী।

তমস [তম+অসচ্] কূপ, ২ অন্ধকার, ৩ নগর। [স্ত্রীলিঙ্গে—নদী]। **তমসঃপর** (চৈত ৮।৫।২৪) ব্রহ্মাণ্ডান্তরবর্ত্তী বা ক্ষীরোদ-সাগরস্থ শুদ্ধ সত্ত্ব। **তমস্কাণ্ড** (চৈনা ১।৫) অন্ধকারসমূহ। **তমস্কৃৎ** (মাম ৪।২১) দুঃখকর। **তমস্ততি** (লনা ১।৩), **তমস্তোম** (ঐ ১।২) অজ্ঞানসমূহ, ২ অবিদ্যাকুল। **তমস্বী** [তমোঽস্তীতি বিনি] তমোযুক্ত।

তমাঃ (গোকৃ ২।১৩) রাহু।

তমালপত্র (লহরী ১৬।১) তিলক। [২ তেজপত্র, ৩ তমালবৃক্ষ]।

তমিস্র (মুক্তা ১৩।৩২) বিষয়, ২ (ভা ৪।৬।৩৯) নরক। ৩ (ভাবনা ১৫।৩) অন্ধকার। ৪ ক্রোধ। **-দৃক্** (ভা ১০।৮৬।২১) ছানিযুক্ত চক্ষু; ২ ব্যর্থনেত্র, ৩ অজ্ঞানরূপ-নেত্রবান্—বল। **-তমিস্রা** (হরি ৭।৯৫৬) অন্ধকার রাত্রি। ২ অমাবস্যা রাত্রি।

তমী (হরি ৫।৩২৩) [তমু গ্লানৌ ণিনি] গ্লানিযুক্ত। ২ (গোচ উত্তর ২৪।৬১) রাত্রি। **তমীশ্বর** (বিনা ১।১০) চন্দ্র।

তমোজনি (ভা ১০।১৬।৩৮) তামসজাতি—জী। ২ ক্রোধোৎপত্তি।

তমোজুট্ (ভা ৪।২৪।৫২) অজ্ঞ।

তমোদ্বার (হ ১০।১৭) সংসার বা নরকের দ্বার।

তমোনুৎ (আচ ১২।১৬) সূর্য। [২ চন্দ্র, ৩ অগ্নি, ৪ দীপ]।

তমোনুদ (পরম ৫৪) প্রলয়গত অজ্ঞান-ধ্বংসকর্ত্তা। ২ (গোভা ২।১।১) প্রকৃতি-প্রেরক। ৩ অন্ধকারনাশক।

তমোঽভিসারিকা (উ ৫।৭৫) কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ ভূষণে ও বসনে সজ্জিতা অভিসারিণী নায়িকা।

তমোভূত (গোভা ২।১।১) অন্ধকারে বিলীন।

তমোমদ (ভা ১০।১০।১৯) অজ্ঞানকৃত গর্ব।

তমোযোনি (বৃভা ১।৫।২৪) স্থাবরতা।

তর (নিবি ৬৫) পারগমন, ২ তীর। ৩ (আচ ১২।৯৯) [তৃ তরেঽভিভবে প্লুত্যাম্] অভিভব। ৪ (আচ ১৫। ২৪৪) বেগবিশেষ। ৫ পারঘাটে দেয় কর।

তরক্ষু (গৌকৃ ১৯) নেকড়ে বাঘ।

তরঙ্গ (বৃভা ২।৭।২২) পরম্পরা। ২ (চৈকা ৪।৩০) ঢেউ, ৩ পীড়া। **-রঙ্গিণী** [ভজনক্রিয়া] (মা ২।১১) ভক্তির স্বভাববশতঃ উপস্থাপিত জনানুরাগ অর্থাৎ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির প্রতি আসক্তি। **তর-ঙ্গাক্ষী** (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ-তুল্যা গোপী। **তরঙ্গিণী** (কৃগ পরি ১২৪) শ্রীকৃষ্ণের বীণা। ২ নদী, ৩ (গৌ ২।১১) বাঙ্গালা ছন্দো-বিশেষ। **তরঙ্গিণীপতি** (গোচ উত্তর ৩৬।৪৭) সমুদ্র।

তরণি (ভা ১০।৮৩।৩৬) সূর্য। ২ (উ ১১।৮৬) নৌকা। [৩ অর্কবৃক্ষ, ৪ কিরণ, ৫ তাম্র, ৬ ঘৃতকুমারী]। **তরণিজা** (বৃ ৩।৬৫) যমুনা।

তরণী (কৃগ পরি ৮৩) শ্রীকৃষ্ণের দাসী।

তরতম (চৈত ১০।৮৭।১৯) উচ্চনীচ ভাব।

তরৎসমন্ত (বিরু ৪১-৪২) চণ্ড-বৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত জ-ম-স-ল-ল-গণে রচিত অংশে পঞ্চমাক্ষরে পদভঙ্গ অর্থাৎ (অনুপ্রাসরূপে বর্ণাবৃত্তি), দ্বিতীয় ও পঞ্চমে শ্লিষ্টযোগ এবং ষষ্ঠ ও নবমে দীর্ঘ হইলে তাহাকে 'তরৎসমন্ত' বলে। যথা—বিপক্ষগন্ধক্ষেপণকোবিদ, বিনম্রবৃন্দক্রীড়নশোভিত।

তরল (ভা ১০।২৯।৪৫) তরঙ্গ। ২ (ভাবনা ২।৩৪) চঞ্চল, ৩ হার-মধ্যগত রত্ন। ৪ (সিন্ধু ২।১।৮১) ভাস্বর, অন্য বস্তুর আচ্ছাদনকারী প্রকাশ-বিশিষ্ট। ৫ (মালা চৈ ১।৩) সত্বর—বল। **-নয়ন** (ছপ ২৫) প্রতিপাদে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

তরলাক্ষী (কৃগ পরি ১৩৭) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। **তরলিকা** (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী।

তরলিত (হংস ৩) চঞ্চল। ২ কম্পিত, ৩ লুলিত।

তরস্ (ভা ১০।৫২।১৭) সত্ত্ব। ২ (ভাবনা ১৭।৩৩) বেগ, [৩ বল, ৪ তীর, ৫ বানর] **তরস্বী** (আচ ২১।৫৭) ত্বরিত। [২ বায়ু, ৩ গরুড়, ৪ শূর]।

তরি-বিলসিত (মালা দ্বি গো ৬) নৌবিহার।

তরী (হরি ২।৭৩) [তৄ+ঙীপ্] নৌকা, ২ গদা, ৩ বস্ত্রাদিপেটক, ৪ ধুম, ৫ দ্রোণী, ৬ বস্ত্র-দশা।

তরীষণ (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-মহতুল্য গোপ।

তরুট (হ ৮।১৮৬) পদ্মবীজ।

তরুণ (কর্ণা ১৮) স্ফীত—কবিরাজ। ২ মদনমদোদ্গারী—সার। ৩ (গোতা ১।৮) নব-যৌবন। **তরু-ণিমা** (মালা ব্র ১) প্রথম-কৈশোর।

তরুণী (কৃগ পরি ৮৩) শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা। ২ (গৌ ১।৪২) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ।

তরুৎপল (মাম ৬।৩১) কর্ণিকার বৃক্ষ।

তরূষ (ভা ৮।১৩।৩) সপ্তম মনু বৈবস্বতের পুত্র। [২ তারক]।

তর্ক (গোভা ১।১।৩) পূর্বাপরাবিরোধে কোন্ অর্থটি অভিপ্রেত হইবে—ইত্যাদি উহনই (বিচারই) তর্ক, কিন্তু শুষ্ক (বিতণ্ডামূলক) তর্কই ত্যাজ্য। ২ (সিন্ধু ২।৪।১৩৫) নিশ্চয়ান্ত-সন্দেহ। ৩ আকাঙ্ক্ষা। **-মুদ্রা** (ভা ৪।৬।৩২) তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া অন্যান্য অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে 'তর্কমুদ্রা' হয়। **-হত** (ভা ১০।৮৭।৩৬) যুক্তি-বাধিত। **তর্কারিক** (কৃষ্ণা ২।৯৫) তরকারি। **তর্কারী** —জয়ন্তীবৃক্ষ। **তর্কিত** (চন্দ্রা ৩) উপলব্ধ। ২ (গোচ উত্তর ২।২৩) বিচারিত।

তর্জা (চৈচ মধ্য ১৬।৬০) হেঁয়ালী।

তর্ণক (মালা ছ ২) গোবৎস।

তর্দন (আচ ১৮।৯৫) পরাভব। ২ (মালা গোবিন্দ ৫) হিংসা।

তর্পণ (আচ ৩।২৩) তৃপ্তি। ২ (হ ১।২২৩) মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক যন্ত্র-মধ্যে জলসিঞ্চন। ৩ [কর্ত্তরি ল্যুট্] তৃপ্তিকর।

তর্ষ (ভা ৬।৬।১৩) অর্ক বসুর ঔরসে ও বাসনার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (চৈত ১০।১।৪) কাম। ৩ (গোলী ৬।২৪) তৃষ্ণা। **তর্ষণ** (ভা ৩। ২৫।৭) বিষয়াভিলাষ—স্বামী। [২ পিপাসা]।

তল (ভা ১০।৩৬।৮) স্বশৌর্য-দ্যোতক শব্দ—বি। ২ (ভা ১০।৪৪।২৪) চপেট—জী। ৩ (ভা ১০।৭৫।১০) করতাল। ৪ (সভা ১।৬৩) পৃথিবীর অধোভাগস্থ সপ্ত পাতাল। ৫ (ভা ১২।১।২৩) মগধের শূদ্র রাজা হালেয়ের পুত্র। ৬ (হব ১।২।৩১) স্বরূপ, ৭ আধার। **-ঘাত** (গোচ উত্তর ৫।৫৩) করতলে আঘাত। **-তাল** (গৌকৃ ৫।১০) করতাল।

তলন (আচ ১১।২৫) [তল প্রতিষ্ঠায়াং ভ্বাদিঃ] প্রতিষ্ঠা।

তলাতল (ভা ২।১।২৬) সপ্ত-পাতালান্তর্গত চতুর্থ অধোলোক, ময়-দানবের ক্ষেত্র।

তলাতলি (গোচ উত্তর ৫।২৯) কর-তলে করতলে প্রহার করিয়া প্রবৃত্ত যুদ্ধ।

তলিন (মালা ছ ১৪) শয্যা, [২ বিরল, ৩ স্তোক, ৪ স্বচ্ছ, ৫ দুর্বল]।

তলেশ (কৃবি ৯৮) বলি।

তল্প (সক ৪) শয্যা, [২ দার, ৩ অট্টালিকা]। **তল্পিত** (উ ১।৩৯) শয্যারূপে ব্যবহৃত।

তল্লজ (গৌবি ৬০) শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত।

তল্লী (গোবি ৬০) অল্প জলাশয়। [২ তরুণী]।

তবস্ (নাম ৩।৪৩ টী) মহান্ [বৈদিক প্রয়োগ]। ২ বৃদ্ধ, ৩ বল।

ত-বিপুলা (ছ ৫।১০) বক্ত্র, [ছন্দো-বিশেষ]।

তস্কর (হরি ৫।৩৫৭) [তৎ করো-তীতি] চৌর, ২ শাকভেদ, ৩ মদন-বৃক্ষ।

তস্ত (নিবি ৬৫) উৎক্ষিপ্ত।

তস্থিবান্ (ভা ১১।৬।১৫) স্থাবর—স্বামী। ইহা ছয় প্রকার—(১) বনস্পতি (বিনাপুষ্পে) ফলবান্; (২) ওষধি—ফলপাকে মৃত; (৩) লতা—আরোহণাপেক্ষিকা; (৪) বীরুৎ—আরোহণের অপেক্ষা-শূন্যা; (৫) ত্বক্‌সার—বংশাদি। (৬) দ্রুম—পুষ্প-দ্বারা ফলবান্। **তস্থু** (ভা ৭।৭।২৩) [স্থা+কু] স্থাবর—স্বামী।

তাক্ষশীল (হরি ৭।৫৪৫) তক্ষশীলা-বাসী।

তাচ্ছীল্য [তৎ শীলমস্য, তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্] নিয়ত-তদ্রূপ-স্বভাব-বিশিষ্ট।

তাটঙ্ক (গোসী ১১।৯৪) কর্ণভূষণ।

তাড়ঘ (হরি ৫।২৬১) [তাড়ঃ তাড়নং তেন হন্তীতি] তাড়না করিয়া আঘাতকারী—মল্লাদি। ২ তালবাদক, ৩ শিল্পী।

তাড়ঙ্ক (কৃগ ২১৫) আকারে তাল-পত্রের ন্যায়, বিচিত্র পুষ্পদ্বারা বা স্বর্ণকেতকীর দলদ্বারা রচিত কর্ণ-ভূষণ।

তাড়ন (হ ১।২২৮) আঘাত, ২ দীক্ষাঙ্গ, ৩ মন্ত্রসংস্কার-বিশেষ—মন্ত্রাক্ষর-সমূহকে চন্দনজলে লিখিয়া তাহাদের প্রত্যেকটিকে (যং) বায়ু-বীজে আঘাত করার নাম—'তাড়ন'।

তাড়নীয় (হ ১১।৭৬৬) শিষ্য ও পুত্র। **তাড়িত** (গোচ উত্তর ৩৭। ২১৫) আহত।

তাণ্ডব (বিনা ১।২) তণ্ডু-প্রণীত নৃত্যশাস্ত্রানুসারী উদ্ধত নৃত্য। ২ (গোলী ২২।৬) পুরুষ-নৃত্য। **-রস** (কৃবি ৪) উদ্ভটানন্দ। **-লয়** (মালা ছ ১৪) নৃত্যাভিনয়।

তাণ্ডবিক (কৃগ পরি ১১১) শ্রীকৃষ্ণের ময়ূর। ২ (বিনা ১।৫) নট। **তাণ্ডবিত** (আচ ৪।১২) নর্ত্তিত। ২ (মালা গোবিন্দ ১২) বিধুনিত।

তাত (ভা ১০।৩২।১০) অনুকম্প্য—জী। [২ পিতা, ৩ পূজ্য]।

তাৎপর্য (সস তত্ত্ব ৯) বক্তা যে ইচ্ছায় যে শব্দ-প্রয়োগ করেন, সেই শব্দ যখন তাঁহার ইচ্ছা-প্রযুক্ত হইয়া যে অর্থ প্রকাশ করে, তখন সেই অর্থই তাৎপর্য (তত্ত্বচিন্তামণি)। বাক্যার্থের প্রতীতি-জনকতাদ্বারা যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহাই তাৎপর্য (শব্দশক্তি-প্রকাশিকা)। শব্দ ও পদের বহু অর্থ থাকিলেও বক্তা যে অভিপ্রায়ে যে স্থলে যে শব্দ বা পদ প্রয়োগ করেন, সেই অর্থগ্রহণ করাই—তাৎপর্য। 'সৈন্ধব' অর্থ ঘোটক ও লবণ, ভোজনে বসিয়া 'সৈন্ধব আন' বলিলে লবণই বক্তার লক্ষ্য বুঝিতে হইবে, ঘোটক নহে—ইহাই তাৎপর্য। **-নির্ণয়** (সস তত্ত্ব ৯), **-লিঙ্গ** (গোভা ১।১।৩) শাস্ত্রতাৎপর্য-জ্ঞানের ছয়টি কারণ আছে—উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি। 'অভ্যাস' বলিতে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, 'অর্থবাদ' বলিতে প্রশংসাবাক্য এবং 'উপপত্তি' শব্দে ভেদে যুক্তিই বোধ্য। 'মহাবাক্য' শব্দ দ্রষ্টব্য। **-বৃত্তি** (শেষ ২।২৪) প্রাচীন নৈয়ায়িক-গণ পদার্থ-সমূহের অন্বয় বোধন-ব্যাপারে অভিধা বা লক্ষণাদ্বারা উপস্থাপিত অর্থসমূহের পরস্পর যথাসম্ভব সম্বন্ধবোধন-জন্য তাৎপর্য-বৃত্তির স্বীকার করেন। ইহাদের মতে তাৎপর্যবৃত্তি-প্রতিপাদ্য অর্থ—তাৎপর্যার্থ, বাক্যই সেই তাৎপর্যার্থের বোধক, কিন্তু অভিধাদি বৃত্তি তাৎ-পর্য-বোধক নহে। 'ঘটম্' এই পদে ঘটশব্দদ্বারা কেবল কম্বুগ্রীবাদিযুক্ত পদার্থ এবং 'অম্'-বিভক্তি দ্বারা কেবল কর্মত্ব বুঝাইয়া অভিধা বিরত হইলে সেই ঘটে সেই কর্মত্বের বৃত্তিতা কে বুঝায়? 'রামো গ্রামং গচ্ছতি'—এই বাক্যেও তদ্রূপ অভিধা বিরত হইয়া গেলে গ্রাম-কর্মক গমনানু-কূলকৃতিমান্ রাম—এই সম্বন্ধটি

প্রতীতিগম্য করায় কে? অতএব ঐ ঐ অন্বয়মাত্র-বোধক হইতেছে—এই তাৎপর্য-বৃত্তি। এই প্রাচীন নৈয়ায়িক-গণকে এই জন্য অভিহিতা-ন্বয়বাদী বলা হয়। নব্য নৈয়ায়িক-গণ ইহাকেই সংসর্গমর্যাদা বলেন। অন্বিতাভিধানবাদী মীমাংসকগণ কিন্তু যোগ্যতাবশতঃই যথাসম্ভব অন্বয়াপন্ন অর্থসমূহকে অভিধা বা লক্ষণাদ্বারা শব্দরাশিই প্রকাশ করে বলিয়া গৌরব-লাঘবার্থ তাৎপর্যবৃত্তির স্বীকার করেন না।

তাদর্থ্য (হরি ৭।৮৫২) [তদর্থ—স্বার্থে ষ্যঞ্] তদুদ্দেশ্যক।

তাদবস্থ্য (আচ ১৭।২৩০)। সাহজিকতা।

তাদাত্ম্য (প্রীতি ৩) স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া ভিন্ন-স্বভাব দুই বস্তুর মিলন। লৌহ আর অগ্নি দুই ভিন্ন বস্তু; অগ্নি-সংযোগে লৌহ অগ্নিধর্ম-প্রাপ্তি করিতে পারে, কিন্তু লৌহের স্বরূপতঃ কোন পরিবর্তন হয়না। এস্থলে লৌহের অগ্নিময় হওয়াই 'তাদাত্ম্য'। ইহার বিপরীত কিন্তু **ঐকাত্ম্য,** যাহাতে অভিন্ন-প্রকৃতিক একই বস্তুর খণ্ডিত বা বিযুক্ত অংশদ্বয় মিলিয়া এক হইতে পারে। সাগরের জলে নদীর জল মিশিয়া 'ঐকাত্ম্য' হয়, এস্থলে সাগরের জল হইতে নদীর জলকে পৃথক্‌ভাবে বুঝিতে পারা যায় না। তদ্রূপ জীব ও ব্রহ্মে শক্তি ও শক্তি-মত্তাদি বহুবিধ ভেদের বিদ্যমানতায় উহাদের 'তাদাত্ম্যই' সম্ভবে, কদাচ 'ঐকাত্ম্য' নহে—ইহাই মন্তব্য। ২ (অকৌ ৮।১৩) অতিশয় অভেদহেতু ভেদের অপহ্নব। ৩ (চৈত ১০।৩০। ১৪) প্রেমের পরমকাষ্ঠায় চিত্তে বৃত্ত্যন্তরের অভাববশতঃ তন্ময়ীভাব। 'তাদাত্ম্যং নাম প্রেম্ণঃ পরয়া মর্যাদয়া চেতসো বৃত্ত্যন্তরাভাবেন তন্ময়ীভাবঃ'। ৪ (আচ ১৭।৯২) মোক্ষ।

তান (ভা ৭।৯।৮) বিস্তার। ২ (আচ ২০।৬২) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত স্বরের আরোহণমুখে মূর্ছনাসকলই 'তান' হয়। তান-সংখ্যা ৪৯ হইলেও তান হইতে বহুতর কূটতানের উৎপত্তি হয় বলিয়া সম্যক্ গণনা হয় না। কোনও মতে ৫০৩৩ তান, শ্রীকবিকর্ণপূরপাদ তিনলক্ষ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। **তানব** (গোচ পূর্ব ২।৫৩) তনুভব [পুত্র], ২ (উ ১৫।৩০, আচ ৮।১৩) কৃশতা, ইহাতে দৌর্বল্য ও ভ্রমিপ্রভৃতি প্রকাশিত হয়। **তানিত** (ভাবনা ১২।৪৪) বিস্তৃত।

তান্ত (মালা বিশেষতঃ) নিতান্ত, ২ ক্লিষ্ট। ৩ ক্ষীণ। ৪ শ্রান্ত।

তান্তব (হ ৪।৭২) কার্পাসসূত্র-নির্মিত-বস্ত্র।

তান্ত্রিকী (ব্রগ পরি ১৯৫) শ্রীরাধাকে দৈবদুর্ঘটনা হইতে ত্রাণকারিণী। **-সন্ধ্যা** (হ ৩।৩১৭—৩৩৩) জলমধ্যে স্বীয় মন্ত্রদেবতার অর্চনাপূর্বক তদীয় আবরণদেবগণকেও যথাবিধি তর্পণ করিতে হয়। কৃতী ব্যক্তি মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ-পূর্বক 'শ্রীকৃষ্ণকে তর্পণ করিতেছি' বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবেন। তৎপরে কামগায়ত্রী দশবার পাঠ করিতে করিতে ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরূপ, সূর্যমণ্ডলস্থিত রাসক্রীড়ারত সেই শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান করিবেন।

তাপ (হ ১০।৫৮) তপ্তমুদ্রাধারণ। ২ (প্র ৮।৫) চন্দনাদিদ্বারা গাত্রে হরিনামক্ষর-ধারণ – শীতল তাপ। ৩ (সিন্ধু ৩।২।১১৬,১১৮) বিয়োগের দশাবিশেষ। **-ত্রয়** (যো ৩৭) (১) বজ্র-বিদ্যুৎপাত-বর্ষাদি হইতে উত্থিত পীড়া—আধিদৈবিক, (২) ব্যাঘ্র-মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ হইতে সমুদ্ভূত তাপ—আধিভৌতিক এবং (৩) শারীর ও মানস তাপ—আধ্যাত্মিক। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রভৃতির বৈষম্য জনিত শারীর এবং কাম-ক্রোধাদি জনিত তাপই মানস। **তাপন** (ভা ২।৯।৮) প্রকাশক—স্বামী। ২ (নাচ ১০৮—৯) নাট্যশাস্ত্রমতে উপায়ের অদর্শন অর্থাৎ কষ্টনিবারণের কারণাদর্শন। ৩ (বিনা ১।৩৫) তাপজনক। [৪ কামদেবের বাণ-ভেদ, ৫ সূর্য, ৬ সূর্যকান্তমণি]। **তাপনী** (মথুরা ১৪৪) যমুনা। **তাপনীয়**—উপনিষৎ-বিশেষ, ২ স্বর্ণময়। **তাপ-র** (আচ ১২।৯৫) তাপপ্রদ।

তাপস (হরি ৭।৬৫৯) তপঃপরায়ণ। ২ (সিন্ধু ৩।১।১৫-১৭) 'ভক্তি-সহ-যোগে নির্বিঘ্নে মুক্তি লভ্য হয়'—এই যুক্তিতেই যাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য-বলে ভজন করেন, অথচ মুমুক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন নাই—তাঁহারা তাপস শান্ত। ভক্ত ও আত্মারামগণের প্রচুরতর কৃপাতেই ইঁহাদের হৃদয়ে ভাবোদয় হইতে পারে। **-তরু**—ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

তাপিচ্ছ (ভাবনা ১৯।৫৯), **তাপিঞ্ছ** (গোচ পূর্ব ৩২।১৭) তমালবৃক্ষ।

তাপিনী (হ ২।৬০) সূর্যের কলা-বিশেষ।

তাপী (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতে প্রবাহিতা তাপ্তী নদী। ইহা মুলতাই পর্বত হইতে নির্গত হইয়া আরব-সাগরে পড়িয়াছে। [২ তাপক, ৩ তাপযুক্ত]।

তামরস (গোচ পূর্ব ২।৫৭) পদ্ম। ২ (ছ ২।৭৩) প্রতিপাদে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। [৩ স্বর্ণ, ৪ তাম্র]। **তামরসাক্ষ** (সিন্ধু ২।১।৬২) শ্রীকৃষ্ণ। **তামরসাসন** (কর্ণা ১০২) ব্রহ্মা।

তামস (ভা ৮।১।২৭) তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা ও প্রিয়ব্রতের পুত্র। ইনিও চতুর্থ মনু। ২ (মাম ১।১২০) খল, ৩ শোক, ৪ অন্ধকার। ৫ উলূক, ৬ সর্প। **-কর্ত্তা** (গীতা ১৮। ২৮) অস্থির চিত্ত, অবিবেকী, অনম্র, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, অবসন্ন ও দীর্ঘসূত্রী। **-কর্ম** (গীতা ১৮।২৫) পরিণাম, বিত্তনাশ, হিংসা ও স্বীয় সামর্থ্যের বিবেচনা না করিয়া মোহ বশতঃ অনুষ্ঠিত কার্য। **-জ্ঞান** (গীতা ১৮।২২) যুক্তিবিচার-রহিত, অতাত্ত্বিক ও ক্ষুদ্র জ্ঞান। ২ স্নান-ভোজনাদি ব্যাবহারিক জ্ঞান। **-তপ** (গীতা ১৭।১৯) মূর্খোচিত বিচারহীন আগ্রহে নিজের দেহমনকে পীড়ন-পূর্বক অথবা অন্যকে উৎসন্ন করিবার ইচ্ছায় আচরিত তপস্যা। **-ত্যাগ** (গীতা ১৮।৭) মোহবশতঃ নিত্য-কর্ম-ত্যাগ। **-ভাব** (গীতা ৭।১২) শোকমোহাদি। **-যজ্ঞ** (গীতা ১৭। ১৩) শাস্ত্রবিধি-রহিত, অন্নাদিদানশূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধাবিরহিত যাগ। **-বাস** (ভা ১১।২৫।২৪) দুর্বৃত্তগণের অক্ষক্রিয়া বা দ্যূত-ক্রীড়ার স্থান। **-সুখ** (গীতা ১৮।৩৯) আত্মমোহকর, নিদ্রা, আলস্য বা প্রমাদ হইতে আগত সুখ।

তামসাহার (গীতা ১৭।১০) প্রহর-কাল পূর্বে পক্ব, শীতলতাপ্রাপ্ত, পূর্ব-দিবসে পক্ক অন্ন এবং নীরস, দুর্গন্ধ, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র বস্তু।

তামসী (গোলী ২১।২৫) অন্ধকার রাত্রি। ২ (ভক্তি ৩।৫।২৩) তমো-গুণময়ী। [৩ জটামাংসী, ৪ মহা-কালী]। **-বুদ্ধি** (গীতা ১৮।৩২) ধর্মে অধর্ম ও অধর্মে ধর্ম ইত্যাদিরূপে বিপর্য্যয়কারিণী মতি।

তামিস্র (হরি ৭।৯৪৪) অন্ধকার-যুক্ত। ২ (ভা ৫।২৬।৮) নরক-বিশেষ। ৩ (ভা ৩।১২।২) ভোগের বাধায় ক্রোধ। [৪ দ্বেষ]।

তাম্বূলিক (কৃগ পরি ৭৫—৭৬) অল্পবয়স্ক, সদাপার্শ্ববর্ত্তী, লীলাকথার ও কলাবিদ্যার শিক্ষায় প্রবৃত্ত—ইঁহারা পল্লব, মঙ্গল, ফুল্ল, কোমল, কপিল, সুবিলাস, বিলাস, রসাল, রসশালী এবং জম্বূল—তাম্বূল পরিষ্কার করাই ইঁহাদের কার্য্য।

-তাম্যৎ (লনা ১.২৮) গ্লানিযুক্ত।

তাম্র (ভা ১০।৫৯।১২) মুরাসুরের পুত্র ও নরকাসুরের সেনাপতি—শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়। ২ (বিনা ২।২) অরুণ বর্ণ। ৩ ধাতুভেদ। **-চূড়** (কৃষ্ণা ১।২৭) কুক্কুট। ২ কুক্কুরবৃক্ষ [কুকৃসিমা] ৩ রক্তশিখা-যুক্ত। **-তপ্ত** (ভা ১০।৬১।১৮) শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রোহিণীর গর্ভে জাত পুত্র। **-পর্ণী** (ভা ৫।১৯।১৭) মলয় পর্বত হইতে নিসৃত এবং তিন্নেবল্লী দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কন্যাকুমারীর নিকট মানার উপ-সাগরে পতিতা নদী। **-বক্তৃ** (উ ১২।২৩) কোপবান্।

তাম্রা (ভা ৬।৬।২৭) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, কশ্যপের ভার্যা ও পক্ষিগণের মাতা।

তায়মান (আচ ৭।৩৭) বিস্তার্য-মান।

তায়ী (মালা চিত্র ৮) বিস্তীর্ণ।

তার (বিনা ৭।৪৩) মুক্তা, ২ (মুক্তো ২৯১) উৎকৃষ্ট, ৩ স্থূল, ৪ প্রণব। ৫ (আচ ১১।২০৩) মুক্তাময়। ৬ (উ ১০।৫৮) মুক্তাসমূহের সংশুদ্ধি। ৭ (হ ১৮।৪৯) বিস্তার। ৮ (লনা ১০।১৩) নক্ষত্র। ৯ (ভা ৪।৬।২১) রূপ্য—স্বামী।

তারক (১৪।২০।৪৩) [তারয়তি তমসো লোকান্] চন্দ্র। ২ সংসার হইতে সকলের উদ্ধারক। ৩ (ভা ৮।১০।২১) অসুর ৪ (সাকো ৪।১২) শ্রীরামমন্ত্র। ৫ (মথুরা ১১১) সংসার হইতে মুক্তিদ-প্রভাব-বিশিষ্ট। ৬ (লনা ৮।১৪) নক্ষত্র। **-ব্রহ্ম** (চৈচ অন্ত্য ৩।২৫৫) ত্রাণকারী বা মুক্তিপ্রদ রামনাম ও মন্ত্র। **-মন্ত্র** (চৈচ অন্ত্য ১৩।৯৯) শ্রীরামনাম।

তারকা (ভা ১০।৮৪।১২) নক্ষত্রা-কার বিমান বৃহস্পত্যাদি—জী। ২ চক্ষুর কনীনিকা। ৩ (ছ ২।১৪৮) প্রতিপাদে অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৪ (সিন্ধু ১।১।১) শ্রীরাধার নাতিমুখ্যা সখী। **তারকারি** (লনা ৫।৮) কার্ত্তিক। **তারকিত** (হরি ৭।৮৮৩) নক্ষত্র-শোভিত। **তারকেশ** (মালা ছ ৬) চন্দ্র।

তারণিকা (গৌকৃ ১২।২৭) নৌকা।

তারতম্য (ভগ ১৬) লঘুগুরুরূপে

বর্ত্তমানতা।

তারল্য (গোচ পূর্ব ২।৭৪) চাঞ্চল্য।

তারহার (বৃ ৪।৩৭) স্থূল মুক্তাহার। ২ স্বর্ণহার।

তারা (ভা ৮।১৮।৫) গ্রহ—স্বামী। ২ (ভা ৯।১৪।৪) বৃহস্পতির পত্নী—ইনি চন্দ্র-কর্ত্তৃক অপহৃত হন এবং চন্দ্র হইতে বুধনামক পুত্র প্রসব করেন। ৩ (কৃগ পরি ১৩৬) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী—ইনি কনিষ্ঠা মধ্যা। ৪ (বিনা ৫।২৯) বিশুদ্ধমুক্তা, ৫ নক্ষত্র। ৬ (উ ১৩।৬) শ্রীরাধা। ৭ (উ ৫। ১৬) চক্ষুর কনীনিকা। ৮ (গৌ ১।৮) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। 'গুরু-চরণে রতি। জানি দুলহ অতি'।

তারাধীশ (লনা ১।৪৭), **তারা-পতি** (গোলী ১।৭৫), **তারাভি-সারক** (উ ১৪।১২৮) চন্দ্র।

তারাবলী (কৃগ পরি ১৩৯) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। ২ (কৃগ ১২৮) শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহৃত হার। ৩ (লনা ২।১০) নক্ষত্র-সমূহ, ৪ হার-বিশেষ।

তার্ক্ষ (ভা ৩।২।২৪) কশ্যপ। ২ (রত্ন টী ৮।৩৬) সিদ্ধান্তরত্ন-টিপ্পনীর চতুর্থপাদ। **-পুত্র** (ভা ৩। ২।২৪) মহর্ষি কশ্যপের অন্য নাম—তার্ক্ষ। তাঁহার ভার্যা বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ, কদ্রু হইতে নাগগণ, পতঙ্গী হইতে পতঙ্গগণ এবং যামিনী হইতে শলভগণ উৎপন্ন হয় (ভা ৬।৬। ২১-২২)।

তার্ক্ষ্য (ভা ১২।১১।৪১) যক্ষ। ২ (ভা ৩।১৯।১৪) গরুড়। [৩ অরুণ, ৪ অশ্ব, ৫ সর্প, ৬ শালবৃক্ষ, ৭ স্বর্ণ, ৮ পর্বতবিশেষ, ৯ পক্ষী]।

তার্ণ (মালা উৎ ৬৬) তৃণ-সম্বন্ধীয়। ২ তৃণযুক্ত। ৩ তৃণজাত অগ্নি। **-পুলিক** (হরি ৭।৬১০) [তৃণপুলেন তরতীতি ঠ] তৃণ-গুচ্ছসাহায্যে পার-গামী।

তার্ত্তীয় (ভা ৮।১৯।৩৪) তৃতীয়-সম্বন্ধীয়—স্বামী।

তাল (ভা ১০।৪৬।২৫) নয়বিতস্তি-প্রমাণ—সনা। ২ ৬০ হস্ত-পরিমাণ পক্বতালবৃক্ষ; ৩ (আচ ১।৪৭) নৃত্য-বাদ্যনিষ্ঠ কাল ও ক্রিয়াদির মান-বিশেষ। ৪ (হ ১৯।৪৯৭) হরিতাল। **-ধ্বজ** (ভা ৯।২৩।২৮) জয়ধ্বজের পুত্র। ২ (বিজয় ৮২।১৩২) বজ্র-নাভের সেনাপতি দৈত্য। ৩ (গৌকৃ ১১।৫০) শ্রীবলদেব। ৪ শ্রীবলদেবের রথ। **-পত্র**—কর্ণভূষণ তাড়ঙ্ক।

তালব্য (হরি ১।১) ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ—ইহাদের উচ্চারণ-স্থান তালু বলিয়া ইহারা তালব্যবর্ণ। ২ তালুতে জাত।

তালাঙ্ক (গৌকৃ ১১।৫০) শ্রীবলরাম।

তালিক (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্যবাহী ভৃত্য।

তালী (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ২ (আচ ১।১৯) তৃণদ্রুম-বৃক্ষ। [৩ ত্র্যক্ষর-পাদক ছন্দঃ—নারী]।

তাবক (ভা ১০।৩১।১) তোমাকর্ত্তৃক স্বীকৃত, ২ তোমারই বলিয়া অভিমানবান্।

তাবতিক (হরি ৭।৭৩৩) তত মূল্যে ক্রীত, ততমূল্যের যোগ্য। [পক্ষে —তাবৎক]। **তাবতিথ** (হরি ৭। ৯০৫) [তাবতাং পূরণ ইতি তাবৎ +ইথুক্] তাবৎপরিমাণ। **তাবৎ** [ব্য] সাকল্যে, ২ বাক্যালঙ্কারে, ৩ তৎপরিমিতে। ৪ অবধারণে।

তাবৎপ্রান্ত (গোচ পূর্ব ৪।৫৫) নিঃসীম। **তাবদ্দ্বয়স** (হরি ৭। ৮৯০) [তাবদেব স্বার্থে দ্বয়সচ্], **তাবন্মাত্র** (হরি ৭।৮৮৪) তাবৎ-পরিমিত।

তিক্তপত্র (কৃষ্ণ ২।৯৫) কাঁকরোল, ২ নতিশাক। ৩ কর্কোটক।

তিগ্ম (ভা ৫।২৬।২০) তপ্ত, তীক্ষ্ণ। ২ বজ্র। **-কেতু** (ভা ৪।১৩।১২) সুবীথীর গর্ভে জাত বৎসরের পুত্র। **-গু** (ভা ১০।৫৬।৭) সূর্য। **-ত্রিভঙ্গী** (বিরু ৮৪) ত্রিভঙ্গীবৃত্ত কলিকার নিয়মে যে কলিকায় দ্বাদশবার গ-ল-গণ থাকে, তৎপরে চারিটীর গুরুবর্ণ থাকে, যাহাতে ষড়্বিংশ ও অষ্টাবিংশ বর্ণটির ভঙ্গ (বর্ণাবৃত্তি) হয় এবং প্রতি প্রথম ও তৃতীয় [অর্থাৎ ১, ৩; ৫, ৭; ৯, ১১; ১৩, ১৫; ১৭, ১৯; ২১, ২৩ সংখ্যক] অক্ষরে ক্রমশঃ মধুর ও শ্লিষ্ট সংযোগ থাকে, তাহাকে 'তিগ্মত্রিভঙ্গী' বলে। এইভাবে অষ্ট পদেই রচনা শেষ করিতে হইবে। যথা— ইন্দুশুভ্রদন্তপংক্তিরম্বুজন্মবৃন্দদর্প-নিন্দিরক্তকুল্লদৃষ্টিশালী মালী।. সঞ্চলৎ কদম্বপুষ্পসঙ্গিকর্ণলম্বিরম্যপুষ্পকুন্দগুচ্ছ--ভঙ্গিরিষ্টসঙ্গীরঙ্গী ইত্যাদি। **-নেমি** (ভা ১০।৫৭।২১) তীক্ষ্ণপ্রান্ত। **-রশ্মি** (ভাবনা ২।৭৭), **-রুক্** (হরি ৫। ২৮৫) সূর্য। **তিগ্মালু** (হরি ৭। ৯৭১) [তিগ্মং ন সহতে ইতি আলু] উষ্ণাসহিষ্ণু। **তিঙ্** (হরি ৩।১২) লট্‌লোট্ আদি দশলকার-বিভক্তি।

তিঙন্ত (হরি ১।১১৯) ক্রিয়াপদ।

তিতউ (কৃষ্ণা ৬।৩৬) [তন্—ডউ]

চালুনী, ২ ছত্র।

তিতংসা (গোচ পূর্ব ১১।২৫) বিস্তারেচ্ছা।

তিতিক্ষা (ভা ১১।৩।২৫) ক্ষমা—স্বামী। ২ (ভা ১১।১৬।২৪) নিজ-বিষয়ে পরের অপরাধসহন—জী। ৩ (ভা ১১।২৫।২) সহিষ্ণুতা। ৪ (ভা ৪।১।৩৯) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও ধর্মের অন্যতমা পত্নী। **তিতিক্ষু** (ভা ৯।২৩।৪) যযাতিবংশ্য মহামনার পুত্র। ২ (ভা ১১।১১।২৯) ক্ষমাবান্—স্বামী, ৩ স্বাবজ্ঞাকারির প্রতিও ক্ষমাবান্—বি।

তিথিচ্ছেদ (হ ১২।২৯০) তিথিক্ষয়।

তিথি-নক্ষত্রের সংজ্ঞা (হ ১২।৩১৫, ৩৭৩, ৩৮২) শাস্ত্রকারগণ তিথি ও নক্ষত্রের—'পূর্ণ' 'ক্ষয়' ও 'বৃদ্ধি'—এই তিনটী পারিভাষিক সংজ্ঞা করিয়াছেন। **পূর্ণ** বা **সমান** সূর্যোদয় হইতে ৬০ দণ্ড পরিমিত। **'ক্ষয়'** তিথি ত্রিবিধ—(১) সূর্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া ৫৯ দণ্ড ৫৯ পল পর্যন্ত, (২) সূর্যোদয়ের পরে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরুদয় পর্যন্ত থাকিয়া নিবৃত্ত, (৩) সূর্যোদয়ের পরে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরুদয়ের পূর্বেই নিবৃত্ত। পূর্ণার বিশেষত্ব এই যে হরিবাসর ব্যতীত প্রতিপদাদি তিথি-সকল রবির এক উদয় হইতে অন্যোদয় পর্যন্ত প্রবৃত্ত হইলেই পূর্ণা হয়। ইহাও দুই প্রকারে সংঘটিত হইতে পারে—(১) সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎপূর্বে প্রবৃত্ত হইয়া পুনঃ সূর্যোদয়েই নিবৃত্ত এবং (২) সূর্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্যোদয় পর্যন্ত স্থিত। একাদশীর পূর্ণতা ৬৪ দণ্ডে অর্থাৎ অরুণোদয়সহ ৬০ দণ্ডকাল। **'বৃদ্ধি'** বলিতে অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ড হইয়া যে তিথি পরদিনে কিঞ্চিৎ নির্গত হয়, তাহাই 'বৃদ্ধি'-সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। ইহার অন্য নাম—'মল', একাদশী ব্যতীত মলতিথি অগ্রাহ্য অর্থাৎ যাত্রা বা উপবাসাদি ইহাতে নিবিদ্ধ। নক্ষত্র-সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থাই স্থিরীকৃত হইল। মনে রাখিতে হইবে যে তিথির বৃদ্ধি ৬৫ দণ্ড, ক্ষয় ৫৪ দণ্ড এবং নক্ষত্রের বৃদ্ধি ৭০ দণ্ড এবং ক্ষয় ৫৩ দণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে।

তিন্দুক (আচ ১।১৯২) গাব বৃক্ষ।

তিমি (ভা ৯।২২।৪২) চন্দ্রবংশীয় দূর্বের পুত্র। ২ (ভা ৬।৬।২৬) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী—ইঁহার গর্ভে যাদোগণের উৎপত্তি হয়। ৩ মৎস্যভেদ। ৪ সমুদ্র। **তিমিঙ্গিল** (গোবি ২৫) মহামৎস্য-বিশেষ।

তিমিত (আচ ১।১৮৮) আর্দ্রীভূত। ২ (আচ ২।২৩) স্নিগ্ধ। ৩ নিশ্চল।

তিমির (শ্যা ১৬) জাড্য, ২ অন্ধকার, ৩ নেত্ররোগবিশেষ। **-নুৎ** (আচ ১২।১৬) সূর্য। **তিমিরা** (হ ৭।১৭২) ত্রিতঁয়া-নামক পুষ্প।

তিরঃ (ব্য) অপ্রকাশে, ২ বক্রার্থে। **তিরয়ণ** (বিনা ১।২৭) লুক্কায়িত হওয়া। **তিরশ্চীন** (গোচ উত্তর ১৮।৭) বক্র। **তিরস্করণী** (গোচ পূর্ব ২০।৬০) আবরণী, যবনিকা। **তিরস্কার** (ভা ১১।২৯।১৫) নিজাপেক্ষা ন্যূন ব্যক্তির প্রতি আক্ষেপ—বি। ২ অনাদর, ৩ অবজ্ঞা। **তিরস্কৃত** (ভা ৫।১৮।৬) অপনীত, ২ অবজ্ঞাত, ৩ অনাদৃত। **তিরস্কৃতি** (প্রীতি ৬১) তুচ্ছতা।

তিরীট (গোচ উত্তর ২২।২৯) [তীর্যতে শিরো বিপদঃ অনেনেতি তৄ+কীটন্] শিরোবেষ্টন। ২ লোধ্রবৃক্ষ।

তিরোধান, তিরোভাব (প্রকাশ ৪।৯ সি ১৬) অন্তর্ধান ; নিত্যবস্তুর বিনাশ হয় না, কার্যবিশেষে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কার্যের অবসানে স্বধামে গমনকে 'তিরোভাব' বা 'তিরোধান' বলে। বিদ্যমানতা-সত্ত্বে দর্শনের অভাবই তিরোধান।

তির্যক্ (গোলী ৭।১০৭) বক্রীভূত। ২ (ভা ৩।১০।২১) পশুপক্ষ্যাদি। **-পুণ্ড্র** (রত্ন টী ৩।৩৭) অবৈষ্ণব-কর্তৃক চন্দনাদিদ্বারা রচিত তিলক। **-স্রোতাঃ**—পশুপক্ষি-জলচর প্রভৃতি। **তির্যঙ্** (হরি ৫।২৮৯) বক্রগামী।

তিলক (গোলী ৮।৪৬) চন্দনাদি-রচিত ফোঁটা। ২ লোধ্র পুষ্প। ৩ (গোচ উত্তর ৩৪।২৯) প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ৪ (সিন্ধু ২।১।৩৬১) গৈরিকাদি-ধাতুদ্বারা রচিত ভূষণ। ৫ (বৃ ১১।৪৮) কেতকী পুষ্প। ৬ (বিরু ৪৪) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত ন্-ন-স-ন-ন-গণে রচিত প্রতি কলায় নবমাক্ষরটি যদি মধুর-সংযুক্ত হয়, তবে 'তিলক' কলিকা হয়। যথা—ব্রজবরতনুমুখচুম্বন-পটুতর, তরণি দুহিতৃতটমণ্ডল পরিসর ইত্যাদি। ৭ তিলবৃক্ষ।

তিলকট (হরি ৭।৮৮১) তিলের গুড়া।

তিলকদম্ব (গোলী ৩।৫০) উত্তমরূপে ভর্জিত ও তুষশূন্য তিল-সংযুক্ত মোদক।

তিলক-বিধি (হ ৪।১৭০-৪৭৬) ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষে

মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ কন্ধরে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বামকন্ধরে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদরকে ন্যাস করত তিলক-প্রক্ষালন-জলটি 'বাসুদেবায় নমঃ' বলিয়া মস্তকে দিবে। ললাটাদিক্রমে তিলকধারণ বিধি লিখিত হইয়াছে। স্বস্বসম্প্রদায়ানুসারে তিলক রচনা করাই অভিপ্রেত। দ্বাদশাঙ্গে তিলক রচনান্তে শিরোদেশে কিরীট মন্ত্রটি ন্যাস করিতে হয়। মন্ত্রটি আকরে দ্রষ্টব্য।

তিলকিনী (কৃগ ২৪৫) সুচিত্রা সখীর যূথে দ্বিতীয়া সখী।

তিলতণ্ডুল (আ ১১২) আলিঙ্গন। [২ মাজা তিল।]

তিলন্তুদ (হরি ৫।২৪৩) [তিলানি তুদতীতি তুদ্+খশ্] তিলচূর্ণকারী শিলাদি। ২ তৈলিক। **তিলপিঞ্জ, তিলপেজ** (হরি ৭।৩৭৫) ফলরহিত তিল। **-প্রস্থ** (স্তব ৮।৮৯) তিল-পর্বত। **-বেষ্ট** (হ ৮।১২৫) 'অরসা' নামক খাদ্যদ্রব্য।

তিলাখাজা (চৈচ মধ্য ১৪।৩১) খাজার সহিত ঘৃত-ভর্জিত তিল-সংযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন।

তিলাদ্রি (ভা ১০।৫।৩) তিল-নির্মিত পর্বত—দশদ্রোণপরিমাণে উত্তম, পাঁচ দ্রোণে মধ্যম ও তিন দ্রোণে কনিষ্ঠ। ২৫৬ পলে এক দ্রোণ এবং ৪ তোলায় এক পল।

তিলাপ (ভা ১০।১২।১৫) প্রেত-তর্পণে ব্যবহার্য তিলমিশ্রিত জল।

তিলোত্তমা (ভা ১২।১১।৪৩) অপ্সরা, ২ (আচ ৩।৩) স্বর্গবেশ্যা।

তিল্য (হরি ৭।৭১২) তিলের ক্ষেত্র। ২ তিলহিত।

তিষ্ঠদ্গু (আচ ১১।২৪৪) [তিষ্ঠন্তি গাবো যস্মিন্নিতি] যে সময়ে ধেনুগণ গৃহে থাকে অর্থাৎ প্রাতঃকাল বা সন্ধ্যা।

তিষ্য (ভা ১২।২।১৯) পুষ্যা নক্ষত্র—স্বামী। ২ (হ ১৪।৩৭১) কলিযুগ, ৩ পৌষমাস।

তীক্ষ্ণক (আচ ৯।৬৬) লৌহবিশেষ। [২ গৌর সর্ষপ]

তীরসঙ্গম (মালা যমুনা ৩) তট-নিবাস।

তীর্থ (ভা ৩।১৯।৪) অবসর, ২ (ভা ৩।২৮।২২) সংসার-তারক। ৩ (ভা ৩।২১।৩০) পাত্র। ৪ (ভা ৩।৪।২০) গুরু, ৫ (ভা ৯।১৯।৪) নির্গমন পথ। ৬ (সুধা ৮৭) অবতার, ৭ (ভা ১০।৮৬।৫২) জলময় পুণ্য-স্থান। ৮ (ভা ১০।৩৮।২০) পবিত্র স্থান। ৯ (গোলী ১৫।৯২) ঘাট। ১০ (গোভা ৩।৪।৪৭) যজ্ঞ। ১১ (হ ১।১৯) শ্রীচরণোদক, ১২ (আচ ১৮।১৬৩) হেতু, ১৩ উপায়। ১৪ (যো ২৮) [অধর্মাত্তারয়তীতি] অধর্ম হইতে রক্ষক—বেদ। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ধর্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা প্রভৃতি ষড়্-দর্শন এবং স্মৃতি-পুরাণাদিও বেদার্থ-বাচক বলিয়া তীর্থ-পদবাচ্য—জী। **-কর** (সুধা ৮৭) স্বপ্রাপ্তির উপায়-রূপে গীতাদিশাস্ত্র-প্রবর্তক। **-কাক** (হরি ৬।৯১) কাকবৎ অনবস্থিত, লোলুপ। **-কীর্তি** (ভা ৩।১।৪৫) সংসার-তারিণী কীর্তি যাঁহার। **-তীর্থ** (ভা ১০।৬৮।৩৭) গঙ্গাদির পাবনত্ব-কারণ। **-ধারণ** (হ ৯।১৩-৯৪) শ্রীহরির চরণোদক প্রথমতঃ বৈষ্ণব-গণকে দিয়া নমস্কার করত কিঞ্চিৎ পানপূর্বক শিরে ধারণ করিবে। পানমন্ত্র 'ওঁ চরণং পবিত্রম্' ইত্যাদি আকরে দ্রষ্টব্য। পাদোদক ভূমিতে পতিত হইলে মহাদোষ। বিষ্ণু-পাদোদক-পানের অশেষ গুণ, শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের চরণজল পান করিয়া আচমন করিবে না। শঙ্খকৃত পাদোদক পানের মাহাত্ম্যাতিশয় জানিবে। **-পদ** (ভা ৩।১।১৭) শ্রীহরি। ২ (প্রে ৩) শ্রীগুরুদেব, ৩ শ্রীগুরুদেবের চরণ। **-পাদীয়** (ভা ৪।২২।১১) বৈষ্ণব। **-ফলভাগী** (হ ৩।৩৫৯) যাঁহার কর, চরণ, বচন ও মন সম্যক্ প্রকারে বশীকৃত; যাঁহার বিদ্যা, তপঃ ও কীর্তি আছে—তিনিই তীর্থফল লাভ করেন। তাৎপর্য এই যে করাদি-সংযমে তীর্থে পাপের অনুদয় এবং বিদ্যাদিবলে শ্রদ্ধাবিশেষাদি-বশতঃ যথোক্ত ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। **-ফলাভাগী** (হ ৩।৩৬০) অশ্রদ্ধালু; পাপী, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং কুতর্কনিষ্ঠ—এই পাঁচজন তীর্থফল-লাভে বঞ্চিত। **-মনু** (নার ৩।৬।১০), **-মন্ত্র** (হ ৫।২২৫) 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদি তীর্থ-আবাহন মন্ত্র। **-রাজ** (মথুরা ৪৪) প্রয়াগ। ২ (উস ১৬) যমুনাতীরবর্তী অক্রূর তীর্থ বা ব্রহ্মহ্রদ। **-বতী** (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপ-স্থিতা নদী। **-বিৎ** (ভা ১।১২।১৪) দানকালজ্ঞ। **-শ্রবঃ** (ভা ৮।

১৭।৮) পুণ্যকীর্ত্তি। **-সাধন** (ভা ১০।৮৯।১৮) পুরুষার্থহেতু; ২ ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানের দ্বার-ভূত—জী।

তীর্থাভিষেক (নাম ২।১৮) তীর্থে স্নান।

তীর্থাস্পদ (হ ৮।২৪২) গঙ্গাদির আশ্রয়রূপে পরম পাবন। ২ মুমুক্ষুগণের মুক্তিদাতা।

তীর্থীকৃত (ভা ৩।২১।৩০) দানপাত্র-রূপে অঙ্গীকৃত—স্বামী। ২ সমর্পিত—বি।

তীব্র (বৃভা ২।৭।১৪ টী) দুর্নিবার, ২ স্বাভাবিক, ৩ অনবচ্ছিন্ন। ৪ (ভর ১।১৫) ব্যভিচারাদিদোষ-রহিত। ৫ (আচ ১৫।২৫৭) একান্ত। ৬ (উ ৪।৩৯) ক্রোধী। ৭ (ভক্তি ১২) অতিদৃঢ়, ৮ বিঘ্নদ্বারা অনভিভূত। **-কাম** (চৈত ১০।২৯।৩৮) [তীব্রস্তীক্ষ্ণঃ কামোঽপি যস্মাৎ] কাম হইতেও পরমসুন্দর।

তু (মাম ২।৪২)] [ব্য] পক্ষান্তরে, ২ বৈশিষ্ট্য-দ্যোতনে, ৩ ভিন্ন-প্রক্রমে, ৪ সমুচ্চয়ে, ৫ ভেদে।

তুঙ্গ (হংস ৪২) শ্রেষ্ঠ, ২ উৎকৃষ্ট, ৩ উন্নত, ৪ প্রধান। ৫ (কৃগ পরি ৮৬) শ্রীকৃষ্ণের দূত। [৬ পুন্নাগবৃক্ষ, ৭ পর্বত, ৮ নারিকেল, ৯ বুধগ্রহ]। **-নর্মা** (মুক্তা ১০০) শ্রীরাধার সখী। **-ভদ্রা** (কৃগ ২৪৭) ইন্দু-লেখার যূথে প্রথমা সখী। ২ (ভা ৫।১৯।১৭) কৃষ্ণানদীর উপ-শাখা—ইহার তীরে কিষ্কিন্ধ্যা অবস্থিত। **-বিদ্যা** (কৃগ ৯০—৯১) অষ্টসখীর পঞ্চমী, বয়সে শ্রীরাধার পাঁচ দিনের বড়, কর্পূর ও চন্দন-মিশ্রিত কুঙ্কুমের ন্যায় ইঁহার অঙ্গকান্তি, বস্ত্র ও অলঙ্কার—পাণ্ডুর-বর্ণ, স্বভাব—দক্ষিণা প্রখরা, মাতা—মেধা, পিতা—পুষ্কর, পতি—বালিশ। ইঁহার যূথ—(কৃগ ২৪৬) মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা, মধুস্যন্দা, গুণচূড়া ও বরাঙ্গদা। সেবা—(কৃগ ১৫৯—১৬৩) শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম সখী, ইনি অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শিনী, সন্ধিবিষয়ে কুশলা ও শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাসভাজন; রসশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে, নাট্যবিদ্যায়, নাটক ও আখ্যায়িকাদি-রচনায় এবং নিখিল সঙ্গীতশাস্ত্রে আচার্য। দেবতা ও ঋষি-প্রণীত তৌর্যত্রিক বিদ্যায় ও বীণাবাদনে ইনি বিশেষ অভিজ্ঞা। মঞ্জুমেধাদি অষ্ট সখী, সন্ধি-কুশলা যে সকল সখী, সঙ্গীত রঙ্গশালায় মার্দঙ্গিকী, কলাবতী ও নর্ত্তকীপ্রমুখা যে সকল সখী, বৃন্দাবনস্থিত জনগণের অধিকারে যে সকল সখী তাঁহাদের এবং জলদেবীগণের অধ্যক্ষা—এই তুঙ্গবিদ্যা। **তুঙ্গিত** (মালা প্রেমেন্দু ১২) উচ্চীকৃত, বর্দ্ধিত। **তুঙ্গিমা** (চৈনা ৫।১৫) বর্দ্ধন, উচ্চতা।

তুঙ্গী (কৃগ পরি ২০০) শ্রীরাধার বৎসতরী। ২ (কৃগ ৩৪) শ্রীকৃষ্ণ-জ্যেষ্ঠতাত উপনন্দের পত্নী, ইহার বর্ণ—সারঙ্গ অর্থাৎ চাতক পক্ষির ন্যায়, বস্ত্র—নারঙ্গ (কমলা) লেবুর ন্যায়। নামান্তর তুলা (কৃগ পরি ২৮)।

তুচ্ছ (ভা ৭।৭।৪৫) হীন, শূন্য, ২ অল্প, ৩ তুষ।

তুচ্ছফলে নাম-প্রয়োগ (ভক্তি ৯১) শ্রীভগবানের নাম-শ্রবণকীর্ত্তনাদিও যদি কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধনের সাফল্য-বিধানার্থ প্রযুক্ত হয়, সেই শ্রীনামশ্রবণাদির মুখ্যফল প্রেমভক্তিতে তাৎপর্য না থাকায় তাহাতে অপরাধ হয় এবং ক্ষয়িষ্ণু তুচ্ছ ফলই তাহাতে লভ্য হয়।

তুড়িত (আচ ১১।১০৪) [তুড় ভেদনে ভ্বাদিঃ তুদাদিশ্চ] খণ্ডিত।

তুণ্ড (গোচ পূর্ব ২৭।৫৬) মুখ। [২ শিব, ৩ রাক্ষস-ভেদ]।

তুণ্ডিকা (কৃগ পরি ২০১) শ্রীরাধার ময়ূরী। [২ নাভি, ৩ তেলাকুচা]।

তুণ্ডিকেরী (কৃগ পরি ২০১) শ্রীরাধা-কুণ্ড-বিচারিণী, শ্রীরাধার মরালিকা। [২ বিম্বফল]।

তুণ্ডু (কৃগ ৫২) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ-তুল্য গোপ।

তুদনী (গোলী ১৪।১৪) ব্যথাকর।

তুন্দ (ভাবনা ১০।৭) উদর। **-কূপী** [তুন্দস্থ কূপীব] নাভি। **-পরিমৃজ** (গোচ পূর্ব ২২।৯১) অলস, অকর্মণ্য, ২ মন্দ। **-বন্ধ** (কৃষ্ণা ২।৪১) কোমরপাটা। **-বান্**, **তুন্দিক** (হরি ৭।৯৬২) স্থূলোদর। **তুন্দিভ** (হরি ৭। ৯৯০) [তুন্দিরস্যাস্তীতি তুন্দি, মত্বর্থে ভ] স্থূলোদর, ২ বৃদ্ধ-নাভিযুক্ত।

তুন্দিল (মধু ২।৩১) স্থূলোদর, ২ (আচ ১১।৩) পুষ্ট, পূর্ণ।

তুন্দিলন (মালা প্রগো ৯) বৃদ্ধীকরণ, বর্দ্ধন। **তুন্দিলিত** (মালা ভাণ্ডীর) পুষ্ট।

তুন্দী (হরি ৭।৯৬২) স্থূলোদর।

তুন্ন (গোপা ১২) পীড়িত। ২ ব্যথিত, ৩ ছিন্ন।

তুমুল (ভা ১০।৩৩।৫) সঙ্কীর্ণ, ২ (ভা ১।৭৭।৫) ব্যাকুল—স্বামী।

তুম্ব (মালা ভাণ্ডীর), **তুম্বী** (গোলী

২২।৭২) অলাবু ফল। ২ আমলকী।
তুম্বুরু (ভা ৫।২৫।৮) কশ্যপপত্নী কপিলার গর্ভে জাত গন্ধর্ব। ইনি নারদের শিষ্য। ২ (ভা ৯।২৪। ২০) দেবর্ষি। ৩ (চৈভা আদি ১।৫২) নারদের বীণা।
তুর (ভা ৯।২২।৩৭) ঋষি। [২ বেগ]। **-গ**—ঘোটক, ২ চিত্ত।
তুরগত্রিভঙ্গী (বিরু ৮১) ত্রিভঙ্গ-বৃত্ত কলিকার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যদি প্রতিকলা গ-গ-জ-স-র-ন-ত-ভ-ল-গ-গণে বিরচিত হয় এবং দ্বিতীয়, নবম ও ষোড়শ অক্ষরে ভঙ্গ (বর্ণাবৃত্তি) থাকে, তবে 'তুরগত্রিভঙ্গী' হইবে, যথা ধ্বস্তারবিন্দরুচি হস্তাগ্রপিষ্টক সমস্তারি-মণ্ডল হরে। তুরগে পদ্য ও কলিকায় আট হইতে ষোল কলিকা নির্দিষ্ট। **-ব্রহ্মচর্য**—স্ত্রীর অভাবে তত্ত্যাগরূপ ব্রত। **-মুখ** (আচ ৭।৮৯) কিন্নর। **-মেধযাট্** (ভা ৯।২২।৩৭) জনমেজয়। ইনি পৃথিবী জয় করত ঋষি তুরের সাহায্যে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া এই নামে অভিহিত হন। **-লীল** (রত্না ৫।২৯৬৯) তাল-বিশেষ। 'দ্রুতং দ্বন্দ্বং বিরামান্তং লঘুস্তুরগ-লীলকে।'
তুরঙ্গ (বিরু ৩৮) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত ভ-ন-জ-ল-গণে রচিত আদি ও অষ্টমাক্ষরে মধুর সংযোগ হইলে 'তুরঙ্গ' কলিকা হয়। যথা মঞ্জুল বিচকিল কুণ্ডল, রঞ্জিত-বরতনু মণ্ডল—ইত্যাদি। **-ব্রহ্মচর্য** (গোলী ৯।৪৮) ভোগ্যা নারীর অভাবে স্ত্রীত্যাগরূপ ব্রত।
তুরাষাট্ (আচ ১১।১০০) ইন্দ্র।
তুরী (আচ ১৯।১০১) মাকু [তন্ত্রবায়ের কাষ্ঠাদি-নির্মিত যন্ত্রবিশেষ]।
তুরীয় (ভগ ৫) বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ-রূপ উপাধিত্রয়ের অতীত ঈশ্বরতত্ত্ব। ২ (আচ ১৪।৮০) অতিশ্রেষ্ঠ, ৩ চতুর্থ, ৪ তারক।
তুরুষ্ক (গোচ উত্তর ১৪।৬৬) যবন-বিশেষ। ২ (হ ৬।৩০৫) সিহ্লন-নামক গন্ধদ্রব্য।
তুর্য (ভা ১১।১৩।২৭) তুরীয় ভগবত্তত্ত্ব। ২ (ভা ১০।৬৩।৩৮) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র হইতে ভিন্ন, ৩ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুপ্তির অতীত। ৪ (ভা ৬।৫।১২) চতুর্থ। **তুর্যঘোষ** (তর ১০।১১। ৬৯) ভেরীনাদ। **তুর্যাশ্রম** (ভা ১১।১৬।১৭) সন্ন্যাস।
তুর্বসু (ভা ৯।১৮।৩৩) সোমবংশ্য যযাতির ঔরসে দেবযানীর পুত্র।
তুলনা (আচ ১৮।৩৩) উপমা।
তুলসিকাভরণ (ভা ৩।১৫।১৯) শ্রীহরি।
তুলসী (হ ৭।২৫৯—৩৫৭) শ্রীহরি তুলসী বিনা কোনও পূজাই গ্রহণ করেন না। তুলতীর পরমোত্তমতা স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত আছে—অমৃত মন্থনকালে জীবসমূহের হিতার্থ সর্বৌষধি-রসে শ্রীহরি তুলসীর সৃষ্টি করেন। অখণ্ডপত্র, হরিদ্বর্ণ, মনোরম মঞ্জরীযুক্ত তুলসীই প্রশস্তা। শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা তুলসী শ্রীবিষ্ণুপূজাদিতে সর্বদা সর্বথা অপেক্ষিতা। শ্রীভগবদর্পণে ইনি পাপনাশিনী, বৈরিঘাতিনী, সর্ব-সম্পৎপ্রদায়িনী, পুণ্যবিধায়িনী, সর্বার্থ-সাধিনী, মুক্তিদায়িনী, শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকপ্রাপণী এবং শ্রীভগবানের প্রীতিবিধায়িনী। কার্ত্তিকে, মাঘে, চাতুর্মাস্যে ও বৈশাখে তুলসীদানের ভূরি ফল সর্বপুরাণে উদ্‌ঘোষিত। অস্নাত ব্যক্তি তুলসী চয়ন করিবে না। সংক্রান্তি, পক্ষান্ত, দ্বাদশী ও রবিবারে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ হইলেও ভক্তগণ কেবলমাত্র দ্বাদশীতেই তুলসী চয়ন করিবেন না। মন্ত্রপাঠ-পূর্বক প্রণাম করত এক হস্তে তুলসীর শাখা ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে মঞ্জরী ও তুলসীপত্র উত্তম পাত্রে স্থাপন করিবে। পর্য্যুষিত তুলসীপত্র, (তুলসীপত্রের চূর্ণও) শ্রীহরির প্রীতিকর। ২ (গোলী ৩।৪) সূক্ষ্ম ধান্য-বিশেষ। **-চয়** (হরি ৫।৪০০] [তুলসী—চিঞ্+অল্] চৌর্যক্রমে তুলসীচয়ন। **-চায়** (হরি ৫।৪০০) [তুলসী-চিঞ্+ঘঞ্] হস্তদ্বারা তুলসীচয়ন। **-পত্রাৎ** (হরি ৫।২৭৬) [তুলসীপত্রমত্তীতি অদ্+ ক্বিপ্] তুলসীপত্রভোজী। **-বিবাহ** (হ ২০।৩৪৩—৩৬২) প্রথমতঃ বনে বা গৃহে তুলসী রোপণ করত তিন বর্ষ পরে তাহার অর্চনা করিবে। উত্তরায়ণে, গুরুশুক্রের উদয়ে, কার্ত্তিক মাসে, ভীষ্মপঞ্চক দিনে, বিবাহোচিত নক্ষত্রে ও বিশেষতঃ পূর্ণিমা তিথিতে মণ্ডপে কুণ্ড ও বেদী রচনা করত শান্তি বিধান করিবে। মাতৃকাগণের স্থাপন ও মাতৃশ্রাদ্ধাদি বিবাহোচিত কার্য সব সমাধান করিবে। স্নাতক ও পবিত্র ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মা ও ঋত্বিক্ রূপে বরণ করিয়া বৈষ্ণব-বিধিমত বর্দ্ধনী-কলসীর অর্চনা করত তথায় মণ্ডপ রচনা-পূর্বক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অনন্তর গৃহ-যজ্ঞ, মাতৃগণের অর্চনা ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া স্বর্ণময়ী শ্রীহরিমূর্ত্তির স্থাপন করিবে। রজতময়ী তুলসী

নির্মাণ করত সূর্যাস্তলগ্নে 'বাসঃ শতম্' মন্ত্রে বস্ত্রদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করিবে। 'যদা বধ্নন্' মন্ত্রে করপল্লবে কঙ্কণবন্ধন পূর্বক 'কোঽদাৎ' মন্ত্রে পাণিগ্রহণ করাইবে। আচার্য ঋত্বিগ্‌গণের সহিত নয়টি আহুতি দিবেন এবং বিবাহক্রিয়াবৎ যাবতীয় বৈষ্ণব কর্ম সমাপন করত যথাবিধি হোম করিবেন। পরে যজমান স্বগোষ্ঠি শ্রীবিষ্ণু-তুলসীকে চারিবার পরিক্রমা করিবেন। পরে বিভাবসু বেদিকাতে শতকুম্ভ সূক্ত, পাবমানী সূক্ত, শান্তি-কাধ্যায়, নবসূক্ত, জীবসূক্ত ও বৈষ্ণব-সংহিতা জপ করিবেন। মঙ্গলগীত ও বাদ্যধ্বনি-সহকারে পূর্ণাহুতি প্রদান করত যথারীতি দক্ষিণান্ত করিবেন। **-সেবা** (সিন্ধু ১।২।২০৩) তুলসী নিত্য দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, ধ্যাত, কীর্ত্তিত, প্রণমিত, শ্রুত, রোপিত (প্রতিদিন পত্রমঞ্জরী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবে প্রবর্ত্তিত), সেবিত এবং পূজিত হইলে ভক্তের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন।

তুলা (কৃগ পরি ২৮) উপনন্দের পত্নী তুঙ্গী। ২ (গৌকৃ ৩।৬৫) সাদৃশ্য। ৩ (হ ১৬।১৪৯) কার্ত্তিক-মাস। **-কোটি** (হংস ১০৮) নূপুর। **-ধার** (গোভা ৩।৪।২৬ টী) বারাণসী-বাসী বৈশ্য তুলাধার পরম জ্ঞানী ছিলেন। মহর্ষি জাজলি বহু তপস্যা করিয়াও পূর্ণকাম না হইয়া তুলাধারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। [মহাভা° শান্তি° ২৬১-২৬৩] **-বতী** (কৃগ ৫২) গোলের ভ্রাতৃকন্যা ও সুচারুর পত্নী।

তুলিত (আচ ১৫।৪২) উপমিত, ২ পরিমিত।

তুলী (চৈচ মধ্য ১৩।১১) তুলানির্মিত ছোট গদি—যাহা শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণে ব্যবহৃত হয়।

তুল্য (হরি ৭।৬৮৭) [তুলয়া সম্মিতে পরিমিতে বাচ্যে তুলা+যৎ] সদৃশ। **-তর্ক** (নাচ ৩৩২) রূপক বা উপমা-দ্বারা তুল্যার্থে ব্যবহৃত অথচ অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সংস্পর্শ-সূচক বাক্য-প্রয়োগকে নাট্যশাস্ত্রে 'তুল্যতর্ক' বলে। সাহিত্য-দর্পণে (৬।১৭৮) প্রকৃতোপযোগী বিষয়দ্বারা তর্ককে 'তুল্যতর্ক' বলে। **-প্রাধান্য** (শেষ ৩।১৬, সাকৌ ৫।১) মধ্যম-কাব্যভেদ। যেস্থলে ব্যঙ্গ্যার্থটি বাচ্যার্থের ন্যায় সমানভাবে প্রাধান্য লাভ করে, তাহাকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বা মধ্যম কাব্য বলে। **-যোগিতা** (অকৌ ৮।২৬) প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত বহু পদার্থের গুণক্রিয়াদিরূপ একধর্মে সম্বন্ধ বর্ণিত হইলে 'তুল্যযোগিতা' অলঙ্কার হয়।

তুল্যাধিকরণ (হরি ৪।১৯, ২।২১৫) বহুব্রীহি সমাসের প্রকার। বিশেষণ ও বিশেষ্যভাবাপন্ন দুই শব্দের সমাস। ইহার অপর নাম—'সমানাধিকরণ'। সরস্বতী-কণ্ঠাভরণের টীকায় নারায়ণ বলেন—'ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তস্য শব্দস্যৈ-কস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্' (৩।২।৭৫)।

তুল্যার্থদর্শী (সিন্ধু ১।২।৩৩) একই প্রয়োজনের অনুভবকারী।

তুবর (আচ ১৮।১৪৯) বিরসতা। ২ ধান্যভেদ, ৩ শ্মশ্রুহীন নর।

তুষার (লনা ৭।১০) শিশির জল-বিন্দু। **-কর** (গোচ পূর্ব ২১।৫৩) চন্দ্র, ২ শীতলকর। **-চ্ছবি** (চন্দ্রা ৭৪), **-ময়ূখ** (বিনা ২।৩০),

তুষারাংশু (ভাবনা ১৩।১) চন্দ্র।

তুষিত (ভা ২।৭।২) যজ্ঞনামা ভগবানের পুত্র। ২ (ভা ৮।১।২০) স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতা। **তুষিতা** (ভা ৮।১।২১) বেদশিরাঃ ঋষির পত্নী—ইহার গর্ভে বিভুনামা দেবতার জন্ম হয়।

তুষ্টি (ভা ৪।১।৪৯) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও ধর্মপ্রজাপতির পত্নী। ২ (কৃগ ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহীতুল্যা গোপী। ৩ (ভা ১১।২৫।২) যথালাভে সন্তোষ। ৪ আত্মারামত্ব। ৫ (সিন্ধু ৩।২।১৩৩) শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগের পরে সম্প্রাপ্তি। ৬ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে স-বর্ণের শক্তি। (হ ২।৬৩) চন্দ্রের চতুর্থী কলা। ৮ (ভা ২।১০।২৮) উদর-ভরণ। ৯ (ভা ১০।৩৯।৫৫) বৈরাগ্য, ১০ মানসী বিভূতি। **-দা** (কৃগ পরি ১২১) দিব্যরত্ন-জটিত মুষ্টি-(বাঁট)-যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহার্য কর্ত্তরিকা। **-মান্** (ভা ৯।২৪।২৪) চন্দ্রবংশ্য উগ্রসেনের পুত্র। [২ সন্তুষ্ট]।

তুষ্যতু ন্যায় (কৃষ্ণ ২৯) অভ্যুপগম-বাদ, [অস্বীকার্য বিষয়ও স্বীকার করত যাথার্থ্য-নির্ধারণে চেষ্টা]।

তুহিন (আচ ৭।৫১) হিম, ২ চন্দ্রতেজঃ। **-কর** (আচ ৭।৮৬), **-ময়ূখ** (হ ১০।৪৯), **-মরীচি** (গোচ পূর্ব ২৭।৫৬) চন্দ্র। **-শৈলজা** (কৃষ্ণা ৫।২৮) পার্বতী।

তূ (হরি ৫।২৮২) [ত্বরা সম্ভ্রমে+ক্বিপ্] বেগ, বিলম্বাসহিষ্ণুতা।

তূণ (বৃ ৪।১১) তূণীর, বাণাধার।

তূণক (ছ ২।১১৭) পঞ্চদশাক্ষর-

পাদক ছন্দোবিশেষ।

তূপ (গোচ উত্তর ২৬।৩৫) রাশি।

তূর্ (ভা ২।৭।৩৬) বেগ—স্বামী।

তূর্ণ (হরি ৫।৫৯) [ক্রিত্বরা সম্ভ্রমে+ক্ত] ত্বরিত, শীঘ্র। **তূর্ণি** (হরি ৫।৪৪১) সত্বরতা, শৈঘ্র্য। ২ বেগ। ৩ মল, ৪ ক্ষিপ্র। **তূর্ণিত** (গোচ উত্তর ৩৬।৪৯) ত্বরাযুক্ত।

তূর্য (গৌকৃ ২।১৭) বাদ্য। **-খণ্ড**—ডগড়্ বাদ্য।

তূল (গোলী ২১।৩০) ব্রহ্মদারু। ২ কার্পাসাদি-বীজজাত তুলা। **তূলিকা** (স্তব ৯।২৯) লেপ। [২ চিত্র-সাধন (কুঁচি)]। **তূলী** (মাম ৫।৩৪) লেপ, তোষকাদি।

তূষিত (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) তুষ্ট।

তূষ্ণীক (হরি ৭।১০৪৬) মৌনী।

তূষ্ণীকাং (হরি ৭।১০৩২) [তূষ্ণীম্+অকচ্ প্রকরণে 'তূষ্ণীমঃ কাম্ বক্তব্যঃ' ইতি কাম্] মৌন। **তূষ্ণীন্তূষ্ণ** (গোচ পূর্ব ২২।২৬) মৌনী।

তূস্ত (হরি ৩।৫৫৫) পাপ, ২ ধুলি, ৩ জটা, ৪ সূক্ষ্ম।

তৃট্ (গোলী ১৪।৯৩) তৃষ্ণা।

তৃণ-ক্ষমাপতি (গোচ পূর্ব ১৪।২৩) তালবৃক্ষ। **°জম্ভ, -জম্ভা** (হরি ৭।১৬৭) তৃণভোজী, ২ তৃণতুল্য-দন্তবিশিষ্ট। **-রাজ** (ভা ১০।১৫।৩২) তালবৃক্ষ। **-বিন্দু** (ভা ৯।২।৩০) সূর্যবংশ্য বুধের (বন্ধুর) পুত্র। **তৃণস** (হরি ৭।৩৯২) তৃণময় স্থান।

তৃণাবর্ত্ত (ভা ১০।৭।১৮) শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত কংসভৃত্য অসুর। ২ (আচ ১৩।৬৪) তৃণাচ্ছাদিত অর্থাৎ মৃত। ৩ (গোচ উত্তর ১।১৩) তৃণাসন।

তৃণ্যা (হরি ৭।৩৪২) তৃণসমূহ।

তৃতীয়-ক (রত্না ৫।২৯৭৫) তাল-বিশেষ। **°পুরুষাবতার** (সভা ১। ৪২) ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণু। **-ভুবনেশ্বর** (কর্ণা ৮২) ইন্দ্র। **-মনু** (ভা ৮।১।২৩) উত্তম। **-বর্গ** (ললা ২।১৩) চতুর্বর্গের তৃতীয় 'কাম'। **-স্থান** (গোভা ৩।১।১৯) যাহারা বিদ্যাপ্রভাবে দেবযান বা কর্মপ্রভাবে পিতৃযান প্রাপ্ত হয়না, তাহারাই তৃতীয়-স্থান।

তৃপ্তি (বৃভা ১।৭।১৩৫) অলংবুদ্ধি। ২ পরিপূর্ণতা।

তৃষা (হরি ৫।৪৪৭) তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা। **তৃষিত**—পিপাসিত। **তৃষ্ণক্** (হরি ৫।৩৫৬) [ক্রিতৃষা পিপাসায়াং+নজিক্] লুব্ধ, ২ অভিলাষুক। **তৃষ্ণা** (ভা ১১।২৫।৩) লাভসত্ত্বেও অসন্তোষ। ২ স্বসুখাভিলাষ। ৩ (গোভা ২।২। ১৯) [বৌদ্ধমতে] বেদনাজনিত পুনরায় বিষয়-ভোগেচ্ছা। ৪ (আচ ৮।১৯) পিপাসা।

তে (ভা ১০।৮৭।৪১) [তেবৃ দেবনে +ক্বিপ্] ক্রীড়া—প্রবো।

তেজঃ (ভা ১১।১৩।৩৮) প্রভাব, প্রতাপ। ২ (অর্কো ৫।৩২) শত্রুকৃত অধিক্ষেপ বা অবমানাদির প্রতীকার ব্যতীতই নির্বাপণ। (গোভা ৩।৩।৩৯) পরাভিভব-সামর্থ্য। ৩ (গোভা ২।২।৩৭) মহত্তত্ত্ব। ৪ (গোভা ৩।৩।৩৯) মায়া-তিরস্কারী প্রভাব। ৫ (রত্ন ১।১২) ব্রহ্ম। ৬ (সিন্ধু ২।১।২৬৩) অন্তঃকরণের যে বৃত্তিতে সর্বচিত্তাবগাহিতা (সকলের চিত্তাকর্ষণ) ঘটে, তাহাই 'তেজঃ'। ৭ অবজ্ঞাদির অসহিষ্ণুতা।

তেজস্বী (গীতা ৭।১০) প্রগল্ভ—স্বামী।

তেজিত (ভা ৬।১১।২০) তীক্ষ্ণীকৃত—স্বামী। **তেজীয়ান্** (ভা ১০।৬৪। ৩২) মহাতপস্বী, ২ জ্ঞানী—সনা। ৩ তপোযোগাদিবলে পাপেরও পরা-ভবের অযোগ্য—জী।

তেজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্র (হ ৯।৮৪) বৈষ্ণবশাস্ত্র। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

তেজোবাঃ (চৈত ১।১।১) [তেজো দর্পং বারয়তি] দর্পহারী।

তেমন (সক জী ২।১৯৮) ব্যঞ্জন।

তেবতা (আচ ১২।১০৬) [তেবৃ দেবৃ দেবনে ভ্বাদিঃ] ক্রীড়াশীল।

তৈজস (ভা ১০।৮৫।১১) রাজস অহঙ্কার—স্বামী। ২ (ভা ১১।২৪। ১৭) কটক কুণ্ডলাদি। ৩ (কৃষ্ণ ৯০) জীবের স্বপ্নাবস্থা, প্রণবের উকার। [৪ ঘৃত, ৫ ধাতুদ্রব্যমাত্র]। **-পাত্রসংস্কার** (হ ৪।৫৭-৭১) তাম্র-পাত্র অম্লে, রঙ্গ ও সীসক পাত্র ক্ষারে, কাংস্যপাত্র ভস্মযুক্ত জলদ্বারা এবং দ্রবপদার্থ তাপ-সংযোগে শুদ্ধ হয়। মণি, বজ্র, প্রবাল, মুক্তা ও শঙ্খাদি শ্বেত সর্ষপের বা তিলের কল্কে শুদ্ধ হয়। স্বর্ণ, রজত, শঙ্খ, পাষাণ, শুক্তি ও স্ফটিকাদি রত্ন, কাংস্য, লৌহ, তাম্র, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসক দ্বারা প্রস্তুত পাত্র, অন্নাদি-সংলিপ্ত না হইলে কেবল জলদ্বারাই শুদ্ধ হয়। পাত্র অতিদুষ্ট হইলে শোধন করত অতিথি-সেবায় বা শ্রীপ্রভুর অন্য কর্মে নিয়োগ করিবে। নবপ্রসূতা নারী, শব, মলমূত্র ও রজস্বলা কামিনী-কর্তৃক দূষিত পাত্র সহমত অগ্নিতাপ দিয়া শুদ্ধ করিবে। মদ্য, মূত্র, পুরীষ,

শ্লেষ্মা, পূয বা নিষ্ঠীবন-দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে মৃৎপাত্র ত্যাগই করিবে।

তৈত্তিরীয় (হরি ৭।৫৫৩) তিত্তিরি-কর্তৃক প্রোক্ত ছন্দের অধ্যেতা বা জ্ঞাতা। ২ উপনিষৎ।

তৈন্তিড়ীক (হরি ৭।৬০৯) তেঁতুল-দ্বারা সংস্কৃত ব্যঞ্জনাদি।

তৈরভুক্ত (পদ্যা ৩০৫) তিহুতদেশীয়।

তৈর্থিক (চৈচ মধ্য ৩।৮১) তীর্থা-টনকারী।

তৈল (হরি ৭।৫৮৭) [তিল-বিকারার্থে ময়ট্ সংজ্ঞায়াম্] স্নেহপদার্থ।

তৈলম্পাতা (হরি ৭।৩৮২) [তিল-পাতা ক্রিয়া অস্যামিতি ঞ] স্বধা। ২ শ্রাদ্ধ।

তৈলাপীড় (বিপূ ২।১২।২৭) তৈলিক।

তৈলীন (হরি ৭।৮৫৬) [তিল+খঞ্] তিলের ক্ষেত্র।

তৈষ (হরি ৭।৪৬৫) তিষ্যনক্ষত্রে জাত। ২ (হরি ৭।৫৫) [তিষ্য+অণ্] পৌষমাস।

তোক (ভা ১২।৮।৪) বালক।

তোক্ম (ভা ৪।২১।২) হরিৎ যব, ২ অঙ্কুর—স্বামী। [৩ কর্ণমল, ৪ মেঘ]।

তোটক (নাচ ১৪৮) নাট্যশাস্ত্রে আবেগযুক্ত বাক্য। ২ (ছ ২।৬৪) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

তোটাগোপীনাথ——শ্রীক্ষেত্রধামে যমেশ্বর তোটায় অবস্থিত। শ্রীশ্রীপণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর সেবিত বিগ্রহ।

তোড়াবড়ু—শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক, ইহারা মুখে কাপড় বাঁধিয়া ভোগ বহনকারী।

তোড়ী (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত রাগিণী-বিশেষ। 'উন্নিদ্র-পঙ্কেরুহচারুনেত্রা, কুরঙ্গসারং কল-মন্তরেণ। সম্ভাবয়ন্তী বিপিনোপকণ্ঠে, তোড়ীয়মিন্দীবরদাম-রম্যা'।

তোত্র (ভা ৮।১১।১১) অঙ্কুশ—স্বামী। ২ (ভা ১।৯।৩৬) প্রতোদ, কশা [চাবুক]। ৩ পাঁচনদণ্ড।

তোদ (ভা ৩।১৮।৬) ব্যথা। **তোদিত** (গোলী ১৭।৬৬) ব্যথিত।

তোমর (ভা ১০।৫৪।২৯) সাবল।

তোরণ (আচ ১।৪৯) বন্দনমালা, ২ সিংহদ্বার।

তোলিকা (ভা ১০।৭৬।১০) ভিত্তি।

তোশল (লনা ৪।৬) চন্দ্রাবলীর পতিম্মন্য, ভারুণ্ডাপুত্র—গোবর্দ্ধনমল্ল। ইনি কংসের অমাত্য।

তোষ (ভা ৪।১।৭) দক্ষিণার গর্ভে জাত যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর পুত্র। [২ সন্তোষ]।

তৌর্যত্রিক (সিন্ধু ৩।৩।৯৫) নৃত্য, গীত ও বাদ্য।

তৌবর (আচ ১৪।৬) বৈরস্য।

ত্যক (আচ ১১।১৪৫) সে।

ত্যক্ত (ব্র ১১) প্রক্ষিপ্ত। ২ (গীতা ১।৯) উৎসৃষ্ট। **-পুনঃস্বীকৃততা** (অ. কৌ ১০।৩৮) ক্রিয়ার সহিত অন্বয়বশতঃ আকাঙ্ক্ষিত কারকের সমাপ্তি হইলেও পুনরায় সেই কারকের গ্রহণ করিলে 'ত্যক্তপুনরুক্ততা'-নামক অর্থদোষ ঘটে। ইহার নামান্তর—'নির্মুক্ত-পুনরুক্ততা'।

ত্যাগ (ভা ১১।১২।১) সন্ন্যাস। ২ (ভা ১১।২৫।২) ব্যয়শীলতা। ৩ (প্রীতি ১১৬) বদান্যতা। ৪ (গীতা ১৮।২) কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক যাবতীয় কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ না করিয়া ফলমাত্র-অস্বীকার। ৫ (গীতা ১৬।২) ঔদাস্য, ৬ মমতা-ত্যাগ। -ফল (গীতা ১৮।৮) জ্ঞানে নিষ্ঠা—স্বামী। **-ভোজন** (ভা ১১।১৪।৯) লোকায়তিক-গণের মতে সাধ্য বস্তু—স্বামী। **ত্যাগী** (গীতা ১৮।১১) কর্মফল-ত্যাগী। [২ দাতা, ৩ শূর, ৪ বর্জনশীল]।

ত্যাজ্য (হ ১১।৬৮৮—৭২০) বর্জনীয়; জলের বেগাগ্রে অবগাহন, প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ, বৃক্ষশাখায় আরোহণ, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, নাসিকা-নিষ্কর্ষণ, মুখাচ্ছাদন ব্যতীত জৃম্ভণ, শ্বাসকাসাদি, উচ্চহাস্য, সশব্দে অধো-বায়ুত্যাগ, নখে নখঘর্ষণ, দন্তদ্বারা নখচ্ছেদন, নখদ্বারা ভূমিলেখন, দন্তের সাহায্যে শ্মশ্রুচ্ছেদন, অপবিত্র হইয়া চন্দ্রসূর্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত, অমেধ্য ও অমঙ্গল বস্তুতে দৃষ্টিক্ষেপ, শব ও শবগন্ধের নিন্দা, অতিজাগরণ, অতিনিদ্রা, উচ্চ স্থানে অবস্থিতি, উচ্চাসনে উপবেশন, উচ্চ শয্যায় দীর্ঘকাল শয়ন, অত্যন্ত অঙ্গচালনাদি পরিত্যাগ করিবে।

ত্র (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) ত্রাণ।

ত্রপা (হরি ৫।৪৪৬) [ত্রপ্—ভাবে অঙ্] লজ্জা, ২ [কর্তরি অচ্] সলজ্জ; ৩ কুলটা স্ত্রী, ৪ কুল, ৫ কীর্তি]।

ত্রপুষ (হ ৮।১৮৭) সশা।

ত্রপ্ত (গোচ উত্তর ১৭।১৫৫) লজ্জিত।

ত্রয় (হরি ৭।৮৯৫) তিন ভাগে বিভক্ত বা তিন সংখ্যাবিশিষ্ট।

ত্রয়ী (ভা ৬।১৮।১) সবিতার ঔরসে ও পৃশ্নির গর্ভে জাতা কন্যা। ২ (গৌক্ল ১।৫২) বেদ [ঋক্, যজুঃ ও সাম]। ৩ (হ ৮।৪২০) ধর্মবিদ্যা।

-গাত্র (ভা ৪।৭।৪৩) বেদমূর্ত্তি—স্বামী। -ময় (ভক্তি ১৮) বেদ-ত্রয়োক্ত কর্ম্ম-প্রচুর। -মুখ—বিপ্র।

ত্রয়োদশ-গ্রন্থিক (হরি ৭।৬৬২) [ত্রয়োদশ গ্রন্থাঃ অধ্যয়নেঽপপাঠ-লক্ষণং কর্ম বৃত্তমস্যেতি ঠ] অধ্যয়ন-কালে যাহার তেরটি গ্রন্থেই অপপাঠ হইয়াছে। -তত্ত্ব (ভা ১১।২২।২২) পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, জীব ও পরমাত্মা। -মনু (ভা ৮।১৩।৩০) দেবসাবর্ণি।

ত্রয়োদশীপারণ-ব্যবস্থা (১২।২৯০—২৯৩) একাদশী বিদ্ধা হইলে শুদ্ধা দ্বাদশীতে ব্রত হইয়া সাধারণ নিয়মেই ত্রয়োদশী তিথিতে পারণ করিতে হয়; ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ বলিয়া যে সকল বচন পাওয়া যায়, তাহাতে এই বুঝিবে যে ত্রয়োদশীতে অল্পমাত্র দ্বাদশীর নিষ্ক্রমণ হইলেও সেই দ্বাদশী লঙ্ঘন করিয়া যে ত্রয়োদশী তিথি তাহাতেই পারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ফল কথা—সম্পূর্ণা একাদশী ও দ্বাদশীর প্রথম পাদ শ্রীহরিবাসর-সংজ্ঞক, এই সময় অতিক্রম করিয়াই পারণ বিধেয়। পারণ দিনে দ্বাদশী অত্যল্প থাকিলে অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক কৃত্য ঐ সময়ে সুসমাধান হইয়া পারণের সময় না পাইলে উপবাসের দিন অর্দ্ধরাত্রের পরে সর্বকৃত্য সমাধান করত পরদিন প্রত্যূষে তুলসী বা চরণামৃতদ্বারাও পারণ বিধেয় [হ ১৩।২৩৮-২৫৯]।

ত্রয্যাত্মা (ভা ৫।৮।২০) বেদস্বরূপ।

ত্রয্যারুণি (ভা ৯।২১।২৯) ঋষি, সোমবংশ্য দুরিতক্ষয়-নামক ক্ষত্রিয়ের পুত্র। ২ (ভা ১২।৭।৫) পৌরাণিক।

ত্রস (আচ ৭।৭৩) চরাচর। [২ বন, ৩ জঙ্গম]।

ত্রসদ্দস্যু (ভা ৯।৭।৪) সূর্যবংশ্য পুরুকুৎসের পুত্র।

ত্রসরেণু (আচ ১।১০৮) অতিসূক্ষ্ম কণা যাহা গবাক্ষরন্ধ্রে প্রবিষ্ট সূর্য-রশ্মিমধ্যে দৃষ্ট হয়। (হয় ১।৭।২) ৬৪ পরমাণুযুক্ত স্থান। ময়মতে—ইহাকে 'বালাগ্র' বলে।

ত্রস্নুর [ত্রস্+উরচ্], **ত্রস্নু** (হরি ৫।৩২২) [ত্রসি+ক্নু] ভয়শীল।

ত্রা (চৈকা ১৯।২৯) পালক। **ত্রাণ** (ভা ১১।১৬।১) রক্ষা, পালন। ২ (হরি ৫।৩১) [ত্রৈ+ক্ত] রক্ষিত।

ত্রাপুষ (হরি ৭।৫৭৮) [ত্রপু+অণ্] সীসক-নির্মিত পাত্রাদি।

ত্রাস (প্রীতি ১৫৮, সিন্ধু ২।৪।৫৪) ভয়; বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রচণ্ড শব্দাদি হইতে হৃদয়ের ক্ষোভ। ইহাতে পার্শ্বস্থ ব্যক্তির অবলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ ও ভ্রমাদি প্রকাশ পায়। পূর্বাপর বিচার-ব্যতিরেকে যে হৃদয়ক্ষোভ সহসা গাত্রোৎকম্প ঘটায়, তাহাকে 'ত্রাস' বলে এবং পূর্বাপর-বিচার-জনিত ক্ষোভকে 'ভয়' বলে। **ত্রাসন** (ভা ৪।১০।২৩) ভয়োৎপাদন। ২ ভয়ঙ্কর।

ত্রিঃ (হরি ৭।১০৮১) [ত্রি+সুঃ] তিনবার। **ত্রিক** (ভাবনা ১২।৬০) মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ, কটি। [২ ত্রিত্বসংখ্যা, ৩ ত্রিফলা, ৪ ত্রিকটু]। -ককুৎ (হরি ৬।৩৪৯) [ত্রীণি ককুদানি যস্য] ত্রিকূট পর্বত। ২ (ভা ৯।১৭। ১১) সোমবংশ্য শুচির পুত্র। [৩ বিষ্ণু, ৪ দশরাত্রসাধ্য যজ্ঞ]। -ককুদ্ধাম (সুধা ২০) ত্রিপাদ-বিভূতিযুক্ত ও পরব্যোমবাসী বিষ্ণু। -কচ্ছ (চৈভা মধ্য ৯।১৭০) প্রৌঢ় বঙ্গবাসিগণের বস্ত্র-পরিধানের রীতি-বিশেষ। -কাণ্ড (চৈত ৬।১৬।৩৩) জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনাকাণ্ড, [২ অমরকোষ ৩ নিরুক্ত]। -কাণ্ডশেষ (রত্ন টী ৬।৫৪) অমরকোষের পরিশিষ্ট—মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তমদেব-বিরচিত। -কালজ্ঞ (ভা ১১।১৫।৮) যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালবিষয়ে জ্ঞাতা। ২ সর্বজ্ঞ। -কালবাধ্য (রত্ন ৬।৪৩) ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহা থাকে না। -কালসত্য (চৈভা আদি ১।২) বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে, মধ্যে ও অন্তে এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহা নিত্য বস্তু। -কূট (ভা ৫।১৬। ১৬) লবণসমুদ্রাভ্যন্তরস্থিত ও লঙ্কা-পুরাধার পর্বত। ২ ক্ষীরোদসমুদ্র-স্থিত পর্বত। ৩ সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত। -কোণ (হ ২০।৩৫) [জ্যোতিষমতে] নবম বা পঞ্চম স্থান। [২ ত্রিকোটিযুক্ত পদার্থ]। -গর্ত্ত (ভা ১০।৭৯।১৯) পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর জেলা। রাবী, বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড। -গুণ (ভা ১০।৮৭।২৫) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ; ২ সম্পৎ, পৌরুষ ও বিদ্যা—সনা। ৩ বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর—প্রবো। ৪ (ভগ ৯১) প্রধান, (পরম ৫১) সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের সমাহার, ইহার পর্যায়—প্রধান, প্রকৃতি, মায়া, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, অজা ইত্যাদি। -গুণাকৃত—তিনবার কৃষ্ট ভূমিখণ্ড। -গুণাত্মক (ভা

১।৭।৫) জড়—জী। ২ অজ্ঞান। **-গুণাত্মা** (ভা ১১।১৯।১৫) সাবয়ব—স্বামী। **-চক্ষুঃ**—ত্রিনেত্র শিব। **-জাত** (গোলী ৩।৪) তেজপত্র, ২ যষ্টিমধু, জাতিফল, জৈত্রী। **-ণতা** (গোচ উত্তর ৩৪।৭) ধনুঃ। [২ তিন স্থানে নত]। **-ত** (ভা ৩।১। ২২) সরস্বতী-তীরবর্ত্তী তীর্থ। ২ (ভা ৪।১৩।১৬) চক্ষুর পুত্র, ঋষি। **-দণ্ড** (ভা ১১।১৮।৩৯) সন্ন্যাস। **-দণ্ডী** (ভা ১।৮৬।৩) ত্রিদণ্ডধারী যতি। "বাগদণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ। যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে" মনু। **-দশ** (গোবি ৮) দেবতা। **-দশ-পুঃ** (চন্দ্রা ৫) স্বর্গ। **-দশ-বিটপী** (চন্দ্রা ১০১) কল্পবৃক্ষ। **-দশারি** (গোচ পূর্ব ৩১।৪২) অসুর। **-দশালয়মুনি** (গোচ উত্তর ২১৭) নারদ। **-দশেন্দ্র** (ভা ১০।৫৯।৩৮) ইন্দ্র। **-দশেশ্বরী** (হ ৪।১০৪) গঙ্গা। **-দিনস্পৃক্**—ত্র্যহস্পর্শ। **-দিব** (লনা ১৮) দেবলোক, স্বর্গ; ২ আকাশ। **-ধাতু** (ভা ৩।৯।৮) বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। [২ গণেশ]। **-ধাম** (ভা ৩।২৪।২০) তৃতীয় ধাম স্বর্গ—স্বামী। **-ধাবির্ভাব** (ভক্তি ৭) ব্রহ্ম, পরমাত্মাও ভগবান্—এই তিন আবির্ভাব। **-নয়ন** (ভা ৬।৯।৩৯) ত্রিলোকের নেতা—স্বামী। ২ [নৃসিংহ মধ্বাচার্য, ৩ শিব]। **-সরক** (গোপী ১৪।১০১) বৃক্ষজ, গুড়জ ও পুষ্পজ মধু। **-নাক** (ভা ৬।১৩।১৬) স্বর্গ, ২ উত্তম স্থান। **-নাভি** (ভা ৩।২১।১৮, ভা ৮।৫।২৮) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যাহার চক্রমধ্য-পিণ্ডিকা। (ভা ১১।৬।১৩) চাতুর্মাস্যত্রয়-রূপ ত্রিভাগ-বিশিষ্ট কালচক্র—স্বামী। **-নেমি** (ভা ১০।৮৭।৩২) কালচক্র। **-পতাক** (আচ ২০।৩৮) মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির সঙ্কোচে অন্য তিনটীর উন্নতি। ২ হস্তকভেদ; পতাকার ন্যায় এই হস্তক-নৃত্যে অনামিকা বক্র হইয়া কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও তর্জনী প্রসারিত হইলে এবং অঙ্গুষ্ঠা সম্যক্ কুঞ্চিত হইয়া তর্জনীর মূল আশ্রয় করিলে ত্রিপতাক হয়। (নাট্যশাস্ত্র ৯।২৭)। 'ত্রিপতাকঃ পতাকস্তু বক্রিতাঽনামিকাঙ্গুলিঃ।' **-পথগামিনী** (হ ৪।১০৪), **-পথোদয়া** (ভাবনা ৪।৪১) গঙ্গা। **-পদ** (ভা ৮।১৬।৩১) ঋক্, যজুঃ ও সামবেদীয় সবনযুক্ত—স্বামী। ২ (সুধা ৭০) প্রণব-গত [অ, উ, ম্] এই পাদত্রয়ে বাচ্য শ্রীবিষ্ণু। ৩ (ভা ৩।১৬।২২) তপঃ, শৌচ ও দয়া—এই চরণ-ত্রয়। **-পদা** (ভা ১১।১৭।২১) গায়ত্রী। **ত্রিপরু** (ভা ৩।১৩।৩২) [ত্রীণি পরূংষি সবনাত্মকানি পর্বাণি যস্য] যজ্ঞমূর্ত্তি—স্বামী। **ত্রিপর্বী** (হ ৩। ১৮১) [শৌচবিধিতে মৃত্তিকা-পরিমাণ-সম্বন্ধে উক্ত] মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলিত্রয়ের প্রথম পর্বপর্যন্ত পূর্ণতা-বিধায়ক [মৃত্তিকাই গ্রাহ্য]। **ত্রিপাৎ** (ভা ৩।৯।১৬) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ-স্কন্ধবান্—স্বামী। ২ (ভা ৩।১৯।২২) যজ্ঞমূর্ত্তি—স্বামী, ৩ ধর্মমূর্ত্তি—বি। **পাদ্‌বিভূতি** (ভগ ৭৭) প্রপঞ্চাতীত লোক, গোলোক বৈকুণ্ঠাদি। **-পাদসম্ভবা** (চৈম আদি ৩।৫৫) গঙ্গা। **-পাদৈশ্বর্য** (চৈচ মধ্য ২১।৫৫) গোলোক বৈকুণ্ঠ। **-পিষ্টপ** (ভা ৪।১২। ২৪) বিষ্ণুপদ। ২ স্বর্গ। **-পুট** (আচ ২০।৪৯) তাল-বিশেষ। 'অড্ডতালী' দ্রষ্টব্য। **-পুণ্ড্র** (হ ৪।৭৭) ললাটস্থ বক্ররেখাত্রয়যুক্ত তিলক—বৈষ্ণবগণ কিন্তু ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই করিবেন। **-পুর** (ভা ৮।৭।৩২) শিব-কর্ত্তৃক নিহত অসুর। **-পুরঘ্ন** (ভা ১১।১৬।২০), **-পুর-জিষ্ণু** (গোচ পূর্ব ৩১।১২৫), **-পুরহা** (ভা ৪।১৭।১৩) শিব। **-পুরাধিপ** (ভা ৮।১০।২২) অসুর। **-পুরারি** (ভা ৫।২৪।২৮) মহাদেব। **-পুরুষ** (ভা ১০।৬৪। ৩৫) স্বয়ং, পুত্র ও পৌত্র। **-পৃষ্ঠ** (মুক্তা ৪।২০) [ত্রয়ো লোকাঃ পৃষ্ঠে যস্য তৎ] কালচক্র। ২ (ভা ২।৭।৩৯) সত্যলোক—স্বামী। ৩ (ভা ৭।৩।৩২) ত্রিগুণাত্মক প্রধানের পরে বিদ্যমান—স্বামী। ৪ (ভা ৮।১৭।২৬) ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যবর্ত্তী লোক সকলের উপরিস্থিত—স্বামী। **-ফলা** (হরি ৭।১১৬) হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। **-ফলী** (হরি ৭।২১৬) ফলত্রয়ের মিলন। **-বন্ধন** (ভা ৯।৭।৪) সূর্য-বংশ্য অরুণের পুত্র। **-ভঙ্গী** (রত্না ৫।২৯৭) তাল-বিশেষ। ২ (ছ ৭।২৯) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোবিশেষ]। **-ভঙ্গীবৃত্ত-কলিকা** (বিরু ৭৬—৯১) পদ্যে ও কলিকায় তিনবার অনুপ্রাসরূপ বর্ণাবৃত্তি ঘটিলে ত্রিভঙ্গীবৃত্ত কলিকা হয়। সংযুক্ত-বর্ণ-নিয়ম ও দীর্ঘবর্ণ এই দুই প্রকারই ইহাতে মানিতে হয়। ইহার ছয় প্রকার ভেদ—(১) শিখরিণী, (২) তুরগ, (৩) দণ্ডক

(৪) ভুজঙ্গ, (৫) তিগ্ম এবং (৬) বিদগ্ধ। **-ভানু** (ভা ৯।২৩।১৭) সোমবংশীয় ভানুমানের পুত্র ও করন্ধমের পিতা। **-ভিন্ন** (রত্না ৫। ২৯৬৬) তালবিশেষ। **-মদ** (ভা ৩।১।৪৩) বিদ্যা, ধন ও অভিজন। **-মাত্র** (রত্ন ১।৩৪) পরা, অপরা ও তটস্থা শক্তিত্রয়াত্মক ওঁকার। ২ (হরি ১।৭) প্লুত স্বরের উচ্চারণ। ইহা দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে প্রসিদ্ধ। হরিনামামৃতে—'মহাপুরুষ'। **-মার্গগা** (গৌকৃ ৬।২৫) গঙ্গা। **-মূর্ত্তি** (রত্ন ৩।৩৮) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। **-মূর্দ্ধ** (ভা ২।৬।১৯) লোকত্রয়ের শিরোদেশে বিরাজমান মহর্লোক। **-মূল** (ভা ১০।২।২৭) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ যাহার মূল—স্বামী। **-যামা** (চৈনা ৪।১৪) রাত্রি। [২ হরিদ্রা, ৩ যমুনা]। **-যামা-রমণ** (গোচ উত্তর ৩৬।৪৭) চন্দ্র। **-যুগ** (ভা ৩।১৬।২১) তিনযুগেই আবির্ভূত ২ তিন-যুগল- (ষড়্) -গুণময়—স্বামী। ৩ (ভা ৩।২৪।২৬) বিষ্ণু। ৪ (ভা ৫।১৮।৩৫, ৭।৯।৩৮) সত্যাদিযুগত্রয়ে প্রকট বা ষড়ৈশ্বর্যবান্ যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু। ৫ (সস তত্ত্ব ১) সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রত্যক্ষরূপে ধরিয়া ভগবদবতার হন, অথচ চতুর্থ কলিযুগে প্রত্যক্ষভাবে অবতার না হইয়া প্রচ্ছন্নরূপে অবতারীই অবতীর্ণ হন বলিয়া শ্রীহরিকে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে 'ত্রিযুগ' বলা হইয়াছে। এই কলি কিন্তু যুগবিশেষই বোদ্ধব্য, সকল কলিতে শ্রীগৌরাবতার হন না। **-রামী** (হরি ৬।২) দ্বিগু-সমাস। ২ (হরি ৭।২১৬) রামত্রয়ের সমাহার। **-রিপু** (ভা ৩।১৫।৩৪) কাম, ক্রোধ ও লোভ। **-রেখ**—শঙ্খ, ২ রেখাত্রয়। **-লিঙ্গ** (ভা ৩।২০।১৩) ত্রিগুণ। ২ (ভা ১০।৮৮।৩) গুণত্রয়োপাধি—জী। [৩ অহঙ্কারাদি ৪ বাতাদি-ধাতুদোষজ রোগ]। **-লোকনাথ** (চৈনা ১।৮) ইন্দ্র। ২ পরমেশ্বর। **-লোচন** (সভা ১। ৪৩ টী) ত্রিকালজ্ঞ—বল। ২ শিব। **-বক্রা** (ভা ১০।৪২।১—৩) কংসের গন্ধকর্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-মহিষী সৈরিন্ধ্রী। **-বর্গ** (হব ২।৫৩।১) নীতিবিজ্ঞের মতে পদ, স্থান ও বৃদ্ধি—নীল। [২ ধর্ম, অর্থ ও কাম]। **-বর্ণ** (ভা ৭।৭।২৬) ত্রিগুণাত্মক। **-বর্ণা** (ভা ১১।৩।১৭) মায়া। **-বিক্রম** (হরি ১।৬) দীর্ঘস্বর। ২ (সুধা ৬৯) বেদত্রয়ে গতি-(জ্ঞান বা বিচার)-শীল। ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ড-বর্ণের মূর্তি। ৪ (ভা ৬।৮।১৩) শ্রীবামনদেব। ৫ (রত্ন টী ৮।৩৬) সিদ্ধান্তরত্নের টিপ্পনীর ষষ্ঠপাদ। ৬ (গৌ ৪।৫) বাঙ্গালায় ছন্দোবিশেষ। **-বিৎ** (ভা ৪।৭।২৪) বেদ-প্রতিপাদ্য—স্বামী। ২ (ভা ১২। ৬।৩৪) নাদ—অকার, উকার ও মকারাত্মক।

ত্রিবিধ-গুণ (দশ ৯) শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ গুণ অসাধারণ, সাধারণ এবং সাধারণাসাধারণ। সাধারণ গুণাবলি শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণরূপে, অসাধারণ গুণগণের অংশাভাববশতঃ স্বরূপতঃ এবং সাধারণাসাধারণ গুণ পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হয়। পূর্ণতম গুণরাজি ত্রিবিধ—মধুরৈশ্বর্য, মধুরনামবত্ত্ব ও মধুরকৃপাবত্ত্ব। °**জীব** (ভক্তি ১৫১) 'গর্ভস্থ জীবের ভক্তি' দ্রষ্টব্য। **-ভাবনা** (সস ভগ ১০) (১) ব্রহ্মভাবনাত্মিকা (সনকাদির), (২) কর্মভাবনাত্মিকা (দেবাদি স্থাবরান্ত জীবের), (৩) উভয়াত্মিকা ভাবনা (হিরণ্যগর্ভাদির)। **-ভেদ** (প্র ১।১৭) সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ। আম্র ও পনসে সজাতীয়ভেদ, আম্র ও পাষাণে বিজাতীয় এবং আম্রবৃক্ষে ও তাহার ফল, পুষ্প, কাণ্ড প্রভৃতিতে স্বগতভেদ। **-বৈকারিক** (ভা ১১।২২।২৯) অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব—এই তিন গুণ-বিকার। **-শক্তি** (সস ভগ ১৯) বিষ্ণুর তিন শক্তি—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা বা অপরা ও অবিদ্যা [কর্ম-সংজ্ঞা]।

ত্রিবৃৎ (ভা ৪।৮।৩৮) রেচক, পূরক ও কুম্ভকরূপ ত্র্যাত্মক প্রাণায়াম। ২ (ভা ১১।১২।১৮) ত্রিগুণাশ্রয়, ৩ ত্রিগুণমায়াশ্রয়। ৪ (ভা ৩।২৪।৩৩) অহঙ্কার। ৫ (অকৌ ২।১) অকার, উকার ও মকারাত্মক প্রণব। ৬ (ভা ১১।৩।৩৮) প্রধান। **-অহং** (ভা ১১।২৪।৭) বৈকারিক, রাজস ও তামস অহঙ্কার। **-উপবীত** (ভা ১২।৮।৩৩) ত্রিগুণিত বা নবতন্তু-গঠিত যজ্ঞসূত্র। **-করণ** (গোভা ২।৪।২০) তেজ, জল ও পৃথিবী এই বস্তুত্রয়ের এক একটি প্রথমতঃ সমান দুই দুই অংশে বিভক্ত করিতে হইবে। তৎপরে ঐতিনটীর প্রথমার্দ্ধাংশে দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে তুল্য দুই অংশে বিভাগ করত তাহার স্থূলাংশ ত্যাগ পূর্বক অন্য অর্দ্ধাংশ দুইটি একত্র করিলেই ত্রিবৃৎকরণ হয়। যেমন

মিশ্র তেজঃ =½ শুদ্ধ তেজঃ+⅛ শুদ্ধ জল+⅛ শুদ্ধ পৃথিবী। -জন্ম (সিদ্ধু ২।৪।২১৯) শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্যজন্ম—বি।

ত্রিবৃদক্ষর (ভা ৮।৭।২৫) ত্রিগুণাত্মক প্রধান, ২ প্রণব—স্বামী।

ত্রি-বেণু (ভা ১১।২৩।৩০) ত্রিদণ্ড। °শক্তি (ভা ২।৬।৩০) মায়া। ২ (প্র ১।১৮) জ্ঞান-বল-ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট বা সম্বিৎ-সন্ধিনী-হ্লাদিনীশক্তি-বিশিষ্ট শ্রীহরি। [৩ প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজ-ভেদে রাজার তিন শক্তি]। -শঙ্কু (ভা ৯।৭।৫-৭) সূর্যবংশ্য ত্রিবন্ধনের পুত্র—'সত্যব্রত'। ইঁহারই পুত্র—হরিশ্চন্দ্র। -শতিকা (হরি ৭।১০৭১) [ত্রীণি ত্রীণি শতানি দদাতীতি বু] তিনশত করিয়া দাতা। -শিখ (ভা ১০।৬৬।৩৩) ত্রিশূল—স্বামী। ২ (ভা ৮।১।২৮) তামস মন্বন্তরে ইন্দ্র। ৩ কিরীট, ৪ শিখা-ত্রয়-বিশিষ্ট। -শিরস্ক (রত্ন ৩।৩৯) রুদ্র। -শিরাঃ (ভা ৬।৯।১) বিশ্বরূপাচার্য, ত্বষ্টা প্রজাপতির ঔরসে ও দৈত্যকন্যা রচনার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। 'বিশ্বরূপ' (২) শব্দে বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। ২ (ভা ৯।১০।৯) শ্রীরাম-কর্তৃক নিহত রাক্ষস। [৩ কুবের, ৪ জ্বর]। -শৃঙ্গ (ভা ৫।১৬।২৭) সুমেরুর উত্তরদিগ্‌বর্তী ত্রিকূট পর্বত।

ত্রিষবণ (ভাবনা ৬।৮৪) ত্রিকাল—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন।

ত্রিষ্টুপ্ (ভা ৩।১২।৪৫) একাদশাক্ষর-পাদক বৈদিক ছন্দঃ। °সত্য (ভা ১০।২।২৬) সৃষ্টির পূর্বে, প্রলয়ে ও স্থিতিকালে যিনি অব্যভিচারিরূপে বর্তমান—স্বামী। ২ যাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া,এই ত্রিশক্তিই সত্য—বি। ৩ (চৈত: ১০।২।২৬) যাঁহা হইতে শ্রীবিগ্রহ, লীলা ও অধিষ্ঠান—এই তিন বস্তুই সত্য হয়। -সন্ধ্যাপুষ্প (হ ৭।৬৫) রক্ত ও শ্বেতবর্ণ পুষ্প-বিশেষ। -সর্গ (ভা ১।১।১) মায়া-গুণত্রয়ের (তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বের) সৃষ্টি—স্বামী। ২ শ্রীগোকুল, মথুরা ও দ্বারকা—এই তিন ধামের বৈভব-প্রকাশ—জী। ৩ বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থসমূহের অথবা ধ্বনি, গুণ ও অলঙ্কারের নির্মাণ-প্রপঞ্চ—বি। ৪ শ্রী, ভূ, লীলা অথবা গোপী, মহিষী ও লক্ষ্মী অথবা অন্তরঙ্গা, বহি-রঙ্গা ও তটস্থা শক্তিসমূহের সর্গ। -সামা (ভা ৫।১৯।১৭) ভারত-বর্ষীয়া নদী। ২ (সুধা ৭৫) বেদ, ব্রত ও সাম-নামক ত্রিবিধ সামমন্ত্রে স্তুত বিষ্ণু। -স্তাবা (হরি ৬।৩৫৭) [ত্রিগুণা বেদিঃ] ত্রিগুণ বেদিকা।

ত্রিস্পৃশা (হ ১৩।২৬৯) প্রাতঃকালে একাদশী, মধ্যে দ্বাদশীর ক্ষয় এবং শেষরাত্রে ত্রয়োদশী হইলে সেইদিন 'ত্রিস্পৃশা' মহাদ্বাদশী হইবে। দশমী—৫৫।২৫ পল, পরদিন একাদশী—৬০।০ পল, তৎপরদিন একাদশী—০।৩০, দ্বাদশী ৫৮।০ পরে ত্রয়োদশী ১।৩০ পল।

ত্রুটি (ভা ৩।১১।৬) সূর্য-রূপে তিনটী ত্রসরেণুর অতিক্রম-কাল। (ভা ১০।৩১।১৫) ক্ষণের ২৭০০-তম ভাগ। ক্ষণ=$\frac{৩২}{২৫}$সেকেণ্ড, ত্রুটি=$\frac{১}{১৬৮৭৫}$ সেকেণ্ড [কাল (১১) দেখুন] ২ (বৃ ২।২৪) ছেদন।

ত্রেতা (আচ ৫।৫৭) অগ্নিত্রয়—দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়। ২ দ্বিতীয় যুগ।

ত্রেধা [ব্য] তিন প্রকারে।

ত্রৈগুণ্য (ভা ৬।১।২) স্বর্গাদি সুখ—স্বামী। ২ (ভা ৯।৯।১৫) দেহসম্বন্ধ। ৩ (ভা ১১।২৫।২৯) সত্ত্বাদি ত্রিগুণা-ত্মক।

ত্রৈধ [ব্য] তিন প্রকারে।

ত্রৈপিষ্টপ (মুক্তা ৩।১৫) দেবতা।

ত্রৈয়ক্ষ (গোচ পূর্ব ৩৩।৬২) শিব।

ত্রৈলোক্য (হরি ৭।৮৫২) ত্রিভুবন—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল। -পাল (ভা ৪।২৪।৩৯) বায়ু। -মৌলিস্থলী (গীগো ৫।২০) শ্রীবৃন্দাবন। -বর্ত্তন (ভা ৩।১১।২৬) ত্রিভুবন-সৃষ্টি।

ত্রৈবর্গ্য (ভা ৪।২২।৩৫) [ত্রিবর্গ+ষ্যঞ্] ত্রিবর্গ-সাধন ধনাদি।

ত্রৈবর্ণিক (হরি ৭।৫১০) [ত্রিষু বর্ণেষু ভব ইতি ঠঞ্] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণে জাত।

ত্রৈবিদ্য (গীতা ৯।২০) বেদত্রয়োক্ত-কর্মানুষ্ঠায়ী। ২ বেদত্রয়াভিজ্ঞ।

ত্রৈবেদ্য (ভক্তি ১৩৮) বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য।

ত্রোট (গোচ পূর্ব ৫।৭৫) দংশন, ২ (গোচ পূর্ব ২৭।৭৪) ছেদ।

ত্রোটি (হংস ৪২) চঞ্চু। -কোটি (গোচ পূর্ব ১০।৫৫) ওষ্ঠাগ্রভাগ।

ত্রোত্র [ত্রায়তেঽনেন ত্রৈ—উত্র] পাচন দণ্ড, ২ অস্ত্র।

ত্র্যক্ষ (ভা ৭।২।৪) অসুর-বিশেষ। ২ (ভা ৫।১০।১২) রুদ্র।

ত্র্যধিপতি (ভগ ৯৭) ব্রহ্মাদি-গুণাবতারত্রয়ের পতি [অবতারী] নারায়ণেরও উপরিভূত ভগবান্—জী।

ত্র্যধীশ (ভা ৪।৯।১৫) ত্রিগুণা শক্তির

নিয়ামক। ২ (চৈচ মধ্য ২১।৩৩) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনের অধীশ্বর। ৩ কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদ-শায়ী—এই ত্রিবিধ পুরুষের অধীশ্বর। ৪ গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই ধাম-ত্রয়ের অধিপতি। ৫ গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের অধিরাট্। ৬ (কৃষ্ণ ৭৬) সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ- এই ব্যূহত্রয়মধ্যেও অধীশ্বর। ৭ (চৈত ৩।২।২১) প্রকৃতি, পুরুষ ও ব্রহ্মার অধিপতি।

ত্র্যধীশ্বর (ভগ ৫) ত্রিগুণ-নিয়ামক।

ত্র্যম্বক (ভা ৪।৫।২০) বীরভদ্র। ২ (সভা ১।৫৪) একাদশ-ব্যূহাত্মক রুদ্রের অন্যতম।

ত্র্যবস্থা (ভা ১০।৮৩।৪) জীবের ত্রিগুণময়ী অবস্থা—বি। ২ জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—বল।

ত্র্যস্র (হ ৫।২২২) ত্রিকোণ।

ত্র্যহস্পর্শ—দীপিকা-মতে—তিথিত্রয়-স্পর্শী একটি সাবন দিন, ২ দিনক্ষয়। এক দিবারাত্রির মধ্যে দুই তিথির অস্ত হইলে, সেই দিনকে 'অবম' বা 'দিনক্ষয়' বলে এবং এক তিথি তিন দিন স্পর্শ করিলে তাহাকে 'ত্র্যহস্পর্শ' বা 'দিনবৃদ্ধি' বলে। দীপিকার মত এই দেশে সমাদৃত হইলেও মুহূর্ত-চিন্তামণি, রত্নমালা প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের সহিত বিরুদ্ধ। দিনক্ষয়ে বা দিনবৃদ্ধিতে যাত্রাদি শুভ কর্ম নিষিদ্ধ।

ত্র্যায়ুষ (হরি ৭।১০৯) [ত্রয়াণা-মায়ুষাং সমাহারঃ] বাল্য, যৌবন ও স্থবিরাদি আয়ুস্ত্রয়।

ত্ব (হরি ২।১৭৭) [তন্—বিচ্ অনশ্চ বঃ] অন্য।

ত্বঙ্গন (আচ ১০।১৪০) [ত্বগি কম্পনে] কম্পন।

ত্বঙ্ময় (হরি ৭।৫৮২) [ত্বচো বিকার ইতি ময়ট্] চর্ম-নির্মিত।

ত্বচিষ্ঠ (হরি ৭।১০২৩) বহুর মধ্যে সমধিক চর্মবিশিষ্ট।

ত্বচিসার (হরি ৬।২১২) বংশ।

ত্বচীয়ান্ (হরি ৭।১০২৩) দুইয়ের মধ্যে অধিক চর্মবান্।

ত্বৎ (হরি ২।১৭৭) অন্য। **-ক** (হরি ৭।৯১০) [ত্বং গ্রামণীরেষামিতি যুষ্মদ্ +ক] তুমিই যাহাদের মধ্যে প্রধান।

ত্বম্পদার্থ (তত্ত্ব ৫২) জীবাত্মা।

ত্বরিতগতি (ছ ২।৩৮) দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

ত্বষ্টা (ভা ৫।১৫।১৫) ভৌবনের ঔরসে ও ভূষণার [দূষণার] গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৬।৬।৩৯) কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে জাত সন্তান, ইনি বিশ্বরূপের পিতা এবং রোচনার পতি। ৩ (বৃ ভা ১।৭।২১) বিশ্বকর্মা। ৪ (হ ৪।১৬৯ টী) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। ৫ (ভা ৩।৬।১৫) নেত্রাধিষ্ঠাতা লোকপাল।

ত্বাচ (আচ ১৪।১৬৪) ত্বকসম্বন্ধীয়।

ত্বাষ্ট্র (ভা ৩।১৯।২৫) বৃত্রাসুর। ২ (মথুরা ৩০৭) চিত্রানক্ষত্র।

ত্বিট্ (সস তত্ত্ব ১) প্রকাশ-বিশেষ। ২ (বিনা ৭।২৭) কান্তি, তেজঃ।

ৎসর (গোচ পূর্ব ১০।৩৭) ছদ্মগমন।

ৎসরু (হরি ১।১০৭) খড়্গাদির মুষ্টি।

থ দ

থ পর্ব্বত, ২ ভয়-ত্রায়ক, ৩ মঙ্গল। ৪ রক্ষা, ৫ ভয়।

থুৎকার—নিষ্ঠীবন-ত্যাগানুকরণ।

থুৎকৃত (গোবি ১১৩) তিরস্কৃত।

দ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) খণ্ডন। ২ পর্বত, ৩ দত্ত, ৪ দাতা, ৫ রক্ষণ]।

দংদ্রমণ (হরি ৫।৩৩৬) [দ্রম গতৌ +যঙ্—অণ্] পুনঃ পুনঃ গমনশীল।

দংশ (ভা ৩।১৮।৯) কবচ, ২ (আচ ১১।১১৮] বনমক্ষিকা, ৩ কামড়ান। [৪ দন্ত, ৫ দোষ]। **দংশিত** (গোচ উত্তর ১৯।৪৬) কবচাবৃতদেহ, ২ বিদারিত। ৩ (হব ১।৪৩।১০) বেষ্টিত। **দংষ্ট্র, দংষ্ট্রা** (গীতা ১১।২৫) [দন্শ+ষ্ট্রন্] দন্ত। **দংষ্ট্রী** (চৈচ অন্ত্য ৩।৫৬) শূকর, ২ সর্প।

দক্ষ (ভা ৩।১২।২২) ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে জাত। ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। প্রজাসৃষ্টি করেন (ভা ৬।৪।১৮-৫৩) এবং পাঞ্চজন্যায় বহু পুত্র উৎপাদন করেন (ভা ৬।৫।২৪), ইঁহার শাপে চন্দ্র অনপত্য ও যক্ষ্মারোগী হন। ২ (ভা ৯।২।১৯) সূর্যবংশ্য চিত্রসেনের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৩।৩) সোমবংশ্য উশীনরের পুত্র। ৪ (গোলী ৪।৭৬) দক্ষিণ। ৫ (ভা ১১।১০।৬) অনলস।

৬ (কৃগ পরি ১১১) শ্রীকৃষ্ণের শুকপক্ষী। ৭ (সিন্ধু ২।১।৮৮) দুষ্কর কার্যেরও শীঘ্রসম্পাদনকারী। **-সাবর্ণি** (ভা ৮।১৩।১৮) বরুণের পুত্র, নবম মনু।

দক্ষা (হ ৪।১০৫) গঙ্গা।

দক্ষিণ (ভা ৮।১৮।৫) উদার, ২ (হরি ২।১৭৩) প্রবীণ, ৩ দক্ষিণ-দিগ্ দেশকালবর্ত্তী। ৪ (অকৌ ৩।২৭) উৎকৃষ্ট, ৫ সরল। ৬ (হ ৫।১৩১) বিদ্বান্। ৭ (বিনা ৭।১১) অনুকূল। **-কর্ণাট** (ভা ৫।৬।৭) পানার নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড। **-নায়ক** (উ ১৩২) যে নায়ক পরম সদ্গুণবিশিষ্টা অন্য কোনও নায়িকার রাগবিশেষে পশ্চাৎ বদ্ধচিত্ত হইয়াও পূর্বনায়িকাতে গৌরব, ভয়, প্রেম ও দাক্ষিণ্য (স্নেহ) প্রভৃতি ত্যাগ করেন না, তিনিই 'দক্ষিণ'। ২ অনেক নায়িকাতে তুল্য ব্যবহার হইলেও সেই নায়ককে 'দক্ষিণ' বলে (উ ১৩৪)। **-পঞ্চাল** (ভা ৪।২৫।৫০) আধুনিক ফরক্কাবাদ অঞ্চল। মতান্তরে গঙ্গার দক্ষিণ উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী কনৌজ, এটোয়া ইত্যাদি প্রদেশ। রাজধানী —কাম্পিল্য নগর।

দক্ষিণা (ভা ৪।১।৩-৭) মহালক্ষ্মীর অংশভূতা, রুচি প্রজাপতির কন্যা। ২ (ভা ২।৭।২) সুযজ্ঞের ভার্যা। ৩ (ভা ১১।১২।১) সামান্যতঃ দান —স্বামী। ৪ (লনা ২।১৬) অনুকূলা। ৫ (কৃগ ৮০) বিশাখা সখীর মাতা ও জটিলার ভাগিনেয়ী। ৬ (উ ৮।৩৮) যিনি মানাতিশয়ে অসহা, নায়কের প্রতি যুক্তিযুক্ত-বাদিনী এবং নায়কের সান্ত্বনা-বাক্যে ভেদ্যা (বশীভূতা) হন—তিনিই 'দক্ষিণা' নায়িকা, শ্রীরাধাযূথে তুঙ্গবিদ্যাদি 'দক্ষিণা প্রখরার' উদাহরণ। ৭ দুরিত-সমূহের ক্ষয়কারী অর্থাদি-দান। [উৎকলখণ্ডে ৫৭ অধ্যায়ে]—'দানেন ক্ষীয়তে যস্মাদ্দুরিতানাং কদম্বকম্। দক্ষিণেতি তথা বিপ্রা! গীয়তে শাস্ত্রবেদিভিঃ॥'

দক্ষিণাগ্নি———অন্বাহার্য-পচন-নামক যজ্ঞাগ্নিভেদ [কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ২।৫।২৭]।

দক্ষিণান্তিকা (ছ ৬।১৬) চতুষ্পাদ মাত্রাবৃত্ত [বৈতালীয় ছন্দোবিশেষ]।

দক্ষিণাপথ (ভা ৯।১।৪১) দাক্ষিণাত্য।

দক্ষিণায়ন (ভা ৫।২৩।৫) পুষ্যা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত নক্ষত্র। ২ (গোভা ৪।২।২০) আতিবাহিক দেবতাবিশেষ ['উত্তরায়ণ' শব্দ দ্রষ্টব্য]। ৩ সূর্য্যের কর্কট সংক্রমণ হইতে ছয়মাস কাল।

দক্ষিণাবর্ত্ত (হ ৪।৩০৫) শ্রীহরির শঙ্খ।

দক্ষিণাহি (হরি ৭।১০১০) দূরবর্ত্তী দক্ষিণদেশ।

দক্ষিণীয় (হরি ৭।৭৭৯) [দক্ষিণামর্হতীতি ছ] দক্ষিণার যোগ্য ঋত্বিক্।

দক্ষিণেয় (গোচ পূর্ব ৪।৩০) দক্ষিণার্হ।

দক্ষিণের্মা (হরি ৭।১৬৮) [দক্ষিণ ঈর্মং ব্রণং যস্য] যে মৃগ বা গাভীর দক্ষিণাঙ্গ ব্যাধ-কর্ত্তৃক ক্ষত হইয়াছে।

দক্ষিণ্য (হরি ৭।৭৭৯) [দক্ষিণামর্হতীতি যৎ] দক্ষিণার যোগ্য।

দক্ষিমা (হরি ৭।৮৩৭) [দক্ষ+ইমনি] নিপুণতা।

দগ্ধকর্মা (গীতা ৪।১৯) জ্ঞানোদয়ে যাহার সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়াছে।

দগ্ধবান (চৈচ মধ্য ১৪।১৬৫) তপ্ত, গলিত।

দচ্ছদ (ভা ৭।২।৩০) ওষ্ঠ—স্বামী।

দণ্ড (ভা ১১।১৯।৩৪) ভূতদ্রোহ—স্বামী। ২ (নাচ ২৪৮) [নাট্যশাস্ত্র-মতে] অবিনয়াদির দর্শনে বা শ্রবণে যে তর্জন, তাহাই 'দণ্ড'। ৩ (চৈ ভা আদি ১।১৫৭) ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর হস্তে ধৃত খদির, পলাশ বা বংশদ্বারা নির্মিত যষ্টি। ৪ (বিনা ৫। ৩৪) শাসন, ৫ পশুতাড়ন যষ্টি। ৬ (মুক্তা ৭।৭) মন, বাক্য ও কর্মের শাসন ; মনোদণ্ড—দুঃসংকল্প-ত্যাগ। বাক্যদণ্ড—পারুষ্য-ত্যাগ এবং কর্মদণ্ড —চাপলত্যাগ। ৭ (হ ১৯।৭৬৯) প্রাসাদোপরিতন ভাগ-বিশেষ। ৮ ষষ্টিপলাত্মক কাল। **দণ্ডক** (হরি ৭। ১০৪৮) হ্রস্ব যষ্টি। ২ (ভা ৯।৬। ৪) সূর্যবংশ্য ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ৩ (ছ ১৩০) শ্লোকের প্রতিচরণে ২৭ অক্ষর হইতে তদূর্ধ্ব অক্ষর-ঘটিত বৃত্ত। চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত প্রভৃতি ইহার ভেদসমূহ আকরে দ্রষ্টব্য। **-ত্রিভঙ্গী** (বিরু ৮২) চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাতাদি দণ্ডকের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া যদি প্রতি কলায় দশম অক্ষরে ভঙ্গ (বর্ণাবৃত্তি) হয় এবং তৎপরে প্রতি চতুর্থ অক্ষরে ঐ ভঙ্গ আবৃত্ত হইয়া গণবৃদ্ধি হয়, তাহাকে 'দণ্ডকত্রিভঙ্গী' বলে। চতুর্ভঙ্গী, পঞ্চভঙ্গী, ষড় ভঙ্গীও ইহাতে উপলক্ষণে বোদ্ধব্য। যথা—মধুমথন হরে মুরারেরপারে সসারে বিহারে সুরারেরুদারে চ দারে প্রভো।

দণ্ডকারণ্য (ভা ৯।১১।১৯) গোদাবরী তীরে অবস্থিত বহুমুনি-সেবিত

সুপ্রাচীন জনস্থান।

দণ্ডধর (গোবি ৫৭) যম। ২ রাজা, ৩ লগুড়ধারী।

দণ্ডনীতি (ভা ৩।১২।৪৪) অর্থবিদ্যা—স্বামী।

দণ্ডনেতা (ভা ৩।১৬।১০) যম। ২ দণ্ড-বিধায়ক রাজা।

দণ্ডপাণি (ভা ১।১৭।৩৩) যম। ২ (ভা ৯।২২।৪৪) সোমবংশীয় বহীনরের পুত্র ও নিমির পিতা। ৩ ভৈরব-ভেদ।

দণ্ডর (কৃগ ৪০) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত উপনন্দের পুত্র।

দণ্ডবৎ (চৈচ মধ্য ২১।৭৩) দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

দণ্ডাদণ্ডি (গোচ পূর্ব ৩০।৯৫) দণ্ডে দণ্ডে প্রহার পূর্বক প্রবৃত্ত যুদ্ধ।

দণ্ডাহত (গোচ পূর্ব ৮।১৬) ঘোল।

দণ্ডিক (হরি ৭।৯৫৭) দণ্ডধারী। ২ মৎস্যভেদ, ৩ হার, ৪ রজ্জু।

দণ্ডিত (মালা মুমু ৭) ধিক্কৃত।

দণ্ডী (কৃগ পরি ২২) শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ। ২ (হরি ৭।৯৫৭) দণ্ডধারী। ৩ (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ৪ (হরি ৭।২১৫) ক্ষুদ্র দণ্ড। ৫ যম, ৬ রাজা, ৭ দ্বারপাল, ৮ কাব্যাদর্শকৃৎ।

দণ্ড্য (চৈচ মধ্য ২০।১০৬) দণ্ডনীয়, অপরাধী।

দত্ত (ভা ৪।১।১২, হ ১৩০) মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও কর্দম প্রজাপতির কন্যা অনসূয়ার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৬।৮।১৬) জ্ঞানোপদেষ্টা ঋষি। ৩ (ভা ১০।৭।৩২) শরণাগতের ত্রাণ, অহিংসা ও বহির্বেদীতে দান—সনা। ৪ ন্যায়ার্জিত স্বভোগ্যের সুপাত্রে দান—বল। ৫ (ভা ১১।১৯।২১) দান। ৬ (হরি ৭।১০৪১) অনুকম্পিত দেবদত্ত।

দত্তাক্ষরা (শেষ ৪।১৬) প্রহেলিকা-ভেদ। যে প্রহেলিকার একটি অক্ষর অধিক সন্নিবিষ্ট হইয়া অভিপ্রেতার্থ-বোধে বিঘ্ন ঘটায়—তাহাকে 'দত্তাক্ষরা' বলে। 'নির্জলে ফুল্লমম্বুজম্'—এই বাক্যে 'নির্জলে' পদে 'নি' শব্দটি অধিক প্রদত্ত হইয়াছে।

দত্তাত্রেয় (ভা ৯।২৩।২৪) অত্রির ঔরসে ও কর্দম-কন্যা অনসূয়ার গর্ভে নারায়ণাংশ-সম্ভূত। লীলাবতার ও মন্বন্তরাবতার।

দত্তামোদ (উ ৪।৩১) সৌরভযুক্ত।

দত্বা (হব ২।৭৬।৩২) [দা+কনিপ্] দাতা।

দদ (হরি ৫।২০৭) [দা+শ] দাতা। ২ (গোচ পূর্ব ৪।৩৭) দান।

দদায়ুধ (ভা ১০।১৭।৬) দন্তই যাহার অস্ত্র।

দদৃৎ (হরি ৫।২৭৩) [দীর্যতি ইতি দৃ+ক্বিপ্] ভীতিজনক। ২ বিদারণশীল।

দদ্রুণ (হরি ৭।৯৪১). [দদ্রু+ন] দদ্রুরোগী।

দধ (হরি ৫।২০৭) [ধা+শ] ধারক, ২ পোষক।

দধি (আচ ১৫।১৭৫) দুগ্ধের বিকার বিশেষ, ২ [ধা+কি] ধারণশীল। ৩ পোষণকারী। **-ফল** (গোলী ২।৩০) কপিত্থ। **-মণ্ড** (প্রীতি ২৩৮) দধির উপরের অংশ [মাৎ [। **-মণ্ডোদ** (ভা ৫।১।৩৩) শাক-দ্বীপের পরিখাসদৃশ সমুদ্র। **-লোভ** (কৃগ পরি ১১০) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বানর। **-বটক** (গোলী ৩।৪৮), **-বড়া** (কৃষ্ণা ২।১১৬) দইবড়া। **-শূরণক** (গোলী ৩।১০২) দধি ও শর্করাযোগে 'ওল' দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য। **-সারা** (কৃগ ৪১) চাটুর পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের মাতৃষ্বসা; ইঁহার নামান্তর—যশোদেবী। ইনি শ্যামবর্ণা ও হিঙ্গুলবর্ণ বস্ত্র পরেন।

দধীচি (ভা ৬।৯।৫২) অথর্বার পুত্র, নামান্তর—অশ্বশিরাঃ। ইঁহার অস্থিতে বজ্র-নির্মাণ হয়। **দধীচ্যস্থি** (বিনা ২।৫২) বজ্র, ২ হীরক।

দধৃক্ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) [ধৃষ্ কিন্ নিপাতনে] ধৃষ্ট; ২ ধর্ষক।

দধ্ম (হ ৩।৩৪৭) যম।

দধ্যঙ্ (ভা ৬।৯।৫২) দধীচি মুনি।

দনু (ভা ৬।৬।২৯) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের ভার্যা।

দনুজ—অসুর। -জয়ী (গোলী ১৭।৬), **-দমন** (চৈনা ১।৫২) শ্রীবিষ্ণু।

দন্ত (হ ৫।১৩১) বত্রিশ [সংখ্যার বাচক]। ২ দাঁত। ৩ কুঞ্জ, ৪ পর্বত-নিতম্ব। **-ক** (হরি ৭।৯১৪) দন্তমার্জনাসক্ত। ২ (গোচ পূর্ব ১১।৮৮) পর্বতশৃঙ্গ। **-চ্ছদ** (হরি ৫।৪৩০) [দন্তান্ ছাদয়ত্যনেনেতি] ওষ্ঠ। **-জাত** (হরি ৭।১৯৮) যে বালকের দন্ত উঠিয়াছে। **-জাহ** (হরি ৭।৮৭৩) দন্তের মূলদেশ। **-ধাবনবিধি** (হ ৩।২০৯-২৩৪) প্রাতরুত্থানের পরে, অশক্ত-পক্ষে প্রাতঃস্নানকালে [কদাচ মধ্যাহ্ন-কালে নহে] চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, প্রতিপৎ, ষষ্ঠী ও নবমী ব্যতীত অন্য তিথিতে, শনি ও রবি ব্যতীত অন্যবারে, উপবাসদিন বা

শ্রাদ্ধবাসর ত্যাগ করত দন্তধাবন করিবে। নিষিদ্ধ দিনে তৃণ, বৃক্ষ-বল্কল ও পত্রদ্বারা দন্তধাবন করা যায়। জিহ্বামার্জনে কোনও নিষেধ নাই, প্রত্যহই কাষ্ঠদ্বারা জিহ্বা মার্জন করিবে। মতান্তরে—দন্ত-কাষ্ঠের অভাবে বা নিষিদ্ধ দিনে দ্বাদশ গণ্ডূষ করিলেই দন্তধাবন সিদ্ধ হয়। যাহাদের মুখশোধন একান্ত আবশ্যক, তাহারা নিষিদ্ধ দিনেও তৃণপত্রাদি ব্যবহার করিবেন, কিন্তু একাদশী ও অমাবস্যায় তৃণদ্বারাও দন্তধাবন নিষিদ্ধ। দন্তকাষ্ঠ-নিরূপণ :—কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠই পবিত্র, ক্ষীরিবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ আয়ুষ্কর; কটু,তিক্ত ও কষায়-রসবিশিষ্ট কাষ্ঠে বল, আরোগ্য ও সুখলাভ হয়। পলাশ, অশ্বত্থ, বট, মালতী, অপামার্গ, বিল্ব, করবীর, খদির, আম্র, আকন্দ প্রভৃতির দন্তকাষ্ঠ ত্যাজ্য। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রদেশের ন্যায় স্থূল, ত্বকবিশিষ্ট, ব্রণশূন্য, সরল, দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ ও সরস কাষ্ঠই দন্ত-ধাবনে উপযুক্ত। ঐরূপ কাষ্ঠদ্বারাই ধনুর আকারে জিহ্বা-মার্জনিকা প্রস্তুত করিবে। **-পুষ্প**—কুন্দ। **-ফল**—কপিথ।

দন্ত-বক্র (ভা ৩৩।১১) বৃদ্ধশর্মার ঔরসে ও যদুবংশীয় নরপতি শূরের অন্যতমা কন্যা পৃথুকীর্ত্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শিশুপালের ভ্রাতা। **°বস্ত্র, -বাসঃ**—ওষ্ঠ। **-বীজ**—ডালিম গাছ। **-শঠ** (হ ৮।১৫৭) জম্বীর ফল। ২ কপিথ, ৩ কর্ম্মরঙ্গ, ৪ নাগরঙ্গ।

দন্তাঘাত—দন্তদ্বারা আহনন। তাহার স্থান—'স্তনয়োর্গণ্ডয়োশ্চৈব ওষ্ঠে চৈব তথাধরে। দন্তাঘাতঃ প্রকর্ত্তব্যঃ কামিনীনাং সুখাবহঃ' ইতি কামশাস্ত্রে।

দন্তাবল (গোবি ১৪), **-দন্তী** (উস ৬১) হস্তী।

দন্তুর (উস ১২০) উন্নতাবনত। ২ (চৈনা ১৫২) দুর্দান্ত। ৩ (গোবি ১০৭) উন্নতদন্ত। **দন্তুরাঙ্গ** (মধু ২।৩৫) কুটিলদেহ।

দন্তুরিত (গীগো ১।৩২), ব্যাপ্ত, ২ বিষমীকৃত—প্রবো।

দন্ত্যোষ্ঠ (হরি ১।১) অন্তঃস্থবর্ণ। **দন্ত্য** (হরি ১।১) দন্তসাহায্যে উচ্চারিত বর্ণ। ২ দন্তহিতকর—মার্জনদ্রব্য, ৩ দন্তজাত।

দন্দশূক (মালা থ ৩) সর্প, ২ হিংস্র, ৩ (ভা ৫।২৬।৩৩) নরক-বিশেষ। ৪ (গোচ পূর্ব ২২।৯৪) রাক্ষস।

দন্দ্রম্যমাণ [দ্রম—যঙ্ শানচ্] কুটিলগতিশীল।

দভ্র (ভাবনা ২।৭১)। অল্প ২ সমুদ্র।

দম (ভা ৯।২।২৯) সূর্যবংশ্য মরুত্তের পুত্র ও রাজ্যবর্ধনের পিতা। ২ (গীতা ১৮।৪২) বাহেন্দ্রিয়-নিগ্রহ। ৩ (সিন্ধু ২।১।১২১) দণ্ড। ৪ (মুক্তা ৭।৭) বিষয় হইতে চক্ষুরাদির উপরতি। **-কর্ত্তা** (ভক্তি ৩১৭) শিক্ষক। **-ঘোষ** (ভা ৭।১।১৭) শিশুপালের পিতা। ইনি চেদিরাজের ঔরসে ও শ্রুতশ্রবার গর্ভে জাত। **-থ** (গোচ পূর্ব ৩০।৭৩) দণ্ড, ২ তপঃক্লেশ-সহন। **-থু** [দম্ ভাবে অথুচ্] দমন। **-দ** (ভাবনা ৪।৬৪) দমনকর্ত্তা। **দমন** (ভা ৪।২৬।২) সূত—স্বামী। [২ দণ্ড, ৩ ইন্দ্রিয়-গণের বাহ্যবৃত্তি-নিরোধ]। **দমনক** (আচ ১।৭৯) দমন, ২ দোনাপুষ্প, শ্রীধামপুরীতে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে বিরাজিত পুষ্পবৃক্ষ। **দমনকা-রোপণোৎসব** (হ ১৪।৩৩০-৩৫৩) চৈত্রী শুক্লা দ্বাদশীতে দমনকবনে অশোকবৃক্ষরূপ কন্দর্পকে চন্দন-পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিবে। (হ ১৪।৩৫০) 'যদি পারণাহে একদণ্ডও দ্বাদশী না থাকে, তবে দমনকার্পণ-বিষয়ে পবিত্রা ত্রয়োদশীই গ্রাহ্য'—এই বচনানুসারে পূর্বোক্ত 'দ্বাদশী'-শব্দে শ্রীহরিবাসরই বোদ্ধব্য এবং তৎপরদিনই দমনকারোপণের জন্য নির্দিষ্ট। যদি বিঘ্নবশতঃ চৈত্রে দমনকারোপণ না হয়, তবে বৈশাখী পূর্ণিমা বা দ্বাদশী অথবা শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশীতেও এই উৎসব করিতে হইবে। **দমনার্চা** (গৌকৃ ৮।৫৪) জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে দমনকভঞ্জন-লীলোৎসব।

দমশরীরী (ভা ৩।৩১।১৯) জ্ঞানী—বি।

দমাসহ (মালা চিত্র ১১) স্বতন্ত্র।

দমী (আচ ১৪।২৩) দান্ত।

দম্ভ (ভা ৪।৮।২) অধর্মের ঔরসে ও তৎপত্নী মৃষার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (মুক্তা ৫।৪) পরবঞ্চনা। ৩ (গীতা ১৭।১২) লাভপূজাদির উদ্দেশ্যে স্বমহত্ত্ব-খ্যাপন। ৪ (গোলী ৫।৫৪) ছল। ৫ (স্তব ৩।১) অহঙ্কার। ৬ (বিপু ৩।৯।৩৬) লাভাদির জন্য ধর্মাচরণ। **-ক** [দন্ভ্+ণ্বুল্] প্রতারক। **-জয়** (ভক্তি ২৩৭) মহাপুরুষের সেবা করিলেই দম্ভ জয় হয়। **-ন** (হ ১১।৭৫০) বঞ্চনা। ২ দম্ভ। **-স্থান** (চৈনা ১।৪৯) কেবল শুষ্ককর্মকুশল ব্যক্তি।

দম্ভোলি (গোবি ৫৬) বজ্র, ২ হীরক। **-কর** (গোলী ৫।৮৮) ইন্দ্র।

দম্য (বৃ ১৪।১৭) দণ্ড্য। ২ (গোচ পূর্ব ১২।৪৯) বৎসতর, (হল-শকটাদি-বহনযোগ্য)।

দয় (গোপা ২২) [দেঙ্ পালনে] পালক। **দয়ন** (গোচ পূর্ব ২৪।২৯) দান।

দয়া (কর্ণা ৩০) দান। ২ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ট-বর্ণের শক্তি। ৩ (গোভা ৩।৩।৩৯) পরদুঃখ-নিরাকরণের অহৈতুকী ইচ্ছা। পাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে—'যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে। ইচ্ছা ভূমিসুরশ্রেষ্ঠ! সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা॥' মৎস্যপুরাণে—'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ। বর্ত্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হ্যেষা দয়া স্মৃতা ॥' ৪ (ভা ১১।২৫।২) গতি, ৫ রক্ষণ। ৬ (ভা ৪।১।৫০) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও ধর্মপ্রজাপতির অন্যতমা পত্নী। **-নিধি** (প্র ১।৭) মাধ্বসম্প্রদায়ের অষ্টম অধস্তন গুরু। **দয়ালু** (হরি ৫।৩৪১) দানশীল। **-বীর** (সিন্ধু ৪।৩।৪৭-৫০) দয়ার্দ্র চিত্তে নিজদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াও ছন্নমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণকারী। উদ্দীপন—দয়ার্হজনের পীড়া-ব্যঞ্জনাদি। অনুভাব—স্বীয় প্রাণ-বিনিময়েও বিপন্নের ত্রাণশীলতা, আশ্বাসবাক্য, স্থিরতাদি। ব্যভিচারী—ঔৎসুক্য, মতি, হর্ষাদি এবং স্থায়ী—দয়োৎসাহরতি। **-বৈপরীত্যাভাস** (প্রীতি ১২১) শ্রীভগবান্ পরম সমর্থ হইলেও অভক্তগণকে এবং সময়বিশেষে ভক্তগণকেও দয়া করেন না কেন? **উত্তর**—অভক্তগণের প্রাকৃত দুঃখ মায়াসম্ভূত, সুতরাং মায়াতীত ভগবানের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া তাহারা ইহ ও পরকালে দুঃখভাগী। আবার পাণ্ডবদিগের ন্যায় ভক্তের অপ্রাকৃত দুঃখ (ভগবদ্বিচ্ছেদাদি সম্ভূত) শ্রীভগবানের চিত্ত স্পর্শ করিলেও যে তাহাতে প্রসাদাভাব দেখা যায়, তাহা কিন্তু দৈন্যনামক ব্যভিচারিভাব-সহযোগে ভক্তিরসপোষণ করিবার জন্যই অভিপ্রেত। ব্রহ্ম-দ্বারা ব্রজ-বালকদের মোহনেও তদ্রূপ তাঁহাদের বাহিরে মোহ জন্মিলেও মনে বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা ভোজনমণ্ডলীতেই আছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বৎসান্বেষণ করিতে গিয়া এক্ষণেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন—এইভাবনাটিও ছিল বলিয়া তাহাতে প্রেমরস পুষ্ট হইয়াছিল। যজ্ঞপত্নীদিগের অস্বীকারের কারণ কিন্তু—তাঁহারা ব্রাহ্মণী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের গ্রহণ সকলেরই অপ্রীতিকর হইত।

দয়িত (ভা ১০।২৪।৩০) হিত, ২ [দয়তে চিত্তমাদত্তে] চিত্তগ্রহীতা, ৩ [দয়তে অনুকম্পত ইতি] অনুকম্পাবান্। ৪ (আ ১৬) প্রিয়, ৫ পতি। ৬ (বৃভা ১।১।৩) ভক্ত।

দয়িতা (চৈচ মধ্য ১৩।৮—১০) শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক-বিশেষ। নীলমাধব-অবতারে সেবা করিতেন—শ্রীবিশ্বাবসু দয়িতা। ইঁহারই বংশধরগণ দারুব্রহ্ম অবতারে শূদ্র সেবক হইয়া 'দয়িতা' নামে কথিত হইতেছেন। পশুপালক বা পূজাপাণ্ডাগণ ব্যতীত সাধারণতঃ কেহই শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করিতে পারেন না, কিন্তু দয়িতারা স্নানযাত্রায়, রথযাত্রায় ও নবকলেবর-সময়ে শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করত স্বস্ব-সেবা করেন। ইঁহারাই জগন্নাথের 'পহণ্ডি' বিজয় করান—অবসরকালে মিষ্টান্ন ভোগ এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাল্যভোগ মিষ্টান্ন সমর্পণ করেন। অনবসরের 'পাঁচন' সমর্পণ করাও ইঁহাদের কার্য।

দর (উ ৫।১৬) ঈষৎ, ২ ত্রাস। ৩ (হ ৫।১৮২) শঙ্খ, ৪ (আচ ১৩।১৩৮) সঙ্কোচ। ৫ (স্তব ৬।৩) গর্ত্ত। **দরণ** (স্তব ২০।৩) ভেদ, ২ (নিবি ৬৫) বিদারক। **দরদ** (লহরী ১১।১) হিঙ্গুল। [২ ভয়দ]। **দরবর** (ভা ১।১১।১) পাঞ্চজন্য।

দরাগ্রহা নায়িকা (উ ৮।৮৪) আপেক্ষিকাধিকা, সমা ও আপেক্ষিকা-লঘু এই ত্রিবিধা নায়িকাই নায়িকাত্ব-বিষয়ে যূথেশ্বরীর আগ্রহে স্বল্পাগ্রহা হন, কেহ কেহ বা তাহাতে অনাগ্রহই প্রকাশ করেন। যূথেশ্বরীর আগ্রহ দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) স্বকান্তের কামপূর্ত্তির জন্য এবং (২) নিজের সখীবিষয়ক স্নেহ-বশতঃ। সখীগণও আবার দ্বিবিধ—(১) শ্রীকৃষ্ণের অতিলোভনীয়-গাত্রী এবং (২) নাতিলোভনীয়-গাত্রী। প্রথমে প্রোক্ত সখীদের দ্বিবিধ আগ্রহই হইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত সখীদের দ্বিতীয় আগ্রহ হয়। প্রথমারা মনে করেন যে 'আমাদের সুকুমারী সখী কামসমুদ্র প্রাণনাথকে সম্পূর্ণ রতিদানে অসমর্থা, তাহারই জন্য আমাদিগকেও সাহায্য করিতে নিয়োগ করিতেছেন'; এই বুদ্ধিতে ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারে

ঈষদাগ্রহবতী হন। দ্বিতীয়াগণ নিজেদের দেহে শ্রীকৃষ্ণের লোভ-মূলক স্বল্প বস্তুর বর্ত্তমানতায় স্বদেহ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সম্পাদনের নাতিসম্ভাবনা বিবেচনা করত পক্ষান্তরে স্বসখীদের সৌভাগ্যাধিক্য-দর্শনে তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ করাইয়াই সুখী হন, এই জন্য স্বয়ং নায়িকাত্বে আগ্রহবতী হন না।

দরাতুর (আচ ৭।৭৭) ভীত।

দরাবসান (গোচ পূর্ব ৮।১) শেষার্দ্ধ।

দরিদ্র (ভা ১১।১৯।৪১) অসন্তুষ্ট, ২ দুর্গত, ৩ নিঃস্ব।

দরী (দা ১৩) গুহা।

দরেতর (আচ ১১।১৫৪) অনল্প।

দরেন্দ্র (সিন্ধু ৩।২।১৬৪) পাঞ্চজন্য।

দর্দুর (গোচ পূর্ব ৩২।২৭) ভেক, ২ (কৃবি ৩০) বকাসুর। ৩ মেঘ, ৪ বাদ্যভেদ।

দর্প (ভা ৪।১।৩৯) ধর্মপত্নী উন্নতির পুত্র। ২ তপঃযোগাদি-বিষয়ে সামর্থ্য। ৩ (উ ৯।২৬) বিহারোৎকর্ষ-সূচক গর্ব, ৪ (হ ৬।২৯৩) মৃগমদ। ৫ (গীতা ১৬।৪) ধনবিদ্যাদির গৌরব। ৬ উৎসাহ। **দর্পক** (গোলী ১৩।৯৫) কন্দর্প। ২ গর্ববান্। ৩ (নিধি ১৯৫) গর্ব। ৪ মোহকারক। **দর্পণ** (হরি ৫।১৯৭) [দৃপ্ গর্বে+ল্যুট্] মুকুর। ২ (রত্না ৫।২৯৬৪) তাল-বিশেষ। ৩ নেত্র। **দর্পণাস্যা** (সা ৬) শ্রীরাধা। **দর্পদ** (কৃবি ১০) গর্বনাশক। ২ বিষ্ণু।

দর্ভ (ভা ১২।১।৫) মগধরাজ অজাতশত্রুর পুত্র। ২ ভাবনা ৭।২৭) কুশাদি তৃণ। **-ভৃৎ** (হ ৪।১৬৬) কুশহস্ত। **-স্থলী** (গোচ উত্তর ২৫।৮) কুশস্থলী।

দর্বী (দা ৫৭) হাতা, ঝাঝরি। [২ সর্প-ফণা]। **-কর** (মালা ছ ১৭) [দর্বী ফণা কর ইবাস্য] সর্প।

দর্শ (ভা ৬।১৮।৩) ধাতা-নামক আদিত্যের ঔরসে ও সিনীবালীর গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ১০।৬১। ১৪) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী কালিন্দীর গর্ভজাত। ৩ (গোচ উত্তর ৬।৪৯) অমাবস্যা। ৪ (গোলী ১।৮২) দর্শন। **দর্শক** [দৃশ্+ণ্বুল] দ্রষ্টা, ২ প্রধান, ৩ নিপুণ, ৪ দ্বারপাল। ৫ (ভা ১।১৩।৩৯) দর্শয়িতা। **দর্শন** (ভা ১১।২।৪৩) অনুভব—স্বামী। ২ (ভা ৮।১৪।১৪) শাস্ত্র, ৩ (ভা ১।১২। ৮) [দৃশ্যত ইতি] রূপ, ৪ (ভা ১১। ২২।১৪) চক্ষুঃ। ৫ (ভক্তি ৭) পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। ৬ বুদ্ধি, ৭ ধর্ম, ৮ দর্পণ।

দর্শনী ভোগ—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ রথে থাকাকালীন বহু নিসকড়ি ভোগ হয়। দূর হইতে দর্শনদ্বারা শ্রীজগন্নাথ ঐ সকল অঙ্গীকার করেন বলিয়া উহাদিগকে 'দর্শনীভোগ' বলা হয়।

দর্শনে শুদ্ধি (হ ১১।৭৩৫) রজস্বলা, অন্ত্যজ, পতিত, ধূর্ত্ত, বিধর্মী, নব-প্রসূতা, নপুংসক, বিবস্ত্র, যবন, মৃত-নির্ধাতক (মৃতব্যক্তির প্রতি-শত্রুতাকারী বা অপবাদকারী, এবং পরদাররত ব্যক্তির দর্শনে আত্মশোধনের জন্য সূর্য-দর্শনই বিধেয়।

দর্শপর্ব (মাম ৪।২১) অমাবস্যা তিথি, ২ নেত্রমহোৎসব।

দর্শিত-প্রভাব আবির্ভাব (প্রীতি ৭৩) প্রীতি-তাৎপর্য আছে অথচ যে স্থলে অন্যাসক্তি নাই, সেইস্থলেই 'দর্শিতপ্রভাব' নামক আবির্ভাব বলিতে হয়। 'প্রীত্যাবির্ভাবক্রম' শব্দ দ্রষ্টব্য।

দর্হ (ভা ৪।১।৩৬) অগ্নি-বিশেষ।

দল (আচ ১১।১৫০) পত্র, ২ ত্রোটন। ৩ (গোলী ৪।৬৩) পুচ্ছ। ৪ (গোলী ৮।৪৬) সমূহ। ৫ (অকৌ ৫।৫২) পল্লব। ৬ তমালপত্র। **দলিত** (আচ ৬।২) প্রস্ফুটিত-দলবিশিষ্ট। ২ (আচ ১১।১৫০) চূর্ণিত, ৩ অর্দ্ধীকৃত, ৪ খণ্ডিত।

দব (আচ ১১।৩৮) বনাগ্নি, ২ উপতাপ, মহাজ্বালা; ৩ বন। **-থু** (গা ২।৮) সন্তাপ, উদ্বেগ। ২ (আচ ৯।১৩৭) অগ্নি। **-দবথু** (আচ ৯। ১৩৭), **-দহন** (ভা ৯।১০।৪) **-ধূমকেতু** (ভা ১০।১৯।৭) বনাগ্নি।

দবন (মুক্তা ২৩৭) দূরীকরণ।

দবিত (গোপা ১৬) উপতাপযুক্ত।

দবিষ্ঠ (গোলী ১৯।৪৩ দূরতম।

দবীয়ান্ (ভাবনা ১৬।১৬) দূরতর।

দশ-কন্ধর (ভা ৫।২৪।২৭), **-গ্রীব** (ভা ৭।১০।৩৬) রাবণ। **-চন্দ্র** (ভা ৪।১৫।১৩) যে অসির কোশে দশটি চন্দ্রাকৃতি বিম্ব থাকে। **-দিক্পতি** (হ ২।৮৫), **-দিক্পাল** (কৃষ্ণ ১০৬) পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত। **-ধর্মগত** (হব ১।২১।১১৩) মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, বুভুক্ষিত, ত্বরমাণ, ভীত, লুব্ধ ও কামী —এই দশ ব্যক্তির ধর্ম অর্থাৎ নির্বিবেকিত্ব যিনি প্রাপ্তি করিয়াছেন।

দশন (হরি ৫।৪৬২) [দনশ্+ল্যুট্] কবচ, ২ শিখর, ৩ দন্ত। **-চ্ছদ**, **-বসন** (গোপী ৮।৩) অধর, ওষ্ঠ।

দশ নামাপরাধ (ভক্তি ২৬৫) সাধুনিন্দা, শিবের গুণ-নামাদিকে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া দর্শন অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সহিত শিবের সাম্য-কল্পনা, শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, শাস্ত্রনিন্দা, নামে অর্থবাদ-কল্পনা, নামবলে পাপে বুদ্ধি, শুভকর্মের সহিত নামের সাম্য-জ্ঞান-প্রমাদ, শ্রদ্ধাহীনে নামোপদেশ ও নামমাহাত্ম্য-শ্রবণেও দেহাত্ম-বুদ্ধির সংরক্ষণ। °**প্রাণ** (ভা ৭।১৫।৪২) প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। **-বল** (পরম ৬২) বুদ্ধদেব। 'দান-শাল-ক্ষমা-বীর্য-ধ্যান-প্রজ্ঞা-বলানি চ। উপায়ঃ প্রণিধির্জ্ঞানং দশ বুদ্ধ-বলানি বৈ।' **-ভুজ** (প্র ৮।৮) শ্রীবিষ্ণু। 'দশবাহুর্মহাতেজা দেবতারি-নিসূদনঃ। শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্বদৈবত-পূজিতঃ।' **-ভুম** (হরি ৭।১০০) [দশ ভূময়ো যত্র সঃ] দেশ-বিশেষ। **দশমী** (হরি ৭। ৯৮১) [দশমী দশা মৃত্যুরস্যাস্তীতি দশম+ইন্] বৃদ্ধ; বর্ষীয়ান্।

দশমীতে ত্যাজ্য (হ ১৩।১৪—১৭) কাংস্য, মাংস, মসূর, মধু, মিথ্যাবাক্য, পুনর্ভোজন, পরিশ্রম, চণক, কোদ-ধান্য, শাক, পরান্ন, স্ত্রীভোগ, দ্যূতক্রীড়া, অধিক জলপান, তৈল, ব্যায়াম, প্রবাস, দিবানিদ্রা, শিলাপিষ্ট দ্রব্য।

দশমী দশা (চৈকা ১৯৫) মৃত্যু।

দশ-রথ (ভা ৯।৯।৪১) সূর্যবংশ্য মূলকের পুত্র। তাঁহার পুত্র—ঐড়বিড়। ২ (ভা ৯।১০।১) অযোধ্যা-রাজ অজের পুত্র। ইঁহার পুত্র ভগবদবতার শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। ৩ (ভা ৯।২৪।৪) সোমবংশ্য নবরথের পুত্র। °**শতার** (ভা ৩।২৮। ২৭) চক্র। **-হরা**—জ্যৈষ্ঠী শুক্লা দশমী, গঙ্গাজন্মতিথি।

দশা (বিনা ৩।৭) বস্ত্রপ্রান্ত, ২ গুরু-শুক্রাদি-গ্রহ-প্রদত্ত ফলের ভোগ। ৩ (চৈনা ৮।৫১) ভাব। ৪ প্রদীপের 'পলিতা'।

দশাকৃতিকৃৎ (গীগো ১।১৬) মৎস্যাদি দশাবতার-প্রাকট্যকারী।

দশানন (ভা ৯।১৫।২১) রাবণ।

দশার্হ (ভা ১।১০।১২) যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়-বিশেষ। ২ (ভা ৯।২৪।৩) সোমবংশ্য নির্বৃতির পুত্র ও ব্যোমের পিতা।

দশাবতার (হরি ১।৩) প্রথম দশ স্বরবর্ণ।

দশোপচার (হ ১১।১২২) অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

দস্যু (ভা ১০।৮।১৭) দৈত্য। ২ মহাসাহসিক [ডাকাত], ৩ খল।

দস্র (সিন্ধু ৩।৩।১২) অশ্বিনীকুমার-দ্বয়। [২ গর্দভ]। **দস্রাত্মজ** (সিন্ধু ৩।৩।১২) নকুল ও সহদেব।

দহর (ভা ১০।৮৭।১৮) সূক্ষ্ম—স্বামী। ২ দুর্গ—সনা। ৩ (নাম ৩।৫৯) হৃদয়। ৪ (গোভা ১।৩।১৪) ব্রহ্ম, ৫ অল্প পরিসর।

দহ্র (ভা ৩।১২।৪৪) হৃদয়াকাশ—স্বামী। ২ দাবাগ্নি, ৩ জঠর।

দহ্রাগ্নি (ভা ৪।১।২৯) জঠরাগ্নি—স্বামী। ২ হৃদয়াগ্নি—বি।

দা (আচ ১১।১৬৩) দান, ২ [দৈপ্ শোধনে] শোধন। ৩ (চৈকা ৪। ৫৬) রক্ষা, ৪ ছেদ।

দাক্ষায়ণী (ভা ৮।৭।৪৫) ভবানী। ২ (ভা ৩।১৪।৮) দক্ষকন্যা দিতি, কশ্যপের স্ত্রী।

দাক্ষিণাত্য (হরি ৭।৪২৭) [দক্ষিণা দিশি জাত ইত্যর্থে ত্য] দক্ষিণ-দেশোদ্ভব।

দাক্ষিণ্য (বিনা ২।১২) সরলতা। ২ (বিনা ৫।২৯) আনুকূল্য। ৩ (নাচ ৩২১) বাক্যদ্বারা পরকীয় চিত্তবৃত্তির আনুকূল্য-বিধানই নাট্য-শাস্ত্রে 'দাক্ষিণ্য'। ৪ (আচ ১১। ১৫৩) স্বাচ্ছন্দ্য। ৫ (আচ ১৪। ১৯৬) স্বাতন্ত্র্য।

দাক্ষী (হরি ৭।২৩৪) মনুষ্যজাতি-ভেদ। ২ দক্ষের কন্যা, ৩ পাণিনির মাতা।

দাক্ষ্য (গীতা ১৮।৪৩) কৌশল।

দাণ্ডপন্তি ভোগ—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীরথ-যাত্রাকালে গুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয়-কালে পথে প্রদত্ত শ্রীজগন্নাথের ভোগ—নিসকড়ি ফলমূলাদি।

দাত (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) [দাপ্ লবনে+ক্ত] ছিন্ন, খণ্ডিত। ২ [দৈপ্ শোধনে—কর্তরি ক্ত] শুদ্ধ।

দাতা (প্র ১।১২, গোভা ৩।২।৪০) যজমান। ২ দানকর্তা।

দাত্যূহ (ভা ৩।১৫।১৮) চাতক—স্বামী। ২ 'ডাহুক'-নামক জলচর পক্ষি-বিশেষ—জী।

দাত্র (হরি ৫।৩৬৪) [দাপ্ লবনে+ত্র] অস্ত্রবিশেষ [কাটারি]।

দাধিক (গোলী ৩।৪০) দধিকৃত। ২ (হরি ৭।৬১২) [দধ্না ভক্ষয়তীতি ঠক্] দধিসংযোগে ভক্ষণকারী। ৩ (হরি ৭।৬২৫) দধি-সংসৃষ্ট। ৪ (গোলী ১৭।৬৫) [দধ ধারণে] ধারক।

দাধিত্থ (হরি ৭।৫৯০) কপিত্থ-নির্মিত, ২ কপিত্থের কাণ্ডাদি।

দাধ্মায়মান (ভা ১।১১।২) বাদ্যমান।

দান (ভা ১০।৪৭।২৪) বিষ্ণুর জন্য বা বৈষ্ণবকে সম্প্রদান–বি। ২ (ভা ১১।১৯।৩৪) ভূতদ্রোহত্যাগ। ৩ (ভক্তি ৩২) স্বভোগ্য বস্তু বিষ্ণুতে অর্পণ। ৪ (গোচ উত্তর ৩৭।১৩৮) নাশন, খণ্ডন। ৫ মদবারি। ৬ (নাচ ২৪৪) প্রিয়বস্তু সমর্পণের নাম নাট্যশাস্ত্রে 'দান'। ৭ (উ ১৫।১২০) সহেতুক মান-প্রশমনের জন্য ছলক্রমে ভূষাদির সমর্পণ। ৮ (হব ৩।২৪। ৫) শোধন। **-গন্ধি** (আচ ১।৬৫) হস্তির মদবারির গন্ধযুক্ত। **-চরিত** শ্রীদাসগোস্বামি-বিরচিত 'দানকেলি-চিন্তামণির' নামান্তর। **-নির্বর্ত্তন** (দা ১৬২) মানসগঙ্গার ঘাট—যেস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা হইয়াছিল। **-পতি** (ভা ১০।৩৬। ২৮) অক্রুর। ২ বদান্যবর। **-লীলা** (চৈনা ৩।২৩) শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়া-বিনোদ। শ্রীরাধাদি গোপীগণ শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞের জন্য ঘৃত বহন করিয়া যাইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ দানী সাজিয়া তাঁহাদের নিকট রাজস্ব-যাচ্ঞার ছলে স্বাভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। অপরূপ বাদ-বিতণ্ডামূলক এই দানলীলায় উভয় পক্ষের পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ ও প্রতিভা-তিরেক প্রভৃতি আস্বাদ্য ও উপভোগ্য। দানকেলিকৌমুদী ও দানকেলিচিন্তামণি প্রভৃতি দৃশ্য। **-বারি** (গোচ উত্তর ৫।১৩) মদজল, ২ দেবতা। **-বীর** (সিন্ধু ৪।৩।২৫) বহুপ্রদ ও উপস্থিত-দুর্লভার্থ-পরিত্যাগী। **-ব্রত** (ভা ৫।২০।২৭) শাকদ্বীপস্থ ভগবদুপাসক।

দানীয় (হরি ৫।১৯২) [দীয়তে যস্মৈ সঃ] সম্প্রদানার্হ।

দান্ত (গোলী ১।৮৩) হস্তিদন্ত-জাত। ২ (ভাবনা ১৯।৩৯) দমনশীল, সংযতমনাঃ। ৩ (সিন্ধু ২।১।১০৯) ইষ্টসাধন হইলে দুঃসহ ক্লেশেরও সহনশীল। ৪ (গোভা ৩।৪।২৫) হরিনিষ্ঠ-বুদ্ধিসম্পন্ন, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের নিগ্রহবান্।

দাভ্য (হরি ৫।১৭১) [দম্ভু+ণ্যৎ] শাসনার্হ, দমনযোগ্য।

দাম (সিন্ধু ৩।৩।৩৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-সখা। ২ রজ্জু।

দামন-পর্ব (হ ২।২৮) চৈত্রী শুক্লা দ্বাদশীতে দমনকারোপণ উৎসব।

দামনী (ভাবনা ৩।৫০) পশুবন্ধন-রজ্জু। ২ (উ ৮।৭) দমনকপুষ্প-রচিত।

দামরুধ্ (হরি ২।১১৪) রজ্জুদ্বারা বন্ধনকারী।

দামলিট্ (হরি ২।১৪৮) রজ্জুলেহন-কারী।

দামিনী (আচ ৮।৪৩) দামযুক্তা, ২ শোভাবতী। ৩ বিদ্যুৎ।

দামোদর (ভা ৬।৮।২২) শ্রীবিষ্ণু। ২ (হরি ৩।৫৪) দান্, দাঙ্, দেঙ্, দো, ধাঞ্, ধেট্ ধাতু। ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ষ-বর্ণের মূর্তি। ৪ (রাধা ১১১, ১১৩) কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে শ্রীকৃষ্ণ নিশাযোগে শ্রীরাধার গৃহে উপনীত হইলে মানিনী শ্রীমতী তাঁহাকে নীবীদ্বারা উদরদেশে বন্ধন করেন, তদবধি শ্রীকৃষ্ণও 'নীবীদামোদর' বা 'দামোদর' নামে খ্যাত হইয়াছেন (ভবিষ্য পুরাণে)। ২ মা যশোদা-কর্তৃক উদরে দাম-(রজ্জু)-দ্বারা বদ্ধ হওয়ায়ও 'দামোদর' নাম ব্যক্ত আছে। **-মাস** (গোচ পূর্ব ৮।১) কার্ত্তিক মাস।

দাম্ভিক (সভা ২।৩) ছলী, ২ বিষ্ণু-বঞ্চক। ৩ (রাধা ১০) শ্রীগোবিন্দের অর্চনা করিয়াও যে তদীয় ভক্তগণের অর্চনা করেনা, বিষ্ণুর প্রসাদের অপাত্র সেই জন্যই 'দাম্ভিক' (হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩।৭৬)।

দায় (আচ ৮।১৬১) আদেয় বস্তু, ২ দান। ৩ (গৌক ৪।৪৩) যৌতুকাদি। ৪ (উ ৫।৬৫) পাশাখেলায় লব্ধ স্বোচিত ক্রীড়াভাগ। ৫ (হরি ৫।২০৭) [দা+ণ] দানকৃৎ। ৬ [দীঙ্ ক্ষয়ে ভাবে ঘঞ্] লয়, ৭ [দো খণ্ডনে+ঘঞ্] খণ্ডন।

দায়ক (হরি ৫।১৯৫) [দা+ণ্বুল্] দাতা, ২ ক্ষতিপূরক, ৩ খণ্ডক।

দায়ভাক্ (ভা ১০।১৪।৮) দায়—ভাগী। **দায়াদ** (আচ ১৩।৩২) পুত্র। ২ সপিণ্ড।

দার (গোবি ৯৮) বিদারণ, ২ [দারয়তি ভ্রাতৄন্ দৄ—ণিচ্ কর্ত্তরি অচ্] ভার্যা (নিত্য পুংলিঙ্গ বহুবচনান্ত)। **দারক** (গোচ উত্তর ১৯।৭) বালক, ২ বিদারণকারী।

দারণ (আচ ১৫।৮১) উৎখাত।

দারবী (আচ ১২।১৫৩) কাষ্ঠময়ী।

দারাঃ (হরি ৫।৩৭৯) [দৄ—ণিচ্ +অচ্] ভার্যা।

দারিকা (ভা ১০।৫৪।২৬) কর্ত্তরী। [২ কন্যা]।

দারিদ্র্য (লনা ৯।২০) সঙ্কোচ, ২

ধনাদি-রাহিত্য। **দারিদ্র্যাঞ্জন** (ভা ১০।১০।১৩) দারিদ্র্যই পরম অঞ্জন-স্বরূপ, কেননা বৈদ্যকে প্রোক্ত অন্ধতা-নিরসনের জন্য যেরূপ অঞ্জন ব্যবহার কর্ত্তব্য, তদ্রূপ অন্ধতা-নিদান যে শ্রীমদ, তাহারও নিরসন করিতে হইলে দারিদ্র্যই পরম ঔষধ। তাৎপর্য এই যে দরিদ্র ব্যক্তি সর্বদাই অন্নচিন্তায় ব্যস্ত থাকে বলিয়া তাহাতে পরদ্রোহ, অহঙ্কারাদির অবকাশ থাকেনা।

দারু (গোচ পূর্ব ১।৫৯) দেবদারু। ২ কাষ্ঠ। [৩ পিত্তল, ৪ শিল্পী, ৫ দারক। **দারুক** (ভা ১০।৫৩।৪) শ্রীকৃষ্ণের সারথি। [২ দেবদারু।] **°পুত্রিকা** (আচ ১৭।১২৬) কাষ্ঠ-পুত্তলিকা। **-ব্রহ্ম** (বৃভা ২।১।১৫৮) অশেষ সংসার-দুঃখ দারণ (বিনাশ) করেন বলিয়া দারুরূপ মূর্ত্তিমদ্ ব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথ। 'পূর্ণানন্দময়ং ব্রহ্ম দারুব্যাজশরীরভৃৎ।' 'দারুণ্যাস্তে চিদানন্দো জগন্নাথাখ্যমূর্ত্তিনা।' 'দারু-রূপী জগন্নাথো ভক্তানামভয়প্রদঃ।' **-ময়** (ভা ১১।২৭।১২) কাষ্ঠ-নির্মিত। **-যন্ত্র** (ভা ১০।১১।৭) সূত্রে বদ্ধ কাষ্ঠ-পুত্তলিকা।

দার্ঢ্য (চৈচ আদি ১৭।২৩) দৃঢ়তা। নিশ্চয়।

দার্দ্দুরিক (ভা ২।৩।২০) [দর্দুর-স্বেদমিতি] ভেক-সম্বন্ধীয়। ২ দর্দুরং বাদ্যভাণ্ড-বিশেষং করোতীতি ঠঞ্] শিল্পী। ৩ কুম্ভকার।

দার্বাঘাট (কৃষ্ণা ৩।৫৬) কাঠ্ঠোকরা পক্ষী।

দার্ষ্টান্তিক [দৃষ্টান্ত+ঠঞ্] উপমেয়।

দালিমী (আচ ১।৪৩) দাড়িম্ব।

দাব (গৌকৃ ১২।২৫) বন, ২, বনাগ্নি [৩ উপতাপ।]

দাশ (গৌকৃ ১৩।১০) কৈবর্ত্ত, ২ ভৃত্য। ৩ (হরি ৫।৩৮১) [দাশৃ দানে+ঘঞ্] সম্প্রদানার্হ ব্রাহ্মণাদি, ৪ ঋত্বিক্। **-কন্যা** (ভা ৯।২২।২০) সত্যবতী, শান্তনুর পত্নী।

দাশমিক (নাম ১।১৩ টী) দশম-সম্বন্ধীয়, ২ দশমাধ্যায়ে প্রোক্ত।

দাশার্হ (ভা ১০।৪৫।১৫) যদুবংশীয় ক্রথের পঞ্চমাধস্তন দশার্হের বংশ্য। ২ (সুধা ৬৭) [দাশৃ দানে] দান-পাত্র।

দাশ্বান্ (ভা ২।৪।১২) [দাশৃ দানে +কসু] যিনি দান করিয়াছেন। ২ [দাশ হিংসনে কসু] যে হিংসা করিয়াছে।

দাস (হ ১৪।৮৯) কৈবর্ত্ত, ২ অন্ত্যজ। ৩ (গোভা ২।৩।৪১) ভৃত্য, ৪ কিতব, ৫ কপটী, ৬ দ্যূত-নিরত। ৭ (সিন্ধু ৩।২।১৬) প্রশ্রিত (অবনত দৃষ্টিতে অবস্থিত), স্বস্বযোগ্য কর্মে শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায় স্বতঃরুচিশীল, বিশ্বস্ত এবং প্রভুতা-জ্ঞানে বিনম্রিত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট। ইঁহারা অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ-ভেদে চারি প্রকার।

দাসাহ্বনগরী (হংস ১২) মথুরা।

দাসিত (হরি ৫।৫৮) [দস্ উপক্ষয়ে ক্ত] উপক্ষীণ, [পক্ষে—দস্ত]।

দাসী (উ ৩।৮) মহিষীদের সখীগণ হইতে ন্যূনরূপ-গুণবিশিষ্টা কিঙ্করী, ইঁহারাও স্বকীয়ার অন্তর্ভূর্তা (উ ৩।১৩)।

দাস্য (সিন্ধু ১।২।১৮৩—১৮৫) কর্ম-সমর্পণকেই কেহ কেহ দাস্য বলেন, কিন্তু শ্রীরূপপ্রভুর মতে সর্বতোভাবে দাসত্বাভিমানের নামই দাস্য। পরিচর্যাদি দাস্যেরই কার্যভূত—জী। ২ স্বভাবপ্রাপ্ত ভক্ষণাদি এবং ভক্ত্যঙ্গ-স্বরূপ কর্ম-সমর্পণই দাস্য—মু। ৩ চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমোচিত এবং জপধ্যানার্চনাদি স্বাভাবিক কর্ম বৈষ্ণব-গণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলে 'দাসত্ব' নাম ধরে—বি। ৪ ভক্ষণাদি স্বাভাবিক কর্ম উত্তম, নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের সমর্পণ সাত্ত্বিক কর্ম হইলেও দাস্য নহে, তাহার ফলে জ্ঞানই হয়, ভক্তি নহে; জপধ্যানাদির সমর্পণ কিন্তু দাস্যই—মু। ৫ (নিধি ২৪৩) [দাস্ দানে ণ্যৎ] সেবিত, দান-যোগ্য। ৬ (প্রকাশ ৬।৪) দাসত্ব ও দাসীত্বভেদে দ্বিবিধ। দাসীভাব বা দাসীত্ব=গোপীভাব-লাভ। ৭ (বৃভা ২।১।২১) দাসীভাব।

দাস্যাঃপুত্র (লনা ৪।১৭) অসতীর সন্তান।

দাহন (আচ ১।১০৮) তাপ।

দাহপ্রথা (গোচ পূর্ব ৩৩।২৪) দাহাতিশয়।

দিক্ (হ ২।১৭০) দশমী।

দিক্পালগণ-নায়ক (হ ১৯।১৮৪) কুমুদ, কুমদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, সুমুখ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত—ইঁহারা আট জন শ্রীবিষ্ণুলোকের দিক্পালগণের নায়ক।

দিগম্বর (সা কৌ ৭।৪) দিগ্ব্যাপী ২ বিবস্ত্র। [৩ জৈনভেদ]।

দিগ্গজ (ভা ৫।২০।৩৯) লোকা-লোক পর্বতের উপরিভাগে ব্রহ্ম-কর্তৃক স্থাপিত হস্তী-চতুষ্টয়—ঋষভ,

পুষ্করচূড়, বামন ও অপরাজিত। ২ (ভা ৮।৮।৫) ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক।

দিগ্ধ (পদ্যা ১৩০) লিপ্ত, ২ যুক্ত। ৩ (গোলী ২৩।৪৪) কাতর। ৪ (মালা প্রেমেন্দু ২৪) পুষ্ট।

দিগ্ধশয় (হরি ৫।২৩৫) [দিগ্ধেন সহ শেতে ইতি অচ্] তৈলাভ্যঙ্গপূর্বক শয়নকারী।

দিগ্ধ সাত্ত্বিক (সিন্ধু ২।৩।৯) মুখ্য ও গৌণ রতি ব্যতিরেকে (কম্পাদি) অনুভাব দ্বারা জাতরতি জনের মন আক্রান্ত হইলে যদি ঐভাব রতির অনুগামী হয়, তবে তাহাকে 'দিগ্ধ' বলে।

দিগ্‌বন্ধ (কুঞ্জ ৯) মঙ্গল-কর্মারম্ভে শ্বেত সর্ষপ ছড়াইয়া বৈদিক মন্ত্রদ্বারা দশ দিকের বিঘ্ন-নিরসন।

দিগ্‌বাহ (চৈম সূত্র ২।২৩০) দিগ্‌গজ, ২ দিক্‌পাল।

দিগ্‌বিজয়ী (চৈচ আদি ১৬।২৫) শাস্ত্রযুদ্ধে সর্বপণ্ডিতজয়ী।

দিত (চৈনা ১।৫৯) অবখণ্ডিত।

দিতদাদি (চৈকা ৪।৫৬) অবিচ্ছিন্ন।

দিতি (ভা ৬।৬।২৫) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। ২ (আচ ১৫।৩১৭) খণ্ডন। **দিতিজ** (ভা ৭।৮।৪৮) দানব, দৈত্য।

দিৎসা (ভাবনা ২।৫৯) দানেচ্ছা। ২ (গোচ উত্তর ২৬।৫৭) খণ্ডনেচ্ছা।

দিদিক্ (হরি ২।১৩৯) নির্দেশেচ্ছু।

দিদৃক্ (হরি ২।১৩৯) দর্শনেচ্ছু।

দিদৃক্ষিত (ভা ১০।১৫।৪৩) দর্শনে কৌতূহলা—স্বামী।

দিদ্যুৎ (হরি ৫।২৭৩) [দ্যুত দীপ্তৌ নিপাতনাৎ ক্বিপ্] দীপ্তিশীল।

দিধক্ (হরি ২।১৩৯) দহনেচ্ছু।

দিধিষু (ভা ৯।৯।৩৫) আধানকর্তা।

দিধীর্ষা (ভাবনা ৬।১২) ধরিবার ইচ্ছা।

দিধীর্ষু (গোলী ১০।৫৪) ধারণেচ্ছু, ২ (ভাবনা ৯।১৯) ধর্ষণেচ্ছু।

দিনকরোদ্যোত (সিটী ৫।৪) ধর্মশাস্ত্রবিশেষ—দিনকর-নামক স্মার্তকর্তৃক আরব্ধ ও তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর কর্তৃক সমাপ্ত।

দিনক্ষয় (হ ১২।৩৮৫) এক সাবন দিনে তিন তিথির মিলন (দীপিকা-মতে)। মুহূর্তচিন্তামণি, রত্নমালা প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে কিন্তু এক সাবন দিনে দুই তিথির অন্ত হইলে তাহাকে 'অবম' বা দিনক্ষয় বলে। মলমাসতত্ত্বে বশিষ্ঠ—'একস্মিন্ সাবনে ত্বহ্নি তিথীনাং ত্রিতয়ং যদা। তদা দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তস্তত্র সাহস্রিকং ফলম্'। শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ কিন্তু 'ত্রিস্পৃশা' দ্বাদশী ব্রতের প্রসঙ্গে 'দিনক্ষয়'-শব্দে এক দিবারাত্রে তিন তিথির স্পর্শকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

দিনজঠর-প্রসর (সক জী ২।৩০০) মধ্যযাম।

দিনত্রয় (হ ১২।২৮৬) ত্র্যহস্পর্শ—সনা। **-স্পর্শী,-স্পৃক্**—একই তিথি তিন দিন স্পর্শ করিলে তাহাকে 'ত্র্যহস্পর্শ', 'দিনবৃদ্ধি', 'ত্র্যহস্পৃশ্', 'দিনত্রয়স্পর্শী' বা 'ত্রিদিনস্পৃক্' বলে। এইরূপ তিথিতে যাত্রা, বিবাহ, শুভ পুষ্টিকর্মাদি নিষিদ্ধ।

দিন-পরিক্ষয় (ভা ১০।৩১।১২) সায়ংকাল।

দিনমুখ (চৈকা ৪।৪০) প্রভাত।

দিনেন (আচ ১৪।৭২), **দিনেন্দ্র** (মধু ৪।১৮) সূর্য।

দিলীপ (ভা ২।৭।৪৪) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বিশ্বসহের পুত্র। ২ (ভা ৯।৯।২) সগরবংশীয় অংশুমানের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২২।১১) যযাতিবংশীয় ঋক্ষের পুত্র।

দিব্ (ভা ২।৬।৩) স্বর্গ। ২ (প্র ১।১৩) পরব্যোম। ৩ (ভা ১২।২।২৩) বৈকুণ্ঠ। ৪ (গোতা ১।২৯) আকাশ। ৫ (ভা ২।৯।১১) কান্তি।

দিবসংস্থান (কৃচ ১।৮।২৪) বৈকুণ্ঠারোহণ।

দিবস-ক (হরি ৭।৯।১৭) [দিবসে সম্ভবতীতি ক] দিবসে জায়মান জরাদি। **°পতি** (গোলী ১।৩৬), **-ভর্তা** (ভাবনা ১৭।৪২), **-মণি** (আচ ৭।১৮২) সূর্য। **-মুখ** (আচ ১।৭৩) প্রভাত।

দিবস্পতি (হরি ৬।২২০) ইন্দ্র। ২ (ভা ৮।১৩।৩১) ত্রয়োদশ মনু দেবসার্বর্ণির অধিকারে ইন্দ্রের নাম।

দিবাক (ভা ৯।১২।১০) রঘুবংশ্য রাজা ভানুর পুত্র।

দিবাকীর্তি (কৃগ পরি ১৯৪) শ্রীকৃষ্ণের নাপিত।

দিবাতন (হরি ৭।৪৭০) দিবসে জাত।

দিবিরথ (ভা ৯।২৩।৬) যযাতি-বংশীয় রাজা খনপানের পুত্র।

দিবিষৎ (হরি ৫।৩০৬) [দিবি সীদতীতি সদ্৯+ক্বিপ্] স্বর্গবাসী. ২ দেবতা।

দিবিষ্ঠ (গোচ পূর্ব ৩২।৭) স্বর্গস্থ, ২ দেবতা।

দিবোদাস (ভা ৯।১৭।৬) সোমবংশ্য ভীমরথের পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।১)

পূরুবংশ্য মুদ্‌গলের পুত্র।

দিব্য (ভা ৯।২৪।৬) যযাতিবংশীয় সাত্বতের পুত্র। ২ (হরি ৭।৪২৯) আকাশে জাত। ৩ (ভগ ৩৯) পরমাচিন্ত্য, ৪ পরম-বিস্মাপক, ৫ স্বর্গীয়। ৬ (রত্ন ২।৪৩) অপ্রাকৃত। ৭ (গীতা ১০।১২) দ্যোতনাত্মক, ৮ স্বয়ংপ্রকাশ। ৯ (বৃ ভা ১।৫।৯২) পরমোৎকৃষ্ট, দেবভোগ্য। ১০ (মালা খণ্ডিতা ১১) শপথ। **-ভানু** (কৃষ্ণা ১।৩১) অপ্রাকৃত দীপ্তি-বিশিষ্ট। **-যুগ** (চৈচ আদি ৩।৭) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে অতিবাহিত সময়। **-লোক** (বৃভা ২।২।৯) অন্তরীক্ষ। **-শক্তি** (কৃগ পরি ২৪) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ। **-স্নান** (হ ৩।৪৪) আতপ-বিদ্যমানে বৃষ্টির জলে স্নান।

দিব্যাদিব্য নায়ক (নাচ ৭) দিব্য হইলেও নরচেষ্টাবৎ লীলাপর শ্রীরামচন্দ্র।

দিব্যোন্মাদ (সিন্ধু ২।৪।৮৫, উ ১৪। ১৯০) কোনও অনির্বাচ্য বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া মোহন ভাবই অদ্ভুত ভ্রমময়ী বৈচিত্রী দশা লাভ করিলে 'দিব্যোন্মাদ' হয়। **উদ্‌ঘূর্ণা** ও **চিত্র-জল্পাদি** ইহার বিবিধ-ভেদ।

দিশা (হ ১২।২০৩) দশমী। ২ (চৈচ মধ্য ২৪।৩২১) প্রণালী।

দিশোদণ্ড (হরি ৬।২২২) অনাদর পূর্বক চক্ষুভ্রমণে দণ্ড।

দিশ্য (আচ ১৪।৪৯) [দিক্ষু ভবঃ বিদ্যমানঃ] সর্বদিগ্‌বর্ত্তী।

দিশ্যমান (আচ ১৫।২৬৮) বশী-ক্রিয়মাণ।

দিষ্ট (ভা ৮।১৩।২) বৈবস্বত মনুর পুত্র। ২ (ভা ১০।১২।১২) ভাগ্য, ৩ উৎসব—সনা। ৪ (ভা ১০।১২।২৭) নিয়তলীলাবরণ-শক্তি, ৫ প্রমাণানুগা মতি—জী; ৬ লীলাশক্তির অনুকূল কাল—বি। ৭ (নিবি ৪১) সঙ্কেতিত। ৮ (আচ ১৩।২০) শুভাশুভ কর্ম। ৯ (ভা ৫।১।১১) আজ্ঞা—স্বামী। ১০ (ভা ১১।৩০। ১২) দৈব। ১১ উপদিষ্ট, কথিত। **-দিক্** (ভা ৪।২১।২৩) প্রাক্‌কর্মসাক্ষী —স্বামী। ২ সর্বধর্মসাক্ষী—বি। **-ভুক্** (ভা ৭।১৩।৩৯) প্রারব্ধকর্ম-ফলভোগী।

দিষ্টান্ত (হ ৯।২১৩) মৃত্যু, নাশ।

দিষ্টান্ধ (লনা ৫।৯) ভাগ্যহীন।

দিষ্টি (গোচ উত্তর ৩৬।৩৬) আদেশ। [২ হর্ষ, ৩ পরিমাণ, ৪ উৎসব]।

দিষ্ট্যা (ভা ১০।২।৩৮) ভাগ্যক্রমে, ২ ভদ্র—সনা। ৩ (মালা স্বয়ম্বুৎ° ২৭) সুখে।

দীক্ষা (ভা ৩।১২।১৩) ধৃতব্রত-নামা রুদ্রের ভার্যা। ২ (সিন্ধু ৩।১।৪৪) পূজা। ৩ (চৈনা ৮।২২) স্থিতি। ৪ (হব ২।১৪।৮) রীতি; ৫ (ভক্তি ২৮৩) দিব্যজ্ঞান দান করত যাহাতে সকল পাপের ক্ষয় হয়, তাহাই 'দীক্ষা'। 'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্‌-দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব-কোবিদৈঃ ॥' 'দিব্যজ্ঞান'-শব্দে শ্রীমন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞান এবং তদ্দ্বারা সম্বন্ধবিশেষানুভবই বাচ্য। অর্চন-মার্গে দীক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার্য। অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্রদেবার্চনাদিতে অধিকার নাই। নিরপেক্ষভাবে নাম সমূহই সর্বাভীষ্ট-প্রাপক হইলেও—স্বরূপতঃ মন্ত্রগ্রহণের আবশ্যকতা না থাকিলেও দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ কদর্য-শীল বিক্ষিপ্ত-চিত্ত মানবের তত্তৎ-প্রবৃত্তি-সঙ্কোচার্থ ঋষিগণ এই অর্চন-মার্গে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন, সেই মর্যাদা লঙ্ঘন করিলে প্রায়-শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সুতরাং স্বরূপতঃ দীক্ষার আবশ্যকতা না থাকিলেও বিক্ষিপ্ত জীবের পক্ষে কিন্তু মহাজনের ব্যবস্থাপিত পন্থাই আদরণীয় এবং অনুসর্ত্তব্য।

দীক্ষাকাল (হ ২।১৩—৩১) মাসশুদ্ধি—চৈত্রমাসে দীক্ষা বহুদুঃখ-প্রদ, বৈশাখে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে ভয়াবহ, ভাদ্রে প্রজাহানি, আশ্বিনে সর্বত্র শুভ, কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধি, অগ্রহায়ণে শুভ-প্রদ, পৌষে জ্ঞানহানি, মাঘে মেধা-বৃদ্ধি এবং ফাল্গুনে সর্ববশ্যতা হয়। অন্যত্র—শ্রাবণে সমৃদ্ধি, কার্ত্তিকে জ্ঞান, ফাল্গুনে সমৃদ্ধি, কিন্তু মলমাস ত্যাজ্য। শ্রীমদ্‌গোপালমন্ত্রে কিন্তু চৈত্রাদি সর্বমাসই উপযুক্ত।

বারশুদ্ধি—রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে দীক্ষা কর্ত্তব্য। নক্ষত্রশুদ্ধি—রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, পুষ্যা ও শতভিষা নক্ষত্রে দীক্ষা প্রশস্ত। অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতি, বিশাখা, হস্তা এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রেও দীক্ষা হইতে পারে।

তিথিশুদ্ধি—দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, দশমী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, পূর্ণিমা তিথিতে দীক্ষা কর্ত্তব্য। চন্দ্র ও তারা অনুকূল হইলে শুদ্ধ দিনে,

শুক্লপক্ষে, গুরু ও শুক্রের উদয়ে, শুভলগ্নে [বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীন লগ্নে] দীক্ষাগ্রহণ করিবে।

দীক্ষাবিষয়ে বিশেষবিধি—সতীর্থে, চন্দ্রসূর্যগ্রহণে, শ্রাবণী পূর্ণিমায় ও চৈত্রী শুক্লা দ্বাদশীতে মাসাদি শুদ্ধির অপেক্ষা নাই। আবার তত্ত্বসাগরে উক্ত হইয়াছে যে কোনও ভাগ্যে সদ্‌গুরুর লাভ হইলে তাঁহার আজ্ঞামাত্রই দীক্ষিত হইবে।

দীক্ষাগ্রহণে বর্ণ-বিচার (হ ১।৪৭-৫২) পঞ্চরাত্র-বিধানোক্ত পঞ্চকালবিৎ ব্রাহ্মণই সকল বর্ণকে দীক্ষা প্রদান করিতে পারেন। ঐরূপ ব্রাহ্মণের অভাবে শান্ত-স্বভাব, শুদ্ধচিত্ত, ভগবন্ময়, সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ দীক্ষাবিধিবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎক্রিয়া-পরায়ণ, পুরশ্চরণাদিদ্বারা মন্ত্র, গুরু ও দেবতার সাধনে সংরত, পুরশ্চরণের পরে নিজগুরুকর্ত্তৃক অভিষিক্ত [স্বগুরুদেব যে শিষ্যকে স্বাধিকারে অর্থাৎ মন্ত্রদানাদিব্যাপারে তৎস্থলাভিষিক্ত করেন, তিনিই দীক্ষাদি-দানে সমর্থ, অন্যথা উপদেশ করিলে অধিকারের অনুপপত্তি অনিবার্য] ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে দীক্ষা দিবেন; এতাদৃশ ক্ষত্রিয়ের অভাবে তাদৃশ বৈশ্যই বৈশ্য ও শূদ্রকে দীক্ষা দিবেন। বর্ণোত্তমের সর্বথা অসম্ভাবেই অন্তবর্ণ হইতে দীক্ষাবিধি লিখিত, কিন্তু প্রাতিলোম্যে দীক্ষাদান বাঞ্ছনীয় নহে। সর্বত্রই কিন্তু বৈষ্ণব গুরুই গ্রাহ্য।

দীক্ষানিত্যতা (হ ২।৩-৮) দ্বিজাতির উপনয়নের পূর্বে যেমন বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, অথচ উপনয়ন হইলে অধিকার জন্মে, তদ্রূপ অদীক্ষিত জনের মন্ত্রে ও দেবার্চনাদিতে অধিকার নাই; অতএব দীক্ষাগ্রহণ সকলেরই কর্ত্তব্য।

দীক্ষায় দ্বিজত্বলাভ (হ ২।১২, ভক্তি ২৯৮) তত্ত্বসাগরে উক্ত আছে—যেমন রসবিধানে [রাসায়নিক ক্রিয়াবিশেষে] কাংস্য স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ দীক্ষা-গ্রহণে সকল বর্ণই বিপ্রতাপ্রাপ্তি করেন।

দীক্ষিত (ভা ৪।৩১।২) কৃতসংকল্প—স্বামী। ২ (সিন্ধু ১।২।৬২) যাজ্ঞিক। ৩ (মাল! নন্দোৎসব) ধৃতব্রত। **দীক্ষিতা** (হরি ৫।৩৩৮) [দীক্ষ+তৃন্] যজ্ঞাদি কর্মে নিয়মিত, ২ সংস্কৃত।

দীদিবি (গোচ উত্তর ৮।৫২) অন্ন। [২ স্বর্গ, ৩ ভক্ষ্য, ৪ পুনঃপুনঃ বা অতিশয় দ্যোতন]।

দীধিতি (ভা ১০।২৯।৪৩) কিরণ, [২ রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত চিন্তামণিটীকা]।

দীন (ভা ৪।৯।১৭) সকাম ব্যক্তি। ২ (ভা ১০।৪৭।১৮) ভোগহীন। ৩ (উ ১৪।২১২) ধনরহিত, ৪ কাতর। ৫ (বৃভা ১।৫।১১৫) অকিঞ্চন, ৬ আর্ত্ত। ৭ (বৃভা ১।১।৩৫) ভক্ত্যাদিহীন শূদ্র। **-চেতাঃ** (ভা ১০।৮।৪) অল্পসময়ও গৃহত্যাগে অসমর্থ—স্বামী। ২ আপনাকে যিনি তৃণাপেক্ষা হীন মনে করেন—বি।

দীনার (হরি ৭।৯৬৫) আটাইশ টাকার সমান মূল্যের স্বুবর্ণ মুদ্রা। ২ স্বর্ণভূষণ, ৩ মুদ্রা।

দীপ (ভা ১।২।৩) সাক্ষাৎ প্রকাশক—স্বামী। **দীপক** (ভা ২।৭।১৯) প্রকাশক। ২ (রত্না ৫।২৯৭২) তালবিশেষ। ৩ (অকৌ ৮।২৫) একই কারক-স্থলে বহু ক্রিয়া হইলে অথবা একক্রিয়া-স্থলে বহু কারক থাকিলে 'দীপক' অলঙ্কার হয়। (শেষ ৫।১৫) প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত এই দুই পদার্থের একধর্ম-সম্বন্ধ বর্ণিত হইলে অথবা অনেক ক্রিয়াস্থলে এক কর্ত্তার অন্বয় থাকিলে 'দীপক' হয়।

দীপকমালা (ছ পরি ১৩) প্রতিপাদে দশাক্ষর ছন্দোভেদ।

দীপদান (হ ৮।৩১—৭৬) কর্পূর ও গব্যঘৃত বা তিলতৈলযোগে দীপদান করিতে হয়। বসা ও মজ্জাদিদ্বারা কদাপি দীপদান করিবে না। নীল ও লোহিত বর্ণ দশাই দীপে ব্যবহার্য। তৈজসাদি দীপাধারে দীপ নিবেদন করিবে, মৃত্তিকায় দীপস্থাপন অকর্ত্তব্য। প্রতি পক্ষে একাদশী ও দ্বাদশীতে দীপদান প্রশস্ত। কার্ত্তিকে দীপমালা উৎসব সর্বথা অনুষ্ঠেয়। অপরের দীপ-প্রজ্বালনেও সমধিক ফল হয়। লোহিতবর্ণ, মলিন ও জীর্ণ বস্ত্রদ্বারা বর্ত্তিকা করাও নিষিদ্ধ। স্বয়ং দীপ নির্বাপণ অনুচিত। (হ ১৬।৯৯—১৬৬) কার্ত্তিকমাসে দেবালয়ে দীপদান, অখণ্ড দীপদান, পরদীপপ্রবোধন, প্রাসাদোপরি দীপদান, দীপমালা এবং আকাশ-প্রদীপাদি দান করিলে শ্রীহরির প্রীতি হয়।

দীপদানস্থান (হ ১৬।১৮৪) কার্ত্তিক মাসে শ্রীবিষ্ণুসন্নিধানে, দেবালয়ে, তুলসী-মঞ্চে ও আকাশে দীপদানই প্রশস্ত। **দীপন** (হ ১।২৩৪) মন্ত্রমধ্যে তার [ওঁ], মায়া [হ্রীঁ] ও রমা [শ্রীঁ] যোগ করিলে 'দীপন' হয়।

২ (কৃগ পরি ১০২) শ্রীকৃষ্ণলীলায় দীপ-ধারী। °মুদ্রা (হ ৬।৪৪) উত্তমা ধূপ-মুদ্রা। -বৃক্ষ (হ ৮।৯৫) পিলুঞ্জ।

দীপাবলী (গোচ পূর্ব ১৮।৪৬) দীপান্বিতা, কার্ত্তিকী অমাবস্যা।

দীপিত (লহরী ৬।১০) উদ্ভাসিত।

দীপিতা (হরি ৫।৩৩৮) [দীপী দীপ্তৌ+তৃন্] দীপ্তিশীল।

দীপ্ত (সিন্ধু ২।৩।৭৬) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিন চারি বা পাঁচটি সাত্ত্বিক ভাব যদি যুগপৎ উদিত হয় এবং তাহাদিগকে সম্বরণ করিতেও না পারা যায়—তবে তাহারা হয়—'দীপ্ত সাত্ত্বিক।' **-কেতু** (ভা ৮।১৩।১৮) নবম মনু দক্ষসাবর্ণির পুত্র।

দীপ্তি (উ ১১।১৭) বয়স, সম্ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বারা সাতিশয় উদ্দীপিতা কান্তি। **দীপ্তিমান্** (ভা ৮।১৩।১৫) অষ্টম মন্বন্তরে সপ্তর্ষির একতম। ২ (ভা ১০।৬১।১৮) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র। **দীপ্র** (মাম ১।৪৬) দীপ্তি-বিশিষ্ট।

দীর্ঘ (হরি ১।৬) দুই মাত্রায় উচ্চারিত বর্ণ—আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ। ইহাদের অপর নাম—'ত্রিবিক্রম'। **-তমাঃ** (নাম ৩।৪৩) মহর্ষি উচথ্যের পুত্র, ঋক্‌মন্ত্রদ্রষ্টা [ঋগ্বেদ ১।১৪০।১] ২ (ভা ৯।১৭।৪) সোমবংশ্য রাষ্ট্রের পুত্র। ইঁহারই পুত্র—ভগবদংশ 'ধন্বন্তরি'। **-বাহু** (ভা ৯।১০।১) সূর্যবংশ্য খট্বাঙ্গের পুত্র। **-বোধ** (ভা ১০।৮১।৩৭) বিবেকী—স্বামী। **-বিষ্ণু** (মথুরা ২১৭) মথুরাস্থিত শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি। **-বৃত্তি** (কাব্য ৪) দীর্ঘসমাস। **-শ্রুতি** (ভক্ত ১৫ ক ৩) বহুদিন পর্যন্ত শাস্ত্র-শ্রবণরত। **-সূত্রী** (গীতা ১৮।২৮) কালবিলম্বকারী। **-স্বর** (হরি ১।৬) আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ।

দীর্ঘাঙ্গতা (সিন্ধু ২।২।২১) ক্ষেপণ অনুভাবের অন্তর্গত—মু।

দুঃখ (ভা ১১।১৯।৩৮) বিষয়-ভোগের অপেক্ষা। ২ (গীতা ১০।৪) প্রতিকূল বিষয়ের অনুভূতি। ৩ (প্রীতি ১১০) বিষয়ভোগ-লিপ্সা ও সুখাপেক্ষা। ৪ (গো ভা ২।২।১৯) [বৌদ্ধমতে] অনিষ্ট ভাবনা। ৫ (গীতা ১৭।৯) হৃদয়-সন্তাপ। ৬ (ভা ১০।৮৭।২৫ টী) নৈয়ায়িক-মতে দুঃখ একুশ প্রকার—ছয় ইন্দ্রিয়, ছয় বুদ্ধি, ছয় বিষয়, সুখ, দুঃখ ও শরীর। এই সকল দুঃখস্থানের নাশেই ইহাদের মতে মোক্ষ লাভ হয়। **-গ্রাম** (ভা ১।৩।২৯) সংসার—স্বামী। **-ত্রয়** (গো ভা ২।১।১) সাংখ্যমতে জীবের দুঃখ ত্রিবিধ—(১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক। শারীর ও মানস-ভেদে প্রথমটি আবার দ্বিবিধ—বাতপিত্তাদির বৈষম্য-হেতু শারীর দুঃখ এবং কামক্রোধাদিহেতুক মানস দুঃখ হয় বলিয়া 'আধ্যাত্মিক' সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। (২) মনুষ্য-পশুপ্রভৃতি-হেতুক দুঃখের নাম—আধিভৌতিক এবং (৩) যক্ষ, রাক্ষস ও গ্রহাদির আবেশ-হেতু দুঃখই আধিদৈবিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুঃখ বাহ্য উপায়ে সাধ্য। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই চরম পুরুষার্থ। **-দুঃখী** (ভা ১১।১১।১৯) দুঃখের পর কেবল দুঃখভোগী। (ভক্তি ৬৮) (১) নিঃশেষিতদুগ্ধা গাভীর রক্ষক, (২) অসতী স্ত্রী, (৩) পরাধীন অথচ ব্যাধিগ্রস্ত, (৪) অসৎ-পুত্র, (৫) সুপাত্রে অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তে অনর্পিত ধন এবং (৬) শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-রহিত-বেদবাক্যাশ্রয়ী।

দুঃখন (গোচ উত্তর ১০।১৬) দুঃখে যাহার খনন হয়। ২ (আচ ১১।৫১) দুর্ভিদ; ৩ অতিদুঃখে বিনাশ্য।

দুঃখনন (গোচ পূর্ব ১৩।৩৫) দুরুৎ-পাটন।

দুঃখপ্রতি (হরি ৬।১৭০) দুঃখলেশ।

দুঃখহতি (ভা ১১।৩।১৯) দুঃখ-প্রতীকার—স্বামী।

দুঃখাকৃতি (হরি ৭।১১১৬) প্রাতি-কূল্য-বিধান।

দুঃখাক্ষ (কৃম ৮৪।৩৬) কংসের রজক।

দুঃখাত (আচ ১৭।৯০) [খনু অবদারণে] দুরুচ্ছেদ।

দুঃখোচ্ছিত্তি (মালা ছ ১১) অবিদ্যা-ধ্বংশ।

দুঃখোদর্ক (ভা ১১।২০।২৮) উত্তর-কালে শোকাদির উৎপাদক।

দুঃশলা (ভা ৯।২২।২৬) ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা—জয়দ্রথের পত্নী।

দুঃশাসন (ভা ৩।৩।১৩) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম। ইনি দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করত সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিতেও চেষ্টা করেন। কুরুক্ষেত্র-সমরের সপ্তদশ দিবসে ভীম ইহার রক্তপান করত সেই অন্যায় কার্যের প্রতিশোধ নেন।

দুঃশীল (ভা ১০।২৯।২৫) চৌর্যাদিরত, ২ ক্রোধন—সনা। ৩ ক্রূর-স্বভাব—বল।

দুঃষম (গোচ পূর্ব ৬।৬৯) গর্হণীয়।

২ অসমঞ্জস।
দুঃসঙ্গ (চৈচ মধ্য ২৪।৯৪) কৈতব, কাপট্য। ২ আত্মবঞ্চনা, ৩ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন কামনা।
দুঃস্থ (ভা ৪।১১।২০) কর্মাধীন। ২ (বৃভা ১।৭।৩৫) দুঃখী, ৩ অস্বস্থ। ৪ (গোলী ৫৬) ব্যগ্রচিত্ত, অনবস্থিত।
দুঃস্বপ্ন-নাশ (হ ২১।৬৪ টী) "রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি॥" এই উক্তি-মতে রাম, স্কন্দ, হনুমান্, গরুড় ও ভীমের নাম স্মরণ করত শয়ন করিলে দুঃস্বপ্ন নাশ হয়।
দুকূল (গোচ পূর্ব ১।৫৯) পট্টবস্ত্র। ২ (গীগো ১।৪৪) সূক্ষ্মবস্ত্র—প্রবো।
দুগ্ধ (ভা ৫।১৪।১১) উপভুক্ত। ২ (গোচ উত্তর ১১।৭৪) [দুহ অর্দনে বধ ইতি যাবৎ) অর্দিত। **-তুম্বী** (গোলী ৩।১০১) শর্করা, এলাইচ, মরিচাদি-সহযোগে দুগ্ধ ও অলাবু দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন। **-লক্‌লকী** (চৈচ মধ্য ১৫।২১৬) চুষীপুলী। **-বেষ্ট** (হ ৮।১২৫) ক্ষীরের বড়া বা পিঠা। **দুগ্ধালাবু** (কৃষ্ণা ২।১০৫) অলাবুকে সূক্ষ্ম জিরার ন্যায় পরিকর্ত্তন করত জল ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া হাতা দিয়া বারংবার নাড়িয়া কর্পূর সহ চিনি, মরিচ, জীরা ও হিঙ্গু প্রভৃতি নিক্ষেপ দিয়া 'দুগ্ধালাবু' প্রস্তুত হয়।
দুঙ্কার (চৈনা ১।২) দুন্দুভির শব্দ।
দুত (মাম ১।১০৫) উপতপ্ত।
দুদ্যূষা (গোচ পূর্ব ১৬।৩০) ক্রীড়ার ইচ্ছা।
দুন্দুভি (ভা ৯।২৪।২০) সোমবংশ্য অন্ধকের পুত্র। ২ (ভা ৮।১০।২১) অসুর-বিশেষ। ৩ বৃহদ্ ঢক্কা।
দুরত্যয় (ভা ১০।৩৭।৩) দুরভিভব—সনা। ২ (ভা ৭।৫।১৩) দুর্ঘট। ৩ (গীতা ৭।১৪) দুস্তর।
দুরধিগম (বিনা ২।৩৩) দুর্জ্ঞেয়। ২ দুষ্প্রাপ্য।
দুরন্ত (বৃভা ১।৭।১২৫) নিঃসীম, ২ (প্রীতি ১৮৭) উদ্ভট, ৩ (ভা ১০। ২৩।৪২) হ্রাসশূন্য। ৪ (গীগো ১। ২৮) দুঃখেই যাহা অতিবাহিত হয়। ৫ (ভা ১।১১।২৮) গম্ভীর, ৬ দুর্জ্ঞেয়। ৭ দারুণ—প্রবো। -ক—শিব।
দুরন্ধ (স্তব ১২।৮) ভদ্রাভদ্র-জ্ঞানশূন্য।
দুরন্বয় (ভা ১০।৮৪।১৪) অননুরূপ—স্বামী। ২ অসম্বদ্ধ—জী, ৩ দুর্গম—বি। ৪ (চৈত ১০।৮৪।১৪) দুর্জ্ঞেয়।
দুরপোহ (বৃ ১৪।১০১) দুঃখে দূরীকরণীয়।
দুরবগ্রহ (চৈত ১০।২৯।৩২) স্বচ্ছন্দ। ২ (প্রীতি ৩৩২) নিরর্গল। ৩ (ভা ১০।২৯।৩১) দুরাগ্রহ—জী। ৪ বিষমাত্র-বর্ষুক মেঘ—বি। ৫ রুক্ষ-ব্যবহারী—বল। ৬ (ভচ ৭।উপ°) দুর্নিরোধ। ৭ (মুক্তা ১১।২৫) দুরারাধ্য। ৮ (সভা ১।৩৭৩) হঠ।
দুরবচ্ছদ (ভা ১০।৬২।২৫) আবরণের অযোগ্য।
দুরবসিত (ভা ৬।১৬।৪৭) অবিজ্ঞাত।
দুরাত্মা (বৃভা ২।২।৯৯) ভক্তির অভাবে শুদ্ধিশূন্য অতএব দুষ্টচিত্ত। ২ দুষ্ট-স্বভাব ভগবদ্দ্বেষী অভক্ত।
দুরাধর্ষ (ভা ১২।৮।২০) অনভিভব-নীয়—স্বামী। ২ শ্বেত সর্ষপ।
দুরাপাদন (হ ১১।৬৬৮) দুষ্কর।
দুরালোক (গীগো ২।১৯) দুঃখে দ্রষ্টব্য, ২ অতীন্দ্রিয়—প্রবো।
দুরাবর (উ ১৩।৬৬) আবরণের অযোগ্য।
দুরাবার (আচ ১৬।১০) দুর্দান্ত।
দুরাশয় (ভা ১১।৬।৭) রাগী—স্বামী। ২ বিদ্যাদি-সদ্ভাবেও শুদ্ধ-ভক্তিতে শ্রদ্ধাহীন—জী। বিদ্যার গর্বে দুষ্টচিত্ত। ৩ (ভা ৩।২৪।৩৬) দুষ্ট লিঙ্গ-শরীর—বি। ৪ (ভা ৭।৫ ৩১) বিষয়ে বাসিতচিত্ত—স্বামী।
দুরাশীঃ (ভা ১০।৬০।৫৪) দুরভি-প্রায়। ২ অন্যাভিলাষী—জী।
দুরাসদ (গীতা ৩।৪৩) দুর্বিজ্ঞেয়—স্বামী। ২ দুর্জয়—বি। ৩ (ভা ১০।৭৬।২৪) দুঃসহ। ৪ (ভা ১০। ৩৭।৩) দুর্গ্রহ—সনা।
দুরিত (হ ১০।২৫৫) পাপ, সংসার। **-ক্ষয়** (ভা ৯।২১।১৯) সোম-বংশীয় মহাবীর্যের পুত্র। ইনি ক্ষত্রিয় হইলেও ইঁহার পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি ব্রাহ্মণ হন।
দুরিষ্ট (বিপু ২।৬।১৪) অভিচার।
দুরীপ (হরি ৬।৩৫৩) [দুর্গতা আপোঽস্মিন্নিতি] যে দেশে জলকষ্ট আছে।
দুরুক্ত (ভা ৫।৫।২৯) শাপ—স্বামী।
দুরুক্তি (ভা ৪।৮।৩) হিংসার গর্ভে জাতা ক্রোধের কন্যা, ইনি কলির সহোদরা ও ভার্যা।
দুরুদয় (ভা ৩।১৫।৫০) অপ্রকট—স্বামী।
দুরূহ [দুর্—উহ+কর্মণি খল্] দুর্বিতর্ক্য।
দুরোদর (গোচ পূর্ব ৩৩।২৪৫) পাশকক্রীড়া। ২ দ্যূতকার। ৩ পণ।

দুর্গ (হরি ৫।২৫৯) [দুঃখেন গচ্ছত্যস্মিন্নিতি] দুঃখগম্য। ২ (গোচ পূর্ব ১৮।৮৬) দুর্বোধ্য। ৩ (রত্ন ১।১৫) নিম্নস্থান। ৪ (ভা ১০।৮।১৬) উপদ্রব। ৫ (ভা ৬।৬।৬) কীকটের পুত্র। ৬ (মালা চৈ ১৬) নির্ভয়-স্থান। ৭ (চৈকা ১।১৯) ভববন্ধ। ৮ (গীতা ১৮।৫৮) সংসার-দুঃখ। [৯ গড়]। **-কোষ্ঠ** (মুক্তা ৭৫) গড়, কেল্লা।

দুর্গণ (গোচ উত্তর ৩৫।১০৫) গণনার অসাধ্য।

দুর্গত (আচ ১১।১৯) নিরস্ত। [২ দরিদ্র, ৩ দৈন্যপ্রাপ্ত]।

দুর্গতি (ভা ১০।৮।৭৯) সংসার-সাগর, ২ অন্যের দুর্লভ মোক্ষ—সনা। ৩ (ভা ৮।২০।১০) দৈন্য—স্বামী। ৪ দারিদ্র্য—বি। [৫ নরক]।

দুর্গ-পথ (তর ১০।১৩।৭১) দুর্গম রাস্তা।

দুর্গসিংহ (হরি ৩।৪৭৮) প্রথম কাতন্ত্র-বৃত্তিকার। ২ দ্বিতীয় কাতন্ত্র-টীকাকৃৎ ও ষট্‌কারক-কারিকার রচয়িতা। ৩ কারকরত্ন-বিরচয়িতা।

দুর্গা (ভা ১০।২।১১) যোগমায়া। ২ (ভগ ২২) জগৎ-প্রলয়শক্তি। ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ক-বর্ণের শক্তি। ৪ (রাধা ৭২—৭৬) শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই দুর্গা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি, মায়াংশভূতা দুর্গা নহেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ইঁহার নাম-নিরুক্তি দ্রষ্টব্য। দুঃখে অর্থাৎ গুরু-আরাধনাদি প্রয়াস-স্বীকারে গমন (জ্ঞান) হয় যাঁহার—তিনিই দুর্গা। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা, তিনিই মাত্র কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ জানেন, সেই তদ্গত-চিত্তা প্রকৃতিকেই 'দুর্গা' কহে। ইনি পরাৎপরা মহাবিষ্ণু-স্বরূপিণী শক্তি ইত্যাদি। এই অখণ্ডরস-বল্লভা পরমা প্রকৃতিকে অতিদুঃখেই জানা যায় বলিয়া ইনি 'দুর্গা। ইহারই আবরিকা শক্তির নাম—মহামায়া, অখিলেশ্বরী; তাঁহার মায়াতে নিখিল জগৎ ও দেহাভি-মানী জীবনিচয় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃরূপে যে স্বরূপশক্তি আছেন, তিনি শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্না বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হইলেও কখনও দুর্গাকেও অভেদো-পচারে বলা হয়। ৫ অপরাজিতা।

দুর্গ্রহ (অকৌ ১০।১০) দুরাগ্রহ, ২ গ্রহ-বৈগুণ্য। [৩ দুর্জ্ঞেয়, ৪ দুষ্প্রাপ্য, ৫ দুঃখে গ্রাহ্য]।

দুর্ঘট (বৃভা ২।৫।৬১) দুঃসাধ্য। **-বৃত্তি** (হরি ৭।২৩০) অষ্টাধ্যায়ীর উপরে শরণদেব-কৃতা বৃত্তি।

দুর্ঘট্ট (গোচ পূর্ব ৩২।১২) মোচনা-যোগ্য।

দুর্জয় (ভা ৬।৬।৩১) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব।

দুর্জর (ভা ১০।৩২।১২) ছেদনের অযোগ্য—জী। ২ (ভা ১০।৬৪।৩২) দুষ্ট অজীর্ণতুল্য মহাদুঃখদ—সনা।

দুর্ণম (আচ ১৫।২৯১) দুর্দম্য।

দুর্ণয় (গোচ উত্তর ২২।৭) ঔদ্ধত্য।

দুর্দমন (ভা ৯।২২।৪৩) সোমবংশ্য শতানীকের পুত্র।

দুর্দর্শ (কৃষ্ণ ১০৬) দুর্লভ-দর্শন, অদৃশ্য। ২ (গোভা ১২।১১) দুর্জ্ঞান।

দুর্দান্ত (ভা ১০।৫৮।৪৩) অশিক্ষিত। [২ অশান্ত, ৩ কলহ, ৪ বৎসতর]।

দুর্দিন (উ ১৫।১৬১) মেঘাচ্ছন্ন দিবস। ২ (নার ২।২।২৬) শ্রীকৃষ্ণ-কথাকীর্তন যে দিনে হয় না।

দুর্দুরূট (মালা ছ ৬)] দুর্—দুল্ উৎক্ষেপণে+কুট] মহাবলী, ২ নাস্তিক।

দুর্দুরূঢ় (গোচ উত্তর ২২।৬) অতি-প্রগল্ভ, ২ (লনা ২।৩০) অতি-ক্লেশে বহনসমর্থ। ৩ (ভক্ত ২৮।১১) অতিদুরারোহ।

দুর্দেশ (চন্দ্রা ৭৮) গঙ্গা ও পাণ্ডব-বর্জিত দেশ।

দুর্ধর (লনা ৬।৭) দুঃসহ।

দুর্ধর্ষ (ভা ১১।৭।৩৮) অক্ষোভ্য—স্বামী। ২ (ভা ১০।৫১।২৬) স্পর্শ করিতেও দুঃশক্য।

দুর্ধান (গোচ উত্তর ৩২।৪১) দুষ্কর। ২ (গোচ পূর্ব ৮।৪৭) দুঃখে ধারণীয়।

দুর্নিবন্ধ (লনা ৬।১২) অতিক্লেশে সহনক্ষম।

দুর্নিষ্প্রপতর (গোভা ৩।১।২৪) [দুর্—নির্—প্র—[illegible]—+অচ্] অতি দুঃখে নিষ্ক্রমণ-কারী।

দুর্বল (কৃগ ৯৩) ইন্দুলেখা সখীর পতি।

দুর্ভগ (ভা ১০।২৯।২৫) ভাগ্যহীন, ২ কুরূপ—সনা। ৩ ব্যর্থোদ্যম—বল।

দুর্ভাব (গোচ উত্তর ৩২।১০৫) দুর্গম্য। ২ দুষ্ট ভাব।

দুর্ভূত (গোচ পূর্ব ১৮।১৪৪) দুঃখী-ভূত।

দুর্মতি (ভা ১০।৪৭।৩২) দুষ্টের প্রতি অনুকম্পাময়-বুদ্ধিযুক্ত—সনা। ২ দুষ্টবুদ্ধি, ৩ দুর্গমবুদ্ধি—জী।

৪ (চৈত ১০৫৪।৫২) দুরবগাহ-মতি।

দুর্মদ (ভা ১০৩৯।২৭) মহামত্ত—সনা। ২ (ভা ৪।২৫।৫২) গুহ ইন্দ্রিয়—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৭৮।৪) গতাহঙ্কার—স্বামী। ৪ দুষ্টাভিমান—সনা। ৫ (মালা যমুনা ৮) বহু-পাপাত্মা। ৬ (কৃগ পরি ১৭৩) শ্রীরাধার দেবর ও অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামী। ৭ (ভা ৯।২৩,২৩) সোমবংশ্য ভদ্রসেনের পুত্র। ৮ (ভা ৯।২৪। ৪৬, ৪৭) বসুদেবের ঔরসে ও রোহিণী এবং পৌরবীর গর্ভে জাত পুত্রদ্বয়।

দুর্মনাঃ (ভা ৯।২৩।১৫) সোমবংশ্য ধৃতের পুত্র।

দুর্মর (আচ ১৫।২৪০) মরণ-শূন্য।

দুর্মর্ষ (ভা ৮।১০।৩৩) অসুর-বিশেষ। ২ (ভা ১০।৭২।১৯) দুঃসহ—স্বামী।

দুর্মর্ষণ (ভা ৯।২৪।৪২) সোমবংশ্য রাজা সৃঞ্জয়ের ঔরসে ও রাষ্ট্রপালীর গর্ভে জাত পুত্র।

দুর্মিত্র (ভা ১২।১।৩৪) বাহ্লিক পুষ্পমিত্রের পুত্র। ২ শত্রু, ৩ দুষ্টবন্ধু-বিশিষ্ট]।

দুর্মিল (পদ্যা ১৭৭) যাহার সহিত মিলন অত্যন্ত দুর্লভ। ২ (ছ পরি ৮) প্রতিপাদে চতুর্বিংশত্যক্ষর ছন্দো-বিশেষ।

দুর্মিলা (ছ ৭।৩০) মাত্রাবৃত্ত (ছন্দোভেদ)।

দুর্মুখ (ভা ৯।১০।১৮) রাবণের সেনাপতি, রাক্ষস। ২ (লী ৩৫২) কংসের রজক।

দুর্মেধ (ভা ১।৪।১৭) মন্দমতি।

দুর্যুক্তিক (গোভা ২।১।১) অন্যায্য যোজনাকারী, ২ কুতর্কবক্তা।

দুর্যোধন (ভা ১০।৪৯।২) ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র।

দুর্লভ (হ ১০।১৩০) বল্লভ [‘দুর্লভঃ প্রিয়ঃ’ ইতি হেমচন্দ্রঃ]। ২ (কৃগ পরি ১০৫) শ্রীকৃষ্ণের রজক।

দুর্ললিত (বিনা ৪।৪৩) অতিচঞ্চল। ২ (মাম ২।৭৪) দুষ্টমতি। ৩ (পদ্যা ৬) দুর্জ্ঞেয়। ৪ (বিনা ৭। ৩১) দুর্জন।

দুর্বর্ণ (আচ ১।১৪৭) রজত, ২ কুৎসিত রূপ, ৩ অন্ত্যজ।

দুর্বাত (ভা ১১।২৩।৩৫) অধোবায়ু।

দুর্বাসা (ভা ৬।১৫।১৩) মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও অনুসূয়ার গর্ভে রুদ্রের অংশে জাত, জ্ঞানোপদেষ্টা ঋষি। অম্বরীষ রাজার দ্বাদশীব্রত ভঙ্গ করিয়া ইনি কৃত্যানির্মাণ করেন, অথচ সুদর্শন অস্ত্র ইঁহারই উপদ্রব ঘটাইয়াছিল [ভা ৪।১।১৫, ৯।৪।৩৫—৫৯ দ্রষ্টব্য]।

দুর্বিগাহ (চন্দ্রা ৮৭) দুর্জ্ঞেয়।

দুর্বিদ (গৌকৃ ১।৩৭) দুর্জ্ঞেয়।

দুর্বিদগ্ধ (লনা ৫।৩৮) সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অরসিক।

দুর্বিধ (মালা ব্রজ ১) নিঃস্ব। ২ (মালা ভাণ্ডীর) মূর্খ।

দুর্বিনীত (ভা ৭।৮।৫) দুষ্টগণেও বিশিষ্ট কৃপারূপনীতি-বিশিষ্ট—বি।

দুর্বিপাক (মালা যমুনা° ৩) দুষ্কর্ম-ফল।

দুর্বিভাব্য (ভা ৪।১১।১৭) অচিন্ত্য।

দুর্বিমর্শ (ভা ১০।৪৯।২৯) অবিতর্ক্য, অচিন্ত্য।

দুর্বিষহ (ভা ১১।২১।২০) তীব্র—স্বামী। ২ (ভা ১০।৬৪।৩৬) [দুর্বিষান্ সর্পান্ হন্তীতি] দুষ্ট বিষাক্ত সর্পের হন্তা—সনা।

দুর্বৃত্ত (ভা ১০।৪৪।৩২) দুষ্কর্মা, ২ দুর্গম-চরিত্র, ৩ দুষ্টের প্রতি সরূপ ব্যবহারী—সনা।

দুর্ব্যবসিত (গোচ পূর্ব ৩২।১৯) দুরভিপ্রায়।

দুর্হৃৎ (ভা ১০।৫৪।৪২) দুষ্টমতি। ২ (ভা ১০।৪৫।৯) শত্রু।

দুলি (সিন্ধু ৪।১।২৯) কচ্ছপী—জী।

দুশ্চ্যবন (গৌকৃ ৫।৮) ইন্দ্র, ২ (গোচ পূর্ব ১৯।৩১) দূষিতবিষয়ে গমনকারী।

দুষ্কর (চৈত ৩।৪।৩৪) [কৃবি ক্ষেপে] দুর্বিক্ষেপ।

দুষ্কুলীন (হরি ৭।২৮৮) দুষ্কুলে জাত।

দুষ্কৃত (গীতা ৪।৮) দুষ্টকর্মে নিরত—স্বামী। ২ ভক্তের প্রতি ক্লেশ-উৎপাদক—বি।

দুষ্কৃতি (গীতা ৭।১৫) পাপশীল, ২ কুপণ্ডিত।

দুষ্কৃৎ (ভা ৩।১৮।২২) অর্থপ্রাণাদি-হর্ত্তা।

দুষ্ক্রমতা (অকৌ ১০।৩৪) কবির অসমর্থতায় পূর্বে বক্তব্য বিষয়ের পশ্চাৎ সন্নিবেশ বা পশ্চাদ্‌বক্তব্য বস্তুর পূর্বে সন্নিবেশ হইলে ‘দুষ্ক্রমতা’-নামক অর্থদোষ ঘটে।

দুষ্ট (ভা ১০।৮৭।৩০) শ্রুতি-ত্যক্ত—জী। -ক্রম (গোচ পূর্ব ১৮।১৪৫) দুরাগ্রতা।

দুষ্ঠু [ব্য] কু, ২ নিন্দিত, ৩ (গোচ উত্তর ১।৯১) অবিনীত।

দুষ্পচ (আচ ১২।৯৬) দুষ্পাচ্য।

দুষ্প্রজ (ভা ১০।৪৯।৪) দুষ্টপুত্র।

দুষ্প্রজ্ঞ (ভা ১০।২৩।১১) বিচারহীন।

দুষ্প্রত্যায় (গোচ পূর্ব ১।৮৮) দুর্বোধ্য।

দুষ্ম[ষ্য]ন্ত (ভা ৯।২০।৮) পূরুবংশীয় রেভির পুত্র। ইনি মৃগয়ায় গিয়া

কণ্বের তপোবনে শকুন্তলার রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়া গান্ধর্ব-বিধানে বিবাহ করেন। তপোবনে শিশু জন্মিলে কণ্ব ক্ষত্রিয়-বিধানে সমুদয় সংস্কার করেন। শকুন্তলা তাহাকে লইয়া রাজপুরে গেলে রাজা গ্রহণ না করায় আকাশবাণীতে তৎপরিচয় জ্ঞাপিত হইল। তখন সপুত্র শকুন্তলাকে লইয়া পুত্রের নাম রাখিলেন—ভরত।

দুস্তক (গোপা ৪) [তক্ সহনে হাসে চ] হাসরহিত। ২ কৃচ্ছ্র।

দুস্তর (বৃভা ২।২।১৯৯) দুষ্পরিহর, ২ অনবচ্ছিন্ন।

দুহতী (ভা ৩।১৬।১০) দুগ্ধবতী গাভী।

দুহ্য (হরি ৫।১৭৯) [দুহ প্রপূরণে +ক্যপ্] দোহনীয়।

দূত (কৃগ পরি ৮৬) গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কেলি-সংঘটন বা কলহ প্রভৃতি সর্বকার্যে যাঁহারা বিশারদ—তুঙ্গ, বাবদূক, মনোরম ও নীতিসার।

দূতী (উ ৭।২, ৫৪) নায়ক-নায়িকাদের পরস্পর ভাব-বিনিময়ের মুখ্য সহায়া। ইঁহারা স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী-ভেদে প্রধানতঃ দুই প্রকার। আপ্তদূতী আবার—অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারিণী-ভেদে ত্রিবিধা। ২ (কৃগ ১৯৩) বিগ্রহ-বিষয়েও আগ্রহযুক্তা এই দূতীগণ গত-যৌবনা। পেটরী, বারুড়ী ইত্যাদি দূতী 'পিণ্ডকেলি' প্রভৃতি সখীর অনুগতা। ৩ (কৃগ ১৩৯) বৃন্দা, বৃন্দারিকা, মেলা ও মুরলিকা প্রভৃতি দূতীগণ কুঞ্জাদি-সংস্কারে ও বৃক্ষায়ুর্বেদে অভিজ্ঞা, স্থাবর জঙ্গম ইঁহাদের বশীকৃত, যুগলকিশোরের নির্ভর স্নেহে অভিষিক্তা ইঁহারা গৌরাঙ্গী ও চিত্রবসনা। **-সম্ভোগ** (উ ৮।৯৫) সখীর ধর্ম এই যে যূথেশ্বরীর জন্য দৌত্য করিতে আসিলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নির্জনে মিলিতা ও সুরতার্থ-প্রার্থিতা হইলেও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন না। কাব্যপ্রকাশাদিতে (সাহিত্য-দর্পণে ২।২১) দূতী-সম্ভোগের উল্লেখ থাকিলেও অপ্রাকৃত কাব্যে তাহা রস-বিঘাতক বলিয়া উপেক্ষ্যই—বি।

দূত্য (হরি ৭।৭০২) [দূত+য] দূতের ভাব বা কর্ম। ২ (নাচ ২৭৩) নাট্যশাস্ত্রে দুর্ঘটনীয় কার্য-বিষয়ে সাহায্যদানকে 'দূত্য' বলে। **-যুক্তি** (উ ৭।১) পূর্বরাগাদি অবস্থায় কৃষ্ণ-সঙ্গাভিলাষিণী নায়িকাগণ-কর্তৃক দূতীনিয়োগ।

দূন (সক ৪৫) দুঃখিত। ২ (আচ ৫।৪) ক্ষীণ। ৩ শ্রান্ত, ৪ উপতপ্ত।

দূয়মান (স্তব ৯।৮) উত্তপ্ত।

দূরগ্রহণ (ভা ৫।৫।৩৪) দূরদর্শন।

দূরদর্শন (ভা ১১।১৫।৬) অষ্টাদশ সিদ্ধির অন্যতম।

দূরেক্ষী (আচ ১৩।১৭) দূরদর্শী।

দূরেত্য (হরি ৭।৪৩৪) [দূরে জাত ইত্যর্থে এত্য] দূরদেশে জাত।

দূরেযম (ভা ৩।১৫।২৫) অন্তক হইতে মুক্ত, ২ দূরীকৃত-যমনিয়মাদি—স্বামী।

দূরেরী (আচ ১৪।৯০) [দূরমীরিতুং ব্যাপ্তুং শীলমস্য] দূরব্যাপী।

দূর্ব (ভা ৯।২২।৪২) সোমবংশ্য নৃপঞ্জয়ের পুত্র ও তিমির পিতা।

দূর্বাক্ষী (ভা ৯।২৪।৪৩) বৃকের ভার্যা।

দূর্বাশী (গোতা ২।১১) দূর্বামাত্রভোজী। ২ [দূরে অশনমস্যাস্তীতি] নিরাহার।

দূষণ (ভা ৯।১০।৯) শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক নিহত রাক্ষস। ২ দোষজনক।

দূষণা (ভা ৫।১৫।১৫) ভৌবনের ভার্যা ও ত্বষ্টার মাতা—ভূষণা।

দূষয়িষ্ণু (হরি ৫।৩৭৩) [দুষ বৈকৃত্যে ণিচ্+ইষ্ণু] দূষক।

দূষ্য (লনা ৫।১) পটমণ্ডপ, তাঁবু। [২ দূষণীয়]।

দৃক্ (গোপা ৪) নেত্র, ২ দর্শন, ৩ জ্ঞান, ৪ ভা ৯।১০।১৬) বুদ্ধি। **-পথ** (ভা ১২।৮।৪২) বিষয়-সমূহ—স্বামী, ২ জ্ঞানেন্দ্রিয়—জী। **-স্বস্ত্যয়ন** (ভা ৩।২।১৩) নেত্র-রসায়ন—স্বামী। **দৃগঞ্চল** (নিবি ২১) নেত্রপ্রান্ত। **দৃগম্বু** (লনা ৮।১৭), **দৃগর্ণঃ** (গোচ পূর্ব ৫।৫৭) অশ্রু। **দৃগাসব** (ভগ ১০) [দৃগেবাসব ইব দ্রষ্টৄণাং মদকরী যস্য] যাহার নয়ন-দর্শনে দ্রষ্টার আনন্দময়ী উন্মাদনা হয়। **দৃগ্বাষ্প** (গোচ পূর্ব ২১।১২) অশ্রু।

দৃঢ় (সুধা) অতিবলশালী। ২ (হরি ৫।৫৭) [দৃহ বৃদ্ধৌ+ক্ত] স্থূল, নিতান্ত। **-চ্যুত** (ভা ৪।২৮।৩২) অগস্ত্যের ঔরসে ও মলয়ধ্বজের-কন্যা ধৃতব্রতার গর্ভে জাত পুত্র। ২ বৈরাগ্য—স্বামী। ৩ জ্ঞানাদি-সাধ্য মোক্ষাদি হইতেও ভ্রষ্ট ইহামুত্রফল-ভোগে বিরাগ—বি। **-ভববন্ধ** (আচ ১৫।২২৩) সংসার। **-নিশ্চয়** (ভক্তি ১৭২) সাধনের অধ্যবসায়যুক্ত। **-নেমি** (ভা ৯।২১।২৭) সোমবংশ্য সত্যধৃতির পুত্র। **-রথ** (হ ৭।৪২) ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-

গর্ভজাত শত পুত্রের অন্যতম (মহা, আদি—৬৭)। ২ অঙ্গরাজ জয়দ্রথের পুত্র (হরি, হরি, ৩১)। ৩ চন্দ্রবংশ্য নবরথের তনয় (লিঙ্গ ৬৮)। **-রুচি** (ভা ৫।২০।১৪) হিরণ্যরেতার পুত্র। **-ব্রত** (গীতা ৯।১৪) অপতিত-ভাবে একাদশ্যাদিব্রত, নামগ্রহণ, প্রণতি ও পরিচর্যাদির পালনকারী। **-হনু** (ভা ৯।২১।২৩) সোমবংশ্য সেনজিতের পুত্র। **দৃঢ়াশ্ব** (ভা ৯। ৬।২৪) সূর্যবংশীয় কুবলয়াশ্বের পুত্র।

দৃতি (ভা ১০।৮৭।১৭) বিশ্বের আদৃতা শ্রীরাধাসখী, ২ আদর—প্রবো। ৩ (উ ১৫।৩৫) ভস্ত্রা। ৪ (হরি ৭।৫০৫) চর্ম। **-হরি** (হরি ৫।২৪২) কুকুর। **দৃতী** (ভা ১০।৭৫।১৭) ভস্ত্রা।

দৃন্ (হরি ৫।২৭৩) [ব্য] হিংসার্থে। ২ দৃঢ়ার্থে।

দৃন্ভূ (হরি ৫।২৭৩) [দৃন্+ভূ—ক্বিপ্] বজ্র, ২ সর্প, ৩ সূর্য, ৪ রুদ্র, ৫ তরুভেদ। ৬ (হরি ২।৫৩) চক্র, ৭ রাজা, ৮ অন্তক।

দৃপ্ত (গোলী ৯১৯), **দৃপ্য** (সাকৌ ১০।৪৮) গর্বিত, প্রতাপশালী।

দৃশ্ (মালা নাম ৩) প্রজ্ঞা।

দৃশচ্চক্র (ভা ৫।৭।১০) শালগ্রাম-শিলা।

দৃশৎ (উস ৬৫) প্রস্তর।

দৃশদ্বতী (ভা ৫।১৯।১৭) ব্রহ্মাবর্ত-সীমাস্থ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত নদী, মুসলমান ইতিহাসে 'ঘাঘর', বর্তমান নাম—রাক্ষি। থানেশ্বরের ১৭ মাইল দক্ষিণে প্রবাহিতা।

দৃশি (ভা ১০।১৪।৪৭) দর্শন, ২ দৃষ্টি। ৩ (উ ১৪।১৬২) নেত্র। ৪ (ভা ১১।১৯।৪৩) বিবেক, জ্ঞান। **-মান্** (ভা ১০।৩৮।১৪) আত্মানুভববান্—সনা। ২ চক্ষুষ্মান্—বি।

দৃশী (চৈত ১০।৩৫।২৩) [দৃশি চক্ষুষি ঈঃ লক্ষ্মীঃ] চক্ষুঃশ্রী।

দৃশ্য (বৃভা ২।৫।২৫০) পরমসুন্দর। ২ দ্রষ্টব্য। ৩ (ভা ৪।২৮।৬২) জীবাত্মাদি। **-কাব্য** (প্রীতি ১১১) যে কাব্য নটনটীদ্বারা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়—যেমন নাটকাদি। **-গুণ** (ভা ১০।৩।১৮) দেহাদি—স্বামী। ২ মনোহর গুণ—সনা। ৩ ভোগ্য স্রকচন্দন-বনিতাদি—বি।

দৃশ্বর (গোচ পূর্ব ১।১০৭) দ্রষ্টা।

দৃষৎ (গোভা ২।১।২৬) পাষাণ। **দৃষদশ্মা** (ভা ১০।৯।৬) শিলাপুত্র। ২ সূক্ষ্মাগ্র শিলাখণ্ড। **দৃষদ্বতী** (ভা ১০।৭১।২২) 'দৃশদ্বতী' শব্দ দ্রষ্টব্য।

দৃষ্ট (নাচ ৩৮০) জাতি, গুণ বা ক্রিয়াদির স্বভাব-বর্ণনাকে নাট্যশাস্ত্রে 'দৃষ্ট' বলা হয়। ২ সাক্ষাৎকৃত। **-শ্রুত** (ভা ৩।২৫।২৬) ঐহিক ও আমুষ্মিক।

দৃষ্টান্ত (নাচ ৩০৯) সাধ্য বিষয়ের সিদ্ধিজন্য স্বপক্ষে হেতুপ্রদর্শনকে নাট্যশাস্ত্রে 'দৃষ্টান্ত' কহে। ২ (অকৌ ৮।২৪) সমস্ত সাধারণ ধর্মের প্রতি-বিম্ববৎ ভাসনকে 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কার কহে। (শেষ ৫।১৭) সাধারণ ধর্মবাচক পদদ্বয় আপাততঃ ভিন্নার্থ-বোধক হইলেও সামান্য ধর্মের যে প্রতিবিম্বন অর্থাৎ প্রণিধান দ্বারা পূর্বোত্তরবাক্যে যে উপমান-উপমেয় ভাবের অবগতি—তাহাকে 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কার কহে।

দৃষ্টার্থবাদী (ভা ১১।১৪।৯ টী) দণ্ড-নীতিকার—স্বামী।

দৃষ্টার্থাপত্তি (বিপু ১৩।১) অর্থা-পত্তির প্রকারভেদ। দেবদত্ত দিনে ভোজন করেন না, অথচ স্থূল; সুতরাং কল্পনা করিতে হয় যে তিনি রাত্রিতে নিশ্চয়ই ভোজন করেন, এস্থলে দেবদত্তের দিনে অভোজন ও স্থূলত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ইহাকে দৃষ্টার্থাপত্তি বলে। ['শ্রুতার্থা-পত্তি' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

দৃষ্টি (ভা ৩।১।৬) নেত্র, ২ জ্ঞান—বি। **-মোষ** (গীগো ১১।১) গাঢ়ান্ধকারময়। **-মোহন** (কৃগ পরি ১৩১) শ্রীকৃষ্ণের তিলক। **-সৃষ্টিবাদ** (গোভা ২।২।২৫, ৩২) শ্রীব্যাসরায় বলেন—জগতের সত্যতা বিষয়ে মানবের ধ্রুব বিশ্বাস দেখা যায়। 'এই সেই বস্তু, যাহা আমি ও আমরা পূর্বে দেখিয়াছি'—এইরূপ জাগতিক বস্তুসম্বন্ধে সকলেরই জ্ঞানোদয় হয়। অতএব এই প্রপঞ্চ সৃষ্টিকে মিথ্যা বা দৃষ্টিকালেই উদ্ভূত ভ্রমমাত্র বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী বলেন—জীব যাহা দেখিতেছে, তাহা জীব নিজেই নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ সাময়িক ভাবে সৃষ্টি করে—ইহারই নাম দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ অর্থাৎ দৃষ্টি বা জ্ঞানবিশেষই সৃষ্টি, দৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি নাই। মণ্ডন-মিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধিতে, প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীতে, অমলানন্দের বেদান্তকল্পতরুতে দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের স্বীকার দৃষ্ট হয়। ইহারই অপর নাম—একজীববাদ। **-হর্ষণ** (গীগো ৮।১১) বশীকরণ—বা।

দৃষ্ট্যপসারণ (হ ১১।৩১) শ্রীবিগ্রহে দুষ্টলোক-কৃত কুদৃষ্টির নিবারণ করিতে হইলে সর্ষপাদিদ্বারা নির্মঞ্ছন করিতে হয়।

দে (হরি ৫।২৮৩) [দেবৃ দেবনে+ক্বিপ্] ক্রীড়া।

দেব (হ ১।১) জগৎপূজ্য, ২ অধিষ্ঠাতা, ৩ নাথ, ৪ প্রাণেশ্বর। ২ (হ ১৯।৬২১) [দেবো ভূত্বা জনার্দনং সংস্থাপয়ামি] দেবাধীন দাস। ৩ (কর্ণা ৪০) ক্রীড়াপর। ৪ আনন্দপর, ৫ বিজিগীষাপর। ৬ দ্যুতপর। ৭ (গীতা ১০।১৫) প্রকাশক। ৮ (গীতা ৭।১৪) জীব। ৯ (বৃভা ২।৭।১৫৪) ক্রীড়া। ১০ (অকৌ ২।২৩) যুষ্মদর্থ-বাচক—যেমন 'দেবো জানাতি মে মনঃ'। ১১ (বিরু ১০১) কলিকা ও বিরুদের অন্তে অবশ্য-যোজনীয় শব্দবিশেষ। **-ক** (ভা ১০।১।৩২) দেবকীর পিতা ও শ্রীবাসুদেবের মাতামহ। ইনি চন্দ্রবংশ্য আহুকের পুত্র। দেবকের চারি পুত্র—দেববান্, উপদেব, সুদেব, ও দেবরক্ষিত এবং সাত কন্যা—দেবকী, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেব-রক্ষিতা, উপদেবা, সহদেবা এবং ধৃতদেবা—বসুদেব ইঁহাদের সকলেরই পতি। ২ (ভা ৯।২২। ৩০) যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ৩ (হরি ৭।১০৪) অনুকম্পিত দেবদত্ত। **-কন্যা** (চৈচ অন্ত্য ৫।১১) শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে নৃত্যগীতাদি-কারিণী অবিবাহিতা কন্যা। 'দেব-দাসী'-শব্দ দ্রষ্টব্য। **-কামা** (নাম ৩।৫) দেবানন্দ। **-কিরি** (আচ ২০।৪৯) রাগবিশেষ।

দেবকী (ভা ১০।১।৮) বসুদেবের পত্নী ও শ্রীবাসুদেবের মাতা। ২ (কৃগ ৩০, ৩১) নন্দপত্নী শ্রীযশোদার নামান্তর। (রাধা ৬২) মথুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী [মহিষীশক্তি-বিশেষ] **-জন্মবাদ** (হ ৩।২৩) দেবকীর গর্ভে জন্ম হইয়াছে—এইরূপ কথামাত্র যৎসম্বন্ধে শুনা যায়, ২ ভক্তবাৎসল্য-হেতু দেবকী-গর্ভ হইতে আবির্ভাব এবং দেবকীর আশ্বাসন-জন্য স্বজন্মের কারণাদি কথন-তৎপর। **-নন্দন** (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ঔ-বর্ণের মূর্ত্তি। ২ (সুধা ৯১৯) শ্রীদেবকীতে (শ্রীযশোদাতে) আবির্ভূত হইয়া আনন্দদায়ক। **-সখী** (কৃগ ৩০, ৩১ শ্রীযশোদার নামান্তর।

দেব-কুল (বৃভা ২।১।১৪২) দেবমন্দির। **°কুল্যা** (ভা ৪।১।১৪) পূর্ণিমার কন্যা—ইনি জন্মান্তরে শ্রীহরির পাদপ্রক্ষালজা গঙ্গা। ২ (ভা ৫।১৫।৬) উদ্গীথের ভার্য্যা। [৩ গঙ্গা]। **-কূট** (ভা ৫।১৬।২৭) সুমেরুর পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী পর্বত। **-ক্ষত্র** (ভা ৯।২৪।৫) সোমবংশ্য দেবরাতের পুত্র। [২ যজ্ঞ]। **-খাত** (বিপু ৩।১১।২৫) মনুষ্যাদিকৃত হ্রদ। **-গতি** (ভা ১০।৬৪।২৮) দেবত্ব, ২ স্বর্গ, ৩ বৈকুণ্ঠ লোক—সনা। **-গর্ভা** (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থা নদী। **-গিরি** (ভা ৫।১৯।১৬) ভারতীয় পর্বত। ২ রৈবতক (গিরনার) পর্বত। **-গুহ্য** (ভা ৮।১৩।১৭) অষ্টম মন্বন্তরে সার্বভৌম-নামা ভগ-বানের পিতা। ২ (ভা ৪।২৭।২৭) মরণ—স্বামী। **-চূত** (ভা ৫।১৬।১৬) মন্দর পর্বতের নিম্নদেশে এগারশত-যোজন উন্নত আম্রবৃক্ষ—উহার অগ্রভাগ হইতে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় স্থূল অমৃতবৎ সুমিষ্ট ফলসমূহ পতিত হয়। **-চ্ছন্দ** (আচ ২০।১৭) শতযষ্টিক হার-বিশেষ। **-জ** (ভা ৯।২।৩৪) সংযমের পুত্র। [২ দেবজাত, ৩ সাম-ভেদ]। **-জিৎ** (তর ৫।৭।১) প্রিয়ব্রতের বংশে মহারাজ ভরতের পৌত্র। 'দেবতাজিৎ' দেখুন। **-তা** (ভা ১১।২৩।৭) ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী। ২ (হরি ৭।১০৯২) [দেব+স্বার্থে তা] দেব। ৩ (হরি ৭।৩৩৩)। যজ্ঞবিষয়ে পুরোডাশাদির সম্প্রদানকে ও মন্ত্রাদির আরাধ্য তত্ত্বকে পণ্ডিতগণ 'দেবতা' বলেন। ৪ (কর্ণা ৫৫) অবতারী ও অবতারগণকে স্বেচ্ছায় প্রকটনকারী—কবিরাজ। **-তাজিৎ** (ভা ৫।১৫।১) সুমতির ঔরসে বৃদ্ধসেনার গর্ভে জাত পুত্র। 'দেবজিৎ' দেখুন।

দেবতাত্মতা (হ ১৭।১৮২) শ্রীকৃষ্ণ-স্বারূপ্য, ২ তদেকচিত্ততা। **°ত্রা** (হরি ৭।১১২৭) [দেব+ত্রা] দেবতাধীন। ২ দেবতাকে প্রদেয়। **-দত্ত** (ভা ৫।২৪।৩১) পাতালবাসী নাগ। ২ (ভা ৯।২।২০) সূর্যবংশ্য উরুশ্রবার পুত্র। ৩ (গীতা ১। ১৫) অর্জুনের শঙ্খ। [৪ দেহস্থিত জৃম্ভাকর বায়ু]। **-দলন**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথের নামান্তর। 'পদ্মধ্বজ' দ্রষ্টব্য।

দেবদাসী (চৈচ মধ্য ১৪।১২৯) নীলাচলস্থ শ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য-দাসী। ইঁহারা দুই প্রকার—বাহির ও ভিতর দেবদাসী। পতিত-জাতীয়া বা ভ্রষ্ট-চরিত্রা কন্যাগণ দেবদাসী-হইতে

পারেননা। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতরকুলোৎপন্না কন্যারা বাহির দেবদাসী হইতে পারেন—ইঁহারা গরুড়স্তম্ভের সম্মুখে নৃত্যগীত করেন। ব্রাহ্মণকুলোৎপন্না কন্যারাই কেবল ভিতর দেবদাসী হন এবং শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পালঙ্কের নিকট নৃত্যগীতাদি করেন। অতীত-যৌবনারা ভিতর দেবদাসী হননা। শ্রীজগন্নাথের তৃপ্তি-বিধানের জন্য উৎকলরাজ **চুড়ঙ্গদেব** এই ব্যবস্থা করেন। যেদিন দেবদাসীর নৃত্যগীত হইবে, সেই দিন তিনি উপবাসী থাকিবেন, নৃত্যগীতাদির পরে গৃহে আসিয়া মহাপ্রসাদ-সেবা করত ভগবদ্‌গুণ-কীর্ত্তনে রাত্রি যাপন করিবেন। শ্রীজগন্নাথই তাঁহাদের পতি; তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে বিক্রীতা ইঁহারা অন্য মানুষকে পতিত্বে বরণ করেন না। প্রাচীনকালে উৎকলের কোনও ভক্ত রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্গে ধূলি দেখিয়া অনুসন্ধানক্রমে জানিলেন যে শ্রীজগন্নাথ ভক্ত-ললনার মুখে গীতগোবিন্দের গীতিশ্রবণের জন্য কোনও কুঞ্জবনে গিয়াছেন—তদবধি সেই ললনাকে নিযুক্ত করিয়া নিয়মিত গানের ব্যবস্থা হয়। তখন হইতেই 'দেবদাসী'-প্রথার সৃষ্টি হয়। পরবর্ত্তিকালে সম্ভ্রান্ত বংশের অবিবাহিতা কন্যাগণই এই সেবা করিতেন। প্রত্যহ প্রাতর্ভোজন-কালে এবং রাত্রিতে শয়নের কালে একজন দেবদাসী একটিমাত্র বাদ্য লইয়া গরুড়স্তম্ভের সম্মুখে নৃত্যগীত করেন। চন্দনযাত্রায় ৪২ দিন মধ্যরাত্রে শয়নের পূর্ব্বে রত্নবেদীর সমীপস্থ প্রদীপ নির্বাপিত করিতে হয়, অন্ধকারে তিনজন সেবক শ্রীবিগ্রহকে বীজন করেন এবং একজন দেবদাসী চন্দন-অর্গলের নিকট শ্রীগীতগোবিন্দ গান করত নৃত্য করেন। চন্দনে নৌকাবিহার-কালেও এক বা দুই জন দেবদাসী নৃত্য করেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্ররাজা দেবদাসীদের নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করিয়া যে শিলালিপি দিয়াছেন (১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই) তাহা জয়বিজয়দ্বারের বামদিকে ষষ্ঠ শিলালিপিতে দ্রষ্টব্য। [২ দেবতার পরিচারিকা]।

দেব-দীধিতি (ভা ৫।২।২৩) মেরুর কন্যা ও ভদ্রাশ্বপুত্র কেতুমালের পত্নী—দেববীতি। **°দুন্দুভিযোগ** (হ ১৫।৬০৭) একই দিনে একাদশী, দ্বাদশী, শ্রবণা নক্ষত্র ও বুধবার সংঘটিত হইলে তাহাকে 'দেবদুন্দুভিযোগ' কহে। এই যোগ যজ্ঞাযুতের ফল প্রদান করে। **-দেব** (সুধা ৪) সর্বদেবারাধ্য পরমেশ্বর। **-দ্যুতি** (হ ৩। ৬০) জনৈক ব্রাহ্মণ, ইনি সরস্বতীর তীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করত তপস্যা করিতেন। বিষ্ণু ইঁহার মুখনির্গলিত স্তব-শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বরদান করেন। সেই স্তবই 'যোগ-সার' নামে প্রসিদ্ধ (পদ্ম-উত্তর ১২৮)। **-দ্যুম্ন** (ভা ৫।১৫।২) দেবতাজিৎ ও আসুরীর পুত্র। **-দ্র্যঙ্** (গোচ পূর্ব ৫।১০) দেবপূজক, ২ দেবসমীপে গমনকারী। ৩ (হরি ৫।২৮৬) [দেবানঞ্চতীতি অঞ্চ্+ক্বিপ্] দেবগণব্যাপী। **-ধানী** (ভা ৫।২১।৭) মানসোত্তর পর্বতে সুমেরুর পূর্বদিকে স্থিত ইন্দ্রপুরী। **-ধিষ্ণ্য** (ভা ১০।৮২।৭) বিমান। **-ধ্রুক্** (গোচ পূর্ব ১৫।২৬) অসুর।

দেব-ন (ভাবনা ১৩৩) পাশক, ২ কামবিলাস। ৩ দ্যূতক্রীড়া, ৪ জিগীষা। ৫ (গোচ উত্তর ৫।৫২) স্তুতি। **°নন্দন** (ভা ১০।৯০।২২) পূজ্য শ্বশুরের পুত্র—জী। **দেবনা** (হরি ৫।৪৫১) [দিব্+ভাবে—যুচ্] ক্রীড়া, ২ স্তুতি, ৩ দীপ্তি, ৪ দুঃখ, ৫ ব্যবহার, ৬ জিগীষা, ৭ বিলাপ। **°নাগ** (মাম ৩।৭৭) দেবেন্দ্র, ২ দেবতাগণের হস্তী। **-নাম** (ভা ৫। ২০।১৪) হিরণ্যরেতার পুত্র। **-পথ** (গোভা ৪।৩।১) অর্চিরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক অধ্যুষিত পন্থা, যাহাতে যোগিগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাওয়া হয়। ২ (হরি ৭।১০৫৯) দেবপথ-সদৃশ প্রতিমা লইয়া জীবিকার্থে গৃহে গৃহে ভ্রমণরত। [৩ ছায়াপথ, ৪ দেবস্থানে গমন-পন্থা]। **-পাল** (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপবর্ত্তী পর্বত। **-প্রবর** (ভা ১০।২০।২) বিষ্ণু ও শিব—সনা। **-প্রস্থ** (সিন্ধু ৩।৩।৩০) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প সর্বোত্তম সখা। ২ (কৃগ পরি ৯১) সুরতদেবের ঔরসে ও চন্দ্রকলার গর্ভে জাত, পৌণমাসীর ভ্রাতা। **-বাহু** (ভা ৯।২৪।২৭) যদুবংশ্য হৃদীকের পুত্র। **-ভাগ** (ভা ৯।২৪।২৮) সোমবংশ্য শূরের পুত্র। **-ভূতি** (ভা ১২।১।১৮) শুঙ্গবংশীয় ভাগবতের পুত্র। **-ময়** (ভা ১০।৮৬।৫৪) উপাস্য-মূল—জী। **-মায়া** (ভা ১২।২।৭) ভগবৎকৃপা—জী। ২ (ভা ১১।৮।৭) ভগবন্মায়াস্বরূপা স্ত্রীমূর্ত্তি। ৩ (রত্নটী

৬।৫৪) বিষ্ণুমায়া। **-মিত্র** (ভা ৯২।৬।৫৬) ঋগ্‌বেত্তা মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য। **-মীঢ়** (ভা ৯।২৪।২৭) হৃদীকের জ্যেষ্ঠপুত্র। ২ (ভা ৯।১৩।১৬) সূর্যবংশ্য কৃতিরথের পুত্র। ৩ (ভা ১০।২০।৭) পর্জন্যসিক্ত—স্বামী। **-যজ** (গীতা ৭।২৩) দেবপূজক—স্বামী। **-যজন** (ভা ৪। ২।১৭) যজ্ঞ—বি। ২ (ভা ৪।২৪। ১০) যজ্ঞস্থল—স্বামী। **-যান** (ভা ৪।১২।২৬) দেবমার্গ, ২ বিমান—স্বামী। ৩ (গোভা ৪।২।২০) ব্রহ্মলোকে গমনকারীদের পথ [উত্তরায়ণ' শব্দ দ্রষ্টব্য]। ৪ (ভা ৮।৫। ৩৬) অর্চিরাদি পথের দেবতা—স্বামী। **-যানী** (ভা ৫।১।৩৪) শুক্রাচার্যের ঔরসে ও উর্জস্বতীর গর্ভে জাতা কন্যা। ইনি যযাতির পত্নী। **-র** (ভা ৪।২৬।২৬) [দেবো দেবনং ক্রীড়া তং রাতীতি] কান্ত—স্বামী। ২ (গোলী ৩।৩৩) শোভাপ্রদ। ৩ আহ্লাদগ্রাহী, ৪ পতির ছোট ভাই। **-রক্ষিতা** (ভা ৯।২৪ ৫২) দেবকের কন্যা ও বসুদেবের পত্নী। ইঁহার সন্তান গদ-প্রভৃতি নয় জন। **-রাত** (হ ৭।৪১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র। ২ (ভা ৯।১৩।১৪) সূর্যবংশ্য সুকেতুর পুত্র ও বৃহদ্রথের পিতা। ৩ (ভা ৯।১৬। ৩০) শুনঃশেফ ঋষি। ৪ (ভা ৯।২৪।৫) সোমবংশ্য করম্ভের পুত্র। **-রূপিণী** (কৃষ্ণ ১৩৩) বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপা। **দেবর্ষভ** (ভা ৬।৬।৫) ভানুর গর্ভে ধর্মের পুত্র। **দেবর্ষি** (প্র ১।৭) শ্রীনারদ—ব্রহ্মার শিষ্য ও ব্রহ্মসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় গুরু। (কৃগ ১০,২০৬) ইনি পৌর্ণমাসীর গুরু। **দেবল** (ভা ৬।৬।১২) জ্ঞানোপদেষ্টা ঋষি। ২ (ভা ৯।২।৩৪) ইক্ষ্বাকুবংশ্য সংযমের পুত্র। ৩ (ভা ৯।৪। ৫৭) কৃশাশ্ব ঋষির ঔরসে ও ধিষণার গর্ভে জাত। হূহূ গন্ধর্বকে ইনি শাপ দেন (ভা ৮।৪।৩)। ৪ (ভা ১০। ৮৫।৩) কাশ্যপগোত্রোৎপন্ন ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। ৫ জনৈক ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতা। ৬ (তত্ত্ব ২৫) অষ্টবসুর অন্যতম প্রত্যূষের পুত্র। ৭ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। ৮ (বিপু ৩।১৫।৭) তিনবৎসর যাবৎ বিত্তার্থী হইয়া যে বিপ্র দেবার্চা করেন। **-লিঙ্গ** (ভা ৩।১৭।১৩) দেবপ্রতিমা। **-বর্ত্ম** (আচ ১৫।৮১) আকাশ। **-বর্দ্ধন** (ভা ৯।২৪।২২) সোমবংশ্য দেবকের পুত্র। **-বর্হ** (ভা ৫।২০।৯) শাল্মলীদ্বীপাধিপতি যজ্ঞবাহুর পুত্র ও তন্নামক বর্ষ-বিশেষ। **-বল্লভ** (গোলী ২।১৩২) পুন্নাগ বৃক্ষ। **-বাধা** (হ ১১।২৯৫) অতিবৃষ্টি প্রভৃতি। **-বান্** (ভা ৮।১৩।২৭) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।১৮, ২২) অক্রূরের পুত্র; ৩ দেবকের পুত্র। **-ব্রত** (ভা ১।৯। ১) পুরুবংশ্য রাজা শান্তনুর পত্নী গঙ্গার গর্ভে জাত ভীষ্ম। ২ (গীতা ৯।২৫) দেবপূজক। **-ব্রতী** (হরি ৭।৮০৯) দেবার্থ ব্রতাচারী। **-শর্মা** (হ ১১।৩২৭) মহর্ষি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে জনৈক সদস্য। ২ জনৈক ব্রাহ্মণ [মহাভারত অনুশা° ৪২-৪৩]। ৩ (ভক্তি ১০৫) সূর্যারাধক। ইনি ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে যাবজ্জীবন সূর্যারাধনা করিয়াও বিষ্ণুক্ষেত্রের (মায়াপুরীর) প্রভাবহেতু শ্রীভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করত বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। **-শ্রবাঃ** (ভা ৯।২৪।২৮) সোমবংশ্য শূরের পুত্র ও বসুদেবের ভ্রাতা। **-শ্রেষ্ঠ** (ভা ৮।১৩।২৭) দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির পুত্র। **-সম্ভূতি** (ভা ৮।৫।৯) ষষ্ঠ চাক্ষুষমন্বন্তর-পালক ভগবান্ অজিতের মাতা। **-সর্গ** (ভা ৩।১৯।২৮) অষ্টবিধ দেবতার সৃষ্টি। (১) দেব, (২) পিতৃগণ, (৩) অসুর, (৪) গন্ধর্ব ও অপ্‌সরা, (৫) সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর, (৬) যক্ষ ও রাক্ষস, (৭) ভূত, প্রেত ও পিশাচ এবং (৮) কিন্নরাদি। **-সাবর্ণি** (ভা ৮।১৩। ৩০) ত্রয়োদশ মনু। **-হূ** (ভা ৪। ২৫।৫১) বামকর্ণ। [২ দেবাহ্বান, ৩ দেবাহ্বান-কর্তা, ৪ ঋষি]। **-হূতি** (ভা ৩।১২।৫৫) স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা এবং কর্দমঋষির পত্নী। কপিলদেবের মাতা। **-হোত্র** (ভা ৮। ১৩।২২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে আবির্ভূত বিষ্ণুর পিতা।

দেবাগারিক (হরি ৭।৬৬৭) দেবালয়ের কার্যে নিযুক্ত।

দেবাতিথি (ভা ৯।২২।১১) সোমবংশ্য ক্রোধনের পুত্র।

দেবানাং প্রিয় (গোচ পূর্ব ১৮।১৫৭) দেবতাদের প্রিয়। ২ নিন্দনীয়। ৩ (হরি ৬।২২০) [ভৎর্সনার্থে] দেবপ্রিয় ছাগ। ৪ মূর্খ।

দেবানীক (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থ পর্বত। ২ (ভা ৯।১২।২) সূর্য-বংশ্য ক্ষেমধন্বার পুত্র ও অনীহের পিতা।

দেবাপি (ভা ৯।২২।১২) সোমবংশ্য প্রতীপের পুত্র।

দেবারিষ্ট (গোচ পূর্ব ৩১।১০) দেবশত্রু।

দেবাবৃধ (ভা ৯।২৪।৬) চন্দ্রবংশ্য সাত্বতের পুত্র।

দেবাস্ত্র (হ ১৯।২৬০) চক্র।

দেবিকা (অর্কো ১০।৩১) [দীব্যতীতি] প্রেয়সী। ২ সরযূনদী।

দেবিত (চৈনা ৫।৭) ক্রীড়িত।

দেবিপতি (উ ১।১৪) [দেবী চাসৌ পতিশ্চেতি, দীব্যতি দেবয়তীতি বা দেবী গ্রহাদিস্বাগ্নিনিঃ] ক্রীড়া-প্রয়োজনক পতি, কিন্তু ধর্মতঃ পতি নহে—বি।

দেবী (ভা ১০।২২।৪) ক্রীড়ারসে অভিজ্ঞা, ২ দীপ্তিশালিনী, ৩ (ভা ১০।৪।৯) দিব্যরূপধরা। ৪ (ভা ৬।১৮।১৬) প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনের পত্নী, ইঁহার গর্ভেই বলির জন্ম হয়। ৫ (রত্ন ২।২৩) শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষী। ৬ (উ ৩।৫২।৫৩) মন্বন্তরাবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশতঃ দেবগণ-মধ্যে জন্মলাভ করেন, তখন তাঁহার সন্তোষার্থ নিত্যপ্রিয়াদের অংশও দেবদেহে দেবীরূপে প্রকট হন; সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণাবতারে সেই অংশিনী নিত্যপ্রিয়াদের অংশরূপা দেবীগণ গোপকন্যারূপে জন্মিয়া ঐ নিত্যপ্রিয়া অংশিনীদের প্রিয়সখীত্ব প্রাপ্তি করিয়াছেন। **দেবীশ্বর** (গোচ উত্তর ৪।১০) মথুরার প্রবেশ-পথে স্থান-বিশেষ। **-ধাম** (বৃভা ২।৫।৭৮ টী) দুর্গালোক [কৈলাস]। ২ অষ্টমাবরণাধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতির ধাম।

দেবৃস্ব (গোলী ১০।১০৮) দেবরের ধন।

দেবেন (আচ ১৩।৬২) দেবরাজ ইন্দ্র।

দেশরূপ (গাম ৪।৫) সমুচিত, যোগ্য। ২ প্রশংসিত দেশ।

দেশবরাড়ী (আচ ২০।৫১), **দেশাগ** (আ ২০।৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগিণী-বিশেষ।

দেশান্তর (বিপূ ৩।১৩।১৬) মহানদী বা পর্বতের ব্যবধানে অথচ কথ্য ভাষার ভিন্নতা থাকিলে 'দেশান্তর' হয়।

দেশিক (ভা ১১।২৭।২০) পূজক, ২ আচার্য, [৩ পথিক]। ৪ (হব ১।৩১।২৮) বিদ্যাপ্রদ গুরু—নীল।

দেশিকা (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত রাগিণী।

দেশিত (পদ্যা ১৩২) আজ্ঞপ্ত।

দেশিনী (হ ৩।২৩৪) তর্জনী।

দেশী (আচ ২০।৫৮) যে গান, বাদ্য ও নৃত্য বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যদের অতি-প্রিয় হইয়া তত্তদ্দেশরীতিতে অনুষ্ঠিত হয়—তাহাকে 'দেশী' বলা হয়। 'দেশে দেশে নৃপাদীনাং যদাহ্লাদকরং পরম্। গানং বাদ্যং তথা নৃত্যং তদ্দেশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥'

দেহ (আচ ১৫।২২৪) উপচয়। ২ (প্র ১।২১) ভগবানের স্বরূপান্বিত বিগ্রহ। **-কৃৎ** (ভা ৪।৩।১১) জন্মদাতা পিতা। ২ (ভা ১০।৮৩।৩) ঈশ্বর—স্বামী। ৩ দেহোৎপাদক। **-চর** (ভা ১০।৭৮।৬) অন্তর্যামী। **-তন্ত্র** (ভা ৩।৩৩।৫) দেহপরিকর, ২ স্বীকৃতমূর্তি—স্বামী। **-ধর্ম** (ভা ৩।২১।১৭) শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা। **-নিবেদন** (সিন্ধু ১।২।১৯৭) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত আত্মনিবেদন-ভক্তির অবান্তরভেদ। বিক্রীত পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেমন চিন্তা করিতে হয় না, তদ্রূপ শ্রীহরিতে দেহ অর্পণ করিয়াও তাহার ভরণপোষণের জন্য চিন্তা করিবে না। **-ন্যাস** (ভা ৩।৪।৩৪) অপ্রকট লীলায় প্রবেশ। **-ভাব** (যো ৬) অনাত্মস্বরূপ। **-ভেদ** (গোভা ৩।৩।২৭) লিঙ্গদেহ-নাশ। **দেহন্তর-বার্ত্তিক** (ভক্তি ১৮৬) বিষয়বার্তা-নিষ্ঠ। **দেহলী** (হ ৫।৯) দ্বারাগ্র-ভাগ। **ষড়্ভাব** (ভা ৭।৭।১৭) জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ।

দেহারামী (চৈচ মধ্য ২৪।২০৮) দেহাত্মবাদী, ২ কর্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি, ৩ তপস্বী, ৪ সর্বকাম।

দেহি-নিবেদন (সিন্ধু ১।২।১৯৬) মনুষ্য-প্রভৃতি দেহে স্বরূপতঃ অবস্থান করিলেও, গুণ-নিবন্ধন দেবমনুষ্যাদি কিম্বা পশুপক্ষী (বা অঙ্গহীন) হইলেও অহন্তাস্পদ জীবের সমর্পণ।

দেহী (ভা ১১।২।২৭) বহুদেহপ্রাপ্ত জীব—স্বামী। ২ (ভা ১০।১৪।৫১) দেহের অধিষ্ঠাতা।

দেহোৎফুল্লতা (সিন্ধু ২।২।২১) পুলকোন্নতি—জী।

দৈতেয় (হরি ৭।২৭০) দৈত্য।

দৈত্য (চৈচ আদি ৮।৯) বিষ্ণু-বিদ্বেষী। ২ (হ ২১।২৪) দিতির পুত্রগণ। **-নায়ক** (হ ১৬।৩৬৬), **-পতি** (ভা ১০।৬৩।৪৫) শ্রীপ্রহ্লাদ। **-প্রমী** (হরি ২।৪৮) [দৈত্যান্ প্রমিনাতি হিনস্তীতি] দৈত্যনাশন বিষ্ণু। **দৈত্যব্** (হরি ২।১৩১) [দৈত্যবৃশ্চমাচষ্টে ইতি ণ্যন্তাৎ ক্বিপ্] দৈত্যনাশন। **-বৃশ্চ্** (হরি ২।১০২)

দৈত্যান্ বৃশ্চতীতি] দৈত্যনাশন বিষ্ণু। **-ব্রশ্চন** (হরি ৫।৪৫৮) [দৈত্যান্ বৃশ্চত্যনেনেতি ওব্রশ্চূ ছেদনে+টন্] দৈত্যনাশন চক্র।

দৈন্য (চৈচ আদি ১২।৩৫) দারিদ্র্য। ২ (বৃভা ২।৫।২২২—২২৫) সর্ব-সদ্‌গুণালঙ্কৃত হইয়াও যাহাতে সর্বদা নিজবিষয়ে জগদ্‌বিলক্ষণ অসামর্থ্য ও অপকৃষ্ট-বুদ্ধি জাগরূক থাকে, সেই রোদনাদি-কারণ পরম ব্যগ্রতাই দৈন্য। প্রেম দৈন্যমূলক বলিয়া যত্ন-ভরে দৈন্য রক্ষা করিবে, যে যে প্রকার কায়মনোব্যাপারে ঐ দৈন্য স্থির থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া তদ্বিরুদ্ধ বাক্যচেষ্টাদি সর্বথা বর্জন করিবে। এইরূপে পুরুষ-প্রযত্ন-সাধ্য লৌকিক প্রেম সাধিত হয় বটে, কিন্তু অন্য প্রকারেও দৈন্য সাধিত হয়, তাহা শ্রীভগবৎপ্রসাদজ। ইহা পর-মোত্তম এবং ভগবদ্‌বিষয়ক ভাব-বিশেষের পরীপাকবশতঃই আবির্ভূত হয়। প্রেমের অভাবে এতাদৃশ দৈন্য উপস্থিত হয় না। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রেম-বিশেষোদয়ে যে বিষাদার্ত্তি প্রভৃতিতে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন—দৈন্যবিশেষই তাহার একমাত্র নিদান। ফলতঃ প্রেম ও দৈন্য পরস্পর পোষ্যপোষক-রূপে অবস্থিত থাকে। ৩ (সিন্ধু ২।৪।২১) দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে জাত স্ববিষয়ে অতিনিকৃষ্টতা-বুদ্ধি। ইহাতে চাটু, হৃদয়ের অপটুতা, মালিন্য, চিন্তা ও জাড্যাদি প্রকাশ পায়।

দৈব (ভা ৩।৫।৩) প্রাক্তন কর্ম। ২ (পরম ৪৯) ফলাভিমুখ অভিব্যক্ত কর্ম। ৩ (প্রীতি ৮৪) ইষ্ট, আশ্রয়-ণীয়, সেব্য। ৪ (গীতা ৭।১৪) অলৌকিক, অত্যদ্ভুত, ৫ (গীতা ১৮। ১৪) চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ৬ সর্বপ্রেরক অন্তর্যামী—স্বামী। ৭ (ভা ৩।২৬।১৯) জীবাদৃষ্ট, ৮ কাল—স্ত্রী। ৯ (ভা ৩।৩১।১) ঈশ্বর—স্বামী। ১০ (ভা ৪।১১। ২১) গ্রহাদি—স্ত্রী। ১১ (হরি ৭। ২৫১) দেবের অপত্য। **-ক** (মাম ১।৪৮) দুর্ভাগ্য। **-ত** (বৃভা ২।১।৩৭) উপাস্য, ২ (হরি ৭।১১০০) দেবতা। **-তম** (ভা ৪।৪।২৮) পূজ্যতম। **দৈবতবৈদ্য** (গীগো ৪।২০) অশ্বিনী-কুমার। **দৈবম্** (হরি ৭।৩৩৬) দেবসমূহ। **যজ্ঞ** (গীতা ৪।২৫) ইন্দ্রবরুণাদি দেবতার উদ্দেশ্যে অথচ ব্রহ্মবুদ্ধি-রহিত হইয়া যাগানুষ্ঠান। **-বর্ষ** (ভা ৩।১১।১৮) মনুষ্য-পরিমাণে ৩৬০ বর্ষ। **-হত** (বিনা ৪।৪০) ভাগ্যবশতঃ বিড়ম্বিত। ২ দুর্ভাগ্য-পীড়িত, হতভাগ্য।

দৈবাৎ [ব্য] দৈবক্রমে, হঠাৎ।

দৈবী (ভা ৩।২৬।৪) বিষ্ণুশক্তি। ২ (ভা ১০।৮০।৩০) ঈশ্বরমায়া-রচিতা।

দৈবোপহত (ভা ১০।১৫।৪৯) ভগবানের লীলাশক্তিদ্বারা প্রাপ্ত-বিঘ্ন।

দৈষ্টিক (হরি ৭।৬৫৭) দৈব-প্রমাণক, ভাগ্যে নির্ভরকারী।

দৈহিক (বৃভা ২।৫।১৪৫) দেহ-সম্বন্ধি-পুত্রকলত্রাদি।

দৈহ (ভা ৬।১।৪২) জীব—স্বামী। ২ (ভা ১।৪।২৯) দেহস্থিত।

দোধক (ছ ২।৪৬) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

দোর্মূল (বিনা ৬।১) স্কন্ধদেশ বা কক্ষ [বগল]।

দোর্বিম্ব (গোলী ১০।৩২) হস্তমণ্ডল।

দোল-মহোৎসব (হ ১৪।৩০৩—৩২৭) 'চৈত্রমাসে শুক্লা একাদশী তিথিতে দক্ষিণাভিমুখ প্রভুকে গীত-নৃত্যাদি উৎসবপূর্বক মাসব্যাপী আন্দোলন করিতে হয়।' আবার (হ ১৪।৩১৭) 'চৈত্রমাসে শুক্লা দ্বাদশীতে প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে নিত্যপূজা করিয়া ব্রতী দোলোৎসব করিবে।' এই দুই বাক্যের তাৎপর্য-বিচারে বুঝা যায় যে একাদশী-শব্দে একাদশী তিথি না হইয়া শ্রীহরিবাসরই লক্ষ্য অর্থাৎ অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশী হইলে ব্রতী দ্বাদশীতেই দোলযাত্রার অনুষ্ঠান করিবেন। বস্তুতঃ একাদশী ও দ্বাদশী অভিন্না (হ ১৫।৪৫ টী)। মতান্তরে চৈত্রী শুক্লা তৃতীয়ায় গোবিন্দকে দোলারূঢ় করিয়া মাস-যাবৎ আন্দোলন করিবে। শ্রীপুরুষোত্তম-মতে কিন্তু কখনও প্রতিপদে, কখনও বা দ্বিতীয়ায় উত্তর-ফল্গুনীর যোগে এই উৎসব করণীয়।

দোষ্ (ভাবনা ১১।২) বাহু।

দোষ (কাব্য ৬, অকৌ ১০।১) যাহা রসের অপকর্ষক বা রসাস্বাদের সঙ্কোচক, কাব্যে তাহাই 'দোষ'। শ্রবণকটুতাদি প্রসিদ্ধ দোষই এস্থলে সঙ্কেতিত। ২ (ভা ১০।৩৩।২৯) প্রত্যবায়—স্ত্রী। ৩ (ভা ৬।৬।১১) অষ্ট বসুর অন্যতম। ধর্মপ্রজাপতির পুত্র। **-শোষ** (গোলী ৩।৬৭) দোষ-নাশক।

দোষা (আচ ১।১৬৫) [ব্য] রাত্রি-কালে, ২ বাহু। ৩ (ভা ৪।১৩।১৩

পুষ্পার্ণের পত্নী। -কর (চৈনা ১।১০) কলি, ২ চন্দ্র। ৩ দোষোৎপত্তিস্থান। -তন (হরি ৪।৪৭০) রাত্রিকালে জাত।

দোষী (হরি ৫।৩২৪) [দুষবৈকৃত্যে ণিনি] বিকারশীল।

দোষোদ্‌গার (চৈচ আদি ১৭।২৫০) দোষারোপ।

দোহ (আচ ৪।৩২) পূরণ, ২ (ভা ১০।২৯।৫) দোহন, দুগ্ধ।

দোহদ (গোলী ১৬।৫৫) ইচ্ছা, ২ (কর্ণা ৫৮) প্রেম। ৩ (উ ১০।৬৩) আনন্দপ্রদ ঔষধবিশেষ। "স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকশতি বকুলঃ শীধুগণ্ডূষসেকাৎ, পাদাঘাতাদশোকস্তিলককুরুবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাম্। মন্দারো নর্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতা-চ্চূতো গীতান্নমেরুর্বিকসতি চ পুরো নর্ত্তনাৎ কর্ণিকারঃ॥" ৪ (গোচ পূর্ব ৩।৬৯) গর্ভিণীর বাঞ্ছিত বস্তু।

দোহন (গোচ পূর্ব ১।১০৫) পূরণ। (ভা ৪।১৭।৩) পাত্র-বিশেষ।

দোহী (হরি ৫।৩২৪) [দুহ প্রপূরণে +ণিনি] পূর্ত্তিশীল।

দোহ্য (হরি ৫।১৭৯) দোহনীয়।

দোঃশীল্য (ভা ১০।৬৮।৩০) ক্রোধাবেশাদি—জী।

দৌত্য (উ ৭।৫৪) নায়ক ও নায়িকার মিলনের ঘটকতা। -ক (ভা ১০। ৩৭।৩৫) দূতবাক্য—স্বামী। -কর (ভা ১০।৪২।২৭) সূচক—সনা।

দৌরাত্ম্য (চৈভ ২।২।১৮) দেহাধ্যাস। ২ (ভা ১০।৩০।৪২) কৃষ্ণবিয়োগ —বল। ৩ (মুক্তা ১।৮) অনাদি-দুর্বাসনা-বাসিতত্ব।

দৌর্মনস্য (গো ভা ২।২।১৯) [বৌদ্ধমতে] অনিষ্ট-সম্ভাবনায় মনোব্যথা।

দৌর্বর্ণ্য (হ ৩।৬১) মালিন্য।

দৌর্বিধ (মথুরা ৫৮) প্রাতিকূল্য।

দৌর্হৃদ (হরি ৭।৮৪৫) শত্রুর ভাব বা কর্ম।

দৌবারিক (গোচ পূর্ব ২৪।৯৭) দ্বারপাল।

দৌষ্ক (হরি ৭।৬২) [দোর্ভ্যাং চরতীতি ঠন্] বাহুদ্বারা বিচরণকারী।

দৌষ্কুলেয় (হরি ৭।২৮৮) দুষ্কুলে জাত।

দৌষ্ঠব (অকৌ ১০।১১) দুঃস্থতা—বি।

দৌষ্মন্তি (ভা ১।১২।২০) দুষ্মন্ত-পুত্র ভরত—ইঁহার মাতা শকুন্তলা। ইনি বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা এবং কিরাত, হূণ, খশ প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণকে নিহত করেন।

দৌহিত্র (হরি ৭।২৬৩) দুহিতার পুত্র।

দ্যাবাপৃথিবী (গোচ উত্তর ৫।৬০) স্বর্গ মর্ত্ত্য। **দ্যাবাভূমী** (গোতা ১।১২) ঊর্দ্ধাধঃদেশ।

দ্যু (গোলী ২।৩৪) আকাশ। [২ দিন, ৩ স্বর্গ, ৪ অগ্নি]। -জনি (গোচ পূর্ব ১৯।৯৫) স্বর্গজাত। -জয় (ভা ৫।১৯।২৩) স্বর্গলাভ। °তরু (ভাবনা ৪।৪) কল্পবৃক্ষ।

দ্যুতি (নাচ ১৭২) [নাট্যশাস্ত্রমতে] তর্জন ও উদ্বেগদান। **দ্যুতিত** (হরি ৫।৫৫) দীপ্ত। **দ্যুতিমৎ** (ভা ৮।১৩।১৯) নবম মনু দক্ষসাবর্ণির কালে সপ্তর্ষির একতম। **দ্যুৎ** (ভাবনা ৩।৫০) কান্তি। °ধুনী (ভাবনা ৩।২৬), -নদী (বৃভা ২।১। ৩০) গঙ্গা। -নাথ (কৃচ ২।১৪।১) সূর্য। -পতি (ভা ১০।৮৭।৪১) স্বর্গাদি-লোকপতি ব্রহ্মাদি। -ভাঃ (ভা ১০।১৪।৭) নক্ষত্রাদির কিরণ-পরমাণু—স্বামী।

দ্যুম (হরি ৭।৯৫০) [দ্যু+অস্ত্যর্থে ম] দিন-বিশিষ্ট, ২ স্বর্গীয়।

দ্যুমণি (ভা ৩।২।৭) সূর্য, [২ অর্কবৃক্ষ]। -জনি (গোচ পূর্ব ৩।১০২), -জা (লনা ১।১৩) যমুনা। -পটল (উ ৮।৬৯) সূর্যসমূহ, ২ কৌস্তভ। -সখ-সুতা (উ ৪।৩৮) শ্রীবৃষভানু-কন্যা শ্রীরাধা।

দ্যুমৎসেন (ভা ৯। ২২। ৪৮) সোমবংশ্য শমের পুত্র ও সুমতির পিতা। °মান্ (ভা ১০। ৭৬।২৫) শাম্বের মন্ত্রী। লৌহময় গদার আঘাতে ইনি প্রদ্যুম্নের মূর্ছাপাদন করেন। ২ (ভা ৪।১।৩৩) বশিষ্ঠের পুত্র—সপ্তর্ষির অন্যতম। ৩ (ভা ৯।১৭।৫) ধন্বন্তরি-বংশীয় দিবোদাসের পুত্র—প্রতর্দন। ৪ (ভা ৮।১।১৯) স্বারোচিষ মনুর পুত্র। ৫ (ভা ৪।৯।১৪) অতিতেজস্বী। ৬ (ভা ১০।২।৩১) স্বপ্রকাশ, ৭ সূর্য। ৮ বিজ্ঞান-ঘনমূর্ত্তি—বল। -মুনি (মাম ৬।৮০) নারদ। -মূর্দ্ধা (ভা ৫।১৭।১) ধ্রুবলোক। **দ্যুম্ন** (আচ ৯।৯৬) ধন। ২ (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্‌বলার গর্ভে জাত পুত্র। [৩ বল]। °রত্ন (ভাবনা ১৭।২৯) সূর্য। -রাট্ (কৃচ ১।৬।৬) চন্দ্র, ২ সূর্য। **দ্যুর্ণুৎ** (হরি ৬।৮৪) [দিবমূর্ণোতীতি] গগনাচ্ছাদক। **দ্যুধুনি** (ভা ৩। ২৬।৩৯) গঙ্গা। °লতা (ঐ ৬।৪২) কল্পলতা। -লোক (কৃষ্ণ ১০৭)

প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচরে স্থিত মথুরাদির প্রকাশ-বিশেষরূপ বৈকুণ্ঠ। **দ্যুষৎ** (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) দেবতা। ২ গ্রহ। **°সরিৎ** (গোলী ৫।১১) গঙ্গা।

দ্যু [দিব্যতীতি দিব্+ক্বিপ্ উঠ্] ক্রীড়াকৃৎ। **দ্যূত** [দিব্ ভাবে+ক্ত] দেবন, ক্রীড়াভেদ, ২ বিবাদস্থান-বিশেষ; পাশা, চর্মপট্টিকা, শলাকা, চতুরঙ্গাদি অপ্রাণিদ্বারা পণপূর্বক ক্রীড়া। [পারাবতাদি পক্ষী ও মল্লমেষাদি দ্বারা পণপূর্বক ক্রীড়াকে কিন্তু 'সমাহ্বয়' বলে--বীরমিত্রোদয়]। **-কর, কার**—জুয়ারী। **-প্রতিপৎ**—কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপৎ। এই তিথিতে দ্যূতবিধান (হ ১৬।২৩১) করত গো-গোবর্দ্ধনাদির পূজা করিতে হয়।

দ্যূন (হরি ৫।৩৮) [দিবু ক্রীড়া-ব্যবহারদ্যুতিষু+ক্ত] ব্যবহৃত, ২ প্রকাশিত, ৩ ক্রীড়িত, ৪ স্তুত, ৫ মোদিত, ৬ গত, ৭ সুপ্ত। ৮ ঈপ্সিত। [বিজিগীষার্থে—দ্যূত]।

দ্যো (হরি ২।৭৫) আকাশ, ২ স্বর্গ।

দ্যোত (বিনা ৪।২৩) জ্যোতিঃ, প্রকাশ। **দ্যোতক** (হরি ২।২১৭) অর্থ-বিশেষে তাৎপর্য-গ্রাহক।

দ্যোতন (ভা ৩।২৬।৪০) প্রকাশন।

দ্যোতিত (হরি ৫।৫৫) প্রকাশিত।

দ্যোতিরিঙ্গণ—খদ্যোত।

দ্যোপদ (গোচ পূর্ব ২৬।২৯) স্বর্গ।

দ্যোরত্ন (গোচ উত্তর ৩৭।১৬৬) সূর্য। **-রত্ন** (গোচ উত্তর ৩৭।১৬৬) সূর্যকান্তমণি।

দ্যৌ (ভা ২।১।৩০) অন্তরীক্ষ। ২ (ভা ১০।৯০।২) চঞ্চল গতি—সনা। ৩ শোভা—জী।

দ্রড়িমা (হরি ৭।৮৩৮) দৃঢ়তা।

দ্রব (ভা ১।১।৩) রস, ২ সার, ৩ দ্রুততা। ৪ (আচ ১১।১২৫) শীঘ্র-গতি। ৫ প্রস্রবণ। ৬ (কর্ণা ২৪) পরিহাস। ৭ (মাম ৩।১৮) পলায়ন। ৮ (নাচ ১৬৮) [রোষে বা শোকের আবেগে] গুরুজনের তিরস্কারকে নাট্যশাস্ত্রে 'দ্রব' বলে। ৯ (আচ ১৫।১৮৭) সারস্য। ১০ (আচ ৯। ১৪) দূরীকরণ।

দ্রবক (হরি ৫।২১৫) [দ্রু গতৌ+অক] দ্রুতিকারী। ২ পলায়নশীল।

দ্রব-গম (গোচ পূর্ব ৮।৩৫) দ্রুতগমন।

দ্রবণ (আচ ১৪।১৫৯) নিঃক্ষেপ, স্রবণ, ২ বেগে অপসারণ। ৩ পলায়ন।

দ্রবিড় (ভা ১০।৬১।১২) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র। ২ (ভা ৪।২৮।৩০) কলিঙ্গ দেশের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ——গোদাবরীর দক্ষিণে সমস্ত ক্রোড়মণ্ডল ইহার অন্তর্গত ছিল। রাজধানী—কাঞ্চী।

দ্রবিণ (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থ সীমাপর্বত। ২ (ভা ৪।২২।৫৩) পৃথুর ঔরসে ও অর্চির গর্ভে জাত পুত্র। ৩ (ভা ১০।৫২।৩৮) দ্রব্যসম্পৎ। ৪ ধন, ৫ কাঞ্চন, ৬ বল।

দ্রবিণক (ভা ৬।৬।১৩) অগ্নি-নামা বসুর ঔরসে ধারার গর্ভ-জাত পুত্র।

দ্রবিণাঃ (ভা ৪।২৪।২) পৃথুর ঔরসে ও অর্চির গর্ভে জাত—দ্রবিণ।

দ্রব্য (হরি ৭।৫৯৬) [দ্রু+যৎ] বস্তু, ২ বৃক্ষের বিকার বা অবয়ব। ৩ (পরম ৪৯) ভূতসূক্ষ্ম। ৪ (ভা ৫। ১৮।৩৬) বিষয়—স্বামী। ৫ পিত্তল। ৬ শব্দাদি—বি। ৭ (হরি ৭।১০৮৪) অভিপ্রেতার্থ পাত্রস্বরূপ। **-ক** (হরি ৭।৭৬৩) [দ্রব্যং হরতি, বহতি, উৎপাদয়তি বেতি দ্রব্য+ক] দ্রব্যের হরণ, বহন ও উৎপাদন যিনি করেন। **-যজ্ঞ** (গীতা ৪।২৮) যাঁহার দ্রব্য-দানই যজ্ঞ। **-শুদ্ধি** (হ ৫।১২২৯) মন্ত্রাদিপূর্বক স্থাপিত শঙ্খের জলে তিনবার প্রোক্ষিত হইলে পূজোপচার-সমূহ শুদ্ধ হয়। **-সংস্কার** (হ ৪।৭৮-৮৭) মৃগচর্ম বায়ুদ্বারা, চামর মৃত্তিকা ও জলদ্বারা, শঙ্খাদি অস্থি ও হস্তিদন্তাদি গোমূত্র-দ্বারা এবং ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেত সর্ষপ দ্বারা শুদ্ধ হয়। নারিকেলাদি-ফলময় পাত্র গোপুচ্ছদ্বারা; অস্থি ও শৃঙ্গ-নির্মিত দ্রব্য শ্বেত সর্ষপের কল্কদ্বারা; হিঙ্গুপ্রভৃতি, গুড়, লবণ, কুসুম্ভপুষ্প, পশুলোম ও কার্পাস জল-প্রোক্ষণে বিশুদ্ধ হয়। প্রোক্ষণ-দ্বারা তৃণ, কাষ্ঠ ও পলাল শুদ্ধ হয়। গৃহ—মার্জন ও উপলেপন দ্বারা শুদ্ধ হয়। ধান্য ও বস্ত্রের পরিমাণ অধিক হইলে জল-প্রোক্ষণ, কিন্তু অল্প-পরিমাণ হইলে জলদ্বারা ধৌত করিবে। চর্ম, বিদারিত বংশজ ও বেত্রজ দ্রব্য এবং শাক, ফল এবং মূলপ্রভৃতিও ধান্যাদি-বৎ জানিবে। যাবতীয় দ্রব্যশোধনে ইহাই নিয়ম যে অশুচি-লিপ্ত বস্তু হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দ্রব্যস্থ লেপ ও গন্ধ না যায়, ততক্ষণই জল ও মৃত্তিকা দিবে। আসন, শয্যা, বাহন, নৌকা, পথ, তৃণ ও পক্ক-ইষ্টক রচিত গৃহপ্রভৃতি বায়ু ও সূর্যকিরণে বিশুদ্ধ হয়। ঘৃতাদি দ্রবপদার্থ পাত্রসহ

জলমগ্ন করিলে শুদ্ধি হয়; মতান্তরে —শাক, মূল ও ফলাদি দূষিতাংশ ত্যাগ করত জলমগ্ন করিলে এবং ঘৃত ও তৈল অগ্নিতাপ দিলে, গোরস প্লাবন করিলে শুদ্ধ হয়। দ্রব্যাধার দূষিত হইলে পাত্রস্থ দ্রব্য স্থানান্তরিত করিবে।

দ্রষ্টা (ভা ১।৩।৩১) আত্মা, ভগবান্। ২ (ভা ৩।৫।২৪) প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্ত্তা ঈশ্বর, সাক্ষী। ৩ (গীতা ১৪। ৪) তত্ত্বযাথার্থ্যদর্শী জীব।

দ্রাক্ [ব্য] শীঘ্র।

দ্রাক্ষা (চৈচ মধ্য ১৪।২৭) আঙ্গুর।

দ্রাঘিমা (হরি ৭।৮৩৭) দীর্ঘতা।

দ্রাঘিষ্ঠ (গোচ পূর্ব ৩০।৭৭) দীর্ঘতম।

দ্রাঢ়িকা (গোচ উত্তর ১১।৭০) দৃঢ়তা।

দ্রাণ (হরি ৫।৩৩) [দ্রা কুৎসায়াং+ক্ত] কুৎসিত। [২ সুপ্ত, ৩ পলায়িত, ৪ পলায়ন]।

দ্রাব (আচ ৮।১৮২) পলায়ন। [২ গতি, ৩ অনুতাপ]। **দ্রাবক** (আচ ১৭।২৩১) দ্রুতিকারক। [২ হৃদয়-গ্রাহক, ৩ লালা, ৪ চন্দ্রকান্তমণি, ৫ বিদগ্ধ]।

দ্রাবিড় (চৈ ভা আদি ৯।১৩৫) ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ। স্কান্দে—কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুর্জর, অন্ধ্র ও দ্রাবিড় দেশ বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত।

দ্রাবিত (ভা ৩।১৮।১১) পলায়নে প্রয়োজিত। ২ গলিত-চিত্ত—বি।

দ্রুকিলিম (গোলী ২১।৩১) দেবদারু।

দ্রুঘণ (হরি ৫।৪২৮) [দ্রুর্হন্যতে যেনেতি] শস্ত্রবিশেষ, কুঠার, মুদগর।

দ্রুণস (হরি ৭।১৬১) [দ্রুর্বৃক্ষ ইব নাসিকা যস্য] বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘনাসা-বিশিষ্ট।

দ্রুত (ভাবনা ৭।৬৯) শীঘ্র, ২ দ্রবীভূত। ৩ পলায়িত। ৪ আর্দ্র, ক্লিন্ন। ৫ (মালা গোবি ১১) প্রাপ্ত। **-পদ** (ছ পরি ২০) প্রতিচরণে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-মধ্যা** (ছ ৩।৫) অর্দ্ধসম ছন্দোবিশেষ। **-বিলম্বিত** (ছ ২।৬৫) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **দ্রুতা** (ছ ২। ১৪৩) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দঃ। ২ (ছ পরি ১৬) প্রতি চরণে একদশাক্ষর ছন্দঃ।

দ্রুতি (ভা ৫।১৫।৬) নক্তের পত্নী ও রাজর্ষি গয়ের মাতা। ২ (সাকৌ ৮।৩) বিস্তার, ৩ বিকাশ, ৪ অপসারণ। ৫ (কাব্য ৪ প্র) সহৃদয়-চিত্তে শৃঙ্গার-করুণ-শান্তরস-জনিত অবস্থাবিশেষ।

দ্রুপদ (ভা ১।১৫।৭) পাঞ্চালাধিপতি পৃষতের পুত্র, ইঁহার পুত্র—ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কন্যা—দ্রৌপদী।

দ্রুম (হরি ৭।৯৫০) [দ্রুরস্যাস্তি অস্মিন্ বেতি] বৃক্ষ। ২ পারিজাত, ৩ কুবের। **-ভুজ** (ভা ১০।২১।১৪) শাখা। **-বাটী** (মালা স্ব ২৮) কানন।

দ্রুমিল (ভা ৫।৪।১১) ঋষভদেবের পুত্র—নব মহাভাগবতের অন্যতম। ২ (বৃ ভা ১।৬।৮) দৈত্যবিশেষ—কংসমাতা পদ্মাবতীকে উগ্রসেনরূপ-প্রকটনে ছলনা করিয়া তাঁহার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিয়াছেন।

দ্রুমোৎপল (গোলী ২১।৩২) স্থল-পদ্ম, ২ (নাম ১৮৫) কর্ণিকার বৃক্ষ।

দ্রুবয় (হরি ৭।৫৯৬) প্রস্থাদি-পরিমাণ।

দ্রুহননী (হরি ৫।৪২৮) [দ্রুর্হন্যতে যয়েতি নিপাতাৎ টনঃ টিত্বাদীপ্] কুঠারিকা।

দ্রুহিণ (কৃষ্ণা ৫।২৮) ব্রহ্মা, ২ বিষ্ণু।

দ্রুহ্যু (ভা ৯।১৮।৩৩) সোমবংশীয় যযাতির পুত্র।

দ্রোণ (ভা ১।৭।৪৫) ঘৃতাচী অপ্সরার দর্শনে মহর্ষি ভরদ্বাজের রেতঃ-স্খলন হইলে তিনি তাহা এক দ্রোণে (কলসীতে) রক্ষা করেন, তাহাতে যে পুত্র জন্মে, তিনিই প্রসিদ্ধ দ্রোণাচার্য। ইনি মহাযুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন-হস্তে নিহত হন। ২ (ভা ৫।১৯।১৬) ক্ষীরোদসাগরস্থিত পর্বত। ৩ (ভা ৬।৬।১১) ধর্ম প্রজাপতির পুত্র, অষ্ট বসুর অন্যতম। ইনিই ব্রজে শ্রীনন্দ-মহারাজের দেহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছেন (ভা ১০।৮।৪৮)। ৪ (গোভা ২।১।১) কাক। [৫ মেঘ-নায়ক-বিশেষ]। **-জ** (গোভা ২।১। ১) অশ্বত্থামা, কাক-জাত [শব্দাদি]। **-পুত্র** (ভা ৮।১৩।১৫) অষ্টম মন্বন্তরে সার্বর্ণির কালে সপ্তর্ষির অন্যতম।

দ্রোণি (চৈনা ৩।৩৯) পাত্রবিশেষ। ২ (ভা ১০।১৮।১৬) শৈলসন্ধি—স্ত্রী।

দ্রোণী (আচ ৩।১২) পানপাত্র, ২ (আচ ৬।১০৩) ডিঙ্গী নৌকা। ৩ (ভা ৫।১।১৮) দরী, গুহা।

দ্রোহ (হরি ৪।৯৩) অপরের অপকার, ২ অনিষ্ট চিন্তা, ৩ ছদ্মবধ, ৪ হিংসা।

দ্রোহদোহন (কৃষ্ণা ৪।৩) হিংসা-বিধায়ক।

দ্রৌত্য (ভাবনা ২০।৪৯) দ্রবীভাব।

দ্রৌপদী (ভা ৯।২২।২৯) দ্রুপদরাজ-কন্যা। ইনি পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী। (সিন্ধু ৩।৩।১১) শ্রীকৃষ্ণের পুরস্থা

বয়স্থা।

দ্বন্দ্ব (ভা ৪।৭।২৫) সুখদুঃখাদি, ২ (ভা ১১।৩।২৫) মানাবমান, হর্ষ-বিষাদাদি। ৩ (আচ ১।১৪৬) কলহ, ৪ যুগ্ম। ৫ মিথুনীভাব। **-মাত্রা** (ভা ১১।১৯।৪১) শীতোষ্ণাদি বিষয়। **দ্বন্দ্বাতীত** (গীতা ৪।২২) শীতোষ্ণাদির অতিক্রমকারী। **দ্বন্দ্বা-রাম** (ভা ১০।৪০।২৫) সুখদুঃখাদিতে নিরন্তর ক্রীড়াশীল। ২ (ভা ১১। ৭।৫৯) মৈথুনরত।

দ্বয় (হরি ১।৩৮) লক্ষ্মীনারায়ণ। ২ (ভা ৮।১২।৮) কার্য ও কারণ—স্বামী। ৩ (ভা ১১।২৮।৩৮) দ্বৈত, প্রপঞ্চ। ৪ (হরি ৭।৮৯৫) দুই-ভাগে বিভক্ত।

দ্বাঃশাখা (হ ৫।১২) চৌকাঠ-সংলগ্ন ভূমি।

দ্বাদশ (চৈচ অন্ত্য ১৪।৪২) সন্ন্যাসির হস্তস্থিত দণ্ড।

দ্বাদশ-মন্বন্তর (ভা ৮।১৩।২৭) রুদ্র সাবর্ণি—অধিপতি। **°মহোৎসব** (রসিক উত্তর ১৫।৩০) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নির্দেশে শ্রীরসিকানন্দ-কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন কালে অনুষ্ঠিত দ্বাদশদিন-ব্যাপী বিরাট উৎসব। **-মার্গ** (বিনা ৭।৩০) আর্যধর্মের বহির্ভূত-প্রণালী-মূলক বার পথ। **-মূর্ত্তি** (গোতা ২।৪৫) মথুরামণ্ডলে রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, দৈবী, মাধবী, বিঘ্ন-নাশিনী, বাম্যা, আর্ষী, গান্ধর্বী, গৌ, অন্তর্ধানস্থা, স্বপদস্থতা এবং ভূমিস্থা—এই বার মূর্ত্তি। **-যাত্রা** (বৃভা ২।১।১৯৯) বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দ্বাদশ যাত্রা প্রসিদ্ধ—চান্দনী, স্নাপনী, রথযাত্রা, শয়নী, দক্ষিণ-পার্শ্বী, বাম-পার্শ্বী, উত্থানী, ছাদনী, পুষ্যাভিষেক, শাল্যোদনী, দোল ও দমনকভঞ্জন। **-বন** (চৈচ মধ্য ৫।১২) ব্রজমণ্ডলে ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর ও মহাবন—এই পাঁচটী যমুনার পূর্ব দিকে এবং মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন—এই সাতটি পশ্চিমদিকে অবস্থিত। **-শুদ্ধি** (নার ৪।১১। ১-৬) শ্রীমন্দিরে গমন, শ্রীহরির অনু-গমন, ভক্তিপূর্বক পরিক্রমা, চরণ-শোধন, পত্রপুষ্পচয়ন, করশুদ্ধি, নাম-কীর্ত্তন, গুণ-কীর্ত্তন, শ্রীহরিকথা-শ্রবণ, উৎসব-দর্শন, পাদোদক ও নির্মাল্য-ধারণ এবং প্রসাদি-গন্ধ-পুষ্পাদির আঘ্রাণ। **দ্বাদশাদিত্য** (হ ৪।১৬৯ টী) ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশু, ভগ, বিবস্বান্, ইন্দ্র, পূষা, পর্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। মতান্তরে (কৃষ্ণ ১০৬)—বরুণ, সূর্য, বেদাঙ্গ, ভানু, ইন্দ্র, রবি, গভস্তিমান্, যম, হিরণ্যরেতাঃ, দিবাকর, মিত্র ও বিষ্ণু।

দ্বাদশাভরণাশ্রিতা (উ ৪।১০) শ্রীরাধা; (১) চূড়ায় মণীন্দ্র (শিষ্‌ফুল), (২) কর্ণে স্বর্ণময় কুণ্ডল, (৩) নিতম্বে কাঞ্চী, (৪) বক্ষোদেশে স্বর্ণপদক, (৫) কর্ণোর্দ্ধভাগে চক্রী ও শলাকা, (৬) করে বলয়, (৭) কণ্ঠে কণ্ঠহার, (৮) অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, (৯) গল-দেশে নক্ষত্রহার, (১০) ভুজে অঙ্গদ, (১১) চরণে রত্ননূপুর এবং (১২) পদাঙ্গুলিসমূহে অঙ্গুরী—এই দ্বাদশ আভরণ শ্রীরাধা ধারণ করেন।

দ্বাদশাহ (গোভা ৪।৪।১২) মীমাংসা দর্শনে (৮।২।২৪) জানা যায় যে শ্রুতি-মধ্যে যে 'দ্বাদশাহ' যাগের ব্যবস্থা আছে, তাহা সত্র এবং অহীনাত্মক। দ্বিরাত্র হইতে একাদশ রাত্র পর্যন্ত অহর্গণাত্মক যাগগুলি 'অহীন' এবং ত্রয়োদশ দিন হইতে সম্বৎসর-পর্যন্ত কালে সাধ্য যাগগুলি 'সত্র' সংজ্ঞা লাভ করে। পুনরায় (ঐ ১০।৬।৫৯-৬০) বলা হইয়াছে যে সত্রে অন্যূন ১৭ জন যজমান আবশ্যক, কিন্তু অহীনে যজমানের সংখ্যা নির্দেশ নাই। সুতরাং দ্বাদশাহযাগ সত্র ও অহীন দুইই হয়।

দ্বাদশী-নিয়ম (হ ১৩।২৬০-২৬৪) মধু, মাংস, মদ্য, তৈল, ব্যায়াম, রোষ, মৈথুন, পরান্ন, কাংস্যপাত্র, তাম্বূল, লোভ, নির্মাল্যলঙ্ঘন, প্রবাস, দিবা-নিদ্রা, অঞ্জন, শিলাপিষ্ট দ্রব্য ও মসূর, দ্যূতক্রীড়া, তৈলস্নান, চণক, কোদ্রব, এবং ঔষধ পরিত্যাজ্য।

দ্বাদশীতে বিষ্ণুস্নান (হ ১৩।২৩২-৩৫) প্রামাণিক শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য প্রভৃতির মতে দ্বাদশীর দিবাভাগে শ্রীহরির স্নান নিষিদ্ধ। রাত্রিতে ঘৃত-স্নানই বিহিত, পবিত্রারোপণ ও দমনকারো-পণোৎসববিশিষ্ট দ্বাদশীতে নিশিতেও স্নান অবিহিত। এস্থলে 'দ্বাদশী' বলিতে ব্রতদিনই বাচ্য (হ ৬।৮৬টী)।

দ্বাদশীমধ্যে পারণ-ব্যবস্থা (হ ১৩। ২৩৬-২৫৯) দ্বাদশীর প্রথম পাদ অতিক্রমপূর্বক দ্বাদশীর মধ্যে পারণ করাই বিহিত। একাদশীর অন্ত্য ও দ্বাদশীর প্রথম পাদ শ্রীহরিবাসর-নামে কীর্ত্তিত হওয়ায় উহাতে ভোজন নিষিদ্ধ। পারণ-দিনে দ্বাদশী যদি অত্যল্প কাল থাকে এবং তাহাতে নিত্যকৃত্যাদি সমাপন না হয়, তবে আমধ্যাহ্ন সকল কার্য পূর্ব

দিনে নিশীথসময়ের পরে নিষ্পাদন করত দ্বাদশীমধ্যেই তুলসী, নির্মাল্য বা চরণামৃত পান করিয়াও পারণ বিধেয়। বিদ্ধাবশতঃ দ্বাদশীতে উপবাস হইলে ত্রয়োদশীতেই পারণ হইবে।

দ্বাপর (আচ ২।১৭) সন্দেহ, ২ তৃতীয় যুগ।

দ্বারকার্য (মালা মথুরা ২) দ্বারাবতীর পূজ্য, ২ দ্বারপালত্ব।

দ্বারপূজা (হ ৫।৬-১১) শ্রীগুরুদেবের পূজান্তে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের দ্বারদেবগণকে পাদ্যাদি গন্ধপুষ্প নিবেদন পূর্বক যথাবিধি যথাক্রমে অর্চনা করিবে। দ্বারের সম্মুখে ভূপীঠে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণপার্ষদগণের, তৎসম্মুখে গরুড়ের, দ্বারের ঊর্দ্ধদেশে দ্বার-লক্ষ্মীর অর্চনা করিবে। পূর্ব দ্বারের দুই পার্শ্বে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ধাতা ও বিধাতা, পশ্চিমে জয় ও বিজয় এবং উত্তর দিকে বল ও প্রবলের অর্চনা করত দেহলীতে বাস্তুপুরুষের পূজা করিবে। পরে দ্বারাভ্যন্তরের দুই দিকে গঙ্গা ও যমুনার, তৎপার্শ্বে শঙ্খ ও পদ্মনিধির, মন্দিরের অগ্নিকোণে গণপতির, নৈঋর্তে দুর্গাদেবীর, বায়ুতে সরস্বতীর ও ঈশানে ক্ষেত্রপালের অর্চনা করিবে। একান্তি ভক্তগণ কিন্তু দ্বারপূজায় শ্রীগরুড়াদির পরিবর্ত্তে শ্রীদামাদি গোপগণের, শ্রীগঙ্গাদির পরিবর্ত্তে শ্রীগোপীদের পূজাই করিবেন [হ ৫।৮২ টী]।

দ্বার্বতী (ভা ১১।৩০।৫) শ্রীদ্বারকাধাম।

দ্বিঃ (হরি ৭।১০৮১) [দ্বি+সুঃ] দুই বার।

দ্বিক (হরি ৭।৯১৬) দুইবারে গ্রন্থ গ্রহণকারী [মেধাবী]। ২ দ্বিতীয় দিনে আক্রমণকারী রোগ।

দ্বিকল-সংযোগ (হ ১৫।৫৮৮—৫৯০) [বিষ্ণুশৃঙ্খল-স্থলে] যদি ভাদ্রী শুক্লা দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার রাত্র্যাদি যে কোনও সময়ে মিলন হয় এবং সেই মিলন যদি ৪০ বিপলের জন্যও হয়, তবেও তাহা উপাদেয় অর্থাৎ ব্রতাচরণযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য। পরদিন কিন্তু 'ভান্বর্কোদয়' প্রভৃতি কারিকাদ্বয়ের বিষয়ীভূত মহাদ্বাদশী হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলত্যাগেও মহাদ্বাদশীতেই উপবাস করিবে।

দ্বিগাদি-কোরক (বিরু ৬৯—৭০) দুইটি গ, ভ, স, ন, ল—এই কয়েকটি গণেই কেবল প্রথম গণটি রচিত হইয়া যদি তৎপর কলিকা-মধ্যে ভাদি যে কোনও গণেই ইচ্ছানুসারে রচনা করিতে পারা যায়, তবে তাহাকে 'কোরক' বলে। যথা—গণ—শৌরে মাধব ভগবন্মুরহর। বৃত্ত—মানবতীমদহারীবিলোচনদানবমণ্ডলঘুক-বিরোচন। ইহা আংশিক উদাহরণমাত্র (মোটকচ্ছন্দঃ) বলিয়াই জ্ঞাতব্য। **-গণবৃত্ত** (বিরু ৬৫-৭৫) মঞ্জরী কলিকা; ইহার পাঁচটি ভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে--দ্বিগাদি, রাদি, মাদি, ন-কলিকা এবং গানকলিকা। ইহাতে নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব কলিকাই সম্মত। চণ্ডবৃত্তের সংযোগনিয়ম ইহাতে অপেক্ষিত নহে। দ্বিগাদি কলিকা ক্রমশঃ কোরক, গুচ্ছ, সংকুল, কুসুম এবং গন্ধ-নামেও প্রচলিত আছে।

দ্বিগুণাকৃত (হরি ৭।১১১১) দুইবার আকৃষ্ট ক্ষেত্র।

দ্বিগুণিত (কর্ণা ৩৭) অতিস্ফীত। ২ আচ্ছাদিত—স্ব।

দ্বিজ (মুক্তা ৫১২) দন্ত, ২ ত্রৈবর্ণিক। ৩ পক্ষী। **-কুলাধিরাজ** (লনা ১।৩) চন্দ্র। ২ ব্রাহ্মণবংশের শ্রেষ্ঠ। **-ত্ব** (ভা ১১।২৭।৮) উপনয়ন—স্বামী। **-দেব** (ভা ৫।২।১৬) ব্রহ্মা, ২ (ভা ৮।১৫।৩৬) ব্রাহ্মণ—স্বামী। ৩ (ভা ৩।১।২৩) ঋষি। **-দেবদেব** (ভা ৫।৫।২২) শ্রীবিষ্ণু, ২ ব্রাহ্মণপূজক। **দ্বিজনি** (গোচ উত্তর ১৬।৯৬), **দ্বিজন্মা** (ভা ১১।১৭।৩৪) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। **°পতি** (হ ৪।২৩৪) গরুড়, ২ (গৌবি ৭) চন্দ্রমা। **-বন্ধু** (ভা ১।৪।২৫) ত্রিবর্ণের মধ্যে অধম—স্বামী। **-মণি** (গৌবি ৯৩) ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ, ২ গরুড়। **-রাজ** (ভাবনা ৯।২৮) চন্দ্র, ২ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ। **-বাচনিক** (বিপু ৩। ১২।২০) পুণ্যাহবাচন। **-সংস্কৃত** (গোচ পূর্ব ২৬।৫৯) দন্ত-কুট্টিত। **-সংস্কৃতি** (ভা ১০।৪৫।২৬) উপনয়ন। **দ্বিজাতি-সংস্কার** (ভা ১০। ২৩।৪২) উপনয়ন—স্বামী। ২ বিষ্ণু-দীক্ষা—সনা। **দ্বিজেশ** (গোলী ১। ৯৮) চন্দ্র, ২ ব্রাহ্মণবর্য।

দ্বিত (ভা ১০।৮৪।৫) মহর্ষি অত্রির পুত্র—পশ্চিমদিগ্বাসী এবং ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। ইনি কুরুক্ষেত্রে গ্রহণোপলক্ষে সমাগত হইয়াছেন।

দ্বিতয় (হরি ৭।৮৮৬) দুইভাগে বিভক্ত, ২ দুইসংখ্যা-বিশিষ্ট।

দ্বিতীয় (ভা ৪।৯।৩২, চৈত ১১।২।

৩৭) [ঈশ্বর-ব্যতীত] সংসার। **-ক** (রত্না ৫।২৯৬৯) তাল-বিশেষ। **-দেহ** (চৈচ আদি ৫।৪) বিলাস-মূর্ত্তি। **-পুরুষ** (সভা ১।৪০) গর্ভোদকশায়ী——প্রথমপুরুষ-কর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মাণ্ডের ইনি অন্তর্যামী। ইঁহার নাভিকমলে ব্রহ্মার প্রকাশ। ইনি প্রদ্যুম্নরূপে হিরণ্যগর্ভের জনক ও অন্তর্যামী। **-মনু** (ভা ৮।১।১৯) স্বারোচিষ। **দ্বিতীয়া** (অকৌ ৪।৬) সপত্নী। **দ্বিতীয়াভিনিবেশ** (তত্ত্ব ৩২) ভগবদ্‌ব্যতীত অন্য বস্তুতে আবেশ।

দ্বি-দল (গোলী ৩।৪) দাইল। **°দাম্নী** (হরি ৭।১৯৬) [দ্বে দাম্নী যস্যাঃ] রজ্জুদ্বয়বদ্ধা [দুষ্টা]। **-ধা** [ব্য] দুইবার, ২ দুই প্রকারে।

দ্বিধাভাব (যো ৭) সাংখ্যমতে মহদাদি সাতটি তত্ত্ব—প্রকৃতি-বিকার এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত —এই ষোলটি কেবল বিকারই। সুতরাং মহৎপ্রভৃতির দ্বৈধ অর্থাৎ প্রকৃতি-বিকৃতিরূপে সপ্ত এবং বিকৃতি-রূপে ষোড়শতত্ত্ব—এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই গ্রাহ্য। **দ্বি-নদম্** (হরি ৭।৯৯) দুই নদীর মিলন। **°নাবরূপ্য** (হরি ৭।১২৬) [দ্বাভ্যাং নৌভ্যামাগতঃ] দুই নৌকায় আগত কাষ্ঠাদি। **-নিষ্ক** (হরি ৭।৭৪১) দুই নিষ্কপরিমাণ স্বর্ণে ক্রীত। **-প** (হরি ৫।২২০) [দ্বাভ্যাং পিবতীতি] হস্তী। **-পৎ** (ভা ১১।১৭।১) নর। **-পথা** (ছ ৭।১১) মাত্রাবৃত্ত, দোহা (ছন্দো-ভেদ)। **-পদপতি** (ভগ ৯৮) রাজা। **-পদিকা** (হরি ৭।১০৭১) [দ্বৌ দ্বৌ পাদৌ দণ্ডৌ যত্রেতি বুন্] (হরি ৬।২১৬) দ্বিগুণ দণ্ডবিশেষ। ২ দোপায়া। ৩ (আচ ২।৬০) গীতের ছন্দোভেদ। **-পদী** (ছ টী ৬) মাত্রাবৃত্ত (ছন্দঃ)। **-পাৎ** (হরি ৬।৩৪৫) পদদ্বয়-বিশিষ্ট—মনুষ্য। **-পুরুষা, -পুরুষী** (হরি ৭।২১৭) [দ্বৌ পুরুষৌ প্রমাণমস্যাঃ] দুইপুরুষ-পরিমিতা। **-ভূম** (গোচ পূর্ব ১।১১১) দ্বিতল। **-মাস্য** (হরি ৭।৭৯৪) দুইমাস-বয়স্ক। **দ্বিমীঢ়** (ভা ৯।২১।২১) সোমবংশ্য হস্তির পুত্র ও যবীনরের পিতা। **°মূর্দ্ধ** (হরি ৭।১৫১) দ্বিশিরস্ক। ২ (ভা ৮।১০।২০) অসুর। ৩ (ভা ৬।৬। ৩০) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব। **-রথ্য** (হরি ৭।৬৮৭) [দ্বাভ্যাং রথাভ্যাং সম্মিত ইতি যৎ] দুই রথ-পরিমিত পথ। ২ (হরি ৭। ৬৭৪) [দ্বৌ রথৌ বহতীতি যৎ] রথদ্বয়বাহী। **-রদ** (চৈনা ৬।৭) হস্তী। **দ্বিরাচমন** (হ ৩।২১ টী) রাত্রিবাস ত্যাগ করত অন্য শুদ্ধবস্ত্র-পরিধানে, অমঙ্গল-দর্শনে, প্রমাদ-বশতঃ অশুচি-স্পর্শে দুইবার আচমনে শুদ্ধি হয়। যথা—শুক্লবাসঃ পরীধায় তথা দৃষ্ট্বাপ্যমঙ্গলম্। প্রমাদাদশুচিং স্পৃষ্ট্বা দ্বিরাচান্তঃ শুচির্ভবেৎ॥ **°রাত্রীণ** (হরি ৭।৭৯৯) দুই রাত্রে নিষ্পাদ্য। **-রেফ** (অকৌ ৭।১) ভ্রমর, ২ বর্বর। **-বিদ** (ভা ৩।৩। ১১) মৈন্দ-নামক বানরদল-পতির ভ্রাতা—সুগ্রীবের মন্ত্রী ও নরকাসুরের বন্ধু। নরকাসুরের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধার্থে ইনি গোকুলে ভীষণ উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করেন (ভা ১০।৬৭)। **দ্বিবিধ ধর্ম্ম** (ভা ১।২।৬, টী) ধর্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ হিসাবে দুই প্রকার। স্বর্গাদির উদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ—প্রবৃত্তি-লক্ষণ অপর ধর্ম, কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আদরাদি-লক্ষণা ভক্তি—নিবৃত্তি-লক্ষণ পরধর্ম—স্বামী। **দ্বিশঃ** (গোচ উত্তর ১৯।৫২) দুই বার। **°শীর্ষ** (ভা ৮।১৬।৩১) প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়-নামক শীর্ষদ্বয়যুক্ত। **-ষড়্‌গুণ** (ভা ৭।৯।১০) ধন, সৎ-কুল, রূপ, তপঃ, শ্রুত, ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি ও যোগ। মতান্তরে—ধর্ম, সত্য, দম, তপঃ, অমাৎসর্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও শ্রুত।

দ্বিষন্তপ, দ্বিষান্তপ (হরি ৫।২৪৮) শত্রুতাপন।

দ্বিষ্টি (গোচ পূর্ব ৫।২৮) দ্বেষ।

দ্বিষ্ঠ (গোচ উত্তর ৫।১১) দুই ব্যক্তিতে বা বস্তুতে অবস্থিত।

দ্বিসমা (উ ৮।৭৪) সমপ্রকৃতি প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী—এই তিন নায়িকার পরস্পর দূত্য ও নায়িকাত্ব সম্ভবপর বলিয়া ইঁহারা 'দ্বিসমা'।

দ্বীপিনী (গোচ পূর্ব ১।৬৫) নদী।

দ্বীপী (চৈনা ৬।৭) ব্যাঘ্র।

দ্বেধা [ব্য] দুইবার, ২ দুই প্রকারে।

দ্বেষ (গীতা ২।৫৭) নিন্দা।

দ্বৈত (হরি ৭।১১০০) সংশয়। ২ (চৈচ আদি ৪।১৭৬) ভগবদ্‌বস্তু-ব্যতীত পৃথক্ বস্তুর প্রতীতি। ৩ (প্র ৪।৯) জীব ও ব্রহ্মের ভেদ। **-প্রপঞ্চ** (রত্ন ৬।৩৬) জগৎ। **-বাদ** শ্রীমধ্বাচার্য-প্রপঞ্চিত তত্ত্ববাদ বা ভেদবাদ। **দ্বৈতী** (প্রীতি ৫) পর-

মাত্ম-ভেদদর্শক। দেহোপাধি দেখিয়া তাহারা মনে করে যে বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন অন্তর্যামী। পরমাত্মজ্ঞানে যে সর্ববিজ্ঞান অন্তর্ভূত, ইহাও তাহারা বুঝে না; আবার স্বরূপভূত ভগবন্নাম-জাতিপ্রভৃতিকেও অসৎ (প্রাকৃত) মনে করে।

দ্বৈধ (গীতা ৫।২৫) সংশয়। ২ (মাম ৭।৬৮) বিবাদ, ৩ দ্বিপ্রকার।

দ্বৈপ (হরি ৭।৩৫৯) ব্যাঘ্রচর্ম-পরিবৃত [রথ]। ২ ব্যাঘ্রবিকার, ব্যাঘ্রচর্ম।

দ্বৈপায়ন (ভা ১।১৯।১৮) মহর্ষি বেদব্যাস। যমুনার দ্বীপে জন্ম হয় বলিয়া 'দ্বৈপায়ন' নাম। ২ (হব ১।১।৮) শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু, ৩ সূর্য, ৪ গজানন—নীল।

দ্বৈপায়নী (ভা ১০।৭৯।২০) দ্বীপবাসিনী দুর্গা।

দ্বৈমাতুর (হরি ৭।২৬৫) [দ্বয়োর্মাত্রোরপত্যং] বলদেব, ২ জরাসন্ধ, গণেশ।

দ্বৈরথ (ভা ১০।৭১।৬) দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

দ্ব্যক্ষর (ভা ৪।৪।১৩) শিব। ২ (অকৌ ৭।১৬) চিত্রকাব্য-বিশেষ।

দ্ব্যঙ্গবৈকল্য (হরি ৩।৫২৫) ব্যাকরণে নির্দিষ্ট উভয় অঙ্গের অভাব। 'পুত্রকাম্যতি' এই শব্দে কাম্যশব্দ পরে আছে বলিয়া ইট্‌বিধান হয় না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে ধাতুর অধিকারে এবং আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলেই ইট্‌বিধান হয়। এস্থল ধাতুর অধিকার নহে এবং আর্দ্ধধাতুক পরে নাই বলিয়া ইট্ হইল না, ফলতঃ ইড়াদিপ্রাপ্তিতে দুই অঙ্গই বিকল হইত।

দ্ব্যণুক (গৌকৃ ১।১৭) পরমাণুদ্বয়ের সমষ্টি। **দ্ব্যর্থ**—অর্থদ্বয়যুক্ত শব্দাদি, ২ দ্বিপ্রয়োজনক।

দ্ব্যহতর্ষ (গোচ পূর্ব ২২।৩৫) দুইদিন অতিবাহিত করত পানকারী।

দ্ব্যহীন (হরি ৭।৩১) দুইদিনে সম্পাদ্য। ২ ক্রতুবিশেষ।

ধ

ধ [দধাতীতি ধা+ড] ধর্ম, ২ কুবের, ৩ ব্রহ্ম, ৪ ধন।

ধটা (কৃচ ২।৭।২) ধড়া, চীরবস্ত্র।

ধটী (সিন্ধু ৩।৪।৩১) অল্প-পরিসর অথচ লম্বিত বস্ত্রবিশেষ। ২ (আচ ৭।৯) চীর, ধড়া।

ধণ্ট (গোবি ৪৮) ধৃষ্ট।

ধনক (ভা ৯।২৩।২৩) যদুবংশীয় ভদ্রসেনকের পুত্র। ২ (হরি ৭।৯১৯) [ধনে কাম ইতি কন্] ধনেচ্ছা।

ধনঞ্জয় (ভা ১।৭।৫০) মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন। ২ (ভা ৫।২৪।৩১) পাতালবাসী নাগ। ৩ (হরি ৫।২৫৭) অগ্নি। ৪ (রত্ন টী ৩।৩৮) জৈন কবি, ইনি 'ধনঞ্জয়ী-নামাবলী', 'ধনঞ্জয়-কোষ' 'ধনঞ্জয়-নির্ঘণ্ট', 'প্রমাণ-নামমালা' ও 'নির্ঘণ্টুসাম্য' রচনা করেন। মতান্তরে ইনিই 'রাঘব-পাণ্ডবীয়'-নামক দ্ব্যর্থক কাব্যের প্রণেতা। [৫ বিষ্ণু, ৬ চিত্রকবৃক্ষ]।

ধনদ (ভা ৪।১১।৩৩) কুবের, [২ ধনদাতা]। **ধনদাঙ্গনা** (মাম ৬।৭৬) কুবের-পত্নী ঋদ্ধি। **ধনদানুজ**—রাবণ, ২ কুম্ভকর্ণাদি।

ধনপতি-দিক্ (গোলী ৭।১০১) উত্তর দিক। **ধনায়া** (গোচ পূর্ব ৫।২৮) [আত্মনো ধনমিচ্ছতীতি ক্যচ্] ধনতৃষ্ণা। **ধনার্থী** (হরি ৭।৯৮৭) [ধনমর্থয়তে অর্থ+ণিনি] ধনযাচক।

ধনাশ্রী (কৃগ পরি ২১১) শ্রীরাধার হৃদয়মোদন রাগ—ধানসী, হনুমন্মতে শ্রীরাগের তৃতীয়া ভার্যা।

ধনিক (মাম ৮।৪৭) সাধু, বণিক্। ২ (আচ ২০।৩৭) ধনী। ৩ উত্তমর্ণ। ৪ দশরূপকের ব্যাখ্যাতা।

ধনিষ্ঠা (কৃগ ২৪২) ললিতা সখীর যূথে ষষ্ঠী সখী। ২ (উ ৪।৫১) শ্রীরাধার সখী। ৩ (কৃগ পরি ৮৩, ১৮৭) শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা।

ধনী (চৈচ মধ্য ৮।২৪৬) শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমিক। 'রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার—সেই বড় ধনী'।

ধনুঃ (ভা ১০।৪৩।৮) চারি-হস্ত-পরিমিত স্থান। [৮ যব=১ অঙ্গুল, ১২ অঙ্গুল=১ তাল, ৩ তাল=১ হস্ত, ২ হস্ত=১ কিষ্কু, ২ কিষ্কু=১ ধনুঃ]।

ধনুর্যষ্টি (মালা বিশেষতঃ ২৩) ইন্দ্রধনু।

ধনুর্যাগ (ভা ১০।৩৬।২৭) কংস-

কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ।

ধনুষ্কোটি (ভা ১।১৮।২৯) চাপাগ্র।

ধনেন (আচ ১৫।২৫৫), **ধনেশ্বর** (ভা ৪।১২।১) কুবের।

ধন্নাসিকা (আচ ২০।৪৯) বর্ত্তমান ধানসীরাগের প্রাচীন নাম।

ধন্য (গোপা ৩৩) ধন-জাত। ২ (কর্ণা ৪৩) পুণ্য—সার। ৩ (বৃভা ২।২।২৯) পরম-ভাগ্যবান্। ৪ পরম-শ্লাঘ্য। ৫ (বৃভা ২।৭।১০৭) ভক্তিধনবান্ 'ধর্ম ইষ্টং ধনং পুংসাম্' [ভা ১১।১৯।৩৯]। ৬ (চন্দ্রা ৮৬) প্রেমধন-প্রাপ্তির যোগ্য। ৭ (হরি ৭।৭৫০) ধনের জন্য সংযোগ বা উৎপাত [চক্ষুঃ-স্পন্দনাদি]। ৮ (হরি ৭।৬৮১) [ধনং লব্ধেতি য] ধনলাভশীল। ৯ (হরি ৭।৭৭৭) ধনিক, ১০ পুণ্যবান্।

ধন্ব (ভা ১।১০।৩৫) অল্পজল-বিশিষ্ট দেশ, মরুভূমি। ২ (ভা ১০।৮৬।২০) দ্বারকার নিকটবর্ত্তী দেশ। ৩ (বিনা ৩।৩৯) ধনুঃ। ৪ (হব ২৯) ধন্বন্তরির পিতা—ইনি দীর্ঘতপার পুত্র।

ধন্বন্তরি (ভা ১।৩।১৭) শ্রীবিষ্ণুর দ্বাদশ অবতার। ২ (ভা ৮।৮।৩৪) ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্র-মন্থনকালে আবির্ভূত আয়ুর্বেদ-প্রবর্ত্তক। ইনি সপ্তম মন্বন্তরে কাশীরাজের তপস্যায় প্রীত হইয়া তৎপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ৩ (ভা ৯।১৭।৪) পুরূরবা-বংশীয় দীর্ঘতমার পুত্র। [৪ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের একতম]।

ধন্বা (ভা ১০।৮৬।২০) মরুভূমি—দ্বারকা ও মিথিলার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

ধন্বাসিকা (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত রাগিণী। লক্ষণ—নীলা-ম্বুজচ্ছবি দেহকান্তি,-বালা বিলোল-নয়না বিপিনে রুদন্তী। কান্তং বিলিখ্য ফলকে প্রবিলোকয়ন্তী, ধন্বাসিকা নিগদিতা কবিভূষণেন॥

ধম (হরি ৫।২০৬) [ধ্মা শব্দাগ্নি-সংযোগয়োঃ+অচ্] শব্দকারী, ২ অগ্নিসংযোগকারী। **ধমন** (ভগ ৩৩) উপশমন। ২ (গোচ পূর্ব ২১। ১৩১) বাদন। ৩ (রুবি ৭২) নাশক।

ধমনি (ভা ৬।১৮।১৫) হিরণ্যকশিপুর পুত্র হ্লাদের পত্নী ও ইল্বলের মাতা। ২ (আচ ৭।৭৬) নাড়ী।

ধমনিল (হরি ৭।৯৩৪) [ধমনি-গাত্রশিরাস্তদ্বান্] শিরাযুক্ত।

ধমনী (কৃগ ৬২) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ২ (আচ ৩।১২) নাড়ী। ৩ (গৌকৃ ১২।৩৩) হরিদ্রা।

ধমনীল (হরি ৭।৯৩৪) শিরাযুক্ত।

ধম্মিল্ল (সমা ৩৩) কবরী, খোঁপা।

ধয় (হরি ৫।২০৬) [ধেট্ পানে+শ] পানকারী। ২ (গোচ উত্তর ৩৭। ১৪৮) পান। **ধয়ন** (গোচ পূর্ব ৭।৫৫) পান।

ধর (ঐ ৬।২০) [ধৃ+অচ্] ধারক, ২ পর্বত, ৩ কার্পাস তুলা; ৪ বসুভেদ।

ধরণি (ভা ৬।৬।১২) বসু ধ্রুবের ভার্যা। [২ পৃথিবী]।

ধরণিধর (বিনা ৬।১৯) পর্বত, ২ শ্রীকৃষ্ণ। [৩ কচ্ছপ, ৪ শিব]।

ধরণিধরেন্দ্র-দুহিতা (আচ ৮।৯) পার্বতী।

ধরণী (ভা ৬।৬।১২) ধ্রুব-নামক বসুর পত্নী। ২ (বৃভা ২।৩।১৫) ব্রহ্মাণ্ডের প্রথমাবরণরূপা পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেব মহাশূকরের সেবিকা। ইনি ব্রহ্মাণ্ড-দুর্লভ দ্রব্যদ্বারা মহা-শূকরের নিত্য পূজা করেন। ৩ (বৃভা ২।৪।৭১) শ্রীনারায়ণের দ্বিতীয়া প্রেয়সী। ৪ (ভচ ২।৯) মাতৃকা-ন্যাসে ধ-বর্ণের শক্তি।

ধরণীধর (উ ১৯।২৩০) পর্বত। ২ শ্রীগোবর্ধনধারী, ৩ (পদ্যা ২৮১) অনন্তদেব।

ধরণীধরেন্দ্র (ভা ১০।১৮।২৬) সুমেরু পর্বত।

ধরা (ভা ১০।৮।৪৮) দ্রোণ-নামক বসুর ভার্যা। ২ (কৃগ ৬২) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ৩ (স্তব ২।১) গর্ভাশয়। ৪ (ভা ১০। ৮৭।৩৪) নন্দীশ্বরাদি পর্বত, ৫ বিহারভূমি—প্রবো।

ধরাধর (গোলী ১।১৯) পর্বত। ২ (সুধা ৯৩) গোবর্দ্ধনধারী। [৩ অনন্তদেব]। **-ধর** (মালা চিত্র ৩) গোবর্দ্ধনধারী। ২ (রতি ১।৭) হিমালয়।

ধরাধার (আচ ১৭।১৮৬) [ধরা পৃথিবী আধারো যস্য সঃ] ভুমিষ্ঠ।

ধরোপস্থ (ভা ১১।৩০।২৫) ভুতল।

ধর্ম (ভা ২।৭।৬) নরনারায়ণের জনক, ইঁহার পত্নী দক্ষ-দুহিতা—মূর্ত্তি। ২ (ভা ১০।৪।৩৯) অপূর্ব—জী। ৩ (ভা ১০।১।২) ভগবদ্ভক্তি। ৪ (ভা ১০।৪৫।৩৪) মন্বাদিশাস্ত্র। ৫ (ভা ১১।২৪।৯) কর্মমীমাংসক-মতে সাধ্য বস্তু—স্বামী। ৬ নিত্য ও নৈমিত্তিক কৃত্যাদি—জী। ৭ (প্র ১। ১৬) বস্তুর স্বভাব। ৮ (গোভা ২।২। ৩৩) [জৈনমতে] গতিহেতু পদার্থ।

৯ (বৃভা ১।৪।১০০) আচার। ১০ (চন্দ্রা ২২) বর্ণাশ্রমাদি। ১১ (রত্ন ১৮) ন্যায়মতে—রাগ ও মোহবশতঃ পুণ্যাচরণ। ১২ (ভা ৩।১।৩৬) যুধিষ্ঠির—স্বামী। ১৩ (চৈত ৩।৭। ১২) স্বভাব। ১৪ (ভা ২।১০।৪১) বিষ্ণু—স্বামী। ১৫ (ভা ১০।৮৪।৪৩) ন্যায়—জী। ১৬ (কাব্য ১।২) ভগবদ্‌-বন্দনাদি। ১৭ (সুধা ৫৬) লোকের ধারক। ১৮ (ভা ১।৫।৭) যোগ। ১৯ (ভা ১।১।২) ভগবৎসন্তোষৈক-তাৎপর্য্য শুদ্ধাভক্তি। ২০ (ভা ৯।২৩। ১৫) যযাতি-বংশীয় গান্ধারের পুত্র। ২১ (ভা ৯।২৩।২২) হৈহয়ের পুত্র। ২২ (ভা ৯।২৩।৩৩) পৃথুশ্রবার পুত্র। **-কৃৎ** (সুধা ৬৪) লোক-সংগ্রহার্থে ধর্মানুষ্ঠাতা। **-কেতু** (ভা ৯।১৭।৮) সোমবংশীয় রাজা সুকেতনের পুত্র। **-ক্ষেত্র** (গীতা ১।১) ধর্মার্জনার্থ ভূমি, ২ শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ দেবযজন-স্থান কুরু-ক্ষেত্র। **-গুপ্‌** (সুধা ৬৪) বেদোক্ত ধর্মসমূহের রক্ষক বিষ্ণু। **-গুপ্তমু** (ভা ১০।৮৪।৮) ধর্মরক্ষার্থ অবতীর্ণ —স্বামী। **-গুপ্তি** (ভা ১০।৫১।৩৯) সাধুরক্ষণ—সনা। **-গুহ্য** (ভা ১২। ১০।২০) ধর্মরহস্যযুক্ত—স্বামী। ২ ভগবদ্ভক্তি। **-ত্যাগ** (কৃষ্ণ ৮২) দুই প্রকারে হয় [১] **স্বরূপতঃ**—অনুষ্ঠান-পরিত্যাগে এবং [২] **ফলতঃ** —ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ধর্মানু-ষ্ঠানে। **-দত্ত** (প্রীতি ১০) সাহিত্য-দর্পণ-প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারায়ণের ছাত্র। **-ধ্বজ** (ভা ৯।১৪।১৯) সূর্যবংশীয় রাজা কুশধ্বজের পুত্র। ২ (ভা ৩। ৩২।৪০) দাম্ভিক—স্বামী। ৩ লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদির জন্য ধর্মাচরণকারী। ৪ (ভা ১১।২৩।৩৩) ত্রিদণ্ড-লিঙ্গোপ-জীবী—স্বামী। **-ধ্বজী** (চৈভা অন্ত্য ৩।২৯) সর্ব প্রাণিকে ভগ-বদধিষ্ঠানজ্ঞানে দণ্ডবন্নতিরূপ-ভাগবত-ধর্মে রতিহীন। 'সেই সে বৈষ্ণবধর্ম —সভারে প্রণতি। সেই ধর্মধ্বজী —যার ইথে নাহি রতি'। ২ (গোচ উত্তর ১১।৭১) জীবিকার্থ সন্ন্যাসবেশধারী। ৩ (ভা ১০।৭৮। ২৮) উত্তম চিহ্নধারী—স্বামী। ৪ ধর্মরহিত হইলেও নিজের ধর্মবক্তা-প্রদর্শক। **-নেত্র** (ভা ৯।২২।৪৮) সোমবংশীয় সুব্রতের পুত্র ধর্মসূত্রের অন্য নাম। **-পত্নী** (ভা ৬।৬।৪) ভানু, লম্বা, ককুদ্‌ (ককুভ্‌), যামি (জামি), বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী (মরুত্বতী), বসু, মুহূর্ত্তা ও সঙ্কল্পা। মতান্তরে (মহাভারত আদি ৬৬) কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, ও মতি। ২ নির্দোষা পত্নী, পতিব্রতা। **-পাল** (ভা ৬।১।৩৬) যম। **-মূল** (ভক্তি ৫৮) ধর্মের প্রমাণ শ্রীভগবান্‌। [২ বেদ—'বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্‌। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ' [°মনু]॥ **-মেঘ** (রত্ন ১।৬) পাতঞ্জলোক্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। **-যূপ** (সুধা ৬০) [ধর্ম—যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ + প] ধর্মকে যিনি শিরোধার্য করিয়া-ছেন, বিষ্ণু। **-রথ** (ভা ৯।২৩। ৭) সোমবংশীয় দিবিরথের পুত্র। (২ হব ১।১৪)—সগররাজার পুত্র। **-রাজ** (বৃভা ১।৭।৫৭) যুধিষ্ঠির। ২ (হ ৩।৩৪৬) যম। **-রাজচর** (গোচ পূর্ব ৩।২১) পূর্বজন্মে যিনি যম ছিলেন—সেই বিদুর। **-রাট্‌** (ভা ৪।২২।৫৮) যম। **-বক্তা** (ভক্তি ২০৩) ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত আছে যে ধর্মবক্তা দ্বিবিধ—**সরাগ** ও **নীরাগ**। সরাগ বক্তা—লোলুপ ও কামী, তাঁহার উপদিষ্ট বিষয় শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে না—তিনি কেবল উপদেশই করেন, অথচ উপদিষ্ট বিষয়টি নিজের জীবনে পরীক্ষা করেন না। পরীক্ষা ব্যতীত উপদেশ লোক-নাশেরই নিদান। নীরাগ বক্তা—সরস ও সারগ্রাহী হন, তাঁহার কুল, শীল বা আচারাদি বিচার না করিয়া শ্রবণাদি-বিষয়ে উৎসুক সাধকগণ তাঁহাকে ভজন (আশ্রয়) করিবে। কাম-ক্রোধাদি-যুক্ত, কৃপণ এবং বিষণ্ণ ব্যক্তিও যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া উৎফুল্ল হয়—তিনিই যথার্থ গুরুপদ-বাচ্য। **-বিৎ** (সুধা ৫৬) মনুপ্রভৃতি ধর্মজ্ঞ। **-বিপাক** (ভা ১১।১৮।১২) ধর্ম-প্রাপ্য—বি। **-বিস্তর** (ভা ১।১।১ টী) ভগবদ্ধ্যানাদি-লক্ষণ পরমধর্ম—জী। **-বীর** (সিন্ধু ৪।৩।৫৫) শ্রীহরি-পরিতোষণরূপ ধর্মেই যিনি সর্বদা পরিনিষ্ঠিত, এতাদৃশ ধীরশান্ত ব্যক্তি। উদ্দীপন—সচ্ছাস্ত্রশ্রবণাদি; অনুভাব—নীতি, আস্তিক্য, সহিষ্ণুতা, যমাদি; ব্যভিচারী—মতি ও স্মৃতি এবং স্থায়ী—ধর্মোৎসাহ রতি। **-বৃদ্ধ** (ভা ৯।২৪।১৬) যদুবংশীয় শ্বফল্কের পুত্র। [২ অতিশয় ধর্মশীল।]। **-ব্যতিক্রম** (দু শেষ ২১৩) বেদ-বিহিত কর্মের অকরণ ও নিষিদ্ধ

কর্মের অনুষ্ঠান। **-ব্যাধ** (ভক্তি ৪২০) আদিবরাহে উক্ত আছে— কোন প্রাচীন কলিযুগে বসুনামা জনৈক বৈষ্ণব-নৃপতি-কর্তৃক একটি ব্রাহ্মণ মৃগভ্রমে নিহত হইয়া ব্রহ্ম-রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন। উক্ত ব্রহ্মরাক্ষসও রাজার প্রাপঞ্চ বিষ্ণুলোক গমন-কালে তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হয়। রাজা উক্ত বিষ্ণুলোক-ভোগান্তে পুনরায় রাজত্ব প্রাপ্ত হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার দেহে ব্রহ্মরাক্ষস প্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি **'ব্রহ্মপার'**-নামক স্তব পাঠ করিয়া সেই ব্রহ্মরাক্ষসকে নিজদেহ হইতে নির্গত করেন এবং তৎকর্তৃক ধর্মব্যাধ নামে আখ্যাত হইয়া তিনি হিংসা-বিমুখ হন, পরে শ্রীনীলাদ্রিনাথের দর্শনে তাঁহার স্তব করিয়া তদীয় আলিঙ্গন-লাভে তৎসাযুজ্য লাভ করেন। **-শৈলী** (বিনা ২।১৪) ধর্ম-বিষয়ক সঙ্কেত। **-সাবর্ণি** (ভা ৮।১৩।২৪) একাদশ মনু। **-সুত** (ভা ৩।৩। ১৮) যুধিষ্ঠির। **-সূত্র** (ভা ৯।২২। ৪৮) সোমবংশীয় সুব্রতের পুত্র। [২ জৈমিনি-প্রণীত ধর্মমীমাংসা-শাস্ত্র]। **-সূনু** (ভা ৩।২।১৩) যুধিষ্ঠির। **-সেতু** (ভা ৮।১৩।২৬) একাদশ মন্বন্তরীয় ভগবদবতার। ইহার পিতা—আর্যক, মাতা—বৈধৃতা। ২ (ভা ১০।৩৩।২৭) ধর্ম-বিষয়ে লোকরক্ষার মর্যাদা। ৩ ধর্মে বেদনিবন্ধ—সনা। **-স্কন্ধ** আর্হত-মত-সিদ্ধ পুদ্গলের প্রকার-বিশেষ, দ্ব্যণুকাদি। **-স্নাত** (ভা ৪।২৪।১৩) ধর্মপারগ। **-হা** (ভা ১১।১৮।৪০) ধর্মঘাতী বা ধর্মধ্বজী। **-হেতু** (ভা ১২।৩।২১) ধর্মকারণ—সত্য, দয়া, তপঃ ও দান।

ধর্মাত্মা (ভা ১০।৬৪।৩১) ধর্মস্বরূপ, ২ সর্বধর্মের প্রবর্তক—সনা, জী। ৩ (হ ১০।১৭৮) ধর্মচিত্ত।

ধর্মাধ্যক্ষ (প্রীতি ২০৮) বিচারক। ২ (প্র ১১২) যুগধর্ম-প্রবর্তক। ৩ (গোভা ১১।১১) সকলের কর্মফল-দাতা। ৪ (সুধা ২৮) অগ্নি-হোত্রাদি-ধর্মের অধিপতি।

ধর্মাস্তিকায় (গোভা ২।২।৩৩) আর্হতু-মতসিদ্ধ পদার্থ-বিশেষ।

ধর্মী (সিন্ধু ২।১।৬৩) ধর্ম অর্থাৎ সকল গুণ যাহাতে আছে, পূর্ণাবির্ভাব। ২ (সুধা ৬৪) স্বয়ং সর্বধর্মোপেত। ৩ ধার্মিক।

ধর্মীশ্বর (সি টী ১।১১) ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-ধর্মবিশিষ্ট পরমেশ্বর, সনাতন পুরুষ ও জগৎকর্তা।

ধর্মে পাপ (ভক্তি ১৪৮) শ্রীবিষ্ণুর অনাদরপূর্বক কৃত ধর্মও পাপে পরিণত হয়, যথা পাদ্মে—'মামনা-দৃত্য ধর্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥'

ধর্মেয়ু (ভা ৯।২০।৪) রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও ঘৃতাচীর গর্ভে জাত পুত্র।

ধর্মের সাফল্য (ভক্তি ৫) ভক্তি-লাভেই ধর্মের সাফল্য। বহির্মুখ ব্যক্তির ধারণা এই যে ধর্মের ফল—অর্থ, অর্থের ফল—বিষয়ভোগ, বিষয়-ভোগের ফল—ইন্দ্রিয়-প্রীতি এবং তাহার ফলে পুনরায় ধর্মানুষ্ঠানাদি। ইহা কিন্তু সর্বথা ভ্রমাত্মক ধারণা, যেহেতু অপবর্গ-দায়ক ধর্মের ফল কখনই অর্থ হইতে পারেনা [ভা ১।২।৯—১০]।

ধর্ম্য (হরি ৭।৬৮৭) [ধর্মেণ প্রাপ্য-মিতি যৎ] ধর্মদ্বারা প্রাপ্য, ২ ধর্ম হইতে অপ্রচ্যুত।

ধর্ষ (গোচ পূর্ব ৩২।৩১২) অবসাদ, ২ অবজ্ঞা। ৩ প্রাগল্ভ্য, ৪ অমর্ষ, ৫ হিংসা। **ধর্ষণ** (গোচ পূর্ব ১৬।৪০) হিংসন, ২ পরিভব, ৩ অসহন।

ধর্ষিত (ভা ১০।৬।৯) অভিভূত। ২ (ভা ১০।৫১।২৬) শঙ্কিত। ৩ (ভা ৫।১৭।২১) মোহিত। ৪ [ভাবে ক্ত] অসহন, ৫ মৈথুন।

ধব (উ ৭।৮০) পতি, ২ বৃক্ষবিশেষ। [৩ ভাবে অপ্—কম্পন]।

ধবল (মালা ছ ২৩) শুক্ল, ২ নিষ্পাপ। ৩ (সাকৌ ১০।৫২) বৃষভ। **ধবলা** (বিজয় ৩৫।৬৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপী, ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা। ২ (বিনা ৪।৪৯) ধেনু। [৩ শুভ্র-বর্ণা স্ত্রী]।

ধবাম্বা (গোলী ৩।১৫) শ্বশ্রূ।

ধা (অকৌ ৭।১) ধারণা।

ধাটী (মুক্তা ৭৭) বলপূর্বক আক্রমণ, ২ (সিন্ধু ২।৪।৯১) দস্যুদল।

ধাতকি (ভা ৫।২০।৩১) বীতি-হোত্রের পুত্র। ২ পুষ্কর-দ্বীপস্থিত বর্ষ-বিশেষ।

ধাতকী (কুগ পরি ১৭১) শ্রীরাধার মাতুলানী।

ধাতা (ভা ৪।১।৩৫) ভৃগু ও তৎপত্নী খ্যাতির পুত্র—মৃকণ্ডুর জনক। ২ (ভা ৬।৬।৩৯) কশ্যপ ও তৎপত্নী অদিতির গর্ভে জাত দ্বাদশাদিত্যের একতম। ইনি চৈত্রমাসের অধি-পতি। ৩ (ভা ১২।১১।৩৩) সূর্য। ৪ (গীতা ৯।১৭) কর্মফল-বিধাতা—স্বামী। ৫ জগতের পোষণকর্তা—বি। ৬ (হ ৫।৮) শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের

দক্ষিণ-দ্বারবর্ত্তী দেবতা। ৭ (ভা ১০।২।৩৫) বিবিধমূর্ত্তিধারী, ৮ সর্বশক্তি-ধারী—সনা। ৯ (ভা ৭।৩।৬) ব্রহ্মা। ১০ (সুধা ১৮) অচিৎ-সমষ্টিগতা প্রকৃতিরূপ যোনিতে চিৎ-সমষ্টিরূপ বিরিঞ্চি-গর্ভের ধারণকর্ত্তা। ১১ (সুধা ১১৫) [ধেট্ পানে শীলার্থে তৃন্] আস্বাদনকারী।

ধাতু (ভা ১৬।১২) সুবর্ণ-রজতাদি। ২ (ভা ১১।২।১৫, ৬) কারণ, ৩ [ধারয়ন্তীতি] ভূম্যাদি—বি। ৪ (বিনা ৪।৩৬) গৈরিকাদি। ৫ (আচ ২০।৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত গীতাবয়ব; ইহা নাদাত্মক গেয়, গুণাদির ধারণ করে বলিয়া ধাতুশব্দ-বাচ্য। ৬ (চৈভা মধ্য ১৩২৫) শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। ৭ (ভা ১১।২২।১৮) তত্ত্ব। ৮ (ভা ২।৮।৬) আকাশাদি ভূত-পঞ্চক। ৯ (আচ ১১২৭) ভূ-দিবাদি ক্রিয়া। (হরি ২।১, ৩।২২০, ৪।২৮) ক্রিয়ার বাচক ভ্বাদিগণে পঠিত পদ-বিশেষ। ধাতু ত্রিবিধ—মূল, সৌত্র ও প্রত্যয়ান্ত। ভ্বাদি দশগণে পঠিত ধাতুই—মূল, সূত্রমাত্রে গৃহীত ধাতু—সৌত্র এবং ণিচ্, সন্, যঙ্ ও নামের উত্তর ক্যচ্, ক্যঙ্, ক্বিপ্, ণিচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ে গঠিত—প্রত্যয়ান্ত ধাতু। ১০ (চৈভা অন্ত্য ৪।২২৬) চৈতন্য, জ্ঞান। **-ত্রয়** (হ ১০।২০৬) বাত, পিত্ত ও কফ। **-পাঠ** (হরি ৩।৪২৪) ধাতু পাঠ-নামে বহু ব্যাকরণ গ্রন্থ দেখা যায়—১। আপিশলীয়, ২। অভিনব-শাকটায়নীয়, ৩। দৌর্গসিংহীয়, ৪। পাণিনীয়, ৫। বোপদেবীয়, ৬। হর্ষকীর্ত্তীয়, ৭। শার্বধার্মিক, ৮। হৈম, ৯। চান্দ্র প্রভৃতি। **-পারায়ণ** (হরি ৩।১১৫—১১৬) ভীমসেনাচার্য পাণিনীয় ধাতুপাঠের পরিমাণ-বিভাগ ও অর্থনির্দেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উপর তিনি যে বৃত্তি রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম—'প্রদীপ'। ইহা 'ধাতু-পারায়ণ'-নামেও প্রসিদ্ধ। এই ধাতুপাঠের অনুকরণে পূর্ণচন্দ্র চান্দ্রধাতুপাঠের উপরে চান্দ্র-পারায়ণ প্রণয়ন করেন। **-প্রদীপ** (হরি ৩।১৮) মৈত্রেয় রক্ষিত-কৃত ধাতু-পাঠ-বিষয়ক গ্রন্থ।

ধাতুপপ্লব (ভা ১১।৩।৮) মহাভূত-সমূহের নাশ।

ধাতৃকন্যা (গোলী ১৬।১৩) সরস্বতী।

ধাতৃসুত (হ ৫।২০৩) নারদ। [২ ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারাদি]।

ধাত্রী (গোলী ২১।৫৯) পৃথিবী, ২ আমলকী। ৩ (কৃগ পরি ১৭১) শ্রীরাধার মাতুলানী। ৪ (বিপূ ১।১৩।৯১) মাতা। **-গতি** (হ ১১।৬৭৯) শ্রীযশোদার, শ্রীযশোদা-ধাত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ মুখরার কিম্বা দেবকীধাত্রীর যোগ্যা গতি—গোলোক।

ধাত্রীব্রত (হ ১৬।৪৩৫) সমর্থ হইলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ধাত্রীব্রত করিবে।

ধাত্র্যুচিত (ভা ৩।২।৩) মাতা যশোদার যোগ্য—স্বামী। ২ অম্বিকা ও কিলিম্বিকা-নামে শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী ধাত্রীদ্বয়ের উপযুক্ত।

ধাত্ববয়ব (হরি ২।১১৪) ধাতুর অন্ত অবয়বরূপ প্রত্যয়—যথা সনাদি। ইহা দ্বিবিধ, নামপ্রকৃতিক—ক্যচ্, ক্যঙ্ প্রভৃতি এবং ধাতু-প্রকৃতিক—সন্, যঙ্ প্রভৃতি।

ধান (গোলী ৩।৫১) ভৃষ্ট যব। ২ (আচ ৬।৮) ধারণ, ৩ (আচ ১১।১৮২) অর্পক।

ধানদী (গোলী ৯।৯৬) কৌবেরী।

ধানা (ভা ৬।১৫।৪) ভৃষ্ট যব। [২ ধন্যাক (ধনে), ৩ নবোদ্ভিন্ন অঙ্কুর]। **-চূর্ণ**—সক্তু।

ধাপিত (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) পোষিত।

ধাম (ভা ১১।২৮।২৬) স্বরূপ, ২ (ভা ১০।৮৫।৫৬) বৈকুণ্ঠলোক, দেবলোক। ৩ (ভা ৪।৩।১৫) তেজঃ, ৪ (ভা ৩।১১।৪২) দেহ। ৫ (চন্দ্রা ৬৯) আধার, আশ্রয়। ৬ (ভা ১।১।১) স্বরূপশক্তি, ৭ স্বভক্ত-নিষ্ঠ স্বানুভব-প্রভাব, ৮ শ্রীবিগ্রহ। ৯ (গোপা ৪) জন্ম, ১০ প্রভেদ, ১১ রশ্মি। **-মানী** (ভা ৩।১১।৩৯) দেহগেহাদির অভিমানী—স্বামী। ২ সত্যলোকাদির অধিকারী—বি।

ধামোদর (আচ ১৪।৬৩) গৃহাভ্যন্তর।

ধায় (হরি ৫।২০৭) [ধা+ণ] ধারক, ২ পোষক।

ধায্যা (গোচ পূর্ব ২১।১২৩) অগ্নি-সমিন্ধনার্থ ঋক্—সামিধেনী।

ধারণ (ভা ৩।২৬।৪৬) জলাদির আধারতা—স্বামী। ২ (গীতা ৭।৫) গ্রহণ, ৩ (ভা ১১।২৯।২৪) অনুসন্ধান। [৪ যোগাঙ্গ-বিশেষ]।

ধারণা (ভা ১১।১৫।৩) যোগধারণা সিদ্ধি অষ্টাদশ। ২ (রত্ন ১।৬) নাভি-চক্র-নাসাগ্রাদিতে নির্বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণ। ৩ (গীতা ৮।১২) স্থৈর্য, অভিনিবেশ। [৪ বুদ্ধিভেদ, ৫ রাজার ন্যায়পথে স্থিতি।]

ধারয় (হরি ৫।২০৭) [ধৃঞ্ ধারণে ণিচ্ ণ] ধারণকারী।

ধারা (ভা ৬।৬।১৩) অগ্নি-নামক বসুর ভার্যা। ২ (বৃভা ১।২।৯০) পরম্পরা। ৩ (মালা প্রেমেন্দু ২৩) সমূহ। [৪ অশ্ব-গতিভেদ, ৫ অবিচ্ছিন্নভাবে দ্রব-দ্রব্যের প্রপাত, ৬ খড়্গাদির তীক্ষ্ণমুখ, ৭ উৎকর্ষ, ৮ রথচক্র]। **ধারাধর** (ভাবনা ৬।১) মেঘ। [২ খড়্গ]।

ধারিণী (ভা ৪।১।৫০) অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের কন্যা। ২ (হ ২।৬০) সূর্যের কলা। **ধারিত্র** (গোচ পূর্ব ১।৫৬) পৃথিবী হইতে জাত।

ধার্ত্তরাষ্ট্র (আচ ১।৫৯) দুর্যোধনাদি। ২ হংস-বিশেষ।

ধার্মিক (সিন্ধু ২।১।১২৬) স্বয়ং যাজন করিয়া ধর্মশিক্ষা-দানকারী।

ধার্য (হ ১১।৬৮২) ধারণীয়—অনুপহত (বিশুদ্ধ বা অচ্ছিন্ন) বস্ত্রদ্বয়, প্রশস্ত ওষধি (দূর্বাদি) এবং গারুড় রত্নাদি পবিত্র হইয়া ধারণ করিবে।

ধার্ষ্ট্য (ভা ১০।৮।৩১) প্রাগল্ভ্য, ২ নির্লজ্জতা।

ধাবন (চৈনা ২।৩১) শোধক। ২ (আচ ১৬।২৯) ক্ষালন, ৩ [ধাবু গতিশুদ্ধ্যোঃ] দ্রাবণ। ৪ শীঘ্রগমন।

ধাবমান (আচ ৪।৮) ধাবনপর, ২ শুদ্ধ, নির্মল। **ধাবিত** (হরি ৫।৫৬) দ্রুতবেগে গত। **ধাবিষ্ঠ** (গোচ পূর্ব ৩১।১৭) বেগশীল। **ধাবী** (আচ ৮।১২৮) ধাবনকারী।

ধিক্ [অ] ভর্ৎসনে, ২ নিন্দায়।

ধিগ্বণ (গোচ পূর্ব ৩।২০) ব্রাহ্মণের ঔরসে ও আয়োগবীর গর্ভে জাত সন্তান। [আয়োগবী=শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাতা] ইহারা চর্মকার্য-দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে। 'ধিগ্-বণানাং চর্মকার্যম্'—মনু।

ধিৎসা (ভাবনা ৯।২০) ধারণেচ্ছা। আকাঙ্ক্ষা। ২ (গোচ পূর্ব ৬।৩১) পিপাসা।

ধিন্ব (গোচ উত্তর ৩৭।২১৫) প্রীণন।

ধিষণ (ভা ১০।৮৫।৪৫) আশ্রয়, ২ (ভা ৬।৭।১৩) আসন—স্বামী। ৩ (আচ ১৯।৮৯) বৃহস্পতি।

ধিষণা (ভা ৩।৩১।১৯) বিবেক-জ্ঞান—স্বামী। ২ (ভা ৬।৬।২০) কৃশাশ্বের পত্নী ও বেদশিরার মাতা। ৩ (চৈত ৩।৯।১৪) বিদ্যাশক্তি। ৪ (আচ ১।৭৩) নিশ্চয়বতী বুদ্ধি, (আচ ৮।৩১) সন্ধানবতী বুদ্ধি।

ধিষ্ণ্য (ভা ২।২।২৬) বিমান, ২ (ভা ৩।৮।৪) আশ্রয়-তত্ত্ব—স্বামী। ৩ (ভক্তি ২।২৯) অর্চা। ৪ (হ ৫। ২৫৬) অধিষ্ঠান। ৫ (গোচ পূর্ব ১৩।২০) স্থান, আলয়। ৬ (ভা ৪।২০।২৮) শক্তি—বি।

ধিষ্ণ্যপ (ভা ১০।৬৯।৭) লোকপাল।

ধী (ভা ৩।১২।১৩) মন্যু-নামক রুদ্রের স্ত্রী। ২ (চৈত ২।২।২) [ধ্যায়তি চিন্তয়তীতি ধীঃ] ধারণশীল। ৩ (নাচ ২৫৮) যে চিন্তার ফলে ইষ্ট বস্তুর সিদ্ধি হয়, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'ধী' বলে।

ধীত (হরি ৫।৬৬) [ধেট্ পানে+ক্ত] পীত। ২ [ধী অনাদরে আরাধনে +ক্ত] অনাদৃত, ৩ আরাধিত।

ধী-দরিদ্র (কৃষ্ণা ১।২৪) বুদ্ধিহীন।

ধী-ধৃত (ভা ১০।৩৮।১৫) চিত্তে ধৃত—সনা। ২ অভ্যাস-পূর্বক সুবিচারে চিন্তিত—জী।

ধীন (আচ ১১।১০১) বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ।

ধীমান্ (কৃগ পরি ৮৫) শ্রীকৃষ্ণের অনুচর। ২ (ভা ১০।৫১।২২) ভক্ত্যেকনিষ্ঠ প্রশস্তবুদ্ধি—সনা। ৩ বৃহস্পতি]।

ধীর (গোচ পূর্ব ৫।৮) স্বচ্ছন্দ, স্বৈর। ২ (ভা ৩।৪।৩৪) শ্রীকৃষ্ণে মগ্নচিত্ত, ৩ (ভা ১০।৪৭।১৮) দুঃখে অক্ষুভিত, কঠোরচিত্ত। ৪ (ভা ১০।৫২।৩) বিবেক-নিপুণ; ৫ (ভা ১১।৭।১৭) শাস্ত্র-বিচক্ষণ। ৬ নির্মৎসর। ৭ (গীতা ১৪।২৪) ধীমান্, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকবান্। ৮ (গীতা ২। ১৫) [ধিয়মীরয়তি ধর্মেষু] ধর্মনিষ্ঠ—বল। ৯ (গোভা ৩।২।২৪) সৎপ্রসঙ্গলব্ধ হরিভক্তিরূপ-বুদ্ধিদ্বারা অনুপ্রাণিত। ১০ (উপ ১) সুমেধা। ১১ (ভা ১।১৩।২৫) আতুর সন্ন্যাসী—যিনি বিষয়-বাসনা ও অভিমানাদি ত্যাগ করত আত্মীয়গণের অজ্ঞাত-সারে যশোধর্মাদিশূন্য শরীর পরিত্যাগ করেন। ১২ (চৈকা ৫।১২১) কুঙ্কুম। ১৩ (বিরু ১০১) বিরুদ ও কলিকার অন্তে অবশ্য-যোজনীয় শব্দ-বিশেষ। ১৪ (গীগো ৫।৮) চতুর—প্রবো। **-ধী** (মালা চিত্র ৩) স্থিরমতি—বল। **-পার্ষদ** (সিন্ধু ৩।২।৫১) প্রেয়সীর আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাতি-সেবাপরায়ণ, অথচ তাঁহার মুখ্য-প্রসাদপাত্র। **-প্রগল্ভা** (উ ৫।৫৩) যে মানিনী নায়িকা সুরত-বিষয়ে উদাসীনা এবং অবহিত্থা করিয়াও আদর প্রকাশ করেন—তিনি 'ধীর প্রগল্ভা'। শ্রীবিশ্ব° ইহার দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেন—(১) মানিনী নায়িকা যদি সুরতে উদাসীনা হন এবং (২) যিনি অবহিত্থা ও আদরান্বিতা। **-মধ্যা** (উ ৫।৩৫)

যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে উৎপ্রাস-যুক্ত বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তিনিই 'ধীরমধ্যা'। **-ললিত** (সিন্ধু ২।১।২৩০) যে নায়ক বিদগ্ধ, নবতারুণ্যযুক্ত, পরিহাস-পটু, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শঃই প্রেয়সীবশ—তাঁহাকে 'ধীরললিত' বলে। শ্রীকৃষ্ণে প্রকটরূপেই 'ধীরললিতত্ব' দেখা যায়, নাট্যজ্ঞেরা 'কন্দর্পকে' ধীরললিত নায়কের উদাহরণ-স্বরূপে উল্লেখ করেন। **-ললিতা** (ছ পরি ৪৭) প্রতিপাদে ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **-লালিত্য**(মালা প্রেমেন্দু ২৫) ধীর ললিত নায়কের গুণ। **-শান্ত** (সিন্ধু ২।১।২৩৩) যে নায়ক শম-প্রকৃতিক, ক্লেশ-সহিষ্ণু, বিবেচক এবং বিনয়াদি-যুক্ত, তাঁহাকেই 'ধীরশান্ত' বলে। ধর্ম-পুত্রাদি ধীরশান্ত নায়কের উদাহরণ।

ধীরাধীর-প্রগল্ভা (উ ৫।৫৯) ধীরা ও অধীরার গুণে মিশ্রিতা প্রগল্ভা নায়িকা। **°মধ্যা** যে নায়িকা অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তিনিই 'ধীরাধীরমধ্যা'। ধীরতা ও অধীরতার অংশাধিক্য-ভেদে ধীরতাংশাধিকাও অধীরতাংশাধিকা-ভেদে ধীরাধীরমধ্যা দ্বিবিধা হইতে পারেন। শ্রীরাধাতে ধীরাধীরমধ্যাত্বই স্বাভাবিক ধর্ম, কেহ কেহ বলেন যে ধীরাদি তিন অবস্থাই তাঁহার স্বাভাবিক, তবে মানের তারতম্য পাইয়া সময়-বিশেষে প্রকাশ পায় (উ ৫।৫২ বি)।

ধীরোদাত্ত (সিন্ধু ২।১।২২৬) যে নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, সুদৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য, গূঢ়গর্ব ও মহাবলবান্, তিনিই 'ধীরোদাত্ত'; যেমন—শ্রীরামচন্দ্র। **ধীরোদ্ধত** (সিন্ধু ২।১।২৩৬) যে নায়ক মাৎসর্য-যুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধী, চঞ্চল ও আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ, তাঁহাকে 'ধীরোদ্ধত' বলে। ভীমসেন ধীরোদ্ধত নায়ক।

ধীবর (অকৌ ২১৯) কৈবর্ত্ত, ২ সুবুদ্ধি।

ধীবা (হরি ৫।২৮০) [ধ্যৈ+ক্বনিপ্] ধীবর। [২ ধ্যানযুক্ত, ৩ কর্মযুক্ত]।

ধীশোধিত (আচ ৬।৭৩) [ধীশোধঃ সঞ্জাতোঽস্য] শুদ্ধবুদ্ধি। **ধী-সচিব** (আচ ৫।১০৯) মন্ত্রণাদাতা।

ধুক্ষণ (কৃষ্ণা ৩।৩০) প্ররোহণ। ২ (আচ ১৫।২৪৩) সন্তর্পণ।

ধুট্ (হরি ১।৩০) বর্গের প্রথম চারি বর্ণ এবং শ ষ স হ—এই গুলিকে ধুট্ বা ঝল্ বলে। হরিনামামৃতে ইহারা—'বৈষ্ণব'।

ধুত (ভা ১০।২৯।১০) গত, ২ কম্পিত, ৩ অপগত। **ধুতি** (ভা ১০।২৯।১০ টী) নিধুনন, ২ পীড়ন—সনা।

ধুনী (ভাবনা ১।২৯) নদী।

ধুন্ধু (ভা ৯।৬।২২) কুবলয়াশ্ব-কর্তৃক নিহত অসুর। মধু রাক্ষসের পুত্র। **ধুন্ধুমান্** (ভা ৯।২।৩০) বৈবস্বত-মনুবংশ্য কেবলের পুত্র। **ধুন্ধুমার** (ভা ৯।৬।২৩) ইক্ষ্বাকুবংশ্য বৃহদশ্বের পুত্র। অপর নাম—কুবলয়াশ্ব। **ধুন্ধুরী** (ভা ১।১০।১৫) পটহবাদ্যের প্রকার-বিশেষ। **ধুন্ধুহা** (ভা ১২।৩।৩৯) কুবলয়াশ্ব।

ধুর্ (বিনা ৬।২০) সম্মুখ, ২ প্রধানতা। ৩ (ভাবনা ৯।৫১) ভার। **ধুরন্ধর** (গোবি ২৪) অতিসমর্থ, দক্ষ। ২ (লনা ১০।৮) ভারবহনে নিপুণ। ৪ শ্রেষ্ঠ। **ধুরা** (গোচ পূর্ব ১।১৩) ভার, ২ (আচ ১৫।২২৮) অতিশয়।

ধুরি (গৌকৃ ৭।২১) অগ্রভাগ।

ধুরীণ (গোচ পূর্ব ১।১১১) বহন-সমর্থ, ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। **ধুর্য** (সুধা ৪৯) জগদ্ভার-বহনকারী শ্রীবিষ্ণু। ২ (আচ ৪।৪০) শ্রেষ্ঠ। ৩ (হরি ৭।৬৭৫) ভারবাহী বৃষ। **ধুর্যপার্ষদ** (সিন্ধু ৩।২।৪৯) শ্রীকৃষ্ণে, প্রেয়সীগণে এবং দাসাদি-বিষয়ে যথাযোগ্য প্রীতিকারী দাস।

ধুর্ব (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ।

ধুবন (চৈকা ৪।৬৬) কম্প। [২ অগ্নি, ৩ চালক]। **ধুবিত্র** (হরি ৫।৩৬৪) [ধু বিধুননে+ইত্র] ব্যজন। ২ তালবৃন্ত।

ধু (হরি ৫।২৮৩) [ধুর্বী হিংসায়াং +ক্বিপ্] হিংসা। ২ (আচ ৯। ৩৭) [ধুঞ্ কম্পনে+ক্বিপ্] কম্পন।

ধূঃ (উ ৭।৮) চিন্তা, ২ ভার [বহন-যোগ্য বস্তু]। ৩ (আচ ১১।৮০) গণনা। ৪ (হরি ৫।৩৬০) সম্মুখ, ৫ শকটাদির অগ্রভাগ।

ধূত (ভাবনা ৫।৩৭) কম্পিত। ২ ত্যক্ত, ৩ ভর্ৎসিত। ৪ তর্কিত। **ধূতি** (আচ ১৩।২৬) কম্পন। ২ (উ ১৩।১৪) চালন। ৩ হঠ-যোগাঙ্গভেদ। **ধূনন** (আচ ১৬।১৮) কম্পন, চালন। **ধূনিত** (আচ ৮।১৭২) চালিত। ২ (আচ ১১। ২৬৭) খণ্ডিত।

ধূপ (গোচ পূর্ব ১।৫৯) সন্তাপ। ২ (আচ ১২।৫৬) [ধুবনং ধুস্তাং

পাতীতি] সকম্প। ৩ (হ ৮।৭—২৯) জটামাংসী, কণ (গুগ্গুলু-বিশেষ), দারু, শিহ্লক (শিলারস) অগুরু, শর্করা, নখী এবং জাতীফল প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত ধূপ বিষ্ণুর প্রীতিকর। মতান্তরে—গুগ্গুলু, শর্করা, ঘৃত, মধু, ও চন্দন সহযোগে প্রস্তুত ধূপই উৎকৃষ্ট। মৃগমদ ব্যতীত অন্য প্রাণিজ দ্রব্য ধূপে পরিত্যাজ্য। শল্লকী ও উশীর-জাত, শল্করস-জাত এবং উহার কাণ্ডাদি জাত ধূপও বিষ্ণুকার্যে নিষিদ্ধ। ঋতুভেদে ধূপ-বিশেষ—বসন্ত ঋতুতে গুগ্গুলু, গ্রীষ্মে চন্দনসারসহ ধূপ, বর্ষায় তুরুষ্ক-ধূপ, শরতে কর্পূর, হেমন্তে মৃগনাভি সহ ধূপদানই প্রশস্ত।

দ্রব্যবিশেষে ধূপন—মহিষাখ্য গুগ্গুলু, ঘৃত ও শর্করাসহ ধূপ নৃসিংহদেবের প্রিয়; কর্পূর-সমন্বিত কৃষ্ণাগুরু, ঘৃতসহ গুগ্গুলু, কর্পূর-যুক্ত অগুরু ও সুগন্ধি চন্দন, তুলসী-কাষ্ঠাগ্নিদ্বারা ধূপদান শ্রীহরির প্রীতিকর। ধূপশেষগ্রহণ—শ্রীভগবন্মন্দির ধূপিত করিয়া তাহার শেষ গ্রহণ করিবে, ইহাতে সকল ভয় ও আপদ-বিপদ, এমন কি ভবজ্বালাও নাশ হয়। -দ (আচ ১৮।১৪০) সন্তাপ-নাশক। -ন (মাম ১।৮৮) ধূপদ্বারা কেশাদির সুগন্ধতা-বিধান। ২ সন্তাপ। -মুদ্রা (হ ৬।৪৪) অঙ্গুষ্ঠা ও তর্জনী সংলগ্ন করত অন্য তিন অঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিলে 'ধূপ-মুদ্রা' হয়। **-সৌরভ্য-গ্রহণ** (সিন্ধু ১।২।১৬২) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একতম। **ধূপিত** (আচ ১২।৫৬) দীপ্তিশীল। ২ সন্তপ্ত। ৩ পথ্যাদি-শ্রান্ত। **ধূপীয়** (হরি ৭।৭২১) [ধূপায় ইদমিতি ছ] অগুরু।

ধূম (ভা ১।২।২৪) প্রবৃত্তি-স্বভাব—স্বামী। ২ (ভাবনা ৪।৩৬) বাষ্প, ৩ মলিন। **-কেতু** (ভা ৬।৬।২০) কৃশাশ্বের ঔরসে ও অর্চির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ১০।৯৯।৭) অগ্নি। ৩ ধূমাভ নক্ষত্রবিশেষ—উৎপাত-কারণ। **-কেশ** (ভা ৬।৩।৩১) দনুর পুত্র—অসুর। -জ—মেঘ, ২ মুস্তক। **-ধ্বজ** (আচ ১৩।২১) যজ্ঞবহ্নি, ২ ধূমরূপ পতাকা। **-পথ** (ভা ৪।৪।১০) কর্মমার্গ, পিতৃযাণ। ২ ধূম-নির্গমণ-পথ, গবাক্ষাদি। **-যোনি** (আচ ৩।২৪) মেঘ। **-ল** (আচ ৩।২৫) নীল। ২ (উস ১২৬) কৃষ্ণ-লোহিতাঙ্গ। **-লা** (উ ১০।৫২) শ্রীকৃষ্ণের সুরভি ধেনু। **-বর্ত্মা** (ভা ৪।৪।২১) কর্মী। **ধূমায়িত** (সিন্ধু ২।৩।৭১) এক বা দুইটি সাত্ত্বিকভাব ঈষদ্ ব্যক্ত হইলেও যদি গোপন করা যায়, তবে তাহাকে 'ধূমায়িত' সাত্ত্বিক বলে।

ধূমিকা (মাম ৯।৫৩) কুজ্ঝটিকা।

ধূমোর্ণা (হংস ৭৫) যমের স্ত্রী। [২ মার্কণ্ডেয়-পত্নী]।

ধূম্যা (হরি ৭।৩৪২) [ধূম+য] ধূমসমূহ। **ধূম্যাট** (আচ ১।১০৫), **ধূম্যাটক** (গোলী ১২।৪৭) ফিঙ্গা-পক্ষী।

ধূম্র (ভা ৫।১৩।৪) আচ্ছন্নীকৃত। ২ (ভক্তি ৯৮) বিরঞ্জিত। ৩ (মালা কেশবা° ৬) কৃষ্ণলোহিত বর্ণ। **-কেতু** (ভা ৯।২।৩০) রাজা তৃণবিন্দুর ঔরসে অপ্সরা অলম্বুষার গর্ভজ পুত্র। ২ (ভা ৫।৭।৩) রাজা ভরতের ঔরসে ও পঞ্চজনীর গর্ভজ পুত্র। [৩ ধূম্রবর্ণ-ধ্বজাযুক্ত]। **-কেশ** (ভা ৬।৬।৩১) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব। ২ (ভা ৪।২২।৫৩) পৃথুর ঔরসে ও অর্চির গর্ভে জাত। ৩ (ভা ৬।৬।২০) কৃশাশ্বের পুত্র। ৪ (হ ১৬।১৬৬) ধূম্র-কেশ-নামক জনৈক মহাপাতকী রাজকুমার স্বপিতা-কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিতে করিতে ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। মথুরা-পুরীতে চুরি করিতে গিয়া কোনও বেশ্যাতে রত হইয়া তাহার প্রীতির জন্য বৃন্দাবনবাসী ভাগবত 'সত্যব্রত'-নামক ব্রাহ্মণের কার্যকলাপে উপহাস করিয়াছিলেন। প্রভাতকালে রাজপুরুষ-কর্তৃক ধৃত হইয়া তিনি নিহত হইলে ধর্মরাজ তাঁহাকে বহু-বিধ সৎকারে পুরস্কৃত করিলেন এবং তাঁহা হইতে ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ঐ রাজকুমার বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন (পাদ্মে কার্তিক-মাহাত্ম্যে)। ৫ ধূম্র-বর্ণ-কেশযুক্ত। **-ধী** (ভা ৪।২৯।৪৯) মলিনবুদ্ধি। **ধূম্রা** (হ ২।৬০) সূর্যের কলাবিশেষ। **ধূম্রাক্ষ** (ভা ৯।২।৩৪) সূর্যবংশ্য হেমচন্দ্রের পুত্র। ২ (ভা ৯।১০।১৮) রাবণ-সেনাপতি রাক্ষস। **ধূম্রানীক** (ভা ৫।২০।২৫) মেধাতিথির পুত্র ও তন্নামক বর্ষের অধিপতি। ২ শাকদ্বীপস্থ বর্ষ। **ধূম্রা ভূমি** (হ ২০।৬০-৬১, হয় ১। ৬।৭-৮) যাহাতে বিল্ব, অর্ক, স্নুহি, পীলু প্রভৃতির বন বিরাজিত, যাহা শর্করাযুক্ত, কঠিন, কণ্টকবৃক্ষ-সমাকীর্ণ এবং গৃধ্র, গোমায়ু, বায়স ও শ্যেন

পক্ষিগণে বেষ্টিত—তাহাকে 'ধূম্রা' বা আবেগিনী' ভূমি বলে। **ধূম্রার্চ্চি** (হ ২।৫৮) অগ্নির কলাবিশেষ।

ধূর্জটি (ভা ১০।৭৯।১৯) শিব।

ধূর্ত্ত—বঞ্চক, ২ মায়াবী, ৩ দ্যূতকর, ৪ শঠ নায়ক। 'মুখং পদ্মদলাকারং বাচঃ পীযূষ-শীতলাঃ। হৃদয়ং কর্ত্তরী-তুল্যং ত্রিবিধং ধূর্ত্ত-লক্ষণম্' ইতি কৃষ্ণকর্ণামৃতটীকায়াং ২৭-তমশ্লোকে কবিরাজঃ। ৫ ধুস্তূরবৃক্ষ। **-ক**—শৃগাল। **-চরিত**—সঙ্কীর্ণ নাটক।

ধূর্দ্ধর [ধুরো ধরঃ] ধুরন্ধর, রথাদি।

ধূর্বণ (গোচ পূর্ব ১৮।১৪৬) গ্লানি। ২ (গোপা ২২) হিংসা।

ধূলি—রজঃ, পরাগ। **-কা**—কুজ্ঝটিকা। **-ধ্বজ**—বায়ু।

ধূসর—গর্দভ, ২ উষ্ট্র, ৩ কপোত, ৪ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ।

ধৃত (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্বলার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৯।২৩।১৫) সোমবংশ্য ধর্মের পুত্র। ৩ (ভা ৩।৩।১৭) রক্ষিত—স্বামী। ৪ আহিত—বি। ৫ গৃহীত। **-দেবা** (ভা ৯।২৪।২২) দেবকের কন্যা ও বসুদেবের ভার্যা। **-রাষ্ট্র** (ভা ১।৮।৩) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে অম্বিকার গর্ভে জাত অন্ধ, দুর্যোধনাদি শত পুত্রের পিতা। ২ (ভা ৫।২৪।৩১) পাতালবাসী নাগ। ৩ (ভা ১২।১১।৪৩) গন্ধর্ব। [৪ পক্ষী]। **-ব্রত** (ভা ৩।১২।১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ২ (ভা ৯।২৩।১২) সোমবংশ্য ধৃতির পুত্র। **-ষোড়শ-শৃঙ্গারা** (উ ৪।৯) শ্রীরাধা,—(১) স্বয়ং স্নাতা, (২) নাসাগ্রে মণিরাজ দেদীপ্যমান, (৩) পরিধানে নীলবসন, (৪) কটিতটে নীবীবন্ধ, (৫) মস্তকে বেণী, (৬) কর্ণে অবতংস, (৭) অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চন্দনাদি অঙ্গরাগ, (৮) চিকুরে কুসুমমালা, (৯) গলদেশে মাল্যাদি, (১০) হস্তে লীলাপদ্ম, (১১) মুখে তাম্বূল, (১২) চিবুকে কস্তূরীবিন্দু, (১৩) চক্ষুতে কজ্জল, (১৪) গণ্ডাদিতে মকরীপত্রভঙ্গাদি, (১৫) চরণে অলক্তক-রাগ এবং (১৬) ললাটে তিলক—এই ষোড়শ আকল্পে বিভূষিতা শ্রীরাধা।

ধৃতাচল (স্তব ২২।৫৭) শ্রীকৃষ্ণ।

ধৃতাত্মা (ভা ১০।১২।১২) স্থিরীকৃত-চিত্ত—সনা। ২ একাগ্র-মানস—বি। ৩ বিষ্ণু [সহস্রনাম]।

ধৃতি (ভা ৩।১২।১৩) মনু-নামক রুদ্রের স্ত্রী। ২ (ভা ৯।১৩।২৬) সূর্যবংশ্য বীতহব্যের পুত্র। ৩ (ভা ১১।১৯।৩৩) জিহ্বা ও উপস্থের জয়। ৪ (হ ২।৬৩) চন্দ্রের সপ্তম কলা। ৫ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ম-বর্ণের শক্তি। ৬ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌর-পূজায় চতুর্দশী পীঠশক্তি। ৭ (ছ ১।২৯) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৮ (নিবি ৬১) ধৈর্য, ৯ যজ্ঞ। ১০ (প্রীতি ১১৬) ক্ষোভ-কারণসত্ত্বেও অব্যাকুলতা। ১১ (সিন্ধু ২।৪।১৪৪) ভগবদনুভব, ভগবৎসম্বন্ধে দুঃখাভাব ও পরমপুরুষার্থ-প্রাপ্তিতে পূর্ণতা (মনের অচাঞ্চল্য)। ইহাতে অপ্রাপ্ত বা অতীত নষ্ট বস্তুর জন্ম দুঃখ হয় না। **-ধামা** (গৌ ১।৫) ধৈর্য-শালী। **-মান্** (সিন্ধু ২।১।১১৭) পূর্ণস্পৃহ (আকাঙ্ক্ষাশূন্য) এবং ক্ষোভের কারণ-সত্ত্বেও শান্ত। 'গাম্ভীর্যে' বিকার-সত্ত্বেও অচাঞ্চল্য, ধৃতিতে কিন্তু বিকারেরই অভাব—ইহাই বিশেষ। ২ পঞ্চম মনু রৈবতের পুত্র, ৩ কুশদ্বীপস্থিত বর্ষ-ভেদ। ৪ অজমীঢ় রাজার পৌত্র। **-মুক্ত** (আচ ১৩।১৫৩) ধৈর্য-রহিত।

ধৃষ্ট (ভা ৭।২।১৮) হিরণ্যাক্ষের পুত্র। ২ (ভা ৮।১৩।২) শ্রাদ্ধদেব-নামক সপ্তম (বৈবস্বত) মনুর পুত্র। ৩ (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) প্রগল্ভ। ৪ (হরি ৫।৫৭) [ঞিধৃষা প্রাগল্ভ্যে +ক্ত] অবিনীত। **-কেতু** (ভা ৯।১৩।১৫) নিমি-বংশীয় সুধৃতির পুত্র। ২ (ভা ৯।১৭।৯) চন্দ্র-বংশ্য সত্যকেতুর পুত্র। ৩ (ভা ৯।২২।৩) চন্দ্রবংশ্য ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৪।৩৮) কৈকেয় ধৃষ্টকেতু বসুদেবের ভগিনী শ্রুত-কীর্তিকে বিবাহ করেন—ইঁহার কন্যা ভদ্রাকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছেন। **-দ্যুম্ন** (ভা ৯।২২।৩) সোমবংশ্য দ্রুপদের পুত্র। দ্রোণাচার্যের অস্ত্র-বিদ্যার শিষ্য ও তাঁহারই হত্যাকারী। **-নায়ক** (উ ১।৪০) অন্যনায়িকার ভোগচিহ্নাদি পরিব্যক্ত হইলেও যে নায়ক নির্ভয় এবং মিথ্যাবচনে দক্ষতা প্রকাশ করেন, তিনিই 'ধৃষ্ট'।

ধৃষ্টি (ভা ৯।২৪।৭) সোমবংশ্য ভজ-মানের পুত্র। ২ প্রগল্ভ, ৩ (ভা ৭।২।১৮) হিরণাক্ষের ঔরসে ও ভানুর গর্ভে জাত অসুর—ধৃষ্ট।

ধৃষ্ণক্ (গোচ পূর্ব ২২।৮৩) প্রগল্ভ, নির্লজ্জ। ২ (গোলী ৯।১০৬) চঞ্চল, ধৃষ্ট।

ধৃষ্ণি—[ধৃষ্+নি] কিরণ। **ধৃষ্ণু** (হরি ৫।৩২২) [ধৃষি+ক্নু] ধর্ষণশীল। ২ প্রগল্ভ, ৩ সহিষ্ণু। ৪ রুদ্রভেদ, ৫ সাবর্ণির পুত্র।

ধেনু (গোলী ১৯।৯৯) নবপ্রসূতা গাভী। **-ক** (ভা ১০।২।১) তাল-বন-পালক কংসানুচর দৈত্য বলদেব-কর্ত্তৃক নিহত। **-ধন্য** (কৃগ ১১৫) কুন্দলতা ও শিখাবতীর পিতা। **-মতী** (ভা ৫।১৫।৩) দেবদ্যুম্নের পত্নী ও পরমেষ্ঠীর মাতা। **-মুদ্রা** (হ ৩।৩৩৫) হস্তদ্বয়ের কনিষ্ঠা ও অনামিকা এবং তর্জনী ও মধ্যমা এই চারি অঙ্গুলিকে পরস্পর মুখে মুখে সংলগ্ন করিলে 'ধেনু-মুদ্রা' হয়। যথা—'দক্ষিণামধ্যমাগ্রেণ সব্যহস্তস্য তর্জনীম্। যোজয়েৎ সব্যমধ্যাস্ত তর্জন্যা দক্ষিণেন বৈ॥ অনামিকাস্ত বামস্য দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া। যোজয়েদ্-ভক্তিমান্ সম্যক্ দক্ষিণাবর্ত্তনেন তু। ধেনুমুদ্রা সমাখ্যাতা সর্বদেবস্য তুষ্টিদা॥"

ধেনুষ্যা (হরি ৭।৬৮৬) [ধেনু+যৎ] ঋণ-পরিশোধের নিমিত্ত উত্তমর্ণের নিকট যে গাভী বন্ধক দেওয়া হয়।

ধৈনুক (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) ধেনু-সমূহ।

ধৈর্য (অকৌ ৫।৫০) অত্যন্ত সুখে বা অত্যন্ত দুঃখেও নির্বিকারতা। ২ (গোভা ৩।৩।৩৯) অভগ্ন-প্রতিজ্ঞা। ৩ (উ ১১।২৬) সর্বপ্রাতিকূল্যেও চিত্তে স্থিরা উন্নতি।

ধৈবত (আচ ১১।১২৪) রাগবিশেষ। তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিত ষষ্ঠস্বর।

ধোয়াপাখলা (চৈচ মধ্য ১২।২০৩) গুণ্ডিচামার্জন।

ধোয়ী (গীগো ১৪) শ্রীজয়দেবের সমসাময়িক কবি, ইনি শ্রুতিধর হইলেও কিন্তু স্বয়ং কবিতা লিখিতে পারেন না।

ধোরণ (ভা ১০।১৩।৬২) বাহন—হস্তী, অশ্ব, রথ, দোলা প্রভৃতি। ২ গমন। **ধোরণি** (চৈনা ৭।৩, মা ৮।৩) [ধোর গতৌ—অনি] পরম্পরা, শ্রেণী। **ধোরণী** (আচ ১৮। ৭৬) ক্ষুদ্র প্রণালী। ২ পরম্পরা। ৩ (শ্যা ৩১) লম্বমান বর্ষুক মেঘ-মালা। **ধোরিত** (গোচ পূর্ব ৩২। ১৩) অশ্বের প্রথমা গতি। [২ বধ, ৩ গতি]।

ধৌত (হরি ৫।৫৬) [ধাবু শুদ্ধৌ+ক্ত] পবিত্র, মার্জ্জিত, শোধিত।

ধৌম্য (ভা ১।৯।২) ধূম্র-মুনির সন্তান। ইনি দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত—উৎকোচক তীর্থে ইঁহার আশ্রম ছিল। পাণ্ডবেরা এই আশ্রমে গিয়া ইঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। [মহাভা° ১।১৮৩, ৪।৪)। ২ (ভা ৬।১৫। ১৪) জ্ঞানোপদেষ্টা ঋষি।

ধৌরেয় (সিন্ধু ২।১।২২৭) ভার-বাহক, বৃষাদি। ২ (উ ১৪।২০) আশ্রয়—বিষ্ণু।

ধ্মাত (মুক্তা ৬।৫৩) তপ্ত, ২ (আচ ১৪।২২৭) শব্দিত। ৩ বাদিত।

ধ্যতীত (গোচ উত্তর ৩৭।১৬৮) বুদ্ধির অগম্য।

ধ্যান (হ ৩।১২৪ টী) ধ্যেয় বস্তুর বিশেষভাবে অনুচিন্তন। ধ্যানে গাঢ়তা থাকে, কিন্তু স্মরণে গাঢ়তার অভাবই দ্রষ্টব্য। ২ (গোভা ৪।১।৮) বিজাতীয় অন্য জ্ঞানদ্বারা বিচ্ছিন্ন না হইয়া একরূপ চিন্তাপ্রবাহ। ৩ (হলী ২।১) তত্ত্বচিন্তা। **ধ্যানস্থান** (হ ৫।৭৮—৮২) প্রাণায়ামে ঋষ্যাদি স্মরণপূর্বক বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হয়। রেচকে রুদ্র, পূরকে ব্রহ্মা এবং কুম্ভকে শ্রীবিষ্ণুই ধ্যেয় দেবতা; ইঁহাদের স্থান স্বগুরু-মুখ হইতে জ্ঞাতব্য। কাহারও মতে পূরকে নাভি-স্থানে ব্রহ্মার, কুম্ভকে হৃদয়ে বিষ্ণুর এবং রেচকে ললাটে রুদ্রের ভাবনাই বিহিত। একান্তি-ভক্তগণ কিন্তু সর্বত্র প্রিয়গণ-বেষ্টিত ভগবানেরই ধ্যান করিবেন। ২ (ভক্তি ২৮৬) মুখ্য ধ্যান ভগবদ্ধামেই করিতে হয়। হৃদয়কমলে ধ্যান কিন্তু যোগিগণ-সম্মত। তন্ত্রে আছে—'স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে' ইত্যাদি। মানসপূজাও ভগবদ্ধামেই কর্ত্তব্য। কামগায়ত্রী-ধ্যানও শ্রীবৃন্দাবনেই কর্ত্তব্য; শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবে সূর্যমণ্ডলে থাকেন না, কিন্তু তেজোময় প্রতিমারূপেই অবস্থান করেন, সুতরাং কামগায়ত্রীধ্যান সূর্যমণ্ডলগত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও তদ্ধামেই চিন্তনীয়। ব্রহ্মসংহিতোক্ত 'গোলোক এব নিবসতি' বাক্যটির তাৎপর্য-বিচারে যাবতীয় ধ্যান ভগবদ্ধামগত হওয়াই সমীচীন। **-মাহাত্ম্য** (হ ৩।১১৬-১২৮) ধ্যান-ফলে পাপ-প্রণাশন, কলিদোষনাশন, সর্বধর্মাধিক্য, মোক্ষ-প্রদত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি, সারূপ্য-লাভ এবং স্বতঃপরম-ফলপ্রাপ্তি হয়।

ধ্যেয়-গুণ (গোভা ৩।৩।১) চিন্তনীয় গুণরাজি দ্বিবিধ হইতে পারে—(১) অঙ্গিনিষ্ঠ, যেমন—সর্বজ্ঞত্বাদি এবং (২) অঙ্গনিষ্ঠ, যেমন—মৃদুমন্দহাস্যাদি।

ধ্রুক্ (বৃ ১২।৭০) শক্র।

ধ্রুব (ভা ৫।৫।২৫) স্থাবর—বি। ২ (ভা ১০।৩৩।৯) তালবিশেষ। গীতাংশবিশেষ, যাহাকে সাধারণতঃ

'ধুয়া' বলে। ৩ (ভা ১০৷৮৭৷৩০) নিত্য, ৪ সর্বাশ্রয়—জী। ৫ স্থিরাস্থ-রাগবান্—প্রবো; ৬ নিত্যমূর্ত্তি—বল। ৭ (ভা ১২৷৫৷৯) নির্বিকার। ৮ (ভগ ২৯) অনন্ত। ৯ (ভাবনা ৪৷৯১) নিশ্চিত, ১০ নক্ষত্রবিশেষ। ১১ (হ ১৭৷১৭২) প্রণব। ১২ (ভা ৬৷৬৷১১) ধর্মপুত্র—অষ্ট বসুর অন্যতম। ১৩ (ভা ২৷৭৷৪৩) রাজা উত্তানপাদের ঔরসে ও সুনীতির গর্ভে জাত মহাভাগবত। ১৪ (ভা ৯৷২০৷৬) সোমবংশ্য অন্তিভারের পুত্র। ১৫ (ভা ৯৷২৪৷৪৬) বসুদেবের পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র। **-ক্ষিতি** (ভা ৪৷৯৷৫) ধ্রুবলোক, ২ প্রলয়েও অবিনশ্বর স্থান। **-গতি** (মুক্তা ৩৷৯) ধ্রুবপদ। **-প্রিয়** (লী ১৯) মন্বন্তরাবতার ও লীলাবতার। **-লোক** (ভা ৫৷২০৷৩৭) সত্যলোকের অন্তর্গত ধ্রুবস্থান-বিশেষ। (সভা ১৷২৫৮) ভগবান্ অজিতের বাসস্থান। **-সন্ধি** (ভা ৯৷১২৷৫) রঘুবংশ্য রাজা পুষ্পের পুত্র ও সুদর্শনের পিতা।

ধ্বংস (ভা ১১৷২৯৷২০) বৈগুণ্যাদি-দ্বারা নাশ—বি।

ধ্বজভূত (হ ৮৷২৩৯) সর্বশ্রেষ্ঠ।

ধ্বজা (ভা ১৷১১৷১২) গরুড়াদি চিহ্নে অঙ্কিত পতাকা-বিশেষ।

ধ্বজাধরা—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের সেবক-বিশেষ। ইঁহারা ভোগের সময় গরুড়ধ্বজ, তালধ্বজ ও পদ্মধ্বজ ধারণ করেন।

ধ্বজিনী (আচ ৩৷১৫) সেনা। **-পাল** (ভা ১০৷৭৬৷১৮) সেনাপতি।

ধ্বনি (ভাবনা ৭৷২৫) শব্দ, ২ ব্যঙ্গ্যার্থ—ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা বোধ্য বস্তু। (শেষ ৩৷১-৩) 'বাচ্যাতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে ধ্বনিস্তৎকাব্যমুত্তমম্'। বাচ্য (অভিধা) শক্তি হইতে অধিক-চমৎকারযুক্ত ব্যঙ্গ্য অর্থে ধ্বনিত হয়—এই ব্যুৎপত্তিতে ধ্বনি-শব্দে উত্তম কাব্যই লক্ষ্যীভূত। লক্ষণা ও অভিধামূলা-ভেদে ধ্বনিও দ্বিবিধ। বাচ্যার্থ স্বরূপ প্রকাশ করত ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশক হইলে অভিধামূল ধ্বনি এবং বাচ্য বাধিত-স্বরূপ হইলে লক্ষণামূল ধ্বনি হয়। বাধ্য-বাচ্যের দুই ভেদ—অর্থান্তর-সংক্রমিত বাচ্য ও অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্য। যেস্থলে স্বয়ং অনুপযোগী মুখ্যার্থ (কোনও বাধা পাইয়া স্বান্বয়বোধে অসমর্থ হইয়া) উপাদান-লক্ষণায় পর্যবসিত হয়—তাহাই অর্থান্তর-সংক্রমিত বাচ্য। যেস্থলে কিন্তু মুখ্যার্থ সর্বথা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণ-লক্ষণায় পর্যবসিত হয়—তাহাই অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ধ্বনি। অবাধ্য বাচ্যের ভেদাদি 'বিবক্ষিতান্য-পর বাচ্য'শব্দে দ্রষ্টব্য। ৩ (অকৌ ১৷২) নাদব্রহ্ম। **-কার** (শেষ ৩৷১৬) অভিনব গুপ্ত।

ধ্বস্তমহি (ভা ১০৷১৩৷৫৩) যাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য তিরস্কৃত হইয়াছে।

ধ্বস্তস্তম্ভ (ভা ১০৷২৭৷১৩) নষ্টগর্ব।

ধ্বস্তাঙ্ক (বিনা ৩৷৩১) কলঙ্কহীন।

ধ্বাঙ্ক্ষ (চৈত ১০৷৪৭৷১৭) কাক। **-তীর্থ** (ভা ১২৷১২৷৩৭) কাকতুল্য কামী নরগণের রতিস্থান।

ধ্বান (গোলী ২২৷২২) ধ্বনি, শব্দ।

ধ্বানেষু (বিনা ৬৷১২) শব্দবাণ।

ধ্বান্ত (ভাবনা ৯৷২৮) অন্ধকার। **-বিত্ত**—খদ্যোত। **-শাত্রব**—সূর্য, ২ চন্দ্র, ৩ অগ্নি। ৪ শ্বেতবর্ণ।

ন

ন (গোপা ৪) [ব্য] নিষেধ, ২ উপমা, ৩ ভৃশ, ৪ নিত্য, ৫ সংশয়, ৫ কৌশল, ৬ ক্ষেপ, ৭ প্রবেশ, ৮ উপরম প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত। নঞ্ ছয় অর্থে ব্যবহৃত, (১) তৎ-সাদৃশ্য—অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-সদৃশ ক্ষত্রিয়াদি। (২) অভাব—অঘট, (৩) তদন্যত্ব—অপট, (৪) তদল্পতা—অনুদরী কন্যা, (৫) অপ্রাশস্ত্য—'অপশবো বৈ অন্যে গোঽশ্বেভ্যঃ' এই বাক্যে গো ও অশ্ব ভিন্ন পশুর অপ্রশস্ততা এবং (৬) বিরোধ—অসুর।)

ন-কলিকা (বিরু ৭৪) দ্বিগাদিগণবৃত্ত কলিকার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া কেবলমাত্র ন-গণেই রচিত কলিকা; যথা—কুসুম-নিকর-রচিত-চিকুর, কিরণ-বিজিত-মধুর-মুদির।

নকারী (হব ১৩৮৷৩০) অকর্তা—নীল।

নকুল (ভা ১৷৭৷৫০) পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র। ইনি মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনী-

কুমারের বীর্যে জাত। [২ বেজী, ৩ শিব, ৪ কুলরহিত]।

নকেবল (চৈকা ১৯।৪৫) পূর্ণ।

নক্ত (ভা ৫।১৫।৬) পৃথুসেনের পুত্র ও গয়ের পিতা। ২ (হ ১২।৩৯৭) রাত্রি। **-ব্রত-ব্যবস্থা** (হ ১২।৯৭—১০০) রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন, অন্নব্যতীত অন্য দ্রব্য, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য বা বায়ু—উত্তরোত্তর প্রশস্ত এই সব দ্রব্য উপবাসদিনে গ্রাহ্য। উপবাস হইতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন, ভিক্ষান্ন হইতে অযাচিত দ্রব্য, তাহা হইতে নক্তব্রত শ্রেষ্ঠ।

নক্র (মালা গোবিন্দ ২৫) কুম্ভীর।

নক্ষত্র (লনা ৯।১০) তারকা। ২ মুক্তাময় হারভেদ। **-কল্প** (ভা ১২।৭।৪) অথর্ববেদাচার্য। **-নেমি** (সুধা ৬০) শিশুমারচক্রে নিবদ্ধ নক্ষত্রগণকে তদন্তর্যামিরূপে ভ্রমণ-কারক। **-মালা** (গোচ পূর্ব ২৩।৮৫) মণিহার, ২ তারকাশ্রেণী। ৩ হস্তির মালা। **-সূচক** (বিপু ২।৬।১৭) নক্ষত্র-গণক। **নক্ষত্রী** (সুধা ৬০) নক্ষত্রগণের নিয়ামক, ২ প্রশস্ত নক্ষত্রের অভিব্যক্তি-কারক। **নক্ষত্রেশ** (গোচ পূর্ব ৬।৭) চন্দ্র।

নখ (চৈত ১০।৫৭।১৯) নখর। ২ 'নারাচ'-নামক লৌহাস্ত্রবিশেষ। ২ (বির ২১—২৪) সলক্ষণ চণ্ডবৃত্তের অবান্তর ভেদ। ইহার বিংশতি ভেদ যথা—(১) রণ, (২) বীরভদ্র (৩) অপরাজিত (৪) পুরুষোত্তম, (৫) বর্দ্ধিত, (৬) বেষ্টন, (৭) সমগ্র, (৮) অচ্যুত, (৯) মাতঙ্গখেলিত, (১০) উৎপল (১১) কন্দল, (১২) কল্পদ্রুম, (১৩) অস্খলিত, (১৪) তুরঙ্গ, (১৫) গুণরতি, (১৬) পল্লবিত, (১৭) তরৎসমস্ত, (১৮) কাশ, (১৯) তিলক এবং (২০) যতিনর্ত্তন।

নখংপচ [আচ ১১।২) [নখান্ পচতি তাপয়তীতি] নখসমূহের তাপপ্রদ [যবাগূ]। **'জাহ** (হরি ৭।৮৭৩) নখমূল। **-রঞ্জনী** (পদ্যা ২০) নরুণ। **নখর-ব্রণ** (গোচ পূর্ব ২৭।২২) নখক্ষত। **নখরাস্ত্র** (মুক্তা ৮৮) নখরূপ অস্ত্র। ২ নারাচ অস্ত্র।

নখাঘাত—সুরতকালে নায়ক-কর্ত্তৃক নায়িকার বিশেষ বিশেষ অঙ্গে অথবা তাহার বিপর্যয়ে পরিহাসার্থ নখরদ্বারা আঘাত। কামশাস্ত্রে উক্ত স্থানগুলি, যথা—'নখাঘাতঃ প্রদাতব্যো যথা স্থানানি নর্মসু। পার্শ্বয়োঃ স্তনয়োশ্চৈব উরৌ চৈব নিতম্বকে॥ কক্ষস্থলে চ কক্ষান্তে কপালে বাহুমূলকে। গ্রীবায়াং কণ্ঠদেশে চ নখাঘাতং সমাচরেৎ। তথা সর্বশরীরেষু নখং দদ্যাচ্ছনৈঃ শনৈঃ॥'

নখাঙ্ক—নখাঘাত-চিহ্ন।

নখী সিংহ, ২ ব্যাঘ্র, ৩ মহানখযুক্ত, ৪ স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য-বিশেষ।

নগ (ভা ১১।১২।৭) বৃক্ষ, ২ পর্বত। **-কলন** (মালা গোবি ১৬) গিরিধর।

নগর-ঘাত (হরি ৫।২৫৪) [নগর—হন্+অণ্] হস্তী। ২ নাগরিক-গণের হত্যা।

নগরাজ (আচ ১৫।২৬০) পর্বতশ্রেষ্ঠ, ২ গ্রাম্য ছাগ।

নগাত্মজা (আচ ১৫।৩১৬) পার্বতী।

নগ্ন (ভা ৪।১৯।২৫) জৈন —স্বামী। ২ (হ ৪।১৪৭-৪৯) মলিনবস্ত্র, অর্দ্ধবস্ত্র, দ্বিগুণবস্ত্র, রক্তপট, স্যূতবস্ত্র ও তৈলাক্তবস্ত্রধারণ-কারী এবং দ্বিকচ্ছ, অচ্ছুত্তরীয় ও বস্ত্রবিহীন লোককে নগ্ন (উলঙ্গ) কহে। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কোনও কর্মেই নগ্ন ব্যক্তির অধিকার নাই। **নগ্নঙ্করণী** (গোচ পূর্ব ১৮।৩৬) যে নগ্ন করে।

নগ্নজিৎ (ভা ১০।৫৮।৩২) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যার পিতা কোশলরাজ। ২ জিনগণের বিজেতা—সনা।

নগ্নিকা (আচ ১২।১০৪ টী) অষ্টবর্ষা কন্যা। ২ অজ্ঞাত-রজস্কা কন্যা।

নঙ্গ [নং বন্ধনং গচ্ছতীতি] উপপতি।

নচিকেতা (গোভা ১।২।১১) গৌতমবংশীয় বাজশ্রবার পুত্র। কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা নচিকেতাকে যমের বাড়ী পাঠাইতে বলেন। পিতৃসত্যপালনের জন্য তিনি যমের গৃহে গিয়া তিন দিন পরে যমের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। যমের নিকট হইতে তিনি তিনটি বরলাভ করেন—প্রথম বরে পিতার প্রসন্নতা, দ্বিতীয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়—অগ্নিবিদ্যা এবং তৃতীয় বরে মৃত্যুর পরে আত্মার অবস্থা। তৎপরে তিনি পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। [কঠোপ°]

নচিরেণ (গীতা ৫।৬), **নচিরাৎ** (গীতা ১২।৭) [ব্য] অচিরে।

নচেৎ [ব্য] তাহা না হইলে।

নট (ভা ১১।৩।১৯) ইন্দ্রজালবেত্তা। ২ (আচ ১।১৩১) নর্ত্তক, ৩ শোণালু বৃক্ষ। ৪ (আচ ২০।৫।১) হনুমন্মতে দীপক রাগের রাগিণী। সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগ-বিশেষ। লক্ষণ—তুরঙ্গমস্কন্ধ-নিবদ্ধরাগঃ, স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণ-গাত্রঃ, সংগ্রামভূমৌ বিচরণ্ ধৃতাসি,-নটোঽয়মুক্তঃ কিল কাশ্যপেন'॥

নটক(ভাবনা ৬।৬৬) নর্ত্তক। **নটচর্য্যা** (ভা ১।১।৩৭) নাট্যকৌশল। **নটন** (গোলী ১।৩।১১১) পুরুষনৃত্য। ২ (গোলী ৩।২০) আন্দোলন। ৩ (হ ৮।২৬৪) অভিনয়। ৪ [নাটয়তি নর্ত্তয়তীতি] বাদ্য। **নটবর-বেশ** (সা ২) খণ্ডিত বিখণ্ডিত শ্বেত, নীল, বসন্ত ও অরুণ-বর্ণ-বস্ত্রাদি যথাযথ সন্নিবেশ করত উজ্জ্বল এবং প্রচুর রঙ্গভঙ্গিক্রমে শৃঙ্গার করিলেই 'নটবর-বেশ' হয়। ২ শ্রীনীলাচলে অক্ষয়তৃতীয়ার পরে (শুক্লাদ্বাদশীতে) শ্রীজগন্নাথের বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমদন-মোহন এই বেশে চন্দনযাত্রায় নরেন্দ্র-সরোবরে যান। **নটী** (কৃগ ২২) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীর ভগ্নী। অন্য নাম—সুবর্চ্চেনা। ২ (নাচ ২৯) সূত্রধারের পত্নী। **নটীভাব** (গোচ উত্তর ৩৪।৪৫) চাঞ্চল্য।

নড়কীয় (হরি ৭।৪১৪) নলযুক্ত দেশ। **নড়শ** (হরি ৭।৩৯২) নল-প্রচুর [নদ]। **নড্‌বল** (হরি ৭। ৪।১১) নল-বহুল দেশ। **নড্‌বলা** (ভা ৪।১৩।১৫) চাক্ষুষ মুনির পত্নী ও অগ্নিষ্টোমাদির মাতা। **নড্‌বান্** (হরি ৭।৪০৮) নল-বহুল দেশ।

নত (মালা ত্রি ৩) নমস্কৃত। ২ (আচ ১।১১৭) নম্র, ভক্ত। **নত-ত্র** (চৈকা ১৯।২৯) শরণাগত-পালক। **নতি** (উ ১৫।১২২) সহেতুক মান-প্রশমন-কল্পে নায়ক-কর্ত্তৃক নায়িকার চরণে দৈন্যাবলম্বনপূর্ব্বক পতন। [২ স্বাপকর্ষ-বোধক ব্যাপার, করশিরঃ-সংযোগাদি]।

নদন (আচ ১৫।৬৩) বাক্য।

নদী (ছ পরি ৩১) প্রতিপাদে চতুর্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **নদীন** (আচ ১৫।২০) সমুদ্র, ২ বরুণ। ৩ (আচ ৫।২৫) দারিদ্র্যশূন্য। **নদীনাথ** (গোচ উত্তর ২।২৬) সমুদ্র। **নদীমাতৃক** (উ ১৪।১৮০) নদীজল সম্পন্ন-শস্যমণ্ডিত দেশ। **নদীষ্ণ** (হরি ৫।৪৬৬) [নদ্যাং স্নাতুং জানাতি স্না। ক] নদীস্নানে কুশল, ২ নদীর বিশেষজ্ঞ, ৩ অভিজ্ঞ। **নদীসুত** (হব ২।৮৪।৬৯) ভীষ্ম। **নদেশ** (মালা মুমু ১৬) সমুদ্র।

নদ্ধ (গোচ উত্তর ১৯।৪৬) বদ্ধ।

নদ্ধ্র (হরি ৫।৩৬৪) [নহ বন্ধনে+ ষ্ট্রন্] বন্ধন-সাধন, রজ্জু।

নদ্ধ্রী (হরি ৫।৩৬৫) [নহ+ষ্ট্রন্ ঙীপ্] বন্ধন-রজ্জু, ২ চর্ম্মপাশ।

ননন্দৃ, ননান্দৃ (ভা ১২।৩।৩৪) ভর্ত্তার ভগিনী।

ননু [ব্য] প্রশ্নে, ২ অবধারণে, ৩ বিনয়ে, ৪ আমন্ত্রণে, ৫ বাক্যারম্ভে, ৬ আক্ষেপে।

ননু চ [ব্য] বিরোধোক্তিতে।

নন্দ (ভা ৬।৭।৩৯) ভগবৎপার্ষদ। ২ (ভা ৯।২৪।৪৮) বসুদেবের পত্নী মদিরার গর্ভজাত পুত্র। ৩ (ভা ১০। ৫।২০) বসুদেবের পিতা শূরের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত গোপ—শ্রীকৃষ্ণের পিতা। (কৃগ ২৩-২৪) ইনি স্থূলোদর, চন্দনকান্তি, ইঁহার বসন বন্ধুজীব (বাঁধুলি) পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, কূর্চ (শ্মশ্রু) শ্বেত-কৃষ্ণমিশ্র বর্ণ, দেহটি দীর্ঘাকার। ৪ (ভা ১২।১। ৮) মগধরাজ মহানন্দির পুত্র। ৫ (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ পর্বত। ৬ (আচ ৭।১০) সমৃদ্ধি। ৭ (গীগো ১।২) [নন্দয়তীতি] সখী। ৮ আনন্দপ্রদ—প্রবো। ৯ হর্ষ, ১০ বিষ্ণু [সহস্রনাম]। **নন্দক** (আচ ১৩।৭১) সমৃদ্ধিকারক। ২ (গোচ উত্তর ১৯।৪১) আনন্দকর, ৩ খড়্গবিশেষ। [৪ কুলপালক। ৫ ভেক]। **নন্দকী** (সুধা ১২০) বিজ্ঞানাত্মক নন্দক-নামক অসিধারী, বিষ্ণু। **°গোকুল** (ভা ১০।২।৭) গোকুল, মহাবন। **-গোপ** (ভা ১০।২২।১৪) মহারাজ শ্রীনন্দ। **-গৃহ** (মথুরা ৪৪৩) নন্দীশ্বর। **-থু** (যাম ৫।৩) আনন্দ। ২ (আচ ১৪।২৪০) সমৃদ্ধি। **নন্দন** (ভা ৫। ২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ পর্বত। ২ (ভা ৫।১৬।১৪) মেরুপর্বতস্থিত বন। ৩ (আচ ৮।১৩৮) স্বর্গোদ্যান। ৪ (হ ২০।২৪৫) বিংশ-অণ্ডকবিশিষ্ট প্রাসাদ। ৫ (সুধা ৬৯) [পুত্ররূপে] আনন্দদাতা। ৬ (ছ ২।১৪৫) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৭ (গোচ পূর্ব ৩।১২৪) আনন্দ। ৮ (কৃগ ৩৭—৩৮) শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত, ইঁহার বর্ণ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় এবং বস্ত্র —চণ্ডাত (করবীর) পুষ্পবৎ। পিতা —পর্জ্জন্য, মাতা—বরীয়সী, পত্নী—অতুলা। ৯ (রত্না ৫।২৭০) তাল-বিশেষ। [১০ পুত্র, ১১ ভেক]। **°নন্দন** (লী ৬৪) শ্রীবসুদেবগৃহে ভগবান্ একাই আবির্ভূত হইয়াছেন, আর শ্রীনন্দালয়ে স্বয়ং ও মায়া আবির্ভূত হন। বসুদেব মায়ার পরিবর্ত্তে নিজ পুত্রকে শয্যায় রাখিলে তখন বসুদেব-পুত্র নন্দপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন [বৈষ্ণব-তোষণী]। **-নিদেশ** (গীগো ১।১) [নন্দয়তীতি নন্দঃ স চাসৌ নিদেশ-

শেতি] সখীবাক্য। **নন্দনেশ্বর** (আচ ১৬।৫) ইন্দ্র। °**পত্নী-প্রিয়সখী** (বৃভা ১৬।৬৯) দেবকী।
নন্দয়ন্ত (হরি ৫।৩৭১) [টুনদি সমৃদ্ধৌ+অন্ত] আনন্দকৃৎ। ২ (গোচ পূর্ব ১২।২৯) আনন্দিত। [৩ পুত্র]।
নন্দব্রজ (ভা ৩।২।২৬) নন্দালয়। **-কুমারিকা** (ভা ১০।২২।১) গোপ-রাজ নন্দের ব্রজে স্থিতা কুমারিকা (এই অর্থে সাক্ষাৎসম্বন্ধরহিত কন্যাগণই বোদ্ধব্য, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণে পতিত্বের অযোগ্যা তাঁহার পিতৃব্য-কন্যাদি পরিহৃত হইল)। ২ (নন্দতি হৃষ্যতীতি নন্দো ব্রজো যাভ্যস্তাঃ) যাহাদের দ্বারা ব্রজ আনন্দময় হইয়াছে, সেইসব কন্যা—এই অর্থে সর্বথাই শ্রীভগবৎপরিগ্রহ-যোগ্যা কন্যাগণই ধ্বনিত।
নন্দা (ভা ৪।৬।২২) গঙ্গা, ২ (ভা ৫। ২০।১০) শাল্মলীদ্বীপস্থা নদী। ৩ (ভা ৮।৪।২৩) হেমকূটের অদূরবর্ত্তী নদী। ৪ (হ ১২।২২১) প্রতিপৎ, ষষ্ঠী ও একাদশী। ৫ (কৃগ ২৫০) সম্মোহন-তন্ত্রমতে শ্রীরাধাসখী।
নন্দাই (গৌগ ১৩৯) পূর্বলীলায় নীর-সংস্কারকারী 'বারিদ'।
নন্দি (ভা ৬।৬।৬) ধর্মপত্নী যামির গর্ভজাত স্বর্গের পুত্র। ২ (ভা ৩। ২৪।২৪) হর্ষ। ৩ (কৃগ পরি ২২) শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ। **নন্দিগ্রাম** (ভা ৯।১০।৩৬) শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমনে তাঁহার পাদুকা লইয়া ভরত যেস্থানে রাজত্ব করেন। **নন্দিঘোষ** (গৌকৃ ১১।৪৯) রথ, ২ আনন্দজনক-শব্দপূর্ণ। **নন্দিত** (যাম ১৯) আনন্দ। ২ (মালা সুধাসত্র ৯) সহর্ষ।
নন্দিনী (কৃগ ৩৯—৪০) শ্রীনন্দ-মহারাজের সহোদরা। ২ (গৌগ ৮৯) শ্রীসীতাদেবীর সহচরী —পূর্বলীলায় 'জয়া'। ৩ (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা। ৪ (হ ৪।১০৪) গঙ্গা। ৫ (ছ ২।৯৬) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দো-বিশেষ। **নন্দিনী মঠ**—শ্রীক্ষেত্রে মার্কণ্ডেশ্বর পল্লীতে অবস্থিত গৌড়ীয় মঠ। **নন্দিবর্ধন** (ভা ১২।১।৩) মগধরাজ রাজকের পুত্র। ২ (ভা ১২।১।৬) মগধরাজ অজয়ের পুত্র। ৩ (ভা ৯।১৩।১৪) সূর্যবংশ্য উদাবসুর পুত্র। ৪ (ভা ৪।১৬।১৬) সুখ-বর্দ্ধক। ৫ (হ ২০।১৪৫) দেব-মন্দিরবিশেষ—যাহা ভূমির পরিমাণ হইতে একসপ্তমাংশ উচ্চ করিয়া নির্মিত হয়। ৬ (রত্না ৫।২৯৭৬) তাল-বিশেষ।
নন্দী (বৃভা ২।৩।৬১) শ্রীশিবানুচর, ২ ভগবদংশ-সম্ভূত নন্দিনামা বৃষভ। ৩ দুর্গা। ৪ (গোবি ১০২) সমৃদ্ধিকর। ৫ (সুধা ৭৩) ব্রজনাথ নন্দ যাঁহার পিতা। **নন্দীঘোষ** (মুক্তা ৫৪৯) শ্রীকৃষ্ণরথ। **নন্দীশ্বর** (বৃভা ২।৩।৫৫) শ্রীশিবের সেবক-প্রধান ও বাহন। ২ (ভাবনা ১৮।৯) শিব। ৩ (মালা প্রেমেন্দু ১৫) নন্দরাজধানী।
নন্দ্যাবর্ত্ত (হ ৭।৬০) পিণ্ডীতগর পুষ্প। ২ (উ ৪।২৪) অঙ্গুলির অগ্র-ভাগে চক্রাকার চিহ্ন-বিশেষ।
নপাৎ [ন পাতয়তি পাতি+ক্বিপ্] অপাতক, ২ পুত্র, ৩ [পা রক্ষণে+শতৃ] অরক্ষক।
নপুংসক (হরি ৪।৭) ক্লীব।
নপ্তা (ভা ১।১৫।১৬) ভূরিশ্রবা—কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুন ইঁহার বাহুচ্ছেদ করেন এবং সাত্যকি তাঁহাকে বধ করেন। ২ পুত্র বা কন্যার পুত্র।
নপ্ত্রী (বিনা ১।৩১) পুত্র বা কন্যার কন্যা।
নভঃ (আচ ৭।১৮৪) শ্রাবণমাস। ২ (ভাবনা ৪।৩১) আকাশ। [৩ মেঘ, ৪ জল, ৫ ঘ্রাণ, ৬ বর্ষ, ৭ পিক্‌দানী]। **-সঙ্গম** (আচ ১১। ৮৭) পক্ষী। **-সভ্য** (গোচ পূর্ব ৫।৪) দেবতা। **-সরিৎ**—গঙ্গা।
নভ (ভা ৯।১২।১) সূর্যবংশ্য কুশের পুত্র। [২ হিংসক, ৩ শ্রাবণমাস, ৪ আকাশ]। **নভগ** (ভা ৮। ১৩।২) সপ্তম মনু বৈবস্বতের পুত্র। [২ গগন-গামী, ৩ ভাগ্যহীন]। **নভস্তল** (ভা ২।১।২৭) ভুবর্লোক। ২ (গোলী ৭।২৩) আকাশ।
নভস্য (হরি ৭।৭০৩) ভাদ্র মাস। ২ গগনজাত। **নভস্বতী** (ভা ৪। ২৪।৫) অন্তর্ধানের পত্নী। **নভস্বান্** (ভা ১০।৫৯।১২) মুর-পুত্র, নরকাসুর-পক্ষীয় অসুর। ২ (হ ১।৩১) বায়ু। **নভাঃ** (হরি ৭।৭০৩) [নভাংসি মেঘাঃ সন্ত্যত্র] শ্রাবণ মাস।
নভোগ (আচ ১৩।৪৯) শ্রাবণ-মাসগামী, ২ আকাশচারী, ৩ ভোগ-হীন। **নভোগুণ** (ভা ২।২।২৯), **নভোলিঙ্গ** (চৈত ১।৭।২৬) শব্দ।
নমঃ (ভক্তি ২৩৬) কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব-নিষেধ। পাদ্মে—'অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ। তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্র্যং প্রতি-

ষিধ্যতে॥' **নমন** (আচ ১৩।৯৩) নম্রতা। **নমস্কার** (উ ১।১) স্বাপকর্ষানুকূল ব্যাপার-বিশেষ।
নমস্কার-মুদ্রা (হ ৬।৪৪) নাভি, হৃদয়, ললাট ও করসম্পুটদ্বয়ে মিলিত হইয়া 'নমস্কার মুদ্রা' হয়।
নমস্য (চন্দ্রা ৫৮) আদরের সহিত ভজনীয়। ২ (হ ১১।৬৮১) দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ মহাজন এবং বয়সে, বিদ্যায় ও জাতিতে বৃদ্ধ ও আচার্যগণকে ত্রিসন্ধ্যা নমস্কার করিবে।

নমুচি (ভা ৬।৬।৩২) বৃত্রাসুরের সহচর অসুর। (ভা ৮।১০।১৯, ৩০) দেবাসুরযুদ্ধে ইঁহার সহিত অপরাজিতের সংঘর্ষ হয়। ইনি ইন্দ্রহস্তে নিহত হন। এই নমুচি স্বর্ভানুর কন্যা সুপ্রভাকে বিবাহ করেন। **-রিপু** (সিন্ধু ২।১।২৫৪), **-সূদন** (আচ ১৫।১৯) ইন্দ্র।

নয় (স্তব ৮।১১) কর্তব্যাকর্তব্য-সূচক নীতি। ২ (হ ৮।৪২০) তর্কশাস্ত্র, নীতি। ৩ (উ ৩।২৫) পরিপাটী। ৪ (নিবি ৩৯) দ্যূত-বিশেষ। ৫ (গোলী ২২।২২) অভিনয়। ৬ (ভা ১১।২২।২৬) যুক্তি।
নয়ন (গোচ উত্তর ৩৩।৮৬) প্রাপ্তি, ২ (গোচ পূর্ব ২৩।২৫) দর্শন, ৩ (ভা ১০।৫০।৩৩) নীতি, ৪ (আচ ২২।৩৫) চক্ষু, ৫ গ্রহণ। **-ভঙ্গি** (চৈচ মধ্য ৮।১৯৩) কটাক্ষ।
নয়-নোদক (আচ ১৮।১৬৩) নীতি-খণ্ডক। **-বিরোধ** (চৈত ৬।১৬।৩৩) করণ, অকরণ ও অন্যথাকরণে সামর্থ্য।
নয়োত্তর (বিন্দু ২) নীতিকুশল।

নর (বৃভা ২।৪।১৫৫) বদরিকাশ্রমে তপোরত ধর্ম-নন্দন শ্রীনারায়ণের অনুজ। ২ (ভা ৯।২১।১) জয়ের পুত্র। ৩ (ভা ৮।১।২৭) তামস-মনুর পুত্র। ৪ (ভচ ২।৮) মাতৃকা-ন্যাসে ঐ-বর্ণের মূর্তি। ৫ (সুধা ৩৯) [ন রীয়তে ক্ষীয়তে ইতি] নির্বিকার বিষ্ণু। ৬ (হরি ৩।৭৩) দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্বভাগ, অপর নাম—অভ্যাস, খি। ৭ (হব ১।১।১) অনাদি অবিদ্যাবান্ জীব।

নরক (ভা ৩।৩০।২৯) পাপভোগস্থান। ২ (ভা ১১।১৯।৪০) তমোগুণের উদ্রেক। ৩ (ভা ৮।১০।৩০) অসুরবিশেষ। শ্রীবরাহদেবের ঔরসে ও পৃথিবীর গর্ভে জন্ম হয়। বেণের সঙ্গে দুরাচারী হইলে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিহত হয়। ৪ (নাগ ৩৮) নরগণের সুখ অর্থাৎ সার্বভৌমত্বাদি মানুষ আনন্দ। **নরতীর্থ** (মথুরা ২৬২) মথুরায় অবস্থিত যমুনার অন্যতম ঘাট। **নরক-দ্বার** (গীতা ১৬।২১) কাম, ক্রোধ ও লোভ।
নর-দারক (ভা ১০।১২।১১) নরত্বের বিদারক জীবত্বনাশক মুক্তিপ্রদ। ২ নরকলত্রগণের সুখস্বরূপ, ৩ লৌকিক সুন্দরকুমারবৎ প্রতীয়মান—সনা। ৪ (বৃভা ২। ৭। ১২১) কিশোর অর্থাৎ বিচিত্রবেশে ভূষিত পরমমনোহর নববধূর বর। ৫ মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়বিদারক অথবা প্রেমবিশেষ-বিস্তারণে প্রস্ফুটন-কারী। ৬ (চৈত ১০।১২।১১) [নৃ নয়ে+অণ্] নয়-খণ্ডক, ৭ [নৃ বিক্ষেপে] বিক্ষেপ-নাশন। °**দেব** (গোচ উত্তর ৯। ৩২) রাজা। **-নারায়ণ** (ভা ১। ৩।৯) ভগবদবতার-স্বরূপ ঋষিদ্বয়—ইঁহারা ধর্মপ্রজাপতির ঔরসে মূর্তি-দেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। বদরিকাশ্রমে তপশ্চর্যায় নিরত আছেন। **-নারায়ণাশ্রম** (চৈভা মধ্য ৩।১০৮) বদরিকাশ্রম। **-পশু** (ভা ৬।১৬।৩৮) মানবাধম। **-পুঙ্গব** (গীতা ১।৫) নরশ্রেষ্ঠ। **-ভুজলায়ন** (ভা ১০।১৪।১৪) নরের উৎপত্তি ও জলের আশ্রয়—জী। ২ মহদাদি তত্ত্বসমূহে ও জলে [কারণসমুদ্রে] অবস্থিত প্রথম পুরুষ। **-মতি** (ভক্তি ১০৫) প্রাকৃত দর্শন, মর্ত্যবুদ্ধি। **-মিত্র** (ভা ৯।২২।৩২) পাণ্ডুর চতুর্থ পুত্র নকুলের ঔরসে ও করেণুমতীর গর্ভে জাত পুত্র। **-লোক** (গীতা ১১।২৮) পৃথিবী। **-বৈদুর্য** (ভা ১০।৫৫।৩১) পুরুষরত্ন। **-সখ** (ভা ১০।৬৯।১৬) নারায়ণ। **-সিংহ** (ভা ৫।১৮।৮), **-হরি** (ভ ৫।১৮।৭) হরিবর্ষে পূজিত শ্রীভগবান্—প্রহ্লাদের ইষ্টদেব।

নরাকার পশু (ভক্তি ৩৫) হরি-বিমুখ মানব।
নরাকৃতি পরব্রহ্ম (লী ৫৬) শ্রীভগবানের দ্বিভুজ-মূর্তি।
নরান্তক (ভা ৯।১০।১৮) রাবণের পুত্র রাক্ষস। [২ নরনাশকমাত্র]।
নরাবেশ (কৃষ্ণ ২৯) অর্জুন, ইহাঁতে নর-নামক ঋষির প্রবেশ-হেতু ইঁহার নাম—'নরাবেশ'।
নরিকা (হরি ৭।৭০) [নরান্ কায়তি শব্দায়তীতি ক—আপ্] জনগণের আহ্বান-কারিণী। ২ [নরান্ কাময়ত ইতি ড—আপ্] নরগণের বাঞ্ছাকারিণী।
নরিষ্যন্ত (ভা ৯।২।১৯) সপ্তম মনু

বৈবস্বতের পুত্র।

নরেঙ্গিত (চৈনা ২।৩৪) কোনও প্রস্তাবের কথা-সমকালে তদনুকূল সহসা উত্থিত অথচ অন্যার্থে প্রযুক্ত বাক্য।

নরেতর (ভা ৩।১৩।৫২) পশু। ২ (ভা ৪।৬।৭) দেব।

নরোত্তম (ভা ১।২।৪) পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। ২ (ভা ১।২৩।২৬) নরশ্রেষ্ঠ—ভক্তিবিবেকী, যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা অন্যের উপদেশে নির্বেদ-প্রাপ্ত হৃদয়ে শ্রীহরির জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন—তিনিই নরোত্তম। ৩ (হব ১।১।১) নর=জীব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, তাঁহা হইতে উত্তম, সুতরাং হিরণ্যগর্ভাদি হইতেও উৎকৃষ্টতর অন্তর্যামী—নীল।

নর্ত্তক (ভা ১১।১১।১৭) তালাদির অনুসারে নৃত্যকারী, নৃত্যশিল্পী।

নর্ত্তক গোপাল (চৈচ মধ্য ৯।২৪৬) উড়ুপী হইতে সপ্তক্রোশ দক্ষিণে অদ্দারগ্রামের জনৈক নাবিক দ্বারকা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে শূন্য নৌকায় কিঞ্চিৎ ভারার্পণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ড তত্রত্য গোপীসরোবরের তট হইতে স্বনৌকায় স্থাপন করেন। সমুদ্রপথে মালুপীমন্দিরের নিকটে তাঁহার সেই চলন্ত নৌকাই চড়ায় ঠেকিয়া গেল। সমুদ্রের উপকূলে স্থিত শ্রীমধ্বাচার্যের নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি বস্ত্র-সঞ্চালন করত নৌকাকেও চালিত করেন। নাবিক তাঁহাকে একখণ্ড গোপীচন্দন দিলে তন্মধ্যে অপূর্বদর্শন শ্রীশালগ্রামরূপী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকট হন। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য তাঁহাকে উড়ুপীতে স্থাপন করেন।

নর্ত্তকালঙ্কৃতি (মালা ছ ১১) নটবরবেশ।

নর্দ (গোচ উত্তর ৩৭।২১৫) শব্দ।

নর্দটক (ছ ২।১৩৫) প্রতিপাদে সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

নর্দন (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) শব্দ।

নর্ম (আ ১৬) পরিহাস, ২ কেলি, ৩ কেলি-প্রারম্ভ। ৪ (নাচ ১১১, ৪৭০-৯২)। শৃঙ্গার-রসভূয়িষ্ঠ, প্রিয়-চিত্তের অনুরঞ্জক, অগ্রাম্য পরিহাসকে নাট্যশাস্ত্রে 'নর্ম' কহে। ইহা ত্রিবিধ—শৃঙ্গার-হাস্যজ, শুদ্ধহাস্যজ ও ভয়হাস্যজ। প্রথমটি আবার ত্রিবিধ—সম্ভোগেচ্ছা-প্রকটন, অনুরাগ-নিবেদন ও কৃতাপরাধ প্রিয়জনের ভেদ-সাধন। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার বাক্যে, বেশে ও চেষ্টায় তিন প্রকার হইতে পারে। শুদ্ধহাস্যজ নর্মও বাচিক, বৈশিক ও চৈষ্টিক-ভেদে তিন প্রকার। ভয়হাস্যজ নর্ম প্রথমতঃ মুখ্য ও অঙ্গ-ভেদে দ্বিবিধ, প্রত্যেকটি আবার বাচিক, বৈশিক ও চৈষ্টিক হিসাবে তিন প্রকার। সর্বসমেত নর্মসংখ্যা আঠার প্রকার। [শৃঙ্গারহাস্যজ ৯, শুদ্ধহাস্যজ ৩ এবং ভয়হাস্যজ ৬]। **-গর্ভ** (নাচ ৪৯৭) নায়ক বা নায়িকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আচ্ছাদনপর (গোপনীয়) ব্যাপার-বিশেষকে নাট্যশাস্ত্রে 'নর্মগর্ভ' বলে। **-গোষ্ঠী** (মালা কেশবা° ৩) কৌতুকপূর্ণ আলাপ। ২ পরিহাস-সভা। **-দ** (ভা ১০।৩৫।৫) সুখ-দাতা—সনা। ২ উপহাসকর্ত্তা—বি। **-দা** (উ ১৪।১৭৭) রেবা নদী, ২ পরিহাসপ্রদা। ৩ (কৃগ পরি ১৯২) শুষিরাদি-বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিদায়িনী। ৪ (কৃগ পরি ২০৯) শ্রীরাধার কেশবন্ধনার্থ স্বর্ণময়ী শলাকা। ৫ (ভা ৯।৭।২) নাগকন্যা ও পুরুকুৎসের ভার্যা। **-দ্যুতি** (নাচ ১১৩) পরিহাসজাত রুচি বা ধৃতি। **-ভঙ্গী** (গোলী ১৩।১০৪) পরিহাসচ্ছল। **-ভব্য** (স্তব ৮।৩২) পরিহাস-মঙ্গল। **-সখী** (অকৌ ৫।৬৩) সুরস-বিশিষ্ট পরিহাসকারিণী। **-স্ফঞ্জ** (নাচ ৪৯৩) যে নবসঙ্গমে ভয়ান্ত সুখোদ্গম হয়, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'নর্মস্ফঞ্জ' বলে। **-স্ফোট** (নাচ ৪৯৫) ভাবাংশদ্বারা সূচিত অল্পরস।

নল (ভা ৯।১০।১৬) কিষ্কিন্ধ্যা-বাসী বানর। ২ (ভা ৯।২৩।২০) চন্দ্রবংশ্য যদুর পুত্র। ৩ (হ ১২।৩০১) নিষদদেশীয় বীরসেন রাজার পুত্র—ইহার পত্নী দময়ন্তী [মহাভারত বন° ৫২—৭৯]। ৪ (গোলী ৫।৫১) সচ্ছিদ্র তৃণবিশেষ। **-কুবর** (ভা ১০।৯।২৩) কুবেরের পুত্র—নারদমুনির কৃপাদণ্ডে ব্রজে যমলার্জুন বৃক্ষ হন, পরে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ পাইয়া শাপমোচন হয়। ২ তালবিশেষ। **-খড়ি** (চৈভা আদি ৯।২২) শরগাছ, খাগড়া। **-দ** (ভা ১০।৪২।৩০) জবাপুষ্প—স্বামী। ২ (গোলী ১৬।১৮) উশীরমূল।

নলিকা (ঐ ৪।৯) প্রণালী। ২ (মাম ৮।৯৪) গন্ধদ্রব্য-বিশেষ।

নলিনাক্ষ (হ ৪।৩২০) পদ্মবীজ।

নলিনী (ভা ৯।২১।৩০) অজমীঢ়ের পত্নী—ইঁহার পুত্র—নীল।

২ (ভা ১৬।১২) সরোবর। ৩ (হ ৪। ১০৪) গঙ্গা। ৪ (কৃগ পরি ১২৪) শ্রীরাধার দাসী, নাপিত-কন্যা। ৫ (ছ পরি ৪৫) প্রতিপাদে পঞ্চ-দশাক্ষর ছন্দোভেদ।

নল্যা (গৌবি ৫৮) নলসমূহ।

নম্ব (হব ১।৪৩।২) চারিশত-হস্ত-পরিমিত ভূমি।

নব (মাম ১।৪) নবীন, ২ স্তুত্য।

নবকলেবর—যে বৎসর আষাঢ় মাসে অধিমাস, মলমাস বা পুরুষোত্তম-মাস হইবে, সেই সময়ই শ্রীনীলাদ্রি-মহোদয়-গ্রন্থমতে শ্রীদারুব্রহ্মের নব-কলেবর সম্পাদিত হয়। যে বৎসর আষাঢ় মাসে পুরুষোত্তম মাস হয়, সে বৎসর বৈশাখ মাসে, শুক্লপক্ষে শুভলগ্নে রাজাজ্ঞায় বিদ্যাপতি-বংশীয় ও বিশ্বাবসু-বংশীয় নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি-গণ দারুর অন্বেষণে অরণ্যে গমন করেন। তাঁহাদের সহিত রাজ-প্রতিনিধি, চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রাজ-পুরোহিত ও শিল্পী সূত্রধরগণ আজ্ঞামালায় ভূষিত হইয়া যজ্ঞসম্ভার-সহ গমন করেন। তথায় গিয়া চতুঃশাখাযুক্ত, সরল, কীটপতঙ্গাদির দংশন-বর্জিত, বৃহৎসর্প-সমাকীর্ণ, আয়ত নিম্বদারু সংগ্রহ করিবেন। তাহার মূলদেশ গোময়-জলে লেপন করত চন্দনজলে প্রোক্ষণ করিবেন। গরুড়ারূঢ় শ্রীজগদীশের ধ্যান ও পূজা করত ভক্তিসহকারে তিন দিন বা একদিন উপবাস করিবেন। রাত্রিতে স্বপ্নে ভগবদনুকূল বিষয় দর্শন পাইবেন। ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন, নামকীর্ত্তন এবং সাধুগণ মন্ত্ররাজের জপ করিতে করিতে ব্রত সমাপন করিবেন। পরদিন প্রভাতে নিত্য-কর্মান্তে ব্রত সমাপনপূর্বক বিধিমত ভগবৎপূজা করিয়া হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিবেন। পূজার বিধান—অগ্রে শ্রীজগন্নাথের পীঠাবরণ দেবতা গণেশের পূজা, পরে দুর্গা, শঙ্কর, সূর্য ও শ্রীজগন্নাথের অর্চন করিবেন। তৎপরে বরুণের পূজা করিয়া দেশ-কালজ্ঞ ব্যক্তি সযত্নে স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবেন এবং আচার্য ও ব্রহ্মার বরণপূর্বক সেই মন্ত্ররাজদ্বারা ভগবৎসান্নিধ্যের উদ্দেশ্যে হোম করিবেন। 'পাতাল-নরসিংহ'-মন্ত্রে দুই সহস্র আহুতি, অযুত বা নিযুত সমিৎদ্বারা হোম করত পূর্ণাহুতি দিয়া আচার্য ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন।

আচার্য বৃক্ষনিকটে গিয়া মন্ত্ররাজের জপপূর্বক চন্দন ও পুষ্পদ্বারা কুঠারের পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ চতুর্দিকে বেদচতুষ্টয় পাঠ করিতে থাকিলে আচার্য স্বয়ং কুঠারদ্বারা দারুছেদন করিবেন। অনন্তর সূত্রধরগণ মহোৎসবসহকারে সেই মহাদারুকে ছেদন করত নামকীর্ত্তনের সহিত ভূপাতিত করিবেন। দারু পতিত হইলে উহাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিবেন। প্রথমে জগদীশের দুই খণ্ড, পরে বলদেবের দুই খণ্ড, সুভদ্রার দুই খণ্ড ও সুদর্শনের এক খণ্ড, মাধবের একখণ্ড ও সকলের নিমিত্ত অধিক দুই খণ্ড কল্পনা করিবেন। এই খণ্ডগুলিকে চতুষ্কোণ করিবেন এবং শাখা, বল্কল ও পত্রাদি যাবতীয় খণ্ড একটি সুদীর্ঘ গর্ত্তে প্রোথিত করিবেন। চতুশ্চক্রবিশিষ্ট যানে ঐ দারুগুলি স্থাপন পূর্বক দিব্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন ও পট্টরজ্জুদ্বারা দৃঢ়বন্ধন করিয়া ছত্র ধারণ ও চামর ব্যজন করিতে করিতে আনয়ন করিবেন। সন্ধ্যাকালেও পূর্ববৎ উপচারদ্বারা পূজা করিবেন। শীতল দ্রব্যযোগে পরমেশের তুষ্টিবিধান করিবেন—এইরূপ প্রত্যহ করিতে হইবে। প্রাসাদের উত্তরে দিব্য-গৃহমধ্যে সেই দারুসমূহ সংস্থাপিত করিবেন। শুভদিনে, শুভ মুহূর্ত্তে ও শুভ লগ্নে শ্রীমূর্ত্তির নির্মাণ আরম্ভ করাইবেন। অনন্তর বরুণের পূজা করিয়া বিশ্বাপতি ও বিশ্বাবসুর বংশ্য-গণকে বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ ও মাল্যাদি-দ্বারা অভ্যর্থনা করত পরিতুষ্ট করিবেন। শিল্পিগণকেও এইরূপ সম্মান করিবেন।

মাদ্‌লাপঞ্জীর বিবরণে প্রকাশ—শ্রীজগন্নাথের সর্বপ্রধান সেবক গজ-পতি পুরীরাজ ভিতরছোঁ (গর্ভ-মন্দিরের প্রধান সেবক ও জয়বিজয়-দ্বারের মুদ্রা-পরীক্ষক) মহাপাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীদারুব্রহ্মের নব-কলেবর-প্রাকট্যের ইচ্ছার বিষয় যখন জানিতে পারেন, তখন ভক্তরাজ দয়িতাপতি-সেবকগণকে নব-কলেবরার্থ মহাদারু আনয়ন করিবার জন্য নির্দেশ দেন এবং দয়িতাপতি-সেবকের মস্তকে 'শিরোপা' বাঁধেন। সেই দয়িতাপতি সর্বপ্রথমে পুরী জিলার কাকটপুরস্থ মঙ্গলাদেবীর মন্দিরে উপবাস, পূজা, হোম ও প্রার্থনাদি করত শ্রীদারুচতুষ্টয়ের অবস্থিতির স্থান-সম্বন্ধে নির্দেশসূচক প্রত্যাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত শরণাগত হইয়া তথায় অবস্থান করেন।

দয়িতাপতিগণ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া প্রধান পুরোহিত, দেউলকরণ ও অন্যান্য সেবকগণকে লইয়া নির্দেশ-মত দারুর অনুসন্ধানে যাত্রা করেন। যথাস্থানে উপনীত হইয়া তাঁহারা সেই নিম্ববৃক্ষে সুত-সংহিতা-শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ-সমূহ পরীক্ষা করেন। এই শাস্ত্রমতে শ্রীজগন্নাথের দারু ঈষৎ কৃষ্ণাভ, শ্রীবলদেবের শ্বেতাভ, শ্রীসুভদ্রার ঈষৎ রক্তাভ হইবে—এবং ঐ দারুতে শঙ্খ, চক্র, গদা বা পদ্মের চিহ্ন থাকিবে। প্রত্যেক দারুর তিন, পাঁচ বা সাতটি শাখা এবং বৃক্ষের স্বাদ তিক্ত না হইয়া ঈষৎমিষ্ট হইবে। তাহাতে কোন পক্ষীর বাসা থাকিবে না। দারুর মূলদেশে বল্মীকের মধ্যে সর্পের বাসা থাকিবে। দারু তিনটি পর্বত, তিনটি নদী বা তিনটি পথের সঙ্গম-স্থলে অবস্থান করিবে ইত্যাদি। লক্ষণ দেখিয়া সেবকগণ শাস্ত্রবিধি-মতে পূজাদি সমাপন করত প্রথমে স্বর্ণকুঠার, পরে রৌপ্যকুঠার ও তৎপরে লৌহকুঠারদ্বারা ছেদন করিবেন এবং তথায়ই অন্য নিম্ব-বৃক্ষের দ্বারা শকট নির্মাণ করত মহাদারুকে যথাশাস্ত্র পট্টবস্ত্রে আবরণ ও অর্চনাদি করত উক্ত শকটে আরোহণ করাইয়া সেবকমণ্ডলীদ্বারা টানিয়া নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য বাজাইয়া শ্রীহরিনামকীর্তন-সহকারে শোভা-যাত্রা করত শ্রীজগন্নাথের মন্দিরাভি-মুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন গ্রাম হইতে সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রার সহিত শ্রীদারুব্রহ্মের সেবাসম্ভারাদি ও লোকসংঘট্ট হইতে থাকে। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের উত্তরদ্বারপথে কৈবল্যবৈকুণ্ঠের অভ্যন্তরে সেই দারুব্রহ্ম উপনীত হন।

স্নানপূর্ণিমার পরদিন হইতে এক-শত আটজন ব্রাহ্মণ বৃত হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং ঐ দিন হইতে বিশ্বকর্মা-(সূত্রধর)-গণকে শ্রীজগ-ন্নাথের আজ্ঞাবস্ত্র (শাড়ী) দিয়া নব-কলেবরের প্রাকট্যসেবার উদ্বোধন করেন। কৈবল্য-বৈকুণ্ঠের নিকট-বর্তী বিশ্বকর্মামণ্ডপে যজ্ঞ ও বাদ্য-সংযোগে নব-কলেবরের প্রাকট্যসেবা আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশী তিথিতে ঐ সেবার পূর্ণাপ্তি ও যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হয়। আষাঢ়ী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে শ্রীভগবান্ পূর্বঘট ত্যাগ করিয়া নব-ঘটে অধিষ্ঠিত হন, ইহাকে 'ঘট-পরিবর্তন' বলে। সেইদিন সন্ধ্যা হইতে পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত দ্বার-চতুষ্টয় বন্ধ থাকে। এই নবকলেবর-চতুষ্টয়কে বিশ্বকর্মামণ্ডপ হইতে বড় দেউলাভ্যন্তরে বিজয় করাইয়া পূর্ব-কলেবর ও নবকলেবরের সম্মুখীকরণ হয়। 'গুটিকোদর' শ্রীজগন্নাথের উদরস্থ 'ব্রহ্ম'-নামীয় পদার্থ দ্বাদশ যব-পরিমিত স্থলে অবস্থান করেন, ঐ স্থানের নাম—'ব্রহ্মস্থলী'। ব্রহ্ম চন্দন-তুলসীতে নিমজ্জিত থাকেন। চারিজন পতি মহাপাত্র চারি বিগ্রহের জন্য হস্তপদ অতি সাবধানে বস্ত্রে আবৃত ও চক্ষু দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া গোপনে প্রাচীন শ্রীমূর্তির উদরাভ্যন্তর হইতে ব্রহ্মমণি নব-কলেবরের ব্রহ্মস্থলীতে স্থাপন করেন। তখন নানা বৈদিক উপদ্রব ও শঙ্কা পরিলক্ষিত হয়। তৎপরে নব-কলেবর ষোড়শোপচারে পূজিত হন। দয়িতাগণ পূর্ব-বিগ্রহগণকে শকটে আরোহণ করাইয়া দক্ষিণদ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরের বহির্দেশে কৈবল্য-বৈকুণ্ঠে আনয়ন করেন। পূর্ব বিগ্রহগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, পার্শ্ব-দেবতাগণ, রথ, সারথি ও অশ্বগণ-সহ পূর্ব-কলেবরকে 'মাধব-নাট্যার' মধ্যে স্থাপন করা হয়। লোকা-চারানুকরণে বিশ্বাবসু-বংশ্য দয়িতাগণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন এবং কৃষ্ণাচতুর্দশী হইতে দশ দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া একাদশাহে শুক্লা নবমীতে বড়দেউল হইতে তৈল-মর্দনপূর্বক মার্কণ্ডেয় সরোবরে ক্ষৌর-কার্য ও স্নানাদি করিয়া রাজপ্রদত্ত নূতন বস্ত্র পরিধান করেন এবং মন্দিরে আসিয়া শান্তি-উদক পান করেন। শুক্লাদশমীতে ষোল শাসনের ব্রাহ্মণ, শ্রীক্ষেত্রের সাত সাহীর ব্রাহ্মণ ও দৃতিশানিযোগ সেবাইতগণকে রাজা মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

আষাঢ়ী কৃষ্ণাচতুর্দশী হইতে একাদশ দিনে অর্থাৎ শুক্লা নবমীতে নবকলেবরের শ্রীঅঙ্গে 'খড়িলাগি' (শ্বেত অঙ্গরাগ) হয়। তারপর পূর্ণ অঙ্গরাগ হইয়া অমাবস্যার দিনে শ্রীরত্নসিংহাসনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিজয় করিয়া দর্শন দান করেন—ইহাই 'নবযৌবন' বা 'নেত্রোৎসব'। [শ্রীসুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদের শ্রীক্ষেত্র]

-কুঞ্জ-নাগরী (নিধি ৮৬) শ্রীরাধা।

-খণ্ড (চৈচ মধ্য ২০।২১৮) জম্বুদ্বীপের নয়টি অংশ, [পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশকে 'খণ্ড' বা 'বর্ষ' বলে] ভারত, কিন্নর [কিম্পুরুষ],

হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক [রমণক] ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। **-গর্ভ** (কৃষ্ণা ২।৮৬) খোঁড়। **-গুণ** (বিনা ৪।২০) তিন দণ্ডী বা নয়ফের সূতায় নির্মিত (উপবীত)। **-গোপ্য**—আয়ু, বিত্ত, গৃহচ্ছিদ্র, মন্ত্র, ঔষধ, সঙ্গম, দান, মান ও অপমান। 'আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্র ঔষধ-সঙ্গমৌ। দান-মানাপমানঞ্চ নব গোপ্যানি সর্বদা ॥' [ইতি দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায়াম্]। **-তত্ত্ব** (ভা ১২।১১।৪) মায়া, সূত্র, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, ২ (ভা ১১।২২।২২) অষ্টপ্রকৃতি [ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার] ও পুরুষ—স্বামী। **-দ্বার** (গীতা ৫।১৩) দুই নেত্র, দুই নাসিকা, দুই চক্ষু, মুখ, পায়ু ও উপস্থ। **নব-দ্বীপ** (গৌগ ১৮, চৈভা আদি ১।৯২) অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপ-সমষ্টিই নবদ্বীপ। ইহা সর্বধাম-মূর্দ্ধন্য, রসজ্ঞগণের মতে শ্রীবৃন্দাবন, বহুদর্শি-গণের মতে শ্রীগোলোক, কাহারও মতে শ্বেতদ্বীপ, কাহারও মতে বা পরব্যোম নামে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে, তত্তৎধামই পরমাশ্চর্য-মহিম শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত। ইহা (চন্দ্রা ১) শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ—প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ—নব্যন্যায়াদি বিবিধ শাস্ত্রের মহাপীঠ, গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। **-পতি** (ভা ১১।২। ১৯) ঋষভদেবের নব পুত্র ব্রহ্মাবর্ত্তাদি নবখণ্ডের অধিপতি। **-ময়ী** (চৈম সূত্র ১।২২) ভূশক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবী।

নবন (হ ১৬।৩৩৪) পুষ্প-বিশেষ। **নব-নিধি** (চৈনা ১।১) মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, আনন্দ, নীলা ও কুমুদ। মতান্তরে আনন্দ ও কুমুদের পরিবর্ত্তে—কুন্দ ও খর্ব। **°পদার্থ** (চৈচ আদি ২।৯৩) সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ ও মুক্তি। **-পুরট** (মালা চৈ ২।৭) দাহোত্তীর্ণ স্বর্ণ। **-প্রশ্ন** (ভা ১১।২।৩০) নবযোগীন্দ্রের প্রতি নিমি মহারাজের নয়টি প্রশ্ন—ভগবদ্ধর্ম, ভক্ত, মায়া, মুক্ত্যুপায়, ব্রহ্ম, কর্ম, অবতার-লীলা, ভক্তের প্রাপ্য ও যুগক্রম কি ? 'ভগবদ্ধর্ম-তদ্ভক্ত-মায়া-তত্তরণানি চ। ব্রহ্ম-কর্মাবতারেহা ভক্তপ্রাপ্যযুগক্রমান্' ॥—স্বামী। **-ব্রহ্ম** (ভা ১২।১২।১৪) মরীচি প্রভৃতি নয়জন ব্রহ্মর্ষি—স্বামী। **-মত** (চৈচ মধ্য ৯।৪৯) বৌদ্ধশাস্ত্র-কথিত নয়প্রকার মত-বাদ। বৌদ্ধমতে হীনায়ন ও মহায়ন—দ্বিবিধ পন্থা। সেই পন্থাগমনের প্রস্থান-স্বরূপ নয়টি সিদ্ধান্ত—বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বর-শূন্য ; জগৎ—অসত্য ; অহং—তত্ত্ব ; জন্মজন্মান্তর ও পরলোক—প্রকৃত ; বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায় ; নির্বাণই পরমতত্ত্ব ; বৌদ্ধদর্শনই দর্শন ; বেদ—মানব-রচিত এবং দয়াদি-সদ্ধর্মাচরণই বৌদ্ধ-জীবন। **নবম মনু** (ভা ৮।১৩।১৮) দক্ষসাবর্ণি। **নবমালিনী** (ছ ২।৮৩) প্রতি-চরণে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

নবমাবস্থা (প্রীতি ১০৯) মূর্চ্ছা। **নবমুনি** (ভা ১১।২।১৯) নব যোগেন্দ্র—কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন। **°মূর্ত্তি** (ভা ১১।১৬।৩০, কৃষ্ণ ৮১) নবব্যূহার্চনে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ ও ব্রহ্মা। **-যাত্রা**—পুরী শ্রীরথযাত্রার নয়দিন, যে সময় শ্রীজগন্নাথ গুণ্ডিচায় অবস্থান করেন। **-যোগীশ্বর** (চৈচ মধ্য ২৪।১১৩) 'নবমুনি' দ্রষ্টব্য। **-যৌবন** (সিন্ধু ২।১।৩৩০) চরম কৈশোরকাল। ২ শ্রীক্ষেত্রে স্নান-যাত্রার পরে প্রতিবর্ষে শ্রীবিগ্রহগণের অঙ্গরাগ হয়—এই এক পক্ষ শ্রীজগন্নাথের অনবসর বা অদর্শন-কাল। ইহার পরে অমাবস্যা তিথিতে যখন বিগ্রহ দর্শন হয়, সেই উৎসবকে 'নবযৌবন' বা 'নেত্রোৎসব' বলা হয়। নীলাদ্রিমহোদয়ে [১৫] স্নানোৎসবের পরে পক্ষ কাল নব-যৌবনোৎসবার্থ শ্রীঅঙ্গরাগ-সেবার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। **নবর** (আচ ১০।১০৬) [ব্য] কেবল। **নবরঙ্গা** (বিজয় ৩৫।৫৪) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপী, ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা। **°রত্ন** (নিধি ৫০, মালা ১৫।৪)মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত এবং নীলকান্ত। **-রত্নবিড়ম্ব** (কৃগ পরি ১৩১) শ্রীকৃষ্ণের ময়ূরপিচ্ছ-নির্মিত মুকুট। **-রথ** (ভা ৯।২৪।৪) সোমবংশ্য ভীমরথের পুত্র। **-রস** (বিনা ৪।৩১) নূতন আনন্দ, ২ হাস্য, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস,

শান্ত, অদ্ভুত, বীর ও সখ্যরসের আধার। ৩ (গোবি ৫১) শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির রস। -রাত্রযাত্রা (চৈচ মধ্য ১৪।৬৬) গুণ্ডিচামন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের নয় দিনের অবস্থান-কালীন উৎসব। **নবর্ত্তমান** (আচ ১০।৬০) নিত্যনবীন-নিষ্কপট-পূজাযোগ্য। **নবল** (প্রে১ ২ ছ) নূতন। -লক্ষণা ভক্তি (ভক্তি ১৬৯) শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। ব্রজবাসিনাং নবধা ভক্তিঃ—'শ্রবণং পূর্বরাগে চ প্রবাসে চাপি কীর্ত্তনম্। স্মরণং প্রেমবৈচিত্ত্যে রসালসে চ সেবনম্॥ অর্চনং কুঞ্জ-সেবায়াং মানে হৃপি চ বন্দনম্। মহারাসে ভবেৎ সখ্যং সম্ভোগাত্ম-নিবেনদম্'॥ -বয়ঃসন্ধি (মালা ৮।৫৭) পৌগণ্ড ও কৈশোরের মিলন। -বয়াঃ (উ ৪।১৭) মধ্য কৈশোর-বয়স্কা। -বর্ষ (ভা ১।১৬।১২) ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, হরি ও কিম্পুরুষ। -বল্লরী (ললা ১।৩৫) নূতন লতা, ২ ভদ্রার বীণাযন্ত্রের নাম। -বিধা ভক্তি (তর ৭।২। ৩৯-৪০) 'নবলক্ষণাভক্তি' দ্রষ্টব্য। -বৈশেষিকগুণ (রত্ন ১।৭) বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা। -ব্যূহ (ভা ১১। ৬৬।৩০, হ ৫।৪৬২, সভা ১।৪৫১) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ এবং নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্ম—এই পঞ্চব্যূহ। বাসুদেবাদি-চতুষ্টয়ই সর্বাতিশায়ী। -শক্তি (ভা ১২।১২। ৫১) প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—স্বামী। ২ (ভা ৮।১২। ৯, হ ৫।১৪০), পীঠন্যাসকালে হৃৎ-কমলের অষ্ট দলে ও মধ্যে পূর্বাদিক্রমে নব শক্তির ন্যাস করাই বিহিত। নব শক্তি যথা—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা।

নবাক্ষ (ভা ১০।২।২৭) কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, অক্ষিদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ।

নবাবস্থা (ভা ১১।২২।৪৬) নিষেক, গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবন, বয়োমধ্য, জরা ও মৃত্যু।

ন-বিপুলা (ছ ৫।৯) বক্তু ছন্দো-বিশেষ।

নবীনমোচা (কৃষ্ণা ২।৮৬) গর্ভমোচা।

নবেজ্যা (হ ১০।৫৮, ভক্তি ১৯৮) নববিধ পূজা-সম্বন্ধি কৃত্য; অর্চন, মন্ত্র-পাঠ, যাগ (নিত্যহোম), যোগ (ধ্যানাদি), নামসংকীর্ত্তন, সেবা (প্রণাম), গোপীচন্দনাদি দ্বারা স্বাঙ্গে শ্রীভগবন্নামলিখন, শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা ও পরিচর্যা। ২ পাদ্মোক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি।

নব্য (উ ৭।১০) নবীন, ২ স্তবনীয়।

নব্যবয়স (উ ১০।১৫) যে বয়সে স্তনের ঈষৎ উদ্ভিন্নতা (স্তনস্থানের স্নিগ্ধতা ও মাংসলতা), মুখের হাস্য-নিষ্কাসনে কিঞ্চিৎ বিলম্বমানতা এবং মনে ভাবের প্রথম বিক্রিয়া স্ফুরিত হয়, তাহাকেই নায়িকার 'নব্যবয়স' বলে।

নশ্যন্মতযোগ (অকৌ ১০।২৭) বাক্যে আকাঙ্ক্ষার অভাব-বশতঃ বা অযোগ্যতানিবন্ধন যদি কবির অভি-প্রেত সম্বন্ধের সম্ভব না হয়, তবে 'নশ্যন্মত-যোগতা' বা 'অভবন্মতযোগ' নামক বাক্য-দোষ ঘটে।

নশ্বর (হরি ৫।৩৪৬) [নশ অদর্শনে+ক্বরপ্] নাশশীল, অনিত্য।

নষ্ট (ভা ১১।৬।২০) অন্তর্হিত। ২ (বৃভা ২।১।১৩১) মৃত, ৩ অদৃষ্ট। -কণ্টক (ভা ১০।৩৬।৩৫) নষ্টশত্রু—স্বামী। -দৃক্ (ভা ১।৩।৪২) ধর্ম-জ্ঞান-বিবেকশূন্য। ২ লুপ্তজ্ঞান। -নষ্টা (হরি ৬।৩৬৪) মরণাপন্ন পীড়া। -মঙ্গল (ভা ১০।৭৪।৩৮) সন্নিহিত-মৃত্যু। -সম (ভা ১০।২।১৫) মৃতপ্রায়।

নষ্টাত্মা (গীতা ১৬।৯) মলিনচিত্ত—স্বামী। ২ দেহাতিরিক্ত আত্মার অদর্শনকারী।

নষ্টি (গোলী ১৩।৫৯) নাশ।

নস্ (ভা ৪।১১।২৭), **নসা** (গোবি ৪৩), **নস্ত** (ভা ২।৭।১১) নাসিকা।

নস্তিত (গোচ পূর্ব ১২।৪৯) নাসিকায় নিহিত-রজ্জু [বৃষভ]।

নস্য (হরি ৬।২৮৭) [নাসিকায়াং ভবঃ, নাসিকামর্হতীতি বা] নাসিকায় জাত, ২ নাসিকার যোগ্য চূর্ণবিশেষ। -কর্ম (সিন্ধু ১।২।১৬২) ঘ্রাণেন্দ্রিয়-দ্বারা মহৌষধি প্রভৃতির গন্ধগ্রহণ।

নহ (নিবি ৪১) বন্ধন।

নহিকার (গোচ উত্তর ৩৬।৯৪) না না শব্দ করা।

নহুষ (ভা ৯।১৭।১) সোমবংশ্য আয়ুর পুত্র। ইনি স্বর্গরাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াও শচীর প্রতি ধৃষ্টতা করায় স্বর্গভ্রষ্ট হন (মনু ৭)। ইনি ব্রাহ্মণ দ্বারা শিবিকা বহন করা-ইতেন, একদিন মহর্ষি অগস্ত্য

শিবিকা-বহনে নিযুক্ত হইলে নহুষের পদ তাঁহার অঙ্গে স্পর্শ করিলে অগস্ত্য তাঁহাকে 'সর্প হও' বলিয়া শাপ দেন। [মহা-উদ্ ১০-১৬]।

নহ্যমান (ভা ১০।৩৩।৩৪) বধ্যমান।

না (ভা ১০।৮৭।১৫) ভূচর প্রাণী—স্বামী। ২ (চৈচ মধ্য ৬।১৯) পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। ৩ (অকৌ ৮।৬০) [ব্য] নিষেধার্থে।

নাক (আচ ১।৩৭) স্বর্গ। ২ [ন অকং দুঃখম্] সুখকর। **-চারীন্দ্র** (গোচ উত্তর ৪।৩১) শচীপতি ইন্দ্র। **-দ** (আচ ১২।১১৮) [নাকং স্বর্গং দ্যতি তিরস্করোতীতি] স্বর্গ-বিনিন্দি। ২ [ন অকং দুঃখং দদাতীতি] সুখপ্রদ। **-নদী** (কৃচ ৩।৮।৩) গঙ্গা। **-পৃষ্ঠ** (নাম ৩।৭) স্বর্গ, ২ (প্রীতি ২৪) ধ্রুবপদ।

নাকী (আচ ২।৬৩) দেবতা।

নাকুল (হরি ৭।২৬৩) নকুলের অপত্য।

নাকুলি (ভা ৯।২২।২৯) চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের পুত্র—শতানীক।

নাকেশ (আচ ১৫।৩৩৭) ইন্দ্র।

নাকেশিনাথ (অকৌ ৭।৭) স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রেরও স্বামী।

নাগ (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত। ২ (ভা ৬।৬।২২) কদ্রুর পুত্র। ৩ (চৈকা ১৯।৮৪) ক্রূরাচারী। ৪ হস্তী, ৫ (গীতা ১০। ২৯) বিষহীন সর্প, ৬ বহুশিরাঃ সর্প, ৭ (ভা ৩।১৫।১৯) নাগকেসর, ৮ (হ ১২।২০০) পঞ্চমী তিথি। **-কর্ণ** (হ ৭।১৭১) হস্তিকর্ণ পুষ্পবিশেষ। [২ এরণ্ড]। **-জ** (ভাবনা ৪।৫১) সিন্দূর। ২ বঙ্গ। **-জিষ্ণু** (গোচ পূর্ব ১৩।২৩) সর্পশ্রেষ্ঠ। **-দ** (আচ ৭।৯১) সর্পনাশন। **-দমন** (উ ১৫।২৫০) কালিয়দমন কৃষ্ণ, ২ সিংহ, ৩ মহামাত্র (হস্তিপকের অধিপতি]। **-পতি** (গৌকৃ ১১। ৬৩) সিংহ, ২ গজপতি প্রতাপরুদ্র, ৩ ঐরাবত। **-ভোগ** (ভা ১০। ১৬।১০) সর্পশরীর। **-মথন** (উ ৮।২৪) সিংহ, ২ কালিয়দমন।

নাগর (বৃভা ২।৬।১১১) বিদগ্ধ, ক্রীড়াপণ্ডিত। ২ (গোচ উত্তর ৫। ১১৫) নগরবাসী। [৩ দেবর, ৪ দেশভেদ, ৫ অক্ষর-বিশেষ।

নাগরক (হরি ৭।৪৪৫) [নগর+বুঞ্] খল, ২ কুশল। ৩ চোর, ৪ প্রবীণ শিল্পী।

নাগরঙ্গ (গোলী ১১।২৭) নাগরঙ্গ ফল [কমলানেবু]। ২ সর্পের রঙ্গালয়।

নাগরলিপি (হরি ২।১১৯) দেবাক্ষর।

নাগরাজ (চৈভা মধ্য ১৮।১৫৯) শ্রীঅনন্তদেবের অংশী শ্রীনিত্যানন্দ। ২ (রত্ন ৬।৫৬) পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি। ৩ (আচ ১৮।১০৫) [নাগরাণামজো রাজা] মহাবিনোদী।

নাগরী (কৃগ ২৪৫) সুচিত্রার যূথে সপ্তমী সখী। [২ বিদগ্ধা নারী, ৩ স্নুহী বৃক্ষ]। **-ট**—জার, ২ নাগরীকৃত মঙ্গলধ্বনি।

নাগরেন্দ্র (বিনা ২।১৪) রসিক-চূড়ামণি।

নাগলতিকা, নাগবল্লী (শ্যা ৩৮, গোলী ৫।৭৭) তাম্বূল।

নাগবেণিকা (কৃগ ২৪৫) সুচিত্রার যূথে অষ্টমী সখী।

নাগারি (লনা ১০।২৫) গরুড়। **-কেতু** (লনা ১০।২৫) গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ।

নাগালয় (ভা ১০।১৭।১) রমণকদ্বীপ।

নাগী (হরি ৭।২০৯) স্থূলা নাগপত্নী। [২ শিব]।

নাগেন (আচ ৯।৫৮) নাগশ্রেষ্ঠ কালিয়। ২ অনন্ত।

নাগ্নজিতী (ভা ৩।৩।৪) কোশলরাজ নগ্নজিতের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণমহিষী।

নাচিকেত (গোভা ১।২।১১) 'নচিকেতা'-নামক ঋষিকুমার যম-রাজের নিকট বিদিত হইয়া যে অগ্নিতত্ত্বের প্রচার করেন, তাহাই 'নাচিকেত অগ্নি' আখ্যায় কথিত হয়।

নাটক (নাচ ৩-৬) দশবিধ রূপকের প্রথম ও প্রধানতম ভেদ। নাটকের নায়ক দিব্য, দিব্যাদিব্য ও অদিব্য-ভেদে ত্রিবিধ এবং শ্রীকৃষ্ণ নায়ক হইলে ধীরোদাত্ত ও ধীরললিত হইবেন। শৃঙ্গার বা বীর—নাটকের মুখ্য রস, অন্যান্য রস গৌণ। নাটক রমণীয় ইতিবৃত্ত-মূলক হইবে। ইহাতে পঞ্চসন্ধি, বিলাসাদি গুণ, নানাবিভূতি বহুরসযুক্ত পঞ্চ হইতে দশটি অঙ্ক এবং অদ্ভুতরসের পরিণতি হইবে।

নাটকের সাধারণ নিয়ম (নাচ ৪২৩—২৬) নাটকের মধ্যে পাঁচের কম ও দশের অধিক অঙ্ক থাকিবে না। অধিকারী (নায়ক) জনের বধ বিষ্কম্ভকাদিদ্বারাও বাচ্য নহে। রস ও নাটকীয় বস্তুর মধ্যে পরস্পর তিরোধান করিবে না; নায়ক বা রস-সম্পর্কে যাহা যাহা অনুচিত ও বিরুদ্ধ হইতে পারে, তাহা তাহাই ত্যাজ্য অথবা অন্য প্রকারে কল্পনীয়; অবিরুদ্ধ চরিত্রটি রসাভিব্যক্তির

পক্ষে অধিক হইলে, তাহাও অন্যথা বলিবে অথবা আদৌ বলিবে না। দশবিধ লাস্যাঙ্গ, ত্রয়োদশ বীথী-অঙ্গ প্রভৃতিও যথাযথ অঙ্কমধ্যে নিবদ্ধ করিবে।

নাটী (গোলী ১৪।৭) নটের ভাব [কার্য], ২ (উ ১।২৮) নাটিকা।

নাট্যশাস্ত্র (নাচ ১) শ্রীভরতমুনি-প্রণীত সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য ও অলঙ্কার-বিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ। নাট্য-বিষয়ক প্রবন্ধই প্রধানতঃ আলোচ্য হইলেও ইহাতে অলঙ্কার, ছন্দঃ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রও গৃহীত হইয়াছে। অভিনব গুপ্তাচার্য 'অভিনবভারতী' নামে যে ইহার সুবিস্তৃত টীকা করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে সুপ্রচারিত।

নাড়া, নাঢ়া (চৈভা মধ্য ২।২৬৪) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। নার-শব্দে জীব-সমষ্টি, তাহাতে অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত তত্ত্বই 'নারা' শব্দবাচ্য। সংস্কৃতে 'ড' 'র' ও 'ল'-কারে অভেদ বলিয়া নারা-শব্দই সম্ভবতঃ 'নাড়া' বা 'নাঢ়া' হইয়াছে—এই অর্থে 'মহা-বিষ্ণু'। ২ মুণ্ডিতমস্তক বলিয়াও তাঁহাকে শ্রীমহাপ্রভু হয়ত 'নাড়া' বলিতেন। ৩ কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি 'নাড়িয়াল-গাঁই'-সম্ভূত ছিলেন বলিয়া 'নাড়া' বলা হইত।

নাড়িকা (উ ১।৩৫) ঘটিকা, দণ্ড।

নাড়িত (গোচ উত্তর ৩৭।২১৫) কণ্ঠে প্রবেশিত।

নাড়িন্ধম (হরি ৫।২৪৩, ২৪৮) [নাড়ী—ধ্মা শব্দে+খশ্] নাড়িতে শব্দকারী, ২ স্বর্ণকার, ৩ শ্বাসকারক।

নাড়িন্ধয় (হরি ৫।২৪৩) [নাড়ী—ধেট্পানে+খশ্] নলদ্বারা পানকারী।

নাড়ী (ভা ৩।৮।১৯) অন্তশ্ছিদ্র। ২ (কৃক্ষা ২।১১৫) পিষ্টক-বিশেষ। কড়াইর ডাল গুঁড়া করিয়া জলে গুলিয়া এক বেলা রাখিবে। একটি মোটা নেকড়ায় ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে উহা ভরিয়া ঘৃতে গোল গোল করিয়া জিলিপির মত ভাজিবে ও সঙ্গে সঙ্গে চিনির রসে ডুবাইয়া ছাঁকিয়া রাখিবে। ৩ শিরা।

নাতিকোবিদ (ভা ১০।৪।৩০) অদীর্ঘদর্শী, দৃষ্টমাত্রবুদ্ধি—স্বামী। ২ মন্ত্রে অকুশল—বল।

নাথ (ভা ১০।৩০।৪০) প্রাণেশ্বর, ২ প্রভু—সনা। ৩ (গোচ উত্তর ২১।৫৩) [নাথৃ উপতাপে] নাশ। ৪ (প্রীতি ২৯১) যাচক। ৫ (আচ ১৩।৮১) উপতাপক। ৬ (বিরু ১০১) কলিকা ও বিরুদের অন্তে অবশ্য-প্রযোজ্য শব্দ-বিশেষ। ৭ (আ ১৭) শ্রেয়ঃপ্রার্থিজনের যাচনীয়, ৮ পালক, ৯ ভিক্ষুক। **-বান্** (ভা ১০।১৪।১০) দাস—সনা। ২ পরতন্ত্র—বল। **-হরি** (হরি ৫।২৪২) সিংহ। ২ পশু। **নাথিত** (স্তব ৯।৩) প্রার্থিত।

নাদ (ভা ১১।২৭।২১) প্রণবের অ, উ, ম, বিন্দু ও নাদ এই পঞ্চাংশ —স্বামী। ২ (ভা ১২।৬।৩২) ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে উদ্ভূত শব্দব্রহ্ম। ৩ (ভা ১০।৮৫।৯) পশ্যন্তী, মধ্যমা—স্বামী। ৪ (অকৌ ২১) ঘোষ, ইহা মূর্ত্ত সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি হইতে পৃথকরূপে প্রকটিত—ইহাই বিন্দু, প্রণব, বীজ।

নাদজ ষোড়শকলা (হ ২।৭২-৭৩) নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা, সূক্ষ্মামৃতা, জ্ঞানা, অজ্ঞানা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী, ব্যোমরূপা ও অনন্তা। [মতান্তরে সূক্ষ্মা, অসূক্ষ্মা ও অমৃতা, কিন্তু অনন্তা নামে কোনও কলা নাই।]

নাদেয় (হরি ৭।৪২৬) [নদ্যাং জাত ইতি ঢক্] নদীজাত, ২ সৈন্ধবলবণ, ৩ সৌবীরাঞ্জন।

নানা (রত্ন ১।১৮) [ব্য] ভিন্ন, ২ বহুবিধ, ৩ বিনা।

নানাত্ব (ভা ১১।১১।১৩) দেহাদি-প্রপঞ্চ—স্বামী।

নানাদেবতা-যজন (ভক্তি ৩৩) ইন্দ্রাদি বিবিধ দেবদেবীর যজন করিতে করিতে যদি ভক্তসঙ্গ লাভ হয়, তবে ভগবানে অচলা ভক্তি হইয়া থাকে—অন্যান্য ফল কিন্তু অতিতুচ্ছ। মীমাংসামতে অন্য-কাষ্ঠনির্মিত যূপে যে ফললাভ হয়, খদিরকাষ্ঠ-সম্ভূত যূপে তদতিরিক্ত ফলও পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তসঙ্গ-বলে নানাদেবতাযাজিরও নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে। তাৎপর্য এই যে পৃথকরূপে উপাসনায় সেই সেই দেবতাধিকারে প্রোক্ত ইন্দ্রিয়-পটুতাদি ফললাভ হয়, কিন্তু ভক্তসংযোগে যাজনে শ্রীভগবানে ভক্তিই লভ্য—ইহাই বিশেষ।

নানাধী (ভা ১০।৭৪।৫) ভেদমতি—স্বামী।

নানানন (মালা চিত্র ৪) ব্রহ্মা।

নানানুমানিক (চৈত ১১।১৯।১) অপরোক্ষদর্শী।

নানাভাব (ভা ১০।৬৩।২৭) বিবিধাবতার—সনা। ২ বিচিত্রাভিপ্রায়—জী।

নানার্থদৃক্ (ভা ১১।২৮।৩) দ্বৈতাভিনিবেশী—স্বামী।

নান্তরীয়ক (হরি ৭।১০৯৩) অবশ্যম্ভাবী। ২ (হ ৫।৩।১৪) অবান্তর, ৩ মধ্যশূন্য। ৪ বিচ্ছেদশূন্য। ৫ সংলগ্ন।

নান্দি (হব ২।৯৪।২৬) নন্দিকেশ্বর-প্রমুখ চর্মকোশময় বাদ্যবিশেষ।

নান্দী (আচ ১৫।৩১) স্তুতিপাঠ। ২ (নাচ ১৭-১৮) আশীর্বাদ-সংযুক্তা স্তুতি। নাটকে প্রস্তাবনার প্রারম্ভে নান্দী পাঠ্য। ইহা আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তুনির্দেশ করে; ইহাতে আট, দশ বা দ্বাদশপদ থাকে। প্রায়ই চন্দ্রনামে ইহা অঙ্কিত হয় এবং চক্র, কমল, চকোর, কুমুদ প্রভৃতি মঙ্গলার্থপদদ্বারা উজ্জলীকৃত হয়। **-ঘোষ** (হরি ৬।২৪২) ভেরী প্রভৃতির শব্দ। **-মুখ** (চৈভা আদি ১৩) বিবাহাদি শুভকর্মের প্রারম্ভে করণীয় শ্রাদ্ধ; আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। **-মুখী** (কৃগ পরি ৯৮-১০১, ১৮৯) গৌরবর্ণা, পট্টবস্ত্রা; পিতা—সান্দীপনি, মাতা—সুমুখী, ভ্রাতা—মধুমঙ্গল, পিতামহী—পৌর্ণমাসী। রত্নভূষিতা, কিশোর-বয়স্কা, যুগলের মিলনে নিপুণা, সদা প্রেমযুক্তা এবং বিবিধ শিল্পবিদ্যায় ও সন্ধানে কুশলা। শ্রীরাধার সন্ধি-বিধায়িকা সখী। ২ (ছ ২।১০৫) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-শ্লোক** (চৈচ অন্ত্য ১।৩৫) মঙ্গলাচরণ।

নাপিত (কৃগ পরি ৮১) কেশ-সংস্কার, দর্পণার্পণ ও দেহমর্দন ইত্যাদি কার্যে নিপুণ—মরন্দ, কর্পূর, সুগন্ধ ও কুমুদ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ক্ষৌরকার।

নাভ (ভা ৯।৯।১৬) সূর্যবংশীয় রাজা শ্রুতের পুত্র।

নাভদাস (ভক্তমাল ১) রামানন্দী বৈষ্ণব—ভক্তমাল-গ্রন্থের রচয়িতা। অগ্রদাসের শিষ্য। তৈলঙ্গদেশে গোদাবরীতটে রামভদ্রাচলের নিকট রামদাস-নামক জনৈক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ হনুমানের অংশাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। সেই বংশ 'লখাভক্ত' গীতিবিদ্যাজীবী বলিয়া অদ্যাবধি খ্যাত। এই বংশেই নাভাজির জন্ম। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন, কিন্তু পাঁচবর্ষকালে দিব্যনেত্রলাভ করেন। সেই দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে তদীয় জননী দূরদেশে গমনকালে ক্ষুধায় অচলা হইয়া পথে ইঁহাকে ত্যাগ করেন। এইসময় অগ্রদাস ও কিল্হদাসের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং কিল্হদাসের কমণ্ডলুর জলসেকে দৃক্‌শক্তি প্রকট হয়। অগ্রদাস ইহাকে দীক্ষা দিয়া 'নারায়ণদাস' নাম রাখেন, জয়পুরের নিকট গলতা বা গালবাশ্রমে লইয়া যান এবং তত্রত্য আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদীয় ভক্তমালে ১৯৫ ষট্‌পদী এবং ২১৩টি কবিত্ব আছে।

নাভাগ (ভা ৮।১৩।২) সপ্তম মনু বৈবস্বতের পুত্র। ২ (ভা ৯।২।২৩) সূর্যবংশ্য দিষ্টের পুত্র। ৩ (ভা ৯।৪। ১৩) নভগের পুত্র ও অম্বরীষের জনক।

নাভি (ভা ১।৩।১৩) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় আগ্নীধ্রের পুত্র। ইঁহার পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ঋষভদেব আবির্ভূত হন। ২ (ভা ৪।৬।২১) কস্তূরীমৃগ। ৩ (ভা ৩।২১।১৮) আধার-বলয়। ৪ (আচ ১১।৪৫) মুখ্য। **-গুপ্ত** (ভা ৫।২০।১৪) হিরণ্যরেতার পুত্র। **-পদ্ম** (চৈভা আদি ২।৯) দ্বিতীয় পুরুষ শ্রীগর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত পদ্ম—এই পদ্মই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্মস্থান এবং ইহার নাল চতুর্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের আধার। **-পুত্র** (গৌকৃ ১৬।৫) ঋষভদেব, ভগবদবতার।

নাম (হরি ২।১) ধাতু ও বিভক্তি ব্যতীত অর্থবান্ শব্দ; প্রাতিপদিক, লিঙ্গ ও লি—ইহারা পর্যায়। ২ (গোভা ২।২।১৮) [বৌদ্ধমতে] বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, শরীর-সমুদায়ের হেতুভূত পৃথিব্যাদি-চতুষ্টয়। ৩ (প্রে ৬) [ব্য] প্রসিদ্ধি-বোধক। ৪ (চৈনা ১।৬) অভিধায়, ৫ প্রাকাশ্যে, ৬ (বৃভা ২।৪।৫৫) বিতর্কে, ৭ সম্ভাবনায়। ৮ (ভগ ৪৬) মনোগ্রাহ্য বস্তুর ব্যবহার জন্য কাহারও দ্বারা সঙ্কেতিত শব্দ। **-করণ** (রত্ন ৩।৪০) বৈদিক দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। ষষ্ঠ মাসে জাতকের নাম রাখিতে হয়। **-গ্রহণ** (বৃভা ১।১।৯) যে কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারা একটিবারমাত্রও নাম উচ্চারিত হইলে যে কোনও প্রাণির মুক্তি হয়। অন্তঃকরণদ্বারা নামগ্রহণ—নামাক্ষরাদি চিন্তা, বাক্য ও শ্রোত্রদ্বারা নামগ্রহণ স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হয়; চক্ষুদ্বারা নামগ্রহণ—কোনও স্থলে কাহারও দ্বারা লিখিত নামাক্ষর-দর্শন; ত্বক্‌দ্বারা গ্রহণ—বক্ষঃস্থলাদিতে

নামাঙ্কন এবং পত্রাদিতে অঙ্কিত নামের স্পর্শ। হস্তদ্বারা নামগ্রহণ—নামাঙ্কিত মুদ্রাধারণ। **-জপ** (হ ১১। ৪৪২-৪৭৬) নিরন্তর নাম-জপকারীর প্রতি শ্রীভগবান্ ঋণী হইয়া সর্বাভীষ্ট পূর্তি করেন, নামজাপকের যমভয়াদি দূরীভূত হয়। নামজপের নিকট স্বর্গফলও অতিতুচ্ছ। **-ধাতু** (হরি ২।১১৭) বিশেষ বিশেষ অর্থে ক্যঙ্, ক্যচ্, ক্বিপ্ প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বারা নাম বা বিশেষ্যগুলি যে ধাতুতে পরিণত হয় তাহা, যথা দণ্ড+ক্যঙ্ লট্ তে =দণ্ডায়তে। **-ধেয়** (হরি ৭।১০৯১) [নাম+স্বার্থে ধেয়] নাম। **-নামী** (রত্ন ৪।৩১) বাচক ও বাচ্য, শব্দ ও শব্দী। **-পুরাণ** (হ ১০।৩৯৭) নাম-প্রধান শ্রীমদ্‌ভাগবত। **-ভাক্** (রতি ৫।৬৬) নামাশ্রয়ী। **-যজ্ঞ** (চৈভা আদি ১৪।১৩৯) শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনরূপ যজ্ঞ। **-রূপ** (গোভা ২।৪।২০) সংজ্ঞা ও মূর্তি। **-লিঙ্গ** (ভা ১২।২।৩৬) যাহাদের নামই একমাত্র জ্ঞাপক—স্বামী। **-শেষ** কথামাত্রাবশিষ্ট, ২ মৃত। **-শ্রবণ** (সিন্ধু ১।২।১৭১) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একতম, শ্রবণের অবান্তর ভেদ। **-সংকীর্তন** (সিন্ধু ১।২২।৩০) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। সর্ববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণই মুখ্য, তন্মধ্যেও কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ ; নাম, গুণ ও লীলা-ভেদে কীর্তনমধ্যে নামকীর্তনই শ্রেষ্ঠতম। নাম শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য নহে, ইন্দ্রিয়গণ নামাদি-সেবায় উন্মুখ হইলে নামাদি স্বয়ংই ইন্দ্রিয়সমূহে স্ফুরিত হয়েন (সিন্ধু ১।২।২৩৪)।

নামাক্ষর-ধৃতি (সিন্ধু ১।২।১২৩) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একতম—গোপী-চন্দনাদি দ্বারা শ্রীহরিনামাক্ষরে নিজগাত্রের ভূষা-সম্পাদন।

নামানুকীর্তন (সিন্ধু ১।২।২৩০) সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন শ্রীহরিনামের পুনঃ পুনঃ কীর্তন বা নিজভক্তির অনুরূপ কীর্তন।

নামাপরাধ (সিন্ধু ১।২।১২০) (১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুনামাদি হইতে শিবনামাদির স্বতন্ত্রতা-বোধ, (৩) শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (৪) শ্রুতি বা তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদমাত্র-কল্পনা, (৬) শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্যে প্রকারান্তরে অর্থ-কল্পনা, (৭) নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি, (৮) অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের সমতা-বোধ, (৯) অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ এবং (১০) নাম-মহিমা শুনিলেও তাহাতে অপ্রীতি। সাধক-দেহে এই সব অপরাধ প্রায়ই হয়, কিন্তু পরে প্রযত্ন-সহকারে তাহার নিরাকরণ-করণেই গ্রন্থ-তাৎপর্য— (সিন্ধু ১।২।৮১—বি)।

নামাভাস (বৃভা ২।২।১৭৩) প্রতিবিম্ববৎ অনুকারক শব্দ।

নামাষ্টক পূজা (হ ৭।৩৮৪-৩৮৬) আবরণ-পূজান্তে নামাষ্টক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। অন্য কিছু না করিতে পারিলে এই নামাষ্টকের পূজা করিলেও অর্চনা সিদ্ধ হইবে। নামাষ্টক যথা—শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যদু-শ্রেষ্ঠ, বার্ষ্ণেয়, অসুরাক্রান্ত-ভারহারী ও ধর্মস্থাপক।

নামিক (হরি ৭।৫২৭) নাম-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যানগ্রন্থ।

নামিন্ (হরি ১।৮) অ এবং আ-বর্জিত বারটি স্বরবর্ণ।

নামী (রত্ন টী ৩।৩১) বাচ্য, ২ বিগ্রহবান্ পরমেশ্বর।

নায় (হরি ৫।২০৭) [নী+ণ] নায়ক। ২ উপায়, ৩ (হরি ৫।৩৮৬) [নীঞ্+ঘঞ্] নয়ন, লইয়া যাওয়া।

নায়ক (ভা ৫।১৩।২) সারথি—স্বামী। ২ (উ ৫।৫০) হারমধ্যস্থ মণি। ৩ (গোলী ২।৯২) স্ত্রীগণের প্রণয়ী-পুরুষ। ৪ (নাচ ৭—৯) নাটকে ত্রিবিধ নায়কই স্বীকার্য—দিব্য, দিব্যাদিব্য ও অদিব্য। স্বয়ং প্রকটিতৈশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণই দিব্য নায়ক। শ্রীরামচন্দ্র দিব্য হইলেও নরবৎলীলা-পর বলিয়া দিব্যাদিব্য আর যুধিষ্ঠির প্রভৃতিই অদিব্য নায়ক। শ্রীকৃষ্ণে গুণাতিশয্য-বশতঃ সর্বনায়কগুণ বিরাজিত। **-ভেদ** (উ ১।৪২—৪৩) ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত ও ধীরশান্ত-ভেদে প্রথমতঃ নায়ক চারি প্রকার। ইহারা প্রত্যেকে পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ—এই তিন ভেদে দ্বাদশ প্রকার। উহারা আবার পতি ও উপপতি-ভেদে চব্বিশ এবং অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে ছিয়ান্নব্বই প্রকার। **-সহায়** (উ ২।১—২) নায়কের সহায় পাঁচ প্রকার—চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ ও প্রিয়নর্মসখ। ইহারা কিশোর-বয়স্ক হইলেও পীঠমর্দ ব্যতীত সকলেই লীলাশক্তির ইচ্ছায় পৌরুষ-ভাবহীন। ইহাদের গুণ—নর্ম-প্রয়োগে দক্ষতা, সদা গাঢ়ানুরাগ-

মমতা, দেশকালাভিজ্ঞতা, রুষ্টা গোপীর প্রসাদন এবং নিগূঢ় পরামর্শ-দান প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন দূতীগণও নায়কের সহায়ক।

নায়িকা (উ ৫।১০—১০২) শৃঙ্গার রসের আশ্রয়ালম্বনরূপা নারী। ইহার বহুভেদ আছে—তন্মধ্যে স্থূল গণনায় ৩৬০টি প্রসিদ্ধ। স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকারা প্রত্যেকে মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। মুগ্ধা ব্যতীত অন্য দুইটির ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা—ইহাদের প্রত্যেকে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা—এই ১২০ প্রকার নায়িকা আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রেম-তারতম্যে উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-ভেদে ৩৬০ প্রকার হইতে পারেন। [ইহাদের লক্ষণাদি তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]। **-প্রায়া** (উ ৮।৭০) আপেক্ষিকাধিকা প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী—এই তিন নায়িকা যদি লঘুর প্রতি কখনও স্পষ্টরূপে দূত্য করেন, তবে তাঁহারাই 'নায়িকাপ্রায়া' হন। **-ভাব-স্বরূপা** (সিন্ধু ১।২।২৯৮) কামানুগা ভক্তির অবান্তরভেদ। ['কামানুগা' শব্দে মু-টী দ্রষ্টব্য]। **-বয়োভেদ** (প্রীতি ২৮৫) নব-যৌবন, স্পষ্টযৌবন ও সম্যগ্‌যৌবন। ষোড়শবর্ষই সম্যগ্‌যৌবন। **নায়িকা-বস্থা** (উ ৫।৬৯—৭০) অভিসারিকা ইত্যাদি অষ্টভেদ [নায়িকাশব্দে দ্রষ্টব্য]।

নার (ভা ১০।১৪।১৪) নরসমূহ, ২ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ। ৩ (ভগ ৩১) নরজাত তত্ত্ব [জল]। ৪ নরোদ্ভূত অর্থ। ৫ (উ ১৪।১৮৬) নরলোক-সম্বন্ধি। ৬ (হব ১।১।১) অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের স্বকর্মসৃষ্ট শরীর।

নারক (হ ১১।৩৬৯) নরক-স্থিত ব্যক্তি, ২ (সিন্ধু ৪।৭।১১) নরক-সমূহ —বি। **নারকী** (ভক্তি ১০৫) যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণু-প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি, শ্রীগুরুগণে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুর বা বৈষ্ণবের চরণামৃতে সামান্য-জলবুদ্ধি, ভগবন্নাম ও মন্ত্রে সাধারণ শব্দবুদ্ধি এবং সর্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে দেবতা-সামান্যবুদ্ধি করে—সেই নারকী।

নারদ (আচ ৬।৩৫) ব্রহ্মার মানস-পুত্র—দেবর্ষি, ২ [নৃ বিক্ষেপে, নারং বিক্ষেপং দ্যতি খণ্ডয়তীতি] বিক্ষেপ-নাশক। ৩ [নৃ নয়ে] নীতিপ্রদ। ৪ (ভা ৩।১২।২২) নর [পরমেশ্বর], নারের [ঈশ্বরবিষয়ক দাস্যসখ্যাদির] দাতা=ভক্তিযোগ—বি। ৫ (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত। **-পঞ্চরাত্র** (রত্ন টী ১।১৮) বৈষ্ণব তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ। ইহাতে অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ-নামক পাঁচটি উপাসনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

নারসিংহ (ভা ৬।৮।৩৪) শ্রীনৃসিংহ-দেব, ২ শ্রীনৃসিংহভক্ত প্রহ্লাদ ; ৩ (রত্ন টী ৬।৬৬) পুরাণভেদ।

নারাচ (ভা ১০।৭৭।২) লৌহময় বাণ। ২ (ছ ২।১৪৬) প্রতি-চরণে অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

নারাচিকা (আচ ১৪।১৯৯) ক্ষুদ্র শর। ২ (ছ ২।২৫) প্রতিপাদে অষ্টাক্ষর ছন্দোভেদ।

নারায়ণ (ভা ১০।১৪।১৪) জীবসমূহ যাঁহার আশ্রয়, ২ যিনি জীবসমূহকে জানেন, ৩ নরজাত তত্ত্বসমূহ ও জল যাঁহার আশ্রয়। ৪ (ভা ১০।৪৬। ৩০) সর্বজীবেশ্বর—সনা। পরব্যোম-নাথ, পরমাত্মা। ৫ (ভা ১।২।২৬) ভগবান্ বাসুদেব। ৬ (ভা ১।৩।৯) ধর্মপ্রজাপতির পুত্র। ৭ (ভা ৬।১। ২৪) অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র। ৮ (বৃভা ১।৫।২) [নারং জীবসমূহ-ময়তে কারুণ্যভরেণ পশ্যতি, জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিদানেন পালয়তি, সৎকর্মণি প্রবর্তয়তি চ] যিনি কারুণ্যভরে জীবসমূহকে দর্শন, জ্ঞানক্রিয়াশক্তি দানে পালন এবং সৎকর্মে প্রবর্তন করেন, তিনিই 'নারায়ণ'। ৯ (ভা ১২।১।২০) কণ্ববংশ্য ভূমিত্রের পুত্র। ১০ (হরি ৩।৭৪) দ্বিরুক্তধাতুর উত্তর ভাগ, অপর নাম—অভ্যস্ত, দ্বিরুক্ত। **-ছাতা মঠ**—শ্রীক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মঠসমূহের অন্যতম। সিংহ-দ্বারের উত্তরপূর্বদিকে অবস্থিত। **-পরায়ণ** (চৈত ৬।১।১৭) [নারায়ণাদপি পরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, স এব অয়নমাশ্রয়ো যস্য] শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ী। **-পরাশ্রয়** (হ ১০।১২১) নারায়ণই পরমাশ্রয় যাঁহার, ২ নারায়ণপর বৈষ্ণবই আশ্রয় যাঁহার। **-বর্ম** (তত্ত্ব ২০) অশ্বমুণ্ড দধীচিমুনি-কর্তৃক বৃত্রাসুর-বধের নিমিত্ত যে কবচ উক্ত হইয়াছিল, তাহাই নারায়ণবর্ম [হয়-গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা]। **-বাণী** (চৈম মধ্য ১৪।৪৮) নিরাশী ও নির্নমস্ক্রিয় সন্ন্যাসিগণ-কর্তৃক পূজ্য বা কনিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণকালে উচ্চারিত বাক্য। **-ব্যূহস্তব** (ভা ১১।১।

৩২) শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত স্তব। -সরঃ (ভা ৬।৫।৩) সিন্ধু-সমুদ্র-সঙ্গমে অবস্থিত বৃহৎ সরোবর ও তীর্থ। **নারায়ণাশ্রম** (ভা ১০।১০।২৩) বৈকুণ্ঠলোক, ২ বদরিকাশ্রম। **নারায়ণোরুজা** (আচ ১৫।২৯৬) উর্বশী অপ্সরা।

নারী (ভা ১০।১৩।৩৭) নরঋষি-সম্বন্ধীয়। ২ (ছ ২।৩) ত্র্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৩ (বিজয় ১।৫) প্রকৃতি, স্ত্রী। ৪ (ভা ৫।২।২৩) মেরুর কন্যা ও আগ্নীধ্র-পুত্র কুরুর পত্নী। -কবচ (ভা ৯।৯।৪১) সৌদাসের পৌত্র মূলক, নিঃক্ষত্রিয়-কারী পরশুরামের হস্ত হইতে নারী-গণকর্তৃক রক্ষিত হওয়ায় এই নামে প্রসিদ্ধ হন। -ভাব (প্রকাশ ৬।৪) দাস্যান্তর্গত দাসীভাব বা গোপীভাব। সম্মোহনতন্ত্রে—দাসভাব, সখ্যভাব ও পুত্রভাব প্রশংসনীয়, কিন্তু নারীভাব মহাগুহ্যতম।

নার্থকোবিদ (ভা ১০।৪৯।২৪) পরমার্থে অনভিজ্ঞ, ২ মহাপাপে চতুর—সনা।

নাল (চৈনা ৬।১৩) মৃণাল। ২ (গৌকৃ ২।১৬) নাড়ী। ৩ জলাদির প্রবাহ। **নালবন** (ভা ৬।১১।৮) নলবন—স্বামী। **নালায়িত** (ভা ৭।৫।১৭) নাল-(দণ্ড, ডাঁট)-তুল্য আচরণশীল। **নালিকা** (গোলী ৫।৫২) প্রণালী।

নালী (সমা ৭।৪) মৃণাল। ২ (মালা গোব° ১৪) কলম্বীশাক। **নালীক** (মধু ৩।৩০) পদ্ম, ২ শর। **নালীকনেত্র** (উ ৭।৩৩) পদ্মনয়ন, ২ অব্যর্থলোচন। **নালীকাসন** (আচ ৭।১৩২) ব্রহ্মা। **নালীকিনী** (বিনা ৩।১৩) পদ্মিনী। ২ [নাল্যাং ক্ষুদ্রমৃণালে কং জলং তদ্বতী] ক্ষুদ্র-মৃণালের জলযুক্তা। ৩ (গোচ পূর্ব ৩১।১৩০) সত্যবতী।

নালীত (গোলী ৩।১০৪) তিক্ত-পাটশাক।

নাবযজ্ঞিক (হরি ৭।৩৭২) [নবযজ্ঞোঽত্র বর্ত্তত ইতি ঠঞ্] নবযজ্ঞ-প্রতিপাদক ব্যাখ্যান-গ্রন্থ।

নাবিক (হরি ৭।৬১১) কর্ণধার।

নাব্য (হরি ৭।৬৮৭) নাবা তার্যমিতি যৎ] নৌকা সহযোগে উত্তার্য জল-ভাগ। ২ [নবস্য ভাবঃ ইতি ষ্যঞ্] নূতনত্ব।

নাশ (বিনা ৫।৩) অদর্শন, মৃত্যু। ২ (ভা ৬।৫।২৩) স্বধর্ম-ভ্রংশ—স্বামী। **নাশী** (রত্ন ৬।৪০) পরিণামী।

নাসত্যদস্রৌ (ভা ২।১।২৯), **নাসত্যৌ** (গোচ উত্তর ২২।২) অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

নাসা-ঘ্রাণ (চৈভা মধ্য ২৮।৪৬) শ্বাসগতি-বিচারপূর্বক যাত্রাকালে শুভাশুভ-নির্ণয়।

নাসামূল (হ ৪।২১১) নাসিকার তৃতীয় ভাগ।

নাসিকন্ধম (হরি ৫।২৪৩) নাসিকা দ্বারা শব্দকারী। **নাসিকন্ধয়** (হরি ৫।২৪৩) নাসিকা দ্বারা পানকারী।

নাসিকা-সাফল্য (ভক্তি ৪১) শ্রীহরিচরণে অর্পিত তুলসীর গন্ধ গ্রহণ করিলে নাসা সফল হয়।

নাসিক্য (হরি ৬।২৮৬) [নাসিকায়াং ভব ইত্যর্থে যৎ] অক্ষর, ২ নগর।

নাসীর (আচ ১।১২৮) [নাসায় শব্দায় ঈর্তে ঈর+ক] সেনা। ২ অগ্রেসরমাত্র।

নাস্তি (ভা ১০।১৪।১২) অভাব, ২ সূক্ষ্মকারণ—স্বামী। ৩ (যো ৩৩) জড়বস্তু—'নাস্তিশব্দবাচ্যং জড়ম্'—[গীতা ২।১৬—বল]। **নাস্তিক** (হ ১৯।১১৬) পাষণ্ডী; ঈশ্বর, পরলোক ও বেদপ্রামাণ্যের অস্বীকর্তা। **নাস্তি-ভক্তি** (হরি ৬।১০৪) অবৈষ্ণব।

নাহুষ (ভা ৯।১৮।৫) যযাতি।

নিঃশলাক (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৬৮) নিষ্প্রতিবন্ধ, ২ নির্জন।

নিঃশ্রেণি (গোচ পূর্ব ১।১১২), **নিঃশ্রেণী** (গৌকৃ ১।৪০) সোপান।

নিঃশ্রেয়ঃ (ভা ৩।৫।১৭) ভক্তিরূপ মঙ্গল—জী। ২ নিস্তার—বি। ৩ (মালা বৃন্দা ২) বৈকুণ্ঠস্থ বনবিশেষ। ৪ (ভা ১১।১৮।১০) মোক্ষফল। ৫ (হরি ৭।১০৪) সুখ। ৬ (ভা ৩।২৫।৪৪) পরমপুরুষার্থ, ৭ (পরম ৬৫) পরমানন্দ।

নিঃশ্রেয়সোদয় (ভক্তি ৪৭) তীব্র ভক্তিযোগে মনটি শ্রীহরিতে অর্পিত হইলেই লয়বিক্ষেপাদি-রহিত হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়—এইটিই জীবের পরমমঙ্গল-প্রাপ্তি।

নিঃশ্বভ্র (বৃ ৬।১৪) ছিদ্রহীন।

নিঃষম (গোচ পূর্ব ৬।৬৯) সমতা-বিহীন, ২ নিন্দনীয়।

নিঃসংসারম্ (হরি ৬।১৫৮) সংসারের অত্যন্তাভাব।

নিঃসঙ্গ (ভা ১১।২৫।৩৩) অন্যকামনা-জ্ঞান-কর্মাদি-সঙ্গরহিত—বি। ২ (ভা ১২।১০।১৬) নিষ্কাম, ৩ (ভক্তি ৬২) অনভিনিবেশবান্। ৪ (বৃভা ২।৭।১৪) বিরক্ত, ৫ প্রেমযুক্ত।

নিঃসঙ্গত্ব (ভা ৩।২৩।৫৫) সংসার-

নাশ।

নিঃসত্ত্ব (ভা ১৪।১৭) ধৈর্যশূন্য—স্বামী। ২ রজস্তমোদয়—বি। ৩ (ভা ৮।১৯।৩) যাচকগণের প্রত্যাখ্যানকারী। ৪ (সিন্ধু ২।৩।৮৩, ৮৯) সাত্ত্বিকাভাসবিশেষ——হর্ষবিস্ময়াদির আভাসও যদি অন্তর কি বাহির স্পর্শ না করে, তবে 'নিঃসত্ত্ব' হয়। যাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরে শ্লথ, কিন্তু ভিতরে কঠিন, যাহারা সাত্ত্বিক ভাবোদয়ের জন্য ধারণাবিশেষে অভ্যাস-পরায়ণ হন, তাহাদের সত্ত্বাভাসব্যতীতও অশ্রু পুলকাদি সম্ভবপর হয়।

নিঃসরণ (গৌকৃ ৯।৯) গৃহমুখ, [২ মরণ, ৩ নির্বাণ]।

নিঃসহ (গীগো ২।১৭) অসহন, ২ অবলম্ব। ৩ (আচ ১০।১৪৮) দুর্বার। ৪ (চৈকা ৯।৭০) সহায়হীন। ৫ (সিন্ধু ২।৪।২৭) বিবশাঙ্গ।

নিঃসারণ (ভা ১০।৪৪।৩২) প্রকাশন, ২ বহিষ্করণ, ৩ নিঃশেষে শ্রেষ্ঠকরণ। **নিঃসারিত** (আচ ১।৪৫) দূরীকৃত, বহিষ্কৃত।

নিঃসারু (আচ ২০।৪৯) তালবিশেষ। 'বিরামান্তৌ লঘূ নিঃসারুকো মতঃ'।

নিঃসৃত (গোভা ১।৩।৩৯) উৎপন্ন।

নিঃস্তম্ভ (আচ ১।১৭৮) নিরভিমান, ২ স্থূণারহিত।

নিঃস্নেহ (আচ ১২।৯) নিষ্প্রেম, ২ নিস্তৈল।

নিঃস্ব (নাম ১।৭) [নির্গতং স্বং মমতাস্পদং যেষাম্] বিরক্ত, ২ দরিদ্র, ৩ জ্ঞাতি-রহিত।

নিঃস্বন (গোলী ৮।৫) কণ্ঠধ্বনি।

নিকর (গোলী ২।৩) সমূহ; [২ সার, ৩ ন্যায়দত্ত ধন, ৪ নিধি]।

নিকর্ষ (আরা ২৫৬) সন্নিবেশ।

নিকষ (অকৌ ১০।১৯) পরীক্ষা-প্রস্তর।

নিকষা [ব্য] নিকটে, ২ মধ্যে। ৩ [বিশেষ্যে] রাক্ষস-মাতা।

নিকষাশ্ম, নিকষোপল (ব্রজ ১। ৫৮) কষ্টিপাথর।

নিকাম (ভা ১০।৪৮।২২) ইষ্ট, বাঞ্ছনীয়। ২ (ভাবনা ৩।২৫) যথেষ্ট, অতিশয়। **-কাম** (ভা ৫।৫। ১৬) অতিশয় কামুক।

নিকায় (গোচ পূর্ব ১।১০৬) গৃহ, ২ সমূহ, [৩ লক্ষ্য, ৪ পরমাত্মা]। **নিকায্য** (মাম ৪।৩৮) [নি—চিঞ্ +ণ্যৎ] গৃহ।

নিকার (আচ ১৪।১৬৫) তিরস্কার, ২ পরাভব। ৩ (মালা রাস ৩) শাঠ্য। ৪ মারণ। ৫ (হরি ৫।৩৯২) [নি—কৃ+ঘঞ্] ধান্যক্ষেপ। ৬ (গোচ উত্তর ১৬।২৯) ধিক্কার।

নিকাশ (গীগো ১১।২৫) তুল্য—প্রবো। [২ প্রকাশ, ৩ সমীপ]।

নিকুচিতি (হরি ৫।৪৪০) [নি—কুচ কৌটিল্যে কর্ত্তরি ক্তি] অতি-বক্র।

নিকুঞ্জ-দেবী (নিধি ৬), °**ভূষামণি** (নিধি ২৭) শ্রীরাধা। **-বিদ্যা** (বিনা ৭।৫২) গৌরাঙ্গীবেশে সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ—বৃন্দার ভগিনীরূপে কল্পিতা ভাণ্ডীরদেবতা।

নিকুম্ভ (ভা ৯।১০।১৮) রাবণের সেনাপতি। ২ (ভা ৯।৬।২৪) সূর্যবংশ্য হর্যশ্বের পুত্র। [৩ প্রহ্লাদের পুত্র, ৪ কুম্ভকর্ণের পুত্র, ৫ বিশ্বদেব-ভেদ। ৬ কুমারের অনুচর]।

নিকুরম্ব (গোচ পূর্ব ১৯।৯৩) সমূহ।

নিকৃত (ভা ৫।১৪।১২) বঞ্চিত, ২ (সমা ৩।১৩) তিরস্কৃত। ৩ পতিত, ৪ নীচ। **নিকৃতি** (ভা ৪।৮।৩) দম্ভের ঔরসে ও মায়ার গর্ভে জাতা কন্যা। ২ (ভাবনা ১৪।৪৪) শাঠ্য। ৩ (মাম ৩।৩৮) নিষ্ঠুরতা। [৪ ক্ষেপ, ৫ দৈন্য]। **নিকৃতিজুট্** (ভা ১০।৬০।৫৪) বঞ্চনপর।

নিকৃত্ত (আচ ৮।৭৮) ছিন্ন।

নিকৃন্তন (বিনা ১।৩৫) ছেদক। ২ (গীগো ১।৩২) বিদারণ—প্রবো।

নিকেত (মালা মুমু ২১) সমাশ্রয়, গৃহ। **নিকেতন** (ভা ৯।১৭।৮) সোমবংশীয় সুনীথের পুত্র। ২ গৃহ।

নিকোচ (গোচ পূর্ব ২৭।১২) সঙ্কোচন। **নিকোচিত** (গোচ পূর্ব ২১।৬৫) সঙ্কোচিত।

নিক্বণ, নিক্বাণ (হরি ৫।৪২০) শব্দ।

নিখর্ব (গোচ পূর্ব ২২।২) দশ সহস্র কোটি।

নিখাত (চন্দ্রা ৫০) অতিনিবিষ্ট।

নিখিলোগ্রতাপ (মালা নাম ২) লিঙ্গদেহপর্যন্ত ব্যাপক ক্লেশ।

নিগঞ্জন (আচ ১৫।২৩৪) তিরস্কারক।

নিগড়—শৃঙ্খলা, ২ বন্ধ।

নিগদ (ভা ৫।৩।১৭) গদ্যময় স্তব—স্বামী। ২ (ভা ১০।৪৫।৩৫) উপদেশ, ৩ (হরি ৫।৪১৯) শব্দ, ৪ কথন।

নিগম (ভা ৬।৫।৩০) উপদেশ, ২ (ভা ১০।২৩।২৯) প্রতিজ্ঞা, ৩ বেদ-বাক্য, ৪ (ভা ১০।১৬।৪৪) বিহিতাচার। ৫ (প্রীতি ২০) অনু-ভাবনা। ৬ (গোচ উত্তর ১৬।৩৯) হট্ট, ৭ নগর। ৮ তন্ত্রভেদ, ন্যায়-

শাস্ত্র। ৯ (ভা ১০।৮৭।২১) জ্ঞাপন। ১০ সম্যক্ অনুভব। ১১ (হরি ৫।৪২৯) পথ, ১২ বাণিজ্য, ১৩ নিশ্চয়। ১৪ (চৈত ১০।৮৭। ২১) বোধ, ১৫ (ভা ৭।১০।২৭) ধর্ম। ১৬ (ভা ১০।১৩।৩৯) সংক্ষেপ। -কৃৎ (ভা ১১।২৯।৪৮) শাসনকর্তা। -চক্রচূড়া (চন্দ্রা ২৯) উপনিষৎ। -ন (গোচ পূর্ব ১১।১২) নিশ্চয়। ২ (আচ ৮।১১৬) নিদর্শন, জ্ঞাপক। ৩ (সস তত্ত্ব ৯) সাধ্যের উপসংহার। যে বাক্যদ্বারা পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ও উপনয় একই প্রতিপাদ্য অর্থে পরস্পর সম্বন্ধ-বন্ধরূপে বোধিত হয়—তাহাই 'নিগমন'। -শোভন (কৃগ পরি ১২৬) শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন।

নিগমায় (ভা ১০।৮৭।২১ ক্রম°) [নিগমানাং বেদানাময়ঃ শুভাবহ-বিধিঃ আয় আশ্রয়ো বা] বেদ-সমূহের শুভাবহ বিধি বা আশ্রয়—জী।

নিগমাবপন (ভা ১০।৮৭।২০) বেদোক্ত সর্বকর্মার্পণবিষয়—স্বামী। ২ সর্বকর্মার্পণ, ৩ সর্বশ্রুতির তাৎপর্য-বিষয়—সনা। ৪ মহাপ্রেমভাণ্ড, ৫ গোপীপালকর্তৃক স্তূয়মান—প্রবো। ৬ (ভক্তি ১৭৮) শাস্ত্রযোনি।

নিগমী (ভা ৪।২২।৪৭) বৈদবিৎ।

নিগমেশ্বর (ভা ১২।৮।৪১) বেদমার্গ-প্রবর্তক—স্বামী।

নিগরণ (গোচ পূর্ব ১০।৫৫) গিলন, ভক্ষণ। ২ (সাকৌ ১০।১৫) উপমেয় ধর্মের অবিষয়ীকরণ।

নিগার (হরি ৫।৩৯১) [নি—গৄ+ ঘঞ্] ভক্ষণ, গিলন। **নিগীর্ণ** (অকৌ ৮।২১) গ্রস্ত। ২ (শেষ ৫।১৩) বিষয়টি শব্দোপাত্ত হউক বা নাই হউক, বিষয়ের অপকর্ষ হইলেই 'নিগরণ' হইয়া থাকে। ৩ অন্ত-র্জাবিত। **নিগীর্ণি** (গোপা ১২) নিঃশেষরূপে গিলন।

নিগূঢ় (ভজ ২৮।১১) গহন, ২ গুপ্ত।

নিগূঢ়াত্মগতি (প্রীতি ১৫১) তিরোহিত-পারমৈশ্বর্যস্থিতি। **নিগূহ-মান** (গোচ পূর্ব ১০।৬৯) গোপনকারী।

নিগৃহীত (কৃষ্ণ ৫০) নিরতিশয় বশীকৃত। -পাণি (তত্ত্ব ২৫) যোজিতাঞ্জলিপুট। **নিগৃহীতি** (হরি ৫।৪৪০) [নি—গ্রহ্+কর্তরি ক্তি] অতিগ্রাহী।

নিগ্রন্থন (গোচ পূর্ব ১০।৬৭) [নি— গ্রন্থ ভাবে ল্যুট্] মারণ।

নিগ্রহ (হলী ৬।৬) নিরুত্তরীকরণ। ২ (চৈচ মধ্য ৬।১৭৭) পরপক্ষ-পরাজয়। ৩ (ভা ১০।১৪।২০) নিরসন—সন। [৪ ভর্ৎসন, ৫ সীমা, ৬ বন্ধন]। **নিগ্রহণ** (গীতা ৯।১৯) আকর্ষণ—স্বামী। °স্থান (রত্ন টী ১৮) ন্যায়মতে পরাজয়-নিমিত্ত। অসমর্থ হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগ। **নিগ্রহে অনুগ্রহ** (প্রীতি ৭৬) (১) ইন্দ্রদ্যুম্ন অগস্ত্যের অভ্যর্থনা না করায় বৈষ্ণবাচার লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়া অগস্ত্য তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অভিশাপচ্ছলে জগৎকে বৈষ্ণব-সম্মাননাবিধি শিক্ষা দিয়াছেন। (২) নলকুবর ও মণিগ্রীব উলঙ্গ হইয়া জলক্রীড়া করিতেছিলেন—নারদকে দেখিয়া সংযত হন নাই, সুতরাং নারদের অভিসম্পাতরূপ অনুগ্রহে গোকুলে বৃক্ষদেহপ্রাপ্তি করত শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ-লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। (৩) পিপাসার্ত রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া মহর্ষি শমীকের আশ্রমে গিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা না পাওয়ায় কুপিত হইয়া ব্রাহ্মণের গলে মৃত সর্প দিয়া যান, পরে ঋষিপুত্র-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃতপানে অমরত্ব (শ্রীভগবৎপাদপদ্ম) লাভ করেন। তত্ত্ব-বিচারে এই সকল অভিসম্পাতের মূলে চরম কৃতার্থতাপ্রাপ্তি থাকায় উহারা নিগ্রহচ্ছলে অনুগ্রহই হইয়াছে। **নিগ্রাহ** (হরি ৫।৪০২) [নি—গ্রহ+ঘঞ্] আক্রোশ, ২ তিরস্কার, ৩ অভিসম্পাত্।

নিঘ (হরি ৫।৪২৮) [নি—হন্+ক] পরিমিত, ২ সর্বত্র সম।

নিঘণ্টু—কোষ, অভিধান। নাম-সংগ্রহ।

নিঘস (হরি ৫।৪১৮) [নি—অদ্ ভক্ষণে+অপ্] ভোজ্যদ্রব্য, ২ ভোজন।

নিঘৃষ্ট (হব ৩।১।১২) কৃতচিহ্ন।

নিঘ্ন (ভা ৯।২৪।১৩) অনমিত্রের পুত্র—নিঘ্ন। ২ (চৈনা ৫।৫) আয়ত্ত, অধীন, [৩ আহত, ৪ পূরিত]। -তনয় (সনা ৬।১৫) প্রসেনজিৎ। **নিঘ্নানন্দ** (চৈনা ৫।৫) ভগবান্।

নিচয় (হরি ৫।৪০১) [নি—চিঞ্+ অল্] প্রাণিগণের সঙ্গম। ২ নিশ্চয়।

নিচয়ন (নিধি ১০৮) সংগ্রহ।

নিচায়ন (গোভা ১।৪।৫) জ্ঞান, ২ উপাসনা, ৩ (গোচ পূর্ব ৮।২) দর্শন। ৪ (গোচ পূর্ব ৩০।১১০) সমূহ। **নিচায্য** (গোভা ১।২।৭)

উপাঙ্গ। **নিচিত** (গোলী ১১। ১১৪) একত্রীকৃত। ২ (গোলী ১৫। ১০৪) ব্যাপ্ত। ৩ (গোচ পূর্ব ৮।২) রচিত, ৪ পূরিত, ৫ নির্মিত।

নিচিতি (গোচ পূর্ব ১৮।৭৩) সমূহ।

নিচীয়মান (ভা ১০।৫০।৩৯) বিকীর্যমাণ।

নিচুল (পদ্যা ২০১) স্থলবেতস। ২ হিজ্জলবৃক্ষ। **নিচুলিত** (সিন্ধু ৩। ৪।৪৭) আচ্ছাদিত, বস্ত্রীকৃত। ২ (গোচ পূর্ব ৩১।৯৮) পরিহিত বস্ত্র।

নিচোল (গীগো ৫।১১) প্রচ্ছদপট। ২ (আচ ১১।৪১) হিঁজল বৃক্ষ। ৩ (গোচ পূর্ব ৪।৩৪) উত্তরীয় বস্ত্র।

নিজ (মাম ১।১৩০) স্বকীয়, ২ নিত্য। ৩ (চৈত ১০।৩৮।১৬) অসাধারণ, ৪ স্বরূপসিদ্ধ। ৫ (বৃভা ২।৪।১৮৬) স্বাভাবিক। ৬ (ভা ১০। ৪৫।১) স্বাধীন। **-কর্ম** (ভা ১১। ২৫।২২) নিত্যাদি কর্ম—স্বামী। ২ স্বস্ব-বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম—জী। **-কাম-সংপ্লুত** (ভা ১০।৫৯।৪৩) স্বানন্দ-পরিপূর্ণ। ২ স্বরূপভূত কন্দর্পরসে নিমগ্ন। **-জন** (চৈভা আদি ১।৬১) অন্তরঙ্গ, স্নিগ্ধভক্ত। **-ধর্ম** (চৈত ৪। ৮।২২) বৈষ্ণব ধর্ম, ভক্তি। **-ধৃতি** (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপস্থা নদী। [২ স্বাভাবিক ধৈর্যশীল।] **-নিলয়** (আচ ১১।৭০) স্বগৃহ, ২ [নিতরাং জনেরুত্তবস্য লয়: নাশ:] উৎপত্তির একান্ত নাশ। **-প্রিয়োপহার** (সিন্ধু ১।২।১৯৯) যে যে বস্তু লোকসমাজে অত্যুৎকৃষ্ট, যাহা যাহা নিজের ও ভগবানের প্রিয় হয়, সেই সেই দ্রব্যই ভগবানে নিবেদন করিবে। যৎসামান্য হইলেও তাহার ফল অনন্ত। **-রূপ** (বৃভা ২।৭।৯২) স্বাভাবিক, ২ স্বরূপ, ৩ সমানরূপ। **-রূপতা** (উ ৩।৫৫) স্বকীয়ারূপ [কিন্তু অবতারলীলাবৎ পরকীয়াত্বা-ভাসরূপ নহে]—জী। ২ স্বরূপ-ভূতা শক্তি—বি। ৩ স্বস্বরূপতা—বিষ্ণু। **-শক্তি** (চৈচ আদি ১। ৪১) স্বরূপশক্তি।

নিজাংশ (সভা ১।৪৪৩) বিলাস—বল।

নিজাত্মা (যো ৬) স্ব-স্বরূপ।

নিজানুরূপ (বৃভা ২।৫।৯) অনুপম, ২ নিজযোগ্য।

নিটিল (সিন্ধু ৪।৫।৩০) মস্তক। ২ (দা ১২৪) ললাট। ৩ (উ ১৪। ১১৫) কপোল।

নিতম্ব (মালা মু ৩) কটিদেশ।

নিতরাম্ [ব্য] অবশ্যই, ২ অত্যন্ত।

নিতানিত (আচ ১১।১২৬) অতি-বিস্তারিত।

নিতান্ত (গোবি ৯৮) অত্যন্ত; সুদৃঢ়। ২ (বৃভা ১।১।২) অতিগাঢ়, ৩ পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত।

নিত্য (সভা ১।৫৬৪) ষড়্বিধ ভাব-বিকার-রহিত [ষড়্ভাববিকার=জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ] ২ (গোপা ৪) সন্তত, ৩ ধ্রুব। ৪ (গোভা ১।২।২১) সদা-একরস। ৫ (গোভা ৩।৪।১৫) অবাধিত। ৬ (বৃভা ১।৭।১৪৪) প্রত্যহ, ৭ নিশ্চল। ৮ (পরম ১) অনাদিকাল হইতে অনুগত। ৯ (গোতা ১।২১) চেতন। ১০ (প্র ৩।২) কূটস্থ। **-কর্ম** (বৃভা ২।১।৪২) অগ্নিহোত্রাদি, সন্ধ্যো-পাসনাদি—যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয়। **-কৃত্য** (হ ৩।২০) নিশান্ত-কালে—শ্রীগৌরগোবিন্দের নাম-কীর্তন করিতে করিতে জাগরণ ও হস্ত-পদাদির প্রক্ষালন, দন্তধাবনাদি পূর্বক রাত্রিবাস পরিত্যাগ ও অন্য বস্ত্রগ্রহণ করত আচমন ও উপবেশন করিয়া শ্রীগুরুদেবের ও যূথেশ্বরীর স্মরণ প্রণামাদিসহ নিশান্ত-লীলা স্মরণ করিবে। পরে শৌচ, স্নান ও স্নানাঙ্গ তর্পণাদি করত সম্প্রদায়ানুসারে তিলক মালাদি ধারণপূর্বক ভগবৎপ্রবোধনাদি কার্য করিবে। প্রাত:কালে—পুষ্পাদ্যাহরণ, তুলসী-চয়ন, সন্ধ্যা-বন্দনাদি, ইষ্টদেবতার অর্চন এবং প্রাতর্লীলাস্মরণ। পূর্বাহ্নে—শ্রীগুরু-সেবাদি ও পূর্বাহ্নলীলা-স্মরণাদি। মধ্যাহ্নে—মধ্যাহ্ন স্নান, সন্ধ্যা, হোম, বৈশ্বদেব-বলিপ্রদান, অতিথি-সৎকার, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাসদান এবং মধ্যাহ্নলীলা-স্মরণাদি। অপরাহ্নে—শাস্ত্রালোচনাদি ও লীলা-স্মরণাদি। সায়াহ্নে—সন্ধ্যাবন্দনাদি ও লীলা-স্মরণাদি। প্রদোষে মন্ত্রজপ স্তবপাঠ প্রদোষ-লীলাস্মরণ, এবং রাত্রিতে—নৈশলীলা-স্মরণ, ভোজন ও শয়নাদি। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীগোপাল গুরুগোস্বামিপাদ-কৃত, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামি-বিরচিত ও শ্রীসিদ্ধ কৃষ্ণদাস-মহানুভব-রচিত পদ্ধতিত্রয়ে দ্রষ্টব্য। **-গোবিন্দ** (সা ২) ঊর্দ্ধাম্নায়-তন্ত্রোক্ত দ্বাদশাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের দেবতা। **-তৃপ্ত** (গীতা ৪। ২০) নিজানন্দে তুষ্ট—স্বামী। **-স্থ** (গীতা ১৩।১২) নিষ্ঠা—স্বামী। **-দা** (ভা ১০।৪৪।৩৯) সর্বক্ষণ,

২ মোক্ষাখ্য নিত্যবস্তুর প্রদাত্রী; ৩ নিত্যপদ বৈকুণ্ঠের অবখণ্ডিকা। **-নায়িকা** (উ ৮।৪৯) যূথেশ্বরী আত্যন্তিকাধিকা সখী। ইঁহার লঘুত্ব নাই বলিয়া সখীত্বও সম্ভবপর নহে; সকলের আদরপাত্রী বলিয়া তাঁহার মুখ্য দূতীত্বও নাই, কদাচিৎ প্রণয়-বশতঃ দৌত্য করিলেও তাহা গৌণই; যেহেতু তজ্জন্য তাঁহাকে দূরে যাতায়াত করিতে হয় না। **-নূতন** (সিন্ধু ২।১।১৮৪) সদাকাল অনুভূত হইয়াও মাধুরীরাশির আবিষ্কারে অননুভূতবৎ প্রতীয়মান। **-প্রলয়** (ভা ১২।৪।৩৪) ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত জীবের কালবেগকৃত বাল্যপৌগণ্ডাদি অবস্থাসমূহের একটির নাশ, অপরটির উৎপত্তি-রূপ পরিণাম-প্রবাহ। **-প্রিয়া** (উ ৩।৫৪) শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীপ্রমুখ গোপীগণই ব্রজে নিত্যপ্রিয়া—ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণবৎ নিত্য-সৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যাদি-গুণশালিনী। **-বদ্ধ** (চৈচ মধ্য ২২।১২) অনাদি-বহির্মুখ। **-ভূত** (আচ ১।১৭) নিত্যস্বরূপ। **-মুক্ত** (চৈত ৪।৯।১৫) অবিদ্যাশক্তির অবশীভূত। ['প্রীত্যাবির্ভাবক্রম' শব্দে দ্রষ্টব্য]। ২ (চৈচ মধ্য ২২।১০) নিত্যসিদ্ধ, পার্ষদ, ভগবৎপরিকর। **-মুৎ** (ভা ১০।৪৫।৮) সদানন্দিত। **-যুক্** (ভা ১০।৮২।৩৯) আরূঢ়যোগী—স্বামী। ২ নিত্য-সংযোগবতী রুক্মিণ্যাদি—সনা। ৩ আত্মারামশিখামণি মহাযোগেশ্বর শ্রীরুদ্রাদি। **-যুক্ত** (গীতা ৯।১৪) নিরন্তর অবহিত, ২ ভবিষ্যৎকালে ভগবানের সহিত নিত্যসংযোগা-কাঙ্ক্ষী। ৩ (গীতা ৭।১৭) সর্বদা নিষ্ঠাযুক্ত। **-লীলা** (চৈচ মধ্য ১।৪৪) অপ্রকট লীলা। প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাই সর্বথা নিত্য হইলেও প্রকটলীলাই অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া লোকগোচরীভূত হয়। ইহা কোন একটি ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যকাল প্রকট থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন কালে, ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়। যুগপৎ সকল ব্রহ্মাণ্ডেও প্রকটিত থাকে না। প্রকট লীলাগত এই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়াই—ইহা নিত্য হইলেও, মায়িক বা জড় দেশ-কাল-ক্ষোভ্য না হইলেও, নিত্যদেশ ও নিত্যকালে নিত্য প্রকটিত অপ্রকট লীলাকেই 'নিত্যলীলা' বলা হয়। রস-লীলা-চমৎকারাতিশয় কিন্তু প্রকট লীলাতেই সমাস্বাদনীয় ও নিদি-ধ্যাসনীয়। **-লোক** (বৃভা ২।২। ২২১) [নিত্যঃ লোকঃ শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যো যস্য সঃ] শ্রীকৃষ্ণ। **-বৃন্দাবন** (প্রকাশ ৩।৫) ভূলোকে বিরাজিত পূর্ণাতিপূর্ণ ধাম—শ্রীগোপীজনবল্লভের লীলা-নিকেতন। **-শঃ** (গীতা ৮।১৪) প্রতিদিন। **-শ্রী** (ঐ ১।১) লক্ষ্মী বা শ্রীরাধার সহিত সর্বদাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ, ২ নিত্যশোভা-সম্পত্তিযুক্ত। **-সংসার** (চৈচ মধ্য ২২।১০) নিত্যবদ্ধ, অনাদিবহির্মুখ। **-সখী** (উ ৮।৮৭) নায়িকাত্বে অপেক্ষাশূন্যা অথচ সখ্যভাবেই সদা প্রীতা সখীকেই 'নিত্যসখী' বলা হয়। ইঁহারা দ্বিবিধ—আত্যন্তিকী লঘু এবং নায়িকত্বান-পেক্ষিণী আপেক্ষিকী লঘু। **-সত্ত্বস্থ** (গীতা ২।৪৫) ধৈর্যাবলম্বী। ২ ভক্তগণের সহিত অবস্থিত। **-সন্ন্যাসী** (গীতা ৫।৩) রাগদ্বেষ-বিমুক্ত হইয়া পরমেশ্বরের-প্রীতিতে যিনি কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি নিত্যই কর্মানুষ্ঠান-কালেও সন্ন্যাসী। **-সমাস** (হরি ৬ ১৩, ৪৬, ৭৪) যে সমাস-বদ্ধ শব্দ বিশেষার্থ-প্রতীতি করায়, কিন্তু অসমাসে তদর্থ পাওয়া যায় না। 'কৃষ্ণসর্প' বলিলে বিষধর-সর্পকে বুঝায় অথচ 'কৃষ্ণ সর্প' বলিলে কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট সর্পকেই বুঝায়।

নিত্যসিদ্ধ (সিন্ধু ২।১।২৯০) ভগবৎ-পার্ষদ—যাঁহারা নিজদেহ হইতেও শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ-প্রেম বহন করেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবৎ নিত্য ও আনন্দ-স্বরূপ—তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। **-জনের প্রতি উপদেশ** (ভক্তি ৬৬) নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণকে যে যে স্থলে অন্যাবেশত্যাগ এবং শ্রীভগবানে ভক্তি করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তত্তৎস্থলে তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়াবিষ্ট জীবনিচয়ের প্রতি উপদেশই বোদ্ধব্য। **-দেহে রাগদ্বেষাদি** (উ ৯।৪২-৪৩ বি টী) সাধকদেহেও ভক্তিপ্রতিকূল দ্বেষাদি যখন মুকুন্দ-স্ফূর্তির ব্যাঘাতকারী বলিয়া ত্যাজ্য, তখন সিদ্ধাবস্থায় ঐসব কি প্রকারে গ্রাহ্য হয়? **উত্তর**—সাধকত্বাবস্থায় রাগদ্বেষাদি মনোবিকার প্রাকৃতই, কিন্তু সিদ্ধ-দশায় অন্তঃকরণ প্রেমাকারত্বপ্রাপ্তি করে বলিয়া তাহার বৃত্তি শোকমোহ-রাগদ্বেষাদিও প্রেম হইতে ভিন্নস্বরূপে থাকে না। ভক্তিশাস্ত্রে নির্বেদাদি সঞ্চারী ভাবসমূহ মনোধর্মা হইলেও—সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসরূপে প্রতীয়মান হইলেও—কিন্তু নিগুর্ণ

বলিয়াই ধর্ত্তব্য, যেহেতু নির্গুণ প্রেমেরই স্থায়িভাবতা এবং স্থায়িভাবেরই নির্বেদাদি বিভিন্নরূপে আবির্ভাব স্বীকৃত। যদিইবা প্রেম নির্গুণ হয়, তবে কিপ্রকারে মনোবৃত্তিগুলি তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া নির্গুণ হয়? যদি বল যে আধারাধেয়-সম্বন্ধেই ঐরূপ তন্ময়তা হয়, তবে অজাতরতি সাধকগণ, যাঁহারা কেবল ভজনলেশই আরম্ভ করিয়াছেন,—তাঁহাদেরও অন্তঃকরণে ভক্তির প্রাদুর্ভাবে উহার বৃত্তিগুলিও তন্ময়ত্বপ্রাপ্তি করিলে ত রাগদ্বেষাদি ভক্তির প্রাতিকূল্যই করিবে না? **উত্তর**—সত্যই বটে, আমরা কিন্তু ঐ তন্ময়তাপ্রাপ্তি-বিষয়ে আধারাধেয়সম্বন্ধ স্বীকার করি না—কিন্তু ঐ সম্বন্ধ ব্যতীতও তন্ময়তাপ্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ শ্রবণাদিদ্বারা ভক্তের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, কর্ণপ্রবেশমাত্রই তৎক্ষণাৎ ঐ ভক্তি অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি করে না, কিন্তু নিরন্তর ঐ অন্তঃকরণের সহিত ভক্তির পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে অনর্থ-নিবৃত্তিপূর্ব্বক নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি ভূমিকালাভের পরেই তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ ভূমিকাপ্রাপ্তি না হয়, তত দিনই রাগদ্বেষাদি প্রাকৃত ও অনর্থকরই বলিতে হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—গন্ধকচুর্ণে পারদের প্রবেশ মাত্রেই মিলন হয় না কিন্তু বহুক্ষণযাবৎ সংমর্দ্দন করিতে করিতে তবেই মিলিত হয়। মিলন হইলে যেমন গন্ধকের নিজের আকার লোপ পায় ও রূপান্তর-প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণেরও প্রাকৃত-ধ্বংশ ও চিন্ময়ত্বপ্রাপ্তি হয়। পারদ-গন্ধকের ঐক্যরূপ যেমন কজ্জলীভাব, তদ্রূপ ভক্তি ও অন্তঃকরণের ঐক্যরূপই প্রেম। পারদ সর্বত্র অলিপ্ত হইলেও যেমন পার্বতীপ্রণয়ক গন্ধককেই নিজসংঘর্ষণে অন্য স্বরূপপ্রাপ্তি করাইয়াও স্বয়ং অনষ্টস্বরূপই থাকে, গন্ধকদ্বারা উপরঞ্জিত হইয়াই কোনও পরিপাকবিশেষে নিজেরই নামরূপবৈলক্ষণ্যপ্রাপ্ত হয়—তদ্রূপ কর্ণরন্ধ্রাদিদ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ ভগবান্ অন্যত্র অলিপ্ত হইয়াও প্রীতিযুক্ত অন্তঃকরণে প্রবেশ করত নিজশক্তিবলে (নিজ সংঘর্ষণে) ঐ অন্তঃকরণকে চিন্ময়তাপ্রাপ্তি করাইয়া উহাকর্ত্তৃক অনুরঞ্জিত হইয়া ঐক্যলাভে উত্তরোত্তর পরিপাকবিশেষে প্রেমস্নেহাদি নামরূপ-বিভেদ প্রাপ্তি করে। পূর্বোক্ত কজ্জল যেরূপ অনুকূল বস্তুসংযোগে অনেক ভেদপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রেমও শ্রীভগবানের দাস, সখা, গুরু ও কান্তাদিভাবের মিশ্রণে দাস্যাদি প্রভেদ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দেখা যায় যে সাধনসিদ্ধ ভক্তদেরও প্রেম যখন নির্গুণ, তখন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদদেহে নিত্যসিদ্ধ প্রেমবিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকে?

নিত্যসেবক (বৃভা ২।১।২০২) কুলক্রমে জন্মাবধি সেবাকারী।

নিত্যানন্দ (চৈনা ২।২৫) শাশ্বত সুখ। **-বট** (রত্না ৫।২২৩৯) শ্রীবৃন্দাবনস্থ শৃঙ্গার-বটের নামান্তর।

নিত্যাভিযুক্ত (গীতা ৯।২২) ভগবানে সর্বথা একনিষ্ঠ—স্বামী। ২ ভগবানের সহিত নিত্য-সংযোগাভিলাষী। ৩ নিত্য পণ্ডিত।

নিত্যারূঢ় (ভা ৩।৩৩।২৭) লব্ধপ্রতিষ্ঠ—স্বামী।

নিত্যোদকী (বিপু ৩।৮।২২) নিত্যস্নানতর্পণাদিকৃৎ।

নিত্যৈশ্বর্য (বৃভা ২।২।২২১) সর্বদা অপ্রচ্যুতৈশ্বর্য-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ।

নিত্যোপাস্তি (বৃভা ২।২।২২১) সার্বদিক উপাসনা। ২ যদ্বিষয়ক শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি নিত্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ।

নিদর্শন (ভা ৫।১৮।৩২) সিদ্ধান্ত—স্বামী। ২ (ভা ১০।১।৫২) জ্ঞান—বি। ৩ (সাকৌ ১০।১২) দৃষ্টান্তকরণ। ৪ (ভা ২।৫।১) [নিতরাং দৃশ্যতে যেন তৎ] জ্ঞাপক—বি। ৫ চিহ্নবিশেষ। ৬ (চৈনা ২।২৪) দৃষ্টান্ত। ৭ (নাচ ৩১৩) পরাপেক্ষানিরসনের জন্য যাহাতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অর্থের পরিকীর্ত্তন হয়, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'নিদর্শন' বলে।

নিদর্শনা (অকৌ ৮।১৯, শেষ ৪।১৮) কোনও পদার্থের সম্বন্ধ কোথাও বাধিত এবং কোথাও অবাধিত হইয়া যে তাৎপর্যদ্বারা বর্ণিত পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্য প্রকাশ করে, তাহাকে 'নিদর্শনা' কহে। ইহা দ্বিবিধ—সম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধা ও অসম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধা। এই নিদর্শনায় উপমানোপমেয়ের বিম্বপ্রতিবিম্বভাব ব্যতীত বাক্যার্থ পর্যবসিত হয় না; দৃষ্টান্তে সেরূপ নহে, কেননা দৃষ্টান্তে সামর্থ্যবশতঃ পর্যবসিত বাক্যার্থদ্বারা বিম্বপ্রতিবিম্বভাব প্রত্যানীত হয়। অর্থাপত্তিতে সাদৃশ্য-পর্যবসানের অভাব দৃষ্ট হয়। বিভেদ ও উদাহরণাদি আকরে দৃশ্য।

নিদর্শিত (গোভা ৩।২।৩৮) দৃষ্টান্তিত।

নিদাঘ (রত্ন ৬।৮৩) পুলস্ত্য ঋষির পুত্র ও ঋভুদেবের শিষ্য। ২ গ্রীষ্মকাল। **-ধামা** (আচ ১১।৪৬) সূর্য।

নিদান (বৃভা ২।৪।১১৯) উৎপত্তি-কারণ। ২ মুখ্য কারণ। **-ব্রহ্মা** (যো ৪) সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত রজো-গুণ-প্রবর্ত্তক আদিকারণ ব্রহ্মা।

নিদিগ্ধ (স্তব ১।১২৮) সংবর্দ্ধিত। ২ (গোচ পূর্ব ৪।১) সংলিপ্ত।

নিদিধ্যাসন (ভা ১।২।১৩) উপাসনা —জী। ২ (নাম ৩।৫) [সজাতীয় প্রত্যয়াবৃত্তিযুক্ত অথচ বিজাতীয় প্রত্যয়নিরোধ-বিশিষ্ট] তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নপ্রবাহে অনুস্মরণ। ৩ (গোভা ১।১।১) জিজ্ঞাসা। **নিদি-ধ্যাসিতব্য** (প্র ৯।৫) তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নপ্রবাহে অনুচিন্তনীয়। **নিদি-ধ্যাসু** (ভা ২।১০।২৯) নিত্যচিন্তনেচ্ছু —স্বামী।

নিদিষ্ট (গোচ পূর্ব ২১।২২) আদিষ্ট। ২ (চৈনা ১।৩০) কথা, ৩ আজ্ঞা।

নিদেশ (গীগো ১) ভাষণ, ২ আদেশ ৩ সামীপ্য। **-বশবর্ত্তী** (সিন্ধু ৩।২।১৬) নিদেশে (স্বস্ব-যোগ্য কর্মে) যে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা, তাহাতে যে বশ (ইচ্ছা, স্বতঃপ্রবৃত্তা রুচি) তাহাতেই অবস্থান করিবার স্বভাবযুক্ত।

নিদ্রা (ভা ১।৪।৪) অবিদ্যা—বি। ২ (ভা ১০।৩।৫১) অজা—স্বামী। ৩ যোগমায়া—সনা। ৪ (ভা ১১।২৫।৪) তন্দ্রা—স্বামী। ৫ (সিন্ধু ২।৪।১৭১—১৭৬) চিন্তা, আলস্য, স্বভাব ও শ্রমাদিদ্বারা বাহ্যবৃত্তির লোপ। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জড়তা, নিঃশ্বাস ও নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের নিদ্রা কিন্তু ভগবৎসমাধি-রূপাই, কদাচিৎ প্রাকৃত নিদ্রা নহে। ৬ (প্রীতি ১৫৮) ভগবানের চিন্তায় শূন্যচিত্ততাবশতঃ এবং ভগবৎসম্মি-লনাদিজনিত আনন্দ-প্রাপ্তিতেও নিদ্রা উপস্থিত হয়। **-চ্ছেদকর** (মথুরা ১৯৩) শ্রীহরির উত্থানপর্ব অর্থাৎ কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী। **-জয়** (ভক্তি ২৩৭) সাত্ত্বিক আহার-বিহারে নিদ্রাজয় হয়। **নিদ্রালু** (হরি ৫।৩৪১) নিদ্রাশীল।

নিধ (হব ৩।১৪।১৩) পাশ।

নিধন (ভা ৩।৪।২৮) [নিতরাং ধন-স্বরূপং] শ্রেষ্ঠধনরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলাধাম। ২ (ভা ১১।৩০।৩৪) অপ্রকট লীলাসম্পৎ—জী। ৩ সর্বস্ব কৃষ্ণ—বি। ৪ (চৈত ১০।৮৭।৪১) পর্যাপ্তি। ৫ মরণ—সনা। ৬ (ভা ১০।১৬।১৪) স্ববিহারাস্পদ—বল। ৭ (হব ১।৫।১০) বংশ—নীল।

নিধান (ভা ১০।৩।৫১) নিধিবৎ গূঢ়-ভাবে রক্ষণ—জী। ২ (গীতা ১১।১৮) প্রকৃষ্ট আশ্রয়—স্বামী। ৩ লয়স্থান—বি। ৪ (মাম ৭।৪৫) নিধি। ৫ (সভা ১।৪০০) অধিকরণ। ৬ (গোচ উত্তর ১।৮৫) উপায়। ৭ (হব ১।১।৮) বেদ, ৮ ঈশ্বর।

নিধায় (গোচ পূর্ব ৩।১০৬) [নি+ধা+ণ] স্থাপক।

নিধি (ভা ৩।২৮।২৪) আধার—স্বামী। ২ (গোতা ১।১৮) ইন্দ্র, নীল, কুমুদ, নন্দক, কচ্ছপ, মকর, শঙ্খ, পদ্ম ও মহাপদ্ম। ৩ (খ্যা ১) আশ্রয়, ৪ সৎপাত্রভূত। ৫ (সুধা ১৭) চিত্তে ধারণযোগ্য। **-ভু** (আচ ৮।১২৬) নিধিক্ষেত্র। **-সত্তাবাচিবাক্য** (রত্ন ৪।২২) 'তোমার গৃহে গুপ্ত ধন আছে' —এই বাক্যে যেরূপ হর্ষ-প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ বেদবাক্যে জীবের পরমানন্দ-স্বরূপ-ভগবজ্জ্ঞান জন্মে ও চিদানন্দ লভ্য হয়। নিকটস্থ বিস্মৃত বস্তুর সুখলভ্যতা-দ্যোতনে এই ন্যায় প্রযুক্ত হয়।

নিধুবন (আ ৩৫) সুরতক্রীড়া, ২ অত্যন্ত কম্পন।

নিধ্যান (ভা ৩।১৫।৪৪) দর্শন—জী।

নিনদ (গোলী ৭।৭৪) ধ্বনি।

নিনয়ন (ভা ১০।৫৭।৩৭) দান—স্বামী। ২ নিষ্পাদন।

নিনায়িত (আচ ২০।৩) অভিনয়দ্বারা সুন্দররূপে প্রকটিত।

নিনীষু (গোলী ১।১১৩) যে নিতে ইচ্ছা করে।

নিনুৎ (মালা চিত্র ৪) প্রেরক।

নিন্দক (চৈচ আদি ৭।২৯) ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তির নিন্দাকৃৎ। **নিন্দন** (ভক্তি ২১৫) দোষ-কীর্ত্তন। **নিন্দ্য** (চৈচ অন্ত্য ১৩।১৩৩) নিন্দাযোগ্য।

নিপ (মাম ৪।৬০) কলস।

নিপঠিতি (হরি ৫।৪৪০) [নি—পঠ +ক্তিন্] নিত্যপাঠক।

নিপত্যা (গোচ পূর্ব ১৮।১২৫) [নিপতত্যস্যামিতি ক্যপ্] পিচ্ছিল ভূমি। ২ যুদ্ধভূমি।

নিপাঠ (হরি ৫।৪১৯) পঠন, ২ বক্তৃতা।

নিপাত (ভা ১১।৩৮।৩১) মরণ। ২ (সাকৌ ১০।১২) প্রবাহ। ৩ (হরি ২।২১৮) চাদিগণ, উপসর্গ, বিভক্তি ও স্বরের প্রতিরূপক অব্যয়। 'স্বরাদি

নিপাতমব্যয়ম্' (পা ১।১।৩৭) এই সূত্রে নিপাতসমূহকেও অব্যয়-মধ্যে ধরা হইল। উপসর্গ-প্রতিরূপক—দুর্নীতম্, অবদত্তম্। বিভক্তি-প্রতিরূপক—(সুবন্ত) অহংযু-শব্দের অহং পদ ; (তিঙন্ত) অস্মি, অস্তিক্ষীরা। স্বর-প্রতিরূপক—সম্বোধনার্থে 'অ' ; বাক্যে এবং স্মরণে 'আ' ইত্যাদি। চাদি কিন্তু আকৃতিগণ—সম্যগর্থে 'পশু', শৈঘ্র্যে 'শুকম্' ইত্যাদি। নিপাত-শব্দের নিরুক্তিতে সুপদ্মমকরন্দে--'উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ'।

নিপান (২।৭।৪৭) কূপ—স্বামী। ২ (গোলী ১৬।৪০) কূপ-নিকটবর্ত্তী জলাশয়। ৩ (সক জী ২।২৮৬) ভাণ্ড।

নিপীড়িত (ভা ৪।৮।৬৭) আক্রান্ত। [২ কৃত-নিষ্পীড়ন]।

নিপীত (ভা ৩।৯।১৪) নিরস্ত। স্বামী। ২ দূরীকৃত—জী।

নিপুণ (ভা ১৩।৩৭) [নি—পুণ+ক] প্রবীণ, ক্রিয়া-কলাপে দক্ষ; ২ সূক্ষ্ম। ৩ (মালা ছ ১) শাস্ত্রবিধিজ্ঞ। **নিপুণতা** (কাব্য ১) ব্যাকরণ, কাব্য, অভিধান, ছন্দ প্রভৃতির আলোচনা-জনিত ব্যুৎপত্তি। **নিপুণদৃক্** (ভা ৭।১৩।১৯) চতুর।

নিবদ্ধ (গীতা ১৮।৬০) যন্ত্রিত। ২ (গোলী ২২।৭৭) সারিগাদি সপ্ত স্বরের পৃথক্ পৃথক্ আলাপ।

নিবন্ধ (তত্ত্ব ২৩) রচনা-বিশেষ, ২ (লনা ৫।৩৮) পণ, নিয়ম। ৩ (ভা ৬।৩।১৩) দৃঢ়বন্ধনোপাদান।

নিবন্ধন (ভক্তি ১১) বিশেষভাবে বন্ধনকারী। ২ (গোচ উত্তর ৩২। ৯৬) কারণ। ৩ (ভা ১০।৪৫।৪৫) অবশ্য-ভোগ্য—সনা।

নিভালন (গোচ পূর্ব ৩।৪) দর্শন। ২ (গোচ পূর্ব ৬।৩৬) নিরূপণ ; ৩ (আচ ১০।১৯) প্রত্যভিজ্ঞা। **নিভাল্য** (আচ ১৪।১৩৪) দর্শনীয়।

নিভৃত (ভা ১০।৮৭।২৩) সংযমিত, ২ বশীকৃত। ৩ (ঐ ১।৭) পূর্ণ। ৪ (ভা ১০।৮৭।২৩) নির্জন। ৫ (ভা ১।১৫।৩১) নিশ্চল ; ৬ অন্যালক্ষিত। ৭ (ভা ৫।১৩।২৪) শান্ত—স্বামী। -ভক্ত (দু মধ্য ২৩) প্রাপ্তপ্রেম বা জাতভাব ভক্ত। **নিভৃতাত্মা** (ভা ৪।২৪।৩৬) ক্ষয়বৃদ্ধি-শূন্য। ২ [বৃষ্ট্যাদি দ্বারা] জীবগণের সর্বথা পালক—বি।

নিমগ্ন (গোভা ২।১।২২) সংসক্ত।

নিমজ্জথু [নি—মস্জ্ ভাবে অথুচ্] নিমজ্জন।

নিমজ্জন (ভা ১০।৬৩।৪০) স্থাবরাদি-যোনিতে পতন—স্বামী।

নিমন্ত্রণ (চৈচ মধ্য ১৫।১৩) ভিক্ষার্থ [নৈবেদ্য-গ্রহণার্থ] প্রার্থনা-জ্ঞাপন।

নিময় (অকৌ ৮।৩৭) বিনিময়, পরিবর্ত্তন।

নিমাই (চৈভা আদি ৪।৪৫) শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।

নিমানন্দ (রত্না ৫।২১৭২) শ্রীগোপাল-গুরু-কথিত শ্রীমহাপ্রভুর নামান্তর।

নিমি (ভা ৯।৬।৪) সূর্যবংশ্য ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।৪৪) চন্দ্রবংশ্য দণ্ডপাণির পুত্র। ৩ (ভা ১১।২।২২) মিথিলাধিপতি মহাভাগবত।

নিমিত (ভা ৩।১৬।২৬) নির্মিত। ২ সমদীর্ঘ-বিস্তার-পরিমাণ-বিশিষ্ট।

নিমিত্ত (ভা ৩।২৭।২১, প্রীতি ১০) ফল, ২ প্রবর্ত্তক। ৩ (ভা ১০।৮৭। ২৯) কর্ম—স্বামী। ৪ (ভা ৩।২৯। ১৫) ফলাভিসন্ধান। ৫ (হরি ১। ৫০, ২।৮) যে সূত্রার্থ থাকিলে কার্যীর কার্য নিষ্পন্ন হয় ['কার্যী' শব্দ দ্রষ্টব্য]। ৬ হেতু, ৭ চিহ্ন, ৮ (গীতা ১৩০) শকুন।

নিমিষ (সুধা ৩৬) বেদবিরুদ্ধ কর্মে নিমীলিতদৃষ্টি বিষ্ণু। [২ পলক]।

নিমীলন (উ ৯।৪৮) মুদ্রণ, ২ লোপ —বি। ৩ (হ ১০।৫২৪) অজ্ঞান। ৪ (বি ২।১১) অস্তগমন। **নিমীলিত** (ভা ১।১০।২১) লীন—স্বামী।

নিমেষ (ভা ৩।১১।৭) তিন লব-পরিমিত কাল। ২ (গীগো ৮।২) পক্ষ্ম-বিশেষ। **নিমেষাসহিষ্ণুতা** (উ ১৪।১৬৩) স্বল্পতম কালেরও অতিবিস্তীর্ণত্ব-কল্পনা। ইহা কিন্তু রূঢ় মহাভাবেরই অনুভাব।

নিম্ন (ভা ৯।২৪।১২) চন্দ্রবংশ্য অনমিত্রের পুত্র, নামান্তর—নিঘ্ন। [২ নীচ, ৩ গভীর]। **নিম্নগা** (ভাবনা ৮।৪৪) নদী।

নিম্বাদিত্য, নিম্বার্ক—সনক-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য।

নিম্লোচ (ভা ৩।২।৭) অস্তগত—স্বামী। ২ (চৈত ৩।২।৭) অপহরণ। **নিম্লোচন** (গোচ পূর্ব ১৪। ৪৫) অস্তগমন।

নিম্লোচনী (ভা ৫।২১।৭) মানসোত্তরে সুমেরুর পশ্চিমে অবস্থিত বরুণ-পুরী।

নিম্লোচি (ভা ৯।২৪।৭) সোমবংশ্য ভজমানের পুত্র।

নিয়ত (ভা ১।১৭।৩৬) নিশ্চল। ২ (গীতা ৭।২০) বশীকৃত, ৩ (ভা

৪।৮।৪৫) আসক্ত—প্রবি। ৪ (হ ৩।৮২) নিশ্চিত। ৫ (গীতা ১৮।৭) নিত্য, শাস্ত্রবিহিত। **নিয়তাপ্তি** (নাচ ৬৪) অবিঘ্নে কার্যসিদ্ধির নিশ্চয়তা। **নিয়তার্থ** (ভা ৩।২।৬) নিশ্চিত-স্বরূপ। **নিয়তি** (ভা ৪।১। ৪৪) মেরুর কন্যা ও বিধাতার ভার্যা। ২ (রাধা ৫৪) রমাদেবী—যে স্বরূপ-শক্তি কেবলমাত্র স্বয়ং ভগবানেই নিয়তা (বশবর্ত্তিনী) হয়। ৩ (আচ ৮।৭৮) দৈব, অদৃষ্ট।

নিয়ম (ভা ১০।৮৭।৩০) ব্যবস্থাপন—স্বামী। ২ ভগবদিচ্ছৈকময়তা—সনা। ৩ বশীকরণ—প্রবো। ৪ শাস্ত্রনির্ণয়—জী। ৫ (ভা ১১।২০। ২৬) সঙ্কোচ। ৬ (ভা ১১।১০।৫) শৌচাদি [সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান]। ৭ (ভা ৩।২৪। ৩) স্বধর্ম—স্বামী। ৮ (চৈভ ১০। ৮৭।৩০) নিয়মন। ৯ (হ ১৫।৪৬৪) সঙ্কল্প। ১০ (হ ১৪।৩) নিশ্চয়। ১১ (পদ্যা ১৪৮) শপথ। ১৭ (হরি ১।৪২, ২।১১০) ব্যাকরণশাস্ত্রে একই সূত্রের বহুস্থলে প্রাপ্তির সম্ভাবনায় বিধানের সঙ্কোচন। সাক্ষাদ্ভাবে অন্যশাস্ত্রের ব্যাবর্ত্তক এই নিয়মসূত্র। [সামান্যপ্রাপ্তস্য বিশেষাবধারণং নিয়মঃ] সামান্যবিধির প্রাপ্তিস্থলেও বিশেষ বিধির প্রবর্ত্তন। **-বিধি** (ভা ১১।৫।১১ টী) পাক্ষিক-প্রাপ্তিস্থলে নিয়ম বিধি হয়। ঋতুকালে ভার্যা-গমন কর্ত্তব্য, এস্থলে বিধেয় ভার্যা-গমনটী রাগতঃ প্রাপ্ত হইলেও রাগা-ভাবে অপ্রাপ্তিও হইতে পারে বলিয়া নিয়মবিধি। **-সেবা** (হ ১৬। ১৮-১৯) আশ্বিনমাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করত কার্ত্তিকমাস যাবৎ বিষ্ণুর নিয়ম-পূর্ব্বক সেবা। বিনা নিয়মে কার্ত্তিক মাস যাপন করিলে অথবা চাতুর্মাস্য ব্রতাচার না করিলে জন্মার্জিত পুণ্যক্ষয় হয়। এই সময়ে আকাশ-দীপদান, শ্রীরাধা-দামোদর পূজা, শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা, গোক্রীড়া, যমদ্বিতীয়া, প্রবোধনী-কৃত্য, রথযাত্রাদি বিহিত। **নিয়মা-ক্ষমা**—ভজনক্রিয়া (মা ২।১০) যে অবস্থায় প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ ভজনের নিয়ম করিয়াও তাহা যথা-যথ পালন করিতে পারা যায় না, তাহাই 'নিয়মাক্ষমা'। **নিয়মাগ্রহ** (উ ২) নিয়মে অধিক আগ্রহ ও নিয়মের প্রতি অবহেলা বা অপালন। ভক্তিবাধক ষড়্দোষের অন্যতম।

নিয়মাত্যয় (ভা ১০।২০।৯) নিত্য কর্মাবসান। **নিয়মানুপথ** (ভা ৫।১০।৫) আজ্ঞানুবর্ত্তী—স্বামী।

নিযাতন [নিতরাং যাত্যতে যাতি+ ল্যুট্] নিপাতন, ২ ভয়যুত।

নিয়াম (হরি ৫।৪১৯) নিয়ম।

নিযুৎ (ভা ৩।১২।১৩) শিব-নামা রুদ্রের পত্নী। [২ নিয়োজিত, ৩ নিয়ত]।

নিযুত (ভা ১০।৫।৩) দশলক্ষ।

নিযুৎসা (ভা ৫।১৫।৬) প্রস্তাবের ভার্যা ও বিভুর জননী।

নিযুদ্ধ (ভা ১০।৪৩।৩২) বাহুযুদ্ধ। ২ (বৃ ভা ২।৭।১২৩) মল্লক্রীড়া।

নিয়োগ (আচ ৮।৭৮) প্রেরণ। ২ আজ্ঞা। **নিয়োগবাদী** (নাম ৩। ১৩) কুমারিল ভট্টের অনুগামী মীমাংসক। **নিযোজ্য** (আচ ৩।২) দাস। ২ প্রবর্ত্তনীয়।

নির্ (চৈচ মধ্য ২৪।১৮) [ব্য] নিশ্চয়ে, ২ নিষ্ক্রমে, ৩ নির্মাণে, ৪ নিষেধে।

নিরংশ (তত্ত্ব ৫১) অপ্রকাশিত-রূপ-গুণ-লীলা-প্রভৃতি-অংশবিশিষ্ট ব্রহ্মের শুদ্ধ বিশেষ্যাংশ। [২ রবির রাশ্য-ন্তর-সংক্রান্তি দিন। ৩ ভাগরহিত]।

নিরক্ষর (উ ১৫।৬৫) কামলেখ-ভেদ, রক্তবর্ণ পল্লবে অর্দ্ধচন্দ্রাদি-নখাঙ্কযুক্ত বর্ণবিন্যাস-রহিত লেখই—'নিরক্ষর'।

নিরগ্নি (গীতা ৬।১) অগ্নিহোত্রাদি-কর্মত্যাগী। ২ শ্রৌতস্মার্ত্ত-অগ্নিসাধ্য-কর্মরহিত।

নিরঙ্ক (গোলী ১১।৫৩) কলঙ্কশূন্য, নির্মল।

নিরঙ্কুশ (ভা ১০।৬৪।৩৮) স্বতন্ত্র; ২ প্রতিবন্ধক-শূন্য। ৩ অনিবার্য। **নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্য** (সিন্ধু ২।১।২৪১) একই নায়ক শ্রীকৃষ্ণে ধীরললিতাদি-গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও সর্ব-বশীকারিতা ও সর্বাশ্রয়তা-হেতু সমাবেশ হইতে পারে। পরমেশ্বরে অস্থূলত্ব ও স্থূলত্ব যুগপৎ বিরাজ করে।

নিরঙ্গ—অঙ্গহীন, ২ রূপকালঙ্কার-ভেদ।

নিরঙ্গরূপক (শেষ ৪।৫) যেখানে কেবল অঙ্গিমাত্রের আরোপ হয়, অথচ কোন অঙ্গের আরোপ দেখা যায় না, তাহাই 'নিরঙ্গরূপক'। মালা ও কেবল-ভেদে ইহা—দ্বিবিধ।

নিরঙ্গুল (হরি ৭।১১১) অঙ্গুলি হইতে নির্গত।

নিরঞ্জন (ভক্তি ৮৬) উপাধি-নিবর্ত্তক। ২ (ভগ ৫৭) নির্মল। ৩ (ভা ১০। ৫১।৫৬) সম্যক্‌প্রকারে রঞ্জক—সনা। ৪ (কৃবি ২৩) মায়া। ৫ (প্র ৪।৩) বিগত-ক্লেশ। ৬ (স্ত ৩।১৬) নির্লেপ

বা নির্দোষ ব্রহ্ম। ৭ (লী ৪) ভক্ত ব্যতীত অন্যত্র অব্যক্ত। ৮ স্বরূপ হইতে অচ্যুত। ৯ (ভা ৬।১৭।২২) নিঃসঙ্গ, ১০ মায়া-রহিত। ১১ (চৈত ১০।১৪।২৩) অপ্রমেয়। ১২ কজ্জল-রহিত।

নিরত্যয়—নির্দোষ, ২ অমর, ৩ সসীম; ৪ নির্বাধ।

নিরধ্যবসায় (বিনা ৭।৭) উৎসাহশূন্য।

নিরনিষ্ট (বিপু ৫।১।৫৮) প্রতিকূল-শূন্য।

নিরনুক্রোশ (ভা ৪।১৭।২৬) নির্দয়।

নিরনুগ্রহ (ভা ১০।৩৮।৪১) ক্রূর।

নিরনুনাসিক (হরি ১।১০৯) চন্দ্রবিন্দুহীন বর্ণ—যাহার উচ্চারণে নাসিকাযুক্ত স্বরের প্রয়োজন নাই।

নিরনুরোধ (ভাবনা ৪।৩৫) স্বাতন্ত্র্য।

নিরন্তর (ভা ৩।২৫।১৭) নির্ভেদ—স্বামী। ২ নিত্য—জী, ৩ (ভা ৩।২৯।৩৩) অব্যবহিত। ৪ অপরিধান, ৫ অনন্তর্ধান।

নিরন্তরায় (আচ ১৫।২৬৫) নিরন্তর বর্দ্ধিষ্ণু, ২ নির্বিঘ্ন।

নিরন্তরাল (আচ ১।২২) নিবিড়।

নিরন্বয়—সম্বন্ধশূন্য। ২ চৌর্যবিশেষ। ৩ নির্বংশ।

নিরন্বয় ধ্বংস (গোভা ২।২।২১) বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহার সহিত তদীয় উপাদানের আর কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না—ইহাই বৌদ্ধগণের একদেশিমত। **নিরন্বয় বিনাশ** (গোভা ২।২।২২) নিরবশেষ ধ্বংস, [যাহাতে লবলেশও অবশিষ্ট থাকে না]। **নিরন্বয়বিনাশবাদী** (গোভা ২।২।২২) কোনও কোনও বৌদ্ধ নির্বাপিত দীপের ন্যায় ঘটাদি পদার্থেরও নিরন্বয় বিনাশ স্বীকার করে, দীপ নির্বাপিত হইলে যেমন তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তদ্রূপ মুদ্গরাদি-প্রহারে ঘটাদির ধ্বংস (প্রতিসংখ্যানিরোধ), স্বাভাবিক ধ্বংস এবং আবরণাভাবমাত্র আকাশ—এই তিনটিই নিরুপাখ্য শূন্য অর্থাৎ অবস্তুভূত—এইরূপ কল্পনাবাদী।

নিরপচিতি (আচ ১৫।৪৬) অপচয়-শূন্য।

নিরপত্রপ (ভা ৪।২।৯) নির্লজ্জ। ২ অশরণ ব্যক্তিগণেরও পালক—বি।

নিরপবাদ (ভা ১০।৩২।১৮) সম্পূর্ণ—সনা। ২ বিপ্রতিপত্তি-রহিত—জী। ৩ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হওয়ায় অনশ্বর—বি।

নিরপায় (চৈনা ২।২৫) নির্বাধ, ২ অক্ষয়।

নিরপেক্ষ (ভা ১০।৮৫।৪৫) আপ্তকাম। ২ মুক্ত—সনা। ৩ (ভা ১১।১১।২২) বাহ্যান্তর-রহিত। ৪ (প্রীতি ৩৮) নিষ্কিঞ্চন ভক্ত, ভগবদন্যস্পৃহারহিত। ৫ (গীতা ১।১ টী) সত্য, তপঃ ও জপাদিদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত, একমাত্র শ্রীহরিতেই নিরত, নিরাশ্রয় ব্যক্তিই নিরপেক্ষ অধিকারী—বল। ৬ স্বার্থবোধের জন্য অন্যাপেক্ষাশূন্য—'নিরপেক্ষো রবঃ শ্রুতিঃ'—ভট্টবার্তিকে।

নিরভিসন্ধি (বিনা ৫।৩) অহৈতুক, অভিলাষ-হীন।

নিরমিত্র (ভা ৯।২২।৪৬) সোমবংশ্য অযুতায়ুর পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।৩২) নকুলের ঔরসে ও করেণুমতীর গর্ভে-জাত পুত্র। [৩ শত্রুশূন্য]।

নিরয় (ভা ৪।৮।৪) মৃত্যুর ঔরসে ও ভীতির গর্ভে জাত সন্তান। ২ (ভা ৬।২।৪৫) নরক। ৩ (ভা ৩।২৪।২৭) সংসার—স্বামী। ৫—নির্গমন। **-পতি** (ভা ৫।২৬। ২৫) যম-পুরুষ—স্বামী। **-বর্ত্ম** (ভা ১০।৮২।৩০) প্রবৃত্তি-মার্গ, সংসারের কারণ—গৃহ, ২ পাপ—বি। ৩ (কৃষ্ণ ১২০) সংসার-প্রপঞ্চ।

নিরর্গল (বিনা ১।২৭) অবাধ। ২ (গোবি ৪) স্বতন্ত্র।

নিরবকর (আচ ১।৫৮) নির্দোষ। ২ (গোভা ১।১।১ টী) সংশোধিত।

নিরবকাশ (ভা ৫।২৬।২৮) নিরালম্ব। ২ (আচ ১৬।২৩) অবচ্ছেদ-শূন্য।

নিরবগ্রহ (গোচ পূর্ব ৫।৪) প্রতিবন্ধ-রহিত, ২ স্বতন্ত্র।

নিরবদ্য (ভা ১০।৩২।২২) অনিন্দ্য, ২ নিরুপাধি। ৩ (গোভা ৪।১।১) অবিদ্যারোগশূন্য। ৪ (গোভা ১।৩।২৬) পরিণামশূন্য। ৫ উৎকৃষ্ট।

নিরবরোধ (ভা ৫।১৪।৩০) প্রতিবন্ধ-রহিত।

নিরবস্তার (ভা ৪।২৬।১৭) আস্তরণ-হীন।

নিরবস্থ (তত্ত্ব ৫২) ষড়্ভাব-বিকার-শূন্য শুদ্ধ কূটস্থ আত্মা।

নিরসন (ভা ১০।৫৭।৮) নিক্ষেপ। ২ (হ ৩।২৬) সর্বথা আস্বাদন। ৩ (ভাবনা ৭।৪৯) দূরীকরণ। ৪ প্রত্যাখ্যান। ৫ বধ। ৬ নিষ্ঠীবন।

নিরস্ত (আচ ১৩।৩১) অনুৎপন্ন, ২ উৎপন্ন-বিনষ্ট। ৩ (গোলী ১৯।৪) শীঘ্রোচ্চারিত বা পরাভব-বাক্য, ৪ (কৃবি ১১) ক্ষিপ্ত। ৫ প্রত্যাখ্যাত। **-কুহক** (চৈত ১।১।১) পৃথিবীর ভারনাশন, ২ স্বনিহত দৈত্যগণের মোক্ষদায়ক। **-ভগ** (ভা ১০।৮৭।৩৪)

গতসার—স্বামী। ২ মাহাত্ম্য-রহিত—বি। **-মান** (ভা ১০।১৬।৩৬) অনুকৃত সম্মাননের অভিলাষহীন, ২ সৎকারস্পৃহাশূন্য।

নিরহং-কার (গীতা ২।৭১) দেহ-দৈহিক-বিষয়ে অহন্তাশূন্য। **-ক্রিয়া** (ভক্তি ১২৯) গর্ব-রাহিত্য। **-মান** (ভা ১০। ৮৬।১৬) অভিমানশূন্য। **-স্তম্ভ** (ভা ১০।১০।১৫) অহঙ্কার-জনিত অবিনয় হইতে মুক্ত। ২ অহঙ্কারের আশ্রয়রূপ ধনৈশ্বর্যাদিশূন্য—সনা। ৩ ধনাদিহেতুক-গর্ব-রহিত—বল।

নিরহ্ন (হরি ৭।৬৭) [নির্গতোঽহ্ন ইতি সমাসান্ত টচ্] নির্গত দিন, ২ দিন হইতে নির্গত।

নিরাকরিষ্ণু (হরি ৫।৩১৭) নিরাকরণ করাই যাহার স্বভাব।

নিরাকার (মুক্তা ১৭) অনবচ্ছিন্ন-চৈতন্য। ২ (রত্ন ২।২২) প্রাকৃতাকার-রহিত। ৩ অবয়ব-হীন।

নিরাকুল (বৃ ৭।৫৯) ব্যাকুলতাশূন্য। ২ (বৃভা ২।২।২০) নিরুপদ্রব। [৩ অত্যন্ত আকুল]।

নিরাকৃত (ভা ১১।২৩।৫৪) উদ্বেজিত।

নিরাকৃতি (গোচ উত্তর ২১।৫) বেদাধ্যয়নশূন্য, ২ আকৃতি-রহিত, ৩ নিরসন। ৪ (ভা ১।৬।৪) অপলাপ, ৫ বিনাশ—বি। **নিরাকৃতী** (হরি ৭।২৯) [নিরাকৃতমনেনেতি ইনি] ভূতপূর্ব নিরসনকর্তা।

নিরাখ্যাত (রত্ন ৩।৩২) সর্ববেদবাচ্য।

নিরাগম-(হ ১৯।৮৭) শাস্ত্রানভিজ্ঞ।

নিরাত্মক (ভা ৩।২০।১৫) অব্যক্ত-স্বরূপ।

নিরাবাধ (গোলী ২১।২৫) বাধা-রহিত, দৃঢ়। ২ (আচ ১০।১২৪) দুর্বার, ৩ ব্যথাশূন্য।

নিরাময় (আচ ১২।৫২) নির্মল, ২ রোগশূন্য, [৩ বনছাগল, ৪ শূকর]।

নিরামিষ—লোভশূন্য, ২ মাংসাদি-আমিষ-ত্যাগী।

নিরালোক (ভা ২।১০।২০) প্রকাশ-শূন্য—স্বামী। ২ অন্ধকার।

নিরাবিল (আচ ১৩।১৩৬) নির্মল।

নিরাবিলাস (আচ ১৭।১২৪) নির্মলস্থিতিশীল।

নিরাবৃত (লী ১৫৫) দেশকালাদি-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। **নিরাবৃতি** (সিন্ধু ৪।৮।৬৮) আবরণ-শূন্য।

নিরাশীঃ (গীতা ৪।২১) কামনা-রহিত। ২ ফলেচ্ছাশূন্য।

নিরাশ্রয় (গীতা ৪।২০) যোগক্ষেমের নিমিত্ত অপেক্ষা-রহিত। ২ (চৈভা মধ্য ৫।১১১) স্বতন্ত্র। ৩ আশ্রয়-শূন্য, ৪ আলম্বন-হীন।

নিরাস—প্রত্যাখ্যান।

নিরাহার (গীতা ২।৫১) ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়-গ্রহণ-বিমুখ। ২ উপবাসী—স্বামী। ৩ আহারের অভাব।

নিরিঙ্গ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৩) স্থির।

নিরিত (গোলী ১।১০৯) বহির্গত।

নিরীহ (চৈচ মধ্য ২২।৭৬) ক্রিয়াশূন্য, চেষ্টারহিত। ২ (ভা ৩।৫।৫) নিঃস্পৃহ—স্বামী। ৩ (হ ১০।৪৩২) প্রাপ্তসিদ্ধচয়েও নিঃস্পৃহ, ৪ দেহাদির জন্য চেষ্টারহিত। ৫ (ভা ১০।৩।২৪) সকাম-ভক্তগণের কামনা-নাশক। ৬ নিঃশেষভাবে নিজের প্রতি অন্যের অভিলাষ-জনক। ৭ বিতৃষ্ণ—বি।

নিরীহিত (বৃভা ২।২।১৭৭) বিচিত্র-মধুর-লীলাহীন ব্রহ্ম।

নিরুক্ত (ভা ৬।৪।২৯) অভিহিত, ২ (ভা ৭।৯।৪৮) প্রকাশিত, ৩ (ভা ১২।৬।৫০) বৈদিক পদার্থ-ব্যাখ্যান-গ্রন্থ; (ভগ ৩) ষড়ঙ্গবেদের অন্যতম। নিরুক্ত পাঁচ প্রকার—বর্ণাগম, বর্ণ-বিপর্যয়, বর্ণ-বিকার, বর্ণ-নাশ, গণ-নির্দিষ্ট অর্থব্যতীত ধাতুর বিভিন্নার্থ-কল্পনা। উদাহরণ ক্রমশঃ—গবেশ, সিংহ, ষোড়শ, পৃষোদর ও ময়ুর। ৪ (নাচ ৩৪৭) অর্থ-প্রসিদ্ধির জন্য নাম-বিষয়ে যে নিরবদ্য উক্তি, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'নিরুক্তি' বলে। **নিরুক্তি** (গোলী ২১।৮) নিঃশেষে কথন। বিশেষরূপে বর্ণনা। ২ (কাব্য ৯।৪১) নামযোগে অন্যার্থ কল্পনা করিলে 'নিরুক্তি'-নামা অলঙ্কার হয়। যেমন—'স্বপ্রাতি-শত্রোঃ শক্রস্য সংচ্ছিন্দন্ পবিমুন্নণম্। দধারাহুয়মন্বর্থমেষ গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥' **নিরুচ্যমান** (আচ ১৫।২৬৫) নিরুক্তিযুক্ত।

নিরুদ্ধ (গোলী ৯।১০৬) নিবারিত, প্রতিবদ্ধ। ২ (ভা ৯।৩।৩১) সংহৃত। ৩ (প্রে ৬৬) আচ্ছাদিত, মুদ্রিত। **নিরুদ্ধি** (গোচ উত্তর ৩৭।২১৫) নিরোধ।

নিরুদ্যম (বিনা ২।৪৬) কর্তব্যমূঢ়।

নিরুপক্রম (ভা ৬।৯।৪৪) আদিশূন্য।

নিরুপধি (স্তব ৬।১০) অহৈতুক। ২ (চৈনা ২।৯) অকপট।

নিরুপস্কৃত (হব ৩।৪।১৪) নিষ্পরিগ্রহ।

নিরুপহত (গোচ পূর্ব ২৪।১১৩) অবিনশ্বর। **নিরুপহিত** (আচ ১৮।১৪৪) উপাধিশূন্য।

নিরুপাধি (বৃভা ২।৭।১৫৭) অহৈতুক।

নিরুপ্ত (ভা ৫।১১।২৭) যজ্ঞাদিতে

ভাগে ভাগে পৃথক্ করিয়া দত্ত।

নিরূঢ় (ভা ২।৪।২) দৃঢ়তর, ২ (ভা ১০।৪৭।৫৯) অতিপ্রসিদ্ধ। ৩ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৯) উদ্ভূত। **-লক্ষণা**—ব্যাকরণ ও কোষাদি-সম্মত প্রসিদ্ধার্থে শক্তিতুল্যা লক্ষণারূপা শব্দার্থ-বোধন-শক্তি।

নিরূঢ়ি [নি+রুহ+ক্তিন্] প্রসিদ্ধি, ২ নিরূঢ়লক্ষণা।

নিরূপণ (ভা ১০।৪৬।৪৪) প্রজ্বালন —স্বামী। ২ (বৃ ভা ১।৪।৩৭) বর্ণন।

নিরূপাখ্য (গোভা ২।২।২২) বৌদ্ধমতে—তুচ্ছ, অবস্তুভূত।

নিরূপিত (ভা ১৫।২৩) নিযুক্ত। [২ ন্যায়শাস্ত্রে—স্বরূপসম্বন্ধ-বিশিষ্ট]।

নিরূহ (গোচ পূর্ব ৩০।১০৩) নিশ্চিত।

নিরেষণ (যো ১০) পুত্র-ধন-জনাদির বাসনা-বিমুক্ত।

নিরোধ (ভা ১।৬।২৪) সংহার—স্বামী। ২ (ভা ২।১০।৬) শ্রীহরির যোগনিদ্রাকালে জীবগণের তাহাতে উপাধিসহ লয়। ৩ (ভা ৩।৩১।৪৪) কার্যে অযোগ্যতা—স্বামী। ৪ (ভা ১০।১।১) বশীকরণবশতঃ অন্তরে ও বাহিরে স্থিতি—সনা। ৫ (১০। ৫৮।৫৮) অন্তঃপুর। ৬ (ভা ১১। ২৩।৩৫) কারাগৃহাদিতে বন্ধন। **-ন** (চৈচ অন্ত্য ১৯।২৫) গতিরোধ, স্থিরীকরণ।

নির্ঋতি (ভা ৪।৮।২) নৈর্ঋত কোণাধিপতি। ২ (ভা ১।১৯।৪) মৃত্যু। ৩ (ভা ২।৩।৯) রাক্ষস। ৪ (ভা ৪।২৫।২৩) মলদ্বার। ৫ (ভা ১০। ৮৭।২৭) জ্ঞানমার্গ, ৬ নিশ্চয়-প্রাপ্তি —প্রবো। ৭ (গোচ উত্তর ১৩।১৫) অলক্ষ্মী।

নির্গদ (আচ ১৮।৫) নিরাময়।

নির্গম্যার্থ (ভা ১০।২০।৪৯) বাণিজ্য-স্বাচ্ছন্দ্য-দিগ্‌বিজয়-বিদ্যাদি—স্বামী।

নির্গুণ (ভা ১০।৮৭।১) ত্রিগুণাতীত, ২ (ভা ১১।১৩।৩৯) জীববৎ অবিদ্যা-জনিত গুণসম্বন্ধহীন, অথচ সর্বসদ্‌-গুণাকর—জী। ৩ (ভা ১০।২০।১৮) জ্যাশূন্য। ৪ (রত্ন ১।২৮) নিঃশক্তিক, ৫ চৈতন্য। ৬ (ভা ১০।৮৫।২৪) নিশ্চিত-গুণাষ্টক [আত্মার অষ্টগুণ—পাপশূন্য, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, অজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প—ছান্দোগ্য ৮।৭]। ৭ (গোলী ২৩।৭১) ছিন্নসূত্র।

নির্গুণবাক্য (রত্ন ৮।২৯) শ্রীভগবানের প্রাতীতিক মায়িক-গুণনিষেধপর বেদবচন।

নির্গ্রন্থ (ভা ১।৭।১০) গ্রন্থের পারঙ্গত —স্বামী। ২ (চৈচ মধ্য ২৪।১৪১) অবিদ্যাহীন, ৩ বিধিশূন্য ৪ মূর্খ, ৫ ব্যাধ, ৬ নির্ধন। ৭ ধনসঞ্চয়ী।

নির্গ্রন্থন (গোচ পূর্ব ১০।৬৭) মরণ।

নির্গ্রাহ্য (দশ ৪৫) নিশ্চয়যোগ্য।

নির্ঘণ্টু (রত্ন টী ৬।৫৪) অভিধান-বিশেষ।

নির্ঘাত (ভা ১।১৪।১৪) নির্মেঘে গর্জন। ২ (চৈভা অন্ত্য ৮।১২১) প্রচণ্ডধ্বনি।

নির্ঘুষ্ট (ভা ১০।৫০।৩৮) নিনাদিত।

নির্ঘৃণ (চৈচ আদি ৫।২০৭) হেয় কার্য করিতে ঘৃণাহীন, কুকর্মরত। ২ (গোচ উত্তর ৩।২৬) নির্দয়।

নির্জর (গোচ পূর্ব ১৯।৯৩) দেবতা। ২ (গোভা ২।২।৩৩) [জৈনমতে] যদ্দ্বারা কামক্রোধাদি জীর্ণ হয়, তাহাই নির্জর, যেমন—কেশোল্লুঞ্চন, তপ্ত-শিলারোহণাদি।

নির্জরণ (ভা ১০।৩৭।১) বিদারণ, ২ চূর্ণন, ৩ জীর্ণীকরণ।

নির্জর-পাদপ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) ইন্দ্র, ২ পারিজাত বৃক্ষ।

নির্জম্বাল (গোচ পূর্ব ২৬।৭) নিষ্পঙ্ক।

নির্জরাঃ (আচ ১৫।১১৭) দেবতা, ২ তেজস্বী।

নির্জলা একাদশী (হ ১৫।২০) বৃষ বা মিথুন-রাশিগত সূর্যে জ্যৈষ্ঠমাসে জলবর্জিত হইয়া একাদশী উপোষ্যা। স্নান ও আচমন ব্যতীত কখনও জল-স্পর্শ করিবে না, করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে।

নির্জলা ব্রতব্যবস্থা (হ ১২।১০০-১০৩) উত্থান, শয়ন ও পার্শ্বপরিবর্তন একাদশীতে ফলমূলাদিও ত্যাজ্য।

নির্জিত (বৃভা ১।৪।৮৫) পরমবশীকৃত, ২ পরাজিত।

নির্জিহান (মুক্তা ১৪।৭) নির্গত।

নির্ঝর (গোলী ১৬।১৮) প্রবাহ, [২ তুষানল, ৩ সূর্যাশ্ব]।

নির্ঝরিণী (গোচ উত্তর ৩৭।৮০) নদী।

নির্ণয় (নাচ ২০৮) নাট্যশাস্ত্রমতে অনুভূতার্থ-কথনের নাম। ২ (রত্ন টী ১।৮) ন্যায়মতে—যথার্থানুভবাত্মক প্রমিতি। ৩ মীমাংসকোক্ত অধিকরণের অবয়বভেদ। **-সিন্ধু** (সি টী ৫।৪) কমলাকর-বিরচিত ধর্মশাস্ত্র।

নির্ণিক্ত (ভা ৩।২৮।২৭) উজ্জ্বলীকৃত, শোধিত। ২ (গোচ পূর্ব ৩২। ২) নির্মল। ৩ (ভাবনা ৬।১০৪) ধৌত, প্রক্ষালিত।

নির্ণীতি (গোচ পূর্ব ১৫।৪১) নির্ণয়, নিশ্চয়।

নির্ণেজ (সক ২৫) পরিষ্কার। -ক [নির্—নিজ্+ণ্বুল্] রজক। -ন —শুদ্ধিকরণ, ২ প্রায়শ্চিত্ত।

নির্দর (গোচ পূর্ব ৩৩।১৫৪) নির্ভয়। ২ নির্ঝর, ৩ নির্ভর, ৪ সার।

নির্দিষ্টি (গোচ পূর্ব ৩৩।২০৩) নির্দেশ, ২ উপদেশ। ৩ কথন।

নির্দেশ (গীতা ১৭।২৩) নামদ্বারা পরিচয়—স্বামী, ২ নাম—বল। ৩ (উ ১১।১০১) সেই এই আমি—ইত্যাদি ভাষণ। ৪ শাসন, আজ্ঞা। ৫ কথন, ৬ উপদেশ।

নির্দোষ (সি ১।১২) ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব—এই দোষ-চতুষ্টয়-রহিত।

নির্দ্বন্দ্ব (ভা ১১।২৬।২৭) মানাপমানাদিতে তুল্যত্বহেতু দ্বন্দ্বরহিত, ২ (হ ১০।৬৫) শীতোষ্ণাদি-দ্বারা অনাকুল। ৩ (গোচ উত্তর ৬।১৩) নির্বিরোধ। ৪ (গোচ পূর্ব ৩।১১৫) তদেকনিষ্ঠ।

নির্দ্বাদশিক (হ ১২৯১) একাদশী-ব্রতরহিত; এস্থলে দ্বাদশী-শব্দে উপবাসযোগ্য দিনই গ্রাহ্য।

নির্ধর্ম (সভা ১।৪৯৩) রূপ-রসাদি-গুণরহিত।

নির্ধার (বৃভা ২।৫।১৯৪) নিশ্চয়।

নির্ধারণ (হরি ৫।১৪০) জাতি, গুণ, নাম ও ক্রিয়ার উৎকর্ষ বা অপকর্ষদ্বারা বহুর মধ্যে একের পৃথক্ করণ।

নির্ধার্য্য (গোচ উত্তর ৪।৩৫) নির্ভয় কর্মকর্ত্তা, ২ নিশ্চিত।

নির্ধুত (মালা মুমু ২৭) শুষ্কৃকৃত। ২ (মালা মুমু ১১) শোষিত।

নির্ধুম্বান (মালা প্রগো ৬) নিরাসক।

নির্ধূত (আচ ১৩।১২০) বাহ্যবৃত্তি-রহিত। ২ (গোবি ৪৯) তিরস্কৃত, পরাভূত। ৩ (গীতা ৫।১৭) নিরস্ত, ক্ষিপ্ত। -কষায় (ভক্তি ১৮৭) উত্তম ভাগবত—যাঁহার দেহটি পাঞ্চ-ভৌতিক থাকিলেও প্রাপঞ্চিক কোনও বাসনা বা সংস্কার নাই, যেমন শ্রীশুকদেবাদি। -বার (মালা মুমু ১১) জলশোষক।

নির্ধৌত (বিনা ২।৫৩) তিরস্কৃত।

নির্বন্ধ (গোচ উত্তর ২৮।৪) দৃঢ়তা, আগ্রহ, ২ (বিনা ৪।৩৬) নির্দ্ধারণ।

নির্ভর (বিনা ২।৩০) অতিশয়। ২ (কর্ণা ৬) পূর্ণ, ৩ সর্বথা-পোষক।

নির্ভাত (ভা ১০।৬৯।৩৮) প্রতীত—স্বামী। ২ প্রকাশমান—জী। ৩ (ভা ৬।৫।২২) সাক্ষাৎকৃত।

নির্ভাস (বৃ ৭।৫৯) আলোক।

নির্ভিন্ন (ভা ৩।৬।১২) পৃথগ্জাত—স্বামী। ২ (রত্ন ১।১৭) অভিন্ন—বল।

নির্মঞ্ছন (গোলী ৪।৫৫) নীরাজন, আরাত্রিক। ২ (মালা ললিতা ১) অপনয়ন। **নির্মঞ্ছনীয়** (গোচ উত্তর ১৬।৮৩) সৎকার্য।

নির্মৎসর (ভা ১।১।২) পরোৎ-কর্ষাসহন-রহিত, ভূতানুকম্পী—স্বামী। ২ (ভা ৩।৩২।৪২) সর্ব-শুভাকাঙ্ক্ষী। ৩ (চৈনা ৬।৪২) নির্বিরোধ। ৪ (চৈত ১।১।২) সহৃদয়।

নির্মন্থন (ভা ১০।৪৬।৪৬) নিরন্তর বিলোড়ন।

নির্মম (গীতা ১২।১৩) পুত্রকলত্রাদিতে মমতাশূন্য। ২ (প্রীতি ৮৪) ভগবানে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মবুদ্ধি করত যাঁহারা আনন্দ পান বলিয়া অভিমান করেন—সেই জ্ঞানিভক্ত। শ্রীসনকাদি ইঁহার দৃষ্টান্ত। শান্ত ভক্ত বলিয়াও ইঁহারা পরিচিত।

নির্মর্যাদ (বৃ ১১।১০৯) অসীম। [২ অবিনীত]।

নির্মল (গীতা ১৪।১৬) প্রকাশ-বহুল, ২ নিরুপদ্রব; ৩ (হ ১০।২০০) অবিদ্যাসম্বন্ধমল-রহিত, ৪ মুক্ত। ৫ (চৈচ আদি ৪।৪৯) স্বসুখ-বাসনারূপ-মলিনতাশূন্য। **নির্মলাঙ্গ** (হ ১৩৪) ব্যাধিরহিত।

নির্মাণ (হব ২।১২।১১) সার, ২ প্রস্তুতি।

নির্মায় (গৌবি ৯৬) গতমোহ, ২ মায়ামুক্ত। **নির্মায়িতা** (গৌক ৫। ১২) নিষ্কপটতা।

নির্মাল্য (বৃভা ২।১।১৩২) ভগবদঙ্গ হইতে উত্তারিত তুলসীমাল্যাদি। -ধৃতি (সিন্ধু ১।২।১২৪) [পরোক্ষ পূজাদিতেও] ভক্তগণ ভগবৎ-প্রসাদি মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া মায়া জয় করেন [ভক্ত্যঙ্গ]।

নির্মিমিৎসু (গোলী ১১।১৪৩) নির্মাণ করিতে ইচ্ছুক।

নির্মুক্ত (ভা ৩।১১।২৯) রহিত। ২ (আচ ৬।৩৮) বিসৃষ্ট। ৩ (হ ৮।১৩) সম্ভৃত, ৪ প্রসৃত, সংলগ্ন। [৫ সঙ্গ-রহিত, ৬ বন্ধ-শূন্য]।

নির্মুক্তি (চৈত ১১।১৬) বৃষ্টি। ২ (ভা ১১।১৬) দান—স্বামী। ৩ ত্যাগ—বি।

নির্মুদ্রিক (গোলী ১৯।১৭) অঙ্গুরীয়ক-শূন্য।

নির্মৃষ্ট (বৃ ১০।৫৭) প্রোঞ্ছিত।

নির্মোক (ভা ৮।১৩।১১) সাবর্ণি-

মনুর পুত্র। ২ (ভা ৮।১৩।৩১) ত্রয়োদশ মন্বন্তরে সপ্তর্ষির একতম। [৩ সর্প-চর্ম, ৪ সন্নাহ, ৫ আকাশ, ৬ মোচন]।

নির্যন্ত্রণ [নির্—যন্ত্র+ল্যুট্] নিষ্পীড়ন, ২ বাধাশূন্য, ৩ উচ্ছৃঙ্খল, ৪ নিরর্গল।

নির্যবস (আচ ১১।৩০৮) নিস্তৃণ।

নির্যাণ (বৃভা ১।৫।৪০) মরণ, ২ অপুনরাবৃত্তিক বৈকুণ্ঠলাভ। [৩ মোচন, ৪ নিঃসরণ]।

নির্যাতক (হ ১১।৭৩৫) শত্রুতাকারী। ২ পরিভবকারী।

নির্যাপণ (ভা ১।৭।৫৫) নির্বাসন। নিঃসারণ। **নির্যাপিত** (ভা ৪।৩।৬) প্রবর্ত্তিত, ২ (ভা ৩।২১।১৭) বিলাপিত—স্বামী।

নির্যাস (ভা ১০।২২।৩৪) ঘন রস, সার। ২ (চৈচ আদি ৪।২৯) পরমোৎকর্ষ। [৩ কষায়]।

নির্যুক্ত (হব ২।২৯।৪) মল্লাদি—নীল।

নির্যোগ (ভা ১০।২১।১৯) পাদবন্ধন-রজ্জু—স্বামী। ২ যাহা হইতে অশেষবিশেষে সঙ্গম-লাভ হয়। ৩ নির্বিকল্প-সমাধিশূন্য—সনা। **-পাশ** (ভা ১০।২১।১৯) ছাঁদনডোরী।

নির্লক্ষ্য-উদ্ধার (চৈভা মধ্য ১৩।২৭২) সর্বথা অহৈতুকী-কৃপাকারী শ্রীগৌরাঙ্গ।

নির্লিঙ্গ (ভা ১১।১৮।২৮ বি টী) পরিপক্ব জ্ঞানী প্রতিষ্ঠাপর্যন্ত অপেক্ষা-রহিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু সর্বথা নৈরপেক্ষ অজাতপ্রেম ভক্তের পক্ষে সম্ভবপর নহে, সুতরাং জাত-প্রেম ভক্তই সলিঙ্গ আশ্রম (ধর্মাদি) ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু অজাত-প্রেম সাধক নির্লিঙ্গ আশ্রম ধর্ম ত্যাগ করিবেন। এস্থলে 'লিঙ্গ' শব্দে ত্রিদণ্ডাদিই বাচ্য। ২ (দু মধ্য ২৪) চিহ্ন-রহিত।

নির্লেপ (গোলী ২৩।৭১) কুঙ্কুমাদির লেপশূন্য, ২ প্রকৃতির স্পর্শশূন্য।

নির্বংশিক (আচ ১৪।২০৬) পুত্রাদি-বংশরহিত, ২ মুরলী-শূন্য।

নির্বচন (মুক্তা ২০০) উক্তি। ২ (গোচ পূর্ব ১৮।৩২) বাক্যরহিত। ৩ প্রসিদ্ধ। ৪ অবয়বার্থ-কথন।

নির্বপণ (ভা ৫।১২।১২) অন্নাদি-সংবিভাগ—স্বামী। ২ সন্ন্যাস—জী।

নির্বর্ণন (গোচ পূর্ব ২৫।৩৩) দর্শন। **নির্বর্ণিত** (মাম ৫।৯৪) দৃষ্ট। **নির্বর্ণ্য** (গোচ উত্তর ২৯।২) দৃশ্য।

নির্বর্ত্তন (গোলী ১১।১৬) সমাপন।

নির্বর্ষ (গোচ পূর্ব ১৮।৩৯) বর্ষণাভাব।

নির্বহণ সন্ধি (নাচ ১৯৮-২০১) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বীজসংযুক্ত মুখাদি-সন্ধিচতুষ্টয় যেস্থলে মহাপ্রয়োজন সাধন করে—তাহাকেই 'নির্বহণ' সন্ধি বলে। ইহাতে 'ফলাগম' অন্বিত থাকে। ইহার অঙ্গ চতুর্দশ—সন্ধি, বিরোধ, গ্রথন, নির্ণয়, পরিভাষণ, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, কৃতি, ভাষা, উপগূহন, পূর্বভাব, উপসংহার এবং প্রশস্তি। ২ প্রস্তুত কথা-সমাপ্তি।

নির্বাণ (ভা ১২।৬।৬৫) কৈবল—স্বামী। ২ পরমানন্দ—জী। ৩ (মাম ৩।৬১) চরম-বিশ্রান্তি। ৪ (ভা ১১।৯।১২) বৃত্তিহীনভাবে ধ্যেয়াকারে অবস্থিতি, ৫ (ভা ১১।১৪।৪৪) শান্তি, ৬ (ভা ৯।৪।১৬) নাশ—স্বামী। ৭ (বৃভা ২।২।২২২) সাযুজ্যমুক্তি। ৮ (হরি ৫।৪১) [নির্—বা গতি-গন্ধনয়োঃ+ক্ত] মুক্ত, ৯ নষ্ট, ১০ অস্তমিত, ১১ নির্বৃত। ১২ সমাপ্ত। ১৩ (আচ ১৮।১৫০) শান্ত। ১৪ (আচ ১৩।১৭) মুনি। ১৫ (কর্ণা ২) মূর্ছনা—কবিরাজ। ১৬ মনআদির লয়—স্থ। **-পদ** (রত্ন ২।১১) গোকুলাখ্য মোক্ষস্থান—বল। **-পদবী** (কৃষ্ণ ১০৬) মুক্তিস্থান। **-রুচি** (ভা ৮।১৩।২৫) একাদশ মনু ধর্মসাবর্ণির কালে দেবতা। [২ মোক্ষ-সাধনে আসক্ত]।

নির্বাত (হরি ৫।৪১) বায়ুশূন্য।

নির্বারিত (গোচ পূর্ব ২৪।৮২) বাধা-রহিত।

নির্বাসন (গোচ পূর্ব ২।৬৬) পরিহার, ২ দূরীকরণ, ৩ পুনরাবৃত্তি-রহিত, ৪ ইচ্ছাশূন্য। ৫ নগর হইতে বহিষ্কার, ৬ মারণ, ৭ বিসর্জন।

নির্বাহে পূরণকারিতা (অ কৌ ১০।৩৭) বাক্যার্থের অধিক বর্ণনা আবশ্যক হইলেও সমাপ্তি এবং সমাপ্তি আবশ্যক হইলেও অধিক বর্ণনা করিলে 'নির্বাহে পূরণকারিতা' নামক অর্থদোষ ঘটে। প্রাচীন আলঙ্কারিক-দের মতে ইহাই 'অস্থানস্থযুক্ততা' বা 'অপদযুক্ততা' নামক দোষ।

নির্বিকল্প (রত্ন ৩।৩২) দ্বৈরূপ্যশূন্য, শুদ্ধ। ২ (সিন্ধু ৪।৮।৬৮) প্রত্যক্ষ দর্শনেই নির্ণীত, ৩ ভেদ-রহিত—জী। **-জ্ঞান** (ভগ ৭) ন্যায়মতে বৈশিষ্ট্যা-নবগাহি জ্ঞান, যাহা অতীন্দ্রিয়। লৌকিক ঘটপটাদি বস্তুর প্রত্যক্ষে প্রথমতঃ এবম্বিধ জ্ঞানই হয়। **-ব্রহ্ম** (ভগ ৭) জড় ও দুঃখের প্রতিযোগী চেতন ও নিত্যসুখ (আনন্দ-স্বরূপ) আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ সকল আত্মার মূল।

যিনি সর্বদা ও সর্বথা ক্ষোভ-রহিত, শোক-রহিত, ভয়-রহিত, জ্ঞানৈকরস, সর্ব-দোষ-শূন্য ও সুখস্বরূপ—তিনিই নির্বিকল্পক ব্রহ্ম। **-সমাধি** (সিন্ধু ৩।১।৩৭) সমাধি-ভেদ। জ্ঞাতৃ ও জ্ঞানাদির ভেদ-লয়ে বা অদ্বিতীয় বস্তুতে তাদাত্ম্যরূপে অবস্থান। সমাধি দ্বিবিধ—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনের জ্ঞান থাকিলেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির নাম—সবিকল্প সমাধি। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-নামক ত্রিপুটীর লয়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়। "নির্বিকল্পকন্তু জ্ঞানাদিভেদ-লয়াপেক্ষয়াঽ-দ্বিতীয়বস্তুনি তদাকার-কারিতায়া বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকী-ভাবেনাবস্থানম্"—বেদান্তসার।

নির্বিকার (বৃভা ২।২।১৭৭) চিত্তার্দ্র-তাদি-বিক্রিয়াহীন, ২ বিচিত্র শ্রীমূর্তি বৈভবাদি-পরিণাম-রহিত [ব্রহ্ম]।

নির্বিণ্ণ (হরি ৫।৪২) নির্বেদযুক্ত, ২ খিন্ন, ৩ ভয়াদি-কাতর। ৪ বিরক্ত। **-মনাঃ** (বৃভা ২।১।২১২) বিরক্তচিত্ত, ২ দুঃখিত।

নির্বিত্থমান (সিন্ধু ১।২।২৩০) মুমুক্ষু।

নির্বিমান (আচ ২০।২৭) সম্পূর্ণরূপে পরিণাম-শূন্য।

নির্বিরহ (চৈনা ২।২৪) অবিচ্ছিন্ন, ২ বিচ্ছেদ-নাশক।

নির্বিশেষ (ভা ৮।৩।৩০) মূর্তিভেদ-হীন, ২ (লী ৪) স্বগতভেদ-যুক্ত। ৩ প্রাকৃত-হেয়-গুণবর্জিত। ৪ (সভা ১।৪৯৩) ভূম্যাদিদ্বারা অস্পৃষ্ট। ৫ সর্বদৈকরূপ বিশেষ-রহিত ব্রহ্ম। ৬ (চৈচ আদি ১০।৫৫) সমানভাবে।

নির্বিষঙ্গ (ভা ৪।২২।৫১) কর্মে অনা-সক্ত—স্বামী।

নির্বিষয় (আচ ৬।৪১) বিষয়াতীত। **নির্বিষয়তা** (গোভা ২।১।১) ব্যর্থতা।

নির্বিষ্ট (ভা ১।২।৩২) প্রবিষ্ট। [২ কৃতভোগ, ৩ প্রাপ্ত-বেতন, ৪ কৃত-বিবাহ, ৫ ভোগ্য, ৬ ভুক্ত]।

নির্বিষ্ণুচাপ (হরি ১২৭) চন্দ্রবিন্দু-হীন নিরনুনাসিক য, ব, ল।

নির্বীজ (প্রীতি ৩২) গুণাতীত। [২ বীজশূন্য, ৩ কারণ-রহিত, ৪ যোগ-শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ সমাধি-ভেদ]।

নির্বৃত (ভা ১০।৮৯।১২) স্বস্থচিত্ত। ২ (ভা ৬।২।১৫) নিশ্চিন্ত। ৩ (গোলী ১০।১৩) সুখযুক্ত, সন্তুষ্ট। **নির্বৃতি** (গোলী ১৯।৯৩) আনন্দ। ২ (ভা ১১।২৫।১৫) উপরতি—স্বামী, ৩ (ভা ১০।২৯।১০) পরমসুখ, ৪ মোক্ষ-সুখ—সনা। ৫ (আচ ১১।২১১) নিরাবরণ। ৬ (ভা ৯।২৪।৩) সোম-বংশীয় ধৃষ্টির পুত্র।

নির্বৃষ্ট (আচ ৮।১০) বৃষ্টি করিয়া বিরত।

নির্বেদ (সিন্ধু ২।৪।৭) মহাআর্তি, বিয়োগ, ঈর্ষ্যা, সদ্বিবেক প্রভৃতিদ্বারা কল্পিত নিজের অবমাননা। ইহাতে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য ও নিঃশ্বাসাদি অনুভাব। (সিন্ধু ৩।১।৫১) পূর্বপণ্ডিতগণের মতে শান্ত রসে স্থায়ী ভাব, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভূত হইলে বিষয়ে নির্বেদ স্থায়ী হইলেও ইষ্টানিষ্টবিয়োগসম্ভূত নির্বেদ ব্যভি-চারি-মধ্যেই গণিত। ২ (বৃভা ২।১।২৯টী) বৈরাগ্য, ৩ (ভা ১১।৮।২৬) অলংবুদ্ধি—স্বামী। ৪ (গীতা ৬।২৩) অনুতাপ। **-পদ্ধতি** (ভাবনা ২।৭৯) খেদরহিত মার্গ, ২ ধিক্কার-পদ্ধতি, ৩ শ্রীকৃষ্ণ।

নির্বেশ (গোচ পূর্ব ২৮।১৭) ভোগ। ২ (ভা ৬।২।৭, ১০।৭৮।৩৩) প্রায়-শ্চিত্ত। ৩ (ভা ১।৫।২৩) একত্র বাস। [৪ বেতন, ৫ মূর্ছন, ৬ বিবাহ]।

নির্বৈর (ভা ৭।১।২৫) ভক্তিযোগ—স্বামী। ২ ঔদাসীন্য—জী। ৩ (ভা ১১।১৪।১৫) মাৎসর্যাদি-রহিত।

নির্ব্যতিরেক (গোচ পূর্ব ১৫।১০৭) ভেদবিহীন।

নির্ব্যথন (আচ ১২।১৪১) ছিদ্র। ২ ব্যথাশূন্য।

নির্ব্যলীক (ভা ৩।১৯।১) নিষ্কপট। ২ (বিনা ৫।১৯) নির্দোষ, ৩ সত্য। ৪ (আচ ৭।৪২) প্রিয়। ৫ (বৃভা ২।৪।৮৬) নিশ্ছিদ্র।

নির্ব্যাজ (গোচ উত্তর ৬।৪) অকপট।

নির্ব্যাপার (রত্ন টী ৩।৩১) অক্রিয়।

নির্ব্যূঢ় (গোলী ২০।১) সমাপ্তীকৃত, নিষ্পন্ন। ২ (গোচ পূর্ব ২৭।৫৬) নিশ্চিত, ৩ পর্যাপ্ত। ৪ (দশ ৫৩) সিদ্ধ। **নির্ব্যুহ্যমান** (ভগ ৪৬) ইতস্ততঃ চাল্যমান। ২ সিদ্ধ।

নির্হরণ (ভা ১।৭।৩৬) দাহার্থনয়ন, দহন। ২ (নাম ১।৯ টী) বিনাশ।

নির্হার (মুক্তা ৫।৬) ক্ষয়। ২ (ভা ১০।৮৪।২৯) নিরাস, ৩ নাশ। ৪ (ভা ১০।৪৬। ৩২) দাহ। **নির্হারণ** (গোচ উত্তর ৬।২) উৎপাটন, বহির্নিঃসারণ।

নির্হারী (গোচ পূর্ব ১৪।১৩)

সমাকর্ষী। ২ (গোচ উত্তর ৪।৮৪) দূরগামি-গন্ধবিশিষ্ট। ৩ শবাদির বহির্নিঃসারক।

নির্হীণ (প্রীতি ৯২) নিকৃষ্ট।

নির্হৃত (ভা ১।১০।২) দগ্ধ।

নির্হেতুমান (উ ১৫।১০০-১০৩) কারণের অভাবে অথবা কারণাভাসেও নায়ক-নায়িকার প্রণয় উদিত হইয়া 'নির্হেতুমান' হইতে পারে। সহেতুক মান প্রণয়ের পরিণাম, কিন্তু নির্হেতু মান উহারই বিলাসাতিরেক-সম্পৎ। ইহাতে অবহিত্থাদি ব্যভিচারী ভাব প্রকাশ পায়।

নির্হ্রস্ব (হরি ১।৫) অ ই উ ঋ ৯—এই পাঁচটি স্বর, হরিনামামৃতে ইহারা 'বামন'। **নির্হ্রাদ** (মুক্তা ১৪।৫) অট্টহাস। ২ (গোচ পূর্ব ১৮।১৫১) শব্দ।

নিল (সুধা ১০০) [নিতরাং লাতি গৃহ্ণাতি ভক্তানিতি] নিত্যই ভক্তগণের গ্রহণকারী বিষ্ণু।

নিলয় (বৃভা ১৫।২১) [নিতরাং লয়ঃ] মোক্ষ, ২ দর্শনের অবিষয়, ৩ পুনর্দর্শন-রহিত, ৪ শ্রীবৈকুণ্ঠ। ৫ (ভাবনা ১৫।৫) গৃহ। **নিলয়ন** (গোভা ১।১।৭) অপ্রকাশ। ২ (সমা ১।৮) বাসস্থান। ৩ (প্রীতি ১৬) অন্তর্ধান। **নিলায়ন** (ভা ১০।৩৭।২৬) চোরিত বস্তুর গোপন—সনা। ২ (ভা ১০।১১।৫৯) গুপ্তবালকের অনুসন্ধান-ক্রীড়া।

নিলিম্প (হরি ৫।২০৮) [নি—লিপি+শ] দেব, ২ গাভী।

নিলীন (গোচ উত্তর ৩১।৫৫) মগ্ন।

নিলোড়ন (আচ ১৮।১২৪) বিলাপন।

নিবরীবৃত্যমান (আচ ১৩।৭৪) অত্যন্ত নিবৃত্ত।

নিবর্ত্তন (গীতা ৯।৩) পরিভ্রমণ। ২ নিবারণ।

নিবর্হণ (গোচ পূর্ব ৩৩।১১৫) মারণ।

নিবর্হিত (হব ২।৯২।২৪) হত।

নিবহ (ভাবনা ৫।৪০) সমূহ।

নিবহীভূত (চৈনা ১।৫) ঘনীভূত।

নিবাত (উ ১২।২১) বাতপ্রবেশ-রহিত। [২ আশ্রয়, ৩ দৃঢ়-কবচ]।

নিবাতকবচ (ভা ৫।২৪।৩০) হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদের তনয়গণ।

নিবাপ (বিপু ৩।৯।৯) পিণ্ডদানাদি। [২ দানমাত্র]।

নিবাস(গীতা ৯।১৮) ভোগস্থান--স্বামী। ২ আস্পদ—বি। ৩ (বৃভা ২।৭।১৫৪) আশ্রয়। ৪ (গোভা ২।৩।৪১) ধারক। **-যোগ্যস্থান** (হ ১১। ৭৫২-৭৫৩) হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, যেস্থলে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে এবং পুণ্যসলিলা নদী যেস্থলে প্রবাহিতা, তাহা হইতে অর্দ্ধক্রোশ-দূরে ব্রাহ্মণগণ বাস করিবেন।

নিবিড়ীষ, নিবিরীষ (গোচ পূর্ব ১৮।১১৭, মালা ভাণ্ডীর) নিবিড়, গাঢ়।

নিবীত (ভা ১০।৭৩।৫) কণ্ঠলম্বিত-রূপে ব্যাপ্ত—স্বামী। ২ যুক্ত—বি। ৩ (বৃ ১৪।১০৩) উড়নী।

নিবীতাধিকরণ-ন্যায় (নাম ২।৩) তৈত্তিরীয় সং° [২।৫।১১] পঠিত 'নিবীত মনুষ্যগণের, প্রাচীনাবীত পিতৃগণের এবং উপবীত দেবগণের কর্ম্মে উপযোগী'—বাক্যটি অর্থবাদ কিম্বা বিধি? পূর্বপক্ষী বলেন যে নিবীত মনুষ্যোদ্দেশক কর্মের অঙ্গ-রূপে উক্ত হওয়ায় মনুষ্যেরই প্রাধান্য। সিদ্ধান্তী বলেন যে নিবীতবাক্যটি অনুবাদ—বিধি নহে, যেহেতু লোকে স্বভাবতঃই নিবীতী হইয়া লৌকিককর্ম করে। **নিবীতী** (হ ৩।৩৪১) পিতৃতর্পণে কণ্ঠলম্বিত-যজ্ঞসূত্রবিশিষ্ট।

নিবৃত্ত (ভা ১১।১০।৪) নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম—স্বামী। ২ (ভা ১০। ১৬।৪৪) শমদমাদি—বল। ৩ (ভা ৩।১৬।১৯) বিরক্ত। **-তর্ষ** (ভা ১০।১।৪) গততৃষ্ণ, মুক্ত। ২ শুদ্ধভক্ত—বি। ৩ আত্মারাম—বল।

নিবৃত্তি (ভা ১০।৭।৩১) মৃত্যু—স্বামী। ২ (আচ ১৭।১০১) উপরতি, ৩ স্থিতি। ৪ (দু শেষ ১৮৯) সকামকর্মবাসনা-রাহিত্য। ৫ (ভা ১১।১২।১৩) সন্ন্যাসিধর্ম। ৬ (রত্ন ১।৮) অভাব, নাশ। **-নিরত** (ভা ১।৭।৮) সর্বত্র নিবৃত্তি-বিষয়ে অব্যভিচারী—জী। ২ ব্রহ্মানুভবী—বি। **-পর** (ভা ১১।২১।৩৫) মোক্ষপর।

নিবেদনমুদ্রা (গোচ উত্তর ৬।৫) কৃতাঞ্জলিভাব।

নিবেশ (মাম ৫।৩৪) বিন্যাস, ২ প্রবেশ, ৩ গৃহ। ৪ (গৌকৃ ১৩।২) শিবির। ৫ বিবাহ।

নিবেশন (ভা ৩।৭।৩১) সংস্থান—জী। ২ (ভা ১০।৫৩।৩৪) প্রাসাদাদি—সনা। ৩ (গীগো ১১।২৩) কুঞ্জগৃহ। [৪ প্রবেশ, ৫ স্থিতি, ৬ বিন্যাস]।

নিশঠ (ভা ৬।৭।১৫) শাঠ্যহীন। ২ (গৌগ ৬৮) বলদেবের পুত্র।

নিশমন (আচ ১৪।১৩৩) শ্রবণ। ২ দর্শন। **নিশমিত** (মাম ৩।৩০) শ্রুত।

নিশা (আচ ১১।২৪৭) শাণস্থানীয়। ২ (স্তব ২৮।১) হরিদ্রা, দারু-

হরিদ্রা, ৩ রাত্রি। -চরী (সাকৌ ৭।৭) রাক্ষসী। ২ অভিসারিকা।

নিশাত (আচ ১১।৭৯) [নিতরাং শাতং সুখং যস্মাৎ] একান্ত সুখদায়ক। ২ (আচ ১১।২৪৭) তেজিত। ৩ (আচ ১৭।৮) পরমসুখ।

নিশান (হ ৮।৩১৩) বাদ্যবিশেষ। ২ (হরি ৩।২২১) তীক্ষ্ণীকরণ।

নিশান্ত (ভা ১০।৩।৩১) যুগান্ত, সৃষ্টিস্থিতি-সময়, ২ মন্দির, গৃহ ; ৩ (আচ ৫।১০০) প্রাতঃকাল। ৪ সূর্যোদয়ের পূর্বে চারি দণ্ড। [৫ নিতান্ত শান্ত]।

নিশাপ্রমুখ (গৌকৃ ৬।৪) প্রদোষ।

নিশামন (ভা ৩।১৯।৭) দর্শন—স্বামী। ২ আলোচন। ৩ শ্রবণ।

নিশামিত (মাম ৩।৩০) দৃষ্ট।

নিশারম্ভ (বিনা ৪।৪) প্রদোষ।

নিশিত (আচ ১৪।২১৩) তীক্ষ্ণ, শাণিত। [২ লৌহ]।

নিশিপালক (ছ পরি ৪৬) প্রতিচরণে পঞ্চদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। [২ প্রহরি-বিশেষ]।

নিশীথ (ভা ৪।১৩।১৪) দোষার গর্ভে জাত পুষ্পার্ণের পুত্র। [২ অৰ্দ্ধরাত্র]।

নিশুম্ভ (ভা ৮।১০।২১) অসুরবিশেষ। [২ বধ, ৩ হিংসন, ৪ মর্দন]। -ন—মারণ।

নিশ্চপ্রচ (হরি ৬।৪৬) [নিশ্চিতঞ্চ প্রচিতঞ্চ] নিশ্চিত অথচ রাশীকৃত বস্তু। **নিশ্চপ্রচা** (হরি ৬।৯৯) যে ক্রিয়ায় নিশ্চিত অথচ রাশীকৃত দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়। ২ (গোচ পূর্ব ১৭।১৫) স্থিরতা।

নিশ্চয় (ভা ৩।২৬।৩০) প্রমাণজ্ঞান—স্বামী। ২ (গীতা ১৮।৪) সিদ্ধান্ত। ৩ (উপ ৩) দৃঢ় বিশ্বাস বা সঙ্কল্প—ভক্তিসাধক ষড়্গুণের অন্যতম।

নিশ্চল (ভা ১১।১১।২৪) সর্বদা অব্যভিচারী—জী ; স্থির।

নিশ্চায় (হরি ৫।৩৮২) [নির্—চিঞ্ সংখ্যায়াং ঘঞ্] নিশ্চয়।

নিশ্ছিদ্র (বৃভা ১।২।৪৯) সম্পূর্ণ, ২ বিশুদ্ধ।

নিষঙ্গ (ভা ৬।১।৩৫) বাণাধার। [২ খড়্গ, ৩ নিতান্ত সঙ্গ]।

নিষণ্ণ (গোলী ১।১৭) স্থিত, উপবিষ্ট।

নিষদন (ভা ৫।১৪।৬) স্থান। ২ গৃহ।

নিষদ্যা (হরি ৫।৪৪৪) [নি—ষদ্‌্ +ক্যপ্] ক্রয়বিক্রয়স্থান। ২ ক্ষুদ্র খট্বা।

নিষধ (ভা ৯।১২।১) সূর্যবংশ্য অতিথির পুত্র। ২ (ভা ১০।২।৩) মধ্যভারতের অন্তর্গত জব্বলপুরের পূর্ববর্ত্তী দেশ। ৩ (ভা ৫।১৬।৯, ২৬) ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণদিকস্থ পর্বত, ৪ সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত।

নিষধাশ্ব (ভা ৯।২২।৪) সোমবংশ্য কুরুরাজের পুত্র।

নিষাদ (ভা ৪।১৪।৪৫) রাজা বেণের বাম উরু ঋষিগণ-কর্ত্তৃক মথিত হইয়া জাত। [২ চণ্ডাল]। **-স্থপতি** (সি টী ২।৩) নিষাদ হইতে অভিন্ন কারু, যাগাঙ্গ-বিশেষে ইহাদের অধিকার বেদে কথিত হইয়াছে।

নিষিদ্ধ-কর্ম (স্ম ৬।১) বেদে নিষিদ্ধ, নরকাদি-অনিষ্ট-সাধক ব্রহ্মহত্যাদি পাপাচরণ। **-গুরুলক্ষণ** (হ ১।৫৬—৫৮) গুরুকরণে ত্যাজ্য ; বহুভোজনকারী, দীর্ঘসূত্রী, বিষয়াদিতে লোলুপ, প্রতিকূল-তর্কপরায়ণ, দুষ্ট, অবাচ্য-পরপাপাদির বক্তা, গুণনিন্দক, অরোমা, বহুরোমা, নিন্দিত আশ্রমের সেবাশীল, কালদন্ত, কৃষ্ণোষ্ঠ, দুর্গন্ধ-নিঃশ্বাসত্যাগী, দুষ্ট-লক্ষণসম্পন্ন, দানাদিতে সমর্থ হইয়াও যিনি বহু-প্রতিগ্রহে নিরত—তিনিই 'অগুরু' শব্দবাচ্য। **-পুষ্প** (হ ৭।১১৬—২২১) শ্মশান ও চৈত্য-(বদ্ধবেদিক)-বৃক্ষের পুষ্প, শুক্লব্যতীত অন্য বর্ণ পুষ্প, সুগন্ধি ও শুক্লবর্ণ না হইলে কণ্টকতরুর পুষ্প, তীব্রগন্ধ-পূর্ণ, গন্ধশূন্য, অকালোৎপন্ন, চম্পক ব্যতীত অন্য পুষ্পের কলিকা, শুষ্ক পুষ্প, কীটকোষোপবিদ্ধ, জীর্ণ, পর্যুষিত, উর্ণনাভ-বাসিত, চতুষ্পথ ও মহাদেবের বাসস্থান হইতে গৃহীত পুষ্প ও অস্পৃশ্যবস্তুর সহিত স্পৃষ্ট পুষ্প শ্রীহরি-পূজায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। করবীর, ধুস্তুর, কৃষ্ণবর্ণ কুটজ, অর্ক-ঝিণ্টী, গিরিকর্ণিকা, কণ্টকারি, শাল্মলী, শিরীষ পুষ্পাদি শ্রীহরি-পূজায় বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। মধ্যাহ্ন স্নানের পরে আহৃত, ভূপতিত, অবিকসিত, ম্লান, শ্বাসদুষ্ট, জন্তুদুষ্ট, আঘ্রাত, অঙ্গ-সংস্পৃষ্ট অথবা গর্হিত পুষ্পাদিও শ্রীহরিপূজায় বর্জনীয়। **-শিষ্য-লক্ষণ** (হ ১।৬৪—৭০) অলস, মলিন, ক্লিষ্ট, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রুগ্ন, রুষ্ট, বিষয়াসক্ত, ভোগলালস, অসূয়াপর, মৎসর, শঠ, কর্কশভাষী, অন্যায়ভাবে ধনোপার্জক, পরদাররত, বিদ্বানের বৈরি, অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্য, ভ্রষ্টব্রত, কষ্টবৃত্তি, পরচ্ছিদ্রান্বেষী, পর-পীড়ক, বহুভোজী, দুরাত্মা ও নিন্দিত ব্যক্তি দীক্ষায় অনধিকারী।

নিষেক (ভা ১১।২২।৪৬) জঠরে প্রবেশ—স্বামী। [২ জলাদির নিতান্ত সেচন]।

নিষেধশেষ (ভগ ৪৬) [সর্বস্ত নিষেধে অবধিত্বেন শিষ্যত ইতি] নিষেধ-শ্রুতির বলে যাহা সকলের শেষসীমায় অবস্থিত ও অবশিষ্ট তত্ত্ব।

নিষেব (ভা ১০।৩৩।৩৪) স্বল্পমাত্র সেবা—সনা। ২ ধ্যানরূপ অনুশীলন—জী। ৩ সম্পূর্ণ সেবা—বি। **নিষেবণ** (ভা ১।২।১৬) চরণাশ্রয়—বি। **নিষেবা** (ভা ১০।২০।১০) উত্তম সেবা, ২ প্রেমলক্ষণা ভক্তি—সনা। **নিষেবিত** (ভা ৩।২৯।১৫) সম্যগ্ অনুষ্ঠিত—স্বামী।

নিষ্ক (গৌকৃ ২।৪১) বক্ষোহার, স্বর্ণপদক। ২ (ভা ১০।৬১।২৯) ৩২ রতি-পরিমাণ স্বর্ণ।

নিষ্কর্ম (ভগ ৮০) ব্রহ্ম।

নিষ্কর্ষ (নাম ৩।২১) তাৎপর্যার্থ। ২ (রত্ন ১।৮) ন্যায়মতে—নিশ্চয়, ৩ নিঃসারণ। **নিষ্কর্ষণ** (ভা ৬।৪।২৭) বিবেচনাপূর্বক ধ্যান। [২ নিষ্কাসন, নিঃসারণ]।

নিষ্কল (ভা ১।৯।৪১) নিরুপাধি, ২ মায়াতীত নরাকৃতি পরব্রহ্ম—জী। ৩ [নিষ্কং পদকং লাতীতি] পদকধারী—বি। ৪ (হ ৪।২০) শুদ্ধ। ৫ (হ ৮।৩৩৮) পরিপূর্ণ, ৬ মায়ারহিত। ৭ (চৈত ১।৯।৪৪) নিখিল কলাবান্। ৮ (রত্ন ৬।২০) নিরংশ।

নিষ্কলন (গোচ পূর্ব ১৩।১০৫) নির্বাসন।

নিষ্কষায় (আচ ১০।১৪৪) দোষানুসন্ধান-রহিত। ২ নির্মলচিত্ত।

নিষ্কাঞ্চন (কৃবি ২৩) পদক-ভূষিত।

নিষ্কাম (গোভা ৪।২।১২) হার্দবিষয়ক-কামনাশূন্য, ২ (রত্ন ১।৫১) বিশুদ্ধ, অহৈতুক।

নিষ্কাসন (গোলী ৩।৫৬) বহিঃকরণ।

নিষ্কিঞ্চন (হ ১০।১৯১) নিরস্ত-বিষয়াভিমান। ২ ভগবৎপ্রীতিতে ত্যক্তাশেষ-পরিগ্রহ। ৩ (ভা ১০। ৬০।৩৭) যাঁহার অতিরিক্ত কিছুই নাই—সনা, জী। ৪ (প্র ৮।৩) কৃষ্ণৈকধন।

নিষ্কুট (ঐ ৪।৪) গৃহ-সমীপস্থ উপবন। [২ ক্ষেত্র, ৩ রাজার অন্তঃপুর]।

নিষ্কুলাকৃত (গোচ পূর্ব ১৫।১০৯) কুলত্যাগকৃত, নিষ্কাশিত। ২ অবয়বাদি-শূন্য।

নিষ্কুষণ (ভা ৫।২৬।১৯) ছেদন। **নিষ্কুষিত** (হরি ৫।৪৯) [নির—কুষ নিষ্কর্ষে+ক্ত] নিষ্কাশিত, খণ্ডিত।

নিষ্কৃত (ভা ১।১৯।২) প্রায়শ্চিত্ত—স্বামী। ২ (হ ২।১:২) প্রত্যুপকার। ৩ (বিনা ৭।৩০) ঋণমোচন। ৪ (ভা ৮।৮।২১) পরিহৃত—স্বামী। **নিষ্কৃতি** (ভা ৩।২।১৭) শুশ্রূষাদ্বারা ঋণশোধ—স্বামী। ২ (মুক্তা ২২৪) প্রায়শ্চিত্ত। ৩ (ভা ১০।৪৬।৪৯) ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া—স্বামী। ৪ আনৃণ্য—সনা। ৫ (উ ৮।৭৩) প্রত্যুপকার। ৬ নিস্তার।

নিষ্ক্রয় (ভা ১০।৪৫।৪৭) দক্ষিণা—স্বামী। ২ (লনা ৯।২১) ক্রয়মূল্য-শোধ। ৩ (উ ৮।৭১) পরিবর্তন। ৪ বেতন।

নিষ্ক্রিয় (ভা ৩।১২।৪৩) বিদিত-পরব্রহ্ম-তত্ত্ব সন্ন্যাসিকে পরমহংস বা নিষ্ক্রিয় বলে। কুটীচকাদি চতুর্বিধ সন্ন্যাসি-মধ্যে পরমহংসই সর্বশ্রেষ্ঠ—স্বামী। [২ ক্রিয়াদি-ব্যাপারশূন্য]।

নিষ্টঙ্কিত (বিনা ২।১০) নিশ্চিত, ২ (স্তব ৮।১০২) প্রতিপাদিত, নিরূপিত।

নিষ্টনন (ভা ১০।৯০।১৭) শব্দকরণ।

নিষ্ট্য (হরি ৭।৪২৩) [নির্গতো দেশাৎ নির্—ত্যৈ+ক] চণ্ডালাদি।

নিষ্ঠা (ভা ১।২।১৮) চিত্তৈকাগ্রতা—বি। ২ (বৃভা ১।২।৪৯) পরিপাক। ৩ (হ ১০।৩০১) গতি, ৪ প্রাপ্য। ৫ (ভা ৬।৫।১৪) অবসান, ৬ বিবেক—স্বামী। ৭ (ভা ৫।১২।৮) নাশ, ৮ (ভা ১০।৫।৩০) মরণ—সনা, জী। ৯ (মালা নাম ৪) ব্রহ্মচিন্তা। ১০ (গীতা ৩।৩) মোক্ষপরতা, ১১ স্থিতি, ১২ মর্যাদা, ১৩ (গীতা ৫।১৭) তাৎপর্য। ১৪ (চন্দ্রা ৩) আগ্রহ, ১৫ (বৃভা ২।১।২০৪) নিশ্চল ভাব। ১৬ (ভা ১১।৩।৩৫) স্বরূপ, ১৭ তত্ত্ব—জী। ১৮ (ভা ১১।১৪।২০) দার্ঢ্য—জী। ১৯ (ভা ১০।৭২।৫) পার্থক্য। ২০ (ভা ৮।১২।৩৮) প্রকৃতি, ২১ দৈন্যময়ী নিরহঙ্করতা।

নিষ্ঠাপন (ভচ ৪।৪) সংস্থাপক, ২ ভজনীয়তা-বুদ্ধির প্রাপক।

নিষ্ঠিত (গোচ পূর্ব ২১।৭২) স্থাপিত, নিষ্ঠাযুক্ত।

নিষ্ঠীবনাদিতে কর্ত্তব্য (হ ১১।৭০৫—৭০৭) চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, জল, বায়ু এবং পূজ্য ব্যক্তিদের সম্মুখে নিষ্ঠীবন, মল ও মূত্রাদি ত্যাগ করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া বা পথে মূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ। শ্লেষ্মা, মূত্র, বিষ্ঠা ও শোণিত লঙ্ঘন করিবে না। আহারকালে, বলি, মঙ্গলজপাদি ও হোম-

কালে বা মহাজন-সবিধে নিষ্ঠীবন বা শ্লেষ্মাত্যাগ করিতে নাই।

নিষ্ঠীবী (হ ১৯।১০৭, হয় ১।৩।৫) মুখদ্বারা অনবরত শ্লেষ্মানিরসনকারী।

নিষ্ঠুর (ভা ১০।৫৫।১৯) তীব্র, কঠোর।

নিষ্ঠ্যূত (উ ১০।৯১) নির্গত—বি। অবজ্ঞায় নিক্ষিপ্ত।

নিষ্ণাত (ভা ১।৪।২১) পারঙ্গত—স্বামী। ২ (ভচ ৪।৪) অতিকুশল। ৩ (হ ১।৩২) তত্ত্বজ্ঞ।

নিষ্পঙ্ক (আচ ১১।১৩৯) পঙ্কশূন্য, ২ পাপরহিত।

নিষ্পত্তি (অকৌ ৫।১) অভিব্যক্তি, ২ সাক্ষাৎকার। ৩ সমাপ্তি, ৪ সিদ্ধি।

নিষ্পত্রাকৃত (হরি ৭।১১১৩) ব্যাধ-কর্তৃক অতিব্যথিত মৃগাদি।

নিষ্পন্দ (অকৌ ৫।৩৫) নিষ্ক্রিয়। ২ (অকৌ ১।১০) অস্পষ্ট।

নিষ্পরিগ্রহ (হ ১০।৬৫) অকিঞ্চন। আসক্তি-রহিত। ২ যতি।

নিষ্পাত (ভা ১০।৪৪।২০) প্রহার—স্বামী।

নিষ্পাব (হ ১৫।১৮৮) শ্বেতশিম্বী। ২ (হরি ৫।৩৮২) [নির্+পূঞ্+ঘঞ্] নিস্তুষীকরণ, ৩ শূর্পবায়ু।

নিষ্পিষ্ট (ভা ১০।৫৬।২৫) শ্লথ—স্বামী।

নিষ্পেষ (ভা ১০।৭২।৬৬) পাত—স্বামী। ২ (ভা ১০।৫৫।১৮) নির্ঘাত—স্বামী. ৩ নির্ঘোষ—বল। ৪ (ভা ১০।৪৪।২০) সংচূর্ণন—জী।

নিষ্প্রত্যূহ (গোলী ৭।১২৪) নির্বিরোধ, নির্বিঘ্ন।

নিষ্প্রপঞ্চ (ভা ১০।১৪।৩৬) যাহা হইতে অপরের সংসার ধ্বংস পায়, ২ প্রপঞ্চাতীত।

নিষ্প্রবাণি (হরি ৭।১৮০) [নির্গতা প্রবাণী যস্য] নূতন বস্ত্র।

নিষ্প্রাণ (সিন্ধু ২।৪।২৬) দুর্বল। ২ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি-শূন্য।

নিষ্প্লুষ্ট (ভা ২।৭।৯) দগ্ধ।

নিষ্ফল (ভা ১১।২৫।২২) ফলাভিসন্ধিরহিত। ২ ফল-রহিত, ৩ পলাল (খড়)।

নিসর্গ (ভা ৭।১০।৩০) স্বভাব, প্রকৃতি। ২ (উ ১৪।৩২) সুদৃঢ়াভ্যাস-জনিত সংস্কার; এই নিসর্গ রতি-উদ্বোধনের অতিনগণ্য-হেতুরূপে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-রূপাদির শ্রবণকে অপেক্ষা করে। ৩ সৃষ্টি।

নিসার [নি—সৃ+ঘঞ্] সমূহ।

নিসূদক [নি—সূদি+ণ্বুল্] হিংসক।

নিসূদন [নি—সূদ্+ল্যুট্] বধ, ২ মারক।

নিসৃষ্ট (ভা ১১।১।১১) প্রস্থাপিত। ২ (ভা ১০।৩৬।৩১) অবশ্যই সৃষ্ট, ৩ (ভা ৩।২৮।৩১) প্রযুক্ত, ৪ নির্মিত। ৫ (গোচ পূর্ব ৩।১০৫) দত্ত [৬ ন্যস্ত। ৭ মধ্যস্থ]।

নিসৃষ্টার্থ (জ ২।৩৩) দূতবিশেষ, কর্মাধ্যক্ষ। **নিসৃষ্টার্থা** (উ ৭।৫৭) দূতীভেদ। নায়কনায়িকাদ্বয়ের একজনকর্তৃক কার্যভার অর্পিত হইলে যিনি যুক্তিবলে উভয়কে মিলন করান, তিনিই 'নিসৃষ্টার্থা' দূতী।

নিস্তন্দ্র (বৃ ১৪।১৪) নিরলস। ২ তন্দ্রাশূন্য।

নিস্তম্ভ (মালা গোবর্দ্ধন ২৮) দর্প-হীন, নষ্টগর্ব।

নিস্তল (উ ১৫।১০৯) বর্ত্তুল—জী। ২ তলশূন্য।

নিস্তার (মালা ছ ১৮) মোক্ষ, উদ্ধার। ২ পারগমন, ৩ অভীষ্ট-প্রাপ্তি। **নিস্তারক** (আচ ১।২২) তারকাশূন্য, ২ নিস্তারকর্তা।

নিস্তুল (মালা উৎ ৯) উপমা-রহিত।

নিস্তোদিত (আচ ১৭।২২৫) সম্মর্দিত। ২ অতিশয় ব্যথিত।

নিস্ত্রিংশ (বিনা ৪।৪২) খড়্গ। ২ (হরি ৭।১৪৮) [ত্রিংশতো নির্গতঃ] ত্রিশের বাহিরে। ৩ নির্দয়। -পত্রিকা—সুহীবৃক্ষ।

নিস্ত্রৈগুণ্য (গীতা ২।৪৫) নিষ্কাম—স্বামী। ২ ভক্তিবলে ত্রিগুণাত্মক বিষয় হইতে নিষ্ক্রান্ত। ৩ সংসারাতীত।

নিস্পৃহ (গীতা ৬।১৮) বিষয়াদির ইচ্ছারহিত। ২ অগ্নিশিখা বৃক্ষ।

নিস্যন্দ—ঈষৎক্ষরণ, ২ ক্ষরণশীল।

নিস্রব, নিস্রাব—ভাতের মাড়, ২ অপক্ষরণ।

নিস্স্ব [নির্গতং স্বমস্য] দরিদ্র, [পক্ষে—নিঃস্ব]।

নিস্বন, নিস্বান—শব্দ।

নিস্সীম—অবধিশূন্য।

নিহতার্থ (অকৌ ১০।৩) পদদোষ। উভয়ার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধার্থে প্রয়োগ করিলে 'নিহতার্থতা' নামক পদদোষ হয়। 'শোণিত' শব্দ 'অরুণিত' অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে বটে, তাহা কিন্তু অপ্রসিদ্ধ, 'রুধির' অর্থেই প্রসিদ্ধ। অরুণিত অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইলে 'নিহতার্থ' দোষ হইবে।

নিহতি (গোচ উত্তর ২৭।৬৮) নাশ।

নিহনন (লনা ১।১১) মারণ, ২ নিশ্চিতরূপে গমন বা আশ্রয়।

নিহব (হরি ৫।৪২৫) [নি—হ্বেঞ্+অপ্] আহ্বান।
নিহিত (ভা ১০।২।২৬) স্থিত। ২ (চৈত ১০।২।২৬) একান্ত অনুকূল। [৩ আহিত, স্থাপিত]। **নিহিতার্থ** (গোভা ১।৪।৩) চিত্তে ধৃত 'এইরূপই করিতে হইবে'—ইত্যাকার প্রয়োজন-বিশিষ্ট।
নিহীন (বৃ ৯।৮২) নীচ। ২ পামর।
নিহ্নব (ভা ১১।১৮।৪০) প্রতারণ—স্বামী। ২ (সিন্ধু ২।৪।৪২) স্বাভিপ্রায়াদির গোপন। **নিহ্নুত** (বিনা ৫।১৭) গুপ্ত। **নিহ্নুতি** (মাম ৮।৪০) গোপন, ২ চৌর্য।
নিহ্নুবান (ভাবনা ৯।১১) অপহ্নবকারী, গোপনকারী।
নী (হরি ২।৫১) নায়ক, ২ প্রাপক।
নীকাশ (হরি ৫।৪১০) [নি—কাশ+ঘঞ্] তুল্য। ২ নিশ্চয়।
নীচৈঃ, নীচৈঃ [ব্য] ক্ষুদ্র, ২ স্বল্প, ৩ নীচে।
নীচগ (ব্রজ ১।৩৮) জল, ২ নীচজনের প্রতি নিষ্ঠা। ৩ নিম্নগামী।
নীচীন (প্রেম ১) অবনত, ২ (গোচ উত্তর ৩৬।১৪২) জঘন্য। ৩ অধোমুখ।
নীড় (ভা ৪।২৬।২) রথির উপবেশনস্থান—স্বামী ; ২ (লনা ৩।৮) পক্ষির বাসস্থান।
নীত (আচ ৬।৮) প্রাপিত। [২ য়াপিত, ৩ গৃহীত]।
নীতি (কৃগ ৮২) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ২ (গীতা ১০।৩৮) সামদানাদি রাজনীতি। ৩ ন্যায়। ৪ (স্তব ৩।১১) [ভজন]-পরিপাটী। **-শাস্ত্র** (হরি ৭।১০৩৭) নীতিবিষয়ক শাস্ত্রবিশেষ। ঔশনস-সূত্র, কামন্দক, পঞ্চতন্ত্র, নীতিসার, নীতিমালা, নীতি-ময়ূখ, হিতোপদেশ ও চাণক্যসারসংগ্রহ ইত্যাদি। **-সার** (কৃগ পরি ৮৬) শ্রীকৃষ্ণের দূত। ২ (হরি ৭।৫৫) কামন্দকি-রচিত নীতিশাস্ত্র-বিশেষ। ইহা ১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত ; মহাভারতের ন্যায় সুপ্রাচীনকালে বিরচিত বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কোন্ সময়ে যে ইহা যবদ্বীপে নীত হয় এবং তত্রত্য ভাষায় অনুবাদিত হয়—তাহা এখনও অনিরূপিত। ইহার চারিটী টীকা—(১) উপাধ্যায়-নিরপেক্ষ, (২) আত্মারাম-কৃত, (৩) জয়রাম-কৃত এবং বরদরাজ-কৃত। নীতি-বিষয়ে নীতিসার একটি প্রামাণিক গ্রন্থ।
নীত্ত (হরি ৫।৬৬) [নি—দা+ক্ত] সম্যক্ দত্ত।
নীপ (ভা ৯।২১।২৪, ২৯) সোমবংশ্য পারের পুত্র। ২ দ্বিমীঢ়ের পুত্র। ৩ (গোলী ১২।৪৫) কদম্ববৃক্ষ। ৪ নীলাশোক বৃক্ষ। ৫ ধারাকদম্ব।
নীর (হরি ৫।৩৫১) জল। **নীরজ** (গোচ পূর্ব ২৭।২৯) পদ্ম, ২ (আচ ১।৯৭) নির্মল। **নীরজবান্ধব** (বিনা ৫।৪১) সূর্য। **নীরজস্ক** (আচ ১।৩৮) মালিন্য-রহিত। ২ পরাগশূন্য, ৩ নির্ধূলি দেশ। **নীরধি** (বৃ ১৩।৯৫) সমুদ্র।
নীরন্ধ্র (গোচ পূর্ব ১৪।৩৫) পূর্ণ। ২ গাঢ়, নিরবকাশ। ৩ নিবিড়।
নীরস (বিনা ৪।৭) শুষ্ক, ২ রসানভিজ্ঞ।
নীরাগ (গৌবি ৯৬) অপ্রেমিক, ২ রাগহীন।
নীরাজ (গোচ পূর্ব ২।৪২) নীরাজন, আরাত্রিক। **নীরাজন** (হ ৮।৫৭) দীপাদিদ্বারা নির্মঞ্ছন। (হ ৮।২৯৭-৩০৬) মূলমন্ত্র পাঠ করত তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মহাবাদ্য ও জয়ধ্বনি-সহকারে কাঞ্চনাদি-ঘটিত উৎকৃষ্টপাত্রে কর্পূর বা ঘৃত দ্বারা অযুগ্ম ও বহুবর্তিকা-সমন্বিত দীপ প্রজ্বালিত করিবে। মন্ত্রবর্জিত, ক্রিয়াবর্জিত পূজাদি এই নীরাজনে সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। জলপূর্ণ শঙ্খ শ্রীপ্রভুর শিরোদেশে বারত্রয় ভ্রমণ করাইয়া নীরাজন করিতে হয়। **নীরাজন-দ্রব্য** (হ ১৯।১১৭-১৮) গোময় বা বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত স্বস্তিক, পদ্মক, শঙ্খ, উৎপল, কমল, শ্রীবৎস, দর্পণ, অষ্ট নন্দ্যাবর্ত্ত এবং পঞ্চবর্ণ ওদন [পঞ্চশস্য), পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা, দূর্বা ও কৃষ্ণতিল প্রভৃতি বস্তুসহযোগে দেবস্থাপনের চতুর্থীকর্মে নীরাজন বিধেয়। **নীরাজিত** (স্তব ১।২) নির্মঞ্ছিত। ২ অত্যন্ত শোভাযুক্ত। **নীরাজ্য** (মালা চাটু ১০) নির্মঞ্ছনযোগ্য।
নীরুক্ (হরি ৫।২৮৫) [নি-রুচ্-দীপ্তৌ+ক্বিপ্] ম্লান, ২ কান্তিহীন।
নীল (ভা ৫।১৬।৮) ইলাবৃতবর্ষীয় পর্বত। ২ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পর্বতমালা—বর্তমান দক্ষিণ আলতাই পর্বত। ৩ (ভা ৯।১০।১৯) বানর-সেনানী। ৪ (ভা ৯।২১।৩০) চন্দ্রবংশ্য অজমীঢ়ের পুত্র। ৫ (হ ৩।৩৪৭) যম। ৬ (হরি ৭।১৩৩২) [নীল্যা রক্তমিতি) নীলীনামক ওষধিবিশেষে রঞ্জিত। **-কণ্ঠ** (উ ১০।৫৭) শিব, ২ ময়ূর। ৩ (সভা ১।৪৩ টী) নীলমণি-ভূষিত-

কণ্ঠ শ্রীহরি। ৪ খঞ্জন, ৫ দাত্যূহ, ৬ পীতসার। -কন্দর (ক্রচ ৩।১৩। ১২) নীলাচল। -চক্র—পুরীস্থ শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের সর্বোপরি অষ্টধাতু-নির্মিত সুদর্শন চক্র। -পট্ট (প্রেচ ৮।৩) শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবর্ণ শাটী। -মণি (গোচ পূর্ব ১।১১৬) ইন্দ্র-নীলমণি। [২ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ]। -মণ্ডপ (কৃগ, পরি ১১৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় দানঘাটী।

নীলমাধব—উৎকল-ভাষায় রচিত 'দেউলতোলা'-(মন্দির-নির্মাণ)-নামক কবিতাপুস্তকে শ্রীজগন্নাথের প্রাকট্যের ইতিহাস আছে। শ্রীব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধে চতুর্ব্যূহ ভগবান্ নীলমাধব-মূর্তিরূপে শঙ্খ-ক্ষেত্র নীলাচলে অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয় পরার্দ্ধে ইন্দ্রদ্যুম্ন-নামে সূর্য-বংশ্য বিষ্ণুভক্ত রাজা মালবদেশে অবন্তীনগরীতে রাজত্ব করিতেন, তিনি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারজন্য মহাব্যাকুল হইয়াছিলেন। জনৈক বিপ্রমুখে তিনি নীলমাধবের প্রসঙ্গ শুনিয়া ইতস্ততঃ সেই মূর্তির অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া 'শবর'-পল্লীতে উপনীত হইয়া বিশ্বা-বসু-নামক শবরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং গৃহস্বামির অনু-রোধে তাঁহার কন্যা ললিতার পাণি-গ্রহণ করেন। বিশ্বাবসু প্রত্যহ রাত্রিতে বাহিরে যাইতেন এবং তৎপরদিন মধ্যাহ্নকালে প্রত্যাবর্তন করিতেন—শবরের অঙ্গে তখন কর্পূর-চন্দনাদির দিব্য গন্ধ পাওয়া যাইত। বিদ্যাপতি এই প্রসঙ্গে পত্নীর মুখে নীলমাধবের কাহিনী শুনিলেন এবং একদিন ললিতার বিশেষ প্রার্থনায় বিশ্বাবসু তাঁহাকে চক্ষু বাঁধিয়া নীল-মাধব-দর্শনে লইয়া যান। ইনি পথে যাইতে যাইতে সর্ষপ নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছিলেন, যাহাতে অনায়াসে পথ-পরিচয় হয়। বিদ্যাপতি উন্মুক্ত-চক্ষু হইয়া যখন নীলমাধবের মূর্তি দর্শন করিলেন, তখন আনন্দে অধীর হইলেন। শবর বিদ্যাপতিকে তথায় রাখিয়া ফলপুষ্পাদির আহরণে গেলেন। ইত্যবসরে একটি কাক নিকটস্থ কুণ্ডে পতিত হইয়াই প্রাণ-ত্যাগ করিয়া চতুর্ভুজ ধারণপূর্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিল দেখিয়া বিদ্যা-পতিও সেই বৃক্ষে আরোহণ করত কুণ্ডমধ্যে পড়িয়া প্রাণ-বিসর্জনের চেষ্টা করিতেই দৈববাণী হইল—'হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে নীলমাধবের দর্শন পাইয়াছ, তাহা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জানাও'।

শবর বন্যপুষ্পাদি আহরণ করত মন্দিরে আসিয়া নীলমাধবের পূজা করিতেছেন—এমন সময় নীলমাধব বলিলেন—'এতদিন তোমা-প্রদত্ত বন্যফলফুল গ্রহণ করিয়াছি। এবার আমি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে রাজ-সেবা গ্রহণ করিব'। শবর নীল-মাধবের পূজায় বঞ্চিত হইবেন ভাবিয়া বিদ্যাপতিকে গৃহে আবদ্ধ করিলেন, পরে কন্যার প্রেরণায় ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিলে তিনি আসিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে ঘটনা জানাইলেন। রাজা মহানন্দে বহুলোক সহ নীল-মাধবের আনয়নকল্পে যাত্রা করিলেন এবং বিদ্যাপতির নিক্ষিপ্ত সর্ষপ হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদ্‌গুলি পথ-প্রদর্শক হইলেও কিন্তু নীলমাধবকে দেখিতে না পাইয়া শবরপল্লী অবরোধ করিলেন। দৈববাণী হইল—'শবরকে ছাড়িয়া দাও, নীলাদ্রির উপর মন্দির নির্মাণ কর, তথায় দারুব্রহ্মরূপে আমার দর্শন পাইবে, নীলমাধবমূর্তিতে তুমি দর্শন পাইবে না'। আজ্ঞানুসারে রাজা মন্দির নির্মাণ করিয়া ব্রহ্মার দ্বারা মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহার প্রার্থনায় বহুকাল যাপন করিলেন—এদিকে সমুদ্রের বালুকাদ্বারা মন্দির আবৃত হইল এবং 'সুরদেব' ও 'গালমাধব' প্রভৃতি কতিপয় রাজা তথায় রাজত্ব করিলেন। গালমাধব বালুকাভ্যন্তর হইতে মন্দিরটি উদ্ধার করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মন্দিরটি তাঁহার রচিত বলিয়া দাবী করিলে গালমাধব নিজ-কৃত বলিয়া জানাইলেন। তখন কল্পবটস্থিত কাকভুষণ্ডি প্রকৃত কথা বলিয়া দিলেন। গালমাধব সত্যের অপলাপ করায় ব্রহ্মার নির্দেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের পশ্চিমে, শ্রীমন্দিরের বহির্দেশে অবস্থান করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করিলে ব্রহ্মা বলিলেন—'শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি দ্বারা প্রকাশিত এই শ্রীক্ষেত্র ও স্বপ্রকাশ শ্রীভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠা করিতে আমি অক্ষম। তবে আমি এই মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা বন্ধন করিতেছি—যাঁহারা দূর হইতে এই ধ্বজা দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে মুক্ত হইবেন'।

রাজা নীলমাধবের অদর্শনে অনশন-ব্রত গ্রহণ করিলে শ্রীজগন্নাথ স্বপ্নে বলিলেন—'তুমি চিন্তা করিও না—সমুদ্রের 'বাঙ্কিমুহান'-নামক স্থানে আমি দারুব্রহ্মরূপে ভাসিতে ভাসিতে উপস্থিত হইব।' রাজা ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া দারুব্রহ্মের দর্শন পাইলেন বটে, কিন্তু বিচালিত করিতে পারিলেন না। তখন আবার আদেশ হইল—'পূর্বসেবক বিশ্বাবসুকে এখানে আনয়ন কর এবং একটি স্বর্ণ রথ দারুব্রহ্মের সম্মুখে স্থাপন কর।' শবর আসিয়া দারুব্রহ্মের এক পার্শ্ব এবং বিদ্যাপতি অপর পার্শ্ব ধারণ করিলেন। চতুর্দিকে সকলে নামকীর্তন করিলেন—রাজা দারু-ব্রহ্মের চরণধারণপূর্বক রথে আরোহণ করাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। রথে চড়িয়া দারুব্রহ্ম নির্দিষ্ট স্থানে আগমন করিলেন। বহু দক্ষ শিল্পী নিযুক্ত হইয়াও শ্রীমূর্তি প্রকট করিতে সাহসী হইলেন না, পরে 'অনন্ত মহারাণা'-নামক এক বৃদ্ধ শিল্পী তথায় উপস্থিত হইয়া ২১ দিনের মধ্যে শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিতে প্রতি-শ্রুতি দিলেন—এবং তত্রত্য শিল্পিগণ-দ্বারা ইতিমধ্যে তিনটী রথ প্রস্তুত করাইতে বলিলেন। দারুব্রহ্মকে মন্দিরের ভিতরে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বৃদ্ধ শিল্পী একাকী ২১ দিন অবস্থান করিবেন এবং ২১ দিনের পূর্বে রাজা কিছুতেই দ্বার উন্মোচন করিবেন না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইলেন। দুই সপ্তাহ পরে রাজা কিন্তু ব্যাকুল হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করাইয়া শিল্পীকে ত দেখিলেনই না, পরন্তু মূর্তিত্রয়কেও হস্তপদহীন অবস্থায় দেখিলেন। নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া রাজা তখন জীবন-ত্যাগের সঙ্কল্প করিলে স্বপ্নাদেশ হইল যে শ্রীদারুব্রহ্ম এই মূর্তিতেই বিরাজমান থাকিবেন। বলা বাহুল্য যে বৃদ্ধ শিল্পী স্বয়ং ভগবান্‌ই। বিশ্বাবসুর বংশধরগণ দয়িতাসেবকরূপে পরিচিত থাকিয়া জগন্নাথের যুগে যুগে সেবাধিকার এবং বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণপত্নীজাত সন্তানগণ তাঁহার অর্চক ও শবরপত্নী-জাত সন্তানগণ ভোগ-রন্ধনের অধিকার পাইলেন—ইহাই শ্রীজগ-ন্নাথের আজ্ঞা।

সুপ্রাচীন ঋগ্‌বেদে (দশম মণ্ডল ১৫৫ সূক্ত ৩) সমুদ্রতীরে বিরাজমান শ্রীদারুব্রহ্মের উল্লেখ আছে। 'অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্। তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্'॥ সায়ণাচার্য-মতে বঙ্গানুবাদ—'হে অমর স্তোত্রকারিন্! দূরবর্তীস্থানে অপৌরুষেয় যে দারুময় পুরুষোত্তমাখ্য দেব-বিগ্রহ সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছেন, তাঁহার আশ্রয় কর; তাঁহার উপাসনাফলেই উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবধামে গমন কর।' উৎকল-খণ্ডে (২।১৩) অনুরূপ বচন—'য এষ প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হ্যপৌরুষঃ। তমুপাস্য দুরারাধ্যং মুক্তিং যাতি সুদুর্লভাম্'। এতদ্‌ব্যতীত ব্রহ্ম, নারদ (উত্তর খণ্ড ৫৪) কূর্ম, পদ্ম (পাতাল ৯), ভবিষ্য-পুরাণীয় পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, নীলাদ্রিমহোদয় (৪) এবং বিষ্ণুরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও তত্রত্য বিবরণাদি রহিয়াছে। কুত্রাপি বিবরণের বৈষম্য থাকিলেও ঘটনা প্রায় একই রূপ।

নীলরত্ন (বৃ ২।৪) ইন্দ্রনীলমণি।

নীললোহিত (ভা ৪।৬।৩৫) শিব।

নীলবৃষ (বিপূ ৩।১৬।২০) বর্ণে লোহিত, মুখে ও পুচ্ছে পাণ্ডর, খুর ও শৃঙ্গে শ্বেতবর্ণ বৃষভ।

নীলা (ভা ১০।৫৮।৩২) নাগ্নজিতীর নামান্তর। ২ (উ ৮।৭) যূথেশ্বরী শ্যামলার অধীনা সখী।

নীলাচল (চৈভা আদি ১।১১) পুরী।

নীলাম্বর (লনা ১।২৬) নীলবর্ণ আকাশ, ২ নীলবসন শ্রীবলদেব। ৩ (প্রা ১৩।৩) নীল বস্ত্র—শ্রীরাধার পরিধেয়।

নীলিনী-রাগা (বিনা ৫।২৮) নীল বস্ত্রে প্রীতিশালিনী। ২ নীলীরাগ-যুক্তা। **নীলিমা** (উ ১৪।১৩০) নীলী ও শ্যামা-নামক লতাদ্বয় হইতে উদ্ভূত রাগ। **নীলী** (হরি ৭।২০৯) ঘোটকী, ২ ওষধি-বিশেষ। **নীলী-রাগ** (উ ১৪।১৩১) প্রেমভেদ। যাহার ব্যয়-সম্ভাবনা নাই, যাহা বাহ্যে অতিশয় প্রকাশবান্ হয় না এবং স্বলগ্ন ভাবের আবরণ করে—তাহাকে 'নীলীরাগ' কহে। শ্রীচন্দ্রাবলী—উদাহরণ। ২ নীলবর্ণ।

নীবাক (গোচ পূর্ব ৩১।৮৪) মহার্ঘ্যতা-হেতু আদরাতিশয়। ২ নির্বাক্য।

নীবার (হ ১৩।১০) উড়ি ধান্য।

নীবি (ভা ৩।৮।২৪) পরিধান—স্বামী। ২ নারীর কটিবন্ধন রজ্জু। [৩ মূলধন]। -দামোদর (কর্ণা ১১০) নীবি=মূলধন-(প্রেম)-রূপ দামদ্বারা যিনি উৎ=উৎকৃষ্টরূপে বশতাপন্ন

হন অর্থাৎ প্রেমৈকলভ্য। ২ [ভবিষ্যোত্তরমতে—খণ্ডিতা শ্রীরাধা স্বীয় নীবীবন্ধদ্বারা যাঁহার উদর বন্ধন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ—স্থ। ৩ লীলাশুকের মাতা ও পিতার নাম—স্থ। -বন্ধ (চৈচ মধ্য ১৭।৪৬) স্ত্রীগণের কটিবন্ধনরজ্জু। **নীবী** (গোচ পূর্ব ২৪।৩৮) স্ত্রীকটিবন্ধ, ২ (কর্ণা ১১০) মূলধন। **-স্রংসন** (উ ১১।৭১) কোমর-বন্ধনের স্খলন—উদ্ভাস্বর-বিশেষ।

নীবৃৎ (হরি ৫।২৮৫) [নি—বৃতু বর্ত্তনে+ক্বিপ্] জনপদ, দেশ।

নীশার (আচ ১২।১৮) [নি—শৄ+ঘঞ্] শীতকালীন প্রাবরণ বস্ত্র।

নীহার (নাম ২।৪) তমঃ, অজ্ঞান। ২ (মুক্তা ৬।১২) হিম। ৩ (হব ১।৪৩।২১) রাহু—নীল।

নু (নাম ২।১৯) [ব্য] প্রশ্নে, ২ বিতর্কে, ৩ সম্বোধনে। ৪ (নাম ১।৪২) অপমানে, ৫ অনুনয়ে, ৬ বিস্ময়ে, ৭ অতীতে।

নুৎ (চৈকা ১৯।৩৭) প্রেরক।

নুত (ভাবনা ৪।৪০) স্তুত, ২ প্রশংসিত। **নুতি** (ভাবনা ৮।৫৬) প্রণাম, স্তুতি।

নুত্ত (আচ ১২।১০২) প্রেরিত। ২ ক্ষিপ্ত। **নুত্তি** (চৈত ১০।২২।১৯) নিরসন, অপনোদন—সনা। ২ চৈত ১০।২২।১৯) নাশ।

নুন্ন (হরি ৫।৩২) [নুদ্+ক্ত] প্রেরিত। ২ (উ ১৩।৪৭) ক্ষিপ্ত। **-সার** (ভা ১০।২১।১২) চ্যুতধৈর্য।

নূ (চৈকা ১৯।৪৫) স্তবন।

নূত্ন (ভাবনা ১৪।৮) নূতন।

নূনং—[ব্য] নিশ্চয়ে, ২ বিতর্কে, ৩ স্মরণে, ৪ বাক্যপূরণে, ৫ উৎপ্রেক্ষা-দ্যোতনে।

নৃগ (ভা ৯।১।১২) বৈবস্বত মনুর পুত্র। ২ (ভা ১০।৬৪।১০) ইক্ষ্বাকুর পুত্র, মহাদানী রাজা।

নৃগতি (ভা ১০।৮৭।২০) জীবের গতি—স্বামী। ২ জীবের গম্য, ৩ জীবে অন্তর্যামিরূপে প্রাপ্তি, ৪ মনুষ্য-লীলা—সনা। ৫ তাটস্থ্য ও মায়া-বন্ধনাবস্থত্ব—বি। ৬ জীবতত্ত্ব—স্বামী।

নৃচক্ষাঃ (হরি ৫।২৯২) [নরঃ চক্ষতে ইতি নৃ—চক্ষ্ ব্যক্তায়াং বাচি, দর্শনে চ+অসি] রাক্ষস।

নৃচক্ষু (ভা ৯।২২।৪১) সোমবংশ্য সুনীথের পুত্র।

নৃজগ্ধ (গোচ পূর্ব ১৪।২৮) [না জগ্ধোঽনেনেতি] রাক্ষস।

নৃতুরঙ্গ (ভা ৫।১৮।৬) হয়গ্রীব।

নৃত্ত (নাম ৯।৪৭) তালমানযুক্ত সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপরূপ নৃত্য।

নৃত্যমান (ভা ১০।৩৩।৮) নৃত্যদ্বারা সম্মানদাতা।

নৃদেবদেব (ভা ৩।১।১২) রাজা—স্বামী। ২ রাজা ও দেবতা—বি।

নৃদেবী (ভা ১০।৭৫।১৬) রাজপত্নী।

নৃধর্ম (ভা ৭।১১।৮—১২) সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, ঈক্ষা, মনোনিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, যথোচিত জপ, সরলতা, সন্তোষ, মহৎসেবা, কর্ম-নিবৃত্তি, নিষ্ফল ক্রিয়ার পর্যালোচন ও বৃথালাপত্যাগ, আত্মবিবেক, অন্ন-বিভাগ, ভূতগণে আত্মদেববুদ্ধি, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, প্রণতি, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-সমর্পণ।

নৃপঞ্জয় (ভা ৯।২২।৪২) সোমবংশ্য মেধাবীর পুত্র।

নৃপলাঞ্ছন (ভা ১।১৭।১), **নৃপ-লিঙ্গ** (ভা ১।১৬।৪) রাজার চিহ্ন—ছত্র চামরাদি।

নৃপবধূ (ভা ৩।২১।২৮) রাজকন্যা—স্বামী।

নৃপশু (ভা ১০।৬০।৩৬) বিষয়াসক্ত মানব। ২ মূর্খ।

নৃমৃণ (ভা ১০।৬১।৩৬) মঙ্গল—স্বামী। ২ (ভা ৪।৮।৪৬) সুখকর, ৩ ধন—স্বামী। **নৃমৃণা** (ভা ৫।২০।৩) প্লক্ষদ্বীপস্থা নদী।

নৃযজ্ঞ—গৃহস্থের কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত অতিথি-সেবা।

নৃলিঙ্গ (ভা ১০।৪৪।১৩) মনুষ্যদেহ—স্বামী। ২ নরাকার, ৩ নরবৎ চিহ্ন-ধারী—সনা।

নৃলোক (ভা ৩।২।৬) দেহানুসন্ধান—স্বামী। ২ বহির্দৃশ্যমান মানব-লোক—জী।

নৃবরাহ (সস ৭) সময়বিশেষে বরাহ-দেব-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত স্বরূপ।

নৃবিড়ম্ব (ভা ১০।২৩।৩৮) লৌকিক-লীলা-বিস্তারক, ২ ভক্তিহীন মানব-গণের উপহাসকারী—সনা।

নৃশংস (গোচ উত্তর ১৩।৩৫) ক্রূর, ২ (ভা ৯।৪।৪৪) সর্বলোক-স্তুত। **নৃশংসিত** (ভা ১০।২।২২) হিংসা—সনা।

নৃষৎ (ভা ৫।৭।১৪) [নৃষু সীদতীতি] বুদ্ধি—স্বামী। [২ পরমাত্মা]। **নৃষদ্রিঙ্গিরা** (ভা ৫।৭।১৪) বুদ্ধি-প্রবর্ত্তক—স্বামী।

নৃসিংহ (ভা ১০।৫২।৩৮) নরশ্রেষ্ঠ।—স্বামী। ২ সিংহতুল্য দুর্বর্শ পুরুষ

—বি। ৩ (লী ২২) লীলাবতার। ৪ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ক্ষ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৫ (হরি ৩।১৪) ণ-ইৎ-প্রত্যয়। -চতুর্দশী (হ ১৪।৪১৪-৪৯০) বৈশাখী শুক্লা চতুর্দশী, এই তিথিতে নৃসিংহদেবের অর্চনা করিতে হয়। -বেশ—শ্রীপুরীধামে কার্ত্তিকী শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ।

নৃসিংহারণ্য (হ ৯।২ টী) শ্রীবিষ্ণু-ভক্তিচন্দ্রোদয়-নামক ষোড়শ-কলাত্মক স্মৃতিগ্রন্থ-প্রণেতা।

নৃহরি (ভা ৭।৮।২৭) শ্রীনরসিংহদেব। ২ (প্র ১।৭) মাধ্বসম্প্রদায়ের তৃতীয় অধস্তন গুরু। -দাস (ভা ১।১৫।১৬) প্রহ্লাদ।

নেতা (সুধা ১৫) প্রাপক, ২ (সুধা ৩৭) নির্বাহক। [৩ প্রভু, ৪ নায়ক, ৫ প্রবর্ত্তক]।

নেত্র (ভা ৯।২৩।২২) সোমবংশ্য ধর্মের পুত্র। ২ (ভা ৮।৬।২২) মন্থনডোর, ৩ চক্ষু। (ভা ৩।৩১।১) প্রবর্ত্তক। ৫ (গোচ উত্তর ৩৭। ১৫৪) রেশমী বস্ত্র। ৬ (হরি ৫। ৩৬৪) [নীঞ্ প্রাপণে+ত্র] নায়ক। -কথন (স্তব ১৬।১১) নয়নেঙ্গিত। -ত্রিভাগ (বিনা ২।৫৩) কটাক্ষ। -মঞ্জরী (কৃগ পরি ৮৪) শ্রীরাধার কিঙ্করী। -মন্ত্র (হ ৫।২২৬) 'নেত্রাভ্যাং বৌষট্'। -বিক্রিয়া (নাম ৩।২২) অশ্রু। নেত্রান্ত—অপাঙ্গদেশ। নেত্রোৎসব (চৈচ মধ্য ১২।২০৪) 'নবযৌবন' [২] দ্রষ্টব্য। নেত্রোন্মীলন (কৃজ ৪৩) দেবাভিষেকের পরে নির্মঞ্ছনাদি করত শ্রীবিগ্রহকে পীঠোপরি আনিয়া পাদ্যাদি নিবেদন করিবে। মঙ্গলার্থ সজল সফল কলশ শ্রীহরির সম্মুখে স্থাপনকরত 'তচ্চক্ষুঃ' (শুক্ল যজুঃ ৩৬।২৪) মন্ত্রে তাঁহার নেত্রোন্মীলন করিবে। নেত্রোপান্ত (স্তব ৮।৫৬) কটাক্ষ, ২ সূক্ষ্মবস্ত্রাঞ্চল।

নেদিষ্ঠ (উস ৩) সমীপতম।

নেদীয়ান্ (চৈনা ৮।২৫) অতি নিকটবর্ত্তী।

নেনিজ্যমান (আচ ১০।৭) অতি শুদ্ধ।

নেপথ্য (গোচ পূর্ব ৩১।১৫৮) বেশ-রচনা। ২ (উস ১০১) পরিচ্ছদ, ভূষণাদি। ৩ (বিনা ১।১০) বেশ রচনার স্থান, সাজঘর।

নেম (হরি ২।১৬৬) অর্দ্ধ। ২ কাল, ৩ অবধি, ৪ খণ্ড, ৫ প্রাকার, ৬ গর্ত্ত, ৭ নাট্যশাস্ত্রে—অন্যার্থ, ৮ সায়ংকাল। -ভিন্ন (হরি ৭।১০৭৫) অগম্যক্ ভিন্ন।

নেমি (ভা ৮।২১।১৯) বলিরাজার অনুচর অসুর। ২ (ভা ৩।২১।১৮) চক্রপ্রান্ত। চক্রাগ্রভাগ, ৩ (হরি ৫।৩৫৪) [নম প্রহ্বত্বে শব্দে+কি] সদানত, ৪ শব্দপরায়ণ, ৫ বজ্র। ৬ কূপ-নিকটবর্ত্তী সমানস্থল। -চক্র (ভা ৯।২২।৩৯) চন্দ্রবংশ্য অসীম-কৃষ্ণের পুত্র।

নেয় (আচ ৬।১১) অভিনয়-যোগ্য। ২ (আচ ৭।৬৪) বশ্য।

নেয়ার্থতা (অকৌ ১০।৮) রূঢ়ি এবং প্রয়োজনের অভাব থাকিলেও কবির অসামর্থ্য-নিবন্ধন লক্ষণাস্বীকারদ্বারা অভিপ্রেতার্থ-প্রকাশনের নাম 'নেয়ার্থতা'। 'কমলে চরণাঘাতং চক্রতুশ্চরণৌ হরেঃ' এই বাক্যে 'চরণাঘাত' শব্দটি পরাভব-রূপ অর্থেই লক্ষ্য, কিন্তু রূঢ়ি বা প্রয়োজন নাই বলিয়া নেয়ার্থতাদুষ্ট।

নৈঃশ্রেয়স (ভা ৩।১৫।১৬) বৈকুণ্ঠস্থ বন। ২ (চৈত ৩।১৫।১৬) বৃন্দাবন। ৩ পরমমঙ্গল। -কর (ভা ১১।১৭।৭) ভক্তিজনক—স্বামী।

নৈকচর (ভা ৫।৮।১৯) যূথে বিচরণ-শীল শূকরাদি।

নৈকটিক (হরি ৭।৬৭০) [নিকটে বসতীতি ঠক্] সমীপবাসী ভিক্ষুকাদি।

নৈকধা—অনেক প্রকারে।

নৈকমায় (সুধা ৪৬) বহুজ্ঞান। ২ পরমেশ্বর।

নৈকরূপ (সুধা ৪২) বহুরূপশালী। ২ পরমেশ্বর।

নৈগম (ভা ৩।৭।৩৯) ঔপনিষদ—স্বামী। ২ (ভা ১১।১৮।২৮) বেদনিষ্ঠ। ৩ (উ ৭।৭২) বণিক্, ৪ নাগর। ৫ (হরি ৭।৫২৮) ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ। ৬ নির্ঘণ্ট্ গ্রন্থাংশ।

নৈচিকী (গোচ পূর্ব ১২।৪৯) উত্তমা গৌ। ২ (আচ ১১।২৪) অল্পা।

নৈত্য (হরি ৭।৮১১) [নিত্যং দীয়তে কার্যং বেতি অণ্] নিত্যকাল দেয় বা নিত্য কার্য।

নৈত্যশব্দিক (হরি ৭।৬০৫) [নিত্যং শব্দমাহেতি ঠক্] শব্দের নিত্যতাবাদী।

নৈত্যিক [নিত্যং বিহিতঃ ঠক্] নিত্যবিধেয়।

নৈদেশিক (ভা ৬।৩।১) কিঙ্কর।

নৈপুণ (রত্ন ৬।৫) নিষ্ঠা। ২ (হরি ৭।৮৪৫) নিপুণের ভাব বা কর্ম।

নৈপুণ্য (ভা ১১।২৮।৯) নিষ্ঠা। ২ নিপুণত্ব।

নৈমিত্তিক-কর্ম (বৃভা ২।১।৪২) পার্বণশ্রাদ্ধ, জাতেষ্টি প্রভৃতি কর্ম। °প্রলয় (তত্ত্ব ৬২) স্বকার্যবিরত ব্রহ্মার নিদ্রাপরিমিত কাল।

নৈমিত্তিকী সংজ্ঞা (সস তত্ত্ব ৯) 'শব্দবৃত্তি' দ্রষ্টব্য।

নৈমিশ (ভা ১।১।৪), নৈমিষ (ভা ১০।৭৮।২০) ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি যেস্থানে শীর্ণ হয়, সেই মুনি-পূজিত পবিত্র তপোময় ভূমি। লক্ষ্ণৌয়ের বায়ুকোণে ৪৫ মাইল দূরে গোমতীর বামতটে অবস্থিত—বর্ত্তমান নিম্‌সার। নৈমিষায়ণ (ভা ৩।২০। ৭) নৈমিষারণ্যবাসী।

নৈমেয় (মাম ৩।৮০) বিনিময়।

নৈয়মিক (ভা ৫।৮।১) নিত্য-নৈমিত্তিক—স্বামী। ২ নিয়মবিধি-প্রাপ্ত কর্ম।

নৈয়ায়িক (হরি ৭।৩৪৭) ন্যায়শাস্ত্র-বেত্তা।

নৈরঞ্জন্য (উ ১১।৭১) নিষ্কজ্জলতা, ২ মোক্ষ বা অবিদ্যাধ্বংস।

নৈরপেক্ষ (ভা ১১।২৫।৩৪) উপশমাত্মক সত্ত্ব—স্বামী। ২ ভক্ত্যুত্থ বৈতৃষ্ণ্য—বি।

নৈরপেক্ষ্য (ভক্তি ২৯৭) নিরুপাধি, অহৈতুক, মোক্ষাদিরও অপেক্ষা-রাহিত্য।

নৈরুক্ত (হরি ৭।৫২৮) নিরুক্ত-সম্বন্ধীয়, ২ নিরুক্তব্যাখ্যানগ্রন্থ।

নৈঋত (গোচ পূর্ব ৩১।৩৫) রাক্ষস ২ দক্ষিণপশ্চিমকোণের অধিপতি। ৩ (হ ২০।৩৪) মূলানক্ষত্র।

নৈর্গুণ্য (চৈত ২।১।৯) ব্রহ্ম, ২ ব্রহ্মবর্ম্ম। নৈর্গুণ্যস্থ (ভা ২।১। ৭) ব্রহ্মস্থিত, ২ মুক্ত।

নৈর্ঘৃণ্য (ভা ১১।৩০।৫) নির্দয়তা, ২ ঘৃণারাহিত্য।

নৈবেদ্য (হ ৮।৯৬—১৯৫) পুষ্পাঞ্জলি, আসন, পাদ্য ও আচমন অর্পণ করত পাত্রে পায়সাদি নৈবেদ্য স্থাপনপূর্বক ছত্র-চামর-বীজন ও গীতবাদ্য-সহকারে তাহা আনয়ন করিবে।

নৈবেদ্য-দানবিধি—'অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্রে জপ্ত জলদ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করত চক্রমুদ্রা দ্বারা সংরক্ষণ করিবে। পরে বায়ুবীজ 'যম্' দশবার জলে জপ করিয়া সেই জল দ্বারা নৈবেদ্য সিঞ্চন করত নৈবেদ্যের দোষ শুষ্ক করিবে, দক্ষিণ হস্তে বহ্নি-বীজ 'রম্' ভাবনাদ্বারা দক্ষিণ হস্ততলের পৃষ্ঠদেশে বাম কর লগ্ন করিবে। বামকরে অমৃতবীজ 'ঠম্' চিন্তা করিয়া দক্ষিণ হস্তের তলদেশ বামকরের পৃষ্ঠে সংলগ্ন করত দেখাইয়া ঐ মুদ্রাজাত সুধাধারায় নিবেদ্য দ্রব্য সিঞ্চন করিবে। পরে মূলমন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত জলে নৈবেদ্য প্রোক্ষণ-পূর্বক দক্ষিণ করদ্বারা স্পর্শ করত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে, পরে ধেনুমুদ্রাযোগে উক্ত নৈবেদ্য পরি-পূর্ণ জ্ঞান করত গন্ধজলাদি দ্বারা উহার অর্চনা করিবে, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত শ্রীহরিকে প্রার্থনা করিবে যে 'হে ভগবন্! নৈবেদ্য গ্রহণ করিবার জন্য তোমার বদন-কমল হইতে তেজঃ বিনির্গত হউক'। তৎপরে ঐ তেজঃ নির্গত হইয়া নৈবেদ্যে অর্পিত হইতেছে ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ করত শ্রীকৃষ্ণকে নৈবেদ্য-মন্ত্রে নিবেদন করিবে। পরে গ্রাসমুদ্রাদি দেখাইতে হইবে।

নৈবেদ্যপাত্র—স্বুবর্ণ, রাজত, তাম্র, কাংস্য, মৃণ্ময়, পলাশপত্র ও পদ্মপত্রদ্বারা রচিত পত্রই প্রশস্ত। অষ্টাঙ্গুল হইতে ছত্রিশ অঙ্গুলি-পরি-মিত পাত্র হওয়া চাই।

ভোজ্যবস্তু—গুড়, পায়স, ঘৃত, শষ্কুলী, আপূপ (পিষ্টকাদি), সংযাব, দধি, সূপাদি যে যে দ্রব্য জগতে প্রীতিকর এবং পুরুষের আহার-পরিমিত অধিক-গুণশালী সেই সেই দ্রব্য সমর্পণ করিবে। গব্য-ঘৃত সংযুক্ত যব, গোধূম, ধান্য, তিল, মুদ্গাদি কলায় এবং চণকাদি শস্য বিষ্ণুর প্রীতিকর। খণ্ড লড্ডুক, শ্রীবেষ্ট (লড্ডুক), কসেরু, সেবালড্ডু, স্বস্তিক, লপসী, ক্ষীরবড়া বা ক্ষীর পিঠা, অরসা, ক্ষীরসার প্রভৃতিও অর্পণ করিবে। ফলমধ্যে অর্পণীয় —ইঙ্গুদী, বিল্ব, বদর, আমলকী, খর্জ্জুর, আসন, নারীকেল, পরূষক, শাল, উড়ুম্বরিক, প্লক্ষ, পিপ্পলী, পনস, তুম্বুরু, প্রিয়ঙ্গু, মরীচ, শিংশপা, ভল্লাতক, করমর্দ্দক, দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, পিণ্ডখর্জ্জুর, তাল, কদম্ব, মৃণাল, পুষ্করফল, শালুক-ফল ইত্যাদি। শাকমধ্যে—মূলক, চিঞ্চা, কলায়, সর্ষপ, বংশক, কলম্বী, আর্দ্রক, পালঙ্ক প্রভৃতি। ব্রীহি-মধ্যে—শালিধান্য, দীর্ঘশূক, কুঙ্কুম-পত্র, মুগ, তিল, কৃষ্ণ কুলত্থ, গোধূম প্রভৃতি। দেশভেদে ইহাদের নাম-ভেদ আছে। নৈবেদ্যের অভাবে ফল, ফলের অভাবে তৃণ, গুল্ম ও ও ওষধি, ওষধির অভাবে জল, জলের অভাবে মানসে দ্রব্যাদি অর্পিতব্য। পক্ব তুলসীশাক শ্রীহরির

অতিপ্রিয়কর। নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য—অভক্ষ্য দ্রব্য, অজাদুগ্ধ, মহিষী-দুগ্ধ, পঞ্চনখযুক্ত জীব, মৎস্য, স্বাদ-রহিত বস্তু, কেশযুক্ত, কীটসমন্বিত, মূষিকাদিদ্বারা উচ্ছিষ্ট, অবজ্ঞা সহকারে ত্যক্ত এবং যে দ্রব্যের উপরিভাগে ক্ষুৎ (হাঁচি) হইয়াছে; উড়ুম্বর, কপিথ এবং জম্বীরফলাদি দেবোদ্দেশে নিষিদ্ধ। অভক্ষ্য বস্তু—বৃন্তাক (শ্বেত বেগুণ), জালিকা শাক, কুসুম্ভ শাক, অশ্মন্তক শাক, পলাণ্ডু, লশুন, শুক্ত (কাঁজি) ও নির্যাস নিষিদ্ধ। গৃঞ্জন, কিংশুক, কুকুণ্ড (ফলবিশেষ), উড়ুম্বর, অলাবু, উদ্ধৃতসার (পিণ্যাকাদি), বৃহতী, দগ্ধ অন্ন, মসুর, কলম্বী শাক, সুরা, মাংস, মূলকাদি অভক্ষ্য।

নৈবেদ্যভক্ষণবিধি (হ ৯।৩৫০-৪১১) নিবেদিত বস্তুই সর্বথা স্বীকার্য, তাহাতে দত্তাপহার দোষ ত হয়ই না, বরং ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-গুণের আবিষ্কারই দর্শন হয়, যেহেতু তিনি ভক্তের আনন্দেই আনন্দ পান। যাবতীয় পক্ব অন্নাদি-সামগ্রী পরিবেষণ-পূর্বক শ্রীভগবানের অগ্রে নিয়া যথাবিধি সমর্পণ করিতে হয়। যদি বাহুল্য-নিবন্ধন সমগ্র পরিবেষণ নাই হয়, তবে রন্ধন-পাত্রাদিতে স্থিত সামগ্রীও শঙ্খজল-তুলসীদল নিঃক্ষেপাদি দ্বারা নিবেদিত করিতেই হইবে। শ্রীমহাপ্রসাদান্ন দেখিয়া প্রথমেই নমস্কার করত গায়ত্রী-পাঠে অভিমন্ত্রিত করিয়া মূল-মন্ত্র সাত বার পাঠ করিবে। উহা হইতে ধর্মরাজাদির অংশ অপসারিত করত তুলসীপত্র ও চরণোদক প্রক্ষেপ করিবে, তৎপরে 'যস্যোচ্ছিষ্টং হি' ইত্যাদি শ্লোক [হ ৯।৩৫২-৩৫৫] পাঠ করত 'অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' মন্ত্রপাঠ পূর্বক বায়ুপঞ্চককে আহুতি দিয়া [স্বগৃহে] শ্রীপ্রভুর সম্মুখে ভোজন করিবে। আহার-কালে স্বীয় দেহে গন্ধলেপন, গলে মাল্য ধারণ করিবে; আর্দ্র হস্ত, আর্দ্র-চরণ, পূর্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া ভোজন বিধেয়। একবস্ত্রে, অগ্ন্যাদি কোণাভিমুখে, অসময়ে (সন্ধ্যাদি-কালে), সংকীর্ণস্থানে ভোজন নিষিদ্ধ—আহারের প্রথমে মধুর রস, মধ্য ভাগে লবণ ও অম্লরস এবং শেষে কটুতিক্ত দ্রব্য; প্রথমে দ্রব, মধ্যে কঠিন এবং অন্তে পুনরায় দ্রব দ্রব্য আহার করিলে শরীর নীরোগ থাকে। যথাবিধি আচমনান্তে 'অগস্তিরগ্নিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র [হ ৯।৩৬৭-৩৬৮] পাঠ করত স্বহস্তে জঠরদেশ মার্জনা করিবে। পুরাণান্তরে—শিরোবেষ্টন-পূর্বক, চর্মপাদুকাযুক্ত হইয়া, অর্দ্ধ-রাত্রে, মধ্যাহ্নে, অজীর্ণাবস্থায়, আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, ভগ্নাসনে বসিয়া, যানারোহণে, ভগ্নভাণ্ডে বা মৃত্তিকায় ও হস্তে করিয়া আহার নিষিদ্ধ। অতিশয় ভোজন সর্বথাই ত্যাজ্য।

নৈবেদ্যভোজন-মাহাত্ম্য (হ ৯।৩৯০-৪০৮) বিষ্ণুতে নিবেদিতান্ন চরণ-জলে অভিষিক্ত করিয়া ভক্তগণ ভোজন করিবেন। এই কলিকালে ছয়মাস উপবাসের ফল বিষ্ণুর প্রসাদ-ভোজনেই লভ্য। বিষ্ণু-নৈবেদ্যই পরম পাবন, অন্যদেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। একাদশী-সহস্রের ফল এবং মাসব্যাপী কোটি কোটি উপ-বাসের ফল শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য-ভক্ষণে লাভ হয়। এস্থলে আপত্তি এই যে সহস্র সহস্র একাদশীব্রত না করিয়াও যদি বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজনের মহিমা অধিক হয়, তবে আবার হরিবাসর-দিনে প্রাণাত্যয়েও ভোজন-নিষেধ হয় কেন? তদুত্তরে বলা হয় যে এই বচনটি ভগবন্মহাপ্রসাদ-ব্যতিরিক্ত স্থলেই ধর্তব্য। প্রাণাত্যয়েও হরি-বাসরদিনে ভোজননিষেধ-মূলক বচনটি সামান্যপর, বৈষ্ণব-বিষয়ক নহে; কোনও কোনও সাধুজনের আবার মত এই যে শ্রীহরিবাসর-ব্রত ভগবদ্ভক্তিই—এই বুদ্ধিতে ভগবৎ-প্রীতির ইচ্ছায় ঐ দিনে মহাপ্রসাদান্ন ভোজনেও কোনই দোষ হয় না। তাহা হইলে 'সহস্র একাদশী অপেক্ষাও বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন'—এই বচনটি নৈবেদ্য-মাহাত্ম্যপর, কিন্তু শ্রীহরিবাসর-ব্রত-নিষেধক নহে। অথবা—নিজবিশ্বাস-বিশেষে ভগবদ-ধরামৃত-মহাপ্রসাদ-বুদ্ধিতে উচ্ছিষ্ট অন্নাদির যৎকিঞ্চিৎ উপভোগ ভক্তি-রূপী একাদশীর ব্রত হইতেও একান্তি-গণের নিকট পরম উপাদেয়।'

নৈবেদ্যমুদ্রা (হ ৬।৪৪) পঞ্চ অঙ্গুলিরই অগ্রভাগ সংলগ্ন হইয়া উর্দ্ধ-মুখী ও প্রোথিতা হইলে 'নৈবেদ্য মুদ্রা' হয়। নৈবেদ্যার্পণ-ধ্যান (ভক্তি ২৯৬) নৈবেদ্যার্পণ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মুখজ্যোতিঃ তাহাতে মিলিত হইতেছে—ইত্যাকার ধ্যানের যে বিধান দৃষ্ট হয়, তাহা কিন্তু শুদ্ধভক্ত-গণ ভোজন-কালে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-

প্রসন্নতাই মনে করেন। নরলীলা-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ভোজনও লোক-প্রসিদ্ধ-ক্রমেই জ্ঞাতব্য। নৈবেদ্যার্পণে অনিরুদ্ধ-মন্ত্র (ভক্তি ২৯৬) নৈবেদ্যার্পণপ্রসঙ্গে ক্রমদীপিকায় যে অনিরুদ্ধাত্মক মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তৎস্থলে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তগণ মূল-মন্ত্রই ইচ্ছা করেন।

নৈশ, নৈশিক (হরি ৭।৪৯৮) রাত্রিতে ক্রীড়াপর [মৃগ], ২ নিশায় জাত।

নৈষধ শৈল (হ ১৩।৩২৫) ইলাবৃত-বর্ষের দক্ষিণদিক্‌স্থিত পর্বত।

নৈষধীয়চরিত (হরি ৩।১৬০) নৈষধ নলরাজার কাহিনী-মূলক শ্রীহর্ষদেব-রচিত দ্বাবিংশ সর্গে গুম্ফিত মহাকাব্য। নৈষধের পদলালিত্য অনুপম। 'উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্। নৈষধে পদ-লালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥'

নৈষধ্য (হরি ৭।৩০৭) নিষধের অপত্য, ২ নিষধদেশের রাজা।

নৈষ্কর্ম্য (ভা ১।৩।৮) কর্মবন্ধমোচকত্ব —জী। ২ (ভা ১২।১২।৩৯) নিষ্কাম কর্ম—বি। ৩ (মুক্তা ৬।২) জ্ঞানযোগ। ৪ (ভক্তি ২৩) নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত একাকারতাপ্রাপ্ত [জ্ঞান]। ৫ (ভক্তি ১৬৯) ঐহিক ও পারত্রিক ভোগবাসনাদি-বর্জ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে মনঃস্থাপন। ৬ (প্র ৮।১) মোক্ষ। ৭ (রত্ন ৪। ১৫) বিধিপূর্বক সর্বকর্মত্যাগ। ৮ (ভা ৮।৩।১৬) আত্মতত্ত্ব। ৯ (গীতা ৩।৪) জ্ঞান—স্বামী। ১০ নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ কর্মবিরতি—বল। ১১ (কৃষ্ণ ৮) ভগবদ্ধর্ম। **-সিদ্ধি** (ভক্তি ৬২) বেদোক্ত কর্মই করণীয়, বেদনিষিদ্ধ কর্মই অকার্য—আবার সেই বেদবিহিত কর্ম ও কর্ম-ফল শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে কর্মবন্ধের অগোচর 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' লাভ হয়। তাৎপর্য—ঈশ্বর-সন্তোষার্থ-অভিনিবেশশূন্য হইয়া কর্ম করিতে করিতেই নৈষ্কর্মসিদ্ধি বা 'ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগ' উপস্থিত হয়।

নৈষ্কৃতিক (গীতা ১৮।২৮) পরের অপমানকারী।

নৈষ্ঠিক (হরি ৭।৫২৭) [নিষ্ঠা+ঠ] আজীবন ব্রহ্মচারী। ২ নিষ্ঠাবিষয়ক গ্রন্থের ব্যাখ্যান। ৩ (প্রেচ ২।১৫) নিষ্ঠাপ্রাপ্ত। ৪ (গীতা ৫।১২) আত্যন্তিক, স্থির। **নৈষ্ঠিকী ভক্তি** (ভক্তি ১৯৮) ধ্রুবানুস্মৃতি।

নৈসর্গিক (ভাবনা ১০।৮) স্বভাব-সিদ্ধ।

নৈস্ত্রিংশক (গোচ উত্তর ২৬।৫) খড়্গধারী।

নৈহার (চৈত ১০।১৩।৪৫) নিহার-সমূহ। ২ হিমকণজাত অন্ধকার।

নোচেৎ [ব্য] তাহা না হইলে।

নোদ (আচ ১৪।১) দূরীকরণ, নিঃক্ষেপ। **নোদন** (নিবি ৩৭) সঙ্কেত। ২ (বৃভা ২।১।১০৭) অপসারণ। ৩ (ভাবনা ৯।৫৮) প্রেরণ, ৪ নিবারণ। **নোদিত** (চৈনা ১।৫২) খণ্ডিত। ২ প্রেরিত, ৩ দূরীভূত। **নোদী** (মালা ছ ৪) প্রেরক।

নোন (আচ ১১।৩১) সম্পূর্ণ।

নৌকেলিবেশ—শ্রীক্ষেত্রে চন্দন-যাত্রার শুক্লা একাদশীতে শ্রীমদন-মোহনের শৃঙ্গার-বিশেষ।

ন্যক্ [ব্য] নীচে, ২ ঘৃণাস্পদে। ৩ নত, ৪ হীন। **-কার** (ভক্তি ৩১৫) তিরস্কার, ২ নীচকরণ। **-কৃত** (গোলী ৭।২৩) তিরস্কৃত।

ন্যক্ষ (হরি ৪।১১৪) কার্ৎস্ন্য, ২ নিকৃষ্ট, ৩ মহিষ, ৪ জামদগ্ন্য।

ন্যগ্‌জল্প (সক জী ১।১৯) ভঙ্গীপূর্বক কথন।

ন্যগ্রোধ (ভা ৯।২৪।২৪) সোমবংশ্য উগ্রসেনের পুত্র। বলদেব-কর্ত্তৃক নিহত হয়। ২ (আচ ১৫।৮৯) বট, ৩ [ন্যঙ্কো ন্যগ্‌ভূতা রোধা যস্য] নীচের দিকে অবস্থিত আবরণ-বিশিষ্ট। **-পরিমণ্ডল** (চৈচ আদি ৩।৪৩) যিনি নিজ বাহু-পরিমিত চারি হাত দীর্ঘ ও চারি হাত বিস্তৃত—মহাপুরুষ।

ন্যঙ্কু (বিনা ৬।১৩) বহুশৃঙ্গ মৃগ-বিশেষ। ২ সতত গমনশীল।

ন্যঞ্চৎ (ললা ২।১) অধঃস্থিত।

ন্যমান (আচ ১৬।৪১) অনাদৃত।

ন্যর্ণ (হরি ৫।৫৭) [নি—অর্দি গতৌ যাচনে চ] নিপীড়িত।

ন্যর্বুদ (ভা ৮।১৫।১৬) দশকোটি—স্বামী, [২ দশ অর্বুদ]।

ন্যস্ত (ভা ১।১০।১২) অভ্যস্ত—স্বামী। ২ (গৌবি ৭) অর্পিত, ৩ সম্যক্ দূরীকৃত। **-দণ্ড** (ভা ১০।৮৮। ২৬) হিংসারহিত। ২ (ভা ৫।১৩। ১৫) সন্ন্যাসী। ২ নির্বৈর ভক্ত।

ন্যাদ (হরি ৫।৪১৮) [নি—অদ্ ভক্ষণে, ভাবে ণ] ভোজন।

ন্যায় (আচ ১২।৭৯) ঔচিত্য। ২ (আচ ৬।১৪) নীতি। ৩ (রত্ন ১। ৩০) ব্রহ্মসূত্র। ৪ (গোভা ১।১।১) অধিকরণের অংশবিশেষ। ৫

(প্রীতি ৯৯) যুক্তি-মূলক বাক্য। লোকশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত-বিশেষকে 'ন্যায়' কহে। [এই ন্যায় বহুবিধ হইলেও তন্মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগ্রন্থমালায় সচরাচর ব্যবহৃত কতকগুলি এস্থলে নাম ও লক্ষণাদি সহ বর্ণানুসারে লিখিত হইতেছে। *

১। অপাঙ্গবীক্ষণ-ন্যায় (রত্ন ১।৩৩) কটাক্ষভঙ্গীপূর্ব্বক দর্শনে যেরূপ স্বাভিলাষাদি প্রকটিত হয় এবং তাহাতে রসবিলাসাদিও সঙ্কেতিত থাকে, তদ্রূপ যে কার্যে বিবিধ-বৈচিত্রী-সহকৃত আনন্দ-তন্ময়তা থাকে, তাহাতেই এই ন্যায় প্রযোজ্য।

২। অরুন্ধতীদর্শন-ন্যায় (গোভা ১।১।১২) অরুন্ধতী নক্ষত্র অতিসূক্ষ্ম, সহজে নয়নগোচর হয় না, কিন্তু তাহা দেখাইতে হইলে যেরূপ প্রথমতঃ অরুন্ধতীর নিকটবর্ত্তী অন্য স্থূল নক্ষত্র দেখাইয়া পরে তাহা অরুন্ধতী নহে বলিয়া প্রকৃত অরুন্ধতী দেখান হয়, তদ্রূপ গৌণ উপদেশের প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক মুখ্য উপদেশ করিতে হইলে এই ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়। [শাখাচন্দ্রন্যায়ও এইরূপ]।

৩। অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায় (চৈচ আদি ৫।১৭৬) কুক্কুটীর অর্দ্ধ বৃদ্ধ, অর্দ্ধ যুবা —একথা যেরূপ অপ্রমাণ, অথবা ডিম্বপ্রসবের জন্য পশ্চাদ্‌ভাগ রাখিয়া সম্মুখের ভাগ কর্ত্তন করা যেরূপ মূর্খতার পরিচায়ক—তদ্রূপ একই অখণ্ড বস্তুর কথঞ্চিৎ স্বীকারে ও কথঞ্চিৎ পরিহারে এই ন্যায়ই প্রযোজ্য।

৪। অর্দ্ধজরতীন্যায়—স্তন-শৈথিল্য-হেতু স্ত্রী তরুণীও নহে; আবার কৃষ্ণকেশহেতু তাহাকে বৃদ্ধাও বলা চলেনা—এইরূপ স্ত্রীকে 'অর্দ্ধজরতী' বলে। যেস্থলে বাদী ও প্রতিবাদি-গণের মত কিছু গ্রহণ করা হয় ও কিছু পরিহার করা যায়, সেইস্থলে ইহা প্রয়োজ্য।

৫। অর্দ্ধনারীশ্বরন্যায় (রত্ন ৮।২৮) অর্দ্ধমিলিত হরগৌরীরূপ শিবমূর্ত্তি-বিশেষকে অর্দ্ধনারীশ্বর বলে। এস্থলে যেরূপ একই মূর্ত্তিকে নারীও বলা চলে, আবার পুরুষও বলা চলে, তদ্রূপ যেস্থলে প্রয়োজনদ্বয় সাধন করিবার জন্য একই বস্তুর সূচনা করিতে হয়, সেস্থলে ইহা প্রয়োজ্য।

৬। অব্জভৃঙ্গন্যায় (গোভা ২।৪।৩ টী) পদ্মের মধ্যে ভ্রমর নিলীন হইয়া থাকিলেও যেরূপ তাহার অস্তিত্বের অপলাপ হয় না, তদ্রূপ দেশকাল-ভেদে কোনও বস্তু অন্য বস্তু দ্বারা আবৃত থাকিলেও সেই আবৃত বস্তুর অলোপ-সাধনে ইহার প্রবৃত্তি। ['বনলীন-বিহঙ্গন্যায়'ও এইরূপ]।

৭। অষ্টমরসন্যায় (রত্ন ৫।১১) রস মাত্র ছয়টি, সুতরাং রসের সপ্তম প্রকারই যখন হয় না, অষ্টম প্রকার ত হইতেই পারে না। অতি অসম্ভাবনা বুঝাইতে এই ন্যায় প্রবৃত্ত।

৮। অহিকুণ্ডন্যায় (রত্ন ১।১৬) সর্পের কুণ্ডলাকৃতি যেরূপ স্বাভাবিক এবং সর্প হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে, তদ্রূপ যেস্থলে কোনও স্বভাবসিদ্ধ (অনতিরিক্ত) বিষয়ের কথন হয়, সেই স্থানেই ইহার প্রয়োগ হয়।

৯। অহিনকুলন্যায়—সর্প ও নকুল যেরূপ স্বাভাবিক শত্রু, সেইরূপ স্বাভাবিক বিরোধদ্যোতন করিবার অভিপ্রায়ে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়।

১০। আয়ুর্ঘৃতম্ (রত্ন ২।৫ টী) ঘৃতসেবনে আয়ুর আধিক্য দ্যোতনা করিতে যেমন উভয়ের অভেদে অন্বয় হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর বস্তুর মাহাত্ম্যাতিশয়-প্রকাশনে এই ন্যায়ের প্রয়োগ হয়।

১১। উৎখাতদংষ্ট্রোরগন্যায় (ভা ৬।২।১০—বি) সর্পের দন্তে বিষ থাকে, দন্ত উৎপাটিত হইলে সর্প-দংশন করিলেও আর বিষ লাগে না; তদ্রূপ যেস্থলে প্রকৃত কার্যে কোনও ক্ষমতা দেখা যায় না অথচ আস্ফালন থাকে, সেই স্থলে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

১২। কপিঞ্জলালভন-ন্যায় (গি ৭।৪) বাজসনেয়ী সংহিতায় [২৪। ২০] আছে 'বসন্তায় কপিঞ্জলানাল-ভেত'—এই উক্তি অনুসারে কপিঞ্জলের সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকায় সংখ্যা-সম্বন্ধে সংশয় হয়, অথচ বহুত্বের নির্দ্দেশে তিন হইতে পরার্দ্ধ সংখ্যাও বুঝায়। এস্থলে জৈমিনি [২।১।৩৮—৪৫] বহু বিচারদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে তিনটি কপিঞ্জলই হননীয়; সুতরাং যে ন্যায়দ্বারা বহুত্বকে ত্রিত্বে পর্যবসান করা যায়, তাহাই 'কপিঞ্জলালভনন্যায়'।

১৩। কাকতালীয়-ন্যায় (চৈনা ১।১৬) কাকগমনকালে তালের পতনে কাহারও ইষ্টলাভ, কাহারও

* অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ শ্রীরঘুনাথবর্ম্ম-কৃত 'লৌকিকন্যায়সংগ্রহ' এবং কর্ণেল জেকব-প্রণীত 'লৌকিক-ন্যায়াঞ্জলি' প্রভৃতি আলোচনা করিতে পারেন।

বা অনিষ্টপাতও হইতে পারে। অচিন্তিতভাবে দৈবাৎ সংঘটিত কার্য-মাত্রেই এই ন্যায় প্রযোক্তব্য।

১৪। কাকাক্ষিগোলক ন্যায় (উ ৮।১২৩ বি) কাকের একটিমাত্র চক্ষু যেরূপ প্রয়োজনানুসারে উভয় গোলকে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ একই পদার্থের উভয়দিকে সম্বন্ধ-বিবক্ষায় এই ন্যায় প্রবর্তিত হয়।

১৫। কুরুপাণ্ডব ন্যায় (গোভা ৩।১।২২) পাণ্ডবগণ কুরুবংশ্য হইলেও যেরূপ কুরু ও পাণ্ডব-শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ মূলতঃ অভেদ-সত্ত্বেও ভেদ-প্রকাশনে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

১৬। কৈমুতিক ন্যায় [কৈমুত্য-ন্যায়] যে ভার দুর্বল ব্যক্তি বহন করিতে পারে, সেই ভারটি সবল ব্যক্তি অবশ্য বহন করিতে পারিবেই। এই ন্যায়ে পূর্ববাক্যার্থ-দ্বারা পরবাক্যার্থ প্রবর্ত্তনা বা নিবর্ত্তনা-বিষয়ে দৃঢ়ীভূত বা সমর্থিত হইয়া থাকে।

১৭। ক্ষীরতণ্ডুলন্যায় (গোভা ৪।২।১) ক্ষীরপক্ক তণ্ডুলে যেমন ক্ষীর প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে, ক্ষীরকে পৃথক্‌ভাবে তণ্ডুল হইতে দেখান যায় না, তদ্রূপ কোনও পদার্থে অন্য বস্তু লীনভাবে অবস্থান করিয়া স্বস্বরূপ লোপ করিলে এই ন্যায় প্রযুক্ত।

১৮। ক্ষীরনীরন্যায় (গোভা ৪।২।১) দুগ্ধে ও জলে মিশ্রিত হইলে যেমন কতটুকু দুগ্ধ, কতটুকু জল জানা যায় না, কোন্ স্থলে জল কোন্ স্থলে দুগ্ধ বুঝা যায় না, তদ্রূপ দুই বা ততোধিক বস্তুর অভিন্নতা-দ্যোতক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-বিশেষ বুঝাইতে এই ন্যায় প্রবর্ত্তিত হয়।

১৯। খলেকপোত ন্যায়—বৃদ্ধ, যুবা বা শাবক কপোত যেমন শস্য-ভক্ষণার্থ যুগপৎ খলে পতিত হয়, তদ্রূপ এক কার্য-সম্পাদনার্থ সমকালে বহু পদার্থের সমন্বয় হইলে এই ন্যায় প্রয়োজ্য।

২০। গঙ্গাপ্রবাহন্যায় (রত্ন ১।৫৪) সুরধুনী যেরূপ বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্ত্য-লোকে প্রবাহরূপে আগমন করিয়াছেন, তদ্রূপ পরম্পরিতভাবে প্রাপ্ত কোনও বস্তুবিশেষের সম্বন্ধে এই ন্যায় প্রবর্ত্তিত হয়।

২১। গড্ডলিকাপ্রবাহন্যায়——যূথের অগ্রগামিনী মেষী নদীতে পড়িলে যেমন তদনুগামী মেষযূথও নিবারিত হইলেও অবিচারে তাহারই পদাঙ্কানুসরণ করে, তদ্রূপ নিবারিত হইলেও লোকের নির্বিচারে অনিষ্ট-মার্গে প্রবৃত্তি দেখিলে এই ন্যায়-প্রয়োগ করা হয়। [গতানুগতিক ন্যায়ও প্রায় এইপ্রকার]।

২২। গতানুগতিকন্যায়——অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অপরের দেখাদেখি কর্ম করিলে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। [অন্ধপরম্পরা-ন্যায়ও প্রায় এতাদৃশ]।

২৩। গলে গৃহীতন্যায় (সস ভগ ১০) গোব্রজে যাইয়া কেহ নিজ গরুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে গোরক্ষক একটি গরুর গলা ধরিয়া বলে যে 'এইটি আপনার গরু'; এস্থলে গলদেশমাত্রগ্রহণে যেরূপ সমগ্র গোটিই উপলব্ধির বিষয় হয়, তদ্রূপ একাঙ্গলক্ষণদ্বারা যেস্থলে সমগ্র অঙ্গীকেই লক্ষ্য করা হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় প্রযুক্ত হয়। [শৃঙ্গ-গ্রাহিকান্যায়ও এইরূপ]।

২৪। গোবলীবর্দন্যায় (নাম ২।১৫) বলীবর্দ গো-বিশেষ হইলেও গোশব্দদ্বারা বলীবর্দের ঝটিতি প্রতীতি হয়, যেস্থলে একটি শব্দ-প্রয়োগে অর্থবোধ হইলেও আরও শীঘ্র যাহাতে অর্থবোধ হয়, তদ্রূপ-শব্দপ্রয়োগে এই ন্যায় প্রবর্ত্তিত হয়। [ব্রাহ্মণবশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণপরিব্রাজকাদি-ন্যায়ও এতাদৃশ]।

২৫। গ্রামো দগ্ধঃ পটো ভিন্নঃ (মা ৩।৪)—'গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে, পট ভগ্ন হইয়াছে' ইত্যাদি বাক্যে যেমন একদেশ বা বহুদেশবর্ত্তিনী দগ্ধতা বা ভগ্নতা বুঝায়, তদ্রূপ দ্রব্যের একদেশ বা বহুদেশ বুঝাইতে সাকল্যরূপে উক্তিস্থলে এই ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়।

২৬। ঘট্টকুটী-প্রভাত ন্যায় (রত্ন ৮।২৯) এক ব্যক্তি পারের পয়সা দিবার ভয়ে খেয়াঘাটের পথ ছাড়িয়া অন্যপথে চলিতে লাগিল, কিন্তু অন্ধকারে পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে প্রভাতকালে ঘট্টকুটীতেই উপনীত হইল। উদ্দেশ্য বিফল হইলে এই ন্যায় প্রয়োজিত হয়।

২৭। ঘুণাক্ষর ন্যায় (৯।৫৩ বি) বংশখণ্ডে ঘুণ লাগিয়া ছিদ্র করে, তাহা হইতে পতিত ঘুণসমূহ রেখাবৎ মিলিয়া দৈবাৎ কদাচিৎ কথঞ্চিৎ অক্ষরও নিষ্পন্ন হইতে পারে; তদ্রূপ একার্থে প্রবৃত্তের অন্যার্থে নিবৃত্তি বা যাদৃচ্ছিক নিষ্পত্তিতে এই ন্যায় প্রয়োজ্য।

২৮। চন্দ্র-তৎপ্রভান্যায় (গোভা ৩।৩।৪১টী) চন্দ্র ও চন্দ্রিকার যেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তদ্রূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বিশেষ সূচনা করিতে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়। [অনুরূপ— চন্দ্র-চন্দ্রিকান্যায়]।

২৯। চৌরেষু মিলিতো রাজেব (রত্ন ৩।৪১) চৌর ধরিবার জন্য রাজা গুপ্তবেশে চৌরগণসঙ্গে মিলিত হইলেও যেরূপ তাঁহার অন্যস্বরূপ-প্রাপ্তি হয়না, তদ্রূপ কার্যগৌরবে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত মহাপুরুষেরও স্বরূপের অন্যথাভাব হয় না।

৩০। ছত্রিন্যায় (নাম ৩।২০) বহুলোকের মধ্যে কয়েকজন ছত্রধারী হইলেও যেমন 'ছত্রিরা যাইতেছে' এইরূপ প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ বহু-পদার্থের সমাহারস্থলে কতিপয়ের দোষগুণে সকলেরই দোষগুণ উপলক্ষিত হইলে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়।

৩১। জলকল্লোলন্যায় (রত্ন ১।১৬) জল হইতে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া জলেই লীন হয়, তরঙ্গ জলাতিরিক্ত অন্যকোনও পদার্থ না হইলেও যেরূপ জলে ও তরঙ্গে যৎসামান্য ভেদ স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ অভেদেও ভেদব্যপদেশ-স্থলে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৩২। জলতুম্বিকান্যায় (হরি ১।৫২) তুম্বী অর্থাৎ লাউখোলা যেরূপ কর্দমাদিলিপ্ত হইয়া জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডুবিয়া যায়, আবার কর্দম ধুইয়া ফেলিলে যেমন ভাসিয়া উঠে, তদ্রূপ জীব অনাদিবাসনাবশতঃ সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া যায়, সাধুগুরু-বৈষ্ণবসঙ্গে বাসনামুক্ত হইয়া আবার ঊর্দ্ধলোকপ্রাপ্তি করিতে পারে।

৩৩। জলবালুকান্যায় (হরি ১।৫২) বালুকা জলে ফেলিলে যেরূপ নীচেই তলাইয়া যায়, তদ্রূপ হরিগুরু-বিস্মৃতি হইলে জীব সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।

৩৪। তণ্ডুলপাকন্যায় (রত্ন ৬।৩৮) অন্নপাক যেরূপ তণ্ডুলসংযোগেই হয়, যব বা গোধুমসংযোগে হয়না, তদ্রূপ জীবের প্রকৃতি-সংযোগেই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির প্রাপ্তিস্থলে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৩৫। তৎক্রতুন্যায় (উ ১৫।২০৬ জী) যে যাহা নিরন্তর ধ্যান বা সংকল্প করে, সে তাহাই প্রাপ্তি করে —এই সিদ্ধান্ত বুঝাইতে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়।

৩৬। তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ (উ ৫।৪ বি) যে যে বস্তুর আস্বাদন করে, সেই সে বস্তুর মর্ম বা মাহাত্ম্য জানে, অন্যের নিকট তাহা অভিব্যক্ত হয় না। এই সিদ্ধান্ত বুঝাইতে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৩৭। তপ্তায়ঃপিণ্ডন্যায় (গোভা ৩।৩।২১ টী) লৌহখণ্ডে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া যেমন দাহিকাশক্তি আনয়ন করে, তদ্রূপ জড় বস্তুতেও চেতনধর্ম প্রবেশ করিয়া জড়ত্ব-বিনাশে উহার চিন্ময়ত্বদান করিতে পারে—এই সিদ্ধান্ত বুঝাইতে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৩৮। তরু-তচ্ছায়ান্যায় (গোভা ৩।৩।৮১) চন্দ্র-তৎপ্রভান্যায়ের অনুরূপ; ধর্মী ও ধর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধদ্যোতনে ইহা প্রবৃত্ত হয়।

৩৯। তিলতণ্ডুলন্যায় (কাব্য ৯।১০৯) তিল ও তণ্ডুল একত্র মিশ্রিত হইলেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকে; দুই বা বহু পদার্থ একত্র মিলিত হইয়াও যদি স্ব-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, তবে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। [ইহার বিপরীত—ক্ষীরনীর ন্যায়]।

৪০। তুষ্যতু দুর্জন-ন্যায়—যদ্রূপ প্রতিবাদি-কর্তৃক উপস্থাপিত পক্ষ দুষ্ট হইলেও বাদী প্রৌঢ়িবাদদ্বারা তাহা স্বীকার করিয়াও অন্যপ্রকার দোষারোপ করে, তদ্রূপ যেস্থলে দুষ্ট মত গ্রহণ করিয়াও অন্যপ্রকার দোষোদ্ঘাটন করা যায়, সেই স্থলে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৪১। তৃণস্পর্শন্যায় (গোভা ৩।৪। ৩৩) কোনও গ্রামে যাইতে যাইতে যেমন অনুষঙ্গে তৃণস্পর্শও হয়, তদ্রূপ বাঞ্ছিত বস্তুর প্রাপ্তির উপলক্ষে যদি আনুষঙ্গিকভাবে অন্য অপ্রার্থিত নিকৃষ্ট বস্তুও আসিয়া যায়, তখন এই ন্যায় প্রবর্তিত হয়।

৪২। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে (গোভা ১।১।২০) একজনকে ত্যাগ করিয়া যদি বংশরক্ষা হয়, তবে তাহাই কর্তব্য। তদ্রূপ যেস্থলে সর্বনাশের আশঙ্কা হয়, সেস্থলে কিঞ্চিৎত্যাগেও যদি বহুল লাভ সাধিত হয়—তাহারই বিধানে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৪৩। দগ্ধপটন্যায় (মাম ৩।৬১) একখণ্ড বস্ত্র বা পত্রাদি অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও তাহার রেখা থাকে, কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় না; তদ্রূপ কোনও দ্রব্যের ব্যাবহারিক সত্তা-সত্ত্বেও অবাস্তবতা দেখাইতে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

৪৪। দণ্ডাপূপিকান্যায় (সাকৌ

১১।৮) মূষিক দণ্ড-ভক্ষণ করিয়াছে বলিলে যেমন দণ্ডসংলগ্ন পিষ্টকের নিশ্চিত ভক্ষণই বুঝায়, তদ্রূপ কোনও দুষ্কর কার্যের সিদ্ধি দেখিয়া অন্য-কোনও সুসাধ্য কার্যের সিদ্ধির অনুমানে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৪৫। দেহলীদীপন্যায় (প্রে ৮০ টী) দেহলীস্থিত দীপ যেরূপ ঘরের ভিতর ও বাহির আলোকিত করে, তদ্রূপ দুইটি উদ্দেশ্য যুগপৎ সিদ্ধির উপায়ে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

৪৬। নরশৃঙ্গন্যায় (রত্ন ৬।২৩) মানুষের কখনও শৃঙ্গ হয় না; অতিশয় অসম্ভাবনা দ্যোতনায় এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়। [অনুরূপ—অশ্বডিম্ব, আকাশকুসুম ও শশশৃঙ্গ]।

৪৭। নিন্দামি চ পিবামি চ (উ ৩।৩১ জী) নিন্দিত বস্তু-গ্রহণে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৪৮। নিষাদস্থপতিন্যায় (গোভা ১।৩।১৩) জৈমিনি মীমাংসাসূত্রে [৬।১।৫১-৫২] ইহার উদ্ধার করত বিচার করিয়াছেন। তৎপুরুষ সমাস হইতেও কর্মধারয়ের বলবত্তায় এস্থলে 'নিষাদদিগের স্থপতি' এরূপ না হইয়া 'নিষাদই স্থপতি' এইরূপ কর্মধারয় করিতে হইবে, ফলতঃ কর্মধারয়সমাসে নিষ্পন্ন হইয়া উহা উচ্চতর নিষাদ-বিশেষের দ্যোতনা করিতেছে। রূপক বা লক্ষণা হইতেও অভিধাবৃত্তির বলীয়স্ত্ব দেখাইতে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৪৯। পঙ্গ্বন্ধন্যায় (গোভা ২।২। ৭) অন্ধ ব্যক্তির স্কন্ধে পঙ্গু আরোহণ করিলে পঙ্গুর চক্ষুসাহায্যে অন্ধ চলিতে পারে, আবার অন্ধের চরণ-সাহায্যে পঙ্গুরও গম্যস্থানপ্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ পরস্পরের সুবিধার জন্য পরস্পর অধীনতাস্বীকার-স্থলে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

৫০। পিষ্টপেষণন্যায় (ভ চ ১ টী) পিষ্টবস্তুর পুনঃ পুনঃ পেষণে সার্থকতা নাই, তদ্রূপ কৃত বিষয়ের পুনরায় অনুষ্ঠান-প্রয়াসে এই ন্যায় প্রযোজ্য। [অনুরূপ—তুষকণ্ডন-ন্যায়, মৃতমারণ-ন্যায়।]

৫১। পেষস্কৃৎকীটন্যায় (প্রে ১) তৈলপায়ী কীট কাঁচপোকাকে দেখিয়া ভীত হইয়া তাহারই ধ্যানে মগ্ন হয়, ফলতঃ নিজদেহত্যাগ না করিয়াই কাঁচপোকার ভাবে বিভাবিত হয়, তদ্রূপ জড় জগতে থাকিয়াও চিন্ময় বৈকুণ্ঠবস্তুর অনবরত ধ্যানে চিন্ময়ত্বপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইহার প্রবৃত্তি।

৫২। প্রপানকরস-ন্যায় (তত্ত্ব ২৯ টী) খণ্ড, মরীচ ও কর্পূরাদির মিলনে দধি যেরূপ অপূর্ব প্রপানক-রসে পরিণত হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন বস্তুর সমবায়ে অদ্ভুততর আস্বাদ্যতাপ্রাপ্ত বস্তুবিশেষের সম্পর্কে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৫৩। বাধিতানুবৃত্তিন্যায় (মা ৮।৩) চলনশীল বস্তু প্রবল বাধা পাইয়া মন্দগতি হয়, তদ্রূপ ভগবদ্‌বিষয়ে আবেশ হইলে ব্যাবহারিক জগতে ভক্তের অভিনিবেশ না থাকিলেও তদাভাসদ্বারা কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। আভাসময় স্থলেও কার্যসিদ্ধি হইতে দেখিলে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

৫৪। ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকন্যায় (নাম ৩।৩০) 'ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, পরিব্রাজকগণকেও'—এবাক্যে ব্রাহ্মণগণে পরিব্রাজকগণের অন্তর্ভুক্তি হইলেও বৈশিষ্ট্যদ্যোতনার্থে যেরূপ পুনরুল্লেখ হয়, তদ্রূপ সামান্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে হইলে এই ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়। [অনুরূপ—গোবলীবর্দন্যায়, ব্রাহ্মণ-বশিষ্ঠন্যায়]।

৫৫। ভৃঙ্গীকীটন্যায় (প্রে ৩০ টী) পেষস্কৃৎকীটন্যায়ের অনুরূপ।

৫৬। ভূম্না ব্যপদেশা ভবন্তি (উ ৭।২০ বি) ছত্রিন্যায়ের অনুরূপ।

৫৭। মণ্ডূকপ্লুতিন্যায় (হরি ৭। ১৪৯) ভেক একস্থান হইতে লাফাইয়া কিছু স্থান বাদ দিয়া অন্য স্থানে বসে, তদ্রূপ ব্যাকরণের কোনও সূত্র পর-বর্তী কয়েক সূত্র বাদ দিয়া আবার প্রবৃত্ত হইলে এই ন্যায়ের অবসর হয়।

৫৮। মাৎস্যন্যায় (হরি ৭।৫৫) বৃহৎ মৎস্যগুলি ক্ষুদ্রমৎস্যগুলিকে আহার করে, প্রবলদ্বারা দুর্বলের পীড়নের দ্যোতনায় এই ন্যায় প্রবৃত্ত।

৫৯। রজ্জুভুজঙ্গ-ন্যায় (রত্ন ৭। ১৭) রজ্জু অধিষ্ঠানরূপে অনুবৃত্ত হইয়া সত্য হয়, কিন্তু ভুজঙ্গ ব্যাবৃত্ত হইয়া অসত্যই হয়, তদ্রূপ সত্যবস্তুতে অসত্য ভাণ হইলেও জ্ঞানোদয়ে অসত্য বস্তুর মিথ্যাত্বই প্রতীত হয়; সত্য বস্তু ত্রিকালেই সৎ—এই সিদ্ধান্ত বুঝাইতে এই ন্যায় প্রয়োজ্য।

৬০। রাজপুত্রধীবর-ন্যায় (গোভা ৪।৪।১২) রাজপুত্র দৈববশতঃ ধীবর-কর্তৃক লালিত-পালিত হইয়া ধীবর-সন্তানবৎ ব্যবহার করিলেও যদি কখনও জানিতে পারেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজপুত্রই, তখন তাঁহার

ভ্রান্তি নিরসন হয়, তদ্রূপ অজ্ঞাত-স্বরূপ ব্যক্তির শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রসাদে স্বরূপ-জাগরণ হইলে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি ঘটে। [অনুরূপ—সিংহমেষ-ন্যায়]।

৬১। রাজাঽয়ং গচ্ছতি (উ ৪।৫ বি) 'রাজা যাইতেছেন'—বলিলে যেমন তাঁহার সহিত পাত্রমিত্রাদিরও গমন বুঝায়, তদ্রূপ প্রধানের উল্লেখে তদনুগত ব্যক্তিদেরও দ্যোতনা করিতে হইলে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৬২। লবণাকরনিপাতন্যায় (গোভা ৪।৪।১২ টী) লবণ-সমুদ্রে নিপতিত বস্তুর যেরূপ লবণতাপ্রাপ্তি ঘটে, তদ্রূপ পূর্বস্বভাব বিনাশপূর্বক অন্য ভাবোৎপত্তির দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৬৩। বনলীন-বিহঙ্গন্যায় (গোভা ১।৩।৩০) বনপ্রদেশে বৃক্ষান্তরিত হইয়া পক্ষিগণ থাকিলে বাহির হইতে তাহাদিগকে সাক্ষাৎ না দেখিলেও যেমন তাহাদের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, তদ্রূপ কারণবশতঃ লোকলোচনের অগোচর হইলেও বস্তুর সত্তার লোপাপত্তি হয় না—সময়-বিশেষে আবির্ভাব হয়—এই তত্ত্ব বুঝাইতে এই ন্যায়ের অবতারণা।

৬৪। বহ্নিস্ফুলিঙ্গন্যায় (রত্ন ৪।১) অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বুঝাইতে প্রযোজ্য [অনুরূপ—'চন্দ্রতৎপ্রভান্যায় ও 'তরুতচ্ছায়ান্যায়']।

৬৫। বিষপারদশোধন ন্যায় (গোভা ৪।১।১৬) পারদে বিবিধ ধাতু ও বিষাদি থাকে বলিয়া বৈদ্যকে ইহার শোধন-ব্যবস্থা আছে, শোধিত পারদ নষ্ট-দোষ হইয়া অমৃতত্ব দান করে, তদ্রূপ বস্তুর দোষ-নিরসনপূর্বকগুণাধায়কতা-বিধায়ী উপায়-সম্বন্ধে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৬৬। বিস্মৃতকণ্ঠমণিন্যায় (রত্ন ৫।৬ টী) কণ্ঠে মণি থাকিলেও বিস্মৃত হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে থাকিলে কাহারও বাক্যে তাহার যেরূপ পুনঃপ্রাপ্তি হইল বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ অতিনিকটস্থ বস্তুর বিস্মৃতিস্থলে আপ্তোপদেশে তাহার স্মরণ হইলে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

৬৭। বীচিতরঙ্গন্যায়—নদীর তরঙ্গ যেরূপ একটির পর একটি উত্থিত হয়, তদ্রূপ যে স্থলে পরম্পরাক্রমে কার্যোৎপত্তি ঘটে, সেই স্থানে ইহা প্রযোজ্য।

৬৮। বীজাঙ্কুরন্যায় (কুসুমাঞ্জলি) বীজ হইতে অঙ্কুর, আবার অঙ্কুর হইতে বীজ, অতএব বীজ ও অঙ্কুরের উভয়তঃ কার্যকারণত্ব দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ দুই বস্তুর পরস্পর কার্যকারণতা বুঝাইতে হইলে ইহার প্রবৃত্তি।

৬৯। শতং কাণে চ খঞ্জে চ (হ ৮।২৫৩) অন্ধ ও খঞ্জ ব্যক্তির পদে পদে বিপত্তি। অসংখ্য দোষদুষ্টের উপলক্ষণে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৭০। শতপত্র-পত্রশতবেধনন্যায় (সিন্ধু ১।১।২৩ জী) শত শত পদ্ম-পত্র বিদ্ধ করিতে গেলে আপাততঃ দৃষ্টিতে অত্যল্প সময়েই তাহা নিষ্পাদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রথম পত্রের বেধকালের সহিত দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পত্রের বেধকালের ভিন্নতা উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ ক্রমসংঘটিত বিষয়ের যৌগপদ্য-ভ্রমে এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৭১। শাখাচন্দ্রন্যায় (গোভা ১।১।৪) চন্দ্র বৃক্ষশাখা হইতে বহু দূরবর্তী হইলেও শাখার অন্তরালে থাকিয়া দেখিলে চন্দ্রকে শাখালগ্ন বলিয়াই মনে হয়। শিশুকে চন্দ্র দেখাইতে হইলে অগ্রে শাখা, পরে তৎসংলগ্ন চন্দ্র দেখাইলে শিশু অনায়াসে চন্দ্র দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ দুরধিগম্য বিষয়কে তৎসংশ্লিষ্ট বা তন্নিকটস্থ বস্তুর সাহায্যে প্রদর্শন সম্পর্কে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়। [অনুরূপ—দিগ্‌দর্শন ন্যায়]।

৭২। শিখী ধ্বস্তঃ (রত্ন ২।৪৮) শিখাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের শিখা নষ্ট হইলেও যেমন শিখী ব্রাহ্মণের ধ্বংস হয় না, তদ্রূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট বস্তুতে যে বিধি ও নিষেধ আছে, তাহা বিশেষণকেই আশ্রয় করে, বিশেষ্যকে নহে—এই তত্ত্ব-দ্যোতনায় এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৭৩। শুক্তিরজতন্যায় (রত্ন ৬।৩১) 'রজ্জুভুজঙ্গ' ন্যায়ের অনুরূপ।

৭৪। শৃঙ্গগ্রাহিকান্যায় (সস ভগ ১০) 'গলে গৃহীত' ন্যায়ের সদৃশ।

৭৫। সমুদ্রতরঙ্গন্যায় (রত্ন ২।২২ টী) সমুদ্র হইতেই তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তরঙ্গ হইতে সমুদ্রের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। অংশী হইতেই অংশের উৎপত্তি, অংশিতেই তাহার সত্তা; অংশী পরিপূর্ণ, অংশ কিন্তু অণু—ইত্যাদি তথ্য-দ্যোতনে ইহার প্রবৃত্তি।

৭৬। সর্বশাখাপ্রত্যয়ন-ন্যায় (সস ভগ ১০) বেদের প্রতি শাখাই কোনও না কোনও প্রকারে যজ্ঞেরই

অনুমোদন করে। যে বস্তু সর্বত্র সমানভাবে প্রগীত হইয়া থাকে, তাহার অবিচারে গ্রহণ-সম্পর্কেই এই ন্যায় প্রযোজ্য।

৭৭। সিংহাবলোকন-ন্যায় (গীগো বা ৭।৪২) প্রবাদ আছে যে সিংহ কোনও মৃগ বধ করিয়া অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করত দেখে অন্য মৃগ আছে কিনা—এইরূপ শব্দের পূর্বে ও পরে অন্বয়স্থলে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়।

৭৮। সুন্দোপসুন্দন্যায় (মাম ৫।২০) সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই দৈত্য ব্রহ্মা হইতে বর লাভ করত অতিদৃপ্ত হইয়া ত্রিভুবনকে কম্পিত করিল। ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে পাঠাইলে তাহার রূপে মোহিত দুই ভাই উহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া পরস্পরের দারুণ কলহ, শেষে দুইজনই দুইজনকে গদাপ্রহারে হত্যা করে। সজ্জনগণের বিদ্বেষ্টা যতই দুর্দান্ত হউক না কেন, বিনাশ-প্রাপ্ত হইবেই—এই সিদ্ধান্ত-মূলে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি।

৭৯। সূচীকটাহন্যায় (উ ১৫।১১০ বি) সূচী অল্পায়াস-সাধ্য ও কটাহ বহু-আয়াস-সাপেক্ষ, উভয়ের নির্মাণ-কালে পূর্বে সুখসাধ্য সূচী নির্মাণ করত পরে কষ্টসাধ্য কটাহের নির্মাণই সঙ্গত; সুতরাং স্বল্পায়াস-বস্তুর পূর্বানুষ্ঠান ও কষ্টবহুল কার্যের পরানুষ্ঠান-ব্যাপারে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়।

৮০। স্থূণানিখনন-ন্যায় (গীগো বা ৩।১) গৃহের খুঁটি যেরূপ নানাভাবে দৃঢ় নিখাত করিতে হয়, তদ্রূপ দুরূহ বিষয়কে যুক্তি ও উদাহরণ-পরম্পরা দ্বারা দৃঢ়ীকরণ-প্রসঙ্গে এই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

ন্যায়দর্শন (রত্ন ১।৮) মহর্ষি গৌতম বা অক্ষপাদই এই গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাতে সকল শাস্ত্রের উপযোগিতা আছে বলিয়া ইহাকে শাস্ত্রের 'দ্বার-স্বরূপ' বলা হয়। ইহা পঞ্চ অধ্যায়ে ও প্রতি অধ্যায় দুইটি করিয়া আহ্নিকে বিভক্ত। এইমতে পদার্থ ষোড়শ প্রকার। এই ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞানে বস্তুর স্বরূপ-উপলব্ধি এবং তাহাতে শরীরাদি হইতে আত্মার পৃথক্ত্ব সিদ্ধ হয়। তৎপরে শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে রাগদ্বেষোত্থ ধর্মাধর্ম প্রবৃত্তির অভাববশতঃ জন্ম-মৃত্যুধ্বংসরূপ মোক্ষ হইয়া থাকে। জীবাত্মাতিরিক্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্বে অনুমান ও শ্রুত্যাদিই প্রমাণ। পরমেশ্বরের ভোগসাধন শরীর, সুখ, দুঃখ ও দ্বেষাদি কিছুই নাই, তাঁহাতে কেবল নিত্যজ্ঞান, যত্ন ও ইচ্ছাদি গুণ আছে। বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় ইহাতেও পরমাণুবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। উভয় শাস্ত্রই যুক্তিপ্রধান—বৈশেষিকে সপ্ত পদার্থ, ন্যায়ে কিন্তু ষোড়শ—এইমাত্র প্রভেদ।

ন্যায়দৌর্বল্য (ভা ১২।২।৪) বিচারে পরাজয়।

ন্যায়পথ (ভা ১০।৪৫।৩৪) মীমাংসাদি—স্বামী। ২ বেদার্থ-নির্ণায়ক জৈমিনি-পতঞ্জলি—কপিল—বাদরায়ণ—রচিত পূর্বমীমাংসাদি-শব্দানুগত যুক্তিগ্রন্থ—জী।

ন্যায়াঙ্গ-পঞ্চক (গোভা ১।১।১) বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি।

ন্যায্য (গীতা ১৮।১৫) ধর্ম্য, ২ (হরি ৭।৬৮৮) ন্যায়াগত ধনাদি।

ন্যাস (হ ২।৮০) মাতৃকান্যাস [(ষড়ঙ্গন্যাস), অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস], পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ব্যাপকন্যাস ইত্যাদি বহু-বিধ। দেবতাভেদে ন্যাসভেদও আছে। তন্ত্রসারাদিতে ইহার বিস্তার দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুবিষয়ে কেশবকীর্ত্ত্যাদি, মূর্ত্তিপঞ্জর, তত্ত্ব, ভূমিপঞ্জর, দশাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গন্যাসই সম্মত। ২ (আচ ২০।৮৬) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত স্বর-বিশেষ। ইহা গীতের সমাপ্তি-সূচক। ৩ (আচ ২০।১২২) স্থাপন। ৪ (ভা ৯।৬।৫৩) সঙ্গত্যাগ, বাণপ্রস্থ—স্বামী। ৫ (গোচ পূর্ব ১৫।৩৮) দান।

ন্যাস-হর (ভা ৩।১৮।১১) গচ্ছিত বস্তুর অপহারক—স্বামী। ২ পূজো-পহার-গ্রাহী—বি।

ন্যাসিত (ভা ১।১৭।২৫) অবতারিত।

ন্যাসী (ভা ১২।৩।৩০) যতি। ২ (১১।২০।৭) কর্মত্যাগী।

ন্যুব্জ (হব ১।৪২।১৬) অধোমুখ।

ন্যুব্জীকৃত (গোচ উত্তর ৪।১৯) বক্রীকৃত।

প

পক্তি (সক জী ২।১৯৩) পাক, [২ গৌরব, ৩ পরিণাম]।

পক্তিম (গোলী ১৫।১১৮) পক্ব।

পক্ব (হরি ৫।৪৪) [পচ্ পাকে+ক্ত] পাক-নিষ্পন্ন, ২ পরিণত। ৩ দৃঢ়। ৪ [ভাবে ক্ত] পাক। **-কষায়** (ভা ৪।২৮।৩৮), **-গুণ** (ভা ৪।৩০। ১৮) দগ্ধ-কামাদিবাসন—স্বামী।

পক্ষ (উ ১০।৫৭) সখা, ২ সহায়, ৩ পুচ্ছ, ৪ (গোবি ৪) বল। ৫ (মাম ১।১৩) শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে মাসার্দ্ধ। ৬ বিরোধ। ৭ (চৈনা ৮।২৯) প্রতিজ্ঞা। ৮ (গোভা ১।১।১২) বাহু, ৯ (উ ৯।৫০) যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক নিজ প্রেমের প্রায় তুল্য-প্রমাণতা থাকে, তাহাকেই 'পক্ষ' বলে। **-ক** (বৃ ১৬।৫৭) খিড়্কি দ্বার, ২ পার্শ্ব, ৩ সহায়। **-গ্রহণ**—সাহায্য-গ্রহণ। **পক্ষতি** (কৃগ ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ২ (আচ ৭।৩১) পক্ষ। ৩ (গোচ উত্তর ৩৬।১৬২) প্রতিপত্তিথি, ৪ পক্ষমূল, পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যস্থল। **-দ্বার** (গোচ পূর্ব ৮।১৯) খিড়কি-দ্বার। **-ধর**—চন্দ্র। ২ চিন্তামণ্যা-লোক ও প্রসন্নরাঘব-নামক গ্রন্থদ্বয়ের নির্মাতা। **-পাত** (বিনা ১।৩১) অন্যায্য সাহায্য। ২ (বৃভা ১।৫।৪০) স্নেহবিশেষ, ৩ (আচ ১০।৪০) পক্ষের চালন। ৪ (চৈনা ২।২৫) পক্ষে অভিনিবেশ, ৫ অনুগ্রহ। ৬ (ভাবনা ৬।১৬) পক্ষের পতন। **-পাতিতা** (আচ ১৮।১৩১) আনুকূল্য। [২ পক্ষদ্বারা পতন]। **-বর্দ্ধিনী** (হ ১৩।২৭০) অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ৬০ দণ্ড হইয়াও যদি পরদিনে কিঞ্চিৎ নিঃসৃত হয়, তবে তৎপূর্ববর্ত্তী দ্বাদশীকে 'পক্ষবর্দ্ধিনী' মহাদ্বাদশী বলে, এরূপস্থলে অবিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়াও মহাদ্বাদশীতে ব্রতাদি করিবে।

পক্ষান্ত—অমাবস্যা, ২ পূর্ণিমা।

পক্ষিণী (গোচ উত্তর ৩৫।১৩৩) দিবস-দ্বয়, ['দ্বাবহ্নাবেকরাত্রিশ্চ পক্ষিণীত্য-ভিধীয়তে' ইতি শুদ্ধিতত্ত্বে]। ২ বিহগী।

পক্ষীয় (ঐ ৪।৫) পক্ষাবলম্বী, অনুগত।

পক্ষ্ম (গোচ পূর্ব ২।৩১) নেত্ররোম। [২ পদ্মাদির কেসর, ৩ সূত্রাদির অল্পাংশ, ৪ পক্ষির পাখা]।

পঙ্ক (ব্রজ ১।৩৬) কস্তূরী, কুঙ্কুম, চন্দনাদি পিষ্টদ্রব্য। ২ কর্দম, ৩ পাপ।

পঙ্কজনাভ (ভা ৪।২৪।৩৪) শ্রীকৃষ্ণ, জগৎকারণ। ২ পদ্মাকার-নাভিশীল।

পঙ্কজাক্ষী (কৃগ ২৪৪) চম্পকলতার যূথে সপ্তমী সখী।

পঙ্কদর্শী (গোচ পূর্ব ২১।৭৬) দোষদর্শী।

পঙ্কবিপাক (মালা গীত ২৭) পাপফল।

পঙ্কেজনী (গোলী ১১।১৪১) পদ্মিনী।

পঙ্কেরুহ (গোলী ৭।১৮) পদ্ম।

পঙ্‌ক্তি (ছ ১।২৭) বৈদিক দশাক্ষর-পাদক ছন্দঃ। ২ (ছ ২।৭) প্রতিচরণে পঞ্চাক্ষর ছন্দঃ। [৩ শ্রেণী, ৪ দশসংখ্যা]। **-পাবন-পাবন** (হ ৩।১১৮) নিমিষকাল শ্রীহরির ধ্যানানুষ্ঠানকারী। **-ভেদ** (নাম ৩।৩৭) বৈষম্য। ২ (হ ১১।৭৫৪) পতিতাদির সহিত একশয্যা, একাসন ও সহভোজনে সঙ্করদোষ হয় বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে সহভোজনাদি নিষিদ্ধ, যদি কদাচিৎ সহভোজন করিতেও হয়—তবে অগ্নি, ভস্ম, জল, দ্বার বা স্তম্ভদ্বারা ও তিন চারি পদ ব্যবধান করিলে আর পঙ্‌ক্তি-ভোজন দোষাবহ হয় না। **-ভেদী** (হ ৯।৩২০) প্রমাদবশতঃ বৈষ্ণবকে যিনি অবৈষ্ণব পঙ্‌ক্তিতে প্রবেশ করান, তিনিই পঙ্‌ক্তিভেদী।

পঙ্গু [খঞ্জি কু পগাদেশঃ মুক্ চ] গতি-হীন, ২ শনিগ্রহ।

পচন (প্র ১।১১) মহদাদি কার্যের আবির্ভাবকরূপে বিষয়ে আভিমুখ্য-প্রাপ্তিকরণ—বাগীশ। [২ অগ্নি, ৩ পাককর্ত্তা, ৪ পাক]।

পচেলিম (হরি ৫।১৯১) [পচ্+ কর্মকর্ত্তরি কেলিম্] স্বয়ং পচ্যমান, জীর্ণ। ২ [কর্ত্তরি কেলিম] অগ্নি, ৩ সূর্য।

পচ্ছব্দ (হরি ৬।২৮৭) [পাদাভ্যাং শব্দয়তীতি] পদদ্বয়ের শব্দকারী।

পজ্ঝটিকা (ছ ৭।১) ছন্দোবিশেষ [মাত্রাবৃত্ত-ভেদ]।

পঞ্চ (গোবি ৪৪) বিস্তার। **-ক** (ভা ৮।১৬।৫০) পঞ্চামৃত—স্বামী। ২ (হরি ৭।১৭৩) [পঞ্চ পরিমাণম্

অস্যেতি] পাঁচটির বর্গ। ৩ (হরি ৭।৭৬৯, ৭৭১) পঞ্চ অংশা বস্য ভৃতয়ো বা অস্যেতি ক] যাহার পাঁচ ভাগ, মূল্য বা বেতন প্রাপ্য, ৪ (পঞ্চ পরিমাণমস্যেতি) সংখ্য। ৫ (পঞ্চাবৃত্তয়ঃ পরিমাণমস্যেতি) অধ্যয়নবিশেষ, ৬ (পঞ্চৈব স্বার্থে) পাঁচ। ৭ (হরি ৭।৭৫৮) যাহাকে বৃদ্ধ্যাদি-নিমিত্ত পাঁচ মুদ্রা দেওয়া হয়। **-কল্প** (হরি ৭।৩৫২) [পঞ্চ কল্পান-ধীতে বেদ বা] পাঁচটি কল্পশাস্ত্রেরই অধ্যেতা বা বেত্তা। **-কষায়** (হ ১৯।২৭০) বট, অশ্বত্থ, পলাশ, বিল্ব ও উড়ুম্বর। **-কাম** (হ ৫।১৫১) শোষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন ও মাদন। [২ তন্ত্রসারোক্ত পঞ্চ কাম যথা--কাম, মন্মথ, কন্দর্প, মকরধ্বজ এবং মীনকেতু]। **-কাল** (চৈচ মধ্য ২৪।৩২৯) অরুণোদয়, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও প্রদোষ। **-কৃত্বঃ** (হরি ৭।১০৮১) [পঞ্চ+কৃত্বসুঃ [পাঁচবার। **-কোশ** (ভা ১০।৮৭।১৭) বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। অন্নময় আত্মা—দেহ; প্রাণময়—পঞ্চবৃত্তি প্রাণরূপ; মনোময়–চিৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান-সমর্থ ও কারণরূপ। বিজ্ঞানময়—জীব, কর্তৃত্বহেতু সকলের শ্রেষ্ঠ। আনন্দময়—আত্মা, সর্বথা প্রকৃতি গন্ধাস্পৃশ্য, অপরিচ্ছিন্ন পরমানন্দ—সনা। **-ক্রোশী** [পঞ্চানাং ক্রোশানাং সমাহারঃ] শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপের পরিধিগত পাঁচ ক্রোশ পথ। ভক্তগণ পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করেন। **-ক্লেশ** (ভগ ১০) অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা—অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখবুদ্ধি এবং অনাত্মাতে আত্মবোধ। অস্মিতা—অভিমান (অহঙ্কার)। রাগ—সুখানুসরণে কামনা বা আসক্তি। দ্বেষ—দুঃখের বা তৎকারণের দূর করিবার ইচ্ছা। অভিনিবেশ—মরণের ভীতি। **-গবম্** (হরি ৭।১১৭) [পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ] পাঁচটি গরুর সমাবেশ। **-গব্য** (চৈচ মধ্য ৪।৬১) দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র ও গোময়। (কৃক্ষ ২০) ইহাদের সহিত কুশোদক মিশ্রিত করিবারও ব্যবস্থা আছে। ইহাদের পরিমাণ ও মন্ত্রাদি সম্বন্ধে আকরে দ্রষ্টব্য। **-গু** (হরি ৭।১১৭) [পঞ্চভিঃ গোভিঃ ক্রীতঃ] পাঁচটি গরুদ্বারা ক্রীত [বস্ত্রাদি]। **-গুরু** (হ ৪।৩৬১) জন্মদাতা, মাতা, মন্ত্রোপদেষ্টা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ও স্বামী। **-গ্রাস** (চৈচ মধ্য ৩।৭৬) ব্রাহ্মণাদি-কর্তৃক ভোজনের প্রারম্ভে গণ্ডূষের পরে পঞ্চপ্রাণের নামে দেয় অন্ন। 'তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস'। **-চামর** (ছ ২।১২৩) প্রতিপাদে ষোড়শাক্ষর ছন্দো-বিশেষ, ২(ছ পরি২২, ৫৪, ৭০) মতা-ন্তরে ১২ দ্বাদশাক্ষর, ১৭ সপ্তদশাক্ষর, ১৯ উনবিংশত্যক্ষর ছন্দোভেদ। ৩ (রতি ৫।৮৪) পাঁচটি চামর। **-জন** (ভা ৬।৪।৫১) দক্ষপ্রজাপতির শ্বশুর, ২ (গোচ পূর্ব ৫।১৪) পুরুষ, মনুষ্য। ৩ (কৃক্ষ ১২৬) সংহ্রাদ-ভার্যা কৃতির পুত্র– অসুর-বিশেষ। প্রভাসক্ষেত্রে মহাসমুদ্রে ইহার বাস ছিল। সান্দীপনির পুত্রকে পঞ্চজনই নিধন করে, শ্রীকৃষ্ণ গুরুদক্ষিণার জন্য গুরুপুত্র আনিতে আদিষ্ট হইয়া এই পঞ্চজনকে নিহত করেন। ইহারই অস্থিতে শ্রীকৃষ্ণের হস্তের 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ প্রস্তুত হইয়াছে। **-জনাঃ** (গোভা ১।৪।১২-১৩) প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন ও মন—এই পঞ্চ বস্তু। কাণ্বমতে অন্নের পরিবর্তে 'জ্যোতিঃ' পঠিত হয়। **-জনী** (ভা ৫।৭।১) বিশ্বরূপের কন্যা ও রাজা ভরতের পত্নী। **-জনীন** (হরি ৭।৭১৫) [পঞ্চভ্যো জনেভ্যো হিতমিতি খ] গায়ন, বাদক, নর্তক, দাসী ও ভণ্ড—এই পাঁচজনের হিতকর। ২ ভণ্ড। **-ত** (হরি ৭।৭৭৩) [পঞ্চ পরিমাণ-মস্য] পাঁচটির বর্গ। **-তত্ত্ব** (চৈচ আদি ৭।৫) ভক্তরূপ (শ্রীগৌরাঙ্গ), ভক্তস্বরূপ (শ্রীনিত্যানন্দ), ভক্তা-বতার (শ্রীঅদ্বৈত), ভক্ত (শ্রীবাস) এবং ভক্তশক্তি (শ্রীগদাধরাদি)। **-তপাঃ** (ভা ৪।২৩।৬) চতুর্দিকে চারি অগ্নি ও উর্দ্ধে সূর্য—এই পঞ্চ-তাপ সহ্য করিয়া একাগ্রতাবিধান। **-তয়** (হরি ৭।৮৯৫) (পঞ্চাবয়বা অস্যেতি পঞ্চ+তয়] পঞ্চাবয়ব-বিশিষ্ট। ২ পঞ্চসংখ্যা। **-তীর্থ**—শ্রীপুরীধামের অন্তর্গত—চক্রতীর্থ, স্বর্গ-দ্বার, শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। [মতান্তরে—মার্কণ্ডেয়, শ্বেতগঙ্গা, রোহিণীকুণ্ড, সমুদ্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর]। ২ বিশ্রান্তি, শৌকর, নৈমিষ, প্রয়াগ ও পুষ্কর। **-ত্ব** (ভা ১১।২৪।২১) পঞ্চভূতের ঐক্যরূপ—স্বামী। ২ মৃত্যু—বি। **-দশ অনর্থ** (ভা ১১।২৩।১৪) অর্থ-মূলক অনর্থ পঞ্চদশটি—স্তেয়, হিংসা, অনৃত, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মদ,

ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, সংস্পর্দ্ধা, স্ত্রী-ব্যসন, দ্যুত-ব্যসন ও মদ্যব্যসন। **-দিবসী প্রয়োগ** (সা ৪) চৈত্র বা বৈশাখ মাসে শুক্লা একাদশী হইতে পৌর্ণমাসী পর্যন্ত জপ-নিয়ম। **-দীর্ঘ** —বাহু, নেত্র, কুক্ষি, নাসা ও স্তন-দ্বয়ের মধ্যস্থল--এই পাঁচটির দীর্ঘত্বযুক্ত প্রশস্ত পুরুষ। **-ধাতু** (ভা ১১।৩।৪) পঞ্চ মহাভূত—স্বামী। **-নদ** (চৈচ মধ্য ২৫।৫৯) কাশীর বিন্দু-মাধবের নিম্নে প্রবাহিতা পঞ্চগঙ্গা। কথিত আছে যে পঞ্চানন শিব তাঁহার মস্তক-পঞ্চকে বিষ্ণুপাদ-নিঃসৃতা পঞ্চ গঙ্গাধারা এই স্থানে ধারণ করিয়াছেন। **পঞ্চনৌ** (হরি ৭।১৩০) [পঞ্চভি-র্নৌভিঃ ক্রীতঃ] পাঁচটি নৌকাদ্বারা ক্রীত। **-ন্যায়াঙ্গ** (গোভা ১।১।১) বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি। **-পদ** (হ ১।১৬২) অষ্টা-দশাক্ষর মন্ত্র। **-পদী** (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপস্থিতা নদী। ২ (গোতা ১।১২) পঞ্চপদাত্মক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। **-পর্বা** (ভা ৩।২০।১৮) পঞ্চ-ভেদযুক্তা অবিদ্যা; ভেদ যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তমঃ, মোহ ও মহাতমঃ —স্বামী। ২ তমঃ হইতে অজ্ঞান, মোহ হইতে অস্মিতা, মহাতমঃ হইতে রাগ, তামিস্র হইতে দ্বেষ এবং অন্ধ-তামিস্র হইতে অভিনিবেশ উৎপন্ন হয়—বি। ৩ (সভা ১।৫২০-২১) সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা ও শ্রীহরিতে ভক্তি। **-পল্লব** (কৃষ্ণ ১১) বৈদিক কার্যে ব্যবহার্য আম্র, অশ্বত্থ, বট, উড়ুম্বর ও পর্কটী—এই পঞ্চ বৃক্ষের পল্লব। অন্যত্র—'পনসাম্রং তথাশ্বত্থং বটং বকুলমেব চ। পঞ্চ-পল্লবমিত্যুক্তং মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥ **-পবিত্র** (ভা ৮।৮।১১) পঞ্চগব্য—স্বামী। **-পিতা** (বিপূ ১।১৩।৮৮) জনক, উপনেতা, বিদ্যাদাতা, অন্ন-দাতা ও ভয়ত্রাতা। **-পুরুষ** (গীতা ১৩।৪ টী) অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—প্রথম তিনটি জড় ক্ষেত্র-স্বরূপ, চতুর্থ সেই ক্ষেত্রসকলের ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব এবং পঞ্চম ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে—বল। **-পূজা** (রসিক দক্ষিণ ১২।১১) পঞ্চোপচারে ইষ্ট-পূজা। ২ শিব, সূর্য, শক্তি, গণেশ ও বিষ্ণুর উপাসনা। **-প্রদীপ**—নীরাজনে ব্যবহৃত দীপবিশেষ। **-প্রস্থ** (ভা ৪।২৬।৩) সংসার-বন, যাহাতে শব্দাদি পঞ্চবিষয় হইতেছে পাঁচটি সানুদেশ। **-প্রাণ** (স্ত ৪।১৩) দেহস্থিত বায়ুর পঞ্চাবস্থা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। **-প্রাসাদ**—পাঁচটি চূড়াযুক্ত দেব-মন্দির (পঞ্চরত্ন)। **-বাণ** (হ ৫।২৫, নিবি ২১) দ্রাবণ, ক্ষোভণ, আকর্ষণ, বশীকরণ ও স্রাবণ। মতান্তরে—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও রক্তপদ্ম—এই পাঁচটি কামের বাণ। ২ (মুক্তা ২৮৯) পাঁচ পোড়ের সোণা, ৩ কামদেব। **-ভাগী** (ভা ১১।২৩।৭) পঞ্চযজ্ঞ-দেবতা—স্বামী। **-ভূত**—ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। **-ম** মালা কুঞ্জ দ্বি ৩) তারযন্ত্র ও কণ্ঠোত্থিত ধ্বনি-বিশেষ, কোকিলের কুহুধ্বনি—বল। ২ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই বায়ু-পঞ্চকের সমবায়ে উৎপন্ন স্বরকে 'পঞ্চম' বলা হয়। ৩ (চৈনা ৩।৯) তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিত স্বর। [৪ দক্ষ, ৫ রুচির, ৬ মৈথুন]। **-মতী** (রত্ন টী ১৯) সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায় ও মীমাংসা—এই পঞ্চ মত। **পঞ্চম-পুমর্থ** (গোচ উত্তর ১৫) প্রেম। **°মনু** (ভা ৮।৫।১৬) রৈবত। **-স্বর** (গোলী ৬।১৭) উচ্চ স্বর। **-স্বরা** (সা ৬) শ্রীরাধা। **-মহাপাতক**—ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, স্বর্ণ-চৌর্য, গুরুপত্নী-গমন ও ইহাদের সংসর্গ।

পঞ্চ-মাত্র (হরি ৭।৮৮৯) পাঁচ সংখ্যা হয় কি না হয় [সংশয়ার্থে]। **পঞ্চমিক** (হরি ৭।৭৬০) [পঞ্চমঃ বৃদ্ধ্যাদিঃ অস্মিন্ দীয়তে ইতি] পঞ্চম বৃদ্ধ্যাদি যাঁহাকে দেওয়া হয়, তিনি। **পঞ্চমী** (হরি ৭।৯৮০) [পঞ্চমো মাসো বর্ষো বাঽস্যেতি] পঞ্চমাসিক, পঞ্চবর্ষ। [২ দ্রৌপদী, ৩ পাশার ছক]। **°মুখ** (গোচ উত্তর ৫।৬৫) সিংহ। ২ (ভা ১২।৮।২৫) শোষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন ও মাদনাখ্য পঞ্চমুখযুক্ত কামবাণ—স্বামী। [৩ মহাদেব, ৪ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ]। **-যজ্ঞ** (গীতা ৩।১৩টী) 'পঞ্চসূনা' দ্রষ্টব্য। **-যাম** (ভা ৬।৬।১৬) দিবস, ২ বিভাবসুর পুত্র আতপের সন্তান। **-রত্ন** (ভচ ৪।১৩) স্বর্ণ, হীরা, নীল, পদ্মরাগ ও মুক্তা। 'কনকং হীরকং নীলং পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্। পঞ্চ-রত্নমিদং প্রোক্তমৃষিভিঃ পূর্বদর্শিভিঃ॥' [২ পঞ্চচূড় মন্দির]।

পঞ্চ-রাত্র (পরম ১৬) ইহার বিভিন্ন নিরুক্তি পাওয়া যায়। শাণ্ডিল্য, ঔপ-গায়ন, মৌঞ্জায়ন, কৌশিক ও ভরদ্বাজ

এই পঞ্চ ঋষিকে শ্রীনারায়ণ এক এক অহোরাত্র ব্যাপিয়া যে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়াছেন—তাহাই 'পঞ্চরাত্র' [ঈশ্বরসংহিতা ২১।৫১৯]। তত্ত্ব-বস্তুর পরত্ব, ব্যূহ, বিভব ও স্বভাবাদি-নিরূপক এবং একমাত্র মোক্ষফলের উদ্দেশক তন্ত্রই পঞ্চরাত্র (অহির্বুধ্ন্যসং° ১১।৬৩-৬৪)। অন্যমতে—অভিগমন (মন্দির-মার্জনাদি সংস্কার), উপাদান (গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা), ইজ্যা (শ্রীবিষ্ণুপূজা), স্বাধ্যায় (মন্ত্র-জপ) এবং যোগ (স্তোত্রপাঠ, নাম-কীর্ত্তন ও তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রা-ভ্যাস)—যে শাস্ত্রে এই 'পঞ্চকলা-উপাসনা' বিবৃত হইয়াছে, তাহাই পঞ্চরাত্র। (প্রশ্নসংহিতা ২।৪০) 'রাত্রি' শব্দে অজ্ঞান ও 'পঞ্চ' শব্দে নাশক, সুতরাং অজ্ঞান-নাশক শাস্ত্রই পঞ্চরাত্র। নারদপঞ্চরাত্র (১। ৪৫-৫৬)-মতে রাত্র-শব্দে জ্ঞান, উহা পঞ্চবিধ; প্রথম ও দ্বিতীয়—সাত্ত্বিক (জন্মমৃত্যুনাশক পরমতত্ত্ব-জ্ঞান ও শুদ্ধমুক্তিপ্রদ জ্ঞান), তৃতীয়—শুদ্ধকৃষ্ণভক্তিপ্রদ সর্বশ্রেষ্ঠ 'নির্গুণ' জ্ঞান, চতুর্থ—যৌগিক (রাজসিক) জ্ঞান এবং পঞ্চম (তামসিক) জ্ঞান। এই পঞ্চবিধ জ্ঞানই পঞ্চরাত্র-শব্দে বাচ্য। ভগবদুপাসনাপর শাস্ত্রই পঞ্চরাত্র। সাংখ্যাদি শাস্ত্রসমূহ বিবিধ মতে সমাকীর্ণ, তাহাতে পর-তত্ত্ব-বিনিশ্চয়ের স্পষ্টোক্তি দেখা যায় না, বরং অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকে আরও ভ্রান্ততর পথে চালিত করে। পঞ্চরাত্রকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং তাঁহারই বাক্য সর্ববাদিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত। সাংখ্যাদি শাস্ত্রগণ পঞ্চ-রাত্র-সম্মত শ্রীনারায়ণেরই পারতম্য ও সর্বোত্তমত্ব দেখাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেও পরমতত্ত্বের একদেশমাত্র দেখাইয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। এই শাস্ত্রকারগণ কিঞ্চিজ্জ্ঞ ও সর্বজ্ঞ-ভেদে দ্বিবিধ—কিঞ্চিজ্জ্ঞগণ যথামতি একদেশ প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত, কিন্তু সর্বজ্ঞগণ দৈবপ্রকৃতি জীবগণের বোধনজন্য শাস্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীনারায়ণের পারতম্য-প্রতিপাদন-দ্বারা পঞ্চরাত্রেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। পঞ্চরাত্রমত-বিচার (সস পরম ১০৪) শাঙ্করভাষ্যে (ব্রহ্ম-সূত্র ২।২।৪২) পাঞ্চরাত্র-মত-খণ্ডন করা হইয়াছে। শঙ্করের প্রথম আপত্তি—ইহাতে গুণগুণিভাব দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়—ইহাতে বেদনিন্দা আছে। তৃতীয়—সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি বাসুদেব হইতে, ইহা অসম্ভব।

ভাষ্যকারের এই সকল উক্তি যুক্তিসহ নহে, কেননা শক্তি ও শক্তি-মান্ যখন অভিন্ন-তত্ত্ব, তখন ভগবান্ ও তাঁহার গুণ পৃথক্ নহে। ভেদ-স্বীকার করিলেও শক্তি-বিশিষ্টই ভগবৎস্বরূপ বলিয়া উক্ত দোষ হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ—পঞ্চ-রাত্র বেদের নিন্দা করেন নাই, বরং বেদার্থ নিগূঢ়-তাৎপর্য-বৃংহিত একথাই বলিয়াছেন। স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সংক্ষেপে বেদের সারার্থই স্ফুটতররূপে অভিব্যক্তি করিতেছে। বরং বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থ অধিকতর বলিয়া নারদীয় পুরাণের অভিমত। তৃতীয়তঃ—(ব্রহ্মসূ° ২।২।৪২) পরমাত্মা (বাসুদেব) হইতে জীবের (সংকর্ষণের) উৎপত্তি যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও মাধ্বা-চার্যাদি শাক্ত-মত-দূষণে নিযুক্ত করিয়াছেন। স্বয়ং ব্যাসদেবও পাঞ্চ-রাত্রিক প্রক্রিয়া পুরাণাদিতে শতশঃ দেখাইয়াছেন। সাংখ্যাদি শাস্ত্রসমূহ ভগবানে পর্যবসিত হইলে প্রমাণ বলিয়া গণ্য, পঞ্চরাত্র স্বয়ং ভগবদ্-ভিধায়ক বলিয়া স্বতঃপ্রমাণ। মহা-ভারতে পাঞ্চরাত্রিকের সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। যে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে শ্রীবাসুদেবের পারম্য স্বীকৃত হয় নাই, তাহাই কিন্তু পাঞ্চ-রাত্র শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার্য নহে, তাহারই নিন্দার কথা শুনা যায়। সাংখ্যশাস্ত্র-বক্তা—কপিল আর পাঞ্চ রাত্রের বেত্তা—স্বয়ংভগবান্, সুতরাং সর্বথাই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার্য। পঞ্চরাত্রে প্রায়শঃ দশটি বিষয় বিবৃত থাকে। (১) চতুর্ব্যূহ-সিদ্ধান্ত, (২) মন্ত্র, (৩) যন্ত্র, (৪) মায়াযোগ, (৫) যোগ, (৬) শ্রীমন্দির-নির্মাণ, (৭) প্রতিষ্ঠাবিধি, (৮) সংস্কার—আহ্নিক, (৯) বর্ণাশ্রমধর্ম ও (১০) উৎসব।

পঞ্চ-লক্ষণ [পঞ্চ সর্গাদীনি লক্ষণান্যস্য] সর্গ, বিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পঞ্চলক্ষণান্বিত পুরাণ। °বক্ত্র—মহাদেব, ২ রুদ্রাক্ষ। -বটী—অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী ও অশোক—এই পাঁচ বৃক্ষের সমাহার। পূর্বদিকে অশ্বত্থ, উত্তরে বিল্ব, পশ্চিমে বট, দক্ষিণে ধাত্রী এবং অগ্নিকোণে অশোক স্থাপন করাই বিহিত। ২ দাক্ষিণাত্যস্থিত তীর্থ-বিশেষ। -বর্ণ (ভা ১১।২৮।৩৮) ভূম্যাদি পঞ্চভূতাত্মক দ্বৈত জগৎ—

স্বামী। **-বর্ণ চূর্ণ** (মাম ৭।৬) হরিদ্রা, তণ্ডুল, কুসুম্ভ, দগ্ধতুষ ও বিল্বপত্রদ্বারা প্রস্তুত ক্রমশঃ পীত, শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ চূর্ণ। যজ্ঞের মণ্ডল-নির্মাণে ইহার ব্যবহার হয়। **-বিংশতিতত্ত্ব** (ভা ১১।১৬।৩৫) পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। **-বিংশতি শক্তি** (সভা ১।৫২২) হ্লাদিনী, কীর্তি, করুণা ও তুষ্টি—এই চতুঃশক্তি+শ্রী, ভূ, কীর্তি, ইলা, লীলা, কান্তি, বিদ্যা, বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা—এই ষোড়শ শক্তি+সাংখ্য, যোগ, তপঃ, বৈরাগ্য ও শ্রীহরি-ভক্তি, এই পঞ্চধা বিদ্যা—সাকল্যে পঞ্চবিংশতি। পাদ্মোত্তর খণ্ডোক্ত মহাবৈকুণ্ঠস্থ মহাযোগপীঠ এই ২৫ শক্তিদ্বারা পরিবৃত। **-বিধ-প্রকৃতি** —অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ এবং দণ্ড। এই পাঁচটি রাজ্যাঙ্গ [মনু ৭।১৫৩]। **-বিধ ভক্ত**—(সিন্ধু ২।১।৩০০) শান্ত, দাস, সখা, গুরু ও কান্তা। **-বিধ যজ্ঞ** (ভা ৪।৭।৩৮) অগ্নি-হোত্র, দর্শ, চাতুর্মাস্য, পৌর্ণমাস ও পশুসোম। **-বিনায়ক** (কৃষ্ণ ১০৬) মোদ, প্রমোদ, আমোদ, সুমুখ ও দুর্মুখ। **-বিশিখ** (অকৌ ৮।৩৫) দৈত্যবিশেষ। ২ কামদেব। **-বীণা** (আচ ১৪।১২৯) বিপঞ্চী, মহতী, কবিলাসিকা, কচ্ছপী ও স্বর-মণ্ডলিকা। **-ব্যাহৃতি** (গোতা ১।৩৪) পঞ্চপদী অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। **-শক্তি** (ভগ ১০) বৈকুণ্ঠযোগপীঠস্থ শক্তি-পঞ্চক—কূর্ম, নাগরাজ, গরুড়, বেদসমূহ ও সর্বমন্ত্র। **-শর** (ভাবনা ৩।২৭) কামদেব। **-শরী** (পদ্যা ২২১) সম্মোহন, মাদন, শোষণ, তাপন এবং স্তম্ভন—এই পঞ্চবাণের সমাহার। **-শাখ** (মাম ৩।৯১) পঞ্চবিধ শাখার সমাবেশ, ২ হস্ত। ৩ গজ। **-শাখ-শাখা** (উ ৭। ২৮) হস্তের অঙ্গুলী। **-শিখ** (ভা ৬।১৫।১৪) সাংখ্যচার্য কপিলের অবতার, জ্ঞানোপদেষ্টা ঋষি। (পরম ৬২) কপিলের শিষ্য আসুরি ও তৎপত্নী কপিলা একটি বালককে শিষ্য করত তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। পরে সেই বালকই 'পঞ্চশিখ' নামে খ্যাত হয়। তিনি দ্বাবিংশতি-সূত্রাত্মক 'তত্ত্বসমাস'-গ্রন্থ হইতে 'ষষ্ঠিতন্ত্র' প্রণয়ন করেন। ২ (হ ৩।৩৪২) ধর্মের পত্নী হিংসার গর্ভে জাত মুনিবিশেষ। **-শিখা** (চৈভা মধ্য ৬।১০৯) পঞ্চপ্রদীপ। **-শিরাঃ** (ভা ৬।১৫।১৪) ঋষি। **-শীর্ষ**—সর্পবিশেষ। **-ষাঃ** (হরি ৭।১৪৭) [পঞ্চ বা ষট্ বা] পাঁচ বা ছয়। **-সংস্কার** (ভক্তি ১৯৮) তাপ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ। (হ ১০।৫৮) (১) তাপ—তপ্তমুদ্রা-ধারণ, (২) পুণ্ড্র—হরিমন্দির-তিলক, (৩) নাম—শ্রীকৃষ্ণদাসাদি, (৪) মন্ত্র —শ্রীগুরুদেব-মুখে মন্ত্রশ্রবণ, (৫) যাগ—হোমাদিপূর্বক যথাবিধি দীক্ষা-গ্রহণ। **-সূনা** (গীতা ৩।১৩ টী) উদূখল, জাতা, চুল্লী, জলকলস ও সম্মার্জনী—এই পাঁচটি গৃহস্থের পঞ্চসূনা বা প্রাণি-হিংসার স্থান। এই পাঁচ পাপের জন্য পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে—অধ্যাপনা (ব্রহ্মযজ্ঞ), তর্পণ (পিতৃযজ্ঞ), হোমাদি (দৈব যজ্ঞ), বলি (ভূতযজ্ঞ) এবং অতিথিসেবা (নৃযজ্ঞ)। 'দৈবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং তথৈব চ। মানুষ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রচক্ষতে'।

পঞ্চাগ্নি (গোভা ১।২।৩১) মৃত্যুর পরে কর্মিগণ চন্দ্রমণ্ডলে যায়, কর্ম-ক্ষয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহারা আবার অন্তরীক্ষে মিলিত হয়, তথা হইতে পর্জন্যে যায়, তৎপরে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া শস্যরূপে পরিণত হয়, তাহার পরে ভোজ্য অন্নরূপে পুরুষের দেহে প্রবিষ্ট হয়, অনন্তর শুক্ররূপে স্ত্রীশরীর আশ্রয় করিয়া স্থূলশরীর ধারণপূর্বক জন্মগ্রহণ করে। অন্তরীক্ষ, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী—এই পাঁচটিকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার বিধান আছে, এই পঞ্চ-চিন্তাপর ব্যক্তিকে 'পঞ্চাগ্নি' বলা হয়। [কঠোপ° ও ছান্দোগ্যোপ° দ্রষ্টব্য]। ২ অন্বাহার্য-পচন, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য-নামক অগ্নি-পঞ্চক। ৩ চারিদিকে অগ্নি ও ঊর্দ্ধে স্থিত সূর্য —এই পাঁচ তেজস্বী বস্তু। **-বিদ্যা** (গোভা ৩।১।১) ছান্দোগ্যে (৫।৩। ৩) উক্ত হইয়াছে যে পাঞ্চালাধিপতি প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নপঞ্চক এই— কর্মিদের গন্তব্যস্থল কি? পুনরা-গমনের প্রকার কি? দেবযান ও পিতৃযান নামক পথদ্বয়ের ভেদক রূপ কি? চন্দ্রলোকে কে গমন করে না? এবং পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জলসমূহ কিরূপে পুরুষপদবাচ্য হয়?

শ্বেতকেতু নিজ পিতাকে উত্তরের জন্য প্রার্থনা করিলে সেই ঋষি গৌতম প্রবাহণের নিকট ঐ উত্তরই চাহিলেন। তখন রাজা বলিলেন—এই পৃথিবীতে অগ্নি পাঁচটি; স্বর্গ, মেঘ, পৃথ্বী, পুরুষ ও স্ত্রী; শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও বীর্য এই পাঁচটিকে ঐ পঞ্চাগ্নির আহুতি জানিবে। দেবতারা উহার হোতা, ভূতসূক্ষ্ম-পরিবৃত জীবের স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ সুরগণ-কৃত প্রক্ষেপকেই হোম কহে।

পঞ্চাঙ্গ (গোতা ১।১২) হৃদয়, শির, শিখা, কবচ ও নেত্র। [২ কচ্ছপ]। **-ন্যাস** (হ ৫।১৪৯—১৫০) [অঙ্গ-ন্যাস, শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-পুরশ্চরণ**—জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ-ভোজন। **-পুরাণ** (তত্ত্ব ১৭) সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পাঁচটি অঙ্গযুক্ত পুরাণ। দশ-লক্ষণ পুরাণের সহিত ইহার ভেদ আছে। **-প্রণাম** (হ ৮।৩৬১) জানুদ্বয়, বাহুদ্বয়, শিরঃ, বচন ও বুদ্ধি—এই পাঁচ অঙ্গদ্বারা প্রণাম। **-সাধন** (মাম ৭।৯৯) অর্থশাস্ত্রোক্ত—সহায়, সাধনোপায়, দেশ ও কালের বিভাগ এবং বিপত্তির প্রতীকার।

পঞ্চাধ্যায়ী (হরি ৭।২১৬) [পঞ্চানামধ্যায়ানাং সমাহারঃ] পাঁচটি অধ্যায়ের সমাহার।

পঞ্চাপ্‌সরা তীর্থ (চৈভা আদি ৯।১৪৮) শাতকর্ণি ঋষির শাপে লতা, বুদ্‌বুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী ও বর্ণা এই পাঁচটি অপ্‌সরা ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সরোবরে কুম্ভীর-রূপে বাস করে। শ্রীরামচন্দ্র [মতান্তরে অর্জুন]-কর্তৃক উহাদের শাপমোচন হয়। তদবধি ঐ সরোবর তীর্থে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত (ভা ১০।৭৯)।

পঞ্চামৃত (হ ৬।৭৪—৭৯) দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করার মিশ্রণ। পরিমাণ ও মন্ত্রাদি আকরে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাম্র (হরি ৬।৫১) তিথিতত্ত্বে—একটি অশ্বত্থ, একটি নিম্ব, দুইটি চম্পক, তিনটী কেশর (বকুল), সাতটি তাল ও নয়টি নারিকেল বৃক্ষকে 'পঞ্চাম্র' বলে। বরাহপুরাণে—এক অশ্বত্থ, এক নিম্ব, এক ন্যগ্রোধ (বট), দশ প্রকার পুষ্প, দুইটি করিয়া দাড়িম ও মাতুলঙ্গকে (ছোলঙ্গ নেবু) 'পঞ্চাম্র' বলে।

পঞ্চার্চা (ভা ১২।৮।৯) অগ্নি, সূর্য, গুরু, বিপ্র ও আত্মা—এই পঞ্চ বস্তুতে আরাধনা।

পঞ্চাল (ভা ৯।২১।৩৩) সোমবংশীয় ভর্ম্যাশ্বের পুত্রগণ—মুদ্‌গল, যবীনর, বৃহদিষু, কাম্পিল্য ও সঞ্জয়। ২ (ভা ১০।২।৩) গঙ্গার উভয়তীরস্থ রাজ্য। উত্তর উপকূল হইতে রোহিলখণ্ড ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল—উত্তর পঞ্চাল এবং আধুনিক ফরক্কাবাদ অঞ্চলই দক্ষিণ পঞ্চাল। ৩ (ভা ৪।২৫।৫০) [অন্যথা অজ্ঞাত পঞ্চবিষয়ের প্রকাশন-সমর্থ] শাস্ত্র—স্বামী।

পঞ্চালিকা (উ ১২।১), **পঞ্চালী** (লনা ৬।৩৬) প্রতিমা, ২ পঞ্চসখী-বিশিষ্টা।

পঞ্চাশুগ (হংস ৮৯) কামদেব।

পঞ্চাস্য (উ ৮।২৪) সিংহ, ২ (সিন্ধু ৩।৩।৮৪) মহাদেব। [৩ সিংহ-রাশি]।

পঞ্চীকরণ (গোভা ২।৪।২০) বেদান্তসারে উল্লিখিত আছে যে আকাশাদি পঞ্চভূত সমান দুই ভাগে বিভক্ত করত ঐ দশ অংশের প্রথম পাঁচ অংশ পুনর্বার চারি অংশে বিভক্ত করিবে। তৎপর ঐ চারি ভাগের এক এক ভাগ স্ব স্ব অপর দ্বিতীয়াংশ ছাড়া অন্য চারি ভূতের অবশিষ্ট দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত মিশ্রণ করিলে 'পঞ্চীকরণ' হইবে। [সুরেশ্বরাচার্যকৃত পঞ্চীকরণ-বার্ত্তিক]। উদাহরণ—মিশ্রিত আকাশ =শুদ্ধ $\frac{১}{২}$ আকাশ+[$\frac{১}{৮}$ বায়ু+$\frac{১}{৮}$ জল+$\frac{১}{৮}$ তেজ+$\frac{১}{৮}$ পৃথিবী]। মিশ্রিত বায়ু=শুদ্ধ $\frac{১}{২}$ বায়ু+[$\frac{১}{৮}$ আকাশ+ $\frac{১}{৮}$ জল+$\frac{১}{৮}$ তেজ+$\frac{১}{৮}$ পৃথিবী]।

পঞ্চীভূত (আচ ১৪।১২৯) বিস্তৃতী-ভূত।

পঞ্চেষু (ভাবনা ১।১) কন্দর্প, ২ পাঁচটি শর।

পঞ্চোপচার (হ ১১।১২৩) গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

পঞ্চোপনিষৎ (ভা ৮।৭।২৯) মন্ত্র-পঞ্চক—তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যো-জাত, বামদেব ও ঈশান—স্বামী।

পঞ্জর (সিন্ধু ১।২।১৬৩) পিঞ্জর [খাঁচা], ২ শরীরের অস্থিবৃন্দ (কঙ্কাল)।

পঞ্জিকা (মুক্তা ১৬৫) কলাপ ব্যাকরণের ত্রিলোচনদাস-কৃত টীকা। ২ (মালা কা ৪৫) বিস্তারিকা, ৩ পদভঞ্জিকা—বল।

পঞ্জী (গোবি ৪৪) [পজি রোধে সৌত্রো ধাতুঃ] বিস্তৃতি। ২ নিরন্তর পদবিভাগবিশিষ্ট গ্রন্থ।

পট (উ ১৫।৪১) চিত্রফলক। ২ (হ ৭।৭৬) চূর্ণগন্ধ। ৩ (আচ ১২।

১৯) কৌশেয় বস্ত্র। ৪ (বৃভা ১। ৬।৫২) শাটী। **-কার** (আচ ১। ১৭৫) তন্তুবায়, ২ চিত্রকর। **-কুটী, -গৃহ** (গোচ পূর্ব ৯।৩৫) তাঁবু। **-চ্চর**—জীর্ণবস্ত্র, ২ চৌর। **পটন** (আচ ৭।১১১) [অট পট গতৌ] গমন। **ᵒনিবাস** (গোচ পূর্ব ৩৩। ৭১) তাঁবু। **-পুট** (গোচ পূর্ব ২। ৮১) বস্ত্রাদির পেটিকা। **-পুটিত** (গোচ উত্তর ১৯।২৬) বস্ত্রাবৃত। **-প্রদ** (হরি ২।৫১) [পটেন প্রবর্ত্তত ইতি] বস্ত্র-প্রবর্ত্তক।

পটল (আচ ১।১৭৮) সমূহ, ২ ছাউনি, ছাত। ৩ (আচ ১।৫০) বস্ত্রধারী। [৪ পরিচ্ছদ, ৫ তিলক]। **-ক** (গোচ উত্তর ৪।১৩) আচ্ছাদক। **-বিধান** (চৈভা মধ্য ৬।১১১) পাঞ্চরাত্রিকী বিধি—যাহা বিভিন্ন পটলে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত আছে। **পটলী** (গোচ পূর্ব ৩।৩৫) সমূহ।

পটবাস (গোলী ১৪।৩৬) সুগন্ধ চূর্ণ। ২ (নিধি ১৬০) বস্ত্রনির্মিত গৃহ (তাঁবু)। ৩ (মুক্তা ২০২) কর্পূর। [৪ শাটী, ৫ বস্ত্রসুরভিকর দ্রব্যবিশেষ]।

পটহ (চৈনা ১।২) ঢক্কা, [২ সমারম্ভ, ৩ হিংসন]।

পটিমা (হরি ৭। ৮৩৭) [পটু+ ইমনি] পটুতা, চাতুর্য। **পটিষ্ঠ** (গোলী ১৯।৪৩) অতিনিপুণ।

পটী (গোচ উত্তর ১৬।৬৪) বস্ত্র।

পটীর (গোলী ১৩।১০৬) চন্দন। ২ (বৃ ৩।৬০) খদির। ৩ (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ।

পটীরাচল (উ ১১।১৮) মলয় পর্বত।

পটুপটু (হরি ৬।৩৬৬) পটুসদৃশ [পটুব্যক্তির অনূন-গুণবিশিষ্ট]।

পট্ট (গোবি ১০৩) রাজাসন, ২ পেষণ-পাষাণ [শিলা]। ৩ (স্তব ৫।২) বিশ্রামস্থান। [৪ নগর, ৫ চতুষ্পথ, ৬ পীঠ, ৭ ঢাল, ৮ উত্তরীয় বস্ত্র]। **-চমরী** (মালা সুধাসত্র ১৭) মুক্তাখচিত পট্টসূত্র। **-জ**—রেশমী বস্ত্র। **-ডোরী** (চৈচ মধ্য ১৩।১০) পাটের বা রেশমের দড়ি। শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেবের পহুণ্ডিবিজয়ের জন্য ব্যবহৃত তুলী। **-দেবী**—সিংহাসন-যোগ্যা কৃতাভিষেকা রাজপত্নী। **-নেত** (চৈভা মধ্য ৭।৫৯) রেশমী বস্ত্র, ['নেত'-শব্দে চলিত ভাষায় নেতা=বস্ত্রখণ্ড।] **-বট** (গোচ পূর্ব ১২।৫৩) পট্টরজ্জু। **-বাট** (মাম ৫।৯১) নগরপথ।

পট্টিকা (ভা ৩।২৩।১৪) বিতস্তি-পরিমিত পট্টবস্ত্র—স্বামী। ২ ক্ষুদ্র পতাকা—বি।

পট্টিশ (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ২ (ভা ১০।৫৪।২৯) কুঠারাকার অস্ত্র।

পট্টীভূত (উস ১৯) অধিকারগত।

পঠমঞ্জরী (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্তা রাগিণী। শ্রীরাগের চতুর্থ রাগিণী।

পঠিতী (হরি ৭।৯২৯) [পঠিতমনে-নেতি ইনি] ভূতপূর্ব পাঠক।

পড়িছা (চৈচ মধ্য ৬।৫) [সং—প্রতীচ্ছক>প্রা—পড়িচ্ছঅ] প্রতি-হারী, মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক।

পড়িহারী (চৈভা মধ্য অন্ত্য ২।৪৩১) প্রতিহারী, শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সেবক-বিশেষ।

পণ (ভা ১২।৩।৩২) ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহার—স্বামী। ২ (হরি ৫।৪২১) পরিমিতা মুষ্টি, ৩ (গোপা ৮) মূল্য, ৪ কার্ষাপণ, ৫ (চৈনা ১।২) স্তব, ৬ শব্দ। **পণতা** (আচ ৮।৭০) মূল্য। **পণন** (আচ ১১।৮) ব্যবহার, ২ (আচ ১২।১৫১) ফল। ৩ স্তুতি। ৪ বিক্রয়, ৫ ক্রয়।

পণব (চৈনা ১।২) মধ্যে তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র—মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। ২ (ছ ২।৩৬) দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

পণশঃ (হরি ৭।১১০৭) [পণং পণং দদাতীতি শস্] পরিমাণানুসারে [দাতা]।

পণি (ভা ৫।৯।২১) চৌর—স্বামী। ২ চৌর-পুরোহিত—বি। ৩ (ভা ৫।২৪।৩০) অসুর-বিশেষ। ৪ (ভা ৩।৬।২৭) [পণ ব্যবহারে পণায়ন্তে যাগাদিনা ব্যবহরন্তীতি] মনুষ্য—স্বামী।

পণ্ড—ক্লীব, ২ নিষ্ফল।

পণ্ডা (গোভা ৩।৪।১৭) অধ্যয়নে জাত আপাততঃ ব্রাহ্মজ্ঞান। ২ (গোবি ৪৮) শাস্ত্রীয় ব্যুৎপত্তি। ৩ (ভচ ৩৯) বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। ৪ (গোলী ৮।৫৫) সদসদ্বিবেচনা।

পণ্ডিত (গীতা ৫।১৮) জ্ঞানী—স্বামী। ২ গুণাতীত অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি—বি। ৩ [গীতা ৪।১৯) ফলসঙ্কল্পবর্জিত-কর্মকৃৎ। ৪ (কৃবি ৪৬) নিপুণ। ৫ (ভা ১১।১৯।৩৮) বন্ধমোক্ষবিৎ। **-পণ্ডিতা** (হরি ৬।৩৬৬) পণ্ডিতা-সদৃশ। **-মানী** (ভা ১০।২৫।৫) ব্রহ্মজ্ঞগণের মান্য—স্বামী। ২ পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী। ৩ সর্বারাধ্য।

৪ (চৈত ১০।২৫।৫) কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ-গণের সম্মানপ্রদ। -রূপ (হরি ৭।১০২৪) প্রশস্তপণ্ডিত।

পণ্য (হরি ৫।১৬২) বিক্রেয় [দ্রব্যাদি]। ২ (গোপা ২৪) স্বত্য। ৩ (ভা ৯।১০।৩৮) বহুমূল্য রত্ন। -যোষিৎ—বেশ্যা। -রঙ্গোপজীবী (হ ১৯।১১১) ব্যবসায় ও নৃত্যগীতাদিদ্বারা যে জীবিকার্জন করে। -বধূ (গৌকৃ ১৭।৪৩) বেশ্যা। -বর্চস (হরি ৭।১০২ [পণ্যস্য বর্চঃ] বিক্রেয় বস্তুর দীপ্তি।

পতগ-জিষ্ণু (গোচ পূর্ব ১৯।৩৪), -রাজ (পদ্যা ৫০), **পতগেন্দ্র** (ভা ৬।৮।১২) পক্ষিরাজ গরুড়।

পতঙ্গ (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত। ২ (ভা ১০।৮৫।৫১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উর্ণাদেবীর গর্ভে জাত মরীচির সন্তান। কন্যারমণে উদ্যত ব্রহ্মাকে উপহাস করত অসুরযোনি-লাভ করেন। ৩ (ভা ২।১।৩০, উ ৮।১৪) সূর্য। ৪ (ভা ৫।২।১৪) কন্দুক—স্বামী। ৫ (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থ ক্ষত্রিয়বিশেষ। [৬ পক্ষী, ৭ কীট (ফড়িং), ৮ পারদ]। -পুত্রী (পদ্যা ২৭০) যমুনা।

পতঙ্গী (ভা ৬।৬।২১) তার্ক্ষ্য-কশ্যপের ভার্যা।

পতঞ্জলি (ভা ৬।১৫।১৪) [পতন্নঞ্জলির্যস্মিন্নিতি] (রত্ন ১৬) যোগসূত্র-প্রণেতা মহর্ষি—গোনর্দদেশে নদীতীরে তপস্যাকারী ঋষির অঞ্জলি হইতে পতিত (আবির্ভূত) বলিয়া ইঁহার নাম ছিল—পতঞ্জলি। ২ (হরি ৬।২৯৯) পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর মহাভাষ্যকার।

পতৎ (নিঘি ১৭৯) পক্ষী। ২ [পত +শতৃ] পতনকর্তা। -প্রকর্ষতা (অকৌ ১০।২৬) বাক্যদোষ, 'প্রস্খলৎপ্রকর্ষতা' দ্রষ্টব্য।

পতত্র (গীগো ৫।১০) পক্ষ। ২ পক্ষী—প্রবো। [৩ বাহন]। **পতত্রিরাজ** (গোচ উত্তর ২৭।৬৭) গরুড়।

পতত্রী (কৃগ ১০১) বিশাখার অনুজা শুভাঙ্গদার পতি, ইনি পীঠরের অনুজ। ২ (ভাবনা ১।১৮) পক্ষী।

পতদ্‌গ্রহ, (আরা ১৭৮), **পতদ্‌গ্রাহ** (বৃভা ২।৪।৭১) পিক্‌দানী।

পতন (হরি ৫।৩৩৬) [পত৯ গতৌ+ যুচ্] পতনশীল। -কারণ (ভক্তি ২৬৫) যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে হত্যা, নিন্দা, দ্বেষ, অনভিনন্দন, ক্রোধ বা তাঁহার দর্শনে নিরানন্দ প্রকাশ করে, তাহার এই ছয় প্রকার পতন-হেতু হয়।

পতয়ালু (গোচ পূর্ব ১।৫৮), **পতয়িষ্ণু**—পতনশীল।

পতাক (আচ ২০।৩৭) হস্তক-ভেদ। যে হস্তকনৃত্যে অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া তর্জনীর মূলদেশ আশ্রয় করে অথচ অন্যান্য অঙ্গুলিগুলি সম্যক্ প্রসারিত থাকে, তাহাকে 'পতাক' বলে। (নাট্যশাস্ত্র ৯।১৮ দ্রষ্টব্য)। 'কুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠকঃ সম্যক্ তর্জনীমূলমাশ্রিতঃ। পতাকো যত্র সুহিত-প্রসারিত-করাঙ্গুলিঃ॥'

পতাকা (ভা ১১।১।১২) জয়প্রদ-মন্ত্রাঙ্কিত ধ্বজা-বিশেষ—স্বামী। ২ (নাচ ৫১) নাটকে প্রসঙ্গতঃ উপস্থিত অথচ উপসংহার-পর্যন্ত স্থায়ী প্রধান উপকরণ যে বৃত্তান্ত, তাহাই 'পতাকা'। ৩ পিঙ্গলোক্ত মেরু-পঙ্‌ক্তির তত্তৎকোষ্ঠস্থ অঙ্কনির্ধারিত স্বরূপসংখ্যাযুক্ত ভেদসমূহের প্রথমত্ব-দ্বিতীয়ত্বাদি-রূপে প্রত্যেকের রূপ-নির্ধারণ বা নির্ধারণাঙ্ক-সমূহ। বর্ণ ও মাত্রাভেদে দ্বিবিধ। -বন্ধ (অকৌ ৭।১৬) চিত্রকাব্য-ভেদ। -স্থান (নাচ ৩৮৪—৩৯২) প্রধান বিষয়ের ভাবি-অবস্থার অতর্কিত প্রকারে সূচক বস্তুকে নাট্যশাস্ত্রে 'পতাকা-স্থান' বলে। ইহা দ্বিবিধ —তুল্যসম্বিধান ও তুল্যবিশেষণ। প্রথমটি আবার তিন প্রকার। (১) প্রথম—যেস্থলে সহসাই পরমপ্রীতিকর বলিয়া অত্যুৎকৃষ্ট অর্থসম্পত্তি (ফল প্রাপ্তি) হয়, তাহাই প্রথম পতাকা-স্থান। (২) দ্বিতীয়—যে স্থলে অনেকার্থবোধক-বহুতরশব্দযুক্ত এবং কাব্যবন্ধ-রসাশ্রয়ক বাক্যপ্রয়োগ হয়; (৩) তৃতীয়—যে স্থলে প্রধান বিষয়-বিশেষের সূচক, অস্পষ্টার্থ, সনিশ্চয় অথচ শ্লিষ্ট উপযুক্ত-উত্তরযুক্ত বাক্য ব্যবহৃত হয়; (৪) চতুর্থ—যেস্থলে দ্বিবিধ অর্থযুক্ত, উভয়পক্ষে সম্বন্ধযুক্ত শ্লেষবিশিষ্ট, কাব্যশাস্ত্রে নিবেশিত অথচ উপন্যাসযুক্ত বাগ্‌বিন্যাস হয়—তাহাই চতুর্থ পতাকাস্থান। **পতাকিনী** (আচ ১।১৮৫) সেনা। ২ (আচ ১২।১৫৬) সৌভাগ্যবতী মদনপত্নী রতি। ৩ পতাকাধারিণী।

পতাকী (হরি ৭।৯৬০) পতাকা-ধারী।

পতাপত (হরি ৫।২০১) [পত+ যঙ্ লুক্ অচ্] অতিশয় পতনশীল।

পতি (ভা ১০।৬৪।২৯) ফলদাতা, ২ পালক, ৩ প্রবর্তক, ৪ বরণযোগ্য

আশ্রয়, ৫ (ভা ২।৪।১৯) ঈশ্বর, ৬ অন্তর্যামী, ৭ ভোক্তা। ৮ (উ ১।১১) যে যে ব্যক্তি বিপ্রাগ্নি-সাক্ষিপূর্বক বেদোক্তবিধানে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার 'পতি'। -ঘ্নী (হরি ৫।২৬৪) পতিহনন- লক্ষণ-যুক্তা [হস্তরেখা]।

পতিত (স্তব ২।১১) পাতকী। নরকগমন-সূচক-হেয়কর্মবিশেষকারী। **-পাবন**—শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে পতিত জাতির প্রবেশাধিকার নাই, তাঁহারা যাহাতে বহির্দেশ হইতে প্রভুর দর্শনলাভ করেন, তজ্জন্য সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়াই উচ্চ বেদিকায় পূর্বাভিমুখী পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। কেহ কেহ বলেন ইহা 'সালবেগ'-নামক যবনকুলোদ্ভূত ভক্তকে দর্শন-দানার্থ শ্রীপ্রভু তথায় আত্মপ্রকট করিয়াছেন, কাহারও মতে রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭৩৮ খৃঃ) উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পতিমতী [পতিঃ অস্ত্যর্থে মতুপ্] স্বামিযুক্ত ভূম্যাদি।

পতিম্মন্য (কৃষ্ণ ১৭১) গোপগণ মনে করেন আমরা গোপীগণের পতি, বাস্তব কথা কিন্তু তাঁহারা পতি নহেন। যোগমায়া-কল্পিত গোপী-গণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল—গোপীগণ তাঁহাদের অদৃশ্যা ও অস্পৃশ্যাই থাকিতেন। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের পতি। 'অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা'—এই গৌতমীয়তন্ত্র-বচনানুসারে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের পতি। তাৎপর্য এই যে এই পতি-ম্মন্যদের সমীপে বিবাহাদি-শয়নাদি কালে স্বরূপসিদ্ধাগণকে যোগমায়া আবরণ করেন আর অন্যান্য ব্রজ-জনের নিকট অন্য সময়ে কল্পিতা-গণকে আবরণ করেন—ইহাই যোগ-মায়ার প্রধান কার্য।

পতিম্বরা (হরি ৫।২৫৭) স্বয়ম্বরা কন্যা।

পতিবত্নী (হরি ৭।২২১) সধবা নারী।

পতিব্রতা—সাধ্বী নারী।

পতিষ্ণু (বৃ ২।৮৪) পতনশীল।

পৎকাষী (হরি ৬।২৮৭) [পদ্ভ্যাং কষতীতি] পাদদ্বয়ে গমনকারী।

পত্তন (ভা ৭।২।১৪) রাজধানী—স্বামী; ২ (গোলী ১১।৫৩) দেশ, নগর। [৩ মৃদঙ্গ]।

পত্তি (চৈকা ১৯।৮৪) পদাতি। ২ (গোতা ১।১৮) প্রাপ্তি—বি। [৩ সেনা, ৪ বীর]।

পত্র (আচ ১৩।৭) পক্ষ।

পত্ত্রী (আচ ১৭।১৮৩) পক্ষী।

পত্নীভাবাভিমানাত্মা (উ ১৪।৪৮) যে রতিতে পত্নীত্বাভিমানময়ী বুদ্ধি এবং যাহাতে লোক-ধর্মাদির অপেক্ষাও দৃষ্ট হয়। সমঞ্জসারতির অবান্তর লক্ষণ।

পত্নীসংযাজ (ভা ১০।৭৫।১৯) বিবাহের পরে অনুষ্ঠেয় বৈদিক কর্ম-বিশেষ।

পত্র (হরি ৫।৩৬৪) [পত৯ গতৌ +ত্র] বাহন, ২ পক্ষির পক্ষ, ৩ গ্রন্থাদির পৃষ্ঠা, ৪ চিঠি, ৫ বাণের পাখা। ৬ (রতি ৫।৪২) পুষ্পের দল (পাঁপড়ি), ৭ পত্রভঙ্গী। -ক (গোলী ৫।৬৯) চন্দন। '২ (সিন্ধু ৩।২।৪১) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থ অনুগদাস। [৩ পত্রভঙ্গ]। **-নিবেদন** (হ ৭।২৩২—২৫৮) পুষ্পের অভাবে বৃক্ষপত্র বা দূর্বাঙ্কুর নিবেদন করার ব্যবস্থাও আছে। ভৃঙ্গরাজ, বিল্ব, বক, জম্বু, আম্র, জম্বীর, অপামার্গ, তমাল, শমী, দূর্বা, কুশ, আমলক, তুলসী, দমনক, মরুক প্রভৃতির সুগন্ধি বিশুদ্ধ পত্রাদি শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে। **-পাশ্যা** (লহরী ২০।৪) ললাটভূষা (টীকা)। **-ভঙ্গি** (গোলী ১১।১২৩) তিলকরচনা-বিশেষ। **-রথ** (চৈকা ১২।১২৮) পক্ষী। **-রথেন্দ্র** (ভা ৩।২১।৩৪) গরুড়। **-লেখা** (বিনা ৬।১৫), **-বল্লী** (উ স ৩৬) স্তন ও কপোলাদিতে চন্দনাদিদ্বারা রচিত চিত্র-বিশেষ। **-বাহ**—পক্ষী, ২ শর, ৩ লিপিবাহক। **-হারী** (উ ৭।৫৯) যে দূতী নায়ক-নায়িকার বার্ত্তামাত্রই বহন করেন।

পত্রাঙ্কুর (লনা ১২) নবীন পত্র, ২ পত্রভঙ্গিপ্রভৃতি চিত্র-বিশেষ। ৩ পত্র ও অঙ্কুর।

পত্রাঙ্গুলি (সিন্ধু ২।১।৩৫৮) পত্রভঙ্গ [তিলকভেদ]—স্ত্রী।

পত্রামত্র (গোচ পূর্ব ২২।৭৫) পত্র-রচিত পাত্র।

পত্রাবলী (কবি ১০৩) গৈরিক, ২ পত্রসমূহ। ৩ পত্রভঙ্গী।

পত্রিকা (চৈচ আদি ১২।২৯) পত্র, চিঠি। ২ কর্পূরভেদ।

পত্রি-মোক্ষ (সিন্ধু ২।৩।২৭) বাণ-ত্যাগ।

পত্রিরাজ (লনা ৫।৯) গরুড়।

পত্রী (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্য-বাহী ভৃত্য। ২ (গোলী ১৯।৯২) বাণ, ৩ (গোলী ১৩।১১) পক্ষী।

৪ (গোচ পূর্ব ২২।৩৩) বৃক্ষ। [৫ লিপিকা]।

পত্রীশ (গোচ উত্তর ১৮।৩২) গরুড়।

পত্রোর্ণ (মাম ৪।৫৯) ধৌত কৌষেয়-বস্ত্র।

পথ (ভা ১০।৮৭।৩৭) মার্গ, ২ প্রকার। **-ক** (হরি ৭।৯১৮) [পথি কুশল ইতি পথি+কন্] পথকুশল। **-ত্যাগ** (হ ১১।৭২২—২৩) ব্রাহ্মণ, রাজা, ক্ষুৎপীড়িত, রুগ্ন, বিদ্যাধিক, অন্তঃসত্বা স্ত্রী, ভারবাহী ও বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে। মূক, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত, বেশ্যা, কৃতবৈর, বালক এবং পতিত জনকেও পথ-ত্যাগ করিবে। **-পাতী** (স্তব ৩।৫) বাটপাড়। **-রুজা** (ভা ৯।১০।৪) মার্গশ্রম।

পথিক (হরি ৭।৭৮৭) [পন্থানং গচ্ছতীতি পথিন্+কন্] পথে গমনকারী। **-বধূ** (গীগো ১।২৯) প্রোষিত-ভর্তৃকা নারী।

পথ্য (ভা ১২।৭।১) অথর্ব-বেত্তা কবন্ধের শিষ্য। ২ (বিনা ৭।৫৭) হিতকর, সুখময়। ৩ হিতকারী ভোজ্যদ্রব্য-বিশেষ। [৪ হরীতকী বৃক্ষ]।

পথ্যা (ছ ৬।৪) মাত্রাবৃত্ত ছন্দোভেদ [আর্যা]। ২ (ছ ৫।২) বক্ত্রভেদ [ছন্দঃ]।

পদ (ভা ২।৭।৪৬) প্রতিষ্ঠা—স্বামী। ২ (ভা ৭।৫।৪৯) আলম্বন, ৩ বিষয়, ৪ ব্যবসায়। ৫ (ভা ৩।২৮।২০) স্থিতি। ৬ (গীতা ৮।১১) [পদ্যতে গম্যতে ইতি] প্রাপ্য বিষয়—স্বামী। ৭ (গোতা ২।৫৫) ধাম, স্থান। ৮ চরণ, ৯ (গোতা ১।১৯) স্বরূপ—ধি। ১০ (আচ ৪।৪৫) লক্ষণ; ১১ (গৌকৃ ২।৫৫) চিহ্ন, ১২ (উ ১৪।২২) পদাঙ্ক। ১৩ (মাম ৩।৯১) কিরণ। ১৪ (ভা ১০।৯০। ২১) ত্রাণ। ১৫ (ভগ ৯৭) তত্ত্ব—জী। ১৬ (শেষ ২।৩) প্রয়োগার্হ (বাক্যমধ্যে নিবেশযোগ্য), অনন্বিত (অপর্যবসিতান্বয়) একার্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমূহকে 'পদ' বলে। সরল কথায়—বিভক্তিশূন্য ও বাক্য-মহাবাক্যের ন্যায় পরস্পর-সম্বন্ধ-বিরহিত একার্থবোধক বর্ণকে বা বর্ণসমষ্টিকে 'পদ' বলে। যেমন খ (বিন্দু, আকাশ), খর (তীক্ষ্ণ), নখর ইত্যাদি। **-ক** (ভা ১০।৪৭। ৫০) কোমল চরণ—সনা, ২ পদ-চিহ্নের প্রকার—জী। ৩ (ভাবনা ৪।৯১) স্থান, ৪ ভূষণ-বিশেষ, কৌস্তভাদি। ৫ (হরি ৭।৩৫০) [পদমধীতে বেদ বেত্তি বুন্] বৈদিক-পদপাঠের অধ্যেতা বা বেত্তা। **-কটক** (গোলী ৪।৭৪) নূপুর। **-চতুরূর্দ্ধ** (ছ ৪।৪) বিষমপাদ ছন্দোবিশেষ। **-চন্দ্রিকা** (হরি ২।৯৩) শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত-কৃত ব্যাকরণ। **-ততি** (উ ১০।৭২) চিহ্নশ্রেণী, ২ পদাঙ্করাজি। **-দোষ** (অকৌ ১০। ২) যে সকল দোষ কেবলমাত্র পদে উপলব্ধ হয়, তাহাদিগকে পদদোষ বলে। উহা ষোল প্রকার—শ্রুতিকটু, চ্যুতসংস্কৃত, অসমর্থ, অপ্রযুক্ত, নিহতার্থ, ব্যর্থ, অবাচক, অনুচিতার্থ, গ্রাম্য, অপ্রতীত, অশ্লীল, সন্দিগ্ধ, নেয়ার্থ, ক্লিষ্ট, অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ এবং বিরুদ্ধমতিকৃৎ। ইহাদের মধ্যে কতগুলি পদে, বাক্যে, পদাংশেও হইতে পারে। নিরর্থক, অসমর্থ ও চ্যুত-সংস্কৃত দোষগুলি পদেই দ্রষ্টব্য। **পদন** (হরি ৫।৩৩৬) [পদ্ গতৌ যু+চ্] গমনপর। **-ন্যাস** (ভা ৩।৫।৪৩) গমন। ২ (হ ৫।১৬১-১৬৩) অর্চনমার্গে নিজ শিরঃপ্রদেশে প্রথমতঃ ওঁকারের ন্যাস করত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের পঞ্চপদ যথাক্রমে নেত্রযুগলে, গুহ্যে ও চরণদ্বয়ে ন্যাস করিবে। তৎপরে ব্যাপকভাবে সর্বদেহে ঐ পঞ্চপদের পুনরায় ন্যাস বিধেয়। প্রয়োগ যথা—ক্লীঁ ক্লীঁ নমঃ ইত্যাদি। এই ন্যাস-প্রকরণে স্বীয় গুহ্যাদি স্থলে ন্যাসের বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানী সাধক স্বীয় গুহ্যাদি স্থলে অভেদজ্ঞানে অনিরুদ্ধ প্রভৃতির ন্যাস করিতে পারেন; কিন্তু ভক্তগণের পক্ষে তাহা বিসদৃশ বলিয়া (হ ৫।১৬৪) তাঁহারা ভূতশুদ্ধিযোগে দেহকে ভস্মসাৎ করত বর্ণময়ী সুধাধারা যে মাতৃকাবর্ণময় দেহ সম্পাদন করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত বর্ণময়ীদেহে বিশেষ বিশেষ বর্ণের ন্যাস করিলে দোষশঙ্কা থাকে না। **-পদ** (আচ ১২।৯১) চরণচিহ্ন। **-পাঠ**—বেদের পদ-বিভাজক গ্রন্থ-বিশেষ। **-ভঞ্জিকা**—টিপ্পনী। **-মঞ্জরী** হরদত্ত-কৃত ব্যাকরণ। **-লালিত্য** (সি ৬।২) পদসমূহের মাধুর্য। **-বিহরণ** (আচ ১১।১৭২) চলন। **পদবী** (ভা ১১।৩১।১২) গতি—স্বামী, ২ (ভা ১০।১৪।১৯) স্বরূপ, ৩ তত্ত্ব, ৪ মার্গ, পদ্ধতি। ৫ (ভা ৪।৪।২১) অণিমাদি সমৃদ্ধি। ৬ (ভা ১০।২৯।৩৫) অস্তিক—স্বামী। ৭ মোক্ষ, ৮ বৈকুণ্ঠস্থান—সনা। ৯ (উ ১০।১১)

পরিপাটী। ১০ (বৃভা ২।৭।১৫০) অনুবৃত্তি। ১১ (ভা ৩।১।৪২) মাহাত্ম্য—স্বামী।

পদ-বীথী (আচ ৭।১৫) পদচিহ্ন। **-শক্তি** (সস তত্ত্ব ৯) সঙ্কেত বা পদবৃত্তি। অর্থ-স্মৃতির অনুকূল পদ-পদার্থের সম্বন্ধ। নৈয়ায়িকমতে—ঈশ্বরেচ্ছাকৃত সঙ্কেত-বিশেষই শক্তি। ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি এবং সিদ্ধপদের সান্নিধ্য—এই সকল হইতে শক্তিগ্রহ হয় (ভাষা পরিচ্ছেদের মুক্তাবলী টীকা)। প্রভাকর-মতে সিদ্ধার্থের অনুভবকতা নাই, কিন্তু কার্যতান্বিত ব্যক্তিত্বই শক্তি। নৈয়ায়িক-মতে গোশব্দের গোত্বে শক্তি, উহার ব্যক্তিত্বে লক্ষণা। মীমাংসকমতে শক্তি দ্বিবিধ—(১) কারণতারূপা (অনুভাবিকা) ও (২) পদসঙ্কেত-রূপা (স্মারিকা) শক্তি।

পদাংশ (অকৌ ৩।১৮) প্রকৃতি, প্রত্যয়, বর্ত্তমানাদিকাল, সম্বন্ধ, বচন, পুরুষ-ব্যত্যয়, তদ্ধিত, উপসর্গ, নিপাত, সর্বনাম, কর্মভূত অধিকরণ, অব্যয়ীভাব সমাস এবং পূর্বনিপাত—এই সকলই 'পদাংশ'-শব্দে লক্ষিত।

পদাঙ্গদ (নিবি ৪৯) নূপুর।

পদাজি, পদাতি (হরি ৬।২৮৭) পদচারী সৈনিক।

পদানুশাসন—ব্যাকরণ।

পদায়ুধ (ভাবনা ১।২১) কুক্কুট।

পদার্থ (অকৌ ১।২) বাস্তব বস্তুভূত ব্রহ্মানন্দ। ২ শব্দার্থ, ৩ শব্দ-প্রতিপাদ্য বস্তু। ৪ (গোভা ২।২।৩৩) (জৈনমতে) পদার্থ দ্বিবিধ—জীব ও অজীব। জীব চেতন, কায়-পরিমাণ, সাবয়ব; অজীব পাঁচ প্রকার—ধর্ম, অধর্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ। পুনরায় পদার্থ সপ্তবিধ—জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জর, বন্ধ ও মোক্ষ। ইহারা মুক্তিমার্গোপযোগী। **-ভেদ-গ্রহ** (ভা ৪।৭।২৮) বিষয়গ্রাহক—ইন্দ্রিয়।

পদালম্ব (মালা চৈ ২।৮) চরণাশ্রয়।

পদোচ্চয় (নাচ ৩২৮) বহুপদের সহিত প্রযুক্ত বহুপদের সমানার্থক সমাবেশ। মতান্তরে—পদ-সমূহের অর্থানুরূপ সঞ্চয়।

পদ্গ (হরি ৬।২৮৭) [পদাভ্যাং গচ্ছতীতি] পদাতি।

পদ্ঘোষ (হরি ৬।২৮৭) পাদদ্বয়ে শব্দকৃৎ।

পদ্ধতি (ভা ৪।৮।২১) মার্গ, ২ (ভা ১০।৮৭।১৮) চিহ্ন—জী। ৩ (হরি ৬।২৮৭) [পদ্ভ্যাং হতিঃ] চরণের আঘাত। ৪ (মালা মঙ্গল ৪) শ্রেণী। ৫ উপাসনা-প্রণালী—শ্রীগৌরেশ্বর বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক রচিত আষ্টযামিক-স্মরণ-সম্বন্ধীয় নিয়ম-প্রণালী।

পদ্হিম (হরি ৬।২৮৭) পাদদ্বয়ের শৈত্য।

পদ্ম (গোচ পূর্ব ১।৫৫) শতনিখর্ব [সংখ্যাবিশেষ], ২ কমল। ৩ নিধি-বিশেষ। ৪ নাগভেদ। ৫ (বিস্ক ৪৭-৫০) চণ্ডবৃত্ত কলিকার অবান্তর ভেদ 'অচ্যুতের' পঞ্চমাক্ষরটি যদি দীর্ঘ না হইয়া মধুর-সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে 'পদ্ম' কলিকা বলে। যথা—জয় জয় নন্দ ব্রজজন-শন্দ, স্মরমদ-হৃষ্ট প্রিয়জনহৃষ্ট। কাহারও মতে পদ্ম কলিকার অন্ত্যাক্ষরটি দীর্ঘ হওয়া চাই, সুতরাং সর্বকলান্তে চারিটি লঘু বর্ণ দিতে হয়। যথা—জয় জয় পদ্মাপ্রিয়তম পদ্মাড়ুতকর সন্দীপিত রসবন্দী-কৃত সুর। কেহ কেহ বা পদ্ম কলিকার প্রতি কলায় শেষ চারিটি অক্ষরকে লঘু করিতে চাহেন। যথা—কুণ্ঠীকৃতখল ঝিন্টি-রুচি পট সংভীষিত খল কুন্তীশ্বর গত। এই পদ্মকলিকার ছয়টী ভেদ স্বীকার্য (১) পঙ্কেরুহ, (২) সিতকঞ্জ, (৩) পাণ্ডুৎপল, (৪) ইন্দীবর, (৫) অরুণাম্ভোজ এবং (৬) কহ্লার। **-ক** (হ ২০।২৫৪) ভূমিদ্বয়যুক্ত ষোড়শাস্র প্রাসাদ। **-করা** (ভা ৪।২০।২৭) লক্ষ্মী। **-কোশ** (আচ ২০।৪৪) হস্তক-বিশেষ; অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিসমূহ কুঞ্চিত, বিরল ও অসঙ্গতাগ্র হইয়া ধনুর আকার ধারণ করিলে 'পদ্মকোশ' হস্তক হয়। (নাট্যশাস্ত্র ৯।৭৪)—'ধনুর্নতাগ্রামিলিতাঙ্গুলিকঃ পদ্ম-কোশকঃ'। **-গন্ধ** (কৃগ পরি ১১০) শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় বলীবর্দ। [২ পদ্মতুল্যগন্ধযুক্ত]। **-গর্ভ** (সুধা ৫১) স্বভক্তের দহরাখ্য-হৃৎকমলে স্থাপনীয় বিষ্ণু। ২ ব্রহ্মা। **-জ** (ভা ৮।১৬।২৪) ব্রহ্মা। **-ধ্বজ** (গৌকৃ ১১।৫০) শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথের নাম; ইহাকে 'দেবদলন'ও বলে। ইহা ২১ হাত উচ্চ হয়, ইহাতে ৪ হাত-পরিধিযুক্ত ১২ টি [মতান্তরে চৌদ্দভুবনের প্রতীক ১৪টি] চাকা থাকে। ইহা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হয়। রথের রক্ষক—বনদুর্গা, সারথি—অর্জুন, অশ্বচতুষ্টয়ের নাম—অধর্ম, অজ্ঞান, অপরাজিতা ও জ্যোতিনী।

পার্শ্বদেবতা—দক্ষিণে চণ্ডী, চামুণ্ডা ও উগ্রতারা, পশ্চাতে—বনদুর্গা, শূলী-দুর্গা ও বারাহী, বামে—শ্যামাকালী, মঙ্গলা ও বিমলা, দ্বারদেশে শ্রীদেবী ও ভূদেবী এবং ঋষি-পাটায় অষ্ট ভৈরব অবস্থিত। **-নাভ** (ভা ৬।৮।২১) ব্রহ্মার উদ্ভব-স্থান পদ্ম যাঁহার নাভিতে বিদ্যমান—সেই বিষ্ণু। ২ (বিনা ৭।১১) পদ্মের মধ্যদেশ। ৩ (মথুরা ২১৭) মথুরাস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৪ শ্রীজীব গোস্বামিপাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ৫ (হরি ২।১৪৭) সুপদ্ম-ব্যাকরণ-প্রণেতা। চতুর্দশ খৃষ্ট শতাব্দীর বৈয়াকরণ। মিথিলায় ইনি 'পরিভাষাবৃত্তি' প্রণয়ন করেন। সুপদ্মে ইনি 'ধাতুকৌমুদী' যোজনা করিয়াছেন। ইনি 'লিঙ্গানুশাসন'ও রচনা করিয়াছেন। ৬ পৃষোদরাদি-বৃত্তিকার। ৭ শ্রীমধ্বাচার্যের শিষ্য। **-নিধি** (রাধা ৭৭) [পাদ্ম-উত্তরখণ্ড-মতে] শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ আবরণে অন্যতম পূজ্য দেবতা। **-বন্ধ** (অকৌ ৭।১৭) চিত্রকাব্য-বিশেষ। **-বন্ধু** সূর্য, ২ ভ্রমর, ৩ অর্কবৃক্ষ। **-ভব** (ভা ৮।২১।৩), **-ভূ** (হ ১৩।১৩৫) ব্রহ্মা। **-মঞ্জরী** (কৃগ পরি ১৮৪) শ্রীরাধার কিঙ্করী। **-মালা** (ছ ২। ২৬) প্রতিপাদে অষ্টাক্ষর ছন্দোভেদ। **-মুদ্রা** (হ ৬।৩৭) উভয় হস্ত সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুলিসকল সন্নতভাবে গ্রথিত করত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় হস্ততলে মিলিত করিলে 'পদ্মমুদ্রা' হয়। **-যোনি** (ভা ৬।১৭।১২) ব্রহ্মা। **-রাগ** (ভা ১১।১৬।২৮) কৌস্তুভ—জী। ২ রক্তবর্ণ মণিভেদ। **-সম্ভব** (ভা ৭।১০।৩০) ব্রহ্মা।

পদ্মা (গোলী ৭।২৫) লক্ষ্মী। ২ (কৃগ পরি ১৩৬) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও চন্দ্রাবলীর মুখ্যা সখী। ৩ (গী গো ১।২৬) শ্রীরাধা, ৪ (লনা ৪।৭) নাগ্নজিতী। **-কর** (গোলী ৩।৩২) তড়াগ। **পদ্মাক্ষ** (হ ৪।৩০৭) পদ্মবীজ [২ পদ্মতুল্য-নেত্রবিশিষ্ট]। **'মহিল** (ঐ ৪।১০) লক্ষ্মীকান্ত। **পদ্মালয়া** (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে উ-বর্ণের শক্তি। [২ লক্ষ্মী, ৩ লবঙ্গ]। **পদ্মালি** (গোলী ১৪।৩) পদ্মসমূহ, ২ পদ্মার সখী চন্দ্রাবলী। **পদ্মাবতী** (গীগো ১। ২) শ্রীরাধা। ২ (গৌগ ৪০) শ্রীনিত্যানন্দ-জননী, ইঁহাতে বলদেবমাতা রোহিণী এবং লক্ষ্মণমাতা সুমিত্রার প্রবেশ হইয়াছে। ৩ (গীগো ১০।৯) শ্রীরাধা-পরায়ণা শ্রীরাধানাম্নী জয়দেব-পত্নী। ৪ (মালা ছ ১৬) কংসমাতা। (বৃভা ১।৬।৮) ইনি উগ্রসেনের পত্নী। ইঁহার গর্ভে দ্রুমিলদৈত্য উগ্রসেন-রূপ ধারণ করত পুত্র উৎপাদন করিয়াছে। ৫ (চৈভা আদি ১৪। ৫৮) পদ্মানদী। ৬ (ভা ১২।১।৩৫) সিন্ধু ও পারানদীর সঙ্গমে অবস্থিতা নগরী, মতান্তরে বিন্ধ্যাচলে অবস্থিত বর্ত্তমান নরবর। ৭ (গৌ ১।৪৮) বাংলা ছন্দোবিশেষ। **-বাসা** (হ ১৬।৩৬৮) লক্ষ্মী। **-সখী** (উ ১৫। ৯৭) চন্দ্রাবলী। **পদ্মাসন** (হ ৫। ১৮) বামপদতল দক্ষিণ উরূপরি উত্তানভাবে স্থাপন করত কটি, বক্ষঃস্থল ও গ্রীবাকে স্থির করিয়া নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবে; ইহাই পদ্মাসন।

পদ্মিনী (হরি ৭।৩৬৩) [পদ্মানাং সমূহ ইত্যর্থে ইন্ ঈপ্] পদ্মসমূহ। ২ (আচ ১।৭২) শাস্ত্রোক্ত সর্বোত্তমা নায়িকা; লক্ষণ—"ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা, অবিরল-কুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। মৃদুবচনসুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা, সকলতনু-সুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা" ইতি রতিমঞ্জর্যাম্। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় বিশেষ—'কমল-মুকুলমৃদ্বী ফুল্লরাজীব-গন্ধা, সুরত-পয়সি যস্যাঃ সৌরভং দিব্যমঙ্গে। চকিতমৃগসনাভে প্রান্তরক্তে চ নেত্রে, স্তনযুগলমনর্ঘং শ্রীফলশ্রীবিড়ম্বি ॥ ৪১ ॥ তিলকুসুম-সমানাং বিভ্রতি নাসিকাং স্বাং, দ্বিজ-সুর-গুরুপূজাশ্রদ্ধধানা সদৈব। কুবলয়দলকান্তিঃ কাঽপি চাম্পেয়গৌরী, বিকচকমলকোষা কামিনী কান্তপত্রা ॥ ৪২ ॥ ব্রজতি মৃদু সলীলং রাজহংসীব তন্বী, ত্রিবলি-ললিত-মধ্যা চারুহাসা সুবেশী। মৃদু লঘু শুচি ভুঙ্‌ক্তে বদ্ধশীলা সুকেশী, ধবল-কুসুমবাসোবল্লভা পদ্মিনী স্যাৎ' ॥ ৪৩ —(ভানুমতীকথা)॥ ৩ (গোলী ১৫।৩৩) হস্তিনী, ৪ পদ্মলতা। **-দয়িত** (লনা ২।১৬) সূর্য, ২ পদ্মিনীনারীগণের প্রিয়—শ্রীকৃষ্ণ।

পদ্মী (উ ৭।১৯) হস্তী, ২ লীলা-কমলধারী।

পদ্মীন্দ্র (চৈকা ১৪।৮৬) গজরাজ।

পদ্য (হরি ৭।৬৮৪) [পদমস্মিন্ দৃশ্যমিতি যৎ] পদাঙ্কদর্শনোপযোগী স্থান। ২ হরি ৬।২৮৭) [পাদাভ্যাং যাতীতি] পদদ্বয়ে গমনকারী। ৩ (হরি ৭।৬৮০) [পাদৌ বিধ্যতীতি] জাতিবিশেষ, ৪ নাতিশুষ্ক কর্দম। [৫ কবিকৃত চতুশ্চরণাত্মক বাক্যভেদ,

৬ পদবী, ৭ স্তুতি, ৮ পথ]।

পদ্ধ্য (গোভা ১৩।৩৮) পদযুক্ত, ২ সঞ্চার-ক্ষম।

পদ্রথ (ভা ৩।১৮।১২) [পদ্ রথ ইব যস্য] পদাতি।

পনস (ভা ৯।১০।১৯) বানর-সেনাপতি, ২ (ভা ১০।৩০।৯) কণ্টকিফল।

পনীপত্যমাণ (চৈনা ৭।৩) পুনঃ পুনঃ পতনশীল।

পনীয় (আচ ১৮।১৩৪) স্তব্য।

পন্থক (হরি ৭।৪৭৫) [পথি জাত ইতি কন্] পথে জাত।

পন্থা (ভক্তি ২৫৩) প্রাপ্তিদ্বার।

পন্ন (গোচ পূর্ব ৩০।২২) চ্যুত। ২ (আচ ১৩।১৫৭) প্রাপ্ত, [৩ পত, ৪ গলিত, ৫ নীচ গমন]।

পন্নগ (হরি ৫।২৫৮) [পন্নং চলিতং গচ্ছতীতি—জুমরঃ. পদ্ভ্যাং ন গচ্ছতীতি ড—ভাষাবৃত্তিঃ] সর্প। ২ সীসক, ৩ পদ্মকাষ্ঠ। **-বৈরী** (আচ ৯।৪) গরুড়।

পন্নজীবন (গোচ উত্তর ৩০।২৫) জীবনশূন্য।

পম্পা (ভা ৭।১৪।৩১) ঋষ্যমূক-পর্বতস্থ সরোবর। [২ দক্ষিণাপথ-চারিণী নদী]।

পয়ঃ (গোলী ১৯।৯৬) জল, ২ দুগ্ধ। [৩ অন্ন]। **-কুল্যা** (ভা ১২।১২।৪৬) দুগ্ধদ্বারা প্রস্তুত ক্ষুদ্রা নদী। **-সুধাসব** (ভা ১০।১৩।২২) সুধাবৎ স্বাদু আসবতুল্য মাদক—দুগ্ধ—স্বামী।

পয়স্য (হরি ৭।৫৯৫) [পয়স্+যৎ] নবনীতাদি। ২ দুগ্ধহিত, ৩ বিড়াল।

পয়স্বিনী (ভা ৫।১৯।১৭) দ্রাবিড়স্থা নদী। ২ (হরি ৭।২৬৭) [পয়স্+ বিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্] প্রচুরদুগ্ধ-বিশিষ্টা ধেনু, [৩ ছাগী, ৪ রাত্রি]।

পয়োজমণি (প্রে ৯০) মুক্তাফল।

পয়োদ (কৃপ পরি ৭৭) শ্রীকৃষ্ণের জল-সেবক। ২ (গোলী ১২।১০২) মেঘ।

পয়োদ্রুত (ভা ১০।২৭।২৫) দুগ্ধার্দ্র—স্বামী।

পয়োধর (আচ ১।৫৪) স্তন, ২ মেঘ। [৩ নারিকেল, ৪ মুস্তক]।

পয়োনিধি (কৃগ ১১১) বৃষভানু-রাজার মাতৃস্বসার পুত্র। ইঁহার কন্যা—রত্নলেখা। [২ সমুদ্র]।

পয়োমুচ্ (গোচ উত্তর ১৩।২৬) মেঘ। [২ মুস্তক]।

পয়োব্রত (ভা ৮।১৬।২৫) ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপৎ হইতে দ্বাদশী পর্যন্ত পালনীয় দুগ্ধপানদ্বারা নিষ্পাদ্য বিষ্ণু-ব্রতবিশেষ।

পয়োষ্ণী (ভা ৫।১৯।১৭) বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিতা নদী।

পর (আচ ৯।২০) শত্রু, ২ (আচ ১৭। ১১৬) অন্য, ৩ শ্রেষ্ঠ, অত্যুত্তম। ৪ (গোভা ৪।২।১) প্রবল। ৫ (চন্দ্রা ৩) [পালয়তি পিপর্ত্তি বা বিশ্বমিতি পিপর্ত্তেরন্] পরমেশ্বর। ৬ (স্তব ৮।১০২) কেবল। ৭ (ভা ১০।৮৭।১২) [ব্যাপ্রিয়ত ইতি] ব্যাপারবান্—প্রবো। **-উপকার** (চৈচ আদি ৯।৪১) জীবমাত্রকেই কৃষ্ণোন্মুখী করা।

পরংজ্যোতি (চন্দ্রা ৮১) পরব্রহ্ম। **-ধাম** (চৈত ৩।১১।৪১) পারমৈশ্বর্য। **-ব্রহ্ম** (চৈত ৯।৯।৫০) ব্রহ্মতত্ত্বেরও পর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।

পরঃকোটি (গোচ পূর্ব ২৪।১৬২)-কোটির অধিক।

পর-কবি (ভা ৭।১২।২৯) পরব্রহ্ম—স্বামী। **'কায়-প্রবেশন** (ভা ১১। ১৫।৬) সিদ্ধিবিশেষ—স্বামী। **পর-কীয়া** (উ ৩।১৭) যে নায়িকা ইহলোক ও পরলোকের ধর্মাদি উপেক্ষা করত অন্তরঙ্গ অনুরাগেই পরপুরুষকে আত্মসমর্পণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও যাঁহাকে বিবাহাত্মক ধর্মে স্বীকার করেন না—কিন্তু অনুরাগেই অঙ্গীকার করেন, তিনিই 'পরকীয়া নারী'। কন্যা ও পরোঢ়া-ভেদে এই পরকীয়াও দ্বিবিধা। **-চিত্তাভিজ্ঞতা** (ভা ১১।১৫।৮) ক্ষুদ্রসিদ্ধি-পঞ্চকের অন্যতম। **-চ্ছন্দ** গোচ পূর্ব ১।২) পরাধীন। ২ পরাভিলাষ। **-জিত—**পরপুষ্ট, ২ পরাজিত। **-জ্যোতিঃ** (ভা ১০। ৮৯।৫১) ভাগবত-জ্যোতিঃ।

পরতঃ (স্তব ৯।৮৯) বিদূরে, ২ পরাধীন। **পরতঃপর** (গোভা ১। ২।২১) মহত্তত্ত্বের অতীত প্রকৃতিরও নিয়ন্তা পুরুষ—বল।

পর-তত্ত্ব (গোভা ৩।৩।৪২) স্বয়ংসিদ্ধ অদ্বয় শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতিতে প্রতি-পাদিত পরতত্ত্ব পরাখ্য স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট। এই পরতত্ত্ব স্বপ্রাধান্যে (বিশিষ্ট প্রধানতার সহিত) স্ফুরিত হইলে 'পুরুষোত্তম' হন। পরাখ্যশক্তি-প্রাধান্যে স্ফুরিত হইলে তিনি ধর্মাদি নাম গ্রহণ করেন। যেমন—স্বয়ং পরা শক্তিই জ্ঞান, সুখ, কারুণ্য ও মাধুর্যাদি আকারে স্ফুরিত হইয়া 'ধর্ম' রূপে প্রকাশিত হয়। শব্দাকারে স্ফুরিত হইলে শ্রীভগবানের নাম ও বাক্যাদি-

রূপে, ধরিত্রীর আকারে স্ফুরিত হইলে ধামরূপে এবং হ্লাদিনীসার-সমবেত-সম্বিদাত্মক যুবতী-রত্নরূপে স্ফুরিত হইয়া শ্রীরাধাদি-স্বরূপে বিভাষিত হন। ২ (চৈচ আদি ১।৩) শ্রেষ্ঠতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্, সর্বাবতারী, সর্বকারণকারণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ও তাঁহার আবির্ভাব-বিশেষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। **-তত্ত্ব-সীমা** (চৈচ আদি ২।১৪০) স্বয়ংরূপ-তত্ত্বের চরমাবধি—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। **-তত্ত্বাবির্ভাব** (প্রীতি ১) পরতত্ত্ব দ্বিপ্রকারে আবির্ভূত হন—স্পষ্ট-বিশেষরূপে ও অস্পষ্টবিশেষরূপে। ব্রহ্মতত্ত্বে শক্তি ও শক্তিকার্যাদির অনভিব্যক্তিহেতু ব্রহ্মকে 'অস্পষ্ট-বিশেষ' বলে; পক্ষান্তরে পরমাত্মা ও ভগবানে শক্তি ও শক্তিকার্যের যথাযথ প্রকাশ হয় বলিয়া তাঁহাদিগকে 'স্পষ্টবিশেষ' বলা হইয়াছে। ব্রহ্মরূপে আবির্ভাব হইতেও পরমাত্মা এবং ভগবান্-রূপে আবির্ভাবের উৎকর্ষ স্বীকার্য। তাৎপর্য এই যে সাধন-তারতম্যে পরতত্ত্বের আবির্ভাবেও তারতম্য ঘটে।

পরতত্ত্বের চতুর্বিধ অবস্থিতি (ভগ ১৬) একই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিবলে সর্বদাই স্বস্বরূপে, স্বরূপবৈভবে, জীবরূপে ও প্রধান-রূপে—এই চারি অবস্থায় থাকেন। **°তন্ত্র** (ভা ১০।৭০।২৮) বিষয়-সাধ্য। ২ (সিন্ধু ২।৪।২০৭) মুখ্য ও গৌণ রতির বশীভূত সঞ্চারী ভাব। ইহা বর ও অবর-ভেদে দ্বিবিধ। বর পরতন্ত্রও দ্বিবিধ—'সাক্ষাৎ' ও 'ব্যবহিত'। মুখ্য রতির পোষকতায় 'সাক্ষাৎ' এবং গৌণ-রতির পোষণে উহারা 'ব্যবহিত' সংজ্ঞা লাভ করে। পক্ষান্তরে যে সঞ্চারী মুখ্য বা গৌণ রসের অঙ্গ নহে, তাহাই 'অবর'।

পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ভজন—১। স্বয়ংরূপ (সভা ১।১১), ২। প্রাভব (মুখ্য) প্রকাশ—শ্রীরাসে, ৩। বৈভবপ্রকাশ—দ্বারকায় দ্বিভুজকৃষ্ণ ও ব্রজে বলরাম, ৪। প্রাভব বিলাস—দ্বারকায় চতুর্ভুজ কৃষ্ণ,বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণ, ৫। বৈভববিলাস—শ্রীসদাশিব, ৬। স্বাংশ—(মহাবিষ্ণু, কারণার্ণবশায়ী, অন্তর্যামী, পরমাত্মা), ৭। সামান্য প্রকাশ, চিন্মাত্র-সত্ত্বা—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, ৮। আবেশ—(ব্রহ্মায়—সৃষ্টিশক্তি; পৃথুতে—পালন-শক্তি, নারদে—ভক্তিশক্তি, সনকাদিতে জ্ঞানশক্তি ইত্যাদি)। (১) শ্রীকৃষ্ণলোক—অন্তঃপুর, (দ্বারকা, মথুরা, গোলোক, ব্রজ); ২। মধ্যমাবাস—পরব্যোম, অনন্ত বৈকুণ্ঠ; ৩। বাহ্যাবাস—মায়ার রাজ্য, প্রকৃতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। 'প্রধান-পরম-ব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী' (পাদ্মোত্তরে)। বিরজা নদীর অন্য নাম—কারণসমুদ্র।

শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে (২।৩।২৩)বর্ণিত মুক্তিপদে—ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার স্থান, ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্যের স্থান। স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের স্থান, শান্তরস-অনুভূতির স্থান—(সিদ্ধলোক এবং কারণার্ণব) সীমান্তপ্রদেশ, তটস্থ-ভক্তের স্থান। পরব্যোম—ঐশ্বর্য-সাক্ষাৎকারের ধাম। মাধুর্যের ধাম—গোলোক, শুদ্ধ বা পূর্ণ মাধুর্য—ব্রজে। পরতত্ত্ব যে নিরুপাধি প্রীত্যাস্পদ—ইহা চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্যই বলেন, কিন্তু ঐশ্বর্যহীন মাধুর্যের কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য-গণের পূর্বে কেহ বলেন নাই। ঐশ্বর্যগন্ধ থাকিলে প্রীতির শৈথিল্য স্বাভাবিক; গোলোকে দেবলীলা, শুদ্ধ নরলীলা নহে। গোলোকেও ঐশ্বর্যের যেন আভাস আছে। শুদ্ধ মাধুর্য কিন্তু ব্রজে—'ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন—স্বয়ংরূপ'। (চৈচ মধ্য ২০।১৬৬) স্বয়ংরূপে এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্তি। (চৈচ আদি ৫।২৭) 'স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল 'দ্বিভুজ'। (চৈচ মধ্য ২১।১০১) 'নরবপু তাহার স্বরূপ', গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর'। স্বযোগমায়া-বলে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই এইরূপে অবস্থিত। (ঐ ২১।১০৫) ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে 'ললিত ত্রিভঙ্গ', তার উপরে ভ্রূধনু-নর্তন। যেমন গোপবেশ, দ্বিভুজ, নবকিশোর, বেণুকর, ললিত ত্রিভঙ্গমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসিদ্ধরূপ, স্বয়ংরূপ—সেইপ্রকার অজন্য স্বতঃ-সিদ্ধভাবও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ (উ ১৪। ৩৫)—এই স্বরূপটি শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্যব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইহা স্বদ্রষ্টৃ জনমাত্রেরই 'রত্যুৎপাদক বস্তু-ধর্মবিশেষ' [আনন্দচন্দ্রিকা টীকা ১৪।৩৫]। মাধুর্যদর্শনই সকলের মনে প্রীতি বা স্বভাবতঃ রতির উৎপাদন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-নিরুপাধি-মাধুর্যবিগ্রহ বলিয়া নিত্য নিরুপাধি প্রীতির বিষয়। স্বরূপ-সাক্ষাৎকার পর পুরুষার্থ, ঐশ্বর্য সাক্ষাৎকার পরতর পুরুষার্থ, মাধুর্য-

সাক্ষাৎকার পরতম পুরুষার্থ। মাধুর্য-সাক্ষাৎকার না হইলে অন্যবিধ সাক্ষাৎকার যেন অসাক্ষাৎকারের তুল্য[১]। (চৈচ মধ্য ১৫।১৪২) 'কৃষ্ণবিনা অন্য উপাসনা মনে নাহি ভায়'। (ঐ ১৫। ১৩৮) পরম মধুর গুপ্ত ব্রজেন্দ্র-কুমার'। এই কৃষ্ণভজন, মাধুর্যভজনের কথা বা সুসমাচার—গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যপণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন; ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-মাধুর্য মধুরভাবেই আস্বাদ্য; দাস, সখা, মাতাপিতার যথেষ্ট আস্বাদ্য নহে। (চৈচ মধ্য ৮।৮৮) 'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে'। এই আস্বাদন-ভিন্ন আস্বাদনের পরিপূর্ণতা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টি প্রধান গুণের মধ্যে সম্রাট্ বা চূড়ামণি—'মাধুর্য'। মাধুর্যই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই মাধুর্য। মাধুর্য-শব্দে মনোহরত্বই ধ্বনিত[২]। মোহনত্ব, রঞ্জকত্ব এবং দ্রাবকত্বও মাধুর্যই। 'চিত্তস্য রঞ্জনং দ্রবীভাবঃ, তজ্জনক-ধর্মবিশেষঃ এব চেতোরঞ্জকতা (অকো ৫।৩ টী) (চৈচ মধ্য ৮।১৪৮) 'আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন', যাহা মনোহরণ করে, তাহাই 'মাধুর্য'। শ্রীকৃষ্ণকে রস-স্বরূপ বলা হইয়াছে, 'রসো বৈ সঃ'। শ্রীকৃষ্ণ যেমন রসবিগ্রহ, তেমনই মাধুর্য-বিগ্রহ। রসবিগ্রহ বলিয়াই মাধুর্য-বিগ্রহ (রসানাং রসতমঃ); রস হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ (অকো ৫।৫ টী)। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী দ্বারা ভক্তের পোষণ করেন; মাধুর্যদ্বারাই ভক্তকে আনন্দদান করেন; সুতরাং এই মাধুর্যও হ্লাদিনীর বৃত্তি, বিকার বা বিলাস-বিশেষ হইতে পারে। যাহাদ্বারা স্বরূপ, শক্তি বা তদ্‌বিশিষ্টের আবির্ভাব হয়, তাহাকে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে (ভগ ৯৮)। বিশুদ্ধসত্ত্ব সন্ধিনী-প্রধান হইলে ধাম, সম্বিৎ-প্রধান হইলে তত্ত্ব-জ্ঞান এবং হ্লাদিনী-প্রধান হইলে প্রীত্যাত্মিকা ভক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। আর যুগপৎ তিনটাই প্রধান হইলে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হয়েন। শ্রীনারায়ণ বা শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহও শক্তিত্রয়-প্রধান বিশুদ্ধসত্ত্ব, কিন্তু স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে হ্লাদিনীর সর্বাপেক্ষা আধিক্য ও প্রাচুর্য, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহও মধুরতম এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যও অসমোর্দ্ধ, অনন্ত, অসীম। এই সিদ্ধান্তই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ এবং শ্রীরূপ-শ্রীজীবাদি ইহার দ্রষ্টা, অনুভবকর্ত্তা ঋষি।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দই—ভক্তের আস্বাদ্য বিষয়। আস্বাদক বা আস্বাদিকার মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠা—শ্রীরাধা। তাঁহার চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ই শ্রীকৃষ্ণরূপাদির আস্বাদক বিষয়ী আর প্রেমই আস্বাদনের করণ বা দ্বার। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য যেমন অসমোর্দ্ধ, শ্রীরাধার প্রেমও তেমনি অসমোর্দ্ধ। (চৈচ আদি ৪।৩০৯) 'এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি॥' শ্রীরাধার আস্বাদন জীবকোটিতে সম্ভবপর না হইলেও শ্রীরাধার আনু-গত্যে, শ্রীরাধার দাস্যে লুব্ধ হইলে, তাঁহার কৃপায় তাঁহার আস্বাদন-কণিকাও ভাগ্যবান্ জীব (সাধক এবং সিদ্ধ দেহে) যথাযোগ্যভাবে পাইতে পারেন। আনুগত্যভক্তি, রাগানুগা ভক্তি—সম্বন্ধানুগা ও কামানুগাভেদে—দ্বিবিধ। [বোপ-দেবের মতে স্নেহজা ও কামজা]। কামানুগা দ্বিবিধা—সম্ভোগেচ্ছাত্মিকা ও তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। শ্রীরাধার আনুগত্যে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কিন্তু তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা কামানুগা ভক্তি। তদ্ভাব অর্থাৎ শ্রীরাধার যে শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্যবতী সম্ভোগ-বাসনা, তাহাতে ইচ্ছা (অনুমোদন) যে ভক্তির আত্মা অর্থাৎ প্রবর্ত্তিকা, তাহাই 'তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা কামানুগা' ভক্তি[১]। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকের আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি নিজে আস্বাদন করার চেষ্টা না করিয়া শ্রীরাধা যে ঐ রূপাদি আস্বাদন করিতেছেন, সেই আস্বাদনের চিন্তা, ধ্যান এবং আস্বাদনই—তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা কামানুগা ভক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধা-ভাবাঢ্য হইলেও করুণাপরবশ হইয়া এই-জাতীয় কামানুগা ভক্তির আচরণও নিজে প্রদর্শন করিয়াছেন। (চৈচ অন্ত্য ১৪।৪৯) 'কৃষ্ণ-গুণ রূপ রস, গন্ধ শব্দ পরশ, যে সুধা আস্বাদে গোপী-গণ। তা সবার গ্রাসশেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে, সেই ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন॥' গৌড়ীয় বৈষ্ণবের উপাস্য কেবল শ্রীকৃষ্ণ নহেন।

১। প্রিয়ত্বধর্মানুভবং বিনা তু সাক্ষাৎ-কারোঽপ্যসাক্ষাৎকার এব, মাধুর্যং বিনা দৃষ্টি-জিহ্বয়া বণ্ডত্বেব [ভক্তি ১৮৭]।

২। (প্রীতি ৯৭) মাধুর্যং নাম শীল-গুণ-রূপ-বয়োলীলানাং সম্বন্ধ-বিশেষাণাঞ্চ মনোহরত্বম্।

১। সিন্ধু ১।২।২৯৮

এমন কি গোপীভাবে, কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণোপাসনাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাম্য নহে, আদর্শ নহে। (চৈচ মধ্য ৮।২৫৫) 'শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল-রাধাকৃষ্ণ নাম।' (ঐ অন্ত্য ৬। ২৩৭) 'ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে'। সখীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণভজনই জীবের পক্ষে সাধ্যবস্তু। এস্থলে সখী-শব্দে নিত্যসখীই বাচ্য; কস্তুরী মঞ্জরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী বা মঞ্জরী। সখীরা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—শ্রীকৃষ্ণের অতিলোভনীয়-গাত্রী—ললিতাদি পরমপ্রেষ্ঠা সখী এবং শ্রীকৃষ্ণের নাতিলোভনীয়-গাত্রী—কস্তুরীমঞ্জরী প্রভৃতি সখীস্নেহাধিকা নিত্যসখী। ইঁহারা শ্রীরাধা ও ললিতাদি সখীগণকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া, সম্ভোগ করাইয়াই আনন্দিতা, নিজে কখনও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের জন্য স্পৃহাবতী নহেন[১]। ইঁহারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধকের আদর্শ। (গোলী ১৩। ১১৩) এই মঞ্জরীগণই যে অসমোর্দ্ধ আদর্শ, তাহা শ্রীরাধাবাক্যেই সপ্রমাণ হইয়াছে[২]।

পর-তেজঃ (হ ২।৭৯) নরাকৃতি পর-ব্রহ্ম। °**ত্ব** (রাধা ৯৩) কার্য-কারণেরও অতীত সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। ২ (আচ ৮।৯৩) বহিরঙ্গ বুদ্ধি, ৩ শত্রুতা। **-দার** (ভা ১০।৩৩।২৭) কৃষ্ণের একান্ত ভক্তিতে শ্রেষ্ঠা স্বস্ত্রী—সনা। ২ পরমশক্তিরূপা স্বীয় রমণী—জী। **-দারতা** (কৃষ্ণ ১৭১) গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরদার নহেন, তাঁহারই অন্তরঙ্গা প্রেয়সী। তবে যোগমায়া প্রয়োজন-বিশেষে ইঁহাদিগকে 'পরদারভ্রান্তি' করাইয়াছেন। এই ভ্রান্তিকে যথার্থ বলিলেও দোষ নাই, যেহেতু যিনি নিখিল প্রাণিরই অন্তর্যামী সুতরাং গোপীগণেরও অন্তর্যামী—যিনি সতত হৃদয়বিহারী সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে দোষ কি? এই ভ্রান্তিটি প্রকটলীলায় ব্রজদেবীগণের উৎকণ্ঠা-পোষণেই বিনিযুক্ত; বস্তুতঃ যোগমায়া-কল্পিত গোপীদের সহিত গোপগণের বিবাহ হইয়াছিল—স্বরূপসিদ্ধাদের ছায়ামাত্রও অঙ্গের অস্পৃষ্ট। ('পতিম্মন্য' শব্দ দ্রষ্টব্য)। **-দীপ-প্রবোধনফল** (হ ১৬।১২৯) স্কান্দে ও পাদ্মকার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বর্ণনা আছে যে এক মূষিকা একাদশী রাত্রিতে অন্যদত্ত দীপ উদ্দীপিত করিয়া দুষ্প্রাপ্য মানবজন্ম লাভ করত অন্তে পরমা-গতি লাভ করিয়াছিল। **-দেবতা** (ভা ১০।৪৩।১৭) পরমারাধ্য—জী। ২ (হ ১।১০৭) বিষ্ণু। **-দৈবত** (ভা ১০।১২।১১) আত্মপ্রদ নাথ—স্বামী। ২ সর্বারাধ্য স্বরূপ—জী। ৩ ইষ্টদেব—বি। **-ধর্ম** (ভা ৭।১৫। ১৩) অপরকর্তৃক বিহিত কার্য। ২ (ভক্তি ৩) শ্রীহরিসন্তোষার্থে অনুষ্ঠিত কার্য। ৩ (গীতা ৩।৩৫) স্বীয় বর্ণ-বিরুদ্ধ অধিকার-বহির্ভূত ধর্ম—স্বামী। ৪ (ভক্তি ৯১) সার্বভৌম-ধর্ম, (চৈত ৬।৩।২২) ভাগবত-ধর্ম।

-নিমিত্ত (হরি ২।৮) বৈয়াকরণ-শব্দসাধনে-শেষের প্রয়োজক হেতু। ইঁঈ-স্থানে য হয় স্বর পরে থাকিলে। ইহাতে স্বরই—পরনিমিত্ত। **পরন্তপ** (ভা ১০।২৩।১২) শত্রুর তাপদ। ২ (হ ৭।৪২) তামস মনুর অন্যতম পুত্র। °**পক্ষ** (ভা ৭।৫।৬) বিষ্ণু—স্বামী। **-পক্ষগ** (ভা ১০।৪৪।৩৩) শত্রু-পক্ষীয়, ২ পরমেশভক্ত—জী। **-পদ** (চন্দ্রা ১) সর্বোত্তম ধাম, ২ (রত্ন ২।৩) বৈকুণ্ঠলোক। ৩ (হরি ৩। ১৯) পরস্মৈপদ। ৪ (ভা ১০।২।৩২) মোক্ষসন্নিহিত সৎকুল তপঃ ও শ্রুতাদি—স্বামী। ৫ জীবন্মুক্তি—জী। **-পুমান্** (দা ১৪৪) উপপতি নায়ক, ২ শ্রেষ্ঠ পুরুষ। **-পুরঞ্জয়** (ভা ৪। ২৮।২৯) শত্রুপুরজেতা, ২ মতান্তরোত্থ-সংশয়চ্ছেদী—বি। **-পুরুষ** (ভা ৪।৩।২০) বাসুদেব—স্বামী। ২ মহৎস্রষ্টা—জী। ৩ (ভা ১০।১।২৩) পুরুষোত্তম। ৪ অবতারী শ্রীভগবান্—সনা। [৫ উৎকৃষ্ট পুরুষ, ৬ স্বভর্তৃভিন্ন উপনায়ক]। **-পুষ্ট** (গোবি ৭২) কোকিল। ২ অন্য-পালিত। [স্ত্রীলিঙ্গে—বেশ্যা]। **-ব্রহ্ম** (ভক্তি ২০২) ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষ। ২ (রত্ন ৩।৩৭) শ্রীবিষ্ণু। ৩ (ভা ১১।৩।২২) অপরোক্ষানুভব—স্বামী। ৪ (ভা ১১।১১।১৮) পরতত্ত্ব—জী, ৫ ভগবান্—বি। ৬ (হ ১।৩২) শ্রীকৃষ্ণ। ৭ (হ ১০।৮৮) মুক্ত, ৮ পরব্রহ্মময়। **-ব্রহ্মনিষ্ঠা** (ভক্তি ৬৭) বেদে, বিশেষতঃ উপনিষদে পরতত্ত্ব প্রতি-পাদিত হইলেও কিন্তু উহাদের পুনঃ পুনঃ বিচারেও পরতত্ত্বে নিষ্ঠা হয় না;

১। (উ° ৮।৮৭—৮৯)। ২। তৃপ্তাবজ্জনস্য তৃপ্তিময়িতা দুঃখে মহাদুঃখিতা, লক্ষৈঃ স্বীয়সুখাদিদুঃখনিচয়ৈর্নে হর্ষবাধোদয়ঃ। স্বেষ্টরাধন-তৎপরা ইহ যথা শ্রীবৈষ্ণবশ্রেণয়ঃ, কান্তা ব্রূহি বিচার্য চন্দ্রবদনে তা মঞ্জর্য্যস্তা ইমাঃ।

পক্ষান্তরে বেদের যে অংশে শ্রীভগবৎস্বরূপ পর-ব্রহ্মের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের অভ্যাসেই শ্রীভগবৎ-স্বরূপে ও ব্রহ্মস্বরূপে নিষ্ঠা হইয়া থাকে। **-ব্রহ্মাভ্যাস** (ভক্তি ৬৭) পরতত্ত্বের অনুশীলন, উপাসনা। **-ভাগ** (গোচ পূর্ব ২৪।২৯) গুণোৎকর্ষ। ২ (ভা ১০।৪২।৫) শোভাতিশয়—স্বামী। ৩ (চৈনা ১।৫১) পরাবধি। ৪ (মালা গোবি ৪) উর্দ্ধকায়। **-ভাগিতা** (মাম ৪।১৫) অন্যোন্য-মিলনশোভা। **-ভৃৎ** [পর—ভৃ+ ক্বিপ্] কাক। ২ অন্যের পোষক। **-ভৃত** (গোচ পূর্ব ২১।১১৪) কোকিল। ২ পরকর্ত্তৃক পালিত।

পরম্ [ব্য] কেবল, ২ অনন্তর।

পরম (অকৌ ১৪) সল্লক্ষণযুক্ত। ২ (আচ ১৪।১২৬) সর্বসুখদ, ৩ (আচ ৫।১০১) পূজ্য। ৪ (গীতা ১৬।১) উৎকৃষ্টতর। ৫ (গোতা ১। ২) নিত্যশ্রীযুক্ত সমাভ্যধিক-রহিত —বল। ৬ (গৌবি ৩) [পরঃ সর্বশ্রেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চ মা সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা চ তাভ্যাং মিলিততনুঃ]। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ৭ (চৈত ২।১।১৯) উৎকৃষ্ট-শোভা-যুক্ত। ৮ যাহাতে শ্রীলক্ষ্মীও পরায়ণা, সেই শ্রীবিষ্ণু। ৯ উপাদেয়।

পরমং (হব ২।৯।৯৬) [ব্য, পর—মা+ডম্] অনুজ্ঞায়, ২ স্বীকারে। **-ক** (ভা ১০।২৭।২০) অত্যুত্তম সুখের জনক—সনা। ২ (ভা ১১। ১৭।৩) শ্রেষ্ঠ ও সুখ-স্বরূপ। **-গুহ্য-জ্ঞান** (ভা ২।৯।৩০) প্রীতি-বিষয়িণী বুদ্ধি—শ্রীনি। **-গোলোক** (গোচ পূর্ব ১।২৬) গোকুল। **-জ্ঞান** (ভা ২।৯।৩০) ভক্তি-বিষয়িণী বুদ্ধি—শ্রীনি। **-তম পুরুষার্থ** (প্রীতি ১) প্রীতিই পরমতম পুরুষার্থ। প্রীতি-দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, প্রীতি-ব্যতিরেকে ভগবৎ-স্বরূপ ও স্বরূপ-ধর্মবৃন্দের সাক্ষাৎকারাভাব, অথচ প্রীতিদ্বারা স্বরূপবৈভবযুক্ত পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার, প্রীতিদ্বারা স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের নিশ্চয়তা এবং প্রীতির অনুরূপ পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। **-তম ভজন** (ভক্তি ৩৩৮) শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণলীলা। [২ শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন]। **-দশা** (বৃভা ১।১।১) চরমকাষ্ঠা। **-ধর্ম** (ভা ১০।৩৮।৪০) অতিথি-ব্যবহার—সনা। ২ বৈষ্ণবধর্ম—জী। ৩ (ভা ১।২। ২৮) শ্রবণকীর্ত্তনাদি—বি। ৪ (ভগ ৯৪) পরমতত্ত্ব ভগবানের আকর্ষক —ভগবৎ-সন্তোষৈকতাৎপর্যক, শুদ্ধ-ভক্তির উৎপাদক ফলাভিসন্ধিশূন্য 'ভাগবত ধর্ম'। **-পদ** (গোতা ৩) সকলের আশ্রয়রূপ বস্তু। ২ (গোতা ১।২৯) বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ধাম, গোলোক—বি। **-পুরুষ** (তত্ত্ব ৩০) শ্রীকৃষ্ণ। **-পুরুষার্থ** (প্রীতি ১) পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ শ্রীভগবজ্জ্ঞানই পরমানন্দপ্রাপ্তি, ইহাই পরম পুরুষার্থ। নিজস্বরূপে অজ্ঞান ও দুঃখপ্রাপ্তির কারণ—পরতত্ত্ব জ্ঞানের অভাব, সুতরাং পরতত্ত্বের জ্ঞান হইলেই স্বীয় স্বরূপোপলব্ধি এবং ফলতঃ সংসারদুঃখ-নিবৃত্তি অবশ্য-ম্ভাবী। একবার পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ঘটিলে আর তাহার অন্তরায় হয় না, পক্ষান্তরে দুঃখনিবৃত্তিও একবার হইলে উহা ধ্বংসাভাব-রহিত বলিয়া পুনরুদ্গমের আশঙ্কা থাকে না—সুতরাং বলিতে হয় যে পরম পুরুষার্থই লব্ধ হইয়াছে। প্রকারান্তরে ত্রিবর্গনিরসন-পূর্বক মোক্ষকেই আত্যন্তিক পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। এস্থলে 'মোক্ষ' বলিতে স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই বোদ্ধব্য। **-প্রেষ্ঠ সখী** (উ ৪।৫৪) ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই অষ্ট সখী। **-মঙ্গল** (সুধা ২০) [মগি গত্যৌ+অলচ্] অশুভনাশন, সর্বশুভদায়ক ব্রহ্ম। 'অশুভানি নিরাচষ্টে তনোতি শুভসন্ততিম্। স্মৃতিমাত্রেণ যৎ পুংসাং ব্রহ্ম তন্মঙ্গলং বিদুঃ॥' ২ (ভা ১০।১০।৩৬) বিশ্বের ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখহেতু—সনা। ৩ শ্রীশিবাদিরও মঙ্গল—জী। **-মুক্ত** (প্রীতি ৭৩) ['প্রীত্যাবির্ভাবক্রম' শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-রস** (চন্দ্রা ১৩০) অধিরূঢ় মহাভাব। **-রাসস্থলী** (মুক্তা ১৮৫) 'পরাগোলি' নামক স্থান।

পরমর্দন (ভা ৮।১১।১২) শত্রুনাশন।

পরমর্ষি (ভা ১০।৫১।৩৮) ভৃগু-প্রভৃতি—সনা। ২ বেদান্ত—জী।

°বৈকুণ্ঠ (কৃষ্ণ ১৭৪) শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশ বা গোলোক। **-ব্যোম** (গোচ উত্তর ১।৪) বৈকুণ্ঠ। **-ব্রহ্ম** (ভা ৬।৫।২৬) প্রণব, ২ মন্ত্র—স্বামী। **-শুদ্ধ** (প্রীতি ১৬) ভগবৎ-প্রীত্যেক-তাৎপর্য শুদ্ধ একান্তিভক্ত। **-শ্রুতি** (তত্ত্ব ২৬) শ্রীমদ্ভাগবত। **-সাম্য** (প্রীতি ৫) ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য অর্থাৎ পাপ-রাহিত্যাদি অষ্ট গুণের অধিকার। ['ব্রহ্ম-সামান্য' শব্দ

দ্রষ্টব্য]। ২ (গোভা ১।১।১৭) পরম ভক্তি বা প্রেম। **-সিদ্ধ** (ভক্তি ১০৫) উত্তমোত্তম মহাভাগবত। **-সিদ্ধান্ত** (নাম ২।১৭) বেদান্ত। **-স্বীয়া** (প্রীতি ২৭৯) শ্রীগোপীদের প্রেম কেবল পরকীয়াত্বরূপে প্রতীয়মান হইয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ নহে, কিন্তু উহা জাত্যংশেও সর্বাতিরেকী। শক্তি ও শক্তিমানের অব্যভিচারিতাহেতু সকল প্রেয়সীই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি—স্বীয়া নায়িকা। তবে মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অনুরাগময় হইলেও তাহাতে বিবাহবিধির অপেক্ষা আছে বলিয়া তাঁহাদিগকে 'স্বীয়া' বলিয়াই রসশাস্ত্র নির্দিষ্ট করিয়াছে, শ্রীব্রজদেবীদের কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম শুদ্ধ অনুরাগময় অন্যাপেক্ষারহিত, স্বচ্ছ ও অনাবিল বলিয়া তাঁহাদিগকে 'পরম স্বীয়া' বলা হইয়াছে। প্রকটলীলায় বিবাহবিধির অপেক্ষা থাকিলেও অপ্রকটলীলায় মহিষীগণের বিবাহ বিধির প্রসঙ্গের অবকাশ নাই—অথচ মহিষীগণের অভিমান আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। প্রকটকালেও যেমন শ্রীব্রজদেবীগণের পরমকাষ্ঠাপন্ন অনুরাগের নিকটে বিবাহ-বিধির অপেক্ষা নাই—অপ্রকটেও তদ্রূপ কোনও অপেক্ষা থাকিতে পারে না, অথচ প্রকটে এবং অপ্রকটে এই অভিমানটিই সদা জাগরূক থাকে যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই আমাদের প্রাণকোটি-সর্বস্ব। সমর্থা রতির স্বভাবের এমন ধর্ম, লীলাশক্তির এমনই অপূর্ব প্রভাব যে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে গোপীদের অনুরাগসিদ্ধ পরম স্বীয়াত্ব—নিত্য পরকীয়ায়মান দাম্পত্য বিরাজ করে। রসশাস্ত্রে দুর্লভত্ব, বহুবার্যমাণত্ব ও প্রচ্ছন্নকামুকত্ব প্রভৃতির বিদ্যমানতায় উজ্জ্বল রসের পোষণ হয় বলা হইয়াছে, কিন্তু উহারাই যে কেবল ব্রজগোপীদের প্রেমোৎকর্ষ বিখ্যাপন করিতেছে, তাহা নহে—পরন্তু গোপীদের প্রেমের উৎকর্ষ, ভাবের গভীরতা এবং অন্যত্র সুদুর্লভ অধিরূঢ় মহাভাবের মহাপ্রকাশই তাঁহাদিগকে সর্বাতিশায়ী রসভাব-সম্পন্না করিয়াছে ; সুতরাং শ্রীশ্রীজীব-প্রভুর 'পরমস্বীয়া' শব্দের ধ্বনিতে পরমস্বীয়া ভাব ও সমর্থা রতির মিলন অর্থাৎ তত্ত্বতঃ (স্বীয়া) স্বরূপশক্তি হইয়াও লীলায় পরকীয়া-ভাবাপন্না গোপীগণকেই অভিব্যক্ত করিতেছে। **-হংস** (ভা ১।৮।১৯) আত্মানাত্মবিবেকী—স্বামী। ২ আত্মারাম—জী। ৩ (ভা ১।৪।৩০) ভক্ত—বি। ৪ (বৃভা ২।৬।২৫) ব্রহ্মনিষ্ঠ। ৫ (বৃভা ২।৫।১৭৮) প্রাপ্তাত্মতত্ত্ব। ৬ (ভা ৪।২৪।৩৬) সূর্য। ৭ অত্যুত্তম রাজহংস। ৮ (সিন্ধু ১।২।৫৩) জীবন্মুক্ত—মু। ৯ (গোলী ১৩।১১) সিদ্ধ মহাপুরুষ। ১০ (উ ৩।২২) শ্রীব্যাসদেব। ১১ (ভগ ২) তত্ত্বমস্যাদি বেদবাক্যাবলম্বনে সোহংভাবনাকারী। [ভা ৭।১৩] পরমহংসদের ইতিহাস দ্রষ্টব্য। শৈব ও বৈষ্ণবভেদে ইঁহারা দ্বিবিধ। বৈষ্ণব পরমহংসগণ আকারে বৈষ্ণববৎ হইলেও ভক্তিপন্থী নহেন—ইঁহারা জ্ঞানবাদী এবং শ্রীভগবানে শক্তি ও শক্তিমত্তার পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না। (প্রীতি ৭৫) (অধ্যাত্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসিবিশেষ ('জীবন্মুক্তি-বিবেক'-নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। আত্মনিষ্ঠা হইতেও ভগবন্নিষ্ঠার আধিক্য-হেতু দেহাত্মাসক্তিরহিত ভগবন্নিষ্ঠ পুরুষগণই 'ভাগবত-পরমহংস' আখ্যালাভ করিয়া থাকেন। **-হংস-গতি** (হ ১০। ৫৩২) শ্রীকৃষ্ণ। **-হংসচর্যা** (ভা ৪। ২২।২৪) উপশম-প্রধান বৃত্তি—স্বামী। **-হংসপ্রিয়া** (সিটী ৫।৪). শ্রীমদ্ বোপদেব গোস্বামিকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা।

পরমা (সুধা ৫৪) [পরা চাসৌ মা চেতি] গোকুলমহালক্ষ্মী শ্রীরাধা।

পরমাকিঞ্চন (বৃভা ১।৪।২৬) [মুমুক্ষা, আত্মারামতা ও মুক্তিসুখাদির পরিত্যাগী] ভক্ত।

পরমা গতি (গীতা ৮।১৩) শ্রেষ্ঠা গতি—স্বামী। ২ সালোক্য—বি, বল।

পরমাণু (ভা ৩।১১।৪) সূর্যকর্তৃক সর্বাপেক্ষা পার্থিব-ক্ষুদ্রাংশের অতিক্রমকাল—স্বামী। **-বাদ** (গোভা ১।১।১ টী) বৈশেষিক মত-সিদ্ধ ; ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুর সূক্ষ্মাংশই পরমাণু, ইহা নিত্য ও নিরবয়ব। ভাষা-পরিচ্ছেদে নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ পরমাণুর কথা উক্ত হইয়াছে। অণুলক্ষণই নিত্য, তদ্ব্যতীত অবয়বযোগী অনিত্য। জগৎসৃষ্টি হইতে থাকিলে অদৃষ্টকারণে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিয়া বায়বীয় পরমাণুসমূহকে পরস্পর সংযোগ করে ; ইহাতে দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু ইত্যাদি ক্রমে বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই রূপে অগ্নি, জল ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। প্রলয়কালেও আবার পরমাণু বিভক্ত হইয়াই ভূতবিনাশ হয়।

বেদান্তদর্শনে এই মত নিরাকৃত হইয়াছে। -সংঘাত (সি ১।৮) বৌদ্ধ ও জৈনমতে জগৎকারণ-রূপে পরমাণুসমূহের পরস্পর মিলন।

পরমাত্ম-চৈতন্য (ভা ১১।২৮।২০) সমষ্ট্যুপাধি। °তত্ত্ব (ভগ ৩) পূর্ণাবির্ভূত ভগবত্তত্ত্বই জীবাদি নিয়ন্তৃস্বরূপধর্মের আশ্রয়ে অর্থাৎ অর্থাৎ জীব-নিয়ন্তারূপে স্ফুরিত বা প্রতিপাদিত হইয়া 'পরমাত্ম'-নামে বিদিত হন। ইনি প্রকৃতি ও জীবের প্রবর্ত্তক। শ্রীজীবপাদ বলেন (ভগ ৬) অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্ট জ্ঞানই পরমাত্মা। শঙ্করাচার্যের মতে পরমাত্মা—নির্গুণ অর্থাৎ যাবতীয় গুণ ও বিশেষণাদি-শূন্য, কেবল সাক্ষিবৎ উদাসীন। ভাস্করমতে পরমাত্মা—সগুণ ও নিরাকার, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি। নিরাকার-রূপই ব্রহ্মের কারণরূপ, ব্রহ্ম কার্যরূপে জীব ও প্রপঞ্চ। নিরাকারই উপাস্য (ব্র সূ ৩।২।১১)। রামানুজ-মতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম, নিরতিশয় বৃহত্ত্বেই 'ব্রহ্ম'-শব্দের অভিধাবৃত্তি। তিনি অনন্ত-কল্যাণগুণময় পুরুষোত্তম, উক্ত গুণরাজির আংশিক সম্বন্ধে অন্যত্র ব্রহ্মশব্দ প্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণ। শ্রীধরস্বামি-মতে—'ব্রহ্মৈব তাবন্নারায়ণ ইতি, ভগবানিতি, পরমাত্মেতি চোচ্যতে' (ভাবার্থদীপিকা ১১।৩।৩৪)। বল্লভ-মতে—বেদান্তে যিনি ব্রহ্ম, স্মৃতিতে তিনি পরমাত্মা, ভাগবতে তিনি ভগবান্ (তত্ত্বদীপনিবন্ধ ১।৬); জ্ঞানমার্গীয় সাধনে ব্রহ্মস্ফূর্তি, মর্যাদামার্গীয় সাধনে পরমাত্মস্ফূর্তি এবং শুদ্ধ প্রেমে ভগবৎস্ফূর্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-মতে—নির্বিশেষবাদীর ব্রহ্মের ধারণাটি অদ্বয়তত্ত্বের অসম্যক্ প্রকাশ, যোগীর পরমাত্মা—আংশিক প্রতীতি-বিশেষ এবং ভক্তের ভগবৎপ্রতীতিই পূর্ণ (চৈচ আদি ২।৮-১৯)। শ্রীবিশ্বনাথমতে—ব্রহ্ম সূর্যরূপ ভগবানের প্রসর্পণশীল প্রগাঢ় জ্যোতিঃপুঞ্জসদৃশ; পরমাত্মার উপমা—অভ্যন্তরস্থ মণ্ডলসদৃশ বস্তু এবং সপরিকর ভগবান্—রথসারথি প্রভৃতি-পরিকরান্বিত ও কর-চরণাদি-বিশিষ্ট স্বয়ং সূর্যতুল্য (সারার্থদর্শিনী ১০।৮৭।৩২)। -ভূত (ভা ১০।৪৬। ৪৩) সকলের মূলস্বরূপ—জী। কূটস্থ—বল। -বৈভব (ভক্তি ১) ঈশ্বর, পুরুষ, নারায়ণ বা পরমাত্মার নিয়ম্য—(১) তটস্থ শক্তিরূপে পরিণত অণুচৈতন্য জীব ও (২) মায়াশক্তি-পরিণত ত্রিগুণময় প্রধান বা জগৎ। -সতত্ত্ব (ভা ৫।১।৬) আত্মযাথার্থ্য—স্বামী। ২ ভগবত্তত্ত্ব—জী।

পরমাত্মা (চৈত ৯।৫।২৫) [পরঃ পরাৎপরঃ পরমনিত্যঃ পরমোত্তমঃ আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য] পরমনিত্য-পরমোত্তম-শ্রীবিগ্রহবিশিষ্ট। ২ (ভা ১০।৪৯।১১) জীবের সখা—স্বামী। ৩ হৃদয়ে অন্তর্যামী—সনা। ৪ যোগিজনের উপাস্য—বি। ৫ (ভা ১০।১৬।৩৯) কারণাতীত—স্বামী, ৬ সর্বপ্রবর্ত্তক—সনা। ৭ (ভা ১০। ২৯।১০) পরমপ্রিয়—সনা। ৮ (ভা ১০।৬।৩৬) সর্বপরমস্বরূপ অবতারী —বি। ৯ (ভা ১০।৮৫।৩৯) বিভুবিজ্ঞানানন্দ। ১০ (বৃত্ত ৪।৩৬) পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। ১১ (আচ ৫। ২৮) যাঁহার যত্ন বা গমনাদিব্যাপারে অন্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, ১২ শ্রেষ্ঠস্বভাব-বিশিষ্ট। ১৩ (ভা ১২।১১) অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্ট জ্ঞান। ১৪ (পরম ১) দ্বিবিধ; বৈকুণ্ঠগত—শ্রীভগবানের অঙ্গবিশেষ ও জগদ্‌গত—ক্ষেত্রজ্ঞ ['ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ (ভা ১২।২৪ টী); পরমাত্মা ও জীবাত্মা স্বরূপতঃ গুণসঙ্গরহিত হইলেও পরমাত্মার যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। পরমাত্মা—চিন্মহোদধি, পরমেশ্বর, স্বতন্ত্র, স্বৈরলীল, স্বেচ্ছাবশে পরমাত্ম-কর্তৃক গুণস্পর্শ হইয়া শত্রুতা প্রাপ্ত হইলেও গুণকার্য-ক্রোধাদিসত্ত্বেও তাঁহার আত্মারামত্ব, অসংসারিত্ব এবং স্বজ্ঞানের অলোপ হয়। পক্ষান্তরে জীবাত্মা—চিৎকণ, স্বল্পপ্রকাশ, ঈশিতব্য, অস্বতন্ত্র, অল্পবল এবং গুণকর্তৃক তৎস্পর্শে তাহার স্বজ্ঞান-লোপ ও সংসার হয়—ইহাই পার্থক্য —বি।

পরমাত্মার আবির্ভাবত্রয় (পরম ২) ভক্তি-প্রভাবে পরমাত্মা ত্রিবিধ আবির্ভাব স্বীকার করেন। প্রথম পুরুষ—ঐক্যপ্রাপ্ত মহাসমষ্টিভূত জীব ও প্রকৃতির দ্রষ্টা, ইনিই সঙ্কর্ষণ, মহাবিষ্ণু। দ্বিতীয়—সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী; সূক্ষ্মান্তর্যামিকে প্রদ্যুম্ন এবং স্থূলান্তর্যামিকে অনিরুদ্ধও বলে। তৃতীয়—ক্ষীরোদশায়ী, ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। মহৎস্রষ্টা, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী ও সর্বভূতস্থ—এই তিন নামেও তাঁহারা ক্রমশঃ পরিচিত।

পরমানু (চৈকা ১৯।৭৯) পরিমাণ, ২ অন্য বস্তুর সহিত তুলনা।

পরমানন্দ (গীতা ১৩৭) প্রেমা —বি।

পরমামৃত (বৃভা ১।১।৯) মুক্তিসুখ হইতেও অধিকাধিক বৈকুণ্ঠসুখ।

পরমা রতি (উ ১২০) যে রতিতে বহু নিবারণ, প্রচ্ছন্নকামুকতা ও পরস্পর দুর্লভতা বিদ্যমান, তাহাকেই মন্মথ-সম্বন্ধিনী 'পরমা রতি' বলে; (ভরত)।

পরমার্থ (রত্ন ৬।১) পরম প্রয়োজন, ২ সত্য। ৩ (রত্ন ৬।৮২) শুদ্ধ-ব্রহ্মানুভব। ৪ (প্রে চ ৯।১) শ্রীকৃষ্ণভক্তি। ৫ (চৈভা আদি ৪।১৩২) যথার্থ, প্রকৃত, বাস্তব। ৬ (গোভা ১।১।১) বাস্তব বস্তু। **-সতত্ত্ব** (ভা ৫।১।৬) ভগবত্তত্ত্ব—ক্লী।

পরমা শান্তি (ভচ ৭।১) সর্বোৎকৃষ্টা ভগবদ্ভক্তি।

পরমা সংসিদ্ধি (গীতা ৮।১৫) মোক্ষ—স্ত্রী। ২ ভগবল্লীলা-পরিকরতা—বি।

পরমীকরণ (হ ৬।৩১) পরমাভীষ্ট-সম্পাদন। **পরমীকরণী** (হ ৬।৩৬) উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়কে পরস্পর গ্রথিত করিয়া অন্যান্য অঙ্গুলি প্রসারণ করিলে 'মহামুদ্রা' বা 'পরমীকরণী' মুদ্রা হয়। দেবতার আহ্বানে ইহার বিনিয়োগ।

পরমুক্তি (চৈ ম সূত্র ২।৫০৪) ভক্তি।

পরমেশ্বর (সাকৌ ১০।১১) বিষ্ণু, ২ রাজা। ৩ (বৃভা ২।২।১৭৮) ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্তা শ্রীবৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতা। **-ভক্তি** (প্রীতি ৯৮) ভক্তিতে পরমৈশ্বর্যের যে কোথাও কোথাও উদ্দীপনত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা সম্ভ্রম-গৌরবাদি ভক্তির অবয়ব-সম্বন্ধেই বোধ্য। পক্ষান্তরে—অবয়বী প্রীত্যংশে মাধুর্যেরই উদ্দীপনত্ব। মাধুর্যজ্ঞান ঐশ্বর্যজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং ঐশ্বর্যজ্ঞান ব্যতীত কেবল মাধুর্যজ্ঞানে পরমেশ্বরে ভক্তি হয় না বলিয়া পরমেশ্বর-ভক্তির জন্য ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়েরই সমাহার স্বীকার্য।

পরমেশ্বরী (রাধা ৯২) পাতাল-বাসিনী অধিষ্ঠাত্রীদেবী।

পরমেষ্ঠি-গোষ্ঠী (গোচ পূর্ব ৩৩। ২২৩) ব্রহ্ম-সভা। **°ধিষ্ণ্য** (ভা ২।১।৩০) ব্রহ্মপদ, ২ (ভা ৩।২।২২) মহারাজ-সিংহাসন—স্ত্রী।

পরমেষ্ঠী (ভা ৫।১৫।৩) ঋষভদেবের বংশে দেবদ্যুম্নের পুত্র। ২ (বৃভা ২। ২।১২৫) সর্বশ্রেষ্ঠপদাধিকারী ব্রহ্মা। ৩ (ভা১০।৭০।৪১) [পরমে প্রেম-লক্ষণে ভক্তিপদে তিষ্ঠতীতি] শ্রেষ্ঠ-ভক্ত। ৪ শ্রীকৃষ্ণ। ৫ (হরি ৫।৪৬৫) শালগ্রাম-বিশেষ। ৬ গুরু-বিশেষ। ৭ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে 'অঃ' বর্ণের মূর্তি। ৮ (হ ২।১৯৯) মূলমন্ত্র, ৯ (হ ৩।৩৪৭) যম।

পরমোৎকর্ষ (ভক্তি ১) সর্বাতিশয়, সর্বশ্রেষ্ঠতা।

পরমোহ (হ ১৯।৬৬১) মূর্ছা।

পরম্পরা (হরি ২।২০৮) গৌণ। ২ বংশ, ৩ অবিচ্ছিন্ন ধারা। ৪ অনুক্রম। ৫ অন্বয়।

পরম্পরিত রূপক (অকৌ ৮।১৫) শ্লিষ্ট বাচকের অনুরোধে যে আরোপ, তাহা যদি অশ্লিষ্টের আরোপের নিমিত্ত-স্বরূপ হয়—তবে তাহাকে 'পরম্পরিত-রূপক' বলে।

পরম্পরীণ—অবিচ্ছেদধারায় সমাগত।

পর-যোগ (চৈত ৪।২৩।৯) ভক্তি। **°লোক** (বিপু ২।১৬।৭) পরিজন। [২ স্বর্গাদি]। **-বধূ** (চচ ২।৩৩) শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ স্বরূপশক্তিস্বরূপা গোপী। ২ (লনা ২।৩০) অপরের স্ত্রী। **-বান্** (আচ ১৭।১২২) অধীন। **-বারণ** (অকৌ ৮।২৯) মত্ত হস্তী, ২ শত্রুনিবারক। **-বিধি** (হরি ১।৫৯) বিশেষ বিধান, অপবাদবিধি। **-ব্যোম** (চৈচ আদি ৫।১৪) মহাবৈকুণ্ঠ।

পরশুরাম (ভা ১।৩।২০) ঋষি, জমদগ্নির পুত্র। ভগবদবতার—২১ বার ক্ষত্রিয়কুল নির্বংশ করেন। **-বেশ**—শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীজগন্নাথদেবের কার্তিকী শুক্লা চতুর্দশী তিথির শৃঙ্গার-বিশেষ।

পরশ্ব, পরঃশ্ব [ব্য] আগামী তৃতীয় দিনে।

পরসত্ত্ব (চৈম আদি ১।৩৫) শুদ্ধ সত্ত্ব।

পরসত্য (ভা ১২।১৩।১৪) শ্রীনারায়ণ —স্বামী। ২ স্বয়ংভগবান্—ক্লী।

পরস্পরাশ্রয় (সস তত্ত্ব ৯) 'অন্যোন্যাশ্রয়' শব্দ দ্রষ্টব্য।

পরস্পরীণ (হরি ৭।৮৬৬) [পরস্পর-মনুভবতীতি খ] পরস্পরগামী।

পরা[১] (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে অং-বর্ণের শক্তি। ২ (অকৌ ১।২) প্রথমতঃ নাভিরূপ মূলাধার হইতে উৎপন্ন নাদ।

পরা[২] (ব্য) প্রাতিলোম্য, ২ প্রাধান্য, ৩ ধর্ষণ, ৪ আভিমুখ্য, ৫ অনাদর।

পরাক্ (ভা ৫।৫।৩০) সম্মুখ—স্বামী। ২ (ভা ৮।১৯।৪১) দূরে গমনশীল—বি। ৩ (ভা ১০।১৫।৩১) বিমুখ, পৃষ্ঠদিক্—ক্লী। ৪ [ব্য] বক্র, কুটিল। ৫ (গোভা ১।১।২০) ঊর্ধ্বস্থিত। ৬ (নাম ৩।৪৩) [বৈদিক

প্রয়োগ] পার, ৭ পর।

পরাক (হ ১১।৩৪৭) ব্রত-বিশেষ; ইহাতে অপ্রমত্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া দ্বাদশ দিন নিরাহার থাকিতে হয়, সর্বপাপ-নাশন এই কৃচ্ছ্র ব্রত (মনু°)। **পরা-কৃত** (চৈম সূত্র ২।৬০৪) ত্যক্ত, ন্যক্কৃত। °**ক্রম** (আচ ৭।৩৬) শত্রুর প্রতি আক্রমণ, ২ বিক্রম, দেহ-সামর্থ্য। **পরাখ্য** (ভা ১।১৮।৪২) [পরো বিষ্ণুরিতি আখ্যা খ্যাতির্যস্য] বিষ্ণুর ন্যায় খ্যাতি-বিশিষ্ট—স্বামী। **পরাগ** (গোলী ৭।১৮) পুষ্পরজঃ, ২ ধূলি। [৩ স্নানীয় দ্রব্য—কুঙ্কুমচূর্ণাদি, ৪ উপরাগ, ৫ চন্দন, ৬ স্বচ্ছন্দগতি]। °**গত** (আচ ১১।১৩৩) পরাস্ত, ২ প্রাপ্ত। **-গতি** (গীতা ১৬।২৩) মোক্ষ—স্বামী। ২ (হ ১০।১৭৯) বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি। ৩ (ভা ১০।১৪।৫) উৎকৃষ্ট পদ—সনা। ৪ অন্তরঙ্গা অবস্থা—জী। ৫ প্রেমিক পার্ষদ-স্বরূপ—বি। **পরাগ্দৃক্** (ভা ৮।১।৯) বহি-র্দৃষ্টিশালী, ২ শত্রুর প্রতি চালিতনেত্র—বি। **পরাঙ্গনা** (গোচ পূর্ব ৩৩।১৭) শ্রেষ্ঠা রমণী। ২ পরস্ত্রী। **পরাঙ্মুখ**—বিমুখ, ২ ক্রিয়াদিতে প্রতিকূলকৃৎ। °**চিত** (গোচ উত্তর ২১।১৬) ব্যাপ্ত, ২ পরপুষ্ট। **-চীন** (হংস ১৪১) পরাঙ্মুখ। [২ উত্তর-কালীন]। **-জিষ্ণু** (গোচ উত্তর ১৪।২) পরাজয়শীল। **পরাঞ্চ্** (বিনা ২।৪১) বিমুখ। **পরাঞ্চিত** (আচ ১২।৯৯) আনত। °**ণোদন** (ভা ৩।৭।১৮) অপনয়ন—স্বামী। ২ দূরীকরণ।

পরাত্ম-দর্শন (ভা ৭। ৯।৬) ব্রহ্মজ্ঞান—স্বামী। ২ পরমাত্মানুভব—বি। °**ধী** (হলী ৪।৮) তত্ত্বজ্ঞান। **-লক্ষণ** (ভা ৭।৭।১৯) নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, অদ্বিতীয়, ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্বাশ্রয়, অবিক্রিয়, আত্মজ্যোতিঃ, সর্বকারণের কারণ, ব্যাপক, অসঙ্গ ও পূর্ণ। **পরাত্মা** (ভা ১১।৭।৩১) পরাধীন। ২ (হলী ৩।৬) বিষ্ণু। ৩ (বৃভা ২।২।১৭৮) সর্বজীবান্তর্যামী চিত্তাধিষ্ঠাতা। ৪ (ভগ ৩৯) অনন্তশক্তিময় পুরুষাদি-অবতারগণের অবতারী। ৫ (ভা ১০।১৪।৯) পরম গুরু। ৬ (ভা ১০।১৪।২১) সর্বান্তর্নিগূঢ়—সনা। ৭ অনন্তগুণকর্ম—জী [ক্রম°]। ৮ (ভা ৪।৯।৫) ঈশ্বর এবং জীব—স্বামী। **পরাত্তঃ** (ভা ৪।৬।৫) দূর হইতে। **পরানুষক্ত** (ভা ৩।১৮।৯) পৃষ্ঠ-লগ্ন। **পরান্ত** (বৃভা ১।৭।১৩৩) পর্যন্ত। **-পতন** (ভা ৩।২০।২৪) পলায়ন—স্বামী। **-পর** (বিপূ ১।৬।২২) কারণ ও কার্য, ২ উচ্চ ও নীচ। **-পরজ্ঞ** (হ ৩।১২২) কারণকার্যাভিজ্ঞ, ২ পরমেশ্বর ও জীবের তত্ত্বজ্ঞাতা। **-প্রকৃতি** (গীতা ৭।৫) তটস্থা শক্তি। **-ভক্তি** (ভা ১১।১৩।১৪) প্রেমভক্তি—জী। **-ভব** (ভা ৫।৫।৫) স্বরূপের অভিভব—স্বামী। ২ কর্ম-পারতন্ত্র্য—বি। ৩ (সুধা ১৪২) সংসার-ব্যথা। [৪ তিরস্কার, ৫ বিনাশ]। **-ভিধ্যান** (ভা ৫।১৪।৯) দেহাভিনিবেশ—স্বামী। প্রকৃতিতে অধ্যাস বা আবেশ। **-মর্শ** (ভা ১০।৯।১০) ধারণ—স্বামী। ২ (গোচ উত্তর ১১।২৭) স্পর্শ। ৩ (গোভা ১৩।১৯) সম্বন্ধ। ৪ (রত্ন ৪।১৯) বিবেচনা। [৫ যুক্তি, ৬ ন্যায়-মতে—অনুমিতি-কারণ জ্ঞানভেদ]। **-মৃষ্ট** (ভা ১০।৫৪।৫৭) উচ্ছ্রিত, ২ সংস্পৃষ্ট—স্বামী। ৩ ধৃত—সনা। ৪ (বিনা ৩।১) খচিত। [৫ সংবদ্ধ, ৬ ন্যায়মতে—সাধ্যব্যাপ্যতারূপ হেতু-মত্তাদ্বারা জ্ঞাত পক্ষ]। **পরায়ণ** (সুধা ২) সর্বাশ্রয়ভূত বস্তু। ২ (ভগ ৬২) পুনরাবৃত্তি-শঙ্কাশূন্য বৈকুণ্ঠ—জী। ৩ (সুধা ৭৫) মহাভাব-পর্যন্ত যাবতীয় ভাবভেদের একমাত্র আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। ৪ (নাম ৩।৩৪) শ্রেষ্ঠাশ্রয়ী। ৫ (ভা ৮।৩।১৫) উত্তমগণের আশ্রয়—স্বামী।

পরায়ুঃ (ভা ৮।১২।১০) দ্বিপরার্দ্ধ-জীবী ব্রহ্মা—স্বামী।

পরারি (গোচ পূর্ব ১২।৪) [ব্য] গত তৃতীয় বর্ষ। [২ অত্যন্ত শত্রু]।

পরার্থ (হরি ৭।২০০) ব্যাকরণশাস্ত্রে সমাসে গুণীভূত হওয়াকে 'পরার্থ' বলে। ২ (চন্দ্রা ৯৯) ধর্ম, অর্থ ও কাম। [৩ পরের প্রয়োজন]। **-ভবক** (ভা ১০।৩০।৯) পরোপকার-জন্মা—স্বামী। ২ পরোপকার-কুশল—জী। **পরার্থা রতি** (সিন্ধু ২।৫।৫) যে মুখ্যা রতি স্বয়ং সঙ্কুচিত হইয়া অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে অনুগ্রহ করে, তাহাই 'পরার্থা'। ইহার শুদ্ধাদি পাঁচটি ভেদ।

পরার্দ্ধ (লনা ৫।৪) চরম সংখ্যা-বিশেষ। ২ শেষার্দ্ধ। ৩ [ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্দ্ধ]।

পরার্দ্ধ্য (গোভা ১।২।১১) [পরেশ-স্যার্দ্ধং স্থানমর্হতীতি] হৃদয়। ২ (হরি ৭।৪৫৭) পরার্দ্ধে জাত। ৩ (আচ ৬।৭৮) মহার্ঘ্য। ৪ (ভা

৩।৮।৩০) শ্রেষ্ঠ, অমূল্য।

পরাবর (ভা ১।১।৭) সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম—স্বামী। ২ (ভা ৩।৫।১০) ত্রৈবর্ণিক ও শূদ্রাদি—স্বামী, ৩ দেবাদি ও পশ্বাদি—বি। ৪ (ভা ৫।১১।৭) উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট—বি। ৫ (ভা ১০।১২।৩৮) কারণ ও কার্য, ৬ পূর্ব ও পরবর্তী, ৭ অংশী ও অংশ—জী। ৮ (ভা ১০।৮।৫) পূর্বজন্মকৃত কর্মরূপ কারণ ও বর্তমানজন্মকৃত ভাবিফলরূপ কার্য—স্বামী। ৯ (ভক্তি ২৮) শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদিও যাঁহা হইতে কনিষ্ঠ—সেই পুরুষোত্তম। **-জ্ঞ** (ভা ১।৪।১৬) অতীতানাগত-বিৎ—স্বামী। **-দৃক্** (ভা ৬।১৬।১১) কার্য ও কারণের দ্রষ্টা—স্বামী। ২ (ভা ১১।২৪।২৯) সর্বাদি ও সর্বশেষ ভগবান্—জী।

পরাবরেশ (বৃভা ২।৭।১৪ টী) কার্য-কারণ-নিয়ন্তা। ২ ব্রহ্মাদিদেবতা ও অর্বাচীন জীবাদির নিয়ন্তা। ৩ (হ ১০।২৬৬) [পরাবরয়োঃ চিচ্ছক্তি-মায়াশক্ত্যোঃ লক্ষ্মীভূম্যোর্বা, পরাণাং শ্রীগোপীনাম্, অবরাণাঞ্চ শ্রীরুক্মিণ্যাদীনামীশঃ] চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির ঈশ (নিয়ন্তা), ৪ লক্ষ্মী ও ভূমির নিয়ামক, ৫ পরাশক্তি শ্রীগোপীগণের এবং অবরা শক্তি শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের স্বামী।

পরা-বর্ত্ত [পরা-বৃৎ+ঘঞ্] বিনিময়। ২ প্রত্যাবৃত্তি। **°বসু** (ভা ৮।১১।৪১) গন্ধর্ব-বিশেষ। [২ অসুরগণের হোতা, ৩ রৈভ্যমুনির পুত্র। **-বস্থ** (সভা ১।২৭৩, ২৮১) পরিপূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনৃসিংহ। **-বান্** (গোভা ৪।৩।৯) প্রকৃষ্টতম; পরাখ্য-ভগবচ্ছক্তিতে নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি। ২ (রত্ন ৩।১) পরানাম্নী-স্বরূপশক্তি-যুক্ত। **-বিদ্যা** (সস ভগ ১০) যাহাদ্বারা হরিকে জানা যায়, তাহা; ['জ্ঞান' শব্দ দ্রষ্টব্য] ২ (গোভা ১।২।২১) যে বিদ্যায় আত্মদর্শন হয়, যাহাতে পরমাত্ম-স্বরূপের যথার্থতঃ জ্ঞান হয়, তাহা। **-বুভুষু** (ভাবনা ৫।১০) পরাস্ত করিতে ইচ্ছুক। **-বৃতি** (গোচ পূর্ব ২৪।১৫) আবরণ। **-বৃত্ত** (ভা ৭।৫।৫৪) অন্যত্র গত। ২ (ভা ৩।৩৩।২৭) শান্ত। ৩ (হংস ৫) প্রতিনিবৃত্ত। **-বৃত্ত-ধী** (ভা ১১।২২।৩৩) বহির্মুখ—স্বামী। **-শক্তি** (প্র ১।১৯) শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপশক্তি শ্রীলক্ষ্মীদেবী। ২ (বিপু ৬।৭।৬০) বিষ্ণুশক্তি। **পরাশর** (ভা ১।৪।১৪) বেদব্যাসের পিতা। বিষ্ণুপুরাণের বক্তা। শক্তি—ইঁহার জনক এবং অদৃশ্যন্তী—জননী। রাক্ষসেরা ইঁহার পিতাকে হত্যা করায় ইনি তাহাদের নির্মূল করিবার জন্য রাক্ষসবধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, পরে পুলস্ত্যমুনির প্রার্থনায় ঐ যজ্ঞ নিবারিত হয়। দাস-রাজ-কন্যা মৎস্যগন্ধা ইঁহার বরে পদ্ম-গন্ধা ও যোজনগন্ধা হইয়া পরে অতুল-নীয় রূপলাবণ্যবতী 'সত্যবতী' নামে প্রসিদ্ধা হন। সত্যবতীর গর্ভে এবং এই পরাশরের ঔরসে মহর্ষি ব্যাসের আবির্ভাব হয়। পরাশর-সংহিতা ইঁহার রচিত স্মৃতিগ্রন্থ। ২ (ভা ১২।৬।৫৫) ঋষি—ঋগ্‌বেদে বাষ্কলের শিষ্য। **-শান্তি** (ভা ১১।২।৪১) আত্যন্তিক ক্ষেম—জী। ২ (কৃষ্ণ ৮২) পরমা ভক্তি। **-শ্রেয়** (ভা ১।৪।১২) অন্যের উপকারী—বি। [২ পরগাছা]। **-সিদ্ধি** (গীতা ১৪।১) মোক্ষ—স্বামী। **-স্কন্দী** (গোচ পূর্ব ৮।৫৪) পরদ্রব্যাপহারক, ডাকাত। **-হতি** (আচ ১৩।৩৯) পরকৃত আঘাত। **-হৃত** (ভা ৩।৫।৪৪) দূরে অপহৃত—স্বামী। ২ দূরীকৃত—জী।

পরি [অব্য] সর্বতোভাবে। ২ ব্যাপ্তিতে ৩ ভূষণে, ৪ আলিঙ্গনে। ৫ পূজনে। ৬ বর্জনে। ৭ মর্যাদায়, ৮ আচ্ছাদনে।

পরিকর (ভা ১০।৫৮।৪৫) বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ। ২ (মাম ৬।৭৯) অলঙ্কার। ৩ (সিন্ধু ২।১।২৬৮) তুন্দবন্ধন। ৪ (বিনা ৭।১১) উপকরণ, ৫ (চৈভা আদি ২।২৭) নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, পরিবার। ৬ (অকৌ ৮।৪৩) সাভিপ্রায় বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্যের উক্তি হইলে 'পরিকর' অলঙ্কার হয়। ৭ (নাচ ৭৪) বীজের বহুলী-করণ অর্থাৎ দৃশ্যকাব্য-বৃত্তান্তের পূর্বাপেক্ষা আধিক্যে উপস্থাপনাকে নাট্যশাস্ত্রে 'পরিকর' বলে। ৮ (মালা গোবি ৯) সমূহ। **-যোগ্যতা** (প্রীতি ১১০) লৌকিক রসে কারণাদি-রসপরিকর (বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব-সমূহ) লৌকিক বলিয়া বিভাব-নাদিতে স্বতঃই অক্ষম, কিন্তু সৎ-কবিনিবদ্ধ চাতুর্য-বশতঃই অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিভাবনাদি প্রাপ্তি করে, পক্ষান্তরে ভগবৎপ্রীতিতে কারণাদি সকলই স্বতঃই অলৌকিক বলিয়া রসতাপ্রাপ্তির যোগ্যই।

পরিকরাঙ্কুর (সা কৌ ১১।৯, কাব্য ৯।৮৪) সাভিপ্রায় বিশেষ্যের বর্ণনা থাকিলে 'পরিকরাঙ্কুর' অলঙ্কার হয়।

যেমন—'চতুর্ণাং পুরুষার্থানাং দাতা দেবশ্চতুর্ভুজঃ' এই বাক্যে 'চতুর্ভুজ' এই বিশেষ্যপদ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়দান সামর্থ্যাভিপ্রায়গর্ভ।

পরি-কর্ম (ভা ৯।১৫।১৭) পরিচর্যা—স্বামী। ২ (মাম ৮।৪) প্রসাধন। কুঙ্কুমাদিদ্বারা অঙ্গ-সংস্কার, ৩ পরিচারক। **-কর্শিত** (ভা ১০।৭৩।২) ক্লেশিত—স্বামী। °**কলন** (লনা ৭। ৩৩) বিচার। **-কাঙ্ক্ষিত**—তপস্বী। **-কূল**—উভয়দিকে স্থিত কূল। **-কৃত** (মুক্তা ২।৩০) পরিহিত। **-ক্রম** (সিন্ধু ১।২।১৩৫) প্রদক্ষিণ, ভক্ত্যঙ্গ। শ্রীবিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ-পরিক্রমার ফল হয়। শীঘ্র ফলপ্রদ বলিয়া গঙ্গাদি তীর্থগমন হইতেও ইহার ফলাধিক্য। ২ (রত্না ৫।২৯৬৫) তালবিশেষ। কন্দর্পতালের ন্যায়। 'কন্দর্পতালস্তস্যৈব পর্যায়ঃ স্যাৎ পরিক্রমঃ'। **-ক্রমণ** (ভা ৩।৮।১৬) প্রদক্ষিণ। **-ক্রান্ত** (ভা ১০।৫৪।১) পরিবৃত—স্বামী। **-ক্রান্তি** (ভা ৪। ২৯।২২) পরিভ্রমণ। **-ক্রিয়া**—পরিখাদিদ্বারা বেষ্টন। ২ একাহ-যজ্ঞভেদ। **-ক্রোশন** (বিনা ২।১৫) উচ্চ আহ্বান। **-ক্লিষ্ট** (স্তব ১৮। ২) ব্যাপ্ত। **-ক্ষয়**—নাশ। **-ক্ষিৎ**—অভিমন্যুর পুত্র। **-ক্ষিপ্ত** (ভা ৫।২০।২) পরিবেষ্টিত—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮৯।৫৫) সর্বদিকে স্ফূর্তি-প্রাপ্ত। **-ক্ষেপী** (হরি ৫।৩২৫) সম্যক্ প্রেরণশীল। সর্বদিকে ক্ষেপণ-শীল। **-খা**—রিপুগণের দুষ্প্রবেশতার জন্য পুরীপ্রভৃতির চতুর্দিকে গর্তরূপ জলাধার-স্থান। **-খাত** (ভা ৫।১। ৩০) গর্ত—স্বামী; পরিখা। **-গত** (পদ্যা ২৫৬) প্রাপ্ত, ২ ব্যাপ্ত, ৩ জ্ঞাত, ৪ চেষ্টিত, ৫ গত, ৬ বেষ্টিত। **-গমিত** (মালা ছ ১৭) প্রক্ষিপ্ত। **-গহন**—অত্যন্ত গহন। **-গীত** (পদ্যা ২৬) স্বরাদিযোগে গীত। ২ (দশ ১০) [পরির্নিষেধে] অগীত, ৩ অসম্যক্ প্রকারে উচ্চারিত, ৪ উচ্চারণে কৃতযত্ন ব্যক্তির কণ্ঠমধ্যস্থ হইয়া অব্যক্ত বা অপূর্ণ। **-গুণিত** (ভা ৫।৩।১৩) অভ্যস্ত—স্বামী। **-গুণ্ঠন** (ভাবনা ৫।২৬) অবগুণ্ঠন। **-গৃহীত**—স্বীকৃত। **-গ্রহ** (ভা ১। ১৫।২০) স্ত্রী, ২ (ভা ১০।৮২।২৮) মূল, ৩ সেবক—সনা। ৪ (ভা ১০। ৮০।১৮) আলিঙ্গন—স্বামী। ৫ (ভা ১১।৩০।৩৫) পরিবারবর্গ। ৬ (গীতা ৪।২১) গ্রহণ, ৭ শরীরনির্বাহোপ-যোগী উপকরণাদি। [৮ শপথ, ৯ সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ]। **-গ্রাহ** (হরি ৫।৪০৩) যজ্ঞবেদি-বিশেষ। **-ঘ** (ভা ১১।৩০;২১) লৌহদণ্ড—স্বামী। ২ (গোলী ১৬।২৪) মুদ্গর। [৩ শূল, ৪ গৃহ, ৫ কুম্ভ]। **-চয়** (সিন্ধু ২।১।২০১) শক্তি-সম্বন্ধ—মু। ২ (অকৌ ১০।৩২) নিবিড় সংযোগ, ৩ ধ্যান—বি। ৪ (অকৌ ৩।৩) বিদ্য-মানতা। **-চয়ী** (মালা গীত ১৩) পণ্ডিত। **-চর** [পরি—চর+ট] ভৃত্য, ২ পর-প্রহার হইতে রথ-রক্ষক। ৩ প্রজা ও সামন্তাদির ব্যবস্থাপক, ৪ রাজভৃত্য। **-চরণ** (ভা ১০।৮৭।২৭) বৃন্দাবনে প্রীতিজনক বাস—প্রবো। ২ (আচ ১১।১১১) সেবা। **-চর্যা** (ভা ১২।১১।২) উপাসনা—স্বামী। ২ (হ ১১।৪৫৭) পূজা, সেবা। ৩ (সিন্ধু ৩।২।৩১) স্বস্ব-যোগ্য আনুগত্য—জী। ৪ (সিন্ধু ১।২। ১৪০) সেবাযোগ্য উপকরণাদির শোধন বা সজ্জীকরণ এবং চামর, ছত্র ও বাদ্যাদি সহকারে উপাসনা—এই দ্বিবিধ পরিচর্যা—(ভক্ত্যঙ্গ)। **-চায়িত** (আচ ১১।১৭১) কৃত-পরিচয়, ২ [চায়্ পূজা-নিশামনয়োঃ ভ্বাদিঃ] প্রদর্শিত। **-চায্য** (হরি ৫। ১৭৬) [পরি—চিঞ্+ণ্যৎ] যজ্ঞাগ্নি। **-চার** [পরি—চর ভাবে ঘঞ্] সেবা; **-চারিক** (নিধি ২৪৩) সেবা। **-চারিকা** (উ ৭।৬৬, কৃগ পরি ৮৩) গৃহসম্মার্জন, সংস্কার, আলেপ ও দুগ্ধা-বর্ত্তনাদি কর্মে নিপুণা—লবঙ্গমঞ্জরী, ভানুমতী, ধনিষ্ঠা, চন্দনকলা, গুণ-মালা, রতিপ্রভা, তরুণী, ইন্দুপ্রভা, শোভা ও রম্ভাদি। **-চিত** (ভা ৫। ৭।১২) সমিদ্ধ—স্বামী। ২ (হংস ৩) পরিশীলিত। ৩ (গোচ পূর্ব ২১।১৩৩) ব্যাপ্ত। **-চিৎ** [পরি—চি—কর্মণি ক্বিপ্] চতুর্দিকে স্থাপিত, ২ [কর্ত্তরি ক্বিপ্] পরিচয়-কর্ত্তা। **-চিন্তক** (ভা ৩।৩২।২৮) উপাসক—স্বামী। **-চ্ছদ** (ভা ৭।১১।২৬) গৃহোপকরণ—স্বামী। ২ (আচ ৭।১০২) বিস্তার। ৩ (কৃষ্ণা ৪।২৩) আকার। ৪ (সিন্ধু ৩।৩।১২৩) চতুর্দিকস্থ পত্র-সমূহ—মু। ৫ (ভা ১০।৬।৯) আবরণ। ৬ (ভা ১০।৫০।১১) ধ্বজপতাকাদি। ৭ পরিবার। **-চ্ছিত্তি**—পরিচ্ছেদ, ২ অবধারণ। **পরিচ্ছেদ-বাদ** (তত্ত্ব ৩৭) যেরূপ

প্রস্তরখণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড দেখা যায়, সেরূপ বাস্তবোপাধিদ্বারা ছিন্ন হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মের একখণ্ড 'ঈশ্বর' ও অন্যখণ্ড 'জীব'—এরূপ কল্পনাকে 'পরিচ্ছেদ'-বাদ বলে। শুদ্ধ ব্রহ্ম কোনও কালে কোনও বস্তুর বৃত্তি-বিষয় হন না। যে সব ধর্ম থাকিলে তিনি অপরের বৃত্তি-বিষয় হইতে পারেন, তাহার কোনটাই তাঁহাতে নাই; সুতরাং মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন (খণ্ডিত) হইয়া ঈশ্বর বা জীব হইয়াছেন—এ কথা বলা অসঙ্গত। অবিষয় ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ-বিষয় হইতে হইলে এই কয়টী কথা অনুধাবন করার প্রয়োজন—তিনি সর্বাস্পৃশ্য, সুতরাং টঙ্কের (ছুতারের যন্ত্র বাটাল)-যোগে পর্বত হইতে খণ্ডিত পাষাণের মত তিনি ঈশ্বর বা জীব হইয়াছেন, একথা বলা যায় না। তাঁহাকে খণ্ডিত হইতে হয়, এই ভয়ে যদি বলা হয় যে অখণ্ড ব্রহ্মেই কোন এক দেশে উপাধি-যোগ হইয়া তদাবৃত অংশ ঈশ্বর বা জীব—তাহা হইলে উপাধি ত গতিশীল কিন্তু তাহার চলনে তদ্যুক্ত অখণ্ড ব্রহ্মের চলন সম্ভব হয় না, অথচ ঈশ্বর ও জীব ত চলাফেরা করেন। বিশেষতঃ একই অখণ্ড ব্রহ্মে কতক অংশ উপহিত, তাহার অপরাংশ অনুপহিত—এই শাঙ্কর্য-(মিশ্রণ)-দোষ হয়। যদি বলা হয় যে ব্রহ্মের সর্বাংশই উপহিত হইয়া ঈশ্বর ও জীব হইয়াছেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম যে অনুপহিত—এই সংজ্ঞা তাহার লোপ পায়। যদি বলা হয় যে ব্রহ্মকে অধিষ্ঠান না করিয়া তাহার উপাধিই ঈশ্বর এবং জীব হইয়াছেন, তাহা হইলে মুক্তি হইলে ঈশ্বর এবং জীব বলিতে কিছু থাকে না, কারণ উপাধির অতিরিক্ত কোন অধিষ্ঠান ত মূলে স্বীকার করা হয় নাই; অধিষ্ঠান-নিরপেক্ষ উপাধি-মাত্রকেই ঈশ্বর এবং জীব বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম পরিচ্ছেদ-বাদের বিষয় নহেন। °চ্ছিন্ন (রত্ন ৬।১৩) ইয়ত্তাবিশিষ্ট, ২ নির্ণীত।

পরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মবাদ (গোভা ১।১।১) 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' এই বেদ-বাক্যাবলম্বনে আপাততঃ দৃষ্টিতে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মেরই জীবত্ব-কল্পনা। কিন্তু ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য ও অখণ্ড্য বলিয়া জীবকে ব্রহ্মখণ্ড স্বীকার করিলে জীব সাদি হয়, সুতরাং তাহার অনাদিত্বে দোষ পড়ে। অন্যান্য আপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় সর্বসম্বা-দিনীর পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যাদি দ্রষ্টব্য। **-চ্ছেদ-ব্যবস্থা** (তত্ত্ব ৩৬) শঙ্কর-মতে—বৃহদট্টালিকায় আবদ্ধ আকাশ ও ঘটাবদ্ধ ক্ষুদ্রাকাশের ন্যায় বিদ্যাময় ও অবিদ্যাময় উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যের বৃহদংশ ঈশ্বর ও অপরাংশ জীব, ইহাই পরিচ্ছেদ-বাদ। **-চ্ছেদ্য** (সস ভগ ১০) সর্বগতরূপে অগম্য, ২ প্রকাশ্য, ৩ প্রবর্তনীয়, ৪ উপলক্ষিত, ৫ প্রমেয়। ৬ অবধার্য। **-জন**—পরিবার, ২ প্রতিপাল্য জন। **-জল্পিত** (উ ১৪। ২০১) শ্রীকৃষ্ণের নির্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদি দোষের প্রতিপাদন-পূর্বক যাহাতে স্বীয় বিচক্ষণতার প্রকাশ পায়, তাহাই 'পরিজল্প'। **জৃম্ভিত** (হ ৫।১৯২) বিবর্দ্ধিত। **-জ্ঞান**—সূক্ষ্ম জ্ঞান। **-ণত** (গোচ পূর্ব ১। ৫৯) মিলিত। ২ (আচ ১৫।৮১) নদীতটে বক্রভাবে দন্তপ্রহারে প্রবৃত্ত হস্তী। ৩ (উ ৮।১১৩) বৃদ্ধ। ৪ (আচ ১।৫৭) পক্ব; পরিপাক-প্রাপ্ত। **-ণতি** (বিনা ৪।৩৬) অব-স্থান্তর। ২ (মুক্তা ১৪) ফলকাল। ৩ (উ ৭।৬৯) মর্দন, ৪ করাঘাত—বি। ৫ দন্তাঘাত—স্ত্রী। **-ণয়** (স্তব ৯।৩৭) সংযোজন। ২ বিবাহ। **-ণাম** (ভা ২।৫।২২) রূপান্তরাপত্তি —স্বামী। ২ (বৃভা ১।৭।১২৬) পশ্চাৎ, ৩ পরিপাক। ৪ (শেষ ৪।৬, সাকৌ ১১।১১) বর্ণনীয় পদার্থের উপকারী পদার্থ, বিষয়ের (উপমেয়ের) সহিত অভিন্নভাবে আরোপিত হইলে 'পরিণাম' অলঙ্কার হয়। ইহা দ্বিবিধ—সমানাধিকরণ ও অসমানা-ধিকরণ। বিষয় (উপমেয়) ও আরোপ্য (উপমান) এই দুইটি পদার্থের বাচক পদদ্বয়ে সমান-বিভক্তি হইলে সমানাধিকরণ এবং অসমান হইলে অসমানাধিকরণ 'পরিণাম' হইবে। রূপকালঙ্কারে উপমানের অভেদ বিষয়ে (উপমেয়ে) প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরিণামে একজাতীয় ফল সাধন করে বলিয়া উপমান-উপমেয়ের অভেদ প্রকাশ পায়—ইহাই ভেদ।

পরিণামবাদ (গোভা ১।৪।২৩-২৬, নাম টী ২।৯) সাংখ্যদর্শনে ও রামানুজাদি বৈষ্ণব-দর্শনে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বিশেষ। বিকারবাদ বলিয়াও কুত্রাপি কথিত হয়। কোনও পদার্থ স্বীয় রূপত্যাগ করিয়া যখন নানা-রূপে প্রতিভাসমান হয়, তখন ঐ ব্যাপারটিকেই 'পরিণাম' বলে। সাংখ্যকারিকায় (১৬) 'পরিণামতঃ

সলিলবৎ' সূত্রে ইহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং বাচস্পতি মিশ্রও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। জলদ-বিমুক্ত জল একরস হইয়াও ভূমিবিকার প্রাপ্ত হইয়া নারিকেল, কদলী, বিল্ব প্রভৃতি ফলরসরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্ন রসের হেতু হয়। মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, সুবর্ণের বিকার কুণ্ডল, দুগ্ধের পরিণাম দধি ইত্যাদি। যে ব্যাপারে দ্রব্যের পূর্বধর্ম নিবৃত্ত হইয়া ধর্মান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহাই পরিণাম। এই মতে ব্রহ্মই স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াও বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। এই মতাবলম্বিরা দ্বিবিধ; (১) সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাশুপতাদি—ইহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিই মহৎ, অহঙ্কার ইত্যাদিক্রমে জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে। ইহারা অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করেন না, আবির্ভাব ও তিরোভাবই অঙ্গীকার করেন। এই মতে কারণে ও কার্যে অভেদ। (২) দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবাচার্যগণ মতে ব্রহ্মই অচিন্ত্যশক্তিতে স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। ['বিবর্তবাদ' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

পরিণায় (হরি ৫।৩৯৭) [পরি—নীঞ্‌+ঘঞ্‌] পাশক্রীড়ায় শারিচালন। **-ণাহ** (ভা ৫।১৬।১২) বিস্তার। ২ (চৈকা ৬।৯১) বিশালতা। ৩ (গীগো ৪।১৩) দৈর্ঘ্য। **-ণেজিনী** (ভাবনা ৪।৬) জিহ্বা-মার্জনী। **-ণেতা** (উ ৮।১১৩) বিবোঢ়া। [২ সর্বদিকে নেতা]। **-তঃ** [ব্য] চতুর্দিকে, সর্বতোভাবে। **-তাপ**—দুঃখ, ২ শোক, ৩ কম্প, ৪ ভয়। ৫ অত্যুষ্ণতা। **-তোষ** (চৈত ৪।২২।২৩) রসাস্বাদ, ২ (মালা গোবৎস°) উৎসব। **দান**—বিনিময়। **-দায়**—আমোদ-দায়ক সুগন্ধ। **-দায়ী**—অকৃতদার জ্যেষ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কন্যাদাতা। **-দাহী** (হরি ৫।৩২৫) সম্যক্‌ দহনশীল। **-দিগ্ধ** (অকৌ ৮।৪১) বিলিপ্ত। **-দেবন** (লনা ৩।৮) বিলাপ, শোক, অনুশোচনা। **-দেবনা** (গোভা ২।২।১৯) [বৌদ্ধমতে] শোকজন্য বিলাপ। ২ (গোচ পূর্ব ১৬।২৬) চিন্তা। **-দেবী** (হরি ৫।৩২৫) সম্যক্‌ ক্রীড়াশীল, ২ সম্যক্‌গমনশীল। ৩ সংজিগীষাপর, ৪ সম্যক্‌ ইচ্ছাযুক্ত, ৫ সংদীপ্তিশীল। **-ধান, -ধানীয়** পরিহিত বস্ত্র। **-ধি** (ভা ১০।২৩।২২) পরিধান—স্বামী। ২ (ভা ১।১০।৩) সমুদ্র—স্বামী। ৩ উর্দ্ধগ দিঙ্‌মণ্ডল। ৪ (ভা ১০।২০।৩) চন্দ্র ও সূর্যের মণ্ডল। ৫ (ভা ৩।১৭।৮) পরিবেশ, গ্রহণ। **-নিষ্ঠা**—পর্যবসান। **-নিষ্ঠিত** (গীতা ৯।১) স্বয়ং হরিভক্তি-নিরত হইয়াও লোকসংগ্রহার্থ স্বধর্মাচারী। ২ (প্রে ১৪ ঘ) শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। **-নিষ্পন্ন** (গোভা ১।১।৩) সিদ্ধ—বল। **-ন্যাস** (নাচ ৭৬) বীজের নিষ্পত্তিকথনই নাট্যশাস্ত্রে 'পরিন্যাস'। **-পক্ব**—পরিপাকযুক্ত, ২ পরিণত। **-পচ্যমান** (নাম ৩।৫) ফলোন্মুখ। **-পণন** (আচ ৮।৭০) ক্রয়। ২ মূলধন। **-পন্থী** (ভা ৪।২।২৮) প্রতিকূল, বিরোধী। ২ শত্রু। **-পবন** [পরিপূয়তেঽনেন—পরি+পূ—করণে ল্যুট্‌] চালনী। **-পাটী** (প্রেচ ২।১৪) নৈপুণ্য, ২ (গোবি ৭০) অনুক্রম। ৩ (বৃভা ১।৬।৭২) ভঙ্গিবিশেষ। **-পিচ্ছ** (ভা ১০।১৪।১) উৎকৃষ্ট ময়ূরপুচ্ছ। **-পিচ্ছল** (ভা ১০।১৪।১) [পরি পরিতঃ পীঃ প্যানং বৃদ্ধির্যস্য তথাভূতং ছলং মায়া যস্য] সর্বতোবৃদ্ধ মায়াময়—জী (ক্রম°)। **-পিঞ্জরিত** (হ ৫।১৮০) নানাবর্ণ-বিশিষ্ট। **-পূত**—অত্যন্ত শুদ্ধ। **-পূর্ণতা**—আভোগ। **-প্রশ্ন** (গীতা ৪।৩৪) বিবিধ আন্তরিক জিজ্ঞাসা। যুক্তাযুক্তত্ব-প্রশ্ন। **-প্লব** (ভা ৯।২২।৪২) সোমবংশ্য রাজা সুখীনলের পুত্র। ২ (সিন্ধু ২।৩।৯৫) চঞ্চল, ক্ষুব্ধ। **-প্লুত** (ভা ৩।১৯।৭) ক্ষুভিত—স্বামী। [২ জলাদিদ্বারা আর্দ্রীভূত]। **-ফুল্ল** (বিনা ৫।২৬) বিকশিত, ২ আনন্দিত। **-বর্হ** (ভা ৪।৩।৯) বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি। ২ (ভা ১০।৩৫।৬) কোমরবন্ধ। **-বর্হণ** (ভা ৫।৫।২৬) আরাধন। **-বৃংহণ** (ভা ৫।১।৭), **-বৃংহণতা** (গোচ পূর্ব ১।১০৫) সমৃদ্ধি। **-বৃংহিত** (ভা ১।৪।৩) পরিপূর্ণ, বৃদ্ধ। **-বৃঢ়** (ভা ৫।১৮) শ্রেষ্ঠ, প্রধান। ২ (চরিত ৩৪১) প্রভু, ৩ (বৃভা ২।৪।২৭৪) নায়ক। ৪ (নাম ১।৭) অপরিচ্ছিন্ন, ৫ (গোচ পূর্ব ১৬।৫৮) সমর্থ। **-ভব** (স্তব ১০।৭) পরাজয়। ২ (চচ ৪।৪৪) তিরস্কার। ৩ (হ ৮।৩৪২) ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদি-জনিত তিরস্কার, ৪ সর্বদুঃখ। ৫ (ভা ১১।১৪) পৃথিবীতে প্রকাশে বিমুখী-করণ। ৬ (ভা ১১।২৩।২০) অব-

মান। ৭ (মালা রাস ২) উল্লঙ্ঘন। -ভাব (হরি ৫।৪০৬) তিরস্কার। -ভাবনা (নাচ ৮৮) প্রশংসনীয় গুণাদিদ্বারা চিত্তের চমৎকার-সাধন। -ভাবিত (ভা ৩।৯।১১) শোধিত— স্বামী। ২ যোগ্যতা-প্রাপিত—জী। ৩ সর্বতোভাবে বাসিত, ৪ সর্বথা প্রকটীকৃত—বি। ৫ (ভা ৯।৪।২৫) অতিশায়িত। ৬ (আচ ১৫।৩০১) তিরস্কৃত। -ভাষণ (নাচ ২১০) পরস্পর জল্পনা বা পরিবাদকে নাট্য-শাস্ত্রে 'পরিভাষণ' বলে। ২ (ভা ১০।৮৫।২) সম্বোধন।

পরি-ভাষা (কৃষ্ণ ২৯) যে বাক্য অনিয়মিত ভাবে বর্ণিত বিষয়-বস্তুসমূহকে কোন নিয়মে শৃঙ্খলিত করে, তাহার নাম—পরিভাষা। শাস্ত্রে ইহা একবার পঠিত হইলেও উহাদ্বারা কোটি কোটি বাক্য নিয়মিত হয়। 'অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা' (হরি ১৪২)। পরিভাষা সাধারণতঃ তিন প্রকার—(১) জ্ঞাপকসিদ্ধা, যেমন—'সংজ্ঞা-পূর্বকো বিধিরনিত্যঃ'। (২) ন্যায়মূলা বা ন্যায়সিদ্ধা, যেমন—'একদেশ-বিকৃতমনন্যবৎ।' (৩) বাচনিকী, যেমন—'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্'। ইহাদের আবার বিভেদ আছে।

শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণোক্ত কতিপয় পরিভাষা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গয়োরন্তরঙ্গবিধি-র্বলবান্ (১।৫৯, ২।৬৬, ৫।৯০)।

২। অর্থবদ্গ্রহণেঽনর্থকস্য ন গ্রহণম্ (১।৫৮, ৬।২৯৬)।

৩। আগমবিধির্বলবান্ (২।৯৩)।

৪। আগম-শাসনমনিত্যম্ (৩।৩৪৬)।

৫। উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ (৩।৫১২, ৬।৯)।

৬। উৎসর্গাপবাদয়োরপবাদো বল-বান্ (১।৫৯, ৫।১৫১)।

৭। উপপদ-বিভক্তেঃ কারক-বিভক্তির্বলীয়সী (৪।১১৯)।

৮। একদেশবিকৃতমনন্যবৎ (১। ১৪৬, ২।৯, ৬৮, ৯৩)।

৯। একযোগনির্দিষ্টানাং সহ বা প্রবৃত্তিঃ সহ বা নিবৃত্তিঃ (৬।২২৯)।

১০। কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্য-বৎ প্রকাশতে (৫।২২০)।

১১। গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্য-সংপ্রত্যয়ঃ (৪।৪২, ২১৩)।

১২। দ্বন্দ্বাৎ পরঃ পূর্বো বা শ্রূয়মাণঃ শব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে (৬।১১৭)।

১৩। নাম্নো গ্রহণে লিঙ্গবিশিষ্টস্যাপি গ্রহণম্ (১৫৬, ২।৭৩, ৬।৩২)।

১৪। নিত্যানিত্যয়োর্নিত্যবিধি-র্বলবান্ (১।৫৯)।

১৫। পূর্বত্রাসিদ্ধম্ (১।১০২)।

১৬। পূর্বপরয়োঃ পরবিধির্বলবান্ (১।৫৯)।

১৭। প্রকৃতি-প্রত্যয়ৌ প্রত্যয়ার্থং সহ ব্রূতঃ (৪।১১, ৫।২)।

১৮। যাবৎ সম্ভবস্তাবদ্বিধিঃ (২। ৪৮, ৩।২৭৬)।

১৯। যেন নাব্যবধানং সম্ভবতি, তেন ব্যবধানেঽপি স্যাৎ (৩।৫১, ৩৩৭)।

২০। যোগবিভাগেন যথেষ্টসিদ্ধিঃ (৩।৩৩৭, ৬।৪৪)।

২১। লাক্ষণিক-প্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈব গ্রহণম্ (১।৭০, ২।৬৬, ৩।৪০৯)।

২২। শিৎ সর্বস্য (২।৭৭, ১২৬)।

২৩। সকৃদপি বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেব (৩।৫৫, ২৫২, ২৭৬)।

২৪। সন্দেহে তু ন লুগ্বিকরণস্য গ্রহণম্ (৩।৪৩৬)।

২৫। সন্নিপাত-লক্ষণো বিধির-নিমিত্তং তদ্বিঘাতায় (৩।১৮৮, ৭।২৫৯)।

২৬। সমাসান্তবিধিরনিত্যঃ (৭।৯৬)

২৭। সর্ববিধিভ্যো হরো, হরাৎ সর্বেশ্বরাদেশো বলবান্ (২।৬২)।

২৮। সার্থক-নিরর্থকয়োঃ সার্থক-স্যৈব গ্রহণম্ (৭।১৯৩)।

২৯। স্থানে সদৃশতমঃ (১।৯৬, ১০৯)।

৩০। স্বার্থিকাঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গ-বচনান্যতিক্রান্তা ভবন্তি (৭।১০২৭)।

বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ে বহু পরিভাষা এবং তট্টীকাদি বিদ্যমান আছে—

১। পরিভাষা-টীকা (হরিদীক্ষিত); ২। পরিভাষাপাঠ (দুর্গসিংহ); ৩। পরিভাষাবৃত্তি (নীলকণ্ঠ, পদ্মনাভ, রামভদ্র, সীরদেব); ৪। পরিভাষার্থ-সংগ্রহব্যাখ্যাচন্দ্রিকা; ৫। পরিভাষা-সূত্র (অভিনব শাকটায়ন, গোয়ী চন্দ্র); ৬। পরিভাষেন্দুশেখর (নাগেশভট্ট); ৭। পরিভাষোপস্কার (হরি দীক্ষিত)।

পরি-ভু (প্র ৩।১) মায়াভিভবী—বাগীশ। °ভূতি (ভা ১১।২৩।২৯) তিরস্কার—স্বামী। ২ (ভাবনা ৭।৪৬) অনাদর। -মণ্ডল (গোভা ২।২।১১) পরমাণু-পরিমাণযুক্ত। [২ বর্তু-লাকার]। -মর—বায়ু। -মর্দ—ঘর্ষণ, ২ নাশন, ৩ হিংসন। -মল (বিনা ৫।২৪) সম্ভোগ, ২ বিমর্দ।

৩ (লনা ১৩৭) বিমর্দোত্থ জন-মনোহর গন্ধ, ৪ (আচ ১৫।২১৯) সাদ্গুণ্য, ৫ কৌতুক। ৬ (মাল: গোবি ৭) বিস্তার। ৭ (উ ৩।১৮) অতিশয়—বিষ্ণু। **-মলন** (আচ ১৩।৯২) ধারণ। ২ (আচ ১১। ১৩৯) সম্মিলন। **-মাণ** (আচ ৮। ৯১) তোলন। ২ (হরি ৭।২১৭) [পরিমীয়তে যেন তৎ] আঢ়কাদি। **-মুণ্ডা** (চৈচ অন্ত্য ১০।৬৮) [উৎকলজ শব্দ] কোনও পূজ্য ব্যক্তি বা দেবতার নিকট নিজের দীনতা-প্রকাশ। ২ অনুকৃত দোষ বা অপরাধ নিজের উপর গ্রহণজন্য প্রার্থনা। ৩ মনের দুঃখ-প্রকাশ। ৪ নমস্কার করা। ৫ ধন্য ধন্য করা। ৬ অনুনয় বিনয় করা। **-মুষিত** (বৃ ১।৮৭) হৃত, লুপ্ত। **-মৃষ্ট** (ভা ৭।১১।২৬) নির্মলীকৃত। ২ (ভা ৬।১৬।৫৫) নিরস্ত। **-মোক্ষ** (ভা ২।৬।৮) সম্যক্ মুক্তি, ২ নির্বাণমুক্তি, ৩ মোচন। **-রথ্যা**—চতুষ্পথ। **-রক্ষিত** (ভা ৫।১।২৩) দগ্ধ। **-রম্ভ** (হংস ১২৩) আলিঙ্গন। **-রম্ভোদ্যম** (উ ৭।৮৪) [নাট্যশাস্ত্রোক্ত] বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্বক আলিঙ্গনানুকরণ। **-রাটী** (হরি ৫।৩২৫) [পরি—রট্ ভাষণে+ণিনি] সম্যক ভাষণশীল। **-রিপ্সু** (স্তব ২৬।৪) আলিঙ্গনেচ্ছু। **লেখন**—যজ্ঞস্থানের চতুর্দিকে রেখাদি করণ। **-বৎসর**—সম্বৎসরের অন্তর্গত বৎসর-ভেদ। **-বদন** (আচ ১২।১৫) তিরস্কার। **-বয়ন** (ভা ১০।৮৭।২৭) বন্ধন। **-বর্জন**—মারণ, ২ ত্যাগ। **-বর্জনীয়** (হ ১১।৬৯৬-৭৯০) কেশ, অস্থি, কণ্টক, অমেধ্য বস্তু, পূজাদ্রব্য, ভস্ম, তুষ, স্নানার্দ্র ভূমি, অনার্য লোকের আশ্রয়, কুটিলতা-শিক্ষাদান, অমিতাহারী, দেববিমুখ, বর্ণাশ্রমোচিত-ক্রিয়াশূন্য ব্যক্তি, অতিনিদ্রা, অতিজাগরণ, উচ্চস্থানে অবস্থানাদি দূরতঃ পরিত্যাজ্য। **-বর্ত্ত** (ভা ১।৩।৩৯) জন্মমরণাদি আবর্ত্ত—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮৭।২১) অবগাহ। ৩ (প্রীতি ২০) অভ্যাস। ৪ (হ ১০।৪৩৯) বিগাহ, ৫ তরঙ্গ। ৬ বিনিময়। **-বর্ত্তক** (নাচ ৪৬৬) প্রারব্ধ কার্য ত্যাগ করত অন্য কার্য করাকে নাট্যশাস্ত্রে 'পরিবর্ত্তক' বলে। **-বর্ত্তন** (মুক্তা ২।২০) বামদক্ষিণে ভ্রমণ। ২ বিনিময়। **-বাদ** (গোলী ১০।৮৫) নিন্দা, অপবাদ। ২ বীণাবাদন-সাধন। **-বাদিতা** (বিনা ৭।৫৯) মিথ্যা কলঙ্ক। **-বাদিনী** (শ্যা ৪৭) সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বীণা। **বাদী** (হরি ৫।৩২৫) [পরি—বদ্+ণিনি] নিন্দুক, ২ অপবাদক। **-বার** (কৃষ্ণা ৪।১০) পরিচ্ছদ। ২ (গীগো ৮।৫) সমূহ। ৩ (গীগো ২।৭) পরিগ্রহ। ৪ পরিজন। ৫ (গীগো ২।৬) প্রকর্ষ—প্রবো। **বাসিত** (গোলী ৪।১৪) সুবাসিত। **-বাহ** [পরি বহ+ঘঞ্] জলোচ্ছ্বাস। **-বাহিত** (মালা ব্রজ ৪) প্রবাহ। **-বাহী** (ভাবনা ৪।২১) প্রণালীযুক্ত। **-বিত্ত, বিন্ন**—পূর্বে কৃতদার কনিষ্ঠের অকৃতদার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা। **-বীত** (গোচ পূর্ব ২।৩০) পরিহিত। ২ (গোলী ৭।১০৫) যুক্ত। **-বৃত** (বৃভা ২।৩।৫৯) পরিজন। **-বৃতি** (গোচ পূর্ব ৬।৪) অঙ্গাবরক বস্ত্র। ২ (গোচ উত্তর ১।৪৬) পরিবেষ্টন। **-বৃত্ত** (ভা ১। ১১।৩০) সর্বদিকে প্রস্তৃত, ২ বিস্তীর্ণ। ৩ (হ ৫।১৭৯) ক্রম-বলিত। **-বৃত্তি** (বৃভা ১।৭।১১২) বিপর্যয়। ২ (অকৌ ৮।৩৭) সমান বা অসমান দুই বা বহু পদার্থের বিনিময় হইলে 'পরিবৃত্তি' নামক অলঙ্কার হয়। **-বৃত্তিসহ** (অকৌ ২।১০) বাক্যঘটকীভূত পূর্বপদের সমানার্থক অন্য শব্দ ব্যবহারেও যদি স্বার্থহানি না হয়, তবে সেই শব্দকে পরিবৃত্তিসহ বলে। যিনি বসুদেবকে আনন্দিত করেন, তাঁহার নাম—বসুদেব-নন্দন, এস্থলে পূর্বপদ পরিবৃত্তিসহ, 'বসুদেব-পুত্র' শব্দব্যবহারে কিন্তু কখনই পূর্বোক্ত অর্থ থাকে না। **-বেত্তা** (গোচ উত্তর ২১৯) জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহ না হইতে কৃতদার কনিষ্ঠ। **-বেদনীয়া, বেদিনী**—পরিবেত্তার স্ত্রী। **-বেধন** (ভা ১০।৩৭।৪) ভ্রামণ—স্বামী। **-বেশ** (গোচ পূর্ব ১।৯৯), **-বেষ** (গোচ পূর্ব ২।৮৩) পরিধি। ২ (মাম ৮।৫) মণ্ডল। 'বাতেন মণ্ডলীভূতাঃ সূর্যাচন্দ্রমসোঃ করাঃ। মালাভা ব্যোম্নি তদ্বতে পরিবেষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ'। **-ব্রজিতা** (গৌকৃ ৬।২), **-ব্রাজক** (হলী ৭৯), **-ব্রাট্** (হরি ৫।২৭৫) সন্ন্যাসী। **-শিষ্ট** [পরি-শিষ্+ক্ত] অবশেষ। **-শীলন** (গীগো ১।২৮) আলিঙ্গন—বা। ২ (গীগো ১১।২৯) প্রকাশন, ৩ অনুভব—প্রবো। **-শ্রমণ** (ভা ১০।৮৭।২১) গতশ্রম—স্বামী ২ অতিশ্রম—বি। ৩ (সিন্ধু ১।২।৪০) বর্জিত-সংসার। ৪ (হ ১০।৪৩৯) অভ্যাস। ৫ কৃত-

পরিশীলন। **-শ্রাম** (ভা ২।৯।২১) সাধন-প্রয়াস—স্বামী। **-শ্রিত** (ভা ১০।২৫।৩৩) চতুর্দিকে বেষ্টিত। ২ সমাশ্রিত, ৩ আশ্রয়। **-ষৎ** (বৃভা ২।৭।১৫৪) সভা। ২ ধর্মনির্ণয়ার্থ বিদ্বন্মণ্ডলীর সভা। **-ষদ**—অনুচর। **ষদ্বল** (হরি ৭।৯৫৩) [পরিষৎ+বলচ্] সভাসদ। **-ষীবণ**—গাঁঠ দেওয়া। **-ষ্কার** (গোচ পূর্ব ৪।৩২) ভূষণ। ২ (বিনা ৩।৫৪) বিঘ্নশূন্য। ৩ শুভ্র। ৪ গুণান্তরাধান, ৫ সংস্কার, ৬ শুদ্ধি। **-ষ্কৃত** (ভা ১০।৬৯।১০) শোভিত, ২ (চরিত ২০২) শোধিত। **-ষ্কৃতি** (গোচ পূর্ব ৪।৩২) ভূষণ। **-ষ্ক্রিয়া** (ভাবনা ৮।৫৮) ভূষণ। ২ (সিন্ধু ১।২।১৪০) শোধন, ৩ পরিষ্করণ। **-ষক্ত** (মুক্তা ২।৩) ব্যাপ্ত, ২ (ভা ১০।৩।১০) স্ফুরিত। **-ষঙ্গ** (ভা১০।৮৫।৫১) মরীচির পুত্র। কন্যারমণে উদ্যত ব্রহ্মাকে উপহাস করত অসুরযোনি লাভ করেন। ২ (হংস ২২) আশ্লেষ। ৩ (নাম ৩।২৩) সম্বন্ধ--জ্ঞী। ৪ (শ্যা ৪০) বন্ধ। **-সংখ্যা** (ভা ৫।১৮।১৫) গণনা। ২ (অকৌ ৮।৪৪) যেস্থলে প্রশ্নপূর্বক আখ্যান হয়, অথবা তাহার সামান্যধর্মের নিষেধ করা হয়, যেস্থলে প্রশ্নপূর্বক আখ্যানের ও তাহার সামান্য ধর্মের নিষেধে ব্যঙ্গ্যত্ব হয়. কিন্তু বাচ্যত্ব নাই এবং যেস্থলে প্রশ্ন ব্যতীত আখ্যানের ও তদীয় সামান্যধর্ম-নিষেধের বাচ্যত্ব অথচ প্রশ্নপূর্বকের ব্যঙ্গ্যত্ব হয়—সেই সেই স্থলে 'পরিসংখ্যা' অলঙ্কার হইবে। এই অলঙ্কার চতুর্বিধ। প্রশ্নপূর্বক হউক অথবা প্রশ্নব্যতিরেকেই হউক কথিত বস্তুটি যদি তৎসদৃশ বস্তুর ব্যাবর্ত্তক হয়—তাহা হইলে পরিসংখ্যার স্থল ঘটে। **-সংখ্যাবিধি** (ভা ১১।৫।১১ টী) বিধিস্থলে ও তদ্‌ভিন্নস্থলে প্রাপ্তি-সঙ্কোচক। 'প্রোক্ষিত মাংসই ভক্ষ্য'—এস্থলে মাংস-ভক্ষণটি বিহিত ও অবিহিত উভয়ত্র প্রাপ্ত হইলেও প্রোক্ষিত মাংসেই তাহার বিধান করত ব্যাপ্তিসঙ্কোচ হইল। **-সঞ্চর**—সৃষ্টি-প্রলয়কাল। **-সমাপ্তি** (ভা ১১।১৬।৪৩) কৃতকৃত্যতা। **-সমূহন**—যজ্ঞাদিতে অগ্নির উপরে তুষ্ণী হইয়া সমিৎ-নিধান, ২ ইতস্ততঃ পতিত তৃণাদির অগ্নিমধ্যে প্রক্ষেপ, ৩ অগ্নির চতুর্দিক মার্জন। **-সর** (বিনা ৬।২৪) প্রান্ত। ২ (বিনা ২।৬) প্রদেশ। ৩ (বিনা ৩।১) বিস্তার। ৪ (সক জ্ঞী ২।১৭৪) পার্শ্ব। ৫ (ভা ১০।৮৭।১৮) [পরিতঃ সরতীতি] সংসারী। ৬ [পরিতঃ সরতি প্রসর্পতি] নাড়ী—স্বামী। [৭ মৃত্যু, ৮ বিধান]। **-সর্প** (নাচ ১০১) নষ্ট অথচ অভীষ্ট বস্তুর [বীজের] স্মৃতিই নাট্যশাস্ত্রে 'পরিসর্প'। ২ (কৃষ্ণা ৪।৩) প্রসার। ৩ (গোচ পূর্ব ১৩।৫১) নিকটে গমন। [৪ জলাদিদ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টন]। **-সর্পণ** (ভা ১।১৫।৩৬ , প্রসার—স্বামী। **-সর্যা** (হরি ৫।৪৩৪) [পরি—সৃ+ভাবে ক্যপ্] সর্বতোগতি। **-সার** (মালা রাস ৯) সঞ্চার। **-সারক**—সর্বতোগতিশীল। **-সারী** (ভাবনা ৮।৫০) প্রসরণশীল। **-সৃতি** (ভা ৪।২৯।২২) পরিভ্রমণ। **-স্ফার** (মালা চৈ ১৯) বিস্তীর্ণ। **-স্পন্দ** (গোচ উত্তর ৩৬।৪০) পত্রাবলী-রচনা, ২ কম্পন। **-স্রুত**—পুষ্পাদি হইতে নিঃসৃত সার পদার্থ। ২ মদিরা। **-স্রুৎ**—সুরা, ২ ক্ষরণ। ৩ সর্বদিকে ক্ষরণশীল। **-হাপিত** (ভা ১১।২২।৫৭) ত্যাজিত। **-হার** (চৈভা আদি ৯।২২৫) দোষাপনয়ন। ২ অঙ্গীকার, শপথ। ৩ মিনতি, অনুরোধ। ৪ (নাম ৩।৯) নাশ। ৫ অবজ্ঞা, অনাদর। **-হাস**—নর্ম। **-হৃৎ** [পরি—হৃ+ক্বিপ্] ত্যাগ করত গমনকারী (বৈদিক)।

পরীক্ষা (অকৌ ৬।১) উদাহরণ। ২ (রত্ন ১।৮ টী) ন্যায়মতে—লক্ষণানুসারে লক্ষিত বিষয়টি প্রমাণদ্বারা উপপন্ন কিনা, তদ্বিষয়ে অবধারণ।

পরীক্ষি (ভা ৯।২২।৯) যযাতিবংশীয় কুরুর পুত্র।

পরীক্ষিৎ (ভা ৯।২২।৩৩) উত্তরা-গর্ভজ অভিমন্যুর পুত্র। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রতেজ হইতে কৃষ্ণ-কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া 'বিষ্ণুরাত' নাম। মাতৃগর্ভে দৃষ্ট পুরুষোত্তমকে পৃথিবীর সর্বত্র মনুষ্যসমাজে 'ইনিই কি সেই' এই ধ্যানে পরীক্ষা করিতেন বলিয়া নাম হয়—পরীক্ষিৎ।

পরীণাহ (হ ৩।২৩৩) স্থূলতা, বিস্তার।

পরীত (চন্দ্রা ১১০) পরিবৃত, ব্যাপ্ত।

পরীপাক (বিনা ১।৮) পরিণতি, পর্যবসান। ২ (বৃভা ২।৫।৭৫) নিষ্ঠাবিশেষ। ৩ পরমবৃদ্ধি।

পরীপাতক (গোচ পূর্ব ৬।১৮) অশুভ।

পরীপ্সা (ভা ১০।৫৮।৩৭) পরিপালনেচ্ছা, সর্বতোভাবে প্রাপ্তীচ্ছা।

পরীপ্সু (ভা ১০।৪৪।২৮) রক্ষেচ্ছু।

পরীয়মাণ (লনা ৫।২৪) বেষ্টনপূর্বক অনুগম্যমান।

পরীরণ [পরি—রণ্+অচ্ দীর্ঘঃ] কচ্ছপ, ২ দণ্ড।

পরীরম্ভ—আলিঙ্গন।

পরীবর্ত্ত (গোচ পূর্ব ১৮।৯০) পরিক্রমা।

পরীবাহ (বৃ ১৬।১৪) প্রবাহ, স্রোতঃ।

পরীষ্ট (ভা ৬।৯।৪৪) সর্বথা পূজিত। ২ সর্বভাবে বাঞ্ছিত।

পরীষ্টি (হরি ৫।৪৫১) [পরি—ইষ্+ক্তি] অন্বেষণ। ২ (আচ ১৭।২) বাহুল্য। ৩ (আচ ১৫।২২২) পরিচর্যা।

পরীসার [পরি—সৃ+ঘঞ্] সর্বতো গমন।

পরু [পৃ+উন্] সমুদ্র। ২ স্বর্গ, ৩ গ্রন্থ, ৪ পর্বত।

পরুৎ [ব্য] গতবৎসর।

পরুত্ন (গোচ পূর্ব ২৮।৩) গতবর্ষীয়।

পরুষ (আচ ১৩।৫) রুক্ষ, কঠিন, নিষ্ঠুর।

পরুষানুপ্রাস (সাকৌ ৯।৩) ওজঃ-প্রকাশক বর্ণ-ঘটিত অনুপ্রাস—'উদ্বৃত্ত-মত্ত-দৈত্যেন্দ্র-হত্যাবিত্তনখোদ্ভটঃ'।

পরুস্ (ভা ৩।১৩।৩২) পর্ব—স্বামী। ২ (আচ ১৩।৫) গ্রন্থি।

পরূষক (হ ৮।১২৯) ফলসা ফল।

পরেত (পদ্মা ২১) মৃত। ২ (ভা ১০। ১২।৩২) পলায়িত। **-নগরী** (পদ্মা ২১) যমপুরী। **-নরদেব** (গোচ উত্তর ৯। ৩২), **-রাট্** (ভাবনা ১। ২১) যম। **-বাস**—শ্মশান।

পরেত্তবি (গোচ উত্তর ১৬।১),

পরেদ্যুঃ [ব্য] পরদিবসে।

পরেয়ুঃ (ভা ১২।৩।১১) মৃত—স্বামী। ২ ভগবৎপ্রাপ্তি-বিশিষ্ট।

পরেশ (ভচ ২।৮). মাতৃকান্যাসে অং-বর্ণের মূর্তি। ২ (পরম ১) ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর।

পরেশানুভব (ভা ১১।২।৪০) প্রেমাস্পদ ভগবানের রূপস্ফূর্তি—স্বামী। ২ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যাস্বাদ—বি।

পরেষ্টুকা (গোলী ১৯।৯৯) বহু-প্রসূতা গাভী।

পরোক্ষ (৯।২৩।১) সোমবংশ্য অসুর পুত্র। ২ (ভা ৩।২০।৪২) অদৃশ্য-রূপ। ৩ (ভা ৮।২২।৫) শত্রুচ্ছলে বর্তমান। ৪ (রত্ন ৮।২০) অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান। **-কথন** (প্রে ৬ টী) [শ্রীমদ্-ভাগবতে পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায়] গ্রন্থে যে পরোক্ষবাদ থাকে, তাহার তিনটি কারণ হইতে পারে—(১) নববধূদের অবগুণ্ঠনের ন্যায় নিজোক্তি-সমূহের দর্শনোৎকণ্ঠাদ্বারা চমৎকার-বিশেষ-পোষণ, (২) নিজের উপাস্য-বস্তুর সঙ্গোপন, (৩) নিজের সন্দর্ভের ভগবৎপ্রিয়ত্ব-প্রতিপাদন। **-গৌণদূত্য** (উ ৮।৬৩) সখীদ্বারা সখী-সমর্পণ অথবা ছলক্রমে হরি-সন্নিধানে সখী প্রেরণকে পরোক্ষ দূত্য বলে। যূথেশ্বরীগণেরই এই জাতীয় দৌত্য সম্ভবপর। **-জিৎ** (ভা ৩। ১৮।৪) চৌর্যদ্বারা জয়শীল। ২ দূরে থাকিয়া জয়ী। **-জ্ঞান** (স্ত ৩।৪) শাস্ত্রজ্ঞান। **-বাদ** (নাম ১।১১) গূঢ়বাদ—টী। (ভক্তি ৬২) এক প্রকারে স্থিত অর্থটিকে সংগোপন করিবার অভিপ্রায়ে অন্য প্রকারে বলাই পরোক্ষবাদ। বেদে এই পরোক্ষবাদ দ্রষ্টব্য। অজ্ঞ জনের প্রতি স্বর্গাদি-সুখভোগ দেখাইয়া কর্মনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে কর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা—এই পরোক্ষবাদের দৃষ্টান্ত।

পরোঢ়া (উ ৩।৩৭) গোপগণ-কর্তৃক বিবাহিতা হইলেও যাঁহারা সর্বদাই শ্রীহরির সম্ভোগ-লালসাই বহন করেন, এবম্বিধ অপ্রসূতিকা ব্রজনারী-গণই পরোঢ়া। ইঁহারা তিন প্রকার—সাধনপরা, দেবী ও নিত্য-প্রিয়া (উ ৩।৪১)।

পরোঢ়া উপপতি (নাচ ১০) সাধারণ নাট্যশাস্ত্রে উপপতি নায়ক ও পরোঢ়া নায়িকার গৌণত্ব কথিত হইলেও কিন্তু অপ্রাকৃত নাট্যশাস্ত্রে তাহা তাহাই প্রধান বলিয়া স্বীকার্য। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ ব্যতীতই রসশাস্ত্রে উহাদের অপ্রাধান্য ধর্তব্য।

পরোরজঃ (ভা ৫।৭।১৪) শুদ্ধসত্ত্বাত্মক—স্বামী। ২ বিমুক্ত, ৩ বিরক্ত।

পরোবরীণ (হরি ৭।৮৬৬) [পরাংশ্চাসৌ বরাংশ্চানুভবতীতি খ] উত্তমাধমযুক্ত।

পরোষ্ণী—তৈলপায়িকা।

পর্ক (ভা ১০।৩৮।৩৮) সংলগ্নতা, মিশ্রণ। ২ (গোচ পূর্ব ১।৫৯) সম্বন্ধ।

পর্কটী (আচ ১।১৯১) প্লক্ষবৃক্ষ [পাকুড়]।

পর্জন্য (ভা ১০।২০।৫) সূর্য—স্বামী। ২ (ভা ২।৬।৭, ৪।১৪।২৬) মেঘচক্রা-ভিমানী দেবতা-বিশেষ। ৩ (হ ৭। ৪২) রৈবত মন্বন্তরে সপ্তর্ষির এক-তম। ৪ (মাম ৭।৫৬) ইন্দ্র, ৫ মেঘ। ৬ (কৃগ ১৫-২০) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ, গৌরবর্ণ, শুভ্রকেশ ও শ্বেত-বস্ত্র। ইনি শ্রেষ্ঠ সন্তান কামনা করত নন্দীশ্বরে শ্রীলক্ষ্মীনাথের আরাধনা

করিয়াছিলেন এবং দৈববাণীতে এই বর পাইয়াছিলেন যে তাঁহার পাঁচটি পুত্র হইবে, মধ্যমটি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন। কেশিদৈত্যের আগমনে ইনি সপরিবারে মহাবনে গমন করিয়াছিলেন। ৭ বিষ্ণু, ৮ [স্ত্রীলিঙ্গে] —দারুহরিদ্রা।

পর্ণ (রাধা ৮৫) পলাশ বৃক্ষ। ২ (চৈভা আদি ১২।১৪১) পান, তাম্বূল-পত্র। [৩ পত্রবুক্ত]। -কার—তাম্বূল-জীবী (বারুই)। -কুটী—পাতার কুঁড়ে।

পর্ণাস (লনা ৮।১৯) হেমন্তপুষ্পিত-বৃক্ষবিশেষ। অমরকোষ-মতে—জম্বীর। বাচস্পত্যে—তুলসী।

পর্প (হরি ৭।৬১৩) খঞ্জবাহন শকট। ২ গৃহ, ৩ নব তৃণ।

পর্পট (ভাবনা ৬।৬৫), **পর্পটক** (আচ ৭।৫১) পাঁপর, ২ ক্ষেতপাপড়া ৩ ঔষধভেদ—স্বর্ণপর্পট।

পর্পিক (হরি ৭।৬১৩) খঞ্জ।

পর্যক্ (ভা ৮।২।২) চতুর্দিকে—স্বামী। ২ (গোচ পূর্ব ২৯।৫০) ব্যাপক। -স্তর (গোচ পূর্ব ৩১।১০১) আস্তর। **পর্যগু** (ভা ৪।২১।৪১) ইন্দ্রিয়-নিয়ন্তা —স্বামী।

পর্যঙ্ক (মালা সুধা ৩০) শয্যা, খট্বা। [২ যোগপট্ট]।

পর্যঙ্কনীয় (আচ ৭।৬৩) গণনীয়।

পর্যঙ্ক-বন্ধন [হ ৮।৪৪৩] যোগপট্ট বস্ত্রাদিদ্বারা পৃষ্ঠ, জানু ও জঙ্ঘার বন্ধন।

পর্যনুযুক্ত (গোচ পূর্ব ৫।২) জিজ্ঞাসিত।

পর্যনুযোগ (গোভা ২।১।১৪) প্রতি-বিধান। ২ দূষণার্থ জিজ্ঞাসা।

পর্যয় (আচ ১২।৭১) ক্রম,সাহজিকতা। ২ (হ ১১।৬৫১) প্রাপ্তি। ৩ (গোচ পূর্ব ১২।২) অতিক্রম। ৪ (ভা ১।৪।১৪) পরিবর্ত্ত। ৫ (গোচ পূর্ব ২৪।১৫৪) বিনাশ।

পর্যয়াত (আচ ৫।১১৩) [পরি সর্বতোভাবেনাপি অযাত] সর্বথা প্রাপ্ত।

পর্যর্চি (গোচ পূর্ব ২৪।১০) সম্মান।

পর্যবসান (বৃভা ২।২।৯৪) নিষ্ঠা, ২ স্থিতি।

পর্যবসায়িতা (লনা ৬।৩) পরিণতি।

পর্যবসিত (আচ ১৭।১৮১) নির্দ্ধারিত। ২ (গোচ পূর্ব ৫।৪) বিগত। ৩ নিষ্কৃষ্টার্থ।

পর্যবস্থা (গোচ পূর্ব ২৯।১২০) বিরোধ, ২ কলহ।

পর্যস্ত (ভা ১০।৭১।৩১) পরিবৃত—সনা। ২ (ভা ৩।৮।২৯) ব্যাপ্ত। ৩ পতিত।

পর্যস্তা (ক্ষণ ২২৯), **পর্যস্তি** [-কা] খট্বা।

পর্যাকলিত (গোচ উত্তর) দৃষ্ট।

পর্যাকুল (ভা ১০।৩৮।৩৫) সর্বতো-ব্যাপ্ত—সনা। ২ (গোচ পূর্ব ১৫। ৩৮) ব্যগ্র, ব্যাকুল।

পর্যাচিত (লনা ৭।২) সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত। ২ (গোচ পূর্ব ৪।২০) সংবর্দ্ধিত।

পর্যাপণ (গোচ পূর্ব ৩।১) পর্যাপ্তি, বিস্তার। ২ (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৪৭) রক্ষণ, ৩ তৃপ্তি। ৪ সম্পাদন।

পর্যাপ্ত (গোচ পূর্ব ৩।৭৩) সমাপ্ত। ২ (অকৌ ১।৭) অতিব্যাপ্ত—বি। ৩ (গীতা ১।১০) সমর্থ, ৪ পরিপূর্ণ।

পর্যাপ্তি (ভা ৩।২২।২) পালন। ২ (গোভা ২।২।৩৪) পূর্ণতা।

পর্যায় (আচ ৬।২) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি। ২ (হরি ৫।৩৯৮) ক্রম, ৩ সুযোগ, ৪ অনুক্রম, ৫ সমানার্থক শব্দ। ৬ (অকৌ ৩।১২) অনুগতি। ৭ (অকৌ ৮।৪১) একই বস্তু যদি ক্রমশঃ অনেক স্থানে স্বয়ং স্থিত বা আরো-পিত হয়, তবে তাহাকে ‘পর্যায়’-নামক অলঙ্কার বলে। ৮ অনেক বস্তুর এক স্থানে ঘটনা বা আরোপ হইলেও ‘পর্যায়’ অলঙ্কার হয়।

পর্যায়োক্তি (অকৌ ৮।৩৮) শব্দের শক্তিরূপ বাচকতা ব্যতীত এবং শব্দ-জন্য অর্থের বাচ্যস্বরূপ সামর্থ্য ব্যতিরেকেও কোনও বস্তু প্রতীতিগম্য হইলে তাহাকে ‘পর্যায়োক্তি’ বলে।

পর্যালোচনা (সাকৌ ১০।১) প্রকৃত ও অপ্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধান।

পর্যাবর্ত্তন (ভা ৫।২৬।৩৫) নরক-বিশেষ।

পর্যাবর্ত্তমান (ভা ১০।৪৩।৯) চতুর্দিকে ভ্রামিত—স্বামী।

পর্যাসক্তি (আচ ১৭।১০) পরিধান।

পর্যুক্ষণ—তুষ্ণীপূর্বক জলাদির চতু-র্দিকে সিঞ্চন।

পর্যুক্ষিত (আ রা ২৭৮) সিক্ত।

পর্যুৎসুক (বিনা ৫।২৬) উৎকণ্ঠিত।

পর্যুদঞ্চন (গোচ পূর্ব ৩।৯২) ঋণ। [২ উদ্ধার]।

পর্যুদাস (শেষ ৫।১২) যেস্থলে নঞ্-সমভিব্যাহৃত পদার্থ প্রধান ও নঞর্থ অপ্রধান হইবে অথচ উত্তর পদার্থের সহিত নঞর্থের অন্বয় ঘটিবে, সেই-স্থলে নঞ্‌কে ‘পর্যুদাস’ বলা হয়। অত্রস্ত, অনাতুর ইত্যাদি শব্দ দৃষ্টান্ত।

পর্যুপাগত (ভা ১০।৬৫।৫) সর্বদিক্ হইতে সমীপে উপস্থিত—সনা।

পর্যুপাসন (ভা ১০।৫৮।৬) চতুর্দিকে নিকটে উপবেশন। ২ (নাচ ১১৯) দোষক্ষালনার্থ রুষ্ট ব্যক্তির অনুনয়। ৩ (ভা ১০।২।৪) সর্বতোভাবে সেবা।

পর্যুপাসনা (গীতা ১২।১) ধ্যান।

পর্যুপ্ত (গোলী ২।৯৫) গ্রথিত, স্থাপিত।

পর্যুষিত (আচ ৫।৮০) গতদিনের পক্ব বস্তু। **-দোষশূন্য** (হ ৭।২১৩-২১৪) পদ্ম, উৎপল, তুলসী, বক, বকুল, বিল্বপত্র ও গঙ্গোদক—ইহারা পর্যুষিত হইলেও দোষহীন।

পর্যেষণা (হরি ৫।৫১) অনুসন্ধান। ২ তর্কাদিদ্বারা পদার্থ-পরীক্ষা।

পর্ব (গোপা ৮) উৎসব, ২ গ্রন্থের অধ্যায়। ৩ (মাম ২।৭৮) প্রস্তাব। ৪ (মাম ৭।৫৫) সন্ধিস্থল। ৫ (গোচ পূর্ব ৩।৩) পূরণ, ৬ গ্রন্থি। ৭ (গৌকৃ ৫।৫০) অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি প্রভৃতি। ৮ (ভা ১০।৫৮।১৬) শ্রাদ্ধকাল। **-ক**—উরুসন্ধি। **-কারী** (বিপূ ২।৬।২০) ধনাদিলোভে অমাবস্যাদি-তিথিব্যতীতও তত্তৎ-তিথিক্রিয়ার প্রবর্তক। **-তানক** (গোচ উ ৩৭।৭৮) উৎসব-বিস্তারক।

পর্বতীয় (হরি ৭।৪৫৫) পর্বতে জাত।

পর্বর (আচ ১৫।২৫২) আনন্দোৎসব-দায়ক।

পর্বামৃতরুচি (গৌকৃ ৫।৫০) রাকাচন্দ্র।

পর্ষৎ (ভা ১০।৮৩।২১) সংসৎ, সভা।

পর্ষদ্বল—সভাসদ্।

পল (ভা ৩।১১।৯) চারিতোলা [৫ গুঞ্জা=১ মাষ= /০, ৬৪ মাষ= ১ পল=৪৲]। ২ (আচ ১৯।৯৩) অংশ। [৩ মাংস, ৪ কালভেদ]।

পলল (আচ ২।৫৯) মাংস। [২ পঙ্ক, ৩ তিলচূর্ণ, ৪ রাক্ষস]।

পলাল (পদ্যা ৯৭) নিষ্ফল তৃণকাণ্ড, খড়।

পলাশ (গোলী ২১।৫০) রাক্ষস, ২ বৃক্ষবিশেষ, ৩ (আচ ১৯।৯৩) পত্র, ৪ দল।

পলাশন (গোচ পূর্ব ৭।৩৭) মাংসাশী।

পলাশী (বিনা ২।২১) বৃক্ষ। ২ পত্রযুক্ত।

পলিক্নী (গোচ পূর্ব ৪।৬) ২ শ্বেত-কেশা বৃদ্ধা। ৩ বালগর্ভিণী গাভী।

পলিত (গোচ পূর্ব ৩।১২২) জরা-জনিত কেশাদির শুক্লতা। ২ শুক্ল-কেশবিশিষ্ট, ৩ (আচ ১।১৪৬) পল-পরিমিত, ৪ বৃদ্ধ। **পলিতঙ্করণ** (গোচ পূর্ব ১৮।৩৬) জরাকারী।

পল্যঙ্ক (হংস ৪৮), **পল্যঙ্কিকা** (গোলী ৪।৬২) খট্বা।

পল্যয়ন—পর্যাণ (ঘোড়ার জিন্)।

পল্লব (কৃগ পরি ৭৫) শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলিক। ২ (আচ ১৩।৬৫) বিস্তার। ৩ (মাম ৫।২৯) অলক্ত-রাগ। ৪ (মাম ১।২১) কিসলয়, ৫ বলয়।

পল্লবিকা (ব্রজ ২।৪) নূতনপত্র।

পল্লবিত (হ ৫।১৯১) বিস্তারিত। ২ (বিরু ৪০) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত ভ-ত-ন-ন-স-গণে রচিত অংশে প্রথমাক্ষরে বিশ্লিষ্টসংযোগ হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষরদ্বয়ে দীর্ঘসংযোগ থাকিলে 'পল্লবিত' কলিকা বলে। যথা—বল্লবলীলাসমুদয়পরিচিত,পল্লব-রাগাধরপুটবিলসিত।

পল্লবোদর (ভা ১০।৩৯।৪৮) অশ্বত্থ-পত্রসদৃশ উদরবিশিষ্ট।

পল্লী (কৃষ্ণা ৫।৩০) কুটী, ২ সমূহ, ৩ (গোচ পূর্ব ২৪।৫৫) স্থান, বসতি।

পল্লীল (আচ ৫।৮৯) [পল্লীং নগরং লুম্পতীতি] নগরের লোপকারী। ২ (আচ ৬।২৩) প্রতিবাসী, ৩ নগরবাসী।

পল্বল (গোচ পূর্ব ১৮।৫৮) ক্ষুদ্র জলাশয়।

পল্বলী (গোচ উত্তর ৩২।৪৬) মৎস্য।

পব (আচ ১১।৫১) পবিত্রীকরণ, [২ বায়ু]।

পবন (ভা ৬।৩।১৪) বায়ু। ২ (গৌবি ১০৮) পবিত্রতাবিধান। ৩ (কৃগ পরি ১০৬) শ্রীকৃষ্ণের কুম্ভকার। ৪ (ভা ৮।১।২৩) তৃতীয় মনু উত্তমের পুত্র। ৫ (ভা ৫।১৬।২৭) মেরুর পশ্চিম দিকস্থ পর্বত। **-ব্যাধি** (সনা ৬।১৭) বাতুল, উন্মাদরোগ, ২ (হংস ৯১) উদ্ধব।

পবনাশন (গোচ পূর্ব ২৯।৬৫) সর্প, ২ বায়ুভক্ষক।

পবনীয় (মান ৩।৭) পবিত্র, ২ পবনযুক্ত।

পবমান (ভা ৪।১।৬০) প্রধানাগ্নির পুত্র, মাতা—স্বাহা। ২ (ভা ৫।২০।২৫) শাকদ্বীপাধিপতি ও তন্নামক বর্ষ। ৩ (ভা ৪।২৪।৪) শিখণ্ডিনীর গর্ভে জাত বিজিতাশ্বের পুত্র। ৪ (গোচ পূর্ব ১।৮) পূত-কারক, ৫ বায়ু।

পবি (ঐ ৬।১) বজ্র।

পবিত (হরি ৫।৫১) [পুঙ্‌ পবনে+ক্ত] শুদ্ধ।

পবিত্র (ভা ১১।২৯।২৬) স্বয়ং দোষমাত্র-রহিত। ২ (হরি ৫।৩৬৪) [পূ+ইত্র] অগর্ভ সাগ্র কুশ। ৩ তাম্র, ৪ জল, ৫ ঘৃত, ৬ মধু, ৭ যজ্ঞোপবীত, ৮ বেদমন্ত্র। ৯ (হ ১৫।৭৫) চক্র। ১০ (আচ ১৩।৫৭) বিশুদ্ধ, ১১ [পবিনা বজ্রেণ ত্রায়তে ইতি] ইন্দ্র। ১২ (গোবি ৯৮) অবিদ্যা-নিবারক। ১৩ (ভা ৮।১৩।৩৪) চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির কালে দেবতা। **-মুখ** (হ ১১।৭৩১-৩২) অজ ও অশ্বের মুখ পবিত্র, গাভী ও বৎসের মুখ কিন্তু অপবিত্র; গাভীর দুগ্ধক্ষরণ বিষয়ে বৎসের এবং ফল-পাতন-বিষয়ে পক্ষির মুখ পবিত্র। **-বতী** (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থা নদী।

পবিত্রারোপণ-বিধি (হ ১৫।১৬৭-২৩৪) শ্রাবণমাসে শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পট্ট, পদ্ম, কার্পাস, কাশ ও কুশদ্বারা রচিত সূত্রই 'পবিত্র' বলিয়া পরিগণিত। কার্পাস-সূত্রসম্বন্ধে বিশেষ এই যে বিপ্রকন্যা-কর্ত্তৃক কর্ত্তিত বিশুদ্ধ কার্পাসসূত্রই নয় গুণ করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণপূর্বক বিশুদ্ধ জলে ধৌত করত ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ-সহকারে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে ঐ ত্রিগুণিত সূত্রদ্বারা জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ক্রমশঃ তিনটী পবিত্র বৈষ্ণবগণ সহ যজ্ঞোপবীতের ন্যায় বন্ধন করিবে। [পবিত্রের প্রমাণাদি-জিজ্ঞাসায় আকর দ্রষ্টব্য]। যথাবিধি দশমীকৃত্য সমাপনপূর্বক একাদশীর প্রাতে নিত্যক্রিয়া সমাধা করত দেবমন্দির লেপন করিয়া তাহাতে সর্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করিবে। পরে শ্রীহরির নিত্যপূজা শেষ করিয়া পবিত্রারোপণার্থ বিশেষ অর্চনা-পূর্বক নিবেদন করিবে। তৎপরে শ্রীপ্রভুর চারিদিকে দন্তকাষ্ঠ, সলিল, কুশ, মৃত্তিকা, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, গোরোচনাদি বিবিধ দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে স্থাপিত করিয়া ঐ সর্বতোভদ্রমণ্ডলে বারিপূর্ণ কুম্ভ স্থাপনপূর্বক পবিত্রসমূহের যথা-বিধি অধিবাস করিবে। আবাহনাদি অবগুণ্ঠনান্ত যাবতীয় ক্রিয়া সমাপন-পূর্বক গীতনৃত্যাদি-বিধানে রাত্রি-জাগরণপূর্বক দ্বাদশীর প্রাতঃকালে প্রাতঃক্রিয়া ও নিত্যপূজা সমাধান করত শ্রীহরির বিশেষপূজাদি করিয়া পবিত্রের অর্চনা করিতে হইবে। বাদ্য ও নামসঙ্কীর্ত্তন-সহকারে মূলমন্ত্রে পুটিত করত ক্রমশঃ পবিত্রসমূহ অর্পণ করিবে। যতদিন শ্রীপ্রভুর অঙ্গে পবিত্র থাকিবে, ততদিন সমাহিত, ব্রহ্মচারী, হবিষ্যাশী ও দেবপূজা-পরায়ণ হইয়া থাকিতে হয়। **-বিসর্জন--বিধি** (হ ১৫।২৩৫-২৩৮) দেশকালানুসারে একমাস, একপক্ষ বা তিনদিন অথবা একদিনও শ্রীপ্রভুকে পবিত্র ধারণ করাইবে। স্নানের সময় শ্রীহরির গাত্র হইতে পবিত্র উত্তারণ করিবে, পরে পবিত্র-জলে সিক্ত করিয়া আবার অর্পণ করিতে হইবে। বিসর্জনকালে সচন্দনপুষ্পদ্বারা প্রভুর অর্চনাবিশেষ করত পবিত্র বিসর্জন করিবে। মন্ত্রাদি আকরে (হ ১৫।২৩৮) দ্রষ্টব্য। **পবিত্রারোপণে কাল-নির্ণয়** (হ ১৫।২৪১-৪৫) শ্রাবণ-মাসের শুক্লাদ্বাদশীই মুখ্য হইলেও বিঘ্ন-নিবন্ধন মুখ্যকাল অতিক্রম হইলে ভাদ্র বা আশ্বিনমাসের শুক্লাদ্বাদশীতেও পবিত্রারোপণ বিধেয়। সূর্যের তুলা-রাশিতে অবস্থানকালে যদ্যপি তাহা অবিহিত, তথাপি মতান্তরে অগত্যা তুলারাশিগত সূর্যে করিলেও কিন্তু শ্রীহরির উত্থানে তাহা কদাচ বিহিত নহে। **পবিত্রোপাখ্যান** (হ ১৫।১৭১) নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতা শ্রীপবিত্র ভক্তিভরে শ্রীশিবের আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসন্নতালাভ করত বর যাচ্ঞা করিলেন—'হে প্রভো! আমি তোমার কণ্ঠ-ভূষণতা প্রাপ্ত হইব।' শ্রীশিব তাহাই স্বীকার করত বলিলেন—'এইরূপে তুমি সকল দেবতারই কণ্ঠভূষণ হও, বিভিন্ন দেবতার সকল সেবকই স্ব স্ব ইষ্টদেবকে তোমার আকারে পবিত্র প্রস্তুত করিয়া অর্পণ করিবে, অন্যথা মহাদোষ হইবে।' **পবিত্রৌষধি** (ভা ১০।৭।১৪) সর্বৌষধি ও মহৌষধি—সনা; মুরা, জটামাংসী, বচ, কুঠ, শৈলেয়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুথা—সর্বৌষধি; বেড়েলা, বচ, কণ্টকারী, বালা, অতিবালা, ডানকুনী, বৃহতী, হুড়হুড়ে—মহৌষধি।

পশব্য (ভা ৮।৫।৪১) পশুগণের হিতকর, ২ পশুসম্বন্ধীয়।

পশু (ভা ৬।১৮।১) সবিতার ঔরসে ও পৃশ্নির গর্ভে জাত [যাগবিশেষ]। ২ (চৈত ১০।২১৭) পত্রাবলি, মকরাঙ্কুর ইত্যাদি। ৩ প্রমথ, ৪ (ভা ১০।১।৪)

[পশুত্যবিশেষ্যে‌ণ] কৃষ্ণ ও অপরের চরিতে সমদর্শী কৃষ্ণবিমুখ—বল। ৫ (ভা ৩।২।১৭) কর্মজড়—স্বামী। ৬ (ভা ৩।৪।৩৪) ভক্তি-হীন অজ্ঞ ব্যক্তি—স্বামী। ৭ (আচ ১৫।৭০) [ব্য] দর্শন, 'অব্যয়ং পশু দর্শনে' ইতি মেদিনী। ৮ (গোভা ২।২।৩৭) জীব। -ঘ্ন (মুক্তা ৮।৪) হিংসা-নিরত। ২ (ভা ১০।১।৪) ব্যাধ, ৩ স্বর্গসুখা-ভিলাষী কর্মী, ৪ কৃষ্ণ ও অপরের চরিতে অবিশেষদর্শী হইয়া আত্মার অধঃপাতকারী—বল। -চর্যা (ভা ৫। ২৬।২৩) স্বেচ্ছাচার—স্বামী। নির্লজ্জ আচরণ। -দৃষ্টি (ভা ১০।৭৮।১৬) নির্বুদ্ধি—সনা। ২ বহির্মুখ—বি। -ধর্ম—যথেষ্ট মৈথুনাদি-সম্পাদক পশু-তুল্য আচরণ। -পতি (ভা ১০। ৩৪।২) পশুপালক, ২ শিব। ৩ (ভা ৪।৫।২৩) বীরভদ্র। ৪ (হরি ৭।১৬৬) জনৈক শাব্দিক; ৫ শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব ও পশুপতি-পদ্ধতি-প্রণেতা। ৬ (উ ৪।২১) শ্রীগোপাল—জী। ৭ অবিদগ্ধ গোপ—বি। **পশুপ-নগরী** (বিনা ২।১৪) ব্রজ, গোকুল। **পশুপ-ভীরু** (মালা ছ ১৪) গোপাঙ্গনা। **পশুপাঙ্গজ** (ভা ১০।১৫।১) শ্রীনন্দ-নন্দন। °পাল (ভা ১০।১৫।১) গোমহিষাদির রক্ষণ—সনা। ২ (কৃগ ৭) শ্রীকৃষ্ণ-পরিবারান্তর্গত, ইঁহারা বৈশ্য, আভীর ও গুর্জর-ভেদে ত্রিবিধ। ইঁহারা যদুকুলোদ্ভব এবং গোপ, বল্লব ইত্যাদি আখ্যায়ও পরিচিত। -পালক—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের বেশ-পরিবর্তনকারী এবং শৃঙ্গারকারী সেবক-বিশেষ। -বুদ্ধি (ভা ১২। ৫।২) অবিবেক। -মারম্ (ভা ১০। ৩৭।৩২) যজ্ঞীয় ছাগের ন্যায় শ্বাস-রোধ করত বধ—স্বামী। ২ পশুকে মারণের মত নির্দয় প্রহার। -রাজ—সিংহ। -বশীকার (কৃগ পরি ১২৪) গোদোহনার্থ শ্রীকৃষ্ণ-হস্তস্থিত রজ্জু। -বেদন (কৃগ ৫২) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহতুল্য গোপ। -শাস্ত্র (হ ১৯।১৭) পাষণ্ডশাস্ত্র। ২ (হয় ১৩।১৫) বেদবাহ্য-জ্ঞানবিরোধী শাস্ত্র। -সংস্থা (ভা ১০।২৩।৮) অগ্নিষোম যজ্ঞে পশুবধ—বি।

পশ্চাৎ (ভা ২।৯।৩২) সর্বলোকমূল পাতাল—শ্রীনি। ২ [ব্য] চরমে, ৩ অধিকারে। **পশ্চিম** (ভা ২। ৬।১০) পৃষ্ঠভাগ—স্বামী। ২ (ভা ৬।৫।১৩) পশ্চাদ্‌গত। ৩ (আচ ২২।৫৫) অপকৃষ্ট। ৪ (হ ১৬।৬৩) অন্ত্য।

পশ্য (হরি ৫।২০৬) [দৃশ্‌+শ] দ্রষ্টা। ২ (প্র ৪।৩) ধ্যাতা জীব। ৩ (রত্ন ৬।৯) একত্বদর্শী বিদ্বান্‌। ৪ (গোভা ১।২।২৩) তত্ত্বদ্রষ্টা। ৫ [ব্য] প্রশংসায়, ৬ বিস্ময়ে।

পশ্যতোহর (আচ ১৮।৪১) যে চক্ষুর গোচরেই চুরি করে। ২ (হরি ৬।২২২) স্বর্ণকার।

পশ্যন্তী (অকৌ ১।২) দ্বিতীয়স্তরে হৃদয়গত নাদ।

পা [পাতি রক্ষতি দুরিতেভ্যঃ পা+ক্বিপ্‌] বেদধর্ম।

পাংশন (হ ১১।৫১৯) অধম। ২ দূষক।

পাংশু (গৌ ১১।৫৪) ধূলি, ২ (গোচ উত্তর ২৮।৪) ভস্ম। [৩ লবণভেদ, ৪ পাঁপর, ৫ কর্পূর-বিশেষ।]

পাংশুল (উ ১০।৮০) মলিন। ২ (আচ ১২।৬০) দূষক।

পাঁচবাণ (চৈচ মধ্য ৮।১৯৩) কন্দর্প। ২ সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন অথবা অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও রক্তোৎ-পল—এই পাঁচটি কামের শর।

পাক (ভা ৭।২।৪) ইন্দ্র-কর্তৃক নিহত অসুর; ২ (আচ ৮।৩৭) বিপরিণাম। উৎকর্ষ। ৩ (আচ ৪।১০) বালক। ৪ (অকৌ ৯।২) নির্বাহ, বৈদর্ভী রীতির সহায়-বিশেষ। -তৈল (চৈভা আদি ১২।৮২) বায়ু-নাশন কবিরাজী তৈল। -যজ্ঞ (হ ১৭।১৬৪) ব্রহ্মযজ্ঞ-ব্যতীত দেবযজ্ঞাদি। -বিপর্যাস (ভা ১১। ৩।১৯) ফল-বৈপরীত্য—স্বামী। -বিপাক (ভা ১০।৭১।১০) কর্মফল—স্বামী। ২ অনুষ্ঠানের পরিণাম—জী। -শাসন (ভা ৮।১১।২) ইন্দ্র।

পাকিম (কৃষ্ণা ৪।১৬, ঐ ৬।৪৫) [পাক+ইমন্‌] সুপক্ক।

পাক্য (হরি ৫।১৬৭) [পচ পাকে+যৎ] বিটলবণ, ২ যবক্ষার।

পাক্ষায়ণ (হরি ৭।৩৯৮) পক্ষ-সম্বন্ধীয়।

পাক্ষিক (হরি ৭।৬৩৪) [পক্ষিণঃ হন্তীতি ঠঞ্‌] পক্ষি-ঘাতক। ২ পক্ষকালে জাত, ৩ সংশয়ৈক-কোটি-প্রবিষ্ট, 'নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।'

পাগল [পা+কর্তরি ক্বিপ্‌=পাঃ সুরাপায়ী, স ইব গলতি স্খলতি গল্‌+অচ্‌] উন্মত্ত।

পাঙ্‌ক্ত (হরি ৭।৩৭৮) পঙ্‌ক্তি ছন্দে রচিত [প্রগাথ]।

পাঙ্গব্য (আচ ১৯।১০৮) পঙ্গুতা।

পাচ্য [পচ্‌+আবশ্যকে ণ্যৎ] অবশ্য-পচনীয়।

পাঞ্চকালিক (রত্ন ২।৩৩) অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, অধ্যয়ন ও সমাধি—এই পঞ্চকলা হইতে জাত বা তাহাতে রত।

পাঞ্চজনী (ভা ৬।৫।১) প্রজাপতি দক্ষের পত্নী 'অসিক্নী'।

পাঞ্চজন্য (গীতা ১।১৫) শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ। পঞ্চজন-নামক অসুরের অস্থি-নির্ম্মিত বলিয়া ঐ নাম হয়। ২ (ভা ৫।১৯।২৯) জম্বূদ্বীপস্থ উপ-দ্বীপ। [৩ পঞ্চজন-নিষ্পাদ্য পঞ্চবর্ণ অগ্নি]।

পাঞ্চদশ্য (ভা ৬।৪।২৭) পঞ্চদশ সামধেনীমন্ত্র-দ্বারা প্রকাশ্য—স্বামী।

পাঞ্চভৌতিক (ভা ১।৬।২৯) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত-কর্ত্তৃক আরব্ধ দেহাদি।

পাঞ্চরাত্র (চৈনা ৬।৪২) ভাগবত বা সাত্বত গ্রন্থ, মত, ভক্ত।

পাঞ্চাল (ভা ১।১০।৩৪) গঙ্গার উভয়তীরস্থ প্রদেশ। ['পঞ্চাল' শব্দ দ্রষ্টব্য]। ২ (হরি ৭।৩০৯) পঞ্চালের অপত্য, ৩ পঞ্চাল দেশের রাজা।

পাঞ্চালিকা বস্ত্রাদি-নির্ম্মিত পুত্তলিকা।

পাঞ্চালী (সিন্ধু ৩।৩।৮৪) দ্রৌপদী। ২ (অকৌ ৯।৪) রীতি-বিশেষ। যে রচনায় কথাপ্রায় অর্থ, মাধুর্য্যবহুল গুণ এবং বন্ধের গাঢ়তা বা শিথিলতা থাকে না, তাহাকে 'পাঞ্চালী' রীতি কহে। ৩ (গোচ পূর্ব্ব ১।১০২) প্রতিমা।

পাট্‌ [ব্য] সম্বোধনে।

পাটক—ছেদক, ২ বাদ্য, ৩ অক্ষাদি-চালন, ৪ মূলদ্রব্যের অপচয়, ৫ রোধ।

পাটচ্চর (গোচ উত্তর ১৭।১১৩) চৌর (বাটপাড়)।

পাটন (ভাবনা ৯।৮) ত্রোটন, ছেদন।

পাটল (আচ ১।১০৪) শরৎকালীন ধান্যবিশেষ। ২ (উ ১১।৬৪) শ্বেত-রক্ত। [৩ পারুল বৃক্ষ]।

পাটলা (কৃগ ৪৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী, ইঁহার কেশদাম দধির ন্যায় পাণ্ডরবর্ণ ; বর্ণও পাটলী-পুষ্পসমূহের ন্যায়, বসন—হরিদ্বর্ণ। ২ (আচ ১। ১০৪) গোলাপ পুষ্প।

পাটিকা (কৃগ ৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী।

পাটিত [পট চুরাদি+ক্ত] বিদারিত।

পাটীর [পটীর—স্বার্থে অণ্‌] চন্দন।

পাণি-করণ (লনা ১।১৩) বিবাহ, ২ হস্তে গ্রহণ। °**গৃহীতা** (হরি ৭।১৯৮) যে নারীর হস্ত গৃহীত হইয়াছে [বিবাহিতা নহে]। -**গৃহীতী** (হরি ৭।১৯৮) ভার্য্যা। -**গ্রহ, গ্রহণ** [পাণিগৃহ্যতেঽত্র] বিবাহ। -**ঘ** (হরি ৫।২৬১) [পাণিনা পাণিং বা হন্তীতি হন্‌+অচ্‌] হস্ত-দ্বারা বা হস্তকে আঘাতকারী [মল্লাদি]। ২ মৃদঙ্গাদি-বাদক শিল্পিভেদ। -**জ** (চৈকা ১০।৭৮) নখ।

পাণিন (হরি ৭।৩২) [পণয়তীতি গ্রহাদের্ণিনিঃ পণী তস্যাপত্যং পুমান্‌] পণিমুনির বংশধর পাণিনি।

পাণিনি (হরি ১৩।৭) মহর্ষি পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী-সূত্রকার। শিবের প্রসাদে পাণিনি লুপ্ত মাহেশের ১৪টি শিব-সূত্র পাইয়াছেন—এবিষয়ে ভবিষ্য পুরাণে (২।৩১) কয়েকটি শ্লোক দেখা যায়। এই শিবসূত্রই অষ্টা-ধ্যায়ীর বীজ—এজন্য মধুসূদন সরস্বতীপ্রভৃতি মনীষিগণ পাণিনীয় ব্যাকরণকে 'বেদাঙ্গ মাহেশ্বর' বলেন। পাণিনি-সম্প্রদায়েও এই প্রসিদ্ধি আছে যে পাণিনির জন্য ভগবান্‌ ঢক্কা-নিনাদে প্রত্যাহার-সূত্রের উপদেশ দিয়াছেন। 'ননাদ ঢক্কা নব পঞ্চবারম্।' পাণিনীয় শিক্ষাতে আছে—'শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্‌ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে। বাঙ্‌ময়েভ্যঃ সমাহৃত্য দেবীং বাচমিতি স্থিতিঃ॥' 'যেনাক্ষর-সমাম্নায়মধিগত্য মহেশ্বরাৎ। কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ'॥ চৌদ্দটি প্রত্যাহার-সূত্র হইতে অণ্‌-আদি শল্‌-পর্য্যন্ত ৪১টি সংজ্ঞা পাণিনিতে দৃষ্ট হয়। পাণিনির পরিচয় লইয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর হইতে গোল্ডষ্টুকার পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুস্থলে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতবাদ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিম্নলিখিত পুস্তক আলোচনা করিতে পারেন :—(১) Max-muller's Ancient Sanskrit Literature. (২) Dr. Both-lingk's Panini, Band II pp XIV. (৩) Dr. Bulher's Indian Studies. (৪) Indis-che Alterthumskunde II. p 864. (৫) Weber's His-tory of Sanskrit Litt. (৬) Goldstucker's Manava-Kalpa-Sutra, (Preface). (৭) Panini, Ein Beitrag zur Keuntniss der Indis-

cheu Literatur grammatik von der Dr. Liebich. (৮) Indian Antiquary Vol XV. p 241. পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে **এই পরিচয়** পাওয়া যাইতেছে—পাণিনির পিতামহের নাম দেবল, মাতার নাম দাক্ষী। মাতার নামানুসারে তিনি 'দাক্ষীপুত্র' বা 'দাক্ষেয়' নামে খ্যাত হইয়াছেন। গান্ধারের অন্তর্গত শলাতুরে জন্ম হয় বলিয়া তিনি 'শালাতুরীয়' নামেও পরিচিত ছিলেন (পাণিনি ৪।৩।৯৪)। 'শালঙ্কি' ও 'আহিক' এই নামদ্বয়ও ত্রিকাণ্ডশেষে উল্লিখিত আছে।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী আট অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার অপর নাম—'অষ্টকং পাণিনীয়ম্।' প্রতি অধ্যায়ে চারি পাদ এবং সমগ্র গ্রন্থে সূত্র-সংখ্যা—৩৯৯৬। অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র হইতে পাণিনির পূর্ববর্তী আচার্য ও শাব্দিকগণের নাম পাওয়া যায়—অত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুৎস, কৌণ্ডিন্য, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, গৌতম, চরক, চাক্রবর্ম, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরি, পারাশর্য, পীলা, বভ্রু, ভারদ্বাজ, মণ্ডূক, মধুক, যস্ক, বড়বা, বরতন্তু, বসিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিলালি, শৌনক ও স্ফোটায়ন।

[সর্বদর্শন-সংগ্রহে পাণিনি-দর্শন-প্রবন্ধে স্ফোটবাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য]। পাণিনির কাল-নিরূপণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বহু মতভেদ আছে। এক্ষণে সর্বসম্মতিক্রমে একথাই প্রচলিত আছে যে তিনি খৃষ্টপূর্ব ৭ম হইতে ১০ম শতাব্দীর বৈয়াকরণ। অষ্টাধ্যায়ীর উপর কাত্যায়ন-রচিত **বার্ত্তিক** এবং পতঞ্জলি-কৃত **মহাভাষ্য** বিদ্যমান। 'পাতালবিজয়' ও 'জাম্ববতী-বিজয়' আদি গ্রন্থ কেহ কেহ বৈয়াকরণ পাণিনির নামে আরোপ করিতে চাহেন, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে উহা অন্য পাণিনি-কৃত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে।

পাণিনি-সূত্র (রত্ন টী ২।৩৬) অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ। **পাণিনীয়** (হরি ১।৭২) বৈয়াকরণ পাণিনির সম্প্রদায়ভুক্ত। ২ (হরি ৭।৫৬২) তৎকৃত ব্যাকরণ।

পাণিনীয় শিক্ষা (হরি ৭।১১০৬) ত্রিনয়ন-প্রোক্ত বেদাঙ্গ-বিশেষ। শিক্ষা-গ্রন্থে বর্ণ, স্বর, মাত্রা ও উচ্চারণাদি বিবিধ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। পদপাঠ, ক্রমপাঠ, সংহিতা-পাঠ এবং ঘনপাঠ প্রভৃতি বিবিধ পাঠ ও উচ্চারণাদির উপদেশ দেওয়াই শিক্ষা-বেদাঙ্গের উদ্দেশ্য, যেহেতু স্বর ও উচ্চারণাদির ব্যতিক্রমে বৈদিক মন্ত্র-পাঠাদি বিফল ও অনর্থপ্রদ হয়। 'মন্ত্রহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা'। 'অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ। যোঽধ্যাপয়েদ্ জপেদ্বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ।' 'স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগোঽর্থ এব চ। মন্ত্রং জিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যঃ পদে পদে।' ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টতঃই শিক্ষা-পাঠের উপযোগিতা পরিদর্শিত হইয়াছে। প্রাতিশাখ্য-সমূহেও শিক্ষার বিষয়-গুলি আলোচিত হইয়াছে।

পাণিন্ধম (হরি ৫।২৪৮) [পাণয়ো ধ্মায়ন্তে যত্রেতি পাণি—ধ্মা+খশ্] অন্ধকারাচ্ছাবৃত পথ। °**শঙ্খ** (চৈনা ৬।২৬) ক্ষুদ্র শঙ্খবিশেষ। নীলাচলে নিশান্তকালে শ্রীজগন্নাথের শয্যোত্থান-লীলার পূর্বে এই শঙ্খ বাদিত হয়। **-শাখা** (লহরী ১৯।২০) অঙ্গুলি। **-সর্গ্যা** (হরি ৫।১৮১) [পাণি—সৃজ্ বিসর্গে+কর্মণি ণ্যৎ] হস্তদ্বারা নির্মাতব্য মাল্যাদি, রজ্জুপ্রভৃতি।

পাণ্ডর (আচ ১৫।২৩৮) শ্বেত। [২ মরুবকবৃক্ষ, ৩ কুন্দপুষ্প, ৪ গৈরিক]।

পাণ্ডব (হরি ২।৪৪) সু, ঔ, জস্, অম্ ঔ—এই পঞ্চবিভক্তি। ২ পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠিরাদি।

পাণ্ডবেয় (ভা ১।৪।৭) পরীক্ষিৎ। ২ (বৃভা ১।৪।৮৪) অভিমন্যু।

পাণ্ডিমা (ভাবনা ১২।৩) পাণ্ডুবর্ণ।

পাণ্ডু (ভা ৯।২২।২৫) চন্দ্রবংশ্য বিচিত্রবীর্যের ভার্যা অম্বালিকা হইতে ব্যাসের ঔরসে জাত। কুন্তী ইহার ভার্যা। যুধিষ্ঠিরাদি—পুত্র। ২ (চৈনা ৩।৪২) শ্বেতবর্ণ।

পাণ্ডুকম্বলী (হরি ৭।৩৫৮) পাণ্ডু-কম্বল-পরিবৃত [রথ]।

পাণ্ডুরাংশু (মালা মুকুন্দ ৯) চন্দ্র।

পাণ্ডুবিজয় (চৈচ মধ্য ১৩।৫) শ্রীজগন্নাথাদি বিগ্রহগণের স্নানযাত্রায় বা রথারোহণ-প্রসঙ্গে পাদচারণ-লীলা। **পাণ্ডূৎপল** (বিরু ৫৩) পদ্মকলিকার পঞ্চম বর্ণটি ট-বর্গীয়-মধুর-সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'পাণ্ডূৎ-পল' কহে। যথা—জয় জয় দণ্ড-প্রিয়কচখণ্ড গ্রথিত-শিখণ্ড।

পাণ্ড্য (ভা ৪।২৮।২৯) নিশ্চয়-বুদ্ধি-যোগ্য—স্বামী। ২ (হরি ৭।৩০৮) পাণ্ডুর অপত্য, তত্রত্য রাজা। ৩

(হরি ৭।৫৩) [পাণ্ডৌ ভব ইত্যর্থে ড্যন্] পাণ্ডুদেশে জাত। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণসীমাস্থিত সমুদ্রকূলবর্ত্তী প্রাচীন রাজ্য [বৃহৎসংহিতা—১৪শ অধ্যায়]।
পাণ্য (হরি ৫।১৬২) স্তোতব্য।
পাত (ভা ১০।৩৬।৩) পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে গর্ভস্খলন। [প্রথম হইতে চতুর্থমাস পর্যন্ত 'স্রাব', পঞ্চম ও ষষ্ঠে 'পাত', পরে 'প্রসব' নামে খ্যাত]। ২ (বৃভা ১।৫।২) পাতন বা বিনাশন। ৩ হঠাৎ আগমন। ৪ (হ ৩।২৩৪) ব্যতীপাতযোগ।
পাতঞ্জল (চৈচ মধ্য ২৫।৫১) পতঞ্জল মুনি-কৃত যোগদর্শন।
পাতা (গোলী ৯।৫২) রক্ষিতা।
পাতাল (ভা ৫।২৪।৩১) রসাতলের নিম্নদেশ, সপ্তম ভূবিবর। **-যাগ** (হয় ১।১১।১) হোমগর্ভাধানাদি কর্ম নিষ্পাদন করত পরিশোধিত ভূমির অধঃখাতে প্রাসাদ-বেদির আরম্ভক ইষ্টক-প্রতিষ্ঠারূপ বিধি-বোধিত ব্যাপার-বিশেষ।
পাতিলী [পতিঃ স্বামী পক্ষী বা লীয়-তেঽত্র] নারী, ২ বাগুরা, ৩ মৃৎপাত্র-ভেদ (পাতিল)।
পাতী (মাম ৩।১১৯) পাতকী, ২ পতনশীল।
পাতুক (গোচ পূর্ব ১১।৮৯) [পত্ ৯ গতৌ+উকঞ্] পতনশীল, ২ পাপী। ৩ প্রপাত, ৪ জলহস্তী।
পাত্র (ভা ১০।৭১।৩৪) বিষয়—স্বামী। ২ (চৈনা ৩।২৩) নট। ৩ (আচ ১৩।২৩) নদীর মধ্যদেশ। ৪ (চৈচ অন্ত্য ২।১০৫) অধিকারী। ৫ (চৈভা মধ্য ২৬।৩৩) [উচ্ছিষ্ট]-ভাজন। ৬ (চৈচ মধ্য ১৫।২০) উৎকলদেশীয় সম্মান্য ব্যক্তির উপাধি। ৭ (গোচ পূর্ব ২১।৫২) বর। [৮ রাজার অমাত্য, ৯ অভিনেয় নাটকাদির নায়কাদি]।
পাত্রিকা (ভা ৮।১৮।১৭) ভিক্ষাপাত্র—স্বামী।
পাত্রিয় (হরি ৭।১৭৮) [পাত্রমর্হ-তীতি পাত্র+ঘ] পাত্রের যোগ্য।
পাত্রী (হরি ৭।২১৫) ক্ষুদ্র পাত্র।
পাত্রেসমিত (লনা ২।১৬) ভোজন-তৎপর। ২ প্রতিগ্রহমাত্রপরায়ণ।
পাত্র্য (হরি ৭।১৭৮) পাত্রের যোগ্য।
পাথঃ (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) জল। [২ অন্ন, ৩ আকাশ]।
পাথেয় (ভা ৩।৩০।৩১) পথে ভোগ্য—স্বামী। পথ-খরচ।
পাথোজ (চৈকা ১৬) পদ্ম।
পাথোদ (স্তব ২২।৫৮) মেঘ। **-ধামা** (স্তব ২১।১৮) মেঘ-কান্তি।
পাথোধর (গৌকৃ ১২।৩) মেঘ, ২ মুস্তক।
পাথোধি (চন্দ্রা ২৩), **পাথোনিধি** (শ্যা ৬৬) সমুদ্র।
পাদ (হরি ৭।৫২৮) পদব্যাখ্যান-গ্রন্থ। ২ পদ-সম্বন্ধীয়। ৩ (আচ ১।১২৭) প্রত্যন্তপর্বত। ৪ (ছ ১।২০) পদ্যের চারিভাগের একভাগ। ৫ (লনা ১।৪৭) কিরণ। ৬ চরণ। ৭ (আচ ১।২৯) মূল। ৮ (গোভা ২।৩।৪২) অংশ। **-কটক**—নূপুর। **-গ্রহণ**—চরণে ধরিয়া প্রণাম। **-জ**—শূদ্র। **-জাহ** (হরি ৭।৮৭৩) চরণের মূল-দেশ। **-তীর্থ** (পদ্যা ১১৪) শ্রীভগবান্, ২ ভক্তপদধৌত জল। **-ত্র, -ত্রাণ** [পাদৌ ত্রায়েতে অনেন] পাদ-রক্ষক, ২ পাদুকা। **-নিকেত** (ভা ১।৪।১১) চরণ-পীঠ—স্বামী। **-ন্যাস** (ভা ১০।৩৩। ৭) নৃত্যগতিতে ভূমির আক্রমণ-ভঙ্গী—সনা, জী। ২ গীত, রস ও তালের অনুসারিণী বিচিত্র নৃত্য-গতি—বি। **-পাংশু** (গোভা ৩।৩। ১০) চরণরজঃ, ২ বৃক্ষ-কান্তি। **-পীঠ** (ভা ১১।২৯।৪) পদধারণের আসন। **-মূল** (ভা ১০।২৯।৩১) পাদতল, ২ পাদরজঃ, ৩ পাদুকা, ৪ পদরূপ সর্বার্থের কারণ বা আশ্রয়—সনা। **পাদবিক** (হরি ৭।৬৩৬) [পদবিগমুধাবতীতি ঠক্] পথিক। °**বিভুতি** (ভা ২।৭৬।১৭ ক্রম°) প্রপঞ্চ—জী। **-বিসর্পণ** (বিনা ৬।৯) কিরণ-প্রসারণ, ২ চরণ-সঞ্চালন। **-শৌচ** পাদপ্রক্ষালন। **-সঙ্গম** (মালা ছ ১৫) চরণ-প্রহার। **-সাফল্য-কারী** (ভক্তি ৩১) শ্রীহরিক্ষেত্রে গমন। **-সেবন** (ভক্তি ১৬৯) পরিচর্যা। ২ চরণসম্বাহনাদি। **-হারক** (হরি ৫।১৯৬) [পাদাভ্যাং হ্রিয়তে পাদ—হৃ+ণ্বুল্] নূপুরাদি। ২ চরণদ্বারা হরণকৃৎ।
পাদাকুলক (ছ ৭।৮) পজ্ঝটিকা ছন্দোবিশেষ।
পাদাভরণ (হ ৬।২৭৫) নূপুর।
পাদাবনেজ (ভা ১১।৬।১৭) চরণামৃত—বি।
পাদাবনেজন-পয়ঃ (বৃভা ১।৫। ১০৫ টী) গঙ্গা।
পাদাবসেচন (হ ৩।১৫৮) পদ-ক্ষালন-স্থল।
পাদুক (হরি ৫।৩৩৯) [পদ গতৌ+উকঞ্] গমনশীল, ২ জন্মকালে অগ্রে নির্গত-পাদ। ৩ পদত্রাণ।

পাদুকাত্যাগ (হ ৪।৩৭৪) আহবনীয়-অগ্নিবিশিষ্ট গৃহে, গোপ্রচার-স্থলে, দেবদ্বিজ-সন্নিধে, জপকালে ও ভোজন-বেলায় পাদুকা-ত্যাগই সম্মত। যথা—'অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেব-ব্রাহ্মণ-সন্নিধৌ। জপে ভোজনকালে চ পাদুকে পরিবর্জয়েৎ'॥

পাদু (আচ ১১।৮০) পাদুকা।

পাদোদকতীর্থ (চৈভা মধ্য ১।২৭) শ্রীবিষ্ণুপদ-বিরাজিত গয়াতীর্থ।

পাদোদক-ধারণ (হ ৩।৮৭ টী) শ্রীভগবানের চরণামৃত পূর্বে পান করত পরে মস্তকে অভিষেক করিতে হয়, যথা—'শালগ্রামশিলাতোয়ম-পীত্বা যস্তু মস্তকে। প্রক্ষেপণং প্রকুর্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥'

পাদোদর (রত্ন ১।৩৪) সর্প।

পাদ্ম (মুক্তা ৮।১) ব্রহ্মা। ২ (রত্ন ২। ১৮) পদ্মপুরাণ। **-কল্প** (ভা ৩। ১১।৩৬) ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের দ্বিতীয় পরার্দ্ধের অন্তিম পিতৃকল্প।

পাদ্য (ভা ১১।২৭।২০) দেবতার পাদ-প্রক্ষালনার্থ জল। শ্যামাক, দূর্বা, পদ্ম ও বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা) প্রভৃতির সহিত জলই 'পাদ্য' বলিয়া কথিত হয়। **-দ্রব্য** (হ ৫।৪৫) পাদ্যমাত্রে কমল, দূর্বা, শ্যামাধান্য ও তুলসী দিতে হয়। **-মুদ্রা** (হ ৬। ৪৪) স্বস্তিমুদ্রাপূর্বক দুই হস্ত প্রসারণ। **পাদ্যাস্বাদ** (সিন্ধু ১।২। ১৬১) দান, হোমাদি না করিলেও কেবল ভগবৎপাদজল পান করিলেই পরমা গতি লাভ হয়।

পান (ভা ১।১।৩) আস্বাদন পূর্বক অন্তর্গত করা—জী। ২ অধরপান —বি। ৩ (ভা ১০।৭৪।৩৬) পালন। ৪ (বিপু ১।১৭।৯) [পীয়তে ইতি] মদিরা। **পানক** (গোলী ৪।২৩) পানীয় বস্তু। **°পর** (হ ১১।৬৫৫) [অপেয়] মদ্যাদি-পানাসক্ত। **-পাত্র** (চৈত ১।১১।২৭) পানযোগ্য, ২ অমৃতপাত্র।

পানীয় (গোলী ৭।১১৫) জল। [২ রক্ষণীয়]। **-দ্রব্য** (হ ৮।১৯৬-২০০) সুগন্ধি ও শীতল পানীয়ই শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে। দারুচিনি, এলাচি, নাগকুসুম, কর্পূর এবং দধি, বীজপূরাদি ফলের রসযুক্ত, শর্করা-মধুগুড়-সমন্বিত, গন্ধ-বর্ণ-গুণবিশিষ্ট, বীজপূর, নাগরঙ্গ ও সহকার-সমন্বিত পানক নিবেদন করিবে। **-সৃ** (ভা ১৯।২১।১৮) [পানীয়ং সুবতে ক্ষরন্তীতি] নির্ঝর।

পান্থ (ভা ১০।৮৯।২০) পথিক। [২ বিয়োগী]।

পাপ (সিন্ধু ১।২।৬৯) অন্তরায়। ২ (ভক্তি ৩০৯) অপরাধ। ৩ (চৈত ৪।৩১।২১) নিন্দা। **-ঘ্ন** (মালা চিত্র ২২) অবিদ্যা-নাশক। ২ পাপ-নাশন।

পাপড়িয়া মঠ—পুরীধামে রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে অবস্থিত রামানন্দী মঠ।

পাপতর (রাধা ৬) সংসারের সার শ্রীহরিচরণ ভজনের সর্বথা যোগ্যতা পাইয়াও যে হরিভজন করে না।

পাপতি (হরি ৫।৩৫৫) [পত+যঞ্‌ +কি] সদা পতনশীল।

পাপনাশিনী (হ ১৩।৫৩৪-৫৬৪) মহাদ্বাদশী-বিশেষ। শুক্লা দ্বাদশীর সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলে তবেই 'পাপনাশিনী' মহাদ্বাদশী ঘটে। 'ভান্বর্কোদয়' এবং 'কিম্বা সূর্যোদয়াৎ পূর্বম্'—ইত্যাদি কারিকার বিষয়ীভূত হইলেই মহাদ্বাদশী হিসাবে উপোষ্য হইবে। 'মহাদ্বাদশী' শব্দ দ্রষ্টব্য।

পাপ-পঞ্চক (হ ১২।১৮০) পাতক, অতিপাতক, উপপাতক, মহাপাতক ও প্রকীর্ণক-ভেদে পঞ্চবিধ। পাতিত্যকর পাপই পাতক; সুষাগমনাদি অতিপাতক, গোবধাদি উপপাতক; ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুবিধ পাপইপ্রকীর্ণ।

পাপ-পতি—উপপতি, জার।

পাপমোচন— মনু-কর্তৃক কথিত উপায়ে পাপমুক্ত হওয়া যায়। 'খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ। পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাত্তথা দানেন চাপদি।'

পাপযোনি (গীতা ৯।৩২) নিকৃষ্ট কুলে জাত। ২ তির্যক্‌যোনি প্রভৃতি।

পাপ-সঞ্চার (নার ২।২।৬-৭) আলাপ, গাত্রসংসর্গ, শয়ন ও সহভোজনে পাপ সংক্রমিত হয়।

পাপী (গীতা ৩।১৩) বৈশ্বদেবাদিকে না দিয়া কেবল নিজের জন্য রন্ধন-কারী। ২ (গীতা ৬।৯) দুরাচারী, ৩ অধার্মিক।

পাপীয়ান্‌ (ভা ১০।৮১।১৬) নীচ, ২ ভাগ্যহীন—সনা।

পাপে ধর্ম (ভক্তি ১৪৮) শ্রীবিষ্ণুর নিমিত্ত পাপাচরণও ধর্মে পর্যবসিত হয়। 'মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে।'

পাপৌঘ (যো ১৫) সংসার।

পাপ্ম (গোভা ৪।১।১৪) সুকৃত ও দুষ্কৃত। ২ (রত্ন ১।৩৪) পুণ্য ও পাপ, ৩ অমর্ষ, ৪ অবিদ্যা। **পাপ্মা** (ভা ১০।৫৬।৩৯) অপরাধ। ২

(গোভা ১।১।২০) কর্মগ্রাহ্য [পাপ ও পুণ্যাদি]।
পাম, পামা—খোস পাঁচড়া রোগ।
পামন (হরি ৭।৯৪০) [পামন্+ন] চুলকণা-রোগী।
পামর (চৈনা ৫।১৫) মূর্খ, ২ নীচ, ৩ খল।
পায়স (আচ ১৩।৭২) পরমান্ন, ২ দুগ্ধজাত দধি, ঘৃতাদি।
পায়ু (ভা ৩।৬।২০) অপানবায়ু-স্থান, ২ কর্মেন্দ্রিয়-ভেদ।
পায্য (হরি ৫।১৭৩) [মাঙ্ মানে+ণ্যৎ] পরিমাণ, ২ পানীয়, ৩ নিন্দনীয়।
পার (ভা ৯।২২।২৪) সোমবংশ্য রুচিরাশ্বের পুত্র। ২ (ভা ১০।৩৯।২৬) অতিদূরদেশ।
পারক (চৈচ অন্ত্য ৩।২৫৫) সর্ব-বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারী, পালক, উদ্ধারক ও প্রেমদায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নাম ও মন্ত্র। ২ (সাকৌ ৪।১২) অষ্টাদশাক্ষর গোপাল-মন্ত্র। ৩ (গাম ৬।৬২) প্রেমদ।
পারক্য (ভা ৫।১৩।১২) পরকীয়, ২ পরলোক-সাধন।
পারগ—পারগমনকারী, ২ কার্য-সমাপক।
পারঙ্গ (কৃগ পরি ১১৩) মানসগঙ্গার ঘাট। এই ঘাটে 'সুবিলাসতরা' নামে তরণী থাকে।
পারচর (ভা ৭।৯।৪১) ভবার্ণবে কর্ণধার। ২ নিত্যমুক্ত।
পারণ (ভা ৯।৪।৪০) ব্রতসমাপ্তি। ২ (আচ ১২।২) পারপ্রাপ্তি। ৩ মেঘ।
-দিন-কৃত্য (হ ১৩।২২৯-২৩১) একাদশ্যাদি জাগরণের প্রাতঃকালে মঙ্গলারাত্রিক সম্পাদন-পূর্বক বৈষ্ণব-দিগকে মহাপ্রসাদাদি দ্বারা সম্মান করত বিদায় দিবে এবং প্রাতঃপূজা সমাধান করিয়া তত্রত্য যাবতীয় ফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবে। তৎপরে শ্রীহরিস্মরণপূর্বক ব্রতী পারণ করিবে।
-ব্যবস্থা (হ ১৩।২৫৮ ইত্যাদি)। একাদশীর পারণ-কালের সাধারণ নিয়ম এই যে পরদিনে দ্বাদশীর প্রথম-পাদান্তে দ্বাদশীমধ্যে কর্ত্তব্য অর্থাৎ দ্বাদশীর প্রবৃত্তি হইতে অন্ত পর্যন্ত সময়কে চারি ভাগ করত প্রথমভাগ-ত্যাগে দ্বাদশীমধ্যে পারণ বিধেয়। একাদশীর অন্ত্যপাদ ও দ্বাদশীর প্রথম পাদ 'হরিবাসর'-সংজ্ঞক বলিয়া উহাতে ভোজন নিষিদ্ধ। পারণদিনে দ্বাদশীর অল্পতায় (অর্থাৎ নিত্য-কৃত্যাদি ঐ সময়ে সমাধান না হইলে) নির্মাল্য-তুলসী বা চরণামৃত দ্বারাও পারণ বিধেয়। বিদ্ধাদি হেতু দ্বাদশী উপোষ্যা হইলে (অর্থাৎ পারণদিনে দ্বাদশী না পাইলে) ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে। অষ্ট মহা দ্বাদশীর পারণ পরদিন ত্রয়োদশীতে বিধেয়। উন্মীলনী ও বঞ্জুলীতে পরদিনে যে দ্বাদশী থাকিবে, তাহাতেই পারণ হইবে। প্রথম বিষ্ণু-শৃঙ্খলে—পারণদিনে দ্বাদশী ও শ্রবণার বৃদ্ধি হইলে তিথির আধিক্যে নক্ষত্রান্তে কিন্তু নক্ষত্রের আধিক্যে তিথি-মধ্যে পারণ বিহিত। দ্বাদশী ও শ্রবণা উভয়ই রাত্রি ব্যাপিয়া থাকিলে দিবাতেই পারণ হইবে, যেহেতু রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ (হ ১৪।২১৪টী) 'সর্বেষ্বেবোপবাসেষু দিবাপারণ-মিষ্যতে।' দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে—পারণদিনে দ্বাদশী থাকিলে দ্বাদশী মধ্যে পারণ, নতুবা ত্রয়োদশীতে হইবে, দ্বাদশী বা শ্রবণা রাত্রিব্যাপিনী থাকিলেও দিবাভাগেই পারণ, শ্রবণার বৃদ্ধিতে শ্রবণামধ্যেই পারণ বিহিত।

জন্মবাসরের পারণ—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পারণ শক্ত ব্যক্তির পক্ষে তিথি ও নক্ষত্রান্তে এবং অশক্তের পক্ষে একতরের অন্তে বিহিত। আবির্ভাবকালে পূজাভিষেকাদি করণীয়। শ্রীরামনবমী, শ্রীগৌর-পূর্ণিমাদি জন্মবাসরের পারণ তিথ্যন্তে করণীয়। শ্রবণদ্বাদশী ও রোহিণ্যষ্টমী ব্যতীত অন্যান্য নক্ষত্র-তিথি-ঘটিত ব্রতে নক্ষত্রান্তে পারণ নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ দুইটিতে তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মতান্তরে শ্রবণা ও রোহিণী-ঘটিত ব্রতে তিথির অন্তে, নক্ষত্রমধ্যে পারণ বিহিত। শ্রবণদ্বাদশীব্রতে দ্বাদশীর অতিক্রমদোষও এই বচন-বলে সোঢ়ব্য। অথবা অন্য একাদশী তিথির সহিত শ্রবণাযোগে ব্রত হইলে এই ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।

কোনও কোনও বৈষ্ণব উৎসবান্তে (অধিকাধিক ভোগ, নৃত্য-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা সম্পাদিত পূজাবিশেষ এবং বৈষ্ণবগণের সম্মানন-বিশেষ সমাপ্ত করিয়া) স্বীয় কায়ক্লেশাদিবশতঃ উপবাস করিতে অসামর্থ্যে এবং নিত্য উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ-ভোজনরূপ দাস্য-বিশেষের অপেক্ষায় মহোৎসবের দিনেই ব্রতপারণ করেন।
পারণা (গোচ পূর্ব ১।১০৫) সন্তোষ। ২ (গোচ উত্তর ৩৭।১০৬) উপ-বাসান্তর বিহিত ভোজন।
পারতন্ত্র্য (ভা ১১।১০।৩১) কর্মাধীনতা,

২ পরাধীনতা।

পারত্রিক (প্র ৬।৪) ভগবল্লোকগত—বাগীশ। ২ পরলোকের হিতকর।

পারদ (বিনা ৭।৫২) রস-বিশেষ (পারা)। ২ অপরতীর-প্রাপক।

পারদর্শী (ভা ৯।৪।৫৮) সর্বজ্ঞ।

পারদারিক (হরি ৭।৬০৭) [পর-দারান্ গচ্ছতীতি ঠক্] যথেষ্ট পরস্ত্রী-গামী।

পারদার্য [পরদারা+ষ্যঞ্] পরস্ত্রী-গমন।

পারদৃশ্বা [পার—দৃশ্+ক্বনিপ্] পর-পারের দ্রষ্টা।

পারদৌর্বল্য (কৃষ্ণ ২৯) 'বচনগত বিরোধ-সমাধান' দ্রষ্টব্য।

পারব্রাহ্ম্য (বৃভা ২।২।২১৯) পর-ব্রহ্মতা; অহঃক্ষণ নবনব বিচিত্রমাধুর্য-কোটির উৎপাদন, ভক্তদের প্রতি শ্রেষ্ঠতর করুণার পরাকাষ্ঠা-প্রতি-পাদন এবং ভক্ত-বিষয়ে নিবিড় মধুর আনন্দরাশির অনুভূতির চরমসীমা-সম্পাদনাই পরব্রহ্মতার পরিচায়ক।

পারমহংস্য (ভা ৪।২১।৪১) জ্ঞান, ২ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির গম্য—স্বামী। ৩ (ভা ১২।১৩।১৩) পরমহংসগণের প্রাপ্য বা হিতকারী। ৪ (চৈত ২।৯।১৭) শ্রীভাগবত। -পদ্ধতি (লনা ১।৬) মহাসিদ্ধগণের ধর্ম-প্রণালী। ২ শ্রীভাগবত-পথ।

পারমার্থিক (ভা ৩।২৯।১) পরস্পর বিভক্ত—স্বামী। ২ (রত্ন ৪।৩) সত্য, ৩ যথার্থ। ৪ অবিকারী, ত্রিকাল-স্থায়ী। -ভেদ (প্র ৪।৩) নিত্যভেদ।

পারমেষ্ঠ্য (ভা ১১।১৫।১৪) সর্বোৎ-কৃষ্ট—স্বামী। ২ পরমেষ্ঠির ভাব—বি। ৩ (ভা ১১।১৪।১৩) ব্রহ্মপদ। ৪ পরমেশ্বরতা। ৫ (ভা ৯।১০।৩৮) ছত্রচামরাদি—রাজচিহ্ন। -কাম (ভা ১০।৭০।৪১) সাম্রাজ্যেচ্ছু, ২ প্রেমভক্তি-বাসনক, ৩ বৈকুণ্ঠ-বাসন—সনা। ৪ ভগবদ্‌যজ্ঞনোচিত পরম-সম্পৎকামী—জী। ৫ কৃষ্ণের পারমৈশ্বর্য-প্রচারণাভিলাষী—বল।

পারমৈষ্ঠ্য (প্রীতি ৪৮) দ্বারকার ঐশ্বর্য।

পারম্পরিকী ভক্তি (ভক্তি ১৬৯) সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও যাহা পর-ম্পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের তোষণাভাসে পর্যবসিত হয়—কর্মার্পণরূপা আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি।

পারম্পরীণ [পরম্পরা+খঞ্] পর-ম্পরাক্রমে আগত।

পারম্পর্য (ভা ১১।১৪।৭) গুরূপদেশ পরম্পরা—বি। ২ কুল-পরম্পরা।

পারয় (হরি ৫।২০৭) [পৄ পূরণে—ণিচ্+শ] সমর্থ, ২ কৃতার্থতাকারী।

পারবত—পারাবত, কপোত।

পারবশ্য (লনা ১০।২৫) পরাধীনতা।

পারবান্ (আচ ১৩।৫৫) সীমান্তবর্তী।

পারশব (হরি ৭।২৭৩) ব্রাহ্মণ-বিবাহিতা শূদ্রার পুত্র। ২ পরস্ত্রী-পুত্র। ৩ লৌহ।

পারশ্বধিক (গোচ উত্তর ২৬।৫) [পরশ্বধঃ কুঠারঃ+ঠঞ্] কুঠার-ধারী।

পারষদ (প্রীতি ১২৯) পার্ষদত্ব, সভাপতিত্ব।

পারস্কর (হরি ৬।৩৫৫) [পারং করোতীতি] দেশভেদ, ২ গৃহসূত্র-কারক মুনি।

পারস্ত্রৈণেয় (হরি ৭।২৭৩) [পরস্ত্রী+ঢঞ্] জারজ পুত্র।

পারাঃ (ভা ৮।১৩।১৯) নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণির কালে দেবতা।

পারাক (হ ১৯।২১) পরাকব্রত। (মনু ১১।২১৫)—এই ব্রতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া দ্বাদশাহ উপবাস করিতে হয়—পঞ্চধেনু দান করিতে হয়, ইহা সর্বপাপনাশক। ইহার বিশেষ বিবরণ প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে দ্রষ্টব্য।

পারায়ণ (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৪) আবর্তন, বেদাদিশাস্ত্রপাঠ। ২ (হ ৩।২৯) সমগ্র বেদাধ্যয়ন। **পারায়ণিক** (হরি ৭।৭২৭) [পারায়ণমা-বর্তয়তীতি ঠক্] পাঠক, ২ ছাত্র।

পারাবতী (গোচ পূর্ব ১।৮২) গোপ-গীতি।

পারাবর্য (হব ২।৬৮।৬৩) লোক-মর্যাদা—নীল।

পারাবার (আচ ৫।১১৮) সমুদ্র।

পারাবারীন (হরি ৭।৪১৯) সমুদ্র-গামী। ২ পারগামী। ৩ উভয়-কূলবর্তী।

পারাশর্য (হরি ৭।২৯২) ব্যাসদেব।

পারিক (সিন্ধু ২।১।৩৬৭) দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণে স্থূল এবং ছয়ছিদ্রযুক্ত বেণু। নামান্তর—'পাবিক'।

পারিকাঙ্ক্ষী (মাম ১।১২৩) তপস্বী।

পারিখেয় (হরি ৭।৭২৬) পরিখার্থ স্থলাদি।

পারিগ্রামিক (হরি ৭।৫০৮) গ্রামের চারিদিকে জাত।

পারিজাত (ভা ৩।১৫।১৯) সমুদ্র-মন্থনে জাত দেবতরু-বিশেষ।

পারিতোষিক—সন্তোষের জন্য দীয়-মান ধনাদি।

পারিপন্থিক (হরি ৭।৬৩৫) [পরিপন্থং তিষ্ঠতীতি ঠক্) চোর, ২ হন্তা, ৩ উপপথে স্থায়ী।

পারিপাত্র (ভা ৫।১৯।১৬) বিন্ধ্যগিরির উত্তর-পশ্চিমাংশ, কুলপর্বত।

পারিপার্শ্বক (হরি ৭।৬৪৩) পার্শ্বে অবস্থানকারী সেবকাদি। **পারিপার্শ্বিক** (বিনা ১।৩) অভিনয়ে অধ্যক্ষের সহচর।

পারিপ্লব (অকৌ ৫।৭৮) চঞ্চল, ২ (গোভা ৩।৪।২৩) অশ্বমেধ-যজ্ঞে পুত্রাদি-পরিবৃত যজমানের নিকট নানাবিধ উপাখ্যান-বর্ণনা। ইহাতে প্রকারান্তরে ব্রহ্মবিদ্যাই উপদিষ্ট হয়।

পারিপ্লব্য (অকৌ ৫।৩৫) চাঞ্চল্য।

পারিভদ্র (ভা ৫।২০।৯) শাল্মলীদ্বীপাধিপতি যজ্ঞবাহুর পুত্র ও তন্নামক বর্ষ। ২ (হ ৭।৬) পারুল, [৩ দেবদারু, ৪ নিম্ব, ৫ সরল বৃক্ষ]।

পারিভাবী (গোচ পূর্ব ২৪।১০৩) পরিভব-সম্বন্ধী।

পারিভাষিকী (সস তত্ত্ব ৯) ['শব্দ-বৃত্তি' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

পারিমাণ্ডল্য (গোভা ২।২।১১) পরমাণু-পরিমাণ।

পারিমিত্য (সাকৌ ৪।৫) পরিচ্ছেদ।

পারিমুখিক (হরি ৭।৬৪৩) সম্মুখবর্ত্তী। **পারিমুখ্য** (হরি ৭।৫০৮) সাম্মুখ্য।

পারিযাত্র (ভা ৫।১৬।২৭) সুমেরুর পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী পর্বত। ২ (ভা ৫।১৯।১৬) ভারতীয় পর্বত। ৩ (ভা ৯।১২।২) সূর্যবংশীয় অনীহের পুত্র।

পারিবর্হ (ভা ১০।৮৬।১২) বর ও কন্যার প্রতি উপঢৌকন। ২ (ভা ১০।১।৩১) গৃহবাসের উপকরণ।

পারিষদ (চৈচ আদি ৩।৭৪) পার্ষদ, পরিকর। ২ (সিন্ধু ৩।২।৩১—৩২) উদ্ধব, দারুক, জৈত্র, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্রাদি যদুবরের পার্ষদ। ইঁহারা পরামর্শ ও সারথ্যাদি কর্মে নিযুক্ত হইলেও অবসরক্রমে স্বস্বযোগ্য পরিচর্যাদি করেন। কৌরবগণমধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুরাদিই পার্ষদ। ইঁহারা ধুর্য, ধীর ও বীরভেদে ত্রিবিধ [সিন্ধু ৩।২।৪৪—৫৫]। আবার নিত্য-সিদ্ধ, সিদ্ধ ও সাধকভেদে তিন প্রকার [সিন্ধু ৩।২।৫৬]।

পারিষদ্য (হরি ৭।৬৯৬) [পরিষদি সাধুরিতি] সভ্য। ২ পরিষৎসম্বন্ধী।

পারিহনব্য (হরি ৭।৫০৮) [পরিহনু+ঞ্য] হনুর উপরিভাগে জাত।

পারিহার্য (নাম ৮।১২৩) বলয়।

পারিহাস্য (ভা ৬।২।১৪) প্রীতিগর্ভ অন্য-পরিভব বচন।

পারী (গোলী ১০৮৪) প্রবাহ, ২ পানপাত্র, ৩ দোহনপাত্র, ৪ মৃণ্ময় আচ্ছাদন ভাণ্ড।

পারীণ (হরি ৭।৪১৯) পারগামী। ২ পারঙ্গত। ৩ (মালা প্র ১৩) সমুদ্র।

পারীন্দ্র (মালা প্রেমেন্দু ১৬) সিংহ। [২ অজগর সর্প]।

পারুষিক (হরি ৭।৬৫৮) নিষ্ঠুরস্বভাব।

পারুষ্য (গীতা ১৬।৪) নিষ্ঠুরতা—স্বামী। ২ প্রত্যক্ষ রুক্ষভাষা-প্রয়োগ—বল। ৩ (ভা ৭।১।২৩) নিন্দা—স্বামী। ৪ তর্জন—বি। [৫ ইন্দ্রবন, ৬ অগুরুচন্দন]।

পারেগঙ্গম্ [গঙ্গায়াঃ পারম্ অব্যয়ীভাবঃ] গঙ্গার পারে।

পারেবত (হ ৮।১৮৮) তিন্দুকাকৃতি ফল, যাহা পক্ক হইলে শ্বেতাভ রক্তবর্ণ এবং মধুরাম্ল হয়, কামরূপে এই ফল প্রসিদ্ধ।

পারোক্ষ্য (ভা ১০।৩৯।২০) অদৃশ্যতা।

পার্থ (ভা ১।৭।৩৫) কুন্তীর পুত্রগণ। [২ অর্জুনবৃক্ষ, ৩ পৃথিবী-পালক]।

পার্থব (হরি ৭।৮৩৭) [পৃথু+অণ্] পৃথুতা, ২ পৃথু-সম্বন্ধী।

পার্থিব (হরি ৭।৭৫২—৫৩) পৃথিবীর নিমিত্ত সংযোগ বা উৎপাত। ২ পৃথিবীর ঈশ্বর। ৩ (ভা ১১।২৪। ১৭) ঘট শরাবাদি—স্বামী। ৪ (কৃষ্ণ ১৪) রাজা পৃথুরূপ। **-স্নান** (হ ৩।৪৩) মৃত্তিকাস্পর্শপূর্বক স্নান।

পার্যাপ্তিক (হরি ৭।৬০৫) [পর্যাপ্তি +অণ্] সমাপ্ত।

পার্বণ (চৈকা ২।৪৬) পূর্ণিমা বা অমাবস্যা-নিমিত্তক শ্রাদ্ধাদি। ২ পর্ববিহিত।

পার্বত (হরি ৭।৩৮৩) [পর্বতা অস্মিন্ সন্তীতি] পর্বত-সঙ্কুল দেশ। ২ পর্বতজাত।

পার্বতী-গুহা (সস কৃষ্ণ ২৯) দেবগণেরও সুদুর্গম গুহাবিশেষ। পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইয়া দেবগণের নিকট নিবেদন করিলে ব্রহ্মা ক্ষীরোদ সাগরতীরে গিয়া আবেদন করেন। বিষ্ণু দেবতাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করত উত্তরদিক্‌স্থিত এই গুহায় গমন করিয়া তথা হইতে বাসুদেবরূপে ধরায় প্রকট হয়েন। [হরিবংশ ৫৬।৪৯]। **-পূর্বজ** (মালা গোবর্দ্ধন ২।২) মৈনাক। **-লোচন**

(রত্না ৫।২৯৭৫) তালবিশেষ।

পার্শ্ব (হরি ৭।৩৪১) [পৃষ্ঠাস্থ্নাং সমূহঃ] পৃষ্ঠাস্থিসমূহ। ২ (হরি ৭।৯২০) অনৃজু উপায়, শাঠ্য। [৩ কক্ষের অধোভাগ, ৪ সমীপে]।

পার্শ্বক (গোচ উত্তর ১৯।২৪) শঠতাক্রমে বিত্তান্বেষী, শঠ।

পার্শ্বতীয় (হরি ৭।৫১৪) [পার্শ্বতো ভব ইত্যর্থে ছ] পার্শ্বদেশ হইতে জাত। ২ পার্শ্বস্থ।

পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসব (হ ১৫। ৫৪৩—৫৪৭) ভাদ্রী শুক্লা একাদশীতে (দ্বাদশীতে) শ্রীবিষ্ণুর পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিবে। শ্রীপ্রভুকে জলাশয়ের নিকটে নিয়া সম্যক্ পূজাদি করিয়া দক্ষিণাঙ্গে শয়ন করাইবে। ইহাকে 'কটিদানোৎসব'ও বলে।

পার্শ্বশয় (হরি ৫।২৩৩) [পার্শ্বাভ্যাং শেত ইতি অচ্] পার্শ্বদেশে শয়নকারী।

পার্ষদ (ভা ১০।৪৭।৪) সেবক—স্বামী। ২ (চৈভা আদি ২।২৯) লীলাসঙ্গী। **পার্ষদগণের অসুর-যোনি-গমন** (চৈত ৭।১০।১৮) 'যে কুলে ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পূর্ববর্ত্তী ২১ জন শুদ্ধ হন'—শ্রীভগবানের এই বরে জানা যায় যে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু পবিত্রই হইয়াছেন, তবে কেন আবার রাবণরূপে তাঁহার উৎপত্তি হইল? তাহার উত্তরে যুক্তি এই—তদানীন্তন অপরাধে অন্য পাপ হয় নাই, অপরাধাদি সেই কালেই নষ্ট হইয়াছিল; কেবল সনকাদির শাপের জন্যই তাঁহাতে পুনরায় রাক্ষসভাব হইয়াছিল। এস্থলে আবার প্রশ্ন—বৃত্রাদি অসুরভাব লাভ করিলেও ত পূর্বকালীন চিত্রকেতুপ্রভৃতি জন্মের ভগবদ্ভক্তির অনুবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু পার্ষদদ্বয় জয় ও বিজয়ের হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্মধারণে ভক্তি দেখা যায় না কেন? তাহারও উত্তর এই যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ভগবানেরই ইচ্ছাতে তাঁহারা অসুরদেহ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছাতে ভগবদ্ভাবটি তখন আচ্ছাদিত ছিল; তাহা না হইলে ভগবানের সহিত স্পর্দ্ধা অসূয়াদি বৈরভাব কখনই সম্ভবপর হইত না। অথবা—ঐ দুই জনের ভগবদ্ভাব তৎকালে প্রহ্লাদরূপে পৃথক্ রূপে ছিল, এইরূপে রাবণ-কুম্ভকর্ণের ভক্তি বিভীষণ-স্বরূপে, শিশুপাল-দন্তবক্রের ভক্তি মাতৃ-স্বরূপে অবস্থিত ছিল। আর একটি আশঙ্কা—পার্ষদবিগ্রহ যখন অপ্রাকৃত, তাঁহাদের লিঙ্গশরীর থাকে না, লিঙ্গশরীরের অভাবে সংসরণও ত হইতে পারে না; তবে কেন জয়বিজয়ের অসুর-তনু লাভ হয়? উত্তর—পার্ষদগণ রত্যুপহিত-চৈতন্য হয়েন। তাঁহাদের শরীর জীববৎ না হইয়া কেবল আনন্দময়ই হয়; তার জন্য রত্যুপাধি তাঁহাদের অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণ এবং বাহ্যিক শরীরাকৃতিও সর্বথাই আনন্দময়, এইজন্য ভগবানের যুদ্ধকণ্ডূয়ন উপস্থিত হইলে বিপ্রশাপচ্ছলে উঁহাদের অন্তঃকরণের আনন্দ দৈত্য-দেহে প্রবিষ্ট হইল এবং বহিরানন্দ-রূপী দেহও তাহাতেই নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থিত রহিল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—পরকায়-প্রবিষ্ট যোগিজনের আত্মা। প্রয়োজনবশতঃ পরকায়ে আত্মা প্রবেশ করিলেও যেমন যোগি-গণের দেহ পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত পার্ষদ-দেহেরও দ্বিবিধ সংস্থিতিই যুক্তিযুক্ত। **-তনুত্যাগ** (কৃষ্ণ ১২৫—১২৬) 'শ্রীভগবৎপার্ষদগণ' নিত্য, তাঁহাদের প্রাকৃত জীবের ন্যায় জন্মমৃত্যু সম্ভবে না, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহাদের আবির্ভাব-তিরোভাব হয় মাত্র। মৌষললীলাদি মায়াগুণ-বিজৃম্ভিত; শ্রীলক্ষ্মণের সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন, শ্রীসীতাদেবীর পৃথিবীতে ছায়াসীতার রক্ষণে অগ্নি-সাহায্যে অন্তর্ধান যেরূপ অলৌকিক ব্যাপার, শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণেরও তদ্রূপ অলৌকিক অন্তর্ধান ব্যাপার প্রাকৃত অজ্ঞগণের দুর্বোধ্য। যিনি যমালয় হইতে মৃত গুরুপুত্র আনয়ন করিতে পারেন, ব্রহ্মাস্ত্র-দগ্ধ পরীক্ষিতের পুনর্জীবন দান করিতে পারেন, রুদ্রকেও বাণযুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন, জরাব্যাধকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে পাঠাইতে পারেন —তিনি কি স্বজনগণকে রক্ষা করিতে অসমর্থ? সুতরাং যাদবগণের নিধনাদি ব্যাপারকে মায়িক বলিতে হয়। মূল কথা তাঁহারা ভগবদিচ্ছায় স্বধামে গমন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-গণেরও যখন প্রাকৃত জন্মকর্মাদির নিষেধ উক্ত হইয়াছে, তখন নিত্য-লীলা-পরিকরদের নিধনাদি বার্ত্তা সর্বথাই যে মিথ্যা—ইহাও কি বলিতে হইবে? **পার্ষদভাব** (রত্ন ৬।২৯) সিদ্ধ ভগবৎসেবোপযোগী দেহ।

পার্ষ্ণিক (নাম টী ২।১২) পশ্চাৎকৃত।

[২ ষড়হ-সম্বন্ধীয় [কাত্যায়নীয় শ্রৌতসূত্র ২২।৭।১]।

পার্ষ্ণি (ভাবনা ১২।৫০) গোড়ালি। [২ পৃষ্ঠ, ৩ সৈন্যপৃষ্ঠ, ৪ জিগীষা, ৫ উন্মদ-স্ত্রী, ৬ কুন্তী]। **-গ্রহ** (ভা ৮।২।২৮) সাহায্যকারী। **-গ্রাহ** (গোচ পূর্ব ১০।২২) সহায়, অনুচর। ২ (ভা ১০।৬৬।১২) পৃষ্ঠভাগ-রক্ষক। ৩ পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রু। **-মান্**, **পার্ষ্ণীল** (হরি ৭।৯৩৪) পার্ষ্ণিযুক্ত।

পার্ষ্ণেয় (গৌকু ১৬।১১) পৃষ্ণিগর্ভ।

পাল (ভা ১।১৮।৩২) রাজা—স্বামী। ২ রক্ষক, ৩ [ভাবে অচ্] রক্ষণ। ৪ পিক্‌দানী।

পালক (ভা ১২।১।২) মাগধ-বংশ্য প্রদ্যোতনের পুত্র। [২ অশ্ব-রক্ষক, ৩ পালন-কর্ত্তা, ৪ চিত্রকবৃক্ষ]।

পালাশ (হরি ৭।৫৯০) পলাশ-নির্মিত, ২ পলাশের কাণ্ডাদি। ৩ হরিদ্বর্ণ, ৪ তেজপাত।

পালি (মাম ৫।৬৭) প্রশংসা, ২ প্রান্ত। ৩ (গোচ পূর্ব ২।১৯) শ্রেণী, ৪ (আচ ৮।৬৮) ক্রোড়। ৫ (সিন্ধু ৩।৪।৫৫) কর্ণলতাগ্রভাগ—জী। ৬ (সিন্ধু ১।১।১) নাতিমুখ্যা সখী। [৭ কোণ, ৮ পুরুষ-লক্ষণযুক্তা স্ত্রী, ৯ মৎকুন (উকুন), ১০ প্রস্থ]।

পালিকা (কৃগ পরি ১৩৬, ১৪১) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। [২ কর্ণপত্র, ৩ পালনকর্ত্রী]।

পালিন্ধিকা (কৃগ ১৬৭) ইন্দুলেখার সাধারণ দূতী।

পালিন্ধ্রী (কৃগ পরি ১৯৫) শ্রীরাধার সৈরিন্ধ্রী—বিবিধ-শিল্পকারিণী।

পালী (ললা ২।৩) শ্রীরাধার সখী। ২ (উ ৭।৩৩) কর্ণলতাগ্রভাগ। ৩ সমূহ।

পাব (সিন্ধু ৩।৪।৩২) সূক্ষ্ম বেণু—জী, ২ দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ বেণু—মু।

পাবক (ভা ৪।১।৬০) অগ্নির পত্নী স্বাহার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৪।২৪।৪) শিখণ্ডিনীর গর্ভে জাত বিজিতাশ্বের পুত্র। ৩ (উস ৬০) অগ্নি, ৪ পবিত্রতাকারী। ৫ (গীতা ২।২৩) আগ্নেয়াস্ত্র।

পাবন (ভা ১০।৭২।৩) ভক্তিবিঘ্ন-নিরসনকারী—সনা, জী। ২ আত্ম-পবিত্রকারী—বি। ৩ (ভা ১০। ৭৮।৩২) প্রায়শ্চিত্ত—স্বামী। ৪ (ভা ১০।৬১।১৬) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত। ৫ (কৃগ ৪৯, ৮৪) বিশাখা সখীর পিতা, মুখরার ভাগিনেয়, পত্নী—দক্ষিণা। ৬ (কৃগ পরি ১১৬) নন্দীশ্বরস্থিত সরোবর। [৭ অগ্নি, ৮ জল, ৯ গোময়, ১০ সিদ্ধ, ১১ বিষ্ণু, ১২ রুদ্রাক্ষ]।

পাবন্তী (হ ৭।১৫০) কুন্দভেদ।

পাবিক (সিন্ধু ২।১।৩৬৬) দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠপরিমাণে স্থূল এবং ছয়টি ছিদ্রযুক্ত হইলে তাহাকে 'পাবিক' বেণু কহে। (মতান্তরে—পারিক)।

পাবিকা (ললা ১।৩৪) বেণু।

পাবিত (মথুরা ১৯৯) পবিত্রীকৃত।

পাশ (বিনা ৫।৩৪) ধেনুসংযমন-রজ্জু। ২ পাপীর বন্ধন। ৩ (গোভা ২। ২।৩৭) সংসার-বন্ধন। **-ক**—দ্যুত-ক্রীড়া-সাধন পাশা। **-ধর**—বরুণ, ২ পাশধারক। **-মুদ্রা** (হ ৬।৩৭) বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠা ও তর্জনীকে পাশাকারে নিয়োজিত করত দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তর্জনী প্রসারণ-পূর্বক বামাঙ্গুষ্ঠার মূলদেশ স্পর্শ করিলেই 'পাশমুদ্রা' হয়।

পাশায়ুধ (আচ ১৫।২৯৭), **পাশী** (গোচ পূর্ব ৭।২১) বরুণ।

পাশুপত-প্রস্থান (গোচ উত্তর ২৮। ৪) শিবব্রত। **°মত** (গোভা ২।২। ৩৭) এই মতে কারণ, কার্য, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত—এই পঞ্চ পদার্থ। পশুপদ-বাচ্য জীবগণের পাশ-বিমোচনের জন্য ঈশ্বর পশুপতি-কর্তৃক আদিষ্ট মতই 'পাশুপত'। এই মতে পশুপতিই সংসারের নিমিত্ত কারণ, মহামায়া উপাদান, মহদাদি কার্য, ওঁকার-পূর্বক ধ্যানাদিই যোগ, ত্রৈকালিক স্নানই বিধি এবং মুক্তিই দুঃখনিবৃত্তি। [শ্রীভাষ্যমতে—ইহারা চারিশ্রেণীতে বিভক্ত—(১)কাপাল, (২) কালামুখ, (৩) পাশুপত ও (৪) শৈব। ইহারা সকলেই বেদ-বাহ্য তত্ত্বপ্রণালী এবং ঐহিক ও পারলৌকিক মোক্ষসাধন কল্পনা করে। নিমিত্ত ও উপাদান কারণে ভেদ মনে করে; শৈবাগম-মতে—মুদ্রাষট্‌কধারণই কাপালগণের সাধন। কণ্ঠিকা, রুচক (হারবিশেষ), কুণ্ডল (কর্ণাভরণ), শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত এই ছয়টিই মুদ্রাষট্‌ক। কালামুখেরাও নরকপালে ভোজন, শবদেহের ভস্মে স্নান ও তাহা ভক্ষণ, লগুড়ধারণ, মদ্যকুম্ভ-স্থাপন এবং তদধিষ্ঠাতৃদেব-পূজাদিকেই সর্বাভীষ্ট সাধন বলে।]

পাশুপাল্য [পশুপালস্য ভাবঃ ষ্যঞ্] বৈশ্যবৃত্তি।

পাশ্চাত্য (হরি ৭।৪২৭) [পশ্চাৎ+ ত্যক্] পশ্চিম দেশে জাত।

পাশ্যা (হরি ৭।৩৪২). [পাশানাং সমূহ ইত্যর্থে পাশ—যাপ্] পাশ-সমূহ।

পাষণ্ড (ভা ৪।১৯।২৪) পাপচিহ্নযুক্ত সম্প্রদায়—স্বামী। ২ (ভা ১০।২০। ৮) নাস্তিক—সনা। ৩ (চৈচ আদি ৫।১৭৭) ভগবদ্‌বিদ্বেষী। ৪ (শ্যা ৭) বেদবিরুদ্ধ ও স্বাগম-কল্পিত ধর্মে আসক্ত—বল। ৫ (ভক্তি ১৫৩) গুর্বব্জ্ঞাদি দশ নামাপরাধ, 'পাষণ্ড-শব্দেন দশাপরাধা লক্ষ্যন্তে' [ভক্তি ২৬৫]। 'পালনাচ্চ ত্রয়ীধর্মঃ পা-শব্দেন নিগদ্যতে। ষণ্ডয়ন্তি তু তং যস্মাৎ পাষণ্ডস্তেন কীর্ত্তিতঃ'॥ **-ধর্ম** (তর ১।৩।৪৭) বেদবিরোধী নাস্তিক মত। **পাষণ্ডী** (ভক্তি ২২৩) বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্ট। (ভক্তি ৩১২) যাহারা ভগবৎ-প্রীতি ব্যতিরেকেই স্বতন্ত্রভাবে কর্মানু-ষ্ঠান করে, পরন্তু বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানে বিরত থাকে। ২ (ভক্তি ১০৫) যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের সহিত সমান ভাবে দেখে, সেই 'পাষণ্ডী'। ২ ভবব্রতধারী ও শিবভক্তের অনুগত জনগণ সচ্ছাস্ত্রের প্রতিকূল 'পাষণ্ডী'—[ভৃগুশাপ]।

পাষাণ-দারক, ' **-দারণ**—টঙ্ক। **-ভেদন**—হাড়জোড়া বৃক্ষ। ২ প্রস্তরভেদক।

পিক-কণ্ঠিকা (কৃগ পরি ১৯১) বিশাখা-রচিত গীতের গানে শ্রীকৃষ্ণের সুখদায়িনী শ্রীরাধার গান্ধর্ব সখী। **-বন্ধু, -রাগ, -বল্লভ**—আম্রবৃক্ষ।

পিঙ্গ (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ২ (আচ ১।১৭৫) পিঙ্গল-বর্ণ। [৩ হরিতাল]।

পিঙ্গক (হ ৭।২৪) হরিদ্রাপুষ্প।

পিঙ্গকপিশা—তৈলপায়িকা।

পিঙ্গল (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ; বসন্তসখার পিতা। ২ (ছ ১।৩) শ্রীশেষের অবতার পিঙ্গল প্রথমতঃ 'ছন্দঃসূত্র [সংস্কৃত ও প্রাকৃত]-রচনায় কবিতার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। [৩ নীল-পীত-মিশ্রিত বর্ণ, ৪ নাগভেদ, ৫ রুদ্র, ৬ নিধি, ৭ বানর]।

পিঙ্গলা (ভা ১১।৭।৩৪) বেশ্যা। ২ (লনা ১০।৪) সত্যভামার সখী। ৩ (কৃগ পরি ১০০) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-ধেনু। ৪ বামন-নামা দক্ষিণ দিগ্‌-গজের পত্নী, ৫ কুমুদের করিণী]।

পিঙ্গেক্ষণা (উ ১০।৫২) শ্রীকৃষ্ণের সুরভী।

পিচণ্ড (গোবি ৪৮), **পিচিণ্ড** গোবি ৪৭) উদর। ২ পশুর অবয়ব।]

পিচিণ্ডবান্, **পিচিণ্ডিক**, **পিচিণ্ডিল**, **পিচিণ্ডী** (হরি ৭।৯২২) স্থূলোদর, পেটুক।

পিচু—কার্পাসতুলা, ২ কুষ্ঠভেদ, ৩ কর্ষ, ৪ অসুর।

পিচুমন্দ, **পিচুমর্দ** (সাকৌ ১০।৪০) নিম্ব।

পিচ্ছ (গোচ পূর্ব ২২।৩৯) ময়ূর-পুচ্ছ। [২ চূড়া, ৩ লাঙ্গুল]।

পিচ্ছিকা (বিনা ৭।৫০) ময়ূরপুচ্ছের গুচ্ছ।

পিচ্ছিল (হরি ৭।৯৪১) [পিচ্ছা+ ইলচ] পিছল, হড়হড়ে। ২ (সিন্ধু ২।৩।৮৯) উপরে কোমল ভিতরে কঠিন, সুতরাং কুত্রাপি স্থিরতা-রহিত। ৩ (বিনা ৫।৩৬) অতি-মসৃণ।

পিঞ্ছ (চৈচ মধ্য ২১।১০৯) ময়ূরপুচ্ছ।

পিঞ্ছী (গোচ পূর্ব ৩১।৮০) ময়ূর, ২ শ্রীকৃষ্ণ।

পিঞ্জ (মালা গোবিন্দ ১১) গৌর। [২ বল, ৩ ব্যাকুল, ৪ বধ, ৫ কর্পূর-ভেদ, ৬ তুলা, ৭ ছটা]।

পিঞ্জর (ভা ৪।৬।২০) পীতবর্ণ। ২ (আচ ১৭।১৭) হরিতাল, ৩ স্বর্ণ, [৪ নাগকেশর, ৫ পক্ষিবন্ধনস্থান, ৬ দেহাস্থিবৃন্দ]। **পিঞ্জরিত** (গোলী ১৯।৭৯) ব্যাপ্ত। ২ (বিনা ৬।২) হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত। **পিঞ্জল** (আচ ৪।৭) অতিব্যাকুল। ২ (গোচ পূর্ব ২৫।৫১) পাতবর্ণ, ৩ পিঙ্গলবর্ণ, ৪ হরিতাল। ৫ কুশপত্র।

পিটক (গোলী ১৬।৮৯) পেটিকা। [২ স্ফোট, ফোঁড়া]।

পিঠর (আচ ৯।৭) পাত্রবিশেষ। ২ (চৈনা ১।৬) গৃহ, [৩ মুস্তা, ৪ মন্থানদণ্ড, ৫ স্থালী]। **পিঠরী** (গৌকৃ ৬।৫১) স্থালী।

পিঠাপানা (চৈচ মধ্য ১২।১৬৭) পিষ্টক, পরমান্নাদি।

পিণ্ড (ভা ১১।২৭।২১, বিনা ৫।৩৬) দেহ। ২ (ভাবনা ৬।৪৯) গ্রাস। [৩ সংহত, ৪ ঘন, ৫ অন্নাদিময় পিতৃপুরুষকে দেয় গোলাকার বস্তু, ৬ গোল, ৭ জবাপুষ্প]। **-কেলি** (কৃগ ১৮৩, ১৯৪) শ্রীরাধা-সখী। ইঁহার বর্ণ—কোকিলাণ্ডের ন্যায়, বস্ত্র—তাম্রবর্ণ, ইনি শ্রীমাধবের দোষ দেখিলে শ্লিষ্ট বচন-বিন্যাসে তাঁহাকে লজ্জা দেন। **-খর্জুর**—ছোহারা, ২ খেজুর। **-পুষ্প** (কৃগ ১৯২) অশোক, ২ জবা, ৩ তগর, ৪ পদ্মপুষ্প।

-পুষ্পক—বাস্তুক শাক। -বন্ধ (সভা ২।২০) দৈহিক সম্বন্ধ। -ভাব (চৈনা ৫।২) ঘনীভূততা। -মূল—গাজর। -স্থ (ভা ১১।২৮।৩) জীব—স্বামী।

পিণ্ডারক (হ ১৩।৩২৪) দ্বারকা-নগরীর আটক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান (মহা° বন°)। এইস্থানে ঋষিগণ সাম্বকে অভিসম্পাত করত মূষলদ্বারা যদুবংশের অপ্রকটকরণের কারণ হয়েন (ভা ১১।১)।

পিণ্ডিকা (লনা ৭।১৭) বেদী, পীঠ। ২ (হ ৭।২৩) নন্দ্যাবর্ত্ত পুষ্প।

পিণ্ডীকরণ (নাম ৩।২৩) একীকরণ, সংহার।

পিণ্ডীশূর (লনা ৫।৪২) ভোজনমাত্র-পটু। ২ (গোচ পূর্ব ৩১।১৯) কাপুরুষ।

পিণ্যাক (হ ৯।২৬৭) খৈল। ২ তিলকল্ক, ৩ হিঙ্গু, ৪ বাহ্লীক, ৫ সিহ্লক।

পিতরিশূর (হরি ৬।৯১) সদাচার-ভেত্তা।

পিতা (নার ১।১।১৮) জ্ঞানদাতা।

পিতামহ (ভা ১১।০১।৪) ব্রহ্মা, [২ পিতৃপিতা]। **পিতৃক**—পিতা হইতে আগত, ২ পিতৃদত্ত। **পিতৃ-গণ** (ভা ৫।২৬।৫) অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, সৌম্য, আজ্যপ, হবিষ্মান্, উষ্মপ ও সুকালী। °গৃহ—শ্মশান। -তর্পণ—তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যদেশ, ২ গয়াদি তীর্থ। -দিন—অমাবস্যা। -দেবতা (হ ৩।৩৪৫) পিতৃগণ। -পক্ষ (হ ১৯।১৭) গৌণ আশ্বিনী কৃষ্ণপক্ষ। অন্য নাম—'প্রেতপক্ষ' ও 'অপরপক্ষ'। এই সময়ে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও গয়ায় শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃগণ সাতিশয় তৃপ্ত হন। -পতি (লনা ৬।৩০) যম। -পর্যায় (গোচ পূর্ব ২২।২৫) পালন। -পৈতামহ (হরি ৭।৯) পিতা ও পিতামহ-বিষয়ক। -প্রসূ (গোচ উত্তর ৩৫।৬০) সন্ধ্যা, ২ পিতামহী। -যজ্ঞ—পঞ্চমহাযজ্ঞান্তর্গত পিতৃতর্পণ। -যাণ (গোভা ৪।২।২০) চন্দ্রলোকে গমনকারিদের পন্থা ['উত্তরায়ণ' শব্দ দ্রষ্টব্য]। -লোককাম (ভা ৫।২।২) পুত্রকামনা। -বন (গোচ পূর্ব ১৬।৪৮) শ্মশান। ২ (অকৌ ১০।১৪) পিতার উদ্যান। **পিতৃব্য** (হরি ৭।৩৭৩) পিতার ভ্রাতা। °ব্রত (গীতা ৯।২৫) শ্রাদ্ধাদিকর্মদ্বারা পিতৃগণের যাজনকারী। -স্থান (ভা ১০।৮৫।৩২) যমালয়। -সূ (ভা ৪।২৫।৫১) দক্ষিণকর্ণ—স্বামী।

পিত্তজ্বর (চৈনা ১।৫) পৈত্তিকজ্বর। তাহার লক্ষণ বৈদ্যকে যথা—"বেগ-স্তীক্ষ্ণোতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ। কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে॥ প্রলাপো বক্ত্র-কটুতা মূর্চ্ছা দাহো মদস্তৃষা। পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রম এব চ॥"

পিত্র্য (হরি ৭।৬৪) [পিতুরাগত ইতি যৎ] পৈতৃক, ২ পিতৃতীর্থ, ৩ তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অন্তভাগ। ৪ (হরি ৭।৩৩৫) [পিতা দেবতাস্যেতি] পিতৃ-দেবতাক—কব্য। **পিত্র্যা**—অমাবস্যা, ২ পৌর্ণমাসী, ৩ মঘা-নক্ষত্র।

পিৎসন্—পক্ষী, ২ পতনেচ্ছু।

পিধান (বৃভা ২।৭।১৩২) আচ্ছাদক, ২ আচ্ছাদন, আবরণ। ৩ উদঞ্চন।

পিনদ্ধ (ভা ১০।৬০।৪৫) আবৃত। ২ পরিহিত বস্ত্রাদি। -ক (হব ৩।৩।৩৭) অলঙ্কার।

পিনাকী (গোভা ১।৪।২৮ টী) শিব, ২ সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হইয়া জীব যাঁহার কৃপায় নাক-(স্বর্গ)-সুখভোগ করে, তদাধার বিষ্ণুই 'পিনাকী'। ব্রহ্মাণ্ডে—"পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসার-সাগরাৎ। তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥" (সভা ১।৫৪) রুদ্র।

পিন্যাস—হিঙ্গু।

পিপক্ষা (আচ ১৭।১৩৫) পরিণাম-প্রাপ্তির ইচ্ছা।

পিপঠী (গোচ পূর্ব ১৬।৩২) পঠনেচ্ছু।

পিপয়িষু (আচ ১৩।৮) [পয় গতৌ] গমনেচ্ছু।

পিপাসিত (হরি ৭।৮৮৩) তৃষ্ণার্ত্ত।

পিপীড়য়িষা (আচ ১০।১৩) পীড়নেচ্ছা।

পিপৃচ্ছু (চৈনা ৪।১৫) জিজ্ঞাসু।

পিপ্পল (ভা ৩।৪।৮) দেহসুখ—স্বামী। ২ সঙ্গ—শ্রীনা। ৩ (ভা ১১।১১।৬) অশ্বত্থবৃক্ষ। ৪ (ভা ৬।১৮।৬) মিত্রনামা আদিত্যের ঔরসে ও রেবতীর গর্ভে জাত। ৫ (প্র ৪।১) কর্মফল বা সুখদুঃখরূপ ফল। [৬ জল, ৭ বস্ত্রখণ্ড, ৮ পিপুল, ৯ বন্ধন-শূন্য পক্ষী]।

পিপ্পলাদ (ভা ১।১৯।১০) দধীচির পুত্র, ঋষি। ২ (ভা ২।৭।৪৫) মহর্ষি কৌশল্যের শিষ্য। ৩ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ভগিনী কংসারীর গর্ভে জাত।

পিপ্পলায়ন (ভা ৫।৪।১১) নবমহা-

ভাগবতের অন্যতম—ঋষভদেবের পুত্র ও ভরতের অনুজ।

পিপ্পলায়নি (ভা ১২।৭।২) অথর্ববেত্তা, বেদদর্শের শিষ্য।

পিপ্পলোপস্থ (ভা ১।৬।১৫) অশ্বত্থ-মূল—স্বামী।

পিয়াল—প্রিয়ালবৃক্ষ (পীতসাল)।

পিলু—পীলুবৃক্ষ।

পিল্ল (হরি ৭।৯৩৮) ক্লিন্ন চক্ষু।

পিব (হরি ৫।২০৬) [পা+শ] পানকৃৎ।

পিশঙ্গ (গোলী ১৫।৯১) পিঙ্গলবর্ণ, পীতবর্ণ।

পিশঙ্গাক্ষ (কৃগ পরি ১১০) শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় বলীবর্দ।

পিশঙ্গী (কৃগ পরি ১০৯) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ধেনু। ২ (কৃগ পরি ১৯৯) শ্রীরাধার প্রিয়বাহিকা [ধেনু]।

পিশাচ (ভা ২।৬।৪৩) দেবযোনি-ভেদ। মনুর মতে (১২।৪৪) ইহারা তমোগুণ-নিমিত্ত জন্মান্তরে উত্তম-গতিপ্রাপ্ত জীব। **পিশাচকী** (হরি ৭।৯৭৭) [পিশাচ+মত্বর্থে ইন্ কুক্ চ] কুবের।

পিশিতাশী (গৌকৃ ৭।৩১) পিশাচ।

পিশুন (সিন্ধু ২।১।১৩৮) খল, ২ সূচক। ৩ (মালা স্ব ১৭) বিবিধ-ক্লেশকৃৎ।

পিষ্টপ (মালা ছ ১২) দেবতা, ২ ভুবন।

পিষ্টপেষিতা (বিনা ১।১৪) মর্দিত বস্তুর পুনর্মর্দন।

পিষ্টাত (লনা ১।২২), **পিষ্টাতক** (আ ১০১) গন্ধচূর্ণ। ২ আবীর।

পিস্পৃক্ (হরি ২।১৩৯) স্পর্শেচ্ছু।

পিহিত (গোলী ১।১১৩) আচ্ছাদিত।

২ তিরোহিত।

পী (ভা ১০।১৪।১) বৃদ্ধি—জী [ক্রম]।

পীঠ (ভা ১০।৫৯।১২) নরকাসুরের সেনাপতি। ২ (ভা ১১।১৭।১৯) আসন—স্বামী। ৩ (কৃষ্ণ ১০৬) অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে উপাস্য শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বপরিকরে যেস্থানে নিত্য-বিরাজমান—তাহাই যোগপীঠ বা পীঠ। ৪ (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। **-কেলি**—পীঠমর্দ, নায়ক-সহায়। **-ন্যাস** (হ ৫।১৩৩-৩৯) স্বীয় দেহকে পূজাপীঠরূপে কল্পনা করত পীঠের প্রণবসহিত আধার-শক্ত্যাদিকে স্বীয় অঙ্গসমূহে ন্যাস করিবে। প্রয়োগ—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। হৃদয়ে আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীর-সমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, রত্নমণ্ডপ এবং কল্পবৃক্ষ ন্যাস করিবে। এইরূপে স্কন্ধাদিতেও ন্যাসবিধি আকরে দ্রষ্টব্য। **-পূজা** (হ ৬।১৪-২১) তাম্রাদি-রচিত পীঠে চন্দনাদি লেপন করত তাহাতে চতুর্দ্বার-যুক্ত চতুষ্কোণ মধ্যে অষ্টদলে, ষোড়শ কেশর ও বৃত্তত্রয়-বিশিষ্ট কর্ণিকাসহ দলাগ্রবিশিষ্ট পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এই পূজাযন্ত্রে পীঠার্চনা হয়। পীঠে শ্রীভগবানের বামদিকে শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীগুরু-পাদুকা, নারদাদি সিদ্ধ ও আধুনিক বৈষ্ণবগণের অর্চনা করিবে। দক্ষিণ-ভাগে দুর্গা, গণেশ ও সরস্বতীর পূজা করিবে। মধ্যভাগে আধার-শক্তি প্রভৃতি, কোণ-সমূহে ধর্মাদি, চতুর্দিকে অধর্মাদি, পুনরায় মধ্যদেশে অনন্তাদি এবং অষ্টপত্রে ও কর্ণিকাতে ক্রমান্বয়ে নবশক্তির অর্চনা করিবে। উহার উপরে বীজাদি সহ সূর্যাদি মণ্ডলের ও তত্তদাদ্যাক্ষর সহ সত্ত্বাদির এবং হ্রীঁ-বীজসহ জ্ঞানাত্মার পূজা করিবে। মূলমন্ত্র পাঠ করত ঐ পূজাযন্ত্রে শ্রীমূর্ত্তির সংস্থাপন করিবে। পুষ্পাঞ্জলি লইয়া ইষ্টমূর্ত্তির চিন্তা করত মূলমন্ত্রে তিনবার অঞ্জলি দিবে ও চিন্তা করিবে যে ইষ্টদেব ও প্রতিমাতে কোনই ভেদ নাই। **-বন্ধন** (হ ২০।২৩২) প্রাসাদ-বেদিকা, প্রাসাদের মূলদেশ হইতে ভূমির উপরিতন ভাগ যাবৎ [শ্রীহরির উত্তম পীঠ]। **-মর্দ** (উ ২।১০) যিনি নায়কতুল্য গুণবান্ হইয়াও প্রেমভরে নায়কেরই আনুগত্য করেন, তিনিই 'পীঠমর্দ'। ব্রজে শ্রীদামই পীঠমর্দ সখা; ইনি বীররসে সহায়ক।

পীঠর (কৃগ ৮৯, ১০১) সুচিত্রাসখীর পতিম্মন্য গোপ। **সংস্কার** (হ ৪।৫৬) শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ বিল্বপত্র-দ্বারা ঘর্ষণ করত উষ্ণজলে ধৌত করিলেই সংস্কৃত হয়। **-সর্পী** (হরি ৭।৩৪) পঙ্গু।

পীঠিত (মালা ছ ১২) আসনরূপে রচিত।

পীড়িত (চৈত ১১।২৯।৪) মুহুর্মুহু ঘর্ষণে ক্ষুণ্ণ। ২ (ভা ১১।২৯।৪) বিলুলিত। ৩ ব্যথিত, ৪ মর্দিত।

পীতক (হরি ৭।৩৩১) [পীতেন রক্তঃ] পীতবর্ণে রঞ্জিত। ২ (হ ৭।৬) পিয়লী পুষ্প। [৩ হরিতাল, ৪ কুসুম্ভ, ৫ পদ্মকাষ্ঠ, ৬ পিত্তল]।

পীতন (গোচ পূর্ব ৪।২১) হরিতাল, ২ (আচ ১।১০৪) কুঙ্কুম। ৩ প্লক্ষ, ৪ আম্রাতক, ৫ পীতদারু।

পীতবঃ (হরি ২।১৪০) [পীতঃ বস্ত্র

ইতি] পীতাম্বর।

পীতশাল (গোলী ২১।৩০) অসন বৃক্ষ।

পীতা (গোচ পূর্ব ৪।৩৮) হরিদ্রা, ২ দারুহরিদ্রা, ৩ গোরোচনা, ৪ প্রিয়ঙ্গু।

পীতাংশুক (পদ্যা ৩০০) পীতবসনধারী শ্রীকৃষ্ণ। ২ পীতকান্তি।

পীতামৃত (ভা ১০।১২।১৩) মুক্ত—সনা।

পীতাম্বর (হরি ৬।২) অন্যপদার্থপ্রধান বহুব্রীহি সমাসের হরিনামামৃতোক্ত নাম। ২ (বিনা ৬।১৮) হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র, ৩ শ্রীকৃষ্ণ। ৪ (রত্ন ৮।৩৫) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের বিদ্যাগুরু। ৫ (গৌগ ১৬।৮) পূর্বলীলায় 'কাবেরী'।

পীন (মধু ১।৮) প্রবৃদ্ধ। ২ (আচ ১৫।৭) পুষ্ট। ৩ [ওপ্যায়ী বৃদ্ধৌ +ক্ত] স্থূল।

পীনাবটু (ভাবনা ৬।১৮) স্থূলস্কন্ধ।

পীযূষ (ভা ১১।২৯।৩০) স্বাদু—স্বামী। ২ পরমোত্তম—জী। ৩ (সাকৌ ১০।১২) অভিনব ক্ষীর। ৪ (গোলী ১১।৮৫) অমৃত। **-গ্রন্থিপালী** (গোলী ৩।৪৩) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় বটকবিশেষ। **-রশ্মি** (গোলী ৯।৫৭) চন্দ্র, ২ (আচ ৮।১২) অমৃতবৎ কিরণশালী।

পীলা (মালা যমলার্জ্জুন) ক্লেশ।

পীলু (আচ ১।২০) হস্তী, ২ ব্রজে প্রসিদ্ধ ফল-বৃক্ষ। **-কুণ** (হরি ৭। ৮৭২) [পীলুনাং পাক ইতি কুণচ্] পীলুফলের পক্বতা।

পীবর (আচ ৪।৪০) পুষ্ট। [২ তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষির একতম]।

পীবরী (কৃগ ৩৫) শ্রীকৃষ্ণ-জ্যেষ্ঠতাত অভিনন্দের পত্নী; ইঁহার বর্ণ—পাটলপুষ্পবৎ এবং বস্ত্র—নীল।

পীবা (ভা ১।১৮।৩২) পুষ্ট, স্থূল। [২ বলবান্, ৩ বায়ু]।

পীবিতা (গোচ পূর্ব ৫।২৩) স্থূলতা।

পীযূষবর্ত্তি (মালা ব্রজ ২) সুধাময়ী অঞ্জনলেখা।

পুংখ (আচ ১৫।৩৪০) বাণের মূলদেশ।

পুংশ্চলী (ভা ৫।২৪।১৬) অতিচঞ্চলা নারী—স্বামী। ২ (ভা ১১।২৬। ১৫) স্বৈরিণী, দুষ্টা স্ত্রী।

পুংসবন (ভা ৫।২৪।১৫) গর্ভ—স্বামী। ২ (ভা ৬।১৮।৫৪) পুত্রোৎপত্তিকর সংস্কার-বিশেষ।

পুংসা (চৈত ১৯।১২২) [পুংসঃ পুরুষান্ স্যতি অবসায়য়তি অন্তয়তি স্বস্মিন্ বিলাপয়তি; ষোঽন্তকর্মণি আতো মনিন্‌ক্‌নিব্বনপশ্চেতি (পা° ৩।২।৭৪) সাধিতম্] শ্রীকৃষ্ণ।

পুক্কশ (ভা ২।৪।১৭) সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ, শূদ্রাগর্ভে নিষাদ-জাত [মনু ১০।১৮) বা ক্ষত্রিয়াগর্ভে বৈশ্য-জাত (বশিষ্ঠ ১৮)। [২ অধম, ৩ চণ্ডাল]।

পুঙ্খ (ভা ৪।২৫।২৫) বাণের মূলপ্রান্ত—স্বামী। [২ পুঙ্খল]।

পুঞ্জ—সমূহ।

পুঙ্গব (মালা প্রেমেন্দু ১৮) বৃষ। ২ [শব্দের পরে] শ্রেষ্ঠ। **-কেতু**—শিব। **-রাজ** (কৃবি ৭১) বৃষাসুর।

পুচ্ছ—লাঙ্গুল, ২ পশ্চাদ্‌ভাগ, ৩ কলাপ।

পুঞ্জানল (মালা গোবি ২১) দাবাগ্নি।

পুঞ্জিকস্থলী (ভা ১২।৮।২৬) অপ্‌সরা। মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যাভঙ্গের জন্য ইন্দ্র-কর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়া ব্যর্থমনোরথে ফিরিয়া আসে।

পুট (লহরী ১৯।৮) আবরণ, ২ (গোচ পূর্ব ২।৮১) আধার। ৩ (ছ ২। ৬৬) প্রতিচরণে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৪ (বৃ ভা ২।৬।১৪০) বীটিকা, পুটিকা। [৫ জাতীফল, ৬ দোনা]।

পুটক (হব ১৫।৩২) পত্র। [২ পদ্ম]।

পুটকিনী (আচ ৬।৬২) পদ্মিনী। ২ পত্রসমূহ।

পুটপাক (উ ৫।৮৮) উর্দ্ধাধোভাবে স্থাপিত মৃত্তিকাদির কপাল-(খাপরা)-দ্বয়ে নির্মিত পাত্রমধ্যে ঔষধ-পচন।

পুটভেদন (গোচ পূর্ব ১।১২২) নগর। ২ (আচ ১১।১০০) আবরণের বিঘটন।

পুটিত (মাম ৬।২৮) শ্লিষ্ট, ২ প্রস্ফুটিত ৩ [আদিতে ও অন্তে একই বীজের সন্নিবেশে পুটাকারতা-প্রাপ্ত মন্ত্র, যথা—ক্লীঁ কৃষ্ণ ক্লীঁ]।

পুটী (বিনা ৫।১৩) দ্রোণী, মোড়ক। ২ কৌপীন।

পুণ্ড্রালিকা (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহীতুল্যা গোপী।

পুণ্ডরীক (ভা ৯।১২।১) সূর্যবংশ্য নভের পুত্র। ২ (গোচ পূর্ব ৬।১১৬) শ্বেত পদ্ম। ৩ (গোচ উত্তর) ১৭। ১০৪) ব্যাঘ্র। ৪ (সিন্ধু ৩।২।২৯) সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাস। ৫ (হ ১৯।১৮৪) শ্রীবিষ্ণুলোকস্থ দিক্‌পালনায়ক। ৬ (হ ৬।৩১২) যজ্ঞ-বিশেষ। ৭ (কৃগ পরি ৩২) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। [৮ শ্বেতবর্ণ, ৯ কমণ্ডলু, ১০ আম্র, ১১ অগ্নিকোণস্থ দিগ্‌গজ, ১২ শ্বেতপত্র]।

পুণ্ডরীকা (কৃগ ১৮২,১৮৫) শ্রীরাধার

সখী। ইহার অঙ্গকান্তি শ্বেতপদ্মবৎ, বসন—শ্বেতকৃষ্ণমিশ্রিত বর্ণ। শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণ কোনও দোষ করিলে ইনি তাঁহাকে তর্জন করেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ (ভা ১১।২২।২৭) শ্রীহরি। ২ (বিপু ১।১।১) হৃদয়াখ্য-পদ্ম-ব্যাপক।

পুণ্ডী (কৃগ ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা-গোপী।

পুণ্ড্র (ভা ৯।২৩।৫) যযাতি-বংশীয় বলিরাজের ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে জাত পুত্র। ২ (মালা চৈ ২।৫) নবদ্বীপের দক্ষিণে কুলীন গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী দেশ—বল। ৩ (প্র ৮।৫) ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে শ্রীহরিচরণাকৃতি তিলক-রচনা। [৪ দৈত্যভেদ ৫ অতিমুক্তক, ৬ চিত্রক]।

পুণ্ড্রক (বিনা ৭।৩৫) তিলক, ২ মাধবীলতা। **-সচন** (গোচ পূর্ব ১৪।৩৪) তিলক-রচনা।

পুণ্ড্রভৃৎ (হরি ২।১১৪) পুণ্ড্রং বিভর্তীতি] তিলকান্বিত।

পুণ্য (ভা ১০।৫২।২০) মহাফল—স্বামী। ২ মনোরম—সনা। ৩ সর্ব-ধর্মের মূলরূপ—জী। ৪ (ভক্তি ১) সুকৃতি। ৫ (ভা ১০।১২।১১) প্রেমভক্তির সাধন—শ্রবণাদি। ৬ ভগবৎ-প্রিয়াচরণ। ৭ (ভা ১০।১২। ৪০) শুভাবহ—জী। ৮ (গীতা ৭।৯) অবিকৃত—স্বামী। ৯ (বৃভা ২।৭।১২১) ভগবদর্পিত কর্মাদি। ১০ ভক্তি। **পুণ্য-ক** (উ ১।১৩) শ্রীহরিবংশোক্ত ব্রতবিশেষ [বিষ্ণুপর্ব ৭৭ তম-অধ্যায়]। ২ বিষ্ণু। **-কৃৎ** (গোভা ১।১।১টী) ভক্তিমান্। [২ যিনি পূর্বে পুণ্য করিয়াছেন]। **-জন** (মালা হরি ৮) রাক্ষস। ২ (ভা ২।৩।৮) যক্ষ। ৩ পুণ্যবান্ ব্যক্তি। ৪ (ভা ৪।৬।২৪) গন্ধর্ব। [৫ বিরুদ্ধলক্ষণায়—পাপী]। **-জনালয়** (ভা ৪।১০।৪) অলকাপুরী। **-জিত**—পুণ্যবলে উপার্জিত চন্দ্র-লোকাদি। **-তম** (গোভা ২। ১১৭) অতিমনোজ্ঞ অবিদ্যানাশক—বল। **-তীর্থ** (ভা ১।২।১৬) সদ্গুরু। **-তৃণ**—শ্বেত কুশ। **-দর্শন**—চাষপক্ষী, ২ যাহার দর্শনে পুণ্য হয়—এরূপ দেব-প্রতিমাদি। **-নাশন** (হ ৩।১৩৪) তৃষিত ও বদ্ধ পশু, রজস্বলা কন্যা এবং প্রাতঃকালে সনির্মাল্য দেবতা—এই তিনই পুরাকৃত পুণ্য নাশ করে। **-পুঞ্জ** (কৃগ পরি ১০৫) শ্রীকৃষ্ণের হড্ডিপ। **-ল** (ভা ১০।৪৮।৬) [পুণ্যং লাতি গৃহ্লাতি আত্মসাৎ করোতীতি] বৈষ্ণব। **-শ্লোক** (ভা ১০।৬৪।২৭) উৎকৃষ্ট-যশোযুক্ত, ২ পুণ্যজনক-যশোবিস্তারক। **-স্কন্ধ** (বিপু ৬।১।৫৮) পুণ্যরাশি।

পুণ্যা (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা। ২ তুলসী। ৩ পুণ্যজনক স্ত্রীলোক।

পুণ্যারণ্য (তত্ত্ব ২৪) শ্রীশঙ্করাচার্যের শিষ্য।

পুণ্যাহ (কৃজ ৮) মঙ্গল কর্মারম্ভে কর্মের বিঘ্ননিবারণ জন্য অভ্যর্থিত ব্রাহ্মণ দ্বারা 'পুণ্যাহ' শব্দের পাঠন। ইহা স্বস্তিবাচনের অঙ্গ। যথা—

'অস্য কর্মণঃ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু'—যজমান এই বাক্য পাঠ করিলে ব্রাহ্মণগণ 'ওঁ পুণ্যাহম্' তিন-বার বলিবেন—পরে 'উদ্গাতেব শকুনে সাম গায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু শংসসি। বৃষেব বাজী শিশুমতীরপীত্যা সর্বতো নঃ শকুনে ভদ্রমাবদ বিশ্বতো নঃ শকুনে পুণ্য-মাবদ' (ঋগ্বেদ° ২।৪৩।২) এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। **-বাচন** (হরি ৭।৮২৬) দৈবাদি-কর্মে মঙ্গলনিমিত্ত 'পুণ্যাহ'-শব্দের তিনবার পাঠ।

পুৎ—নরক-বিশেষ।

পুত্তলী—বস্ত্র, পত্র বা মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত পুতুল।

পুত্তিকা (হ ১৪।৫২) সূক্ষ্মকীট-বিশেষ, ইহারা জন্মমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পুত্রক—অনুকম্পিত পুত্র, ২ পুত্রমাত্র, ৩ ধূর্ত্ত, ৪ পতঙ্গ, ৫ অষ্টাপদ শরভ, ৬ অনুকম্প্য জন।

পুত্র-জাত (হরি ৬।১৯৩) [জাতঃ পুত্রোঽস্যেতি] যাহার পুত্র হইয়াছে। **'জীব** (হ ১৭।৭৭) বৃক্ষবিশেষ—উত্তরভারতে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসিগণ ইহার বীজের মালা গাঁথিয়া গলদেশে ধারণ করেন। **-পত্নী** (হরি ৭।২২০) [পুত্রঃ পতিরস্যাঃ] যে নারীর পুত্রই প্রতিপালক হয়। **-বল** (হরি ৭।৯৫৪) [পুত্র+মত্বর্থে বলচ্] পুত্রবান্। **-শোকহেতু** (ভক্তি ১০৫) [অন্ধমুনির বিলাপ-প্রসঙ্গে অগ্নিপুরাণে] শ্রীহরিপ্রতিমায় শিলাবুদ্ধি অথবা পথমধ্যে বিষ্ণুভক্ত দেখিয়াও মনে মনে অনাদর করিলে পুত্রশোক প্রাপ্তি হয়।

পুত্রীয়া (গোচ উত্তর ২।৫৭) পুত্র-কামনা।

পুত্রেষ্টি (সিটী ১।২৪) পুত্রকামনায়

অনুষ্ঠেয় যাগ।

পুত্র্য, পুত্রীয় (হরি ৭।৭৫১) পুত্র-নিমিত্ত সংযোগ বা উৎপাত [চক্ষুঃ-স্পন্দনাদি]।

পুত্রিকা (স্তব ১৩।৬) পুত্তলিকা। ২ কন্যা, ৩ পুত্তলিকা, ৪ (হব ১।৩১।১৬) কন্যা সম্প্রদান করত সেই কন্যার গর্ভজ সন্তানকে স্বপুত্ররূপে গ্রহণ। **-ধর্ম** (ভা ৪।১।২) পুত্রহীন পিতা কন্যা সম্প্রদান করিয়া সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে নিজপুত্ররূপে গ্রহণ করার বিধান।

পুদ্‌গল (গোচ পূর্ব ৫।৬৯) [পূর্যতে গলতি চেতি] দেহ। ২ (গোভা ২।২।৩৩) [জৈনমতে] বর্ণ-রস-গন্ধ-স্পর্শবান্ পদার্থ। ইহা দ্বিবিধ—পরমাণুস্বরূপ ও তৎসংঘাত-স্বরূপ। জল, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, তনু ও ভুবনাদি। পৃথিব্যাদির হেতুভূত পরমাণুসমূহ চারি প্রকার নহে, একস্বভাব-বিশিষ্টই। স্বভাব-পরিণাম হইতেই পৃথিব্যাদি বিশেষ বিশেষ বস্তু। ৩ (বিপ্) পরমাণু।

পুনরুক্ততা (অকৌ ১০।৩৪) অর্থ-দোষবিশেষ। প্রতিপাদ্য একটি বিষয়ই পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইলে 'পুনরুক্ততা'-নামক অর্থদোষ ঘটে।

পুনরুক্তবদাভাস (আচ ২০।১৯) পর্যালোচনা ব্যতীত আপাততঃ শ্রবণমাত্রেই অভিধেয় অর্থের যে পুনরুক্তবৎ প্রতীতি হয়, বস্তুতঃ যাহা বিভিন্নাকৃতিবিশিষ্ট শব্দ-সম্বন্ধই হইয়া থাকে, তাহাকে 'পুনরুক্তবদাভাস' নামক অলঙ্কার বলে; যেমন 'ভুজঙ্গ-কুণ্ডলী'। ২ (রাসনৃত্যে) একটিমাত্র মণ্ডলেও গতিলঘুতাবশতঃ দুইটি বা তিনটী মণ্ডল বলিয়া যে প্রতীতি হয়, তাহাও 'পুনরুক্ত-বদাভাস।"

পুনরুক্তি (অকৌ ১০।৩০) বিবাদ, বিস্ময়, হর্ষ, কোপ, দৈন্য, অবধারণ, প্রসাদন, উদ্দেশ্য-প্রতিনির্দেশ্য বিষয়ে এবং অনুক্রম্যাদি স্থল ব্যতীত অন্যত্র পুনরুক্তি দোষাবহ।

পুনর্জন্ম (গীতা ৪।৯) সংসার। **পুনর্ণব**—নখ। **পুনর্ণবা**—শাকভেদ।

পুনর্ভব (গোভা ৪।২।২) জন্ম। ২ (বৃভা ১.৫।৮৫) সংসার-দুঃখ। ৩ (ভাবনা ২।৪৭) নখ। **-ক্ষত** (ভাবনা ২।৪৭) মোক্ষ, ২ নখাঙ্ক।

পুনর্ভূ (হরি ২।৭৫) পুনরায় বিবাহিতা। ২ (হ ১৯।১০৯) দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র।

পুনর্যাত্রা—প্রত্যাগমন, ২ শ্রীজগন্নাথের পুনর্বার রথারোহণে শ্রীমন্দিরে আগমন।

পুনর্বসু (ভা ৯।২৪।২০) সোমবংশ্য অবিন্দের পুত্র। [২ বিষ্ণু, ৩ শিব]।

পুনারসন (গোতা ১।১১) পুনঃ পুনঃ জপ—বি।

পুনীত (ভা ৮।১৮।৩১) পবিত্রীকৃত।

পুন্নাগ (গোলী ২২।৩৪) নাগকেশর, ২ পুরুষোত্তম। ৩ (আচ ১।৯১) পুরুষ হস্তী।

পুমান্ (ভা ১০।১।৪) জীব। ২ (প্র ১।২৩) গর্ভোদশায়ী—বাগীশ। ৩ (চৈত ১।১৪।৩৫) [পুম্+অন্—ণিচ্+ক্বিপ্, পুমাংসং পুরুষমানয়তি প্রাণয়তীতি] পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। ৪ (সস তত্ত্ব ৮) সর্বান্তর্যামী পরমাত্মাখ্য পুরুষ। ৫ (ভা ১।২।৩১) পরমেশ্বর—স্বামী। ৬ (ব্র ৭৫) স্রষ্টা—জী।

পুরঃ (গোকৃ ২।৫২) সম্মুখে। ২ (বিনা ৫।২১) পূর্বদিকে।

পুরঃসর (ভা ৬।১।৩২) ভৃত্য—স্বামী।

পুর (ভা ৪।২৫।১৩) মনুষ্যশরীর—স্বামী। ২ (গোকৃ ২।১২) গেহ, ৩ (ভা ৫।৫।২৯) নগর। ৪ (ভা ১।৬।১১) রাজধানী। ৫ (আচ ১৫।৩৪৪) গুগ্‌গুল।

পুরঞ্জন (ভা ৪।২৫-২৯) রাজা। দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট স্বরূপ-বিস্মৃত জীবকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হি রাজাকে 'পুরঞ্জন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ২ (ভা ৪।৩০।৩) শ্রীহরি—স্বামী।

পুরঞ্জয় (কৃবি ৩৪) মহাদেব। ২ (ভা ৯।৬।১২) সূর্যবংশ্য বিকুক্ষির পুত্র। দৈত্যগণ-কর্তৃক উৎপীড়িত ইন্দ্র বৃষরূপধারণে পুরঞ্জয়কে স্বীয় ককুদের উপর আরোহণ করাইয়া দৈত্য-দৌরাত্ম্য হইতে ত্রাণ পান। দৈত্য-পুর জয় করিয়া স্ত্রীগণসহ যাবতীয় ধন ইন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া 'পুরঞ্জয়' নামে প্রসিদ্ধ হন। ককুদে স্থিত হইয়া যুদ্ধ করায় অপর নাম হয়—'ককুৎস্থ'। ইন্দ্রকে বাহনরূপে ব্যবহার করায় নাম হয়—'ইন্দ্রবাহ'। ২ জরাসন্ধ-বংশ্য রিপুঞ্জয়'।

পুরট (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ-তুল্য গোপ। ২ (আচ ১৪।১৪২) স্বর্ণ।

পুরতোরণ (ভাবনা ৫।৩৪) বহির্দ্বার।

পুরদ্বিট্ (ভা ৪।৬।৮) শিব।

পুরন্দর (ভা ১০।৭৭,৩৬) ইন্দ্র। ২ (ভা ৮।১৩,৪) বৈবস্বত-মন্বন্তরীয়

ইন্দ্র [৩ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র; ৪ বিষ্ণু]। **-গোপ** (মালা গীত ৭) রক্তবর্ণ ইন্দ্রগোপ-নামক কীট্।

পুরন্দরাশা (চৈকা ২।২২) পূর্বদিক।

পুরন্ধি (হ ৭।১৭) পুন্দবী পুষ্প।

পুরন্ধ্রী (গোচ উত্তর ৩১।২) পুরস্ত্রী, গৃহিণী।

পুর-প্রতিপালক (প্রে ১৪৫) কর্ত্তা।

পুরভিৎ (নাম ১৫), **পুরমথন** (নাম ৭।৫৭) মহাদেব।

পুরশ্চরণ (হ ১৭।৩-১৫) শ্রীগুরুর সকাশে মন্ত্রলাভ করত পুরশ্চরণ-বিষয়ে পুনরায় দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তদীয় অনুমতিক্রমে পুরশ্চরণে প্রবৃত্ত হইবে। পুরশ্চরণ ব্যতীত মন্ত্র শক্তিহীন বলিয়া গণিত। ইহা পঞ্চাঙ্গ—প্রতিদিনই ত্রিকালীন পূজা, জপ, তর্পণ, হোম ও ব্রাহ্মণ-ভোজন —(এই পঞ্চ কৃত্য করণীয়)। (ভচ ৪।৩২) মন্ত্রজপ দশলক্ষবার, তাহার দশাংশ হোম, তাহার দশাংশ তর্পণ, তাহার দশাংশ অভিষেক, তাহার দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। 'জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকো বিপ্রভোজনম্। পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে॥' **-স্থান** (হ ১৭।১৭-৩৪) গিরিশৃঙ্গ, নদীকূল, বিল্বমূল, জলমধ্য, গোষ্ঠ, হরিমন্দির, অশ্বত্থতল, সমুদ্রতট, পুণ্যক্ষেত্র, গুহা, নদীসঙ্গম, পবিত্রবন, জনহীন উদ্যান, তুলসী-কানন, বৃষশূন্য শিব-মন্দির, আমলকীমূল, গোশালা, নিজগৃহ, গুরুসন্নিধি, প্রেতভূমি অথবা যেস্থলে চিত্তের একাগ্রতা হয়, তাহাই পুরশ্চরণ-যোগ্য স্থান।

পুরশ্চরণে অবশ্য বর্জ্য (হ ১৭।৪৮—৫৬) মধু, মাংস, ক্ষারলবণ, তৈল, সিদ্ধ তণ্ডুল, পর্য্যুষিত দ্রব্য, রুক্ষ ও কীটদুষ্ট দ্রব্য ত্যাজ্য। কাঞ্জিক, গৃঞ্জন (গাঁজর), বিল্ব, কলঞ্জ, লশুন, মৃণাল বা ঔষধাদি-প্রযুক্ত বিষ, মসুর, কোদ্রব, মাষ, মণ্ডুক, চণক, তাম্বূল, কাংস্যপাত্র, দিবাভোজন, অসৎসঙ্গ, পরান্ন, অন্যদেবার্চন, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মব্যতীত অন্য কার্য, কাম্য কর্ম; স্ত্রী, শূদ্র, পতিত, ব্রাত্য, নাস্তিক এবং উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ, অসত্যকথা ও কুটিল বাক্য বর্জনীয়। জপ, হোম ও পূজাদিকালে সত্য বাক্যও প্রয়োগ করিবে না। গীত-বাদ্যাদি-শ্রবণ, নৃত্য-দর্শন, অভ্যঙ্গ, গন্ধলেপ, পুষ্পধারণ, মৈথুন, মৈথুন-বিষয়ক আলাপ বা তদ্‌গোষ্ঠীও পরিত্যাজ্য। অস্নাত ব্রাহ্মণ, শূদ্র বা স্ত্রীলোকের স্পর্শ, উষ্ণজলে স্নান ও অনিবেদিত ভোজন পরিত্যাজ্য। অগ্নি ব্যতীত অন্যব্যক্তির নিকট কিছুই যাচ্ঞা করিবে না। অভাবস্থলে তীর্থের বাহিরে পর্বব্যতীত অন্য সময়ে শুদ্ধ-চিত্ত লোকের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে, যাবৎ নির্বাহ তাবন্মাত্র প্রতিগ্রহই বাঞ্ছনীয়।

আসন-নিয়ম (হ ১৭।৬৭—৬৯) সর্বসিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাঘ্রচর্ম, জ্ঞান-সিদ্ধিতে মৃগচর্ম, রোগনাশে বস্ত্রাশন, শ্রীবৃদ্ধিতে বেত্রাসন, পুষ্টিকার্যে পট্টবস্ত্রাসন এবং দুঃখমোচনে কম্বল ব্যবহার্য। অভিচারে কৃষ্ণ, বশ্যাদি কার্যে রক্ত, শান্তিকর্মে শ্বেত এবং সর্বকর্মে বিবিধ বর্ণযুক্ত বস্ত্রই ব্যবহার করিবে।

কৃত্য (হ ১৭।৫৭—৬৬) ত্রিকালীন স্নানই বিহিত, অসমর্থ হইলে দুইবার, অন্ততঃ একবারও স্নান অবশ্য কর্তব্য। পিতৃতর্পণও বাঞ্ছনীয়; দর্ভাসনে শয়ন, রাত্রিবাস নিত্য ধৌত-করণ, ত্রিসন্ধ্যা দেবতার্চনা, এক গ্রামে গুরু থাকিলে নিত্য গিয়া স্বগুরুর বন্দনা, নিত্য ও নৈমিত্তিক কৃত্য, সাধুসঙ্গ, পঞ্চগব্য বা কেবল আমলকীদ্বারাই স্নান, মন্ত্রস্নান, গোগ্রাসদান, ভূতানুকম্পাদি অবশ্য করিবে। স্বমন্ত্র পঁচিশবার জপ করিয়া সেই জলে স্নান, আহারান্তেও অভিমন্ত্রিত জলে আচমন, অন্নোপরি সাতবার স্বমন্ত্র জপান্তে আহার করিবে। দেবতা, গুরু ও মন্ত্রে অচলাবুদ্ধিই সিদ্ধির নিকটবর্ত্তিতা জানায়।

ভক্ষ্যনিয়ম (হ ১৭।৪৩—৪৭) শাক, মূল, ফল, গব্য দুগ্ধ বা দধি, সাধুগণ হইতে প্রাপ্ত ভিক্ষান্ন, যবচূর্ণ ও পায়স ভোজন করা যায়। মৃদু, কিঞ্চিদুষ্ণ, সুপক্ব দ্রব্যই লঘুভোজ্য, পলাশবৃক্ষের মধ্যপত্রবাদ দিয়া অন্য দুই পত্রে ভোজনই প্রশস্ত।

মালানির্মাণ-বিধি (হ ১৭।৮৭—১০০) মালার মুখের দিকে মুখ করিতে হয়, মূলের দিকে মুখ করিবে না। ধাত্রীফল-প্রমাণ মালাই প্রশস্ত, বদর-প্রমাণ মধ্যম এবং বদরবীজ-প্রমাণ অধম। মালাগ্রন্থন-কালে প্রথমতঃ ত্রিগুণ করিয়া পরে আবার ত্রিগুণ করিয়া নবগুণ সূত্রে গ্রন্থন করিবে, কিন্তু পরস্পর অসংস্পৃষ্ট রাখার জন্য প্রতি দুইটির মধ্যে ব্রহ্ম-গ্রন্থি দিবে। মেরু ঊর্দ্ধমুখে রাখিবে

এবং জপ-কালে মেরু লঙ্ঘন করিবে না। মালাটি কিন্তু গোপুচ্ছসদৃশ বা মনোহর সর্পাকৃতি করিয়া গ্রন্থন করিবে। এইভাবে গ্রথিত মালার সংস্কারান্তে জপ করিতে হয়।

মালামণি-নির্ণয় (হ ১৭।৭২-৭৮) মালা গ্রহণপূর্বক জপ করিতে হয়। সেই মালা উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-ভেদে ত্রিবিধ। ১০৮টি মণিতে উত্তমা, ৫০ টিতে মধ্যমা এবং ২৫ টিতে কনিষ্ঠা মালা হয়। আবার রুদ্রাক্ষমালা উত্তমা, পুত্রজীবমালা মধ্যমা ও কুশনির্মিত মালা কনিষ্ঠা। জপকর্মে প্রায়শ শঙ্খ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পদ্ম, কুমুদ, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ, বিদ্রুম, মণি, মুক্তা ও ইন্দ্রাক্ষদ্বারা নির্মিতা মালাই প্রশস্ত। ধাত্রীমালা এবং তুলসীমালাও প্রশস্তই। "তুলসী-কাষ্ঠঘটিতৈর্মণিভির্জপমালিকা। সর্ব-কর্মণি সর্বেষামীপ্সিতার্থফলপ্রদা॥" (হ ১৭।১১২-১৩) পদ্মবীজের মালায় শ্রীগোপালমন্ত্রে সিদ্ধি, আমলকীর মালা সর্বসিদ্ধি এবং তুলসীর মালা অচিরাৎ মোক্ষদান করে।

মালা-সংস্কার (হ ১৭।১০১-১০৩) পঞ্চগব্য ও উত্তম জলদ্বারা 'সদ্যোজাত' ইত্যাদি মন্ত্রে মালার প্রক্ষালন, চন্দনাদিদ্বারা 'বামদেবাদি' মন্ত্রে ঘর্ষণ, 'অঘোর'-মন্ত্রে ধূপন, চন্দনাদিদ্বারা 'তৎপুরুষ'-মন্ত্রে লেপন এবং 'ঈশানাদি' মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রত্যেকটিকে শতবার করিয়া অভি-মন্ত্রিত করিবে। মেরুকে 'ঈশানাদি' মন্ত্রে ও 'অঘোর'-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। পঞ্চমন্ত্রদ্বারা অর্চনাপূর্বক শিরঃপ্রদেশ ক্রমে আবার আবাহনাদি মুদ্রাষ্টক দেখাইয়া ক্রমশঃ প্রত্যেকের অর্চনা করিবে।

হোম-নিয়ম (হ ১৭।২০০-২০৪) প্রত্যহ জপের দশাংশ হোম করিতে হয় অথবা লক্ষ সংখ্যা জপ হইলে তাহার দশাংশ হোম করিবে। যথাবিধি হোমকুণ্ড নির্মাণ করত গুড়, ঘৃত এবং মধুর সহিত মিশ্রিত রক্তপদ্মদ্বারাই হোম বিধেয়, রক্তপদ্মাদির অভাবে শর্করা ও ঘৃত-মিশ্রিত পায়সদ্বারা হোম করিবে। হোমের অক্ষমতায় ব্রাহ্মণাদি তিন জাতি যথাক্রমে হোমের চতুর্গুণ, ষড়্গুণ ও অষ্টগুণ জপ করিবে।

পুরস্কার (আচ ১৬।১১) আদর, সাফল্য। ২ স্বীকার, ৩ সেক, ৪ অভিশাপ, ৫ সম্মুখে করণ, ৬ পূজন।

পুরস্কারী (চৈনা ১।৮) প্রকাশক।

পুরস্থ-অনুগ (সিন্ধু ৩।২।৩৯) সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব ও সুতম্বাদি। °বয়স্য (সিন্ধু ৩।৩।১১) অর্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদামবিপ্রাদি।

পুরা (উ ৮।১১১) নিকটে। ২ (চৈত ১০।২৮।১৬) প্রাচীনকালে, ৩ সশরীরে।

পুরাণ (ভা ১০।১৪।২৩, প্র ১।১৫) সৃষ্ট্যাদির পূর্বেও বর্ত্তমান—স্বামী। ২ পূর্ব হইতে নিজৈশ্বর্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও নূতন—পরমশক্তিমান্ ঈশ্বর—সনা। ৩ (ভা ১০ ৫০।১২) পূর্বসিদ্ধ—সনা। ৪ নিত্য—জী। ৫ (ভগ ৫৭) [পুরাপি নবঃ] পুরাতন হইলেও নূতন অর্থাৎ নিত্য নবায়মান। ৬ (ভা ১১।১৭।৮) প্রাচীনজ্ঞানি-সম্মত—বি। ৭ (ভা ১০।৪৭।১৪) [পুরা পূর্বমেব নঃ নির্বৃতিরূপম্] পূর্ব সুখরূপ—সনা। ৮ (ভা ৩।৫।৪) অনাদি বেদ-প্রমাণক—স্বামী। ৯ (পরম ১) জগৎ-কারণভূত পুরুষ। ১০ (তত্ত্ব ১২) বেদার্থ সম্পূরণ করে বলিয়া ইতিহাস-জাতীয় শাস্ত্র। ইহাকে 'পঞ্চম বেদ'ও বলা হয়। দ্বিবিধ পুরাণ—উপপুরাণ ও মহাপুরাণ; উপপুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত থাকে, কিন্তু মহাপুরাণে এই পাঁচটি এবং বৃত্তি, রক্ষা, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয় থাকে। এই দশটি লক্ষণকে শ্রীভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় বলা হইয়াছে। সাত্ত্বিকাদি কল্পভেদে পুরাণও আবার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। -কল্প (ভা ৩।৭।৪২) [পুরাণে কল্পতে প্রকাশতে ইতি] পুরাণ-প্রকাশক—স্বামী। ২ [পুরাণ-তাৎপর্যেষু কল্পঃ ব্যাখ্যান-সমর্থো ভবতীতি] পুরাণতাৎপর্য-ব্যাখ্যানে সমর্থ—বি। -পুরুষ (চৈভা আদি ৩।১২৮) আদি পুরুষোত্তম।

পুরাণার্ক (ভা ১।৩।৪৩) শ্রীমদ্ভাগবত, যাহা ভগবদ্ধর্মজ্ঞান-রহিত ও বিবেক-হীন জীবের নিমিত্ত সম্যক্ প্রকারে বস্তুতত্ত্ব-নিরূপণে অদ্বিতীয়।

পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব (তত্ত্ব ১৪) বায়ু পুরাণে সূতবাক্যে (৬০।১৬—২২) জানা যায় যে পূর্বে একমাত্র যজুর্বেদ ছিল, ভগবান্ বেদব্যাস উহাকে ঋগাদি চারিভাগে বিভক্ত করেন, যাহাতে ঋত্বিক্‌চতুষ্টয়-নিষ্পাদ্য

চাতুর্হোত্র যজ্ঞ সুখে সম্পাদন করা যায়। হোতৃগণ ঋগ্বেদে, অধ্বর্যুগণ যজুর্বেদে, উদ্গাতৃগণ সামবেদে এবং ব্রহ্মা অথর্ববেদে ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বস্বকার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ হইতে এই কার্য সমাধা হয় না বটে, তথাপি বেদার্থ-পূরক, স্পষ্টোক্তি-বৃংহিত ও অপৌরুষেয় বলিয়া পুরাণাদিও বেদেরই অন্তর্ভুক্ত। ফলতঃ ইহার পঞ্চমবেদত্বই প্রমাণিত হইতেছে। বেদচতুষ্টয়াত্মক যজুর্বেদে যাহা অপ্রকাশিত ছিল, তাহাই ইতিহাস ও পুরাণে ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মযজ্ঞে ইহাদের বিনিয়োগ দ্রষ্টব্য।

পুরাধিপ (ভা ১০।৬২।৩) পুরপালক।

পুরারি (গোলী ১৯।৪২) শিব।

পুরাবৃত্ত (গোচ উত্তর ২৭।৫৮) পূর্ব বৃত্তান্ত, ২ পূর্বে গত।

পুরিশয় (গোভা ১।৩।১৩) পরমাকাশরূপ পুরে বিরাজমান নারায়ণ।

পুরী (ভা ৩।৫।৪৩) স্বদেহ—স্বামী। ২ মথুরা ও দ্বারকাদি—বি। -তৎ (গোভা ৩।২।৭) সুষুপ্তিস্থান নাড়ী-বিশেষ, অন্ত্রভেদ। ২ (আচ ১৬। ২৩) মণ্ডলেশ্বর। -মান্ (ভা ১২।১। ২৬) মগধের শূদ্ররাজা গোমতীর পুত্র।

পুরীষ (ভা ১০।১৮।৬) পঙ্ক—স্বামী। ২ বিষ্ঠা, ৩ জল]। -ভীরু (ভা ১২।১।২৫) মগধের শূদ্র রাজা ভলকের পুত্র।

পুরীষী (ভা ৩।১২।৪০) চয়ন-নামক যজ্ঞকর্ম—স্বামী। [২ জলযুক্ত]।

পুরীষ্য (ভা ৬।১৮।৪) বিধাতা-নামক আদিত্যের ঔরসে ও ক্রিয়ার গর্ভে জাত পঞ্চ অগ্নি। [২ পুরীষ-হিত]।

পুরু (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্বলার গর্ভে জাত সন্তান। ২ (ভা ৯।২৪।৫২) বসুদেবের পত্নী সহদেবার গর্ভ-জাত পুত্র। ৩ (গোলী ২৩।৬৩) পূর্ণ, ৪ (ভা ১০।৮৭।৩৫) বহু, ৫ অধিক, প্রচুর। -কুৎস (ভা ৯।৬।৩৮) সূর্যবংশ্য মান্ধাতার পুত্র, মাতা—বিন্দুমতী। -জ (ভা ৯।২২।৩১) সোমবংশ্য সুশান্তির পুত্র। -জিৎ (গীতা ১।৫) কুন্তিভোজ রাজার ভ্রাতা, অর্জুনের মাতুল [মহাভারত ৮।৬।২২]; ২ (ভা ৯।১৩।২২) সূর্যবংশ্য সনদ্বাজের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৩।৩৪) সোমবংশ্য রুচকের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৪।৪১) চন্দ্রবংশীয় আনকের পুত্র। ৫ (ভা ১০।৬১।১১) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী জাম্ববতীর গর্ভজাত। ৬ (ভা ১০।৮২।২৪) শৈব্য, শ্রীমিত্র-বিন্দার পিতা। ৭ (সুধা ৬৭) মহাবল-বহু-শত্রুবিজয়ী শ্রীবিষ্ণু। -ত্রা (হরি ৭।১১২৭) [পুরু+ত্রা] বহু-অবয়ববিশিষ্ট। -দয় (ভা ৩।৩১। ১৮) মহাদয়ালু। -প্রৌঢ় (ভা ৩। ২।৯) অতিনিপুণ—স্বামী। ২ অতি-সূক্ষ্মবুদ্ধি—বি। -মায়ী (ভা ১০। ৭৭।৩৬) বহুমায়াযুক্ত—সনা। -মীঢ় (ভা ৯।২১।২১) সোমবংশ্য হস্তীর পুত্র। -শন্ত (গোলী ৪।৪৩) প্রচুর মঙ্গল। -শ্রবাঃ (গোচ পূর্ব ২২।৭১) বহুকীর্তি।

পুরুষ (ভা ৮।৫।৭) ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনুর পুত্র। ২ (ভা ১।৭।৪) ঈশ্বর—স্বামী। ৩ পুরুষাকার, পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ—বি। ৪ (সুধা ১৫) [পুরূণি ফলানি সনোতি দদাতীতি] প্রচুর-ফলদাতা। ৫ (ভা ২।৬।৩০) বিষ্ণু—স্বামী। ৬ পরমাত্মা—জী। ৭ (পরম ৪৬) শুদ্ধজীব। ৮ (মুক্তা ১।১০) যিনি পুরে [দেহে] শয়ন এবং বাস করেন —কৈ। ৯ (গীতা ৮।৪) সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী বৈরাজ পুরুষ। ১০ (লী ৫) প্রকৃতি-প্রবর্তক আত্মা। ১১ (গোভা ২।১।৬) দেহ। ১২ (আচ ১।২১) পুন্নাগবৃক্ষ। ১৩ (চৈত ৪।৮।৪৭) সর্বপৌরুষশীল। ১৪ (সুধা ৫৭) [পুর অগ্রগমনে+কুষন্ উ° ৫১৪] সর্বাগ্রণী। ১৫ (ভা ১০।৩২।১০) উপাসক, ১৬ অনুশায়ী —স্বামী। ১৭ রাজা। °কার (ভা ১০।২৪।১০) উদ্যম—জী। -প্রয়োজন (প্রীতি ১) সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষের প্রয়োজনতত্ত্ব। শ্রীভগবৎপ্রেমেই আত্যন্তিক সুখ-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত আছে যে পরমব্রহ্মের আনন্দ অসীম। -বোধিনী (স্ত ৩২।৩৭) অথর্ববেদের শাখা। -যোগ্যতা (প্রীতি ১১০) শ্রীপ্রহ্লাদাদির ন্যায় প্রবল প্রীতি-বাসনা। ঐ বাসনা ব্যতীত লৌকিক কাব্যেও রসনিষ্পত্তি হয় না। ভগবৎপ্রীতি অলৌকিক অপ্রাকৃত-বিশুদ্ধসত্ত্বহেতুক এবং ব্রহ্মাস্বাদ হইতেও অধিক চমৎকার-কারী। সুতরাং ভক্তিবাসনাবিশিষ্ট প্রমাতাই ভক্তিরসের আস্বাদনে যোগ্যতালাভ করিয়াছেন, বলিতে হয়। **পুরুষর্ষভ** (চৈত ৪।২৩।৯) সারগ্রাহী। ২ (ভা ৪।১১।১৬) ঈশ্বর। ৩ (ভা ১০।৪৪।৪৬) বলীবর্দ। -বচাঃ (গোভা ৩।১।১) পুরুষ-সংজ্ঞা, ২ দেহরূপ। -বাহ

(ভা ৫।২৪।২৯) শ্রীহরিবাহন গরুড়। ২ [পুরুষেণ উহ্যতে বহ+কর্মণি ঘঞ্] নরবাহন কুবের। -বিধ (গোভা ১।১।১২) পুরুষাকার—বল। -ব্যাঘ্র —শ্রেষ্ঠ মানব। -সার (ভা ১০।১৬।৭) পুরুষশ্রেষ্ঠ—স্বামী। ২ ভগবানের বল—সনা। -সূক্ত (রত্ন ৩।৬) ঋগ্‌বেদোক্ত মন্ত্র-ষোড়শী 'সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ' ইত্যাদি।

পুরুষাকার (রত্ন ৬।৫৯) পুরুষোত্তম।

পুরুষাদ (ভা ১০।১।৪৬) দৈত্য, রাক্ষস।

পুরুষাধম (চৈত ১০।৫০।১৭) [পুরুষা অধমা যস্মাৎ] পুরুষোত্তম। ২ নীচলোক। (ভক্তি ১১০) বেদপারগ ও সর্বশাস্ত্রার্থবিজ্ঞ হইয়াও যে সর্বেশ্বর শ্রীভগবানে ভক্তি করে না—সেই পুরুষাধম।

পুরুষানুজন (ভা ৫।১।৪১) বিষ্ণুভক্ত —স্বামী।

পুরুষায় (চৈত ৮।২।২) [পুরুষাণাম্‌অন্তর্যামি-হিরণ্যগর্ভাদীনাময়নমায়ঃ আশ্রয়ঃ] অন্তর্যামী হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পুরুষেরও আশ্রয়।

পুরুষায়ণ (গোভা ৪।২।১৬) পরমাত্মাশ্রিত।

পুরুষায়ুঃ (ভা ৩।৮।২২) একশত বৎসর—স্বামী।

পুরুষার্থ (তা ৪।৯।১৭) পরমানন্দ।

পুরুষার্থ-শিরোমণি (চৈচ মধ্য ২০।১২৫) প্রেম।

পুরুষী (ভা ৫।২৪।১৭) নারী।

পুরুষোত্তম (ভা ১০।৬৪।২৭) সর্বেশ্বরাখ্য লীলাময় স্বয়ং ভগবান্; ২ (চৈনা ৯।৪) শ্রীক্ষেত্রধাম। ৩ (কৃষ্ণ ২৯) জীবান্তর্যামী পরমাত্মা। ক্ষরাক্ষরাতীত—ব্রহ্মস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপেরও মূলকারণ, ভক্তগণোপাস্য শ্রীভগবান্। ৪ (কৃষ্ণা ৪।১০) পুন্নাগবৃক্ষ। ৫ (হরি ৪।৯৫) বিদ্যাবাগীশ পুরুষোত্তম—'প্রয়োগরত্নমালা'-নামক ব্যাকরণের প্রণেতা। ৬ (বিরু ২৮) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া প্রতিকলা স, স, ভ—এই তিন গণে নিবদ্ধ এবং ক্রমশঃ ষষ্ঠ, অষ্টম ও চতুর্থ বর্ণ যদি দীর্ঘ, শ্লিষ্ট এবং দীর্ঘশ্লিষ্টমিশ্রিত হয়, তবে 'পুরুষোত্তম' কলিকা হয়। যথা—পুরুষোত্তম বীরব্রত যমুনাদ্ভুত তীরস্থিত। ৭ (গীতা ১৫।১৮) অশ্বত্থাখ্য সংসারমায়াবৃক্ষ এবং সংসারবৃক্ষবীজভূত অক্ষর হইতেও উৎকৃষ্টতম বা ঊর্দ্ধতম তত্ত্বই পুরুষোত্তম—শ্রীশঙ্করাচার্য। শ্রীরামানুজ-মতে—ক্ষর পুরুষ ও মুক্ত পুরুষ হইতেও উৎকৃষ্টতম। শ্রীধর-মতে—নিত্যমুক্ত বলিয়া জড়বর্গ হইতে এবং নিয়ন্তা বলিয়া চেতনবর্গ হইতে উত্তম। শ্রীমধুসূদন-মতে—কার্যত্ববশতঃ বিনাশী মায়াময় সংসারবৃক্ষের অতিক্রান্ত পরমেশ্বর এবং মায়াখ্য অব্যাকৃত অক্ষর হইতে পরাৎপর অর্থাৎ সর্বকারণের উৎকৃষ্টতম। শ্রীবিশ্বনাথ-মতে—ক্ষরপুরুষ জীবাত্মা এবং অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম (অবিকার পরমাত্মা) হইতেও উত্তম।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র (চৈভা অন্ত্য ২।৩৬৮) শ্রীপুরীধাম।

পুরুষোত্তম বন (হ ২।৬৪) ক্রমদীপিকার অন্যতম টীকাকার।

পুরুষোত্তম-সহস্রনাম (সি টী ৭।৪) শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য-কৃত শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম ও লীলাত্মক গ্রন্থ।

পুরুষোত্তমোত্তম (কৃষ্ণ ২৯) [পুরুষ = জীব, জীব হইতে উত্তম অন্তর্যামী পরমাত্মা, তাঁহা হইতেও উত্তম শ্রীভগবানের প্রভাবরূপ (অংশ) মহাকালপুরবাসী] ভূমাপুরুষ।

পুরুষ্টুত (হব ১।১।১) বহু যজমান-কর্তৃক স্তূয়মান—নীল।

পুরুহ (গোচ পূর্ব ২২।১৪) প্রচুর।

পুরুহূত (ভা ৩।১৫।৫০) বিপুল-কীর্তি—স্বামী। ২ বহুভক্ত-কর্তৃক আহূত—বি। ৩ (ভা ৮।১।১৩) [পুরূণি হূতানি নামানি যস্য] বহুনামবান্—স্বামী। ৪ (ভা ৬।১২।৫) ইন্দ্র।

পুরুহোত্র (ভা ৯।২৪।৬) সোমবংশ্য অনুর পুত্র।

পুরূরবা (ভা ৯।১।৩৫) বুধের পুত্র —মাতা ইলা। ইহার জন্মবৃত্তান্ত (হব ৩০) দ্রষ্টব্য।

পুরোগম (গোচ উত্তর ৩৫।৬) অগ্রেসর, ২ অগ্রগমন।

পুরোজব (ভা ৬।৬।১২) প্রাণ-নামা বসুর ঔরসে ও ঊর্জস্বতীর গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৫।২০।২৫) শাক-দ্বীপস্থ বর্ষ। ৩ মেধাতিথির পুত্র।

পুরোডাশ (ভা ৪।১৩।২৮) যজ্ঞীয় শেষদ্রব্য।

পুরোধাঃ (গীতা ১০।২৪) পুরোহিত —স্বামী।

পুরোভাগী (উ ৮।২০) দোষভাগী। ২ অগ্রভাগ-গ্রাহক।

পুরোহিত (লনা ২।১৬) যাজক ব্রাহ্মণ, ২ প্রথমেই হিতকারী। ৩ অগ্রে ধারিত।

পুর্ (ভা ১০।৮৭।৫০) ব্যষ্টি শরীর।

পুল (গীগো ৭।২৬) পুলক—প্রবো।

[২ বিপুল]। **পুলক-করাল** (মালা রাস ১৪) পুলকাঙ্কিত।

পুলস্ত্য (ভা ৩৮৯) ব্রহ্মার মানস-পুত্র। ইঁহার পত্নী হবির্ভূ হইতে বিশ্রবা ও অগস্ত্যের জন্ম হয় [ভা ৪।১।৩৫]। ২ (বৃভা ২।২।৩৬) মহর্লোকবাসী মহর্ষি। **-পুলহাশ্রম** (ভা ৫।৮।৩০) শালগ্রামাখ্য ভগবৎ-ক্ষেত্রবিশেষ।

পুলহ (ভা ৩।১২।১২) ব্রহ্মার মানস-পুত্র, ইনি কর্দম ও দেবহূতির কন্যা গতিকে বিবাহ করেন। ২ (বৃভা ২।২।৩৬) মহর্লোকবাসী মহর্ষি।

পুলহাশ্রম (ভা ৫।৭।৮) হরিক্ষেত্র।

পুলাক—সংক্ষেপ, ২ শস্যহীন ধান্য, ৩ দগ্ধ অন্ন, ৪ ক্ষিপ্র।

পুলিন—নদীর চড়া।

পুলিন্দ (ভা ২।৪।১৭) চণ্ডালভেদ। ২ (ভা ১২।১।১৭) শুঙ্গ-বংশ্য ভদ্রকের পুত্র। **পুলিন্দী** (ভা ১০।২১।১৮) শবরাঙ্গনা।

পুলোমা (ভা ৬।৬।৩১) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব। ২ (ভা ৬।৬।৩৩) বৈশ্বানরের কন্যা ও কশ্যপের ভার্যা।

পুষা (গোভা ১।৪।১) সূর্য। ২ (হ ২।৬৩) চন্দ্রের তৃতীয় কলা।

পুষ্কর (ভা ৫।১।৩২) সপ্তদ্বীপস্থ সপ্তম দ্বীপ--মঙ্গোলিয়া। ২ মঙ্গোলিয়া হইতে ম্যালে উপদ্বীপ পর্যন্ত অথবা ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিস নদী-দ্বয়-বেষ্টিত ভূভাগ—সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া। ৩ (ভা ৯।১২। ১২) সূর্যবংশীয় সুনক্ষত্রের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৪।৪৩) সোমবংশ্য বৃকের পুত্র। ৫ (রুগ ৯১) তুঙ্গবিদ্যা সখীর পিতা। ইঁহার পুত্র—কোকিল সখা। ৬ (গোচ পূর্ব ২৭।৬৭) আকাশ, ৭ (গোলী ১৫।২) পদ্ম, ৮ শুণ্ড, ৯ জল। ১০ (ভা ১০।৯০।৩৪) দ্বারকাস্থ অষ্টাদশ মহারথের অন্যতম। **-চূড়** (ভা ৫।২০।৩৯) ব্রহ্মা-কর্তৃক লোকালোক পর্বতে স্থাপিত গজপতি। **-তীর্থ** (মথুরা ২৯) আজমীরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ। ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলীতে ব্রহ্মমন্দির বিরাজমান। ইহা অতি প্রাচীন তীর্থ—ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদরীনারায়ণ ও বরাহ প্রভৃতির সুদৃশ্য মন্দির দেখা যায়। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে (১৫শ অধ্যায়ে) ইহার বর্ণনা দ্রষ্টব্য। **-নাভ** (ভা ৪।৬।৪৮) বিষ্ণু। **-ভব** (গোবি ৪) ব্রহ্মা। **-মালা** (উ ১০।২০) পদ্মমালা, ২ শুণ্ডাগ্রশ্রেণী। **-বান্** (হরি ৭।৯৮৫) হস্তী। **-বিষ্টর** (ভা ৩।১৯।৩১) পদ্মাসন ব্রহ্মা।

পুষ্করাক্ষ (সুধা ১৮) [পুষ্কর-মাকাশমক্ষোতি ব্যাপ্নোতীতি] আকাশব্যাপী। ২ (নাম ১।১১) বেদান্তবাদিদের অন্তর্গত শাখা-প্রবর্তক। এই মতে সকল বেদই পরমাত্মপর, ব্রহ্মাত্ম-বিষয়কই। 'সুতরাং যাগ ও স্বর্গের, হিংসা ও নরকের মধ্যে সাধন ও সাধ্যভাবের অসিদ্ধি-প্রসঙ্গ হউক, যেহেতু তত্তদর্থ বেদবাক্য-সমূহে পরমাত্মভিন্ন অন্য বস্তুরই দ্যোতনা করিতেছে—' এই কথা বলা চলে না। কেন না 'বজ্রহস্ত পুরন্দর' ইত্যাদি অন্যপর বাক্যগুলিও ত দেবতার বিগ্রহসিদ্ধি করিতেছে বলিয়া বস্তুতত্ত্ব-বিচারে পরমাত্ম-তত্ত্বেরই দিক্‌দর্শন করিতেছে।

পুষ্করারুণি (ভা ৯।২১।২০) যযাতি-বংশীয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র।

পুষ্করিণী (ভা ৪।১৩।১৭) উল্মুকের পত্নী এবং অঙ্গাদির জননী। ২ (ভা ৪।১৩।১৪) ব্যুষ্টের ভার্যা ও সর্বতেজার জননী। ৩ (হরি ৭।৯৮৫) [পুষ্করাণি সন্ত্যস্মিন্নিতি] বাপী। ৪ (গোলী ১৫।৪৫) হস্তিনী।

পুষ্করী (হরি ৭।৯৮৫) তড়াগ, ২ (গোলী ১৫।৪৫) হস্তী। [৩ স্থলকমল, ৪ পদ্মিনী]।

পুষ্করেক্ষণ (ভা ১০।৩১।৮) শ্রীকৃষ্ণ।

পুষ্কল (ভা ৯।১১।১২) মাণ্ডবী-গর্ভজ ভরত-পুত্র। ২ (ভা ১১।২৯।২৫) বিস্তারিত। ৩ (গীতা ১১।২১) শ্রেষ্ঠ। ৪ (ভা ৭।৬।৫) পুষ্ট, সম্পূর্ণ। **-কারণ** (নাম ২।৯) যাহার অব্যবহিত পরেই কার্য আত্মস্বরূপ প্রকাশ করে, যাহা সাধনান্তরের অপেক্ষা রাখেনা, তাহাই 'পুষ্কল কারণ।'

পুষ্টি (ভা ৪।১।৩৯) দক্ষের কন্যা ও ধর্ম-প্রজাপতির ভার্যা। ২ (ভা ১০। ৩৯।৫৫) শারীরী বিভূতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সনা। ৩ বল—বি। ৪ (ভা ১০।৮৯।৫৬) মহাকাল-পুরস্থা ভগবচ্ছক্তি। ৫ (ভা ২।১০।২৮) রস-পরিণামদ্বারা শরীরের স্থূলতা। ৬ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ষ-বর্ণের মূর্তি। ৭ (স্তব ৯।২৯) বৃদ্ধি। ৮ (উ ১৫।৩) উৎকর্ষ। ৯ (হ ২।৬৩) চন্দ্রের পঞ্চম কলা। **-মার্গ** (সিন্ধু ১। ২।৩০৯) শ্রীবল্লভাচার্য-মতে রাগানুগা মার্গের নামান্তর।

পুষ্প [পুষ্য] রঘুবংশীয় হিরণ্যনাভের

পুত্র। ২ (নাচ ১২১) বিশেষাভিধান অর্থাৎ উৎকর্ষবোধক বাক্য। ৩ (রতি ৫।৪২) পদ্মবন্ধাদি শব্দালঙ্কার-বিশেষ। ৪ (লনা ৮। ৩৫) কুসুম, ৫ রজঃ। ৬ (হ ১৯। ৫০৩) লোহ-বিশেষ—যাহাতে পদ্মাকৃতি বহু বিন্দু থাকে। ৭ (হ ৭।৩—৭) বন, নগর বা উপবনে জাত, অপর্য্যুষিত, অচ্ছিন্ন, সিক্ত, কীটাদিশূন্য ও বিশুদ্ধ কুসুমে শ্রীহরি অর্চ্চনীয়। বর্ণে, রসে ও গন্ধে পূর্ণ পুষ্পই বাঞ্ছিত। জাতী, পদ্ম, মালতী, কুন্দ, কর্ণিকার, ঝিণ্টী, চম্পক, অশোক, করবী, যূথিকা, মন্দার, পারুল, বকুল, শ্বেতকুটজ, তিল, জবা, পীতক (পিয়লী), তগর, কুঙ্কুম, বান্ধুলী, কদম্ব, আম্রমঞ্জরী, মল্লিকা, কুব্জ, মাধবী প্রভৃতি প্রশস্ত। বন-কেতকী ব্যতীত উপরোক্ত প্রায় সমস্ত পুষ্পই অভিপ্রেত। -গ্রহণ-কাল-নির্ণয় (হ ৭।২২২—২২৩) প্রাতঃস্নানের পরেই পুষ্পচয়ন করিবে। মধ্যাহ্ন স্নানের পরে সংগৃহীত পুষ্পদ্বারা দেবকার্য, পিতৃকার্য বা ঋষিকার্য অতিগর্হিত। -শ্রেষ্ঠতা (হ ৭।৫৯—৭৬) শ্রীহরিপূজায় উপযোগী পুষ্পসমূহের ক্রম-শ্রেষ্ঠতা নারসিংহে দেওয়া আছে—যথা দ্রোণ, খাদির, বিল্ব, বক, নন্দ্যাবর্ত্ত, করবীর, শ্বেতকরবীর, পলাশ, কুশ-পুষ্প, বনমালা (মালতীজাতীয়), চম্পক, অশোক, কুব্জপুষ্প, মালতী, ত্রিসন্ধ্যাপুষ্প, শুভ্র ত্রিসন্ধ্যা, কুন্দ, পদ্ম, মল্লিকা, জাতীপুষ্প। জাতীপুষ্পই সর্বশ্রেষ্ঠ। -ক (হ ২০।১১০) পুষ্প-দন্ত। -ক-রথ (তর ৯।৫।৭২) বিমান, স্বর্গীয় রথ। -কীট (মাম ২।৪০) ভ্রমর। -কীর্ণি (গোচ উত্তর ৩০।৭০) পুষ্পবর্ষণ। -কুম্ভী (মাম ৫।৮১) পুষ্পকোষ। -কেতু (বৃ ১৬।১৭), -কোদণ্ড (অকৌ ১০।২৩) কামদেব। -গ্রাম (কৃচ ৩।৪।১২) ফুলিয়া গ্রাম। --চাপ (বৃ ১১।৬৬) কামদেব। -দন্ত (ভা ৮।২১।১৭) ভগবৎপার্ষদ। ২ বায়ুকোণস্থ দিগ্‌গজ, ৩ বিদ্যাধর-ভেদ। -ন্ধয় (গোচ উত্তর ৬।৫৬), -প (গোলী ৯।২২) মধুকর। -পার (কৃগ ২১১) পুষ্পরচিত কিরীট। ['কিরীট' শব্দ দ্রষ্টব্য]। -ফল—কপিথ, ২ কুষ্মাণ্ড। -ভদ্র (ভা ৩। ২৩।৪০) দেবোদ্যান-বিশেষ। -ভদ্রা (ভা ১২।৮।৩৭) হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে মার্কণ্ডেয়াশ্রমের নিকট-বর্ত্তী নদী। -মণ্ডন (কৃগ ২০৭—২০৮) কিরীট, বালপাশ্যা, কর্ণপূর, ললাটিকা, গ্রৈবেয়ক, অঙ্গদ, কাঞ্চী, কটক, মণিবন্ধনী, হংসক, কঞ্চুলী ইত্যাদি মণিময় বা স্বর্ণময় মণ্ডনের ন্যায় পুষ্পভূষণসমূহও আকারে এবং প্রকারে একই। (তত্তৎশব্দ দ্রষ্টব্য)। -মার্গণ (উ ৭।১৩) কামদেব, ২ পুষ্পান্বেষণ। -মাস—চৈত্রমাস, ২ বসন্ত। -মিত্র (ভা ১২।১।১৫) মৌর্যবংশ্য বৃহদ্রথের সেনাপতি, ইনি বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া রাজা হন এবং শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। -মুদ্রা (হ ৬।৪৪) মধ্যমা উত্থিতা ও অধোমুখী হইয়া অঙ্গুষ্ঠের সহিত অন্যান্য অঙ্গুলিত্রয় মিলিত হইলে 'পুষ্পমুদ্রা' হয়। -রাগ (গোলী ৭।১০০) পদ্মরাগ। -বৎ (চৈচ আদি ১।২) চন্দ্রসূর্য। [২ কুসুমযুক্ত]। -বতী (আচ ১।৩৮) রজস্বলা নারী; ২ পুষ্পযুক্তা লতা। -বর্ষ (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলীদ্বীপ-স্থিত পর্বত। -বান্ (ভা ৯।২২।৭) সোমবংশ্য সত্যহিতের পুত্র। -বিচিত্রা (ছ ২।৭৮) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। -শর (ভাবনা ১।৩) কামদেব। -শূন্য—উড়ুম্বর, ২ পুষ্পহীন বস্তুমাত্র। -সার—তুলসী, ২ কুসুম-রস। -হাস (সুধা ১১৫) শ্রীবিষ্ণু। ২ (কৃগ পরি ৮০) শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পমাল্যাদি রচনাকারী।

পুষ্পাকর (কৃগ ১১৭) কন্দর্পমঞ্জরীর পিতা—ইহার পত্নীর নাম কুরুবিন্দা। ২ (অকৌ ৭।৪) উপবনাদি। ৩ (লনা ১।৫৩) বসন্ত।

পুষ্পাঙ্ক (কৃগ পরি ৩৭) শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক।

পুষ্পাঞ্জলি-মহোৎসব (বৃভা ২১। ১৭৬) রাত্রিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বৃহৎ শৃঙ্গার হইলে চতুর্দিক হইতে পুষ্পাঞ্জলি-প্রক্ষেপ-রূপ মহানন্দময় ব্যাপারবিশেষ। তখন ডম্বুরু-আকারে নির্মিত আসনে শ্রীবিগ্রহ বিজয় করেন—ডাব ও তাম্বূলার্পণের পরে কর্পূর-আরতি, সপ্তকাহালি আরতি ও পুষ্পাঞ্জলিদানই—তৎকালীয় কৃত্য।

পুষ্পারাম (চৈচ মধ্য ১৪।১০৫) পুষ্প-বাটিকা।

পুষ্পার্ণ (ভা ৪।১৩।১২) সুবীথীর গর্ভে জাত, বৎসরের পুত্র।

পুষ্পিকা—দন্তমল, ২ লিঙ্গমল, ৩ গ্রন্থের অধ্যায়-সমাপ্তিতে তৎপ্রতি-পাদ্য-কথনে বিনিযুক্ত গ্রন্থাংশ।

পুষ্পিণী (ভা ১০।২০।৪৬) গর্ভিণী—

স্বামী। ২ (গোলী ১৩।৬৮) ঋতুমতী।

পুষ্পিত (হরি ৭।৮৮৩) পুষ্পযুক্ত, ২ বিকসিত।

পুষ্পিতাগ্রা (ছ ৩।১১) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দোবিশেষ। ২ (বিনা ৬।১৫) পুষ্পযুক্ত-শীর্ষা।

পুষ্পী (রুগ ২১৭) ক্রমশঃ চারিবর্ণ পুষ্পে মণ্ডলাকৃতি হইয়া রচিত অথচ মধ্যে গুঞ্জা-সন্নিবিষ্ট করিয়া যে স্তবক রচিত হয়, তাহাই 'পুষ্পিকা'। (কর্ণভূষণ-বিশেষ)।

পুষ্পেষু (মাম ২।৩৬) কামদেব, ২ পুষ্পরূপ বাণ।

পুষ্য (হরি ৫।১৭৬) নক্ষত্র-বিশেষ। ২ (ভা ১২।১১।৩৯) পৌষমাস। [৩ কলিযুগ]।

পুষ্যলক—গন্ধপ্রধান মৃগবিশেষ। ২ ক্ষপণক।

পুঃ (হরি ৫।৩৬০) [পৄ পালন-পূরণয়োঃ+কিপ্] পালন, ২ পূর্ত্তি।

পূগ (ভা ১১।২৬।৮) সমূহ। ২ (মাম ১।২৯) গুবাকফল, ৩ পিক্‌দানী।

পূগতিথ (হরি ৭।২০৪) [পূগ+তিথুক্] বহর পূরণ।

পূগকালী (উ স ৮৯) গুবাক-খণ্ড।

পূজা (ভা ১০।৭৫।৪) সম্মাননা—স্বামী। ২ (চৈচ মধ্য ১৯।১৫৯) বহির্মুখ জগতের মনোরঞ্জনদ্বারা তাহাদের নিকট হইতে সম্মান-প্রাপ্তি—ভক্তি-বাধক অনর্থ-বিশেষ। ৩ (নার ৪।১০।২০) পঞ্চরাত্র-মতে পঞ্চবিধ—অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় এবং ইজ্যা। ৪ (ভক্তি ২৮৩—৩০০) সাধারণতঃ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আন্তর। বাহ্য পূজা আগমোক্ত আবাহনাদি-ক্রমপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয়। যদি অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা হয়, তবে শিষ্য মন্ত্রগুরুর নিকট এবিষয়ে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিবে। অর্চন বিনা শরণাপত্ত্যাদির একটি দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বলিয়া যদিও শ্রীভাগবত-মতে পূজার আবশ্যকতা নাই, তথাপি যাহারা শ্রীনারদাদির বর্ত্মানুসরণ করত দীক্ষাবিধান দ্বারা শ্রীভগবানের সঙ্গে শ্রীগুরু-সম্পাদিত সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে দীক্ষানন্তর পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দীক্ষাদ্বারা পাপক্ষয়, শ্রীমন্ত্রে ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞান এবং তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ জ্ঞান হয়। সম্পত্তিমান্ গৃহস্থদের পক্ষে অর্চন-মার্গ ই মুখ্য—উহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবল স্মরণনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্য হয়, পরের দ্বারা উহা করান ব্যবহার-নিষ্ঠত্ব এবং অলসত্ব-প্রতিপাদক ও অশ্রদ্ধাময়ত্ব হেতু হীনতার পরিচায়ক—অত্যন্ত বিধি-সাপেক্ষত্ববশতঃ এবং দ্রব্যসাধ্যতার জন্য গৃহস্থদের পক্ষে অর্চন বা পরিচর্যামার্গের প্রাধান্য। দীক্ষাগ্রহণানন্তর গৃহস্থসকলেরই মূল-সেকরূপ শ্রীভগবদর্চন করা কর্ত্তব্য, তদকরণে নরকপাত শুনা যায়। অশক্ত বা অযোগ্যপক্ষে পূজাদর্শন ও মানস-পূজা কর্ত্তব্য—অর্চনমার্গে বিধি অবশ্য অপেক্ষণীয়, অর্চনের পূর্ব্বে দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য এবং শাস্ত্রীয় বিধান শিক্ষণীয়, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অনুসারেই দীক্ষা কর্ত্তব্য—স্বভাবতঃ কদর্যশীল বিক্ষিপ্ত-চিত্ত লোকের স্বভাবসঙ্কোচ-করণের জন্যই অর্চন-মার্গে দীক্ষাগ্রহণাদি মর্যাদা ঋষি-দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে—দীক্ষা এবং নামময় মন্ত্র উভয়ই ফলাদি-দানে একে অন্যের অপেক্ষা না করিয়া গ্রহণমাত্রে শক্তিদ, অভিবাঞ্ছিত-ফলদ। শ্রীগোপালমন্ত্র স্বপ্রকাশ বলিয়া সাধ্যাদির অপেক্ষা তাহাতে নাই—শাস্ত্রবিধ্যনুসারে অর্চন করিয়া নীচলোকও শীঘ্র ফল পায়, স্বপ্নেও তাহার বিঘ্ন হয় না; কিন্তু বিধির অনাদর করিয়া বিদ্বান্ লোকও সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্চন দ্বিবিধ—(ক) কেবল—নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাবানের, (খ) কর্ম্মমিশ্র—ব্যবহারচেষ্টাতিশয়বান্, শ্রদ্ধালু, প্রতিষ্ঠিত ও লোক-সংগ্রহপর গৃহস্থদের। বিবেকজ্ঞ সিদ্ধ গৃহস্থদেরও শ্রাদ্ধাদি-লোকাচার আচরণ প্রযত্নতঃ রক্ষণীয়—ইহাদের কর্ম-ব্যবস্থা দ্বিবিধ—(ক) শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদির মতে, অন্তর্যামি ভগবদ্দৃষ্টি-দ্বারাই সর্বারাধন কর্ত্তব্য—(খ) বিষ্ণুযামলমতে—বিষ্ণু-নিবেদিতান্নদ্বারা দেবতান্তরের এবং পিত্রাদির আরাধনা বিহিত। শ্রীভগবৎপীঠাবরণ-পূজাতে গণেশ-দুর্গাদি ভগবৎস্বরূপভূত শক্ত্যাত্মক ভগবৎনিত্যসেবক—শ্রুতিতন্ত্রাদিতেও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূত শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃরূপে দুর্গানাম্নী ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক স্বরূপভূত-শক্তিবৃত্তি-বিশেষ দেখা যায়, তাহারই দাসী-তুল্যা মায়াংশরূপা দুর্গা এই প্রাকৃত লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ-সেবার্থ নিযুক্ত আছেন—মায়াতীত এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিলোকে দিক্‌পালগণও নিত্য

অপ্রাকৃত ভগবদংশস্বরূপ—সর্বত্র গোপবেশধর হরি দেবদেবেশ, কেবল রূপভেদে নামভেদ প্রকীর্ত্তিত হয় মাত্র—অনন্যভক্তগণ বিষ্বক্সেনাদিবৎ বিনায়কাদিকে এবং দিক্পালগণকে ভাগবত ও নিত্যবৈকুণ্ঠাদি-সেবক জানিয়া সৎকার করিবেন—প্রোক্ষণাদি-দ্বারা পূজা করিবেন, হরির ভুক্তাবশেষ তাঁহাদিগকে দিবেন এবং তচ্ছেষদ্বারা হোমও করিবেন।

ভগবদাবরণদেবতা নহে বলিয়া ভূতাদির পূজা তৎপূজাঙ্গরূপে বিহিত হইলেও করিবে না—অবশ্য পূজ্য সঙ্কর্ষণাদির পূজাও তৎস্বীকৃত গন্ধাদি-দ্বারা করিবে না—পীঠ-পূজাতে ভগবদ্ধামে শ্রীগুরুপাদুকা-পূজন সঙ্গত, যে ভগবান্ এখানে ব্যষ্টি ভক্তাবতার শ্রীগুরুরূপে বর্ত্তমান, তিনিই শ্রীধামে নিজধামে সমষ্টি সাক্ষাদবতার গুরুরূপে বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণগোকুলোপাসনাতে শঙ্খচক্রাদি—শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিহ্ন, গঙ্গা—মানসগঙ্গা, শ্বেতদ্বীপ—গোলোক; তত্রত্য অপ্রাকৃত সোমসূর্যাগ্নি-মণ্ডল অতি-শৈত্যতাপ-গুণ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান। শুদ্ধ ভক্তদের ভূতশুদ্ধি—নিজাভিলষিত ভগবৎসেবোপযোগি তৎ-পার্ষদদেহ-ভাবনা-পর্যন্তই, তৎসেবৈক-পুরুষার্থীদের দ্বারা নিজানুকূল্যহেতু কর্ত্তব্য। কেশবাদি ন্যাস—অধমাঙ্গ-বিষয়ে তন্মূর্ত্তিধ্যান এবং তত্তন্মন্ত্রে জপ করিয়া তত্তদঙ্গস্পর্শমাত্র করিবে। —মুখ্য ধ্যান শ্রীভগবদ্ধাম-গতই—কামগায়ত্রীধ্যান এবং মানসপূজা শ্রীধামেই চিন্তনীয়; কারণ সূর্যমণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবননাথ তেজোময় প্রতিমা-রূপেই থাকেন—সাক্ষাতে থাকেন না। বহিরুপচারদ্বারা অন্তঃপূজাতে—বেধাদিপূজা তন্মুখাদিতে ভাব্য, স্বমুখাদিতে নয়। মানসাদি পূজাতে ভূতপূর্ব-তৎপরিকর-লীলা-সংবলিতত্বও কল্পনাময় নয়, যথার্থই—এই মানস যোগ জরা-ব্যাধি-ভয়-নাশক। অষ্টবিধা প্রতিমার মধ্যে মনোময়ী মূর্ত্তির স্বতন্ত্রভাবে বিধান-হেতু কোথায়ও মানস পূজা স্বতন্ত্রাও হয়। পূজাস্থান বিবিধ—শালগ্রাম শিলাদিতে—মথুরাদি ধাম বা ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণাদির মহাধিষ্ঠান—প্রতিমা দ্বিবিধ—চলা ও অচলা—প্রতিমাকে পরমোপাসকেরা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়াই দেখেন। শূদ্রাদি-পূজিত অর্চা-পূজার নিষেধ-বচন অবৈষ্ণব-শূদ্রাদিপরই—ভক্তের উপাস্য অর্চার সর্বোপরি উৎকর্ষতা—শ্রীকৃষ্ণই পূজার পাত্র।

প্রেমভক্তি-কামীদের প্রেমভক্ত-পূজাই অধিক। ভগবানের বিলক্ষণ প্রকাশস্থান বলিয়া অর্চারই আধিক্য স্থাপিত হইল—তন্নিবাস-ক্ষেত্রাদি-মহাতীর্থস্থ কীটাদিও কৃতার্থ।

একাদশ পূজাধিষ্টানভেদে পূজা-সাধনভেদে—উপাসনা দ্বিবিধ—(ক) অধিষ্ঠানের পরিচর্যাদ্বারা অধিষ্ঠাতার উপাসনা। (খ) সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতার উপাসনা। নিজপ্রেমসেব্য স্বাভীষ্ট-রূপ-বিশেষ পরমসুকুমারত্বাদি-বুদ্ধি-জনিতা প্রীতিদ্বারাই সর্বথা সেবনীয়—অগ্ন্যাদিতে তদর্যামিরূপেই চিন্তা কর্ত্তব্য—ভক্তের ভক্তিরীতিদ্বারাই পরমেশ্বরেরও ভাব-বিশেষ শুনা যায়। পরিচর্যা-বিধিতে তদ্দেশ-কালসুখদ জিনিষ বিহিত—ইষ্টমন্ত্র ধ্যানস্থল সর্বঋতুতে সুখময় মনোহর রূপরসগন্ধাদিময় বলিয়া ধ্যান করাই বিহিত, অন্যথা তত্তদাগ্রহ ব্যর্থ হয়।

শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিক ভক্তেরা তন্মূল-মন্ত্রদ্বারাই নৈবেদ্যার্পণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলত্বহেতু ভোজনও যথালোক-সিদ্ধ—জপে মন্ত্রার্থ নানা হইলেও নিজপুরুষার্থানুকূলই চিন্তনীয়—শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিতে আত্ম-নিবেদন-লক্ষণ চতুর্থ্যন্ত পদ যোজনীয়।

নিরুপাধি প্রেমদ্বারা পূজা করিলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। অর্চ্চনাধিকারী-নির্ণয়—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনে স্ত্রী, শূদ্র এবং সর্ববর্ণ, সর্ব আশ্রমের অধিকার—নরমাত্রেরই দীক্ষা-বিধানদ্বারা দ্বিজত্ব-বিধান হয়—সর্বযুগে সর্বলোকদ্বারা সর্ব আবির্ভাবই যথেচ্ছ পূজ্য—শ্রীএকাদশী জন্মাষ্টম্যাদি ব্রত অর্চ্চনান্তর্ভূত—দীক্ষিত বৈষ্ণব, শৈব ও সৌরের একাদশী-ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য—দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা, তুলসী-চয়ন এবং বিষ্ণুর দিবাস্নান নিষেধ—অষ্ট মহাদ্বাদশী বিষ্ণুপ্রীতিদ—বৈষ্ণবদের অনিবেদিত দ্রব্য-ভোজন নিত্যনিষিদ্ধহেতু মহা-প্রসাদান্ন-পরিত্যাগই একাদশ্যাদিতে নিরাহারত্ব—হরিবাসরে জাগরণ না করিলে কেশবপূজার অধিকার হয় না—ভক্ত্যেকনিষ্ঠ মহাপ্রসাদৈক-ভুক্ শ্রীমদম্বরীষাদির একাদশ্যাদি-ব্রত দেখাইয়া ঐ ব্রতের অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব ধর্মও শ্রীভাগবত-সম্মত—কার্ত্তিকব্রত ও একাদশীব্রত-প্রভাবে ব্রাহ্মণ-কন্যা সত্যভামা হইয়াছিল। মাঘস্নান-সদাচার-কথনদ্বারাই শ্রীরাম-

নবমী ও বৈশাখব্রতাদির বিধান জানিবে—তাদৃশব্রতের মধ্যেও নিজেষ্টদেবের ব্রত সুষ্ঠুই বিধেয়—বৈষ্ণবদ্বারা সেবাপরাধসকল প্রযত্নতঃ বর্জনীয়—প্রভুত্বাবমান হইতে জন্মে বলিয়া অপরাধসকল অনাদরাত্মক, অতএব অপরাধ-নিদান অনাদরই পরিত্যাজ্য। -দান (সিন্ধু ৪।৩।৩৭) বিপ্ররূপী ভগবান্‌কে নিবেদিত বস্তু। **-নিষেধ** (ভক্তি ২৮৬) শূদ্রাদি-পূজিত প্রতিমার যে পূজা-নিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা কিন্তু অবৈষ্ণব শূদ্রাদি-বিষয়ক বলিয়াই ধর্ত্তব্য, যেহেতু উক্ত হইয়াছে যে ভগবদ্ভক্ত শূদ্র নহেন, তিনি ভাগবতই। পরন্তু যাঁহারা শ্রীহরির ভক্ত নহেন, তাদৃশ সর্ববর্ণ-গত ব্যক্তিই 'শূদ্র', সুতরাং ভাগবত-সেবিত বিগ্রহ সর্বথাই সেব্য। **-ফলপ্রাপ্তি** (হ ১১।৪৮) শ্রদ্ধা সহকারে যথাবিধি ন্যায়ার্জিত বিত্তদ্বারা শ্রীভগবানের পূজা করিলে সমগ্র পূজাফল প্রাপ্তি হয়, অন্যথা অন্যায়-ভাবে উপার্জিত অর্থে দান, হোম বা অর্চনাদি কর্ম করিলে সম্যক্ ফলপ্রাপ্তি হয় না। **পূজারি-গোস্বামী** (সা ২) শ্রীগোবিন্দের প্রিয় সেবক, শ্রীগোবিন্দ ইঁহার নিকট দধিকড়মায় প্রার্থনা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ২ শ্রীগীত-গোবিন্দের 'বালবোধিনী'-নাম্নী টীকার রচয়িতা। কাহারও মতে ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীচৈতন্য দাস। **°বিধি** (বৃভা ২।১।১২২) ন্যাস-ধ্যানাদি পটল-প্রকার। **-ব্যতীত ভোজন-দোষ** (হ ৯।৩৩০-৩৪৯) শ্রীকৃষ্ণার্চনা না করিয়া ভোজন করা বৈষ্ণবের পক্ষে গর্হিত, অগ্রে শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্যই বিন্দুমাত্রও স্বয়ং ভোগ করিবে না। ত্রিকালই (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং) অর্চনা করিবে, অশক্ত ব্যক্তি অন্ততঃ একবারও অর্চনা করিবে। পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্নপানাদি, ঔষধ, নব বস্ত্রাদি, গন্ধ, মাল্যাদি, সকল দ্রব্যই নিবেদিত হইলে বৈষ্ণব গ্রহণ করিবেন। **-স্থান** (ভক্তি ২৮৬) পূজাস্থান বিবিধ—(১) শালগ্রামাদি ভগবানের আকারসমূহের অধিষ্ঠানরূপেই বোদ্ধব্য। তন্মধ্যেও স্বাভীষ্টাকৃতিবিশিষ্ট ভগবানেরই অধিষ্ঠান সম্যক্ সিদ্ধিপ্রদ। (২) মথুরাদি ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে মহাধিষ্ঠান-স্বরূপ। (৩) চলা ও অচলা শ্রীমূর্তি। শ্রীমূর্ত্তিতে নিজাভীষ্ট দেবতা হইতে পার্থক্যচিন্তা ভক্তি-বিচ্ছেদকর বলিয়া ত্যাজ্য। ভক্তি পূর্বক পূজা ও ধ্যান করিলে শ্রীমূর্ত্তিই সাধকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। শ্রীমূর্ত্তিতে ভগবানের সাক্ষাৎ আবির্ভাব আছে। এতদ্-ভিন্ন—(১) সূর্য্য, (২) অগ্নি, (৩) ব্রাহ্মণ, (৪) গো, (৫) বৈষ্ণব, (৬) আকাশ, (৭) বায়ু, (৮) জল, (৯) ভূমি, (১০) আত্মা ও (১১) সর্বভূত—এই একাদশটিও পূজাধিষ্ঠান। ইহাদিগকে যথোচিত সেবা করিলে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ হয়। (হ ৫।২৫১-২৫৬) সম্মোহনতন্ত্রে—শালগ্রাম, মন্ত্র, যন্ত্র, মন্ত্রাদি-সংস্কৃত বেদি ও প্রতিমাদি। সূর্যে ত্রয়ীবিদ্যা-প্রোক্ত সূক্তোপস্থানাদি, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি, বিপ্রে আতিথ্য, গোসমূহে তৃণাদি-প্রদান, বৈষ্ণবে বন্ধুর ন্যায় সৎকার, হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠা, বায়ুতে প্রাণদৃষ্টি, জলে জলাদি-তর্পণ, ভূতলে রহস্যমন্ত্র-ন্যাস ও আত্মায় ভোগ-দ্বারা এবং সর্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ভগবান্‌কে সমভাবে অর্চনা করিবে।

পূজিল [পূজ—কর্মণি ইলচ্] পূজ্য, ২ দেব।

পূজ্যত্ব (গোচ উত্তর ২৭।৬৫) পূজ্যতা।

পূত (গোতা ২।৭) বিমুক্ত—বল। ২ (ভা ১১।২৫।২৭) শুদ্ধ।

পূতনা (ভা ১০।৬।২-১৮) কংস-পক্ষীয়া বকাসুর-ভগিনী, শিশু কৃষ্ণের লালনচ্ছলে বিষস্তন্য পান করাইলে কৃষ্ণ স্তনপান করিতে করিতে তাহার প্রাণও পান করিয়াছেন। **পূতনারি** (গোচ পূর্ব ৩২।২৩) শ্রীকৃষ্ণ।

পূতি (গীতা ১৭।১০) দুর্গন্ধযুক্ত, ২ [পূ+ক্তিন্] পবিত্রতা। **-বাত** (ভা ৫।৫।২৯) অপান বায়ু। [২ পূত্যৈ পবিত্রতায়ৈ বাতোঽস্য—বিল্ববৃক্ষ]।

পূন (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৬) [পূঞ্ বিনাশে+ক্ত] নষ্ট।

পূপ (আচ ১২।৫৮) [পূঃ পাবিত্র্যং তাং পাতীতি] পবিত্র। ২ (গোচ উত্তর ৬।২৭) পিষ্টক। **পূপী** (চৈচ অন্ত্য ১০।১১৮) পিষ্টক।

পূয়োদ (ভা ৫।২৬।২৩) নরক-বিশেষ।

পূর (গোচ পূর্ব ২।৩২) প্রবাহ। ২ (গোলী ৫।৭) সমূহ। ৩ (গোলী ১৩।৪৩) পূরণ। ৪ (প্রীতি ৭৮) খাদ্যবিশেষ। ৫ (কর্ণা ৩৯) ধ্বনি-বিশেষ। ৬ (ভা ১১।১৪।৩২)

পূরক।
পূরক (হ ৫।৭৪) বাম বা ইড়ানাড়ী দ্বারা দেহমধ্যে বায়ু-পূরণ। ২ (বৃভা ২।৪।১৩৫) তৃপ্তিকর।
পূরদ (লী ২) সকলের সকলবাঞ্ছা পূরণকারী। ২ তৃপ্তিদ।
পূরিকা (মালা ছ ১১) লুচি।
পূরিত (সিন্ধু ২।১।১২৫) গুণিত, ২ পূর্ণ।
পূরু (ভা ৯।২০।১) যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র। পিতা হইতে জরা লইয়া যৌবন দেওয়ায় ইনি সার্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হন। ২ (ভা ৯।১০।৩) জহ্নুর পুত্র।
পূরুষ—পুরুষ, ২ নর।
পূর্ণ (হ ১১।৬০৪) পরিপূর্ণকাম, ২ পরমানন্দ-রসভূত। ৩ (বৃভা ২।১। ৫৩) পরিসমাপ্ত। ৪ (বৃভা ২।৭।১১৯) কৃতার্থ, ৫ তৃপ্ত, ৬ ভৃত। ৭ (স্তব ৮।৮৫) সমগ্র, অখণ্ড। ৮ (হরি ৫।৫৮) [পূরী আপ্যায়নে+ক্ত] আপ্যায়িত, পক্ষে—পূরিত। ৯ (সভা ১।৩৬০) যাঁহাতে ঐশ্বর্য, মাধুর্য, কৃপা ও তেজঃ প্রভৃতি বিবিধ গুণ বা শক্তির স্বেচ্ছাক্রমেই পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়, তাঁহাকে 'পূর্ণ' বা 'অংশী' কহে। ১০ (ভা ১০।১৪।২৩) বুদ্ধিহীন—স্বামী। ১১ অনন্যাপেক্ষ—সনা। ১২ (ভা ১০।৮।৩) ভগবদ্ভক্তিদ্বারা সর্বথাসিদ্ধ —সনা। ১৩ (সিন্ধু ২।১।২২২-২৩) হরির সংজ্ঞা-বিশেষ। মথুরা-বিনোদী শ্রীহরি হইতেও যে স্বরূপ অল্পতর গুণ প্রকটন করেন, তিনিই 'পূর্ণ'-সংজ্ঞক; যেমন দ্বারকায় (হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ও কুণ্ডিনপুরে) শ্রীকৃষ্ণ। **-ককুৎ** (হরি ৬।৩৪৮) [পূর্ণং ককুদং স্কন্ধাগ্রং যস্য] যুবা বৃষ। **-কাম** (বৃভা ২।২।৮১) [পূর্ণঃ সিদ্ধঃ সমাপ্তো বা কামো বাঞ্ছা যস্য সঃ] যাঁহার যাবতীয় বাঞ্ছাই সিদ্ধ বা সমাপ্ত হইয়াছে, তিনি। **-তত্ত্ব** (চৈচ আদি ২।২৪) ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ। **-তম** (সিন্ধু ২।১।২২২-২২৩) নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ নিখিল-গুণময় হইলেও ইঁহার ভক্তভক্তি-অনুরূপে অধিক-অধিক প্রকাশবশতঃ তিন প্রকার গুণ লক্ষিত হইয়াছে। নিখিলগুণ প্রকট হইলে তিনি পূর্ণতম, যথা গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ। **-তর** (সিন্ধু ২।১।২২২-২৩) গোকুল-বিলাসী স্বরূপ হইতে অল্পতর গুণ-প্রকটনে মথুরায় (অবন্তীপুরে ও কুকুরাদিদেশে) শ্রীহরি পূর্ণতর। **-প্রজ্ঞ**—মধ্বাচার্য। **-মাস** (ভা ৬।১৮।৩) ধাতা-নামক আদিত্যের ঔরসে ও অনুমতির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ১০।৬১।১৪) শ্রীকালিন্দীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র। [৩ পূর্ণিমায় কর্ত্তব্য যাগ-বিশেষ]। **-যৌবন** (উ ১০।২১, ২৪) যে বয়সে নায়িকার নিতম্বে বিপুলতা, মধ্যদেশে কৃশতা, অঙ্গে উজ্জ্বলতা, কুচদ্বয়ে স্থূলতা এবং উরুযুগলে রম্ভাসাদৃশ্য হয়—তাহাকে 'পূর্ণ যৌবন' কহে। কোনও কোনও ব্রজসুন্দরীর নবীন তারুণ্যও শোভা-পূর্ত্তিবিশেষে পূর্ণযৌবনের ন্যায়ই প্রকাশ পায়। **-বপুঃ** (মালা নাম ৭) ব্যাপক। **-শক্তি** (চৈচ আদি ৪।৯৬) শ্রীরাধা। **-হোম**—পূর্ণাহুতি।
পূর্ণা (হ ২।৬৩) চন্দ্রের পঞ্চদশী কলা। ২ (হ ১২।২২১) দশমী তিথি। [পঞ্চমী ও পঞ্চদশী তিথিকেও পূর্ণা বলে]। **-ভূমি** (হ ২০।৫৮-৫৯, হয় ১৬।৫-৬) বকুল, অশোক, প্লক্ষ, আম্র ও লোহিতবৃক্ষে বিরাজিত, মাধবীবৃক্ষে পরিকীর্ণ—মুদ্গ, নিষ্পাব, কোদ্রব, শূকধান্য ও পুন্নাগবৃক্ষে বিমণ্ডিত যে ভূমি পর্বতপার্শ্বস্থিতা ও যাহাতে স্বল্পপ্রমাণ জল থাকে—তাহাই 'পূর্ণা'।
পূর্ণামৃতা (হ ২।৬৩) চন্দ্রের ষোড়শী কলা।
পূর্ণার্থ (ভা ১০।৪৭।২৩) কৃতার্থ—স্বামী। ২ [পূর্ণঃ স্বয়ং ভগবান্ অর্থো যস্য] স্বয়ং ভগবান্ই যাঁহার একমাত্র অভীষ্ট—বল।
পূর্ণিমা (হরি ৭।৬২২) [পূরী আপ্যায়নে ভাবে ক্ত+ইম] পরিপূর্ত্তি।
পূর্ণিমা (ভা ৪।১।১৪) মরীচির ঔরসে কলার গর্ভজাতা। ২ (গোচ পূর্ব ১৭।৮) পৌর্ণমাসীদেবী। ৩ (মাম ১।৭৬) তিথি।
পূর্ণোপমা (অকৌ ৮।১-২) যেস্থলে উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম ও ঔপম্যবাচক শব্দাদি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়, তাহাকে 'পূর্ণোপমা' বলে; যথা—মুখটি কমলের ন্যায় সুন্দর। এই পূর্ণাই ইব, বা প্রভৃতি শব্দযুক্ত হইলে 'শ্রৌতী' নাম ধরে এবং সম, সমান, সদৃশ, তুল্য, সম্মিত, সদৃক্ষ, নিভ, চৌর, বন্ধু প্রভৃতি শব্দযুক্ত হইলে 'আর্থী' পূর্ণোপমা হয়। এই উভয়বিধ পূর্ণোপমা আবার তদ্ধিত-গত, বাক্য-গত ও সমাস-গত হইয়া ছয় প্রকার হইয়া থাকে।
পূর্ত্ত (ভা ১০।৬৪।১৫) বাপীকূপাদি নির্মাণ—স্বামী। ২ (ভা ৩।৪।৩২) [পৃ পালন-পূরণয়োঃ+ক্ত] পালিত;

৩ সম্পূর্ণ, পূরিত।
পূর্ত্তি (আচ ১৫।২৫৩) পালন, ২ সমাপ্তি। ৩ (হরি ৫।৪৪১) পোষণ, ৪ পূরণ। ৫ (মালা মুমু ৬) তৃপ্তি।
পূর্দ্বার—পুরীর দ্বার, গোপুর।
পূর্ব (হরি ২।১৭৩) শ্রেষ্ঠ, ২ পূর্বদিগ্-দেশকালবর্ত্তী। **-কায়** (লনা ৮।১৭) দেহের উর্দ্ধভাগ। **-চিত্তি** (ভা ১২। ১১।৪২) অপ্সরা। [২ পূর্বানুভব-বিষয়]। **-জ**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ২ পূর্বজাতমাত্র। **-দিষ্ট** (ভা ৬।১৭।১৭) প্রাচীন কর্মদ্বারা প্রাপ্ত—স্বামী। [২ পূর্ববিহিত]। **-দেব** (গোচ পূর্ব ৩।৯৯) অসুর। ২ (লনা ৩।১) পূর্বদিক্‌পতি ইন্দ্র। **-দেবারি** (লনা ৩।১) ইন্দ্রদর্পনাশন শ্রীকৃষ্ণ; ২ অসুর-নাশন শ্রীকৃষ্ণ। **-পক্ষ** (গোভা ১।১।১) সিদ্ধান্তের প্রতিকূল অর্থ। [২ শাস্ত্রীয়-সংশয়-নিরাসার্থ ফক্কিকা। ৩ শুক্লপক্ষ]। **-পদ**—পূর্ববর্ত্তী বিভক্ত্যন্তপদ, ২ পূর্ববর্ত্তী স্থান। **-পর্বত**—উদয়াচল। **-ভাব** (নাচ ২২৬) মুখ্যকার্যের সংসর্গকে নাট্য-শাস্ত্রে 'পূর্বভাব' বলে। সাহিত্যদর্পণ (৬।১৩৫) ইহাকে 'পূর্বকার্য' বলে, যথার্থ-উপদর্শনের নামই পূর্বকার্য। [পূর্ববর্ত্তিত্ব, কারণত্ব]। **-মর্শ** (হ ১।১৭৭) পরামর্শ, ২ পূর্ববর্ত্তী মহা-জনদের বিচার। **-মীমাংসা** (রত্ন টী ৫।৬) মহর্ষি জৈমিনি-কৃত মীমাংসা-দর্শন। দ্বাদশাধ্যায়াত্মক বলিয়া অন্য নাম—'দ্বাদশ-লক্ষণী'। **-রঙ্গ** (যাম ১।১২৮) পূর্বতন কৌতুক, ২ নাট্যোপক্রম, নান্দীপাঠাদি।
পূর্ব-রাগ (উ ১৫।৫-৬) যে রতি নায়ক-নায়িকার সঙ্গমের পূর্বে পরস্পর দর্শন-শ্রবণাদি-জাত হইয়া উভয়ের বিভাবাদি-সম্মিলনে আস্বাদ-বিশেষ সমর্পণ করে, তাহাই 'পূর্বরাগ'। ইহা দর্শন ও শ্রবণাদি-ভেদে বিবিধ হয়। (সিন্ধু ৩।৫।২৬) কান্তার পূর্বরাগই ভক্তিরস, কিন্তু কান্তের পূর্বরাগ উদ্দীপনরূপে গণ্য। **-ভেদ** (উ ১৫।১৮) সমর্থাদিরতিত্রয়ে ক্রমশঃ প্রৌঢ়, সমঞ্জস ও সাধারণ পূর্বরাগ হয়। **-দশ দশা** (উ ১৫।২১, ৭১) লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। (মতান্তরে) নয়নপ্রীতি, চিন্তাসঙ্গ, সংকল্প, জাগর্যা, তনুতা, বিষয়-নিবৃত্তি, লজ্জানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি। **-রূপ** (সাকৌ ১১। ৯, কাব্য ৯।২৪) অত্যুজ্জ্বল অন্য গুণযোগে ত্যাজিত স্বগুণের বলবত্তর সজাতীয় অপরগুণযোগদ্বারা পুনঃ প্রাপ্তিবর্ণনাকে 'পূর্বরূপ' অলঙ্কার বলে। যথা—'তব করকমলস্থাং স্ফাটিকীমক্ষমালাং, নখকিরণ-বিভিন্নাং দাড়িমীবীজবুদ্ধ্যা। অনুকলমনুকর্ষন্ যেন কীরো নিবদ্ধঃ, স ভবতু মম ভূত্যৈ বাণি তে মন্দহাসঃ'॥ **-শৈল** (উ ৭।৭৫) উদয়াচল, ২ পূর্বদেশস্থ পর্বত। **-সক্থ** (হরি ৭।১২০) উপরের জানু (হাঁটু)।
পূর্বাগ (যাম ৩।১) উদয়পর্বত।
পূর্বাপর (ভা ১০।৯।১৩) কার্য ও কারণ—সনা।
পূর্বাশ্রম (চৈচ মধ্য ৬।৫০) সন্ন্যাসা-শ্রমের পূর্ববর্ত্তী গৃহস্থাশ্রম।
পূর্বাহ্ণ-কর্ত্তব্য (হ ১১।৭১৯) কেশ-সংস্কার, দর্পণে মুখ-দর্শন, দন্তসংস্কার, দেবতপণ, (পুষ্পচয়নাদি) পূর্বাহ্ণেই কর্ত্তব্য।
পূর্বী (হরি ৭।৯।২৭) [পূর্ব+ইনি] ভূতপূর্ব কর্ত্তা।
পূর্বেদ্যুঃ (হরি ৭।৯৯) [পূর্ব+এদ্যুস্] পূর্ব দিনে।
পূর্ব্য (নাম ৩।৪৩) পুরাতন।
পূল (ব্রজ ২।৫) গুচ্ছ।
পূলক (আচ ১২।৬১) গুচ্ছ। ২ (ভাবনা ৩৫৩) বীটিকা।
পূলাক—তুচ্ছ ধান্য।
পূষা (ভা ৪।৫।১৫) সূর্য। ২ পশু-প্রজননকারী [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৭। ২।৪]। ৩ ইন্দ্রিয় বা বীর্যপ্রদ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১।৪]। ৪ (ভা ৬।৬।৪৩) দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম —দন্তহীন বলিয়া পিষ্টকভক্ষক।
পৃক্ত [পৃচ্+ক্ত] সম্বন্ধ, ২ ধন।
পৃক্তি (গোচ উত্তর ৩৫।৫) সংযোগ।
পৃচ্ছা (নাচ ৩৭৬) প্রশ্নবাক্যেই যদি উত্তর বাক্য জড়িত থাকে, তবে তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'পৃচ্ছা' বলে। ২ (চৈচ মধ্য ২২।৬২) জিজ্ঞাসা।
পৃচ্ছ্য (গোচ পূর্ব ২১।৫২) জিজ্ঞাস্য।
পৃতনা (চৈত ১১।১।৩) সেনাদল —১২১৫ পদাতি, ৭২৯ অশ্ব, ২৪৩ হস্তী এবং ২৪৩ রথে একটি 'পৃতনা' গঠিত হয়। [২ সংগ্রাম]। **-সাহ** —ইন্দ্র। **পৃতন্যা** (ভা ৮।১৫।২৩) সেনা।
পৃথক্ [ব্য] ভিন্ন, ২ বিনা। ৩ নানারূপ।
পৃথকৎ (হরি ৭।১০৩৩) এরূপ কি ওরূপ—এতাদৃশ পার্থক্যজ্ঞান-রহিত।
পৃথকৃত্ব (ভা ৩।৯।৯) স্বাতন্ত্র্য।
পৃথগাত্মা (ভা ৮।২৪।৩০) দেহাত্ম-ভিমানী—স্বামী। [২ ভিন্ন,

৩ বিশিষ্ট]।

পৃথগ্-জন (লনা ১।১৩) পামর, ২ অজ্ঞব্যক্তি। ৩ মূর্খ, ৪ নীচ। **-দৃক্** (ভা ১০।৪।২৭) বহির্দৃষ্টি—স্ত্রী। ২ (ভা ৪।২।২০) ভেদদর্শী—স্বামী, ৩ নীচদৃষ্টি—স্ত্রী। **-ধী** (১০।৭০।২৫) ভেদদর্শী—সনা। ২ ভগবদ্ভক্তি-ভিন্ন বাসনাময়—স্ত্রী। **-ভাব** (ভা ৩। ২৯।৯) ভেদদর্শী—স্বামী। ২ (ভক্তি ১৭৬) পরস্পর অন্যাদৃশ ভাবযুক্ত। ৩ (ভক্তি ২৩২) ভগবৎসম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন। ৪ (ভা ৩।৩২।২৬) বিভিন্ন-ভাবের উপাসক। **-বপুঃ** (ভা ১১। ১১।২৮) স্বস্বরূপভূত দেহধারী অথবা বহু আকার-বিশিষ্ট। **-বর্ত্ম** (গোভা ১।২।২৫) বায়ু।

পৃথঙ্‌মতি (ভা ৪।৯।২৯) ভেদদৃষ্টি-সম্পন্ন।

পৃথা (ভা ৯।২৪।৩১) শূরের কন্যা, শূরের সখা কুন্তি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া পৃথাকে পোষ্যা কন্যারূপে দান করেন, এই জন্য পৃথা কুন্তী-নামে পরিচিতা। দুর্বাসার নিকট ‘দেবহুতি’মন্ত্র পাইয়া কন্যাকালেই সূর্যকে আহ্বান করায় তিনি গর্ভাধান করেন। তাহাতে জাত পুত্রকে লোকলজ্জাহেতু পেটিকাবদ্ধ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করা হয়—সেই পুত্রকে অধিরথ পাইয়া পালন করেন —তাঁহার নামই ‘কর্ণ’। পাণ্ডু কুন্তীকে বিবাহ করেন, পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কুন্তীর গর্ভে ধর্ম হইতে যুধিষ্ঠির, পবন হইতে ভীম এবং ইন্দ্র হইতে অর্জুন জন্ম-গ্রহণ করেন।

পৃথিবী-পুরুহূত (গোচ উত্তর ১৭। ১৪১) রাজা।

পৃথু (ভা ৩।১।২২) সরস্বতীতীরবর্তী তীর্থ। ২ (ভা ৪।১৫।৪) বেণের পুত্র, ব্রহ্মার আদেশে ইনি পৃথিবী দোহন করেন—শ্রীবিষ্ণুর পালন-শক্তিযুক্ত আবেশাবতার। ৩ (ভা ৮।১।২৭) চতুর্থ তামস মনুর পুত্র। ৪ (ভা ৯।৬।২০) সূর্যবংশ্য অনেনার পুত্র। ৫ (ভা ৯।২৩।৩৫) সোমবংশ্য রুচকের পুত্র, ৬ (ভা ৯।২৪।১৮) চিত্ররথের পুত্র। ৭ (হরি ৩।১৩) প-ইৎ [আখ্যাত]-প্রত্যয়। ৮ (গোলী ৭।৭) বিস্তীর্ণ, স্থূল। ৯ (মালা সুধাসত্র ৯) পুঞ্জীভূত। ১০ বিষ্ণু [সহস্রনাম]। **-ক** (ভা ১০।১২।২) বালক, ২ (গোচ পূর্ব ৫।৩৩) চিপীটক। **-রোমা** (সিন্ধু ২।১।২৭৯) মৎস্য, ২ মহারোমাঞ্চ—বি। [৩ বৃহল্লোমযুক্ত]। **পৃথু-লাক্ষ** (ভা ৯।২৩।১০) সোমবংশ্য রাজা চতুরঙ্গের পুত্র। [২ বৃহন্নেত্র-যুক্ত]। **-শ্রবাঃ** (ভা ৯।২৩।৩৩) সোমবংশীয় রাজা শশবিন্দুর পুত্র। [২ বৃহৎকর্ণ]। **-ষেণ** (ভা ৫। ১৫।৬) ভরতবংশ্য বিভুর পুত্র ও আকুতির পতি। ২ (ভা ৯।২১।২৪) সোমবংশ্য পারের পুত্র।

পৃথূদক (ভা ২।৭।১১) কুরুক্ষেত্র—স্বামী। অম্বালা জেলায় সরস্বতীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত, থানেশ্বর হইতে ১৩ মাইল। বর্ত্তমান নাম—‘পেহো আ।’ প্রাচীন নগর ও তীর্থ—এইস্থানে পৃথুরাজ শতাশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন।

পৃথ্বী (আচ ২।৫) বিপুলা, ২ পৃথিবী। ৩ (ছ ২।১৩৭) প্রতি-চরণে সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৪ (হ ৪।১০৫) গঙ্গা। [৫ পুনর্ণবা, ৬ কৃষ্ণজীরক, ৭ স্থূল এলা]।

পৃদাকু (গোচ পূর্ব ১৩।৬২) সর্প, [২ বৃশ্চিক, ৩ ব্যাঘ্র, ৪ চিত্রক, ৫ গজ, ৬ বৃক্ষ]।

পৃশ্নি (ভা ৬।১৮।১) দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম সবিতার পত্নী ও অগ্নি-হোত্রাদির মাতা। ২ (ভা ১০।৩। ৩২) দেবকীর পূর্বজন্মীয় নাম। [৩ স্বল্প, ৪ খর্ব, ৫ দুর্বলাস্থিযুক্ত, ৬ রশ্মি]। **-গর্ভ** (ভা ৮।১৭।২৬) ত্রেতাযুগাধিষ্ঠাতা, ধ্রুবের বরদাতা, অংশাবতার। ২(ভা ১০।৩।৪১) শ্রীকৃষ্ণ।

পৃষত (উ ১০।৭৮) বিন্দু, ২ (আচ ১২।২২) হরিণ। ৩ (ভা ৯।২২।২) চন্দ্রবংশ্য সোমকের পুত্র।

পৃষৎ (ভা ৫।৮।২২) জলবিন্দু—স্বামী। ২ (গোবি ৪০) মৃগ।

পৃষৎক (গোলী ১১।৪৬) বাণ।

পৃষদক্ষ (গোবি ৪০) চন্দ্র।

পৃষদশ্ব (ভা ৯।৬।১) সূর্যবংশ্য বিরূপের পুত্র। [২ বায়ু]।

পৃষদাজ্যক (হ ১৫।৬৪২) দধিমিশ্র ঘৃত।

পৃষধ্র (ভা ৮।১৩।৩) সপ্তম মনু বৈবস্বতের পুত্র।

পৃষোদর (হরি ৬।৩৫৭) ক্ষুদ্র-উদর-বিশিষ্ট। ২ বায়ু।

পৃষ্ঠবাট্ (হরি ৫।২৭৫) [পৃষ্ঠং বহতীতি পৃষ্ঠ—বহ+ণ্বি] পৃষ্ঠদ্বারা ভারবাহী (বলীর্বদাদি)।

পৃষ্ঠোপধান (ভাবনা ২।৯) তাকিয়া।

পৃষ্ঠ্য (গোচ পূর্ব ৫।১৭) পশ্চাদ্‌বর্তী, ২ ভারবাহী ; ৩ (হরি ৭।৩৩৯) সোম-যাগে স্তোত্র-ভেদ।

পৃঞ্চি [পৃশ্নির পৃষোদরাদিত্বাৎ] নানা

বর্ণযুক্ত, ২ পার্ষ্ণিভাগ।

পেটক (গোচ পূর্ব ২৭।৩২) মঞ্জুষা। [২ সমূহ, ৩ কদম্ব]।

পেটরী (কৃগ ১২৫) পিণ্ডকেলির অনুগা বিগ্রহদূতী, বৃদ্ধা, গুজরাট-দেশ-জাতা, ইহার জটা মৃণাল-দণ্ডবৎ শুভ্রবর্ণা।

পেটিকা (গোচ উত্তর ১৭।৯৩), **পেটী** (মালা র: ৫) পেটরা, সম্পুট।

পেপীয়মান (ভা ৩।৮।২) অত্যাসক্তি পূর্বক পানরত।

পেয়ূষ (আচ ১৫।৭) সদ্যপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ। [২ অমৃত, ৩ নবঘৃত]।

পেলব (অকৌ ১০।২২) কোমল। ২ (গৌকৃ ২।৯) বিরল। ৩ কৃশ।

পেশ (গোবি ৯৭) সুন্দর। ২ (আচ ৭।১৯৩) [পিশ অবয়বে] অবয়ব, ভেদ। ৩ রূপ।

পেশল, পেষল (আচ ৩।২৯) চতুর। ২ (কৃগ পরি ৮৫) শ্রীকৃষ্ণের চর। ৩ (ভা ১।১০।৩০) ভদ্র, সুন্দর। ৪ (উ ১৫।১৯৫) স্বাদু। ৫ (ভা ১০।৪২।৪) সৌকুমার্য। ৬ (উ ১৫।৬০) স্বাতন্ত্র্য—বিষ্ণু।

পেশস্কারী (ভা ১০।৬৭।৭), **পেশস্কৃৎ** (ভা ৭।১।২৭) ভ্রমর-বিশেষ (কুমারিয়া পোকা)।

পেশী (ভা ৩।৩১।২) মাংসপিণ্ড, [২ বজ্র, ৩ অণ্ড, ৪ খড়্গের খাপ, ৫ রাক্ষসী]।

পেস্বর (হরি ৬।৩৫৯) [পিস্ গতৌ+বরচ্] নাশকর, ২ গতিশীল।

পৈজ (ভা১২।৬।৫৮) জাতুকর্ণ্যের শিষ্য বহ্বৃচ ঋষি।

পৈঠসর্প (হরি ৭।৩৪) পন্নগবিষয়ক, ২ পন্নগসমূহ।

পৈঠীনসি (হ ৩।২২০) বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ঋষি।

পৈতামহ ব্রত (হ ১৬।৪৩৬) পাদ্মে উক্ত কৃচ্ছ্রব্রত-বিশেষ। কার্ত্তিকের শুক্লা সপ্তমী হইতে চারিদিন যাবৎ ক্রমশঃ জল, ক্ষীর, দধি ও ঘৃত পান করত একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া সমগ্র দিন শ্রীহরিপূজায় যাপন করিবে।

পৈতৃক (হরি ৭।৫৩১) [পিতৃ+ঠঞ্] পিতা হইতে লভ্য ধনাদি।

পৈতৃমত্য [পিতৃমত্যামনূঢায়াং কন্যায়াং ভবঃ 'কুর্বাদিভ্যো ণ্যঃ' ইতি ণ্য] কানীন।

পৈতৃষ্বসেয়, পৈতৃষ্বস্রীয় (হরি ৭।২৭৯) পিস্তুত ভাই।

পৈত্ত, পৈত্তিক (হরি ৭।৭৫৫) পিত্তের শমন বা কোপন।

পৈত্র (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) পিতৃ-সম্বন্ধীয়। ২ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যস্থল।

পৈল (ভা ১।২।৩) ভগবান্ বাদরায়ণের শিষ্য, বহ্বৃচ ঋষি।

পৈশাচ—অষ্টপ্রকার বিবাহের অষ্টম। মনু—'সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি। স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচঃ কথিতোঽষ্টমঃ'। ২ পিশাচ-সম্বন্ধী।

পৈশাচী ভাষা (নাচ ৪৩৮) রাক্ষস, পিশাচ ও নীচজাতীয় পাত্রগণ-কর্তৃক ব্যবহৃত নাট্যগত ভাষা-বিশেষ। ইঁহারা সময়-বিশেষে চূলিকা ভাষায়ও বলেন।

পৈশাচ্য (ভা ১০।৮৮।৩২) পিশাচ-বৃত্তি।

পৈশুন (হরি ৭।৮৪৫) [পিশুন+অণ্] ক্রূরতা, খলতা।

পৈশুন্য (বিপূ ৩।৮।১৩) পরোক্ষে রহোদোষ-কথন।

পৈষ্টিক (হ ২।৮৩) পিষ্ট যবচূর্ণাদি-দ্বারা নির্মিত [পাত্র]।

পোটা (হরি ৬।৩০) পুংলক্ষণযুক্তা স্ত্রী।

পোট্টলিকা, পোট্টলী—পুঁটলি।

পোত (আচ ১৭।২২) নৌকা। ২ (গোচ উত্তর ১০।৯৪) বালক। ৩ (গোলী ৯।৫১) অঙ্কুর। [৪ বস্ত্র, ৫ গৃহভিত্তি]।

পোথক (গোচ পূর্ব ৬।১৭) নাশক।

পোথন (ভা ১০।৪।৭) নিক্ষেপ, ২ (ভা ১০।৪৪।২৩) আস্ফালন।

পোথী (আচ ৯।৬৫) কুণ্ঠনশীল, পীড়াদায়ক।

পোল (নিবি ৪১) বিস্তার, [২ পিষ্টক বিশেষ]। **পোলক** (আচ ১৭।১৩) [পুল মহত্ত্বে] স্ফীত।

পোষণ (ভা ১১।৭।৫৪) ভক্ষ্য—স্বামী। ২ (হলী ১৩) পুষ্টি। ৩ (তত্ত্ব ৫৫) স্থিতিকালে বিপন্ন সাধকের প্রতি ভগবদনুগ্রহ। ৪ (প্রীতি ৮৫) শ্রীভগবান্‌কর্তৃক স্বরূপ ও স্বগুণদ্বারা স্বভক্তের আনন্দদান।

পোষয়িত্নু (হরি ৫।৩৭৩) [পুষ ণিচ্+ইত্নু] কোকিল, ২ ভর্তা। ৩ পোষক।

পোষিত (চৈনা ১৫২) যাপিত।

পৌংস্ন (ভা ৪।২৬।২৬) পৌরুষ, ধৈর্য—স্বামী। ২ পুরুষযোগ্য স্বাতন্ত্র্য—বি। ৩ (হরি ৭।৩৮০) পুরুষ-প্রয়োজনক যুদ্ধ। **পৌংস্নী** (হরি ৭।২১০) [পুংসা জিতা] পুরুষ-কর্তৃক

পরাজিতা নারী, ২ পুরুষযোগ্যা।
পৌগ (আচ ১০।১৪৭) পূগসমূহ।
পৌগণ্ড (ভা ১০।১৫।১, সিন্ধু ২।১। ৩০৯) পাঁচ বৎসরের পর দশমবর্ষ-যাবৎ কাল।
পৌণ্ড্র (গীতা ১।১৫) ভীমসেনের শঙ্খ। ২ (মালা চৈ ২।৫) নবদ্বীপের দক্ষিণে কুলীনগ্রামোপান্তে স্থিত তত্রত্য অধিবাসী—বল।
পৌণ্ড্রক (ভা ১১।৫।৪৮) শিশুপালের মিত্র ও করূষদেশাধিপতি, ইনি 'আমিই বাসুদেব' বলিয়া ঘোষণা করিলে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। স্বীয় বন্ধু কাশীরাজের সহিত পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হয়েন।
পৌত্রায়ণ (গোভা ১।৩।৩৪) পুত্রায়ণ-গোত্রীয়।
পৌনর্ভব (হরি ৭।৫১) [পুনর্ভূর্ব অপত্যমিত্যর্থে অঞ্] পুনর্ভূর পুত্র। পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা স্বেচ্ছায় বিবাহ করিলে তাহার গর্ভোৎপন্ন পুত্রকে 'পৌনর্ভব' বলে।
পৌর (গোচ পূর্ব ৩৩।৬৩) পুরজন। ২ (আচ ১১।১৪৫) সুগন্ধ তৃণবিশেষ।
পৌরব (ভা ৯।২৩।১৭) দুষ্মন্ত। ২ (আচ ১১।১৪৫) প্রাচুর্য।
পৌরবী (ভা ৯।২৪।৪৭) বসুদেব-পত্নী। ২ (ভা ৯।২২।৩০) যুধিষ্ঠিরের পত্নী। ৩ (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত রাগিণী-বিশেষ।
পৌরবেন্দ্র (ভা ৩।১।২) দুর্যোধন —স্বামী।
পৌরস্থ (গোলী ১৬।৮০) অগ্রিম।
পৌরস্ত্য (গোচ পূর্ব ৯।৬৭) পূর্বকালীন, পূর্বদেশীয়। ২ (হরি ৭।৪২৭) প্রথম।
পৌরাণিক (বৃভা ২।১।১০৯) পুরাণ-বক্তা।
পৌরুষ (হরি ৭।৮৯১) [পুরুষোঽস্য প্রমাণমিতি অণ্] পুরুষ-প্রমাণ। ২ (হরি ৭।৮৪৫) পুরুষের ভাব বা কর্ম। ৩ (মাম ২।৫৬) পুরুষায়িত-ভাববিশেষ। ৪ বিক্রম। ৫ (ভা ৩।৬।৩০) পুরুষরূপী বিষ্ণুর অংশ —স্বামী। ৬ (ভা ১।৩।১) পুরুষ-সংজ্ঞক, পুরুষ-সম্বন্ধীয়। ৭ (হ ১১।৫৯২) উদ্যম, বীর্য। ৮ (চরিত ৮) পুরুষার্থ। -ধৌরেয় (পদ্য ৫৫) পুরুষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞারূপ-ভারবাহী ভৃত্য। -যোগ (ভা ১১। ৩০।২৪) পরমপুরুষের ধ্যান—স্বামী। ২ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যসংযোগ—জী। -রূপ (ভা ১০।৩।২৮) ব্যষ্ট্যন্তর্যামি-মহাপুরুষের আকার—জী। -সূক্ত (ভা ১১।২৭।২৮) 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' ইত্যাদি—স্বামী।
পৌরুষেয় (ভা ১২।১১।৩৫) রাক্ষস। ২ (হরি ৭।৭১৯) [পুরুষায় হিতমিতি বধ-বিকার-সমূহেষু বাচ্যেষু ঢ] পুরুষের বধ, ৩ পুরুষের বিকার। ৪ পুরুষকৃত, ৫ পুরুষ-সমূহ।
পৌরোগব (গোচ পূর্ব ৮।৭৭) পাকশালার অধ্যক্ষ।
পৌরোহিত, পৌরোহিত্য (হরি ৭।৬৪৭, ৮৪৬) পুরোহিতের কর্ম।
পৌর্ণমাস (ভা ১২।১।২১) মগধের শূদ্ররাজা শান্তকর্ণের পুত্র। [২ পূর্ণমাসী-বিহিত যাগাদি]।
পৌর্ণমাসী (কৃগ ৬৯—৭১, পরি ৮৯--৯১) যোগমায়া সর্বসিদ্ধিবিধায়িনী ভগবতী। পিতা—সুরতদেব ও মাতা—চন্দ্রকলা। ইঁহার পতির নাম —প্রবল। ভ্রাতা—দেবপ্রস্থ, পুত্র—সান্দীপনি, পৌত্র—মধুমঙ্গল, পৌত্রী —নান্দীমুখী। ইনি গৌরবর্ণা, কাষায়বসনা, শুভ্রকেশা, ব্রজেন্দ্রাদি সকল ব্রজজনের মান্যা; ইনি দেবর্ষি নারদের প্রিয়শিষ্যা এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে অবন্তীপুরী এবং স্বপুত্রকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুলা হইয়া ব্রজে আসিয়াছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনে বিরুদ্ধ বাধাবিঘ্নাদির সমাধান করাই ইঁহার অভীষ্ট কার্য। ২ (বিলা ২।৫৬) পূর্ণিমা তিথি।
পৌর্বাপর্য (ভা ১১।২২।৬) কারণ-কার্য, ২ অল্পসংখ্যা ও অধিক সংখ্যার ভাব—স্বামী। ৩ (গোচ পূর্ব ৩৩।৫৩) পূর্বপরক্রম।
পৌলস্ত্য (গীগো ১।৫) রাবণ।
পৌলোম (ভা ৮।৭।১৪) অসুর-বিশেষ। **পৌলোমী** (ভা ৬।৭।৬) ইন্দ্রপত্নী শচী।
পৌষ (হরি ৭।৫৫) [পুষ্যা+অণ্] মাসবিশেষ। ২ (হরি ৭।৮৬৫) পুষ্যানক্ষত্রে জাত। ৩ (হরি ৭। ৩৬০) পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত।
পৌষ্কল্য (আচ ১১।৭৫) পুষ্টি, স্থূলতা।
পৌষ্ণ (হ ১৬।৩১২) রেবতীনক্ষত্র।
পৌষ্প (রতি ৫।৭৫) পুষ্প-নির্মিত।
পৌষ্পিক (হরি ৭।৬৪৪) [পুষ্পাণি চিনোতীতি] পুষ্পচয়নকারী।
পৌষ্যঞ্জি (ভা ১২।৬।৭৭) জৈমিনির শিষ্য সুকর্মার সামবেদের ছাত্র।
প্যাট্ [ব্য] সম্বোধনে।

প্যান (হরি ৫।৬২) [ওপ্যায়ী বৃদ্ধৌ + ক্ত] স্থূল।

প্র (গীতা ২।৪২) প্রকৃষ্ট। [ব্য] ২ আরম্ভে, ৩ গতিতে, ৪ উৎকর্ষে, ৫ প্রাধম্যে, ৬ সর্বগা, ৭ উৎপত্তিতে, ৮ খ্যাতিতে, ৯ ব্যবহারে]।

প্রকট (গোচ পূর্ব ১।২২) প্রপঞ্চ-গোচর। ২ স্পষ্ট।

প্রকটলীলা (কৃষ্ণ ১৫৩) 'শ্রীকৃষ্ণ-লীলারহস্য'-শব্দ দ্রষ্টব্য]।

প্রকটলীলায় প্রাপঞ্চিক-মিশ্রণ (কৃষ্ণ ১১৭) শ্রীভগবৎপ্রেয়সী রুক্মিণী-দেবীকর্তৃক ভগবদ্বিদ্বেষী রুক্মীর প্রতি সহানুভূতি-প্রকাশে নরলীলার মুগ্ধতা প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে বয়োবৃদ্ধ যাদবগণের যুবকত্ব-প্রাপ্তি হইলেও শ্রীমান্ উদ্ধবের বৃদ্ধত্বপ্রাপ্তি বাস্তব নহে, কিন্তু চিরকাল সেবা-তাৎপর্যকই ধর্তব্য, কালকৃত বৃদ্ধত্ব অতি অসম্ভব। আবার প্রকট লীলায় প্রাপঞ্চিক লোকের মিশ্রণ-বশতঃ স্থলবিশেষে যথার্থ অজ্ঞতাদিও দৃষ্ট হয়। শ্রীঅক্রূর শতধন্বার সহিত মিলিত হইয়া শ্রীসত্যভামাদেবীর পিতা সত্রাজিৎকে বধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এস্থলে অক্রূরের দুঃসঙ্গ বা দুরভিসন্ধির সম্ভাবনা না থাকিলেও প্রাপঞ্চিক-লোকমিশ্র লীলাই বোদ্ধব্য।

প্রকট বিহার (চৈচ আদি ৩।৬) প্রকট লীলা।

প্রকটাপ্রকট লীলা-সমন্বয় (কৃষ্ণ ১৭৩) 'সংযোগবিয়োগস্থিতি' শব্দ দ্রষ্টব্য। যদিও শ্রীভগবানের মন্ত্রোপাসনাময়ী অপ্রকট লীলায় বাল্যাদিভাবও আছে, তথাপি স্বারসিকী লীলাময় কিশোরাকারেরই মুখ্যতাহেতু সেই আকারকে আশ্রয় করিয়াই সকল লীলা প্রবর্তিত হয়। এইরূপে প্রকটলীলাও কিশোর-লীলাকে আশ্রয় করিয়াই প্রবর্তিত হয় বলিতে হইবে। তাৎপর্য এই যে দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন এই তিন ধামেই যুগপৎ একই কিশোরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ শ্রীবসুদেব-নন্দন ও শ্রীনন্দনন্দনরূপে প্রাপঞ্চিক-লোকের অগোচরে নিত্যই লীলা করিতেছেন।

পক্ষান্তরে প্রকটে অবতরণকালে ভূভারহরণাদি আনুষঙ্গিক কার্য থাকিলেও পরিকরগণের আনন্দ-চমৎকার-পোষণের জন্য লৌকিকরীতি সংযোগে শ্রীহরি নিজজন্ম, বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাত্মক লৌকিক লীলা প্রকটন করেন এবং এইজন্য প্রথমতঃ অবতারিত শ্রীবসুদেবের গৃহে স্বয়ং বালকরূপে প্রকটীভূত হন। তখনও কিন্তু দ্বারকাদিধামে নিজ নিত্যাবস্থিত কৈশোরাদি-বিলাস-সম্পাদনের জন্য সেই যাদবাদি পরিকরবর্গের [যাঁহারা অন্তপ্রকাশে অপ্রকট লীলায় অবস্থান করেন, তাঁহাদের] সহিত নিজে প্রকাশান্তরে বিহার করেন। শ্রীবসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়া ঐরূপে প্রকাশান্তরে অপ্রকট প্রকাশে অবস্থানপূর্বক ব্রজের সহিত যিনি প্রকটিত হইয়াছেন, সেই ব্রজেশ্বরের গৃহেও আগমন করেন। ব্রজে আসিয়া শ্রীনন্দরাজের অনাদিসিদ্ধ বাৎসল্য-মাধুরীকে বিলাসবিশেষদ্বারা নবনবায়মান করেন। ব্রজে কৈশোরাবির্ভাবপর্যন্ত যাবতীয় বাল্যাদি লীলাপ্রকটনে ব্রজজনকে নিরতিশয় বশীভূত করিয়া আবার তাহাকেও পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তি করাইবার জন্য শ্রীবসুদেব প্রভৃতিকে আনন্দিত করত ভূভারহরণাদির জন্য পুনরায় মথুরায় আসেন। তার পরে আবার দ্বারকা ধামকে প্রকাশ করিবার জন্য তত্রত্য লীলামাধুরী প্রকট করেন। তৎপরে আবার নিরাপেক্ষিত যাবতীয় লীলা-বিনোদ সিদ্ধ হইলে নিত্যসিদ্ধ অপ্রকট লীলা অঙ্গীকারপূর্বক সেই অপ্রকট ও প্রকট লীলাদ্বয়কে একীভূত করিয়া সেই সেই ধামের পরিকরগণকে অসমোর্দ্ধ আনন্দ দান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে স্থিতি—পূর্ণ-কৈশোরব্যাপী। লীলাদ্বয়-সমন্বয়ের ক্রম এই—প্রথমে বৃন্দাবনের, তৎপরে দ্বারকা মথুরার প্রকট লীলার পর্যবসান ঘটে। শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলাদ্বয়-সমন্বয়-প্রক্রিয়া এই—শ্রীব্রজবাসিগণের তীব্র বিরহ, উদ্ধবদ্বারা সান্ত্বনা, পুনরায় মহাব্যাকুলতায় শ্রীবলদেব-দ্বারা সান্ত্বনাদান, কুরুক্ষেত্রে মিলন—তার পরে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনগমনের বিবিধ আশ্বাস-প্রদান পূর্বক ব্রজবাসিদিগের পুনঃ বৃন্দাবনে প্রস্থাপন। [এই গ্রহণ কংসবধের বহু বৎসরের পরবর্তী নহে, কিন্তু শিশুপাল ও দন্ত-বক্রবধের পূর্ববর্তী, শ্রীবলদেব তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে আসিলে দুর্যোধন-বধ। শ্রীমদ্-ভাগবতে শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রা সূর্যগ্রহণের পূর্বে পঠিত হইলেও এই ক্রমে সমাধান করিতে হইবে—প্রথমে গ্রহণ, তারপর যুধিষ্ঠিরের সভা,

তাহাতে শিশুপাল-বধ, তারপর কুরুপাণ্ডবের দ্যূত-ক্রীড়া, তখনই বনপর্বে পঠিত শাল্ববধ, পরে দন্তবক্র-বধ, তারপরে পাণ্ডবদের বনগমন, তারপর শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রা, তারপর দুর্যোধন-বধ]। তারপরে শ্রীউদ্ধবের পরামর্শক্রমে রাজসূয়ে গমনের পরে শাল্ব-দন্তবক্রবধান্তে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোকুলে আগমন করেন। ব্রজে দুইমাস কাল প্রকট বিহার করিয়া পরে ব্রজলীলা অপ্রকট করেন। তৎপরেও শ্রীকৃষ্ণ এক প্রকাশে স্বয়ং ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করিলেন এবং অন্য প্রকাশে দ্বারকায় গমন করিলেন।

এদিকে আবার দ্বারকা মথুরার প্রকট লীলা-পর্যবসানে মথুরার প্রকট-লীলা দ্বারকায় অনুগমন করেন। দ্বারকায় প্রকাশিত মৌষলাদি লীলা মায়িক—বাস্তবিক কথা কিন্তু দ্বারকাতেই সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন। মৌষললীলাচ্ছলে যাদবগণকে অপ্রকট প্রকাশে প্রেরণ করত নিজেও নিগূঢ়রূপে নিত্য অবস্থিত রহিলেন। সমুদ্র ক্ষণকালমধ্যে শ্রীভগবদালয় ব্যতীত দ্বারকাধামকে জলপ্লাবিত করিয়াছিল।

একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য এই যে প্রকটলীলাগত ভাব—বিরহ-সংযোগাদি লীলা-বৈচিত্রী-ভরে বলবত্তর, সুতরাং উভয় লীলার একীভাব হইলেও পরিকরগণের প্রকটলীলা-গত ভাব ও অভিমানটি অপ্রকটেও অনুবর্ত্তমানই থাকে। অপ্রকটে যাদবদের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে পরমেশ্বর ও পরমবান্ধব বুদ্ধি আর ব্রজবাসিদের —প্রভু, সখা, পুত্র বা প্রাণবল্লভ-বুদ্ধি থাকে।

প্রকটিত [প্র—কট+ক্ত] প্রকাশিত।

প্রকম্পিত (ভা ১১।২২।৫৯) প্রচ্যাবিত —স্বামী।

প্রকর (পদ্যা ৫০) কর্মপটু, ২ (বিনা ১।২৩) সমূহ। [৩ অতি-ক্ষেপ, ৪ অগুরু চন্দন]।

প্রকরণ (কৃষ্ণ ২৬) অন্যান্যিতে অভি-প্রেত পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা (অর্থ-সংগ্রহ)। ২ (সস তত্ত্ব ৯) উভয়াকাঙ্ক্ষা। ৩ (গোভা ৩।৩।৮) প্রকৃষ্ট ক্রিয়া। ৪ (সি টী ১।১) গ্রন্থ-সন্ধিবিশেষ। ৫ একার্থবিশিষ্ট সূত্র-সমূহ। ৬ দৃশ্যকাব্যভেদ। ৭ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদক গ্রন্থ-বিশেষ।

প্রকরী (নাচ ৫২) পরার্থের সাধক অথচ একদেশবর্ত্তী বৃত্তই নাট্যশাস্ত্রে 'প্রকরী'। [২ চত্বর ভূমি]।

প্রকর্ষ—উৎকর্ষ, ২ প্রকৃষ্টরূপে কর্ষণ।

প্রকল্প (কৃষ্ণা ৩।৭১) প্রলয়।

প্রকল্পিত (গোলী ৭।৪১) রত, ২ (উ ১৫।১১২) প্রযুক্ত।

প্রকাণ্ড (আচ ১।৮৫) শ্রেষ্ঠ। ২ (স্তব ১।৩) মূলশাখা, ৩ স্কন্ধ। -র—বৃক্ষ।

প্রকাম (ভাবনা ৯।২০) যথেষ্ট, ২ কন্দর্প। ৩ প্রকৃষ্টকামক। -ম্ [ব্য] অত্যর্থে, ২ অনুমতিতে।

প্রকামার্থী (ভাবনা ১।৩৩) বহু-যাচক, ২ কন্দর্পক্রীড়াপ্রার্থী।

প্রকার (গোচ পূর্ব ১৮।১৬৮) বিশেষ, ভেদ; ২ সাদৃশ্য।

প্রকাশ (গীতা ৭।২৫) প্রকট—স্বামী। ২ (সভা ১।২১) আকার, গুণ ও লীলায় ঐক্য থাকিয়া একই বিগ্রহের যুগপৎ অনেকত্র প্রকটতা; যথা দ্বারকায় অষ্টাধিক ষোড়শসহস্র মহিষীর প্রতি গৃহে একই সময়ে আবির্ভাব। প্রকাশ-মূর্তি ভেদের মধ্যে গণনীয় নহে, যেহেতু উহা স্বয়ংরূপ হইতে পৃথক্ নহেন। মুখ্য ও গৌণ-ভেদে প্রকাশ দ্বিবিধ; আকৃতি-প্রভৃতির অভিন্নতায় মূল-রূপের সহিত ঐক্যপ্রতীতিকারকই মুখ্য এবং আকৃতিপ্রভৃতির ভেদে স্বয়ংরূপ হইতে পার্থক্যজ্ঞাপকই গৌণ প্রকাশ বা বিলাস। ৩ (পরম ২৬) নিজের ও পরের ব্যবহার-যোগ্যতা-সম্পাদক বস্তুবিশেষ। ঘটাদি অন্য বস্তুতে ঐ প্রকাশ দীপাদিদ্বারা প্রকাশ্যমানতা-নিবন্ধন পরাধীন, সুতরাং স্বয়ংপ্রকাশ নহে। অনন্যা-ধীন প্রকাশমানতা বলিতে স্বীয় সত্তাদ্বারাই স্বাশ্রয়ের প্রতি প্রকাশ-মানতা বাচ্য, যেমন দীপাদি। দীপাদির নিজবলেই প্রকাশমানতা আছে বলিয়াই অপ্রকাশতা বা অন্যাধীন প্রকাশ-মানতা নাই, পক্ষান্তরে প্রকাশ-স্বভাব দীপ স্বয়ংই প্রকাশ পায়, অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করে। দীপ জড় বস্তু বলিয়া স্বার্থ-প্রকাশ না হইয়া পরার্থপ্রকাশই বটে, আত্মা কিন্তু স্বয়ংই স্বপ্রতিও প্রকাশমান বলিয়া স্ববিষয়েও স্বয়ং-প্রকাশ, অতএব আত্মা অজড় (চেতন)। ৪ (নাচ ৪১১) যে নাটকীয় অসূচ্য বস্তু সকলের নিকটই প্রকাশনীয়, তাহাই 'প্রকাশ' নামে খ্যাত। ইহা দ্বিবিধ—'সর্বপ্রকাশ'

ও 'নিয়তপ্রকাশ'। রঙ্গমঞ্চে অবস্থিত সকলেরই শ্রবণযোগ্য বস্তু সর্বপ্রকাশ, কিন্তু যাহা তত্রত্য জনকতিপয়েরই শ্রোতব্য, তাহাই 'নিয়তপ্রকাশ'। ৫ আতপ, ৬ বিকাশ।

প্রকাশন (হলী ৫।৫) প্রকটীকরণ। ২ বিষ্ণু (সহস্রনাম)।

প্রকাশাত্মা (সুধা ৪৩) চিদ্‌ঘন বিষ্ণু, ২ ব্যক্তস্বভাব।

প্রকীর্ণ (নাম ৩৫) অনুক্ত-প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষ পাপভেদ। 'প্রকীর্ণপাতকে জ্ঞাত্বা গুরুত্বমথ লাঘবম্। প্রায়শ্চিত্তং বুধঃ কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণানুমতঃ সদা।' [বিষ্ণুস্মৃতৌ] ২ (হ ১৭।৩৭০) বিস্তৃত ওদনাদি, যাহা বলিরূপে দত্ত হয়। ৩ (গোলী ৪।২৬) বিস্তৃত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। [৪ চামর, ৫ গ্রন্থবিচ্ছেদ, ৬ পূতিকরঞ্জ]।

প্রকীর্ণক (সিন্ধু ১।২।১৪০) চামর।

প্রকীর্ত্তি (হ ১১।৪০২) মাহাত্ম্যাদি-কীর্ত্তন, ২ নামমাত্র-সংকীর্ত্তন।

প্রকৃত (আচ ৫।১০৮) প্রস্তুত। ২ (নাগ ১।১৬) সত্য। [৩ অধিকৃত, ৪ আরব্ধ]। **-মনাঃ** (চৈন ৪। ১৫) নিশ্চিত। **-বচন** (হরি ৭। ১০৮৩) প্রচুর পরিমাণে যে বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার প্রতিপাদন। **-বিষ** (হ ১১।৭৪৯) ব্রহ্মস্ব। **-শূদ্র** (ভক্তি ২৮৬) শ্রীহরির অভক্ত সর্ববর্ণগত ব্যক্তি। [ভগবদ্ভক্ত শূদ্র নহে, তিনি ভাগবতই]।

প্রকৃতি (ভা ১১।১৪।৫) বাসনা, ২ (ভা ১১।১৭।১৩) স্বভাব। ৩ (রাধা ৭২) মন্ত্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। ৪ (ভা ৪।২৯।৫১) কারণ—স্বামী। ৫ (ভা ৪।১৭।২) নিয়োগবর্ত্তী। ৬ (ভা ১১।২২।১১) গুণসাম্য। ৭ (ভা ১১।২২।৫০) দেহ—স্বামী, ৮ উপাধি—বি। ৯ (ভা ১১।২৪।৪) প্রধান—জী। ১০ মায়াখ্য বস্তু—বি। ১১ (ভাবনা ৪।৮৪) প্রকৃষ্ট বৃতি অর্থাৎ বিজ্ঞ। ১২ (ভা ১০। ৮৭।৩১) ভগবচ্ছক্তি, ১৩ শ্রীরাধা—প্রবো। ১৪ (ভা ১।৫।৩০) অবিদ্যা। ১৫ (ভা ৫।৪।১) অমাত্যাদি—[স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল—এই সাতটি]। ১৬ রাজ্যাঙ্গ ও পৌরগণ। ১৭ (গৌক্ল ৯।১৮) স্ত্রী, ১৮ প্রজা। ১৯ (আচ ১৭। ১৪৩) প্রকার। ২০ (বৃভা ২।৫। ২০১) অন্তরাত্মা। ২১ (হরি ২। ২) পদের পূর্বভাগ, তাহা দ্বিবিধ—নাম ও ধাতু। ২২ (ছ ১।২৯) একবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২৩ (বৃভা ২।৩।২৫) ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টমাবরণরূপ প্রকৃতিধামের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মোহিনীর শক্তি ও সেবিকা। এই স্থানে অণিমাদি মহাসিদ্ধিগণ বাস করে। মুমুক্ষুগণকে প্রকৃতি মুক্তি দেন এবং ভক্তীচ্ছুগণকেও অন্যস্বরূপে ভক্তিদান করেন। ২৫ (নাচ ৬৮) নাট্যশাস্ত্রে অর্থপ্রকৃতি শব্দ প্রয়োজনসিদ্ধির হেতুকে বুঝায়। প্রকৃতি পাঁচটি—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য। ২৬ (সস তত্ত্ব ৯) মীমাংসা-দর্শনে পারিভাষিক শব্দ। যে যাগে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ থাকে, তাহার নাম—প্রকৃতি যাগ, যেমন দর্শ-পৌর্ণমাস্যাদি। 'যত্র কর্তব্যং সর্বং প্রকর্ষেণ কর্মান্তর-নৈরপেক্ষ্যেণ উপদিশ্যতে, সা প্রকৃতিঃ।' ইহার বিপরীত হইলে 'বিকৃতি যাগ' বলে। **-কর্ত্তৃত্ববাদ** (গোভা ১।১।১) 'অজা (প্রকৃতি) বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি করে' এই বৈদিক বাক্যে আপাত দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপার আরোপিত হয় (সাংখ্য দর্শন)। **-গুণ** (গীতা ৩।২৭) প্রকৃতির কার্যভূত ইন্দ্রিয়—স্বামী। **-ভাব** (কৃভ ২৮।১১) স্ত্রী-জাতীয় স্বভাব। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব-কলায় মোহিত এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভাবদর্শনে সমুদিত-গোপীভাব বিষয়িগণ এবং বেদান্তিগণও গোপীজন-সমুচিত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। **-ব্যতিক্রম** (অকৌ ১০।৪) দিব্য, অদিব্য ও দিব্যাদিব্য-ভেদে নায়ক ত্রিবিধ। ইঁহারা ধীরোদাত্তাদি চতুর্বিধ ভেদ প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহাদের মধ্যেও আবার প্রত্যেক প্রকার নায়ক উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই সকল নায়কের মধ্যে যে নায়কের যে যে গুণ বা দোষ রস-শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে, তাহার বিপরীত বর্ণন করিলেই 'প্রকৃতি-বিপর্যয়' নামক রসদোষ ঘটে। উত্তম দেবতা পার্বতী-পরমেশ্বরেরও শৃঙ্গার-বর্ণনা অনুচিত। **-সম্ভব** (গীতা ১৪।৫) মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণ-প্রভাবে জাতক্ষোভা প্রকৃতির গুণ-সাম্যভঙ্গে প্রকাশিত গুণত্রয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। **-সম্ভাষণ** (চৈচ অন্ত্য ২। ১১৭) ভোগ্যবুদ্ধিতে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ। **-স্বামী** (সভা ১।৩৯৫) প্রকৃতির নিয়ন্তা—কারণার্ণব-শায়ী।

প্রকৃত্যাবরণ (গোচ পূর্ব ১।২২)

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ অহঙ্কার, বুদ্ধিতত্ত্ব এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।

প্রকৃষ্ট [প্র—কৃষ+ক্ত, উৎকর্ষযুক্ত।

প্রকেত (গোভা ১।২।১) চিহ্নভূত—বল। ২ (গোভা ১।৪।১০) জগৎ। [৩ প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক]।

প্রকোপ (আচ ১৫।৯১) যুযুৎসার অভিপ্রায়ে ক্রোধ। ২ (আচ ১৩।১১৮) প্রাবল্য, বৃদ্ধি।

প্রকোষ্ঠ (চৈমা ৩।২৮) কক্ষদেশ। মণিবন্ধ হইতে কফোণি পর্যন্ত হস্ত। ২ গৃহদ্বারপিণ্ড।

প্রক্রম (চৈনা ১।৪) প্রভাব. ২ উদ্গম। [৩ প্রথমারম্ভ, ৪ অবসর]

প্রক্রান্ত (পত্মা ১৫৭) উদ্ভট, [২ আরব্ধ, ৩ প্রকরণ-প্রাপ্ত]।

প্রক্রিয়া (প্রীতি ৬২) বিচার-পরিপাটী। ২ (উ ৫।৫) প্রকৃতি, স্বভাব। ৩ (বিনা ১।৫) অনুষ্ঠান, ৪ (হরি ২।৮) [ব্যাকরণে] শব্দপ্রয়োগাবস্থাসূচক গ্রন্থবিশেষ 'প্রারম্ভাৎ করণং প্রক্রিয়া' ইতি ক্ষীরস্বামী, যেমন সিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রক্রিয়াকৌমুদী প্রভৃতি। **-কৌমুদী** (হরি ১।৭৫) রামচন্দ্র-কৃত পাণিনীয় প্রক্রিয়াগ্রন্থ। **-প্রসাদ** (হরি ৩।১৬৫) প্রক্রিয়াকৌমুদীর উপর বিট্‌ঠল-স্বামিকৃত টীকা। অন্য নাম—প্রসাদ।

প্রক্লিন্ন [প্র—ক্লিদ্+ক্ত] তৃপ্ত, ২ বহুক্লেদযুক্ত।

প্রক্বণ, প্রক্বাণ (হরি ৫।৪২০) বীণাধ্বনি।

প্রখর (বৃভা ২।৪।২৭৪) পরমোৎকৃষ্ট।

প্রখ্য (ভা ১০।১৫।৩) তুল্য।

প্রখ্যা (ভা ১০।৬৯।৫) শোভা—বল। [২ বিখ্যাতি, ৩ উপমা]।

প্রগণ্ড (লহরী ১৫।৪) বাহুমূল। [২ দুর্গপ্রাকারভিত্তি, ৩ শূরগণের নিবেশনস্থান]।

প্রগমন (নাচ ১১৫) উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জ্ঞান-প্রদ বাক্যকে নাট্য-শাস্ত্রে 'প্রগমন' বলে।

প্রগল্‌ভ (ভা ১১।১৪।১৭) সমর্থ—স্বামী। ২ (কৃষ্ণা ২।১) প্রচুর। ৩ (চৈত ১১।১৪।১৮) বলবান্। ৪ (বিনা ৪।১২) অবিনীত। [৫ প্রত্যুৎপন্নমতি, ৬ প্রতিভাবান্]।

প্রগল্‌ভতা (উ ১১।২১) শৌর্য বা সম্প্রয়োগ-বিষয়ে নিঃশঙ্কতা। ২ (বিনা ৩।২৯) উৎসাহ, সাহস। ৩ (কিরণ ৮) সম্ভোগের বৈপরীত্য। ৪ ঔদ্ধত্য, ৫ প্রতিভা। **প্রগল্‌ভা** (উ ৫।৪৩) নায়িকা-ভেদ; যে নায়িকার পূর্ণযৌবন, মদান্ধতা, বহুবিধ সম্ভোগে ঔৎসুক্য, প্রচুরতর ভাবের উদ্গমে অভিজ্ঞতা, প্রেমাত্মক রসদ্বারা বল্লভের প্রতি আক্রমণকারিতা, বাক্যে ও চেষ্টায় অতি প্রৌঢ়ি এবং মানে অতিকর্কশতা—তাঁহাকে 'প্রগল্‌ভা' বলে। ইঁহার মদনাধিক্য-বশতঃ আদিস্মরতেই আনন্দ-মূর্চ্ছা, কিন্তু বলাধিক্যহেতু তৎপরেও সমর্থা বলিয়া ইঁহাকে 'মোহাদিস্মরতক্ষমা' বলে (উ ৫।২৭ বি)। ২ (উ ৬।৪) যিনি প্রগল্‌ভবাক্য প্রয়োগ করেন এবং যাঁহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, তিনিই প্রগল্‌ভা যূথেশ্বরী বা সখী।

প্রগাঢ় [প্র—গাহ+ক্ত] দৃঢ়, ২ অতিশয়, ৩ কৃচ্ছ্র।

প্রগাতা [প্র—গৈ+তৃচ্] উত্তম গায়ক।

প্রগাথ (হরি ৭।৩৭৮) মন্ত্র-বিশেষ।

প্রগীত (অকৌ ৭।১৮) প্রতিষ্ঠিত—বি। ২ (গোলী ১৩।৪৭) স্তুত।

প্রগুণ (বিনা ৫।১৫) শ্রেষ্ঠ দাক্ষিণ্যাদি। ২ (ঐ ৪।১) প্রচুরগুণশালী। ৩ (মাম ৪।১৬) সরল। ৪ (কৃগ পরি ৮২) শ্রীকৃষ্ণের কোশাধিকারী। [৫ দক্ষ]।

প্রগৃহ্য (হরি ১।৭২) পাণিনির মতে ওকারান্তাদি সন্ধির অযোগ্য পদ। [২ স্মৃতি, ৩ বাক্য]।

প্রগে (গোলী ৬।৮৩) প্রাতঃকালে। **-তন** (হরি ৭।৪৬৯) প্রাতঃকালে জাত।

প্রগ্রহ (পত্মা ১৫২) গোবন্ধন-রজ্জু। ২ (নাম ২।১২) প্রতিবন্ধ। ৩ (হরি ৫।৪০৩) লিপ্সু-কর্তৃক আক্রোশ, ৪ তুলাদণ্ডের রজ্জু। ৫ অশ্বরজ্জু। ৬ (হব ২।১০০।৪৩) সহায়। ৭ বিষ্ণু।

প্রগ্রাহ (হরি ৫।৪০৩) ['প্রগ্রহ'—৩-৫ দ্রষ্টব্য] রজ্জু।

প্রঘট্টক (প্রীতি ১) আলোচনা, পরিপাটী। ২ (গোভা ৪।৪।২১) একার্থপ্রতিপাদনার্থ গ্রন্থাবয়ববিশেষ।

প্রঘণ (আচ ৫।১৮), **প্রঘাণ**—অলিন্দ। [প্র—হন্+অল্] বহির্দ্বার-প্রকোষ্ঠ। ২ প্রকৃষ্টরূপে নিবিড়। [৩ তাম্রকুণ্ড, ৪ লৌহমুদ্গর]।

প্রঘাত [প্র—হন্+ঘঞ্] যুদ্ধ, ২ প্রকৃষ্টরূপে হনন।

প্রঘোষ (ভা ১০।৬১।১৫) লক্ষ্মণার গর্ভে জাত শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র। [২ প্রকৃষ্ট ঘোষণ, ৩ অব্যক্তশব্দ)।

প্রচক্ষণ (ভা ১১।১৩।৫) প্রশংসন।

প্রচণ্ড (ভা ১১।২৭।২৮) শ্রীনারায়ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। ২ (হ ৫।৮) শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের পূর্বদ্বারবর্ত্তী দেবতা। [৩ দুর্দ্ধর্ষ, ৪ দুর্বহ, ৫ দুরন্ত, ৬ প্রতাপান্বিত]।

প্রচয় (গোপা ৮) প্রকৃষ্টরূপে সমাহৃতি। ২ (নিবি ৪২) সমূহ। ৩ (নাম ১।১৫) বৃদ্ধি।

প্রচয়ী (মালা বস্ত্র ২) বর্দ্ধমান।

প্রচর [প্র—চর+অপ্] মার্গ।

প্রচলাক (উ ১০।৪৮) ময়ূরপিচ্ছ। [২ শরাঘাত, ৩ ভুজগ]। **প্রচলাকী** (আচ ১।৫৬) ময়ূর।

প্রচলিত (ভা ৩।১৮।১৪) ক্ষোভিত —স্বামী।

প্রচার (সস তত্ত্ব ১) প্রকটন। ২ (পদ্যা ১৪৯) পশ্বাদির চারণ। ৩ (চৈচ অন্ত্য ৪।১০২) উপদেশ-প্রদান। ৪ বিস্তার। ৫ গতি। **প্রচারণ** (চৈচ আদি ৪।১৫) প্রচার, বিস্তার।

প্রচিত (ভাবনা ১৬।২৪) ব্যাপ্ত। ২ (গোচ পূর্ব ৫।২৫) সুস্থির।

প্রচিতক (ছ ২।১৮৪) দণ্ডক ছন্দোবিশেষ।

প্রচিন্বান (ভা ৯।২০।২) চন্দ্রবংশীয় জনমেজয়ের পুত্র।

প্রচুর—চৌর, ২ বহুল।

প্রচেতাঃ (ভা ৪।২৪।১৩) [বহুবচনে প্রয়োগ]। প্রাচীনবর্হির পুত্রগণ। ২ [একবচনে] (ভা ৯।২৩।১৫) যযাতিবংশ্য দুর্মদের পুত্র—ইহার একশত পুত্র উত্তরদেশে ম্লেচ্ছাধিপতি হন। ৩ (ভা ৬।৩।১৪) বরুণ। ৪ (আচ ১৬।২২) প্রকৃষ্ট চিত্ত-বিশিষ্ট।

প্রচোদিত (ভা ৪।১৯।২৭) শাস্ত্র-বিহিত—বি। ২ (চৈত ১০।৫৪৭) প্রেরিত।

প্রচ্ছদ (হরি ৫।৪৩০) সর্বাচ্ছাদক বস্ত্র, ২ আস্তরণবস্ত্র। **-পট** (আ ১১৯) নিচোল, ওড়না।

প্রচ্ছনা [প্রচ্ছ+ল্যু] আমন্ত্রণ।

প্রচ্ছন্ন [প্র—ছদ্+ক্ত] গুপ্তদ্বার, ২ অন্তর্দ্বার। **-কামুকতা** (দশ ৪২) সঙ্গোপিত-রমণতা। **-রমণ** (গোচ পূর্ব ৩১।৫৭) গুপ্তবিলাসী।

প্রচ্ছর্দিকা (হরি ৫।৪৫৩) [প্র—ছর্দ বমনে+ণ্বুল্—আপ্] বমন, ২ বমনকারক।

প্রজ (চৈত ১০।২৯।২৪) প্রকৃষ্ট-জন্মবান্, ২ [প্রবিশ্য জায়ায়াং জায়তে জন্+ড] পতি। **প্রজন** (গীতা ১০।২৮) প্রজার উৎপত্তি-হেতু—স্বামী। ২ (হব ১।১।৪০) উপস্থেন্দ্রিয়—নীল। **প্রজনন** (ভা ১২।১১।৬) মেঢ্র। [২ যোনি, ৩ জন্ম, ৪ জনক]। **প্রজনিষ্ণু** (হরি ৫।৩১৭) [প্র—জন্+ইষ্ণু] উৎপাদন করাই যাহার স্বভাব।

প্রজল্প (বৃভা ১।৫।১০৫ টী) গোষ্ঠী, ২ (উ ১৪।১৯৯) অসূয়া, ঈর্ষ্যা ও মদযুক্ত অবজ্ঞাদ্বারা প্রিয়জনের অকৌশলোদ্গার। ৩ (চৈনা ৩।৩২) ধ্বনি। ৪ (উ ২) বৃথা বাক্যব্যয়, বাদানুবাদ।

প্রজব (গোলী ১।২৪) বেগাতিশয়।

প্রজা (ভা ৩।১৪।১২) পুত্র—বি। ২ (তর ১৫।৩৩) জীব। [৩ জন, ৪ জনন]। **-তন্তু** (ভা ১০। ৭৩।২২) পুত্রাদি-সন্তান। **প্রজাতি** (ভা ১০।৩০।৩৪) প্রকৃষ্ট জন্ম, উপনয়ন, ব্রহ্মচারিধর্ম—স্বামী। ২ দীক্ষা—জী; ৩ পুত্রোৎপাদন **-তীর্থ** (ভা ১।১২।১৪) পুত্রোৎ-পত্তিরূপ পুণ্যকাল—স্বামী।

প্রজানন্দ (ভা ৪।২৫।৩৯) পুত্রসুখ—স্বামী। **°পতি** (গীতা ১১।৩৯) পিতামহ ব্রহ্মা। ২ (রত্ন টী ৩।৩৯) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ। ৩ (ভা ৫।১৮।১৭) সংবৎসর। ৪ নৃপতি, ৫ জামাতা, ৬ সূর্য, ৭ অগ্নি, ৮ ত্বষ্টা। ৯ যজ্ঞ। **-পতিপতি** (ভা ৬।৪।৮) শ্রীবিষ্ণু। **-বতী** (লনা ২।১৬) ভ্রাতৃজায়া, ২ পুত্রাদিমতী। **-সংযমন** (ভা ১০। ৪৫।৪৩) ধর্মাধর্মের ফল-প্রদানে শোধন দ্বারা যিনি প্রাণিগণের মর্যাদায় সংস্থাপন করেন—সনা। ২ পাপিগণের দণ্ডদাতা—বল। **-সর্গ-নিরোধ** (চৈত ১৬।২৫) মহাপ্রলয়।

প্রজাসু (ভা ১০।১২।১৫) অপত্যই যাহাদের প্রাণ। **প্রজেশ** (চৈকা ২।৮৫), **প্রজেশ্বর** (ভা ১১।৩।১১) ব্রহ্মা। ২ মরীচ্যাদি। [৩ রাজা]।

প্রজ্ঞ (হরি ৫।২০৫) [প্র-জ্ঞা+ক] প্রকৃষ্ট জ্ঞানী। [২ বুদ্ধি]।

প্রজ্ঞপ্তি (ভা ৩।২৫।১) জ্ঞাপন—স্বামী। [২ বুদ্ধি, ৩ সঙ্কেত]।

প্রজ্ঞা (প্র ১।১৫) ধর্মভূতা সম্বিৎ। ২ (গোভা ৩৩।২৮) উপাসনা। ৩ (মধু ৪।১৪) তীক্ষ্ণমতি। **-চক্ষু** (ভা ১১৩।২৫) অন্ধ। [২ ধৃতরাষ্ট্র]।

প্রজ্ঞাত্মা (গোভা ১১।২৮) জ্ঞানঘন।

প্রজ্ঞান (গোভা ৩৩।৫৪) প্রেম। [২ বুদ্ধি, ৩ চিহ্ন, ৪ পণ্ডিত]।

প্রজ্ঞু (হরি ৬।৩৪১) [প্রগতে জানুনী যস্যেতি] প্রগত-জানু।

প্রজ্বার (ভা ৪।২৯।২৪) শীত ও উষ্ণ-ভেদে দ্বিবিধ মারক জ্বর। ২ (ভা ৪।২৭।৩০) যবনেশ্বরের ভ্রাতা।

প্রণ (হরি ৭।১০৯০) [পুরাভবঃ প্র + ন] প্রাচীন।

প্রণত (ভা ১০।৭৩।১৬) শরণাগত, ২ কৃত-প্রণাম। **-শৃঙ্গী** (উ ১০।৫২) শ্রীকৃষ্ণের সুরভী।

প্রণতি (সাকৌ ১১।৭) অপকর্ষ, ২ প্রণাম, ৩ বিনয়।

প্রণয় (উ ১৪।১০৮) প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদভাবনারূপ বিশ্রম্ভ-পোষণকারী মান। ২ (সিন্ধু ৩।৩।১০৮) স্পষ্টতঃ সম্ভ্রমাদির প্রাপ্তি-যোগ্যতা থাকিলেও যে রতি সম্ভ্রম-লেশের স্পর্শ না করে, তাহাকে 'প্রণয়' বলে। ৩ (আচ ১।১) প্রেম, ৪ আশ্লেষ, ৫ সখ্য। ৬ (ভা ১০।৩১।১৯) স্নেহ। ৭ প্রকৃষ্টরূপে মনঃপ্রাণ-বুদ্ধ্যাদির পরস্পর প্রেরণ—বি। **-গোষ্ঠী** (বৃ ১৪।৫০) প্রেমালাপ। **প্রণয়ন** (আচ ১৩। ৯২) প্রকটন। °**নির্ভর** (মালা চৈ ৩।৯) প্রেমসম্পত্তি—বল। **-পণ** (গোচ পূর্ব ২৩।৪০) প্রীতিরূপ ক্রয়মূল্য। **-মান** (উ ১৫।১০১) নির্হেতু মানই প্রণয়রস-বিলাস-বৈভব বলিয়া 'প্রণয়মান'-নামে কথিত হয়। **-রস** (চন্দ্র ১০১) শৃঙ্গার রস। **-রসনা** (ভা ১১।২।৫৩) প্রেম-শৃঙ্খলা। **-বসতি** (উ ১১) প্রীতির পাত্র। **-বিকার** (চৈচ আদি ৪।৫৯) প্রেমের চরম পরিণতি—মহাভাব। **-বিধুর** (মালা মুকুন্দা° ৮) স্নেহ-দুঃখিত। **-বিশৃঙ্খল** (মালা গীত ২০) প্রেম-বিবশ—বল।

প্রণয়িতা (লনা ৭।৭) প্রীতি।

প্রণয়ী (ভাবনা ৪।৭২) প্রীতিকরণ-শীল।

প্রণয়োক্তি (উ ১৫।২৫৭-৪৮) "গোকুলানন্দ! গোবিন্দ! গোষ্ঠেন্দ্র-কুলচন্দ্রমঃ! প্রাণেশ! সুন্দরোত্তংস! নাগরাণাং শিখামণে! বৃন্দাবন-বিধো! গোষ্ঠযুবরাজ! মনোহর!!" এই সব সম্বোধনে শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করেন।

প্রণয়োদ্ধুর (মালা উৎ ২৫) প্রেমে গর্বিত।

প্রণব (ভক্তি ১৭৮) বেদের নিদান ও মহাবাক্য। পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে প্রণব—ঋক্‌,যজুঃ ও সামের আত্ম-স্বরূপ; প্রণবে অ, উ, ম—এই তিনটি অক্ষর আছে। অকার বিষ্ণুকে, উকার লক্ষ্মীকে ও ও মকার উভয়ের নিত্যসেবক জীবকে লক্ষ্য করে। ৪ (সুধা ১১৫) [প্র-ণু + ঋদোরপ্‌] প্রীতিরীতি-বিস্তম বলিয়া প্র-স্তুত। ৩ (সুধা ৫৭) নিত্যনূতন, ৪ নিত্য প্রণম্য। ৫ (কৃষ্ণ ৯০) শ্রীগোপালতাপনীর মতে প্রণবের অকারে বিশ্বাত্মক বলদেব, উকারে তৈজসাত্মক প্রদ্যুম্ন, মকারে প্রাজ্ঞাত্মক অনিরুদ্ধ এবং অর্দ্ধমাত্রায় (নাদবিন্দুতে) বিশ্বাধিষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যক্তি হয়।

প্রণস (হরি ৭।১৬০) নাসারহিত।

প্রণাদ—অনুরাগজ শীৎকারাদি। ২ উচ্চশব্দ।

প্রণাম (লী ১) স্বাপকর্ষানুকূল ব্যাপার-বিশেষ। প্রণাম চারি-প্রকার। অভিবাদন—নামোচ্চারণ-পূর্বক পাদস্পর্শ। অষ্টাঙ্গ—পদ, কর, জানু, শির, বক্ষঃ, চক্ষুঃ; বাক্য ও মন-দ্বারা চরণ-স্পর্শ। পঞ্চাঙ্গ—কর, জানু, শির; বাক্য ও চক্ষুর্দ্বারা এবং করশিরঃসংযোগ। আবার কায়িক, বাচিক ও মানসিক-ভেদে ইহা ত্রিবিধ। -বিধি (হ ৮।৩৫৯—৩৯২) বাহুদ্বয় দ্বারা শ্রীভগবানের চরণদ্বয় ধারণ করত ঐ চরণেই মস্তক রাখিয়া প্রার্থনাদি পাঠপূর্বক সাষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবে। শ্রীপ্রভুর সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে বা অতি নিকটে প্রণাম নিষিদ্ধ। গরুড়কে দক্ষিণে রাখিয়া অন্যূন তিনটী প্রণাম বিধেয়। শয়নাহারাদি ব্যতীত অন্য কালেই প্রণাম করিতে হয়। নমস্কারই যজ্ঞ-প্রধান, নমস্কার দ্বারা মানব বিশুদ্ধ হইয়া শ্রীহরির চরণ প্রাপ্তি করে। একহস্তে এবং বস্ত্রাবৃত দেহে প্রণাম নিষিদ্ধ; শক্তপক্ষে একবারমাত্র ভূ-পতিত হইয়া প্রণাম করিবে না। প্রণাম-নিষেধ (হ ৪। ২) অর্চনার্থ পুষ্প, যজ্ঞার্থ কাষ্ঠ, কুশ এবং জল প্রভৃতির আহরণকারীকে [ভোজনরত জনকেও] প্রণাম করিবে না। যথা—বৃহন্নারদীয়ে, 'তথা স্নানং প্রকুর্বন্তং সমিৎপুষ্প-হরং তথা। উদপাত্রধরঞ্চৈব ভুঞ্জন্তং নাভিবাদয়েৎ॥' -সংখ্যা (হ ৩। ৯৮) শ্রীভগবান্‌কে অন্যূন চারিবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে।

প্রণায্য (হরি ৫।১৭৪) [প্র—নী + ণ্যৎ] অসম্মত, ২ নিঃস্পৃহ, ৩ চৌর, ৪ বিরক্ত। ৫ সাধু। ৬ প্রিয়।

প্রণালিকা (চৈচ মধ্য ১২।১০৩), **প্রণালী** (স্তব ৯।১৮) নর্দমা, জল-নির্গমের পথ। ২ পরম্পরা।

প্রণাশ (গীতা ২।৬৩) মৃত্যুতুল্যভাব—স্বামী। ২ সংসারকূপে পতন—বি। ৩ (গীতা ৬।৩০) পলায়ন।
প্রণিধান (বিনা ২।২) চিত্তৈকাগ্রতা, ধ্যান। ২ প্রযত্ন।
প্রণিধি (চৈনা ৮।৩১) চর, ২ অনুচর। [৩ যাচন, ৪ অবধান]।
প্রণিপাত (গীতা ৪।৩৪) দণ্ডবন্নমস্কার।
প্রণিহিত (তত্ত্ব ৩০) সমাহিত—জী। ২ (ভা ৬।১।৪০) বিহিত—স্বামী। ৩ (লনা ২।৫) রচিত। ৪ (ভা ১।১৫।১৬) স্থাপিত। ৫ (ভা ১।৭।৪) নিশ্চল। **প্রণিহিতি** (গোচ পূর্ব ২৯।১৩৫) প্রণিধান।
প্রণী [প্র—নী+ক্বিপ্] কারক, ২ ঈশ্বর।
প্রণীত (বিনা ১।১) জনিত, কৃত। ২ (বৃভা ২।৪।১৬৬) উপনীত। ৩ (ব্রজ ১।৮৪) দত্ত। ৪ (সিন্ধু ১।২। ২৫২) নিঃক্ষিপ্ত। **প্রণীতি** (গোচ পূর্ব ১৫।৪১) প্রণয়ন।
প্রণীয়মান (ভা ৩।১৩।৫) প্রবর্ত্ত্যমান—স্বামী।
প্রণু[ণূ]ত (ভা ৩।২১।২২) স্তুত।
প্রণুন্ন (মালা ছ ৭) দূরীকৃত।
প্রণেয় (গোচ পূর্ব ২২।৫৫) অধীন। ২ (হ ১৪।৪১৭) কর্ত্তব্য। [৩ কৃত-লৌকিক-সংস্কার]।
প্রত (হ ১৫।৬৩) প্রকৃষ্টভাবে প্রসিদ্ধ।
প্রতত (গোচ পূর্ব ১০।১৭) বিস্তীর্ণ।
প্রতন (গোচ পূর্ব ৪।৪৮) প্রাচীন।
প্রতনু (গোলী ২।৯৩) অতিসূক্ষ্ম। ২ অতিস্বল্প।
প্রতপত্র (ভা ১০।৩৫।১৩) ছত্র।
প্রতমাম্ [ব্য] অত্যন্ত প্রকর্ষে।
প্রতর (গৌকৃ ১২।৩৪) মহাবেগ। ২ প্রকৃষ্টতরণ।
প্রতর্দন (সুধা ২০) [তর্দ হিংসায়াং +ল্যুট্] ভক্তের বৈমনস্যহারী বিষ্ণু। ২ (ভা ৯।১৭।৫, গোভা ১।১।২৮) দিবোদাসের পুত্র রাজা প্রতর্দন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন—'মনুষ্যের পক্ষে যাহা হিততম— তাহাই উপদেশ করুন।' ইন্দ্র তাঁহার প্রার্থনানুসারে প্রাণব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়াছেন। [কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ৩]। ৩ তাড়ন, ৪ তাড়ক।
প্রতল—পাতালভেদ, ২ চপেট।
প্রতান (আচ ১৩।৯৭) বিস্তার।
প্রতাপ (প্রীতি ১।৬) প্রভাবের বিখ্যাতি। [২ কোষদণ্ডজাত রাজতেজ, ৩ তাপ, ৪ অর্কবৃক্ষ]।
প্রতাপন (সুধা ৪৩) শত্রুর সন্তাপদায়ক। [২ নরক-বিশেষ]।
প্রতাপশেখর (রত্না ৫।২৯৭৪) তালবিশেষ।
প্রতাপী (সিন্ধু ২।১।১৫৬) স্বপৌরুষবলে শত্রুতাপী।
প্রতি[১] (ভা ৯।১৭।১৬) সোমবংশ্য কুশের পুত্র। ২ (স্তব ৮।২৯) অভিমুখে।
প্রতি[২] [ব্য] ব্যাপ্তিতে, ২ লক্ষণে, ৩ ভাগে, ৪ প্রতিদানে, ৫ প্রতিনিধীকরণে, ৬ স্তোকে, ৭ ক্ষেপে, ৮ নিশ্চয়ে, ৯ ব্যাবৃত্তিতে, ১০ আভিমুখ্যে, ১১ স্বভাবে। ক্রিয়াযোগে ইহার উপসর্গ ও গতি-সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হয়। **-কর**—বিস্তার, ২ বিক্ষেপ। **-কর্ম** (ভাবনা ১৯। ৩৬) প্রসাধন। ২ প্রত্যেক কর্ম, ৩ গুণান্তরাধান-রূপ সংস্কার। **-কার**—বৈর-নির্যাতন, ২ শোধন, ৩ রোগাদির চিকিৎসা। **-কাশ**—তুল্য। **-কূপ**—পরিখা। **-কূল** (তত্ত্ব ২৯) প্রত্যাখ্যায়ক। ২ বিপরীত। **-কূলবিভাবগ্রহতা** (অকৌ ১০।৪২) যে বিভাব প্রকৃত রসের বিরোধিরসের অঙ্গ, তাহার বর্ণনা দোষাবহ হয়, যথা শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় তদ্বিরোধি শান্ত রসের গ্রহণ। **-কৃতি** (গোচ উত্তর ৩৭।৪৯) প্রতিমূর্ত্তি। ২ (প্রেম ৭) প্রতিবিধান। ৩ সাদৃশ্য, ৪ প্রতিনিধি। **-কৃষ্ট** (গোচ পূর্ব ১৮।১৫২) নিকৃষ্ট, নিন্দনীয়। ২ দুইবার কৃষ্ট ক্ষেত্র। **-ক্রিয়া**—প্রতীকার। **-ক্ষিপ্ত** (গোচ পূর্ব ৫।৪) তিরস্কৃত। [২ প্রেষিত, ৩ বারিত, ৪ বাধিত]। **-ক্ষেপ**—তিরস্কার, ২ নিরাস। **-গত** (সাকৌ ৭।৬) নষ্ট। ২ (গোচ পূর্ব ৩।১১) নিবিষ্ট, [৩ পক্ষির গতিভেদ, ৪ পরাবর্ত্তন]। **-গিরি** (ভা ৮।৭।১৭) প্রতিদ্বন্দ্বী পর্বত। **-গ্রহ** (ভা ১১।১৭।৩৪) স্বীকার। [২ সৈন্যপৃষ্ঠ, ৩ পিকদানী]। **-গ্রহণ** (ভা ৩।২১।৪৮) সৎকার—স্বামী। ২ স্বীকার। **-গ্রাহ**—প্রতিগ্রহকারক, ২ পতদ্‌গ্রহ। **-ঘ** (অকৌ ১০।৩০), **-ঘা** (আচ ১৫।৭৪) ক্রোধ। ২ [মূর্চ্ছা]। **-ঘাত** (আচ ৬।১৩) বাধা, ২ মারণ। **-ঘ্ন** [প্রতি—হন্+ঘঞর্থে ক) অঙ্গ। **-চক্ষণ** (ভা ৪।১।৪২) প্রকাশন—স্বামী। **-চোদনা** (চৈত ১১।১২। ১৪) স্মৃতি, ২ (হ ১১।৬৪৮) নিষেধ। **-চ্ছন্দ** (বিনা ১।১৬) চিত্রপট,

প্রতিমূর্ত্তি। ২ প্রতিনিধি, ৩ অনুরোধ। ৪ অভিপ্রায়ের অনুরূপ। **-চ্ছন্দক** [প্রতি—ছন্দ+ণ্বুল্] প্রতিনিধি। **-চ্ছন্ন** (ভা ১০।৬।৮) লুক্কায়িত—জী। ২ বেশান্তরে গুপ্ত। **-চ্ছায়া** (বৃভা ২৪।১৭৯) আভাস, প্রতিবিম্ব। ২ সাদৃশ্য। **-জল্প** (উ ১৪।২১৫) 'দ্বন্দ্বভাব (মিথুনীভূত অবস্থা) যাহার পক্ষে দুস্ত্যজ্য, তাহার সঙ্গপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় নহে'—এই বিনয়-গর্ভ অথচ দূতের সম্মান-সূচক বাক্য যে অবস্থায় উক্ত হয়, তাহাই 'প্রতি-জল্প'। **-জাগর** (গোচ পূর্ব ৪।৫১) রক্ষার্থ নিয়োগ। **-জিহ্বিকা** (হ ৮।৩৫৬) আলজিহ্বা। **-জ্ঞা** (কৃষ্ণ ২৯) যে বাক্য সাধ্যবস্তুর নির্দেশ করে, তাহাই ন্যায়মতে প্রতিজ্ঞা, 'প্রতিজ্ঞা সাধ্য-নির্দেশঃ' ইতি গৌতমঃ। ২ অঙ্গীকার, ৩ শপথ। **-তাল** (রত্ন ৫।২৯৬৯) তালবিশেষ। **-দান** (হরি ৪।১২৭) মূল্য। ২ (গোচ পূর্ব ৩।১০০) পরিবর্ত্তন। ৩ প্রত্যর্পণ। **-দিবা** (হরি ২।১১৬) [প্রতি-দিব্+কনিন্] দিবস। ২ প্রত্যহ। **-দীবন্** (গোচ পূর্ব ৪।৫০) [প্রতি-দা+ভাবে ক্বনিপ্] প্রশস্ত দান, ২ সূর্য। **-দ্বন্দ্ব**—তুল্যযুদ্ধ। **-ধান** (ভা ১০।৭৮।৩) প্রতিরোধ—জী। **-ধ্বনি, ধ্বান**—প্রতিশব্দ। **-নন্দন** (প্রে ৪৯ খ) শ্লাঘন। ২ (ভা ১০।৬০।৫৭) অনুমোদন—জী। ৩ আনন্দানুভব—বি। **-নায়ক**—বীর-রসাদিতে প্রতিকূল নায়ক। **-নিধি** (হরি ৪।১২৭) সদৃশ, তুল্য। **-নিয়ম**—ব্যবস্থা। ২ প্রত্যেক বস্তুতে বা বিষয়ে নিয়ম। **-নির্দেশ** (কৃষ্ণ ২৮) উপসংহার। **-নিবৃত্ত** (ভক্তি ২৫৩) উপরত। **-পক্ষ** (লনা ৫।৪) বিপক্ষ, ২ অন্ধকার পক্ষ। ৩ শত্রু, ৪ সদৃশ। **-পক্ষ-চেষ্টা** (উ ৯।১২) বিপক্ষীয় সখী সকলের বাক্যে ও চেষ্টায় ছদ্ম, ঈর্ষ্যা, চাপল, অসূয়া, মৎসর, অমর্ষ ও গর্ব ইত্যাদি ভাবগুলি অভিব্যক্ত হয়। **-পৎক্রম** (গোচ পূর্ব ১০।৪১) বুদ্ধি-পরিপাটী। **-পত্তা** (রত্ন ৬।৫৯) উপাসক। **-পত্তি** (গোভা ৪।৩। ১৪) জ্ঞান। ২ (চৈনা ২।১৩) প্রাপ্তি, ৩ (চৈনা ৪।৪১) প্রবৃত্তি, ৪ গৌরব। ৫ (গোতা ১।১৯) ধ্যান—বল। **-পত্নজ** (হ ১৬।২৬৯) বৈমাত্রেয়। **-পত্নী** (ভা ১১।৬।১০) সপত্নী। **-পদ** (গোলী ১৫।৬৩) প্রতিক্ষণ। **-পদোক্ত** (হরি ১।৭০) প্রতিস্থানোক্ত, স্বভাবসিদ্ধ। **-পন্ন** (গোচ পূর্ব ১১।৯) অঙ্গীকৃত। ২ (মালা হরি ৪) প্রাপ্ত—বল। ৩ অবগত। **-পাদক** (ভক্তি ১) বস্তুবোধক, জ্ঞাপক। **-পাদন** (ভাবনা ২।৩০) জ্ঞাপন। ২ (ভা ৩।২১।৫৬) অঙ্গীকার। ৩ দান। **-পালন** (বিনা ৪।২৩) অপেক্ষা। **-পিৎসা** (গোভা ১।৩।৮) লিপ্সা। **-পূজা** (ভা ১।২।১) সৎকার—স্বামী। **-প্রসব**—নিষিদ্ধ বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি-সম্ভাবনা। **-বদ্ধ** (বিনা ২। ১৪) ব্যাঘাতপ্রাপ্ত। **-বন্ধ** (নাম ৩।৪১) বিপরীত ভাবনা। ২ প্রতিরোধ। **-বাধন** (ভা ৫।২৪। ২০) সর্বথা ধ্বংসন। **-বাহু** (ভা ৯। ২৪।১৭) যদুবংশ্য শ্বফল্কের পুত্র। **-বুদ্ধ** (ভা ১১।১১।১৩) জাগ্রৎ, ২ সর্বজ্ঞ। **-বোধ** (চচ ১।২৭) জাগরণ। ২ জ্ঞান। **-বোধন** (ভা ৮।২৪।৫৩) উপদেশ—স্বামী। **-বোধমাত্র** (ভা ২।৭।৪৬) জ্ঞানৈক-রস—স্বামী। **-বোধী** (হরি ৫। ১৯৯) প্রতিবোধশীল। **-ভট** (লনা ২।৩০) প্রতিদ্বন্দ্বী। ২ তুল্য। **-ভয়** (গোবি ১০৯) নিদারুণ। ২ ভয়। **-ভা** (অর্কো ১৯) নব নব উল্লেখ-শালিনী প্রজ্ঞা। ২ নবনব অর্থ-রচনায় বুদ্ধি—বি। ৩ (চৈনা ১। ২৬) বুদ্ধিপ্রাখর্য। **-ভাত**—জ্ঞানে ভাসমান দ্রব্য, ২ প্রকাশিত। **-ভান** (নাম ৩।২৩) স্ফুরণ। ২ (চৈকা ৩।৪) বুদ্ধি। ৩ (আচ ১৪।১৮৬) প্রকাশ। **-ভানু** (ভা ১০।৬১।১১) সত্যভামার গর্ভে জাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র। **-ভাবিত** (ব্র ৪৮) বিবিধরসে উপাসিত—জী। ২ (বৃভা ২।৭।৯২) নির্মিত, ৩ প্রতিক্ষণে নূতনরূপে সংস্কৃত। **-ভাসমান** (আচ ১২। ৯৮) [ভাস্ দীপ্তৌ] দেদীপ্যমান। **-ভূ** (লনা ৩।৫৯) সাক্ষী। ২ (মালা উৎ° ১৬) লগ্নক, মধ্যস্থ। **-মঠ** (আচ ২০।৪৭) তাল-বিশেষ। **-মতি** (গৌকৃ ১১।৩৯) প্রতিমা। **-মল্ল** (জচ ৩৯) সদৃশ। ২ (লনা ৬।৩৩) স্পর্দ্ধাকর।

প্রতিমা (আচ ৭।১৭৫) প্রতিবিম্ব। ২ (রত্ন ৩।১৭) প্রতিরূপ, ৩ বিগ্রহ। **-নির্মাণ-বিধি** (হ ১৮।৯—৪৮১) শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীমূর্ত্তির পরিমাণ, নির্মাণারম্ভে কৃত্য, অঙ্গ-পরিমাণ, অঙ্গুলি-পরিমাণ, বিস্তার, শ্রীগোপালের বৈশিষ্ট্য, স্ত্রী-মূর্ত্তির অঙ্গাদি, বরাহ-নরসিংহাদি-

বিবিধ মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্যাদি, শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গাধিক্যাদিদোষ, দ্রব্যভেদে মূর্ত্তি-ভেদ, শিলা-নিরূপণাদি, শিল্পিকৃত্য এবং পিণ্ডিকা-লক্ষণাদি সম্যক্ প্রকারে লিখিত আছে। অনুসন্ধিৎসু অষ্টাদশ বিলাস দেখিয়া স্বরুচিমত শ্রীমূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব করিবেন। **-ভেদ** (হ ১৮।৩২২-৩৩৪) মাৎস্যে চতুর্বিধ প্রতিমা—চিত্রজা, লেপ্যা, শস্ত্রোৎকীর্ণা ও পাকজা। পটে, প্রাচীরে ও পাত্রে চিত্রিত করিলে চিত্রজা মূর্ত্তি। পার্থিবীকে লেপ্যা, ধাতুময়ীকে পাকজা এবং প্রস্তরময়ী ও দারুময়ীকে শস্ত্রোৎকীর্ণা বলে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—সপ্ত প্রতিমা—পার্থিবী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, রত্নজা, শৈলজা, গন্ধজা ও কৌসুমী। **-বৈগুণ্যে পুনঃসংস্কার** (হ ১৯। ১০০০—৪৫) কোনও সময়ে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার কিছু বৈগুণ্য হইলে যথাশাস্ত্র সংস্কার করিতে হয়। যদি বিগ্রহ কোনও পাতকী-কর্ত্তৃক চালিত ও উৎপাটিত হয়, চণ্ডাল বা সুরা-স্পর্শে দূষিত, বহ্নিদগ্ধ, জীর্ণতাহেতু স্বয়ং পতিত, নদীস্রোতে পতিত, অপবিত্র জনকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, অব্রাহ্মণ বা রক্তাদি দ্বারা দূষিত হয়, তবে অচলা মূর্ত্তির পূর্বপীঠ ত্যাগ করাইয়া অন্যত্র লইয়া প্রতিমা স্থাপন করিবে এবং তৎপরে যথাবিধি প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবে।

কাষ্ঠময়ী বা শৈলী মূর্ত্তি জীর্ণ বা বিকলাঙ্গ হইলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য প্রতিমা স্থাপনীয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি সংহার-বিধানে প্রতিমাতে তত্ত্বাদিন্যাস পূর্বক নৃসিংহমন্ত্রে সহস্রহোম করিয়া প্রতিমা উত্তোলন করিবেন। বৃষ-নিয়োজনপূর্বক মন্ত্রপাঠ-সহকারে উহাকে উৎপাটন করিবেন। কাষ্ঠময়ী হইলে অগ্নিতে এবং পাষাণী হইলে জলে নিক্ষেপ করিবেন। ধাতুময়ী বা রত্নময়ী প্রতিমা সমুদ্রে, অগাধ জলাশয়ে, নদীতে বা মহাবনে নিঃক্ষেপ করিবেন। তৎকালে আচার্য জীর্ণ প্রতিমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া যানে আরোহণ করাইয়া গীতবাদ্যাদিসহ গঙ্গাগর্ভে বা সাগরে নিঃক্ষেপ করিবেন এবং বিষ্বক্‌সেনাত্মক বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। তৎপরে তৎক্ষণাৎ অপর প্রতিমা স্থাপন করিতে হয়। যে পরিমাণ, আকৃতি ও স্বরূপ-বিশিষ্ট প্রতিমা উদ্ধৃত করা যায়, ঠিক তদ্রূপই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পূর্ব পিণ্ডিকাও ত্যাগকরত অন্য পিণ্ডিকা স্থাপন করিবে। লেপ্যাদিমূর্ত্তির বিসর্জনেও এই ব্যবস্থাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রতিমা হৃত বা নষ্ট হইলে সবীজ নারসিংহ মন্ত্র বা গুহ্যমন্ত্র লক্ষবার জপ করিবে। ভূতলাদিতে নিপতিত হইলে দশশত জপ ও শ্রীগুরুপূজা কর্ত্তব্য। জপসংখ্যার একচতুর্থাংশ ঘৃতসিক্ত তিলের হোম করিলে ন্যূনতা পূরণ হয়। প্রতিমা খণ্ডিত, স্ফুটিত, দগ্ধ, ভ্রষ্ট, পরিমাণহীন, যাগবর্জ্জিত, পশু-স্পৃষ্ট, অপবিত্র ক্ষেত্রে নিপতিত, অন্যদেবমন্ত্রে অর্চিত এবং পতিত জনের স্পর্শে দূষিত হইলে তাহাতে দেবতার সান্নিধ্য থাকে না। পাপীজন-কর্ত্তৃক বিগ্রহ চালিত বা উৎপাটিত হইয়া স্বস্থানচ্যুত হইলেও যদি অঙ্গহানি না হয়, তবে প্রতিষ্ঠাতন্ত্রবিজ্ঞ গুরুদেব যথাবিধি স্থাপন করিবেন। মন্ত্রসংস্কারদ্বারা শিলার শোধন ও অধিবাসনপূর্বক যথাবিধি পুনঃ স্থাপন করিবেন। খণ্ডিত, স্ফুটিত, জীর্ণ ও অগ্নিদগ্ধ বা ভগ্ন হইলে সযত্নে তাহা পরিত্যাগ করিবেন। কাষ্ঠময়ী প্রতিমা উৎপাটিত হইলে অগ্নিতে এবং শৈলী হইলে জলমধ্যে নিক্ষেপ্য। একদিন অপূজিত প্রতিমাকে দ্বিগুণ অর্চনা, তিন দিন অপূজিত হইলে মহাপূজা এবং ততোধিক হইলে মহাস্নান করাইবে। **-স্থাপক** (হ ১৯।৮৬-১১৮) পঞ্চরাত্রার্থবেত্তা, মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ, শান্তিমান্ ব্রহ্মচারীই দেবপ্রতিমা স্থাপনে উপযুক্ত।

প্রতি-মাস্য (গোচ পূর্ব ২।৪০) প্রত্যেক মাসে প্রাপ্ত। **°মুক্ত** (ভা ৩।১৮। ১০) বদ্ধ। ২ (কৃষ্ণা ৩।১৮) পরিহিত। [৩ পরিত্যক্ত]। **-মুখ** (গোচ পূর্ব ১৩।৪) সম্মুখ। ২ নাটকাঙ্গ সন্ধিভেদ। **-মুখসন্ধি** (নাচ ৯৬—১২৯) দৃশ্য ও অদৃশ্য বীজের প্রকাশনকেই নাট্যশাস্ত্রে 'প্রতিমুখ-সন্ধি' বলে, ইহাতে বিন্দু ও প্রযত্ন অন্বিত থাকে। শ্রীললিতমাধবোক্ত শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিষম বিয়োগকে দৃশ্য প্রেমবীজ এবং আত্যন্তিক বিচ্ছেদকে অদৃশ্য প্রেমবীজ বলে। ইহার ত্রয়োদশ অঙ্গ—বিলাস, পরিসর্প, বিধুত, শম, নর্ম, নর্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্য্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণসংহার। **-মূর্ত্তি** দেবাদির মূর্ত্তিসদৃশী প্রতিমা। **-মোচন** (ভা ১০।৫৬।১৩) বন্ধন—স্বামী। **-যত্ন** (হরি ৩।৪১১)

গুণান্তরাধানরূপ সংস্কার। ২ বাঞ্ছা, ৩ উপগ্রহ, ৪ নিগ্রহ, ৫ গ্রহণ, ৬ প্রতিগ্রহ]। **-যাত** (ভা ৫।১।১৬) গত। **-যাতনা**—প্রতিমা ; ২ তুল্য-রূপ যাতনা। **-যান** (ভা ৫।১৫।৯) অনুকরণ, ২ (ভা ১০।৩২।২২) প্রত্যুপকার—স্বামী। **-যোগ** (ভা ৪।১০।২২) পুনরুদ্যোগ—স্বামী। ২ (ভা ৫।১৪।২) বিঘ্ন। ৩ বিরোধ। **-যোগী** (সস ভগ ১০) বিরোধী। প্রতিকূল। **-রিৎসন** (গোচ উত্তর ২১৬৪), **-রিৎসা** (গোচ পূর্ব ২৩। ৪৯) [প্রতি-রাধ্ হিংসায়াং+সন্ ল্যুট্, অ+ভাবে আঙ্] প্রতি হিংসা। **-রুদ্ধ** (ভা ১।১৮।২৫) প্রত্যাহৃত—স্বামী। **-রূঢ়** (ভা ১০। ৩০।৩) আবিষ্ট, ২ সদৃশীভূত—জী। **-রূপ** (ভা ১২।৮।৪৩) অনুসারী, ২ অনুরূপ। ৩ (বৃভা ২।৬।২০২) প্রতিবিম্ব, ৪ অবতার। **-রূপক** (গোলী ৪।৭০) যোগ্য, প্রতিবিম্ব। **-রূপধৃক্** (বৃভা ১।৩।৭৯) উপমাস্পদ, ২ শ্রেষ্ঠ। **-রূপা** (ভা ৫।২।২৩) মেরুর কন্যা ও কিম্পুরুষের ভার্যা। **-রোধ**—নিরোধ, ২ প্রতিবন্ধ, ৩ তিরস্কার। **-লব্ধ** (ভা ১০।১৩।৫৮) প্রাপ্ত। **-লম্ভ**—লাভ। **-লব** (গোচ উত্তর ৮।৭) প্রতিক্ষণ। **-লোম**—বিপরীত। **-লোমজ** (ভা ১০।৭৮। ২৪) উচ্চবর্ণের মাতা ও নীচবর্ণের পিতা হইতে জাত জাতি ; যেমন ক্ষত্রিয় পিতাদ্বারা ব্রাহ্মণকন্যায় জাত—সূত। **-লোমপ্রলয়** (ভা ১১।২৪। ২২—২৭ টী) শ্রুত্যুক্ত সৃষ্টিক্রমের বিপরীতভাবে ধ্বংস। **-লোমাক্ষরতা** (অকৌ ১০।২৩) যে যে রসে যে যে বর্ণ ব্যবহার করা উচিত, সেই রসে সেই বর্ণ ব্যবহার না করিলেই 'প্রতিলোমাক্ষরতা' নামক বাক্যদোষ হয়। **-লোমানুলোম-পাদক্রম** (আচ ২০।১৮) যে শ্লোকে অক্ষরসমূহের প্রতিলোমে পাঠ করিলে এক চরণ এবং অনুলোমে পাঠে দ্বিতীয় চরণ হয়, এবম্বিধ চিত্রকাব্য-বিশেষ। ২ যে নৃত্যে কখনও প্রতিলোমে, কখনও বা অনুলোমে চরণ-চালন হয়। **-বচন**—প্রতিবাক্য, ২ উত্তর, ৩ বিরুদ্ধবাক্য। **-বসথ**—গ্রাম। **-বস্তু**—তুল্যরূপ বস্তু। **-বস্তূপমা** (অকৌ ৮।২৪) অর্থালঙ্কার ; উপমান-বাক্যে ও উপমেয়-বাক্যে যদি সাধারণ ধর্মের বিদ্যমানতা ঘটে, তবে 'প্রতিবস্তূপমা' অলঙ্কার হয়। **-বহন** (ভা ৫।৩।১৭) সহন—স্বামী। ২ (ভা ৮।১৫।২৬) অপাকরণ, ৩ প্রতিকার—বি। **-বাদ** (ভা ৩।২২। ১২) প্রত্যাখ্যান—স্বামী। **-বাদন** (হ ১১।৭১৭) প্রতিনমস্কার। **-বাদী**—বিরুদ্ধবাদী, আসামী। **-বারণ** (ভা ৫।১৮।৩৮) প্রতিযোদ্ধা হস্তী। ২ নিবারক, ৩ নিবারণ। **-বার্ত্তা**—প্রত্যুত্তর-স্থানীয় বৃত্তান্ত। **-বাসিত** (গোপা ৪) বিখ্যাত, ২ বিশিষ্ট। **-বাসী**—প্রতিবেশী। **-বিধান** (গোভা ৩।২।১৮) নিরাস। ২ প্রতিকার। **-বিধি** (ভা ১০।৬৪।৩৩) প্রতীকার। ২ (আচ ১৯।১২০) প্রত্যুপকার। **-বিধেয়** (গোভা ২। ১।২৭) নিরসনীয়। **-বিন্ধ্য** (ভা ৯।২২।২৯) যুধিষ্ঠিরের ঔরসে ও দ্রৌপদীর গর্ভে জাত পুত্র। **-বিম্ব** (কৃষ্ণ ১২৬) দর্পণাদি স্বচ্ছ বস্তুতে প্রতিফলিত বিম্ব। দর্পণাদি বিম্বের নিকটে থাকিলেই প্রতিবিম্বগুলি বিদ্যমান থাকে ; বিম্বের বহুধা প্রকাশে উপাধিই জীবন অর্থাৎ দর্পণ-রূপ উপাধির সত্তাতেই উহার সত্তা, স্পর্শাদিদ্বারা প্রতিবিম্বের উপলব্ধি হয়না, বিম্বের বিপরীতভাবে উদিত হয় ; বিম্ব পরিচ্ছিন্ন বলিয়া দর্পণাদিতে প্রতিফলিত হইতে পারে, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। **-বিম্ব-রত্যাভাস** (সিন্ধু ১।৩।৪৬—৪৮) অশ্রুপুলকাদি দুই একটি চিহ্নের বিদ্যমানে 'রতি' বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান যে 'রত্যাভাস'—ভোগ ও মোক্ষাদির সৌখ্যাংশ-ব্যঞ্জক হয়, অথচ মোক্ষসাধন শমদমাদি-বিষয়ে শ্রমব্যতিরেকেও অভীষ্ট মোক্ষের প্রাপ্তি করায়—তাহাই 'প্রতিবিম্ব'। ভোগ-মোক্ষাদিতে প্রসন্ন-চিত্ত হইলেও এই জাতীয় ব্যক্তি কদাচিৎ শুদ্ধভক্তসঙ্গে অন্যাভিলাষসত্ত্বেও কীর্ত্তনাদির অনুকরণ করিলেও—প্রায়শঃই প্রসন্ন-চিত্ত হয়। ভক্তসঙ্গপ্রভাবে সংস্কার-রূপে ঐ প্রতিবিম্ব (শুদ্ধভক্তের ব্যবধানেও) চিরকাল স্থায়ী হয়।

প্রতিবিম্ববাদ (প্রীতি ৫, গোভা ৩।২। ১৮—২২) 'জলে যেরূপ সূর্যতুল্য বহু সূর্য-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এই জগতে পরমাত্মতুল্য বহু আত্ম-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়'—এই শ্রুতি-বাক্যানুসারে প্রতিবিম্ববাদী অদ্বৈত-মতাবলম্বী মণ্ডন মিশ্র বলেন—অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত পরমাত্মাই জীব, প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে অতিরিক্ত

কোনও বস্তু নহে, অন্বয়-ব্যতিরেকে এই তত্ত্বই নির্ধারিত হইতেছে। এক্ষণে ইহার **উত্তর** দিতেছেন—পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া সূর্যাদির 'তুল্য'-শব্দদ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিন্ন পদার্থে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব ঘটে না, তাহাই যদি হইত, তবে অগ্নির ছায়ায় দাহ এবং খড়্গাভাসেও ছেদন হইত। ভেদ ভিন্ন সাদৃশ্যের সম্ভাবনাই হয় না। পুনরায় **পূর্বপক্ষ** হইতেছে যে—পূর্বোক্ত পদ্যে উপমাদ্বারা জীবব্রহ্মের ভেদ স্বীকার্য হইলেও জীব কিন্তু চিদাভাস। জলস্থিত সূর্যাভাসকে যেমন সূর্যক বলা হয়, তদ্রূপ অবিদ্যায় পরমাত্মার আভাসকেই জীব বলিব। তদুত্তরে বলিতেছেন—দূরবর্তী সূর্য ও তাহার আভাসের আশ্রয়ভূত জলের সহিত পরমাত্মা ও তাহার উপাধির সাম্য না থাকায় জীবকে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলা যায় না। জীবের উপাধি যে অবিদ্যা, তাহা পরমাত্মারই শক্তি-বিশেষ। জল যেরূপ সূর্য হইতে দূরবর্তী, অবিদ্যা সেরূপ পরমাত্মা হইতে দূরবর্তী নহে; পরমাত্মা বিভু (ব্যাপক) বলিয়া তাহা হইতে দূরবর্তী কোন বস্তু হইতেই পারে না। অপরন্তু পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভবে, অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হইতেই পারে না। জীব পরমাত্মার ন্যায় চেতন পদার্থ। যদি কেহ **আপত্তি** করে যে আকাশ যেমন অপরিচ্ছিন্ন হইলেও তাহার প্রতিবিম্বপাত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্নত্বেও প্রতিবিম্ব হউক—ইহার **উত্তর** এই যে আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, কেবল আকাশগত পরিচ্ছিন্ন সূর্যাদি-জ্যোতির অংশবিশেষেরই আকাশ-প্রতিবিম্ব বলিয়া ভ্রান্তি হয় মাত্র। নীরূপ বস্তুর প্রতিবিম্ব হয় না, যদি হইত তবে দিক্ এবং বায়ুরও প্রতিবিম্ব ঘটিত। যদি বল নীরূপ ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি হয়, তদ্রূপ নীরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হউক? ইহার উত্তর এই যে প্রতিবিম্ব-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিধ্বনির উদাহরণে দৃষ্টান্ত-বৈষম্যই হইতেছে; সুতরাং বিভুর প্রতিবিম্ব সম্ভবে না। তবে প্রতিবিম্বশাস্ত্র কিরূপে সঙ্গত হয়? প্রতিবিম্বশাস্ত্রদ্বারা এই দৃষ্টান্ত মুখ্যা বৃত্তিতে প্রযুক্ত হয় নাই; গুণবৃত্তিদ্বারা বৃদ্ধিহ্রাসভাগিত্বই উহাতে সূচিত হইয়াছে। তাৎপর্য এই—সূর্য বৃদ্ধিভাক্, বৃহদায়তন, জলাদি-উপাধিধর্মে অসংস্পৃষ্ট ও স্বতন্ত্র; পক্ষান্তরে সূর্যের প্রতিবিম্ব—হ্রাসভাক্, ক্ষুদ্রায়তন, জলাদি-উপাধি ধর্মে যুক্ত ও পরতন্ত্র। তদ্রূপ পরমাত্মা—বিভু, প্রকৃতিধর্মে নির্লিপ্ত ও সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, কিন্তু জীব—অণু, প্রকৃতিধর্মে সংলিপ্ত ও ভগবদধীন।

প্রতি-বেশ (হরি ৫।৪।১৩) সমীপবর্তী বাসস্থান। **'ব্যূহ** (হব ২।১১।১৪) প্রতিধ্বনি—নীল। **-ব্যোম** (ভা ৯। ১২।১০) সূর্যবংশ্য বৎসবৃদ্ধের পুত্র। **-শীন** (হরি ৫।৩৭) শীতে সঙ্কুচিত। ২ গলিত। **-শ্যায়** (বিপু ৬।৫।৩) নাসিকার ক্ষতরোগ। **-শ্রব** (উ ১৪।১৮২) অঙ্গীকার—বি। ২ প্রতিজ্ঞা। **-শ্রবণ** (হরি ১৮৮) স্বীকার, ২ প্রতিজ্ঞা, ৩ শ্রবণাভিমুখ্য। **-শ্রুত** (ভা ৯।২৪।৫০) বসুদেবের পত্নী শান্তিদেবার গর্ভে জাত পুত্র। **-শ্রুৎ** (গোচ উত্তর ২৬। ৯৭) শপথ-বাক্য। ২ প্রতিধ্বনি। **-ষেধ**—নিষেধ। ২ (নাচ ১৯৪) ঈপ্সিত বস্তুর প্রতিঘাতই নাট্যশাস্ত্রে 'প্রতিষেধ'। ৩ (হরি ১।৪২) সূত্রলক্ষণ-বিশেষ। অতিদেশের পরিবর্তে পাঠান্তর। ৪ (কাব্য ৯।৭০) অতিপ্রসিদ্ধ নিষেধও স্বতঃ অনুপযুক্ততাবশতঃ যদি অন্যার্থকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া চারুতাতিশয় বহন করে, তবে 'প্রতিষেধালঙ্কার' হয়। যথা—'ন বিষেণ ন শস্ত্রেণ নাগ্নিনা ন চ মৃত্যুনা। অপ্রতিকার-পারুষ্যাঃ স্ত্রীভিরেব স্ত্রিয়ঃ কৃতাঃ॥' এ পদ্যে স্ত্রীগণের বিষাদিনির্মিতত্বের অভাব খ্যাতই, তাহাদিগের ক্রৌর্য বিষাদি হইতেও সাতিশয় প্রবল—এই অর্থপোষণ করত 'প্রতিষেধ' অলঙ্কার হইল। **-ষেধক** (রত্ন ৪।২২) নিষেধক, ২ নিষেধার্থক, ৩ প্রতিষেধ-কর্তা। **-স্কশ** (হরি ৬।৩৫৫) বার্তাবহ, ২ দূতাদি, সহায়াদি; ৩ অগ্রগামী। **-ষ্টম্ভ** (ভা ১১।১৫।১৮) স্তম্ভন—স্বামী, প্রতিবন্ধ। **-ষ্টমান** (লনা ৬।১) প্রস্থানপর।

প্রতিষ্ঠা[১] (ভা ৩।২০।১) স্থান—স্বামী, ২ আশ্রয়। ৩ (হ ৫।২৫৮) [প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি] প্রতিমা, ৪ কলান্যাসাদি। ৫ (গোচ পূর্ব ৩।৪৫) সফলতা। ৬ (ছ ১।২৭) প্রতিচরণে চতুরক্ষর ছন্দঃ। ৭ (চৈচ মধ্য ১৯।১৫৯) গৌরব, যশঃপ্রিয়তা—ইহা ভক্তিলতার উপশাখা বা অপরাধোত্থ

অনর্থ-বিশেষ। ৮ কীর্ত্তি, খ্যাতি। ৯ (গোভা ১।১।৭) ঐকান্তিকী স্থিতি। **প্রতিষ্ঠা**২ (হ ১৯।২-৫) যদ্যপি শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাবদ্বারাই সর্বলোকে সাক্ষাৎ আকারাদির স্ফূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়াছেই, তথাপি যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিলেই প্রতিমাতে শ্রীভগবানের বিশেষ-ভাবে আবির্ভাব হয়। যে বিধানে অর্চামূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ও পিণ্ডিকা-রূপা লক্ষ্মীর যোগ হয়, তাহাকেই 'প্রতিষ্ঠা' বলে। **-কাল** (হ ১৯।৪০-৭০) মকরসংক্রান্তির পরে চৈত্র,ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, বৈশাখ ও মাঘমাসে—শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমাতিথিতে—পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, মূলা, উত্তর-ফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, রোহিণী, পূর্বভাদ্রপদ, হস্তা, অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, অনুরাধা ও স্বাতীনক্ষত্রে প্রতিষ্ঠাকার্য প্রশস্ত। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার শুভ। গ্রহ-বল ও তারাবল দেখিয়া শুভযোগে, শুভস্থলে, শুভলগ্নে ও নক্ষত্রে প্রতিষ্ঠা বিহিত। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, বৃশ্চিক, সিংহ ও কন্যা লগ্ন প্রশস্ত। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বিষুব ও ষড়শীতি সংক্রান্তিতেও প্রতিষ্ঠা উত্তম। মিত্র, পরমমিত্র, সম্পদ, ক্ষেম ও সাধক—এই তারাপঞ্চকই প্রশস্ত। গ্রহণ-সময়, স্থিরলগ্ন ও স্থিরাংশ প্রভৃতিও শুভ। মৈত্র, বৈরাজ, সাবিত্র, শ্বেত, বাসব, শিব, অভিজিৎ, রোহিণী, ব্রাহ্ম কিম্বা গান্ধর্ব মুহূর্ত্তই প্রশস্ত। সিংহস্থ শুক্র সর্বথা ত্যাজ্য। **-ষ্ঠান** (ভা ৯।১।৪২) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে, প্রয়াগের অপর তীরে। চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা পুরূরবার রাজধানী। বর্ত্তমান নাম—ঝুঁসী। [২ ব্রতাদির সমাপ্তি-কালে করণীয় কর্মবিশেষ। ৩ বিখ্যাতি, ৪ স্থান]। **-ষ্ঠাপন** (আচ ১৪।১৬) জ্ঞাপক। **-ষ্ঠাসু** (গোলী ২।২৩) প্রস্থান করিতে ইচ্ছুক। **প্রতিষ্ঠা-স্থান** (হ ১৯।৭১-৮৩) সিদ্ধক্ষেত্র, সরোবর, পুণ্যবন, রম্য নদীতট, নির্মিত প্রাসাদ বা মনোরম গৃহাদিতে শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। দেবতাভেদে আবার বিভিন্ন দিকে গৃহনির্মাণ-প্রকার আকরে দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুমূর্ত্তি পূর্বদিকে প্রতিষ্ঠা করাই প্রশস্ত। **°ষ্ঠিত** (গোভা ১।১।১৯) একান্তি ভক্ত। ২ বিখ্যাত। ৩ বিষ্ণু (সহস্রনাম)। **-স্নাত** (হরি ৫।৬৬) সূত্রবৎ পবিত্র। **-সংক্রম** (ভা ৩।১০।১৪) প্রলয়। প্রলয় ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত। কেবল কালকৃত প্রলয়—নিত্য। সঙ্কর্ষণ-মুখাগ্নিকৃত প্রলয়—নৈমিত্তিক এবং স্বস্বকার্য-গ্রাসকারী গুণদ্বারা প্রলয়ই—প্রাকৃত, [স্বামী]। ২ নাশ—বি। ৩ (ভা ৩।৯।৯) উপরম—স্বামী। [৪ প্রতিচ্ছায়া, ৫ সঞ্চার]। **-সংক্রমণ** (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৮১) প্রত্যাগমন। **-সংক্রাম** (ভা ১১।১৯।১৫) প্রলয়। **-সংখ্যা-নিরোধ** (গোভা ২।২।২২) বৌদ্ধমতে ঘটাদি পদার্থের বুদ্ধি-পূর্বক মুদ্গরাদি প্রহারে বিনাশ। **-সংরুদ্ধ** (ভা ৩। ১১।২৮) প্রত্যাহৃত—স্বামী। ২ অগ্ন্যাদিদ্বারা আবৃত। **-সঞ্চর** (সভা ১।৬৩) প্রাকৃতিক প্রলয়। **-সন্ধান**—অনুসন্ধান, ২ অনুচিন্তন। **-সন্ধি**—বিয়োগ, ২ উপরম। ৩ প্রতি-সন্ধান। **-সন্ধিত** (ভা ৫।১।২২) সম্পাদিত। **-সম**—বিসদৃশ। **-সমাসন**—নিরসন, নিবারণ। **-সর** (ভাবনা ৪।৫) হস্তসূত্র। ২ (মাম ৪।৭৯) বলয়, ৩ মাল্য, ৪ নিযোজ্য। [৫ সৈন্য-পশ্চাদ্ভাগ, ৬ মন্ত্রভেদ]। **-সর্গ** (ভা ৪।৮।৫) প্রলয়। **-সার্য** (চৈকা ৬।১২) দূরীকরণীয়, ২ অর্পণীয়। **-সিত** (গোপা ৮) আবদ্ধ। **-সীরা** [প্রতি—সী+রক্ দীর্ঘশ্চ] জবনিকা। **-সৃষ্ট**—প্রেরিত, ২ প্রত্যাখ্যাত। ৩ মত্ত। **-স্রব** (বৃভা ২।৬।৩১৩) স্রোতের বিপরীত দিকে। **-স্রোত** (ভা ১০।৭৮।১৮) প্রতিলোম। **-স্রোতা** (চৈভা আদি ৯।১২১) প্রাচী সরস্বতী (উজান-বাহিনী)। প্রভাসক্ষেত্রে সরস্বতী পশ্চিমবাহিনী হইয়া সাগরসঙ্গম লাভ করায় কুরু-ক্ষেত্রের নিকটে তাহার নাম 'প্রতি-স্রোতা' বা 'প্রাচী সরস্বতী'। **-স্ব** (গোচ পূর্ব ১৫।১৪৯) প্রত্যেক। **-হত** (ভক্তি ১) রুদ্ধ, ২ নিরস্ত, ৩ ব্যাহত। **-হত-সহন** (গোপা ২৮) অসহিষ্ণু। **-হতি** (গোচ পূর্ব ১৩। ৯৯) ক্ষতি। ২ (মাম ৪।৬৭) বিলোপ। ৩ পরাবৃত্তি, ৪ রোষ। **-হরণ** (আচ ৭।৭৬) আকর্ষণ। **-হর্ত্তা** (ভা ৫।১৫।৫) প্রতীহের ঔরসে ও সুবর্চলার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (কৃষ্ণ ২৮) ঋগ্‌বেদীয় ঋত্বিক্। **-হার** (হরি ৫।৪১৩) [প্রতি—হৃ+ঘঞ্] দ্বারপাল, ২ পরিহার, ৩ দ্বার। **-হারী** (বৃভা ২।১।১৭৩) দ্বারপাল। **-হার্যমাণ** (ললা ৮।১)

দ্বারপাল-কর্তৃক প্রবেশকারী। -হৃত (ভা ৩।১৬।৩৮) আনীত—স্বামী।

প্রতীক (আচ ২২।৫০) অঙ্গ। ২ (রতি ৫।৮৪) দেহের সন্ধিস্থল, ৩ প্রতিকূল। ৪ (ভা ৯।২।১৮) সূর্যবংশীয় বসুর তনয়।

প্রতীকরণ (বৃভা ২।৬।১৭৯) প্রতিকার।

প্রতীকার—বৈরনির্যাতন, ২ রোগের চিকিৎসা।

প্রতীকালম্বন (গোভা ৪।৩।১৫) দেবদত্তাদি ব্যক্তি-বিশেষের উপর আরোপিত সিংহবুদ্ধির ন্যায়, ব্রহ্মসৃষ্ট জগতের অন্তর্ভূত নামাদি-বিষয়কে ব্রহ্মজ্ঞানে কিম্বা শুধু বস্তু-বিশেষকে যাহারা উপাসনা করে—তাহারাই 'প্রতীকালম্বন'। মন, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র ইত্যাদি নামের উপাসকগণের প্রতীকেরই প্রাধান্যবশতঃ ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হয় না, সুতরাং ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিও হয় না; অগ্নিলোকাদি পর্যন্তই তাঁহাদের গতি।

প্রতীকাশ্ব (ভা ৯।১২।১১) সূর্যবংশ্য ভানুমানের পুত্র।

প্রতীকোপাসনা (গীতা ৯।১৫ টী) ['প্রতীকালম্বন' দ্রষ্টব্য]।

প্রতীক্ষ্য (গোচ পূর্ব ৬।৪৭) পূজ্য, ২ দর্শনীয়।

প্রতীচী (গোলী ৭।৭১) পশ্চিম দিক্।

প্রতীচীন (ভা ৬।৫।৩৩) প্রত্যগ্‌বৃত্তি-দ্বারা লভ্য—স্বামী। ২ (নাম ৩।৭) প্রত্যগ্‌রূপ আত্মবস্তু। ৩ (গোচ উত্তর ১৮।৪৮) পশ্চাদ্ভব। ৪ (সিন্ধু ৩।১।১৪) অগোচর, ৫ সঙ্গরহিত।

প্রতীচ্ছা (ভা ৩।২২।১১) স্বীকরণ—স্বামী।

প্রতীচ্য (হরি ৭।৪২৯) পশ্চিম দেশে জাত। **প্রতীচ্যা** (ভারত উদ্যোগ ১১৬)। পুলস্ত্যের মাতা।

প্রতীত (ভা ৯।১৯।২৫) প্রখ্যাত। ২ (ভা ৩।৫।৮) অবাধিত। ৩ (ভা ৯।৪।৬৭) প্রাপ্ত, ৪ (ভা ১০।৪৮।২৭) প্রত্যক্ষীকৃত—সনা।

প্রতীতি (আচ ১৮।৯১) বিশ্বাস, ২ হর্ষ। ৩ (রত্ন ৫।৯) জ্ঞান, ৪ আদর।

প্রতীপ (ভা ৯।২২।১১) চন্দ্রবংশ্য দিলীপের তনয়। ২ (সিন্ধু ২।৩।৯২) ক্রোধ-ভয়াদি-হেতুক সাত্ত্বিকাভাস শ্রীকৃষ্ণশত্রুগণে জাত হইলে 'প্রতীপ' হয়। ৩ (বিনা ২।৮) বিপরীত। ৪ (অকৌ ৮।৫২) উপমেয়ের প্রশংসার্থ উপমানের তিরস্কারে অথবা তিরস্কারাভিপ্রায়ে উপমাকেই উপমেয়রূপে বর্ণনা করিলে (দ্বিবিধ) প্রতীপ-নামা অলঙ্কার হইবে। -ক (ভা ৯।১৩।১৬) সূর্যবংশীয় মরুর তনয়। -দর্শিনী (আচ ১৩।৪৩) প্রতিকূলদর্শনকারিণী। ২ স্ত্রী।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা (শেষ ৪।১২) যে উৎপ্রেক্ষায় ইবাদি-দ্যোতক শব্দ প্রযুক্ত হয় না, অথচ তাৎপর্যবৃত্তিতে লব্ধ হয়, তাহাকে 'প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা' বলে। যেমন—'কজ্জল-কিরণে শোভা করিছে নয়ন। মেঘের আবলি-মাঝে শোভে তারাগণ॥' এস্থলে 'যেন' শব্দটি উহ্য আছে।

প্রতীর (আচ ৬।১০৫) তটদেশ।

প্রতীসার (মাম ৮।৯) মণ্ডল।

প্রতীহ (ভা ৫।১৫।২) পরমেষ্ঠির ঔরসে ও সুবর্চলার গর্ভে জাত তনয়।

প্রতীহার (আচ ১।১৭৮) দ্বারপাল, ২ দ্বার।

প্রতোদ (গোচ উত্তর ২।৩১) রথ্যা। [২ অশ্ব-তাড়নদণ্ড চাবুক]।

প্রতোলী (আচ ৭।১৮৬) ব্যথা। ২ অভ্যন্তরমার্গ।

প্রতোষ (ভা ৪।১।৭) দক্ষিণার গর্ভে জাত যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর পুত্র। দ্বাদশ তুষিতের একতম। [২ সন্তোষ]।

প্রত্ত (হরি ৫।৬৬) [প্র—দা+ক্ত] প্রদত্ত। **প্রত্তা** (গোচ পূর্ব ২০।৫৬) প্রদান।

প্রত্ন (গোচ উত্তর ৯।৮) পুরাতন।

প্রত্যক্ (ভা ৩।১।২১) উদ্‌গমাভি-মুখ—স্বামী। ২ পশ্চিমমুখী—বি। ৩ (ভা ৫।১৯।৩) অদৃশ্য—স্বামী। ৪ (ভা ৩।২৪।৪৪) বহির্বৃত্তি-রহিত—বি। ৫ (ভা ৬।৯।১৯) অন্তর্যামী। ৬ (ভগ ৮২) অন্তর্মুখী। ৭ (গোচ পূর্ব ১৫।৩৩) বিরোধী। ৮ [ব্য] পশ্চাৎ, ৯ পূর্বে, ১০ পশ্চিমে। ১১ (গোভা ৩।২।২৩) [প্রতিস্বমঞ্চতীতি] স্বয়ংপ্রকাশমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আত্মতত্ত্ব। ১২ প্রতিকূলবর্তী। -চেতন—সাংখ্যমত-সিদ্ধ পুরুষ। ২ সর্বজ্ঞ অন্তরাত্মা। -পর্ণী, -পুষ্পী—অপামার্গ।

প্রত্যক্ষ (সস তত্ত্ব ৯) মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্য ব্যাপার-বিশেষকে 'প্রত্যক্ষ' বলে। ইহা ছয় প্রকার—মানস, শ্রাবণ, স্পার্শজ, চাক্ষুষ, রাসন এবং ঘ্রাণজ। সবিকল্প (মনোগ্রাহ্য) ও নির্বিকল্প (অতীন্দ্রিয়)-ভেদে ইহারা প্রত্যেকে দ্বিবিধ বলিয়া দ্বাদশ ভেদ হইল। আবার বৈদুষ ও অবৈদুষ-ভেদেও দ্বিবিধ ভেদ-কল্পনা হয়। বৈদুষ (ঐশ্বর) জ্ঞানে

ব্যভিচার হয় না; কিন্তু অবৈদুষ (জৈব) জ্ঞানে ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়-হেতু ব্যভিচারিতা দৃষ্ট হয়। **-ব্যাঘাত** (সস তত্ত্ব ৯) অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভাব, অন্য-মনস্কতা, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব, তুল্যবস্তুর সহিত মিশ্রণ এবং অনুদ্ভব-হেতু বস্তুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে। [ঈশ্বরমিশ্রকৃত সাংখ্যসূত্র-কারিকা ৭]।

প্রত্যক্ সরস্বতী (ভা ১১।৩০।৬) পশ্চিমবাহিনী সরস্বতী নদী।

প্রত্যগক্ষ (ভা ৩।২১।৩৩) প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়।

প্রত্যগাত্মা (ভা ৬।৯।৩৭) অন্তর্যামী—স্বামী। ২ (ভা ৩।২৬।৭২) ক্ষেত্রজ্ঞ। তৎপদার্থ, ভগবান্। ৩ (চৈত ৪।১১।৩০) জীব-নিয়ামক, ৪ জীবাত্মা, ৫ ব্রহ্মস্বরূপ-বিগ্রহবিশিষ্ট।

প্রত্যগ্-দৃক্ (ভা ৮।৩।১৭) জ্ঞান—স্বামী। ২ অন্তর্যামী। **°ধাম** (ভা ৬।৫।১৩) জ্যোতীরূপ ব্রহ্ম—স্বামী। ২ ভগবানের ধাম, বৈকুণ্ঠ—বি। **-ধামা** (চৈত ৩।২৬।৩) [প্রত্যক্ পশ্চিমং পরাৎপরং ধাম স্থানং যস্য] পরাৎপর ধামে বিলাসী। ২ যাঁহার কারণার্ণবধাম সর্বেন্দ্রিয়ের অগোচর—বি। **-ধৃত** (ভা ৩।৮।৪) অন্তর্মুখী—স্বামী।

প্রত্যগ্র (চৈনা ৫।১৫) নূতন। ২ (গোচ পূর্ব ৯।৬০) শোভিত, ৩ সাক্ষাৎ। ৪ (ভা ৯।২২।৬) উপরি-চর বসুর পুত্র।

প্রত্যঙ্ (চৈত ৪।১১।৩০) [প্রত্য-ঞ্চতীতি] জীব, ২ প্রতিদেহে গমনশীল। ৩ ব্রহ্ম।

প্রত্যঙ্গ (ভা ৩।১।২৩) [অঙ্গমঙ্গং প্রতি বর্ত্ততে ইতি] অস্ত্র—স্বামী। ২ (রত্না ৫।২৯৬৬) তালবিশেষ। **-মুখ্য** (ভা ৩।১।২৩) আয়ুধশ্রেষ্ঠ চক্র।

প্রত্যনন্তর (কৃগ ১৩৭) অনুগত। ২ সন্নিকৃষ্ট।

প্রত্যনীক (গোভা ৩।৩।৩৪) বিরুদ্ধ। প্রতিপক্ষ। ২ (অকৌ ৮।৪৯) অপকারির অপকারে অসামর্থ্য-হেতু যদি তাহার প্রিয়ব্যক্তির অপকার বর্ণনা থাকে এবং ঐ বর্ণনাটী যদি স্তবরূপাই হয়—তবে তাহাকে 'প্রত্যনীক' অলঙ্কার বলে।

প্রত্যন্ত—ম্লেচ্ছদেশ, ২ সন্নিকৃষ্ট। **-পর্বত**—বৃহৎ পর্বতের নিকটবর্ত্তী পর্বত।

প্রত্যপবহন (ভা ১০।৩৬।১১) বিপরীতভাবে প্রেরণ।

প্রত্যপিধান (পরম ৬৪) প্রতিলোমে অন্তর্ধান।

প্রত্যভিজ্ঞা (ভা ১১।২২।৪৪) সাদৃশ্যাবলম্বী জ্ঞান—স্বামী। ২ (বৃভা ২।১।৭১) পূর্বাপরানুসন্ধান জ্ঞান।

প্রত্যভিজ্ঞান (রত্ন ৭।২১) পূর্ব-সংস্কার-সহকৃত জ্ঞান। 'তদনুগৃহীত-স্তদনুসন্ধানবিষয়ঃ প্রত্যয়স্তদ্ভাব-বিষয়ঃ প্রত্যভিজ্ঞানম্'—[ন্যায়-বার্ত্তিক]।

প্রত্যভিযান (ভা ১০।১৭।৬) যুদ্ধার্থ সম্মুখীনতা—সনা।

প্রত্যভিবাদ (হরি ১।৭৭) গুরুজনকে নমস্কার করিলে কনিষ্ঠের প্রতি গুরুজনকৃত আশীর্বাদ।

প্রত্যভূত (গোভা ২।২।৩২ টী) নাশ।

প্রত্যয় (ভা ১০।৩।৪৮) জ্ঞান—সনা। ২ (ভা ৬।১৯।১৩) নাম ও রূপের প্রকাশক—স্বামী। ৩ (ভা ৮।৩।১৪) ইন্দ্রিয়বৃত্তি। ৪ (হরি ২।৩) পদের পরভাগ। স্বাদি, আখ্যাত, কৃৎ ও তদ্ধিত-ভেদে উহা চতুর্বিধ। ৫ (গোভা ২।২।১৯) [কার্যং প্রত্যেতি জনকত্বেন গচ্ছতীতি] কার্যের জনক, হেতু। [৬ অধীন, ৭ শপথ, ৮ বিশ্বাস, ৯ ছিদ্র, ১০ আচার, ১১ খ্যাতি]।

প্রত্যয়ন (ভা ১১।১৩।৪১) প্রত্যা-গমন—স্বামী। **প্রত্যয়িত**—আপ্ত, ২ বিশ্বস্ত, ৩ প্রতিগত।

প্রত্যর্থিত (গোচ পূর্ব ৮।১৬) প্রত্যাখ্যাত।

প্রত্যর্থী—শত্রু, ২ প্রতিবাদী।

প্রত্যর্হণ (ভা ৩।৮।২৭) প্রতিপূজা, ২ সম্মান। ৩ (ভাবনা ১।১৫) পারিতোষিক।

প্রত্যবকর্ষণ (ভা ১।৭।২৮) নিবর্ত্তক—স্বামী।

প্রত্যবমর্শন (ভা ৩।১৪।৪৪) যুক্তাযুক্ত-বিচার—স্বামী। ২ অনুসন্ধান।

প্রত্যবর—অতিনিকৃষ্ট।

প্রত্যবরুদ্ধ (ভা ১।১০।১) সঙ্কুচিত—স্বামী, ২ পুনরায় স্ববশীকৃত। ৩ (ভা ২।২।১) প্রাপ্ত—স্বামী।

প্রত্যবসান (গোচ পূর্ব ২৩।২৮) [প্রতি—অব+সো—ক্ত] ভোজন।

প্রত্যবহার—সংহার। ২ যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত সৈন্যগণের যুদ্ধ হইতে নিবারণ।

প্রত্যবায় (চৈচ আদি ৪।৩৫) পাপ, অনিষ্ট, বিঘ্ন, অমঙ্গল।

প্রত্যাকর্ষণ (ভা ১১।৩০।৩) পরাবর্ত্তন।

প্রত্যাখ্যাত—নিরাকৃত, ২ দূরীকৃত।

প্রত্যাত্ম (হরি ৭।৪০) আত্মবিষয়ক। **প্রত্যাত্ম্য** (ভা ৩।২০।৪৫) প্রতিবিম্ব—স্বামী। **প্রত্যাদিষ্ট** (ভা ১০।৫৬।৩৬) প্রদত্ত —স্বামী। [২ নিরস্ত]। **প্রত্যাদেশ** (ভা ১০।৩৯।৩৪) প্রত্যাখ্যান—স্বামী। ২ প্রত্যুত্তর, ৩ ভক্তপ্রতি ভগবানের আদেশ। **প্রত্যাপত্তি** (ভা ১০।৫৩।২২) প্রত্যাগমন—স্বামী। [২ বৈরাগ্য]। **প্রত্যাম্নাতব্য** (ভা ৫।১।১৬) প্রত্যাখ্যানযোগ্য—স্বামী। **প্রত্যায়** (হরি ৫।২১০) [প্রতি+ইন্ গতৌ+ণ] বিশ্বাস। **প্রত্যায়ন** (প্রেম ১০২) বিশ্বাস-উৎপাদন। ২ বোধন। **প্রত্যাবৃত্তি** (চৈনা ৪।৩২) প্রত্যাবর্ত্তন। **প্রত্যাশ** (বৃ ১।৪৯) আকাঙ্ক্ষা। **প্রত্যাসত্তি** (হ ১৪।৯৫) সম্ভোগ, ২ (চৈনা ৭।৯) নৈকট্য। **প্রত্যাহার** (গোচ পূর্ব ২১।৭৮) গ্রহণ। ২ (রত্ন ১৬) বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-নিরোধ। **প্রত্যাহ্বয়** (রত্ন ৬।৪) প্রতিধ্বনি। **প্রত্যুক্ত** (গোভা ২।১।৩) প্রত্যাখ্যাত, নিরস্ত। **প্রত্যুত** (ভাবনা ৮।২১) [ব্য] বরং, ২ বৈপরীত্যে। **প্রত্যুত্থান**—গুরুজনের সম্মানের জন্য আসন হইতে উত্থান। **প্রত্যুৎপন্নমতি** (গোলী ৬।৭৯) ঝটিতি উপস্থিত-বুদ্ধি। ২ (নাচ ২৫০) তাৎকালীন প্রতিভা। **প্রত্যুদাহরণ** (নাম ২।১৫) প্রতিকূল উদাহরণ। **প্রত্যুদাহৃত** (ভা ৬।১০।১৭) প্রত্যুক্ত। **প্রত্যুদ্গম** (ভা ৪।৩।২০) প্রত্যুত্থান। ২ প্রতিগমন। **প্রত্যুদ্গমনীয়** (গোলী ৪।১৫) ধৌত বস্ত্রযুগল। ২ (আচ ৮।১৫৩) প্রত্যুৎকর্ষ-জ্ঞেয়। ৩ পূজনীয়। **প্রত্যুপ্ত** (ভা ১।১০।৩৬) নিবেদিত। **প্রত্যুপস্থিত** (ভা ১০।৭৭।২৫) ফিরিয়া নিকটে আগত। **প্রত্যুরসম্** (হরি ৭।১৩৬) [উরসি বর্ত্ততে] বক্ষঃস্থলে। **প্রত্যুলূক** (ভা ১।১৪।১৩) পেচকের প্রতিপক্ষ কাক। **প্রত্যূঢ়** (গোভা ১।৩।১৫) গ্রস্ত, অভিভূত। **প্রত্যুষ, প্রত্যুষঃ, প্রত্যূষ**—প্রভাত-কালে। **প্রত্যূহ** (আচ ১৫।৫৯), **প্রত্যূহন** (গোচ পূর্ব ১৮।১১০) বিঘ্ন। **প্রত্যেনাঃ** (গোভা ৪।২।৪) যোদ্ধা, ২ বিচারক। **প্রথ** (আচ ১১।২৪০) খ্যাত, ২ (আচ ২১।৬০) বিস্তৃত। **প্রথন** (চন্দ্রা ১২২) বিস্তার। প্রকাশ-করণ। **প্রথনা** (গোচ উত্তর ২৬। ৭৬) খ্যাতি। ২ বিস্তার। **প্রথম** (আচ ১১।৩১০) [প্রথা খ্যাতা মা শোভা যস্য] বিখ্যাতশোভা-বিশিষ্ট। ২ প্রধান, ৩ আদ্য]। **-কল্প** (লনা ৪।৩৪) মুখ্য প্রস্তাব। **-জ**—পূর্বজাত, ২ প্রথম গর্ভজাত। **-পুরুষ** (সভা ১৩৪) কারণার্ণব-শায়ী মহাবিষ্ণু। **-মনু** (ভা ৮।১। ১) স্বায়ম্ভুব। **-রস** (স্তব ৪।৪) শৃঙ্গার। **প্রথমান** (আচ ২১।৬০) খ্যাত। **প্রথমোপাসক** (ভক্তি ১৫০) লৌকিক শ্রদ্ধাবান্ কনিষ্ঠাধিকারী। **প্রথা** (গোচ পূর্ব ৮।৬৮) বিস্তার। ২ খ্যাতি। **প্রথিত** (গোলী ৩।২৩) খ্যাত। ২ (মালা কুঞ্জ দ্বি ৮) অর্পিত। ৩ বিষ্ণু (সহস্রনাম)। **প্রথিতি** (গোচ উত্তর ৩৭।১৭) বিস্তার। ২ (হরি ৫।৪৪০) [প্রথ প্রখ্যানে+কর্ত্তরি ক্তি] প্রখ্যাতা। ৩ (গোচ পূর্ব ৩।১২২) নিক্ষেপ। **প্রথিমা** (গোচ উত্তর ৪।৮) স্থূলতা, বিস্তার। **প্রথীয়ান্** (লনা ৫।৪০) প্রবলতর, বিস্তীর্ণ। **প্রদক্ষিণ** (ভা১০।৫৪।১৬) অনুকূল—স্বামী। (হ ১১।৭০৪) পরিক্রমা। দেবগৃহ ও চতুষ্পথ প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন নিষিদ্ধ। মধু, ঘৃত, দধি, সিদ্ধার্থ, জলপূর্ণ ঘটাদি মঙ্গলদ্রব্য এবং গুরু, ব্রাহ্মণ, ধেনু ও বৃদ্ধাদি পূজ্য জনকেও প্রদক্ষিণ করিয়া গমনই কর্ত্তব্য। **প্রদক্ষিণা** (হ ৮।৩৯৩-৪০৮) সামর্থ্য থাকিলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিতে করিতে দেবতার দক্ষিণাবর্ত্তে অন্যূন চারিবার পরিক্রমা করিবে। চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, গণেশকে তিনবার এবং শ্রীবিষ্ণুকে চারিবার কিন্তু শিবকে অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিবে। একবার প্রদক্ষিণ এবং শ্রীপ্রভুর দিকে পৃষ্ঠ দিয়া পরিক্রমা নিষিদ্ধ। **প্রদা**—প্রকৃষ্ট দান, ২ প্রকৃষ্টদায়ক। **প্রদি** [প্র—দা—কি] প্রদাতা। **প্রদিশ্** (ভা ১০।৭।২১) অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান কোণ। **প্রদুন** (গোভা ৪।১।১৩) নির্দগ্ধ। **প্রদেয়** (হরি ৪।৮৮) আত্যন্তিক দেয়। **প্রদেশ** (আচ ১৫।১১৬)

[প্রদিশতীতি] প্রদানে সমর্থ, ২ স্থান। ৩ (গোভা ৩।৩।৪৪) প্রকরণ।

প্রদেশিনী (লনা ৮।৩৮) তর্জনী।

প্রদেহ—প্রলেপ, ২ লেপন।

প্রদোষ (উ ১৪।২২০) প্রকৃষ্ট দোষ, ২ রজনীমুখ। রজনী ও দিবসের দুই সন্ধি—প্রত্যেকে চারি দণ্ড কাল। ৩ (আচ ৭।১৯) প্রকৃষ্ট-ভুজবিশিষ্ট। ৪ (আচ ১৭।৬) [প্রকৃষ্টা দোষা রাত্রির্যস্মাৎ] উৎকৃষ্ট-রাত্রি-বিশিষ্ট। ৫ (ভা ৪।১৩।১৪) দোষার গর্ভে জাত পুষ্পার্ণের পুত্র। -ক—প্রদোষকালে জাত।

প্রদ্যুম্ন (সিন্ধু ৩।২।১৪৮) শ্রীকৃষ্ণের লাল্যাভিমানী, (ভা ১৫।৩৭) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র। ইনি সূতিকাগৃহ হইতেই শম্বর দৈত্য-কর্তৃক অপহৃত হইয়া স্বীয় পত্নী (রতির) মায়াবতীর হস্তে অর্পিত হন। প্রদ্যুম্নের যৌবনকালে মায়াবতী তৎ-প্রতি প্রণয়াসক্তা হন এবং কৌশলে শম্বরকে বধ করিয়া ইনি মায়াবতী সহ দ্বারকায় আসেন। পরে ইনি বজ্রনাভ দৈত্যের কন্যা প্রভাবতীকে গান্ধর্ব-বিধানে বিবাহ করেন। (কৃষ্ণ ৮৭—৮৮) তৃতীয় বূহ। ইহাতে শিবনেত্রদগ্ধ কামদেব অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ প্রাকৃত কামকেও প্রদ্যুম্ন বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে; মুখ্য কামদেব বাসুদেবেরই অংশ—প্রাকৃত কামদেব কিন্তু ইন্দ্রভৃত্য দেবতা-বিশেষ—কখনও শ্রীকৃষ্ণপুত্ররূপে নিত্যপার্ষদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রীরুক্মিণী-নন্দন গুণরূপাদিতে সর্বথাই শ্রীকৃষ্ণতুল্য। প্রদ্যুম্নে রতিপতির প্রবেশহেতু রতি প্রদ্যুম্নকে পতিরূপে বরণ করিলেও দোষাপত্তি হয় না—স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহেরও স্বর্ণতাপ্রাপ্তির ন্যায় প্রদ্যুম্নের সামীপ্যে রতিরও তদীয়-সঙ্গমযোগ্যতা লাভ হইয়াছিল। (কৃষ্ণ ২—৩) শ্রীবাসুদেব অব্যয় শেষকে সৃষ্টি করেন, শেষ প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদিও নরলীলায় শ্রীদ্বারকা-চতুর্ব্যূহে শ্রীবাসুদেব হইতেই প্রদ্যুম্নের জন্ম প্রসিদ্ধ, এস্থলে দেবলীল বৈকুণ্ঠ-চতুর্ব্যূহে শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের প্রাদুর্ভাব বর্ণিত হইয়াছে (ম° ভা°—শান্তি° ৩৩৯। ৭২—৭৪)। ২ (বৃভা ২।৩।২১) ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্থাবরণরূপ বায়ুর অধি-ষ্ঠাতৃদেবতা। ৩ (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্বলার গর্ভে জাত সন্তান। ৪ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে দ-বর্ণের মূর্তি। ৫ (সুধা ৮১) অনন্তবলশালী বিষ্ণু। ৬ কন্দর্প।

প্রদ্যো [প্রকৃষ্টা দ্যৌর্দিনং যত্র] প্রকৃষ্ট দিন।

প্রদ্যোত (ভা ১২।১।২) মাগধ-বংশ্য পুরঞ্জয়ের মন্ত্রী শুনকের পুত্র। শুনক পুরঞ্জয়কে বধ করিয়া প্রদ্যোতকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন। ২ (অকৌ ৫।৯) প্রকাশ, রশ্মি। **প্রদ্যোতন** (হ ৫।৯৯) [প্র—দ্যুৎ+যুচ্] সূর্য। ২ প্রকৃষ্ট দ্যুতিমান্। ৩ [ভাবে ল্যুট্] দীপ্তি।

প্রদ্রব—পলায়ন। **প্রদ্রাব** (হরি ৫।৩৮৯) [প্র—দ্রু গতৌ+ঘঞ্] পলায়ন, ২ ধাবন, ৩ প্রকৃষ্ট গমন।

প্রধ (আচ ১৫।২৯৬) প্রকৃষ্টরূপে ধারণশীল।

প্রধন (ভা ১০।৮৩।৩৫) যুদ্ধক্ষেত্র—সনা। ২ যুদ্ধ; ৩ প্রকৃষ্ট ধন।

প্রধনী (আচ ১৫।২২৫) যোদ্ধা।

প্রধান (ভা ১০।৪৬।৩১) ভগবচ্ছক্তি—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮৫।৩) প্রকৃতির উপাধি হইতে অতীত শ্রীভগবদ্রূপ। ৩ (ভক্তি ১) ত্রিগুণময়, প্রাকৃত, জড়, অনিত্য, নিরানন্দ বস্তু। (ভগ ২২) প্রকৃতি—সাংখ্যমতে জগৎ-কারণ। [৪ বুদ্ধিতত্ত্ব, ৫ প্রশস্ত, ৬ সচিব, ৭ সেনাপত্যধ্যক্ষ]। **-ধাতু**—চরম ধাতু, বীর্য। **-পুরুষেশ্বর** (ভা ১১।৯।১৭) প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের নিয়ন্তা—শ্রীকৃষ্ণ।

প্রধানীভূত (গী ৭।১৬) গৌণ, মিশ্রিত।

প্রধি—রথ-চক্রের প্রান্ত-ভাগ,রথনাভি।

প্রধী (হরি ৫।২৭৩) [প্রকৃষ্টং ধ্যায়তীতি প্র-ধ্যৈ+ক্বিপ্] প্রকৃষ্ট-ভাবে ধ্যানশীল। ২ (হরি ২।৭৫) প্রকৃষ্ট বুদ্ধি।

প্রধ্মাত (কৃচ ২।৯।৮) দগ্ধ।

প্রধ্বংস—প্রকৃষ্টরূপে নাশ, সাংখ্যমতে —অতীতাবস্থা।

প্রনুন্ন (ভাবনা ১৪।২৭) প্রেরিত।

প্রপঞ্চ (ভা ১১।১৩।৩৬) ইন্দ্রিয়বিষয়-ভোগাদি। ২ (গোলী ৭।১৭) বিস্তার। ৩ (যাম ৭।৮১) বিপর্যয়। ৪ (চৈত ১০।১৪।৩৭) প্রকৃষ্ট বিস্তার-রচনা, ৫ কুহক, ৬ লোক-ব্যবহার। ৭ (রত্ন ৪।৩৫) জীব-জড়াত্মক মায়িক জগৎ।

প্রপঞ্চগোচর লীলা (উ ১৫।১৮৫) গৌতমীয়-তন্ত্রাদিতে উক্ত শ্রীবাল-গোপালাদি মন্ত্রোপাসকগণ উপাসনার

অনুসারে অবশ্যই ইষ্টবস্তুর সংপ্রাপ্তি করিবেন। প্রাতঃকাল হইতে প্রতি-নিয়ত সময়ে পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপের ধ্যানকারী সাধকগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের শয্যোত্থান, মুখপ্রক্ষালনাদি স্বাপান্ত-লীলাকে চিন্তা করত তাহাতেই সার্বদিকী স্থিতি লাভ করিবেন, তদ্রূপ সিদ্ধ দশাতেও পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশেই স্বস্বধ্যানোদ্দিষ্ট স্বরূপগত লীলাসাক্ষাৎকারময়ী সার্বকালিকী নিত্যস্থিতিও ত অবশ্যই প্রাপ্তি করিবেন, কারণ ভাবনানুসারে সিদ্ধি-লাভ অনিবার্য। প্রপঞ্চগোচর লীলায় বাৎসল্যাদিভাবযুক্ত সেই সিদ্ধ ব্যক্তিগণেরই প্রপঞ্চাগোচর লীলায় নিজের অন্য প্রকাশে (গৌণ-ভাবে) স্বাদাধিক্য-প্রাপ্তি কিন্তু বিরুদ্ধ নহে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের প্রার্থিত বিষয় হইতেও অধিক দান করেন। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে প্রপঞ্চলীলায় তৎকালীন অবস্থাগুলি অস্থির। একই প্রকাশে রিঙ্গণাদি-লীলার অধিককাল স্থায়িত্ব হইতে পারেনা, কিন্তু প্রপঞ্চাগোচর লীলাতে একই স্থানে একই কালে পরস্পর অসংস্পৃষ্ট অনন্ত প্রকাশ থাকায় একই প্রকাশে রিঙ্গণাদি লীলা স্থিরই থাকে। কোনও লীলা অহোরাত্র ব্যাপী স্থির, কোনও কোনও লীলা বা বর্ষব্যাপীও স্থির থাকে। যেমন প্রাতঃকাল হইতে শয্যোত্থানাদিকার্যে বালমুকুন্দের লালনকারী শ্রীযশোদাদিপরিকরগণের এক অহোরাত্রের পরে অন্য অহোরাত্র আসিতেছে, মহাকল্পকোটি অতীত হইলেও প্রতি অহোরাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের সেই বয়সও স্থির, লীলাপরিকরও সেই সেই বয়সে সদা স্থির থাকেন। এইরূপে বসন্তাদি ঋতুভেদে হোরি-লীলা, দানলীলা, হিন্দোলন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন লীলাযুক্ত যেমন একটি বর্ষ যাইতেছে, সেই বর্ষই পুনঃ পুনঃ সমানভাবে আসিতেছে—শ্রীকৃষ্ণেরও সেই নবকিশোর বয়স সর্বদাই স্থির থাকে। আবার তাঁহার মাতাদিরও নিকটে স্থানভেদে কোথাও 'শ্রীকৃষ্ণ দুই বর্ষ, কোথাও তিন বর্ষ, আবার অন্যত্র পঞ্চবর্ষ' ইত্যাদি রূপে স্ফুরিত হন; যোগমায়াই এইভাবে প্রতীতি করান—ইহাই মূলতথ্য। প্রপঞ্চা-গোচর-লীলাস্পদ শ্রীবৃন্দাবন-প্রকাশের নিত্যতা-সম্বন্ধে রুদ্রযামলের রুদ্র-গৌরীসম্বাদে এবং নারদপঞ্চরাত্রের শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে উক্ত আছে যে অগণিত মহাবৃন্দাবন ও কেলিবৃন্দাবনে অগণিত কেলিকুঞ্জনিকুঞ্জাদি নানাবিধ সুখময়স্থল নিত্য বিরাজমান। তত্রত্য প্রতি বীথিতেই অনন্ত সন্তানাদি-চিন্তাকল্পবৃক্ষরাজি বর্ত্তমান থাকিয়া সর্বকামদোহন করে।

প্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ-গত উভয়লীলার বৈশিষ্ট্যসহিত নিত্যতা স্থাপিত হইল। এক্ষণে **জিজ্ঞাসা**—প্রকট ও অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন একই দেহে যুগপৎ বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় অনন্তপ্রকাশে সর্বদাই তত্রত্য পৃথক্ পৃথক্ পরিকরগণের সহিত বিহার করিতে পারেন, তবে কেন এই উদ্ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদি দারুণ বিরহের অবতারণা? **উত্তর**—বিচিত্র বিচিত্র লীলাদিসিদ্ধি এবং সাধক ও সিদ্ধ ভক্তদের বিবিধ ভাবসিদ্ধির জন্য লীলাশক্তি-কর্তৃক আকারভেদে ও প্রকাশভেদে ভগবানের এবং লীলা-পরিকরগণের পৃথক্ পৃথক্ অভিমান-ভেদ এবং তদনুরূপ ক্রিয়াভেদও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত (১) আকার-ভেদে—ধনুর্ভঙ্গের পরে শ্রীরাম ও পরশুরাম, (২) প্রকাশভেদে—শ্রীনারদ-দৃষ্ট যোগমায়াবৈভব—ইহাতে ভাবভেদে অভিমানভেদও অবশ্য বোদ্ধব্য; সুতরাং ব্রজদেবীদের মাথুর বিরহকালেই প্রকট প্রকাশেও অজ্ঞাত হইলেও শ্রীকৃষ্ণসংযোগসুখেই ঐরূপ মহাসন্তাপেও জীবন থাকে; আবার অপ্রকট প্রকাশসমূহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগকালেও কদাচিৎ অজ্ঞাত হইলেও প্রকট-প্রকাশগত মাথুরবিরহতাপেই মহোৎ-কণ্ঠ্য লক্ষিত হয়, তাহাতেই মহা-ভাবভেদ মাদন বোদ্ধব্য।

প্রপঞ্চন (গৌবি ৪২), **প্রপঞ্চনা** (গোচ পূর্ব ১৬।২৮) বিস্তার।

প্রপঞ্চাতীত ধাম (সভা ১।১১) শ্রীগোকুলাদি, ২ পরব্যোমাখ্য বৈকুণ্ঠ —বল।

প্রপঞ্চিত (ভা ১০।১৪।২৫) ভ্রান্তি-জ্ঞানবিষয়রূপে সম্পাদিত, ২ (বিনা ৬।২০) বিস্তারিত। (৩ প্রতারিত]।

প্রপতন (হবি ৫।৪৫৯) [প্রপতত্য-স্মাদিতি প্র—পত৯+ল্যুট্] ভৃগু; ২ প্রকৃষ্টরূপে পতন।

প্রপত্তি (বৃভা ১।৫।১২৪) সেবা, ২ (গীতা ১৫।৪) শরণ—জী। ৩ ভজন—বি।

প্রপথ (ভা ৮।১৫।১৫) রাজমার্গ—স্বামী।

প্রপথ্য—অতিহিতকর।

প্রপদ (ভা ১০।২৩।৩০) পাদাগ্র।

প্রপদন (গোভা ৪।২।১৮) [প্রপদ্যতেঽনেনেতি] যদ্দ্বারা প্রাপ্তি করে, তাহা।

প্রপদাক্রমণ (ভা ১০।৩০।৩৩) পদাগ্র দ্বারা ভূমিমর্দন—বি।

প্রপদীন (আচ ৮।১৬০) পাদাগ্র-পর্যন্ত ব্যাপি অন্তরীয় বস্ত্র।

প্রপদ্যমান (ভা ১১।২।৪০) হরিভজনশীল—স্বামী।

প্রপন্ন (ভা ১১।২।২৯) ভক্ত—স্বামী। ২ (বিনা ১।৭) শরণাগত, ৩ প্রাপ্ত।

প্রপা (লহরী ৫।৬) [প্র-পা+ঘঞর্থে ক]। পানীয়শালা, জলসত্র।

প্রপাঠক—বেদের বা শ্রৌত গ্রন্থের অংশবিশেষ।

প্রপাণি—পাণিতল।

প্রপাত (হ ১১।৩০৩) অকস্মাৎ গমন। ২ তটরহিত, ৩ নির্ঝর, ৪ কূল, ৫ নিরবলম্ব]।

প্রপানক—উৎকৃষ্ট সরবৎ।

প্রপার (কৃবি ৯৮) প্রকৃষ্টরূপে উদ্ধারকারী।

প্রপিতা (সুধা ১৭) ত্রিজগতের পরিপোষ্টা।

প্রফুল্ত (হরি ৫।৩৯) [প্র-ফ্রিফলা বিসরণে+ক্ত] বিকসিত, ২ প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল (আচ ১।৫৯) প্রসন্ন, ২ বিকশিত। **-কুসুমাবলী** (মালা ছ ৪) প্রতিপাদে চতুর্দশাক্ষর ছন্দঃ।

প্রবন্ধ (আচ ২০।৫০) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত নিবদ্ধ গীতের ভেদ-বিশেষ। চারি ধাতু ও ষড়ঙ্গেতে প্রবন্ধ কল্পিত হয়। 'ধাতু' বলিতে গীতের অবয়ব-বিশেষই বাচ্য। উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ—এই চারি ধাতু। গীতের প্রথম ভাগ—'উদ্‌গ্রাহ', তার পর 'মেলাপক, পরে 'ধ্রুব' ও সর্বশেষে 'আভোগ' ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্রম-বিপর্যয়ও সঙ্গীতশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধের ছয়টি অঙ্গ যথা—পদ, তাল, স্বর, পাঠ, তেন ও বিরুদ। 'পদ' বলিতে বাচক শব্দসমূহ, 'তাল'—চচ্চৎপুটাদি, 'স্বর'—ষড়্‌জাদি সপ্ত, 'পাঠ'—বাদ্যোদ্ভব অক্ষর, 'তেন'—মঙ্গল-শব্দ তেনা ইত্যাদি। 'বিরুদ'—গুণোৎকর্ষবর্ণনা। দ্রবিড় ভাষায় প্রবন্ধকে 'চিন্দু', তৈলঙ্গভাষায় 'ধরু' এবং পাশ্চাত্য ব্রজাদি ভাষায়—'বিষ্ণু' বা 'ধ্রুব' বলে। ২ (চৈচ আদি ১৭।৩২৮) পূর্বাপর-সঙ্গতিযুক্ত আলোচনা বা বর্ণনা। ৩ (নাম ১।১১) বিস্তর। ৪ সমূহ, ৫ (সা কৌ ৮।১১) অভিনয়ার্থ নাটক। ৬ (শেষ ৩।১৩) মহাবাক্য।

প্রবল (ভা ৮।২১।১৬) শ্রীভগবৎ-পার্ষদ। ২ (ভা ১০।৬১।১৫) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী লক্ষ্মণার গর্ভজাত পুত্র। ৩ (হ ৫।৯) শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের উত্তরদ্বারবর্ত্তী দেবতা। ৪ (কৃগ পরি ৯০) পৌর্ণমাসীর পতি। ৫ (হংস ১৩) অত্যুন্নত। ৬ (কৃষ্ণ ৬৪) শ্রীকৃষ্ণদাস। ৭ প্রকৃষ্ট-বলযুক্ত, ৮ পল্লব, ৯ স্ত্রীলিঙ্গে—প্রসারিণী লতা]।

প্রবাল (লনা ১।৩১) নবপল্লব, ২ বীণাদণ্ড, ৩ বিদ্রুমরত্ন।

প্রবাহিকা, প্রবাহুকম্ (-বাহুক্, -বাহুম্) [ব্য] ঊর্দ্ধে, ২ সমানকালে।

প্রবুদ্ধ (ভা ৫।৪।১১) ঋষভদেবের পুত্র, মহাভাগবত। ২ (হ ১৯।১০২) অভিজ্ঞ। ৩ জাগরিত।

প্রবুধাপবাদ (ভা ৮।৫।৪৩) বিদ্বানের অগ্রাহ্য।

প্রবোধ (বৃভা ২।৫।২৭) সংজ্ঞা। ২ (ভাবনা ১।২৮) জাগরণ, ৩ জ্ঞানোৎপাদন। **-কাল** (হ ১৬। ৩১১—৩১৮) কার্তিক মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে নিশিযোগে রেবতী নক্ষত্রের অন্ত্যপাদ ঘটিলে সেই অপরাহ্নে শ্রীহরির প্রবোধন করিবে। দিবামধ্যে রেবতীর অন্ত্যপাদ না পাইলেও কেবলমাত্র দ্বাদশীতেই শ্রীহরির উত্থান করাইবে। সর্বথাই সায়ংকালে প্রবোধন কর্ত্তব্য।

প্রবোধন (মাস ৮।১৫৬) গন্ধাদিদ্বারা ধূপন। [২ যথার্থ জ্ঞান, ৩ উদ্দীপন, ৪ নিদ্রাপগম]।

প্রবোধনী (রত্ন ২।৪) উত্থানৈকাদশী। **-কৃত্য** (হ ১৬।২৭৩—৩৩৬) উত্থানৈকাদশীতে ক্ষীরাম্ভোধি-মহোৎসব করত শ্রীকৃষ্ণকে প্রবোধন-পূর্বক যথাবিধি অর্চনা করিয়া রথারোহণ করাইবে। এই একাদশীতে উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ও সোম কি মঙ্গলবার যোগ হইলে উহা মহাপুণ্যপ্রদা হয়।

প্রবোধিতা (ছ ২।৯৩) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

প্রভঞ্জন (আচ ১১।৩) প্রকৃষ্টরূপে ভঞ্জন-কারক, ২ বায়ু।

প্রভঞ্জনাম্বর (কৃচ ১।৬।৪) দিগম্বর।

প্রভদ্রক (ছ ২।১১২) প্রতিপাদে পঞ্চদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রভব (ভা ১০।৪৭।৩২) জন্ম, ২ প্রকৃষ্ট অভ্যুদয়—সনা; ৩ উল্লাস—জী। ৪ (হরি ৪।৭৮) প্রথম দর্শন। ৫ (ভা ১০।১৩।১৫) শ্রীকৃষ্ণ—স্বামী, ৬ নিত্য নবমহিমা-বিস্তারী;

৭ (ভা ১০।৪৫।৩০) উৎপত্তি-স্থান। ৮ (গীতা ৯।১৮) স্রষ্টা—স্বামী।

প্রভবন (গোচ পূর্ব ৩৩।৮৮) উৎপত্তি।

প্রভবিষ্ণু (ভ্য ১০।৫৬।২৬) নব নব মহাপ্রভাবযুক্ত—সনা, ২ অচিন্ত্য-শক্তি, ৩ অধীশ্বর, ৪ (গীতা ১৩।১৭) উৎপাদনশীল।

প্রভা (কৃগ ৬২) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ২ (গোপা ১০) প্রকৃষ্ট-শোভা, ৩ কান্তি। ৪ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঢ-বর্গের শক্তি। ৫ (বৃভা ২।২।১৭৯) 'কলা, অংশ। ৬ (গীতা ৭।৮) প্রকাশরূপ বিভূতি—স্বামী। ৭ (ভা ৩।২০।২২) ব্রহ্মার সত্ত্বময়ী তনু—বি। ৮ (ভা ৪।১৩। ১৩) পুষ্পার্ণের পত্নী। ৯ (ছ ২।৮৪) প্রতিপাদে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোভেদ।

প্রভাকর (আচ ১।৭৯) সূর্য, ২ কান্তিকারী। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ (হ ৭। ৪১) স্বায়ম্ভুব মনু-বংশীয় কুশদ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মানের পুত্র [কূর্ম° ৩৯]। ৫ (রত্ন টী ৪।১৬) নব্য মীমাংসক। ৬ (গৌ ৩।১৩) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। উদা°—'বৈঠল পাদ পীঠপর সুন্দর। জনু অমরাবতী মধ্য পুরন্দর'॥ [৭ অগ্নি, ৮ চন্দ্র, ৯ সমুদ্র]।

প্রভাকরী (কৃগ পরি ২০৩) শ্রীরাধার নাসাস্থিত মুক্তা।

প্রভাক্ (হরি ৫।২৭৪) [প্র—ভজ্ + ণ্বি] প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয়কারী।

প্রভাত (গালা খ ১১) অবসান, ২ (গোচ পূর্ব ২২।১) প্রাতঃকাল, ৩ সুদীপ্ত।

প্রভানু (ভা ১০।৬১।১০) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র।

প্রভাল (নিবি ২৬) দীপ্তিযুক্ত।

প্রভাব (ভা ১১।২৯।৩৫) বাধাপ্রদানে সামর্থ্য—স্বামী। ২ (বৃভা ২।৭।৯৩) বৈভব-বিশেষ, ৩ শক্তি-বিশেষ। ৪ (সিন্ধু ২।১।৫৮). সর্বপরাজয়কারী অবস্থা। ৫ (সস ভগ ১০) বৈদ্যকে (ভাবপ্রকাশে) উক্ত আছে যে রসাদি তুল্য হইলেও যে গুণদ্বারা ঔষধবিশেষ ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে 'প্রভাব' বলে। চিত্রক ও দন্তী ইহারা উভয়েই রস ও বীর্যাদিতে তুল্য, কিন্তু দন্তী বিরেচক; দন্তীর বিরেচন গুণ প্রভাবেরই কার্য। কোন কোন দ্রব্য একমাত্র প্রভাব-দ্বারা ক্রিয়া সাধন করে, যেমন সহ-দেবীর মূল মস্তকে বন্ধন করিলে জ্বর নষ্ট হয়। [৬ রাজার কোষদণ্ড-জাত তেজ, ৭ তেজ, ৮ বিক্রম, ৯ উদ্ভব]।

প্রভাবতী (সিন্ধু ৩।২।১৫৩) প্রদ্যুম্নের স্ত্রী ও বজ্রনাভের কন্যা। ২ ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ।

প্রভাবান্ (আচ ৪।২১) দেদীপ্যমান।

প্রভাস (ভা ১১।৬।২৪) সোমনাথ তীর্থক্ষেত্র। দক্ষশাপগ্রস্ত চন্দ্র এই তীর্থে স্নান করত যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত হন। মাতাপিতার সহিত সমাগত সান্দীপনি-পুত্রকে জলে ক্রীড়াকালে শঙ্খাসুর গ্রাস করিয়া-ছিল। ২ (হ ১৩।৩২৪) কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সরস্বতী নদীর তটবর্তী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এস্থানে গ্রহণোপলক্ষে বিরহী ব্রজবাসিগণের সঙ্গে শ্রীবাসুদেব কৃষ্ণের পুনর্মিলন হয় (ভা ১১।৮৪) ৩ প্রকৃষ্টদীপ্তিযুক্ত।

প্রভিন্ন (ভা ১০।৬৭।১০) মত্ত—স্বামী। ২ (আচ ১।৬০) বিকসিত, ৩ প্রভেদযুক্ত।

প্রভু—স্বামী, ২ কার্যসম্পাদক শক্তি-যুক্ত। ৩ বিষ্ণু।

প্রভূত—প্রচুর, ২ উদ্গত, ৩ উন্নত, ৪ ভূত।

প্রমতি (ভা ৯।২।২৪) বৈবস্বত মনু-বংশীয় রাজা প্রাংশুর পুত্র। [২ প্রকৃষ্টমতিযুক্ত]।

প্রমত্ত (ভা ১০।৭৭।১৭) অনবহিত। ২ উন্মত্ত-চেষ্ট। ৩ (ভা ১০।৮৮।১১) পরামর্শশূন্য—বি। ৪ (ভা ৫।১।১৭) অজিতেন্দ্রিয়—স্বামী।

প্রমথ—শিব-পারিষদ, ২ ঘোটক। **-ন** (গোচ পূর্ব ৩৩।৬৪) মর্দন। ২ বধ, ৩ ক্লেশন। **-নাথ** (ভা ১। ১৫।৯) ভৈরব।

প্রমদ (ভা ৮।১।২৪) বশিষ্ঠের পুত্র, তৃতীয় মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম। ২ (চৈত ২।৯।১২) প্রেমানন্দ, হর্ষ। ৩ (স্তব ২।১) মত্ত।

প্রমদা (ভা ১০।৩০।২) প্রকৃষ্টমদ-যুক্তা—জী। ২ (ছ পরি ৩৬) প্রতিপাদে চতুর্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৩ (গোচ পূর্ব ১।৮৭) উত্তমা স্ত্রী।

প্রমনাঃ (গৌকৃ ১৩।৫২) হর্ষযুক্ত, উদারচিত্ত।

প্রমন্যু (ভা ৫।১৫।১৫) ভরত-বংশ্য বীরব্রত ও তৎপত্নী ভোজার পুত্র।

প্রমা (আচ ১২।৭৯) অতিশোভা। ২ (আচ ১৪।৩৬) প্রকৃষ্ট সম্পত্তি। ৩ (তত্ত্ব ১২) যথার্থ জ্ঞান।

প্রমাণ (ভা ৪।২।৩১) মূল—স্বামী। ২ সাক্ষী—বি। ৩ (ভা ২।৮।২৪) সম্যক্-জ্ঞাতা—স্বামী। ৪ (সুধা ৫৯)

সত্যভাষী। ৫ (সস তত্ত্ব ৯) বাৎস্যায়ন বলেন—প্রমাজ্ঞানকর্ত্তা যাহা দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপণ করে, সেই উপায়টিকেই প্রমাণ বলে। "প্রমাতা যেনার্থং প্রমিণোতি, তদেব প্রমাণম্।" মত-ভেদে প্রমাণ দশ প্রকার। চার্বাকমতে—প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও আর্হত প্রভৃতির মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানই প্রমাণ। সাংখ্য-মতে লৌকিক (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ) এবং আর্ষ (বিজ্ঞান)—এই দ্বিবিধ। মধ্বাচার্য প্রত্যক্ষ ও শব্দকে, নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটিকে, প্রাভাকরগণ তদুপরি অর্থাপত্তি লইয়া পাঁচটীকে, ভট্টগণ তদুপরি অনুপলব্ধি, পৌরাণিকগণ তদুপরি সম্ভব ও ঐতিহ্যকে এবং তান্ত্রিকগণ চেষ্টাকে লইয়া দশবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। ইহাতেও দোষ-সম্বন্ধে বলিতেছেন—যদ্যপি প্রত্যক্ষাদি দশ প্রকার প্রমাণের কথাই জানা যায়, তথাপি জীবের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী দোষই থাকিতে পারে বলিয়া তাহার প্রমাণও নির্দোষ হয় না। -**শিরোমণি** (চৈচ আদি ৭।১৩৩) বেদ।

প্রমাণিকা (ছ ২।২৩) প্রতিপাদে অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রমাতা—প্রমাজ্ঞান-কর্ত্তা।

প্রমাথী (ভা ১০।৪০।২৭) অতিবলিষ্ঠ, দুর্জয়। ২ বলপূর্বক হরণকারী।

প্রমাদ (গীতা ১৪।১৩) অনবধানতা। (ভা ১১।২।৩৫) বিঘ্ন দ্বারা অভিভব—স্বামী। ৩ প্রকৃষ্ট গর্ব। ৪ অনর্থ। ৫ প্রকৃষ্ট মত্ততা, ৬ (সস তত্ত্ব ৯) অন্যচিত্ততা—যাহাতে নিকটে জায়মান ঘটনা বা বস্তুরও তত্ত্ব-গ্রহণ হয় না। ৭ (রত্ন ৬।৯) অবিদ্যা।

প্রমাপণ [প্র-মীঞ্ হিংসায়াং ণিচ্ ল্যুট্] মারণ। **প্রমাপিত** (গোচ উত্তর ৬।৬) মারিত।

প্রমিত (ভাব ৩।৫০) অল্পপ্রমাণযুক্ত। [২ জ্ঞাত, ৩ প্রথমাবধারিত]।

প্রমিতাক্ষর (সিন্ধু ২।১।৭৪) পরিমিত-অক্ষরযুক্ত। ২ অব্যর্থ-প্রমাণবিশিষ্ট।

প্রমিতাক্ষরা (ছ ২।৭০) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [২ সিদ্ধান্ত-শিরোমণি ও মুহূর্ত্তচিন্তামণির টীকা]।

প্রমিতি (গোচ উত্তর ৩৭।২১৯) যথার্থজ্ঞান।

প্রমীত (ভা ১০।৪৯।২১) মৃত—সনা। [২ যজ্ঞার্থে হত পশু]।

প্রমীলা (গোচ পূর্ব ৭।৫৬) তন্দ্রা, নিদ্রা।

প্রমুখ—প্রধান, ২ প্রথম, ৩ মান্য, ৪ পুন্নাগবৃক্ষ, ৫ সমূহ।

প্রমুগ্ধ (গোলী ৮।১) অতিমনোহর, ২ অতিমূঢ়।

প্রমুদিতবদনা (ছ ২।৭১) দ্বাদশাক্ষর-পাদক মন্দাকিনী বৃত্তের নামান্তর।

প্রমুষিত (ভা৫।১।২৮) সঙ্কোচিত; ২ (বৃ ১।৮৩) তিরস্কৃত।

প্রমৃত (ভা ৭।১১।১৯) কর্ষণ, 'কর্ষণং প্রমৃতং স্মৃতম্' [মনু]।

প্রমৃষ্ট (হ ১৬।৩৬৮) পরমোজ্জ্বল।

প্রমেদিত—(হরি ৫।৫৩) [ঞিমিদা-স্নেহনে+ক্ত] সুস্নিগ্ধ।

প্রমেয় (স্ত ২১) প্রমাণ-প্রতিপাদ্য বস্তু। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চ প্রমেয়। [২ পরিচ্ছেদ্য, ৩ অবধার্য]।

প্রমোক (গোচ পূর্ব ৭।২) মোচন।

প্রমোদ (সাকৌ ১।১) আনন্দ, ২ প্রেম।

প্রমোদয় (আচ ৯।১৬৮) প্রামাণ্যের উদয়, ২ প্রকৃষ্টশোভার আবির্ভাব।

প্রমোষ (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৭৫) চৌর্য। ২ (ভা ১১।২২।২৭) ভ্রংশ—স্বামী।

প্রম্লিষ্ট (গোলী ১।৬৫) প্রমর্দিত।

প্রম্লোচ (আচ ৩।৩) প্রবাহ।

প্রম্লোচা (ভা ৪।৩০।১৩) অপ্সরা। কণ্ডুমুনির তপস্যায় বিঘ্ন করিতে প্রেরিতা হইলে ঐ মুনির সহিত বহুকাল রমণান্তে তজ্জাত গর্ভ বৃক্ষে ত্যাগ করিলে বনস্পতিগণের রাজা সোম নিজ অমৃতক্ষরণশীল তর্জনী স্পর্শদ্বারা উহাকে জীবিত রাখেন—উহাতে যে কন্যা হয়, বৃক্ষগণকর্ত্তৃক পালিতা হইয়া 'বার্ক্ষী' বা 'মারিষা' নাম পায়। ভগবদাদেশে দশ প্রচেতা বার্ক্ষীকে বিবাহ করেন।

প্রযত (ভা ৪।৮।৬২) পূত, সংযত। [২ প্রযত্নশীল]। ৩ [প্র—দানার্থক যম্+ক্ত] দত্ত।

প্রযতাঙ্গ (মালা গোবর্দ্ধন ১।৮) ভূষিতদেহ।

প্রযত্ন—প্রয়াস, ন্যায়মতে তিনপ্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবন-কারণ।

প্রযস্তি (মাম ৩।৩৮) প্রয়াস।

প্রয়াগ (ভা ৭।১৪।৩০) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমক্ষেত্র। ২ (ভাবনা ২।৪৪) প্রকৃষ্ট যাগ।

প্রযাজ (নাম ১।১৩) দর্শপৌর্ণমাসাদির অঙ্গীভূত যাগ-বিশেষ। ইহা পঞ্চপ্রকার (কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র—৩।২।১ ১৭)

—সমিধ্, তনূনপাৎ, ইড়ঃ, বর্হিঃ ও স্বাহাকার। এই পাঁচ নামের পাঁচজনই ঐ পঞ্চযাগের দেবতা।

প্রয়াণ (গীতা ৭।৩০) মৃত্যু। [২ প্রস্থান]।

প্রয়াস (উ ২) প্রাকৃত বিষয়ের জন্য অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা। [২ ক্লেশ]।

প্রয়োগ (উ ৫।৬৫) পাশক-চালনা। ২ (চৈনা ১৩) নাটকপ্রবন্ধ, ৩ নিদর্শন। [৪ অনুষ্ঠান, ৫ শব্দাদির উচ্চারণ-ভেদ]। **-যোগ্য** (গোভা ১।১।৩) উপদেশার্হ। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ সাধ্যার্থবোধক বাক্য। **-বিধি** (মালা বৃন্দা ৭) অনুষ্ঠান-প্রকার।

প্রয়োগাতিশয় (নাচ ৩৬) সূত্রধার-কর্তৃক একার্থে বাক্যপ্রয়োগ যদি অন্যার্থ সাধন করে অর্থাৎ সূত্রধারের বাক্য-প্রয়োগের উদ্বোধক বাক্যে পাত্রপ্রবেশ সূচনা করে, তবে তাহা হয় 'প্রয়োগাতিশয়'।

প্রয়োজক (হরি ৪।১৩) ণিচ্-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার হেতুকর্তা, কর্তার প্রেরক।

প্রয়োজন (গোভা ১।১।১) অন্তরে ও বাহিরে ভগবৎসাক্ষাৎকার। ২ (বৃভা ১।৬।৬২) ব্যবহার। ৩ (ভা ১২।১৩।৩) উদ্দেশ্য। ৪ [করণে ল্যুট্] হেতু, ৫ [কর্মণি ল্যুট্] কার্য। **-লক্ষণা** (শেষ ২।৮) ['লক্ষণা' শব্দ দ্রষ্টব্য]। **প্রয়োজ্য** (হরি ৪। ১৩) প্রয়োজকের অধীন কর্তা। ২ (হরি ৫।১৬৯) প্রয়োগ-যোগ্য। [৩ মূলধন]।

প্ররূঢ় (চরিত ১১২) অঙ্কুরিত। [২ বদ্ধমূল, ৩ জাত, ৪ প্রবৃদ্ধ, ৫ প্ররোহণকর্তা]।

প্ররোচনা (নাচ ২৭) দেশ, কাল, কথা, নায়ক ও সভ্যপ্রভৃতির প্রশংসা-দ্বারা শ্রোতৃগণের উন্মুখীকরণ। ২ (রত্ন ৪।১৪) রুচি। ৩ (নাম ৩। ৩৮) প্রাশস্ত্য-জ্ঞান। ৪ (নাচ ১৮৫) পরকালে ভবিষ্যমাণ বস্তুর সূচনা।

প্ররোহ (ভা ৩।৯।১৬) শাখা—স্বামী। [২ অঙ্কুর, ৩ উৎপত্তি, ৪ আরোহ]।

প্রলব্ধ (ভা ১০।২২।২২) বঞ্চিত—স্বামী। ২ উপহসিত। ৩ (ভা ৪।৭।১০) তিরস্কৃত—বি।

প্রলম্ব (ভা ১০।১৮।১৭) শ্রীবলরাম-কর্তৃক নিহত অসুর—কংসের অনুচর। ২ (বিনা ৩।৪৩) লম্বমান। [৩ লতাঙ্কুর, ৪ শাখা, ৫ হারবিশেষ, ৬ শসা]।

প্রলম্ভ (ভা ৩।১৭।২৭) উপহাস—স্বামী। [২ প্রকৃষ্ট লাভ]।

প্রলম্ভন (মুক্তা ৮।৩১) পরিহাস।

প্রলম্ভিত (ভা ১০।৬০।৪৯) উপহসিত —স্বামী।

প্রলয় (গোলী ২।১২) কল্পান্ত, ২ নিদ্রা, ৩ (গীতা ৭।৬) [প্রলীয়তে-হনেনেতি] সংহর্তা—স্বামী। ৪ (গীতা ১৪।১৪) মৃত্যু। ৫ (ভচ ২৮।১২) সর্বনাশ। ৬ (সিন্ধু ২।৩। ৫৮) যাহাতে চেষ্টা ও জ্ঞানাদির অভাব হয়, এবম্বিধ সুখদুঃখোত্থ সাত্ত্বিক ভাবই 'প্রলয়'। ভূমিতে পতনাদি ইহার অনুভাব। ভগবৎ-প্রীতিহেতুক প্রলয়ে বহিশ্চেষ্টাই লোপ পায়, কিন্তু অন্তরের ভগবৎস্ফূর্তি লুপ্ত হয় না। ৭ (সস তত্ত্ব ৬২) চতুর্বিধ প্রলয়—[১] নৈমিত্তিক—কল্পান্তে ত্রৈলোক্য-নাশ, [২] প্রাকৃতিক—পঞ্চভূতের স্বস্বকারণে লীনতা, [৩] নিত্য—পৃথিবীর নিত্য ক্ষয় এবং [৪] আত্যন্তিক—যোগি-গণের জ্ঞানোদয়ে পরমাত্মাতে লয়। মন্বন্তর-প্রলয় এই চারিটির অন্তর্গত। আকস্মিক প্রলয়ের কথাও স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সৃষ্ট্যারম্ভে, হিরণ্যাক্ষ-বধে ষষ্ঠ মন্বন্তরমধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রলাপ (উ ১১।৮৭) ব্যর্থবাক্য-প্রয়োগ। [২ রোগের উপসর্গভেদ]।

প্রলীন (ভা ১১।২৫।১১) মৃত, ২ চেষ্টাশূন্য।

প্রলূন (ভাবনা ১৪।৪১) ছিন্ন।

প্রলেপ—ব্রণাদিশোধনজন্য দ্রব্য-বিশেষে লেপন।

প্রবক (হরি ৫।২১৫) [প্রুঙ্ গতৌ +বুন্] পুনঃপুনঃ সাধুগমনকারী।

প্রবঙ্গম (ছ ৭।২৫—২৬) মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবিশেষ।

প্রবচন (ভা ১০।৮৭।১১) [কর্তরি ল্যুট্] বক্তা—জী। ২ (গোভা ৩। ৩।৫৪) ভক্তিবিহীন বেদাধ্যয়ন। ৩ (ভক্তি ২০৮) উপদেশ। ৪ (ভক্তি ৩২) প্রশংসা।

প্রবচনীয়—প্রকৃষ্টরূপে অর্থানুসন্ধান-পূর্বক বাচ্য।

প্রবণ (ভা ১০।৫৯।২৪) আয়ত্ত, বশীকৃত—সনা, জী। ২ বিনীত, নম্র। [৩ চতুষ্পথ, ৪ নিম্নস্থান, ৫ উদর, ৬ প্রগুণ, ৭ স্নিগ্ধ, ৮ ক্ষীণ, ৯ আসক্ত]। **প্রবণিত** (গোবি ৫৬) নম্রীভূত।

প্রবৎস্যৎপতিকা—যে নায়িকার পতি পরদেশে যাইবেন, তিনি।

রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ ও ভেদাদি দৃশ্য। উজ্জ্বল-নীলমণিতে উল্লিখিত নহে।

প্রবপণ (ভা ১০।৫৪।৩৫) মুণ্ডন।

প্রবয়ণ (হরি ৫।৪৬১) [প্র—অজ্ +ল্যুট্] পাচনদণ্ড, ২ প্রকৃষ্ট গমন।

প্রবয়াঃ (গোচ পূর্ব ১।১২৭) বৃদ্ধ, ২ পুরাণ।

প্রবর (ভা ৯।২৪।৫৩) বসুদেবের ঔরসে ও সহদেবার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (গোলী ১৮।৬৮) সন্ততি, ৩ গোত্র, ৪ শ্রেষ্ঠ। ৫ (হরি ৫।৪০৬) [প্র—বৃ+অল্) বস্ত্র। **-ললিত** (ছ ২।১২৮) প্রতিচরণে ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রবর্গ্য (ভা ৩।১৩।৩৯) প্রতি উপসদের পূর্বে করণীয় যজ্ঞ, মহাবীর —স্বামী। ২ (ভা ৫।৩।২) বৈদিক কর্মবিশেষ—স্বামী। ৩ (তত্ত্ব ২০) প্রাণবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রবর্ত্তক (নাচ ৩৩) সূত্রধার-কর্ত্তৃক বর্ণিত কাল আশ্রয় করিয়া যদি রঙ্গমঞ্চে পাত্রের প্রবেশ হয়, তবে তাহাকে 'প্রবর্ত্তক' বলে। [২ প্রবৃত্তি-জনক]।

প্রবর্ষণ (ভা ১০।৫২।১০) পশ্চিম-ভারতীয় পর্বত।

প্রবর্হ (গোচ পূর্ব ৩১।৬৯) শ্রেষ্ঠ।

প্রবর্হণ (হব ২।১০২।১৮) সংগ্রাম।

প্রবসন (গোপা ১৮) নিঃসারণ, ২ (সক জী ২৩৯) প্রবাস।

প্রবহণ—মনুষ্য-বাহ্য বস্ত্রাচ্ছাদিত স্ত্রী-বাহন [ডুলি, পাল্‌কি]।

প্রবহ্লিকা (গোচ পূর্ব ৩।৩৭) প্রহেলিকা।

প্রবাণী (হরি ৭।১৮০) [প্র—বেঞ্ ধাতোরধিকরণবাচি ল্যুট্ ঙীপ্] মাকু [তন্তুবায়-শলাকা]।

প্রবাত (উ ৪।৪২) প্রকৃষ্ট বায়ু-চালিত।

প্রবাদ—পরম্পরাগত বাক্য, ২ লোক-প্রসিদ্ধা জনশ্রুতি, ৩ পরস্পর কথোপ-কথন।

প্রবাস (সিন্ধু ৩।৫।৩১) সঙ্গবিচ্যুতি ; ২ (উ ১৫।১৫২—১৫৬) পূর্বে প্রাপ্ত-সঙ্গ নায়ক-নায়িকার দেশান্তরাদি-(গ্রামান্তর, বনান্তর ও স্থানান্তর)-হেতুক ব্যবধান। ইহাতে হর্ষ, গর্ব, মদ ও ব্রীড়া ব্যতীত শৃঙ্গার-রসোপ-যোগী যাবতীয় ব্যভিচারিভাবই ধর্ত্তব্য। এই প্রবাস বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক-ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটি আবার কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর-ভেদে দ্বিবিধ।

প্রবাসের দশ দশা (উ ১৫।১৬৭) চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ এবং মৃত্যু।

প্রবাসন [প্র—বস+ণিচ্ ভাবে ল্যুট্] বিদেশে বাস করান, ২ বধ। ৩ নির্বাসন। **প্রবাসী**—বিদেশবাসী।

প্রবাস্য—পুর হইতে নির্বাসনযোগ্য।

প্রবাহ (ভা ১১।২৭।৪৭) সততানু-বৃত্তি। ২ (মুক্তা ৭।৩৯) নির্বাহ। ৩ প্রবৃত্তি, ৪ জলস্রোত, ৫ ব্যবহার, ৬ উত্তম ঘোটক।

প্রবাহিকা (হরি ৫।৪।৩) [প্র—বহ—ণিচ্+ণ্বুল্—আপ্] গ্রহণী-রোগ।

প্রবাহী—বালুকা।

প্রবাহে মূত্রিত (হরি ৬।৯১) অতি-ব্যর্থ কর্ম।

প্রবিভাগ (রত্ন ৭।১) পরিচ্ছিন্নতা।

প্রবিষ্ট (ভা ২।৯।৩৩) অদৃশ্য, সূক্ষ্ম-রূপ—শ্রীনি।

প্রবিষ্টক (উ ৫।৭ টী) মথুরায় গোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম। গোবর্দ্ধন গিরির উপত্যকাস্থিত 'পরাসৌলী'-নামক রাসস্থলীতে 'প্রবিষ্টক' বা 'পেঠো'-নামক বনে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বাহু আবিষ্কৃত হইলে অন্যান্য গোপীগণ নারায়ণ বলিয়া অবধারণ করিলেও কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সমীপে চতুর্বাহুতা রাখিতে পারিলেন না—বি।

প্রবীণ (ভচ ১৫) সমর্থ, ২ (গোলী ৭।৪২) প্রশস্ত।

প্রবীর (ভা ৯।২০।২) সোমবংশ্য প্রচিন্বানের পুত্র। [২ প্রকৃষ্ট বীর, ৩ উত্তম]।

প্রবীরক (ভা ১২।১।৩১) কিলকিলা-পুরীর রাজা।

প্রবৃক্ণ (ভা ১০।৬৩।৪৮) ছেদিত।

প্রবৃত্ত (ভা ১০।১৬।৪৪) জ্যোতি-ষ্টোমাদি, কাম্যকর্ম। [২ আরব্ধ]।

প্রবৃত্তক (ছ ৬।১৯) চতুষ্পাদ মাত্রাবৃত্ত।

প্রবৃত্তি (বৃভা ১।৬।৮) বার্ত্তা। ২ (রত্ন ১।৮) রাগজন্য প্রযত্নবিশেষ। ৩ (ভা ১১।১২।১৩) গৃহস্থধর্ম—বি। ৪ (নাম ৩।৩) অনুষ্ঠান। [৫ প্রবাহ, ৬ হস্তিমদ]। **-নিমিত্ত** (রত্ন ৩।১২) অভিধেয়, বাচ্যার্থ। 'প্রবৃত্তেঃ শব্দানামর্থবোধনশক্তেঃ নিমিত্তং প্রয়োজকম্'। (শেষ ২।৮) যে অর্থ অবলম্বনে শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহাকে 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত' বলে। গোশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত গোত্বজাতি,

কিন্তু গম্‌ধাতু ডোস্‌ প্রত্যয়ান্ত করিয়া 'গমনকর্ত্তা' অর্থে হয় 'ব্যুৎপত্তি-নিমিত্ত'। **-মার্গ** (ভা ১১।২১। ১৯) স্বর্গাদিকামনা-মূলক অনুষ্ঠান। **-লক্ষণ** (ভা ১১।২৫।৮) কাম্যধর্ম। **-বিজ্ঞান** (গোভা ২।২।৩১) ব্যষ্টি-বিজ্ঞান। **-হারী** (বৃভা ১৬।৮) গুপ্তবার্ত্তার বহিঃপ্রকাশক।

প্রবৃদ্ধ (গীতা ১১।৩২) অত্যুৎকট—স্বামী। ২ বৃদ্ধিযুক্ত।

প্রবেক (আচ ১।৫৩) শ্রেষ্ঠ, মুখ্য।

প্রবেণি [-ণী] গজস্কন্ধস্থিত বিচিত্র কম্বল, ২ জলাদিপ্রবাহ।

প্রবেশক (নাচ ৪০৫, চৈনা ৩।১৬) নাটকে দুই অঙ্কের মধ্যস্থলে কেবল নীচপাত্রদ্বারা আবির্ভাবিত ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দ্দেশক কথাংশকে নাট্যশাস্ত্রে 'প্রবর্ত্তক' বলে। ২ (গোচ উত্তর ৭।২) দূত, প্রবেশদ্বার।

প্রবেশন—প্রধানদ্বার, সিংহদ্বার; ২ প্রবেশ।

প্রবেষ্ট (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৩) বাহু। ২ (আচ ৩।১৪) প্রকৃষ্টবেষ্টন। ৩ হস্তিদন্ত-মাংস, ৪ গজপৃষ্ঠ-স্থান।

প্রব্রজন, প্রব্রজ্যা (ভা ১।২।২) সন্ন্যাস—স্বামী।

প্রব্রাজ [প্র—ব্রজ+ভাবে ঘঞ্‌] —সন্ন্যাস। ২ [আধারে ঘঞ্‌] অতিনিম্নস্থান।

প্রশম (ভা ১।১।১৫) শ্রীভগবদেক-নিষ্ঠবুদ্ধিতা। ২ (ভা ১০।২৫।১৭) প্রকৃষ্টশান্তি, ৩ (অকৌ ১।৩) নাশ। ৪ (হ ১১।৬৬৬) [প্রকৃষ্টঃ শমঃ সুখং যস্মাৎ সঃ] প্রেম। ৫ (ভা ৯।২৪। ৫০) শান্তিদেবার গর্ভে জাত, বসু-দেবের পুত্র। [৬ শান্তি, ৭ নিবৃত্তি]।

প্রশমন—বধ, ২ শান্ততাকরণ, ৩ শান্তি।

প্রশমায়ন (ভা ১।১।১৫, হ ১১।৬৬৬) [প্রকৃষ্টশান্তিরূপময়নং বর্ত্ম শরণাপত্তি-লক্ষণং যস্য] প্রকৃষ্টশান্তিরূপ শরণা-পত্তি-লক্ষণ পথের পথিক। ২ [প্রশমোঽয়নং শরণাপত্তি-সাধনং যস্য] প্রকৃষ্ট শমই শরণাপত্তির সাধন যাঁহার। ৩ [প্রকৃষ্টঃ শমঃ সুখং যস্মাৎ স প্রশমঃ প্রেমা তময়ন্তে প্রাপ্নুবন্তীতি] প্রেমিক।

প্রশস্ত (গীতা ১৭।২৬) মাঙ্গলিক—স্বামী। [২ শ্রেষ্ঠ, ৩ প্রশংসনীয়] **-পাত্র** (কৃজ ৫০—৫১) দেবপূজান্তে বা অভিষেকান্তে মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, সিদ্ধান্ন (পকান্ন), স্বর্ণ, রূপ্য, তাম্র, সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ), দর্পণ, দীপ-প্রভৃতিতে শোভিত পাত্র-বিশেষ। প্রতি দ্রব্য ও শেষে প্রশস্ত-পাত্রটিকে মস্তকে ধরিয়া বন্দনা করিতে হয়। **-বাচক শব্দ** (হরি ৬।২৯) মতল্লিকা, মচর্চিকা, প্রকাণ্ড, উদ্ঘ, তল্লজ প্রভৃতি। উত্তর-পদে থাকিয়া শ্রেষ্ঠার্থবাচক যথা—ব্যাঘ্র, পুঙ্গব, ঋষভ, কুঞ্জর, সিংহ, শার্দুল, নাগ ইত্যাদি। যথা বিপ্রবৃষভ, বিপ্রতল্লজ ইত্যাদি।

প্রশস্তি (গৌকৃ ৭।১৮) প্রশংসনীয়তা। ২ (নাচ ২৩২) সম্যক্‌ মঙ্গলের কথন। ৩ (বিনা ২।৩২) স্তুতি। ৪ (মালা রা ২) বংশ-শ্লাঘা।

প্রশস্য—প্রশংসনীয়।

প্রশাম্‌ (হরি ১।১০৮) [প্র—শম্‌+ক্বিপ্‌] প্রকৃষ্টরূপে শাম্যতাপ্রাপ্ত। ২ সামর্থ্য।

প্রশান্ত (ভা ১০।৬৩।২৫) সর্ববিকার-রহিত। ২ প্রকৃষ্টসুখ-স্বরূপ—জী। ৩ (ভা ১১।১৪।৩৭) অনুগ্র—বি। অক্রোধন। ৪ (ভা ৫।৫।২) ভগব-ন্নিষ্ঠবুদ্ধি। **প্রশান্তি** (ভা ১০।৮০। ৪৩) প্রকৃষ্ট সুখ—সনা। ২ (ভা ১২।৮।৩৯) মোক্ষ। ৩ (ভা ৩।১৭। ৩০) নাশ—বি।

প্রশাসন (গোভা ১।৩।১১) আজ্ঞা।

প্রশাস্তা—ঋত্বিক্‌, ২ মিত্র, ৩ শাসনকর্ত্তা।

প্রশ্ন (ভা ১১।১৯।২৯) পৃষ্ট অর্থ—স্বামী। ২ (হরি ৫।৪৩৫) [প্রচ্ছ+ভাবে নঙ্‌] জিজ্ঞাসা। ৩ উপনিষদ্‌-বিশেষ। **-দূতী**—প্রহেলিকা।

প্রশ্নোত্তরসম (আচ ১৯।৯৬) যে বাক্যে প্রশ্নের ও উত্তরের বর্ণশ্রুতির একরূপতা থাকে, তাহাকে 'প্রশ্নোত্তরসম' বলে। 'কোমলধীঃ কোমলধীঃ কা মহিতা হন্ত কামহিতা।' এই বাক্যে প্রশ্ন 'কঃ অমলধীঃ?' উত্তর 'কোমলধীঃ'—ইহাতে প্রশ্নোত্তরে একরূপ বর্ণরাজি প্রযুক্ত হইয়া চমৎকারিতা বহন করিতেছে। প্রশ্ন—অমলবুদ্ধি কে? উত্তর—যে কোমল-বুদ্ধি।

প্রশ্রথ (হরি ৫।৪১০) [প্র—শ্রন্থ মোচনে+ঘঞ্‌] শৈথিল্য।

প্রশ্রয় (প্রীতি ১১৬) বিনয়, ২ লজ্জালুতা, ৩ যথাযুক্ত সর্বমানদাতৃত্ব, ৪ প্রিয়ংবদত্ব। ৫ (ভা ৪।১।৫২) ধর্মপ্রজাপতির ঔরসে ও হ্রীর গর্ভে জাত পুত্র। **-ভক্তি** (প্রীতি ২১৮) গৌরবপ্রীত বা লাল্যগণের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া প্রীতি। পরমেশ্বর ও নরাকার-

রূপে স্ফুরিত লালক শ্রীকৃষ্ণই বিষয় এবং লাল্যবর্গ—আশ্রয়। লাল্যবর্গ ত্রিবিধ—পরমেশ্বরাকারাশ্রয় ব্রহ্মাদি, শ্রীনরাকারাশ্রয়—শ্রীমদ্দশাক্ষরধ্যানে অবস্থিত গোপবালকগণ এবং উভয়াশ্রয়—শ্রীদ্বারকাজাত পুত্র, অনুজ, ভ্রাতুষ্পুত্রাদি। **প্রশ্রিত** (ভা ১।৫।২৯) বিনীত।

প্রশ্লথ—প্রকৃষ্টরূপে শিথিল।

প্রশ্লিষ্ট—সুসংবদ্ধ।

প্রষ্ঠ (গোচ উত্তর ৩৭।১৪০) অগ্রগণ্য। ২ প্রথম। ৩ শ্রেষ্ঠ। **-বাট্** (গোচ পূর্ব ১২।৪১) শিক্ষাদানার্থ যুগপার্শ্বে বদ্ধ বৃষ।

প্রষ্ঠৌহী (গোলী ১৯।১০০) বালগর্ভিণী গৌ।

প্রসংখ্যান (ভা ১১।১৬।৩৬) পরিগণনা, [২ সম্যগ্‌জ্ঞান, ৩ প্রকৃষ্ট সংখ্যাযুক্ত]।

প্রসক্ত—নিত্য, ২ প্রসঙ্গ-বিষয়।

প্রসক্তি—প্রসঙ্গ, ২ আপত্তি, ৩ অনুমিতি, ৪ অতিব্যাপ্তি।

প্রসঙ্গ (ভা ১০।৯০।২০) গাঢ় আসক্তি, ২ প্রস্তাব, ৩ (ভাবনা ৬।৭১) সম্বন্ধ। ৪ (নাচ ১৭৪) প্রস্তুত বিষয়ের শান্তি বা পিত্রাদি গুরুজনের কীর্তনই নাট্যশাস্ত্র-মতে 'প্রসঙ্গ'। [৫ অনুরাগ, ৬ মৈথুনাসক্তি, ৭ প্রাপ্তি]।

প্রসঙ্গর (আচ ১৭।২২৬) প্রকৃষ্ট সঙ্গদায়ক, ২ কামযুদ্ধ।

প্রসঙ্গি (অকৌ ৮।১৪) সজাতীয়-বহুল, রূপকালঙ্কারের প্রকার-বিশেষ।

প্রসজ্যপ্রতিষেধ (শেষ ৫।১২) যে স্থলে নঞ্‌-সমভিব্যাহৃত পদার্থ অপ্রধান এবং নঞর্থ প্রধান হইবে অথচ ক্রিয়ার সহিত নঞের অন্বয় থাকিবে, সেই স্থলে নঞ্‌ 'প্রসজ্য-প্রতিষেধ' হয়। 'অমুক্তা' এই পদে নঞে অভাব প্রধান মোচন-ক্রিয়ান্বয়ী হইয়া প্রসজ্যপ্রতিষেধের স্থল করিয়াছে। এরূপ স্থলে সমাস অবিহিত। 'ন-দৃপ্তনিশাচর' এই পদই প্রসজ্যপ্রতিষেধের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল।

প্রসত্তি (মাম ৭।১২৪) প্রসন্নতা। ২ নির্মলতা।

প্রসন্ন (ভা ১১।২৫।১৫) স্বচ্ছ, ২ শোভমান। ৩ সন্তুষ্ট। **-মনাঃ** (ভা ১।২।২০) উৎপন্নরতি—বি।

প্রসভ (গোলী ৮।২০) হঠাৎ। ২ বলাৎকার।

প্রসর (ভা ১০।৪৬।২৭) বেগ, ২ প্রবাহ। ৩ (গোচ পূর্ব ২৮।১) প্রণয়। ৪ (অকৌ ৭।১৮) জঙ্গম। ৫ (আচ ৭।১৬৭) প্রকাশ। ৬ (হরি ৪।৭) বিস্তার, উপচয়। [৭ সমূহ, ৮ বৃদ্ধ]।

প্রসর্প (গোবি ১২) শ্লাঘ্যা গতি। ২ (মালা ছ ১৮) সঞ্চালন। গমন।

প্রসব (হলী ৪।১) প্রসূতি, ২ উপচয়। ৩ (নিধি ১৮৬) পুষ্প, ৪ (হ ৩। ৮২) ফল। [৫ অপত্য, ৬ কার্য]।

প্রসহ্য [ব্য] হঠাৎ, বলপূর্বক। ২ প্রকৃষ্টরূপে সহনশীল।

প্রসাদ (ভা ৪।১।৫০) ধর্মপ্রজাপতির পুত্র। ২ (ভা ১০।১৪।২৯) প্রসন্নতা, ৩ কৃপা, ৪ ভগবানের অধরামৃত—সনা। ৫ (হরি ৩।১৬৫) প্রক্রিয়া-কৌমুদীর উপর বিট্‌ঠল্‌-স্বামিকৃত টীকা। ৬ (সাকৌ ৭।৫) স্বচ্ছতা। ৭ (শেষ ৭।১১,১৫) অর্থ-বৈমল্য, ওজোমিশ্রিত-শৈথিল্য। কাব্যের যে গুণ চিত্তকে দ্রুত প্রসাদিত অর্থাৎ রচনার আস্বাদ্য ব্যঙ্গ্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করাইয়া চিত্তকে নির্মল করে, তাহাই 'প্রসাদগুণ'। ৮ (নাচ ২১৩) শুশ্রূষাদিদ্বারা প্রাপ্ত প্রসন্নতাকে নাট্যশাস্ত্রে 'প্রসাদ' বলা হয়। **-ন** (ভাবনা ২।২৩) অপরাধ ক্ষমাপণদ্বারা প্রসন্ন করা। **-না**—সেবা। **-রচনা** (আচ ১।১৪৪) উল্লাসদ্যোতক বাক্য, ২ প্রফুল্লতা-পরিপাটী। **-বৈশিষ্ট্য** (বৃভা ২।১।৮৫) স্থানবিশেষে, কাল-বিশেষে ও সঙ্গবিশেষে শ্রীভগবানের প্রসাদ-বিশেষও অবশ্যম্ভাবী। **-সম্মুখ** (চৈভা মধ্য ১৭।৭৫) কৃপোন্মুখ।

প্রসাদিত (বৃভা ২।১।১১৯) সন্তোষিত, ২ কৃপাবিশেষে উন্মুখীকৃত।

প্রসাধন (ভা ১২।২।৫) অলঙ্কার। ২ (সিন্ধু ২।১।৩৪৬) বসন, আকল্প ও ভূষণাদি। অরুণ,কুঙ্কুম ও হরিতালাদি-বর্ণবিশিষ্ট সময়োপযোগী 'যুগ,' 'চতুষ্ক' ও 'ভূয়িষ্ট'-ভেদে বসন ত্রিবিধ। কেশবন্ধনাদি, আলেপ এবং কিরীটাদি ভূষণ। [৩ নিষ্পাদন, ৪ সিদ্ধি]।

প্রসাধিত (ভা ১০।৪৮।৫) যোগ্যতা-প্রাপিত—স্বামী। [২ অলঙ্কৃত। ৩ নিষ্পাদিত]।

প্রসার (শ্যা ৬০, ৬৪) গতি, ২ বিস্তার। ৩ (মুক্তা ১১।১৮) প্রসাধন। **প্রসারিণী**—লজ্জালু লতা।

প্রসিত (মাম ৬।৮৫) প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ, ২ (গোচ পূর্ব ৬।৩৭) অনুরক্ত। [৩ অত্যন্ত-শুভ্র]।

প্রসিদ্ধ (ভা ১১।২৭।১৫) প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ সুশোভন—স্বামী।

[২ বিখ্যাত]।

প্রসিদ্ধি (নাচ ৩১৯) লোকবিখ্যাত অর্থসমূহ দ্বারা স্বার্থ-প্রসাধনকে নাট্য-শাস্ত্রে 'প্রসিদ্ধি' বলে। ২ (চৈত ২।৭।৪৯) প্রবৃত্তি। [৩ খ্যাতি, ৪ ভূষণ]। **-ধূতত্তা** (অ কৌ ১০। ২৮) কবি-সমাজে প্রসিদ্ধ বিষয়ের অন্যথা বর্ণনকে 'প্রসিদ্ধি-ধূতত্তা' দোষ কহে। নূপুরের ধ্বনিতে 'রণিত,' বিহগের শব্দে 'কূজিত', মেঘশব্দে 'স্তনিতাদি', ভেরীশব্দে 'ভাঙ্কৃতি,' সুরতশব্দে 'মণিত' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ না করিলেই 'প্রসিদ্ধি-ত্যাগ'-নামক বাক্যদোষ ঘটে। **-বিরুদ্ধতা** (অকৌ ১০।৩৫) কবি-(লোক)-সম্প্রদায়-প্রসিদ্ধ বস্তুর বিপরীত বর্ণনাকে 'প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা' নামক অর্থদোষ বলে।

প্রসুপ্ত (ভা ৪।৯।৬) লীন।

প্রসুশ্রুত (ভা ৯।১২।৭) সূর্যবংশ্য মরুর পুত্র।

প্রসূ (হরি ৫।২৭১) [প্র—সূঞ্ প্রাণি-গর্ভবিমোচনে+ক্বিপ্] মাতা। ২ ঘোটকী, ৩ কদলী, ৪ লতা।

প্রসূতি (ভা ৩।১২।৫৫) স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে জাতা কন্যা—ব্রহ্মপুত্র দক্ষের পত্নী। ২ (ভা ১০।২।২৮) কারণ—স্বামী, ৩ স্বতন্ত্র কর্তা—বল। ৪ (যাম ৮।৭৮) কন্যা। ৫ (কৃষ্ণ ১১৯) অভিব্যক্তি। [৬ প্রসব, ৭ পুত্র, ৮ মাতা]। **-কা** (হ ১৫।৪৩১) প্রসূত-কন্যকা। ২ সদ্যো-জাতা। **-জ**—দুঃখ, ২ প্রসবজাত-মাত্র। **-প্রসব** (ভা ৪।১।১৯) পুত্র-পৌত্রাদি-বিস্তার—স্বামী।

প্রসূন (গোলী ২।২৬) পুষ্প, ২ (আচ ৫।৪৬) ফল। [৩ জাত]। **-কোদণ্ড** (গোবি ৪৭), **-চাপ** (চৈকা ৩১) কামদেব। **প্রসূনাম্বু** (ভাবনা ২। ১৬) গোলাপ জল। **প্রসূনেষু** (মালা খ ৫) কামদেব।

প্রসৃত (ভাবনা ৪।৬২) নির্গত, ২ ব্যাপ্ত। [৩ পলদ্বয়, ৪ বিহিত, ৫ প্রসরণযুক্ত, ৬ বেগিত, ৭ নিযুক্ত]।

প্রসৃতা (গোলী ১৩।২৬) জঙ্ঘা।

প্রসৃতি (ভা ১০।৮১।৫) চতুর্মুষ্টি-পরিমাণ। ২ (হ ৩।১৮২) অর্দ্ধাঞ্জলি।

প্রসৃমর (আরা ২৫৫) প্রসরণশীল। ২ (গোলী ২০।৫৫) নির্গত।

প্রসেন (ভা ৯।২৪।১৩) চন্দ্রবংশীয় নিঘ্নের পুত্র—সত্রাজিতের ভ্রাতা, ভ্রাতৃদত্ত স্যমন্তক গলদেশে বন্ধন করত মৃগয়াকালে সিংহ-কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। **-জিৎ** (ভা ৯।১২।৮) সূর্যবংশ্য বিশ্ববাহুর পুত্র।

প্রস্কণ্ব (ভা ৯।২০।৭) মেধাতিথির পুত্র ঋষি।

প্রস্কন্ন (ভা ৮।৭।৪৬) ক্ষরিত। ২ (ভা ৫।১৪।২৭) অপগত।

প্রস্খলৎপ্রকর্ষতা (অ কৌ ১০।২৬) যে বাক্যে অনুপ্রাসাদির প্রকর্ষ ক্রমশঃ পতিত হয় বা যে স্থলে ক্রমে রচনার শিথিলতা দৃষ্ট হয়—তাহাকে 'পতৎ-প্রকর্ষত্ব' বা 'প্রস্খলৎপ্রকর্ষতা' বলে।

প্রস্তর (নিধি ১৮০) পল্লবাদি-রচিত শয্যা। ২ (হরি ৫।৩৯৪) [প্র—স্তৃ+অচ্] কুশমুষ্টি, ৩ পাষাণ, ৪ মণি।

প্রস্তরণ (হ ১৯।৩৮০) আচ্ছাদন।

প্রস্তার (হরি ৫।৩৯৩) [প্র স্তৃ+ঘঞ্] পুষ্পাদি-শয্যা, ২ ছন্দঃপ্রকার, ৩ তৃণবন, ৪ বিস্তার।

প্রস্তাব (ভা ৫।১৫।৬) দেবকুল্যার গর্ভে উদ্‌গীথের পুত্র। ২ (হরি ৫।৩৮৯) [প্র—ষ্টুঞ্+ঘঞ্] প্রসঙ্গ, ৩ প্রকরণ, ৪ অবসর। ৫ (গোভা ১।১। ২৩) সামের অবয়ব-বিশেষ—প্রস্তোতা ঋত্বিক্-কর্তৃক গেয় সামের প্রথমাংশ।

প্রস্তাবনা (নাচ ১৬, ৪৩-৪৪) প্রতি-পাদ্য বিষয়ের ভূমিকা-রচনা। ইহার প্রারম্ভে নান্দী পাঠ্য। আমুখের ভেদ। বীররস ও অদ্ভুতাদি রসপ্রধান নাটকে ইহার প্রচলন হয়। নটী, বিদূষক ও পারিপার্শ্বিক যদি সূত্রধারের সহিত কথাবার্তা বলেন, অথচ সেই উক্তি-প্রত্যুক্তি স্বকার্যোত্থ এবং প্রস্তুত বিষয়ের আক্ষেপক হয়, তাহাতে বিচিত্রবাক্য থাকে, তবে সেই আমুখই 'প্রস্তাবনা' হয়।

প্রস্তীত, প্রস্তীম (হরি ৫।৪৫) [প্র—স্ত্যৈ শব্দসংঘাতয়োঃ+ক্ত] প্রকৃষ্ট-রূপে নিনাদিত, ২ স্তূপীকৃত।

প্রস্তুত (লনা ৭।২৩) উপস্থিত কর্তব্য, সম্প্রতি প্রাপ্ত। ২ প্রাসঙ্গিক, ৩ প্রকরণোচিত, ৪ উদ্যত, ৫ প্রতিপন্ন, ৬ প্রকৃষ্টরূপে স্তুত।

প্রস্তুতাঙ্কুর (কাব্য ৯।৯) যদি বর্ণ্যমান প্রস্তুত বিষয়দ্বারা অভিপ্রেত অন্য প্রস্তুত বস্তুও ব্যঞ্জিত হয়, তবে 'প্রস্তুতাঙ্কুর'-নামা অলঙ্কার ঘটে।

প্রস্তৃত [প্র—স্তৃ+ক্ত] অস্তরিত, ২ প্রকৃষ্টরূপে বিস্তারিত।

প্রস্তোতা—সাম-গায়ক, ২ প্রকৃষ্ট স্তোতা।

প্রস্তোভ (ভা ৯।১৯।২৬) নিবৃত্তিমার্গে প্রোৎসাহন—স্বামী। ২ উপালম্ভন—জী। **প্রস্তোভন** (ভা ১০।২৯। ৪৬ টী) উৎসাহ-বাক্য। **প্রস্তোভিত**

(প্রীতি ৩৭৮) উপহসিত। ২ (ভা ১০।৬৬।২) প্রশংসাদ্বারা উৎসাহিত—স্বামী।

প্রস্থ (আচ ১৩।৩) পর্বতের সানুদেশ। ২ (হ ৬।৮১) [গোপথ-ব্রাহ্মণানুসারে] বত্রিশ পল। [৩ প্রকৃষ্টস্থিতিযুক্ত, ৪ গমনকৃৎ, ৫ বিস্তার]।

প্রস্থান (গৌকৃ ৭।৪৭) মার্গ, ২ গমন। ৩ উপদেশোপায়। -ত্রয় সর্বপ্রমাণ-চূড়ামণি বেদের ত্রিবিধ-প্রস্থান ; শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতি। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণসমূহ শ্রুতি-প্রস্থান, মীমাংসা-দ্বয় ন্যায়-প্রস্থান এবং ইতিহাস ও পুরাণাদিকে স্মৃতি-প্রস্থান বলে। শ্রুতিপ্রস্থানে কর্ম ও ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, ন্যায়ে উহাদের বিচার এবং স্মৃতিতে উভয় প্রস্থানের তাৎপর্য অবধারিত হইয়াছে। সুতরাং ত্রিবিধ প্রস্থানই একার্থ-প্রতিপাদক।

প্রস্নব (অকৌ ৮।৩৬) প্রবাহ। ২ (মাস ৮।৪৯) ক্ষরণ।

প্রস্ফার (আচ ১।৩২) প্রবৃদ্ধ। ২ (আচ ৭।২২) বিস্তার।

প্রস্যন্দ—প্রকৃষ্ট ক্ষরণ। ২ স্যন্দমান ঘৃতাদি।

প্রস্রবণ—অবিচ্ছেদে জলধারাপাত, ২ ঝরণা।

প্রস্বাপনাস্ত্র (অকৌ ৮।৯) জৃম্ভণাস্ত্র।

প্রস্বিন্ন (স্তব ১৩।৪০) ঘর্মাক্ত। ২ (বিনা ৬।৮) ক্ষরিত।

প্রহত—বিতত, ২ ক্ষুণ্ণ।

প্রহরণ (ভা ১০।৬১।১৭) ভদ্রাদেবীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র। [২ অস্ত্র, ৩ কর্ণীরথ, ৪ যুদ্ধ, ৫ প্রহার]। -কলিকা (ছ ২।১০১) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

প্রহররাজ (চৈচ মধ্য ১০।৪৬) উৎকলে রাজগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে মৃত রাজার মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিকাল হইতে পরবর্তী উত্তরাধিকারির সিংহাসনে আরোহণ বা অভিষেকের পূর্বপর্যন্ত এক প্রহরকাল ব্যাপিয়া রাজকুলপুরোহিত-বংশের কোন ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিবেন—যাহাতে রাজসিংহাসন শূন্য না থাকে। ঐ পুরোহিতগণই বংশানুক্রমে 'প্রহররাজ' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রহরাজ—শ্রীজগন্নাথদেবের শয়নকালে বেদপাঠক সেবক।

প্রহরী—যামিক, ২ একপ্রহরের অধিকারী, ৩ সৈন্য।

প্রহর্ষণ (সা কৌ ১১।১০, কাব্য ৯। ৫১) বাঞ্ছিত বস্তুর অধিক প্রাপ্তি-বর্ণনায় 'প্রহর্ষণ'-নামা অলঙ্কার হয়। 'স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহম্' [হরিভক্তি-সুধোদয়ে ৭।২৮]—এই বাক্যে শ্রীধ্রুবের বাঞ্ছাতিরিক্ত ভগবৎ-প্রাপ্তি-বর্ণনায় প্রহর্ষণ-অলঙ্কার হইল। ২ উপায় বিনা ফলসিদ্ধি হইলে এবং উপায়সাধক যত্ন হইতে ফলোপায়-নিরপেক্ষ যদি সাক্ষাৎপ্রাপ্তিই বর্ণিত হয়—তবেও 'প্রহর্ষণ'-নামা অলঙ্কার হইবে।

প্রহর্ষিণী (ছ ২।৯৫) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

প্রহসন (চন্দ্রা ১২) অবজ্ঞা। ২ (নাচ ৪৬) ভাণের ন্যায় মুখ-নির্বহণ-সন্ধি-যুক্ত যথাসম্ভব লাস্যাঙ্গ-বিশিষ্ট একাঙ্ক কবি-কল্পিত নিন্দ্যজনগণের চরিত্র-মূলক রূপক-বিশেষ। [৩ পরিহাস, ৪ আক্ষেপ]।

প্রহসিত (ভা ৩।২৮।৩৩) উচ্চ হাস্য, ২ (ভা ১০।৩১।১০) উদ্ভট হাস্য—স্ত্রী। ৩ (ভা ১০।৬৫।১৫) স্মিত—স্ত্রী।

প্রহস্ত (ভা ৯।১০।১৮) শ্রীরামহস্তে নিহত রাক্ষস, রাবণের সেনাপতি। [২ চপেট]।

প্রহাণ (গোভা ১।১।১) পরিত্যাগ।

প্রহাণি—অপচয়।

প্রহাপিত (গোচ উত্তর ৩২।৯৪) প্রদত্ত, প্রেরিত।

প্রহাব (হরি ৫।৪২৫) [প্র—হ্বেঞ্ +ঘঞ্] প্রকৃষ্ট আহ্বান।

প্রহাস (অকৌ ৫।৯) যে হাস্যে শরীর ঘর্মাক্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ ও অশ্রুপূর্ণ হয়, উৎকট শব্দের সহিত মুখগহ্বর বিস্তৃত ও দন্তপঙ্ক্তি প্রকাশিত হয়—তাহাই 'প্রহাস'। ইহা কিন্তু অধম। [২ শিব, ৩ নট, ৪ অট্টহাস]। -প্রিয় (আচ ১৫।১৮৮) বিদূষক।

প্রহি (আচ ১২।১১৬) [প্র—হ্ন+ আধারে ইন্ ডিচ্চ] কূপ।

প্রহিত (গোলী ৬।৮৩) প্রেরিত। নিক্ষিপ্ত, দত্ত। ২ (আচ ৫।২৪) প্রকৃষ্ট হিতকর।

প্রহীণ (হরি ৫।৩৪) [প্র—ওহাক্ ত্যাগে+ক্ত] প্রকৃষ্টরূপে ত্যক্ত।

প্রহুত (ভা ৭।১৫।৪৯) বলিহরণ—স্বামী। ভূতযজ্ঞ।

প্রহেতি (ভা ১২।১১।৩৪) রাক্ষস। ২ (ভা ৬।১০।২০) দৈত্য। ইহার সহিত সমুদ্রমন্থনকালে মিত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল (ভা ৮।১০।২৮)।

প্রহেলিকা (শেষ ৪।১৬) বাক্য-চাতুরী অর্থাৎ অভিপ্রেতার্থ-গোপন-কারী বাক্যই প্রহেলিকা। 'প্রহেলিকা

তু সা জ্ঞেয়া বচঃসংবৃতিকারি যৎ।' 'অভিপ্রেতার্থ-সংবরণকারিবচনবিন্যাসঃ প্রহেলিকা' ইত্যাদি উহার লক্ষণ। দণ্ডি-প্রভৃতি ইহার অলঙ্কারত্ব স্বীকার করিলেও ধ্বনিপ্রস্থানে ইহার সমাদর নাই। উক্তিবৈচিত্র্য ব্যতীত ইহাতে রসের কোনই সামগ্রী নাই। ইহা বিবিধ—চ্যুতাক্ষরা, দত্তাক্ষরা, চ্যুত-দত্তাক্ষরা, ক্রিয়াকারকগুপ্তি প্রভৃতি। শ্রীরাধাকৃষ্ণগোষ্ঠীতেই ইহার রসতা-পত্তি স্বীকার্য।

প্রহ্লত্তি (হরি ৫।৪৩৮) [প্র—হ্লাদি +ক্তি] সুখ, আহ্লাদ। **প্রহ্লন্ন** (গোচ পূর্ব ৩।৩৭) আহ্লাদিত। **প্রহ্লাদ** (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৩) আহ্লাদ, ২ হিরণ্যকশিপুর পুত্র—মহাভাগবত।

প্রহ্ব (মুক্তা ৭।৩০) নম্র। ২ (হ ১০।৫০৬) নমস্কার। [৩ আসক্ত]। **প্রহ্বণ** (ভা ১০।৪৭।৬৬) ভক্তিপূর্বক প্রণাম—সনা। ২ নম্রতা—জী। **প্রহ্বা** (গোচ পূর্ব ১৩।২৭) নতি। **প্রহ্বী** (হ ৫।১৪০) পীঠন্যাসে প্রোক্ত নবশক্তির ষষ্ঠী। ২ (ভক্তি ৯৮) বিচিত্র অনন্ত সামর্থ্যের হেতুভূতা শক্তি—জী। **প্রহ্বীভূত** (ভা ১১।২১।২৫) নম্রীভূত।

প্রাংশু (ভা ৯।২।২৪) সূর্যবংশ্য বৎসপ্রীতির পুত্র। ২ (গৌকৃ ১১।৫৪) উন্নতকায়। ৩ (আচ ৯।২৮) অত্যুৎকৃষ্ট-কিরণযুক্ত।

প্রাকরণিক—প্রকরণ-প্রাপ্ত।

প্রাকষিক—স্ত্রীগণের নর্তক। ২ পরদারোপজীবী।

প্রাকাম্য (আচ ৮।১৪) পরিপূর্ণতা, ২ সিদ্ধি-বিশেষ। ৩ (গোচ উত্তর ১০।২) স্বচ্ছন্দাহংমতি।

প্রাকার (গোচ উত্তর ২৮।৭) প্রাচীর। ২ বেষ্টন। **প্রাকারী** (ঐ ৩।৫) প্রাচীর-বেষ্টিত। **প্রাকারীয়** (হরি ৭।৭২৫) প্রাকার-প্রকৃতি ইষ্টকাদি।

প্রাকৃত (কৃষ্ণ ১০৬) [প্রকৃত্যা স্বরূপেণৈব ব্যক্তঃ] স্বরূপতঃই অভিব্যক্ত, ২ প্রাকৃতিক উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ৩ (বৃভা ১।৫।৪৭) বহির্দৃষ্টিদুষ্ট। ৪ (গস ভগ ১০) প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক। ৫ (চৈত ১।১১। ৩৬) [প্রকৃষ্টমাকৃতমাকারো যস্য সঃ] প্রকৃষ্ট আকারবান্, ৬ স্বস্বরূপ। ৭ (চৈত ১০।৩।৪৬) [প্রকৃত+স্বার্থেহণ্] প্রকৃত। ৮ (ভা ৬।৪। ৩৪) অর্বাচীন। ৯ (ভা ৩।১০।১৪) ঈশ্বর-সৃষ্ট। ১০ (ভা ১০।৩.৪৬) স্বাভাবিক। ১১ (ভা ১০।৯।১৪) সাধারণ লোক, ১২ (চৈচ অন্ত্য ৪।১৭৩) জড়ভোগে উন্মুখ। **-গোচর** (চৈচ মধ্য ৯।১৯৫) প্রকৃতি-জাত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। **-জ্ঞান** (ভা ১১।২৫।২৩) বালক ও মূকাদির তুল্য জ্ঞান—স্বামী। ২ আহার-বিহারাদির জ্ঞান—বি। **-প্রলয়** (ভা ১২।৪।৬) পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার আয়ুঃ দ্বিপরার্দ্ধ অতীত হইলে সপ্ত প্রকৃতির (মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রের) লয় হয়। এই সময়ে সপ্ত প্রকৃতির সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয় এবং উহাদিগের ব্যষ্টি কারণও নষ্ট হয়—বি। **-বুদ্ধি** (চৈচ অন্ত্য ৪।১৭৩) মর্ত্ত্যদৃষ্টি। **-ভক্ত** (ভা ১১।২।৪৫, হ ১০।২৬) প্রকৃতি-প্রারম্ভ [অর্থাৎ সম্প্রতি প্রারব্ধ-ভক্তি, শনৈঃশনৈঃ উত্তম হইবে]। যিনি প্রতিমাতেই শ্রদ্ধা-সহকারে অর্চা করিতে চেষ্টিত, অথচ অন্যদেবে বা ভক্তে আদর-শূন্য, তিনিই প্রাকৃত (কনিষ্ঠ) ভক্ত। **-মনুষ্য** (চৈভা আদি ১০।৩২) প্রকৃতি বা মায়ার বশীভূত বদ্ধ জীব। **-যজ্ঞ** (ভা ১০।৮৪।৫১) জ্যোতিষ্টোম, দর্শপৌর্ণমাসাদি—স্বামী। **-সর্গ** (ভা ১২।১২।১০) প্রকৃতি-গুণক্ষোভ-জাত সৃষ্টি—স্বামী।

প্রাকৃতী ভাষা (নাচ ৪৩৪—৩৫) সমস্ত স্ত্রীই প্রাকৃত ভাষায় বলিবেন ইহা প্রায়িক নিয়ম। ঐশ্বর্যে প্রমত্ত, দারিদ্র্যোপহত এবং যাঁহারা কর্ম বা জাতিতে নীচ, তাঁহারাও প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিবেন।

প্রাক্ (গোলী ১০।৩) প্রাচীন।

প্রাক্‌কূল (ভা ৮।৯।১৫) পূর্বাগ্র—স্বামী।

প্রাক্তন (হরি ৭।৪৩০) পূর্ব কালে বা পূর্ব দেশে জাত। **-কর্ম**—পাপ, ২ পুণ্য।

প্রাক্তনয় (ভা ৩।১।২৫) পূর্বশিষ্য—স্বামী।

প্রাক্তনী রতি (অকৌ ৫।১৮) স্বভাব-সিদ্ধা আসক্তি।

প্রাক্‌সিদ্ধ (ভা ১০।১০।৩২) জীবাদির উৎপত্তির পূর্বেই স্বপ্রকাশরূপে সিদ্ধ—স্বামী। ২ নিত্যপ্রকটরূপে বর্ত্তমান—সনা।

প্রাগভাব (রত্ন ১।৭) বস্তুর উৎপত্তির প্রাক্‌কালীন অভাব।

প্রাগল্‌ভ্য (ভা ১।১৬।২৫) প্রতিভাতিশয়—স্বামী। ২ বাবদূকতা—জী। ৩ (ভা ১০।৪২।২২) ধৃষ্টতা—স্বামী। ৪ নির্ভয়তা, ৫ স্বাতন্ত্র্য,

৬ প্রচণ্ডতা—সনা। ৭ অকুণ্ঠতা—জী।
প্রাগ্‌জ্যোতিষ (বৃভা ২।১।৩৫) কামরূপদেশীয় নগরবিশেষ—নরকাসুরের রাজধানী।
প্রাগ্‌ভব (গোচ পূর্ব ১।৩) পূর্বজন্ম-সম্বন্ধীয়।
প্রাগ্রহর (গোচ পূর্ব ২২।৮৯) [প্রাগ্রে প্রকৃষ্টাগ্রে হ্রিয়তেঽসৌ হৃ+অপ্‌] শ্রেষ্ঠ। ২ প্রথমভোক্তা।
প্রাগ্র্য (গোচ পূর্ব ৫।১৬) প্রধান।
প্রাগ্বংশ (ভা ৪।৫।১৪) যজ্ঞশালার পূর্বপশ্চিম স্তম্ভের উপরে অর্পিত পূর্ব পশ্চিমায়ত কাষ্ঠবিশেষ। ২ (আচ ১৩।২২) হোমগৃহের পূর্বদিকে যজমানাদির গৃহ। ৩ পূর্বপুরুষ। ৪ বিষ্ণু [সহস্রনাম]।
প্রাঘাত [প্র—আ+হন্‌ আধারে ঘঞ্‌] যুদ্ধ।
প্রাঘার (গোচ পূর্ব ১৮।৪৮) ঘৃতাদির ক্ষরণ। ২ (কৃগ ৬৬) গোকুল-বাস্তব্য কুলদ্বিজ।
প্রাঘুণ (গোচ পূর্ব ২।৯৩), **প্রাঘুনিক**—অতিথি।
প্রাঙ্গণ—গৃহভূমি, ২ অজির, ৩ পণববাদ্য।
প্রাচী (গোলী ৭।৬৯) পূর্ব দিক্‌।
প্রাচীন (হরি ৭।১০৭৭) [প্রাগেবেতি স্বার্থে খ] পূর্বকালীন। **-বর্হি** (ভা ৪।৫।৮) বেণতনয় পৃথুর বংশ্য হবির্ধানের পুত্র, জনৈক প্রজাপতি। **-শাল** (গোভা ১।২।২৫ টী) ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা-জিজ্ঞাসু উপমন্যু-নন্দন ঋষি।
প্রাচীনামলক (হ ৮।১৯৪) পাণিপাব-নামক ফল।
প্রাচীনাবীত (নাম ২।৩) বিপরীতোপবীতক অর্থাৎ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে কর্ম করিতে যজ্ঞোপবীতের দক্ষিণ-স্কন্ধে ধারণকারী।
প্রাচীরাগম (আচ ১।১৪৯) পূর্বদিকের রক্তিমরাগে শোভাবিশিষ্ট। ২ দুর্ভেদ্য প্রাচীরদ্বারা অগম্য।
প্রাচী সরস্বতী (ভা ১।১৬।৩৩) কুরুক্ষেত্র-প্রান্তবাহিনী সরস্বতী নদী।
প্রাচেতসী (গোলা ৯।৯৬) বারুণী।
প্রাচ্য (হরি ৭।৪২৯) [প্রাচ্‌—যৎ] পূর্বকালে বা পূর্বদেশে জাত। **-বৃত্তি** (ছ ৬।১৮) চতুষ্পাদ মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোবিশেষ]।
প্রাজক [প্র—অজ্‌+ণ্বুল্‌] সারথি।
প্রাজন (হরি ৫।৪৬১) পশুচালন-দণ্ড।
প্রাজাপত (হরি ৭।৬৪৭) প্রজাপতির ধর্ম। **প্রাজাপত্য** (ভা ৩।১২।৪২) সম্বৎসরব্যাপী ব্রত—স্বামী। ২ (হ ১৩।৫০৬) রোহিণীনক্ষত্র। [৩ বিবাহ-ভেদ]।
প্রাজ্ঞ (হ ১১।১৯০) আত্মতত্ত্বাদির অনুভাবশীল, ২ ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞ। ৩ (গোভা ১।৪।৫) পরমাত্মা। ৪ (গীতা ১৭।১৪) তত্ত্বজ্ঞ, বেদবেদাঙ্গবিৎ। ৫ (প্রীতি ৩৮২) সুষুপ্তি-সাক্ষী। ৬ (হরি ৭।১১০০) [প্রজ্ঞ+স্বার্থে অণ্‌] প্রকৃষ্ট জ্ঞানী। ৭ (ভা ১০।৩২।৯) ঈশ্বর, ৮ ব্রহ্মজ্ঞ, ৯ সৌষুপ্ত—স্বামী। ১০ শ্রীকৃষ্ণ, ১১ পরম ভাগবত। [১২ প্রকৃষ্ট অজ্ঞ]।
প্রাজ্য (গোলী ৩।১০) প্রচুর। ২ (আচ ১২।৫৭) প্রকৃষ্ট ঘৃত।
প্রাট্‌ (হরি ৫।৩৬২) [প্রচ্ছ ক্তীপ্‌ সায়াং+ক্বিপ্‌] প্রশ্ন। ২ (গোচ পূর্ব ২।৮৫) জিজ্ঞাসক।
প্রাড়্‌বিবাক (চৈনা ৮।১) বিচারপতি।
প্রাণ (ভা ১৬।৩০) ইন্দ্রিয়সমূহ—স্বামী। ২ (ভা ৮।১৬।৩৩) সূত্রাত্মা। ৩ (ভা ৪।১।৪৪) বিধাতার পুত্র। ৪ (ভা ৬।৬।১১) ধর্মপ্রজাপতির পুত্র। অষ্টবসুর অন্যতম। ৫ (ভা ১০।৫৪।৪৫) ক্রিয়া—জী। ৬ (ভা ১০।৪৬।২৪) বল। ৭ (ভা ১০।৩৮।১১) [প্রাস্তি পূরয়স্তি সর্বমিতি] পঞ্চ মহাভূত—সনা। ৮ (বৃভা ১।৫।৪৮) বায়ু বিশেষ। ৯ (যো ২৮) প্রাণময় কোষ—একশ্রেণীর সাধক প্রাণময় কোষকেই পরমাত্মা বলেন। ১০ (গোভা ১।১।২৪) ব্রহ্ম। ১১ (গোভা ১।৩।৩৯) রক্ষক। ১২ (মুক্তা ৭। ২৮) [প্রাণিত্যস্মাদিতি] চিত্ত। **-কর্ম** (গীতা ৪।২৭) দশ প্রাণের দশ কর্ম—প্রাণের বহির্গমন, অপানের অধোনয়ন, ব্যানের আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি; সমানের ভুক্ত ও পীত পদার্থের সমুন্নয়ন, উদানের উর্দ্ধনয়ন। নাগের উদ্‌গার, কূর্মের উন্মীলন, কৃকরের ক্ষুৎকার (হাঁচি), দেবদত্তের বিজৃম্ভণ এবং ধনঞ্জয়ের সর্বদেহে ব্যাপ্তি—স্বামী। **-ঘোষ** (ভা ১০। ৪২।২৯) কর্ণবিবর আচ্ছাদন করিলে অন্তরে শ্রুত ধ্বনি—স্বামী। **-জয়** (মুক্তা ৭।২৭) প্রাণায়াম। **-দ** (সুধা ৫৭) স্বভক্তের ইন্দ্রিয়-শোধক—বিষ্ণু। ২ (সুধা ৪৮) বলপ্রদ। **-নিরোধ** (ভা ৫।২৬।২৪) নরক-বিশেষ। ২ (চৈত ১১।১১।২০) মরণ, ৩ (নাগ ২।১৮) প্রাণায়াম।
প্রাণনীয় (গোচ উত্তর ৬।১৯) সেবনীয়। **-বিপ্লব** (ভা ১।১৮।২) প্রাণনাশ—স্বামী। **-বিশোধন**

(হ ১।১১) প্রাণায়াম। -বৃত্তি (ভা ৫। ১৮।১০) ক্ষুত্তৃষ্ণামাত্র শান্তি—জী। ২ ভিক্ষান্নাদিদ্বারা উদরপূর্ত্তি—বি। -শরীর (গোভা ১।২।১) প্রাণ-নিয়ন্তা, ২ শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি। ৩ (সস ভগ ৪৫) জগদ্বাসী সকলেরই প্রাণধারক। -সংবাদ (গোভা ১।১।৩০ টী) ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫।১।৬—১৫) উক্ত আছে যে বাগাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যেকেই আপনাকে অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে প্রজাপতির নিকট মীমাংসা শুনিতে গিয়াছিল। প্রজাপতি বলেন —'তোমাদের মধ্যে যে ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হইলে শরীর পাপিষ্ঠতরের ন্যায় দেখায়, সেই ইন্দ্রিয়ই শ্রেষ্ঠ।' ইহা শুনিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে উৎক্রান্ত হইলেও মূকবধিরাদিভাবে অবস্থানেও স্বাস্থ্যহানি হইল না, পরন্তু প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার উদ্যমেই বাগাদি সকলেই অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রাণ তাহাদিগকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিল— 'তোমরা মোহিত হইও না—আমিই আমাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া শরীর অবষ্টম্ভন করত ধারণ করিতেছি'। -সখী (উ ৪।৫২) শশিমুখী, বাসন্তী ও লাসিকা প্রভৃতি।

প্রাণাকর্ষণ (আচ ১।৫৫) প্রাণ-নিষ্কাশক।

প্রাণাত্মা (গোতা ২।১৮) প্রাণবায়ুর প্রবর্ত্তক।

প্রাণাধিক (ভা ১০।৭৯।২৬) বলি-শ্রেষ্ঠ—সনা।

প্রাণায়ন (ভা ৪।২৯।৭২) ইন্দ্রিয়।

প্রাণায়াম (হ ৫।৭৪—৮৭) ষোড়শ মাত্রাদ্বারা 'রেচক', বত্রিশ মাত্রায় 'পূরক' ও চৌষট্টি মাত্রায় 'কুম্ভক' করিতে হয়। ইহাতে প্রাণবায়ুর দমন ও সমস্ত পাপ দূর হয়। কাম-বীজ বা বীজমন্ত্র জপ করিতে হইলে নিরলস ধ্যানী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ধ্যানস্থান শ্রীগুরু-মুখে জ্ঞাতব্য। কার্ষ্ণিগণ সর্বত্র সর্বদেবময় ভগবান্ কৃষ্ণকেই প্রিয়গণবেষ্টিত চিন্তা করিতে ভালবাসেন। -বিশেষ (হ ৫।১২৯ —১৩১) তত্ত্বন্যাসের পরে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র রেচক, পূরক ও কুম্ভকে ক্রমশঃ দুই, চারি ও ছয়বার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। অশক্ত হইলে যথাক্রমে ১৬, ৩২ ও ৬৪ বার কাম-বীজ জপ করত রেচকাদি করিবে।

প্রাণায্য (হরি ৫।১৭৪) [প্র—আঙ্ —নীঞ্+ণ্যৎ] উপযুক্ত, যোগ্য।

প্রাতঃ (ভা ৪।১৩।১৩) প্রভার গর্ভে ও পুষ্পার্ণের ঔরসে জাত পুত্র। ২ (ভা ৬।১৮।৩) ধাতা ও রাকার পুত্র। [৩ সূর্যোদয়াবধি মুহূর্ত্তত্রয়-পরিমিত কাল]।

প্রাতত (গোচ উত্তর ৩২।৪৬) বিস্তৃত।

প্রাতরাশ (গোলী ২।৩০) প্রাত-ভোজন।

প্রাতর্ধূপ (চৈনা ৬।৩৫) শ্রীজগন্নাথের প্রাতঃকালীন মঙ্গলারাত্রিকাদি।

প্রাতস্তন (হরি ৭।৪৭০) প্রাতঃ-কালে জাত।

প্রাতি [প্রা+ভাবে ক্তিন্] পূর্ত্তি, ২ লাভ।

প্রাতিকণ্ঠিক (হরি ৭।৬৩৭) [প্রতি-কণ্ঠং গৃহ্লাতীতি ঠক্] কণ্ঠগ্রাহী বল্লভ।

প্রাতিপদিক (হরি ৭।৬৩৭) [প্রতি-পদং গৃহ্লাতীতি ঠঞ্] প্রতি-পত্তিথিতে জাত। ২ নাম-শব্দ-ভেদ। ধাতু ও বিভক্তি ব্যতীত অর্থ-যুক্ত-শব্দ।

প্রাতিভ (হরি ৭।১১০০) [প্রতিভা +স্বার্থে অণ্] প্রতিভা। ২ প্রতি-ভান্বিত, ৩ যোগ-বাধক বিঘ্নাদি।

প্রাতিভাসিক—প্রতিভাসাধীন সত্তা-যুক্ত। বেদান্তসার-মতে শুক্তিতে রজতাদির সত্বই প্রাতিভাসিক, যেহেতু ইহা অধিষ্ঠান-জ্ঞানে বাধ্য ও প্রতিভাস-কালেই কেবল সত্ত্ববিশিষ্ট।

প্রাতিলোমিক (হরি ৭।৬৪৩) ব্যুৎক্রান্ত।

প্রাতিশাখ্য [প্রতিশাখা+ঞ্য] ব্যাকরণ-বিশেষ।

প্রাতিস্বিক (লনা ৮।১৩) স্বীয় স্বীয়। ২ অসাধারণ ধর্ম।

প্রাতিহারিক (গোচ পূর্ব ৫।৩৪) মায়িক।

প্রাতীতিক (রত্ন টী ৪।২৯) সাধারণ বুদ্ধিগম্য, ২ প্রাতিভাসিক বা ব্যাবহারিক।

প্রাতীপিক (হরি ৭।৬৪৩) [প্রতীপং বর্ত্ততে ঠঞ্] বিপরীত।

প্রাদুঃ [ব্য] ব্যক্ত্যার্থে। প্রাকাশ্যে।

প্রাদুর্ভাব (সম্ভোগ) [উ ১৫। ২০১, ২০৪—৫] [সম্পন্ন সম্ভোগা-বসরে] প্রেমসংরম্ভ-বিহ্বলা প্রিয়তমা গোপীদের সম্মুখে শ্রীহরির আকস্মিক আবির্ভাব। রূঢ়ভাবের পরাক্রমেই স্থানান্তর হইতে না হইলেও অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাতে প্রচুরতর আনন্দরাশির পরম পরাকাষ্ঠা আছে, ইহাকে বিপ্রলম্ভ-সম্ভূত সম্ভোগ বলা হয়। শ্রীবিশ্ব°—মূলে 'নির্ভর' ও 'পরমাবধি' শব্দের

ধ্বনিতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হইতে সম্পন্ন সম্ভোগের ন্যূনতা না হইয়া বরং আধিক্যই মন্তব্য। শ্রীজীব° কিন্তু সাধ্বসব্রীড়াযুক্ত সংক্ষিপ্ত হইতে ব্যলীক-স্মরণযুক্ত সংকীর্ণ হইতে এবং তত্তদ্‌ব্যবধান-রহিত সম্পন্ন সম্ভোগ হইতেও সমৃদ্ধিমানের অধিক উপাদেয়তা স্বীকার করেন।

প্রাদেশ (পরম ৪) তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির বিস্তার। -**ন** [প্র—আ+দিশ্ ল্যুট্] দান। -**মাত্র** (চৈত ২।২।৮) [প্রকৃষ্ট আদেশ আজ্ঞা বেদঃ স এব মাত্রা প্রমাণং যস্য] বেদৈকপ্রমাণ।

প্রাদোষিক (হরি ৭।৪৬৪) প্রদোষ-কালে জাত।

প্রাদ্যুম্নি (ভা ১০।৬২।১০) অনিরুদ্ধ।

প্রাধনিক (ভা ৩।৮।৩১) সংগ্রাম-যোগ্য অস্ত্র—স্বামী। ২ সেনা।

প্রাধানিক (ভা ৩।২৬।১১) প্রধান-কার্যাত্মক—স্বামী।

প্রাধ্ব (গোচ পূর্ব ৩৩।২৯) নম্র, ২ দূরপথ। ৩ বদ্ধ, ৪ বহুদূরগামী রথাদি।

প্রাধ্বম্ [ব্য] আনুকূল্যে, ২ নম্রতায়, ৩ বন্ধনে, ৪ অনুসারে।

প্রান্তর (ললা ৪।২২) বৃক্ষাদির ছায়া-রহিত দূরগামী পথ। ২ বন, ৩ দূরগম্য পথ, ৪ কোটর।

প্রাপঞ্চিক বিষ্ণুলোক (ভক্তি ২৪০) প্রপঞ্চমধ্যে সত্যলোকের উপরি বিরাজমান বৈকুণ্ঠ।

প্রাপণ (হ ১৯।৮৬৩) নৈবেদ্য।

প্রাপণিক [প্র—আ+পণ্—কিকন্ উণাদি] পণ্যবিক্রেতা।

প্রাপত্তি (গোচ পূর্ব ১৫।৩৩) সংপ্রাপ্তি।

প্রাপিপয়িষু (আচ ১৩।৮) প্রাপ্তি করাইবার ইচ্ছুক।

প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ (ভক্তি ১৮৭) ভক্তসিদ্ধ মহাপুরুষ—যিনি মায়িক পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করত শ্রীভগবৎ-সমীপে সচ্চিদানন্দ পার্ষদ-দেহলাভ করিয়াছেন ; যেমন—শ্রীনারদাদি।

প্রাপ্তি (ভা ১০।৫০।১) জরাসন্ধের কন্যা ও কংসের মহিষী। ২ (আচ ৮।১৪) লাভ, ৩ সিদ্ধি-বিশেষ। ৪ (নাচ ২৯৭) একদেশ-দর্শনে অবশিষ্টাংশের যোজনাকে নাট্যশাস্ত্রে 'প্রাপ্তি' বলে। ৫ (নাচ ৮২) সুখ-সংপ্রাপ্তি। -**কাল** (চৈম আদি ৩।১১৬) অন্তিম সময়।

প্রাপ্ত্যাশা (নাচ ৬১—৬৩) নিজ-প্রয়োজনের সিদ্ধি-সম্ভাবনাকে নাট্য-শাস্ত্রে 'প্রাপ্ত্যাশা' বলে। মতান্তরে ফলসিদ্ধির কারণসদ্ভাব অথচ সিদ্ধি-বিষয়ে বিঘ্নাশঙ্কা-সত্ত্বেও যদি সিদ্ধিরই সম্ভাবনা অধিক থাকে, তবে 'প্রাপ্তি-সম্ভব' অবস্থা হয়।

প্রাপ্য (বৃভা ২।৪।১৩১) ফল। ২ গম্য, ৩ লভ্য, ৪ ব্যাকরণোক্ত কর্ম-ভেদ। -**কর্ম** (হরি ৪।১৭) কর্ম-কারকের প্রকারভেদ। ব্যাকরণ-মতে কর্ম চতুর্বিধ। 'উৎপাদ্য'—যেমন 'কটং করোতি' এই বাক্যে কট—উৎপাদ্য, 'বিকার্য'—'কাষ্ঠং ভস্মং করোতি'—এ বাক্যে কাষ্ঠ বিকার্য কর্ম ; 'প্রাপ্য'—'সাগরং গচ্ছতি' এস্থলে সাগর প্রাপ্য কর্ম এবং সংস্কার্য —'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' এস্থলে ব্রীহি সংস্কার্য কর্ম।

প্রাভব (সভা ১।২৩৫) যাঁহাদের রূপ শ্রীহরির তুল্য অথচ যাঁহারা পরাবস্থ অপেক্ষা ন্যূন, তাঁহাদিগকে 'প্রাভব' বলে। ইঁহারা দ্বিবিধ—'অল্প-কালস্থায়ী', যেমন—মোহিনী, হংস ও শুক্লাদি যুগাবতার এবং 'দীর্ঘকাল-স্থায়ী'—ইঁহারা শাস্ত্রপ্রণয়নকারী ও মুনিবৎ চেষ্টাশীল ; যেমন—ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয় ও কপিল। ২ (ভাবনা ৮।৬৪) বৈভব। -**বিলাস** (চৈচ মধ্য ২০।১৮৬) মথুরা ও দ্বারকায় আদি চতুর্ব্যূহের চারিমূর্ত্তি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

প্রাভাকর মত (নাম ১।১০) ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-জনিত কার্যেই বেদের প্রামাণ্য, কিন্তু সিদ্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের অসাধ্য বিষয়ে বেদের অপ্রামাণ্য। তাৎপর্য এই যে বেদের বিধিবাক্যসমূহেই কেবল স্বার্থতা আছে, তদ্‌ব্যতিরিক্ত মন্ত্র, অর্থবাদ ও উপনিষৎ বাক্যসমূহের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই। ইহাদের মতে কার্যান্বিত স্বার্থেই পদসমূহের শক্তি স্বীকৃত এবং তত্তৎপদার্থবিশিষ্ট কার্যে বাক্যসমূহের তাৎপর্য অবধারিত হইয়াছে। বিধিবাক্য, নিষেধবাক্য, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়—এই পঞ্চাঙ্গ বৈদিক-বাক্যসমূহের মধ্যে বিধিবাক্যেরই সর্বপ্রাধান্য, যেহেতু যাগাদি কর্মে ইহারাই সাক্ষাৎভাবে প্রবর্ত্তক। 'ব্রাহ্মণকে হত্যা করিতে নাই' ইত্যাদি নিষেধ-বাক্য বস্তুতত্ত্ব-বিচারে বিধিবাক্যেরই প্রকারভেদ-মাত্র। অর্থবাদ-বাক্যসমূহ যজ্ঞাঙ্গ-ভূত দেবতাদির স্তব বা প্রাশস্ত্য-সমর্পণ করিলেও স্বতন্ত্ররূপে তাহাদের

সার্থকতা নাই। বেদে উপদিষ্ট কর্মসকলের অঙ্গীভূত দেবতাসকলের উপাসনাবোধক মন্ত্রগুলি প্রয়োগ-সমবেত অর্থ স্মরণ করাইয়া নিবৃত্ত হয়। সুতরাং ইহাদের পরোক্ষভাবে কর্মে উপযোগিতা স্বীকার্য হইলেও উপনিষৎবাক্যসমূহে অর্থস্মারকতা বা প্রাশস্ত্য-সমর্পকতা না থাকায় অথচ অধ্যয়ন-বিধিযুক্ত হইয়া কথঞ্চিৎ স্বার্থকতা থাকায় জপার্থেই বিনিয়োগ বলিয়া ধরিলেও প্রামাণ্যেরই হানি। সুতরাং ইতিহাস পুরাণাদিতে প্রত্যক্ষ বৈদিক বিধিবাক্য না থাকায় অথচ মন্ত্রাদি-মূলক হওয়ায় অপ্রামাণ্যই সাব্যস্ত হইল।

প্রভূতিক [প্রভূত+'আহৌ প্রভূতাদিভ্যঃ' ঠক্] প্রচুর বক্তা।

প্রাভৃত (গোচ পূর্ব ৫।১৩) উপঢৌকন।

প্রামাণিক (লনা ৪।৩১) মর্যাদার্হ, বিজ্ঞ, প্রবীণ, প্রধান। ২ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ। ৩ প্রমাণকর্তা।

প্রামাণ্য—প্রমাকরণত্ব। ন্যায়মতে —'তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বরূপো জ্ঞান-ধর্মভেদঃ'।

প্রায় (ভা ১১।১১।৪৭) বিতর্ক—জী। ২ (আচ ৭।১৭) [প্রকর্ষেণ অয়তে প্রাপ্নোতীতি] প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্য। ৩ (ভা ১।১৯।৫) অনশন —স্বামী। ৪ [প্রকৃষ্টময়নং শরণং যথা ভবতি] প্রকৃষ্ট শরণপ্রদ। ৫ (ভা ১০।২২।২৬) বাহুল্যভাব, ৬ যথা—বি। [৭ অনশন মৃত্যু]। **-চর্যা** (প্রে ৫৪ ঘ) অনশন ব্রত।

প্রায়ণ (ভা ৬।৫।৩১) শ্রেষ্ঠ গমন—স্বামী। ২ (ভা ১১।১১।৪৭) আশ্রয়। ৩ (রত্ন ১।৪৮) মোক্ষ, ৪ (নাম ১।১১) মরণ। [৫ প্রারম্ভ]।

প্রায়ণীয় (ভা ৩।১৩।৩৯) দীক্ষানন্তর যজ্ঞ—স্বামী। [২ প্রারম্ভ-দিন]।

প্রায়শ্চিত্ত (ভা ৩।১২।৩৭) ব্রহ্মা ঋত্বিকের কর্ম্ম—স্বামী। ২ (সিন্ধু ১।২।৭১) অন্যদেবোপাসনা ত্যাগ করত যিনি শ্রীহরির পাদপদ্মই ভজন করিতেছেন, সেই প্রিয়ভক্তের যদি কখনও দৈববশতঃ উৎপাতরূপে কোনও বিকর্ম ঘটিয়াই যায়, শ্রীহরি তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া (যু—শ্রবণাদিদ্বারা হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া) সেই বিকর্মজনিত ভোগনাশ করেন; সুতরাং ভক্তদের নিষিদ্ধাচারজনিত প্রায়শ্চিত্ত হয়ই না।

প্রায়েণ [ব্য] সাকল্যে, ২ যাথার্থ্যে।

প্রায়োপবেশ (বৃভা ২।১।৩০) মরণ পর্যন্ত অন্নজলাদি-ত্যাগরূপ ব্রত।

প্রারব্ধ (মালা নাম ৪) ফলদানে প্রবৃত্ত পুণ্য ও পাপ—বল। [২ অদৃষ্টভেদ]।

প্রারম্ভ (পদ্যা ২২০) প্রকৃষ্ট উদ্যম।

প্রারিপ্সিত (গোভা ১।১।১) আরম্ভার্থ ঈপ্সিত।

প্রারুণ (ভা ৯।৭।৪) মনুবংশীয় রাজা হর্যশ্বের পুত্র—অরুণ।

প্রার্চ্ছিত (গোচ পূর্ব ২১।১৪১) গত।

প্রার্ণ—[প্রকৃষ্টং ঋণং] প্রচুর ঋণ, ২ মহাঋণী।

প্রালম্ব (গোলী ১২।৯৯) কণ্ঠ হইতে সরলভাবে লম্বিত মাল্য।

প্রালেয় (ভা ১০।৬৫।২৪) হিম, ২ (গীগো ১।৩৭) তুষার।

প্রাবর (হরি ৫।৪০৭) [প্র—আ—বৃ+অপ্] বস্ত্র। ২ প্রাচীর।

প্রাবার (আচ ৮।১৬০) উত্তরীয় বস্ত্র। ২ প্রকৃষ্ট আবরণ। ৩ (হব ১।২১।১২৫) পিপীল, ৪ পামর—কীটবিশেষ—নীল।

প্রাবৃট্ (গোলা ১২।৯৮) বর্ষা।

প্রাবৃত (গোচ উত্তর ৩৭।২০৮) বেষ্টিত।

প্রাবৃষিক (হরি ৭।৪৭৪) [প্রাবৃষ+ঠঞ্] বর্ষায় জাত, ২ ময়ূর।

প্রাবৃষেণ্য (হরি ৭।৪৬৬) [প্রাবৃষি ভব ইতি এণ্য] কদম্ব, ২ কুটজ, ৩ ধারাকদম্ব, ৪ বর্ষায় জাত। ৫ বর্ষা-[illegible]তাক।

প্রাশন (ভা ১০।৩৪।৪) ভোজন—সন

প্রাশিত্র (ভা ৩।১৩।৩৮) ব্রহ্মভাগ-পাত্র—স্বামী।

প্রাশ্নিক (ভা ১০।৬১।৩২) [প্রশ্ন+ঠক্] সভ্য, ২ প্রশ্নোত্তরদানে সমর্থ। ৩ সাক্ষী।

প্রাস (আচ ১১।১৮৭) কুন্ত-নামক অস্ত্রবিশেষ। হস্তক্ষেপ্য ভল্ল।

প্রাসঙ্গ (আচ ৪।৭) রথের যুগকাষ্ঠের পরস্থিত কাষ্ঠবিশেষ, যাহাদ্বারা বৃষ-স্কন্ধের সহিত সম্বন্ধ হয়। ২ (আচ ৬।৭৯) প্রকৃষ্টা আসক্তি।

প্রাসঙ্গিক (ভা ৩।২৭।৩) প্রকৃতির সঙ্গ-জনিত—স্বামী। [২ প্রসঙ্গক্রমে আগত]।

প্রাসঙ্গ্য (হরি ৭।৬৭৪) [প্রাসঙ্গ+যৎ] যুগবহনকারী বৃষাদি।

প্রাসন (ভা ১০।৫৫।৩) নিক্ষেপ—স্বামী। ২ (ভা ১০।৫৭।৮) নিধান—জী।

প্রাসাদ (হরি ৫।৪১২) [প্র—আঙ্

—সদ্+ঘঞ্] দেবগৃহ, ২ রাজগৃহ। -কুক্কুট—পারাবত। -ভূমি (হ ২০।৫৪—৬১) শ্রীবিষ্ণু-মন্দির-নির্মাণার্থ ভূমি চারি প্রকার—সুপদ্মা, ভদ্রিকা, পূর্ণা ও ধূম্রা (বা বেগিনী)। ইহাদের লক্ষণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য। -ভেদ (হ ২০।২৪০—২৪৯) মেরু, মন্দর, কৈলাস কুম্ভ, সিংহ, মৃগ, বিমানচ্ছন্দক, শ্রীবৃক্ষ, মৃগাধিপ, বল্লভীচ্ছন্দক, বর্ত্তুল, সর্বভদ্রক, গজ, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, হংস বৃষ, সুপর্ণ, পদ্মক এবং সমুদ্গক প্রভৃতি প্রাসাদ-বিভেদ জানিবে। **প্রাসাদীয়** (হরি ৭।৭২৫) প্রাসাদোপযোগী।

প্রাসার (হরি ৫।৩৭৯) [প্র—আঙ্+সৃ+ঘঞ্] বল।

প্রাস্তারিক (হরি ৭।৬৬৯) [প্রস্তারে যজ্ঞে ব্যবহরতীতি ঠক্] যজ্ঞে ব্যবহারোপযোগী।

প্রাস্থিক (হরি ৭।৭৫৬) [প্রস্থস্য বাপ ইত্যর্থে ঠঞ্] প্রস্থ-পরিমাণ বীজের উপযোগী ক্ষেত্র বা কটাহাদি। ২ প্রস্থের জন্য সংযোগ বা উৎপাত (চক্ষুঃস্পন্দনাদি)। ৩ প্রস্থপরিমাণ।

প্রাহুণক (গৌকৃ ৮।৯) অতিথি।

প্রাহ্নে [ব্য] প্রভাতে। **-তন** (হরি ৭।৪৬৯) পূর্বাহ্নে জাত। **-তরাম্** (গোচ পূর্ব ৮।১) অতিপ্রত্যূষে।

প্রিয় (হরি ৫।২০৪) [প্রীঞ্ তর্পণে ক] প্রীতিকৃৎ। ২ (বৃভা ২।২।১৬৬) হৃদয়ঙ্গম, প্রিয়তা-বিষয়। ৩ (প্রীতি ৮৪) ভর্ত্তা, কান্ত। ৪ (পরম ৬৫) ভক্ত।

প্রিয়ংবদ (সিন্ধু ২।১।১৭০) অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও যিনি প্রিয়বাক্য বলেন।

প্রিয়ক (উ ১৫।১৩৮) কদম্ববৃক্ষ, ২ (গৌকৃ ১২।৩০) প্রিয়ঙ্গু, ৩ ধারাকদম্ব। ৪ (আচ ১১।১৫৫) [প্রিয়ং কং সুখং যতঃ] অভীষ্টসুখপ্রদ। ৫ (বৃ ১১।৪৯) প্রিয়তম। [৬ ভ্রমর, ৭ পীতসাল, ৮ চিত্রমৃগ]।

প্রিয়ঙ্কর (কৃগ পরি ৩২) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। [প্রিয়কারী]।

প্রিয়ঙ্করণ (গোচ পূর্ব ১৮।৩৫) যে প্রিয় কার্য করে।

প্রিয়ঙ্গু (হ ১৯।৩১৫) কঙ্গু ধান্য। [২ রাজিকা, ৩ পিপ্পলী, ৪ কটুকী]।

প্রিয়তম (আ ১৭) মহাপ্রেমকর্ত্তা, ২ ভর্ত্তা হইতেও সমধিক প্রিয়তাশীল; 'প্রিয়ো ভর্ত্তা' ইত্যমরঃ।

প্রিয়তা (সিন্ধু ২।৫।৩৬) শ্রীহরি ও গোপীদের যে পরস্পর স্মরণদর্শনাদি অষ্টবিধ সম্ভোগ, তাহার আদি কারণ গোপীর রতিকে 'প্রিয়তা' বলে। ভক্তাশ্রয়া অথচ কৃষ্ণবিষয়া রতিই আস্বাদনীয় হয়। [মু—প্রিয়া এবং প্রিয় উভয়েরই ভাব—প্রিয়তা, ভক্ত-বিষয়া কৃষ্ণরতি না থাকিলে স্থায়ি-বৈরূপ্যই হয়।] ইহাতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাক্য ও হাস্যাদি প্রকাশ পায়। ['প্রীতি'-শব্দ দ্রষ্টব্য] ২ (বৃভা ২।৫।৮৪) সৌহৃদ, প্রেম।

প্রিয়তাদ (আচ ১৮।১০৩) [প্রিয়তা-মাদত্তে ধারয়তীতি] প্রেমময়, ২. [প্রিয়তাং দয়তে রক্ষতি ব্যনক্তি] প্রেমরক্ষক বা প্রেমব্যঞ্জক।

প্রিয়তাল (আচ ২১।৭৮) [প্রিয়তাং লাতীতি] প্রেমবান্।

প্রিয়নর্ম-বয়স্য (সিন্ধু ৩।৩।৪৩) সকল সখা হইতে শ্রেষ্ঠ, সখীভাবাবিষ্ট এবং আন্তরিক রহস্যকার্যে (প্রেয়সী-সাহায্যময় গুপ্তকার্যবিশেষে) নিযুক্ত যাঁহারা—তাঁহারাই 'প্রিয়নর্ম-বয়স্য'। সুবল, অর্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত, উজ্জ্বল প্রভৃতিই প্রিয়নর্মসখা। 'সখ (উ ২।১৩) আত্যন্তিক রসরহস্যেরও জ্ঞাতা, সখীভাবাশ্রিত এবং প্রণয়িগণ-মধ্যে অতিশয় প্রিয় যিনি, তাঁহাকেই 'প্রিয়নর্ম সখা' বলে। সুবল ও অর্জুনাদি প্রিয়নর্মসখ। **-সখী** (অকৌ ৫।৬৩) নায়িকা যাঁহার নিকটে নিঃসঙ্কোচে স্বপ্রিয়তমের সহিত শয়নাদি করিতে পারেন এবং যিনি নায়িকার অভিন্নমূর্ত্তি, তাঁহাকে 'প্রিয়নর্মসখী' বলে।

প্রিয়বন্ধু (বৃভা ২।১।১১৮) পিত্রাদি, ২ পরমভাগবতোত্তম, ৩ শ্রীভগবান্।

প্রিয়মেধ (ভা ৯।২১।২১) যযাতি-বংশীয় রাজা অজমীঢ়ের পুত্র।

প্রিয়ম্বদা (কৃগ পরি ১৭৯) শ্রীরাধার প্রাণসখী। ২ (ছ ২।৭৬) প্রতিচরণে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রিয়বচ্য (গোন পূর্ব ২১।৫৫) [প্রিয়—বদ্+ভাবে ক্যপ্] প্রিয় বাক্য।

প্রিয়ব্রত (ভা ২।৭।৪৩) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। [২ ব্রতপ্রিয়]।

প্রিয়শ্রবাঃ (ভা ১৫।২৬) যাঁহার কীর্ত্তি সকলের প্রীতিবিষয়—শ্রী।

প্রিয়সখ (সিন্ধু ৩।৩।৩৬—৩৮) যাঁহারা বয়সে সমান এবং কেবল সখ্যরসাশ্রয়ী—তাঁহারাই প্রিয়সখা। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণি, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক।

প্রিয়সখী (অকৌ ৫।৬৩) যিনি ছায়ার ন্যায় সতত অনুসরণ করেন, তিনিই প্রিয়সখী। (উ ৪।৫৩)

শ্রীরাধার প্রিয়সখীগণ—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি।

প্রিয়া (ছ ২।৮) প্রতিচরণে পঞ্চাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রিয়াল (ভা ১০।৩০।৯) পিয়ালবৃক্ষ।

প্রিয়েতর (ভা ১০।২৯।৩০) অপ্রিয়, ২ প্রতিকূল—বল।

প্রীণ (হরি ৭।১০৯০) [প্র—ভবার্থে খ] প্রাচীন। ২ [প্রী—ণিচ্ কর্ত্তরি অচ্] তৃপ্তিকারক, ৩ [করণে অচ্] নর্ম।

প্রীণি (গোঁচ পূর্ব ৯।৫৫) [প্রীঞ্ তর্পণে ভাবে ক্বিপ্=প্রীঃ প্রীতিঃ তাং নয়তীতি] আনন্দদায়ক।

প্রীত (ভা ১০।৫৬।৩) স্নিগ্ধ—স্বামী। ২ প্রীতি-বৈশিষ্ট্যযুক্ত—জী। ৩ (ভা ১০।৮০।১৯) প্রেমসম্পত্তি-পূর্ণ—সনা। -**উপরস** (সিন্ধু ৪।৯।১৭) শ্রীকৃষ্ণাগ্রে অতিধৃষ্টতা, ভক্তের প্রতি অবহেলা, স্বাভীষ্ট দেবতা হইতে অন্যত্র পরমোৎকর্ষ-দর্শন এবং মর্যাদা-লঙ্ঘন প্রভৃতিতে দাস্য উপরস হয়। -**ভক্তিরস** (সিন্ধু ৩।২।৩) আস্বোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তদের চিত্তে প্রীতি যদি আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে 'প্রীতভক্তিরস' কহে। ইহা দ্বিবিধ—সম্ভ্রমপ্রীত ও গৌরব-প্রীত।

প্রীতি (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ঈ-বর্ণের শক্তি। ২ (প্রীতি ৬১) প্রীতি-শব্দে সুখ ও প্রিয়তা লক্ষ্য। সুখ—(বাচক—মুৎ, প্রমদ, হর্ষ, আনন্দ) উল্লাসাত্মক জ্ঞানবিশেষ। আর প্রিয়তা—(বাচক—ভাব, হার্দ, সৌহৃদ) বিষয়ের আনুকূল্যাত্মক, যদ্দ্বারা বিষয়ের আনুকূল্য হয়, তদনুগতভাবে বিষয়প্রাপ্তির স্পৃহামূলক এবং সেই স্পৃহাজন্য বিষয়ানুভব-হেতুক উল্লাসময় জ্ঞান-বিশেষ। প্রিয়তায় সুখধর্ম বিদ্যমান থাকিলেও প্রিয়তারই সমধিক বৈশিষ্ট্য। সুখের প্রতিযোগী—দুঃখ এবং প্রিয়তার প্রতিযোগী—দ্বেষ। সুখ কেবল উল্লাসাত্মক বলিয়া তাহার আশ্রয় আছে, বিষয় নাই; কিন্তু প্রিয়তায় আনুকূল্যাত্মকতাবশতঃ আশ্রয় ও বিষয় দুইই আছে। সুখের মূলে কাহারও আনুকূল্য-স্পৃহা থাকে না, কিন্তু প্রিয়তার প্রাণই হইল প্রিয়জনের আনুকূল্য-স্পৃহা। ভগবৎপ্রীতি গুণাতীতা, নিত্যা, পরমানন্দ-স্বরূপা, এবং ভগবদাকর্ষিণী। ৩ (সিন্ধু ২।৫।২৭) শ্রীহরি হইতে ন্যূনত্বাভিমানময়-রতিযুক্ত ব্যক্তিরাই শ্রীহরির অনুগ্রাহ্য বলিয়া সম্মত; 'ইনি আমার আরাধ্য'—এই স্বরূপবিশিষ্টা যে রতি, তাহাই 'প্রীতি'। এই প্রীতি শ্রীভগবানে আসক্তি এবং তদ্ব্যতীত বস্তুতে রাগ-নাশ করে। ৪ (ভক্তি ৩১২) ভগবদ্বিষয়ক রুচি। ৫ (হ ২।৬৩) চন্দ্রের ত্রয়োদশ কলা। ৬ (অকৌ ৫।৩) অসম্প্রয়োগ-বিষয়া চিত্তরঞ্জকতা ও মনোবৃত্তিময়ী। ইহা বন্ধু-পত্নীর প্রতি বা পতির বন্ধুর প্রতি প্রযোজ্য। দ্রৌপদী ও শ্রীকৃষ্ণই উদাহরণ।

প্রীতি-কারণ (প্রীতি ৯২—৯৪) কারণ বলিতে সাহায্যই বোধ্য। সহায়ও দ্বিবিধ—ভক্তে মমতালক্ষণ সহায়ই প্রীতি-কারণের অঙ্গ এবং ব্রহ্মতানুভবাদি প্রীতি-কারণের উপাঙ্গ। অঙ্গ ও উপাঙ্গ উভয়ই তটস্থ-ভক্তে নিকৃষ্ট বলিয়া তাঁহাদের প্রীতিও নিকৃষ্ট। পরিকরগণে প্রীতিকার্যের সর্বথা উৎকর্ষনিবন্ধন শান্ত ভক্তগণ হইতে তাঁহাদের সৌভাগ্যাতিশয়ও সুব্যক্তই। এখানে দুইটি প্রশ্ন—প্রীতিতে পরিকরাভিমান উপাধি কি ? এবং প্রেমাস্পদ অপেক্ষা নিজেতে অধিক প্রীতি হয় কি ? **উত্তর**—না, শ্রীভগবানের মাধুর্যস্বভাবানুভব দ্বারাই তটস্থ, পরিকর ও অন্যান্যদের নিজ-স্বভাবসিদ্ধ বা তাৎকালিক অভিমান-বিশেষের উদয় হয়। শ্রীভগবানের স্বভাব ও ভক্তের অভিমান-বিশেষের যুগপৎ উদয়েও কোনই বিরোধ হয় না, বরং উল্লাসই হয়। ব্রহ্ম-কৃত-বৎসহরণে শ্রীকৃষ্ণাত্মভূত বৎসবালকগণের প্রতি গো-গোপীদের স্নেহাধিক্যদ্বারা ভগবৎ-স্বভাবময়ত্ব ও ভক্তগণের তাৎকালিক অভিমান-বিশেষই প্রকটিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীভগবান্ ও ভক্তে পরস্পরের প্রতি চুম্বক-লৌহবৎ আকর্ষণময় স্বভাব আছে। ভক্তাভিমান-বিশেষ প্রেমও ভগবানেরই স্বরূপ-সিদ্ধ স্বভাবদ্বারাই আবির্ভূত হয়, যে স্থলে যতটা স্বরূপপ্রকাশ, সেখানে ততটা অভিমান-বিশেষময় প্রীতিরও উদয় হয়—ভক্তবিশেষের সঙ্গই ত প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে হেতু, আবার নিত্যসিদ্ধ ভক্তে ঐ প্রকাশ, প্রীতি ও অভিমান নিত্যসিদ্ধই বর্তমান; প্রীতির সহিতই অভিমানের উদয়-নিবন্ধন অভিমানও প্রীতিরই বৃত্তিবিশেষ, অতএব তৎসমবায়ে প্রীতির হানি না হইয়া উল্লাসই হয়। সর্বথ

ভগবৎস্বভাবই প্রীতির মূল কারণ।

প্রীতিচ্ছবি (প্রীতি ৭৩) ['প্রীত্যাবির্ভাবক্রম' শব্দ দ্রষ্টব্য।]

প্রীতি-তারতম্য ও ভেদ (প্রীতি ৮৪) গুণের তারতম্যে প্রীতিরও তারতম্য এবং ভেদ স্বীকার করিতে হয়। গুণগুলি দ্বিবিধ—(ক) ভক্তের চিত্তসংস্কারের হেতু এবং (খ) ভক্তগণের অভিমান-বিশেষের হেতু। প্রথমতঃ—(১) প্রীতি ভক্তচিত্তকে উল্লসিত করে (রতি), ইহাতে শ্রীভগবানেই তাৎপর্য থাকে এবং অন্যত্র তুচ্ছত্ববুদ্ধি জন্মে। (২) প্রেম—মমতাতিশয়াবির্ভাব দ্বারা সমৃদ্ধা প্রীতি, যাহার উদয়ে প্রীতিভঙ্গের যাবতীয় হেতু তাহার উদ্যম বা স্বরূপকে ক্ষীণ করিতে পারে না। (৩) প্রণয়—বিশ্রম্ভাতিশয়াত্মক প্রেম, যাহার উদয়ে সম্ভ্রমাদি-যোগ্যতাতেও তদভাব হয়। (৪) মান—প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমান দ্বারা কৌটিল্যাভাসপূর্বক ভাব-বৈচিত্রী-ধারী প্রণয়, যাহার উদয়ে শ্রীভগবান্‌ও ভক্তের প্রণয়কোপনিবন্ধন প্রেমময় ভয় প্রাপ্ত হন। (৫) স্নেহ—চিত্তদ্রবাতিশয়াত্মক প্রেম, ইহার উদয়ে শ্রীভগবানের সম্বন্ধাভাসেও বিকার, প্রিয়দর্শনাদ্যতৃপ্তি, প্রিয়তমের অতিসামর্থ্যসত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা প্রভৃতি আসে। (৬) রাগ—অভিলাষাত্মক স্নেহ, যাহার উদয়ে ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা, অথচ তৎসংযোগে পরমদুঃখও পরমসুখ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বিচ্ছেদে পরম সুখও পরম দুঃখরূপে প্রতিভাত হয়। (৭) অনুরাগ—সেই রাগই স্ববিষয়কে ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান করাইয়া এবং স্বয়ংও নবনবরূপে প্রতিভাত হইয়া 'অনুরাগ' হয়, ইহার উদয়ে পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রিয়তম-সম্বন্ধী অপ্রাণিতেও জন্মবাঞ্ছা এবং বিপ্রলম্ভেও বিস্ফূর্তি জন্মে। (৮) মহাভাব—অনুরাগই অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা-দ্বারা উন্মাদক 'মহাভাব' হয়—যাহার উদয়ে যোগে নিমেষা-সহতা, কল্পক্ষণত্বাদি এবং বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বাদি প্রতিভাত হয়। যোগে ও বিয়োগে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকারাদি জন্মে।

দ্বিতীয়তঃ—প্রীতি শ্রীভগবানের স্বভাব-বিশেষের আবির্ভাব-রূপ সহায়তা প্রাপ্তি করিয়া কোনও স্থলে (১) অনুগ্রাহ্যরূপে, (২) কোথাও বা অনুকম্পিতরূপে, (৩) কোথাও মিত্ররূপে আবার (৪) কোথাও বা প্রিয়ারূপে অভিমান ঘটায়। শ্রীভগবানের যে জাতীয় প্রিয়-বিশেষের (ভক্তের) সঙ্গাদিদ্বারা তরুণ সাধকে প্রীতির আবির্ভাব হয়, তাহাতে সেই জাতীয় অভিমান ঘটায়, সুতরাং সেই প্রিয়-বিশেষের গুণাতিশয়ই শ্রীভগবৎস্বভাব-বিশেষাবির্ভাবের হেতু বলিয়া জানিবে। নিত্যপরিকরগণের কিন্তু উভয় (ভক্তের অভিমান-বিশেষ ও ভগবানের স্বভাব-বিশেষ) নিত্যই।

(১) পোষণ ও অনুকম্পারূপে অনুগ্রহের দ্বিবিধ বৃত্তিহেতু অনুগ্রাহ্যাভিমানময় ভক্তও দ্বিবিধ—(ক) নির্মম. শান্ত বা জ্ঞানী ভক্ত—যথা সনকাদি। (খ) সমম অনুকম্প্য ভক্ত—যথা শ্রীভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি। উহারা আবার ত্রিবিধ, পাল্য—দ্বারকার প্রজাদি। ভৃত্য—দারুকাদি এবং লাল্য—শ্রীপ্রদ্যুম্ন গদাদি।

(২) বাৎসল্য—'ইনি আমাদের পুত্র'—এই ভাবদ্বারা অনুকম্পিত্বা-ভিমানময়ী প্রীতি; যথা—শ্রীনন্দ যশোদাদির।

(৩) মৈত্র—'ইনি আমার সমান মধুরশীলবান্‌ এবং আমার নিরুপাধি প্রণয়াশ্রয়বিশেষ'—এই ভাবদ্বারা মিত্রত্বাভিমানময়ী প্রীতি। সৌহৃদ ও সৌখ্য-ভেদে এই মৈত্রী দ্বিবিধ। উদাহরণ—শ্রীযুধিষ্ঠির, ভীম ও দ্রৌপদী এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রীমদর্জুন ও শ্রীদামাদি।

(৪) কান্ত—'ইনি আমার কান্ত' এইভাবে প্রীতি। উদাহরণ—শ্রীগোপিকাদি।

প্রীতিদান (সিন্ধু ৪।৩।৩৫) বন্ধু-প্রভৃতিরূপী শ্রীহরিকে নিবেদিত বস্ত্র।

প্রীতি-নিষ্কর্ষ (প্রীতি ৭৮) নিখিল-পরমানন্দ-চন্দ্রিকার চন্দ্রস্বরূপ এবং চতুর্দশ ভুবনের সৌভাগ্যসার-সর্বস্ব, প্রাকৃত সত্ত্বগুণের উপজীব্য, অনন্ত-বিলাসময়, মায়াতীত, বিশুদ্ধসত্ত্বের নিরন্তর উল্লাসহেতু অসমোর্দ্ধ মধুর শ্রীভগবানে যে কোন প্রকারে চিত্তের অভিনিবেশ-বশতঃ অন্য বিধির অপেক্ষারহিত হইয়া স্বভাবতঃই যাহা সমুল্লসিত হয়—অন্যবিষয় যাহাকে খণ্ডিত করিতে পারেনা—যাহা অন্য তাৎপর্য সহিতে অসমর্থ—হ্লাদিনী-সার-বৃত্তিবিশেষই যাহার স্বরূপ—ভগবদানুকূল্যাত্মকআনুকূল্যের অনুগত ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষাদিময়

জ্ঞানবিশেষ যাহার আকার—তাদৃশ (প্রেমময়) ভক্তের মনোবৃত্তিবিশেষই যাহার দেহ—সুধানির্মিত খাদ্যবিশেষ হইতেও সুরস আপনাদ্বারা যাহা নিজদেহকে রসময় করে—ভক্তকৃত আত্ম-রহস্য-সংগোপনরূপ চন্দ্রহার এবং অশ্রুবিন্দুরূপ মুক্তামালায় যাহার ভূষণ রচিত—নিখিল-কল্যাণগুণ-গণময় যাহা পুরুষার্থ-চতুষ্টয়কেও দাসীকৃত করিয়াছে—শ্রীভগবানে পাতিব্রত্যনিষ্ঠায় যাহা সতত ব্যাকুল—ভগবানের মনোহরণ করিতেই যাহার নিরন্তর চেষ্টা—সেই ভাগ্যবতী প্রীতি শ্রীভগবানেরই অনবরত সেবা করিয়া বিরাজ করে।

প্রীতি-পরাবস্থা (প্রীতি ১১০) শ্রীভগবানের মাধুর্যানুভবের তারতম্যে পরিকরগণেরও প্রীতি-মাধুরীর তারতম্য স্বীকার্য। শ্রীরাধার প্রীতি-মাধুরীই যখন অসমোর্দ্ধ, তখন শ্রীরাধাপ্রেমেই প্রীতির পরাবস্থা নির্দিষ্ট হইতেছে।

প্রীতির পর্যবসান (প্রীতি ১) জীবমাত্র প্রীতি-তাৎপর্যক হইলেও পরস্পরকে প্রীতি করিয়াই কৃতার্থ হয় না; খণ্ডানন্দ জীব খণ্ডানন্দের আস্বাদনে যৎকিঞ্চিৎ সুখ পাইতে পারে বটে, কিন্তু অনাবৃত নিরবচ্ছিন্ন সুখ না পাইলে তাহার পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং অখণ্ডানন্দ শ্রীভগবান্‌ই নির্বাধ প্রীতির বিষয় এবং তাঁহাকে প্রীতি করিয়াই চরম কৃতার্থতা লাভ হয়।

প্রীতির রসাবস্থা (প্রীতি ১১০) ভগবৎ-প্রীতি লৌকিক কাব্যবিদের রত্যাদির ন্যায় কারণ, কার্য ও সহায়ের সহিত মিলিত হইয়া যখন রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন নিজেই স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়। বিভাবকে কারণ, অনুভাবকে কার্য এবং ব্যভিচারকে সহায় বলে। প্রীতিমাত্রই যখন ভাববিশেষ, তখন ভগবৎপ্রীতিরও ভাবত্ব অবিসম্বাদি। রসশাস্ত্র-মতে স্থায়ির লক্ষণ 'বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ দ্বারা অবিচ্ছিন্ন, অথচ অন্যান্য সকল ভাবকে লবণাকরন্যায়ে আত্মভাব প্রাপ্তি করায় যাহা, তাহাই স্থায়ী।' এই লক্ষণানুসারে প্রীতিতে স্থায়িত্ব আছে। সুতরাং কারণাদির স্ফূর্তি-বিশেষদ্বারা রসরূপে পরিণত হইবার যোগ্য ভগবৎপ্রীতি কারণাদির সহিত মিলিত হইয়া তদীয় 'প্রীতিরসময়' বা 'ভক্তিরস' বলিয়া কথিত হয়। অলৌকিক রসজ্ঞ শ্রীনামকৌমুদীকৃৎ শ্রীমৎলক্ষীধর সামান্যতঃ রসবস্তুর নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদও 'মল্লনামশনিঃ' (ভা ১০।৪৩।১৭) শ্লোকের টীকায় শান্তাদি মুখ্য পঞ্চরস এবং রৌদ্র, অদ্ভুত, বীর, ভয়ানক ও বীভৎস—এই পঞ্চ গৌণরসের উল্লেখ করিয়াছেন। অত্রত্য রৌদ্রাদিরস প্রীতি-বিরোধী বলিয়া প্রীতিরসে আদৃত নহে, এইজন্য মল্লাদির ক্রোধাদি রস লৌকিক রসবিদ্‌গণের সম্মত। লৌকিক রসশাস্ত্রকার ভোজ-রাজ প্রেয়ান্ ও বৎসল রস স্বীকার করিয়াছেন। সুদেবাদিও ভক্তিময় রস স্বীকার করিয়াছেন।

এ স্থলে বিবেচ্য এই যে লৌকিক রত্যাদির সুখরূপতা যৎসামান্য, আলম্বনাদি বিচার করিলে লৌকিক রতি পরিণামে দুঃখদ, ইহাতে বিষয়-সুখাপেক্ষা থাকায় কখনও সুখময় হইতে পারে না। আলম্বন-বিভাবকে শ্রীরুক্মিণী দেবী 'জীবচ্ছব' [ভা ১০।৬০।৪৫] বলিয়া জুগুপ্সা রতিরই অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। সুতরাং লৌকিক রতিতে দাস্যাদি রসনিষ্পত্তি অসম্ভব।

পক্ষান্তরে শ্রীভাগবত-রসে মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী বা ভক্ত—এমন কি চেতনাহীন ইন্দ্রিয়রহিত ব্যক্তি বা বস্তুতেও স্পন্দন, বিকার প্রভৃতি পরিলক্ষিত হওয়ায় অলৌকিক প্রীতিরই রসাবস্থা সর্ববাদি-সম্মত। লৌকিক রসজ্ঞগণের মতেও প্রাকৃত অনুকার্যে রসনিষ্পত্তি স্বীকৃত নহে, সুতরাং সামাজিকেরও রসাস্বাদন অসিদ্ধ হইল; কিন্তু অলৌকিক রসাস্বাদনে ভক্তি-বাসনাই যথেষ্ট।

প্রীতিলক্ষণ (উ ৪) দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যকথার আখ্যান ও জিজ্ঞাসা, ভোজন ও ভোজন-দান—এই ছয়টি প্রীতির লক্ষণ।

প্রীতিসামান্য (প্রীতি ৮৪) শান্তাদি ভাব ও দাস্যাদি অভিমান-ব্যতিরেকে নির্মম ও তটস্থ ভক্তদের আধারে স্থিতা প্রীতি।

প্রীতি-সীমা (প্রীতি ৯২) জ্ঞানিভক্ত ও সামান্যভক্তে এই প্রীতি রতি-স্বরূপেই অবস্থান করে। পাল্য-ভক্তে প্রেম-পর্যন্ত, যেহেতু স্পষ্টভাবে মমতা বর্ত্তমান থাকে; দ্বারকাবাসী নাপিত, মালাকারপ্রভৃতি পাল্য-গণের অন্তর্গত হইলেও ইঁহারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তি করিয়াছেন বলিয়া ইঁহাদের প্রীতি প্রেমাতিশয়

পর্যন্ত হইতে পারে। দাস্য ভৃত্যে রাগপর্যন্ত রাগাতিশয্য, বৎসল পিতা-মাতাদিতে সকল ভক্ত হইতেও রাগাধিক্য, সখাগণে প্রণয়োৎকর্ষাংশে রাগাধিক্য, সুহৃৎগণে অতি সান্নিধ্যের অভাবে প্রেমপ্রাচুর্য্যই বর্ত্তমান, রাগ নহে। সখী ও প্রেয়সীগণে ক্রমশঃ প্রণয় ও মান সম্ভবপর হয়। পট্টমহিষীগণে মহাভাবতায় উন্মুখ অনুরাগপর্যন্ত প্রীতির সীমা, ইঁহাদের প্রেমবৈচিত্ত্যের উপরে প্রীত্যাবির্ভাব হয় না। মহিষীগণ ব্যতীত অন্যত্র কিন্তু অনুরাগপর্যন্তও শুনা যায় না। শ্রীব্রজদেবীগণে মহাভাবপর্যন্তই প্রীতিসীমা।

প্রীত্যশ্রু (গোলী ৫।১৪) প্রেমাশ্রু।

প্রীত্যাভাস (প্রীতি ৭৩) ['প্রীত্যাবির্ভাবক্রম' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

প্রীত্যাবির্ভাবক্রম (প্রীতি ৭৩) কেবল শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাস্বাদনেই প্রীতির তাৎপর্য থাকায়, যেস্থলে অন্য তাৎপর্যাদি বিদ্যমান আছে, তথায় প্রীতির অসম্যক্ আবির্ভাবই বোদ্ধব্য। তাহাও দ্বিবিধ—প্রীত্যাভাসের উদয় এবং ঈষৎ উদ্গম। ঐ ঈষদুদ্গমও দ্বিবিধ—প্রীতিচ্ছবির মাত্র সাময়িক উদ্ভব এবং প্রীতিরই উদয়াবস্থা। যে স্থলে অন্য তাৎপর্য থাকে, তথায় 'প্রীত্যাভাস'। যেস্থলে প্রীতি-তাৎপর্যের অভাব অথচ অন্য তাৎপর্য নাই, তথায় 'প্রীতিচ্ছবির সাময়িক উদ্ভব'। আবার যে স্থলে প্রীতিতেই তাৎপর্য অথচ দৈবাৎ অন্যাসক্তি ঘটে, তাহাকে 'প্রীতির উদয়াবস্থা' বলে। এ স্থলে প্রীতির মুখ্যতা ও অন্যাসক্তির গৌণতাই বাচ্য। সেই অন্যাসক্তিও দুই প্রকার—নষ্টপ্রায় অন্যাসক্তি এবং অন্যাসক্তির আভাসমাত্র। প্রথমস্থলে প্রীতির প্রথমোদয়াবস্থা এবং দ্বিতীয় স্থলে উহার প্রকটোদয়াবস্থা। প্রথমোদয়াবস্থা পর্যন্তই প্রীতির অসম্যক্ আবির্ভাব এবং প্রকট হইলেই সম্পূর্ণ আবির্ভাব বলিতে হয়। যেস্থলে অন্যাসক্তি থাকে না, সেই স্থলে 'দর্শিতপ্রভাব'-নামক আবির্ভাবই স্বীকার্য। প্রীতির আবির্ভাবানুসারে ভক্তও ত্রিবিধ হয়—(১) প্রীতির প্রকট উদয়াবস্থার আরম্ভ হইতে তৎপরবর্ত্তী সকল অবস্থা পর্যন্ত সাধকগণ জীবন্মুক্ত; (২) ভগবৎপার্ষদতাপ্রাপ্ত হইলে পরমমুক্ত এবং (৩) নিত্যপার্ষদগণ নিত্যমুক্ত।

প্রীত্যাবির্ভাব-তারতম্য (প্রীতি ৭৮—৮৩) শ্রীভগবৎপ্রীতি অখণ্ডা হইলেও নিজবিষয়ালম্বন শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তারতম্যে স্বীয় আবির্ভাবে তারতম্য প্রকাশ করে। যে স্বরূপে ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশ, তৎসম্বন্ধে প্রীতির পূর্ণাবির্ভাব এবং যে স্বরূপে ভগবত্তার আংশিক প্রকাশ, তৎসম্বন্ধে প্রীতিরও আংশিক আবির্ভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ং ভগবত্তানিবন্ধন তাঁহাতেই প্রীতির পূর্ণা প্রতিষ্ঠা।

প্রীয়মাণ (গীতা ১০।১) প্রীতির অনুভবকারী।

প্রুষ্ট—[প্রুষ্‌+ক্ত] দগ্ধ।

প্রেক্ষণীয় (হ ১৩।১২৫) ঐন্দ্রজালিক, ২ নর্ত্তকাদি সম্প্রদায়-বিশেষ। ৩ (চৈত ১০।১৬১৯) সুন্দর।

প্রেক্ষা (ভা ৩।৮।২৪) শোভা। ২ (প্রে ৯) বুদ্ধি। ৩ বিষয়ের শুভাশুভ-পর্যালোচনা। **-বান্** (সাকৌ ১১), **প্রেক্ষী** (হরি ৭।৩৯৪) সুধী। **প্রেক্ষ্য** (বৃভা ২।৭।১০৮) পরম রম্য, ২ সদা দৃশ্য।

প্রেঙ্খ (চৈত ২।৯।১৩) আন্দোলিকা। ২ (ভক্তি ১০) আন্দোলন, ৩ (অকৌ ৫।৬৫) গতি। **প্রেঙ্খা** উ ১১।৭৭) আন্দোলন। ২ দোলা, [৩ গৃহভেদ]। **প্রেঙ্খিত** (গোচ পূর্ব ২৩।১৪৪) আন্দোলিত। ২ কম্পিত। **প্রেঙ্খেঙ্খন** (ভা ১০।৪৪।১৫) দোলান্দোলন—স্বামী। **প্রেঙ্খোল** (ভাবনা ৩।৫২) চঞ্চল। ২ (বিনা ৩।৪৭) আন্দোলন। **প্রেঙ্খোলন** (আচ ১৩।১৪৪) আন্দোলন। **প্রেঙ্খোলি** (আচ ১১।৬৮) গতিশালি। **প্রেঙ্খোলী** (গোলী ১৪।৫৭) হিন্দোলা।

প্রেত (গোচ পূর্ব ২।৭৩) মৃত, ২ প্রেতপ্রাণিবিশেষ। ৩ (ভা ৬।৬।১৮) ভূতের ভার্যাগর্ভসম্ভূত। **-ধূম**—চিতাধূম। **-নদী**—যমদ্বারস্থা বৈতরণী। **-পক্ষ**—মৃত পিতৃগণের প্রিয় গৌণী আশ্বিনী কৃষ্ণপক্ষ। **-পতি** (ভা ২।৬।৪৩) যমরাজ। **-লোক**—যমলোক। **-সংস্থা** (ভা ৭।১৪।২৬) মৃতসৎকারাদি। **প্রেতাবাস** (ভা ৪।২।১৩) শ্মশান।

প্রেত্য [ব্য] পরলোকে। **-ভাব** (রত্ন টী ১৮) মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম। 'পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ'—গৌতমসূত্রে (১।১।১৯)।

প্রেম (হ ১১।৬২২) বিশ্বাস। ২ (সস তত্ত্ব ৮) প্রীত্যতিশয়। ৩ (বৃভা ২।৪।১৯) সৌহার্দ, ৪ (উ ৪।৬৩) ধ্বংস-কারণ উপস্থিত হইলেও

নায়ক-নায়িকার ধ্বংস-রহিত ভাববন্ধন। ৫ (চৈচ আদি ৪।১৬৫) কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা। **-আবির্ভাবে প্রায়িকতা** (উ ১৪।২২৭—২২৮) প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব—ইহাদের উত্তরোত্তর আবির্ভাব হয়—এই সিদ্ধান্ত অনৈকান্তিক। কেননা রাগ, অনুরাগ, স্নেহ, মান, প্রণয় ইত্যাদি ক্রমেও প্রেমের আবির্ভাব ব্রজদেবীগণে দৃষ্ট হয়। **-কন্দ** (সিন্ধু ৩।২।৪১) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থ অনুগ দাস, বেশরচনাকারী। **-কলা** (ভা ১০। ৫৩।৩৯) প্রীতিলেশ, ২ প্রীতিভাবনা, ৩ অনুমোদনরূপ প্রীত্যংশ। ৪ প্রেমপ্রবৃদ্ধি। **-গ্রন্থি** (উস ১০) প্রেমকৌটিল্য। **-তারতম্য-বিচার** (সিন্ধু ১।৪।১) সাংখ্যমতে উপাদান কারণই পূর্বাবস্থা ত্যাগ করিয়া কার্যরূপে পরিণত হয়, কারণের অতিরিক্ত আর স্বতন্ত্র কার্যপদার্থ থাকে না—তদ্রূপ ভাব পূর্বাবস্থা ত্যাগ করিয়া প্রেমরূপে পরিণত হইলে প্রেম হইতে ভাবের পৃথক্ সত্তা থাকিবে কেন? অর্থাৎ শ্রীরাধাদিতে চরম স্থায়িভাবরূপে মহাভাবই থাকিতে পারে, কিন্তু স্নেহ, মানাদি নাই থাকুক? শ্রীবিশ্বনাথ এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির শ্রেষ্ঠ বৃত্তিরূপ এই রতি প্রেমস্নেহাদি ক্রমে শ্রীকৃষ্ণেরই অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে পূর্বাবস্থা ত্যাগ না করিয়াও উত্তরোত্তর দশাবিশেষ লাভ করিতে পারে। প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ স্থিতিও অবশ্যই স্বীকার্য। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যদেহই যখন মাধুর্যাদি-বিশেষ প্রাপ্তি করত বাল্যাবস্থা পরিত্যাগ না করিয়াই পৌগণ্ডদেহ হইয়া থাকে, পৌগণ্ড দেহই আবার ততোধিক মাধুর্যোৎকর্ষ-লাভে কৈশোর দেহ হয়, তখন প্রাকৃতজীবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণদেহে বয়সোচিত বিকার হইতেই পারে না। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য পৌগণ্ডাদি ও তত্তৎকালোচিত লীলাদি নিত্য—পৌগণ্ডের প্রকাশে এই বাল্যদেহ এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে অন্তর্হিত হইয়া যে সকল ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট বাল্যলীলা আরম্ভ হয়, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে সংক্রমিত হয়। নিত্যবস্তুর আবির্ভাব-তিরোভাব-মাত্রই স্বীকার্য। রতিপ্রেমাদি স্থায়িভাবযুক্ত ভক্তগণের মধ্যে যখন যে ভক্তে কারণাদি-সহযোগে যে স্থায়িভাবের উদয় হয়, তখন তাহারই বাহিরে অভিব্যক্তি হয়, অন্যান্য ভাবগুলি অনভিব্যক্ত অবস্থায় তন্মধ্যে বিশ্রাম করে—ইহাই জ্ঞাতব্য। **-দয়িত** (মালা প্রেমেন্দু ১৭) প্রিয়নর্মসখা। **-পত্তন**—শ্রীরসিকোত্তংস-প্রণীত খণ্ডকাব্য। ইহাতে রতিকৃত বিপর্যয়ের সুচারু পরিবেষণ দ্রষ্টব্য। ২ (প্রে ১০২) শ্রীব্রজমণ্ডল। **-পর ভক্ত** (বৃভা ২।১।১৬) ভক্তিতে অনাসক্ত অথচ কেবল প্রেমেই তাৎপর্যবান্ ব্যক্তি যিনি নিরুপাধি-শ্রীভগবৎকৃপাজনিত বিশুদ্ধ পরম প্রেমে উৎপাদিত তাঁহার দর্শনোৎকণ্ঠা, দর্শন, সখ্য, নর্ম ও সৌহৃদাদির শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইয়াছেন—যেমন শ্রীমদর্জুনাদি পাণ্ডবগণ। **-পাক** (কৃচ ১।১।৭) প্রেমের উত্তরোত্তর ঘনীভূত অবস্থা। **-প্রাদুর্ভাব-ক্রম** (সিন্ধু ১।৪।১৫—১৬) প্রেমোদয়ের প্রায়িক ক্রম—(১) সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা (তদর্থে বিশ্বাস), তৎপরে ভজনরীতি-শিক্ষার জন্য (২) সাধুসঙ্গ, (৩) ভজনক্রিয়া, (৪) অনর্থনিবৃত্তি, (৫) নিষ্ঠা [ভজনে বিক্ষেপরহিত সাতত্য], (৬) রুচি [ভজনে বুদ্ধিপূর্বক অভিলাষ], (৭) আসক্তি [স্বারসিকী প্রবৃত্তি], (৮) তদনন্তর ভাব, (৯) তৎপরে প্রেম। **-ভক্ত** (বৃভা ২।১।১৬) সপ্রেম-ভক্তিমান্ ব্যক্তি, যিনি প্রিয়তম প্রভুবরের পাদপদ্মে প্রীতিসঙ্গমসেবামাত্রেরই অপেক্ষক, যথা—শ্রীহনুমানাদি। **-ভক্তি** (সিন্ধু ১।৪।১) যে ভাবভক্তি নিজের প্রথম দশা হইতেও চিত্তের অতিশয় আর্দ্রতা (স্নিগ্ধতা) সম্পাদন করে, পরমানন্দের উৎকর্ষপ্রাপ্তি করায় এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় মমতা প্রদান করে, তাহাই 'প্রেমভক্তি'। সেই প্রেম 'ভাবোত্থ' ও 'শ্রীহরির অতিপ্রসাদোত্থ'-ভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অন্তরঙ্গ অঙ্গসমূহের নিরন্তর অনুশীলনদ্বারা ভাব পরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইলেই তাহাকে 'ভাবোত্থ' প্রেম বলা হয়। বৈধ ও রাগানুগ-ভেদে তাহাও দ্বিবিধ। **-ভঙ্গ** (নির ৬) প্রেমের তরঙ্গ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থাদি। **-মঞ্জরী** (কৃগ পরি ১৮৩) শ্রীরাধার কিঙ্করী। ২ (কৃগ ২৪৮) রঙ্গদেবীর যূথে অষ্টমী সখী। **-রভস** (চন্দ্রা ৩৯) প্রেমানন্দ।

প্রেম-রস (চৈত ১০।২২।১২) শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিমহোদয়ের মতে

বস্ত্রহরণলীলায় অনূঢ়া গোপীদের প্রেমরস অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে স্থায়ী—মমকার, আলম্বন—শ্রীকৃষ্ণ, উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসোক্তি, অনুভাব—অন্যোন্য প্রেক্ষণাদি, ব্যভিচারী—ব্রীড়া। এই সকলদ্বারা পুষ্ট মমকার স্থায়ী রসতা-প্রাপ্তি করিয়াছে। এস্থলে কুমারী-গণের প্রেমাখ্য রস, কিন্তু শৃঙ্গার নহে। তবে (শ্রীভাগ ৭।১।৩০) 'গোপীগণ কামে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি করিয়াছেন'—এই উক্তি অন্যগোপিকাপর, কিন্তু (ভা ১১।১২।৮) 'কেবল ভাবে গোপিকা' ইত্যাদি উক্তি কুমারিকা-পর জানিতে হইবে। শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামী অলঙ্কার-কৌস্তভে (৫।১২) সখ্যরসের উল্লেখ না করিয়া প্রেমরসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ভোজরাজ প্রেমরস স্বীকার করেন। ভোজরাজ প্রেয়োরস বলিয়াছেন, প্রেমরস বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার মতে নায়কনায়িকারই প্রীতিজনিত রস—প্রেয়োরস। রুদ্রটও প্রেয়োরস স্বীকার করেন। তাঁহার মতে 'স্নেহঃ স্থায়ী ভবেৎ প্রেয়ান্।' সাধারণতঃ উত্তম নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে রস দেখা যায়, তাহা শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস, তাহার স্থায়ী ভাব—মধুরা রতি বা সম্প্রয়োগ-বিষয়া চেতোরঞ্জকতা, স্নেহ নহে। শ্রীরূপগোস্বামী সখ্য রসকেই প্রেয়োরস বলিয়াছেন, প্রেমরস বলেন নাই। সখাদ্বয়ের মধ্যে প্রণয়-জনিত যে রস, তাহাই সখ্য বা প্রেয়োরস। কবিকর্ণপূর (অকৌ ৫।১২) শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রীতি বা রতি-জনিত যে রস, তাহাকে শৃঙ্গার রস বলিয়া আবার চিত্তদ্রব-(বা স্নেহ)-জনিত যে রস, তাহাকে 'প্রেমরস' বলিয়াছেন। একই শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে দুই প্রকার রস কি ভাবে স্বীকার্য হয়? শৃঙ্গার রস ও প্রেম-রসের মধ্যে একতরের প্রাধান্য ও অন্যতরের অপ্রাধান্য স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহাতেও বিষয়টা পরিস্ফুট হয়না। যদি বলা যায় যে সম্প্রয়োগ লীলারসই অঙ্গী, শৃঙ্গার রস এবং লীলাবিলাস (সম্প্রয়োগ-ভিন্ন অন্যলীলা) বা প্রেমরসই অঙ্গ, তাহাও সুষ্ঠু মনে হয় না, কেননা লীলাবিলাস শৃঙ্গারেরই অবান্তরভেদ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে শৃঙ্গার রস এবং প্রেমরস, দুইটি পৃথক্ সংজ্ঞাযোগ্য, দুইটি স্বতন্ত্র রস স্বীকার করিলে দুই রসের মধ্যে লক্ষণ-গত বিশেষ-ভেদ দেখাইতে হয়। যে রসে সম্প্রয়োগ-লীলার মাত্রা অল্প, লীলাবিলাসের মাত্রা বেশী, তাহা প্রেমরস এবং যে রসে লীলাবিলাসের মাত্রা অল্প এবং সম্প্রয়োগলীলার মাত্রা অধিক—তাহা শৃঙ্গার রস—এপ্রকার বিভাগও তৃপ্তিপ্রদ নহে। কবিকর্ণপূরের মতে প্রেম—অঙ্গী রস এবং শৃঙ্গার—অঙ্গ রস। (অকৌ ৫।১২) 'প্রেমরসে সর্বে রসা অন্তর্ভবন্তি' এবং 'সর্বেরসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ'।

এই গ্রন্থেও (চৈত ১১।১২।৮) প্রেমরসে সর্ব রসই অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং ইঁহাদের মতে প্রেমরস-মধ্যে যাবতীয় রস ও ভাবের অন্তর্ভুক্তিই ধর্তব্য।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যখন অনন্ত প্রকাশ স্বীকার্য[১], তখন এমন একটি প্রকাশ থাকা অসম্ভব নহে, যেখানে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের গাঢ় প্রেম আছে, অথচ অঙ্গসঙ্গাদি নাই। শৃঙ্গার রস ও প্রেমরসের স্থায়ী ভাব এক হইতে পারেনা; তাহা হইলে সংজ্ঞাভেদ হয় না। শৃঙ্গার রসের স্থায়ী ভাব মধুরা রতি, সাক্ষাৎ উপভোগাত্মিকা রতি (প্রীতি ৩৬৫), সম্প্রয়োগ-বিষয়া রতি (অকৌ ৫।৩), কিন্তু প্রেমরসের স্থায়ী ভাব—চিত্তদ্রব, তাহা কিন্তু সম্প্রয়োগ-বিষয়া রতি নহে। প্রেমরসের স্বাতন্ত্র্যে স্থায়ী ভাব, অনুভাব এবং উপচারাদিরও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য। দ্রবীভূত চিত্তে কামের স্থান নাই, কামোন্মাদনার অবকাশ নাই। (অকৌ ৫।১২) 'প্রেয়াং স্তেহহং' ইত্যাদিতে প্রেমরসের যে দৃষ্টান্ত আছে, তাহাতে শারীরিক সম্বন্ধ বা সম্প্রয়োগের কথা নাই। কোনও অনির্বাচ্য অসমোর্দ্ধ প্রেমে দুইটি প্রাণ একত্র গ্রথিত হইয়া, ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া আছে—যেন উভয়ে (চৈনা ১।৭) 'ভিন্নভাবেন হীনম্' হইয়া আছেন।

শ্রীরূপও শ্রীজীবের মতেও সম্প্রয়োগ লীলা হইতে লীলাবিলাসেই অধিক রস ও আস্বাদন[২] (উ ১৫।২৫৩)। সম্প্রয়োগলীলা না হইলে শৃঙ্গাররস

১। শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতে [২।৩৫]।

২। প্রীতিসন্দর্ভে ৩৭৭ অনুচ্ছেদেও আছে 'বিদগ্ধানাঞ্চ যথা বনিতানুরাগাস্বাদনে বাঞ্ছা, ন তথা তৎস্পর্শাদাবপি'। শ্রীরূপপাদের মতে সম্প্রয়োগ হইতে লীলাবিলাস শ্রেষ্ঠ, কিন্তু শ্রীজীবপাদের মতে স্পর্শাদি হইতেও অনুরাগাস্বাদনই শ্রেষ্ঠ।

আখ্যা হইতে পারে না। সম্প্রয়োগ অঙ্গী, লীলাবিলাসই অঙ্গ। কায়িক সম্প্রয়োগ না থাকিলে সেই রসের নাম—সখ্যরস বা প্রেয়োরস হইবে। প্রেমরসে মানস ও চাক্ষুষ আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি আছে। মানসী সম্প্রয়োগ-লীলা আছে. কিন্তু প্রেমাতিশয্যবশতঃ কায়িক সম্প্রয়োগ অনাবশ্যক হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদীতেও শৃঙ্গাররসই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রেমরস নহে। উজ্জ্বলে (উ ১৫।২০৭, ২০৮) সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের যে দৃষ্টান্ত আছে, তাহাতে চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি উপচারের কিছুই নাই, কেবলমাত্র সন্দর্শনরূপ উপচার আছে। তথায় চুম্বন-আলিঙ্গন ব্যতিরেকেও সাক্ষাৎ চুম্বন আলিঙ্গনাদি হইতেও অধিকতর আনন্দের আস্বাদন নিশ্চয়ই আছে, নতুবা 'সমৃদ্ধিমান্' সম্ভোগ আখ্যা হইবে কেন? (উ° ১৫।৩) টীকায় শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন যে চুম্বন, আলিঙ্গন,সম্প্রয়োগাদি—মানস,চাক্ষুষ ও কায়িক ত্রিবিধই হইতে পারে। 'নয়নে নয়নে করয়ে শৃঙ্গার, রসের শৃঙ্গার সে'—[চণ্ডীদাস]। চাতুরঙ্কিক মিলনের দৃষ্টান্ত (আচ ৯।১২৮—১২৯) আছে। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪৯) 'দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িষ্যে'। রসার্ণবসুধাকরেও সমৃদ্ধিমান্‌সম্ভোগের দৃষ্টান্ত—শিবের কোপে দগ্ধ মদনের পুনরায় দেহধারণে রতির সহিত মিলনে দেখান হইয়াছে[১]। তাহাতে চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি নাই, অথচ সর্ব-প্রকার সুখোল্লাস আছে। স্তবা-বলীতে শ্রীদাসগোস্বামী (মুকুন্দাষ্টকে ৬) বলিয়াছেন—'মনসিজজনি সৌখ্যং চুম্বনেনৈব তন্বন্'। সুতরাং (উ ১৪।২২৫) 'যদ্‌বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রশঃ'—এই ন্যায়া-নুসারে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এমন একটি প্রকাশ অবশ্যই আছে, যাহাতে চুম্বন-আলিঙ্গনাদি সম্প্রয়োগলীলা ব্যতিরেকেও প্রেমরস সিদ্ধ হইতে কিছুমাত্র বাধা নাই। প্রেমরসে মানস আলিঙ্গনাদির সদ্ভাব আছে, আস্বাদনের পক্ষে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের ন্যায় মানস ব্যাপারই পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, বাহ্য উপচারের প্রয়োজনীতাই নাই। প্রেমানন্দের ব্যাপকতা প্রগাঢ় ও অনেক বেশী। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী (বৃভা ১।৭।১২৫—১২৬) বলিয়াছেন—সুদূর প্রবাস-জনিত বিরহ যদিও প্রথমতঃ গাঢ় দুঃখদ বলিয়া মনে হয়, তথাপি পরিণামে সম্ভোগ হইতেও আনন্দদায়ী। ব্রহ্মানন্দ অনির্বাচ্য, ভজনানন্দ অনির্বাচ্যতর, প্রেমানন্দ কিন্তু অনির্বাচ্যতম। আবার যদি বিরহার্ত্তি-দ্বারা সঞ্জাত হয়, তবে সেই প্রেমানন্দ পরমান্ত্যকাষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতু পরমমহা-অনির্বাচ্যতম। [দীনশরণ]

প্রেম-লক্ষণা ভক্তি (ভক্তি ৭) শ্রীকৃষ্ণকথায় রুচিই পরমা ভক্তি। **°বতী** (কৃগ পরি ১৯২) শুষিরাদি-বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিদায়িনী গোপী। **-বশ্য** (সিন্ধু ২।১।১৫১) সেবাদির অপেক্ষাহীন হইয়া 'প্রিয়তামাত্রেই বশীভূত। **-বিভিন্ন** (ভা ১০।৮৫। ৩৮) প্রেমসিক্ত—স্বামী। **-বিলাস** (উ ১৪।৬১) প্রেমের অবস্থাভেদে উৎকর্ষ-তারতম্য—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব [মহাভাব]।

প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত (চৈচ মধ্য ৮। ১৩৫) প্রেমের বহির্বিলাসের পুনর্বার অন্তর্মুখতা। প্রেম প্রথমতঃ বহি-র্বিলাসে স্ত্রী-পুরুষভেদভাবে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় অন্তর্মুখতায় স্ত্রী-পুরুষের পরৈক্য-প্রতিপাদক হয়। প্রেম স্বরূপে অবস্থিত হইয়া যখন বিপ্রলম্ভে বিরাগাভাসরূপে প্রতীয়-মান হয়, তখন আদৌ ভিন্নভাবে প্রকাশিত শক্তি ও শক্তিমান্ আবার অভিন্নভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। প্রেমের যে অবস্থায় এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটে, সেই অবস্থাই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত। উহা শক্তি ও শক্তিমানের একান্ত অদ্বৈতভাব—তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যের চরম বিশ্রান্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদুক্ত 'সংপরিষ্বক্ত-স্ত্রী-পুরুষ-স্বরূপ'--**শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর**। **°বিবর্ত্ত** (চৈচ অন্ত্য ১২।১৫৪) শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির বিপরীত ব্যবহার বা রীতি। **-বৈচিত্ত্য** (উ ১৫।১৪৭) প্রিয়তমের সন্নিধানেও প্রেমোৎকর্ষ-বশতঃ বিরহব্যাকুলতা। **-শরণ** (মালা ছ ১৪) স্নেহাধীন। **-সংরম্ভ** (ভা ৫।৮।২২) প্রণয়কোপ। **-সঙ্কোচ** (আচ ৫।১ টী) পূতনাদি-বধে ঐশ্বর্যভাব প্রকাশিত হইলে গোপগোপীদের প্রেম সঙ্কুচিত হয় কি? উত্তর—না, ঐশ্বর্যপ্রকাশে প্রেম সঙ্কুচিত না হইয়া বরং

১। অকলিত-পরিরম্ভ-উদ্বয়াণি, অজনিত-ঘনচুম্বনানি বাঢ়ম্। অঘটিত-ঘনতাড়নানি নিত্যাং, প্রমদানঙ্গরত্যোর্মোহনানি॥

তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অরিষ্ট-আশঙ্কায় ব্রজজনের প্রেম-পরিবর্দ্ধনই হয়। এরূপ স্থলে যদি শ্রীনন্দাদির ভাগ্যাদি-হেতুর কল্পনা হয়, তবে এই অহৈতুকী ঐশী শক্তি শ্রীকৃষ্ণদেহে আগন্তুকরূপে প্রকট হইয়া বিভুত্বাদি প্রকাশ করিয়াছে—বলিতে হয়। তথাপি শ্রীযশোদা 'আমার পুত্রের আজ একি কাণ্ড!' বলিয়া যে বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-সংক্রান্তা হইয়া ত নহেই (কারণ ঐশ্বর্য্যোদয়ে বাৎসল্যভাব শিথিল হয়) পরন্তু তাহা তাঁহার গাঢ়-প্রেমোর্ম্মিময়ই বলিতে হইবে। ফলতঃ প্রেমদেবীর পরীক্ষার্থ মধ্যে মধ্যে এই ঐশী হরি-শক্তি আসিলেও কিন্তু বস্তুতঃ প্রেমদেবীর দাসীভাবই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। **-সঙ্গত** (দু ম ১৪১) প্রীতিযুক্ত। **-সন্ততি** (উ ৪।৪৩) প্রেমের অংশ বা স্নেহাদি। **-সার** (চন্দ্রা ৪) স্নেহ, মান ইত্যাদি। **-সেবা** (দশ ২৬) প্রেমের সহিত সাক্ষাৎসেবা। **-স্বরূপ** (প্রকাশ ৬।৪) প্রাণ-প্রতিমরূপে দর্শনে বা অদর্শনে যাহাতে ক্রমশঃ জীবন বা মরণের দশা হয়—তাহাই 'প্রেম'। মিলনে মহাসুখপ্রাপ্তি এবং বিরহে মহাদুঃখ-রাশি-প্রাপ্তিতেও যদি নায়কই এক-মাত্র কারণ ও সমাশ্রয় হয়, তবে তাহাকে 'ভক্তি' বলে। এই দুই ভাবের (প্রেম ও ভক্তির) মিলনে প্রেমভক্তি হয়। ২ (প্রেম ৫১—৫৬) প্রেম এই প্রকার, প্রেমের পরিমাণ এই, প্রেমের স্বরূপ ইহা, অথবা ইহা নহে—যিনি এইরূপ বলেন, তিনি প্রেমবিষয়ে অজ্ঞ। বিবেচনা অথবা অবিবেচনার বিষয় হইবামাত্র প্রেম অন্তর্ধান করে। সর্বথা অন্যাভিলাষশূন্য, শুদ্ধ রাগ-যুক্ত, বিবেচনা-অবিবেচনা-রহিত স্বভাবে অবস্থিত মনে প্রিয়সুখে যে সুখবোধ হয়, সেই সুখই স্বভাবে অধিরূঢ় হইয়া স্বাভাবিক চেষ্টা-সমূহদ্বারা প্রেমকে প্রকাশ করে। সিংহের হস্তিগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের দ্বারাই নিজ পুষ্টিসাধনের ন্যায় লোকদ্বয়, স্বজন, শত্রুবর্গ, নিজ দেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ, এমন কি স্বীয় প্রাণপ্রেষ্ঠ হইতে প্রাপ্ত সুমেরুতুল্য ক্লেশসমূহকেও পরাজিত করিয়া অমিতশক্তি প্রেম তাহাদের দ্বারা স্বয়ংই পুষ্টিলাভ করে। বলবান্ প্রেম-সিংহ ক্ষুদ্র ক্লেশ-রূপ কুক্কুরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না করিয়া স্থির হইয়া থাকে। অন্ধকারে সমধিক উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় প্রেম-প্রদীপ ক্লেশান্ধকার-সমূহ দূর করিয়া সমধিক দেদীপ্যমান হয়। লাম্পট্য-হেতু এই প্রেম প্রিয়তমকে ক্ষণে ক্ষণে নূতনতম বোধ করায়, অতিশয় মদাধিক্য বিধান করে, ত্রিলোকীকে চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদিত ও প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় সন্তাপিত করিয়া দীপ্তি পাইয়া থাকে।

প্রেমা (হরি ৭।৮৩৭) [প্রিয়+ইমনি] প্রিয়তা। (সিন্ধু ৩।২।৮১) সম্ভ্রমপ্রীতি বদ্ধমূলা অতএব হ্রাস-শঙ্কাচ্যুতা হইয়া প্রেমনাম প্রাপ্তি করে। ইহাতে প্রীতি-বিষয়ে অবিচ্যুতা আসক্তিই অনুভাব।

প্রেমাতুর ভক্ত (বৃভা ২।১।১৬) নিত্য প্রেমসম্পত্তিভরে বিহ্বল এবং বিচিত্র বিচিত্র শ্রীভগবৎপ্রেম-সম্বন্ধে আকৃষ্ট-চিত্ত ভক্ত, যেমন শ্রীউদ্ধবাদি যাদবগণ।

প্রেমাধীনতা (উ ৫।৭) প্রেম জাতিতে অনন্ত হইলেও কোথাও পরমাণুমাত্র, কোথাও পরম মহান্, কোথাও মহান্ এবং কোথাও বা আপেক্ষিক ন্যূনাধিক্যময়। প্রথমটি অজাতরতি ভক্তে দৃষ্ট, তাঁহাদের প্রেমও যেমন দুর্লক্ষ্য, ভগবানের প্রেমাধীনতাও দুর্লক্ষ্য। দ্বিতীয়টি শ্রীরাধাতে বর্ত্তমান, শ্রীরাধার প্রেম যেমন সম্পূর্ণতম, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহারই সম্পূর্ণতম অধীন, কাজেই বাসন্ত-রাসে ঐশ্বর্য্যাবিষ্কারে চতুর্বাহু প্রকাশ করিলেও শ্রীরাধাসবিধে কিন্তু তাহা রাখিতে পারিলেন না। সমুদ্রবন্ধনে, শেষশয্যাদি-লীলায় শ্রীরাধাসবিধেও যে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ হইয়াছিল, তাহা কিন্তু শ্রীরাধারই দিদৃক্ষাবশতঃ—মনে করিবে। তৃতীয়টি ব্রজলোকে, প্রেমের মহত্ত্ব-বশতঃ অধীনতাও সম্পূর্ণই, কিন্তু সম্পূর্ণতম নহে, সুতরাং সময়-বিশেষে ঐশ্বর্য্যবিন্দু আবিষ্কৃত হইলেও তত্রত্য লোকের প্রেম সঙ্কোচ করিতে পারে না। ব্রজে পূতনা ও অঘাসুরাদি বধ, জৃম্ভণ, মৃত্তক্ষণ এবং দাম-বন্ধনাদি-লীলায় ঐশ্বর্য্যটি শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া ব্রজবাসিদের অনুসন্ধান-বহির্ভূতই ছিল। বরুণলোকে গমন, দাবাগ্নি-পান, গিরিধারণাদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধানেও ব্রজজনের স্বসম্বন্ধ-মননের প্রাবল্যের জন্য প্রেমের সঙ্কোচ হয় নাই। অন্যত্র কিন্তু

বসুদেব, দেবকী বা অর্জুনাদিতে স্বসম্বন্ধ-মননের শৈথিল্যই দৃষ্ট হয়; সুতরাং বসুদেবাদিতে প্রেমের সম্পূর্ণ-কল্পতাহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধীনতাও সম্পূর্ণকল্পই ধর্তব্য। চতুর্থটি শ্রীনারদাদিতে, তাঁহাদের প্রেমানুরূপ অধীনতা স্বীকার্য। পরমেশ্বরের এই প্রেমাধীনতা মায়াতন্ত্র জীবের ন্যায় দুঃখসূচক ত নহেই, পরন্তু (তদীয়া শক্তি) ভক্তির পারতন্ত্র্য শ্রীভগবানের সুখপোষকই বলিতে হইবে, বিলাসী ব্যক্তিরাও স্বপ্রেয়সীর পারতন্ত্র্যে সুখাতিরেকই প্রাপ্তি করেন—বি।

প্রেমানন্দ (সিন্ধু ৩।২।৫২) প্রেমের দুই কার্য—স্তম্ভাদি ও আজ্ঞা-পালন; দাসাদিতে আজ্ঞা-পালনেরই আধিক্য প্রযুক্ত [প্রেমানন্দে সেবানন্দ-ব্যাঘাত হয় বলিয়া] স্তম্ভকারক প্রেমানন্দই অগ্রাহ্য।

প্রেমামরতরু (চৈচ আদি ৯।১৩) প্রেমের কল্পবৃক্ষ-রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

প্রেমামৃত স্তোত্র (সা ৭, ৯) শ্রীশ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-কৃত শ্রীমন্নন্দনন্দনের স্বরূপ-গুণকীর্তন-ময় প্রবন্ধ। এই স্তবরাজ পাঠ করিয়া মহাপ্রভু স্তবের অন্তে নিজ নাম লিখিয়াছিলেন।

প্রেমাম্ভোজ-মরন্দ (মুক্তা ২০২) প্রীতিপদ্মের মধু; ২ শ্রীমদ্রঘুনাথ দাসগোস্বামি-রচিত একটি স্তোত্র।

প্রেমার্দ্রত্ব (প্রীতি ১২২) শ্রীকৃষ্ণের অলোকসামান্য উদ্দীপন [উদ্ভাস্বরাখ্য] গুণ।

প্রেয় (অর্কৌ ৭।১০) পূরণার্হ। ২ (শেষ ৩।১৬, ৪।৭১) সঞ্চারিভাবাদি অন্য রসের উপকারক হইলে 'প্রেয়' অলঙ্কার হয়। ['ইতরাঙ্গ' শব্দ দ্রষ্টব্য] ৩ (সিন্ধু ৪।৯।৯) উপরস—[পরস্পর সখ্য না হইয়া] একজনেই সখ্য থাকিলে, কৃষ্ণবন্ধুদের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিলে এবং যুদ্ধাতিশয় করিলে 'প্রেয় উপরস' হয়।

প্রেয়োভক্তিরস (সিন্ধু ৩।৩।১) নিজোচিত বিভাবাদিদ্বারা সখ্যরস স্থায়ী ভাব প্রাপ্ত হইয়া সজ্জন-চিত্তে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্তি করিলে 'প্রেয়োভক্তিরস' হয়।

প্রেরক (কৃষ্ণ ১৮৬) প্রবর্তক।

প্রেষ—প্রেষণ, ২ পীড়ন।

প্রেষিত (ভাবনা ৮।৬) প্রেরিত।

প্রেষ্ঠ (আ ১৭) নিরুপাধিপ্রেমাস্পদ, ২ সর্বাধিক-সৌভাগ্যদায়ী, ৩ আত্মা হইতেও সমধিক প্রিয়তার বিষয়, ৪ সর্বথা প্রেম-বিস্তারক।

প্রেষ্য (নিধি ৬১) দাস, পরিচারক। ২ প্রেরণীয়।

প্রৈয়রূপক (হরি ৭।৮৪৮) [প্রিয়রূপস্য ভাবঃ কর্ম বেতি বুঞ্] মনোজ্ঞতা।

প্রৈষ (ভা ১১।১৮।১৪ জী) সন্ন্যাসের পূর্বে উচ্চারিত মন্ত্র-বিশেষ। ২ (হরি ৪।১৭১) প্রেরণ। ৩ ক্লেশ, ৪ মর্দন, ৫ উন্মাদ।

প্রোক্ষণ (তর ১১।৩।৯৯) অর্চনান্তর্গত জল-সেচন। [২ যজ্ঞার্থে পশুহনন, ৩ বধ]। **প্রোক্ষণীয়** (ভা ১১।১৭।১৯) প্রোক্ষণার্থ উদকপাত্র—স্বামী। **প্রোক্ষিত** (মালা রাস ১০) নিষিক্ত।

প্রোজ্ঝিত (গোচ পূর্ব ৩২।১৭) প্রকৃষ্টরূপে ত্যক্ত।

প্রোঞ্ছন (গোলী ২।৬৪) সম্মার্জন।

প্রোত (ভা ৩।৫।৬) গ্রথিত। ২ (ভা ১০।১৫।৩৬) বস্ত্রের গর্ভ-নিহিত সূত্র। ৩ (গৌকৃ ২।২৪) বিপর্যস্ত।

প্রোৎপতিষ্ণু (গোলী ৮।৭২) লম্ফ দিয়া যাইতে ইচ্ছুক।

প্রোথ—প্রস্থিত, ২ অশ্বনাসা, ৩ কটি, ৪ স্ত্রীগর্ভ, ৫ পথিক, ৬ প্রথিত।

প্রোদ্দাম (ভা ১০।১৪।৪৭) অত্যুচ্চ। ২ (গোচ পূর্ব ৩২।১৯) উৎকট।

প্রোদ্ভিন্ন (গোলী ১৫।৯২) মত্ত।

প্রোদ্যৎ (গোচ পূর্ব ১।৯০) প্রকাশমান।

প্রোদ্বর্তন (স্তব ৯।১৯) অঙ্গমর্দন।

প্রোদ্বেজিত (ভা ১০।৩৮।১৬) ত্রাসিত।

প্রোন্মীল (বিন্দু ১) বিকাশ।

প্রোষিত (গোলী ৫।১৭) প্রবাসগত। -**ভর্তৃকা** (উ ৫।৮৯) যে নায়িকার কান্ত দূর দেশে (মথুরায় বা দ্বারকায়) গিয়াছেন, তিনিই 'প্রোষিতভর্তৃকা'। ইহাতে প্রিয়-সঙ্কীর্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অস্বাস্থ্য, জাড্য ও ও চিন্তাদি—অনুভাব। হাস্য, পরগৃহে গমন, সমাজে উৎসব-দর্শন, ক্রীড়া ও শরীর-সংস্কার—এই সব ইনি বর্জন করেন [পদ্যাবলী-টীকায়াম্ ৩৪৮]।

প্রোষ্ঠপাদ (হরি ৭।১৬) প্রোষ্ঠপদা-(পূর্বভাদ্রপাদ ও উত্তরভাদ্রপাদ)-নক্ষত্রে জাত।

প্রোষ্ঠিকা (লহরী ২০।১) শফরী মৎস্য।

প্রোষ্ঠীকেতু (গৌকৃ ৮।৪৩) মীন-কেতন কামদেব।

প্রৌঢ় (মালা প্রেমেন্দু ২৪)

সযুক্তিক, ২ (স্তব ১০১৬) প্রবীণ, ৩ (চৈচ আদি ৪।৪৯) অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ৪ (আ ১৪) নায়ক-বিশেষ—নিঃশঙ্কে সম্প্রয়োগাদি-কারী। **-পাদক্রিয়া** (হ ২।১৬৭) উর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন। **-পূর্ব-রাগ** (উ ১৫।১৯—২২) সমর্থ রতি-স্বরূপকে প্রৌঢ়-পূর্বরাগ বলে। ইহাতে লালস, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশাই প্রৌঢ় হইয়া থাকে। **-প্রেম** (উ ১৪।৬৭,৭৩) বিলম্বাদিবশতঃ (কদাচিৎ অনাগমনেও) নায়ক বা নায়িকার চিত্তবৃত্তি অজ্ঞাত হইলে প্রিয়তমা বা প্রিয়তমের খেদোৎপাদক ভাবই 'প্রৌঢ় প্রেম'। শ্রীরাধা ও তাঁহার যূথেই আত্যন্তিক প্রৌঢ় প্রেম বিরাজমান। ইহাতে পরস্পর বিরহের অসহিষ্ণুতাও বাচ্য। **-বন্ধ** (স্তব ২১।১৫) দৃঢ় বন্ধন।

প্রৌঢ়ি (অকৌ ৬।৪) অর্থ-প্রতিপাদনচাতুর্য-নামক বৈদর্ভ-মার্গীয় কাব্যগুণ। ইহা পঞ্চবিধ—(১) পদার্থে বাক্য-রচনা—'চন্দ্র' না বলিয়া 'অত্রিনয়ন-সমুদ্ভবতেজোরাশি' বলাই প্রৌঢ়ি। (২) বাক্যার্থে পদ-রচনা, যথা—'কান্তার্থিনী হইয়া সঙ্কেতে যাইতেছেন'—এই অর্থে 'অভিসারিণী'। (৩) একটি বাক্যে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বহুবাক্যে নিষ্পাদন করিলে 'ব্যাসবাক্য' হয়। যেমন—'পরস্বাপহরণ অনুচিত' এই বাক্যস্থলে 'পরের বস্ত্র হরণ করা, পরের অনভিমতে ধন গ্রহণ করা এবং পরাভরণ চুরি করা' ইত্যাদি অনুচিত। (৪) সমাসবাক্য—বহু-বিস্তারি বাক্যের একবাক্যে সমাধান, যেমন—'অন্যকে বঞ্চনা করিয়া লইলে, বলপূর্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলে এবং অন্যের গৃহে প্রবেশ পূর্বক অপহরণ করিলে অনন্ত নরক-পাত হয়' ইত্যাদি বাক্যস্থলে 'অপহরণ' নরকপাতেরই কারণ। (৫) বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্ব—'অহে বৃদ্ধ ভার্গব! তুমি যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলে, তখন ধনুর্বাণধারী রাম-লক্ষ্মণের জন্ম হয় নাই।' এই বাক্যে 'বৃদ্ধ' ও 'ধনুর্বাণধারী'—এই বিশেষণ দুইটি অভিপ্রায়-বিশেষে উক্ত হইয়াছে।

এই পঞ্চবিধ অর্থপ্রৌঢ়ির অভাবেও কাব্যের কাব্যত্ব-হানি হয় না; ইহারা রসোপকারক নহে। ২ (চ চ ৩।১০) হঠোক্তি; ৩ (প্রীতি ৩৮৬) গর্ব। ৪ (মালা কা ৮) প্রতিভা। ৫ (গোচ উত্তর ২৬।৩৫) উৎসাহ, অধ্যবসায়।

প্রৌঢ়োক্তি (কাব্য ৯।৪৮) কার্যাতিশয়-সম্পাদনের জন্য অহেতুতে হেতুত্ব-কল্পনা হইলে তাহাকে 'প্রৌঢ়োক্তি' অলঙ্কার বলে।

প্রৌষ্ঠপদ (হ ১৫।৩৩১) ভাদ্রমাস। ২ (হরি ৭।১৬) [প্রোষ্ঠপদায়াং ভব ইতি] মেঘ। **-পদী** (ভা ১২। ১৩।১১) ভাদ্রপদী—স্বামী। ২ ভাদ্র-সম্বন্ধিনী—বি।

প্লক্ষ (ভা ৫।১।৩২) সপ্তদ্বীপান্তর্গত দ্বিতীয় দ্বীপ; মিডিয়া, মতান্তরে তুর্কী। ২ (গোলী ২১।৩০) বট [পাকুড়]।

প্লব (ভা ১০।৮২।৭) গতি—স্বামী। ২ (গোচ পূর্ব ৯।৫৯), ভেলা, নৌকা। [৩ ভেক, ৪ মেষ, ৫ জলকাক]।

প্লবগ, প্লবগতি, প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম—ভেক, ২ বানর।

প্লবন (গীগো ১।৩৭) অবগাহন।

প্লাবিত (ভা ৪।৬।১০) প্লুতত্ব-প্রাপ্ত—স্বামী। ২ (ভা ৩।৪।২৭) অপনীত। ৩ (ভা ৬।১।২৯) উচ্চত্বপ্রাপ্ত। ৪ জলাদিদ্বারা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত।

প্লুত (গোলী ২।১২) মগ্ন, ২ (অকৌ ৫।১০) ব্যাপ্ত। ৩ (বিনা ৬।৩) ত্রিমাত্র-স্বর। ৪ অশ্বগতিভেদ, ৫ লম্ফনে গমন, ৬ তির্য্যগ্‌গতি।

প্লুতি (বৃভা ১।৬।৪) কূর্দন। ২ উল্লম্ফন, ৩ জলাদিদ্বারা ব্যাপ্তি।

প্লুষ্ট (মাম ৮।৬৩) দগ্ধ।

প্লোষণ (আচ ৯।১৩৮) দাহ।

প্‌সা (আচ ১৫।১৯০) [প্‌সা +ভাবে অঙ্‌] ভক্ষণ। **প্‌সাত** (গোচ পূর্ব ১০।৪৬) ভক্ষিত, ২ বিনাশিত।

প্‌সাতব্য (গোচ পূর্ব ২২।১৮) ভোজনীয়। **প্‌সান**—ভক্ষণ।

ফ

ফক্কিকা (ঐ ৬।৪২) অসদ্ব্যবহার, ২ তত্ত্বনির্ণয়ার্থ পূর্বপক্ষ।

ফট্ [ব্য] মন্ত্রাংশ-বিশেষে, ২ অস্ত্র মন্ত্রে, ৩ অনুকার-শব্দে।

ফণধারীন্দ্র (গোচ উত্তর ৪।৩১) অনন্ত।

ফণপটী (সিন্ধু ৩।৪।৩১) সম্মুখে ফণাকৃতি অথচ কাছাদেওয়ার জন্য পশ্চাদ্দিকে অল্প ধটীর ন্যায় কুঞ্চিত ও সেলাই করা বস্ত্র।

ফণফণায়মান (আচ ৯।৭০) সহসা বৃদ্ধিশীল।

ফণি-ত্র (গোবি ৯৮) সর্পরূপী সুদর্শন-নামক বিদ্যাধরের ত্রাণকর্তা। **°পতি** (আচ ৪।২৫) অনন্ত। **-প্রিয়**—বায়ু। **-ফক্কিকা** (ঐ ৬।৪২) পাণিনি-সূত্রের পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্যের দুর্বোধ্য অংশ—[ফাঁকি]। **-ভুক্** (গৌক্ব ১২।২৭) ময়ূর। **-বল্লি** (ভাবনা ৭।১৬) তাম্বূল। **ফণীন্দ্র, ফণীশ্বর**—অনন্ত, ২ বাসুকি।

ফল (আচ ২০।৯১) পরিণাম। ২ (আচ ১।৩১) অদৃষ্ট, ৩ শরাদির অগ্রভাগ। ৪ বীজ। ৫ লাভ, ৬ হেতুভূত [কার্য]। ৭ (রত্ন ৬।৬১) প্রয়োজন, পুরুষার্থ। ৮ (উ ১৫। ৮) ফলক—বিষ্ণু। **-ক** (বিনা ২। ২২) চিত্র, ২ (গোলী ১১।৪৭) ঢাল, ৩ (গোচ পূর্ব ১।২৫) আধার। **-ক-সকৃথ** (হরি ৭।১২১) ঢালের ন্যায় দৃঢ় সক্থিযুক্ত। **-কাম**—বিহিত কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষী। **-চৈতন্য** (রত্ন টী ৭।২১) আবরণ নিবৃত্ত হইলে স্বয়ংপ্রকাশমান চৈতন্যকে অদ্বৈতবাদে 'ফলচৈতন্য' বলে। **-ত্রিক**—ত্রিফলা; শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ। **-ন** (আচ ১২।১৪৫) নিষ্পত্তি। ২ (ভা ১০। ৮৭।৪১) তাৎপর্যে পর্যবসান—স্বামী। ৩ সফলতালাভ—জী। ৪ নিষ্পন্দন—প্রবো। **-পর্যাপ্তি** (ভক্তি ১৫৩) সিদ্ধি, ভগবৎস্ফূর্তি। **-পাক**—কর-মর্দক, ২ পানীয়ামলক। **-পাত্র** (হ ৪।৭৯) নারিকেলাদিফলময় পাত্র। **-পুষ্পা**—পিণ্ডখর্জুরী। **-পূর** (গোলী ৩৫৮) দাড়িম। **-প্রিয়া**—প্রিয়ঙ্গু। **-বন্ধ্য**—ফলশূন্য বৃক্ষ। **-ভাবন** (ভা ১০।২৪।১০) ফল-সাধক। **-ভূমি**—কর্মভূমি-ব্যতিরিক্ত দেশ। **-মান** (হ ৮।১৮৯) নেবু-বিশেষ। **-মুখ্যা**—অজমোদা (যোয়ান)। **-লক্ষণা** (শেষ ২।১৩) প্রয়োজন-লক্ষণার নামান্তর ['লক্ষণা'-শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-শ্রুতি** (সিন্ধু ১।২।১৬৬) পুণ্যলোকলাভ ইত্যাদি ফলশ্রবণের তাৎপর্য—বহির্মুখ-প্রবৃত্তিতেই ধর্তব্য, নিষ্কাম জীবের কিন্তু রতিই মুখ্যফল —বি। সর্ব সৎকর্মেরই একান্ত গতি —'ভক্তি' নামক পরম পুরুষার্থলাভ —জী। (সিন্ধু ১।২।২৪৫ দ্রষ্টব্য)। **-হেতু** (গীতা ২।৪৯) ফলাকাঙ্ক্ষী।

ফলা (পদ্যা ১৮৬) চিত্রপট।

ফলাগম (নাম ৬৫) নিজাভীষ্ট ফলের প্রাপ্তিকে নাট্যশাস্ত্রে 'ফলাগম' বলে।

ফলাধ্যক্ষ (গোলী ২১।৩১) রাজাদন বৃক্ষ। [২ ফলদানে অধ্যক্ষ=ঈশ্বর]।

ফলাফলিকা (হরি ৬।১৭) বড়ছোট ফলসমূহ; ফলসহিত অফলযুক্তা স্ত্রী।

ফলাভাস (চৈচ অন্ত্য ৯।১৩৭) আনু-ষঙ্গিক তুচ্ছ ফল।

ফলিকা (হরি ৬।১৭) ছোট ফল। ২ শিম্বীবিশেষ।

ফলিত (হরি ৭।৮৮৩) ফলযুক্ত। ২ (গোচ পূর্ব ২৪।১২৫) তাৎপর্য। ৩ (হরি ৫।৩৯) নিষ্পন্ন।

ফলিন (হরি ৭।৯৭০) ফলবিশিষ্ট।

ফলিনী (আচ ১।৪৬) প্রিয়ঙ্গুলতা।

ফলী—প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ২ ফলযুক্ত।

ফলীকরণ (ভা ৫।৩।১৫) তুষকণাদি —স্বামী। [২ ফলেচ্ছা, ৩ বিতুষী-করণ]।

ফলীকার (ভা ৪।৯।৩৫) সতুষ তণ্ডুল-কণা।

ফলে-গ্রহী (হরি ৫।২৪২) অবন্ধ্য বৃক্ষ। **-রুহা**—পাটলি বৃক্ষ।

ফলোপগম (আচ ১৪।৭৬) ফলপ্রাপ্য, ২ ফললাভ।

ফল্গু (ভা ৭।১৪।৩১) গয়ার প্রান্ত-বাহিনী শুষ্কা নদী। ২ (ভা ৪।৪। ১২) তুচ্ছ। [৩ ফাগু, ৪ বসন্তকাল, ৫ রম্য]। **-তন্ত্র** (ভা ১০।৫৪।১৫) স্বল্পসৈন্য—স্বামী। ২ তুচ্ছ পরিচ্ছদ —বি। **-ন** (হরি ৭।৪৭৮) অর্জুন, ২ ফাল্গুন। **-ল** (হ ৮।১৯০) নেবু-বিশেষ। **ফল্গুলাধারণ** (সা ২) হেমন্ত ঋতুতে ধারণোপযোগী শ্রীগোবিন্দের হিম-নিবারক বহুমূল্য কৌশেয়বস্ত্র—ইহা অরুণবর্ণ এবং শ্রীগোবিন্দের আপাদ-মস্তকে শোভা পায়—বহুবিধ রত্নচিত্রে চিত্রিত হয়। **°বিরক্তি**

(খ্যা ১০) শ্রীজগন্নাথের-মহাপ্রসাদেও প্রাকৃতত্ব-বুদ্ধিতে পরিত্যাগাদি। -বৈরাগ্য (ভক্তি ১।২।২৫৬) মুমুক্ষুজন-কৃত শ্রীহরিসম্বন্ধি মহাপ্রসাদাদি বস্তুর প্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিত্যাগ। ইহা ভক্তিমার্গে অনুপযোগী। প্রসাদিবস্তু ত্যাগ দুই প্রকারে হয়, প্রার্থনা না করা এবং প্রাপ্ত প্রসাদের উপেক্ষা—দ্বিতীয়টি কিন্তু অপরাধমধ্যেই গণিত। ভক্তিপ্রতিকূল বৈরাগ্য।

ফল্গূৎসব—ফাল্গুনী পূর্ণিমাদিতে কর্তব্য দোলযাত্রা।

ফাণিত (সিন্ধু ৪।১।১০) খণ্ড-বিকার [ফেনী], বাতাসা।

ফাণ্ট (হরি ৫।৫৭) [ফণ্ গতৌ+ক্ত] জল-সংসর্গ হইতে পৃথগ্‌ভূত রস, ২ অল্পতপ্ত ক্বাথ। ৩ অনায়াসে কৃত।

ফাল—লাঙ্গলের মুখস্থ লৌহখণ্ড। ২ কার্পাস বস্ত্র।

ফালী (উ ১৩।৫৯) খণ্ড।

ফাল্‌গুন (গৌকৃ ১০।৪) অর্জুন। ২ (ভা ১০।৭৯।১৮) মদ্রপ্রদেশস্থ অনন্তপুর—বেলারি হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তীর্থ। **-পর্ব** (গৌচ পূর্ব ৩০।১০৮) হোরিকা।

ফাল্‌গুনি (ভা ১।৭।২৯) মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন।

ফাল্‌গুনীশ (গৌকৃ ২।১২) চন্দ্র।

ফুট [স্ফুট+ক পৃষোদরাদি.] বিদীর্ণ, ২ প্রস্ফুটিত। ৩ সর্প-ফণা।

ফুলতোটা মঠ (রসিক উত্তর ১০।৫৯) শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত—শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মঠ।

ফুল্ল (কৃগ পরি ৭৫) শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলিক। ২ (বিন্দু ১৪৩) পুষ্প। ৩ (হরি ৫।৪০) [ঞিফলা+ক্ত] বিকশিত। **-কলিকা** (কৃগ ১১৯—১২০) দ্বাদশ-বর্ষা, 'বর'-যূথের সখী। পিতা—শ্রীমল্ল, মাতা—কমলিনী, বর্ণ—নীলপদ্মের ন্যায়, বস্ত্র—ইন্দ্রধনুর তুল্য। ইঁহার ললাটে স্বাভাবিক পীততিলক বিদ্যমান—ইহার পতি বিদুর দূর হইতে মহিষীদিগকে আহ্বান করেন। **ফুল্লদাম** (ছ ২।১৫৬) প্রতিচরণে উনবিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ।

ফুল্লরা (কৃগ পরি ৯৭) চন্দ্রভানুর পত্নী, বৃন্দার মাতা।

ফুল্লসার (মালা চিত্র ৯) অতিবলী।

ফেৎকার (ভা ৩।১৭।৫) তীব্রবায়ুর শব্দানুকরণ—স্বামী।

ফেনপ (ভা ৩।১২।৪৩) স্বয়ংপতিত ফলদ্বারা জীবন-যাপক সন্ন্যাসী—স্বামী।

ফেনল, ফেনিল (হরি ৭।৯৩৯) ফেনযুক্ত। ২ কোলিফল, ৩ মদনবৃক্ষফল, ৪ অরিষ্টবৃক্ষ।

ফের, ফেরব, ফেরু (গৌচ উত্তর ১৬।৪৪) শৃগাল।

ফেল, ফেলা (গোলী ৮।৮) ভক্ষ্যপেয়াদির ভুক্তাবশেষ।

ব

বংক্ষণ (আচ ১৫।১৩৮) উরুসন্ধি [কুঁচকি]।

বংক্ষু (ভা ৫।১৭।৫) গঙ্গার তৃতীয় ধারা—ইহা মাল্যবান্ পর্বতের শিরশ্চারিণী হইয়া ভূপতিত হইয়াছে।

বংহিত (গৌচ উত্তর ৩৭।১৪৮) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ২ (গৌচ পূর্ব ২৪।৮২) বহুল। **বংহিতক** (গোপা ৩৩) বহুলকৃত। **বংহিমা** (হরি ৭।৮৩৭) [বহুল+ইমনি] বাহুল্য।

বংহিষ্ঠ (গৌচ পূর্ব ৩০।৭৭) বহুলতম।

বড়বা—ঘোটকী, ২ অশ্বিনী নক্ষত্র, ৩ দাসী।

বণিক্‌পথ—হট্ট। **বণিগ্‌বহ**—উষ্ট্র।

বন্ধ (ভা ১০।৭০।৯) ১৩০৮৪—স্বামী। **-চক্র** (হ ৫।৩০৩) অব্যক্তচক্র। **-পাল** (বিপু ২।৬।১১) কারাগৃহরক্ষক। **-ফল**—করঞ্জবৃক্ষ। **-মুষ্টি**—কৃপণ।

বধ (নাচ ২৫২) আততায়ী ব্যক্তির জীবন-নাশকে নাট্যশাস্ত্রে 'বধ' বলে।

বধার্হণ (ভা ১।৭।৫১) বধযোগ্য—স্বামী।

বধূ—নারী, ২ স্নুষা, ৩ নবোঢ়া।

বধ্য (হরি ৭।৭৭৭) [বধমর্হতীতি যৎ] বধার্হ।

বভ্রি, বধ্রী (ভা ৩।৩১।১৯) [বন্ধ্+ষ্ট্রন্ স্ত্রিয়াম্] বন্ধনভূত ধাতু, ২ (ভা ৫।২৩।৬) অস্থি, চর্মকোষ।

৩ সীসক।

বন্ধ (ভা ৪।১২।৪) সংসার—বি। ২ (বৃ ভা ১।৫।১০৫ টী) [বন্ধ্যাতে সম্বধ্যতে ইতি] সম্বন্ধ। ৩ (গোভা ২।২।৩৩) [জৈনমতে] কর্মাষ্টকদ্বারা সম্পাদিত জনন-মরণ-প্রবাহ। আটটি কর্ম যথা—পাপ-চতুষ্টয় (ঘাতি কর্ম) যাহাদ্বারা জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান, দর্শন, বীর্য ও সুখ প্রতিহত হয়; পুণ্য-চতুষ্টয় (অঘাতি কর্ম) যাহাতে জীবের শরীর-সংস্থান, তাহার অভিমান, তৎকৃত সুখে অপেক্ষা এবং দুঃখে উপেক্ষা হয়। **বন্ধক**—ঋণ-শোধার্থ বিশ্বাসহেতু উত্তমর্ণের নিকট স্থাপিত বস্তু; ২ বিনিময়। ৩ রতহিণ্ডক। **°কবাট** (অর্কো ৭।১৬) চিত্রকাব্য-বিশেষ।

বন্ধকী (হ ১১।৬৮৬) অসতী, বেশ্যা। পঞ্চপুরুষ-গামিনী। ২ হস্তিনী [ভারত আদি ১২২]।

বন্ধদা দেবী (ভাবনা ৪।৪৯) মহামায়া।

বন্ধন (ভা ৩।২।২৫) কারাগার। ২ (ভা ১০।৫৬।২৫) সন্ধিস্থান—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৯।১৬) [বধ্যতেঽনেনেতি] রজ্জু। ৪ (ভা ১০।২৯।১১) আশা-বন্ধ, ৫ প্রতিবন্ধ—সনা। ৬ (হ ৮।২৪৫) খড়্গাদির কোষ। ৭ (হব ৩।৬।৮) সংসার।

বন্ধ-নির্বন্ধ (গোচ পূর্ব ১।৮) বন্ধনে আগ্রহ, ২ বন্ধনমুক্ত।

বন্ধু (ভা ৯।২।৩০) সূর্যবংশ্য বন্ধুমানের পুত্র। ২ (ভা ৬।১৬।৫) বিবাহাদি দ্বারা সম্বন্ধবান্—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৬৫।১০) সখা—সনা, জী। ৪ পিতৃব্য মাতুলাদি—বি। ৫ (ভা ৩। ২৭।১১) অধিষ্ঠান—স্বামী। ৬ (ভচ ১৫) পরমোপকারী। ৭ (গোবি ৫১) তুল্য। ৮ (ভা ১১।১৯।৪০) শ্রীগুরু। ৯ (ভা ১০।৫০।১৮) [বধ্নাতীতি] অবিদ্যা—স্বামী। **-জীব** (বিনা ৬।১৮) বন্ধূক পুষ্প, ২ প্রিয় বান্ধবের জীবন। ৩ (গোলী ১৩। ৭০) পতি। ৪ শ্রীকৃষ্ণ। **-তা** (মালা ছ ১২) জ্ঞাতি-সমূহ। **-মান্** (ভা ৯।২।৩০) সূর্যবংশ্য কেবলের পুত্র। **বন্ধুর** (ভা ৭।১৫।৪১) বন্ধন—স্বামী। ২ (আ ২৬) নতোন্নত। ৩ (মালা উৎ ৫) মনোজ্ঞ। ৪ মুকুট, ৫ তিলকল্ক, ৬ বধির, ৭ হংস, ৮ বিড়ঙ্গ, ৯ বক, ১০ স্ত্রীচিহ্ন]। **°সপর্যা** (আচ ৫।১০১) তিলকাদি-ক্রিয়া। **-হা** (ভা ১০।৫০।১৭) [বধ্নাতীতি বন্ধুরবিদ্যা] অবিদ্যা-নিরাসক।

বন্ধূক (লহরী ১৬।৪) বাঁধুলিফুল।

বন্ধূর—ছিদ্র, ২ রম্য, ৩ নম্র, ৪ উন্নতাবনত।

বন্ধ্য—নিষ্ফল, ২ বন্ধনীয়।

বন্ধ্যা বাণী (ভক্তি ৬৯) বেদের বাণী দ্বিবিধ—ঐশ্বর্যময়ী অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-বহুলা এবং ঐশ্বর্য-মাধুর্যময়ী অর্থাৎ লীলাবতারের অভীপ্সিত জন্মাদিময়-চরিতাত্মক। এই দ্বিবিধ বৃত্তান্ত যাহাতে বর্ণিত হয় নাই—এতাদৃশ বেদবাক্যও বন্ধ্যা নারীর ন্যায় অনাদরণীয়।

বভ্রু (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থ সীমা-পর্বত। ২ (ভা ৯।২৩।১৪) সোম-বংশ্য দ্রুহ্যুর পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।২) রোমপাদের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৪।৯) দেবাবৃধের পুত্র। ৫ (ভা ১২।৭।৩) অথর্ববেত্তা ঋষি, শুনকের শিষ্য। ৬ (ভা ৯।৯।৩২) কপিলা গো—স্বামী। ৭ (সুধা ২৬) [ভৃঙ্+কু] জগতের ধারণ-পোষণকারী। [৮ শিব, ৯ বিষ্ণু, ১০ নকুল, ১১ অগ্নি, ১২ পিঙ্গলবর্ণ]। **-বাহন** (ভা ৯।২২। ৩২) চন্দ্রবংশ্য অর্জুনের ঔরসে ও মণিপুর-রাজ-কন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে জাত পুত্র।

বর্হ—ময়ূরপিচ্ছ, ২ পত্র, ৩ পরীবার।

বর্হণাশ্ব (ভা ৯।৬।২৫) সূর্যবংশ্য নিকুম্ভের পুত্র।

বর্হস্রক্ (ভা ১০।৫।৭) ময়ূরপুচ্ছদ্বারা রচিত মাল্য।

বর্হায়িত (ভা ২।৩।২২) ময়ূরপিচ্ছ-তুল্য। **-নয়ন** (ভক্তি ৩৯) যে চক্ষু শ্রীবিষ্ণুর প্রতিমাদি দর্শন করেনা, সেই চক্ষুই দর্শনযোগ্যতাশূন্য ময়ূর-পুচ্ছস্থিত নেত্রের তুল্য।

বর্হি (ভা ৯।১২।১৩) সূর্য-বংশ্য বৃহদ্রাজের পুত্র। ২ (গোভা ১।২।২৫) কুশ।

বর্হিঃ (ভা ৪।৬।৪) যজ্ঞ।

বর্হিঃশুষ্মা (কৃবি ১৮) অগ্নি।

বর্হিণ, বর্হী (হরি ৭।৯৭০) ময়ূর।

বর্হিপত্র (উ ১১।৩৬) ময়ূরপিচ্ছ।

বর্হির্মুখ (গোকৃ ১।১১) দেব।

বর্হিবাহন—কার্তিকেয়।

বর্হিষৎ (ভা ৪।২৭।১৯) প্রাচীন-বর্হি—ইনি হবির্ধানের ঔরসে ও হবির্ধানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ২ (হ ৩।৩৪৫) পিতৃদেবতাবিশেষ।

বর্হিষদ (ভা ৪।২৪।১১) প্রাচীনবর্হিঃ, ২ (ভা ৪।১।৫৯) পিতৃগণের অন্যতম।

বর্হিষ্ঠ (হরি ৫।৪৬৫) [বর্হিষি তিষ্ঠতীতি স্থা+ক] কুশস্থিত, ২ বালানামক গন্ধ-দ্রব্যবিশেষ।

বর্হিষ্মতী (ভা ৫।১।২৪) প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের পত্নী। ইনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা। ২ (ভা ৩।২২।২৯) ব্রহ্মাবর্ত্তস্থিতা পুরী, স্বায়ম্ভুব মনুর রাজধানী।

বর্হিষ্মান্ (হ ৩।৩৪৪) পিতৃদেবতা-বিশেষ।

বর্হিস্ (ভা ১২।৬।৯) প্রাগগ্র দর্ভ—বি। ২ যজ্ঞ। [৩ দীপ্তি, ৪ অগ্নি]।

বর্হী (গোলী ২২।১২) ময়ূর।

বল (ভা ১১।৪।৪) দেহশক্তি, ২ (ভা ১১।১১।৬) জ্ঞানাদিশক্তি, ৩ (ভা ৪।৫।১৯) বলভদ্র—স্বামী। ৪ (রত্ন ২।২৩) সন্ধিনী শক্তি। ৫ (হ ৫।৯) শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের উত্তর-দ্বারবর্ত্তী দেবতা। ৬ (হরি ১।১৮) য-ব-বর্জিত ব্যঞ্জনবর্ণ। ৭ (গোপা ৩৩) স্থৌল্য। ৮ (চৈনা ৩।৪০) ত্বরা, ৯ অতিরেক। ১০ (গোভা ৩।৩।৩৯) কর্মেন্দ্রিয়ের পটুতা। ১১ (ভা ২।৬।৪৪) দার্ঢ্য। ১২ (বৃভা ১।৭।৫৭) প্রভাব। ১৩ (বৃভা ২।১।৫১) উৎসাহ। ১৪ (বৃভা ২।৭।৯৬) সৈন্য, ১৫ পরিকর। ১৬ (ভা ৮।১১।২৮) ইন্দ্র-কর্তৃক হত অসুর। ১৭ (ভা ৮।২১।১৬) ভগবৎপার্ষদ, ১৮ (ভা ৫।২৪।১৬) ময়াসুরের পুত্র—অতলের অধিপতি। ১৯ (ভা ১০।৬১।১৫) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী লক্ষ্মণার গর্ভজাত পুত্র।

বলক্ষ—শুক্লবর্ণ।

বলজ (মাম ৬।১৮) পুরদ্বার। ২ (আচ ১১।৩০৯) ক্ষেত্র, [৩ শস্য, ৪ যুদ্ধ]।

বলজা—যূথিকা, ২ উত্তমা নারী।

বলদেব (ভা ৯।৩।৩৩) বলরাম। ২ (আচ ১৩।৬২) পরাক্রমী। **-তত্ত্ব** (কৃষ্ণ ৮৬) অংশী স্বয়ং ভগবানের পরিকর ও অন্যান্য অংশ-কলাদি-স্বরূপের অংশী, সুতরাং বলদেব আবেশাবতার নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রকাশ; রিঙ্গণলীলায়, যজ্ঞপত্নী-প্রসাদে, অক্রূরের ব্রজাগমন-প্রসঙ্গে এবং কংসরঙ্গস্থল ইত্যাদিতে শ্রীরামকৃষ্ণের একসঙ্গে বিহার বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবলদেবে শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ ভগবল্লক্ষণ-সমূহের স্থিতি শুনা যায়, কিন্তু পৃথু প্রভৃতি অবতারে তাহা নাই। সাক্ষাদবতার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবলদেবকে কীর্ত্তন করা হইয়াছে—তিনিই মূল সঙ্কর্ষণ, শেষের অবতার নহেন, কদাপি 'শেষ' বলিয়া উক্ত হইলেও তাহার অর্থ এই—বলদেব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অব্যভিচারী অংশ (প্রথমাংশ) বলিয়া শেষ। শ্রীকৃষ্ণকে যে 'ভর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন দেখা যায়, তাহাও শ্রীবলদেবে আবিষ্ট শেষাখ্য তদীয়-পার্ষদবিশেষেরই উক্তি।

বলভদ্র (ভা ৫।২০।২৬) শাক-দ্বীপস্থ পর্বত। ২ (ভা ১০।৪৪।২৪) শ্রীরোহিণীনন্দন বলরাম। (সিন্ধু ৩।৩।২২) উত্তম শ্রীকৃষ্ণ-সুহৃৎ। [কৃগ পরি ৬৬—৭১] শুভ্র-স্ফটিকবর্ণ, নীলবস্ত্র, দীর্ঘকেশ, সুলাবণ্য, রত্নকুণ্ডল-ধারী, নানামণি-পুষ্পহার-ভূষিত, কেয়ূর-বলয়াদি-মণ্ডিত; পিতা—বসুদেব, মাতা—রোহিণী, পিতৃ-মিত্র—নন্দ, ভ্রাতা—শ্রীকৃষ্ণ, ভগিনী—সুভদ্রা। ইনি ষোড়শ-বর্ষীয়, কিশোর, পরমোজ্জ্বল, বিবিধ-কেলিরসাকর। [৩ গবয়, ৪ বলযুত]।

বলমান (আচ ১২।৫৮) প্রবল।

বলরাম (কৃগ ৩২) শ্রীবসুদেবের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতা—রোহিণী, বড় মাতা—যশোদা, ভগিনী—সুভদ্রা; বয়স—ষোড়শবর্ষ, রূপ—শুভ্রবর্ণ, নীলবসনধারী।

বলরিপু (হংস ৩৪) ইন্দ্র।

বলশক্তি (গোভা ১।১।১) সন্ধিনী।

বলস্থল (ভা ৯।১২।২) সূর্য-বংশ্য পারিযাত্রের পুত্র।

বলাক (ভা ৯।১৫।৩) সোমবংশ্য পুরুর পুত্র। ২ (ভা ১২।৬।৫৮) বহ্বৃচ ঋষি জাতুকর্ণ্যের শিষ্য।

বলাকা (কৃগ ৪৫) শ্রীকৃষ্ণমাতামহ সুমুখের ভ্রাতৃবধূ। ২ (গৌকৃ ১২। ২৪) বকপংক্তি। ৩ (গীগো ৫। ১২) কামুকী বরস্ত্রী—প্রবো।

বলাকিকা (ভাবনা ৭।২২) বক।

বলাৎকার (চৈচ অন্ত্য ৪।১৪৯) বল-প্রয়োগ।

বলানুজ (রতি ৫।৬১) শ্রীকৃষ্ণ। ২ (ভচ ২১৯) মাতৃকান্যাসে ল-বর্ণের মূর্ত্তি।

বলাম্বা (গোলী ১৯।১০৫) রোহিণী।

বলারাতি (গোচ পূর্ব ১৮।১৪৬), **বলারি** (গোলী ১৯।৪২) ইন্দ্র।

বলারিধ্বজ (স্তব ৫।৪) শ্রীগিরি-রাজের পার্শ্ববর্ত্তী ইন্দ্রধ্বজ সরোবর।

বলারিরত্ন (মালা চাটু ৬) ইন্দ্র-নীলমণি।

বলি (ভা ৬।১৮।১৭) বিরোচনের পুত্র ও প্রহ্লাদের পৌত্র। ইনি বামনদেবকে যথাসর্বস্ব দান করত সেই ভগবানকেই দ্বারী করিয়া সুতলে বাস করিতেছেন। ২ (ভা ৯।২৩।৫) যযাতি-বংশ্য সুতপার

পুত্র। ৩ (ভা ৮।৫।২) পঞ্চম মনু রৈবতের পুত্র। ৪ (ভা ১০।৬১। ২৪) সোমবংশ্য কৃতবর্মার পুত্র। ৫ (ভা ১২।১।২০) শুঙ্গবংশ্য সুশর্মার ভৃত্য—স্বপ্রভুর প্রাণনাশ করিয়া কিছুদিন রাজত্ব করেন। ৬ (ভা ১০। ২৪।২৮) গন্ধপুষ্পাদি উপচার। ৭ পূজা। ৮ শ্লথচর্ম। -ক্রিয়া (হ ১। ১৬) বিষ্ণক্‌সেন প্রভৃতিকে ভগদ্বচ্ছিষ্টাংশ-প্রদান।

বলিত (গোলী ১১।১৩৪) যুত, ২ (ভাবনা ৩।৫৮) বলবত্তর। ৩ (গোচ পূর্ব ১৩।৩৮) বেষ্টিত, ব্যাপ্ত। ৪ (শ্যা ৮) জাত-বিক্রম, ৫ (আচ ১১।৮১) সুন্দর, ৬ বিস্তৃত। ৭ (চন্দ্রা ১৪) বলয়াকৃতি। ৮ (গোলী ৬।১) বক্র। ৯ (গীগো ৭।২২) সেবিত, ১০ যাচিত—প্রবো।

বলিদৈত্যরাজপূজা (হ ১৬।২৫৬—২৬৬) শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার দিন অর্থাৎ কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদের প্রদোষে বিন্ধ্যাবলী ও বলিরাজের প্রতিমূর্ত্তি পঞ্চবর্ণদ্বারা পটে অঙ্কিত করত অর্চনা করিবে।

বলিন (হরি ৭।৯৪০) [বলি+ন] শ্লথচর্মযুক্ত।

বলি-পুষ্ট (লনা ৩।৩০) কাক। °প্রিয়—লোধ্রবৃক্ষ। -বন্ধন (উ ১৫।১১৭) বামনদেব, ২ ত্রিবলি-রেখাঙ্কিত। -বিন্ধ্য (ভা ৮।৫।২) রৈবতক মনুর পুত্র। -ভ (হরি ৭।৯।১০) [বলিরস্যাস্তীতি মত্বর্থে ভ] বলিবিশিষ্ট। -ভুক্ (ভা ১১।৮।৩২) কাক। ২ (ভা ১০।৬০।৩৭) ব্রহ্মাদি-পূজ্য—স্বামী। -মুখ—বানর। -বিধান (মুক্তা ৭।৩৩) পুষ্পোপহার।

বলী (মধু ৪।১২) ভঙ্গী। -ক [বালয়তি আবৃণোতি বল—ঈকন্] ছাঁইচ। -মুখ (ভাবনা ৬।৭৯) বানর।

বলীয়ান্ (সিন্ধু ২।১।৬০) মহাপ্রাণ ব্যক্তি। °বর্দ (গোচ পূর্ব ৩১।১৭) বৃষ।

বলূল (হরি ৭।৯৭১) [বলং ন সহত ইতি বল+উল] বল-কাতর। ২ [সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্+উঙ্] বলযুক্ত।

বলেশ্বর (ভা ১০।৭৭।১২) সেনাপতি—স্বামী।

বল্য (গোচ পূর্ব ৫।১০) বলশালী জনসমূহ। ২ (চৈনা ১।৮) চরম, ৩ বলিষ্ঠ, ৪ মুখ্য। ৫ (আচ ১০।২৫) বহুল।

বহল—প্রচুর। ২ বহু।

বহু-কৃত্বঃ (হরি ৭।১০৮২) বহুবার। -গব (ভা ৯।২০।৩) পূরুকুলে জাত সুদ্যুর পুত্র। -গুরুকরণ (ভক্তি ২০৩,২৩৮) নীরাগ ধর্মবক্তার অভাবে —সুলক্ষণযুক্ত সদ্‌গুরুর অভাবে—বিবিধ-যুক্তি-জ্ঞানার্থ কেহ কেহ বহুগুরুর আশ্রয় করেন। (ভা ১১।৯।৩১) এক গুরু হইতে প্রায়ই সুপ্রচুর (পারমার্থিক) জ্ঞান সুস্থিত হয় না; এই জন্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য ঋষিগণ বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এস্থলে 'গুরু' শব্দে শ্রবণগুরুই বাচ্য, দীক্ষাগুরু কিন্তু একজনই হইবেন। অনেক গুরুকরণে পূর্বত্যাগই সিদ্ধ হয়—গুরুত্যাগ কিন্তু সর্বথা নিষিদ্ধ। অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কিন্তু বৈষ্ণবগুরুর নিকট পুনরায় বিধি-মতে মন্ত্রগ্রহণ কর্ত্তব্য। যদি গুরু বৈষ্ণবদ্বেষী হন, তবে তাঁহাকে ত্যাগ করিবে। কর্ত্তব্য-কর্ত্তব্যানভিজ্ঞ, উন্মার্গগামী ও গর্বিত গুরুর ত্যাগ করাই শাস্ত্রসম্মত। -চেতন (গোভা ১।২১) ব্রহ্মাদিজীব—বল। -জ্ঞতা (ভা ১০।২৩।৩৯) বেদার্থে ব্যুৎপত্তি—বল। -তন্ত্রী (হরি ৭।১৭৮) [বহ্ব্যস্তন্ত্র্যো যস্যামিতি] বহুধমনি-যুক্তা গ্রীবা। -তন্ত্রীকা (হরি ৭। ১৭৮) বীণা। -তিথ (ভা ৩।২৪।৬) বহুতর—স্বামী। ২ (ভা ১০।১২।৩৬) চিরকাল—বল। ৩ (হরি ৭।৯০৪) [বহূনাং পূরণমিতি বহু+তিথুক্] বহুর পূরণ। -তিথী (গোচ পূর্ব ২৩।২৮) [বহ্বীনাং পূরণীতি] বহুবিধ-ঘটনাপূর্ণা। -তৃণ (হরি ৭। ১০২৮) [তৃণ+বহু] তৃণ হইতেও ক্ষুদ্র মুঞ্জাদি। ২ (আচ ৬।৭০) বহু-তৃণবিশিষ্ট। ৩ [ঈষদসমাপ্ত্যর্থে 'বিভাষা সুপো বহুচ্ পুরস্তাত্তু' পা।°৫। ৩।৬৮ ইত্যাদিনা বহুচ্ প্রত্যয়ঃ] তৃণকল্প। -ত্র—অনেক দিকে, দেশে বা কালে। -ত্রা (হরি ৭।১১২৭) [বহু+ত্রা] বহুবিষয়ে। -নাড়ি (হরি ৭।১৭৮) [বহ্ব্যঃ নাড্যো যস্যেতি] বহুনাড়িকাযুক্ত [দেহ]। -নাদ—শঙ্খ। -নামনিকেত (ভা ১০।৪।১৩) বারাণসী প্রভৃতি স্থান—স্বামী। -নারায়ণা (হরি ৭।১০২৮) নারায়ণ-কল্পা [লক্ষ্মী]। -পদ (ভা ৩।২৯।৩০) ভ্রমরাদি। -পশু (গোভা ১৩।৩৮) পশুতুল্য—বল। -পুষ্প—নিম্ববৃক্ষ। -প্রজ—শূকর, ২ মুঞ্জতৃণ ৩ বহুসন্তানবান্। -প্রদ (সিন্ধু ৪।৩।২৬) বদান্য, শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থ যে ব্যক্তি হঠাৎ যথাসর্বস্বও দান করিতে পারেন, তিনিই 'বহুপ্রদ'। ইনি দ্বিবিধ—'আভ্যুদয়িক'

ও 'তৎসম্প্রদানক'। -প্রেয়সী (হরি ৭।১৮১) যে ব্যক্তির বহু স্ত্রী আছেন—শ্রীকৃষ্ণ। -প্রেয়ান্ (হরি ৭।১৮১) যাহার বহু সখা আছে। -ফল—কদম্ববৃক্ষ, ২ বিকঙ্কত। ৩ অনেকফলযুক্ত। -ভব (আচ ১৫। ২৯৪) বহুঅবতারকৃৎ। -ভুম (ঐ ১৩) সার্বভৌম [রাজা]। -মত (ভগ ১৮) অত্যাদৃত, ২ সম্মত। -মানন (ভা ১১।২৯।৩৪) কৃতার্থতা মনে করা। -মূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিক (ভা ১০।৪০।৭) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের ভেদে বহু মূর্ত্তি অথচ নারায়ণ-স্বরূপে একমূর্ত্তি। -রথ (ভা ৯।২১।৩০) চন্দ্রবংশ্য রিপুঞ্জয়ের পুত্র। -রূপ (ভা ৬।৬।১৮) ভূতের ঔরসে ও সরূপার গর্ভে জাত রুদ্র-বিশেষ। ২ (ভা ৫।২০।২৫) মেধাতিথির পুত্র। ৩ শাকদ্বীপস্থ বর্ষ। [৪ শিব, ৫ বিষ্ণু, ৬ কাম, ৭ কেশ, ৮ ব্রহ্ম, ৯ নানারূপবান্]। -রূপা (সা ৬) শ্রীরাধা। -ল (হ ১৫।২৭৮) কৃষ্ণপক্ষ। ২ (লনা ৫।৪) অনেক। ৩ (হরি ৭। ১১২৭) ব্যাকরণোক্ত সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বিধান-বিশেষ। ইহা চারি প্রকার—কোনও স্থলে প্রবৃত্তি, কোনওস্থলে অপ্রবৃত্তি, কোথাও বিভাষা, আবার কোথাও বা অন্যপ্রকার। লক্ষণ যথা—"ক্বচিৎ প্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ, ক্বচিদ্বিভাষা ক্বচিদন্যদেব। বিধে-র্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য,চতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি॥" কর্মধারয় সমাস কোথাও নিত্য, যেমন—কৃষ্ণসর্প, লোহিত-শালি; কোথাও বিকল্প, যেমন-নীলোৎপলম্, নীলমুৎপলম্। আবার স্থলবিশেষ অনিত্য (সমাসাভাব) যেমন—অর্জুনঃ কার্ত্তবীর্যঃ, রামো জামদগ্ন্যঃ ইত্যাদি। বহুলগুর্জরী (আচ ২০।৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত মিশ্র রাগ-বিশেষ। বহুলা (মথুরা ৩৪২) বিষ্ণুর পত্নী। ২ (কৃগ পরি ২০০) প্রতিবর্ষে প্রসবশীলা ধেনু—ইহা শ্রীরাধার অতিপ্রিয়া। ৩ (গোচ পূর্ব ৪।৮) গাভী। বহুলাশ্ব (ভা ৯।৬।২৫) সূর্যবংশ্য ধ্বতির পুত্র। ২ (ভা ১০।৮৬।১৬) মিথিলার জনক-বংশীয় বিষ্ণুভক্ত রাজা, ইনি সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাস। বহুলাষ্টমী (মথুরা ৪২০) কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী। শ্রীরাধা-শ্যামকুণ্ডদ্বয়ের আবির্ভাব-তিথি। বহুলী (আচ ২০।৫১) রাগ-বিশেষ। °বারক (গোলী ৮।৪৯) বহুবাধা-দায়ক, ২ নিসোড়া বৃক্ষ। নোনা, আতা। -বিৎ (ভা ১০।৭৫।৮)বিদ্বান্। -বীজ—আতাবৃক্ষ। ২ প্রচুর-বীজ-শালী। -বীর্য—বয়ড়া, ২ নটেশাক, ৩ মরুবক। -ব্রীহি (চরিত ৪২২) অন্যপদার্থপ্রধান সমাস। ২ বহু-শস্য-সমন্বিত। -শিখরমনাঃ (উ ১। ৩৬) অনেকাগ্রচিত্ত। -শিরাঃ (সুধা ২৬) সহস্রশিরস্ক বিষ্ণু।

বহূদক (ভা ১১।১৮।২৭) সন্ন্যাসি-বিশেষ। ['বহ্বোদ' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

বহূদন (ভা ৪।২৫।৪৯) বিচিত্র অন্ন—স্বামী।

বহ্বপ (হরি ৭।৯৬) যে সরোবরে অগাধ জল আছে।

বহ্বৃচ (ভা ১।৪।১) ঋগ্বেদী। ২ বেদশাখাবিশেষ। ৩ সূক্ত, ৪ ঋগ্বেদ।

বহ্বোদ (ভা ৩।১২।৪৩) কর্মের অপ্রাধান্যের বিচারে জ্ঞানাভ্যাস-প্রধান অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসের অঙ্গ-রূপে স্বাশ্রমোচিত কর্মানুষ্ঠানকারী সন্ন্যাসী—স্বামী।

বাড়ব (গৌক ১০৫) ব্রাহ্মণ। [২ ঘোটকী-সমূহ, ৩ সমুদ্রস্থ কালাগ্নি-বিশেষ]।

বাড়বেয় (হরি ৭।২৬৭) [বড়বায়া অপত্যং পুমান্] অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

বাড়ব্য (গোচ পূর্ব ৪।৩০) ব্রাহ্মণগণ।

বাণিজ্য—ক্রয়বিক্রয়দ্বারা জীবিকার্জন।

বাধ (চৈম আদি ৬৫১) পীড়া, ২ প্রতিরোধ, ৩ প্রতিবন্ধ, ৪ উপদ্রব।

বাধক (রত্ন ৬।৫২) ন্যায়মতে সাধ্যা-ভাবযুক্ত পক্ষ, যথা 'হ্রদ বহ্নিমান্'। ২ (চৈচ আদি ১।৯৪) প্রতিকূল। [৩ স্ত্রীরোগ-বিশেষ]।

বাধন (ভা ১০।৪৪।২১) তাড়না—স্বামী। ২ পীড়ন, ৩ প্রতিবন্ধ।

বাধনা (রত্ন ১।৮) পীড়া, ২ ক্লেশ।

বাধা (সাকৌ ৭।১১) নিরাস। ২ (বিনা ২।১৪) পীড়া, ব্যথা। ৩ (আচ ১৬।৩৯) প্রতিঘাত।

বাধিতত্তা (নাম ৩।৩) অননুষ্ঠান, ২ অপলাপ, ৩ প্রবৃত্তি-নামক ফলের অপহার [উবেকাচার্য]।

বাধিতানুবৃত্তি (রত্ন ৬।৫১) নিরাকৃত বিষয়ের পুনরুত্থাপন।

বাধির্য (স্তব ৯।২) শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি-হীনতা।

বাধ্যবাধক (ভা ১২।৬।২৬) জীব ও গুণ—বি।

বাধ্র (হরি ৭।৭২৪) [বধ্রিশ্চর্মকোষ-স্তস্মৈ ইদমিতি অণ্] চর্মকোষের উপযোগী চর্ম।

বান্ধকিনেয় (হরি ৭।২৭২) [বন্ধকী

ঢক্+ইনঙ্ চ] অসতীর পুত্র—জারজ।

বান্ধব (হরি ৭।১১০০) [বন্ধু+স্বার্থে অণ্] বন্ধু। ২ (প্রীতি ৮৪) ভগবৎ-পরিকরগণের মধ্যে লাল্যগণই বান্ধব। ৩ (মালা গোবর্দ্ধন ১৮) সহায়ক।

বাভ্রব্য (হরি ৭।৫১) বভ্রুর বংশধর।

বার্হ (ভা ৮।১০।১৩) ময়ূরপিচ্ছ।

বার্হত (হরি ৭।৫৯৯) [বৃহতী+অণ্] কণ্টকারিকা-নির্মিত। ২ কণ্টকারিকাফল।

বার্হদ্রথ (ভা ১০।৫০।৩৪) বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ।

বার্হস্পত্য (ভা ১১।২৩।২) বৃহস্পতির শিষ্য—উদ্ধব। ২ (ভা ৪।৩০।২) মৈত্রেয়। ৩ (হরি ৭।২৪৮) বৃহস্পতির অপত্য।

বাল (ভা ১০।৭।২৮) মূর্খ, ২ (ভাবনা ১০৪১) কেশ, ৩ (কর্ণা ৩৫) কোমল, ৪ সূক্ষ্ম—সার। ৫ (ভা ৩।১৩।২৯) পুচ্ছ। ৬ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ব-বর্ণের মূর্তি। ৭ (কর্ণা ২৩) মধুর-রসাত্মিকা বাণী-বিশিষ্ট—কবিরাজ। ৮ (আ ১৪) বয়ঃসন্ধি-ভাবাপন্ন, ৯ কিশোর ['আষোড়শাদ্-ভবেদ্বালঃ'], ১০ [বলতে সংভজতে গোপীকদম্বমিতি জলাদিত্বাৎ ণঃ পাণিনিঃ ৩।১।১৪০] গোপীগণের ভজনকারী। **বালক** (গোচ উ ৩৭।১৫৪) বলয়। ২ (ভা ১০।৫।১২) ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার নিকট বাল [অতিকনিষ্ঠ] সেই শ্রীকৃষ্ণ—সনা। ৩ (চৈত ১০।৩৯) [বালং বলমানং কং সুখং যস্য] সান্দ্রানন্দ। ৪ (হ ২।৬৫) গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। **বালক-উত্থান-পর্ব** (চৈভা আদি ৪।১৮) নির্দিষ্ট দিবসে সূতিকাগৃহ হইতে মাতা ও শিশুর নিষ্ক্রমণ-সংস্কার। **°কল্কি** (হরি ৩।১০) অর্হার্থে ও অনদ্যতন ভবিষ্যৎকালে বিহিত লুট্ বিভক্তি। **-খিল্য** (ভা ৪।১।৩৯) ক্রতুঋষির পুত্র—অঙ্গুষ্ঠপর্ব-প্রমাণ ৬০,০০০ মুনি। **-গিল** (গোচ উত্তর ৫।৯৫) বালকগণকে যে গিলিয়া খায়। **-তোষণী**—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের টীকা--শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য-বিরচিতা। **-ত্ব** (হ ১।১৮০) শৈশব, ২ চাঞ্চল্য। **-ধি** (হ ৫।১৮৪), **-ধিলতা** (আচ ৬।৭৭) পুচ্ছ। **-পতি** (বৃলী ৩৮) যমুনার নিকট-বর্তী শ্রীবৃন্দাবনস্থ বৃক্ষ। **-পাশ্যা** (কৃষ্ণা ২।৬৯) সীঁতি [অলঙ্কার] ২ (কৃগ ২১৩) বিচিত্র কোরকাদি দ্বারা গাঢ়রূপে গুম্ফিত কেশবন্ধন-ডোরিকা। **-পুষ্পী**—যূথিকা। **বাল-ভাব** (আচ ১৫।১৭০) বাৎসল্য। **বালবায়জ** (গোচ পূর্ব ৪।২১) বৈদূর্যমণি। **°ব্যজন** (ভা ১০।৬০।৭) চামর, ২ ময়ূরপিচ্ছনির্মিত লঘুতর পাখা। **-হস্ত** (আচ ২।১৭৯) কেশসমূহ, ২ লাঙ্গূল।

বালা (আ ১৪) কন্যা, ২ মুগ্ধা নায়িকা, [৩ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী, ৪ অশ্বগন্ধা, ৫ ঘৃতকুমারী, ৬ গন্ধদ্রব্যভেদ, ৭ নীল-ঝিণ্টী]।

বালাকি (গোভা ১।৪।১৬) ঋষি-বিশেষ। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে (৪৪) উক্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ, রাজা অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া ইনি অব্রহ্ম বস্তু সূর্যাদি ষোড়শ পদার্থকে নির্দেশ করিলে অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন—যিনি এই সকল পুরুষের কর্তা এবং ইহারা যাঁহার কার্য—তিনিই ব্রহ্ম বস্তু।

বালাতপ (হ ১১।৭৭২) উদীয়মান সূর্যের তাপ, ২ কন্যারাশিগত সূর্যের তাপ।

বালানুশাসন (ভা ১১।৩।৪৫) পিতা অনিচ্ছুক অজ্ঞ বালককে খণ্ড-লড্ডুক প্রভৃতিদ্বারা প্রলোভন দিয়া যদ্রূপ তিক্ত ঔষধও সেবন করান, কিন্তু খণ্ডলড্ডুকলাভই ঔষধসেবনের উদ্দেশ্য নয়, আরোগ্যলাভই উদ্দেশ্য ; তদ্রূপ বেদও মঙ্গললাভে অনিচ্ছুক অজ্ঞ জীবগণকে স্বর্গাদি অবান্তর ফলের দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া কর্ম-মোক্ষের নিমিত্তই কর্ম বিধান করেন—স্বামী।

বালায়নি (ভা ১২।৬।৫৯) বাষ্কলির নিকট বালিখিল্য সংহিতার অধ্যেতা।

বালি (ভা ৯।১০।১২) বানর-বিশেষ। শ্রীরামচন্দ্র ইহাকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যদান করেন।

বালিক (ভা ৯।৯।৪১) সৌদাসের পৌত্র ও অশ্মকের পুত্র। ইনি নারী-কুলে বেষ্টিত থাকায় পরশুরাম হইতে রক্ষিত হন বলিয়া নাম হয়—'নারী-কবচ' এবং ইনিই পরবর্তী ক্ষত্রিয়-গণের মূল পুরুষ বলিয়া নাম হয়—'মূলক'।

বালিখিল্য (ভা ৪।১।৩১) প্রজাপতি ক্রতু ও তৎপত্নী ক্রিয়ার সন্তানগণ—৬০,০০০ মুনি। ২ (ভা ৩।১২।৪৩) নূতন অন্ন প্রাপ্ত হইলে পূর্বসঞ্চিত ত্যাগকারী—স্বামী। ৩ (ভা ১২।৬।৫৯) বাষ্কলি-কর্তৃক নির্মিত সংহিতা-বিশেষ।

বালিগণ্ডী (রসিক উত্তর ১০।৮) গুণ্ডিচাযাত্রায় রথগতায়াতের অর্দ্ধ-

পথে শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাশনী দেবীর মধ্যস্থিত স্থান।

বালিশ (ভা ১০।২৩।৯) বিবেকশূন্য। ২ অল্পবুদ্ধি। ৩ (ভা ১০।৪১।৩৬) বালকতুল্য। ৪ পরমেশ্বর, ৫ (বলিং শ্রুতি ত্রিপাদভূমিং প্রার্থ্য তনূকুরুত ইতি বলিশঃ স্বার্থে অণ্] বলির নিকট ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়া তাহাকে যিনি ক্ষীণ করিয়াছেন—বি। ৬ (ভা ১১।২।৪৪) ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে অজ্ঞ বা উদাসীন। ৭ (চৈত ১০।২৫।৫) [বলিতুং শীলং যস্য তদ্ বালি, তথাভূতং শং কল্যাণং যস্মাৎ সঃ] সতত-বর্দ্ধিষ্ণু-কল্যাণ-প্রদ। ৮ (চৈত ১০।৭৭।২৬) [বালিনঃ বলবন্তঃ শ্রুতি তনূকরোতীতি] বলবান্ ব্যক্তিদেরও বিনাশ-কর্ত্তা। ৯ (ভা ১০।৭৭।২৬) [বালা মূর্খাঃ সন্ত্যেষাং বালিনো মূর্খসভাপতয়ঃ, তান্ শ্রুতি তনূকরোতীতি] মূর্খসভাপতিগণের ক্ষয়-কারক—সনা। ১০ (কৃগ ৯১) তুঙ্গবিদ্যাসখীর পতিম্মন্য।

বালেয় (হরি ৭।১২২) [বলয়েহয়মিতি বলি+ঢক্] পূজার উপযোগী তণ্ডুলাদি। ২ (হরি ৭।৪৯) দৈত্যরাজ বলির পুত্র বাণাদি। ৩ বালক-হিতকর। ৪ রাসভ।

বাল্য (কর্ণা ৩৩] চাপল্য, ২ কৈশোরচাঞ্চল্য—সু। ৩ (গোভা ৩।৪।১৭) জ্ঞানবল। ৪ (গোবি ৫৯) অজ্ঞান। ৫ (চৈচ আদি ২।৯৮) পঞ্চমবর্ষ বয়স পর্যন্ত কাল।

বাল্যে তারুণ্যাবির্ভাব (সিন্ধু ২।১।৩৩৫) ভবিষ্যপুরাণাদিতে কোনও কোনও স্থলে বাল্যেও শ্রীকৃষ্ণের নবতারুণ্য-প্রকাশের বার্ত্তা শুনা যায়, তাহা কিন্তু নাতিরসময় বলিয়া রসজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক উদাহৃত হয় নাই। তাৎপর্য এই যে ক্রমপ্রাপ্ত যৌবনই অতিরসবাহি, কিন্তু বাল্যে যৌবন-প্রকাশ অতিরসময় নহে। এস্থলে শ্রীমুকুন্দ বলেন—বাল্যে যৌবন-প্রকাশ দেবলীলার পোষক বলিয়া রসাবহই, কিন্তু পৌগণ্ডমধ্যে তৎ-প্রকাশ রাজকুমার-লীলার পোষণে, ক্রমপ্রাপ্ত নবকিশোর বয়সে কিন্তু যৌবন-প্রাকট্য মনুষ্য-লীলার পোষণ করে বলিয়া পরম রসাবহ হয়।

বাল্লভী (গৌকৃ ৪।৪৩) শ্রীবল্লভাচার্য্য-দুহিতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী।

বাষ্কল (ভা ৬।১৮।১৬) হিরণ্য-কশিপুর পুত্র অনুহ্লাদের ঔরসে ও সূর্ম্যার [সূর্ম্যার] গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ১২।৬।৫৪) ঋগ্‌বেত্তা পৈলের শিষ্য।

বাষ্কলি (ভা ১২।৬।৫৯) ঋষি বালি-খিল্য সংহিতার উদ্ধর্ত্তা।

বাহ (গোচ পূর্ব ৫।৬) বাহন। ২ (ভা ১০।৩।৪৯) বহনকারী—সনা।

বাহন (আচ ১।১৭৫) বহনক্লেশবান্।

বাহাবাহবি (গোচ পূর্ব ৩০।৯৫) বাহুদ্বয়ে বাহুদ্বয়ে প্রহারপূর্বক প্রবৃত্ত যুদ্ধ।

বাহিক (কৃগ ৮৫) বিশাখা সখীর পতিম্মন্য।

বাহিত (আচ ১৫।৩৪৩) নির্বাপিত।

বাহু (ভা ৮।১৩।৩৪) চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির অন্যতম। (২ ভুজ)।

বাহুংলিহ (হরি ৫।২৪৪) বাহুচুম্বী।

বাহুক (ভা ৯।৮।৩) সূর্যবংশ্য বৃকের পুত্র। ২ (হরি ৭।৬১১) [বাহুভ্যাং তরতীতি] বাহুসাহায্যে পারগামী। ৩ (ভা ৩।১৪।৩০) বামন—স্বামী।

বাহুদা (উ ৬।১৩) নদীবিশেষ—জী। ২ বাহু-[সাহায্য]-দানকারিণী।

বাহুলক (হরি ২।৪৯) বহুপ্রকারতা—ব্যাকরণে ইহা চারি প্রকার—প্রবৃত্তি, অপ্রবৃত্তি, বিকল্প ও অন্যথা ভাব [বহুল (৩) শব্দ দ্রষ্টব্য]।

বাহুলেয় (আচ ১৬।২৮) কার্ত্তিকেয়।

বাহুল্য (হরি ৫।১৯৬) ['বহুল' শব্দ দ্রষ্টব্য]

বাহুবলী (হরি ৭।৯৮৬) [বাহুবল +মত্বর্থে ইনি] বাহুবল-বিশিষ্ট।

বাহূবাহবি (ভাবনা ৬।৬) হাতাহাতি যুদ্ধ।

বাহ্য (আচ ৭।৫৪) বহনযোগ্য। ২ হেয়, ৩ বহিরঙ্গ, ৪ (হরি ৭।৫০৭) [বহিস্+ষ্যঞ্ টিলোপঃ] বাহিরে জাত।

বাহ্যক (গোচ পূর্ব ২৮।৯) শকট।

বাহ্যস্ফূর্ত্তি—স্থূল শরীরে অভিনিবেশ।

বাহ্যাভ্যন্তরশুচি (হ ৩।৪৭) অপবিত্রই হউক বা পবিত্রই হউক, সর্বাবস্থায় শ্রীহরির স্মরণ করিলেই জীব বাহ্য ও আন্তর শুচি হইতে পারে।

বাহ্যোপচারে মানসপূজা (ভক্তি ২৮৬) বাহ্যোপচারসমূহদ্বারা মানস-পূজায় বেণুপ্রভৃতির যে পূজা উক্ত হইয়াছে, তাহাও ভগবানের অঙ্গ-কান্তিতে বিলীনাঙ্গ সাধকের অঙ্গ-সমূহে নিবিষ্ট শ্রীভগবানের মুখাদিতেই চিন্তনীয়, নিজ মুখাদিতে নহে। নিজ মুখাদিতে বেণু, বনমালা প্রভৃতির চিন্তা অহংগ্রহোপাসনার অন্তর্গত।

বাহ্লাসুর (বিকৃ ৯৩) অশ্বদৈত্য

কেশা।

বাহ্লিক (ভা ৯।২২।১২), **বাহ্লীক** (ভা ১০।৪৯।২) কুরুবংশ্য নৃপতি প্রতীপের পুত্র। ইঁহার কন্যাই বসুদেব-পত্নী রোহিণী। ২ (ভা ১।১৫।১৬) শান্তনুরাজের ভ্রাতা—স্বামী।

বিন্দু (সুধা ৯৯) অবয়ব, ২ লব, ৩ (সুধা ৪৪) [বিদ্+উ] বেত্তা। ৪ (কৃগ পরি ১৬৯) শ্রীরাধার মাতামহ। ৫ (নাচ ৫০) নাট্যশাস্ত্রে প্রসঙ্গক্রমে কথিত অন্যফলদ্বারা বীজের প্রধান ফল বিচ্ছিন্ন হইলেও যে বৃত্তান্ত অবিচ্ছেদের কারণ, তাহাই 'বিন্দু'। বীজ ও কার্যের সন্ধানহেতু বলিয়া বিন্দুকে মধ্যে মধ্যে পুনঃ পুনঃ নিঃক্ষেপ করিবে। ৬ (হরি ১।১৪) অনুস্বার। **-চ্যুতক** (বিনা প্রহেলিকাবিশেষ। **-জ-কলা** (হ ২।৭১) প্রীতা, শ্বেতা, অরুণা ও অসিতা। **-প্রকাশ**—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য মুরারি আচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থ। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর ব্রজবাসকালে নূপুরপ্রাপ্তি ও তিলক-রচনা-বিষয়ে সুন্দর বৃত্তান্ত। **-মতী** (কৃগ পরি ১৮৯) শ্রীরাধাকৃষ্ণের সন্ধি-বিধায়িকা সখী। ২ (ভা ৫।১৫।১৫) মরীচির পত্নী ও বিন্দুমানের মাতা। ৩ (ভা ৯।৬।২৫) মান্ধাতার বনিতা। **-মাধব** (চৈচ মধ্য ১৭।৮৬) বারাণসীধামে পঞ্চ গঙ্গার উপরে অবস্থিত বেণীমাধবের প্রসিদ্ধ মন্দির। **-মান্** (ভা ৫।১৫।১৪) ভরত-বংশ্য মরীচি ও বিন্দুমতীর পুত্র। **-মালী** (রত্না ৫।২৯৭১) তালবিশেষ। **-লা** (কৃগ পরি ১৯৯) শ্রীরাধার প্রিয়া বাহিকা—ধেনু। **-সরঃ** (ভা ৭।১৪।৩১) ভুবনেশ্বরস্থিত প্রসিদ্ধ কুণ্ড। ২ (ভা ১০।৭৮।১৯) গুর্জর-দেশীয় সিদ্ধপুরবর্ত্তী কর্দমাশ্রম।

বিলেশয় (ভা ৫।২৬।৩৩) মূষিক, [২ সর্প, ৩ গোধা]।

বিল্লাতক (হ ৭।১৭১) পুষ্পবিশেষ।

বিল্বমুদ্রা (হ ৬।৩৯) বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠকে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ রাখিয়া বামাঙ্গুষ্ঠাকে দক্ষিণ অঙ্গুলী-সমূহদ্বারা পীড়িত এবং অন্যান্য অঙ্গুলি সকলকে আবদ্ধ করত কামবীজ উচ্চারণ-পূর্বক হস্তদ্বয় হৃদয়ে স্থাপন করিলে 'বিল্বমুদ্রা' হয়।

বিস—মৃণাল। **-কণ্ঠিকা**—বলাকা। **-কণ্ঠী**—বক। **-কুসুম**—পদ্ম। **-নাভি, বিসিনী**—পদ্মিনী।

বীভৎস [বধ নিন্দায়াং স্বার্থে সন্+ কর্মণি ঘঞ্] পাপী, ২ জুগুপ্সিত, ৩ ঘৃণাবিষয়।

বীভৎসু—অর্জুন।

বুক্ক (গোচ উত্তর ১৩।৪৫) হৃদয়। ২ (লনা ৪।২২) কুক্কুর-ধ্বনি।

বুক্কন (চরিত ৪৫৭) কুকুরের ঘেউ ঘেউ।

বুক্কা (গোচ উত্তর ৫।৫০) হৃদয়।

বুড়িল (গোভা ১।২।২.৫ টী) ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত (৫।১০।১) ব্রহ্মবিদ্যা-জিজ্ঞাসু অশ্বতরাশ্বের পুত্র ঋষি।

বুদ্ধ (ভা ৬।৮।১৯) বিষ্ণুর অবতার-ভেদ। (সভা ১।১৮২) কলিযুগের দুইহাজার বৎসর অতীত হইলে ইনি অবতীর্ণ হন। অসুরমোহনার্থ গয়া-প্রদেশে ধর্মারণ্য-গ্রামে অজিন-পুত্র-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ২ (ভক্তি ২৬৭) শাস্ত্রীয় বোধ। ৩ (গোভা ৭) সর্বদাই বোধযুক্ত। ৪ জ্ঞাত। ৫ (হরি ২।২৪) সম্বোধন বিভক্তি। ৬ পণ্ডিত।

বুদ্ধি (ভা ১১।২০।৩৬) প্রকৃতি, ২ (ভা ১১।২৯।২২) বিবেক—স্বামী। ৩ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ঐ-বর্ণের শক্তি। ৪ (ভা ৪।১।৫১) দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা ও ধর্মের ভার্যা। ৫ (বৃভা ২।৪।১২১) বিচার। ৬ (গীতা ২।৬৬) আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা। ৭ (গীতা ২।৬৩) চেতনা—স্বামী, ৮ আত্মজ্ঞানার্থ অধ্যবসায়—বল। ৯ (গীতা ১৩।৬) জ্ঞানময় মহত্তত্ত্ব।

বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস (উ ১৫।১৫৫) স্বীয়ভক্তদের, নিজৈকপাল্য গো-দের এবং শ্রীবৃন্দাবনীয় পশুপক্ষিবৃক্ষ-প্রভৃতির নিজদর্শনদান, পালন, প্রেম-দান ও মনোরথান্তরপূর্ত্তি প্রভৃতি কার্যের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণের দূরে গমনকেই 'বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস' বলে। ইহা কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর-ভেদে দ্বিবিধ।

বুদ্ধিভেদ (গীতা ৩।২৬) অন্যথা বুদ্ধি, ২ বুদ্ধিচাঞ্চল্য। ৩ (ভা ৭।৭।২৬) বুদ্ধির পরিণাম—স্বামী।

বুদ্ধিমত্তার পরিচয় (ভক্তি ৮৪) শ্রীহরিভজনই বিবেক ও চাতুর্যের পরম ফল। বিনাশশীল ও অসত্য দেহদ্বারা যদি আনন্দময় ও সত্যবস্তু পুরুষোত্তমকে এই সংসারে এই জন্মেই লাভ করিতে পারা যায়, তবেই বিবেক ও চাতুর্যের সীমা প্রকটিত হইল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হরি ভজন না করিয়া অনিত্য ও দুঃখময় দেহদ্বারা কেবল অনিত্য ও দুঃখময় বস্তুই অর্জন করে, তাহাকে বিবেক-হীন ও অচতুরই বলিতে হইবে।

বুদ্ধিমান্ (চৈচ মধ্য ২৪।৮৬) উদারধী, বিচারজ্ঞ। ২ (রত্ন ৪।৩৬) অপরোক্ষ জ্ঞানী। ৩ (সিন্ধু ২।১।৭৯) মেধাবী ও সূক্ষ্মধী। ৪ (গীতা ৪।১৮) পরেশের আরাধনারূপ কর্মবিষয়েও যে ব্যক্তি অকর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের হেতুভূত, সুতরাং বন্ধনের কারণ নহে জানিয়া ভগবদারাধনারূপ কর্মও কর্ম নহে বলিয়া বোধ করেন; পক্ষান্তরে শাস্ত্রবিহিত কর্মের অননুষ্ঠানরূপ অকর্মেও যিনি কর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ তাহা প্রত্যবায়ের উৎপাদক, সুতরাং বন্ধনকারণ বলিয়া বিহিত কর্মের অপালনরূপ অকর্মও যিনি কর্মরূপে উপলব্ধি করেন—তিনিই বুদ্ধিমান্। ২ দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপাররূপ কর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও আত্মা দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র—এইরূপ বিশ্বাসের বশে যিনি স্বভাবতঃ কর্মহীন আত্মায় কর্ম দর্শন করেন এবং জ্ঞানবলে ত্যাগ না করিয়া, কেবল কর্মের অশেষ ক্লেশদর্শনে কর্মত্যাগরূপ অকর্ম প্রযত্নসাধ্য সুতরাং মিথ্যাচারবোধে যিনি তাহাতে কর্মই দর্শন করেন—তিনিই বুদ্ধিমান্—স্বামী। ৩ রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় যে শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানী পুরুষ কর্মত্যাগী না হইয়াও নিষ্কামভাবে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং কর্মযোগে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহাতে মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না জানিয়া—কর্ম করা হইতেছে না বলিয়াই বোধ করেন, পক্ষান্তরে যিনি অজ্ঞান ও অশুদ্ধ-চিত্ত হইলেও জ্ঞানাভিমানী ভণ্ড সন্ন্যাসিদের কর্মত্যাগ করাকে শাস্ত্রজ্ঞানবলে দুর্গতি-প্রাপক বন্ধনরূপ কর্ম বলিয়াই উপলব্ধি করেন—তাঁহারাই বুদ্ধিমান্ ও কৃৎস্নকর্মকর্ত্তা—বি।

বুদ্ধিযোগ (গীতা ২।৪৯) পরমেশ্বরে অর্পিত নিষ্কামকর্ম।

বুদ্ধিসাগর (ঐ ৬।২৬) ব্রজের শিল্পী।

বুদ্বুদ (ভা ৩।৩১।২) গর্ভস্থ বর্ত্তুলাকার অবয়ব-বিশেষ—স্বামী। ২ জলের ফেন।

বুধ (ভা ৯।১৪।১৪) চন্দ্রের ঔরসে ও তারার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (হরি ৫।২০৪) [বুধ অবগমনে+ক] পণ্ডিত। ৩ (গোতা ২।৬০) ভাববিৎ পুরুষ। ৪ (প্রীতি ১৩০) গণনাবিজ্ঞ। **-কৌশিক** (গোভা ৩। ২১৪) বিশ্বামিত্র। **-রত্ন**—মরকতমণি।

বুধান—আচার্য। ২ বিজ্ঞ, ৩ কবি, ৪ ব্রহ্মবাদী। ৫ প্রিয়বাদী।

বুধিত (গোচ পূর্ব ৩৩।৩১০) [বুধ বিজ্ঞাপনে+ভ্বাদিঃ] বিজ্ঞাপিত।

বুধ্ন (গোভা ১।৪।৮) মূলদেশ। [২ শিব, ৩ অন্তরীক্ষ]।

বুন্দ (গোপা ৩৬) ['বুদ-বুন্দিজ্ নিনিশামনে' ইতি বোপদেবঃ] আলোচনা, ২ প্রণিধান।

বুভুৎসা (ভাবনা ৮।৬৩) বোধ করিবার ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা।

বুভূষু (ভা ১।১৭।৪০) অভ্যুদয়েচ্ছু। ২ (ভা ৪।৬।৩) জিজীবিষু—স্বামী। ৩ প্রাপ্তির ইচ্ছুক।

বুবুরিত (চৈনা ১০।২৮) শিব-পূজায় গালবাদ্যধ্বনি।

বুষ (আচ ৭।১৪৩) ধান্যাদির অখণ্ডিত বল্কল, তুষ।

বৃংহণ (চৈনা ৬।৩৬) পুষ্টিকারক। ২ (গোচ পূর্ব ৩।৩৪৭) বৃদ্ধি।

বৃংহিত (ভা ৩।১।৩।৩২) রচিত—স্বামী। ৩ (চৈনা ৬।২৬) হস্তিগর্জন। ৩ (বৃভা ২।৫।২৪৪) পুষ্ট।

বৃহচ্ছৃঙ্গার (বৃভা ২।১।১৭৬) রাত্রি একপ্রহর অতীত হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যে বিচিত্র সুন্দর বেশ ভোগাদির অবসর-বিশেষ হয়—তাহাকে 'বড় শিঙ্গার' বলে।

বৃহচ্ছ্রবাঃ (১।৫।১) মহাযশাঃ।

বৃহচ্ছ্লোক (ভা ৬।১৮।৮) শ্রীবামনদেবের ঔরসে ও কীর্ত্তির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৫।৪।২) কবিগণের বর্ণনীয়।

বৃহতিকা (হরি ৭।১০৭৬) [বৃহতী+কন্] উত্তরীয় বস্ত্র।

বৃহতী (ভা ৮।১৩।৩২) দেবহোত্রের ভার্যা, ইনি ত্রয়োদশ মন্বন্তরে আবির্ভূত বিষ্ণুর মাতা। ২ (ভা ৩।১২।৪৫) নবাক্ষর-পাদক, বৈদিক ছন্দঃ। ৩ (ভা ১১।২১।৩৮) বৈখরী-প্রধানা শ্রুতি; ইহা স্বরূপতঃ দুর্জ্ঞেয়া। ৪ ক্ষুদ্রবার্ত্তাকী।

বৃহৎ (ভা ১০।৮৩।১৫) ব্রহ্ম—সনা। ২ (ভা ৩।১২।৪২) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য—স্বামী। **-ক** (হরি ৭।১০৭৩) [বৃহৎ+ইবার্থে ক] বৃহৎসদৃশ। **-কথা**—বররুচি-প্রণীত সাহিত্য-ভেদ। **-কর্মা** (ভা ৯।২৩।১১) চন্দ্রবংশীয় পৃথুলাক্ষের পুত্র। [২ মহাকর্মী]। **-কায়** (ভা ৯।২১।২২) চন্দ্রবংশ্য বৃহদ্ধনুর পুত্র। [২ প্রকাণ্ড-দেহ]। **-ক্ষত্র** (ভা ৯।২১।১) সোমবংশীয় মন্যুর পুত্র। **-সংহিতা** (প্র ৪।২) ব্যাসকৃত স্মৃতিগ্রন্থ। ২ বরাহমিহির-প্রণীত জ্যোতিষগ্রন্থ। **-সাম** (গীতা ১০।৩৫) বৈদিক ছন্দের গীতি-

বিশেষ। **-সেন** (উ ১৫।১৪) লক্ষ্মণা মহিষীর পিতা। ২ (ভা ৯।২২।৪৭) সোমবংশ্য সুনক্ষত্রের পুত্র। ৩ (ভা ১০।৬১।১৭) শ্রীকৃষ্ণমহিষী ভদ্রার পুত্র। ৪ মহাসেনাযুক্ত।

বৃহদশ্ব (ভা ১।৯।৬) ঋষি, ভীষ্মদেবের নির্যাণকালে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। ২ (ভা ৯।৬।২১) পুরঞ্জয়-বংশে শ্রাবস্তের পুত্র। ৩ (ভা ৯। ১২।১১) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সহদেবের পুত্র।

বৃহদারণ্যক (রত্ন ৬।১৮ টী) শুক্ল-যজুর্বেদীয়া উপনিষৎ।

বৃহদিষু (ভা ৯।২১।২২) সোমবংশ্য অজমীঢ়ের পুত্র। (ভা ৯।২১।৩২) ভর্ম্যাশ্বের পুত্র।

বৃহদ্গৌতমীয় (স্থ ২।৩৭) সুপ্রাচীন বৈষ্ণব তন্ত্র।

বৃহদ্ধনু (ভা ৯।২১।২২) সোমবংশ্য বৃহদিষুর পুত্র।

বৃহদ্বল (ভা ৯।১২।৮) সূর্যবংশ্য তক্ষকের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।৪০) সোমবংশ্য দেবভাগের পুত্র।

বৃহদ্ব্রহ্ম (কৃষ্ণ ৮৯) [পদ্মপুরাণ-মতে] অনিরুদ্ধের নামান্তর।

বৃহদ্ভানবী (গোতা ১।১৩) বহ্নিপত্নী স্বাহা।

বৃহদ্ভানু (ভা ৮।১৩।৩৫) চতুর্দশ মন্বন্তরে ভগবদবতার। ২ (ভা ৯।২৩।১১) সোমবংশ্য পৃথুলাক্ষের পুত্র। ৩ (ভা ১০।৬১।১০) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামার গর্ভজাত পুত্র। ৪ (সুধা ৪৯) অতিদীপ্ত বিষ্ণু। ৫ (গোতা ১।১৩) মহাপ্রকাশ, পরমেশ্বর। ৬ (গোলী ১৩।৫২) অগ্নি। [৭ চিত্রকবৃক্ষ]।

বৃহদ্রেণ (ভা ৯।১২।৯) সূর্যবংশ্য বৃহদ্বলের পুত্র।

বৃহদ্রথ (ভা ৯।১৩।১৫) সূর্যবংশ্য দেবরাতের পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।৬) সোমবংশ্য উপরিচর বসুর পুত্র। ৩ (ভা ৯।২২।৪৩) তিমির পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৩।১১) পৃথুলাক্ষের পুত্র। ৫ (ভা ১২।১।১৫) নবম মৌর্য, শতধন্বার পুত্র।

বৃহদ্রাজ (ভা ৯।১২।১৩) সূর্যবংশ্য অমিত্রজিতের পুত্র।

বৃহদ্রূপ (সুধা ৪২) অসমানোর্দ্ধ-রূপবান্। ২ মরুদ্গণ-ভেদ [হব ২০৪]।

বৃহদ্বধ (ভা ৬।১৩।৪) ব্রাহ্মণবধ। ২ (ভা ৪।২৯।৫০) বহুপশুনাশ।

বৃহদ্বন (ঐ ৪।১) ব্রজমণ্ডলে মহাবন— শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি।

বৃহদ্বামন (রত্ন ২।৩৫ টী) বামন-পুরাণের উত্তরভাগ।

বৃহদ্বিপদী (গৌ ১।৫১) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ।

বৃহদ্বিশ্ব (ভা ৯।২১।৩২) সোমবংশ্য অজমীঢ়ের পুত্র।

বৃহদ্ব্রত (ভা ১১।১৭।২৬) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী।

বৃহন্নারায়ণোপনিষৎ (রত্ন ৩।৩৩ টী) শ্রীনারায়ণের মহা-মহিমাবর্ণনাত্মিকা ব্রহ্মবিদ্যা।

বৃহন্মনাঃ (ভা ৯।২৩।১১) সোমবংশ্য বৃহদ্রথের পুত্র।

বৃহস্পতি (ভা ৪।১।২৮) মহর্ষি-অঙ্গিরা ও তৎপত্নী শ্রদ্ধার পুত্র। ২ (ভা ৩।১।২৫) দেবগুরু, নবগ্রহের অন্যতম। **-সব** (ভা ৪।৩।৩) শ্রেষ্ঠ যজ্ঞবিশেষ।

বোধ (প্রীতি ১৫৮) ভগবদ্দর্শনাদি-বাসনার স্বয়ং উদ্বোধ। ২ (ভা ১০। ২০।৪২) তত্ত্ব-জ্ঞাপক। ৩ (সিন্ধু ২।৪।১৭৯) অবিদ্যা, মোহ ও নিদ্রার ধ্বংসে জ্ঞানাবির্ভাব।

বোধন (ভা ১০।৮৭।১২) মায়া-বৈভবের দিকে মনোযোগ-আকর্ষণ। [২ জাগরণ, ৩ বিজ্ঞাপন] ৪ (হ ১৬। ২৯৭) উত্থানৈকাদশী।

বোধনা (সস তত্ত্ব ৯) প্রবোধন।

বোধনী (মথুরা ১৮৪) কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী। 'উত্থান একাদশী'।

বোধ-বাসর (হ ১৬।২০৪) উত্থানৈকাদশী।

বোধান [বুধ্+শানচ্] বিজ্ঞ। ২ গীষ্পতি।

বোধি (হ ১৩।২০৯) অশ্বত্থবৃক্ষ। [২ সমাধিভেদ, ৩ বুদ্ধভেদ, ৪ জ্ঞাতা]।

বোধিনী (হ ২।৬০) সূর্যের কলা-বিশেষ।

বোধ্য (ভা ৬।১৫।১৪, ১২।৬।৫৫) ঋষি বাষ্কলের ঋগধ্যয়নের শিষ্য।

বৌদ্ধ (রত্ন ৬।৬৬) শ্রীবুদ্ধদেবের অনুগত সম্প্রদায়। ২ শ্রীবুদ্ধদেব।

বৌদ্ধমত (গোভা ২।২।১৮) বৌদ্ধ-গণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত— বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। তন্মধ্যে বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন; (২) সৌত্রান্তিকগণও স্থূল বাহ্য-পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন সত্য, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল বুদ্ধি-বিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া স্বীকার করেন; (৩) যোগাচার সম্প্রদায়

আবার বাহ্য-পদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন—অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই বহির্দ্দেশে ঘটপটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয়; একমাত্র বুদ্ধিই বিষয় ও বিষয়ীর (জ্ঞাতব্যের) আকার ধারণপূর্ব্বক লোক-ব্যবহার নিষ্পাদন করে; বস্তুতঃ বিজ্ঞানাতিরিক্ত অপর কোন পদার্থই নাই। (৪) মাধ্যমিক-সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থ বা বুদ্ধি-বিজ্ঞান কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শূন্যকেই প্রকৃত সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন; এইজন্য তাঁহাদিগকে 'সর্ব্বশূন্যত্ববাদী' বলা হয়। উক্ত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন সম্প্রদায়ই বলেন যে বাহ্য ও আন্তর সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক—প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতিশালী, তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংসশীল, কোন পদার্থই উৎপত্তির পর এক ক্ষণের অধিক-কাল স্থায়ী হয় না। অধিকন্তু অবয়বের অতিরিক্ত 'অবয়বী' বলিয়াও পৃথক্ কোন পদার্থ নাই; পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু-সমূহই যথাসম্ভব সম্মিলিত হইলে বিভিন্ন-প্রকার নাম ও প্রতীতি জন্মায় মাত্র, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বিষয়-পরমাণুপুঞ্জ-ভিন্ন আর কিছুই নহে। আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহা অসৎ, আবরণাভাব মাত্র।

ব্রধ্ন (ভা ৮।১৩।৩৩) চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্র-সাবর্ণির পুত্র। ২ সূর্য। [৩ অর্কবৃক্ষ, ৪ দিন, ৫ অশ্ব, ৬ শিব।]

ব্রহ্ম (ভা ১।১।১) বেদ, ২ তত্ত্ব, ৩ শ্রীভাগবত। ৪ (ভা ১।২।১১) শক্তিবর্গলক্ষণ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মের অতিরিক্ত কেবল জ্ঞান—জী। ৫ (ভা ৭।১২।২) গায়ত্রী—বি। ৬ (ভা ৮।৫।৩২) অপ্রচ্যুত স্বরূপ। ৭ (ভা ৯।৬।৫০) তপঃ, ৮ (ভা ৩।১৪।৩২) প্রণব। ৯ (ভা ৫।১২।১১) পরিপূর্ণ। ১০ (ভা ১।৫।৪) ব্যাপক নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ। ১১ (ভা ১০।৮৫।৩৯) সর্ব্বজীবৈকতত্ত্ব। ১২ (ভা ১০।৭৫।১) বেদমূর্ত্তি। ১৩ (ভা ১০।৭৩।২৩) পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণ। ১৪ (ভা ১০।৪৯।১৩) সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-বৃহদ্গুণবিশিষ্ট—বল। ১৫ (ভা ১০।১৯।৩৩) পরম বৃহত্তম—জী। ১৬ (ভা ১১।১১।২৮) পরব্যোমাখ্য বৈকুণ্ঠ—জী। ১৭ (চৈচ মধ্য ২৪।৬৬) স্বয়ং ভগবান্। ১৮ (হ ১৬।৫৮) পলাশ-বৃক্ষ। ১৯ (পরম ৪৬) প্রকৃতি। ২০ (সস ভগ ১০) পরতত্ত্বে যখন বিরুদ্ধ শক্তি-সমূহের প্রচুরতর উপলব্ধি হয় না, তখনই তাঁহার 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞা হয়। ২১ (প্র ১৫) ব্রহ্মা। ২২ [হরি ২১৬] ক্লীবলিঙ্গকে হরি-নামামৃতে 'ব্রহ্মলিঙ্গ' বলে। ২৩ (গীতা ১৮।৪২) ব্রাহ্মণ। **-ক** (ভা ১০।১৩।৫৭) বেদশিরোভাগ উপনিষৎ। **-কথা** (চন্দ্রা ১৯) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিচার। **-কর্ম্ম**—বেদ-বিহিত কর্ম্ম, ২ ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মফল। **-কীর্ত্তন** (ভা ১০।৩৮।৪) বেদোচ্চারণ। **-কৈবল্য** (চৈত ৪।২০।১০) বৈকুণ্ঠ। **-ক্ষেত্র** (মথুরা ২৮৫) প্রয়াগ। **-গোপালপুরী** (প্র ১।২৬) অভিব্যক্ত-বৃহদ্গুণবিশিষ্টা মথুরা, গোলোকধাম। **-ঘাতক** (ভক্তি ১১) শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত। ২ ব্রাহ্মণ-হত্যাকারী। 'পঙ্‌ক্তিভেদী বৃথা-পাকী নিত্যং ব্রাহ্মণ-নিন্দকঃ। আদেশী বেদবিক্রেতা পঞ্চৈতে ব্রহ্মঘাতকাঃ' ॥ **-ঘোষ** (ভা ১০।৭১।২৪) বেদধ্বনি। ২ (ভা ৯।১০।৩৬) বৃহৎ শব্দ। ৩ (ভা ১।১১।১৬) মন্ত্রপাঠ। **-ঘ্ন** (ভা ৬।২।৩৪) বিপ্রস্ব-নাশক। ২ ব্রাহ্মণ-হত্যাকারী। **-চর্য** (রত্ন ১।৫০) মৈথুন-বর্জন। (মুক্তা ৭৫) গৃহস্থদের ঋতুকালে স্বভার্যাগমন এবং অন্যান্যাশ্রমিদের অষ্টাঙ্গ মৈথুন-ত্যাগ। অষ্টাঙ্গ মৈথুন যথা—'স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিবৃত্তিরেব চ'॥ **-চর্য-বিঘাতক** (হ ১৩।৫২) নারী-দর্শন, নারী-স্পর্শ ও নারী-সহ সম্ভাষণ—এই তিনটী ব্রহ্মচর্য-নাশক। **-জ** (গোপা ২) সনকাদি মুনিগণ। [২ হিরণ্যগর্ভ]। **-জন্ম** (ভা ১০।৪৭।৫৮) শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক জন্ম। ২ চতুর্ম্মুখ জন্ম, ৩ ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি—সনা। **-জিজ্ঞাসাধিকারী** (গোভা ১।১।১) নিষ্কাম ধর্ম্মের আচরণে নির্ম্মলচিত্ত, সৎপ্রসঙ্গ-লুব্ধ, শ্রদ্ধালু ও শাস্ত্রাদি-গুণসম্পন্ন জীবই উত্তর-মীমাংসাধ্যয়নে অধিকারী। **-জ্ঞ** (ভাবনা ৯।১৬) বেদজ্ঞ, তত্ত্ব-জ্ঞানী। **-জ্ঞান** (ভক্তি ১৩৪) দুই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়। ভগবদুপাসকের হৃদয়ে আনুষঙ্গিক রূপে এবং ব্রহ্মোপাসকের হৃদয়ে স্বতন্ত্র বা প্রধানরূপে। ভগবদু-পাসক ভগবচ্ছক্তিরূপা ভক্তির প্রভাবে 'ত্বংপদার্থ' জীবচৈতন্যের সহিত কিঞ্চিদ্‌ভেদেই ব্রহ্মরূপের অনুভব করেন। তাৎপর্য—ভক্তিসাধকের হৃদয়ে শ্রীভগবানের পরাখ্য ভক্তির

পরিকর-রূপেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মোপাসকগণ কিন্তু জীবচৈতন্যের সহিত অভিন্নভাবে ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভব করেন। মোক্ষার্থিদের নিকট ইহা আত্যন্তিক সমাদৃত হইলেও ভক্তিসাধকগণ ইহাকে আদর ত আদৌ করেন না, বরং ভক্তি-বিঘাতক বলিয়া হেয়জ্ঞানই করিয়া থাকেন। নির্ভেদ ব্রহ্মানুভব মোক্ষটি শ্রীভগবানের প্রসাদোত্থ নহে। যদি কেহ নিজ মতি-অনুসারে মোক্ষকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া মনে করে—সেইটি নিজ মতি-কল্পিত বলিয়া সগুণই। ভগবৎ-প্রসাদোত্থ ভগবদুপাসকের হৃদয়ে স্ফুরিত ব্রহ্মজ্ঞানই নির্গুণ।

ব্রহ্মণঃপতি (ভা ২।৩।২) বেদপতি ব্রহ্মা। **ব্রহ্মণোপক্রমম্** (হরি ৬।১৪৫) প্রতিগ্রহ [ভাষাবৃত্তি]।

ব্রহ্মণ্য (হরি ৭।৬৯৩) [ব্রহ্মণি বেদৈকদেশে সাধুরিতি ব্রহ্মণ্+যৎ] বেদজ্ঞ। ২ [ব্রহ্মণে হিতম্ ব্রহ্মণ্ +যৎ] ব্রাহ্মণের হিতকর। ৩ (প্র ১।৭) মাধ্বসংপ্রদায়ের ত্রয়োদশাধস্তন গুরু। ৪ (ভা ১০।৬৪।৩১) ব্রাহ্মণ-ভক্ত। ৫ (গোতা ২।৯৫) ব্রহ্মজ্ঞ সনকাদি। ৬ বিষ্ণু [সহস্রনাম]।

ব্রহ্মণ্যদেব (ভা ৪।২১।৩৮) শ্রীগোবিন্দ। ২ (ভা ১০।৫২।২৮) ব্রাহ্মণ-ভক্ত—জী। °**তত্ত্ব** (ভগ ২,৩) পরতত্ত্ব এক ও অখণ্ডানন্দস্বরূপ। তাহাতে তদীয় স্বরূপশক্তির বৈচিত্রী ও বিলাসাদি নিত্য বর্ত্তমান। শৈব বা বৈষ্ণব পরমহংসগণ আত্মারাম হইলেও সর্বদা জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন বলিয়া তাঁহাদের চিত্তে সেই পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের শক্তি ও শক্তিমত্তার ভেদ-বৈচিত্র্য প্রভৃতির উপলব্ধি হয় না, তাঁহাদের যথোচিত শক্তিও নাই, সেইজন্য তৎকালে তাঁহাদের জ্ঞান-বাসিতচিত্তে ঐ পরতত্ত্বের যে সামান্যাকারে বা কেবল চিদ্রূপে স্ফূর্ত্তি—তাহাই 'ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত হয়। এই ব্রহ্মতত্ত্বে শক্তি ও শক্তিমানের অপৃথগ্‌ভাবে স্ফুরণই ধর্ত্তব্য। তাৎপর্য—শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞানই 'ব্রহ্ম'। শ্রীভগবানের অস্পষ্ট (অসম্যক্) আবির্ভাব-বিশেষই ব্রহ্ম। **-তত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা** (ভগ ৬) বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই ব্রহ্ম-তত্ত্ব স্ফুরিত হয়। শুদ্ধ ত্বম্-পদার্থের বোধে সাধুগণ স্বানুভবানন্দী ও বাহ্য-বিকার-রহিত হন, সুতরাং ঐ চিত্তে ব্রহ্ম প্রকাশ হয়। অন্তঃকরণের বৃত্তি স্থূল ও সূক্ষ্মদেহবিকারময়ী হইলেও কিন্তু ব্রহ্মপ্রকাশযোগ্য হৃদয় হইতে সমস্ত বিকার অপগত হইয়াছে বলিয়া উহা তৎপ্রকাশে অযোগ্য নহে। শুদ্ধ-ত্বম্‌পদার্থ প্রত্যগ্‌রূপ বলিয়া কাহারও বিষয় না হইলেও কিন্তু অবিষয়ী অন্তঃকরণে প্রকাশ হয়। সূক্ষ্ম চিৎ-স্বরূপ ত্বম্‌পদার্থ ও পূর্ণ চিদাকার ব্রহ্মস্বরূপে স্বরূপতঃ পার্থক্য থাকিলেও কিন্তু চিদংশে কোনও ভেদ নাই—সুতরাং ত্বম্‌পদার্থের সহিত চিদ্রূপে ঐক্যবোধই ব্রহ্মাববোধের কারণ; ঐক্যবোধেচ্ছু সাধকের বাঞ্ছাপূর্ত্তির জন্য শ্রীভগবান্‌ই কৃপাশক্তি-প্রেরণায় সূক্ষ্মচিদ্‌বস্তুতে পূর্ণচিদ্রূপ ব্রহ্মের আবির্ভাবে পরস্পর ঐক্য-প্রতীতি ঘটাইয়া দেন। **-তনয়া** (হ ১৩।৩২৪) সরস্বতী, ২ সরস্বতী নদী—ইহা ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে লুপ্তভাবে সরস্বতীর বিদ্যমানতা ধার্মিকগণেরই প্রতীতি-গম্য। **-তর্ক** (তত্ত্ব ২৮) শ্রীমধ্ব-ভাষ্যে উদ্ধৃত প্রাচীন গ্রন্থ। **-তীর্থ** (ভা ১০।৭৮।১৯) কন্যাতীর্থ ও সোম তীর্থের মধ্যবর্ত্তী তীর্থবিশেষ—সনা। **-ত্রৈবিধ্য** (ভা ২।১০।১৩) (১) সূক্ষ্ম—হিরণ্যগর্ভ,(২) সমষ্টি জীব—বৈরাজ, (৩) সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্মুখ—বি। **-ত্ব** (হরি ৭।৮৫১) ব্রহ্মা ঋত্বিকের ভাব বা কর্ম। ২ শুদ্ধ তুরীয়-ব্রহ্মভাব। **-দ**—গুরু, ২ উপনয়ন-দানে বেদদাতা আচার্য। **-দত্ত** (ভা ৯।২১।২৫) সোমবংশ্য নীপের পুত্র—ইহার মাতা শুক-দুহিতা কৃত্বী। **-দর্শন** (ভা ৩। ৩২।১৮) ব্রহ্মানুভব—বি। ২ (ভা ১।২।২৪) ব্রহ্ম-প্রকাশক—স্বামী। ৩ ব্রহ্ম-রূপগুণাদির আবির্ভাবদ্বার—জী। ৪ (ভগ ৭) সর্বপ্রকারের বৃহত্ত্ব-ধর্মদ্বারা যিনি ব্রহ্মরূপে খ্যাত—তিনি পরমপুরুষ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানেরই আবির্ভাব-বিশেষ। ভগবদ্দর্শনের প্রথম সোপানরূপ নির্বিকল্পক (বৈশিষ্ট্য-হীন) দর্শনই ব্রহ্ম-দর্শন অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাথমিক জ্ঞান। (ভগ ৪৬) স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান হইলে অবিদ্যা-কৃত সদসদধ্যাসের নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মদর্শন হয় অর্থাৎ আত্মায় অবিদ্যা-কর্ত্তৃক অধ্যস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের নিবৃত্তি হইলে চিৎসাম্যে ব্রহ্মের সহিত নিজ-চিৎসাজাত্যের অনুভব হয়। স্বরূপস্ফূর্ত্তির পরিপাকক্রমে জীব আত্মারাম হয়। এই আত্মারামগণ চিৎসুখে নিমগ্ন থাকিয়াও

ততোধিক আনন্দ-লাভের জন্য শ্রীভগবানের জন্মকর্মাদির অনুভব বা সাক্ষাৎ দর্শন করিবার যোগ্যতা-প্রাপ্তি হয়েন। (প্রীতি ৩) কেবল জীব-স্বরূপ-বোধেই দেহাবেশ যায় না, কিন্তু পরতত্ত্ব-জ্ঞানেই তাহা সম্ভবে। আবার ব্রহ্মদর্শন না হইলেও জীবস্বরূপ-জ্ঞান হয় না. সুতরাং জীবস্বরূপ-বোধ ব্রহ্মদর্শনেরই অন্তর্গত। **-দায়** (ভা ১১।২৯।২৫) জ্ঞানোপদেষ্টা। ২ বেদাধ্যয়ন সমাপন হইলে সমাবৃত্তকে বা বিপ্রকে দেয় ধন। **-দায়াদ** (ভা ১০।৮৭। ৪৪) যিনি পৈতৃক ধনের ন্যায় অযত্ন-প্রাপ্য ব্রহ্মের সেবা করেন। ২ ব্রহ্মার পুত্র—নারদ। **-দিক্** (কৃষ্ণ ১০৬) ঊর্দ্ধ দিক্। **-দ্বয়** (বৃভা ২।২। ১৭৮) 'ব্রহ্ম' বলিতে প্রায়শঃই নির্গুণ, নিঃসঙ্গ, নির্বিকার, নিরীহ বস্তুই বাচ্য, তাহা শ্রীভগবত্তত্ত্বের অস্পষ্টাবির্ভাব-বিশেষ, ইহাকে ব্রহ্ম-সংহিতায় 'প্রভা'-স্থানীয় বলায় শ্রীভগ-বানের অংশ বা কলাই বলিতে হয়। 'পরব্রহ্ম' শব্দ কিন্তু প্রায়ই শ্রীভগবানেরই বোধক, যেমন 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম' (গীতা ১০।১২) 'পর ব্রহ্ম নরাকৃতি' (পাদ্মোত্তরে বৃহদ্ বিষ্ণুসহস্রনামে) ইত্যাদি। পর-ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই (গীতা ১৪।২৭) বলা হইয়াছে—'ব্রহ্মণো হি প্রতি-ষ্ঠাহম্'। যদি কোথাও কেবল ব্রহ্মেও পরশব্দ প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাতে শব্দব্রহ্মই লক্ষ্য বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মতত্ত্বে কেবল সুখ আছে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বে সুখ ও সুখাধার দুইই আছে। **-দ্বিরূপতা** (গোভা ৩। ২।১৭ টী) অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতৃ-ভেদে ব্রহ্মতত্ত্ব দুই রূপে প্রকাশ পান। অধিষ্ঠানরূপ— গঙ্গাদিদ্রব-দ্রব্যবৎ অসান্দ্র জ্ঞানরূপ এবং অধিষ্ঠাতৃরূপ —গঙ্গাদিদেবতাবৎ সান্দ্র এবং মূর্ত্ত। **-দ্বৈধ** (গোভা ১।১।১০) শঙ্কর-মতে ব্রহ্ম দ্বিবিধ—সগুণ ও নির্গুণ ; সগুণ ব্রহ্ম—সত্ত্বোপাধি, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও জগৎকারণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম—সত্ত্বানুভূতিমাত্র, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ। সগুণ ব্রহ্মে বেদ-সমূহের শক্তি থাকিলেও কিন্তু নির্গুণেই তাৎপর্য। **-ধাম** (গোভা ৩।৩।৫৪) বৃহদ্গুণময়, ২ সর্বাশ্রয়। **-নির্বাণ** (ভা ৪।৬। ৩৩) ব্রহ্মানন্দ। ২ (গীতা ৫।২৫) মোক্ষ। ৩ (ভা ৪।১১।১৩) ব্রহ্মানন্দের লয় বা অন্তর্ভাব যাহাতে, সেই শ্রীভগবৎসুখ—জী। **-নিষ্ঠ** (গোভা ১।১।১) ভগবদনুভবী —বল। **-নিষ্ঠা** (রত্ন ৪।২৩) ব্রহ্মে যথাভূত স্থিতি। ২ ব্রহ্মাব-ধারণ। **-পথ** (গোভা ৪।৩।১) অর্চিরাদিদেবগণ-কর্তৃক অধ্যুষিত মার্গ, যাহাতে যোগিগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। **-পার** (ভক্তি ২৪০) ব্রহ্মরাক্ষসত্ব-নাশন স্তব-বিশেষ ['ধর্ম-ব্যাধ' শব্দ দ্রষ্টব্য]। ২ (বিপু ১। ১৫।৫৩) বেদান্ত। **-পিষ্টপ** (ভা ১১।১৭।২৩) ব্রহ্মলোক—স্বামী। **-পুত্র** (রত্ন ৩।৪০) রুদ্র, ২ (হলী ৩।৮) সনকাদি—হে। [৩ বিষ-ভেদ]। **-প্রপত্তি** (রত্ন ৬।৫৫) ব্রহ্মে শরণাপত্তি। **-বধ্যা** [ব্রহ্ম+ ভাবে ক্যপ্] ব্রহ্মহত্যা। **-বন্ধু** (ভা ৪।৭।১০) ব্রাহ্মণাভাস। ২ (ভা ১০। ৮১।১৬) বিপ্রকুলজাত—সনা। **-বন্ধুবধ** (ভা ১।৭।৫৫) শিরোমুণ্ডন, ধনগ্রহণ ও স্বস্থান হইতে নির্বাসন করিলেই দ্বিজাধমের শাস্ত্রোক্ত দণ্ডবিধান হয়। **-বন্ধূ** (হরি ৭।২৩৮) নিন্দিত-ব্রাহ্মণ-জাতীয়া। **-বলি** (ভা ১২।৭।২) অথর্ববেত্তা বেদদর্শের শিষ্য। **-ব্রহ্ম** (লী ২) প্রজাপতিপতি, ২ বেদ-প্রবর্ত্তক, ৩ বেদে প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। **-ব্রুবাণ**—অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। **-ভাবন** (ভা ৩।২৪।৪) ব্রহ্মের উপদেষ্টা। **-ভু** (চৈত ৪।২৪। ১৩) ভগবদ্ধাম পরম বৈকুণ্ঠ। **-ভূত** (ভা ৪।২৩।১৩) শুদ্ধ চিদ্রূপ। ২ (ভা ৫।১০।১০) দেহদ্বয়ে আবেশ-রহিত। ৩ (গীতা ১৮।৫৪) ব্রহ্মে অবস্থিত। ৪ (চৈত ৪।২৩।১৩) পরম বৈকুণ্ঠে নিস্যূত। ৫ (আচ ৩।১) ব্রজমণ্ডল। **-ভূতি**—সন্ধ্যা। ২ ব্রহ্মা হইতে জাত বস্তুমাত্র। **-ভূয়** (হরি ৫।১৭৭) [ব্রহ্মণো ভাবঃ ব্রহ্ম —ভূ+ক্যপ্] ব্রহ্মত্ব। ২ ব্রহ্মানু-ভব—বি। ৩ (ভা ১১।৫।৪৬) সর্ব-বৃহত্তমত্ব—জী। ৪ মোক্ষ—বি। ৫ (ভা ৯।২।১৭) ব্রাহ্মণত্ব—স্বামী। **-ময়** (ভা ৪।৯।৪) বেদাত্মক। ২ (ভা ১০।৪৬।৩২) স্বরূপ-জ্ঞানবান্, ৩ শ্রীভগবৎপার্ষদ-স্বরূপ, ৪ স্বরূপ-প্রকাশ-প্রচুর, ৫ চিন্ময়শরীর—বি। **-মহর্ষি** (ভা ১১।১৪।৪) ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু—এই সপ্ত ব্রাহ্মণ প্রজাপতি ও মহর্ষি। **-মীমাংসা**—বেদান্ত। **-মূর্ত্তি** (ভা ১২।১০।২৬) বেদস্বরূপ। **-যজ্ঞ** (ভা ১১।১৬।২১) বেদ-পাঠ। মনুর মতে—অধ্যাপন, মতান্তরে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন।

-যোনি (রত্ন ৩।২৯) ব্রহ্মের মূল—সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর। **-রথ** (হ ১৯।৩৬৬) ব্রাহ্মণ-বাহ্য শিবিকাদি যান। **-রন্ধ্র** (ভা ১১।১৫।২৪) মূর্দ্ধদ্বার—স্বামী। মস্তকের ছিদ্র-বিশেষ—এই রন্ধ্রে প্রাণ-নিষ্ক্রমণে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। **-রস** (ভা ৪।৪।১৫) ব্রহ্মানন্দ। **-রাক্ষস** (ভক্তি ১১০) ভূতযোনি-বিশেষ। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ রথারূঢ় শ্রীভগবানের পশ্চাদ্ গমন করেনা, সেই লোক জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মা হইয়াও 'ব্রহ্মরাক্ষসত্ব' প্রাপ্তি করে। **-রাত** (ভা ১।৯।৮) শ্রীশুকদেব। ২ যাজ্ঞবল্ক্য মুনি। **-রাত্র** (ভা ১০।৩৩।৩৮) ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত—স্বামী। ২ ব্রহ্মার সহস্র যুগ-প্রমাণ রাত্রি—বি। **-রূপ** (ছপ ৪৯) প্রতি চরণে ষোড়শাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। **-ঋক্ষ** (গোচ পূর্ব ৬।৮০) রোহিণী নক্ষত্র। **ব্রহ্মর্ষি** (বৃভা ২।৭।৮০) ব্রহ্মময় ঋষি, ২ পরম ভাগবত শ্রীনারদাদি। **-লক্ষণ** (ভা ৭।১১।২১) শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, বিষ্ণুপরায়ণতা ও সত্যভাষণ। **-লিঙ্গ** (ভা ১০।৭২।১৬) ব্রাহ্মণবেশ—স্বামী। ২ স্নাতক বিপ্রবেশ—জী। ৩ (ভা ১০।৬৩।২৫) বেদ-দ্বারা দ্যোতিত—স্বামী। ৪ ব্রহ্মই যাঁহার শ্রীবিগ্রহ—সনা। **-লোক** (ভা ২।৫।৩৯) সত্যলোকোপরি বিরাজমান বৈকুণ্ঠধাম। **-লোক-পদ্ধতি** (গোভা ৪।৩।৩) ভক্তগণের উৎক্রান্তিকালে প্রথমতঃ নাড়িরশ্মি আলোকিত হয়, তৎপরে (১) অর্চিঃ-প্রবেশ, ক্রমশঃ (২) দিন, (৩) শুক্ল পক্ষ, (৪) উত্তরায়ণ, (৫) সম্বৎসর, (৬) দেবলোক, (৭) বায়ু, (৮) আদিত্য, (৯) চন্দ্র, (১০) বিদ্যুৎ, (১১) বরুণ, (১২) ইন্দ্র, তৎপরে (১৩) প্রজাপতি-লোকে গমন হয়। দেব-লোক ও বায়ুলোকের অভিন্নতা ধরিলে 'দ্বাদশ সোপান' বলিতে হয়। **-বপুঃ** (যো ৪) পরব্রহ্ম-স্বরূপ—জী। **-বর্চস** (ভা ১।৪।২৯) বেদা-ভ্যাস-জাত-তেজঃ। **-বাদ** (ভা ১০। ৮৭।৮) প্রশ্নোত্তরদ্বারা ভগবত্তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ। ২ বেদবিষয়ক-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা—জী। **-বাদী** (ভা ১১ ৫।২৩) ধর্ম্মোপদেষ্টা ঋষি। ২ (ভা ১০।২২।৩) বেদ-ঘোষণশীল। ৩ (ভা ৬।২।১১) মন্বাদি বেদব্যাখ্যাতা; ৪ (প্রীতি ৩২) [ব্রহ্মণা বদিতুং স্থিরীভবিতুং শীলমস্যেতি] মুক্ত। ৫ (হ ১।৪২) বেদাধ্যাপক। **-বিক্রিয়া** (ভা ৯।১।১৭) মন্ত্রের অন্যথাত্ব—স্বামী। **-বিৎ** (গোভা ২।৬৬) নরাকৃতি-পরব্রহ্মানুভবী। ২ (ভা ১০।১১।৫৭) বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, ৩ ভক্তি-নিষ্ঠ। **-বিদ্যা** (প্রকাশ ২।৫) যোগীন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক সর্বথা অন্বেষণীয়া জিতেন্দ্রিয়া, জিতাহারা, ধ্যানপরা, ব্রহ্মানন্দ-পূর্ণা তাপসী। ইনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্তা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণরতি বিনা শূন্যতাবোধে মানস-সরোবরে দেহত্যাগ করিতেছিলেন। জাবালি মুনিকে ইনিই ব্রহ্মবিদ্যা ছাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বহু-জন্মান্তে গোপীদেহপ্রাপ্তি করাইয়া-ছেন। [ত্রৈলোক্যসম্মোহন-তন্ত্র দ্রষ্টব্য]। ২ (নাম ২।১৩) অবিদ্যা-নাশপূর্বক সর্বসংসার-নিবর্ত্তনকারিণী। **-বিদ্যাপ্রবোধ** (হ ১১।৫৩৬) ভক্তি-তত্ত্বজ্ঞান। **-বীজ** (চৈত ২।১।১৭) বেদেরও বীজভূত। ২ ব্রহ্মের [ব্রহ্মার]ও মূলীভূত বীজ—শ্রীকৃষ্ণ। **-বৃক্ষ** (নার ৫।১।৬১) অশ্বত্থ। [২ পলাশ বৃক্ষ, ৩ উড়ুম্বর বৃক্ষ]। **-ব্রতধর** (ভা ১১।১৭।২১) অগৃহস্থ—স্বামী। **-শিরঃ** (ভা ১। ৭।১৯) অস্ত্রবিশেষ—ব্রহ্মাস্ত্র। **-শিল্প** (আচ ১৪।১৭৪) বিধি-সৃষ্ট। **-সংস্থ** (গোভা ৩।৪।৪৯) সম্যগ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ। **-সংহিতা** শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-তথ্যাদি-নির্ণায়ক সুপ্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে বৈষ্ণবাচার ও বিবিধ সিদ্ধান্তপূর্ণ ১০টি অধ্যায় আছে। **-সত্র** (ভা ১০।৭৭।৯) পরস্পর মিলিত হইয়া পরতত্ত্ব-বিষয়ক বিচার। ২ আত্ম-বিমর্শ। ৩ বেদ-পাঠ। **-সম্পত্তি** (ভা ১।১৫।৩০) 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার জ্ঞান—স্বামী। ২ শ্রীমন্নরাকার-পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার—জী। **-সম্পন্ন** (হ ১০।৪৫০) ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্ত। **-সম্প্রদায়** (গোভা ১।১।১ টী) শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মা—নারদ—ব্যাসদেব...শ্রীমধ্বাচার্য— পদ্মনাভ—নৃসিংহ—মাধব—অক্ষোভ্য—জয়-তীর্থ—জ্ঞানসিন্ধু—দয়ানিধি— বিদ্যা-নিধি—রাজেন্দ্র—জয়ধর্ম—পুরুষোত্তম—ব্রহ্মণ্য—ব্যাসতীর্থ—লক্ষ্মীপতি—মাধবেন্দ্রপুরী— ঈশ্বরপুরী — শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু। **-সম্মিত** (ভা (২।১।৮) সর্ববেদতুল্য, ২ ব্রহ্ম সম্যক্ মিতং যেন] যে শাস্ত্রে ব্রহ্ম-তত্ত্ব সম্যক্ পরিমিত (পরিব্যক্ত) হইয়াছে, তাহা—স্বামী। ৩ (হ ১০।৩৯৭) অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকাকারে পরিমিতিপ্রাপ্ত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই।

-সবন (গোতা ১।২৭) ব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধ। -সামান্য (প্রীতি ৫) মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের তাদাত্ম্য অর্থাৎ জীব তখন ব্রহ্মের সাধারণ আটটি গুণভাগী হয়। গুণাষ্টক যথা—পাপরাহিত্য, জরারাহিত্য, মৃত্যু-রাহিত্য, শোকরাহিত্য, ক্ষুধারাহিত্য, পিপাসারাহিত্য, সত্যকামত্ব ও সত্যসঙ্কল্পত্ব। -সাযুজ্য—নির্বাণ-মুক্তি। -সাবর্ণি (ভা ৮।১৩।২১) দশম মনু। -সিদ্ধি (ভক্তি ৪৬) পরতত্ত্বের আবির্ভাব। ২ (মুক্তা ৬।৫৯) মোক্ষ। ৩ (ভা ৩।২৫।১৯) পরমেশ্বরে দাস্যসখ্যাদি ভাব-নিষ্পত্তি। -সুখ (ভা ৫।৫।১) মুক্তি, নির্বিশেষ ও সবিশেষ-ভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ। নির্বিশেষ-বাদে সাযুজ্য মুক্তি এবং সবিশেষবাদে ভক্তিমৎ-পার্ষদত্বলাভই মুক্তি। -সূত্র (ভা ১২।১১।১৯) ত্রিমাত্র প্রণব—স্বামী। ২ (রত্ন ৩।৩৬ টী) বেদব্যাস-প্রণীত বেদান্তসূত্র। [৩ যজ্ঞোপবীত]। -সূত্রাবির্ভাব (গোভা ১।১।১) স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে দ্বাপরযুগে বেদসমূহ প্রচ্ছন্ন হইলে কপিলাদি কয়েকজন ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিজ্ঞম্মন্য হইয়া বেদের দুই-একটি বাক্যাবলম্বনে স্বোদ্ভাবিত দুরর্থযুক্ত বেদবাহ্য দুষ্ট মত আবিষ্কারপূর্বক জনগণকে পরমার্থচ্যুত করিলেন। এই অনর্থ-পরম্পরা-নিবৃত্তির জন্য দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি বেদব্যাসরূপে আবির্ভূত হইলেন। বেদসমূহের উদ্ধারপূর্বক বিভাগ করত পূর্বোক্ত দুর্মত-সমুদয়ের নিরাকরণ এবং বাস্তব বেদার্থ নির্ণয় করিতে চতুরধ্যায়যুক্ত ব্রহ্মসূত্র প্রচার করিলেন। -সূত্রোপজীব্য (তত্ত্ব ১৮) বেদান্তসূত্রের স্থিরার্থ-প্রকাশক—শ্রীমদ্ভাগবত। -হত্যাপহারক (হ ৯।৩) শ্রীহরির অর্চনাবশিষ্ট শঙ্খজল, নববিধা ভক্তি, শ্রীহরির নির্মাল্য, পাদোদক এবং প্রসাদীকৃত চন্দন ধূপাদি। -হা (হ ৩।২৮৮—৮৯) ব্রাহ্মণ-হত্যাকারী। ২ শ্রীশাল-গ্রামশিলাজল অগ্রে পান না করিয়া শিরে অভিষেককারী। ২ বিষ্ণু-পাদোদকের পূর্বে বিপ্রপাদোদক যিনি পান করেন না—তিনিও ব্রহ্মঘাতী। -হৃৎ (ভা ১।১।১) নারদ—বি। -হ্রদ (কৃষ্ণ ১১৭) অক্রূরতীর্থ।

ব্রহ্মা (প্র ১।৭) লোকপিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা। শ্রীগোপালপূর্ব-তাপনীতে ইনি শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য বলিয়া খ্যাত। ইনি ব্রহ্মমাধ্বসম্প্র-দায়ের আদিগুরু। (সভা ১।৪৬) জীব ও ঈশ্বরভেদে ব্রহ্মা দুই প্রকার। গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্মে জীব-কোটি ব্রহ্মার আবির্ভাব। কোন কল্পে গর্ভোদক হইতে, কোনও কল্পে বা তেজোবায়ু প্রভৃতি হইতে পরমে-শ্বরের ইচ্ছায় ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'বৈরাজ'-ভেদে ইনি দ্বিবিধ। ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য-ভোক্তা ব্রহ্মার সূক্ষ্মরূপ হিরণ্যগর্ভ এবং সৃষ্টি-কার্যে নিযুক্ত স্থূলরূপ বৈরাজ। বৈরাজ ব্রহ্মা—চতুর্মুখ, অষ্টবাহু ও অষ্টনেত্র—সৃষ্টি ও বেদ-প্রচারই তাঁহার কার্য। কোন কোন কল্পে যোগ্য জীবও উপাসনা-প্রভাবে ব্রহ্মা হন। আবার কোনও মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হন। যে কল্পে গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি-কার্য করেন, সেইকালে বৈরাজ-ব্রহ্মা তাঁহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকের সুখ-সম্পত্তি ভোগ করেন, অতএব কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব স্থিরীকৃত হইল। ২ (সভা ১।৫৬) ব্রাহ্মণ। ৩ (সি টী ১।৫) অথর্ববেত্তা ঋত্বিক্। ৪ (মুক্তা ১।৭) অল্পতমঃ-রজোযুক্ত সত্ত্বগুণী চৈতন্য।

ব্রহ্মাকার (ভক্তি ৭৩) নির্ধর্মক নির্বিশেষ-প্রতীতি।

ব্রহ্মাক্ষর (ভা ৫।৮।১) প্রণব।

ব্রহ্মাখ্য (চৈত ১০।৭০।৫) [ব্রহ্মণোঽপি আখ্যা প্রতিষ্ঠা যস্মাৎ] শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রহ্মাঞ্জলি (গোভা ৩।৩।২৭ টী) উদগ্র কুশসমূহ মধ্যে রাখিয়া দুই অঞ্জলির সংযোজনা।

ব্রহ্মাণ্ড (রত্ন ৩।৩৯) জগৎ। ২ চতুর্দ্দশ ভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। ৩ (সভা ১।৪৭) [ব্রহ্মণা অম্যতে দর্শনায় গম্যতে অম্ গত্যা-দিষু এমন্তাড্ডঃ] মহান্ বিষ্ণুলোক। -ক্ষোভকারিতা (উ ১৪।১৮৬) মোহনাখ্য অধিরূঢ় মহাভাবের অনুভাব-বিশেষ।

ব্রহ্মাত্মক (রত্ন ৬।২৭) ব্রহ্মময়, ব্রহ্মাভিন্ন।

ব্রহ্মাত্মভাব (ভা ১১।৭।৩৫) ব্রহ্ম-স্বরূপ-ভাবনা—স্বামী।

ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিজ্ঞান (রত্ন ৬।৫৫) অদ্বৈতসিদ্ধি।

ব্রহ্মানন্দানুভব (প্রীতি ৫) পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্য।

ব্রহ্মানুভবী (বৃভা ২।১।৪) মুক্ত।

ব্রহ্মাপেত (ভা ১২।১১।৪৩) রাক্ষস। **ব্রহ্মাভেদ** (রত্ন ৬।১) জীবব্রহ্মৈক্য। **ব্রহ্মায়ুঃ** (ভা ১১।২৯।৬) সহস্র মহাকল্প।

ব্রহ্মার্পণ (হ ৮।৪১১—১৩) শ্রীকৃষ্ণে সর্বকর্ম ও আত্মার্পণ করিতে হয়; যিনি কর্মফলে বিরক্ত, তিনি কিন্তু 'ভগবান্ মৎপ্রতি প্রীত হউন'—বলিয়া স্বকৃত কর্ম সমর্পণ করিতে পারেন। সতত এবম্বিধ-বুদ্ধি-পূর্বক কর্মার্পণই অথবা কর্মফল-সন্ন্যাসই 'ব্রহ্মার্পণ'-পদবাচ্য।

ব্রহ্মাবর্ত্ত (ভা ১।১০।৩৪) সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ প্রদেশ—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র ও পূর্বে প্রয়াগ। ২ (ভা ৫।৪।১০) ঋষভ দেবের পুত্র। **ব্রহ্মাসন** (ভা ১০।৭৮।৩০) ভগবদ্ধ্যানের যোগ্য পদ্মাসনাদি।

ব্রহ্মিষ্ঠ (ভা ৯।৩।১) বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ—স্বামী। ২ (গোভা ৩।৪।৬) ভগবৎপরমৈকান্তী। ৩ সতত-বেদাধ্যায়ী।

ব্রহ্মী (সুধা ৮৪) প্রধানাদি যাবতীয় তত্ত্বের নিয়ামক।

ব্রহ্মোত্তি (চৈত ১।২।১১) [ব্রহ্মণোঽপি ইতির্গতির্যত্র] যাহাতে ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠা হয়।

ব্রহ্মৈব (রত্ন ৫।২২) ব্রহ্মসম—বল।

ব্রহ্মোত্তর (ভা ১২।৩।১৮) ব্রাহ্মণের অধিক—স্বামী।

ব্রহ্মোপসর্জনত্ব (রত্ন টী ৭।৮) ব্রহ্মের গৌণতা অর্থাৎ মায়াশবলিত-ব্রহ্মত্ব।

ব্রাহ্ম (হরি ৭।৪২) ব্রহ্মার অপত্য, ২ (রত্ন টী ৪।২৮) ব্রহ্মপুরাণ, ৩ ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়। ৪ (ভা ৩।১২।৪২) ব্রহ্মচারির বেদগ্রহণ পর্যন্ত অনুষ্ঠান-বিশেষ। **-কল্প** (ভা ৩।১১।৩৫) ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের প্রথম পরার্দ্ধের আদিতে যে শ্বেতবরাহ কল্প, তাহাতে ব্রহ্মার জন্ম হওয়ায় উহার নাম—ব্রাহ্মকল্প। চৈত্রী শুক্লা প্রতিপৎ। **-গুহ্য** (ভা ৫।৪।১৪) বেদরহস্য।

ব্রাহ্মণ (হরি ৬।৩৫৭) [বাহিতং পাপমনেনেতি] বর্ণশ্রেষ্ঠ। ২ (ভা ১১।১৬।২) বেদতাৎপর্যবিৎ। ৩ (রত্ন ৪।১৩) বেদজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানী। ৪ বেদের মন্ত্রেতরাংশ। ৫ (গোচ পূর্ব ১০।৩১) ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি। **-জাতীয়** (হরি ৭।১০৭৮) [ব্রাহ্মণ-জাতিরিবেতি ছ] ব্রাহ্মণজাতি-সদৃশ। **-পাশ** (গোচ উত্তর ২১।২২) নিন্দিত ব্রাহ্মণ। **-বন্ধু** (চৈনা ২।২৪) বিপ্রাধম। **-বর্ণী** (হরি ৭।৯৮৩) ব্রাহ্মণবর্ণবিশিষ্ট। **ব্রাহ্মণাচ্ছংসী** (হরি ৬।২০৯) ঋত্বিক্‌বিশেষ। **ব্রাহ্মণাচ্ছংসীয়** (হরি ৭।৮৫০) সোমযজ্ঞে ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের সহকারীর কর্মবিশেষ। **ব্রাহ্মণায়ন** (হরি ৭।২৯৩) ব্রাহ্মণের গোত্রাপত্য, শুদ্ধবংশ-জাত। **ব্রাহ্মণিক** (হরি ৭।৫২৭) বেদের ব্রাহ্মণাংশের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ। **ব্রাহ্মণের দ্বাদশগুণ** (ভক্তি ৯৯) ধন, আভিজাত্য, রূপ, তপস্যা, শ্রুত, ওজঃ, তেজঃ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি ও অষ্টাঙ্গ যোগ। সনৎসুজাত-মতে—ধর্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অমাৎসর্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও পাণ্ডিত্য। মুক্তাফলটীকাতে—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, বিরক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য এবং আস্তিক্য।

ব্রাহ্মণ্য (হরি ৭।৩৩৯) [ব্রাহ্মণ+ষ্যঞ্] ব্রাহ্মণ-সমূহ। ২ (হরি ৭।৮৪১) ব্রাহ্মণের ভাব বা কর্ম। ৩ (চৈচ মধ্য ১৬।২১৮) ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক।

ব্রাহ্ম-দিন (ভা ১২।৪।২) চতুর্যুগ-সহস্র। **-পদ** (রত্ন টী ১।১১) ব্রহ্মলোক। **-মুহূর্ত্ত** (ভা ১০।৭০।৪) রাত্রির চতুর্দশ ভাগ। অরুণোদয়ের দ্বিদণ্ডাত্মক কাল। **-রাত্রি** (ভা ১২।৪।৩) চতুর্যুগসহস্র লয়কাল।

ব্রাহ্মী (ভা ১০।৮৭।৩) ব্রহ্মপরা—স্বামী। ২ উপনিষদ্‌রহস্যবিদ্যা—প্রবো। ৩ (গোভা ২।২৫) বেদার্থ-প্রদা—বি। [৪ সোমলতা, শাক-বিশেষ ; ৫ সরস্বতী]।

ব্রাহ্ম্য (বৃভা ২।৭।৮৩) বৈষ্ণব। ২ (কৃষ্ণ ১০৬) ব্রহ্মধামের প্রাপক। [২ বিস্ময়, ৩ দৃশ্য]। **-মুহূর্ত্ত** (হ ৩।১০৫) রাত্রির শেষ প্রহরের শেষ দুই দণ্ড।

ব্রুবাণ (ভাবনা ৯।২০) বক্তা।

ভ

ভ (বিন্দু) তারকা ; ২ (গোচ পূর্ব ২৩।৩৫) শুক্রাচার্য। ৩ (গোভা ৩।৩।৩৯) সর্বধারণ, ৪ সর্বপালন, ৫ (সস ভগ ১০) সম্ভর্ত্তা, পোষক ; ৬ ভর্ত্তা, আধার। -ককুপ্ (গোচ পূর্ব ২৩।৩৫) অগ্নিকোণ। -কান্ত (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) চন্দ্র।

ভক্ত (ভাবনা ১৮।২৭) অন্ন, ২ প্রিয়। ৩ (ভা ৩।৩২।৪১) ভক্তি-সংস্কারযুক্ত। [৪ বিভক্ত]। -কর [ভক্তং ভজনং করোতীতি কৃ+ট] কৃত্রিম ধূপ। -কার—পাচক, সূপকার। -কুটুম্বী (হ ১০।১৩৭) শ্রীবিষ্ণু। -ক্রীড়ন (প্রীতি ৩৮০) মথুরার উত্তরস্থিত যজ্ঞপত্নীগণের স্থান—ভাতরোল। -জীবন (ভা ১০।১৪।৮) ভক্তিমার্গে অবস্থান। -তম (ভা ১১।১১।৩৩) শ্রীভগবৎস্বরূপের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অনন্যভাবে ভজনকারী। ২ (সভা ২।৬) শ্রীভগবানের ভক্তের ভক্ত। -তারতম্য (ভক্তি ১৮৭) ভজনীয় ভগবানের অংশাংশিত্ব-ভেদে এবং ভজনকারী ভক্তের দাস্য-সখ্যাদি-ভেদে স্বরূপাধিক্য এবং প্রেমাঙ্কুর ও প্রেমাদিভেদে পরিমাণের আধিক্য-হিসাবে ভক্ত-গণের ন্যূনতা বা আধিক্য ধর্ত্তব্য। যে ভক্তে প্রেমের আধিক্য, ভগবৎসাক্ষাৎ-কার-যোগ্যতা ও কষায়াদি-রাহিত্য আছে, তিনিই পরম মুখ্য। তন্মধ্যে এক এক অঙ্গের বৈকল্যে ক্রমশঃ ন্যূনন্যূনতাও ধর্ত্তব্য। (রাধা ২০-১২৮) সর্বহরিভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদই মহত্তম—তাঁহা হইতে পাণ্ডবগণ—তাঁহাদের অপেক্ষা যাদবগণ—তাঁহা-দের মধ্যে উদ্ধব—তাঁহার অপেক্ষা ব্রজদেবীগণ—তাঁহাদের মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠা মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা। -ত্র (হরি ৫২১৯) ভক্তত্রাণকারী। -দেহে অপ্রাকৃততা (বৃভা ২।৩। ১৩৯) প্রাকৃতত্বাদি নিরসনপূর্বক বিশুদ্ধচিত্তে ভক্তির স্বপ্রকাশতা সাধিত হইলে একটি আশঙ্কা আসিল —ভক্তগণেরও শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপে ইন্দ্রিয়ব্যাপারতা যখন দৃষ্ট হয়, তখন তাঁহাদের কি প্রকারে অপ্রাকৃতত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব হইতে পারে? ইহার উত্তর বলিতেছেন—ভক্তদের অঙ্গ, ইন্দ্রিয়, কি মনোবৃত্তিসমূহও সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়া সচ্চিদানন্দরূপা ভক্তির সহিত স্বয়ংই সম্বন্ধ ঘটে। পাঞ্চভৌতিক দেহীরও ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে সচ্চিদানন্দরূপতাতেই পর্য-বসান হয় অথবা ভগবৎকারুণ্য-শক্তিবিশেষে প্রাকৃত জীবের ইন্দ্রিয়া-দিতেও ভক্তিস্ফূর্ত্তি সম্ভবে অথবা আত্মাতে ভক্তিস্ফূর্ত্তি হইলে ভগবানের শক্তিবিশেষে আত্মতত্ত্বই ভক্তাঙ্গরূপ অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়াদির প্রতিরূপতা ধারণ করে। বাস্তব কথা এই যে—ভক্তির যাবতীয় ব্যাপারই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, নবীন সাধকগণের মনে হয় যে আমারই জিহ্বাদিতে নামাদি উচ্চারণ হইল ; কিন্তু প্রকৃত কথা —শ্রীপ্রভুর মহাকৃপাই ভক্তিতে প্রবর্ত্তনের মূল কারণ। -পুলাক অন্নমণ্ড (মাঁড়)। -পূজা (চৈ ভা আদি ১।৮) ভক্তের প্রতি উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-বিচারে যথাক্রমে শুশ্রূষা, প্রণতি ও আদর-বিধান। ভগবৎপূজা হইতেও ভক্তপূজাই শ্রেষ্ঠ। -পূর্বী (গোচ পূর্ব ২২।৮৭) যিনি পূর্বে ভজন করিয়াছেন। -পোষণ (হ ১০।১৬১) মৎস্য, কূর্ম ও বিহগ-গণ যেরূপ দর্শন, ধ্যান ও স্পর্শন-দ্বারা স্বস্ব-সন্তানদিগের পোষণ করে, শ্রীভগবানও তদ্রূপ দর্শন, ধ্যান ও স্পর্শাদিদ্বারা স্বভক্তের রক্ষা করেন। -ভক্তি (সিন্ধু ১।২।১২৯) ভগবদ্ভক্তির অঙ্গসকল প্রায়শঃই ভগবদ্ভক্ত-বিষয়িণী ভক্তির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। -ভক্তিমান্ (ভা ১০।৮৬। ৫৯) ভক্তে আদরবান্—সনা। ২ (রত্ন ১।৪৪) ভক্তপ্রেমবান্ শ্রীহরি। -ভেদ (বৃভা ২।১।১৬) শ্রীবৃহদ্-ভাগবতামৃতে ভক্তগণের ভাবভেদে পঞ্চ বিভেদ স্বীকৃত। জ্ঞানভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপর ভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্ত। ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত—ভরতাদি, অম্বরীষাদি, শ্রীহনুমানাদি, শ্রীমদর্জ্জুনাদি পাণ্ডবগণ এবং শ্রীমান্-উদ্ধবাদি যাদবগণ। ২ (ভচ ২৮। ১৪ক) (১) বৈদিক কর্ম্মেই আস্থাবান্ অথচ ভক্তির আচরণকারী —কর্ম-ধর্ম-সাপেক্ষ ভক্ত। ২ কর্ম কাণ্ডের অপেক্ষাশূন্য ভক্তির অনুষ্ঠান-কারী—কর্মধর্ম-নিরপেক্ষ পক্বযোগী। (৩) একান্তভাবে ভক্তিমার্গের আশ্রয়হীন অথচ যৎকিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট,

বাধাদিনিরসনে অসমর্থ—অপক্ক যোগী এবং (৪) মহতের অনুকরণে বাহ্যিক বেশধারা। পক্ক যোগির কদাচিৎ পদস্খলন হইলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় বা ভক্তকৃপায় নিষ্কৃতিও হয়, কিন্তু অপক্ক যোগী দিনে দিনে ভক্তিহ্রাসে বিষয়-রসলিপ্সু হইয়া প্রাকৃত রসে আসক্ত হয়। **-রস** (প্রীতি ১১১) ভক্ত যে রসের আশ্রয় তাহাকে 'ভক্তরস' বলে। ভগবৎ-কাব্যনাট্যে ভক্তিই অনুকর্ত্তা ভক্তের হৃদয়ে রস-সঞ্চার করেন। ভক্তের ভগবদ্‌বিষয়ক রস নিজ স্বভাবের ও ভক্তির স্বভাবের অনুকূল, এজন্য নটে ভক্তরসই উদিত হয়; ভগবদ্রস উদিত হইলে ভক্তিবিরোধ হয়। ['ভগবদ্রস' শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-রূপ** (চৈচ আদি ৭।১২) স্বয়ংরূপ ভগবান্ হইয়াও ভক্তের ভাব ও রূপ ধারণ-পূর্বক অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য। **-বিগ্রহ** (চৈত ৩।২৫।৩৪) ভক্তের দেহ—লিঙ্গ-শরীরের অতিরিক্ত, ভগবদিচ্ছাত্মক ও ভগবল্লীলানুকূল। মোক্ষপ্রাপ্তিতে দেহ-দ্বয়েরই ধ্বংশ, কিন্তু ভগবানের ভক্তি দেহদ্বয়ানন্তর শুদ্ধা ভাগবতী তনু দান করিয়া থাকেন। **-বৎসল**—ভক্তের প্রতি স্নিগ্ধ, ২ বিষ্ণু। **-শক্তি** (গৌগ ১১) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। **-শূর** (চৈচ আদি ১০।৬২) ভক্তশ্রেষ্ঠ। **-ভুক্তশেষ** (চৈচ অন্ত্য ১৬।৫৯) ভক্তের উচ্ছিষ্ট, মহামহাপ্রাসাদ। **-সঙ্গ-মাহাত্ম্য** (হ ১০।২৫০—২৯৩) ভক্তসঙ্গে নিখিল সাধ্যসাধনলাভ, সর্ববিধ পাতকমোচন, অনর্থনিবৃত্তি, পুরুষার্থপ্রাপ্তি, সর্বতীর্থাধিক্য, সর্ব-সৎকর্মাধিক্য, সর্বেষ্ট-সাধকতা, দেহ-দৈহিকাদির বিস্মরণ, জগতের আনন্দকতা, মোক্ষপ্রদতা, সর্বসারতা, ভগবৎকথামৃতপানৈকহেতুতা, ভক্তি-সম্পাদকতা এবং স্বতঃ পরম-পুরুষার্থতাদি প্রাপ্তি ঘটে। **-সিক্থ**—অন্নমণ্ড (মাঁড়)। **-সিদ্ধ** (ভক্তি ১৮৭) লব্ধ-ভগবৎপ্রেম মহৎ। তাঁহারা ত্রিবিধ—(১) মূর্ছিত-কষায় (যাঁহাদের কষায় বা বাসনা মূর্ছিত অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে), যথা—শ্রীভরত ও শ্রীনারদের পূর্ব (দাসী-পুত্র) জন্মের অবস্থা; (২) নির্ধুত-কষায় (যাঁহাদের বাসনা-লেশমাত্রও নাই), যথা—শ্রীশুকদেব, [ইঁহারা উভয়েই স্বরূপ-সিদ্ধ] এবং (৩) শ্রীভগবৎপার্ষদ বা লীলাপ্রবিষ্ট, যথা—শ্রীনারদ। প্রেমের আধিক্যের তারতম্যানুসারে ইঁহাদের মহা-ভাগবতত্বের তারতম্য। প্রেমের আধিক্য দুই প্রকার—(১) স্বরূপা-ধিক্য ও (২) পরিমাণাধিক্য। বিষয় ও আশ্রয়ের দিক হইতে এই স্বরূপাধিক্যের বিচার হয় অর্থাৎ যাঁহার অংশীর প্রতি প্রেম আছে, তিনি—অংশাবতারের প্রতি যাঁহার প্রীতি, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীনন্দ-নন্দনের প্রতি যাঁহার প্রেম আছে, তিনি—শ্রীদশরথ-নন্দনের প্রতি প্রীতি-যুক্ত পুরুষ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। শ্রীবজ্রাঙ্গজী, শ্রীপুণ্ডরীক, শ্রীবহুলাশ্ব, শ্রীঅম্বরীষাদি লীলাপ্রবিষ্ট ভগবৎ-পার্ষদ অপেক্ষাও মূর্ছিত-কষায় শ্রীলীলাশুক (শ্রীবিল্বমঙ্গল) শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ লীলাপ্রবিষ্ট ভগবৎপার্ষদ মূর্ছিত-কষায় ভাগবত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এস্থলে শ্রীবিল্বমঙ্গল মূর্ছিত-কষায় হইয়াও অংশী শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি প্রেমবশতঃ অংশাবতারগণের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট ভগবৎপার্ষদ শ্রীহনুমান্ ও শ্রীপুণ্ডরীক প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। ইহা বিষয়-তত্ত্ব বা ভজনীয় বস্তুর দিক্ হইতে বিচার। ভজনকারীর রতিভেদেও ভক্তের তারতম্য হয়। দাস্যরসের ভক্ত অপেক্ষা সখ্যরসের ভক্ত, তাহা অপেক্ষা বাৎসল্যরসের ভক্ত, তদ-পেক্ষা মধুর রসের প্রেমিক ভক্ত উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। মধুর রসের প্রেমিক ভক্ত যদি মূর্ছিত-কষায় হন, আর প্রাপ্ত-ভগবৎপার্ষদদেহ যদি শান্ত, দাস্য, সখ্য বা বাৎসল্য-রতির ভক্ত হন, তথাপি মধুররতির মূর্ছিত-কষায় মহাজনই রসগতবিচারে-শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানে প্রীতি যাঁহার যত গাঢ় হইবে, তিনি তত অধিক প্রেমিক। প্রেমের তারতম্য-ভেদে ভগবৎপ্রিয়ত্বের তারতম্য। ভগবৎ-ক্ষেত্রের তারতম্যভেদেও প্রেমের তারতম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠের সেবক অপেক্ষা শ্রীদ্বারকার সেবকে প্রীতির আধিক্য, তদপেক্ষা শ্রীমথুরার সেবকে আধিক্য, তদপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবনের, তদপেক্ষা শ্রীগোবর্দ্ধনের ও তদপেক্ষা শ্রীরাধা-কুণ্ডের প্রেমিক উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। প্রীতির পরিমাণাধিক্যে ভক্তত্বের তারতম্য হয়। প্রেম বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত উন্নত হইয়া থাকে। অতএব যাঁহার স্নেহ-প্রেম-ভক্তি হইয়াছে, তাঁহা অপেক্ষা মান, প্রণয়, রাগাদি-প্রেমভক্তির প্রেমিক-

গণ শ্রেষ্ঠ। যাঁহার মহাভাব হইয়াছে, তাঁহাতে প্রেমের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক; অতএব তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইক্ষুরস যত গাঢ় হয়, ততই তাহার মিষ্টত্ব-বৃদ্ধি হয়। ইক্ষুরস হইতে গুড়, তদপেক্ষা খণ্ডসার, তদপেক্ষা শর্করা, তদপেক্ষা সিতা—মিছরি, তদপেক্ষা উত্তমমিছরি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ মহাভাবেই প্রীতির সর্বাপেক্ষা অধিক গাঢ়ত্ব আছে। যাঁহার মধুর-রতিতে অংশীর প্রতি মহাভাব পর্যন্ত প্রেমভক্তি হইয়াছে, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার অনুচরীগণই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক। **-সুহৃৎ** (সিন্ধু ২।১।১৪৮) সুখসেব্য ও দাসবন্ধু। **-সুহৃত্ত্ব-বৈপরীত্যাভাস** (প্রীতি ১২২) দুই প্রকার ভক্ত—দূরস্থ ও পরিকর। দূরস্থ ভক্তের জন্য কোন কোন স্থলে ভক্ত সুহৃত্ত্বরূপ প্রবলগুণে ব্রহ্মণ্যত্বাদিগুণের আবরণ করিতে প্রায়ই দেখা যায়; যেমন—শ্রীঅম্বরীষ-চরিতে। আবার পরিকরগণের জন্য তাহা দেখাও যায় না—যেমন জয়বিজয়ের শাপাদিতে। দূরস্থ ভক্ত কিম্বা পরিকরগণ-সম্বন্ধে ব্রহ্মণ্যত্বাদি গুণের আবরণ ও অনাবরণ উভয়ই কিন্তু সুহৃত্ত্বেরই পরিচায়ক। দূরস্থ ভক্তে আত্মীয়ত্ব এবং পরিকরে আত্মৈকত্ব ইহাই প্রসিদ্ধ, ফলতঃ ইহাতে কৃষ্ণের প্রেমার্দ্রত্ব ও প্রেমবশ্যত্ব-নামক দুইটি মহাগুণের প্রকাশ পাইয়াছে। **-স্বরূপ** (গৌগ ১১) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

ভক্তাধম (চৈভা মধ্য ৫।১৪৬—১৪৮) শ্রীভগবানের একটি স্বরূপেই শ্রদ্ধাশীল ও তদর্চনকারী, কিন্তু অন্যান্য-স্বরূপে ভেদবুদ্ধিতে শ্রদ্ধাবিরহিত, ভক্তের পূজায় আদরশূন্য এবং সর্বভূতে দয়া-বিমুখ ব্যক্তি।

ভক্তাভাস (চৈচ অন্ত্য ১১।৪২) ভক্তিপথে কিঞ্চিদুন্মুখ।

ভক্তামৃত (সভা ২) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ড—যাহাতে ভগবদ্ভক্তগণের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভক্তাবতার (গৌগ ১১) শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।

ভক্তি (ভা ১২।৩।২৫) প্রীতি—স্বামী। ২ (গোচ পূর্ব ২৩।৮৪) সেবা, ৩ বিভাগ। ৪ ভক্তি ১৭২) আদর, ৫ (ভক্তি ১৬৯) শ্রীভগবানের ভজন অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগবাসনাশূন্য হইয়া শ্রীহরিতেই মনঃস্থাপন। ৬ ভক্তি ৩) কথা-শ্রবণে রুচি। ৭ (সুধা ৫) শ্রদ্ধা। ৮ (গোচ পূর্ব ১।৮) ভজন-সম্পৎ, ৯ ভঙ্গ। ১০ (নাম ১।৯) পরমেশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান। ১১ (হ ৭।৩৪৩) মাল্যাদিরচনা। ১২ (হ ১।২২) অভিগমন ও স্তুত্যাদিদ্বারা বৈষ্ণবের সম্মাননা। ১৩ (ভচ ৭।৪) ভগবদাসক্তি-বিশেষ। ১৪ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ধ-বর্ণের শক্তি। ১৫ (বৃতা ২।৭।১৪ টী) সেবানিষ্ঠতা। ১৬ (প্রীতি ৮৪) অনুগ্রাহ্যত্বাভিমানময়ী প্রীতি। ১৭ (ভক্তি ১৮০) ভক্তচিত্ত-কোটিপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার আর্দ্রতা-সম্পাদক ভগবচ্ছক্তি-বিশেষ। সৎসঙ্গবাহনা বা সৎকৃপাবাহনা। ১৮ (প্রকাশ ৬।১) সাধনী, জ্ঞানান্বিতা ও প্রেমলক্ষণা-ভেদে ভক্তি ত্রিবিধা—(১) সাধনী ভক্তি, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন ও বন্দন—এই ছয়টি। (২) জ্ঞানান্বিতা—দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। (৩) এই জ্ঞানভক্তির সাধনে প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞানাদির অপেক্ষা না করিয়া 'তিনি আমারই'—এই প্রকার সহজ স্ফূর্তির নামই প্রেম। (ভক্তি ১৮০) আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা-ভেদে ভক্তি ত্রিবিধা। আরোপসিদ্ধা ভক্তি—কর্মার্পণরূপা, সকৈতবা ও অকৈতবা ভেদে দ্বিবিধ, সকৈতবা ভাগবতধর্ম-পদবাচ্য নহে, অকৈতবা হইতে ভাগবতধর্ম আরব্ধ হয়। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি—সকামা, কৈবল্যকামা ও প্রেমভক্তিকামা। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি—বৈধী ও রাগানুগা। ভক্তির ভাবভেদ—দাস্যসখ্যাদি মার্গভেদ—শ্রবণকীর্তনাদি, গুণভেদ—সত্ত্ব, রজঃ আদি। ইহাদের মিশ্রণেও আবার অনেক প্রকার হইতে পারে। [এই সব পারিভাষিক শব্দের অর্থাদি তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।] **-কণ্টক** (চন্দ্রা ৪৯) কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কুতর্ক, বাদ, বিতণ্ডা, ফল্গুবৈরাগ্য প্রভৃতি। **-কল্পতরু** (চৈচ আদি ৯।১০—৩৩) শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপূর শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী হইলেন অঙ্কুর, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীতে অঙ্কুর পুষ্ট এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুতে স্কন্ধ উৎপন্ন হয়। নিজাচিন্ত্যশক্তিতে তিনি মালী হইয়াও স্কন্ধ হইয়াছেন; পরমানন্দপুরী, কেশব ভারতী ইত্যাদি

নব মূল, মধ্যমূল কিন্তু পরমানন্দপুরী। স্কন্ধের উপরে শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে বহু শাখাপ্রশাখা বিস্তারিত হইয়াছে; শাখার উপরে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ —দুই স্কন্ধ। এই ভক্তিকল্পবৃক্ষে উড়ুম্বরবৃক্ষবৎ সর্বত্র প্রেমফল ধরিয়াছে এবং তাহা অযাচিতভাবে সর্বত্র সর্বথা দানের ব্যবস্থাও আছে। **-কৈবল্য** (ভক্তি ৬১) ঐকান্তিকী ভক্তি। **-গন্ধ** (চৈচ আদি ৩।৯৬) ভক্তির আভাস। **-চ্ছেদ** (সিন্ধু ২।১।৩৫৮) ব্রজমণ্ডলে প্রসিদ্ধ 'খোর'-নামক গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। ২ (হ ৮। ২২৭) পত্রভঙ্গী প্রভৃতির নির্মাণ-প্রকার-বিশেষ। ৩ (বিনা ২।৫) তিলক ও রেখাদ্বারা শরীরে অঙ্কিত চিত্রাদি। ৪ (হব ২।১৭।৩৪) বিভাগভেদ। **-তাৎপর্য** (ভক্তি ১৫৯) ভগবত্তোষণ-পরতা। **-দাবা** (হরি ৫।২৭৯) [ভক্তিং দদাতীতি দা—বনিপ্] ভক্তিদাতা। **-নিষ্ঠা** (মা ৪।২) সাক্ষাদ্ভক্তিবর্তিনী ও তদনুকূলবস্তুবর্তিনী-ভেদে ভক্তিনিষ্ঠা দ্বিবিধা। প্রথমটি অনন্তা হইলেও স্থূলহিসাবে কায়িকী, বাচিকী এবং মানসী-ভেদে ত্রিবিধা। অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি ভক্তির অনুকূল বস্তু। **-পথে অন্তরায়** (মা ৪।২) প্রত্যহ চেষ্টা করিলেও অনর্থদশায় লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষায় ও রসাস্বাদ—এই পাঁচটি অন্তরায়ের দুর্বারতা-নিবন্ধন ভক্তির নিশ্চলতা হয় না। **-পুত্র** (ভক্তি ৭) ভক্তিদেবী হইতে আবির্ভূত জ্ঞান ও বৈরাগ্য। **-পূত** (ভক্তি ৪৩) প্রেম-বিমল। **-প্রকাশ** (সি টী ৫।৪) বাচস্পতি-কৃত ভক্তিবিষয়ক নিবন্ধ-বিশেষ। **-প্রসর** (লনা ৬।৩) সেবা-বিস্তৃতি। **-ভেদ-বিচার** (সিন্ধু ১।২।১) ভক্তি সাধারণতঃ সাধন, ভাব ও প্রেমনামে অভিহিত হয়, কিন্তু শ্রীজীব প্রভু বলেন যে সাধন ও সাধ্যরূপাভেদে দ্বিবিধ ভক্তি হইলেও আপাততঃ প্রতীতির জন্য ভক্তির ত্রৈবিধ্য স্বীকার করা হইয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ কিন্তু বলিতেছেন যে শ্রীরূপ-প্রভুকৃত বিভাগত্রয়ই উপযুক্ত। সিন্ধু ২।১।২৭৬ পদ্যে সাধকের লক্ষণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে 'জাতরতি, সম্যক্‌ভাবে অপ্রাপ্ত-নির্বিঘ্ন এবং কৃষ্ণসাক্ষাৎকারে যোগ্য ভক্তগণই সাধক।' এই লক্ষণে ভাবের আবির্ভাব স্বীকৃত হইলেও কিন্তু 'সম্যক্ প্রকারে অপ্রাপ্ত-নির্বিঘ্ন' বিশেষণে প্রবলতর কোনও মহদ-পরাধের কিঞ্চিন্মাত্র অবশেষেরও অস্তিত্ব-দ্যোতন করিতেছে; সুতরাং ক্লেশজনক অপরাধের লেশমাত্র থাকিতেও সাধ্যভক্তির উদয় হয় না —ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। আবার সাধ্যভক্তিবিশিষ্ট সিদ্ধভক্তলক্ষণে (সিন্ধু ২।১।২০০) বলা হইয়াছে যে 'সিদ্ধভক্ত অবিজ্ঞাত-নিখিলক্লেশ ও সদাকৃষ্ণাশ্রিত-ক্রিয়াপর'; সুতরাং ভাবভক্তি সাধ্যভক্তির অন্তর্গত হইতে পারিল না। আবার সাধনভক্তি-লক্ষণে (সিন্ধু ১।২।২) সাধনভক্তিকে সাধ্যভাবা বলায় ভাবভক্তি বা সাধ্য-ভক্তি নহে, তাহাই বুঝাইতেছে; যেহেতু ভাব (জন্য পদার্থ) ভাব-সাধন (ভাবজনক) হইতে পারে না, অতএব ভাবভক্তি সাধনভক্তি হইতে পৃথক্। **-মান্** (সুধা ১২৫) সদ্গুরু-সেবানিষ্ঠ। **-মার্গ** (বৃভা ২।২।১৩৩) ভগবৎপ্রাপক বলিয়া ভক্তিরূপ-প্রকৃষ্ট পন্থা। ২ ভক্তির প্রকার। **-মার্গাদিগুরু** (বৃভা ১।৬।২২) শ্রীনারদ।

ভক্তিমার্গে জ্ঞানক্রিয়ার নির্গুণতা (ভক্তি ১৩৪) মানুষের আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ গুণময়, সুতরাং তাহাদিগহইতে উত্থিত জ্ঞান ও ক্রিয়া নির্গুণ হয় কিরূপে? ইহার উত্তর—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ত্রিগুণময় জড়ের ধর্ম নহে, যেমন জড়ীয় ঘটে জ্ঞান বা ক্রিয়া নাই। আবার একথাও বলা যায়না যে উহারা চৈতন্যস্বরূপ জীবের ধর্ম, কেননা সেই জীবচৈতন্যের ঈশ্বরা-ধীনত্বপ্রযুক্ত স্বতন্ত্র ভাবে কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। দেবাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ঈশ্বর-দত্ত চিদাভাস সংক্রমিত হইয়াই তাহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ করে। অতএব ঐ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি পরমাত্মচৈতন্যেরই মুখ্য ধর্ম। যেস্থলে সেই জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি ত্রিগুণময় কার্যে প্রধানরূপে ব্যবহৃত হয়, সেস্থলেই তাহাদিগকে গুণময় বলা হয়; পক্ষান্তরে যেস্থলে পরমেশ্বরকেই প্রধানভাবে লক্ষ্য করা হয়, সেস্থলে উহারা স্বভাবতঃই গুণাতীত। ফলতঃ জ্ঞানক্রিয়াত্মক হরিভক্তির নির্গুণত্বই সাধিত হইল। শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে (৩।২৯) শ্রীকপিলদেব ভক্তির নির্গুণ ও সগুণ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তত্রত্য সগুণ বর্ণনা কিন্তু ভক্তিসাধক পুরুষের অন্তঃকরণস্থিত সত্ত্বাদি গুণচয়ের

ভক্তিতে উপচারমাত্র বলিয়া বোদ্ধব্য। **-মার্গে প্রবৃত্তিহেতু** (ভক্তি ৭৩) একমাত্র সৎসঙ্গ হইতেই যে ভজনানুষ্ঠান করিবার রুচি জন্মে, তাহা-দ্বারাই ভক্ত ভগবান্‌কে উপাসনা করেন। **-মার্গে প্রায়শ্চিত্ত** (ভক্তি ১।২৬) ভক্তিপ্রভাবে নিখিল পাপরাশি বিদূরিত হয় বলিয়া ভক্তের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা নাই। শ্রীহরিধ্যানে ইন্দ্রের বৃত্রাসুরবধ-জনিত পাপ নিবৃত্ত হইলেও ব্রহ্মর্ষিগণ যে অশ্বমেধ যাগ করাইয়াছেন, তাহার কারণ—সাধারণ লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ পাপ-নিবৃত্তিই বুঝিতে হয়। বৃত্রাসুর ভাগবত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বধ-জনিত পাতক ভক্তাপরাধমধ্যে গণিত হইলেও—মহদপরাধ ভোগ-দ্বারা বা সেই মহতের কৃপাদ্বারা নাশ্য হইলেও শ্রীভগবৎপ্রেরণায় বৃত্রবধে প্রবৃত্ত ইন্দ্রের তাদৃশ দোষ হয় নাই, সুতরাং ভগবদাদেশ-পালনরূপ আরাধনাই ইন্দ্রের মহদপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া ধর্তব্য। শ্রীভগবান্‌ও বৃত্রের আসুরভাব-নিরাকরণ জন্য বৃত্রবধের উপদেশ দিয়াছেন।

ভক্তি-মার্গে বাসস্থান (ভক্তি ১৩৫) বানপ্রস্থাশ্রমিদের বনসংক্রান্ত বাস—সাত্ত্বিক, গৃহস্থগণের গ্রামে বাস—রাজস, দুর্বৃত্তগণের মদ্যপানের বা মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদির আশ্রয়-স্থানে বাস—তামস এবং ভক্তগণের ভগবন্মন্দিরে বাস—নির্গুণ। এ স্থলে বিবেচ্য এই যে বনটি রজস্তমঃ-প্রধান হইলেও উহাতে নির্জনতারূপ সাত্ত্বিক গুণ আছে, কিন্তু এই সাত্ত্বিকতাও গৌণ। বনে বাসক্রিয়াটি সাত্ত্বিকগুণ হইতে উৎপন্ন এবং সত্ত্বগুণেরই বর্দ্ধক বলিয়া বাসক্রিয়ায় সাত্ত্বিকগুণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অতএব বনে বাসক্রিয়ারই অভিধেয়ত্ব সূচিত হইল। তদ্রূপ গ্রামে বাস করিলে ভোগবাসনায় রজোগুণের উদ্গম ও বৃদ্ধি হয় বলিয়া গ্রামে বাস—রাজস। দ্যূতসদনে বাস তমোগুণের উদ্ভাবক ও বৃদ্ধিকারক বলিয়া তামস। ভগবদ্-গৃহে বাস কিন্তু নির্গুণ, যেহেতু স্পর্শমণিন্যায়ে ভগবৎসম্বন্ধ-হেতুক উহা বহির্দৃষ্টিতে প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেও ভগবৎ-সেবাপর ভক্তগণের দৃষ্টিতে নির্গুণই। দেবগণ যেরূপ ক্ষেত্রবাসিগণের চতুর্ভুজত্ব উপলব্ধি করেন, অথচ প্রাকৃত লোকের তাহা দুর্বোধ্য, শ্রীভগবন্মন্দির-সম্বন্ধেও সেই কথা। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন যে শ্রীভগবানের মন্দির সাক্ষাৎ তাঁহারই আবির্ভাব-স্থান বলিয়াই নির্গুণ। **-সিদ্ধি** (ভক্তি ৭৪) অন্তঃকরণের কামাদি-দোষক্ষয়কর পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত শ্রীহরি-স্ফূর্তি। **-স্বর্গাদিবাঞ্ছা** (ভক্তি ৮৩) বিশুদ্ধ-ভক্তি সাধন করিতে পারিলে অনায়াসে কর্মজ্ঞানবৈরাগ্য-নিরপেক্ষ হইয়াও স্বর্গ, মোক্ষ এবং বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিতে পারা যায়—যদি সাধকের তাহাতে ঈপ্সা থাকে। এই ঈপ্সাটিও কিন্তু ভক্তির সহায়-রূপেই ধর্তব্য। রাজা চিত্রকেতু স্বর্গ-বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি লক্ষ লক্ষ বর্ষ যাবৎ অব্যাহত-বলক্রিয় হইয়া বিদ্যাধর-স্ত্রীগণের কণ্ঠে শ্রীহরির লীলা গান করাইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। মরজগতে বার্দ্ধক্যাদি-বশতঃ কিম্বা বিবিধ প্রতিকূলতায় সুললিত কণ্ঠে শ্রীহরিগুণগাথা শ্রবণ হইত না বলিয়াই তিনি স্বর্গবাঞ্ছা করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী অপবর্গ বাঞ্ছা করিয়াছেন—ব্রহ্মবৈবর্তে শুনা যায় যে তিনি মায়ানিবৃত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণসবিধে প্রার্থনা জানাইলে মায়া বিদূরিত হইল এবং তিনিও মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই মায়ানিবৃত্তির প্রার্থনার অন্তঃস্থলেও লয়বিক্ষেপাদি-রহিত (ভগবানে) পরা-ভক্তির সম্পর্ক আছে। আবার কোনও কোনও নিষ্কাম ভক্ত বৈকুণ্ঠ-বাঞ্ছা করেন—তাঁহারা কিন্তু প্রেম-সেবার নৈরন্তর্য-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই ঐরূপ বাঞ্ছা করেন বলিয়া তাহাতে ভক্তিমার্গের ব্যাঘাত হয় না; সুতরাং প্রেমসেবোত্তরা হইলে মুক্তিটিও ভক্তগণ কথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিতে পারেন।

ভক্তি-যোগ (ভক্তি ৯১) নিরন্তর স্মৃতিময় পরমাবেশ। ২ (ভক্তি ৪৭) শ্রবণ-কীর্তনাদি-আবেশময়ী সাক্ষাদ্ভক্তি ৩ (ভক্তি ২৯৭) প্রেম। ৪ (বৃভা ২।৭।১৩২ টী) প্রেমভক্তি-প্রাপ্ত্যুপায়, ৫ প্রেমভক্তির সঙ্গম। ৬ (চৈভা মধ্য ২৪।৭২-৭৩) কৃষ্ণনাম-স্মরণ ও ক্রন্দন। **-যোগী** (ভক্তি ৮২) আবেশময় ভক্তিনিষ্ঠ সাধক।

ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলাফল (ভক্তি ১১৫) বিশুদ্ধ ভক্তির মুখ্যফল শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমলাভ। সংসার-ক্ষয়, মায়ানিবৃত্তি বা বিঘ্নবিনাশাদি ইহার আনুষঙ্গিক ফল। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় আনুষঙ্গিক ফল দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমাই লোক-সমাজে স্থাপন

করিয়াছেন, নিজরক্ষা বা নিজমহিমা-খ্যাপনার্থ তাহা হয় নাই—বুঝিতে হইবে। শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ কিন্তু তক্ষকদংশন বরণ করিয়াও নিজকৃত কর্ম্মের ফলটি অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাৎপর্য এই—ভক্তগণ ইচ্ছানুসারে ভক্তমহিমা বা ভগবৎমহিমা প্রকটন করিবার জন্য বিঘ্নবিনাশাদি দেখাইতে পারেন, আবার নাও দেখাইতে পারেন। ইহাতে শুদ্ধা ভক্তির কোনই বাধা হয় না। কোনও ভক্তবিশেষে উপাসনার বৈশিষ্ট্য-বশতঃই (অপ্রার্থিতভাবেও) ভক্তির আনুষঙ্গিক ফললাভ দেখা যায়।

ভক্তি-রস (সিন্ধু ২।১।৫) স্থায়ী ভাব শ্রীকৃষ্ণরতিই বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব-সমূহদ্বারা শ্রবণাদি-কর্তৃক ভক্ত-জনের হৃদয়ে (চমৎকারবিশেষে পুষ্টা) আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলেই 'ভক্তি-রস' হয়। ['প্রীতির রসাবস্থা'-শব্দ দ্রষ্টব্য]। শ্রীনামকৌমুদীকার সামান্যতঃ রসবস্তুর উট্টঙ্কন করিয়াছেন। শ্রী-ধরস্বামিপাদ (ভা ১০।৪৩।১৪) টীকায় শান্তাদি মুখ্য পঞ্চরস ও রৌদ্র, অদ্ভুত, বীর, ভয়ানক এবং বীভৎস—এই পঞ্চ রসের গৌণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ভোজরাজ প্রেয়ান্ ও বৎসল রস স্বীকার করিয়াছেন। সুদেবাদিও ভক্তিরস মানিয়া লইয়াছেন। বোপদেব-কৃত মুক্তাফলে (১১) 'ভক্তিরসস্যৈব হাস্য-শৃঙ্গার-করুণ-রৌদ্র-ভয়ানক-বীভৎস-শান্তাদ্ভুত বীররূপেণানুভবাৎ। ব্যাসাদিভির্বর্ণিতস্য বিষ্ণোর্বিষ্ণুভক্তানাং বা চরিত্রস্য নবরসাত্মকস্য শ্রবণাদিনা জনিতশ্চমৎকারো 'ভক্তিরসঃ'। হেমাদ্রি-কৃত কৈবল্যদীপিকায় ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য। 'ভাবা এবাভি-সম্পন্নাঃ প্রযান্তি রসতামমীতি ভক্তিণ রসানুভবাচ্চ ভক্তঃ। যথা তৃপ্ত্যনু-ভবাত্তৃপ্ত ইত্যুচ্যতে। স চানুভবো নবধা—হাস্যাদিভঙ্গিভেদেন'। মধুসূদন সরস্বতীও 'ভক্তিরসায়নে' ভক্তির রসরূপতা স্বীকার করিয়াছেন। **-রসদর্শন** (কৈ ১১) ['রস'শব্দ (২৪) ও রসভাবনাবিধি' দ্রষ্টব্য]। যথোপযুক্ত বিভাবাদির মিলনে ভক্তির রসরূপতা সকলেই স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে বিভাবাদিরস-সামগ্রী-বিরহে ভক্তিরস হয় না। ব্যাসাদি-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ বা গোপীগণের চরিত্রাদির শ্রবণ, দর্শন, কীর্ত্তন ও অভিনয়াদিদ্বারা সামাজিকের চিত্তে যে 'চমৎকার' জন্মে, তাহাই রসরূপে পরিণত হয়। তাহাতে 'সামগ্রী'—যে কোনও উপায়ে মনোনিবেশ স্থায়ী, চরিত্র-শ্রবণাদি উদ্দীপন, বিষ্ণুভক্তগণ—আলম্বন, স্তম্ভাদি—অনুভাব এবং ধৃত্যাদি ব্যভিচারী। রতিহাস্যাদি মহাকবিগণের প্রবন্ধে সমর্প্যমাণ হইয়াই 'রস'-রূপে পরিণত হয়, অন্যত্র নহে। সুতরাং কাব্যোপাত্ত বা অভিনয়ে দর্শিত যথোচিত বিভাবাদি সামগ্রী শ্রোতা ও প্রেক্ষকের অন্তরটিকে বিশেষভাবে আলোড়ন করত রত্যাদিস্থায়ী স্বাদ-গোচর প্রচুরতর আনন্দ-জ্ঞানাত্মকতা প্রাপ্তি করাইয়া রস হয়। কাব্যও তাদৃশ আনন্দ-সম্বিৎ-প্রকাশক হইয়া রসময় হয়। এই রসাস্বাদন কিন্তু সৎসামাজিক বা সহৃদয় ব্যতিরেকে অন্যলোকের ভাগ্যে হয় না। শান্ত ব্রহ্মচারিগণ শৃঙ্গার-রসাস্বাদে এবং বহিরঙ্গ ব্যক্তিগণ শান্ত-রসাস্বাদে অনভিজ্ঞ। যাহারা জীবনে শোক স্পর্শ করে নাই, তাহারা করুণ রসস্পর্শনেও পাষাণবৎ জড় হইয়াই থাকে। সুতরাং সবাসন ব্যক্তিরই রসচর্বণ হইতে পারে—সামাজিকের এই রসাস্বাদন পদ্ধতিকে 'ভক্তিরস-দর্শন' বলা যায়। **-রসপাত্র** (চৈচ আদি ১৯৯) ভক্ত। **-রসরাট্** (উ ১২) মধুর রস। **-রসার্ণব** (হ ১১।৬৩১, ৬৩২ টী) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। **-বিজ্ঞ** (সিন্ধু ১২।২৪৬) শুদ্ধভক্ত পরাশরাদি। **-বিদ্ধ** (মালা যমুনা ৭) হরিসেবা-নিরত-চিত্ত। **-শৈথিল্য** (ভক্তি ১৫৯) প্রাক্তন অপরাধ-জ্ঞাপক চিহ্ন-বিশেষ। ভক্তিবিষয়ে শ্রীভগবানের সন্তোষ-চিন্তার কালেও দৃঢ়তা নষ্ট হইলে আধ্যাত্মিকাদি সুখদুঃখের অনুসন্ধানে চিত্তের আবেশ ঘটে। **-সচিব** (ভক্তি ২১) ভক্তির সহায়ক—জ্ঞান ও বৈরাগ্য। **-সদাচার** (চৈচ আদি ১০৮৯) ভক্তিশাস্ত্র-বিহিত ভক্তিপোষক আচার। **-সম্বিদম্** (হরি ৭।১৩২) ভক্তি ও জ্ঞানের মিলন। **-সাধনায় ফললাভে অন্তরায়** (ভক্তি ১৫৩) কৌটিল্য, অশ্রদ্ধা, ভগবন্নিষ্ঠা হইতে চ্যুতিকারক অন্য বস্তুতে অভিনিবেশ, ভক্তি-শৈথিল্য ও ভক্তিকৃত-মানিত্ব। **-সামান্য** (প্রীতি ৮৪) যাহাতে শান্তাদি কোন ভাবই ব্যঞ্জিত হয় না, তাহাই 'ভক্তি-সামান্য'। **-সুখ ও সমাধি** (বৃভা ২।২।২১৪-২১৫)

ভক্তিমার্গে অনুভবিতা ভক্তের 'আমি দাস'—এই বোধে পাদ-সম্বাহনাদি বিবিধ অভিমানে বহুপ্রকার স্ফূর্ত্তি হয়। অনুভবনীয় শ্রীভগবানেরও বিচিত্র বিবিধ মধুর মধুর রূপবিলাসাদি প্রকটনে বহু প্রকারে স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। ভক্তের বাহ্যান্তর ইন্দ্রিয়গুলিও শ্রবণকীর্ত্তনাদি বহুপ্রকারে প্রকাশ পায়, সুতরাং এই ভক্তিমার্গে অনুভবগুলিও বিবিধ বৈচিত্র্য-আস্বাদনে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। সমাধিতে কিন্তু অহঙ্কারাদি নিখিল বাহ্যান্তর-ইন্দ্রিয়বৃত্তির লোপ হওয়ায় অনুভবিতার অত্যন্তাভাবে অনুভবেরও অভাবেই পর্য্যবসান হয়, সুতরাং সমাধিলব্ধ সুখ (অস্ফুট) শূন্যরূপই বোদ্ধব্য। যদি বল যে সমাধিতে ব্রহ্মেরই অনুভব হয় বলিয়া সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্ম সদা সর্বত্র স্বয়ং প্রকাশমানই আছে, সুতরাং—শূন্যরূপত্ব সঙ্গত নহে; তথাপি বলি যে সমাধিতে যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তিরই অভাব হয়, তখন অনুভবের অভাবে ত শূন্যবাদই আসিল। তাহা না হইলে সর্বত্র সদা বর্ত্তমান ব্রহ্মের সহিত স্বতঃই-ব্যাপ্যত্বাদিসম্বন্ধে জীবাদির সত্তা থাকায় সকলেরই মুক্তিপ্রসঙ্গ হউক !! পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে বাহ্যান্তর ইন্দ্রিয়-সমূহের ক্ষণে ক্ষণে কোটিপ্রকারে বর্দ্ধমান বিচিত্র বিবিধ বৃত্তিদ্বারা বিচিত্র আশ্চর্যপরমসুখ-বিশেষের অনুভব নিরন্তর স্বয়ংই সম্পন্ন হইতেছে। ভক্তিপ্রভাবে প্রেমধনের আবির্ভাবে কোনও মহাভাগ্যবান্ জনের যদি কখনও অখিল দেহের কিম্বা প্রত্যঙ্গ-সমূহের চেষ্টালোপ এবং কোনও কোন ইন্দ্রিয়েরও বৃত্তিলোপ ঘটে, তবে বুঝিতে হইবে যে প্রেমাবির্ভাবে ঐ ঐ বৃত্তিগুলি কখনও অন্তঃকরণে, কখনও মনে,কখনও বা বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ কাহারও বা বাহেন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রবণ, চক্ষু, বাক্য, ত্বক্ বা অন্য ইন্দ্রিয়ে, কখনও কাহারও যুগপৎ দুই তিনটী ইন্দ্রিয়ে বৈচিত্রীমালা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। সকল ইন্দ্রিয়ের সকল ইন্দ্রিয়ে যথাযথভাবে অন্তর্ভাব হইতে পারে, যেহেতু উহারা সকলেই বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দরূপ হইয়াছে বলিয়া পরস্পরের মধ্যে সকল বৃত্তিই সংক্রমিত হইতে বাধা থাকেনা। লৌকিক প্রাকৃত মনেও ত সূক্ষ্মভাবে সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম-সকল বিরাজ করে, তখন অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ সকল-বৃত্তি-বিশিষ্ট হইবে না কেন? ভক্তিমার্গে এই মহাবৈচিত্র্য অবিতর্ক্য বিচিত্র আশ্চর্যলীলাপর শ্রীভগবানেরই ভক্ত-বাৎসল্য মহিমার স্বভাব হইতে জাত, বুঝিতে হইবে। **-হীন কর্ম** (চৈভা মধ্য ১।২৪০) পরহিংসাচরণ। 'সেই কর্ম ভক্তিহীন, পরহিংসা যায়'।

ভক্তের আত্মারামতা (বৃভা ২।২।২০৯) যদ্যপি শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির অবান্তর ফলরূপে মোক্ষ, আত্মারামত্ব, যোগসিদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি লভ্য হয়, তথাপি আত্মারামতা প্রেমবিরোধী বলিয়া ভক্তগণ তাহা দূরে পরিহার করেন। আত্মারামতায় তৃপ্তি আসে, কিন্তু ভক্তির স্বভাবই সদা অতৃপ্তি সূচনা করে। **°উৎকণ্ঠাবর্দ্ধন** (ভক্তি ১৫৮) ভগবান্ কোনও কোনও জাতরতি ভক্তেরও উৎকণ্ঠা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত সাধারণ প্রারব্ধ কর্ম্মেরই প্রাবল্য-বিধান করেন। দৃষ্টান্ত—মৃগদেহপ্রাপ্ত শ্রীভরত এবং পূর্বকালে দাসীগর্ভজাত শ্রীনারদ। **-কর্মপাতিত্য** (হ ১১।৭—৯) যদি শ্রীভগবানে আসক্তিবশতঃ কোন ভক্তের বৈধ কর্ম লুপ্ত হয়, তজ্জন্য তাঁহার পাতিত্যশঙ্কা নাই, কেননা তাঁহার সেই পতিত কর্ম সম্পাদনের জন্য তিনকোটি মহর্ষি নিযুক্ত আছেন, মৃদুশ্রদ্ধ জন কিয়ৎকাল যাবৎ বৈধ-কর্মের অনুসরণ করিলেও প্রৌঢ়শ্রদ্ধা-বান্ কিন্তু কর্মাধিকারী নহেন, ইহাই তাৎপর্য। **-প্রারব্ধকর্মাদি** (বৃভা ২।৩।১৬৯) সদা শ্রীভগবানের নাম-সেবনকারী ভক্তের প্রারব্ধ পাপ নামকীর্ত্তনেই নষ্ট হয়, শুভফলদ পুণ্য থাকিয়াই যায়, তাহাও আবার ভক্তের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ উপাসকের ইচ্ছানু-সারে কর্ম থাকে বা নাশপ্রাপ্ত হয়; উপাসক ব্যতীত অন্য লোক যদি কখনও নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহার প্রারব্ধ-মাত্রই অবশিষ্ট থাকে, কূটাদি নষ্ট হয়। তবে যে ভরতাদি মহানুভব ব্যক্তিরও ভোগোন্মুখী কর্মের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহার কারণ—(১) সুগোপ্য হরিভক্তিকে প্রকাশন না করিয়া গোপন করিবার ইচ্ছাতে তাঁহারা বাহ্যিক আবরণমাত্র করেন এবং (২) নিজে আচরণ করিয়া দেখাইতেছেন যে দুঃসঙ্গাদি সর্বথাই ত্যাজ্য, সদাচার বিনা পাপে চিত্ত মলিন হইলে হরিভক্তিতে প্রবৃত্তিই সম্ভবপর নহে।

ভক্ত্যঙ্গ (সিন্ধু ১।২।৭৪—২৪৪) (১) শ্রীগুরুপদাশ্রয়, (২) শ্রীকৃষ্ণ-

মন্ত্রে দীক্ষাপূর্ব্বক ভাগবত-ধর্ম-শিক্ষাদি, (৩) প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের সেবা, (৪) সাধুপথে গমন, (৫) ভজনের রীতি-বিষয়ক প্রশ্ন, (৬) শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ-লাভের জন্য ভোগ লোক-বিত্ত-পুত্রাদির ত্যাগ, (৭) দ্বারকাদি কৃষ্ণতীর্থে এবং গঙ্গাদি-সমীপে বাস, (৮) সকল ব্যবহারে প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ, (৯) একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতির সম্মান, (১০) আমলকী ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষের গৌরব-করণ—এই দশটী অঙ্গ প্রারম্ভ-রূপেই সূচিত হইল। (১১) ভগবদ্বহির্মুখজনের দূর হইতে সঙ্গ-ত্যাগ, (১২) বহুশিষ্যকরণ-ত্যাগ, (১৩) বহ্বাড়ম্বর-ত্যাগ (১৪) বহুগ্রন্থকলার অভ্যাস ও ব্যাখ্যা বা বিবাদাদির পরিবর্জ্জন, (১৫) ব্যবহারে কৃপণতা-ত্যাগ (১৬) শোকাদির বশীভূততা-বর্জ্জন, (১৭) অন্য দেবতার অবজ্ঞা, (১৮) প্রাণি-মাত্রে উদ্বেগ-ত্যাগ, (১৯) সাধক দেহে সেবাপরাধ ও নামাপরাধের উদ্ভব হইলেও প্রযত্নক্রমে তাহা হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা, (২০) শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তনিন্দাদিতে অসহিষ্ণুতা। ব্যতিরেক-ভাবে এই দশ অঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হয়। শ্রীভক্তিমার্গে প্রবেশের জন্য এই বিশটি অঙ্গ দ্বার-স্বরূপ হইলেও কিন্তু শ্রীগুরুপদাশ্রয়াদি তিনটিই প্রধান অঙ্গ। (২১) বৈষ্ণব-চিহ্ন-ধারণ, (২২) হরি-নামাক্ষর-ধারণ, (২৩) নির্মাল্য-ধারণ, (২৪) ভগবানের অগ্রভাগে তাণ্ডব নৃত্য, (২৫) দণ্ডবৎ প্রণাম, (২৬) অভ্যুত্থান, (২৭) অনুব্রজ্যা, (২৮) ভগবন্মন্দিরাদিতে গমন, (২৯) পরিক্রমা, (৩০) অর্চ্চন, (৩১) পরিচর্য্যা, (৩২) গীত, (৩৩) সঙ্কীর্ত্তন, (৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি, (৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেদ্যাস্বাদন, (৩৮) পাদ্যাস্বাদন, (৩৯) ধূপমাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ, (৪০) শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ, (৪১) শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, (৪২) আরাত্রিক-উৎসব-পূজাদি-দর্শন, (৪৩) শ্রবণ, (৪৪) তৎকৃপাবলোকন, (৪৫) স্মৃতি, (৪৬) রূপ-গুণ ক্রীড়াদির ধ্যান, (৪৭) দাস্য, (৪৮) সখ্য, (৪৯) আত্মনিবেদন, (৫০) নিজ-প্রিয় বস্তুর দান, (৫১) কৃষ্ণার্থে নিখিল চেষ্টা, (৫২) শরণাপত্তি, (৫৩) তদীয় তুলসীর সেবা, (৫৪) শাস্ত্র-সেবা, (৫৫) মথুরাবাস, (৫৬) বৈষ্ণব-সেবা, (৫৭) যথাশক্তি সামগ্রী-আহরণে সাধু-সঙ্গে দোলযাত্রাদি মহোৎসব, (৫৮) উর্জ্জাদর, (৫৯) জন্মযাত্রা, (৬০) শ্রীমূর্ত্তির চরণ-সেবায় প্রীতি, (৬১) রসিকগণসহ শ্রীমদ্ভাগবতার্থাস্বাদ, (৬২) সজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ ও উত্তমতর সাধুর সঙ্গ, (৬৩) নামসঙ্কীর্ত্তন ও (৬৪) শ্রীমথুরামণ্ডলে বাস।

ভক্ত্যাভাস[১] (ভক্তি ১৫২) ভক্তির আভাসেও সর্বপাপক্ষয় হইয়া শ্রীবিষ্ণু-পদপ্রাপ্তি করায়; (১) মদিরাপানোন্মত্ত ব্যক্তিদ্বয় জীর্ণমন্দিরে দণ্ডের অগ্রদেশে পুরাতন বস্ত্রখণ্ড ধারণ করত নৃত্য করার ফলে বিষ্ণুধামে গমন করিয়াছিল। (২) ব্যাধাহত ও কুক্কুর-মুখাক্রান্ত পক্ষিরও পলায়নাবসরে কুক্কুরকৃত বিষ্ণুমন্দির-প্রদক্ষিণ-ফলে বিষ্ণুলোকে গমন হইয়াছিল। (৩) শ্রীপ্রহ্লাদ পূর্বজন্মে বেশ্যার সহিত কলহ করত নৃসিংহচতুর্দ্দশীর দিন অজ্ঞানেও উপবাস করিয়া ভক্তবর প্রহ্লাদরূপে জন্মধারণ করেন।

ভক্ত্যাভাস[২] (প্রীতি ৭৩) মোক্ষ-নিরপেক্ষতাই ভক্তি-লক্ষণের প্রধান বিষয় হইলেও যদি কখনও শাস্ত্রে মোক্ষসহায়ক করিয়া ভক্তির বর্ণনা থাকে, তবে সেই স্থলে ভক্তির গৌণ অভিধেয়ত্বই বোদ্ধব্য, ইহাই ভক্ত্যা-ভাস। (ভা° ৬।৯।২৭) বৃত্রাসুরনাশে স্বর্গরাজ্য-প্রাপ্তিতেই তাৎপর্য ছিল বলিয়া দেবগণের ভক্ত্যাভাসই হইয়াছিল।

ভক্ত্যাদ্র্র্ত্ব (প্রীতি ১২৩) দাস্যপ্রীতি দ্বারা প্রেমার্দ্র্রতা-নামক শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন গুণ। শরণাগত জনে অর্পিত প্রচুর করুণায় ব্যাকুল শ্রীশুক্লদেবের নয়ন হইতে কর্দ্দমমুনির আশ্রমে পতিত অশ্রুবিন্দুতে 'বিন্দুসরোবর'ই নির্মাণ করিয়াছিল। শ্রীকর্দ্দমের দাস্যপ্রীতি এবং শ্রীশুক্লেরও অশ্রু সাত্ত্বিক (প্রেমার্দ্র্রত্ব)।

ভক্ত্যাস্বাদ-বহির্মুখ (সিন্ধু ২।৫।১২৯) ফল্গুবৈরাগ্যে (ভক্তিবিষয়ে উদাসীন-তায় দগ্ধচিত্ত, শুষ্কজ্ঞানী, তর্ক-মাত্রৈকনিষ্ঠ, কর্ম্মবাদী (পূর্বমীমাংসক) এবং দ্বৈত (বস্তু)-মাত্রের মিথ্যাত্ববাদী উত্তর-মীমাংসক।

ভক্ষ্য (ভা ১০।৬২।২৩) চর্বণযোগ্য খাদ্য—সনা। **-পিণ্ড** (চৈচ মধ্য ৩। ৭৬) ভোজ্য বস্তুর পরিমাণ বা রাশি।

ভগ (ভা ১১।১৬।৩৯) ভাগ্য, ২ (মুক্তা ৪।:৮) ভজনীয়তা। ৩

(ভা ১০।৮৭।১৪) ঐশ্বর্য, ৪ আনন্দ। ৫ (গোপা ৪) মাহাত্ম্য, ৬ জ্ঞান, ৭ বৈরাগ্য, ৮ যোনি, ৯ যশঃ, ১১ প্রযত্ন। ১২ (গোভা ৩।৩।৩৯) ভোগাস্পদতা। ১৩ (হ ১৪।৩৬৮) সূর্য। ১৪ (ভা ৩।৩১।৩৩) উন্নতি। ১৫ (ভা ৪। ৫।১৫) চন্দ্র, ১৬ (ভা ৬।৬।৩৯) কশ্যপ ও অদিতির পুত্র।

ভগণপতি (আচ ৯।৬৩) চন্দ্র।

ভগদ (গৌবি ৬৩) বাঞ্ছিত-পূরক, ২ ঐশ্বর্যনাশক।

ভগদত্ত (বৃভা ১৫।৬৩ টী) সত্যযুগে বাস্কলনামে যে অসুর ছিলেন, তিনিই দ্বাপরে ভগদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যবনদিগের অধিপতি ছিলেন ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ইনি অর্জুনের হস্তে নিহত হন।

ভগব (রাধা ৭১) প্রাকৃত ◦হেয়াংশ-রহিত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজঃ-প্রভৃতি নিখিল কল্যাণ-গুণ।

ভগবচ্চিহ্নধারণে নিষেধ (হ ৪। ৩০৩ টী) শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও চাপ—এই পঞ্চ অস্ত্র ব্যতীত অন্য চিহ্ন (মৎস্য, কূর্ম, খড়্গ, নন্দক, বেণু প্রভৃতি) ধারণ নিষিদ্ধ বলিয়া যে পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, তাহা কিন্তু তপ্তমুদ্রাদি-বিষয়ক বলিয়াই ধর্তব্য। তাৎপর্য এই যে তপ্তমুদ্রাদি ধারণ-বিষয়ে শঙ্খাদি পঞ্চাস্ত্রই শাস্ত্র-সম্মত, মৎস্যাদি-চিহ্ন অন্য সময়ে অসম্মত নহে।

ভগবচ্ছক্তির স্বাভাবিকতা (ভগ ১৬) অনন্তশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই পৃথিব্যাদি স্থূল কার্যরূপে সৎ, উহাদের সূক্ষ্ম কারণরূপে অসৎ এবং এই দুই বহিরঙ্গ বৈভব হইতে বিলক্ষণ (অতীত) শ্রীবৈকুণ্ঠাদি স্বরূপ-বৈভবে ও শুদ্ধজীবরূপ তটস্থবৈভবে বিদ্যমান। জ্ঞানশক্তিরূপে তিনি মহত্তত্ত্ব, ক্রিয়াশক্তিরূপে সূত্রাদি, অর্থশক্তি-রূপে ভূত-তন্মাত্রাদি এবং উহাদের ঐক্যতায় কার্যকারণরূপা প্রকৃতি—আবার ফলরূপে ঐ কার্য-কারণাদির অতীত পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ সবৈভব শ্রীভগবদাখ্য-চিদ্‌বস্তু ও তদনুগত শুদ্ধ জীব। এস্থলে জ্ঞান-ক্রিয়াদি দ্বারা তাঁহার বহুশক্তির প্রখ্যাপিত হওয়ায় ঐ সকল শক্তি যে তাঁহাতে বিদ্যমান এবং অনারোপিত (স্বাভাবিক), তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।

ভগবজ্জন্মাদির অভিনয় (ভক্তি ৭২) শ্রীভগবানের জন্ম, কর্ম ও লীলার মধ্যে যে যে অংশ নিজাভীষ্টভাবযুক্ত ভক্তগত, তাহা তাহাই সাধক নিজে অভিনয় করিবেন, কিন্তু যে যে অংশটি ভগবদ্‌গত এবং ভক্তান্তরগত, তাহা তাহা অন্য দ্বারা অভিনয় করাইবেন।

ভগবৎকাষ্ঠা (চৈত ৩।২৮।১২) শ্রীকৃষ্ণমূর্তি।

ভগবৎকৃপা (ভক্তি ১৮০) ভগবৎ-সাম্মুখ্যই ভক্তি। ভগবৎসাম্মুখ্যের হেতু ভগবৎকৃপা—এ কথা বলা চলেনা, কেননা তাহা গৌণ কারণ। ভগবৎকৃপা বহির্মুখজনে স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারেনা। পরমানন্দৈক-রস শ্রীভগবানে কখনও পরের দুঃখে চিত্ত-বিগলন ক্রিয়াটি সম্ভবপর নহে—যেহেতু তিনি এবিষয়ে নির্লিপ্ত, সুতরাং ভগবৎকৃপা ভগবদুন্মুখতার প্রাথমিক কারণ নহে। একমাত্র সৎসঙ্গ বা সৎকৃপাই ভক্তির প্রাথমিক কারণ। সাধুগণ সর্বদাই আনন্দরসে নিমজ্জিত থাকিলেও (জাগ্রদবস্থ পুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট দুঃখের অনুস্মরণবৎ) পূর্বানুভূত সংসারদুঃখের স্মরণ করত সাংসারিকগণকে কৃপা করেন। কাজেই ভক্তি সৎসঙ্গবাহনা বা সৎকৃপা-বাহনা।

ভগবত্তত্ত্ব (ভগ ২) এক অখণ্ড-আনন্দ-স্বরূপ তত্ত্ব যখন স্বীয় স্বরূপ-ভূতা শক্তির সহিত কোনও অনির্বাচ্য বিশেষ (বৈশিষ্ট্য) ধারণ পূর্বক পরাশক্তিগণের মূলাশ্রয়রূপে স্ফূর্তি পাইতে থাকেন—যাহার অনুভবে ভাগবত-পরমহংসগণেরও হৃদয়ে তৎকালে তদীয় স্বরূপশক্তির মুখ্যা হ্লাদিনীর শক্তিবিশেষরূপা ভক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে—যে ভক্তির প্রভাবে সেই ভাগবত-পরমহংসগণের অন্তরে ও বাহিরে যে পরতত্ত্ব বিচিত্র শক্তি ও শক্তির বৈচিত্রী লীলাদির সহিত তাহার নায়করূপে দেদীপ্যমান হন,সেই তত্ত্বকেই 'ভগবান্' বলা হয়। তাৎপর্য এই যে পরিপূর্ণ-সর্বশক্তি-বিশিষ্ট পরতত্ত্বই ভগবান্। সুতরাং ভগবত্তত্ত্বে চিদচিচ্ছক্তির যুগপৎ বিদ্য-মানতা বুঝিতে হইবে (ভগ ১৭)।

ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানের আবির্ভাব (ভক্তি ১৫) লয়,বিক্ষেপ,কষায়,রসাস্বাদ ও অপ্রতিপত্তি প্রভৃতি—বিশুদ্ধ-সত্ত্বে মগ্ন জনের ভগবচ্চিন্তার বাধা দিতে পারে না। যখন রজঃ, তমঃ ও তদুদ্ভূত কামাদি ভাব-সমূহ ঐ চিত্তকে আর আকৃষ্ট করিতে পারে না, তখন ঐ মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ কামাদি-বাসনাশূন্য

ভক্ত পুনরায় অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগ-প্রভাবে বহির্ভাবনা ব্যতীতও ভগবত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার (অনুভব) করিতে পারেন।

ভগবত্তা-ভেদ (প্রীতি ৯৭) শ্রীভগবান্ স্বরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে সংপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ। স্বরূপ—পরমানন্দ, ব্রহ্মত্বলক্ষণ-স্বভাবে কেবল স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। ভগবত্ত্বলক্ষণ-স্বভাবে স্বরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য তিনটিই থাকে। তবে ভগবত্তা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—পরমৈশ্বর্য-রূপা ও পরমমাধুর্য-রূপা। 'পরম' বলিতে অসমানোর্দ্ধতাই বাচ্য। ঐশ্বর্যে—প্রভুতা এবং মাধুর্যে—স্বভাব, রূপ, গুণ, বয়স, লীলা এবং সম্বন্ধ-বিশেষের মনোহরত্বই ধ্বনিত। ভগবত্তাভেদে দাসাদি চতুর্বিধ ভক্তে দ্বিবিধ ভেদও স্বীকার্য—পরমৈশ্বর্যানুভব-প্রধান ও পরম-মাধুর্যানুভব-প্রধান। ঐশ্বর্য হইতে সাধ্বস, সম্ভ্রম ও গৌরব-বুদ্ধি এবং মাধুর্য হইতে প্রীতি জন্মে।

ভগবত্ত্ব (ভা ৭।১০।৯) ভগবানের সমান ঐশ্বর্য—স্বামী। ২ সাযুজ্য—বি। ৩ ভগবৎস্বরূপ-পার্ষদবিগ্রহ—শ্রীনা।

ভগবৎ-পদী (ভা ৫।১৭।৮) গঙ্গা। **°পীঠাবরণ দেবতা** (ভক্তি ২৮৫) অর্চনমার্গে ভগবদভিমুখী দুর্গা, গণেশ, ব্যাস, বিষ্বক্সেন, শ্রীগুরুদেব এবং অন্যান্য দেবগণকে যথাস্থানে রাখিয়া প্রোক্ষণাদিদ্বারা পূজা করিবে। মনে রাখিবে যে দুর্গা, গণেশাদি দেবতা বিষ্বক্সেনাদির ন্যায় নিত্যবৈকুণ্ঠ-সেবক—অতএব শ্রীভগবানেরই স্বরূপ-শক্তিবিশেষ। শ্রীরামোপাসনায় মৈন্দ, দ্বিবিদ প্রভৃতি আবরণ-দেবতাগণও নিত্য-ধামগত এবং শুদ্ধ-স্বরূপই। গোকুলোপাসনায় রুক্মিণী প্রভৃতির আবরণত্বও বিমলাদি তদীয় শক্তি-গণের ন্যায় অন্তর্ধামগত মনে করিবে। **-প্রজা** (ভা ৩।১।২৫) ভগবৎপোষ্য—স্বামী। **-প্রধান** (ভক্তি ৪৫) শ্রীভগবান্‌ই সর্বস্ব যাহার—এরূপ ভক্ত। **-প্রপন্ন** (হ ১০।১৯৩) ভগবদ্ভক্তমধ্যে একান্তী। ভগবান্ (ব্রহ্মাদি দেবগণ বা মুক্তগণ)-**কর্তৃক** আশ্রিত। **-প্রসাদ** (ভা ৩।২৩।৭) দিব্যভোগ। **-প্রীতি-রসিক** (প্রীতি ১১১) ভগবৎলীলান্তঃপাতী ও লীলান্তঃপাতিতাভিমানী—এই দ্বিবিধ রসিক। প্রেমদ্বারা উদ্ভাবিত বিভাবাদিযোগে পূর্বোক্ত লীলান্তঃ-পাতিদের রসোদ্বোধ স্বতঃসিদ্ধ। শেষোক্ত রসিকগণের দুই প্রকারে রস-নিষ্পত্তি হইতে পারে। প্রথমতঃ—নিজাভীষ্ট লীলান্তঃপাতী পরিকরগণের সহিত ভগবানের চরিত্র-শ্রবণাদিদ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ—শ্রীভগবানের মাধুর্য-শ্রবণাদিদ্বারা রসোদয় হইতে পারে। লীলাশ্রবণে যাঁহাদের রসোদয় হয়, তাঁহারা ত্রিবিধ লীলা-পরিকরের সহিত লীলা শ্রবণ করিতে পারেন—সমান-বাসন, বিভিন্ন-বাসন ও বিরুদ্ধ-বাসন। যদি সমান-বাসন লীলাপরিকরের সহিত লীলা শ্রবণ করেন, তবে উভয়েরই স্থায়ী ভাব সমান বলিয়া রসজ্ঞ শ্রোতার ও পরিকরের বিভাবাদির 'সাধারণী-করণ' হইতে পারে। এই 'সাধারণী-করণ' ব্যতীত রসাস্বাদন সম্ভাবিত নহে। যদি ভিন্নবাসন হয়, তবে ভাব ও অনুভাবসকলের প্রায়শঃই সাধারণ্য হয় এবং তাহাতে শ্রোতার ভাবের উদ্দীপনমাত্র হইতে পারে, কিন্তু রসোদ্বোধ হয় না। যদি উভয়ই বিরুদ্ধ-বাসন (বাৎসল্য ও কান্তাভাবযুক্ত) হয়, তবেও সামান্য প্রীতির উদ্দীপনই হয়, ভাববিশেষ নহে, রসোদ্বোধ হয়ই না। মাধুর্য-শ্রবণাদিদ্বারা পুষ্ট রসিকগণে কিন্তু লীলান্তঃপাতী রসিকগণের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেই রসোদয় হয়। **-সঙ্গিসঙ্গ** (সিন্ধু ১।২।২২৮) ভগবানে নিত্য আসক্ত ভক্তগণের সঙ্গ। **-সঙ্গী** (ভা ১।১৮।১৩) ভক্ত। **-সন্নিকর্ষতা-প্রাপ্তিক্রম** (প্রীতি ৯৪) (১) ভক্তবিশেষ-সঙ্গ, (২) ভগবৎপ্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে লোভ, (৩) ভক্তস্বভাব-বিশেষাবির্ভাব, (৪) ভক্তা-ভিমান বা প্রীতি-বৃত্তিবিশেষ, (৫) ভগবদ্‌বিষয়া মমতা এবং (৬) অত্যন্ত-ভগবৎসন্নিকর্ষতা।

ভগবৎসাক্ষাৎকারযোগ্যতা (ভক্তি ১৩—১৪) ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের নিত্য সেবায় শ্রীভগবানে অনবরত ধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী ভক্তির প্রবৃত্তি হয়—অনুষঙ্গে বাসনাদি বিদূরিত হইয়া চিত্তটি বিশুদ্ধ সত্ত্বে মগ্ন এবং ভগবৎসাক্ষাৎকারযোগ্য হয়।

ভগবৎসাক্ষাৎকারোপায়--ক্রম— (গোভা ৩।৩।৫৪) (১) সৎপ্রসঙ্গ, (২) সৎসেবা, (৩) তাহাতে স্ব-স্বরূপবোধ, পরমাত্ম-স্বরূপ-বোধ ও উভয়ের সম্বন্ধজ্ঞান, (৪) ভগবদ্ব্যতীত অন্য বিষয়ে বিতৃষ্ণা-পূর্বক ভক্তি, (৫) ভক্তিদ্বারা প্রেষ্ঠ

রূপে বরণ, (৬) ভগবৎসাক্ষাৎকার। **-সাম্মুখ্য** (রত্ন ৮।১৫) শ্রীগুরুদেবতাত্মা জীব-কর্ত্তৃক কেবলা ভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির যোগে পরমেশ্বরেরই সম্যক্ ভজন। **-সাযুজ্য** (বৃভা।১৫।৪০ টী) ভক্তগণের 'ভগবৎসাযুজ্যপ্রাপ্তি' বলিতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তাঁহাদের ভগবৎসাদৃশ্যে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি-যোগ্যতাই বোদ্ধব্য। **-স্থান, -স্থানীয়** (হরি ৭।১০৭৯) ভগবানের তুল্য। **-স্বভাব** (প্রীতি ৭) সচ্চিদানন্দত্ব, পারমৈশ্বর্য ও পরমমাধুর্য। অসাধারণ-স্বরূপ-ঐশ্বর্য-মাধুর্য পূর্ণ তত্ত্ব-বিশেষই ভগবান্। স্বরূপ—পরমানন্দ, ঐশ্বর্য—অসমোর্দ্ধ, অনন্ত, স্বাভাবিক প্রভুতা এবং মাধুর্য অসমানোর্দ্ধ সর্বমনোহর স্বাভাবিক রূপগুণলীলাদির সৌষ্ঠব (ভা ১০। ১২।১১ সংক্ষেপ-তোষণী)।

ভগবদর্থে-কাম (ভক্তি ৭২) মহাপ্রাসাদাদিতে বাসাদিরূপ কাম চরিতার্থ করিতে হইলে ভক্তি-সাধক ভগবৎসেবাদির জন্য ভগবন্মন্দিরে বাস করিবেন। **-ধনসংগ্রহ** (ভক্তি ৭২) ভক্তিসাধক অর্থসংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইলে ভগবৎসেবোপযোগী ধনই সংগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু নিজেন্দ্রিয়-চরিতার্থ-লালসায় অধিক সঞ্চয় করিবেন না। **-ধর্মাচরণ** (ভক্তি ৭২) গোদানাদিলক্ষণ ধর্মাচরণ করিতে হইলে ভক্তি-সাধক ভগবজ্জন্মাদি-মহোৎসবের অঙ্গরূপেই তাহা সম্পাদন করিবেন।

ভগবদর্পণে নিষিদ্ধ (হ ৯।৩২১—৩২৯) অপরের (দেবতা বা পিতৃ-গণের) উদ্দেশ্যে নিবেদিত দ্রব্যাদি কখনও শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে না।

ভগবদাকার (ভক্তি ৬৭) সবিশেষ তত্ত্ব।

ভগবদানন্দ (প্রীতি ৬৩—৬৫) স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্ত্যানন্দ ভেদে ভগবদানন্দ দ্বিবিধ। দ্বিতীয়টি আবার দুই প্রকার—মানসানন্দ ও ঐশ্বর্যানন্দ, আনন্দমূর্ত্তি ভগবান্ স্বরূপ হইতে যে আনন্দ পান, তাহাই স্বরূপানন্দ। স্বরূপশক্তি হইতে আবির্ভূত ধাম লীলা ও পরিকরাদি দ্বারা তিনি যে আনন্দ পান, তাহাই স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। ধাম-লীলাদির আনন্ত্যে তাঁহার স্বচ্ছন্দতাই ঐশ্বর্যানন্দ এবং কারুণ্যাদি গুণ-প্রকটনে তাঁহার চিত্তপ্রসাদই মানসানন্দ। দ্বিবিধ ভগবদানন্দই আবার ভক্ত্যানন্দের অধীন, শ্রীভগবান্ মায়ার দ্বারা অনভিভাব্য ও স্বতস্তৃপ্ত, সুতরাং ঐ ভক্তি নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিদের কল্পিত প্রাকৃত সত্ত্বময়ী মায়িকানন্দরূপা হইতে পারে না। নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবিদের ব্রহ্মানন্দ—স্বরূপানুভব-জনিত, উহা কিন্তু স্ব-রূপাতিরিক্ত নহে, সুতরাং ভক্ত্যানন্দ নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দের তুল্যও নহে। জীবের অত্যন্তক্ষুদ্র-স্বরূপানন্দরূপাও ভক্তি হইতেই পারে না—অতএব যে ভক্তি ভগবান্‌কেও স্বানন্দদ্বারা মত্ত করে—তাহা হ্লাদিনাখ্য তদীয় স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা, যাহাদ্বারা ভগ-বান্ স্বরূপানন্দ-বিশেষ অনুভব করেন এবং অন্যকেও সেই আনন্দ অনুভব করান। সেই প্রীতিভক্তি ভক্তবৃন্দে নিত্য বর্ত্তমান থাকে, তাহার অনুভবে ভগবান্‌ও ভক্তের প্রতি অতিশয় প্রীত হন, ভগবান্ ও ভক্ত পরস্পরে আবিষ্ট থাকেন।

ভগবদাবির্ভাব-যোগ্যতা (ভগ ৮—৯) ভক্তিযোগদ্বারা হৃদয় সম্যক্ সমাহিত হইলে সেই নির্মল অন্তঃ-করণে শ্রীভগবানের দর্শন-লাভ ঘটে।

ভগবদ্‌গীতামাহাত্ম্য (হ ৬। ২১৪—২২৮) শ্রীহরির মুখকমল-বিনিঃসৃতা গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, সর্ব-বেদময়ী ও সর্বধর্মময়ী; শ্রীশালগ্রাম-সন্নিধে গীতাপাঠ, গীতাধ্যায়, একটি বা অর্দ্ধ-শ্লোক-প্রোচ্চারণও মহা-পাতকনাশন। ইহাতে চতুর্বর্গ-লাভ, পুনর্জন্মাভাব ও পরমধামে প্রয়াণাদি অনায়াসে লভ্য হয়।

ভগবদ্‌গুণাবির্ভাব (ভা ১।৫।৩৪) মহৎসেবা, মহৎকৃপা, তদ্ধর্মে শ্রদ্ধা, ভগবৎকথাশ্রবণ, ভগবানে রতি, দেহদ্বয়-বিবেকমূলক আত্মজ্ঞান, দৃঢ়া ভক্তি, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, ভগবানের কৃপায় সর্বজ্ঞত্বাদিগুণের আবির্ভাব—ইহাই শ্রীধরস্বামিপাদের অভিমত ক্রম।

ভগবদ্‌জ্ঞানের নির্গুণতা (ভক্তি ১৩৪) সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উদয় হয় বটে, কিন্তু সত্ত্বাদিগুণের বিদ্যমানতায়ও দেবতা এবং ঋষিগণে ভগবদ্ভক্তির অভাব দেখা যায়, অথচ সত্ত্বগুণ না থাকিলেও বৃত্রাসুরের ভগবানে অচলা ভক্তি হইয়াছিল—ইহাতে বুঝা যায় যে সত্ত্বাদিগুণ ভগবদ্ভক্তির কারণ নহে। বৃত্রাসুরে ভগদ্ভক্তির মুখ্য কারণরূপে পূর্বজন্মীয় সাধুসঙ্গই দেখা যায়। রসিক ভক্তসঙ্গ—স্বর্গ বা অপবর্গ হইতেও পরম মহত্তর; নির্গুণ মোক্ষাবস্থা হইতেও ভক্তসঙ্গের

আধিক্য-বর্ণনায় বুঝা যায় যে ভাগবত-সঙ্গ পরম নির্গুণ। আবার সগুণ দেবাদিতে ভগবৎকৃপার অবাস্তবতা অথচ শ্রীপ্রহ্লাদাদিতেই প্রকৃত কৃপার উল্লেখে ভক্তগণেরও নির্গুণত্বই সূচিত হইতেছে। ভক্তের নির্গুণতা প্রতিপাদিত হইলে ভক্তিরও নির্গুণতা সুতরাংই প্রতিপন্ন হইতেছে। ফলতঃ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানও স্বতঃই নির্গুণ; কৈবল্যজ্ঞান কিন্তু সাত্ত্বিক।

ভগবদ্দর্শন (গোভা ৩।৩।৫৩) ভগবদ্দর্শন দ্বিধা হয়—আবৃত-বিষয়ক ও অনাবৃত-বিষয়ক। প্রথম প্রকার দর্শনে বিষয়তত্ত্ব আবৃত থাকে বলিয়া বাহ্য দর্শন হয়, তৎফলে স্বর্গাদি লাভ হয়। পক্ষান্তরে ব্রহ্মবিদ্যালাভে লিঙ্গদেহের নাশে পরম শ্রেষ্ঠ ও চিদানন্দ-বিগ্রহত্বাদিরূপে যে তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকার—তাহাতেই অনাবৃত-বিষয়ক আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় এবং মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবদ্দেহ (সিন্ধু ২।১।২৪৪—২৪৫) পরাত্মা ভগবানের সকল দেহই নিত্য (জন্মরহিত), শাশ্বত (পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল), বাল্যাদি-ত্যাগে এবং পৌগণ্ডাদি-গ্রহণেও হানোপাদান-রহিত; দেহজাত হইলেও কখনও প্রকৃতি-সম্ভূত নহে; শীতাদির বোধ থাকিলেও পরমানন্দঘন; ঐশ্বর্যাদির বিস্মরণেও সর্বথা জ্ঞানময়। সকল দেহই (অবতারই) অংশাদি-স্বরূপ হইলেও সর্বগুণপূর্ণ; স্থল-বিশেষে মোহাদি দেখা গেলেও সর্বদোষ-শূন্য; যেহেতু ভগবৎস্বরূপই তর্কাগোচর। ভগবদ্দেহমাত্রই অষ্টাদশ-মহাদোষ-বিবর্জিত, সর্বৈশ্বর্যময় এবং সচ্চিদানন্দঘন।

ভগবদ্ভক্ত-লক্ষণ (হ ১০।৪—২৮) সাধারণতঃ 'বৈষ্ণব' বলিতে 'বিষ্ণু-দেবতাক' ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করে। যাঁহাদের উপবাসাদিব্রত, সদাচার, কারুণ্যাদিগুণ, আত্মানাত্মবিবেকাদি জ্ঞান, বিষয়সেবা, সদ্বংশে জন্ম আছে, তাঁহাদের মধ্যে এবং বিদ্যাবিত্তাদি-সমন্বিত জনগণের মধ্যে, শৈবগণের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ আছেন। ব্রতিগণে ব্রতপরতায়, কর্মিগণে ভগবদর্পণে বা ভগবদাজ্ঞাবশতঃ সদাচারাদিতে প্রবৃত্তিমত্তায়, গুণিগণে কৃপালুত্বাদি সদ্গুণ-শালিতায়, জ্ঞানির্পণে জ্ঞানবত্তায় এবং সজ্জন্মবিদ্যাদিযুক্ত ব্যক্তিগণে নিরভিমানতায় ভক্তিহেতু থাকে। শৈবগণমধ্যে যাঁহারা শ্রীশিবের সহিত শ্রীবিষ্ণুর অভেদভাবে দর্শক, তাঁহারাও বৈষ্ণব-পদবাচ্য। যিনি প্রাণ-সঙ্কটেও একাদশী-কার্তিকাদি ব্রত লঙ্ঘন না করেন, যাঁহার ভক্তি অবিচলা—তিনিই বৈষ্ণব। সাক্ষাৎ-ভক্তিলক্ষণ কিন্তু (১) শ্রীভাগবত-শাস্ত্রপরতা, (২) বৈষ্ণবসম্মাননিষ্ঠা, (৩) শ্রীতুলসীসেবানিষ্ঠা, (৪) শ্রীভগবানের কথাপরতা, (৫) নাম-পরতা, (৬) স্মরণপরতা, (৭) পূজা-পরতা ও (৮) বৈষ্ণব-ধর্মনিষ্ঠতা—ঐকান্তিকতাদি।

ভগবদ্ভাস্কর (সি টী ৫।৪) নীলকান্ত-রচিত ধর্মগ্রন্থ।

ভগবদ্ভূষণন্যাস (হ ৫।২৩৬) কোনও কোনও ভক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের আঠার অক্ষরের সহিত অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ১৮ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডলাদি আঠার ভূষণে ক্রমশঃ ন্যাস করেন। যথা— 'ওঁ অং ক্লীঁ অব্যক্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ' ইতি কুণ্ডলে।

ভগবদ্রস (প্রীতি ১১১) ভগবৎকাব্য-নাট্যে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ই অনুকার্য। যে অনুকর্তা অনুকার্য ভক্তের অনুকরণ করেন, তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক রসোদয় হয়, কিন্তু ভক্তিবিরোধী বলিয়া ভগবদ্ভক্তি হইতে ভক্তবিষয়ক ভগবদ্রস প্রায়ই উদিত হয় না এবং এইজন্য ভগবদ্-রসের অনুকরণও হয় না। ভগবদ্-রসের অনুভব ভগবৎসম্বন্ধিরূপেই হয়, নিজ-সম্পর্কিত-রূপে নহে। সেই অনুভব ভক্তগত রসের উদ্দীপন-রূপে চরিতার্থতাপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং কোনস্থলে শুদ্ধভক্তগণেরও যদি ভগবদনুভাবের (ভগবল্লীলা-কার্যের) অনুকরণ উপস্থিত হয়, তবে তাঁহারা ভগবৎসম্পর্কিত-রূপেই সেই অনুভাব প্রকট করেন—স্বীয়রূপে নহে; এইরূপ সমাধান করিবে। বিরোধ না ঘটিলে কদাচিৎ ভক্তবিষয়ক রসোদয়ও হইতে পারে। সেস্থলে ভগবদ্রস ভক্ত-বিষয়ক হইলেও ভগবদাশ্রয়ক নহে, প্রীতি-বিষয়ে ভক্ততুল্য কেহ আশ্রয় হইবে। শ্রীবসুদেবের শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীগদে তুল্য পুত্রভাব; কোনও অনুকর্তা যদি শ্রীগদের অনুকরণ করেন, তাঁহার বসুদেব-বিষয়ক রসোদয় হইলে ভক্তি-বিরোধ হয় না, কেননা—তাদৃশ অনুকর্তার শ্রীভগবানের সহিত সাধারণীকরণ হইবে না, ভক্তভাব-

বিশিষ্ট গদের সঙ্গেই তাহা সম্ভবে, সুতরাং অনুকর্ত্তাতে ভক্তভাবই থাকিবে। ভক্তভাব না থাকিলেই ত ভক্তির বিরোধ হইবে। ২ যে রসের আশ্রয় ভগবান্, তাহাই ভগবদ্রস।

ভগবদ্ব্রাত (ভা ১২।১৩।১৪) শ্রীবিষ্ণু-রক্ষিত পরীক্ষিৎ।

ভগবদ্রূপ (চৈনা ২।১৯) আনন্দই ভগবানের রূপ, যেরূপ দর্শনে মহানন্দই লাভ হয়। ভগবানের আনন্দ ও রূপের মধ্যে পরস্পরের যথেষ্ট অপেক্ষা আছে, তাহার জন্য আনন্দ-তারতম্যে রূপ-দর্শনেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য (হ ১১।২৭১—৫১৩) শ্রীভগবন্নামগ্রহণে অখিল-পাপ উন্মূলিত হয়, কীর্ত্তনকারির কুল ও সঙ্গিপ্রভৃতির পাবনতা, সর্ব-ব্যাধিনাশিত্ব, সর্বদুঃখোপশমনত্ব, কলিবাধাপহারিত্ব, নারকীজনের উদ্ধারিত্ব, প্রারব্ধবিনাশিতা, সর্বাপরাধ-ভঞ্জনত্ব, সর্বসংপূর্ত্তিকারিতা, সর্ব-বেদাধিক্য, সর্বতীর্থাধিক্য, সর্বসৎ-কর্মাধিক্য, সর্বার্থপ্রদত্ব, সর্বশক্তিমত্তা, জগদানন্দকতা, জগদ্বন্দ্যতাপাদকতা, অগত্যেকগতিদায়কতা, সদা সর্বত্র সেব্যতা, মুক্তিপ্রদত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-প্রাপকতা, শ্রীভগবৎ-প্রীণনতা, শ্রীভগবদ্বশীকারিতা, স্বতঃ পরম-পুরুষার্থপ্রদত্ব, যাবতীয় ভক্তিপ্রকার-মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি গুণগরিম-রাজি শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থে পুঞ্জীভূত প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে বিন্যস্ত আছে।

ভগবান্ (ভা ২।৭।৩০) জ্ঞান, শক্তি, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজঃ যাঁহাতে বিরাজমান—তিনি। ত্রিপাদ্‌বিভূতি-যুক্ত বৈকুণ্ঠনাথাদি পূর্ণ অবতার, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ চতুষ্পাদ্-বিভূতি-যুক্ত এবং পূর্ণতম—শ্রীনি। ২ (ভা ১০।১২।১১, টী) অসাধারণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-পূর্ণ তত্ত্ববিশেষই ভগবান্। 'স্বরূপ' বলিতে পরমানন্দ, ঐশ্বর্য—অসমোর্ধ্ব অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা এবং 'মাধুর্য'—অসমোর্দ্ধ সর্বমনোহর স্বাভাবিক রূপগুণ-লীলাদির সৌষ্ঠবই বাচ্য। ইহাদের অনুভব-সাধনও ক্রমশঃ জ্ঞান, ভক্ত্যাখ্য গৌরবমিশ্রা প্রীতি ও শুদ্ধপ্রীতি। মায়াশ্রিত জনগণের কোনও অংশেই বস্তুস্পর্শের সম্ভাবনা নাই বলিয়া স্ফূর্ত্ত্যাভাসই ধর্ত্তব্য। ভক্ত্যাখ্য-গৌরবমিশ্র প্রীতিতে ভগবৎস্ফূর্ত্তি তদপেক্ষা অধিকতর। শুদ্ধপ্রীতি কিন্তু সর্বথাই উত্তম। নির্বিশেষ জ্ঞানে স্বরূপানুভব, গৌরবময় জ্ঞানে ঐশ্বর্যানুভব এবং প্রীতিময়জ্ঞানে মাধুর্যানুভব হইয়া থাকে। শুদ্ধ পরমমাধুর্যস্ফূর্ত্তি নির্বিশেষ জ্ঞানিগণের হইতেই পারে না; দাসগণেও গৌরববুদ্ধিতে সঙ্কুচিত হইয়া যথেষ্ট উদয় হইতে পারে না। বস্তুতত্ত্ব-বিচারে মাধুর্যস্ফূর্ত্তিই সর্বথা স্বাদুতমা —জী। ৩ (বৃভা ২।৭।১৫৭ টী) যিনি জীবগণের আয়তি (প্রভাব, ভবিষ্যৎ), নিয়তি (ভাগ্য), আগমন, গমন (প্রাপ্তি), বিদ্যা ও অবিদ্যাদি অবগত আছেন, তিনি ভগবৎ-শব্দে বাচ্য। 'আয়তিং নিয়তিঞ্চৈব ভূতা-নামাগতাগতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি' ॥ ৪ (সস ভগ ১০) পরতত্ত্বে বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ যখন প্রচুরতর উপলব্ধ হয়, তখন তাঁহার 'ভগবৎ'-সংজ্ঞা। ৫ (আচ ৮।১৩৮) শ্রীমান্। ৬ (ভা ১০।১২।১৪) কামবান্। ৭ (ভা ১০।৩০।২৮) নারায়ণ, ৮ সুন্দর। ৯ স্বকীর্ত্তি-প্রখ্যাপক। ১০ (হরি ২।৮৮) শস্ প্রভৃতি সুপ্ বিভক্তির স্বরাদি বিভক্তি ও তদ্ধিতের য-প্রত্যয়।

[শ্রী] **ভগবানে শাস্ত্র-সমন্বয়** (সস ভগ ১০৮) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদের মধ্যে মন্ত্র দ্বিবিধ—ভগবন্নিষ্ঠ ও দেবতান্তরনিষ্ঠ। ভগবন্নিষ্ঠ মন্ত্রের সাক্ষাৎভাবেই ভগবৎপরত্ব, কিন্তু দেবান্তরনিষ্ঠ মন্ত্র—কর্ম ও উপাসনার অঙ্গ। ব্রাহ্মণভাগ—কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-ভেদে তিন কাণ্ডে বিভক্ত। কর্ম—জড় ও অস্বতন্ত্র, ফলদাতা ভগবান্ অতএব কর্মকাণ্ড ভগবদপেক্ষ, দেবান্তরনিষ্ঠাই উপাসনাকাণ্ডের প্রতিপাদ্য এবং ভগবন্নিষ্ঠা—জ্ঞান-কাণ্ডের অন্তর্গত, সর্বদেবতাই যখন ভগবদপেক্ষ, তখন উপাসনাকাণ্ডও তদপেক্ষই। বেদাঙ্গসমূহও ভগ-বদুপাসনার সাধক বলিয়া ভগবানে সমন্বয় লক্ষ্য। শুক্লাদির বর্ণ-স্বরাদি-জ্ঞানের জন্য 'শিক্ষা', উপাসনার পৌর্বা-পর্য জানিতে 'কল্প', পদ-পদার্থের সাধুতা-নির্ণয়ের জন্য 'ব্যাকরণ', পদার্থবোধের নিমিত্ত 'নিরুক্ত', পর্ব-মহোৎসবাদির সঠিক সময়-নিরূপণে 'জ্যোতিষ' এবং মন্ত্রাদির ছন্দো-বদ্ধভাবে পাঠের জন্য 'ছন্দঃ'শাস্ত্রের আবশ্যকতা। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অবধারণের নিমিত্ত পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা; ঈশ্বরের অস্তিত্বানুসন্ধান এবং চিদচিৎ বস্তুসমূহের অববোধের

জন্য গোতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক এবং কপিলের সাংখ্য; ঈশ্বরের উপাসনার্থ পতঞ্জলির যোগ। অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্র কর্ম, জ্ঞান ও উপাসনাকাণ্ডেরই আনুগত্য করে। কাব্য, অলঙ্কার, কামতন্ত্র, গান্ধর্বকলা ইত্যাদিতে শ্রীভগবানের তত্তদ্‌-বিষয়ক চরিতমাধুর্যের অনুভূতি হয়। নীতি ও শিল্প বিদ্যায় ভগবৎ-সেবাচাতুরী লাভ হয়। আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদ ভগবদুপাসনায় বিঘ্ন নিরসন করে।

ভগহা (সুধা ৭৩) উৎপথগামি-লোকদের নাশক।

ভগীরথ (ভা ৯।৯।২—১৪) সূর্যবংশ দিলীপের পুত্র। ইনি গঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনিয়াছেন।

ভগোঃ [ব্য] সম্বোধনে।

ভগোল—রাশিচক্র।

ভগ্নপ্রক্রমতা (অকৌ ১০।৩০) কারক, বচন এবং পর্যায়াদির ক্রম-ভঙ্গ হইলে এই বাক্যদোষ ঘটে।

ভগ্নশিরাঃ (ভা ১০।১৬।৫৪) হত-দুরভিমান—সনা।

ভগ্নাশ—হতাশ।

ভঙ্গ (ভা ১০।৬১।৩৯) পলায়ন। ২ গুপ্তস্থানে অবস্থান ৩ কৌটিল্য, ৪ তরঙ্গ—সনা। ৫ নাশ, ৬ (গৌবি ৭৭) পরাভব। [৭ ভয়, ৮ পত্র-রচনাভেদ, ৯ জল-নির্গম, ১০ গমন]।

ভঙ্গাকট (হরি ৭।৮৮১) ভাঙ্গের গুঁড়া।

ভঙ্গি (গোচ পূর্ব ১।১১২) ভাব, ২ (সিন্ধু ১।২।৩) পরিপাটী, ৩ (বৃভা ১।৭।১৫৫) পরম্পরা, ৪ (বৃভা ২।৩ ১৫৯) বৈচিত্রী, ৫ মুদ্রা, [৬ বিচ্ছেদ, ৭ বিন্যাস, ৮ কল্লোল, ৯ ব্যাজ]।

ভঙ্গিকা (বৃভা ২।৫।১১৭) পরিপাটী, ২ পরম্পরা।

ভঙ্গিমা (আচ ৮।৮) লাম্পট্য, [২ ভঙ্গি]।

ভঙ্গিলা (কৃগ ৫৪) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীতুল্যা গোপী।

ভঙ্গী (কৃগ ৫৪) শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মহীতুল্যা গোপী। ২ (গোলী ৮।৫) কৌশল, ৩ ভঙ্গবান্। ৪ (বৃভা ১।৪।৯৬) পরম্পরা, ৫ (মাম ৩।৬৩) বিন্যাস, ৬ কৌটিল্যভেদ, ৭ (বিনা ৬।১৬) রচনা। ৮ (স্তব ১৭।৩৮) চাতুরী। ৯ (বৃভা ২। ৬।৪৬) মূর্ছনা, ১০ পরিপাটী।

ভঙ্গুর (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের চেট, দ্রব্যবাহী ভৃত্য। ২ (হরি ৫।৩৪৩) [ভন্‌জ্‌ আমর্দনে ঘুরচ্‌] ভঙ্গশীল, ৩ বক্র, ৪ শঠ। ৫ কুটিল।

ভঙ্গুরিত (গোবি ১৩৩) কুটিল।

ভঙ্গুরী (কৃগ ৫৪) শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মহীতুল্যা গোপী।

ভজদ্রূপ (গোভা ১।১।১ টী) নিত্য-মুক্তাদি ভক্তগণ যাঁহার রূপ অর্থাৎ মূর্ত্তি—সেই গোবিন্দ। ২ ভজনকারি-গণের রূপ যাঁহা হইতে—এই অর্থে স্বসংকল্পেই পার্ষদাদিপ্রদ। ৩ শ্রীরূপ গোস্বামি-কর্ত্তৃক সেব্যমান বিগ্রহ। ৪ রূপসমূহ যাঁহাকে ভজন (আশ্রয়) করে অর্থাৎ সর্বসৌন্দর্য-নিষেবিত।

ভজন (প্র ১।৯) পরিচর্যা—বাগীশ। ২ (গীতা ৪।১১) অনুগ্রহ—স্বামী। ৩ (গোতা ১।১৪) লোকদ্বয়ের কামনাত্যাগে শ্রীকৃষ্ণে মনের অর্পণ—জী। ৪ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি—বল। ৫ (ভা ৩।১৫।৪২) প্রকাশন—স্বামী। ৬ আবেশ, ৭ শোভন। **-ক্রিয়া** (মা ২।৫) সাধুসঙ্গের পর যে ভজন-ব্যাপার, তাহা অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা-ভেদে দ্বিবিধ। নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় শৈথিল্য বা চ্যুতি নাই, কিন্তু অনিষ্ঠিতা ক্রমশঃ উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা এবং তরঙ্গরঙ্গিণী হইয়া পরিশেষে শ্রীভগবানে বদ্ধলক্ষ্যা হয়। **-পথে অন্তরায়** (ভক্তি ৬৪) শ্রীহরির সেবকের নিকট দেবগণ-কৃত বিঘ্নরাশি উপস্থিত হয়, কারণ—যিনি শ্রীহরির পদকমল ধ্যান করেন, তিনি স্বর্গকেও অতিক্রম করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। দেবগণ মাৎসর্যবশতঃ ঐরূপ অন্তরায় ঘটাইলেও কিন্তু ভক্তজনপ্রিয় শ্রীহরির কৃপায় ভক্ত বিঘ্নসমূহের মস্তকে চরণ দিয়া সুখে আনন্দময় ধামে যাইতে পারেন। **-মুদ্রা** (মালা চৈ ১।১) ভক্তি-পরিপাটী। **-লয়** (বৃভা ১।৪। ২৮) সচ্চিদানন্দরূপা ভক্তি নিত্য ও অবিনাশী বলিয়া একেবারে নষ্ট হয় না, কিন্তু অন্তর্ধান হয়। **-বিজ্ঞ** (উ ৫) ভজন-কুশল মহাভাগবত। **-শিক্ষাগুরু** (ভক্তি ২০৬, ২০৯) যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভজন-রহস্য-শিক্ষা হয়, তিনি। শ্রবণ-গুরুও ভজনশিক্ষাগুরু হইতে পারেন। শ্রবণগুরুর কৃপায় শাস্ত্রীয় জ্ঞানোৎপত্তি হয় এবং ভজন-শিক্ষাগুরুর নিকটে বিশেষভাবে ভজন-রহস্য জানা যায়।

ভজনাবৃত্তি (ভক্তি ১৫৩) বৈষ্ণব-শাস্ত্রসমূহে পুনঃ পুনঃ উপদেশ-নিবন্ধন ভগবন্নামাদির অসকৃৎ আবৃত্তিই

বিহিত। অপরাধী ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবন্নামাদির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। নামাপরাধী ব্যক্তির অপরাধ অবিশ্রাম-প্রযুক্ত নামই নাশ করেন। সিদ্ধগণের নামাদি আবৃত্তি কিন্তু প্রতিপদেই সুখবিশেষ-লাভার্থ। অসিদ্ধগণের নামাবৃত্তি ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ ভজনের মুখ্যফল নিরন্তর ভগবৎ-স্ফূর্তিলাভের উদ্দেশ্যে। এই ফলপ্রাপ্তির অন্তরায় দেখিলেই মনে করিবে যে নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ আছে।

ভজমান (ভা ৯।২৪।৬) সোমবংশ্য সাত্বতের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।১৯) অন্ধকের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।২৬) শূরের পুত্র।

ভজি (ভা ৯।২৪।৬) সোমবংশ্য সাত্বতের পুত্র।

ভজেন্য (ভা ৫।১৭।১৯) [ভজ-কর্মণি এণ্য] ভজনীয়—স্বামী।

ভজ্য (ভা ১২।৬।৫৯) বাষ্কলির নিকট বালখিল্যসংহিতার অধ্যেতা। ২ (হরি ৫।১০২) [ভজ্ সেবায়াং+যৎ] ভজনীয়।

ভজ্যমান (ভা ১০।৪৪।২০) শ্লথ।

ভট (ভা ১০।৭১।১৪) পদাতি, সেনা। ২ (গোলী ১৫।১৯) বীর।

ভটন (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) প্রতারণ। **ভট্ট**—স্তুতিপাঠক, ভাট। ২ বেদাভিজ্ঞ, ৩ পণ্ডিত।

ভট্টথারি (চৈচ মধ্য ১।১১২) মালাবর প্রদেশস্থ মারণ-উচাটন-বশীকরণাদি তান্ত্রিক যাগযজ্ঞে পারদর্শী ব্রাহ্মণজাতি-বিশেষ। ইহারা স্ত্রীলোকদ্বারা পুরুষকে বশীভূত করিয়া নিজেদের দলে আনয়ন করে। এই 'ভট্টওয়ারি'গণের নির্দিষ্ট ঘরদ্বার নাই, যেখানে যখন থাকে, শিবিরে বাস করে—ইহাদের বাহিরে সন্ন্যাসিবেশ, কিন্তু ব্যবসা—চৌর্য ও প্রতারণা।

ভট্টভাস্কর (রত্ন টী ৮।২৮) ভেদাভেদ-বাদী জনৈক আচার্য।

ভট্টমল্ল (হরি ৪।২৪৫) 'আখ্যাত-চন্দ্রিকা'-নামক ক্রিয়াকোশকার।

ভট্টারক (গোবি ১০২) দেব, পূজ্য, ২ সূর্য, ৩ নাট্যোক্তিতে—রাজা।

ভট্টিকাব্য (হরি ২।৭৫) ভর্তৃহরি-রচিত মহাকাব্য। রামায়ণাবলম্বনে রচিত হইলেও কবি ব্যাকরণে স্থির ব্যুৎপত্তি-লাভেচ্ছুগণের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াই এই কাব্য নির্মাণ করিয়াছেন। ইহা যে কেবল ব্যাকরণের নীরস পদকদম্বদ্বারাই গুম্ফিত হইয়াছে, তাহা নহে; স্থলে স্থলে রচনা অতিহৃদ্য শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কারাদিতে সমুজ্জ্বল। ব্যাকরণ ব্যতীত ইহাতে ছন্দঃ ও অলঙ্কার-বিষয়েও সবিশেষ ব্যুৎপত্তি-লাভ হয়। দ্বিতীয় সর্গে শরদ্বর্ণনা, দশমে কাব্যালঙ্কারসমূহ, দ্বাদশে ভাবিকত্ব ও রাজনীতি, ত্রয়োদশে ভাষাসম-রচনাদি অতিপ্রশংসনীয়। বলভীরাজ শ্রীধর সেনের আশ্রয়ে থাকিয়া কবি এই মহাকাব্য নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া উপসংহারে প্রকাশ (২২।৩৪)।

ভট্টোজী দীক্ষিত (সি টী ৫।৪) স্মার্ত ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত, 'চতুর্বিংশতি-মত'—ইঁহারই রচনা। [২ সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ও শব্দকৌস্তভাদি গ্রন্থের নির্মাতা]।

ভণিতি (হংস ৫০) কথা।

ভণ্ড (লনা ৪।১৭) ভাঁড়, পরিহাস-পটু। ২ কপটী।

ভণ্ডাকিকা (কৃষ্ণা ২।৯৮) বেগুন। ২ বৃহতী।

ভণ্ডিত (গোবি ৬৮) ভণ্ডাচারী, ২ অশ্লীলভাষী।

ভণ্ডিল (গোবি ৬৮) শিরীষ পুষ্প।

ভদন্ত—বৌদ্ধভেদ, ২ পূজিত, ৩ প্রব্রজিত।

ভদ্র (ভা ৪।১।৭) তুষিতগণের অন্যতম, ২ (ভা ৯।২৪।৪৭) সোমবংশ্য বসুদেবের পত্নী পৌরবীর গর্ভজাত। ৩ (ভা ৯।২৪।৫৪) দেবকীর গর্ভজাত। ৪ (ভা ১০।৬১।১৪) শ্রীকৃষ্ণমহিষী কালিন্দীর গর্ভজাত। ৫ (সিন্ধু ৩।২।৩১) শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-পারিষদ ও দাস। ৬ (ভা ৮।১।২৪) তৃতীয় মনু উত্তমের কালে দেবতা। ৭ (রত্ন ৬।৪) সৎ, মঙ্গল, ৮ (ভা ১।৬।২৬) সর্বোত্তম—জী। [৯ স্বর্ণ, ১০ মহাদেব, ১১ বৃষ, ১২ খঞ্জন, ১৩ কদম্ব]।

ভদ্রক (ভা ১২।১।১৭) শুঙ্গবংশ্য বসুমিত্রের পুত্র। ২ (ছ ২।১৬৫) দ্বাবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [৩ মনোহর, ৪ দেবদারুবৃক্ষ]।

°কালী (ভা ১০।২২।৫) মঙ্গলচণ্ডী। ২ উত্তম সুখসমূহের আধার—সনা। ৩ (বিনা ৩।২৯) কাত্যায়নীপূজন-স্থল। **-কাষ্ঠ**—দেবদারু বৃক্ষ। **-কীর্তি** (কৃগ পরি ১৭১) শ্রীরাধার মাতুল। **-কুম্ভ** (গোচ পূর্ব ৪।২০) পূর্ণ কুম্ভ, জলপূর্ণ ঘট। **-ঙ্করণ** (হরি ৫।৪৬০) [ভদ্রং করোত্যনেনেতি ভদ্র+কৃঞ্—টন্] মঙ্গলজনক। **-চারু** (ভা ১০।৬১।৮) শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্র। **-নট** [বিজয়

৭৮।২৪) কশ্যপের যজ্ঞে সমাগত জনৈক গীত-বাদ্য-নৃত্যাদিতে নিপুণ অভিনয়কারী। ইনি দেবগণের সহায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে দৈত্য-পতিকে নাট্যাভিনয়ে মোহিত করিয়াছিলেন। **-পীঠ** (মাগ ৪।২) মঙ্গল রাজাসন। দেবতা ও রাজার অভিষেকে ব্যবহৃত বিশিষ্ট আসন। **-বৰ্দ্ধন** (কৃগ পরি ২৩) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ। **-রুদ্র** (ভা ৪।৭। ৪৫) বীরভদ্র। **-রেখিকা** (কৃগ ২৪২) ললিতার যূথে চতুর্থী সখী। **-বাহ, -বাহু** (ভা ৯।২৪।৪৭) বসুদেবের পত্নী পৌরবীর গর্ভজাত। **বিরাট্** (ছ ৩।৬) অৰ্দ্ধসমপাদ ছন্দোভেদ। **-শ্রবাঃ** (ভা ৫।১৮।১) ধর্মপুত্র ও ভদ্রাশ্ব বর্ষের অধিপতি। **-শ্রী** (গোচ পূর্ব ৩।১১৬) চন্দন। ২ মঙ্গলময়-শোভাসমৃদ্ধি-যুক্ত। ৩ (আচ ১।১০৬) অবিচ্ছিন্না সম্পত্তি। **-সেন** (ভা ৫।৭।১০) ঋষভদেবের পুত্র। ২ (সিন্ধু ৩।৩।৩৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। ৩ (ভা ৯।২৩।২২) সোমবংশ্য কুন্তিরাজের পুত্র। ৪ (ভা ৯। ২৪।৫৪) বসুদেবের পুত্র—দেবকী গর্ভজাত। ৫ (স্তব ১০।১০) শ্রীকৃষ্ণ।

ভদ্রা (ভা ৫।১৭।৮) গঙ্গার চতুর্থ ধারা —ইহা সুমেরুশিখরে নিপতিত হইয়া ক্রমশঃ কুমুদ, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ পর্বতের শিরশ্চারিণী হইয়া ভূপতিত হইয়াছে এবং উত্তর কুরুদেশ ব্যাপ্ত করিয়া লবণসমুদ্রে পড়িয়াছে। ২ (কৃগ পরি ৪৮, ১৩৬, ১৪১) মুখ্যা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী লক্ষ্মণা। ৩ (কৃগ পরি ৪৭) অর্জুন ও বসুদাম সখার মাতা। ৪ (ভা ৫।২।২৩) মেরুর কন্যা ও ভদ্রাশ্বের পত্নী। ৫ (ভা ৯।২৪।৪৫) বসুদেবের পত্নী কৌশল্যা। ৬ (ভা ১০।৫৮।৫৬) ধৃষ্টকেতুর কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের মহিষী। ৭ (লনা ৯।২১) মঙ্গলদায়িকা, ৮ বিষ্টিভদ্রা [অশুভজ্ঞাপক]। ৯ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌরপূজায় তৃতীয়া পীঠশক্তি। ১০ (হ ১৩।৪৩৭) দ্বাদশী।

ভদ্রাকৃতি (হরি ৭।১১১৯) মাঙ্গলিক মুণ্ডন।

ভদ্রাঙ্গ (কৃগ পরি ২৩) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ। [২ বলরাম]।

ভদ্রাভদ্র (চৈভা আদি ৭।১৬৯) ভালমন্দ।

ভদ্রা ভূমি (হ ২০।৫৬-৫৭, হয় ১৬।৫) যাহা নদী ও সাগর বা তীর্থ-পর্যন্ত বিরাজিত, পুষ্পবৃক্ষ-সমাকীর্ণ, ক্ষীরবৃক্ষে সুশোভিত,—বন, উদ্যান, লতা, গুল্ম ও ফুল্ল স্তম্বে সমাবৃত, যাহাতে যজ্ঞীয় তরু ও সুন্দর ক্ষেত্রাদি বিরাজমান—তাহাই ‘ভদ্রা’ বা ‘ভদ্রিকা’ ভূমি।

ভদ্রাবতী (গৌ ১।৪৪) বাংলা ছন্দোভেদ। [২ কট্ফলবৃক্ষ]।

ভদ্রাবলী (উ ১৫।১১৯) ভদ্রা সখী।

ভদ্রাশ্ব (ভা ৯।৬।২৪) সূর্যবংশ্য কুবলয়াশ্বের পুত্র। ২ (ভা ৫।২।১৭) জম্বুদ্বীপস্থ বর্ষ। ৩ (ভা ৫।২।১৯) মহারাজ আগ্নীধ্রের ঔরসে ও পূর্বচিত্তির গর্ভে জাত পুত্র।

ভদ্রাসন—নৃপাসন।

ভদ্রিকা (ছ পরি ৩) নবাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ (ছ ২।৫২) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ। [৩ দুই পক্ষের দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি]।

ভন্দ (গৌবি ৬৫) মঙ্গল, ২ অর্চন, ৩ দীপ্তি।

ভন্দাত্মক (গৌবি ৫১) শুভপ্রদ।

ভন্দিল—শুভ, ২ কম্প, ৩ দূত।

ভয় (ভা ৬।৬।১১) দ্রোণ বসুর ঔরসে ও অভিমতির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ১১।২৮।৫) সংসার-দুঃখ—বি। ৩ (ভা ১১।২৯।৪৮) জরারোগাদি। ৪ (রত্ন ৬।১৮) সংসার। ৫ (নাচ ২৬৪) আকস্মিক ত্রাসকে নাট্যশাস্ত্রে ‘ভয়’ বলে। ৬ (ভা ১১।১।১৪) মহাকাল। ৭ (সিন্ধু ২।৫।৬৭) অপরাধ-জ এবং ঘোরতর প্রাণির দর্শনাদি-জনিত চিত্তের চাঞ্চল্য; ইহাতে আত্মগোপন, হৃদয়শোষ, পলায়ন ও ভ্রমাদি সংঘটিত হয়। **-জয়** (ভক্তি ২৩৭) তত্ত্ব-বিচারে ভয় দূর হয়। **-দ** (আচ ১৭।১১৫) ভীতিপ্রদ, ২ [দো অবখণ্ডনে] ভয়-নাশন। **-নির্বাণ** (গোচ পূর্ব ২৩।৩৭) ভয়নাশক।

ভয়ানক ভক্তিরস (সিন্ধু ৪।৬।১) যথাযথ বিভাবাদিদ্বারা ভয়-রতি পুষ্ট প্রাপ্ত হইলে তাহাকে ‘ভয়ানক ভক্তিরস’ কহে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও দারুণ (অসুরাদি) দ্বিবিধ বিষয়ালম্বন। অপরাধী অনুকম্প্যগণ আশ্রয়ালম্বন হইলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়; স্নেহবশতঃ যাঁহারা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাপ্তি-আশঙ্কা করেন—সেই বন্ধুগণ আশ্রয়ালম্বন হইলে দারুণ শত্রুগণ দর্শন, শ্রবণ ও স্মরণহেতু বিষয়ালম্বন হয়।

ভয়াপহ—ভয়নাশক, ২ রাজা, ৩ বিষ্ণু (সহস্রনাম)।

ভয়োৎকট (আচ ১৪।২১১) কান্তিতে প্রবল।

ভর (আচ ১১।৩) অতিশয়, আধিক্য, ২ ভার। ৩ (বৃভা ২।৬। ৩৫১) পরম্পরা। -**ট**—কুম্ভকার।

ভরণ (গোচ পূর্ব ১।৫৯) পোষণ, ২ বেতন, ৩ ধারণ।

ভরণার্হ (আচ ২।৫৪) সুগোপ্য।

ভরণ্য (মাম ৩।১০৬) ভৃত্যজীবিকা।

ভরণ্যু—শরণ্য, ২ মিত্র, ৩ অগ্নি, ৪ চন্দ্র, ৫ স্বামী।

ভরত (ভা ৫।৪।৮) ঋষভদেবের পুত্র। ২ (ভা ৯।১০।৩) সূর্যবংশ্য দশরথের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২০।৭—২৬) সোমবংশ্য দুষ্যন্তের পুত্র। ৪ (রত্ন টী ৬।১২) নাট্যশাস্ত্রকার মুনি। -**পুত্রক**—নট।

ভরদ্বাজ (ভা ১।১৯।৮) অঙ্গিরা-নন্দন। ২ বৃহস্পতির পুত্র। ৩ (ভা ১০।৭৪।৭) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম। ৪ (গোলী ২১।৫৫) পক্ষিবিশেষ (ভারুই)।

ভরিত (হরি ৭।৮৮৩) [ভর+ইতচ্] ভারযুক্ত।

ভরু [ভৃ+উন্] স্বামী, ২ স্বর্ণ, ৩ শিব।

ভরুক (ভা ৯।৮।২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বিজয়ের পুত্র।

ভর্গ (ভা ৯।১৭।৯) সোমবংশ্য বীতিহোত্রের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৩,১৬) বহ্নির পুত্র ও ভানুমানের পিতা। ৩ (গোবি ৯১) শিব। ৪ (গাভা ১) [ভ্রাজ্+'বহুলং ছন্দসি' ইতি কিপ্] বিষ্ণুরূপ তেজঃ—জী। ৫ জ্যোতিঃ। ৬ আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ঐশ্বর তেজঃ। [যোগিযাজ্ঞবল্ক্য—'আদিত্যান্তর্গতং বর্চো ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষৈর্যচ্চ দ্রষ্টব্যং সূর্যমণ্ডলে॥' (গীতা ১৫।১২]।

ভর্গদেব (ভা ৫।৭।১৪) সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের তেজঃ।

ভর্জ্জন (ভা ১১।৮৭।৪৪) নিবারণ—জী।

ভর্জ্জিত (বৃভা ১।৫।১০৫ টী) দগ্ধ। ২ সূর্যতাপে শুষ্কীকৃত।

ভর্ত্তা (গীতা ৯।১৮) পোষক, ২ (গীতা ১৩।২৩) ধারক। ৩ (ভগ ৩) স্থাপন। ৪ (সস ভগ ১০) আধার। [৫ রাজা, ৬ বিষ্ণু]।

ভর্ত্তৃহরি (হরি ৪।২১৮) যশোধর্মদেব বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ও নীতিশতকাদি গ্রন্থ-প্রণেতা। ২ বাক্যপদীয় বা হরিকারিকাদি-ব্যাকরণ গ্রন্থ-প্রণেতা। ৩ ভট্টিকাব্য-প্রণেতা।

ভর্ত্তৃদারক (বিনা ৩।২২) রাজপুত্র, [নাট্যোক্তিতে] কুমার।

ভর্ম্ম (আচ ১২।৩৮) স্বর্ণ। [২ বেতন, ৩ নাভি, ৪ ধুস্তূর]।

ভর্ম্মী (আচ ১৫।১২১) স্বর্ণযুক্ত।

ভর্ম্ম্যাশ্ব (ভা ৯।২১।৩২) সোমবংশীয় অর্কের পুত্র।

ভলন্দন (ভা ৯।২।২৩) সোমবংশ্য দিষ্টের পুত্র।

ভল্ল (গোচ উত্তর ১৭।২০) ভল্লুক। ২ (সাকৌ ৭।৪) সমীচীন।

ভল্লাক্ষ (গো ভা ১।৩;৩৪) মন্দদৃষ্টি হংস।

ভল্লাট, ভল্লাদ (ভা ৯।২১।২৬) সোমবংশ্য উদকৃষনের পুত্র।

ভল্লী (গোবি ৬০) অস্ত্রবিশেষ। [২ ভল্লাতক]।

ভব (ভা ৩।১২।১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। (ভা ৬।৬।১৭) ভূতের ঔরসে ও সরূপার গর্ভে জাত। ২ (চৈভ ৪।১।৯) সংসরণ; ৩ (মালা চৈ ২।৫) জন্ম। ৪ (সুধা ২৩) [ভবস্ত্যস্মাদিতি]. উৎপত্তিস্থান। ৫ (ভা ১০।৬৩।৩৭) অভ্যুদয়—স্বামী। ৬ লোকদ্বয়শ্রেয়ঃ—সনা। ৭ (ভা ১০।২৭।৯) মঙ্গল। ৮ (মুক্তা ১৯। ১৬) অবস্থান। ৯ (সুধা ১৭) প্রাকট্য। ১০ (ভা ১০।১৪।২৮) [ভবতীতি] চিজ্জড়াত্মক শরীর—স্বামী। ১১ (গোচ পূর্ব ২৬।৩৩) প্রাপ্তি। ১২ (কৃষ্ণ ১৪২) [ভবত্যস্মিন্নিতি] প্রপঞ্চ। ১৩ (ভা ৪।৫। ১৭) বীরভদ্র—স্বামী। ১৪ চালতা ফল, ১৫ শিব। -**ক্ষিতি** (ভা ৪।৩। ৯) জন্মভূমি—স্বামী। -**ঘস্মর**—দাবানল। -**তন্দ্রা** (মালা গোবি ১৮) সংসৃতি-মোহ। -**তোদক** (আচ ৫।৩২) সংসার-নাশক। **ভবৎ** (ভা ১০।১৪।৫৭) পরিণামি কারণ—স্বামী। ২ উপাদানাদি—জী। ৩ (চৈভ ১০। ১৪।৫৭) সত্তামাত্র ব্রহ্ম। °**দারু**—দেবদারু। **ভবন** (গোলী ১৬।২৫) উৎপত্তি, ২ গৃহ। [৩ সত্তা]। **ভবনধর্ম্মা** (রত্ন ৩। ৩) পুনঃপুনঃ জন্মবান্ [অজ্ঞ]।

ভবনেশ্বর (অকৌ ৫।৭৩) গৃহপতি, স্বামী। **ভবন্ত** [ভূ+ঝচ্] কাল। °**প্রবাহ** (ভা ১।৯।২৯) সৃষ্টি-পরম্পরা। -**ভাবন** (ভা ৫।২।১৫) সংসৃতি-বিস্তারক, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। ২ (ভা ১।১০।২) মহাদেবেরও চিন্তাজনক। ৩ (ভা ৪।২৯।৭৭) সংসার-হেতু। -**ভী** (ভা ১০।৪৭।৫৮) মুমুক্ষু। -**ভূতি**—মহাদেবের বিভূতি, ২ উত্তররামচরিত-নির্মাতা। -**রোগ** (চৈচ আদি ১০।৫১) সংসার-বন্ধন। -**বীজ** (ষো ২১) সংসার-কারণ,

অজ্ঞান—জী। -**বেদনা** (ভা ১০।১১।৫৮) সাংসারিক দুঃখ—সনা। ২ সংসারের জ্ঞাপন। -**ব্রতধর** (ভা ৪।২।২৮) শিবব্রত-পরায়ণ। দক্ষশাপে শিবব্রতী ব্যক্তি পাষণ্ডিকক্ষায় প্রবিষ্ট হইবে। এইজন্য কোনও কোনও বৈষ্ণব শিবপূজাদি করেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৪।১৮৬—১৯৭) কিন্তু শিবপূজাদির কর্তব্যতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। -**হৃতি** (গোপা ৩৮) সংসার-নাশ, ২ ক্ষেম-প্রাপ্তি।

ভবান্ (ভা ১০।২৯।৩১) নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্র—সনা।

ভবানী (ভা ৩।২৩।১) শিবভার্যা। ২ (চৈত ১০।৫৩।৫৫) [ভব উদ্ভবো-বুদ্ধিস্তমানয়তীতি] বুদ্ধিদায়িনী।

ভবান্ধ (প্রে ৭১) জন্মান্ধ।

ভবাপবর্গ (ভা ১০।৫১।৫৩) বন্ধনান্ত—স্বামী। ২ সংসারদুঃখের নাশ, ৩ গৃহাদিতে আসক্তি-ত্যাগ, ৪ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক—সনা। ৫ (ভা ১০।৬৩।৪৪) প্রতিজন্মে ভক্তিযোগ—জী। ৬ ভগবানের সহিত বিরোধ-নাশ।

ভবাপ্যয় (ভা ৪।৯।৯) জন্মমৃত্যু।

ভবাভব (ভা ১০।৭৩।২২) সম্পৎ ও বিপৎ।

ভবাভাব (চৈত ১১।২০।১৪) কৈবল্য, ২ মহাভাগ্যে শুদ্ধপার্ষদরূপ।

ভবায়ন (চৈত ১০।২।৪১) [ভবো বিশ্বময়নং যস্য] বিশ্বাশ্রয়।

ভবিক (লনা ৮।২২) কুশল। ২ (আচ ১২।১৫) মঙ্গলময়। ৩ (কৃষ্ণা ৩।৩৯) উৎপত্তি।

ভবিতব্য (ভা ৫।৬।৯) প্রাণিগণের পূর্বসঞ্চিত পাপের ফল—স্বামী। ২ দুরদৃষ্ট—বি। ৩ অবশ্য ভব্য। -**তা** (বিনা ৭।৩০) অবশ্যম্ভাবিতা। ২ ভাগ্য।

ভবিত্র (চৈকা ১৯।২৯) শুভদ।

ভবিন [ভূ চিন্তায়াম্+ইন] কাব্যকৃৎ।

ভ-বিপুলা (ছ ৫।৭) বক্ত্র, ছন্দো-বিশেষ।

ভবিল—ভবিষ্যৎ, ২ জার।

ভবিষ্ণু (গোচ পূর্ব ১১৪৩) ভবনশীল।

ভবীয়ান্ [বহু+ঈয়সুন্] বহুতর (বৈদিক প্রয়োগ)।

ভব্য (হরি ৭।১০৬৪) অভিপ্রেত অর্থের পাত্রভূত। ২ (গোচ পূর্ব ৬।৮৬) মঙ্গল, ৩ ভবিষ্যৎকাল। ৪ (গোচ পূর্ব ২।২) উপপত্তি। ৫ (ভা ১০।৫২।৩৮) সুবেশ—সনা। ৬ (সিন্ধু ৩।২।১০৯) সর্বত্র যোগ্য, উপযুক্ত। ৭ (হ ৮।১৮৯) কাম-রাঙ্গা। ৮ চালতা। -**প্রসব্য** (গোচ পূর্ব ১১।২৮) শুভপ্রতিকূল।

ভব্যা (উ ৯।৩৫ টী) চন্দ্রাবলীর সখী—বি।

ভষ, ভষক—কুক্কুর। **ভষণ**—কুক্কুরের ডাক।

ভস্ (ভা ১০।৬।৭) ভস্ম—স্বামী। ২ [বভস্তীতি ভৎর্সনদীপ্ত্যোঃ] দীপ্ত।

ভসিত (সস তত্ত্ব ৯) ভস্ম, বিভূতি। ২ (সিন্ধু ২।১।২৩৭) ভস্মীকৃত। -**ধারী** (আচ ৭।৪৪) শম্ভু।

ভ-সূচক—দৈবজ্ঞ।

ভস্ত্রকা, ভস্ত্রা, ভস্ত্রিকা (হরি ৭।৮২) অগ্নিদীপক স্বর্ণকারাদির জাঁতা।

ভস্ত্রিকী (হরি ৭।৬১৯) ভস্ত্রাদ্বারা বহনকারী।

ভস্মনি হুত (হরি ৬।৯১) অতিব্যর্থ কর্ম।

ভস্মসাৎ (হরি ৭।১১২) [ভস্ম+সাতি] ভস্মে পরিণত।

ভস্মাসুর (ভা ১০।৮৮) শকুনির পুত্র 'বৃকাসুর'।

ভা (১০।২৯।১০) কান্তি, ২ প্রতিভা—সনা। ৩ (আচ ৯।১১১) প্রকাশ।

ভাঃ (হরি ৫।৩৬০) [ভাস্ দীপ্তৌ+কিপ্] দীপ্তি, ২ শোভা।

ভাক্ (হরি ৫।৩৬০) [ভাজ্ পৃথক্-করণে+কিপ্] বিভাগ।

ভাক্ত (হরি ৭।৬৯৫) [ভক্তে সাধু-রিতি ণ] শালিধান্য। ২ (গোভা ১।২।৭) গৌণ।

ভাক্ত, ভাক্তিক (হরি ৭।২৬৫) [ভক্তং নিযুক্তমস্মৈ দীয়তে ইতি] যাহাকে নিয়ত অন্ন দেওয়া হয়।

ভাগ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) ভাগ্য। ২ অংশ, ৩ (সুধা ৫৩) ভজন। ৪ (আচ ১৪।১১৯) [ভাং গচ্ছতীতি] দীপ্তিযুক্ত। [৫ পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র, ৬ একাদশ সংখ্যা]।

ভাগণ (ভা ১২।৯।১৫) জ্যোতির্গণ।

ভাগত্যাগ-লক্ষণা (রত্ন ৪।৯) শক্যার্থাংশের ভেদ পরিত্যাগ করিয়া ইতরাংশ-বোধক লক্ষণা-ভেদ। [জহদজহৎলক্ষণা দ্রষ্টব্য]।

ভাগধেয় (আচ ৪।১০) ভাগ্য। ২ (চৈনা ৩।৫৩) কর, ৩ বলি। ৪ দায়াদ, সপিণ্ড।

ভাগ-লক্ষণা (সাকৌ ২।৪) জহদ-জহৎ লক্ষণা।

ভাগবত (প্রে ১২ ঘ, টী) অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত হইলেও কিন্তু শ্রীভগবানের বর্ণময় স্বরূপই—'সাঙ্কেত্য, পারিহাস্য' ইত্যাদি শ্লোকে

সর্বপাপহারি-প্রায়শ্চিত্তরূপে নির্ণীত হইলেও শ্রীভগবানের নাম যেমন স্বরূপ হইতে অভিন্ন; যেহেতু নাম ও নামী অভিন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভাগবতে অবতার-প্রকরণে পঠিত হইলেও যেমন অবতারীই, তদ্রূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ-প্রসঙ্গে উক্ত হইলেও শ্রীভগবানেরই প্রকাশান্তর বলিয়া মন্তব্য। স্বয়ং শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—'কলিহত নষ্টচক্ষু ব্যক্তি-গণের জন্য এই পুরাণার্করূপে শ্রীভগবানেরই প্রকাশ হইয়াছে' [ভা ১।৩।৪৩] এবং 'জগদ্‌গুরু-সাত্বত-শাস্ত্রবিগ্রহ' [ভা ৬।১৬।৩৩] ইত্যাদি। ২ (ভা ২।১।৮) ভগবৎপ্রোক্ত—স্বামী। ৩ ভগবান্‌কে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত শাস্ত্র, ৪ ভগবানেরই [ভগবৎপ্রতিপাদক] শাস্ত্র। ৫ (হরি ৭।৫৬২) [ভগবতা উপজ্ঞাতং প্রথম-কৃতমিতি] শ্রীভগবান্‌কর্তৃক প্রথমতঃ আবির্ভাবিত। ৬ (চৈভা আদি ২।৩০) ভগবানের লীলাসঙ্গী, ভক্ত। ৭ (চৈত ১।১।৩) [ভগবতীনাং গোপীনাময়ং] গোপীসম্বন্ধী। **-গণ** (রাধা ৮—৯) মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, (উপরিচর) বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, দাল্‌ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম ও নারদাদি শ্রীহরিভক্ত (পাদ্মে)। **ভাগবত-তাৎপর্য** (সি টী ৬।৩) শ্রীমধ্বমুনি-কৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্যাখ্যা। ২ (চৈভা অন্ত্য ৩।৫০৬) নিত্যসিদ্ধ, অক্ষয়, অব্যয়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সত্য, পূর্ণশক্তিশালী, কৃষ্ণকৃপৈকলভ্য ভক্তিই শ্রীভাগবতের তাৎপর্য। **-ধর্ম** (ভক্তি ৫৯) নিষ্কপট হরি-ভজন। ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ জনগণের প্রতি প্রসন্নচিত্ত ভগবান্ সুখে নিজেকে প্রাপ্তি করিবার যে সকল উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন—সে সকল উপায়ই 'ভাগবত ধর্ম'। (চৈভা মধ্য ১০।৩১৪) সকলকে যথাযোগ্য মানদান—'সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম হয়'। **-পদ** (রত্ন টী ১।১১) বিষ্ণুলোক, ২ ভগবল্লোক। **-পরমহংস** (প্রীতি ৭৫, ভগ ২) অনুক্ষণই ব্রহ্মানন্দে পরিপ্লুত-হৃদয় শুষ্কজ্ঞানি-বিলক্ষণ যতিবিশেষ। ২ দেহাদ্যাসক্তি-রহিত ভগবন্নিষ্ঠ পুরুষ। **-প্রধান** (হ ১০। ৭৪) ভক্ত বা গ্রন্থ-ভাগবতই প্রধান আদরণীয় যাঁহার। ২ (ভা ১০।১। ১৪) ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **-সেবা** (ভক্তি ১৩) ভগবদ্ভক্ত ও গ্রন্থ-ভাগবতের সেবা। ভক্তসেবা দ্বিবিধা—প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্যারূপা। শ্রীভাগবতশাস্ত্রের সেবা—শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদি।

শ্রীমদ্ভাগবত-স্বরূপ—

'রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে। যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃত-সাগরম্' [ভা ১২।১৩। ১৪]। 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্'—শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্বরূপ-পরিচয়টি শাস্ত্রপ্রারম্ভেই (১।১।৩) ঘোষিত হইয়াছে। সকল শাশ্বত সত্যের এবং চরম তত্ত্বের নিগমন (প্রকটন) হইয়াছে যাহা হইতে, তাহাই হইল নিগম বা বেদ—সেই বেদরূপী রসাল বৃক্ষেরই রসময় গলিত ফল হইল—শ্রীমদ্‌ভাগবত। বৃক্ষের পরিণতিতেই ফলোৎপত্তি, ফলদানেই বৃক্ষ-বীজের সার্থকতা; বেদার্থের চরম পরিণতি শ্রীভাগবত-আবির্ভাবেই। ভাগবতীয় তত্ত্ব ও রসসিদ্ধান্ত-প্রকটনেই বেদার্থের চরম সার্থকতা।

বৃক্ষ ও ফলের দৃষ্টান্তটিতে একটি অতিগভীর সত্যের ইঙ্গিত অন্তর্নিহিত। সমগ্র বেদের সার—প্রণব, প্রণবের মূর্তি হইল—ব্রহ্মগায়ত্রী; ব্রহ্মগায়ত্রীই জীবন্ত হইয়া ফলবস্ত হইয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক অক্ষরে[১]। (চৈচ আদি ৭।১২৮) মহাপ্রভু প্রণবকে বেদের 'মহাবাক্য' বলিয়াছেন। (ভা ১০।৮৭।২) দ্বিতীয় মন্ত্রের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন[২]—সর্ববেদার্থ সমন্বয় করে বলিয়া ইহার মহত্ত্ব, অকারাদি তিনটী অক্ষরাত্মক পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট পদের সমন্বয় করে বলিয়া ইহার বাক্যত্ব। মহত্ত্ব ও বাক্যত্ব—দুইই ইহাতে থাকায় ইহার মহাবাক্যত্ব সিদ্ধ হইল। এই প্রণবরূপী মহাবাক্যের বিশ্লেষণই ব্রহ্মগায়ত্রী[৩]। প্রণব যেন একটি কুসুম-কলিকা, ইহার স্ফুটনোন্মুখ শোভা ব্রহ্মগায়ত্রীতে বিরাজমান। শ্রীমদ্‌ভাগবত

১। বেদঃ প্রণব এবাগ্রে (ভা ১১।১৭। ১১), প্রণবঃ সর্ববেদেষু (গীতা ৭।৮)। প্রণব ব্রহ্মের বাচক—তস্য বাচকঃ প্রণবঃ (পতঞ্জলি)। প্রণব ব্রহ্মের সর্বাপেক্ষা নিকটতম নাম বা পরিচয়—ওঁমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম (শ্রুতিঃ)। (ভা ১২।৬।৪১) ইত্যাদি।

২। 'সর্ববেদবাক্যার্থ-সমন্বয়বিধায়কত্বেন মহত্ত্বম্, অকারাদ্যক্ষরাত্মক-পরস্পরসংবদ্ধ-পদসমুদয়ত্বাদ্ বাক্যত্বম্'।

৩। প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়' (চৈচ মধ্য ২৫।৭৬)।

আবার এই পুষ্পেরই চরম ও পরম পরিণতি—নির্দোষ সুপরিপক্ক মধুময় ফল। আর্যগণের এতাদৃশ উক্তিতে একটি গভীর তাৎপর্য আছে, গায়ত্রী-মন্ত্রের সংক্ষেপতঃ ব্যাখ্যা এই—'আমরা সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বিশ্ব-প্রসবিতার বরেণ্য ভর্গাখ্য জ্যোতিকে ধ্যান করি—তিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি-সমূহকে প্রকৃষ্টরূপে চালনা দিন।' গায়ত্রীর এই অর্থই যে শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রকটিত, তাহা তিনরূপে স্থাপন করা যায়—

(ক) 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই মন্ত্রটি সমগ্র গ্রন্থের বীজস্বরূপ। গায়ত্রীর সহিত এই শ্লোকটির একবাক্যতা আছে। গায়ত্রীর 'ধীমহি' এবং ভাগবতের প্রথম শ্লোকের 'ধীমহি' একার্থকই। গায়ত্রীর 'প্রচোদয়াৎ' এবং ভাগবতের 'তেনে' শব্দদ্বয়ও এক-তাৎপর্যক[১]। গায়ত্রীর 'বরেণ্যং ভর্গঃ', ভাগবতের 'সত্যং পরম্'। গায়ত্রীতে 'সবিতুর্দেবস্য' পদের তাৎপর্য (ভা ১।১।১) 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' পদে উদ্দিষ্ট, সুতরাং শ্রীভাগবতের বীজস্বরূপ প্রথম শ্লোকটির সহিত গায়ত্রীমন্ত্রের সর্বথা সাদৃশ্য থাকাতে ভাগবত যে গায়ত্রীরই ভাষ্য—তাহা প্রমাণিত হয়[২]। মৎস্যপুরাণাদিতে[৩] ইহার প্রমাণও আছে।

১। 'অনেন বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থোঽপি দর্শিতঃ'—(ভা ১।১।১) স্বামী।

২। 'গায়ত্র্যা প্রারম্ভেণ গায়ত্র্যাখ্য-ব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ পুরাণমিতি দর্শিতম্'—(১।১।১) স্বামী।

৩। 'যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম-বিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবত-মিষ্যতে'। গ্রন্থোষ্টাদশ-সাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধ-সম্মিতঃ। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ'। (মাৎস্যে ৫৩।২০, অগ্নি ২৭২।৬-৭) শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন (চৈচ মধ্য ২৫। ১৪৭) 'গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভণ। 'সত্যং পরং ধীমহি'—সাধন প্রয়োজন'।

(খ) শ্রীভাগবতের (২।৯।৩০-৩৬) শ্লোকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটী বিষয় আলোচ্য হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে 'চতুঃশ্লোকী' বলা হয়। 'জ্ঞান' বলিতে শাস্ত্রার্থাববোধ, 'বিজ্ঞান'—তত্ত্বানুভূতি, 'রহস্য'—প্রেমভক্তি এবং 'তদঙ্গ'পদে সাধনভক্তিই লক্ষ্যীভূত। এই চারিটী বিষয়কে দর্শনে বলে—অনুবন্ধ-চতুষ্টয়। ইহাই সমগ্র শাস্ত্রের বর্ণনীয় বিষয়, এই চতুঃ-শ্লোকী ভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন। প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে এবং তাহার অভিব্যক্তি চতুঃ-শ্লোকীতে[১]। ব্রহ্মা ভগবান্ হইতে এই চতুঃশ্লোকী প্রাপ্ত হইয়া নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে প্রদান করেন এবং বেদব্যাস তাহা দ্বারাই শ্রীভাগবতের ভিত্তি রচনা করেন[২]। অতএব গায়ত্রী এবং চতুঃশ্লোকীর প্রতিপাদ্য বস্তু অভিন্ন। ভাগবত চতুঃশ্লোকীর পরিণতি, অতএব বেদের পরিপক্ক ফল।

(গ) অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত-ভেদে সত্যের

১। প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়। সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়। (চৈচ মধ্য ২৫।৯২)।

২। ব্রহ্মাকে ঈশ্বর……বিচার করিল। (চৈচ মধ্য ২৫। ৯৩-৯৪)।

দ্বিবিধ রূপ; দুয়ে দুয়ে চার হয়—এই তথ্যটি অঙ্কশাস্ত্রের অমূর্ত্ত সত্য, কিন্তু দুই দুইটি ঘট বা পট একত্র করিলে যে চারটি বস্তু দৃশ্য হয়, তাহাই হইল ঐ সত্যের মূর্ত্তরূপ। গায়ত্রী-প্রতিপাদিত সত্যটিও তদ্রূপ অমূর্ত্ত, তাহা পূর্ণাঙ্গে মূর্ত্তিমন্ত হইয়াছে শ্রীভাগবতে। গায়ত্রীমন্ত্র বলিতেছেন যে তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ বা প্রণোদন করেন; কিন্তু কি উপায়ে এবং কোন্ দিকে—তাহা মন্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। এক্ষণে বিচার্য বিষয় হইল এই যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা কত প্রকারে এবং কোন্ দিকে হয়? দেখা যাইতেছে যে হৃষীকেশ জীব-সমূহকে বলপূর্বক কর্মে প্রেরণ করেন (বলাদিব নিয়োজিতঃ—গীতা ৩। ৩৬), সজ্জনদিগকে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধদ্বারা প্রেরণ করেন (তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য-ব্যবস্থিতৌ—গীতা ৩।৩৬)। অর্জুনের ন্যায় ভক্তের প্রেরণ হয়—উপদেশে। রুক্মিণীপ্রমুখ দেবীগণের চিত্তাকর্ষণ করেন—ধর্মোপেত প্রীতিতে এবং ব্রজবধূগণের বুদ্ধি প্রেরণ করেন—ধর্ম-নিরপেক্ষ শুদ্ধ-প্রীতি-গুণে। এই শেষোক্ত প্রচোদনই সর্বাতিশায়ী। নির্মল প্রীতিই আত্মার ধর্ম বলিয়া ইহাদ্বারাই আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়। আবার বুদ্ধি প্রেরিত হয়—স্বর্গাদি ভোগের দিকে, কর্ত্তব্যকর্মে, স্বধর্মে, মুক্তিতে, ভক্তিতে—তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিক্ হইল যে দিকে তিনি অপ্রাকৃত রসমাধুর্যে বিরাজমান। লীলাপুরুষোত্তম যখন মনোনেত্র-

রসায়ন স্বীয় ভর্গজ্যোতির[১] প্রকাশ করত 'বংশীছিদ্র-আকাশে' স্বীয় 'পিরীতি-মধু' ঢালিয়া ব্রজবালাগণের জীবনযৌবনাদি যথাসর্বস্ব স্বাভিমুখে (১০।২৯।৪ 'স যত্র কান্তো জবলোল-কুণ্ডলাঃ') আকর্ষণ করিয়াছেন—তখন সেইস্থানেই ব্রহ্মগায়ত্রীমন্ত্র মূর্তিমান্ ও প্রাণবান্ হইয়া পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মের অমূর্ত্ত গায়ত্রী ভাগবতের রাসরজনীতে পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

শ্রীভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য—বেদের জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষদে প্রধানতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপনিষদের সিদ্ধান্তসমূহ ব্রহ্মসূত্রে অল্পাক্ষরে সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ব্রহ্মসূত্রের কদর্থনা দেখিয়া সূত্রকার ব্যাসদেব স্বয়ংই তাহার ভাষ্য রচনা করিলেন—শ্রীমদ্ভাগবত[২]। এই ভাগবতে প্রধানতঃ তিনটি বিষয় পরিবেশিত হইয়াছে—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ব্রহ্মসূত্রেও মুখ্যতঃ তাহাই প্রতিপাদিত[৩]। মূল বাচ্য-তত্ত্বই সম্বন্ধ, মূল প্রাপ্য-তত্ত্বই—প্রয়োজন এবং প্রয়োজন-প্রাপ্তির জন্য কর্ত্তব্য তত্ত্বের নির্ধারণই অভিধেয়। ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য বস্তুটি 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-সূত্রের ভূমিকায় শ্রীবলদেব ব্যক্ত করিয়াছেন—'সর্বদোষ-বর্জ্জিত, প্রাকৃতাদিস্পর্শশূন্য অনন্তগুণগণালঙ্কৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতের 'বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু' অর্থাৎ পারমার্থিক বস্তুই প্রতিপাদ্য বলিয়া (ভা ১।২।১১) শ্লোকে বলিয়াছেন যে পরম তত্ত্বটি—অদ্বয় ও অখণ্ড জ্ঞান। তাহার কিন্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌রূপে ত্রিবিধ প্রকাশ। যে অখণ্ড তত্ত্বের এই ত্রিবিধ প্রকাশ, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য বস্তু।

ব্রহ্মসূত্রে (৩।৩।২৮) 'সাম্পরায়ে' সূত্রের ব্যাখ্যানে শ্রীবলদেব বলিয়াছেন যে সাম্পরায় বা প্রেমই প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভা ৯।৪।৬৬) 'ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ' শ্লোকে প্রীতিভক্তিই শ্রীভগবদ্‌বশীকরণের উপায়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রে (৩।২) অভিধেয় বস্তুর আলোচনা দেখা যায়। উপক্রমেই শ্রীবলদেব বলেন যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগের হেতুরূপ ভক্তি (সাধন-ভক্তি) বলা হইতেছে। (শ্রীভাগ ১১।৩।৩২) 'স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ' শ্লোকেও তদ্রূপ সাধনভক্তির গাঢ়তায় প্রেমভক্তির উদয় হয় বলিয়া ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

এইজন্য গরুড় পুরাণে উক্ত আছে 'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥' (শ্রীভাগ ১২।১৩।১২) উক্ত আছে—'সর্ববেদান্ত-সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।' সুতরাং বলিতে হয় যে শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তশাস্ত্রের সারাংশ।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতা:—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার যাহা চরম সত্য, তাহারও জীবন্ত মূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রকট। গীতায় শ্রীভগবান্ (১৮।৬৩) 'ইতি তে সর্বমাখ্যাতং' বলিয়া গীতার ভাষণ 'ইতি' করিলেন বটে, আবার কিন্তু (১৮।৬৫-৬৬) 'সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ' বলিয়া 'মন্মনা ভব' ইত্যাদি দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন—গীতার এই চরম শ্লোকযুগলের অন্তর্নিহিত সত্যটি রূপায়িত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতেই শারদ-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানের পরে গোপীগণের অবস্থায় (ভা ১০।৩০।৪৪) 'তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ। তদ্‌গুণানেব গায়স্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥' আবার সর্বধর্ম-পরিহারেও তাঁহার চরণে আত্মাহুতির দৃষ্টান্তও রাসরজনীতে ধাবমানা গোপবালাগণই (ভা ১০।৩২।২২) এবং (ভা ১০।৪৭।৬১), অতএব বলিতে হয় যে গীতা—উপনিষদ্‌গাভীর দুগ্ধ এবং ভাগবত—সেই দুগ্ধ-মন্থনে জাত নবনীত। সুতরাং প্রতিপাদিত হইল যে কি বেদার্থ, কি সূত্রার্থ, কি গীতার্থ—সকলেরই সর্বথা পরিপূর্ত্তি হইয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবতে।

শ্রীমদ্ভাগবত অপৌরুষেয়, বেদব্যাস-কর্তৃক রচিত নহে, পরন্তু তদীয় হৃদয়ে শ্রীভগবৎকৃপায় স্ফুরিত হইয়াছে। অপৌরুষেয় বাক্যমাত্রই ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষলেশশূন্য, অতএব

১। 'জ্যোতিশ্চকাস্তি জগতামেকাভিরামামদ্ভুতম্' (কর্ণামৃত ৪)।

২। (চৈচ মধ্য ২৫।৯৫—৯৮) শ্রীমদ্‌ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ..... উপনিষদ কহে এক অর্থ।'

৩। (চৈচ মধ্য ২৫।১২৯) 'অতএব ভাগবতে এই তিন্ত কয়। সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজনময়।' এবং (চৈচ আদি ৭।১৪৬) 'সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম। এই তিন অর্থ সর্ব সূত্রে পর্যবসান'॥

সর্বপ্রমাণ-শিরোমণি। (ভা ১।৩।৪৪) শ্রীসূত ইহাকে 'পুরাণার্ক' বলিয়া অজ্ঞানান্ধকার-নাশনে ইহার উপযোগিতা দেখাইয়াছেন। লীলাস্তবে (৪।১৩) শ্রীপাদ শ্রীসনাতন ইহাকে 'শ্রীকৃষ্ণ-পরিবর্ত্তিত' বলিয়াছেন। প্রাচীন মহাজনগণ শ্রীকৃষ্ণতুল্য ভাগবতের ধ্যানও লিখিয়াছেন—(পাদ্মে) 'পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ, তৃতীয়-তুর্যৌ কথিতৌ যদূরূ। নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো, ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ॥ কণ্ঠস্তু রাজন্ নবমো যদীয়ো, মুখারবিন্দং দশমং প্রফুল্লম্। একাদশো যস্য ললাটপট্টকং, শিরোঽপি যদ্ দ্বাদশ এব ভাতি॥ তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্। অপারসংসারসমুদ্রসেতুং, ভজামহে ভাগবতস্বরূপম্॥'

শ্রীমদ্‌ভাগবতে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা—(ভা ১।২।৯—১০) অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তিই অপবর্গ বা পরমধর্ম—ইহাই সাধ্য বস্তু। ইহাকে লাভ করিতে উপায় হইল—তত্ত্বজিজ্ঞাসা। তত্ত্বজিজ্ঞাসা বা তত্ত্ববস্তুর উপাসনার জন্যই মানবজীবন ধারণ কর্ত্তব্য। (ভা ১।২।১১) 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ' শ্লোকে তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ-বিনিশ্চয় হইয়াছে। এই মতে অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্ববস্তু। এস্থলে 'জ্ঞান'-শব্দে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মিলনে সাময়িক অববোধই বাচ্য নহে, পরন্তু অখণ্ড চৈতন্যসত্তাই ধর্ত্তব্য। যাহা স্বরাট্, যাহার সত্তা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না, তাহাই স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতন্ত্র। জ্ঞান বা চৈতন্য বস্তুই সেই স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা। জীব চিৎকণ হইলেও স্বয়ংসিদ্ধ নহে। অখণ্ড চৈতন্যঘন পরমপুরুষই এই তত্ত্ববস্তু—তাদৃশ কি অতাদৃশ তত্ত্বান্তর নাই—তৎসজাতীয় চিৎকণ জীব আছে বটে, কিন্তু তাহার সত্তা স্বতন্ত্র নহে; আবার তদ্‌বিজাতীয় জড়বস্তু আছে বটে, কিন্তু তাহাও অন্যের উপর নির্ভরশীল। অদ্বয় অখণ্ড তত্ত্বই কেবল নিজসত্তায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত—তাহার শক্তিসমূহ তাহাকে ত্যাগ করিয়া এককণও থাকিতে পারে না। তত্ত্ববস্তুতে স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই, আপন শক্তিতে তিনি আপনিই স্থিত—অসমোর্দ্ধ বলিয়াই তিনি অদ্বয়। শ্রুতিশাস্ত্রের ইহাই মার্মিক কথা। আচার্য শঙ্কর তত্ত্ববস্তুতে স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ নিরাস করিয়াছেন—'বিজাতীয়-স্বজাতীয়-স্বগত-ভেদরহিতত্বাদেকরসঃ অখণ্ডত্বং সৈন্ধবঘনবৎ'। স্বগতভেদ-সম্বন্ধে শ্রীজীব প্রভু বলেন যে দুইটি স্বতন্ত্র বস্তুর মধ্যেই ভেদের কথা উঠে; শক্তি যখন সর্বতোভাবে শক্তিমানেরই আশ্রিত, তখন ভেদ আছে—একথা বলা যায় না। পক্ষান্তরে একেবারে ভেদ না থাকিলে শক্তিদ্বারে বৈচিত্র্যময় লীলাদি হইতে পারে না, কাজেই কিছু ভেদ স্বীকারও করিতে হয়।

শক্তি ও শক্তিমান্‌কে একেবারে ভিন্নও ভাবা যায় না, একেবারে অভিন্নও ভাবা যায় না, অতএব ইহাদের সম্বন্ধ ভিন্নাভিন্ন। এই ভেদাভেদ বিচারভূমির উর্দ্ধে, অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমিতে অবস্থিত; যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য, অতএব স্বগতভেদের সম্পর্কে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকার্য। শ্রীজীবপাদের মতে এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের ভূমিতে দাঁড়াইয়া শ্রীমদ্ভাগবত 'অদ্বয়' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতেই বিরোধী শ্রুতিসমূহের সমাধান এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই সেই সমাধানের মূলে বিদ্যমান্।

শ্রুতিতে সগুণ ও নির্গুণ উভয়-নিষ্ঠ বচন থাকায় প্রশ্ন উঠে যে ব্রহ্মবস্তুটি কি সগুণ, না নির্গুণ? যাঁহারা নির্গুণবাদী, তাঁহারা সগুণপর শ্রুতির মুখ্য প্রামাণ্য অস্বীকার করত ঐ শ্রুতিকে ব্যাবহারিক বা গৌণার্থে কল্পনা করেন। আবার সগুণবাদী ব্যক্তিরাও নির্গুণ শ্রুতিকে লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন—তত্ত্বমসি বাক্যকে তৎপুরুষ সমাস করিয়াছেন, 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা' শ্রুতির অকারকে অভাববোধক না করিয়া অপ্রাকৃতত্ব বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে কিন্তু উভয়নিষ্ঠ শ্রুতির বিরোধ-সমাধানে বলা হইয়াছে যে নির্গুণ ব্রহ্মেও সৃজনাদি শক্তির বিকাশ অগ্নির উষ্ণতাবৎ সম্ভবপর, কেননা তাঁহার ঐ শক্তি অচিন্ত্য[১]। ইহাই

১। 'শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞান-গোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ। ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা'। (বি পু ১।৩।১—২) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেন—'লোকে হি সর্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ, অচিন্ত্যং তর্কাসহং

পুরাণাদি-সম্মত আর্ষ ব্যাখ্যা, অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদই সকল শ্রুতির সমান মর্য্যাদা দান করে এবং এইরূপ ব্যাখ্যানেই বিরোধী শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত মীমাংসাও হইতে পারে।

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বটি কেবল জ্ঞানই নহে, যেহেতু ইহা জিজ্ঞাসা বা উপাসনার বিষয়। পুরুষার্থ-ব্যতীত চিন্মাত্র বস্তুতে কাহারও আকাঙ্ক্ষা নাই, অতএব তত্ত্ববস্তুটি সুখস্বরূপও বটে। শ্রীজীবপাদ বলেন (তত্ত্ব ৪) 'তত্ত্বমিতি পরম-পুরুষার্থ-দ্যোতনায় পরম-সুখস্বরূপত্বং তস্য জ্ঞানস্য বোধ্যতে'। পরমতত্ত্ব-বস্তুতে অখণ্ড জ্ঞান, সত্তা ও আনন্দ অখণ্ডভাবে বিরাজমান। জ্ঞান, সত্তা ও আনন্দ একই, তথাপি যে বলা হয় পরম-তত্ত্ব-বস্তুতে চেতনা ও আনন্দ আছে, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে; সত্তাতে, চৈতন্যেতে ও আনন্দেতে যৎসামান্য ভেদও স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীবলদেব এক্ষেত্রে 'বিশেষ' স্বীকার করিয়া সমাধান করিয়াছেন—বিশেষ ভেদের প্রতিনিধি হইলেও ভেদ নহে; সুতরাং ভেদাভেদ বলিলে দোষাবহ হইতে পারে না। ভেদাভাবেও ভেদ-কার্য ধর্মধর্মি-ভাবাদি ব্যবহারের নিবর্ত্তক (গোভা ৩।২।৩১)। সুতরাং ধর্মধর্মিগত ভেদটি পরমতত্ত্ব-বস্তুর স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও অচিন্ত্য-ভেদবিশিষ্ট-রূপে প্রতীত হয়।

বিষ্ণুপুরাণে হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী শক্তির উল্লেখ আছে। যে শক্তিবলে ব্রহ্ম সত্তাবিশিষ্ট হন ও অপরকে সত্তাবিশিষ্ট করেন—তাহাই 'সন্ধিনী' শক্তি। যে শক্তিবলে তিনি চিৎস্বরূপে থাকেন ও অপরকে চৈতন্যময় করেন—তাহাই 'সম্বিৎ' শক্তি এবং যে শক্তিদ্বারা তিনি স্বয়ং আনন্দময় হন ও অপরকে আনন্দিত করেন, তাহাই 'হ্লাদিনী' শক্তি। ইহাদের মধ্যে হ্লাদিনীই সর্বশ্রেষ্ঠা, কেননা সকল শক্তির উৎকর্ষতা সুখানুভূতিতে, চিৎশক্তিও যখন সুখানুভূতিতে পরিণত হয়, তখনই উহার অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠা; কাজেই সন্ধিনী ও সম্বিতের চরম উৎকর্ষ যাহাদ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই হ্লাদিনী। অচৈতন্য সত্তা থাকিলেও অসৎ চৈতন্য থাকেনা, আবার চেতনা-হীন আনন্দ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে সম্বিৎ শক্তিতে সন্ধিনী অন্তর্লীন আবার হ্লাদিনীর মধ্যেও সংবিৎ অন্তর্লীন, অতএব হ্লাদিনীর গাম্ভীর্য ও ব্যাপকত্ব প্রতিপন্ন হইল। 'বিশেষ'-বলে শক্তিত্রয়ে ও শক্তিমানে অচিন্ত্য-ভেদাভেদই সম্বন্ধ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ষট্‌সংবাদ:— শ্রীশৌনক সূতগোস্বামির নিকট ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন—(১) পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়: কি? (২) আত্মা সুপ্রসন্ন কি প্রকারে হয়? (৩) ভগবানের দেবকীগৃহে আবির্ভাবের কি কারণ? (৪) তাঁহার লীলা কি কি? (৫) তাঁহার অবতার কি কি? (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে ধর্ম কোথায় গেল? এই ছয় প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপে সমগ্র ভাগবতের প্রবৃত্তি হইয়াছে; বক্তা ও শ্রোতার পরম্পরাও এইরূপ —শ্রীনারায়ণ ও ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসদেব এবং শুকদেব ও পরীক্ষিৎ[১]। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ সূত-শৌনক-সংবাদকে ষট্‌সংবাদের মধ্যে ধরেন নাই। এই ষট্‌প্রশ্নের উত্তর আছে—প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম চারি উত্তর, পঞ্চম উত্তর ঐ তৃতীয় অধ্যায়ে এবং ষষ্ঠ উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপে বিজয় করিতেছেন। বিস্তারিতভাবে কিন্তু সমগ্র ভাগবতেই এই প্রশ্ন ছয়টির উত্তর ইতস্ততঃ বিন্যস্ত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রধানতঃ দশটি বিষয়ের বর্ণনা আছে—সর্গ (মূলসৃষ্টি), বিসর্গ (প্রলয়), স্থান (সৃষ্টি পদার্থের উৎকর্ষ-বিধান), পোষণ (ভক্তগণে অনুগ্রহ), উতি (কর্ম-বাসনা), মন্বন্তর, ঈশানুকথা (হরি ও তদ্‌ভক্তগণের চরিত), নিরোধ (সশক্তি শয়ন), মুক্তি (স্বরূপে অবস্থিতি) এবং আশ্রয় (শ্রীহরি)। দশম বস্তুটির তত্ত্বনির্ধারণেই শাস্ত্র-তাৎপর্য হইলেও অন্য নয়টি বর্ণনা

যত্র জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তি-প্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি; যথা—অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ, কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবমতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্যাপি অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ।'

১। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষায় (১২।১৩) উপসংহারে অনুরূপ বর্ণনা। ভগবান্ ও ব্রহ্মা, ব্রহ্মা ও নারদ, নারদ ও ব্যাস, ব্যাস ও শুকদেব, শুক ও পরীক্ষিৎ এবং সূত ও শৌনক।

করিতে হয়, যেহেতু তদ্দ্বারা মূল বস্তুর সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে **ব্রহ্মবাদ ও পরমাত্মবাদ** স্থলে স্থলে আলোচিত হইলেও কিন্তু ইহাতে ভগবদ্বাদই বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে। ভক্ত ও ভগবানের বিবিধ লীলা-বিলাসই শ্রীমদ্ভাগবত। ভগবদবতার অসংখ্য—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, মন্বন্তরাবতার ও কল্পাবতার ইত্যাদি। শ্রীপাদ সনাতন প্রভু লীলাস্তবে (১৮—২৫) ৩৭টি অবতারের কীর্ত্তন করিয়াছেন। অবতারগণ সকলেই নিত্য চিন্ময়, অপ্রাকৃত, পরমানন্দ-স্বরূপ, হানোপাদান-রহিত, জ্ঞানমাত্র ও সর্বগুণ-পূর্ণ[১]। অবতার-প্রকরণে পঠিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সকল অবতারের অবতারী, সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে পরিপূরিত পরতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অন্যান্য অবতারগণের ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্। লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপ-মাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণই অনন্যসাধারণ।

শ্রীমদ্ভাগবত রসিক ও ভাবুকের সংবেদ্য, সুতরাং ইহা একটি অতুলনীয় রসগ্রন্থ ও দার্শনিক গ্রন্থ। রসের আবেদন হয় চিত্তের অনুভবে আর দর্শনের আবেদন মস্তিষ্কের যুক্তি-বিচারে; চিত্ত চাহে সুন্দরকে আর বিচার চাহে সত্যকে; এজন্য এ দুইটি বিরোধী; কিন্তু কাব্য ও দর্শনের এই চিরন্তন বিরোধকে শ্রীমদ্ভাগবতই মহাসমাধানের ভূমিতে আনিয়াছেন। একই গ্রন্থে ভাবুক দার্শনিকের ও রসিক সাহিত্যিকের সর্বথা পরিতৃপ্তি বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। শ্রীভাগবতের ইহাই অনন্যসুলভ গৌরব যে ইহা একাধারে রসিক ও ভাবুক-গণের প্রত্যেককেই রসপানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। উভয় যোগ্যতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই শ্রীভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠ আস্বাদক—শ্রীশুকদেব তৎকালে এবং শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণ ইদানীং এইরূপ আস্বাদক ছিলেন। শ্রীগ্রন্থের মুখ্যনায়ক—ঔপনিষদ পুরুষ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা আস্বাদিকা হইলেন মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। সেই ভাবময়ী রসময়ী শ্রীরাধার ভাবসাজাত্যে ও কৃপানুগত্যেই শ্রীভাগবত আস্বাদ্য—ইহাই তাৎপর্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার:—যদ্যপি 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া'—এই ন্যায়ানুসারে প্রেমময় রসময় ভাগবতের কৃপাকণা ব্যতীত শ্রীগ্রন্থ দুর্বোধ্যই থাকেন, তথাপি ভক্তি-বিভাবিত-চিত্ত ভক্তগণই টীকাদ্বারা শ্রীভাগবত-রসের পরিবেষণ করিয়া যে ভাগবত-প্রবেশের পরমসহায় করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীজীবপ্রভু তৎপূর্ববর্ত্তী আটখানি টীকার নাম করিয়াছেন (তত্ত্বসন্দর্ভ ২৩)—হনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া এবং শুকহৃদয়। শ্রীধরস্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকাই এখন দৃশ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য, বিজয়ধ্বজ-কৃত পদরত্নাবলী, বীররাঘবকৃত ভাগবতচন্দ্রিকা, শুকদেব-কৃত সিদ্ধান্ত-প্রদীপ, বল্লভাচার্যের সুবোধিনী, অদ্বৈতসিদ্ধিকার শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর ভাবার্থ-প্রবেশিকা প্রভৃতিও গভীরতত্ত্ব-পূর্ণ[১]। পূর্ববর্ত্তী টীকাকারদের মধ্যে শ্রীধরস্বামিপাদই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে সমাসীন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরানুগত ব্যাখ্যাকেই গৌরব দান করিয়াছেন (চৈচ অন্ত্য ৭।১১১)।

শ্রীগৌরেশ্বর সম্প্রদায়িগণও শ্রীমদ্ভাগবতের বহু টীকা নির্মাণ করিয়াছেন — বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী (শ্রীসনাতন প্রভু), লঘুতোষণী, বৃহৎক্রমসন্দর্ভ, লঘুক্রমসন্দর্ভ (শ্রীজীব-প্রভু), সারার্থদর্শিনী (শ্রীবিশ্বনাথ), বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীবলদেব), ভাবভাব-বিভাবিকা (শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র), শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা (শ্রীনাথ-চক্রবর্ত্তী), দশম-টীকা (শ্রীকবি-

১। মহাবরাহপুরাণে—সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদান-রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ। পরমানন্দসন্দোহাঃ জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ। সর্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষ-বিবর্জ্জিতাঃ।

১। Catalogus Catalogorum নামক গ্রন্থতালিকা পুস্তকে—অমৃত-তরঙ্গিণী, আত্মপ্রিয়া, কৃষ্ণপদী, চৈতন্যচন্দ্রিকা, জয়মঙ্গলা, তত্ত্বপ্রদীপিকা, তাৎপর্যচন্দ্রিকা, তাৎপর্যদীপিকা, ভগবল্লীলাচিন্তামণি, রসমঞ্জরী, শুকপক্ষীয়া, ভাগবত-তাৎপর্যনির্ণয়, প্রবোধিনী, অন্বয়বোধিনী, ভাবপ্রকাশিকা, পদরত্নাবলী, বুধরঞ্জিনী, নিবন্ধবিবৃতিপ্রকাশ, ভাগবত-পুরাণার্কপ্রভা ব্যাখ্যালেশ, ভাগবতচূর্ণি, ভাগবত-ভূষণ, ভাগবতগূঢ়ার্থ-রহস্য ইত্যাদি অন্যান্য টীকার নাম পাওয়া যায়।

কর্ণপূর), সংশয়-শাতনী (শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী) প্রভৃতি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববর্ত্তী টীকাকারগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—তত্ত্বসিদ্ধান্তের দিকে; পক্ষান্তরে তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণ বিশেষভাবে রসসিদ্ধান্তের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন। এই শ্রীগৌরানুগগণই তত্ত্ব ও রসসিদ্ধান্তের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধুরন্ধর।

টীকাগ্রন্থ ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের **নিবন্ধ বা প্রকরণ** গ্রন্থও বহু আছে। তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—মুক্তাফল, হরিলীলা, বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী, লীলাস্তব, হরিভক্তিতত্ত্বসার-সংগ্রহ। এইসব গ্রন্থ শ্রীভাগবতাবলম্বনে রচিত এবং ইহারই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য-স্ফুটীকরণেই ইহাদের সার্থকতা।

শঙ্করাচার্য সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে বেদান্ত-পক্ষ-প্রকরণে ৯৮-৯৯ শ্লোকে বাসুদেব-সহস্রনামে (৫,৫৫) ভাগবতের নাম করিয়াছেন; প্রবোধসুধাকরে প্রথমতঃ যাদবাধীশকে প্রণাম করত বৈরাগ্য-প্রশংসা, দেহ-নিন্দা, বিষয়-নিন্দা, মনোনিন্দা, বিষয়-নিগ্রহ, মনো-নিগ্রহ, বৈরাগ্য, আত্মসিদ্ধি ইত্যাদি প্রবোধ-প্রকরণ পর্যন্ত ভাগবতীয় প্রসঙ্গ বর্ণনা না করিলেও ভক্তি-প্রকরণ হইতে ভাগবতীয় কথার আরম্ভ করিয়াছেন। ধ্যানবিধি-প্রকরণে (১৮৪—১৮৮) তিনি গো-গোপ-গোপী-পরিবেষ্টিত শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনকে ধ্যান করিয়া 'সগুণ-নির্গুণয়োরৈক্য-প্রকরণে' সগুণ-নির্গুণ শ্রুতির সমন্বয়-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বটি (১৯৪-২২৫) সুস্থাপিত করিয়াছেন। প্রবোধসুধাকরের এই কয়েকটি অধ্যায়কে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকরণ-গ্রন্থ বলা চলে।

শ্রীভাগবতীয় কথাবলম্বনে মন্ত্রভাগবত ও তন্ত্রভাগবত আছে। নীলকণ্ঠ-সূরি-সংকলিত মন্ত্র-ভাগবতে ২৫০ ঋক্‌মন্ত্রের ভাগবতীয় ব্যাখ্যা আছে এবং ইহাতে গোকুল, বৃন্দাবন, অক্রূর ও মথুরা-কাণ্ড নামে চারিটী বিভাগ আছে। শ্রীহয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে (১।২।৮) শাস্ত্রকথন-প্রস্তাবে তন্ত্রভাগবতকে ভাগবতের ভাষ্য বলা হইয়াছে। ঋক্‌পরিশিষ্ট-নামক গ্রন্থ হইতে বৈষ্ণবাচার্যগণ শ্রীরাধামাধবের তত্ত্বকথা উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীভাগবতের অধিবেশন-স্থান—(১) শম্যাপ্রাস—সরস্বতীর পশ্চিম তটে (ভা ১।৭।২—৮)। (২) অমর্ত্ত্য-নদী গঙ্গা যে স্থলে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগতা যমুনার সহিত মিলিতা হইয়াছেন (ভা ১।১৯।৫—৬, টী) —এই উক্তিতে 'প্রয়াগতীর্থরাজই' সঙ্কেতিত বলিয়া মনে হয়। (৩) নৈমিষারণ্যে—সূত উগ্রশ্রবার মুখে শৌনকাদি মুনিগণ শ্রবণ করেন (ভা ১।১।৪—৫)। (৪) গঙ্গাদ্বার সমীপে আনন্দ-নামক তটে (পাদ্মে ভা মাহাত্ম্যে ৩।৪)। (৫) তুঙ্গভদ্রা-তটে—গোকর্ণ ভাগবত কীর্ত্তন করেন। (পাদ্মে ভা-মাহাত্ম্যে ৪।১৬) (৬) বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন-সমীপে সখী-স্থলে (স্কান্দ ভা-মাহাত্ম্যে ২।২৪, ৩। ৬৭)। [গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ বিমলানন্দ সরস্বতীর গবেষণা মতে—দ্বিতীয় অধিবেশন স্থানটি—'শুকরতল'—মজফরনগর হইতে ১০ মাইল অথবা বিজনৌর হইতে ৭ মাইল গঙ্গাতটে কিছুদূরে। শুকরতল হইতে ৫ মাইল পূর্বদিকে ভাগীরথীর অপর পারে 'বিদুর কুটীর', বিপরীত তটে মিরাট জিলায় 'হস্তিনাপুর'—এখান হইতে ৫ মাইল দূরে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন-স্থান]।

শ্রীভাগবতের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি—অবতরণ (ভা ১২।৪।৪১—৪৩, তর ১২।৪।৪১—৪৫); অনার্ষত্ববাদ-নিরাস (সি ৬।১—৪); অষ্টাদশাতিরিক্তত্ববাদ (সি ৩।১—৫); অষ্টাদশান্তর্বর্ত্তিত্ববাদ (সি ৩।৪); আবির্ভাব-কারণ (তত্ত্ব ১৮—১৯)। কার্য (চৈভা আদি ২।১৬); তত্ত্ব (চৈভা মধ্য ২১।১৫—২৫); তাৎপর্য (চৈভা অন্ত্য ৩।৫০৬); দান-ফল (তর ১২।১৩।২৫—২৬); ধর্ম (তর ১১।২।৫৭—৬৬); ধর্ম-মাহাত্ম্য (তর ১১।২।২২—২৩); ধর্মবেত্তা (তর ৬।১।১৬৩—১৬৪); ধর্মশিক্ষা (তর ১১।৩।৩৪—৫২); প্রামাণ্যাপবাদ-নিরাস (সি ৫।১—৪); মহিমা (চৈভা মধ্য ২১।১৪—১৮, ২৩—২৫; অন্ত্য ৩।৫১০—৫২২); বক্তৃ-পরম্পরা (ভা ৩।৮।৭—৯); শ্রবণ-কীর্ত্তনফল (তর ১২।১৩।৩২—৩৩); সর্বশ্রেষ্ঠত্ব (তর ১২।১৩।২৬—৩১); সিদ্ধি-প্রসঙ্গ (ভা ১১।১৫। ৪—৫) অণিমাদি প্রধান আটটি, (১১।১৫।৬) অনূর্মিমত্তাদি গুণজ পাঁচটি এবং (১১।৫।৭) স্বচ্ছন্দমৃত্যু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পাঁচটি।

শ্রীমদ্ভাগবতে গীত-সঙ্কলন—[১] রুদ্রগীত (৪।২৪।৩৩—৭৯)।

[২] দেবগীত (৫।১৯।২১—২৮), [৩] বেণুগীত (১০।২১।৭—১৯); [৪] গোপীগীত (১০।৩১); [৫] যুগলগীত (১০।৩৫।২—২৫), [৬] ভ্রমরগীত (১০।৪৭।১২—২১); [৭] ভিক্ষুগীত (১১।২৩।৪৩—৫৮); [৮] ঐলগীত (১১।২৬।৭—২৪); [৯] ভূমিগীত (১২।৩।১—১৫)।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে মন্ত্র-সমাবেশ—[১] কামবীজ বা একাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র (ভা ১০।২৯।৪) [কল=ক+ল, বামদৃক্‌ =ঈ, এবং মনোহর=চন্দ্র=ঁ—সমবায়ে ক্লীঁ]। [২] কাত্যায়নী-মন্ত্র (ভা ১০।২২।৪) [হ্রীঁ ক্রীঁ কাত্যায়ন্যৈ নমঃ]। [৩] গায়ত্রী-সহোদর মন্ত্র (৫।৭।১৪); [৪] ব্রহ্মাক্ষর বা প্রণব (৫।৮।১); [৫] সঙ্কর্ষণ-মন্ত্র (৫।১৭। ১৭), [৬] হয়শীর্ষ-মন্ত্র (৫।১৮।২); [৭] নরসিংহমন্ত্র (৫।১৮।৮, ৭।১০।১০); [৮] কামদেব-মন্ত্র (৫।১৮।১৮); [৯] মহামৎস্য-মন্ত্র (৫।১৮।২৫); [১০] কূর্ম-মন্ত্র (৫।১৮।৩০); [১১] বরাহ-মন্ত্র (৫।১৮।৩৫); [১২] শ্রীরামমন্ত্র (৫।১৯।৩); [১৩] নরনারায়ণ-মন্ত্র (৫।১৯।১১) [১৪] নারায়ণমন্ত্র (৬।৮।৬, ১০, ৬।৫।২৮); [১৫] বিষ্ণুমন্ত্র (৬।১৯।৭, ৮);]১৬] বাসুদেবমন্ত্র (১।৫।৩৭, ৪।৮।৫৩, ৮।৩। ২)। [১৭] রুদ্রগীতে (৪।২৪)। ও নারায়ণবর্মে (৬।৮।১২—৩৪) বহু মন্ত্রের ইঙ্গিত আছে। [১৮] রক্ষাবন্ধন মন্ত্র (১০।৬।২২—২৯)। কবচ—নারায়ণবর্ম (৬।৮।১২—৩৪)। রক্ষা-কবচ (১০।৬।২২—২৯) স্তব-সমাবেশ—কুন্তী-কৃত স্তব (১। ৮।১৮—৪৩); ভীষ্ম-কৃত (১।৯।৩২—৪২); ঋষি-কৃত (৩।১৩।৩৪—৪৫); গর্ভস্থজীব-কৃত (৩।৩১।১২—২১); দক্ষাদি-কৃত (৪।৭।২৬—৪৭); ধ্রুব-কৃত (৪।৯।৬—১৭); ভব-কৃত (৫।১৭।১৮—২৪); প্রজাপতি-কৃত (৬।৪।২৩—৩৪); ব্রহ্মাদি-কৃত (৭।৮।৪০।৫৬); প্রহ্লাদ-কৃত (৭।৯।৮—৫০); গজেন্দ্র-কৃত (৮।৩।২—২৯); ব্রহ্ম-স্তব (৮।৫।২৬—৫০); প্রজাপতি-গণ-কৃত (৮।৭।২১—৩৫); অদিতি-কৃত (৮।১৭।৮—১০); গর্ভস্তুতি (১০।২।২৬—৪১); দেবকী-কৃত (১০।৩।২৪—৩১); ব্রহ্মস্তুতি (১০। ১৪।১—৪০); নাগপত্নী-কৃত (১০। ১৬।৩৩—৫৩); ইন্দ্র-কৃত (১০।২৭। ৪—১৩); অক্রূর-কৃত (১০।৪০। ১—৩০); মুচুকুন্দ-কৃত (১০।৫১। ৪৬—৫৮); শ্রুতি-স্তুতি (১০।৮৭। ১৪—৪১); মার্কণ্ডেয়-কৃত (১২।৮। ৪০—৪৯)। প্রতিস্তবই বৈশিষ্ট্যান্বিত হইলেও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বেদান্ত-রস-রহস্য-বৃংহিত হইতেছে—বেদ-স্তুতি। মুচুকুন্দ-কৃত স্তবে মায়ামুগ্ধ জীবের স্বরূপ-রহস্য ও বিষয়ভোগের তিক্ততাদি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

ভাগবতার্থাস্বাদ (সিন্ধু ১।২।২২৬) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একতম। শ্রীশুক-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্য-প্রশিষ্যাদিক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ—পরানন্দ-রসময়, কঠিন-হেয়াংশ-রহিত, তরল ও পান-যোগ্য শ্রীমদ্‌ভাগবত-নামক বেদ-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল ভক্তগণের সর্বাবস্থায় পান করা উচিত।

ভাগবতী-গতি (চৈত ৩।২৪।৪৭) ভগবদ্ধাম। **-তনু** (প্রীতি ১১) শ্রীভগবানের অংশ যে জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতির অংশভূত (তনু)। ভগবৎকৃপায় লিঙ্গশরীরপর্যন্ত-ত্যাগে প্রকৃতি-স্পর্শরহিত এই নিত্য সেবোপ-যোগী পার্ষদদেহ লাভ হয়। **-ভক্তি** (ভচ ৭। উপ°) প্রীতি। **-রতি** (সিন্ধু ১।৩।৪৩) ভুক্তিমুক্তিকামনা-বিহীন শুদ্ধভক্তিসম্পন্ন জনের হৃদয়ে আবির্ভূতা ভক্তি। **-সংহিতা** (ভা ১২।৪।৪১) শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ।

ভাগবতোত্তম (হ ১০।২২—২৪; ৩৮—৪১) যে ব্যক্তি সর্বজীবে ভগবদ্ভাব ও সর্বজীবকে ভগবদাত্মাতে দর্শন করেন, স্বীয়ধনে বা পরধনে যাঁহার ভেদজ্ঞান নাই, সকল দেহে সমজ্ঞান করেন, সর্বভূতে তুল্যদর্শন করেন, যিনি শান্তচিত্ত এবং শ্রীভগবান্‌কে দেশকালাপরিচ্ছিন্ন, সর্বাত্মা ও সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়া জ্ঞাত থাকুন আর নাই থাকুন, যিনি অনন্যভাবে উপাসনা করেন—তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ। আবার ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপরসাদি গ্রহণসত্ত্বেও যিনি জগৎকে বিষ্ণুর মায়াময় দেখিয়া তাহাতে বিচলিত নহেন, তিনিও ভাগবতোত্তম।

ভাগবদ্ধর্মবেত্তা (চৈত ৬।২০) ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, কুমার (সনৎকুমার), কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুক এবং যম—এই দ্বাদশ ব্যক্তি।

ভাগবৃত্তি (হরি ৪।১৮) বিমলমতি-প্রণীতা অষ্টাধ্যায়ী-বৃত্তি। ২ উণাদি-বৃত্তিভেদ।

ভাগী (হরি ৫।৩৩০) [ভমৃজ্‌,

আমর্দনে+-ঘিণুন্] গ্রহণকারী।

ভাগুরি (দা ৬) শ্রীবসুদেব-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবলরামের মঙ্গল-কামনায় গোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞকরণার্থ নিযুক্ত মুনি-বিশেষ। (কৃগ ৬৭, ১০৪) শ্রীকৃষ্ণের পুরোহিত। [২ স্মৃতি-ব্যাকরণাদি-কর্তা মুনি]।

ভাগ্য (হরি ৫।৭৬১) বৃদ্ধ্যাদি ভাগ যাহাকে দেওয়া হয়, ২ [ভজ সেবায়াং+ণ্যৎ, কুত্বম্] ভজনীয়। ৩ (চৈচ মধ্য ২২।৪৩) সুকৃতি। ৪ (ভগ ৭৮) ভজনীয় ফল। ৫ (কৃষ্ণ ১৩৮) অনির্বচনীয় শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা। **-রাশি** (কৃগ পরি ১০৫) শ্রীকৃষ্ণের হড্ডিপ। **-বতী** (জ চ ২।২১) শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের মাতা। ২ (কৃগ পরি ১৯৬) শ্রীরাধার হড্ডিপ-কন্যা। **-বান্** (চৈচ অন্ত্য ৫।৮) কৃষ্ণকথায় রুচিশীল।

ভাঙ্কৃতি (চৈনা ১।২) ভেরীর শব্দ।

ভাঙ্গীন [ভঙ্গায়াঃ ভবনং খঞ্] ভাঙ্গের ক্ষেত্র।

ভাজন (গোলী ৪।৩৬) পাত্র, ২ আধার, ৩ যোগ্য।

ভাজী (আচ ১৩।৭৫) পক্ক শাকাদি সামগ্রী (ভাজা)। **ভাজ্য**—বিভজনীয়।

ভাণ (চৈনা ৩।১৭) রূপক-ভেদ। যথা—সাহিত্যদর্পণে (৬।২৫৫):—"ভাণঃ স্যাদ্ধূর্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ। একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ॥ রঙ্গে প্রকাশয়েৎ স্বেনানুভূতমিতরেণ বা। সম্বোধনোক্তি-প্রত্যুক্তৌ কুর্যাদাকাশ-ভাষিতৈঃ॥ সূচয়েদ্বীরশৃঙ্গারৌ শৌর্যসৌভাগ্য-বর্ণনৈঃ। তত্রেতিবৃত্তমুৎপাদ্যং বৃত্তিঃ প্রায়েণ ভারতী। মুখনির্বহণে সন্ধী লাস্যাঙ্গানি দশাপি চ॥"

ভাণ্ড—আধার, পাত্র; ২ বণিকের মূলধন, ৩ ভাণ্ডারগৃহ (ভাঁড়ার)।

ভাণ্ডার—ভাঁড়ার ঘর। **ভাণ্ডারী**—যাহার অধিকারে ভাণ্ডার থাকে।

ভাণ্ডী (আচ ১১।২১) আধার।

ভাণ্ডীর (আচ ১১।১) প্রচুরতর কান্তিযুক্ত। ২ বৃন্দাবনীয় বটবৃক্ষ—ইহা শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়।

ভাণ্ডীরেশ (পদ্যা ৩৮) শ্রীকৃষ্ণ।

ভাত (লহরী ৫।৫) প্রকাশিত।

ভাতি (চৈচ আদি ২।২৪) প্রকার। ২ [ভা+ক্তিন্] শোভা।

ভাদ্রপাদ (হরি ৭।১৬) [ভাদ্রপদ +অণ্] ভাদ্রমাসে জাত। ২ (আচ ২।১৭) কল্যাণসমূহের আশ্রয়, ৩ সাধুগণের আশ্রয়। ৪ ভাদ্রমাস।

ভাদ্রমাতুর (হরি ৭।২৬৪) [ভদ্র-মাতুরপত্যং পুমান্] সতীপুত্র।

ভাদ্রিক (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) শুভসমূহ।

ভান (ভাবনা ৮।৭০) প্রকাশ, শোভা, ২ ভ্রম, ৩ জ্ঞান।

ভানবীয়া (গোলী ১০।৩৬) সূর্য-সম্বন্ধীয়া, ২ শ্রীরাধা।

ভানু (ভা ৬।৬।৪) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও ধর্মের পত্নী। ২ (ভা ৭।২। ১৯) হিরণ্যাক্ষের পত্নী। ৩ (ভা ৯।১২।১০) বৃহদ্বল-বংশের প্রতি-ব্যোমের পুত্র। ৪ (ভা ১০।৬১।১০) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামার গর্ভ-জাত। ৫ (কৃগ পরি ১৭০) শ্রীরাধার পিতৃব্য। ৬ (সুধা ২৭) বিষ্ণু। ৭ (চৈত ১২।২।২৯) প্রকাশক, ৮ (আচ ১১।১৫৬) সূর্য, ৯ কিরণ। ১০ (ভা ১২।২।২৩) শুদ্ধসত্ত্বাত্মক দেহ—স্বামী। [১১ রাজা, ১২ প্রভু]। **-কন্যা** (মাম ২।২) যমুনা, ২ শ্রীরাধা। **-জা** (বিনা ৫।৪০) যমুনা, ২ শ্রীবার্ষ-ভানবী। **-ধাম** (গোচ উত্তর ৩৫। ২১) সূর্যমণ্ডল। **-পুত্রী** (ভাবনা ১৮।২৪) যমুনা। [২ শ্রীরাধা]। **-মতী** (ভাবনা ২।২৫) কান্তিমতী। ২ সখীবিশেষ, (কৃগ পরি ১৮৪) রতিমঞ্জরীর নামান্তর। **-মান্** (ভা ৯।১২।১১) সূর্যবংশ্য বৃহদশ্বের পুত্র। ২ (ভা ৯।১৩।২১) কেশিধ্বজের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৩।১৬) চন্দ্রবংশ্য ভর্গের পুত্র। ৪ (ভা ১০।৬১।১০) শ্রীকৃষ্ণের সত্যভামায় জাত পুত্র। ৫ সূর্য, ৬ অর্কবৃক্ষ। **-মুদ্রা** (কৃগ পরি ১৭২) শ্রীরাধার পিতৃষ্বসা। **-বিন্দ** (ভা ১০।৭৬।১৪) শ্রীসত্য-ভামা-নন্দন ভানু—সনা। ২ দ্বারকাস্থিত মহাযোদ্ধা। শাল্ব-যুদ্ধ-কালে প্রদ্যুম্নের সহিত ইনি গমন করিয়াছেন।

ভাম (ভা ১০।৪।১৫) ভগিনীপতি—স্বামী। ২ পূজ্য। ৩ (প্রে ১৪ গ) মান। ৪ (নিবি ৪৫) সূর্য। ৫ (গীগো ২।১০) ক্রোধ। ৬ দীপ্তি।

ভামনী (ভগ ৪৬) লোকে ও বেদে বিভাত। সর্বত্র দীপ্তিপ্রদ। ২ পরমেশ্বর।

ভামহ (ছ ১।১৭) প্রাচীন আলঙ্কারিক।

ভামিনী (চৈত ১০।৬০।৩১) কোপনা।

ভার (সিন্ধু ৩।১।১) আধিক্য, ২ (বৃভা ২।৩।১৬৭) গৌরব। ৩ (লমা ৬।৮) ৮০০০ তোলা। ৪ বিষ্ণু। ৫ (ভা ৮।১৮।২০) গরিমা—বি।

ভারত (হরি ৭।৩৮০) [ভরতা যোদ্ধারোঽস্য] ভরত-বংশ্যগণ যাহাতে যোদ্ধা—সেই যুদ্ধ। ২ ভরত-বংশ-জাত। ৩ (রত্ন টী ৩।২) মহাভারত। ৪ (ভা ১০।১।৬৩) কান্তিতে রত। ৫ (কৃগ পরি ১০৪) শ্রীকৃষ্ণ-সভায় রসজ্ঞ, তালজ্ঞ ও সর্বপ্রবন্ধ-নিপুণ সেবক। ৬ (ভা ১।১৬।১৩) জম্বু-দ্বীপের নব বর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। ৭ (হ ৮।২৬৩) ভরতমুনি-প্রণীত। **-তাৎপর্য** (কৃষ্ণ ১১৫) শ্রীমন্ মধ্বাচার্যকৃত গ্রন্থবিশেষ। **-যুদ্ধ** (তর ১।৫।৩) কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ।

ভারতাখ্যান (বৃভা ১।১।১৩) ভরত-বংশ্য-রাজগণের ইতিহাস। ২ 'ভারত'-নামে প্রসিদ্ধ কথা।

ভারতী (ভা ৪।১৫।১৬) সরস্বতী। ২ (কৃগ পরি ১৩৯) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী যূথেশ্বরী। ৩ (গৌ ২।৯) বাংলা ছন্দোবিশেষ। [৪ পক্ষিভেদ, ৫ নাট্যশাস্ত্রে বৃত্তিভেদ]। **-বন্ধ** (কৃগ পরি ৭২) শ্রীকৃষ্ণের বিট [সেবাসুখী ভৃত্য]। **-বৃত্তি** (নাচ ২৬, ৪৪৪) নাট্যশাস্ত্রে ভারতী, আরভটী, সাত্ত্বতী ও কৈশিকী নামক চারিটী বৃত্তি (Style, Diction) স্বীকৃত হইলেও প্রস্তাবনায় ভারতী-বৃত্তি থাকাই অভিপ্রেত, ইহার চারিটী অঙ্গ—প্ররোচনা, আমুখ, বীথী ও প্রহসন। ইহা নটাশ্রয় সংস্কৃত-বহুল বাগ্‌ব্যাপার-বিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোক থাকেনা এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ-কর্তৃক ইহা করুণাদি রসে প্রয়োজ্য। **-সম্প্রদায়** (চৈচ মধ্য ৬।৭২) শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যম-শ্রেণীর উপাধি-বিশেষ।

ভারদ্বাজ (আচ ১।৮০) ভরদ্বাজ-বংশ, ২ পক্ষি-বিশেষ। [৩ দ্রোণাচার্য, ৪ অগস্ত্যমুনি।

ভারযষ্টি—ভারবহন-দণ্ড (বাঁক)।

ভারবি (হরি ৪।২৮) কিরাতার্জুনীয়-প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবিবর। ইনি 'অর্থগৌরবে' সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারব্যয় (ভা ৪।১।৪৫) ভারনাশ।

ভার-শাখা (কৃগ ৫৪) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীতুল্যা গোপী। **°সা** (মালা চিত্র ১০) [ভারং সোতি নাশয়-তীতি] ভূভার-নাশিনী। **-হরণ** (চৈচ আদি ৪।৯) অসুরনাশ পূর্বক পৃথিবীর উপদ্রব-দূরীকরণ। **-হার** (হরি ৫।২২৬) [ভার+হৃ—অণ্] ভার তুলিয়া দেশান্তর-প্রাপক।

ভারাক্রান্তা (ছ ২।১৩৯) প্রতিপাদে সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

ভারুণী (কৃগ ৫৪) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীতুল্যা গোপী।

ভারুণ্ডা (কৃগ ৫৫)শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী-তুল্যা গোপী। গোবর্দ্ধনমল্লের মাতা।

ভারূপ (গোভা ১।২।১) প্রকাশ-স্বরূপ, ২ চৈতন্য-ঘন ব্রহ্ম।

ভার্গভূমি (ভা ৯।১৭।৯) সোমবংশ্য ভর্গের পুত্র।

ভার্গব (ভা ১।৯।৪৬) ভৃগুবংশ্য শৌনক। ২ (ভা ১১।৪।২১) শ্রীপরশুরাম। ৩ (ভা ৯।৩।৬) ভৃগুপুত্র চ্যবন। ৪ (ভা ৭।৫।৫০) শুক্রাচার্য।

ভার্গবী (কৃগ ৬৮) ব্রজজন-পূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। ২ (ভা ৯।১৯।২) দেবযানী। ৩ (চৈম মধ্য ১৬।১১৫) দণ্ডভাঙ্গা নদী। এই নদীতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ড তিন স্থানে ভাঙ্গিয়া জলে বিসর্জন করেন।

ভার্ম্য (ভা ৯।২১।৩৪) ভর্ম্যাশ্ব-পুত্র মুদ্গল।

ভার্যা (আচ ৮।১৬৬) স্ত্রী। ২ কান্তিতে প্রবরা।

ভার্যোঢ় (হরি ৬।১৯৩) [ঊঢ়া ভার্যা যেন] বিবাহিত।

ভাল (আচ ৬।৩) ললাট। ২ (নিবি ৩৯) দীপ্তিমান্। ৩ (গৌবি ৭৯) তেজঃ।

ভা-লয় (আচ ১৮।২) শোভা-নিকেতন।

ভালাম্বুজ (ভচ ১।৪) ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদল পদ্ম।

ভালী (আচ ১৭।১৩৪) শোভাশ্রেণী।

ভাব (ভা ১।৫।২২) ভক্তি—স্বামী। ২ (ভা ২।৪।৪) প্রেম—জী। ৩ (ভা ৩।১৫।৪) অভিপ্রায়—স্বামী। ৪ (ভা ৩।১৫।৩৪) সত্তা—স্বামী। ৫ (ভা ৩।২৯।১৪) ব্রহ্মত্ব—স্বামী। ৬ সাক্ষাৎকার—জী। ৭ (ভা ৪।৮।২১) আসক্তি। ৮ (ভা ৪।১১।১০) ভাবনা, ৯ (ভা ৪।১২।৩) জন্ম—স্বামী। ১০ (ভা ৬।১।৪১) প্রাণী। ১১ (ভা ৭।৯।২০) কর্তা। ১২ (ভা ৮।১২।৪৭) ভজন, ১৩ (ভা ১০।৪।২১) পদার্থ। ১৪ (ভা ১০।১৪।৫৭) [ভবত্যস্মাদিতি] কারণ, প্রধান। ১৫ ব্যঙ্গ্য—বি। ১৬ (ভা ১০।১০।৪২) উন্নতি। ১৭ (ভা ১০।৪৫।৩৩) মনোবৃত্তি। ১৮ (ভা ১০।৬৪।২৯) চেষ্টা—সনা। ১৯ (ভা ১০।৬৫।২৭) মাহাত্ম্য। ২০ (ভা ১০।৮৭।৩২) স্বভাব, ২১ অনুবৃত্তি—স্বামী। ২২ (ভা ১০।৭৪।৪৬) অনুধ্যান। ২৩ (ভা ১২।৮।২৫) বিকার—স্বামী।

২৪ (নাম ৩।২১) মনোরুচি, ২৫ (নাম ২।১৮) ক্রিয়া। ২৬ (বৃভা ২।৭।৯০) আবেশ। ২৭ (ভক্তি ২৩৪) অভিমান। ২৮ (ভক্তি ১৮৮) আবির্ভাব। ২৯ (বিনা ১।৩) বিদ্বান্ —সূত্রধারের প্রতি [নাট্যোক্তিতে] পারিপার্শ্বিকের সম্বোধন। ৩০ (গোচ পূর্ব ৬।৭৪) উপাসনা। ৩১ (মুক্তা ৭।৬৫) বুদ্ধি। ৩২ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৫) বিভূতি। ৩৩ (সভা ১।৪৯৭) লয়—বল। ৩৪ (রত্ন ১।৫২) প্রেমাঙ্কুর। ৩৫ (আচ ১৩।৮) স্বরূপ। ৩৬ (আচ ১২। ১৫৪) [ভাং শোভামবতি পুষ্ণাতীতি] শোভা-পোষক। ৩৭ (উ ১৪।৩১) বর্ণ। ৩৮ (চৈনা ২।৩৪) ধর্ম। ৩৯ (চৈনা ১।২) অবস্থা। ৪০ (গীতা ৯।১১) তত্ত্ব। ৪১ (গীতা ২।১৬) অপরিণামিতা—বল। ৪২ (হরি ৩।২৮) ধাতুর অর্থ। ৪৩ (সস ভগ ১০) অন্যবিশেষণতা-রহিত কেবল ক্রিয়ামাত্রবোধ-পরতাই ভাব—ইতরাবিশেষণতয়া ক্রিয়াবোধপরত্বমিতি ব্যুৎপত্তিবাদে গদাধরঃ]। ৪৪ (হরি ৭।৮৩১) প্রকৃতিজন্য-বোধে প্রকার-বিশেষ—সিদ্ধান্তকৌমুদী। ২ (ভবতোঽস্মাদভিধানপ্রত্যয়ৌ) যাহা হইতে কোনও বস্তু বা ব্যক্তির কথন ও প্রতীতিবিষয় হয় অর্থাৎ শব্দ-প্রবৃত্তিনিমিত্ত জাত্যাদি-বস্তুধর্ম। জাতিরূপ বস্তুধর্ম—গোত্ব, যে স্থলে গোত্ব আছে, সেই স্থলেই গোশব্দ প্রযুক্ত হয়। গোত্ব—গোশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত। গুণরূপ বস্তুধর্ম—শুক্লত্ব। ক্রিয়ারূপ বস্তুধর্ম—ক্রিয়াত্বম্ ইত্যাদি। ৪৫ (উ ১১।৬) উজ্জ্বল রসে রত্যাখ্য-স্থায়ি-ভাবের প্রাদুর্ভাবে নির্বিকার চিত্তের প্রথম বিক্রিয়া (অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিতে অভূতপূর্ব প্রথম কন্দর্পক্ষোভানুভব—বি)। ৪৬ (সিন্ধু ২।১।১৩৩) অনন্যবুদ্ধি পণ্ডিত-কর্তৃক বিভাব ও ব্যভিচারি প্রভৃতির ভাবনাযোগ্য চিত্তে গাঢ় সংস্কারদ্বারা যাহা ভাবিত হয়, তাহাকে 'ভাব' বলে। রসসাক্ষাৎকারে বিভাবাদির স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি থাকে না, কিন্তু ভাব-সাক্ষাৎকারে স্বতন্ত্র উপলব্ধিও হয়—ইহাই রস ও ভাবের তারতম্য]। মু—স্থায়িভাবজাত অতি-স্বাদু—রস আর গাঢ় সংস্কার হইতে জাত স্বাদু স্থায়ী—ভাব। বি—প্রথমতঃ বিভাবাদির সহযোগে ভাব-সাক্ষাৎকার হয়, তৎপরে ভাব-স্বরূপ হয়, তবে রস-সাক্ষাৎকার হয়। রসসাক্ষাৎকারের তুলনায় রতি-(ভাব) সাক্ষাৎকারে গাঢ়তা অত্যল্প। ৪৭ (উ ১৫।১৫৪) 'যাবদাশ্রয়বৃত্তি' অনুরাগ 'স্বসম্বেদ্য দশা' প্রাপ্তি করত 'প্রকাশিত' হইলে তাহার নাম হয় —'ভাব'। যেমন 'ভগবান্' শব্দের চরমা বৃত্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, তদ্রূপ 'ভাব'-শব্দেরও চরমাবৃত্তি উক্ত লক্ষণেই পরাবধি-প্রাপ্ত, স্বয়ং ভগবানের যেমন ক্বচিৎ প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ 'মহাভাব'-শব্দেরও কদাচিৎ প্রয়োগ হয়। এক্ষণে এই লক্ষণের প্রতি পদের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে হইবে—

যাবদাশ্রয়বৃত্তি—(১) শ্রীজীবপ্রভু বলেন—এই শব্দে 'ইয়ত্তা' বুঝাইতে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে; যেমন 'যাবৎপাত্রম্ ব্রাহ্মণানামন্ত্রয়স্ব' এই-বাক্যে যতগুলি পাত্র আছে, তত-সংখ্যক ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণই ধ্বনিত, তদ্রূপ 'যাবদাশ্রয়বৃত্তি' শব্দেও ভাবের আশ্রয়স্বরূপ রাগের ইয়ত্তাকে (চরম পরাকাষ্ঠাকে) প্রাপ্ত হইয়াছে বৃত্তি (দশা) যাহার, তাহাকেই অভিব্যক্ত করিতেছে। প্রণয়োৎকর্ষজন্য মনের যে অবস্থাটি অত্যন্ত দুঃখকেও অতি-শয় সুখরূপে অনুভব করায়—তাহার নাম রাগ। এস্থলে বিশেষ কথা এই যে 'রাগোদয়ে দুঃখ সহ্য করিয়াও সুখবোধ হয়'—এরূপ নহে, পরন্তু-দুঃখের বোধই হয় না, কেবলমাত্র সুখেরই বোধ হয়। স্বয়ং পরম মর্যাদাবতী কুলবধূগণের পক্ষে অগ্নিতে দাহ বা মৃত্যুও চরম দুঃখ নহে, কিন্তু স্বজন-ত্যাগ ও আর্যপথ-ভ্রংশই তাঁহাদের চরম দুঃখ। প্রণয়োৎকর্ষে যখন এইরূপ চরম দুঃখও দুঃখরূপে অনুভূত না হইয়া—কৃষ্ণ-সুখের জন্য পরম সুখরূপেই অনুভূত হয়, তখনই রাগের চরম ইয়ত্তা। এই প্রকার রাগ যে অনুরাগের আশ্রয় হয়, সেই অনুরাগে সদা অনুভূত রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতির আশ্রয় প্রিয়তমকে ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নবনব-রূপে উপস্থাপিত করে, আস্বাদন করায় এবং একমাত্র আস্বাদনেই মগ্ন করিয়া দেয়, ডুবাইয়া রাখে।

(২) শ্রীবিশ্বনাথ বলেন—রাগের ইয়ত্তা (চরম আশ্রয়) হইতেছেন —শ্রীরাধারাণী এবং তদ্ভাবাঢ্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। চরম-কাষ্ঠাপন্ন এই অনুরাগোৎকর্ষ যখন ঐ অনুরাগেরই আশ্রয়ভূত স্বরূপকেও—শ্রীরাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেও

—নিজপ্রভাবে প্রভাবিত করিতে করিতে—রঞ্জিত করিতে করিতে—প্রমথিত করিতে করিতে—এবং স্বীয় সর্ববিস্মারী মাধুর্য-স্রোতে উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত করিতে করিতে স্বীয় বৈভব, বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য ও মহিমার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন—তখনই অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—শ্রীবার্ষভানবী 'মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহা।' 'মহাভাব-স্বরূপা' বলিতে মহাভাবেরই মূর্ত্তি অর্থাৎ যাঁহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, মন, বুদ্ধি ও যাবতীয় ক্রিয়াদি বিকশিত মহাভাব-স্বরূপ—তাঁহাকেই বুঝায়। অন্তরে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা যখন প্রেমবৈচিত্ত্য-অবস্থায় অনুরাগোৎকর্ষ-বশতঃ শ্রীশ্যামপ্রেমে তন্ময়, বিভোর আত্মবিস্মৃত হইয়া শ্রীশ্যামকে কোলে রাখিয়াও হারাইয়া ফেলেন—'অনুখণ মাধব মাধব সঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই'—এই অবস্থায় থাকেন—তখন বলিতে হয় যে শ্রীরাধারাণীতে মহাভাবই পূর্ণ বিক্রমে অর্থাৎ যাবদাশ্রয়বৃত্তিতে প্রকট হইয়া আত্মবিস্মরণ ও কৃষ্ণতাদাত্ম্য করাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—শ্রীশ্রীগম্ভীরানাথ শ্রীগৌরসুন্দরে লক্ষ্য করা যায়। ভাবিনীর ভাবে বিভোর সেই ভাবনিধির কূর্মাকৃতি, অস্থিগ্রন্থি-শিথিলতা, দীর্ঘাঙ্গতা প্রভৃতিতে সুব্যক্ত হইয়াছে—যাবদাশ্রয়বৃত্তিতা।

এস্থলে বিশেষ কথা—শ্রীরাধাদির হৃদয়ে যে অনুরাগোৎকর্ষ সম্যক্ উদিত হইয়া সাধক ও সিদ্ধভক্ত প্রভৃতি যাবতীয় আশ্রয়কে (শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিমৎ-জনমাত্রকেই) প্রেমানন্দময় করে, শ্রীমতী-কর্ত্তৃক আস্বাদ্যমান অনুরাগোৎকর্ষ যখন সিদ্ধ ও সাধকগণে পর্যন্ত পাত্রানুযায়ী সংক্রমিত হয়—তখনই অনুরাগ যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে।

স্বসম্বেদ্যদশা—(১) ভাবত্বে উন্মুখতা-প্রাপ্ত অনুরাগবতী প্রেয়সীগণেরই (কিন্তু কেবল অনুরাগবতীদের নহে) গম্য অবস্থা। অনুরাগ-দশা আসিবার পূর্বে স্নেহ, মান, প্রণয়াদি পূর্ব পূর্ব দশাগুলি অবশ্যই উপস্থিত হয় এবং তত্তদ্দশায় কৃষ্ণানুভবেরও বৈশিষ্ট্য ঘটে। স্নেহ অপেক্ষা প্রণয়ে, প্রণয়াপেক্ষা মানে এইরূপভাবে ক্রমশঃ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অনুভাব উপস্থিত হয়। ভাবের আশ্রয় যিনি, তাঁহার মনে হয় যে ঐ স্নেহ মান প্রণয়াদি ভাবের গুণে তাঁহার ঐরূপ বৈশিষ্ট্য-যুক্ত কৃষ্ণানুভব ঘটিয়াছে। [কৃষ্ণানুভবের কালে সাধকের মনে কিন্তু এইরূপ বিচার আসিবার অবকাশ নাই; ভাব-শান্ত্যে তটস্থ হইয়া বিচারকালে তাঁহার মনে হয় যে অমুক ভাব আমাকে এইরূপ কৃষ্ণাস্বাদ দিয়াছে]। (২) শ্রীবিশ্বনাথ বলেন—বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্যভাবে অর্থাৎ অনুভবিতার চিত্তে অন্য বস্তুর সৌন্দর্য্য ও গুণাদিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া, অভিভব করিয়া—যখন নিজ-নবরাগ-রক্তিমায় ভাস্বর কেবলমাত্র অনুরাগোৎকর্ষই স্বীয় মহিমা ও প্রভাদ্বারা সম্বেদ্য, সম্বেদনার্হ, বোধগম্য হইয়া (অন্যবস্তুর অনুভব-নিরপেক্ষ স্বসৌন্দর্য-গরিমায় প্রকাশিত হইয়া) অনুভবিতার চিত্তকে পর্যন্ত তদাকারতাপন্ন করিয়া তোলে, বস্তুতঃ যখন কেবলমাত্র অনুরাগই আস্বাদ্যমান হয়, তখন তাহার নাম—স্বসম্বেদ্য দশা। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক যে রাগানুগ সাধক প্রথম অবস্থায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিতেছেন—দ্বিতীয় অবস্থায় যুগলকিশোর পরস্পর কত প্রকারে কিরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার আস্বাদন করেন এবং তৎপরে ক্রমশঃ ভাবের উৎকর্ষে তৃতীয় অবস্থায় বিষয়াশ্রয়-স্ফূর্ত্তি-নিরপেক্ষ কেবলমাত্র অনুরাগোৎকর্ষের সৌন্দর্য-চমৎকারিতা সেই অনুভবিতার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলে অর্থাৎ এই অবস্থায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপাদি আর অনুভূত না হইয়া পরস্পরের প্রতি বিবর্দ্ধিষ্ণু অনুরাগই কেবল আস্বাদ্যমান হয়। সার কথা—যখন অনুরাগোৎকর্ষের সৌন্দর্য-চমৎকারিতাই কেবল আস্বাদনীয় হয় এবং অনুভবিতাও ঐ আস্বাদনের ফলে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আস্বাদন-রসেই ডুবিয়া থাকেন—তখনই স্বসম্বেদ্য দশা। ইহারই সুস্পষ্ট ও অনির্বাচ্য আস্বাদন-যুক্ত উদাহরণ—কূর্মাকৃতি-প্রভৃতি অনুভাবযুক্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভু—যেখানে আস্বাদনের মাধুর্য-গরিমায় 'আমি কৃষ্ণ' ইহা ভুলিয়াছেন—'আমি শ্রীরাধা' ইহা ভুলিয়াছেন—'আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইহাও ভুলিয়াছেন—কেবলমাত্র এক অখণ্ড অনির্বচনীয় আস্বাদন-রসে নিমগ্ন হইয়াই আছেন।

'প্রকাশিত'—যথাবসর উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকাশমান।

মহাভাব—যখন বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য-

ভাবে আস্বাদ্যমান অনুরাগোৎকর্ষ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমান্ জনমাত্রকেই যথা-যোগ্যভাগে প্রেমানন্দময় করিয়া আস্বাদন-তরঙ্গে ডুবাইয়া ফেলে এবং সাত্ত্বিকভাবাদিও অলঙ্কাররূপে অনু-ভবিতার দেহকে ভূষিত করিয়া প্রকাশ পায়, তখন সেই অনু-রাগোৎকর্ষের নাম হয়—'মহাভাব'। **ভাব-ক** (চৈনা ১৮) ভাবময়। [২ উৎপাদক, ৩ সত্ত্বাশ্রয়]। **-কলিত** (গোবি ৭৬) সাভিপ্রায়। **-ক্ষণিক-বাদী** (রত্ন ৮।২২.টী) যোগাচার, বৌদ্ধমতাবলম্বী। **ভাবৎক** (হরি ৭।৮৮) [ভবতঃ ইত্যর্থে ঠক্] ভবদীয়। **ভাবদাত** (চৈনা ১৫৩) দীপ্তিতে নির্মল। **°দুষ্ট** (হ ৩।৩৫৫) নাস্তিক। **-দ্রব্য** (ভা ১২।৯।৯) মনোময় দ্রব্য। **-ন** (ভা ৩।২০।১০) উৎপাদন। ২ (গীতা ৯।৫) [ভাবয়তি পালয়তীতি] পালক। ৩ চিন্তাশীল। ৪ (গোচ পূর্ব ২। ৯১) [ভাবয়তীতি] জনক, ৫ চিন্তা। **-না** (গীতা ২।৬৬) পরমেশ্বর-ধ্যান। ২ (গীতা ৩।১১) সম্বর্দ্ধনা, ৩ প্রীতি-সাধন। ৪ (আচ ৯।৫৪) অনু-সন্ধান। **-নিঘ্ন** (বৃ ৮।৪৬) ভাবাধীন। **-ভক্তি** (সিন্ধু ১।৩।১-৫) সাধনভক্তি রুচি-(সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির অনুভবজ আস্বাদবিশেষ—মু, কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষ, সাধক-কর্তৃক ইষ্টবস্তুর আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্যাভিলাষ—জী)-দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিলেই ভাবভক্তি হয়। ইহা শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা অর্থাৎ সমবেত সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি-দ্বয়ের সারস্বরূপে ভগবৎপরিকরগণের আধারে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিত ভগবানের আনুকূল্যেচ্ছাময়ী পরমা প্রবৃত্তি এবং প্রেমভক্তিরূপ সূর্যের কিরণ-স্থানীয় অর্থাৎ উদয়িষ্যমাণ প্রেমের অঙ্কুর-সদৃশ। মু—শ্রীহরিতে আসক্তি পর্যন্ত—সাধন ভক্তি আর প্রেমের প্রাথমিক প্রকাশের পূর্বক্ষণ যাবৎ ভাবভক্তির অধিকার। এই ভাবভক্তি মোক্ষসুখ-তিরস্কারক, ভগবৎপ্রকাশক ও পরমানন্দদায়ক বলিয়া অপ্রাকৃত। নিত্যসিদ্ধ পরিকর-গণের এই ভাব শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তদের কৃপায় প্রাপঞ্চিক সাধকের চিত্ত-বৃত্তিতেও উদয় হইতে পারে। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষরূপা ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণাদি সর্ববস্তুর প্রকাশকরূপে স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রাপঞ্চিক ভক্তের মনো-বৃত্তিতে আবির্ভূত ও তাদাত্ম্যভাব-প্রাপ্তি করত ব্রহ্মবৎ স্বয়ংপ্রকাশরূপা হইলেও চিত্তবৃত্তিদ্বারাই প্রকাশ্যবৎ স্ফুরিত হয়। পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থায় কারণ ও কার্যরূপে শ্রীভগবৎমাধুর্যানু-ভবে একাংশে আস্বাদ-স্বরূপা হইয়াও অন্যাংশে শ্রীকৃষ্ণ ও তৎ-পরিকরাদির লীলাদি অভীষ্টতম বস্তুর আস্বাদনহেতুতা প্রাপ্তি করে। [সম্বিদংশে কারণতা আর হ্লাদিন্যংশে আনন্দাস্বাদক হয়]। **-ভাবন** (ভা ৮।৭।২৪) দেব-তির্যগাদি-স্রষ্টা—স্বামী। **-ভাব-বিভাবিকা**—শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের অন্বয়ী শ্রীরাম-নারায়ণ মিশ্র-কৃত রাসপঞ্চাধ্যায়ীর টীকা। যমক ও অনুপ্রাস-প্রিয়তার চিহ্ন ইঁহার প্রতিগ্রন্থে বিরাজমান। **-ভাবিত** (ভা ১১।১৪।২৮) ভজন-শোধিত—স্বামী। ২ ভাবযুক্তীকৃত—বি। **-মুদ্রা** (গোচ পূর্ব ৩।৯১) চেষ্টা-বৈশিষ্ট্য। ২ (সিন্ধু ১।৪।১৭) ভাব-পরিপাটী ; যে ধন্যজনের চিত্তে নবীন প্রেম উদিত হয়, তাহার ক্রিয়াকলাপ বিজ্ঞজনেরও অবোধ্য। শাস্ত্রকারগণ দুঃখনাশ ও সুখপ্রাপ্তিকেই পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, প্রেমোন্মত্ত সাধকদের বাহ্যিক সুখদুঃখই মাত্র শাস্ত্রজ্ঞগণের বোধ্য হইতে পারে, কিন্তু ভক্তদের আন্তর সুখদুঃখ ভগ-বৎপ্রাপ্তি ও তদপ্রাপ্তি-নিবন্ধন বলিয়া বাহ্যতঃ অনুমিতই হয় না। **-যোগ** (বৃভা ১।৭।৮৩) প্রেমসম্পত্তি, ২ চিত্তৈকাগ্র্য। **-যোগ্যদেহ** (চৈচ মধ্য ৮।২২১) অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ। **-বিকৃতি** (যো ৪১) জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। **-শক্তি** (রত্ন ৬।৪৫, বিপূ ১৩।২) অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতুভূতা স্বাভাবিকী শক্তি। **-শবলতা** (শেষ ৫।৭৭) ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন ভাবসমূহ মিশ্রিত হইয়া অন্য রসের উপকারক হইলে 'ভাব-শবলতা' নামক অলঙ্কার হয়। **-শাবল্য** (সিন্ধু ২।৪।২৪৪) ভাবসমূহের পরস্পর সংমর্দন। ২ (আচ ১৮। ১৩৯) [ভাবশেন আবল্যং দৌর্বল্যম্] কান্তিতে অনুজ্জ্বল। **-শান্তি** (সিন্ধু ২।৪।২৪৭) অত্যুৎকট ভাবের বিনাশ। **-সংশুদ্ধি** (গীতা ১৭।১৬) ব্যবহারে নিষ্কপটতা। **-সন্ধি** (সিন্ধু ২।৪।২৩৫) সজাতীয় বা বিজাতীয় দুইটি ভাবের পরস্পর মিলন। ভিন্ন ভিন্ন কারণোত্থ ভাবদ্বয়ের মিলনে 'সজাতীয়' এবং একই কারণে বা বিভিন্ন কারণে ভিন্ন দুই ভাবের

মিলনে 'ভিন্নভাব-সন্ধি' হয়। ২ (শেষ ৪।৭৬) একভাব অপর ভাবের সহিত মিলিত হইয়া ইতর রসাদির উপকার করিলে সে স্থলে 'ভাবসন্ধি'-নামা অলঙ্কার হয়। **-সাধারণ্য** (সিন্ধু ২।৫।১০২) ভাবসমূহের স্বপর-সম্বন্ধ-নিয়মের অনির্ণয়। প্রাচীন ভক্তদের ভাবধারার সহিত আধুনিক ভক্তগণের ভাব-সাজাত্য হয়, যাহাতে আবেশে নবীন ভক্তগণও পূর্ব-ভক্তগণের অনুষ্ঠিত অসাধারণ কার্যগুলিও সম্পাদন করিতে পারেন; যেমন শ্রীহনুমানের ন্যায় সমুদ্র-লঙ্ঘনের উদ্যম, শ্রীদশরথের ন্যায় শ্রীরাম-বিরহে প্রাণত্যাগ ইত্যাদি।

ভাবাদির আশ্রয়-নির্ণয় (উ ১৪।২৩২—২৩৩) সাধারণী রতি প্রেম পর্যন্ত, সমঞ্জসা অনুরাগ পর্যন্ত এবং সমর্থা রতি ভাবের অন্তিম সীমা পর্যন্ত আরোহণ করে। কোকিলাদি নর্মবয়স্যদের রতি অনুরাগ পর্যন্ত এবং সুবলের ভাব পর্যন্ত প্রাপ্তি হয়।

ভাবাদ্বৈত (ভা ৭। ১৫। ৬৩) কার্য ও কারণের একবস্তুরূপে আলোচনা।

ভাবাভাবকর (হ ৫। ২৪৪) ভোগমোক্ষপ্রদ, ২ বিবিধ চিন্তার অভাব-জনক। **ভাবার্থ** (ভা ১০।১৪।৫৭) পরমার্থ—স্বামী, ২ প্রেমপুরুষার্থ,৩ প্রধানরূপ বিষয়, ৪ ব্যঙ্গ্যার্থ—বি। **ভাবার্থ-দীপিকা** (তত্ত্ব ২৩) শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্ববিদ্বৎসম্প্রদায়-সম্মত টীকা।

ভাবাবির্ভাব (সিন্ধু ১।৩।৬) সাধনের অভিনিবেশে [অনর্থনিবৃত্তির পরবর্তী নিষ্ঠা-ভূমিকায়] এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের প্রসাদে জাতা রতি।

ভাবাবির্ভাবন (দশ ২৯) রতির উৎপত্তি।

ভাবি (আচ ৮।৫৩) ভবিতব্য।

ভাবিক (অকৌ ৮।৩৭) ভূত বা ভবিষ্যৎ কোন অদ্ভুত পদার্থের প্রত্যক্ষবদ্ বর্ণনাকে 'ভাবিক' অলঙ্কার বলে। [২ ভাব-সাধ্য বস্তু]।

ভাবিত (ভা ৪।৮।২১) শোধিত। ২ (ভা ৪।১৮।১৩) বশীকৃত। ৩ (ভা ১০।৪২।৩) সম্পাদিত—সনা। ৪ ভা ৫।১৭।১৯) প্রকটিত, ৫ সৃষ্ট, ৬ (গীতা ৮।৬) বাসিত—স্বামী। ৭ (হ ১৬।৭৫) ভাবযুক্ত। ৮ (গীগো ২।১১) যুক্ত। ৯ (ভা ১০।৩।৩৭) ধ্যাত। [১০ মিশ্রিত]।

ভাবিতাত্মা (হ ১।৪৮) শুদ্ধচিত্ত।

ভাবিনী (স্তব ৯।১৯) সুন্দরী। ২ (আচ ১৫।৬১) ভবিষ্যতে যে ঘটনা হইবে, ৩ কান্তি-রক্ষিণী। ৪ (আচ ১৩।১২৩) বনিতা। ৫ (ভা ১০।৭। ৩৪) পরমোত্তমা নারী—সনা। ৬ স্বভাবতঃ সদ্ভাবযুক্তা—জী। ৭ (ভাবনা ৬।২৩) কামুকী স্ত্রী।

ভাবী (ভা ৩।২৯।৭) অভিপ্রায়যুক্ত।

ভাবুক (হরি ৫।৩৩৯) [ভূ সত্তায়াম্ + উকণ্] ভবনশীল, ২ ভাবনাশীল, ৩ ভাববোদ্ধা। ৪ (ভা ১।১।৩) রসবিশেষ-ভাবনাচতুর, ৫ পরম মঙ্গলায়ন, ৬ কুশলী। ৭ (গোচ পূর্ব ১৯।১০৭) শুভ।

ভাবোত্থ প্রেম (সিন্ধু ১।৪।৫—৮) 'প্রেমভক্তি' শব্দ দ্রষ্টব্য।

ভাবোৎপত্তি (সিন্ধু ২।৪।২৩৩) ভাবের প্রাকট্য।

ভাবোৎসব (চন্দ্রা ৩৩) প্রেমানন্দ।

ভাবোদয় (শেষ ৪।৭৫) সহসা উৎপন্ন কোনও ভাব যদি অন্য রস-ভাবাদির উপকারক হয়, তবে তাহাকে 'ভাবোদয়'-নামক অলঙ্কার বলে। ২ (চৈচ অন্ত্য ১৫।৮৭) অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয়।

ভাবোধ্য (আচ ৮।২২) কান্তিদ্বারা জ্ঞেয়।

ভাবোল্লাস (সিন্ধু ২।৫।১২৮) পরস্পর পরম প্রীতিবদ্ধ সজাতীয় ভক্তদের মধ্যে এক ভক্তে অন্য ভক্তের যে রতি, তাহা কৃষ্ণ-বিষয়িণী রতির পোষক বলিয়া ব্যভিচারি-ভাবমধ্যেই নিবিষ্ট হইবে। সজাতীয় ভাবভক্তি-বিশিষ্ট পরস্পর রতির বিষয় ও আশ্রয়রূপে অবস্থিত ভক্তগণের একতরাশ্রয়া যে রতি, তাহা যদি কৃষ্ণবিষয়িণী রতির সমান বা তাহা হইতে ন্যূন হয়, তবে তাহা কৃষ্ণ-বিষয়িণী রতির সঞ্চারি-ভাবমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। মধুররসে কিন্তু যদি উহা কৃষ্ণবিষয়িণী রতি হইতেও অধিকা এবং তাহাতে সতত অভিনিবেশবশতঃ সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধিশীলা হয়, তবে সঞ্চারী হইলেও সর্বভাবাপেক্ষা পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাকে **'ভাবোল্লাসই'** বলিতে হইবে। তাৎপর্য—ভাবোল্লাস সখী-স্নেহাধিকা সখীগণের স্থায়িভাব বলিয়া ধর্তব্য, সুতরাং 'সুহৃদ্‌রতি' পদে সঞ্চারিভাবে শ্রীরাধার সখী-বিষয়ে রতি এবং ভাবোল্লাসে সখী-গণের শ্রীরাধাবিষয়িণী রতিই বুঝিতে হয়। শ্রীরাধার সখীবিষয়ে রতি শ্রীকৃষ্ণ-রতিমূলক এবং শ্রীকৃষ্ণরতির পোষক হইলেও শ্রীকৃষ্ণরতি হইতে

ন্যূন; সখীস্নেহাধিকা সখীগণের শ্রীরাধাবিষয়ে যে স্নেহাধিক্য, তাহা কিন্তু অনাদিসিদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ। (উ° ১৩।১০৪ দ্রষ্টব্য)।

ভাব্য (ভা ২।৬।৩১) স্রজ্য-জী। ২ চিন্তনীয়। ৩ (ভা ২।৫।৬) সাধ্য।

ভাষা (গীতা ২।৫৪) [ভাষ্যতেঽনয়েতি]। লক্ষণ—স্বামী। ২ (নাচ ২২২) সম্মানাদি-প্রাপ্তির নাম নাট্যশাস্ত্রে 'ভাষা'। ৩ বাক্য। ৪ (নাচ ৪৩১—৪৩৩) পাত্রগণ-কর্তৃক উচ্চারিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত-ভেদে দ্বিবিধ বাক্য-বিশেষ। নাট্যশাস্ত্রে দেবতা, মুনি, নায়ক, তপস্বী, বিপ্র, বণিক্, ক্ষত্রিয়, মন্ত্রী, কঞ্চুকী, বনদেবী, গণিকা, মন্ত্রিপুত্র, ছাত্র, যোষিৎ, যোগিনী, অপ্সরা ও শিল্পকারিণী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিবেন। প্রাকৃতী ভাষা—ছয় প্রকার; শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা, শাবরী ও অপভ্রংশ। **-বন্ধ** (গোচ পূর্ব ১৫।৩১) বাগ্‌দান। **-বৃত্তি** (হরি ২।১৫৩) অষ্টাধ্যায়ীর উপর পুরুষোত্তমদেব-কৃত বৃত্তিগ্রন্থ। অন্যনাম—'লঘুবৃত্তি'। **-ব্যতিক্রম** নাট্যশাস্ত্রে সকল পাত্রেরই বিবিধ কারণে ভাষাব্যত্যয় ঘটিতে পারে। মাহাত্ম্য-পরিভ্রংশ, মদাতিশয়, প্রচ্ছাদন, বিভ্রান্তি, লিখিত-বাচন এবং স্থলবিশেষে অনুবাদও ভাষা-ব্যতিক্রমের কারণ হয়। নায়িকা, সখী, বেশ্যা, কিতব ও অপ্সরাদি বৈদগ্ধ্য-প্রকটনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ভাষায়ও কথা বলেন। **-শ্লেষ** (অকৌ ৭।১২) একই শ্লোকে ভিন্নার্থক সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুই ভাষার সমাবেশহেতু শ্লেষালঙ্কার-নামক শব্দালঙ্কার-বিশেষ। **-সম** (আচ ২০।১৮) প্রাকৃত ও সংস্কৃতাদি ভাষাতে তুল্য কবিতা-বিশেষ। ২ উক্তি-প্রত্যুক্তি-ময় বাক্যে শোভন।

ভাষিত—কথিত, ২ [ভাবে ক্ত] কথন। **ভাষী** (হয় ১।২।১৮) উচ্চারণশীল।

ভাষ্য—যাহাতে সূত্রানুসারী পদসমূহ-দ্বারা সূত্রার্থ বর্ণিত হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে মূলের অতিরিক্ত কথারও ভাষ্যকার বর্ণনা করেন, তাহাকে ভাষ্য বলে। 'সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥'

ভাষ্য-পীঠক (রত্ন ৮।৩২) শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের পীঠক-স্বরূপ, 'সিদ্ধান্তরত্নের' অন্য নাম। **°বার্ত্তিক** (হরি ৪।৩৫) পাণিনীয়-সূত্রের উপর কাত্যায়ন-কৃত ব্যাখ্যান-গ্রন্থ। 'বার্ত্তিক' বলিতে উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্ত অর্থের ব্যক্তী-কারক গ্রন্থবিশেষই লক্ষ্য। বৃত্তি বা ভাষ্য মূলগ্রন্থের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু বার্ত্তিক-কার সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি অনেক স্থলে সূত্রের মত খণ্ডন করত নিজের মত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্থাপন করিতে পারেন।

ভাস্ (ভাবনা ৮।২৯) কিরণ, কান্তি। ২ ইচ্ছা। ভাস (চৈচ অন্ত্য ৮।১৪) আভাস-মাত্র, ইঙ্গিত। [২ দীপ্তি, ৪ কবিভেদ]। **ভাসন** (হরি ৩।৩৩) দীপ্তি। **ভাসন্ত** [ভাস্+ঝচ্] সূর্য, ২ চন্দ্র, ৩ সুন্দরাকৃতি, ৪ ভাসপক্ষী। **ভাসুর** (হরি ৫।৩৪৩) [ভাস্ দীপ্তৌ+ঘুরচ্] দীপ্তিশীল, বিবিধকান্তিযুক্ত। ২ স্ফটিক।

ভাস্কর (ভা ৬।১।১৫) সূর্য। ২ (সস পরম ৮৪) ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদের সমর্থক ও প্রচারক। এই মতে ব্রহ্মেই যখন উপাধি-সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় এবং এই উপাধি-সম্বন্ধ নিমিত্তই যখন জীবের জীবত্ব স্বীকৃত হয়, তখন জীবগত দোষাদি ব্রহ্মেও আসিয়া পড়ে। ইহা অতি দূষণীয় বিরোধ। এই জন্য নিখিলদোষমুক্ত, অশেষকল্যাণগুণময় ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশও ত্যাজ্যই হয়। [৩ অগ্নি, ৪ বীর, ৫ স্বর্ণ, ৬ অর্কবৃক্ষ]। **ভাস্করজা** (উ ১৪। ১৭৭) যমুনানদী। ২ শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী কালিন্দী।

ভাস্বৎ (ব্র ৬০) সূর্য। ২ (ভা ১০। ৬৪।২৩) শোভমান। [৩ অর্কবৃক্ষ, ৪ বীর]। **-কন্যা** (গোচ পূর্ব ৯। ৫৬) যমুনা।

ভাস্বর (হরি ৫।৩৫৯) [ভাস্ দীপ্তৌ +বরচ্] দীপ্তিশীল। ২ প্রকাশক। ৩ সূর্য, ৪ দিন।

ভাস্বান্ (গোলী ১৮।৬৮), ২ কান্তি-যুক্ত।

ভিক্ষা (চৈচ আদি ৭।৪৬) গৃহত্যাগী বা সন্ন্যাসির গ্রাসমাত্র আহার। (ভা ১১।১৮।১৮) 'মাধুকরমসংক্লৃপ্তং প্রাক্‌প্রণীতমযাচিতম্। তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥' মধুকর যেরূপ বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, সেরূপ গৃহে গৃহে ভিক্ষাগ্রহণকে (১) 'মাধুকরী ভিক্ষা' বলা যায়। যে ভিক্ষা পূর্ব হইতে উদ্দিষ্ট বা নিশ্চিত নহে, তাহাই (২) 'অসংক্লিপ্ত-ভিক্ষা।' যে ভিক্ষা

পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট আছে, তাহাই (৩) 'প্রাক্‌প্রণীত-ভিক্ষা।' যে ভিক্ষা, অযাচিত ভাবে লব্ধ অর্থাৎ স্বয়মাগত হয়, তাহাই (৪) 'অযাচিত-ভিক্ষা'। যে ভিক্ষা উপস্থিতিকালে মাত্র লভ্য হয়, তাহাই (৫) 'তাৎকালিকোপপন্ন ভিক্ষা।' [২ যাচ্ঞা, ৩ সেবা, ৪ ভৃতি, ৫ ভিক্ষিত বস্তু]। **-ক** (হরি ৫।৩৪০) [ভিক্ষা+আকট্] ভিক্ষু। **-চর** (হরি ৫।২৩৭) [ভিক্ষাং চরতীতি] ভিক্ষুক। **-টন**—ভিক্ষার জন্য বর্হি-গমন।

ভিক্ষু (হরি ৫।৩৫২) [ভিক্ষ্-যাচ্ঞায়াম্+উ] ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী। **-গীতা** (ভা ১১।২৩।৫৭) ব্রহ্মনিষ্ঠা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে অবন্তী-দেশীয় ভিক্ষু-কর্ত্তৃক গীতা ষোড়শ-শ্লোকী—যাহা সংসারজ্ঞান-নাশক ও ব্রহ্মপরমাত্ম-নিষ্ঠাপ্রদ। **-চর্য্যা** (ভা ১০।৪৭।১৮) পারমহংস্য— স্বামী। ২ ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ—সনা।

ভিত্ত (গোচ পূর্ব ১৫।৪১) বিদারিত। [২ খণ্ড]।

ভিত্তি –গৃহাদির দেওয়াল, ২ প্রভেদ, ৩ অবকাশ, ৪ সংবিভাগ। **-চোর**—সিঁধেল চোর।

ভিত্তীকৃত (গোচ পূর্ব ২।৭৬) বিভক্তীকৃত।

ভিদক [ভিদ্+কুন্] বজ্র, ২ হীরক, ৩ খড়্গ।

ভিদা (হরি ৫।৪৪৭) [ভিদির+ঙাপ্] ভেদ। ২ (ভা ১১।২২।৩৩) পরমত-খণ্ডন।

ভিদাপন (ভা ৩।৩০।২৭) ভেদ-প্রাপণ।

ভিদাশ্রয় (ভা ১০।১৩।৩৯) বিবিধ-ভেদের পাত্র।

ভিদি [ভিদ্+কি], **ভিদির** [ভিদ্+কিরচ্] বজ্র।

ভিদুর (লনা ৯৫০) [ভিদ্+কুরচ্] বজ্র। ২ ভেদক। ৩ ভঙ্গুর। ৪ প্লক্ষবৃক্ষ।

ভিদেলিম (হরি ৫।১৯১) [ভিদ্+কেলিম] স্বয়ং ভঙ্গুর।

ভিদ্ (আচ ২।২৩) ভেদ, ২ বিশেষ-করণ; [৩ কর্ত্তরি ক্বিপ্] ভেত্তা।

ভিদ্য (হরি ৫।১৭৫) [ভিদির বিদারণে+ক্যপ্] নদবিশেষ।

ভিন্দিপাল (ভর ৮।৩।৩৭) হস্ত-ক্ষেপ্য অস্ত্র-বিশেষ।

ভিন্ন (ভা ৩।৩২।৩৯) দুরাচার—স্বামী। ২ মতান্তরদ্বারা ভেদগ্রস্ত। ৩ (বৃভা ২।১।১৬৮ যুক্ত। ৪ (ভা ১।৬।১৭) নিঃশেষে বিদীর্ণ। ৫ (মাম ২।৩৩) সঙ্গত। ৬ (আচ ১৫।১৭৪) ক্লিন্ন। ৭ অন্য, ৮ প্রস্ফুটিত। **-ক** (হরি ৭।১০৭৪) ঈষদ্‌ভিন্ন। ২ বৌদ্ধ। **-ক্রম**—বাক্যগত ভগ্নপ্রক্রম-নামক দোষ। **-দৃক্** (মুক্তা ৫।৪) ভেদকে সত্য বলিয়া ধারণাকারী। ২ (ভা ৬।৯। ৩২) শ্রীভগবান্ হইতে অন্যত্র পুরুষার্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন। ৩ (ভা ৩।২৯। ৮) ভেদদর্শী। **-মতি** (ভা ১০। ৫৭।৫) সৎপথ হইতে পৃথক্‌কৃতমনাঃ, ২ প্রতারিত-বুদ্ধি। **-সেতু** (ভা ১০।৩৩।২২) মর্যাদার অতিক্রমকারী।

ভিন্নাঞ্জন (ভা ১০।৭।৯।৩ দলিত-কজ্জল—স্বামী।

ভিন্নার্থ—অন্য পদার্থ।

ভিষক্ (গোলী ৩।৬৭) বৈদ্য

ভিস্সা (গোচ পূর্ব ১৭।৪৬) অন্ন।

ভী (গোলী ১১।৫৮) ভয়।

ভীগীর্ণ (গোচ উত্তর ১২।৬৬) ভয়গ্রস্ত।

ভীতভীত (হরি ৬।৩৬৬) ভীতসদৃশ-ক্রিয়াবিশিষ্ট।

ভীতি (ভা ৪।৮।৪) দুরুক্তির গর্ভে জাতা কলির কন্যা। [২ ভয়, ৩ কম্প]।

ভীভয় (ভা ১০।১৩।১৩) ভয়েরও ভয়স্বরূপ—স্বামী। ২ সর্বাভয়প্রদ—সনা।

ভীম (ভা ৬।৬।১৭) ভূতের ঔরসে ও সরূপার গর্ভে জাত রুদ্রবিশেষ। ২ (ভা ৯।১৫।৩) সোমবংশ্য বিজয়ের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২২।২৯) দ্বিতীয় পাণ্ডব। কুন্তীর গর্ভে পবন-বীর্য্যে ইঁহার জন্ম হয়। ৪ (সুধা ৫২) ভয়প্রদ। ৫ (গোলী ২১।৪৯) অম্লবেতস। ৬ মহাদেব। ৭ পরমেশ্বর। **-রথ** (ভা ৯।১৭।৫) সোমবংশ্য কেতুমানের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।৪) বিকৃতির পুত্র। **-সেন** (ভা ৯।২২।৩১) দ্বিতীয় পাণ্ডব, ২ (ভা ৯।২২।৩৫) চন্দ্রবংশ্য পরীক্ষিতের পুত্র। ৩ (সিন্ধু ৩।৩। ১১) শ্রীকৃষ্ণের পুরস্থ বয়স্য।

ভীরু (হরি ৫।৩৫৮) [ভী+ক্রু] ভয়শীল। ২ (গোলী ২১।৩৫) শতমূলী, কণ্টকারী। ৩ শৃগাল। ৪ (চৈনা ১।৫১) স্ত্রী। **-ক** (হরি ৫। ৩৫৮) [ভী+ক্রুকন্] ভয়াতুর। [২ শৃগাল, ৩ ব্যাঘ্র, ৪ ইক্ষুভেদ]। **-চতুর্ম্মুখ** (স্তব ৮।৯৭) ব্রহ্মার স্তবস্থলী। **-ভীরু** (হরি ৭।২৩৮) ভয়াতুরা নারী।

ভী-রোধক (আচ ১০।১৭) নির্ভয়।

ভীলুক (হরি ৫।৩।১৮) [ভী+ক্লুকন্] ভয়গ্রস্ত।

ভীষক [ভী—ণিচ্+সুক্ ণ্বুল্] ভয়কারক।

ভীষণা (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা (স্কান্দ-প্রভাসে) 'ভোজপতির মৃত্যু'—এই বাক্যে উক্ত দুর্জন-বিত্রাসক শক্তিবিশেষ।

ভীষা [ভী—ণিচ্ সুক্ ভাবে অঙ্] ভয়-প্রদর্শন, ২ [স্বার্থে ণিচ্] ভয়।

ভীষিতা (গোপা ৩৬) ভয়দায়িতা।

ভীষ্ম (রত্ন ৮।৪ টী) কুরুপাণ্ডবের পিতামহ, শ্রীকৃষ্ণভক্ত। ২ (ভা ১১।২৩।৪৩) ভয়ঙ্কর। [৩ রুদ্র, ৪ রাক্ষস, ৫ গঙ্গাগর্ভজ শান্তনুর পুত্র]। **-ক** (ভা ১০।৫২।২১) বিদর্ভদেশের রাজা, রুক্মিণীর পিতা। **-পঞ্চক** (হ ১৬।৪৩৪) শ্রীভগবৎপ্রীতির জন্য কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী হইতে পৌর্ণমাসীযাবৎ সমর্থ ব্যক্তি ভীষ্মপঞ্চক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। ইহা কিন্তু কাম্যব্রত। ইহাতে আমিষ-ভোজন ত্যাজ্য। অপর নাম—'বকপঞ্চক'। **-যুধ্বা** (হরি ৭। ১৯৩) [ভীষ্মং যোধিতবতীতি যুধ্—ক্বনিপ্] শিখণ্ডিনী। **-সুতা** (উ ১৪।১৭৭) গঙ্গা, ২ রুক্মিণী।

ভীষ্মাষ্টমী (হ ১৪।১৭১—১৭৩) মাঘী শুক্লা অষ্টমীতে বা ঐ তিথি হইতে পাঁচ দিন ভাগবতোত্তম ভীষ্মের উদ্দেশ্যে জলে দাঁড়াইয়া উত্তরমুখী হইয়া তর্পণ বিধেয়। পিতা ও পিতামহ জীবিত থাকিলে কিন্তু ভীষ্মতর্পণ করিতে নাই। মন্ত্র যথা—'বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতি-প্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্মণে॥'

ভুক্ত-পূর্বী (হরি ৭।৯২৮) [ভুক্তং পূর্বমনেনেতি ভুক্তপূর্ব+ইনি] ভূত-পূর্ব ভোক্তা। **°মুক্ত** (গোলী ৩।৩৩) পূর্বে ভুক্ত পশ্চাৎ মুক্ত।

ভুক্তি (ভাবনা ৬।৫৫) ভোজন। ২ রবিপ্রভৃতি গ্রহগণের রাশ্যংশাদিতে গমন, ৩ ভোগ।

ভুগ্ন (পদ্যা ২৬৬) বক্রীভূত, কুটিল।

ভুজ (ভা ১০।৫৪।৩৩) [ভুঙ্ক্তে জগৎ সংহরতীতি] জগৎসংহারক—সনা। ২ (মুক্তা ১২।৮) শাখা। ৩ বাহু। [৪ ভোগকর্ত্তা, ৫ কুটিলীভূত]। **-কটক** (উ ৪। ১০) অঙ্গদ। **-কোটর**—কক্ষদেশ (কাঁক)।

ভুজগ-ভোজী (লনা ৮।২১) গরুড়, ২ ময়ূর। **°রিপু** (হংস ৮৩) ময়ূর, ২ গরুড়। **-রিপু-পত্র** (হংস ৮৩) ময়ূর-বাহন কার্ত্তিকেয়। ২ গরুড়-বাহন বিষ্ণু। **-বল্লী** (গোলী ২১। ৩৫) তাম্বূল। **-শক্র** (হ ৫।১৬৮) ময়ূর। **-শিশুসৃতা** (ছ ২।৩০) নবাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

ভুজঙ্গ (বিনা ২।২) কামুক। ২ সর্প। **-তা** (উ ৭।৮) লাম্পট্য, ২ ভুজঙ্গমধ্যে প্রাপ্তা অর্থাৎ আলিঙ্গিতা। **-ত্রিভঙ্গী** (বিরু ৮৩) ত্রিভঙ্গীবৃত্ত-কলিকার নিয়মে যদি তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম বর্ণে ভঙ্গ (বর্ণাবৃত্তি) হয়, তবে 'ভুজঙ্গত্রিভঙ্গী' বলে। যথা পদ্যে —'ত্রিভঙ্গী সুরঙ্গী কুরঙ্গীক্ষণাভি-বিলাসেন রাসে সুবাসেন মুগ্ধঃ'। ইহার পদ্যে ও কলিকায় মোট আট হইতে ষোল কলিকাই নির্দিষ্ট। **-প্রয়াত** (ছ ২।৭৫) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-ভাব** (লনা ৪।২৯) সর্পতা, ২ লাম্পট্য। **-ম** (হরি ৫।২৫০) সর্প। **-ভুক্** (রতি ৯৩), **-রিপু** (গোবি ৭) ময়ূর। ২ গরুড়। **-বিজৃম্ভিত** (ছ ২। ১৭৪) ষড়্বিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [২ সর্প-বেষ্টিত]। **-সঙ্গতা** (ছ ২।৩২) প্রতিপাদে নবাক্ষর ছন্দোভেদ।

ভুজগেশ—বাসুকি, ২ শেষ, ৩ পিঙ্গলমুনি, ৪ পতঞ্জলি।

ভুজতল (গোচ পূর্ব ২।১৭) ক্রোড়।

ভুজভু (চৈনা ২।২) ক্ষত্রিয়।

ভুজমূর্দ্ধা (মালা ত্রি ৪), **ভুজমূল** (লনা ৬।৩) স্কন্ধদেশ। **ভুজবিধুতি** (ভা ১০।৩৩।৮) করচালন—স্বামী। ২ হস্তক-ভেদে ভঙ্গি-বিশেষ—সনা।

ভুজশিরঃ (আচ ৬।৪) স্কন্ধদেশ।

ভুজা (ভা ১০।১৬।৯) ফণা বা সর্প-শরীর—সনা। ২ বাহু। **ভুজাগ্র**—কর। **ভুজান্ত** (বিনা ৪।১) স্কন্ধদেশ। **ভুজান্তর** (বিনা ৩।২) বক্ষঃস্থল। ২ ক্রোড়। **ভুজাভুজি** (গোচ উত্তর ৫।২৯) হস্তে হস্তে প্রহারপূর্বক প্রবৃত্ত যুদ্ধ। **ভুজাভোগ** (ভা ১০। ৩৬।৮) সর্পদেহাকার বাহু—স্বামী।

ভুজিষ্য—দান, ২ রোগ, ৩ স্বতন্ত্র, ৪ হস্তসূত্র।

ভুজিষ্যা (ভা ৬।১।৫৯) দাসী, [২ বেশ্যা]।

ভুবঃ (ভা ১১।২৪।১১) অন্তরীক্ষ লোক, ২ ভূতগণের লোক—স্বামী।

ভুবন (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৩) জগৎ, ২ জল। [৩ জন, ৪ আকাশ, ৫ চতুর্দশ-সংখ্যা]। **-মুক্** (আচ ১৫। ১৯) জলবর্ষী। **-মোহিনী**

(কৃগ পরি ১২১) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া বংশী।

ভুবনেশ্বর (মালা হরি ৩) লোকপতি ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি। ২ (চৈভা অন্ত্য ২।৩০৭) 'গুপ্তকাশী'-নামে প্রসিদ্ধ উড়িষ্যার শিবক্ষেত্র। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্ক-পূত। 'একাম্রকবন' দ্রষ্টব্য।

ভুবনেশ্বরী চরিত ১৯৮) লক্ষ্মী। **-বীজ** (হ ৫।১৩৯) হ্রীঁ।

ভুবর্লোক (ভা ২।৫।৩৮) ভূরাদি সপ্তলোকের দ্বিতীয় লোক—পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্ত্তী, সিদ্ধ ও মুনিগণের অধিষ্ঠান।

ভুশুণ্ডী (ভা ৬।১০।২৩) সর্বত্র লৌহ-কণ্টকের অনুক্রমে উন্নত মারণাস্ত্র—স্বামী।

ভূ (ভা ৪।২১।২৭) ভোগভূমি, ২ শরীর—স্বামী। ৩ (আচ ২২।৬) উৎপত্তি। ৪ (ভগ ২২) জগৎসৃষ্টি-শক্তি। ৫ (ভা ১১।২৪।১১) পৃথিবী, স্থান। ৬ বিষ্ণু (সহস্রনাম)। ৭ যজ্ঞাগ্নি। **-ক**—ছিদ্র, ২ কাল।

ভূগর্ভ (সুধা ২১) মহিষী ভূদেবীর নিত্যভর্ত্তা।

ভূগোল (ভা ১০।৮।৩৭) ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও অধিষ্ঠান। [২ পৃথিবীর বিবরণ]।

ভূচারণ (চরিত ১৮০) পার্থিব স্তুতি-পাঠক। **ভূচ্ছায়া**—সূর্যকিরণের ব্যবধানে জায়মান অন্ধকার।

ভূত (ভা ৬।৬।২) প্রজাপতি দক্ষের জামাতা। ২ (সস ভগ ১০) পরমার্থ সত্য মহেশ্বর-লক্ষণ পরতত্ত্ব। ৩ (ভা ১০।১৬।৩৯) পূর্ব হইতে অবস্থিত—স্বামী। ৪ জীব, ৫ গৃহীতজন্মা—সনা। ৬ পূর্বসিদ্ধ—বল। ৭ (ভা ১০।৮৪।৫৬) প্রমথ—জী। ৮ (ভা ১১।১৬।১২) প্রধানের কার্য-সমূহ—জী। ৯ (ভা ১১।২২।৪২) শরীর—স্বামী। ১০ (হ ১৪।২০৫) চতুর্দশী। ১১ (চৈত ১০।১৬।৩৯) [ভূঃ সত্তা তত্র উতঃ] নিত্যবিগ্রহবান্। ১২ (আচ ৪।৪১) ভূতলে ব্যাপ্ত। [১৩ ন্যায্য, ১৪ সদৃশ, ১৫ সত্য]। **-কৃৎ** (সুধা ১৪) আকাশাদি মহাভূতের উৎপাদক। **-কেতু** (ভা ৮।১৩।১৮) নবম মনু দক্ষ-সাবর্ণির পুত্র। **-জ-দুঃখজয়** (ভক্তি ২৩৭) দুঃখপ্রদ প্রাণির প্রতি কৃপাদ্বারা ভূতজ দুঃখ দূর হয়। **-জ্যোতিঃ** (ভা ৯।২।১৭) সূর্যবংশ্য সুমতির পুত্র। **-ধাত্রী** (আচ ৩।৯) জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ২ পৃথিবী। **-ধ্রুক্** (ভা ১০।১০।১০) প্রাণির প্রতি দ্রোহাচারী। **-নন্দ** (ভা ১২।১।৩০) মৌল-বংশীয়, কিলিকিলাপুরীর রাজা। **-নাথ** (ভা ৪।৫।৪) রুদ্র। ২ বটুকভৈরব। **-নিলয়** (ভা ৮।১।১১) [ভূতানি নিলয়ো যস্য সঃ] সর্বান্তর্যামী। ২ প্রাণিগণের আশ্রয়—শ্রীনা। **-পতি** (ভা ২।৬।৪৩) শিব। ২ (রত্ন ৩।৪০) ব্রহ্মা। **-ভর্ত্তা** (গীতা ১৩।১৭) স্থিতিকালে প্রাণিগণের পালক। **-ভাবন** (ভা ১০।৫।১৩৫) প্রাণিমাত্রের পালনে প্রবৃত্ত—সনা। ২ স্বেচ্ছায় সর্বজীব-স্রষ্টা। ৩ নিজভজনে সর্বপ্রাণির প্রেরক। ৪ (ভা ৫।১৭।১৯) ব্রহ্মা। ৫ (ভা ২।৫।১) [ভূতানি ভাবয়ন্তি সৃজন্তীতি] মরীচ্যাদি প্রজাপতি। ৬ (সুধা ১৪) শক্তিতে ও সম্পদে প্রাণিগণকে যিনি ভাবিত করেন, বিষ্ণু। **-ভৃৎ** (সুধা ১৪) স্ব-সংকল্পেই পঞ্চ মহাভূতের ধারণকর্ত্তা। **-যজ্ঞ**—গৃহস্থোচিত পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত বলিবৈশ্বদেবকর্ম। **-যোগজ চৈতন্য** (যো ২৯) চার্বাক-মতে পৃথিব্যাদি-ভূতের সহিত শরীররূপ-সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। **-যোনি** (গোভা ১।২।২১) সাংখ্যমতে প্রধান, ২ অন্তর্যামি ব্রহ্ম। **-রয়** (ভা ৮।৫।৩) পঞ্চম রৈবত মন্বন্তরে দেবতা। **-রাজ** (গোচ উত্তর ২।৫৮) শিব। **-রাট্** (ভা ৩।১৪।২৪) রুদ্র। ২ (ভা ৪।২।৩২) [নিন্দার্থে] ভূতগণের রাজা, [স্তুত্যর্থে] সর্বপ্রাণিতে বিরাজমান। **-বীজ** (গোভা ৩।১।২১) জীবজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ-হিসাবে ত্রিবিধ বীজ দৃষ্ট হয়। 'জীবজ' বলিতে জরায়ু-জাত মনুষ্যাদি। অণ্ডজ—পক্ষিসর্পাদি এবং উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষাদি। স্বেদজ (উকুন, ছারপোকা) উদ্ভিজ্জের প্রায় সমান বলিয়া পৃথক্-ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই।

ভূতশুদ্ধি (হ ৫।৬৩—৮৭) দেহের উপাদানভূত পঞ্চ মহাভূত-সমূহ অব্যয় ব্রহ্মের (জীবতত্ত্বের বা ভগবানের) অংশ, সুতরাং উভয়ের কারণ-কার্যাদিরূপে ভিন্নভাবে অবস্থান-জ্ঞান-রূপ বিশোধনই—ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধি বিনা জপাদি নিষ্ফল বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। প্রথমে করকচ্ছপিকা-মুদ্রা রচনা করত প্রদীপ-কলিকাকার জীবাত্মাকে 'সোঽহম্' এই মন্ত্রে হৃৎপদ্ম হইতে বুদ্ধি-(বিচার)-বলে শিরঃস্থিত সহস্রারের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মাতে মিলন করাইবে—তাৎপর্য এই যে জীব পরমাত্মার

অংশ বলিয়া তাহা হইতে অভিন্ন, তদীয় বলিয়া নিজেকে চিন্তা করিবে। তৎপরে সেই পরমাত্মাতে পৃথিব্যাদি কার্যকারণ-তত্ত্বগুলি পরমাত্মৈকমূলক বলিয়া তাঁহাতে লীন অর্থাৎ তদাত্মক বা তন্ময়ামময় বলিয়া জানিবে। তৎপরে প্রাণায়াম করত জীবাত্মাকে শোধন করত শ্রীকৃষ্ণার্চনাযোগ্য করিবে। ভূতশুদ্ধি-প্রকারে বহু মত থাকায় স্বস্বসংপ্রদায়-ব্যবহারই অনুসর্ত্তব্য। (ভক্তি ২৮৬) ভক্তগণ নিজাভিলষিত ভগবৎসেবার উপযোগী তদীয় পার্ষদদেহ ভাবনা পর্যন্তই ভূতশুদ্ধি করিবেন। সেবারসিকগণের পক্ষে এই ব্যবস্থাই অনুকূল। যে যে স্থলে নিজাভীষ্টদেবের সহিত অভেদ-ভাবনার কথা আছে, সে সে স্থলেও তাঁহারা পার্ষদরূপের চিন্তাই জানিবেন। অহংগ্রহোপাসনা শুদ্ধভক্তগণ সর্বথাই ত্যাগ করিবেন। কেশবাদিন্যাসেও অধমাঙ্গবিষয়ে সেই মূর্ত্তির ধ্যান ও মন্ত্র জপান্তে তত্তৎস্থান স্পর্শ মাত্র করিবেন। ভক্তগণের পক্ষে কিন্তু সেই সেই স্থানে সেই সেই দেবতার স্থিতি চিন্তা অতি গর্হিত। (প্রকাশ ১৷৮) ক্রমদীপিকার মতে—প্রথমতঃ মন্ত্রানুষ্ঠাতা বামনাসাপুটে ধূম্রবর্ণ ও পাঞ্চভৌতিক দেহশোষক 'যম্' এই বায়ুবীজ স্মরণ করিবে [বামনাসায় বায়ু আকর্ষণ করত ১৬ বার জপ করিবে]। তৎপরে নিজের শরীর বিস্তীর্ণ বীজময় বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিয়া ৬৪ বার ঐ বীজ কুম্ভকাবলম্বনে জপ করত দক্ষিণ নাসাপুটে রেচন দ্বারা ঐবীজ ৩২ বার জপ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ করিবে।

-সংগ্রহ (বিপু ২৷১৩৷৭১) দেহ—স্বামী। **-সঙ্ঘ-সংস্থান** (কৃষ্ণ ১০৬) পাঞ্চভৌতিক। **-সঞ্চার**—ভূতাবেশ। **-সন্তাপন** (ভা ৭৷২৷১৮) হিরণ্যাক্ষের ঔরসে ও ভানুর গর্ভে জাত অসুর। **-সংপ্লব**—প্রলয়। **-সভম্** (হরি ৬৷১৪৭) ভূতের গৃহ। **-সর্গ** (ভা ৩৷১০৷১৬) ভূতসৃষ্টের সৃষ্টি। ২ (গীতা ১৬৷৬) প্রাণিগণের সৃষ্টি। **-সূক্ষ্ম** (ভা ৩৷২১৷২০) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চতন্মাত্র—স্বামী। ২ বিষয়সুখ—বি। ৩ (ভা ৩৷৮৷১১) ত্রিভুবনস্থ জীবের লিঙ্গ শরীর—জী। ৪ (ভা ১১৷১৫৷ ১০) বৈকুণ্ঠাদিগত স্বরূপশক্তি-বিলাস—জী।

ভূতা (হ ৩৷২৩৪) চতুর্দশী তিথি।

ভূতাক্রোশ (ভা ৬৷৯৷৬) লোকাপবাদ, ২ স্বদেহস্থ ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ুর অশুদ্ধি।

ভূতাত্মা (ভা ৪৷১১৷২৫) ভূতগণের কারণ—জী। ২ (ভা ১০৷৫৯৷১৮) পঞ্চভূতাত্মক দেহ—বি। ৩ (গোতা ২৷১১৩) মহাভূতান্তর্যামী—জী। ৪ জীবান্তর্যামী—বল। ৫ (সুধা ১৪) চিজ্জড়াত্মক প্রাণিসমূহের স্বাংশে প্রবর্ত্তক, ৬ (সুধা ১৭০) অনাদি-সিদ্ধ-স্বরূপ।

ভূতাদি (গীতা ৯৷১৩) জগৎকারণ—স্বামী। ২ (সুধা ১৭) [ভূতৈঃ প্রাণিভিরাদীয়তে শুভদত্বেন গৃহ্যতে] শুভদ বলিয়া প্রাণিগণ-কর্ত্তৃক গ্রাহ্য। ৩ (রত্ন ৩৷৩৯) সাংখ্যমতে পঞ্চভূতের আদি 'অহংতত্ত্ব'। ৪ পরমেশ্বর। ৫ (ভা ১২৷৪৷১৫) তামস অহঙ্কার—স্বামী।

ভূতাদিপূজা (ভক্তি ২৮৬) শ্রীকৃষ্ণপূজার অঙ্গরূপে ভূতাদি-পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ তাহা করিবেন না; যেহেতু যক্ষ, পিশাচ ও মদ্যমাংস-ভোজী দেবগণ আবরণ-দেবতা নহেন। সঙ্কর্ষণ-পূজায় মদ্যাদিদানও অনভিপ্রেত। পীঠ-পূজায় অধর্ম, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রভৃতিকে পীঠাবরণ-দেবতারূপে আদর করিবে না। নারদপঞ্চরাত্রমতে অধার্মিকাদিতে অন্তর্যামি শক্তিই অধর্মাদিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভূতানুদ্বেগদায়িতা (সিন্ধু ১৷২৷১২৭) কায়মনোবাক্যে প্রাণিমাত্রের উদ্বেগ-পরিহার।

ভূতাপসারণ (কৃষ্ণ ৯) মঙ্গল কর্মারম্ভে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ভৌম ও আন্তরীক্ষ বিঘ্ন-সমূহের নিরাকরণ। মন্ত্র যথা—'অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥'

ভূতার্ত্ত—পিশাচাবিষ্ট। **ভূতার্থ**—যথাযথ।

ভূতাবাস (ভা ৩৷২৷৯) ঈশ্বর—স্বামী। ২ ভূতান্তর্যামী—জী। ৩ (সুধা ৮৯) নিখিল জীবের আবাসস্থান। ৪ (চৈত ১০৷১৬৷৩৯) পঞ্চমহাভূতের বাসস্থান।

ভূতি (ভা ১১৷২৯৷৫) ইন্দ্রিয়ভোগ—স্বামী। ২ ঐশ্বর্য—জী। ৩ (শ্যা ২৪) সিদ্ধি। ৪ (আচ ২৷২৩) উৎপত্তি। ৫ (চৈত ১০৷৪৭৷১৫) লক্ষ্মী। ৬ (ভা ১০৷৫৷১০) শোভা। ৭ (ভা ৫৷২৪৷৮) সন্ততি—স্বামী। ৮ প্রভাব—জী। [৯ শিবাঙ্গের ভস্ম। ১০ গজবেশ]। **-কাম** (গোভা ৩৷৩৷৫১) মোক্ষ

পর্যন্ত সর্বসম্পত্তি-লিপ্সু। **-রেখা** (গোচ উত্তর ৩৭।২০৭) লক্ষ্মীচিহ্ন [শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থিত স্বর্ণরেখা]।

ভূতেজ্যা (গীতা ৯।২৫) যক্ষ-রক্ষ-বিনায়কাদির পূজক, তামস লোক।

ভূতেন্দ্রিয়াত্মক (ভা ৩।৯।৩) ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের কারণ—স্বামী। ২ বিশ্ব-কারণ প্রধানের আশ্রয়—জী।

ভূতেন্দ্রিয়ালয় (ভা ৪।৮।৬৫) যাহাতে শব্দাদি পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়গণ সম্যক্ শয়ন করে, সেই মন—স্বামী। ২ প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অবিষয়ীভূত—বি।

ভূতেশ (ভা ৪।১৮।২১) রুদ্র, ২ (গীতা ১০।১৫) ভূতগণের নিয়ন্তা—স্বামী। ৩ (হরি ৩।৬) লুঙ্ বিভক্তির নামান্তর।

ভূতেশ্বর (হরি ৩।৬) অনদ্যতন অতীতকাল-বোধক লঙ্ বিভক্তি। ২ (মথুরা ২২২) মথুরার চতুর্দিকস্থ চারি ক্ষেত্রপালের অন্যতম শিব।

ভূধর (ভা ১০।৩৭।১৩) রাজা। ২ পর্বত। **-ধর** (গোচ পূর্ব ১৮।১৪৩) গিরিধারী।

ভূভুক্ (মথুরা ৭৬) রাজা।

ভূভুবন (গৌকৃ ১।২৯) ভূলোক।

ভূভৃৎ (গোচ পূর্ব ১৮।৬২) পর্বত, ২ রাজা।

ভূমা (গোচ উত্তর ২৮।২) প্রচুর। ২ (হরি ৭।৮৩৭) [বহু+ইমনি] প্রাচুর্য, বাহুল্য। ৩ (ভা ১০।৮৫। ২০) সর্বব্যাপক—স্বামী। ৪ (রত্ন ২।৩৮) অপরিচ্ছিন্ন-সুখস্বরূপ পুরুষরত্ন। ৫ (ভা ১০।১৬।৩) সর্বথা পরিপূর্ণ। ৬ (ভা ১১।২১।৩৭) স্বরূপ-বহুল। ৭ (ভা ৫।১৫।৫) ভরতবংশীয়, প্রতিহর্ত্তা ও স্তুতির পুত্র।

ভূমাপুরুষের অংশত্ব-খণ্ডন (কৃষ্ণ ২৯) ভূমাপুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ; মহাকালপুর ইঁহার নিজ ধাম। দ্বিজ-পুত্রগণকে আনয়ন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত এই স্থানে গমন করিলে ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জুনকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় দ্বিজপুত্রগণকে আনয়ন করিয়াছেন—এই ভাব ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৯।৫৮) ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের অংশরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া সংশয় হয়। ইহার নিরসন-কল্পে শ্রীজীবপাদ দ্বিবিধ বিচার-প্রণালী দেখাইতেছেন—(১) বাক্যের বলবত্তা-প্রদর্শনে ও (২) ভূমাপুরুষোক্ত বাক্যসমূহের বাস্তবার্থ-প্রকটনে। পূর্ব মীমাংসার মতে শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ের যে শৈলী আছে, তদনুসারে এই আখ্যানটি—সমাখ্যা (ইতিহাস) আর শ্রীশৌনকের প্রতি শ্রীসূতের সাক্ষাৎ উপদেশ 'শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্' পরিভাষা-বাক্যটি হইতেছে—শ্রুতি; সুতরাং অর্থবিপ্রকর্ষ-নিবন্ধন শ্রুতি-দ্বারা সমাখ্যার বাধা হইতেছে অর্থাৎ ভূমাপুরুষের অংশিত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব নিরাকৃত হইল। যদি বল ভূমাপুরুষের উক্তিই শ্রুতিরূপে ধরা হউক, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু (১) শ্রীকৃষ্ণের সর্বজ্ঞতার ব্যভিচার নাই বলিয়া ভূমাপুরুষকে বক্তা এবং নিজেকে শ্রোতারূপে কল্পনা করত তথায় তাঁহার গমনের প্রসঙ্গ নাই। (২) 'তোমাদিগকে দর্শন করিবার জন্য'—ভূমাপুরুষের এই উক্তিতে কার্যান্তরে তাৎপর্য বুঝা যায়। (৩) শ্রীকৃষ্ণার্জুনের রূপ-মাধুর্যে মোহিত হইয়াই তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। (৪) শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বোপদেষ্টা শ্রীসূতাদির ন্যায় ভূমাপুরুষ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বোপদেশ-দানের তাৎপর্য দেখা যায় না, (৫) অর্থান্তর করিলেই পদগুলির নিকট-সম্বন্ধ থাকে।

শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষাপেক্ষা ন্যূন করিলেও এ বিষয়ের সমাধান হয় না; সকল অবতারই স্ব-স্ব-ধামে নিত্যই বিরাজ করেন, মতান্তরে তিনি স্বয়ং পুরুষ হইলেও স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত বলিয়া, 'তোমরা নরনারায়ণ ঋষি', 'সত্বর আমার নিকট আগমন কর—' এই বাক্য-দ্বয়ের সহিত বিরোধ অনিবার্য। ভূমাপুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণার্জুনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই কথাও কোথাও উল্লেখ না থাকায় অপ্রসিদ্ধ-কল্পনা করিতে হয়। (১০।৮৯।৫৮) শ্লোকে 'তোমরা আগমন কর' এবং (৫৯) শ্লোকে 'ধর্ম আচরণ কর'—এই বাক্যদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণার্জুন তাঁহার অংশ হইলে তিনি দূর হইতেও ত দেখিতে পারিতেন, তবে কেন আবার 'তোমাদের দর্শনেচ্ছু হইয়া'—এরূপ বাক্যের প্রয়োগ হইল? সুতরাং যথাশ্রুতার্থে সমাধানের কোনই উপায় নাই। যদি বল যে শ্রীকৃষ্ণই যদি স্বয়ংভগবান্ হন, তবে তাঁহারই সহচর অর্জুন কেন ভূমাপুরুষের

জ্যোতিঃদর্শনে উৎপীড়িত হইলেন, কেনই বা ভূমাপুরুষের প্রতি ভক্তি দেখাইলেন ? **উত্তর**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাকালপুরে গমন-সময়ে অর্জুনের কৌতুকবিশেষ-সম্পাদনের জন্য স্বীয় শক্তির সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। যুদ্ধাদি বহু বহু লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণের অমিত এবং অনন্ত শক্তির সঙ্কোচ-ব্যাপার বহুশঃ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের অশ্বগণ অপ্রাকৃত হইলেও তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ প্রাকৃত অন্ধকারে ভ্রষ্টপথ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নরলীলার আবেশেই ভূমাপুরুষকে ভক্তিভর দেখাইয়াছেন—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে অংশ মনে করিবার কোনই হেতু নাই। প্রকটকালে নারদাদি ঋষিগণকে এবং রুদ্রাদি দেবগণকেও ভক্তি করিয়া থাকেন।

শ্লোকসমূহের বাস্তবার্থ দুই প্রকারে নিষ্কাশিত হয়। (১) তাৎপর্য-বিচারে ও (২) শব্দোত্থ-বিচারে—তাৎপর্যার্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোবর্ধন যজ্ঞে গোপগণের বিস্ময়োৎপাদন-মানসে নিজের কোনও দিব্যমূর্ত্তি দেখাইয়া গোপগণের সহিত নিজেই নিজেকে প্রণাম করিয়াছেন, এস্থলেও তদ্রূপ অর্জুনকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া কৌতুক দেখাইবার জন্য মহাকালরূপী নিজেই দ্বিজবালকদের অপহরণাদি যাবতীয় ব্যাপার সংঘটনপূর্বক মহাকালপুরে আবার নিজেকেই নিজে ভক্তি করিতেছেন। হরিবংশে স্পষ্টোক্তিও এইরূপ—'হে অর্জুন! তুমি যাহা দেখিতেছ—ইহা আমারই সনাতন তেজ।'

শব্দোত্থ বিচার—ভূমাপুরুষকে যে (ভা ১০।৮৯।৫৪) 'পুরুষোত্তমোত্তম' বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—পুরুষ=জীব, তাহা হইতে উত্তম—জীবান্তর্যামী (পরাত্মা), তাহা হইতেও উত্তম শ্রীভগবানের প্রভাবরূপ মহাকাল-শক্তিময় ভূমাপুরুষ। ঐ ৫৮ শ্লোকের শেষার্দ্ধের 'কলাবতীর্ণ' পদটি সম্বোধনে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ কলাযুক্ত (অংশ-সহিত) পূর্ণাংশী হইয়া অবতীর্ণ তোমরা দুইজন অথবা কলাতে (অংশ-লক্ষণ মায়িক প্রপঞ্চে) অবতীর্ণ তোমরা দুই জন। উভয়ে অবশিষ্ট অসুরগণকে বধ করিয়া আমার নিকট পাঠাও অর্থাৎ এস্থানে পাঠাইয়া তাহাদিগকে মুক্তি-দান কর। হতারি-গতিদায়ক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই এবং মহাকালপুরই মুক্তিধাম বলিয়া এরূপ অর্থই সুসঙ্গত। অর্থান্তর-স্বীকারে অযথা কষ্টকল্পনা করিতে হয়। এইভাবে অন্যান্য আপাততঃ বিরুদ্ধ বচনেরও সমাধান চিন্তনীয়। এতদ্দ্বারা ইহাই নিষ্পন্ন হইল যে মহাকাল-পুরুষই অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণই মূল অংশী স্বয়ং ভগবান্।

ভূমি (নাম ১৬) স্থান, বিষয়। [৩ যোগিগণের চিত্তের অবস্থাভেদ, ৪ এক-সংখ্যা, ৫ জিহ্বা]। **-ক** (চৈচ মধ্য ২০।১৭) জমিদার। **-কা** (গোচ পূর্ব ১।৩৪) রচনা। ২ স্থান। ৩ (বিনা ১।৩) নাট্যে পাত্রোপযোগী বেশভূষা। **-গীত** (ভা ১২।৩।১) শ্রীভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম বার শ্লোক। **-জ** (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) নরকাসুর। ২ মঙ্গল। [৩ মঙ্গলগ্রহ, ৪ ভূমিকদম্ব, ৫ পার্থিব]। **-ত্র** (ভা ১২।১।১৯) কণ্ববংশীয় বসুদেবের পুত্র। **-দেব** (ভাবনা ৯।৩৩) ব্রাহ্মণ, ২ ভূমিতে ক্রীড়াপর। **-পুত্র**—মঙ্গলগ্রহ, ২ নরকাসুর। **-শোভা** (হ ১৬।৩৩২) স্বস্তিক রচনা।

ভূয়ঃ [ব্য] পুনর্বার।

ভূয়ান্ (চৈনা ৩।১৮) বিস্তীর্ণ। ২ (ভা ১১।১১।৬) অধিকতর।

ভূয়িষ্ঠ (সিন্ধু ২।১।৩৫২) নটবর বেশের উপযুক্ত, খণ্ডিত ও অখণ্ডিত, বিবিধ বর্ণ ও প্রচুরতর-লম্বিত বস্ত্র। ২ বহুতম, ৩ প্রচুরতম।

ভূরি (১০।৭৫।৬) সোমদত্তের পুত্র—সনা। [২ প্রচুরতর, ৩ বিষ্ণু, ৪ শিব]। **-তমাঃ** (ভা ৩।১০।২১) আহারাদি মাত্রনিষ্ঠ—স্বামী। ২ বহুক্রোধ—বি। **-দ** (ভা ১০।৩১।৯) পূর্বজন্মে বহুদাতা। ২ সর্বার্থদাতা। ৩ মহাপ্রাণ-ঘাতক—সনা। ৪ প্রচুর গৃহ-সুখের নাশক। **-দক্ষিণ**—বহুতর দক্ষিণা-দানশীল, ২ বিষ্ণু। **-পুণ্য** (বৃভা ২।৭।১৩৭) মহাভাগ্য, ২ পরম কৃতার্থ, ৩ পরম-মঙ্গলরূপ। ৪ (ভা ১০।১৩।৪৯) বহুজন্মার্জিত পুণ্য—স্বামী। ৫ ভক্তি—সনা। ৬ শ্রবণকীর্ত্তনাদি বিবিধ ভজন। **-ভাগ** (ভা ১০।১৪।৩০) মহাভাগ্য—স্বামী। ২ (ভক্তি ৮৯) বহুপুণ্য। ৩ তপস্যাদি-সম্পন্ন। **-ভোজ** (ভা ১০।৮১।৩৪) আত্যন্তিক-ভোগবান্। **-শৃঙ্গ** (রত্ন ২।৩০) প্রশস্ত-শৃঙ্গযুক্ত বা প্রশস্ত-লক্ষণ-বিশিষ্ট। **-শ্রবাঃ** (ভা ৯।২২।১৮) চন্দ্রবংশ্য সোমদত্তের পুত্র। [২ প্রচুরযশস্ক]। **-ষেণ**

(ভা ২।৭।৪৫) নরপতি শর্যাতির অন্যতম পুত্র। ২ (ভা ৮।১৩।২১) ব্রহ্ম-সাবর্ণির পুত্র।

ভূরুহ (গোলী ২১।৩৪) বৃক্ষ। ২ তৃণাদি।

ভূবিবর (ভা ১২।৪।৯) পাতালাদি সপ্ত অধোলোক।

ভূ-বেপথু (আচ ৯।৪০) ভূমিকম্প।

ভূশক্তি (কৃষ্ণ ১৮৪) শ্রীসত্যভামা।

ভূষ (নিবি ৪১) ভূষণ।

ভূষণ (হরি ৫।৩৩৭) [ভূষ অলঙ্কারে +ল্যুট্] শোভাজনক। ২ (নাচ ২৯১) গুণ ও অলঙ্কার-বহুল বাক্য-বিন্যাসকে নাট্যশাস্ত্রে 'ভূষণ' বলে। ৩ অলঙ্কার। **-ভূষণ** (লী ৯) ভূষণেরও ভূষা-সম্পাদক। **-মুদ্রাদর্শন** (ভক্তি ২৮৫) বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস কৌস্তুভ ও বিল্ব—এই মুদ্রাপঞ্চক অর্চনকালে শ্রীভগবান্‌কে দেখাইতে হইবে বলিয়া যে বিধি আছে, তাহা নিজমুখাদিতে কৃত হইলেও ভাবিতে হইবে যে এই সকল মুদ্রা শ্রীপ্রভুর অতিপ্রিয় এবং তাঁহারই সন্তোষার্থ প্রদর্শিত হইল। নিজ অঙ্গে সেই সব মুদ্রা-ভাবনা কিন্তু অহংগ্রহোপাসনাই।

ভূষণা (ভা ৫।১৫।১৫) ভৌবনের পত্নী ও ত্বষ্টার মাতা। নামান্তর—দূষণা।

ভূষিত (ভা ১০।১৪।২) অভিহিত, ২ বিষয়ে স্থিত—স্বামী। ৩ অলঙ্কৃত, [৪ পৃথিবীতে উপবিষ্ট]।

ভূষ্ণু (হরি ৫।৩২০) [ভূ+স্নুক্] ভবিষ্ণু, ভাবি।

ভূ-সুপর্ব (গৌবি ১০৬), **ভূসুর** (গোলী ১৯।৯) ব্রাহ্মণ।

ভূস্বর্গ—সুমেরু পর্বত।

ভৃকুং[শ]স—স্ত্রীবেশধারী নট।

ভৃকুটি[টী]—ভ্রূভঙ্গ।

ভৃগু (গোভা ৩।৪।২৩) ব্রহ্মবাদী ঋষি বরুণের পুত্র। ২ (ভা ১।১৯।৮) ব্রহ্মার ত্বক্ হইতে জাত মানস পুত্র। ৩ (বৃভা ২।২।৩৬) মহর্লোকবাসী মহর্ষি, ইনি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা, পরম বৈষ্ণব এবং ভগবানের বিভূতিরূপে পরিগণিত। [৪ গিরিসানু, ৫ মহাদেব, ৬ শুক্রগ্রহ]। **-কচ্ছ** (ভা ৮।১৮।২১) নর্মদার উত্তর তীরস্থ বলির অশ্বমেধ-যজ্ঞের স্থান। এস্থানেই বামনদেব দৈত্যরাজের নিকট ত্রিপাদ্‌ভূমি যাচ্‌ঞা করিয়াছেন। **-পতি** (ভা ৯।১০।৭) শ্রীপরশুরাম। **-পাত** (চৈচ আদি ১০।৯৪) পর্বতের উচ্চপ্রদেশ হইতে ইচ্ছাপূর্বক লম্ফ দিয়া প্রাণত্যাগ। **-সুত** (সিন্ধু ৩।২।৮৩) শুক্রাচার্য। **ভৃগূদ্বহ** (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ভ-বর্ণের মূর্ত্তি।

ভৃঙ্গ (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ২ (আচ ১।১৯) দারু-চিনি। ৩ (হ ২০।১১০) ভৃঙ্গরাজ। ৪ (মাম ১।২০) ভ্রমর, ৫ ষিড়্‌গ-নায়ক। [৬ ভীমরুল]।

ভৃঙ্গরাজ (হ ৭।২৪৩) ভীমরাজ, এক প্রকার ওষধি।

ভৃঙ্গার (গোলী ১১।৬৬) জলপাত্র, ২ (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের চেট [দ্রব্যবাহী ভৃত্য]। ৩ (ছ টী ১৫) প্রতিচরণে দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। [৪ ভৃঙ্গরাজ, ৫ লবঙ্গ, ৬ সুবর্ণ]।

ভৃঙ্গারী (কৃগ পরি ৮৪) শ্রীকৃষ্ণের চেটী।

ভৃঙ্গী (গোচ পূর্ব ১০।৪) ছাঁদন দড়ি। ২ (চরিত ২২১, কৃগ পরি ১৯৭) পুলিন্দ-কন্যা। [৩ বটবৃক্ষ, ৪ শিবানুচর]।

ভৃট্ (হরি ২।১০৭) [ভ্রস্‌জ্+ক্বিপ্] পাক-বিশেষ।

ভৃত (ভা ৩।২।২২) দাস। ২ (বৃভা ১।১।৩০) পূর্ণ। ৩ (ভা ৩।১৬।২২) পালিত। ৪ (ভা ৩।১৮।৪) পুষ্ট, ৫ আশ্রিত। ৬ (স্তব ৯।২৯) নিষ্পাদিত।

ভৃতি (হরি ৭।৭৬৯) ভরণ, ২ (চৈত ১০।২৯।৩৭) সেবামূল্য। ৩ (আচ ১২।৫৬) ধারণ। **-ভুক্** (গোচ পূর্ব ৩৩।৬৫) বেতন-ভোগী।

ভৃত্য (ভা ১০।৬০।৪৪) আজ্ঞাবাহক। ২ (বৃভা ১।৫।১১০) সেবক, ৩ অবশ্য ভরণীয়। **ভৃত্যা** (হরি ৫।১৮৮) [ভৃ+ক্যপ্] ভরণ।

ভৃষ্ট (চৈচ মধ্য ১৫।২১৩) ভর্জিত। **ভৃষ্টান্ন**—মুড়ি। **ভৃষ্টি**—ভর্জন, ২ শূন্যবাটিকা।

ভেকজিহ্বা (ভক্তি ৩৭) শ্রীহরির গুণগাথা-কীর্ত্তন-শূন্য দুষ্ট জিহ্বা।

ভেদ (ভা ১০।১৩।৪৩) বিশেষ। ২ (উ ১৫।১১৬) উপায়-চতুষ্টয়ের তৃতীয়, উপজাপ, পৃথক্‌করণ। সহেতুক মান-প্রশমনে দ্বিবিধ ভেদ—ভঙ্গিক্রমে স্বয়ং স্বমহিমার প্রকটন এবং সখীগণ-কর্ত্তৃক তিরস্কার-প্রয়োগ। ৩ (নাচ ৯২) বীজের উত্তেজনা (প্রোৎসাহন) বা সম্মেলনের পৃথক্‌করণ নাট্যশাস্ত্রে 'ভেদ' বলিয়া উক্ত। ৪ (নাচ ২৪৬) কপটালাপে সুহৃদদের মধ্যে ভেদ-সাধন। ৫ ন্যায়মতে—অন্যোন্যাভাব। এই ভেদ ত্রিবিধ—'সজাতীয়'—আম্র ও পনসে; 'বিজাতীয়'—বৃক্ষে ও পর্বতে, 'স্বগত'—একই বৃক্ষের

শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব, পুষ্পাদিতে পরস্পর ভেদ। -ক (হরি ৪।৯) বিশেষণ, ভেদ-জ্ঞাপক। ২ (বৃভা ২।৬।২৩৩) বিদারক, [৩ রেচক]। -কতা (চৈনা ১৮) বিভিন্নতা। [২ বিরেচন, ৩ বিশেষণ]। -কার্য (রত্ন ১।১৯) ধর্মধর্মিভাবে ব্যবহার। -কৃৎ (ভা ১০।৮৪।১২) ভেদবুদ্ধি-কারী। ২ (হ ১৪।১৭৫) প্রকাশক। ৩ (হ ১০।১০৫) বিচ্ছেদক। -ত্রয় (রত্ন ৭।১) সজাতীয়, বিজাতীয় ও ও স্বগত। -ন (গোচ উত্তর ২২। ৩০) বিদারণ। [২ বিরেচন, ৩ বিশেষণ, ৪ দ্বৈধীকরণ]। -ভান (প্র ১।১৬) ভেদ না হইলেও যাহাতে ভেদের প্রতীতিমাত্র আছে।

ভেদাভেদ (রত্ন ১।১৮) দ্বৈতাদ্বৈত। ভাস্করাচার্যের মতে ভেদাভেদবাদে অভেদই স্বাভাবিক এবং ভেদই ঔপাধিক [ব্র সূ ৪।৪।৪], একই বস্তুর অবস্থাভেদে কারণত্ব ও আবার অবস্থাভেদে কার্যত্ব, সুতরাং অবস্থা-ভেদে ভেদাভেদ লক্ষিতব্য। সকল বস্তুরই এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য (ব্র সূ ২।১।১৮)। ইহার মতে ব্রহ্ম দ্বিরূপ—কারণ ও কার্য। কারণরূপে এক অদ্বিতীয় ও কার্যরূপে ব্রহ্ম—বহু। প্রথমে ব্রহ্ম কারণমাত্র হইয়া বিরাজ করেন, তৎপরে স্বেচ্ছায় উপাধিদ্বারা সবিশেষত্ব ও বহুত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণতি কার্যরূপ ঔপাধিক হইলেও মিথ্যা নহে। শঙ্করের মতে যাহা ঔপাধিক, তাহাই মিথ্যা, কিন্তু ভাস্করের মতে সত্য বস্তুও সময়-বিশেষে মিথ্যা হইতে পারে। যেমন অগ্নির উষ্ণতা সত্য ও নিত্য, কিন্তু চুল্লীস্থিত লৌহপাত্রের উষ্ণতা সত্য অথচ অনিত্য। সুতরাং ভাস্করের মতে ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নত্ব স্বাভাবিক অর্থাৎ সত্য ও নিত্য, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ সত্য অথচ অনিত্য। জীব ও জগৎ সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টি-কালে, প্রলয়ে ও মোক্ষে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—ইহাই ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ।

শ্রীনিম্বার্ক স্বাভাবিক বা বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকার করেন। এই মতে ভেদ ও অভেদ কেবল সম সত্যই নহে, সমনিত্যও। সর্বকালে সর্বা-বস্থায় ভেদ ও অভেদ সমভাবে বর্তমান। ইহাতে ভেদের অর্থ—(১) কার্যের দিক্ হইতে গুণতঃ ও কার্যতঃ প্রভেদ; (২) কারণের দিক্ হইতে কার্যাতিরিক্ততা। অভেদের অর্থ—(১) কার্যের দিক্ হইতে কারণাত্মকতা ও কারণাশ্রয়িত্ব, (২) কারণের দিক্ হইতে কার্যলীনত্ব; সুতরাং জগদতিরিক্তস্বরূপে জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম জগল্লীনরূপে জীব ও জগৎ হইতে অভিন্ন।

শ্রীভাষ্যে (১।৪।৪) ভেদাভেদবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। রামানুজ বলেন—'যুগপৎ ভেদ ও অভেদে বিরোধ নাই—এ কথা অযৌক্তিক; কারণ শীত ও উষ্ণ, অন্ধকার ও আলোকবৎ ভেদ ও অভেদ কখনই এক বস্তুতে সঙ্গত হয় না।

শ্রীজীবপাদ সর্বসম্বাদিনীতে ভাস্কর ও নিম্বার্কের উভয় বাদই খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন—কার্য ও কারণের ভেদাভেদ নাই, কার্যা-বস্থাতেই কার্যত্ব ও কারণত্বাবস্থাতেই কারণত্ব লক্ষিত হয়; ঘটত্ব-ব্যাপারটি কার্যের, কারণের নহে; ঘটত্ব কার্য-সাধ্য; সুতরাং কার্য ও কারণ এবং তদাশ্রয় বস্তু ভিন্নই, এক নহে। ভাস্করীয় ভেদাভেদে ব্রহ্মেই উপাধি-সম্বন্ধ স্বীকার্য এবং এই উপাধি-সম্বন্ধের জন্যই জীবের জীবত্ব স্বীকৃত হওয়ায় জীবগত দোষ ব্রহ্মে আরো-পিত হয়। স্বাভাবিক ভেদাভেদেও ব্রহ্মের স্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হওয়ায় গুণবৎ জীবের দোষগুলিও স্বাভাবিক বলিতে হয়। এজন্য ব্রহ্মের সহিত সদোষ জীবের তাদাত্ম্যোপদেশ নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ।

ভেদিত (বৃভা ২।২।১৮৫) পৃথক্কৃত।

ভেদুর—বজ্র। **ভেদ্য** (হরি ৪।৯) বিশেষ্য। ২ শস্ত্রাদিদ্বারা বিদার্য।

ভেরী (ভা ১০।৫৩।৪১) বাদ্যযন্ত্র। ইহা দ্বিবিধ—পটহ ও বংশী—সনা।

ভেলা (কৃগ ৫৫) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী-তুল্যা গোপী।

ভেষজ (সুধা ৭৫) রোগ-নিবর্তক। ২ ঔষধ।

ভৈক্ষম্ (হরি ৭।৩৩৬), **ভৈক্ষ্য** (ভা ১১।১৭।২৩) [ভিক্ষাণাং সমূহঃ] ভিক্ষা-সমূহ। ২ ভিক্ষা, ৩ ভিক্ষাজাত।

ভৈদিক (হরি ৭।৭৭৫) [ভেদং নিত্যমর্হতীতি ঠঞ্] নিত্য-ভেদনার্হ।

ভৈমরথী (হরি ৬।৫৩৮) ভীমরথ-সম্বন্ধীয়া আখ্যায়িকা।

ভৈমী একাদশী (হ ১৪।১৭২) মাঘী শুক্লা একাদশী।

ভৈরব (আচ ২০।৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগ-বিশেষ। লক্ষণ যথা—খট্বাঙ্গ-

ধারী ত্রিকপালমালা, বিভূষিতো ভূতি-বিচিত্রিতাঙ্গঃ। দিগম্বরস্তাণ্ডব-পণ্ডিতোঽয়ং, গৌরীপতির্ভৈরব-নামধেয়ঃ॥' ২ (ঋগ ৮২, ৯৫) ললিতা সখীর পতি এবং গোবর্দ্ধন মল্লের সখা। [৩ ভয়, ৪ ভয়শীল। ৫ শঙ্কর]।

ভৈরবাদি-ভজন (ভক্তি ১৯) বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক ভগবানের ভজন অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও কেহ কেহ ভৈরবাদি দেবতার ভজন করেন, যেহেতু তাঁহারা সকাম; কিন্তু মুমুক্ষুগণও যে ঘোর-রূপ ভূতপতি প্রভৃতিকে ভজন না করিয়া শ্রীনারায়ণের ভজন করেন, তাহা (ভা ১।২।২৬) দ্রষ্টব্য, সুতরাং যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া মানেন, তাঁহারা অন্য দেবতার ভজন করিবেন কেন?

ভৈরবী (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত রাগিণী-বিশেষ। সঙ্গীত-পারিজাতে (৩৭৪) যথা—স-স্বরাংশ গ্রহন্যাসা ভৈরবী স্যাৎ ধনকোমলা। রিণারোহে তু প-ন্যাসা পঞ্চমেনো-ভয়োরপি। ষড়্জেনথাবরোহে তু সর্বদা সুখদায়িনী॥ সঙ্গীতচিন্তামণিতে—সরোবরস্থে স্ফটিকস্য মণ্ডপে, সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চয়ন্তী। তাল-প্রয়োগ-প্রতিবন্ধ-গীতির্গৌরী-তনুর্নারদ-ভৈরবীয়ম্॥

ভৈরিক (ঐ ৬।৪০) ভেরী-সম্বন্ধীয়।

ভৈষজ্য (ভা ১১।২১।২৩) ঔষধ; ২ চিকিৎসকের অপত্য। **-রোচন** (ভা ১১।২১।২৩) ঔষধের তিক্ততায় তৎসেবনে পরাঙ্মুখ শিশুকে যেরূপ খণ্ডলড্ডুকাদির লোভ দেখাইয়া তাহা সেবন করাইতে হয়, তদ্রূপ মোক্ষনিমিত্ত অবান্তর ফলশ্রুতিদ্বারা কর্মে রুচ্যুৎপাদন করা হয় মাত্র, বস্তুতঃ শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য হইতেছে—মোক্ষ-প্রতিপাদনই।

ভৈষ্মকী, ভৈষ্মী (বৃভা ১।৭।১৫৭) শ্রীরুক্মিণী দেবী॥

ভোঃ [ব্য] সম্বোধনে।

ভোক্তা (গীতা ১৩।২৩) পালক—স্বামী। ২ (রত্ন ৪।১০) সুখদুঃখ-ভোগী জীব। ৩ বিষ্ণু (সহস্রনাম)।

ভোগ (হরি ৭।১১৪) শরীর। ২ (ভা ১০।১৪।২৫) সর্পদেহ, ৩ (মাম ৩।৭৮) কেলি-বিলাসাদি। ৪ (উ ৬।১৪) সর্পফণা। ৫ (আচ ৫।১১৯) [জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত] রবিচন্দ্রাদির একরাশিতে স্থিতিকাল। ৬ (কৃষ্ণ ১৮২) শ্রীভগবানের নিত্য-স্থিতিময়ী লীলা—অপ্রকট প্রকাশ। ৭ (স্তব ৮।৬৪) সুখ। ৮ (ভা ৩।২০।৪৮) বিস্তার। **-দা** (হ ২।৬০) সূর্যের কলাবিশেষ। **-দেহ**—পুণ্য-পাপ-ভোগোপযোগী দেহ। **-পুরন্দর** (বৃভা ২।৬।১১৬) নিখিল-ভোগেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ। **-ভূমি**—ভারতবর্ষ-ব্যতীত অন্যান্য বর্ষ। **-বতী** (চৈভা আদি ৩।২৪৩) পাতালস্থিতা গঙ্গা। ২ (ভা ১।১১।১১) নাগরাজ বাসুকির রাজধানী। **-বান্** (ভা ৩।২০।৪৭) প্রসারণ-যুক্ত। **-স্থান** (বৃভা ২।১।১০—২৪) সকাম কর্ম-পর গৃহস্থ-গণের ভূ, ভুবঃ ও স্বর্গই ভোগস্থান, নিষ্কাম গৃহির। কিন্তু কেবল স্বধর্মাচার-নিষ্ঠায় মহর্লোকাদিতে গমন করেন এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে মুক্তও হন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বনবাসী যতিদের ভোগস্থান—ত্রৈলোক্যের উপরি মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্যলোক। তন্মধ্যে সকাম ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়, যাঁহারা কিন্তু কেবল স্বধর্মমাত্রনিষ্ঠ নিষ্কাম, তাঁহারা ভোগান্তে মুক্ত হন। যাঁহারা সম্যক্ বৈরাগ্যবান্ নহেন, তাঁহারা মহর্লোকাদিতে ভোগরাশি উপভোগ করত মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। অপর কেহ কেহ বা (যোগিরা) স্বেচ্ছায় অর্চিরাদিমার্গে ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ মুক্ত হন। পরমহংসগণ কিন্তু দেহান্তেই সদ্যোমুক্ত হন। সকাম ভক্তগণ যদৃচ্ছাক্রমে ত্রৈলোক্যে মহর্লোকাদিতে, অচিরাদি মার্গে এবং প্রপঞ্চান্তর্গত শ্বেতদ্বীপে ও রমা-বৈকুণ্ঠাদিতে বর্ত্তমান নিখিল সুখময় ভোগ উপভোগ করিতে করিতেই সংছিন্ন-বাসন হইয়া শ্রীভগবৎ-স্থানে (বৈকুণ্ঠে) গমন করেন। নিষ্কাম ভক্তগণ কিন্তু সদ্যই শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়া সেবাসুখে মগ্ন থাকেন। আবার ভক্তগণের ভাব-তারতম্যে শ্রীবৈকুণ্ঠ-প্রাপ্য সুখসেবাদিরও যৎ-কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শ্রীগোপীনাথের চরণারবিন্দ-ভজনা-নন্দই চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত সর্বাতিশায়ী।

ভোগাঙ্ক (উ ১৫।৮৯) প্রিয়জনের বা বিপক্ষের গাত্রে রতি-চিহ্ন।

ভোগায়তন—স্থূলদেহ।

ভোগাবলী (লনা ৫।২২) নায়কোৎ-কর্ষ-জ্ঞাপিনী বিরুদাবলী। [২ ভোগ-শ্রেণী, ৩ নাগপুরী]।

ভোগি-শয়ন (হ ১৬।২৯৩) শেষ-পর্যঙ্ক।

ভোগী (সিন্ধু ২।১।২১৪) অনন্ত।

২ (গোলী ২৩।৬২) ভোগকারী। ৩ সর্প। [৪ নৃপ, ৫ নাপিত]।

ভোগীন্দ্র (আচ ৬।৭১) শেষ নাগ। ২ বিষয়ভোগ-বিলাসী। ৩ বাসুকি।

ভোগেন্দ্রশায়ী (কৃ চ ৪।১৬।২২) মহাবিষ্ণু।

ভোজ (ভা ১১।৩০।১৬) যদুবংশ্য ভজমানের পৌত্র ও শিনির পুত্র। ২ (ভা ৩।৪।২৮) সাত্বত-বংশ্য মহাভোজের পুত্র। ৩ (ভা ১১১।১০) বিদর্ভ (বেরার), ধারা নগরী ইহার রাজধানী ছিল। ৪ (ভা ১০।১।৩৭) ভোগপর, ৫ ভোজক অর্থাৎ দেবান্নভোজী। -ক (হ ১৯।১১২) দেবান্নভোজী। [২ ভোজন-কর্ত্তা]। -কট (ভা ১০।৫৪।৫২) রুক্মি-কর্ত্তৃক স্বীয় বাসার্থ নির্ম্মিত পুর। ২ ভোজ-রুক্মির শ্মশান। -**ক্ষিতিভৃৎ** (গোচ উত্তর ২।৬২) কংস। -**দেব** (গীগো ১২।৩০) শ্রীগীতগোবিন্দ-প্রণেতা শ্রীজয়দেবের পিতা। ২ ভোজরাজ পাতঞ্জলবৃত্তি-কার।

ভোজন (গোলী ৪।৩৮) আহার, ২ (সুধা ২৯) [ভোজ্যতেঽনেনেতি] জীবিকাপ্রদ। ৩ (ভা ১।১০।১) ভোগ—স্বামী। ৪ (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ পর্বত। °**পতি** (ভা ১০।২।৪১) কংস। -**পুর** (ভা ৩। ২।২৫) মথুরা-সন্নিহিত দেশ। -**রাজ** (ভা ৩।২।৩০) কংস। ২ (প্রীতি ১১০) 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ'-নামক রসশাস্ত্র-প্রণেতা।

ভোজা (ভা ৫।১৫।১৫) বীরব্রতের ভার্যা ও মন্থুপ্রমন্থুর মাতা।

ভোজেন্দ্র (ভা ৩।২।২৫) কংস।

ভোজ্য (ভা ১০।৬২।২৩) খাদ্যদ্রব্য।

ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ (চৈচ মধ্য ১৭।২৩) যে ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক পাচিত অন্ন ভোজন করা চলে।

ভোট (চৈচ মধ্য ২৪।৮৩) ভোটান দেশ।

ভোদার (আচ ১১।৪০) কান্তিতে উদার।

ভোভ (আচ ৭।১০১) [ভাং শোভা-মুভস্তি পূরয়ন্তীতি, উভ পূরণে তৌদাদিক:] শোভার পূর্ত্তিকারক।

ভৌতিক (ভা ৩।২২।৩৭) শীতাদিপ্রভব, ২ (ভা ১২।৮।৩৭) প্রাণী—স্বামী।

ভৌম (ভা ৭।১৪।৭) বিবরাদি-প্রাপ্ত —স্বামী। ২ আকরাদি হইতে উত্থিত—বি। ৩ (ভা ১০।২।২) শ্রীবরাহদেবের ঔরসে পৃথিবী-পুত্র নরকাসুর। ৪ (ভা ১১।২৩।৪৬) ভূবিকার দেহ, ঘটাদি। ৫ (হব ২। ৯৮।৭৬) বিশ্বকর্মা।

ভৌবন (ভা ৫।১৫।১৫) মন্থুর ঔরসে সত্যার গর্ভে জাত পুত্র।

ভ্রংশ (ভা ১০।১০।৪০) চ্যুতি, ২ মহাপরাধহেতু অধঃপাত—সনা। ৩ (নাচ ৩৫৬) প্রকৃতার্থ পরিত্যাগ করত যেস্থলে অন্যার্থে শব্দ নিয়োজিত হয়, নাট্যশাস্ত্রে তাহার নাম 'ভ্রংশ'। মতান্তরে—বাচ্য হইতে অন্যপ্রকার বাক্যকে 'ভ্রংশ' বলে।

ভ্রকুংশ (হরি ৬।২৪২) [ভ্রুবৌ কুংশয়তীতি] স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক।

ভ্রকুটি (হরি ৬।২৪২) [ভ্রুবো: কুটি: কৌটিল্যম্] ভ্রূভঙ্গী।

ভ্রম (সস তত্ত্ব ৯) যে বস্তু স্বরূপত: যাহা নহে, তাহাতে তাহার আরোপ; যেমন স্থাণুতে পুরুষত্ব-বুদ্ধি। ২ (আচ ২০।৬৯) ঘূর্ণন। ৩ (গোবি ৭) চলন। ৪ (হরি ১।৭৫) সকলের অমত। 'সর্বেষামমতং যৎ স্যাৎ স ভ্রম: পরিচীয়তে। বহুনামমতং যত্তৎ কেষাঞ্চিন্মতমিষ্যতে॥' ৫ (ভা ১১। ২২।৫৬) অজ্ঞান—বি। ৬ (ভা ১২।১১।১৬) মায়া—বি। [৭ জল-নির্গমস্থান, ৮ কুন্দ]। **ভ্রমণ** (চন্দ্রা ৩৭) গতাগতি। **ভ্রমময় চেষ্টা** (চৈচ মধ্য ২।৫) উদ্‌ঘূর্ণা।

ভ্রমর (ললা ১।৪১) কামুক, ২ মক্ষিকা-বিশেষ। ৩ (মাম ৬।৩৫) ভ্রমপ্রদ। ৪ (উ ৮।১৮) চূর্ণকুন্তল। -**ক** (উ ১০।২৭) অলক। ২ (কৃগ পরি ১১১) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কুকুর। -**গীতা** (ভা ১০।৪৭) মাথুর-বিরহে কাতরা গোপীগণের উদ্ধব-দর্শনে ভ্রমরের লক্ষ্যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষোদ্‌গারাদি চিত্রজল্প-বিশেষ। -**পদক** (ছ প ৫৯) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ। -**প্রিয়**—ধারা কদম্ব। -**বিলসিতা** (ছ ২।৪৮) একাদশাক্ষর পাদক ছন্দোবিশেষ।

ভ্রমরাক্ষী (উ ৮।৭) যূথেশ্বরী শ্যামলার অধীনা সখী।

ভ্রমরিকা (হ ৮।৪০৭) আবর্ত্তবৎ ভ্রমণ।

ভ্রমবাদ (শু ৩।২৯) বিবর্ত্তবাদ।

ভ্রমি (উস ৮৪) চঞ্চলতা, ২ ভ্রমণ। ৩ (ভা ৬।৫।৮) ভ্রমণ-স্বভাব। ৪ (আচ ১১।২৮৫) চক্রাকার জলগতি-বিশেষ। ৫ (উ ৭।৫১) ভ্রমকারী। ৬ (মাম ৩।১৭) সংশয়। ৭ (ভা ৪।১০।১) শিশুমার প্রজাপতির কন্যা ও ধ্রুবের পত্নী।

ভ্রমী (হরি ৫।৩২৩) [ভ্রম্+ণিনি]

ভ্রমণশীল। ২ (হ ৮।৩৯৮) পরিক্রমা।

ভ্রষ্ট (চৈচ মধ্য ৩।৮৫) বিধি-নিষেধাতীত। [২ চ্যুত, ৩ গলিত]।

ভ্রাজমান (ভাবনা ১১।৯) দীপ্তিশীল।

ভ্রাজিষ্ঠ (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চ-দ্বীপাধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র ও বর্ষ-পতি। ২ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ পর্বত।

ভ্রাজিষ্ণু (বৃ ৪।৪২) দীপ্তিশীল। [২ বিষ্ণু—সহস্রনাম]।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া, নামান্তর—যমদ্বিতীয়া। এই তিথিতে মধ্যাহ্নে যম-পূজা, যমুনা-স্নান এবং ভগিনীর হস্তে ভোজন বিধেয় (হ ১৬।২৬৭—২৭০)।

ভ্রাতৃবল (হরি ৭।৯৫৪) [ভ্রাতৃ+বলচ্] ভ্রাতৃযুক্ত।

ভ্রাতৃব্য (ভা ৪।৯।৩২) শত্রু। ২ (গোচ উত্তর ১৭।১৩৯) ভ্রাতুষ্পুত্র।

ভ্রাত্রীয় (হরি ৭।২৭৮) ভ্রাতার পুত্র।

ভ্রান্ত (ভা ১১।২৫।১৬) চঞ্চল—স্বামী। [২ মিথ্যাজ্ঞানযুক্ত, ৩ ভ্রমণ-যুক্ত, ৪ মত্তহস্তী]। -**ব্রহ্ম** (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৭) অবিদ্যোপাধিক জীব—শঙ্কর।

ভ্রান্তবাদ (গোভা ১।১।১) 'ঈশ্বরই মায়ামোহিত-স্বরূপ হইয়া শরীর ধারণ করত সর্বকার্য করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আপাততঃ দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ব্রহ্মের জীবত্ব-কল্পনা, অদ্বৈতবাদ।

ভ্রান্তি (পদ্যা ২৪) ভ্রমণ। ২ (বৃভা ১।৫।১২৫) ভ্রম। ৩ (গোবি ১২০) অসার বস্তুতে সারতা-বুদ্ধি। ৪ (নাচ ২৭০, ২৭২) প্রসঙ্গের নিশ্চয় না করিয়াই যে বিপর্যয়-জ্ঞান, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'ভ্রান্তি' বলে। মতান্তরে—ভ্রমর-কৃত উৎপাতের বাধাচেষ্টাকেই 'ভ্রান্তি' বলে। -**মান্** (অকৌ ৮।৫১) সাদৃশ্যবশতঃ অতদ্বস্তুতে তদ্বস্তু-বুদ্ধি ঘটিলে 'ভ্রান্তিমান্' অলঙ্কার হয়। [২ ভ্রমজ্ঞানযুক্ত]। -**হর**—মন্ত্রী, ২ ভ্রমনাশক। **ভ্রামক**—ভ্রম-জনক, ২ শৃগাল, ৩ ধূর্ত, ৪ অয়স্কান্ত।

ভ্রামরী (হ ২।৬০) সূর্যের কলা-বিশেষ।

ভ্রাষ্ট্র (হরি ৫।২১৮) কপালিকা (খোলা), ভর্জনপাত্র। ২ (হরি ৭।৩৭০) [ভ্রাষ্ট্রে সংস্কৃতঃ] স্থালীতে সংস্কৃত পিষ্টকাদি।

ভ্রাষ্ট্রমিন্ধ (হরি ৫।২১৮) ধানাদিভর্জন পাত্রের তাপকর।

ভ্রুকুংশ (হরি ৬।২৪২) [ভ্রুবৌ কুংশয়তীতি] স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক।

ভ্রুকুটি (হরি ৬।২৪২) ভ্রূভঙ্গী।

ভ্রুঙ্কার (গোচ পূর্ব ২৭।৫৪) ভ্রমরের শব্দ।

ভ্রূকুংশ (হরি ৬।২৪২) স্ত্রীবেশী নর্ত্তক।

ভ্রূকুটি (হরি ৬।২৪২) ভ্রূভঙ্গী।

ভ্রূক্ষেপ—ভ্রূভঙ্গ, সঙ্কেত জানাইতে ভ্রূর বক্রচালনা।

ভ্রূজাহ (হরি ৭।৮৭৩) ভ্রূমূল।

ভ্রূণহা (বিপু ২।৬।৮) গর্ভহন্তা।

ভ্রেষ (গোচ পূর্ব ৩২। ক ১০) অশ্ব-জাতির ন্যায় শব্দ। ২ উচ্চস্থান হইতে পতন।

ভ্রৌণহত্য (হরি ৭।৪৪) [ভ্রূণঘো ভাব ইত্যর্থে যৎ] ভ্রূণহত্যার ভাব।

ম

ম (ভক্তি ১৭৮) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিত্যসেবক, জীব-স্বরূপ। ২ (ভক্তি ২৩৬) অহঙ্কার।

মকর (ভা ৫।১৬।২৭) সুমেরুর উত্তর দিগ্বর্ত্তী পর্বত। ২ (পদ্যা ৩১০) মৎস্য। ৩ নিধি-বিশেষ। ৪ দশম-রাশি। -**কেতন** (ভাবনা ৪।৬৮) কন্দর্প। -**ধ্বজ** (গৌগ ১৬৮) ব্রজের সুকেশী। ২ (সিন্ধু ৩।২।১৭০) প্রদ্যুম্ন। ৩ (ভা ৫।২।৬) কামদেব। ৪ (অকৌ ২।২৩) সমুদ্র।

মকরন্দ (কৃগ পরি ৭৯) শ্রীকৃষ্ণের বেশরচনাকারী। ২ (রত্না ৫।২৯৭০) তাল-বিশেষ। ৩ (বৃভা ১।১।৬) মধুর রসবিশেষ, পুষ্পমধু। [৪ কুন্দ-বৃক্ষ, ৫ কিঞ্জল্ক]।

মকরন্দিকা (ছ পরি ৭২) ঊনবিংশ-ত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

মকরাঙ্ক—কামদেব।

মকরালয় (নাম ৩।২৩) সমুদ্র।

মকরী (গোলী ১১।৯৪) জলজন্তু-বিশেষ, ২ কর্ণ-ভূষণ।

মকার—মদ্য, মৎস্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা।

মকারজ দশ কলা (হ ২।৭১) তীক্ষ্ণা, রৌদ্রা, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রী, ক্ষুৎ, ক্রোধনী, ক্রিয়া, উৎকারী ও মৃত্যু।

মকুল—দর্পণ, ২ বকুলবৃক্ষ, ৩ কলিকা, ৪ কুম্ভকারের দণ্ড।

মকুষ্টক—বনমুদ্গ।

মখ (গোলী ১৬।৩২) যজ্ঞ। ২ (ভা ১১।২৭।৭) পূজা।

মখাপেত (ভা ১২।১১।৪৪) রাক্ষস।

মগধ (ভা ১০।৭২।৪৫) বিহার প্রদেশ।

মঘবান্ (ভা ৪।২০।১) ইন্দ্র।

মঘা (ভা ১২।২।২২) দশম নক্ষত্র। ২ (উ ৮।৭) যূথেশ্বরী শ্যামলার অধীনা সখী।

মঙ্‌ক্ষু (গোচ পূর্ব ৩৩।৩১২) শীঘ্র, ২ সাতিশয়।

মঙ্গল (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ২ (কৃগ পরি ৭৫) শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলিক। ৩ (গৌ ১।১২) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ। ৪ (ভা ১০।৩১।১০) আশাবন্ধ-কারক—স্ত্রী। ৫ (ভা ৪। ৬।৩৯) শুভকর্ম—স্বামী। ৬ পুণ্য—বি। ৭ (কৃষ্ণ ৪৫) শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির যাবতীয় সাধন। ৮ (আচ ১৪।৫১) স্বস্তিবাচনাদি। ৯ (আচ ১।২৩) গ্রহ, ১০ কল্যাণ। ১১ (গীগো ১২।১৭) হেম; ১২ বিষ্ণু (সহস্রনাম)। **-ঘটস্থাপন** (হ ৫। ৪০—৪২) শ্রেয়োলাভার্থে শ্রীবিষ্ণুর অগ্রভাগে জলপূর্ণ, নারিকেলাদি-ফলযুক্ত সুন্দর ঘট স্থাপন করিবে। কর্পূর এবং অক্ষত প্রভৃতিও তাহাতে নিঃক্ষেপ করিতে হয়। **-নারি** (আচ ১০।৭৪) [নৃনয়ে-ক্র্যাদিঃ] মঙ্গল-সূচক। **-নীরাজন** (হ ৩।১৫০) নিশান্তকালে কৃত্য শ্রীগৌরগোবিন্দের মঙ্গলারাত্রিক। **-পাণি** (ভা ১০।৬৮।১৮) উপায়ন-হস্ত। **-প্রস্থ** (ভা ৫।১৯।১৭) ভারত-বর্ষীয় পর্বত। **-রাগ** (পদা ৭) সঙ্গীতের রাগ বিশেষ। লক্ষণ যথা—'বিলাসিনী চামর-চালনেন, লব্ধানিলোহলঙ্কৃত-হেমপীঠঃ। গন্ধর্বরাট্ কাঞ্চনকান্তি-রাঢ্যঃ, শ্রীগানয়ং পঞ্চম-নামধেয়ঃ'॥ এই পঞ্চম রাগই গৌড়ে 'মঙ্গল'রাগ। **-শান্তি** (হ ৫।৫৪—৫৬) অর্চনবিষয়ে মঙ্গলশান্তির বিধানমত 'ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ' ইত্যাদি এবং 'ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য।

মঙ্গলা (কৃগ পরি ১৩৭,১৮৯) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপী, শ্রীরাধার সুহৃৎপক্ষ। ২ (কৃগ পরি ৬৯) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ধেনু।

মঙ্গলাচরণ (চৈচ আদি ১।২০) শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের স্মরণ। বিঘ্নবিনাশ, অভীষ্ট-পূরণ ও নির্বিঘ্নে সেবাসমাপ্তির উদ্দেশ্যে ইষ্টবন্দনা। ইহাতে বস্তুনির্দেশ, আশীর্বাদ ও নমস্কার থাকে।

মঙ্গলায়ন (ভা ৪।২২।৭) কুশলে গমনশীল—স্বামী।

মঙ্গল্য (হ ১১।৭০৪) মধু, ঘৃত, দধি, সিদ্ধার্থ ও জলপূর্ণ ঘটাদি। [২ মঙ্গলকর, ৩ রুচির, ৪ চন্দন, ৫ স্বর্ণ, ৬ সিন্দূর, ৭ দধি।

মচর্চিকা—প্রশস্ততা-বাচক [নিয়ত-লিঙ্গ শব্দ]।

মজ্জ (ভা ১০।১৩।২৩) স্নান করান—স্ত্রী। **মজ্জন্** (ভা ১১।১৮।৩) মুষলবৎ স্নান—স্বামী। [২ মজ্জা]।

মজ্জা (গোচ উত্তর ৩৬।৪১) মজ্জন। ২ গোচ পূর্ব ৮।৬৭) বৃক্ষাদির সার। ৩ অস্থিজাত ও অস্থি-মধ্যস্থ স্নেহাকার বস্তু।

মঞ্চ (ভা ১০।৩৬।২৪) স্তম্ভাদিকৃত উচ্চ স্থান—স্বামী। [২ খট্বা, ৩ উচ্চাসন, ৪ উচ্চ মণ্ডপ। **মঞ্চক** (গোচ উত্তর ৪।১০৩) উচ্চ মণ্ডপ।

মঞ্জ (গোবি ৪৪) শব্দ।

মঞ্জর (গোবি ৪৫) বল্লরী। [২ তিলকবৃক্ষ, ৩ মুক্তা]।

মঞ্জরি (বিনা ১।৩১) নূতন কোমল-লতা। **মঞ্জরী** (মালা কে ১) বল্লরী, লতা। নবজাতা দীর্ঘা অতিকোমলা পুষ্পযুক্তা বা পুষ্প-হীনা লতাকেই মঞ্জরী বলে। ২ (ছ পরি ৩৭) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৩ (মালা হরি ১) মুকুল। ৪ (বিনা ১।১০) তুলসী। ৫ (কৃগ পরি ৯৭) বৃন্দার ভগিনী।

মঞ্জিমা (আচ ২।৫৩) মনোজ্ঞতা।

মঞ্জিষ্ঠা (কৃগ পরি ১৯৪) শ্রীরাধার রজক-কন্যা। ২ (চন্দ্রা ৭৩) রক্তবর্ণ লতাবিশেষ।

মঞ্জীর (গোলী ৪।১৮) নূপুর। [২ দধিমন্থন-দণ্ডবন্ধ-স্তম্ভ]।

মঞ্জু (গোলী ১২।৮০) মনোজ্ঞ। **-কেশিকা** (কৃগ ২৪৯) সুদেবীর যূথে চতুর্থী সখী। **-পুণ্যা** (কৃগ পরি ১৯৬) শ্রীরাধার হড্ডিপ-কন্যা। **-ভাষিণী** (কৃগ পরি ১৩৭) শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। ২ (ছ ২।৯৩) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৩ (গোলী ১৫।৬৪) মনোহর বাক্যযুক্তা। **-মুখী** (গৌ ২।৩১) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। **-মেধা** (কৃগ ২৬৬) তুঙ্গবিদ্যার যূথে প্রথমা সখী। **-ল** (গোলী ১১। ১০৬) মনোজ্ঞ, [২ নিকুঞ্জ, ৩ শবল, ৪ জলরঙ্ক পক্ষী]। **-ল-শর**

(কৃগপরি ১২০) শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহার্য শিঞ্জিনী [ধনুর্গুণ]। **মঞ্জুলা** (কৃগ পরি ১৮৮) শ্রীরাধার দাসী। ২ (কৃগ পরি ১৯৯) শ্রীরাধার প্রিয়া বাহিকা ধেনু। **°বাণিকা** (কৃগ ৫৬) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহীতুল্যা গোপী। **°সৌরভ** (ছ পরি ৮১) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দোভেদ। **-হাসিনী** (ছ পরি ২৯) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **মঞ্জূষা** (বৃভা ২।৫।৯১) রত্নধারণ-পাত্রবিশেষ।

মটচী (গোভা ৩।৪।২৮) শিলাবৃষ্টি, ২ রক্তবর্ণ ক্ষুদ্রপক্ষি-বিশেষ।

মটুক (কৃগ পরি ৩৭, ৬২) সুদাম ও বিদগ্ধ সখার পিতা।

মঠ (আচ ১৩।৭৪) আলয়, গৃহ, দেবালয়।

মঠহরি (কৃষ্ণা ২।১১৫) একপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য। [প্রণালী—আটায় ঘৃত ময়ান দিয়া লবণ, আদা, যোয়ান দিয়া মাখিবে; পরে কাকরাপিঠার মত ঘৃতে ভাজিবে]।

মঠিকা (কৃগ ১৮২, ১৯২) সখী, ইনি পিণ্ডপুষ্পবর্ণা, পাণ্ডুবস্ত্রা; শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে দোষ ব্যক্ত করিয়া স্বশঠতার পরিচয় দেন।

মণি—মুক্তাদি রত্ন, ২ মৃণ্ময় পাত্র (জালা), ৩ লিঙ্গাগ্র, ৪ মণিবন্ধ। **মণিক** (হ ১৬।৪।১৮) বৃহৎ জলভাণ্ড-বিশেষ। ২ অজাগল-স্তন, ৩ যোন্যগ্র। **°কণ্ঠী** (মালা গোবিন্দ ১২) মুক্তামালা। **-কন্দলী** (কৃগ পরি ১১৩) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় গোবর্দ্ধন-গুহা। **-কর্ণিকা** (বৃভা ২।১।৪৮) কাশীমধ্যবর্ত্তী গঙ্গাপ্রদেশ-বিশেষ। তত্রত্য গঙ্গার ঘাট। ২ (রত্না ৫। ৮৪৪) কাম্যবনে অবস্থিত, ৩ (রত্না ৫।২৩৭৮) শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসবন। **-কর্বুর** (কৃগ পরি ২০৫) শ্রীরাধা-পরিহিত কেয়ূর। **-কল্পলতা** (ছ ২।১২৭) প্রতিচরণে ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। **মণি-কস্তনী** (কৃগ পরি ১০৯) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ধেনু। **-কুণ্ডলা** (কৃগ পরি ১৭৬) শ্রীরাধার প্রিয়সখী। ২ (কৃগ ২৪৪) চম্পকলতার যূথে চতুর্থী সখী। **-কূট** (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষ-দ্বীপস্থ পর্বত। **-কোঠা**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেব যে গর্ভমন্দিরে বিরাজ করেন, তাহা। **-গ্রীব** (ভা ১০।৯। ২৩) কুবেরের পুত্র। নারদমুনির কৃপাদণ্ডে ব্রজে যমলার্জুন বৃক্ষ হন এবং দিব্য দুইশত বর্ষ পরে দামবন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শ পাইয়া দিব্য দেহ লাভ করেন। **মণিত** (উ ৫। ৪৬) রতি-কূজিত। **°ধর** (ভা ১০। ৩৫।১৮) গোসকলের গণনার্থ মণি-দ্বারা গ্রথিত মাল্যের ধারক। **-পুর** (ভা ৯।২২।৩২) উত্তরপূর্ব ভারত-সীমায় অবস্থিত দেশীয় রাজ্য। **-পুষ্পক** (গীতা ১।১৬) পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের শঙ্খ। **-বন্ধ** (কৃগ পরি ২৯) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প সখা। ২ (আচ ৮।১৫৪) মণিগণে বদ্ধ, ৩ হস্তগ্রন্থি। **-বন্ধনী** (কৃগ ২২৫) করডোরী—ইহা চারিবর্ণ পুষ্পে গ্রথিত গুচ্ছ হইতে লম্বমান তিনটি ধারা-বিশিষ্ট হয়। **-বন্ধা** (কৃগ পরি ১২০) শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহার্য অটনী [ধনুর অগ্রভাগদ্বয়]। **-বান্ধব** (কৃগ পরি ২০৮) শ্রীরাধার মণিময় দর্পণ। **-ভদ্র** (নার ১।৭।৬২) যক্ষ-বিশেষ, শিবের প্রথম দ্বারপাল। **-মঞ্জরী** (কৃগ পরি ১৮৩) শ্রীরাধার নিত্য-সখী। ২ (ছ পরি ৭৩) ঊনবিংশ-ত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৩ (গীগো ১০।৬) মণিমালা। ৪ হারলতা—প্রবো। **-মতী** (কৃষ্ণা ৪।২০৪) শ্রীরাধা-সেবিকা, প্রাণসখী। **-মধ্য** (ছ ২।৩১) নবাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-মান্** (ভা ৪।৫। ১৭) রুদ্রানুচর যক্ষ, ইনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হইলে ভৃগুকে বন্ধন করেন। ২ (ভা ১০।৬।২২) কৌস্তুভী—সনা। ৩ ভগবৎপ্রাদুর্ভাব-বিশেষ—জী। **-মালা** (কৃষ্ণা ৪।২০৪) শ্রীরাধা-কিঙ্করী। ২ (ছ ২।৭৭) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৩ (সাকৌ ১০।২৮) দন্তক্ষত। ৪ কণ্ঠস্থ হার। [৫ লক্ষ্মী, ৬ দীপ্তি]। **-মালিকা** (মাম ৮।১২০) দন্তক্ষত-বিশেষ। ২ হার। **-রাট্** (সিন্ধু ২।১।৫৭) কৌস্তুভ। **মণিব** (হরি ৭।৯৫১) [মণি অস্ত্যর্থে ব] নাগ-বিশেষ। **-বর** (প্রেচ ৬।৫), **সম্রাট্** (মালা প্রেমেন্দু ৯) কৌস্তুভ। **-সর** (গীগো ৭।২৪) মুক্তাহার।

মণীভাব (আচ ২০।২১) শ্রেষ্ঠতা।

মণীয় (আচ ১২।১৪১) মণিময়।

মণীযোগ (চৈনা ২।২৫) সুশোভন সংযোগ।

মণীবতী (হরি ৭।৬০) মণিযুক্ত নদী-বিশেষ।

মণ্ঠক (আচ ২০।৪৭) তালবিশেষ।

মণ্ডন (সিন্ধু ৩।২।৩৯) শ্রীকৃষ্ণের পুরস্থ অনুগ দাস। ২ (সিন্ধু ২।১। ৩৫৯) কিরীট, কুণ্ডল, হার, চতুষ্কী, বলয়, অঙ্গুরীয়ক ও নূপুরাদি—'রত্ন

মণ্ডন'। ৩ (কৃগ পরি ১২৪) শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহার্য দণ্ড। ৪ (উ ১০। ৫৪) বস্ত্র, ভূষা, মাল্য ও অনুলেপন। ৪ (হরি ৫।৩৩) [মড়ি ভূষণে+ল্যু] ভূষাকর। -করণ্ডিকা (লনা ৮।৭) সাজের বাক্স। -মিশ্র (নাম ২। ১৭) জনৈক ধুরন্ধর মীমাংসক-পণ্ডিত। মীমাংসানুক্রমণিকা, বিধি-বিবেক, ভাবনা-বিবেক, বিভ্রম-বিবেকাদি গ্রন্থ ইঁহার রচনা। অদ্বৈতবাদের 'ব্রহ্মসিদ্ধি'ও ইঁহার রচনা। কাহারও ধারণা—ইনি শঙ্করাচার্যের সহিত বিচারে পরাজয় মানিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তখন হইতে তাঁহার নাম হয়—সুরেশ্বরাচার্য। ৬৮০—৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

মণ্ডনিকা (আচ ২২।১৬) ভূষণরূপ জালসহস্রযুক্ত তোরণ-বিশেষ।

মণ্ডপ (গোলী ৭।৩) জনাশ্রয়, ২ দেবাদিগৃহ। [৩ মণ্ডপানকারী, ৪ শিম্বীভেদ]।

মণ্ডয়ন্ত (গোচ পূর্ব ১২।২৯) অলঙ্কারক। ২ (হরি ৫।৩৭১) [মড়ি ভূষায়াম্+ঝচ্] অলঙ্কার, ২ নট, ৩ খাদ্য, ৪ স্ত্রীগণের সভা।

মণ্ডল (কৃগ পরি ২২) শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ। ২ (আচ ১৭।৩৯) দেশ-বিশেষ, ৩ বৃত্ত। ৪ (কৃগ ৭৩) কুলের ভেদ ['যূথ' দ্রষ্টব্য]। ৫ (ভা ১০।৭২।৩৫) গদাযুদ্ধের গতি-বিশেষ। -পাতিত্বা (বিনা ৭।১) পক্ষাবলম্বন। -বর্ত্তন ((হ ৪।৭) সর্বতোভদ্রাদি-রচনা।

মণ্ডলাগ্র (সিন্ধু ৩।৩।২০) খড়্গ।

মণ্ডলী (কৃগ পরি ১৭৬) শ্রীরাধার প্রিয়সখী। (কৃগ ২৪৪) চম্পক-লতার যূথে তৃতীয়া সখী। ২ (আচ ৭।১৮৩) বিম্ব,৩ গোষ্ঠী। [৪ সর্প, ৫ বিড়াল। ৬ কুক্কুর]। -ভদ্র (সিন্ধু ৩।৩।২২) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ।

মণ্ডলেশ্বর (ভা ১০।৪২।৩৫) সামন্তরাজ।

মণ্ডিত [মডি+ক্ত] ভূষিত।

মণ্ডূক (গোচ পূর্ব ৩৩।৫৯) ভেক।

মত (সভা ১।৩৮৩) অনুমিত—বল। ২ (ভা ১০।৮৩।১৮) ইচ্ছা, ৩ নিশ্চয়। ৪ (উস ১১৮) অবস্থা। ৫ (আচ ২১।৫১) জ্ঞান। [৬ সম্মত, ৭ অভিপ্রেত, ৮ অর্চিত]।

মতঙ্গজ (গোচ উত্তর ৫।৭৪) হস্তী।

মতমোহ (আচ ২১।৫১) [মতে জ্ঞানে মোহো মূঢ়তা যস্য সঃ] নির্বুদ্ধি।

মতযোগ (সাকৌ ৭।৬) ইষ্টসম্বন্ধ।

মতল্লিকা (গোলী ১৫।৩৬) প্রশস্ত [শব্দের পরবর্তী হইলে]।

মতল্লী (কৃগ পরি ১৯৭) পুলিন্দ-কন্যা। ২ (গোবি ৬০) শ্রেষ্ঠ।

মতব্যান্ (নাম ৩।৪৩ টী) [বৈদিক] অন্ন।

মতি (ভা ৬।১৮।১৪) সংহ্রাদের পত্নী। ২ (ভা ৫।১।৩) অনুসন্ধান —জী। ৩ (ভা ২।৬।২৬) দেবতা-ধ্যান—স্বামী। ৪ (ভা ১।৩।৩৪) বিদ্যা। ৫ (চৈত ৮।১৬।২১) বিচার। ৬ (নাম ২।৪) তত্ত্বজ্ঞান, ৭ অভিমান। ৮ (গোলী ৫।৫৫) বিবেকশীলা বুদ্ধি। ৯ (সিন্ধু ২।৪। ১৩০) শাস্ত্রাদির বিচার-জাত যথার্থ-নির্ধারণ; ইহাতে কর্ত্তব্য-করণ, সংশয় ও ভ্রমের ছেদন, শিষ্যের প্রতি উপদেশ এবং তর্কবিতর্কাদি হয়। -ভেদক (চৈনা ১।৮) বাসনাবদ্ধা শ্রদ্ধা। -মজ্জন (আচ ৬।৪১) সুবুদ্ধিলোক, ২ চিত্তের আপ্লবন। -মান্ (হ ১১।১৯০) আত্মানাত্মাদি-বিষয়ক জ্ঞানযুক্ত।

মৎ [ব্য] মদীয়ার্থে। ২ (চৈত ১০।৬২।৮) [মথ্নাতীতি] মন্থনকারী।

মৎক (হরি ৭।৯১০) [অহং গ্রামণী-রেষামিতি অস্মদ্+ক] মৎপ্রধান। ২ মৎকুণ (ছারপোকা)।

মৎকেশ (চৈত ১০।১।২ টী) মদীয় ঈশ্বরভূত, ২ মদীয় সুখ-স্বরূপ ঈশ্বর।

মত্ত (ভা ৬।৫।১৬) বিবশ—বি। [২ মদযুক্ত, ৩ দুর্মদ গজ, ৪ হৃষ্ট, ৫ ধুস্তুর, ৬ কোকিল]। -কাশিনী (আচ ২১।৪৮) উত্তমা নারী। -ময়ূর (ছ ২।৮৯) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। -মাতঙ্গ-লীলাকর (ছ ২।১৮৭) দণ্ডক ছন্দোভেদ।

মত্তা (গোলী ১০।৬১) উন্মত্তা। ২ (ছ ২।৩৪) দশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ।

মত্তাক্রীড় (ছ ২।১৭১) ত্রয়োবিংশ-ত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

মত্তেভবিক্রীড়িত (ছপ ৭৬) বিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ।

মত্ত্য (হরি ৭।১০৮৮) [মত্ত+স্বার্থে যৎ] মত্ত। [২ কৃষ্টক্ষেত্রের সমীকরণ-সাধন ফলক (মই), ৩ দাত্রাদির মুষ্টি]।

মত্য (হরি ৭।৬৯২) [মতং জ্ঞানং তস্য করণং ভাবঃ সাধনং বা] জ্ঞানের জননক্রিয়া বা সাধন।

মত্বর্থ (হরি ৭।৯৩১) বিশেষ বিশেষ

অর্থে মতুপ্, বতুপ্, ইন্, বিন্ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়। ইহারা ভূমা (প্রাচুর্য), নিন্দা, প্রশংসা, নিত্যযোগ, অতিশায়ন, (আধিক্য, প্রকর্ষ), সংসর্গ ও অস্তিবিবক্ষার বোধ জন্মায়; ক্রমশঃ উদাহরণ—গোমান্ শ্রীনন্দঃ, দৈত্যবান্ কংসঃ, রূপবান্, ভগবান্, শার্ঙ্গী কৃষ্ণঃ, দণ্ডী এবং ক্রিয়াবান্।

মৎসর (ভগ ৯৪) পরোৎকর্ষাসহন। [২ ক্রোধ, ৩ কৃপণ]।

মৎস্য (ভা ৯।২২।৬) উপরিচর বসুর পুত্র চেদিরাজ। ২ (বৃভা ২।৩।২১) ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয়াবরণরূপ জলের অধিষ্ঠাতৃদেব। ৩ (প্রীতি ৮৪) রাজপুতানার জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্য। মতান্তরে—রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও রাজসাহী জিলা। ৪ (সস কৃষ্ণ ১৫) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়গ্রীব-নামক দৈত্যকে নিহত করত বেদসমূহ উদ্ধার করেন। ৫ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সত্যব্রতকে কৃপা করিয়াছেন।

মৎস্যগন্ধা—ব্যাস-মাতা, ২ জল-পিপ্পলী।

মৎস্যণ্ডিকা (ভাবনা ৩।৪২) মিছরি।

মৎস্যমোচন (কৃজ ৪০) দেবা-ভিষেকের পরে তাঁহাকে নির্মঞ্ছন করত নিম্ব, রাজী (রাই), লবণ ও সর্ষপ দ্বারা দৃষ্টি উত্তারণ-পূর্বক পাত্রস্থিত জলে রূপ্য-নির্মিত মৎস্যকে ছাড়িয়া দিবে।

মৎস্যরঙ্ক (আচ ৯।২১) মাছরাঙ্গা পক্ষী।

মৎস্যসুতা (ভা ১।১০।১৫) উত্তরা, ২ সত্যবতী।

মৎস্যাবতার (ভা ৫।১৮।২৪) রম্যক-বর্ষে পূজিত শ্রীভগবৎস্বরূপ।

মথিত (গোলী ৩।৪৪) মাঠা, নির্জল ঘোল। ২ পীড়িত, ৩ হত]।

মথিন্ (ভা ৪।২।২৫) মনঃক্ষোভক।

মথুরা (বৃভা ২।৪।১) [মথ্নাতি সর্বেষাং মনো বিলোড়য়তীতি] সকলের মনোমন্থনকারী। (ভা ৯। ১১।১৪) শূরসেন-বংশ্যগণের রাজধানী। ইহা (ভা ১০।১।২৭) শত্রুঘ্ন-প্রতিষ্ঠিত নগর। শ্রীকৃষ্ণজন্ম-স্থান, 'মথ্যতে তু জগৎ সর্বং ব্রহ্ম-জ্ঞানেন যেন বা। তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে'—ইতি গোপালতাপন্যাম্। **-গৃহ্য** (হরি ৫। ১৮৬) [মথুরা—গ্রহি+ক্যপ্] মথুরা হইতে বহনীয় সৈন্যাদি। **-তীর্থপ্রকাশ** (সি টী ৫।৪) শ্রীমদনন্ত-দেব-কর্তৃক বিরচিত শ্রীমথুরামাহাত্ম্য-সূচকগ্রন্থ। **-দ্বার** (গোচ উত্তর ২৯। ১১) দন্তবক্রবধের স্থান—দতিহা।

মথুরারি (মালা ছ ১৮) কংস।

°সেবা (সিন্ধু ১।২।২১১—২.৩) শ্রুত, স্মৃত, কীর্তিত, বাঞ্ছিত, দূরদেশ হইতে দৃষ্ট, সমীপে গত, স্পৃষ্ট, নিদ্রাশ্রয়রূপে বৃত এবং তত্রত্য স্থান-সংস্কারাদি দ্বারা সেবিত হইলে মথুরা প্রেমলক্ষণা সিদ্ধি দান করেন।

মদ (ভা ১১।২৫।৩) দর্প। ২ (ভা ১০।২৯।৪৮) অস্বাধীনতা—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৩৩।২৪) হর্ষজনিত চিত্ত-বিকার। ৪ (ভা ১০।৫৪।২৫) হর্ষ। ৫ (প্রীতি ৩৪০) উল্লাসে বিবেক-নাশ। ৬ (নাচ ২৮১) মদ্যাদি-পানজ মত্ততাই নাট্যশাস্ত্রে 'মদ'। ৭ (আচ ২০।৫) কাঠিন্যাংশ। ৮ (আচ ২১। ৪) কস্তূরী। ৯ (উ ১৩।৬৭) দানবারি, ১০ মত্ততাধিক্য। ১১ (উ ৯।৩০) সেবাদির উৎকর্ষ-জনিত গর্ব। ১২ (সিন্ধু ২।৪।৩৫—৩৮) বিবেকহর উল্লাস। ইহা দ্বিবিধ—মধুপান-জনিত ও কন্দর্প-বিকার-জনিত। ইহাতে গতি, অঙ্গ ও বাক্যের স্খলন, নেত্র-ঘূর্ণা ও নেত্রলৌহিত্যাদি প্রকাশ পায়। উত্তম ব্যক্তি মদভরে শয়ন করেন, মধ্যম হাস্য বা গান করেন আর নিকৃষ্টজন যথেচ্ছ চিৎকার, কঠোর বাক্যবিন্যাস এবং রোদন করেন। **-কট** [মদেন কটতি কট+অচ্] ষাঁড়। **-কল** (কর্ণা ৫৪) হর্ষব্যাপ্ত, ২ মদোদ্গারে গম্ভীর, ৩ স্মরমদ-বর্দ্ধক। ৪ (আচ ১১।২৫৫) মত্ত। ৫ মত্তহস্তী।

মদন (ভা ১১।৪।৮) কন্দর্প। ২ (উ ১৪।২২৬) কাম-স্বরূপে বা কামবীজে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। ৩ (গোলী ৮।৪৯) ধুস্তূর। ৪ (কৃগ পরি ২৪০) শ্রীরাধার বক্ষঃস্থিত পদক, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। ইহার অন্য নাম—স্যমন্তক, (শঙ্খচূড়ের শিরোমণি)। **-ঝঙ্কৃতি** (কৃগ পরি ১২২) ছয়-ছিদ্রযুক্ত মনোহর বেণু। **-ভূ** (বৃভা ১।৬।১২৪) প্রদ্যুম্নের মাতা, শ্রীরুক্মিণী। **-মঞ্জরী** (বিজয় ৩৫।৫৩) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপী, ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা। **-ললিতা** (ছ ২।১২৬) ষোড়শাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

মদনাঙ্কুশ (মালা ব্রজ ৩) মৈথুন-কালীন নখাঘাত। [২ লিঙ্গ।]

মদনালসা (কৃগ ২৪৭) ইন্দুলেখার যূথে অষ্টমী সখা, শ্রীরাধার প্রিয়-সখী [উ ৪।৫৩]।

মদনিকা (উ ১৩।৬৪) বনদেবী।

মদ-নোদন (আচ ১৪।১৮১) গর্ব-খণ্ডন।

মদয়ন্তী (ভা ৯।৯।১৮) সৌদাসের ভার্যা।

মদয়িতা (আচ ৮।১৭৪) প্রীতিপ্রদ।

মদয়িত্নু (গোচ পূর্ব ১৭।৩৯) হর্ষশীল। ২ (হরি ৫।৩।৩) [মদ—ণিচ্+ইত্নু] মদিরা। ৩ কামদেব, ৪ মেঘ, ৫ মাদক।

মদলাব (আচ ১৭১) অহঙ্কার-বিনাশক। ২ মত্ত লাবপক্ষী।

মদলেখা (কৃষ্ণা ৪।২০৫) শ্রীরাধা-কিঙ্করী। ২ (ছ ২।১৩) সপ্তাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

মদসিন্ধুর (আচ ২০।১৬৩) মত্তহস্তী।

মদাত্যয় (আচ ১৭।২২৯) গর্বহেতু অতিক্রম, ২ রোগ-বিশেষ।

মদালসা (গীগো ১০।১৫) মদজন্য হর্ষভরে মন্থরা। ২ স্বর্গের নারী। ৩ (হ ৩।৬) বিশ্বাবসুর কন্যা ও ঋতধ্বজের পত্নী। মদালসা দৈত্য পাতালকেতু-কর্তৃক অপহৃত হইলে ঋতধ্বজ বিশ্বাবসু গন্ধর্বরাজ-কর্তৃক উপহৃত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করত মদালসার উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। পাতালকেতুর ভ্রাতা তালকেতু ব্রাহ্মণবেশে যমুনা-তটে অবস্থান করিতে থাকিলে একদা ঋতধ্বজ তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত ও তালকেতু-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় কণ্ঠহার দান করেন। তালকেতু সেই হার দেখাইয়া ঋতধ্বজের পত্নী মদালসাকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। ঋতধ্বজ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্বকীয় সখা অশ্বতরের পুত্রগণের সাহায্যে মহাদেবের আরাধনায় পুনরায় মদালসাকে জীবিত করাইয়াছিলেন [মার্কণ্ডেয়]।

মদিত (গোচ পূর্ব ২৩।৯৬) উন্মত্ত।

মদির (ভাবনা ৬।৩৮) খঞ্জন। ২ (মালা গোবি ৪) মত্ত।

মদিরা (কৃগ পরি ১৮১) শ্রীরাধার নিত্য সখী। ২ (ভা ৯।২৪।৪৮) বসুদেব-পত্নী। ৩ (কৃষ্ণা ৫।৩৯) মত্ত খঞ্জনপক্ষী। ৪ (ছ ২।১৬৬) দ্বাবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৫ সুরাবিশেষ। **মদী** (হরি ৫।৩২৩) [মদী হর্ষে+ণিনি] হৃষ্ট-স্বভাব। ২ তর্পক।

মদীয়তাভাব (উ ৯।৪৫ টী) বিনয়-শীল অন্তঃকরণের সহিত মধুরাখ্য প্রীতিবস্তুর মিলনস্থলে বিনয় হইতে প্রীতির জাতি ও প্রমাণে অত্যাধিক্য হইলে বিনয়টি প্রীতিগ্রস্ত হইয়া 'আমারই এই কৃষ্ণ' এবম্বিধ মদীয়তা-ময় মধুস্নেহাখ্য স্থায়ী ভাব হয়, ইহাতে আদরের প্রাকট্য আদৌ থাকেনা, শ্রীরাধাই মদীয়তাভাবময়ী —বি।

মদোৎকট—মত্ত গজ, ২ মদোদ্ধত।

মদোন্মদা (কৃগ পরি ১৮০) শ্রীরাধার প্রাণসখী।

মদ্গু (গোলী ৭।১৯) জলচর জীব-বিশেষ। মরাল।

মদ্ভাব (হ ৩।৭৯) মত্ব, ২ মৎসারূপ্য।

মদ্র (ভা ৯।২৩।৩) শিবিরাজের পুত্র। [২ হর্ষ, ৩ মঙ্গল]। **মদ্রক** (হরি ৭।৪৪৭) মদ্রদেশে জাত।

মদ্রাকৃতি হরি ৭।১১১৯) শুভমুণ্ডন।

মধু (ভা ১০।৮৬।২০) মথুরাপুরী। ২ (ভা ১১।৩০।১২) সুরস—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৬৫।১৭) চৈত্রমাস। ৪ (ভা ১২।৮।২১) বসন্ত। ৫ (ভক্তি ৯৮) মধুর। ৬ (অর্কো ২।২৩) মদিরা। ৭ (অর্কো ৩।১২) দৈত্যভেদ। ৮ (গোভা ১।৩।৩১) [মোদনাৎ মধু] আনন্দদায়ক বস্তু। ৯ (হ ৭।২৩) মধুক, মহুয়া। ১০ (ভা ১১।৮।১২) মাদক—বি। ১১ (আচ ১৪।১৭৬) পুষ্পরস, ১২ (ভা ৫।১৫।১৫) বিন্দুমানের ঔরসে ও সরঘার গর্ভে জাত পুত্র। ১৩ (ভা ৯।২৩।২৭) সোমবংশ্য কার্তবীর্যার্জুনের পুত্র। (ভা ১।১১।১০) যাদবশাখার হৈহয়ের একাদশ অধস্তন—ইহার বংশই 'মধুবংশ' নামে খ্যাত। ১৪ (ভা ৯।২৪।৫) দেবক্ষত্রের পুত্র। ১৫ [শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-টীকা কৃষ্ণবল্লভার ১৮শে] 'শ্যামশ্রীর্মধু যস্য মধু তৎকৈশোরমত্যদ্ভুতং, ক্রীড়া যস্য মধুনি যস্য চ মধুন্যেকাদশাক্ষক্রিয়াঃ। মাধ্বী যস্য বিলোকনাঙ্গবচসাং ভঙ্গী যদীয়ং বপূরূপং মধ্বথ ভূষণাদি চ মধু ব্যামোহয়েৎ কং ন, সঃ॥' **-কণ্ঠ** (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্যবাহী ভৃত্য। ২ (গোচ পূর্ব ২।৯০) সুমতির পুত্র—স্নিগ্ধকণ্ঠের যমজ ভ্রাতা, শ্রীনারদের শিষ্য, সর্বজ্ঞ, কবি ও শ্রীকৃষ্ণলীলাবক্তা। **-কন্দল** (কৃগ পরি ৭৯) শ্রীকৃষ্ণের বেশ-রচনাকারী। **-কুল্যা** (ভা ১২।১২। ৪৬) মধুদ্বারা প্রস্তুত ক্ষুদ্র নদী। ২ (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থিতা নদী। **-কৈটভ** (ভা ৭।৯।৩৭) অসুরদ্বয়—হয়গ্রীব বিষ্ণু ইহাদিগকে বিনাশ করেন। **-চ্ছটা** (মালা কৃলী ১) মাধ্বীক-পরম্পরা—বল। **-চ্ছন্দাঃ**

(ভা ৯।১৬।২৯) বিশ্বামিত্রের পুত্র, ঋষি। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। -চ্যুৎ (ভা ৪।১২।২২) মধুস্রাবি। ২ (ভা ১১।৯।২০) মনোহর শব্দ—জী। **মধুৎ** (গোপা ৮) মধুদৈত্যবৎ আচরণকারী। °দ্বিট্ (ভা ৪।১২। ২১) শ্রীবিষ্ণু। -প (বিনা ৬।১৫) ভ্রমর, ২ মধু-পায়ী শ্রীকৃষ্ণ। ৩ মধুপতি বাসুদেব। ৪ (উ ১৪। ২০০) মদ্যপ, ৫ মদ্যপালক। ৬ (উ ৭।২০) [মধুর্বসন্তস্তং পাতীতি] দক্ষিণ পবন। -পতি (ভা ১০।২১। ২) শ্রীকৃষ্ণ—যদুগণের ঈশ্বর। ২ মাদক রসবিশেষের স্বামী—সনা। ৩ বসন্তাধিপ—বল। **-পর্ক** (কৃ জ ১৫) একপল ঘৃত, তিনপল দধি এবং এক পল মধু মিশাইলে 'মধুপর্ক' হয়। ইহার সঙ্গে জল ও শর্করা মিশাইবার প্রথা আছে। ষোড়শোপচারের অন্তর্গত। ২ মধুসংযুক্ত। ৩ (হ ৫।৪৭—৫২) মধুপর্কপাত্রে গব্য দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি নিঃক্ষেপ করিবে। মতান্তরে—ঘৃত, মধু ও দধি। তাম্রপাত্রে মধুপর্ক দিলেও কোন দোষ নাই, যেহেতু দ্রব্যান্তর-সম্পর্কে তাম্রপাত্রে মধু-মিশ্রণজনিত দোষ লাগে না। মধুর অভাবে গুড়, ঘৃতের অভাবে লাজ (খৈ) এবং দধির অভাবে দুগ্ধ দিবে। ঐ সকল দ্রব্য না থাকিলে পুষ্প বা জলদ্বারাই রচনা করিবে। **-পর্ক-মুদ্রা** (হ ৬।৪৪) অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠা সংযুক্ত হইয়া অন্যান্য অঙ্গুলিত্রয় প্রসারিত হইলে 'মধুপর্ক' মুদ্রা হয়। **-পর্ক্য** (হরি ৭।৭৭৭) [মধুপর্ক+যৎ] মধুপর্কের যোগ্য দ্রব্যাদি। -পুর (চৈম শেষ ২।৪৪) মথুরা। **-পুরী** (ভা ১০।১।১০) মধুবংশীয়গণের বাসস্থান—মথুরা ও দ্বারকা। -প্রিয়া (প্রকাশ ৩৯) শ্রীরাধাকৃষ্ণবল্লভা সখী। শ্রীবাসুদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণদর্শন-লালসায় ত্রিপুরা-সহায়ে দিব্যবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকটে যান। শ্রীকৃষ্ণাদেশে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করত স্ত্রীরূপধারণ করিয়া 'শ্যামা' নাম ধারণ করিলেন এবং এই মধুপ্রিয়া শ্যামাকে হস্তে ধরিয়া শ্রীরাধাসম্মুখে উপস্থাপিত করেন। [শ্রীকৃষ্ণযামলে ১১৯ পটলে]। **-ভুক্** (ভা ৪।২৭।১৮) ক্ষুদ্রসুখভোক্তা—স্বামী। **-মঙ্গল** (কৃগ পরি ৩৭, ৬৪, ৬৫) শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক। ঈষৎ শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণবস্ত্র, বনমালা-ভূষিত; পিতা—সান্দীপনি, মাতা—সুমুখী, ভগিনী—নান্দীমুখী, পিতামহী—পৌর্ণমাসী। **-মতী** (ছ ২।১৩) প্রতিচরণে সপ্তাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। ২ (কৃগ পরি ১৮০) শ্রীরাধার প্রাণসখী। ৩ (চৈভা মধ্য ৮) —দেবী-নায়িকাভেদ। **-মথন** (হংস ২১) শ্রীকৃষ্ণ। ২ (গীগো ১১।২) মধুররসাস্বাদ-চতুর, ৩ ভ্রমর, ৪ বসন্ত-ক্ষোভকারী কাম—প্রবো। **-মল্লিকা** (ভা ১০।৬২।৩০) মধু-স্রাবিণী মল্লিকা পুষ্প। **-মাধবী** (গোচ পূর্ব ২৩।৫৯) বসন্তকালীন মাধবীলতা। **-মান্** (হরি ৭।৪০৮) সৌরাষ্ট্রজনপদের অন্তর্গত প্রাচীন নগর। **-মারুত** (কৃগ পরি ১১৯) শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহার্য ব্যজন।

মধুর (হরি ৭।৯৪৯) [মধু মাধুর্য-মস্ত্যাস্তীতি মধু+র] মাধুর্যযুক্ত। ২ (কর্ণা ১৮) সরস, ৩ স্বাদু, ৪ প্রিয়, ৫ মনোহর—সার। ৬ (মালা চৈ ২।৩) শৃঙ্গাররস। **মধুররজনী** (আচ ১।৯৩) বসন্তরাত্রি, ২ মধুরা বধূ। ৩ যাহার উৎপত্তি মধুর। **°নামবস্তু** (দশ ১০) 'পুণ্যজনক (বিষ্ণু) সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, একবার কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে সেই ফলপ্রাপ্তি হয়'—এই বচনানুসারে দ্বারকাদি-ধামত্রয়সম্বন্ধে কৃষ্ণ-নামেরই মাহাত্ম্য-বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে। 'মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং' ইত্যাদি স্কান্দ-প্রভাস-খণ্ডীয় বচন-মতেও শ্রীকৃষ্ণনামের মহামাহাত্ম্য সমুদ্‌ঘোষিত। **-ভক্তিরস** (সিন্ধু ৩।৫।১) আম্নোচিত বিভাবাদি-সমাবেশে মধুরা রতি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-কান্তরতিদ্বারা স্পৃষ্টচিত্ত সৎসকলের হৃদয়ে পুষ্টিতা লাভ করিলেই 'মধুর-ভক্তিরস' হয়। প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের সহিত সাম্যদর্শনে বিরক্ত তাপসাদির এই ভাগবত-রসেও প্রয়োজনীয়তা-বোধ হয় না এবং ইহা দুর্বোধ্য ও রহস্য। ইহা বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ-ভেদে দ্বিবিধ। **-ভাষণ** (নাচ ৩৭৪) প্রসন্নমনে পূজ্য জনের পূজার্থ স্তুতি-প্রকাশনকে নাট্যশাস্ত্রে 'মধুর-ভাষণ' বলে। **-রাব** (কৃগ পরি ১০৩) শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি-পাঠক।

মধুরা (লী ২) মথুরা। ২ (আচ ১১।৩০৮) মৌরি। ৩ (আচ ১।৯৫) কামিনী। ৪ (কৃগ ২৪৮) রঙ্গ-দেবীর যূথে চতুর্থী সখী।

মধুরাকা (আচ ১।৯৪) বাসন্তী পূর্ণিমা।

মধুরিকা (আচ ৮।১১৪) শ্রীরাধার

কিঙ্করী।

মধুরিপু (মাম ৭।৫৬) শ্রীকৃষ্ণ। ২ ভ্রমর।

মধুরুহ (ভা ৫।২০।২১) প্রিয়ব্রত-পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠের সন্তান ও বর্ষপতি। ২ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ পর্বত।

মধুরেক্ষণা (রুগ পরি ১৭৭) শ্রীরাধার প্রিয়সখী। তুঙ্গবিদ্যার যূথে চতুর্থী সখী।

মধুরেশ (গোবি ১১২) মথুরাধীশ।

মধুরৈশ্বর্য (দশ ৯) মাধুর্য পরিত্যাগ না করিয়াও ঐশ্বর্যাদির প্রকটন। পূতনা-শকটাদির বধে, বিশ্বরূপ-দর্শনে, দাম-বন্ধনে, কালিয়-দমনে, দাবাগ্নি-মোক্ষণে, গোবর্দ্ধন-ধারণে এবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদির প্রতি অদৃষ্টিপাতে যে নরবৎ থাকিয়াও অলৌকিক কর্ম সম্পাদন—তাহাই মধুরৈশ্বর্য।

মধুলক্ষ্মী (মালা ছ ৮) বসন্ত-সম্পদ্।

মধুলিহ্ (গোচ পূর্ব ২১।১১৬) ভ্রমর।

মধুবার (চৈকা ১০।৩১) পুনঃপুনঃ মধুপান, ২ মধুপানপাত্র।

মধুবিদ্যা (গোভা ১।৩।৩১) ছান্দোগ্যে (৩।১) উক্ত উপাসনা-বিশেষ; তাহাতে আদিত্যকে দেবগণের মধু-স্বরূপ বলা হইয়াছে; বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও সাধ্যগণ যথাক্রমে যশঃ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য ও অন্নরূপ পঞ্চ অমৃত পান করেন। সূর্যের মধুত্ব ঋগ্বেদাদি-কর্মনিষ্পাদ্য ও রশ্মি-দ্বারা প্রাপ্ত রসের আশ্রয়রূপে ব্যপদিষ্ট।

মধুব্রত (সিন্ধু ৩।২।৪১) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্যবাহী ভৃত্য। ২ (চচ ৪।৫৫) ভৃঙ্গ, ২ মধুসূদন কৃষ্ণ।

মধুশেষ—মোম।

মধুষ্ঠীল (গোলী ২১।৩১) মহুয়াবৃক্ষ।

মধুসূদন (বিনা ১।১০) ভ্রমর, ২ শ্রীকৃষ্ণ। ৩ (বৃভা ২।৭।১৪৩ টী) পদ্মিনীগণের লম্পট, লীলাময় ভ্রমর, ৪ প্রিয়গণের মধুরূপ সুখকারণ-নাশক। ৫ (ভচ ২।৯) মাতৃকা-ন্যাসে ঞ-বর্ণের মূর্তি। ৬ (সুধা ২১) স্মরণকারিগণের মধু-(সংসার)-নাশন; 'মধু সংসার-নামেতি ততো মধুনিসূদনঃ'। ৭ (নিধি ২) ভক্তের শুভাশুভ-কর্মবিনাশকারী অথবা যিনি ভ্রান্তজনের পরিণামাশুভ আপাতমধুর কর্মের বিনাশ করেন—তিনিই মধুসূদন। 'মধু ক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতং কর্ম শুভাশুভম্। ভক্তানাং কর্মণাঞ্চৈব সূদনো মধু-সূদনঃ॥ পরিণামাশুভং কর্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু। করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ॥'—ব্রহ্মবৈবর্তে। ৮ (হরি ৫।১৯৭) [মধুমসুরবিশেষং সূদতে হিনস্তীতি মধু—সূদ+ল্যু] মধুদৈত্যনাশন বিষ্ণু।

মধুস্নেহ (উ ১৪।৯৩—৯৪) প্রিয়ে মদীয়তাতিশয়যুক্ত স্নেহই 'মধুস্নেহ'। ইহাতে মাধুর্য স্বয়ংই প্রকট হয়; কৌটিল্য-নর্মাদি বহু রস বিদ্যমান থাকে এবং আনন্দাতিরেকে অন্য বস্তুর অনবধান ও গর্ব বিরাজ করে। অন্য ভাবের সংমিশ্রণ ব্যতীতও ইহা আস্বাদন দান করে বলিয়া 'মধুস্নেহ' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

মধুস্যন্দা (রুগ ২৪৬) তুঙ্গবিদ্যার যূথে ষষ্ঠী সখী।

মধুহা (ভা ১০।৬।২৩) শ্রীবিষ্ণু।

মধুক (লনা ৮।২৬) মহুয়া। ২ যষ্টিমধু।

মধূৎসব (ভাবনা ১৪।১১) হোলিকা।

মধূদ্বহ (মালা বৃন্দা ৮) শ্রীকৃষ্ণ।

মধূলক (গোলী ২১।৩১) জলজ মধূক বৃক্ষ।

মধূলী (লনা ৬।২৭) আম্র, ২ মধু।

মধ্য (আ ১৪) মধ্যদেশ, ২ ন্যায্য, ৩ অন্তর, ৪ নায়ক-বিশেষ। **-কলিকা** (বিরু ৯২) আদিতে ও অন্তে গদ্য রচনা অথচ মধ্যে যদি কলিকা থাকে, তবে তাহাকে 'মধ্য-কলিকা' বলে। যথা—[ক] উদ্দণ্ড সব্য বাহুদণ্ড চণ্ডিম-খণ্ডিত-দুষ্ট তরঙ্গ-দানব-মুণ্ড। [খ] দণ্ডিত-দুর্জন মণ্ডিত-সজ্জন কুণ্ডলি-মর্দন কুণ্ডল-নর্তন; [গ] সুন্দর গণ্ডস্থল ভাণ্ডীরপিণ্ডিকারঙ্গ তাণ্ডব-পণ্ডিত॥ **-কা** (সা ৬) শ্রীরাধা। **-কৈশোর** (সিন্ধু ২।১।৩২০--২৬) যে কালে উরু-দ্বয়, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের অনির্বচনীয় শোভা এবং মূর্তির মাধুর্যাদি প্রকাশ পায়। মৃদুমন্দ-হাস্য-বিলাসী মুখ, শোভান্বিত ও চঞ্চলায়িত নয়ন এবং ত্রিজগন্মোহন গীতাদিই—মধ্য-কৈশোরের মোহনতা। বৈদগ্ধীসার-বিস্তার, কুঞ্জকেলি-মহোৎসব এবং রাসলীলাদির আরম্ভ প্রভৃতি—চেষ্টা। **-কৌমার** (সিন্ধু ৩।৪।২৫—২৭) মধ্যকৌমারে অলকাবলির নেত্রপ্রান্তে মিলন, ঈষৎ নগ্নতা, কর্ণবেধ, মৃদু-মধুর-বাক্য-বিন্যাস, রিঙ্গণ প্রভৃতি প্রকাশিত; প্রসাধন—নাসিকার অগ্রভাগে মুক্তা, হস্তে নবনীত, কটিতে কিঙ্কিণী প্রভৃতি। **-ক্ষামা** (ছ পরি ৩৪) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-নাড়ী** (হ ৫।১৩১) সুষুম্না। **-নায়ক** (আ ১৪) প্রিয়ার কোপে যিনি প্রকোপ বা অনুরাগ প্রকট করেন না, অথচ চেষ্টা-

দ্বারা মনোভাব গ্রহণ করেন—তিনিই মধ্যম নায়ক।" (রস-মঞ্জরী)। **মধ্যন্দিন** (ভা ৪।১৩।১৩) পুষ্পার্ণের ঔরসে ও প্রভার গর্ভে জাত পুত্র। °**পৌগণ্ড** (সিন্ধু ৩।৩।৬৭—৭০) উচ্চ নাসা ও তাহার অগ্রভাগে সুন্দরতা, কপোলদ্বয় গণ্ডলাকার এবং পার্শ্বাদি অঙ্গসমূহের সুবলনাদি মধ্য পৌগণ্ডে প্রকটিত হয়। প্রসাধন—বিদ্যুদ্‌বর্ণ পট্টসূত্র-জনিত রজ্জুদ্বারা উষ্ণীষ, স্বর্ণমণ্ডিত শ্যামবর্ণ যষ্টি প্রভৃতি। চেষ্টা—ভাণ্ডীর-বনে ক্রীড়া, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি। **-প্রেম** (উ ১৪।৬৯) যে প্রেম অন্য কান্তার অনুভবের সম্যক্ অপেক্ষা করে, তাহাই 'মধ্য প্রেম'। যেমন চন্দ্রাবলীর নিকটে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাসঙ্গের জন্য লোলুপতা; এস্থলে চন্দ্রাবলীর মধ্য প্রেমই খ্যাপিত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বিরহাদি কষ্টে সহ্য হয়।

মধ্যম (আচ ২০।১০৩) [মধ্যে মা শোভা যস্য] মধ্যদেশে শোভাসম্পন্ন। ২ মধ্যদেশ, ৩ কটি। ৪ (উ ১০।১১) উত্তম হইতে ন্যূন। **-অধিকারী** (সিন্ধু ১।২।১৮) যিনি শাস্ত্রযুক্তি প্রভৃতিতে অনিপুণ অর্থাৎ প্রতিপক্ষ-কৃত বলবান্ বাধার সমাধানে অসমর্থ, অথচ শ্রদ্ধাবান্ (দৃঢ়নিশ্চয়)। **-আবাস** (চৈচ মধ্য ২১।৪৭) পরব্যোম, বৈকুণ্ঠ। **-কাব্য** (অকৌ ১।১০) শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য থাকিলেও ধ্বনির অস্পষ্টতায় কাব্য মধ্যম বলিয়া গণ্য। (শেষ ৩।১৬) বাচ্য অর্থ হইতে ব্যঙ্গ্য অর্থ যদি অনুত্তম অর্থাৎ তৎসমান বা তাহা হইতে নিকৃষ্ট হয়, তবে ধ্বনি-ভিন্ন সেই কাব্যকে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য বা মধ্যম কাব্য বলা হয়। **-পুরুষ** (হরি ৩।২১) যুষ্মদ্‌শব্দ। **-ভক্ত** (হ ১০।২৫) যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূর্খে কৃপা ও শত্রুতে উপেক্ষা করেন—তিনিই মধ্যম ভক্ত। **-ভাগবত** (ভক্তি ১৯০) ['মধ্যমভক্ত' দ্রষ্টব্য]। **-সম্পত্তি** (গোচ পূর্ব ৩।২৭) যশঃশ্রী। **-সাধক** (সিন্ধু ২।১।২৭৮) ['মধ্যম ভক্ত' দ্রষ্টব্য]।

মধ্যমা (অকৌ ১২) নাদ তৃতীয় স্তরে বুদ্ধিগত হইলে 'মধ্যমা' নাম ধরে। [২ দৃষ্টরজস্কা নারী, ৩ তর্জনী ও অনামিকার মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলি, ৪ পদ্মাদির কর্ণিকা, ৫ নায়িকাভেদ]।

মধ্যমীয় (হরি ৭।৪৫১) মধ্যদেশে জাত, মধ্যস্থিত।

মধ্যলীলা (চৈচ আদি ১৩।১৪, মধ্য ১।২০) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে নীলাচল, গৌড়দেশ, সেতুবন্ধ ও বৃন্দাবনে ছয়বৎসরযাবৎ গতাগতি-কালীয় লীলা।

মধ্যলোক (গীতা ১৪।১৮) পুণ্য-পাপ-মিশ্র মনুষ্যলোক—স্বামী।

মধ্য বয়স (চৈচ মধ্য ৮।১৭৬) নিত্যকৈশোর।

মধ্যবেদি (সিন্ধু ৩।৪।৫৮) প্রয়াগ—জী।

মধ্যস্থ (উ ৯।৪৮) মধ্যবর্ত্তী, ২ তটস্থ। (ভা ১০।৭৮।১৭) পক্ষপাত-রহিত, উভয়পক্ষগ্রাহী।

মধ্যা (উ ৬।৪, ৮।৪) প্রাখর্য ও মৃদুতা সমানভাবে যে যূথেশ্বরীতে বা সখীতে মিলিত হইয়া মন্দপ্রাখর্যের অনুভব দান করে, সেই নায়িকাই 'মধ্যা'। ২ (ছ ১।২৭) তিন অক্ষরে ঘটিত ছন্দঃ। **-নায়িকা** (উ ৫।২৭) যে নায়িকার লজ্জা ও মদন—দুইই সমান, যিনি ঈষত্তারুণ্যশালিনী, কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা ও আনন্দ-মূর্চ্ছাযাবৎ সুরতে ক্ষমতাবতী এবং যাঁহার মানবিষয়ে সময়-বিশেষে মৃদুতা বা কার্কশ্য থাকে, তাঁহাকেই 'মধ্যা' বলে। ইহাতে মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভার ভাবাবলি মিশ্রিত থাকায় মধ্যা নায়িকাতেই সর্ব্বরসোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত (উ ৫।৪২)।

মধ্যাহ্ন (চৈচ মধ্য ৬।৩৯) মাধ্যাহ্নিক কৃত্য স্নান আহ্নিকাদি।

মধ্যেসভ (গোচ পূর্ব ১।১২৭) সভামধ্যে।

মধ্বস্তকৃৎ (অকৌ ৩।১২) বৈশাখ মাস। ২ মধুসূদন।

মধ্ব-প্রচারিত মত-বিশেষ (তত্ত্ব ২৮) শ্রীমধ্বমতে ভক্ত ব্রাহ্মণদেরই মোক্ষ, ভক্তগণমধ্যে দেবগণই মুখ্য, বিরিঞ্চিরই সাযুজ্যপ্রাপ্তি এবং লক্ষ্মীর জীবকোটিতে প্রবেশ ইত্যাদি মতবৈষম্য—বল। মধ্বমতে 'সাধন'—বিষ্ণুর আজ্ঞাপালন করত বিষ্ণুতে কর্মার্পণ। 'প্রয়োজন'—বায়ু বা ব্রহ্মের মধ্য দিয়া মুক্তিলাভ। বায়ু বা ব্রহ্মা অভিন্ন, তাঁহার উপর লক্ষ্মী, তিনি বিষ্ণুর অধীনা অক্ষর বস্তু—তাঁহার উপর পুরুষোত্তম। এই মতে শ্রীকৃষ্ণ পরশুরামের ন্যায়ই পূজ্য। ভক্তির তারতম্য-বিচারে গোপীগণ অত্যন্তনিম্নস্তরে অবস্থিত এবং ব্রহ্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমধ্বাচার্যকৃত 'ভাগবত-তাৎপর্যে' (১১।১২।২২)—'কৃষ্ণ-

প্রিয়াভ্যো গোপীভ্যো ভক্তিতো দ্বিগুণাধিকাঃ। মহিষ্যষ্টৌ বিনা যাস্তাঃ কথিতাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ॥ তাভ্যঃ সহস্রমিতা (?) যশোদা নন্দগেহিনী। ততোঽপ্যভ্যধিকা দেবী দেবকী ভক্তিতস্ততঃ॥ বসুদেবস্ততো জিষ্ণুস্ততো রামো মহাবলঃ। বিনা ব্রহ্মাণমীশেশং স হি সর্বাধিকঃ স্মৃতঃ॥' [ভাগবত-তাৎপর্য ১১।১১। ৪৪; ১০।২৭।১৩, ১৫; ১১।১২। ১৬—১৭; ১১।১৪।১৫, ৩।৪।৩১ এবং গীতা মধ্বভাষ্য ৮।১৬ প্রভৃতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রতিকূল সিদ্ধান্ত দেখা যায়।]

মধ্বভাষ্য (সি ৬।৩ টী) শ্রীমন্ মধ্বাচার্য-প্রণীত শুদ্ধদ্বৈতপর ভাষ্য।

মধ্বমত (প্র ১।৭) (১) বিষ্ণুই পরতম তত্ত্ব; (২) তিনি নিখিল-আম্নায়-বেদ্য; (৩) বিশ্ব সত্য; (৪) ভেদ সত্য; (৫) জীবগণ—হরিদাস, (৬) জীবগণের তারতম্য সত্য; (৭) বিষ্ণু-পাদপদ্ম-লাভই মোক্ষ; (৮) শুদ্ধভক্তি বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভের উপায়; (৯) প্রত্যক্ষানুমান-শব্দই প্রমাণ। মধ্বমতে পরিণামবাদই স্বীকৃত।

মধ্বাচার্য—(তত্ত্ব ২৪) নামান্তর আনন্দতীর্থ বা পূর্ণপ্রজ্ঞ। শ্রীশঙ্করাচার্য বেদান্তসূত্রে অদ্বৈতবাদের সমর্থক, ইনি দ্বৈতবাদের সমর্থক। ইঁহার সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। বহু বিচার-বিতর্কে ১১৬০ শকাব্দে ইঁহার আবির্ভাব স্বীকৃত হইয়াছে। ইনি বায়ুদেবের অবতার। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সর্বশেষাচার্য শ্রীবলদেব নিজ সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত বলিয়াছেন।

মনঃ (ভা ৮।২।৩০) উৎসাহ-শক্তি—স্বামী। ২ (ভা ১১।২২।৩৬) লিঙ্গ-শরীর, ৩ মনঃপ্রধান সূক্ষ্ম শরীর। ৪ (ভা ১০।৮৭।৪৯) [মানয়তি জ্ঞাপয়তীতি] বেদ—সনা। ৫ (যো ২৮) মনোময় কোষ। এক শ্রেণীর সাধক মনোময় কোষকেই পরমাত্মা বলেন [দহর ব্রহ্ম, ভা ১০।৮৭।১৮]। ৬ (ভক্ত ১৮।২) ঈশ্বর ও আদ্যাশক্তির পরস্পর ঈক্ষণ-জাত পুরুষ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের উৎপত্তিস্থান। ৭ (মুক্তা ১১।১) সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ। ৮ (ভা ১২। ১০।২৫) সঙ্কল্প। **-কল্পন** (গোতা ১।১২) মন আদি সর্বেন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ। ২ (প্র ৮।১) কৃষ্ণে চিত্তানুরঞ্জন। **-কষায়** (ভা ১১।২৭।২৮) রজঃ বা রাগ—স্বামী। **-কান্ত** (চৈত ১।৬।১৯) মনোহর। **-প্রসাদ** (গীতা ১৭।১৬) মনের নির্মলতা। **-শমল** (ভা ৩।২৮।২২) রাগদ্বেষাদি। **-শিলা** (আচ ১।১৪৪) রক্তবর্ণ ধাতুবিশেষ, ২ মনোরূপা শিলা। **-সংবাদ** (অকৌ ৫।১৫) অভিপ্রায়। **-সমাধি** (ভা ১১।২৩।৪১) মনোনিগ্রহ। **-সুখ** (ভা ৯।১৮।৫১) কামভোগ—স্বামী। **-স্পর্শ** (ভা ৩।২১।১০) মনের আনন্দ-জনক—স্বামী। **-স্মৃতি** (চৈভা আদি ১৬।১১৫) মনোযোগ। **-স্বর্গনদী** (কৃচ ৪।৮।২) মানসগঙ্গা।

মনন (নাম ১।৯) যুক্তিনিরূপণাত্মক গ্রন্থকরণ। ২ (রত্ন ১।৮) যুক্তিসমূহের সহিত অনুচিন্তন। ৩ (প্র ১।১১) জ্ঞান, ৪ উপাসনা।

মনসিজ (হংস ৫৯) কন্দর্প। **-জনি** (মালা মু ৬) নিধুবন।

মনসেক্ষিত (ভা ৩।৪।৩৫) চিন্তিত।

মনস্কার (ভাবনা ৩।৩৩) মনোরথ। ২ (গোচ উত্তর ৩৫।১৪৫) চিন্তাদ্বারা ভোগ্য। ৩ (গোচ পূর্ব ৫।৮৩) স্থির চিত্ত, ৪ (আচ ১৮।২০৫) চিন্তা।

মনস্তাপ—অনুতাপ, ২ মনঃপীড়া।

মনস্যু (ভা ৯।২০।২) সোমবংশ্য প্রবীরের পুত্র।

মনস্বিনী (অকৌ ২।২১) মানিনী। ২ (মালা প্রেম ৩৬) প্রেমগর্ব হেতু উচ্চমনাঃ।

মনস্বী (ভা ১০।৪৪।৩৫) শূর—সনা। ২ [নিন্দার্থে বিনি] নিন্দিতমনাঃ—জী। ৩ (লনা ৫।৪৩) মহামনাঃ। ৪ (ভা ২।৪।১৬) যোগী।

মনাক্ [ব্য] ঈষৎ, ২ মন্দ।

মনায়ী, মনাবী (হরি ৭।২২৫) মনুর ভার্যা।

মনিত [ভ্বাদি মন্+কর্মণি ক্ত] জ্ঞাত।

মনীকৃত (গোচ পূর্ব ৩৩।১৩১) মনোরূপে সম্পাদিত।

মনীষা (ভা ৫।১।১২) সামাদিবুদ্ধি, ২ (ভা ২।১।৩৬) বিচারবতী বুদ্ধি। ৩ (ভা ১১।২৯।১২) চাতুর্য।

মনীষিত (ভগ ৫৭) ইচ্ছা, ২ (আচ ১৭।৪) বুদ্ধিবিষয়। ৩ (ভা ১০।৩৬। ৩৮) বিচারিত—স্বামী। **মনীষিতা** (চৈত ২।৯।২১) ইচ্ছা। ২ পাণ্ডিত্য—বি। **মনীষী** (ভা ৮।৬।১১) বিবেকী। ২ (ভা ৬।৪।২৭) শুদ্ধ-ভক্ত। ৩ (প্র ৩।১) চতুর। ৪ পণ্ডিত।

মনু (ভা ৩।১।২২) সরস্বতী-তীরবর্তী তীর্থবিশেষ। ২ (ভা ১।৩।১৫) ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্যজাতির আদি পুরুষ,

প্রজাপতি ও ধর্মশাস্ত্রবক্তা। প্রতি কল্পে চতুর্দশ মনু—স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি [ভা ৮।১।৪, ১৮—২৭, ৮।৫।২—৭, ৮।১৩।১—৩৬]। ৩ (ভা ৬।৯।২২) সত্যব্রত। ৪ (ভা ৬।৬।২০) কৃশাশ্বের ঔরসে ও ধিষণার গর্ভে জাত পুত্র। ৫ (ভা ৩।১২।১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ৬ (গৌ কৃ ২।১৯) মন্ত্র। ৭ (সুধা ১৯) [মন্ জ্ঞানে+উ] সৃষ্ট্যাদি-সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্ বিষ্ণু। ৮ (গীতা ৪।১) শ্রাদ্ধদেব। ৯ (ভা ৬।৪।১৫) অন্তঃকরণ। ১০ (ভা ৪।২৪।৪২) সর্বজ্ঞ। ১১ (ভা ৪।৬।৩৭) মননশীল। -জ (ভা ১০।৮৭।২৬) পুরুষ—স্বামী। ২ ভূত, ভবৎ ও ভাবি সমস্ত বিষয়ের মননকারী ঈশ্বরই মনু—তাঁহা হইতে জাত হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা—প্রবো। -পুর (চৈকা ৭।১০৭) মনুষ্যালয়।

মনুষ্য-ধর্ম্মা (আচ ১।১৭৫) কুবের, ২ মনুষ্যের ন্যায় ধর্ম-বিশিষ্ট। °লিঙ্গ (সভা ১।৭১৭) নরাকৃতি।

মনোগন্তা (হলী ১১।২২) মনে অবস্থিত।

মনোগবী (গোচ পূর্ব ১২।২৯) মনোরথ।

মনোগ্রাহ্য (ভা ১০।৪৮।১১) বিষয়সুখ—স্বামী। ২ স্বেন্দ্রিয়সুখ—বি। ৩ (ভক্তি ৩২১) প্রাকৃত।

মনোজ (মাম ২।৪০), **মনোজন্মা** (বিনা ২।২৯) কাম।

মনোজয় (গীতা ৬।৩৫) অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা দুর্দান্ত মনকেও ক্রমশঃ জয় করা যায়।

মনোজব (ভা ৫।৩০।২৫) মেধাতিথির পুত্র ও বর্ষাধিপতি। ২ (ভা ১১।১৫।৬) সিদ্ধি—মনোবেগে দেহের গতি—স্বামী। ৩ (সুধা ৮৭) শরণাগত ভক্তের সংসারাময়নাশে অতিসত্বর বিষ্ণু। ৪ (ভা ৫।২০।২৫) শাল্মলী-দ্বীপস্থ বর্ষ। [৫ অগ্নির জিহ্বাভেদ]।

মনোজবস (গোচ উত্তর ১৯।১০) পিতৃতুল্য পুত্র।

মনোজ-বীজ (আরা ৬) কামবীজ।

মনোজাহ্নবী (স্তব ৫।৬) মানসগঙ্গা।

মনোজিঘ্র (পদ্যা ২০৪) মনের বার্ত্তানুসন্ধানকারী।

মনোজ্ঞ (চৈ কা ১৯।৩৩) মনোহর, ২ অন্তরঙ্গ। ৩ (আচ ১২।১০) শ্রেষ্ঠ, ৪ মনোবৃত্তিজ্ঞ।

মনোজ্ঞা (কিরণ ৫) শ্রীরাধার নিত্য সখী।

মনোদোহদ (শ্যা ২৬) মনো-বাঞ্ছিত।

মনোদ্রব (উ ১৪।৮২) স্নেহদশায় চিত্তগলন। অঙ্গ-সঙ্গে কনিষ্ঠ, দর্শনে মধ্যম এবং শ্রবণাদিতে শ্রেষ্ঠ—এই ত্রিবিধ মনোদ্রব।

মনোধর্ম (চৈচ অন্ত্য ৪।১৭৬) সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের কার্য।

মনোনিগ্রহ (ভা ১১।২৩।৪১) মনঃ-সংযম।

মনোনিরোধ (ভক্তি ৬১) বিবিধ সংকল্প ও বিকল্পের জনক মনটিকে নিরোধ করিয়া ভজন করিলে অভয় হওয়া যায়। চিত্তবৃত্তি-নিরোধই যোগ, ভক্তিমার্গে যোগের মিশ্রণ হইলে কেবলা ভক্তির হানি হয়; সুতরাং বলিতে হইবে যে ক্রিয়মাণ ভক্তি-দ্বারাই শ্রীভগবানে বা ভজনে আসক্তি হইলে যোগাভ্যাস ব্যতিরেকেও স্বভাবতঃই মনোনিরোধ হইয়া থাকে। সুখে মনোনিরোধ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের লোক-প্রসিদ্ধ নাম-গুণাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করত নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করিবে।

মনোভব (ভা ৪।২৫।৩০) কামদেব। ২ (ভাবনা ২।৪৭) মানস আধি। ৩ বাঞ্ছা।

মনোভূ (ভাবনা ৯।১১) কন্দর্প। ২ (আচ ৮।১৬) বাহিরে অপ্রকাশ্য।

মনোময় (গোভা ১।২।১) শুদ্ধ-মনোগ্রাহ্য ব্রহ্ম। ২ (ভা ৩।১।৩৪) মনের প্রবর্ত্তক—স্বামী, ৩ মনে উপাস্য—জী।

মনোমাত্র (ভা ১১।২৩।৪৫) মনঃ-পরিকল্পিত—স্বামী। ২ মনের মাত্রা বা বৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি যাহাতে অবস্থিত—বি।

মনোরথ (আচ ৮।১৬) বাঞ্ছা, ২ [মন এব রথোঽধিকরণং যস্য] মনঃস্থ। ৩ (নাচ ৩৬৬) ছলক্রমে বিবক্ষিত বস্তুর নিবেদনকে নাট্যশাস্ত্রে 'মনোরথ' বলে।

মনোরম (কৃগ পরি ৮৬) শ্রীকৃষ্ণদূত। [২ মনোহর]।

মনোরমা (উ ৩।৫৮) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। ২ (রত্ন ৬।৪১ টী) 'বালমনোরমা'-নাম্নী সিদ্ধান্তকৌমুদী-ব্যাকরণের টীকা। ৩ (ছ ২।৩৯) দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৪ (গীগো ১০।১৫) মনোহারিণী, ৫ স্বর্গের অঙ্গনা। [৬ গোরোচনা, ৭ রুচিমনুর ভার্যা]।

মনোরাগ (আচ ১৩।৯) [মনো লগয়তি লগ্নং করোতীতি] মনো-যোগ-সম্পাদক।

মনোবিলাস (ভা ১১।১৩।৩৩)

কৌতুকাস্পদ—বি। ২ (ভা ১০।৮৭। ৩৭) মানসী কল্পনা—স্বামী। ৩ মনঃসঙ্কল্প-মাত্রসিদ্ধ।

মনোবৃত্তি (গোভা ২।৪।১২) কপিল ও পতঞ্জলি মনের পঞ্চবৃত্তি স্বীকার করেন—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি [যোগসূত্র ১।৬]।

মনোহর (ভা ১০।২৯।৩) চন্দ্র-সম্বলিত—জী। ২ অনুস্বার ও অর্দ্ধ-মাত্রা—বল। ৩ (সুধা ৬২) চিত্ত-হারী। ৪ (কৃষ্ণা ২।১১৫) লড্ডুক-বিশেষ। [প্রস্তুত-প্রণালী—চাউল শুষ্ক করিয়া ভালভাবে গুড়া করিবে, তাহার মধ্যে ঘৃত ময়ান দিয়া উত্তমরূপে মাখিবে। ছোট ছোট করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনি বা গুড়ে পাক করিবে]।

মনোহরা (কৃগ ২৪৯) সুদেবীর যূথে অষ্টমী সখী। [২ জাতী, ৩ স্বর্ণযূথী]।

মন্তব্য (প্র ৯১৫) বেদানুযায়ী তর্ক-দ্বারা নিশ্চেতব্য।

মন্তু (উ ১৫।১০৪) অপরাধ। ২ (গোচ পূর্ব ৩।১৮) মন্ত্রণা। ৩ (গোলী ১৪।১৯) ঈর্ষ্যা।

মন্ত্র (উ ৬।৯) উপদেশ, ২ মন্ত্রণা। ৩ (সুধা ৪৩) স্বরহস্যের গুপ্তভাবে উপদেষ্টা বিষ্ণু। ৪ (ভা ১১।১৩।৬) প্রণবাদি—স্বামী। ৫ (প্র ৮।৫) স্বেষ্ট-দেববপুঃস্বরূপ অষ্টাদশাক্ষরাদি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র। ৬ (হয় ১।১০।৫) ওঁকারাদি-সমাযুক্ত, নমস্কারান্ত স্বনামই সর্বসত্ত্বের মন্ত্র; যথা বাস্ত-যাগধৃত ব্রহ্মপুরাণে—'ওঁকারাদিসমাযুক্তং নমস্কারান্ত-কীর্ত্তিতম্। স্বনাম সর্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে'॥ -**কৃৎ** (ভা ৩।১।২) দৌত্যকর্ত্তা—স্বামী। [২ মন্ত্রণাদায়ক, ৩ বৈদিক-মন্ত্রের স্মরণকারী। -**গুরু** (তত্ত্ব ৭) ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদাতা। -**গ্রহণে বিচার** (ভক্তি ২৮৪) মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক, বিশেষতঃ নমঃ-স্বাহাদি-শব্দদ্বারা অলঙ্কৃত এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণ-কর্ত্তৃক সমর্পিত-শক্তিবিশেষযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ-বিশেষ প্রতিপাদন করে। পক্ষান্তরে নাম-সমূহও সম্যক্ নিরপেক্ষভাবে যাবতীয় পুরুষার্থই প্রদান করেন, অতএব মন্ত্রসমূহে নামাপেক্ষাও অধিক মাহাত্ম্য পাওয়া যায় না বলিয়া মন্ত্রদীক্ষার অপেক্ষা থাকে কেন? ইহার সমাধান—যদিও তত্ত্ব-বিচারে দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা নাই, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধে প্রায়শঃ কদর্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত মনুষ্যের তত্তৎ-প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার জন্য মহানুভব ঋষিগণ অর্চনমার্গে কোথাও কোথাও কিছু কিছু মর্যাদাস্থাপন করিয়াছেন। সেই সেই মর্যাদা লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতেছেন; অতএব স্বরূপতঃ মন্ত্রগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও ঋষিদের ব্যবস্থামত বিক্ষিপ্তচিত্ত মানব মন্ত্র-গ্রহণই করিবে। -**চূড়ামণি** (প্রকাশ ৪।৭) কৈশোরগোপাল মন্ত্র। -**ণা** [মন্ত্রি+যুচ্] গুপ্তভাষণ। -**ক্রম** (ভা ৮।৫।৮) ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ইন্দ্র। -**নায়িকা** (সা ৬) শ্রীরাধা। -**ময়ী** [উপাসনা] (সা ২) ইহা দ্বিবিধা—(১) শ্রীমদ্ভাগবতাদি-বর্ণিত জন্ম-কর্ম-গোচারণাদি লীলা, স্মরণমঙ্গল ও শ্রীগোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতিতে দর্শিত পন্থায় চিন্তনীয়। (২) শ্রীবিগ্রহ-সেবা—তাহাও শ্রীহরিভক্তিবিলাসানু-সারে প্রেমভক্তি-সহকারে কর্ত্তব্য। -**মালা** (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থিতা নদী। -**মূর্ত্তি** (ভগ ৮০) মন্ত্রোক্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট। ২ মন্ত্রই যাঁহার মূর্ত্তি। -**মূর্দ্ধগ** (হ ৫।৭৬) অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রশিরঃস্থ কামবীজ। -**রাজ** (ভক্তি ১০৫) শ্রীনৃসিংহমন্ত্র। ২ (হ ১।১৮৮) অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। -**বর্ণ** (ভগ ৩১) শ্রুতি, শ্রুত্যুক্ত-বিষয়। -**শুদ্ধি** (ভা ১১।২১।১৫) সদ্‌গুরু-মুখ হইতে শ্রবণপূর্বক যথাবৎ অর্থাৎ সাঙ্গো-পাঙ্গাদি বিনিয়োগের সহিত মন্ত্রের পরিজ্ঞান। -**শোধন** (হ ১।১৯৯—২১৬) মন্ত্রদানকালে শ্রীগুরুদেব সিদ্ধসাধ্যাদি, স্বকুলাকুলত্ব, বালত্ব-প্রৌঢ়ত্ব, স্ত্রীপুংনপুংসকত্ব, রাশিনক্ষত্র-মিলন, রাশিশুদ্ধি, সুপ্তপ্রবোধকাল এবং ঋণধনাদি বিচার করিবেন। কেবল স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীদত্ত মন্ত্রে, মালা-মন্ত্রে, ত্র্যক্ষর ও একাক্ষর মন্ত্রে ঐসকল বিচার করিবেন না। শ্রীগোপাল-মন্ত্রে কিন্তু ঐসব বিচার সর্বথাই পরিত্যাজ্য। -**সংস্কার** (হ ১। ২২৬—২৩৫) সারদাতিলকে উক্ত আছে যে জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি—মন্ত্রের এই দশটি সংস্কার করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র বলবান্ বলিয়া দশবিধ সংস্কার সর্বথাই অনপেক্ষ্য। [তন্ত্রসার দ্রষ্টব্য]। -**হৃদয়** (চৈত ৪।৮।৫৮) মন্ত্র-প্রধান। ২ (ভাগ ১১।১১।৪৪) রহস্যমন্ত্র ন্যাস—স্বামী।

মন্ত্রাত্মক ভগবান্ (হ ৫।২৩৩—২৩৫) স্বদেহে পীঠপূজাকালে কামবীজ জপ করিতে করিতে এই চিন্তা করিতে হয় যে মূলাধার, হৃৎপদ্ম ও ভ্রূমধ্যবর্ত্তী মূলমন্ত্র-স্বরূপ আনন্দঘন তেজঃ কামবীজের সহিত এক, পরে সেই তেজে মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করত ভাবিবে যে ঐ তেজে স্বাভীষ্ট সাকার দেবতা বিরাজমান। তৎপরে ঐ দেবাঙ্গেও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গাদি ন্যাস করিবে। তাৎপর্য এই যে মন্ত্র নাম-বিশেষময় বলিয়া পরম ভগবানেরই রূপ, সুতরাং ভগবৎপ্রাদুর্ভাবের সহিত শ্রীমন্ত্রের প্রাদুর্ভাবও নিশ্চয়ই স্বদেহে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্, পরব্রহ্মরূপ সর্বমন্ত্রাদিময় বলিয়া মন্ত্রতেজঃ আদি তাঁহা হইতে অভিন্ন। মন্ত্রের অর্চনেই শ্রীকৃষ্ণার্চনা, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণার্চনেও মন্ত্রোপাসনাই সিদ্ধ হয়।

মন্ত্রাত্মা (রত্ন ২।১৩) মন্ত্রময়-শরীর। ২ বিষ্ণু। ৩ (আচ ৫।২৫) মন্ত্রণা-কার্যে বুদ্ধিমান্ বা যত্নশীল।

মন্ত্রাভিষেচন (হ ২।২৪) দীক্ষা।

মন্ত্রী (ভা ১০।৪৬।২) গুপ্তযুক্তিপ্রদ, ২ সিদ্ধমন্ত্র—সনা।

মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ধা প্রতীতি (রাধা ৭২) অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ চারিভাবে প্রতীত হইতেছেন—মন্ত্রের কারণ, বর্ণ-সমুদায়, অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা এবং আরাধ্যরূপ। (১) মন্ত্রের কারণ—যথা ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৩) উক্ত—"অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ষট্‌পদী প্রকৃতি ও পুরুষদ্বারা অধিষ্ঠিত", এস্থলে প্রকৃতি—অর্থে মন্ত্রের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণই কারণরূপে বিদ্যমান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতি। (২) মন্ত্রাধিষ্ঠাতা-রূপে ঐ শ্লোকে 'পুরুষ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত। (৩) "কাম কৃষ্ণায়" ইত্যাদি পদ্যে বিরাজমান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই বর্ণসমুদায়রূপী এবং (৪) ঐ ব্রহ্মসংহিতার (৫।১) শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণের পরম-ঈশ্বরত্ব, সচ্চিদানন্দ-মূর্তিত্ব এবং অনাদি-আদিত্ব প্রভৃতি শব্দে শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বারাধ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

মন্ত্রোপাসনাময়ী (কৃষ্ণ ৫৩) 'শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

মন্থগর্গরী (গোচ পূর্ব ৭।৫০) মন্থন-পাত্র। **মন্থজ**—নবনীত।

মন্থনিকা (গোলী ৩।৫৯) ভাণ্ড।

মন্থর (গোলী ৮।৪৪) গর্বিত, ২ (আচ ১১।২৫২) মন্থনপ্রদ। ৩ (কর্ণা ২৭) মন্দ। [৪ কোষ, ৫ দণ্ড, ৬ বক্র, ৭ জড়, ৮ নীচ, ৯ সূচক]।

মন্থান (গোচ পূর্ব ২।৪) দধিমন্থন-দণ্ড।

মন্থু (ভা ৫।১৫।১৫) ভরত-বংশীয় বীরব্রতের পুত্র।

মন্দ (গোপা ৩৬) মূর্খ। ২ (আচ ১।২২) শনি। ৩ (আচ ১২।৯৭) পুনঃ পুনঃ। ৪ (ভা ১।১।১০) অলস, ৫ (ভা ১০।৫৪।২৫) স্থির—স্বামী। ৬ (গোলী ১।৭) নিকৃষ্ট। ৭ (ভা ১০।৭২।৩০) স্থিরবুদ্ধি—সনা। ৮ (উস ১৫) হস্তি-জাতি-বিশেষ। [৯ স্বতন্ত্র, ১০ খল, ১১ যম, ১২ প্রলয়, ১৩ (গীগো ৪।১) নিরুৎসাহ]। **-প্রেম** (উ ১৪।৭১) সর্বদা আত্যন্তিক পরিচয়ের ফলে যে প্রেম অন্য কান্তার উপেক্ষা বা অপেক্ষা করে না, তাহাই 'মন্দ'। যেমন দ্বারকায় সত্যভামার সখী অশোকলতার প্রেম। এই মন্দপ্রেমে কখনও শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতিও ঘটে। **-ভাগ্য** (ভা ১।১।১০) বিঘ্নাকুল, ২ স্বল্পপুণ্য, ৩ সাধুসঙ্গহীন। **-মতি** (ভা ১।১।১০) নির্বুদ্ধি।

মন্দর (কর্ণা ৪৬) কল্পতরু, ২ বিবিধ, ৩ (ভা ৫।১৬।১১) সুমেরুর পার্শ্বস্থ-পর্বত। ইহা দ্বারা সমুদ্র মন্থন হইয়াছিল। ৪ (ভা ৪।২৩।২৪) বিন্ধ্যপর্বতের শৃঙ্গ-বিশেষ। ৫ (কৃগ পরি ৩০) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প সখা। [৬ স্বর্গ, ৭ হারভেদ, ৮ দর্পণ, ৯ মন্দ]। **-প্রাসাদ** (হ ২০।২৪৪) মন্দির-বিশেষ। শতশৃঙ্গযুক্ত, চতুর্দ্বার-সমাযুক্ত এবং ভূমিকার দ্বাদশ ভাগ উচ্চ হইলে মন্দর-প্রাসাদ হয়।

মন্দহরিণ (ভা ৫।১৯।২৯) জম্বুদ্বীপস্থ উপদ্বীপ-বিশেষ।

মন্দাকিনী (ভা ৫।১৯।১৭) ভারত-বর্ষীয়া নদী। ২ (ছ ২।৭১) প্রতি-চরণে দ্বাদশাক্ষর ছন্দঃ।

মন্দাক্রান্তা (উস ১৫) মন্দ ব্যক্তি কর্তৃক আচরিতা, ২ হস্তিগণ-কর্তৃক অধ্যুষিতা। ৩ খলদ্বারা ধর্ষিতা। ৪ (ছ ২।১৩৮) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

মন্দাক্ষ (চৈকা ৩।৭৯) লজ্জা। ২ আকুঞ্চিত-নয়ন। ৩ কুৎসিত নেত্র।

মন্দাত্মা (ভা ৭।৮।৫) অল্পবুদ্ধি, ২ মন্দগণেরও আশ্রয়।

মন্দার (কৃগ পরি ১১৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মণিময় কুট্টিম। ২ (আচ ১।১৮) পারিজাত বৃক্ষ। ৩ (আচ ১।৯১) মন্দ মন্দ গমনশীল। ৪ (চৈভা আদি ১৭।১৪) ভাগলপুর

হইতে ২০ মাইল দূরে 'মন্দার-হিল্‌' ষ্টেসন, তথা হইতে ২১ মাইল দূরে পর্বত—পূর্বে বৃহত্তর চূড়ায় শ্রীমধুসূদন পূজিত হইতেন, কালাপাহাড়ের ভয়ে এক্ষণে তিনি ১২ মাইল দূরবর্ত্তী বৌসিগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। [৫ হস্ত, ৬ ধূর্ত্ত, ৭ অর্কবৃক্ষ]।

মন্দারাক্ষী (উ ৮।৭৯) শ্রীরাধার সখী।

মন্দিত (যাম ১।৯) মলিন, নিস্তেজস্ক।

মন্দির (হ ১৯।৩) অধিষ্ঠান, নিবাস-স্থান। [২ সমুদ্র, ৩ জানুপশ্চাদ্ভাগ]। **-নির্মাণকাল** (হ ২০।২৪—৩৬) জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে—অশ্বিনী, রোহিণী, মূলা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর-ফল্গুনী, উত্তর-ভাদ্রপদ, মৃগশিরা, স্বাতী, হস্তা ও অনুরাধা নক্ষত্রে—রবি ও মঙ্গল ব্যতীত অন্যান্য বারে—বজ্র, ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত, অতিগণ্ড, বিষ্কুম্ভ, গণ্ড ও পরিঘ ব্যতীত অন্যান্য যোগে—শ্বেত, মৈত্র, মাহেন্দ্র, গান্ধর্ব, অভিজিৎ, রৌহিণ, বৈরাজ ও সাবিত্র মুহূর্ত্তে—চন্দ্রবল, সূর্য্যবল ও শুভগ্রহ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট লগ্ন-প্রাপ্তি হইলে—কৃষ্ণপক্ষের একাদশ্যাদি তিথিত্রয়, শুক্লপক্ষের আদ্য ও দ্বিতীয় ভাগ, কৃষ্ণপক্ষের প্রথমভাগে চতুর্থী ও দ্বিতীয় ভাগে নবমী এবং শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশী রিক্তা বলিয়া ত্যাগ করত মন্দির-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইবে।

মন্দীকৃত (মালা মুমু শেষ) নিন্দিত।

মন্দুরা (হরি ৬।২৪২) অশ্বশালা, ২ মাদুর।

মন্দোদরী (ভা ৯।১০।৮) রাবণের ভার্য্যা।

মন্দ্র (আচ ১।৫৫) গম্ভীর। ২ গম্ভীর ধ্বনি। **-ক** (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) [মন্দ্রং গভীরশব্দং কায়তি নাদয়তি] গভীর শব্দকারী **-ঘোষ** (কৃগ পরি ১২১) শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহার্য শৃঙ্গ। (সিন্ধু ২।১।৩৭৩) বনমহিষ ও কৃষ্ণসারাদির শৃঙ্গ—অগ্রপশ্চাদ্‌ভাগে স্বর্ণখচিত এবং মধ্য ভাগ রত্নসমূহে শোভিত হইলে, তাহাকে 'মন্দ্রঘোষ' বলে।

মন্মথ (গী গো ২।৯) [মনো মথ্নাতীতি] বিরহ—বা। ২ (আচ ১।১৯) কামদেব, ৩ কপিথ। **-তাত** (সিন্ধু ১।৩।৩৯) মন্মথোৎপাদক। ২ (কর্ণা ৬৫) কামজনক শ্রীকৃষ্ণ, ৩ কাম-বিস্তারক [মন্মথের তাত=বিস্তার যাহা হইতে], ৪ সাক্ষাৎ মন্মথতার প্রাপ্তিকারী—[কবিরাজ]। ৫ মন্মথ= অভিলাষ, তাহার জনক—সু। **-মন্মথ** (ভা ১০।৩২।২) মদনমোহন।

মন্যমান (ভা ১১।২৯।১৩) মননশীল, জ্ঞানী।

মন্যা—গ্রীবার পশ্চাদ্দিকের শিরা।

মন্যু (আচ ১৫।২৪) যাগ, ২ (মুক্তা ১।১৯) রুদ্র। ৩ (ভা ১০।৭৪।৩০) ক্রোধ, ৪ শোক। ৫ (ভা ৯।২১।১) সোমবংশ্য বিতথের পুত্র। [৬ দৈন্য, ৭ অহঙ্কার]। **-দষ্ট** (ভা ৩।১৬।১৩) ক্রোধবিষদ্বারা ব্যাপ্ত—স্বামী। **-বশ** (ভা ২।৭।৩৮) সর্পাদি—স্বামী। **-সংরম্ভ** (লনা ৯।১৮) ক্রোধাতিশয়।

মন্বন্তর (ভা ৩।১১।২৪) কিঞ্চিদধিক ৭১ চতুর্যুগ অর্থাৎ দৈবমানে আট লক্ষ বায়ান্ন হাজার বর্ষ এবং মানব-মানে ত্রিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ বিশ হাজার বর্ষ। ২ (হলী ১।৩) সদাচার। ৩ মনুর অধিকার কাল। ৪ (ভা ১২।৭।১৫) মনু, দেবতা, মনুর পুত্রগণ, দেবতাগণ, ঋষি এবং অংশাবতারগণ যখন স্বস্বাধিকারে প্রবৃত্ত হন, তখনই 'মন্বন্তর' হয়।

মন্বন্তরাবতার (সভা ১।১৯০) বিভিন্ন মন্বন্তরে ভগবানের ইন্দ্র-সহায়ক আবির্ভাব। স্বায়ম্ভুবীয় প্রভৃতি চতুর্দশ মন্বন্তরে যথাক্রমে যজ্ঞ, বিভু, সত্য-সেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্‌সেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু—এই চতুর্দশ অবতার হন।

মন্বন্তরাবসানে প্রলয় (কৃষ্ণ ১৫) বিষ্ণুধর্মোত্তরের প্রথম কাণ্ড হইতে জানা যায় যে প্রতি মন্বন্তরাবসানেও একপ্রকার প্রলয় হয়। চতুর্দশ মন্বন্তরান্তে ব্রহ্মার দিনাবসানে প্রলয় হয়—ইহাই প্রায়শঃ শুনা যায়।

মন্বন্তরেশানুকথা (ভা ২।১০।৫) শ্রীহরির অবতার-সমূহের এবং তাঁহার অনুগত পুরুষদিগের সৎকথা যাহা নানাবিধ আখ্যানে পরিবৃংহিত হয়।

মমতা (ভা ৯।২০।৩৭) মহর্ষি উতথ্যের পত্নী। ইহার গর্ভে দেবর বৃহস্পতি হইতে জাত পুত্রই ভরদ্বাজ। [২ দর্প, ৩ অহঙ্কার, ৪ আমার সম্বন্ধ]।

ময় (ভা ১০।৫৫।২১) দানব-বিশেষ। অর্জুন ইহাকে খাণ্ডবদাহ হইতে রক্ষা করেন। ইনি বিশ্বকর্মার ন্যায় শিল্পী। ইঁহার কন্যা মন্দোদরী রাবণের মহিষী। বিলস্বর্গে ইঁহার বাস। ইন্দ্রপ্রস্থনগর ও তত্রত্য সভা-গৃহ ইঁহারই রচনা। [২ উষ্ট্র, ৩ অশ্বতর]। **-পুত্র** (মালা হরি ১০)

ব্যোমাসুর।
ময়ূখ (আচ ১৮।২৪) কিরণ।
ময়ূর (গোলী ২১।৫২) [মীঞ্ হিংসায়াং মীনাতেরুরন্ উ' ১।৬৭, ময় গতৌ খর্জাদিত্বাৎ উ° ৪।৯০ উর, মহ্যাং রৌতি বা অন্তেভ্যোঽপি (বা° ৩।২।১০১) ইতি উঃ, পৃষোদরাদি। পক্ষিবিশেষ। ২ বৃক্ষবিশেষ (ময়ূর-শিখা)। **-সারিণী** (ছ ২।৩৭) দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।
মরক (বিপু ৪।২৩।৫১) জনমারী, মারীভয়।
মরকত (ভা ৩।২৩।১৭) হরিদ্বর্ণ মণি-বিশেষ।
মরন্দ (গৌকৃ ২।১১) মধু। ২ (সিন্ধু ৩।৩।৩১) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প সখা। ৩ (কৃগ পরি ৮১) শ্রীকৃষ্ণের নাপিত।
মরন্দক (সিন্ধু ৩।২।৪১) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থ অনুগ দাস।
মরাল (আরা ১৬৫) রাজহংস। ২ (কৃষ্ণা ২।২৭) মেঘ। [৩ কজ্জল, ৪ কারণ্ডব, ৫ দাড়িমীবন, ৬ চিক্কণ]।
মরিচ (আচ ১।১৯১) মরুবক বৃক্ষ।
মরীচি (ভা ৩।১২।২২) ব্রহ্মার মানসপুত্র। ২ (ভা ৫।১৫।১৫) ভরত-বংশ্য সম্রাটের পুত্র। ৩ (সুধা ৩৪) [মৃ+ঈচি 'মৃকণিভ্যামীচিঃ' উ° ৫১০) প্রকাশময়। ৪ (গোচ পূর্ব ২৭।৫৬) কিরণ। [৫ কৃপণ]। **-কা**—মৃগতৃষ্ণা। **-গর্ভ** (ভা ৮। ১৩।১৯) নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবর্ণির কালে দেবতা। **-তোয়** (ভা ৫।১৩ ৫) মরীচিকা।
মরু (ভা ৯।১২।৫—৭) সূর্যবংশ্য শীঘ্রের পুত্র। ২ (ভা ৯।১৩।১৫) হর্যশ্বের পুত্র। ৩ (ভা ১।১০।৩৫) নিরুদক দেশ। [৪ পর্বত, ৫ কুরুবক বৃক্ষ]। **-ক** (হ ৭।২৫৬) কুরুবক, ২ মরুবক। **-জাঙ্গল** (লনা ১০।২৬) মরুময় দেশ।
মরুত (ভা ৯।২৩।১৭) সোমবংশ্য করন্ধমের পুত্র। পাঠান্তর—মরুত্ত।
মরুৎ (সাকৌ ১০।১২) বায়ু, ২ দেবতা। ৩ (ঐ ৬।৩) তৃণাবর্ত্ত দৈত্য। ৪ (নিবি ২৯) মরুবক পুষ্প।
মরুত্ত (ভা ১।১২।৩২ টী) সত্যযুগে সূর্যবংশীয় রাজা। ইনি হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন—এমন মহাসমারোহে কেহ পূর্বে বা পরে যজ্ঞ করিতে পারেন নাই। সেই যজ্ঞে ঘৃত-ভোজনে অগ্নির এবং সোমপানে দেবগণের অজীর্ণ হইয়াছিল। যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দেন। তিনি সুবর্ণময় পাত্র সকলে যজ্ঞ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন মনস্থ করিলে শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীমাদি উত্তর দেশে যাইয়া সেই সকল পরিত্যক্ত সুবর্ণ পাত্র আনয়ন করিয়া যজ্ঞকার্য সমাধা করেন। ২ (ভা ৯।২৩।১৭) তুর্বসু-বংশ্য করন্ধমের পুত্র—মরুত।
মরুৎপতি (ভা ৬।৭।২৯) ইন্দ্র।
মরুত্বতী (ভা ৬।৬।৪) ধর্মের পত্নী।
মরুত্বতীয় (হরি ৭।৩৩৪) [মরুত্বান্ দেবতাঽস্যেতি] মরুত্বান্-দেবতাক।
মরুত্বান্ (ভা ৬।৬।৮) মরুত্বতীর গর্ভে জাত ধর্মপুত্র। ২ (হরি ৭। ৫৯) ইন্দ্র, ৩ মেঘ, ৪ হনুমান্, ৫ সমুদ্র।
মরুৎসখ—ইন্দ্র, ২ অগ্নি, ৩ চিত্রক-বৃক্ষ।
মরুৎসুত (কৃচ ৩।১৬।৪) শ্রীহনুমান্।
মরুদ্বসন (চৈকা ২।৬৩) উলঙ্গ।
মরুদেব (ভা ৯।১২।১২) ইক্ষ্বাকুবংশ্য সুপ্রতীকের পুত্র।
মরুদ্গণ (ভা ৬।১৮।১২) ঊনপঞ্চাশ বায়ু।
মরুদ্বৃধা (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতবর্ষীয়া নদী।
মরুধন্বন (ভা ৬।৮।৩৮) জলশূন্য দেশ।
মরুবক (আরা ১৩) ময়না বৃক্ষ।
মর্ক (ভা ১০।৮।২৯) বানর।
মর্কট-বৈরাগ্য (চৈচ মধ্য ১৬।২৩৮) বাহ্যিক বৈরাগ্য, অন্তরে পুত্রকলত্রে ঘোরতর আসক্তি।
মর্কটক (বিপু ১৬।২৫) আরণ্য প্রিয়ঙ্গু।
মর্কটিকা (গোচ পূর্ব ১৩।২৪) মাকড়সা।
মর্কটী (ছ ৮।৯, ৯।৯—১২) ছন্দো-গ্রন্থে উক্ত বর্ণ ও মাত্রার প্রস্তারে লঘুগুরুস্থান-বিশেষ-জ্ঞানের চক্রভেদ।
মর্ত্ত্য (ভা ১১।২৯।২২) বিনাশী, মরণধর্মী। ২ (ভা ৪।৯।১২) দেহ। ৩ (ভা ১০।২৫।৩) মরণশীল। মানবজাতির হিতকারী—বি। **-লিঙ্গ** (প্র ১।১৪) দ্বিভুজ মনুষ্যাকৃতি। **-লীলৌপয়িক** (প্রীতি ৮০) নরাকৃতি। **মর্ত্ত্যাত্মা** (চৈত ১০। ২৩।১১) মর্ত্ত্যধর্মা।
মর্ত্ত্যানুবিধ (ভা ১০।৫০।২৯) মানবের অনুকরণকারী—স্বামী।
মর্দ (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) মর্দন-কারী, ২ নাশ। ৩ (গোচ-উত্তর ৩০।১২) পীড়ন।
মর্দন (ভা ৬।৪।২) কদন—স্বামী।

২ নাশ। [৩ গাত্রপদাদির সংবাহন]।

মর্দল (আচ ২।৬০) মাদল, মৃদঙ্গ।

মর্দলিকা (গোগী ২।৯৮) মাদুলি।

মর্দিত—চূর্ণিত, ২ গ্রথিত।

মর্ম (বৃভা ১।৫।৬২) প্রাণসন্ধিস্থল। ২ (খ্যা ২) অন্তর্বৃত্তি—বল। ৩ (চৈচ আদি ১১।২৩) প্রিয়। [৪ তাৎপর্য]। -**ভেত্তা** (হ ১।৪৩) সংশয়গ্রন্থি-চ্ছেদক।

মর্মর (গৌকৃ ৬।৪৪) মড়মড় শব্দ। [২ পীতদারু, ৩ হরিদ্রা]।

মর্মশল্য (বৃভা ২।১।১৫৭) প্রাণসন্ধি-সমূহে বর্তমান শল্য-রূপে পরম-পীড়াকর।

মর্মস্পৃক্ [মর্ম—স্পৃশ্+কিন্], **মর্মাবিৎ** (হরি ৫।২৮৫) [মর্ম—ব্যধ্+ক্বিপ্] মর্মে ব্যথাদায়ক।

মর্মী (চৈভা মধ্য ৮।৭৫) অন্তরঙ্গ।

মর্যাদা (উ ৪।১৮) সাধুমার্গ হইতে অবিচলন। ইহা ত্রিবিধা—স্বাভাবিকী, শিষ্টাচারপ্রাপ্তা এবং স্বকল্পিতা। ২ (ভক্তি ১৭২) বিধি। ৩ (হরি ৪।৭৬) সীমা। ৪ সম্ভ্রম। -**মার্গ** (সিন্ধু ১।২।২৬৯) শাস্ত্রোক্ত প্রবল-মর্যাদাযুক্ত বৈধী মার্গকে শ্রীবল্লভাচার্য-সম্প্রদায়িগণ 'মর্যাদামার্গ' বলেন।

মর্যাদারক (আচ ১১।১৩১) [মরী মারী তস্যা দারক খণ্ডন] মারীনাশন, উৎপাত-খণ্ডক। ২ [মর্যাদামিয়র্তীতি] মর্যাদাশালী।

মর্শন (ভা ৩।৩২।৩৪) মীমাংসা, বিচার—স্বামী।

মর্ষ (বৃভা ১।৫।২৩ টী) নাশকর। ২ (বিন্দু ৭২) ক্ষমা।

মর্ষিত (হরি ৫।৫৪) [মৃষ ক্ষমায়াং +ক্ত] ক্ষান্ত।

মল (ভা ৪।৮।৩৮) চাঞ্চল্য—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮৭।১৫) দুষ্প্রারব্ধ, ৩ ভক্তির প্রতিবন্ধক অপরাধ—সনা। ৪ (আচ ১১।২৪৬) [মল মল্ল ধারণে পচাদ্যচ্] ধারণ। ৫ (ভক্তি ২৮০) বাসনা। [৬ পাপ, ৭ পুরীষ, ৮ কিট্ট (লৌহাদির কলঙ্ক), ৯ কর্পূর]।

মলদ (আচ ৪।৬) তিরস্কারী।

মলদূষিত—মলিন।

মলধী (ভা ১০।৭৫।১৭) কামী।

মলন (আচ ১২।১৬৪) ধারণ। ২ (আচ ১৭।১৭৩) মর্দন, দূরীকরণ।

মলমাস (হ ১৬।২৪৫) রবিসংক্রান্তি-বর্জিত অমাবস্যাদ্বয়যুক্ত চান্দ্রমাস। 'অধিমাস' শব্দ দ্রষ্টব্য।

মলয় (ভা ৫।৪।১০) ঋষভদেবের পুত্র। ২ (ভা ৫।১৯।১৬) মালাবার উপকূলে নীলগিরির শৃঙ্গবিশেষ। -**জ** (ভা ১০।৩৫।২১) চন্দন, ২ দক্ষিণ বায়ু—স্বামী। -**ধ্বজ** (ভা ৪।২৮।২৯) পাণ্ড্যদেশের রাজা। -**রুট্** (অকৌ ৫।৯) চন্দন।

মলিন (ললা ২।২২) কৃষ্ণবর্ণ, ২ মালিন্যযুক্ত। ৩ দূষিত, [৪ সোহাগা]।

মলিম্লুচ (আচ ৭।১৭৫) মলিন। ২ (হ ১৬।২৪৫) মলমাস, ৩ মলতিথি। [৪ বায়ু, ৫ অগ্নি, ৬ চৌর, ৭ চিত্রক বৃক্ষ]।

মলীন, মলীমস (হরি ৭।৯৫৬) [মলমস্যাস্তীতি ঈন, ঈমসচ্] মলযুক্ত।

মল্ল (ভা ১০।৪৩।১৭) পরমবীরাভিমানী গর্বিত বাহুযোদ্ধা—সনা। ২ পর্বতোপম-শরীরবিশিষ্ট—বি। [৩ বলীয়ান্, ৪ সঙ্কীর্ণজাতিভেদ]। -**তীর্থ** (চৈভা আদি ৯।১৫১) দাক্ষিণাত্যের তীর্থবিশেষ। -**ভট্ট** (চৈনা ৭।১৯) কর্ণাটপতি-কর্তৃক রাজা প্রতাপরুদ্র-সকাশে প্রেরিত পণ্ডিত। -**ভূমি** (রসিক পূর্ব ৩।২৭) মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম-দক্ষিণাংশ। -**বিহার** (গোবি ৬২) বাহুযুদ্ধ।

মল্লাজির (ভাবনা ২।৪৭) মল্লক্রীড়া-স্থান।

মল্লার (আচ ২০।৪৯) শিব-মতে মেঘ-রাগের ভার্যা, কিন্তু সঙ্গীতদামোদর-মতে ষড়্রাগের অন্যতম। 'আদৌ মালবরাগেন্দ্রস্ততো মল্লার-সংজ্ঞিতঃ।' হনুমন্মতে শিবমত সমর্থিত হইয়াছে। 'মল্লারী দেশকারী চ ভূপালী গুর্জরী তথা। টঙ্কা চ পঞ্চমী ভার্যা মেঘ-রাগস্য যোষিতঃ' [সঙ্গীতদর্পণ]। ২ (কৃগ পরি ২১১) শ্রীরাধার হৃদয়-মোদন রাগ। লক্ষণ—শঙ্খদ্যুতিঃ পলিত-নিন্দিত-শারদেন্দুঃ, কৌপীন-মেকমরুণং রুচিরং বসানঃ। শান্তঃ প্রসন্নবদনঃ সুবিহারচারী, মল্লার এষ কথিতঃ পৃথুলম্বকর্ণঃ॥ ৩ (আচ ১১।১২৪) দুর্জ্ঞেয় বস্তুরও বশীকরণ-সমর্থ।

মল্লিকা (কৃগ পরি ৬০) সনন্দন সখার মাতা ও অরুণের পত্নী। ২ (রত্না ৫।২৯৭২) তাল-বিশেষ। ৩ (চৈত ১০।২৯।১) বেলিনামক-পুষ্পভেদ, ৪ হংস-বিশেষ।

মল্লিকাক্ষ (মালা যমুনা ৭) মলিন-চঞ্চুচরণযুক্ত হংস।

মল্লিকামোদ (রত্না ৫।২৯৬৮) তাল-বিশেষ।

মল্লী (চরিত ২২১) শ্রীরাধাকিঙ্করী। ২ (কৃগ পরি ১৯৭) পুলিন্দ-কন্যা। ৩ (বিনা ৫।৩৪) মল্লিকা। ৪

(গোবি ৬০) [মস্লঙ্ ধৃতৌ] ধারণশীল।

মঞ্জীর (ভা ৯।২০।২৮) যজ্ঞভেদ। ২ তীর্থবিশেষ—স্বামী।

মসার (ভাবনা ৭।৩৪) ইন্দ্রনীলমণি।

মসী—পত্রলেখদ্রব্য (কালি)। -**দ্রব** (সুর ৩৬) কজ্জলবিন্দু। -**ধান**— মস্যাধার (দোয়াত)।

মসৃণ (গোলী ৩।৪২) চিক্কণ, ২ কোমল।

মসৃণা (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। [২ অতসী]।

মস্কর (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ২ (গোলী ১০।৭৯) বংশখণ্ড। [৩ গতি, ৪ জ্ঞান]।

মস্করী (চৈনা ৪।৪২) সন্ন্যাসী। [২ চন্দ্র]।

মস্ত (যাম ৯।১৩) মস্তক। [২ উচ্চ]। -**সাফল্যকৃৎ** (ভক্তি ৪১) শ্রীহরিচরণ-বন্দন।

মহ (নিবি ৪৬) ঔজ্জ্বল্য, ২ উৎসব, ৩ তেজঃ।

মহঃ (গোলী ২২।৪৩) কান্তি, ২ (রত্ন ৪।২৭) স্বপ্রকাশ। ৩ উৎসব, ৪ (সস ভগ ৯৮) শুদ্ধজীব। ৫ (সুধা ১১৭) সর্বপ্রকাশক। ৬ পরমানন্দ। ৭ (ভা ২।১।২৮) ভূরাদি সপ্তলোকের চতুর্থ।

মহতী (মালা কা ৬) শ্রীরাধার বীণা। ২ (লনা ১।৩৬) শ্যামলার বীণা। ৩ (কৃচ ১।২।২৪) শ্রীনারদের বীণা। ৪ অত্যধিকা। [৫ বৃহতী, ৬ বার্ত্তাকী] ৭ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতা দানকেলিকৌমুদীর টীকা।

মহৎ (ভা ১০।১৫।৩) ভগবদ্ভক্ত—সনা। ২ (সুধা ১৪০) সর্বকারণ। ৩ (ভা ১।৩।৪০) সর্বতঃ শ্রেষ্ঠ। ৪ (ভা ৬।১।৫১) অনাদি, ৫ দুর্নিবার—বি। ৬ (ভা ৮।১।১২) পরিপূর্ণ ব্রহ্ম—স্বামী। ৭ (ভা ১০।৪৬।২৩) গম্ভীর—স্বামী। ৮ (রত্ন ৩।৩১ টী) সাংখ্য-মতে নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি-বিশিষ্ট তত্ত্ব-বিশেষ। ৯ (ভা ১১।১৪।১৬) নিরভিমান।

মহত্তম (ভা ১১।১২।৬) শ্রুত্যধ্যাপক—জী। ২ শ্রুত্যর্থগ্রাহয়িতা মুনি—বি। ৩ (গৌগ ১৫) বৈষ্ণব-সংজ্ঞা—শ্রীনবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-সমীপে বিলাসী বৈষ্ণবগণই 'মহত্তম'।

মহত্তর (গৌগ ১৬) বৈষ্ণব-সংজ্ঞা—নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সকাশে বিলাসী বৈষ্ণবগণ।

মহৎপদ (ব্র ২) মহাবৈকুণ্ঠ। ২ সর্বোৎকৃষ্ট স্থান।

মহদতিক্রম (ভা ১০।৪।৪৬) বৈষ্ণবগণের প্রতি অপরাধ।

মহদপরাধ (ভক্তি ১২৫, ১২৬, ২৬৫, ৩০৩) মহতের নিন্দা বা কোনওরূপ প্রাকৃতবুদ্ধিদ্বারা তচ্চরণে অপরাধ। ইহা তিনপ্রকারে নিবৃত্ত হয়—মহতের চরণে অকপটে নিজদোষ-জ্ঞাপনে, ক্ষমা-প্রার্থনায় ও তাঁহার প্রীতি-সাধনে; অজ্ঞাত অপরাধে—দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত ভগবন্নামকীর্ত্তনে এবং অপরাধ-জনিত ফলভোগে। মহতের প্রসন্নতাব্যতীত অন্য কোনওপ্রকারে অপরাধ-ক্ষমা হয় না।

মহদাদি (যো ৭) সাংখ্যমতে—মূলপ্রকৃতি অবিকারা, মহৎপ্রভৃতি সাতটি তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকার। ষোল তত্ত্ব কেবল বিকারই, আর পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে—ইহাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। তন্মধ্যে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব), তৎপরে অহঙ্কারাদির সৃষ্টি হয়। সুতরাং 'মহদাদি' শব্দে 'মহৎ'-তত্ত্ব-পূর্বক যে সৃষ্টিপ্রবাহ, তাহাই লক্ষ্য।

মহদ্ধর্ম (ভা ১১।১৭।৩৭) আতিথ্যাদি—স্বামী।

মহদ্ব্রহ্ম (গীতা ১৪।৩) প্রকৃতি।

মহদ্ভেদ (ভক্তি ১৮৬) মহাপুরুষগণ দ্বিবিধ—জ্ঞানী এবং ভক্ত। জ্ঞানী মহৎ—সমচিত্ত, প্রশান্ত, বিমন্যু, সুহৃৎ ও সাধু। ভক্ত মহৎ—ভগবৎপ্রেমিক, বিষয়বার্ত্তানিষ্ঠ জনসমাজে বা স্ত্রীপুত্রাদিযুক্ত গৃহে অপ্রীতিযুক্ত এবং ভগবদ্ভজনের উপযোগী ধনের সংগ্রহশীল। জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবী এবং ভক্তিমার্গে ভগবৎপ্রেমিকই মহাপুরুষ। আবার প্রেম-তারতম্যে ভগবৎপ্রেমিকেরও তারতম্য স্বীকার্য।

মহদ্যন্ত্র (কৃষ্ণ ১০৬) সহস্রদল-কমলাকৃতি গোকুলের কর্ণিকার। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজের মুখ্য পীঠস্থান।

মহনীয় (মালা হরি ৫) পূজ্য। ২ (আচ ২১।২৪) শ্লাঘনীয়।

মহন্মুখরিত-শ্রবণভেদ (ভক্তি ২৫৬) শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাশ্রবণ মহাপুরুষের মুখ হইতে বিগলিত হইলে মহামাহাত্ম্য প্রকট করে। সেই মহন্মুখরিত শ্রবণও দ্বিবিধ—(১) মহদাবির্ভাবিত, যেমন শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতাদি। (২) মহৎকীর্ত্ত্যমান—মহন্মুখোচ্চারিত লীলাকথা পরমসাধ্য ও সাধনস্বরূপ, সবাসন মহানুভবের মুখ হইতে শ্রবণ কিন্তু মুহুর্মুহু বাঞ্ছনীয়। মহতের মুখে উচ্চারিত নামাদি-শ্রবণে ঝটিতি

শ্রীভগবানে রতির উদ্‌গম হয়।

মহরাজ (মাম ৭।১৫৪) চন্দ্র, ২ মহোৎসব।

মহর্লোক (ভা ১১।২৪।১৪) উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারির প্রাপ্যলোক। ইহা নৃবরাহের বসতি-স্থান। (বৃভা ২।২।৪২) স্বর্গের উপরি বিরাজমান প্রজাপতি মহর্ষিগণের নিবাস-স্থান। স্বর্গপ্রাপক পুণ্যকর্ম হইতেও অতি-শ্রেষ্ঠ অত্যুৎকৃষ্ট যাগযোগাদিদ্বারা এইলোকে গতি হয়। ইহা ভূ, ভুবঃ ও স্বর্গলোকের নাশেও নষ্ট হয় না, প্রায়ই পরমেষ্ঠির সমান কালপর্যন্ত অবস্থিত থাকে।

মহর্ষি (সুধা ৭০) সর্ববেদদর্শী বিষ্ণু।

মহল্ল (বৃভা ২।৪।৬২) অন্তঃপুর-বিশেষ। **মহল্লিক**—অন্তঃপুর-রক্ষক (গোঁজা)।

মহস্বান্ (বৃভা ১৫।৯) তেজোযুক্ত। ২ (ভা ৯।১২।৭) সূর্যবংশ্য অমর্ষণের পুত্র।

মহা-অধিকারী (চৈভা অন্ত্য ৬।২৬) উত্তম ভাগবত। °**অবতারী** (চৈভা অন্ত্য ৬।১১৫) সর্ব অবতারগণের মূল অংশিতত্ত্ব শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ। **-ইন্দ্রজালী** (চৈচ মধ্য ১৭।১২০) পরম ঐন্দ্রজালিক বা যাদুকর। ২ স্বয়ং ভগবান্; মহা-ইন্দ্র পরমেশ্বর, জালী ঐশ্বর্য্যবান্; যথা শ্রুতিঃ—'য একো জালবান্ ঈশতা ঈশনীভিঃ' [শ্বেতাশ্ব° ৩।১]। **মহাংসশে** (ভা ১০।৬১।১৬) শ্রীকৃষ্ণমহিষী মিত্রাবিন্দার আত্মজ। **-কলিকা** (বিরু ৪) চণ্ড-বৃত্ত, দ্বিগাদিগণবৃত্ত, ত্রিভঙ্গীবৃত্ত, মধ্যা, মিশ্রা ও কেবলা-ভেদে ছয়টি কলিকা। ইহাদের প্রভেদগুলি গণনায় ৪১টি। মহাকলিকার আদিতে দুইটী শ্লোক ও কাব্যান্তে দুইটি শ্লোক থাকিবে। পাঁচটি ত্রিক (কলিকা, শ্লোক ও বিরুদ) হইতে ত্রিশটি ত্রিকের মধ্যেই বিরুদকাব্য রচিত হইবে। কলিকা-পরিমাণ এই সংখ্যার ন্যূন বা অধিক হইবে না। **-কল্প** (আচ ১৫।৭৪) মহাপ্রলয়। ২ (ভা ২।১০।৪৫) ব্রহ্মার একদিনরূপী মহা-কল্পে প্রাকৃত মহদাদির সৃষ্টি এবং অবান্তর কল্পে বৈকৃত স্থাবরাদির সৃষ্টি হয়। **-কব্যা** (কৃগ ৬৬) স্বধাকার-নামা কুলদ্বিজের পত্নী [শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর]। **-কাল** (চৈনা ৩।৫৪) রুদ্র, ২ অতিশ্যামল। [৩ অন-বচ্ছিন্ন কাল। ৪ মাকাললতা]। **-কালপুর** (বৃভা ২।২।২২৬) ব্রহ্মাণ্ডের আবরণাষ্টকের বাহিরে অবস্থিত মুক্তিপদ। ইহাতে কার্য-কারণের অত্যন্ত বিলোপ-সাধন হয় বলিয়া ইহার নাম—মহাকাল। তত্ত্ব-বিৎগণ ইহাকে সাকার ও নিরাকার উভয়রূপেই যথামতি নির্দেশ করেন. ভগবদুপাসক আকারযুক্ত দেখিলেও শুষ্ক জ্ঞানবাদিরা নিরাকারই দেখেন। এই লোকেই দ্বারকাবাসী বিপ্রের কুমারকে আনয়ন করিবার জন্য অর্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছিলেন। যে কোনও প্রকারে ভগবন্মন্ত্র জপ করিলেই এই মুক্তিপদে যাওয়া যায়। (কৃষ্ণ ২৯) সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ, লোকালোক পর্বতাদি এবং প্রকৃতির অষ্টাবরণ ভেদ করিয়া যে লোক অবস্থিত যাহাতে ভূমাপুরুষ বিরাজমান, সেই ধামই মহাকালপুর। (ভা ১০।৮৯। ৫২) পরব্যোমস্থ মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই মহাকাল এবং কারণ-সমুদ্রই মহাবৈকুণ্ঠনাথ মহাকালের পুরী। **-কালপুরাধিপ** (কৃষ্ণ ২৯) ভূমাপুরুষ। **-কালফল** (গোলী ১৩।১৯) মাকাল ফল। **-কাব্য** সর্গবন্ধরূপ অষ্টাধিক-সর্গযুক্ত গ্রন্থ। **-কাশ** (কৃষ্ণ ১০৬) পরব্যোম, ২ মহাবৈকুণ্ঠ। ৩ (বৃভা ২।৭।৮১) পরংব্রহ্ম। **-কীর্ত্তি** (কৃগ পরি ১১) শ্রীরাধার মাতুল। **-কুলীন** (হরি ৭।২৮৮) মহাবংশ-জাত। **-কৃচ্ছ্র** (হ ৯।৫১) কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত-বিশেষ। দ্বাদশাহ মতান্তরে একবিংশত্যহ ব্যাপিয়া ইহার সাধন করিতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য-মতে একুশ দিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিতে হয় (৩।৩২০)। বশিষ্ঠ-মতে প্রথম নয়দিন এক গণ্ডূষ জলপান করত শেষ তিনদিন উপবাসী থাকিবে। সুমন্তুর মতে দ্বাদশ দিন উপবাসী থাকিয়া ব্রতাচরণ বিধেয়। **-কোশ** (সুধা ৫৯) মহা-ভাণ্ডারের অধীশ্বর বিষ্ণু। **-ক্রতু** (সুধা ৮৫) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সহজসাধ্য ও অক্ষয়-ফলদায়ক তুলসীদানরূপ মহাযজ্ঞে বাধ্য বিষ্ণু। **-ক্রম** (সুধা ৮৫) অবন্তী হইতে মথুরায় আসিয়া কালযবনকে দগ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘ পাদক্ষেপকারী। **-ক্ষ** (সুধা ৫১) জ্ঞানময় উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-যুক্ত। ২ বিশালনেত্র। **-ক্ষয়ান্ত** (মাম ৩।২৪) মহাপ্রলয়কালীন। **-গন্ধ** (কৃগ পরি ৭৯) শ্রীকৃষ্ণের বেশরচনাকারী। [২ হরিচন্দন, ৩ জলবেতস বৃক্ষ]। **-গর্ত্ত** (সুধা ৯৯) যাঁহার অঙ্গে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ হয়, সেই

বিষ্ণু। -গুণ (কৃগ পরি ২৩) শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ। -গুরু—পিতা, মাতা ও আচার্য। -গূঢ় (বৃভা ২।৪। ৫) পরমরহস্য ভক্তিতত্ত্ব। -ঘোষ (উ ১৫।উপ' ২) শ্রীমন্নন্দরাজ, ২ শ্রীনন্দব্রজ। -জন (ভক্তি ১০৯) স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, চতুঃসন, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং যম—এই দ্বাদশ জন ও তাঁহাদের অনুগৃহীত ব্যক্তি। ২ (চৈচ মধ্য ২৫।৫৫) স্বয়ং মহাপুরুষ ভগবান্। ৩ (প্রেচ ২।২) দণ্ডকারণ্যবাসিমুনিগণ, বৃহদ্বামনোক্ত শ্রুতিগণ, চন্দ্রকান্তি-জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-বিল্বমঙ্গলাদি পূর্ব মহাজন এবং ষড়্‌গোস্বামী পর মহাজন। [৪ বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি]। -জ্যৈষ্ঠী-যোগ (চৈনা ১০।১৩) নক্ষত্রবিশেষাদিযুক্ত জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা। তিথিতত্ত্বে পাঁচপ্রকার মহাজ্যৈষ্ঠী বর্ণিত আছে—(১) জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় গুরুবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতি ও চন্দ্র এবং রোহিণীনক্ষত্রেরবি থাকিলে, (২) অনুরাধা নক্ষত্রে বৃহস্পতি বা চন্দ্র থাকিয়া রোহিণী নক্ষত্রে রবি থাকিতে থাকিতে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা হইলে, (৩) জ্যেষ্ঠা ও অনুরাধায় বৃহস্পতি ও তাহা হইতে পঞ্চম বা দশম স্থানে যদি রবি থাকে এবং ইন্দ্র-দৈবত (জ্যেষ্ঠা) নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিলে, (৪) জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বা অনুরাধায় গুরু ও চন্দ্র থাকিলে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় এবং (৫) কার্ত্তিকাদি সংবৎসরের মধ্যে জ্যৈষ্ঠী-নামক বর্ষে পূর্ণিমায় জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলেও মহাজ্যৈষ্ঠী হয়। ইহাতে পুরুষোত্তম-দর্শনে বিষ্ণুলোকে গমন এবং গঙ্গাস্নানে মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়। যে বর্ষে জ্যেষ্ঠা বা মূলা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হয়—তাহার নাম জ্যৈষ্ঠী সম্বৎসর। -ঝন্‌ঝনা (চৈভা অন্ত্য ৫।৬১৪) মহাবজ্র। -তত্ত্ব (লী ৩৭০) সনকাদি জ্ঞানি-ভক্তগণের নিকট পরতত্ত্ব ব্রহ্মরূপের প্রকাশ-কৃৎ। -তপাঃ (সুধা ২৬) [তপ্ আলোচনে] কারণার্ণব-শায়ীরূপে প্রকৃতির ক্ষোভ-দায়ক দৃষ্টি-সম্পন্ন। **মহাতল** (সভা ১।২৪৩) বিষ্ণুধর্মোত্তরে কথিত আছে—তলাতলের নিম্ন ভাগে মহাতল; ইহার ভূমি রক্তবর্ণ ও পরিমাণ তলাতলের ন্যায়। মহাতলে লক্ষ-যোজন পরিমিত একটী সরোবরে শ্রীকূর্ম ভগবান্ বাস করেন। ইহা কদ্রু-তনয় সর্পগণের বাসভূমি। °তিক্ত—নিম্ববৃক্ষ, ২ অতিশয় তিক্তরস-বিশিষ্ট। -তেজাঃ (সুধা ৮৫) দুঃসহ-তেজোবিশিষ্ট। **মহাত্মা** (চৈত ১০।১৬।৩৯) আনন্দ-স্বরূপ। ২ (সুধা ১৩৪) বিভু। ৩ (কৃষ্ণ ১০৬) মোক্ষে অনাদর করত ভক্তির অনুষ্ঠানকারী, শ্রীসনকাদি। ৪ (গীতা ৮।১৫) ভগবদ্ভক্ত, ৫ উদার-মনাঃ। ৬ (ভা ১০।৫৫।১৬) মহাবুদ্ধি। ৭ (ভা ৭।১৩।৪২) বিষ্ণু, পরমাত্মা। ৮ (ভা ১০।২৭।১০) অপরিচ্ছিন্ন-মাহাত্ম্য—জী। ৯ উৎকৃষ্ট-স্বভাব। ১০ (ভা ১০।২৯। ৪৭) বিযুক্তচিত্ত, ১১ আত্মারাম—স্বামী। ১২ দিব্য এবং অতিদিব্য নায়কবৃন্দ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ১৩ (ভা ১০।৩০।৩১) বিদগ্ধ-শিরোমণি। **মহাত্যয়** (আচ ১৫।২৪৩) মারণ। °দানী (চৈভা আদি ১২।৩৭) উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত রাজস্ব-সংগ্রহকারী। -দারু—দেবদারু। -দেব (ভা ১০। ৮।৪৯) মহাদ্যুতিশালী—সনা। ২ পরমক্রীড়াপর—জী। ৩ (রত্ন ৩। ৪০) রুদ্র, শিব। ৪ (রত্ন ৩।১২) মহত্ত্ব-প্রযুক্ত বিষ্ণুই মহাদেব। ৫ (ভা ৩।২৬।৫৩) ভগবান্। -দেবী (হ ৪।১০৬) গঙ্গা। ২ (চরিত ১২৮) শ্রীরাধা। -দোষ (রত্ন ২। ৬) মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা—এই আঠার মহাদোষ। -দ্যুতি (ভা ১১।২৯। ১৩) অতিপ্রাজ্ঞ—স্বামী। ২ ভক্তি-বলে সমধিক দীপ্তিশীল। ৩ (সুধা ৩২) ক্ষীরসাগর-মন্থনাবসরে দেবাসুরগণ অবসন্ন হইলে যিনি স্বয়ংই মন্থন করিতে মহাজ্যোতিরাশি বিকিরণ করিয়াছিলেন—সেই বিষ্ণু। -দ্রিধৃক্ (সুধা ৩২) মন্দর-নামক মহাপর্বতকেও যিনি নীচে থাকিয়া কূর্মদেহরূপে ধারণ করেন।

মহাদ্বাদশী (হ ১৩।১০৩—১৭৯) উন্মীলনী, বঞ্জুলী (ব্যঞ্জনী), ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী—এই চারিটি তিথি-ঘটিত; একাদশীর বৃদ্ধিতে উন্মীলনী, দ্বাদশীর বৃদ্ধিতে বঞ্জুলী, সূর্যোদয়ে একাদশী কিঞ্চিৎ কাল ভোগ করত পরে দ্বাদশীর ক্ষয় ও ত্রয়োদশীর কিঞ্চিৎ স্পর্শে ত্রিস্পৃশা এবং অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথি সম্পূর্ণা হইয়া যদি পরদিনেও কিঞ্চিৎ নিঃসৃত হয়, তবে তৎপূর্ববর্ত্তী দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধিনী

মহাদ্বাদশী বলা হয়। এই সব স্থলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়াও মহাদ্বাদশীতে একটি মাত্র ব্রত হইবে।

তিথি ও নক্ষত্র-ঘটিত মহাদ্বাদশী চারিটী—জয়া, জয়ন্তী, পাপনাশিনী ও বিজয়া। শুক্লা দ্বাদশীর সহিত পুনর্বসুর মিলনে জয়া, রোহিণীর মিলনে জয়ন্তী, পুষ্যার যোগে পাপনাশিনী এবং শ্রবণার যোগে হয় বিজয়া। পূর্বোক্ত তিন মহাদ্বাদশীতে দ্বাদশী সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত থাকা চাই এবং সূর্যোদয়-প্রবৃত্ত নক্ষত্রও জ্যোতিঃশাস্ত্রসম্মত অধিক, সম বা উন-সংজ্ঞ হওয়া চাই, কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বপ্রবৃত্ত নক্ষত্র হইলে অধিক বা সম-মানঘটিত হইয়া ব্রতাচরণ-যোগ্য হইবে। বিজয়াস্থলে কিন্তু দ্বাদশীর মানসঙ্কোচ করা হইয়াছে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বেও দ্বাদশী নিবৃত্ত হইলে ব্রত হইবে, নক্ষত্রের মান কিন্তু পূর্ববৎই থাকিবে। [বিশেষ জিজ্ঞাসায় তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য]। °ধন—বহুমূল্য, ২ সুবর্ণ, ৩ মনোজ্ঞবস্ত্র। ৪ অতিশয় ধনশালী। -ধর্ম (ভা ১২।১২।১) হরিভক্তি। ২ প্রসিদ্ধ ভাগবত-ধর্ম —জী। -ধৃতি (ভা ৯।১৩।১৬) সূর্যবংশ্য বিশ্রুতের পুত্র। -ধাতু—স্বর্ণ। -ধ্বজিহ্ব (আচ ৩।১৫) সেনাপতির আহ্বানকারী। ২ বিস্তৃত রাজপথসদৃশ জিহ্বাবিশিষ্ট। -ধ্বজী (আচ ৩।১৫) সেনানী। -ধ্বনি (অকৌ ৩।২৯) অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিবিধ ধ্বনন ও অনুধ্বননের সংসৃষ্টি। **মহাধ্বা** (আচ ৩।১৫) রাজ-পথ। °নদী (চৈভা অন্ত্য ২।৩০২) কটকের প্রান্তবাহিনী চিত্রোৎপলা নদী। -নন্দা (সিন্ধু ২।১।৩৭০) যে বংশীর মুখচ্ছিদ্রে ও স্বরচ্ছিদ্রে দশাঙ্গুলি ব্যবধান থাকে, তাহাকে 'মহানন্দা' বা 'সম্মোহিনী' বলে। (কৃগ পরি ১২২) শ্রীরাধার চিত্তহারী বংশী। [২ মাঘী শুক্লানবমী, ৩ নদীভেদ]। -নন্দি (ভা ১২।১।৭) দ্বিতীয় নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র মগধরাজ। -নবমী—আশ্বিনী শুক্লানবমী। -নস (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপস্থ পর্বত। ২ (গোলী ৩।৮৪) রন্ধনশালা। -নাটক (হরি ৭।২৫৯) শ্রীমান্ হনুমান্-কৃত শ্রীশ্রীরামচরিত-মূলক নাটক-বিশেষ। নয়টি সর্গে ইহা গ্রথিত। অতিসুললিত দৃশ্যকাব্য। **মহানাত্মা** (কৃষ্ণ ২) পরমাত্মা—অনিরুদ্ধ। °নাদ—গজ, ২ সিংহ, ৩ উষ্ট্র, ৪ গর্জনকারী মেঘ, ৫ কণ্ঠবাদ্য, ৬ মহাশব্দ। -নাভ (ভা ৭।২।১৮) হিরণ্যাক্ষের ঔরসে ও ভানুর গর্ভে জাত অসুর। -নারায়ণ (লী ৮৬) শ্রীকৃষ্ণ। [২ উপনিষদ্‌ভেদ]। -নিদ্রা—মরণ। -নিধি—নবযোগীন্দ্র; কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। -নিশা—রাত্রির মধ্যম দুই প্রহর। -নীরাজন (কৃজ ৬৪--৬৮) সুবর্ণ, রজত কিম্বা কাংস্যময় সুন্দর পাত্রে কুঙ্কুমদ্বারা একটি অষ্টদল পদ্ম করিবে। তাহার কর্ণিকায় পিষ্টতণ্ডুলাদি-নির্মিত দীপপাত্রে একটি দীপ এবং অষ্টদলে আরো আটটি দীপক দিবে। এই দীপগুলি যব, গোধূম, দুগ্ধ ও শর্করাদিদ্বারা রচিত হওয়া চাই। এই আরাত্রিককে মূলমন্ত্রে অর্চনা করত সেই স্থালীটি ধরিয়া নয় বার শ্রীভগবানের পাদাবধি মস্তকান্ত নীরাজন করিবে। ২ (হ ৮।৫৬) নৃত্যগীতানন্তর পূজাশেষে করণীয় নির্মঞ্ছন-বিশেষ। -নীল (কৃগ ৪০) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃবন্দ্যপতি। [২ ভৃঙ্গরাজ, ৩ মণিভেদ, ৪ নাগ, ৫ তন্ত্র-বিশেষ]। **মহানুভাব** (ভা ১।৫।২১) শ্রীহরি। ২ (বৃভা ১।৫। ৩২) পরম-মাহাত্ম্যবান্। **মহান্** (ভা ৩।৬।২৫) ব্রহ্মা, ২ বিষ্ণু—বি। ৩ (ভা ১০।৫।১।১৪) মহাভাগবত—সনা। ৪ (ভা ১০।৮৭।১৭) হিরণ্যগর্ভ—প্রবো। ৫ (ভা ১১।২৪।৬) জ্ঞানশক্তি—স্বামী। ৬ (ভা ১১। ১৬।১১) মহত্তত্ত্ব—স্বামী। ৭ চিত্ত —বি। ৮ (ভা ৬।৬।১৮) ভূতের ঔরসে ও সরূপার গর্ভে জাত রুদ্রবিশেষ। ৯ (সস পরম ২৫) উৎকর্ষ-গুণে সারত্ব-বিশিষ্ট। **মহান্ত** (গৌগ ১৪) শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের পার্ষদগণ। ২ (গৌগ ১৬) শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণাদিভ্রমণকালে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন, সেই বৈষ্ণবগণই 'মহান্ত'। **মহাপগা** (হ ৪।১০৪) গঙ্গা। °পণ (বিন্দু ১৪৩) উচ্চশব্দবিশিষ্ট। -পথ (হলী ১।১৩) মহাপ্রয়াণ। ২ রাজমার্গ। ৩ হিমালয়ের উত্তরস্থিত স্বর্গারোহণ-পথ। -পদ্মপতি (ভা ১২।১।৮—৯) শিশুনাগবংশীয় শেষ রাজা, মহানন্দির পুত্র। -পশু (ভক্তি ৩৬) কুকুর, শূকর, উষ্ট্র ও গর্দভাদি পশুর তুল্য পরিকর-সমূহদ্বারা প্রশংসিত মহাবহির্মুখ মানব। ২ নরাকার পশুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। -পাতকী

(নার ১।১০।৭৬) ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, যতি, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী ও বৈষ্ণবগণের হত্যাকারী। **-পাত্র** (বৃভা ২।২।৯৪) শ্রেষ্ঠ ভাজন, ২ অমাত্যবর। **-পান** (ভা ১১।৩০।১২) মদ্যপান। **-পাপ** (চৈনা ১।৩৪) গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও বালকের হত্যা এবং গুরুস্ত্রী-হরণ। **-পাপ্মা** (গীতা ৩।৩৭) অত্যুগ্র। **-পীন** (আচ ১।১৮০) অতিবিপুল, ২ পালান। **-পুরাণ** (তত্ত্ব ৫৫) শ্রীব্যাস-প্রণীত যে পুরাণে—(১) সর্গ, (২) বিসর্গ, (৩) স্থান, (৪) পোষণ, (৫) উতি, (৬) মন্বন্তর, (৭) ঈশকথা, (৮) নিরোধ, (৯) মুক্তি এবং (১০) আশ্রয়—এই দশটীর বর্ণনা আছে, তাহাকে মহাপুরাণ বলে। **-পুরুষ** (ভা ৫।১৫।৪) শ্রীবিষ্ণু। ২ (ভা ১০।৩৭।১১) সহস্রশীর্ষাদিরূপে মহাবিভূতিমান্—সনা। ৩ মহৎস্রষ্টা—জী। ৪ অপ্রতিহত-যোগবল—বি। ৫ (ভা ১০।৭।২৯) পরমাত্মা—সনা। ৬ (হরি ১।৭) দূরাহ্বান, গান ও রোদনাদিতে প্রসিদ্ধ ত্রিমাত্ররূপে উচ্চার্যমাণ বর্ণ। অন্য নাম—প্লুত। [৭ শ্রেষ্ঠ মানব]। **-পুরুষ-গোচর** (ভা ৬।১৫।১৮) হরিভক্ত—স্বামী। ২ ভগবদ্ভক্ত শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ যাঁহার মনও নেত্রাদির বিষয়—বি। **-পুরুষ-চেষ্টিত** (ভা ১০।৭৩।৩০) লোকোত্তর ব্যবহার। **-পুরুষ-লক্ষণ** (ভা ১২।১১।২৩) ব্রহ্মতত্ত্ব-স্বরূপ। ২ (ভা ১০।৩।২৩) নারায়ণবৎ চতুর্ভুজত্বাদি চিহ্ন—সনা। ৩ সামুদ্রিক-শাস্ত্রোক্ত বত্রিশ-লক্ষণ। রক্তবর্ণ ৭—নেত্রান্ত, পাদ, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ। তুঙ্গ ৬—বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ। বিস্তৃত ৩—কটি, ললাট ও বক্ষঃ। খর্ব ৩—গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন। গম্ভীর ৩—নাভি, স্বর ও সত্ত্ব। দীর্ঘ ৫—নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু ও জানু। সূক্ষ্ম ৫—ত্বক, কেশ, রোম, দন্ত ও অঙ্গুলিপর্ব। **-পুরুষ-বিদ্যা** (ভা ১১।২৭।২৮) 'জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন। সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু মহাপুরুষ পূর্বজ'॥ ইত্যাদি মন্ত্র—স্বামী। **-পুরুষ-সংস্থিতি** (ভা ১২।১২।৯) প্রলয়কালে মহাপুরুষের তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান—স্বামী। ২ প্রলয়ে পদ্মনাভ মহাপুরুষের উদরে ব্রহ্মার শয়ন—বি। **-পৌরুষিক** (ভা ১।১৪।৩৩) শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের অনুচর ২ (চৈত ২।১।১০) মহাপুরুষের সহিত ক্রীড়াশীল। ৩ বিষ্ণুজন—স্বামী, ৪ কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য—বি। **-প্রকাশ** (চৈভা আদি ১।১২৭) মহৈশ্বর্য-বিলাস। 'সাতপ্রহরিয়া ভাব'। **-প্রভু** (গৌগ ১২) শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। 'মহান্ প্রভুর্বৈ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ।' [শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্]। ২ (বৃভা ১।৫।৬৯) সর্বসামর্থ্যভরবান্। **-প্রসাদ** (চৈচ অন্ত্য ১৬।৫৯) শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত। [২ বিপুল প্রসন্নতা]। **-প্রসাদে বিচার** (বৃভা ২।১।১৫৬—৬২) পূজাধিকারী ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য কেহ স্পর্শ করিলেও—বাহিরে কোনও স্থানে এমন কি বিদেশে কিম্বা অসংস্কৃত স্থানে নীত হইলেও—মহাপ্রসাদে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার করিতে নাই। কেহ কেহ বা শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদান্ন ব্যতিরিক্ত অন্য দেবতার অন্ন-ভোজন-বিষয়ক সদাচার প্রবৃত্তি না দেখিয়া নিঃসন্দেহে অন্যবিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করেন না। এ বিষয়ে শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারস্তু নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজ॥ ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিচারং যে প্রকুর্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥ কুষ্ঠব্যাধি-সমাযুক্তাঃ পুত্রদার-বিবর্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ॥" **-প্রাণ**—দ্রোণকাক। ২ বর্গের দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং শ, ষ, স ও হ—এই বর্ণসমূহ। **-প্রায়শ্চিত্ত** (হ ৩।৪৯—৫০) অনুতপ্ত ব্যক্তির শ্রীহরিস্মরণই মহাপ্রায়শ্চিত্ত। **-বল** (ভা ১১।২৭।২৮) শ্রীনারায়ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। ২ (সুধা ৩১) মহামোহন শক্তিশালী শ্রীবিষ্ণু। [৩ বায়ু, ৪ দশবল বুদ্ধ, ৫ মহাবলশালী। ৬ সীসক]। **-ভক্তি** (চন্দ্রা ৭) মহাভাব। **-ভয়** (গীতা ২।৪০) সংসার—স্বামী। ২ (হ ১১।৫০০) [মহৎ অভয়ম্] মোক্ষ। **-ভাগ** (সুধা ৫৩) সর্বোৎকৃষ্ট-ভজন-দায়ী। ২ (আচ ১৪।৩৭) সৌভাগ্যবান্। ৩ [মহতীমাভাং গচ্ছতীতি] মহাকান্তি-বিশিষ্ট। ৪ (ভা ১০।৮।৮) নিজের অশেষ ভগবত্তার প্রকটনপর। ৫ (ভা ১০।৪।১৮) পরম বিবেকী—সনা। ৬ (ভা ১০।৪।২৬) পরম দুর্ভগ। ৭ (ভা ১০।৫১।৩৪) অলৌকিক মাহাত্ম্য-সমূহবান্। ৮ (ভা ১০।৭৪।১৭) পরমপুণ্যবান্। ৯ (ভা ১০।১৭।২৩) মহৈশ্বর্যবান্, ১০

মহৎ অদৃষ্ট-বিধায়ক। **-ভাগবত** (হ ১০।৩৩, ৩৭) শ্রীভগবৎপর বা শ্রীমদ্-ভাগবত শাস্ত্রকে যিনি স্বপ্রাণাপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করেন—অধিকন্তু বৈষ্ণবে আত্মার্পণপূর্বক শ্রীহরিভক্তিতে সর্বথা মনোনিবেশ যিনি করিতে পারেন, তিনিই মহাভাগবত। **-ভাগবতশ্রেষ্ঠ** (হ ১৫৩) অশেষ বৈষ্ণব-ধর্মরত ও শ্রীকৃষ্ণভগবানের মাহাত্ম্যাদি-জ্ঞানবান্। **-ভাগবত-সেবা** (ভক্তি ২৩৮, ২৪৩) শ্রীগুরু-দেবের আজ্ঞাক্রমে, তাঁহার সেবার অবিরোধে ভক্তিসাধক মহাভাগবতের কল্যাণপ্রদ সেবা-শুশ্রূষাদি করিবেন। সেই মহাভাগবত আবার স্ববিষয়ে কৃপালু ও শ্রীগুরুদেবের সম-বাসন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেবা দুই প্রকারে হয়--(১) প্রসঙ্গ ও (২) পরিচর্যাদ্বারা; (১) সর্বসঙ্গাপহারী সৎসঙ্গই শ্রীহরিকে বশীকরণের একমাত্র উপায়। (২) মহাভাগবতের পরিচর্যাদ্বারা নিত্য-স্বরূপ শ্রীভগবানের চরণে তীব্র প্রেমোৎসব লাভ হয়। প্রসঙ্গসেবা হইতেও পরিচর্যায় অধিকতর ফল-সূচনার্থ 'তীব্র'-পদের ব্যবহার হইয়াছে। পরিচর্যার আনুষঙ্গিক ফল—সংসারনাশ। ভগবৎপূজা হইতেও ভক্তপূজার সর্বথা আধিক্যই শাস্ত্রে বহুশঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। **-ভাব** (উ ১৪।১৫৪) অনুরাগ যখন 'যাবদাশ্রয়বৃত্তি', 'স্বসংবেদ্যদশা' এবং 'প্রকাশিত' অবস্থাকে প্রাপ্তি করে, তখন তাহার নাম হয় 'ভাব'। এই ভাবেরই চরম পরাকাষ্ঠা হয়—মহাভাবে। [এবিষয়ে ভাব-শব্দে বিচার-বিশ্লেষণাদি বিস্তারিত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে]। **-ভাষ্য** (হরি ২।৪৮) পতঞ্জলি-কৃত পাণিনীয়-সূত্রবার্তিক-ব্যাখ্যা। ভর্ত্তৃ-হরি, কৈয়ট প্রভৃতিও মহাভাষ্যের আবার টীকা করিয়াছেন। **-ভিষ** (ভা ৯।২২।১৩) শান্তনু রাজার পূর্বজন্মের নাম। **মহাভিষেক** (ভা ৮।১৫।৪) বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রাভিষেক—স্বামী। **'ভী** (শ্যা ৮) যম। **-ভীম** (কৃগ পরি ২৪) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ। **-ভুজ** (ভা ১০। ৩০।৪০) গাঢ়ালিঙ্গনদাতা, ২ পরম-ভোগকর্তা। ৩ (ভা ১০।৫৪।৩৩) মহাপ্রলয়কর্তা—সনা। **-ভুত** (সুধা ৯৯) শব্দস্পর্শাদি মহাভূতের উদ্ভবস্থল। ২ (গীতা ১৩.৬) ক্ষিতি অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম। **-ভোগ** (সুধা ৫৯) নিখিল সম্পত্তির উপভোক্তা। **-ভোজ** (ভা ৯।২৪।১১) সোমবংশ্য সাত্বতের পুত্র। **-মখ** (ভা ৬।১৮।১) সবিতার পত্নী পৃশ্নির গর্ভজাত। ২ (সুধা ৬০) যাঁহার উদ্দেশ্যে মহামহাযজ্ঞ-সকল অনুষ্ঠিত হয়—সেই বিষ্ণু। **-মণি** (ভা ১০।৫৯।২৩) মন্দর-শিখর, ২ মণিপর্বত—বি। **-মৎস্য** (তর ১।১। ২৬) আদি অবতার শ্রীমৎস্যদেব। **-মনাঃ** (সুধা ৭২) মোক্ষদাতা। ২ (ভা ৩।১৮।১) সোৎসাহচিত্ত—বি। ৩ মহা-উদারচিত্ত—বি। ৪ (ভা ৯। ২৩।২) সোমবংশীয় মহাশীলের পুত্র। ৫ (ভা ১০।৮৬।২৭) গভীরাশয়—সনা। ৬ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ-সর্বশ্রেষ্ঠ-চিত্তযুক্ত—জী। **-মনু** (হ ৭।৪০) জনৈক রাজা, পূর্বজন্মে অরণ্যাহৃত পুষ্পে বিষ্ণুর আরাধনা-প্রভাবে পরজন্মে নিষ্কণ্টক রাজত্ব পাইয়াছেন। **-মন্ত্র** (গোচ পূর্ব ১।২৭) দশাক্ষরাদি মন্ত্র। ২ (চৈতা মধ্য ২৩।৭৫—৭৭) ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। [হরিনাম-শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-মহ** (সক জী ২।১২) মহামহোৎসব। **-মহা-প্রসাদ** (চৈচ অন্ত্য ১৬।৫৯) ভক্ত-ভুক্তশেষ। **-মাঘী** (মথুরা ৪০) মাঘী পূর্ণিমা। **-মাত্র** (ভা ১০।৩৬। ২৫) হস্তীনিয়ন্তা। [২ প্রধান অমাত্য]। **-মায়া** (ভা ১০।২২।৪) শ্রীভগবানের মহাশক্তি। ২ (ভা ১০।৮৭।৩৮) যোগমায়ার অংশরূপিণী, সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বরী, যোগমায়ার আবরিকা শক্তি—বি। **-মার** (স্তব ২২।৮৮) মূর্ত মহাকন্দর্প। **-মারকত** (ভা ১০।৩৩।৬) ইন্দ্রনীল-মণি। **-মার্গ** (ভা ১।১১।১৩) রাজপথ। **-মীন** (লী ২১) লীলাবতার। **-মুনি** (ভা ১।১।২) শ্রীনারায়ণ, ২ শ্রীভগবান্। **-মূর্তি** (সুধা ৯০) বিরাট্‌দেহধারী। **-মোহ** (ভা ৩। ১২।২ ভোগেচ্ছা—স্বামী। ২ (বিপু ১।৫।৫) শব্দাদি-ভোগস্পৃহা। **-যজ্ঞ** (সুধা ৮৫) হিংসাদিদোষ-রহিত জপযজ্ঞ-নামক মহাযাগের প্রিয়। ২ (চৈচ অন্ত্য ৩.২৩৮) শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন। [৩ গৃহস্থের নিত্যকর্তব্য পঞ্চ যজ্ঞ]। **-যজ্বা** (সুধা ৮৫) তুলসীদল-সমর্পণকারী যাজ্ঞিকগণের আরাধ্য। ২ (কৃগ ৬৭) শ্রীকৃষ্ণের পুরোহিত। **-যোগ** (চৈত ১০।২২।৪) ভক্তি। ২ (বৃভা ২।২।১৮৫) যোগমায়া। **-যোগপীঠ** (চৈচ আদি ৮।৫০) সপরিকর শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যবাসস্থল

সহস্রদলপদ্মাকৃতি, কর্ণিকারে শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণের রত্ন-সিংহাসন, চতুষ্পার্শ্বে সেবাপরা সখী ও মঞ্জরীগণ বিভিন্ন যূথে উপায়ন-হস্তে দণ্ডায়মান—ইহা দিব্যদিব্য মণিমাণিক্যদ্বারা নির্মিত। ['যোগপীঠ'-শব্দে বিস্তর দ্রষ্টব্য]। **-যোগাখ্যা** (বৃভা ২।২।১৮৫) অঘটন-ঘটনাচাতুর্য-বিশেষদ্বারা 'মহাযোগ'—এই নাম যাঁহার—সেই যোগমায়া। **-যোগিনী** (ভা ১০।২২।৪) দুর্ঘট-ঘটনা-সমর্থা—স্ত্রী। **-যোগী** (ভা ১০।১২।৪২) পরম-ভক্তিযুক্ত—সনা। ২ পরমবৈষ্ণব—শ্রীনা। ৩ (রত্ন ৩।৩৩) নারায়ণ। ৪ (ভা ১০।১০।২৯) অচিন্ত্য-প্রভাব, ৫ অচিন্ত্যানন্তৈশ্বর্য। ৬ (ভা ১০। ৪৯।১১) মায়েশ্বর। ৭ পরমো-পায়বান্—সনা। ৮ (ভা ১০।৮৫। ৩) সর্বব্যাপক, ৯ যোগমায়া-প্রভাবের নিত্যাশ্রয়। ১০ (চৈভা আদি ১।৫০) যোগেশ্বর। **-যোগেশ্বর** (রত্ন ৩।২৪) শ্রীবিষ্ণু। **-রক্ষা** (কৃগ পরি ১২৫) শ্রীকৃষ্ণের বাহুতে শ্রীযশোদা-কর্তৃক অর্পিত নবরত্ন-চিহ্নিত রক্ষাবন্ধ। **-রঙ্ক** (বৃ ১৫৬) অতিদরিদ্র। **-রজত** (হব ১।৬৬। ২৯) রক্তকৌস্তুভ। [২ কাঞ্চন, ৩ ধুস্তূর]। **-রজন** (হ ৬।২৫৩) কুসুম্ভ কুসুম। ২ (সস ভগ ৩০) হরিদ্রা। [৩ স্বর্ণ]। **-রজনী** (গোভা ৩।২।২২) হরিদ্রা। **-রথ** (গীতা ১।৪) একাকী দশসহস্র ধনুর্ধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং শস্ত্রে ও শাস্ত্রে প্রবীণ। ২ (হ ১০।২৫৪) জনৈক রাজা। ৩ (ভা ১০।৯০।৩২—৩৪) অশ্ব, সারথি ও আপনাকে রক্ষিত করিয়া যুদ্ধকারী; ৪ একরথে সগর্বে শত্রুর সম্মুখীন যোদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণের একলক্ষ একষট্টি হাজার আশীজন পুত্রাদির মধ্যে আঠার জন মহারথ, যথা—প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান্, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবাহু, বিরূপ, কবি ও ন্যগ্রোধ। **-রয়** (আচ ১৫। ২৩৯) মহাবেগ, ২ উৎসব-পূর্ণ গৃহ। **-রস** (চন্দ্রা ৫৭) উন্নত উজ্জ্বল-রস। [২ খর্জুর, ৩ কশেরু, ৪ ইক্ষু, ৫ পারদ, ৬ কাঞ্জিক]। **-রাজ** (ভা ১০।৫১।৫৮) সর্বসম্পদে অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশমান—সনা। ২ (ভা ১০।৪।২৬) [মহা+অরাজ, অশোভ, অমঙ্গল] মহা-অমঙ্গল—সনা। **-রাজ-লক্ষণ** (বৃভা ২।১।১৯৮) দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং পদদ্বয়ে পদ্মকোষাদি দেখিলে তাঁহাকে মহারাজ বলিয়া জানিবে। **-রাজোপচার** (হ ৮।২৩২) চামর, ছত্র, পাদুকা, ধ্বজপতাকাদি, ব্যজনাদি, বিতান ও খড়্গাদি অস্ত্র, পতদ্গ্রহ, পাদপীঠ, দর্পণ প্রভৃতি। **-রাত্র** (ভা ৯।১৪।২৭) দুই মুহূর্ত-ব্যাপী মধ্যরাত্রি—স্বামী। **-রিষ্টি** (অকৌ ১০।১২) মহোৎপাত। **-রোমা** (ভা ৯।১৩।১৭) সূর্যবংশ্য কৃতিরাতের পুত্র। **-রৌরব** (ভা ৫।২৬।১২) নরক-বিশেষ।

মহার্ঘ্য (আচ ১৫।২২৮) অভি-নন্দনীয়।

মহার্হ (সুধা ৬৯) [মহং পূজা-মর্হতীতি] পূজাস্পদ। ২ (আচ ২।৫৪) উৎসবযোগ্য। **°লক্ষ্মী** (গোভা ৩৩।৪২) শ্রীরাধা। **মহাব** (আচ ১৫।৯৩) উৎসব-রক্ষক। **°বরাহ** (সুধা ৭১) মহাপর্বতাকার শূকর-তনুধারী। **-বরোহ**—বটবৃক্ষ। **-বল্লী**—মাধবীলতা। **-বশী** (ভা ৯।১৩।২৬) সূর্যবংশ্য কৃতির পুত্র। **-বসু** (কৃগ ১০৩) বৃষভানু রাজার মিত্র, যজনশীল, ধর্মাত্মা ও বিবিধ গুণগণ-মণ্ডিত গোপ। ইনি একটি বীর পুত্র ও মনোরমা কন্যা অভিলাষ করত পুরোহিত ভাগুরিদ্বারা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে যে চরু উত্থিত হয়, তাহা ইনি স্ত্রীকে ভোজন করিতে দেন। তাহার কিয়দংশ সুরঙ্গী-নামিকা হরিণী ভোজন করিয়া 'হিরণ্যাঙ্গী' নামিকা কন্যাকে প্রসব করিয়াছেন। ইঁহার সুচন্দ্রা-নামিকা পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মলাভ করেন—তিনিই স্তোককৃষ্ণ। **-বাক্য** (ভক্তি ১৭৮) প্রণব; ভা ১০।৮৭।২) শ্রীজীব বলেন—সর্ববেদ বাক্যার্থ-সমন্বয়বিধায়কত্বেন মহত্বম্, অকাঙ্ক্ষারাত্মক--পরস্পরসংবন্ধ-পদ-সমুদয়ত্বাদ্বাক্যত্বম্'। ২ (শেষ ২।২) যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পরস্পর-সম্বন্ধার্থক বাক্য-কদম্ব। (সস তত্ত্ব ৯) উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি প্রভৃতি দ্বারা মহাবাক্যের অর্থ অবধারিত হয়। অন্বয় এবং ব্যতিরেক-বিচারধারাতে গতিসামান্যদ্বারাও মহাবাক্যার্থ নিরূপিত হয়। সাহিত্যিকদের মতে রামায়ণ, মহাভারতাদি মহাবাক্য। ৩ শাঙ্কর বেদান্তের মতে—ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক তত্ত্বমস্যাদি উপনিষদ্-

বাক্য। জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদনই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। পরমার্থতঃ বিচারে কার্য ও কারণের অনন্যতা-সাধনে শ্রীশঙ্করাচার্য (২।১।১৪) ভাষ্যে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। সমুদ্রতরঙ্গাদি-ন্যায়ে (২।১।১৩) ভোক্তৃভোগ্য-লক্ষণ-বিভাগও দেখাইয়াছেন। 'কারণের কার্য-নিয়মার্থা শক্তি' স্বীকার করত (২।১।১৮) বলিয়াছেন যে সেই শক্তি কারণের আত্মভূত এবং কার্যও শক্তির আত্মভূত (স্বরূপ)। স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন হইলেও কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অণু অংশ থাকায় চৈতন্যাংশে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই স্বীকৃত হয়। ['অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-বাগর্থসার** (গোচ পূর্ব ১।২৭) 'শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর'—ইহাই ব্রহ্ম-সংহিতার মহাবাক্যার্থসার। **-বিদ্যা** (রাধা ৫১) অষ্টাঙ্গযোগ। [২ কালীতারাদি দশ দেবী]। **-বিপৎ-পাত-বিনাশন** (হ ৩।৫৮) শ্রীহরির অনুস্মরণ। **-বিভাষা** (হরি ৭। ১০৫৪) পূর্ণভাবে বিকল্প। তদ্ধিত-প্রত্যয়দ্বারা শব্দগঠন করা হয়, অথবা বাক্য রাখাও চলে। যথা—জনতা বা জনসমূহ, কতরঃ কো বা বৈষ্ণবঃ। **-বিভূতি** (মুক্তা ২।১৯) লক্ষ্মীদেবী। ২ (বৃভা ১।২।৯৮) নিত্য সত্য বিচিত্র গৃহবিমানাদি। ৩ ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ ও ভক্ত্যাদি পারমৈশ্বর্য-সম্পত্তি। **-বিরক্ত** (চৈচ মধ্য ২৫। ২০৭) শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে সকলভোগ-ত্যাগী। **-বিষুব**—রবির মেষ-সংক্রমণ। **-বিষ্ণু** (কণা) মহা-বিরাট্ পুরুষ, জগৎকর্তা, যিনি মায়া-বলে জগৎ সৃষ্টি করেন। ২ (গোভা ৩।৩।১০) নিখিল-ব্যাপক। **-বীর** (ভা ৫।১।২৫) প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে ও বর্হিষ্মতীর গর্ভে জাত পুত্র। [২ গরুড়, ৩ হনুমান্, ৪ বজ্র, ৫ কোকিল, ৬ মহাশূর]। **-বীর্য** (ভা ৯।১৩।১৫) সূর্যবংশ্য বৃহদ্রথের পুত্র। ২ (ভা ৯।২১।১) সোমবংশীয় মনুর সন্তান। [৩ পরমাত্মা, ৪ অতিবলবান্, ৫ বারাহী-কন্দ]। **-বৃক্ষ** (রত্ন ৪।৩৬) স্নুহী (মনসা) বৃক্ষ। [২ বৃহত্তরু]। **-বৃন্দাবন** (গোচ পূর্ব ১।৫৭) শ্রীকৃষ্ণ ও গোপগণের বসতি-স্থানরূপ বৃন্দাবন-কর্ণিকারের বহির্ভাগস্থ প্রদেশকে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে 'মহা-বৃন্দাবন' বলা হইয়াছে। **-বেধ** (হ ১২।৩৩০) সূর্যোদয়ের প্রায় সম-কালেও যদি দশমী থাকে, তবে তৎ-পরবর্তী একাদশীকে দশমীর সহিত 'মহাবিদ্ধা' বলিতে হইবে। বাস্কলি দৈত্য মহাবেধ-ফল গ্রহণ করে, ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোপবাস নিষিদ্ধ। **-বৈকল্য** (বৃভা ১।৭।১৫৮) পরম-বিহ্বলতা। **-বৈকুণ্ঠ** (সভা ১।৫০৩ —৫) শ্রীকৃষ্ণধাম। শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৯—১৬) উক্ত হইয়াছে— 'শ্রীনারায়ণ শ্রীব্রহ্মাকে পরব্যোমস্থ মহাবৈকুণ্ঠধাম দেখাইয়াছেন। সেই ধামে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশ এবং অবিবেক ও পতনভয় নাই। রজঃ, তমঃ ও তন্মিশ্রিত সত্ত্বগুণ বা কাল-কৃত পরিণামও ঐ লোকে নাই। উহাতে মায়া বা তৎকার্যভূত বিকারাদিও নাই। তত্রত্য শ্রীহরির পার্ষদগণ প্রায় সকলেই উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ ও পীতবাস। শ্রীলক্ষ্মী দোলায় উপবেশন করত শ্রীহরির লীলাগান করেন। ব্রহ্মা তথায় সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদবৃন্দে সেবিত শ্রীপতিকে দর্শন করিয়াছেন।' পাদ্মোত্তরেও মহাবৈকুণ্ঠের বর্ণনা আছে—'প্রকৃতি ও পরব্যোমের মধ্যে বৈকুণ্ঠ-স্থিত বেদগণের অঙ্গস্বেদ-জনিত জলরাশি-দ্বারা প্রবাহিতা বিরজা নদী। উহার পরপারে ত্রিপাদ-বিভূতিযুক্ত, সনাতন, অমৃত, নিত্য নবনবায়মান, অনন্ত, শুদ্ধসত্ত্বময়, দিব্য, অক্ষয়-স্বরূপ ব্রহ্মের পরম পদ। উহা অগণিত সূর্যাগ্নিতুল্য তেজোময়—অব্যয়, উপাধি-রহিত ও সর্বপ্রকার প্রলয়-বর্জিত এবং অত্যদ্ভুত শুভ-প্রভাদ্বারা মনোহর ও নিত্য নবনবায়মান আনন্দের সাগর—উহাই সর্বকল্যাণ-গুণময় বিষ্ণুর পরমপদ বা বৈকুণ্ঠ-ধাম। সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নির আলোক উহাকে প্রকাশ করে না—সেই স্থানে গমন করিলে সংসারে প্রবৃত্তি হয় না। শাশ্বত, নিত্য ও অচ্যুত সেই পরম ধামে শ্রীলক্ষ্মীপতির একান্ত ভক্ত গণই গমন করিতে পারেন। ঐ ধামে মণিকাঞ্চনময় বিচিত্রিত প্রাচীর, চতুর্দ্বার ও পুরদ্বারাদিতে পরিবৃত অযোধ্যাপুরী আছেন, উহাই শ্রীরামা-বতার-কালে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। ঐ বৈকুণ্ঠের পূর্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড দক্ষিণদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্র, পশ্চিম-দ্বারে জয় ও বিজয় এবং উত্তরদ্বারে ধাতা ও বিধাতা—এই অষ্টদ্বারপাল

নিযুক্ত আছেন। ঐ পুরীর পূর্বাদি অষ্টদিকে কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত—এই অষ্ট দিকপতি। উহার মধ্যস্থলে মণিময় প্রাকার-সংযুক্ত, উৎকৃষ্ট তোরণাদি-মণ্ডিত, বহু বিমান ও দিব্যপ্রাসাদে পরিবৃত শ্রীপতির মনোরম অন্তঃপুর বিরাজমান। ঐ অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র মাণিক্য-স্তম্ভযুক্ত, নিত্যমুক্ত জনগণে সমাকীর্ণ, সামগানে মুখরিত, বিবিধ-মহোৎসবাঢ্য পরমসুন্দর রত্নময় দিব্য মণ্ডপ। তাহাতে রম্য ও শুভ সর্ববেদময় সিংহাসন—ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্যের অধিষ্ঠাতৃদেবগণ বেদময় নিত্য বিগ্রহ ধারণপূর্বক পাদ-পীঠরূপে সিংহাসন ধারণ করিতেছেন। তাহার মধ্যভাগে অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, কূর্ম, নাগরাজ, অনন্ত, বেদময় গরুড় ও মন্ত্রসমূহ যোগপীঠ-রূপে অবস্থিত—সেই যোগপীঠের মধ্যে নবোদিত সূর্য-সদৃশ অষ্টদলপদ্ম—পদ্মমধ্যে গায়ত্রীরূপ কর্ণিকারে পরম-পুরুষ শ্রীপতি লক্ষ্মীর সহিত উপবিষ্ট আছেন। তাহার উভয়দিকে ভূ ও লীলাদেবী সমাসীনা। ঐ যোগ-পীঠস্থ পদ্মের অষ্টদিকস্থিত দলের অগ্রভাগে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা ও ঈশানা-নাম্নী শ্রীহরির অষ্টশক্তিরূপা মহিষীগণ চামর-বীজন করিতেছেন। শ্রীহরি ৫০০ অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীগণে এবং অনন্ত, গরুড়, বিষ্বক্সেন প্রভৃতি সুরেশ্বরগণে ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া রমাদেবীর সহিত পরমানন্দ-পরম্পরা ভোগ করিতেছেন। ত্রিপাদ্-বিভূতির আশ্রয়রূপ পরব্যোম ; এই মহাবৈকুণ্ঠের পূর্বাদি অষ্টদিকে লক্ষ্মী প্রভৃতির সহিত বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ—প্রথম আবরণ। তন্মধ্যে পূর্বদিকে বাসুদেবের, দক্ষিণে সঙ্কর্ষণের, পশ্চিমে প্রদ্যুম্নের এবং উত্তরে অনিরুদ্ধের পুরী, আবার অগ্নি-কোণে লক্ষ্মীর, নৈর্ঋতে সরস্বতীর, বায়ুতে রতির এবং ঈশানে কান্তি-দেবীর পুরী। কেশবাদি ২৪ মূর্তি মহাবৈকুণ্ঠের দ্বিতীয় আবরণ—পূর্ব-দিকে কেশব, নারায়ণ ও মাধব ; অগ্নিকোণে গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধু-সূদন ; দক্ষিণে ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর ; নৈর্ঋতকোণে হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর ; পশ্চিমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন ; বায়ু-কোণে অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম ও অধোক্ষজ ; উত্তরে নৃসিংহ, অচ্যুত ও জনার্দন এবং ঈশানকোণে উপেন্দ্র, হরি ও কৃষ্ণ এই চব্বিশ মূর্তি অবস্থিত। শেষোক্ত কৃষ্ণ কিন্তু শ্রীনন্দনন্দন হইতে পৃথক্। পূর্বাদি দশদিকে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশ মূর্তি তৃতীয় আবরণ-রূপে অবস্থিত। পূর্বাদি অষ্টদিকে সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্-সেন, গজানন, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি—চতুর্থ আবরণ। পূর্বাদি অষ্টদিকে আবার ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম ও যজ্ঞ—পঞ্চম আবরণ। তৎপরে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শার্ঙ্গ, হল ও মুষল—এই অষ্ট আয়ুধ ষষ্ঠ আবরণ। তৎপরে আবার ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান—এই অষ্ট লোকপাল সপ্তম আবরণ। তত্রত্য সাধ্যগণ, মরুদ্-গণ, বিশ্বেদেবগণ ও অন্যান্য ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই নিত্য, অপ্রাকৃত। এই পরব্যোমে বাসুদেবাদি ৭৪ মূর্তির ৭৪টি দিব্যলোক বর্তমান। সদাশিব-নামে বিখ্যাত শম্ভু মহা-বৈকুণ্ঠনাথের ঈশানকোণের আবরণ। **-বৈষ্ণব** (চন্দ্রা ৬) বিষ্ণুভক্ত মহা-ভাগবত। **-ব্রতধর** (বৃভা ১।৪।৪২) ব্রহ্মচর্য-নিষ্ঠ। **মহাশ** (ভা ১০।৬১।১৬) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত পুত্র। **-শক্তি** (ভা ১০।৬১।১৫) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী মাদ্রীর গর্ভজাত সন্তান। **-শঙ্খ** (ভা ১২।১১।৪১) পাতালবাসী নাগ। [২ বৃহৎ শঙ্খ]। **-শন** (সুধা ৪৬) জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্যানুভব-বিশিষ্ট। ২ (গীতা ৩।৩৭) দুষ্পূর। ৩ (ভা ১০।২।১) অঘাসুর। ৪ (ভা ১২।৩।২৮) অমিতাহার। **-শয়** (বৃভা ২।৩।১৭০) পরমগম্ভীর-ভাববিশিষ্ট। ২ (বৃভা ২।৫।১৭৮) সূক্ষ্মবুদ্ধি, ৩ ভক্তিরসৈক-লম্পট, ৪ মহাপুরুষ। **-শব্দ** (রত্ন ৬।৪৬) ভগবচ্ছব্দ। **-শাল** (ভা ১১।২১। ৩৩) মহাগৃহস্থ—স্বামী। **-শালীন** (ভা ৫।৪।১১) অতিবিনীত—স্বামী। **-শীল** (ভা ১০।৭৫।২৫) পরমকুলীন। ২ (ভা ৯।২৩।২) সোমবংশ্য জনমে-জয়ের পুত্র। **-শূকর** (বৃভা ২।৩।১৬) ব্রহ্মাণ্ডের প্রথমাবরণরূপা পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেবতা; ধরণী ইঁহার সেবিকা। ইঁহার প্রতিলোমকূপে চতুর্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ

করে। -শূদ্রী (হরি ৭।২৪২) আভীরী। -শৃঙ্গ (সুধা ৭০) ভূমণ্ডল ধারণ-সমর্থ-দন্তাগ্রভাগ-বিশিষ্ট। ২ অতিপ্রভুতাশালী। -শৈব (রত্ন টী ৩।৩৭) বাচস্পতি মিশ্রের মতে মাহেশ্বর বা মহাশৈব চারি প্রকার—শৈব, পাশুপত, কারুণিক-সিদ্ধান্তী এবং কাপালিক। **মহাশ্রমী** (চৈভা অন্ত্য ৮।১৫০) সন্ন্যাসী। **মহাষ্টমী** —আশ্বিনী শুক্লাষ্টমী। °**সঙ্কর্ষণ** (চৈচ আদি ৫।৪২) বৈকুণ্ঠস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ-গত সঙ্কর্ষণ। ইনি জীব-শক্তির মূল আশ্রয়। -**সত্ত্ব** (১০।১১। ৪৭) অতিস্থূল প্রাণি-বিশেষ। -**সর্বতোভদ্র** (অকৌ ৭।১৪) চিত্র-কাব্যবিশেষ। -**সহা** (আচ ১।৭০) মহাবলশালী। ২ পুষ্পবিশেষ। -**সার** (আচ ৫।২৭) মহাস্থির। ২ বিপুল ধারাসম্পাত-বিশিষ্ট। ৩ উৎসবেই আগমনশীল। ৪ (আচ ১৫।১৪৮) মহাধৈর্য। ৫ প্রচণ্ড-ধারাপাত। ৬ (ভা ১১।২৩।৩৪) অতিবলী। ৭ সারার্থগ্রাহী। ৮ (তর ১০।৪৬।৫০) লৌহবৎ সুদৃঢ়। -**সিদ্ধ** (বৃভা ২।৩। ৪১) সংসিদ্ধ-মুক্তিক। -**সেন** (হ ৫।৩৮৩) কার্তিকেয়। [২ বৃহৎ সেনার অধিপতি]। -**স্ফোট** (অকৌ ২।২) বাক্যস্ফোট। -**স্রগ্ধরা** (ছ ২।১৬৭) দ্বাবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দো-বিশেষ। -**হয়** (ভা ৯।২৩।২১) যদুপুত্র—সহস্রজিৎ, তাঁহার পুত্র—মহাহয়। -**হর** (হরি ১।৪১) আত্য-স্তিকলয়হেতু, লুক্ বা লুপ্—নামান্তর। -**হরি** (বৃভা ১।৫।৪২) পরমাবতারী পরমমহামনোহর শ্রীকৃষ্ণ। -**হবি** (সুধা ৮৫) নমস্কার, স্বাধ্যায় ও ওষধিরূপ মহাঘৃতাহুতি-প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট। **মহাহি** (ভা ৮।২৪।৩৬) বাসুকি। °**হীরা** (কৃগ ২৪৯) সুদেবীর যূথে ষষ্ঠী সখী।

মহি (চৈনা ৩।৪০) পূজ্য। ২ (ভা ২।১।৩৫) মহত্তত্ত্ব—স্বামী। ৩ (ভা ১০।১২।৩৫) মাহাত্ম্য—সনা। [৪ পৃথিবী]। -কা—হিম।

মহিত (পদ্যা ১০৫) পূজিত। ২ (মালা ছ ৯) সোৎসব। **মহিতা** (বৃভা ২।৭।৯৯) মহিমা।

মহিত্ব (ভা ৫।১।৪১) বৈভব।

মহিনস (ভা ৩।১২।১২) একাদশ রুদ্রের অন্যতম।

মহিমা (ভা ৬।১৮।২) অদিতির ষষ্ঠ পুত্র ভগের ঔরসে ও সিদ্ধির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (আচ ৮।১৪) স্থূলতা, ৩ সিদ্ধি-বিশেষ। ৪ (আচ ১৫। ২৮০) মাহাত্ম্য। প্রভাব। ঐশ্বর্য। ৫ (ভা ৩।৪।১৩) লীলা—স্বামী। ৬ (গোভা ২।১।২২) বৈকুণ্ঠ।

মহির—সূর্য, ২ অর্কবৃক্ষ।

মহিলা—নারী, ২ প্রিয়ঙ্গুলতা, ৩ মত্তা স্ত্রী।

মহিষ (ভা ৮।১০।৩২) অনুহ্রাদের ঔরসে ও সূর্যার গর্ভে জাত অসুর-বিশেষ। ২ পশু-ভেদ।

মহিষী (কৃগ ৪৩) সুমুখের পত্নী। ২ (প্রে ৭) পট্টরাজ্ঞী। -**গোষ্ঠ** (হরি ৭।৮৭৬) [মহিষী+গোষ্ঠচ্] মহিষীর স্থান। **মহিষীত্ব-প্রাপ্তি** (সিন্ধু ১। ২।৩০৩) স্ত্রী বা পুরুষ যিনিই হউন না কেন, তিনি যদি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণেচ্ছা করত ব্রজাদিসম্বন্ধের লিপ্সা ব্যতীত কেবল (নিজভাবের প্রতিকূল হইলেও মহিষীপূজা এবং দ্বারকা-ধ্যানাদির কোন অংশই ত্যাগ না করিয়া) বিধিমার্গেই (বল্লবীকান্ত-ধ্যানময় মন্ত্রাদি দ্বারাও) সেবা করেন, তবে তিনি কিঞ্চিৎ বিলম্বে দ্বারকাতে মহিষীত্ব (মহিষীগণের আনুগত্য বা পরিকরত্ব) লাভ করিবেন। তাৎপর্য এই—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মাধুর্যাস্বাদনে যাঁহাদের অভি-লাষ, অথচ ন্যাসমুদ্রাদি-সম্বলিত বৈধী মার্গে ভজন—তাঁহাদের রুক্মিণীকান্তে অভিলাষ না থাকায় দ্বারকাপ্রাপ্তি হইবে না, পক্ষান্তরে রাগমার্গে ভজন নাই বলিয়া বৃন্দাবন-প্রাপ্তিও নহে; সুতরাং যে স্থলে বিধিমার্গের ভজন-কার্যের ঐশ্বর্যাংশ প্রধান—বৃন্দাবনের অংশ-বিশেষ সেই গোলোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে, কিন্তু শুদ্ধ মাধুর্যময় বৃন্দাবনে নহে। গোকুলেরই প্রকাশ-বিশেষ যে গোলোক—তাহা শ্রীরূপপ্রভুর নির্ণীত সত্য—বি।

মহিষী-হরণ (চৈচ মধ্য ২৩।৬৩) শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৫।২০) উক্ত হইয়াছে যে অর্জুনের নিকট হইতে গোপগণ পথমধ্যে মহিষীগণকে হরণ করিয়াছেন। আবার (১১।৩১।২০) উক্ত আছে যে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণপত্নীগণ অগ্নিতে প্রবেশ করেন। এক্ষণে এই দুই বাক্যের বিরোধে সাধারণের মোহ হওয়াই অনিবার্য। শ্রীজীবপাদ ক্রমসন্দর্ভে (১১।৩০। ৪৯, ১১।৩১।১১—১৩) সর্ব-সমাধান-পূর্বক বলিতেছেন যে মৌষল-লীলা হইতে অর্জুনের পরাভব-পর্যন্ত যাবতীয় লীলাই মায়া-রচিত ইন্দ্রজালবৎ বলিয়া ধর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদগণের জন্মমৃত্যুরূপা মায়িক-

জীববৎ লীলাটি শ্রীকৃষ্ণের মায়াময়ী বলিয়া জানিবে। যেমন কোনও ঐন্দ্রজালিক জীবন্তাবস্থায় কাহাকেও মারিয়া পোড়াইয়া পুনরায় সেই দেহ উৎপন্ন করিয়া সকলের মোহ জন্মায়, তদ্রূপ বিশ্বসৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র নিদান শ্রীভগবানেরও তাদৃশ মায়াময়ী-লীলাবিস্তার বিচিত্র নহে। শ্রীবিশ্বনাথ (ভা ১।১৫।২০) টীকায় বলেন যে মহিষীগণ প্রকাশান্তরে ব্রজস্ত্রীত্ব প্রাপ্তি করিয়াছেন। গোপ-জাতি শ্রীভগবান্ই তাঁহাদিগকে প্রকটপ্রকাশে প্রবেশ করাইবার জন্য আকর্ষণ করিয়াছেন। (ভা ১০।৮৩।৪১, ৪২) শ্লোকদ্বয়ের তাৎ-পর্যালোচনায় স্বতঃই প্রতীত হয় যে মহিষীগণ ব্রজস্ত্রী-বাঞ্ছিত ভগবৎ-স্বরূপের প্রাপ্তির জন্যই মনোরথ করিয়াছেন, তাহা না হইলে ভগবদুপভুক্তদেহা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-রূপা মহিষীগণকে নীচব্যক্তিরা স্পর্শ করিতে পারে না, স্পর্শের পূর্বেই তাঁহারা অন্তর্ধান করিতেন। বিষ্ণু-পুরাণ এবং ব্রহ্মপুরাণেরও এইরূপ অর্থেই তাৎপর্য লব্ধ হয়। পুরাণদ্বয়ে অর্জুনকে ব্যাস বলিতেছেন— দেবীগণ অষ্টাবক্র মুনিকে স্তব করত পতিরূপে বিষ্ণুকে প্রাপ্তির বর লাভ করিলেন বটে, কিন্তু মুনিবরের অঙ্গ-বক্রিমা-দর্শনে উপহাস করায় আবার অভিশাপ-গ্রস্ত হইলেন যে তাঁহারা দস্যুহস্তগতও হইবেন। "এবং তস্য মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য কেশবম্। ভর্তারং প্রাপ্য তা যাতা দস্যুহস্তা বরাঙ্গনাঃ'। পুনরায় প্রসাদিত হইয়া অষ্টাবক্র তাঁহাদের শাপান্তও করি-লেন। ভর্ত্তা-প্রাপ্তি ও দস্যুহস্ত-স্পর্শ মুনির দুইটি অমোঘ বর ও শাপ ফলিয়াছে। তত্রতঃ ইহাও বলা হইল যে তাঁহারা স্বভর্ত্তা দস্যুরূপী শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই পড়িবেন। অতএব ঐ পুরাণে পরিশেষে উক্তও হইয়াছে —'তত্ত্বয়া ন হি কর্ত্তব্যঃ শোকো-হল্পোপি হি পাণ্ডব! তেনাপ্যখিল-নাথেন সর্বং তদ্রূপসংহৃতম্' অর্থাৎ মহিষীগণের হৃদয়-সর্বস্ব ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রিয়াবৃন্দকে স্বনিকটে সম্যক্-প্রকারে অর্জুনের নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়াছেন। এক্ষণে এই সিদ্ধান্তই সুনিষ্পন্ন হইল যে মহিষী-হরণাদি লীলা মায়িক ইন্দ্রজালবৎ, উহা বাস্তব নহে।

মহিষ্ঠ (চচ ৩।৮৬) নিরতিশয়, অতিমহৎ।

মহিষ্মান্ (ভা ৯।২৩।২২) সোমবংশ্য সোহঞ্জির পুত্র।

মহী (সুধা ৫৩) জন্মোৎসবাদি-নিত্যোৎসব-দায়ক বিষ্ণু। **-দেবী** (সভা ১৬৩) ধরাধিষ্ঠাত্রী বরাহ-পত্নী। **-ধর** (সুধা ৪৭) গোবর্দ্ধন-ধারী, ২ (চৈভা আদি ১৬৭) শ্রীঅনন্তদেব। **মহীধ্র** (ভা ৩।১৩। ২৯) পৃথিবীর উদ্ধারক। ২ (বৃ ৪। ৪০) পর্বত। **মহীন** (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৩) রাজা, শ্রেষ্ঠ। **°নর** (ভা ৯।২২।৪৩) জনমেজয়-বংশীয় দুর্দমনের পুত্র। **-পাল** (কৃগ পরি ৯৭) বৃন্দার স্বামী। **-ভর্ত্তা** (সুধা ৩৩) উত্তর কুরুবর্ষের পালক ও উপাস্য-তত্ত্ব বরাহ-মূর্ত্তি। **-ভানু** (কৃগ পরি ১৬৯) শ্রীরাধার পিতামহ।

মহীয় (আচ ১২।১০৫) পৃথিবীর হিতকর।

মহীয়ান্ (প্র ৮।৩) সাধু, অতিমহান্।

মহীয্য (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৮৪) পূজ্য। **-মান** (গোচ পূর্ব ৩।৯৩) পূজ্যমান। ২ শ্রেষ্ঠ, পূজ্য।

মহীরুহ-চর্ম (লনা ৮।১৫) বল্কল।

মহীশ (ভা ১০।১২।৩৫) পৃথিবী-পালক শ্রীকৃষ্ণ।

মহীসুর (ভাবনা ৩।১০) ব্রাহ্মণ।

মহেচ্ছ (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৭১) মহাশয়।

মহেজ্য (সুধা ৬১) যাঁহার উদ্দেশ্যে ষোড়শাদি উপচারে মহাপূজা বিহিত হয়, সেই বিষ্ণু।

মহেন্দ্র (ভা ৫।২০।৪০) লোকপাল। দেবরাজ। ২ (সুধা ৪২) অসমোর্দ্ধ-পারমৈশ্বর্য-বিশিষ্ট। ৩ (ভা ৫।১৯। ১৬) চিল্কাহ্রদ হইতে গণ্ডোয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃতা পর্বতমালা। **-বাহ** (ভা ২।৭।২৫) ঐরাবত।

মহেন্দ্রাণী (ভা ১০।৫৯।৩৮) শচী।

মহেন্দ্রিয় (হরি ৭।৩৩৪) মহেন্দ্র-দেবতাক।

মহেলা (আচ ১৭।২০৪) মহিলা। ২ (নিবি ৬১) মহালক্ষ্মী শ্রীরাধা।

মহেশান (সভা ১।২৯১) সর্বেশ্বর।

মহেশ্বর (ভা ১০।৫৩।২৫) শিব। ২ (ভা ৭।১০।১৫) নৃসিংহ। ৩ (পরম ১) সর্বাধিকর্ত্তা।

মহেষ্বাস (সুধা ৩৩) দাশরথিরূপে কিম্পুরুষবর্ষে মহাচাপধারী উপাস্য-তত্ত্ব।

মহোক্ষ (কৃচ ২।১১।১৫) প্রকাণ্ড বৃষ।

মহোজুষ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) পূজার্হ।

মহোৎপল—পদ্ম, ২ সারস পক্ষী।

মহোৎপাত (বৃভা ১৷৭৷১) নির্ঘাত, উল্কাপাত প্রভৃতি।

মহোৎসাহ (হ ৭৷৪১) উত্তম মনুর পুত্র। পূর্বজন্মে অরণ্যাহৃত পুষ্পে শ্রীহরির অর্চনা করত পরজন্মে নিষ্কণ্টক রাজত্ব লাভ করিয়াছেন। [২ অত্যন্ত-উদ্যমযুক্ত]।

মহোদয় (ভা ১০৷৯০৷৭) মহাবৈভবশালী। ২ (ভা ১০৷৭৫৷১) মহোৎসব—সনা। ৩ (ভা ১০৷৩৫৷২৬) সাক্ষাদাবির্ভাব—সনা। ৪ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সৎকর্ম-সিদ্ধিশালী। ৫ (ভা ৩৷১৬৷১৫) পরমোৎকর্ষ। ৬ (মাম ১৷১২৩) মহাভাগ্য, মহা উন্নতি।

মহোদয়া (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা।

মহোপনিষৎ (রত্ন ৩৷৩২) ষড়ধ্যায়ী ব্রহ্মবিদ্যা।

মহোরু (আচ ১৷১৬২) উৎসবপ্রবীণ। ২ মহান্ উরুদেশবিশিষ্ট।

মহোর্মিমালী (আচ ৯৷৭) সমুদ্র।

মহোলা (আচ ২৷১১) [মহ উৎসবং লাতি] উৎসব-বিশিষ্ট।

মহৌষধি (মাম ৭৷৩৬) বলা, অতিবলা, শঙ্খপুষ্পী, সুবর্চলা, সহদেবী, সিংহী, বচা ও ব্যাঘ্রী। [২ দূর্বা, ৩ লজ্জালুলতা, ৪ শ্বেত কণ্টকারী, ৫ হিলিঞ্চা শাক, ৬ ব্রাহ্মী]।

মহৌষধীশ্বর (চৈকা ৩৷৬৩) চন্দ্র।

মহ্য (ভা ৩৷১৫৷৪২) [মহ্ + ক্যপ্] পূজনীয়।

মা (উ ২৷৮) শোভা। ২ (উ ৭৷৮) [ব্য] নিষেধার্থে। ৩ নিন্দার্থে। ৪ (রাধা ১১৭) পরমা লক্ষ্মী শ্রীরাধা। ৫ (আচ ১১৷২১৫) মান। ৬ (হ ১৬৷১১২) লক্ষ্মী।

মাংসদৃক্ (ভা ১০৷৩৷২৮) মাংসচক্ষু—স্বামী। ২ ভক্ষণার্থ মাংসে দৃষ্টি যাহার—সনা। ৩ অজ্ঞান—জী। ৪ (কৃষ্ণ ১০৬) ভগবানের লীলা-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি।

মাংসল (উস ৭৮) সুমহান্, পরিপুষ্ট।

মাংসিক (হরি ৭৷৬৬৪) [মাংসং পণ্যমস্য ইতি ঠক্] মাংস-বিক্রয়ী।

মাংসী (হ ২৷৬৬) জটামাংসী।

মাংসৌদনিক (হরি ৭৷৬৬৪) মাংস-সিদ্ধ-তণ্ডুল-সম্বন্ধীয়।

মাকন্দ (অকৌ ৩৷৩) আম্র। ২ (আচ ১৪৷২৪০) চন্দন, ৩ শোভা-নিধান।

মাক্ষিক (হ ১৯৷৪৯৭) সুবর্ণমাক্ষিক। ২ (হরি ৭৷৫৬৪) [মক্ষিকয়া কৃত-মিতি অণ্] মধু।

মাগধ (ভা ১০৷২৷২) মগধের রাজা জরাসন্ধ। ২ (ভা ৮৷১৩৷৩৪) চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির একতম। ৩ (ভা ১৷১১৷১৭) বংশ-প্রশংসক—স্বামী। [৪ শ্বেত জীরা]।

মাগধী (আচ ২০৷৪৯) একপ্রকার গীতি। স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী—এই বর্ণচতুষ্টয় বিভিন্ন অলঙ্কার, অর্থযুক্ত পদ এবং দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতাদি লয়যুক্ত গান-ক্রিয়ার নাম 'গীতি'। গীতির চারিভেদ—মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা। ২ (নাচ ৪৩৭) ভাষা-বিশেষ। নাটকে রাজান্তঃপুরচারী, বিদূষকাদি এবং চেটাদি-প্রযোজ্য ভাষা। [৩ যূথিকা, ৪ পিপ্পলী]।

মাঘকাব্য (হরি ১৷৯২) শিশুপাল-বধ-নামক মহাকবি-মাঘ-বিরচিত সুললিত মহাকাব্য। সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থাবলির মধ্যে ইহা অত্যুজ্জ্বল রত্ন-বিশেষ। 'কাব্যেষু মাঘঃ' এবং 'মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ' ইত্যাদি প্রাচীনোক্তিই এবিষয়ে প্রমাণ।

মাঘবন (অকৌ ৮৷৫৫) ইন্দ্র-সম্বন্ধী।

মাঘস্নানকাল (হ ১৪৷১৩৮) অরুণোদয় হইতে অর্দ্ধোদয় পর্যন্ত কালই মাঘমাসে প্রাতঃস্নানের প্রকৃষ্ট সময়। (বৃভা ১৷১৷২৪ টী) মাঘে প্রাতঃস্নানে শ্রীহরিতে ভক্তি হয়।

মাঘ্য (গোচ পূর্ব ৩৷৭৮) কুন্দপুষ্প।

মাণ্ডলি (ভা ১২৷৬৷৭৯) সামবেত্তা পৌষ্যঞ্জির শিষ্য।

মাঙ্গল্য (সিন্ধু ২৷১৷২৫৯) নিখিল জগতের বিশ্বাসপাত্রতা। ২ (হ ১১৷৪৫০) মঙ্গলসমূহ, ৩ সর্বমঙ্গল-কর্মের ফল।

মাঞ্জিষ্ঠ রাগ (উ ১৪৷১৩৯) অন্য-নিরপেক্ষ যে রাগ কোনও প্রকারেই নষ্ট হয় না, অথচ সর্বদাই স্বীয় কান্তিরাশিতে বৃদ্ধি পায়—তাহাই 'মাঞ্জিষ্ঠ'। উদা°—শ্রীরাধামাধবনিষ্ঠ রাগ।

মাঠর (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। [২ ব্যাস, ৩ বিপ্র, ৪ শৌণ্ডিক]।

মাড্ডুক, মাড্ডুকিক (হরি ৭৷৬৫৪) মড্ডুকবাদ্য-শিল্পী।

মাণবক (ছ ২৷২০) অষ্টাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [২ অল্পবয়স্ক মনুষ্য]।

মাণিকী (কৃগ পরি ১৯২) শুষিরাদি-বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিদা।

মাণিক্য-সিংহাসন (চৈচ মধ্য ৫

১২১) মহারাজ পুরুষোত্তমদেব বিজয়ী হইয়া বিজয়নগর হইতে এই সিংহাসন আনিয়া পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথদেবকে তাহাতে স্থাপন করেন।

মাণ্ডব্য (ভা ৩৫।২০) মাণ্ডব্য ঋষি গঙ্গাধারে তপস্যা করিতেছিলেন। রাজকর্মচারিগণ অশ্বচোর মনে করিয়া তাঁহাকে ধরে এবং বিচারে শূলারোপণের আজ্ঞা হয়। শূলারূঢ় হইয়াও তিনি ধ্যানাবেশে ব্যথানুভব করেন নাই। পরে বাহ্যাবেশ হইলে ব্যথা পাইয়া যমের নিকট জিজ্ঞাসা করত জানিলেন যে তিনি বাল্যকালে পতঙ্গকে শূলবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকেও শূলে আরোহণ করিতে হইয়াছে। ইহাতে ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া যমকে শাপ দেন যে তুমি লঘু পাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ, অতএব তুমি শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ কর।' সুতরাং এই শাপে ধর্মরাজ চন্দ্রবংশে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে (হ ১২।৩১০) গঙ্গাদ্বারে তপশ্চর্যাপর ঋষি—ইঁহাকে সোমচন্দ্র রাজার পুত্রের অশ্বচোর মনে করত রাজপুরুষগণ শূলে আরোপিত করিয়াছিল। বীরশর্মার কন্যা স্বীয় কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত পতিকে বহন করিয়া যাইতে মাণ্ডব্যের দেহ স্পর্শ হয় এবং ঋষি তাহাতে প্রচুর বেদনা পাইয়া বীরশর্মার স্বামীকে সূর্যোদয়েই মৃত্যু হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করেন।

মাণ্ডূকেয় (ভা ১২।৬।৫৬) ঋগ্‌বেত্তা ইন্দ্রপ্রমিতির শিষ্য।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ (রত্ন ৩।২৯) অথর্ববেদের অন্তর্গত, চতুষ্পাদযুক্ত প্রণব-ব্যাখ্যাত্মক শ্রুতি।

মাতঙ্গ (গৌ ১০।১) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ। [২ গজ, ৩ কিরাতজাতিভেদ, ৪ জৈনবিশেষ]। **-খেলিত** (বিরু ৩৩) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া যদি প্রতি কলায় র-গ-ল-গণ, থাকে, প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর দীর্ঘযুক্ত এবং চতুর্থটি মধুর কিংবা শ্লিষ্টসংযুক্ত হয়, তবে 'মাতঙ্গখেলিত'-নামক কলিকা হয়। যথা—(ক) মধুরযোগে—কংসমাতঙ্গ ভেদিতারঙ্গ বীর সারঙ্গ শীলিতাসঙ্গ। (খ) শ্লিষ্ট-যোগে—গোপিকাজুষ্ট রাধিকাতুষ্ট দেবতাবর্গ ভাবিতানর্ঘ। (গ) মধুর ও শ্লিষ্টযোগে—ভানুজাকুঞ্জ মাধুরীপুঞ্জ লালসাকৃষ্ট রাধিকাদৃষ্ট। **-পতি** (গৌকৃ ১৩।৩) গজপতি প্রতাপরুদ্র। **মাতঙ্গিকা** (আচ ১৭।৭৪) অনুকম্পিতা হস্তিনী।

মাতঙ্গী (আচ ১৪।৯৯) সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শিনী শ্রীরাধা-কিঙ্করী।

মাতরি পুরুষ (গোচ পূর্ব ৩৩।৬০), **মাতরি শূর** (হরি ৬।৯১) [নিন্দার্থে] সদাচার-ভেত্তা।

মাতরিশ্বা (গোভা ২।৩।৭) বায়ু। ২ (ভা ১।২০।২৩) প্রাণ।

মাতলি (ভা ৯।১০।২১) ইন্দ্রসারথি।

মাতা (ভা ১০।৫৫।১১) জননী। মাতার ষোড়শ ভেদ—স্তন্যদাত্রী, গর্ভধারিণী, ভক্ষ্যদাত্রী, গুরুপত্নী, অভীষ্টদেবপত্নী, বিমাতা, স্বকন্যা, সহোদরা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, মাতামহী, পিতামহী, সহোদরপত্নী, মাতৃষসা এবং মাতুলানী [ব্রহ্মবৈবর্ত ১৫]। ২ (আচ ৭।৫৪) পরিমাণ-কর্তা। ৩ (গোচ পূর্ব ২।৭১) ধেনু।

মাতু (আচ ২০।৪৯) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত গীতাবয়ব।

মাতুলী, মাতুলানী (হরি ৭।২২৬) মাতুলের স্ত্রী। **মাতুলুঙ্গ**—বীজপূর।

মাতৃকা (ভা ৬।৬।৪২) অর্যমা-নামা আদিত্যের পত্নী। ইহার গর্ভে জাত সন্তানগণ ভূতভবিষ্যৎ জানিতেপারেন। **-ন্যাস** (হ ৫।৮৯—৯৬) [মাতৃকামন্ত্রের] ব্রহ্মঋষি, গায়ত্রীছন্দঃ, মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হল্ বর্ণ বীজ, স্বরূপ-সকল শক্তি এবং মাতৃকান্যাসে ইহার বিনিয়োগ—এই তত্ত্ব জানিয়া পঞ্চাশৎবর্ণের বিভাগ করত শিরঃ,মুখ, বাহুদ্বয়,পদদ্বয়,কটি ও বক্ষোদেশাদিতে ক্রমশঃ ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। **-ন্যাসপ্রকার** (হ ৫।৯৫—৯৬) কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, শিশ্ন, পায়ু ও ভ্রূমধ্য—এই ছয় স্থানে যথাক্রমে ষোল, বার, দশ, ছয়, চারি ও দুইটি দল বিদ্যমান আছে জানিয়া উহার প্রতিদলে সানুস্বার এক একটি বর্ণন্যাস করিবে। প্রয়োগ—অং নমঃ, আং নমঃ ইত্যাদি।

মাতৃভোগীন (হরি ৭।৭১৪) [মাতৃভোগস্তস্মৈ হিতমিতি খ] মাতৃশরীরের হিতকর।

মাতৃমুখ (গোচ উত্তর ১৭।৮০) অজ্ঞ।

মাতৃষসেয়, মাতৃস্বস্রীয় (হরি ৭।২১৯) মাসতুত ভাই।

মাত্র (চৈনা ১।৩৪) [ব্য] অবধারণে ২ কার্ৎস্ন্যে।

মাত্রা (চৈনা ১।৩৪) পরিমাণ, ২ বিত্ত, ৩ ভূষাবিশেষ। ৪ (গোভা ১।১।২৯) শব্দাদি বিষয়। ৫ (গোভা ৪।২।৬) [মীয়ত ইতি] সূক্ষ্মরূপ। ৬ (আচ ১০।৬৩) ইয়ত্তা। ৭

(আচ ১০।১২০) অবধারণ। ৮ (ভা ৩৬।৪) অংশ। ৯ (ভা ৩। ১১।২৮) লেশ। ১০ (ভা ১০।৪০। ২৯) মূর্ত্তি। ১১ (ভা ১০।৬০।৪৬) পরিচ্ছদ। ১২ (ভা ১০।৮৭।২) শ্রুতি—সনা। ১৩ প্রবৃত্তি—বি। ১৪ (ভগ ১৯) তন্মাত্র—জী। ১৫ (হরি ৭। উপ ১) অক্ষরাবয়ব। ১৬ (হ ১১। ৯৭) দেবোপচার সামগ্রী, ১৭ সামগ্রী রাখিবার আধারাদি। ১৮ (হ ৫। ১৩১ টী) বামাঙ্গুষ্ঠদ্বারা বাম কনিষ্ঠাদি চতুরঙ্গুলির প্রত্যেক পর্বত্রয়কে স্পর্শ করিবার সময়, কিম্বা বামহস্তদ্বারা বাম জানুমণ্ডলের প্রদক্ষিণক্রমে স্পর্শ কাল। ১৯ (আচ ২০।৫৯) গীত-কালের মান-বিশেষ। পাঁচটি লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে কাল প্রয়োজন হয়, তাহাই সঙ্গীতশাস্ত্রে 'মাত্রা' নামে কথিত। একমাত্রায় 'লঘু', দুই মাত্রায় 'দীর্ঘ', তিনমাত্রায় 'প্লুত', অর্দ্ধমাত্রায় 'দ্রুত' এবং লঘু ও দ্রুত মাত্রার অর্দ্ধ হইলে 'বিরাম' হয়। 'পঞ্চ লঘ্বক্ষরাণ্যুচ্চার্যন্তে কালেন যাবতা। তাবান্ কালস্তু মাত্রেতি গদিতং গীতকোবিদৈঃ'॥ "একমাত্রো লঘুর্জ্ঞেয়ো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো মাত্রার্দ্ধং দ্রুতমুচ্যতে। লঘুদ্রুতদ্বয়ার্দ্ধস্তু বিরামঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" **মাত্রাত্মক** (চৈত ১০।৬০।৫৩) বিষয়াত্মক। **°নষ্ট** (ছ ৯।৪) ছন্দঃশাস্ত্রে মাত্রাবৃত্তের নষ্ট কলার অভিব্যক্তি-মূলক চক্র। **-পতাকা** (৯।১) ছন্দঃশাস্ত্রে উক্ত মাত্রা-বৃত্তস্থ লঘু-গুরু-জ্ঞানের উপযুক্ত পতাকাকার চক্র। **-প্রসিদ্ধি** (ভা ১১।৩।৩) বিষয়ভোগ—স্বামী। **-মর্কটী** (ছ ৯।৯—১০) ছন্দঃশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ মাত্রাবৃত্তের লঘু-গুরু-জ্ঞান-নির্ণায়ক মর্কটী-জাল-চক্র। **-মেরু** (ছ ৯।৫) ছন্দোগ্রন্থোক্ত মাত্রাবৃত্তস্থ লঘু-গুরু-জ্ঞানানুগুণ মেরু-চক্র। **-বৃত্ত** (ছ ৬।১—৩) আর্যাদি ছন্দোভেদ। **-সমক** (ছ ৭।২) ছন্দো-বিশেষ। **-স্পর্শ** (গীতা ২।১৪) বিষয়ের সহিত মিলিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি। ২ বিষয়-ভোগ।

মাত্রোদ্দিষ্ট (ছ ৯।৩) ছন্দঃশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ মাত্রাবৃত্তস্থ যাবতীয় ভেদের সংখ্যা-নিরূপক চক্র।

মাৎসর্য (বৃভা ১।৬।২০) পরশুভ-দ্বেষ।

মাৎস্য (মাগ ২।৮৪) বলবান্ পক্ষ-কর্ত্তৃক দুর্বলের পীড়নাত্মক।

মাথ (হরি ৭।৬৩৬) [মথ্যতে গন্তৃভিরাহন্যতে ইতি মথ+ঘঞ্] পথ। ২ (গোচ উত্তর ১৫।২১) বধ। ৩ মন্থন।

মাথুর (হরি ৭।৫৪৬) মথুরাই যাঁহার সেব্য। ২ (হরি ৭।৫৩৬) মথুরাগামী, [পথিক, পথ]। ৩ (হরি ৭।৫২৯) মথুরা হইতে আগত। ৪ মথুরা-সম্বন্ধীয়। ৫ মাথুর-নামক জনৈক ঋষি মথুরামণ্ডলে সদাকাল তপস্যা করিতেছেন। ৬ (ম ১২৬—১২৭) 'মাথুর' শব্দের প্রথম অক্ষর 'ম'কার, দ্বিতীয়ের 'উ'কার ও শেষ অক্ষরের 'অ'কার একত্র করিলে (অ+উ+ম) 'ওম্' শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় মাথুর শব্দ ওঙ্কারের সমান; ২ মহারুদ্র 'ম'কার, 'উ'কার বিষ্ণু এবং অন্ত্য 'অ'কার ব্রহ্মার বাচক হওয়ায় 'মাথুর' শব্দ ত্রিতত্ত্বময় অর্থাৎ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের বাচক। **-মণ্ডল** (বৃভা ২।১।১১২) মথুরান্তর্গত বিংশতি-যোজনাত্মক প্রদেশ। **-বিরহ** (চৈম মধ্য ১।১৮) প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ব্রজবাসিগণের সুচিরস্থায়ী বিপ্রলম্ভ।

মাথুরী (হরি ৭।৫৫১) [মাথুরেণ প্রোক্তা] মাথুর-কর্ত্তৃক উক্ত বৃত্তি-বিশেষ।

মাদ (আচ ১২।৯৫) মত্ততা। ২ (আচ ৬।৮) হর্ষ। ৩ (আচ ৭।৫৪) অহঙ্কার।

মাদধান (আচ ৭।১১০) [মাদং হর্ষং দধাতীতি] হর্ষকারী।

মাদন (উ ১৪।২১৯) হ্লাদিনীসার প্রেম যদি রত্যাদি মহাভাব পর্যন্ত যাবতীয় অবস্থার উদ্গমে উল্লাসশীল হয়, মোহনাদি ভাব হইতেও বিলক্ষণ উৎকর্ষ আবিষ্কার করে, তবে তাহা 'মাদনাখ্য মহাভাব' হয়। ইহা শ্রীরাধাতেই কেবল সদাকাল বিরাজ করে। [২ লবঙ্গ, ৩ কামদেব, ৪ মদনবৃক্ষ, ৫ হর্ষকারক]।

মাদি [সংফুল্ল] (বিরু ৭২—৭৩) ম, স, ত, জ, ন, ম, ন, জ, জ, ন, ন, ন—এই বার গণে প্রথমতঃ গণবদ্ধ হইয়া তৎপর ইচ্ছানুসারে স্বগণাঙ্কিত তৃতীয় মাত্রায় অচ্ছিন্ন (সংযুক্ত) দলে গঠিত কলিকাই 'সংফুল্ল'। যথা—[গণ]—কংসারে বনমালিন্ কেশিরিপো পশুপবনে দামোদর নরকান্তক নন্দতনয় কমলনয়ন। [উদাহরণ]—পিঞ্ছালী দলপালী ধাতু-ঘটা কুসুমজটা। মালাকুল-রচিতাতুল বেশঘটন পুলিন-নটন॥ [এস্থলে দ্বিপদিকা ছন্দঃ]

মাদ্রিকা (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২)

মদ্ররাজকন্যা।
মাদ্রী (ভা ১০৬১।১৫) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী লক্ষ্মণা। ২ (ভা ৯।২২।২৮) পাণ্ডুর পত্নী ও নকুল এবং সহদেবের জননী।
মাদ্রেয় (সিন্ধু ৩।৪।৮৩) নকুল ও সহদেব।
মাধব (ভা ১০।২।৩৩) শ্রীকৃষ্ণ। ২ (সভা ১৩৩৮) লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ৩ (হরি ৭।৭০৩) [মধু+অন্] বৈশাখ মাস। ৪ (হরি ৭।২৪৬) ট-ইৎ ও ণ-ইৎ তদ্ধিত-প্রত্যয়। ৫ (চৈচ মধ্য ১৭।১৪৯) প্রয়াগের বেণীমাধব। ৬ (গোলী ১৪।৯৮) বসন্ত, ৭ মধু। ৮ (ভা ১০।৩৯।৩১) পরম-সৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যবান্—সনা। ৯ অস্বামী—বি। ১০ (ভা ১০।২৬।১৬) সর্ববিদ্যাপতি—জী। ১১ মধুকুলোদ্ভব, ১২ মধুপান-রসিক। ১৩ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ঋ-বর্ণের মূর্তি। ১৪ (গৌগ ৬৯) পূর্বে শান্তনু রাজা, কলিযুগে গঙ্গাদেবীর স্বামী। ১৫ (গৌগ ১১৫) পূর্বের বৈকুণ্ঠ-দ্বারপাল 'বিজয়', গৌরলীলায়—'মাধাই'। ১৬ (ভা ১০।১৩।২৩) চিচ্ছক্তির স্বামী; 'মা বিদ্যা চ যতঃ প্রোক্তা তস্যা ঈশো যতো ভবান্। তস্মান্মাধবনামাসি ধবঃ স্বামীতি শব্দিতঃ' [হ ব ৩।৮৮।৪৯]—সনা। **মাধবক** (হরি ৭।৫৪৯) [মাধবে ভক্তিরস্যেতি বু] মাধব-ভক্ত। °ঠ (হরি ২।২৮১) তদ্ধিতের টিকন্ প্রত্যয়। **-তিথি** (বিদ্যা ৭৩৫) একাদশী।
মাধবিকা (বিনা ৫।১১) বসন্তকালে পুষ্পিত লতাবিশেষ। ২ নবযৌবনা নায়িকা।
মাধবী (ভা ১০।৯০।২৫) মাধবপত্নী। ২ (ভা ১০।২।১২) যোগমায়া। ৩ (গোলী ১১।৪২) রাধা; ৪ মাধবীলতা। ৫ (ভা ১০।৪৪।১) সুভদ্রা—স্বামী। ৬ (উ ৪।২৫) স্বাধীনভর্তৃকা অথচ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ক্ষণকালের জন্য অপরিত্যক্তা নায়িকা। ৭ (গৌগ ১৮৯) শিখিমাহাতির ভগিনী, ইনি ব্রজের 'কলাকেলি'। ৮ (রুগ ২৪৩) বিশাখার যূথে প্রথমা সখী।
মাধবীয় (বিনা ১৩০) বসন্তকালীন। ২ কৃষ্ণসম্বন্ধীয়।
মাধুকরী (চৈচ মধ্য ১৯।১২৮) পুষ্পকে পীড়ন না করিয়া মৌমাছিকর্তৃক বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণকর্তৃক গৃহস্থসকাশে স্বল্পভোজ্য-যাচ্ঞারূপ ভিক্ষাবৃত্তি।
মাধুরী (উ ৪।৫৩) শ্রীরাধার প্রিয়সখী। ২ শ্রীরূপগোস্বামিপাদের শিষ্য—গোবর্দ্ধনের নিকটবর্তী মাধুরীকুণ্ডবাসী ছিলেন। পদকর্তা—বংশীবটবিলাসমাধুরী, উৎকণ্ঠামাধুরী, কেলিমাধুরী, শ্রীবৃন্দাবনবিহারমাধুরী, দানমাধুরী, মানমাধুরী প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন।
মাধুর্য (অকৌ ৫।৩২) সংক্ষোভসত্ত্বেও নিরুদ্বেগ ভাব। ২ (সিন্ধু ২।১।১৭) যে অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে চেষ্টাদির স্পৃহণীয়তা হয়, তাহা। ৩ (উ ১১।১৯) সর্বাবস্থায় যাবতীয় চেষ্টার চারুতা। ৪ (উ ১০।৩৬) শরীরের কোনও অনির্বাচ্য রূপ—যাহা কেবল আস্বাদ্য হয় অথচ ভাষায় প্রকাশ্য নহে। ৫ (উ ১০।১১) রোচকতা—জী। ভগবদ্রূপাস্বাদক জনের দর্শন-সূচিত আস্বাদবিশেষ—বি। ৬ (বৃভা ১।৫।২৫) স্মিত, ভ্রূনর্তন ও কটাক্ষাদি। ৭ (শেষ ৭।১৫) উক্তি-বৈচিত্র্য—জী। ৮ (রত্ন ২।১) পারমৈশ্বর্যের প্রকাশে বা অপ্রকাশে নরলীলার অনতিক্রম। ৯ (ভা ১০।৪২।৪) রসিকতা—স্বামী। ১০ (অকৌ ৬।৪) চিত্তদ্রবত্বের কারণ রঞ্জকতা। **-জ্ঞান** (রাগ ২।৫) 'ইনি ঈশ্বর'—এইরূপ অনুসন্ধান-সত্ত্বেও হৃৎকম্পাদি-জনিত সম্ভ্রমের লবলেশও উদিত না হইয়া বরং হৃদয়স্থিত স্বীয় ভাবের অতিস্থৈর্যসম্পাদক বুদ্ধিবিশেষ। যেমন—ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি-দেবগণের স্তব-শ্রবণে সখাগণের সখ্যভাবের বৃদ্ধি। গোপীদের প্রেমের আবার এমনই শক্তি যে সংযোগ-কালে ঐশ্বর্যজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিতই হয় না, কিন্তু বিরহাবসরে স্ফুরিত হইলেও তাহাতে সম্ভ্রম বা আদরাতিশয়ও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ব্রজবাসিগণই শুদ্ধ মাধুর্য-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। আবার চিচ্ছক্তিবৃত্তি যোগমায়া মহামধুর শ্রীকৃষ্ণলীলাসুখ অনুভব করাইবার জন্য গুণাতীত ব্রজপরিকরগণেরও জ্ঞান আবৃত করেন এবং চিচ্ছক্তির সারস্বরূপ প্রেমই আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাতিশয় অনুভব করাইবার জন্য ব্রজে তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানের আবরণ করিয়া রাখেন। প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের এই বন্ধন অধিকতর সুখসম্পাদক বলিয়া ইহাতে দুঃখলেশও স্পর্শ করেনা। কদাচিৎ উৎপাতাদিকালে শ্রীকৃষ্ণের সার্বজ্ঞ্যাদির স্ফুরণ

হইলেও তাহা প্রেমিক ভক্তগণের পালন-প্রয়োজনে লীলাশক্তিই উদ্ভাবিত করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

মাধুর্যানুভব—সিদ্ধান্ততঃ শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন হইলেও রস-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বথা উৎকর্ষ [সিন্ধু ১।২। ৫৯]। এই রস—মাধুর্যেরই উপলক্ষণ। রসদ্বারা উৎকর্ষ বলিতে মাধুর্যদ্বারা উৎকর্ষই বাচ্য। এই মাধুর্য ভাষায় প্রকাশ হয় না। [সিন্ধু ২।৫।১৩২] ভাবনার অতীত চমৎকারাতিশয়-জনক এ বস্তু— যাহা সর্বোজ্জ্বল হৃদয়ে যথেষ্ট আস্বাদিত ও অনুভূত হয়, তাহাকে বলে—'রস'। মাধুর্য-সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই মাধুর্যের কথা নানাস্থানে নানাভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অসমোর্ধ্ব নিজমাধুর্যাস্বাদন করিতেই ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন (চৈচ আদি ১৬, চন্দ্রা ১)। কৃষ্ণমাধুর্য ও কৃষ্ণ (রাহুর শিরোবৎ) অভিন্ন। (চৈচ আদি ৪।২৪২) 'কোটি কাম যিনি রূপ যদ্যপি আমার। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য—সাম্য নাহি যার॥ (ঐ ২৪৩) 'রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।' কিন্তু (ঐ ২৫০) 'আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান।' শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ হইতেও অধিক উন্মত্তা হন। সুতরাং (ঐ ২৬১) 'তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস। আমার মোহিনী রাধা, তারে করে বশ॥' এই রস আর কিছুই নহে—মাধুর্যই। এই মাধুর্য স্বসংবেদ্য এবং বিশেষভাবে শ্রীরাধিকাবেদ্য। (চৈচ আদি ৬। ১০১) 'কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্যাস্বাদন। ভক্তভাবে করে তার মাধুর্য-চর্বণ॥' এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গাবতার। শ্রীবিগ্রহের মাধুর্য-সম্বন্ধে (উ ১০।৩৬) বলেন যে ভূষণব্যতীতও যাহা ভূষিতবৎ মনে হয়, তাহাই 'রূপ'। সেই বিরল-প্রচার রূপই যদি আস্বাদ্যমান হইয়াও বর্ণনা করিতে বাচক শব্দ না মিলে অথচ মনে মনেই আস্বাদন করত প্রতীয়মান হয়—তাহাই মাধুর্য। রূপমাধুর্যের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বেণু এবং লীলাদির মাধুর্যও ধর্তব্য। মধুর শ্রীকৃষ্ণের সবই মধুর—তাঁহার নাম, ধাম, পরিকর, বসন, ভূষণ, বাণী, হাসি, সবই মধুর মধুর মধুর মধুর। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ-সম্বন্ধে (চৈচ মধ্য ৮। ১৩৩—১৪৮ এবং ২১।১০১—১৪৫) দ্রষ্টব্য। মধুর রসে স্থায়ী ভাব—মধুরা রতি। রতি ক্রমে বাড়ি হয় প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব—রূঢ়, অধিরূঢ়, মোদন, মোহন এবং মাদন। এই মাদনাখ্য মহাভাব কেবল শ্রীরাধার অথবা শ্রীরাধাই মাদনাখ্য-মহাভাব। যেমন মাধুর্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন নহেন, তদ্রূপ মাদন মহাভাব হইতেও শ্রীরাধা ভিন্ন নহেন। যেরূপ বলা হইয়াছে যে যশোদানন্দন হইয়াও 'বিজ্ঞানানন্দবিভুবস্তুত্বং কৃষ্ণত্বম্', তদ্রূপ কীর্তিদানন্দিনী হইয়াও 'মাদনাখ্যমহাভাবত্বং রাধাত্বম্'। এই যুগলিত রাধাকৃষ্ণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্যসখীভাবে উপাস্য। নিত্যসখীদের স্থায়িভাব—ভাবোল্লাস [সিন্ধু ২।৫। ১২৮]। রসার্ণবসুধাকরে স্থায়িভাবের মধ্যে অনুরাগ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু মহাভাব বা মোদন, মোহন বা মাদনের বর্ণনা নাই। শ্রীবল্লভাচার্যকৃত গ্রন্থে অনুরাগের পরে 'ব্যসন'-নামক একটি ভাবের উল্লেখ আছে, কিন্তু মোদন, মাদনের উল্লেখ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের অন্যতম বিশেষ দান—উপযুক্ত বিভাবাদির মিলনে ভক্তিরস-নিষ্পত্তির প্রচার। বিভাবাদি ক্রমশঃ ভক্তিবাসনা বা সংস্কারকে পুষ্ট করিয়া স্থায়ী ভাবে বা ভগবৎরতিতে পরিণত করে; ভক্তিবাসনা যত পুষ্ট হয়, ততই বিভাবাদির স্ফুরণ অধিকতর উজ্জ্বলভাবে হয় এবং পরিশেষে সাধক ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া ধন্য হন। 'মাধুর্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন কৃষ্ণাদীং-স্তনুতে রতিঃ' [সিন্ধু ২।৫।৯৮]। মাধুর্যের ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভূতিদ্বারাই প্রীতি বা রতির সঞ্চার হইয়া থাকে। বিভাবাদি দ্বারা ভগবৎরস আস্বাদন করিতে হইলে ভগবৎকাব্যনাট্যাদি আলোচনার প্রয়োজন। সর্বসম্বাদিনীতে (ভগবৎসন্দর্ভীয় ১০৮) আছে—'কাব্যালঙ্কার-কামতন্ত্র-গান্ধর্বকলাস্তু তস্য তচ্চরিত-মাধুর্যানুভব-বৈদুষ্যসিদ্ধেঃ'। (চৈচ মধ্য ২১। ১:৯) 'কর্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধিভক্তি, জপ, ধ্যান, ইহা হইতে মাধুর্য দুর্লভ। কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে, তারে কৃষ্ণমাধুর্য সুলভ।' এই বাক্যানুসারে মাধুর্য—রাগের ভজন বা রাগমার্গে ভজন দ্বারা লভ্য বা আস্বাদ্য। রাগের ভজন বলিতে লোভ-প্রবর্তিত ভজনই বাচ্য। 'তত্র লৌল্যমপি মূল্য-

যেকলম্'—ইহা গাঢ়লৌল্যৈক-লভ্য। মাধুর্যের অনুভবেই লৌল্যের উদয় এবং লৌল্যের উদয়ে মাধুর্যাস্বাদন হয়। মাধুর্যানুভূতিই রসানুভূতি। রসাস্বাদনমাত্রই কোনও প্রকার মাধুর্য-বিশেষের আস্বাদন—(সিন্ধু ৪।৪।১৫) 'মাধুর্যানুভবো নাম মাধুর্য-ভাবনাত্মক--সাধনোৎপন্ন-প্রেমবিশেষ-লব্ধ-রসাপর-পর্যায়ঃ আস্বাদ-বিশেষঃ'। মাধুর্যের ভাবনা বা চিন্তাদ্বারা প্রেম-বিশেষের উদয় হয়। প্রেমদ্বারা যে আস্বাদ-বিশেষের অনুভব হয়, তাহাই রস বা রসাস্বাদ। মাধুর্যের চিন্তা এবং অনুভব লীলা-পরিকরের ন্যায় সাক্ষাৎকারে হইতে পারে এবং লীলাপরিকরের আনুগত্যেও হইতে পারে। শেষোক্ত আস্বাদনেরই উৎকর্ষ। তজ্জন্য লোভও দ্বিবিধ—কৃষ্ণমাধুর্যে লোভ এবং লীলা-পরিকরের ভাবমাধুর্যে, প্রীতিমাধুর্যে বা আস্বাদন-মাধুর্যে লোভ, লীলা-পরিকরের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যাস্বাদনের পরিপাটীতে লোভ। [সিন্ধু ১।২। ২৯১] 'তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্'। তন্মধ্যে শ্রীরাধার আস্বাদনই সর্বশ্রেষ্ঠ—সেইজন্য বলা হইয়াছে (স্তব ১৬।১) 'অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণুম্.. কুতঃ শ্যামসিন্ধোঃ রসস্যাবগাহঃ'। সুতরাং স্থিরীকৃত হইল যে মাধুর্য-বিশেষের আস্বাদনই রসাস্বাদন।

(১) রূপমাধুর্যের অনুভূতি—[সিন্ধু ২।৪। ৯৪, উ ১২।৩]
(২) স্পর্শ ,, ,, [সিন্ধু ২।৪।১৮৫]
(৩) গন্ধ ,, ,, [উ ১০।৫৮]
(৪) শব্দ ,, ,, [উ ১২।৩৮]
(৫) রস-মাধুর্যের অনুভূতি [উ ১৪।১৪] অধরপান [অর্কো ৫।২০]

মাধুর্যের উৎকর্ষ (প্রীতি ৯৯) শ্রীভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য থাকায় সকল ভক্তের নিকট তাহারা সাকল্যে অনুভূত হয় না—পক্ষান্তরে মাধুর্যানু-ভবিদের নিকট [ঐশ্বর্যজ্ঞান না থাকিলেও] ঐশ্বর্য অনাদৃত হইয়াও মাধুর্যোপাসকের সেবা করিতে সদা প্রতীক্ষা করে। ফলতঃ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্বরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন না, আর যাঁহারা মাধুর্যানুভবী তাঁহারা ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রতি উপেক্ষা করিলেও তাহা তাঁহাদের স্ফূর্তি পাইবার উপযোগী কালের প্রতীক্ষায় থাকে। সুতরাং মাধুর্যানুভবেরই সর্বথা উৎকর্ষ প্রতি-পাদিত হইতেছে। বিশেষতঃ পরমৈশ্বর্যাদি অনুভব করাই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারাও ত প্রীতি-প্রাবল্য-সময়ে ঐশ্বর্যানুভবকে তুচ্ছ করেন। সুতরাং ইঁহাদের মাধুর্যজ্ঞান-সময়ে ঐশ্বর্যজ্ঞান আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু ঐশ্বর্য-জ্ঞান কখনই মাধুর্যজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারেনা।

মাধ্যন্দিন (ভা ১২।৬।৭৪) শুক্লযজু-র্বেদীয় শাখাবিশেষ। ২ (হরি ৭। ৫১৬) মধ্যদিন, ৩ মধ্য-দিনসম্বন্ধীয়।

মাধ্যম (হরি ৭।৫১৫) মধ্যম।

মাধ্যস্থ্য (বৃভা ২।২।১৬৬) পাক্ষিকত্ব-ত্যাগে উভয় পক্ষেরই বচনার্থ-বিচার।

মাধ্যাহ্নিক কৃত্য (হ ৯।২৮৭—২৮৮) মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্বে স্বয়ং বা ভৃত্যাদি দ্বারা কুসুমচয়নাদি করিয়া মধ্যাহ্নকার্য্য করিবে। স্নানে অসমর্থ হইলে মন্ত্রস্নান করত প্রভুর অর্চনা বিধেয়।

মাধ্বী (ভা ১০।৫২।২০) কর্ণরসায়ন। ২ (কৃগ ২৫১) শ্রীরাধার সখী। ৩ (বৃ ১৩।৫৯) পুষ্পমধু। ৪ (ভা ১০।৪৭।৫১) শব্দে ও অর্থে মধুরা—সনা। **মাধ্বীক** (গোলী ৭।১১৫) পুষ্পরস, ২ মধু। ৩ (বিনা ২।৪৭) মধুজাত মদ্য।

মাধ্বী সম্প্রদায় (গৌগ ২২) 'সম্প্রদায়' শব্দে 'গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ' কিম্বা 'শিষ্য-পরম্পরায় অবতীর্ণ উপদেশ' [ভরত] অথবা 'আম্নায়' [অমর] বাচ্য। আদি গুরু শ্রীকৃষ্ণ হইতেই ব্রহ্মা [ভা ১১। ১৪।৩; গোতা ১৬।১৭; ব্র ৩১।৩২], তাঁহা হইতে শ্রীনারদাদি-ক্রমে প্রাপ্ত শ্রীব্রহ্মবিদ্যাই 'আম্নায়'। সেই আম্নায় বা শিষ্যপরম্পরাবতীর্ণ উপদেশ একমাত্র সৎসম্প্রদায়েই লভ্য। মুণ্ডক উপ° (১।১।১, ১।২।১৩) প্রভৃতিতে গুরু-পারম্পর্যগত উপদেশ বা সৎসম্প্রদায়-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। শ্রীউদ্ধব-গীতায় [ভা ১১।১৪।৩—৮] ব্রহ্মাকেই শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবর্তক রূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কাল-ক্রমে শ্রীমধ্বাচার্যই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য হইয়া-ছিলেন বলিয়া ইহার 'ব্রহ্মমাধ্বী সম্প্রদায়' নামও কদাচিৎ দেখা যায়। কাহারও মতে শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায় সম্পূর্ণ অভিনব হইলেও সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্তর্ভূত হইবার জন্য শ্রীমধ্বাচার্যের অধিনায়কত্ব স্বীকার

করিতে হইয়াছে। [গৌগ ২২] এই মতে মাধ্বীসম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী যথা—শ্রীনারায়ণ—ব্রহ্মা—নারদ—ব্যাস—শুকদেব ... **মধ্বাচার্য**—পদ্মনাভ—নরহরি—অক্ষোভ্য—মাধব—জয়তীর্থ—জ্ঞানসিন্ধু—মহানিধি—বিদ্যানিধি—রাজেন্দ্র—জয়ধর্ম—শ্রীবিষ্ণুপুরী। জয়ধর্ম হইতে আবার পুরুষোত্তম—ব্যাসতীর্থ—লক্ষ্মীপতি—**শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী**। ইঁহার শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু [মতান্তরে ইনি শ্রীলক্ষ্মীপতির শিষ্য]। শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য—**শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু**।

মান (স্তব ৮।২৬) পূজা। ২ (চরিত ৪৮৯) পরিমাপ, ৩ ক্রোধ। ৪ (খ্যা ১৫) সৎকার। ৫ (গোলী ৬।৯২) গৌড়দেশে 'মানকচু' নামে খ্যাত কন্দ-বিশেষ। ৬ (গীতা ১৫।৫) অহঙ্কার—স্বাগী। ৭ (আচ ১৫।২৮১) স্তব। ৮ (আচ ১৫।১৬৯) আশ্রয়, গৃহ। ৯ (আচ ৭।৩০) [মন্ জ্ঞানে+ঘঞ্] চেতনা। ১০ (আচ ১১।২১) উপমা। ১১ (আচ ৬।১৫) বাম্য। (উ ১৫। ৭৪—৭৬) পরস্পর অনুরক্ত একত্র (বা পৃথক্) অবস্থিত নায়ক-নায়িকার স্বীয়াভীষ্ট আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদির নিরোধক ভাব-(রোষ)-বিশেষ। ইহাতে নির্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ, চাপল্য, গর্ব, অসূয়া, অবহিত্থা, গ্লানি ও চিন্তাদি সঞ্চারী ভাব হয়। সহেতু ও নির্হেতু-ভেদে ইহা দ্বিবিধ। (উ ১৪।৯৬, ৯৮) যে স্নেহ উৎকর্ষ-প্রাপ্তি করত নূতন মাধুর্যবিশেষ দান করিতে বাহিরে কৌটিল্য-প্রকাশক হয়, তাহাকে 'মান' বলে। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মান দ্বিবিধ। **-ঘটনা** (মাম ৩।১০৮) গ্রহ-বৈগুণ্য, ২ কোপরাশি। **-তারতম্য** (উ ১৫। ১৪২—৪৩) মানের হেতু ঈর্ষ্যার তারতম্য বশতঃ মানেরও লঘু, মধ্যম ও মহিষ্ঠ—এই তিন ভেদ হয়। লঘু মান সহজসাধ্য, মধ্যম যত্নসাধ্য, কিন্তু মহিষ্ঠ প্রবলতর উপায়েও দুঃসাধ্য হয়। **-দ** (চৈচ মধ্য ২২।৭৭) সম্মানদাতা। ২ (ভা ১০।৩৫।২৪) অভিমান-খণ্ডক—সনা। **-দা** (হ ২।৬৩) চন্দ্রের দ্বিতীয় কলা। **-ধর** (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্যবাহী ভৃত্য। **-ন** (মালা ছ ১১) শ্লাঘা—বল। **-না** (আচ ১৫।৭৪) অত্যাদর, সম্মাননা। **-নিলয়** (মাম ৩।১০৪) গ্রহ-ভবন, উদয়াচল। ২ কোপগৃহ। **-প্রশমন** (উ ১৫।১১০—১১২, ১৩৭) নির্হেতুক মান স্বয়ংই শান্ত হয়, স্বয়ংগ্রাহ (আলিঙ্গন-চুম্বনাদি) ও হাস্যাদি পর্যন্তই ইহার সীমা। সহেতুক মান—সাম, দান, ভেদ-ক্রিয়া, নতি, উপেক্ষা এবং রসান্তরাদিদ্বারা প্রশমিত হয়। বাষ্পমোচন ও হাস্যাদিই সহেতু মান-নিরসনের চিহ্ন। আবার দেশকালবলে, মুরলীশ্রবণাদিতেও ইহা প্রশমিত হয়। **মানব** (ভা ১।১২। ১৯) মনুর পুত্র। ২ (হ ৮।১২৯) নারিকেল ফল। °**বিমুখী মুগ্ধা** (উ ৫।২৪) মানে বিমুখী মুগ্ধা নায়িকা দ্বিবিধা—**মৃদ্বী** (কোমল-মানা) এবং মানে **অক্ষমা** (মানশূন্যা) ; প্রথমা মধ্যা নায়িকার যৎকিঞ্চিৎ অংশভাক্, কিন্তু দ্বিতীয়া অতিমুগ্ধাই। প্রথমার মান শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দ-সংমর্দনেই নিবৃত্ত হয় সুতরাং আরব্ধ মানের অসিদ্ধি, দ্বিতীয়ার কিন্তু কান্তদর্শনানন্দ স্পর্শমাত্রই রোষ নিবৃত্ত হয় বলিয়া মানারম্ভই হয় না।

মানবী (ভা ৩।২১।৫) মনুর কন্যা—আকূতি ও প্রসূতি। ২ (আচ ১৩।৪৩) মানুষী, ৩ [মানস্য গর্বস্য বীঃ প্রজননং যস্যাম্] গর্বময়ী।

মানব্য (হরি ৭।৩৭৯) মানব-সমূহ।

মানশূন্যতা (সিন্ধু ১।৩।৩২) নিজের সর্বোৎকর্ষসত্ত্বেও অভিমান-রাহিত্য। [শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুসম্বন্ধে মাধাইর উক্তি (চৈভা মধ্য ১৫।৪১)—'সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর'।]

মানস (মাম ১।৯২) মানস সরোবর, ২ মন। ৩ (গোতা ২।৮০) জ্ঞান। ৪ (ভা ৩।২৩।৪০) দেবোদ্যান। [৫ চিত্ত-সম্বন্ধী]। **-গঙ্গা** (বৃলী ৪) শ্রীগোবর্দ্ধনপ্রান্তবাহিনী, শ্রীকৃষ্ণের নৌবিহারের স্থান। **-জপ** (হ ১৭। ১৫৮—১৬৩) একবর্ণ হইতে অন্য বর্ণের, একপদ হইতে অন্য পদের যে বুদ্ধিপূর্বক শব্দার্থ-চিন্তন, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে 'মানস জপ' বলে। মানস জপই সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বত্র ও সর্বদা মানস জপ করা যায়। পবিত্র বা অপবিত্র সর্বাবস্থাতেই, গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মান হইয়া বা শয়ান অবস্থায় মানস জপ করা চলে। **-তপ** (গীতা ১৭।১৬) চিত্তের নির্মলতা, সৌম্যভাব, মৌন, চিত্ত-সংযম ও ব্যবহারে নিষ্কপটতা।

মানসন্ধ (আচ ৭।৮৯) [মানং প্রশংসামেব ধত্তে] প্রশংসাধর, ২ [মানে সন্ধা মর্যাদা যস্য] মানমর্যাদা-

বিশিষ্ট। °পুত্র (রত্ন ৩।৩৯) সনক সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। -ভু (মালা ললিত ১) কাম—বল। -স্নান (হ ৩।৪৪) মনে মনে বিষ্ণু-ধ্যান। -হংস (ছপ ৪৪) পঞ্চ-দশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। -হর (গোচ উত্তর ৪।২২) চিত্তাকর্ষক।

মানসাময় (আচ ১৪।১৭) মনস্তাপ।

মানসার (আচ ১৫।২৫৭) সম্মাননীয়।

মানসিংহ (সা ৮) শ্রীগৌরগোবিন্দ-ভক্ত; ইনি শ্রীগোবিন্দের মন্দির-নির্মাণে যথেষ্ট সহায়ক ছিলেন (১৫৯০ খৃঃ)।

মানসোত্তর (ভা ৫।২০।৩০) পুষ্কর-দ্বীপে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ষদ্বয়ের সীমা-পর্বত। ইহার বিস্তার ও উচ্চতা—অযুত-যোজন। ইহার চতুর্দিকে লোকপালদের চারিটী পুরী।

মানসোল্লাস (হ ২।২২৯ টী) স্মৃতি-গ্রন্থবিশেষ, শ্রীশ্রীসনাতনপ্রভু জয়-মাধব-শব্দাঢ্য এই 'মানসোল্লাস' পুস্তক দেখিয়া দীক্ষাপ্রকরণের টীকা লিখিয়াছেন।

মানস্থ (চৈনা ১।৪১) মনে জাত, ২ (আচ ১১।১৮৪) মনের হিতকর।

মানাতীত (আচ ১৬।৩৭) জ্ঞানাতীত, ২ অপরিমিত।

মানাপগম (আচ ১৯।৩৭) মূর্ছা।

মানাপহার (আচ ১১।২৬) বুদ্ধিনাশ।

মানিত (ভা ১৪।২৮) পূজিত।

মানিনী (নায়িকা) (উ ৫।৩৪) মধ্যানায়িকা মানাবসরে ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদে তিনপ্রকার হন। আবার প্রগল্‌ভা নায়িকাও মানিনী হইলে ধীরাদি-ভেদত্রয় প্রাপ্তি করেন (উ ৫।৫২)।

মানী (ভা ১০।৫৪।৪১) অভিমান-শালী—দ্বী। ২ (ভা ১০।৬০।৫৫) পূজ্য, ৩ সমুন্নতচিত্ত—সনা।

মানুজ (আচ ১৫।১১৭) মনুষ্য-সম্বন্ধী।

মানুষ্য—মনুষ্যত্ব। -ক (হরি ৭। ৩৩৭) মনুষ্যগণ।

মানোজ্ঞক (হরি ৭।৮৬৮) [মনোজ্ঞস্য ভাবঃ কর্ম বেতি বুঞ্] মনোজ্ঞতা।

মান্ত্রবর্ণিক (গোভা ১।১।৫) মন্ত্রাক্ষরে উক্ত ব্রহ্ম।

মান্ত্র স্নান (হ ৩।৪৩) স্মার্তমতে 'শং ন আপঃ' ইত্যাদি মন্ত্রপূর্বক স্নান, বৈষ্ণবমতে কিন্তু মূলমন্ত্রাদিদ্বারা স্নান।

মান্ত্রিক (চচ ২।২৩২) ওঝা, মন্ত্রজ্ঞ।

মান্ত্রিকী (কৃগ পরি ১৯৫) শ্রীরাধার দৈবজ্ঞা।

মান্দ্য (বৃভা ২।২।৫৭) শৈথিল্য।

মান্ধাতা (ভা ৯।৬।৩৩) ইক্ষ্বাকু-বংশ্য যুবনাশ্বের কুক্ষিভেদে জাত পুত্র। রাবণাদি দস্যুগণ তাঁহার ভয়ে পলায়ন করিত বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে 'ত্রসদস্যু' বলিতেন।

মান্যমানকৃৎ (সিন্ধু ২।১।১৩৫) গুরু, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধাদির পূজক।

মান্যমুনীন্দ্র (স্তব ৫।৩) শ্রীশুকদেব।

মাপ (নাম ৩।১৭) [মাং পাতীতি] লক্ষ্মীপতি।

মাপিতব্য (চৈনা ২।২৫) নির্ধার্য্য।

মাভাষ্যমাণ (আচ ৯।২০) বাক্যের অগোচর।

মায় (গৌকৃ ৬।৩) অসুর।

মায়া (ভা ২।৩।৩) দুর্গা। ২ (ভা ১০।১৩।২৫) মোহ, ৩ মমতাবিশেষ। ৪ কাপট্য, ৫ দয়া—সনা। ৬ (ভা ১০।৩।৪৬) সচ্চিদানন্দ-শক্তিবিশেষ—সনা। ৭ ইচ্ছা, ৮ (ভা ১০।১৪।২২) মিথ্যাভিব্যঞ্জক শক্তি-বিশেষ। ৯ (ভা ১১।৬।৯) অণিমাদি। ১০ (ভা ১০।১।৭) স্বরূপ—বি। ১১ বিজ্ঞান —বল। ১২ (ভা ১০।১২।৪২) দুর্ঘটনঘটনাপটীয়সী যোগমায়া—বি। ১৩ স্নেহ—বি। ১৪ (ভা ১১।২৪।৩) বহিরঙ্গাখ্যা শক্তি—বি। ১৫ (ভা ১১।২৮।৩) বিক্ষেপ। ১৬ পরিণাম-বাদিমতে দুস্তর্ক্য শক্তি এবং বিবর্ত-বাদিমতে—অজ্ঞান। ১৭ (ভা ৫।১৮। ৩৮) জড়া প্রকৃতি। ১৮ (ভা ৪। ৮।২) অধর্মের কন্যা ও দম্ভের ভার্যা। ১৯ (চৈত ২।৭।৫৩) লীলা, ২০ অবিদ্যা। ২১ (হ ৮।৩৪৩) লক্ষ্মী। ২২ (সস ভগ ৪৫) জ্ঞান। ২৩ (ভচ ১।২) তন্ত্রমতে—ঈ-কার। ২৪ (নাচ ২৬৬) কপটতা-কল্পনাকে নাট্যশাস্ত্রে 'মায়া' বলে। ২৫ (ভগ ২২) দম্ভ, ২৬ বৈভব। ২৭ (রত্ন ৬।৫৪) অবস্থ। ২৮ (মালা মথুরা ২) গঙ্গাদ্বার, মায়াপুর। ২৯ (ভা ২।৯।৩০) স্বরূপতত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে (স্বরূপ-তত্ত্ব ব্যতিরেকে) যাহার প্রতীতি নাই—তাহাই 'মায়া'। জীবমায়া ও গুণমায়া-হিসাবে ইহার দ্বৈবিধ্য জানা যায়। জ্যোতির্বিম্বের নিজ-প্রকাশ হইতে দূরবর্তী প্রদেশে যে উচ্ছলিত একপ্রকার প্রতিচ্ছবি, তাহাই আভাস। আভাস জ্যোতি-বিম্বের বাহিরেই প্রতীত হয়, অথচ জ্যোতির্বিম্ব ব্যতীত তাহার প্রতীতি নাই। অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্বিম্ব যেমন ঝলসাইয়া চক্ষুর আবরণ করে, দ্রষ্টার চক্ষুতে বর্ণবৈচিত্র্য প্রতিবিম্বিত করে বা নানা আকারে পৃথগ্‌ভাবে পরিণত

করে, সেইরূপ এই জীবমায়াও জীবের জ্ঞানাবরক, গুণমায়া-নামক জড়া প্রকৃতির নিঃসারক এবং পৃথক্-কৃত সত্ত্বাদিগুণসমূহের পরিণতিকর। দ্বিতীয়তঃ মূল জ্যোতির্বিম্বে অবস্থিত না হইয়াও উহার আশ্রয়-ব্যতিরেকে তমের স্বতঃ-সম্ভাবনা হয় না, তদ্রূপ গুণমায়াও পরমার্থভূত ভগবান্ ব্যতিরেকে স্বতঃপ্রতীত নহে। প্রথমটি নিমিত্তশক্তি-বৃত্তিযুক্তা,দ্বিতীয়টী উপাদানশক্তি-বৃত্তিযুক্তা। ৩০ মায়া ও যোগমায়ায় ভেদ আছে। মায়া বিমুখ মোহন করে এবং যোগমায়া উন্মুখ মোহন করে [ভা ১০।১।২৫, বি, টী]। যাহা বাস্তব বস্তুর আবরণ করে, অথচ অবাস্তব বস্তুকে দেখায়, তাহাই মায়া; পক্ষান্তরে যাহা বাস্তব বস্তুসমূহের মধ্যেও কিছু আবরণ করে, কিছু দেখায়—তাহাই যোগমায়া। [ভা ১০।১৩।৫২ বি, টী]। **-গুণ** (ভা ১। ৩।৩০) মহত্তত্ত্বাদি—বি। **-জয়** (ভক্তি ৬৬) শ্রীভগবানে সমর্পিত মাল্য, গন্ধ ও বসনাদির ধারণে এবং তদুচ্ছিষ্ট-ভোজনে অনায়াসে দুর্জয়া মায়াকেও জয় করা যায়। কর্মময় সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ত-জন-সঙ্গে হরি-প্রসঙ্গে থাকিলে দুস্তর সংসারও উত্তীর্ণ হওয়া যায়। **-জানি** (হ ১১।৬০০) [মায়া জায়া অধীনা যস্য সঃ] মায়ার নিয়ামক। **-তীর্থ** (মথুরা ৪৬) হরিদ্বার। **-ধমন** (ভা ১০।১৪।১৬) মায়ার উপশমকারী। ২ প্রকৃতি-নিয়ন্তা। **-ধীশ** (চৈচ মধ্য ৬।১৬২) মায়ার নিয়ন্তা। **-পুর** (চৈচ মধ্য ২০। ২১৭) হরিদ্বার।

মায়াভিভবাভাস (প্রীতি ৭) লীলা-শক্তির প্রভাবে লীলাপরিকরগণে দৃশ্যমান মায়াপরাভূতিলেশ; যেমন বৎসহরণ-লীলায় সম্বিৎশক্তির মূল শ্রীবলদেবেরও মোহাদি, পূতনা-মোক্ষণে পূতনার সপ্রতিভ মনোহর চেষ্টাদিতে শ্রীযশোদা ও রোহিণীর মনোহরণের আভাসাদি। এই স্থলে 'আভাস' বলিবার তাৎপর্য এই যে তত্তৎকালে শ্রীবলদেবাদির শ্রীকৃষ্ণে প্রিয়তা আবৃত হয় নাই; সুতরাং এই আভাসও সামান্য। আবার দৈত্যজন্মে জয়বিজয়ের অভিভবাভাস সম্যক্. কেননা তাহাতে তাঁহাদের প্রেমাদি সম্যক্ আবৃত ছিল। উঁহাদের ভগবদিচ্ছাবশতঃই বৈরভাব প্রাপ্তি হইয়াছিল বলিয়া প্রকৃত শত্রুতা নিষিদ্ধ হইতেছে।

মায়া-মনুজ (ভা ১০।১৭।২২) কপট মানুষ, ২ কৃপালু মানব, ৩ লক্ষ্মী-পতি হইয়াও নরাকার-লীলাকারী। ৪ স্বরূপশক্তিযুক্ত নরাকার। ৫ (চৈত ৭।১।২৮) [কাপট্যেনাপি অমনুজ অমনুষ্যভাবঃ] কপট করিলেও অমনুষ্য-ভাবযুক্ত। ৬ (প্রীতি ৯৭) অশেষবিশ্ব-প্রচুর নরাকৃতি পর-ব্রহ্ম। ৭ স্বরূপভূত নিত্যশক্তি-মায়াযুক্ত অতএব স্বরূপতঃই মনুষ্য। 'মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ' ইতি মাধ্বভাষ্যে। **'ময়** (চৈত ২। ২।২) মায়ারূপ আময়-(রোগ)-যুক্ত। ২ (ভা ৩।১৩।২৭) কৃপাবান্। —জী। ৩ জ্ঞানময়, ৪ অবিদ্যার রোগজনক। ৫ (ভগ ২২) মায়া-প্রবর্তক। **-মৃগ** (ভা ১১।৫।৩১) [মায়াং কলত্রাদিরূপাং মৃগ্যতীতি] সংসারাবিষ্ট জন—বি। ২ [মায়য়া অমৃগমমৃগ্যং নির্গুণমিত্যর্থঃ] নির্গুণ, মায়াতীত—শ্রীনা। **-মোহ** (যো ১৪) দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদিতে 'অহংবুদ্ধি' এবং পুত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি। ২ চিদ্রূপ বস্তুর স্বরূপ-বিষয়ক অজ্ঞান —জী। **-লিঙ্গ** (ভা ৩।৫।৩৭) বিক্ষেপ —স্বামী। **-বতী** (রত্ন ৬।৫৪) রতি-দেবীর নামান্তর। শম্বরাসুরের গৃহে তিনি শিবের আদেশে পাচকাধ্যক্ষা-রূপে নিযুক্ত থাকেন। নারদ-বাক্যে মৎস্যোদর-প্রাপ্ত শিশুকে নিজ পতি জানিয়া তাঁহার যৌবন-প্রাপ্তিতে শম্বরকে কৌশলে বধ করাইয়া প্রদ্যুম্ন-সহ দ্বারকায় আসেন। **-বাদ** (রত্ন ১।৪) সমস্ত সদ্বিষয়ে 'মায়া' লইয়া বিবাদ। ব্রহ্মকে 'মায়াতীত' বলিয়া ঈশ্বরকে 'মায়াসঙ্গী' এবং ঈশ্বরের অবতার সকলের দেহকে 'মায়িক' বলা। জীব ও জগৎকে মায়ানির্ম্মিত এবং জীবের গঠনে মায়া আছে বলা। মুক্তজীবের সহিত ব্রহ্মকে 'অভেদ' বলা। মায়াতীত ভগবত্তায়, ভগ-বদ্ধামে, ভগবদ্ভক্তিতে ও ভক্তে 'মায়া' আছে—এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাসই মায়া-বাদ। মায়াবাদ যে 'প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-বাদ', উহা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কথিত হইয়াছে—'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥' **-বাদী** (চৈচ মধ্য ৮।৪৫) অদ্বৈতবাদী শঙ্কর সম্প্রদায়। **-বান্, মায়াবী**—মায়া-যুক্ত, দয়াশীল। **-বীজ** (হ ১৭। ১৭০) হ্রীঁ। **-বৃত্তি** (ভা ১১।১১। ৩) প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা—এই

তিনটী মায়ার বৃত্তি। প্রধান-দ্বারা মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিব্যাদি পর্যন্ত সৃষ্টি —যাহা দ্বারা জীবের সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ স্থূল্ ও সূক্ষ্ম উপাধিগুলি হইয়াছে। অবিদ্যা—জীবমোহিনী ও পঞ্চপর্বা [অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ]। বিদ্যার সৃষ্টি—জীবের এই পঞ্চবিধ অজ্ঞান-নাশক জ্ঞান—বি। -শক্তি (চৈচ মধ্য ২০।১১১) পরমাত্মার বহিরঙ্গা সৃষ্ট্যাদিকারিণী শক্তি। ২ (ভা ১০।৮৭।৩৮) ভগবানের স্বরূপভূতা যোগমায়া হইতে জাতা, যোগমায়ার বিভূতিমাত্র—বি। -শ্রিত (ভা ১০।১২।১১) অজ্ঞানী, ২ দুর্গার সম্যক্ সেবাকারী —সনা। ৩ মায়ার অধিকারে পতিত—জী। ৪ বৈষয়িক সুখে আসক্ত—বি। -সীতা (চৈচ মধ্য ৯।১৯৪) শ্রীরাম-প্রেয়সী শ্রীসীতাদেবী চিদানন্দমূর্ত্তি, তাঁহার চিন্ময়াকৃতির ছায়াস্বরূপা—মায়াসীতা। রাবণ সীতাহরণে উদ্যত হইলে সীতাদেবী অগ্নির শরণ গ্রহণ করিলেন—অগ্নি ছায়াসীতা দ্বারা রাবণকে মোহিত করিলেন। চিন্ময়ী সীতা কিন্তু অগ্নিপুরে রহিলেন। শ্রীরামকর্ত্তৃক অগ্নি-পরীক্ষাকালে ছায়াসীতা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মূলসীতা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে (অরণ্যকাণ্ডে ৭। ২—৩) আছে—'রাবণো ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেঽন্তিকম্। ত্বন্তু ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজে বিশ॥ অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া। রাবণস্য বধান্তে মাং পূর্ববৎ প্রাপ্স্যসে শুভে।'

মায়িক (চৈচ মধ্য ২৫।৩৫) মায়োপহিত, ব্যাবহারিক সত্য হইলেও পারমার্থিক মিথ্যা। ২ (বৃভা ১।৪। ২১) মায়াকৃত।

মায়িকানন্দ (প্রীতি ৬৫) নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিরা প্রকৃতিকেই পুরুষের আনন্দের হেতুভূতা মনে করেন। সাংখ্যকারিকার (৬৩, ৬৫) মতে ধর্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য—এই সপ্ত রূপ দ্বারা প্রকৃতি আপনাকে আপনিই বদ্ধ করে, আবার ঐ প্রকৃতিই পুরুষার্থনিমিত্ত জ্ঞানদ্বারা আপনাকে বিমুক্ত করে। পুরুষ দ্রষ্টার ন্যায় সুস্থভাবে অবস্থিত হইয়া সেই জ্ঞানদ্বারা প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য বিনিবৃত্ত-সপ্তরূপা নিবৃত্ত-প্রসবা প্রকৃতিকে দর্শন করেন। এস্থলে জ্ঞান বলিতে সাত্ত্বিক জ্ঞানই বোধ্য—এই জ্ঞানহেতুক আনন্দও সত্ত্বময়। সাংখ্যমতে মায়িক আনন্দের উপরে কোনও আনন্দ নাই। দার্শনিকগণের মতে মুক্তিতেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা—সাংখ্যমতে কিন্তু প্রাকৃত সত্ত্বময় মায়িকানন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মায়ী (ভা ১০।১২।৩৮) দয়াবান্, ২ শোভাসম্পত্তিশীল। ৩ (চৈচ ২।৪৯) মায়াধীশ। ৪ (প্র ১।১৭) মায়াবাদী, ৫ ঐন্দ্রজালিক, ৬ নির্গুণ-চিন্মাত্রবাদী। ৭ (ভা ১২।১০।২৪) কপটী। ৮ (ভচ ৪।৪) প্রশস্তবুদ্ধি। ৯ (গোভা ১।৪।৩) মহেশ্বর।

মায়ূর (হরি ৭।৫৭৭) ময়ূর-সমূহ, ২ ময়ূর-সম্বন্ধী, ৩ ময়ূরের মাংস, ৪ ময়ূর-পুচ্ছ।

মায়েশ (ভা ২।৯।৪০) মায়াভর্ত্তা। ২ কৃপাশক্তিদ্বারা নিয়ামক।

মার (গোলী ১২।২৪) কন্দর্প। ২ (চরিত ৮৮) বধ। ৩ (আচ ৫।৬৪) নিরাসক। ৪ বিঘ্ন, ৫ ধুস্তূর। -ক (কৃবি ৮২) কন্দর্প, [২ নাশক, ৩ বাজপক্ষী]। -পত্রী (বিনা ৬।১২) কাম-বাণ। -লাবী মালা চিত্র ১১) [মারং কামং লুনাতীতি] কাম-পরিভবী। **মারারম্ভ** (গোলী ১৫।১৫) কন্দর্পযুদ্ধ।

মারিষ (ভা ১।১৪।২৫) মান্য—স্বামী। ২ (ভা ৬।৫।৩২) আর্য, শ্রেষ্ঠ। ৩ (বিনা ১।৩) নাট্যে শ্রেষ্ঠ পাত্রের কিঞ্চিৎ ন্যূন অভিনেতার সম্বোধন-সূচক শব্দ।

মারিষা (ভা ৪।৩০।৪৮) কণ্ডু ঋষির তপোবিঘ্নকরণে প্রেরিতা অপ্সরা প্রম্লোচার গর্ভজাতা কন্যা। বনস্পতি-রাজ সোম-কর্ত্তৃক অমৃতদানে জীবিতা ও বৃক্ষগণ-কর্ত্তৃক পালিতা। এই হেতু ইহার নাম হয়—বার্ক্ষী। ভগবদাদেশে দশ প্রচেতা ইহাকে বিবাহ করেন। পরে ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষ ইহার গর্ভে পুনরায় জন্মলাভ করেন। ২ (ভা ৯।২৪।২৭) শূরের পত্নী ও বসুদেবাদির মাতা। ৩ (গোলী ৩।১০৪) নটেশাক।

মারী (ভা ১০।৫৬।১১) অকাল-মৃত্যু। ২ প্রত্যহ লোকক্ষয়কর গ্রহ-বিশেষ।

মারীচ (ভা ৯।১০।১০) তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র, রাবণের অনুচর। সীতাহরণ করিবার জন্য রাবণের প্ররোচনায় মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীরামের হস্তে নিহত হয়। ২ (ভা ৩।১৪।৮)

মরীচির পুত্র কশ্যপ। [৩ যাজক ব্রাহ্মণ, ৪ কক্কোলক]।

মারুণ্ডা (কুগ ১৯৭) বিগ্রহদূতী।

মারুত (গীতা ২।২৩) বায়ব্যাস্ত্র—বি। ২ (ভা ১০।৩।১৩) তৃণাবর্ত্ত অসুর—বি। ৩ (ভা ১১।৪।৮) পবনদেব। ৪ (হরি ৭।১১০০) [মরুৎ + স্বার্থে অণ্] বায়ু।

মারুতি (গৌক্ক ৯।৪০) হনূমান। ২ ভীম।

মার্কণ্ডেয় (ভা ৪।১।৩৭) মৃকণ্ডু মুনির পুত্র। সপ্তকল্পজীবী হরিভক্ত।

মার্গ (ভক্তি ২৩৪) প্রকার-বিশেষ। ২ (গোচ পূর্ব ৯।১১) অনুসরণ। ৩ (ভা ১০।৫৩।৮) পথ। ৪ (ভা ৩।২৯।৭) বৃত্তিভেদ। ৫ (ভা ১০।৩৫।২) সপ্ত স্বরের ছিদ্র। ৬ (ভা ১০।৫৬।৮) প্রাপ্ত্যুপায়। ৭ (ভা ৩।২০।১) নির্গম। ৮ (কুভা—২।৪।২০৬) [মৃগ্যত ইতি মার্গঃ] ফল। ৯ (নাচ ১৩৬) নাটকে তত্ত্বার্থ-কথনই 'মার্গ'। ১০ (হ ১০।২০১) অনুসরণীয়—শ্রীমচ্চরণারবিন্দদ্বয়। ১১ (আচ ২০।৫৭) গান, বাদ্য ও নৃত্য-বিষয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক শম্ভু মার্গিত (প্রার্থিত) হইয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতে লাভ করত ভরতাদি মুনিগণ পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছিলেন—সুতরাং ব্রহ্মাদির বিরচিত নিয়মযুক্ত পন্থাই 'মার্গ' শব্দে অভিহিত হয়। 'ব্রহ্মাদ্যৈর্মার্গিতং শম্ভোঃ প্রযুক্তং ভরতাদিভিঃ। গান্ধর্ব্বং বাদনং নৃত্যং যত্তন্মার্গ ইতি স্মৃতম্'। ১২ (বিপু ৩।১৬।১১) হরিণ-সম্বন্ধী। -শিরঃ (ভা ৬।১।৯।২) অগ্রহায়ণ মাস—স্বামী।

মার্গণ (গোলী ১৬।১০৩) বাণ, ২ (গোলী ১০।৭০) অন্বেষণ। ৩ (নির ৪) যাচ্ঞা। **মার্গণা** (শ্রা ৪) অন্বেষণ, ২ যাচ্ঞা। ৩ তীর, ৪ যাচক। **মার্গ্য** (হরি ৫।১৮৩) [মৃজ্ষ শুদ্ধৌ+যৎ] পবিত্রকরণীয়।

মার্জন (চৈচ মধ্য ৮।৫২) শোধন, অনর্থদূরীকরণ। ২ (ভা ১০।২।৩৫) নাশ, ৩ নিবৃত্তি। ৪ (আচ ১২।২৪) [মা শোভা তস্যা অর্জনং লাভো যতঃ] শোভা-সম্পাদক।

মার্জারি (ভা ৯।২২।৪৬) জরাসন্ধের পৌত্র ও সহদেবের পুত্র।

মার্ত্তণ্ড (ভা ৫।২০।৪৪) অচেতন অণ্ডে প্রবিষ্ট সূর্য। [২ অর্কবৃক্ষ, ৩ শূকর]।

মার্ত্তিক (আচ ৬।৮৩) মৃত্তিক-নির্মিত। ২ শরাব।

মার্দঙ্গিক (হরি ৭।৬৫৩) মৃদঙ্গ-বাদ্যশিল্পী।

মার্দব (ভা ১।১৬।২৫) চিত্তের অকাঠিন্য—স্বামী। ২ প্রেমার্দ্র চিত্ততা ও প্রেমবশ্যতা—জী। ৩ সুকুমারতা। ৪ (উ ১০।৩৮) কোমল বস্তরও সংস্পর্শাসহিষ্ণুতা। ইহা ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-সম্ভাবনার অভাবে কলহান্তরিতা দশাতেই এই মার্দব দেখা যায়, অন্যথা দিবাভিসার ও বনবিহারাদিতে গোপীদের সার্বদিক মার্দবে বিভাব-বৈরূপ্যই হইয়া পড়ে।

মাল (বিন্দু ১৪৩) স্থল পদ্ম। [২ বিষ্ণু, ৩ ম্লেচ্ছভেদ, ৪ দেশ-ভেদ, ৫ ক্ষেত্র, ৬ কপট, ৭ বন]। -কৌশিক (রত্না ৫।২৭৪২) মালকোশ—ষড়্-রাগের অন্যতম।

মালতী (ছ ২।৭৪) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ (গোলী ২২।৩৪) জ্যোৎস্না, ৩ নিশা, ৪ জাতীলতা, ৫ যুবতী নায়িকা। ৬ (লমা ২।৩) বৃন্দার সখী। ৭ (গৌগ ১৭৬) শিবানন্দ সেনের পত্নী, ব্রজের 'বিন্দুমতী'। ৮ (কুগ ২৪৩) বিশাখার যূথে দ্বিতীয়া সখী। [৯ বিশল্যা, ১০ জ্যোৎস্না]। -মাধব (সি টী ১২৭) ভবভূতি-বিরচিত নাটক।

মালভারিণী (ছ ৩।৪) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দোবিশেষ। ২ (লমা ৯।৩৫) মাল্যযুক্তা।

মালয় (কুবি ৮৩) চন্দন।

মালব (আচ ২০।৫১) রাগ-বিশেষ। নারদসংহিতামতে মালবরাগের মূর্ত্তি—সুন্দরীরমণী-কর্ত্তৃক চুম্বিতবদন, শুকপক্ষির ন্যায় শ্যামবর্ণ, কুণ্ডলধারী, পুষ্পহারে ভূষিত ও অতিপ্রমত্ত হইয়া প্রদোষকালে সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করেন। ইহার ছয় স্ত্রী—ধানসী, মালসী, রামকিরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী ও ভৈরবী। যথা—নিতম্বিনী-চুম্বিত-বক্ত্রপদ্মঃ শুকদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ। সঙ্গীতশালাং প্রবিশন্ প্রদোষে মালাধরো মালব-রাগরাজঃ॥ ২ (ভা ১২।১।৩৬) মধ্যভারতের অন্তর্গত প্রদেশ।

মালবশ্রী (আচ ১১।২৫৯) রাগ-বিশেষ।

মালা (গোলী ৮।২৪) শ্রেণী। ২ (হ ৪।৩১৪) মাল্য। ['লা' ধাতু দানে, 'মা' শব্দ আমাকে বুঝায়, সুতরাং হে বিষ্ণু-বল্লভে! তুমি আমাকে সমস্ত ভক্তের নিকটে সমর্পণ করিতেছ বলিয়া যথার্থই 'মালা'-সংজ্ঞা প্রাপ্তি

করিয়াছ]। ৩ (নাচ ৩৭২) নাট্য-শাস্ত্রমতে অভীষ্ট বস্তুসিদ্ধির জন্য বহু কারণের সমুল্লেখ। -কার (চৈচ আদি ৯১৬) মালী, উদ্যান-রক্ষক। -দীপক (অ কৌ ৮।২৬) দীপক অলঙ্কারস্থলে যদি পূর্ব পূর্ব বস্তু উত্তরোত্তর বস্তুকে প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে 'মালাদীপক' অলঙ্কার বলে। -ধর (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্যবাহী ভৃত্য। -ধারণ (হ ৪।৩০৭—৩৩৮) শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলে তুলসীপত্র, পদ্মবীজ, তুলসীকাষ্ঠ ও আমলকীফলদ্বারা নির্মিত মালা অঙ্গে ধারণ করিবে। মালা গ্রন্থি দিয়া পঞ্চ গব্য দ্বারা শোধন, তদুপরি মূলমন্ত্র জপ করত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে, পরে ধূপ-ধূম স্পর্শ করাইয়া 'সদ্যোজাত' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনা করিবে। 'তুলসী কাষ্ঠ-সম্ভূতে' ইত্যাদি [হ ৪।৩১২—৩১৪] স্তুতি পাঠ করত শ্রীকৃষ্ণের গলে ঐ মাল্য প্রদান করিবে, তৎপরে উহা ধারণ করিবে। তুলসী-মালা ও আমলকী-মালা কখনও ত্যাগ করিবে না, উহা মহাপাতক-নাশিনী এবং ধর্ম-কামার্থদায়িনী। তুলসীমালার মহামহিমা অগস্ত্য-সংহিতায় নারদীয়ে, বিষ্ণুধর্মোত্তরে, স্কান্দে ও গারুড়ে বহুশঃ কীর্তিত। -নিয়ম (হ ১৭।১২৩—১২৮) বাম-হস্তে বা তর্জনী দ্বারা মালার স্পর্শ নিষিদ্ধ, মালা কম্পিত বা নিঃক্ষিপ্ত করা অনুচিত। অশুচি অবস্থায় স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। মালা হস্তভ্রষ্ট করিবে না। অঙ্গুষ্ঠমধ্যে অক্ষমালা স্থাপন করত অগ্রদেশ দ্বারা চালনা করিতে হয়। -মন্ত্র (হ ১।২১১) বিশ অক্ষরের অধিক মন্ত্র। 'বিংশত্যর্ণাধিকা মন্ত্রা মালামন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ' [বারাহে]। -রূপক (অ কৌ ৮।১৫) আরোপের একটিমাত্র বিষয়কে উদ্দেশ করিয়া যদি তিনটি বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন উপমানের আরোপ হয়, তাহা হইলে 'মালারূপক' হইবে। যেমন-'শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবন-রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥'

মালি (ভা ৬।১০।২১) দৈত্যবিশেষ।

মালিক (গোলী ১২।৭৪) মালাকার। [২ পক্ষিভেদ, ৩ রঞ্জক, ৪ মাল্য-কারক]।

মালিকা (কৃগ ৪৭ বিশাখার অনুগতা সখী, পুষ্পবৃক্ষের অধিকারিণী। ২ (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ৩ (চৈকা ২।৩০) মল্লিকা, ৪ (অকৌ ২।২৩) শ্রেণী। [৫ পুষ্পমালা, ৬ গ্রীবালঙ্কার]।

মালিনী (রতি ৫।৮৮) মাল্যধারিণী। ২ (হ ৪।১০৪) গঙ্গা। ৩ (চৈভা মধ্য ৭।৮) শ্রীশ্রীবাসের পত্নী—ব্রজের অম্বিকা। ৪ (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির সর্বপ্রধানা। ৫ (রত্না ৮।১০৮) শ্রীঅভিরাম গোপালের পত্নী। ৬ (ছ ২।১১১) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [৭ গৌরী, ৮ চম্পানগরী, ৯ কণ্বমুনির আশ্রম-সমীপস্থা নদী, ১০ মাতৃকাভেদ]।

মালিন্য (বিনা ২।৩৯) ময়লা, ২ বক্রভাব। -বিট্ (আচ ১১।৮২) [মালিন্যং তিরস্কারং বেবেষ্টীতি বিষ্ ব্যাপ্তৌ কিবন্তঃ] তিরস্কারপূর্ণ।

মালী (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্যবাহী ভৃত্য। ২ (হরি ৭।৯৬০) মালাধারী, মাল্যকৃৎ। ৩ (ভা ৮। ১০।৫৭) অসুর।

মালূর—বিল্ব, ২ কপিত্থ।

মালোপমা (অকৌ ৮।৯) যেখানে একটিমাত্র উপমেয়ের অনেকগুলি উপমান থাকে, তথায় 'মালোপমা' হয়। উহা আবার ধর্মের একরূপতা ও নানারূপতা-বশতঃ দ্বিবিধ হইতে পারে। (১) পুষ্পশূন্য উদ্যানের ন্যায়, পল্লবশূন্য তরুর ন্যায়, জলশূন্য সরোবরের ন্যায় চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত-রহিয়াছে। (২) ত্রৈলোক্যসম্পত্তি যেমন অতিগর্বের কারণ,মধুপান যেমন বিহ্বলতার নিদান, কন্দর্পের জৃম্ভণাস্ত্রফলা যেরূপ জ্ঞান-বিনাশক, হে রাধে! আমার পক্ষেও তুমি তদ্রূপ। প্রথম দৃষ্টান্ত—ধর্মের একরূপতায় এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের বহুরূপতায়।

মাল্য (ভা ১০।৫৩।৪৭) রত্নময়ী মালিকা। [২ পুষ্প, ৩ পুষ্পমাল্য। -বান্ (ভা ৫।১৬।১০) ইলাবৃত বর্ষের পশ্চিম দিকস্থ সীমা-পর্বত। ২ (ভা ৮।১০।২৭) অসুর। ৩ মাল্যযুক্ত]।

মাশয় (কৃবি ১০২) [মা শোভা শয়ে হস্তে যস্য] সুশোভিত-হস্ত।

মাশান্তি (আচ ১৩।৯৬) শোভানাশ।

মাশুদ্ধ (আচ ১৫।৩৫) শোভাদ্বারা নির্মল।

মাস (অকৌ ৭।১০) [মাং শোভাং মস্যতীতি] শোভা-নিক্ষেপক।

মাসস্থূপ (কৃষ্ণা ২।৯৯) শোধিত, তুষশূন্য, অতি সুন্দর দ্বিদলে (দাইলে) প্রচুর ঘৃত, হিঙ্গু, আদাবাটা, গুড়

এবং উৎকৃষ্ট নারিকেল ও পৃথু (পুরু) মূলা দিয়া সুন্দর ও সুগন্ধি 'মাসস্থপ' প্রস্তুত করিতে হয়।

মাসিত (আচ ২।১৭) কৃষ্ণ।

মাস্ত্রিক (গৌকৃ ৬।৯) লক্ষ্মীপতি।

মাহাকুল, মাহাকুলীন (হরি ৭। ২৮৮) মহাবংশজাত।

মাহাত্ম্য (আচ ৩।১৪) মহিমা, ২ মহাকায়ত্ব। **-জ্ঞানযুক্ত** (সিন্ধু ১।৪। ১২) ঈশ্বর-বুদ্ধিতে সখ্যাদিভাব-সঙ্কোচ সম্ভ্রম-বিশেষযুক্ত প্রেম; রাগানুগীয়দের কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলেও তাহাতে সখ্যাদি ভাবের সঙ্কোচ হয় না। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত অথচ সুদৃঢ় (মমতা-দ্বারা বদ্ধমূল) ও সকল শ্রেয়োবিষয়ের অধিক যে স্নেহ (ভক্তি), তদ্দ্বারা সার্ষ্টি প্রভৃতি প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি হয়। বৈধভক্তদেরই এই প্রেম হয়।

মাহারজন (রত্ন ৬।৫৮ টী) হরিদ্রা-রঞ্জিত।

মাহিষিক (বিপু ২।৬।২০) মহিষোপ-জীবী, ২ স্বভার্যাকে বেশ্যাবৃত্তি করাইয়া জীবিকা-নির্বাহকারী।

মাহিষ্মতী (ভা ১০।৭৯।২১) নর্মদা-তীরে অবস্থিত মহেশ্বর বা মহেশ। ইন্দোর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত—হৈহয় রাজধানী, বর্ত্তমান চুলিমহেশ্বর।

মাহেন্দ্রদেশ (চৈনা ৬।১২) রাজ-মহেন্দ্রী-নামক কলিঙ্গদেশের রাজ-ধানী। উৎকল-রাজবংশের জনৈক রাজা মহেন্দ্রদেব এই নগর স্থাপন করেন।

মাহেন্দ্রী ভুমি (হয় ১।১৫।১৩-১৪) দক্ষিণে ব্রীহি-ক্ষেত্র, পশ্চিমে পুষ্পিত ক্ষীরীবৃক্ষ, উত্তরে স-পদ্ম জলাশয় আছে যাহার, সেই ভূমি। তাহা হইতে শালগ্রামশিলা সংগ্রহ করিতে হয়।

মাহেয় [মহী+ঢক্] মঙ্গল ২ নরকাসুর।

মাহেয়ী (গোচ পূর্ব ২।৬০) গৌ।

মিচ্ছূন (আচ ১২।১৭) [মিদা স্নেহেন শূনঃ বৃদ্ধঃ] স্নেহবৃদ্ধ।

মিত (আচ ১৭।৮) উপমা। ২ (ভা ১০।৮৭।৩৭) নিশ্চিত, ৩ জ্ঞাত —সনা। ৪ (গোচ উত্তর ৩৭।২১৯) ক্ষিপ্ত। ৫ (হরি ৫।৬৫) [মাঙ্ মানে, মা মানে, মেঙ্ প্রতিদানে+ক্ত] পরিমিত, ৬ পরিচ্ছিন্ন, ৭ অনুমিত, ৮ সঙ্কিত, ৯ শব্দিত। **মিতঙ্গম** (হরি ৫।২৪৯) [মিত—গম্+খচ্] হস্তী। ২ পরিমিত-গমনকারী। **-ধ্বজ** (ভা ৯।১৩।২০) মিথিলারাজ ধর্ম্মধ্বজের কনিষ্ঠপুত্র। **-ভুক্** (ভা ১১।১১।৩০) পরিমিত লঘু-আহারকারী। (মুক্তা ৭।২৫) 'অর্দ্ধং সব্যঞ্জনান্নস্য তৃতীয়মুদকস্য চ। বায়োঃ সঞ্চরণার্থঞ্চ চতুর্থমবশেষয়েৎ॥ উদরের অর্দ্ধভাগ অন্নব্যঞ্জনে, তৃতীয় ভাগ জলে এবং চতুর্থ ভাগ বায়ু সঞ্চরণের জন্য রাখিলেই 'মিতভোজন' হয়। **মিতম্পচ** (গোচ পূর্ব ২২। ৩০) [মিত—পচ্+খচ্] কৃপণ, ২ অল্পপাককৃৎ।

মিতাক্ষরা (রত্ন ১।৬৭ টী) দায়ভাগের টীকা।

মিতাদন (ভা ৩।২৮।৩) ['মিতভুক্'-শব্দ দ্রষ্টব্য]।

মিতি (আচ ৪।২১) প্রমাণ। ২ (গোচ পূর্ব ২।৪৫) নির্মাণ। [৩ জ্ঞান, ৪ মান, ৫ অবচ্ছেদ, ৬ বিক্ষেপ]। **-গম্য** (আচ ১৮।৭৭) পরিমেয়। **-রহিত** (সক জী ১০২) সংখ্যাতীত।

মিৎ (গোপা ২২) [মিঞ্ প্রক্ষেপণে ভাব-ক্বিবন্তঃ] প্রক্ষেপণ। ২ (আচ ৮।৫০) [ঞিমিদা স্নেহনে] স্নেহ।

মিত্র (ভা ৬।১৮।৬) দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম। ২ (ভা ৪।১।৪১) বশিষ্ঠের পুত্র, ঋষি। ৩ সূর্য। ৪ (গোলী ১৮।৭০) সুহৃৎ, প্রীতিকর্ত্তা। (প্রে ৯১ টী) 'করাবিব শরীরস্য নেত্রয়োরিব পক্ষ্মণী। অবিচার্য প্রিয়ং কুর্যাত্তন্মিত্রং মিত্রমুচ্যতে॥' **-পুত্রী** (চৈনা ৫।১০) যমুনা। **মিত্রয়ু** (গোচ উত্তর ৮।৬৫) মিত্র-বৎসল। **-বিন্দা** (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপ-স্থিতা নদী। ২ (ভা ১০।৫৮।৩১) অবন্তীনগরীর জয়সেনের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের মহিষী। শিবিদেশে জাতা বলিয়া 'শৈব্যা' নামেও বিখ্যাতা। **-বৃত্তি** (সিন্ধু ১।২।১৮৮) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একতম, সখ্যভক্তির অবান্তরভেদ। **মিত্রশীঃ** (হরি ৫। ২৮৯) [মিত্রাণি শাস্তীতি মিত্র+শাস্ ক্বিপ্] মিত্রগণকে আশীর্বাদ-দানকারী। **মিত্রহূ** (হরি ৫।২৮২) [মিত্রং হ্বয়তে ইতি হ্বে+ক্বিপ্] মিত্রকে আহ্বানকারী।

মিত্রা (ভা ৩।৪।৩৬) মৈত্রেয়ের মাতা। ২ (কৃগ পরি ৫২) গন্ধর্বসখার মাতা।

মিত্রাত্মজ (ভা ৩।৭।২৬) মিত্রার পুত্র মৈত্রেয়।

মিত্রায়ু (ভা ৯।২২।১) সোমবংশ্য দিবোদাসের পুত্র।

মিত্রাবরুণ (তর ৯।৭।২৫) বৈদিক দেবতা, অদিতির পুত্রদ্বয়।

মিত্রাবরুণীয় (হরি ৭।৮৫০) মিত্রা-

বরুণ-সম্বন্ধীয় ঋত্বিক্।

মিত্রৌ (ভা ২।১।৩২) মিত্রাবরুণ [নিত্যদ্বিবচনান্ত]।

মিৎসা (গোচ উত্তর ২৬।৫৭) নিশ্চয়েচ্ছা।

মিথঃ [ব্য] পরস্পর, ২ নির্জনে।

মিথিল (ভা ৯।১৩।১৩) সূর্যবংশ্য রাজা ইক্ষ্বাকু-নন্দন নিমির পুত্র। মুনিগণ প্রাণহীন নিমির দেহ মন্থন করিলে এই কুমার জন্মিলেন বলিয়া ইনি 'মিথিল'-নামে খ্যাত। ইনিই মিথিলাপুরীর নির্মাতা। অপর নাম —বৈদেহ ও জনক।

মিথিলা (ভা ৯।১৩।১৩) বিহার প্রদেশের অন্তর্গত—বর্ত্তমান ত্রিহুত, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি।

মিথু [ব্য] ভ্রমক্রমে।

মিথুন (গোচ পূর্ব ১।১০৯) স্ত্রীপুরুষ যুগল। [২ তৃতীয় রাশি]। **মিথুনীভূত** (গোচ পূর্ব ১।১০৯) মিলিত।

মিথ্যা (গীতা ৩।৬) যাহা প্রথমতঃ সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়, পরে বাধিত [অসত্য] বলিয়া প্রমাণিত হয়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। ২ অযথার্থ। **মিথ্যাচার** (গীতা ৩।৬) দাম্ভিক—স্বামী। **'জ্ঞান** (রত্ন ১।৮) ন্যায়-মতে অনাত্মা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি।

মিথ্যাধ্যবসায় (সাকৌ ১১।১১, কাব্য ৯।৪৯) মিথ্যাসিদ্ধির জন্য মিথ্যাবস্তুর নির্মাণ-বর্ণনাকে 'মিথ্যাধ্যবসায়' অলঙ্কার বলে। যদি-প্রভৃতি শব্দ বা তদর্থসূচক নহে বলিয়া ইহা 'অতিশয়োক্তি' হইতে ভিন্ন। যেমন —'গোবিন্দচরণদ্বন্দ্বং মায়াবাদ-বিশারদঃ। লভতে সচ্চিদানন্দং খপুষ্পস্তবকং বহন্'॥

মিদ (চৈনা ২।১৪) স্নেহ।

মিন্ন (গোপা ২৪) স্নিগ্ধ।

মিমংক্ষু (আচ ১৩।১৫৫) মজ্জনেচ্ছু।

মিলন (প্রে ১২ ছ) সম্বন্ধ।

মিশি—মৌরী, ২ শুল্‌ফা, ৩ জটামাংসী।

মিশ্র (ভা ১০।৭৭।৮) পূজ্য—বল। ২ (ভগ ১০) সহচর, অপৃথগ্‌ভূত। ৩ (নাচ ১৪) শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ও কবি-নির্মিত ইতিবৃত্ত। ঈহামৃগ-প্রয়োগে মিশ্র ইতিবৃত্তের আবশ্যকতা স্বীকার্য। ৪ শ্রেষ্ঠার্থে, যথা—আর্যমিশ্রাঃ। ৫ ইন্দ্রবন। **-কলিকা** (বিরু ৯৩) যাহাতে কলিকা ও গদ্যের তিল-তণ্ডুলবৎ মিশ্রণ থাকে, তাহাকে 'মিশ্রকলিকা' কহে। যথা—জয় জগদীশ জগন্নাথ-জনন জননয়না-সেচক গর্গ-কথিত-কলিমধ্যসমুদ্ভব ভর্গরচিত-পরিশুদ্ধ-বহুস্তব। স্তবনীয় বনীয়কভুসুপর্ব পর্বপর্বক। ভক্তি-ব্যক্তি-প্রমথিত-কলিবল ভক্ততাক্ত-প্রণয়সদৃশফল। সর্বদোষরহিত, জাত-রূপ-তরূপমদেহ ইত্যাদি। ২ (বিরু ৯৪) বিবিধ কলিকাযুক্ত সপ্তবিভক্তি-বিশিষ্ট সম্বোধনান্ত কলিকাকে 'মিশ্র কলিকা' বলে। যথা—নন্দতি হারী কুন্দবিহারী,তং ভজ কৃষ্ণং ভক্তিসতৃষ্ণং, নাগরগুরুণা মৃদিতচরণা ইত্যাদি। **-কাবর্ণ** (গোচ উত্তর ১৮।৫৬) ইন্দ্র-দেবোদ্যান। **-কেশী** (ভা ৯।২৪।৪৩) অপ্‌সরা, ইহার গর্ভে বসুদেব-ভ্রাতা বৎসক হইতে বৃকাদির জন্ম হয়। **-পুষ্পা**—মেথিকা।

মিশ্রা শক্তি (রাধা ৪৮) সাত্ত্বিকী ও তামসী শক্তি-মিশ্রিতা বিষয়-জন্যা রাজসী শক্তি।

মিষ (ভাবনা ৬।১৩) ছল। ২ (ভা ৩।১৫।২৯) দর্শন—স্বামী। ৩ (হংস ৬৭) সেচন। [৪ স্পর্ধন]।

মিষৎ (গোভা ১।১।৫) প্রকাশমান —বল।

মিষিকা, মিষী (গোলী ৩।১০৪) জটামাংসী।

মিষ্ট [মিষ্‌+ক্ত] সিক্ত, ২ স্পর্ধিত ৩ মধুর, ৪ মধুর রস।

মিহিকা (সভা ১।৪৮৪) হিমকণা। ২ (মালা ললিতোক্তি ৬) শীত।

মিহির (মধু ৩।৯) সূর্য। [২ অর্ক-বৃক্ষ, ৩ মেঘ, ৪ বায়ু, ৫ চন্দ্র, ৬ বিক্রমাদিত্য-সভায় নবরত্নের এক-তম]। **-কন্যা** (গোচ পূর্ব ২২।১৪) যমুনা।

মীঢ় [মিহ+ক্ত] মূত্রিত।

মীঢ়ুষ (ভা ৬।১৮।৭) ইন্দ্রের ঔরসে ও শচীর গর্ভে জাত পুত্র।

মীঢ়ুষ্টম (ভা ৪।৭।৬) শিব।

মীঢ়্বান্ (ভা ৪।২৪।৪১) রুদ্র। ২ (ভা ৯।২।১৯) সূর্যবংশ্য দক্ষের পুত্র। ৩ (ভা ৯।১৯।৬) রেতঃসেক্তা—স্বামী।

মীতি (আচ ১৮।৯১) জ্ঞান।

মীন (বিনা ৪।৪১) মৎস্য, ২ অবতার-বিশেষ। [৩ দ্বাদশ রাশি]। **-কেতন**—কামদেব।

মীনরাজ (গোলী ১১।১০২) মকর।

মীনাঙ্ক (মালা প্রেমেন্দু ২৩) কামদেব।

মীমাংসক (চৈচ মধ্য ২৫।৪৯) জৈমিনী ও তদনুগতগণ। ২ সিদ্ধান্তকারক।

মীমাংসা (নাম ৩।৩৭) সন্দেহ; ২

(আচ ৭।২৯) বিচারপূর্বক তত্ত্ব-নির্ণয়। ৩ (পত্যা ৫৭) কর্ম-ব্রহ্ম-বিচার-মূলক দর্শনশাস্ত্র।

মীলতা (আচ ১।৪৩) তন্দ্রা, নিমীলন।

মীলন (বৃভা ২।৩।১৮২) মুদ্রণ। ২ সঙ্কোচন।

মীলিত (বৃভা ১।৬।১২) মুদ্রিত। ২ (ভা ১০।২৯।৯) অন্তর্হিত—সনা। ৩ (অকৌ ৮।৫০) স্বাভাবিক বা আগন্তুক, সদৃশ ও সুস্পষ্ট চিহ্নদ্বারা এক বস্তু যদি অন্য বস্তুকে তিরোহিত করে, তবে সেই স্থলে 'মীলিত'-নামা অলঙ্কার হইবে। ৪ সঙ্কুচিত।

মুক্ (আচ ১১।১৪) মোচন।

মুকু (ভা ১০।১।৯) [মু মুক্তিসুখং কু কুৎসিতং যস্মাৎ] প্রেমানন্দ। [২ মোক্ষ, ৩ উৎসর্গ]।

মুকুট (মালা দ্বি গো ৩) শিরোভূষণ। ২ [স্ত্রীলিঙ্গে—অঙ্গুলি-মোটন]।

মুকুন্দ (গৌগ ৪০) শ্রীনিত্যানন্দের পিতা, ইঁহাতে বসুদেব ও দশরথের অন্তঃপ্রবেশ হইয়াছে। ২ (হরি ৬। ৩৫৭) [মন্দমভিযাতি মুক্তিং দদাতীতি বা] মন্দমন্দ-গমনকারী, ৩ মুক্তিপ্রদ। ৪ (রত্না ৫।২৯৭৩) তালবিশেষ। ৫ (ভা ১।৯।৩৮) শ্রীকৃষ্ণ। ৬ (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলীদ্বীপস্থ বর্ষ। ৭ (ভা ১০।৯০। ৫০) সর্বদুঃখ-বিমোচক। ৮ (ভা ১০।৮০।১) পরমানন্দপ্রদ—সনা। ৯ (ভা ১০।৭১।১৮) মুখে কুন্দরূপ দন্ত যাঁহার অর্থাৎ পরমসুন্দর—সনা। **-কুন্দাষ্টক** (প্রে ২ টী) 'প্রেমপত্তন'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীরসিকোত্তংস-প্রণীত স্বভাব-পরিচায়ক অষ্টক-বিশেষ। **-পদবী** (ভা ১০।৪৭।৬১) শ্রীকৃষ্ণানুবৃত্তি। ২ (প্রীতি ১০৬) শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ রূঢ় ভাব। **-লিঙ্গ** (চৈত ৯।৪।১৯) প্রতিমা, ২ বৈষ্ণব।

মুকুম্ [ব্য] নির্বাণমোক্ষ।

মুকুর (গোলী ২।১০৫) দর্পণ। ২ (কৃচ ৩।১১।৮) কোরক। [৩ বকুলবৃক্ষ, ৪ মল্লিকাবৃক্ষ, ৫ কোলি বৃক্ষ, ৬ কুলাল-দণ্ড]।

মুকুলিত (গোলী ১।৭০) মুদ্রিত, **-কঞ্চুক ধারণ** (সা ২) অরুণবর্ণ উষ্ণীষের উপরিভাগে বিচিত্র ধটী পরিধান করত সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিলে 'মুকুলিত-কঞ্চুকবন্ধ' হয়।

মুকুষ্টক (গোলী ৩।১০৬) বনমুদ্গ।

মুক্ত (গীতা ৪।২৩) রাগদ্বেষাদি-রহিত। ২ (চরিত ২) প্রাপ্ত-সালোক্যাদি। ৩ (বৃভা ২।৬।৯১) প্রসারিত। ৪ (উ ১৫।২৩৬) রহিত। ৫ (সিন্ধু ১।২।৫২) প্রাকৃত শরীর বর্তমান থাকিতেও তদভিমানশূন্য। ৬ (বিনা ৬।৩৪) স্খলিত। ৭ (রত্ন ৮।২১) নির্দুঃখ, সুখী। **-কচ্ছ** (হ ১।৭০২) কাছাখোলা; মুক্তকচ্ছে আচমন ও দেবাদির অর্চনা নিষিদ্ধ। **-কবাট** (অকৌ ৭।১৬) চিত্রকাব্য-বিশেষ। **-কেশা** (হব ৩।৩।১১) বিধবা। **-চ্ছায়া** (উস ১১৮) ছায়াহীনা অর্থাৎ পত্রপুষ্পাদিশূন্যা, ২ বিগত-শ্রী। **-দোষ** (ভা ৩।১৫।২১) চাপল্যহীন, ২ প্রসারিত-বাহু, ৩ দোষরহিত। **-প্রগ্রহা বৃত্তি** (রত্ন ৩।২৪ টী) শব্দশক্তির অবাধা সর্বো-র্ধ্বতনী গতি। **-প্রতিষ্ঠ** (ললা ১। ৩০) আশ্রয়শূন্য। **-বন্ধন** (ভা ১। ১৩।২২) ত্যক্তাভিমান—স্বামী। ২ (ভাবনা ১০।৪১) বন্ধনহীন, ৩ মোক্ষপ্রাপ্ত। **-লিঙ্গ** (ভা ৪।১২।১৫) ত্যক্ত-শরীরাভিমান—স্বামী। ২ (ভা ৫।৬।৭) ত্যক্ত-ভগবচ্চিহ্ন—বি। ৩ (ভা ৩।২৭।১১) নিরুপাধিক। **-বিগ্রহ** (ভা ৪।১১।২৮) নির্বিরোধ —বি। **-বেণী** (রুচ ৪।২২।১৭) হুগলী জেলায় সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী ত্রিবেণী-সঙ্গম। **-শিরোমণি** (চৈচ মধ্য ৮।২৪৮) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমিক। **-সঙ্গ** (ভক্তি ১৫) বাসনা-রহিত। ২ (ভা ৪।১৬।১৬) বিরক্ত। ৩ (ভা ৮।১৮।২৭) আত্মারাম—বি।

মুক্তা (গৌ ৯।২০) বাঙ্গালা ছন্দো-ভেদ। [২ রাস্না, ৩ শুক্তি]।

মুক্তাবলি (বিনা ৬।৩৪) মুক্তপুরুষ-গণ, ২ মুক্তাহার। ৩ মুক্তাসমূহ।

মুক্তাবন্ধ (আচ ১।১৪৮) কালকৃত বিকার-রহিত। ২ গুণাতীত।

মুক্তাস্থান (যাম ৯।৪৮) মুক্তার উৎপত্তিস্থান আটটি—গজরাজ, মেঘ, বরাহ, শঙ্খ, মৎস্য, সর্প, শুক্তি ও বেণু। 'দ্বিপেন্দ্র-জীমূত-বরাহ-শঙ্খ-মৎস্যাহি-শুক্ত্যুদ্ভব-বেণুজানি। মুক্তা-ফলানি প্রথিতানি লোকে, তেষান্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি॥' **-স্ফোট** (আচ ১।১৮৫) শুক্তি।

মুক্তি (ভা ২।১০।৬) অবিদ্যাধ্যস্ত কর্তৃত্বাদি বা অজ্ঞত্বাদি পরিহার করত স্বরূপে [ব্রহ্মরূপে—স্বামী, পরমাত্ম-ভাবে—জী] বিশেষভাবে অবস্থান। ২ (হলী ১।৩) নিষ্প্রপঞ্চ ব্যক্তির স্বরূপ-লাভ। ৩ (ভা ১২।৭।৮) আত্যন্তিক প্রলয়—স্বামী। ৪ (নাম ২।৫) সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি এবং নিরতি-শয়ানন্দ। ৫ (চৈনা ১।৮) পার্ষদ-

স্বরূপ-প্রাপ্তি। ৬ (ভচ ৭।৫) স্বরূপৈক্যপ্রাপ্তি [ভক্তি-বিরোধিনী] এবং সংসার-বন্ধন-নিবৃত্তি [ভক্তির দ্বারস্বরূপা]; অন্যরূপ—[চৈভা মধ্য ১৭।১০৬] 'আগে হয় মুক্তি তবে সর্ববন্ধনাশ। তবে সেই হইতে পারে গোবিন্দের দাস'। ৭ (গোভা ২।২।৩৩) [জৈনমতে] স্বীয়শাস্ত্র-কথিত সাধনদ্বারা ঘাতি (পাপ) ও অঘাতি (পুণ্য)-রূপ কর্মাষ্টক হইতে উন্মুক্ত জীবের যে স্বাভাবিক আত্মরূপের আবির্ভাব, যাহাতে তাহার নিত্য ঊর্দ্ধগতি বা অলোকাকাশে স্থিতি হয়, তাহাই মোক্ষ। ৮ (প্রীতি ১) পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই ভাগবতীয় মুক্তি। ভগবৎসাক্ষাৎকারই আত্যন্তিক প্রলয় (ভা ১২।৪।৩৪)। ইহা দ্বিপ্রকারে হয়—উৎক্রান্ত-দশায় ও জীবদ্দশায়। ৯ (প্রকাশ ২।২) ভগবৎসেবাকে 'ভক্তি' এবং ভক্তিমর্যাদা-লঙ্ঘনকে 'মুক্তি' বলে। ১০ (ভক্তি ৬) নিশ্চলা ভগবদ্ভক্তি। যথা স্কান্দে রেবাখণ্ডে—'নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দন! মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো! যতো হরে॥' ১১ (প্রীতি ১৭) প্রেমভক্তি। ১২ (চৈচ মধ্য ২৪।২৮) সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। সেবাদ্বার হইলে প্রথম চারিটি ভক্তগণ কথঞ্চিৎ গ্রহণ করেন। সাযুজ্য কিন্তু ধিক্কৃত।

মুক্তিতে অস্পৃহা (সিন্ধু ১।২।২৭) শ্রীভগবানের চরণ-সেবার আনন্দ, সৌন্দর্য-সৌরভ্যাদির অনুভব এবং লীলামৃতের আস্বাদন নাই বলিয়া মুক্তি ভগবৎপ্রেমিকের নিকট উপেক্ষ্যা—বি। **-আনন্দানুভব** (প্রীতি ৫) অদ্বৈতবাদে মুক্তিতে আনন্দানুভব নাই, আনন্দ-স্বরূপ হওয়াই মুক্তি; কিন্তু জীব আনন্দাভিলাষীই এবং আনন্দই পুরুষার্থ, সুতরাং অদ্বৈতমতে অনুভবিতা ও অনুভবযোগ্য বস্তুর অভাবে মুক্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না। আমি সুখ হইব—এরূপ ইচ্ছা কাহারও নাই—কিন্তু সুখানুভব করিব, ইহাই জীবের অভিপ্রেত। আনন্দানুভবে পুরুষার্থবুদ্ধি না থাকায় ঐ মতে সাধনোপদেশও নিরর্থকই। আবার যে জীবস্বরূপ কেবল আনন্দরূপ, তাহার অজ্ঞান ও দুঃখসম্বন্ধই বা কিপ্রকারে সম্ভবে? এইজন্য অজ্ঞান ও দুঃখের নিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থও হইতে পারে না। **-ভজন** (গোভা ১।৩।২) মুক্ত পুরুষগণের মুক্তাবস্থায় ভজনবিষয়ে বেদে, ব্রহ্মসূত্রে (দর্শনশাস্ত্রে) বহু প্রমাণ আছে। (সৌপর্ণ শ্রুতিতে)--'মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে', (ঋগ্‌বেদে ১।২২।২০) 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' অর্থাৎ দিব্য সূরি-(ভক্ত)-গণ বিষ্ণুর সেই পরম পদ সর্বদা দর্শন করেন। 'মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ' (ব্র-সূ ১।৩।২) এই স্থলে শ্রীজীবপাদ বলেন যে ব্রহ্ম—মুক্ত সাধুগণের উপসৃপ্য (গতি)। মায়াবাদী আচার্য শঙ্করও শ্রীনৃসিংহপূর্বতাপনীর (২।৪।৬) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা নমস্তীত্যনুষঙ্গঃ' অথবা 'মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং পরিগৃহ্য নমস্তীত্যনুষঙ্গঃ'।

মুক্তিপতি (চৈত ৪।৯।২৯) শ্রীকৃষ্ণ।

মুক্তিপদ (ভা ১০।১৪।৮) মোক্ষ, ২ মহাকালপুর, ৩ মুক্তি-নামক চরণপদ্ম, ৪ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম—সনা। ৫ সংসারমুক্তি ও ভগবৎসেবা—বি। ৬ (বৃভা ২।২।২০৪ টী) শ্রীভগবচ্চরণ; ৭ মুক্তির পদ [ফল] যাহা—সেই ভক্তি, ৮ মুক্তিতে চরণ যাহার সেই ভক্তিমার্গ।

মুক্তিভাক্‌ (হ ১০।১৫৪) জীবন্মুক্ত।

মুক্তিভেদ (প্রীতি ১০) প্রথমতঃ মুক্তি দ্বিবিধ—**জীবন্মুক্তি** ও **উৎক্রান্তি**—ইহারা প্রত্যেকে আবার ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবদুপাসনার ফলে ত্রিবিধ। উৎক্রান্তিও আবার সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি-ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মোপাসনায় ব্রহ্ম-সাযুজ্যই লক্ষ্য। পরমাত্মোপাসনায় ভক্তি-মিশ্র যোগাবলম্বী ব্যক্তি সদ্যোরীতিতে দেহত্যাগের পরেই ব্রহ্মধামে গমন করেন। ক্রমরীতিতে তিনি বিবিধ-লোকের বিবিধ বৈভবাদিভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ সত্যলোকে যাইতে পারেন। ভগবদুপাসনায় উৎক্রান্ত মুক্তিতে সালোক্য (সমানলোকে বাস), সার্ষ্টি (সমান-ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি), সারূপ্য (চতুর্ভুজাদি সমানরূপতা), সামীপ্য ও সাযুজ্য (ভগবদ্‌বিগ্রহে প্রবেশ) ঘটে। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ভগবৎসাযুজ্য অতিনিন্দিত। সালোক্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্যমাত্রে প্রায়ই অন্তঃকরণসাক্ষাৎকার, সামীপ্যে বহিঃসাক্ষাৎকার এবং সাযুজ্যে অন্তঃসাক্ষাৎকার ঘটে। ঈশ্বরসাযুজ্যে প্রকট স্ফূর্তি থাকে বলিয়া উহা সুষুপ্তির ন্যায় অনতিপ্রকট-স্ফূর্তিলক্ষণ ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ভিন্ন। পাঁচটি

মুক্তিই গুণাতীত, মায়াতীত। মুক্ত ব্যক্তির আবৃত্তি (জন্ম) নাই। নিত্যপরিকরগণের যে কখনও ধরায় অবতরণের কথা শুনা যায়, তাহা কিন্তু ভগবদবতারকালে অযোধ্যা, মথুরাদি ধামেরও প্রাকট্যে সেই সেই ধামেই পরিকরগণ আসেন। কদাচিৎ জয়বিজয়ের মত পরিকর ভগবানের লীলাকৌতুক-সম্পাদনার্থও অবতার করেন।

মুক্তি-সুখ (বৃভা ২।২।১৭৬—১৯১) নৈয়ায়িক-মতে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি। বৈদান্তিকৈকদেশি-মতে—অবিদ্যা ও কর্মসমূহের ক্ষয়ই মুক্তি। এই দুই মতে দুঃখাভাব বা দুঃখের কারণাভাবমাত্রই মোক্ষে লভ্য, সুখের কোনও সম্পর্কই নাই। বৈশেষিক, মীমাংসক বা সাংখ্যশাস্ত্র-মতে মোক্ষস্বরূপ অতিতুচ্ছ। বিবর্ত্ত-বাদিমতে—মায়াকৃত অন্যথারূপের (সংসারিত্ব বা ভেদের) ত্যাগে আত্মরূপ-ব্রহ্মের অনুভবই মুক্তি; সুতরাং এইমতেও সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের চরণকমলানুভব-রূপ ভক্তিসুখ হইতে আত্মস্বরূপানুভব-রূপ ব্রাহ্মসুখ অতিতুচ্ছ, নগণ্য। যদি বল যে মোক্ষে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অনুভবে সুখও তদনুরূপ অপরিচ্ছিন্নই হইবে, তাহা হইতে পারে না; কেননা—ব্রহ্মে সচ্চিদানন্দঘনত্বের অভাব-বশতঃ তদনুভবে সুখও যৎসামান্য হইবে। বিশেষতঃ ভগবৎসেবনে সুখাধিক্য না থাকিলে মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ-ধারণপূর্বক ভগবদ্ভজন করিবেন কেন? কোটি কোটি মুক্তগণমধ্যে কেহ কেহ নারায়ণ-পরই বা হইবেন কেন? সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণের তুলনায় মুক্তগণের সুখ আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মুখ (অকো ৭।১) মুখ্য। ২ (অকো ১।৪) আদি—বি। ৩ (ভা ১০। ৮৭।২২) প্রাপ্তির উপায়। [৪ বদন, ৫ আরম্ভ, ৬ নাটকাদির সন্ধিভেদ]। **-চন্দ্রিকা** (চৈভা আদি ৯) বরকন্যার শুভদৃষ্টি। **-চপলা** (ছ ৬।৭) মাত্রাবৃত্ত (ছন্দোবিশেষ)। **-জ** (গৌকৃ ৫।৮) ব্রাহ্মণ। [২ বদন হইতে জাত বস্তু]। **-জাহ** (হরি ৭।৮৭৩) মুখমূল। **-তীয়** (গোচ পূর্ব ২৭.২৩) মুখের অত্যন্ত নিকটে। ২ (হরি ৭।৫১৪) [মুখে ভব ইতি ছ] মুখজাত। **-দেব** (মালা ছ টী ৩) সপ্তাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-দোষ** (চরিত ২৭১) মুখের-দোষ, ২ প্রধান দোষ। **-পূরণ**—গণ্ডূষ-পরিমিত জলাদি। **-ভু** (গৌকৃ ৩।২১) ব্রাহ্মণ। **-ভূষণ**—তাম্বূল, ২ মুখের অলঙ্কার। **-র** (হরি ৭।৯৪৯) [মুখ+র] শব্দকর, ২ অপ্রিয়বাদী। ৩ (চৈনা ১।২) বাচাল। [৪ কাক, ৫ শঙ্খ]। **-রস** (ভা ৬।৯।৪০) প্রিয়বাক্। **মুখরা** (কৃগ ৪৪) শ্রীকৃষ্ণ-মাতামহী পাটলার সহচরী, ইনি ব্রজেশ্বরী যশোদাকেও স্তন্যদান করিতেন। নামান্তর ঘুঘুরী—শ্রীকৃষ্ণের মাতামহীতুল্যা (কৃগ ৫৫)। ২ (কৃগ পরি ১৭০) শ্রীরাধার মাতামহী। **মুখরিকা** (ভা ৫।২৫।৭) বচন—স্বামী। **মুখরিত** (ভক্তি ২৫৮) কীর্ত্তিত। ২ শব্দায়মান। **°লাঙ্গল**—শূকর। **-বল্লভ**—দাড়িম্ব-বৃক্ষ, ২ মুখপ্রিয়। **-বাস** (কৃষ্ণা ৩।১১), **-বাসক** (ভচ ৩৯) কর্পূরাদি-যুক্ত তাম্বূলবীটিকা। [২ গন্ধতৃণ, ৩ কর্পূরাদি]। **-বাসদ্রব্য** (হ ৮।২২৪—২৫) গুবাক, জাতীফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, কক্কোল, এলাচি, কটুফল ও তাম্বূল। **-বাসন** (গোচ পূর্ব ১।৫৯) মুখসুগন্ধকারক দ্রব্যাদি। ২ আমোদী। **-সন্ধি** (নাচ ৬৯—৭১) বীজারম্ভ-সংযুক্ত যে সন্ধিতে বিবিধ অর্থ (বৃত্তান্ত) ও রস (শৃঙ্গারাদি) সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'মুখসন্ধি' বলে। ইহার দ্বাদশাঙ্গ—উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্ভেদ, ভেদ ও করণ। **মুখাগ্নি**—বিপ্র, ২ দাবানল।

মুখ্য (হরি ৭। ১০৬৩) [মুখমিব যৎ] মুখসদৃশ। ২ (সাকৌ ২।৩) শ্রেষ্ঠ, প্রধান। **-কর্ম** (হরি ৪।২৮) দ্বিকর্মক ক্রিয়ার ফললাভ-দ্যোতক কর্মই প্রধানভাবে কর্ত্তার ঈপ্সিত হইলে মুখ্যকর্ম হয়। ধনীকে ভিক্ষা চাহিতেছে—এখানে ভিক্ষাই মুখ্যকর্ম। **-দাসত্বলাভ** (ভক্তি ১৭৮) শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষবিধান-জন্য আমি সর্বপ্রকার দাস্য করিতেছি, সর্বদেশে, সর্বকালে এবং সর্ব অবস্থায় আমি সেই কমলাপতি শ্রীনারায়ণের দাসাভিমানে সেবা করিব—এই আবেশের ফলেই জীব স্বরূপনিষ্ঠ মুখ্যদাসত্ব লাভ করিতে পারে। **-প্রাণ** (ভা ৭।৩।২৯) সূত্রাত্মরূপ—স্বামী। **-বায়ু** (হ ৫।২৫৪) প্রাণ। **-বীজ** (চৈচ আদি ৪।১০৩) গূঢ় কারণ। **-বৃত্তি** (চৈচ আদি ৭। ১০৮) শব্দের স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয়। **-সম্ভোগ**

(উ ১৫।১৯০—১৯১) জাগ্রদবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ হয়, ইহা চতুর্বিধ—(১) পূর্বরাগের পরে সংক্ষিপ্ত, (২) মানের পরে সঙ্কীর্ণ, (৩) কিঞ্চিদ্ দূর প্রবাসের পরে সম্পন্ন এবং (৪) সুদূর প্রবাসের পরে সমৃদ্ধিমান্। শ্রীজীবপ্রভুপাদ (৫) প্রেমবৈচিত্ত্যের পরেও একটি সম্ভোগ স্বীকার করেন। শ্রীবিশ্ব° বলেন যে উহা কাহারও মতে সমৃদ্ধিমান্, আবার কাহারও মতে সম্পন্ন। -সাধন (গোভা ৩।১১) প্রাপ্য বস্তু ভিন্ন অন্যত্র বিতৃষ্ণা এবং প্রাপ্য বস্তুর জন্য সাতিশয় তৃষ্ণা।

মুখ্যা রতি (সিন্ধু ২।৫।৩) শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা (সিন্ধু ১।৩।১) রতিকে 'মুখ্যা' বলে। ইহা 'স্বার্থা' ও পরার্থা'-ভেদে দ্বিবিধ।

মুখ্যার্থ (আচ ৮।১৮) সঙ্কেতিত।

মুখ্যা বৃত্তি (সস তত্ত্ব ৯) ['শব্দবৃত্তি' দ্রষ্টব্য]।

মুগ্ধ (ভা ১০।১১।৪২) অজ্ঞান। ২ (বৃভা ১।৭।৬২) সুন্দর, ৩ মোহ-প্রাপ্ত। -সৌরভ (ছ টী ৯) অষ্টা-দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

মুগ্ধা (গোলী ৩।৩৩) পরমসুন্দরী, ২ সময়-বিচারানভিজ্ঞা।

মুগ্ধা নায়িকা (উ ৫।১৩—১৪) যে নায়িকার নবীন বয়স, অল্পমাত্র কাম, যিনি সুরতে বামা, সখীবশা, রতি-চেষ্টায় অতিশয় লজ্জা হইলেও গূঢ়-ভাবে প্রযত্নবতী, প্রিয়তমের অপরাধ-দর্শনে সজল-দৃষ্টি, প্রিয় বা অপ্রিয় উক্তিতেও অসমর্থা এবং মানে সর্বদাই বিমুখী—তিনিই 'মুগ্ধা'। ইঁহার মদন অল্প বলিয়া সুরতে আনন্দই হয়, মধ্যার ন্যায় মূর্চ্ছা হয় না, বলও অল্প বলিয়া আদিসুরতেও ইনি অক্ষমা, সুতরাং ইঁহাকে 'নির্মোহ-সুরতাক্ষমা' বলে (উ ৫।২৭ বি)।

মুচুকুন্দ (ভা ৯।৬।৩০) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মান্ধাতার পুত্র। বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় প্রথম-চতুর্যুগান্তর্গত ত্রেতায় জন্ম। দৈত্যবধে দেবগণের সাহায্য করায় দীর্ঘনিদ্রা-বর পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের পূর্বপর্যন্ত মথুরামণ্ডলের দক্ষিণসীমায় ধবলপুর-নামক পর্বতের গুহায় নিদ্রিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণানু-শরণকারী কালযবন-কর্ত্তৃক পদাঘাতে উত্থিত হন। ইঁহার দৃষ্টিমাত্র কালযবন ভস্মীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণও তৎপরে ইহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করেন। তৎপরে ইনি বদরিকাশ্রমে গিয়া তপশ্চর্যায় নিরত থাকেন। [২ স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৃক্ষ]।

মুচ্ছালী (গোলী ১৩।৫৭) হর্ষযুক্ত।

মুঞ্জকেশী—বিষ্ণু।

মুঞ্জধয় (হরি ৫।৮৪৩) [মুঞ্জ—ধেট্ পানে+খশ্] শরতৃণদ্বারা পানকারী।

মুঞ্জা (মালা ছ ৮) শরতৃণ।

মুণ্ডক (রত্ন ২।৩১ টী) অথর্ববেদীয়া উপনিষৎ। ২ [মুণ্ডয়তীতি মুডি—ণিচ্+ণ্বুল্] নাপিত।

মুৎ (ভা ৪।১।৫১) ধর্মপ্রজাপতির ঔরসে ও তুষ্টির গর্ভে জাতা কন্যা। ২ (আচ ৪।২) আনন্দ। ৩ (ভা ১০।৮৬।৩০) সম্যকচাতুর্যবিশেষ—স্ত্রী।

মুৎকর্ষ (আচ ১১।১৬২) আনন্দকর্ষক, ২ আনন্দ-নাশক।

মুত্তর (আচ ১২।৯৯) আনন্দাভিভব।

মুৎপ্রথ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) হর্ষবিস্তারকারী।

মুদার (আচ ১৩।৩৮) [মুদমিয়র্ত্তি প্রাপ্নোতীতি] আনন্দ-ব্যঞ্জক।

মুদিত (আচ ৮।৭৫) আনন্দিত, ২ [ভাববাচ্যে ক্ত] আনন্দ।

মুদিতি (হরি ৫।৪৪০) [মুদী হর্ষে +কর্ত্তরি ক্তি] হৃষ্ট।

মুদির (গোচ পূর্ব ৮।১৩) মেঘ। ২ (মাম ১।৮৯) কামুক। ৩ স্নিগ্ধ। [৪ ভেক]।

মুদী (আচ ১২।২৪) [মুদামানন্দ-সমূহানামীর্লক্ষ্মীঃ] আনন্দ-সমূহের লক্ষ্মী। ২ প্রহৃষ্ট।

মুদ্গ (আচ ১২।৫৮) দাল, ২ আনন্দ-প্রাপক। [৩ জলকাক]।

মুদ্গত (আচ ৪।৪৮) আনন্দনিষ্ঠ।

মুদ্গর (গোলী ২১।৩৫) গন্ধরাজ-বৃক্ষ। [২ মল্লিকা, ৩ মুগুর, ৪ কামরাঙ্গা]।

মুদ্গল (ভা ৯।২১।৩১) পুরুবংশ্য ভর্ম্যাশ্বের পুত্র। ২ (ভা ১২।৬।৫৭) বহ্বৃচ ঋষি, শাকল্যের শিষ্য। ৩ (ভক্তি ১০৪) 'উঞ্ছবৃত্তি' দ্রষ্টব্য। [৪ রোহিষতৃণ]।

মুদ্গবড়া (চৈচ মধ্য ৩।৫০) মুগ ডালের দ্বারা প্রস্তুত বড়া।

মুদ্গসূপ (কৃষ্ণা ২।১০০) উৎকৃষ্ট নারিকেল-শস্যকে উত্তমরূপে পেষণ ও মর্দন করত তাহার দুগ্ধে এবং চিনির রসে ও গব্য দুগ্ধে মুগদাল দিয়া তাহাতে উত্তম নারিকেল বড়া, এবং এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ, হিঙ্গু ও আদা প্রভৃতি সহযোগে 'মুদ্গসূপ' প্রস্তুত হয়।

মুদ্রা (কৃষ্ণা ১।৯) নিমীলন। ২ (কর্ণা ২৪) পরিপাটী, ৩ ভঙ্গী, ৪ মুদ্রণ, গোপন। ৫ (শ্যা ৭২) চিহ্ন। ৬ (হ. ২।১২৯) তিলক

মালাদি, ৭ স্বর্ণাঙ্গুরীয়াদি। ৮ (আচ ২১৪১) [মুদাং রা দানম্] আনন্দদান ৯ (বিনা ১১৬) ছল। ১০ (রুগ ৬২) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ১১ (কাব্য ৯১৮) প্রকৃতবাচিশব্দদ্বারা সূচ্য ছন্দাদির সূচন হইলে 'মুদ্রা'-নামক অলঙ্কার হয়। যেমন নায়িকা-বর্ণনপর রথোদ্ধতা-শব্দদ্বারা 'রথোদ্ধতা'-নামক বৃত্তেরও সূচন। **-ধারণ** (হ ৪।২৪৭—৩০৬) বাহুযুগের মূলদেশে শঙ্খ ও চক্র চিহ্ন অঙ্কিত করত অর্চনা করিবে। ঐপ্রকারে চিহ্নিত ব্যক্তি বিষ্ণুধামে গমন করিতে পারেন। দক্ষিণভুজে সুদর্শন ও শঙ্খ, ললাটে গদা, মস্তকে সশর চাপ, হৃদয়ে নন্দক এবং বাম ভুজে চক্র—বরাহপুরাণমতে এইভাবে সপ্ত মুদ্রা ধারণ বিহিত, কিন্তু নিজ-রুচিমত সর্ব অস্ত্র সর্বত্র ধারণেরও বিধান দৃষ্ট হইতেছে (হ ৪।৩০১)। সুধীগণ প্রত্যহ গোপীচন্দনদ্বারা চক্রাদি অঙ্কিত করিবেন এবং শয়ন-দ্বাদশী ও উত্থানাদি দ্বাদশীতে তপ্ত-মুদ্রাধারণ করিবেন। **-পঞ্চক** (হ ৫।১৬৬) বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বিল্ব—এই পঞ্চ মুদ্রা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। **-প্রকরণ** (হ ৬। ৩৫—৪০) অর্চনামার্গে মন্ত্রী করদ্বয় চন্দনাক্ত করত দেবতাকে মুদ্রা দেখাইবে। আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধনী, সকলীকরণী, অবগুণ্ঠনী, অমৃতীকরণী ও পরমী-করণী—এই মুদ্রাষ্টক আবাহনাদিতে ব্যবহৃত হয়। পরে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মুষল, শার্ঙ্গ, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গরুড়, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বেণু, অভয়, বর ও বনমালা দেখাইতে হয়। বিল্বমুদ্রা যাবতীয় পাতকের সংহারকর্ত্তা। আবার আসনাদির অর্পণকালেও বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুদ্রা দেখাইতে হয়। পদ্ম, স্বস্তি, অর্ঘ্য, পাদ্য. আচাম প্রভৃতি ষোড়শ মুদ্রা। [তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]।

মুদ্রিকা (গোলী ১৯।৬০) হস্তাঙ্গুলি-ভূষণ।

মুদ্রিত (লহরী ১২।৫) সঙ্কুচিত। [২ অপ্রকাশিত, ৩ অঙ্কিত]। **-মুখ** (গোচ পূর্ব ৩৩।১০৬) আচ্ছাদিত।

মুদ্রোহ (আচ ১৫।৩৬২) মুদ্রাবিতর্ক, ২ হর্ষোৎপত্তি।

মুদ্বিধ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৫) হর্ষ-বিধান, ২ আনন্দ-প্রকার।

মুধা (সমা ১৮) [ব্য] বৃথা।

মুনি (ভা ৬।৬।২৬) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের বনিতা। ২ (ভা ১০।৮৯।১৬) মননশীল। ৩ (ভা ১০।৪৭।৫৮) মুক্তজন। ৪ (ভা ১২।৮।৩৬) মৌনশীল। ৫ (চৈচ মধ্য ২৪।১৪) তপস্বী, ৬ ব্রতী, ৭ যতি, ৮ ঋষি, ৯ (হ ১০।১৯) বৃথাবার্ত্তা-ত্যাগী। ১০ (হ ১১।৬১৮) জীবন্মুক্ত। ১১ (গীতা ২।৫৬) স্থিরচিত্ত ও বীতরাগ জন। [১২ সপ্তসংখ্যা] **-তা** (গোচ পূর্ব ২।১০১) মৌন। **-দ্রুম**—বকবৃক্ষ, ২ শ্যোনাক বৃক্ষ। **-ধর্ম** (চৈভা অন্ত ৭।৮৩) নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, ব্রহ্মচর্য। **-পুত্রক**—দমনক বৃক্ষ, ২ খঞ্জন, ৩ ঋষির পুত্র। **-পুষ্প** (হ ৭।১৩০) বকফুল। **-প্রিয়ব্রত** (ভা ৯।২।১০) ব্রহ্মচর্য—বি। **-ভাব -প্রকাশিকা** (সি ৫।৪ টী) শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রাচীন টীকা। **-বাস-নিবাস** (ভা ১০।৫৭।৩১) শ্রীকৃষ্ণাধ্যুষিত দ্বারকা। **-ব্রত** (ভা ১০।৫৩।৫০) মৌন। ২ বিণ—(ভা ৪। ২৫।১৯) অহিংস্র—স্বামী; ৩ (ভা ১।১৯।৭) উপশান্ত। **-শর্মা** (হ ১০।২৫৩) জনৈক মহর্ষি, ইঁহার উপদেশে পঞ্চ প্রেতের উদ্ধার-প্রসঙ্গ পাদ্মে পাতালখণ্ডে ৫৬-তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

মুন্যন্ন (ভা ৭।১৫।৫) আরণ্য ব্রীহি প্রভৃতি বা নীবারাদি—স্বামী।

মুমুক্ষা (বিনা ৭।৪১) মোক্ষেচ্ছা, ২ স্খলনেচ্ছা। **মুমুক্ষু** (চৈচ মধ্য ২৪ ১১৭) মুক্তিকামী। ২ (রত্ন ৪।৩) নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম ত্যাগ করত শ্রবণ-মননাদি-দ্বারা ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি। ৩ (ভা ১০।২৯।৩১ সর্বত্যাগাভিলাষী—জী।

মুর (ভা ৩।৩।১১) শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত পঞ্চশিরাঃ দৈত্য। বলিরাজের পার্ষদ। [২ বেষ্টন, ৩ স্বনাম-খ্যাত গন্ধদ্রব্য]।

মুরজবন্ধ (অকৌ ৭।১৬) চিত্রকাব্য-বিশেষ। ইহাতে শ্লোকাক্ষর-সমূহ মুরজাকৃতিতে ঘটিত হয়। [অগ্নি-পুরাণ ৩৪৩।৫৯—৬১, সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ ২।১১২ দ্রষ্টব্য]। ২ মৃদঙ্গের বাদ্য-প্রবন্ধঘটিত।

মুরপাশ (ভা ১০।৫৯।৩) মুরা-নামক তৃণ-নির্মিত রজ্জু।

মুরমৎ (হরি ২।১১২) [মুরং মথ্নাতীতি] মুরনাশন।

মুরলা (উ ২।২৩) শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণী আপ্তদূতী। [২ নর্মদা, ৩ বংশীবাদ্য]।

মুরলী (রুগ ১৩৯) শ্রীকৃষ্ণদূতী।

২ (সিন্ধু ২।১।৩৬৭) বিস্তারে দুই হস্ত পরিমিত, মুখে ছিদ্রযুক্ত, স্বরের জন্য চারিটি ছিদ্রযুক্ত ও চারুনাদী হইলে বংশই 'মুরলী' নাম ধরে। **-কলা** (বিনা ১।১৩০) বেণুবাদন নৈপুণ্য।

মুরশমন (গোচ পূর্ব ২৫।৩১) শ্রীকৃষ্ণ।

মুরা (হ ২।৬৫) তালপর্ণী, গন্ধদ্রব্য-বিশেষ।

মুরারি (ভা ৫।৬।১৩) শ্রীভগবান্। ২ (সি ১।২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, ৩ (হরি ৬।৫২, অর্কো ১০।১৪) 'অনর্ঘরাঘব'-নামক নাটকের কর্ত্তা। ইনি মৌদ্গল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পিতা—মহাকবি ভট্টশ্রীবর্ধমান এবং মাতা—তন্তুমতী। ৪ (কর্ণা ৭) [মুরতি বধ্নাতীতি মুরা অবিদ্যা, তস্যাঃ অরিঃ) অবিদ্যানাশক। [মুরা কুৎসা তদরিঃ] পরমসুন্দর—সার। [কর্ণা ৪৬—মুরতি বেষ্টয়তি দর্শন-প্রতিবন্ধকরূপ-লজ্জাভয়াদিরেব মুর-স্তস্যারিঃ] স্বদর্শনের প্রতিবন্ধক যাবতীয় লজ্জাভয়াদির বিনাশকৃৎ।

মুর্মুর (সক ৭২) তুষানল। ২ কন্দর্প, ৩ সূর্যাশ্ব।

মুল্লাস (আচ ১৪।১৩৬) আনন্দ-প্রকাশ।

মুষল (ভা ১১।১।১৫) লৌহময় মুদ্গর। ২ (চৈনা ২।২০) ছেদক। **-মুদ্রা** (হ ৬।৩৭) উভয় হস্তের মুষ্টি বন্ধন করত বাম মুষ্টির উপরিভাগে দক্ষিণ মুষ্টি স্থাপন করিলে 'মুষলমুদ্রা' হয়। **মুষলী** (ভচ ২।৯) মাতৃকা-ন্যাসে ণ-বর্ণের মূর্ত্তি।

মুষা—ধাতুদ্রাবণ-পাত্র (মুছি)।

মুষিত (ভা ১।৩।৩৩) বঞ্চিত—স্বামী। ২ অপহৃত।

মুষ্ট (ভা ৮।১২।২২) বঞ্চিত, ২ চোরিত।

মুষ্টামুষ্টি (গোচ উত্তর ৫।২৯) মুষ্টিতে মুষ্টিতে প্রহারপূর্বক প্রবৃত্ত যুদ্ধ।

মুষ্টি (গোচ পূর্ব ৮।৩৭) চুরি। [২ বদ্ধহস্ত, ৩ পল-পরিমাণ]। **মুষ্টিক** (ভা ১০।৪৪।২৪) শ্রীবলদেব-হস্তে নিহত কংস-ভৃত্য মল্ল। [২ স্বর্ণকার] **°গ্রাহ্য** (উ ১৪।১০) অতিনিবিড়। **-ন্ধম** (হরি ৫।২৪৩) [মুষ্টি—ধ্মা শব্দে +খশ্] মুষ্টিদ্বারা শব্দকারী। **-ন্ধয়** (হরি ৫।২৪৩) [মুষ্টি—ধেট্ পানে +খশ্] মুষ্টিমুষ্টি পানকারী। ২ বালক।

মুহূর্ত্ত (ভা ৩।১১।৮) দুইদণ্ড কাল।

মুহূর্ত্তা (ভা ৬।৬।৪) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও ধর্মের পত্নী।

মূ (হরি ৫।২৮৩) [মূর্চ্ছা মোহ-সমুচ্ছ্রায়য়োঃ+ক্বিপ্] মূর্চ্ছা, ২ বৃদ্ধি।

মূকিত (গোলী ২১।২৪) নিঃশব্দীকৃত।

মূঢ় (গীতা ৭।১৫) বিবেকশূন্য—স্বামী। ২ দুষ্ট ও কুপণ্ডিত—বি। [৩ মূর্খ, ৪ বালক, ৫ জড়, ৬ তন্দ্রিত]। **-গতি** (চৈত ১০।২১।১১) মন্দগতি। **-তম** (ভা ৩।৭।১৭) দেহাদিতে আসক্ত, ২ সারাসার-বিবেক-রহিত। **-ধিষণ** (ভা ১০।১৬।১৯) মোহপ্রাপ্ত—সনা। **-প্র** (ভা ৩।১৮।৪) মূঢ়ের আপ্যায়ক—স্বামী। ২ ভক্তি-বিবশের মানস-পূরক—জী।

মূর্খ (ভা ১১।১৯।৩৯) দেহগেহাদিতে 'আমি, আমার'-করিয়া অভিমানী। [২ মূঢ়, ৩ গায়ত্রী-রহিত]।

মূর্ছন (ভাবনা ৫।৬৪) মিশ্রণ, [ছোঁক]।

মূর্ছনা (আচ ২০।৫১) গীতাঙ্গ-বিশেষ, রাগগতি-বিশেষ। গ্রামের সপ্তম ভাগের নামই মূর্ছনা, স্বর সংমূর্ছিত হইয়া রাগত্ব-প্রাপ্তি করে; ইহা আবার গ্রাম হইতেই উৎপন্ন হয়। তিনটী গ্রাম—ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার। ইহাদের প্রত্যেকের সাতটি করিয়া মোট ২১টি মূর্ছনা হয়। (১) ষড়্জ গ্রামে—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবিরী ও ষণ্ডমধ্যা। (২) মধ্যম গ্রামে—পঞ্চমা, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধা, অন্তা, কলাবতী ও তীব্রা। (৩) গান্ধার গ্রামে—রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেচরী, সুরা, নাদবতী ও বিশালা।

মূর্ছা (আচ ৯।১৩০) বিস্তার। ২ স্বরভেদ-বিশেষ। ৩ মোহ।

মূর্ছাল (হরি ৭।৯৩৬) মূর্ছিত।

মূর্ছিত (সিন্ধু ৩।২।১১৬, ১২৬) শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে দশাবিশেষ। ২ (ভা ১০।৭৬।৩৩) তেজোবৃদ্ধিপ্রাপ্ত—সনা। ৩ (ভা ১০।১৬।৫৪) লব্ধানন্দমোহ—সনা। ৪ ব্যাপ্ত। ৫ (ভা ৪।৬।১০) মূর্ছনা, স্বরালাপ। ৬ পরবশ, ৭ আত্মবিস্মৃত। **-কষায়** (ভক্তি ১৮৭) ভক্তি-সিদ্ধ কনিষ্ঠ মহাপুরুষ—যাঁহার অন্তরে সূক্ষ্মরূপে সাত্ত্বিক কষায় বা বাসনা ও সংস্কার আছে, যেমন প্রাগ্জন্মগত শ্রীনারদ।

মূর্ত্ত (গোচ উত্তর ৩৭।২১০) মূর্ছিত। ২ (প্র ১।১২) সবিশেষ, সবিগ্রহ। ৩ মূঢ়, ৪ কঠিন।

মূর্ত্তি (ভা ৪।১।৫২) দক্ষের কন্যা ও ধর্মের পত্নী। ইঁহারই পুত্র—শ্রীনর-

নারায়ণ। ২ (ভা ৮।১৩।২২) দশম-মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষির একতম। ৩ (ভা ১০।৮৯।১৭) অধিষ্ঠান। ৪ (ভা ১০।২৭।১১) দেহ, ৫ কাঠিন্য—সনা। ৬ (গোচ পূর্ব ২১।১৪৭) মূর্চ্ছা। ৭ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ল-বর্ণের মূর্ত্তি। ৮ (রাধা ৫০) যুগপৎ শক্তিত্রয়ের (সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর) প্রাধান্য হইলে 'মূর্ত্তি' হয়। পরতত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ করে—এই মূর্ত্তি (বসুদেব)। **-পঞ্জরন্যাস** (হ ৪।১৬৯ টী) প্রণব-পূর্বক অনুস্বারযুক্ত অকারাদি দ্বাদশ বর্ণ ও দ্বাদশ আদিত্যের সহিত কেশবাদি দ্বাদশ দেবতাকে দ্বাদশাঙ্গে ন্যাস, কাহারও মতে কীর্ত্ত্যাদি দ্বাদশ শক্তির সহিত কেশবাদি ন্যাস করাই বিধেয়। প্রয়োগ যথা—ললাটে, 'ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ' ইত্যাদি। **-ভেদ** (হ ১৯।৮২১—৮২৩) অচল ও চল-ভেদে বিষ্ণুমূর্ত্তি দ্বিবিধ। অচলকে আদিপুরুষ শ্রীবাসুদেব এবং চলকে ভক্তবাৎসল্য-নিবন্ধন ইতস্ততঃ বিচরণকারী বলিয়া জানিবে। অচলমূর্ত্তি প্রাসাদে বা সভামঠাধিষ্ঠিত এবং চলাচল মূর্ত্তি গৃহে থাকেন। চল মূর্ত্তিতে রত্নাদি-বিন্যাস ও পিণ্ডিকা-যোজনাদি করিতে হয় না। 'চলমূর্ত্তি'-শব্দ দ্রষ্টব্য। **-সংস্কার** (হ ৬।৮—৯) প্রক্ষালন-যোগ্য (পাষাণময়ী বা ধাতুময়ী) মূর্ত্তিকে উত্তম গন্ধজলাদি দ্বারা ধৌত করিবে, কিন্তু লেপ্যা ও লেখ্যা মূর্ত্তিকে মূলমন্ত্র আটবার জপ করিয়া মার্জন করিবে।

মূৰ্দ্ধজ—কেশ, ২ মস্তকে উৎপন্ন।

মূৰ্দ্ধন্য (হরি ১।১) ঋ, ৠ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ—এই আট বর্ণ। ২ (বৃভা ১।৩।১০) শ্রেষ্ঠ। **মূৰ্দ্ধা** (ভা ১০।১২।৩১) মস্তকে স্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র। **মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত** (লনা ৯। ১৮) চক্রবর্ত্তী সম্রাট্। ২ (কর্ণা ২৩) সর্বশ্রেষ্ঠ, ৩ রাজা, ৪ মন্ত্রী, ৫ মূৰ্দ্ধন্য।

মূৰ্ব্বা (চরিত ১২) দীর্ঘপত্র তৃণজাতি, ইহার সূত্র হইতে ধনুর গুণ নির্মিত হয়।

মূল (গোভা ২।২।১) প্রধান। ২ (ভা ১।১৯।১৫) অগ্র—জী। ৩ (আচ ১৬।১৮) গমক। ৪ (বৃভা ১।৪।৮) আশ্রয়, ৫ (বৃভা ১।৩।৩৬) মুখ্যাধিষ্ঠান। ৬ (বৃভা ২।১।২৯) কারণ। ৭ (ভা ১০।২০।২৮) উদ্ভিদের শিকড়। [৮ মূলধন, ৯ চরণ, ১০ টীকাদ্বারা ব্যাখ্যেয় গ্রন্থ]।

মূলক (ভা ৯।৯।৪০) সূর্যবংশ্য অশ্মকের পুত্র। [২ মূলা, ৩ বিষভেদ]। **°কর্ম**—ঔষধাদি-প্রয়োগে বশীকরণ। **-জ**—আর্দ্রক, ২ উৎপলাদি। **-প্রকৃতি** (চৈত ৮।৩।১৩) [মূলং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং তত্ত্বং তদেব প্রকৃতিঃ স্বভাবো যস্য] শ্রীকৃষ্ণাখ্য-তত্ত্বের স্বভাব-যুক্ত। ২ (ভা ৮।৩।১৩) প্রধানেরও উদ্ভব-কারণ—স্বামী। ৩ সাংখ্যমতে ত্রিগুণাত্মক প্রধান, ৪ (গোতা ২৭০) রুক্মিণী। **-প্রমাণ** (স স তত্ত্ব ৯) দশবিধ প্রমাণের মধ্যে ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়-রহিত বচনাত্মক শব্দই মূল প্রমাণ। অন্যান্য প্রমাণ-সম্বন্ধে প্রমাতার ভ্রমাদি-দোষ-সম্ভাবনায় মিথ্যা প্রতীতি ঘটিতে পারে এবং উহারা যথার্থতঃ প্রমাণ কি প্রমাণাভাস, তাহা অনিশ্চিত বলিয়া শব্দ-প্রমাণেরই সেই আশঙ্কা থাকে না। **-মাধব-মাহাত্ম্য** (উ ১।১৬) গ্রন্থ-বিশেষ, ইহাতে শ্রীরুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের পূর্বে ব্রজবালাদের সহিত তাঁহার বিবাহ-প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে বলিয়া লোকপরম্পরা জানা যায়। **-বিভুজ** (হরি ৫।২২১) মূলের বক্রতা-সম্পাদক। **-শাকট, -শাকিন** (হরি ৭।৮৫৭) [মূলানাং ভবনং] মূলার ক্ষেত্র।

মূলিত (হরি ৭।৮৮৩) [মূল+ইতচ্] মূলযুক্ত।

মূল্য (হরি ৭।৬৮৫) [মূলং সুখে-নোৎপাট্যমিত্যর্থে যৎ] মূল হইতে উৎপাটন-যোগ্য মুদ্গাদি। ২ (হরি ৭।৬৮৭) মূলেনাভিভাব্যে মূলেন সমে চ বাচ্যে মূল+যৎ] পটাদির উৎপাদন জন্য বণিগ্‌গণ-কর্ত্তৃক বিনিযুক্ত দ্রব্যকে 'মূল' বলে। এই মূল বা পুঁজির সহিত যে অধিক দ্রব্য পাওয়া যায়—তাহাই 'মূল্য'।

মূষা (গৌকৃ ১০।৩৪) স্বর্ণাদির আবর্ত্তন-পাত্র [মুছি]।

মূষিকাল (হরি ৭।৯৩৬) মূষিকাযুক্ত।

মৃক্ (হ ১১।৫১১) [মার্ষ্টি শুধ্যতীতি] পরিশোধন।

মৃকণ্ডু (ভা ৪।১।৪৪) ধাতার পুত্র—ইঁহারই পুত্র—মার্কণ্ডেয়।

মৃগ (ভা ১১।২৯।৪) বানর, ২ বনচারী—জী। ৩ হরিণ। ৪ (ভা ৪।২৬।৪) বিষয়। ৫ (ভা ৯। ২০।২৮) শ্রেষ্ঠগজ—স্বামী। ৬ (ভা ৩।১৮।২) যোগিগণের অন্বেষণীয়। ৭ দুষ্টের বিনাশার্থ অন্বেষক।

৮ (স্তব ২২।৫৬) অন্বেষণকারী। ৯ (আচ ১১।৫১) অন্বেষণ। ১০ (হ ২০।২৪৮) মৃগাকৃতি দেবমন্দির। -জীবন—ব্যাধ। -ণা [মৃগ+যুচ্-টাপ্] নষ্টদ্রব্যের অন্বেষণ। -তৃষ্ণি (ভা ১০।৭৩।১৪) মরীচিকা—সনা। -দংশক—কুক্কুর। -দর্প (হ ৮।১৪), -মদ (প্রা ১৪।৪) কস্তুরী। মৃগয়া (হরি ৫।৪৪৪) [মৃগ অন্বেষণে ক্যপ্ +টাপ্] বনপর্যটনপূর্বক পশুহত্যা। মৃগয়ু (গোলী ১১।২৮) ব্যাধ। ২ শৃগাল। °রাজ (হ ২০।২৫০) চন্দ্রশালাদ্বারা অলঙ্কৃত প্রাসাদ। -লাঞ্ছন (বিনা ৬।১৩) চন্দ্র। -শীর্ষ (আচ ২০।৪৭) হস্তক-ভেদ; অঙ্গুষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্রভাগ মিলিতা হইয়া যদি অন্য দুইটি ঊর্দ্ধে অবস্থান করে, তবেই 'মৃগশীর্ষ' হয়। 'অঙ্গুষ্ঠানামিকামধ্যা মিলিতাগ্রাঃ পরেঽঙ্গুলী। ঊর্দ্ধে যত্র পুনঃ স্যাতাং মৃগশীর্ষঃ স হস্তকঃ' [বি]॥ নাট্যশাস্ত্র (৯।৮০) কিন্তু অন্য লক্ষণ দিতেছে; সকল অঙ্গুলি অধোমুখী এবং সঙ্গত হইয়া যদি কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠা উর্ধ্ব-মুখী হয়, তবেই 'মৃগশীর্ষ' হস্তক হয়। যথা—'অধোমুখীনাং সর্বাসামঙ্গুলীনাং সমাগমঃ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকাবূর্ধ্বৌ স ভবেন্মৃগশীর্ষকঃ॥' -সক্থ (হরি ৭।১২০) [মৃগস্য সক্থি] হরিণের জানু।

মৃগাঙ্ক (গোলী ২।৩৩) চন্দ্র।

মৃগাৎ (গোক্ব ১৪।৩) [মৃগানত্তীতি অদ্+ক্বিপ্] ব্যাঘ্র।

মৃগাদন (গোলী ২।৩৩) মৃগভক্ষক। ক্ষুদ্রব্যাঘ্র। মৃগাদনী—সহদেবী, ২ ইন্দ্রবারুণী, ৩ কর্কোটী।

মৃগাবিৎ (হরি ৫।২৮৫) [মৃগ—ব্যধ্ তাড়নে+ক্বিপ্] ব্যাধ।

মৃগী (ছ ২।৪) ত্র্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

মৃগেন্দ্র (গীতা ১০।৩০) সিংহ।

মৃগেন্দ্রমুখ (ছ ২।৯৭) প্রতিপাদে ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোভেদ।

মৃগ্য (চন্দ্রা ৫৫) অন্বেষণীয়।

মৃজা (সকবি ৯) মার্জন। ২ (আচ ১।১১৫) সম্মার্জনী।

মৃজিত (ভা ৯।১০।৪) অপনীত—স্বামী। [২ শোধিত]।

মৃজীকা (হব ২।৭২।৩৭) সত্ত্বশুদ্ধি।

মৃজ্য (হরি ৫।১৮৩) [মৃজুষ্ শুদ্ধৌ +ক্যপ্] পবিত্রতার্হ।

মৃট্ (চৈত ১।১।১) ক্ষমা, ২ যোগমায়া।

মৃড় (ভা ৪।২।৭) শিব; মৃড়ন (ভা ৮।৭।৩৫) সুখ-সম্পাদন—বি।

মৃড়ানী (হরি ৭।২২৫) শিবের পত্নী।

মৃণালী (স্তব ৯।৩২) পঙ্কান্তর্গত পদ্মমূল। ২ (হরি ৭।২১৫) অল্প মৃণাল।

মৃত (ভা ৭।১১।১৯) নিত্যযাচ্ঞা। [২ ভাবে ক্ত—মরণ, ৩ কর্ত্তরি ক্ত গতপ্রাণ]। -ক (ভা ১১।৫।১৫) দেহ। ২ মৃততুল্য শরীর—স্বামী। [৩ মরণাশৌচ]। -প (হরি ৬।১২৬) হড্ডিপ। -হস্ত (ভক্তি ৩৮) যে হস্তদ্বয় শ্রীহরির সেবায় অলস, তাহারা কাঞ্চন-কঙ্কণে শোভিত হইলেও মৃতব্যক্তির হস্ততুল্য।

মৃতি (সিন্ধু ২।৪।৯৯) বিষাদ, ব্যাধি, সংত্রাস, সংপ্রহার ও ক্লান্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রাণত্যাগের পূর্ববর্ত্তী চিত্তাবস্থা। ইহাতে অব্যক্ত বাক্য, দেহ-বৈবর্ণ্য, অল্পশ্বাস ও হিক্কাদি প্রকাশিত হয়। ২ (সিন্ধু ৩।২।১১৬) শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগে দশমী দশা। সিদ্ধ ভক্তে মৃত্যু অমঙ্গলকর বলিয়া ঘটে না, সাধকে মৃত্যু হইতেও পারে। সিদ্ধভক্তে বিয়োগ ক্ষোভকর বলিয়া ক্ষোভকে লক্ষ্য করিয়াই জাতপ্রায় মৃত্যুতেই 'মৃতি'-শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৩ (উ ১৩।৫১) সমর্থ, সমঞ্জস ও সাধারণ-ভাববতী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদের নিত্য-সিদ্ধতা-প্রযুক্ত মরণের পূর্বাবস্থাই মৃতি-শব্দবাচ্য।

মৃতেশ (কৃবি ৯৮) যম।

মৃৎ (ভা ১০।৮৭।১৫) মরণ—প্রবো। ২ (আচ ১৩।২৪) [মৃদ্নাতীতি] চূর্ণকারী। -কুণ্ডিকা (চৈচ অন্ত্য ৬।৫৬) মাটির গামলা।

মৃত্যু (ভা ৪।১৩।৩২) অধর্মের নামান্তর। ২ (ভা ৪।৮।৪) কলির কন্যা ও ভয়ের ভার্যা। ৩ (ভা ১।১৬।৮) যম। ৪ (ভা ৫।২০।৫) অশুভ ফল। ৫ (ভা ১০।৮৬।৪৮) সংসার—স্বামী। ৬ (ভা ১০।১।৭) বিবিধ দুঃখ। ৭ (ভা ১১।৩।৪৬) নরক—বি। ৮ (ভা ১১।২২।৩৮) ভগবদ্‌বিস্মৃতি। ৯ (ভা ১১।২৮।২) লয়। ১০ (ভা ১২।৫।১১) ভক্ত্যন্তরায়। ১১ (রত্ন ৩।৩৯) রুদ্র। ১২ (উ ১৫।৪৪) অনঙ্গলেখ-প্রেষণ, সখীদ্বারা স্বপ্রেমপীড়া-জ্ঞাপনাদিতেও যদি শ্রীকৃষ্ণের সমাগম না হয়, তবে কন্দর্প-বাণাঘাতে মরণোদ্যম ঘটে; ইহাতে বয়স্যাগণের নিকট নিজপ্রিয় বস্তুর সমর্পণ এবং ভ্রমর, মৃদুমন্দ বায়ু, জ্যোৎস্না ও কদম্বাদির অনুভব-জনিত বহু উদ্দীপন প্রকাশ পায়।

মৃত্যুঞ্জয়—মহাদেব। **'ফলা**—কদলী। **-বীজ**—বংশ।

মৃৎসা, মৃৎস্না (হরি ৭১১০১) প্রশস্ত মৃত্তিকা।

মৃদঙ্গক (ছ ২।১১৯) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

মৃদঙ্গমুখী (উ ১০।৫২) শ্রীকৃষ্ণের সুরভী।

মৃদিত (গোলী ১।৫৪) মর্দিত। ২ (ভা ৫।৭.৬) ক্ষীণ—স্বামী।

মৃদু (ভক্তি ১৯৯) অকঠিন-চিত্ত; ২ (স্তব ১২।৫) অনিপুণ। **-তা** (সিন্ধু ২।১।৩৪০) কোমল বস্তুরও সংস্পর্শা-সহতা। **মৃদুনী** (হরি ৫।২৭১) [মৃদু যথা স্যাত্তথা নয়তীতি নী+কিপ্] মৃদুমন্দভাবে যিনি লইতে পারেন। **°ফেণিকা** (গোলী ৩।৪৬) ফুলবাতাসা; খাজা।

মৃদুর (ভা ৯।২৪।১৬) যদুবংশ্য শ্বফল্কের পুত্র।

মৃদুলা (কৃগ পরি ১৯৯) শ্রীরাধার প্রিয় বাহিকা [ধেনু]।

মৃদুবিৎ (ভা ৯।২৪।১৬) যদুবংশীয় শ্বফল্কের পুত্র।

মৃদ্যমান (আচ ১১।৮৫) পীড্যমান।

মৃদ্বী (উ ৬।৪, ৮।৪) যে যূথেশ্বরীতে বা সখীতে প্রাখর্যের অল্পতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু একেবারে রিক্ততা নহে, তাঁহাকে 'মৃদ্বী' বলে।

মৃদ্বীকা (হ ৮।১৯২) দ্রাক্ষা।

মৃধ (ভাবনা ১৪।৪১) যুদ্ধ।

মৃষা (ভা ৪।৮।২) অধর্মের ভার্যা। ২ [ব্য] মিথ্যা। **-বাদ** (স্তব ১৭।৩৭) বৃথা তর্ক, ২ বিরোধোক্তি।

মৃষোছ (গোচ পূর্ব ৭।৬৭) মিথ্যা-বাক্য। ২ মিথ্যাবাদী।

মৃষ্ট (ভা ৪।৭।৫২) শুদ্ধ—স্বামী। ২ (ভা ৪।২১।৪) উজ্জ্বল—স্বামী। ৩ (ভা ৩।২৫।২৩) অমায়িক। ৪ (ভা ৬।৯।৪৬) রুচিকর। [৫ মরিচ]।

মেকল (মাম ৬।৬১) বিন্ধ্যাচলের অংশ। [২ ছাগ]। **-বাসিনী** (মাম ৬।৬১) বিন্ধ্যবাসিনী।

মেখলা (ভা ৪।৫।১৫) সীমাসূত্র। ২ (উ ১৫।২০০) পর্বত-নিতম্ব। ৩ ক্ষুদ্রঘন্টিকা। [৪ উপনয়ন-কালে ব্রহ্মচারি-ধার্য মৌঞ্জীপ্রভৃতি]।

মেখলী (হরি ৭।৯৬০) মেখলাধারী ব্রহ্মচারী। ২ শিব।

মেঘঙ্কর (হরি ৫।২৫২) [মেঘ—কৃঞ্+খ] বায়ু। **মেঘ-জ্যোতি** (আচ ১৫।৯৫) বজ্রাগ্নি। **°দুন্দুভি** (ভা ৮।১০।২১) অসুর-বিশেষ। **-নাদ**—বরুণ, ২ ইন্দ্রজিৎ, ৩ মেঘের শব্দ। **-পুষ্প** (ভা ১০।৮৯।৪৮) শ্রীকৃষ্ণের রথের অশ্ব। ২ (অকৌ ১০।১২) জল। **-পৃষ্ঠ** (ভা ৫।২০।২১) প্রিয়-ব্রতের পৌত্র ও ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র এবং বর্ষপতি। **-মাল** (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থ পর্বত। **-যোনি**—ধূম। **-বর্ত্ম**—আকাশ। **-বিস্ফূর্জিতা** (ছ ২।১৫২) উনবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ। **-স্বাতি** (ভা ১২।১।২২) মগধের শূদ্র রাজা চিবিলকের পুত্র। **মেঘাগম**—বর্ষাকাল। **মেঘান্ত**—শরৎকাল। **মেঘাম্বর** (কৃগ পরি ২০৭) শ্রীরাধার পরি-ধেয়-বস্ত্র। **মেঘাস্থি**—করকা।

মেচক (গোচ পূর্ব ২৩।৯৫) নীল। ২ (আচ ১১।৬১) ময়ূরপুচ্ছ। [৩ ধূম, ৪ মেঘ, ৫ অন্ধকার]

মেচকাদ্রি (গৌকৃ ১২।৩০) নীলাচল।

মেঢ্র (ভা ৩।৬।১৮) উপস্থ—স্বামী। [২ মেষ]।

মেদ (আচ ৭।৩৩) চর্বি, অস্থির মজ্জা, বসা।

মেদঃ (ভা ৪।১৭।২৫) মাংস।

মেদঃশিরা (ভা ১২।১।২৭) মগধের শূদ্র রাজা পুরীমানের পুত্র।

মেদিনী (আচ ১৭।১৭১) [ঞিমিদা স্নেহনে] স্নেহবতী, ২ পৃথিবী।

মেদুর (হরি ৫।৩৪৩) [ঞিমিদা+ঘুরচ্] অতিস্নিগ্ধ। ২ নিবিড়। ৩ (মালা বৃন্দা° ৬) চিক্কণ।

মেদুরা (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ-তুল্যা গোপী।

মেধ (ভা ২।৬।৪) যজ্ঞ—স্বামী। ২ (আচ ৮।১৫১) [মেধৃ সঙ্গমে] পরস্পর মিলন।

মেধা (ভা ৩।১০।১৮) সংসার—স্বামী। ২ (বিনা ৬।১৬) ধারণাবতী বুদ্ধি। ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকাত্যাসে ড-বর্ণের শক্তি। ৪ (হ ৫।৪২৪) হিংসা। ৫ (গৌকৃ ৩।৬১) জ্ঞান। ৬ (ভা ৪।১।৫২) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও ধর্মের ভার্যা। ৭ (কৃগ ৯১) 'তুঙ্গবিদ্যা' সখীর এবং (কৃগ পরি ৫৮) 'কোকিল' সখার মাতা। [৮ যাগ]। **-কর্ম** (গোচ পূর্ব ৪।২৫) জাত-কর্মান্তর্গত সংস্কার-বিশেষ। **-তিথি** জনৈক বেদবেদাঙ্গ-পারগ ঋষি। ২ (ভা ৯।২০।৭) কণ্বের পুত্র। ৩ (ভা ৫।১।২৫) প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে ও বর্হিষ্মতীর গর্ভে জাত পুত্র। ৪ (তত্ত্ব ২৫) মনুসংহিতার টীকা-কার। ৫ দক্ষসাবর্ণির অধিকারে সপ্তর্ষির অন্যতম।

মেধাবী (ভা ৯।২২।৪২) শান্তনু রাজার বংশে সুনয়ের পুত্র। ২ (গীতা ১৮।১০) স্থিরবুদ্ধি—স্বামী। ৩ শুকপক্ষী।

মেধি (সিন্ধু ৪।৮।৭৯) তৃণাদি হইতে শস্যনিষ্কাসনের জন্য ভ্রাম্যমান বলীবর্দ্দের বন্ধন-স্তম্ভ।

মেধী (ভা ৪।৯।২০) পশুদিগের বন্ধন-স্তম্ভ।

মেধ্য (মুক্তা ৭।২৫) ভিক্ষা হবিষ্যাদি। ২ (ভা ৪।১৭।৪) যজ্ঞার্হ—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৩৮।৩৯) পবিত্র। ৪ (মালা গোবর্দ্ধন° ১।৪) [মেধ্ সঙ্গমে চ] লভ্য। [৫ ছাগ, ৬ খদির, ৭ যব]।

মেনকা (ভা ৪।৭।৫৮) হিমালয়ের পত্নী ও উমার জননী। ২ (ভা ৯।২০।১৩) অপ্সরা, ইহার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। ৩ (রুগ পরি ১৭১) শ্রীরাধার মাতুলানী।

মেনা (ভা ৪।৭।৫৮) হিমালয়ের ভার্যা।

মেনাদ—বিড়াল, ২ ছাগ, ৩ ময়ূর।

মেরু (ভা ৪।১।৩৬) আয়তি ও নিয়তির পিতা। ২ (হ ১৭।২১৭) জপমালার উপরিস্থ সুমেরু। [৩ সুমেরু পর্বত]। **-দেবী** (ভা ৫।২। ২৩) ঋষভদেবের জননী, নাভির জায়া ও মেরুর কন্যা। **-প্রাসাদ** (হ ২০।২৪) শতশৃঙ্গ, চতুর্দ্বার-বিশিষ্ট, যাহার ভূমিকা ষোড়শাংশ উন্নত এবং যাহার অগ্রভাগ নানাবিধ চিত্রবিচিত্র, তাহাকে 'মেরু-প্রাসাদ' বলে। **-মন্দর** (ভা ৫।১৬।১১) সুমেরুর অবষ্টম্ভ পর্বত। **-সাবর্ণ** (হব ১।৭।৬) মেরুতে তপস্যাসিদ্ধ; ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্র-সাবর্ণি, মেরু সাবর্ণি ও দক্ষসাবর্ণি—নীল।

মেল (গোপা ১৮) মেলন। **-ক** [মিল্—ণিচ্+ণ্বুল্] বিবাহে যোটকভেদ, ২ সঙ্গ।

মেলন (সিন্ধু ৪।৮।১৭) একদা ভাবন—জী। একত্র সঙ্গতি—মু। একত্র উৎপত্তি—বি। ২ (হরি ৫।৪৫৭) মিলন।

মেলা (গোচ পূর্ব ২।১২৫) মিলন। ২ (উ ২।২৩) শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণী আপ্তদূতী।

মেহন (ভা ২।৩।১৮) স্ত্রীসম্ভোগ—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮।৩১) মূত্রণ, ৩ জলনিষেক—বল। ৪ শিশ্ন।

মৈত্র (উ ১৪।১১১) বিনয়ান্বিত বিশ্রব্ধ। ২ (গোভা ১।১।১) সূর্য-সদৃশ, ৩ সূর্যোপাসক। ৪ (হ ১৬। ৩১১) অনুরাধা নক্ষত্র। ৫ (হ ১০।২০) অবঞ্চক। ৬ (ভা ১।১৩। ২৭) সন্ধ্যাবন্দনাদি—স্বামী। ৭ (চন্দ্রা ২৬) শুচিত্ব। ৮ (ভা ১০। ৩৬।২৮) মিত্রকার্য। ৯ বিষ্ঠাত্যাগ।

মৈত্র-বৈর-স্থিতি (সিন্ধু ৪।৮) শান্তাদি রসসমূহের পরস্পর মিত্রতা-শত্রুতাদি-নির্ণায়ক শ্রীভক্তিরসামৃতের অধ্যায়।

১। শান্ত রসে মিত্র—দাস্য, বীভৎস, ধর্মবীর ও অদ্ভুত; শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক; তটস্থ—মিত্র ও শত্রুভাবে উদাহৃত রস ব্যতীত অন্যত্র।

২। দাস্য রসে মিত্র—বীভৎস, শান্ত, ধর্মবীর ও দানবীর; শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্র।

৩। সখ্য রসে মিত্র—মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর; শত্রু—বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক।

৪। বাৎসল্য রসে মিত্র—হাস্য, করুণ, ও ভয়ভেদক; শত্রু—মধুর, যুদ্ধ-বীর, দাস্য ও রৌদ্র।

৫। মধুর রসে মিত্র—হাস্য ও সখ্য, শত্রু—বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক। [কেহ কেহ যুদ্ধবীর ও দানবীরকে মিত্র, কেহ বা শত্রু মনে করেন]।

৬। হাস্য রসে মিত্র—বীভৎস, মধুর, সখ্য ও বৎসল; শত্রু—করুণ ও ভয়ানক।

৭। অদ্ভুত রসে মিত্র—বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; শত্রু—রৌদ্র ও বীভৎস।

৮। বীর রসে মিত্র—অদ্ভুত, হাস্য, দাস্য ও সখ্য; শত্রু—ভয়ানক ও শান্ত। [কোন কোনও মতেই মাত্র শান্তকে বিপক্ষ বলে]।

৯। করুণ রসে মিত্র—রৌদ্র ও বৎসল; শত্রু—হাস্য, অদ্ভুত ও শৃঙ্গার (সম্ভোগাত্মক)।

১০। রৌদ্র রসে মিত্র—করুণ ও বীর; শত্রু—হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানক।

১১। ভয়ানক রসে মিত্র—বীভৎস ও করুণ; শত্রু—বীর, শৃঙ্গার, হাস্য ও রৌদ্র।

১২। বীভৎস রসে মিত্র—শান্ত, দাস্য ও হাস্য; শত্রু—শৃঙ্গার ও সখ্য।

মৈত্রী (ভা ৪।১।৫০) দক্ষের কন্যা ও ধর্মের ভার্যা। ২ (হ ৩।৬৭) প্রাণির প্রতি স্নেহ। ৩ (ভা ১০। ৬৯।১৭) যথার্হ সৎকার। ৪ (ভা

১০৮১১৩৬) উপকারকত্ব, ৫ বন্ধুভাব। ৬ (অকৌ ৫।৩) স্ত্রীলোকের সখীগণ-বিষয়ে এবং পুরুষের সখাবিষয়ে সখ্য বা চিত্তরঞ্জকতা। -দৃক্ (ভা ৫।১০।২৬) স্নেহময়ী দৃষ্টি। **মৈত্রীতে অযোগ্য** (হ ১১।৬৮৬—৭) পতিত, উন্মত্ত, অনেকের শত্রু, পরপীড়ক, অসতী, অসতীপতি, ক্ষুদ্র, মিথ্যাভাষী, অতিব্যয়ী, পরীবাদরত এবং শঠ ব্যক্তির সহিত প্রণয় করিবে না। -বল (হরি ৭।৯৫৪) [মৈত্রী + মত্বর্থে বলচ্] মিত্রতাবিশিষ্ট। -বশ্যত্ব (প্রীতি ১২৯) 'স্নেহময় পাণ্ডবগণে শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য, পার্ষদত্ব, সেবন, সৌখ্য, বীরাসন, অনুগমন, স্তবনাদি শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীভগবচ্চরণে ভক্তি করিলেন—' এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সখ্যপ্রীতিবশ্যত্ব প্রকটিত।

মৈত্রেয় (ভা ১০।৭৪।৭) পরাশর মুনির শিষ্য, কুশারু ঋষির পুত্র। ইঁহারই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাই বিষ্ণুপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইনি ভীষ্মের শরশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। (মহাভা° শান্তি° ৪৬)।

মৈত্রেয়িকা (গোচ উত্তর ৫।৬০) মিত্রযুদ্ধ।

মৈত্রেয়ী (গোভা ১।৪।১৯) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী।

মৈত্র্য (হ ৩।১৫৬) পুরীষোৎসর্গ। -**কৃত্যবিধি** (হ ৩।১৫৭—১৬৩) প্রভাতে গাত্রোত্থান করত গ্রামের নৈর্ঋত কোণে গৃহ হইতে শরক্ষেপের অধিকতর দূরে মূত্রপুরীষ ত্যাগ করিবে। নিজ-ছায়ায়, তরুচ্ছায়ায়, গো, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, গুরু ও ব্রাহ্মণের সম্মুখে মূত্রপুরীষ ত্যাগ করিবে না। কৃষ্ট ভূমিতে, শস্যমধ্যে, গোষ্ঠে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদী প্রভৃতি তীর্থে, জলে, জলের ধারে এবং শ্মশানেও মূত্রপুরীষ ত্যাগ নিষিদ্ধ। দিবাভাগে উত্তরমুখী হইয়া এবং নিশাযোগে দক্ষিণমুখী হইয়া বস্ত্রাবৃত-মস্তকে নীরবে মূত্রপুরীষাদি ত্যাগ করিবে। দণ্ডায়মান হইয়া বা গমন করিতে করিতেও মূত্রাদিত্যাগ নিষিদ্ধ। প্রাণহানির ভয়ে কিন্তু সুবিধামত যে দিকেই হয় ছায়াতে বা অন্ধকারে মলত্যাগ করিবে।

মৈত্র্যার্দ্রত্ব (প্রীতি ১২৫) 'শ্রীরুক্মিণীর পালঙ্কে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম বিপ্রকে দেখিয়াই আলিঙ্গন করত নয়নাশ্রুপাত করিলেন।' এই বাক্যে শ্রীদামের মৈত্রী (সখ্য) এবং শ্রীকৃষ্ণের অশ্রুনামক সাত্ত্বিক (প্রেমার্দ্রত্ব)।

মৈথিলী—সীতা, ২ মিথিলাদেশের রাজা। ৩ তত্রত্য ভাষা।

মৈথুন (হ ১৩।১৬) স্ত্রীসঙ্গরূপ গ্রাম্যধর্ম। ২ অগ্ন্যাধান।

মৈনাক (আচ ১৫।৮২) রামায়ণোক্ত মহেন্দ্রপর্বত; ২ লঙ্কামধ্যে সাগর-গর্ভে অবস্থিত।

মৈনিক (হরি ৭।৬৩৪) [মীন+ ঠক্] জালিক।

মৈরেয় (ভা ৬।১।৫৯), -ক (ভা ১১।৩০।১২) মধু।

মোক্ষ (ভগ ২২) বৈকুণ্ঠ, ২ (গোলী ২৩।৭১) শৈথিল্য। ৩ (রত্ন ৭।১২) মুক্তি—বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভ। ৪ (বৃভা ৩।২।১২৫ টী) [মোক্ষয়তীতি] কৃষ্ণ। ৫ (প্রীতি ১৬) বিষ্ণুর অনুচরত্ব, ৬ নিশ্চলা ভক্তি। 'বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ' [পাদ্মোত্তরে]। ৭ (মুক্তা ১২।১) বিসর্জন। -তিরস্কৃতি (প্রীতি ১৯) শ্রীভগবৎপ্রীতিতে তাৎপর্য না থাকায় মোক্ষের (যৎকিঞ্চিৎ প্রিয়তা থাকিলেও) ন্যূনতাই স্বীকার্য। শ্রীমদ্ভাগবতে মূলীভূত লক্ষ্য-বস্তু—ভগবৎপ্রীতিই। এই তিরস্কার কখনও ভগবৎপ্রীতির স্বরূপদ্বারা, আবার কোথাও বা শ্রীভগবানের পরিকর-দ্বারা কৃত হইয়াছে। মুক্তগণও ভগবৎকৃপায় দেহধারণ করিয়া শ্রীভগবানের ভজন করেন। -**ধর্ম** (রত্ন ২।৩০ টী) মহাভারতের শান্তি-পর্বের একটি অধ্যায়। ২ (চৈত ৩।২৮।৩) ভাগবদ্ধর্ম। -**ভাক্** (হ ৫।২৫৯) প্রাপ্তমুক্তি, ২ [মোক্ষয়-তীতি শ্রীভগবান্ তং ভজতি প্রাপ্নোতীতি] শ্রীভগবদ্ভজনকারী বা শ্রীভগবৎপ্রাপক। -**রাজ্যে প্রবেশ-পথ** (ভক্তি ৪৮) মোক্ষরাজ্যে প্রবেশের দুইটি পথ আছে—জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞান-পথটি ক্লেশবহুল এবং দীর্ঘকাল পরে স্বরূপানুভবানন্দ-প্রদ। ভক্তিপথটি সুগম, সুখকর ও আশু ভগবৎপ্রাপ্তিজনক। জ্ঞান ও ভক্তিপথের প্রাপ্য এক হইলেও জ্ঞানপথের দুর্গমত্ব উক্ত হওয়ায় ভক্তিপথেরই অভিধেয়ত্ব সাব্যস্ত হয়। (ভা ৪।২২।৪০ শ্লোকে) এ প্রসঙ্গে জ্ঞানপথে তিতীর্ষামাত্র উক্ত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানপথে ভবপার হওয়া যায় না। -**লঘুতা-কৃৎ** (সিন্ধু ১।১।১৭) ভাবভক্তির প্রথম অবস্থা। ভক্ত-হৃদয়ে বিন্দুমাত্র

ভগবদ্‌রতির উদয়েও পুরুষার্থচতুষ্টয় সর্বথা তৃণবৎ মনে হয় (সিন্ধু ১।১। ৩৩)। -সুখ ও ভক্তিসুখ (বৃভা ২।২।২১৭) মোক্ষসুখ একরূপ, চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইলে সীমাবদ্ধ এবং পরিপূর্ণতাবশতঃ তৃপ্তিজনক; ভক্তিসুখ কিন্তু অনেকরূপ, অপরিচ্ছিন্ন ও তৃপ্তি-নিরাসক।

মোক্ষার্থ (হ ১০।৮১) মোক্ষের অর্থ [ফল]=ভক্তি।

মোক্ষাবধি (হ ১৬।২০২) মোক্ষের পরমকাষ্ঠারূপ ঘনসুখ-বিশেষাত্মক বৈকুণ্ঠ।

মোক্ষী (প্র ৭।১) প্রাপ্তমোক্ষ।

মোঘ (বৃভা ১০।৫২) নিষ্ফল।

মোচ (হ ৮।১৮৯) কদলীফল। [২ শোভাঞ্জন, ৩ শাল্মলীবৃক্ষ, নীলীবৃক্ষ]।

মোচক (রত্ন ৪।২১) মুক্তিদায়ক। ২ মোক্ষ, [৩ কদলী, ৪ বৈরাগ্যবান্]।

মোচন (লনা ১৮) ত্যাগ, মুক্তিদান। [২ দস্ত, ৩ শাঠ্য]।

মোটক (ছ পরি ২৪) দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। ২ (গোচ পূর্ব ৩২।১৩) প্রমর্দক।

মোটনক (ছ ২।৫৮) একাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ।

মোট্টায়িত (উ ১১।৪৭) কান্তের স্মরণে ও বার্ত্তাদি-শ্রবণে স্থায়ী রতির ভাবনাবশতঃ হৃদয়ে অভিলাষের প্রাকট্য।

মোদ (আচ ৭।১৪) সার্বদিক আনন্দ।

মোদক (গৌ ১১।১৯) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। ২ (ভাবনা ৮।৩১) লড্ডুক। [৩ বর্ণসঙ্কর-জাতিভেদ]।

মোদন (আচ ১৩।৪৫) সুখদ। ২ (উ ১৪।১৭৩) যে অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাত্ত্বিকসমূহের উদ্দীপ্তসৌষ্ঠতা পরিব্যক্ত হয়, তাহাই 'মোদন'। শ্রীরাধিকাযূথেই এই মোদন মহাভাব বিরাজমান।

মোদনী (কৃগ ২৪৭) ইন্দুলেখার যূথে সপ্তমী সখী।

মোদনেতা (আচ ১৩।১৪১) হর্ষগ্রাহী।

মোদর (আচ ১১।২০) আনন্দদায়ী।

মোদোষ (ভা ১২।৭।২) অথর্ববেত্তা বেদদর্শের শিষ্য।

মোরটা (কৃগ ১৯৮) বিগ্রহ-দূতী, ছাগজীবী।

মোষ (গোচ উত্তর ২৮।৫) নাশ। ২ (মধু ৩।১৬) চৌর্য।

মোষক (গোচ পূর্ব ৬।১২) চৌর।

মোষণ (বৃভা ২।৫।১১৭) চৌর্য। [২ লুণ্ঠন, ৩ বধ]।

মোহ (ভা ১।১।১) প্রেমাতিশয়োদয়হেতু বৈবশ্য—জী। ২ (ভা ১১।২৫। ৪) ভ্রম—স্বামী। ৩ (ভা ৩।১২।২) দেহাদিতে অহংবুদ্ধি। ৪ (গীতা ১৮।৭) মঙ্গলকে অমঙ্গলবোধ। ৫ (গীতা ১৫।৫) মিথ্যাভিনিবেশ। ৬ (ভচ ৭ উপ°) কৃত্যাকৃত্যাদি-বিষয়ক বিবেক-শূন্যতা। ৭ (সিন্ধু ২।৪।৯২) হর্ষ, বিয়োগ, ভয় ও বিষাদাদি হইতে জাত হৃদয়ের মূঢ়তা (বাহ্যবিষয়ের অগ্রহণাদি)। ইহাতে ভূমিপাত, শূন্যেন্দ্রিয়তা, ভ্রমণ এবং নিশ্চেষ্টতাদি প্রকাশ পায়। ৮ (বিপূ ১।৫।৫) দেহ-সম্বন্ধী পুত্রাদিতে স্বামিত্বাভিমান —স্বামী।

মোহন (বৃভা ১।৪।৮৩) বশীকারক। ২ (গীতা ১৪।৮) ভ্রান্তিজনক। ৩ (মাম ৬।৩৬) সুরত-সম্ভোগ, ৪ পঞ্চবাণের একতম। ৫ (হ ৪।১৯০) বক্ষঃস্থলাদিতে অশ্বত্থপত্রাকৃতি, বংশপত্রাকৃতি বা পদ্মকলিকাকৃতি তিলক-রচনাকে 'মোহন' বলে, যেহেতু তাহা অবৈষ্ণব এবং শুক্রাচার্যাদি অসুরমোহনের জন্য ঐ তিলকবিধি দিয়াছেন। ৬ (উ ১৪। ১৭৯) মোদন অধিরূঢ় ভাবই সুদূরপ্রবাস-জনিত বিপ্রলম্ভে 'মোহন' দশাপ্রাপ্ত হয়, ইহাতে বিরহ-বৈবশ্যবশতঃ সকল সাত্ত্বিকই সুদ্দীপ্ত হয়।

মোহনত্ব (প্রীতি ২৯১) স্বরূপকৃত ও দুষ্ক্রিয়াকৃত-ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন 'সুজাত' ও 'উত্তম' পদ্মের গর্ভদেশের শোভা-হারী"—এই বাক্যে 'সুজাত' ও 'উত্তম'—স্বরূপকৃত এবং 'শোভাহারী'—দুষ্ক্রিয়াকৃত মোহনত্ব বর্ণিত হইয়াছে। °বন (কৃচ ৪।৩।১৬) বহুলাবন।

মোহ-পটল (ভা ৩।৩৩।১) অজ্ঞানের আবরণ।

মোহান্তসুরতক্ষমা (উ ৫।২৭) কামাদির উদ্‌গমজন্য আনন্দমূর্চ্ছাযাবৎ সুরতে সমর্থা, কিন্তু আনন্দমূর্চ্ছার পরে অশক্তা মধ্যা নায়িকা।

মোহিনী (বৃভা ২।৩।২৫) ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টমাবরণরূপ প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্বয়ং প্রকৃতিই ইঁহার সেবিকা। ২ (কৃগ পরি ৯৪) বীরা দূতীর মাতা। ৩ (সভা ১।১৬২) দৈত্যগণের মোহনার্থ ও শ্রীমহাদেবের সন্তোষণার্থ অজিত মোহিনী মূর্ত্তি ধারণে দুইবার আবির্ভূত হইয়াছেন। ৪ (ভা ১০।২৩।৪৬)

বুদ্ধিভ্রান্তিজনিকা শক্তি, ৫ চিত্তাকর্ষিণী শক্তি—সনা। ৬ (হ ১২।৩৩২) বেধ-দুষ্ট একাদশীর ব্রতফল ব্রহ্মা মোহিনীকে দিয়াছেন।

মৌক্তিক (গৌকু ৪।৪২) মুক্তা। ২ (গোলী ৩।৪৯) মতিচুর-নামক লড্ডুক। **-দাম** (ছ ২।৬৭) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-প্রালম্ব** (আচ ১।১৮৫) মুক্তার কোষ, ২ মুক্তাসমূহদ্বারা নির্মিত ঋজুলম্বি মাল্যবিশিষ্ট।

মৌগ্ধ্য (রাগ ২।৩) ক্রীড়া-চপল প্রাকৃত নর-বালকের মুগ্ধতা। ২ (উ ১১।৬৫) প্রিয়তমের সকাশে জ্ঞাতবস্তুরও অজ্ঞাতবৎ জিজ্ঞাসা।

মৌঞ্জীব্রত (মথুরা ৮৬) উপনয়নসংস্কার।

মৌঢ্য (ভা ১০।৩৩।৩০) অজ্ঞান, মোহ, ২ বাল্য।

মৌঢ্যাৎ (চৈত ১।১১।৪০) [মৌঢ্যমজ্ঞানমত্তীতি] অজ্ঞান-নাশক।

মৌদকিক (হরি ৭।৬৫১) [মোদকাঃ পণ্যমস্য] মোদক-ব্যবসায়ী।

মৌদ্গীন (হরি ৭।৮৫৩) মুদ্‌গক্ষেত্র।

মৌন (গোভা ৩।৪।১৭) ধ্যান। ২ (হ ১০।৪৯৯) বৃথাবাক্যের অনুচ্চারণ, ৩ (গীতা ১৪।৩৮) গোপন করিবার জন্য বাক্যরোধ। 'উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে। স্নানে ভোজনকালে চ ষট্‌সু মৌনং সমাচরেৎ' ইতি স্মৃতিঃ।

মৌনমুদ্রা (সা ২) মন্ত্রময়ী উপাসনা দ্বিবিধা—শ্রীমদ্ভাগবতাদি-বর্ণিত জন্ম, কর্ম, গোচারণাদি লীলা এক প্রকার—তাহা স্মরণমঙ্গল-গোবিন্দলীলামৃতাদি স্মরণোপযোগী লীলাগ্রন্থানুসারে কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় প্রকার উপাসনা হইতেছে—অর্চায়মান-বিশেষ- মৌনমুদ্রাঢ্য শ্রীবিগ্রহ-বিশেষের সেবা। এবম্বিধ উপাসনায় কায়িক ও মানসিক সেবা উভয়ই জড়িত থাকে বলিয়া কলিহত জীবের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত। মৌনমুদ্রার সেবা-বিষয়ে সর্বস্মৃতির ব্যবস্থা আছে; শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৩—৮ বিঃ) ইহার বিধান লিখিত হইয়াছে। তদনুসারে প্রেমভক্তিপূর্বক এই সেবা করণীয়া। সাধক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করত বিধিবৎ শ্রীগুরুদেবাদির প্রণাম, দন্তধাবন, যথোচিত স্নানাদি বিধি সমাপন পূর্ব্বক স্বসেবায় সাবধান হইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবেন। পূজক বিধিবৎ ঘণ্টাদিবাদ্য করত শ্রীগৌরগোবিন্দের প্রবোধন করিবেন এবং গ্রীষ্মশীতাদি ঋতুভেদে যথোচিত সেবা করিবেন। সিদ্ধদেহে মানসী লীলা দণ্ডাত্মিকাদি যেরূপ তিনি চিন্তা করিবেন, তদ্রূপ শ্রীগুরুপ্রণালীর অনুগত হইয়া রাগানুগামার্গে মৌনমুদ্রাঢ্য শ্রীবিগ্রহের সেবা করিবেন। দণ্ডাত্মিকালীলা ও সেবা একই বস্তু; কেবল নামেমাত্র ভেদ; অতএব উভয়েরই ঐক্যবুদ্ধিতে সেবনই যুক্তিযুক্ত। দিগ্‌দর্শন যথা—শ্রীমুখপ্রক্ষালনাদি, সুস্বাদু মিষ্ট দধি-প্রভৃতির সমর্পণ, মঙ্গলারাত্রিক, হেমন্তকালে ফল্গুধারণ, গ্রীষ্মে তনিয়াধারণ কিম্বা মুকুলিত কঞ্চুকধারণ করাইবেন। অতঃপর গীত-বাদ্য-কীর্ত্তনাদি, শৃঙ্গারারাত্রিক, ধূপদীপাদি-নিবেদন, পক্কান্ন-নিবেদন, রাজভোগ, আচমন, মুখমার্জনাদি, আরাত্রিক, শয়নাদি। পূজকাদি স্বদেহ-ব্যাপারাদি নিষ্পন্ন করত শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবেন, পরে স্নানাদি করত শ্রীহরির প্রবোধন, সন্ধ্যারাত্রিক, রাত্রিকালীন ভোগ, শয়নারাত্রিকাদি। বার্ষিকযাত্রাদিও অবশ্য কর্ত্তব্য।

মৌনী (চৈচ মধ্য ৪।১৭৯) অসদালাপ-বর্জ্জিত। ২ (চৈচ মধ্য ২২।৭৭) মননশীল। ৩ (হ ১৪।৮৫) ভগবানের নামসংকীর্ত্তন-ব্যতীত অন্যবার্ত্তা-রহিত।

মৌর (গোচ উ ১৮।২৯) পাশ, ২ মুরনামক দৈত্যকৃত রজ্জু।

মৌরজ (আচ ১।৫৫) মুরজ-সম্বন্ধী।

মৌরজিক (আচ ২৩।৬০) মুরজবাদক।

মৌর্ব (হরি ৭।৫৭৭) [মূর্বায়া বিকার ইতি অণ্] মূর্বালতার ভস্ম বা কাণ্ড। ২ (ভা ১০।৬২।৩৩) [মৌরব-স্থলে আর্ষ] মুরুনামক-লৌহদ্বারা নির্মিত।

মৌর্বী (ভা ১০।৭৬।২৬) কৃষ্ণলোহময়ী। ২ (ভাবনা ১।২) ধনুর্গুণ।

মৌলি (মালা গীত ২২) কিরীট—বল। ২ মস্তক। ৩ [চূড়া, ৪ সংযত কেশ, ৫ অশোকবৃক্ষ]।

মৌলী (ভা ১০।৬৬।১৪) মুকুট, আভরণ।

মৌল্য (হ ১৬।৩৪৬) মূল্যদ্বারা গৃহীত।

মৌষল (হরি ৭।৩৮২) মুষল-সম্বন্ধীয় ২ মুষলবৎ নিশ্চেষ্ট—'গঙ্গায়াং মৌষলং স্নানং মহাপাতকনাশনম্'—পুরাণে।

মৌষললীলা (কৃষ্ণা ১২৩) পিণ্ডারকতীর্থে যাদবগণ যে যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞের অবসানে জাম্ববতী-পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া যদুবংশ্য বালকগণ মুনিগণের সম্মুখে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহার গর্ভে পুত্র হইবে কি কন্যা হইবে?' মুনিগণ এই দুর্ব্যবহারে কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলেন 'তোমাদের কুলনাশন মুষল প্রসব করিবে।'. বালকগণ সত্যই সাম্বের উদরবস্ত্রে মুষল দেখিয়া উগ্রসেনের নিকট গমন করিলেন। তিনি সেই মুষল চূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলে নিঃক্ষেপ করিলে এক মৎস্য লৌহখণ্ডটি গ্রাস করিল এবং চূর্ণগুলি তরঙ্গাঘাতে তীরে আসিয়া এরকাতৃণরূপে উৎপন্ন হইল। জালে ধৃত ঐ মৎস্য হইতে যে লৌহখণ্ড নিষ্কাসিত হয়, তাহা-দ্বারা জরা-নামক ব্যাধ শরের অগ্র-ভাগ নির্মাণ করিয়াছিল। প্রভাস তীর্থে যাদবগণ মৈরেয়-(মধু)-পান করিয়া উন্মত্ততায় পরস্পর কলহ করিতে করিতে এরকাতৃণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করত নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। যাদবাদিনিধনের পর শ্রীবলদেব মনুষ্যলোক ত্যাগ করেন, শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপ ধারণ করত উপ-বেশন করিলে তদীয় অরুণ চরণকে মৃগভ্রমে জরা-ব্যাধ উক্ত শরনিক্ষেপে বিদ্ধ করেন। এ সকল লীলা মায়িক অর্থাৎ গোব্রাহ্মণহিতার্থ অবতীর্ণ ভগবান্ ব্রহ্মশাপের অনিবর্ত্ত্যতা দেখাইবার জন্য এইসব লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন।

বৃহদগ্নিপুরাণে ও কূর্মপুরাণে (উপরিভাগ ১৩।১২৯) বর্ণিত আছে যে সীতাকর্তৃক আরাধিত অগ্নি যে ছায়াসীতার আবির্ভাব করাইয়া-ছিলেন, তাহাই রাবণ-কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, লঙ্কা বিজয়ের পরে অগ্নি-পরীক্ষাকালে যথার্থ সীতা উপনীত হইয়াছিলেন; সুতরাং সীতাহরণ যেমন মায়িক, তদ্রূপ মৌষল লীলাও মায়া-কল্পিত বলিয়া ধর্ত্তব্য। হরিবংশে (২।১৯।২৯—৩৫) শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে নিত্য স্থিতির বর্ণনা আছে।

মৌহূর্ত্তিক (মাম ৫।৩০) জ্যোতি-র্বিৎ। ২ (ভা ৬।৬।৯) ধর্মপত্নী মুহূর্ত্তার গর্ভ-জাত দেবগণ। ইহারা প্রাণিগণকে স্বস্বকর্মফল-প্রদ।

ম্নাত (আচ ১১।৪১) অভ্যস্ত।

ম্রক্ষণ—সংযোজন, ২ রাশীকরণ, ৩ তৈল।

ম্রদিমা (হরি ৭।৮৩১) [মৃদু+ ইমনিচ্] মৃদুতা।

ম্রদিষ্ঠ (গোবি ৯৮) অতি কোমল।

ম্রুক্ত (হরি ৫।৫৫) [ম্রুচু গতৌ+ ক্ত] গত।

ম্লান [ম্লৈ+ক্ত] মলিন। ২ ম্লানিযুক্ত।

ম্লাপিত (লনা ৪।১২) মলিনীকৃত।

ম্লিষ্ট (গোলী ১০।৪২) অস্পষ্টোচ্চারিত। ২ ম্লান।

ম্লুক্ত (হরি ৫।৫৫) [ম্লুচ্ গতৌ+ ক্ত] গত।

ম্লেচ্ছ (চৈচ আদি ২।১২৪) আচার-বিহীন। ২ পামরজাতি। ৩ পাপ-রত, ৪ হিঙ্গুল। **-কন্দ**—লশুন। **-জাতি**—গোমাংসভোজী কিরাতাদি-জাতি। **-দেশ**—আর্য্যাবর্ত্ত হইতে পৃথক্ চাতুর্বর্ণ্যাচারহীন প্রদেশ। **-ভোজন**—যাবক, অন্নভেদ; ২ গোধূম। **-মুখ**—তাম্র।

ম্লেচ্ছিত—অপশব্দ, অসংস্কৃত শব্দ।

য

যক্ষ (ভা ১০।৬।২৭) কুবেরানুচর দেবযোনি-বিশেষ। [২ ইন্দ্রগৃহ, ৩ পূজন]। **-কর্দম** (আচ ১৪।১৩২) কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরী, কর্পূর ও চন্দনের সমমিশ্রণ-জাত সুগন্ধি দ্রব্য-বিশেষ। 'কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরীকর্পূরং চন্দনস্তথা। মহাসুগন্ধিরিত্যুক্তো নামতো যক্ষকর্দমঃ॥' [ধন্বন্তরিঃ]। **-তরু**—বটবৃক্ষ। **-ধূপ**—পূজোপ-যোগী ধূপ (ধুনা)। **-পতি** (ভা ৪।১।৩০) কুবের। **-রাত্রি**—কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রি।

যক্ষেন্দ্রভট (কৃগ পরি ২৩) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ।

যক্ষেশ্বর (ভা ৪।৬।২৮) কুবের।

যজন (গোতা ১।১৮) শাস্ত্রমার্গে পূজন। ২ (প্র ১।৯) অর্চন। [৩ হোত্রাদি-কর্ত্তৃক মন্ত্রপাঠপূর্বক ঘৃতাদির অগ্নিতে নিক্ষেপরূপ যাগ]।

যজুঃ (ভা ৪।১।৫) যজ্ঞ, ২ মন্ত্র—স্বামী।

যজুষ্পতি (ভা ৪।১৯।১১) বিষ্ণু—স্বামী।

যজ্ঞ (ভা ৮।১।১৮) ভগবদবতার। স্বায়ম্ভুব মনু সস্ত্রীক সুনন্দাতীরে শতবর্ষব্যাপী তপশ্চরণ করিতে করিতে সমাধি অবলম্বনপূর্বক ভগবৎ-স্তব করিতে থাকিলে অসুর ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে ভক্ষণার্থ ধাবিত হয়। তখন ভগবান্ যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজপুত্র যাম-নামক দেবগণের সাহায্যে তাহাদিগকে বধ করেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গরাজ্য পালন করেন। ২ (সভা ১।১২৬) রুচি হইতে আকৃতিতে আবির্ভূত বিষ্ণু। ৩ (হরি ৭।৫২৩) পশু-হিংসারহিত যাগ। ৪ (হরি ৫।৪৩৫) [যজ্+ন] দেবপূজাদি। ৫ (ভা ১১।৫।২৯) পরিচর্যামার্গ—বি। ৬ পূজাসম্ভার—জী। ৭ (ভা ৩।২২।২৯) যজ্ঞবরাহ। ৮ (ভা ৩।১৩।২৪) প্রথম মন্বন্তরাবতার। ৯ (ভা ৩।১৩।৪০) সোমহীন যাগ। ১০ (ভা ৫।৭।৫) অযূপ বৈদিক হোম—স্বামী। ১১ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে হ-বর্ণের মূর্তি। **-কেতু** (ভা ১০।৬৮।৫) সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাঃ—সনা। **-গুহ্য** (সুধা ১১৮) ভক্তিযজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য। **-তন্তু** (ভা ৩।১৯।৩০) যজ্ঞ-বিস্তারক—স্বামী। **-ধ্বজ** (হ ৫।৪২৭) জনৈক চন্দ্রবংশ্য বিষ্ণুভক্ত রাজা। ইনি পূর্বজন্মে দণ্ডকেতু-নামে এক চণ্ডাল ছিলেন—তিনি একদিন রাত্রিকালে বিষ্ণুমন্দিরে শয়ন করিতে যাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে মন্দিরের ধূলি মার্জনা করেন ও একটি প্রদীপ স্থাপন করেন। সেই পুণ্যবশতঃ জন্মান্তরে যদুবংশে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। [বৃহন্নারদ...৩৭]। **-পতি** (সুধা ১১৭) ভক্তিমার্গে আরাধনার সংরক্ষক বিষ্ণু। **-পুরুষ** (ভা ১।৫।৩৮) পূজায় ধ্যেয়াকার—জী। ২ যজনীয় পুরুষ—বি। **-ভাবন** (ভা ৩।১৩।১৬) যজ্ঞ-পালক। **-ভুক্** ভা ১০।১৩।১১) ভক্তিযজ্ঞের অনুভবিতা। **-মালী** (হ ১০।২৭২) রৈবতদেশীয় দেবমালী-নামক ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি পূর্বজন্মে বিশ্বম্ভর-নামে পরম দুর্বৃত্ত বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার দুশ্চরিতের জন্য তিনি বন্ধু-বান্ধবগণ-কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। একদিন কর্দমাক্ত চরণে এক বিষ্ণু-মন্দিরে আশ্রয় করিয়া ঐ মন্দিরের দেয়ালে কর্দমাক্ত চরণ ঘর্ষণ করত মন্দির-লেপনের ফলপ্রাপ্ত হন। আবার সেই পুণ্যবলেই জন্মান্তরে বিষ্ণুধামে গমন করেন। [বৃহন্নার° ৩৩—৩৪]। **-রেতঃ** (ভা ৪।২৪।৩৬) সোম—স্বামী। **-লিঙ্গ** (ভা ৩।১৩।১৩) যজ্ঞমূর্তি—স্বামী। **-বাট** (আচ ১৩।২১) যজ্ঞস্থান। **-বাহু** (ভা ৫।১।২৫) প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে ও বর্হিষ্মতীর গর্ভে জাত পুত্র। **-বিদ্যা** (রাধা ৫১) কর্ম। **-বীর্য** (ভা ৬।৯।৩০) যজ্ঞের ফলোৎপাদনে সমর্থ। **-বৈশস** (ভা ৪।৪।৬) যজ্ঞীয় পশুগণের কোলাহল-স্থান। **-শূকর** (ভা ৩।১৯।৯) বরাহরূপী শ্রীভগবান্। **-শ্রী** (ভা ১২।১।২৫) মগধের শূদ্ররাজা শিবস্কন্দের পুত্র। **-সূত্র**—যজ্ঞোপবীত। **-হোত্র** (ভা ৮।১।২৩) তৃতীয় মনু উত্তমের পুত্র।

যজ্ঞিক [যজ্ঞ+ঠন্] পলাশ।

যজ্ঞিয় (হরি ৭।৭৮১) [যজ্ঞ-মর্হতীতি যজ্ঞ+ঘ] যজ্ঞার্হ ঘৃতাদি, দেশাদি। ২ দ্বাপরযুগ। **যজ্ঞীয়** (গোভা ১৩।২৮) যাগে অধিকারী। [২ যাগ-সম্বন্ধীয়, ৩ যজ্ঞডুমুর]।

যজ্ঞেশ (ভা ৫।১৯।২৩) শ্রীবিষ্ণু। ২ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে প-বর্ণের মূর্তি।

যজ্ঞেশ্বর (বৃভা ২।২।৪৪—৪৯) মহর্লোকবাসী প্রজাপতি মহর্ষিগণ-কর্তৃক বৃহত্তর যজ্ঞবিধানে পূজিত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা যজ্ঞ-ফলপ্রদ প্রভু। ভক্তি-পরায়ণ মহর্ষিগণ মহাযজ্ঞের বহুশঃ অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে এই প্রভু যজ্ঞাগ্নিকুণ্ড হইতেই প্রাদুর্ভূত হন, মহাতেজস্বী মূর্তিতে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করত ক্রীড়া করেন। ইনি যজ্ঞ-মূর্তি অর্থাৎ স্রুক্, স্রুবাদি যজ্ঞো-পকরণ-ধারণে মূর্তিমান্ যজ্ঞবৎ প্রতীত হন। জগতের মনোহারী ইঁহার বিশাল শির, মুখ, কণ্ঠ, বক্ষ ও বাহু প্রভৃতি, ইনি হস্ত প্রসারণপূর্বক চরু গ্রহণ করত যাজ্ঞিকগণকে ইষ্ট বর দান করেন।

যজ্ঞোপবীত (হ ৬।২৬১—৬৩) নবগুণিত, শুভ্র অথবা পীতবর্ণ, পট্টসূত্রাদি-নির্মিত যজ্ঞসূত্র। **-মুদ্রা** (হ ৬।৪৪) কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠা সংযোজন পূর্বক মধ্য তিনটিকে প্রসারিত করিলে 'যজ্ঞোপবীত-মুদ্রা' হয়।

যজ্বা (গোলী ১১।৪৪) হোতা। যজমান। ২ বিষ্ণু (সহস্রনাম)।

যত (আচ ১৪।৭৫) যম, অনাসক্তি-

ত্যাগ। ২ (আচ ৭।৩৭) উপরত। **যতঃ** (ভা ১০।৮৭।২৪) যত্নপূর্বক, ২ [ব্য] যেহেতু—প্রবো। **যতম** (হরি ৭।১০৫৪) বহুর মধ্যে যে ব্যক্তি বা বস্তু। **যতমান** (গীতা ৯।১৪) প্রযত্নশীল। **যতর** (হরি ৭।১০৫৩) দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি বা বস্তু। **যতাসু** (ভা ১১।১৭।২১) কৃত-প্রাণায়াম—স্বামী। **যতি** (আচ ২০।৪৭) তাল-বিশেষ। ২ (গীতা ৮।১১) প্রযত্নশীল—স্বামী। ৩ (ভা ৪।৮।১) ব্রহ্মার উর্দ্ধরেতা পুত্র। ৪ (ভা ৯।১৮।২) সোমবংশ্য নহুষের পুত্র। ৫ (ছ ১।২১) জিহ্বার ইষ্ট বিরাম-স্থানকে ছন্দঃশাস্ত্রে 'যতি' কহে। যতি, বিরাম, বিচ্ছেদ, ছিদ্, ভিদ্, বিরতি প্রভৃতি শব্দ সমপর্য্যায়। ছন্দোমঞ্জরীকার বলেন—'পদমধ্যে যতি আছে'—পণ্ডিতগণ এই কথা স্বীকার করেন। সেই যতি পদান্তে শোভা বিস্তার করে, কিন্তু পদমধ্যে অশোভনা হয়। আবার তাহা পদমধ্যগতা হইয়া যদি স্বরসন্ধি-ঘটিতা হয়, তবে তাহাও স্বীকার্য। উদাহরণ—'কৃষ্ণঃ পুষ্ণাতুতুল-মহিমা মাং করুণয়া' এই বাক্যে 'পুষ্ণাতু ও অতুল' এই দুই পদে উকার ও অকারে স্বরসন্ধি হইয়া পদমধ্যেও যতি স্বীকৃত হইল। শ্বেতমাণ্ডব্য প্রভৃতি যতি স্বীকারই করেন না। ৬ পরিব্রাজক। ৭ পাঠ-বিচ্ছেদ, ৮ যত পরিমাণে। **-নর্ত্তন** (বিরু ৪৫) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত স-স-র-ল-ল-গণে রচিত প্রতি কলায় তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম অক্ষর শ্লিষ্ট-সংযুক্ত এবং সপ্তমে মধুর সংযোগ থাকিলে 'যতিনর্ত্তন' কলিকা হয়। যথা—কলিত-প্রবল-স্পন্দবিভ্রম, যুবতি-প্রকর-স্কন্ধবর্তিত।

যতুক (চৈ কা ২।৪৫) যৌতুক। **যৎ** (ভা ৫।১৯।১২) চপল। ২ (সুধা ৯১) [যতত ইতি যত+ক্বিপ্] ভক্তসুখের জন্য যত্নপরায়ণ। **যৎকিঞ্চিৎ** (গোভা ২।২।১২ টী) নগণ্য। **যত্ত** (গোলী ১৩৩) যত্নবান্। ২ (আচ ১১।১৪৭) বশীকৃত। **যত্তা** (ভা ১০।১১।৩১) যত্নবান্। **যত্ন** (হরি ৫।৪৩৫) [যতী প্রযত্নে+নঙ্] প্রণিধান। ২ (নাচ ৬০) ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে ঔৎসুক্য-সহকারে প্রবৃত্তি। ৩ (শ্যা ৩৯) পটুতা। ৪ আয়াস, ৫ উদ্যোগ। **যথা** (ভা ১০।৫৫।১১) যথাবৎ, ঠিক। [ব্য] ২ সাদৃশ্যে, ৩ যোগ্যতায়, ৪ আনুরূপ্যে। **-কথাচ** (হরি ৭।৮১২) [ব্য] অনাদরে। **-কামী**—স্বেচ্ছা-চারী লোক। **-ক্রতু** (প্র ৬।৪) সাধনানুরূপ। **-ক্রম**—ক্রমানুরূপ। **-জাত** (গোচ পূর্ব ২২।৩০) অশিক্ষিত, মূর্খ, ২ নীচ। **-জাতীয়** (হরি ৭। ১০২৯) জাতি-অনুসারে। **-জোষ** (আচ ৮।১৬৮) প্রীতি-অনুসারে। **-তথ**—যাথার্থ্য। **যথানুক্ত** (ভা ৩।১৯।৩২) কথিত বিষয়ের অনতিক্রমে—স্বামী। **°ভাব** (ভগ ৯৫) যাদৃশ-লক্ষণান্বিত। **যথাম্নাত** (ভা ১০। ৮৪।৫২) শাস্ত্রবিধিমত। **যথাম্নায়** (ভা ১০।৭৪।১২) বৈদিক বিধানানু-সারে—সনা। **যথার্হ** (ভা ১১।২। ২৪) যথোচিত। ২ সত্যভূত পদার্থ।

-ইবর্ণ (গোচ উত্তর ৭।৬) দূত, চর। **-বৎ** (হ ১।৮৬) সম্যক্‌রূপে। **-বিকার** (ভা ১০।৬৩।৩৮) স্বস্বদেহের অনুরূপ, ২ ভাবানুরূপ। **-শক্তি**—শক্ত্যনুসারে। **যথাশয়** (ভা ৬।৪। ৩৪) বাসনানুসারে। **-শাস্ত্র**—শাস্ত্রানুসারে বা শাস্ত্রের অনতিক্রমে। **-সংখ্য** (হরি ২।২৮) পূর্বপরক্রমানু-রূপ। ২ (অকৌ ৮।৩২) ক্রমোদ্দিষ্ট পদার্থসমূহের যদি যথাক্রমে অন্বয় লাভ হয়, তবে 'যথাসংখ্য'-অলঙ্কার হয়। **-স্থিত**—সত্য, ২ সত্যতা। **যথাস্বম্** (ভচ ৪।২) যথাযথ। **যথেষ্ট** (হরি ৩।৩৩৬) অভিলষিত। **যথোদয়** (ভা ১১।১৭।৪৩) বিভবানু-সারে—স্বামী। **যথোপজুষ** (ভা ৮।৯।১৫) প্রীত্যনু-সারে। **যথোপপন্ন** (ভা ১০।৮৬।৪১) [কোনও ভূতের অনুপদ্রবে] অনায়াস-লব্ধ। **যদি** (যো ২০) [ব্য] স্বীকরণার্থে, যথা 'বেদাঃ যদি প্রমাণম্'—জী। ২ (ভা ১।২।৮) গর্হায়, ৩ বিকল্পে, ৪ অসন্দেহে বা সন্দেহ-সূচনে। ৫ (ভা ১০।৬৪।১০) নিশ্চিত—স্বামী। **যদু** (ভা ৯।২৩।১৮) যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র। ২ (হরি ২।২৭) সুবন্তের শস্‌প্রভৃতি যাবতীয় বিভক্তি। **-দেব** (ভা ১০। ৫২।৪৪), **-নন্দন** (ভা ১০।৫৬।৬) শ্রীকৃষ্ণ। **-পতি** (ভা ১০।৩৩।২৮) শ্রীবাসুদেব। **-পত্তন** (গোচ উত্তর ২৯।৩০) দ্বারকা। **-পুর** (ভা ১০। ৩৬।৩৭) মথুরা। দ্বারকা। **-রাজ** (বৃভা ১৬।৭০) উগ্রসেন। **-রাজধানী** (আচ ৩।২) মথুরা। **-বর-পরিষৎ** (হ ৩।২৩) যদুবরগণ সভা-সেবক-

রূপে যাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন, ২ যদুবর উগ্রসেনের অথবা সামান্যতঃ সকল যাদবেরই বর দিব্য সভা অর্থাৎ সুধর্মা যাঁহা হইতে আবিষ্কৃত বা সুশোভিত হইয়াছে।

যদৃচ্ছা (ভা ১০।৮৫।১৬) অযত্ন—সনা। ২ স্বেচ্ছা, ৩ দৈবাৎ। ৪ (ভক্তি ১৭১) কোন পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তগঙ্গ ও তৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়। **-শব্দ** (হরি ৭।৮৩২) ব্যবহার-নিষ্পত্তির জন্য যে কোনও রূপে প্রযোক্তব্য ডিত্থ ডবিত্থাদি।

যদ্বা [ব্য] পক্ষান্তরে। **-তদ্বা** (চৈচ অন্ত্য ৫।৯৯) অরসজ্ঞ, নগণ্য।

যন্তা [যম্+তৃচ্] সারথি, ২ হস্তিপক, ৩ সংযমী।

যন্ত্র (ভচ ১।৪৫) পূজাদির অধিষ্ঠান-বিশেষ, তন্ত্রোক্ত চক্রভেদ; ২ (ভা ১০।৫৯।৫) অস্ত্র-নিক্ষেপক কল।

যন্ত্রণা (বৃভা ১।৫।১৩০) পরম সঙ্কোচ, ২ পীড়া, ৩ (গোচ উত্তর ৩৩।৩) বন্ধন। ৪ খেদ।

যন্ত্রিত (বৃভা ১।৬।১১৩) পীড়িত। ২ (বৃভা ১।৬।১০০) বশীকৃত। ৩ (ভা ৬।১১।২০) প্রেরিত। ৪ (গোচ পূর্ব ১।১২৬) বদ্ধ।

যভ (নিবি ৪১) বিলাস, মৈথুন।

যম (সিন্ধু ১।২।২৬১) অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), নিঃসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা ও অভয় (ভা ১১।১৯।৩৩)—এই দ্বাদশটি 'যম' শব্দ-বাচ্য। ২ (রত্ন ৬।৬৬) ধর্মরাজ। ৩ (ভা ৩।১৬।৩৪) এক গর্ভে একসঙ্গে জাত, যেমন—নকুল ও সহদেব। ৪ (হ ১০।২২৩) নিয়ন্তা। ৫ (হরি ৫।৪১৯) যোগ। ৬ সংযম, ৭ কাক, ৮ শনি, ৯ দ্বিত্ব-সংখ্যা, ১০ ভরণী-নক্ষত্র। **-ক** (অ কৌ ৭।৫) শব্দালঙ্কার-ভেদ। পরস্পর অর্থগত ভেদবিশিষ্ট পদ, পদাবয়ব ও বাক্যের সমানরূপ হইলে 'যমক' কহে। অনেকপ্রকার যমকের মধ্যে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য যমকই প্রসিদ্ধ। **-ক-দোষ** (অ কৌ ৮।৬০) যমক কেবল পাদত্রয় গত হইলে 'অপ্রযুক্ততা'-নামক দোষ হয়। **-ক্ষয়** (ভা ১০।৬৪।২২) যম-পুরী, ২ মৃত্যু—জী। ৩ যমাদি অষ্টাঙ্গযোগে প্রাপ্য স্থান, মোক্ষ--বি। **-তাতি** (হরি ৭।৭০৫) [যমস্য কর ইতি বাচ্যে যম+তাতি] সংযমকারী। **-তীর্থ** (মথুরা ৪১৫) ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। **-দূতক**—কাক। **-দ্বিতীয়া** (হ ১৬।২৬৭-৭০) কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া, এই তিথিতে মধ্যাহ্নে যমের অর্চনা করিবে, যমুনায় স্নান কর্ত্তব্য। নিজগৃহে ভোজন না করিয়া এই দিনে ভগিনীর হস্তে ভোজনই অভিপ্রেত। সকল ভগিনীর অর্চনা করাই উচিত, অভাবে বৈমাত্রেয় ভগিনীও পূজনীয়া। **যমন** (অকৌ ৮।৬০) উপরম। [২ বন্ধন, ৩ যম]। **°পত্নী** (মাম ৬।৭৭) ধূমোর্ণা। **-প্রিয়**—বটবৃক্ষ। **-ল** (মালা ত্রি ১) যুগল। [২ বৃক্ষভেদ]। **-বাহন**—মহিষ। **যমলার্জুন** (ভা ১০।১০।২৪) গোকুলস্থ শ্রীনন্দদ্বারবর্ত্তী বৃক্ষদ্বয়--দামোদর-লীলায় ইহাদের শাপমোচন হয়। ইহারা নলকূবর ও মণিগ্রীব নামক কুবেরানুচর—গুহ্যক। **-সদন** (আচ ৭।২১) মৃত্যুদ্বার। ২ [অষ্টাঙ্গ-যোগগম্য সদনরূপং ব্রহ্মস্বরূপম্] যম-নিয়মাদির আলয়-ব্রহ্মস্বরূপ। **-সাদন** (ভা ১০।৪৩।৪) যমালয়, ২ মনো-নিরোধদ্বারা প্রাপ্য মোক্ষ। ৩ (হব ২।৪৯।৩৩) মৃত্যুর মৃত্যু অর্থাৎ বিষ্ণু।

যমানুগ্রহ (বৃভা ১।৬।১২০) মরণ।

যমানুজনি (সাকৌ ৭।৯) নিয়ম, ২ যমুনা। **যমানুজা** (ভাবনা ৪।৩৯) যমুনা।

যমী (মথুরা ১৮) সংযমী। ২ (খ্যা ২৮) যমুনা।

যমুনা (ভা ৪।২।৩৫) সূর্যের ঔরসে ও সংজ্ঞার গর্ভে জাতা কন্যা। ২ হিমালয়-পর্বতের যামুনশৃঙ্গ বা কলিন্দ-গিরি হইতে উৎপন্না এবং প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিতা নদী। ৩ (কৃগ পরি ২০০) শ্রীরাধার ধেনু—ইহা প্রতিবর্ষেই প্রসব করিত।

যমেশ্বর (চৈচ মধ্য ১৫।১৮১) নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথের দ্বারপাল-পঞ্চকের অন্যতম। (চৈনা ৮।৪২) শ্রীনীলাচলে সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী শিব-লিঙ্গ। উৎকল-খণ্ডমতে মহাদেব এস্থানে যমের সংযম নষ্ট করিয়া 'যমেশ্বর'-নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইনি শ্রীজগন্নাথের সংসারের হিসাব-রক্ষক, বৎসরে একদিন শ্রীসুদর্শনচক্র হিসাব বুঝিবার জন্য এ স্থানে আগমন করেন।

যযাতি (ভা ১।১২।২৪) রাজা নহুষের পুত্র, ইহার পত্নী দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা।

যব (হরি ৬।৯৯) [যু মিশ্রণে+অপ্] মিশ্রণ। [২ ধান্যভেদ]।

যবক্য (হরি ৭।৮৫৫) [যবকানাং ভবনমিতি যৎ] যবক্ষেত্র।

যবন (ভা ১০।৩৭।১৬) কালযবন, ইনি মুচুকুন্দ-কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হন।

২ (ভা ২।৪।১৭) ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ। ৩ (চৈভা আদি ১।৩৯) শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি। ৪ বেগ, ৫ অতি-বেগবান্ অশ্ব, ৬ গোধূম, ৭ তুরঙ্ক-জাতি। ৮ বেগবান্। -প্রিয়—মরিচ।

যবনানী (হরি ৭।২২৮) যবনের লিপি।

যবনিকা—পরদা, কানাৎ।

যবমতী (ছ ৩।১৩) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দো-বিশেষ।

যবস (আস ১৫।১১৪) ঘাস, তৃণ। ২ (ভা ৫।২০।৩) প্লক্ষদ্বীপস্থ বর্ষ।

যবাগূ [যু+আগূ] ছয় গুণ জলে পক্ক ঘন দ্রব-দ্রব্যবিশেষ (যাউ)।

যবানী (হরি ৮।২২৮) দুষ্ট যব। ওষধি-বিশেষ।

যবাশন (হ ১৪।৩৮০) যবান্ন।

যবাস—দুরালভা, ২ খদির, ৩ তৃণবিশেষ।

যবিষ্ঠ্য (হরি ৭।১০৮৮) [যবিষ্ঠ স্বার্থে যৎ] অতিশয় যুবা।

যবী (হরি ৭।৯৬২) প্রচুর যবশালী।

যবীনর (ভা ৯।২১।৩২) পুরুবংশ্য দ্বিমীঢ়ের পুত্র।

যব্য (হরি ৭।৮৫৫) [যবানাং ভবন-মিতি যৎ] যবক্ষেত্র। ২ (হরি ৭।৭১২) [যবায় হিতমিতি যৎ] যবের হিতকর। ৩ [যুতশ্চন্দ্রার্কা-বত্র যৎ] চান্দ্রমাস। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে 'যব্যদ্বয়ং শ্রাবণাদি সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলাঃ। তাসু স্নানং ন কুর্ব্বীত বর্জয়িত্বা সমুদ্রগাঃ'॥

যশঃ (ভা ১১।১৪।৯) কাব্যালঙ্কারিক-গণের সাধ্য বস্তু—স্বামী। ২ (ভগ ৩) বাক্য, মনঃ ও শরীরাদির সাদ্গুণ্য-খ্যাতি—জী। ৩ (গীতা ১০।৫) সৎকীর্ত্তি; -পটহ—ঢক্কা। -শেষ—মৃত।

যশস্য (হরি ৭।৮২৫) [যশস্+যৎ] যশঃই যাহার প্রয়োজন। ২ (হরি ৭।৭৫০) যশের নিমিত্ত সংযোগ বা উৎপাত।

যশস্বিনী (কৃগ ৫০) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃষ্বসা, নামান্তর—হবিঃসারা; গৌরবর্ণা, হিঙ্গুলবর্ণ-বসনা, বাটুর প্রেয়সী। ২ (ভা ১০।৫৫।৭) পতিব্রতা—স্বামী। ৩ কীর্ত্তিমতী।

যশস্বী (ভা ১০।৭০।৪২) সাধু—জী। ২ (ভা ২।৪।১৬) অশ্বমেধাদিকর্ত্তা কর্ম্মিবিশেষ।

যশোদ—পারদ, ২ কীর্ত্তিদাতা।

যশোদা (ভা ১০।১১।১৩, কৃগ ২৮—৩০) শ্রীকৃষ্ণের মাতা; বর্ণ—শ্যাম, বস্ত্র—ইন্দ্রধনুবৎ, দেহ—নাতিস্থূল, কিঞ্চিদ্দীর্ঘ, কেশ—নীলবর্ণ; কীর্ত্তিদা ইঁহার শ্রেষ্ঠ প্রাণসখী। পর্য্যায়—গোকুলাধীশ-গৃহিণী, দেবকী, দেবকী-সখী, গোপেশ্বরী, গোষ্ঠরাজ্ঞী, কৃষ্ণমাতা ইত্যাদি। ২ (আচ ১।১৫৫) যশোদায়িনী। ৩ (ভা ১০।৩।৫৩) সৎপুত্রপ্রসবদ্বারা শ্রীনন্দ, ব্রজ ও যোগমায়ার কীর্ত্তিবিস্তার-কারিণী। ৪ সখী দেবকীর যশোদাত্রী।

যশোদামাত (গোচ পূর্ব্ব ২।৭৫) শ্রীকৃষ্ণ।

যশোদেব (কৃগ ৪৭) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। কান্তি—অতসীপুষ্পবৎ, বস্ত্র—পাণ্ডরবর্ণ। পত্নী—রোমা (নামান্তর—রেমা)।

যশোদেবী (কৃগ ৪৯) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃষ্বসা (মাসী), নামান্তর দধিসারা, বর্ণ—শ্যামল, বস্ত্র—হিঙ্গুলবর্ণ; পতি—চাটু।

যশোধর (কৃগ ৪৭) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। কান্তি—অতসীপুষ্পের ন্যায়, বস্ত্র—পাণ্ডরবর্ণ। পত্নীর নাম—বেমা (নামান্তর রেমা)।

যশোধাঃ (ভা ৩।১।৩৮) কীর্ত্তিধারী—স্বামী।

যশোনন্দি (ভা ১২।১।৩১) কিল-কিলাপুরীর রাজা।

যশোভ (আচ ৫।১১৯) যশের দীপ্তি, ২ যশোদীপ্তিময়।

যশোর (অকৌ ১।১৩) যশঃপ্রদ। ২ যশোগ্রাহী।

যাগ (প্র ৮।৫) শালগ্রামাদি-পূজা। ২ (হ ১০।৫৮) নিত্যহোম। মন্ত্র-পূর্ব্বক অগ্ন্যাদিতে দেবোদ্দেশ্যে ঘৃতত্যাগ। -হীন (হ ১৯।১০২৫) অপ্রতিষ্ঠিত, ২ পূজারহিত।

যাচন [যাচ্+ল্যুট্] যাচ্ঞা।

যাচা (গোচ পূর্ব্ব ১১।১০) প্রার্থনা।

যাচিতক (হরি ৭।৬২৪) [যাচিতেন নির্ব্বৃত্তমিতি কন্] প্রার্থিত বস্তু।

যাচ্ঞা (উ ৭।১২) [স্বাভিযোগ-প্রকাশে স্বার্থা ও পরার্থাভেদে] প্রার্থনা-বিশেষ।

যাজ্ঞবল্ক্য (রত্ন ৬।২৮ টী) ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মুনি। ২ (ভা ১২।৬।৫৫) ঋগ্বেদী বাষ্কলের ছাত্র। ৩ (ভা ১২।৬।৬১—৬৪) দেবরাতের পুত্র ও যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী বৈশম্পায়নের শিষ্য। ৪ (ভা ৯।১২।৪) হিরণ্যনাভের শিষ্য।

যাজ্ঞসেনী (ভা ১০।৮৪।১) দ্রৌপদী।

যাজ্ঞিক (হরি ৭।৩৪৭) খদির, ২ পলাশ, ৩ অশ্বত্থ, ৪ যজমান। ৫ দর্ভবিশেষ। ৬ (ভক্তি ৫১)

দীক্ষাদ্বারা তৃতীয় জন্ম, দৈক্ষ জন্ম। **-কিতব** (হরি ৬।২১) নিন্দিত যাজ্ঞিক। **-পাশ** (হরি ৭।১০১৫) হীন যাজ্ঞিক।

যাজ্য (গোলী ১৯।৮) যজমান। ২ (হরি ৫।১৬৯) [যজ্‌+ণ্যৎ] পূজাস্পদ। ৩ যাগস্থান, ৪ যাজনীয়।

যাতন (ভা ৬।১।২২) পীড়ন।

যাতনা (ভা ৪।৮।৪) মৃত্যুর ঔরসে ও ভীতির গর্ভে জাতা কন্যা। ২ তীব্র বেদনা।

যাতযাম (অকৌ ৫।২১) গতরস —বি। ২ (উ-১৪। ৫) জীর্ণ, ৩ পরিভুক্ত। ৪ কঠোর। ৫ (বিনা ৪।৭) প্রহরাতীত, ৬ (ভা ৪।২৮।৯) নিঃসার।

যাতি (গোচ পূর্ব ২৩।৮০) গতি।

যাতু [যা+তু] রাক্ষস, ২ গন্তা, ৩ কাল, ৪ পথিক, ৫ বায়ু।

যাতুধান (ভা ৬।৬।২৮) কশ্যপ-পত্নী সুরসার গর্ভে জাত—রাক্ষস।

যাতৃ (ভাবনা ৭।২৪) [যা+তৃচ্‌] পতির ভ্রাতৃপত্নী। ২ [যা+তৃন্‌] গন্তা।

যাত্রা (সিন্ধু ১।২।৯০) উৎসব। ২ (ভা ১১।২।৩) আগমন—বি। ৩ (ভা ১১।২১।৩) প্রাণরক্ষা। ৪ (ভা ১১।২৭।৪৭) বিশিষ্ট পর্বে বহুজন-সমাগম। ৫ (মুক্তা ৭।৩৯) নানা-দেশীয় সঞ্চিত বস্তু বিক্রয়ের জন্য প্রত্যহ্ন মিলিত স্থান।

যাত্রায় কর্ত্তব্য (হ ১১।৭০৯) গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে মঙ্গল্য পুষ্প, রত্ন, ঘৃত ও পূজ্য ব্যক্তিগণকে অভি-বাদন করিতে হইবে।

যাত্রার মন্ত্র—'ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজ-তুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নি,-র্দিব্যস্ত্রীপূর্ণকুম্ভা দ্বিজ-নৃপ-গণিকা-পুষ্পমালা-পতাকাঃ। সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধি মধু রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং, দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ'॥

যাত্রিক [যাত্রায়ৈ হিতমিতি] উৎসব, ২ উপায়, ৩ গমন-হিত নক্ষত্রাদি।

যাথাতথ্য (আচ ৯।১১) যথোচিত-স্বভাবত্ব। ২ সত্যতা।

যাথার্থ্য (আচ ১৭।২০২) স্বাভাবিকতা।

যাদঃ (আচ ২।৫০) জলচর জন্তু। **-পতি** (ভা ২।৬।৪৩) সমুদ্র, ২ বরুণ।

যাদব (ভা ১০।৪৫।১৫) যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর কুলে শাখাসমূহ—সাত্বত, ভোজ, যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর। ২ (হরি ১। ৩২) বর্গীয় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ-সমূহ এবং শ ষ স। ৩ (হরি ৭। ৩৭৬) [যদূনাং বিষয়ো দেশঃ] যদুবংশ্যগণের দেশ। **-দেব** (ভা ১০।১২।৪০) ভগবান্‌, ২ শ্রীকৃষ্ণ।

যাদৃক্‌, যাদৃক্ষ, যাদৃশ—যে প্রকার, যেরূপ।

যাদৃচ্ছিক (ভা ১৬।৩৭) স্বপ্রয়োজন-সঙ্কল্পশূন্য—স্বামী। ২ (ভক্তি ১) ভাগ্যক্রমে লব্ধ।

যান (অকৌ ৫।৫২) গমন। ২ রথ। ৩ (বৃভা ২।৭।১৩৬) প্রাপ্তি, ৪ সিদ্ধি। [৫ প্রভূত-শক্তি রাজার স্বরাজ্য রক্ষা করত রিপুদলনে অভিযান]।

যাপক (বৃভা ২।৫।২৫৩) প্রাপক।

যাপন [যা-ণিচ্‌+ল্যুট্‌] কালক্ষেপণ, ২ নিরসন।

যাপিত (প্রীতি ২৩৮) প্রস্থাপিত।

যাপ্য [যা—ণিচ্‌+ণ্যৎ] নিন্দ্য, ২ অধম, ৩ ক্ষেপণীয়, ৪ নিঃশেষে অপ্রতিকার্য উপশমনীয় রোগ। **-যান**—শিবিকা।

যাভ (ভা ৯।১৯।৬) মৈথুন—স্বামী।

যাম (ভা ১৩।১২) দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্র। ২ (হ ১০। ৪৩৪) প্রহর। ৩ (ভাবনা ১৬।১২) যম-সম্বন্ধীয়। **-ক** (হরি ৫।১৯৫) [যম+স্বুল্‌] উপারত। **-ঘোষ**-কুক্কুট, ২ ঘটিকাযন্ত্র-বিশেষ। **-না** (গোচ পূর্ব ১০।২৬) পরিবেশন। **-ল** [যমল-স্বার্থে অণ্‌] যুগল, ২ তন্ত্রভেদ। **-বতী** (আচ ২০।১২৮) যামিনী, রাত্রি। ২ হরিদ্রা। **যামাতা**—জামাতা।

যামি (ভা ৬।৬।৪) ধর্মের পত্নী। ২ (ভা ১১৩।৪) জ্ঞাতিভার্যা, কুলস্ত্রী। [৩ রাত্রি, ৪ ভগিনী]।

যামিক (আচ ৬।৯৪) প্রহরী।

যামিনী (ভা ৬।৬।২১) তার্ক্ষ্য কশ্যপের ভার্যা—ইহার গর্ভে শলভ-গণের উৎপত্তি হয়। ২ (গৌ ১। ৫) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ। [৩ রাত্রি, ৪ হরিদ্রা]।

যামী (লনা ৯।৩০) ভগিনী। [২ দক্ষিণ দিক্‌, ৩ যম-যাতনা, ৪ ভরণী নক্ষত্র]।

যামুন (হরি ৭।২৬৩) যমুনার পুত্র। ২ যমুনার অদূরভব স্থান।

যামুনাচার্য (ভা ১১।১৬।৩৫ জী টী) শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য।

যাম্য (হলী ৬।৬) যমদূত। ২ (গোলী ৭।৫) দক্ষিণ দিক্‌। ৩ যম-সম্বন্ধী। [৪ অগস্ত্য, ৫ চন্দনবৃক্ষ]।

যাম্যা (বিপু ২।৮।৯) যমপুরী।

যাযজুক (মালা ছ ২৪) [যজ্+যঙ্+উক] যজ্ঞশীল।

যাযাবর (ভা ৭।১১।১৬) প্রত্যহ ধান্যযাচ্ঞা—স্বামী। ২ (হরি ৫। ৩৪৭) [যা প্রাপণে যঙ্+বরচ্] সদা ভ্রমণকারী, ৩ জরৎকারু মুনি। ৪ অশ্বমেধাশ্ব। ৫ (রত্ন ৫।১২৫) মথুরামণ্ডলের সীমা।

যাব (গোলী ১৮।৬০) অলক্তক।

যাবক (বিনা ৬।২) অলক্তক, ২ (হব ২।৭৯।৭০) সগুড়-ঘৃত গোধূমান্ন।

যাবক্রীত (হ ১২।৩১০) পূর্বদিগ্‌বাসী ব্রহ্মতেজোময় ঋষি-বিশেষ।

যাবচ্ছঃ (গোচ পূর্ব ১০।৪১) বহুক্ষণ যাবৎ, ২ যতবার।

যাবতিক (হরি ৭।৭৩৩) [যাবদ্ভিঃ ক্রীতমিতি ইড্] যে মূল্যে ক্রীত।

যাবতিথ (হরি ৭।৯০৫) [যাবতাং পূরণ ইতি ডট্ ইথুক্ চ] যে পরিমাণ।

যাবৎক (হরি ৭।৭৩৩) যাবদ্ভিঃ ক্রীতমিতি কন্] যে মূল্য-যোগ্য, যে মূল্যে ক্রীত।

যাবদর্থ (ভা ৫।৫।৩) দেহনির্বাহাধিক ধনে স্পৃহাশূন্য—স্বামী। ২ (ভা ৭। ১২।১৩) স্বীয় অধিকারের অনুসারে। ৩ (চৈত ২।২।৩) সর্বার্থ, ৪ অর্থস্ফূর্তি-পর্য্যন্ত, ৫ ফল।

যাবদর্থানুবর্ত্তিতা (সিন্ধু ১।২।১০৮) যদ্দ্বারা নিজের ভক্তিনির্বাহ হয়—জী।

যাবদাশ্রয়-বৃত্তি (উ ১৫।১০৪) 'ভাব'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

যাবান্ (হরি ৭।৮৯২) [যৎপরিমাণ-মস্যেতি যৎ+বতুপ্] যৎপরিমিত।

যাষ্টীক (হরি ৭।৬৫৬) [যষ্টিঃ প্রহরণ-মস্যেতি ঈকক্] যষ্টিদ্বারা যুদ্ধকারী। ২ লগুড়ধারী।

যাস (গোচ উত্তর ৩৭।২২১) প্রযত্ন। [২ দুরালভা]।

যাস্ক (হরি ৭।২৬৩) যস্কের অপত্য।

যাস্কায়নি (হরি ৭২৮৯) যাস্কের সন্তান।

যিযাসা (ভাবনা ৫।১৩) গমনেচ্ছা।

যিযাসু (ভাবনা ১২।৪৯) গমনেচ্ছুক।

যুক্ (হরি ২।১০৯) যোগ; ২ (ভা ১০।৮৭।৩১) সম্বন্ধ—স্বামী। ৩ নিযোজক, ৪ সমাধান—সনা।

যুক্ত (ভক্তি ১০) সংযতচিত্ত। ২ (ভা ১১।২৯।২) নিগৃহীত—স্বামী। ৩ ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট—বি। ৪ (ভা ১০।৩৩।৩১) অবিরুদ্ধ—স্বামী। ৫ (ভা ১১।১৭।৪৭) অনাসক্ত, ৬ (ভা ১০।৭৩।২১) অপ্রমত্ত, ৭ ভগবৎ-পরায়ণ—জী। ৮ (ভা ১০।৮১।২৮) যোগ্যতাপ্রাপ্ত—জী। ৯ (গীতা ৬।১৪ যোগযুক্ত, ১০ (ভা ১।৯।১৩) বিবেকী। ১১ (রতি ১।১৪) পণ্ডিত। ১২ (বৃভা ২।৭ ৯০) অনুরূপ। **-কৃৎ** (ভা ৩।১২।৫১) যথোচিত কর্মকারী। **-তম** (গীতা ৬।৪৭) যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে অন্তঃকরণ সমাহিত করত শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার ভজন করেন, তিনি যাবতীয় যোগিগণের শিরোমণি। ২ (গীতা ১২।২) ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়জ্ঞ। **-বেণীকারিকা** (রত্ন ৬।৬৫ টী) অদ্বৈত-বেদান্তের প্রকরণ-গ্রন্থবিশেষ। **-বৈরাগ্য** (সিন্ধু ১।২।২৫৫) অনাসক্তিপূর্বক স্বভক্তির অনুকূলে বিষয়ভোগ করত শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদি-মাল্য চন্দনাদি বস্তুতে আগ্রহ।

যুক্তাত্মা (ভা ১১।৭।৩৮) মুনি—স্বামী। ২ (ভা ৭।৫।৪১) সমাহিত-মনাঃ, ৩ সংযুক্তদেহ—বি।

যুক্তি (গোচ পূর্ব ৩০।৯১) প্রয়োগ। ২ বৃভা ২।৫।৩৭) ন্যায়, বিচার। ৩ (নাচ ৮০) কর্ত্তব্য বিষয়-সমূহের সম্যক্ নির্দ্ধারণ। ৪ (কাব্য ৯।৪৪) কথঞ্চিৎ ব্যক্ত পদার্থের ক্রিয়া দ্বারা গোপন বস্তুর বর্ণনাকে 'যুক্তি'-নামক অলঙ্কার বলে। ব্যাজোক্তিতে বাক্য-দ্বারা গোপন, এস্থলে ক্রিয়াদ্বারা গোপন—এইমাত্র ভেদ। **-বশ্য**—(গোচ উত্তর ২।৭২) সমীচীন, যুক্তিযুক্ত।

যুগ (সিন্ধু ২।১।৩৪৮) উত্তরীয়-সহিত পরিধেয় বস্ত্র। ২ (ভা ৩।১১।১৮) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির অধিকার-কাল। ৩ (দশ ৬) যুগল। ৪ (হরি ৭।৬১৪) রথাদি-বহনকালে অশ্বাদির স্কন্ধে বক্রভাবে সংলগ্ন ঈষৎ প্রোত কাষ্ঠখণ্ড। ৫ (সিন্ধু ৩। ১।২৪) চারিহস্ত-পরিমিত স্থান। **-ক্ষয়** (সুধা ১১) প্রলয়কাল। **-ধর্ম** (চৈচ আদি ৩।১৯) যুগানুরূপ ভজন—সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্যা ও কলিতে নাম-সংকীর্ত্তন। [বৃহন্নারদীয় ৩৮।১২৩, ভা ১২।৩।৫১, ৫২, ১১।৫।৩৬]। **যুগন্ধর** (ভা ৯।২৪।১৪) চন্দ্রবংশীয় কুণির পুত্র। [২ রথের যুগকাষ্ঠের সহিত লগ্ন কূবর কাষ্ঠ]। **যুগয়ু** (আচ ১৭।৩) [যুগং যৌতি মিশ্রয়তীতি যু+ডু] যুগলের সহিত মিলনকারী। **'রাজ** (চৈনা ১।১০) কলি।

যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ (কৃষ্ণ ১৮৯) নিখিল ভগবৎপ্রকাশ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই

স্বয়ংভগবান্। দ্বারকা, মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন—এই ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ—তন্মধ্যে বৃন্দাবনীয় প্রকাশই সর্বথা সবশ্রেষ্ঠ। শ্রীবৃন্দাবনেও বিচিত্র লীলাবিনোদনের জন্য বহুবিধ প্রকাশ আছেন, তন্মধ্যে শ্রীরাধাসঙ্গে প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণই পরম অদ্ভুত—পরম তত্ত্ব। অন্যদিকে যাবতীয় স্বরূপশক্তিগণের মধ্যে গোপীগণ সর্বমূর্দ্ধন্য, গোপীগণে প্রেম-রস-নির্যাসের প্রচুর প্রকাশবশতঃ শ্রীভগবানেরও পরমোল্লাস প্রকটিত হয়, যাহাতে তাঁহাদের সহিত রমণেচ্ছা হয়। এই পরমমধুর প্রেম-বৃত্তিময়ী গোপীগণমধ্যেও শ্রীরাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা, যেহেতু মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র তাঁহাতেই বিদ্যমান। মাদনাখ্য মহাভাবেই প্রেমের পরা কাষ্ঠা। অন্য বহু গোপী থাকিলেও একমাত্র তাঁহার সহিতই ক্রীড়া করেন বলিয়া তাঁহারই পরম-মুখ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদ্বারাই নিখিল নায়িকাগত রসাস্বাদন প্রাপ্ত হন, সুতরাং 'নির্ধূত-ভেদ-ভ্রম' যুগলিত-স্বরূপই ভক্তগণ-ধ্যেয়। **-সন্ধ্যা** (ভা ১।৩।২৫, কৃষ্ণ ২৫) কলির অন্ত—স্বামী। **-স্থিতি** (হলী ১১।৪) যুগধর্ম।

যুগাদিকৃৎ (সুধা ৪৬) স্বাবতারে সত্যাদিযুগ-চতুষ্টয়ের প্রারম্ভক, বিষ্ণু।

যুগান্ত (আচ ১৯।৩৬) প্রলয়। ২ (হব ৩।৩।১) কলিযুগ।

যুগায়িত (শিক্ষা ৭) যুগবৎ প্রতীয়-মান।

যুগাবতার (সভা ১।২১৫) যুগাবতার চারিটি—বর্ণ ও নামে শ্রীহরি সত্য-যুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম এবং কলিতে কৃষ্ণ বলিয়া প্রথিত হন। তাৎকালীন মন্বন্তরাবতারই উপাসনা-বিশেষের প্রচারের জন্য সেই সেই মন্বন্তরের সত্যাদি যুগে যথাক্রমে শুক্লাদিরূপে অবতীর্ণ হন, ইহা সাধারণ কথা; যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও হয়—যে দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতার করেন, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণে সেই যুগাবতার যেরূপ প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ তদব্যবহিত কলিতেও স্বর্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যুগাবতার কৃষ্ণও অন্তঃপ্রবিষ্ট হন। বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরে ও তৎপরবর্তী কলিতেই এই ব্যবস্থা।

যুগাবতারোপাসনা (ভক্তি ২৯৮) করভাজন-যোগীন্দ্রের উপদেশে সত্যাদি যুগচতুষ্টয়ে আবির্ভাব-ভেদে উপাসনা-ভেদ উক্ত হইয়াছে। তাহা কিন্তু প্রায়িক, যেহেতু সেই সেই যুগে অন্যান্য আবির্ভাবেরও উপাসনা-শাস্ত্র বর্ত্তমান আছে। যদি চারি যুগে কেবল চারিটী আবির্ভাবেরই পূজাবিধান নিয়ত হয়, তবে তদ্ব্যতীত অন্যান্য ভগবদাবির্ভাবের উপাসনার কাল-সমাবেশ হয় না; সুতরাং বলিতে হইবে যে সর্বযুগে সর্বজনেরই সকল আবির্ভাবই পূজ্য।

যুগাবর্ত্ত (সুধা ৪৬) সত্যাদি-যুগ-চতুষ্টয়ে পূর্ব পূর্ব বৃত্তির আনয়নকারী।

যুগে যুগে (গীতা ৪।৮) সেই সেই অবসরে—স্বামী। ২ প্রতিযুগে ও প্রতিকল্পে—বি। ৩ পরিসংখ্য যুগের আদিতে [যুগ-সন্ধিতে] যুগলরূপে।

যুগ্ম (হ ১১।৮৬১) পরিধানীয় ও উত্তরীয় বস্ত্রযুগল। [২ দ্বিত্ব-সংখ্যান্বিত, ৩ সমরাশি, ৪ মিথুন-রাশি]। -ক (গোলী ৫।৯) শ্লোক-দ্বয়ের অন্বয়। **-নৃত্য** (গোলী ২২।৬) নারীপুরুষে একত্র নৃত্য। **-বিপুলা** (ছ ৫।৫) বক্ত্র, ছন্দো-বিশেষ।

যুগ্য (গোলী ১৯।১০০) যুগাদির বাহক। ২ বাহন।

যুগ্যা (গোভা ১।৩।৩৪) [যোজয়তি দেশান্তরং গময়তীতি] শকট।

যুঞ্জান [যুজ্+শানচ্] ভাবনাদ্বারা সর্বপদার্থ-জ্ঞাতা, ২ রথ-সারথি, ৩ ব্রাহ্মণ।

যুত (যাম ৮।৮৪) দীপ্ত। ২ (তত্ত্ব ৬২) রূপনামাত্মক ঘটাদি-কার্যদৃষ্টিতে যখন উপাদানরূপে পৃথিবী প্রভৃতিকে দেখা হয়—তখন পৃথিব্যাদিকে 'যুত' বলা যায়। [৩ সংযুক্ত, ৪ মিলিত, ৫ অমিলিত। ৬ চারিহস্ত]।

যুতক—সংশয়, ২ যুগ, ৩ স্ত্রীবসনাঞ্চল, ৪ চরণাগ্র, ৫ যৌতুক ধন, ৬ শূর্পাগ্র।

যুতায়ুঃ (ভা ৯।২২।৪৬) জরাসন্ধের বংশে শ্রুতশ্রবার পুত্র।

যুতি (গোচ পূর্ব ১৪।৩৪) মিশ্রণ।

যুৎ (গোচ উত্তর ৫।৩৭) যুদ্ধ।

যুত্তি (গোপা ৪) [যুতৃঙ্ দীপ্তৌ+ক্তি] দীপ্তি।

যুদ্ধবীর (সিন্ধু ৪।৩।৪) শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থ যুদ্ধোৎসাহী সখা বা বন্ধুবিশেষই যুদ্ধবীর, মুকুন্দ প্রতিযোদ্ধা অথবা তিনি দ্রষ্টারূপে থাকিলে অন্য সুহৃৎও প্রতিযোদ্ধা হয়।

যুদ্ধি (গোচ উত্তর ১৭।৫৫) যুদ্ধ।

যুধ (চৈনা ২।২০) যুদ্ধ।

যুধাজিৎ (ভা ৯।২৪।১২) সোমবংশ্য সুমিত্রের পুত্র।

যুধান [যুধ+কান উণাদি] ক্ষত্রিয়।

যুধামন্যু (গীতা ১।৬) পাণ্ডব-পক্ষীয় পাঞ্চাল-দেশীয় ক্ষত্রিয় বীর।

যুধিষ্ঠির (ভা ১।৯।২৫) কুরুবংশ্য রাজা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

যুযুৎসু (ভা ১।১০।৯) ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে জাত পুত্র—স্বামী।

যুযুধ (ভা ৯।১৩।২৫) সূর্য্যবংশ্য বস্বনন্তের পুত্র।

যুযুধান (ভা ৯।২৪।১৪) যদুবংশীয় সত্যকের পুত্র সাত্যকি। [২ ইন্দ্র, ৩ ক্ষত্রিয়মাত্র]।

যুবখলতি (হরি ৬।৩২) টাকরোগে পীড়িতা যুবতী।

যুবগণ্ড—যুবকের গণ্ডস্থিত ব্রণ (বয়স ফোঁড়া)।

যুবনাশ্ব (ভা ৯।৬।২৫) ইক্ষ্বাকু-বংশ্য সেনজিতের পুত্র। ইনি অপুত্রক হইয়া শতভার্য্যার সহিত বনে গিয়া পুত্রেষ্টিযাগ করিলেন। তৃষার্ত্ত হইয়া যজ্ঞভূমিতে তাঁহার পত্নীর জন্য রক্ষিত যজ্ঞীয় জল পান করেন—তাঁহারই কুক্ষিতে মান্ধাতার জন্ম হয়। ২ (ভা ৯।৬।২০) ইক্ষ্বাকুবংশ্য চন্দ্রের পুত্র।

যুবরথ (গোপা ১৬) গরুড়। **-রুদ্ধা** (গোপা ১৬) বশীকৃত-গরুড়।

যুবা (গোপা ১৬) তরুণ, ২ জ্যেষ্ঠ, ৩ স্বাভাবিক-বলশালী। ৪ (হরি ৭।২৯৯) পিত্রাদি জীবিত থাকিলে পৌত্রের অপত্য, জ্যেষ্ঠভ্রাতার জীবৎকালে কনিষ্ঠ অথবা অন্য সপিণ্ড জ্যেষ্ঠের প্রকটকালে কনিষ্ঠের সংজ্ঞা।

যুষ্মদর্থ (রত্ন ৮।৩) অদ্বৈতবাদে জীবসমূহ, জড়সমূহ ও সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষবিশেষ।

যূক (গোচ উত্তর ৫।৯) মৎকুন [উকুন]। **যূকাল** (হরি ৭।৯৩৬) কেশকীট-বিশিষ্ট।

যুতি (হরি ৫।৪৪৩) মিশ্রণ, ২ অমিশ্রণ।

যূথ (কৃগ ৭২—৭৪) গণ সজাতীয় ব্যক্তিগণের ব্যূহ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিজন-গণের যে মহাসমষ্টি, তাহাকে 'যূথ' বলে। বয়স্যা, দাসিকা ও দূতীভেদে যূথ ত্রিবিধ। যূথের অবান্তর ভেদ যথা—যূথের ভেদ কুল, কুলের মণ্ডল, মণ্ডলের বর্গ, বর্গের গণ, গণের সমবায়, সমবায়ের সঞ্চয়, সঞ্চয়ের সমাজ এবং সমাজের সমন্বয়। ইহাদের উত্তরোত্তরটি পূর্ব্বপূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ লঘু বলিয়া জানিবে।

যূথীকৃত (বিনা ৭।১) দলবদ্ধ।

যূথেশ্বরী (উ ৩।৬০—৬১) ললিতা, বিশাখা, পদ্মা এবং শৈব্যা ব্যতীত শ্রীরাধাদি গোপীগণ সকলেই যূথেশ্বরী। ললিতাদি যূথেশ্বরীত্বে সর্ব্বথা যোগ্যা হইলেও তাঁহাদের স্বাভিলষিত শ্রীরাধাদির প্রীতিলোভে সখ্যবিষয়েই রুচিশালিনী। **-ভেদ** (উ ৬।২—২৬) গোকুল-সুন্দরী যূথেশ্বরীগণ পরস্পর নায়কের প্রেম এবং স্বকীয় রূপগুণাদির আধিক্যে, সাম্যে এবং লঘুতাবশতঃ 'অধিকা', 'সমা' এবং 'লঘু' এই তিনটী ভেদ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেকে আবার প্রগল্‌ভা, মধ্যা ও মৃদ্বী এই তিন বিভেদপ্রাপ্ত হন। আবার অধিকা ও লঘু—আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী দুই প্রকার। সুতরাং সর্ব্বসমেত ইঁহাদের দ্বাদশ ভেদই স্বীকৃত—(১) আত্যন্তিকাধিকা [শ্রীরাধা], (২) অধিকপ্রখরা, (৩) অধিকমধ্যা, (৪) অধিকমৃদ্বী, (৫) সমপ্রখরা, (৬) সমমধ্যা, (৭) লঘুপ্রখরা, (৮) সমমৃদ্বী, (৯) আত্যন্তিকীলঘু, (১০) লঘুমধ্যা (১১) লঘুমৃদ্বী এবং (১২) সমালঘু।

যূথ্য (সিন্ধু ১।২।২৪৬) [যূথে ভব ইতি যৎ] সঙ্ঘে জাত।

যূপ—যজ্ঞীয়-পশুবন্ধন-স্তম্ভ, ২ স্তম্ভ, ৩ জয়স্তম্ভ।

যূপার (আচ ১৩।২২) [যূপানিয়র্ত্তি প্রাপ্নোতীতি কর্ম্মণ্যণ্] যূপযুক্ত।

যূপীয় (হরি ৭।৭২১) [যূপায় ইদমিতি ছ] যূপোপযুক্ত কাষ্ঠ।

যূষ (আচ ২১।২) দ্রব। ২ (চৈনা ১।৫১) রস। [৩ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ]।

যোঽসি সোঽসি (চৈচ মধ্য ১৫। ১১) তুমি যে হও, সে হও; [তোমাকে নমস্কার]। পূর্ণশ্লোক—'রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো, সীতে রাম শিবে শিব! যাসি সাসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে॥'

যোক্ত্র (হরি ৫।৩৬৪) [যুজির যোগে +ষ্ট্রন্] লাঙ্গলদণ্ড-বন্ধনের রজ্জু।

যোগ (ভা ১।৩।২) সমাধি। ২ (ভা ১।৯।২৪) উপায়—স্বামী। ৩ (ভা ৪।১।৩৯) ধর্ম্মের পত্নী ক্রিয়ার গর্ভে জাত পুত্র। ৪ (ভা ৬।৪।৩২) উপাসনাশাস্ত্র। ৫ (ভা ১০।৫০।৫৭) অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য—জী। ৬ যোগমায়া—বি। ৭ (ভা ১০।৬৪।২৯) ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম—স্বামী। ৮ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যোগ, ৯ ভক্তিযোগ, ১০ (ভা ১০।৭৪।২০) সাযুজ্য মুক্তি—সনা।

১১ (প্রীতি ৫) একত্ব। ১২ (গীতা ২।৪৫) অপ্রাপ্ত বস্তুর স্বীকার। ১৩ (চন্দ্রা ৩) অষ্টাঙ্গ যোগ। ১৪ (সস ভগ ২৮) যুক্তি, সমাধান। ১৫ (সুধা ১৬) [যুজ্যতে মনোঽস্মিন্] সমাধির শুভাশ্রয় বিষ্ণু। ১৬ (চৈত ৩।৭।১২) সঙ্গ। ১৭ (আচ ৭।৮০) বিষয়। ১৮ (গোভা ৩।৪।৪৪) জীবিকা। ১৯ (ভক্তি ৩২০) আবেশ, ২০ (গীতা ২।৪৮) ঈশ্বরৈকপরত্ব—স্বামী। ২১ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি। ২২ (গীতা ২।৫০) কর্মের কৌশল। ২৩ (সিন্ধু ৩।২।১২৯) শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম। সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি-ভেদে ইহা ত্রিবিধ। নিজাবসরমত শুশ্রূষায় সাবধানতা, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপবেশনাদি ক্রিয়া দাসগণের যোগে অনুভাব। ২৪ (হ ১৫।৩৩০) সূর্য্যোদয়-সমকালেও যদি দশমী থাকে, তবে সেই দশমীর সহিত একাদশীর 'যোগ' হইয়াছে, বলিতে হইবে। রাক্ষসগণ যোগের ফল গ্রহণ করে বলিয়া ইহাতে ব্রতোবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। ২৫ (নার ৪।১০।২২) নিজদেহের স্বাস্থ্যরূপে ভাবনা। **-কক্ষা** (ভা ৪।৬।৩৩) যোগপট্ট—স্বামী। **-ক্ষেম** (গীতা ৯।২২) অন্নাদির আহরণ ও সংরক্ষণ। **-গুণ** (ভা ৮।১৭।১০) অণিমাদি ঐশ্বর্য। **-চর্যা** (ভা ১১।২৯।১) যোগিগণের যোগাভ্যাস—বি। **-জ** অগুরুচন্দন, ২ যোগজাত বস্তুমাত্র। **-নিদ্রা** (ব্র ১৮) স্বরূপানন্দ-সমাধি। ২ (ভা ১০।২।১৫) যোগমায়া—ইনিই নিদ্রার ন্যায় সকল জীবের বোধ হরণ করেন। [৩ প্রলয়ে জীবসংহারেচ্ছায় ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয়াবস্থা]। **-পট্ট** (চৈনা ৬।২০) বলয়াকারে পৃষ্ঠজানুবন্ধনার্থ যোগিদের বস্ত্রবিশেষ। 'পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ম্। পরিবেষ্ট্য যদূর্দ্ধজ্ঞুস্তিষ্ঠেত্তদ্ যোগপট্টকম্॥' [পাদ্মে কার্তিকমাহাত্ম্যে ২ অধ্যায়]। **-পীঠ** (সা ২) মথুরামণ্ডলে সহস্রদল-পদ্মে ষোড়শদলের মধ্যে অষ্টদলকেশরে অবস্থিত শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যবিহারস্থল। এই যোগপীঠ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বর্ণ হয়, ইহা চন্দ্রাবলীর দুরাধর্ষ (দুর্লভস্পর্শ) এবং শ্রীরাধার সৌভাগ্য-মন্দির। ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে ২৯শ-পটলে ইহার আটটি নাম, যথা—শ্রীরত্নমণ্ডপ, শৃঙ্গারমণ্ডপ, সৌভাগ্যমণ্ডপ, মহামাধুর্যমণ্ডপ, সাম্রাজ্যমণ্ডপ, কন্দর্পমণ্ডপ, আনন্দমণ্ডপ। সাধনদীপিকা পঞ্চম কক্ষায় ১০৩ পৃষ্ঠায় ইহা **'শ্রীগোবিন্দস্থল'** বলিয়া উল্লিখিত (গোলী ২১।২৮)। ক্রমদীপিকায় যোগপীঠে ধ্যান—'অথ প্রকটসৌরভোদ্গলিত' ইত্যাদি বিবিধ ছন্দে রচিত ৩৬টি শ্লোক আছে। ব্রহ্মসংহিতায় (২—৫৯) ও পদ্ম-পুরাণে (পাতাল ৩৮) এ বিষয়ে একটি অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। আথর্বণীয় পুরুষবোধনীর চারিটী প্রপাঠকেই যোগপীঠাদির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপাদের ও শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদের পদ্ধতিদ্বয়ে যোগপীঠের কোন্ দলে কোন্ নায়িকা, কোন্ সখী বা কোন্ মঞ্জরী বিরাজমানা আছেন, তাহারও সবিস্তার বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ ষড়দল পদ্ম, তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্ম, তাহাতে দশদল পদ্ম তাহাতেও আবার দশটি উপদল আছে—এইভাবে বিংশতিদল পদ্ম—এই পদ্মের চতুর্দিকে দ্বারচতুষ্টয়—চারিদিকে কোণচতুষ্টয়—অষ্টদলে অষ্টকুঞ্জ, ষড়্দলে অষ্টদশাক্ষরমন্ত্র (শ্রীগোপালগুরুপদ্ধতি ৪৭ পৃঃ)। এইরূপে পদ্মমধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিন্তা করত সিদ্ধদেহে অষ্টকালোচিত সেবা-চিন্তার প্রণালীও তাহাতে আছে (৭০ পৃঃ—৮৪ পৃঃ)। সনৎকুমার সংহিতা হইতে যাবতীয় লীলাক্রম সঙ্কলিত হইয়াছে। [চিত্রে শ্রীবৃন্দাবনীয় যোগপীঠ দৃশ্য]। শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদের পদ্ধতিতে চৈতন্যার্চনচন্দ্রিকা হইতে শ্রীনবদ্বীপের যোগপীঠও উদ্ধৃত হইয়াছে। যোগপীঠের মধ্যে শ্রীগৌরচন্দ্র, বামে শ্রীগদাধর। দক্ষিণে ছত্রধর শ্রীনিবাস, সম্মুখে দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও সম্মুখে বামে শ্রীঅদ্বৈত, চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ। [তাহাও চিত্রে প্রদর্শিত হইল]। শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা তদীয় সাধনামৃতচন্দ্রিকাতেও এই ভাবের যোগপীঠই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন —"মন্ত্রময়ী উপাসনা হ্রদবৎ ও স্বারসিকী স্রোতোবৎ। স্বারসিকীর অন্তর্ভূত মন্ত্রময়ী হয়। স্বারসিকী নিত্য সবাই করেনা—তার মন্ত্রজপ ধ্যান-পূজার আবশ্যক যোগপীঠ হয়। যিনি স্বারসিকী লীলা স্মরণ করেন, তিনি রাধাকুণ্ডে মিলন করান। বনবিহার করিতে করিতে বৃন্দাবন-যোগপীঠে যাইয়া বসেন,

সেখানে দুই প্রকাশ এক হইয়া যায়, তাহাতে মন্ত্রজপাদি সকল হয়। এই মতটি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের। অথবা যেখানে মিলন হয়, সেই যোগপীঠ বলিয়া চিন্তনীয়।' **-পীঠেশ্বরী** (সা ২) শ্রীরাধা। **-ভ্রষ্ট** (গীতা ৬।৪১) প্রথমতঃ শ্রদ্ধালু হইয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেও যদি অভ্যাস-শৈথিল্যে যোগমার্গ হইতে পতন হয়, তবে তাঁহার কোনই হানি হয় না; তিনি ব্রহ্মলোকে বহুকাল যাপন করত সদাচারসম্পন্ন মহারাজার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ কোনও মহাত্মার কুলেও জন্ম হইতে পারে। তাহাতে পূর্ব-দেহজাত বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। যোগের পরিপকতায় তিনি দুই, তিন বা বহুজন্মে সংসিদ্ধিও লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

যোগ-মায়া১ (ভা ৬।১২।৩১) স্বরূপশক্তির বৃত্তি। নিত্যলীলা-প্রকটনে সহায়কারিণী, অব্যক্তা, অঘটন-ঘটনাপটীয়সী শক্তি। (গোচ পূর্ব ২।৩৬) ব্যক্তরূপে আবার ব্রজতাপসী—পৌর্ণমাসী। (গীতা ৭।২৫) ভগবদ্‌বিমুখজনকে মোহিত করিবার শক্তি। 'বিমুখ-মোহনং মায়য়া, উন্মুখ-মোহনং যোগমায়য়েতি ব্যবস্থিতিঃ' (ভা ১০।১।২৫)—বি। ২ (ভা ৩।২২।৩৪) ঐচ্ছিকী ভোগ-রচনা, ৩ অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাস-জনিত মায়া-জ্ঞান—বি।

যোগ-মায়া২ (আচ ২।৩) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিরুপমা শক্তি, অশেষ-দুর্ঘটঘটনপটীয়সী ভগবৎ-প্রেরিতা হইয়া অলক্ষ্যশরীর ধারণ করত গোকুলে (যশোদায়) অবতীর্ণ হইয়াছেন। বসুদেব, দেবকী ও কংসাদি যে মূর্তি দর্শন করিয়াছেন, তিনি যোগমায়ায় অংশরূপা; পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ ও পূর্ণতমা যোগমায়া কদাচ গোকুল হইতে অন্যত্র যান না। (আচ ১৪।৫২ টী) যদিও শ্রীরাধাদি গোপীদের বনে অভিসারাদি-কালে যোগমায়াই তাঁহাদের প্রতিচ্ছায়া রচনা করত পতিম্মন্য ও শ্বশ্রূ-প্রভৃতির বাধাদি নিরসন করিয়া থাকেন, তথাপি গোপীদের স্বস্বগুরুজনাদির সমাধান-বিষয়ে অজ্ঞান-নিবন্ধন কুঞ্জাদিতে বিহার-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব হয় না; আবার একথাও বলা যায় না যে যোগমায়াই তাঁহাদের অভিসারাদি-কালে গুরুজন-সমাধান-ভাবনা উৎপাদন করিতে না পারেন, যেহেতু গোপীগণ নিজেদের পরকীয়াত্ব-বশতঃ সদাকালের জন্য ঐ ভাবনায় বিভাবিত থাকিতেন। যদি বল যে গোপীদের স্বস্ব-পারকীয়ত্ব-দৃষ্টিও ত যোগমায়া তখন লোপ করিতে পারেন! তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত আছে যে পরকীয়াতেই রসাতিরেক হয়, সুতরাং পারকীয়ত্ব-দৃষ্টি-লোপ কখনই সম্ভাব্য নহে। কখনও মধুপানা-তিরেকাদিবশতঃ দিবারাত্রই বিলাস-বাহুল্যে গোষ্ঠগমন বিস্মারিত হইলে, কখনও বা মুরলীনাদে উন্মাদিত গোপীদের বনগমনে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-হেতুক অভিসারাদির বিষয়ে গুরু-জনের বিতর্ক আসিলেই যোগমায়া তখন গোপীদের প্রতিচ্ছায়া নির্মাণ করত সর্ব সমাধান করেন, যেহেতু তখন আর অন্য উপায় থাকে না। যোগমায়ার কার্যই হইল উন্মুখ-মোহন [ভা ১০।১।২৫—বি, টী]। **'যজ্ঞ** (গীতা ৪।২৮) চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ সমাধি-বিশিষ্ট—**স্বামী**। ২ পুণ্যতীর্থাদিতে গমনশীল—বল। **-রূঢ়** (কাব্য ২।৬, অকৌ ২।৭) অবয়ব-শক্তি ও সমুদায়-শক্তি দ্বারা অর্থ-বিশেষের বোধক শব্দ, যেমন 'পঙ্কজ' শব্দ অবয়বশক্তিদ্বারা পঙ্কজাতমাত্র বস্তুর বোধক হইয়াও সমুদায়শক্তি বা প্রসিদ্ধি-নিবন্ধন 'পদ্ম' অর্থেই রূঢ়; এইরূপ কৃষ্ণসর্প। **-বাশিষ্ঠ** (রত্ন ৩।৩৭ টী) মহর্ষি-বশিষ্ঠ-প্রণীত জ্ঞান-পর শাস্ত্র। **-বিৎ** (গীতা ১২।১) ভগবৎপ্রাপ্তির সবিশেষ-উপায়জ্ঞ—বি। **-বিত্তর** (গীতা ১২।২ টী) জ্ঞান-কর্মাদিমিশ্র-ভক্তিমান্—বি। **-বিভাগ** (হরি ৩।৩৩৬, ৬।৪৪) প্রতিপত্তি-গৌরবাদি বর্জন করিবার অভিপ্রায়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের সূত্রে যোগবিভাগের প্রথা আছে। সূত্রবিভাগই এই পদে লক্ষ্য। এক সূত্রস্থ পদের অন্বয় বিচ্ছেদ করত অন্য সূত্রপদের সহিত অন্বয় করিয়া পৃথক্ সূত্রকরণই 'যোগবিভাগ'। **-শক্তি** (আচ ১২। ৬৫) যোগমায়া। **-সমীর** (মুক্তা ১।২৯) সমাধি-বায়ু। **-সিদ্ধি** (ভা ১০।১৬।৩৭) অণিমাদি বিভূতি। ২ (হ ১১।৬৬৯) ত্রিকালজ্ঞত্বাদি।

যোগা (ভগ ৯৮) যোগমায়া। ২ (হ ৫।১৪০) পীঠন্যাসে প্রোক্ত নব শক্তির পঞ্চমী।

যোগাধীশ (ভা ১০।১৯।১২) দুর্বিতর্ক্য ঐশ্বর্য-বিশেষের একমাত্র

স্বামী—সনা।

যোগান্তরায় (ভক্তি ২৩৭) লয় বিক্ষেপাদি, মৌনদ্বারা ইহাকে জয়-করা যায়।

যোগারূঢ় (গীতা ৬।৩) জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠিত। ২ ধ্যাননিষ্ঠ।

যোগিনী (ভাবনা ১১।৩৭) যোগ-কারিণী। ২ দেবী-বিশেষ।

যোগী (ভা ১১।২০।১৮) যমনিয়মাদি যোগযুক্ত। ২ (ভা ১০।১৪।৫) ভগবৎসঙ্গী—সনা। ৩ ভক্তিযোগ-বান্—বি। ৪ (ভা ১।৪।১৪) জ্ঞানী—স্বামী। ৫ (গীতা ১০।১৭) [যোগো যোগমায়াশক্তিঃ বর্ত্ততেঽস্য] যাহাতে যোগমায়া শক্তি বর্ত্তমান—বি। ৬ (গীতা ১২।১৩) অপ্রমত্ত, ৭ গুরূপদিষ্ট-উপায়নিষ্ঠ।

যোগেশ (লী ২৫) মন্বন্তরাবতার। ২ (ভা ১০।৩৭।১০) অচিন্ত্য-প্রভাব—স্বামী। ৩ যোগমায়ার অধীশ্বর—বি। ৪ (ভা ১০।৬।৩২) অষ্টাঙ্গ-যোগাভ্যাসী। ৫ (ভা ৮।১৪।৮) দত্তাত্রেয়াদি। ৬ (ভা ১০।৬৯।৩৬) শ্রীকৃষ্ণ।

যোগেশ্বর (ভা ৮।১৩।৩২) ত্রয়োদশ মন্বন্তরের পালক ভগবদবতার, পিতা – দেবহোত্র, মাতা—বৃহতী। ২ (ভা ১০।৯।১৩) অণিমাদিযুক্ত, ৩ ভক্তি-যোগ-প্রবর্ত্তক—সনা। ৪ নিজ আবি-র্ভাবে অনুভূতি-বিষয়ক উপায়-দাতা—জী। ৫ যোগিগণের চিন্তনীয়—বল। ৬ (ভা ১০।৪৪।১৭) সর্বজ্ঞশিরো-মণি, ৭ স্বেচ্ছায় স্বশক্তির প্রকাশনে ও অপ্রকাশনে হেতু। ৮ (ভা ১০।৫৪।৩৩) অতর্ক্যৈশ্বর্য। ৯ (ভা ১০।১৪।২১) সর্বথা দুর্ঘটঘটন-সমর্থ। ১০ (ভা ১০।৮২।৪৮) ভক্ত—বল। ১১ (ভা ১০।৩১।১৪) সিদ্ধ-সমাধি শ্রীসনকাদি ও শ্রীরুদ্রাদি—সনা। ১২ (ভগ ৩৯) একই স্বরূপে বিবিধ-রূপ-যোজনা-লক্ষণা স্বরূপশক্তির নিয়ন্তা; ১৩ (প্রীতি ১০৭) ভক্তিযোগ-প্রবীণ শ্রীশুকাদি। ১৪ (হ ১১।৫৮৫) ভক্তিযোগ-প্রাপ্য। ১৫ (আচ ৭৮০) পরম-সমর্থ।

যোগেশ্বরেশ (ভা ১০।৬৯।৩৩) শ্রীকৃষ্ণ।

যোগেশ্বরেশ্বর (ভা ১০।৮৫।২৯) অচিন্ত্য-মহাপ্রভাব। ২ (ভা ১০।২৯।১৬) দুর্ঘট-ঘটনাতে বিশেষ-শক্তি-শালী শিব-সনকাদিরও নিয়ন্তা। ৩ ভক্তিযোগনিষ্ঠ নারদাদির ভক্তিবলে সেব্য। ৪ মহাশ্চর্য-শক্তিমান্ জন-গণের ঈশ্বর।

যোগ্য (গোপা ৪) প্রবীণ, ২ যোগার্হ, ৩ উপায়ী। ৪ উচিত, ৫ শক্ত। **-তা** (শেষ ২১, সস তত্ত্ব ৯) পদ-প্রতিপাদ্য বস্তুসমূহের পরস্পরের সম্বন্ধে বাধা না থাকিলেই যোগ্যতা হয়। 'অগ্নিদ্বারা সিঞ্চন করে'—এই স্থলে অগ্নিদ্বারা সিঞ্চনের যোগ্যতা না থাকায় ইহা বাক্য নহে। ২ সামর্থ্য। **-পাত্র** (গোভা ৩।৪।৫০) শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য শ্রীহরিবিষয়ে তৎপর এবং শ্রদ্ধালু ব্যক্তি।

যোগ্যা (উ ১৫।১০৮) অভ্যাস। [২ সূর্যস্ত্রী, ৩ শাস্ত্রাভ্যাস]।

যোজন (গোচ পূর্ব ২।১১২) মিলন। ২ (ভা ১০।৫০।৪৯) চারিক্রোশ। [৩ সংযোগ, ৪ পরমাত্মা]। **-গন্ধা** (বিজয় ৮৪।২২) দৈত্যপতি বজ্র-নাভের পত্নী, শ্রীপ্রদ্যুম্নের শ্বশ্রূ। [২ কস্তূরী, ৩ সীতা, ৪ ব্যাসমাতা সত্যবতী]। **-বল্লী** (আচ ৭।৭৫) মঞ্জিষ্ঠা।

যোত্র (হরি ৫।৩৬৪) [যু মিশ্রণে+ ষ্ট্রন্] লাঙ্গলদণ্ডবন্ধন-রজ্জু।

যোধ—যুদ্ধ, ২ যোদ্ধা।

যোনি (ভা ১০।৮৭।৫০) মূলকারণ, মায়া—স্বামী। ২ জীবাবিদ্যা—বি। ৩ (ভা ১০।৮৭।১৯) আকৃতি—সনা। ৪ অন্তঃকরণ—প্রবো। ৫ (ভা ৩।২৬।১৯) অভিব্যক্তি-স্থান—স্বামী। ৬ (ভা ৭।২।৪১) কারণভূত লিঙ্গ শরীর। ৭ (ভা ৬।১৭।৩৯) জাতি—স্বামী। ৮ (গীতা ১৪।৩) গর্ভাধান-স্থান। [৯ জল]।

যোষণ (ভা ১০।৬।৪) স্ত্রীমূর্ত্তি-ধারণ—জী। **যোষা** (আচ ১৪।১৩৭), **যোষিৎ** (ভা ২১।১৪।২৯) স্ত্রী।

যোষিৎসঙ্গিসঙ্গ (ভা ১১।১৪।২৯) শ্রেয়োলাভার্থী দূর হইতে স্ত্রী, স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। স্ত্রী-সঙ্গে লজ্জা ও স্বপ্রতিষ্ঠা বাধক, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গে তাহারা প্রায়ই বাধক নহে, অধিকন্তু যোষিৎসঙ্গী যেরূপ ঐ কথায় আসক্তি জন্মায় ও লজ্জা-ভয়াদি ত্যাগ করায়, স্ত্রী কিন্তু ততটা পারে না; সুতরাং স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ সর্বথাই ত্যাজ্য।

যৌগিক (হরি ৫।১৫) ধাতু বা প্রাতিপদিক ও প্রত্যয়-যোগে প্রাপ্ত অর্থবান্ শব্দ, যেমন পাচক। **-শব্দ** (অকৌ ২।১০) যৌগিক শব্দ সিদ্ধ ও সাধ্যভেদে দ্বিবিধ। কোষাদি প্রসিদ্ধ শব্দই—সিদ্ধ, যেমন বাসুদেবাদি। বক্তার স্বেচ্ছা-রচিত শব্দই—সাধ্য, যেমন আনকদুন্দুভি-নন্দন। ইহারা

আবার পূর্বপদ-পরিবৃত্তিসহ, উত্তরপদ-পরিবৃত্তিসহ এবং উভয়পদ-পরিবৃত্তি-সহ ভেদে ত্রিবিধ। 'বসুদেব-নন্দন' বলিলে বসুদেবের আনন্দজনক বুঝায়, কিন্তু বসুদেব-সুত বলিলে তাহা বুঝায়না, সুতরাং ইহার পূর্বপদ পরিবৃত্তিসহ। 'আনকদুন্দুভি-সুত' বাক্যের উত্তরপদ-পরিবৃত্তিসহ, 'শূর-সুতপুত্র' কিন্তু উভয়পদ-পরিবৃত্তিসহ। কোথাও কোনও শব্দই পরিবৃত্তিসহ নহে, যেমন—পক্ষিবাচক পত্ররথ শব্দ।

যৌতক, যৌতুক—বিবাহকালে লব্ধ ধন।

যৌথিক (ভা ৫।৮।৯) যূথসংঘাতী।

যৌথিকী (উ ৩।৪২) সাধনপরা পরোঢ়া গোপীগণ দ্বিবিধ—যৌথিকী ও অযৌথিকী। যাঁহারা স্বগণসহ সাধন করেন, তাঁহারাই যৌথিকী। মুনি ও উৎপনিষদ্-ভেদে যৌথিকীও দ্বিবিধ—(১) পাদ্মোক্ত-দণ্ডকারণ্য-বাসী মুনিগণ এবং (২) বৃহদ্বামনোক্তা সূক্ষ্মদর্শিনী মহোপনিষৎগণ্সুতি।

যৌধেয়—[যোধ এব স্বার্থে ঢক্] যোদ্ধা, ২ উত্তরস্থদেশ-ভেদ।

যৌন (ভা ১০।৬১।২৫) বিবাহ-বিষয়ক—স্বামী।

যৌবত (বিনা ৪।৩৯) যুবতিসমূহ।

যৌবন (বিনা ৭।৫০) মধ্যম বয়স।

যৌবনাশ্ব (ভা ৯।৭।১) মান্ধাতার পুত্র অম্বরীষ, ইনি পিতামহ যুবনাশ্ব-কর্তৃক পুত্ররূপে অঙ্গীকৃত হইয়া যৌবনাশ্ব-নামে অভিহিত হন।

যৌষণ্য (ভা ৫।১।২৮) স্ত্রীস্বভাব-সুলভ শৃঙ্গারানুভাব-প্রকাশ—স্বামী।

যৌষ্মাক, যৌষ্মাকীন (হরি ৭।৪৪০) তোমাদের সম্বন্ধীয়।

র

র (ভা ১০।৮৭।৩৪) কামাগ্নি—প্রবো। ২ (গীগো ১।১২) শব্দ, ৩ রূপ—প্রবো।

রংহঃ (ভা ১০।৩৮।১৬) বেগ—সনা। ২ পশ্চাদ্ধাবন—জী।

রংহণ (গোভা ৩।১।১) গমন।

রংহিত (গোপা ৩৩) [রহি গতৌ ক্ত] প্রাপ্ত।

রক্ত (লী ২৬) ত্রেতাযুগাবতার। ২ লোহিতবর্ণ, ৩ অনুরাগে আসক্ত। ৪ (ভা ১০।৬।৩৬) স্নিগ্ধ—স্বামী। [৫ কুঙ্কুম, ৬ তাম্র, ৭ প্রাচীনামলক, ৮ সিন্দূর, ৯ হিঙ্গুল, ১০ রুধির]। **-ক** (কৃগ পরি ৭৩, সিন্ধু ৩।২।৪১) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থ অনুগ দ্রব্যবাহী ভৃত্য। [২ অম্লান বৃক্ষ, ৩ বন্ধূক বৃক্ষ, ৪ রক্তশোভাঞ্জন, ৫ রুধির, ৬ অনুরাগী, ৭ বিনোদী, ৮ রক্তবস্ত্র]। **-কণ্ঠ** (ভা ৪।৬।১০) কোকিল। **-তা** (স্তব ১৫।৪) বৈবর্ণ্য। **-ধাতু**—গৈরিক, ২ তাম্র। **-প**—রাক্ষস, ২ রক্তপানকৃৎ। **-পট** (ভা ৪।১৯।২৫) বৌদ্ধ—স্বামী। **-পল্লব**—অশোকবৃক্ষ, ২ রক্তবর্ণ পল্লব। **-রজঃ** (মালা গীত ৩৮) সিন্দূর, ২ আবীর। **-রেণু**—পলাশ-কলিকা, ২ সিন্দূর, ৩ পুন্নাগ। **-লোক** (সিন্ধু ২।১।১৬১) সকল লোকের অনুরাগ-ভাজন। **-বীজ**—দাড়িম, ২ অসুর-বিশেষ। **-সন্ধ্যক** (আচ ১।৬০) রক্তবর্ণ সায়ং কাল, ২ হল্লকপুষ্প।

রক্তাক্ষ (গোলী ২১।৪৪) ক্রূর, ২ পারাবত, ৩ সারস, ৪ চকোর। ৫ মহিষ।

রক্তি (মালা ছ ১৪) অনুরাগ—বল।

রক্তিমা রাগ (উ ১৪।১৩৫) কুসুম্ভ-জাত ও মঞ্জিষ্ঠাভব—এই দুই প্রকার রাগই রক্তিমা।

রক্তোৎপল (গোলী ৭।১৮) কোক-নদ। [২ শাল্মলীবৃক্ষ, ৩ গৈরিক]।

রক্তোদ্গম (সিন্ধু ২।২।২১) স্বেদাতি-শয়-জনিত রক্তক্ষরণ —জী।

রক্ষঃ (গীতা ১৭।৪) নির্ঋতি আদি—বল। [২ রাক্ষস]। **-সভম্** (হরি ৬।১৬৭) রাক্ষসের সভা [শালা]।

রক্ষা (চৈভা আদি ৪।৩৭) রক্ষাকবচ, রক্ষামন্ত্র; রক্ষাবিধানে গোপুচ্ছ-ভ্রমণ, সর্ষপ-নির্মঞ্ছন, শূর্পকোণ-স্পর্শাদি এবং গোরজে অঙ্গ লেপন করত গোময়দ্বারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি (পাদ্মোত্তরখণ্ডধৃত তিলক-নির্মাণ-বিধানে উক্ত) দ্বাদশ নাম ন্যাস করিতে হয়। তার পরে আচমন করত স্বীয় অঙ্গে এবং বাল-কের সকল অঙ্গে অজাদি একাদশ বীজন্যাস করিবে। [ভা ১০।৬।১৯—৩১]। ২ (তত্ত্ব ৬১) যুগে যুগে

বেদবিদ্বেষী দৈত্য-কর্তৃক দেবতাদি সকল প্রাণীর উপদ্রব হইলে ভগবানের যে সব অবতার হন এবং তাঁহাদের যে সব লীলা হয়—তাহাই 'রক্ষা' নামে অভিহিত। 'ঈশকথা', 'স্থান' ও 'পোষণ' এই রক্ষা-শব্দেই দ্যোতিত হইতেছে। ৩ (স্তব ৯।৮৮) রাখীবন্ধন—শ্রাবণী পূর্ণিমায় ধারণীয় সৌভাগ্যবর্দ্ধক রক্ষা-সূত্র। 'পৌর্ণমাস্যাং হরে রক্ষাবন্ধনং বিধিপূর্ব্বকম্। ব্রজরাজ-কুমারত্বাৎ কেচিদিচ্ছন্তি সাধবঃ'। তত্র ভদ্রাদি সদ্ভাবে তামতিক্রম্যৈব কুর্যাৎ, তথাহি 'ভদ্রায়াং দ্বে ন কর্ত্তব্যে শ্রাবণী ফাল্গুনী তথা। শ্রাবণী নৃপতিং হন্তি গ্রামান্ দহতি ফাল্গুনীতি।' বিধিশ্চ ভবিষ্যোত্তরে—'উপাকর্মদিনে প্রোক্ত-মৃষীণাঞ্চৈব তর্পণম্। ততোঽপরাহ্ণ-সময়ে রক্ষা-পোটলিকাং শুভাম্। কারয়েদক্ষতৈঃ শস্তৈঃ সিদ্ধার্থৈর্হেম-ভূষিতাম্। বস্ত্রৈর্বিচিত্রৈঃ কার্পাসৈঃ ক্ষৌমৈর্বা মলবর্জ্জিতৈঃ। বিচিত্রং গ্রথিতং সূত্রং স্থাপয়েদ্ভাজনোপরি'। উপলগৃহমধ্যে দণ্ডচতুষ্কে ন্যসেচ্ছুভং পীঠম্। তত্রোপবিশেদ্রাজা সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ সসুহৃৎ, তদনু পুরোধা নৃপতে রক্ষাং বধ্নীত মন্ত্রেণ। 'যেন বদ্ধো বলী রাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ। তেন ত্বাং প্রতিবধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল' ইত্যাদি। ৪ জতু, ৫ ভস্ম। **-পত্র**—ভূর্জপত্রবৃক্ষ।

রক্ষিতা (চৈভা আদি ৩।৫২) রক্ষাকর্ত্তা।

রক্ষোগণভোজন (ভা ৫।২৬।৩১) নরক-বিশেষ।

রক্ষোঘ্ন—কাঞ্জিক, ২ হিঙ্গু, ৩ ভল্লাতকবৃক্ষ, ৪ শ্বেতসর্ষপ।

রঘু (ভা ৯।১০।১) সোমবংশ্য দীর্ঘবাহুর পুত্র।

রঘুপতি (ভা ৯।১০।১৬) শ্রীরামচন্দ্র।

রঙ্ক (গোবি ৪০) দরিদ্র।

রঙ্কাত্মক (গোবি ১০১) মন্দস্বভাব।

রঙ্গ (গোচ উত্তর ৩০।১৫২) কৌতুক। ২ (গোলী ৭।২০) উৎসব, ৩ (গোপা ৩৫) নৃত্যস্থল। ৪ (আচ ১।৪৭) উৎসাহ, ৫ (আচ ১১।১১৬) [রগি গতৌ ভ্বাদিঃ] গমন। ৬ (গোবি ৯৮) বিস্ময়-জ্ঞান। ৭ (বিনা ১।১০) শোভা; ৮ সোহাগা। [৯ রণভূমি, ১০ ধাতুভেদ, রাং; ১১ খাদিরসার]। **-কার** (গোচ উত্তর ৪।২৭) রজক। **-চর্যা** (মালা·ললিতা ৮) বিনোদন-ক্রিয়া। **-জ**—সিন্দূর। **-জীবক**—চিত্রকর, ২ নাট্যজীবী। **রঙ্গণ** (চচ ১।৮) শ্রীকৃষ্ণের স্বর্ণকার। ২ (নিবি ২১) লোহিতবর্ণ, ৩ রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ, ৪ রঞ্জিত। **°তাল** (রত্না ৫।২৯৬৭) তাল-বিশেষ।

রঙ্গ-দেবী (কৃগ ৯৪—৯৫) অষ্টসখীর সপ্তমী; অঙ্গকান্তি—পদ্মের কেশরের ন্যায়, বস্ত্র—জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, বয়স—শ্রীরাধা হইতে সাত দিনের কনিষ্ঠা, পিতা—রঙ্গসার, মাতা—করুণা, পতি—বক্রেক্ষণ (ভৈরবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। রঙ্গদেবী ও সুদেবী যমজা ভগিনী। -যূথ (কৃগ ২৪৮) কলকণ্ঠী, শশিকলা, কমলা, মধুরা, ইন্দিরা, কন্দর্পসুন্দরী, কামলতিকা ও প্রেমমঞ্জরী—এই অষ্টসখী। -সেবা (কৃগ ১৭০—১৭৪) শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম সখী; ইনি সদাকাল হাস্য-রঙ্গ-বিস্তারিণী, কখনও শ্রীকৃষ্ণাগ্রেও শ্রীরাধাকে পরিহাস করিয়া কৌতুক করেন। ষড়্গুণের চতুর্থ (আসন)-বিষয়ে যুক্তিকারিণী, পূর্বে তপস্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণমন্ত্র প্রাপ্তি করিয়াছেন। বিচিত্র বিচিত্র অঙ্গরাগ-নির্মাণে এবং গন্ধলেপনাদি কার্যে নিযুক্ত সখীগণ, কলকণ্ঠী প্রভৃতি অষ্ট-সখী এবং যেসকল সখী ও দাসী ধূপন-কার্যে, শীতকালে অঙ্গার-ধারণে, গ্রীষ্মে বীজনে এবং বন্য বা গৃহ-পালিত পশু-পক্ষীপ্রভৃতির অধিকারে নিযুক্তা আছেন—তাঁহাদের সকলের অধ্যক্ষা এই রঙ্গদেবী। **°দ্যুত** (রত্না ৫।২৯৬৭) তালবিশেষ। **-নাথ** (চৈভা মধ্য ৩।১০৯) দাক্ষিণাত্যে কাবেরী নদীর তীরস্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের অধিদেবতা। শেষশায়ী শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি। **-প্রদীপ** (রত্না ৫।২৯৬৭) তাল-বিশেষ। **-ভূমি** (চৈম শেষ ২।১১২) মথুরায় কংসপুরীর দক্ষিণে—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ মল্লগণ সহ ক্রীড়া করেন। [২ নাট্যমঞ্চ, ৩ মল্লভূমি]। **-মঙ্গন** (গোচ উত্তর ২৬।৭০) রণভূমি। **-মালা** (গৌ ১।১৯) বাঙ্গালা ছন্দো-বিশেষ। **-রাগা** (কৃগ পরি ১৯৪) শ্রীরাধার রজক-কন্যা। **-রাজ-বিদ্যাধর** (রত্না ৫।২৯৭০) তাল-বিশেষ। **-লাসিনী**—শেফালিকা। **-লীল** (রত্না ৫।২৯৬৫) তাল-বিশেষ। **-বতী** (আচ ১৩।১৩০) যুবতী, ২ কলাকৌতুক-যুক্তা। **-বর্দ্ধিনী** (গৌ ১।২৮) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ। **-বাটী** (কৃগ ২৪৭) ইন্দুলেখার যূথে তৃতীয়া সখী। ২ (কৃগ ১৪৫) বিশাখার সখী, চিত্রকর্মনিপুণা। **-শালা**—নাট্যমন্দির। **-সার** (কৃগ ৯৫)

রঙ্গদেবী ও সুদেবীর পিতা। **-স্থল** (বৃলী ৩) মথুরাস্থিত কংসের মল্ল-যুদ্ধস্থান।
রঙ্গা (উ ৫।৯৯) যূথেশ্বরী।
রঙ্গাভরণ (রত্না ৫।২৯৬৮) তাল-বিশেষ।
রঙ্গিণী (কৃগ পরি ২০০) শ্রীরাধার হরিণী। ২ (গৌ ১।১৩) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ।
রঙ্গী (গোচ পূর্ব ৩১।৭৩) কুতুকী।
রচনা (ভা ৬।৬।৪৪) ত্বষ্টা প্রজাপতির ভার্যা ও বিশ্বরূপের জননী। ২ (ভা ৩।২৫।২৬) সৃষ্ট্যাদিলীলা।
রচিতধী (ভা ৪।৭।২৬) অভিনি-বেশিতচিত্ত—স্বামী।
রজঃ (ভা ৩।১৫।২০) কাম, ২ (ভা ৭।১৫।৪৪) অভিনিবেশ, ৩ (ভা ১।১৭।৩৮) গর্ব—স্বামী। ৪ (ভা ১০।৬০।৪৬) গোপদধূলি, ৫ রাগ—জী। ৬ (ভা ১০।৫৭।৪১) মিথ্যা অভিশাপ, ৭ (ভা ১০।৫৬।৪০) মল, ৮ অপরাধ; ৯ (মুক্তা ১।৭) ইন্দ্রিয়; ১০ (ভা ১২।৮।৩৬) দুরা-চারত্বাদি-জনিত মালিন্য—বি। ১১ (ব্রজ ১।৩৭) পুষ্পরেণু, ১২ দ্বিতীয় গুণ। ১৩ কুসুম্ভ। **-প্রকৃতি** (ভা ১১।২৫।১০) যে ব্যক্তি স্বীয় কল্যাণ-কামনায় স্বকর্মদ্বারা ভগবদ্ভজন করেন। **-স্নপন** (ভা ১০।৫২।৪৩) ধূলি-প্রক্ষালন জল—সনা।
রজক (হরি ৫।২১২—২১৪) [রঞ্জি+ধ্বুন্] রঞ্জন-শিল্পী। ২ ধোপা।
রজত (মাম ৮।৬৫) হার। [২ গজ, ৩ দন্ত, ৪ রুধির, ৫ শৈল, ৬ ধবল]।
রজনি (মালা দ্রু ১) হরিদ্রা। ২ রাত্রি। ৩ জতুকা। **-রমণ** (আচ ২০।১৭২) চন্দ্র।
রজনী (মাম ৪।৭৭) হরিদ্রা। ২ (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলীদ্বীপস্থা নদী। ৩ (গোলী ২১।৪৪) রজনীগন্ধা। **-চর**—রাক্ষস, ২ চৌর, ৩ প্রহরী। **-মুখ** (ভা ৪।২।৩৪) প্রদোষ, ২ রজনী-নায়িকার বদন। **-হাসা**—শেফালিকা।
রজস্তমোভাব (ভা ১।২।১৯) কামাদি—স্বামী। ২ রজস্তমঃ হইতে উৎপন্ন বিক্ষেপ-লয়াদি—বি।
রজস্তোক (ভা ১২।৮।১৪) রজো-গুণের পুত্র লোভ ও মদ।
রজস্বল (হ ১৪।১৩১) [রজস্+বলচ্] রজোগুণ-প্রধান। [২ মহিষ]।
রজস্বলা (হরি ৭।৯৫৩) রজোযুক্তা নারী।
রজস্বলাক্ষ (ভা ৫।১৩।৪) কামান্ধ, ২ ধূলিপূর্ণ-নেত্র।
রজি (ভা ৯।১৭।১) সোমবংশ্য আয়ুর পুত্র। ইঁহার পাঁচশত পুত্র ছিল। দেবাসুরযুদ্ধে ইনি দেবতার প্রার্থনায় দৈত্যবধ করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে স্থাপন করেন। ইন্দ্র কিন্তু দৈত্যভয়ে রজিকে রাজ্য ও আত্মসমর্পণ করেন। রজির মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রগণ ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করায় বৃহস্পতি অভিচার-যজ্ঞদ্বারা তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ করেন এবং ইন্দ্র অনায়াসে তাহাদিগকে বধ করিয়া নিজরাজ্য-প্রাপ্তি করেন।
রজ্জুধর (চৈচ মধ্য ৯।৯৯) সারথি।
রঞ্জক (অকৌ ৬।২) চিত্তচমৎকার-কারী—বি। [২ হিঙ্গুল]।
রঞ্জন (কৃগ পরি ১০৫) শ্রীকৃষ্ণের রজক। ২ (অকৌ ৫।৩) দ্রবীভাব। ৩ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) অনু-রাগোৎপাদন। [৪ রক্তচন্দন, ৫ হিঙ্গুল, ৬ মুঞ্জতৃণ, ৭ মঞ্জিষ্ঠা]।
রঞ্জি (আচ ১।৬৬) দ্রষ্টার মনোরঞ্জক।
রঞ্জিত (বৃভা ১।৭।১৪৮) রাগবিষয়ী-কৃত।
রটন (নিবি ৫৩) বাক্য।
রটিত (হ ৫।১৮৯) শব্দ।
রণ (গোপা ৮) শব্দ, ২ যুদ্ধ। ৩ (গৌবি ১২২) বর্ণনা। ৪ (বিরু ২৫) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত প্রতি কলায় যদি জ, র, ত এবং ভগণদ্বারা দল রচনা হয় এবং সর্বত্র শ্লিষ্ট বর্ণ থাকে, তবে 'রণ'-সংজ্ঞ কলিকা হইবে। যথা—সদর্পসর্পবিস্পর্দ্ধিস্ফুরদ্ভুজ, প্রসর্প-বিভ্রমধ্বস্তদ্বিষদ্ধ্বজ।
রণক (ভা ৯।১২।১৫) শ্রীরামচন্দ্রের বংশে ক্ষুদ্রকের পুত্র।
রণঞ্জয় (ভা ৯।১২।১৩) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কৃতঞ্জয়ের পুত্র।
রণরণক (আচ ১৮।১৬৭) বিরহ-চিন্তাবিশেষ। ২ (আচ ১০।১) কামচিন্তা। [৩ উদ্বেগ, ৪ অতিশয়]।
রণস্থির (কৃগ পরি ২৪) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ।
রণ্ড—ধূর্ত্ত, ২ বিফল। **রণ্ডা** (গোবি ৬৭) বিধবা।
রত (আ ৩৫) মৈথুন, ২ রতিগৃহ। ৩ (আচ ১৩।৩৮) প্রীতি, ৪ সংসক্ত। ৫ (গীতা ২।৪২) প্রীত। [৬ গুহ্য]। **-ক** (আচ ১২।৮৩) প্রেষ্ঠনিষ্ঠ সুখ। **-ক্রিয়া**—মৈথুন। **-গুরু**—পতি। **-গেহ** (নিবি ১৭) সুরতমন্দির। **-নারীক** (লনা ২।২৬) স্ত্রীলম্পট। **-লগ** (আচ ১২।৭৬) সুরত-সম্পাদক। **-হিণ্ড** (ভাবনা ৯।২১) স্ত্রীচৌর।

-হিঙ্গুক (গোলী ৮।৫৯) রতিচৌর, ২ (উ ১৫।১৪৫) স্ত্রীচৌর।

রতাঙ্ক (কৃষ্ণা ১।৪৫) সুরত-চিহ্ন।

রতাঙ্কিত (ভাবনা ১০।৩৮) রতি-চিহ্নযুক্ত।

রতি (ভা ১।২।৮) রুচি—স্ত্রী, ২ প্রীতি—বি। ৩ (দশ ৪৮) সুরতেচ্ছা। ৪ (বৃভা ১।৭।৮৮) পরমপ্রেমনিষ্ঠা-পরিপাকলক্ষণ সৌরত। ৫ (মুক্তা ১১।১ টী) পরস্পর আস্থাবন্ধ। ৬ (স্তব ৩।১) ভক্তি। ৭ (রত্ন ৬।৫৪ টী) মদনের পত্নী, ৮ প্রদ্যুম্নের শক্তি। ৯ (হ ২।৬৩) চন্দ্রের ষষ্ঠকলা। ১০ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌরপূজায় দ্বাদশী পীঠশক্তি। ১১ (ভচ ২।৯) মাতৃকা-ন্যাসে দ-বর্ণের শক্তি। ১২ (ভা ৫।১৫।৬) বিভুর ভার্যা ও পৃথুসেনের মাতা। **-কলা** (কৃগ ২৪২) ললিতার যূথে দ্বিতীয়া সখী। ২ (সিন্ধু ২।১।১৩১) রতিসম্বন্ধী নখ-চিহ্নাদি—বি। **-খেদ** (গীগো ১২। ৮) রতিবিষয়ে বাম্য। **-গন্ধি** (সিন্ধু ২।৪।২২) স্বতন্ত্রতাসত্ত্বেও রতি-লেশের প্রকাশক ব্যভিচারী ভাব। **-গুরু** (বিনা ৩।২০) পতি। **-চিহ্ন** (সিন্ধু ১।৩।৪১) ভগবদেকস্পৃহাই মুখ্য রতিচিহ্ন, অন্য স্পৃহার বিদ্যমানেও যদি সাত্ত্বিকাদি রতিচিহ্ন দেখা যায়, তাহা কিন্তু রতি-পদবাচ্য নহে। অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতা না থাকায় মুমুক্ষু প্রভৃতিতে কদাচিৎ দৃশ্যমান রতিসদৃশ অবস্থা-বিশেষ প্রকৃত 'রতি' হইতে পারে না। [২ সুরত-সম্বন্ধী নখ-চিহ্নাদি]। **-তন্ত্র** (সুর ৬৭) কামশাস্ত্র। **-নাথ** (গোচ পূর্ব ২৪।৪১) কামদেব। **-নায়ক** (মালা ত্রি ৩) কামদেব। **-পতি** (ভা ১০।২৯।৪৬) কাম, ২ প্রেমপালক—সনা। **-পরভাগ** (আচ ১৭।১৮৪) প্রেম-সৌন্দর্য। **-প্রভা** (কৃগ পরি ৮৩) শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা। **-প্রাদুর্ভাব-কারণ** (উ ১৪।৪) অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব প্রভৃতি কারণ হইতে (লোকরীতিতে) রতির আবির্ভাব হয়; সিদ্ধান্ততঃ কিন্তু ইহারা উদ্দীপনত্বাধিক্যই প্রকট করে, যেহেতু গোকুলসুন্দরীদের রতি প্রায়শঃই স্বভাবজা (ও নিসর্গজা); (উ ১৪।৪২) স্বভাবান্ত অভিযোগাদির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা। **-বন্ধ**—রতি-মঞ্জরীতে প্রোক্ত ষোড়শ রমণ-বন্ধ-বিশেষ—নাগপাশ, লতাবেষ্ট, অর্দ্ধ-সংপুট, কুলিশ ইত্যাদি। **-বন্ধু** (মালা কুঞ্জ দ্বি ১) কাম। **-ভাক্** (মালা উৎ ২৬) জাতভাব। **-ভেদ** (উ ১৪।৪৩—৪৪) (১) কুব্জাদিতে (দেবাঙ্গনা, মথুরাঙ্গনা, বিদর্ভাঙ্গনা প্রভৃতিতে; মতান্তরে কুব্জাতেই, সখী এবং দাসীগণেও) মণিবৎ নাতি-সুলভা, সুতরাং অন্য লোকেরও চেষ্টায় প্রাপ্তব্যা মণিবৎ সাধারণী; (২) মহিষীগণে চিন্তামণিবৎ অতি সুদুর্লভা অর্থাৎ অগ্নিপুত্রবৎ অতি-বিরলপ্রচার মহাভাগ্যবানগণ-কর্তৃক কদাচিৎ লভ্যা সমঞ্জসা এবং (৩) গোপীগণেই মাত্র (গোপীভাবে রাগানুগামার্গে ভজনকারি জনগণও ইহাতে অনন্যতাপ্রযুক্ত অন্তর্ভুক্ত) কৌস্তুভমণিবৎ অনন্যলভ্যা সমর্থা রতি। **-মঞ্জরী** (রতি ৫।৩৭) গন্ধর্ব-কন্যা। তৌর্যত্রিকে তালভঙ্গ হওয়ায় শাপগ্রস্তা হইয়া কাঞ্চীনগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। শ্রীনারদের উপদেশে কৌমারব্রত অবলম্বনপূর্বক ব্রজে আগমন করেন। মথুরা-প্রবাসী শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজবাসিনী গোপীগণের মধ্যে সংবাদ-আদান-প্রদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। ২ (ভাবনা ৪।১৩) শ্রীরাধার কিঙ্করী-বিশেষ। ৩ নবজাত প্রেমাঙ্কুর। [৪ রতিশাস্ত্র]। **-মত্তা** (আচ ১৩।১২১) প্রেম। **-মন্দির**—সুরত-গৃহ, ২ যোনি। **-মল্লী** (মালা গোবিন্দ ১৫) কাম। **-রমণ**—কামদেব। **-রাগাধিদৈবত** (কৃগ পরি ১৩০) শ্রীকৃষ্ণের মকর-কুণ্ডলদ্বয়। **-রাস** (ভা ৩।৭।১৯) প্রেমোৎসব, ২ শাস্ত্রাদি রসসমূহ। ৩ বৃভা (২।৭। ১৪ টী) রতি-সহকৃত রাসক্রীড়া। ৪ প্রেমোল্লাস। **-লক্ষ**—মৈথুন। **-লেখা** (বিজয় ৩৫।৫৪) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপী, ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা। **-সুহৃৎ** (নিবি ২১) কামদেব। **-হার্য** (মালা ছ। ২৪) প্রেমবশ্য।

রতীশিতা (গোলী ১।১৪) কামদেব।

রত্ন (বৃভা ২।৪।১৫৫) শ্রেষ্ঠ, ২ মহাধন। ৩ (হরি ৬।৩৫৭) [রতেঃ রাগস্য তননং বিস্তারঃ অস্মাদিতি] মণি। ৪ মাণিক্য, ৫ হীরক। **-কন্দল**—প্রবাল। **-কূট** (ভা ১০। ৫০।৫২) পদ্মরাগাদি-চূড়াবিশিষ্ট। [২ পর্বতভেদ]। **-গর্ভ**—সমুদ্র, ২ কুবের। **-গর্ভা** (আচ ১৬।২৩) পৃথিবী। [২ সৎপুত্রা নারী]। **-গোপুর** (কৃগ পরি ২০৫) শ্রীরাধার নূপুর, যাহার ধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণের মন

আকৃষ্ট হয়। -চূড় (গোচ পূর্ব ২। ৮৮) শ্রেষ্ঠ সুত। -পার (কৃগ পরি ১৩০) শ্রীকৃষ্ণের কিরীট। -প্রভা (কৃগ ২৪২) ললিতার যূথে প্রথমা সখী। [২ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের গোবিন্দানন্দ-কৃতা টীকা। -ভানু (কৃগ পরি ১৭০) শ্রীরাধার পিতৃব্য। -মঞ্জরী (কৃগ পরি ১৮৩) শ্রীরাধার কিঙ্করী। -মালা (হ ১৩।২ টী) শ্রীপতি-কৃত জ্যোতিষ-গ্রন্থ। -মুখী (কৃগ পরি ১২৬) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুরীয়ক। মুখ্য—হীরক। -রাশি (উ ৭।৫৮) সমুদ্র—[বিষ্ণু]। -লেখা (কৃগ ১১১—১১৪) বৃষভানু রাজার মাতৃষ্বসার পুত্র পয়োনিধি, তাঁহার স্ত্রী মিত্রা কন্যার্থিনী হইয়া সূর্যের আরাধনা করিয়া এই কন্যা লাভ করেন। ইনি মনঃশিলার কান্তিধারিণী, পরিধানে ভ্রমর-বর্ণ বসন, শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠ সখী, সূর্যারাধনে রতা—কুঠারিকার পুত্র 'কড়ার'—ইঁহার স্বামী। -বতী (গোচ পূর্ব ২।৮৯) রত্নচূড়ের ভগিনী। [২ পৃথিবী, ৩ রত্নযুক্তা]। -বাহু (গৌগ ১০৩) বিজয়, পূর্বলীলায় কুন্দনিধি। -বেদী—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথাদি গর্ভমন্দিরে যে উচ্চবেদীতে সমাসীন আছেন, তাহাই রত্নবেদী। ২ শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠে অবস্থিত, যাহাতে যুগলকিশোর বিরাজ করেন। -সানু (আচ ২০।১৪) সুমেরু। -সিংহাসন (ব্রহ্ম ৫।৬১১) শ্রীগিরিরাজের পার্শ্ববর্তী স্থান। এস্থান হইতে শ্রীরাধাকে শঙ্খচূড় হরণ করিতেছিল। -সূ—পৃথিবী।

রত্নাকর (আচ ১৭।১৫১) সমুদ্র, ২ মণির খনি।

রত্নাবলী (কৃগ পরি ১৮০) শ্রীরাধার প্রাণসখী। ২ (কাব্য ৯।৮৮) প্রসিদ্ধ সাহচর্য-বিশিষ্ট বস্তু সকলের ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইলে 'রত্নাবলী' অলঙ্কার হয়।

রত্নি—বদ্ধমুষ্টি-হস্ত-পরিমাণ।

রত্নোত্তম (মুক্তা ১।২৫) কৌস্তভ।

রত্যনুভাবতা (সিন্ধু ২।৪।২০২) রতিকার্যতা—জী।

রত্যনুস্পর্শন (সিন্ধু ২।৪।২২০) স্বয়ং রতিগন্ধহীন হইয়াও পরে প্রসঙ্গক্রমে রতিস্পর্শকারী সঞ্চারী ভাব।

রত্যাভাস (সিন্ধু ১।৩।৪৪—৪৫) মুমুক্ষু প্রভৃতিতে দৃশ্যমান যৎসামান্য পুলকাশ্রুরূপ রতিচিহ্ন। ইহা 'প্রতিবিম্ব' ও 'ছায়া'-ভেদে দ্বিবিধ। পূর্ববাসনার ক্ষয়ে হরিকীর্ত্তনাদি-সমাযোগে প্রতিবিম্ব ও ছায়া রত্যাভাস ক্রমশঃ সাধনাভিনিবেশ এবং শ্রীহরিতে আসক্তিও আনয়ন করিতে পারে। শ্রীহরি-প্রিয়জনের প্রসাদলাভই সাধনাভিনিবেশের অভাবেও প্রতিবিম্ব এবং ছায়া রত্যাভাসকে সহসা ভাবত্ব প্রাপ্তি করাইতে পারে। -ভব (সিন্ধু ২।৩।৮৩) রতির প্রতিবিম্ব বা ছায়া হইতে জাত সাত্ত্বিকাভাস।

রথ-কড্যা (হরি ৭।৩৪২) [রথ+কড্যাচ্] রথসমূহ। °কার (সি ২।৩) সুধন্ব-নামক সঙ্কর-জাতীয় ব্যক্তি। ২ রথ-নির্মাতা। -কুটুম্বী (সিন্ধু ৩।২। ১২১) সারথি। -কৃৎ (ভা ১২।১১। ৩৩) যক্ষ। ২ (গোলী ১২।৭৪) সূত্রধর। -চরণ (লনা ৯।১২) চক্র। ২ চক্রবাকপক্ষী। -নীড় (ভা ৫।২১।১৪) রথের অন্তর্গৃহ—বি।

রথ-যাত্রা (হ ১৬।৩৯—৩৮৬) কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীহরির প্রবোধনান্তে বেদস্তোত্র, গীতবাদ্যাদি পূর্বক তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইবে। রথারূঢ় শ্রীহরির দর্শন, অনুগমন, তৎসম্মুখে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি শ্রীহরির প্রীতিজনক। ২ শ্রীনীলাচলস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সর্বপ্রধান উৎসব-বিশেষ। ইহা কিন্তু আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় করণীয়। ইহার অপর নাম 'নবযাত্রা', 'গুণ্ডিচা-যাত্রা', 'নন্দিঘোষযাত্রা', 'পতিতপাবন-যাত্রা' অথবা 'মহাবেদি উৎসব'। শ্রীজগন্নাথ ইন্দ্রদ্যুম্ন-মহারাজকে বলিয়াছিলেন—'আষাঢ়মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রা ও বলরামের সহিত আমাকে রথে আরোহণ করাইয়া নবযাত্রা উৎসব সম্পন্ন করিবে। যেস্থানে আমি আবির্ভূত হইয়াছিলাম এবং যেস্থানে তোমার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাবেদি বর্ত্তমান, সেই গুণ্ডিচা মন্দিরে আমাকে লইয়া যাইবে।'

মাঘী বসন্তপঞ্চমী হইতে রথের কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হয়। রথের কাষ্ঠ দশপল্লা জেলার রণপুর জঙ্গল হইতে আনয়ন করা হয়। প্রতিবৎসর অক্ষয়তৃতীয়া হইতে নূতন রথের নির্মাণকার্য আরব্ধ হয়। শ্রীজগন্নাথাদি তিন বিগ্রহের জন্য পৃথক্ পৃথক্ রথ প্রস্তুত হয়। শ্রীজগন্নাথের রথের নাম—নন্দিঘোষ; উহার চূড়ায় চক্র ও শ্রীগরুড় অধিষ্ঠিত, এজন্য উহাকে 'চক্রধ্বজ' বা 'গরুড়ধ্বজ' বলে। ইহা ২৩ হাত উচ্চ এবং ইহাতে ৫ হাত-পরিধিবিশিষ্ট, ১৬টি (মতান্তরে অষ্টাদশ-সিদ্ধির প্রতীক-

স্বরূপ ১৮টী) চাকা থাকে। শ্রীবলদেবের রথের শীর্ষদেশে তালচিহ্ন আছে বলিয়া ইহার নাম—'তালধ্বজ'। ইহা ২২ হাত উচ্চ এবং ইহাতে ৪½ হাত-পরিধিবিশিষ্ট ১৪টি (মতান্তরে ষোড়শ কলার প্রতীকরূপে ১৬টি) চাকা থাকে। কেহ কেহ ইহাকে 'হলধ্বজ'ও বলেন। শ্রীসুভদ্রার রথের নাম—'পদ্মধ্বজ' বা 'দেবদলন'। ইহা ২১ হাত উচ্চ এবং ইহাতে ৪হাত-পরিধি-বিশিষ্ট ১২টি (মতান্তরে চৌদ্দ ভুবনের প্রতীক-স্বরূপ ১৪টি) চাকা থাকে। শ্রীজগন্নাথের রথ পীতবর্ণে, শ্রীবলরামের রথ নীলবর্ণে এবং শ্রীসুভদ্রার রথ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। শ্রীজগন্নাথের রথের রক্ষক—শ্রীনৃসিংহ, সারথি—মাতলি, অশ্বচতুষ্টয়ের নাম—রেচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা ও অমৃতা এবং ইহাদের বর্ণ—শুক্ল। শ্রীবলদেবের রথের রক্ষক—শেষাবতার, সারথি—সুদ্যুম্ন; অশ্বচতুষ্টয়ের নাম—স্থিরা, ধৃতি, স্থিতি ও সিদ্ধা এবং ইহাদের বর্ণ—কৃষ্ণ। শ্রীসুভদ্রার রথের রক্ষক—বনদুর্গা, সারথি—অর্জুন; অশ্বদের নাম—অধর্ম, অজ্ঞান, অপরাজিতা ও জ্যোতিনী। শ্রীজগন্নাথের রথের পার্শ্বদেবতা—দক্ষিণে বরাহ, গোবর্দ্ধন-কৃষ্ণ ও গোপীকৃষ্ণ; পশ্চাতে নৃসিংহ, রাম ও নারায়ণ; বামে ত্রিবিক্রম, হনুমান্ ও রুদ্র। শ্রীবলভদ্রের রথের পার্শ্বদেবতা— দক্ষিণে গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও সর্বমঙ্গলা; পশ্চাতে প্রলম্বঘ্ন, হলায়ুধ ও মৃত্যুঞ্জয়; বামে নাটাম্বর, মহেশ্বর ও শেষদেব। শ্রীসুভদ্রার রথের দক্ষিণে চণ্ডী, চামুণ্ডা ও উগ্রতারা; পশ্চাতে বনদুর্গা, শূলীদুর্গা ও বারাহী; বামে শ্যামাকালী, মঙ্গলা ও বিমলা। ইহা ব্যতীত শ্রীজগন্নাথের রথের দ্বারদেশে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা এবং ঋষিপাটায় মরীচি-প্রমুখ সপ্তর্ষি থাকেন। শ্রীবলদেবের রথের দ্বারদেশে রুদ্র ও সাত্যকি এবং ঋষিপাটায় অষ্টবসু। শ্রীসুভদ্রার রথের দ্বারদেশে শ্রীদেবী ও শ্রীভূদেবী এবং ঋষিপাটায় অষ্টভৈরব অবস্থিত।

রথের চূড়া হইতে চাকার উপরিভাগ পর্যন্ত সমগ্র স্থানটিকে বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাদিদ্বারা সুশোভিত করা হয়; রথের শিরোভাগে বহু বিচিত্র-বর্ণ পতাকা উড্ডীন হয়; রথের উপর অপূর্বাকার ঘোটক ও তৎপশ্চাতে সারথি [ডাহুক] দৃষ্ট হয়। ডাহুকের নির্দ্দেশে কাল-বেড়িয়াগণ রথ টানে। ষোল শাসনের ব্রাহ্মণগণ রথের দড়ি দিয়া থাকেন। রথারোহণার্থ শ্রীমূর্ত্তিগণকে 'পহণ্ডি' বা 'পাণ্ডুবিজয়' করান হয়। সর্বাগ্রে শ্রীসুদর্শন শ্রীসুভদ্রার রথে বিজয় করেন, তৎপরে যথাক্রমে শ্রীবলদেবের, শ্রীসুভদ্রার ও শ্রীজগন্নাথের পহণ্ডি-বিজয় হয়। শ্রীসুদর্শন ও শ্রীসুভদ্রা দয়িতাগণের স্কন্ধাবলম্বনে রথে আরোহণ করেন। শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামকে দয়িতাগণ হস্ত, বাহু ও স্কন্ধ রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ-পূর্বক একতুলি হইতে অন্য তুলিতে শ্রীপদবিন্যাস-লীলাক্রমে রথে উত্তোলন করেন। ইহাদিগকে 'কালবেড়িয়া' বলিয়া থাকে। ইঁহারা যাত্রিদের সহিতও রথ টানেন। পূর্বে শ্রীজগন্নাথের রথে চৌদ্দশত, শ্রীবলদেবের বারশত এবং শ্রীসুভদ্রার রথে বারশত 'বেঠিয়া' নিযুক্ত হইত। শ্রীবিগ্রহগণ রথে অধিষ্ঠিত হইলে প্রাচীন রীতি-অনুসারে গজপতিরাজগণ স্বর্ণমার্জনী-দ্বারা রথ পরিষ্কার করেন—ইহাকে 'ছেরাপহরা' বলে। রথমার্জনের পরে শ্রীবিগ্রহগণকে বিবিধ বস্ত্রা-লঙ্কারাদিতে ভূষিত করিয়া সমৃদ্ধির সহিত বিবিধ উপচারে পূজা করা হয়। পূজান্তে যথাক্রমে শ্রীসুভদ্রা, শ্রীবলভদ্র, শ্রীজগন্নাথের রথ টানা হয়। স্থানীয় পুলিশ রথের চতুর্দিকে রজ্জুদ্বারা বেষ্টন করত রথ রক্ষা করে। রথাগ্রে বিশেষ বিশেষ সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচার অর্দ্ধপথে 'বলগণ্ডি' স্থানে রথ আসিলে বিগ্রহত্রয়ের সন্তাপ-শান্তির জন্য পঞ্চামৃত ও সুবাসিত জল দ্বারা দর্পণে অভিষেক, সুগন্ধি চন্দন কর্পূরাদিদ্বারা সর্বাঙ্গ লেপন, সুশোভন চামর ও সুশীতল ব্যজনাদি দ্বারা বীজন এবং সুমধুর পেয় দ্রব্য, খণ্ডবিকারজাত মিষ্টান্ন, বিবিধ সুস্বাদু ফল, সুশীতল জল এবং কর্পূরাদি-বাসিত তাম্বূলাদি সমর্পণ করা হয়। ইহাকে 'বলগণ্ডিভোগ' বলে। তৎপরে চলিতে চলিতে আবার সন্ধ্যাকালে বা তৎপূর্বে রথত্রয় গুণ্ডি-চার দ্বারে উপনীত হয়। রাত্রিকালে রথের উপরেই বিগ্রহগণের অবস্থান ও ভোগরাগাদি হয়। পরদিন সায়ংকালে উঁহারা গুণ্ডিচার যজ্ঞ-বেদিতে পহণ্ডি বিজয় করেন এবং তথায় ভোগরাগাদি চলিতে থাকে। রথযাত্রার চতুর্থ দিবসে পঞ্চমীতিথিতে 'হেরাপঞ্চমী'—ঐদিন লক্ষ্মীদেবীর

কোপপ্রয়াণোৎসব—গুণ্ডিচায় বিজয়-পূর্ব্বক রথভঙ্গোৎসব বিবিধ আড়ম্বরে সমাধান করিতে হয়। সপ্তম দিবসে সন্ধ্যারাত্রিকের পর 'সন্ধ্যাদর্শন'-নামে উৎসব হয়। অষ্টম দিবসে পুনরায় রথত্রয়কে দক্ষিণাভিমুখে সুসজ্জিত করত তৎপরে নবম দিবসে প্রাতঃকালে মহাসমারোহে বিগ্রহগণকে পূর্ব্ববৎ রথে আরোহণ করাইয়া রথ টানা হয়। [illegible]র উপর দিয়া অর্দ্ধাগনী দেবী বা মাসীমার নিকট রথ উপস্থিত হইলে তথায় 'পোড়াপিঠা' ভোগ হয়। রথ তারপরে মর্চিকা দেবীর নিকট পৌঁছিলে লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথের আগমন জানিয়া শ্রীমন্দির হইতে রাজার সঙ্গে জগন্নাথদর্শনে আসেন ইহাকে 'লক্ষ্মীনারায়ণ ভেট' বলে—সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে তথায় 'অধরপনা' ভোগ হয় এবং বিপুল শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমধ্যে রথযাত্রা সমাপ্ত হয়। একাদশী তিথিতে স্বর্ণালঙ্কার-ভূষায় শ্রীজগন্নাথের 'রাজ-বেষ' হয়। দ্বাদশীতে শ্রীজগন্নাথের 'নীলাদ্রিউৎসব' বা শ্রীমন্দিরে বিজয়োৎসব হয়। তখন লক্ষ্মী দেবী কোপ করত শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করেন। লক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে 'মাহারী' দেবদাসীর সহিত জগন্নাথের প্রতিনিধি দয়িতাপতির কিছুক্ষণ বচসা হয়। শ্রীজগন্নাথ তাহাতে পরাজিত হইলে দ্বার খোলা হয় এবং 'বন্দাপনা' হইয়া শ্রীবিগ্রহ রত্ন-সিংহাসনে বিজয় করেন। সুপ্রাচীন কাল হইতেই এই রথোৎসব চলিয়া আসিতেছে। কঠবল্লীর (১৩৩) মন্ত্রে রথ, রথী ও সারথি শব্দের প্রয়োগে তৎকালীন রথব্যবহারের কথা স্মরণ করায়। রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে যুদ্ধে রথের সাহায্যকারিতা দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ত অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণই সারথি হইয়াছিলেন। বেদে বিষ্ণু ও সূর্য্যের রথের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগণের অভ্যুত্থানের পূর্ব হইতেই যে রথারোহণ উৎসব হইত, তাহা পদ্ম. ভবিষ্য, স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত আছে। ভবিষ্য পুরাণে আছে যে প্রহ্লাদ মহাবিষ্ণুর রথ টানিয়াছেন—তৎপরে দেবতা. সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণও রথযাত্রা করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উত্থান একাদশীতে রথযাত্রার বিধান আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত ভক্তমণ্ডলীর পক্ষে রথোৎসব একটি মহানন্দের ব্যাপার॥

রথ-যোগ (গোভা ৩।২।১) অশ্ব। °**রেণু** (হয় ১।৭।২) আটটি পরমাণু-যুক্ত স্থান। -**স্বন** (ভা ১২।১১।৩৫) যক্ষ।

রথাঙ্গ (নাম ৩।২৩) চক্র। ২ (ভাবনা ১৪।৪৫) চক্রবাক। -**পাণি**—সুদর্শনধারী।

রথাঙ্গী (বৃভা ২।৩।১৬৭) চক্রবাকী। ২ (কৃচ ৩।৮।১২) চক্রধারী শ্রীবিষ্ণু।

রথিক (হরি ৭।৬১৩) [রথেন চরতীতি ঠন্] রথী, ২ রথারোহী যোদ্ধা। ৩ তিনিশ বৃক্ষ।

রথী (গীতা ১।৪টী) কেবল একজন যোদ্ধার সহিত যিনি একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ।

রথীতর (ভা ৯।৬।২) অম্বরীষের প্রপৌত্র ও পৃষদশ্বের পুত্র।

রথোদ্ধতা (ছ ২।৪৯) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

রথোপস্থ (ভা ১০।৫৪।৩) রথের উপরিস্থিত নীড় (খোঁপ)—জী। ২ (গীতা ১।৪৬) রথমধ্য,রথোপরি—বি।

রথ্য (হরি ৭।১১২) রথের হিতকর চক্র, ঘোটক, যুগ।

রথ্যা (হরি ৭।৩৪২) রথসমূহ। ২ (ভা ১১।২।১২২ টী) রাজপথ—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৫৩।৮) ক্ষুদ্রপথ—সনা। ৪ পণ্যবীথিকা—জী। ৫ (নিবি ৬২) চত্বর।

রদ (ভাবনা ৯।২২) দন্ত। ২ (চৈকা ৪।১২) উৎখাত। -**চ্ছদন** (গোলী ১।৬৩) ওষ্ঠাধর।

রদন (আচ ১৫।৩৩৯) উৎপাটন। [২ দন্ত]। -**চ্ছদন** (স্মর ৯১) ওষ্ঠ।

রদবক্র (গোচ উত্তর ৩০।৮৫) দন্তবক্র।

রদবসন (মাম ৯।১৯) ওষ্ঠ।

রন্তিদেব (ভা ১।১২।২৪) ভরত-বংশীয় সংকৃতির পুত্র। ইনি ইন্দ্রের আরাধনা করত প্রচুর অন্ন লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা অতিথি-সৎকার করিয়া চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। (ভা ১০।৭২।২১) রাজা রন্তিদেব কুটুম্ব-গণের সহিত আটচল্লিশ দিন-যাবৎ নিরম্বু উপবাসী থাকিয়াও পরে যৎ-সামান্য অন্নজল লাভ করিয়া উহাই প্রার্থিগণকে দান করত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। [ভা° ৯।২১, মহা° দ্রোণ° ৬৫]।

রন্তিনার [রন্তিভার] (ভা ৯।২০।৬) পুরুবংশীয় ঋতেযুর পুত্র।

রন্ত্র—পথ, ২ নদী।

রন্ধন (ভা ৫।১১।২০) ছেদন—স্বামী। ২ ধ্বংস—বি। ৩ (কৃবি ৭০) দাহক। ৪ পাক।

রন্ধি (ভা ৫।১০।২৪) পাক—স্বামী। **রন্ধিত** (মুক্তা ১।২৯) পক্ক। ২ হিংসিত।
রন্ধ্র (কর্ণা ৩৮) অবসর, ২ দূষণ, ৩ ছিদ্র। **রন্ধ্রিত** (মালা ছ ২) ছিদ্রিত।
রভস (অর্কো ৮।৪৫) অতিশয়। ২ (ভা ৯।১৭।১০) সোমবংশ্য রম্ভের পুত্র। ৩ (গোলী ১২।৪৯) হর্ষ। ৪ (গোচ পূর্ব ২৭।২) বেগ। ৫ (ভাবনা ৩।২০) কৌতুক। ৬ (ভা ৩।১৫।২৮) ক্ষোভ। ৭ (ভা ৫।১৪। ১০) উৎসাহ। ৮ (ভা ৭।২।৩০) ক্রোধ। **রভসা** (আচ ১১।১৭৪) বেগ। **রভিত** (মালা গোবিন্দ ২২) সুখীকৃত।
রম (নিবি ৪১) রমণ, ২ (মাম ৬। ৪৩) কামদেব। ৩ (ভা ১০।৮৭। ১৭) ক্রীড়াশীল—সনা। [৪ অশোক বৃক্ষ]।
রমণ (হরি ৫।১৯৭) [রম্ ক্রীড়ায়াং ণিচ্+ল্যু] পতি। ২ (চৈত ১০। ২১।৫) রতিপ্রদ। ৩ (ভা ১০।৩০। ৪০) রতিদায়ক, ৪ সুখপ্রদ—সনা। ৫ (স্তব ৮।৫১) ক্রীড়ন। ৬ গর্দভ, ৭ বৃষণ।
রমণক (ভা ৫।১৯।৯) শাল্মলীদ্বীপস্থ যজ্ঞবাহুর পুত্র ও তন্নামক বর্ষবিশেষ। ২ জম্বুদ্বীপস্থ উপদ্বীপ-বিশেষ— তাহাতে কালিয় নাগ বাস করে। ৩ (ভা ৫।২০।৩১) বীতিহোত্রের পুত্র। ৪ (গৌ ১২।৮) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ।
রমণী (গৌ ১।২০) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ। ২ (হরি ৫।৪৫৮) পত্নী।
রমণীয় (হরি ৫।১৯২) [রম্যতে যস্মিন্] মনোহর। ২ (আচ ১৭। ২০৪) [রমণীর্যাতি সম্ভোগার্থং গচ্ছতীতি] কামিনীতে উপগত।
রমা (চৈত ৩।৯।২৩) [রময়তীতি] আনন্দিনী শক্তি। ২ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে উ-বর্ণের শক্তি। ৩ (কৃষ্ণ ১৩৭) মহালক্ষ্মীরূপা ব্রজদেবী। ৪ (প্রীতি ৩৩২) রমণী। ৫ (ভাবনা ৫।৫৭) লক্ষ্মী। ৬ (বিজয় ৩৫।৫৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা। **-ক্রীড়** (ভা ১০।৫।১৮) লক্ষ্মীর বিহার-স্থান—স্বামী। ২ সর্বসম্পদের ক্রীড়াস্থলী। **-পতি** (ভা ১০।৩০।২) শ্রীকৃষ্ণ। **-প্রিয় বৈকুণ্ঠ** (বৃভা ১।২।২২) ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যবর্তী শ্রীবিষ্ণুধাম—এই স্থান প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দঘন বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা নূতন। (চৈত ৮।৫।৫) প্রাকৃসিদ্ধ পরম বৈকুণ্ঠ নিত্য বিরাজিত, ব্রহ্মা ভগবৎপ্রসাদে এই বৈকুণ্ঠ লোকেরই দর্শন পাইয়াছেন, সনকাদি কুমারগণ এস্থানে গিয়া শ্রীপ্রভুর দর্শন করিয়াছেন এবং এস্থানেই 'নৈঃশ্রেয়স' নামক বন বিরাজমান। রৈবত-নামক পঞ্চম মন্বন্তরে শুভ্রের পত্নী বিকুণ্ঠা হইতে যখন স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হয়, তখন তৎসহাবতীর্ণ রমাদেবীর অনুরোধে বৈকুণ্ঠ-সদৃশ যে ধাম রচনা হয়, তাহাই রমাবৈকুণ্ঠ। ইহা কিন্তু মূলবৈকুণ্ঠের আবির্ভাব। **-সহোদর** (বিনা ৭।৩১) কৌস্তুভ মণি।
রমাস্পদ (ভা ১০।৫৫।৪০) শ্রীকৃষ্ণ, ২ সর্বশোভার আলয়।
রমিত (গোবি ৮৯) সুখীকৃত।
রমেশ (ভা ১০।৫৩।১৬) শ্রীকৃষ্ণ।
রম্ভ (ভা ৯।২।২৫) বৈবস্বতমনু-বংশীয় রাজা বিবিংশতির পুত্র। [২ রেণু, ৩ অসুরভেদ]।
রম্ভণ (ভা ১০।৩৬।২) হাম্বারব—সনা ২ (ভা ১০।৭৩।৬) আলিঙ্গন।
রম্ভা (সাকৌ ১০।১২) কদলী, ২ স্বর্বেশ্যা—বল। ৩ (কৃগ পরি ৮৩) শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা।
রম্যক (ভা ৫।১৬।৮) জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ [বর্তমান মঙ্গোলিয়া)। ২ (ভা ৫।২।১৯) মহারাজ আগ্নীধ্রের ঔরসে ও পূর্বচিত্তির গর্ভে জাত। [৩ শুক্র]।
রম্যা (ভা ৫।২।২৩) মেরুর কন্যা ও রম্যকের স্ত্রী। [২ রাত্রি, ৩ স্থলপদ্মিনী]।
রয় (ভা ৯।১৫।১) পুরূরবার পুত্র। ২ (চৈনা ২।৪) অগ্নি। ৩ (ভা ১০। ১৮।২৬) বেগ, প্রবাহ।
রয়ি (গোভা ১।২।২৫) ধন। [২ জল]।
রব (হরি ৫।৩৩৩) [রু+যুচ্] শব্দকারক। ২ তীক্ষ্ণ। ৩ চঞ্চল। ৪ কোকিল, ৫ উষ্ট্র, ৬ কাংস্য।
রবি (হ ১৯।১৬০) সপ্তমী তিথি। ২ (উ ৪।১০) দ্বাদশ সংখ্যা। [৩ সূর্য, ৪ অর্কবৃক্ষ]। **-জ**—শনি, ২ সাবর্ণিমনু, ৩ বৈবস্বতমনু, ৪ যম, ৫ সুগ্রীববানর। **-জা** (ভাবনা ৪।২৮) যমুনা। **-দারা** (মাম ৬।৫৩) ছায়া ও সংজ্ঞা। **-নাথ**—পদ্ম, ২ বন্ধুক।
রবিপুলা (ছ ৫।৮) [বক্তৃ] ছন্দোবিশেষ। °**প্রিয়**—রক্তপদ্ম, ২ তাম্র, ৩ করবীর। ৪ অর্কপত্র। **-মিত্র** (মাম ৬।৪২) শ্রীবৃষভানু রাজা। **-রত্ন**—মাণিক্য। **-লৌহ**—তাম্র।
রশ্মি (মাম ২।২২) কিরণ, ২ রজ্জু। [৩ পদ্ম]।

রস (বৃভা ২।৩।১৮৪) কোমলতা, ২ শৃঙ্গারাদি নব রস, ভক্তিরস, প্রেমরস, ইত্যাদি ; ৩ রাগ, ৪ অনুরাগ, ৫ বীর্য-বিশেষ, ৬ গুণ-বিশেষ, ৭ সুখ-বিশেষ, ৮ মাধুর্য-বিশেষ। ৯ (বৃভা ২।২।১৯০) চিত্তের আর্দ্রতা-কারণ দ্রব্য-বিশেষ। ১০ (বৃভা ১।৭।১৫৫) ক্রীড়া, ১১ (বৃভা ২।১।২০) ভাব। ১২ (বৃভা ১।৬।২৭) লাম্পট্য। ১৩ (আচ ২০।৩০) আস্বাদ। ১৪ (আচ ১২।১৬২) পারদ। ১৫ (গোভা ৪।৪।২০) হরি। ১৬ (আচ ১১।৩৭) জল। ১৭ (স্তব ৮।২৯) গর্ববাক্য। ১৮ (চৈকা ৪।২৫) শব্দ। ১৯ (চৈত ১০।৮৭।২৫) লীলা। ২০ (ভা ১০।৮৭।৪৩) রহস্য, ২১ তাৎপর্য—জী। ২২ (গোলী ১৩।৩৮) মধু। ২৩ (হ ৮।১৩) মজ্জা। ২৪ (সিন্ধু ২।৫। ৭৯) রতির কারণ, কার্য ও সহায়রূপে উক্ত শ্রীকৃষ্ণাদি [ভক্তাদি, স্মিত-স্তম্ভাদি এবং নির্বেদাদি] বস্তুর শ্রবণে তদ্বাচক শব্দদ্বারা 'ইহারা কৃষ্ণাদি'—এই বোধ জন্মিলে, অভিনয়াদিতে দর্শনাদি দ্বারা অবগতিতে অথবা মনে ভাবনা দ্বারাও বোধ জন্মিলে ঐ রতি বিভাবনা, অনুভাবনা ও সঞ্চারণা প্রাপ্তি করত শ্রীকৃষ্ণভক্তনিকটে 'রস' হয়। (সিন্ধু ২।৫।১৩২) বিভাব ও ব্যভিচারি প্রভৃতির ভাবনাপথ অতিক্রম করত যাহা শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক উজ্জ্বল চিত্তে রতি অপেক্ষাও চমৎকারাতিরেক ধারণ করিয়া আস্বাদনীয়তা লাভ করে—তাহাই 'রস'। রসসাক্ষাৎকার-কালে বিভাবাদির স্বতন্ত্রভাবে অনুভব হয় না, রতিসাক্ষাৎকার-কালে কিন্তু বিভাবাদির স্বতন্ত্র অনুভব হয়। (অকৌ ৫।৫) বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের অপর ব্যাপার-রোধকারী, স্বকারণীভূত বিভাবাদির সহিত সংশ্লিষ্ট, চমৎকারিতাবিশিষ্ট যে সুখ—তাহাই রস। রসের উদয়-দশায় রসের অনুপযোগী পদার্থবিষয়ে অন্তর্বহিরিন্দ্রিয়-সকলের ব্যাপার রুদ্ধ হইয়া যায়, সেই সময়ে ইন্দ্রিয়গণের অন্যপদার্থের জ্ঞানোৎপাদনে সামর্থ্য থাকেনা ; অথচ রস-সাক্ষাৎকারের কারণীভূত বিভাবাদিরই প্রকাশ থাকে অর্থাৎ স্বকারণীভূত বিভাবাদির সহিতই রসসাক্ষাৎকার হয়—যেমন একমাত্র দধিদ্রব্য সিতা-মরীচ-কর্পূর প্রভৃতি নানা বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া 'রসালা' নাম ধারণ করে, যাহার আস্বাদন-কালে একই রসের অনুভব হয়। এই রস কিন্তু উত্তম-প্রকৃতি অনুকার্যগণের (ভক্তগণের) স্বতঃসিদ্ধই, ইহা কাব্যাদিতে সামাজিকগণেরই হইয়া থাকে। আনন্দ-ধর্মা এই রস একপ্রকারই, ভাবই রতি প্রভৃতি উপাধির ভেদে নানাবিধ হয়। যেমন সিতোপলের পাকান্তর নাই, চরমানন্দ-স্বরূপ মহারাগেরও তদ্রূপ পাকান্তর হয় না। রস-সাক্ষাৎকারের অনুক্রম—প্রথমে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা আনন্দরূপা রতির আবির্ভাব হয়, তৎপরে বিভাবাদি-সমবধান-দশায় অর্থাৎ বিভাবাদিতে চিত্তের সংযোগ হইলে রতির সাক্ষাৎকার ঘটে। তারপরে রতিই রসে পরিণত হয়। তদনন্তর সেই বিভাবাদি করণ বা সামগ্রীরই সহযোগে রসের সাক্ষাৎকার বা আস্বাদন হয়। রত্যনুভূতি হইতেও রসানুভূতিতে কোটিগুণিত আনন্দাস্বাদ হয়। তাদৃশ আনন্দানুভব-জনিত চমৎকারিতা-বিশিষ্ট সুখই রস। [রসভাবনাবিধি'-শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-কুল্যা** (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থা নদী। **-গর্ভ**—পিত্তল-ধাতুদ্রবজ রসাঞ্জন, ২ হিঙ্গুল। **-গ্রহ** (মুক্তা ৬।৬) রসযুক্ত বস্তুতে আগ্রহান্বিত। ২ রসজ্ঞ। **-ঘ্ন**—সোহাগা। **-জ** (আচ ১১।২৮৬) পদ্ম। [২ রুধির, ৩ গুড়, ৪ মদ্যকীট]। **-জলনিধি** (উ ১২।১৪) বিষসাগর। **-জ্ঞ** (ভক্তি ৩০১) ভক্তি-রসিক। ২ (বিনা ৫।৩৪) ষড়্‌রসের অভিজ্ঞানে দক্ষ, ৩ জিহ্বালোলুপতা। **-জ্ঞা** (মালা উৎ ১১) রসিকা, ২ জিহ্বা। **-তাপত্তি** (প্রীতি ১১০) ['রস-নিষ্পত্তি'-শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-দ** (সিন্ধু ৩।২।৪২) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থ অনুগ দাস। ২ (আচ ৪।৩২) প্রীতিপ্রদ। ৩ (আচ ১১।১১৪) রসবর্ষী, ৪ মেঘ। **-দর্শন** (মুক্তা ১১।১) রসসাক্ষাৎকার ; রসশব্দ (২৪) এবং রস-ভাবনাবিধি' শব্দ দ্রষ্টব্য। **-দোষ** (অকৌ ১০।৪০) রসসমূহের, স্থায়িভাব ও ব্যভিচারি-ভাবের স্বশব্দ-বাচ্যতা, বিভাব ও অনুভাবের অভিব্যক্তি-সম্বন্ধে কষ্টকল্পনা, বিরোধী রসের অঙ্গীভূত বিভাবাদির গ্রহণ, একই রসের পুনঃ পুনঃ দীপ্তি, বৃথা বিস্তার ও বৃথা হ্রাস, অঙ্গের অতি-বিস্তার, অঙ্গী রসের অননুসন্ধান, প্রকৃতির ব্যতিক্রম, অঙ্গ-ভিন্নের

কীর্ত্তন—এই তেরটি রসদোষ বলিয়া কথিত। **-ধাতু**—পারদ। **-ন** (গোতা ১।৭) আস্বাদ-পূর্ব্বক ভজন-জী। ২ উচ্চার্য—বি। ৩ জপ্য—বল। ৪ (গালা খ২) উচ্চশব্দ। ৫ (গোচ পূর্ব ২। ২৭) সেবন। ৬ (চৈ কা ৬।৯০) কাঞ্চীস্থ ক্ষুদ্রঘণ্টিকা। ৭ আস্বাদন।

রসনা (ভা ৩।১৫।৩০) ক্ষুদ্রঘণ্টিকা। ২ (আচ ১১।৮৭) আস্বাদ। ৩ (গোচ পূর্ব ১।১২৬) রজ্জু। [৪ জিহ্বা, ৫ রাস্না]। **-রূপক** (অকৌ ৮।১৭) উপমেয় যদি উপমান-রূপে উত্তরোত্তর ব্যবহৃত হয়, অথচ উভয়ের তাদাত্ম্য-ভাব থাকে, তবে 'রসনারূপক' হয়। যেমন—'লতা-সমূহের কুসুমস্মিতে, গোপীদের স্মিতকুসুমে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইলেন।' এই বাক্যে কুসুমস্মিত, স্মিতকুসুম এই পদদ্বয় রসনারূপকের দৃষ্টান্ত।

রস-নির্যাস (গোচ পূর্ব ১৫।৫৪) রস-সারাংশ। ২ (চৈচ আদি ৪।২৯) বাৎসল্যাদি রসের পরমোৎকর্ষ। **°নিষ্পত্তি** (প্রীতি ১১০) স্থায়িভাব যদি স্বযোগ্য বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবকদম্বের সহিত মিলিত হয়, তবেই রসরূপে পরিণত হয়।

রসনোপমা (অকৌ ৮।১০) প্রথম উপমেয় দ্বিতীয় উপমেয়ের উপমান, দ্বিতীয় উপমেয় তৃতীয় উপমেয়ের উপমান হইলে (অর্থাৎ এই নিয়মে পর পর চলিতে থাকিলে) 'রসনোপমা' হয়। অভিন্নধর্মতা ও ভিন্নধর্মতাহেতু ইহা দ্বিবিধ হইতে পারে। (১) তোমার প্রকৃতি আকৃতির ন্যায়, ব্যবহার প্রকৃতির ন্যায়, সৎকীর্তিও ব্যবহারের ন্যায় রমণীয়। (২) তোমার রূপ শরীরের ন্যায় মধুর, গুণরাজি রূপের ন্যায় আনন্দজনক আর তোমার যশোরাশিও গুণরাজির মত বিশুদ্ধ। প্রথম দৃষ্টান্তে ধর্ম অভিন্ন এবং দ্বিতীয়ে ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হইল। **°পোষণ** (সিন্ধু ৪।৮।২) অঙ্গী রসের সহিত উচিত অঙ্গ রসের মিলনে 'রস-পোষণ' হয়। যেমন অঙ্গী মধুর রসে অঙ্গ হাস্য বা প্রেয়োরসের মিলনে রসদূষণ না হইয়া রসপোষণ হয়। দুই রসের মিলনে আত্যন্তিক সাম্য-ভাবনা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং উভয়ের অঙ্গাঙ্গিভাবে একত্র সঙ্গতিই বুধগণ-সম্মত। **-প্রদ** (ভা ১০।৪২। ১) সুখদাতা—স্বামী। ২ রাগ-বিস্তারক—সনা। **-ভক্তি** (চৈভ ১১। ১২।৮) শ্রীনাথচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন যে শৃঙ্গারাদি অষ্ট রস, শান্ত—নবম, প্রেম—দশম এবং ভাব—একাদশ রস। উপাস্যতত্ত্বজ্ঞানে বিক্রীয়মাণা মনোবৃত্তিই ভক্তি। সেই মনোবৃত্তি রত্যাদি স্থায়িভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া 'রসভক্তি' হয়।

রস-ভাবনাবিধি (প্রীতি ১১১) যোগ্য বিভাবাদি-সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়—ইহাই লৌকিক ও অলৌকিক রস-বেত্তাদের মত। দৃশ্যকাব্যে (১) অনুকার্য, (২) অনুকর্ত্তা ও (৩) সামাজিক এবং শ্রব্য কাব্যে (১) বর্ণনীয় নায়কাদি, (২) পাঠক ও (৩) শ্রোতা —ইহাদের মধ্যে রসোদয়-কথাই বিবেচ্য। রসবস্তু ব্রহ্মবৎ অবাঙ্মনস-গোচর হইলেও ভাগ্যবান্ দ্রষ্টা ও শ্রোতারই রসাস্বাদন হয়—ইহাই অধিকাংশ আলঙ্কারিকের মত। লৌকিক রসবিদ্‌গণের এ বিষয়ে চারিটী পক্ষ আছে; প্রথম—অনুকার্য প্রাচীন নায়কে রসের মুখ্যা বৃত্তি আর অনুকর্ত্তা নটে গৌণী বৃত্তি। দ্বিতীয়—অনুকার্যে লৌকিকত্ব, পারিমিত্য ও সান্তরায়ত্বাদি হেতু অনু-কর্ত্তাতেই রসোদয় হয়। তৃতীয়—অনুকর্ত্তা কেবল শিক্ষা-প্রভাবে নায়কের অনুকরণ করে বলিয়া (তাহাতে রসোদয় না হইয়া) কেবল সামাজিকেরই রসোদয় হয়। চতুর্থ—অভিনেতা নট স্বচ্ছচিত্ত হইলে তাঁহাতে ও সামাজিকে রসোদয় হইতে বাধা নাই। অলৌকিক রসবেত্তাগণ কিন্তু অনুকার্য, অনুকর্ত্তা ও সামাজিক সর্বত্রই রসস্বীকার করেন, কেননা তাহাতে পূর্বকথিত লৌকিকত্বাদি-হেতুর অভাব। অনুকার্য ও তৎপরিকরগণে এতাদৃশ রস-বিশেষেরই উদয় হয়, যাহাতে অনুকর্ত্তাদিতেও সেই রস সঞ্চারিত হইতে পারে, সুতরাং ভগবৎপ্রীতিতে অলৌকিকত্ব ও অপরিমিতত্ব স্বতঃ-সিদ্ধ। আর ভগবৎপ্রীতি লৌকিক কাব্যাদিবৎ কাব্যকল্প নহে, উহা ভয়াদিদ্বারা, জন্মান্তরাদি দ্বারা এমন কি ব্রহ্মানন্দদ্বারাও অনবচ্ছেদ্য। ভগবৎপ্রীতিতে বিভাবাদি যাবতীয় সামগ্রীই অলৌকিক, সুতরাং ভগ-বৎপ্রীতিতেই রসনিষ্পত্তি স্বীকার্য হইতেছে। শ্রব্যকাব্যেও বর্ণনীয় বিষয়, বর্ণক ও শ্রোতা যথাযোগ্য হইলে রসাস্বাদন হয়। বিশেষ কথা এই যে রত্যঙ্কুরবান্‌দেরই উত্তম বর্ণনীয় বিষয়াদির অপেক্ষা থাকে,

কিন্তু প্রেমাদিমান্দের যথাকথঞ্চিৎ স্মরণেই রসোদয় সিদ্ধ হয়। প্রেমাদি-ভাবই ভক্তে সর্ব সামগ্রীর উদ্ভব করে। **-মঞ্জরী** (কৃগ পরি ১৮২) শ্রীরাধার নিত্যসখী। ২ (উ ৫। ১০১ টী) মিথিলার কবি ও আলঙ্কারিক ভানুদত্ত বা ভানুকর মিশ্র-কৃত অলঙ্কার ও রস-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে শৃঙ্গার রস সলক্ষণ সোদাহরণ প্রকার-ভেদাদিসহ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে—বি। **-মধ্য** (আ ১৪)রসকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, ২ রসময়-চিত্ত। **-রক্ষা** (চরিত ৭৮) অনুরাগ-মর্য্যাদার পালন। **-রহস্য** (চন্দ্রা ৫৮) নিগূঢ় প্রেমবস্তু। **-রাজ** (বিনা ৫।৫১) শৃঙ্গার। ২ (চৈচ মধ্য ৮। ২৮১) অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসময়-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। **-রূপতা** (প্রীতি ১১০) 'ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রয়ান্তি রসরূপতাম্' এই রসশাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে অভিসম্পন্ন (যথাযোগ্য) ভাবসমূহই রসরূপতা প্রাপ্তি করে। 'রসনিষ্পত্তি' ইহার নামান্তর। প্রাকৃত দেবাদিবিষয়িণী ভক্তিতে রস-সামগ্রীর অভাব বশতঃ রসনিষ্পত্তি অসম্ভব হইলেও অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তিতে তাহা নহে। রসত্ব-প্রাপ্তিতে সামগ্রী ত্রিবিধ—(১) স্বরূপ-যোগ্যতা, (২) পরিকর-যোগ্যতা ও (৩) পুরুষ-যোগ্যতা। তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।

রসলা (ভা ৩।১২।১৩) মহিনস-নামা রুদ্রের পত্নী। **০বৎ** (মুক্তা৫) রসিক। ২ (শেষ ৩।১৬, ৪।৭০) শৃঙ্গারাদি রস—তদ্ভিন্ন রস বা ভাবাদির অঙ্গ অর্থাৎ উপকারক হইলে 'রসবৎ' অলঙ্কার হয়। ['ইতরাঙ্গ'-শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-বতী** (কৃগ ২৫১) শ্রীরাধার সখী। ২ (শ্যা ১৭) অনুরাগিণী। ৩ (আচ ৬।৯৩) রন্ধনশালা। ৪ (স্তব ৫।৬) দধ্যাদি-রসযুক্তা। ৫ (হরি ৩।৫।১৭) সংক্ষিপ্তসারের উপরে গ্রন্থকার ক্রমদীশ্বর-প্রণীত বৃত্তিগ্রন্থ। এই রাসবত সম্প্রদায়ে 'জৌমর-ধাতুমালা' একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। পাণিনীয় ধাতুপাঠ অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে। **-বতীপ্রক্রিয়া** (উস ৬০) রন্ধনকার্য, ২ সম্ভোগলীলা। **-বাস** (চৈচ মধ্য ৩।১০৩) রসযুক্ত ও সদ্গন্ধ মুখশুদ্ধি দ্রব্য। ২ কাবাব-চিনি। ৩ জায়ফল। **-বিঘাত** (সিন্ধু ৪।৮।২) অঙ্গী রসের সহিত কোনও অনুচিত অঙ্গ রসের মিলন হইলে 'রস-বিঘাত' হয়, যেমন অঙ্গী মধুররসে অঙ্গ বীভৎস, বাৎসল্য বা শান্তের মিলন। মুখ্য বা গৌণ যে রস যে স্থলে অঙ্গী হইবে, সেইস্থলে সেই রসেরই মিত্রকে পণ্ডিতগণ অঙ্গরূপে ব্যবহার করিবেন, কিন্তু বৈরী বা তটস্থকে নহে। 'মৈত্রবৈর-স্থিতি' দ্রষ্টব্য।] **-বিলাস** (দশ ৪৪) অতিপ্রাচীন সুদেব-কৃত রসগ্রন্থ। **-বেদী** (ভা ৩।২৯।২৯) মৎস্যাদি—স্বামী। ২ কেঁচো প্রভৃতি—জী। **-শালী** (কৃগ পরি ৭৬) শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলিক। **-শোষক** (বৃভা ২।২। ২০৫) ভগবৎসেবাদিতেও নির্বিঘ্নতা-দোষের প্রসক্তি হইলে সেই বৈরাগ্য ভক্তিরসের শোষক হয়। **-সঙ্কুলতা** (সিন্ধু ৩।৪।৮০) প্রীত, প্রেয়ঃ ও বৎসলরসের পরস্পর কালভেদে মিশ্রণ হইলে 'রস-সঙ্কুলতা' হয়। যেমন—বলদেবের সখ্য, প্রীত ও বাৎসল্যযুক্ত; যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য, প্রীত ও সখ্যে মিশ্রিত ইত্যাদি। **-সামগ্রী** (প্রীতি ১১০) রসত্ব-প্রাপ্তিতে সামগ্রী তিন প্রকার—(১) স্বরূপ-যোগ্যতা,(২) পরিকর-যোগ্যতা এবং (৩) পুরুষ-যোগ্যতা।

রসা (চৈকা ১।১৮) পৃথিবী। ২ (ভা ৩।১৩।১৭) রসাতল—স্বামী। ৩ (ভা ৩।১৩।৩২) পাতাল-তলে গর্ভোদ-সমুদ্র—বি।

রসাক্রান্ত-বল্লভা (উ ৫।৪৮) নায়ককে সতত আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী রাখিতে আগ্রহবতী নায়িকা।

রসাতল (লনা ১।৮) সপ্তম ভূবিবর, ২ নরক।

রসাদিত (আচ ২০।৯১) রসযুক্ত, ২ আস্বাদ-বহুল।

রসাধিপত্য (হ ১১।৬৬৯) পাতালাদির স্বামিত্ব, ২ বিচিত্র-রসসিদ্ধি প্রভৃতি ঐশ্বর্য।

রসানুভবী (প্রীতি ১১০) উপদেশ্য ও লীলাপরিকর-ভেদে দ্বিবিধ রসানুভবী। উপদেশ্যগণ বহিরঙ্গ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ রস-সার আস্বাদন করেন, কিন্তু লীলা-পরিকরগণই অন্তরঙ্গ বলিয়া সম্যক্ রসসার অনুভব করেন।

রসান্তর (উ ১৫।১৩০—১৩৪) প্রকৃত রস হইতে অন্য রস। আকস্মিক ভয়াদির প্রস্তাব। ইহা যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্ব ভেদে দ্বিবিধ। অকস্মাৎ উপস্থিত বিষয়—যাদৃচ্ছিক এবং প্রত্যুৎপন্ন-কান্ত-কর্ত্তৃক বুদ্ধিপূর্বক কৃত হইলে 'বুদ্ধিপূর্ব রসান্তর' হয়।

রসাপুষ্টতা (সিন্ধু ৩।৪।৭৯) হরি-কর্ত্তৃক রতির অনির্ণয়ে (অজ্ঞানে) প্রীতরস

অপুষ্ট থাকে, প্রেয়োরস ত অন্তর্ধানই করে, কিন্তু বৎসলের বিন্দুমাত্রও হানি হয় না।

রসাভাস (প্রীতি ১৭৪) শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কাব্যসমূহে প্রস্তুত রসের সহিত অযোগ্য অন্য রসের সম্মিলনে যে আস্বাদের ব্যাঘাত ঘটে, তাহাই 'রসাভাস।' (সিন্ধু ৪।৯।১) রস-সমূহের বৈকল্য (বিভাবাদির বৈরূপ্য বা অঙ্গহীনতা) হইলে আপাততঃ প্রতীয়মান রসগুলিও 'রসাভাস' হয়। ইহা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ক্রমশঃ 'উপরস', 'অনুরস' ও 'অপরস' -নামে কথিত হয়।

রসাভাসোল্লাস (প্রীতি ১৭৪) যে স্থলে অযোগ্য রসের সঙ্গতি অযোগ্য স্থায়িরই উৎকর্ষ বিধান করে—সে স্থলে 'রসাভাসোল্লাস' হয়।

রসায়ন (বৃভা ১।৪।৫৬) শৃঙ্গারাদি নববিধ রসের আশ্রয়, ২ সর্বলোকের অনুরাগ-ভাজন, ৩ সংসার-রোগ-নিবর্ত্তক এবং ভক্তি-পরিপোষক পরম মধুর-মহৌষধ। ৪ (ভা ৩।২৫।২৫) সুখদ। ৫ (মালা ছ ২) জীবনপ্রদ ঔষধ—যাহা রোগনাশক, পুষ্ট্যাদি-কারক, সুস্বাদু ও শীতল। ৬ (কর্ণা ১০) রসাস্বাদপাত্র। ৭ (কর্ণা ৩৫) সন্তর্পক।

রসার (চৈনা ১৩) রসময়।

রসার্ণবসুধাকর (না চ ১) শিঙ্গ-ভূপাল-কৃত অলঙ্কার-বিষয়ক গ্রন্থ।

রসাল (কৃগ পরি ৭৬) শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুলিক। ২ (প্রে ৯৬) আম্রবৃক্ষ, ৩ রসজ্ঞ। ৪ রসশাস্ত্রবেত্তা। [৫ সিহ্লক, ৬ গন্ধরস, ৭ শিখরিণী ; ৮ ইক্ষু, ৯ গোধূম।

রসালঙ্কার (অকৌ ৮।৫৯) যেস্থলে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার পরিস্ফুট রূপে নির্ণয় করা যায় না, অথচ রস-সামগ্রীই স্ফুরিত হয়, সে স্থলে 'রসালঙ্কার' বুঝিবে। ইহা চতুর্বিধ—রসবৎ, প্রেয়, উর্জস্বী ও সমাহিত।

রসাল পাক (অকৌ ৯।৩) পূর্ব দশা হইতে উত্তরোত্তর সুন্দরতা হইলে 'রসাল পাক' হয়। ইহা বৈদর্ভী রীতির সহায়-বিশেষ।

রসালমঞ্জরী (উ৮।৬৬ টী) শ্রীরাধার কিঙ্করী।

রসালা (উ ১০১৬) [রসমালাতি আদত্ত ইতি] রসগ্রাহী—স্ত্রী। ২ পানকভেদ। রসালা প্রস্তুত করিবার প্রণালী :—আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহের মতে (রসায়ন অধিকারে)। (১) ঈষৎ অম্লমধুর দধি—/৮ সের, চিনি—/২ সের, মধু—১ পল, ঘৃত—৫ পল ; শুঁঠ—৪ মাসা ; এলাচ—৪ মাসা, মরিচ—২ তোলা, লবঙ্গ—২ তোলা। এই সকল উত্তমরূপে মিশাইয়া পরিস্কৃত বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া মৃগনাভি ও চন্দন দ্বারা লেপিত এবং অগুরু দ্বারা ধূপিত মৃদ্‌ভাণ্ডে রাখিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূরদ্বারা সৌগন্ধ্য সম্পাদন করিবে। ইহা মথুরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক স্বয়ং নিজের ভোগের জন্য রচিত হইয়াছে।

(২ প্রকারান্তরে রসালা (অরোচক-অধিকারে)। অম্লদধি—/৮ সের, নির্মল চিনি—/২ সের, ঘৃত—১ পল, মধু—১ পল, মরিচ-চূর্ণ—৪ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ—৪ তোলা ; দারু চিনি, তেজপাতা, এলাচ ও নাগেশ্বর ১ তোলা প্রত্যেকটী। শ্বেত পাথরে এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন ও কর্পূরের দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভাণ্ডমধ্যে রাখিলে রসালা হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ভোগের নিমিত্ত স্বয়ং বৃকোদর এই রসালা নির্মাণ করিয়াছেন।

(৩) বৈদ্যনিঘণ্টু-মতে রসালা-প্রস্তুত-প্রণালী—কাপড়ে ছাঁকা দধি /৪ সের, ঘৃত—৪ তোলা, মধু—৪ তোলা, চিনি—৬৪ তোলা, মরিচ—৮ তোলা, শুঁঠ—½ তোলা, নাগকেশর, এলাচ ও দারুচিনি ½ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য কর্পূরবাসিত ভাণ্ডে রাখিয়া বস্ত্রদ্বারা মুখ বন্ধ করত গালিত করিবে। পরে হস্তদ্বারা আলোড়ন করিলেই উৎকৃষ্ট রসালা প্রস্তুত হইবে। [৩ রসনা, ৪ দূর্বা, ৫ বিদারী, ৬ দ্রাক্ষা]।

রসালিকা (কৃগ ২৪৫) সুচিত্রার যূথে প্রথমা সখী।

রসাবলী-সমাবেশ (সিন্ধু ৪।৮।৮৩) বিরুদ্ধ রস-সমবায় সর্বত্র বিরসতা-পাদক হইলেও কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদিতে কালভেদে দূষণীয় হয় না। অধিরূঢ় মহাভাবেও স্বাদাধিক্যই আনয়ন করে।

রসাশব্দ (নিবি ১১) পৃথিবীর মঙ্গলপ্রদ।

রসাস্বাদ (সিন্ধু ২।৫।৯৭) কেহ কেহ ভগবৎকাব্যনাট্যের সেবাই বিভাবাদির হেতু বলিয়া নির্দেশ করিলেও কিন্তু শ্রীভগবদ্‌বিষয়িণী রতিরই যে উত্তম হেতুতা তাহাই শ্রীরূপ প্রভুর বিবক্ষিত। নব রত্যঙ্কুর-বিশিষ্ট হরিভক্তের সম্বন্ধে কাব্যাদির সেবা যৎকিঞ্চিৎ রসাস্বাদহেতু হইলেও কিন্তু জাতরতি সাধকের পক্ষে প্রকারান্তরেও

রসাস্বাদ হইতে পারে। এস্থলে রত্যঙ্কুরে কাব্য ও নাট্যের সামান্য উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হইলেও প্রেম-প্রণয়-রাগাদিতে ইহাদের কিঞ্চিৎ অপেক্ষাই স্বীকৃত। আরূঢ়ভাব-দশায় শ্রীহরির সম্বন্ধে যখন ঈষৎশ্রবণেও রসাস্বাদ হয়, তখন কাব্যনাট্যে শ্রীহরি-সম্বন্ধি অনুভব-প্রাচুর্যের বিদ্যমানতায় ততোধিক রসাস্বাদই হয়। রসাস্বাদে কাব্যনাট্যের যৎ-সামান্য কারণতা থাকিলেও কিন্তু ঐ বিভাবাদির বিভাবত্বাদি-প্রাপণে রতিরই প্রভাব স্বীকার্য, কাব্য-নাট্যের নহে—ইহাই সিদ্ধান্ত। ২ (মা ৪।২) বিষয়-সুখোদয়কালে কীর্ত্তনাদিতে মনের অনভিনিবেশ।

রসাস্বাদী—ভ্রমর, ২ মধুরাদি রসের আস্বাদক

রসিক (আ ১২) রসজ্ঞ, ২ রসদোহী ৩ রসপায়ী, ৪ রসভোক্তী। ৫ (প্রীতি ১১০) ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ, ৬ প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কারবান্ [৭ অশ্ব, ৮ গজ]।

রসিকা (গৌ ৫।৭) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ। ২ (সা ৬) শ্রীরাধা। [৩ রসালা, ৪ ইক্ষুরস, ৫ কাঞ্চী, ৬ রসনা]।

রসিকাস্বাদিনী—চন্দ্রামৃতের আনন্দি-কৃত টীকা।

রসিত (গীগো ৭।১৭) শব্দিত। ২ হৃষ্ট—প্রবো। ৩ (উ ১৩।৩৬) গর্জন-শব্দ।

রসেন্দ্র (স্তব ১৭।৩৬) রসরাজ শৃঙ্গার। ২ শ্রীকৃষ্ণ। ৩ জলনিধি। [৪ পারদ]।

রসোৎকর্ষ (বৃ ১।৪) শৃঙ্গার রস।

রসোত্তর্ষ (মালা প্রেম ২৫) আস্বাদ-লুব্ধ।

রসোত্তুঙ্গা (কৃগ ২৪৭) ইন্দুলেখার যূথে দ্বিতীয়া সখী।

রসোদয় (বিনা ৭।১৪) মধুর উদ্ভব, ২ ভাবোদয়।

রসোল্লাস (প্রীতি ১৭৪) যে স্থলে অযোগ্য রসের সঙ্গতিও ভঙ্গিবিশেষ-দ্বারা যোগ্য স্থায়ির উৎকর্ষহেতু হয়, সেস্থলেই 'রসোল্লাস' হয়।

রসোল্লাসা (কৃগ পরি ১৯১) শ্রীরাধার সভায় কলাবিদ্যাবিৎ।

রসৌক: (ভা ৯।২০।৩১) রসাতল।

রসৌকা: (ভা ৩।১৮।৩) পাতাল-বাসী।

রস্য (ব্রহ্ম ১।১১) আস্বাদনীয়। ২ (আচ ৮।২৪) রসযোগ্য। ৩ (গোতা ১।১১) লঘু লঘু উচ্চার্য জপ্য—বি। ৪ অনুভবনীয়। ৫ (আচ ৭।৯) স্বরসোচিত।

রস্যতা (আচ ১৫।২৬৯) সৌভাগ্য।

রস্যা (সা ৬) শ্রীরাধা।

রসোৎপত্তি (সিন্ধু ২।১।৯—১১) শুদ্ধভক্তদের হৃদয়ে বিরাজমানা, প্রাক্তনী ও আধুনিকী বাসনাদ্বয়ে উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতিই (লৌকিক রসবৎ সৎকবিনিবদ্ধতার অপেক্ষাশূন্য) অনুভব-বেদ্য শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বিভা-বাদির সাহচর্যে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রৌঢ়ানন্দের চরম সীমা (প্রেম) লাভ করে; ঐ প্রেম কিন্তু অত্যল্প বিভাবাদি-সহযোগেও, অল্পতর বিভাবনাদি-অবস্থালাভেও সদ্যই আস্বাদ্য হয়, পূর্ণ সাহায্য পাইলে ত অতিপুষ্টই হয়। **-সাধন**—(সিন্ধু ২।১।৭—৮) ভক্তির প্রভাবে নিখিল দোষ সমূলে উৎপাটিত হইয়া চিত্তের প্রসন্নতা অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষের আবির্ভাব-যোগ্যতা, অতএব উজ্জ্বলতা (সর্বজ্ঞান-সম্পন্নতা), শ্রীভাগবতে অনুরক্তি, রসিকজনের নিত্যসঙ্গেই রঙ্গ (উল্লাসাতিরেক), শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দের ভক্তি-সমৃদ্ধিকেই জীবাতু বলিয়া জ্ঞান এবং প্রেমের অন্তরঙ্গ কৃত্য (ভাবোত্থ ও অতি-প্রসাদোত্থ) শ্রবণকীর্ত্তনাদির প্রতি-নিয়ত অনুষ্ঠান।

রহ: (ভা ১০।৫৫।৪০) নির্জন। ২ ত্যাগ—শ্রীনা। ৩ (ভা ৪।২৪।২৮) সূক্ষ্ম, ৪ ব্রহ্ম। ৫ (ভগ ৭৮) প্রেমভক্তি, ৬ (আচ ১৮।১৮৬) তত্ত্ব, ৭ (মাম ২।৫৭) শৃঙ্গার-সুখ, সুরত। **-কেলি** (সিন্ধু ৩।২।১৬১) শৃঙ্গার। ২ (গীগো ১) সুরত-ক্রীড়া, ৩ একান্তক্রীড়া—প্রবো। **-পুর** (গোচ পূর্ব ২৪।১০০) অন্তঃপুর। **-প্রকাশ** (ভা ৩।৪।১৮) তত্ত্ব-জ্ঞাপক।

রহস্কর (ভা ১০।৪৭।২৮) রহস্য-কার্যকর্তা, ২ নর্মসখা—শ্রীনা।

রহস্য (ভা ২।৯।৩০) ভক্তি—স্বামী। ২ প্রেমভক্তি—জী। ৩ (আচ ১২।১৮) সুরতময় সঙ্গ। ৪ (চন্দ্রা ২৫) নিগূঢ় প্রেম। ৫ (ভা ১০।৪৫।৩৪) মন্ত্র ও দেবতার জ্ঞান। ৬ (গোচ উত্তর ৩৭।২১৯) কেলি। ৭ (ভক্তি ৩৩৯) গূঢ় অনুভব। **-লীলা** (ভক্তি ৩৩৮) শৃঙ্গাররসময় বিনোদ।

রহিতাত্মা (ভা ১০।৩০।৯) শূন্যচিত্ত, ২ বিরহে হতজ্ঞান, ৩ আত্মশূন্য।

রহীভূত (হরি ৭।১১২২) [রহস্ অভূততদ্ভাবে চ্বি+ভূত] কার্যাদি হইতে অবসরপ্রাপ্ত।

রহূগণ (ভা ৫।৩।১) সিন্ধু ও সৌবীর-দেশের রাজা। জড়ভরতের কৃপায়

ইনি মহাভক্ত হইয়াছেন।

রহোজুট্‌ (ভা ১০।৪।৩৬) সকলেরই অন্তঃপ্রবিষ্ট অথচ বাহিরে অদৃষ্ট। ২ নির্জনপ্রীত।

রহোবহ (উ ৩।৬) দূত।

রা (আচ ১৪।১৬) ধন। [২ বিভ্রম, ৩ দান]।

রাকা (ভা ৫।২০।২০) শাল্মলী-দ্বীপস্থা নদী। ২ (ভা ৪।১।২৮) মহর্ষি অঙ্গিরা ও তৎপত্নী শ্রদ্ধার কন্যা এবং ধাতা-নামক আদিত্যের পত্নী। ৩ (বিন্দু ১৬৪) প্রতিপদ্‌যুক্তা পূর্ণিমা। [৪ নব-জাতরজস্কা নারী]। **-নায়ক** (গোলী ১৬।৭৮) পূর্ণচন্দ্র।

রাকেশ (গোলী ৭।২৩) পূর্ণচন্দ্র।

রাক্ষস (হরি ৭।১১০০) [রক্ষঃ+ স্বার্থে অণ্‌] নরভক্ষক। ২ (ভক্তি ১১০) হরিপূজাবিহীন, বেদবিদ্বেষী ও গোব্রাহ্মণ-হিংসুক। **-বিবাহ** (ভা ১০।৫২।১৮) যুদ্ধে হরণপূর্বক পত্নীত্বে গ্রহণ। [অষ্টপ্রকার বিবাহ, যথা—ব্রাহ্ম—বিদ্বান্‌ ও চরিত্রবান্‌ বরকে স্বেচ্ছায় দান; দৈব—যজ্ঞে ঋত্বিক্‌কে সালঙ্কারা কন্যাদান। আর্ষ—বর হইতে গোমিথুন লইয়া যথাধর্ম কন্যাদান; প্রাজাপত্য—'উভয়ে সমান ধর্ম আচরণ কর'—বলিয়া দান; আসুর—জ্ঞাতিগণকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া কন্যাপ্রদান; গান্ধর্ব—কন্যা ও বরের পরস্পর সম্মতিতে বিবাহ; রাক্ষস—হনন, জয় ও ভেদপূর্বক ক্রন্দনপরা কন্যার গ্রহণ এবং পিশাচ—গোপনে সুপ্তা বা মত্তা কন্যাকে ছলে গ্রহণ।]

রাক্ষসী প্রকৃতি (গীতা ৯।১২) হিংসা-প্রচুর তামসস্বভাব—স্বামী।

রাগ (হরি ৫।৪০৯) [রন্‌জ্‌+ঘঞ্‌] রঞ্জন, ২ রঞ্জন-সাধন। ৩ (গোলী ১৩।১১০) রক্তিমা। ৪ (গীতা ৮। ১১) অবিদ্যা—বল। ৫ (বিনা ৫। ২১) ক্রোধ, ৬ শোভা; ৭ (মালা ছ ২৩) অরুণতা। ৮ প্রেম। ৯ (গীতা ৭।১১) অভিলষিত বস্তু পাইয়াও পুনরায় অধিক পাইবার জন্য তৃষ্ণা। ১০ (হংস ১৩৬) মাৎসর্য। ১১ (প্রীতি ৭৪) গুণ-মাধুরীর যাথার্থ্য-জ্ঞানহেতু সাক্ষাৎপ্রীতি। ১২ (আচ ১৭।৬১) তীক্ষ্ণতা। ১৩ (সিন্ধু ১।২।৬) অনুরাগ ও ভগবদ্বিষয়ক রুচি—জী। ১৪ শ্রীমূর্তির দর্শনে বা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধ-প্রোক্ত লীলাদির শ্রবণে আবির্ভূত ভজন-লোভ—বি। ১৫ (সিন্ধু ১।২।২৭২)—স্বাম্বকূল্য-বিষয়ক বস্তুতে স্বাভাবিক পরমা-বিষ্টতা (পরমাবেশ-মূলক প্রেমময় তৃষ্ণা)। ১৬ (উ ১৪।১২৬, ১২৯) শ্রীকৃষ্ণলাভের সম্ভাবনায় প্রণয়োৎকর্ষ-বশতঃ চিত্তমধ্যে যে অতিদুঃখও সুখরূপে অনুভূত হয়, তাহার নাম 'রাগ'। নীলিমা ও রক্তিমা-ভেদে ইহা দ্বিবিধ। নীলী ও শ্যামাভেদে নীলিমার দুই প্রভেদ। কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা-ভেদে রক্তিমার দুই বিভেদ। ১৭ (আচ ২০।৫১) প্রকৃত-বিকৃত-ভেদে ষড়্‌জাদি ঊনবিংশতি স্বর ও বর্ণে অলঙ্কৃত মানব-চিত্তরঞ্জক ধ্বনি-বিশেষ। রাগ-সংখ্যা প্রায় সকল মতেই ছয়, নামভেদ কিন্তু প্রতি শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতদর্পণমতে ছয় রাগ—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ ও নট্টনারায়ণ। প্রত্যেক রাগের ছয়টি করিয়া স্ত্রী আছে—সুতরাং রাগিণী-সংখ্যা ছত্রিশ। আবার নারদ-সংহিতামতে মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট—এই ছয় রাগ। এই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সংমিশ্রণে অনন্ত মিশ্র রাগ-রাগিণী উৎপন্ন হয়। নির্দিষ্ট সময়েই এই রাগ-রাগিণী প্রভৃতি আলাপনীয়। অন্যথা করিলে প্রত্যবায় হয়। **-তটস্থ সাধন** (দশ ২৯) শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়াদি বৈধভক্তির অঙ্গ-সমূহ। **-ভেদ** (আচ ২০।৬২) সঙ্গীতশাস্ত্র-মতে রাগসমূহ প্রথমতঃ শুদ্ধ, ছায়ালগ (সালগ) ও সঙ্কীর্ণভেদে ত্রিবিধ। শুদ্ধ—যে সকল রাগ অপর কোন রাগের আশ্রয় ব্যতীত পৃথক্‌ পৃথক্‌রূপে এক একটি গীত হইতে পারে, তাহারাই শুদ্ধ। ছায়ালগ—যে সকল রাগে অন্য কোনও রাগের ছায়া লক্ষিত হয়, তাহারা ছায়ালগ। সঙ্কীর্ণ—যে যে রাগে বহুরাগের সম্মিশ্রণ থাকে, তাহারাই সঙ্কীর্ণ। ইহারাই আবার ঔড়ব, ষাড়ব ও পূর্ণ-ভেদে ত্রিবিধ। ঔড়ব—যে রাগে ষড়্‌জাদি সপ্তস্বরের পাঁচটি ব্যবহৃত হয়, তাহা ঔড়ব। ষাড়ব—যে যে রাগে ছয় স্বরেরই ব্যবহার হইতে পারে, তাহারা ষাড়ব। পূর্ণ—যে যে রাগে সপ্তস্বরেরই প্রয়োগ হয়, তাহারা পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ করে। **-মঞ্জরী** (কৃগ পরি ১৮২) শ্রীরাধার নিত্যসখী। **-মার্গ** (সিন্ধু ১।২।২৯৩) লোভপ্রযুক্ত বিধিমার্গে ভজন। রাগভক্তিতে প্রথম হইতেই লোভোৎপত্তি হয় বলিয়া শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না থাকিলেও কিন্তু যে

বিষয়ে লোভ হইয়াছে, তাহার প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রাদির অনুসন্ধান ও শাস্ত্রোক্ত সাধনের অনুসন্ধান অবশ্যই কর্ত্তব্য—বি।

রাগ-মার্গে বিধি-নিরপেক্ষতা (ভক্তি ৩১৩) পূর্ব-মীমাংসামতে 'চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ' এই সূত্রে বিধিদ্বারাই ক্রিয়া-ফলস্বরূপ ধর্ম্মের উৎপত্তি শ্রুত হয়। আবার যামলেও উক্ত আছে যে 'শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি এবং পঞ্চরাত্রের বিধিব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতই আনয়ন করে'—'শ্রুতিস্মৃতি-রূপ ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তিনি আজ্ঞাচ্ছেদী ও অবৈষ্ণব হন'—ইত্যাদি বাক্যনিচয় বিধির আবশ্যকতা নিরূপণ করিলেও রাগমার্গে বিধিনিরপেক্ষতা দৃষ্ট হয় কেন? তাহার **উত্তর**—শ্রীভগবানের নাম-গুণাদিতে বস্তুশক্তির সিদ্ধি থাকায় ভক্তিমার্গে বিধির অপেক্ষা নাই; জ্ঞানাদিব্যতীতও অনেক স্থলে ফলোদয় হয়। যাহার স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি নাই, তাহার সম্বন্ধেই বিধির অপেক্ষা আছে, ক্রমবিধিও তাহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; কিন্তু ভক্তিমার্গে যথাকথঞ্চিৎভাবে অনুষ্ঠাতার সিদ্ধি-লাভ হইলেও বিবিধ বিক্ষেপযুক্ত এবং রুচির অভাববশতঃ রাগভক্তি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ পুরুষের জন্যই সম্যক্ মার্গ-প্রবেশার্থ এবং ক্রমশঃ চিত্তের অভিনিবেশার্থ মর্য্যাদা-বিধির আবশ্যকতা। যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত, তাঁহার জন্য বিধিপ্রণয়ন নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু রুচিদ্বারাই তাঁহার ভগবদ্-বিষয়ক অভিনিবেশ বর্ত্তমান আছে। দুর্ব্বাসন্ধি করিয়াও—রাগভক্তিশালী জনের অনুকরণ করিয়াও—পূতনাদির ধাত্রীত্বাদিগতি শ্রুত হয়, সুতরাং রুচিশালী ব্যক্তিগণ নিরন্তর রাগভক্তির অনুষ্ঠান করত যে সদ্গতি লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? একান্ত ভক্তের গুণদোষোদ্ভব অর্থাৎ বিধিনিষেধ-জাত পাপপুণ্য হয় না। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মরত ব্যক্তিগণের জপ, অর্চ্চন, ধ্যান বা কোনও বিধি-ক্রমেরই অপেক্ষা নাই।

যাঁহার তাদৃশ রুচি উৎপন্ন হয় নাই, তিনি কিন্তু রাগানুগাভক্তিও বৈধীসম্বলিত হইয়াই করিবেন। আবার তাদৃশ রুচি উৎপন্ন হইলেও প্রতিষ্ঠিত পুরুষ লোকশিক্ষার জন্য বৈধভক্তিযুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। ভক্তিমার্গের বিশ্বাস-প্রযুক্ত যদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কৃত্য অনুষ্ঠিত না হয় বা দৌঃশীল্যবশতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র-নিষিদ্ধ কৃত্যের অনুষ্ঠানই হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবত্বের হানি হয় না। ভক্তের সম্বন্ধে কোনও বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়ই না, যদিই বা হইয়া পড়ে, তদীয় হৃদয়বিহারী শ্রীহরি তাহাও তৎক্ষণাৎ নাশ করিয়া দেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত আবশ্যক কৃত্যের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ-কৃত্যের পরিহারও বিষ্ণুসন্তোষার্থেই প্রযুক্ত, সুতরাং এই দুইটির তাদৃশ প্রয়োজন অবগত হইলে রুচিশালী ব্যক্তির স্বতঃই আবশ্যক কৃত্যে প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ কৃত্যে অপ্রবৃত্তি হইয়া যায়।

রাগানুগা বিধিদ্বারা প্রবর্ত্তিত নহে বলিয়াই যে উহা বেদবাহ্য, তাহা নহে; যেহেতু তদ্বিষয়ক রুচির বর্ত্তমানতায় উহা বেদবৈদিক-প্রসিদ্ধই হয়। কোনও স্থলে শাস্ত্রোক্ত ক্রম-বিধির অপেক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলেও উহা রাগরুচিদ্বারা প্রবর্ত্তিত বলিয়া রাগানুগারই অন্তর্গত মনে করিবে।

°রিক্ত (লনা ৪।২২) লৌহিত্যশূন্য, ২ মান-রহিত। **-লেখা** (কৃগ পরি ১৮৮) শ্রীরাধাদাসী। ২ (ভাবনা ২।২৬) অনুরাগ-শ্রেণী। **-বর্দ্ধন** (রত্না ৫।২৯৭৭) তাল-বিশেষ। **-বল্লী** (কৃগ পরি ১৩১) শ্রীকৃষ্ণের গুঞ্জামালা। **-বান্** (গীগো ৩।১৪) মৎসর, ২ রঞ্জিত। **-বিজাতীয় সাধন** (দশ ৩০) সম্বন্ধানুগা ভক্তি। **-বিরুদ্ধ সাধন** (দশ ২৮) জ্ঞান, বৈরাগ্য ও কর্ম্ম। **-সজাতীয় সাধন** (দশ ৩১) কামানুগাভেদ সম্ভোগেচ্ছা-ময়ী ভক্তি, গৌণ তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভক্তি।

রাগাত্মক (গীতা ১৪।৭) অনুরঞ্জন বা প্রীতি-সম্পাদক।

রাগাত্মিকা ভক্তি (সিন্ধু ১।২।২৭২) ইষ্ট (স্বানুকূল্য-বিষয়ক) বস্তুতে যে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা (পরমাবেশ-মূলক প্রেমময় তৃষ্ণা) তাহাকে 'রাগ' বলে। সেই রাগময়ী (রাগপ্রচুরা, রাগৈক-প্রেরিতা পরিচর্য্যাদিরূপা) ভক্তিই রাগাত্মিকা; 'কামরূপা' ও 'সম্বন্ধরূপা'ভেদে ইহা দ্বিবিধ। রাগ-বিশেষরূপ কামদ্বারা এবং সম্বন্ধবিশেষ-হেতুক রাগবিশেষদ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া উহাদের নাম নিরুক্ত হইল।

রাগাধ্বা (দশ ৩৪) রাগানুগা-ভক্তিমার্গ।

রাগানুগা ভক্তি (সিন্ধু ১।২।২৯১) রাগাত্মিকা ভক্তিতেই কেবল নিষ্ঠা-

প্রাপ্ত ব্রজবাসিজনের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, ঐজাতীয় ভাব-প্রাপ্তির জন্য লোভ-প্রেরিত পন্থা। (সিন্ধু ১।২। ২৯৪) অত্রত্য পরিপাটী যথা—স্বপ্রিয়তম কিশোর শ্রীনন্দনন্দনকে এবং এইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই ভক্তজন অথচ সাধকের সজাতীয়-ভাবযুক্ত ব্যক্তিকেও স্মরণ করিতে করিতে সামর্থ্য থাকিলে শরীরদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বাস করিবে; অসামর্থ্যবশতঃ মনে মনেও তাহাতে নিত্য বাস করিবে। সাধকরূপে যথাবস্থিতদেহে (ব্রজে বা অন্যত্র অবস্থিত দেহে—মু) এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত অভীষ্ট তৎসেবোপযোগী দেহে (ব্রজেই বাস-নিষ্ঠা করত—মু) ব্রজস্থ নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের রতিলাভেচ্ছু ব্যক্তি ব্রজলোকগণের (শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা ও রূপমঞ্জরী এবং তাঁহাদের অনুগত শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিদের) অনুসরণ করিয়া (অনুকরণ করিয়া নহে) সেবা করিবেন। সিদ্ধরূপে মানসী সেবা শ্রীরাধাললিতাদির আনুগত্যে এবং সাধকরূপে দৈহিকাদি সেবা শ্রীরূপসনাতনাদিগোস্বামি-গুরুগণের আনুগত্যেই কর্ত্তব্য। বৈধীভক্তিতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গসমূহও এই রাগমার্গে যথাযথ আচরণীয়। অর্চনমার্গে অহংগ্রহো-পাসনা, মুদ্রা, ন্যাস, দ্বারকাধ্যান ও রুক্মিণী প্রভৃতির পূজাদি আগমশাস্ত্রে বিহিত হইলেও ভক্তিমার্গে অকর্ত্তব্য। ভক্তিমার্গের যৎকিঞ্চিৎ অঙ্গবৈকল্যেও কোনই ক্ষতি নাই। (সিন্ধু ১।২।২৭০) ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যভাবে বিরাজমানা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিই রাগানুগা—ইহা 'কামানুগা' ও 'সম্বন্ধানুগা'-ভেদে দ্বিবিধা।

রাগান্ধ (ভা ১১।২৫।২৫) অসতে অভিনিবিষ্ট—স্বামী। ২ বিষয়াবিষ্ট—বি।

রাগিণী (আচ ২০।৪৯) রাগসমূহের ভার্যা। প্রতি রাগের ছয় ভার্যা, আবার কোন গ্রন্থে পঞ্চ ভার্যা উক্ত হইয়াছে। রাগের সঙ্গে রাগিণীর প্রভেদ এই—রাগের স্বরবিন্যাস অপেক্ষাকৃত সরল এবং উহার গতি-ভঙ্গি বলিষ্ঠ; রাগিণীতে বক্রস্বর প্রয়োগ বেশী এবং উহার গতিভঙ্গি অধিকতর লীলায়িত ও মধুর। বর্ত্তমান সঙ্গীতে রাগ ও রাগিণীর প্রকৃতিগত ভেদ মুখে মুখে স্বীকার করিলেও কার্যতঃ উপেক্ষিত। ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া শার্ঙ্গদেবের আমল পর্যন্ত (২য়—১৩শ খৃষ্টাব্দ) সমস্তই রাগ-নামে অভিহিত হইত। তাহার পর মধ্যযুগের শেষের দিকে রাগ ও রাগিণীর নির্দিষ্ট বিভাগ, তাহাদের চিত্র-কল্পনা ও ধ্যান লিপিবদ্ধ হয়।

মতভেদে রাগ এবং রাগিণীর নামও বিভিন্ন। এখানে উদাহরণ-স্বরূপ রাগ ও রাগিণীর দুইটি তালিকা দেওয়া হইল। 'সংগীত-দর্পণ-ধৃত শিবমতে (রাগাধ্যায় ১৪—১৯ শ্লোক)।

১। শ্রীরাগ—(১) মালশ্রী, (২) ত্রিবণী, (৩) গৌরী, (৪) কেদারী, (৫) মধু মাধবী, (৬) পাহাড়িকা।

২। বসন্ত—(১) দেশী, (২) দেব-গিরি, (৩) বরাটী, (৪) তোড়ী, (৫) ললিতা, (৬) হিন্দোলী।

৩। ভৈরব—(১) ভৈরবী, (২) গুর্জ্জরী, (৩) রামকিরী, (৪) গুণকিরী, (৫) বংগালী, (৬) সৈন্ধবী।

৪। পঞ্চম—(১) বিভাষা, (২) ভূপালী, (৩) কর্ণাটী, (৪) বড়হংসিকা, (৫) মালবী, (৬) পঠমঞ্জরী।

৫। মেঘ—(১) মল্লারী, (২) সৌরটী, (৩) সাবেরী, (৪) কৌশিকী, (৫) গান্ধারী, (৬) হরশৃঙ্গারী।

৬। নটনারায়ণ—(১) কামোদী, (২) কল্যাণী,(৩) আভিরী, (৪) নাটিকা, (৫) সারঙ্গী, (৬) নট্টহম্বীরা।

'সঙ্গীতদর্পণ'-ধৃত হনুমন্মতে (রাগা-ধ্যায় ৩২—৩৭ শ্লোক)

১। ভৈরব—(১) মধ্যমাদি, (২) ভৈরবী, (৩) বরাটী, (৪) বঙ্গালী, (৫) সৈন্ধবী।

২। কৌশিক—(১) তোড়ী, (২) খম্বাবতী, (৩) গৌরী, (৪) গুণক্রী, ককুভা।

৩। হিন্দোল—(১) বেলাবলী, (২) রামকিরী, (৩) দেশাখ্য, (৪) পঠ-মঞ্জরী, (৫) ললিতা।

৪। দীপক—(১) কেদারী, (২) কানড়া, (৩) দেশী, (৪) কামোদী, (৫) নাটিকা।

৫। শ্রীরাগ—(১) বাসন্তী, (২) মালবী, (৩) মালশ্রী, (৪) ধনাসিকা, (৫) আসাবরী।

৬। মেঘ—(১) মল্লারী, (২) দেশ-কারী, (৩) ভূপালী, (৪) গুর্জ্জরী, (৫) (৫) টংকী।

এতদ্ভিন্ন তিন রাগ ও প্রতিরাগে দশ রাগিণীর বর্ণনাও আছে। বহু গ্রন্থে আবার পুত্ররাগ ও পুত্রবধূ রাগিণীর নাম পাওয়া যায়। পুত্র-

বধূরাও রাগিণীর পর্যায়-ভুক্ত। সাধারণতঃ প্রতিরাগের আটটি করিয়া পুত্রবধূ। ২ (উ ৭।৭৯) মাৎসর্য-বতী। ৩ অনুরাগবতী।

রাগিতা (নিবি ৫) অনুরাগ। ২ রক্তিমাভা।

রাগী (হরি ৫।৩৩০) [রন্‌জ্+ঘিণুন্] রাগযুক্ত, ২ অনুরাগী, ৩ রতিমান্। ৪ (গোলী ১১।১০১) রক্তবর্ণ। ৫ (হ ১।৬৪) বিষয়াসক্ত।

রাগোল্লাস (উ ৩।১৮) অনুরাগ-প্রাচুর্য।

রাঘব (প্র ১।১২) রঘুবংশ্য শ্রীরামচন্দ্র। ২ মহামৎস্যভেদ, ৩ সমুদ্র]।

রাঘবেন্দ্র (সভা ১।২৯০) ত্রেতাযুগে দশরথ-নন্দনরূপে আবির্ভূত শ্রীভগবদবতার।

রাঘবের গোফা (রত্না ৫।৬৫৪) শ্রীগোবর্দ্ধনের পার্শ্ববর্তী শ্রীরাঘব-পণ্ডিতের ভজনস্থান।

রাঘবের ঝালি (চৈচ আদি ১০।২৭) পানিহাটি-গ্রামবাসী শ্রীরাঘবপণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিত্যভোগের জন্য প্রীতি-সহকারে প্রস্তুত ও সংগৃহীত বিবিধ দ্রব্য ও উপকরণাদি যে পেটরায় বা পাত্রে ভরিয়া শ্রীরাঘবাদিদ্বারা নীলাচলে প্রেরণ করিতেন, তাহাই 'রাঘবের ঝালি' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রাঙ্কব (হরি ৭।৪২৮) [রঙ্কৌ ভবঃ] মৃগরোমজাত বস্ত্রাদি।

রাঙ্ক্য (গোলী ২১।৩৩) দারিদ্র্য। **-দার** (গোলী ২১।৩৩) দুঃখনাশন।

রাজ-ক (ভা ১২।১।১২) মাগধরাজ বিশাখযূপের পুত্র। রাজকম্ (হরি ৭।৩৩৭) রাজগণ। ২ [স্বার্থে ক] নৃপ, ৩ [রাজ্+ণ্বুল্] দীপ্তিমান্।

°কুল্যা (ভা ১০।৬৪।৩৮) রাজকুল-প্রসূত—সনা। **-কৃত্বা** (হরি ৫।৩০৪) [রাজানং কৃতবানিত্যর্থে রাজ—কৃঞ্+ক্বনিপ্] যিনি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করাইয়াছেন। **-গুহ্য** (গীতা ৯।২) গোপনীয় বিষয় সকলের মধ্যে অতিরহস্য। ২ রাজগণের গোপনীয়—স্বামী। **-ঘ** (হরি ৫।২৬২) [রাজানং হন্তীতি রাজন্+হন্—ক] রাজনাশন। ২ তীক্ষ্ণ। **-চূড়ামণি** (রত্না ৫।২৯৬৬) **-ঝঙ্কার** (রত্না ৫।২৯৭৪), **-তাল** (রত্না ৫।২৯৬৭) তালবিশেষ।

রাজতী (ভাবনা ৩।৫১) রজতময়ী। **°দন্ত** (হরি ৭।৭৩০) [দন্তানাং রাজা] উর্দ্ধপংক্তিস্থ মধ্যবর্ত্তী দন্তদ্বয়। **-নীতি** (ভা ১০।৪৫।৩৪) সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়—এই ষট্‌প্রকার রাজ্য-পরিচালন-বিদ্যা। [এ-প্রসঙ্গে কামন্দকীয়-নীতিশাস্ত্রাদি আলোচ্য]।

রাজন্ (ভা ১০।৩৮।৩৩) শোভমান—সনা। ২ (ভা ১০।৬।৪০) ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে বিরাজমান—জী।

রাজন্য (হরি ৭।৪০) রাজার অপত্য। ২ (ভা ১২।১২।৪৮) ক্ষত্রিয় রাজা। ৩ (কৃগ ২২) শ্রীকৃষ্ণের পিতার পিতৃব্য। ৪ (ভা ৯।২৪।৫১) বসুদেবের পত্নী উপদেবার গর্ভে জাত পুত্র। [৫ অগ্নি, ৬ ক্ষীরিকা বৃক্ষ]।

রাজন্যক (হরি ৭।৩৭৭) ক্ষত্রিয়-সমূহ। **°বন্ধু** (ভা ১০।৫৮।৪০) ক্ষত্রিয়—স্বামী। ২ ক্ষত্রিয়াধম—সনা। **-সংজ্ঞা** (ভা ১০।৩।২১) ক্ষত্রিয়ের বেশ।

রাজন্বৎ (গোলী ৯।২৮) সুরাজ-বিশিষ্ট দেশ।

রাজ-পট্ট (বিনা ৩।৮) বিরাটদেশজ হীরকমণি-বিশেষ। **°পত্র** (চৈচ মধ্য ৪।১৮৩) রাজার ছাড়পত্র [Pass]। **-পাত্র** (চৈচ মধ্য ৪।১৫৩) রাজকর্মচারী। **-ভুয়** [রাজন্—ভূ+ক্যপ্] রাজার অসামান্য ধর্ম, রাজত্ব। **-মাষ** (হ ১৫।১১৮) বরবটী। **-যুদ্ধা** (হরি ৫।৩০৪) [রাজানং যোধিতবানিতি রাজন্—যুধ+ণিচ্+ক্বনিপ্] রাজার সহিত যিনি যুদ্ধ করাইয়াছেন। **-রাজ**—কুবের, ২ সার্বভৌম রাজা, ৩ চন্দ্র। **-লেখা** (চৈচ মধ্য ৪।১৫৩) রাজার ছাড়পত্র। **-বর্চস** (হরি ৭।১০২) [রাজ্ঞো বর্চঃ] রাজার তেজঃ। **-বিদ্যা** (গীতা ৯।২) বিদ্যাসমূহের রাজা। ২ বিবিধ ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্তি। **-বিদ্যাধর** (রত্না ৫।২৯৭০) তালবিশেষ। **-বিদ্যারাজগুহ্য-যোগ** (গীতা ৯) শুদ্ধ ভক্তিযোগ। **-বিষয়ী** (চৈচ অন্ত্য ৯।১৭) রাজার সম্পত্তি-রক্ষক। **-বেশ**—শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গারবিশেষ—বিজয়া দশমী, পৌষ পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা এবং আষাঢ়ী শুক্লা একাদশীতে এই বেশ হয়।

রাজস (গীতা ১৪।১৮) রজোবৃত্তিনিষ্ঠ। **-কর্ত্তা** (গীতা ১৮।২৭) আসক্তিযুক্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপর, অনাচারী ও হর্ষশোকাকুল। **-কর্ম** (গীতা ১৮।২৪) ফলকামী বা অহঙ্কারী-কর্ত্তৃক বহুক্লেশপ্রদ অনুষ্ঠান। **-জ্ঞান** (গীতা ১৮।২১) যে জ্ঞানদ্বারা সর্বভূত-স্থিত আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নানা

ভাবাপন্ন বোধ হয়। ২ নানা বাদ-প্রতিবাদ-মূলক ন্যায়াদিশাস্ত্রের জ্ঞান। **-তপ** (গীতা ১৭।১৮) লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং দাম্ভিকতার সহিত অনুষ্ঠিত অনিত্য ও অনিশ্চিত তপস্যা। **-ত্যাগ** (গীতা ১৮।৮) শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কেবল দুঃখ-বোধে কর্মত্যাগ। **-সভম্** (হরি ৬।১৪৯) রাজগণের সভা। **-সভা** (হরি ৬।১৪৭) রাজার সভা (গৃহ)।

রাজসাহার (গীতা ১৭।৯) অতি-কটু, অতি-অম্ল, অতি-লবণ, অতি-উষ্ণ, অতি-তীক্ষ্ণ, অতি-রুক্ষ ও অতি-বিদাহী, দুঃখশোকরোগ-প্রদ ভোজন।

রাজসী (গীতা ১৮।৩৪) রজোগুণ-সম্বন্ধিনী। **-ধৃতি** (গীতা ১৮।৩৪) যে ধৃতিদ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কামকে প্রধান বলিয়া ধারণা হয় ও তৎ-প্রসঙ্গে লোক ফলাকাঙ্ক্ষী হয়। **-বুদ্ধি** (গীতা ১৮।৩১) যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম ও অধর্মকে, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যকে অসম্যক্‌রূপে জানা যায়।

রাজসূয় (তর ১০।৭৪।৯) রাজ-কর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ।

রাজসেবা (চৈচ আদি ৮।৫২) রাজোচিত বহুমূল্য প্রচুরতর উপকরণ-দ্বারা সুখদান।

রাজা (মাম ৮।২৫) নৃপতি, ২ চন্দ্র। [৩ প্রভু, ৪ ক্ষত্রিয়, ৫ যক্ষ, ৬ ইন্দ্র]।

রাজাদন (গোলী ১২।৮৩) প্রিয়াল।

রাজাধিদেবী (ভা ৯।২৪।৩১) শূরের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী। অবন্তীরাজ জয়সেনের ভার্য্যা।

রাজাধিরাজ-বেশ—নীলাচলে শ্রী-জগন্নাথদেবের শৃঙ্গার-বিশেষ।

রাজি (গোচ পূর্ব ১৯।৯৫) দীপ্তিশীল। [২ শ্রেণী, ৩ রেখা]।

রাজিকা (বৃভা ২।৬।২৫২) পরম্পরা। ২ (গোলী ৩।৯৭) ক্ষুদ্র সর্ষপ-বিশেষ।

রাজিত (ভা ১০।২০।১৯) সংবর্দ্ধিত।

রাজিত্য (আচ ১১।১০) দীপ্তি, শোভা।

রাজির (আচ ২০।১৫৪) [রাজিং শ্রেণীং রাতীতি] শ্রেণীবদ্ধ।

রাজী (আচ ১১।১১৪) দীপ্তিশীল।

রাজীব (আচ ১১।৫৫) পদ্ম। [২ হরিণ, ৩ হস্তী, ৪ সারস পক্ষী]। **-বন্ধু** (লনা ৩।১) সূর্য। **-যোনি** (লনা ১০।২৬) ব্রহ্মা।

রাজীবিনী (আচ ১১।৬৫) কমলিনী।

রাজেন্দ্র (প্র ১।৭) মাধ্ব-সম্প্রদায়ের দশমাধস্তন গুরু।

রাজেন্দ্রপুর (লনা ৭।৪) দ্বারকা।

রাজোপচার (হ ১।১৭) শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ছত্রচামরাদি বহুমূল্য দ্রব্য-সমর্পণ।

রাজ্ঞী—রাজপত্নী, ২ সূর্য-পত্নী, ৩ কাংস্য।

রাজ্য (চৈত ১১।৫।৩৩) [রাজতীতি রাট্, তস্য ভাবঃ] শোভমানতা। [২ রাজকর্ম, ৩ দেশ, ৪ লক্ষগ্রামের আধিপত্য]। **-বর্ধন** (ভা ৯।২।২৯) সূর্যবংশ্য দমের পুত্র।

রাজ্যাঙ্গ-পঞ্চক—অর্থশাস্ত্রে প্রোক্ত রাজ্যের পাঁচটি অঙ্গ—সহায়, সাধনোপায়, দেশকাল-বিভাগ, বিপত্তি-প্রতিকার ও সিদ্ধি। [মতান্তরে —স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও প্রকৃতি (প্রজা)—এই আটটি]।

রাঞ্জন্য (আচ ১১।১১১) রঞ্জকতা।

রাট্ (ভা ১০।৮৭।২৮) দীপ্তি—প্রবো।

রাণ্ডী (চৈচ মধ্য ১৫।২৫২) বিধবা।

রাত (ভা ১।১২।১৬) দত্ত। ২ (নিবি ৪৫) দানলীলাদি।

রাতা (ভা ১০।১৪।৩৫) দাতা।

রাতি (প্র ১।১২) ফলার্পক। ২ (ভা ৫।৫।৩) মিত্র, ৩ ধন।

রাত্র (নার ১।১।৪৪) জ্ঞান।

রাত্রিঞ্চর (গোচ উত্তর ১৪।১৩) রাক্ষস।

রাত্রিমট (হরি ৫।২০৩) [রাত্রৌ অটতীতি অচ্] নিশাচর, ২ চৌর, ৩ প্রহরী।

রাত্রিসত্র ন্যায় (নাম ১।১৩) শ্রুতির 'প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা য এতা রাত্রীরুপযন্তি' অর্থাৎ 'রাত্রিসত্রানুষ্ঠান-কারী ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠিত হয়' এই বাক্যে 'রাত্রিসত্র'-যাগে প্রতিষ্ঠাদি ফল উক্ত হইলেও ইহাতে কোনও বিধি নাই; সুতরাং সংশয়—ঐ রাত্রিসত্রে স্বর্গই ফল অথবা প্রতিষ্ঠাদিই ফল? কার্ষ্ণাজিনি আচার্য বলেন যে উহা ফলশ্রুতি (অর্থবাদ), যেমন অঙ্গভূত জুহূ প্রভৃতির ফলকে অর্থবাদই বলা হয়, যেহেতু তাহাতে কোনও বিধি-বিভক্তি নাই। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে আত্রেয় বলেন যে উহা ফলই হইবে, বিধিবিভক্তি শ্রুত না হইলেও তাহার অনুমান (অধ্যাহার) করিতে হইবে [পূর্ব মীমা° ৪।৩।১৭—১৮]। বিধি-বিভক্তির অভাবেও যে স্থলে তাহার অধ্যাহার করিতে হয়, সেই স্থলেই এই ন্যায় প্রযোজ্য।

রাত্র্যট (হরি ৫।২০৩) [রাত্রিমট শব্দ দ্রষ্টব্য]।

রাদিগুচ্ছ (বিক্র ৭১) র, ন, গ, ভ,

ল, ন. ল, ল—এই কয়েকটি গণেই প্রথম দল বদ্ধ হইয়া যদি তৎপরে বৃত্তমধ্যে নাদি যে কোনও গণ-দ্বারা রচনা থাকে, তবে তাহাকে গুচ্ছ কলিকা বলে। যথা—গণ—হে হরে মুররিপো কেশিহর বকমথন। বৃত্ত —নবজলদগঞ্জয়দ্যুতি-নিকরসুন্দর। শ্রুতিচলিত-কুণ্ডলপ্রভ মধুরচন্দ্রক॥ ইত্যাদি—ইহা আংশিক উদাহরণমাত্র (অনুষ্টুপ্)।

রাদ্ধ (ভগ ৭৮) প্রাপ্ত—জী। ২ (গোচ উত্তর ৩৫।২৪) সিদ্ধ, ৩ পক্ব।

রাদ্ধান্ত (বত্ন ২।৬ টী) সিদ্ধান্ত।

রাদ্ধি (হরি ৫।৪৪৫) সিদ্ধি, ২ পক্বতা।

রাধ (হরি ৫।৪৪৫) [রাধ্+ঘঞ্] সিদ্ধি। ২ (বিনা ৭।২৪) বৈশাখ, ৩ মাধব। ৪ (চৈত ৪।২৪।৩৩) অচিন্ত্য পরমৈশ্বর্য। ৫ (ভা ১০।৬৫। ৬) বিষয়। ৬ (ভা ৪।৩৩।১১) পাটব, ৭ (ভা ৪।২৪।১৮) পালন।

রাধন (মাম ৭।১২) সাধন, ২ সন্তোষ। ৩ প্রাপ্তি।

রাধা (কৃগ পরি ১৪১—১৭৪) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবরা, পিতা—বৃষভানু, মাতা —কীর্তিদা, ভ্রাতা—শ্রীদাম, ভগিনী —অনঙ্গমঞ্জরী, পতি—অভিমন্যু, শ্বশুর—বৃক (গোল), শ্বশ্রূ—জটিলা, ননন্দা—কুটিলা। গলিত-স্বর্ণবৎ পীতবর্ণ, নীলবসন। ২ (হরি ২। ৬৩) আপ্‌প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। নামান্তর—শ্রদ্ধা। ৩ (বিনা ৭।৫৬) বিশাখা নক্ষত্র। ৪ (মাস ৭।৫৬) লতাবিশেষ। ৫ কর্ণের পালয়িত্রী মাতা। **-ঋক্ষ** (গোচ পূর্ব ১৫।৭০) অনুরাধা নক্ষত্র। **-কান্ত মঠ**— শ্রীক্ষেত্রস্থিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রধান মঠ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাসস্থান—গম্ভীরালীলার নিকেতন। **-চক্র** (বিনা ১।৩১) জ্যোতিশ্চক্র, নক্ষত্রমণ্ডল। ২ রাধারূপ চক্র। **-জানি** (বৃ ১।৫) শ্রীকৃষ্ণ। **-তনয়** —কর্ণ। কুন্তী কন্যাকালে সূর্যবরে ইহাকে লাভ করিলেও লোকলজ্জায় ত্যাগ করেন, তখন অধিরথ-পত্নী রাধা তাহার লালন পালন করেন। **-দামোদর** (সা ৮) শ্রীরূপ-কর-নির্মিত শ্রীজীবগোস্বামিকে প্রদত্ত শ্রীবিগ্রহ। এক্ষণে এই শ্রীমূর্তি জয়পুরে আছেন। ১৮১৭ সম্বতে প্রথমতঃ ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে নীত হন, ১৮৪৭ সম্বতে পুনরায় বৃন্দাবনে যান, ১৮৭৮ সম্বতে দ্বিতীয়বার জয়পুরে যান এবং তদবধি জয়পুরেই আছেন। **-দামোদর বেশ**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ। কার্তিকমাসের প্রথম পঁচিশ দিন শুক্লাদশমী পর্যন্ত এই বেশ হইয়া থাকে। **-নুরাধীয়** (হরি ৭।৩৬১) রাধা ও অনুরাধানক্ষত্রযুক্ত [কাল]।

[শ্রী] রাধার গুণ (উ ৪।১১—১৬) শ্রীরাধা—মধুরা, নববয়াঃ, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা, গন্ধোন্মাদিত-মাধবা, সঙ্গীতপ্রসরা-ভিজ্ঞা, রম্যবাক্, নর্মপণ্ডিতা বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমর্যাদা, ধৈর্যশালিনী, গাম্ভীর্যযুক্তা, সুবিলাসা, মহাভাব-পরমোৎকর্ষ তর্ষিণী, গোকুল-প্রেমবসতি, জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ, গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা, সখী-প্রণয়াধীনা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা এবং সন্ততাশ্রব-কেশবা—এই পঁচিশটি গুণই সর্ব-প্রধান বলিয়া কীর্তিত। তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি আঙ্গিক, তৎপরে তিনটি বাচিক, তৎপরে বিনীতাদি দশটি মানস, অন্য ছয়টি পরসম্বন্ধগত গুণ। **'রতিবন** (নিধি ২৫৪) শ্রীবৃন্দাবনীয় নিধুবনাদি। **-রতিসখ** (নিবি ১৮) শ্রীরাধার রতিলম্পট শ্রীকৃষ্ণ। **-সখ** (উ ১৫।১৮) শ্রীকৃষ্ণ। **-সহায়** (উ ৪।৪৯) শ্রীরাধার সর্বোত্তম যূথে যেসকল সুন্দরী আছেন, তাঁহারা সকলেই নিখিলগুণ-মণ্ডিত এবং বিভ্রমাদিতে মাধবকেও সর্বথা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা পঞ্চবিধ —সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী।

রাধিক (ভা ৯।২২।১০) সূর্যবংশ্য জয়সেনের পুত্র।

রাধিকা (প্র ১।২৪) [রাধাশব্দ দ্রষ্টব্য]। ২ (ভা ১০।৮৭।৩৪) [রেণ কামাগ্নিনা অধিকা, রম্ আ সম্যক্ দধাতীতি] কামাগ্নিতে সর্বাপেক্ষা অধিক দন্দহ্যমানা অথবা সম্যক্-প্রকারে রমণ-সুখদায়িকা শ্রীরাধা —প্রবো।

রাধিত (নিবি ৫) সাধিত, ২ পূজিত।

রাধী (আচ ৯।১০২) সিদ্ধ।

রাধেয় [রাধায়া অপত্যম্ তৎপালিত-ত্বাৎ+ঢক্] কর্ণ।

রাপ্য (হরি ৫।১৭১) [রপ ব্যক্তায়াং বাচি+ণ্যৎ] স্ফুটরূপে উচ্চার্য।

রাভ (ভা ৯।১৭।১০) পুরূরবার পৌত্র ও আয়ুর পুত্র—রম্ভ।

রাভস্য (হরি ৩।২৪০) কৌতুক।

রাম (গোতা ১৪২) বলভদ্র, ২ মনোরম। ৩ (ভা ৭।৬।১৪) রতি। ৪ (ভা ১০।২।১৩) সর্বলোকের প্রীতি-উৎপাদক। ৫ (ভা ১০।৮।১২) সাত্বত আত্মারামগণের আনন্দ-দায়ক। ৬ (গোচ পূর্ব ১৬৯) ক্রীড়া। ৭ (ভা ৬।৮।১৫) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি দশরথের পুত্র—ত্রেতাযুগীয় অবতার। সমগ্র রামায়ণের নায়ক। ৮ (ভা ৬।১৫।১৩) জমদগ্নি-তনয়—২১ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। ৯ (ভা ৮।১৩।১৫) অষ্টম সাবর্ণিমন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম। ১০ (ভা ১২।৩।৯) দাশরথিব্যতীত অন্য রাজা। ১১ (ভা ১২।৭।৭) অকৃতব্রণের গুরু। ১২ (হরি ১৩৭) বর্ণস্বরূপ-মাত্রের বাচক। ১৩ (চৈভা মধ্য ৬।১৬) শ্রীবাসপণ্ডিতের মধ্যম ভ্রাতা। ১৪ (চৈম শেষ ৪।৪) দ্রাবিড় বিপ্র। দারিদ্র্যবশতঃ অর্থপ্রাপ্তির আশায় শ্রীজগন্নাথের দ্বারে সাতদিন উপবাস করিয়া জীবনত্যাগের জন্য সমুদ্রকূলে গেলে দেখিলেন যে এক বিশালকায় মনুষ্য সমুদ্রের উপর দিয়া পদব্রজে কূলে আসিয়া সাধারণ মনুষ্যাকার হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া 'জগন্নাথ' মনে করত পশ্চাদ্‌গামী হইলেন ও বহু অনুনয়সহকারে জানিলেন যে তিনি বিভীষণ। দুইজনে মহাপ্রভুর দর্শনে গেলেন—মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধন দিতে আদেশ দিয়া বিভীষণকে বিদায় দিলেন। **-কিরী** (আচ ২০।৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগিণী-বিশেষ। সঙ্গীত-পারিজাতে (৪০১) যথা—রি-কোমলা গ-তীব্রা যা ম-তীব্র-তরসংযুতা। ধ-কোমলা নি-তীব্রা চ খ্যাতা রামকিরীতি সা। আরোহে মনি-বর্জা স্যাৎ পাসা ধৈবত-মূর্ছনা॥ **-কৃষ্ণ** (হরি ৬।২) উভয়পদার্থ-প্রধান দ্বন্দ্ব-সমাস। **-চন্দ্র** (লী ২৩) লীলাবতার শ্রীদশরথ-তনয়।

রামঠ (আচ ১৩।৭৪) হিঙ্গু।

রামঠী (কৃগ ১৮২, ১৯১) ললিতার ধাত্রী-কন্যা; অঙ্গ—গৌরবর্ণ, বস্ত্র—শুকপক্ষিবৎ; ইনি শ্রীকৃষ্ণদূতী দুর্বারা 'বীরাকে'ও বাক্যজালে কম্পান্বিত করিয়া উপহাস করেন।

রামণীয়ক (আচ ১৯৫) রমণীয়তা। ২ রমণীয়।

রাম-দাস (গৌগ ১৯৭, ২০৭) ব্রজের কুরঙ্গাক্ষী। **ধাতুক** (হরি ৩।২৩) আর্দ্ধধাতুক—লিট্, লুট্, লৃট্, লৃঙ্ ও আশীর্লিঙ্ বিভক্তি। **-নবমী** (হ ১৪।২৪১—৩০২) চৈত্রমাসে শুক্লা নবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব তিথিতে ব্রতোপবাসাদি বিহিত। মধ্যাহ্নকালে পুনর্বসু-নক্ষত্র যোগ হইলে ঐতিথির ফলাতিশয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। অষ্টমীবিদ্ধা নবমী ত্যাজ্য, কিন্তু পারণটী দশমীতেই অবশ্য করিবে। যদি দশমীতে পারণ অসম্ভব হয় অর্থাৎ তিথিক্ষয়ে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী হওয়ায় শুদ্ধা দশমীতেই উপবাসের ব্যবস্থা হয় এবং পরদিন শুদ্ধা একাদশীতে ব্রতাচরণ করিতেই হয়, তবে কিন্তু অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতেই শ্রীরাম-নবমীর ব্রত হইবে। অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশী কিম্বা মহাদ্বাদশী ঘটিলে বিদ্ধাত্যাগে শুদ্ধ দশমীতেই উপবাস করিবে। যথা রবিবার অষ্টমী—১ দণ্ড। পরে নবমী—৫৬ দণ্ড ৩২ পল। সোমবার দশমী—৫৪ দণ্ড ৫৬ পল। মঙ্গলবার একাদশী—৫৮ দণ্ড ২৫ পল। এস্থলে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী-ত্যাগে শুদ্ধা দশমী সোমবারে উপবাস বিহিত হইলেও মঙ্গলবার শুদ্ধা একাদশীর জন্য শ্রীরাম-নবমীর পারণা-ভাবে ব্রতভঙ্গ হইতেছে, আবার শ্রীহরিবাসরের সম্মানও অবশ্য কর্ত্তব্য—দুইটি ব্রতও উপর্যুপরি দিনদ্বয়ে বিহিত নহে, যেহেতু মধ্যে পারণাভাব হইতেছে—সুতরাং এস্থলে বিদ্ধা নবমীই গ্রাহ্য হইবে। **-নাথ** (গৌগ ১০৭—৮) চতুঃসনের একতম। **-নির্যাণ** (ভা ১১।৩১।২৫) শ্রীবলরামের স্বস্বরূপে মহাবৈকুণ্ঠে গমন—বি। **-রাজাবেশ**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ। পূর্বে শ্রীরামনবমীতে এই বেশ হইত। **-হ্রদ** (তর ৩০।৮২।১৩) কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ।

রামা (ভাবনা ৯।১৫) সুন্দরী স্ত্রী, ২ রমণশীলা। [৩ নদী, ৪ হিঙ্গু, ৫ হিঙ্গুল, ৬ শ্বেতকণ্টকারী, ৭ গৃহকন্যা, ৮ অশোক, ৯ গোরোচনা]।

রামাচার্য (হ ৫।২৮৯ টী) শ্রীনৃসিংহ পরিচর্যা-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্যের পিতা।

রামানুজ (প্র ১৬) শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্যবর্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থক। ২ (ভা ১০।৩০।৬) শ্রীকৃষ্ণ।

রামায়ণ (রত্ন ২।২১) মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত সপ্তকাণ্ডাত্মক শ্রীরাম-চরিত।

রামার্চনচন্দ্রিকা (সভা ১।২৯২) শ্রীরঘুনাথের আবির্ভাব-কাল ও জন্মোৎসবাদির বিধি-সূচক গ্রন্থ।

রামাশ্রম (সি ৬।৩ (শ্রীবোপদেবের

আবির্ভাব-কাল-নির্ণেতা জনৈক জ্ঞানী সন্ন্যাসী। ২ অমরকোষ-টীকা-প্রণেতা, ৩ তত্ত্বচন্দ্রিকা ও ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তির প্রণেতা।

রামিলা (কৃগ ২৮৫) সুচিত্রার যূথে পঞ্চমী সখী।

রামীয় (হরি ৭।৪৪১) রাম-বিষয়ক।

রামেশ্বরলিঙ্গ (রসিক পূর্ব ৩।৩১) রোহিণীগ্রামে অবস্থিত শ্রীশিবলিঙ্গ।

রামোপনিষৎ (রত্ন ৪।২৫ টী) পূর্ব ও উত্তরখণ্ডে বিভক্তা রামতাপিনী ব্রহ্মবিদ্যা।

রায় (ভা ১০।৪৯।২৩) ধন।

রাবণ (ভা ৪।১।৩৭) বিশ্বশ্রবা ও তৎপত্নী কেশিনীর পুত্র। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত রাক্ষস।

রাশি (সস ভগ ১০) বিষ্ণুপুরাণে (৬। ৮।৭) শ্লোকে চতুর্বিধ রাশির উল্লেখ আছে; তত্রত্য রাশি-শব্দে রূপই ধর্ত্তব্য। পরম বস্তুর (১) পরব্রহ্মরূপ, (২) ঈশ্বররূপ, (৩) বিশ্বরূপ ও (৪) লীলা-রূপকে রাশিচতুষ্টয় বলিয়াছেন।

রাষ্ট্র (গোচ পূর্ব ৩৩।১১৪) দেশ। ২ (ভা ৯।১৭।৪) সোমবংশ্য কাশির পুত্র। **-ক** (ভা ১০।৪৩।২০) জন-পদবাসী। **-পাল** (ভা ৯।২৪।২৪) যদুবংশীয় উগ্রসেনের পুত্র। **-পালিকা** (ভা ৯।২৪।২৫), **-পালী** (ভা ৯।২৪।৪২) উগ্রসেনের কন্যা ও সৃঞ্জয়ের পত্নী। **-ভৃৎ** (ভা ৫।২।৩) রাজা ভরতের ঔরসে ও পঞ্চজনীর গর্ভে জাত সন্তান।

রাস (ভা ৩।২।১৪) বিনোদ—স্বামী। ২ রসসমূহ—বি। ৩ (চৈত ৩।৯। ১৪) নৃত্যবিশেষ-লীলা। ৪ সম্ভোগ, ৫ লাস্যবিশেষ। ৬ (ভা ৫।১৩।১৭) ভোজন-পান-স্ত্রীসঙ্গাদির স্বাচ্ছন্দ্য—বি। ৭ (ভা ১০।৩৩।২) বহুনর্ত্তকী-যুক্ত নৃত্যবিশেষ—স্বামী। ৮ নট-কর্ত্তৃক গৃহীত-কণ্ঠী নর্ত্তকীগণের পরস্পর হস্তধারণপূর্বক মণ্ডলীনৃত্য—জী। ৯ (আচ ১১।১৮০) আস্বাদন। ১০ (হব ২।৮৯।৭) গান। **-মণ্ডল-বেশ** শ্রীক্ষেত্রে চন্দনযাত্রার শুক্লা-ত্রয়োদশীতে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ।

রাসলীলা—শ্রীভাগবত-স্বরূপে ব্যক্ত আছে যে দশমস্কন্ধটি উঁহার 'প্রফুল্ল মুখারবিন্দ', শ্রীবিশ্বনাথ আবার ইহাকে শ্রীভাগবত-কৃষ্ণের 'মঞ্জু হাস্য' বলিয়াছেন। দশমস্কন্ধের মধ্যেও আবার রাসলীলা সর্বলীলা-মুকুটায়মানা। সনা ও বি ইঁহাকে 'পঞ্চপ্রাণ' এবং জী লঘুতোষণীতে 'পঞ্চেন্দ্রিয়' বলিয়াছেন। 'রাস' বলিতে প্রধানতঃ অনেক নর্ত্তক ও নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্য-বিশেষই বাচ্য। বৈষ্ণব-তোষণীর (১০।৩৩।২) মতে—'বহুনট-কর্ত্তৃক গৃহীতকণ্ঠী পরস্পর-বদ্ধহস্তা নর্ত্তকীগণের মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যকলাই রাস। নৃত্য, গীত, চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি রসসমূহই—রাস (বি)। বৈষ্ণবতোষণী (১০।৩৩।৩) বলেন—'পরমরসকদম্বময়' রাস। 'রসকদম্ব' বলিতে দাস্যাদি রসই বুঝিতে হয়, কেননা শান্তরসে ইষ্টনিষ্ঠৈকবুদ্ধি হইলেও সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তাহাতে বিষয় ও আশ্রয় তত্ত্বের আদান বা প্রদান নাই। দাস্যরসে (কৃষ্ণা ৫।৪৮—৪৯), সখ্যরসে [(ভা ১০।১৫।৯—১৮, ১০।১৮।৯—২৪) গোবিন্দবল্লভ নাটকে (২।৩০—৩১) ও ভাবনাসারসংগ্রহে (৩।১৮৬—২০৩)], বাৎসল্যরসে (গোলী ১৯। ৯৫—৯৬) বিষয় ও আশ্রয়ের সেব্য-সেবকসম্বন্ধের ব্যবহারাদি আলোচ্য। দাস্যরসে সেবা আছে বটে, কিন্তু নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার হয় না; সখ্যরসে নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারময় সেবা থাকিলেও তাড়নভর্ৎসন হয় না; বাৎসল্যে তাড়নাদি থাকিলেও নিজাঙ্গদ্বারা সেবা হয় না; মধুর রসে কিন্তু অন্যান্য রসোচিত যাবতীয় সেবার সহিত নিজাঙ্গদানে সেবাই প্রধান-তম উদ্দেশ্য, এজন্য রসশাস্ত্রে মধুর-রসকে সর্বোত্তম বলা হয়। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসে আনন্দ আছে, সম্ভোগ আছে; কিন্তু তটস্থবিচারে ইহারা সকলেই মধুরের অন্তঃপাতী। পরস্পর বিরোধী হইলেও অঙ্গী মধুর-রসে অঙ্গরূপে অন্যান্য রসও থাকিতে পারে, তাহাতে রসদূষণ হয় না (কাব্যপ্রকাশ ৭।২৭, গোচ পূর্ব ২৭। ৫৫)। ফলতঃ রাস-শব্দে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যে তত্তজ্জাতীয় আশ্রয়ভক্তগণ-সহ বিষয়-কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রস-সম্ভোগ স্বীকৃত হইলেও (বৈষ্ণবা-নন্দিনী ১০।২৯।১) কিন্তু পরম-ভাবময়ী শ্রীকৃষ্ণসর্বস্বা অসমোর্দ্ধাশ্রয়-তত্ত্বরূপা ব্রজললনাগণের সহিত মূর্ত্ত মহাশৃঙ্গার-রসরাজ ধীরললিত নায়ক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের যামুন-পুলিনে আব্রহ্মরাত্রি লীলামালাই বাচ্য—তাহাতেই গান, স্বর, গ্রাম, জাতি, শ্রুতি, তাল, মূর্ছনা, রাগ, রাগিণী প্রভৃতি যাবতীয় নাট্যবিদ্যা প্রকটিত হইয়াছে—লাস্য, হল্লীশক, ছালিক্যাদি নৃত্যবিদ্যা সম্পূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে—

আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিকাদি অভিনয়ও তাহাতেই সর্ব-বৈশিষ্ট্যসহকারে শোভা বিস্তার করিয়াছে। ভরতাদি-কৃত নাট্যশাস্ত্রে যে মহেন্দ্রাদি-দেবগণের প্রার্থনায় চতুর্বেদের সারাংশ সমুদ্ধার করত ব্রহ্মা নাট্যবেদ নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় (ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র ১।১৬।১৮), তাহা কিন্তু যামুন-রাস লাস্যের বহু পরবর্ত্তী ঘটনা বলিয়াই সুধীগণ বিচার করিবেন।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরি মন্ত্রভাগবতে সুপ্রাচীন ঋগ্বেদের (১।১।১৯, ২।৩।১৬, ৩।২।১২, ৩।৩।১৪, ১৫) মন্ত্র-সমূহ হইতে বংশীধ্বনি, ব্রজরমণীসহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাদি এবং রাসলীলা-প্রভৃতির সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে রাসাদি-লীলা ঋগ্বেদেও সঙ্কেতিত হইয়াছে। তৎকৃত হরিবংশ-টীকাতে (২।২০।২৫) ঋগ্বেদের (৩।৫৫।১৪) মন্ত্র উদ্ধার করিয়া রাসনৃত্যের অভিনব ব্যাখ্যান দেওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য এই মন্ত্রটির নীলকণ্ঠীয়া ব্যাখ্যা নিম্নে দিতেছি—'পদ্যা বস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্দ্ধা তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা। ঋতস্য সদ্ম বিচরামি বিদ্বান্মহদ্দেবানা-মসুরত্বমেকম্॥' [ঋগ্‌বেদ ৩।৫৫।১৪]।

টীকা—'পদ্যা পত্তুমভিসারিণীভি-র্গোপীভিরভিসর্ত্তুং যোগ্যা কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ পুরুরূপা বহুরূপা বপূংষি বহুনি বস্তে পরিধত্তে বহুধাত্বং গতেত্যর্থঃ। তথাপ্যন্যা ঊর্দ্ধা গোপী-সম্পর্কং বিনা তস্থৌ স্থিতা মধ্য ইতি শেষঃ। কীদৃশী? ত্র্যবিং ত্রীন্ দেশান্ পার্শ্ব-দ্বয়ং পুরস্তাচ্চ অবতি প্রকাশতে ইতি ত্র্যবিঃ ত্রেধাভূতাং দৃষ্টিং রেরিহাণা গিলন্তী। উক্তরূপে রাস-মণ্ডলে হি একৈকস্যা গোপ্যা উভয়তঃ কৃষ্ণদ্বয়ং পুরস্তাদেকঃ সর্ব-সাধারণাং ত্রিধাভূতামপি দৃষ্টিং প্রদেশ-ত্রয়স্থঃ কার্ৎস্ন্যেন গিলতি, ততো-ঽন্যত্র নাপৈতীত্যর্থঃ। সা মূর্ত্তি র্ঋতস্য ধর্মস্য সদ্মভূতা তামনুচিন্ত্য বিচরামি ত্বদ্‌বিযুক্তা সতী বিদ্বানিতি কৃষ্ণলীলানুকারাৎ পুংস্ত্বমারোপয়ন্তী কাপ্যবদৎ। দেবানাং কৃষ্ণাদীনা-মন্যেষাং বা কৃষ্ণেন বিযোজয়িতাম্ অসুরত্বং নির্দয়ত্বং মহৎ একং মুখ্যং —কস্যাশ্চিদ্রাসক্রীড়ায়াং তিরোহিতে কৃষ্ণে ইদং বাক্যম্॥'

এ প্রসঙ্গে [নার ৩।১২।৩] 'পৃথুং সুবৃত্তং মসৃণম্' ইত্যাদি শ্লোকস্থ 'রাসগোষ্ঠী'-শব্দটি প্রণিধান-যোগ্য। এই নারদপঞ্চরাত্রে বহুশঃ রাধা-নাম, রাধা-কবচ, রাধা-মন্ত্র ও ও মাহাত্ম্যাদি দ্রষ্টব্য। (ঋক্ ১।৩০।৫, সাম ১৬০০, অথর্ব ২০।৪৫।২] 'স্তোত্রং রাধানাং পতে' ইত্যাদি মন্ত্রে 'রাধাপতি' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীহরিবংশে 'যুবতীর্গোপ-কন্যাশ্চ', শ্রীবিষ্ণুপুরাণে 'রেমে তাভি-রমেয়াত্মা ক্ষপাসু' ইত্যাদি শ্লোকে রাসের বর্ণনা আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে গোপীদের নাম না থাকিলেও ভবিষ্যপুরাণে উত্তরখণ্ডে এবং স্কান্দে প্রহ্লাদ-সংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে (কৃষ্ণ ১৮৯, রাধা ৮৯—৯২)। (ভা ১০।৩০।২৮) 'অনয়ারাধিতো' শ্লোকের ব্যাখ্যানাবসরে শ্রীসনাতনাদি আরাধনাকারিণী শ্রীরাধার নামের তাৎপর্য উট্টঙ্কিত করিয়াছেন। (বৃভা ১।৭।১৫৭—৫৮) রাধানাম-অনুচ্চারণের কারণরূপে বলিয়াছেন যে গোপীদের নাম-স্মরণেও শ্রীশুক-দেবের অন্তরে মহাভাবিনী গোপী-গণের মহাবিরহ-জ্বালামালার স্পর্শে পরম-মহাবৈকল্য উপস্থিত হইয়া ভাগবত-বর্ণনাই স্থগিত থাকিত।

রাস দ্বিবিধ—নিত্যরাস ও মহা-রাস। আদিপুরাণে নিত্যরাস এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতাদিতে মহারাসের কথা বিবৃত হইয়াছে। শারদ ও বাসন্ত-ভেদেও রাসের দ্বৈবিধ্য স্বীকৃত হয়। পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্রে সর্ব-প্রকার রাসেরই পদাবলী আছে। শ্রীমদভাগবতে শারদ রাস ও শ্রীগীত-গোবিন্দে বাসন্ত রাস বর্ণিত হইয়াছে।

বৃহদ্বামনপুরাণে শ্রীভগবান্ রাস-লীলার স্মরণে স্বীয় আত্মবিস্মৃতির কথাই বলিয়াছেন। 'ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ।' শ্রীচৈতন্যাবতারের পরে শ্রীগুরু-গোস্বামিগণ তাঁহাদের স্বরচিত কাব্য-নাটকাদিতে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি রচনা করত স্বীয় কাব্য-মনীষার চরিতার্থতাপাদন করিয়া-ছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দের আশ্চর্য-রাসে, সঙ্গীতমাধবে (১২—১৪ সর্গ) শ্রীরূপপাদের স্তবমালায়, গীতা-বলিতে, পদ্যাবলীতে (২৮৫—২৮৯, ২৯০) শ্রীসনাতনপ্রভুর লীলাস্তবে (২৫৬—৩০১) শ্রীকর্ণপূরের (আচ ১৭—২০ স্তবকে, অকৌ ১০।৪৪, ৮৫) শ্রীজীবপাদের (গোচ পূর্ব ২০—২৭ পূরণে), শ্রীকবিরাজ প্রভুর (গোলী ২২—২৩ সর্গে), শ্রীবিশ্বনাথের ভাবনামৃতে ১৯—২০শ অধ্যায়ে),

শ্রীরাধানন্দদেবের শ্রীরাধাগোবিন্দ-কাব্যে (৪) এই রাসলীলা বর্ণনা হইয়াছে। রাসলীলার বক্তা, শ্রোতা, ব্যাখ্যাতা প্রভৃতি কিন্তু যথোক্ত-লক্ষণ-সম্পন্ন হওয়া চাই। ফলশ্রুতিতে (ভা ১০।৩৩।৪০) উক্ত হইয়াছে যে ধীর (সর্বার্থতত্ত্ববেত্তা বা পণ্ডিত) ব্যক্তি বিশ্বাস-সহকারে ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া নিত্য শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ বা অনুমোদন করিলে অচিরাৎ গোপীগণানুগত্যময়ী প্রেম-লক্ষণা ভক্তি লাভ করিতে পারেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে গোকুলে শ্রীব্রজবধূগহ রাসাদি-লীলাবিনোদী শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের ভজনই সর্বথা করণীয়। তন্মধ্যেও আবার শ্রীরাধা-সম্বলিত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ভজনই পরমতম; কিন্তু এই রহস্যলীলাটি পৌরুষ-বিকার-সম্পন্ন বা পিতৃমাতৃ-দাসভাব-যুক্ত ভক্তের পক্ষে ভাববিরোধী বলিয়া অনুপাস্য (ভক্তি ৩৩৮)।

রাস-বত (হরি ৫।৪৩৯) সংক্ষিপ্ত-সারের উপর ক্রমদীশ্বর যে বৃত্তি রচনা করেন, তাহার নাম—রসবতী। [ইহা মহারাজ জুমরনন্দি-কর্তৃক পরিশোধিত হইয়া জৌমরবৃত্তি-নামেও প্রসিদ্ধ হয়]। জৌমর-সম্প্রদায়ই রাসবত-নামে পরিচিত। **°বলয়** (গোচ পূর্ব ৩১।১৪৯) রাসমণ্ডল। **-স্থলী** (বৃলী ৪১) বৃন্দাবনে যোগ-পীঠ-সন্নিধানে অবস্থিত মহারাস-স্থান। **রাসেশ্বরী**—শ্রীরাধা।

রাহু (ভা ৬।৬।৩৭) হিরণ্যকশিপুর কন্যা সিংহিকার গর্ভে জাত বিপ্র-চিত্তের পুত্র—অষ্টম গ্রহ।

রিক্ত (ভা ৪।২২।৩৯) নির্বিষয়—স্বামী। ২ (বৃভা ২।৭।১৪) শূন্য। **-পাণি** (হ ৪।৩৪৩) নির্ধন, ২ রাজা, গুরু ও চিকিৎসকের নিকট রিক্তহস্তে যাইবে না; পক্ষান্তরে পুত্র, ভৃত্য ও শিষ্যের নিকটেও উপায়ন-হস্তে যাইবে না। স্মৃতিমহার্ণবে—'রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুম্। নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ'॥ **-মতি** (সিন্ধু ১।১।২৫) ভগবদ্ধ্যানাদি-রহিত মতি-বিশিষ্ট—জী। ২ অব্যক্ত ব্রহ্মে মতিশীল—মু। ৩ নির্বিষয়-মতি-সম্পন্ন। ৪ (চৈত ৪।২২।৩৯) শূন্যহৃদয়।

রিক্তোপাসাপর (প্রকাশ ৬।১৩) শূন্যবাদী।

রিক্থ (ভা ১।১০।১) [রিচ্+থক্] ধন। [২ মিতাক্ষরাদিতে উক্ত অপ্রতিবন্ধ দায়]। **-হার** (ভা ৮।২২।৯) পুত্র—স্বামী। ২ ধনহারক—বি। **রিক্থাদ** (ভা ২।৭।৪০) [রিক্থং ধনং পৈতৃকং দায়প্রাপ্তত্বেন আদদতে ইতি] পুত্র—স্বামী।

রিঙ্গণ (গৌবি ৪০) গমন, স্খলন। ২ হামাগুড়ি। **রিঙ্গি** (ভা ৫।৭।১৪) গতি—স্বামী। **রিঙ্গিত** (আচ ১৫।২৩১) সঞ্চারিত। ২ (আচ ১১।২৬৭) গলিত, প্লাপিত।

রিপু (ভা ৯।২৩।২০) যযাতি-বংশীয় যদুর পুত্র। [২ শত্রু, ৩ চোর-নামক গন্ধদ্রব্য, ৪ কামক্রোধাদি]। **রিপুঞ্জয়** (ভা ৯।২২।২৯) পূরুবংশ্য সুবীরের পুত্র। ২ সোমবংশ্য বিশ্বজিতের পুত্র। [৩ শত্রুজয়ী]।

রিফিত (ভা ১০।২১।১১) রাগে অপরিণত প্রথম স্ফুৎকারমাত্র—সনা।

রিরংসা (গোলী ১৪।১০৭) রমণেচ্ছা।

রিরংসু (গোলী ১২।৪২) রমণেচ্ছু।

রিরক্ষা (ভা ১০।৯০।৪৯) রক্ষা করিবার ইচ্ছা।

রিষ্ট (গোপা ৩৭) ক্ষেম, ২ শুভ। ৩ (মালা ছ ৫) অশুভ। ৪ (গোচ পূর্ব ৬১।১১৩) হিংসিত। ৫ (গোচ উত্তর ১।১৭) অভাব, নাশ। ৬ পাপ, ৭ খড়্গ]।

রীঢ়া (আচ ৯।৩৭) অবজ্ঞা, ২ নিন্দা।

রীণ (আচ ৫।১০৫) ক্ষরিত।

রীতি (মাঘ ৩।১১৭) প্রচার, ২ বিন্দু। ৩ (কৃষ্ণা ২।৯২) পিত্তল। ৪ (বৃভা ২।৫।১৮০) ক্রম, ৫ প্রকার। ৬ (গোচ পূর্ব ৩৩।১৫৫) স্বভাব, ৭ (অকৌ ৯।১) রসের অনুকূল মাধুর্যাদি-গুণবিশেষের আবির্ভাব-কারক বর্ণবিন্যাস-প্রণালী। ইহা চারি-প্রকার—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী। ৮ (হব ২।১৮।৩৮) গৈরিকাদি ধাতু।

রীপ্সা (গোচ পূর্ব ১০।৪৬) প্রাপ্তীচ্ছা।

রীয়মান (আচ ২।৩২) ক্ষরণশীল।

রুক্ (চৈকা ৫।৩৪) দীপ্তি। ২ (ভা ১।১৪।৪১) মনঃপীড়া। ৩ (ভা ২।৪।২০) বক্তৃ-প্রতিভা—স্বামী।

রুক্ম (ভা ৯।২৩।৩৪) চন্দ্রবংশ্য রুচকের পুত্র। [২ কাঞ্চন, ৩ ধুস্তুর, ৪ লৌহ, ৫ নাগকেশর]। **-কেশ, -মালী, -রথ** (ভা ১০।৫২।২২) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের পুত্র। **-বতী** (ভা ১০।৬১।১৮) রুক্মির কন্যা ও প্রদ্যুম্নের স্ত্রী। অনিরুদ্ধের জননী। ২ (ছ ২।৩৩) দশাক্ষর-পাদক

ছন্দোবিশেষ। **-বর্ণ** (গোভা ১।২।২৩) স্বর্ণবৎ স্পৃহণীয়বর্ণ। **-বাহু** (ভা ১০।৫২।২২) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের পুত্র।

রুক্মাঙ্গদ (হ ২।৬) একাদশীর ব্রতাচরণে পরমপদপ্রাপ্ত নৃপতি।

রুক্মিণী (ভা ৩।১।২৮) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা, মহালক্ষ্মীর অবতারভূতা শ্রীকৃষ্ণ-পট্টমহিষী। ২ (লনা ৯।৫৯) কান্তিমতী, ৩ স্বর্ণময়ী। **-স্বয়ম্বর** (উ ১২।১২) শ্রীনন্দীশ্বর-পুরীপাদ-কৃত গ্রন্থ। **-হরণ বেশ**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের জ্যৈষ্ঠী শুক্লা একাদশীতে শৃঙ্গার-বিশেষ।

রুক্মী (ভা ১০।৫২।২২) বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রুক্মেষু (ভা ৯।২৩।৩৪) চন্দ্রবংশ্য রুচকের পুত্র।

রুক্ষ [রুহ্+ক্স] অচিক্কণ, ২ নিঃস্নেহ, ৩ কঠোর। **-রসতা** (সিন্ধু ২।১।২৪৭) প্রেম-সম্বন্ধ-ব্যতীতও আসক্তি। **-সাত্ত্বিক** (সিন্ধু ২।৩।১২) মধুর ও আশ্চর্যজনক ভগবৎকথা হইতে জাত আনন্দ ও বিস্ময়াদি দ্বারা জাতরতি-ভক্ততুল্য অথচ রতিশূন্য জনে উদিত ভাবকে 'রুক্ষ' বলে।

রুচক (ভা ৯।২৩।২৪) চন্দ্রবংশ্য পৃথুশ্রবার পুত্র। ২ (গোলী ৬।২৩) বীজপুর। ৩ (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত। ৪ (ভা ৩।২৩।৩২) কুঙ্কুমাদি মঙ্গলদ্রব্য—স্বামী। ৫ (মালা হরি ৩) গোরোচনা—বল। [৬ অশ্বভূষণ, ৭ মাল্য, ৮ উৎকট, ৯ আস্বাদ্যরস, ১০ রোচনা, ১১ লবণ, ১২ দন্ত, ১৩ নিষ্ক, ১৪ কপোত, ১৫ বিড়ঙ্গ]।

রুচা—শোভা, ২ দীপ্তি ৩ প্রকাশ, ৪ শারিকা পক্ষী।

রুচাল (মালা চিত্র ১২) কান্তি-দ্বারা পার্শ্বস্থের ভূষক।

রুচি (সিন্ধু ১।১।৪৫) ভক্তিতত্ত্ব-প্রতিপাদক শব্দবিশিষ্ট শ্রীমদ্‌ভাগবত ইত্যাদিতে প্রাচীন সংস্কারবশতঃ উত্তমতাজ্ঞান। ২ (গোলী ১২।৫৫) কান্তি। ৩ (ভাবনা ১৯।৩৯) স্বাদ। ৪ অভিলাষ। ৫ (হ ২।৬০) সূর্যের কলাবিশেষ। ৬ (ভা ১।৩।২২) প্রজাপতি, ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকূতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ভগবান্ যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হন। ৭ কামশাস্ত্রে আলিঙ্গনভেদ; ৮ আসঙ্গ, স্পৃহা, ৯ কিরণ, ১০ বুভুক্ষা, ১১ গোরোচনা। ১২ (মা ৩।৫১) দ্বিবিধ রুচি, বস্তু-বৈশিষ্ট্যাপেক্ষিণী এবং বস্তু-বৈশিষ্ট্যানপেক্ষিণী,প্রথমটি শ্রীভগবানের নাম, রূপ ও গুণলীলাদির বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কীর্তনের স্বর, তাল, লয়, গানাদির বিশুদ্ধি, বর্ণিত ভগবৎ-কথার যথোচিত গুণ, অলঙ্কার, ধ্বনি প্রভৃতির যথোপযুক্ত পরিবেশন প্রভৃতির অপেক্ষা করে। দ্বিতীয়টি কিন্তু শ্রীভগবানের নামরূপাদির প্রক্রমেই বলবতী হয়, বস্তুবৈশিষ্ট্য থাকিলে ত পরমোল্লাসময়ীই হয়। প্রথমটি অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ দোষাভাসত্বের অনুমাপক, দ্বিতীয়টি কিন্তু তল্লেশরহিতত্বই বুঝায়। **-ভম্বর** (মালা প্রেমেন্দু ৪) কান্তি-বিস্তার। **রুচিত** (গাম ৬।৯১) দীপ্ত। °প্র (সক জী ২।১৮৮) রুচিপ্রদ। **-প্রধান মার্গ** (ভক্তি ২০২) রুচিপ্রধান সাধকগণ বিচার-পরম্পরা ত্যাগ করত সাধুসঙ্গ, লীলাকথা শ্রবণে রুচি, শ্রদ্ধা ও পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি-রূপ ভজনপদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রীতি-লক্ষণ ভক্তি-কামী কিন্তু রুচি-প্রধান মার্গই শ্রেয়স্কর মনে করেন। ইহার ফলের দিকে না তাকাইয়া রুচি-প্রেরিত হইয়া ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভজনে শ্রদ্ধাযুক্ত হন। **-ভক্তি** (ভক্তি ৩১২) রুচি-কর্তৃক প্রবর্তমানা ভক্তি—রাগানুগা ভক্তি। এ জাতীয় ভক্তিতে লোভোৎপত্তির অস্তে শাস্ত্রাপেক্ষা হয়।

রুচির (বিনা ১।১০) মনোজ্ঞ। ২ সুন্দর, [৩ মূলক, ৪ কুঙ্কুম, ৫ লবঙ্গ]।

রুচিরা (ছ ৭।২৪) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোভেদ] ২ (ছ ২।৪৭) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

রুচিরাশ্ব (ভা ৯।২১।২৪) সেনজিতের পুত্র।

রুচিষ্ণু (হরি ৫।১৭) রুচ্ ৯+ ইষ্ণু] দীপ্তিশীল, ২ অভিলাষ-বিশিষ্ট।

রুচীর (আচ ১২।১১৬) রুচিপ্রদ।

রুচ্য (হরি ৫।১৮৫) [রুচয়ে হিতঃ ইতি যৎ] রুচিকর। ২ সুন্দর, ৩ পতি, ৪ শালিধান্য।

রুজ্ (ভাবনা ৯।২৬) পীড়া। **রুগ্ন** (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) ভঙ্গ।

রুজা—রোগ, ২ ভঙ্গ, ৩ কুষ্ঠ, ৪ মেষী।

রুট্ (আচ ১৫।৬৯) ক্রোধ।

রুৎ (গোভা ১।১।২৯) বাক্য।

রুত (গোচ উত্তর ৩৭।২১৯) রোদন। ২ পশু-পক্ষী প্রভৃতির শব্দ।

রুতি (রতি ২।১০) ধ্বনি, ২ বাক্য।

রুদ্ধ (সিন্ধু ১।১।১) বশীকৃত, ২ আবৃত।

রুদ্র[১] (ভা ৩।১২।১০) শিবমূর্ত্তি-বিশেষ। ব্রহ্মা মানসপুত্রগণকে প্রজা সৃজন করিতে আজ্ঞা দিলেও তাঁহারা লঙ্ঘন করিলে ব্রহ্মার যে ক্রোধ হয়, তাহা সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেও ব্রহ্মার ভ্রূদ্বয় হইতে নির্গত হইয়া নীললোহিত কুমাররূপে উদ্ভূত হইল। এই কুমারই দেবগণের পূর্বজ ও শক্তিশালী। রোদন করার জন্য তাঁহার নাম হয়—রুদ্র। [২ অগ্নি, ৩ একাদশ-সংখ্যা, ৪ আর্দ্রা নক্ষত্র]।

রুদ্র[২] (সাকৌ ৪।৬) জনৈক আলঙ্কারিক আচার্য। ২ (মুক্তা ১।৭) অল্পরজঃ তমোবহুল স্বল্পসত্ত্ব চৈতন্য। ৩ (ভা ১০।৬৩।৬) ভক্তগণের দুঃখদ্রাবক। ৪ (ভা ৪।৫।২) ঘোর—বি। **-কোষ** (হরি ৫।৫৬) অভিধান-বিশেষ। মেদিনী কর ও মল্লিনাথ ইহার বচন উদ্ধার করিয়াছেন। **-গজপতি**—উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র। **-গুণ** (উ ৫।৮৪) ক্রোধ। **-জ**—কার্ত্তিকেয়, ২ পারদ। **-পণ্ডিত** (গৌগ ১৩৫) ব্রজের বরূথপ সখা। **-রোদন** (ভা ৮।২৪। ৪৮) রজত—স্বামী, ২ স্বর্ণ—বি। **বল্লকী** (কৃগ পরি ২১০) শ্রীরাধার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। **-সাবর্ণি** (ভা ৮। ১৩।২৭) দ্বাদশ মনু।

রুদ্রাক্রীড়—শ্মশান।

রুদ্রাণী (হরি ৭।২২৫) রুদ্রপত্নী—(ভা ৩।১২।১৩) একাদশ রুদ্রাণী—ধী, ধৃতি, রসলা, উমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা ও দীক্ষা।

রুদ্রাবাস—কৈলাস, ২ কাশী, ৩ শ্মশান।

রুদ্রাবির্ভাবস্থান (সভা ১।৪২) শতপথাদিতে ব্রহ্মার ললাট হইতে, মহোপনিষদ্ ও পুরাণাদিতে নারায়ণের ললাট হইতে এবং (শ্রীভা ১১।৩।১০) সঙ্কর্ষণ হইতে কালাগ্নিরুদ্রের আবির্ভাব হয়। কল্পভেদেই ইহা ধর্ত্তব্য।

রুধির (সাকৌ ৭।৭) রক্তবর্ণ, ২ শোণিত। ৩ (ভা ৭।২।৮) কুঙ্কুম। [৪ মঙ্গলগ্রহ]।

রুধ্যমান (মালা ললিতা ৭) বধ্য।

রুরু (আচ ৫।৮৬) ব্যাঘ্র।

রুশতী (ভা ৯।৯।২৪) তীক্ষ্ণ, ২ ক্রোধাগ্নি।

রুশদ্রথ (ভা ৯।২৩।৪) সোমবংশ্য তিতিক্ষুর পুত্র।

রুশেকু (ভা ৯।২৩।৩১) সোমবংশীয় শাহির পুত্র।

রুষ্ (ভাবনা ৯।৯) ক্রোধ।

রুষদ্বচন (গোচ পূর্ব ৫।১০) অকল্যাণ-সূচক বাক্য।

রুষাভানু (ভা ৭।২।১৯) হিরণ্যাক্ষের ভার্যা।

রুষিত (ভা ১০।২১।১৭) লগ্ন, ২ (ভা ১০।৪১।৩৪) কোপিত।

রুষ্য (আচ ৪।৫১) [রুষ্ ভাবে কৃত্যপ্রত্যয়] ক্রোধ।

রুহিকা (হ ৮।৭) জটামাংসী।

রূক্ষ (উ ৬।২০) প্রেমহীন। [২ অচিক্কণ, ৩ বৃক্ষ]।

রূক্ষণ (গোচ পূর্ব ৮।৩৬) পারুষ্য, অচিক্কণতা।

রূক্ষিমা (প্রে ৩৩) পারুষ্য।

রূঢ় (হরি ৫।১৫) অবয়বশক্তি-নিরপেক্ষ সমুদায় শক্তিমাত্রে প্রাপ্ত অর্থবান্ শব্দ। যে শব্দ সমুদায় শক্তিদ্বারা বাচ্যের বোধ জন্মায়—যেমন ঘট, অশ্বাদি। ২ (গোচ উত্তর ৩৭।২২) অঙ্কুরিত। ৩ (ভা ১০।৫৫।৯) উদ্ভিন্ন—সনা। ৪ (ভা ১০।১১।৩০) আরোপিত—স্বামী। ৫ (আচ ১১।৫৪) প্রসিদ্ধ। **-পদ** (ভা ১০।৪।৩৮) বদ্ধমূল। **-ভাব** (অকৌ ৫।৩) মহাভাব। ২ (ভা ১০।৫৫।৪০) অব্যভিচারি-কৃষ্ণরতি। **-মহাভাব** (উ ১৪।১৫৯, ১৬১—১৬২) যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাব-সকল উদ্দীপ্ত হয়, তাহাই 'রূঢ়'। ইহার অনুভাব—নিমেষাসহতা, আসন্ন-জনতা-হৃদ্বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, শ্রীকৃষ্ণ-সুখেও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নতা, মোহাদির অভাবেও আত্মাদিসর্ব-বিস্মরণ এবং ক্ষণ-কল্পতা।

রূঢ়ি (গোচ পূর্ব ১।৩) রূঢ়শব্দনিষ্ঠা শক্তি। ['শব্দবৃত্তি' দ্রষ্টব্য]। ২ আরোহণ। [৩ জন্ম, ৪ প্রসিদ্ধি]। **-লক্ষণা** (শেষ ২।৮—১২) [লক্ষণা-শব্দ দ্রষ্টব্য]।

রূপ (বৃভা ১।৫।২৫) আকার। ২ বিষয়। ৩ (ভা ১০।১৪।৫৬) অনুভব, ৪ অধিষ্ঠান। ৫ (ভগ ৫৩) বস্তু। ৬ (ভগ ৪৬) চক্ষুর্গ্রাহ্য গুণ-বিশেষ। ৭ (গোচ পূর্ব ১১।১০) শোভা। ৮ (সভা ১।১৯) স্বভাব—বল। ৯ (ভাবনা ১।২) স্বরূপ। ১০ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ। ১১ (ভা ১১। ৩০।৫) মূর্ত্তি। ১২ (ভা ১০।৪২।৪) অঙ্গ-সৌষ্ঠব। ১৩ (ভা ৩।৭।২৯) লিঙ্গ। ১৪ (বৃভা ১।১।১) অবতার।

১৫ (ঐ ১।২) শ্রীবিগ্রহ, ১৬ আবির্ভাব। ১৭ (বৃভা ১।৫।১৪) তত্ত্ব। ১৮ (কৃষ্ণ ১০৬) ভাব। ১৯ (কৃষ্ণ ১৫৬) প্রকাশ। ২০ (নাচ ১৩৮) বিতর্কযুক্ত বাক্য। ২১ (গোভা ৩।৪।৪০) বাসনা। ২২ (সিন্ধু ১।৩৩৮) [অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ-বশতঃ নেত্রানন্দকর] যে সৌন্দর্য-কান্তি প্রভৃতির সমবায়-বিশেষে অলঙ্কারগুলিও পরম শোভিত হয়, তাহাকে 'রূপ' বলে। ২৩ (উ ১০।২৫) শরীরে কোনও ভূষণাদির পরিধান ব্যতিরেকেও যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভূষিতের ন্যায় দেখায়, তাহাকে 'রূপ' কহে।

রূপক (আচ ২০।৪৯) তালবিশেষ। ২ (আচ ১।৪৭) নাটক। ৩ (হ ১১।১২) অঙ্কুরিত শস্য। [৪ মূর্ত্ত, ৫ শুক্লাদিবর্ণ, ৬ আকার, ৭ গুঞ্জাত্রয়-পরিমাণ]। ৮ (অকৌ ৮।১৩) উপমান ও উপমেয়ের যে তাদাত্ম্য, তাহাকে 'রূপক' অলঙ্কার বলে। ইহা দ্বিবিধ—সমস্তবস্তু-বিষয়ক ও একদেশ-বিবর্ত্তি। যে স্থলে আরোপ-বিষয় উপমেয় ও আরোপ্যমাণ উপমান উভয়ই শব্দোপাত্ত হয়, সেই স্থলে সমস্ত-বিষয়ক রূপক হয়। যেখানে আরোপ্যমাণ উপমানগুলির মধ্যে কোনটি শব্দোপাত্ত, কোনটি বা তাৎপর্যগম্য হয়, সেই স্থলে এক-দেশবিবর্ত্তি রূপক হয়। রূপকের অন্যভেদ—প্রসঙ্গি ও নিঃসঙ্গ। যে স্থলে সজাতীয় বহুরূপকের সমাবেশ হয়, তাহাই 'প্রসঙ্গি' এবং যেস্থলে একটি রূপকই প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয়, তাদৃশ সজাতীয়-শূন্য রূপককে 'নিঃসঙ্গ' বলে। মালা, পরম্পরিত ও রসনা-রূপকাদি আকরে দৃশ্য। উপমার সহিত রূপকের এইমাত্র ভেদ যে উপমায় উপমান ও উপমেয়ে সাধারণ ধর্মটি যুগপৎ উপলব্ধ হয়; কিন্তু রূপকে উপমান ও উপমেয়ের অভেদই লক্ষ্যীভূত হয়।

রূপ-গোস্বামী (গৌগ ১৮০) ব্রজ-লীলার শ্রীরূপমঞ্জরী। °**তন্মাত্র** সাংখ্যমত-প্রসিদ্ধ তেজঃপদার্থের আরম্ভক সূক্ষ্মভূত-বিশেষ। -**ধেয়** (হরি ৭।১০৯১) বহুরূপ। -**ধ্যান** (সিন্ধু ১।২।১৭৯) ধ্যানভক্তির অবান্তর ভেদ। -**ভেদ** (ভা ৪।১।৫৬) গন্ধর্ব-নগর—স্বামী। ২ মেঘবৃন্দ—বি। -**ভেদবিৎ** (ভা ৩।২৯।৩০) কাকাদি। -**মঞ্জরী** (কৃগ পরি ১৮২) শ্রীরাধার নিত্যসখী কিঙ্করী। -**মালা** (গৌ ৫।৯) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। -**বতী** (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থা নদী। -**বর্জিত** (গোতা ৩।২।৫৫) প্রাকৃত রূপ-শূন্য।

রূপাজীবা—বেশ্যা।

রূপামালী (ছ প ৫) নবাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

রূপাশ্রয় (ভা ৪।১৫।১৩) অতিসুন্দর।

রূপিণী (সভা ১।৫০৮) দিব্যরূপবতী, ২ মূর্ত্তা। ৩ (ভগ ১০) ভগবৎ-প্রেয়সীরূপা।

রূপী (ভা ১০।২৪।৩৬) প্রত্যক্ষ, ২ পরমসুন্দর। ৩ (ভা ৯।১০।১৩) মূর্ত্তিমান্

রূপ্য (হরি ৭।৯৬৫) [রূপ+যৎ] দীনার, ২ প্রশস্তরূপ-বিশিষ্ট। ৩ রজত, ৪ নিরূপণীয়।

রূষিত (গীগো ৭।২৪) ম্রক্ষিত। ২ (দা ৯) লিপ্ত। ৩ (আচ ১৪। ২৩৩) বেষ্টিত, যুক্ত। ৪ (মুক্তা ১২।১১) বিচ্ছুরিত।

রেকণ (আচ ১২।১৫) [রেক্ক শঙ্কায়াং ভ্বাদিঃ] শঙ্কা। [২ বিরেচন, ৩ নীচ, ৪ ভেক]।

রেকা (আচ ১৩।৭৯) শঙ্কা।

রেখা—অল্প, ২ ছল, ৩ আভোগ।

রেখাপঞ্চমী—পুরীতে শ্রাবণমাসে শ্রীবলদেবপূর্ণিমার পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথি। ঐদিনে শ্রীজগন্নাথাদি বিগ্রহত্রয়ের মুখগুলের তিন দিক্ একটি স্বর্ণপত্রদ্বারা বেষ্টন করা হয়। সেই স্বর্ণপত্র অনবসরের সময় খুলিয়া রাখা হয়।

রেচক (চৈত ১০।৯০।১০) জলযন্ত্র। ২ (ভা ১১।১৪।৩২) দক্ষিণ নাড়ী বা পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা শ্বাস-ত্যাগ। ৩ (উ ১১।৯) তির্যক্করণ। [৪ যবক্ষার, ৫ জয়পাল, ৬ তিলকবৃক্ষ, ৭ পুরীষ-নিঃসারক]।

রেচিত (আচ ৮।১৮১) সংপৃক্ত। ২ (নিবি ৫) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

রেণু (ভা ৯।১৫।১২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নরপতি। ২ (গোপা ১৬) ধূলি, ৩ মন্ত্রযন্ত্রাদি-যোজন।

রেণুকা (ভা ৯।১৫।১২) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা রেণুর কন্যা ও জমদগ্নির পত্নী। পরশুরামের মাতা। স্বপুত্র-হস্তে ইহার বধ ও পুনর্জীবনলাভাদি (ভা ৯।১৬।২—৮) দ্রষ্টব্য। ২ (ভা ৪।৬।১২) এলাবৃক্ষ। সুগন্ধ লতা। ৩ (রত্না ৫।১৮৯৪) আগ্রার নিকট-বর্ত্তী শ্রীপরশুরামের আবির্ভাব-স্থান।

রেণুহয় (ভা ৯।২০।২১) যযাতিবংশ্য শতজিতের পুত্র।

রেতঃ (ভা ১০।২৬।১৯) জল। [২ শুক্র, ৩ পারদ]। **-কুল্যা** (ভা ৫।২৬।২৬) নরক-বিশেষ। **-সিক্** (গোভা ৩।১।২৭) যাহার শুক্রের সাহায্যে অনুশয়ী জীব দেহ পরিগ্রহ করে, সেই পুরুষ।

রেতোধা (ভা ৯।২০।২২) রেতঃসেক্তা।

রেফ (ভা ৮।২০।২৫) শব্দ, ২ কুৎসিত, ৩ (গোচ পূর্ব ১৩।৭৫) মূর্খ, ৪ র-বর্ণ।

রেভি (ভা ৯।২০।৭) সোমবংশ্য সুমতির পুত্র ও দুষ্মন্তের পিতা। নামান্তর—রৈভ্য।

রেমা [রোমা] (কৃগ ৪৮—৪৯), শ্রীকৃষ্ণের মাতুল যশোদেবের পত্নী ও পাবনের পিতৃব্য-কন্যা; কান্তি—কর্কটিপুষ্পবৎ, বস্ত্র—ধূম্রবর্ণ।

রেষণ (আচ ১২।১১৬) [রেষ্ শঙ্কায়াং] শঙ্কা।

রৈবত (ভা ৯।৩।২৭) সূর্যবংশ্য আনর্তের পুত্র। [২ জম্বীর, ৩ আরগ্বধ]।

রেবতী (ভা ৯।৩।২৯) ককুদ্মীর কন্যা ও বলরামের ভার্যা। ২ (ভা ৬।১৮।৬) মিত্রনামা আদিত্যের পত্নী। ৩ (গৌ ১।৩৩) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ। [৪ নক্ষত্র, ৫ মাতৃকাভেদ]।

রেবা (ভা ৫।১৯।১৭) নর্মদা নদী। অমরকণ্টক পর্বত উৎপন্ন হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

রেব্যমাণ (আচ ১১।৮৪) [রেবৃঙ্ প্লুতৌ ভ্বাদিঃ] ব্যাপ্যমান।

রৈ [রা+ডৈ] ধন, ২ স্বর্ণ, ৩ শব্দ।

রৈক্ব (গোভা ১।৩।৩৪) ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত (৪।১।৩) ব্রহ্মদর্শী ঋষি-বিশেষ। রাজা জানশ্রুতি ইঁহার নিকট 'সংবর্গবিদ্যা' লাভ করেন।

রৈত্য (হ ৪।৫৯) [রীতি+ণ্যৎ] পিত্তল-রচিত।

রৈভ্য (ভা ৯।২০।৭) পুরুবংশ্য সুমতির পুত্র ও দুষ্মন্তের পিতা, নামান্তর—রেভি।

রৈবত (ভা ৫।১।২৮) প্রিয়ব্রতের পুত্র, পঞ্চম মন্বন্তরের পালক। ২ (ভা ৬।৬।১৭) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ৩ (ভা ৯।৩।২৯) ককুদ্মী। [৪ দ্বারকাসমীপস্থ পর্বত, ৫ দৈত্য, ৬ শনৈশ্চর, ৭ সোণালুবৃক্ষ]।

রৈবতক (ভা ৫।১৯।১৬) বিন্ধ্যাচলের পশ্চিমস্থিত পর্বত, আধুনিক গিরঝার। ২ মতান্তরে আধুনিক কাঠিয়াবাড়। শ্রীবলদেব রেবতীসহ এ স্থানে বিহার করেন।

রোক (গোপা ৩২) প্রকাশ, ২ প্রীতি। ৩ (পদ্যা ২৬১) ছিদ্র। ৪ (গোচ পূর্ব ২৭।৫৬) দীপ্তি। ৫ (গোচ পূর্ব ৪।২১) শোক।

রোগ (হরি ৫।৩১৮) [রুজতীতি রুজ্+ঘঞ্] ব্যাধি।

রোগিত (হরি ৭।৮৮৩) রোগযুক্ত।

রোগ্য (হরি ৫।১৬৭) [রুজো ভঙ্গে ণ্যৎ] অপথ্য, ২ অহিত, ৩ রোগ-সম্বন্ধী।

রোচন (ভা ৪।১।৭) যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও দক্ষিণার পুত্র, তুষিতগণের অন্যতম। ২ (ভা ৮।১।২০) স্বারোচিষ মন্বন্তরে ইন্দ্র। ৩ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) দীপ্তি। ৪ (ভা ১১।২১।২৩) রুচ্যুৎপাদন—স্বামী। ৫ (কৃগ পরি ২০৩) শ্রীরাধার রত্ন-তাটঙ্কদ্বয়। ৬ (ভা ১।১০।১১) রুচিকর। [৭ পলাণ্ডু, ৮ দাড়িম, ৯ করঞ্জ]। **-তা** (গোচ পূর্ব ৮।৬১) অভিলাষ। **রোচনা** (গোচ পূর্ব ৪।৬) হরিদ্রা। ২ (কৃস্ক ৪৩) গোরোচনা। ৩ (ভা ৯।২৪।৪৯) বসুদেবের পত্নী। ৪ (ভা ১০।৬১।২৫) রুক্মির পৌত্রী ও অনিরুদ্ধের ভার্যা। ৫ (কৃগ পরি ৪৩, ৬২) সুদাম ও বিদগ্ধ সখার জননী। ইনি মটুকের পত্নী। ৬ (গোচ উত্তর ২৬।৮৪) শোভা, কান্তি। [৭ উত্তমা নারী, ৮ রক্ত-কহ্লার]।

রোচিঃ (ভা ৬।৬।১৬) বিভাবসুর ঔরসে ও উষার গর্ভে জাত পুত্র। [২ প্রভা]।

রোচিত (ভা ২।৫।১১) প্রকাশিত।

রোচিষ্মান্ (ভা ৮।১।১৯) স্বারোচিষ মনুর পুত্র।

রোটিকা (গোচ উত্তর ৬।২৭) রুটি।

রোদঃ (ভা ৪।১৭।১৬) স্বর্গ, ২ পৃথিবী।

রোদর (ভা ৫।৫।৩৪) অশ্রুগ্রাহী।

রোদসী (গোচ পূর্ব ১৩।৪৫) দ্যাবাপৃথিবী।

রোদিতান্ধ (সিন্ধু ৩।৩।১২৬) রোদনান্তর মুহুর্মুহুঃ মূর্ছা।

রোধঃ (ভাবনা ৪।৯৩) তট। ২ (ভা ১১।১২।১) বশীকরণ। ৩ (আচ ১০।৮) আবরণ, ৪ পুলিন। ৫ (ভা ১০।১২।২০) ভূসংলগ্ন গিরিস্থল। ৬ (ভা ৩।২০।২৯) কটিতট।

রোধন (মালা ছ ৭) বেষ্টন। ২ (বৃভা ২।৭।১৪ টী) বশীকরণ। ৩ আবরণ। ৪ (হ ১।২২৯) মন্ত্রী মন্ত্রটিকে লিখিয়া মন্ত্রবর্ণের সমসংখ্যক করবীর পুষ্পদ্বারা যে আঘাত করেন—তাহাই রোধন।

রোধস্বতী (ভা ৫।১৯।১৮) ভারতীয়া

নদী।

রোপিত (আচ ১৫।২৬২) জনিত।

রোমপাদ (ভা ৯।২৩।৭) সোমবংশ্য ধর্মরথের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।০) বিদর্ভের পুত্র।

রোমমঞ্জরী (অকৌ ৮।৬২) লোমাবলি।

রোমশ (ভা ৬।১৫।১৪) জ্ঞানোপদেষ্টা ঋষি। [২ প্রচুর রোমযুক্ত, ৩ মেষ, ৪ শূকর, ৫ কুম্ভী, পানা]।

রোমহর্ষণ (ভা ১০।৭৮।২২) ব্যাসদেবের নিকট ইতিহাস ও পুরাণাদির অধ্যয়নকারী। ইনি শ্রীমদ্ভাগবত-বক্তা সূতের পিতা। ২ (কৃষ্ণ ২৯) স্কন্দপুরাণের বক্তা—ইনি ভগবত্তত্ত্ব সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহেন, শ্রীবলদেব ইঁহাকেই নৈমিষারণ্যে বধ করেন। তখনও শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হয় নাই, কেননা শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট লীলায় প্রবেশের পরই শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহাকেই 'বৃদ্ধ সূত' বলা হয়। ৩ রোমাঞ্চ।

রোমা (কৃগ ৪৮) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল যশোদেবের পত্নী, পাবনের পিতৃব্য-কন্যা।

রোমাঞ্চ (সিন্ধু ২।৩।৩২) আশ্চর্য-দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি-কারণে 'রোমাঞ্চ' হয়। ইহাতে রোমাবলির উদ্গম ও গাত্র-সংস্পর্শাদি প্রকাশ পায়। **-ভিন্ন** (বৃভা ২।১।১৬৮) পুলকিত। **রোমাঞ্চিত**—পুলকিত।

রোমোদ্গম—রোমহর্ষ।

রোলম্ব (গোলী ১১।৪৯) ভ্রমর।

রোলা (ছ ৭।৯—১০) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোবিশেষ]।

রোষণ—পারদ, ২ নিকষ প্রস্তর, ৩ উষরভূমি, ৪ ক্রোধী।

রোষিতা (গোচ পূর্ব ২৫।১১) ক্রোধ।

রোষোক্তি (উ ১৫।১৪৪—১৪৬) 'বাম, দুর্লীলশেখর, কিতবেন্দ্র, মহাধূর্ত্ত, কঠোর, নিরপত্রপ, গোপীভুজঙ্গ, রতহিণ্ডক, গোপিকা-ধর্মবিধ্বংসী, গোপসাধ্বী-বিড়ম্বক, কামুকেশ, তমিস্রোঘ, শ্যামাত্মা, অম্বর-তস্কর, গোবর্দ্ধনতটারণ্য-বাটপাটচ্চর ইত্যাদি গোপীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক 'মানোক্তি'।

রোহ (ভা ১০।৬৩।২৬) অঙ্কুর। ২ (আচ ১৫।৩৬২) উৎপত্তি।

রোহণ পর্বত (মালা কা ৯) মাণিক্যখনি শৈলবিশেষ [বিদুর পর্বত]—বল।

রোহিণী (ভা ১০।৫।১৭) [রোহয়তি জনয়তি ব্রজসুখমিতি] ব্রজের সুখ-জনয়িত্রী—জী। ২ (ভা ৯।২৪।৪৬) বসুদেবের ভার্যা ও বলদেবের জননী। ৩ (ভা ১০।৬১।১৮) শ্রীকৃষ্ণের ভার্যা। ৪ (গোচ পূর্ব ৬।৮৩) ধেনু। ৫ (বিনা ৫।২৯) রক্তবর্ণা। ৬ চতুর্থী তারকা। ৭ (মাম ৪।৬৫) জন্মভূমি, ৮ আরোহিতবতী। ৯ (হব ২।৪।৫) বংশ-বৃদ্ধিকরী। [১০ নববর্ষা কন্যা]। **-পুত্র** (ভা ১০।৬১।১৮) দীপ্তিমান্, তাম্রতপ্ত প্রভৃতি। **-রমণ** (আচ ২২।৪) চন্দ্র।

রোহিত (ভা ৯।৭।৯) সূর্যবংশ্য রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র। ২ (গোলী ২১। ৪৬) মৎস্য-বিশেষ, ৩ বৃক্ষভেদ। ৪ (আচ ১।১৩৩) মৃগ-বিশেষ। ৮ (মাম ১।৯১) সরল ইন্দ্রধনু। [৬ রুধির, ৭ কুঙ্কুম, ৮ রক্তবর্ণ]।

রোহিদ্ভূত (ভা ৩।৩১।৩৬) মৃগীরূপ—স্বামী।

রৌচনিক (হরি ৭।৩২৯) গোরোচনা-দ্বারা রঞ্জিত।

রৌচিক (কৃগ পরি ১৩৫) শ্রীকৃষ্ণের কঞ্চুকাদি-নির্মাতা সূচীকর।

রৌদ্র (গোতা ১৮) রুদ্রাংশ দুর্বাসা। ২ (পদ্যা ২০০) ভীতিজনক। ৩ (বিপু ৩।১৪।৮) আর্দ্রা নক্ষত্র। [৪ সূর্যতাপ]। **-ভক্তিরস** (সিন্ধু ৪। ৫।১) ভক্তজন-হৃদয়ে বিভাবাদির সাহচর্যে পুষ্টিপ্রাপ্ত ক্রোধরতিকেই 'রৌদ্রভক্তিরস' কহে।

রৌদ্রাশ্ব (ভা ৯।২০।৩) সোমবংশ্য অহংযাতির পুত্র।

রৌপ্য—রজত।

রৌমহর্ষণি (ভা ১।২।১) রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবাঃ—স্বামী।

রৌরব (ভা ৫।২৬।১০) নরক-বিশেষ। ২ (ভা ১২।৮।২৮) কৃষ্ণাজিন। [৩ চঞ্চল, ৪ ধূর্ত্ত]।

রৌহিণ (হরি ৭।২৬৩) রোহিণীর পুত্র—বলদেব। [২ চন্দনবৃক্ষ]।

রৌহিণেয় (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৩) চন্দ্র-পুত্র—বুধ। ২ বলদেব। [৩ মরকতমণি, ৪ শনৈশ্চর]।

রৌহিষ—কতৃণ, ২ রোহিতমৎস্য।

ল

লকচ, লকুচ (গোলী ১৫।১২১) ডহু, মাঁদার।

লকুট (মধু ১।১২), **লকুটিকা** (বিনা ৫।৫৩), **লকুটী** (মা ৮।১) যষ্টি।

লক্তক—অলক্তক (আলতা), ২ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড।

লক্ষ (ভাবনা ৮।১৮) শতসহস্র সংখ্যা, ২ শরব্য, লক্ষ্য। [৩ চিহ্ন, ৪ ব্যাজ]।

লক্ষণ (ভা ৩।১০।১০) স্বরূপ, ২ (ভা ১০।৫২।২৪) সামুদ্রিক শাস্ত্র-মতে অবয়বাদি-সন্নিবেশ। ৩ (গোবি ৪) নাম, ৪ চিহ্ন। ৫ (গোভা ১।১।২) অসাধারণ ধর্মবাচক বা অন্যবস্তু হইতে প্রকৃত বস্তুর ভেদের অনুমাপক। ৬ (গোভা ১।১।১) অধ্যায়। ৭ (ভগ ৮৬) জ্ঞাপক। ৮ নামোল্লেখ-পূর্বক পদার্থ কথনকে 'উদ্দেশ' বলে। যে ধর্মটি অনুদ্দিষ্ট পদার্থ হইতে উদ্দিষ্ট পদার্থকে পৃথক্-রূপে বোধ করায়, তাহার নাম—লক্ষণ। স্বরূপ ও তটস্থ-ভেদে লক্ষণ দ্বিবিধ। যে লক্ষণটি স্বরূপান্তর্গত হইয়া লক্ষ্য পদার্থকে লক্ষ্যেতর পদার্থ হইতে ভিন্নাকারে বোধ করায়, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ; যেমন গোর 'গোত্ব' এবং ঈশ্বরের 'বিভুত্ব' ও 'সচ্চিদানন্দত্ব'। যে লক্ষণটি আবার লক্ষ্য বস্তুর স্থায়িকাল পর্যন্ত না থাকিয়া, লক্ষ্য বস্তুর স্বরূপান্তর্গত না হইয়া অলক্ষ্য বস্তু হইতে লক্ষ্য বস্তুকে ভিন্নরূপে প্রতীত করায়, তাহাই হইল—তটস্থ; যেমন গো-বিশেষের 'অলঙ্কারাদি' এবং ঈশ্বরের 'জগজ্জন্মাদি'। **-লক্ষণা** (শেষ ২। ১০) [লক্ষণাশব্দ দ্রষ্টব্য]।

লক্ষণা (কাব্য ২।৭, শেষ ২।৮) অভিধাবৃত্তিদ্বারা অর্থগ্রহ না হইলে শব্দের যে শক্তিদ্বারা রূঢ়ি বা প্রয়োজনহেতু মুখ্যার্থ-সম্বন্ধী অন্যার্থ প্রতীত হয়, তাহাই লক্ষণা। শব্দ-সম্বন্ধে অর্পিত স্বাভাবিকেতর বা ঈশ্বরানুভাবিত শক্তিবিশেষই লক্ষণা-পদবাচ্য। 'শূরসেনাঃ সাহসিকাঃ' এই বাক্য বলিলে শূরসেনশব্দ দেশ-বাচক বলিয়া শূরসেনদেশ সাহসিক এই মুখ্য অর্থে বাধা হইতেছে, সুতরাং শূরসেন-শব্দে শূরসেনদেশবাসীতে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে রূঢ়ি লক্ষণা। আবার 'যমুনায়াং ঘোষঃ'—এই বাক্যে যমুনা-শব্দ জলময়াদিরূপ অর্থের বাচক বলিয়া মুখ্যার্থবাধে যমুনাতটে লক্ষণা করত শীতত্ব-পাবনত্বাদি প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে বলিয়া এস্থলে প্রয়োজন-লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং রূঢ়ি ও প্রয়োজন-ভেদে প্রথমতঃ দ্বিবিধ লক্ষণা।

উপাদান-লক্ষণা (শেষ ২।৯) বাক্যের অর্থ-বোধক অন্বয়-সিদ্ধির জন্য যেস্থলে মুখ্যার্থ-ভিন্ন অর্থের গ্রহণ হয়—সেই স্থলে ইহা মুখ্যার্থের উপাদানহেতু বলিয়া ইহাকে 'উপাদান-লক্ষণা' বলে। রূঢ়িতে উপাদান-'শ্যামো গায়তি', প্রয়োজনে উপাদান—'গোষ্ঠে যষ্টয়ঃ প্রবিশন্তি'। এই দুই স্থলে শ্যামাদি ও যষ্ট্যাদি অচেতন বলিয়া কেবল গান ও প্রবেশ-ক্রিয়ার কর্তৃরূপে অন্বয় না পাইয়া অন্বয়েরই জন্য স্ব-সম্বন্ধি পুরুষ-বিশেষে লক্ষীভূত হইতেছে। পূর্বত্র প্রয়োজনাভাব-বশতঃ রূঢ়ি এবং দ্বিতীয়তঃ যষ্ট্যাদির অতিগহনত্বই প্রয়োজন। উভয় স্থলেই মুখ্যার্থেরও উপাদান হইয়াছে। ইহার নামান্তর —অজহৎস্বার্থা। লক্ষণ-লক্ষণা (শেষ ২।১০) যে স্থলে পরের অন্বয়-সিদ্ধির জন্য মুখ্যার্থ স্বার্থ পরিত্যাগ করে, তথায় লক্ষণ-লক্ষণা হয়; ইহা উপলক্ষণে সিদ্ধ। 'শূরসেনা হরি-ভক্তাঃ' 'যমুনায়াং ঘোষঃ' এই দুই বাক্যে পুরুষ ও তটের বাক্যার্থে অন্বয়সিদ্ধির জন্য শূরসেন ও যমুনা শব্দ দুইটি স্বার্থত্যাগ করিতেছে। ইহাকে জহৎস্বার্থাও বলা হয়। এই লক্ষণা আবার সারোপা ও সাধ্য-বসানা-ভেদে দ্বিবিধ। শব্দোপ-স্থাপিত মুখ্যার্থ লক্ষ্যার্থের সহিত যদি তাদাত্ম্য-প্রতীতিকৃৎ (অভেদজ্ঞান-জনক) হয়, তবে সারোপা এবং শব্দদ্বারা অনুপস্থাপিত বিষয়ের অন্য-তাদাত্ম্য-প্রতীতিজনকত্বে সাধ্যবসানা লক্ষণা হয়। ফলিতার্থ এই যে শব্দোপস্থাপ্য মুখ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের অভেদ-জ্ঞানজনকত্ব সারোপত্ব এবং শব্দদ্বারা অনুপস্থাপ্য অভেদ-জ্ঞান-জনকত্ব হইলে সাধ্যবসানত্ব বুঝিতে হইবে। যেমন 'পুরুষঃ শ্যামো গায়তি'

এই বাক্যে শ্যামগুণবান্ পুরুষ অতিরক্তত-স্বরূপ (শব্দোপস্থাপিত) হইয়া স্বসমবেত-গুণতাদাত্ম্যে প্রতীত হইতেছে। 'শ্যামো গায়তি'—এই বাক্যে কিন্তু শব্দদ্বারা অনুপস্থাপ্য মুখ্যার্থ অভেদ-জ্ঞানজনক হইয়া সাধ্য-বসানা হইতেছে।

এই রূঢ়ি প্রয়োজন-লক্ষণাই আবার শুদ্ধা ও গৌণী হইয়া ষোড়শ ভেদ প্রাপ্ত হয়। 'শুদ্ধা' বলিতে সাদৃশ্যেতরসম্বন্ধ অর্থাৎ কার্যকারণভাবাদি-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অন্য উপচারে অমিশ্রিতাই বোদ্ধব্য। উপচার-মিশ্রণেই উহার গৌণত্ব। ঐ প্রয়োজন-লক্ষণা আবার গূঢ়া ও অগূঢ়া-ভেদে দ্বিবিধ হইয়া ষোড়শ ভেদ প্রাপ্ত হয়। 'গূঢ়া' বলিতে পরিপক্ক-বুদ্ধিবেদ্যত্ব এবং 'অগূঢ়া' শব্দে অতি-স্পষ্ট অতএব সর্বজনবেদ্যত্বই ধ্বনিত। ঐ ষোড়শ ভেদপ্রাপ্ত প্রয়োজন-লক্ষণা আবার ফলের ধর্মিগতত্ব ও ধর্মগতত্ব-ভেদে দ্বিবিধ হইয়া দ্বাত্রিংশদ্‌ভেদ প্রাপ্ত হইতেছে।

রূঢ়ি আট ও প্রয়োজন-লক্ষণা বত্রিশ, সর্বসমেত চল্লিশ প্রকার লক্ষণা আবার পদগত ও বাক্যগত হইয়া দ্বিভেদে মোট আশি প্রকার হইবে। ২ (হ ১৯।৪৯৯) শ্বেত কণ্টকারিকা। বীজ (কাব্য ২।১১) অন্বয়ানুপপত্তি ও তাৎপর্যানুপপত্তি।

লক্ষবান (প্রে ১।৮) 'বান' বলিতে স্বর্ণবিশুদ্ধির জন্য অগ্নিতে দহনই বুঝায়, প্রত্যেক বানে স্বুবর্ণ নির্মল ও উজ্জ্বল হয়, লক্ষবান শব্দে অতুলনীয় নির্মল ও অত্যুজ্জ্বলই বোধ্য।

লক্ষিত-লক্ষণ (ভা ৪।২৫।১৩) আন্ধ্য-পঙ্গুত্বাদি-দোষরহিত—স্বামী।

লক্ষেশ্বর (চৈতা অন্ত্য ৯।১২২) লক্ষ-মুদ্রার স্বামী। ২ লক্ষনাম-গ্রহণকারী।

লক্ষ্ম (গোচ পূর্ব ৩৩।৪২) চিহ্ন। ২ প্রধান।

লক্ষ্মণ (আচ ১১।১৬২) সশ্রীক। ২ (গোলী ৭।১৯) সারস। ৩ (আচ ১৭।৩৯) শ্রীরামভ্রাতা, ৪ কলঙ্ক, চিহ্ন।

লক্ষ্মণা (ভা ১০।৫৮।৫৭) মদ্ররাজ বৃহৎসেনের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণমহিষী। ২ (আচ ১।৫৯) সারসী। ৩ (ভা ১০।৬৮।১) দুর্যোধনের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্বের পত্নী। [৪ শ্বেত-কণ্টকারী]।

লক্ষ্মী (ভা ৮।৬।৬) ক্ষীরসমুদ্রমথনোৎ-পন্না দেবী কমলা। ২ (গৌগ ৪৫—৪৬) শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী, পূর্বপূর্বলীলায়—জানকী ও রুক্মিণী এবং শ্রীশক্তি। ৩ (চৈত ৩।২৮।২৩) গোপীবিশেষ, ৪ রুক্মিণী। ৫ (ভাবনা ৫।১) শোভা। ৬ (ভা ১১।১৬।২৯) ধনাদি-সম্পৎ—স্বামী। ৭ (ভা ১০।৮১।১৫) শ্রীকৃষ্ণবক্ষে পীতরেখারূপা শ্রী। ৮ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌরপূজায় প্রথমা পীঠশক্তি। ৯ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে অ-বর্ণের শক্তি। ১০ (হরি ২।৬) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। ১১ (ছপ ৩২) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ। ১২ (রাধা ৪৭, ৫১, ৫৫, ৬৫) শক্তিত্ব-প্রাধান্যে বিরাজমানা স্বরূপশক্তি। অনন্ত-বৃত্তিময়ী ভগবদ্বামাংশবর্ত্তিনী মূর্তিমতী স্বরূপশক্তি। ইনি শ্রীপরমেশ্বরের দেবদেহে দেবী হন, মানুষদেহের অবতারে আবার মানুষী হন; পুরী-দ্বয়ে ইনি 'মহিষী' এবং ব্রজে গোপী-গণ। [১৩ হরিদ্রা, ১৪ শমী, ১৫ মুক্তা, ১৬ পীড়া]। **-কা** (আচ ১২।৭৪) [লক্ষ্যা অপি ইকং কামনা-সুখং যস্যাম্] লক্ষ্মীরও কামনাসুখ-বর্দ্ধিনী। **-কান্তসুত** (বৃভা ১।২।৩০) ব্রহ্মা। **-জানি** (গোচ পূর্ব ৭।৬২) নারায়ণ। **-ধর** (সি ৫।৪ টী) শ্রীধরস্বামিপাদের গুরুভ্রাতা। 'শ্রীভগবন্নামকৌমুদী' ইঁহারই রচনা। **-পুত্র**—কামদেব, ২ অশ্ব, ৩ লবকুশ, ৪ গন্ধর্ব। **-বান্** (আচ ১১।১৪৯) শ্রীমান্। ২ শোভাযুক্ত। **-বিশেষ** (গোচ পূর্ব ১।২৮) শ্রীরাধা। **লক্ষ্মীশ** (লী ৭) শ্রীনারায়ণ, ২ (রত্না ৫।২৯৭৭) তাল-বিশেষ।

লক্ষ্য (আচ ৮।১৮) লক্ষণাবৃত্তি-গম্য, ২ দৃশ্য। ৩ (গোচ পূর্ব ২১।৬০) ছল। [৪ উদ্দেশ্য, ৫ জ্ঞেয়, ৬ অনুমেয়]। **-ক্রম-ব্যঙ্গ্য** (অকৌ ৩।৫) অভিধামূলক ধ্বনিস্থলে বাচ্যার্থ বিবক্ষিত হইলেও উহা ব্যঙ্গ্যনিষ্ঠ হয়। ঐ ধ্বনির দুই ভেদ —লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ও অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। বস্তু, অলঙ্কারাদিরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের হৃদয়ে উৎপত্তি ও অন্তর্ধানরূপ ক্রম যথায় সকলের লক্ষ্য হয়, তাহাকে 'লক্ষ্য-ক্রমব্যঙ্গ্য' বলে। (শেষ ৩।৭) ব্যঙ্গ্য অর্থে যদি শব্দশক্তি, অর্থশক্তি ও শব্দার্থশক্তি প্রভৃতির প্রতিশব্দতুল্য ধ্বনি থাকে, তবে তাহাকে 'লক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্য' কাব্য বলে। ইহা ত্রিবিধ—শব্দশক্তিমূল, অর্থশক্তিমূল ও শব্দার্থ-মূল। **-বীথী** (হব ২।২৮।১১২) ব্রহ্মলোক-মার্গ, দেবযান।

লগিত (বিপূ ২।৫।২৫) চর্চিত, অঙ্গুলিপ্ত। ২ সংসক্ত।

লগ্ন (গোচ পূর্ব ৬।৭৭) মেষাদি দ্বাদশরাশির উদয়, ২ সংযুক্ত। [৩ লজ্জিত, ৪ স্তুতি-পাঠক]।

লগ্নক (দা ৮১) প্রতিভূ, জামিন। ২ (চরিত ৯০) ঘটক।

লগ্নিকা—অদৃষ্টরজস্কা নারী।

লঘিমা (আচ ৮।১৪) অল্পতা, ২ সিদ্ধি-বিশেষ।

লঘু (গোচ পূর্ব ২।৫৪) মনোজ্ঞ। ২ (গৌকৃ ৩।৩২) শীঘ্র। ৩ (হরি ১।৭৯) হ্রস্বস্বর—অ, ই, উ, ঋ, ঌ। ৪ (ভা ৩।১১।৭) পঞ্চদশকাষ্ঠা-পরিমিত কাল। ৫ (ভা ৩।১৬।১৪) মিতাক্ষর। ৬ (বিনা ৪।৭) মানহীন। ৭ হাল্কা। ৮ (উ ৬।২, ১৭—২২; ৮।২—৪) যূথেশ্বরী ও সখীগণের মধ্যে যাঁহারা নায়কের প্রেমে এবং স্বীয়রূপগুণাদিতে অন্যান্য নায়িকার অপেক্ষা ন্যূন, তাঁহারাই 'লঘু'। ইঁহারা আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী হিসাবে দ্বিবিধ। আবার আপেক্ষিকীগণ প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী-হিসাবে প্রত্যেকেই ত্রিবিধা। আত্যন্তিকী লঘুর সদৃশা অন্যা বহু নায়িকা আছেন বলিয়া তাঁহারাও সমা ও লঘুভেদে দ্বিবিধ। **-কায়**—ছাগ, ২ ক্ষুদ্র-শরীর। **-তা** (মালা বস্ত্র ১) অবজ্ঞা। **-তাল** (রত্না ৫।২৯৭২) তালবিশেষ। **-ত্রিক** (উ ৬।১৭) লঘু যূথেশ্বরী-গণের মধ্যে প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী—এই তিন অবস্থাবিশেষ-রূপ-ভেদবিশিষ্ট সংঘ। লঘুগণ—আবার দুই প্রকার—আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী। (উ ৮।২৬—২৯) লঘুপ্রখরা, লঘুমধ্যা ও লঘুমৃদ্বী এই তিন প্রকার সখী। আপনাঅপেক্ষা অধিকা সখীর সুখোৎকর্ষজন্যই ইঁহারা চেষ্টা করেন; ঐ সুখোৎকর্ষ অন্যোন্যনিষ্ঠ হইলে অধিকা ও লঘুর সখ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি অধিকপ্রখরাদি লঘুপ্রখরাদির সখ্য করেন, তবে তাঁহারা যাতায়াত বিনাও কদাচিৎ দূত্য করিতে পারেন বলিয়া অধিকাগণের লঘুগণেতে স্বাভাবিক মুখ্য সখীভাব হয় না। লঘুগণ দ্বিবিধা—আপেক্ষিকী ও আত্যন্তিকী। **-ত্ব** (দশ ৪২) গৌণতা। **-নামা**—অগুরুচন্দন। **-পদপাত** (মালা ছ ৮) শীঘ্রগামী। **-প্রখরা** (উ ৬.১৯, ৮।৩১) যূথেশ্বরী বা সখীদ্বয়ের মধ্যে আপেক্ষিকী লঘুর প্রাখর্য দৃষ্ট হইলে তাঁহাকে 'লঘুপ্রখরা' বলে। এই সখীগণ বামা ও দক্ষিণা-ভেদে দ্বিবিধা। **-মধ্যা** (উ ৬।২০) যূথেশ্বরীদ্বয়ের মধ্যে আপেক্ষিকী লঘুর প্রাখর্য ও মৃদুতা না থাকিলে তিনিই 'লঘুমধ্যা'। **-মন্মথ** (দা ১৪৯) চতুর্ব্যূহান্তর্গত প্রদ্যুম্নাখ্য শাখাস্থানীয় কাম। **-মৃদ্বী** (উ ৬। ২১) যূথেশ্বরীদ্বয়ের মধ্যে আপেক্ষিকী লঘুর ব্যবহারে মৃদুতা দৃষ্ট হইলে তিনিই 'লঘুমৃদ্বী' হন। **-লঘু** (গোচ পূর্ব ১।১১২) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। **-শেখর** (রত্না ৫।২৯৭৪) তালবিশেষ।

লঘ্বাশী (গীতা ১৮।৫২) মিতভোজী।

লঙ্কা (ভা ৫।১৯।২৯) জম্বুদ্বীপস্থ উপদ্বীপ-বিশেষ। রাবণের রাজধানী। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৫৮), মহাভারত (সভা ৩০, বন ৫১), বৃহৎসংহিতা (১৪) প্রভৃতির মতে সিংহল হইতে লঙ্কার ভিন্নতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বায়ু-পুরাণের (৪৮) ভুবন-বিন্যাস-প্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপের চারি পার্শ্বে যে ছয়টি দ্বীপের উল্লেখ আছে, মলয়দ্বীপ উহাদের অন্যতম এবং ভাস্করাচার্য গোলাধ্যায়ের বিবরণে লঙ্কার অবস্থান বিষুবরেখার সন্নিহিত প্রদেশে ও অবন্তীর প্রায় সম-দ্রাঘিমান্তর (Longitude) বলিয়াছেন বলিয়া V. H. Vader উক্ত মলয়দ্বীপস্থ (আধুনিক মালদ্বীপ) ত্রিকূটপর্বতের কোনও সুরম্য সানুদেশে লঙ্কাপুরীর অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। নৈসর্গিক উৎপাতে উহা এখন সমুদ্রগত, ভূতত্ত্ব-বিদ্যাও তাহাই সমর্থন করে। [I. H. Q. Vol. II, 2]

লঙ্কেশ্বর (প্রকৌ ২।৪ টী) প্রাকৃত-ব্যাকরণ-রচয়িতা।

লঙ্গিম (দা ১৩৬) মনোহর। **লঙ্গিমা** (ভাবনা ১২।৬০) মনোহারিতা।

লঙ্ঘ (গোচ উত্তর ৯।৩০) লঙ্ঘন। ২ (চৈভা আদি ১৬।১৪০) পীড়ন করা, 'কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে'।। ৩ (চৈভা আদি ৪।৭৪) দংশন করা 'জাতিসর্প তেঞি না লঙ্ঘিল'।

লঙ্ঘন (চৈচ অন্ত্য ৬।২০৭) উপবাস। [২ অতিক্রমপূর্বক গমন, ৩ প্লবন, ৪ কর্ষণ]।

লঙ্ঘনা (চৈকা ৪।১২) অবমাননা।

লঙ্ঘিত (আচ ৮।৭৮) ব্যাক্ষিপ্ত। ২ (আচ ১৩।১১১) তিরস্কৃত।

লজ্জন (আচ ৯।১৪৬) লজ্জা।

লজ্জা (উ ৪।১৮) আভিজাত্য ও সুশীলতাদি-বশতঃ সঙ্কোচ। **-চ্ছেদ** (প্রীতি ৩৭৭) পূর্ব-অনুরাগ-ব্যঞ্জক

স্মরদশা-দশকের অন্তর্গত ত্রপানাশ বা লজ্জাধ্বংশই অনুরাগের চরমোৎকর্ষ ব্যক্ত করে। মৃত্যু-অঙ্গীকারেও কুলবালাগণ লজ্জাত্যাগে অসম্মত হন।

লঞ্জ—পদ, ২ কচ্ছ, ৩ পুচ্ছ।

লঞ্জিকা—বেশ্যা।

লড়হ (গোচ উত্তর ৪।১৩) মনোজ্ঞ।

লণ্ড, লণ্ডা (গোচ পূর্ব ১৪।২১) বিষ্ঠা।

লতা (ভা ৫।২।২০) মেরুর কন্যা ও ইলাবৃতের পত্নী। ২ (গোবি ১০) মাধবী। ৩ (ছ ২।১৪৭) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [৪ শাখা, ৫ প্রিয়ঙ্গু, ৬ পৃক্কা, ৭ দূর্বা, ৮ শাখা-রহিত গুড়ূচ্যাদি]। **-গৃহ** (বৃ ১৬।৫৭) নিকুঞ্জ। **-তরু**—তালবৃক্ষ, ২ নাগরঙ্গবৃক্ষ, ৩ শালবৃক্ষ। **-ফল**—পটোল।

লতিকাজাল (বিনা ১।৩৩) লতা-নির্মিত কুঞ্জ, ২ কোমলজালবদ্ গ্রথিত লতাসমূহ।

লপ্ (গোচ পূর্ব ১৩।৫৮) লাভ।

লপন (আচ ৮।৭৬) মুখ। ২ (ভাবনা ৬।২৩) বচন।

লপিত (গোলী ২০।৫২) ভাষিত, ২ বাক্য।

লব্ধ-কাণ্ড (লনা ১০।২৭) প্রাপ্তাবসর, ২ প্রাপ্তবাণ। **-বর্ণ** (গোচ পূর্ব ১৭। ৬৭) বিচক্ষণ, পণ্ডিত। **-ব্যত্যয়** (গোচ পূর্ব ৩।৭৫) ব্যতীত, গত। **-সন্ধ** (গোচ পূর্ব ৮।৫৯) স্থিতি।

লব্ধি (ভক্তি ২১৬) লাভ।

লভা (আচ ৮।১৬১) [ডুলভস্ সংপ্রাপ্তৌ, ষিত্বাদঙ্] লাভ, প্রাপ্তি।

লম্পট (বৃভা ১৪।৭৯) রসিক, ২ (মালা লীলা ৩) লুব্ধ। ৩ পরস্ত্রী-লোলুপ।

লম্পাক (ঐ ৬।৪৫) লম্পট, অত্যাসক্ত।

লম্ব—নর্ত্তক, ২ কান্ত, ৩ অঙ্গ, ৪ উৎকোচ, ৫ দীর্ঘ। **-কর্ণ**—ছাগ, ২ হস্তী, ৩ রাক্ষস, ৪ অঙ্কোটবৃক্ষ। **-মান** (গোচ উত্তর ১।১৫) সংলগ্ন।

লম্বা (ভা ৬।৬।৪) ধর্মের পত্নী। ২ (গৌবি ৫৫) লক্ষ্মী। [৩ তিক্ত তুম্বী, ৪ গৌরী]।

লম্বিকা (কৃগ পরি ৮৪) শ্রীকৃষ্ণের চেটী।

লম্বিত (গীগো ১২।১৮) গলিত, ২ (মালা গোবিন্দ ১১) বিস্রস্ত।

লম্বিনী (রাধা ৬৩) ষোড়শ গোপী, অবতার-শক্তি (কৃষ্ণ ১৮৩)।

লম্বোদর (ভা ১২।১।২২) মগধের শূদ্ররাজ পৌর্ণমাসের পুত্র। ২ (আচ ১৫।১৭১) গণেশ।

লম্ভক (গৌবি ১১) প্রাপক। **লম্ভন** (গোচ পূর্ব ১৮।৪১) প্রাপণ, প্রাপ্তি।

লম্ভিত (গোলী ৬।৮০) প্রাপিত। ২ (ভা ৬।১।৬৫) পরিণীত—স্বামী।

লয় (ভা ১।১।৩) মোক্ষ—স্বামী। ২ মোক্ষানন্দ—জী। ৩ সালোক্যাদি, জীবন্মুক্তি, ৪ রসাস্বাদজনিত অষ্টম সাত্ত্বিক প্রলয়, ৫ আলিঙ্গন—বি। ৬ (আচ ১১।১৪৩) নাশ। ৭ (আচ ৮।১১৪) অত্যাসক্তি। ৮ (আচ ১১।১৮৪) মিলন। ৯ (আচ ১২। ২০) নাট্য। ১০ (আচ ১৩।৪) নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমতা। (আচ ২০।৫৩) হরিনায়ক বলেন—গান-ক্রিয়ার অবসরে যে বিশ্রাম, তাহাই লয়। বাচস্পতিমতে—গীত ও বাদ্যের পদন্যাস কার্য্যের অথবা ক্রিয়া ও তালের পরস্পর সাম্য-বিধানই লয়। ইহা তিন প্রকার—দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত। দ্রুত লয়ের এক-মাত্রা, দ্বিগুণ বিশ্রামে মধ্য এবং দ্রুতের দ্বিগুণ বিলম্বিত লয়। ১১ (আচ ৭।১৪) আনন্দমূর্চ্ছা। ১২ (মালা গীত ১৩) বিলাস। ১৩ (মা ৪।২) কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণের সময়ে উত্তরোত্তর অধিকরূপে নিদ্রার উদ্গম।

লয়ন (আচ ৭।১৮৩) সংশ্লেষ, প্রাপ্তি।

লয়বহ্নি (বৃভা ২।৫।২৩২) প্রলয়াগ্নি।

লল (চৈকা ১৯।২৫) ক্ষেপ। [২ ইচ্ছা]।

ললৎ (আ ৭৬) ভঙ্গিযুক্ত, ২ বিলাস-বিশিষ্ট।

ললন (অকো ১।৩) ঈপ্সা। ২ (নিবি ৫৯) কেলি। ৩ (আচ ৭।৪৩) লালনীয়। [৪ বালক]।

ললনা (ছ পরি ১৮) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ (আচ ১৪।৮৮) স্ত্রী, ৩ বাঞ্ছা। [৪ জিহ্বা]। **-নিষ্ঠস্বরূপ** (উ ১৪।৩৮) [অদৃষ্ট ও অশ্রুত হইলেও কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিমত্তা—বি]। এই স্বরূপ স্বয়ংই উদ্দীপনত্বপ্রাপ্ত হয়; শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনশ্রবণাদি ব্যতীতও জন্মাবধি তাহাতেই অতিশীঘ্র রতি উৎপাদন করে। **-মণি** (সা ৬) শ্রীরাধা। **-বরূথী** (ভা ৩।৩৩।৩৯) স্ত্রীরত্নসমূহ-বান্—স্বামী।

ললন্তিকা (ভাবনা ৪।৮৯) কণ্ঠভূষণ-বিশেষ।

ললল্লীল (চৈকা ১৯।২৫) শোভমান-লীলাবিশিষ্ট, ২ [লড়ন্তী ক্ষিপন্তী লীলা যস্য] ত্যাগশীল-চেষ্টাবিশিষ্ট।

ললহ (মালা রাসক্রীড়া) অভিলাষ,

২ মনোরম।

ললাটন্তপ (হরি ৫।২৪৬) [ললাটং তপতীতি তপ্+খচ্] সূর্য। ২ ললাট-তাপক।

ললাটিকা (হরি ৭।৫২০) [ললাট+ঠন্] ললাট-ভূষণ। ২ (কৃগ ২২০) পুষ্পমণ্ডন ; ইহা দ্বিবর্ণ পুষ্পে রচিত, ইহার দুইটি পার্শ্ব থাকে, মধ্যদেশ রক্তবর্ণ হয় এবং অলকাবলির মূলদেশে পরিহিত হয়। [৩ ললাটস্থ চিহ্ন]।

ললাম (উ ১৩।৪৯) চিহ্ন। ২ (আচ ৮।৫৯) ভূষণ। ৩ (গোবি ২৬) রমণীয়, ৪ প্রধান। [৫ ধ্বজ, ৬ শৃঙ্গ, ৭ বালধি, ৮ তিলক]।

ললামিকা (সা ৬) শ্রীরাধা।

ললিত (গৌবি ১১৪) ঈপ্সিত। ২ (গোলী ১২।৯৪) মনোহর, ৩ (সিন্ধু ২।১।২৬৭) যে অবস্থায় শৃঙ্গার-বহুল চেষ্টা পরিব্যক্ত হয়, তাহাই 'ললিত'। ৪ (সিন্ধু ১।১।১) বিলাস—শ্রী। ৫ (উ ৭।৮) সর্বোৎকৃষ্ট। ৬ (উ ১১। ৫৬) অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গী যদি ভ্রূবিলাসে মনোহারী এবং সুকুমার হয়, তবে সেই অবস্থার নাম হয়—'ললিত'। ৭ (মালা ছ ১৮) ক্রীড়া। ৮ (অকৌ ৫।৩৪) শৃঙ্গার রসে বাক্য ও বেশের মধুরতা। ৯ (ছ ৪।৩) বিষমপাদ ছন্দোভেদ। ১০ (ছপরি ১৯) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ১১ (গৌ ১।২ বাঙ্গালা মাত্রাবৃত্তে ললিতছন্দঃ—'শ্রীলগুরুপাদ বিপদমর্দন মঞ্জু মঙ্গল ধাম। যত্ন করি নিত করহু সেবন পূর্ণ হব সব কাম'। ১২ (কাব্য ৯। ৯৩) প্রস্তুত ধর্মিতে যে বর্ণনীয় বাক্যার্থ, তাহার বর্ণনা না করিয়া সেই বাক্যেই যদি তৎস্বরূপ কোনও অপ্রস্তুত বাক্যার্থের বর্ণনা করা হয়, তবে তাহাকে 'ললিত'-নামা অলঙ্কার বলে। -গতি (গৌ ১।৫৩) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ, যথা—'রচিহু আনন্দ হিয়। ছন্দ মম চিত্ত-প্রিয়'। -ভৃঙ্গ (মালা রাস°) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। -মান (উ ১৪।১০৩) মধুস্নেহ যদি স্বতন্ত্রভাবে (স্বাধীনভর্তৃকা অবস্থাদিতে) হৃদয়ঙ্গম (কান্তের হৃদয়গ্রাহী) কৌটিল্য এবং (বাচিক) নর্মবিশেষ ধারণ করে, তবে তাহাকে 'ললিত' মান বলে ; উহা কৌটিল্য ও নর্ম-ভেদে দ্বিবিধ। -রাগ (পদা ৭২) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগ-বিশেষ। লক্ষণ —'প্রফুল্ল-সপ্তচ্ছদ-মাল্যধারী, যুবাতিগৌরশ্চল-লোচনশ্রীঃ। বিনিঃসরন্ বাসগৃহাৎ প্রভাতে, বিলাসিবেশো ললিতঃ প্রদিষ্টঃ'।

ললিতা[1] (মালা বস্ত্র° ২) কমনীয়াঙ্গী। ২ (ভা ১০।৩০।১৯) মনোহরা। ৩ (গোলী ১০।৩৩) অনুরাধা। ৪ নীলাচলে আবির্ভূত ভগবদবতার শ্রীনীলমাধবের শবর-কুলোদ্ভূত সেবক বিশ্বাবসুর কন্যা। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পুরোহিত শ্রীবিদ্যাপতি ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। বর্তমানে শ্রীজগন্নাথের 'সুয়ার' পাণ্ডাগণ এই শবর-কন্যার গর্ভজাত বংশধর। ৫ (ছ ২।৮০) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৬ (আচ ২০।৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগিণীবিশেষ। সঙ্গীত-পারিজাতে (৪।৩) যথা—'যা গৌরীরাগ-সম্ভূতা ললিতা পঞ্চ-মোজ্ঝিতা। সাংশোদ্গ্রাহা তথা মান্তা গীতান্তে সা সুশোভনা'।

ললিতা[2] (কৃগ ৮০—৮২) অষ্টসখীর প্রথমা ও বরীয়সী ; ইনি শ্রীরাধা হইতে ২৭ দিনের জ্যেষ্ঠা, অপর নাম—অনুরাধা। স্বভাব—বামা প্রখরা, অঙ্গকান্তি—গোরোচনাতুল্য, বস্ত্র—ময়ূরপিচ্ছের ন্যায়। ইঁহার মাতার নাম—সারদী, পিতা—বিশোক, পতি—গোবর্দ্ধন-সখা ভৈরব। যূথ (কৃগ ২৪২) রত্নপ্রভা, রতিকলা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখিকা, সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী ও কলাপিনী—এই অষ্ট সখী। সেবা (কৃগ ১২৯—১৩৬) পরম-শ্রেষ্ঠ সখীগণের অগ্রণী, সকলের অধ্যক্ষা, সর্বভাববিজ্ঞা,প্রেম-ব্যাপারের সন্ধি ও বিগ্রহনীতিতে বিশারদা, শ্রীরাধার নিকট দৈবতঃ অপরাধ করিলে মাধবের প্রতি ক্রোধে ইনি মুখ উত্তোলিত করিয়া রাখেন। বিগ্রহ, প্রৌঢ়িবাদ, প্রত্যুত্তর এবং সিদ্ধান্তাদি-বিষয়ে প্রতিভান্বিতা সখীগণ-কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া বিগ্রহেই প্রচুরতর আগ্রহ করেন ; সন্ধিকালে ইনি উদাসীনবৎ থাকিয়া পৌর্ণমাসী-দ্বারা যুক্তিবিধানে সন্ধি করান। পুষ্পময় ভূষণ, ছত্র, শয্যা, চন্দ্রাতপ এবং গৃহাদির নির্মাণে, ইন্দ্রজাল-বিদ্যায়, প্রহেলিকা-রচনায় ইনি পারদর্শিনী। তাম্বুল-সেবায় যে সকল বয়স্যা ও দাসী নিযুক্ত আছেন, মদনোন্মাদিনী বাটীতে যে সব কিঙ্করী আছেন ; পুষ্প, লতা, তাম্বূললতা, গুবাক-বৃক্ষাদির অধিকারে যে সকল সখী বা বনদেবী নিযুক্ত আছেন এবং উৎকৃষ্ট মাল্যোপজীবিগণের যেসব কন্যারা আছেন, ললিতাই সেই

সকলের অধ্যক্ষা। রত্নপ্রভাদি অষ্ট সখী ইঁহার আনুগত্যে সেবাদি করিয়া থাকেন।. -দৃষ্টি (কর্ণা ১৩) মধুর, কুঞ্চিতাপাঙ্গ, ভ্রূক্ষেপযুক্ত, মৃদুমন্দ হাস্য-শোভিত এবং কামোদ্দীপিত দৃষ্টিকে 'ললিতা' বলে—[সঙ্গীত-রত্নাকর ৭।৪২২]। -প্রিয় (রত্না ৫।২৯৭৬) তাল-বিশেষ।

লব (ভা ৯।১১।১১) শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীসীতাগর্ভজ যমজ-পুত্রের কনিষ্ঠ। ২ (নিবি ১৯) লবঙ্গলতা, ৩ (স্যাকৌ ৯।৬) ছেদন, ৪ (আচ ১১।১১৮) লীলা। ৫ (আচ ১।২৪) লেশ। ৬ (কৃষ্ণ ১৮২) অত্যল্পকাল [২১·৩ অণুপল=৩২/২২৫ সেকেণ্ড। ৭ (আচ ১৫।২৪৭) উৎখাত। ৮ (গোচ পূর্ব ৬।৯১) সূক্ষ্ম। [৯ বিনাশ, ১০ বাল কেশ, ১১ গোপুচ্ছ-লোম]।

লবক (গৌবি ৬৩) ছেদক। ২ (বৃ ৩।৫০) সামান্য।

লবঙ্গ-মঞ্জরী (কৃগ পরি ১৮২) শ্রীরাধার নিত্যসখী। ২ লবঙ্গ পুষ্পের মঞ্জরী। °**বতী** (আচ ৬। ২২) শ্রীযশোদার দাসী। -**বল্লী** (চচ ১৮) শ্রীনন্দীশ্বর-স্থিতা শ্রীকৃষ্ণ-পরিচারিকা। ২ (বিনা ৫।৩৪) লবঙ্গলতা।

লবঙ্গী (উ ১৩।৩৯) শ্রীরাধার সখী।

লবণ (ভা ৯।১১।১৪) মধুদৈত্যের পুত্র, অসুর। শত্রুঘ্ন ইঁহাকে বধ করত মধুপুরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ২ (হরি ৭।৬২৮) [লবণেন সংসৃষ্টঃ] লবণ-দ্বারা প্রস্তুত শাকসূপাদি ব্যঞ্জন। ৩ (হরি ৭।৯৬৮) ক্ষাররসযুক্ত। [৪ রসভেদ, ৫ সিন্ধুদেশ, ৬ লাবণ্য-বান্]। -**সাগর** (চৈভা মধ্য ২৩। ১৯৯) পুরাণোক্ত সপ্ত সাগরের অন্যতম।

লবণা (উ ১১।২৮) কান্তি—স্ত্রী।

লবণাপুপ (ভা ১০।৫৩।৫৮) কচুরী —বি।

লবণিমা (আচ ১৩।১৩৭) লাবণ্য।

লবন (গোলী ১১।৫২) ছেদন, ২ নোনা, আতাবৃক্ষ।

লবলী (ছ ৪।৭) বিষমপাদ ছন্দো-বিশেষ। ২ (ব্রজ ২।৮) নোড়বৃক্ষ।

লবাত্মা (চৈত ৩।১৩।৪৯) ক্ষুদ্রচিত্ত। ২ অতিতুচ্ছ।

লবিতা (গোবি ৬৫) ছেদক।

লবিত্র (হরি ৫।৩৬৪) [লুঞ্ ছেদনে + ইত্র] দাত্র, ছেদক।

লষণ (হরি ৫।৩৩৬) [লষ কান্তৌ+ অন্] দীপ্তিশীল।

লস (আচ ১১।১২০) রস। **লসা**— হরিদ্রা। **লসিকা**—লালা।

লস্ত—শ্লিষ্ট, ২ শিল্পযুক্ত।

লস্তক (গোচ উত্তর ৪।৫৯) ধনুর মধ্যভাগ।

লস্যমান (আচ ১১।১২১) শ্লিষ্যমাণ, ২ (আচ ১০।৭৭) দীপ্তিযুক্ত।

লহরী (বৃভা ২।২।২২০) পরম্পরা, ২ তরঙ্গ। ৩ (সিন্ধু ২।১।৩৩৭) অবিচ্ছিন্ন আবির্ভাব—স্ত্রী।

লা (চৈকা ১৯।২৫) গ্রহণ।

লাক্ষণিক (হরি ১।৭০, ৫।১৫) লক্ষণাশক্তিযুক্ত অর্থবোধক শব্দ, যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যে গঙ্গাতটাদি। ২ লক্ষণযুক্ত।

লাক্ষা (গোলী ১১।৫১) লা, ২ রঞ্জনদ্রব্য, যাবক। -**ভবন** (ভা ৩।১। ৬) জতুগৃহ।

লাক্ষিক (হরি ৭।৩২৯) [লাক্ষয়া রক্তঃ] লাক্ষাদ্বারা রঞ্জিত।

লাঘব (আচ ১৪।৬৭) [রাঘ লাঘ সামর্থ্যে] সামর্থ্য। ২ (চৈভা আদি ১৩।৫৬) অপমান, [৩ আরোগ্য]।

লাঙ্গল (ভা ৯।১২।১৪) ইক্ষ্বাকু-বংশ্য শুদ্ধোদের পুত্র। [২ ভূমিকর্ষক যন্ত্র, ৩ লিঙ্গ, ৪ তাল বৃক্ষ, ৫ পুষ্পবিশেষ, ৬ গৃহদারু]।

লাঙ্গলী (গোলী ১৯।৫৮) নারিকেল বৃক্ষ। ২ (আচ ১৫।১১৫) বলদেব।

লাঙ্গূল (হ ৮।১৫৭) জন্তুবিশেষ, বানর।

লাজ (মাম ৭।৯) অক্ষত, খৈ। [২ আর্দ্র তণ্ডুল, ৩ উশীর]।

লাঞ্ছন (বৃ ১৬।১) চিহ্ন, ২ কলঙ্ক। ৩ অঙ্কন। ৪ নাগ। **লাঞ্ছনী** (মাম ৮।১১৪) চিহ্ন। **লাঞ্ছিত** (আচ ১১।১১০) চিহ্নিত। ২ দূষিত।

লাট (অকৌ ৭।৩) বিদগ্ধ। [২ বস্ত্র, ৩ দেশভেদ, ৪ জীর্ণালঙ্কার]।

লাটানুপ্রাস (অকৌ ৭।৩) কোমল-বর্ণ-ঘটিত অনুপ্রাস, যথা—'লীলালস ললিতাঙ্গী'।

লাটী রীতি (অকৌ ৯।৬) সর্বত্র লকারাদি মৃদু বর্ণ-বাহুল্যে যে রচনায় শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, অনুপ্রাস-বহুলা তাহাকে 'লাটী' রীতি বলে। 'রসামৃতশেষ'-মতে—বৈদর্ভী এবং পাঞ্চালী রীতির নিয়মানুসারিণী রচনাই লাটী রীতি।

লাপ (বৃভা ২।৭।১২৬ টী) বচন।

লাফ্রা (চৈচ মধ্য ১২।১৬৭) বিবিধ তরকারী-মিশ্রিত ব্যঞ্জন।

লাভ (ল ১।২।১০) ফল—স্বামী। ২ (হরি ৭।৭৫৮) বাণিজ্যহেতু অধিক-প্রাপ্তি।

লাম্পট্য (বৃভা ১।৩।৩০) রসিকতা।

লাল (আচ ৫।১১২) [লল ঈপ্সায়াং ঘঞ্] লালনীয়। **লালন** (চৈকা ১১।৪৯) চালন। ২ স্নেহপূর্বক পালন।

লালস (আচ ১৩।৮) [লস্ কান্তৌ] অতিশয় কান্তিবিশিষ্ট। ২ (বৃভা ১।৪।৭৯) অতি উৎসুক। ৩ (মালা প্রেমেন্দু ২৭) অতিতৃষিত। ৪ (ভা ১০।৬১।৫) ঔৎসুক্য, তৃপ্ত্যভাব। ৫ (উ ১৫।২৩) অভীষ্ট বস্তুপ্রাপ্তির ইচ্ছায় গাঢ় গৃধ্নুতা। ইহাতে ঔৎসুক্য, চাপল্য, ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি অনুভাব প্রকাশ পায়। ৬ (গীগো ১।৩৯) প্রার্থনা—প্রবো।

লালসা (সিন্ধু ১।২।১৫৩) জাতরতি সাধকের স্বাভীষ্ট-প্রার্থনা—জী, মু। ইহা বিজ্ঞপ্তি-নামক ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত —রাগানুগমার্গে ইহার অধিকার। ২ (বৃভা ২।১।১২৮) মহামনোরথ। ৩ পরমৌৎসুক্য-বিশেষ।

লালস্য (আচ ১৩।২০) লালসা।

লালস্যমান (চৈনা ১।৪১) দেদীপ্যমান।

লালাটিক (গোচ পূর্ব ৩০।৪৯) কার্যাসমর্থ, ২ ভাগ্যাধীন, ৩ ললাট-সম্বন্ধী।

লালাভক্ষ (ভা ৫।২৬।২৬) নরক-বিশেষ।

লালামিক (হরি ৭।৬৩৭) [ললামং গৃহ্লাতীতি ঠক্] সৌন্দর্যগ্রাহী, ভূষণ-ধারী।

লালিকা (সা ৬) শ্রীরাধা।

লালিত (উ ১০।৫৮) উপসেবিত—জী। ২ ঈপ্সিতীকৃত—বি। ৩ (আচ ১।৫৮) ললিতীকৃত। ৪ (গোলী ২।৯৮) জটিত, মিলিত।

লালিত্য (ছ ২।১৬৮) দ্বাবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [২ সৌন্দর্য, ৩ মনোহারিতা]।

লাল্য (গোচ উত্তর ৩৭।২১৫) লালন-কার্য। ২ (সিন্ধু ৩।২।১৪৮) কনিষ্ঠত্ব ও পুত্রত্বাদির অভিমানী ব্যক্তিগণ। কনিষ্ঠ—সারণ, গদ ও সুভদ্রাদি এবং পুত্র—প্রদ্যুম্ন, চারু-দেষ্ণ ও শাম্ব প্রভৃতি।

লাব (গোলী ১৩।৪৫) ছাতার পক্ষী। [২ ছেদন]।

লাবক (আচ ৭।৭৮) নাশক। ২ (চৈকা ১৯।৪৫) পক্ষি-বিশেষ।

লাবণিক (হরি ৭।৬৫১) লবণের ব্যবসায়ী। ২ লবণে সংস্কৃত ঔষধাদি।

লাবণ্য (ভা ১০।৪৪।১৪) কান্তি-কন্দলী-চাকচিক্য—জী। ২ (উ ১৪।৮৩) লবণতা। ৩ (উ ১০।২৮) মুক্তাফলসমূহের মধ্যদেশ হইতে নির্গত কান্তির তরলতার (তরঙ্গায়-মানতার) ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতি-স্বচ্ছতাবশতঃ যে কান্তিতরঙ্গ (চাকচিক্য) খেলিয়া থাকে, তাহাকে 'লাবণ্য' কহে।

লাবিত (আচ ২০।১৬৩) ছেদিত।

লাবী (আচ ১৫।১০১) ছেদী।

লাষী (আচ ১২।৬২) [লষ্ শিল্প-যোগে] শিল্প।

লাষুক (হরি ৫।৩৩৯) [লষ্ কান্তৌ +উকণ্] ইচ্ছাশীল, ২ দীপ্তিবিশিষ্ট।

লাস (নিবি ৩৭) স্ত্রীনৃত্য।

লাসন (নিবি ৩৭) অভিলাষ।

লাসর (সাকৌ ৯।৮) কান্তিপ্রদ।

লাসিকা (গোলী ১০।১৭) নর্তকী। ২ (উ ৪।৫২) শ্রীরাধার প্রাণসখী। ৩ (আচ ২।১৮) প্রকাশিকা।

লাস্য (গোলী ১৩।১১১) স্ত্রীনৃত্য। ২ (কর্ণা ২২) শোভা-বিশেষ।

লিখন-বৃত্তি (চৈচ মধ্য ১৭।৯২) পুঁথি নকল করিয়া অর্থোপার্জন।

লিঙ্গ (ভা ১০।৩।৫৩) চিহ্ন—সনা। ২ বিশেষ—বি। ৩ (ভা ১২।৬।৩৪) গমক, জ্ঞাপক। ৪ অবয়ব-বিশেষ। ৫ (ভা ৫।১১।৭) কারণ। ৬ (ভা ৩।৫।৩৭) শরীর। ৭ (ভা ৬।৯।২৪) রূপ। ৮ (ভা ৭।২।২২) মূর্তি। ৯ (বৃভা ২।৩।১৩) কারণরূপ সূক্ষ্ম উপাধি—এই শরীরই জীবত্বের হেতু। ১০ (ভা ১১।১১।৩৪) প্রতিমা। ১১ (ভা ১০।৮৭।১২) মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক বাক্য। ১২ (চৈত ১০।৬৩।২৫) [লিঙ্গ্যতেঽনেনেতি] বৈভব। ১৩ (কৃষ্ণ ২৮) শব্দসমূহের অর্থ-প্রকাশন-সামর্থ্য। ১৪ (হরি ২।১) ধাতু ও বিভক্তি-ব্যতীত অর্থযুক্ত শব্দরূপ। ইহার অপর সংজ্ঞা—নাম। ১৫ (রত্ন ৩।১) অনুমিতির সাধন-চিহ্ন। **-রূপ** (ভা ৪।২৯।৩৬) উপাধিভূত। **-বিবরণ** (ভা ৬।৯।৪০) মূর্তি-প্রকটন। **-শরীর** (প্রীতি ১১) কারণভূত, সূক্ষ্মতম, অতীন্দ্রিয় ও অব্যক্ত দেহ। ইহার উৎপত্তি, স্থিতি বা লয় নাই, সদা একরূপ। স্থূল-শরীর-ধ্বংসে উৎক্রান্ত জীব যে দেহ অবলম্বন করিয়া লোকান্তরে যায়, তাহাই 'লিঙ্গ-শরীর'। এই শরীরে অসংখ্য কর্ম-সংস্কার নিবদ্ধ থাকে। প্রাক্তন কর্মসংস্কার লইয়া জীব স্থূল-দেহে প্রবেশ করে। স্থূলদেহের উৎপত্তির পূর্বেও লিঙ্গদেহ থাকে।

জীব যতদিন মায়ার অধিকারে থাকে, ততদিন লিঙ্গশরীরে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ক্রম-মুক্তিতে প্রকৃতির আবরণভেদ পর্য্যন্ত এই শরীর বর্ত্তমান থাকে এবং ঐ আবরণ-ভেদে উহারও নাশ হয়। সদ্যোমুক্তিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দুইই নাশ প্রাপ্ত হয়। উৎক্রান্ত জীব লিঙ্গশরীর পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তবে নিত্য ধামে পার্ষদত্ব প্রাপ্তি করেন। ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির প্রারব্ধ ভোগ পর্য্যন্তই লিঙ্গশরীরের স্থিতি, কিন্তু সাধারণ জীব প্রারব্ধ ভোগ করিয়া অপ্রারব্ধভোগের জন্য পুনঃপুন দেহগ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে। প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ ক্ষয়ে পার্ষদতনু প্রাপ্তি হয় বলিয়া উহা কর্ম্মারব্ধ নহে, নিত্য শুদ্ধ ও ভগবৎ-সেবোপযুক্ত। আবার কখনও প্রাকৃত দেহই অচিন্ত্য ভগবৎশক্তিতে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে, যেমন ধ্রুব। **-স্ফোট-নৃসিংহ** (ভা ১২।২৪ টী) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে অন্ত্যভাগে এই উপাখ্যান আছে—বিষ্বক্‌সেন নামে এক ব্রাহ্মণ একান্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি পৃথিবী-পর্য্যটনে বাহির হইয়া একদা এক গ্রামাধ্যক্ষ পুত্রের সহিত মিলিত হন। ঐ গ্রামাধ্যক্ষ শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—বালকটি দেবপূজায় স্বীয় অসামর্থ্য নিবেদন করত বিষ্বক্‌সেনকে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রীবিষ্ণু-ভিন্ন অন্য দেবতার পূজায় অসম্মত হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইল। তাহার হস্তে মৃত্যু অবাঞ্ছনীয় মনে করিয়া তিনি লিঙ্গ-সমীপে গিয়া 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদানমাত্রই সেই বালকটি ব্রাহ্মণের পুনর্বার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে সেই লিঙ্গ স্ফোটন করিয়া শ্রীনৃসিংদেব বহির্গত হইলেন এবং সপরিকর গ্রামাধ্যক্ষের শিরশ্ছেদ করিলেন—জী।

লিঙ্গাভিমান (ভা ৭।২।২৫) দেহ-ভাবনা।

লিঙ্গালয় (ভা ৯।৪।১৯) প্রতিমাস্থান —স্বামী। ২ প্রতিমা ও মন্দির, ৩ নিত্যধাম ও বৈষ্ণব—বি।

লিঙ্গিনী (উ ৭।৬৪) পৌর্ণমাসীতুল্যা তাপসীবেশা দূতী। **লিঙ্গী**—চিহ্নবান্। ২ কপট সন্ন্যাসী, ৩ প্রশস্ত-লিঙ্গবান্, গজ।

লিপি (ছ ১।১৭) বর্ণ। [২ পত্র, ৩ লেখন]।

লিপ্ত (গীতা ১৮।১৭) আসক্ত। [২ ভুক্ত, ৩ কৃতচন্দনাদি-লেপ, ৪ গিলিত, ৫ বিষদিগ্ধ]।

লিপ্তি (গোচ পূর্ব ২৫।৮) লেপ।

লিপ্তিকা (ভা ৫।২২।১১) দণ্ড—বি।

লিম্প (হরি ৫।২০৭) [লিপ উপদেহে +শ] লেপনকর্ত্তা।

লিম্পাক (চরিত ৫।১৩) পাতিনেবু, ২ জম্বীর।

লিলিক্ষা (আচ ২২।১৩) লেহনেচ্ছা।

লী (আচ ১৮।১৯৫) সংশ্লেষ।

লীঢ় (লহরী ১।১) স্পৃষ্ট। ২ আস্বাদিত।

লীন (ভা ১।১৫।৩০) পলায়িত—জী। ২ সুশ্লিষ্ট, দুর্লক্ষ্য—বি।

লীল (আচ ১৮।১৯৫) [লীঃ সংশ্লেষস্তাং লাতীতি] সংশ্লিষ্ট।

লীলা (কর্ণা ৪৯) নানাভাবোদ্‌গার-ভঙ্গী—স্ব ২ (মুক্তা ১১।১৯) বিদগ্ধচেষ্টা। ৩ (ভা ১০।২৯।১১) মন্দগতি—স্বামী। ৪ (ভা ১।১।১৮) সৃষ্ট্যাদি ও ভূভার-হরণাদি কর্ম্ম—জী। ৫ (উ ১১।১৮) রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদিদ্বারা প্রিয়ানুকরণ। (যাম ১।২৭) অলব্ধ-প্রিয়সঙ্গা নায়িকা-কর্ত্তৃক স্বচিত্ত-বিনোদের জন্য সখীগণ-সবিধে ক্রিয়মান প্রিয়তমের বেশ, গতি, দৃষ্টি, হাস্য, বাক্য প্রভৃতির অনুকরণ। যথা শব্দকল্পদ্রুমে—'অপ্রাপ্ত-বল্লভ-সমাগম -নায়িকায়াঃ, সখ্যাঃ পুরোঽত্র নিজচিত্তবিনোদবুদ্ধ্যা। আলাপ-বেশ-গতি-হাস্য-বিলোকনাদ্যৈঃ, প্রাণেশ্বরানুকৃতিমাকথয়ন্তি লীলাম্' ॥ ৬ (উ ১০।৪৪) সুচারু বিক্রীড়া, তাণ্ডবনৃত্য, বেণুবাদন, গোদোহন, গোবর্দ্ধন-ধারণ, গো-আহ্বান, গমনাগমনাদিকে রসশাস্ত্রে 'লীলা' বলে। ৭ (রত্না ৫।২৯৭৬) তাল-বিশেষ। ৮ (সা ৬) শ্রীরাধা। ৯ (আচ ৮।৮৯) বিলাস। ১০ (চৈত ১০।৫২। ৩৬) শ্রীভগবানের শক্তিত্রয়ের একতমা। ১১ (আচ ১৬।২) নেত্রাস্ত চরণাদি অঙ্গের ভঙ্গী। ১২ (কৃষ্ণ ১৮২) যেপ্রকাশের কোনও সময়ে অবসান ঘটে, তাহাই 'লীলা'। (সভা ১।৭১৪) প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে ইহা দ্বিবিধা। প্রপঞ্চের গোচরীভূত লীলাই প্রকট এবং তদ্‌ভিন্ন অন্য সমস্তলীলাই অপ্রকট। ১৩ (ভা ১১।১৮।৩৫) স্বেচ্ছা। ১৪ (উ ৫। ৬৪) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠমধ্যা প্রেয়সী ও যুথেশ্বরী। **-কমল** (ভা ১২।১১।১৫) শ্রীনারায়ণের ষড়ৈশ্বর্য্যরূপ ষড়্‌গুণ। **-কর** (ছ ২।১৮১) দণ্ডক ছন্দো-বিশেষ। **-খেল** (ছ ২।১১৪)

পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ। **লীলাঙ্গ** (রত্ন ২।৩৮) লীলাগত দেশ, কাল ও পরিকরাদি। **-চৌর্য** (উ ১৫।২৩৭) লীলাবশতঃ বংশী, বসন ও পুষ্পাদি চুরি। **-তনু** (সভা ১। ২৯৭) লীলাসম্পাদনার্থ আবিষ্কৃত সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ। **-পদ্ম** (চৈচ অন্ত্য ১৫।৫২) শৃঙ্গার-সূচনার্থ শ্রীকর-ধৃত কমল। **-পরিকর** (সভা ১। ৭১৩) ব্রজবাসী যাদবগণ—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, নলকূবর ও মণিগ্রীব প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদিমুনিগণ—কেশিপ্রভৃতি দানবগণ—কালীয় প্রভৃতি নাগগণ, শঙ্খচূড়াদি যক্ষগণ—সকলেই লীলা পরিকর। নিত্যধামে লীলাপরিকরের মধ্যে যে দানবাদির উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব। **-পরিকরগণের নিত্যতা** (কৃষ্ণ ১১৭) শ্রীদ্বারকা ও মথুরায় যাদবাদি এবং শ্রীবৃন্দাবনে গোপ-গোপী প্রভৃতিই লীলাপরিকর। দ্বারকাদি ধাম যেরূপ নিত্য, প্রকাশ-ভেদে যুগপৎ বহুপ্রকারে বহুস্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারেন, তদ্রূপ পরিকরগণও নিত্যই, একই সময়ে বহুস্থানে অনন্ত বৈভব-প্রকটনে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকররূপে যাদব ও গোপগণের আরাধনাদির প্রসঙ্গ বহুশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। প্রকটকালে মথুরায় রাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নাদির কথা প্রসিদ্ধ না থাকিলেও গোপাল-তাপনীর প্রামাণ্যে মানব-নেত্রের অগোচরে তাঁহাদের নিগূঢ় অবস্থানেরই ইঙ্গিত দিতেছে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারকা ও বৃন্দাবনের প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশে দানব ও গোপগণকেই নিত্য পরিকর-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা নিত্য হইলে শস্ত্রাঘাত (যাদবে), বিষজল পানে মূর্চ্ছা (গোপে), তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের ইচ্ছা (শ্রীবসুদেব, উদ্ধবাদিতে) সংসার-নিস্তারোপায় জিজ্ঞাসা (বসুদেব প্রভৃতিতে) শুনা যায় কেন? উত্তর—প্রকটলীলায় নরলীলাবৎ ব্যবহার-মিশ্রণ থাকে বলিয়া, কদাচিৎ প্রাপঞ্চিক লীলারও মিশ্রণ হয় বলিয়া তাহা তাহা সংঘটিত হয়। **-পরিকরত্বপ্রাপ্তি** (উ ৩।৪৯—৫১) শ্রীবিশ্বনাথ **আশঙ্কা** তুলিতেছেন—ইদানীন্তন রাগানুগীয় সাধনবান্ ব্যক্তিরা ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্ত্যাদি ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া যদি কোনও জন্মে প্রেমপ্রাপ্তি করেন, তবে ত তাঁহারা ভগবৎসাক্ষাৎসেবা-যোগ্য হইলেন, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য তাঁহারা সেই দেহত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কি অপ্রকট প্রকাশে লীলা-পরিকর হইবেন অথবা প্রপঞ্চ-গোচর কৃষ্ণাবতারকালে পরিকরত্ব-প্রাপ্তি করিবেন? **উত্তর**—সাধক-দেহে প্রেম-পরিণাম স্নেহ, মান, প্রণয়াদি স্থায়িভাবের সম্ভাবনা নাই বলিয়া—পক্ষান্তরে গোপীদেহেই নিত্যসিদ্ধা মহাভাববতী গোপীদের সঙ্গবলে দর্শন, শ্রবণ, স্মরণ ও গুণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা স্নেহাদি স্থায়িভাবের অবশ্যই প্রকাশ হয় বলিয়া—আবার প্রপঞ্চের অগোচর বৃন্দাবনীয় প্রকাশে সাধক ও প্রাপঞ্চিক লোকের প্রবেশাধিকার নাই অথচ সিদ্ধ ব্যক্তিদেরই প্রবেশ আছে বলিয়া ঐ অপ্রকট প্রকাশটির কেবল সিদ্ধ-ভূমিত্ব-নিবন্ধন স্নেহাদি ভাবগুলি স্বস্বসাধনযোগেও শীঘ্র ফলদান করে না; অতএব জাতপ্রেম ভক্তগণকে যোগমায়া প্রপঞ্চ-গোচর বৃন্দাবনের প্রকাশেই শ্রীকৃষ্ণাবতারকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রাথমিক সঙ্গপ্রাপ্তি করাইতে লইয়া যান। প্রকট-প্রকাশই সাধক, প্রাপঞ্চিক লোক ও সিদ্ধ প্রভৃতির মিলন-ভূমি। প্রকট বৃন্দাবনে জন্ম ধারণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁহাদের স্নেহাদি ভাবসিদ্ধি হয়! ইহাতে কালবিলম্বলেশও হয় না, যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, প্রকট-লীলারও বিচ্ছেদ নাই, জাতপ্রেম সাধকগণ তৎক্ষণাৎই প্রকট ব্রজেই গোপিকা-রূপে জন্মপ্রাপ্তি করেন। অত্রত্য ক্রমটি এইরূপ—(১) রাগানুগীয়-সম্যক্ সাধন-নিরত, (২) জাতপ্রেম, (৩) দীর্ঘ-কালব্যাপী সাক্ষাৎ-সেবাভিলাষ-মহোৎকণ্ঠা-বিশিষ্ট, (৪) অলব্ধস্নেহাদি প্রেমপরিপাক ভক্তকেও সাধকদেহেও স্বপ্নেও সাক্ষাৎ ভাবেও ভগবান্ কৃপা-করত তদভিলষিত সেবাপ্রাপ্তির অনুভাবক সপরিকর একটি বার দর্শন দেন। (৫) তৎপরে চিদানন্দময়ী গোপিকাকৃতি দেহ দেন, (৬) তৎপরে বৃন্দাবনীয় প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণ-প্রাদুর্ভাবকালে সেই দেহই যোগমায়া গোপিকাগর্ভ হইতে আবির্ভূত করান। **-প্রবিষ্ট** (ভক্তি ১৮৭) প্রাপ্ত-ভগবৎ-পার্ষদদেহ, যথা শ্রীনারদ ভক্তসিদ্ধ। **-ভক্ত** (উ ৩।৫২—৫৩) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—লীলাভক্ত ত্রিবিধ। স্বস্ববাসনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের

লীলাপরিকরগণের শুদ্ধানুগত্যযুক্ত, অহংগ্রহোপাসনাময় এবং আনুগত্য-হীন। আদ্যপক্ষে—কোনও কোনও দেব শ্রীদাম সুবলাদির প্রিয়সখা, কোনও কোনও দেবী শ্রীরাধাদির প্রাণসখী; এমন কি কেহ কেহ শ্রীনন্দযশোদাদিরও সখা সখী হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়পক্ষে কেহ কেহ শ্রীদামাদিতে ও শ্রীনন্দ-যশোদাদিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; যেমন দ্রোণ, ধরা ও বসু প্রভৃতি নন্দ, যশোদা ও উদ্ধব ইত্যাদিতে, কোনও কোনও ঋষিগণ গোবৎসে এবং বৃন্দাবনীয় পক্ষি-প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রবেশ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ—ব্রজে গোপিকা-দেহ অস্বীকার করত লক্ষ্মীপ্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা অলব্ধ-মনোরথ হইয়াছেন। ইঁহারা লীলা-পরিকরের আনুগত্য-হীন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও প্রাপ্তি করিতে পারেন নাই।

লীলাভিধ্যান (ভা ৩।২৮।৬) লীলার সহিত শ্রীচরণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান—বি। °ভুমির **প্রকাশভেদ** (কৃষ্ণ ১২—১৪) একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন লীলার্থ বহু প্রকাশ আবিষ্কার করেন, তদ্রূপ তদীয় ধামেরও লীলাধিষ্ঠান-জন্য প্রকাশভেদ হইয়া থাকে। প্রকাশভেদ হইলেও কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ লীলাস্থান-সমূহের একে অন্যকে প্রায়ই আক্রমণ করে না। প্রকটলীলাতেও অসম্মিশ্রভাবে লীলা-সমাধানকারী বিচিত্র অবকাশ-যুক্ত ধাম দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ যোজন-মাত্র দ্বারকায় ক্রোশদ্বয় পরিমিত-গৃহকোটি ও তাবতীয় বস্তুর সমাবেশ এবং অল্পপরিমিত গোবর্দ্ধনগর্ত্তেও অসংখ্য গোকুলের প্রবেশ—শ্রীনারদ-দৃষ্ট যোগমায়া-বৈভবে দ্বারকায় যুগপৎ প্রাতঃকালীয়, মাধ্যাহ্নিক ও সায়ন্তন লীলার সমাবেশ ইত্যাদি দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট-লীলায় প্রকাশভেদ—যামলে, ব্রহ্ম-সংহিতায়, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়। প্রকট-লীলানুগত প্রকাশ-ভেদ বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধ। শ্রীবৃন্দাবনীয় অপ্রকট-লীলানুগত প্রকাশই গোলোক, উহার মন্ত্রোপাসনাময়ীতে যে প্রকাশ, তাহা কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য-বিশিষ্ট অর্থাৎ সেই সেই মন্ত্রসকলের ধ্যানানুযায়ী প্রতিনিয়ত লীলাস্থান-বিশেষেই সংঘট্যমান হয়। প্রকট-লীলা কিন্তু তদানীন্তন ভাগ্যবিশেষ-বিশিষ্ট প্রাকৃত জনেরও দৃশ্য। সম্প্রতি এই প্রকাশের অংশবিশেষ আমরাও দেখিতেছি। শ্রীভগবান্ যেমন স্বেচ্ছাক্রমে লৌকিকলীলা অঙ্গীকার করেন, তদ্রূপ শ্রীধামসমূহও নরলোকে প্রাকট্যহেতু লৌকিকলীলা-বিশেষ স্বীকার করত প্রাকৃত জগতের ন্যায় রীতি অবলম্বন করিতে দেখা যায়। লীলা-নিবন্ধন ধামের যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা কাল-কৃত পরিণাম নহে। অস্মদ্দৃশ্যমান ধামসকলেরও প্রপঞ্চাতীতত্বাদি গুণ-মালাদ্বারা ভগবৎসাদৃশ্য শ্রুতিস্মৃতি-দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রকট-লীলায় একস্থান হইতে স্থানান্তরে যখন শ্রীকৃষ্ণ যান, তখন আধারশক্তি-রূপ ধাম সেই স্থানান্তরে আবিষ্ট হন; কিন্তু বৃন্দাবনব্যতীত অন্য বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত হইলেও শ্রীকৃষ্ণলীলাস্পদ নহে—ইহাও জ্ঞাতব্য।

লীলাভেদ (প্রীতি ১৫০) উদ্দীপন-সমূহ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিবিধা লীলা—(১) মায়িকী ও (২) স্বরূপশক্তিময়ী। ভগবৎসান্নিধ্যমাত্রে মায়াদ্বারা প্রকাশিতা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি ক্রিয়া—মায়িকী। আর তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-চেষ্টা—স্মিত, বিলাস, খেলা, নৃত্য ও যুদ্ধাদি—স্বরূপশক্তিময়ী লীলা। লীলাবিনোদী ভগবানের লীলা করাই যখন স্বভাব, তখন তিনি যে যে যোনিতে (মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি-রূপে) আবির্ভূত হন, তত্তৎজাত্যু-চিত লীলায় অভিনিবেশও দৃষ্ট হয়। লীলাবতার-বিনোদরূপাই কিন্তু প্রশস্ততরা [ভক্তি ২৫৪]।

লীলা-মঞ্জরী (কৃগ পরি ১৮৪) শ্রীরাধার কিঙ্করী। **লীলায়িত** (বৃভা ১।৪।২১) লীলাবেশে অনুষ্ঠিত। ২ (মালা গো ২) চরিত। **লীলাল** (আচ ৭।৪১) [লীলাং লাতি গৃহ্লাতীতি] লীলাবিনোদী।

লীলাবতার (আচ ১৮।১০১) লীলা-প্রকাশ। ২ (গস কৃষ্ণ ২৬) পাঁচ প্রকার—(১) দ্বিপরার্দ্ধাবতার, (২) কল্পাবতার, (৩) মন্বন্তরাবতার, (৪) যুগাবতার, (৫) স্বেচ্ছাময় সময়াব-তার। ক্রমশঃ উদাহরণ—(১) পুরুষাদি, (২) ক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতি, (৩) যজ্ঞাদি, (৪) শুক্লাদি এবং (৫) শ্রীকৃষ্ণরামাদি। °বতী (উ ৬।১৫) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, 'তারার' সুহৃৎ। -বর্ণন (সিন্ধু ৩।৪।৭৬) ভক্তিরসা-মৃতে ত্রিবিধ লীলাবর্ণন দৃষ্ট হয়, ব্রজলীলাময়ী, ব্রজত্যাগময়ী ও পুর-লীলাময়ী। শ্রোতারাও ত্রিবিধ—

ব্রজজনানুগ, পুরজনানুগ ও তটস্থ। সর্ববিধ শ্রোতার সুখবিধানজন্যই পূর্বোক্ত ত্রিবিধ লীলার বর্ণনা। তটস্থ শ্রোতাদের শ্রীকৃষ্ণমাত্রে তাৎপর্য বলিয়া সকল লীলাই সুখকর হয়। পুরজনানুগ শ্রোতাগণের ব্রজলীলা সুখপোষিকাই হয়। তাঁহাদের ভাবনা এইরূপ—আমাদের বসুদেব-নন্দনই ঐ ব্রজে বাস করিয়া বিচিত্র লীলা করত পুরে আসিয়া আবার লীলাবিনোদে বসুদেবাদির সুখ সম্পাদন করিতেছেন। ব্রজজনানুগ শ্রোতাদের কিন্তু পুর-সম্বন্ধিনী লীলা সুখপোষিকা ত নহেই বরং যথেষ্ট দুঃখদায়িকাই, যেহেতু শ্রীভাগবতে পুনরায় ব্রজে আগমনের বর্ণনা নাই, সুতরাং ব্রজলীলাময়ী লীলাই যখন দুঃখকররূপে পর্যবসিত, তখন ব্রজত্যাগময়ী লীলার ত কথাই নাই। এই কারণে শ্রীরূপপ্রভু সকল শ্রোতার সুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভক্তিরসামৃতে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমনপূর্বক নিত্যস্থিতি-স্বীকারে ব্রজজনানুগদেরও সর্বাধিক সুখ স্থাপন করিয়াছেন। **-বলোক** (ভা ১০৷৩১৷২৯) বিভ্রমের সহিত কটাক্ষ-পরিচালন। **-বালক** (আচ ৭৷১০) [লীলয়া অব সমন্তাৎ চালিতা অলকাশ্চূর্ণকুন্তলা যস্য] লীলাবশতঃ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত-অলকাবলি-বিশিষ্ট। ২ লীলাবিনোদী কুমার। **-বিলাস** (উ ১৫৷২৫৩) সম্ভোগ-ভেদ। নির্জনে স্ত্রীসম্ভোগ দ্বিবিধ—(১) সম্প্রয়োগ এবং (২) লীলা-বিলাস। লীলা-বিলাসে যে সুখাস্বাদন হয়, সম্প্রয়োগে তাহার ন্যূনতা বলিয়া বিদগ্ধ জনদের মত। **-বিলোকিত** (রত্না ৫৷২৯৭৬) লীলা ও বিলোকিত-নামক তালদ্বয়ের সমবায়। **-শক্তি** (প্রীতি ৭) অঘটনঘটন-পটীয়সী শ্রীভগবচ্ছক্তি—যিনি স্বয়ং লীলামাধুর্যপুষ্টির জন্য প্রতিকূল ও অনুকূল উপকরণে শক্তিবিন্যাস করত গোপগোপীদের ন্যায় লীলাপরিকরদিগের চিত্তেও বিষয়াবেশাভাস এবং মায়াভিভবা-ভাস সম্পাদন করেন। পূতনামোক্ষণে শ্রীযশোদা এবং বৎসহরণে শ্রীবল-দেবাদি দৃষ্টান্ত। (প্রীতি ১৫১) শ্রীকৃষ্ণের নরবৎ লীলাকালেও যাহা কিছু অলৌকিক ব্যাপার-পরম্পরা সম্ঘটিত হইয়াছে—কেবল সেই সেই লীলারসেই আবিষ্টচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্যরূপে তাহা তাহারই সম্পাদনাকারিণী শক্তিই লীলাশক্তি বা যোগমায়া। **-শুক** (চৈচ মধ্য ২৷৭৯) শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর। চিন্তামণি-বেশ্যার সঙ্গে ইনি অধোগতির চরম সীমায় যাইয়া সেই চিন্তামণিরই উপদেশক্রমে বৈরাগ্যময় ভক্তিজীবন যাপন করেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণদর্শনোৎ-কণ্ঠায় যাইতে যাইতে স্বতঃস্ফুরিত কবিতাগুলি তদীয় সঙ্গিগণ-কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-নামক অত্যুজ্জ্বলরসময় গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছে। **-স্তোত্র** (বৃভা ১৷৫৷৯ টী) 'লীলাস্তব'-নামক শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ-কৃত গ্রন্থ।

লীলৌপয়িক (আচ ১৷৫১) স্পৃহণীয়।

লুগ্বিকরণ (হরি ৪৷৭৪) তিবাদি দশ ল-কারের যোগকালে ধাতুর উত্তর শপ্-আদি আগমগুলিকে 'বিকরণ' বলে। যে যে ধাতুতে ঐগুলির কোন অক্ষর যোগ হয়না, সেই ধাতুসমূহের নাম হয়—'লুগ্বিকরণ'।

লুঞ্চক (গোপা ১৪) চোর।

লুঞ্চন (গৌবি ১০৬) চৌর্য। ২ অপনয়ন।

লুঞ্চিত (মালা ছ ১০) অপসারিত, চোরিত।

লুণ্ঠন (মালা নামকরণ°) চৌর্য।

লুঠন (ভা ৫৷৮৷২২) সংঘট্টন।

লুঠিত (উ ১০৷৭২) স্খলিত, ২ স্পর্শ—বি।

লুণ্টাক, লুণ্ঠাক (মালা প্রেমেন্দু ২৪) অপহারক, চোর।

লুনন (ভা ১১৷৯৷২৭) ত্রোটন।

লুপ্ (হরি ৭৷৩৬৩) যেস্থানে প্রকৃতির, লিঙ্গের বা বচনের অথবা তদুভয়ের প্রত্যাবৃত্তি হয়, সেই মহাহর; অপর সংজ্ঞা—স্মরহর।

লুপ্ত—অপহৃত ধন, ২ ছিন্ন, ৩ নষ্ট। **-ধর্মা** (লনা ২৷২৮) সমস্ত বৈদিক-ক্রিয়া-জনিত পুণ্যাদির বিনাশক, ২ স্বভাবনাশী। **-বর্ণপদ** (লনা ৮৷১৫) গদ্গদাক্ষর। **-বিসর্গতা** (অকৌ ১০৷২৪) যে বাক্যে কেবল বিসর্গের লোপসাধন হয়, তাহাকে 'লুপ্তবিসর্গতা'-নামক বাক্যদোষ বলে। যথা—ইত ইত ইত এহি দেহি বাচম্।

লুপ্তোপমা (অকৌ ৮৷২) ধর্ম, ইবাদি সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও উপমান—ইহাদের একটি, দুইটি বা তিনটির লোপ হইলে 'লুপ্তোপমা' হয়। লুপ্তোপমা পঞ্চবিধা—বাক্যগা শ্রৌতী

লুপ্তা, সমাসগা শ্রৌতী লুপ্তা ; তদ্ধিতগা আর্থী লুপ্তা, বাক্যগা আর্থী লুপ্তা এবং সমাসগা আর্থী লুপ্তা। ক্যচ্, ণমুল, ক্যঙ্ আদি প্রত্যয়ে ইহা একুশ প্রকার হইতে পারে।

লুব্ধ (ভা ১১।২১।২৭) তৃষ্ণাকুল, ২ (উ ১৪।২১০) ব্যাধ। ৩ (গীতা ১৮।২৭) পরস্বাভিলাষী। **-ক** (গোলী ১৬।৬১) ব্যাধ। **-ধর্ম্মা** (ভা ১০। ৪৭।১৭) ক্রৌর্যবান্—স্বামী, ২ ব্যাধাচার, ৩ কামুক—সনা।

লুলাপ (গোলী ৫।১১) মহিষ।

লুলিত (ভা ৪।৯।১০) খণ্ডিত। ২ (আচ ১১।১৫৫) মৃদুল। ৩ (নিবি ৫৩) আন্দোলিত, ৪ বিমর্দিত। ৫ (আচ ৬।২২) মার্জ্জিত। ৬ (আচ ৮।৬) লোভ্য। ৭ (ভর ৩।২১) উপদ্রুত। ৮ (ভা ৩।১৯।২৬) উৎপাটিত।

লূ (আচ ১৩।২৪) ছেদন।

লূতা (বিনা ৩।৪০) মাকড়শা। **-তন্তু** (চৈনা ১০।৩২) মাকড়শার জাল।

লূন (হরি ৫।৩৩) [লূঞ্ ছেদনে+ক্ত] ছিন্ন।

লূনি (হরি ৫।৪৪১) ছেদন।

লূম (ব্রজ ২।২৭) পুচ্ছ। **-লতা** (কৃষ্ণা ৩।৩৪) পুচ্ছ।

লেখ (আচ ২০।২৭) ইয়ত্তা। ২ (নাচ ২১৯) অভিপ্রেত-বিষয়-পুটিত পত্রিকাকে নাট্যশাস্ত্রে 'লেখ' বলে। ৩ (কর্ণা ৫০) দেব, ৪ লিপি, ৫ শ্রেণী।

লেখন (হরি ৫।৪৫৭) [লিখ+ল্যুট্] লেখা। ২ ভূর্জপত্র, ৩ কাশ।

লেখা (উ ৮।৮৫) শ্রেণী। ২ (আচ ১১।২৫১) দেব। ৩ (চৈ মধ্য ৩। ৭৬) হিসাব, অনুপাত—'তিন জনার ভক্ষ্য পিণ্ড তোমার একগ্রাস। তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস'॥

লেখাধিনাথ (আচ ১১।১৬৪) ইন্দ্র।

লেখায়িত (আচ ২২।২) শ্রেণীবদ্ধ-রূপে স্থিত।

লেখ্য (ভা ১০।৩৯।৩৬) লিখিত চিত্রপুত্তলিকা। ২ (চৈত ১১।২৭। ১২) চিত্রগত।

লেণ্ড (ভা ১০।৩৭।৭) পুরীষ।

লেপ (গোচ উত্তর ২।১৪) অঙ্গরাগ, [২ ভোজন, ৩ সুধা (কলিচূণ), ৪ পিতৃদত্ত-পিণ্ডশেষ]।

লেপন (আচ ১১।১৬৬) [লিপ উপদেহে+ল্যুট্] উপচয় ; ২ (উ ১১।৭১) সংসর্গ, ৩ চর্চা।

লেপ-সম্ভব (হ ৩।১৭২) ভিত্তিগত।

লেপ্য (চৈত ১১।২৭।১২) মৃণ্ময়। ২ চন্দনাদিময়।

লেয়—সিংহরাশি।

লেলিহ (ভা ১০।১৭।১২) সর্প।

লেলিহান [লিহ—যঙ্লুক্+চানশ্] শিব, ২ সর্প, ৩ পুনঃপুনঃ লেহন-কর। ৪ তন্ত্রসারে উক্ত মুদ্রাভেদ।

লেশ (নাচ ৩৬০) ইঙ্গিত-বোধক অথচ বিশেষণযুক্ত বাক্য-প্রয়োগ। [২ অল্প, ৩ লব]।

লেষ্টা (হরি ২।৫৮) [লিশ্ গমনে+তৃচ্] গমনকারী।

লেহ (হরি ৫।২১০) [লিহ আস্বাদনে +ঘঞ্] আস্বাদক, ২ খাদ্য। ৩ লেহন।

লোক (ভা ১০।৮৬।৪৫) দেহ—সনা। ২ (ভা ১০।৪।৪৬) ধর্মসাধ্য স্বর্গাদি—সনা। ৩ (গীতা ৮।১৬) সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল ও তদ্বাসী। ৪ (বৃভা ১।১।৬১) প্রজা। ৫ (চৈত ৩।২।৬) দর্শন। ৬ (নিবি ৪১) নেত্র। ৭ (ভা ৩।১৬।২০) বিষয়—স্বামী। ৮ (রত্ন ৪।৩৬) [লোক্যতে তত্ত্বমনেনেতি] বেদ, ৯ [লোক্যতে বেদার্থোঽনেনেতি] স্মৃতিশাস্ত্র—বল। ১০ [বিপু ৩।৯।৩২] ব্রহ্ম। **-কল্প** (ভা ১২।৪।১৯) লোকরূপ সন্নিবেশ বা রচনা-বিশেষ। ২ (ভা ১০।৬৩। ৩৬) চৌদ্দভুবন যাঁহাকে উপাস্যরূপে কল্পনা (বরণ) করে—জী। **-কল্প-বিকল্প** (ভা ১১।২৪।২১) লোকসমূহের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ বিবিধ কল্পনা—স্বামী। ২ ভূরাদি লোকসমূহের অথবা মনুষ্য-তির্যগাদির সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ কল্পনা—বি। **-গুরু** (ভা ১০।৩৪।১৪) সর্বজীবে বা সর্বভুবনে শ্রেষ্ঠ—সনা। ২ জগদীশ্বর—জী। **-তন্ত্র** (ভা ৩।৬।১) বিশ্বরচনা। ২ জীবোপকরণ—স্বামী। ৩ (ভা ৩। ২১।২১) দেবতির্যগাদির কর্মফল সুখদুঃখাদির পরিচ্ছেদ—বি। ৪ (ভা ১২।১১।২৬) লোকযাত্রা-প্রবর্ত্তক, ৫ লোকযাত্রানির্বাহ। **-ধর্ম** (ভা ১০।৪৬।৪) ইহামুত্র-সুখ ও তাহার উপায়—স্বামী। ২ (চৈচ আদি ৪। ১৬৭) লোকাচার, সামাজিক ব্যবহারাদি। **-ন** (গোচ পূর্ব ১৭। ২৭) দর্শন, ২ নেত্র। **-নাথ** (ভা ১০।২৭।১৯) সর্বভুবন স্বামী। ২ লোকগণের ঈপ্সিত। ৩ (গৌগ ১০৭—১০৮) পূর্ব লীলায় চতুঃসনের একতম। ৪ (ভা ১০।৮৩।২) শ্রীকৃষ্ণ। ৫ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের দ্বারপাল পঞ্চ শিবের একতম। **লোকনীয়** (বিন্দু ৩৫) দর্শনীয়। 'পাল

(ভা ১০।১০।২০) ইন্দ্র,বহ্নি,যম,নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও শঙ্কর—ইঁহারা পূর্বাদিক্রমে অষ্টদিকস্থ লোকপালক। [২ রাজা, ৩ লোক-রক্ষক]। **-প্রসাদনী** (হ ৪।১০৬) গঙ্গা। **-বান্ধব**—সূর্য। **-বাহ্** (ভা ১১। ২।৩৮) বিবশ—স্বামী। ২ জন-সাধারণের হাস্যপ্রশংসা, সম্মানাবমানাদিতে অবধান-শূন্য—বি। ৩ (হ ১১।৬৪১) অলৌকিক। **-ভাবন** (ভা ১২। ৩৩) লোককর্ত্তা, ২ বিষ্ণু। ৩ (ভা ৩।৪।২২) লোকানুগ্রাহক—স্বামী। ৪ (ভা ১০।৬৪।৪৯) সর্বলোক-পালক—সনা। **-মাতা** (ভা ৬।১৯।৬) লক্ষ্মী। [২ লোকের জ্ঞাতা]। **লোকম্প্রীণ** (হরি ৫। ২১৮) [প্রীণাতীতি প্রী+ক—প্রীণঃ] লোকগণের প্রীতিকারী। **'ষত** (আচ ১৫।৩৩৬) লোকব্যাপারানুগত। **-যাত্রা** (চৈনা ৫।১৭) জনতা। ২ (ভা ৩।৯।২০) লোকস্থিতি—স্বামী, ৩ লোকপরম্পরা—বি। **-রাবণ** (ভা ১২।৩।৯) যে লোককে রোদন করায় —স্বামী। **-বিভ্রম** (ভা ১০।৭১।২৬) লোক-ব্যবহার—স্বামী। ২ লৌকিক বিলাস—বি। **-বিস্তর** (কৃষ্ণ ২) বিরাড়াকার প্রপঞ্চ। **-সংগ্রহ** (কৃষ্ণ ২৯) লোকগণমধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম ও ভাগবতধর্মাদির আচরণদ্বারা প্রচার। ২ (প্র ৮।৭) পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণও লোক-সংগ্রহের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠান করিবেন। (ভক্তি ২৮৪ দ্রষ্টব্য)। **-সংস্থা** (ভা ৩। ২০।১৭) লোক-রচনা। **-সিসৃক্ষা** (কৃষ্ণ ১) সমষ্টি এবং ব্যষ্টি জীব ও তাহাদের অধিষ্ঠান-সমূহের প্রাদুর্ভাব। **-সেতু** (ভা ১০।৬৩।২৭) বর্ণাশ্রম-ধর্ম—স্বামী। ২ লোকাশ্রয়ভূত—জী।

লোকাক্ষি (হ ১৪।২০৭) সংহিতাকার পৌষ্যঞ্জির অন্যতম শিষ্য।

লোকাচার (ভক্তি ২৮৫) লৌকিক বা কুল-ক্রমাগত ব্যবহারিক প্রথা বা অনুষ্ঠান। কর্মমিশ্র অর্চনাঙ্গে লৌকিক ধর্মরক্ষা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে সিদ্ধ পুরুষও যদি লৌকিক ধর্ম আচরণ না করে, তবে উপপ্লবহেতু ধর্মের গ্লানি হইয়া থাকে; অতএব বিবেকীজন দেহপাতপর্যন্ত যত্নসহকারে যথাস্থিত লোকাচার-সমূহ পালন করিবেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে দ্বিবিধ কর্মব্যবস্থা—(১) অন্তর্যামি-ভগবদ্দৃষ্টিতেই সকলের আরাধন এবং (২) বিষ্ণুপাদোদকদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণাদি ও বিষ্ণুর নিবেদিতান্নদ্বারা অন্য দেবতার অর্চনাদি। শ্রীভগবানের পীঠাবরণ-পূজায় গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি যাঁহারা পূজাস্পদ, তাঁহারা কিন্তু বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতির ন্যায় নিত্যবৈকুণ্ঠ-সেবক। মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ দুর্গাদি হইতে ইঁহারা ভিন্ন।

লোকানুগ্রহ (চৈনা ৯।১) শ্রীগৌরসুন্দর তিন প্রকারে অনুগ্রহ বিস্তার করিয়াছেন—সাক্ষাৎ দর্শনে, পরহৃদয়-প্রবেশে ও আবির্ভাবে।

লোকাপেক্ষা (চৈচ মধ্য ৭।২৭) লোক-সমালোচনার প্রতি লক্ষ্য।

লোকায়ত—যাহারা লৌকিক পরিদৃশ্যমান পদার্থভিন্ন অন্য স্বর্গনরকাদির স্বীকার করে না, এবম্বিধ 'নাস্তিক'। ২ চার্বাকমত-সিদ্ধ ধর্ম।

লোকালোক (আচ ১।১২০) লোক-কর্ত্তৃক দর্শন। ২ (ভা ৫।২০।৩৪) সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ও সপ্ত সমুদ্র বেষ্টন-কারী পর্বত।

লোকেন (আচ ৫।২০) লোকপতি ব্রহ্মাদি।

লোকৈষণা (ভা ১০।৮৪।৩৮) লোক-দ্বয়-বশীকরণেচ্ছা। ২ সুত-বাসনা।

লোকোক্তি (কাব্য ৯।৪৫) লোক-প্রবাদের অনুকরণ বর্ণনাকে 'লোকোক্তি' অলঙ্কার বলে।

লোকোত্তর (গোলী ১১।৩৯) অলৌকিক। ২ সর্বলোক-শ্রেষ্ঠ। **-পদার্থ** (উ ১৪।১৬) মণিমন্ত্রমহৌষধি প্রভৃতির প্রভাবই যখন অনর্গল, তখন শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি প্রাকৃত শব্দাদি যে যুগপৎ রতি ও রতির বিষয়কে (আলম্বনকে) শীঘ্র প্রকটিত করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

লোক্য (ভা ৩।১৪।৩৭) লোকদ্বয়ের যোগ্য—স্বামী।

লোচক (গোলী ৫।৭২) নেত্রাচ্ছাদক উর্দ্ধাধোবর্ত্তী চর্ম। [২ মাংসপিণ্ড, ৩ স্ত্রীগণের ললাটের আভরণ, ৪ নীলবস্ত্র, ৫ কর্ণপূর, ৬ সর্প-কঞ্চুক, ৭ নির্বুদ্ধি]।

লোচন (ভা ১০।২৯।৯) জ্ঞান—সনা। ২ (গোচ পূর্ব ২৩।৮৫) দর্শন। ৩ (আচ ৭।৭৭) রুচিযুক্ত। ৪ (ভা ৩।৫।৩৩) প্রকাশক। ৫ নেত্র।

লোচিত (আচ ২০।১৫৪) দৃষ্টি।

লোড়িত (হব ২।৬।২৮) উন্মথিত।

লোড়ী (গোবি ১০৩) পেষণার্থ শিলাখণ্ড।

লোত—চোরিত ধন, ২ চিহ্ন, ৩ অশ্রু, ৪ লবণ।

লোত্র—চক্ষুর জল, ২ চোরিত ধন।

লোধ্র (মাম ৮।১০৯) পুষ্পবৃক্ষভেদ।

লোপ (হরি ১।৪১) বর্ণের অদর্শন। [২ বিনাশ, ৩ ছেদন, ৪ আকুলীভাব।]

লোপামুদ্রা (আচ ১৫।৩১৭) অগস্ত্য মুনির পত্নী।

লোপ্ত্র (গোচ পূর্ব ৮।৫৪) অপহৃত ধন।

লোভ (ভা ৪।৮।৩) মায়ার গর্ভে জাত দম্ভের পুত্র। ২ (ভা ১১। ২৫।৪) ব্যয়-পরাঙ্মুখতা। ৩ পরদ্রব্যে সাতিশয় অভিলাষ। ['পরবিত্তাদিকং দৃষ্ট্বা নেতুং যো হৃদি জায়তে। অভিলাষো দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স লোভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ'—পদ্মপুরাণে]। -**জয়** (ভক্তি ২৩৭) অর্থানর্থবিচার দ্বারা লোভজয় হয়। -**হ** (আচ ১৫।২২৭) অন্যস্পৃহানাশন।

লোভোৎপত্তি (সিন্ধু ১।২।২৯২) শ্রীমদ্ভাগবতাদি লীলাগ্রন্থে শ্রীনন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসীগণের ভাব ও রূপগুণাদি যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়-প্রীতিকর, এই মাধুর্য-কাহিনী শ্রবণ-দ্বারা যৎসামান্য অনুভূত হইলে শাস্ত্র-যুক্তি-নিরপেক্ষ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির যে প্রবর্ত্তন অর্থাৎ ঐ ঐ মাধুর্যাভিলাষ—তাহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ।

লোম [লু+মন্] রোম। -**কর্ণ**—শশক। -**কূপ**—রোমাধার গর্ত্ত। -**ধি** (ভা ১২।১।২৫) মগধের শূদ্ররাজা বিজয়ের পুত্র। -**পট** (গোচ পূর্ব ৭।২৪) কম্বল। -**পাদ**—অঙ্গদেশের রাজা।

লোমশ (হ ১০।১১৩) জনৈক সংশিত-ব্রত মহর্ষি। সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, লোক-পাবন এই মুনি বহুবার পৃথিবীর প্রান্ত সীমা পরিক্রমা করিয়াছেন। কথিত আছে যে এই মুনির কল্পে কল্পে একটি রোম পাত হইত। অচ্ছোদ-সরোবরে স্নান করিতে গিয়া তিনি পিশাচগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন—উহারা বেদনিধি-নামক ব্রাহ্মণের সন্তান ছিল। লোমশ ঋষি তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া পিশাচত্ব দূর করেন। [পাদ্ম উত্তর ১২৮—১৩৫] [২ মেষ, ৩ রোমযুক্ত]।

লোমশা (আচ ১।২০) জটামাংসী। [২ বচা, ৩ কাকজঙ্ঘা, ; অতিবলা]।

লোল (গোলী ৫।৩৯) চঞ্চল। ২ সতৃষ্ণ। -**ক** (লহরী ১২।৪) নাসাগ্রাভরণ।

লোলা (ছ ২।১০৩) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ (হ ১৬। ১৪৯) লক্ষ্মী, ৩ চঞ্চলা। ৪ জিহ্বা।

লোলার্ক (ভা ১।৭।১৮ টী) [বিদ্যুন্মালী' শব্দ দ্রষ্টব্য]।

লোষ্ট, লোষ্ট্র—মৃৎপিণ্ড (ঢেলা)।

লোহ (ভা ২.৬।২৪) স্বর্ণ—স্বামী। ২ (হ ১৩১।১১) জাতিবাহ—নীল। [৩ রুধির, ৪ অগুরুচন্দন]। -**কিট্ট**—লৌহমল। -**ল** (গোচ পূর্ব ৬। ২৯) অস্পষ্ট বাক্য, [২ লোহ-গ্রাহক]। -**বর**—স্বর্ণ।

লোহাভিহার (গোচ উত্তর ১৩।১৬) অস্ত্রধারী রাজগণের নীরাজনা-বিধি।

লোহিত (হয় ১।৬।৫) রক্তচন্দন, ২ রক্তশোভাঞ্জন বৃক্ষ। [৩ কুঙ্কুম, ৪ রুধির, ৫ যুদ্ধ]। -**ক** (হরি ৭।১০৯৪) পদ্মরাগ মণি, ২ অস্থির-বর্ণ ও লাক্ষাদিদ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র-বিশেষ। ৩ মঙ্গলগ্রহ, ৪ পিত্তল। -**শালি** (হরি ৬।১৩) [নিত্য সমাসে] ধান্যজাতিভেদ।

লোহিতা (হরি ৭।২২৯) রক্তবর্ণা স্ত্রী। [২ রক্তপুনর্ণবা]।

লোহিতার্ণ (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চ-দ্বীপস্থ পর্বত। ২ প্রিয়ব্রত-পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র ও বর্ষপতি।

লোহিনী (হরি ৭।২২৯) রক্তবর্ণা।

লৌকায়তিক (হরি ৭।৩৪৭) লোকায়ত-[চার্বাক]-শাস্ত্রের বেত্তা বা অধ্যেতা।

লৌকিক (ভা ১১।১৬।৭) প্রাকৃতমতি—স্বামী। ২ প্রাকৃতলোক-জাত—বি। ৩ (ভা ৩।২৪।৩৫) ত্রিবর্গ-প্রাপ্তিকর। ৪ (হরি ৭।৭৫৪) লোকে বিদিত বা প্রসিদ্ধ।

লৌকিকী শ্রদ্ধা (গীতা ১৭।৩ টী) পূর্বজন্মের সংস্কারানুসারে লোকাচার-দর্শনে প্রবৃত্ত পুরুষের সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী শ্রদ্ধা।

লৌক্য (আচ ৫।১) লৌকিক।

লৌগাক্ষি (ভা ১২।৬।৭৯) সামবেত্তা পৌষ্যঞ্জির শিষ্য।

লৌল্য (উ ২) মতের চাঞ্চল্য ও অব্যবস্থিত-চিত্ততা—ভক্তি-বাধক ষড়্দোষের অন্যতম। ২ (পদ্যা ১৪) উৎকট লালসা।

লৌহ (হ ৫।২৫৭) স্বর্ণ।

লৌহিত্য—রক্তবর্ণ, ২ ব্রহ্মপুত্র নদ।

লৌহী (হ ৫।২৫৭) সুবর্ণাদি ধাতুময়ী।

ব

ব [ব্য] পাদপূরণে, ২ (মাম ২।৭৯) তুল্য। ৩ (সস ভগ ১০) যে ভূতাত্মক অখিলাত্মরূপ অধিষ্ঠানক্ষেত্রে নিখিল সৃষ্ট পদার্থ অবস্থান করে এবং যিনি সর্বভূতে অবস্থান করেন—তিনিই 'ব'। ৪ (গোভা ৩।৩।৩৯) সর্বাধার অন্তর্যামী হরি। ৫ (গীগো ৪।১১) অমৃত—প্রবো।

বংশ (উ ১৫।২৩০) বৃক্ষবিশেষ, ২ মুরলী। ৩ (গোপা ৪) কুল, ৪ বর্গ। ৫ (আচ ১।১৭৭) 'বরগা'-কাষ্ঠখণ্ড। **-নটী** (গোলী ২১।১২) বংশোপরি নৃত্য। **-পত্রপতিত** (ছ ২।১৩৪) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-ব্যতিকর** (বিনা ৬।১৯) বংশবৃক্ষসমূহ, ২ বংশীর সম্মিলন।

বংশস্থবিল (ছ ১।৬১) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

বংশানুচরিত (ভা ১২।৭।১৫) দশ পুরাণ-লক্ষণের অন্যতম। ব্রহ্মা হইতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জাত রাজগণের জীবন-চরিত।

বংশিকা (আচ ২১।২৫) অগুরু। ২ বংশী।

বংশী (সিন্ধু ২।১।৩৬৯) ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং এক এক ছিদ্রের বিস্তার অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত, তারাদি স্বরের জন্য অষ্টছিদ্রযুক্ত, তাহা হইতে দেড় অঙ্গুলি দূরে অঙ্গুল-পরিমিত মুখছিদ্র, অগ্রভাগ চার অঙ্গুলি এবং পশ্চাদ্‌ভাগ তিন অঙ্গুলি—মোটের উপর নবচ্ছিদ্রযুক্ত সপ্তদশ অঙ্গুল-পরিমিত বংশই বংশিকা (বংশী) হয়।

বংশীদাস ঠাকুর (গৌগ ১৭৯) পূর্ব-লীলায় শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া বংশী। **-প্রিয়া** (কৃগ পরি ১০৯) শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয় ধেনু। **-বট** (বিন্দু ১৪৩) স্বর্ণরেখা নদীর তটবর্ত্তী বটবৃক্ষ।

বংশুলী (সিন্ধু ২।১।৩৭২) মুখছিদ্রে ও স্বরছিদ্রে চতুর্দশাঙ্গুল ব্যবধান থাকিলে সেই বংশীর নাম হয়—'বংশুলী' বা 'আনন্দিনী'। ইহা বংশ-নির্মিত হয়।

বংশ্য (হরি ৭।৫০১) সদ্বংশজাত।

বক (ভা ৯।২৪।৪১) কঙ্কের ঔরসে ও কঙ্কার গর্ভে জাত। ২ (ভা ১০।২।১) কংসানুচর দৈত্য। **-পঞ্চক** (হ ১৬।৪৩৪) কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী হইতে পৌর্ণমাসী যাবৎ অনুষ্ঠেয় কাম্যব্রত ভীষ্মপঞ্চক। **-বৃত্তি** (হ ১৯।১১৪) কপট সন্ন্যাসী। 'অর্বাগ্‌-দৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধন-তৎপরঃ। শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকবৃত্তিরুদাহৃতঃ' ॥ [বিষ্ণুপুরাণটীকায় (৩।১৮।৯৯) স্বামী]। **-শম** (গোচ পূর্ব ২।৮০) বকহন্তা। **-সহজা** (কৃবি ১৪) পূতনা। **-স্থল** (ভা ১০।১১।৪৬) নন্দীশ্বর পর্বতের পূর্বে জলাশয়-বিশেষ—জী।

বকান্তক (মালা উৎ ২০) শ্রীকৃষ্ণ।

বকী (ভা ১০।১২।১৪) পূতনা। **-রন্ধন** (আচ ৮।১১৯) পূতনা-নাশন শ্রীকৃষ্ণ।

বকুল (সিন্ধু ৩।২।৪২) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থ অনুগ দাস। (কৃগ পরি ৭৮) বস্ত্র-সেবক। ২ (বিরু ৬০) চণ্ডবৃত্ত কলিকার লক্ষণান্তর্গত হইয়া যদি প্রতিকলা শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকে, তবে তাহা 'বকুল' হয়। ইহা ভাস্বর, মঙ্গল ও তুঙ্গভেদে ত্রিবিধ। **-তুঙ্গ** (বিরু ৬৩) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত ভজ-গণে রচিত, পরস্পর প্রতি কলায় শৃঙ্খলিত এবং সংযোগনিয়ম-বিরহিত হইলে 'বকুলতুঙ্গ' কলিকা হয়। যথা—উল্লস মুকুন্দ কুন্দবনমাল মালমদ হারি হারিরুচিকায়। **-ভাস্বর** (বিরু ৬৯) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত পরস্পর প্রতিকলায় শৃঙ্খলিত অথচ পজ্‌ঝটিকাছন্দে রচিত কলিকাকে 'বকুল ভাস্বর' কহে। যথা—জয় জয় বংশীবাদ্যবিশারদ, শারদ-সরসীরুহ-পরিভাবক। ভাব-কলিত লোচন সঞ্চারণ, চারণসিদ্ধবধু-ধৃতিহারক ॥ **-মঙ্গল** (বিরু ৬২) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত পরস্পর প্রতি দুই কলায় শৃঙ্খলিত অথচ পজ্‌ঝটিকা-ভঙ্গিতে রচিত কলিকাকে 'বকুল-মঙ্গল' বলে। যথা—ত্বং জয় কেশব কেশবল-স্তুত বীর্যবিলক্ষণ লক্ষণ-বোধিত। **-মালা** (উ ৮।১৩৬) শ্যামার সখী। ২ (আচ ১০।৪৪) বকুল পুষ্পের মাল্য।

বকোট (প্রে ১৮) বকপুষ্প, ২ বকপক্ষী।

বক্ত্র (ভাবনা ১১।৩) বদন, ২ (ছ ৫।১) অষ্টাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

বক্র (আচ ১।৩৮) অসরল, ২ ক্রূর। [৩ মঙ্গলগ্রহ, ৪ রুদ্র, ৫ ত্রিপুরাসুর]।

বক্রিমা (মালা ৮।৫৭) বক্রতা।

বক্রেক্ষণ (কৃগ ৯৫) রঙ্গদেবী সখীর

পতি। ভৈরবের অনুজ।

বক্রোক্তি (অকৌ ৭।১, ৮।৫৩) কুটিলবাক্য, ২ অভিধাবৃত্তিদ্বারা এক অর্থে যে বস্তু উক্ত হইয়াছে, শ্লেষ ও কাকুদ্বারা যদি তদ্‌ভিন্ন বস্তুর প্রতীতি হয়, তবে শ্লেষমূলা ও কাকুমূলা দ্বিবিধ বক্রোক্তি হয়। শ্লেষও অভঙ্গ এবং সভঙ্গভেদে দ্বিবিধ। যেখানে পদভঙ্গ করিলে কোনরূপে অর্থের উপলব্ধি হয় না, তাহাকে 'অভঙ্গ শ্লেষ' এবং যেস্থলে পদভঙ্গ করিলেও বিভিন্ন অর্থের উপলব্ধি হয়, তাহাকে 'সভঙ্গ শ্লেষ' কহে। (উদাহরণ আকরে দ্রষ্টব্য)। বক্রোক্তিই কাব্য-জীবিত, সকল অলঙ্কারের মার্জিকা এবং বৈচিত্র্য-বিধায়িনী।

বক্ষোজ, বক্ষোরুহ—স্তন।

বগাহ [অব—গাহ+ঘঞ্] অবগাহন, স্নান।

বঙ্ক (উ ১৪।৯১) বক্র। ২ নদীবক্র, ৩ পালান।

বঙ্ক্য (হরি ৫।১৬৯) বঞ্চনীয়।

বঙ্‌ক্রি (ভা ৫।২৩।৬) পার্শ্বাস্থি। [২ বাদ্যভেদ, ৩ গৃহদারু]।

বঙ্গ (ভা ৯।২৩।৫) যযাতি-বংশীয় বলিরাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে জাত পুত্র। [২ রাঙ্, ৩ বার্ত্তাকু, ৪ কার্পাস]। **-জ**—বঙ্গ-দেশ-জাত, ২ সিন্দুর। **-তা** (আচ ১১।৪৬) [বগি গতৌ পচাদ্যচি] গমন। **-সেন**—বকবৃক্ষ।

বঙ্গাল (আচ ২০।৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগ-বিশেষ।

বঙ্গিরি (ভা ১২।১।৩০) কিলিকিলা পুরীর রাজা।

বচন (হরি ২।৪, ৪।১৫) বাক্য, ২ এক, দুই বা বহুত্ব-বোধক চিহ্ন। **-গ্রাহী**—বশীভূত। **-বিরোধ-সমাধান** (কৃষ্ণ ২৬) মীমাংসাদর্শন-(৩।৩।১৪)-মতে কোন বচনমধ্যে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—এই ছয়টির সমবায়স্থলে যথাক্রমে পর প্রমাণের দৌর্বল্যই সাব্যস্ত হইল, যেহেতু ক্রমশঃ পর পর প্রমাণে অর্থবিপ্রকর্ষ অনিবার্য।

বচনাঙ্কুশ (চৈভা মধ্য ১১।২৮) বাক্য-রূপ শাসনদণ্ড।

বচনাটোপ (বিনা ৪।৩২) সাহঙ্কার বাক্য।

বচনানুবচন (চৈনা ৫।২২) বাদ-বিতণ্ডা।

বচনে স্থিত—আশ্রব, বশবর্ত্তী।

বচস্ (ভা ১১।১৯।২০) লৌকিক বাক্য—স্বামী। ২ অপভ্রংশ বাক্য—বি।

বজ্র (ভা ১০।৯০।৩৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র, অনিরুদ্ধ-পুত্র। মুষল-পর্বে ইনিই অবশিষ্ট ছিলেন। ইনি বহু শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রকট করিয়া ব্রজে স্থাপন করেন। ২ (ঐ ৪।১০) হীরক। ৩ (নাচ ১২৩) সাক্ষাৎ-ভাবে নিষ্ঠুর বাক্য-বিন্যাসকে নাট্য-শাস্ত্রে 'বজ্র' বলে। ৪ (গোভা ১।৩।৩৯) [বর্জয়তি নিয়ময়তি জনানিতি] ব্রহ্ম। [৫ ইন্দ্রের অস্ত্র, দধীচিমুনির অস্থিদ্বারা নির্মিত]। **-কণ্টক-শাল্মলী** (ভা ৫।২৬।৭) নরকবিশেষ। **-কল্প** (ভা ১০।৮৭।৫) হীরকবৎ বিরাজমান। **-কূট** (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থ পর্বত। হীরক-ময় পর্বত। **-চর্মক**— গণ্ডার। **-তুণ্ড**—গণেশ, ২ গরুড়, ৩ মশক, ৪ গৃধ্র। **-দংষ্ট্র** (ভা ৮।১০।২০) অসুর। **-দন্ত** (বিজয় ৮৩।৪৮) বজ্রনাভের সেনাপতি, দৈত্যবিশেষ। [২ শূকর, ৩ মূষিক]। **-নাভ** (ভা ৯।১২।২) শ্রীরামচন্দ্রের নবমাধ-স্তন বলস্থলের পুত্র। **-পাণি** (ভা ৮।১১।৩) ইন্দ্র। [২ পেচক]। **-পুষ্প** (মাম ৮।১০৭) তিলকুসুম। **-পুষ্পা**—শতপুষ্পা। **-ময়** —অতি কঠিন। **-মিত্র** (ভা ১২।১।১৬) শুঙ্গবংশ্য ঘোষের পুত্র। **-লেপ** (মথুরা ২২) বজ্রের ন্যায় কঠিন পদার্থের আবরণ। **-বল্লী**—হাড়-জোড়া লতা। **-বীজক**—লতাকরঞ্জ।

বজ্রা—গুড়ূচী, ২ স্নুহী, ৩ দুর্গা। **-কৃতিলেখ** (হরি ১।১৩১) জিহ্বা-মূলীয় বর্ণের চিহ্ন-বিশেষ ×।

বজ্রায়ুধ (ভা ১।১৪।৩৪), **বজ্রী** (ভা ৬।১২।৩) ইন্দ্র।

বঞ্চক (গোপা ২৭) নিবারক, ২ প্রতারক, [৩ শৃগাল, ৪ খল]।

বঞ্চন (বিনা ৪।৩০) প্রতারণ।

বঞ্চিত (বৃভা ১৫।৭৪) উপেক্ষিত, ২ (বৃভা ১।২।৭৭) প্রতারিত, ৩ মোহিত।

বঞ্চ্য (হরি ৫।১৬৯) গম্য।

বঞ্জুল (গোলী ২১।৩২) অশোক, ২ স্থলপদ্ম, ৩ গজপিপ্পলী। ৪ (গোস ১২।৭২) বকুল। ৫ (বিরু ৫৯) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত প্রতিকলায় ন-জ-ল-গণে রচিত হইয়া যদি পঞ্চম বর্ণটি মধুর-সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে 'বঞ্জুল' কলিকা কহে। যথা—জয় জয় সুন্দর বিহসিতমন্দর, নিজগিরি-কন্দর রতিরসশঙ্কর। পঞ্চমাক্ষর শ্লিষ্টসংযুক্ত হইলেও বঞ্জুল হয়, যথা —জয় মণিদর্পণ-নখর মুদর্পণ।

৬ (গীগে ৪।৪।১) বেতস। [৭ বক্র, ৮ পক্ষিভেদ]।

বঞ্জুলী (হ ১৩।২৬৮) একাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া যদি দ্বাদশীর বৃদ্ধি হয়, তবে সেই দ্বাদশীতে 'ব্যঞ্জনী' বা 'বঞ্জুলী' মহাদ্বাদশী হইবে। দশমী—৫৫।৫০ পল, পরদিনে একাদশী ৫৯।৫ পল, পরদিন দ্বাদশী—৬০।০, তৎপরদিন দ্বাদশী ৩।২৭ পল, পরে ত্রয়োদশী।

বট (গোচ পূর্ব ৮।৫৩) শণনির্মিত তন্তু, [২ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ]। -ক (সক ৮০) পিষ্টক-বিশেষ (বড়া)। **-পত্রশায়ী** (ভা ১২।৯।২০) শ্রীনারায়ণ। -র—কুক্কুট, ২ শঠ, ৩ চঞ্চল, ৪ চৌর।

বটিভ (হরি ৭।৯৯০) [বট বেষ্টনে+ইন্ বটিরস্যাস্তীতি ভ] বেষ্টনযুক্ত।

বটী (গোলী ১৬।৫৮) রজ্জু। [২ বড়ী, গোলাকার পদার্থ]।

বটু (ভা ১২।৩।৩০) ব্রহ্মচারী। ২ (গোলী ১।২০) ব্রাহ্মণ-বালক।

বটুক (ভা ১০।৮৮।২৭) ব্রহ্মচারী। [২ বালক, ৩ ভৈরব-বিশেষ]।

বটোদকা (ভা ৪।২৮।৩৫) কুলাচল-পর্বতোদ্ভূতা নদী।

বড় ওড়িয়া মঠ—শ্রীক্ষেত্রে অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাসের প্রতিষ্ঠিত। এস্থলে দুইটি বৃহৎ পাত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধরামৃত আছে।

বড়জানা (চৈচ অন্ত্য ৯।১৩) উড়িষ্যার মহারাজার বড় পুত্র বা যুবরাজ।

বড়ভী (গোচ উত্তর ৪।১৩) চন্দ্রশালিকা।

বড়বা (ভা ৮।১৩।১০) বিবস্বানের তৃতীয়া পত্নী—অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের মাতা। ২ (গোচ পূর্ব ৩।৬১) ঘোটকী।

বড়া—পিষ্টক-ভেদ।

বড়িশ (মালা কলী ২) মাছ ধরিবার কাঁটা।

বড়্ (গোচ পূর্ব ৫।৬৯) [বল—রক্ লস্য ডঃ] বৃহৎ।

বণিক্‌পথ (গোচ উত্তর ৪।৫৪) বাণিজ্যকারী। ২ (ভা ১১।১২।৬) তুলাধার। ৩ বিপণি।

বণিজ্যা (গোচ উত্তর ৪।৫৬) বাণিজ্য।

বণ্টক—ভাগ, ২ বিভাজক।

বত [ব্য] খেদে, ২ তিরস্কারে, ৩ নির্ধারে, ৪ আমন্ত্রণে। ৫ (প্রীতি ৩৩২) শঙ্কায়, ৬ বিস্ময়ে, ৭ হর্ষে। ৮ (হরি ৫।৫৬) [বন্ যাচনে+ক্ত] যাচিত।

বতংস (মালা উৎ ৯) শিরোভূষণ। ২ কর্ণভূষণ, ৩ (গোচ পূর্ব ৩।১৯) শ্রেষ্ঠ।

বতি (আচ ১২।৭২) [বন্ যাচনে+ক্তিন্] যাচ্ঞা। ২ (হরি ৫।৪৩৯) ব্যাপার, ৩ বন্ধন, ৪ প্রীতি, ৫ সেবা।

বৎ [ব্য] সাদৃশ্যে।

বৎস (ভা ৯।১৭।৬) প্রতর্দনের নামান্তর। ২ (ভা ৯।২২।২৩) সোমবংশ্য সেনজিতের পুত্র। ৩ (ব্রজ ১৭৫) গোশাবক, ৪ পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ, ৫ (গোলী ১৩।৪১) পুত্রাদি। ৬ (অকৌ ১০।১২) বক্ষঃস্থল। ৭ (গোলী ২১।৫৫) মুনিবিশেষ। [৮ বৎসর]। -ক (আচ ১১।৮১) কুটজপুষ্প, ২ শাবক। ৩ (ভা ৯।২৪।২৯) চন্দ্রবংশীয় দেবমীঢ়-তনয় শূরের পুত্র। [৪ ইন্দ্রযব]। **-ক্রীড়ন** (মথুরা ৪৪৩) মথুরামণ্ডলস্থ তীর্থ-বিশেষ। **-জন্ম** (গোচ পূর্ব ২৩।৭৭) বক্ষোজ (স্তন)। **-তর** (হরি ৭।১০৫২) দ্বিতীয়-বৎসরের বাছুর। **-তা** (গোচ পূর্ব ৩।৫৪) লালত্য। **-পত্তন**—উত্তরদেশস্থা কৌশাম্বীনগরী, বৎসরাজের পুরী। **-পদ** (ভা ১০।১।৫) গোষ্পদ, গোশিশুর পদচিহ্নে ধৃত জলময় অতিতুচ্ছ স্থান। **-পাল**—শ্রীকৃষ্ণ, ২ বলদেব। **-প্রীতি** (ভা ৯।২।২৪) সূর্যবংশ্য ভনন্দন-পুত্র।

বৎসর (ভা ৪।১৩।৯) ধ্রুবের কনিষ্ঠ পুত্র। ২ (ভা ৫।২২।৭) সূর্যাদির দ্বাদশ রাশির ভোগকাল—জ্যোতিষে ইহা পাঁচ প্রকার—সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর। সূর্যের দ্বাদশরাশিতে ভোগকাল—সম্বৎসর। বৃহস্পতির দ্বাদশরাশির ভোগকাল—পরিবৎসর। ত্রিশ সূর্যোদয়ে যে সাবন মাস হয়, তাহার দ্বাদশ মাসে—ইদাবৎসর। চন্দ্রের দ্বাদশরাশি-ভোগাত্মক কাল—অনুবৎসর এবং নক্ষত্র-সম্বন্ধীয় মাসের দ্বাদশটিতে হয়—বৎসর।

বৎসল (ভা ৪।৭।৩৫) পরমস্নিগ্ধ। ২ (সুধা ৬৩) বৎসসমূহের পালক বা গ্রাহক। ৩ [বৎসান্ কাময়ত ইতি 'বৎসাংসাভ্যাং কামবলে' (পা ৫।২।৯৮) ইতি লচ্] বৎস-কামী। ৪ (হরি ৭।৯৩৭) [বৎসো-ঽস্ত্যস্মিন্ বেতি ল] কামবান্। **-উপরস** (সিন্ধু ৪।৯।১১) সামর্থ্যা-ধিক্যজ্ঞানে লালনাদির অপ্রযত্নে, এবং করুণরসের অতিপ্রাবল্যে 'বৎসল উপরস' হয়। **-ভক্তিরস** (সিন্ধু ৩।৪।১) আত্মোচিত বিভাবাদি-দ্বারা বাৎসল্যরতি স্থায়ী ভাবে

পুষ্টিতাপ্রাপ্তি করিলে 'বৎসলভক্তি' রস হয়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ—বিষয় ও গুরুগণ—আশ্রয়ালম্বন হন।

বৎসলা (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী।

বৎসবতী (ভা ১০।১৩।৩১) পুনঃ-প্রসূতা—স্বামী।

বৎসবৃদ্ধ (ভা ৯।১২।১০) সূর্যবংশ্য উরুক্রিয়ের পুত্র।

বৎসহরণ-বেশ—শ্রীক্ষেত্রে চন্দন-যাত্রায় শুক্লাসপ্তমীতে শ্রীমদন-মোহনের এই বেশ হয়।

বৎসাসুর (ভা ১০।১১।৪৩) শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত কংসানুচর দৈত্য।

বৎসী (সুধা ৬৩) অসংখ্য-প্রশস্ত-বৎস-ধনে ধনী, বিষ্ণু।

বদ (আচ ৮।১২৭) সিদ্ধান্ত-বক্তা।

বদন (আচ ১৭।১৩৪) কথন, ২ (আচ ১০।১২১) মুখ।

বদরকুণ (হরি ৭।৮৭২) বদরপাক।

বদরিকাবন (আচ ১।৪৭) বদরি-কাশ্রম, ২ কুলবন।

বদরিকাশ্রম (ভা ৭।১১।৬) হিমালয়-স্থিত বদ্রীনাথ তীর্থ, অলকানন্দার পশ্চিমতীরে অবস্থিত।

বদরী (ভা ৩।৪।৪), **বদরীপদ** (সভা ১।২৪৬), **বদর্যাশ্রম** (ভা ৩।৪।২১) বদরিকাশ্রম।

বদাগ্রণী (আচ ১৪।১০১) বাগ্মিশ্রেষ্ঠ।

বদান্য (সিন্ধু ২।১।১২৩) দানবীর।

বদাবদ (চৈকা ৩৪) বাদানুবাদ। ২ (হরি ৫।২০১) [বদ্+অচ্] বহুবচন-পরায়ণ।

বদাবদি (গোলী ১৮।৩৫) বাগ্‌যুদ্ধ।

বদ্দাম (গোলী ১৫।১২৬) বাদাম।

বধুকা (হরি ৭।৬৪) [বধূরেব] পুত্রবধূ। নবপরিণীতা স্ত্রী।

বধূ (ভা ১০।৩০।৩৯) [বহতি প্রেম-রাশিমিতি] প্রেমরাশির বাহিকা। ২ [বধ্নাতি প্রিয়মিতি] প্রেমরজ্জুদ্বারা প্রিয়ের বন্ধনকারিণী—বল। ৩ (কর্ণা ২১) [বধ্যন্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসনয়া বধ্নন্তি বা কৃষ্ণং স্বপ্রেমরসনয়েতি] শ্রীকৃষ্ণের প্রেমশৃঙ্খলে যাঁহারা বদ্ধ বা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রেমশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছেন যাঁহারা। ৪ (ভা ১০।৫৩।২৭) আসন্ন-বিবাহা কন্যা। ৫ নবোঢ়া, ৬ পুত্রজায়া। **-টী** (সিন্ধু ২।১।৩৭৭) প্রথমযৌবনা বধূ। ২ অল্পবয়স্কা নারী। **-পুংস্তলিত** (সক জী ২।২৪) নপুংসক।

বন (ভা ৯।২৩।৩) সোমবংশ্য উশীনরের পুত্র। ২ (ভাবনা ৭।৩৪) জল। ৩ অরণ্য। [৪ নিবাস, ৫ প্রস্তরণ]। **-গর্ভ** (কৃমা ৭৩।২৯) বনজাত—'বনগর্ভ নানাদ্রব্য করিলা ভোজন'। **-গোচর** (ভা ৩।১৮।২) জলচর, ২ জলশায়ী—স্বামী। ৩ একান্তবাসী—জী। **-জ** (বিনা ৫।৪৬) বনজাত, ২ পদ্ম। [৩ হস্তী, ৪ বনশূরণ, ৫ মুস্তকভেদ]। **-জেক্ষণ** (গোলী ৪৭৪) পদ্মনেত্র। **-তিক্ত**—হরীতকী। **-দীপ**—বনচম্পক। **-ধাতু** (ভা ১০।১৪।৪৭) গৈরিকাদি—জী। **বনন** (গোচ পূর্ব ২১।১৬৩) যাচ্ঞা। **°পুরুষ** (চরিত ৫।১৫) বনস্থিত পুরুষ, ২ বনমানুষ। **-প্রিয়** (চৈকা ২।৩৫) কোকিল। ২ বনই যাহার প্রিয়। [৩ ত্বক]। **-প্রিয়া** (বিজয় ৩৫।৫৩) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপী, ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা। **-ভোজন বেশ**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের শৃঙ্গার-বিশেষ। জন্মাষ্টমীর পর দশমীর দিনে এই বেশ হয়। **-মালা** (ভাবনা ৭।২২) বনশ্রেণী, ২ আপাদলম্বিতা পত্র-পুষ্পময়ী মালা। ৩ (পদ্মা ৩১০) জলরাশি। ৪ (হ ৭।৬৩) পুষ্প-বিশেষ। ৫ (গীগো ১) পদ্মমালা—প্রবো। **-মালা মুদ্রা** (হ ৬।৩৮) উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী পৃথক্ পৃথক্ সংযুক্ত রাখিয়া তদ্দ্বারা কণ্ঠ হইতে পাদ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া করদ্বয়কে মালাবৎ করিলে 'বনমালা' মুদ্রা হয়। **-মালী** (রত্না ৫।২৯৭) তাল-বিশেষ। ২ (সুধা ৭৩) বনমাল্যে নিত্যভূষিত শ্রীকৃষ্ণ। **বনয়িতা** (ভা ১১।৯।৩৩) যাচয়িতা—স্বামী। **-রুহ** (ভা ৫।৩।৩) পদ্ম। **-লক্ষ্মী**—কদলী। **-বিহারী বেশ**—শ্রীক্ষেত্রে চন্দনযাত্রায় শুক্লাষষ্ঠীতে শ্রীমদনমোহনের বেশ। **-বৈকুণ্ঠ** (গোচ পূর্ব ১।৪৮) গোকুল। **-শৃঙ্গাট**—গোক্ষুর। **-সঙ্কট**—মসুর। **বনস্পতি** (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ বর্ষভেদ। ২ (ভা ৫। ১৫।২১) প্রিয়ব্রত-পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র ও বর্ষপতি। ৩ (কৃষ্ণা ৩।৪৫) পুষ্পহীন ফলবান্ বৃক্ষ। [৪ অশ্বত্থাদি বৃক্ষ, ৫ বৃক্ষমাত্র]। **-হাস** (নিবি ৪১) কুন্দপুষ্প। ২ কাশতৃণ।

বনাখু—শশক।

বনালী (উ ১০।৭২) বনশ্রেণী, ২ বনরূপা সখী।

বনাশ (ভা ১০।১২।১) অরণ্যে ভোজন।

বনি—অগ্নি, ২ রাশি, ৩ যাচন, ৪ যাচক।

বনিতা (ভা ১০।২০।৪৮) অনুরাগবতী স্ত্রী। ২ যোষিৎ। **বনিষ্ণু** [বন্+ইষ্ণুচ্] যাচক।

বনী (গোচ পূর্ব ১৩।৮) ক্ষুদ্রবন। ২ (গোচ পূর্ব ২।৮) বনসমূহ। [৩ বানপ্রস্থাশ্রমী]।

বনীয় (গৌকৃ ৮।৬০) প্রশংসনীয়।

বনীয়ক (গৌবি ১০৬) যাচক।

বনেচর—বনচারী ব্যাধাদি।

বনেয়ু (ভা ৯।২০।৫) রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে জাত পুত্র।

বনেশা (গোলী ১৩।৫৫) বৃন্দাদেবী।

বনৌকাঃ (ভা ৫।১৯।২৬) পক্ষী—স্বামী। ২ (ভা ৪।৯।২১) ঋষি, [৩ বনবাসী, ৪ বানর]।

বস্তি (হরি ৫।৪৪০) [বনু যাচনে+কর্ত্তরি ক্তিঃ] যাচক।

বন্দন (ভা ১১।২৭।৪২) নমস্কার—তাহা চতুর্বিধ—(১) অভিবাদন, (২) অষ্টাঙ্গ, (৩) পঞ্চাঙ্গ ও (৪) করশিরঃ-সংযোগ। কায়িক, বাচিক ও মানস-ভেদে তাহারাও ত্রিবিধ। বন্দনাঙ্গ ভক্তি অর্চনাঙ্গে গণিত হইলেও কীর্ত্তনাদির ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেও ইহার প্রাধান্যাভিপ্রায়ে পৃথক্ বিহিত হইয়াছে। কোন কোন ভক্ত শ্রীভগবানের অনন্ত গুণ ও ঐশ্বর্য-শ্রবণ করিয়া সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে সেই গুণানুসন্ধান ও চরণসেবা প্রভৃতিতে 'নিজের অধিকার নাই' ভাবিয়া দৈন্যে কেবলমাত্র নমস্কারেই কৃত-সংকল্প হন, তাঁহাদের জন্য বন্দনাঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের (ভা ১০।১৪।৮) 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকটি বন্দনাঙ্গ-ভক্তির দ্যোতক। এই বন্দনাঙ্গ ভক্তিতে বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতিতে উক্ত অপরাধসমূহ বর্জনীয়—এক হস্ত প্রণাম, বস্ত্রাবৃতদেহে প্রণাম, শ্রীভগ-বানের অগ্রে, পৃষ্ঠে, বামে, অত্যন্ত নিকটে বা গর্ভমন্দিরে প্রণাম। ২ (মালা গীত ৩) অরুণ চূর্ণ। [৩ স্তবন, ৪ বদন]।

বন্দাপন (কৃজ ৪৯) প্রশস্তিবন্দন-বিশেষ। দেবাভিষেকাদির অন্তে প্রশস্তপাত্রাদির বন্দনা করিবার বিধি আছে।

বন্দারু (গোবি ৫২) [বদি অভিবাদন-স্তত্যোঃ+আরু] স্তাবক, ২ প্রণাম-কারী।

বন্দি (গোচ উত্তর ৩৫।৬) স্তুতি। [২ কারাবদ্ধ মনুষ্যাদি, ৩ বন্দন, ৪ সোপানক]।

বন্দী (ভা ৬।১১।২২) পণ-রক্ষণ—স্বামী. ২ শৃঙ্খলিত জনতা—বি। ৩ (ভা ১।১১।১৭) বিমল প্রজ্ঞাশালী প্রস্তাবসদৃশ বক্তা—স্বামী। ৪ (মালা বৃন্দা ৩) স্তাবক। **-কৃত**—(বিনা ৬। ২১) নিগড়িত, ২ স্তবপাঠকে বিহিত।

বন্য (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৬) বনসমূহ। ২ (হরি ৭।৫০১) বনোৎপন্ন। [৩ দারুচিনি। ৪ বনশূরণ, ৫ জলসমূহ]। **-ক** (গোবি ৬৪) বনোদ্ভব। **-মণ্ডন** (সিন্ধু ২।১।৩৬১) পুষ্পাদি-রচিত কিরীট কুণ্ডলাদি।

বন্যা (হরি ৭।৩৮২) [বনানামরণ্যানাং জলানাং বা সমূহঃ] বনরাজি, ২ জলসমূহ।

বপন (ভা ১।৭।৫৫) শিরোমুণ্ডন। [২ বীজাধান, ৩ তন্তুর আধান।]

বপা (ভা ৭।৮।৪৪) মেদ, চর্বি। ২ (হরি ৫।৪৪৯) ছিদ্র।

বপিত (গোচ উত্তর ১২।২০) রোপিত।

বপুঃ (পরম ২৬) অংশ। ২ (চৈভ ১১।৩১।১৩) [বপতি আনন্দবীজানি সর্বত্র] সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ৩ পরমানন্দ-দায়ক। ৪ (যো ৪) স্বরূপ। ৫ (ভা ১০।১৪।২) অবতার—স্বামী। [৬ শরীর]।

বপুষ্টঃ (আচ ১৩।৩৩) দেহ হইতে।

বপুষ্মান্ (আচ ২।৪১) মূর্ত্তিমান্।

বপোৎখাত (রত্ন ৪।১৯) বীজ-বপনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদ।

বপ্তা (গোচ উত্তর ১৩।১৪) পিতা। [২ কৃষীবল, ৩ বীজাদির বপন-কারী]।

বপ্র (লনা ৮।৮) ক্ষেত্র। ২ (গৌবি ৩) পিতা। ৩ (আচ ১।১৮৪) প্রাচীরের কোণাদিতে অবস্থিত 'বুরুজ'। ৪ (চৈনা ৪।১৪) সেতু, ৫ প্রাচীর। ৬ (ভা ১০।৩৬।২) তট। ৭ প্রজাপতি, ৮ রেণু]।

বমথু, বমন (গোলী ৫।৪১) উদ্-গিরণ। [২ ছর্দন, ৩ আহুতি]।

বয়ঃ (ভা ১০।৮৭।৪১) কালচক্র—স্বামী। ২ (ভা ৭।১২।২৬) বিষ্ণু—স্বামী। ৩ (আচ ১।১৮৭) পক্ষী। ৪ (গোলী ৮।৪৬) বয়স ; (সভা ১।৮০২) বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য-ভেদে বয়স ত্রিবিধ। (উ ১০।৮) মধুর রসে বয়স চারি প্রকার—(১) বয়ঃসন্ধি, (২) নব্য, (৩) ব্যক্ত ও (৪) পূর্ণ ; ভক্তিরসামৃতে ইহাদের ক্রমশঃ নাম—(১) প্রথম, (২) কৈশোর, (৩) মধ্য কৈশোর ও (৪)

শেষ কৈশোর। -সন্ধি (উ ১০।১০) বাল্য ও যৌবনের সন্ধি বা প্রথম কৈশোর।

বয়স (ভা ৫।২০।৩) প্লক্ষদ্বীপাধিপতি ইধ্মজিহ্বের পুত্র ও তন্নামক বর্ষ।

বয়সান্বিত (সিন্ধু ২।১।৬৩) 'বয়স' বলিতে ক্রমপ্রাপ্ত বাল্য, পৌগণ্ড ও কিশোরই বাচ্য; সুতরাং বয়সের বিভেদ থাকিলেও সর্বভক্তিরসাশ্রয়, সর্বগুণান্বিত এবং নিত্যনানাবিলাস-বিশিষ্ট কিশোরই প্রশস্ত।

বয়স্য (চৈত ১০।২২।২৮) [বয়সি ভবঃ] কৈশোর-চেষ্টা, ২ কৈশোর-চাপল্য, ৩ লাবণ্য, ৪ সহচর। (সিন্ধু ৩।৩।৮) রূপে, গুণে ও বেশে শ্রীহরির সমান, সঙ্কোচ-বিন্দু-বর্জ্জিত, প্রগাঢ় বিশ্বাসময়—শ্রীহরির বয়স্যগণ পুরস্থ ও ব্রজস্থ-ভেদে দ্বিবিধ। ইঁহারা নিত্যপ্রিয়, সুরচর ও সাধন-সিদ্ধ ভেদে ত্রিবিধ [সিন্ধু ৩।৩।৫৩]। -কার্য (সিন্ধু ৩।৩।৫৪—৫৬) কেহ কেহ স্বভাবতঃ স্থির, মন্ত্রির ন্যায় কৃষ্ণের পরামর্শদাতা, কেহ বা চাপল্যবশতঃ পরিহাসক,কেহবা সরল স্বভাবে,কেহবা বাম্যভাবে, কেহ বা প্রগল্ভতার সহিত বাদ-বিতণ্ডা করেন।

বয়স্যা-কর্ম (কৃগ ১২৩—১২৭) শ্রীরাধার বেশভূষা-নির্মাণ, গুরুজন ও পতি প্রভৃতির বঞ্চনা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেম-কলহে শ্রীরাধার আনুগত্য, অভিসারে সহায়তা, অন্নাদি-পরিবেশন, আশ্বাসদান, একত্র ক্রীড়া, রহস্য-গোপন, পরিহাসে সুচাতুরী, যথোচিত পরিচর্যা, স্বপক্ষের উৎকর্ষ এবং বিপক্ষের গ্লানি-সম্পাদন, নৃত্য-গীত-বাদ্যে যুগলের পরিতোষণ এবং অবকাশোচিত আচার, সেবা-প্রার্থনা ও ভাষণাদি। -নিয়োগ (দূত্য) (উ ৭।৮৩) নায়িকাগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে সখীজনের নিয়োগ দুই প্রকারে হয়—ক্রিয়াসাধ্য (অর্থাৎ উৎকণ্ঠাদি দেখিয়া বয়স্যার স্বয়ংদূত্য-করণ) এবং বাচিক। উৎকণ্ঠা-জ্ঞাপন-রূপ ঐ কার্যটি দ্বিবিধ—অনুভাবরূপ ও সাত্ত্বিক।

বয়ুন (ভা ৬।৬।২০) কৃশাশ্বের ঔরসে ও ধিষণার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ১০।৮।৩০) জ্ঞান। ৩ (নাম ৩।৪৩ টী) সামর্থ্য। [৪ দেবাগার]। -চক্ষু (ভা ১০।১৩।৩৮) জ্ঞাননেত্র—স্বামী। ২ অন্তর্দৃষ্টি—সনা। ৩ অনুসন্ধানাত্মক নেত্র—জী। **বয়ুনা** (ভা ৪।১।৬৪) অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের কন্যা, ব্রহ্ম-বাদিনী। ২ (ভা ৪।৭।৮) জ্ঞান।

বয়োধাঃ—তরুণ।

বয়োমধ্য (ভা ১১।২২।৪৬) ষষ্টি-বর্ষাধিক কাল।

বর (ভা ৯।২৩।৩) চন্দ্রবংশ্য উশীনরের পুত্র। ২ (কৃগ ৯৭—৯৮) যূথ-ভেদ। ললিতাদি অষ্টসখী হইতে ন্যূন যূথ—ইঁহারা সকলেই দ্বাদশবর্ষীয়া এবং বাল্যকালের প্রায় শেষদশায় উপনীতা। ইঁহারা—কলাবতী, শুভাঙ্গদা, হিরণ্যাঙ্গী, রত্নলেখা, শিখাবতী, কন্দর্পমঞ্জরী, ফুল্লকলিকা ও অনঙ্গমঞ্জরী। ৩ (চৈত ১০।১৪।১) অভিলষণীয়। ৪ (চৈত ১০।২।১৫) বিবাহ-প্রবৃত্ত। ৫ (বৃভা ১।৭।১৩৯) শ্রেষ্ঠ, ৬ বরণীয়। ৭ (বৃভা ১।৭।৭৯) আশীর্বাদ। ৮ (লনা ৫।২৫) পতি। ৯ (গোভা ১।৩।৩৪ টী) বরাক, ক্ষুদ্র। ১০ (গীগো ২।১৩) প্রচুর—প্রবো। [১১ জামাতা, ১২ ইচ্ছা, ১৩ যাচ্ঞা,১৪ আবরণ, ১৫ বেষ্টন]।

বরট (গোলী ৭।১৯) হংস। [২ কুন্দ পুষ্প, ৩ কীটভেদ (বোলতা)। ৪ কুসুম্ভবীজ]।

বরণ (গোলী ১৩।৪১) বিবাহোৎসব। ২ (রত্ন ৬।৩০) প্রদর্শন বা প্রদান। ৩ (হ ১১।৬৭৬) স্বীকার, ৪ প্রার্থনা। ৫ (ঐ ৪।১১) প্রাচীর। [৬ বেষ্টন, ৭ বরুণবৃক্ষ, ৮ নদীর পারে যাওয়ার জন্য বংশাদি-নির্মিত সাঁকো]।

বরণ্ড (গোচ পূর্ব ১০।৫২) সমূহ। [২ বয়স-ফোঁড়া, ৩ হস্তিযুদ্ধার্থ মধ্যবেদি]। °ক—বর্তুল, ২ ভিত্তি, ৩ বিশাল, ৪ কৃপণ, ৫ ভীত। -তনু (আচ ৭।১৪) স্ত্রী। -ত্র (ভা ৮। ২৪।৪৫) বন্ধন-রজ্জু। -ত্বচ—নিম্ব-বৃক্ষ, ২ শ্রেষ্ঠত্বগ্‌যুক্ত। -দ (ভা ১০।৩১।২) অভীষ্টপ্রদ, ২ নিজবর-চ্ছেদক—সনা। -দৃপ্ত (মালা হরি ৯) অতিগর্বিত। -মণি (ভা ১০।৭৩।৫) কৌস্তুভ। -মুখ (চৈভা মধ্য ১৮। ১৮৩) বরদানে উন্মুখ। -মুদ্রা (হ ৬।৩৮) দক্ষিণহস্ত প্রসারণপূর্বক জানুর উপরিভাগে স্থাপন করিবে, পরে প্রসৃত (অর্দ্ধাঞ্জলি) দেখাইলে 'বরমুদ্রা' হয়।

বরম্ [ব্য] ঈষদভীষ্টে। -যুবতি (ছ পরি ৫০) ষোড়শাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। -বর্ণিতা (ভাবনা ১২।৩৩) ব্রহ্মচর্য। -বর্ণিনী (ভাবনা ১২।৩৫) ব্রহ্মচারিণী, ২ উৎকৃষ্ট-বর্ণবিশিষ্টা—উত্তমা স্ত্রী। লক্ষণ —'শীতে সুখোষ্ণ-সর্বাঙ্গী, গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা। ভর্তৃভক্তা চ যা নারী, সা ভবেদ্বরবর্ণিনী ॥' [৩ লাক্ষা, ৪ হরিদ্রা, ৫ রোচনা, ৬ সাধ্বী]।

বরাক (সিন্ধু ১৷১৷২) [বৃঙ্ সম্ভক্তৌ+আকট্] ক্ষুদ্র। ২ শ্রেষ্ঠ বস্তুকে যিনি শব্দশাস্ত্রের সাহায্যে সম্যক্ প্রকারে গ্রন্থন করিতে পারেন—জী। ৩ (মালা গীত ২৭৷২) তুচ্ছ। [৪ যুদ্ধ, ৫ শোচনীয়]।

বরাঙ্গ (সুধা ৯২) সৌন্দর্যবান্-অঙ্গশালী। [২ মস্তক, ৩ গুহ্য, ৪ যোনি, ৫ গজ, ৬ বিষ্ণু, ৭ কামদেব]।

বরাঙ্গদা (কৃগ ২৪৬) তুঙ্গবিদ্যার যূথে অষ্টমী সখী।

বরাটক (স্তব ৫৷১) পদ্মবীজকোষ। [২ কপর্দ, ৩ রজ্জু]। **বরাটিকা** (গোলী ১০৷৭৯) কপর্দক। **বরাটী** (আচ ২০৷৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগিণী-বিশেষ। 'বিনোদয়ন্তী দয়িতঞ্চ গৌরী, সুকঙ্কণা চামর-চালনেন। কর্ণে দধানা স্মরপুষ্পগুচ্ছং, বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাড়ী'॥ ২ (ভা ২৷১৷২৮) ললাট—স্বামী।

বরারোহ (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহতুল্য গোপ। ২ (সুধা ২৬) পুনরাবৃত্তিশূন্য অতএব উৎকৃষ্ট প্রাপ্তি-লক্ষণ আরোহ-দায়ক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-প্রাপক বিষ্ণু। [৩ হস্তী]।

বরারোহা (ভা ১০৷৫৩৷২২) শ্রীকৃষ্ণকে স্বকান্তরূপে পাইবার লোভরূপ সর্বোর্দ্ধ-ভূমিকাপ্রাপ্তা, ২ উত্তম-নিতম্বা—সনা।

বরার্হণ (ভা ১০৷৬৷১৬) পুষ্পাঞ্জলি ও রত্নাঞ্জলির ক্ষেপণাদি—বি।

বরাহ (ভা ৬৷৮৷১৫) শ্রীভগবানের তৃতীয়াবতার। ২ (ভচ ২৷৯) মাতৃকান্যাসে থ-বর্ণের মূর্তি। ৩ (ভা ৫৷১৮৷৩৪) উত্তরকুরুবর্ষে পূজ্য শ্রীভগবান্। (সভা ১৷৯৭) ব্রাহ্মকল্পে ইনি দুইবার আবির্ভূত হইয়াছেন—প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে, দ্বিতীয়তঃ ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে হিরণ্যাক্ষ-বধের জন্য জল হইতে আবির্ভাব হয়। কখন চতুষ্পাদ, কখন নৃ-বরাহ, কখন মেঘ-শ্যামল, কখনও বা চন্দ্রশুভ্র মূর্তিতে প্রকট হন। **-নাথ** (রসিক উত্তর ৯১৷১৩) যাজপুর বৈতরণীর তীরে বিরাজমান শ্বেতকায় বিরাট শ্রীবরাহদেব। **-বপু** (ভা ১০৷৩০৷১০) [বরং শ্রেষ্ঠমাহবং স্মর-সংগ্রামং পুষ্ণাতীতি] শ্রেষ্ঠ-কামসংগ্রাম-পোষক।

বরিমা (গোচ উত্তর ৯১) শ্রেষ্ঠতা। মহত্ত্ব।

বরিবসিত (লনা ৭৷৩২) উপাসনা। ২ (চৈনা ২৷২৪) উপাসিত। **বরিবস্যা** (স্তব ১২৷১০) পরিচর্যা; ২ পূজা।

বরিষ্ঠ (কৃগ ৭৭—৭৮) গোপীযূথ-ভেদ; সমাজ। সর্বথা বিখ্যাত এই বরিষ্ঠ যূথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ প্রেমের সমাশ্রয় এবং সর্বদাই সহায়রূপে গণ্য। ইহা সর্বসুহৃদ্-গণের পরমাদৃত এবং অপার গুণরূপাদি ও মাধুর্যাদিতে ভূষিত। ২ (ভর ১৷৯৪) দুর্জয়—পুরী। [৩ উরুতম, ৪ তিত্তিরিপক্ষী, ৫ তাম্র, ৬ মরিচ, ৭ অজয়]।

বরীয়সী (কৃগ ২১) পর্জন্যগোপের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী, ইঁহার বর্ণ—কুসুম্ভপুষ্পবৎ, বস্ত্র—হরিদ্বর্ণ, আকারে—খর্বা এবং কেশ—দুগ্ধবৎ শুভ্র। ২ অতিশ্রেষ্ঠা।

বরীয়ান্ (ভা ৪৷১৷৩৭) পুলহের ঔরসে ও গতির গর্ভে জাত সন্তান। ২ (সিন্ধু ২৷১৷২৭৪) সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

বরীষণ (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ-তুল্য গোপ।

বরুণ (ভা ১২৷১১৷৩৬) কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে জন্ম হয়। জলাধিপতি ও পশ্চিম দিক্‌পাল। দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম। ২ (ভা ৩৷৬৷১৩) বিরাট্ পুরুষের তালু-নির্ভিন্ন লোকপাল। ইনি (ভা ৪৷১৫৷১৪) পৃথুরাজকে চন্দ্রপ্রভ ছত্র দান করেন। (ভা ৯৷৭৷৮) ইঁহার বরে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত জন্মলাভ করেন। (ভা ১০৷২৮) শ্রীনন্দ মহারাজের বরুণলোকে গমনাদি দ্রষ্টব্য। [৩ জল, ৪ সূর্য, ৫ বৃক্ষভেদ]।

বরুণ-পত্নী (নাম ৬৷৭৬), **বরুণানী** (হরি ৭৷২২৫) গৌরী।

বরুণালয় (গোচ পূর্ব ১৷২২) সমুদ্র।

বরুত্র [বৃ+উত্র] উত্তরীয় বস্ত্র।

বরূথ (ভা ৩৷২০৷৩১) সমূহ। ২ (ভা ৯৷১০৷২০) সৈন্য—স্বামী। ৩ (আচ ১৩৷৩) কবচ। ৪ (ভা ৪৷২৬৷২) রক্ষণার্থ চর্মাদি আবরণ—স্বামী। ৫ (হব ১৩৭৷২৩) রথ-গোপন। **বরূথক** (ভা ৪৷২৯৷১৯) কবচ, ২ সভ্য। ৩ (কৃগ পরি ২৯) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠকল্প সখা। ৪ (গোচ পূর্ব ১৷১০৯) অধিনায়ক। **বরূথশঃ** (ভা ৩৷১৭৷১১) দলে দলে।

বরেণ্য (ভা ১০৷৫৮৷২০) সর্বশ্রেষ্ঠ। [২ কুঙ্কুম, ৩ প্রধান]।

বরেন্দ্র (সস তত্ত্ব ১) মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও রংপুরের কিয়দংশ। উত্তরে

কোচবিহার, দক্ষিণে পদ্মানদী, পূর্বে চলন বিল ও করতোয়ানদী এবং পশ্চিমে মিথিলা (ত্রিহুত)—এই সীমার মধ্যবর্ত্তী দেশ।

বর্ক্কর (উ ৪।৩৯) তরুণ পশু, ছাগ বা হরিণ। [২ পরিহাস]।

বর্গ (লঘু ২।১৩) বেদাংশ। ২ (কৃগ ৭৩) সগুণের ভেদ ['যূথ'-শব্দ দ্রষ্টব্য]। ৩ সজ্য, ৪ [বৃজ্‌+ঘঞ্‌] ত্যাগ। **-গী** (গোচ উত্তর ১৯। ৬১) মুখ্য। **-শঃ** (গোচ উত্তর ৬।১৬) বারংবার। **বর্গ্য** (গোপা ৮) বর্জ্য, ২ বর্গীয়।

বর্চঃ (হ ৮।২৭৭) প্রভাব, [২ রূপ, ৩ শুক্র, ৪ বিষ্ঠা]।

বর্চা (ভা ১২।১১।৪০) রাক্ষস।

বর্জন (চৈচ অন্ত্য ১৪।২৬) বারণ, নিষেধ। ২ (গোচ উত্তর ১০।২) [বর্জ গতৌ] স্তান। [৩ ত্যাগ, ৪ হিংসা, ৫ মারণ]।

বর্ণ (উ ৭।৫৬) অক্ষর, ২ রূপ, ৩ (গোচ উত্তর ১।৪১) কথা। ৪ (গীতা ৮।৯) স্বরূপ—স্বামী। [৫ কুঙ্কুম, ৬ ব্রত, ৭ ভেদ, ৮ গীতক্রম, ৯ চিত্র, ১০ তালভেদ, ১১ অঙ্গরাগ, ১২ যশঃ, ১৩ স্তুতি, ১৪ ব্রাহ্মণাদি-জাতি, ১৫ গজ-চিত্রকম্বল]। **-ক** (গোবি ৬৪) চতুঃসম-[চন্দন, অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুম]-ঘটিত সুগন্ধি দ্রব্য। ২ (স্তব ২৬।৬) হরিতাল। ৩ (মালা কৃ আ ৪) অনুলেপন। ৪ (নিধি ২৩৮) কুঙ্কুম। ৫ মণ্ডন। **-কা** (গোলী ২৩।৭৬) কস্তূরী আদি, গৈরিকাদি। ২ (হরি ৭।৭৫) চন্দ্রাতপাদি প্রাবরণ-বিশেষ। **-কূপিকা**—মস্যাধার। **-চারক**—চিত্রকর। **-জ্যেষ্ঠ**—অগ্রজ বিপ্র। **-তাল** (রত্না ৫।২৯৬৭) তালবিশেষ। **-তুলি, তুলী**—লেখনী। **-দূত** (চরিত ২৭৫) লিপি, পত্র। **-নষ্ট** (ছ ৮।৫) ছন্দঃশাস্ত্রে ত্র্যক্ষরাদি-প্রস্তারে পঞ্চম বা ষষ্ঠাদি বর্ণ নষ্ট হইলে, তাহা কিরূপ জানিবার সঙ্কেতময় চক্রবিশেষ। **-নির্বাহ চিত্র** (মুক্তা ১২।২১) যে শ্লোকের প্রতি পাদে নিয়ত অক্ষরগুলি একই প্রকার হয়, তাহাকে 'বর্ণনির্বাহ চিত্র' বলে। ইহা চিত্রকাব্যের প্রকার-মাত্র। যথা—'মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ। বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥' এই শ্লোকের প্রতিপাদে দ্বিতীয় অক্ষরটি ধকার। **-নীল** (রত্না ৫।২৯৬৬) তালবিশেষ। **-পতাকা** (ছ ৮।৭) ছন্দঃশাস্ত্রে প্রস্তারে কোন্‌ স্থানে সর্বগুরু, কোন্‌ স্থানে ত্রিগুরু, কোন্‌ স্থানে দ্বিগুরু ইত্যাদি জিজ্ঞাসায় যে পতাকা-(চক্র)-সাহায্যে উত্তর দিতে হয়, তাহাই 'বর্ণপতাকা'। **-প্রত্যক্ষ** (অকৌ ১২) যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে নাদ প্রথমতঃ নাভিরূপ মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়া 'পরা' নাম প্রাপ্তি করে, পরে ক্রমশঃ হৃদয়গত হইলে 'পশ্যন্তী', বুদ্ধিযুক্ত হইলে 'মধ্যমা' এবং কণ্ঠগত হইলে 'বৈখরী' নাম ধারণ করে। রোদন-প্রবৃত্ত বালকের নাসামধ্যস্থিত সুষুম্না নাড়ীদ্বারা বদ্ধ হইয়া ঐ নাদ অনুভূত হয়। তাহা হইলে বৈখরীদশাপন্ন নাদ হইতে বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত বর্ণ-সমূহই বাহিরে সকলের প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। পরা ও পশ্যন্তী অবস্থায় নাদ কেবল যোগিদেরই প্রত্যক্ষ হয়। **-প্রস্তার** (ছ ৮।৩) ছন্দঃপ্রভৃতির প্রভেদ-জ্ঞাপক সঙ্কেত-বিশেষ। **-মণ্ঠিকা** (রত্না ৫।২৯৭২) তাল-বিশেষ। **-মর্কটী** (ছ ৮।৯) ছন্দঃ, তাহার ভেদ, বর্ণ, গুরু লঘু ও মাত্রাদির সংখ্যা-জ্ঞাপক সঙ্কেত-বিশেষ। **-মাতৃকা**—সরস্বতী। **-মেরু** (ছ ৮।৬) একাক্ষরাদি ষড়্‌বিংশত্যক্ষর পর্যন্ত প্রস্তৃত ছন্দে কত ভেদ, সর্ব-গুরু কয়টি, প্রস্তার-সংখ্যা কত ইত্যাদির জিজ্ঞাসায় উত্তর-জ্ঞাপক চক্র-বিশেষ। **-রাশি** (রত্ন টী ৪।২৬) বেদ। **-বিকার** (হরি ৬।৩৫৭) বর্ণের অন্য পরিণাম, যেমন 'ষোড়শ'শব্দ= ষট্‌+দশ। **-বিপর্যয়** (হরি ৬। ৩৫৭) বর্ণসমূহের পূর্ব ও পরের বিপরীত ভাবে অবস্থান। 'হিন্‌স্‌+অচ্‌' প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইলেও বর্ণ-বিপর্যয়ে 'সিংহ'-শব্দ সাধিত হয়। **-সংহার** (নাচ ১২৮) সর্বজাতির একত্র সম্মেলনকে নাট্যশাস্ত্রে 'বর্ণ-সংহার' বলে। **-সঙ্কর** (গীতা ১।৪০) ব্রাহ্মণাদি জাতির অনুলোমে বা প্রতিলোমে জাত বর্ণ। **-সমাম্নায়** (চৈভা মধ্য ১।২৫২) স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের পাঠক্রম।

বর্ণাবলী (রতি ৫।৪২) অক্ষর-সমূহ, ২ লাবণ্যরাশি।

বর্ণাশ্রমাচার—শাস্ত্রোক্ত বর্ণাচার ও আশ্রমাচাররূপ ভগবৎপ্রীতি-সাধক ধর্মের অনুষ্ঠানে ক্রমপন্থায় সাধুসঙ্গাদি-দ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ হয়। (ভা ১।২।১৩, ১১।১৮।৪৪,৪৬,৪৮; ৭। ১১।২, গীতা ১৮।৪৫—৪৬, ভা ২।১। ৬)। শ্রীভগবানের আজ্ঞারূপ শাস্ত্র-

শাসন-লঙ্ঘনে দণ্ডনীয় হইতে হয়। (গীতা ১৩।২৩—২৪) 'শ্রুতিস্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্ত উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥' বর্ণাশ্রমাচার-পালনে কিন্তু শুদ্ধভক্তি হয় না। (ভা ১১। ১২।৫৪) শ্রীভগবৎ-সন্তোষের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে বর্ণাশ্রমাচার বা তপস্যাদিতে কেবল পরিশ্রমই সার হয়। (ভা ১।৫।১৭) 'ত্যক্ত্বা স্বধর্মং' ইত্যাদি শ্লোকে ভজন করিতে করিতে পতন হইলে তাহাতে কোন অমঙ্গল হয় না, পক্ষান্তরে শ্রীহরিভজন না করিয়া কেবল স্বধর্মাচরণ করিলে কোনই মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। (ভক্তি ৯৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্য—কলিকালে যাহারা কেবল বর্ণাশ্রমাচারোচিত কর্ম্মই করে, তাহাদের আয়ুঃ বৃথাই যাপিত হয়, কিন্তু যাঁহারা কেবল ভগবদাশ্রয়মাত্র করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইতে পারেন।

বর্ণাশ্রমী (চৈচ মধ্য ২২।২৬) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণে অবস্থিত এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ধর্মের যাজনকারী।

বর্ণিকা (গোবি ৪৫) অঙ্গ-বিলেপন। ২ (বিনা ১।৩) নটের পরিচ্ছদ। ৩ (যাম ১।২৯) লেখনী। ৪ মসি। ৫ (হরি ৭।৭৫) শাস্ত্রের টীকা-ব্যাখ্যাত্রী। ৬ খড়ি।

বর্ণিত্ব (ভাবনা ২।৪৪) ব্রহ্মচর্য।

বর্ণী (হরি ৭।৯৮৫) ব্রহ্মচারী। ২ রূপবান্। ৩ চিত্রকর, ৪ লেখক। ৫ বিপ্রাদি জাতি।

বর্ণোদ্দিষ্ট (ছ ৮।৪) ছন্দঃশাস্ত্রে বৃত্তের রূপ দেখিয়া বৃত্ত-সংখ্যা জ্ঞানের সঙ্কেত-সূচক চক্র-ভেদ।

বর্ত্তকা (হরি ৭।৭৮) শকুনী-পক্ষী।

বর্ত্তন (চৈচ মধ্য ১১।২২) বেতন। ২ (কৃবি ৮) বৃত্তি, জীবন। ৩ (চৈচ অন্ত্য ৫।১৪) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি। [৪ স্থিতি, ৫ জীবনোপায়]।

বর্ত্তনী (চৈনা ৮।৩১) পন্থা।

বর্ত্তমান (হরি ৪।১৫১) আরব্ধ কার্যের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত কালই 'বর্ত্তমান'। 'প্রারব্ধাসমাপ্তেস্ত যাবন্নো নশ্যতি ক্রিয়া। তাবদ্বর্ত্তত ইত্যস্মাদ্ বর্ত্তমান উদাহৃতঃ॥'

বর্ত্তি (আচ ১৫।৩৪৪) বর্ত্তমান, ২ বর্ত্তিকা (দীপদশা)। ৩ (মালা ব্র.২) অঞ্জনলেখা। [৪ গাত্রানুলেপন]।

বর্ত্তিকা (কৃগ ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ২ (ভাবনা ২।২৬) তুলী। [৩ দীপদশা]।

বর্ত্তিত (আচ ১২।৫৭) উৎপাদিত।

বর্ত্তিষ্ণু (গোচ পূর্ব ১১।১৩) বর্ত্তনশীল, স্থির।

বর্ত্তুল (হ ২০।২৪৮) বৃষবৎ উন্নত ও কোণবিহীন প্রাসাদ। [২ গোলাকার বস্তু]।

বর্ত্ম (গীতা ৪।১১) পথ। [২ আচার, ৩ নেত্রচ্ছদ]। **-কর** (চন্দ্রা ৭) পথ-প্রদর্শক। **-নি** [বৃৎ+অনি মুট্ চ] পথ। **-নিপাত** (গোচ পূর্ব ১১।৮৮) পথাশ্রয়। **-পাতী** (স্তব ৮।১) বাটপাড়।

বর্দ্ধক [বৃধ—ণ্বুল্] পূর্বক, ২ ছেদক, ৩ বৃদ্ধিকারী।

বর্দ্ধকী (কৃগ পরি ১০৭) শ্রীকৃষ্ণের খট্টা ও শকট-নির্মাতা ছুতার। [২ ছুতার জাতি]।

বর্দ্ধন (ভা ১০।৪৯।১৭) ছেদন। ২ (ভা ৪।৮।৪৩) হর্ষকর। ৩ (গোচ পূর্ব ২৩।১৩৫) বৃদ্ধি। ৪ (ভা ১০। ৬১।১৬) মিত্রবিন্দার গর্ভজাত, শ্রীকৃষ্ণপুত্র। ৫ (ভা ১০।৪৯।১৭) ছেদক।

বর্দ্ধনিকা (হ ৫।২৩১) জলপাত্র-বিশেষ। [২ সংমার্জনী]।

বর্দ্ধনী (আচ ১৫।৩৪২) ঘটী, কমণ্ডলু।

বর্দ্ধমান (কৃগ পরি ১০৭) শ্রীকৃষ্ণের খট্টা ও শকট-নির্মাতা ছুতার। ২ (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ সীমা-পর্বত। ৩ (হ ১৫।৩৫৭) নাড়ীচ্ছেদ। ৪ (ছ ৪।১০) বিষমপাদ-ছন্দোবিশেষ। [৫ বৃদ্ধিযুক্ত, ৬ মৃৎপাত্র শরাবাদি, ৭ বিষ্ণু]। **-মিশ্র** (হরি ২।১১৩) কাতন্ত্রবিস্তর-প্রণেতা। ২ গণরত্নমহোদধি-রচয়িতা।

বর্দ্ধিত (বিরু ২৯) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া প্রতিকলায় ভ, ন, জ, জ—এই চারিগণ ও লঘু বর্ণ একটি থাকিয়া প্রথম, অষ্টম ও একাদশ স্থানে শ্লিষ্ট সংযোগ হইলে 'বর্দ্ধিত' কলিকা হয়। যথা—গর্বিত খলগণ-দর্পবিমর্দ্দন, চর্বিত দনুজনিরর্গল বর্দ্ধন। [২ ছেদিত, ৩ পূরিত, ৪ প্রস্তুত]।

বর্দ্ধিষ্ণু [বৃধ+ইষ্ণুচ্] বৃদ্ধিশীল।

বধ্র [বৃধ+ষ্ট্রন্] চর্ম।

বর্ম (ভা ৪।১০।১৪) কবচ, ২ ক্ষত্রিয়ের উপাধি। **-হর**—সন্নাহ-ধারণ-যোগ্য অবস্থা, তরুণ।

বর্ম্মিত (গোলী ১১।৫১) কবচাবৃত। ২ উদ্যুক্ত।

বর্ষ (ভা ১২।১১।৩৭) রাক্ষস-বিশেষ।

[২ প্রধান, শ্রেষ্ঠ]।

বর্ষ (ভা ৯।২৪।৫১) বসুদেবের ঔরসে ও উপদেবার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভগ ৪৭) খণ্ডমণ্ডল। [৩ বৃষ্টি, ৪ মেঘ]। **-ধব** (ভা ৫।৩।১৭) ভারতবর্ষপতি। **-ভুক্** (ভা ১০। ৮৭।২৮) খণ্ডমণ্ডলপতি। **-বর** (হব ২।২।৫) নপুংসক।

বর্ষা (গোলী ১২।৯৪) ঋতুভেদ। ২ বর্ষণ।

বর্ষাভু (হরি ২।৫৩) ভেক, ২ ইন্দ্রগোপ, ৩ পুনর্ণবা, ৪ মহীলতা।

বর্ষাভ্বী (হরি ৭।২০৯) ভেকী, ২ পুনর্ণবা শাক।

বর্ষিষ্ঠ (ভা ১০।২০।২৫) সমৃদ্ধ।

বর্ষীয়ান্ (ভা ৩।৯।৩৪) বৃদ্ধতর।

বর্ষুক (হরি ৫।৩৩৯) [বৃষু সেচনে+ উকণ্] বর্ষণশীল।

বর্ষ্ম (ভাবনা ৭।৭৫) শরীর। ২ (গোচ পূর্ব ৩।৭২) প্রমাণ। [৩ পাষাণ, ৪ অতিসুন্দর]। **-ধুর্য** (ভা ১০।৩৫।১৬) হস্তী।

বর্ষ্য (হরি ৫।১৮২) [বৃষু সেচনে+ ণ্যৎ] বর্ষণীয়।

বলক্ষ (বিনা ১।৩১) শ্বেতবর্ণ।

বলন (মালা ছ ৯) বাদন, ২ ভঙ্গী। ৩ (মালা উৎ ৫৫) বর্দ্ধন। ৪ (পদ্যা ২৫৯) চালন। ৫ (বিনা ২।৪৬) শক্তিপ্রভাব। ৬ (বিনা ২। ৩৫) জীবনধারণ। ৭ (বিনা ৩। ৪৩) গোলাকৃতি বেষ্টন। ৮ (স্তব ৫।৬) প্রবর্ত্তন, বিরাজন। ৯ গমন। ১০ (মালা গোবি ১৬) দর্শন।

বলনা (আচ ২০।৬৮) সুবলিততা। ২ (আচ ১৫।৯০) সম্পাদন। ৩ (আচ ১৩।১৫০) ঘটনা। ৪ (গোচ পূর্ব ৩৩।১১) সংযোগ।

বলভি (ভাবনা ৫।৫১) ছাদের উপরিস্থিত গৃহ—চন্দ্রশালা।

বলভিৎ (ভা ৮।১০।২৪) ইন্দ্র। ২ বলক্ষয়কারী।

বলভিদুপল (মালা মু ১) ইন্দ্রনীলমণি।

বলভিদ্দিক্ (ভাবনা ২।৩৪) পূর্বদিক্।

বলভী (ভা ১০।৫০।৫৩) চন্দ্রশালিকা। ২ গৃহসম্মুখে বক্রকাষ্ঠাচ্ছাদন—স্বামী। ৩ পটলাধার বংশপঞ্জর। ৪ (আচ ১।১৫০) সৈন্যভয়।

বলভীচ্ছন্দক (হ ২০।২৪৭) চন্দ্রশালা-সমন্বিত, পঞ্চভূমিক ও শুকনাসাত্রয়-বিশিষ্ট প্রাসাদ।

বলয় (চৈকা ৪।৩৩) বেষ্টন, ২ কঙ্কণ। ৩ (ঐ ৪।১১) গোলাকার। ৪ (গোলী ২১।৮২) শ্রেণী। ৫ (গোলী ৮।৭২) পরিসর। ৬ (গোচ পূর্ব ১।৫৫) সমূহ।

বলয়িত (উস ২২) পরিপূরিত। ২ বেষ্টিত, যুক্ত।

বলাহক (ভা ১০।৫৩।৫) শুভ্র ঘোটক, ২ (হ ১৬।১৬৯) শ্রীকৃষ্ণের রথবাহী অশ্ব। ৩ (অকৌ ১০।১২) মেঘ। [৪ পর্বত, ৫ নাগভেদ, ৬ দৈত্যভেদ]।

বলীক (আচ ১।১৫০) পটলপ্রান্ত (ছাঁইচ), ২ ছাদ।

বল্‌ূক [বল+উক] অসুর, ২ পক্ষিভেদ।

বল্ক (ভা ৯।২৪।৪৯) বসুদেবের পত্নী ইলার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (মাম ৭।১৮) খণ্ড, ৩ শাখা, ৪ পল্লব। [৫ বৃক্ষের বল্কল, ৬ মাছের আঁইস]। **-তরু**—গুবাকবৃক্ষ।

বল্গৎ (মালা বৃন্দা ৭) চঞ্চল—বল।

বল্গন (লহরী ১২।৪) যুদ্ধার্থ গতিবিশেষ, ধাবন। ২ (মালা ছ ৯) সঙ্কোচ। ৩ (লহরী ১৬।২) নর্ত্তন।

বল্‌গা (লনা ৬।১১) লাগাম।

বল্‌গিত (ভা ১০।৯০।২১) রমণীয়, ২ (ভা ১০।৩৫।২) নর্ত্তিত—স্বামী। ৩ (বৃ ১৪।৮৬) প্রশংসিত। ৪ (লনা ৯।১৭) লম্ফন। ৫ (স্তব ১৩।১৮) শব্দায়মান। ৬ (মালা গীত ২৫) চঞ্চল।

বল্‌গু (গোলী ৮।৬৮) মনোহর। [২ ছাগ]।

বল্মিকি, বল্মীক—উইয়ের ঢিপি।

বল্লক (গোবি ৬২) মৃগবিশেষ।

বল্লকী (লনা ১।৩৫) বীণা। ২ (কৃগ ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ৩ (ছ ২১।৫৭) উনবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [৪ সল্লকী বৃক্ষ]। **-বল্লভ** (লনা ১।১২) শ্রীনারদ ঋষি।

বল্লভ—গোপী (প্রকৃতি) ও জন (তত্ত্বসমূহ) এই উভয়ের ব্যাপক বলিয়া যিনি আশ্রয় এবং কারণ বলিয়া যিনি ঈশ্বর, সান্দ্রানন্দজ্যোতি বলিয়া তিনিই 'বল্লভ'। ২ অনেক জন্মসিদ্ধ (নিত্যসিদ্ধ) গোপীদের পতি (গৌতমীয়তন্ত্রে)। ৩ স্বরূপশক্তি ও তাহার অংশসমূহের স্বামী—জী। ৪ (চচ ১।১৩) প্রিয়। ৫ শ্রীকৃষ্ণ। ৬ (মালা প্রেমেন্দু ২) হিতকর্ত্তা।

বল্লভা (১০।৬৩।২১) ভার্যা।

বল্লভী (রত্না ৫।২১৩৫) বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শ্রীবল্লভাচার্যের অনুগত সম্প্রদায়।

বল্লরী (শ্যা ২৯) পুষ্পমঞ্জরী।

২ (উ ১৪।১১৫) লতা।

বল্লব (ভাবনা ৭।২৮) গোপ। ২ (উ ৩।৩৬) বিশেষ পরামর্শশূন্য—বি। [৩ পাচক]। **-পতি** (অকৌ ২।১৮) ব্রজরাজ নন্দ। **-পুর** (চরিত ৩৯৯) বৃন্দাবন।

বল্লবী (গোলী ৪।৭) গোপী। ২ (গৌ ১।৫৭) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ। 'শুন শুন গুণবন্ত। নিশি শেষ পরিযন্ত॥' **-নন্দন** (রাধা ৮৫) যশোদাদুলাল, ২ গোপীগণের আনন্দপ্রদ। **-বল্লভ** (গোলী ১৬।১০৬) শ্রীকৃষ্ণ।

বল্লী (গোলী ১৩।১০৭) লতা। [২ পৃথিবী, ৩ অজমোদা]।

বল্বল (ভা ৩৩।১১) ইল্বলের পুত্র, দৈত্য। নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের সত্রে বিঘ্ন করিত—শ্রীবলদেব তাহাকে বধ করেন (ভা ১০।৭৯।৫)।

বল্‌শ (ভা ৫।১৬।২১) স্কন্ধ—বি।

বশ (উ ৫।৭৬) ইচ্ছা, [২ প্রভুতা, ৩ আয়ত্ততা]।

বশংবদ (হরি ৫।২৪৭) [বশঃ সন্ বদতীতি বশ-বদ্+খচ্] একান্ত বাধ্য। ২ প্রিয়বাক্য-বাদী, ৩ মধুর-বাদী।

বশনীয় (গোচ পূর্ব ২।৩) কাম্য।

বশবশী (গোচ পূর্ব ৩০।১০৪) বশবর্তী।

বশা (আচ ১।১৮০) বন্ধ্যা গো। ২ বন্ধ্যা নারী। ৩ (ভাবনা ১৪।৩২) বশীভূতা।

বশানুগ (গোভা ১৪।২৩) স্বায়ত্ত।

বশিক (গোচ পূর্ব ২২।২৬) শূন্য। [২ অগুরুচন্দন]।

বশিত (গোচ উত্তর ১।৪৩) বশতা-প্রাপ্ত। ২ (গোচ পূর্ব ৩।৪৬) কামিত।

বশিতা (আচ ৮।১৪) বশীকরণ, ২ সিদ্ধিবিশেষ। ৩ (ভা ১১।১৫।৫) বিষয়ভোগে অসঙ্গ।

বশির—গজপিপ্পলী। ২ সমুদ্রলবণ, ৩ চব্য।

বশিষ্ঠ (ভা ১।১৯।৮) ব্রহ্মার মানস-পুত্র। (ভা ৯।১৩।৬) ইক্ষ্বাকু-তনয় নিমি-কর্তৃক অভিশপ্ত বশিষ্ঠ দেহত্যাগান্তে উর্বশীদর্শনে মিত্র ও বরুণের স্খলিত বীর্যে কুম্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন।

বশী (সিন্ধু ২।১।২০৫) জিতেন্দ্রিয়। ২ (গোতা ১।২০) প্রকৃতি ও কালের নিয়ামক। ৩ স্বাধীন।

বশীকৃৎ (হ ৫।১৫১) বশীকরণ।

বশ্য (নাম ৩।৪৯) বশীকরণ। ২ (গোচ উত্তর ৮।২৩) কমনীয়। ৩ (হরি ৭।৬৮২) [বশং লব্ধেতি বশ+যৎ] পরেচ্ছানুসারী। [৪ লবঙ্গ]।

বষট্ [ব্য] আহুতিমন্ত্র। **-কার** (কৃগ ৬৬) গোকুলবসতি কুলদ্বিজ। ২ (সুধা ১৪) সর্বযজ্ঞারাধ্য বিষ্ণু।

বষ্কয়ণী (গোলী ১৯।৯) চিরপ্রসূতা গাভী।

বস (গোচ পূর্ব ৪।৩৪) নিবাস।

বসতি (ভা ১০।২৯।৩৮) গার্হস্থ্য-সুখ। ২ গৃহ—বল। [৩ বাস, ৪ রাত্রি]। **-মুখ** (মাম ৩।১০৪) প্রদোষ। ২ গৃহাভিমুখ। **-শক্তি** (মাম ৬।৬৩) সন্ধিনী।

বসতী (গোচ পূর্ব ২৮।৩৭) রাত্রি, [২ বাস, ৩ নিকেতন, ৪ স্থান]।

বসন (গোচ পূর্ব ১।৫৯) আচ্ছাদন, ২ বস্ত্র। [৩ নিবাস, ৪ স্ত্রীকটিভূষণ]।

বসন্ত (কৃগ পরি ৩৬, ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা। ইহাঁর পিতা—পিঙ্গল ও মাতা—সারদী। ২ (আচ ২০।৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগ-বিশেষ। সঙ্গীতপারিজাতে (৩৭০) যথা—'ষড়্‌জাদিমূর্ছনে যান্তে গ-নৌ তীব্রৌ বসন্তকে।' [৩ ঋতুভেদ—ফাল্গুন ও চৈত্র]। **-তিলক** (মাম ৩।১) পুষ্পবিশেষ। ২ চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-দূত**—কোকিল, ২ আম্রবৃক্ষ, ৩ পঞ্চম রাগ। **-দূতী**—মাধবীলতা, ২ পাটলীবৃক্ষ, ৩ গণি-কারিকা। **-পঞ্চমী** (হ ১৪।১৬৭—১৭০) মাঘী শুক্লাপঞ্চমীতে নবপল্লব, পুষ্প ও অনুলেপন দ্বারা শ্রীহরির মহাপূজা করিবে। নীরাজনোৎসবের পরে বসন্তরাগে গীত ও নৃত্য করিবে। **-রাগের কাল** (হ ১৪।১৬৯) শ্রীপঞ্চমী হইতে শ্রীহরির শয়ন একাদশী যাবৎ বসন্তরাগ গেয়,তৎপর বসন্ত রাগ সঙ্গীত-বিদ্যায় নিষিদ্ধ। **°ম** (নিবি ২১) বসন্তকালীয়। **-সখ**—কামদেব।

বসন্তোৎসব (হ ১৪।২৩৫—২৩৮) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া শ্রীহরির প্রিয়ভক্ত বসন্তের পূজোৎসব বিধেয়। ভবিষ্যোত্তরে ইহার বিধি দ্রষ্টব্য।

বসা (হরি ৫।৪৪৯) [বস্+টাপ্] মজ্জা।

বসাদ (চৈনা ৪।৬) দুঃখ।

বসিত (মাম ৬।১২৮) পরিহিত। ২ (মাম ৮।১৬৭) বদ্ধ।

বসিষ্ঠ (ভা ১০।৭৪।৭) কশ্যপগোত্রীয় ঋষি। ২ (ভা ৩।১২।২০) ব্রহ্মার মানসপুত্র।

বসু (ভা ২।৩।৩) অষ্ট বসু—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু

এবং বিভাবসু। ২ (ভা ৪।১৩।১২) ধ্রুবের বংশে বৎসরের পুত্র। ৩ (ভা ৯।১৫।৪) রাজা পুরূরবার বংশে কুশের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৪।৫১) শ্রীবসুদেবের পত্নী শ্রীদেবার গর্ভজাত পুত্র। ৫ (ভা ৯।২।১৭) বৈবস্বত মনুর বংশ্য ভূতজ্যোতির পুত্র। ৬ (ভা ১০।৫৯।১২) মুরদৈত্যের পুত্র। ৭ (ভা ১০।৬১।১৩) শ্রীকৃষ্ণের পত্নী নাগ্নজিতীর গর্ভজ। ৮ (ভা ৬।৬।৪) ধর্মের পত্নী। ৯ (গীতা ১০।২৩) গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্টগণদেবতা—ভব (ধর, ধ্ব), ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু (অহ), অনল, অনিল, প্রত্যূষ (প্রভূষ) ও প্রভাব (প্রভাস)। ১০ (ভা ৫। ২০।১৪) হিরণ্যরেতার পুত্র। ১১ (ভা ৪।১৬।৫) ধন, ১২ জল। ১৩ (গোলী ৭।৭) অষ্টসংখ্যা-বাচক। ১৪ (ভা ৭।৯।৩১) ভূতসূক্ষ্ম—স্বামী। ১৫ (হ ২।৯২) অগ্নি। ১৬ (সুধা ৮৭) নিত্যধামে নিত্যনিবাসী, ১৭ [বসন্তি মহদাদীনি প্রতিসর্গেঽত্র] প্রকৃতি। ১৮ (সুধা ২৫) ভক্ত-সবিধে নিবাসকৃৎ। ১৯ (সুধা ৪২) নিজমাহাত্ম্যেই অবস্থিত। [২০ স্বর্ণ, ২১ বকবৃক্ষ, ২২ সূর্য]। **-কাল** (ভা ৪।১৬।৫) কর আদায়ের সময়। **-কীট**—যাচক। **-দ** (সুধা ৪২) দুষ্টদিগের ধন-নাশক বিষ্ণু। **-দা** (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ন্ত-বর্ণের শক্তি। **-দান** (ভা ৫।২০।১৪) হিরণ্যরেতার পুত্র। ২ (গোভা ৩।২।৪০-) ধনপ্রদ। **-দাম** (কৃগ পরি ৩১, ৪৮) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা, অর্জুনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। **-দেব** (ভা ৯।২৪।৪৫) শূরের পুত্র, শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা, শ্রীনন্দমহারাজের সুহৃদ্বর। (কৃগ ২৫—২৬) ইঁহার অন্য নাম—আনকদুন্দুভি। পূর্বে ইনি 'দ্রোণ'-নামা বসু ছিলেন। পত্নীগণের নাম—দেবকী, রোহিণী, পৌরবী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা ইত্যাদি। ২ (ভা ১২।১।১৮) শুঙ্গবংশীয় রাজা দেবভূতির মন্ত্রী—কণ্ব, তাঁহার পুত্র বসুদেব। ইনি কণ্ববংশের প্রথম রাজা। ৩ (আচ ৫।২৪) ধনদ্বারা দীপ্তিশালী। ৪ (ভা ৪।৩।২১) বিশুদ্ধ সত্ত্ব। ৫ (চৈত ১০।১৬।৪৫) [বসুভির্গোধনৈর্দীব্যতীতি] গোধনে মহাঢ্য, ৬ [বসুষু দেবভেদেষু দীব্যতীতি] যাঁহার দেহে দ্রোণনামক বসুরও ক্রীড়া হয়—সেই নন্দমহারাজ। ৭ (ভগ ৯৮) [বাসয়তি দেবং, বসত্যস্মিন্ ইতি বসুঃ. দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবঃ, স চাসৌ স চেতি বসুদেবঃ] স্বপ্রকাশবস্তুর আবির্ভাব-স্থান। ৮ বসু-(ভগবদ্ধর্মলক্ষণ ধন)-দ্বারা প্রকাশমান তত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব। **বসুধা** (গৌগ ৬৫—৬৬) শ্রীনিত্যানন্দের পত্নী, শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যা—পূর্বলীলায় রেবতী ও বারুণী [মতান্তরে]। ২ (ভা ৪। ১৭।২২) পৃথিবী। ৩ (ছ ২।১০৬) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ। ৪ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঝ-বর্ণের শক্তি। °**ধারা** (মাম ৭।২০) কুবেরপুরী। ২ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পূর্ব-কর্তব্যরূপে চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে ভিত্তিতে লগ্ন ঘৃতধারা। ছন্দোগ-পরিশিষ্টে কাত্যায়নঃ—'কুড্যলগ্নাং বসোর্ধারাং সপ্ত বারান্ ঘৃতেন তু। কারয়েৎ পঞ্চ বারান্ বা নাতিনীচাং ন চোচ্ছ্রিতাম্॥' **-ধাম্নর** (পাচ ১৫।২৬) ব্রাহ্মণ। **-ন্ধর** (ভা ৫।২০। ১১) শাল্মলীদ্বীপস্থ ভগবান্। **বসু-ন্ধরা** (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঙ-বর্ণের শক্তি। [২ পৃথিবী]। °**পাল** (ভা ৯।১১।২১) পৃথিবীপালক রাজা—স্বামী। **-প্রাণ**—অগ্নি। **-ভৃদ্যান** (ভা ৪।১।৩৩) বশিষ্ঠের পুত্র, সপ্তর্ষির অন্যতম। **-মতী** (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে চ-বর্গের শক্তি। ২ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌরপূজায় দ্বিতীয়া পীঠশক্তি। ৩ (ছ ২।১২) ষড়ক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [৪ পৃথিবী]। **-মান্** (ভা ৮।১৩।৩) সপ্তম মনু বৈবস্বতের পুত্র। ২ (ভা ৯।১৫।২) চন্দ্রবংশ্য শ্রুতায়ুর পুত্র। ৩ (ভা ১০। ৬১।১২) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী জাম্ববতীর গর্ভজাত। **-মিত্র** (ভা ১২।১।১৭) শুঙ্গবংশ্য সুজ্যেষ্ঠের পুত্র। **-যামা** (গৌ ১।৫) অষ্টকাল। **-রোচিঃ**—যজ্ঞ। **-শর্মা** (হ ১৪।৪২৪) অবন্তী নগরে সর্বজন-প্রথিত বেদ-বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ। ইনি বসুদেব-নামক (প্রহ্লাদের পূর্বজন্মের নাম) বেশ্যারত ব্রাহ্মণের জনক ছিলেন। একদা শ্রীনৃসিংহচতুর্দশী-তিথিতে বসুদেব অজ্ঞানে উপবাস করিয়াছিলেন এবং রাত্রিতে সেই বেশ্যার সহিত কলহ করিতে করিতে জাগরণ করিয়া-ছিলেন। সেই ফলে তিনি প্রহ্লাদ হইয়া স্বভাবতঃ হরিভক্তরূপে জন্ম-গ্রহণ করেন। **-হংস** (ভা ৯।২৪। ৫১) বসুদেবের পত্নী শ্রীদেবার গর্ভজাত পুত্র। **-হট্ট**—বকবৃক্ষ। **বসূত্তম** (ভা ১।৯।৬) ভীষ্ম—স্বামী। **বসোর্ধারা** (ভা ৬।৬।১৩) অগ্নি-

নামা বসুর পত্নী।

বস্ত (ভা ৪।২।২২) ছাগ।

বস্তক—কৃত্রিম লবণ।

বস্তি (হরি ৭।১০৬১) নাভির অধোভাগ। ২ বাস, ৩ বসনদশা।

বস্তু (গোভা ১।১।১) তত্ত্ব, ২ দ্রব্য, ৩ জ্ঞান, ৪ অর্থদর্শন। ৫ (কর্ণা ২) ভক্ত-হৃদয়বাসী, ৬ সর্বব্যাপক, ৭ স্বরূপে, রসচমৎকারে এবং প্রভাতিশয়ে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক এবং মহাভাব-পর্যন্ত সকলভাবই যাঁহাতে বাস করে। ৮ পরমার্থভূত—কবি। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সকলের অন্তর্ভাব হয় যাহাতে—সু। স্বরূপ, চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি ও জীবশক্তির পরমাশ্রয়-ভূত, সর্বোত্তম, সর্বভজনীয় ও পরতত্ত্ব—সার। -তা (নিবি ৫১) [বসৎক স্নেহচ্ছিদোশ্চ] প্রিয়তা। -নির্দেশ (চৈচ আদি ১।২২) গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের স্থিরীকরণ। ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণের অন্যতম। -শক্তি (গোভা ৪।১।১৬) বিদ্যা-প্রভাব। -ষট্‌ক (কৃজ ৩০) অভিবেককালে সহস্রধারা-কলসে নিক্ষেপ্তব্য ওষধি, গন্ধ, বীজ, পুষ্প, ফল ও রত্ন।

বস্তূত্থাপন (নাচ ৪৫২) মায়া-প্রকল্পিত বস্তুর নাম নাট্যশাস্ত্রমতে 'বস্তূত্থাপন'।

বস্ত্য (গোচ পূর্ব ৭।৬৭) গৃহ।

বস্ত্র (হরি ৫।৩৮৪) [বস আচ্ছাদনে +ত্র] গাত্রাবরণ। -ক্লোপ (গোচ পূর্ব ৮।১৫) বস্ত্রাদ্রকরণ। -গৃহ—তাঁবু। -গ্রন্থি—নীবি। -ধারণ-বিধি (হ ৪।১৪৫—১৬১) অধৌত, রজক-ধৌত, অন্যদিনে ধৌত, কাষায় ও মলিন বসন এবং কৌপীন ও আর্দ্র বস্ত্র ধারণ করিবে না। জপ, হোম, উপবাস ও শ্রাদ্ধ-বিষয়ে ধৌত বস্ত্র পরিবে। একবস্ত্র ধারণ করিয়া আহার ও দেবপূজা করিবে না। রক্তবর্ণ বস্ত্র-পরিধান নিষিদ্ধ। ঊর্ণাজাত বস্ত্র সর্বথা শুদ্ধ ও শ্রাদ্ধে ব্যবহর্তব্য। কীটস্পৃষ্ট বস্ত্র, মূত্র-পুরীষোৎসর্গকালে বা মৈথুনে পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিবে। অচ্ছিন্ন ও সুন্দর দশাযুক্ত বস্ত্রই পরিধান করিবে। -মুদ্রা (হ ৬।৪৪) মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠা যোজনা পূর্বক অন্যান্য অঙ্গুলিত্রয় প্রসারণ করিলে 'বস্ত্রমুদ্রা' হয়। -সংস্কার (হ ৪।৭২—৭৭) কার্পাস-সূত্রনির্মিত বস্ত্রাদি দূষিত হইলে ক্ষার ও জলদ্বারা শোধন করত পরে আতপতাপ বা বায়ুদ্বারা শুষ্ক করিবে। রোমজ, পট্ট ক্ষৌম প্রভৃতি বসন ও চর্মাদির অল্পমাত্র অশুদ্ধিতে সূর্যকিরণে বা বাতাদি দ্বারা শুষ্ক করিয়া জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। অপবিত্র বস্তুর সহিত ঐ সকল দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে শ্বেত সর্ষপ, ধান্যকল্ক, পত্রকল্ক, ফল ও বল্কলোত্থ রসদ্বারা শোধন করিবে। তুলিকা, উপধান, কুসুম-রঞ্জিত ও স্বর্ণরত্নাদি-খচিত বসন অশুদ্ধ হইলে ক্ষণকাল আতপ-তাপে শুষ্ক করত পুনঃ পুনঃ তাহাতে হস্ত ঘর্ষণ করিবে, পরে তদুপরি জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করত 'শুচি' এই শব্দ বলিবে।

বস্ত্রান্ত (ভা ১০।৭৫।৩৭) অধোবস্ত্র—সনা।

বস্ত্রার্পণ (হ ৬।২৩৯—২৬০) শ্রীবিষ্ণুর স্নানের পরে সূক্ষ্ম গাত্রমার্জনীদ্বারা দেহ প্রোঞ্ছন করত অত্যুৎকৃষ্ট পরিধেয় ও উত্তরীয় দান করিবে। কঞ্চুক এবং উষ্ণীষাদিও দেশবিশেষে দাতব্য। নানাবর্ণ, বহুদিন-স্থায়ী, কেশশূন্য দিব্যবস্ত্রসমূহ ধূপিত করিয়া প্রভুকে নিবেদন করিবে। ভোগের পরে বস্ত্রদানই শ্রীগ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। রাঙ্কব (মৃগরোমজ) বস্ত্র, কার্পাস-বস্ত্র, শুভ্র, কুসুম্ভ-রঞ্জিত, কুঙ্কুম-রঞ্জিত, কৌশেয়, বিচিত্রসূচি-প্রভৃতি শিল্প-ঘটিত, বল্কলোৎপন্ন, নানাদেশোৎপন্ন, মহার্ঘ্য সুসূক্ষ্ম বসনাদি ভগবানে সমর্পণ করিতে হয়। নীলবর্ণ, জীর্ণ ও অন্য-পরিহিত বস্ত্র শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ নিষিদ্ধ, মেষরোমজ বস্ত্র বা পট্ট-বসন নীলবর্ণ হইলেও চলিতে পারে।

বস্ত্বন্তরাভিনিবেশ (ভক্তি ১৫৭) প্রাক্তনাপরাধ-দ্যোতক জড় বস্তুতে আসক্তি।

বস্ত্বাত্মক (বিপূ ২।৬।৪২) নিয়ত-স্বভাব।

বস্ন (হরি ৭।৬১৬) বেতন, মূল্য। ২ বসন। ৩ দ্রব্য। ৪ ধন।

বস্নিক (হরি ৭।৬১৬) [বস্নেন জীবতীতি ঠক্] বেতনভোগী ভৃত্য। ২ (হরি ৭।৭৬৩) [বস্নং হরতি, বহতি, উৎপাদয়তি বেতি ঠক্] দ্রব্যের হরণ, বহন বা উৎপাদন যিনি করেন।

বস্বনন্ত (ভা ৯।১৩।২৫) নিমিবংশ্য উপগুপ্তের পুত্র।

বহ (হরি ৫।৪২৯) [বহত্যনেনেতি বহ্‌+অচ্‌] বৃষের স্কন্ধ, ২ অশ্ব, ৩ বায়ু, ৪ বাহু, ৫ বাহক। ৬ পথ।

বহত [বহ্‌+অতচ্‌] বৃষ, ২ পান্থ।

বহদ্‌গু (হরি ৬।১৭৮) [বহন্তি গাবো যস্মিন্ কালে] গোবহনকাল।

বহলখল (গোচ পূর্ব ৮।৬১) বহুস্থান।

বহিঃ-পূজা (হ ৫।২৪৯—২৫০) শ্রীকৃষ্ণধ্যানানন্তর মানসে ষোড়শ উপচারে সম্যক্ আরাধনা করত বাহ্য-পূজা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা লইয়াই ইহার সমারম্ভ, পূজাস্থানও বহুবিধ। °**প্রকাশ** (ভা ৯।৮।২২) বাহ্যজ্ঞানবান্—স্বামী। -**প্রাণ** (ভা ৫।১৪।৫) বিত্ত—বি। -**স্ফোট** (অকৌ ২।২) অন্তরের বাহিরে [প্রকাশে] শাব্দ বোধের কারণীভূত ব্যাপার বা বস্তু। বর্ণসমূহের অর্থ-জ্ঞাপকতার অসামর্থ্যহেতু যাহার বলে অর্থ-প্রতীতি হয়, তাহাই স্ফোট। ইহা বর্ণাতিরিক্ত অথচ বর্ণাভিব্যঙ্গ্য-অর্থবোধক ও নিত্য। ইহাই বৈয়াকরণ-মত। এই বহিঃস্ফোট পদের অর্থবোধক হইলে 'পদস্ফোট' ও বাক্যের অর্থবোধক হইলে 'বাক্য-স্ফোট' হয়। পদস্ফোট ও বাক্যস্ফোট উভয়ই শব্দব্রহ্ম।

বহিত্র (মথুরা ৫৫) ভেলা। ২ (হরি ৫।৩৬৪) [বহ প্রাপণে+ইত্র] দাঁড়, জলযান।

বহিরঙ্গ (চৈচ আদি ৪।৬) বাহ্য বা আনুষঙ্গিক। ২ (হরি ১।৫৯) ব্যাকরণে—প্রত্যয়াশ্রিত কার্য।

বহিরঙ্গা মায়া (ভগ ১৭) ইহা জীবমায়া ও গুণমায়া-ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ। জীবমায়ার দুই বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা—বিদ্যায় মোক্ষ ও অবিদ্যায় বন্ধন। মায়া অনাদি বলিয়া জীব নিত্যমুক্ত হইলেও বদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয়। এই জীবমায়া প্রকৃতির নিমিত্তাংশ। গুণমায়া উপাদানাংশ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণময়ী।

বহির্দশ (গোচ পূর্ব ২১।৪৯) বাহ্য-জ্ঞান।

বহির্মুখ (চৈভা আদি ১৩।৪১) ভগবদ্‌বিমুখ, বিষয়াসক্ত। ২ বিমুখ। -**জীবের বাসুদেবকথারুচি** (ভক্তি ১২) নিরভিমান ঋষিগণ স্বতঃপূত হইয়াও পবিত্র তীর্থে গমন ও বাস করেন। পবিত্র তীর্থস্থানে মহা-পুরুষের সঙ্গলাভের সম্ভাবনা আছে। পুণ্যতীর্থ-নিষেবণ করিলে যদৃচ্ছাক্রমে মহৎসেবা লাভ হয় এবং ফলতঃ মহৎসেবাদ্বারে বহির্মুখ জনেরও বাসুদেব-কথায় রুচি আবির্ভূত হয়। -**ভগবৎপ্রাপ্তি** (ভক্তি ১৭৯) পরতত্ত্বজ্ঞানের অভাবই ভগবদ্‌বৈমুখ্য ঘটায়। এই জ্ঞানাভাবটি নিত্য হইলেও সান্ত অর্থাৎ প্রাগভাববিশিষ্ট। ভগবদ্‌বৈমুখ্য জীবে অনাদিসিদ্ধ হইলেও কিন্তু সাধুসঙ্গ-রূপ কারণ পাইয়া বিনষ্ট হয়। শ্রীভগবানে ভক্তিশূন্য জীবের হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর জন্মাইবার জন্য ভক্তগণ মরজগতে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করেন। সৎসঙ্গ হইলেই জীবের শ্রীহরিচরণে উন্মুখতা হইবে। সৎসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই বহির্মুখ জীবের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভাব্য নহে। এস্থলে বিবেচ্য—যদি কোনও ব্যক্তি নিরপরাধ হইয়া ভগবদ্বহির্মুখ হয়, তবে সাধুসঙ্গেই বহির্মুখতা নিবৃত্ত হইয়া ভগবদুন্মুখতা ঘটে, আর যদি সাপরাধ হয়, তবে মহতের সঙ্গ-মাত্রেই বৈমুখ্যদোষ নিবৃত্ত হয় না এবং উন্মুখীও হয় না—সেস্থলে মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টির অপেক্ষা আছে। সাধুজন কৃপা করিলে তবে বৈমুখ্য ঘুচিয়া উন্মুখতা আসিবে। নিরপরাধ থাকিলে অবধানাভাবেও মহৎসঙ্গমাত্রেই ভগবচ্চরণে মতি হয়, কিন্তু মহতের কৃপাভিন্ন অপরাধী জনের কেবল মহৎসঙ্গমাত্রেই ভগব-চ্চরণে রতি হয় না। উভয়ত্র দৃষ্টান্ত—নলকূবর এবং সাধারণ দেবতা।

বহির্বর্ত্ম (চন্দ্রা ১৯) অসৎ মতবাদ।

বহির্বস্ত্র (স্তব ১৩) বহির্বাস।

বহির্বীথী (ললা ৩।১৩) রাজপথ।

বহিষ্ঠ (কৃগ ১২—১৩) শ্রীকৃষ্ণ-পরিবারভুক্ত, শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী ভৃত্য। ২ (গোলী ২১।১০৫) বাহিরে স্থিত।

বহীনর (ভা ৯।২২।৪৩) পাণ্ডববংশ্য দুর্দমনের পুত্র—মহীনর।

বহ্নি (ভা ৯।২৩।১৬) যযাতির পৌত্র ও তুর্বসুর পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।১৯) চন্দ্রবংশ্য কুকুরের পুত্র। ৩ (ভা ১০।৬১।১৬) শ্রীকৃষ্ণমহিষী মিত্রবিন্দার গর্ভজাত পুত্র। ৪ (সুধা ৩৮) [বহ্+নিৎ 'বহিশ্রিশ্রু…' উ°৪।৯১] একদেশে জগদ্ধারক। [৫ চিত্রক-বৃক্ষ]। -**বীজ** (হ ৮।৯৯) রং। [২ জীরক, ৩ নিম্বূক]। -**স্ফুলিঙ্গ ন্যায়** (রত্ন টী ৪।১) অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গের প্রকাশ হয়, অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ব্যাপক, স্ফুলিঙ্গ ব্যাপ্য, তদ্রূপ ব্যাপ্যব্যাপক-সম্বন্ধ বুঝাইতে এই ন্যায় প্রয়োজ্য।

বহ্য (গোচ পূর্ব ২৮।৪) শকট, যান।

বা [ব্য] নিশ্চিতার্থে। ২ (মাম ৩।২৬) সমুচ্চয়ে। ৩ (মাম ১।২১) পাদপূরণে, ৪ (মাম ২।১৬) উপমার্থে। ৫ [ভা ১।৫।১৭] কটাক্ষে, যথা—

'কো বার্থ আপ্তো ভত্রতাং স্বধর্মত: ?' ৬ প্রতিক্রিয়ানাদরে (সিন্ধু ১৷৩৷২৮) যথা—'দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং'। ৭ (বৃভা ২৷১৷৭৫) বিতর্কে, ৮ অনির্ধারণে। ৯ বিকল্পে।

বাংশনটী (গোচ পূর্ব ১১৷২০) বংশ-নির্মিত পুত্তলিকা-বিদ্যা।

বাঃ (চচ ১) জল। **-পতি**—(নার ৩৷৮৷১) সমুদ্র।

বাক্ (গীতা ১০৷৩৪) সংস্কৃতা বাণী—ধর্মপত্নী। ২ সরস্বতী। ৩ (ভা ১১৷৩৷৩৭) বেদ বা লৌকিক শব্দ। **-কুট** (ভা ৬৷৫৷১০) পরোক্ষবাদে অন্যার্থ-প্রতিপাদকবৎ বচন—স্বামী। **-পতি** (ভা ১২৷৬৷২৩) বৃহস্পতি। ২ (বৃভা ১৷৫৷১১৩) ব্রহ্মা। **-পেশ** (ভা ১০৷২৯৷১৭) বাক্যবিলাস—স্বামী। ২ বাক্যের ভঙ্গিবিশেষ [একই বাক্যে সমুপেক্ষা ও সংপ্রার্থনা এই উভয়ার্থদ্যোতক]—সনা। ৩ কপটবাক্য—জী। ৪ বাক্যের অবয়ব [বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্যবোধক রূক্ষ ও স্নিগ্ধ অংশ-সমূহ]—বি। ৫ [বাগ্-বিলাস দ্বিবিধ—শাব্দিক ও আর্থিক। সুললিত বর্ণবিন্যাসপূর্বক সুগম উচ্চারণের সহিত হাস্যযুক্ত শ্রীমুখে নেত্র ও ভ্রূর চালনাদি—শাব্দিক বিলাস। রসভাবালঙ্কার-বস্তুরূপ আর্থিক বাগ্‌বিলাস চতুর্বিধ--উপেক্ষা-ভঙ্গিময়, প্রার্থনা-ভঙ্গিময়, তদ্‌দ্বয়ার্থ-সন্ধাপনময় ও বাস্তবার্থময়—জী]। **-প্রয়োগ** (চৈনা ৬৷৩২) কথোপ-কথন। **-প্রিয়** (লী ১৬৫) স্তুতিপ্রিয়।

বাক্য (শেষ ২৷১) যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহ। (কৃষ্ণ ২৮) তাৎপর্যলব্ধ শেষশেষি-ভাব-বোধক পদদ্বয়ের সহোচ্চারণ [অর্থসংগ্রহ]। **-গতদোষ** (অকৌ ১০৷১১) চ্যুত-সংস্কৃতি, অসমর্থতা ও নিরর্থকতা ভিন্ন অন্যান্য শ্রুতিকটুত্বাদি পদগতদোষসমূহ বাক্যেও সংক্রমিত হইতে পারে। এতদ্‌ব্যতীত—প্রতিলোমাক্ষর, আহতবিসর্গ, নষ্ট বিসর্গ, সন্ধিহীনতা, হতবৃত্ত, হীনপদ, অধিকপদ, কথিতপদ, স্খলৎপ্রকর্ষ, সমাপ্তপুনরাত্ত, নভ্যন্নতযোগ, সঙ্কীর্ণ, অর্দ্ধান্তরৈকবাচক, অনভিহিতার্থ, প্রসিদ্ধিধূত, অপদস্থ, অস্থানস্থসমাস, গর্ভিত, ভগ্নক্রম, অক্রম ও অমতপরার্থ—এই একবিংশ দোষ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য। **-পদীয়** (হরি ৪৷৩১) ভর্তৃহরি-প্রণীত ব্যাকরণ-বিষয়ক গ্রন্থ। **-ভেদ** (রত্ন ৪৷৪) ন্যায়মতে ভেদশব্দ অন্যোন্যাভাব-সূচক। ঘট হইতে পটের যে ভেদ, তাহাই অন্যোন্যা-ভাব। বাক্যদ্বয়ের মধ্যে ঐ অন্যোন্যা-ভাব-রূপ ভেদের আপত্তিই 'বাক্য-ভেদ'। **-বেগ** (উ ১) ভক্ত-ভক্তি-সম্বন্ধহীন অযথা বাক্যবিন্যাস।

বাক্‌সুধা (রত্ন টী ৬৷৭২) শঙ্করাচার্য-কৃত প্রকরণ-গ্রন্থ।

বাগধ (লনা ৫৷৪২) বাক্যরহিত।

বাগীশা (সভা ১৷২৮৩) সরস্বতী।

বাগুরা (গোলী ১৬৷৮৪) জাল, মৃগবন্ধনী। **-বৃত্তি, বাগুরিক**—ব্যাধ।

বাগ্‌গেয়কারক (আচ ২০৷৫৬) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত মাতু (রাগাদি) এবং ধাতু (গেয়-বিষয়ক) যাবতীয় তথ্য-বিজ্ঞাতা ও তদ্রূপ আচরণকারী; (সঙ্গীতরত্নাকর—২৷৩৷২) 'বাঙ্‌মাতু-রুচ্যতে গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে। বাচং গেয়ং চ কুরুতে যঃ স বাগ্‌গেয়-কারকঃ॥'

বাগ্‌গ্মী (হরি ৭৷৯৭৪) [বাচ্+গ্মিনি] পণ্ডিত, ২ বৃহস্পতি, ৩ বিষ্ণু।

বাগ্‌দণ্ড, বাগ্‌দরিদ্র—বাক্য-সংযম, ২ মিতভাষণ।

বাগ্‌দেবতা (গীগো ১৷২) পরা-সরস্বতী—প্রবো।

বাগ্‌ভব (হ ১৭৷১৭১) সরস্বতী-বীজ ঐঁ।

বাগ্মী (ভা ৪৷১৯৷২৫) হেতুক্তি-চতুর—স্বামী। ২ (সুধা ৪২) প্রশংসনীয়-বাক্।

বাগ্‌বজ্র (ভা ১৷১৮৷৩৫) শাপ।

বাগ্‌বিসর্গ (ভা ১২৷১২৷৩৮) বাক্য-প্রয়োগ—স্বামী। ২ কথাপ্রসঙ্গ—বি।

বাঙ্‌মতী (অকৌ ১০৷৩১) প্রকৃষ্ট-বাক্যযুক্তা, ২ হিমালয় হইতে উদ্ভূতা নদী—বি।

বাঙ্‌ময় (হরি ৭৷৫৮২) [বাচো বিকার ইতি ময়ট্] বাগ্‌বহুল। **-তপ** (গীতা ১৭৷১৫) অনুদ্বেগকর সত্য, প্রিয় অথচ মঙ্গলকরবাক্য এবং বেদাভ্যাস। **-ব্রহ্ম** (ভা ১০৷৬৩৷৩৪) বেদ।

বাচংযম (লনা ৭৷৩০) মুনি। ২ মিতভাষী।

বাচঃকূট (ভা ৬৷৫৷১০) অভীপ্সিত বিষয় বুঝাইবার জন্য প্রসঙ্গান্তরদ্বারা গূঢ় বাক্‌চাতুর্য—স্বামী।

বাচঃপেশ (ভা ১০৷৭০৷৪৫) সুন্দর বাক্য—স্বামী।

বাচক (ভা ৪৷২৫৷৩১) বাক্য—স্বামী। ২ (কাব্য ২৷১, ৪) অভিধাশক্তিযুক্ত শব্দ। সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত অর্থের অভিধায়ক শব্দ, যথা প্রবাহবাচক গঙ্গাশব্দ।

বাচক্নবী (গোভা ৩৷৪৷৩৬) বচক্নুর সন্ততি ব্রহ্মবিদ্যা-সম্পন্না গার্গী।

বাচস্পতি (হরি ৬৷২২০) বৃহস্পতি। ২ (সি টী ৫৷৪) 'ভক্তিপ্রকাশ'-নামক বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রণেতা গৌড়দেশবাসী পণ্ডিত। **-মিশ্র** (সস তত্ত্ব ৯) ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যের উপর ভামতী নামক-টীকাকার।

বাচাট (গোচ পূর্ব ৩০৷৭১) [বাচ্ +আটচ্] বাচাল। কুৎসিত-বহুভাষী।

বাচারম্ভ (ভা ১১৷১৩৷ ২২) **বাচারম্ভণ** (গোভা ২৷১৷১৪) বাঙ্‌মাত্র-গোচর অর্থাৎ মিথ্যাভূত।

বাচাল (হরি ৭৷১৭৫) [কুৎসিতং বহু ভাষত ইতি বাচ্+আলচ্] নিন্দ্যবহুভাষী। (ভা ১০৷২৫৷৫) বহুভাষী, ২ শাস্ত্রযোনি—স্বামী। ৩ বাক্যে সমর্থ—জী। ৪ মীমাংসা ও সাংখ্যের অনভিমত বিরুদ্ধ বহুভাষী। বি। ৫ (কর্ণা ১৬) [বেন প্রেমামৃতেনাচলো নিষ্পন্দো যত্র] প্রেমামৃতে নিষ্পন্দ—[কবিরাজ]। ৬ [দ্রুতগতিতে] মুখর—সু। ৭ (চৈত ১০৷২৫৷৫) [বাচা বচনস্থৈন অলং ভূষণম্] প্রিয়ম্বদ।

বাচিক (হরি ৭৷১০৯৮) [বাচ্ + ঠক্] সন্দেশ, বার্ত্তা। **-অনুভাব** (উ ১১৷৭৮—৭৯), আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ এবং ব্যপদেশ—এই বারটি বাচিক অনুভাব। **-গুণ** (উ ১০৷৫) কর্ণরসায়নতাদি। **-গৌণদূত্য** (উ ৮৷৫৯) নায়ক-নায়িকার সম্মুখে একজনের নিকট অথবা একের পরোক্ষে অন্যের নিকট যে বাক্যপ্রয়োগ, তাহাকে 'বাচিক সমক্ষ দূত্য' কহে। **-জপ** (হ ১৭৷ ১৫৬) উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত-নামক স্বরযোগে প্রত্যেক অক্ষর স্পষ্টতঃ উচ্চারিত হইলেই 'বাচিক' জপ হয়। **-দৌত্য** (উ ৭৷৮৬) দূতীমুখে সঙ্কেত বাক্য। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য-ভেদে দ্বিবিধ। আবার ব্যঙ্গ্য—শব্দমূল ও অর্থমূল-ভেদে দ্বিবিধ। অর্থমূল ব্যঙ্গ্যও আবার স্বীয় পত্যাদির প্রতি আক্ষেপ, গোবিন্দ প্রভৃতির প্রশংসা এবং দেশাদির বৈশিষ্ট্য ভেদে বিবিধ হইতে পারে। **-প্রসাদ** (সিন্ধু ১৷৩৷১৭) যে অনুগ্রহটি বাক্য দ্বারা আশীর্বাদরূপে প্রকাশ পায়। **-স্বাভিযোগ** (উ ৭৷৫) 'বাচিক' বলিতে ব্যঞ্জনাবৃত্তিগম্য স্বাভিলাষই বোদ্ধব্য, অভিধাবৃত্তিগম্য হইলে কিন্তু রসাভাস হইবে। বাচিক দুই প্রকার—শব্দশক্ত্যুত্থ এবং অর্থশক্ত্যুত্থ। প্রত্যেকে আবার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক এবং তৎপুরস্থ-বিষয়ক-ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ব্যঙ্গ্যও দুইপ্রকার—সাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ। সাক্ষাৎও কৃষ্ণবিষয়ক ব্যঙ্গ্য—গর্ব, আক্ষেপ ও যাচ্ঞাদিবশতঃ বহুবিধ হয়। ইহারা বুদ্ধিপূর্বক হইলেই 'স্বাভিযোগ' হয়, নতুবা স্বভাব-জাত হইলে 'অনুভাব'-কক্ষায় পর্যবসিত হইবে (উ ৭। ৫৩)।

বাচোযুক্তি (নাম ২৷১২) বাক্য-প্রয়োগ। ২ (গোচ পূর্ব ২২৷৬) বাক্যের দ্বারা দর্শিত যুক্তি। ৩ বাক্য-নির্মলতা।

বাচোবিভূতি (ভা ৪৷২৪৷৭৩) বিবিধ বাক্যরচনার আশ্রয়—স্বামী।

বাচ্য (ভা ১২৷১৩৷৩) বিষয়—স্বামী। ২ (ভা ১০৷৭২৷২০) নিন্দনীয়—স্বামী। ৩ (রত্ন ৪৷৩২) অভিধাশক্তিদ্বারা বোধ্য অর্থ। [৪ প্রতিপাদন। ৫ কথন]। **-তা** (ভা ৬৷১৩৷১১) নিন্দনীয়তা। **-লিঙ্গ** (হরি ২৷১৫৮) বিশেষণ পদ। **-সিদ্ধ্যঙ্গ** (শেষ ৩৷১৬, সাকৌ ৫৷১) মধ্যম-কাব্যভেদ। বাচ্যসিদ্ধির (মুখ্যার্থ নিষ্পত্তির) অঙ্গ (সম্পাদক) অর্থাৎ যাহার অধীনে থাকিয়া বাচ্যার্থ নিষ্পত্তি হয়, তাহাই গুণীভূতব্যঙ্গ্য।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (শেষ ৪৷ ১২) উৎপ্রেক্ষা-দ্যোতক ইবাদি শব্দের প্রয়োগ থাকিলে তাহাকে 'বাচ্যোৎপ্রেক্ষা' বলে। যেমন—"অভিসারকালে চঞ্চল-বসনা ব্রজ-সুন্দরীগণ শোভিত হইতেছেন। কাম-সঙ্গতির পূর্বে বিজয়-পতাকারাশি ধারণ করা হইয়াছে কি ?" এই বাক্যে 'কিং' শব্দে বাচ্য, 'বিজয়-পতাকাসমূহ' বহুবচনে জাত্যোৎপ্রেক্ষা সূচিত হইল।

বাজ (ভা ৪৷৭৷১৬) তীরের পক্ষ, [২ অন্ন, ৩ ঘৃত, ৪ জল, ৫ যজ্ঞ, ৬ বেগ]।

বাজনশিলা (রত্না ৫৷৮৭৫) শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা-বিশেষ, ইহাতে বাদ্য বাজাইয়া সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ করিতেন।

বাজ-পেয় (ভা ৪৷৩৷৩) সামবেদ-বিহিত যজ্ঞবিশেষ। ইহা শ্রৌত সপ্ত সংস্থার পঞ্চম যজ্ঞ। **°ফল** (হ ৮৷১৯০) ক্ষীরিকা ফল। **-সনি** অন্নদাতা সূর্য। **-সনী** (ভা ১২৷৬৷ ৬৬), **-সনেয়** (প্রে ১৷১২) যজুর্বেদের

শাখাবিশেষ। -**সনেয়ী** (গোভা ১। ২।২৭) বাজসনেয়-(যাজ্ঞবল্ক্য)-প্রোক্ত শুক্ল যজুর্বেদের শাখা-বিশেষের বেত্তা। যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যের প্রসাদে অন্যের অবিজ্ঞাত যজুর্বেদ লাভ করেন এবং কাণ্ব, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি পনর জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। এই যজুর্গণ (শুক্ল বলিয়া) শুক্লযজুর্বেদ নামে অভিহিত।

বাজী (গোচ পূর্ব ৩২।১৭) অশ্ব। [২ বাণ, ৩ বাসক, ৪ বেগবান্] -**করণ**—বীর্যকর ঔষধভেদ।

বাজ্য (হরি ৫।১৬৭) [অজি গতি-ক্ষেপণয়োঃ+ণ্যৎ] গমনযোগ্য, ২ ক্ষেপণার্হ।

বাঞ্ছাতীত (বৃভা ২।১।১০৪) [বাঞ্ছায়াঃ ফলং তদতীতঞ্চ কামিত-মকামিতমপি সর্বমিত্যর্থঃ] কামিত ও অকামিত সকল অর্থ। ২ মনো-বৃত্তির অগোচর অধিক (ফল)।

বাট (ভা ৮।১৮।২০) মণ্ডপ, ২ (ভা ৫।৫।২৯) পুষ্পাদি-বাটিকা। ৩ (গোচ পূর্ব ৩৩।৭১) আবৃত স্থান। ৪ (গোচ পূর্ব ২২।৯১) মার্গ। ৫ (সিন্ধু ২।৪।৯১) বাস্তুভূমি। ৬ (ভা ১০। ১১।২০) স্থান, ৭ মন্দির। -**পাটচ্চর** (চৈনা ৬।৬) মার্গ-তস্কর, বাটপাড়।

বাটিকা (কৃগ ৮৭) চম্পকলতা সখীর মাতা; আরামের পত্নী। [২ বাস্তুভূমি]।

বাটু (কৃগ ৪১) শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃব্য রাজন্যের পুত্র।

বাঢ়ম্ [ব্য] সত্য, ২ অতিশয়, ৩ নিশ্চিত, ৪ প্রতিজ্ঞায়, ৫ স্বীকারে।

বাণ (ভা ১০।৬২।২) প্রহ্লাদের পৌত্র ও বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। শিবভক্ত—তপস্যায় সহস্রবাহু লাভ করত ইন্দ্রা-দিকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়াছিল। বাণের কন্যা উষা স্বীয়সখী চিত্রলেখার যোগবলে আনীত অনিরুদ্ধের সহিত বিহারাদি করিতেছেন জানিয়া বাণ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। নারদের মুখে খবর পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে বাণের পক্ষীয় শিবের সহিত কৃষ্ণের সংঘর্ষ হয় এবং বাণের সহস্র বাহু প্রায় কর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়া শিব স্তব করিয়া কৃষ্ণকে তুষ্ট করেন এবং বাণের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য চারিবাহু রাখিয়া অবশিষ্টগুলি শ্রীকৃষ্ণ কাটিয়া ফেলেন; পরে উষা ও অনিরুদ্ধের সহিত বহু যৌতুক লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২ (আচ ১।৭০) নীলঝিণ্টী। ৩ (গোলী ১৩।৪৭) শর। [৪ গোগণের বাঁট, ৫ অগ্নি, ৬ কাদম্বরী-প্রণেতা]।

বাণপুর (চৈভা মধ্য ২০।৮৫) বাণ-রাজার রাজ্য, আধুনিক আসামান্তর্গত তেজপুর জেলা।

বাণাসন (হব ২।১৭।১৪) ঝিণ্টীপুষ্প।

বাণিজ (হরি ৭।১১০০) [বণিক্+ স্বার্থে অণ্] বণিক্।

বাণিজ্য (ভা ১০।২৪।২১) বণিকের ভাব বা কর্ম।

বাণিনী (আচ ১৫।৫২) মত্তা, ২ নর্ত্তকী। ৩ (ছ ২।১২৯) ষোড়শাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৪ (গোচ পূর্ব ১৮।১০৭) বিদগ্ধা স্ত্রী।

বাণী (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে য-বর্ণের শক্তি। [বাক্য, ৩ সরস্বতী]।

বাত (ভা ১২।১১।৩৯) রাক্ষস। ২ (ভা ১০।২৯।১) ব্যাপ্ত—স্বামী। [৩ পবন, ৪ দেহস্থ ধাতু, ৫ গমনকৃৎ, ৬ ধৃষ্ট নায়ক]। -**কী** (মাম ৬।১২) [বাত—মত্বর্থে ইন্ কুক্ চ] বাতরোগী। -**কেতু**—ধূলি। -**পৈত্তিক** (হরি ৭।৯) বাতপিত্তের শমন বা কোপন-মূলক। -**প্রমী** (হরি ২।৪৮) হরিণ, ২ নকুল, ৩ অশ্ব। -**রথ** (ভা ৩। ১৯।২০) বায়ুবাহন—স্বামী। -**ল**—বায়ুকারক দ্রব্য, ২ চণক। -**বসন** (ভা ৩।১৫।৩০) নগ্ন ২ সন্ন্যাসী। -**শ্লৈষ্মিক** (হরি ৭।৯) বাত-শ্লেষ্মার শমন বা কোপন-বিষয়ক।

বাতাধ্বা (ভা ১০।১৪।১১) গবাক্ষ।

বাতাপি (ভা ৬।১৮।১৫) হিরণ্য-কশিপুর পুত্র হ্লাদের ঔরসে ও ধমনির গর্ভে জাত পুত্র।

বাতায়ন (সক ৬) গবাক্ষ। [২ বাতস্যেবায়নং গতির্যস্য—অশ্ব]।

বাতায়ু (গৌকৃ ১২।২৫) হরিণ।

বাতাবর্ত্তন (গোচ পূর্ব ৮।৬২) বায়ু-চলন।

বাতি [বা+ক্তিচ্] বায়ু, ২ সূর্য, ৩ চন্দ্র।

বাতিক (হরি ৭।৭৫৫) বাতের শমন বা কোপন।

বাতুল (বৃভা ১।৫।১২৩) বাত-রোগাভিভূত। ২ (গোচ উত্তর ৩৭।২২১) উন্মত্ত, [৩ বায়ুসমূহ]।

বাতুল (আচ ১২।২৭) [বাতং ন সহতে, বাতস্য সমূহো বা বাত+ উল] বাতাসহিষ্ণু, ২ (মাম ৫।১১) বাত্যা, ৩ উন্মত্ত।

বাতোর্মী (ছ ২।৪৭) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

বাত্যা (বৃভা ২।৪।২৩৭) [বাত+

যৎ] বাতসমূহ, চক্রবাত।

বাৎসক (গোচ উত্তর ৩৭।৬০) বৎস-সমূহ।

বাৎসল্য (সিন্ধু ২।৫।৩৩) শ্রীহরিতে গুরুত্বাভিমানময়-রতিযুক্ত ব্যক্তিরাই ইঁহার পূজ্য। তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতির নাম—বাৎসল্য। ইহাতে লালন, মঙ্গলাশীর্বাদ-দান এবং চিবুক-স্পর্শনাদি প্রকাশ পায়। (সিন্ধু ৩।৪।৫)। 'আমার পুত্র, আমার ভ্রাতুস্পুত্র'—এইভাবে স্নিগ্ধতাই বাৎসল্য আর পুত্রাদিবিষয়ে হিতেচ্ছাই 'অনুগ্রহ'; সুতরাং বাৎসল্য ও অনুগ্রহ—কারণতা ও কার্যতায় ভিন্ন।

বাৎসল্যবশ্যত্ব (প্রীতি ১২৮) 'মাতৃ-ভাবাপন্না গোপীদের করতালিদ্বারা প্রোৎসাহিত কৃষ্ণ সাধারণ বালকের ন্যায় নৃত্যগীতাদি করিতেন'—এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যবশ্যত্ব প্রকটিত।

বাৎসল্যার্দ্রত্ব (প্রীতি ১২৪) 'কুরু-ক্ষেত্র-মিলিত শ্রীনন্দযশোদাকে আলিঙ্গন করত শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম প্রেমভরে কিছুই বলিতে পারিলেন না'—এই বাক্যে শ্রীনন্দযশোদার বাৎসল্যপ্রেম এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরভঙ্গ-নামক সাত্ত্বিক (প্রেমার্দ্রত্ব)।

বাৎস্য (কৃচ ১।৫।২৮) বৎস-গোত্রোদ্ভব। ২ (ভা ১২।৬।৫৭) ঋগ্বেত্তা শাকল্যের শিষ্য।

বাৎস্যায়ন (স্মর ৭) 'কামসূত্র'-রচয়িতা মুনি-বিশেষ। প্রজাপতি প্রজাস্থিতিনিমিত্ত লক্ষাধ্যায়ে বিভক্ত ত্রিবর্গ-সাধন শাস্ত্র-প্রকাশ করেন; নন্দী সহস্রাধ্যায়ে পৃথক্ কামসূত্র প্রণয়ন করেন, শ্বেতকেতু পঞ্চশত অধ্যায়ে ঐ কামসূত্রের সংক্ষেপ করিলে পাঞ্চাল বাভ্রব সাতটি অধিকরণে দেড়শত অধ্যায়ে উহারই সংক্ষেপ করেন। পরে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য কামসূত্র প্রণয়ন করিলে বাৎস্যায়ন সকলের সার সঙ্কলন করত এই কামসূত্র রচনা করেন। [কামসূত্র ১]।

বাদ (কৃষ্ণ ১১৫) খ্যাতি। পর-তত্ত্বের 'স্বরূপ'-শক্তি, তটস্থাখ্যা 'জীব-শক্তি' ও বহিরঙ্গা 'মায়া'-শক্তি এবং যথাক্রমে ঐ সকল শক্তির পরিণতি 'ভগবৎপরিকর', 'ভগবদ্ধাম', অনন্ত 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ' জীব এবং অনন্ত 'ব্রহ্মাণ্ড'—এই সকল শক্তি ও শক্তি-পরিণত বস্তুর সহিত পরতত্ত্বের যে সম্বন্ধ, তাহা লইয়াই দার্শনিক মতবাদ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—'শক্তি ও শক্তিমানে আত্যন্তিক ভেদ আছে'—এই মত-বাদ শ্রীমধ্বাচার্যের 'কেবলভেদবাদ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আবার কেহ বলেন—'ভেদাংশ ব্যাবহারিক, প্রাতীতিক-মাত্র; পরমার্থতঃ ব্রহ্মের কোন শক্তিই নাই। ব্রহ্মের শক্তি-স্বীকারে ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব ও শক্তিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন 'ভেদ' স্বীকার করিতে হয়; তবে ব্রহ্ম আর অদ্বিতীয় থাকে না। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভেদসমূহ ব্যবহারিক মাত্র'—ইহাই শ্রীশঙ্কর আচার্যের 'কেবলাদ্বৈতবাদ'। পরমার্থতঃ ইঁহারা ভেদ স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে কেহ কেহ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করিয়াও শক্তি স্বরূপেরই অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপাদন করেন—ইহা হইতেই শ্রীরামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ' প্রকাশিত। 'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই সমভাবে সত্য, নিত্য, স্বাভাবিক ও অবিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীনিম্বার্ক 'স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। আবার ভাস্করাচার্য বলেন—'ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য হইলেও সমভাবে নিত্য নহে; তাঁহার মতে ভেদটি স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক-মাত্র অর্থাৎ যাবৎকাল স্থায়ী তাবৎকাল সত্য, অভেদই স্বাভাবিক চির সত্য'। ইহাকে ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ বলা হয়। আবার কেহ কেহ কিন্তু তর্কদ্বারা ভেদবাদ বা অভেদবাদ স্থাপন না করিয়া, অথবা শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বাভাবিক বা ঔপাধিক—এইরূপ কল্পনা না করিয়া 'শ্রুতার্থা-পত্তি'-প্রমাণ বা শব্দমূলক প্রমাণবলে শক্তি ও শক্তিমানের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' স্থাপনপূর্বক শ্রুতিমন্ত্র ও বেদান্তসূত্রগুলির সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত। ২ তত্ত্ববুভুৎসু-কথা। ৩ (চৈচ মধ্য ২৫।৪২) যুক্তি, তর্ক। ৪ (উ ১৫। ১০৮) অন্তরায়—বি। ৫ (গোভা ২।৪।২২) ব্যবহার। ৬ (ভা ৬।৩। ২৬) কীর্তন। ৭ (ভা ৫।১১।১) উদ্‌গ্রাহ। ৮ (চৈচ মধ্য ২।৫) বাক্য., ৯ (সভা ১।৭০৯) প্রসিদ্ধি।

বাদরায়ণ (রত্ন ১।১০) শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস—ব্রহ্মসম্প্রদায়ের তৃতীয় গুরু। শ্রীহরির শক্ত্যাবেশ এবং নিখিল-শাস্ত্র-প্রকাশক।

২ (ভা ৮।১৩।১৫) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণির কালে সপ্তর্ষির অন্যতম।

বাদরায়ণি (ভা ১০।২২।৪৪) শ্রীশুকদেব।

বাদরি (গোভা ১'২।৩১) ব্রহ্মসূত্রে উল্লিখিত আচার্য-বিশেষ।

বাদবাদ (ভা ৭।১৩।৭) জল্প ও বিতণ্ডাদিতে নিষ্ঠাবান্।

বাদিত্র [বদ্ ণিচ্+ইত্র] মৃদঙ্গাদি বাদ্য।

বাদিসিংহ (চৈভা আদি ১৩।২০৩) দিগ্‌বিজয়িজয়ী শ্রীবিশ্বম্ভরের উপাধি-বিশেষ।

বাদী (ভা ৬।৪।৩১) আক্ষেপকর্ত্তা। ২ (ভা ১০।৭০।২১) বক্তৃতা-কুশল—স্বামী।

বাদ্যধর (ভা ১০।১২।৩৪) বিদ্যাধর—সনা।

বাধ—প্রতিবন্ধ, ২ প্রতিরোধ, ৩ হেত্বাভাসভেদ।

বান (গোভা ১।১।৩০) [বনতি গচ্ছতীতি] শরীর, [২ শুষ্কফল, ৩ শুষ্ক, ৪ বনজাত, ৫ সেলাই, ৬ কট, ৭ গতি, ৮ জলযুক্ত বাত্যা]।

বানপ্রস্থ (আচ ১।২০) তৃতীয়াশ্রমী। ২ মধুক [মহুয়া] বৃক্ষ। ৩ পলাশ-বৃক্ষ।

বানরধ্বজ (সিন্ধু ৩।৩।১৩) অর্জুন।

বানবাসিকা (ছ ৭।৪) পজ্ঝটিকা-ভেদ।

বানস্পত্য (ভা ১০।১৭।২) বৃহদ্বৃক্ষের মূলে দেয়—স্বামী। ২ ফলমূলাদি-নির্মিত—সনা। ৩ (কৃষ্ণা ৩।৪৫) পুষ্পজাত-ফলশীল বৃক্ষ।

বানীর (সনা ১।৪৮) বেতস। ২ বঞ্জুলবৃক্ষ।

বান্ (হরি ২।১৩৩) [বাঞ্ছ+ক্বিপ্] বাঞ্ছাকারী।

বান্ত (হরি ৫।৫৬) [বমু উদ্গীরণে+ক্ত] উদ্গীর্ণ।

বান্তাশী (ভা ৭।১৫।৩৬) ছর্দিত-ভোজী—স্বামী। ধর্ম, অর্থ ও কামের সাধক গৃহাশ্রম ত্যাগ করত পুনরায় তৎসেবক।

বাপ (গোভা ৪।১।১৬) ক্ষেত্রে বীজ-নিক্ষেপ। ২ (হরি ৭।৭৫৬) [উপ্যতেঽস্মিন্নিতি] ক্ষেত্র। ৩ মুণ্ডন।

বাপি (গৌকৃ ৫।১৫) দীর্ঘিকা।

বাপীহ (গোচ উত্তর ২২।৪) [বাপীং তত্রস্থ-জলং জহাতীতি হা-ক] চাতক-পক্ষী।

বাম (ভা ৬।৬।১৭) ভূতের ঔরসে ও সরূপার গর্ভে জাত রুদ্রবিশেষ। ২ (ভা ১০।৬১।১৭) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী ভদ্রার গর্ভজাত পুত্র। ৩ (ভা ৪।৩।৬) শিব। ৪ (মাম ২।৭২) মনোহর, ৫ প্রতিকূল। ৬ (অকৌ ৩।২৭) নিকৃষ্ট, ৭ কুটিল। ৮ (গীগো ২।১০) বিদগ্ধ। [৯ কামদেব, ১০ মহাদেব]।

বামক্ষ দশ (উ ১৫।২৪৬) গৌড়দেশীয় পাশক-চালনের সংজ্ঞাভেদ।

বামক্ষা (গোলী ১৮।৫১) পাশক।

বামদৃক্ (ভা ১০।২৯।৩) মনোজ্ঞ-নয়ন। ২ কুটিলদৃষ্টি—সনা। ৩ তন্ত্র-মতে চতুর্থস্বর 'ঈ'—জী।

বামদেব (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলীদ্বীপস্থ পর্বত। ২ (ভা ২।৬।৩৭) শ্রীরুদ্র। ৩ (ভা ১০।৭৪।৮) অঙ্গিরার পত্নী সুরূপা হইতে গোত্র-প্রবর্ত্তক বামদেব ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ৪ (গোভা ১।১।৩০) বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৫৪) উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি বামদেব ব্রহ্মানুভব করত ভাবিলেন যে আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য হইয়াছি ইত্যাদি। ভগবৎস্বরূপের সর্বব্যাপিতা অনুভব করতই এইরূপ অভিমান ঘটে।

বামন (ভা ৫।২৪।১৮) ব্রহ্মকর্ত্তৃক লোকালোক পর্বতে স্থাপিত গজপতি। ২ (ভা ৬।১৮।৮) ভগবদবতার, কশ্যপ ঋষির পুত্র। ৩ (সস কৃষ্ণ ১৯) ব্রাহ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাস্কলির যজ্ঞে, বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুন্ধুর যজ্ঞে এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগে উপেন্দ্ররূপে কশ্যপ-অদিতি হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ৪ পরাবস্থ-তুল্য বৈভবাবতাররূপে (সস কৃষ্ণ ২৬) উক্ত হইয়াছেন। (লী ২২) মন্বন্তরা-বতার। ৫ (হ ১৯।১৮৪) শ্রীবিষ্ণু-লোকস্থ দিক্‌পাল-নায়ক। ৬ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ট-বর্গের মূর্ত্তি। ৭ (হরি ১।৫) হ্রস্বস্বর। [৮ পাণিনিসূত্রের কাশিকাবৃত্তি-কারী পণ্ডিত]। -ক (ভা ৪।৫।১৩) হ্রস্ব। -পূজা (হ ১৫।৬২৯—৬৬০) ভাদ্রী শুক্লা দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নকালে অভিজিৎ অর্থাৎ দিবাভাগের অষ্টম মুহূর্ত্তে শ্রীবামনদেবের অর্চনা করিবে, কিন্তু পূর্বদিনে বিশুদ্ধ পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশী, বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগাদি ঘটিলে তাহাতেই উপবাস বিধেয়। দ্বাদশীর ক্ষয়-স্থলে, কখনও বা অত্যল্পবৃদ্ধি হইলেও পারণ পূর্বাহ্নে দ্বাদশীমধ্যে সম্ভবপর না হইলে প্রাতঃকালে বা উপবাসের শেষরাত্রেও বামনার্চনা বিধেয়। ['ভাদ্রার্কোদয়'-কারিকার

বিষয়ীভূত মহাদ্বাদশী হইলে শ্রীবামন পূজাদিতে কোনও বাধা নাই, সেই দিনই উপোষ্য হইবে]।

বাম-নয়না (আচ ৯।৪১) নারী।

বামনবেশ—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেব ভাদ্রী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে এবং কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীতে বামনবেশ হয়েন।

বামনী (গোভা ১।২।৩ টী) উপাসকদের সৌন্দর্যপ্রদ। ২ (কৃগ ৬৮) ব্রজজন-পূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। ৩ (ভগ ৪৬) পুণ্যকর্মের ফলদাতা।

বামমার্গী (সি ৬।১) বামোপাসক, ২ ভাগবত-ধর্মবিরোধী পঞ্চ-মকার-সাধক।

বামশীল (পদ্যা ৩।১৮) মনোহর আচরণ-বিশিষ্ট।

বামা (বিনা ৭।২১) প্রতিকূলা, ২ সুন্দরী। ৩ (গীগো ১২।৩০) শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীজয়দেবের মাতা। **-সখী** (উ ৮।৩২) যিনি মান-বিষয়ে সদোদ্যুক্তা, মানশৈথিল্যে ক্রুদ্ধা, নায়কের অভেদ্যা অর্থাৎ অবশীভূতা এবং ক্রূরা (কঠোর-ভাষিণী), তিনিই 'বামা' নায়িকা। শ্রীরাধাযূথে ললিতাদিই বামাপ্রখরা।

বামোরু (হরি ৭।২৩৭) যে নারীর উরু মনোহর।

বায় [বে+ঘঞ্] বয়ন (বোনা)।

বায়ক (ভা ১০।৪১।৪০) শ্রীরামকৃষ্ণের বেশরচনাকারী। ২ তন্তুবায়-বিশেষ, ৩ বৈষ্ণবসৌচিক—বি।

বায়বী ভূমি (হয় ১।১৫।১১—১৩) শিলা-সংগ্রহার্থ ক্ষেত্র-বিশেষ—ইহা তৃণ-তোয়-বিহীন, মৃগতৃষ্ণাযুক্ত, উষর-দেশ, শৃগাল-বহুল, বিভীতক ও অর্কবৃক্ষসমাকীর্ণ, সর্প-যুক্ত এবং পীলু-শ্লেষ্মাতক-বৃক্ষমণ্ডিত হয়। মরু-ভূমিতেই এইরূপ দ্রষ্টব্য।

বায়ব্য (হ ২০।৩৪) স্বাতীনক্ষত্র। ২ (হরি ৭।৩৩৪) বায়ুদেবতাক। **-স্নান** (হ ৩।৪৩) গোধূলিদ্বারা স্নান।

বায়স (হরি ৭।১১০০) [বয়স্+স্বার্থে অণ্] বয়স। ২ কাক। [৩ অগুরুবৃক্ষ, ৪ শ্রীবাস]। **-তীর্থ** (প্রীতি ১১০) গুণালঙ্কারাদিযুক্ত হইয়াও যে গ্রন্থ জগৎ-পবিত্র শ্রীহরি-যশে মণ্ডিত না হয়, তাহাই 'কাকতীর্থ' (ভা ১।৫।১০)।

বায়সারাতি (মালা খ ৩) পেচক।

বায়ু (সুধা ৫৭) [বা গতিগন্ধনয়োঃ +উণ্] সূচনাকারী, ২ হিংসাকারী। ৩ (ভা ১০।৮।৩৭) প্রবাহ—স্বামী। ৪ (ভা ৪।১৬।১১) সূত্রাত্মা। ৫ (ভা ৪।১০।২) ইলার পিতা ও ধ্রুবের শ্বশুর। ৬ (ভা ৩।১।২২) সরস্বতী-তীরবর্ত্তী তীর্থবিশেষ। ৭ (প্রকাশ ৩।৪) মহাভূত, বায়ু পঞ্চবিধ —প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ইহারা ক্রমশঃ নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে কথিত। ইহাদের স্থিতি ক্রমশঃ —হৃদয়ে, গুহ্যে, নাভিতে, কণ্ঠে ও সর্বদেহে। তাহাদের ব্যাপার—অন্নপ্রবেশন, মূত্রাদিত্যাগ, অন্নাদি-পরিপাক, ভাষণ ও নিমীলনাদি। মতান্তরে নাগবায়ু চেতনাদায়ক এবং কূর্মবায়ু নিমীলনাদি-কৃৎ। **-দারু** [বায়ুনা দীর্যতে দৃ+উণ্] মেঘ। **-পুত্র**—হনুমান্, ২ ভীম। **-ফল** [বায়ুনা ফলতি প্রতিফলতীতি ফল্ +অচ্] ইন্দ্রধনু, ২ করকা। **ভক্ষ**—সর্প। **-বর্ত্ম** [বায়োর্বর্ত্ম সঞ্চারমার্গো যত্র] আকাশ। **-বাহ** [বায়ুনা উহ্যতে বহ্+ঘঞ্] ধূম। **-বাহন** (সুধা ৪৯) জগৎপ্রাণ বায়ুর বহনে শক্তিদায়ী, ২ বায়ুরূপ রথ যাঁহার আছে। ৩ (সুধা ১০৪) নিজের একান্ত ভক্ত উপরিচর বসু মহর্ষির শাপে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে থাকিলে পুনরায় বায়ুবৎ বেগশালী গরুড়দ্বারা তাঁহাকে যথাস্থানে সংস্থাপক। **-সখা, -সখি**—অগ্নি।

বার (গৌবি ৯৭) সমূহ, ২ (উ ৮।১৫) অবসর, [৩ দ্বার, ৪ শিব, ৫ কুব্জবৃক্ষ, ৬ ক্ষণ]।

বারণ (আচ ১৪।৮১) হস্তী। [২ প্রবৃত্তির রোধ, ৩ নিষেধ, ৪ কবচ] **-পতি** (গৌকৃ ১২।১) গজপতি প্রতাপরুদ্র। **-বুষা** (কৃকা ২।৮৬) কদলী।

বারণাবত (বিপু ৪।২৩।৩৬) হস্তিনা-পুর।

বার-মুখী (ভা ৯।১১।১৭) নর্ত্তকী বেশ্যা—স্বামী। **°মুখ্যা** (ভা ১০।৫৩।৪২) গণিকোত্তমা। **-যোষা**—বেশ্যা। **-বাণ** (গোচ উত্তর ১৯।৪৫) কবচ। **-বিক্রম** (রত্না ৫।২৯৬৬) বীরবিক্রমের বিকৃতি তালবিশেষ। **-বুষা**—ধান্য, ২ কদলী। **-শঃ** (গোচ উত্তর ৩৫।১০৫) বারম্বার।

বারাহক (হরি ৭।৪০২) বরাহ-সম্বন্ধী।

বারি [বৃ+ইণ্] জল, ২ গজবন্ধনী, ৩ বাক্য, ৪ বন্দি, ৫ কলসী। **-চর** (ভা ৬।৯।২২) মৎস্য। ২ জলচর জন্তু। **-জ** (হ ১৩।১১৩) শঙ্খ। [২ পদ্ম, ৩ লবঙ্গ, ৪ শম্বুক, ৫ লবণ]। **-ত্রা**—ছত্র। **-দ** (কৃগ

পরি ১৭) শ্রীকৃষ্ণের জল-সেবক। [২ মেঘ, ৩ জলদাতা]। **-ধানী** (হ ১১।৯৬) ছোট ঘট। **-ধার** (ভা ৫।১৯।১৬) ভারতবর্ষীয় পর্বত। **-ধি**—সমুদ্র, ২ জলাধার ঘটাদি। **-ভৃৎ** (গোচ পূর্ব ২৪।৯৯), **-বাহ** (হরি ৬।৩৫৭) মেঘ। **-শয়** (হরি ৪।৩১১) জলশায়ী নারায়ণ। **-সার** (ভা ১২। ১।১৩) মৌর্যবংশ্য চন্দ্রগুপ্তের পুত্র।

বারী (আচ ৩।৮) গজবন্ধনী।

বারীন্দ্র (গোচ উত্তর ৪।৩১) বরুণ। ২ (মালা প্রেমেন্দু ১৬) সমুদ্র।

বারীশ (সিন্ধু ২।১।১৬৫) বরুণ। [২ সমুদ্র]।

বারুড়ী (কৃগ ১৯৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহদূতী, সর্পমন্ত্রজ্ঞা, শ্বেতনীলকেশা।

বারুণ (মথুরা ১৪৫) ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমে অবস্থিত বরুণ কুণ্ড। ২ বরুণ-দেবতাক। ৩ (বিপু ৩।১৪। ৯) শতভিষা নক্ষত্র। **-স্নান** (হ ৩।৪৪) বহিঃপ্রদেশে নদীপ্রভৃতিতে মজ্জন।

বারুণী (ভা ১০।৬৫।১৯) সুধার সহিত উৎপন্না মদিরা—স্বামী। ২ বরুণ-কন্যা, ৩ মদিরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সনা। ৪ (গোলী ১।৯৮) পশ্চিমদিক্। [৫ শতভিষা নক্ষত্র-যুক্তা চৈত্রী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী] **-ভূমি** (হয় ১।১৫।১৬) পদ্মষণ্ড-যুক্ত-জলাশয়-বিশিষ্ট এবং পুষ্পবনে সমাকীর্ণা ভূমি। ইহা অনূপদেশেই প্রায়শঃ দৃশ্য। এইরূপ ভূমি হইতে শালগ্রামাদি শিলা-সংগ্রহ প্রশস্ত।

বার্ (গোলী ১৫।৯৪) জল।

বার্ক্ষী (ভা ৬।৪।১৫) কণ্ডু মুনির ঔরসে ও প্রম্লোচা অপ্‌সরার গর্ভে জাতা কন্যা বৃক্ষ-পালিতা হইয়া বার্ক্ষী নাম হয়, অন্য নাম—মারিষা; দশ প্রচেতার পত্নী। ইঁহার গর্ভে প্রজাপতি দক্ষের আবির্ভাব হয়—স্বামী।

বার্ণিক [বর্ণ+ঠঞ্] লেখক।

বার্ত্ত (গোচ পূর্ব ২১।৭১) নিরাময়, ২ পটু। ৩ [বৃত্তি+অণ্] বার্ত্তিক-ব্যাখ্যান-গ্রন্থ, ৪ বৃত্তিশালী, ৫ (আচ ১১।১০১) ফল্গু। [৬ আরোগ্য, ৭ বৃত্তি, ৮ জনশ্রুতি, ৯ বৃত্তান্ত]।

বার্ত্তা (ভা ১১।২৩।৫) কৃষিবাণিজ্যাদি, ২ বৃত্তি, জীবনোপায়। ৩ (আচ ৪।১৩) বৃত্তান্ত, ৪ (বৃভা ২।২।১৩৫) প্রবৃত্তি, ৫ (ভা ৩।১২।৪৪) কামবিদ্যা—স্বামী। [৬ জনশ্রুতি]। **-কী** (চৈচ মধ্য ৩।৪৭) বেগুন। **-য়ন**—প্রবৃত্তিজ্ঞ চর। **-বর্ত্তী** (গোচ উত্তর ১৭।১২৬) দূত। **-বহ**—কৃষি-বাণিজ্যজীবী বণিক্, ২ বৃত্তান্ত-বাহক। **-বিত্ত** (কৃচ ৩।১৪।২৭) বণিক্।

বার্ত্তিক (হরি ৬।২৯৭) ['ভাষ্য-বার্ত্তিক'-শব্দ দ্রষ্টব্য] উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্তার্থের ব্যক্তিকারক গ্রন্থ। ২ (হরি ৭।৬১৫) [বৃত্তেন জীবতীতি ঠক্] বার্ত্তাবহ। ৩ চর। **-কার** (সিন্ধু ১।১।৪৬) সুরেশ্বরাদি ব্রহ্মসূত্র-টীকাকৃৎ—মু। **-কার মিশ্র** (নাম ২।১২) কুমারিল ভট্ট।

বার্ত্রঘ্ন (বৃত্রঘ্নোঽপত্যং পুমান্) ইন্দ্রের বংশধর।

বার্দ্ধক (হরি ৭।৩৩৭) [বৃদ্ধ+বুঞ্] বৃদ্ধসমূহ। ২ বৃদ্ধের ভাব বা কর্ম।

বার্দ্দর (আচ ১৫।২৪০) প্রলয়-মেঘ। [২ সমুদ্র]।

বার্দ্ধি (গোচ উত্তর ২৬।৪) সমুদ্র।

বার্দ্ধুষিক (গৌকৃ ১।৪৯) বৃদ্ধিজীবী [সুদখোর]।

বার্মুক্ (উ ১০।১০২) মেঘ। ২ মুস্তক।

বার্য (গোচ পূর্ব ২২।২৯) [বৃ+ণ্যৎ] বরণীয়। ২ (গোচ পূর্ব ১৮।৭৪) বারিসমূহ। ৩ (গোচ পূর্ব ২২।৮৪) নিবর্ত্তনীয়।

বার্ষয়ন (ভা ১২।২।৬) জলাশয়।

বার্ষপর্বণী (ভা ৯।১৮।৩৩) বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা।

বার্ষভানবী (বিনা ৫।২১) বৃষভানুর কন্যা—শ্রীরাধা। ২ বৃষরাশিস্থ সূর্য-সম্বন্ধীয়া।

বার্ষায়ণি (হ ১২।২০৩) উত্তরকুরু-বাসী জনৈক মহর্ষি।

বার্ষিক (হরি ৭।৪৬৭) [বর্ষাসু জাতঃ] বর্ষাঋতুতে জাত। বর্ষা-কালীন। **-যাত্রাবিধি** (সা ২) (১) বসন্ত পঞ্চমীতে বসন্তবস্ত্রাদি-পরিধান। বসন্তোৎসবাদি। (২) শ্রীরামনবমী, (৩) দোলোৎসব, (৪) চন্দনোৎসব—বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া, (৫) নৃসিংহচতুর্দশী, (৬) রথারোহণ-বিধি; আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া। ব্রজ-মণ্ডলে প্রসিদ্ধ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর দোলোৎসব। (৭) পবিত্রা দ্বাদশী, (৮) সৌভাগ্যপৌর্ণমাসী। (৯) জন্মাষ্টমী, (১০) শ্রীবামনাভিষেক, (১১) শরৎপৌর্ণমাসীতে রাসোৎসব, (১২) অমাবস্যাদীপদান, অন্নকূট, (১৩) গোপাষ্টমী-দর্শন, (১৪) প্রবোধনীকৃত্য, (১৫) পৌষে খেচড়ান্নাদি।

বার্ষিক্য (ভা ১০।৫।১৯) প্রতিবর্ষে

দেয়, ২ বর্ষাকালে দেয়।

বাষ্ণের্য় (হরি ৭।২৬৮) বৃষ্ণিবংশধর।

বাল্মীকি (ভা ৬।১৮।৫) আদিত্য বরুণের অসাধারণ পুত্র, ইনি বরুণ-বীর্যে বল্মীক হইতে আবির্ভূত হন।

বাব (গোভা ১।১।২৪) [ব্য] যথার্থতঃ, ২ বস্তুতঃ।

বাবদূক (বিনা ৫।৩৭) বাক্যবাগীশ। ২ (কৃগ পরি ৮৬) শ্রীকৃষ্ণের জনৈক দূত। ৩ (হরি .৫।৩৫০) [বদ্—যঙ্+উকঞ্] বাচাল,বহুভাষী। ৪ (সিন্ধু ২।১।৭২) (১) কর্ণরসায়ন-বাক্যবিন্যাসকারী ; ইহাতে উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাস ও স্বরাদির মাধুরী ধ্বনিত। (২) অখিলগুণান্বিত-বাক্যপ্রয়োগ-কারী ; ইহাতে উপন্যাস, যুক্তি, যাথার্থ্য ও প্রতিভাদির পরিপাটীই সূচিত।

বাশিক (বিরু ৯৮) বিরুদের অবান্তর ভেদ।

বাশিত [বাশ+ভাবে ক্ত] পক্ষি-শব্দ, ২ আহ্বান।

বাশিতা—করিণী, ২ স্ত্রীমাত্র।

বাশিষ্ঠবিষয় (চৈনা ১।৫৩) যোগ-শাস্ত্র-পর্যালোচনা।

বাশ্র—গৃহ, ২ চতুষ্পদ, ৩ দিবস।

বাষ্প (গোলী ২০।৫০) নেত্রজল। ২ (মাম ৩।১১২) তাপ। [৩ লোহ]।

বাস (সিন্ধু ২।১।৮৩) বসতিস্থান, ২ বস্ত্র, ৩ সুগন্ধ। ৪ (আচ ৭।৪১) নৈশ্চল্য।

বাসকসজ্জা (উ ৫।৭৬—৭৭) যে নায়িকা কান্তের ইচ্ছাবশতঃ কুঞ্জে অবস্থান করত তদীয় আগমন-প্রতীক্ষায় স্বদেহ ও স্বগেহ সুসজ্জিত করেন—তিনিই 'বাসকসজ্জা'। এই অবস্থায় কামক্রীড়া-সঙ্কল্প, কান্তপথ-নিরীক্ষণ, সখীসহ বিনোদবার্ত্তা এবং মুহুর্মুহু দূতীর প্রতি নিরীক্ষণ ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

বাসগৃহ (প্রে ৭৬) সঙ্কেতস্থান। [২ মধ্যগৃহ]।

বাসতেয়ী (গোচ পূর্ব ২৮।২২) রাত্রি। [২ বসতিযোগ্যা]।

বাসন (হরি ৭।৭৩৪) [বসনেন ক্রীতমিতি বসন+অণ্] বস্ত্রদ্বারা ক্রীত। [সুরভীকরণ, ৩ ধূপন]। ৪ (গীগো ৭।২৬) বস্ত্র, ৫ স্থান।

বাসনা (গোভা ২।২।৩১) সংস্কার-বিশেষ। ২ (ভচ ৫।১১) অনাদি অবিদ্যা-সঞ্চিত কর্ম-সংস্কার। পূর্বপূর্ব অভ্যাসবশতঃ চিত্তনিষ্ঠ সংস্কার-বিশেষ। ইহা দ্বিবিধা—শুদ্ধা ও মলিনা। শুদ্ধা—অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি ইত্যাদি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান-সাধন। মলিনা—বাহ্য ও আন্তরাভেদে দ্বিবিধ। বাহ্য আবার ত্রিবিধ—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা। সর্ব-লোক-সমারাধনে অভিনিবেশকে লোকবাসনা কহে। শাস্ত্রবাসনা—পাঠব্যসন, বহুশাস্ত্র-ব্যসন এবং অনুষ্ঠান-ব্যসন-ভেদে ভরদ্বাজ, দুর্বাসা ও নিদাঘে ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়াছে। দেহবাসনাও আবার ত্রিবিধ—আত্মত্ব-ভ্রম, গুণাধানভ্রম এবং দোষাপকরণ-ভ্রম। প্রথমটি সার্বজনীন, দ্বিতীয়টি সমীচীন শব্দাদিবিষয়-সম্পাদন এবং অন্তিমটি ঔষধ-দ্বারা রোগাপনয়ন। বাহ্যবিষয়ক, ক্লেশাবহ, পুরুষার্থ-বিরোধী, পুনর্জন্মহেতু, কোনওটি বা দুঃসাধ্য এবং দর্প-হেতু বলিয়া এই বাসনাগুলিকে মলিন বলা হয়। আন্তর বাসনা—কামক্রোধাদি। সমস্ত মলিন বাসনাই শুদ্ধ বাসনাদ্বারা ক্ষয় করিতে হয়। ৩ (ভা ৬।৬।১৩) অর্কনামা বসুর পত্নী। ৪ জ্ঞান, ৫ প্রত্যাশা। -ভাষ্য (তত্ত্ব ২৩) শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাবিশেষ। -রদ (আচ ১৫।৩৩৯) [বাসনাং রদতি উৎপাটয়তীতি] বাসনা-নাশক।

বাসন্ত (হরি ৭।৩৩৫) [বসন্তো দেবতাঽস্যেতি] বসন্ত-দেবতাক। ২ কোকিল, ৩ মলয়বায়ু, ৪ মদনবৃক্ষ।

বাসন্তিকা (গোচ উত্তর ১৫।৩১) বসন্তকালীন মাধবী-মল্লিকাদি।

বাসন্তী (উ ৪।৫২) শ্রীরাধার প্রাণ-সখী। ২ (গোলী ৭।১০) মাধবী-লতা। ৩ (ছ ২।১০২) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

বাসর [বস্+অরণ্] দিবস, [২ নাগভেদ]। -মণি (আচ ১১।১১৬) সূর্য। -মুখ (আচ ১৮২) প্রভাত।

বাসব (ভা ৭।৭।৩) ইন্দ্র। ২ (বিপু ৩।১৪।৯) জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।

বাস-বড়ভী (দা ২১) বাসোপযোগী বক্রকাষ্ঠ-বিশেষ।

বাসবী (ভা ১।৪।১৪) উপরিচর বসুর বীর্যে জাতা সত্যবতী। [২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র]। -সুত (ভা ১।৬।৩৭) ব্যাসদেব।

বাসি (রত্ন ৭।১) সূত্রধরের ব্যবহার্য কুঠার-বিশেষ (বাইস)।

বাসিত (ভাবনা ৬।৩৭) বাসস্থানীকৃত, ২ (গোলী ১৪।১১০) যুক্ত। ৩ (গোলী ২৩।৫১) সুরভীকৃত। ৪ [বাশ্+ক্ত পৃষোদরাদিঃ] পক্ষি-

শব্দ, ৫ খ্যাত, ৬ বস্ত্রবেষ্টিত।

বাসিতা (গোলী ৫।৩) ঋতুমতী গাভী। **-বাসিনী**—শ্বেতঝিণ্টী।

বাসুকি (গীতা ১০।২৮) মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও কদ্রুর গর্ভে জাত সর্পরাজ।

বাসুদেব (ভা ১।২।৭) বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ২ (গীতা ১০।৩৭) বসুদেব-পুত্র সঙ্কর্ষণ—বল। ৩ (গৌগ ১৮৮) ব্রজলীলায় বিশাখা-রচিত-গীত-গায়িকা 'গুণতুঙ্গা'। ৪ (হরি ৭।১০৫৮) জীবিকার্থে [অবিক্রেয়া] বাসুদেব-প্রতিমা লইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণকারী। ৫ (হরি ৩।২) সজাতীয় ও বিজাতীয় অনেকেরই ব্যাপক অধিকার-সূত্র। ৬ (রত্ন ৬।৭৮) বিশুদ্ধ সত্ত্বে আবির্ভাব-কৃৎ। ৭ (ভা ১০।৩৩।৩৮) চিত্তা-ধিষ্ঠাতা। ৮ অষ্ট বসুর অন্তর্গত প্রধান বসু—দ্রোণ, তৎপুত্র অর্থাৎ নন্দনন্দন—সনা। ৯ (সভা ১।৩৩৮) সর্বান্তর্যামী নারায়ণ। ১০ (ভা ১১।১৬।২৭) প্রথম ব্যূহ—বি। ১১ (ভা ১০।৩৭।১০) সর্বভূতে বর্ত্তমান। ১২ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে অ-বর্ণের মূর্ত্তি। ১৩ (মালা চিত্র ১২) ['বসনাদেব বাদেষু বাসুদেবেতি শব্দিতঃ' ইতি শিবোক্তেঃ] বাদবেদ্য পূর্ণব্রহ্মভূত। ১৪ (বৃভা ২।৩।২১) ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তমাবরণরূপ মহত্তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ১৫ (সস ভগ ১০) সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ সেই পরমাত্মায় অবস্থান করে এবং তিনিও সর্বভূতে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব (বিষ্ণুপু° ৬।৫।৮০)। ২ বসন ও বাসন হইতে বাসু-শব্দ এবং দ্যোতন হইতে দেব-শব্দ সাধিত হয়। 'বাসুই দেব'—এইরূপ কর্ম-ধারয়ে অর্থ—যিনি সর্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং সর্বভূত যাঁহাতে বাস করে, যিনি দেব অর্থাৎ জগতের ধাতা ও বিধাতা, সেই প্রভুই 'বাসুদেব' (বিষ্ণুপু° ৬।৫।৮২)।

বাসোযুক্ (গোচ উত্তর ২৫।২৩) বস্ত্রযুগ্ম।

বাসোহরণতীর্থ (লনা ৯।৩৫) ব্রজের চীরহরণ ঘাট।

বাস্কলি (হ ১২।৩৩২) মহাবেধ-দুষ্ট একাদশীর ফলগ্রাহী অসুর।

বাস্তব (ভা ১।১।২) পরমার্থভূত; ২ বস্তুর অংশ—জীব, বস্তুর শক্তি—মায়া এবং বস্তুর কার্য—জগৎ; এই সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্ নহে—স্বামী। ৩ আদি, মধ্য ও অবসানে স্থির—বি। ৪ ভগবৎস্বরূপ, বৈকুণ্ঠাদি ধাম, ভক্ত ও ভক্তি। **-ভৃত্য** (ভক্তি ১৬৬) যিনি প্রভুর নিকট কোনও স্বার্থই কামনা করেন না। **-ভেদাভেদ** শ্রীনিম্বার্কাচার্য-সমর্থিত স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। **-বস্ত্বৈক্যবাদ** (ভা ১।১।২) কেবলাদ্বৈতবাদের অশুদ্ধত্ব (মায়াশ্রয়ত্ব) শোধনপূর্বক পরমার্থভূত (বাস্তব) বস্তুর সহিত তদংশভূত জীব, তৎকার্যভূত জগৎ ও তচ্ছক্তিরূপ মায়ার অদ্বয়ত্ব—স্বামী। **-স্বামী** (ভক্তি ১৬৬) যিনি ভৃত্যের নিকট প্রভুত্ব কামনা না করিয়া তদীয় বাসনাপূর্ত্তি করেন।

বাস্তু (কৃষ্ণ ১১৭) লীলাস্থান, ২ (ভা ১০।৮।৩১) দেবপূজার্থ মার্জিত ও লিপ্ত ভূমি—বি। ৩ (আচ ১৬।৩৪) গৃহ। ৪ (ভা ৬।৬।১১) অষ্ট বসুর অন্যতম। ৫ (ভা ১০।৬৬।৪৪) দেহলী-প্রভৃতি—বি। **বাস্তুক** (আচ ১১।৩০৯) বেতোশাক। ২ (ভা ৯।৪।৬) যজ্ঞভূমি-গত ধন—স্বামী। **-পুরুষ** (হ ৫।৯) শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে দেহলীস্থিত দেবতা।

বাস্তূক (চৈনা ৯।৪) বেতোশাক।

বাস্তেয় (হরি ৭।১০৬১) [বস্তিরিব বস্তি+ঢক্] বস্তি-সদৃশ। ২ বস্তি-সম্বন্ধী, ৩ বাসযোগ্য।

বাস্তোষ্পতি (ভা ১০।৫০।৫৩) ইন্দ্রাদি দেব—স্বামী। [২ বাস্তু-ভূমির পতি]।

বাস্ত্র (হরি ৭।৩৫৭) বস্ত্র পরিবৃত রথাদি।

বাস্রা (ভা ৪।৯।১৭) ধেনু।

বাহ [বহ+ঘঞ্] অশ্ব, ২ ভুজ, ৩ বায়ু, ৪ বৃষ, ৫ পরিমাণ-ভেদ।

বাহন [বহ-ণিচ্+ল্যু] রথাদি যান।

বাহিনী (গোচ পূর্ব ২৬।৭৪) সেনা, ২ বহনকারিণী, ৩ নদী। **-পতি** (গোচ উত্তর ২৮। ৯) সেনাপতি। [২ সমুদ্র]।

বাহীক (অকৌ ২।১৫) গ্রামের প্রান্তভাগে স্থিত নীচজাতি (জাট)। ২ ভারত কর্ণপর্বে উক্ত দেশ-বিশেষ।

বাহ্য [বহ+ণ্যৎ] অশ্বাদি যান। ২ বহির্ভব। ৩ বহন-যোগ্য।

বি (গোচ উত্তর ৩৫।৩৬) পক্ষী।

বিকঙ্কট [বি-ককি+অটন্] গোক্ষুর।

বিকঙ্কত (গোলী ১৫।১২৩) বঁইচ বৃক্ষ; ২ অতিবলা।

বিকচ (আচ ১।১৫৯) প্রফুল্ল। ২ (গোলী ৯।২৩) উৎক, [২ কেশহীন, ৪ ধ্বজা]।

বিকট (মালা গীত ৭) করাল, ২ (মালা

স্বয়ং ৯) ব্যাপ্ত। ৩ বিশাল, ৪ সুন্দর, ৫ দস্তুর]

বিকত্থন (ভা ১০।৪।৩৬) প্রৌঢ়িবাদ। ২ (ভা ১০।৪৪।৩৪) আত্মশ্লাঘা। ৩ (মুক্তা ১৩।১২) কলাকৌশলদর্শন।

বিকত্থী (হরি ৫।৩২৬) সম্যক্ আত্মশ্লাঘাপরায়ণ।

বিকদ্রু (বৃভা ১।৪।৯০টী) মথুরাপতি উগ্রসেনের মন্ত্রী।

বিকম্পন (ভা ৯।১০।১৮) রাক্ষস-সেনানী। রাক্ষস।

বিকর [বি—কৃ+অচ্] রোগ, ২ সারস্বত দেশ।

বিকরণ (হরি ৩।২৯) ব্যাকরণোক্ত শপ্, শ্ননাদি প্রত্যয়ের সংজ্ঞা-বিশেষ।

বিকরাল (মালা ছ ৮) সঙ্কট-বহুল।

বিকর্ণ (গীতা ১।৮) দুর্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

বিকর্ত্তন (আচ ১।২২) সূর্য, ২ কালাদি-বিনাশ্য। ৩ (সাকৌ ৯। ৯) ছেত্তা। [৪ অর্কবৃক্ষ]।

বিকর্ম (ভা ৩।৯।১৭) ভগবদ্বহির্মুখ কর্ম। ২ (ভা ৫।৫।৪) পাপ—স্বামী, ৩ কাম্যকর্ম—জী। ৪ (গীতা ৪।১৭) নিষিদ্ধাচরণ—স্বামী। ৫ জ্ঞানবিরুদ্ধ কাম্যকর্ম—বস। ৬ (ভক্তি ৬২) বিহিত কর্মের অকরণ।

বিকর্ষ [বি—কৃষ্+ঘঞ্] শর।

বিকর্ষণ (ভা ৩।৭।২৯) বিভাগ—স্বামী। ২ (ভা ৪।২৪।৬৫) সংহার।

বিকল (আচ ১৩।৭৮) স্পষ্ট। ২ (চন্দ্রা ৪৯) অভিভূত। ৩ (বৃভা ১।৪।১১৬) বিহ্বল। ৪ (আচ ১। ১৭৬) নিন্দ্য। ৫ (উ ১১।৯৪) কলাহীন।

বিকলন (গোচ পূর্ব ৫।২৩) নাশ। ২ (গোচ পূর্ব ৩০।৭৬) জাড্য।

বিকলা—কলার $\frac{১}{৬০}$ ভাগ, ২ ঋতুমতী স্ত্রী।

বিকলিত (নিবি ২৫) বিব্রত।

বিকল্প (চৈত ১০।৮৭।৩৭) ভেদ। ২ (ভা ২।১০।৪৫) অবান্তর কল্প—স্বামী। ৩ (ভা ২।৯।৩৬) বিবিধ সৃষ্টি—স্বামী। ৪ (পরম ৫৮) সংশয়। ৫ (পরম ৬২) অন্যত্র আরোপ। ৬ (ভা ৭। ১৩।৪৩) ব্যবহার—বি। ৭ (ভা ৮। ৯।২৮) বৈষম্য। ৮ (ভা ৮।১২।৮) বিবিধ কল্পনা। ৯ (ভা ৩।২৬।২) বিশেষ চিন্তন। ১০ (গীগো ৪।১৫) ভ্রম। ১১ (সাকৌ ১১।৮) চমৎ-কারিতা-সমর্পক অথচ তুল্যশক্তি-বিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের বিরোধ-বর্ণনাকে 'বিকল্প' অলঙ্কার বলে। **-কল্প** (গোচ উত্তর ৩৪।৫৬) সংশয়-বিধান।

বিকল্পিত (ভা ১০।৮৫।১৪) বিয়োজিত।

বিকশ্বর [বি-কশ্+ষরচ্] প্রকাশশীল।

বিকষা (আচ ১৭।৮৭) বিঘ্ন। ২ মঞ্জিষ্ঠা।

বিকষায় (আচ ১৭।৮৭) পক্ব-কষায়। ২ খণ্ডিতান্তরায়।

বিকস্বর (হরি ৫।৩৫৯) [বি—কস্ +ষরচ্] বিকশিত। স্পষ্ট। ২ (কাব্য ৯।৬৬) অর্থালঙ্কার-বিশেষ। বিশেষের সমর্থনের জন্য সামান্যের উল্লেখ করিয়াও পুনরায় বিশেষের উল্লেখে 'বিকস্বর' অলঙ্কার হয়।

বিকার (ভা ২।২।১৭) অহঙ্কার, ২ (পরম ৪৯) একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত। ৩ (গোভা ৪।৪।১৯) প্রপঞ্চ, ৪ জন্মাদি ছয় অবস্থা। ৫ (ভা ১১।১২।১৭) অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ প্রপঞ্চ। ৬ (ভা ১১।২৪।১৭) কার্য পদার্থ—বি। ৭ (ভগ ৫৬) অব-স্থান্তর-প্রাপ্তি; পরিণাম। ৮ (ভা ১০।১০।৩২) বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি—স্বামী। ৯ (চৈচ আদি ৪।৫৯) বিশেষ পরি-ণতি। **-গুণ** (রত্ন ৬।৪৭) সত্ত্বাদি। **-সঙ্ঘাত** (ভা ১০।৬৩।২৬) লিঙ্গদেহ —স্বামী।

বিকারী (ভগ ৪৬) [বিশেষেণ করোতি লীলায়িত ইতি] বিশেষ-লীলা-পরায়ণ—জী।

বিকার্য (ভা ২।২।৩০) বিবিধং কার্য-মস্য] অহঙ্কারতত্ত্ব—স্বামী। ২ (হরি ৪।১৭) পূর্বাবস্থা পরিত্যাগ পূর্বক অবস্থান্তর-প্রাপ্তি; যেমন 'কাষ্ঠং ভস্ম করোতি' এই বাক্যে কাষ্ঠ-পদটি বিকার্য কর্মের দৃষ্টান্ত।

বিকাল [বিরুদ্ধঃ দৈবপৈত্রাদি-কর্মানর্হঃ কালঃ] রাক্ষসী বেলা, ২ দিবসের অন্ত্যভাগ।

বিকাশ (কাব্য ৪) সহৃদয় চিত্তে হাস্য-অদ্ভুত-ভয়ানক-রসজনিত অবস্থা-বিশেষ। [২ নির্জন, ৩ প্রকাশ]।

বিকাষী (হরি ৫।৩২৬) [বি—কষ হিংসায়াং ণিনি] হিংসাশীল।

বিকাষ্ঠা (গোকৃ ১২।২৬) বিদিক্।

বিকির (আচ ২২।২৬) পক্ষী। ২ (হ ১৯।৭২৬) অঙ্কুরাদি। [৩ বিঘ্ন-শান্তির জন্য উৎক্ষিপ্ত শ্বেতসর্ষপাদি। ৪ বৃক্ষ]। **-রাট্** (গোচ উত্তর ৫।৬৫) পক্ষিরাজ গরুড়।

বিকীর্ণ (গোচ পূর্ব ১।৯৭) বিক্ষিপ্ত।

বিকীর্ণি (গোপা ১২) বিদারক। ২ (গোচ পূর্ব ৪।৪১) বিক্ষেপ।

বিকুক্ষি (ভা ৯।৬।৬) ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ

পুত্র—শশাদ।

বিকুণ্ঠ (ভা ৩।১৬।৯) অপ্রতিহত। ২ (বৃভা ২।৪।১৯) বৈকুণ্ঠ ধাম। ৩ (ভা ৩।১৬।২৭) শ্রীহরি। **-ভর্ত্তা** (ভা ৩।১৫।৩৪) শ্রীনারায়ণ।

বিকুণ্ঠা (ভগ ৭৩) শুভ্রের পত্নী ও পঞ্চম-মন্বন্তর-পালক ভগবান্ বৈকুণ্ঠের জননী।

বিকুণ্ডল (হ ১।১২৫) পদ্মপুরাণে (স্বর্গ খণ্ড ১৫) উক্ত আছে—নিষধ-নগরে বৈশ্যবর্য হেমকুণ্ডলের পুত্র। বিকুণ্ডলের ভ্রাতা শ্রীকুণ্ডল। এই দুই ভাই পিতৃত্যক্ত ধনমদে গর্বিত হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং অল্পকালেই নিঃস্ব হইয়া অতিকষ্টে দেহত্যাগ করিয়াছিল। যমদূতগণ যমরাজার শাসনে শ্রীকুণ্ডলকে নরকে ও বিকুণ্ডলকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিল। বিকুণ্ডল স্বর্গে গমনকালে যমদূতের মুখে স্বকৃত সুকৃতের কাহিনী ও সৎসঙ্গাদি প্রভাব শুনিয়াছিলেন।

বিকুর্বাণ (ভা ২।৫।২৩) বিক্রিয়া-প্রাপ্ত—স্বামী। ২ হর্ষহেতু জাত—রোমাঞ্চ।

বিকূণিত (সিন্ধু ৪।৭।৩) বক্রিত, ২ সঙ্কোচিত—মু।

বিকৃত (ভা ১০।৮৭।১৫) বিচ্ছিন্ন—প্রবো। ২ (ভা ৫।১০।১৩) পরিণামী—স্বামী। ৩ (উ ১১।৫৮) লজ্জা, মান ও ঈর্ষ্যাদিবশতঃ যে স্থলে বিবক্ষিত বিষয়টি প্রকাশিত হয় না, অথচ চেষ্টা দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাকে 'বিকৃত' বলা হয়। **-পরিণাম** (অণুভাষ্য ১।৪।২৬) যদ্রূপ পরিবর্ত্তনে পদার্থের অসাধারণ ধর্মগুলি পরিত্যক্ত হওয়া ব্যতীত পূর্বাবস্থালাভের বিরোধী অন্যপ্রকার ধর্মের উদয় হয়, সেই পরিবর্ত্তন।

বিকৃতি (ভা ৫।৭।৫) বিকলাঙ্গ—[যজ্ঞবিষয়ে]—স্বামী। ২ (ভা ৯। ২৪।৪) সোমবংশ্য জীমূতের পুত্র। ৩ (লনা ৪।৪) বীভৎস-রসোদ্দীপক মুখবিকার। ৪ (উ ১৫।১৭১) ম্লানতা, ৫ বৈবর্ণ্য—বি। ৬ (আচ ৯।৩৫) সাত্ত্বিক বিকার। ৭ (ভা ১০।৮৭।২৬) বিশিষ্ট-অতিমনোহররূপে কৃতি= নির্মাণ যাহার, তাদৃশ কুণ্ডলাদি—প্রবো। ৮ (ছ ১।২৯) শ্লোকের প্রতিপাদে ২৩ অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত। [৯ রোগ, ১০ ডিম্ব]।

বিকৃষ্টি (গোচ পূর্ব ৩০।৭৬) আকর্ষণ।

বিক্রম (হ ৭।৪১) গোদাবরী তীরের প্রতিষ্ঠান নগরে নরপতি দুর্দমের বংশে বিক্রম রাজা হন। স্বীয় কুকর্মের ফলে বহু যোনি যাতনা ভোগ করত পরিশেষে নিকৃষ্ট দ্বিজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করত সমুদয় পাপ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন [পাদ্ম-উত্তর—১৭৬]। ২ (ভা ১০।৩০।১০) পাদবিক্ষেপ। ৩ (ভা ২।৮।২০) স্থিতি—স্বামী, ৪ শৌর্য—বি। ৫ (ভা ৩।১১।২৮) ভূরাদিলোকত্রয়—বি। ৬ (চৈনা ২।২৪) [বিঃ পক্ষী তেন ক্রমো গতির্যস্য] গরুড়বাহন বিষ্ণু। ৭ (ভা ৪।২৬।২) গতিপ্রকার—স্বামী। ৮ (ভা ১০।৫৯।১) অদ্ভুত-চরিত। [৯ সামর্থ্য, ১০ বৎসর-ভেদ]।

বিক্রমী (সুধা ২২) তর্কাগোচর-স্বভাববিশিষ্ট। ২ (সুধা ১১০) অসংখ্য দুর্বৃত্ত দৈত্যের বিমর্দন-সমর্থ-শৌর্যশালী। [৩ সিংহ, ৪ বিক্রমযুক্ত]।

বিক্রয় (অকৌ ১০।১১) ব্যত্যয়—বি।

বিক্রয়িক (গোচ পূর্ব ৩১।৯১) বিক্রয়কারী।

বিক্রান্ত—সিংহ, ২ শূর, ৩ বিক্রম।

বিক্রিয়া (বৃভা ২।৬।১২৯) ভঙ্গিবিশেষ। ২ (ভা ১০।১৪।৬) বিশেষ আকার। ৩ (গোলী ৪।৪৪) বিকার।

বিক্রিয়াবৎ (চৈত ১০।১৪।৬) [বিক্রিয়া হ্রাসবৃদ্ধিরূপা তামতীতি] হ্রাস-বৃদ্ধিশীল।

বিক্রীড়া (বৃভা ২।৭।৯৬) বিবিধ বিহার। ২ বিশিষ্ট ক্রীড়া।

বিক্রীড়িত (ভা ১০।৩৩।৩৯) বিবিধ বিলাস, ২ (শ্যা ৮) সর্বত্র সঞ্চার—বল। ৩ (চন্দ্রা ২৮) ক্রীড়াশীল।

বিক্লব (মালা প্রেমেন্দু ৫২) বিহ্বল। ব্যাকুল। ২ (ভা ৭।৮।১১) অনন্বিত—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৪৭।৫৭) দিব্যোন্মাদাদি—সনা, জী। ৪ (গোচ উত্তর ১৪।৯০) গ্লানি। **বিক্লবাত্মা** (ভা ৩।৪।৩৪) অধীরচিত্ত—স্বামী।

বিক্লবিত (ভা ১০।২৯।৪২) পারবশ্য-প্রলাপ—স্বামী। ২ প্রেমবিক্লবতা-পূর্ণ রোষদৈন্যোক্তি—জী। ৩ বিগত-ক্লব [নির্ভয়] ও বিশিষ্ট-ক্লব [সভয়]—বল।

বিক্লিন্ন (ভা ১০।৭১।২৫) আর্দ্র, ২ শীর্ণ, ৩ জীর্ণ, ৪ বিক্লেদপূর্ণ।

বিক্ষত (উ ১১।৯৮) পক্ষিকর্ত্তৃক দষ্ট, ২ বিশেষভাবে ক্ষত।

বিক্ষর (সুধা ৫৩) স্বাশ্রিত জনের প্রতি নিত্য-স্নেহশীল।

বিক্ষাব (হরি ৫।৩৮৭) [বি—ক্ষু

শব্দে+ঘঞ্] উচ্চধ্বনি [কাশ]।

বিক্ষিপ্ত (ভা ১১।৬।১৯) বিস্তারিত—স্বামী। ২ চঞ্চল। [৩ বিশেষভাবে ক্ষিপ্ত] ৪ যোগশাস্ত্রে উক্ত চিত্তের ভূমিভেদ]।

বিক্ষিপ্যমাণ (ভা ১১।২৮।২৬) চঞ্চল।

বিক্ষেপ (মা ৪।২) কীর্ত্তন বা শ্রবণাদিকালে ব্যাবহারিক বিষয়ের আলোচনা বা স্মরণাদি। ২ (ভা ১০।৪৪।৪) নোদন—স্বামী। ৩ (অকৌ ৫।৫৮) প্রিয়তমের আগমনে অঙ্গে অর্দ্ধ অলঙ্কার-রচনা, চতুর্দিকে অবলোকন ও নির্জনে ঈষৎ কথারম্ভ। [৪ ত্যাগ, ৫ প্রেরণ]। **-ক** (বৃভা ২।২।২০৫) ভক্তিবিরুদ্ধ বিবিধ ব্যাপার-পরম্পরার চালক। **-কেলি** (লনা ৫। ১৯) ক্রীড়াচ্ছলে পতন [ছোঁমারা]। **-শক্তি**—বেদান্তোক্ত অবিদ্যাশক্তি-বিশেষ।

বিক্ষোভণ (লনা ২।৯) চাঞ্চল্য-সম্পাদক।

বিখ [বিগতা নাসা যস্য] গত-নাসিক।

বিখনাঃ (ভা ১০।৩১।৪) ব্রহ্মা—স্বামী। ২ শ্রীকৃষ্ণপিতামহ—সনা।

বিখেদ (ভা ১।১৭।২০) গতমোহ—স্বামী।

বিগণন (ভা ৩।১৮।১) অবজ্ঞা—স্বামী। ২ সম্মতি—জী।

বিগত—প্রমাদ-রহিত, ২ অপগত, ৩ পক্ষির গতি। ৪ বিশেষভাবে গত। **-চ্ছায়** (চচ ৪।২৮) কান্তিহীন। **-জ্বর** (গীতা ৩।৩০) ত্যক্তশোক—স্বামী। **-স্ময়** (ভা ৩।১৬।৩১) নষ্ট-গর্ব—স্বামী। ২ নষ্টানন্দ—বি।

বিগম (তর ১১।১।১) ধ্বংস, নাশ। ২ অপায়।

বিগর্হণ—নিন্দন। *বিগর্হিত* (ভা ১১। ১৮।১৮) অভিশপ্ত ও পতিত—স্বামী।

বিগলিত (ভা ১০।৪৩।৬) বিচ্যুত।

বিগাঢ় (বৃভা ১।৭।৯৫) সুদৃঢ়, ২ পরম গম্ভীর। [৩ স্নাত]।

বিগান (গোচ পূর্ব ১৭।৮) অনাদর। ২ (নাম ১।১১টী) অন্যপ্রমাণের সহিত অনৈক্য। ৩ (সস তত্ত্ব ৯) বিরোধ, নিন্দা।

বিগাহন (মালা প্রেমেন্দু ৪৫) বিলোড়ন—বল।

বিগীত (গোচ উত্তর ৩৭।২১৯) নিন্দিত।

বিগুণ (গীতা ৩।৩৫) কিঞ্চিদ্দোষ-বিশিষ্ট। ২ (গীতা ১৮।৪৭) নিকৃষ্ট। ৩ (ভা ৭।৯।৪৮) সূক্ষ্ম—স্বামী, ৪ অমায়িক—জী।

বিগূঢ় [বি—গুহ+ক্ত] গর্হিত, ২ গুপ্ত।

বিগ্ন (গৌকৃ ১৪।৫৫) কম্পিত, ২ ভীত। ৩ (আচ ৯।২২) বিকলীকৃত।

বিগ্র (হরি ৭।১৬২) [বিগতা নাসিকাঽস্যেতি] নাসারহিত, খাঁদা।

বিগ্রহ (কৃবি ৭৮) দেহ, ২ যুদ্ধ। ৩ (ভাবনা ১৯।৩৯) মূর্ত্তি। ['শ্রীবিগ্রহ'-শব্দ দ্রষ্টব্য] ৪ (ভা ১০।৭৯।৩০) বিস্তার, ৫ (ভা ৩। ৩১।৩) বিভাগ, ৬ (হরি ৬।৫) সমাসাদি-বৃত্তির সমানার্থক বাক্য-ভেদ—যেমন 'চক্র পাণিতে যাহার'। **-চেষ্টা** (প্রীতি ১৫১) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিময়ী স্মিতবিলাসাদি বিবিধ ক্রিয়া বা লীলা। ঐশ্বর্যময়ী ও মাধুর্যময়ী-ভেদে ইহা দ্বিবিধ। শেষোক্ত লীলাই প্রিয়জনে প্রেমময়ী ও বিহারাধিক্যে হেতু। **-পদ** (মালা ছ ১৪) বিরোধাশ্রয়। **-প্রথমাংশ** (গোচ উত্তর ২৮।৩৬) মস্তক।

বিগ্লাপন (প্রে ১২ ঘ, টী) বিশেষ গ্লানি-কারক। ২ (গোভা ৩।৩। ২৮) শোষক।

বিঘটন (হংস ৩) অপনোদন, দূরীকরণ; বিনাশ। **বিঘটয়িতব্য** (গোচ উত্তর ৭।৭) খণ্ডনীয়।

বিঘটিত (গোচ পূর্ব ২৪।১০১) অন্যথাভূত। ২ (আচ ৭।৪৮) দূরীকৃত। ৩ (মালা রা ৪) তুচ্ছীকৃত। **বিঘট্ট** (গোবি ১০৩) সঞ্চালন। ২ (গোচ পূর্ব ৩১।৯৩) অকরণ। ৩ (গোচ পূর্ব ৯।৪৪) ভঞ্জন। **বিঘট্টনা** (আচ ৭।৩৩) চালন। ২ বিয়োজন।

বিঘন (গোলী ২২।৪২) মেঘশূন্য, ২ নিবিড়, ৩ পক্ষীগণ দ্বারা সান্দ্র। ৪ (হরি ৫।৪২৮) [বিহন্যতে যেন বি-হন্+অল্] মুদ্গর, হাতুড়ী।

বিঘস (হরি ৫।৪১৮) [বি-অদ্+ঘঞ্] ভোজন, ২ ভোজনবিশেষ।

বিঘস্মর (কৃবি ৩৪) ভক্ষক।

বিঘাত (হ ১৫।২০১) পরিহার, ২ (বৃভা ২।৭।১৩৭ টী) নাশ। ৩ আঘাত। ৪ ব্যাঘাত।

বিঘ্ন-নাথ (চৈভা অন্ত্য ৫।৫৯৫) বিঘ্ন-নাশন গণেশ। **°নিঘ্ন** (গোচ উত্তর ১।৭৩) বিঘ্নাধীন। **-নিবারণ** (হ ৫। ৫৭—৫৯), অর্চনমার্গে বিঘ্ন-নিরসন জন্য বিহিত মন্ত্রপাঠ করিবে—মন্ত্র যথা, 'অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ' ইত্যাদি। 'অস্ত্রায় ফট্'—এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করত বামচরণের পার্ষ্ণিঘাত দ্বারা যাবতীয় বিঘ্ন অপসারণ করিবে।

আন্তরীক্ষ ভূতাপসারণের জন্যও তদ্রূপ 'অস্ত্রায় ফট্'—এই মন্ত্রে উর্দ্ধোর্দ্ধদিকে তিনটী তাল (ছোটিকা) দিবে। মূলমন্ত্রযোগে দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দিব্য বিঘ্নসকলও নিরাস করিতে হয়।

বিচকিল (মালা উৎ ৫৪) মল্লিকা, ২ দমনক।

বিচক্ষণ (হরি ৫।৩৩৪) [বি-চক্ষিঙ্‌ +ল্যু] বিজ্ঞ, বিদ্বান্। ২ (কৃগ পরি ১১১) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় শুক।

বিচক্ষুঃ (গোভা ৩।৪।২৬ টী) [মহাভা শান্তি° ২৬৫] জনৈক রাজা, তিনি যজ্ঞে পশুবধ প্রভৃতির নিষেধ করত অহিংস কর্মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি—"সর্বকর্মস্বহিংসা হি ধর্মাত্মা মনুর-ব্রবীৎ। কামদ্বারা বিহিংসন্তি বহির্বেদ্যাং পশূন্নরাঃ॥" [২ নেত্রশূন্য, ৩ অন্যমনস্ক]।

বিচটিত (গোবি ১১৭) তিরস্কৃত।

বিচপ্রচা (গোচ পূর্ব ১৭।১৫) [বিকৃতঞ্চ প্রকৃতঞ্চ যস্যাম্] চাঞ্চল্য। ২ অযথাস্থানে রচিত।

বিচয় (চৈনা ৩।৩৫) পক্ষিসমূহ, ২ অন্বেষণ।

বিচরণ (ভা ১০।৭৩।২২) সম্পাদন—সনা। ২ (ভা ১১।২৮।৪৫) আচরণ।

বিচর্চিকা (হরি ৫।৪৫৩) [বি-চর্চ্‌+ণ্বুল্] চুলকনা রোগ। **বিচর্চিকাল** (হরি ৭।৯৩৬) গাত্রকণ্ডুযুক্ত।

বিচলন (হ ১০।৩৩৯) গমন।

বিচলিত (উ ৯।৩৬) স্খলিত, ২ শিক্ষাচাতুর্য্যবিশেষে যথাস্থানে স্থিত—বি। ৩ (গোপা ২৬) স্বস্বধর্মরহিত, ৪ স্বস্বধর্মবিনিময়, ৫ একীভূত।

বিচার (বৃভা ২।৪।১১৯) অনুভব। ২ (কৃবি ৯৮) [বিশেষেণ চারঃ গতিঃ আশ্রয়ঃ] মুখ্যগতি। ৩ (রত্ন ৫। ১২) সন্দিগ্ধ বস্তুর তত্ত্ব-নির্ণয়। ৪ (স্তব ১৭।৩১) প্রকাশন। ৫ (নাচ ৩৩৬) একই সাধ্য বিষয়ের বহু-প্রকারে সাধন-বর্ণনাকে 'বিচার' বলে। সাহিত্যদর্পণে (৬।১৮৩) যুক্তিযুক্ত বাক্যপ্রয়োগে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর নিরূপণকে 'বিচার' বলে। **-কৃপণ** (আচ ২১।৪৯) পরামর্শ-শূন্য। **বিচারণা** (বৃভা ১।৩।৬০) বিমর্শ। [২ মীমাংসাশাস্ত্র]। **-প্রধান মার্গ** (ভক্তি ২০২) সাধুসঙ্গবাহনা বা সৎকৃপাবাহনা অকিঞ্চনা ভক্তিই অভিধেয় বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে নির্দিষ্ট। ভক্তির উদয়-বিষয়ে প্রথমতঃ ভক্ত-সঙ্গ হইতে উৎপন্না শ্রদ্ধা, সাধু-সঙ্গপরম্পরাক্রমে ভগবৎকথায় রুচির উদয় হইয়া তৎপরে ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ হয় এবং আনুষঙ্গিকরূপে ভজনীয় শ্রীভগবদাবির্ভাববিশেষে ও তদীয় ভজনমার্গবিশেষে রুচি সঞ্জাত হয়। তৎপরে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক তত্ত্ব-বিশেষ জানিবার ইচ্ছায় পূর্বোক্ত সাধু মহাজনদিগের এক বা বহু জনকে শ্রবণগুরুরূপে বরণপূর্বক যথাযথ তত্ত্ব শ্রবণ করিতে হয়। এস্থলে 'শ্রবণ'-শব্দে উপক্রমো-পসংহারাদি-সমবেত তাৎপর্য্য-নিরূপণই লক্ষ্য। শ্রবণান্তর অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনাদি নিরসনের জন্য শ্রুত বিষয়গুলির মনন করিবে। অতঃপর শ্রীভগবানের শ্রীরামনৃসিংহাদি যাবতীয় আবির্ভাবেই শ্রীভগবান্ সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান ইত্যাকার শ্রদ্ধা জন্মে। তৎপরে সাধু-মুখে শ্রবণ করিতে করিতে অনন্ত ভগবৎস্বরূপে শ্রদ্ধার উদয় হইলেও কোনও একটি স্বরূপেই—নিজাভীষ্ট - প্রদান-সমর্থ কোনও একটি আবির্ভাব-বিশেষেই মানসিক আকর্ষণ হয় এবং তাহাতেই প্রাথমিক শ্রদ্ধাটী সমুচ্ছলিত হইয়া পড়ে। এইস্থলে বিচার্য এই যে যদিও অনন্ত ভগবৎস্বরূপ-মধ্যে একটিই সর্বা-তিশায়ী হন, তথাপি ভক্তবিশেষে কোনও একটি ভগবৎস্বরূপেই নিজাভীষ্ট-প্রদানসমর্থ বলিয়া প্রতীতি জন্মে অর্থাৎ সর্বথা উৎকর্ষ-বিশিষ্ট স্বরূপকে ত্যাগ করিয়াও ন্যূন-শক্তিবিশিষ্ট স্বরূপে গতি হয়। এইরূপে শাস্ত্রার্থ বিচার হইতে ভজনীয় বস্তুর পরিচয় হইলে সেই তত্ত্ববস্তু-অনুভবের জন্য নিদিধ্যাসন-নামক স্বরূপের উপাসনা-পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিচার-প্রধান সাধকগণেরই এই পন্থা। অজাতরুচি সাধকেরাই এই মার্গ আশ্রয় করিবেন। ইহাদের আত্যন্তিক দুঃখনাশ ও পরমানন্দ-প্রাপ্তিতেই তাৎপর্য।

বিচারু (ভা ১০।৬১।৯) শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্র।

বিচি [চী]—তরঙ্গ।

বিচিকিৎসা (ভা ৩।৯।৩৭) [বি—কিৎ স্বার্থে সন্ + অ] সন্দেহ।

বিচিকিৎসিত (ভা ২।৪।৯) সন্দিগ্ধ।

বিচিত (আচ ১৩।৯৪) উপচিত, ২ (মালা ছ ১৪) অন্বিষ্ট।

বিচিত্ত (গোলী ৫।৫৮) দুর্মনাঃ। **-তা** (ভাবনা ৭।৪৯) মতিভ্রম, মূর্চ্ছা।

বিচিত্র (কর্ণা ১০২) অদ্ভুত, ২ বিগত-

চিত্র অর্থাৎ বিস্ময়-রহিত। ৩ (কৃগ পরি ১০৭) শ্রীকৃষ্ণের চিত্রকর। ৪ (ভা ৮।১৩।৩০) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির পুত্র। ৫ (শেষ ৪।৪১) কোনও অভিপ্রেত বস্তুসিদ্ধির জন্য বিরুদ্ধ কার্যের সম্পাদনকে 'বিচিত্র' অলঙ্কার বলে। ৬ (গোবি ৯৮) [বিগতা চিৎ জ্ঞানং যেষাং তে বিচিতো জ্ঞানহীনাস্তেষাং ত্রাতা] জ্ঞানহীন জীবের ত্রাতা। **-ক** (বৃ ১৫।৬৭) তিলক, [২ ভূর্জপত্র বৃক্ষ]। **-তা** (বৃভা ২।৪।১৫৯) নানাত্ব। **-রাব** (কৃগ পরি ১০৩) শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিপাঠক। **-বীর্য** (ভা ৯।২২।২৩) কুরুবংশীয় রাজা শান্তনুর ঔরসে ধীবর-পালিতা সত্যবতীর গর্ভে জাত পুত্র।

বিচিত্রা (কৃগ পরি ১০৬) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী। ২ (গৌ ১।১৭) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ।

বিচিত্রাঙ্গী (কৃগ ২৪৭) ইন্দুলেখার যূথে ষষ্ঠী সখী।

বিচুলী (হব ৩।৩।১১) সন্ন্যাসী।

বিচেতাঃ (গোচ উত্তর ১৪।২) অতি অজ্ঞ, ২ বিশেষরূপে চয়নকারী। ৩ (গীতা ৯।১২) বিক্ষিপ্ত-চিত্ত। ৪ বিবেকজ্ঞানশূন্য।

বিচেষ্টিত (ভা ১০।১।১২) বিচিত্র লীলা। ২ (ভা ১০।৬২।২৬) বিরুদ্ধ আচরণ। [৩ চেষ্টাশূন্য, ৪ বিশেষ চেষ্টা]।

বিচ্ছায় (ভা ১।১৬।১৬) হতপ্রভ। ২ ছায়াশূন্য। ৩ (ভা ১০।১২।৮) পক্ষিগণের ছায়া। [৪ বিশিষ্ট কান্তিযুক্ত]।

বিচ্ছিত্তি (গোচ পূর্ব ২৭।৩৪) অঙ্গরাগ, শোভাবিশেষ। ২ (উ ১১।৩৪, ৩৭) কান্তির পোষণকারী অত্যল্প বেশ-রচনা। ৩ প্রিয়তমের অপরাধ হইলে বরস্ত্রীগণ-কর্তৃক ঈর্ষ্যা ও অবজ্ঞাসহকারে সখীযত্নেই যে মণ্ডলাদির ধারণ, তাহাকেও মতান্তরে 'বিচ্ছিত্তি' বলে। [৪ বিচ্ছেদ, ৫ বিনাশ]।

বিচ্ছিদুর (গোচ পূর্ব ৯।১৮) শত্রু।

বিচ্ছিন্ন (গোলী ৭।২৮) ভিন্ন, ২ বিভক্ত, ৩ কুটিল।

বিচ্ছেদ (হ ১০।৩৯৫) প্রকরণ। ২ (ভা ২।১০।৮) বিভেদ। [৩ বিয়োগ]।

বিচ্যুত (মাম ১।১০৪) বিগলিত। ২ চ্যুত অর্থাৎ গমন বা ক্ষরণ নাই যাহাতে সুতরাং সম্মিলিত।

বিজন—নির্জন।

বিজনন—গর্ভমোচন, ২ উদ্ভব।

বিজন্মা—জারজ।

বিজয় (ভা ১০।৪৭।১৪) সর্ববশীকারী কৃষ্ণ—সনা। ২ কামযুদ্ধে বিশিষ্ট জেতা বা পরাজিত—বি। ৩ (উ ৫।১৬) আগমন, ৪ স্বশত্রুপরাভব-কারিতা। ৫ (হ ৫।৯) শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের পশ্চিমদ্বারবর্তী দেবতা। ৬ (চৈভা আদি ২।৫১) যাত্রা, গমন। ৭ (চৈভা আদি ১।১১০) তিরোভাব, অন্তর্ধান। ৮ (ভা ১।৯।৩৯) তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। ৯ (ভা ৯।৮।১) মনুবংশীয় নৃপতি সুদেবের পুত্র। ১০ (ভা ৯।১৫।১) নরপতি পুরূরবার উর্বশীগর্ভজাত পুত্র। ১১ (ভা ৯।১৩।২৫) জনকবংশ্য জয়ের পুত্র। ১২ (ভা ৯।২৩।১২) যযাতিবংশীয় জয়দ্রথের পুত্র। ১৩ (ভা ১০।৬১।১২) জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র। ১৪ (ভা ১২।১।২৫) মগধের শূদ্রবংশ্য রাজা যজ্ঞশ্রীর পুত্র। ১৫ (ভা ৮।২১।২৬) বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল। ১৬ (কৃগ পরি ২৬) শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ, ইঁহার মাতা অম্বিকা গোপী অম্বিকা-দেবীর আরাধনা করত এই পুত্র লাভ করেন। ১৭ (বিজয় ৪।৩২) জয়ন্তের পুত্র—ইন্দ্রের পৌত্র। ১৮ (রত্না ৫।২৯৭০) তালবিশেষ। **-কাশী** (মালা ব্রজ ৮) জয়াবহ। **-গোবিন্দ** (সা ২) মাতৃগর্ভে জন্মশীল কংসাদির জয়ে যাঁ[illegible] নাম 'জয়', মনোজ কামের জয়ে যিনি 'বিজয়' এবং গোগণের ইন্দ্র বলিয়া গোবিন্দ। ২ যাঁহার ভজনে কামাদি রিপু জয় করা যায়, তিনি 'বিজয়গোবিন্দ'। **-ধ্বজ** (তত্ত্ব ২৮) শ্রীমন্ মধ্বাচার্যের শিষ্য। **-ধ্বজী** (সি টী ৫।৪) মাধ্ব-বৈষ্ণবাচার্য-কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতটীকা—'পদরত্নাবলী'। **-বেলা** (কৃকী ২) ভাদ্রী-কৃষ্ণাষ্টমীর মহানিশায় রোহিণীচন্দ্রযোগ [হব ২।৪।১৭]। নির্ণয়মালায়—'ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী লোকে রোহিণ্যর্ক্ষযুতা যদি। মহানিশায়াং মধ্যস্থে ত্রিপাদে শশিসঙ্গমে। বিজয়া সাষ্টমী জ্ঞেয়া যোগজ্ঞান-প্রবেশিকা'॥ **-সখ** (উ ১৪।২০৪) কামযুদ্ধে জয়ী বা পরাজিত বন্ধু। ২ অর্জুনের সখা—বি।

বিজয়া (ভা ৯।২২।৩১) পঞ্চমপাণ্ডব সহদেবের ভার্যা। ২ (কৃগ ২৫০) সম্মোহনতন্ত্রমতে—শ্রীরাধার সখী। ৩ (চৈকা ১৯।৫) আশ্বিনী শুক্লাদশমী। ৪ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে গ-বর্ণের শক্তি। **-একাদশী** (হ ১৫।৫৯১—৫৯৭) একাদশীর অহোরাত্রির মধ্যে যদি শ্রবণানক্ষত্র কোনও সময়ে—এমন কি রাত্রিতেও দ্বাদশীকে

অত্যল্পকালের জন্যও এমন কি দ্বিকলা (৪০ বিপলও) প্রাপ্ত না হয়, তবে উহা 'বিজয়া একাদশী' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবে। -দ্বাদশী (ভা ৮।১৬।৬) বামনদেবের আবির্ভাবযুক্তা শ্রবণদ্বাদশী তিথি। ['বিজয়াব্রত' দ্রষ্টব্য]।

বিজয়ানন্দ (রত্না ৫।২৯৬৯) তাল-বিশেষ। 'বিজয়ানন্দ-সংজ্ঞে তু লঘু-দ্বন্দ্বং গুরুত্রয়ম্'।

বিজয়ানুবৃত্তি (ভা ৩।১।৩৬) জয়-পরম্পরা। ২ অর্জুনের সেবা—স্বামী। ৩ যাহাদ্বারা সর্বোৎকর্ষের অনুবর্ত্তন হয়—বি।

বিজয়াব্রত (হ ১৩।৪৮৯—৫০৫) ভাদ্রী শুক্লাদ্বাদশীর সহিত যদি শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে 'বিজয়া' মহাদ্বাদশী বলে। সূর্যোদয়ের ঠিক সমকালে নক্ষত্রের প্রবৃত্তি হইয়া অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে সম, অধিক বা ন্যূনসংজ্ঞ হইলে কিম্বা সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে নক্ষত্রের প্রবৃত্তি হইয়া সম ও অধিক-সংজ্ঞ হইলে এবং দ্বাদশী সূর্যাস্তের পূর্বে নিবৃত্ত হইলেও এই 'বিজয়াব্রত' হইবে। পক্ষবর্দ্ধিনী এবং বঞ্জুলীর সহিত বিজয়ার এক-দিনে সংঘটন হইতে পারে, কিন্তু ত্রিস্পৃশা ও উন্মীলনীর সহিত একদিনে বিজয়া সংঘট্যমান নহে, যেহেতু উভয়েরই সূর্যোদয়ে একাদশী থাকা বাঞ্ছনীয়। এই বিজয়াতে আবার বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগও হইতে পারে, শ্রবণস্পৃষ্টা দ্বাদশী যদি একাদশীকে স্পর্শ করে, অথবা একাদশী ও দ্বাদশী উভয় তিথিকেই শ্রবণা স্পর্শ করে, তবেই বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইবে। মহাদ্বাদশীর ঘটক 'ভান্বর্কোদয়মারভ্য' অথবা 'কিম্বা সূর্যোদয়াৎ পূর্বম্' ইত্যাদি কারিকার বিষয়ীভূত হইয়া দ্বিকলাসংযোগ (শ্রবণা ও দ্বাদশীর ৪০ বিপলমাত্র মিলন) হইলে বিষ্ণু-শৃঙ্খলত্যাগেও মহাদ্বাদশীলাভে মহা-দ্বাদশীতেই একটিমাত্র উপবাসই বিধেয়। মহাদ্বাদশী না হইলে বিষ্ণু-শৃঙ্খলযোগে একাদশী দিনেই ব্রতোপবাস হইবে। প্রথম বিষ্ণু-শৃঙ্খল-যোগে যদি পারণ দিনে দ্বাদশী ও শ্রবণা উভয়েরই বৃদ্ধি হয়, তবে তিথির আধিক্যে নক্ষত্রান্তে পারণ আর যদি শ্রবণারই বৃদ্ধি হয়, তবে দ্বাদশীর লঙ্ঘন না করিয়া দ্বাদশী-মধ্যেই পারণ বিধেয়। উভয়ই যদি রাত্রিকাল পর্যন্ত থাকে, তবে রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ বলিয়া দিবাভাগেই পারণ বিহিত। দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে যদি পারণ দিনে দ্বাদশী থাকে, তবে দ্বাদশীমধ্যে পারণ, নতুবা ত্রয়োদশীতে সাধারণ নিয়মে পারণ সংঘটিত হইবে। শ্রবণার বৃদ্ধি পাইলে তাহার মধ্যেই পারণ হইবে।

<u>প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল</u>—১৫ ভাদ্র শুক্লা একাদশী ৪১।০ উত্তরাষাঢ়া ৪৮।০ দণ্ড; ১৬ ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশী ৫৭।০ শ্রবণা ৪৬।০ দণ্ড।

<u>দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল</u>—২০ ভাদ্র শুক্লা একাদশী ৫০।০, উত্তরাষাঢ়া ৪৮।০ ২১ ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশী ৫২। শ্রবণা ৪৬।০।

[পূর্বদিনে বিষ্ণুশৃঙ্খলাভাব অথচ 'ভান্বর্কোদয়' কারিকার বিষয়ীভূত দ্বিকলাযুক্ত]। ১৭ ভাদ্র শুক্লাদশমী ৫।১৫, পূর্বাষাঢ়া—৫৭।২০, ১৮ ভাদ্র একাদশী ৩।২০, উত্তরাষাঢ়া—৬০।০, ১৯ ভাদ্র দ্বাদশী ২।১৫ শ্রবণা—৬০।০, ২০ ভাদ্র ত্রয়োদশী ০।৪০, শ্রবণা—৪।০, এস্থলে ১৯শে ভাদ্র মহাদ্বাদশীলাভে ব্রত হইবে, কিন্তু ২০শে ভাদ্র যদি ত্রয়োদশী নাই থাকে, তবে চতুর্দশীতে পারণ হইতেছে। 'কিম্বা সূর্যোদয়াৎ পূর্বম্' —এই কারিকার বিষয়ীভূত দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলযুক্ত বিজয়ামহাদ্বাদশী যথা —১৬ই শুক্লাদশমী ৫৫।৫০, পূর্বাষাঢ়া ৫২।১৫; ১৭ই শুক্লাএকাদশী ৫৮।৫৭, উত্তরাষাঢ়া ৫৭।১০। ১৮ই শুক্লাদ্বাদশী ৫৯।৪৫, শ্রবণা ৬০।০। এস্থলে উনমানঘটিত বিজয়া হইতে পারে না, তবে শ্রবণার বৃদ্ধিতে অধিকমান-ঘটিত বিজয়া হইতে পারে।

<u>শ্রবণাযুক্ত একাদশীর উপবাস</u>—যদি রাত্র্যাদি যে কোনও সময়েও দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার মিলন না হয়, তবে শ্রবণান্বিতা একাদশীই <u>'বিজয়া একাদশী'</u> বলিয়া উপোষ্যা হইবে (হ ১৫।৫৯১)। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উট্টঙ্কন করা যাইতেছে—যে যে নক্ষত্রযোগে যে যে তিথি উপাদেয় সেইসকল তিথিতে বিহিত যে যে কৃত্য, তাহা সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত সেই সেই তিথিতেই সম্পাদনীয়, কিন্তু সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত অন্য তিথিতে নহে; যেমন ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে যদি পুষ্যানক্ষত্র হয়, তাহাকে 'গোবিন্দ দ্বাদশী' বলা হয়, ইহাতে ব্রতোপবাসাদি পুষ্যাযুক্ত দ্বাদশীতেই কর্ত্তব্য, কিন্তু কদাচ পুষ্যাযুক্ত একাদশীতে নহে। এই নিয়মের ব্যতিরেকস্থল—শ্রবণদ্বাদশী। শ্রবণ-

দ্বাদশীব্রত বিষ্ণুশৃঙ্খলস্থলে শ্রবণ-একাদশীতেও হইতে পারে। [কিন্তু পরদিন সূর্যোদয়-পূর্বপ্রবৃত্ত নক্ষত্রের 'কিম্বা সূর্যোদয়াৎ পূর্বং' কারিকায় উক্ত বিজয়া হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলত্যাগেও মহাদ্বাদশী উপোষ্যা হইবে।]

আর এক প্রশ্ন—শ্রবণদ্বাদশী যদি স্থলবিশেষে শ্রবণ-একাদশীতেও সম্পাদনীয় হয়, তবে শ্রীবামনদেবের অর্চনাও কি একাদশীতেই করিতে হইবে ? উত্তর—একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে শ্রীবামনার্চনা করিবে ; যদি শ্রীবামনদেবের জন্মকালে (মধ্যাহ্নে) দ্বাদশী নাই থাকে, তবে দ্বাদশীমধ্যে (পরদিন প্রাতঃকালে বা উপবাসের শেষ-রাত্রেও) শ্রীবামনার্চনা করিবে।

ভাদ্রমাসে বুধবারে বিজয়াব্রতের ফলাধিক্য বর্ণিত হইয়াছে (হ ১৩। ৫০৫, ১৫।৫৬৮—৫৭০, ৫৭৫-৫৭৭)

শ্রীনৃসিংপরিচর্যা গ্রন্থে বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ বা দ্বিকলসংযোগের কোনও উল্লেখ নাই, শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যখন ইহাদের উল্লেখ ও ব্যবস্থা আছে, তখন বুঝিতে হয় যে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রবণা-নক্ষত্র-ঘটিত বিজয়াতে দ্বাদশী তিথির মান-সঙ্কোচ করিয়াছেন অর্থাৎ নৃসিংহপরিচর্যায় সূর্যাস্তের দেড় প্রহর পূর্ব পর্যন্ত দ্বাদশীর বিদ্যমানতা-সম্বন্ধে যে বচন, তাহা স্বীকার করেন নাই। দ্বিকল-সংযোগ ব্যবস্থা কিন্তু বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগেই প্রায়িক সম্মত। ['ভান্বর্কোদয়'-কারিকার বিষয়ীভূতা বিজয়া মহা দ্বাদশী যথা—] ১৬ই ভাদ্র শুক্লাদশমী ৫০।৫২, পূর্বাষাঢ়া ৫৭।১০ ; ১৭ই একাদশী ৫২।৫, উত্তরাষাঢ়া ৬০।০ ; ১৮ই দ্বাদশী ৫৪।২০, শ্রবণা ৬০।০ ; ১৯শে ত্রয়োদশী ৫৮।৩, শ্রবণা ৫।১২ ; এ স্থলে (১৮ই তারিখ) সূর্যোদয়-সম প্রবৃত্ত অধিকমান-ঘটিত বিজয়া মহা-দ্বাদশী, যদি ১৮ই শ্রবণা ৬০ দণ্ড থাকিয়াই নিবৃত্ত হয় বা ৫৯ দণ্ডও হয়, তবেও সমমান কিম্বা ন্যূনমান ঘটিত মহাদ্বাদশীই হইবে।

এস্থলে আরও একটি বিচার্য বিষয় বলা হইতেছে। নক্ষত্র-ঘটিত মহা-দ্বাদশী-প্রসঙ্গে যে নক্ষত্রের সমতা, ন্যূনতা ও অধিকতা বলা হইয়াছে, তাহা তিথির সমতা, ন্যূনতা ও অধিকতার অনুরূপেই জ্ঞাতব্য। শ্রীনৃসিংহ-পরিচর্যার (৩।৩) ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য বলেন—'নক্ষত্র-প্রযুক্ত জয়াদি চারিটী মহাদ্বাদশীতেই দ্বাদশীদিনে ক্ষয়বৃদ্ধিক্রমে নক্ষত্রের ন্যূনতা, সমতা কিম্বা বৃদ্ধি হইলেও সূর্যোদয়ের সময় হইতে নক্ষত্রের প্রবৃত্তি আবশ্যক, কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্ব প্রবৃত্ত নক্ষত্র স্থলে ব্রত হইবেনা। রোহিণী ও শ্রবণা উপবাসদিনে ষষ্টিদণ্ড পরিমিত হইয়া পারণদিনে বর্দ্ধিত হইলে নক্ষত্রমধ্যেই পারণ বিধেয়।'

আবার কালনির্ণয়-প্রণেতা রামচন্দ্র ভট্ট মহাদ্বাদশীব্রতে নক্ষত্র ও দ্বাদশীর স্থিতিকালের স্ফুটতর নির্দেশ দিয়াছেন—'শ্রবণাদ্বাদশী নির্ণীতা। নক্ষত্রপ্রযুক্তেতর-মহা-দ্বাদশীত্রয়ে সূর্যোদয়াদারভ্য দ্বিতীয়সূর্যোদয়পর্যন্তত্বং নক্ষত্রাণাম্, অস্তমন-পর্যন্তং দ্বাদশ্যা অপেক্ষিতম্'। অর্থাৎ শ্রবণাদ্বাদশী ব্যতিরেকে জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীতে নক্ষত্রসকলের সূর্যোদয় হইতে দ্বিতীয় সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং দ্বাদশীর সূর্যাস্ত-কাল পর্যন্ত মান আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে যে ২৭টি নক্ষত্রে একটি নাক্ষত্র মাস হয় এবং নক্ষত্রের মান বৃদ্ধিক্রমে ৭০ দণ্ড ও ন্যূনপক্ষে ৫৩ দণ্ড হইবে—ইহা জ্যোতিষী সত্য। শ্রীপাদ সনাতন প্রভুরও ইঙ্গিত ইহাতেই বুঝা যায়—'বৃদ্ধৌ ভতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণং ততঃ ভান্তে' অর্থাৎ জয়াদিব্রতে তিথিও নক্ষত্র উভয়েরই বৃদ্ধিতে তিথি অধিক হইলে নক্ষত্রান্তে পারণ বিধেয় —এই উক্তিদ্বারা পারণদিন-গত নক্ষত্রাংশের বৃদ্ধিই সংসূচিত। তাৎপর্য এই—নক্ষত্র অহোরাত্রা-বচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ড ব্যাপ্ত হইলে—'সম বা পূর্ণ,' অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ষষ্টিদণ্ড-পরিমিত কালের একদেশব্যাপ্তিতে 'ন্যূন' এবং অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন ৬০ দণ্ড ব্যাপ্ত হইয়াও তৎপরদিনে কিয়ৎকাল ব্যাপ্তিতে 'অধিক' সংজ্ঞা হইবে।

বিজয়োৎসব (চৈচ অন্ত্য ১১।৯১) নির্যাণোৎসব। -বিধি (হ ১৫।৬৬১—৬৭২) আশ্বিনী শুক্লা দশমী তিথিতে বিজয়ার্থী ব্যক্তি বৈষ্ণবগণসহ বিজয়োৎসব করিবেন। শ্রীরামচন্দ্রকে বিবিধ ভূষণে রাজোচিত ভাবে সুসজ্জিত করত শমীবৃক্ষতলে লইয়া যাইবেন। শমীবৃক্ষের অর্চনা করত তৎপরে শ্রীরামাদির অর্চনা করিবেন। অক্ষতযুক্ত আর্দ্র শমী-তলের মৃত্তিকা গ্রহণ করত গীত-বাদ্যাদি পূর্বক শ্রীরামচন্দ্রকে আবার গৃহে আনিবেন। শ্রীবিষ্ণুধর্মে বিজয়োৎসববিধি বিশেষরূপে বর্ণিত

হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় সেই গ্রন্থই দ্রষ্টব্য।

বিজল্প (উ ১৪।২৩৩) নিগূঢ়-মানগর্ভ অথচ সুস্পষ্ট-অসূয়াব্যঞ্জক শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে কটাক্ষযুক্ত বাক্য।

বিজাতীয় ভেদ (বৃভা ২।২।১৯৫) বিরুদ্ধ-জাতীয় ভেদ, পরিচ্ছিন্নত্বাদি-ভেদে বিসদৃশ জীবতত্ত্ব পরমার্থতঃ পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; চিদ্‌বিলাস-শক্তিকৃত বলিয়া জীবতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্বে ভেদ নাই। অংশির ধর্ম অংশে সংক্রমিত হয় বলিয়াও উভয়ের সর্বথা ভেদ অর্থাৎ বৈজাত্য নিরস্ত হইল।

বিজিগাহয়িষা (আচ ৯।৭০) বিগাহনেচ্ছা।

বিজিগীষা—বিজয়েচ্ছা, ২ উদর-পূর্ত্তির জন্য নিন্দ্যকর্মে প্রবৃত্তি।

বিজিঘৎস (রত্ন ১।১৫) বুভুক্ষা-রহিত।

বিজিত-ষড়্‌গুণ (চৈচ মধ্য ২২।৭৬) শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছয় তরঙ্গকে পরাজয় করিয়াছেন যিনি।

বিজিতাত্মা (সুধা ৭৯) মহা-সুশীতলতাপ্রযুক্ত মর্যাদাধীন-মনাঃ। ২ স্বাধীনচিত্ত। ৩ (গীতা ৫।৭) বিজিত-শরীর—স্বামী। ৪ বিশুদ্ধ-চিত্ত—বি। ৫ বশীকৃতমনাঃ—বল।

বিজিতাশ্ব (ভা ৪।২২।৫৩) পৃথুর ঔরসে ও অর্চির গর্ভে জাত পুত্র।

বিজিহীর্ষু (ভাবনা ১০।১৪) বিহার করিতে ইচ্ছুক।

বিজুগুপ্‌সা (গোভা ১।৩।২৪) শ্লাঘা।

বিজম্ভণ (চন্দ্রা ২৮), **বিজৃম্ভা** (বিনা ৪।৫) প্রকাশ। [২ হাই তোলা]।

বিজৃম্ভিত (ভা ৪।২।১৮) উর্জিত—স্বামী। ২ (আচ ৪।৩৫) বিলাস। ৩ (বৃভা ১।৪।৩৬) জনিত। ৪ (ভা ৩।২৫।২৭) প্রকাশিত।

বিজ্ঞ (বৃভা ২।২।৫) বিচক্ষণ। ২ পণ্ডিত।

বিজ্ঞপ্তি (সিন্ধু ১।২।১৫১) শ্রীহরির উদ্দেশ্যে স্বদৈন্যাদির বিজ্ঞাপন। (ভক্ত্যঙ্গ)। সংপ্রার্থনাত্মিকা, দৈন্য-বোধিকা ও লালসাময়ী ইত্যাদি ভেদে ইহার বৈবিধ্য হয়। মন আদিকে ভগবচ্চরণে নিষ্ঠাপ্রাপ্তি করাইবার প্রার্থনাই—সংপ্রার্থনা, ইহা অজাতভাব সাধকের এবং স্বাভীষ্ট সেবাদি প্রার্থনারূপ লালসা কিন্তু জাতভাব ভক্তেরই সম্ভবপর হয়।

বিজ্ঞাতা (ভগ ১৯) সর্বজ্ঞ পরমাত্মা —জী। **বিজ্ঞান** (ভা ২।২।১৯) [বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি] শাস্ত্র—স্বামী। ২ অনুভব—বি। ৩ (ভা ১।২।৩০) চিচ্ছক্তি—স্বামী। ৪ (ভা ১।২।২০) সাক্ষাৎকার—জী। ৫ (ভা ২।৯।৩০) শিল্প ও শাস্ত্র-বিষয়ক অনুভব। শ্রীভাগবতী বিদ্যায় শিল্প বলিতে শ্রীবিগ্রহের ত্রিভঙ্গিম সুগঠন, কর-চরণের রেখা-বিন্যাসাদি বোধ্য এবং শাস্ত্রশব্দে শ্রীভাগবত, গীতা, পদ্ম-পুরাণাদি ও সাত্ত্বিক কল্পাদি গ্রাহ্য— শ্রীনি। ৬ (ভা ২।১০।৩১) বিবেক-শক্তি—জী। ৭ (ভা ৩।৬।২৫) চেতনা—বি। ৮ (ভা ১০।৫৬।২৯) ভগবত্তত্ত্ব—বি। ৯ (ভা ১১।১২।১৭) বুদ্ধি ও চিত্তের বৃত্তি—স্বামী। ১০ (ভা ১২।৩।১১) বিষয়ের অসারতা-জ্ঞান—স্বামী। ১১ (ভা ১১।১৩।৩৪) পরমাত্মচৈতন্য—জী। ১২ (ভা ৭।৩।২৮) বিষয়াকার জ্ঞান। ১৩ (সুধা ১৪০) অর্থানুভব। ১৪ (গীতা ৭।২) মাধুর্যানুভব—বি। ১৫ (ভক্তি ১৫) তত্ত্বসাক্ষাৎকার। ১৬ (সস পরম ৩৫) জীব। ১৭ (রত্ন ১।১২) ভক্তি। ১৮ (গোভা ১।১। ২) জীবস্বরূপ ব্রহ্ম। ১৯ (গোভা ১।২।১২) বুদ্ধি। ২০ (গোভা ১। ৩৭) ব্রহ্মানন্দ—বি। ২৪ (গোভা ২।২।১৯) গর্ভস্থ শিশুর সংস্কারবলে প্রাথমিক জ্ঞানস্ফূর্তি [বৌদ্ধমতে ইহাই—আলয়বিজ্ঞান]। ২৫ (গোভা ২।৩।১৪) ইন্দ্রিয়াদি। ২৬ (রত্ন ৬।২৫) অজ্ঞান। **-ঘন** (ঐ ১।৩) বহুচিত্রকলা-মণ্ডিত, ২ বিজ্ঞানাত্মা। ৩ (গোভা ১।৪।২২) জীব। **-তত্ত্ব** (ভা ২।২।৩০) মহত্তত্ত্ব—স্বামী। **-দশা** (ভা ১১।৯।১৪) যে দশাতে একমাত্র পরমাত্মাই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়েন, তাঁহার অনুভবানন্দ হইতেই তদীয় কার্যসমূহ ও ভাবসমুদয়ের দর্শনে অবকাশ থাকে না—সেই অদ্বিতীয়া-ত্মানুভব। **-ধিষ্ণ্য** (ভা ৫।১৭।২৩) সত্ত্বাশ্রয়; ২ বুদ্ধিরূপ—জী। **-ময়** (ভা ১১।২৯।৩৬) স্বানুভবময়—বি। **-বাদ** (সিটী ১।১৪) যোগাচার বৌদ্ধমত। **-বিশেষ** (ভা ৪।২১।৩২) সাক্ষাৎকার—স্বামী। ২ শ্রীমূর্তির সৌন্দর্যানুভব। **-শক্তি** (ভা ৩।৯।২৪) মহত্তত্ত্বরূপ চিত্তের অভিমানী—স্বামী। ২ বিজ্ঞানময় পুরুষ। ৩ (ভা ২।১। ৩৫) চিত্ত—স্বামী।

বিজ্ঞানালোক (ভা ১১।৯।৩০) বিশিষ্টজ্ঞানরূপ প্রদীপ যাঁহার স্বরূপ। ২ অপরোক্ষানুভবরূপ পরমাত্মাতে

দৃষ্টিতাৎপর্য যাঁহার—সেই ভক্ত।
বিজ্ঞানী (প্র ৪।৩) অনুভবী।
বিজ্য (লহরী ১৯।৫) জ্যাশূন্য।
বিজ্বর (ভা ৩।১৪।১৯) নিশ্চিন্ত।
বিঞ্ছোলিকা (মালা যজ্ঞ°), **বিঞ্ছোলী** (মালা প্রেমেন্দু ১৯) শ্রেণী।
বিট (উ ২।৫) যিনি বেশরচনা ও উপচার-(শুশ্রূষা)-বিদ্যায় কুশল, ধূর্ত্ত, গোষ্ঠীবিশারদ (অনুলজ্ঞ্যবচন বা সংলাপপারদর্শী) এবং স্ত্রীবশীকরণ-সমর্থ-মন্ত্রৌষধির প্রয়োগে বিচক্ষণ—তিনিই বিট। কড়ার ও ভারতীবন্ধু ইত্যাদি 'বিট'। ২ (বৃ ১৬।২১) লম্পট, ৩ কপট, ৪ কামশাস্ত্রবেত্তা। ৫ (মধু ১৩০) ধূর্ত্ত।
বিটঙ্ক (হংস ৬) শয্যা, ২ (গোবি ৪০) কপোতের বাসস্থান, পক্ষিগৃহ। ৩ (ভা ৩।১৫।২৭) সুন্দর। ৪ (আচ ১৭।২০) বিশিষ্ট-বন্ধনযুক্ত।
বিটঙ্কাক্ষ (কৃগ পরি ৩২) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা।
বিটঙ্কিত (গোবি ৪৬) [টকি বন্ধনে] বিভূষিত।
বিটপ (ভা ৩।২।১৮) পল্লব, ২ (আচ ১৩।৫) শাখা, ৩ [বিটান্ পাতীতি] বিড়্গ-পালক, ৪ অতিধূর্ত্ত—প্রবো।
বিটপোদর (গীগো ৭।২৮) বনমধ্য, ২ কুঞ্জমধ্য—প্রবো।
বিট্ (আচ ১২।৭) [বিষ্‌ল্‌ব্যাপ্তৌ+ ক্বিপ্] ব্যাপ্তি। ২ (ভা ৮।২২।২৪) অর্থ—স্বামী। ৩ (গীতা ১৮।৪১) বৈশ্য।
বিট্ঠল (স্তব ২০।১৩) শ্রীগোপালের অবতার-বিশেষ। **-নাথ** (চৈচ মধ্য ১৮।৪৭) শ্রীবল্লভভট্টের কনিষ্ঠ পুত্র।

প্রেমামৃতরসায়নের টীকাকৃৎ।
বিট্পতি (ভা ১০।২০।২৪) রাজা। [২ বিশঃ কন্যায়াঃ পতিঃ] জামাতা।
বিড়ম্ব (আচ ৮।৪) তিরস্কার। ২ (গোচ পূর্ব ৬।৩১) অনুকরণ।
বিড়ম্বন (ভা ১।৮।২৮) অনুকরণ—স্বামী। ২ [জ্ঞান-] বৈফল্য—বি। ৩ (হ ১১।৫৯১) নটনমাত্র ; ৪ (চৈত ১০।১৪।৩৭) বিস্রংসন। ৫ (ভা ৩। ১৪।২৯) অতর্ক্য। ৬ (ভা ৩।২৯। ২১) অবজ্ঞা। ৭ (মুক্তা ১৩।১৯) অনুচিতাচরণ। ৮ (ভা ১০।২৩।৪৬) তিরস্কার। ৯ (ভা ১০।৮৪।১৭) অবলম্বন—সনা। **বিড়ম্বনা** (মালা ব্রজ ২) অবজ্ঞা। ২ অনুকরণ। ৩ তিরস্কার। ৪ (ভা ১০।১৪।৩৭) বিলম্বন। **বিড়ম্বিত** (আচ ৫।২১) তিরস্কৃত। বঞ্চিত। ২ (ললা ৫।৪৩) অবমানিত। **বিড়ম্বী** (মালা প্রেমেন্দু ৪) অবহেলাকারী। ধিক্কারকারী। **বিড়ম্ব্য** (ভা ১০।৪৭। ১২) উপহাসাস্পদ।
বিড়াল (ভা ১০।৬০।৪৪) মার্জার, ২ উচ্ছিষ্টভোজী। [৩ নেত্রপিণ্ড]।
বিড়ৌজাঃ (গোচ উত্তর ১৮।১২) ইন্দ্র। ২ [বিলে ওজস্তেজো যস্য] গততেজাঃ।
বিড়্ভুক (ভা ৫।৫।১) বিষ্ঠাভোজী শূকর। কৃমি।
বিতণ্ডা (চৈচ মধ্য ৬।১৭৭) স্বপক্ষ-স্থাপনহীন পরমতে দোষারোপ। ২ (গোবি ৪৮) পূর্বপক্ষ, ৩ (কৃবি ৭৯) সন্দেহ।
বিতণ্ডিকা (কৃগ ১৮১, ১৮৪) শ্রীরাধার সখী। সখাগণের দোষ দেখিলে ইনি বিতণ্ডা করিয়া

তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন।
বিতত (ভা ৬।১৬।৫২) অনুগত—স্বামী। ২ (বৃ ৩।২) বিস্তৃত।
বিততি (বিনা ১।১৯) বিস্তার। ২ (আচ ৯।১৪২) পক্ষিসমূহ, ৩ সমূহ।
বিতথ (চন্দ্রা ৮৬) মিথ্যা, ব্যর্থ। ২ (ভা ৯।২০।৩৪) সোমবংশ্য ভরতের পুত্র।
বিতনিতা (গোচ উত্তর ৬।৫) বিস্তারয়িতা।
বিতনু (নিবি ২৫) কামদেব।
বিতন্দ্র (বিনা ৪।১৯) অনলস।
বিতর (গোচ উত্তর ১।৭৩) দান। ২ (গোচ উত্তর ২।১৪) বিস্তার।
বিতর্ক (সিন্ধু ২।৪।১৩১) বিমর্শ [হেতু-পরামর্শ], সংশয় ও বিপর্যাসাদিবশতঃ বস্তুতত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য বিচার। ইহাতে ভ্রূক্ষেপ, মস্তক-চালন এবং অঙ্গুলি-সঞ্চালনাদি প্রকাশিত হয়।
বিতর্ক্য (ভা ২।৪।১৮) অত্যাশ্চর্যরূপে বীক্ষণীয়। ২ অনুমেয়।
বিতর্দি (ভাবনা ৪।৩১), **বিতর্দিকা** (সিন্ধু ৩।৩।৮২) বেদিকা।
বিতল (ভা ৫।২৪।১৭) অতলের অধোভাগে দ্বিতীয় ভূবিবর। [২ তলশূন্য]।
বিতস্তা (ভা ৫।১৯।১৭) পঞ্জাবের ঝিলাম নদী।
বিতস্তি (চৈচ অন্ত্য ৬।২৯৯) অর্দ্ধ-হস্ত-পরিমাণ।
বিতান (বৃভা ২।৬।১৩৯) চন্দ্রাতপ। ২ (বৃভা ২।৫।২৩৪) বিস্তার। ৩ (ভা ২।১।৩৭) যজ্ঞ—স্বামী। ৪ (ছ ২।২৪) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [৫ তুচ্ছ, ৬ মন্দ, ৭ অবসর]।

বিতানা (ভা ৮।১৩।৩৫) চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপ বৃহদ্ভানুর মাতা।

বিতানাগ্নি (ভা ১০।৬৯।২৪) আহবনীয়াদি যজ্ঞাগ্নি।

বিতানিত (আচ ১১।৪৯) বিস্তারিত। ২ বিতানযুক্ত।

বিতীর্ণ (গোচ উত্তর ৩০।৬৩) দত্ত।

বিতুন্ন (গোলী ৩।১০৪) শুশুনি শাক, ২ শৈবাল।

বিতুস্তন (গোচ পূর্ব ২৪।৩৯) ধূলি-বিমোচন।

বিতৃষ্ণা (ভা ১০।৭।২) বিবিধা তৃষ্ণা, ২ তৃষ্ণাভাব। ৩ (ভা ৫।৫।১০) নিষ্কামতা।

বিতোদ (আচ ৪।২৮) ব্যথারহিত।

বিৎ (চৈত ৮।৩।১১) অনুভাব। ২ (আচ ১১।৪০) বুদ্ধি। ৩ (আচ ১১।২৯৩) বিজ্ঞ। ৪ (গোভা ৪।১।১৩) ব্রহ্মজ্ঞ।

বিত্ত (হরি ৫।৩১) [বিদ্+ক্ত] প্রাপ্ত, ২ বিচারিত। ৩ (হরি ৫।৪৭) ভোগ্য ধন, ৪ প্রতীত। ৫ (গোচ পূর্ব ১।৩) বিখ্যাত। [৬ জ্ঞান]। **-গ্রহ** (ভা ৫।২৬।৩৬) ধনপিশাচ। **-প** (ভা ৫।১০।১৭) কুবের। **-শাঠ্য** (হ ১৩। ৫১৭) ধন-বঞ্চন। শ্রাদ্ধ, দান, পর্ব, তীর্থ, ব্রত, যজ্ঞ প্রভৃতিতে বিত্ত-শাঠ্য করিতে নাই। ভগবদর্চনাদি-বিষয়ে বিত্তশাঠ্য করিলে পুরুষার্থ-সাধনে বাধাপাত হয়।

বিত্তি (ভাবনা ১৫।১১) চেতনা, ২ অক্ষক্রীড়ায় চাল-বিশেষ। ৩ (গোভা ৩।৪।১) শাস্ত্র-জ্ঞান। [৪ বিচার, ৫ লাভ]।

বিত্তেশ (গীত ১০।২৩) কুবের।

বিদংশ (গোলী ১৯।৫৬) চাট্, মাদক-দ্রব্য পানানন্তর চর্ব্য দ্রব্য।

বিদগ্ধ (বিনা ১।৩) রসিক, ২ নিপুণ, ৩ পণ্ডিত। ৪ (উ ১৫।৩৯) বিশেষ-রূপে দগ্ধ। ৫ (ভা ১০।৩৫।১৪) সর্বমনোহর। ৬ (কৃগ পরি ৩৬, ৬১—৬৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম সখা। চম্পকবর্ণ, শিখিকণ্ঠবর্ণ-বসন, মুক্তা-মালা-বিভূষিত, চতুর্দশ-বর্ষীয়। পিতা মটুক, মাতা—রোচনা। অগ্রজ—সুদাম, ভগিনী—সুশীলা। যুগল-ভাবে বিভাবিত। **-ত্রিভঙ্গী** (বিরু ৮৮—৯১) ত্রিভঙ্গীবৃত্ত কলিকার নিয়মে দ্বিতীয়, অষ্টম ও চতুর্দশ স্থানে বর্ণাবৃত্তি হইয়া যে কলিকায় দুইটি গুরু বর্ণের পরে নগণ এবং একটি লঘু বর্ণের (অর্থাৎ এই ছয়টি বর্ণের) তিনবার আবৃত্তি করত পরে দুইটি উত্তম অনুপ্রাসযুক্ত ত-গণ থাকিয়া কলিকা ও পদ্য রচনা থাকে, তাহাকে 'বিদগ্ধত্রিভঙ্গী' বলে। ইহাতে আট কলা হইতে ষোল কলার মধ্যেই রচনা শেষ করিতে হইবে। যথা—সঙ্গীতকনব ভঙ্গীপরিমল রঙ্গী ত্বমধিক ফুল্ল সমুল্লস। বৃন্দাবনভব মন্দার-কুসুম বৃন্দার্চিতপদপল্লব বল্লব॥

বিদয় (সাকৌ ৯১) নির্দয়।

বিদর্ভ (ভা ৫।৪।১০) ঋষভদেবের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৩।৩৯) সোমবংশ্য জ্যামঘের পুত্র। ৩ (ভা ১০।২।৩) বর্ত্তমান বেরার, প্রাচীন ভোজরাজ্য। ৪ (ভা ৪।২৮।২৮) বিশিষ্টদর্ভদ্বারা উপলক্ষিত—স্বামী।

বিদল (নাম ৩।২৩) খণ্ড। [২ দলশূন্য, ৩ বংশাদি-পাত্র, ৪ কলায়াদি]।

বিদলিত (আচ ১৫।১৮৯) কর্ত্তিত। খণ্ডিত।

বিদা [বিদ্+অঙ্] জ্ঞান, ২ বুদ্ধি।

বিদার—বিদারণ, ২ জলোচ্ছ্বাস, ৩ যুদ্ধ, ৪ দ্বিধাকরণ।

বিদারণ (গৌবি ৯৫) বিনাশ। ২ প্রকাশন। [৩ ভেদন, ৪ যুদ্ধ, ৪ কর্ণিকার বৃক্ষ]।

বিদাহী—দাহজনক দ্রব্য।

বিদিক্ (ভাবনা ৫।৫১) দুই দিকের মধ্যভাগ, কোণ।

বিদিত (নিবি ৫৯) বিশেষরূপে খণ্ডিত, ২ জ্ঞাত।

বিদু—হস্তিকুম্ভ-মধ্যভাগ।

বিদুর (ভা ৯।২২।২৫) রাজা বিচিত্র-বীর্যের পত্নী অম্বিকার এক দাসীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে বিদুরের জন্ম হয়। ইনি ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী, কিন্তু পাণ্ডবদের পক্ষপাতী ছিলেন। মাণ্ডব্যমুনির শাপে যম শতবর্ষ পর্যন্ত বিদুররূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে কাহিনী এই যে—রাজানুচরগণ একদা চৌরের অনুসন্ধান করিতে করিতে তপশ্চর্যা-রত মাণ্ডব্য ঋষির সমীপে চৌর-গুলিকে পাইয়া ঋষিসহিত তাহা-দিগকে আনিয়া রাজসবিধে উপস্থাপিত করে। রাজাজ্ঞায় তাহাদের সকলকেই শূলে চাপান হয়। রাজা পরে তাঁহাকে ঋষি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া শূল হইতে অবতারণপূর্বক প্রসন্ন করিলেন। মাণ্ডব্য যমের প্রতি কুপিত হইয়া প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে মাণ্ডব্য বাল্য-কালে কুশাগ্রে একটি শলভকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শূলা-রোহণ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া মাণ্ডব্য যমকে শাপ দেন—'বাল্যে

অজ্ঞানবশতঃ পাপাচরণ করিয়াছি বলিয়া গুরুতর শাস্তি দিয়াছ, অতএব তুমি শূদ্র হও।' ২ (কৃগ ১২০) ফুল্লকলিকা সখীর পতি, ইনি অতি দূরদেশ হইতে মহিষীগণকে আহ্বান করিতেন। ৩ (হরি ৫।৩৪৪) [বিদ্ জ্ঞানে+কুরচ্] জ্ঞানী, জ্ঞাতা। ৪ (মাঘ ৫।২৪) নাগর।

বিদূন (ভা ১০।৪২।৩৫) পীড়িত—স্বামী। ২ দগ্ধ—বল। ৩ (গোচ উত্তর ৩৭।২২২) ক্লান্ত।

বিদূর (ভা ১২।১।৩৩) দেশবিশেষ। [২ অতিদূর, ৩ বৈদূর্যমণির আকর] -কাষ্ঠ (ভা ২।৪।১৩) [বিদূরা কাষ্ঠা দিগপি যস্য] দুর্বিজ্ঞেয়—স্বামী।

বিদূরথ (ভা ৯।২৪।২৬) বৃষ্ণির পৌত্র ও চিত্ররথের পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।৯) সূর্যবংশ্য সুরথের পুত্র। ৩ (ভা ১০।৭৮।১১) দন্তবক্রের ভ্রাতা—শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হয়। °বিগত (ভা ১।৬।২৮) অন্ত্যজ।

বিদূষক (উ ২।৭) যিনি ভোজন-ব্যাপারে সতৃষ্ণ, কলহপ্রিয় এবং দেহ, বাক্য ও বেশাদির বিকৃতি করত সকলের হাস্যবিধান করেন, তিনিই 'বিদূষক'। ব্রজে বসন্ত, মধুমঙ্গলাদি বিদূষক। [২ পরনিন্দক]। -তা (চরিত ৬৭) পরিহাস, ২ বিশেষ-ভাবে দোষারোপ।

বিদৃশ্ (শ্যা ৯) দৃষ্টিহীন, অন্ধ।

বিদেহ (ভা ৯।১৩।১১) নিমিরাজার নামান্তর। (ভা ১১।২।১৪) জনক। ২ (ভা ১০।২।৩) উত্তর বিহার, মগধের উত্তর-পূর্ব দেশ, রাজধানী—জনকপুর বা মিথিলা। [৩ দেহ-শূন্য]। -কৈবল্য—জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহপাতের পরে নির্বাণমোক্ষ।

বিদোষ (আচ ১৮।৩৪) বিশিষ্ট দোষ। ২ বিনষ্টভুজ।

বিদ্ধ (ভগ ১৮) আবিষ্ট—স্বামী। ২ ছিদ্রিত. ৩ (হব ২।৯৪।২৪) রাগান্তর-মিশ্র গীত। [৪ ক্ষিপ্ত, ৫ সদৃশ, ৬ বাধিত, ৭ তাড়িত]।

বিদ্ধা তিথি (হ ১২।২০৩—৩১৪) বৈষ্ণবব্রতমাত্রই পূর্ববিদ্ধা-ত্যাগে বিহিত। পঞ্চমীবিদ্ধা ষষ্ঠী, ষষ্ঠীবিদ্ধা সপ্তমী, দশমীবিদ্ধা একাদশী প্রভৃতি ত্যাগ করিবে। একাদশী (হরি-বাসর) ব্যতীত অন্যান্য তিথি-ঘটিত উপবাসে সূর্যোদয়-বিদ্ধাত্যাগ করিতে হইলেও কিন্তু একাদশী অরুণোদয় বিদ্ধাও ত্যাজ্য। হরিবাসরে সূর্যোদয়ের পূর্বেও অন্যূন চারি দণ্ড একাদশী তিথি থাকা চাইই। অরুণোদয়-কালে দশমী থাকিলে সেই দশমীর মানানুসারে দশমী ও একাদশীর মিলনকে 'বেধ', 'অতি-বেধ', 'মহাবেধ' ও 'যোগাদি' পারি-ভাষিক সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। [তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য। এ প্রসঙ্গে 'সন্দিগ্ধা', 'সংযুক্তা' ও 'সম্পূর্ণা' একাদশী প্রভৃতি শব্দও আলোচ্য]।

বিমোহ (আচ ১৬।২৪) জ্ঞানমোহ।

বিমোহন (আচ ১৮।৫) পণ্ডিত-গণেরও মোহকারী। ২ বুদ্ধিভ্রমদায়ক।

বিদ্য (গোচ পূর্ব ২৬।২৯) বর্তমান।

বিদ্যমান (আচ ৬।১) বর্তমান। ২ [বিদি জ্ঞানে ন বিদ্যতে মানঃ সম্মানো যস্য] জ্ঞানবিষয়ে আদরহীন।

বিদ্যা (ভা ৩।২৩।৭) উপাসনা, ২ (ভা ৬।৪।৪৬) সাঙ্গমন্ত্রজপ, ৩ (ভা ১০।৮৬।৫৩) শাস্ত্রাভ্যাস—সনা, ৪ শাস্ত্রীয় জ্ঞান—জী। ৫ (গোতা ১।২৩) অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অন্তর্গত চতুর্বেদ—বল। ৬ (গোতা ৩।৩। ৪৮) ভক্ত্যুদ্ভব। ৭ (গীতা ৯।২) কৃষ্ণভক্তি। ৮ (বৃভা ১।৬।৩৪) কলাবিশেষ। ৯ (হ ৫।১৩১) চৌষট্টি সংখ্যা। ১০ (ভা ১১।১১। ৩, ৭) স্বরূপশক্তিবৃত্তি। ১১ (ভা ১১।১২।২২) শুদ্ধজীবাত্মজ্ঞান। ১২ (কিরণ ৫) শ্রীরাধার সখীভাবাপন্না। ১৩ (গীতা ১০।৩২ টী) চতুর্দশ প্রকার, যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ—বল। (কৃগ ১৫৯) এই চৌদ্দ ও আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্রসহ অষ্টাদশ বিদ্যা। ১৪ নিমিত্তরূপা মায়ার মোক্ষবিধায়িনী বৃত্তি। **বিদ্যাৎ** (ভা (২।৯।৩৩) [বিদ্যামত্তীতি বিদ্যা—অদ্+ক্বিপ্] বিদ্যানাশিনী—শ্রীনি। -ধর (ভা ৮।২০।৩১) বিষ্ণুর অসি। ২ (আচ ৫।১১৯) বিদ্যাসমূহের ধারণকারী, ৩ গন্ধর্বযোনি-বিশেষ। -ধরী (হ ৪।১০৬) গঙ্গা। -ধার (ছ প ২১) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দো-বিশেষ। -নিধি ভট্টাচার্য (সি টী ৫।৪) সচ্চরিত-মীমাংসা-নামক স্মৃতি-গ্রন্থ-নির্মাতা। -ময় (গোতা ২।২৪) চিদেকরস—জী। ২ (ভা ১১।১১। ২৭) অন্তরঙ্গ-চিচ্ছক্তিযুক্ত। -যোগ (ভা ৪।১৪।২৪) মন্ত্রসহিত যুক্তি। -বলি (চচ ৩।৩৯) সর্পমন্ত্রাভিজ্ঞা বিপ্রকন্যার বেশে সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ। -বিরুদ্ধতা (অকৌ ১০।৩৬) কোনও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বিষয়ে বর্ণনা হইলে

তাহা 'বিদ্যাবিরুদ্ধতা' নামক অর্থদোষ হয়। -বিলাস (কৃগ পরি ১০৪) শ্রীকৃষ্ণের সভায় তালজ্ঞ, রসজ্ঞ ও সর্বপ্রবন্ধ-নিপুণ সেবকবিশেষ। -সন্ধি (ভা ১১।১০।১২) আত্মবিদ্যা।

বিদ্যুচ্ছক্র (ভা ১২।১১।৪১) রাক্ষস।

বিদ্যুতি (সুর ৯) বিশিষ্ট কান্তি। -প্রিয়—বিদ্যুৎ-আকর্ষক কাংস্যধাতু।

বিদ্যুৎ (আচ ১১।২৫৫) বিশিষ্ট দীপ্তি। ২ (ভগ ২৮) [বিশেষেণ দ্যোতত ইতি] বিশেষরূপে দ্যোতমান্—স্ত্রী। ৩ মেঘজ্যোতিঃ।

বিদ্যুন্মালা (ছ ২।১৯) অষ্টাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

বিদ্যুন্মালী (ভা ১।৭।১৮ টী) বিদ্যুন্মালী-নামে এক রাক্ষস শিবের আরাধনা করত স্বর্ণনির্মিত রথ প্রাপ্ত হইল—সে সেই রথে আরোহণ-পূর্বক সূর্যের পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া রাত্রি লোপ করিয়া দিল, তাহা দেখিয়া কুপিত সূর্য ঐ রথকে স্বীয়তেজে বিদ্রাবণ করত অধঃপাতিত করিলেন। এই কথা শুনিয়া মহাদেব কুপিত হইয়াছেন জানিয়া সূর্য ভয়ে পলায়ন করিলেন, কিন্তু সূর্যের প্রতি রুদ্রের ক্রূর দৃষ্টিপাতে দহ্যমান সূর্য বারাণসীতে পতিত হইয়া 'লোলার্ক' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। (বামন পুং)

বিদ্যুল্লেখা (ছ প ১) ষড়ক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

বিদ্যোত (ভা ৬।৬।৫) ধর্মের পত্নী লম্বার পুত্র।

বিদ্যোতন (গোভা ১।১।১) স্ফুরণ। প্রকাশন।

বিদ্যোতী (মালা কে ৩) দীপ্তিশালী।

বিদ্যোপজীবী (ভা ১০।৫।১৫) গান-বাদ্যাদিদ্বারা জীবিকানির্বাহক।

বিদ্র [ব্যধ্ + রক্] ছিদ্র।

বিদ্রব (গোচ পূর্ব ৩৩।১০৪) নাশ, পলায়ন। ২ (গোচ উত্তর ১২।১৮) বিদ্রোহার্থ গমন। ৩ (নাচ ১৬৬) বধ-বন্ধনাদিকে নাট্যশাস্ত্রে 'বিদ্রব' বলে। [৪ ক্ষরণ]।

বিদ্রাবক (আচ ১৭।২৩১) নিবর্তক।

বিদ্রাবণ (আচ ১৫।১৪৭) গলান। ২ বিগতদ্রাবণ অর্থাৎ কঠিন করা।

বিদ্রাবিত (ভা ১০।৫৪।১৪) সংক্ষোভিত—সনা। ২ দূরীকৃত। সন্ত্রস্ত।

বিদ্রুত (গোলী ১১।১৭) পলায়িত। ২ দ্রবীভূত।

বিদ্রুম (ভা ৩।২৩।১৭) প্রবাল। ২ (আচ ১।১৮৭) বিশিষ্ট বৃক্ষ। ৩ (প্রে ২২ ঞ) পল্লব।

বিদ্বৎকামধেনু (সি টী ৫।৪) শ্রীমদ্‌-ভাগবতের সুপ্রাচীনা টীকা।

বিদ্বৎসন্ন্যাস (ভা ১১।১৯।১ টী) নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও বৈরাগ্যাদি সাধনদ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হইলে ঐসব সাধনের আর উপযোগ থাকে না। তখন সাধক আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অনুভব করত যাবতীয় সাধন, জগৎ-প্রভৃতিকে মায়িক জানিয়া তত্ত্বজ্ঞান ও জ্ঞানসাধনাদি ভগবানে সমর্পণ করেন —ইহাই বিদ্বৎসন্ন্যাস।

বিদ্বদনুভব (ভা ১১।১৯।৩ টী) প্রাচীন মহাজনগণের অনুভূতি।

বিদ্বান্ (হ ১০।২৫৯) ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যবিজ্ঞ। ২ (গোভা ৩।৩।৪৮) জ্ঞানবান্, ৩ উদাসীন। ৪ (গোভা ৩।৪১) ব্রহ্মানুভবী। ৫ (চৈত ১০।১৭) ভগবৎপরায়ণ। ৬ (ভা ১১।১১।৮) মুক্ত—স্বামী। ৭ (রত্ন ৪।১০) সর্বজ্ঞ। ৮ (আচ ২২।৬১) সন্ধানী।

বিদ্বিষ্ট (গোচ পূর্ব ৩২।৬) বিনষ্ট।

বিধ—বিমান, ২ প্রকার, ৩ গজভোজ্য অন্ন, ৪ বেধ, ৫ বৃদ্ধি, ৬ কর্ম, ৭ বেতন।

বিধমন (ভা ১১।৩।৪১) নাশ—স্বামী।

বিধরণ (ভা ৪।২।৩০) ধারক।

বিধর্ম (ভা ৭।১৫।১৩) ধর্মের বাধক কার্য। ২ (চৈত ৩।২৮।২) বিজাতীয় ধর্ম।

বিধা (আচ ১৫।২৫৫) বিধান। ২ (চৈত ১০।৮৭।১৭) প্রেরণ। ৩ (গোপা ৮) প্রকার। ৪ (ভা ১০।৮৭।১৭) আকার—স্বামী, ৫ সংজ্ঞা—জী।

বিধাতা (ভা ৩।৮।১৫) ব্রহ্মা। ২ (ভা ৪।১।৪৩) ভৃগু ও তৎপত্নী খ্যাতির পুত্র। ৩ (ভা ৬।৬।৩৯) দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম। ৪ (সুধা ১৮) প্রকৃতিরূপা যোনিতে নিহিত জীব-বীজরূপ গর্ভকে পরিণত করিয়া আবির্ভাবনকৃৎ। ৫ (হরি ৩৫) আশীর্বাদ ও প্রেরণার্থে ধাতুর উত্তর বিহিত তুপ্, তাম্, অন্ত-প্রভৃতি অষ্টাদশ লোট্ বিভক্তি। ৬ (হ ৫।৮) শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের দক্ষিণদ্বারবর্তী দেবতা।

বিধান (বৃভা ২।১।১৫০) বিষয়। ২ (আচ ৭।১৬১) সৃষ্টি। ৩ (চৈত ১০।১৪।১৯) পালন। ৪ (গীতা ১৭।২৪) শাস্ত্র। ৫ (বৃভা ২।১।৩৭) বিধি। ৬ (নাচ ৮৬) সুখ ও দুঃখে বিহিত বিষয়কে নাট্যশাস্ত্রে 'বিধান' বলা হয়। [৭ করণ, ৮ কর্ম, ৯ গজভক্ষ্যান্ন]।

বিধায়ক [বি—ধা+ণ্বুল্] বিধান-

কর্তা।

বিধি (বৃভা ২।৩।১৩৫) প্রকার। ২ (বৃভা ১।৭।৭৮) ব্রহ্মা। ৩ (গোপা ৩৮) কাল, ৪ বিধান, ৫ নিয়তি। ৬ (ভা ১১।২৮।৩৯) প্রতীকার। ৭ (হরি ১।৪২) কর্তব্যরূপে উপদেশ, ইহা দ্বিবিধ—অজ্ঞাত-জ্ঞাপন ও প্রেষণ। ইহারা প্রত্যেকে আবার দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। অন্যমতে—অপ্রাপ্তের প্রাপকই বিধি। তাহাও দ্বিবিধ—বর্ণোৎপাদন ও অভাব। অভাবও দ্বিবিধ—নাশ ও নিষেধ। পুনরায় বিধি—দুইপ্রকার, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ; সাবকাশ ও নিরবকাশ; সামান্য ও বিশেষ; আগম ও আদেশ; লোপ ও স্বরাদেশ ইত্যাদিভেদে বিধির বৈশিষ্ট্য আছে। ৮ বিধি ও সম্ভাবনাদি অর্থে বিধিলিঙ্ বিভক্তি। ৯ (গোভা ৩।৪।২১) অপূর্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যা-ভেদে বিধি ত্রিবিধ। 'অত্যন্তাপ্রাপ্তৌ অপূর্ব-বিধিঃ' যেস্থলে বিহিত কর্মটি মানান্তরে সর্বথাই অপ্রাপ্ত, সেস্থলে অপূর্ব বিধির আবশ্যকতা; যেমন 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' এই বাক্যে শাস্ত্র, ইচ্ছা বা অনুরাগবশতঃ সন্ধ্যোপাসনার প্রাপ্তি নাই বলিয়া অপূর্ববিধি। 'পক্ষতঃ অপ্রাপ্তিতে নিয়মবিধি'—যেমন 'ঋতৌ ভার্যামুপেয়াৎ' বাক্যে বিধেয় ভার্যাগমন রাগতঃ প্রাপ্তি হইলেও কদাচিৎ রাগাভাবে প্রাপ্তি নাও হইতে পারে, অতএব এস্থলে নিয়ম বিধি। ইহাতে অপ্রাপ্তাংশের পূরণই ধ্বনিত। বিধেয় ও তৎ-প্রতিপক্ষ উভয়তঃ প্রাপ্তির স্থলে পরিসংখ্যা বিধির প্রয়োজন, যেমন 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' এই বাক্যে ভক্ষণপ্রবৃত্তি শাস্ত্রতঃ ও স্বভাবতঃ প্রাপ্তি হইতেছে বলিয়াই নিয়ম করা হইল যেন ক্রমশঃ মাংসভোজনে নিবৃত্তি হয়। **-কর** (ভা ৭।৮।৫৭) কিঙ্কর। **-কাণ্ড** (রত্ন ৪।১৬) কর্ম-মীমাংসা। **-কৃৎ** (ভা ৭।১০।৪৯) আজ্ঞানুবর্তী। **-জ** (গোচ উত্তর ২৭।২৯) সনকাদি। **বিধিৎসা** (ভাবনা ৯।৪১) বিধান করিতে ইচ্ছা। **বিধিৎসিত** (গোচ উত্তর ১৭।১০৩) সম্পাদনের ইচ্ছাযুক্ত। **বিধিৎসু** (ভাবনা ৫।৪৬) বিধান করিতে ইচ্ছুক। **ʼধর্ম** (চৈচ মধ্য ২২।১৩৮) শাস্ত্রবিহিত ধর্মানুষ্ঠান। **-ভ** (গোচ পূর্ব ৩।৭৬) রোহিণী নক্ষত্র। **-ভক্তি** (গোভা ৩।৩।২৯) ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রবৃত্তা শাস্ত্রশাসনভয়ে ক্রিয়মাণা ভক্তি। এই জাতীয় ভক্তিতে সর্বাগ্রে শাস্ত্রাপেক্ষা হইয়া থাকে। **-মার্গ** (রাগ ১২) শাস্ত্রশাসন-ভয়ে ভজন। বৈধী-ভক্তিতে অধিকারী রতির আবির্ভাব পর্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির অপেক্ষা করিবেন, রতির আবির্ভাবে আর তাহার অপেক্ষা নাই। **-যজ্ঞ** (হ ১৭।১৬৪) জ্যোতিষ্টোমাদি। **-রজনি** (উ ১৪।১৬৫) ব্রহ্মরাত্রি। **-বৎ** [ব্য] যথাবিধি। **-সার** (ভা ১২।১।৫) মাগধরাজ ক্ষেত্রজ্ঞের পুত্র।

বিধু (চচ ৩।১৩) কর্পূর। ২ (আচ ১।১০৫) বিষ্ণু, ৩ চন্দ্র। ৪ (সিন্ধু ১।১।১) সর্বসুখ-বিধায়ক, সর্বাতি-শায়ী ও সকলের সর্বদুঃখনাশক শ্রীকৃষ্ণ—জী। ৫ যিনি মায়াশক্তি-দ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, চিচ্ছক্তি-দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-গত মহালীলা, স্বরূপে প্রাভব-বৈভবাদি এবং নিজশক্ত্যাবেশ দ্বারা পৃথু প্রভৃতি আবেশাবতার প্রকটন করেন—মু। ৬ সর্বতমোহারী ও তাপত্রয়-দুঃখনাশক সর্বসুখদ চন্দ্র—জী। [৭ ব্রহ্মা, ৮ শঙ্কর, ৯ রাক্ষস, ১০ বায়ু, ১১ যুদ্ধ]। **-কান্ত** (ললা ৪।৩১) চন্দ্রকান্তমণি ২ চন্দ্রতুল্য কমনীয়।

বিধুত (চন্দ্রা ১০৭) ত্যক্ত, ২ কম্পিত।

বিধুনন (ভা ৩।১৩।৭৬) কম্পন।

বিধুন্তুদ (চৈকা ২।৪০) রাহু।

বিধুর (কবি ৫৯) বিকল। ক্লিষ্ট। কাতর, ম্লান। ২ (ভা ৬।১৬।৩৬) শূন্য। ৩ (মালা হরি ১০) কষ্ট। **বিধুরতা** (ললা ১০।৮) নিগ্রহ। ২ (ললা ৪।১) কাতরতা। **বিধুরিত** (আচ ২২।৪৪) ব্যাকুল। **বিধুরীকৃত** (আচ ৮।৯৯) তিরস্কৃত। ২ (মালা হরি ১০) কষ্টপ্রাপিত।

বিধুবন (গোচ পূর্ব ২৩।১২০) তাপ। ২ কম্পন।

বিধুশালিকা (স্তব ১৩।৪৫) শিরোগৃহ।

বিধূত (নাচ ১০৩) অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন দুঃখ অথবা অনু-নয়াদির নিরাকরণকে নাট্যশাস্ত্রে 'বিধুত' বলে। ২ (ভাবনা ৪।৭৩) খণ্ডিত। ৩ (ভাবনা ১০।২৩) দূরীকৃত।

বিধূনন (বিনা ১।৩৭) বিনাশ।

বিধূপল (ললা ১।৩২) চন্দ্রকান্তমণি।

বিধূপিত (গোলী ৪।২১) সুবাসিত।

বিধূম্র (ভা ১।৯।৩১) ধূসর—স্বামী।

বিধূয়মান (আচ ৮।৩৩) চন্দ্রবৎ আচরণশীল। ২ বিশেষরূপে কম্পমান বা খণ্ডিত।

বিধৃতা (ভা ৮।১৩।২৬) একাদশ মন্বন্তর-পালক ভগবান্ ধর্মসেতুর মাতা।

বিধৃতি (ভা ৯।১২।৩) সূর্যবংশ্য খগণের পুত্র। ২ (ভা ৮।১।২৯) তামস-মন্বন্তরে বৈধৃতিদেবতাগণের জননী। ৩ (গোভা ১৩।১৬) বিশেষরূপে ধারণ হয় যাঁহাদ্বারা—সেই বিষ্ণু।

বিধেয় (চৈনা ১।২৬) কার্য, ২ (গোচ পূর্ব ২।৬০) ভৃত্য। ৩ (তত্ত্ব ৯) উপায়, অভিধেয়। ৪ (গীতা ২।৬৪) বশবর্তী। ৫ (কৃষ্ণ ২৮) সাধ্য—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি-নিমিত্ত কথন। ৬ (চৈচ আদি ১৬।৫৭) অজ্ঞাত বস্তু।

বিধেয়াত্মা (গীতা ২।৬৪) বিজিতমনাঃ—স্বামী, ২ স্বাধীনমনাঃ। ৩ (হব ১৫৩।২৯) আজ্ঞাকারী।

বিধ্যযুক্ততা (অকৌ ১০।৩৮) বিধেয়তা-সমাপ্তির অনুপযোগিপদার্থে তাৎপর্যের আরোপ করিয়া যদি বিধেয়তার সমাপ্তি ঘটে, তবে সেই অর্থদোষকে 'বিধ্যযুক্ততা' বলে।

বিধ্যাভাস (শেষ ৪।৩৪, সাকৌ ১১।৭) অনভিলষিত কার্যে আপাততঃ বিধির ন্যায় বর্ণনা হইলে তাহাকে 'বিধ্যাভাস' অলঙ্কার বলে। ইহা 'আক্ষেপ'-অলঙ্কারের প্রকার-ভেদ মাত্র।

বিধ্বঙ্কমালা (ছ পরি ১৫) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

বিধ্বস্ত (মালা প্রেমেন্দু ৮) নিন্দিত।

বিনত—প্রণত, ২ ভুগ্ন, ৩ শিক্ষিত।

বিনতা (ভা ৬।৬।২১) তার্ক্ষ্য কশ্যপের পত্নী। ২ (ভা ৮।১৩।৩৫) সত্রায়ণের ভার্যা ও বৃহদ্ভানুর মাতা—বিতানা।

বিনমন (আচ ৯.১৩৯) পক্ষিগণের নিপাতকারী।

বিনয় (সুধা ৬৭) যদুগণের বিবিধ-সেবাপাত্র। ২ (নিধি ২৪৭) বণিক্। ৩ (গৌকৃ ৩।৬৩) শিক্ষা। ৪ প্রণাম ৫ অনুনয়। [৬ নিভৃত, ৭ ক্ষিপ্ত, ৮ জিতেন্দ্রিয়, ৯ দণ্ড]।

বিনয়িতা (সুধা ৬৮) ভক্তগণকে স্ব-পুত্রবৎ পালয়িতা।

বিনয়ী (সিন্ধু ২।১।১৩৯) স্বীয় ঔদ্ধত্য-পরিহারী।

বিনশন (ভা ১১।১৬।৬) কুরুক্ষেত্র। [২ বিনাশ]।

বি-নষ্ট (ভা ১০।৪৭।১৮) [বিভ্যঃ পক্ষিভ্যো নষ্টঃ অদর্শনং প্রাপ্তঃ] পক্ষি-গণেরও অদৃশ্য—সনা।

বিনস (হরি ৭।১৬২) [বিগতা নাসা যস্য] নাসাহীন।

বিনাক (কৃগ পরি ৫২) গন্ধর্ব সখার পিতা।

বিনাকৃত (গোচ উত্তর ২৮।২৫) ত্যক্ত। ২ রহিত। **বিনাকৃতি** (গোচ উত্তর ৩৭।১৬৫) অভাব।

বিনায়ক (ভা ৬।৬।১৮) বিশিষ্ট নায়ক। ২ (ভা ১০।৬।২৭) বিঘ্ন-কারী উপদেব। ৩ (ভা ১১।২৭।২৬) গণেশ। ৪ বিঘ্ন। ৫ গরুড়। [৬ গুরু]।

বিনিগূহিত (গোলী ১৪।১০১) নিগূঢ়।

বিনিগ্রহ (গোবি ৪) বিনাশ।

বিনিদ্র (মালা কে ১) বিকসিত। ২ অনলস। ৩ (ভা ১০।৪৭।৩২) নির্মায়—সনা।

বিনিধায়ক (মালা ত্রিভঙ্গী ৩) সমর্পক।

বিনিপাতন (সভা ১।৩১১) মৃত্যু।

বিনিময় (চৈত ১।১।১) যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে তদ্বুদ্ধি। ২ যথার্থ পরীবর্ত্ত। ৩ (ভা ১।১।১) ব্যত্যয়, ৪ ধর্ম-বিপর্যয়, ৫ পরস্পর মিলন। [৬ বন্ধক]।

বিনিমিত (মাঘ ৮।১৫২) পরিদত্ত। পরিবর্ত্তিত।

বিনিয়োগ—ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তন, ২ অনুষ্ঠানক্রম-বিধান।

বিনির্গম (ভা ১০।২৯।৯) বিশিষ্ট বহির্নিঃসরণ, ২ পক্ষিগণের পথ [ছিদ্র]—সনা। ৩ নৈরাশ্য—শ্রীনা।

বিনির্দ্ধূত (বৃ ৮।৩) বিশেষরূপে নিরস্ত।

বিনির্যাস (মালা চৈ ১।২) সার।

বিনিবর্ত্তিত (ভা ১০।২৯।৩০) সম্বন্ধ-গন্ধশূন্য হইয়া নিরস্ত—সনা। ২ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ—বি।

বিনিবিষ্ট (মালা ছ ১৪) উপবেশিত।

বিনিবেশ (গোচ পূর্ব ২৮।২৭) উপ-বেশন।

বিনিষ্পাত (ভা ১০।৫৬।২৫) আঘাত।

বিনিস্যন্দ (বিনা ১.২৩) ক্ষরণ।

বিনীত (গোচ উত্তর ৩৭।২১৯) প্রকৃষ্ট স্তুত। ২ (হংস ১৩১) খণ্ডিত। ৩ (হ ৭।৪১) উত্তম মনুর অন্যতম পুত্র। [৪ বিনয়যুক্ত, ৫ কৃতদণ্ড, ৬ ক্ষিপ্ত, ৭ নিভৃত, ৮ জিতেন্দ্রিয়, ৯ বণিক্]।

বিনীয় (হরি ৫।১৭৬) [বি—নীঞ্ + ক্যপ্] কল্ক। ২ পাপ।

বিনেতা—শিক্ষক, ২ রাজা।

বিনেয় (সাকৌ ৭।১৪) শিষ্য। ২ (হব ২।৩০।১৩) পরিহর্ত্তব্য।

বিনোক্তি (অকৌ ৮।৩৬) অন্য কোন পদার্থ ব্যতিরেকে কেবল বিনার্থ-

বাচক পদদ্বারাই যদি তদ্‌ভিন্ন বস্তুর শোভনতা বা অশোভনতা প্রতিপন্ন হয়—তবে তাহাকে 'বিনোক্তি' নামক অলঙ্কার বলে।

বিনোদ (মালা ব্র ৪) তাড়ন। ২ (বৃভা ২।১।১৩১) লীলাবিশেষ। ৩ (আচ ১৪।১২১) বিশিষ্ট প্রেরণা। ৪ (আচ ৯।১১১) আনন্দ। ৫ বিশেষভাবে দূরীকরণ। ৬ (মাম ৬।১১০) কৌতুক, ৭ রাজগৃহ, ৮ আলিঙ্গন-বিশেষ। ৯ (কর্ণা ১৫) স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা বা তান [কবিরাজ]। ১০ নিগূঢ় প্রেরণ।

বিনোদক (আচ ১২।১৫০) নিরাসক।

বিনোদন (মালা ছ ২) ভঞ্জন, ২ (গোচ পূর্ব ৩১।২৮) ক্রীড়ন। ৩ (নিবি ৩৭) বিক্ষেপ। ৪ (মাম ৬।১১০) দূরীকরণ, ৫ প্রীতি, ৬ সন্তোষণ।

বিনোদমৃগ (ভা ৫।১।৩৬) মর্কট।

বিনোদর (আচ ১১।১৪০) হর্ষপ্রদ।

বিনোদ-সদন (বিনা ৫।১) বিহার-গৃহ।

বিনোদিতা (গোবি ১১৩) কৌতুক।

বিন্দ (ভা ১০।৫৮।৩০) অবন্তীরাজ, ইঁহার ভগ্নী মিত্রবিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। ২ (হরি ৫।২০৭) [বিদ্‌৯ লাভে+শ] লাভবান্।

বিন্দুমাধব (বিপু ১।১।১ টী) কাশী-ধামস্থ দেব—শ্রীধরস্বামির ইষ্টদেব।

বিন্ধ্য (ভা ৮।৫।২) পঞ্চম মনু রৈবতের পুত্র। ২ (ভা ৫।১৯।১৬) মধ্য-ভারতের পর্বতমালা। [৩ ব্যাধ]। **-বাসিনী** (রাধা ৯২) বিন্ধ্যাচল-বাসিনী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যশোদা-গর্ভজাতা একানংসা।

বিন্ধ্যা (উ ৪।৫১) শ্রীরাধার সখী।

বিন্ধ্যাবলি (ভা ৮।২২।১৯) বলির পত্নী।

বিন্ন (হরি ৫।৩১) [বিদ্‌+ক্ত] প্রাপ্ত, ২ বিচারিত ; ৩ জ্ঞাত, ৪ স্থিত।

বিন্যাস (আচ ১।১৮১) সন্দর্ভ। ২ (চৈত ৯।১৮।৫০) বিশেষ ত্যাগ। ৩ (হব ২।১৭।২৬) উপবেশনস্থল।

বিপক্তিম (গোলী ২।২৬) [বি—পচ্‌ +ক্ত্রিমপ্‌] পরিপক্ব।

বিপক্ষ (উ ৯৯) পরস্পর বিদ্বেষী জন। ইষ্টনাশ ও অনিষ্টকারিতাই বিপক্ষের কার্য। **বিপক্ষতা** (উ ৯। ৪৬) সখীদের ভাবের পরস্পর সর্বথা বৈজাত্য। **বিপক্ষমদ-মর্দিনী** (রুগ পরি ২০৬) শ্রীরাধার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক।

বিপচ্চরীণ (চৈনা ৭।১৮) পরিপক্ব।

বিপঞ্চী (শ্যা ৫৩) বীণা। [২ কেলি]।

বিপণ (চৈত ১০।৮৭।২৫) কর্মফল। ২ (ভা ৪।২৫।৪৯) বাগিন্দ্রিয়। ৩ ব্যবহার। [৪ বিক্রয়]। **বিপণন** (আচ ১৭।১৬৬) ক্রয়। **বিপণি**—হাট, **বিপণী**—বণিক্‌। **বিপণ্য** (গোভা ৩।৩।১০) ত্যক্তব্যবহার।

বিপৎপদ (ভা ১০।১৪।৫৮) বিঘ্নবর্গ —সনা। ২ জগৎ—জী ; ৩ দুর্বিষয় —বি। ৪ বিপদের আশ্রয়—বন্দ।

বিপদ্ (ভা ১০।১১।২৫) পক্ষিগণের বিহারস্থান, ২ বিগত-প্রতিষ্ঠ—স্বামী। ৩ অনিষ্ট-প্রাপক স্থান—বি।

বিপরিণাম (লনা ১৩০) ক্ষয়।

বিপরিবর্ত্তন (গোভা ১৪।৩) পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি।

বিপরীত-দর্শন (প্রীতি ৭) শ্রীভগবান্ পরমানন্দ হইলেও অবতার-কালে দুঃখদস্ব, মনোরম হইলেও ভীষণত্ব এবং সর্বসুহৃদ্ হইলেও দুর্হৃদত্ব উপলব্ধি। **°পথ্যা** (ছ ৫।৩) বক্ত্রভেদ ছন্দোবিশেষ। **-ভাবনা** (ভক্তি ১৬, ২০২) বিরুদ্ধ-ধারণা, জ্ঞেয়গত এবং জ্ঞাতৃগত অযোগ্যতা-বুদ্ধি। মনন-যোগ্যতা ও মননাভিনিবেশই ইহার প্রতিবেধক। **-রতিপ্রিয়া** (সা ৬) শ্রীরাধা।

বিপরীতাখ্যানকী (ছ ৩।৯) অর্দ্ধ-সমপাদ বৃত্তবিশেষ।

বিপর্যক্ (বৃভা ২।৬।৫১) বিপর্যস্ত ভাব।

বিপর্যয় (ভা ৮।১৫।৩০) পরাভব। ২ (হরি ৫।৩৯৮) [বি—পরি+ ইন্‌—অল্‌] ব্যতিক্রম।

বিপর্যস্ত (আচ ৯।৩২) প্রতিকূল। ২ ব্যতিক্রান্ত, ৩ পরাবৃত্ত।

বিপর্যাস (ভা ১।৭।৬ টী) স্বরূপের অন্যথা জ্ঞান—জী। ২ (ভা ৩।২৬। ৩০) মিথ্যাজ্ঞান। ৩ (গোলী ৬। ১৪) বৈপরীত্য। [৪ উৎক্ষেপ, ৫ ব্যতিক্রম]।

বিপল্লব (আচ ১।১৮) বিশিষ্ট পল্লব-যুক্ত। ২ বিপদের লেশ।

বিপশ্চিৎ (গোভা ২।৩।১৬) [বিবিধানি সুখদুঃখানি পশ্যত্যনু-ভবতীতি] বিবিধ সুখদুঃখের অনুভবী। ২ (গীতা ২।৬০) বিবেকী। ৩ (চৈত ২।১০।৩৫) ভক্ত। ৪ (ভা ৬।৫।৯) সর্বজ্ঞ। ৫ (ভা ৮।৫।২৭) জ্ঞাতা, ৬ (ভা ৫। ১৮।৩৫) নিপুণ। ৭ (রস্ত ১।৫৯) বিবিধভোগ-চতুর।

বিপাক (আচ ১৫।১৫৮) পরিপাক, ২ দুর্দশা। ৩ (গোভা ২।১।৩ টী)

কর্মফল। ৪ (গীগো ৫।১২) ফল-স্বরূপ। ৫ (ভা ৩।১০।৯) পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত পরিণাম। ৬ (ভা ৪।৯।২) দৃঢ়তা—স্বামী।

বিপাটন (গোচ উত্তর ২৬।৭১) বিদারণ।

বিপাদিকা (হরি ৫।৪৫৩) [বি—পদ+ণিচ্-ণক্+আপ্] পাটস্ফোট।

বিপাশন (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) সংসারদুঃখচ্ছেদক।

বিপাশা (হ ১৩।৩২৭) পঞ্জাবের নদী।

বিপিন (লনা ১৮) পশুবাসস্থান। ২ বন। **-তিলক** (ছ ২।১১৫) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

বিপুল (ভা ৯।২৪।৪৬) বসুদেবের পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র। ২ (ভা ১১।১৯।৮) নিশ্চিত—স্বামী। ৩ (হরি ৫।২০৭) মহান্। ৪ ৪ বিস্তীর্ণ, ৫ অগাধ।

বিপুলক (আচ ২।৫৭) মহাসুখ। ২ (চৈকা ৪।৬৫) অতিবিস্তীর্ণ।

বিপুলা (ছ ৬।৫) আর্যা-নামক মাত্রাবৃত্ত।

বিপূয় (হরি ৫।১৭৬) [বি—পূঞ্ পবনে+ক্যপ্] মুঞ্জতৃণ।

বিপৃষ্ঠ (ভা ৯।২৪।৫০) বসুদেবের পত্নী ও ধৃতদেবার গর্ভজ।

বিপ্র (ভা ৯।২২।৪৭) সোমবংশীয় সৃতঞ্জয়ের পুত্র। ২ (ক্রগ ১১) যজন-যাজনাদির অধিকারী ও সর্ব-বেদবেত্তা শ্রীকৃষ্ণ-পরিবার। ইঁহারা দুই প্রকার—গোকুল-বাস্তব্য কুলীন এবং পুরোহিত। ৩ (ভা ১০।৫।২) [বিশেষতঃ প্রাস্তি পূরয়ন্তি কামান্] বিশেষভাবে কাম-পূরক। ৪ (ভা ১১।১।৮) বিদ্বান্—জী। ৫ (ভা ১১।২।২৩) ঋত্বিগাদি। ৬ (ভা ১০।১৬।২) পরমবিদ্যা-প্রবীণ—'জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়-লক্ষণম্' [যাজ্ঞবল্ক্য]॥

বিপ্র-কর্ষ (গোচ উত্তর ৩।১৭৬) বিচ্ছেদ। ২ (চৈকা ২।৮৭) দূরত্ব। **°কর্ষণ** (লনা ২।৩) বিশ্লেষণ, দূরে টানিয়া লওয়া। **-কার** (ভা ১০।৬৭।১৬) অপকার। [২ তিরস্কার]। **-কারী** (ভা ১০।৬৭।৮) পীড়ক—জী। **-কীর্ণবুদ্ধি** (গোচ পূর্ব ১।১০১) অনিষ্টকারি-মতি-বিশিষ্ট। **-কৃৎ** (ভা ৬।১৭।১১) প্রকৃষ্টরূপে বিরোধকারী। ২ বিশেষভাবে শাসনদ্বারা হিতকারী। **-কৃত** (ভা ৮।২২।১) অপ্রকৃত। [২ উপদ্রুত, ৩ তিরস্কৃত]। **-কৃষ্ট** (ভা ১০।৬১।২১) দূরস্থ—স্বামী। ২ বিশেষরূপে অত্যুৎকৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ—সনা। **-গ্রহ** (ভা ৬।৮।২৫) ব্রহ্মরাক্ষস—স্বামী। **-চিৎ** (ভা ৬।১৮।১৩) রাহুর পিতা ও সিংহিকার পতি। **-চিত্তি** (ভা ৮।১০।১৯) অসুর—কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত।

বিপ্রতিপত্তি (ভাবনা ৫।৫) নিষেধ-কারণ। ২ (গৌক্ল ৫।২২) বিরোধ, ৩ বিকার।

বিপ্রতিপন্ন (গীতা ২।৫৩) বিক্ষিপ্ত—স্বামী। ২ অসম্মত—বি। ৩ বিশেষরূপে সংদিগ্ধ।

বিপ্রতিষেধ (হরি ৩।৫৫) উভয়-প্রাপ্তিবিরোধ। অন্যার্থ দুইটি প্রসঙ্গের বা বিধির একদা প্রাপ্তি হইলে তাহাকে 'বিপ্রতিষেধ' বলে। 'বিরোধো বিপ্রতিষেধঃ। যত্র দ্বৌ প্রসঙ্গাবন্যার্থা-বেচস্মিন্ প্রাপ্নুতঃ, স বিপ্রতিষেধঃ; (কাশিকা)। একই সময়ে সমবল দুইটি বিধির প্রাপ্তি হইলে পরবর্তী বিধিমত কার্য করিবে। 'বিপ্রতি-ষেধে পরং কার্যম্।'

বিপ্রতীসার (গোচ উত্তর ১১।৯৪) অনুতাপ। ২ রোষ।

বিপ্রত্রাকৃত (গোচ পূর্ব ১৮।৯৬) [দেয়ে ত্রাচ্] ব্রাহ্মণ-সাৎকৃত। **°নাম** (ভা ৫।২০।১৪) হিরণ্যরেতার পুত্র। [পাঠান্তর—বিপ্রবাম]। **-পাদোদক** (হ ৩।২৮৩, ২৮৯) বিষ্ণুপাদোদক-পানের পূর্বে বিপ্রপাদোদক পান করাই বিহিত। বিপ্র-পাদোদক দেহের যাবতীয় পাপ-নাশক, ক্ষয়াদি যাবতীয় ব্যাধির বিলয়-কারী, যাঁহার মস্তক বিপ্র-পাদোদকে সিক্ত হয়, তিনি নিত্য গঙ্গাস্নানের ফলপ্রাপ্তি করেন। বিপ্রের সম্মান (মহাভারত অনুশাসন° ৩৫।১, ভা ৩।১৬।৯, ৫।৫।২৩, ১০।৮৬।৫৩—৫৫ প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য) শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার-সঙ্গত বলিয়া অনাদিকাল হইতে প্রাপ্ত। স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু জ্বরাপনোদনচ্ছলে বিপ্র-পাদোদক পান করত ব্রাহ্মণ-মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

বিপ্রভার্য (আচ ১৩।১০) [বিশিষ্টয়া প্রভয়া আর্য] বিশিষ্ট প্রভামণ্ডিত। **°মুখ্য** (ভা ১০।৪৪।৩০) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি—সনা। **-যুক্ত** (আচ ৪।২২) বিরহী। ২ বিযুক্ত। **-য়োগ** (বিনা ৭।৫৭) বিয়োগ। ২ বিসংবাদ। ৩ বিরোধ। **-লব্ধ** (মুক্তা ১১৭) বিয়োগ। (প্রীতি ৩৭০) [বিপ্র-কর্ষেণ লব্ধঃ প্রাপ্তির্যস্য সঃ] ব্যবধানে যাহার প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ মিলনাস্ত

বিয়োগ। ২ (উ ১৫।২, ৪) অমিলিত বা মিলিত নায়ক-নায়িকার পরস্পর অভীষ্ট আলিঙ্গন-চুম্বনাদির অপ্রাপ্তি বশতঃ উদ্‌গত ভাব। ইহা সম্ভোগ-রসের সংপুষ্টিকারক। বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ—পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস। **-লম্ভণ** (গোচ উত্তর ১৬।৬১) প্রাপণ। **-লম্ভ রস** (সিন্ধু ৩।৩।১২৮) সম্ভোগ হইতে বিপ্রলম্ভের ন্যূনতা স্বীকার্য নহে, রতি - প্রেম - স্নেহাদি- স্থায়িভাবযুক্ত নায়ক-নায়িকার পরস্পর স্মরণ-স্ফুর্তিদ্বারা বিভাবসমূহের সম্মিলনে মানস-চাক্ষুষ-কায়িক আলিঙ্গন-চুম্বন-সম্প্রয়োগাদিতে অসীম চমৎকারিতা সমর্পণপূর্বক বিরহটি সম্ভোগপুঞ্জময় হইয়াই প্রতিভাত হয়। **-লম্ভিত** (ভা ৬।৩।৮) বঞ্চিত, ২ লজ্জিত—স্বামী। **-লব্ধ** (ভা ৫।১০।৭) বক্রোক্তিদ্বারা উপহসিত—স্বামী। **-লব্ধা** (উ ৫।৮৫) সঙ্কেত করিয়াও যদি প্রাণনাথ দৈবাৎ আগমন করিতে না পারেন, তবে যে নায়িকা অত্যন্ত ব্যথিত হন, তিনিই 'বিপ্রলব্ধা'। [কান্তকর্তৃক অন্য কারণে বঞ্চিতা নায়িকা—জী]। ইহাতে নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিঃশ্বাসাদি চেষ্টা প্রকাশ পায়। **-লাপ** (গোচ পূর্ব ৩০।৭৯) বিরোধোক্তি। ২ অনর্থক বাক্য। **-লিপ্‌সা** (সস তত্ত্ব ৯) বিসম্বাদিনী প্রবৃত্তি অথবা স্বপ্রতীত বস্তুরও বিরুদ্ধে জ্ঞাপন করার ইচ্ছা। ২ বঞ্চনেচ্ছা। **-লোভী**—অশোক বৃক্ষ। **বিপ্রশ্ন** (হরি ৪।৯৫) শুভ বা অশুভ দৈব-নিরূপণ। **-সাৎ** (গোচ উত্তর ৩০।২১) বিপ্রোদ্দেশ্যে দান।

বিপ্রিয় (ভা ১০।১১।৫৪) অনিষ্ট—সনা। [২ অপরাধ, ৩ অপ্রিয়]। **বিপ্রুট্‌** (বৃ ২।২১) বিন্দু। ২ বেদপাঠকালে মুখনির্গত জলকণা। **বিপ্রুষ্মৎ** (ভা ৪।২৫।১৮) বিন্দুযুক্ত। **বিপ্রেন্দ্র** (হ ১০।২৪৪) বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। **বিপ্লব** (ভা ৪।১৩।৪২) নাশ, অদর্শন। ২ (চৈনা ৪।১৭) প্রলয়, ৩ অনিষ্টাপাত। [৪ রাষ্ট্রোপদ্রব]। **বিপ্লাবিত** (ভা ৬।২।৪৫) ত্যক্ত। **বিপ্লুত** (সিন্ধু ১।২।৩৮) নষ্ট। ২ (ভাবনা ৫।২৯) উপদ্রুত, বিহ্বল। **বিপ্লুষ্ট** (ভা ১।১৮।১) নির্দগ্ধ—স্বামী। **বিফল** (ভা ১১।১০.৩) অর্থশূন্য—স্বামী। ২ পারমার্থিক ফলশূন্য। **বিফুল্ল** (গোলী ১।৪১) পুলকোৎফুল্ল। **বিবন্ধু** (ভা ৩।১।৬) পিতৃহীন—স্বামী। **বিবলন** (নাচ ১৮৮) নাট্যশাস্ত্রে আত্মশ্লাঘাকে 'বিবলন' বলে। **বিবলনা** (আচ ২০।১২১) মোটন। **বিবলিত** (গোলী ৬।৬) বক্রীকৃত। **বিবুদ্ধ** (চৈত ৪।৯।১৫) বিশেষ জ্ঞানবান্। **বিবুধ** (ভাবনা ১২।৪৮) দেব, ২ (আচ ১।২২) বুধ-শূন্য, ৩ বিশিষ্ট বিজ্ঞ-মণ্ডিত। ৪ (গোবি ১০১) অজ্ঞ। ৫ (বৃভা ২।৭।১৩৮) জ্ঞানী। ৬ (ভা ১০।৩২।২২) গণনাভিজ্ঞগণের অগোচর। ৭ (উ ৩।২৯) [বিগতো বুধো গণনাভিজ্ঞো যস্মাৎ সঃ] অনন্ত—[বিষ্ণু]। **-দ্রুহ্‌** (আচ ২।১১) অসুর। **-বর** (সুর ২) রসশাস্ত্র-পারদর্শী।

বিবোধ (ভা ১০।১৪।৬) ভগবদ্রূপ-গুণলীলাদির অনুভূতি—বি। **বিভক্ত** (ভা ১০।৮৬।৪৮) সমর্পিত—স্বামী। ২ পৃথগ্‌ভূত—সনা। ৩ দূরীকৃত—জী। **বিভক্তি** (হরি ২১) সু ঔ জস্‌-ইত্যাদি নাম-বিভক্তি এবং তিপ্‌ তস্‌ অন্তি—ইত্যাদি আখ্যাত বিভক্তি ২ (আচ ৮।১২৭) গুণ-বৈলক্ষণ্য, ৩ বিভাগ। **বিভগ্ন** (গোলী ২।৪২) নষ্ট, গত। **-মুখ** (ভা ১০।৬৬।৪০) পরাঙ্‌মুখ, ২ বিনষ্ট-দর্প—সনা। **বিভঙ্গ** (কৃষ্ণা ৪।১০) পরমশোভা। **বিভজন** (সস তত্ত্ব ৬২) দান। **বিভয়** (ভা ৭।৯।১৪) ভয়নিবৃত্তি—স্বামী। ২ (ভা ৫।২০।১৯) ভয়হীন। **বিভব** (ভা ৬।১৬।৩৫) মহিমা। ২ (ভা ১০।১০।৩৫) কৈবল্য, ৩ সম্পত্তি, ৪ মোক্ষ। ৫ (অকৌ ২।১) স্বরূপ। ৬ (গোপা ৩১) জন্মরহিত। ৭ (হ ৩।২০৮) সামর্থ্য। ৮ (বৃভা ১।৬।২০) উদয়, ৯ বিস্তার। **বিভবন** (ভা ৩।৩।৯) বিস্তার—স্বামী। **বিভবোন্মহন** (ভা ১১।১।৪) গজ-তুরগাদি সম্পদে উচ্ছৃঙ্খল—স্বামী। ২ নিরবধি বৈভব—জী। **বিভা** (ভাবনা ৩।৫০) বিশিষ্টা শোভা। ২ কিরণ, ৩ প্রকাশ। **-কর** (গোপী ১৫।৪৫) সূর্য। [২ অর্কবৃক্ষ, ৩ চিত্রকবৃক্ষ, ৪ অগ্নি]। **বিভাগ** (গোভা ২।৩৬) উৎপত্তি। ২ (আচ ৮।৯২) বিয়োগ। **বিভাণ্ডক** (হ ১১।২৩৪) মহর্ষি কশ্যপের পুত্র ও ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা।

বিভাত (গৌকৃ ৮।১) প্রভাত।

বিভাব (সিন্ধু ২।১।১৪—১৬, ২।৫। ৮৭) বিষয়, আশ্রয় ও উদ্বোধকরূপে রতি-আস্বাদনের হেতুসমূহকে 'বিভাব' বলে। ইহা প্রধানতঃ দ্বিবিধ—আলম্বন ও উদ্দীপন। [২ পরিচয়]।

বিভাবক (আচ ৯।৩৫) জনক। ২ সম্পাদক, [৩ বিদূষক]।

বিভাবন (ভা ৪।৮।১৯) পালন। ২ (বৃভা ২।৫।৭৪) প্রকাশন। ৩ (ভা ৬।১।৪১) বিবেচনা—স্বামী। ৪ বিবিধ সৃজন—বি। ৫ (মালা গীতা ২।১।৩) মিশ্রীকরণ।

বিভাবনা (সিন্ধু ২।৫।৭৯) হাসাদির কারণরূপ বিভাবদ্বারা স্বকার্য হাসাদিতে উৎকর্ষ-স্থাপনা—মু। ২ (অকৌ ৮।৩০) কারণের নিষেধেও যে ফল-প্রাকট্যের বর্ণনা, তাহাই 'বিভাবনা' অলঙ্কার।

বিভাবরী (ভা ৩।১৭।২৭) বরুণের পুরী—স্বামী। ২ (ভা ৫।২১।৭) মানসোত্তর পর্বতে সুমেরুর উত্তর-দিক্‌স্থিত চন্দ্রপুরী। ৩ (ছ ২।৭৯) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৪ রাত্রি, ৫ হরিদ্রা, ৬ কুট্টনী, ৭ মুখরা স্ত্রী]।

বিভাব-বৈরূপ্য (সিন্ধু ৪।৯।১৮) বৈদগ্ধ্য, উজ্জ্বলতা, শুচিত্ব ও সুবেশ-ত্বাদির বিরহে এবং গুরুত্বাদিতে বিভাব-বৈরূপ্য হয়। লতা, পশু, পুলিন্দীগণে এবং বৃদ্ধাদিতে বৈদগ্ধ্যাদির অভাব। বিভাবগত বৈরূপ্যই স্থায়িভাবে আরোপিত হয়।

বিভাবসু (গীতা ৭।৯) অগ্নি। ২ (আচ ১।৮৩) সূর্য, ৩ ধনবান্। ৪ (ভা ১০।৫৯।১২) মুরাসুরের পুত্র ও নরকের অনুচর। ৫ (ভা ৬।৬।১১) অষ্ট বসুর অন্যতম। ৬ (ভা ৬।৬।৩০) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব। [৭ চন্দ্র, ৮ হারভেদ]।

-বর্ষ (গোচ পূর্ব ৬।৮২) বার্হস্পত্য চক্রে ষোড়শ বর্ষ চিত্রভানুর নামান্তর।

বিভাবিত (গোচ পূর্ব ৩।২) সম্পাদিত। ২ (গোলী ৩।৩৬) সংযুক্ত, জনিত।

বিভাব্য (ভগ ১০১) বিচার্য, ২ সাক্ষাৎ অনুভবনীয়।

বিভাষা (হরি ২।৪৯) বিকল্প। ২ (নাচ ৪২৯—৪৩০) নাটকে পাত্র-গণ-কর্তৃক ব্যবহৃত সংস্কৃত ব্যতীত ভাষা। ইহা শবরাদিকর্তৃক উচ্চারিত হইয়া শাবরাদি সপ্তভেদ হয়।

বিভাস রাগ (পদা ১১) সঙ্গীতের রাগ-বিশেষ। লক্ষণ—'স্বচ্ছন্দ-সন্ধানিত-পুষ্পবাণঃ, প্রিয়াধরাস্বাদ-রসেন তৃপ্তঃ। পর্যঙ্কমধ্যাস্থ কৃতোপ-বেশো, ভাষঃ স নিদ্রোত্থিত-হেম-গৌরঃ'॥

বিভিৎসু (ভা ৩।১৪।২৭) ভেদ করিতে ইচ্ছুক।

বিভিন্ন (গীগো ২।৫) নাশিত। [২ প্রকাশিত, ৩ বিদলিত, ৪ বিভক্ত]।

বিভিন্নাংশ (রত্ন টী ৩।৩৮) মহা-বিষ্ণুর অংশরূপ জীবকোটি ব্রহ্মা, রুদ্রাদি ও অনন্ত জীব।

বিভীষণ (আচ ৩।১৪) বিশেষরূপে ভয়প্রদ। ২ (ভা ৪।১।৩০) মহর্ষি বিশ্রবা ও কেশিনীর তৃতীয় পুত্র।

বিভু (ভা ৪।১।৬) যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও দক্ষিণার পুত্র। ২ (ভা ৫।১৫।৬) প্রস্তাবের ঔরসে ও বিরুৎসার গর্ভে জাত পুত্র। ৩ (ভা ৬।১৮।২) অদিতির ষষ্ঠ পুত্র ভগের ঔরসে ও সিদ্ধির গর্ভে জাত। ৪ (ভা ৮।১। ২১) বেদশিরা হইতে তুষিতার গর্ভে জাত, ইনি কৌমার ব্রহ্মচারী, ইঁহার নিকট অষ্টাশিহাজার মুনি যমনিয়মাদি শিক্ষা করেন। ইনি দ্বিতীয় মন্বন্তরের পালক। ৫ (ভা ৮।৫।৩) পঞ্চম মন্বন্তরীয় ইন্দ্র। ৬ (ভা ৩।১১।৩) উৎপত্তি-প্রভৃতিতে দক্ষ। ৭ ব্যাপক—বি। ৮ (ভা ১০।৭০।১৮) শ্রীকৃষ্ণ। ৯ (ভা ৪। ৬।৪) ব্রহ্মা। ১০ (ভগ ৩) সর্ব-বৈভবযুক্ত। ১১ (ভা ১০।৬৪।২৮) সর্বপ্রেরক, ১২ (ভা ১০।৮৬।৩১) সর্বসদ্‌গুণপূর্ণ। ১৩ (ভা ১০।১।১৮) বিশেষভাবে অর্থাৎ যোনিপ্রভৃতির ব্যবধান-রাহিত্যে নাভিকমল হইতে আবির্ভূত—সনা। ১৪ (ভা ১০। ১৬।১) একই কার্যে বহুপ্রয়োজন-সাধনে সমর্থ। ১৫ (ভা ১০।১৪।৩১) পরিপূর্ণ। ১৬ (ভা ২।৭।৪৮) প্রদাতা। ১৭ (চৈচ আদি ৫।১৮) বৃহত্তম, ব্রহ্ম। ১৮ (হরি ৩।২) অধিকার-সূত্র ও নামধাতু। [১৯ মহাদেব, ২০ দৃঢ়, ২১ নিত্য]।

বিভুগ্ন (ভাবনা ২।৫০) ভঙ্গীযুক্ত। ২ (আচ ১।৩৯) বক্র।

বিভূতি (ভা ১০।৮৮।৪) সম্পত্তি। ২ (ভা ১০।৭২।৩) অংশ, ৩ (ভা ১০।৭২।১১) সৈন্যাদি সামগ্রী। ৪ (ভা ১২।১১।২) বিরাট্‌বিগ্রহাদি। ৫ (ভা ১১।১৬।৩৭) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুসমূহ। ৬ (ভগ ৬২) ভোগসম্পত্তি, ধন। ৭ (ভাবনা

১৯।৩৭) কজ্জল, ৮ ভস্ম। ৯ (কৃষ্ণ ২৭) শ্রীভগবানের অল্পশক্তির অভিব্যক্তিস্থল। ১০ (পরম ১) বৃত্তি। ১১ (পরম ১) বিস্তার। [১২ ভস্ম]।

বিভূমা (ভা ১।৯।২৯) পরমমহত্ত্ব-বিশিষ্ট। ২ পরমাতিশায়ী। ৩ (ভা ১০।৮৪।১৭) পরিপূর্ণ।

বিভুষ (স্তব ১৮।৮) ভূষণহীন। **বিভুষা**—শোভা, ২ ভূষণ।

বিভূষিত (সাকৌ ৭।১১) অলঙ্কৃত, ২ বিশেষরূপে ভূমিতলে বাসকারী।

বিভেদ (মাম ৩।৩৬) বশীকরণের তৃতীয় উপায়—উপজাপ। ২ বিবক্র। ৩ বিদারণযুক্ত।

বিভ্রম (ভা ১।৯।২৮) অস্থিরতা, ২ (ভা ৩।২১।৪১) ক্রীড়া, বিলাস, বিনোদ—স্বামী। ৩ (মুক্তা ১২।১৮) শৃঙ্গার-চেষ্টা। ৪ (গীতা ২।৬৩) বিচলন, ভ্রংশ। ৫ (স্তব ৮।৮৯) বেষ্টন। ৬ (ভা ১০।৩০।২) উন্মাদ —বি। ৭ (ভা ১০।৫৫।৯) সম্মোহ। ৮ (উ ১৪।১৭৪) পক্ষির ভ্রমণ, ৯ শোভা, ১০ বিশিষ্ট ভ্রম। ১১ (গোবি ৪) কাস্তি। ১২ (উ ১১।৩৯, ৪২) বল্লভের নিকট অভিসারকালে মদনাবেশ-সম্ভ্রমে হার, মাল্য এবং ভূষাস্থানাদির বিপর্যয়। ২ মতান্তরে —বামতার আতিশয্যে অধীন এবং সেবায়-নিযুক্ত কান্তের প্রতিও অনভিনন্দন-প্রকাশ।

বিভ্রাজিত (ভাবনা ১৭।২) দীপ্তিযুক্ত, ২ আচ্ছাদিত।

বিভ্রাট্ (হরি ৫।৩৬০) অতিদীপ্ত।

বিভ্রান্ত (ভা ১০।৩৪।৭) উদ্বিগ্ন।

বিভ্রান্তা দৃষ্টি (কর্ণা ১১) বিভ্রম, বেগ বা সম্ভ্রমবশতঃ সময়বিশেষে অবিশ্রান্ত অনবরতঃ যে দর্শনে নেত্রদ্বয়ের বিশালতা, চঞ্চলতা ও তারাদ্বয় উৎফুল্লিত হয়, তাহাকে 'বিভ্রান্তা দৃষ্টি' বলে—(সঙ্গীতরত্নাকর ৭।৪২৬)।

বিমতি (গোভা ২।৩১) বিরুদ্ধবুদ্ধি, ২ বৈমুখ্য।

বিমৎসর (গীতা ৪।২২) নির্বৈর—স্বামী। ২ উপক্রত হইয়াও বৈরিভাব-শূন্য—বল। ৩ (লনা ১।৪০) গর্বহীন।

বিমদ (ভা ১০।৮৭।১৫) নিরহঙ্কার —স্বামী।

বিমনস্ক (বৃভা ২।১।১২৩) আর্ত্তচিত্ত, ২ বিগতানুসন্ধান। ৩ (চৈত ১০। ৭৭।২৩) বিশিষ্টমনাঃ। ৪ (গোলী ৫।২৪) অন্যমনস্ক।

বিমর্শ (সিন্ধু ২।৪।১৩১) হেতু-পরামর্শ। ২ বিতর্ক। **-ন** (হলী ২।১) যুক্তি দ্বারা পর্যালোচনা অর্থাৎ মনন। ২ (ভা ৬।১।১১) জ্ঞান—স্বামী। ৩ (নাগ ২।৪) ব্রহ্মবিদ্যা। ৪ (গোচ পূর্ব ২২।৫১) বিচারণা। **-সন্ধি** (নাচ ১৫৮—১৬১) প্রলোভন, ক্রোধ ও ব্যসনাদিদ্বারা যেস্থলে বীজবান্ বস্তুকে গর্ভসন্ধি হইতেও অধিকতর প্রকাশিত করা হয়। ইহাতে 'প্রকরী' এবং 'নিয়তাপ্তি' অন্বিত থাকে। ইহার তেরটি অঙ্গ—অববাদ, সংফেট, বিদ্রব, দ্রব, শক্তি, দ্যুতি, প্রসঙ্গ, ছলন, ব্যবসায়, বিরোধন, প্ররোচনা, বিবলন ও আদান।

বিমল (গোতা ১।৩৪) রজস্তমঃশূন্য —জী। ২ মায়া-মালিন্যরহিত—বি। ৩ (আচ ১১।২৪৬) [বীন্ পক্ষিণঃ মলন্তি ধারয়ন্তীতি] পক্ষি-মণ্ডিত। ৪ (হ ১৯।৫০৩) হেম-বিমল, তার-বিমল ও কাংস্য-বিমল-ভেদে ত্রিবিধ, উপরস-বিশেষ। ৫ (কৃগ পরি ৮২) শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-পাত্র ও পীঠাদির বাহক। ৬ (ভা ৯। ১৬।১) সূর্যবংশ্য সুদ্যুম্নের পুত্র। ৭ স্বচ্ছ, ৮ চারু]।

বিমলমাসন (আচ ১২।৩৬) [বিমলা মা শোভা তস্যাঃ আসনং স্থিতির্যত্র] নির্মল-শোভাবিশিষ্ট।

বিমলা (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌর-পূজায় চতুর্থী পীঠশক্তি। ২ (কৃগ পরি ১৩৭) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। ৩ (হ ৫।১৪০) পীঠন্যাসে প্রোক্তা নবশক্তির প্রথমা। ৪ শ্রীক্ষেত্রধাম-স্থিতা দেবী।

বিমলিমা (হরি ৭।৮৩৮) [বিমল+ ইমনি] নৈর্মল্য।

বিমলীকরণ (হ ১।২৩২) মনোমধ্যে মন্ত্র চিন্তাকরত জ্যোতির্মন্ত্র [ওঁ হ্রৌঁ] দ্বারা মন্ত্রস্থ মলত্রয়ের দহন। আনব্য, মায়িক ও কার্মণ—এই মলত্রয়। স্ত্রীজাত মল মায়িক ও পুরুষজাত মল 'কার্মণ' এবং উভয়বিধ মলকে 'আনব্য' বলে। ত্রিবিধ মলই সর্ব-শাস্ত্র-নিন্দিত। মন্ত্রের বিমলীকরণে এই ত্রিবিধ মল নষ্ট হয়।

বিমান (গোচ উত্তর ৩৫।৬) অমিত, ২ বায়ুবেগে চালিত দিব্য রথ, শ্রীবিগ্রহ বা কোন পূজ্য বস্তুর বিজয়ে ব্যবহৃত চতুর্দোলাদি। ৩ (উ ২।৮) বিগতমান, ৪ [মন্ জ্ঞানে+ঘঞ্] বিশিষ্ট জ্ঞানবান্। ৫ বিশেষ সম্মান। ৬ (মাম ৬।৪৪) সার্বভৌম গৃহ, প্রাসাদ। ৭ (লনা ১।৪৩) আকাশ।

৮ (ভা ৫।১৩।১০) অবজ্ঞাত ও তাড়িত—স্বামী। [৯ অশ্ব, ১০ পরিমাণ]। -চ্ছন্দক (হ ২০।২৪৪) বহুশিখর, বহুমুখ ও অষ্টভূমিক দেবমন্দিরকে 'বিমানচ্ছন্দক' কহে।

বিমায় (ঐ ৬।১৭) অকপট। ২ (গোবি ১০৯) নিরাবরণ।

বিমার্গ—কুপথ, ২ নিন্দিতাচার।

বিমুক্ত (ভা ১০।৮৭।২৯) নিত্যমুক্ত—স্বামী। ২ পরমস্বতন্ত্র—সনা। ৩ প্রকৃতির সঙ্গ-রহিত, ৪ বিশুদ্ধ—বল। ৫ শুদ্ধ প্রেমরসশক্তিমৎ পরব্রহ্ম—প্রবো। -মানী (ভা ১০।২।৩২) জ্ঞানাঙ্গভূতা ভক্তি দ্বিবিধা; ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, এই শাস্ত্রাদেশেই কিঞ্চিন্মাত্র ভক্ত্যঙ্গের সম্পাদনে ভজনীয় ভগবদ্বিগ্রহাদিতে মায়িক বা মায়া বুদ্ধিহেতু অনাদরবতী ও অনাদর-রহিতা। প্রথম প্রকারে তপঃ, শম ও দমাদিযুক্ত তাপসের বহুকালের শ্রমফলে অবিদ্যানাশিকা বিদ্যার উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মভূতত্বদশা পাওয়াইয়াই ভক্তি সহসা অন্তর্হিত হয়েন। ইঁহারা বিমুক্তমানী কথিত হয়েন, যথার্থতঃ জীবন্মুক্ত নহেন। কারণ, ভগবানই বলিয়াছেন—'আমি কেবলা ভক্তিরই বশ'। যেহেতু ভক্তি ব্যতীত ব্রহ্মপদার্থের অপরোক্ষ অনুভূতির লাভ হয় না ও ভগবানের প্রতি অপরাধেরও সম্ভাবনা থাকে; তাহাতে দগ্ধ কর্মগুলির পুনরায় অঙ্কুরোদ্গম হওয়ায় অধঃপতন হয়। রথযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ে উদ্ধৃত পুরাণ-বচনে—জগদীশ্বরের গমনকালে যে মোহবশতঃ অনুগমন না করে, জ্ঞানানলদ্বারা তাহার কর্ম দগ্ধ হইলেও সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়। আবার বাসনাভাষ্যে উদ্ধৃত পরিশিষ্ট-বচনে—জীবন্মুক্তেরাও অচিন্ত্যমহাশক্তিমান্ ভগবানে অপরাধ করিলে পুনর্বার কর্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়া অর্থাৎ অনাদর-রহিতা ভক্তি সাধকগণের ব্রহ্মভূতত্বদশা উৎপাদনপূর্বক অবিদ্যা ও বিদ্যার নিবৃত্তিতেও স্বয়ং উপরত না হইয়া ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎকার অনুভব করাইতে করাইতে জীবন্মুক্ত, সিদ্ধ করেন। যথা গীতায়—ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া প্রসন্নচিত্তে থাকেন, কোন শোক বা কোন আকাঙ্ক্ষার পোষণ করেন না। সকল ভূতে সমান দৃষ্টি হইয়া পরা ভক্তি লাভ করেন। ভক্তিদ্বারা ভগবানের অভিজ্ঞান লাভ করেন।

বিমুক্তাত্মা (সুধা ৬১) প্রপঞ্চাস্পৃষ্টস্বভাব বিষ্ণু।

বিমুক্তি (চন্দ্রা ১৯) ঈশ্বর-সাযুজ্য। ২ (বৃভা ২।২।২১৭) সাযুজ্যমুক্তি। ৩ (বৃভা ২।৭।১৩০) সংসার-বন্ধন হইতে বিমোচন। ৪ বিশিষ্টা সালোক্য-সামীপ্যাদিরূপা, সান্দ্রানন্দময়ী মুক্তি। ৫ (হ ৯।১০৪) শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তি। ৬ (গীগো ১২।১৩) উৎপত্তি—বা। ৭ (রত্ন ১।১২) প্রেমভক্তি। ৮ (ভা ৪।৮।৫৪) প্রেমবৎপার্ষদত্ব। -দ (চৈত ১০।৯।২০) কৈবল্যমুক্তি হইতেও বিশিষ্ট দাস্যরূপ-ভক্তিদাতা। ২ প্রেমদাতা—বি। -ভাক্ (হ ১১। ৬৬২) বৈকুণ্ঠবাসী।

বিমুখ—বহির্মুখ, ২ নিবৃত্ত।

বিমুগ্ধ (মালা ব্রজ ১) রম্য।

বিমুদ্র—বিকশিত, ২ মুদ্রারহিত।

বিমুষিত (গোলী ১৫।১৫) বলপূর্বক অপহৃত।

বিমুষ্ট (মালা গোবর্দ্ধন ১) আচ্ছাদিত।

বিমূর্চ্ছিত (ভা ৭।৬।১০) রাগ-গতি-বিশেষ প্রাপ্ত।

বিমৃগ্য (ভা ১০।৮৫।২৩) অনুসন্ধান-যোগ্য। ২ (ভা ১১।২।৫১) দুর্লভ—স্বামী।

বিমৃশ (ভর ১।৯৭) বিচার—পুরী।

বিমৃশ্যকারী (ভাবনা ৯।৩৮) সুবিবেচক।

বিমৃষ্টসত্ত্ব (গোভা ১।১।১) বিশুদ্ধ-চিত্ত।

বিমোক (মাম ৮।৪৮) বিমোচন।

বিমোষক (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) অপহর্ত্তা।

বিমোহ (ভগ ১০) চিত্তবিভ্রম। ২ (ভা ১০।১৩।৪৪) মোহনে অশক্য—সনা। ৩ মায়া-নিবর্ত্তক-জ্ঞানপ্রদ—বল। ৪ (সভা ১।৫।১২) নির্বিবেকতা।

বিম্ব (ভা ৩।২।১১) শ্রীমূর্ত্তি—স্বামী। ২ (হ ১৮।৩০) প্রতিমা। ৩ (ছ পরি ৭১) উনবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৪ (কৃবি ৮৬) তেলাকুচা ফল। [৫ কমণ্ডলু]।

বিম্বজা, বিম্বা (গোলী ২১।৩৫) তেলাকুচা ফল।

বিম্বিনী (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী।

বিম্বোদ্গত (আচ ২০।৭৬) প্রতিবিম্বিত।

বিয়তি (ভা ৯।১৮।১) সোমবংশ্য নহুষের পুত্র।

বিয়ৎ (ভা ৭।৬।১৪) ক্ষীয়মাণ—

স্বামী। ২ (ভা ১০।১১।২৫) বিগত-প্রতিষ্ঠ—স্বামী। ৩ অত্যূর্দ্ধ—জী। ৪ আকাশ।

বিযাত—ধৃষ্ট, ২ নির্লজ্জ।

বিয়াম (গোচ উত্তর ৩০।২৫) সংযম।

বিযুত (মাম ৮।৪) পৃথগ্‌ভূত।

বিযুতি (গোচ উত্তর ৩২।১৯) বিয়োগ।

বিয়োগ (চৈচ মধ্য ২।৩) বিরহ, ২ যোগভ্রংশ। ৩ (সিন্ধু ৩।২।১১৪) প্রাপ্তসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদ। ইহাতে তাপ, কৃশতা, জাগর্য্যা আলম্বন-শূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতিরূপ দশ দশা হয়।

বিযোনি (হ ১৬।৫০) কুজন্ম।

বিরক্ত (ভা ১০।৩৮।১২) রহিত—স্বামী। ২ আসক্ত—জী। ৩ (চৈচ মধ্য ৪।১২৩) নিঃস্পৃহ, নির্বেদগ্রস্ত।

বিরক্তা—দুর্ভগা স্ত্রী।

বিরক্তি (ভা ১।১৬।২৫) অসদ্‌বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্য—জী। ২ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে এ-বর্ণের শক্তি। ৩ (সিন্ধু ১।৩।৩০) ভাবাবির্ভাবে চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের রূপশব্দাদি বিষয়-গ্রহণে স্বাভাবিক অরোচকতা।

বিরজ (ভা ৫।১৫।১৫) ভরতবংশ্য ত্বষ্টা ও তৎপত্নী বিরোচনার পুত্র। ২ (ভা ৪।১।১৪) পূর্ণিমার পুত্র। মরীচির পৌত্র। ৩ (চৈত ৩।১৫।১৫) শুদ্ধ। ৪ (ভা ৩।৪।৭) শুদ্ধসত্ত্বময়—স্বামী। ৫ (ভা ১১।১৭।৩৭) নিষ্কাম, ৬ (ভা ১১।১১।২১) নির্মল—স্বামী। ৭ বিপক্ব-মায়া-কষায়—বি। ৮ (ভা ১।১৫।৪৬) অপ্রাকৃত। -ধী (চৈত ১০।৮৭।১৯) ভক্ত। ২ নির্মলচিত্ত।

বিরজস (কৃষ্ণা ৫।৯৫) নির্মল।

বিরজস্ক (ভা ৮।১৩।১১) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণির পুত্র। ২ (ভা ১।১৯।২৯) নির্মায়—স্বামী।

বিরজাঃ (ভা ৪।১।৩৩) বশিষ্ঠের পুত্র—সপ্তর্ষির অন্যতম। ২ (ভা ১২।৬।৫৮) ঋগ্‌বেত্তা জাতুকর্ণ্যের শিষ্য। ৩ (ভা ৮।১৩।১২) অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণির অধিকারে দেবতাবিশেষ। ৪ (ভা ১০।১০।২৮) নির্মদ, ৫ নিরপরাধ, ৬ নষ্ট-গর্ব। [৭ গতার্ত্তবা স্ত্রী, ৮ রজোগুণহীন]।

বিরজা (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঘ-বর্ণের শক্তি। ২ (কৃষ্ণ ১০৬, উ ১৫।১৮৫ টী) প্রকৃতির উর্দ্ধভাগে অসীমা বিরজানদী—ইহা বেদাঙ্গ-স্বেদজনিত জলে পূর্ণা, নামান্তর—কারণার্ণব, চিন্ময়জলময়ী ও বৈকুণ্ঠের পরিখাস্বরূপা। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে (৯১।৫৬)—'বেদাঙ্গ-স্বেদ-জনিত-তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা। তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্॥' [৩ দূর্বা]।

বিরণ (গোবি ৬৪) বিক্রোশ। [২ বেণামূল]।

বিরতি (মালা ছ ১৬) স্তম্ভন। [২ নিবৃত্তি, ৩ বিষয়সেবায় ব্যাপার-শূন্যতা]।

বিরথ (ভা ১।৭।৩৬) ভগ্নরথ—স্বামী।

বিরমিত (বৃভা ১।২।৯) নিরাকৃত।

বিরম্য-ব্যাপার (নাম ১।১৩) আবৃত্তি, পুনঃপুনঃ কথন।

বিরল (কর্ণা ৩২) বিলম্ব—[কবিরাজ]। ২ অনন্তগোচর—সু। ৩ দুর্লভদর্শন, ৪ সাম্যরহিত—সার। [৫ অবকাশ, ৬ বিচ্ছিন্ন, অনিবিড়]।

বিরলিত (গোলী ১৫।৮৭) পৃথক্‌স্থিত।

বিরহ—বিচ্ছেদ, ২ অভাব, ৩ বিপ্রলম্ভ।

বিরহাপনোদন (চৈনা ১।৩) চারি উপায়ে বিরহোপশম হইয়া থাকে। (১) প্রিয়সদৃশদর্শন, (২) প্রিয়স্পৃষ্ট-বস্তুর স্পর্শ, (৩) স্বপ্নদর্শন ও (৪) অভিনয় বা চিত্রকর্ম। "বিয়োগাবস্থায়াং প্রিয়জনসদৃক্ষানুভবনং, ততশ্চিত্রং কর্ম স্বপন-সময়ে দর্শনমপি। তদঙ্গস্পৃষ্টা-নামুপগতবতাং স্পর্শনমপি, প্রতী-কারোঽনঙ্গব্যথিতমনসাং কোঽপি-গদিতঃ॥"

বিরহোৎকণ্ঠিতা — নায়িকাভেদ। 'আগন্তুং কৃতচিত্তোঽপি দৈবান্নায়াতি যৎপ্রিয়ঃ। তদনাগমন-দুঃখার্ত্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা॥' [সাহিত্য-দর্পণে ৩।৯৮]।

বিরাগ (চৈত ৩।১৫।৪৭) ভগবানে বিশেষ অনুরাগ-বিশিষ্ট। ২ (সাকৌ ১০।৫৪) শুক্লিমা, ৩ বিষয়-বিতৃষ্ণা। ৪ (চৈত ৩।৩।২২) বিশিষ্ট বা বিবিধ রাগ।

বিরাজন (নিবি ৩৭) বিদ্যমানতা।

বিরাট্ (চৈত ১০।৪৩।১৭) [রাট্ দীপ্তিঃ, বিগতা রাট্ যস্য] কান্তি-রহিত, ২ বিরাট্ রূপ, সমষ্টি শরীর। ৩ (গোচ উত্তর ৫।১০০) ক্ষত্রিয়, ৪ রাজশূন্য। ৫ (ভা ১১।২৪।২১) ব্রহ্মাণ্ড—স্বামী। ৬ (রত্ন ৩।৩৯ টী) বিশিষ্ট-দীপ্তিশালী। ৭ (ভা ১০।৪৩।১৭) যিনি বিকল অর্থাৎ অপর্যাপ্ত-রূপে শোভিত—সনা। ৮ ব্যষ্টি প্রাকৃত মানুষ—বি। ৯ (ভা ৮।২১।২৬) পক্ষিরাজ গরুড়—স্বামী। ১০ (ভা ২।১।২৫) পঞ্চাশৎকোটি যোজন-প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ড—পৃথিবী, জল,

তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব—এই সপ্ত আবরণদ্বারা আবৃত। তাহাতে বৈরাজ বা বিরাট্ জীব-নিয়ন্তা হিরণগর্ভান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ অবস্থান করেন।

বিরাট (গীতা ১।৪) মৎস্যদেশ, ২ মৎস্যদেশের রাজা। ইঁহার গৃহে পাণ্ডবগণ একবৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। বিরাটের কন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হয়। **-সুতা** (বৃভা ২।১।২৬) উত্তরা, পরীক্ষিতের মাতা।

বিরাড়ুপাসনা (কৃষ্ণ ৩) নবীন উপাসকের মনঃস্থৈর্যের জন্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট ভজনভেদ।

বিরাণিত (হ ৫।১৬৮) শব্দায়িত।

বিরাধন—পীড়া।

বিরাম (সুধা ৫৬) সকলের অবধিভূত বিষ্ণু। ২ (ভা ১১।২৮।৩৬) নিবৃত্তি। ৩ (হরি ২।১৮) ব্যাকরণশাস্ত্রে পরবর্ণের অদর্শন। [৪ বিরতি, ৫ মধ্য]।

বিরাব (সিন্ধু ৩।৩।১২৩) বিশেষ শব্দ, ২ পক্ষি-কাকলি। [৩ বিগত-রব]।

বিরিঞ্চ (ভা ৪।২।৬) ব্রহ্মা। ২ শিব, ৩ বিষ্ণু। **বিরিঞ্চি** (ভা ১। ২।২৩) ব্রহ্মা, ২ (হরি ১।৩৯) আদেশ, শক্রবৎ কার্য। **বিরিঞ্চ্য** (ভা ১১।১৯।১৭) ব্রহ্মলোক।

বিরীণ (মাম ২।৯) ক্ষরিত।

বিরুত (গোলী ১২।১০১) বিশিষ্ট শব্দ, ২ পক্ষির শব্দ।

বিরুৎসা (ভা ৫।১৫।৬) প্রস্তাবের পত্নী ও বিভুর মাতা।

বিরুদ (গোলী ২।১৮) গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতি। ২ (বিরু ৯৮—১০১) বাশিক ও কল্পিত-ভেদে বিরুদ দ্বিবিধ। ইহাতে চণ্ডবৃত্ত কলিকার ন্যায় সংযোগ-নিয়ম মানিতে হয়। দুই, চারি, ছয়, আট বা দশটি কলাদ্বারাই বিরুদ রচনা করিবে, দশ কলার অধিক বিরুদ বাঞ্ছনীয় নহে। কলিকা হইতে বিরুদের কলানিয়মেই কেবল ভেদ অর্থাৎ কলিকায় অন্যূন বার কলা এবং ঊর্দ্ধে চৌষট্টি কলা নির্দেশ হইয়াছে, ইহাতে কিন্তু যুগ্মসংখ্যক দুই হইতে দশ কলাই নির্দিষ্ট। বিরুদ ও কলিকার অন্তে ধীর, বীর, শ্রীশ, দেব, নাথ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়।

বিরুদাবলী (বিরু ২—৩) বিবিধলক্ষণাক্রান্ত কলিকা, শ্লোক ও বিরুদযুক্ত গদ্যপদ্যময়ী স্তুতিমালা। ইহাতে সাধারণতঃ শ্রীব্রজনবযুবরাজেরই (এবং তদীয় অভিন্নপ্রকাশ শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের) কীর্ত্তি, বীর্য, সৌন্দর্য ও মহত্ত্বাদির বর্ণনা-প্রাচুর্য থাকা চাই। কলিকার আদি ও অন্তে একটি করিয়া পদ্য, নির্দোষ এবং শব্দাড়ম্বরপরিপূর্ণ রচনা-পারিপাট্য হওয়া চাই। এই জাতীয় কাব্যে একাধারে অসাধারণ মনীষা ও কৃতিত্বের সহিত শব্দযোজন-কৌশল এবং অপূর্ব চমৎকারিতার বিদ্যমানতায় সামাজিকের চিত্তে এক অভাবনীয় ও অননুভূত রসপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের যথেষ্ট পৌনঃপুন্য সংগঠন করিয়াও রসমর্যাদা বা ভাব-গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষণ করা সুকঠিন ব্যাপার। **-পাঠক** (বিরু ৪) ব্যাকরণাদি সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুস্থিরমতি, গ্লানিশূন্য, সুকণ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তই বিরুদাবলী পাঠের অধিকারী।

বিরুদ্ধ (ভা ১১।২৮।৩৩) বাধিত—স্বামী। ২ (ভা ৮।১৩।২২) দশম মন্বন্তরীয় দেবতা। **-মতিকৃৎ** (অকৌ ১০।১০) কোনও শব্দ শ্রুত হইয়া যদি প্রকৃত রসের বিরুদ্ধ বুদ্ধি আনয়ন করে, তাহাকে 'বিরুদ্ধমতিকারিতা' বলা হয়। 'ভবানীভর্ত্তা' শব্দ উচ্চারিত হইয়াই পার্বতীর দ্বিতীয় স্বামির অস্তিত্ব জন্মাইয়া বিরুদ্ধরস দান করে। সমাংসমীনা, প্রিয়তম, বল্লভতম প্রভৃতি শব্দও বিরুদ্ধমতিকৃৎ। **-শক্তি** (সভা ১।৩৬৮) পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ অচিন্ত্যশক্তির আশ্রয়। অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়াও অণু ইত্যাদি রূপে বিরুদ্ধ ধর্ম, বিরুদ্ধ রস ও বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ—শ্রীকৃষ্ণ।

বিরুদ্ধার্থ (সিন্ধু ২।১।২৪২) শ্রীভগবান্ সূক্ষ্ম হইয়াও স্থূল, মহৎ হইয়াও অণু; সুতরাং ঐশ্বর্যযোগে পরস্পর বিরোধী অস্থূলত্ব-স্থূলত্বাদি গুণরাজি তাঁহাতে যুগপৎ সামঞ্জস্য লাভ করে বলিয়া তাঁহাকে 'বিরুদ্ধার্থ' বলে।

বিরুক্ষণ (কৃষ্ণা ৫।৫৩) স্নিগ্ধতা। ২ (আচ ১৫।৩২১) অভ্যঙ্গের পরে গন্ধচূর্ণাদিদ্বারা উদ্বর্ত্তন।

বিরূঢ় (ভা ৩।৮।২২) উৎপন্ন। ২ বিচিত্রভাবে প্রাদুর্ভূত।

বিরূপ (ভা ৯।৬।১) অম্বরীষ মহারাজের পুত্র। ২ (ভা ১০।৯০। ৩৪) দ্বারকাস্থ অষ্টাদশ মহারথের অন্যতম। [৩ দুষ্টরূপযুক্ত, ৪ নিন্দিত, ৫ পিপ্পলীমূল]।

বিরূপাক্ষ (ভা ৬।৬।৩১) কশ্যপের

ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব-বিশেষ। ২ (রত্ন ৩।৪০) শিব। ৩ (সভা ১।৫৪) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। [৪ বিকটনেত্র]।

বিরেক—মলাদির অধোনিঃসরণ, ২ অতিরেক।

বিরেচন (রত্ন ৩।১২) প্রকটন—বল। [২ মলাদির নিঃসারণ]।

বিরোক—ছিদ্র, ২ সূর্য-কিরণ।

বিরোচন (ভা ৬।১৮।১৬) প্রহ্লাদের পুত্র ও বলির পিতা। ২ (গোভা ৩।৪।৫০) ইন্দ্র ও বিরোচন তত্ত্বজ্ঞান-লাভার্থী হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন করেন। প্রজাপতি উভয়কেই সমানভাবে উপদেশ দিলেও ইন্দ্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন, কিন্তু বিরোচন জ্ঞান লাভ না করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন (ছান্দোগ্য ৮।৭।১)। ৩ (গোচ পূর্ব ১৪।৪৫) সূর্য। ৪ অর্কবৃক্ষ। [৫ চন্দ্র, ৬ অগ্নি, ৭ রুচিকর]।

বিরোচনা (ভা ৫।১৫।১৫) ত্বষ্টার পত্নী ও বিবস্বের মাতা।

বিরোধ (রত্ন ৫।৯) অনৈক্য, ২ বিপ্রতিপত্তি। ৩ বৈর। ৪ (অকৌ ৮।৩৩) জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যের সহিত জাতির; গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যের সহিত গুণের; ক্রিয়া ও দ্রব্যের সহিত ক্রিয়ার এবং দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের যে বিরোধবৎ প্রতীয়মানতা—তাহাতে দশবিধ বিরোধ অলঙ্কার হয়। ৪ (নাচ ১১৭) উপস্থিত ব্যসনকে নাট্যশাস্ত্রে 'বিরোধ' বলে। ৫ (নাচ ২০৪) কর্ত্তব্য-বিষয়ের অনুসন্ধানকেও নাট্যশাস্ত্রে 'বিরোধ' বলে। **বিরোধন** (নাচ ১৮৩) ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের পরস্পর বিরোধোক্তিকে নাট্যশাস্ত্রে 'বিরোধোক্তি' বলে। [২ বৈর]। **-সমাধান** (সস তত্ত্ব ৯)) যেস্থলে শাস্ত্রবাক্যে বাক্যান্তরদ্বারা বিরোধ ঘটে, সেস্থলে বাক্যসমূহের বলাবল বিবেচনীয়। বলাবল-নিরূপণ দুই প্রকারে হয়—শাস্ত্রগত ও বচনগত। শাস্ত্রগত বিরোধ-সমাধান এই যে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই গ্রাহ্য। বচনগত বিরোধস্থলে জৈমিনি বলেন—অর্থবিপ্রকর্ষস্থলে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান এবং সমাখ্যা—ইহাদের সমবায় ঘটিলে ক্রমশঃ পর-প্রমাণের দুর্বলতা বুঝিবে। শ্রুতি-প্রভৃতি শব্দের বিস্তারিত আলোচনা শাবর ভাষ্য, ভট্টবার্ত্তিক, শাস্ত্রপ্রদীপ, অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বিরোহ (ভা ৭।৯।২৫) উদ্ভবস্থান।

বিল (মুক্তা ৭।৮৩) ছিদ্র, ২ (গৌকৃ ১১।২৬) গুহা।

বিলক্ষ (বিনা ১।৩১) লজ্জিত, ২ বিস্মিত।

বিলক্ষণ (বিনা ২।৪) অসাধারণ, ২ (আচ ১৭।১১৪) পৃথক্, ৩ বিশিষ্ট-লক্ষণযুক্ত। ৪ (উ ৯।৩৬) বিচিত্র, ৫ বিগত-লক্ষণ।

বিলক্ষিত (ভা ১।৮।৩৮) চিহ্নিত—স্বামী। ২ বৈলক্ষণ্যপ্রাপ্ত, ৩ (গীগো ২।১৯) বিস্ময়ান্বিত। ৪ (ভা ১০।৩৮।২৫) বিশেষরূপে নিরূপিত।

বিলক্ষ্য (উ স ১২০) সচকিত।

বিলগ্ন (চৈকা ৯।১৯) মধ্যভাগ। [২ সংলগ্ন, ৩ কটি]।

বিলপন (গোলী ১১।৫২) আর্ত্তনাদ।

বিলপাত্র (ভা ৪।১৮।২২) মুখ—স্বামী।

বিলম্বিত (ভা ১।১৬।২১) আশ্রিত—স্বামী। [২ মন্দ, ৩ অশীঘ্র, ৪ নৃত্য, ৫ গীত]।

বিলয় (গোচ পূর্ব ৩১।৩৫) মৃত্যু। ২ (বৃভা ২।৩।১৪৮) মুক্তি। ৩ (বৃ ১৬।৫৫) নাশ, ৪ দ্রবীভাব, ৫ প্রলয়।

বিলসিত (বৃভা ২।৬।৪৬) শোভিত। ২ (ভা ১।২।৩০) উদ্ভূত—স্বামী। ৩ বিলাস-বিষয়ীকৃত, ৪ (আচ ১৪। ৩৫) চেষ্টা। ৫ [বিলে গর্ত্তে সিতং বদ্ধং] গর্ত্তবদ্ধ, লুপ্ত। ৬ (উ ৫।২৯) ভাবযুক্ত ও ক্রীড়াবিশিষ্ট দীপ্তি। ৭ শোভা। ৮ (মালা রা ১) বিলাস।

বিল স্বর্গ (ভা ৫।২৪।৮) পাতাল।

বিলাপ (উ ১১।৮৩) দুঃখজনিত বাক্য, ২ (গৌ ৯।১৭) বাঙ্গালা ছন্দো-বিশেষ। -ক (গোচ উত্তর ৩৭। ১৫২) নাশক।

বিলাপন (ভা ১।৭।১২) মুক্তি, মৃত্যু, ২ [বি—লপ্+ণিচ্ ল্যুট্] কথা-বাচন। ৩ (হ ১২।৩১৮) বিনাশক। ৪ (নাম ৩।১৬) নিবর্ত্তক।

বিলায়ন (ভা ৫।২৪।১৬) ভূগর্ত্তরূপ আয়তন—স্বামী।

বিলাস (বৃভা ২।৭।১৪ টী) প্রতিক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণু কান্তি, ২ ক্রীড়া, ৩ ভগবন্মহা-প্রসাদভক্ষণ, নৃত্য গীতাদি। ৪ (বৃভা ২।৪।১৭৪) শোভাবিশেষ। ৫ (কৃগ পরি ৭৬) শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলিক। ৬ (বৃভা ২।২।১৮৫) বৈভব। ৭ (নাচ ৯৯) সঙ্গমার্থ ব্যাপারকে নাট্যশাস্ত্রে 'বিলাস' বলে। ৮ (চৈত ৪।২২।৩৯)

চালন। ৯ (উ ১৪।২২৫) কার্য, ১০ অনুভাব। ১১ (কর্ণা ৮৬) আন্দোলন। ১২ (উ ১১।৩১) প্রিয়সঙ্গে হঠাৎ মিলন হইলে গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদি কর্ম-সকলের তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য। ১৩ (কৃষ্ণা ২।২) সেবানন্দ। ১৪ (অকৌ ৫।৩১) রমণীয় বেশভূষাদিকৃত শিল্প-কৌশল; ১৫ (গৌ ১।৩১) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ; ১৬ (সিন্ধু ২।১।২৫৫) যে অবস্থায় বৃষভবৎ গম্ভীর গতি ও স্থির নিরীক্ষণ হয়, সহাস্য বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাকে 'বিলাস' বলে। ১৭ (সভা ১।১৫) লীলাবিশেষে স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্নাকারে অবস্থিত অথচ স্বরূপের প্রায় সমান-শক্তিসম্পন্ন ভগবৎস্বরূপ, যথা শ্রীকৃষ্ণের বিলাস—শ্রীনারায়ণ ও শ্রীনারায়ণের বিলাস—আদিব্যূহ শ্রীবাসুদেব। **-ক** (আচ ১৫।২৩০) [বিলাসং কায়তি, গায়তীতি] বিলাস-সূচক। **-কার্মণ** (কৃগ পরি ১২০) শ্রীকৃষ্ণ-ব্যবহৃত স্বর্ণখচিত ধনু। **-ফল** (উ ১৫।৮) ক্রীড়া-চিত্রপট। **-মঞ্জরী** (কৃগ পরি ১৮৩) শ্রীরাধার নিত্যসখী।

বিলাসিকা (আচ ১৪।১২৯) অতি সুন্দরী। [২ নাটিকাভেদ]।

বিলাসিনী (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ত-বর্ণের শক্তি। ২ (মাম ২।৬১) বারাঙ্গনা, ৩ নারী।

বিলাসী (বৃভা ২।৫।১২৩) ক্রীড়াবান্, ২ শোভাযুক্ত। ৩ (আ ১০১) শিল্প-রচনাকৃৎ। ৪ (সিন্ধু ৩।৩।২৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। [৫ সর্প, ৬ কৃষ্ণ, ৭ অগ্নি, ৮ চন্দ্র, ৯ স্মর, ১০ মহাদেব]।

বিলীঢ় (মালা কে ৪) বিভূষিত।

বিলীন (রতি ৫।৩২) আর্দ্র, [২ দ্রবীভূত, ৩ বিশ্লিষ্ট, ৪ নষ্ট]।

বিলুঞ্চিত (গোচ পূর্ব ২৬।৬৭) অপসারিত।

বিলুভিত (হরি ৫।৫০) [বি—লুভ্ ব্যাকুলীকরণে+ক্ত] বিপর্যস্তীকৃত।

বিলুলিত (গোলী ৬।৬) বক্রীকৃত। ২ (স্তব ৯।৮২) ব্যথিত। ৩ (গোচ পূর্ব ২৭।৫৬) আন্দোলিত।

বিলূন (মালা রাস ১১) উত্তোলিত।

বিলেপন (বিনা ২।৪১) চন্দনাদি অঙ্গরাগ। **-দ্রব্য** (হ ৬।২৯৪) কর্পূর, কুঙ্কুম, উত্তম তগরপুষ্প, সস্নেহ চন্দন, গুগ্গুলু এই সব দ্রব্যে বিলেপন করিবে। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম, উশীরমূল ও পদ্মদ্বারা নির্মিত অনুলেপন পুরাণমতে প্রশস্ত। শ্রীহরিকে কৃষ্ণাগুরু, শিহ্লক ও অত্যুত্তম রক্তচন্দনের অনুলেপন দিতে হয়। বকুল ও অগুরুসহিত চন্দন প্রশস্ত। তুলসীকাষ্ঠ-চন্দনের অতি-প্রশস্ততা কীর্তিত হইয়াছে।

বিলেলিহান (ভা ১০।১৯।৭) দন্দহ্যমান।

বিলোক (গোচ উত্তর ৬।৮) জনশূন্য। ২ দীপ্তিরহিত।

বিলোকন (ভা ৪।১।৪৩) বিশিষ্টনেত্র—স্বামী। [২ দর্শন]।

বিলোকিত (রত্না ৫।২৯৭৬) তাল-বিশেষ।

বিলোক্য (আচ ১০।৫৮) বিশিষ্ট-লোকযোগ্য, ২ দর্শনযোগ্য।

বিলোচন (আচ ১১।৩৫) নেত্র, ২ দর্শন।

বিলোড়িত—তক্র, ২ আলোড়িত।

বিলোভন (নাচ ৭৮) নায়কাদির গুণ-বর্ণন।

বিলোম (লনা ৬।৩১) প্রতিকূল। [২ সর্প, ৩ কুকুর]। **-জ** (ভা ১১।১৮।১৮) উত্তমা স্ত্রীতে অধমবর্ণ পুরুষ হইতে জাত বর্ণসঙ্কর।

বিলোমন (লনা ৫।২০) বৈপরীত্য-বিধান।

বিলোমা (ভা ৯।২৪।১৯) সোমবংশ্য বহ্নির পুত্র।

বিলোলন (হ ৫।১৬৮) সঞ্চলন।

বিবক্ (হরি ২।১৩৯) বচনেচ্ছু।

বিবক্ষা (হরি ৪।৯, ১০, ১৩) বলিবার ইচ্ছা। ২ (হ ১৩।১৫৫) বিচার।

বিবক্ষিত (নাম ৩।৫) তাৎপর্যবিষয়ীভূত।

বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য (শেষ ৩।২, ৫—১৫), **বিবক্ষিতাভিধেয়** (শেষ ৩।৫) অভিধামূল ধ্বনি। বিবক্ষিত-শব্দে বাচ্য এবং অন্যপর শব্দে ব্যঙ্গ্য-নিষ্ঠ, সুতরাং এস্থলে বাচ্যার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশক হয়। এই ধ্বনি প্রথমতঃ অসংলক্ষ্য-ক্রমব্যঙ্গ্য ও লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। অসংলক্ষ্য-ক্রমব্যঙ্গ্যের রসভাবাদি বহুবিধ ভেদ থাকিলেও এবং প্রত্যেকের বিভেদ থাকিলেও অসংখ্যেয় বলিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রে একবিধ বলিয়াই গণিত। লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ত্রিবিধ—শব্দশক্ত্যুত্থ, অর্থশক্ত্যুত্থ ও শব্দার্থশক্ত্যুত্থ। শব্দ-শক্ত্যুত্থ ধ্বনি দ্বিবিধ—বস্তুরূপ ও অলঙ্কাররূপ। অর্থশক্ত্যুদ্ভবব্যঙ্গ্য দ্বাদশ। স্বতঃ-সম্ভবি বস্তুদ্বারা—(১) বস্তুধ্বনি, (২) অলঙ্কার-ধ্বনি; স্বতঃসম্ভবি অলঙ্কার দ্বারা—(৩) বস্তুধ্বনি, (৪) অলঙ্কারধ্বনি; কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ

বস্তুদ্বারা (৫) বস্তুধ্বনি, (৬) অলঙ্কারধ্বনি; কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ অলঙ্কার দ্বারা (৭) বস্তুধ্বনি, (৮) অলঙ্কারধ্বনি; কবিনিবদ্ধজনপ্রৌঢ়িসিদ্ধ বস্তুদ্বারা (৯) বস্তুধ্বনি, (১০) অলঙ্কারধ্বনি; কবিনিবদ্ধজনপ্রৌঢ়িসিদ্ধ অলঙ্কার দ্বারা (১১) বস্তুধ্বনি (১২) অলঙ্কার-ধ্বনি। উভয়শক্ত্যুত্থ ব্যঙ্গ্যের একটি ধ্বনি। সুতরাং অভিধামূলধ্বনি সর্বসমেত ষোল-প্রকার।

বিবক্ষিষা (গোচ পূর্ব ১৩।৩৪) বলিতে ইচ্ছা।

বিবট্ (হরি ২।১৩৯) বহনেচ্ছু।

বিবৎসা (ভা ১।১৬।১৬) নষ্টাপত্যা।

বিবদন (গোচ পূর্ব ৩।৯) কলহ।

বিবধিকী হরি ৭।৬।১৯) ভারবাহী।

বিবর (ভা ১০।২।৭) রহস্যস্থল। ২ অগম্যস্থান। ৩ (মুক্তা ১।১৩) পাতাল। ৪ (ভা ১১।১২।২৫) অপ্রকটলীলা—জী। ৫ আধারাদি চক্র। [৬ ছিদ্র, ৭ দোষ]।

বিবর্ণ—অধম, ২ নীচ, ৩ মলিন।

বিবর্ত্ত (বিনা ২।১৭) নৃত্য, ২ পরিণাম। ৩ (লনা ১।২৭) চেষ্টা। ৪ (উ ১০।৩৭) পরিপাক-বিশেষ। ৫ 'অতাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবঃ', পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিলেও রূপান্তরে প্রতীতিগম্যতাই বিবর্ত্ত। ইহা কিন্তু অদ্বৈতবেদান্ত-মত। বস্তুর স্বভাব-ব্যত্যয় না হইলেও তাহাতে রূপান্তরের প্রতীতি। **বিবর্ত্তন** (গোচ পূর্ব ৮।৫) উচ্চাটন। ২ (উ ৭।৫০) আবৃত্তির অভ্যাস—বি। ৩ (গোবি ৩০) পরিবর্ত্তন, ৪ ঘূর্ণন।

বিবর্ত্তবাদ (নাম ২।৯) বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত-মায়াবাদ-সম্মত সিদ্ধান্তবিশেষ। স্বপ্রকাশ পরমানন্দ ব্রহ্মই স্বমায়াবলম্বনে মিথ্যা জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। শঙ্কর ও তন্মতাবলম্বিরাই এই মতের পোষক। শঙ্করের সিদ্ধান্ত—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥" আবার (সস ভগ ১০) এই মতে কারণই কার্যরূপে ভাসমান হয়। কারণই সত্য, কার্য মিথ্যা। অসম্যক্ দৃষ্টিনিবন্ধন শুক্তি দেখিয়া রজত বলিয়া মনে হয়। শুক্তি ত বাস্তব রজত নহে, উহাতে রজত-প্রতীতি কিন্তু বিবর্ত্তিত (Super-imposed) হওয়ায় তাহাতে আপাততঃ রজত-জ্ঞান জন্মিয়াছে, কিন্তু শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানিলেই রজত-জ্ঞান নিবর্ত্তিত হইবে। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইয়াই জগদাদি ভেদ-প্রপঞ্চ নিবর্ত্তন করে। ইহা সৎকার্যবাদেরই অন্তর্গত। বিবর্ত্তে বস্তুর স্বরূপের অন্যথা না হইলেও উহা বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে প্রতিভাসিত হয়; 'অতাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবঃ'; পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও যদি কোন পদার্থ রূপান্তর-প্রচারক প্রতীতির বিষয়ীভূত হয়, তবে প্রতীতির সেই ব্যাপারকে বিবর্ত্তজ্ঞান বলা যায়। বিবর্ত্তজ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রতিভাসমান বিষয়গুলি অলীক—পরব্রহ্মে জগৎ এইরূপেই প্রতিভাসমান হয়। শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি ইহার দৃষ্টান্ত।

বেদান্তসূত্র পরিণামবাদ স্থাপন করিলেও বিবর্ত্তবাদী আচার্য 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৬) এই সূত্রোক্ত পরিণামের উপর দোষোদ্ঘাটন পূর্বক 'তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ' (২।১।১৪) সূত্রের ভাষ্যে 'ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্' ইত্যাদি বাক্যে বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে পরিণামবাদের স্থাপন করা যাউক—পরিণাম দ্বিবিধ, স্বরূপ-পরিণাম ও শক্তি-বিক্ষেপ-লক্ষণ পরিণাম। প্রথমটি সাংখ্য সিদ্ধান্ত—এই মতে ব্রহ্মানধিষ্ঠিত স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্বরূপ-পরিণাম হয়। দ্বিতীয়টি বেদান্ত-সিদ্ধান্ত—এই মতে সর্বশক্তি-সমন্বিত পরব্রহ্মই স্বাত্মক-স্বাধিষ্ঠিত নিজশক্তি-বিক্ষেপ দ্বারা জগজ্জন্মাদি করাইয়া থাকেন। আকাশ হইতে শব্দের ন্যায়, উর্ণনাভি হইতে সূত্রের উৎপত্তির ন্যায়, তাদৃশ-শক্তিবিশিষ্ট পুরুষোত্তম হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। একই শক্তিমত্তত্ত্ব-কর্তৃক অধিষ্ঠিত তদীয় শক্তি-বিশেষ বিক্ষিপ্ত বা স্পন্দিত হইয়া স্পন্দনের তারতম্যে বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। অচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্ম স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই স্বশক্তি বিক্ষেপ করত জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন।

বিবশ (ভা ৫।১।১১) অস্বতন্ত্র—স্বামী। ২ (উ ৭।৪৮) দুষ্টবুদ্ধি—জী। ৩ ব্যাকুল।

বিবসন (ভা ৩।৩১।১৭) নির্গমন—স্বামী। ২ বিযুক্ত হওয়া—বি। [৩ নগ্ন]।

বিবস্বান্ (ভা ৬।৬।৩৯) অদিতির পুত্র। দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম। ২ দেব।

বিবাস (গোচ উত্তর ১৮।৭০) বিচ্ছেদ। ২ (ভা ৩।১৬।১২) বিশিষ্ট

বাস—বি।

বিবাসন (৩।২।১৬) পলায়ন।

বিবাহ্য—বিবাহ-যোগ্য, ২ বিশেষরূপে বাহ্য।

বিবিংশতি (ভা ৯।২।২৫) বৈবস্বত-মনুবংশ্য রাজা চাক্ষুষের পুত্র।

বিবিক্ত (ভা ৩।৫।৪০) অসঙ্গ—স্বামী। ২ (ভা ১।৪।৫) পূত। ৩ (ভাবনা ৬।১০৪) নির্জন। ৪ (ভা ৪।২৪। ৩১) অসঙ্কীর্ণ, ৫ (ভা ১০।৬০।৫৭) বিচিত্র—সনা। ৬ গুপ্ত—বি। ৭ (ভগ ২) পৃথক্। ৮ (গোচ উত্তর ৬।১০) বিচারিত। ৯ বিরল। ১০ (ভা ৫।২৬।১৭) বিজ্ঞাত। ১১ (ভা ৩।২০।২৮) অসন্দিগ্ধ। **-শরণ** (ভা ৩।২৭।৮) একান্তবাসী। **-সাক্ষী** (ভা ৫।১৯।১১) অলিপ্ত দ্রষ্টা।

বিবিক্তি (গোচ উত্তর ৩৫।৫) বিবেচনা।

বিবিগ্নমতি (ভা ৮।১৯।১০) অতি-কম্পিত চিত্ত, ২ অনুকম্পিতমনাঃ।

বিবিট্ (হরি ২।১৩৯) প্রবেশেচ্ছু।

বিবিৎসা (ভা ১০।৬৪।৮) জিজ্ঞাসা। ২ (ভা ১১।৭।২২) আত্মবিচার, ৩ অনুভবেচ্ছা; ৪ উপলব্ধেচ্ছা।

বিবিদিষা (গোলী ২১।২২) জিজ্ঞাসা।

বিবিধ (আচ ১৭।২০৯) বহুবিধ। ২ [বীন্ পক্ষিণো বিশেষেণ ধত্তে) পক্ষি-গণের উৎকৃষ্ট বাসস্থান। ৩ (মালা ছ ১) অতিনিবিড়—বল। **-পরিচ্ছেদ** (নাম ৩।৮) দেশতঃ পরিচ্ছেদ—মূর্ত্তত্ব, কালতঃ পরিচ্ছেদ—বিনাশিত্ব, এবং বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ—ভেদ। [শ্রীকৃষ্ণে এই সব পরিচ্ছেদ একেবারেই নাই।]

বিবিধাদ্ভুত-ভাষাবিৎ (সিন্ধু ২।১। ৬৫) সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং পশুপক্ষি-সমূহের ভাষাসমূহেও সুপণ্ডিত।

বিবীঃ (হরি ২।১৩৯) [বিশ্, বিষ্৯+সন্+ক্বিপ্] প্রবেশেচ্ছু, ২ বিসরণেচ্ছু।

বিবুভূষা (ভা ৩।৩।৯) বিবিধ হইবার ইচ্ছা—স্বামী। ২ বৈভবেচ্ছা—জী।

বিবৃক্ণ (ভা ৫।৯।২৪) ছিন্ন—স্বামী।

বিবৃত (গোলী ২২।২২) বিস্তারিত। ২ (গোলী ১০।১২২) ব্যক্তীকৃত। ব্যাখ্যাত। **-প্রযত্ন** (হরি ১।৩৬) মুখবিস্তার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ—আ ঈ উ ৠ ৣ এ ঐ ও ঔ, প্লুতস্বর এবং শ ষ স হ। **বিবৃতাক্ষ**—কুক্কুট।

বিবৃতি—বিস্তার, ২ ব্যাখ্যান।

বিবৃত্ত (ভা ৯।১০।১৩) বিকট, ২ (ভা ৩।৮।১৬) বিচলিত—স্বামী, ৩ নিক্ষিপ্ত—বি।

বিবৃত্তি (ভা ৩।৬।১০) বিবিধ বৃত্তি-লাভ—স্বামী। ২ (চৈকা ১২।৬৬) পরিবর্ত্তন।

বিবেক (নাম ১।৯) বিষয়-বৈরাগ্য। ২ (রত্ন ৬।৩৭) জ্ঞান। ৩ (ভা ১১।২৮।১৯) আত্মানাত্ম-বিবেচন, ৪ বিচার। ৫ (বৃভা ২।৫।২২৮) ভেদে গ্রহণ।

বিবেকী (হরি ৫।৩৩০) [বি—বিচ্+ঘিনুণ্] পৃথগ্‌ভূত, ২ বিচার-বুদ্ধিশীল।

বিবেচন (হ ১।১০৭) বিচার।

বিবোঢ়া (প্রেম ৯) ভর্ত্তা। [২ জামাতা]।

বিব্রুবৎ (ভা ১০।৪৪।১০) বিপরীত বক্তা—স্বামী।

বিব্বোক (উ ১১।৫১) গর্ব ও মান বশতঃ কান্তের প্রতি বা কান্ত-দত্ত বস্তুর প্রতি অনাদর।

বিশ—মৃণাল, ২ প্রবেশকর্ত্তা।

বিশকলিত (আচ ১৪।১২১) অখণ্ডিত।

বিশঙ্কট (মালা চৈ ৩।৭) [বি—শঙ্কটচ্] বিশাল।

বিশদ (ভা ১১।২৫।১২) স্বচ্ছ, শুভ্র। ২ (ভা ৯।২১।২৩) পূরুবংশ্য জয়দ্রথের পুত্র। ৩ (কৃবি ১২২) স্পষ্ট। [৪ বিমল]।

বিশদাশয় (ভক্তি ৪৪) প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব, সেবৈক-পুরুষার্থ।

বিশয়—সংশয়।

বিশরণ (হরি ৩।৮৬) বিদারণ।

বিশল্যকরণী (বৃভা ১।৪।৪৬) মহৌষধি-বিশেষ।

বিশসন (ভা ৫।২৬।২৫) হত্যা। ২ নরক-বিশেষ। [৩ খড়্গ]।

বিশস্ত (হরি ৫।৫৭) [বি—শসু-হিংসায়াং+ক্ত] অবিনীত, ধৃষ্ট। ২ মারিত।

বিশাখ (ভা ৬।৬।১৪) স্কন্দের অনুজ। ২ (ললা ৮।১৪) শাখাহীন, ৩ কার্ত্তিকেয়। **-যূপ** (ভা ১২।১।২) মগধরাজ পালকের পুত্র।

বিশাখা (চরিত ৫৭) শ্রীরাধার সখী (কৃগ ৮৩—৮৫) অষ্টসখীর দ্বিতীয়া, শ্রীরাধার সহিত ইনি আচার, ব্রতনিষ্ঠাদিতে সমান, শ্রীরাধার জন্মক্ষণেই ইঁহারও জন্ম; অঙ্গকান্তি—বিদ্যুদ্বৎ, বস্ত্র নক্ষত্রাবলিবৎ; ইঁহার পিতা—পাবন (মুখরার ভাগিনেয়), মাতা—জটিলার ভাগিনেয়ী দক্ষিণা, পতি—বাহিক। **-যূথ** (কৃগ ২৪৩) মাধবী, মালতী, চন্দ্ররেখিকা, কুঞ্জরী

হরিণী, চপলা, সুরভি ও শুভাননা—এই অষ্টসখী। -**সেবা** (কৃগ ১৪১—১৪৭) শ্রীরাধার প্রিয়নর্মসখী, মঙ্গলময়ী, সূক্ষ্ম-মন্ত্রণা-পারদর্শী, নর্মাভিজ্ঞা, দ্যূতক্রিয়ানিপুণা, বুদ্ধিসংস্কৃত দৌত্যে পণ্ডিতা, কন্দর্পকার্যের সাম, দান ও ভেদনীতিতে ব্যুৎপন্না, পত্রভঙ্গাদি-রচনায়, মাল্য ও আপীড় নির্মাণে, সর্বতোভদ্র মণ্ডলাদি-অঙ্কনে, বিচিত্র বিচিত্র সূত্রে সীবনকর্মে, সূর্য্যারাধন-সামগ্রীসম্পাদনে, বিচিত্র বিচিত্র দেশীয় ধ্রুপদাদি গানে ইনি বিচক্ষণা। চিত্রবিদ্যায় নিপুণা যে সব রঙ্গাবলি প্রভৃতি সখী আছেন—মাধবী, মালতী, গন্ধলেখাদি যে সব সখী আছেন; বস্ত্রাধিকারে যে সব সখী বা দাসিকা আছেন—সর্বথা আনন্দ-চমৎকার-বিধানে যেসব বনদেবী আছেন, মালিকাদি যাঁহারা পুষ্পবৃক্ষের অধিকার লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের সকলের অধ্যক্ষ—এই বিশাখা। ২ শাখাহীনা। ৩ ষোড়শ নক্ষত্র। [৪ যাচক]।

বিশাতন (ভা ৩।১৪।৫) মোচক—স্বামী।

বিশাম্পতি (ভা ১০।৫।২২) প্রজানাথ—জী।

বিশায় (হরি ৫।৩৯৯) [বি—শী+ঘঞ্] প্রহরীগণের পর্যায়ক্রমে শয়ন।

বিশারদ (ভা ৮।২৩।৮) সর্বজ্ঞ। ২ (প্রীতি ৪) পরমেশ্বর। ৩ (গোচ উত্তর ১।৮) নিপুণ। ৪ শ্রেষ্ঠ, [৫ বকুলবৃক্ষ]।

বিশারদা (কৃগ পরি ১৩৮) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ও যূথেশ্বরী।

বিশাল (সিন্ধু ৩।৩।৩০) শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ সখা। ২ (ভা ৯।২।৩৪) তৃণবিন্দুর ঔরসে অপ্সরা অলম্বুষার গর্ভজাত। ইনি বৈশালীপুরীর নির্মাতা। ৩ (কৃগ পরি ৯৪) বীরাদূতীর পিতা। ৪ (গোলী ৮।৪৬) উৎকৃষ্ট। [৫ বিস্তীর্ণ, ৬ মৃগভেদ, ৭ খগভেদ]।

বিশালা (ভা ৪।১২।১৬) বদরিকাশ্রম—হিমালয়-পর্বতস্থ পুণ্যতীর্থ। ২ (ভা ১০।৭৮।১৯) অবন্তী (বর্তমান নাম—উজ্জয়িনী)। বিশালনামক সরস্বতী-তীরবর্তী তীর্থবিশেষ—সনা। ৩ (কৃগ ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী।

বিশালাক্ষ (ভা ১০।৮২।২৫) ধৃত-রাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। ২ মিথিলারাজ বহুলাশ্ব—জী। [৩ গরুড়, ৪ বিষ্ণু, ৫ বৃহৎচক্ষু]।

বিশিখ (মধু ৪।৩) শর। ২ (বিরু ৪৬—৬৪) সলক্ষণ চণ্ডবৃত্ত বিরুদের অবান্তরভেদ। ইহার পঞ্চভেদ যথা—(১) পদ্ম (২) কুন্দ, (৩) চম্পক, (৪) বঞ্জুল এবং (৫) বকুল। ইহাদের অবান্তর ভেদও আছে। [৩ শরবৃক্ষ, ৪ তোমর, ৫ শিখাহীন]।

বিশিখা (আচ ১০।৭৪) রাজপথ। [২ নালিকা]।

বিশিষ্ট (বৃভা ২।৫।৬২) উৎকৃষ্ট। ২ বিলক্ষণ, ৩ বিশেষণযুক্ত।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (রত্ন টী ৮।২৬) শ্রীরামানুজাচার্য-সমর্থিত মত। ব্রহ্ম একমাত্র তত্ত্ব না হইলেও ব্রহ্মের 'একত্বের' ও 'অদ্বয়ত্বের' ব্যাঘাত ঘটেনা; কারণ, অপর তত্ত্বদ্বয়—জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অন্তর্গত ও আশ্রিত-রূপেই সত্য, ব্রহ্মের বহির্ভূত বা স্বাধীনভাবে নহে। ব্রহ্মের 'সজাতীয়' ও 'বিজাতীয়' ভেদ নাই, কারণ, সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের বহির্ভূত সমজাতীয় বা ভিন্নজাতীয় কিছুই নাই; কিন্তু ব্রহ্মের স্বগতভেদ আছে। চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জগৎ) তাঁহার 'স্বগতভেদ'—ইহারা সম্পূর্ণ-ভাবে ব্রহ্মান্তর্গত, অতএব ব্রহ্মের ন্যায় সত্য; কিন্তু ব্রহ্মের দ্বিতীয় নহে। এইমতে ব্রহ্ম—অংশী, জীব ও জগৎ—অংশ, ব্রহ্ম—আত্মা, জীব ও জগৎ—দেহ; ব্রহ্ম আধার বা আশ্রয়, জীব ও জগৎ—আধেয় বা আশ্রিত। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ধর্মতঃ ভিন্ন হইলেও 'ব্রহ্মাশ্রয়ী' ও 'পৃথক্‌সত্তাহীন' বলিয়া অভিন্ন। ভেদে তত্ত্বত্রয়—ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ, কিন্তু চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া অভেদে তত্ত্বমাত্র একটি—চিদচিদ্-বিশিষ্ট ঈশ্বর। যেমন ব্যষ্টির দিক্ হইতে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ও পুষ্প—এই পঞ্চতত্ত্ব, কিন্তু সমষ্টির দিক্ হইতে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ও পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষ—এই একটি তত্ত্ব। এজন্য শ্রীরামানুজাচার্যের মতকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' বলে।

এইমতে চিৎ ও অচিৎ দুইটি পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু গৌড়ীয়মতে চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মেরই শক্তি; উভয়ই যখন শক্তি, তখন শক্তিরূপে তাহারা একই; অবশ্য অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-ভেদে শক্তির ক্রিয়ার বিচিত্রতা আছে। শ্রীজীব-মতে সমস্ত শক্তিই ব্রহ্মের 'বিশেষণ', শ্রীরামানুজ-মতে কেবল জীব ও জগৎ ব্রহ্মের 'বিশেষণ'। শ্রীরামানুজ শক্তিমান্ ও শক্তিতে 'ভেদ' স্বীকার

করেন। শ্রীজীব কিন্তু 'কেবলভেদ' স্বীকার করেন না। শ্রীরামানুজ স্বগতভেদ মানিলেও শ্রীজীব ব্রহ্মের কোন ভেদই স্বীকার করেন না (পরম ১০)।

বিশুদ্ধ (ভা ৫।১২।১১) গুণাতীত—স্বামী। ২ (ভা ১।৩।৩) স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপে জাড্যাংশরহিত। ৩ (ভা ১০।২৭।১১) ভক্তিরহিত—সনা। ৪ (রত্ন ৬।৭৮) কর্মরহিত—বল। ৫ (ভা ১০।৪।২৮) অকপট—জী। ৬ (ভা ২।৬।৩৮) বিষয়াকারশূন্য, ৭ অবিদ্যাস্পর্শরহিত, ৮ উপাধি-বর্জিত—বি। **-সত্ত্ব** (রাধা ৪৯) শ্রীভগবানের মূলশক্তি সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপে ত্রিরূপতাপ্রাপ্তি করিলেও যে স্বপ্রকাশতা-লক্ষণযুক্ত বৃত্তিবিশেষ-দ্বারা স্বরূপ, স্বরূপশক্তি অথবা তদ্বিশিষ্ট কোনও তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তাহাই 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব'; ইহা অন্যনিরপেক্ষ স্বরূপ-প্রকাশই বটে, অতএব জ্ঞাপন ও জ্ঞানবৃত্তিময় বলিয়া সম্বিৎশক্তিই এবং মায়াস্পর্শ-রহিতই।

বিশুদ্ধাত্মা (গীতা ৫।৭) নির্মলচিত্ত—স্বামী। ২ (ভা ১১।১০।২) বিবেকী।

বিশুদ্ধি (গীতা ৬।১২) উপশম—স্বামী। ২ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-যোগ্যতা। ৩ (ভা ২।৯।৪) জ্ঞান। ৪ (লনা ৯।১) নির্মলতা, ৫ পাবিত্র্য।

বিশৃঙ্খল (গোচ উত্তম ১৮।৫৩) উদ্ধত। ২ (আচ ১৭।৭৪) বন্ধন-মুক্ত। ৩ (গীগো ২।১৬১) ত্রুটিত-গুণ—বা। ৪ (মালা গীতা ১৯) দ্বিবশ।

বিশেষ (ভা ৮।৫।৪৩) প্রপঞ্চ-স্বামী। ২ (ভা ৫।১০।১৪) ভেদ, ৩ (ভা ৫।১।২৭) উপাধি, ৪ (বৃভা ২।৫।১৮১) বৈশিষ্ট্য, ৫ (বৃভা ১।৫।৮) সারাংশ, ৬ (বৃভা ১।৭।১০৮) আধিক্য। ৭ (সস ভগ ১০) বস্তুশক্তি—ইহা কার্যঘটনের পূর্বে ও পরে সর্বদাই বর্ত্তমান থাকে, অথচ কার্যকাল-প্রাপ্তিমাত্রই প্রকাশিত হয়। ৮ (আচ ৫।৪) বিপরিণাম। ৯ (নিবি ১৭) চন্দনাদি-রচিত তিলকাদি। ১০ (ভা ১২।৪।২৭) কার্য—স্বামী। ১১ জগদ্রূপে পরিণত বস্তু—জী। ১২ (ভা ১১।২৪।২১) বিভাগ—স্বামী। ১৩ (রত্ন ৫।৪) গুণ। ১৪ (রত্ন ১।১৯, ২০) অচিন্ত্য স্বভাব। ১৫ (ভা ২।১।২৪) বিরাট্—স্বামী। ১৬ সমষ্টি বিরাট্—বি। ১৭ (ভা ১।৩।৩৬) স্বাতন্ত্র্য। ১৮ (অকৌ ৮।৫৩) প্রসিদ্ধ আধারের অভাবেও যদি আধেয়ের বর্ণনা হয়, কিম্বা একই বস্তু যুগপৎ অনেকস্থানে স্বরূপতঃ অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হয় অথবা একটি কার্য করিতে গিয়া যদি কার্যান্তরোৎপত্তি কথিত হয়—তবে 'বিশেষ'-নামা অলঙ্কার হয়। ১৯ (গোভা ৩।২।৩১, ৩।৩।৩৭, ৩৯, ৪০, ৪২) ভেদের প্রতিনিধি, ইহা অভেদেও ভেদকার্য ধর্মধর্মিভাবাদি-ব্যবহারের নির্বর্ত্তক। এই বিশেষটি পরমাত্মনিষ্ঠ ধর্ম এবং অচিন্ত্য। ইহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের মূলী-ভূত বীজ বলিয়া ধর্ত্তব্য (গোভা ৩।২।৩১ এবং ভাষ্যপীঠক ১।১৮—২২ দ্রষ্টব্য)। নির্ভেদ বস্তুতেও এই বিশেষ-বলেই গুণ-গুণিভাবাদি সিদ্ধ হয়। বিশেষের নামান্তর—অচিন্ত্য স্বভাবই (রত্ন ১।১৯)। ইহা বস্তু হইতে অভিন্ন হইয়াও স্ব-নির্বাহক। শ্রুতি বা অর্থাপত্তি-প্রমাণ-বলে যেরূপ নির্ভেদ বস্তুতেও গুণগুণিভাবোজ্জৃম্ভক বিশেষ ধর্ম গৃহীত হয়, তদ্রূপ ঐ ঐ প্রমাণেই বস্তুর অভিন্নতাও গ্রাহ্য, অন্যথা অনবস্থাদোষ অনিবার্য। ঐ শ্রুতি বা অর্থাপত্তির বলেই আবার উহার গুণগুণিভাবোজ্জৃম্ভকত্ব ও অচিন্ত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অচিন্ত্যতাব্যতীত নির্ভেদ বস্তুতে উভয়-প্রকাশন অসম্ভব (রত্ন টী ১।২১)। **-ক** (চৈকা ১৫।১৬) তিলক। ২ (আচ ১৫।৩৪৯) বিশেষ-সুখপ্রদ। ৩ (আচ ১।২৪) প্রকার। ৪ (দা ৫১) পত্রভঙ্গী-রচনা। ৫ (শ্যা ৫৪) পরস্পরান্বিত শ্লোকত্রয়। ৬ (কাব্য ৯।৬৫) উপমান ও উপমেয়ের অতিসাদৃশ্য থাকিলেও যদি কোনও প্রকারে বিশেষের প্রতীতি হয়, তবে তাহাকে 'বিশেষক' বলে। **-গুণ** (রত্ন ১।৭) আত্মার নয়টি সংস্কার—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা। **-জ্ঞ** (ভা ১০।৮০।২) সারবিৎ—স্বামী। ২ মাহাত্ম্য ও মাধুর্যাদি বৈশিষ্ট্যের অনুভবকারী। **বিশেষণ** (ভা ৫।১৮।২৯) আকার। ২ (রত্ন ১।২৪) শ্রীবিগ্রহ, ৩ ভেদক ধর্ম—গুণাদি। ৪ (রত্ন ৫।৯ টী) উপ-লক্ষণ। ৫ (হরি ২।:৬০) যদ্দ্বারা ধর্মীর ধর্ম অর্থাৎ বিশেষ্যের গুণ, অবস্থা বা সংখ্যা প্রকাশিত হয়,

তাহাই বিশেষণ। বিশেষণ ত্রিবিধ —(১) বিশেষ্য-বিশেষণ, যেমন 'পীত বস্ত্র', (২) বিশেষণ-বিশেষণ, যেমন 'পরম সুন্দর বালক' এবং (৩) ক্রিয়া-বিশেষণ, যেমন—'শীঘ্র যাও'। ৬ (নাচ ৩২৬) প্রসিদ্ধ ও প্রধান বহু বহু অর্থের উল্লেখ করত যেস্থলে বিশেষার্থ-সংযুক্ত বাক্য বলা হয়, নাট্যশাস্ত্রে তাহাকে 'বিশেষণ' বলে। **-মহিমা** (রত্ন ১।৮) অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি। **-লক্ষণ** (হরি ৪।১১৪) তারতম্য-জ্ঞাপক চিহ্ন। **-বৎ** (ভা ৩।২৬।১০) বিশেষণগণের আশ্রয়—স্বামী। ২ শ্রেষ্ঠ—বি। **-বিধি** (হরি ১।৫৯) একদেশ-ব্যাপী বিধি। অপর নাম—উৎসর্গ।

বিশেষী (ভা ৩।১০।২০) অব্যবস্থিত পরিণাম-প্রভৃতি অনেকভেদযুক্ত—স্বামী।

বিশেষে সামান্য (অকৌ ১০।৩৭) বিশেষ করিয়া বক্তব্য স্থলে সামান্যতঃ কথনকে 'বিশেষে-সামান্য'-নামক অর্থদোষ বলে।

বিশেষোক্তি (অকৌ ৮।৩১) কারণ-সত্ত্বে কার্যের অনুদয় হইলে 'বিশেষোক্তি' অলঙ্কার হয়। ইহা উক্তনিমিত্তা, অনুক্তনিমিত্তা এবং এবং অচিন্ত্য-নিমিত্তা ভেদে ত্রিবিধ।

বিশেষ্য (রত্ন ১।২৪) স্বরূপ, ২ ভগবান্। ৩ (হরি ২।১৬০) যাহা দ্বারা কোনও ব্যক্তি, বস্তু, জাতি. গুণ বা ক্রিয়ার বোধ হয়, তাহাই বিশেষ্য। ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য—কৃষ্ণ, হরি। বস্তুবাচক—ঘট, পট। জাতি-বাচক—মনুষ্য, কীট। গুণ-বাচক—শুক্ল, গুরু। ক্রিয়া-বাচক—দর্শন, গমন। **-বিশেষণ** (রত্ন ১।২৫) স্বরূপ-রূপ।

বিশোক (কৃগ ৮২) ললিতা সখীর পিতা। ২ (রত্ন ৬।৭৮) অবিদ্যা-কৃত দুঃখরহিত ও লোভাদি-হেয়-গুণ-রহিত। ৩ (ভা ১০।৩৯।৩৭) বিশিষ্ট-শোকযুক্ত। ৪ শোকরহিত। ৫ (ভা ৩।২৩।৫২) জ্ঞানোপদেশ—স্বামী।

বিশ্ন (হরি ৫।৪৩৫) [বিছ্ গতৌ+ন] গমন। [২ বিশ দীপ্তৌ+ভাবে নঙ্] দীপ্তি।

বিশ্পতি (ভা ১০।১৬।১৮) ধনের পালক—সনা। ২ বৈশ্য গোপগণের অধ্যক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ।

বিশ্রংসী (মালা প্রেম ২৫) শিথিল-গ্রন্থি।

বিশ্রণন [বি-শ্রণ+ণিচ্ ল্যুট্] দান।

বিশ্রব্ধ (ভা ১১।২৬।২৪) বিশ্বসনীয়, ২ (ভা ১১।৭।৪৮) নিঃশঙ্ক—স্বামী।

বিশ্রম (হরি ৫।৪০৬) [বি+শ্রমু+ঘঞ্] বিরাম, নিবৃত্তি।

বিশ্রমণ (গোচ পূর্ব ১৮।৮১) পাদ-সম্বাহন।

বিশ্রমিত (গীগো ১২।২১) অপগত।

বিশ্রম্ভ (ভা ৩।১২।২৭) বিশ্বাস, সখ্য। ২ (ভা ৩।২০।৩৩) প্রণয়। ৩ (উ ১৪।১০৮) প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদ-জ্ঞান—জী। ২ বিশ্বাস বা সম্ভ্রম-রাহিত্য অর্থাৎ নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়তমের প্রাণাদির ঐক্য-ভাবনা। এই বিশ্রম্ভ—মৈত্র ও সখ্য-ভেদে দ্বিবিধ।

বিশ্রম্ভণীয় (বিনা ৬।২৩) বিশ্বাস-যোগ্য।

বিশ্রম্ভিত (ভা ১০।৮৯।৩৪) লব্ধ-বিশ্বাস।

বিশ্রব (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) অতিপ্রসিদ্ধ।

বিশ্রবাঃ (ভা ৪।১।৩৬) ঋষি পুলস্ত্যের পুত্র ও কুবেরের জনক।

বিশ্রাণন (গোচ পূর্ব ১৮।৯০) দান।

বিশ্রাণিত (পদ্মা ১১৮) দত্ত।

বিশ্রান্ত (সিন্ধু ৪।৮।৬৮) প্রাপ্ত-বিশ্রাম। ২ নিরুদ্যম, ৩ নিরস্ত।

বিশ্রাম (মালা ব্র ৩) সুখনিবাস। ২ (ভা ৩।২৩।২১) শয়নগৃহ।

বিশ্রাব (হরি ৫।৩৮৭) [বি—শ্রু শ্রবণে+ঘঞ্] অতিখ্যাতি। ২ প্রসিদ্ধি।

বিশ্রুত (ভা ১।৫।৪০) যশঃ—স্বামী। ২ (ভা ৯।২৪।৫২) বসুদেবের পত্নী সহদেবার গর্ভ-জাত সন্তান। ৩ (ভা ৯।১৩।১৬) নিমি-বংশে দেবমীঢ়ের পুত্র। ৪ প্রসিদ্ধ।

বিশ্রুতি (ভা ১০।৮২।২৯) কীর্ত্তি।

বিশ্লিষ্ট (ভা ১১।১২।১৮) বিভক্ত, ২ আলিঙ্গিত। [৩ শিথিল]।

বিশ্লিষ্টি (গোচ পূর্ব ৩৩।২০৩) শিথিলতা, ২ বিকাশ।

বিশ্লেষ (ভা ১০।৭০।৩) বিঘ্ন—জী। [২ বিয়োগ, ৩ শৈথিল্য]।

বিশ্লোক (ছ ৭১) পজ্ঝটিকা-ভেদ।

বিশ্ব (ভা ১০।১৬।৪৮) নিখিল ভূতের অন্তঃপ্রবিষ্ট—বল। ২ (ভা ৭।১৫।১৪) স্থূলোপাধি। ৩ (স্তব ১।৮) সকল। ৪ (কৃষ্ণ ৯০) জীবের জাগ্রদবস্থা [প্রণবের আকার]। ৫ (ভা ৮।১৭।৯) ভক্তজনে নিত্যা-

বস্থিত—বি। ৬ (সুধা ১৪) [বিশতি স্বেতরেষু সর্বেষু তত্ত্বেষু বিশ্+ক্বনিপ্] স্বভিন্ন সর্বতত্ত্বে প্রবেশকারী বিষ্ণু। ৭ (উ ৮।১০৫) জগৎ। ৮ (ভা ১০।১৬।৪১) বিরাড়্রূপ—সনা। ৯ (ভা ১০।৮১। ৯) বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। ১০ (ভা ১২।১১।৪০) গন্ধর্ব। ১১ (ভা ১০।৮৭।২০) [বিশতি প্রবিশতি রূপেণ সর্বেষাং মনঃ] রূপে সর্ব-মনোহর—প্রবো। -কর্মা (লনা ১। ৫২) দেব-শিল্পী, ২ জগৎস্রষ্টা। ৩ (ভা ৬।৬।১৫) বাস্তু-নামা বসু ও আঙ্গিরসীর পুত্র। ৪ প্রজাপতি, ইহার দুই কন্যা—ছায়া ও সংজ্ঞা। [৫ সূর্য]। -কায় (চৈত ৮।১।১৩) [বিশ্বমিতি কায়ঃ শব্দো নাম যস্য] বিশ্ব-নামা। -কার (হরি ৫।২১৭) [বিশ্বং করোতীতি বিশ্ব—কৃ+অণ্] বিশ্বকর্তা। -কৃৎ (ভা ৯। ১৪।৮) ব্রহ্মা, ২ বিশ্বকর্মা। **বিশ্বক্** [ব্য] সর্বত্র। **বিশ্বক্সেন** (ভক্তি ১০৫) ঐকান্তিক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। ইঁহার বৃত্তান্ত 'লিঙ্গ-স্ফোট' শব্দে দ্রষ্টব্য। -গ (ভা ৪। ১।১৪) পূর্ণিমার পুত্র। ২ (ভা ১০। ৭৯।৩১) সর্বানুস্যূত—স্বামী। ৩ বিশ্বব্যাপক—সনা। -গন্ধ (হ ৭। ৩৯) মনুবংশীয় নরপতি পৃথুর পুত্র। [২ গন্ধরস, ৩ পলাণ্ডু]। °গন্ধি (ভা ৯।৬।২০) সূর্যবংশ্য পৃথুরাজের সন্তান। -গুরু (লনা ১।৬) অখিল-লোকের শিক্ষাদাতা আচার্য ব্রহ্মার মানসপুত্র সনাতন। ২ শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ৩ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু। -চিকী (গোচ পূর্ব ১৬। ৩২) বিশ্বসর্জনেচ্ছু বিধাতা। -জনীন (হরি ৭।৭১৩) [বিশ্বজনায় হিতঃ ইতি খ] সকলের হিতকর। -জিৎ (ভা ৯।২২।৪৯) সোমবংশ্য সত্যজিতের পুত্র। ২ (ভা ৮।১৫। ৪) সর্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞবিশেষ। [৩ বিষ্ণু]। -জীব (ভা ৫।১৫।১৩) সর্বান্তর্যামী—স্বামী। **বিশ্বতোহ-ভয়** (চৈত ১১।২।৯) ভক্তিযোগ। **বিশ্বতোভয়** (ভা ১১।২।৮) সর্বথা ভয়প্রদ—স্বামী। ২ সংসার—বি। **বিশ্বতোমুখ** (ভা ১১।৯।২০) নানাবিধ—স্বামী, ২ (গীতা ১১।১১) সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট। ৩ (গীতা ৯। ১৫) সর্বাত্মক—স্বামী, ৪ বিশ্বরূপ—বি। ৫ (ভা ৩।৩২।৭) পরিপূর্ণ। °দক্ষিণ (সুধা ৫৮) স্বাত্মপর্যন্ত যিনি সর্ববস্তুই দক্ষিণাস্বরূপে দান করেন। **বিশ্বদ্রীচী** [বিষ্বক্-অঞ্চ+ক্বিপ্] ব্রহ্মাদি পামরান্তগামিনী। সর্বতো-গামিনী। **বিশ্বদ্র্যঙ্** (গোচ পূর্ব ৫।১০) সর্বব্যাপক। °ধাত্রী (হ ৫।৯৯) শ্রীধরণী। -ধাম (চৈচ আদি ৫।৭৬) বিশ্বের আশ্রয়। **বিশ্বাধার** (ভা ৫।২০।২৫) মেধা-তিথির পুত্র ও বর্ষাধিপতি। °ধৃক্ (সুধা ৩৯) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধারক। -নন্দন (মালা উৎ ১১) সর্বাহ্লাদক। -নাথ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ঌ-বর্গের মূর্তি। -নাথ কবিরাজ (প্রীতি ১১০) সাহিত্যদর্পণ-নামক অলঙ্কারশাস্ত্র-প্রণেতা। -নাথা (হ ৪।১০৫) গঙ্গা। **বিশ্বনিভক্ত**, **বিশ্বনীভক্ত** (হরি ৬।২৪১) [বিশ্বন্যঃ ভক্তঃ] বিশ্বপতির ভক্ত। -নী (হরি ২৫০) জগন্নাথ। -পা (হরি ৫।২৭৯) জগৎপালক। -প্রকাশ (হরি ৬।২৯৬) মহেশ্বর বৈদ্য-কৃত অভিধান-বিশেষ—ইহা ১১১১ খৃষ্টাব্দে রচিত। -ভাবন (ভা ৯।৫।৬১) শ্রীবিষ্ণু। ২ (ভা ১১।২।১০) সর্ব-শোধক। ৩ (মুক্তা ১৫।৭) বিশ্বের সত্তাপ্রদ, ৪ বিশ্বরক্ষক। ৫ (ভা ১০।৪৯।১১) জগৎস্রষ্টা, ৬ জগৎ-পালক। -ভুক্ (সুধা ১৪০) ব্যাপ্য বিশ্বের পালক। -ভুগ্বিভু (সুধা ৩৯) পৃথিবীর ব্যাপক ও পালক। -ভেষজ—শুণ্ঠী। -মায় (হরি ৫। ২১৭) [বিশ্বং মাতি, মিমীতে, মীনাতীতি বা বিশ্বঃ—মা (মীঙ্) +অণ্] বিশ্বের পরিমাণকর্তা, ২ বিশ্বনাশক। -মূর্তি (ভগ ৪৪) যাঁহার মূর্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত—স্বামী। -মোহন (কৃষ্ণ ৮৯) অনিরুদ্ধের নামান্তর। -ম্ভর (চৈভা আদি ১।১) ভক্তিরসদ্বারা সর্বভূতের ধারক ও পোষক—শ্রীগৌরাঙ্গ। [অনুরূপ—অথর্ব বেদে ২।৩।৪।৫—'বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা'।] ২ (বিজয় ২০।১৭) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডোদর। [৩ ইন্দ্র, ৪ বিষ্ণু]। -ম্ভরা (গৌকৃ ১।২৬) পৃথিবী। -যোনি (সুধা ২৯) বিশ্বের উপাদান কারণ। **বিশ্বরন্ধি** (ভা ৯।৬।২০) সূর্যবংশ্য পৃথুরাজের পুত্র। **বিশ্বরূপ** (ভা ৫।৭।১) পঞ্চজনীর পিতা ও ভরতের শ্বশুর। ২ (ভা ৬।৬।৪৪) ত্বষ্টার ঔরসে দৈত্যকন্যা রচনার গর্ভে জাত পুত্র। ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ায় ব্রহ্মার পরামর্শে বৃহস্পতি-কর্তৃক অবজ্ঞাত ইন্দ্র ইহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া নারায়ণ-

বর্ম পাইয়া দৈত্যগণকে সমরে পরাস্ত করেন। ইহার সোমপীথ, সুরাপীথ ও অন্নাদ-নামে তিন মস্তক ছিল, তিনি পরোক্ষে অসুরদিগকে যজ্ঞভাগ দেওয়ায় ইন্দ্র তাহার মস্তকত্রয় ছেদন করেন—ঐ মস্তকত্রয় যথাক্রমে চাতক, চটক ও তিত্তিরি পক্ষী হইল, ইন্দ্র ঐ ব্রহ্মহত্যা পাপ চারি ভাগ করত ভূমি, কাল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণকে প্রদান করেন। ৩ নানারূপ, ৪ (গৌগ ৩৯, ৫৮) শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ, শ্রীব্রজলীলায় শ্রীবলদেব ও শ্রীসঙ্কর্ষণ-ব্যূহ; ইনি বিবাহ না করিয়া প্রব্রজ্যাবলম্বন করেন এবং সিদ্ধিপ্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় শক্তি ঈশ্বর-পুরীতে সমর্পণ করত অন্তর্হিত হইয়াছেন। 'পুরীশ্বর' তীর্থযাত্রা-ছলে শ্রীনিত্যানন্দকে গৃহত্যাগ করাইয়া সেই তেজঃ সম্প্রদান করেন। **-ক্ষৌর** (চৈভা মধ্য ১৯।১১০) একদণ্ডী যতিগণের দুইমাস অন্তর পূর্ণিমা তিথিতে ক্ষৌর কার্য বিহিত। শরৎকালীন ভাদ্রী পূর্ণিমায় বিহিত ক্ষৌরকে 'বিশ্বরূপ ক্ষৌর' বলে। ইহাতে ক্ষৌরান্তে শ্রীগুরুপূজা, গীতার একাদশাধ্যায়-পাঠাদি বৈধিক অনুষ্ঠান আছে। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে ঋতুভেদে ক্ষৌর-নাম—

ঋতু	পূর্ণিমা	ক্ষৌর-নাম
গ্রীষ্ম	বৈশাখী	আচার্য
বর্ষা	আষাঢ়ী	ব্যাস
শরৎ	ভাদ্রী	বিশ্বরূপ
হেমন্ত	কার্তিকী	জ্যোতীরূপ
শীত	পৌষী	ব্রহ্ম
বসন্ত	ফাল্গুনী	দত্তাত্রেয়

বিশ্ব-রূপোপাসনা (গীতা ৯।১৫ টী) 'বিষ্ণুই সকল' এবম্বিধ জ্ঞানের সহিত সমস্ত বিভূতির আরাধনা—বি। °রেতাঃ (সুধা ২৩) নিখিল চিৎপরমাণুরূপ-বীর্যবিশিষ্ট বিষ্ণু। [২ চতুর্মুখ ব্রহ্মা]। **-বসতি** (মাস ১২০) জগন্নিবাস, ২ সকলের গৃহ [সম্পত্তি], ৩ সকল রাত্রি। **-বাহু** (ভা ৯।১২।৭—৮) শ্রীরামচন্দ্রের বংশে মহাস্বানের পুত্র। ২ (সুধা ৪৭) বিশ্বরক্ষার্থ বাহুদ্বয়-বিশিষ্ট। **-বিৎ** (ভা ১০।১৩।১৭) সর্বজ্ঞ। **-বিভ্রম** (সিন্ধু ২।১।১৪৮) জগদাবেশ, ব্রহ্মাদি-সম্পর্কে জগৎপালনেচ্ছা। **-বীজ** (ভক্তি ১৪২) সর্বজীবনহেতু। **-বেদাঃ** (ভা ৮।৩।২৬) বিশ্বজ্ঞাতা। **-সম্ভব** (ভা ১০।২৭।১৯) জগতের সম্যক্ মঙ্গল-বিধায়ক—সনা। ২ প্রাকৃতাপ্রাকৃত পদার্থের মূলস্বরূপ—জী। **-সহ** (ভা ৯।৯।৪২) সূর্যবংশ্য ঐড়বিড়ের পুত্র ও খট্বাঙ্গের পিতা। **-সাহ্ব** (ভা ৯।১২।৭) সূর্যবংশীয় মহস্বানের পুত্র। **-সৃট্** (ভা ৮।১৩।২৩) দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির কালে আবির্ভূত বিষ্ণুর পিতা। ২ (ভা ১০।৮৭।২৮) ব্রহ্মা—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৮৫।৬) বিশ্বের কারণ। ৪ (ভা ১০।৭৫।৩২) ময় দানব—স্বামী; ৫ বিশ্বকর্মা—জী। ৬ (ভা ১০।৫৬।২৭) মহদাদি—সনা, ৭ সূত্র—জী। **-স্ত** (গোচ উত্তর ১৩।১৫) নষ্ট-প্রিয়, ২ বিশ্বাস-পাত্র। **-স্তা**—বিধবা স্ত্রী। **-স্তি** (গোচ পূর্ব ৩৩।১২৯) বিশ্বাস। **-স্ফূর্জি** (ভা ১২।১।৩৪) মগধদেশের রাজা।

বিশ্বা (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতবর্ষীয়া নদী। ২ (ভা ৬।৬।৪) ধর্মের পত্নী। ৩ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ঌ-বর্ণের শক্তি। ৪ (হ ২।৬০) সূর্যের কলা-বিশেষ।

বিশ্বাক্ষ (রত্ন ৩।৩৩) [বিশ্বমক্ষোতি ব্যাপ্নোতীতি] বিশ্বব্যাপক বিষ্ণু।

বিশ্বাত্মা (ভা ১০।২।৩০) যুগপৎ অনন্তরূপের অবকাশশীল। ২ (ভা ১।২।৩১) অন্তর্যামী। ৩ (সুধা ৩৭) বিশ্বব্যাপী। ৪ (ভা ৪।৭।৩৫) পরব্রহ্ম—স্বামী। ৫ (ভা ১০।৮৫।৩১) সর্বমূল-স্বরূপ। ৬ (ভা ১০।৪৫।১০) বিশ্বের পরম প্রিয়।

বিশ্বামিত্র (ভা ৯।১৬।২৯) গাধির তনয়। তপোবলে ইনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ২ (ভা ৮।১৩।৫) বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম।

বিশ্বারাট্ (হরি ৬।২৩৮) [বিশ্বস্মিন্ রাজত ইতি] সর্বত্র বিরাজমান। ২ পরমেশ্বর।

বিশ্বাবসু (ভা ১২।১১।৩৭) [বিশ্বং বসুরস্যেতি] গন্ধর্ব। [২ রাত্রি]।

বিশ্বাস (সিন্ধু ১।২।১৯১) ভজনবলে প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণের অনুভব-সম্বলিতা শ্রদ্ধা ['শ্রদ্ধা' (১৬) শব্দ দ্রষ্টব্য]। চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একতম। ২ (বৃভা ২।৭।৮) প্রতীতি। ৩ শ্রবণ-শ্রদ্ধা। ৪ (বৃভা ২।৪।৮৯) সখ্যোৎ-পাদন। **-খানা** (চৈচ অন্ত্য ১৩।৯১) গৌড়েশ্বরের হিসাব-কার্যালয়।

বিশ্বাস্য (লহরী ২।৫) বিশ্বাসপাত্র।

বিশ্বেদেব (ভা ৬।৬।৭) বিশ্বার গর্ভজাত ধর্মপুত্রগণ। ২ (ভা ৬।৬।১৫) চাক্ষুষ মনুর পুত্রগণ। ২ (রত্ন টী ৩।২৪) অগ্নি।

বিশ্বেশ্বর (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ঃ-বর্ণের মূর্তি। ২ (ভা ১০।৮।৪৯)

ব্রহ্মাদি সকলের ঈশ্বর—সনা। ৩ (ভা ৬।৮।২২) কালমূর্ত্তি ভগবান্।

বিশ্বেশ্বরেশ্বর (ভা ১১।২৭।৫) মহাপুরুষাদিরও ঈশ্বর—স্বয়ংভগবান্।

বিষ (আচ ১৩।৬৪) জল, ২ গরল। [৩ পদ্মকেশর, ৪ মৃণাল, ৫ গন্ধরস]। **-কণ্ঠ**—শিব। **-কণ্ঠিকা** (আচ ১।৫৪) বকপক্ষী।

বিষক্ত (ভা ৮।১২।৩৯) মায়িকবিষয়ে আসক্ত—বি। ২ (বৃভা ১।৪।২) সংলগ্ন। ৩ (ভা ১০.৭৫।৩২) আবিষ্ট—সনা।

বিষক্তি (বৃভা ২।৪।২১৩) আসক্তি।

বিষঙ্গ (আরা ১) সংলিপ্ত।

বিষজ্জন (ভা ১০।৮১।৩৬) প্রকৃষ্ট সঙ্গ—স্বামী। ২ প্রেমে আসক্তি—সনা।

বিষদ (চন্দ্রা ১৩৬) শুভ্র। [২ পুষ্পকাসীস]।

বিষধর (পরম ৬২) পতঞ্জলি। [২ সর্প]।

বিষপুষ্প—নীলপদ্ম, ২ ছর্দনবৃক্ষ। **-ক** (হরি ৭।৯১৭) বিষপুষ্প-জনিত রোগ।

বিষম (রত্ন ৫।২৯৭৩) তালবিশেষ। ২ (সুধা ৯২) সর্ববিলক্ষণ, ৩ ভক্ত-পক্ষপাতী। ৪ (গীতা ২।২) সঙ্কট—বি। ৫ (অকৌ ৮।৪৮) কারণের গুণ হইতে কার্যের গুণ অথবা কারণের ক্রিয়া হইতে কার্যের ক্রিয়া বিজাতীয় হইলে কিম্বা কোন আরব্ধ কর্ম অভিমত ফল উৎপাদন না করিয়া অনিষ্ট ফল দান করিলে অথবা পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের সমানাধি-করণে মিলন ঘটিলে 'বিষম' অলঙ্কার হয়। [৬ অসম, ৭ অযুগ্ম, ৮ দারুণ, ৯ ভিন্ন-চিহ্ন-চতুষ্পাদক পদ্য। **-দৃষ্টান্তিতা** (রত্ন টী ৫।৪) বিষম অলঙ্কার।

বিষমম্ (হরি ৬।১৭৮) [বিরুদ্ধা সমা সম্বৎসরোঽস্মিন্] যেকালে বৎসরটি বিরুদ্ধভাবে কাটে। **-রূপ্য** (হরি ৭।৫৩৩) বিষম হেতু হইতে আগত। **-ব্যাপ্তি** (সস তত্ত্ব ৯) যে স্থলে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে সামানাধিকরণ্য না থাকে, সেইস্থলে বিষম ব্যাপ্তি সংঘটন হয়। 'পর্বত বহ্নিমান্, যেহেতু ধুম দেখা যায়'—এই বাক্যে ধুম বহ্নির ব্যাপ্য এবং বহ্নি ব্যাপক; হেতু ও সাধ্য সমান নহে; যে যে স্থলে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম থাকে, তাহাতেই মাত্র বহ্নি থাকে, কিন্তু যে যে স্থলে বহ্নি থাকে, তাহাতে ধূম নাও থাকিতে পারে, যেমন তপ্ত লৌহগোলকে বহ্নি থাকিলেও ধূম থাকে না; সুতরাং এই স্থলই বিষম ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত। **-শর** (গোচ পূর্ব ২৩।১১), **বিষমেষু** (উ ১৫।২৪১) কামদেব।

বিষয় (ভা ১০।৫২।৩৪) দেশ, ২ (ভা ১১।১৩।৮) স্রক্‌চন্দনাদি, স্ত্রী প্রভৃতি; ৩ (বৃভা ১।৭।১৩৮) আশ্রয়, পাত্র। ৪ (গোভা ১।১।১) বিচারযোগ্য বাক্য। ৫ শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বস্তু। ৬ (কর্ণা ৫) [বিশেষেণ সিনোতি বধ্নাতীতি বি-ষিঞ্ বন্ধনে] হিরণ্য-গর্ভ-পদবী পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য যাবতীয় বস্তু। **-সঙ্গরা ভজনক্রিয়া** (মা ২।৯) যে অবস্থায় ভক্তের ভোগ্য বিষয়-সমূহের সহিত সংগ্রাম চলিতে থাকে; বিষয়-ভোগের ইচ্ছা ও তত্ত্যাগেচ্ছার সংঘর্ষ হইতে থাকিলে কখনও জয় কখনও বা পরাজয় হয়; সেই অবস্থাই 'বিষয়-সঙ্গরা'। **-সম্বন্ধ** (প্রীতি ৭) স্বার্থ ও পরার্থ-ভেদে ইহা দ্বিবিধ। বিষয়াবেশ স্বার্থ হইলে দোষাবহ—ভগবদ্‌বহির্মুখগণই স্বার্থসাধনে বিষয় সম্বন্ধ করিয়া মায়াবদ্ধ হয়, কিন্তু গোপ গোপী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধ রাখিয়াও অন্তরঙ্গ ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রজের যাবতীয় বস্তুই অপ্রাকৃত ও আনন্দচিন্ময়। **-সম্বন্ধা-ভাস** (প্রীতি ৭) স্বার্থ-বিষয়-সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় শ্রীযাদব ও পাণ্ডবগণের বিষয়-সম্বন্ধ দেখাইলেও কিন্তু তাঁহাদের তাহাতে সুখানু-সন্ধানের অভাবে, কেবল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরণাতেই নির্লিপ্তচিত্তে বিষয় উপভোগ করাতে প্রকৃত বিষয়-সম্বন্ধ ছিল না। আবার কোনও স্থলে লীলাশক্তিই শ্রীভগবানের লীলা মাধুর্য পোষণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিকূল ও অনুকূল উপকরণে লীলার উপযুক্ত শক্তি বিন্যাসপূর্বক লীলাপরিকরগণের চিত্তেও বিষয়া-বেশাদির আভাস সম্পাদন করেন। **-স্বভাব** (চৈভা আদি ১৬।৫৯) চিত্তে মালিন্য, অপরাধাবাহন এবং ভক্তিপথে বিঘ্নোৎপাদনই বিষয়ের স্বভাব। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন 'বিষয় থাকিতে কৃষ্ণ প্রেম নাহি হয়। বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥ বিষয়ে আবিষ্ট মন — বড়ই জঞ্জাল॥'

বিষয়ানন্দ (রত্ন ১।৫৭) ইন্দ্রিয়সুখ।

বিষয়ানভিভব (ভক্তি ১২১) বিষয়-বাসনার প্রতিষেধক হরি-ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তকে বিষয়-বাসনা

আক্রমণ করিতে আসিলেও ভক্তির সাধনে বাধা দিতে পারে না। যদিও বিষয়-বাসনা শ্রীভগবান্ হইতে চিত্ত আকর্ষণ করে, তথাপি বিষয়-ভোগই সকল দুঃখের কারণ জানিয়া, অথচ পরিত্যাগেও অসমর্থ হইয়া শ্রীভগবানের নিকট দৈন্যাদিনিবেদন দ্বারা সাধকের ভক্তিমার্গে অনুবর্ত্তনই ধ্বনিত হয়।

বিষয়ানুভব (ভা ১১।২২।৫৪) বিষয়-ভোগ।

বিষয়ী (চন্দ্রা ১১৩) প্রাকৃত বিষয়-রসে মগ্ন ব্যক্তি।

বিষবান্ (হরি ৭।৪০৮) [বিষং মৃণালং তদ্বান্] জলাশয়।

বিষহর (গৌবি ৪৫) বিষবৈদ্য।

বিষাণ (আচ ২।৪৮) শৃঙ্গ, ২ খুর। ৩ (আচ ১।১৮৪) দন্ত।

বিষাদ (সিন্ধু ২।৪।১৪) ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে জাত অনুতাপ। ইহাতে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি প্রকাশ পায়। ২ (পদ্যা ৩৮৪) অবসাদ। ৩ শ্রীশিব। ৪ দুঃখ। -ন (ভা ১২।৩।২৭) দুঃখ—স্বামী। ২ (কাব্য ৯।৭৩) বাঞ্ছিতের প্রতি-কূল অর্থ-প্রাপ্তি হইলে 'বিষাদন' অলঙ্কার হয়। -যোগ (গীতা ১) জড়দেহে আত্মবুদ্ধি। **বিষাদী** (গীতা ১৮।২৮) শোকশীল।

বিষারণি (হব ২।১১।৪৪) সর্প।

বিষু [ব্য] নানার্থে। ২ সাম্যে।

বিষুচী (ভা ৫।১৫।১৫) বিরজের ভার্যা ও শতজিতের মাতা।

বিষুব—সমরাত্রিদিন-কাল, ২ রবির তুলা ও মেষরাশিতে সংক্রমণ।

বিষূচীন (ভা ১০।১৫।২৫) সর্বদিকে ব্যাপ্ত।

বিষোর্ণা (গোভা ৩।৪।৩৩) পদ্ম-মৃণালের তন্তু।

বিষ্কম্ভ (গোচ উত্তর ৯।৪৭) প্রতিবন্ধ। [২ বিস্তার, ৩ জ্যোতিঃশাস্ত্র-পঠিত যোগবিশেষ]। ৪ (বিপু ২।২।১৫) খুঁটি।

বিষ্কম্ভক (নাচ ৩৯৬—৩৯৭) ভূত ও ভবিষ্যৎ বস্তুর অংশ-সূচক যে বস্তু নাটকের আদিভাগে অমুখ্য পাত্রদ্বারা দর্শিত হয়, তাহাই 'বিষ্কম্ভক'। নীচ ও মধ্যম পাত্রদ্বারা অভিনীত হইলে তাহা হয় 'মিশ্র' এবং কেবল মধ্যম পাত্র সূচিত হইলে তাহা হয় 'শুদ্ধ' বিষ্কম্ভক।

বিষ্কম্ভিত (বিনা ১।১৪) বাধিত, সংরুদ্ধ।

বিষ্কল—গ্রাম্যশূকর।

বিষ্কির—পক্ষী।

বিষ্টপ (ভা ১০।৪৭।১৭) স্বর্গ, ত্রৈলোক্যরাজ্য—জী।

বিষ্টব্ধ (ভা ১০।৬৯।৯) বিধৃত—বি।

বিষ্টম্ভ (ভা ৫।২২।১২) প্রতিবন্ধক —স্বামী। ২ (বৃভা ২।৩।৮) স্থিরীকরণ। ৩ (চৈভা মধ্য ২০) অজীর্ণ রোগ [পেটফোলা]।

বিষ্টম্ভিত (লনা ৭।৩০) অবরুদ্ধ।

বিষ্টর (আচ ১৩।২৩) দর্ভমুষ্টি। ২ (হ ২।৮৭) শয্যা। ৩ (মাম ১। ৫০) আসন। ৪ (হরি ৫।৪৬৬) [বি—স্তৃঞ্ আচ্ছাদনে+অপ্] বৃক্ষ। -শ্রবাঃ (গোচ উত্তর ২।৬২) শ্রীকৃষ্ণ।

বিষ্টার (হরি ৫।৪৬৬) [বি—স্তৃঞ্ আচ্ছাদনে+ঘঞ্] পঙ্‌ক্তি ছন্দো-বিশেষ।

বিষ্টি (ভা ৫।৯।১২) বিনামূল্যে বলাৎকারে শ্রমে নিয়োগ—স্বামী। ২ বেতন, ৩ কর্ম। ৪ বর্ষণ। ৫ (হ ৩।৫৯) ববাদি একাদশ করণের অন্যতম; বিষ্টিভদ্রা বিষ্টিকরণের অপর নাম। শুক্লপক্ষে একাদশী ও চতুর্থীর শেষার্দ্ধ, অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্বার্দ্ধ, কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া ও দশমীর শেষার্দ্ধ এবং সপ্তমী ও চতুর্দশীর পূর্বার্ধে বিষ্টিভদ্রা হয়। যাত্রা, সংস্কারাদি দৈবকর্ম বিষ্টিভদ্রায় নিষিদ্ধ। ইহার শেষ তিনদণ্ড (পুচ্ছ) কিন্তু শুভ। বিষ-প্রয়োগাদিতে, মারণে, উচ্চাটনে ও ছেদনে, অশ্বাদির দমন-কার্যে বিষ্টিভদ্রা প্রশস্ত, তদ্ভিন্ন সর্বকার্যে নিতান্ত অশুভজনক।

বিষ্ণু (গাভা ১০) বিশ্বাত্মক। ২ (ভা ১।৭।২১) শ্রীকৃষ্ণ। ৩ (ভা ১২।১১।৪৪) সূর্য। ৪ (মুক্তা ১।৭) রজস্তমোদ্বারা অস্পৃষ্ট সত্ত্ববহুল চৈতন্য। ৫ (ভা ১০।৫৯।২৭) সর্ব-ব্যাপক। ৬ (সভা ১।৩০৯) (বেবেষ্টি স্বরূপ-নাম-গুণ-লাবণ্যেন ধ্যাতুর্হৃদয়মিতি বিষ্ণুঃ) স্বরূপ, গুণ, নাম ও লাবণ্যাদিদ্বারা ধ্যাতার হৃদয়-বেষ্টনকারী। ৭ (সুধা ৪১) নিখিল বস্তুর অন্তরে প্রবেশকৃৎ। ৮ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে উ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৯ (হরি ১।৪০) [ব্যাকরণে] আগম-বিশেষ। ১০ (সভা ১।৪১২ —১৫) গর্ভোদকশায়ীর বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ, ক্ষীরাব্ধিশায়ী, তৃতীয় পুরুষ। -কৃত্য (হরি ৪।৬০) ব্যাকরণের

কৃত্য-প্রত্যয়। ২ (চৈভা অন্ত্য ৩।৪২) শ্রীহরির আরাধনা। -ক্রান্তা (কৃক্ত ১৪) অপরাজিতা লতা। -ক্রিয়া (চৈভা অন্ত্য ৩।৪২) ভগবদ্-ভজন। -গণ (হরি ১।২০) ঞ-ব্যতীত বর্গীয় বর্ণ। ২ অনন্ত বৈকুণ্ঠনিবাসী সারূপ্যপ্রাপ্ত পার্ষদগণ। -গুপ্ত (উ ৩।২১) মুদ্রারাক্ষস-মতে চাণক্যের নামান্তর বিষ্ণুগুপ্ত। তিনি নীতি-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বাৎস্যায়নও বলেন। এই বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য কিনা—নিঃসন্দেহে বলা যায় না। [২ দৈবাদি, ৩ কন্দ-ভেদ]। -চক্র (হরি ১।১৪) অনুস্বার, ২ সুদর্শনাস্ত্র। -চাপ (হরি ১।১৫) নাসিকাজাত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিন্দু—চন্দ্রবিন্দু। ২ শার্ঙ্গ। -জন (হরি ১।১৭) ব্যঞ্জন বর্ণ, হল্। ২ সুনন্দাদি ভগবৎপার্ষদ। -জনপ্রিয় (ভা ১। ৭।১১) ভক্তগণ যাহার প্রিয়—স্বামী। ভক্তগণের প্রিয়—স্ত্রী। -তাতি (হরি ৭।৭০৫) [বিষ্ণোঃ কর ইতি বিষ্ণু+তাতি] শুদ্ধিকারক। -দত্ত (ভা ৫।৯।২০) পরীক্ষিৎ। -দাস (হরি ১।২৬) ঙ, ঞ, ণ, ন, ম ব্যতীত সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ। ২ সারঙ্গ, পত্রি প্রভৃতি। ৩ (ভক্তি ১০১) শুদ্ধ অর্চনাঙ্গযাজী জনৈক ব্রাহ্মণ। ইঁহার সহিত চোলরাজ একদা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন যে 'দেখিব কাহার আগে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়'। রাজা শ্রীভগবানে ফলার্পণ করত বহু যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানেও ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলেন না, অথচ বিষ্ণুদাস শুদ্ধ অর্চনভক্তির যাজনে শ্রীবিষ্ণু-লোকে গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা মুদ্গলকে বলিলেন—'এক্ষণে আমি বেশ বুঝিলাম যে যজ্ঞদানাদি কর্মানুষ্ঠানে শ্রীবিষ্ণু আদৌ প্রসন্ন হন না—ভক্তিই কেবল তাঁহার সন্তোষকারিণী।' এই কথা বলিয়া রাজা ভক্তিদেবীর শরণ গ্রহণ করত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিজের দেহ আহুতি দিলেন এবং পরে শ্রীভগ-বান্‌কে লাভ করিলেন। ৪ উজ্জ্বল-নীলমণির উপর স্বাত্ম-প্রমোদিনী নামে টীকাকৃৎ। ইনি শ্রীকবিরাজ গোস্বামির শিষ্য। ১৬৬৭ সম্বতে টীকা সমাপ্তি হয়। -ধর্মোত্তর (রত্ন টী ২।২১) উপপুরাণ। মতান্তরে বিষ্ণুপুরাণেরই একাংশ। -নিষ্ঠা (হরি ৪।৪৪, ৫।২৭) ধাতুর উত্তর ক্ত ক্তবতু প্রত্যয়। -পক্ষ (ভা ৭। ৫।৭) ভাগবত—স্বামী। -পত্রী (হ ৫।৪৫) তুলসী। -পদ (ভাবনা ৪। ৯১) আকাশ, ২ শ্রীকৃষ্ণচরণ। ৩ বিষ্ণুর চিহ্ন। ৪ (হরি ২।৭) বিভক্তিযুক্ত ধাতুরূপ ও শব্দরূপ। [৫ ক্ষীরার্ণব, ৬ পদ্ম]। -পদী (ভা ৫।১৭।১) গঙ্গা, ২ (মুক্তা ৭। ৮৬) [বিষ্ণোঃ পদো এতি গচ্ছ-তীতি] বিষ্ণুচরণস্থিতা। [৩ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশিতে রবি-সংক্রমণ]। -পাদার্ঘ্যসম্ভূতা (হ ৪।১০৪) গঙ্গা। -পুত্র (রত্ন টী ৩।৩৯) রুদ্র। -পুরী (গৌগ ২০) পূর্বাশ্রমের নাম—বিষ্ণুশর্মা, মিথিলার ত্রিহুতে তরৌণি গ্রামে তাঁহার বাস; 'করমহ' বংশে জন্ম, স্বয়ং বেদজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডনিষ্ঠ। পত্নীর দুর্ব্যবহারে গৃহত্যাগপূর্বক গ্রামস্থ শিবালয়ে আশ্রয় লইয়া একান্ত মনে তিনি মহাদেবের ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেখানেও গ্রামবাসিদের গৃহ-প্রত্যাবর্তন জন্য পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হইয়া জনক-পুরীর আট ক্রোশ ব্যবধানে বিন্দুসরোবরে কঠোর ভজন করিতে থাকিলে বর্ষান্তে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণু-মন্ত্র দান করিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ করেন। কয়েক বৎসর গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করত গৃহিণীসহ ইনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাইয়া ভাগবত-সমুদ্র মন্থন পূর্বক 'রত্নাবলী' আহরণ করেন। পরে কাশীতে আসিয়া বিন্দুমাধবের নিকটে বাস করিতে থাকিলে শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্বপ্নাদেশে ঐ 'ভক্তিরত্নাবলী' পুরীতে পাঠাইয়া দেন। কথিত আছে যে ঐ 'ভক্তিরত্নাবলীর' প্রতি শ্লোক এক একটি গুলিকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পূজারিরা শ্রীজগন্নাথের কণ্ঠে পরাইতেন। [ভক্তমাল ১৩]। -প্রিয়া (ভচ ৩৬) শ্রীগৌরপূজায় মধ্যভাগস্থিতা পীঠশক্তি, সাক্ষাৎ ভূশক্তিস্বরূপা (চৈনা ১।২৪) শ্রীগৌর-বক্ষোবিলাসিনী। (গৌগ ৪৭) পূর্ব-লীলায় সত্যভামা। ২ (চৈনা ২। ২৫) ভক্তি। -ভক্তি (হরি ২।১) স্বাদি ও তিবাদি বিভক্তি। ২ (মুক্তা ৫।২—১৪) প্রধানতঃ বিহিতা ও অবিহিতা-ভেদে দ্বিবিধা, বিহিতা শব্দে বেদোক্তা এবং অবিহিতা শব্দে রাগানুগাই বাচ্য। বিহিতা—দ্বিবিধা; মিশ্রা ও শুদ্ধা। 'মিশ্রা' বলিতে—কর্মমিশ্রা, কর্মজ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রাই বোদ্ধব্য। কর্মমিশ্রা আবার ত্রিবিধ—রাজসী, তামসী ও

সাত্ত্বিকী। রাজসী আবার ত্রিবিধা—বিষয়ার্থা, যশোঽর্থা ও ঐশ্বর্যার্থা। কর্মজ্ঞানমিশ্রাও ত্রিবিধা—উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা। অবিহিতা ভক্তি চতুর্বিধা—কামজা, দ্বেষজা, ভয়জা ও স্নেহজা। **-ভূত** (চৈত ১।১২।২৮) বিষ্ণুর পুরুষ অর্থাৎ ভক্ত। **-মন্দির** (ভগ ২২) বৈকুণ্ঠ। **-যশাঃ** (কৃষ্ণ ২৫) কল্কির পিতা। সম্ভলগ্রাম-নিবাসী এই মহাত্মার গৃহে ভগবান্ কল্কি আবির্ভূত হইবেন। **-যামল** (রত্ন টী ২।৬) বৈষ্ণবতন্ত্র। **-রথ**—গরুড়, ২ বিষ্ণুর রথ। **-রাত** (ভা ১।১২। ১৭) মাতৃগর্ভে বিষ্ণুকর্তৃক রক্ষিত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ। **-রূপ** (হ ১০।১৫২) বিষ্ণুতুল্য। **-রূপত্রয়** (কৃষ্ণ ১) শ্রীবিষ্ণুর তিনটী পুরুষাখ্য রূপ আছে—(১) প্রথম—মহত্তত্ত্ব-সৃষ্টিকর্তা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, (২) দ্বিতীয়—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন. (৩) তৃতীয়—সর্বভূতান্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ। **-লিঙ্গ** (রত্ন ৩।২) বাহ্য ও আভ্যন্তর বৈষ্ণবচিহ্ন। **-লোক** (ভা ৭।১।৩৫) পরব্যোম। **-বর্গ** (হরি ১।২৯) ব্যঞ্জনবর্ণের পাঁচটি বর্গ। ২ সত্যলোকোপরি বৈকুণ্ঠাদি-ধামের অধীশ্বরাদি। **-বল্লভা**—তুলসী, ২ অগ্নিশিখাবৃক্ষ, ৩ লক্ষ্মী। **-শক্তি** (সস ভগ ১০) বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎস্বরূপা শক্তি। (শু ২।১৮) ইহা ত্রিবিধা—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অপরা (মায়া)। **-শৃঙ্খলযোগ** (হ ১৫।৫৯৮—৬০৩) শ্রবণাস্পৃষ্ট একাদশী দ্বাদশীকে স্পর্শ করিলে অথবা একাদশী ও দ্বাদশী উভয়কেই শ্রবণা স্পর্শ করিলে 'বিষ্ণুশৃঙ্খল' যোগ হইবে। [বিশেষ বিবরণ 'বিজয়াব্রতে' দ্রষ্টব্য]। **-সংহিতা** (গৌগ ২২) মাধ্বসংপ্রদায়ের আচার্য ব্যাসতীর্থ-কর্তৃক রচিত গ্রন্থ। **-সর্গ** (হরি ১।২৬) বিসর্গ, :। **-সামান্যদর্শী** (পরম ১৬) ব্রহ্মা ও শিবের সহিত শ্রীবিষ্ণুকে সমানভাবে দর্শনকারী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন তত্ত্বকে ভিন্নভাবে দেখিলে দোষ হয়, যেহেতু একই পরম পুরুষ কার্য-বিশেষে ব্রহ্মা ও শিবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। **-স্বামী** (প্র ১৬) রুদ্র সংপ্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য—ইনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী।

বিষ্য (আচ ১২।৭) [বিষু ব্যাপ্তৌ ভাবে ক্বিপি বিট্ ব্যাপ্তিঃ, তস্যাং সাধুরিতি যৎ] ব্যাপক। ২ (হরি ৭।৬৮৭) [বিষেণ বধ্য ইত্যর্থে বিষ+যৎ] বিষ-প্রয়োগে বধ্য।

বিষ্বক্ (ভা ৩।১৩।৮) সর্বত্র, সর্বদিকে। **-সেন** (ভা ৮।১৩।২৩) পিতা বিশ্বসৃক্ ও মাতা বিসূচি। ইনি দশম মন্বন্তরে ভগবদবতাররূপে জগৎ-পালয়িতা। ২ (ভা ১।২।৮) শ্রীকৃষ্ণ। ৩ (ভা ৮।২১।২৬) ভগবৎপার্ষদ। ৪ (ভা ৯।২১।২৫) ব্রহ্মদত্ত ও সরস্বতীর পুত্র। ইনি ঋষি জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশাস্ত্ররচনা করেন। ৫ (চৈত ১।২।৮) [বিষুচী বিশ্বগ্ ব্যাপিনী সেনা শক্তির্যস্য] সর্বব্যাপি-শক্তি-বিশিষ্ট। ৬ (রাধা ৭৭) শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ আবরণে পূজ্য দেবতা। ৭ (হ ৮।১০৯) শ্রীহরিতে নিবেদিত নৈবেদ্যের শত ভাগের একভাগ, চরণোদক ও প্রসাদ শ্রীহরির বামদিকে বিষ্বক্সেনকে নিবেদন করিবে। মন্ত্র যথা—সর্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে। শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্সেনায় তে নমঃ॥

বিষ্বঙ্ (ভা ২।৬।২০) বিশ্বব্যাপী—স্বামী।

বিষ্বদ্রীচী (চন্দ্রা ১১৭) বিশ্বব্যাপিনী।

বিষ্বদ্র্যঙ্ (হরি ৫।২৮৬) সর্বত্রব্যাপী।

বিস (ভাবনা ৪।২৯) মৃণাল।

বিসংজ্ঞ (বৃভা ২।১।১১৬) অচেতন।

বিসংবাদ—বিপ্রলম্ভ, ২ বঞ্চনা।

বিসংষ্ঠুল (চৈনা ৪।২) বিহ্বল, ২ বিশৃঙ্খল। ৩ (অকৌ ৩।২০) অসমীচীন।

বিসকণ্ঠিকা (আচ ১১।১১৩) শ্বেত-কণ্ঠ বকপক্ষী।

বিসঙ্কট—সিংহ, ২ ইঙ্গুদী বৃক্ষ।

বিসর (আরা ১৬৩) সঞ্চার। ২ (উ ১৫।১৭২) সমূহ। ৩ (বিনা ৫। ৫২) বিস্তার।

বিসরক (কৃষ্ণা ৬।৫৭) মধুপান।

বিসরণ (হরি ৩।৮৬) বিকাশ।

বিসর্গ (ভা ২।১০।৩) বৈরাজব্রহ্মাকৃত চরাচর-সৃষ্টি। ২ (হরি ৩।৩৮৯) সৃষ্টি, ৩ ত্যাগ, ৪ (আচ ১২।৬০) বিন্দুদ্বয়াত্মক (:) বর্ণ, ৫ বিশেষ সৃষ্টি। ৬ (ভা ৬।১৭।২৩) অনাদি পুণ্য-পাপাদিরূপ কর্ম-পরম্পরা। ৭ (ভা ৭।৯।২২) সাধন। ৮ (ভা ৩।৯।২৪) উচ্চারণ, ৯ জগাদিপ্রপঞ্চ। ১০ (ভক্তি ২২৫) দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য-ত্যাগ। ১১ (ভা ১০।৬৩।৩৬) মেঢ্র—স্বামী। ১২ (ভা ৪।১১।২৩) মৃত্যু, সংহার। ১৩ (ভা ১১।১২। ১৭) পায়ু ও উপস্থের কার্য। ১৪ (ভা ১২।৭।১১) দশ পুরাণ-লক্ষণের

অন্যতম।

বিসর্জন (গোচ পূর্ব ১১।৯) দান। [২ ত্যাগ, ৩ প্রেরণ]।

বিসর্জনীয় (হরি ১।১৬) বিসর্গ (:)।

বিসর্জিত (গোচ পূর্ব ২।৪৬) প্রেষিত।

বিসর্প (অকৌ ৮।১৪) ফোট।

বিসর্পণ (গোলী ২।২৪) পরিত্যাগ। ২ (বিনা ১।৩৪) প্রসরণ।

বিসর্পী (লনা ২।৩) প্রসরণশীল, ২ বিক্ষেপক।

বিসলতা (হংস ৩৪), **বিসবল্লী** (আচ ৪।২৯) মৃণাল।

বিসাধ্বস (গোলী ১।১১৫) বিগতভয়।

বিসার (আচ ১।১১৭) মৎস্য। ২ (সমা ৮।১০) বিস্তার।

বিসারী (চৈনা ১।৫৩) বিস্তারিত। ২ (আচ ১৪।৩২) ব্যাপক।

বিসাবিসি (গোলী ২৩।৬৯) মৃণাল-দ্বারা যুদ্ধ।

বিসিনী (ভাবনা ৪।২৪) পদ্মিনী। ২ পদ্মসমূহ, ৩ মৃণাল।

বিসূচী (ভা ৮।১৩।২৩) দশম মন্বন্তরে ব্রহ্মসাবর্ণির কালে আবির্ভূত বিষ্ণুর মাতা। ২ (গৌক্ল ১২।৩১) রোগ-বিশেষ—ওলাউঠা।

বিসূন (সমা ১।৮) পুষ্প।

বিসূরিত (গোচ পূর্ব ৫।৯) অনুতাপ।

বিস্‌রজ্য (ভা ৭।৯।২২) কার্য—স্বামী।

বিস্‌হতি (মাম ৭।১৪২) প্রসার।

বিস্‌হত্বর (নিবি ৩৩) ব্যাপক, প্রসরণশীল।

বিস্‌মর (বিনা ৬।১০) বিস্তৃতিশীল। দূরপ্রসারী। ২ (চৈকা ৪।৪৭) প্রচুর।

বিস্‌ষ্ট (হরি ১।১৬) বিসর্গের নামান্তর, ২ (গোলী ২০।৭০) দত্ত, ত্যক্ত। [৩ প্রেরিত, ৪ বিক্ষিপ্ত]।

বিস্রোর্ণ (ভা ১১।১৪।৩৩) কমলনালের তন্তু—স্বামী।

বিস্ত—৮০ রতি।

বিস্তর (হরি ৫।৩৯৫) [বি—স্তৃ + অল্] শব্দবিস্তার। ২ (হরি ২।৫৩) বর্দ্ধমান কৃত কাতন্ত্রবিস্তর বৃত্তি। ৩ (ভা ১০।১।২) প্রয়োজনাদি-নির্দেশ-পূর্বক পল্লবিত—সনা। [৪ প্রণয়, ৫ সমূহ, ৬ পীঠ]।

বিস্তার (চৈনা ১।৬) শাখা। ২ বিস্তৃতি। ৩ (উ ৮।১) বিখ্যাপন, ৪ বিবর্দ্ধন। ৫ (হরি ৫।৩৯৫) বিগ্রহ। [৬ সমাসবাক্যস্থ পদ-সমূহ, ৭ স্তম্ব]।

বিস্তীর্ণ (গোচ পূর্ব ৮।৭৬) বিস্তারিত।

বিস্তৃতি (গোচ পূর্ব ৬।৫৮) আচ্ছাদন।

বিস্পর্দ্ধা (লনা ১।১৪) মাৎসর্য।

বিস্ফায়িত (আচ ৯।২২) বিবর্ধিত।

বিস্ফার (মালা গোবর্দ্ধন ২।৩) বিস্তীর্ণ।

বিস্ফুর্জন (ভা ৩।২১।৫২) শব্দকরণ।

বিস্ফুর্জিত (ভা ৮।৩।১৬) বহির্বৃত্তিক—স্বামী। ২ উৎকর্ষ—বি। ৩ (ভাবনা ৯।১০) পরাক্রম। ৪ (নিধি ১১) প্রকাশ।

বিস্ফুলিঙ্গিনী (হ ২।৫৮) অগ্নির কলা-বিশেষ।

বিস্ফূর্জন (ভা ১০।৬৮।৯) দৃঢ়াকর্ষণ। ২ (ভা ১০।৫৪।২) টঙ্কার-প্রদান।

বিস্ফুর্জিত (ভাবনা ৭।৫৪) আটোপ, বজ্রনির্ঘোষ। ২ (ভা ১০।২০।৩) সংক্ষোভিত, ৩ গর্জিত—বি। ৪ (চৈনা ১।৩৮) বিলাস। ৫ (ভা ২।৭।২৫) টঙ্কারশব্দ। ৬ (লনা ৩।১) প্রকাশ। ৭ (লনা ৬।১১) আকস্মিক ঘটনা। ৮ উৎকট তেজঃ।

বিস্ফূর্ত্তি (উ১৪।১১৩) সাক্ষাৎদর্শনা-কারা বিশিষ্ট-স্ফূর্ত্তি।

বিস্ফোটন (ভা ৬।১১।৭) নাদ—স্বামী। ২ উরু বা বাহুতে করাঘাত।

বিস্ময় (গৌবি ৬৩) গর্ব। ২ (ভা ১০।২৯।২৬) সন্দেহ, ৩ আশ্চর্যবুদ্ধি—সনা। ৪ (আচ ১১।২২০) কান্তি ও স্মিত। ৫ (বৃভা ২।২।৩৭) চিত্ত-চমৎকার। ৬ (ভা ৩।১৭।৩০) বিগত-গর্ব—বি। **-রতি** (সিন্ধু ২।৫।৫৫) অলৌকিক বস্তুর দর্শনাদিতে যে চিত্ত-বিকাশ, তাহাকে 'বিস্ময়' বলে। ইহাতে নেত্রবিস্তৃতি, সাধুক্তি এবং পুলকাদি প্রকাশ পায়। এই বিস্ময় যদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি-চেষ্টাজাত সুখ-বিশেষে ব্যাপ্ত এবং স্বয়ং সঙ্কোচিত' রতিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়, তবে তাহাকে 'বিস্ময়রতি' বলে। **-বান্** (ভাবনা ১০।৩৫) অদ্ভুতরসবিশিষ্ট।

বিস্মরণ-কিঙ্কর (সিন্ধু ১।২।৮) অনন্ত গো-ব্রাহ্মণাদির হত্যাদি-নিষেধমূলক যাবতীয় কর্ম। [বিষ্ণুর বিস্মরণে বিস্মরণকারির সর্বনিষেধ-প্রতিপাদিত অনন্ত নরকপাতই অবশ্যম্ভাবী]।

বিস্মাপক (গোলী ২।১০২), **বিস্মারণ** (গোচ উত্তর ৭।৫) বিস্ময়কর।

বিস্মিত (আচ ১৮।২০৪) বিস্ময়যুক্ত, ২ হাস্যশূন্য। ৩ (আচ ৭।১৩২) বিস্ময়।

বিস্মৃতদেশ্য (গোচ পূর্ব ২৪।৪৩) বিস্মৃতপ্রায়।

বিস্মৃতি (ভক্তি ৩২৯) মোক্ষ। ২ স্মরণের অভাব।

বিস্মের (পদ্যা ১৪৮) হাস্যরহিত, ভাবনাক্লিষ্ট। ২ বিস্ময়াবিষ্ট।

বিস্র (সিন্ধু ৪।৭।৮) আমগন্ধি চিতাধূমাদি। ২ আমগন্ধ।

বিস্রংসিত (সভা ১৬৬) স্খলিত, ২ (গোচ উত্তর ৬।১৫) খণ্ডিত।

বিস্রগন্ধি—হরিতাল।

বিস্রম্ভ (ভা ৩।৪।২৪) প্রণয় ২ বিশ্বাস। [৩ পরিচয়]।

বিস্রম্ভী (হরি ৫।৩২৬) [বি—স্রন্‌ভু বিশ্বাসে+ণিনি] বিশ্বাসপর। ২ প্রণয়ী।

বিস্রব্ধ (আচ ১৫।২৪) বিশ্বস্ত।

বিস্রসা [বি—স্রন্‌স্‌+ক] জরা।

বিস্রস্ত (গোলী ২।২৬) বিগলিত, পতিত। ২ (আচ ১৫।২৪) ধ্বস্ত।

বিহগা (হ ৪।১০৫) গঙ্গা।

বিহঙ্গম (ভা ৮।১৩।২৫) একাদশ মন্বন্তরীয় দেবতা। [২ ভারযষ্টি, বাঁক]। **বিহঙ্গিকা** (গোচ পূর্ব ১১।৯) ভারযষ্টি (বাঁক), ২ পক্ষিস্ত্রী।

বিহঙ্গেশিতা (লনা ৫।১৫), **বিহঙ্গেশ্বর** (বিনা ১৩৭) গরুড়।

বিহত (ভা ৭।২।৪০) উপেক্ষিত, ২ (ভা ৩।১৯।৩) বিচ্যুত। ৩ (ভা ৫।১।১৫) স্থগিতীকৃত। ৪ (ভা ১০। ৮৭।৩৪) নশ্বর। ৫ (ভা ১০।৫১। ৫৮) ক্ষোভিত।

বিহর (ভা ১০।৮৭।২৯) বিহার— স্বামী। ২ বিহারস্থল—প্রবো।

বিহরণ (ভা ১০।৩১।১০) সখাগণসহ ক্রীড়া, ২ সম্প্রয়োগ।

বিহব (হরি ৫।৪২৫) [বি—হ্বেঞ্‌ +অল্‌] বিশেষ আহ্বান।

বিহসিত (সিন্ধু ৪।১।২০) যে হাস্যে শব্দ হয়, দন্তও দৃষ্ট হয়, তাহাকে 'বিহসিত' বলে।

বিহস্ত (ভাবনা ২।১৩) ব্যাকুল। [২ পণ্ডিত, ৩ হস্তশূন্য]।

বিহা [ব্য] স্বর্গে।

বিহাপিত (গোচ পূর্ব ৩১।৮৭) দত্ত, অর্পিত।

বিহায়ঃ (আচ ৯।৬) আকাশ। [২ পক্ষী]।

বিহার (আচ ১।৯৬) বিলাস, ২ বিগলিত-হার, ৩ বিশিষ্ট-হারযুক্ত। ৪ (ভা ৫।১৩।১২) যানাদি। ৫ (ভা ৪।৫।১৪) যজমানগৃহ। ৬ (ভা ২।২।২২) [বিহরত্যস্মিন্নিতি] ক্রীড়াস্থান—স্বামী। ৭ ক্রীড়ার্থ পাদচালন, ৮ ভ্রমণ।

বিহারী (ভাবনা ২।২) হার-রহিত।

বিহিত (বৃভা ২।৭।৯৩) প্রকটিত। ২ (মুক্তা ৫।২) বেদোক্ত। ৩ (ভা ৩।১৮।২৭) নির্মিত।

বিহিতা ভক্তি (ভক্তি ৩২৩) বৈধী ভক্তি।

বিহীন—ত্যক্ত, ২ বর্জিত।

বিহৃৎ (গোপা ৮) বিহার।

বিহৃত (বৃ ১৪।৯১) বিলাস। ২ (আচ ১৪।১৪৮ টী) নায়িকাগত অলঙ্কার-বিশেষ। 'হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্। ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিহৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ'॥

বিহৃতি (বৃ ১৫।৭) বিহার।

বিহ্বল—ভয়াদিতে ব্যাকুল। ২ বিলীন।

বী (আচ ১১।২২০) কান্তি, ২ (আচ ১২।৯৭) প্রজনন।

বীক [অজ্‌+কক্‌] বায়ু, ২ পক্ষী, ৩ মন।

বীকাশ (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৪) স্ফুট। [২ রহস্যস্থল, ৩ প্রকাশ]।

বীক্ষা (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) দর্শন। ২ (গোভা ১৩।২৪) সংশয়।

বীচি (মধু ৪।২৯) তরঙ্গ। [২ অবকাশ, ৩ সুখ, ৪ অল্প, ৫ কিরণ]।

বীচিক্ষিষা (গোচ পূর্ব ৩।১১৯) বিশেষপ্রকার দর্শনেচ্ছা।

বীচীতরঙ্গ (আচ ১৭।৬০) ধারা-বাহিক। **বীচিমালী**—সমুদ্র।

বীজ (চৈচ আদি ৪।১০৩) কারণ। ২ (মালা মথুরা ৩) প্রকাশক। ৩ (কৃষ্ণ ৫) উদ্‌গমস্থান। ৪ (সিন্ধু ১।১।২৩) বাসনাময় বা প্রারব্ধত্বে উন্মুখ পাপ—জী। ৫ (অর্কো ১৯) কাব্য-জনক প্রাক্তন সংস্কার-বিশেষ। ৬ (ভা ১০।৬৩।২৬) দেহোৎপন্ন কর্ম—স্বামী। ৭ (ভা ১০।২২।২৬) অঙ্কুরোদ্‌গম, ৮ ফলান্তরোৎপাদন। ৯ (নাচ ৪৯) নাট্যশাস্ত্রে প্রথমতঃ যাহা স্বল্প-পরিমাণে আরব্ধ হয়, অথচ পরিণামে বহু বিস্তৃতি লাভ করে, কার্যের কারণ-স্বরূপ সেই বৃত্তান্তের নাম হয় 'বীজ'। [১০ শুক্র, ১১ মজ্জা, ১২ মন্ত্রভেদ]। **-কোশ** (আচ ৭।১০০) কর্ণিকা। পদ্মবীজাধার।

বীজন (হ ৬।৩৪০—৪৬) অনুলেপন দান করত শ্রীহরির বীজন করিতে হয়। চামর, বস্ত্রনির্মিত ব্যজনাদি প্রশস্ত। শীতকালে বীজন নিষিদ্ধ। [২ চামরাদি, ৩ চক্রবাক, ৪ ব্যজন]। **-ন্যাস** (ভা ১০।৬।২১) প্রথমতঃ আচমনপূর্বক অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মন্ত্রোদ্দিষ্ট প্রকারে নামের আদ্যাক্ষরের সহিত অনুস্বার এবং 'নমঃ'-শব্দ যোগ করত ন্যাস। যথা—'অং নমোঽজস্তবাজ্‌ঘ্রী অব্যাৎ', এই বলিয়া পদদ্বয়ে, 'মং নমো মণিমাং স্তব জানুনী অব্যাৎ' এই বলিয়া

আমুখর্ষে হস্তার্পণ করিবে ইত্যাদি। **-পুর** (চৈচ মধ্য ১৪।২৭) বেদানা, ডালিম প্রভৃতি। **-মাতৃক**—পদ্মবীজ। **-রাজ** (বৃ ২।৯১) কামবীজ। **-রুহ**—বীজমাত্র-জাত ধান্যাদি।

বীজাকৃত (হরি ৭।১১১১) বীজবপন-পূর্বক কৃষ্টক্ষেত্র।

বীজানুশয় (মুক্তা ৭।৭৬) লিঙ্গদেহ।

বীজাষ্টক (কৃত্য ২৭) যব, গোধূম, নীবার (উড়িধান্য), তিল, শ্যামাক, শালি, প্রিয়ঙ্গু এবং ব্রীহি (আশু বা ষষ্টিক ধান্য)।

বীজী—উৎপাদক, ২ বীজবিশিষ্ট।

বীজ্য (গোচ পূর্ব ৬।৬৭) [বিশেষণ ইজ্য বি—যজ্‌+ক্যপ্‌] কুলীন।

বীটা (বিপ্‌ ২।১।৩২) কন্দুকতুল্য প্রস্তরগ্রাস—স্বামী।

বীটিকা (গোলী ৫।৭৮) পানের খিলি।

বীণা (লনা ১।৩৫) তারযুক্ত-বাদ্য-যন্ত্র। [২ বিদ্যুৎ]; **বীণাতক** (হ ৮।১৯০) খণ্ডগুড় [দ্রব্যগুণ-টীকায় লিখিত] ফলবিশেষ। **°পাণি** (সা ৬) শ্রীরাধা। **-প্রবীণ** (লনা ৪।৭), **-সুহৃৎ** (বৃভা ২।৪।১২৪) শ্রীনারদ।

বীত (ভা ৮।১৮।২৪) যুক্ত। ২ (ভা ৩।৩১।৪) আবৃত। ৩ (ভা ৩।২৫।১৬) বিরহিত। ৪ (মালা ছ ১৪) ব্যাপ্ত। ৫ (কর্ণা ১০১) বিবিধ বা বিশিষ্ট ইতস্ততঃ গমন; ৬ বিবিধ স্থান, ৭ বিশিষ্ট বিষয়প্রাপ্ত—সু। ৮ গত-প্রায়—সার। ৯ (মালা গোবি ৩) গহন। [১০ যুদ্ধে অসমর্থ হস্তী, অশ্ব ও সৈন্য]। **বীতংস** (গোচ পূর্ব ১৭।৯৬) মৃগপক্ষিগণের বন্ধনোপ-করণ—ফাঁদ। **°নিদ্র** (ভা ১১।৮।৪) স্বার্থে দত্তদৃষ্টি—স্বামী। ২ সদা সাবধান—বি। **-ভয়** (সুধা ১১) গ্রাহ হইতে গজেন্দ্রের ভয়-নিরাসক বিষ্ণু। ২ (হ ৭।৪১) অনেক রাজা। পূর্বজন্মে অরণ্যাহৃত পুষ্পে শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করিয়া পরজন্মে নিষ্কণ্টক রাজ্যপ্রাপ্তি করিয়াছেন। **-মান** (আচ ২২।১৫) অপরিমিত। **-রাগ** (গীতা ৮।১১), **-শোক** (গোভা ২।১।২২) বিনষ্টাবিদ্য, মুক্ত। **-হব্য** (ভা ৯।১৩।২৬) সূর্য্যবংশ্য শুনকের পুত্র।

বীতিহোত্র (ভা ৫।১।২৫) প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে ও বর্হিষ্মতীর গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৯।২।২০) সূর্য্যবংশ্য ইন্দ্রসেনের পুত্র। ৩ (ভা ৯।১৭।৯) সোমবংশ্য সুকুমারের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৩।১৮) কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুনের বংশে তালজঙ্ঘের পুত্র। ৫ (মালা ছ ৬) অগ্নি।

বীথি (লনা ৯।১১) শ্রেণী, ২ পথ। ৩ (ভা ১০।৬৯।৬) গৃহ-সংলগ্ন চত্বর। [৪ দৃশ্যকাব্য-ভেদ]।

বীথিকা (আচ ১।২৫) পথ, ২ শ্রেণী।

বীথী (নাচ ৩০, ৪৬) পথ, ২ শ্রেণী, ৩ রূপকভেদ, ইহাতে একটিমাত্র অঙ্ক থাকে, একটিমাত্র নায়ক, উত্তম, মধ্যম ও অধম ত্রিবিধ প্রকৃতি থাকিবে; আকাশ-ভাবিত ও বিচিত্র প্রত্যুক্তি আশ্রয়পূর্বক নট ভূরি শৃঙ্গারের সূচনা করে, অন্যান্য রসও তাহাতে থাকিবে, মুখ ও নির্বহণ সন্ধি এবং কৈশিকী বৃত্তি তাহার লক্ষণ। অর্থপ্রকৃতি-পঞ্চক থাকা চাই।

বীধ্র (গোচ উত্তর ৩৩।৫৭) বিমল। মনোজ্ঞ। [২ আকাশ, ৩ বায়ু, ৪ অগ্নি]।

বীন (মালা ছ ১৪) গরুড়।

বীপ্‌সা (হরি ৪।১০৭) যুগপৎ সজাতীয়গণের ব্যাপ্তি। ২ (গোচ উত্তর ৩০।৩৩) ব্যাপনেচ্ছা।

বীভৎস (বৃ ১৩।৫৫) চিত্তবিকার-জনক। **-রস** (সিন্ধু ৪।৭।১) জুগুপ্‌সা রতি স্বোচিত বিভাবাদি-দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে 'বীভৎসরস' হয়।

বীভৎসিত (গোচ পূর্ব ১।৩৮) হেয়, ঘৃণার বিষয়ীভূত।

বীর (ভা ১০।৬১।১৩, ১৪) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী নাগ্নজিতী ও কালিন্দীর গর্ভ-জাত পুত্রদ্বয়। ২ (বিরু ১০১) কলিকা ও বিরুদের অন্তে অবশ্য যোজ্য শব্দবিশেষ। ৩ (আচ ১৯। ১৫) সমর্থ। ৪ (সুধা ৮৩) [বিশিষ্টা পরব্রহ্মবোধিকা ঈরা বাক্য যস্য] যাঁহার বাক্যই পরব্রহ্ম-বোধক। ৫ (সুধা ৯২) কাগাদি-বিক্ষেপক। ৬ (সুধা ৫৬) ইঙ্গিতেই বিশিষ্টকার্য-কৃৎ। ৭ (চৈত ১০।৩১।১৪) [বিশেষেণ ঈরয়তি] বিশেষ প্রেরক। ৮ (ভা ৮।১।২৮) চতুর্থ তামস মন্বন্তরে দেবতা। ৯ (ভা ৪।৭।১৪) প্রমথাদি—স্বামী। ১০ (সিন্ধু ৩।২। ৫৩) পার্ষদ—শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিরেক-সমাশ্রয়ে অন্যাপেক্ষাশূন্য অথচ শ্রীকৃষ্ণেই অনুপম প্রেমবিশিষ্ট। ১১ (সিন্ধু ৪।৩।১) রসভেদ। **-ক** (ভা ৮।৫।৮) ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষির একতম। [২ করবীর]. **-ক্রয়** (হ ১৬।৩৩৫) বিক্রেতার উপন্যস্ত মূল্যপ্রদানে ক্রয়। **-গতি** (ভা ১।৭।

১৩) স্বর্গ—স্বামী। ২ মোক্ষ—বি। **বীরচন্দ্র** (গৌগ ৬৬) শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র, পূর্বলীলায় পয়োব্ধিশায়ী-নামক শ্রীসঙ্কর্ষণের ব্যূহ। কার্যবশতঃ ইহাতে নিশঠ ও উল্মূক নামক দুই সহোদর ভ্রাতার প্রবেশ হইয়াছে। **বীরণ** (গোচ পূর্ব ১০৫৫) বেণামূল, তৃণবিশেষ। °**পত্নী** (হরি ৭।২২০) [বীরঃ পতিরস্যাঃ] যে নারীর স্বামী বীর। **-পান** (আচ ১৪।২৩১) যুদ্ধের প্রারম্ভে বা অবসানে যোদ্ধাগণের মধুপ্রভৃতি পান। **-ভক্তিরস** (সিন্ধু ৪।৩।১) যথাযোগ্য বিভাবাদির সহযোগে উৎসাহরতি স্থায়ী হইয়া আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলেই 'বীরভক্তিরস' হয়। **-ভদ্র** (ভা ৪।৫।৩) সতীর দেহত্যাগের পর শ্রীশিবের জটা হইতে উৎপন্ন শিবের অনুচর। ২ (কৃগ পরি ২৩) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ। ৩ (বিরু ২৬) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া যদি প্রতি কলায় ম, ভ, ন, ন—এই চারি গণ, আদিতে শ্লিষ্টাদির সন্নিবেশ চারিটি (মধুর সংযোগ নাই) এবং প্রতি অষ্টমাত্রায় ছেদ থাকে, তবে তাহা 'বীরভদ্র' হয়। যথা—উদ্যদ্বিদ্যুৎপ্রতিভট নবপট, নম্রব্রহ্মস্তুত পদ-সরসিজ। **-মার্গ** (হব ২।৩১। ৮৭) স্বর্গ ও কীর্ত্তি। **-বতী** (ভা ৬।১৮।৫৩) জীবৎপতিকা নারী। **-বিক্রম** (রত্না ৫।২৯৬৬) তালবিশেষ। **-ব্রত** (ভা ১০।৮৭।৪৫) নৈষ্ঠিক—স্বামী। ২ অবিক্ষিপ্তচিত্ত—জী। ৩ বীরবৎ প্রতিজ্ঞাপর—বি। ৪ (ভা ৫।১৭।৬) দৃঢ়সংকল্প। ৫ (ভা ৫।১৫।১৫) মধুর ঔরসে সুমনার গর্ভে জাত পুত্র। **-শয়** (ভা ৩।১৭। ৩০) যুদ্ধক্ষেত্র। **-শয্যা** (ভা ১০। ৪৪।৪৪) যুদ্ধে মরণভূমি—স্ত্রী। **-সূ** (ভা ৪।২৮।২০) বীর-পুত্রবতী। **-সেন** (ভা ১০।৭৪।৯) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জনৈক ঋত্বিক্। [২ নলরাজার পিতা]। **-হা** (সুধা ৯২) ভক্তচিত্ত-বিক্ষেপক কামাদির নাশকৃৎ—বিষ্ণু। **-হীনা** (হ ১১। ৭৩৪) যে স্ত্রীর স্বামী বা পুত্রাদি নাই। **বীরা** (উ ২।২০) শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্ভবচনা আপ্তদূতী, ইনি কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই দূত্য করেন। শ্যামবর্ণা, শুক্লবস্ত্রা, রক্তপুষ্প-মাল্য-ভূষিতা ; পিতা—বিশাল, মাতা—মোহিনী, পতি—কবল। ভগিনী—কবলা, নিবাস—যাবটে। ইনি জটিলার প্রিয়তমা, বিবিধ সন্ধানে কুশল এবং যুগলের মিলন-চেষ্টাই ইঁহার কার্য। **-দৃষ্টি** (কর্ণা ১৩) অচঞ্চল, বিকশিত, গম্ভীর, সমতারকাযুক্ত, দীপ্ত ও সঙ্কুচিতাপাঙ্গ হইলে সেই দৃষ্টিকে 'বীরা' বলে। ইহাতে ঔদার্য, ধৈর্য, মাধুর্য, লালিত্য, তেজঃ ও শোভাবিশেষাদি পরিব্যক্ত হয়—(সঙ্গীতরত্নাকর ৭।৩৯১—২)। **বীরাধ্বা** (বিপূ ২।১।৩২) মহাপ্রস্থান। **বীরাসন** (বৃভা ১।৩।৮) রাত্রিকালে খড়্গহস্তে জাগরণ। ২ একপদ পাতিত ও অন্য পদ উরুতে বিন্যস্ত করত সরলভাবে উপবেশন। যথা তন্ত্রসারে—'একপাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথাপরম্। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী বীরাসনমিতীরিতম্॥' **বীরারোহ** (কৃগ ৫৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহতুল্য গোপ। **বীরুধ্** (গোচ পূর্ব ২৪।৩৪) বিস্তৃতা লতা। **বীর্য** (ভা ১১।৪৬।৩৯) বল, ২ (ভা ১১।২৫।৩) প্রভাবাবিষ্কার। ৩ (হ ১৭।৭) শক্তি, ৪ (ভগ ৩) মণিমন্ত্রাদিবৎ প্রভাব। ৫ (ভা ৩।২৬।১৯) চিচ্ছক্তি, ৬ (ভা ৪।১৮।১৫) মনঃশক্তি। **-ধর** (ভা ৫।২০।১১) শাল্মলী দ্বীপস্থ পুরুষ। **-বান্** (ভা ৯।১৭।১) পুরূরবার পুত্র আয়ু—তাঁহার পুত্রই বীর্যবান্। ২ (ভা ৩।৫।২৬) চিচ্ছক্তিযুক্ত—স্বামী। **-সংবিৎ** (ভা ৩।২৫। ২৫) মহিমার সম্যক্ জ্ঞাপক। **বৃক্** (গোপা ৪) [বৃক্ত্বাদানে, বৃচঙ্ বৃত্তৌ ইতি বোপদেবঃ] আদান, ২ বরণ। **বৃক** (গোলী ১।১৮) ব্যাঘ্র। ২ (কৃগ পরি ১৭৩) শ্রীরাধার শ্বশুর, জটিলার স্বামী, নামান্তর—গোল। ৩ (ভা ৯।২৪।৪৩) বৎসকের ঔরসে ও 'মিশ্রকেশী' অপ্সরার গর্ভে জাত পুত্র। ৪ (ভা ৭।২।১৮) হিরণ্যাক্ষের ঔরসে ভানুর গর্ভে জাত অসুর। ৫ (ভা ১০।৮৮।১৩) শকুনি-পুত্র অসুর। ৬ (ভা ৪।২২।৫৩) পৃথুর ঔরসে অর্চির গর্ভে জাত। ৭ (ভা ৯।৮।২) সূর্যবংশ্য ভরুকের পুত্র। ৮ (ভা ১০।৬১।১৬) মিত্রবিন্দার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র। ৯ (ভা ৯।২৪।২৯) দেবমীঢ়-পুত্র শূরের তনয়। **বৃকোদর** (গীতা ১।১৫) [বৃকবৎ উদর যাহার অথবা বৃক-নামক অগ্নি-উদরে যাহার] ভীমসেন। ২ (হ ৩।৩৪৭) যম। **বৃক্‌ণ** (চৈত ১১।২৯।৩৯) [ওব্রশ্চূ ছেদনে+ক্ত] ছিন্ন।

বৃক্ষ (সুধা ৭২) [বৃক্ষ বরণে ভ্বাদিঃ পচাদ্যচ] ভূমিকে পত্নীত্বে বরণকারী। ২ [বৃশ্চত্যবিদ্যামিতি] অবিদ্যাচ্ছেদক। ৩ (ভা ১০।২।২৭) কালকর্তৃক ছেদনীয়, সমষ্টিব্যষ্টিদেহ—বি। ৪ (ভা ১১।১১।৬) মায়া-দ্বারা কল্পিত হয় বলিয়া দেহই বৃক্ষ। -**জীবিকা** (ভা ১১।২১।২২) বৃক্ষ যেমন উদ্যমব্যতীতই যাদৃচ্ছিক জলপ্রাপ্ত হইয়া জীবিকার্জন করে, তদ্রূপ বিষয়াবিষ্টব্যক্তিও যথালাভে সন্তুষ্ট থাকিবে।

বৃক্ষৌকাঃ (আচ ১১।২৯৫) পক্ষী।

বৃজিন (ভা ১০।৫৭।১২) অপরাধ, ২ (ভা১০।৫০।৪৫) দুঃখ, ৩(ভা ৩।১৫। ৪৯) পাপ—স্বামী। ৪ (কৃষ্ণ ১১৫) সংসার। ৫ (সাকৌ ১।১) পশুস্বভাব, ৬ রাজসত্ব। ৭ (গোচ পূর্ব ১৩।৭০) কুটিলতা। -**বান্** (ভা ৯।২৩।৩০) সোমবংশ্য ক্রোষ্টার পুত্র।

বৃজিনার্দন (ভা ১০।৮৮।২৭) দুঃখহন্তা।

বৃত (গোপা ৮) সংভক্ত। ২ (গোলী ৬।১৯) আচ্ছাদিত।

বৃতি (ব্রজ ১।১৭) আবরণভিত্তি, প্রাচীর। ২ (আচ ১১।১৪৭) বরণ। ৩ (গোচ উত্তর ৩৭।২৪০) প্রার্থনা।

বৃতিকা (গাম ৮।১৮) যবনিকা। ২ বেষ্টন, বেড়া।

বৃত্ত (হরি ৫।৫৭) অধীত, ২ (লহরী ২০।৫৬) চেষ্টিত। ৩ (ভাবনা ১০। ৪৩) বার্তা। ৪ (মুক্তা ৭।৭) সদাচার-পালন। ৫ (মুক্তা ৬। ৩৮) সদাচার। ৬ (গোলী ১২।১২) বৃত্তান্ত। ৭ (ভা ৪।২।৮) চরিত্র। ৮ (ভা ৪।২৫।২৪) বর্তুল। ৯ (গোচ উত্তর ১।১০) অতীত। ১০ (সাকৌ ৭।৬) ছন্দঃ। ১১ (ছ ২।১৬০) বিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ১২ (ছ ১।২৩—২৪) ছন্দঃশাস্ত্রমতে শ্লোকের চারি চরণ গুরুলঘুভেদে সংখ্যাত হইলে তাহাকে 'বৃত্ত' বলে। ইহা তিনপ্রকার—সম, অর্দ্ধসম ও বিষম। চতুষ্পাদ সমান হইলে 'সম', যে বৃত্তের প্রথম ও তৃতীয়, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ সমান হয়, তাহা 'অর্দ্ধসম' এবং চারিচরণই ভিন্ন-চিহ্ন হইলে 'বিষম' বৃত্ত হয়। -**গন্ধি**—পদ্যভেদের লেশযুক্ত গদ্য, 'ভবত্যুৎকলিবাপ্রায়ং সমাসাঢ্যং দৃঢ়াক্ষরম্। বৃত্তৈকদেশ-সম্বন্ধাদ্ বৃত্তগন্ধি পুনঃ স্মৃতম্॥'

বৃত্তা (ছ ২।৫১) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

বৃত্তান্ত (আচ ৩।২৮) [বৃত্তো নির্বৃঢ়োঽন্তো নাশো যস্য] নাশপ্রাপ্ত, ২ বার্ত্তা, ৩ প্রস্তাব।

বৃত্তি (হরি ৬।২৫১) বিগ্রহবাক্যস্থিত পদসমূহের বিশিষ্ট অর্থটি যাহাদ্বারা প্রতিপাদিত হয়, তাহাকে 'বৃত্তি' বলে। উহা পাঁচ প্রকার—কৃদন্ত—বক্তুং যোগ্যঃ বক্তব্যঃ। তদ্ধিত—দশরথস্য অপত্যং দাশরথিঃ। সমাস—কৃষ্ণস্য সখা কৃষ্ণসখঃ। একশেষ—মাতা চ পিতা চ পিতরৌ এবং সনাদ্যন্ত ধাতু—অত্তুমিচ্ছা জিঘৎসা। ২ (ভগ ৬) বর্ত্তমানমাত্রতা। ৩ (ভা ১০।৬৯।৪৫) স্থিতি। ৪ (ভা ৪।৮।৬৩) জীবিকা। ৫ (ভা ১২। ৭।৮) স্থান। ৬ (ভা ১১।২৯।১৭) ব্যাপার। ৭ (কাব্য ৫) সমাস। ৮ (সাকৌ ১০।১৮) উপাদান; ৯ (উ ১।২৩) চেষ্টা। ১০ (গোভা ৪।২।১) উক্তি। ১১ (হ ১:৮৪) ব্যবহার। ১২ (চরিত ১৬৫)-বিবরণ। ১৩ (প্রীতি ৬১) ভগবদানুকূল্যাত্মক জ্ঞান-বিশেষ। ১৪ (বৃভা ২।৪।৫৭) প্রকার। ১৫ (ভা ৩।২৫। ৩২) ভক্তি—স্বামী। ১৬ (ভা ৩। ২৬।৪০) ধর্ম—বি। ১৭ (ভা ৩।৬। ২৬) পরিণাম—স্বামী। ১৮ (চৈভা আদি ৮।৫৪) সংক্ষেপে শ্লোক-বিবৃতি। ১৯ (নাচ ৪৪২—৪৪৩) শ্রীনারায়ণ-কর্তৃক মধুকৈটভ-বধকালে আবির্ভাবিত নাট্যমাতা চারিটী বৃত্তি—ভারতী, আরভটী, সাত্বতী এবং কৈশিকী। -**চতুষ্টয়** (চরিত ১৫৮) কলাপ ব্যাকরণে প্রোক্ত সন্ধি, চতুষ্টয় [নাম, কারক, সমাস ও তদ্ধিত], কৃৎ ও আখ্যাত। চতুষ্টয়-সম্বন্ধে—'শব্দানাং সাধনং যত্র কারকাণাঞ্চ নির্ণয়ঃ। সমাসস্তদ্ধিতো যত্র স চতুষ্টয় উচ্যতে॥' -**জ্ঞান** (রত্ন ৬। ৫৫) প্রপঞ্চ-ভ্রম। -**রূপবতী** (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থা নদী। -**সম্পাদন** (হ ৯।২৫৩—২৫৮) ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিত্য বেদাভ্যাস ও অধ্যাপনা বিহিত। বৈষ্ণব বিদ্বান্ হইলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা শ্রীহরিতে সমর্পণ করত স্বীয় জীবিকার্জনে যত্নপর হইবেন। বৃত্তি-সমাধানান্তে সাধুসঙ্গে হরিকথা শুনিবেন। বৃত্তি-নির্ধারণ সম্বন্ধে [ভা ৭।১১।১৮—২০] লিখিত আছে যে ঋত (উঞ্ছবৃত্তি) ও অমৃত (অযাচিত) দ্বারা, মৃত (যাচ্ঞা) ও প্রমৃত (কৃষি) দ্বারা কিম্বা সত্যানৃত (বাণিজ্য) দ্বারা জীবিকার্জন করিবে কিন্তু শ্ববৃত্তি (নীচসেবা) দ্বারা জীবিকার্জন গর্হিত।

নিজ-প্রাণকে পণ করিয়া জীবিকার্জন দ্বিজাতিমাত্রেরই অকর্ত্তব্য। শুক্ল (পবিত্র) বৃত্তির অসদ্ভাবে ভোজ্যান্ন শূদ্রগণ হইতে খাদ্য গ্রহণ-অগ্রহণ বিষয়ে শাস্ত্রশাসন মানিবে।

বৃত্তোহ (আচ ৭।১৩২) নিরস্ত-তর্ক।

বৃত্তৌজাঃ (গোভা ২।১।১) পূর্বসিদ্ধ চিচ্ছক্তিসম্পন্ন।

বৃত্ত্যনুপ্রাস (অকৌ ৭।৩) এক বা অনেক বর্ণ যদি পুনঃ পুনঃ পর্যায়ক্রমে বা অপর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হয়, তবে তাহাকে 'বৃত্ত্যনুপ্রাস' বলে। যেমন—'কিজানি সজনি রজনি ভোর ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর, গত যামিনী জিতদামিনী, কামিনী-কুল লাজে'॥ ২ (আচ ২০।১৯) করচরণাদি চালনকালে অনুকূল ও প্রকৃষ্ট বিন্যাস।

বৃত্য (হরি ৫।১৭৮) [বৃঞ্ বরণে+ক্যপ্] বরণীয়।

বৃত্যা (হরি ৫।১৬০) প্রতিবন্ধ-ব্যতীত অস্বীকার্যা কন্যা।

বৃত্র (ভা ৬।৯।১৭) ইন্দ্রবধার্থ ত্বষ্টা-নামক আদিত্যের যজ্ঞ হইতে উদিত অসুর। পূর্বজন্মে চিত্রকেতু-নামক সঙ্কর্ষণ-ভক্ত গন্ধর্ব মহাদেবের নিকট অপরাধ করায় পার্বতী-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বৃত্রাসুররূপে জন্মলাভ করেন। ইন্দ্রকর্ত্তৃক বজ্র-প্রহারে তাঁহার মৃত্যু হয়। [২ অন্ধকার, ৩ রিপু, ৪ মেঘ, ৫ পর্বতভেদ, ৬ শব্দ]। **-ঘ্ন, -হা** (ভা ৯।৭।১৯) ইন্দ্র।

বৃথা [ব্য] অকারণ। **-ভার** (ভক্তি ৩৮) যে জনের মস্তক মুকুন্দকে প্রণাম করে না, অথচ পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণাদি-রচিত কিরীট-শোভিত হয়, সেই মস্তকই কেবল ভার। **-বিল** (ভক্তি ৩৭) যে জনের কর্ণরূপ পাত্রে শ্রীহরির গুণগাথা প্রবেশ করেনা, তাহার কর্ণদ্বয়ই বৃথা গর্ত্ত। **-বিস্তার** (অকৌ ১০।৪২) অনুপযুক্তকালে রসের প্রথন বা আবির্ভাব দোষাবহ। যেমন—বেণীসংহারে দ্বিতীয়াঙ্কে বহু বহু বীরের বিনাশ-বর্ণনকালে দুর্যোধনের সহিত ভানুমতীর শৃঙ্গার-বর্ণন। ইহাকেই রসামৃতশেষে (৫) 'অকাণ্ডে প্রথন' নামক রসদোষ বলা হইয়াছে। **-হ্রাস** (অকৌ ১০।৪২) অসময়ে রসভঙ্গ হইলে এই দোষ হয়, যেমন মহাবীরচরিতে দ্বিতীয়াঙ্কে রাঘব ও ভার্গবের দারুণ সংঘর্ষকালে রাঘবের কঙ্কণ-মোচনার্থ গমন ইত্যাদি।

বৃদ্ধ (ভা ১১।১৩।৫) শ্রীব্যাসাদি—জ্ঞী। [২ পণ্ডিত, ৩ শৈলজ-নামক গন্ধদ্রব্য, ৪ বৃদ্ধি-যুক্ত, ৫ গতযৌবন]। **-মানী** (ভা ১০।২৩।৯) জ্ঞানিম্মন্য—সনা। **-বৈষ্ণব** (তত্ত্ব ৪) শ্রীমধ্ব, রামানুজ, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি। **-শর্মা** (ভা ৯।২৪।৩৭) করূষদেশাধিপতি, শ্রুতদেবার পতি ও দন্তবক্রের পিতা। **-শ্রবাঃ** (গোচ পূর্ব ১৮।১৭৭) ইন্দ্র। ২ প্রচুরযশোযুক্ত। **-সূত** (কৃষ্ণ ২৯) রোমহর্ষণ সূত, স্কন্দপুরাণের বক্তা, শ্রীবলদেবের হস্তে নিহত হন। **-সেনা** (ভা ৫।১৫।২) সুমতির পত্নী ও দেবতাজিতের মাতা।

বৃদ্ধি (হরি ৭।৭৫৮) অধমর্ণ হইতে অধিকগ্রহণ [সুদ]। [২ সমৃদ্ধি। ৩ অভ্যুদয়]। **-জীবিক** (গোচ পূর্ব ৩।৯২) কুসীদদ্বারা জীবিকা-নির্বাহক। **-শ্রাদ্ধ** (হ ১৯।১২৩) নান্দীশ্রাদ্ধ।

বৃদ্ধোক্ষ (গোচ পূর্ব ১২।৪৯) জরদ্গব।

বৃদ্ধ্যাদি (হরি ৭।৭৫৯) বৃদ্ধি, আয়, লাভ, শুল্ক ও উৎকোচ।

বৃধ্য (হরি ৫।১৮০) [বৃধু বৃদ্ধৌ+ক্যপ্] বর্ধন-যোগ্য।

বৃন্তাক—বার্ত্তাকু।

বৃন্দৎ (গোপা ৮) [বৃন্দারকান্ করোতীতি ণিচি বৃন্দাদেশঃ, ততঃ পচাদ্যচ্ বৃন্দঃ কৃষ্ণঃ, পুনর্বৃন্দশব্দাদাচরণার্থঃ ক্বিপ্] কৃষ্ণতুল্য-নিত্য পরিকর।

বৃন্দশঃ (ভা ১০।৩৫।৫) যূথে যূথে। ২ (ললা ৩।৩৯) বহুবার।

বৃন্দা (উ ২।২০, কৃগ ১৩৯-১৪০) শ্রীকৃষ্ণের দূতী, কুঞ্জাদি-সংস্কারে অভিজ্ঞা, বৃক্ষায়ুর্বেদে পণ্ডিতা, স্থাবর জঙ্গম ইঁহার অধীনে। ইঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, বস্ত্র—নীলবর্ণ, মুক্তামালা ও পুষ্পদামে বিরাজিতা, ইঁহার পিতা—চন্দ্রভানু,মাতা—ফুল্লরা, পতি—মহীপাল; ইনি সর্বদাই বৃন্দাবনে বাস করেন। যুগলের মিলন-সম্পাদনই ইঁহার অভিপ্রেত সেবা।

বৃন্দাটবী-কন্দর্প (নিধি ৯৪), **-তস্কর** (উ ৮।১৯) শ্রীকৃষ্ণ।

বৃন্দারক (নিধি ৬১) দেবতা। ২ (আচ ১৫।৩৫১) মনোজ্ঞ, ৩ শ্রেষ্ঠ।

বৃন্দারিকা (অকৌ ৫।১২) দেবাঙ্গনা ২ (উ ২।২৩) শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণী আপ্তদূতী, লীলাশক্তি।

বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনী (উ ৪।২৫) শ্রীরাধা।

বৃন্দিষ্ঠ (গোচ পূর্ব ৩০।৭৮) সর্বশ্রেষ্ঠ।

২ অতিমনোজ্ঞ।
বৃন্দী (গোচ পূর্ব ২।২) যূথবিশিষ্ট।
বৃশ্চন (ভা ৬।৩।২) ছেদক—স্বামী।
বৃশ্চিক—কীটবিশেষ, ২ অষ্টমরাশি, ৩ মদনবৃক্ষ।
বৃষ (ভা ৩।১৫।১৫) ধর্ম, ২ সর্বানন্দ-বর্ষী, ৩ (চৈত ৩।১৫।১৫) কামদ; ৪ (আচ ১।৬১) পুঙ্গব। ৫ (হ (২০।২৫৫) পঞ্চাণ্ডক, ত্রিভূমিক ও চারিহস্ত-পরিমিত-গর্ভবিশিষ্ট প্রাসাদ। ৬ (গোলী ১৩।৪১) সুকৃত, ৭ (ভা ১০।৩।১৩) অরিষ্টাসুর, [৮ পুরুষ-বিশেষ]। ৯ (ভা ৯।২৪।৪২) চন্দ্র-বংশীয় শূরের পুত্র। ১০ (ভা ১০।৬১।১৩, ১৪) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী নাগ্নজিতীর ও কালিন্দীর গর্ভজাত পুত্রদ্বয়। [১১ দ্বিতীয়রাশি, ১২ শক্র, ১৩ কাম, ১৪ বলযুক্ত]। **-কর্মা** (সুধা ২৫) ভক্তাভীষ্ট-পূর্তিকর সকলকর্মকারী। **বৃষণ** (ভা ২।১। ৩২) অণ্ডকোষ—বি। ২ (ভা ১০।২।২৫) কামবর্ষী—স্বামী, ৩ লীলামৃতবর্ষী। [৪ বীর্যান্বিত]। **বৃষধ্বস্থ** (গোচ উত্তর ১৮।৪৪) ইন্দ্রের রথাদি। **বৃষদংশ** (হব ২। ১১৬।৫৯) বিড়াল। **°ধ্বজ** (ভা ৮।১২।১) মহাদেব। [২ হেরম্ব, ৩ পুণ্যকর্মা]। **-পর্বা** (ভা ৬।৬।৩১) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব। ইহারই কন্যা—শর্মিষ্ঠা। ইনি জাতমাত্রই মাতৃ-পরিত্যক্ত ও মুনিকর্তৃক পালিত হইয়া বিষ্ণুভক্ত হন। ২ (সুধা ৪১) ইন্দ্রের উৎসব-দায়ক। [৩ শিব, ৪ ভৃঙ্গার-বৃক্ষ]।
বৃষভ (ভা ৯।২৩।২৭) কার্তবীর্যার্জুনের পুত্র। ২ (ভা ১০।১৮।২৩) শ্রীকৃষ্ণ-সখা গোপ। ৩ (ছ ২।১২১) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ। [৪ শ্রেষ্ঠ, ৫ বৃষ, ৬ কর্ণচ্ছিদ্র]। **-ধ্বজ** (গোতা ১।৪৩) মহাদেব।
বৃষভানু (কৃগ ২৭, ১১৩) মহীভানুর পুত্র, শ্রীরাধার পিতা। পত্নী—কীর্তিদা। ভ্রাতা—রত্নভানু, সুভানু ও ভানু। ভগিনী—ভানুমুদ্রা। কন্যা—শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরী এবং পুত্র—শ্রীদামা। ২ জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য। **-জা** (উ ৪।৫৭) শ্রীরাধা, ২ জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্যোৎপন্না।
বৃষভাসুর (ভা ১০।৩৬।১) অরিষ্টাসুর।
বৃষল (ভা ১।১৬।১৮) ম্লেচ্ছ, শূদ্র। [২ গৃঞ্জন, ৩ ঘোটক, ৪ চন্দ্রগুপ্ত, ৫ অধার্মিক]। **-পতি** (ভা ৫।৯।১৮) শূদ্র সামন্ত চৌররাজ। মহাভাগবত ভরতকে চণ্ডীসমীপে বলি দিতে নেওয়ায় দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গহস্তে ইহাকে সবংশে হত্যা করেন।
বৃষলীসূতিপোষ্টা (বিপূ ৩।১৫।৭) শূদ্রাপত্য-পোষক।
বৃষবর্ধন (উ ৪।২৯) ধর্মবর্দ্ধক, ২ বৃষচ্ছেদন—জী। ৩ ধর্মধ্বংসী।
বৃষসেন (ভা ৯।২৩।১৪) চন্দ্রবংশীয় কর্ণের পুত্র।
বৃষা (প্র ১।২৫) ভক্তেচ্ছাবর্ষী। ২ (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৩) ইন্দ্র।
বৃষাকপায়ী (হরি ৭।২২৫) লক্ষ্মী, ২ পার্বতী। ৩ স্বাহা, ৪ শচী, ৫ জীবন্তী, ৬ শতাবরী।
বৃষাকপি (ভা ৬।৬।১৭) ভূতের ঔরসে ও সরূপার গর্ভে জাত রুদ্র-বিশেষ। ২ (ভা ৬।১৩।১০) ইন্দ্র। ৩ (ভা ১১।৫।২৪) বিষ্ণু। ৪ (ভা ১০।১।২০) অভিলষিত-দাতা ও ক্লেশহারী—সনা। [৫ মহাদেব, ৬ অগ্নি]।
বৃষাঙ্ক (ভা ৮।৮।১) মহাদেব। [২ ভল্লাতক, ৩ ষণ্ড, ৪ সাধু]।
বৃষাত্মজ (প্রীতি ৩৯২) বৎসাসুর।
বৃষাদর্ভ (ভা ৯।২৩।৩) চন্দ্রবংশ্য শিবির পুত্র।
বৃষার্ক (বিন্দু ১০) বৃষভানু।
বৃষি (ভা ১০।৮৬।৩৯) কুশাসন।
বৃষী (হরি ৬।৩৫৭) [ব্রুবন্তঃ সন্তঃ সীদন্ত্যস্যামিতি] ব্রতিদের আসন।
বৃষ্টিমান্ (ভা ৯।২২।৫১) পাণ্ডব-বংশীয় কবিরথের পুত্র।
বৃষ্ণি (ভা ৯।২৩।২৯) চন্দ্রবংশ্য মধুর পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।৬) সাত্বতের পুত্র; ৩ (ভা ৯।২৪।১৪) যুগন্ধরের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৪।৩) যদুবংশ্য কুন্তির পুত্র—ধৃষ্টি। ৫ (হরি ২।৩৩) ঙ্-ইৎ বিভক্তি। [৬ চণ্ড, ৭ পাষণ্ড, ৮ মেঘ]। **-পুর** (চচ ৩।৩৯) মথুরা।
বৃষ্ণীন্দ্র (হরি ২।৫৩) ব্যাকরণোক্ত বৃদ্ধি-সংজ্ঞা। অ আ স্থানে আ, ই ঈ এ স্থানে ঐ ইত্যাদি।
বৃষ্য (হরি ৫।১৮২) [বৃষু সেচনে+ক্যপ্] বর্ষণীয়। ২ বৃষের হিতকর ক্ষেত্র। ৩ মাষ, ৪ শুক্রবৃদ্ধিকর, ৫ বাজীকরণ।
বেগ (বৃভা ২।২।১১৩) উদ্রেক, প্রাবল্য, প্রবাহ। [২ রেতঃ, ৩ ন্যায়োক্ত সংস্কারভেদ]। **-বতী** (ছ ৩।২) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দোবিশেষ। **-বান্** (ভা ১০।৬১।১৩) শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে ও নাগ্নজিতীর গর্ভেজাত পুত্র। ২ (ভা ৯।২।৩০) ধুন্ধুমারের পুত্র।
বেঙ্কটাচার্যপাদ (হ ১৫।৬৮)

শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মুখ্য আচার্য।

বেড়া নৃত্য (চৈচ মধ্য ১১।২২৪) শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নর্ত্তন।

বেণ (ভা ১০।৭৩।২০) প্রজাপতি অঙ্গের ঔরসে ও সুনীথার গর্ভে জাত। ইঁহার স্বেচ্ছাচারিতা, অধর্মপরতাদির কারণে ইনি ব্রহ্মতেজে নিহত হন, তদীয় বাহুমন্থনক্রমে আবার পৃথু ও অর্চির প্রাকট্য হয় [ভা ৪।১৪—১৬ অধ্যায়]।

বেণা (ভা ১০।৭৯।১২) গোদাবরী নদীর শাখা—বেণ্বা। **-মূল** (চৈচ অন্ত্য ১৫।৭৬) সুগন্ধি খস্‌খস।

বেণি (মালা ছ ১০) ধারা। [২ কেশরচনা-ভেদ, ৩ জলসমূহ, ৪ দেবতাড়বৃক্ষ]।

বেণী (পদ্যা ১০৫) ধারা, জলবেগ। ২ মিলন। ৩ (সিন্ধু ২।১।৩৫৫) পৃষ্ঠদেশে লম্বিত কেশবন্ধন। ৪ (কর্ণা ৮০) [বেণয়িতুং বাদয়িতুং শীলং যস্য সঃ] বাদন-পরায়ণ—[কবিরাজ]। ৫ পরম্পরা। ৬ (কৃষ্ণা ২।১১৬) মিষ্টান্ন দ্রব্য। ৭ (গোলী ৫।১১) গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম। ৮ (কৃগ পরি ৫৬) উজ্জ্বল সখার মাতা। **-ভুত** (ভা ৩।২৩।২৪) জটিল। **-মৃজ** (কর্ণা ৬৮) কেশ-প্রসাধক, ২ বেণীদ্বারা যাঁহার পাদ-মার্জন হয়, তিনি—[কবিরাজ]। ৩ প্রোষ্যাগত কান্ত—[সার]।

বেণু (উ ৮।১২৩) কীচক, ২ (ভা ৪।২৬।১) ধ্বজ—স্বামী। ৩ (গোলী ৮।২৬) মুরলী। ৪ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) দণ্ড [পাঁচনী]। **-কর্কর**—করবীর বৃক্ষ। **-ক্ষপণ** (কৃষ্ণ ৯৩) বংশীবাদক। **-জ**—বংশ-জাত দণ্ডাদি, ২ বেণুজাত যবাকার তণ্ডুল। **-দল** (চৈচ মধ্য ২১।২১) পত্রনির্মিত বংশী। **-ধ্বানী** (গোচ পূর্ব ৩১। ৮০) কৃষ্ণ। **-ন**—মরিচ। **-মুদ্রা** (হ ৬।৩৮) বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠা ওষ্ঠে সংযুক্ত করিয়া বাম কনিষ্ঠা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠাতে সংলগ্ন করিবে, পরে দক্ষিণ কনিষ্ঠাকে প্রসারণ পূর্বক তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা—এই তিনটীকে সঙ্কুচিত করিয়া চালিত করিলেই 'বেণুমুদ্রা' হয়। **-যব** (বিপূ ১৬। ২৫) বেণুবীজ [শস্যবিশেষ]।

বেতসী (গোবি ৩২) বেত্রবৃক্ষ।

বেতস্বান্ (হরি ৭।৪০৯) বেতস-বহুল দেশ।

বেতাল (ভা ২।১০।৩৭) ভূতাধিষ্ঠিত শব। ২ শিবগণাধিপ-বিশেষ। [৩ দ্বারপাল]।

বেত্তা—জ্ঞাতা, ২ বোদ্ধা, ৩ লব্ধা।

বেত্র (উ ১৫।২৩০) লতাবৃক্ষ-বিশেষ। ২ যষ্টি-বিশেষ।

বেদ (সুধা ২৭) ঋগাদি-স্বরূপ নারায়ণ। ২ (সুধা ১০৫) জ্ঞান। ৩ শাস্ত্র। **-গর্ভ** (কৃগ ৬৭) শ্রীকৃষ্ণের পুরোহিত। ২ (ভা ২।৪। ২৪) ব্রহ্মা, ৩ বিষ্ণু। ৪ (ভা ৮। ১৭।২৬) বেদে প্রকাশমান—স্বামী। [৫ বিপ্র, ৬ হিরণ্যগর্ভ]। **-গুপ্ত** (ভা ৯।২২।২২) বেদবিভাগ-কর্ত্তা বাদরায়ণ। **-দর্শ** (ভা ১২।৭।১) অথর্ববিৎ সুমন্তর শিষ্য কবন্ধের নিকট ইনি অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেন। **-দূষয়িতা** (বিপূ ২।৬।১৩) বেদ-নিন্দক, ২ বেতনগ্রাহী অধ্যাপক। **-ধর্ম** (চৈচ আদি ১১।৯) বেদ-বিহিত বিধি-নিষেধাদি।

বেদন (গোচ পূর্ব ৫।৬৯) জ্ঞাপন। ২ জ্ঞান, ৩ অনুভব।

বেদ-নস্তৃক (আচ ৯। ৯১) বেদ যাঁহার স্তুতি নতি করেন—সেই শ্রীহরি।

বেদনা (আচ ৪। ৮) পীড়া, ২ জ্ঞাপন। ৩ (প্রেম ৫২) অনুভব, ৪ বিড়ম্বনা। **°নিধি** (হ ৮।৩৮০) পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত ঋষি-বিশেষ, তাঁহার পুত্র—অগ্নিপ। ইনি পঞ্চ গন্ধর্বকন্যাকে তাঁহার প্রতি আসক্তি-নিবন্ধন 'পিশাচীত্ব'-প্রাপ্তি করিতে অভিশাপ দেন, তাঁহারাও ইঁহাকে শাপ দিয়া পিশাচদেহ প্রাপ্তি করান; পরে লোমশ মুনির কৃপায় ইঁহাদের শাপমোচন হয় এবং বিবাহ হয়। (পাদ্ম উত্তর ১২৭)। **-পতি** (চৈভা মধ্য ১।২৮৩) বেদবেদ্য ও বেদোপদেষ্টা শ্রীগৌরাঙ্গ। **-পথ** (ভা ১০।৪৮।২৩) ধর্মমার্গ। **-প্রামাণ্য** (তত্ত্ব ১০) শব্দ ব্যতীত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-নিচয় ভ্রমাদিদোষ-নিবন্ধন পরমার্থ-বিচারে অনুপযোগী, বিশেষতঃ অলৌকিক ও অচিন্ত্য-স্বভাব বস্তুর স্পর্শেও অযোগ্য বলিয়া অনাদিসিদ্ধ সর্বপুরুষ-পরম্পরাপ্রাপ্ত সর্ববিধ লৌকিক (কর্ম) ও অলৌকিক (ব্রহ্ম) জ্ঞাননিদান অপ্রাকৃত বচনময় বেদেরই স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্য স্থিরীকৃত। **-মুখ** (গৌকৃ ১।১১) ব্রহ্মা। **-বতী** (রত্ন টী ২।২৪) ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের বাঙ্ময়ী সুন্দরী কন্যা। ইনি বিষ্ণুকে পতিত্বে কামনা করিয়া দুশ্চর তপস্যা করিতেছিলেন। দুরাত্মা রাবণ-কর্তৃক ধর্ষিতা হইয়া অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন এবং পর-

জন্মে রাবণ-বধের জন্য জানকীতে প্রবিষ্ট হন। [রামায়ণ উত্তরা কাণ্ড]। **-বর্ণ** (গৌকৃ ১৮।২৬) চতুরক্ষর। **-বাচ্য** (রত্ন ৪।২৩) বেদ-প্রতিপাদ্য। **-বাদ** (ভা ৪।২।২১) অর্থবাদ—স্বামী। ২ (ভা ১১।৩।৪৪) বেদবাক্য। **-বাহু** (ভা ১০।৯০।৩৪) দ্বারকাস্থ অষ্টাদশ মহারথের অন্যতম। **-বিৎ** (সুধা ২৭) অক্ষরতঃ ও অর্থতঃ বেদের জ্ঞাতা। **-বীজ** (ভা ১২।৬।৩৬) বেদসমূহের কারণ ওঁকার। **-বেদ** (গোচ পূর্ব ৬।৬৬) বেদজ্ঞান। **-ব্যাস** (তত্ত্ব ১৬) বেদবিভাগ-কর্ত্তা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ঋষি পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে আবির্ভাব। কালপ্রভাবে লুপ্ত বেদাদি শাস্ত্র উদ্ধারের জন্য স্বয়ং নারায়ণই বেদ-ব্যাস নামে অবতীর্ণ। দ্বীপাশ্রয়ে জন্ম এবং বর্ণেতে কৃষ্ণাভ; এইজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামেও ইঁহার সংজ্ঞা-প্রসিদ্ধি। ইনি আজন্ম যোগবিভূতি-সম্পন্ন। শাস্ত্র-প্রকাশের জন্য ইঁহার অবতার স্বীকার করিলেও মহাভারত-প্রণেতারূপেই ইঁহার মহিমা উদ্‌ঘোষিত। ইনিই মহাযোগী ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেবের পিতা। **-শিরাঃ** (সভা ১।১৯৪) দ্বিতীয় মন্বন্তরাবতার বিভুর পিতা। ২ (ভা ৬।১৫।১৪) জ্ঞানোপদেষ্টা ঋষি। মেরু ঋষির ঔরসে ও বিধাতার গর্ভে জাত প্রাণের পুত্র। ৩ (ভা ৮।৫।৩) পঞ্চম রৈবত মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম। ৪ (ভা ৬।৬।২০) কৃশাশ্বের ঔরসে ও ধিষণার গর্ভে জাত। **-শ্রুতা** (ভা ৮।১।২৪) তৃতীয় মনু উত্তমের অধিকারে দেবতা। **-স্মৃতি** (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতীয়া নদী। **-হৃদয়** (ভা ১২।৮।৩৬) বেদতাৎপর্যবিৎ।

বেদাঙ্গ (সুধা ২৭) [বেদোঽঙ্গং জ্ঞাপকমস্য] বেদই যাঁহার জ্ঞাপক। [২ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং ছন্দঃশাস্ত্র]।

বেদাদি (ভচ ৬।৫) প্রণব।

বেদানুবচন (রত্ন ১।৩১) স্বাধ্যায়-পঠন। ২ (রত্ন ৪।১৩) বেদোল্লিখিত যজ্ঞাদির মন্ত্র। ৩ বেদবাক্য।

বেদান্তকৃৎ (গীতা ১৫।১৫) সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরু—স্বামী। ২ বাদরায়ণ-স্বরূপে বেদের অন্ত অর্থাৎ অর্থের নির্ণয়কর্ত্তা—বল।

বেদান্তবেদ্য (গোভা ২।১।৩ টী) ঈশ্বর, জীব, উপায় ও উপেয় প্রভৃতির যাথাত্ম্যই বেদান্ত-বেদ্য বস্তু-চতুষ্টয়। (১) ঈশ্বরযাথাত্ম্য—অবিচিন্ত্য আত্ম-শক্তিবিশিষ্ট, নিত্যানন্দ, চিৎস্বরূপ, মধ্যম হইয়াও বিভু, নিত্যপার্ষদগণে বিরাজমান, নিত্য অসংখ্য কল্যাণ-গুণগণের আধার, স্বানুরূপ লক্ষ্মীজুষ্ট, স্বসংকল্প-বলে স্ববিলক্ষণ জগৎস্বরূপ, স্বয়ং অবিকারী এবং ভজনানন্দ হেতু ঈশ্বর। (২) জীব-যাথাত্ম্য—জ্ঞান-রূপ, জ্ঞানাদিগুণক পরমাণু-স্বরূপ, জীব হরি-বৈমুখ্যবশতঃ বদ্ধ হয়, হরি-সাম্মুখ্যই মোক্ষদ্বার। (৩ উপায়-যাথাত্ম্য—তত্ত্বজ্ঞানপূর্ব্বক হরি-ভজন এবং (৪) উপেয়-যাথাত্ম্য—দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিপূর্ব্বক আনন্দব্রহ্মের সাক্ষাৎকার।

বেদান্তি-মত (নাম ১।১১) মীমাংসক-মতে বৈদিক বিধিবাক্য-সমূহের সাক্ষাৎভাবে যজ্ঞাদির সহিত অন্বয়-নিবন্ধন প্রাধান্য স্বীকৃত; কিন্তু মন্ত্র, অর্থবাদ বা উপনিষৎ পুরাণাদির বাক্য-সমূহে পরম্পরিতভাবে যৎ-সামান্য উপযোগিতা স্বীকৃত হইলেও সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়ার্থতার অভাবে অপ্রামাণ্যই ধর্ত্তব্য। এই সব আক্ষেপের উত্তরে ঔপনিষৎ প্রস্থান-গণ বলেন—কেবল কৃতিসাধ্য কার্যেই যে প্রামাণ্য, তাহা নহে; পরন্তু কৃত্য-সাধ্য সিদ্ধ বিষয়েও প্রামাণ্য স্বীকার্য। 'তোমার পুত্র হইয়াছে' এই বাক্য শ্রবণমাত্রই শ্রোতার মুখবিকাশাদি-দর্শনে হর্ষ এবং তদ্দ্বারা হর্ষজনক জ্ঞানেরও অনুমান হয়, তৎপরে অন্বয়-ব্যতিরেকে পূর্বে কথিত বাক্যেরই কারণত্ব নির্ণয় করত ঐ বাক্যে স্বদৃষ্টপুত্র জন্মই প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া ব্যুৎপত্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি সিদ্ধ বাক্যেও তাৎপর্য গ্রহণ করিতেছে, দেখা গেল। আবার 'তোমার পুত্র দেশান্তর হইতে আসিল' ইত্যাদি অন্যান্য বাক্যেও তাৎপর্য-পর্যালোচনা-দ্বারা অন্বয়-ব্যতিরেকে পুত্রপদের শক্তিও অবধারণ করা হয়। সুতরাং কার্যপ্রামাণ্যবাদিগণ নিরস্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ বিধিবাক্যেরই কেবল প্রামাণ্য হইতে পারে না; 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' ইত্যাদি মন্ত্রে এবং 'ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশে, ইত্যাদি অর্থবাদে, 'বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ' ইত্যাদি ভূতার্থবাদে যথাক্রমে অনুবাদত্ব, ঔপচারিকত্ব এবং সিদ্ধার্থবাচকতা-হেতু স্বার্থেই প্রামাণ্য হইতেছে। তাৎপর্যবৃত্তি প্রমিতি-জনক নহে, কিন্তু প্রমাণের প্রতিবন্ধ-নিরসনই

করে। স্থূলকথা—যেস্থলে প্রতিবন্ধক নাই, বিষয়টিও অসন্দিগ্ধ, প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্ত এবং অবিরুদ্ধ, সেস্থলে মন্ত্রার্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকর্ত্তব্যই। উপনিষৎগুলি মন্ত্রার্থবাদ-বিলক্ষণ হইলেও পরম-পুরুষার্থতা-বিধায়ক অথচ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়ীভূত হইলেও উপক্রম-উপসংহারাদি তাৎপর্যনির্ণায়ক-লিঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া উহাদের সিদ্ধ-স্বার্থেই প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। মন্ত্রার্থবাদোপনিষন্মূলক পুরাণগুলিও সুতরাং সিদ্ধ স্বার্থে প্রামাণ্য ধারণ করিতেছে।

বেদার্থ-পরিবৃংহিত (তত্ত্ব ২২) যাহা হইতে সকল বেদার্থের সবিশেষ বিস্তার হইয়াছে (শ্রীমদ্‌ভাগবত)। তাৎপর্য—বেদপ্রোক্ত কতিপয় বিষয় পরিবর্দ্ধিত আকারে বর্ণনের জন্যই শ্রীমদ্‌ ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রীভাগবত স্বয়ং বেদার্থদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াও তিনি ঐ বেদকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। পরোক্ষ এবং স্বল্পাক্ষরে নিবদ্ধ বেদের বিষয়গুলিকে আখ্যানে, উপাখ্যানে সুবৃহত্তর করিয়াছেন, এইজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতই বেদমূলক ব্যাখ্যানগ্রন্থ (ভাষ্য)।

বেদি (ভা ১১।২৭।৩৩) সযোনি কুণ্ড।

বেদিকা (কৃগ ৬৬) 'প্রাঘার'-নামক কুলদ্বিজের পত্নী [শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরে অন্তর্ভুক্ত]।

বেদিত (গোচ পূর্ব ৫।৪) জ্ঞাপিত।

বেদিমধ্য (আচ ২২।৬) বেদির মধ্যস্থল। ২ কৃশমধ্য।

বেদিষৎ (ভা ৪।২৪।২৭) বর্হিষৎ।

বেদের নিত্যতা (স স ৯) প্রাকৃত প্রত্যক্ষাদি অবিদ্যা-বিষয়ক। যতদিন অবিদ্যা থাকে, ততদিনই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার্য। বেদের প্রামাণ্য কিন্তু অপৌরুষেয় বলিয়া নিত্য, সুতরাং ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়শূন্য। একই সময়ে সকলের মুক্তি হয় না, সুতরাং মুক্তির অধিকারী জনগণ সর্বকাল অবস্থান করেন বলিয়া, পরমেশ্বর-কৃপায় পরমেশ্বরের ন্যায় অবিদ্যাতীত চিচ্ছক্তি-বিভব-বিশিষ্ট আত্মারাম পার্ষদগণও ব্রহ্মানন্দের উপরি বিদ্যমান ভক্তি-পরমানন্দে সামাদি বেদমন্ত্রের পারায়ণ করিয়া থাকেন বলিয়া, স্বয়ং ঈশ্বরও বেদের মর্যাদা অবলম্বন করিয়াই মুহুর্মুহু সৃষ্টিপ্রভৃতির প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া বেদ নিত্য। 'অতএব চ নিত্যত্বম্' এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য যে বেদমন্ত্র (ঋক্ ১০।৭১।৩) উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য-বিচারেও বেদের নিত্যতা স্বীকৃত হয়। তাহা এই—পূর্ব সুকৃতিবলে যাজ্ঞিকগণ বেদপ্রাপ্তি-যোগ্যতা লাভ করত ঋষিদের হৃদয়-নিহিত বেদবাক্য প্রাপ্তি করিয়াছেন। মহাভারতে আছে—যুগান্তে বেদসমূহ অন্তর্হিত হইলে ঋষিগণ তপস্যা করত ব্রহ্মা হইতে অনুজ্ঞা প্রাপ্তি পূর্বক পুনর্বার সেতিহাস বেদমন্ত্র প্রাপ্ত হন, সুতরাং ঋষিগণ দ্রষ্টামাত্র, বেদকর্ত্তা নহেন। আবার অনাদিসিদ্ধ বেদানুরূপই প্রতিকল্পে ঋষিপ্রভৃতির নামও কল্পিত হয়। বিশ্বরচনা কদাপি অসদৃশ হয় না। বেদময়ী বাণী (ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ—এতে অসৃগ্রমিত্যাদি) হইতেই সমগ্র বিশ্ব-বস্তুর সৃষ্টি হয়। 'প্রজাপতি বেদের শব্দ স্মরণ করিয়াই স্থূল সূক্ষ্ম জগৎকে নাম ও আকৃতি দিয়া নির্মাণ করিলেন'—ইত্যাদি প্রমাণ-বলে শব্দের সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ সমাশ্রিত থাকায় বেদের প্রামাণ্যই নিরপেক্ষ বলিয়া সূচিত হইতেছে।

বেদের বাসুদেব-পরতা (ভক্তি ২১) সকল বেদের তাৎপর্যগোচর শ্রীবাসুদেবই—নিখিল বেদই কোথাও মুখ্যা বৃত্তিতে, কোথাও গৌণী বৃত্তিতে, কোথাও অন্বয়মুখে, কোথাও বা ব্যতিরেকে শ্রীবসুদেব-নন্দনেরই প্রতিপাদন করত সার্থক হইয়া থাকেন।

বেদ্য (ভা ১।১।২) অনায়াসেই জ্ঞাতব্য—স্বামী। ২ সাক্ষাৎ অনুভবযোগ্য—বি। ৩ (প্রীতি ১২০) জ্ঞান। ৪ (গীতা ৯।১৭) জ্ঞেয় বস্তু।

বেধ (ভা ৩।১১।৬) একশত ত্রুটির ভোগকাল। ২ (ভা ১১।২৮।২৯) ভ্রংশ—স্বামী। ৩ (গোচ উত্তর ৩৭। ২১৫) ছিদ্র। ৪ (গোচ পূর্ব ৩৩। ৩১৯) বিবাহাদি-নিষেধক গ্রহ-সংস্থান-বিশেষ। ৫ (অকৌ ৭।১৪) বিধান, ক্রিয়া। ৬ (হংস ৮১) প্রহার। ৭ (হ ১২।৩২৯) সূর্যোদয়ের পূর্বে সাড়ে তিন দণ্ড একাদশী থাকিলে দশমীসহ সেই একাদশীর 'বেধ' হইল। মোহিনী বেধের ফল গ্রহণ করে বলিয়া ইহাতে ব্রতোপবাসাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বেধাঃ (সুধা ৭২) দেবকার্যকারক। ২ (ভা ১০।১০।৩৩) সর্বজীবের হিতকারী। ৩ সৃষ্টিকর্ত্তা সংকর্ষণাদি ও পুরুষ প্রভৃতি। ৪ অদ্ভুতলীলা-

সম্পাদক—সনা। ৫ (ভা ১২।১২।১) অবতারাদিকৃৎ। ৬ সর্বকারণ-কারণ। ৭ (ভা ১০।১।২১) ব্রহ্মা।

বেপথু (সিন্ধু ২।৩।৪৩) বিত্রাস, অমর্ষ ও হর্ষাদিতে গাত্র-চাঞ্চল্য; কম্প।

বেপমান (ভা ৫।২০।২৫) মেধাতিথির পুত্র ও তদ্‌বর্ষের অধিপতি। ২ (ভা ১০।৮০।৮) ভয়-কম্পিত।

বেমা (কৃগ ৪৮—৪৯) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল যশোধরের পত্নী, পাবনের পিতৃব্য-কন্যা; কান্তি—কর্কটিপুষ্পবৎ, বস্ত্র—ধূম্রবর্ণ।

বের (আচ ১।১৭৫) শরীর। [২ বার্তাকু, ৩ কুঙ্কুম]।

বেলা (কৃগ ৯৩) ইন্দুলেখা সখীর মাতা। ২ (কৃগ ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ৩ (নিবি ১৭) মর্যাদা, ৪ অনুরাগ, ৫ বাক্য, ৬ (মাম ৭।২) কাল। ৭ (চৈনা ১।২) তীর। ৮ (আচ ১৪।১২৮) জল।

বেলালয় (হব ২।৮৯।৪) সাগর।

বেলাবলী (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্তা রাগিণী; লক্ষণ—'সঙ্কেত-দীক্ষাং দয়িতে চ দত্ত্বা, বিতন্বতী ভূষণমঙ্গকেষু। মুহুঃ স্মরন্তী স্মর-মিষ্টদেবং, বেলাবলী নীলসরোজ-কান্তিঃ'। ২ জলরাশি।

বেল্লন (গৌকৃ ১১।২৪) উড্ডীয়মান, ২ সঞ্চলন।

বেল্লিত (ভাবনা ৭।৬৬) কম্পিত। ২ ব্যাপ্ত, ৩ কুটিল।

বেবেল্লিত (উ ১৫।১৯৩) কম্প-কম্পান্বিত।

বেশ (বৃভা ২।৬।৫৬) ছন্দঃ, ২ ভূষণ। ৩ (প্র ১।২০) সংস্থান। ৪ (ব্রজ ১।৩২) সৌন্দর্য। ৫ (হরি ৫।৩৭৮) [বিশতীতি বিশ+ঘঞ্] প্রবেশ। ৬ পরিচ্ছদ, [৭ বেশ্যাগৃহ, ৮ গৃহ]। ৯ (রিপু ২।৪।৮৩) ভোগ। ১০ (গীগো ২।৩) আকৃতি—প্রবো।

-ধারী বৈষ্ণব (ভজ ২৮ ঘ ১) শ্রীকৃষ্ণভক্ত প্রকৃত-বৈষ্ণবদের বাহ্য-চিহ্নমাত্রধারী, শ্রীহরিকীর্ত্তনের ছলে পার্থিব সুখসম্ভোগাভিলাষী, ইহারা মহাবিষয়ী হইয়া হীন গ্রাম্যলোকের সঙ্গে থাকে, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণগুণ বা মহিমাজনিত প্রেম ব্যতীতই পুলকাদি প্রকটিত করে। ইহাদের সঙ্গ দূরতঃ পরিত্যাজ্য।

বেশন্ত (গোভা ৩।২।১) [বিশন্ত্যত্র বিশ্+ঝচ্, 'তৃ্বিশিভ্যাং ঝচ্' উ° ৪০৬] গৃহ, ২ ক্ষুদ্র জলাশয়। ৩ অগ্নি।

বেশন্তক (গৌবি ৫২) ক্ষুদ্র সরোবর।

বেশবার (গোচ উত্তর ৩৫।৯৪) আচার—হরিদ্রা, সর্ষপ, পিষ্ট আর্দ্রক, মরীচ, জীরক, তেজপত্র এই সকলে সম্মিলিত বস্তু।

বেশিত (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) প্রবেশিত।

বেশ্ম (ভাবনা ৭।৭৫) গৃহ, ২ (কৃগ ২৩২) যাহা বিচিত্র বিচিত্র পুষ্পাদি-দ্বারা আচ্ছাদিত, শরকাণ্ড-সমূহে যাহার স্তম্ভ-রচনা হয় এবং বিবিধ পুষ্পে চারিটি খণ্ড (প্রকোষ্ঠ) নির্মাণ হয়, তাহাকে 'বেশ্ম' বলে।

বেশ্য (হরি ৭।৮১৪) [বেশেন সম্পাদী শোভীতি যৎ] নট। [২ বেশ্যালয়]।

বেষ (কর্ণা ১৪) কায়—[সার], ২ (কর্ণা ৯৫) তিলক-রচনাদি [কবিরাজ]। [৩ বেশ্যালয়]।

-যোষিৎ (হব ২।৮৮।৯) বারাঙ্গনা।

বেষ্ট (আচ ১।১২৮) বেষ্টন। ২ (নিবি ৯) পরিরম্ভণ।

বেষ্টন (বিরু ৩০) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া প্রতিকলায় ন, য —এই দুই গণে এবং দুইটি লঘু বর্ণে সংবদ্ধ হইয়া পঞ্চমবর্ণ দীর্ঘ এবং ষষ্ঠ বর্ণ দীর্ঘ শ্লিষ্ট-সংযুক্ত হইলে 'বেষ্টন' কলিকা হয়। যথা—মধুরিম-পূরাদ্ভুত যুবতিগণোপাশ্রিত।

বৈংশতিক (হরি ৭।৭৩৪) বিংশতি দ্বারা ক্রীত।

বৈকক্ষক (সিন্ধু ২।১।৩৫৬) বক্ষঃস্থলে বক্রভাবে পরিহিত মাল্য।

বৈকঙ্ক (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূল-দেশস্থ পর্বত।

বৈকল্পিক (ভা ১১।২২।৫৬) বিকল্প হইতে উত্থিত।

বৈকারিক (ভা ৩।৫।৩০) সাত্ত্বিক। ২ (ভা ৭।১২।২৯) জীব। ৩ (ভা ৭।১৩।৪৩) অহঙ্কার। ৪ (ভা ১০।৭৩।১১) প্রাপ্ত বিকার।

বৈকারী (গোচ পূর্ব ১৭।১৬) মহা-রোগী। বিকারগ্রস্ত।

বৈকুণ্ঠ (ভা ১০।৮৯।১২) বিকুণ্ঠানন্দন নারায়ণ—সনা। ২ (সুধা ৫৭) ভূম্যাদিতত্ত্বের সংশ্লেষক। ৩ (উ ১৪।১৬৪) পরব্যোমোপরিতন ধাম। ৪ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে উ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৫ (সস কৃষ্ণ ২৬) পরাবস্থতুল্য বৈভবাবতার। ৬ (হ ১১।৬৫৮) অকুণ্ঠ-প্রভাব। ৭ (ভা ১০।৮৮।২৫) শ্বেতদ্বীপ।

-মূর্ত্তি (প্রীতি ১০) উৎক্রান্ত-মুক্তি

দশায় ভগবত্তুল্যতা-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা নিষ্কামধর্মে শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেহত্যাগ করিলে বৈকুণ্ঠে ভগবানের জ্যোতির অংশরূপা, বৈকুণ্ঠলোকের শোভা-স্বরূপা যে অনন্ত মূর্ত্তি তথায় বিরাজিত আছেন, রুচি-অনুসারে শ্রীহরি সেই মুক্ত-দিগকে পূর্বোক্ত অনন্তমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি প্রাপ্ত করান অর্থাৎ সেই পার্ষদ-দেহ দান করেন। তাৎপর্য এই যে প্রত্যেক্যেরই ভগবৎসেবোপযোগী নিত্যদেহ নিত্যধামে আছে। ভক্তি-প্রভাবে ভগবৎসেবার যোগ্যতা লাভ করিলে ভগবৎকৃপায় সেই দেহপ্রাপ্তি হয়, সুতরাং 'বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি' বলিতে নিত্যধামের শোভারূপা অনন্ত ভগবজ্জ্যোতিরংশসম্ভূত মূর্ত্তিই লক্ষ্য। **-লোকে বৈশিষ্ট্য** (বৃভা ২।৩।১৩০) যদ্যপি যে স্থানে নববিধা ভক্তির যাজন হয়, সেই স্থানেই শ্রীবৈকুণ্ঠা-বির্ভাব হয়, তথাপি বিচিত্র সৌন্দর্য-মাধুর্য-গুণলীলাদির নিধান প্রভুকে অন্যত্র সর্বদা সাক্ষাৎভাবে দেখা যায় না বলিয়া ভক্তগণ বৈকুণ্ঠলোকের অবশ্যই অপেক্ষা রাখেন। বৈকুণ্ঠে যেরূপ বহু বহু ভক্তিনিষ্ঠলোক সহ নির্বিঘ্নে সর্বপ্রকার ভক্তির যাজন হয়, অন্যত্র সর্বদা নির্বাধ ভজন হইতে পারেনা, বৈকুণ্ঠে কালাদি-কৃত বিঘ্ন নাই, সুতরাং সহজ প্রেমভক্তগণ নিত্য সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ অনন্ত তত্রত্য-নিবাসি-লোকগণ সহ সদা-কালের জন্য শ্রীপ্রভুর নিরবচ্ছিন্ন ভজনসুখ আস্বাদন করিতে পারেন। **-বর্ত্ম** (ভা ৩।৭।২০) বিষ্ণুমার্গভূত মহাজন। **-স্থল** (জচ ৮।২৯) শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের উত্তরাংশে যেখানে শ্রীজগন্নাথাদির প্রাচীন কলেবর রক্ষিত হয়, তাহাকে 'বৈকুণ্ঠস্থল' বলে।

বৈকুণ্ঠের আবরণদেবতা (ভক্তি ২৮৫) পাদ্মোত্তরখণ্ডে—বৈকুণ্ঠের আবরণ-প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্-সেন, গণেশ, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি —ইঁহারা চতুর্থ আবরণ। পূর্বাদি অষ্টদিকে ক্রমশঃ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋ্ত, বরুণ, বায়ু, সোম ও ঈশানাদি সপ্তমাবরণ। এই পর-ব্যোম-বৈকুণ্ঠের সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ এবং অন্যান্ত দেবতাদি সকলেই অপ্রাকৃত ও নিত্য। তাঁহারা শ্রীভগবানের অংশভূত ও বৈকুণ্ঠের নিত্যসেবক বলিয়া সৎ-কার্য।

বৈকুল্য (বৃভা ২।৩।১৫৫) ব্যাকুলতা।

বৈকৃত (ভা ৩।১০।১৮) সমষ্টি বিরাট ব্রহ্মা হইতে জাত। স্থাবর, তির্যক্, মনুষ্য ও দেবতার সৃষ্টিকে 'বৈকৃত সৃষ্টি' বলে। ২ (হরি ৭।১১০০) [বিকৃতি+স্বার্থে অণ্] বিকার। **-যজ্ঞ** (ভা ১০।৮৪।৫১) সৌর সত্রাদি —স্বামী।

বৈকৃতিক (ভা ১২।১২।১০) মহদাদি-বিকার-জাত।

বৈকৃত্য (হব ৩।৮।৮) বৈকল্য।

বৈখরী (অকৌ ১২) কণ্ঠগত নাদ।

বৈখান (সুধা ১১৯) [খন্+ঘঞ্ পা° ৩।৩।১২৫) 'খনো ঘ চ' ইতি] স্বভক্তদুঃখরাশির বিখননকারী।

বৈখানস (ভা ৪।২৩।৪) বানপ্রস্থা-বলম্বী।

বৈগুণ্য (সিন্ধু ১।৩।৫৯) বাহ্যিক দুরাচারতা—জী। ২ (ভক্তি ১৮) বৈকল্য, ছিদ্র। ৩ অসম্পূর্ণতা।

বৈচিত্ত্য (চৈত ১০।২০।১৫ টী) গাঢ়োৎকণ্ঠা-বহুল অবস্থা-বিশেষ। 'সম্ভোগে চ বিয়োগে চ গাঢ়োৎকণ্ঠা-নবস্থিতা। অসম্বদ্ধং যদাচষ্টে তদ্বৈচিত্ত্যং বিদুর্বুধাঃ। ২ (উ ১৪।১৬৩ টী) মনোব্যথা, আর্ত্তি। ৩ (উ ১৫। ১৪৭) চিত্তের অন্তবিধ ভাব। **-বিপ্রলম্ভ** (উ ১৪।১৬৩ টী) সংযোগেও বিয়োগস্ফূর্ত্তি। প্রেমময় ভয়ার্ত্তিহেতু নিকটবর্ত্তী বস্তুরও অনবধানময় অদর্শন—জী।

বৈচিত্রী (বৃভা ২।৪।১৭৬), **বৈচিত্র্য** (বৃভা ১।৪।৯১) নানারূপতা। ২ বিলক্ষণতা।

বৈজয়ন্তিকা (গোলী ৫।৭৬) জয়-পতাকা।

বৈজয়ন্তী (আচ ৮।৬৮) পতাকা। ২ (কৃগ প ১৩২) পঞ্চবর্ণ-পুষ্পদ্বারা গ্রথিতা আজানুলম্বিতা মালা।

বৈজাত্য (উ ১৫।২৫২) প্রাগল্ভ্য। ২ (বৃভা ২।২।১৯৫) বিসদৃশতা।

বৈজিক—কারণ, ২ আত্মা, ৩ সদ্যো-জাত অঙ্কুর, ৪ বীজ-সম্বন্ধীয়।

বৈজ্ঞানিক—নিপুণ, ২ বিজ্ঞান-বেত্তা, ৩ বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়।

বৈড়ালব্রতিক (গোচ উত্তর ১১।৫৮) বিড়াল-তপস্বী। 'যস্য ধর্মধ্বজো নিত্যং শক্রধ্বজ ইবোথিতঃ। প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্ব্রতম্॥'

বৈণব (হরি ৭।৫৯৯) [বেণু+অণ্ বংশ-নির্মিত, ২ বংশের অবয়ব

ফলাদি। ৩ (বিন্দু ২) বেণু-সম্বন্ধীয়।

বৈণবিক (গোচ পূর্ব ২৩।৪৭) বেণু-বিদ্যা-প্রবীণ। ২ বেণুবাদ্যশিল্পী। ৩ বেণুবাদক।

বৈণিক (স্তব ১২।৬) বীণাধারী নারদ।

বৈণ্য (ভা ১০।৬০।৪১) পৃথুরাজ।

বৈতংসিক মাংসবিক্রয়োপজীবী ব্যাধ।

বৈতথ্য (ভা ৫।১৪।৯) নিষ্ফলতা।

বৈতনিক (হরি ৭।৬১৫) [বেতনেন জীবতীতি ঠক্] বেতনভোগী ভৃত্য।

বৈতরণী (ভা ৫।২৬।২২) নরক-বিশেষ, ২ (চৈভা অন্ত্য ২।২৮২) উড়িষ্যার নদী, ইহার তীরে শ্রীবরাহদেব, শ্রীনাভিগয়া, যাজপুর, শ্রীবিরজাদেবী প্রভৃতি অবস্থিত। ৩ (বৃভা ১।৪।১০) যমদ্বার-নদী।

বৈতসেন (ভা ১১।২৬।৩৪) বুধের পুত্র সম্রাট্ পুরূরবাঃ—স্বামী।

বৈতান (ভা ৩।২৩।১৯) চন্দ্রাতপ-সমূহ।

বৈতানিক (ভা ৬।৩।২৫) দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদিদ্বারা বিস্তৃত। ২ (ভা ১০।৪০।৫) কর্মযোগী। ৩ (ভা ৪।১।৪৮) বৈদিক।

বৈতাল (ভা ১২।৬।৫৮) বহ্বৃচ ঋষি, জাতূকর্ণ্যের শিষ্য।

বৈতালীয় (ছ ৬।১৩) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোবিশেষ]।

বৈদগ্ধী (মালা প্রেম ৩২) নৃত্যাদি কলাবিদ্যা। ২ (মালা প্রেমেন্দু ২৪) ভঙ্গি। ৩ (বিনা ২।১১) রসিকতা।

বৈদর্ভ (হ ১২।৩১০) ঋষিবিশেষ। [২ বিদর্ভদেশাধিপ, ৩ বাক্যের কৌটিল্য, ৪ কাব্যরীতি]।

বৈদর্ভী (ভা ১০।৫৩।১) রুক্মিণী। [২ নলরাজার পত্নী, ৩ অগস্ত্য-পত্নী]। -**রীতি** (অকৌ ৯।২) মাধুর্য্যাদি গুণগণ-ভূষিত বর্ণদ্বারা মনোজ্ঞ, অথচ সমাসহীন বা অল্পসমাস-বিশিষ্ট রচনাকে বৈদর্ভী রীতি বলে। ইহা শৃঙ্গার ও করুণ রসে প্রশস্ত। ইহাতে রসাল-পাক এবং রথোদ্ধতা, বসন্ত-তিলক, উপেন্দ্রবজ্রাদি ছন্দঃই ব্যবহার্য।

বৈদল (হ ৪।৮২) বিদারিত-বেণু-বেত্রদল-নির্মিত দ্রব্য। ২ ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র, ৩ পিষ্টকভেদ।

বৈদিক (হরি ২।৫) কেবল বেদে ব্যবহৃত পদ বা বর্ণ, যেমন অঁ, ওঁ ইত্যাদি। [২ বেদজ্ঞ, ৩ বেদোক্ত কর্ম]। **বৈদিকী সন্ধ্যা** (হ ৩।৩০৯—৩১৬) প্রাগগ্র কুশোপরি সুসমাহিত ভাবে উপবিষ্ট হইয়া তিনবারপ্রাণায়াম করত বিচক্ষণ ব্যক্তি পূর্বাস্থে অর্ক-মণ্ডলস্থিতা গায়ত্রী জপ করত সন্ধ্যোপাসনা করিবেন।

বৈদুরিক (ভা ৩।১।৯) বিদুরের বাক্য—স্বামী।

বৈদূর্য (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত। ২ (হরি ৭।৫৩৫) মণিবিশেষ।

বৈদূষী (লহরী ৩।৪) বিদ্বত্তা, বৈদগ্ধী।

বৈদেহ (ভা ৯।১৩।১৩) রাজর্ষি জনক। ২ [বিশেষেণ দেহ উপ-চয়ো যস্য স্বার্থেঽণ্] বণিক্। ৩ জাতিভেদ।

বৈদেহী (ভা ৯।১০।৪৬) শ্রীসীতা-দেবী। [২ হরিদ্রা, ৩ পিপ্পলী, ৪ বণিকস্ত্রী]।

বৈদ্যক (ভা ১১।১১।৩ টী) আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্র।

বৈদ্যুতানল (ভা ১০।৩১।৩) বজ্র-পাত।

বৈধ [বিধি+অণ্] বিধি-প্রতিপাদ্য।

বৈধাত্রী (গোলী ৯।১৬) ব্রহ্মাণী। [২ বামনহাটি]।

বৈধী ভক্তি (সিন্ধু ১।২।৬) যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্ত্তক না হইয়া শাস্ত্রশাসনই প্রয়োজক হয়।

বৈধুর্য (আচ ১৫।১২৭) বিকলতা, প্রাতিকূল্য।

বৈধৃত (ভা ৮।১৩।২৫) একাদশ মনু ধর্মসাবর্ণির কালে ইন্দ্রের নাম।

বৈধৃতা (ভা ৮।১৩।২৬) আর্য্যকের পত্নী, ইঁহারই গর্ভে ভগবদবতার ধর্মসেতুর আবির্ভাব হয়।

বৈধৃতি (মথুরা ৩০৭) জ্যোতিঃশাস্ত্রে পঠিত যোগবিশেষ। [২ বহ্নি-বিশেষ]।

বৈধেয় (হরি ৭।২৭০) বিধির [ব্রহ্মার] অপত্য। [২ বিধীয়তে-ঽসৌ বি—ধা+যৎ, স্বার্থেঽণ্] মূর্খ।

বৈনতেয় (গীতা ১০।৩০) গরুড়। [২ অরুণ]।

বৈনয়িক (হরি ৭।১০৯৬) শাস্ত্র-জ্ঞানাদিহেতু বিনয়ী।

বৈভব (গোচ পূর্ব ১।২০) প্রকাশ, ২ (বৃভা ১।৫৫।৬) বিস্তার, ৩ মহত্ত্ব, গৌরব। ৪ (সভা ১।২৩৮) কূর্ম, মৎস্য, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, বলদেব ও যজ্ঞাদি চতুর্দশ মন্বন্তরাবতার—উল্লিখিত এই একুশটি অবতারকে 'বৈভবাবস্থ' বলে। ইঁহাদের মধ্যে নবব্যূহমধ্যে কথিত যে বরাহ ও হয়গ্রীব এবং মন্বন্তরা-বতারমধ্যে প্রধানরূপে কথিত যে হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত ও বামন—এই

ছয় অবতার বৈভবাবস্থ হইলেও 'পরাবস্থ'-সদৃশ। **-বিলাস** (চৈচ মধ্য ২০।১৯১) আদিচতুর্ব্যূহ বা প্রাভব বিলাস হইতে নাম ও অস্ত্র-ধারণ-ভেদে প্রকাশিত ২৪ মূর্ত্তি।

বৈভবাবস্থ (সভা ১।২৩৮) [বৈভব (৪) দ্রষ্টব্য]।

বৈভাতিক (গোলী ১।৪৪) প্রাতঃকালীন।

বৈভ্রাজক (ভা ৫।১৬।১৪) দেবো-দ্যানবিশেষ।

বৈমত্য (গোলী ১০।২০) অসম্মতি।

বৈমনস্য (গোচ উত্তর ৮।৪) বিমনস্কতা। ২ মনোদুঃখ।

বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়—বিমাতার পুত্র।

বৈমুখ্য (ভক্তি ১) বহির্মুখতা।

বৈমেয় [বি—মি+যৎ স্বার্থে অণ্] বিনিময়।

বৈয়গ্র্য (উ ১৫।৩৬) ভাবের গাম্ভীর্য অর্থাৎ অতলস্পর্শতা-বশতঃ যে বিক্ষোভ, তাহার অসহিষ্ণুতা। ইহাতে অবিবেক, নির্বেদ, খেদ, অসূয়া প্রভৃতি অনুভাব প্রকট হয়। ২ ব্যগ্রতা, ব্যাকুলতা।

বৈয়ধিকরণ্য [ব্যধিকরণস্য ভাবঃ ষ্যঞ্] অসমানাধিকরণত্ব।

বৈয়র্থ্যাপত্তি (রত্ন ৬।২৪) নিষ্ফলতা-দোষ।

বৈয়াকরণ (হরি ৭।৪) ব্যাকরণের পাঠক বা বেত্তা। **-খসূচি** (হরি ৬।২১) ব্যাকরণ-প্রসঙ্গে নিষ্প্রতিভ।

বৈয়াঘ্র (হরি ৭।৩৫৯) ব্যাঘ্রচর্ম-পরিবৃত রথাদি। **-পদ্য** (হ ১৫। ১৭৩) [ব্যাঘ্রপদস্যাপত্যং যঞ্] গোত্রকারক মুনি।

বৈয়াত্য (উ ৫।৪৬) ধার্ষ্ট্য, নির্লজ্জতা।

বৈয়াসকি (ভা ৬।৩।২০) শ্রীশুকদেব।

বৈয়াসি (ভা ৩।২২।৩৭) বিদুর—স্বামী।

বৈয়ুত্থানিক (গোভা ৩।৩।২৭) বাহ্যদশায় জাত।

বৈয়ুষ্ট (হরি ৭।৮১১) [ব্যুষ্টে দীয়তে কার্যং বেতি ব্যুষ্ট+অণ্] প্রভাত-কালে দেয় বা কার্য।

বৈর-নির্যাতন—শত্রুকৃত অপকারের প্রতিশোধ।

বৈরভাবাভাস (প্রীতি ৭) দৈত্য-জন্মে জয়বিজয়ের ভগবদিচ্ছাবশতঃ বৈরভাবপ্রাপ্তি হইলেও তাহাতে ভগবানের বৈরভাব ছিল না। জয়-বিজয় সর্বভক্তসুখদ, শ্রীপ্রভুর অভিপ্রেত যুদ্ধকৌতুক-সম্পাদনের জন্য বৈরভাবাত্মক মায়িক উপাধিযুক্ত দেহে স্বাভাবিক অণিমাদি-সিদ্ধিশালী শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক দেহদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ সান্নিধ্যে অচেতন দেহকেও চেতন করত স্বস্ব ভক্তিবাসনা তৎকালে বিলীন হইয়া থাকিলেও তৎপ্রভাবেই মায়িকদেহে অনাবিষ্ট (নির্লিপ্ত) ভাবে অবস্থান করেন। বৈরভাবাত্মক মায়িকদেহে বৈরভাব ব্যক্ত হইলেও ভগবানের যুদ্ধকৌতুক-নির্বাহের পর সেই দেহ-সম্বন্ধ দূরীভূত হইয়াছে। যেহেতু তাঁহারা নিত্য পার্ষদ, তাঁহাদের প্রেমবাসিত চিত্তে বৈরভাব স্থানই পায় না, সুতরাং বৈরভাবজ স্মরণ ও বৈরভাবের লয়—এই দুই কথাই বাহ্যিক। বস্তুতঃ তাঁহাদের বৈরভাবের আভাসই সিদ্ধান্ত। আবার শ্রীভগবানেরও তাঁহাদের প্রতি ক্রোধভাব-প্রদর্শন বাহ্যিক অনুকরণমাত্র, দৈত্যবাক্যে ভীত দেবগণের ভীতি-নিরাকরণেই কিন্তু তাৎপর্য।

বৈরশুদ্ধি (আচ ৭।৭৩) বৈর-প্রতিকার।

বৈরস্য (ভ ৪।৮।৫৩—৭৩) রস-সমূহ বৈরিরসের সহিত মিলিত হইয়া 'বৈরস্য' জন্মায়; কিন্তু পরস্পর শত্রু দুই রসের সংযোগে এক-তরের যুক্তিযুক্ত বাধ্যতা-নিরূপণে, বিরোধি রসটি স্মর্যমাণ হইয়া সম্ভব-পক্ষে উক্ত হইলে [হাস্যাদিতে করুণ-স্মরণে কিন্তু বৈরস্যই হইবে], বৈরি-দ্বয়ের সমানভাবে উক্তি থাকিলে [বর্ণনীয় শৃঙ্গারাদির কিন্তু বীভৎস প্রভৃতিসহ সাম্যবচন অনুচিত], তটস্থ বা প্রিয় রসান্তরদ্বারা ব্যবধানে এবং বিরুদ্ধ দ্বয়ের একবিষয় ও একাশ্রয় [বিভিন্ন বিষয়াশ্রয়] হইলে বৈরস্য হইবে না। [দৃষ্টান্ত আকরে দ্রষ্টব্য]।

বৈরাগ্য (বৃভা ২।২।২০৫) সর্বনির-পেক্ষতা। ২ বিষয়াদি-বৈতৃষ্ণ্য। ৩ (চন্দ্রা ২০) ভগবদনুরক্ততা। ৪ (ভা ১০।৮৯।১৫ টী) ইহা চতুর্বিধ—(১) বিষয়-ত্যাগে অশক্ত হইয়া তাহার সম্মানেচ্ছাত্যাগ, (২) বিষয়মধ্যে লবণাদিত্যাগে জীবিকানির্বাহ, (৩) মনে মনে বিষয়রাগ-শৈথিল্য হইলেও বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়-সেবা এবং (৪) বাহ্যবিষয়েও উদাসীনতা—স্বামী। **-শোধন** (বৃভা ২।২।২০৫) মোক্ষের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া কেবল ভগবৎ-সেবাদিতেই রাগ (আসক্তি)-পূর্বক অনুবর্ত্তন। **-সার** (ভা ৩।৫।৪৫) ভগবন্মাধুর্যের অনুভব।

বৈরাজ (সভা ১।৪৬) সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত ব্রহ্মার সমষ্টি শরীর। ২ (ভা

৮।৫।৯) ষষ্ঠ মন্বন্তর-পালক ভগবান্ অজিতের পিতা - ইহার পত্নী দেব-সম্ভূতি। **-পুরুষ** (ভা ১১।৩।১২) ব্রহ্মা, ২ সমষ্টি জীব।

বৈরাজ্য (ভা ১০।৮৩।৪১) অণিমাদি-সিদ্ধিভোগ—স্বামী। ২ (পদ্য ৮৩) সত্যলোকাধিপত্য।

বৈরাটী (ভা ১।৮।১৩) উত্তরা—পরীক্ষিতের মাতা।

বৈরানুবন্ধ (ভা ৭।১।২৫) বৈরভাবের অবিচ্ছেদ - জী। ২ শত্রুতাতুল্য অভিনিবেশ—বি। ৩ (ভক্তি ৩১৮) নিরবচ্ছিন্ন আবেশময় ভয় ও বিদ্বেষ।

বৈরিঞ্চ্য (ভা ১।১১।৫) সনকাদি—স্বামী।

বৈরিরসকৃত্য (সিন্ধু ৪।৮।৫৩) সুমিষ্ট পানকাদিতে ক্ষার তিক্ত প্রভৃতির যোগ হইলে যেমন বিস্বাদ জন্মায়, তদ্রূপ রসসমূহ বৈরিরসের সহিত মিলিত হইলে বিরসতাই আনয়ন করে।

বৈরূপ্য (সিন্ধু ২।৫।১০০) শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তাদি বিভাব প্রভৃতির অনুপযুক্ত অবস্থান। দৃশ্যকাব্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপধারী নট-দ্বয়ের বৈরূপ্য হইলে কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার বয়স বেশী হইলে ঐরূপ বিভাবদ্বারা রতি পুষ্ট না হইয়া সঙ্কুচিত হয়। ২ বিরূপতা, ৩ অযথাভাব, ৪ বস্তুর বিকার-ভেদ।

বৈরোচন (মথুরা ২৪৭) বলি।

বৈরোচনি (ভা ৮।১৯।১) বলি। **-কন্যা** (গোচ পূর্ব ৫।৩৩) পূতনা। ইনি জন্মান্তরে বলির কন্যা 'রত্নমালা' ছিলেন।

বৈলক্ষণ্য (শ্যা ২৯) প্রতিক্ষণে নূতনত্ব। ২ (রত্ন ৫।৯) বিশেষ। ৩ পার্থক্য।

বৈলক্ষ্য (বিন্দু ৫৪) বিস্ময়। ২ লজ্জা।

বৈবধিক (গোচ উত্তর ২৫।২) দূত।

বৈবধিক্য (রতি ৫।১৬) দৌত্য, ২ ভারবহন।

বৈবর্ণ্য (সিন্ধু ২।৩।৪৭) বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদিহেতু বর্ণ-বিকার। ইহাতে মলিনতা ও কৃশতাদি হয়। বিষাদে শ্বেতবর্ণ, ধূসরতা বা কালিমা হয়; রোষে রক্তিমা, ভয়ে কালিমা; কখনও বা শুক্লিমা হয়। কখনও বা হর্ষোদ্রেকেও রক্তিমা দেখা যায়।

বৈবস্বত (ভা ৮।১৩।১) বিবস্বান্-নামা আদিত্যের পুত্র ও সংজ্ঞার গর্ভজ—শ্রাদ্ধদেব। ইনি সপ্তম মনু। ২ (নাম ২।১৫) যম। [৩ অগ্নি, ৪ রুদ্রভেদ]।

বৈশম্পায়ন (ভা ১০।৭৪।৮) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জনৈক ঋত্বিক্। ২ (ভা ১২।৭।৫) রোম-হর্ষণ সূতের শিষ্য পৌরাণিক। ৩ (ভা ১।৪।২১) যজুর্বেদবিৎ ব্যাসশিষ্য। ৪ (সুধা ১) যাঁহার শব্দে বজ্রপাতও তিরস্কৃত হয়, সেই শ্রীব্যাসশিষ্য মুনি। 'শম্পাং শতহ্রদামাহুরয়নং পতনং ততঃ। বিগতং শব্দতো যস্মাত্তদ্ বৈশম্পায়নঃ স্মৃতঃ ॥'

বৈশস (ভা ৮।২২।৮) হিংসা, ২ বিপত্তি। ৩ (আচ ১৮।২০১) কষ্ট। ৪ (হ ১০।২৯৫) পীড়া। ৫ (ভা ৩।১৯।২১) উগ্র। ৬ (ভা ৪।২০।২৮) বিরোধ। ৭ (ভা ৪।২৫।৫৩) মল-ত্যাগ। ৮ (ভা ৪।১২।১) বধ—স্বামী। **-সংস্থা** (ভা ৫।৯।২১) হিংসা-বিধান।

বৈশস্ত্র (হরি ৭।৬৪৯) শস্ত্রাভাব-বিশিষ্টতা।

বৈশাখ (হরি ৭।৮২৭) [বিশাখা প্রয়োজনমস্যেতি অণ্] মন্থন। [২ মাসভেদ, ৩ ধনুর্দ্ধরের অবস্থাবিশেষ]। **-ব্রত** (হ ১৪।৩৫৪—৩৯৪) বৈশাখে প্রাতঃস্নান, যজ্ঞ, দান, উপবাস, হবিষ্য-ভোজন, ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান ইত্যাদি মহা-কল্যাণকর। একাহারী, নক্তভোজী অথবা অযাচিতব্রতী হইলে অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়। **-শুক্লা সপ্তমী** (হ ১৪। ৪১১—১৩) এই তিথিতে জহ্নুমুনি রোষবশতঃ গঙ্গাদেবীকে পান করিয়া পুনরায় দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্র হইতে বহির্গত করেন, সুতরাং এই তিথিতে গঙ্গার সমর্চনা করিতে হয়।

বৈশারদ (ভা ৭।৭।১৭) দেহাদিতে অহঙ্কারচ্ছেদনে নিপুণ। ২ ভগ-বদ্বিষয়ক।

বৈশিক [বেশে বেশ্যালয়ে প্রসৃতঃ ঠক্] বেশ্যাভিষক্ত নায়ক-বিশেষ।

বৈশিষ্ট্য (সাকৌ ৪।৬) উৎকর্ষ। ২ (ভক্তি ২৩৭) মাধুর্য্যানুভব।

বৈশিষ্ট্যাপত্তি (রত্ন টী ৭।২) সবিশেষত্বারোপ।

বৈশেষিক (রত্ন টী ১।৭) কণাদমুনি-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র।

বৈশেষ্য—বৈশিষ্ট্য, ২ ভেদ।

বৈশ্য (কৃগ ৮) প্রায়ই গোচারণ-বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ-পরিবার। কেহ কেহ আভীর-নামেও প্রসিদ্ধ। **-লক্ষণ** (ভা ৭। ১১।২৩) দেবতা, গুরু ও বিষ্ণুতে ভক্তি; ধর্ম, অর্থ ও কামের অনুষ্ঠান; বেদ ও গুরুতে বিশ্বাস; নিত্য উদ্যম ও নিপুণতা। **-বার্ত্তা** (ভা ১০।২৪।

২১) কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ।

বৈশ্রস্তক (ভা ৩।২৩।৪০) স্বর্গোদ্যান-বিশেষ।

বৈশ্রবণ (হরি ৭।২৬১) [বিশ্রবসোঽপত্যম্] রাবণ। ২ কুবের।

বৈশ্লেষিক (লনা ৮।১) বিরহ-জনিত।

বৈশ্বদেবাদিবিধি (হ ৯।২৮৯—২৯৫) শ্রীহরিতে সমর্পিত অন্নদ্বারা বৈষ্ণবগণ দিবসের ষষ্ঠভাগে বৈশ্বদেবাদি দৈব ও পৈতৃক কর্ম সমাপন করিবেন। দৈব যজ্ঞ হোমদ্বারা, ভূতযজ্ঞ বলিদানে; পৈত্র যজ্ঞ বিপ্রকে অন্নদানে, পিতৃলোকোদ্দেশে অন্নদানে, কিঞ্চিৎ অন্নদানে বা তর্পণদ্বারা; নর-যজ্ঞ অতিথিসেবায়, পানীয়শালা-প্রতিষ্ঠায় বা জলদ্বারা এবং ব্রহ্মযজ্ঞ বেদপুরাণাদির অধ্যয়নে নিষ্পন্ন হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান গৃহীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

বৈশ্বদেবী (ছ ২।৬৯) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

বৈশ্বানর (ভা ২।২।২৪) অগ্ন্যভিমানী দেবতা-বিশেষ। ২ (ভা ৬।৬।৩৪) দনু-পুত্র, ইহার চারি কন্যা—উপদানবী, হয়শিরা, পুলোমা ও কালকা। প্রথমা ও দ্বিতীয়াকে হিরণ্যাক্ষ ও ক্রতু এবং তৃতীয়া ও চতুর্থীকে ব্রহ্মার আদেশে কশ্যপ বিবাহ করেন। ৩ (গোভা ১।২।২৫) [বিশ্বে নরা অস্যেতি] যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ যাঁহার সর্বথা অধীন অর্থাৎ বিষ্ণু। ৪ জাঠরাগ্নি। ৫ [বিশ্বেষাং নিখিলানাং প্রাণিনাং নরো নেতা প্রবর্তকঃ] সর্বেশ্বর, ৬ [বিশ্বে সর্বে নরা যস্মাৎ] সর্বপ্রভব। [৭ চিত্রক বৃক্ষ]। **-বিদ্যা** (গোভা ১।২।২৫) ছান্দোগ্যে (৫।১১) উক্ত আছে যে প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জনক ও বুড়িল-নামক পঞ্চ ঋষি আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিবাদ করিতে করিতে মহর্ষি উদ্দালকের নিকট উপস্থিত হইলেন। উদ্দালক তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া কেকয়-রাজ অশ্বপতির নিকট গমন করিলেন। রাজা তাঁহাদের মনোভাব অবগত হইয়া প্রত্যেককে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে প্রত্যেকেই স্বস্ব অনুভবানুসারে স্বর্গ, সূর্য, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী ও জলকে বৈশ্বানর বলিতেছেন। ইহার শ্রবণে রাজা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ ভাবনা নিরাকরণপূর্বক প্রকৃত বৈশ্বানর বিদ্যার উপদেশ দিলেন।

বৈষম্য (বিনা ৩।৫৩) অসমান আকার ও পরিমাণ।

বৈষ্ণব (হরি ৭।৩৩১) [বিষ্ণুর্দেবতাঽস্য] যাঁহার দেবতা—বিষ্ণু। ২ (হ ২০।৩৪) শ্রবণা নক্ষত্র। ৩ (হ ১২।৩৩৮--৪১) গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাক, বিষ্ণু-সেবাপর, যিনি পরম হর্ষে বা আপদে একাদশী ব্রত লঙ্ঘন করেন না, তিনিই বৈষ্ণব। ৪ (হরি ১।৩০) বর্গের প্রথম চারিটী বর্ণ ও শ, ষ, স, হ। ৫ (সিটী ১।৫) মহর্ষি পরাশর-কৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণ। ৬ (হলী ৬।৬) বিষ্ণুপার্ষদ। **-কল্প** (হরি ৭।১০২৬) কিঞ্চিন্ন্যূন বৈষ্ণব। **-ঘাতী** (হরি ৫।২৯৮) [বৈষ্ণব—হন্+ণিনি নিন্দায়াম্] যে পাতকী বৈষ্ণব-হত্যা করিয়াছে। **-চর** (হরি ৭।১০১৮) ভূতপূর্ব বৈষ্ণব। ২ (হরি ৭।১০১৯) বৈষ্ণবসম্বন্ধি ভূতপূর্ব গ্রামাদি। **-চিহ্ন** (হ ১০।২) শ্রীহরিমন্দির তিলক, মালা, মুদ্রাদি। **-চিহ্নধারণ** (সিন্ধু ১।২।৮৪) তুলসীকাষ্ঠ, ধাত্রীফল, পদ্মবীজের মালা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ও শঙ্খচক্রাদির যথাযথ ধারণ। **-জাতীয়** (হরি ৭।১০২৯) বৈষ্ণব-প্রকারবান্। **-তারতম্য** (ভজ ১৫।১—৩) তত্ত্বতঃ সকল বৈষ্ণবই সমান, বৈষ্ণবের বলাবল-জ্ঞানশূন্য স্বল্পবুদ্ধি বিষয়িগণ তাঁহাদের প্রতি সম ব্যবহার করিবে, কিন্তু যাঁহারা ব্যবহারে ও পরমার্থে, শ্রবণ-দর্শন-জ্ঞানাদিতে বিশেষজ্ঞ এবং স্বল্পবল-বহুবল ইত্যাদি-বিচার-নিপুণ—তাঁহারাই বৈষ্ণবদেহে তেজঃবলাদির পরিমাণ জানিয়া তারতম্য করিবেন ও যোগ্যতানুযায়ী ব্যবহার করিবেন। বৈষ্ণবনিন্দা, হেলা ইত্যাদি সর্বথাই ত্যাজ্য। অতত্ত্বজ্ঞগণ সমব্যবহারই করিবে। ২ (চৈচ মধ্য ১৫,১৬) শ্রীমন্ মহাপ্রভু কুলীনগ্রামী ভক্তগণের লক্ষ্যে বৈষ্ণব্য-তারতম্য বলিয়াছেন—

'অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব—করি তাহার সম্মান॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব, ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও সবে বৈষ্ণব-প্রধান॥'

-দেশীয়, দেশ্য (হরি ৭।১০২৬) কিঞ্চিন্ন্যূন বৈষ্ণব। **-ধর্ম** (চৈভা অন্ত্য ৩।২৯) সকলকেই ভগবদধিষ্ঠান-জ্ঞানে দণ্ডবৎ প্রণতি। **-নিন্দাশ্রবণ** (ভক্তি ২৬৫) যে লোক ভগবানের ও ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও ঐ স্থান ত্যাগ না করে, সেই ব্যক্তি

পুণ্যভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। 'স্থান-ত্যাগ' কিন্তু অসমর্থপক্ষেই ধর্ত্তব্য; সমর্থপক্ষে নিন্দকের জিহ্বাচ্ছেদনই কর্ত্তব্য অথবা স্বপ্রাণত্যাগ ব্যবস্থিত। **-পদ** (ভা ১২।৬।২৭) বৈষ্ণব-স্বরূপ, ২ বিষ্ণুর স্বরূপ। ৩ (ভগ ৬৯) বৈকুণ্ঠধাম। **-রূপ** (হরি ৭।১০২৪) প্রশস্ত বৈষ্ণব। **-রূপ্য** (হরি ৭। ১০১৯) বৈষ্ণব-সম্বন্ধী ভূতপূর্ব গ্রামাদি। **-বল্লভ দিন** (হ ১০।৬) একাদশী। **-বেদং** (গোচ পূর্ব ৩।১৯) [বৈষ্ণব-বিদ্+ণমুল্] বৈষ্ণব জানিয়া। **-শীলী** (হরি ৭।৯৮৩) বৈষ্ণব-স্বভাব। **-শ্রাদ্ধব্যবস্থা** (হ ৯।২৯৪—৩২৫) ভক্তগণ শ্রাদ্ধদিন সমুপস্থিত হইলে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন—পাদ্মে উক্ত আছে যে দেবগণকে ও পিতৃলোককে শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ দেওয়াই সমুচিত। 'ভগবানে নিবেদিত অন্ন' বলিতে শ্রীভগবানে সংস্কারাদি বিধিদ্বারা সমর্পিত বস্তুই গ্রাহ্য, প্রথমতঃ ভগবদুদ্দেশ্যে ভোজন-পাত্রে অন্ন পরিবেষিত হইয়া রন্ধন-পাত্রে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে পিতৃগণকে ভগবদুচ্ছিষ্ট-প্রদান-বিষয়ক পুরাণবচনগুলি নিত্যশ্রাদ্ধাদিতেই ধর্ত্তব্য, পার্বণাদি-পর নহে; ইহা কিন্তু ভ্রান্ত ধারণা (হ ৯।২৯৯ টী)। আবার পিত্রাদিকে ভগবদুচ্ছিষ্ট প্রদান করিলে গৌণাপত্তিবশতঃ পিত্রাদির তৃপ্তি হইবে কিনা অথবা দত্তাপহার-দোষ হইবে কিনা—এরূপ আশঙ্কা করাও সমীচীন নহে। আবার অন্যোদ্দেশ্যে শ্রীভগবানে অন্নাদির এইপ্রকার সমর্পণ গৌণ হইল বলিয়া ভগবৎপ্রীতিবিশেষ সাধন না করায় ফলবিশেষ-জনক নহে, একথাও বলা চলে না; কেননা নিজ পিত্রাদির হিতার্থে কৃত পূজাও ভগবানের পরম প্রীতিজনকই হয়। অথবা শ্রাদ্ধে আগ্রহ পরিত্যাগ করত পিতৃলোকের জন্য ভক্তিবিশেষ-সহকারে শ্রীভগবানের পূজাদ্বারাই স্বতঃ ফলবিশেষের উপস্থিতি হয়—ইহাতেই 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন' ইত্যাদি ন্যায়ে পিতৃলোকেরও পরমতৃপ্তিই সাধিত হয়, কিন্তু কেবল নিজশ্রাদ্ধ-দানে তাঁহাদের তৃপ্তিই হয় না, যেহেতু পিতৃলোকও ত ভগবদুচ্ছিষ্ট-প্রসাদ-লোভী। শ্রীহরিবাসরাদি উপবাসদিনে কিন্তু শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ [হ ১২।৬৯—৭২ দ্রষ্টব্য]। উচ্ছিষ্ট দ্রব্যদানে শ্রাদ্ধ গৌণ—একথা বলাও অসঙ্গত, যেহেতু শ্রীভগবানে সমর্পণ-দ্বারা দ্রব্যের সংস্কারবিশেষ-লাভে ফলবিশেষ-জনকতাবশতঃ পরম-মুখ্যতাই সিদ্ধ হয় [হ ৯।৩৪৯ টী]। **-সমাগম-বিধি** (হ ১০।৩১৯—৩২৪) বৈষ্ণবদর্শনমাত্র ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণতি করাই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। সভা, যজ্ঞশালা ও দেবায়তনে, পুণ্য-ক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে ও বেদাভ্যাস-কালে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথক্-রূপে প্রণাম করিবে না। বিদেশ-বাসী বৈষ্ণবের আগমন-দর্শনে তৎসমীপে গিয়া আলিঙ্গন করিবে এবং নিজসঙ্গী বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদের নামোল্লেখপূর্বক পরিচয় করাইবে। বাক্যামৃত পান করাইয়া তাঁহার সন্তোষ-সাধন করিবে। **-সেবা** (সিন্ধু ১।২।২১৪—২১৮) ভক্তসেবায় ত্রিকালসত্য মধুসূদনের চরণারবিন্দে সর্বদুঃখ-বিনাশন প্রগাঢ় প্রেমোৎসব দান করে। **-স্মৃতি** (চৈচ মধ্য ২৪। ৩১৯) শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

বৈষ্ণবী (ভা ১০।২।১১) যোগমায়া। ২ (ভা ১০।৮।৪৩) বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি। ৩ অপরিচ্ছিন্না নিত্যসত্যা শক্তি—সনা। ৪ (হ ১২।৩৬০) দ্বাদশী তিথি। ৫ (হ ১৯।৪৯৯) অপরাজিতা। **-গতি** (প্রীতি ৩৮৯) শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গ। **-বিদ্যা** (ভা ৬।৭।৪০) শ্রীনারায়ণ-কবচ—স্বামী।

বৈসারিণ (আচ ১।১১৯) মৎস্য।

বৈস্বর্য (গোচ পূর্ব ৩৩।২৩) স্বরভঙ্গ।

বৈহায়স (ভা ৮।১০।১৬) ময়-নির্মিত আকাশগামী রথ। ইহাতে আরোহণ করত বলি দেবগণের সহিত যুদ্ধ করেন। ২ (ভা ৫।৫।৩৪) খেচরত্ব।

বৈহায়সী (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতীয় নদীবিশেষ।

বৈহাসিক (গোচ উত্তর ৩৫।৫১) বিদূষক, ভাঁড়।

বৈহাসিকতা (সাকৌ ৭।১৬) নর্ম-প্রহেলিকাদি।

বৈহাসিকী (চরিত ১৮০) সহাস্য বচন-বিন্যাসে শ্রোতৃহাসন-নিপুণ।

বোঢব্য (গোচ উত্তর ৭।৪) বহনীয়।

বোঢা (হরি ৫।১৯৪) [বহ্+তৃণ্] বহনকারী।

বোঢ়ু (হ ৩।৩৪২) মুনিভেদ।

বোতকী (হ ৭।১৭২) পুষ্পবিশেষ।

বোপদেব (হরি ৩।১৩৫) গোস্বামী-বোপদেব সুপ্রসিদ্ধ 'মুগ্ধবোধ'-ব্যাকরণের রচয়িতা। ইনি দেবগিরি-বাসী কেশবের পুত্র। ধনেশ পণ্ডিত ইঁহার শিক্ষক। ইনি যাদবপতি

মহারাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মুগ্ধবোধ-ব্যতীত ইনি কবিকল্পদ্রুম, কাব্যকামধেনু, পরমহংস-প্রিয়া, মুক্তাফল, হরিলীলা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। স্মৃতি, বৈদ্যকাদি বিষয়েও ইঁহার রচনা আছে।

বোভূয়মান (ভা ৫।৩।৯) অতিশয় বা পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল।

বৌষট্ [ব্য] আহুতি-মন্ত্র।

ব্যংসক (হরি ৬।৪২) [ব্যংসয়তি ছলয়তীতি ধূর্ত্ত]। [২ স্কন্ধশূন্য]।

ব্যক্ত (ভা ১০।৮৪।১৯) কার্য, ২ স্বর্গাদি—সনা। ৩ জগৎ—জী। ৪ (ভা ১০।২৯।৪১) নিশ্চিত, ৫ প্রকাশিত, ৬ স্পষ্ট। ৭ (গৌবি ৭) প্রাজ্ঞ, ৮ কান্তি, ৯ (ভা ১০।২০।১৮) প্রপঞ্চ। ১০ (ভা ৬।১।৫৪) স্থূল—স্বামী। ১১ (গোপা ৮) মনীষী। ১২ বিষ্ণু (সহস্রনাম)। **-দৃষ্টি** (ভা ৬।৪।২৪) প্রপঞ্চদ্রষ্টা। **-যৌবন** (উ ১০।১৮) যে বয়সে বক্ষোজযুগলের স্পষ্টতঃ উদ্গম, মধ্যদেশে সুন্দর ত্রিবলি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হয়, তাহাকে নায়িকার 'ব্যক্ত যৌবন' বলে। **-রূপ** (সুধা ৪৬) মহাকায়, অতিপ্রগল্ভ। ২ বিষ্ণু।

ব্যক্তাব্যক্ত (ভা ১০।১০।২৯) স্থূল সূক্ষ্ম, ২ কার্যকারণাত্মক।

ব্যক্তি (হরি ৪।১৫১) জাতির অন্তর্গত পৃথক্ অবয়ব, গুণ-বিশেষের আশ্রয়-মূর্ত্তি। ২ (ভা ১০।২৯।১৪) প্রাকট্য—সনা। ৩ (রত্ন ১।১২) মূর্ত্তি। ৪ (মুক্তা ১২।৩৭) শরীর। ৫ (ভা ৬।১৫।৮) বিশেষ। **-সংস্থা** (ভা ৩।২৬।৩৯) দ্রব্যের পরিণাম—স্বামী। **-স্ফোট** (অকৌ ৪।২) পদস্ফোট।

ব্যক্তীভূত (গোলী ১৬৫) প্রকটীকৃত।

ব্যগ্র (বৃভা ২।৪।৩১) আকুল, ২ অত্যাসক্ত।

ব্যঙ্কুশ (ভা ৩।২১।৫৫) স্বেচ্ছাচার।

ব্যঙ্গ (মুক্তা ১৬।১৩) বিকলাঙ্গ, [২ অঙ্গহীন, ৩ ভেক]।

ব্যঙ্গ্য (আচ ৮।১৮) ব্যঞ্জনাবৃত্তিগম্য। ২ চিহ্নদ্বারা প্রকাশ্য। [৩ প্রকাশ্য]। **-বিরুদ্ধতা** (অকৌ ১০।৩৭) ব্যঙ্গ্যার্থের পর্যালোচনায় যদি প্রকৃত বিরুদ্ধ ভাবের প্রকাশ হয়, তবে সেই অর্থদোষকে 'ব্যঙ্গ্যবিরুদ্ধতা' বলে।

ব্যজ (হরি ৫।৪২৯) [ব্যজন্ত্যনেনেতি বি—অজ+ঘ] ব্যজন।

ব্যঞ্জক (কাব্য ২।১) ব্যঞ্জনাবৃত্তি-যুক্ত শব্দ। [২ প্রকাশক, ৩ হৃদ্গত ভাবাদির প্রকাশক অভিনয়াদি]।

ব্যঞ্জতা (নাম ৮।৮১) প্রকাশ, দীপ্তি।

ব্যঞ্জন (হরি ১।৭) ক হইতে হ পর্যন্ত বর্ণমালা। ২ (আচ ১৩।৭১) শাকসূপাদি, ৩ সূচক।

ব্যঞ্জনা (শেষ ২।১৫—১৯, অকৌ ২।১৮) কাব্যের ব্যঙ্গ্যার্থ-বোধক শক্তি—অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য-নামক বৃত্তিত্রয় উপক্ষীণ হইয়া যে বৃত্তিদ্বারা শক্য, লক্ষ্য ও তাৎপর্যার্থ-ভিন্ন অন্য অর্থের বোধ জন্মে, তাহাকে 'ব্যঞ্জনা'বৃত্তি বলে। অভিধামূলা ও লক্ষণামূলা-ভেদে উহা দ্বিবিধ। অনেকার্থ শব্দ সংযোগাদি কারণদ্বারা এক অর্থে নিয়ন্ত্রিত হইলেও যদি তাহা অন্যান্য অর্থের বোধযোগ্য হয়, তবে তাহাকে 'অভিধামূলা ব্যঞ্জনা' বলে। যে প্রয়োজন-সূচনের জন্য প্রয়োজনমূলা লক্ষণার আশ্রয় করিতে হয়, যে ব্যঞ্জনাদ্বারা সেই প্রয়োজন বোধগম্য হয়, তাহাকে 'লক্ষণাশ্রয়া ব্যঞ্জনা' বলে। ইহারা শাব্দী ব্যঞ্জনা। আর্থী ব্যঞ্জনা--বক্তা, বোদ্ধব্য ও বাক্য; যোগ্যজন-সন্নিধি ও বাচ্য (অভি-প্রেতার্থ—লক্ষ্য, ব্যঙ্গ্য), প্রকরণ, স্থান ও কাল, কাকু ও চেষ্টাদির বৈশিষ্ট্যবশতঃ যে ব্যঞ্জনা অন্য (প্রস্তুত হইতে বিলক্ষণ) অর্থের বোধ জন্মায়। ক্রমশঃ উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

অভিধামূলা ব্যঞ্জনা—সংযোগ, বিয়োগ, সাহচর্য, বিরোধ, অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ (অসাধারণ ধর্ম), অন্য শব্দের সন্নিধি, সামর্থ্য (সমভি-ব্যাহৃত পদার্থ-শক্তি), ঔচিত্য (যোগ্যতা), দেশ (আশ্রয়স্থান), কাল, ব্যক্তি (পুংস্ত্রীনপুংসকাদিত্বের অন্যতমরূপ শব্দ-স্বভাবোপস্থিতি) এবং স্বর (উদাত্তাদির অন্যতম, মতান্তরে কাকুপ্রভৃতি) দ্বারা অনেকার্থ শব্দের একার্থে নিয়ন্ত্রণ হয়। (১) 'সশঙ্খচক্রো হরিঃ' এই বাক্যে শঙ্খচক্র-সংযোগে হরি-শব্দে বিষ্ণুই বাচ্য। (২) 'অশঙ্খচক্রো হরিঃ'—এই বাক্যে শঙ্খচক্র-শূন্য হইলেও হরিশব্দে বিষ্ণুই বোধ্য। (৩) 'ভীমার্জুনৌ' এই পদে অর্জুন-শব্দে ভীমের সাহচর্যে পার্থই গ্রাহ্য। (৪) 'কর্ণার্জুনৌ—এই পদে কর্ণ-শব্দে বিরোধিতাহেতু সূতপুত্রই বুঝাইবে। (৫) 'স্থাণুং বন্দে' এই বাক্যে প্রয়োজনবশতঃ 'স্থাণু' শব্দে শুষ্ক তরুকাণ্ড না বুঝাইয়া শিবকে বুঝায়।

(৬) 'সর্বং জানাতি দেব!'—এই বাক্যে দেব-শব্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি নিবেদনে প্রকরণবশতঃ শ্রীকৃষ্ণই লক্ষ্য। (৭) 'কুপিতো মকরধ্বজঃ'—এই বাক্যে মকরধ্বজ-শব্দে কোপরূপ চৈতন্যধর্ম-চিহ্নে সমুদ্র না বুঝাইয়া কামদেবকেই বুঝাইবে। (৮) 'দেবঃ পুরারিঃ'—এই বাক্যে পুরারি-শব্দের সান্নিধ্য-নিবন্ধন দেবশব্দে শিবই বাচ্য। (৯) 'মধুনা মত্তঃ পিকঃ'—এই বাক্যে কোকিলকে মত্ত করিবার ক্ষমতা বসন্তকালেরই আছে বলিয়া মধু-শব্দে মদ্যাদি না বুঝাইয়া বসন্তকালই লক্ষ্য। (১০) 'যাতু বো দয়িতামুখম্' এই বাক্যে দয়িতার মুখের উপরে গমন অনুচিত বা অসম্ভব বলিয়া মুখ-শব্দে সাম্মুখ্য-অর্থই বুঝাইবে। (১১) 'বিহরতি বৃন্দাবনে বিধুঃ'—এই বাক্যে বিধুশব্দে গগন-চন্দ্র না বুঝাইয়া বৃন্দাবন-স্থান নির্দিষ্ট হওয়ায় শ্রীগোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণই বোদ্ধব্য। (১২) 'জয়ন্ত্যাং হরিরাবিরাসীৎ'—এই বাক্যে হরি-শব্দে জয়ন্তীনামক অষ্টমী তিথির উপলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণই বাচ্য। (১৩) 'ভাতি রথাঙ্গম্' এই পদে নপুংসকলিঙ্গে ব্যবহৃত রথাঙ্গ-শব্দ চক্রেরই দ্যোতক। (১৪) উদাত্তাদি-স্বর একমাত্র বেদেই ব্যবহৃত হয়, লৌকিক সংস্কৃতে তাহার প্রয়োগ নাই বলিয়া উদাহরণাদি দেওয়া গেল না। কাহারও মতে—স্বর-বিকৃতিই কাকুশব্দে লক্ষ্য, সুতরাং স্বর-বিকৃতিদ্বারাও ব্যঙ্গ্যার্থ লাভ হয়।

লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা—'যমুনায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যে জলময়াদি-অর্থবোধে অভিধা এবং তটাদি-অর্থবোধনে লক্ষণাশক্তি বিরত হইলে যাহাদ্বারা শীতলত্ব ও পাবনত্বাদি বোধগম্য হয়, তাহাকে 'লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা' বলে।

আর্থী ব্যঞ্জনা—বক্তৃ-বাক্য-প্রস্তাব-দেশ-কাল-বৈশিষ্ট্যে যথা—'কালো মধুঃ কুপিত এব চ পুষ্পধন্বা, ধীরা বহন্তি রতিখেদ-হরাঃ সমীরাঃ। কেলীবনীয়মপি বঞ্জুলকুঞ্জমঞ্জু,-র্দূরে হরিঃ কথয় কিং করণীয়মদ্য॥' এই বাক্যে 'কুঞ্জদেশপ্রতি প্রচ্ছন্ন-ভাবে হরিকে তুমি প্রেরণ কর—'এই ভাবই সখীর প্রতি কোনও নায়িকা সূচনা করিয়াছেন—বুঝিতে হইবে।

এইরূপে অন্যান্য উদাহরণগুলিও বোদ্ধব্য। এই আর্থী ব্যঞ্জনাও আবার অর্থসমূহের বাচ্যত্ব, লক্ষ্যত্ব ও ব্যঙ্গ্যত্ব-বশতঃ ত্রিবিধ হইবে। ২ (অকৌ ১৷২) [ব্যজ্যতেঽনয়া সর্বমিতি] মায়া। -বৃত্তি (অকৌ ১৷২) অঞ্জন-রহিত সত্তা, ২ যে শক্তি শব্দের মুখ্যার্থ ও গৌণার্থ ব্যতীত অপর অর্থবোধ করায়, তাহাই 'ব্যঞ্জনাবৃত্তি'। ৩ মায়া-প্রপঞ্চ।

ব্যঞ্জিজিষা (গোচ পূর্ব ১৷১৮) [বি—অঞ্জ—সন্+আ] ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা।

ব্যঞ্জী (অকৌ ৬৷৬) প্রকাশক।

ব্যতি-কর (ভা ৫৷৩৷৬) প্রপঞ্চ, স্বামী। ২ আসঙ্গ—জী। ৩ (বিনা ৬৷১০) সম্পর্ক, ৪ ব্যাপার। ৫ (ভা ৩৷৯৷১) ক্ষোভ, ৬ পরিণাম। ৭ (ভা ৩৷১৫৷২) ব্যাপ্তি। ৮ (ভা ৮৷১২৷৮) ভেদ। ৯ বিকল্প, ১০ ব্যসন। ১১ (ভা ১৷৪৷১৬) কালক্রমে নাশ। ১২ সঙ্কর। ১৩ (চন্দ্রা ১১৪) সমূহ। ১৪ (ভা ৪৷১৯৷৩১) বিপর্যয়। ১৫ (সিন্ধু ২৷৪৷১৪২) পৌনঃপুন্য—বি। ১৬ (গোভা ২৷৩৷৪৮) সাম্য। -কৃত (ভা ১০৷১৬৷২০) ভ্রষ্ট—জী। ২ (প্রীতি ২০০) বিরহিত। -ক্রম (ভা ১৷৫৷১৫) অন্যায়, ২ উপপ্লব। -দান (গোলী ২০৷৭৫) পরস্পর দান। -দূয়মান (গোচ পূর্ব ৩৩৷১০) পরস্পর অনুতপ্যমান। -পাত (মথুরা ৩০৭) যোগবিশেষ। ২ (হ ৩৷৫৯) অমঙ্গলজনক উৎপাত ধূমকেতু, ভূকম্প ইত্যাদি। -পিহিত (গোচ উত্তর ৩৪৷২২) পরস্পর আচ্ছাদিত। -ভাত (আচ ৬৷৮৭) পরস্পর শোভিত। -মিলন (গোচ পূর্ব ২১৷১৭৪) পরস্পর মিলন। -যুক্তান (গোচ পূর্ব ১২৷৪৮) পরস্পর যুক্ত। -রিক্ত (ভা ১০৷৪৭৷৩১) প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ, ২ বিয়োগ-খিন্ন। ৩ [কৃষ্ণ ১৫৯] [বিগতোঽতিরিক্তঃ যস্মাদিতি বা বিশেষেণাতিরিক্তো বা] সর্বোত্তম। -রিক্তীকৃত (গোচ পূর্ব ৫৷৩৫) বিরহিত। -রেক (ভক্তি ৫) নিষেধ। ২ (রত্ন টী ১৷১) অভাব, ভিন্নত্ব। 'যদসত্ত্বে যদসত্তা'। [কারণের অভাবে কার্যেরও অভাব] ৩ (অকৌ ৮৷২৭, শেষ ৪৷১৯) উপমান হইতে দোষ বা গুণবশতঃ উপমেয়ের বৈলক্ষণ্য বর্ণিত হইলে 'ব্যতিরেক' অলঙ্কার হয়। এই ব্যতিরেকে হেতুর উক্তি হইলে এক প্রকার এবং হেতুর উক্তি না থাকিলে তিন প্রকার হয়। এই চারিপ্রকারও আবার শব্দ, অর্থ বা আক্ষেপ (ব্যঞ্জনা)-দ্বারা প্রকাশিত সাদৃশ্যে দ্বাদশপ্রকার হয়। শ্লেষে ও তাহার

অভাবে পুনঃ দ্বিবিধ হইয়া চব্বিশ প্রকার, ন্যূনতা ও আধিক্যে দুই প্রকার লইয়া সর্বসমেত ৪৮ প্রকার হইতে পারে। ৪ (ভা ২।৯।৩৫) বিপ্রলম্ভ। ৫ পরমার্ত্তি—শ্রীনি। **-রেকী**—অনুমান-ভেদ। ২ অতি ক্রামক। **-রোধ** (গোচ পূর্ব ৩০।১০০) পরস্পর নিরোধ। **-লসিত** (গোচ উত্তর ৩৭।১৮৮) পরস্পর বাঞ্ছিত। **-বিঘটনা** (গোচ উত্তর ১৭।১৪৪) পরস্পর আস্ফালন। **-বিলোক** (গোচ পূর্ব ১৫।১১৭) পরস্পর দর্শন। **-বেদন** (ভাবনা ১২।৯১) পরস্পর জ্ঞাপন। **-ষক্ত** (ভা ১৮।৬।৫) সংসক্ত, ২ পরস্পর যোজিত, মিলিত। **-ষঙ্গ** (গোচ পূর্ব ৩০।৯৭) পরস্পর মিলন। ২ (ভা ৫।১৩।১৩) বিনিময়। **-ষঞ্জন** (গোচ পূর্ব ৩০।১০০) সঙ্গ। **-হার** (গোভা ৩।৩।৩৮) পরস্পর অভেদ। ২ বিনিময়। **-হৃত** (ভা ১০।১৬।২০) বিরহিত—স্বামী। ২ বিস্মারিত—স্ত্রী।

ব্যতীক্ষা (হরি ৫।৪৪৫) পরস্পর দর্শন।

ব্যতীত (পদ্যা ২২০) নিবৃত্ত। ২ অতীত।

ব্যতীপাত—মহোৎপাত, ২ অপমান, ৩ জ্যোতিষে উক্ত যোগ-বিশেষ।

ব্যত্যয় (ভা ৭।১০।৪৪) বিপর্যাস—স্বামী। ২ বিনাশ—বি। ৩ ব্যতিক্রম।

ব্যত্যস্ত (গোলী ৯।১৬) স্থানান্তরগত, ২ বিপরীতভাবে অবস্থিত।

ব্যত্যস্তি (গোচ পূর্ব ১৫।১০১) চিত্তভ্রম।

ব্যত্যাস (ভাবনা ১৯।২৯) ব্যত্যয়। বিনিময়।

ব্যধ (হরি ৫।৪১৯) [ব্যধ্+অচ্] তাড়না, ২ বেধ, ৩ ব্যথা, ৪ প্রহার। ৫ ছিদ্রীকরণ।

ব্যধিকরণ (চৈনা ৭।১৬) অনুপযুক্ত, অসঙ্গত। ২ (হরি ৪।১৯) বহুব্রীহি সমাসে দুইটি বিশেষ্যপদের আধার অসমান হইলে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয়। 'দণ্ড পাণিতে যাহার'—এস্থলে দণ্ডত্ব ও পাণিত্ব বিভিন্ন আধারকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া ব্যধিকরণ হইয়াছে।

ব্যধ্ব [বিরুদ্ধঃ অধ্বা] কুপথ।

ব্যপদেশ (আচ ১১।৭৮) ছল। ২ (উ ১১।১০২) ছলক্রমে স্বাভিলাষ-প্রকটন। ৩ (উ ৮।৬৫) শ্রীহরির জন্য পত্র, উপায়নাদি-প্রেরণ, নিজ-প্রয়োজন কিম্বা আশ্চর্যদর্শনাদিহেতু ছল। ইহাকে যূথেশ্বরীর 'গৌণ পরোক্ষ দূত্য' বলে। ৪ (উ ৭।১৮) অন্তবর্ণনের দ্বারা অভীষ্টার্থ-বোধন। ৫ (গোচ পূর্ব ৩।৮৮) প্রয়োগ। ৬ (রত্ন ১।১৬) উল্লেখ, ৭ কথন। ৮ (ভা ১১।২৮।২২) নাম—বি। ৯ (ভা ১০।১৪।১২) শব্দ।

ব্যপদেশ্য (হব ২।৭০।২৪) বাচ্য।

ব্যপায় (চৈকা ৫।১০০) বিনাশ।

ব্যপাশ্রয় (ভা ৬।১৭।৩১) বিশিষ্ট বুদ্ধিতে আশ্রয়যোগ্য বিষয়। ২ (ভা ৮।৮।২০) সাপেক্ষ। ৩ (গীতা ৩।১৮) আশ্রয়ণীয়। ৪ (গীতা ৯।৩২) সেবা।

ব্যপেক্ষা (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৬) অপেক্ষা।

ব্যপোহন (অকো ৮।৪৪) নিষেধ।

ব্যভিচার (লনা ৭।৩) অন্যথাভবন। ২ (প্রীতি ১০৪) গাঢ় কৃষ্ণাসক্তির অভাব। ৩ (বৃভা ২।৭।১৪৮) বিশেষরূপে অতিক্রম, ৪ অপরাধ-লঙ্ঘন, ৫ নিঃশেষরূপে তদীয় আজ্ঞার অপালন। ৬ ভক্তিনিষ্ঠাশূন্যতা, ৭ ব্যতিক্রম। ৮ (ভা ১০।৪৭।৫৯) সৎকর্মে পরাঙ্মুখতা। ভ্রষ্টাচার—ইহা ত্রিবিধ—(১) পতি ও উপপতি উভয়ের সহিত রমণ—লোকে ও শাস্ত্রে নিন্দিত। (২) পতির ত্যাগ ও উপপতির ভজন—ইহা লোকে ও শাস্ত্রে নিন্দনীয় হইলেও একপুরুষে প্রীতিহেতু রসশাস্ত্রে প্রশংসনীয়। (৩) স্বপতির ত্যাগে ভগবান্‌কেই উপপতি-বুদ্ধিতে রমণ—ইহা অজ্ঞ-লোকের নিকট নিন্দিত হইলেও অভিজ্ঞলোকের নিকট প্রশংসার্হ, অতএব লোকে ও শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য।

ব্যভিচারী (সিন্ধু ২।৪।১—২) বাক্য, অঙ্গ বা সত্ত্ব (অন্তঃকরণ-ধর্ম) দ্বারা সংসূচিত হইয়া যে সকল ভাব বিশেষ সাহায্য করত স্থায়িভাবের প্রতি চরণ (গমন) করে, (নির্বেদ-বিষাদাদি) সেই সকল ভাবই 'ব্যভিচারী' আখ্যা লাভ করে। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য প্রভৃতি তেত্রিশ।

ব্যমান (আচ ১১।১২৮) অবমান-রহিত, ২ সেবার্হ।

ব্যয় (গোভা ১।৪।৩) সবিকার বস্তু। ২ (ভা ৩।১১।২১) হ্রাস। ৩ অপক্ষয় বা নাশ।

ব্যয়মান (ভা ৪।২৪।৬৭) নাশপ্রাপ্ত।

ব্যয়াব্যয় (রত্ন ৬।৮০) সপরিণাম [প্রধান] ও অপরিণাম [পুরুষ]—বস্তুদ্বয়।

ব্যর্ণ (হরি ৫।৫৭) [বি—অর্দি গতৌ যাচনে চ ক্ত] পীড়িত।

ব্যর্থ (ভা ১১।২২।৩৩) অর্থশূন্য, ২ বিফল। ৩ নিষ্প্রয়োজন। **-পদতা** (অকৌ ১০।৪) কেবলমাত্র পাদ-পূরণার্থ ব্যবহৃত চ বৈ তু প্রভৃতি শব্দ। **-সাধন** (ভক্তি ৫১) অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরির স্ফূর্তিই নিখিল সাধনের মুখ্য ফল—এতদ্ব্যতীত যাবতীয় সাধনরাশিই ব্যর্থ।

ব্যলীক (সিন্ধু ২।১।৭১) পীড়া, ২ কাপট্য। ৩ অপ্রিয়। ৪ (ভা ৮। ২১।৩৪) পরমসত্য—বি। ৫ (চরিত ২০৪) অপরাধ।

ব্যবক্রুষ্টি (হরি ৫।৪৩২) [বি—অব+ক্রুশ+ক্তি] পরস্পর নিন্দা বা তিরস্কার।

ব্যবচ্ছেদ (ভা ৪।২৯।৩৩) বিয়োগ—স্বামী।

ব্যবধা (মাম ৮।৯) ব্যবধান। **ব্যবধান**—তিরোধান, ২ এক দ্রব্য দ্বারা দ্রব্যান্তরের আচ্ছাদন।

ব্যবর্ত্তিত (১০।৭।৭) বিপর্যস্তভাবে পতিত।

ব্যবসায় (চৈত ২।২।৩) ব্যবহার। ২ মনোরথ। ৩ (নাচ ১৭৯) [নাট্যশাস্ত্রে] সামর্থ্য-প্রখ্যাপন বা প্রতিজ্ঞা ও হেতুর সম্ভব। ৪ (গীতা ২।৪১) নিশ্চয়। ৫ (গীতা ১৮।৫৯) প্রয়াস। ৬ (সুধা ৫৫) পরতত্ত্ব-রূপে নিশ্চিত বস্তু। [৭ উপজীবিকা, ৮ অনুষ্ঠান]।

ব্যবসায়ী (ভজ ১৫।ক ৩) ভগবদ্ভজন-বিষয়ে নিশ্চিতমতি।

ব্যবসিত (ভা ৮।৩।১) নিশ্চয়। ২ (ভা ৬।৫।২১) নিশ্চিতমতি। ৩ (চৈনা ৪।২) ব্যাপার। ৪ (হ ১০।১৭৭) অধ্যবসায়। ৫ (গোচ উত্তর ৬।২৩) অনুষ্ঠিত। ৬ (গোলী ২।৫৪) চেষ্টিত। ৭ (ভা ৪।১২। ২৫) অভিপ্রায়।

ব্যবস্থা (হরি ২।১৭৩) দেশ, দিক ও কালের বিভাগ। ২ (ভা ৫।১১।১৩) বিবিধ দশা। ৩ (রত্ন ৪।৭) শাস্ত্র-নিরূপিত বিধি, ৪ নিয়ম, ৫ স্থিরতা, ৬ পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন।

ব্যবস্থান (হব ১।১৬।২৪) নিষ্ঠা। ২ ব্যবস্থা।

ব্যবস্থিত (ভা ১০।৩৭।৪) স্বস্থানে স্থিত। ২ (হ ৮।৪৯) স্থিরচিত্ত। ৩ (গীতা ৩।৩৪) অবশ্যম্ভাবী, ৪ বিশেষরূপে অবস্থিত।

ব্যবস্থিতি (ভা ১০।১।৫৯) পরমনিষ্ঠা —সনা। ২ (মুক্তা ১৩।৪৬) নিয়ম। ৩ নিশ্চয়।

ব্যবহার (ভা ১১।২১।৩) পরমার্থ-শাস্ত্রমাত্রের আনুগত্য। ২ (হ ১। ৭৩) চেষ্টা। ৩ (গোচ উত্তর ৩২। ১৭) আচরণ, ৪ স্থিতি। ৫ (লহরী ২।৮) সংসার-নির্বাহ। ৬ (চৈচ অন্ত্য ১৬।৬) বৈষয়িক কার্য, জীবিকা। **-মার্গ** (ভা ৫।১০।২৩) প্রপঞ্চ। **-রস** (চৈভা আদি ২।৬২) গ্রাম্য সুখ, বিষয়সুখ।

ব্যবহারে অকার্পণ্য (সিন্ধু ১।২। ১১৪) স্মরণমার্গীয় সাধুগণ গ্রাসাচ্ছাদন-বিষয়ের অলাভে বা বিনাশেও অব্যাকুলচিত্তে হরি-ভজনই করিবেন। সেবাপরায়ণগণ কিন্তু যথালাভে সেবা করিবেন, বহুপ্রকারে যাচ্ঞাদি করিয়া স্বদৈন্য প্রকাশ করিবেন না। [ভক্ত্যঙ্গ]।

ব্যবহিত (ভা ১০।৬১।২১) ব্যবধান-যুক্ত।

ব্যবহিতি (আচ ১৮৭) ব্যবধান।

ব্যবায় (হ ১১।১৬৫) সুরতক্রীড়া। ২ (ভা ৮।৬।১১) পরিণাম—স্বামী। [৩ অন্তর্ধান, ৪ তেজঃ, ৫ শুদ্ধি]।

ব্যষ্টি (তত্ত্ব ৫৫) সমষ্টির একদেশ, ২ পৃথক্। **-জীব** (প্রীতি ৫) প্রত্যেক জীবের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা। 'রশ্মি-পরমাণুস্থানীয়া ব্যষ্টিঃ' [পরম ৩৮]। জীবাখ্য-সমষ্টিশক্তিবিশিষ্ট পরমতত্ত্ব যে মহাবিষ্ণু—তাঁহারই একাংশ জীব।

ব্যসন (শ্যা ১১) শক্তি। ২ (বৃভা ২।৭।১৪ টী) সংসার, ৩ অশেষ দুঃখ। ৪ (মুক্তা ৮।৩৪) মল। ৫ (ভা ১১।২৩।১৫) স্ত্রী-দ্যূত-মদ্য-বিষয়ক ত্রিবিধ পাপ। ৬ (গোচ উত্তর ১। ৫) আপৎ। ৭ (ভা ১০।২০।১৫) রোগাদি বিঘ্ন। ৮ (ভাবনা ৫।৩৮) অধ্যবসায়। ৯ (ভা ১০।৮৮।২৭) ক্রোধজ দোষ, ১০ অভিনিবেশ। ১১ (মালা স্ব ১৭) বৃথোদ্যম। ১২ (প্রীতি ৫০) শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ।

ব্যসনার্দন (ভা ৩।৭।১৯) সংসার-নাশক।

ব্যসনাবাপ (ভা ৪।২২।১৩) [ব্যসনানি উপ্যন্তে যত্র] কামজ ও ক্রোধজ দোষের ক্ষেত্র—সংসার। কামজ ব্যসন দশটি—মৃগয়া, অক্ষ-ক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, স্ত্রী, মদ, নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং বৃথাট্যা।

ক্রোধজ ব্যসন আটটি—পৈশুন্য (অজ্ঞাত-পরদোষাবিষ্করণ), সাহস (সাধুর নিগ্রহ), দ্রোহ (জিঘাংসা), ঈর্ষা (অন্য লোকের গুণে অসহিষ্ণুতা), অসূয়া (পরগুণে দোষাবিষ্কার),

অর্থদূষণ (অর্থের অপহরণ এবং দেয় অর্থের অদান), বাক্যজ কার্কশ্য ও দণ্ডজ কঠোরতা [মলমাসতত্ত্বে রঘুনন্দন]।

ব্যসনিতা (উ ১৪।৬৫) দুঃখিতা, ২ আসক্তি, ৩ বিপত্তি।

ব্যসনী (লনা ৩।২৭) অত্যাসক্ত। ২ দৈবাদিকর্ত্তৃক উপহত।

ব্যস্থ (ভা ৩।৩।১) মৃত।

ব্যস্ত (গোপা ৮) ব্যাকুল, ২ ব্যাপ্ত। ৩ বিক্ষিপ্ত। ৪ বিপরীত।

ব্যাকরণ (ভা ২।১।৩৬) শিল্পনিপুণতা। ২ (হরি ৫।৪৫৮) ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে অর্থপর্যবসানাঃ ক্রিয়ন্তে শব্দা অনেনেতি) যদ্দ্বারা প্রকৃতি-প্রত্যয়ভেদ কল্পনা-পূর্বক শব্দার্থ-ব্যুৎপত্তি প্রতিপাদিত হয়।

ব্যাকার (গোচ উত্তর ১৮।৬৭) বিশেষ আকার (প্রকাশ)।

ব্যাকীর্ণ (স্তব ১৮।১১) ব্যাপ্ত, মিশ্রিত।

ব্যাকুল (ভা ১।৩।২৮) উপদ্রুত। ২ (গোলী ৬।১৪) ব্যাপ্ত। ৩ (গোলী ৮।৪৯) পক্ষিব্যাপ্ত।

ব্যাকৃত (চৈত ১০।১৬।৪৭) পুরুষার্থ। ২ (গোচ উত্তর ৩৬।১৩) প্রকাশিত। ৩ (ভা ১০।১৬।৪৭) ব্যাখ্যাত, নিরুক্ত—সনা।

ব্যাকোপ (নাম ২।৩) ব্যাঘাত, অন্তরায়। ২ (স্ত ৩।২৯) বিরোধ।

ব্যাকোশ (বৃ ৯।৬), **ব্যাকোষ** (আচ ২০।৯৭) প্রস্ফুটিত। ২ (গীগো ১২।১৫) শিথিল—প্রবো।

ব্যাক্রিয়া (গোভা ২।৪।২০) নির্মিতি।

ব্যাক্ষিপ্ত (উ ১৪।৬৫) আকৃষ্ট, ২ তুচ্ছীকৃত।

ব্যাক্ষেপ (বিপু ৪।১৩।২৫) বিলম্ব।

ব্যাখ্যা (ভা ১১।১১।১) নির্ণয়। ২ পারিভাষিক লক্ষণ—'পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥'

ব্যাঘট্টন (গৌক্ল ৯।১৮) বৃত্তি, ২ ব্যবহার।

ব্যাঘাত (অকৌ ৮।৫৪) যাহাদ্বারা যে বস্তু সাধিত হয়, তাহাদ্বারাই সেই বস্তুর অন্যথাভাব সাধিত হইলে 'ব্যাঘাত' অলঙ্কার হয়।

ব্যাঘোটন (চরিত ২০৪) প্রত্যাবর্ত্তন।

ব্যাঘোটিত (স্তব ১৭।৩৪) প্রত্যাবর্ত্তিত।

ব্যাঘ্র (কৃগ পরি ১১১) শ্রীকৃষ্ণের কুক্কুরের নাম। ২ (ভা ১২।১১।৩৮) রাক্ষস। [৩ রক্ত এরণ্ড, ৪ করঞ্জ]। **-দ্বার**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রী জগন্নাথ-মন্দিরের পশ্চিম দ্বার। ইহাকে 'খঞ্জাদ্বার'ও বলে, যেহেতু এই দ্বার দিয়া খঞ্জা অর্থাৎ ভোগদ্রব্য শ্রীমন্দিরের ঘেরায় প্রবেশিত হয়। **-নখ**—নখীনামক গন্ধদ্রব্য, ২ স্নুহীবৃক্ষ, ৩ নখক্ষত, ৪ কন্দভেদ।

ব্যাঘ্রাট (গোলী ২১।৬৭) ভরদ্বাজ পক্ষিবিশেষ।

ব্যাঘ্রী (হ ১৯।৩১৪) ক্ষুদ্র বার্ত্তাকু। ২ কণ্টকারিকা।

ব্যাজ (গোলী ১০।৭০) ছল। ২ (আচ ১০।৩৯) [অজ গতিক্ষেপণয়োঃ] পতন। **-পদ** (গোচ পূর্ব ২১।৬৮) ছলাশ্রয়ী। **-স্তুতি** (অকৌ ৮।৩৫) মুখে স্তুতি বা নিন্দা কিন্তু অন্তরে স্তুতিস্থানে নিন্দা এবং নিন্দাস্থানে স্তুতির প্রতীতি থাকিলে 'ব্যাজস্তুতি'-নামক অলঙ্কার হয়।

ব্যাজৃম্ভণ (উ ১০।৬৩) প্রকাশন।

ব্যাজোক্তি (অকৌ ৮।৪৩) ছলক্রমে কথন, ২ যেস্থলে নিষেধ-ব্যতিরেকে ছলক্রমে প্রকৃত বস্তুর গোপন করা হয়, সেস্থলে 'ব্যাজোক্তি' অলঙ্কার হয়। অপহ্নুতি নিষেধ-পূর্বক আর ব্যাজোক্তি ছলপূর্বক হয়—ইহাই দুইয়ে ভেদ।

ব্যাড় (হরি ৬।৯১) দর্পবান্। ২ মাংস-ভক্ষক ব্যাঘ্রাদি, ৩ সর্প, ৪ ইন্দ্র, ৫ বঞ্চক।

ব্যাড়ি (হরি ৭।৬) [ব্যাড়+ইণ্] পণ্ডিত-বিশেষ। ২ (হরি ১৬২) বেদনিধি শৌনকের শিষ্য, বিকৃতিবল্লী-প্রণেতা এবং পাণিনির পূর্ববর্ত্তী। ইনি ব্যাড়ীয় 'ব্যাকরণ' রচনা করেন এবং 'ব্যাড়ীয়-সংগ্রহ' নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ৩ পাণিনির মাতুলেয় দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি—ইনি স্বনামে প্রথিত একটি 'কোষগ্রন্থ' ও 'লিঙ্গানুশাসন' রচনা করেন। প্রথম ব্যাড়ির সংগ্রহ-গ্রন্থ ইনি পাণিনিনয়ানুসরণে সংস্কার করিয়াছেন।

ব্যাত্ত (গোলী ১৯।৬২) প্রসারিত।

ব্যাত্যুক্ষী (হরি ৫।৪৩২) [বি—অতি—উক্ষ সেচনে+ণচ্ স্বার্থে অণ্ ঙীপ্] পরস্পর সিঞ্চন, ২ জলকেলি।

ব্যাদষ্ট (পদ্যা ৪), **ব্যাদিগ্ধ** (পদ্যা ৪) লিপ্ত।

ব্যাদিত (বিপু ৫।১৬।১৪) বিবৃত।

ব্যাদিশ (সুধা ১১৩) বিবিধ অধিকার-বিষয়ে ব্রহ্মার প্রতি নির্দেশকারী বিষ্ণু। ২ বিশেষ আদেষ্টা।

ব্যাধ (হরি ৫।২১০) [ব্যধ তাড়নে+ণ] পশুবধকারী। ২ (ভা ১০।৭২।২১)

কপোতের স্বস্ত্রীক নিজ মাংসদানে ব্যাধের আতিথ্য-বিধান দেখিয়া ব্যাধ সত্ত্বগুণোদয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করত দাবাগ্নিতে নিজ দেহ ভস্মীভূত করেন এবং নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগামী হন। [মহা° শান্তি° ১৪৩—১৪৯ অধ্যায়]।

ব্যাধি (ভা ১০৷৭৮৷৬) [বিশেষেণাধীয়তে মনসি চিন্ত্যতে] যাহাকে বিশেষরূপে মনে ধারণ করা যায়—স্বামী। ২ যাহাকর্ত্তৃক মনোঃবেদনা বিগত হয়—জী। ৩ পরমধ্যেয়—বি। ৪ (সিন্ধু ৩৷২৷১১৬) বিয়োগে দশা-বিশেষ। ৫ (সিন্ধু ২৷৪৷৯০) অসুর-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পরাভব-শ্রবণে দুঃখাতিশয় এবং বিয়োগাদি হইতে জাত ভাব। ইহাতে স্তম্ভ, অঙ্গশৈথিল্য, শ্বাস, উত্তাপ, ক্লান্তি প্রভৃতি প্রকাশ পায়। ৬ (উ ১৫৷৩৮) অভীষ্ট বস্তুর অলাভে শরীরের পাণ্ডুতা এবং উত্তাপ। ইহাতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিঃশ্বাস ও পতনাদি প্রকাশ পায়।

ব্যাধিত (হরি ৭৷৮৮৩) [ব্যাধি+ইতচ্] পীড়িত।

ব্যাধুত (গীগো ১৷৩৮) কম্পিত—প্রবো।

ব্যাপক (রত্ন টী ৩৷৩৩) বিভু বস্তু। **-ন্যাস** (হ ৫৷১৫৭) মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ বা ষড়ঙ্গ ন্যাসের পরে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র চরণ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে দুই হস্ত দ্বারা তিনবার ন্যাস করত সর্বশেষে একবার ঐরূপে প্রণবদ্বারা ন্যাস করিলেই 'ব্যাপক-ন্যাস' হইবে।

ব্যাপন্ন (হ ১৯৷১১০) আপদ্গ্রস্ত, ২ (গোচ পূর্ব ৩০৷২২) মৃত।

ব্যাপাদ—দ্রোহচিন্তন।

ব্যাপাদন—মারণ, ২ পরানিষ্টচিন্তা।

ব্যাপার (হ ৯৷১০৭) প্রয়োজন। ২ ব্যবসায়।

ব্যাপী (স্তুধা ৫৭) প্রতিগৃহে যুগপৎ বর্ত্তমান। ২ (সস ভগ ১০) সর্ব-কার্যানুগত। ৩ (রত্ন টী ৬৷৮২) বহিরন্তর্ব্যাপক—(প্রীতি ৫) জ্বালা-বিস্ফুলিঙ্গ ব্যাপিয়া অবস্থিত অগ্নির ন্যায় যিনি স্বশক্তি ও শক্তিকার্যসমূহ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন—সেই পরমাত্মা।

ব্যাপৃতি (বৃ ১২৷৭১) ব্যাপার।

ব্যাপ্ত (স্তুধা ৫৭) স্নেহবিশেষ ভক্ত-গণে অবস্থিত। ২ (হরি ৪৷৭১) সমাক্রান্ত। ব্যাকরণশাস্ত্রোক্ত আশ্রয়ের প্রকার-বিশেষ, যেমন—বিষ্ণুঃ সর্বত্রাস্তে। [৩ পূর্ণ, ৪ সমাক্রান্ত, ৫ খ্যাত, ৬ স্থাপিত, ৭ ব্যাপ্তিযুক্ত]।

ব্যাপ্তি (চৈনা ২৷৪) ন্যায়মতে—সাধ্যবিষয়ে অন্বিত হইয়া অন্যত্র অবর্ত্তমানতা, যেমন অগ্নির অভাবযুক্ত স্থলে ধূমেরও অবিদ্যমানতা—ইহা অন্বয়ব্যাপ্তি। অগ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকেনা, মহানসাদিতে ইহা নির্ণীত হয়। পরে ধূম দেখিলেই ব্যাপ্তি জ্ঞানহেতু অগ্নির অনুমিতি হয়। ব্যাপ্তি-জ্ঞানই অনুমিতির কারণ। ২ ঐশ্বর্য্যভেদ]। **-শীলতা** (পরম ২৭) অতিসূক্ষ্মরূপে সর্বচেতন বস্তুর অন্তরে প্রবেশরূপ স্বভাব।

ব্যাপ্য (রত্ন টী ৩৷৩৩) সসীম, পরিচ্ছিন্ন দ্রব্য। ২ অনুমিতি-সাধনলিঙ্গ। ব্যাপ্যতে ইতি ব্যাপ্যম্। যথা বহ্নি-ব্যাপ্যো ধূমঃ, ইত্যাদৌ ধূমস্য ব্যাপ্যত্বম্। "যৎসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যস্য স্বরূপং তত্তস্য ব্যাপ্যম্।" (তত্ত্বচিন্তামণি, পৃ ২)।

ব্যাভুগ্ন (উ ১১৷৪৬) বক্র।

ব্যাম—দুই বাহুর বিস্তার করিলে তন্মধ্যে যে পরিমাণ হয়, তাহা।

ব্যামিশ্র (গীতা ৩৷২) সন্দেহোৎপাদক—স্বামী। ২ নানার্থ-মিলিত—বি।

ব্যামুগ্ধ (হংস ৬৩) আক্ষিপ্তচিত্ত।

ব্যামোহ (হ ১৯৷৬৬১) মূঢ়তাবিশেষ। চিত্তবিভ্রম।

ব্যায়োগ (চৈনা ৩৷১৭) রূপক ভেদ, যথা সাহিত্য-দর্পণে (৬৷২৫৬) "খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্পস্ত্রীজন-সংযুতঃ। হীনো গর্ভবিমর্ষাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ॥ একাঙ্কশ্চ ভবেদ-স্ত্রীনিমিত্ত-সমরোদয়ঃ। কৌশিকী-বৃত্তি-রহিতঃ প্রখ্যাতস্তত্র নায়কঃ॥ রাজর্ষিরথ দিব্যো বা ভবেদ্ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ। হাস্যশৃঙ্গার-শান্তেভ্য ইতরে-ঽত্রাঙ্গিনো রসাঃ॥" যথা—সৌগন্ধিকা-হরণ, ধনঞ্জয়বিজয়।

ব্যাল (আচ ১৫৷২৬৪) সর্প। ২ [বিশেষণ আ সম্যক্ লাতীতি] সম্যক্‌রূপে গ্রহণকারী। ৩ (ছ ২৷১৭৯) দণ্ডক ছন্দোভেদ। [৪ দুষ্ট গজ, ৫ চিত্রকব্যাঘ্র, ৬ শঠ, ধূর্ত্ত; ৭ রাজা]। **-নিলয়** (গীগো ৬৷২) চন্দন বৃক্ষ। **ব্যালম্বী** (ভা ৫৷২৫৷৩১) দীর্ঘ—স্বামী। **°রাক্ষস** (ভা ১০৷৩১৷২) অঘাসুর।

ব্যালীঢ় (সিন্ধু ৩৷৫৷১৪) নষ্ট।

ব্যালোল (গোচ উত্তর ৩১৷৮) চঞ্চল।

ব্যাবক্রোশী (হরি ৫৷৪৩২) [বি—অব+ক্রুশ আহ্বানে+ণচ্ স্বার্থে

অণ্ ঙীপ্] পরস্পর আক্রোশ।

ব্যাবদায়ী (আচ ১৫।৬৭) পরস্পর দান।

ব্যাবর্ত্ত (পদ্যা ৭৫) নির্বিকার, ২ নিবৃত্ত। [৩ নাভিকণ্টক]।

ব্যাবহারিক (রত্ন ৬৷৩৮) [ব্যবহার+টিকন্] বিকারী, ক্ষণভঙ্গুর। ২ ব্যবহার-যোগ্য। **-গুণ** (গোভা ৩। ৩।১) কেবলাদ্বৈতবাদিমতে অনির্বচনীয়া মায়ার সাহচর্যে মহদহঙ্কারাদিক্রমে যখন নির্গুণ ব্রহ্মই জগদীশ্বর হইয়া জগদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাতে মায়িক সর্বজ্ঞত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব ইত্যাদি গুণ অধ্যস্ত হয় মাত্র, বাস্তবিক নির্গুণ ব্রহ্মে ঐ গুণ-কল্পনা ব্যাবহারিক সুতরাং অবাস্তবই বলিতে হয়। **-সত্য** (রত্ন ৬।৬৫) মায়াবাদে ব্যবহার-নিষ্পাদনের জন্য যাহার সত্তা স্বীকৃত হয়, অথচ যাহার বাস্তবতা নাই, তাহাই ব্যবহারিক সত্য, যেমন প্রপঞ্চ।

ব্যাবহারী (হরি ২।৪৩২) [বি—অব—হৃঞ্+ণচ্+স্বার্থে অণ্ ঙীপ্] পরস্পর ব্যবহার বা হরণ।

ব্যাবহাসী (মালা উৎ ৫০) পরস্পর পরিহাস।

ব্যাবৃত্ত (ভাবনা ৯।৫৫) নিবৃত্ত, ভিন্ন। ২ বিশেষরূপে আবৃত্ত বা বেষ্টিত।

ব্যাবৃত্তি (উ ৫।২৫) পরাবর্ত্তন, ২ (রত্ন ৬।১৩) ভেদ বা পৃথগ্‌ভাব। ৩ (গোভা ১।৩।১২) নিরাস।

ব্যাস (ভা ৯।২২।২২) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-নামে পরিচিত। পরাশর কর্তৃক দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে জাত। শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যুতে বংশ-লোপের আশঙ্কায় মাতার নিয়োগে ইনি অম্বিকাগর্ভে ধৃতরাষ্ট্রকে, অম্বালিকাগর্ভে পাণ্ডুকে ও দাসীর গর্ভে বিদুরকে উৎপাদন করেন। ইঁহা হইতে অরণিজাত শ্রীশুকদেব-গোস্বামীও আবির্ভূত হন। ১ (সস কৃষ্ণ ২১) পূর্বজন্মে অপান্তরতম-নামক ঋষি। আবেশাবতার। কাহারও মতে বিষ্ণুসাযুজ্য-হেতু বিষ্ণুরই সাক্ষাৎ অংশ। ৩ (ভজ ৬) বিস্তার, ৪ বিশ্লেষণ। ৫ (রাধা ৭৮) শ্রীকৃষ্ণাবরণে পূজ্য। ৬ (ভা ১১। ১৬।২৬) বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা—স্বামী। ৭ সমাসাদির সমানার্থক বিগ্রহ-বাক্য।

ব্যাসঙ্গ (হ ১০।৩১৮) গৃহাদিতে আসক্তি। ২ কামাদি-সম্বন্ধ। ৩ (ভা ১১।২৬।২৬) বিরুদ্ধাসক্তি—বি। ৪ (চচ ১৭ বিশেষ আসক্তি।

ব্যাস-তীর্থ (তত্ত্ব ২৮) মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ত্রয়োদশ অধস্তন গুরু—পুরুষোত্তমের শিষ্য বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী-কার শ্রীবিষ্ণুপুরীর সমসাময়িক। **°পূজা** (চৈভা মধ্য ৪।৮) সর্বগুরু শ্রীবেদব্যাসের পূজা, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সন্ন্যাসিগণ-বিহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজাদি। **-সূত্র** (চৈচ মধ্য ২৫।৮৯) ব্রহ্মসূত্র। **ব্যাসালয়** (চৈভা আদি ৯।১৪২) বদরিকাশ্রম।

ব্যাসেধ (বিপূ ১৬।৩০) প্রতিষেধ।

ব্যাহতত্ব (অকৌ ১০।৩৪) কোনও পদার্থের প্রথমতঃ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনা করত পশ্চাৎ তাহারই বিপরীত বর্ণনা করিলে 'ব্যাহততাদোষ' ঘটে।

ব্যাহরণ (আচ ১২।৯৬), **ব্যাহার** (আচ ৮।১০) বাক্য। **-বিলাস** (চৈনা ৬।৩২) বাগ্‌বিন্যাস।

ব্যাহৃত (ভা ২।১০।১৮) ভাষা। ২ (ভাবনা ৯।৪১) আনীত।

ব্যাহৃতি (শ্যা ৭১) উক্তি। ২ (ভা ৩।১২।৪৪) ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনপদ পৃথক্ ও সমাসযুক্ত হইয়া ব্যাহৃতি হয়। ৩ (ভা ৬।১৮।১) সবিতার ঔরসে ও পৃশ্নির গর্ভে জাতা কন্যা।

ব্যুচ্ছিন্ন (ভা ২।১।১৯) বিযুক্ত—স্বামী।

ব্যুৎক্রান্ত (তত্ত্ব ৫) বিপরীতক্রমে অবস্থিত—বল।

ব্যুত্থান (বৃভা ২।১।৮০) বহিঃসংজ্ঞা-লাভ। ২ সমাধিভঙ্গ। ৩ (গোচ পূর্ব ১৩।৪৮) প্রতিরোধ। ৪ নৃত্যভেদ।

ব্যুৎপত্তি-নিমিত্ত (শেষ ২।৮) যে অর্থ অবলম্বন করিয়া শব্দ ব্যুৎপন্ন হয় বা শব্দের ব্যুৎপত্তি-অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায়—তাহাকে 'ব্যুৎপত্তি-নিমিত্ত' শব্দ বলে। গম্ ধাতু ডোস্‌প্রত্যয়ে সিদ্ধ 'গমনকর্ত্তা' অর্থে গোশব্দের ব্যুৎপত্তি-নিমিত্ত, ইহা কিন্তু প্রবৃত্তি-নিমিত্ত নহে।

ব্যুৎপন্ন—ব্যুৎপত্তিযুক্ত, ২ অভিজ্ঞ।

ব্যুদপ্রায় (ভা ১০।২৫।২৬) স্বল্পজল—স্বামী। ২ মহাবৃষ্টিদ্বারা বর্দ্ধিত জলের হ্রাসযুক্ত—সনা।

ব্যুদস্ত (ভা ৩।১৯।২৪) নিরাকৃত। ২ দূরীকৃত। ৩ (সাকৌ ৪।১২) ব্যস্ত। ৪ (ভা ১০।১২।৩৯) বিশেষ-রূপে বিনষ্ট।

ব্যুদাস (ভা ১৭।২৩) অভিভব—স্বামী। ২ দূরীকরণ—বি।

ব্যুপমিতি (আচ ৭।১৫৯) নিরুপমা।

ব্যুষিত (ভা ৬।১১।২৬) দূরদেশগত। ২ দীর্ঘপ্রবাসী।

ব্যুষ্ট (হরি ৫।১৬) [বি—উচ্ছী

বিবাসে+ক্ত] অতিক্রান্ত, ২ (হরি ৭।৮১১) প্রভাত। ৩ (ভা ৪।১৩। ১৪) দোষার গর্ভে জাত পুষ্পার্ণের পুত্র। ৪ (ভা ৬।৬।১৬) বিভাবসুর ঔরসে ও উষার গর্ভে জাত। [৫ (বি—উষ+ক্ত) দগ্ধ, ৬ পর্যুষিত, ৭ ফল, ৮ দিবস]।

ব্যূঢ় (মালা প্রেমেন্দু ৩৬) বিশেষ-ভাবে প্রাপ্ত। ২ (ভা ৮।২২।৬) দৃঢ়মূল। ৩ (ভা ৩।২৮।২৫) উত্থিত। ৪ (গীতা ১।৩) ব্যূহরচনায় অবস্থিত। ৫ (গোচ পূর্ব ৯।৪৩) বিধৃত। ৬ (ভা ১০।৬০।৪৮) পরিণীত। **-বিকল্পা ভজনক্রিয়া** (মা ২।৮) যে অবস্থায় ভজনবিষয়ে বিবিধ বিকল্প (সংশয়-জনিত বিতর্ক) আসিয়া মনকে চঞ্চল করে।

ব্যূঢ়ীকরণ (গোচ উত্তর ২৬।৩৫) অতিসমৃদ্ধি।

ব্যূতি (আচ ১৮।১০৭) [বি-বেঞ্‌ তন্তু-সন্তানে+ক্তিন্] সর্বদিকে সমভাবে সন্নিবেশ-সন্ততি।

ব্যূহ (চৈনা ১।৪) সমূহ। ২ (রত্ন ৬।২৫) বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ। ৩ (গোলী ১১।১১০) স্থানভেদে সৈন্যসমাবেশ-প্রণালী। ৪ (গোলী ৬।৪৫) একজাতীয় পক্ষিসমূহ। ৫ ধারণ। [৬ নির্মাণ, ৭ সম্যক্ তর্ক, ৮ সৈন্য]। **ব্যূহন** (ভা ৩।২৬।৩৭) গেলন—স্বামী। °**ভেদ** (গোচ উত্তর ৩৩।১০) দেহবিভাগ। **ব্যূহ্যমান** (ভা ১০।৫।২৫) নানা-ভাবে নীয়মান—জী।

ব্যেঙ্কট (রত্না ১।৮৩) শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামির পিতা—শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গমে নিবাস। চাতুর্মাস্যকালে মহাপ্রভু ইঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছেন। ২ (ভা ৫।৬।৭) দক্ষিণ কর্ণাটস্থ জনপদ-বিশেষ। ৩ দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ গণ্ডশৈল।

ব্যেঙ্কটনাথ (চৈভা আদি ৯।১৩৬) আর্কট জিলায় অবস্থিত শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ। 'তিরুপতি'-নামক স্থানে ব্যেঙ্কটাদ্রির উপরে ইঁহার মন্দির আছে।

ব্যোকার (আচ ১।১৭৫) লৌহকার।

ব্যোম (ভা ২।৭।৪৯) আকাশ। ২ (ভা ৩।৬।২৮) অন্তরীক্ষ—স্বামী। ৩ ভুবর্লোক—বি। ৪ (ভা ৯।২৪। ৩) সোমবংশীয় দশার্হের পুত্র। ৫ (ভা ১০।৩৭।২৮) শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত কংসভৃত্য ময়-পুত্র অসুর। **-কেশ** (আচ ১৫।৩৩৭) মহাদেব। **-চারী**—পক্ষী, ২ দেব, ৩ গ্রহ-নক্ষত্রাদি, ৪ আকাশগামী। **-তা** (ঐ ৬।৫৩) শূন্যতা, মৃত্যু। **-ধূম**—মেঘ। **-নয়নী** (ম ৪) বৈকুণ্ঠ-প্রাপিকা। ২ (স্তব ৩।৪) শূন্য-প্রাপিকা। **-যান** (ভা ১০।৮৭।৪৩) অনাসক্তিক্রমে সর্বত্র বিচরণশীল দেবতা। [২ বিমান]।

ব্যোষকাব্য (হরি ৬।২০৪) কাশ্মীরিক শ্রীভট্টভীম-বিরচিত রাবণার্জুনীয়-কাব্য।

ব্রজ (ভা ২।৭।২৮) শ্রীমথুরামণ্ডলবর্তী চৌরাশি-ক্রোশময় শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াস্থল। ২ (ভা ৫।৫।২৯) গোগণের আবাস। ৩ (ভা ১০।১১।৩৬) ইতস্তত: চলনশীল—জী। ৪ (ভা ১০।১১।১০) ব্রজস্থিত গবাদি পশু—সনা। ৫ সমূহ। ৬ (মাম ৯।৩৫) পথ। **-তিলক** (আচ ৭।১৮) শ্রীনন্দ মহারাজ। **ব্রজন** (আচ ৯।৪৯), **ব্রজনা** গোচ পূর্ব ৯।৩৫) গমন। °**পা** (গোলী ২।১) যশোদা। **-ভাব** (চৈচ আদি ৩।১৫) ঐশ্বর্যজ্ঞান-শূন্য শুদ্ধমাধুর্যভাব। **-ভীরু** (সমা ২।১) ব্রজসুন্দরী। **-ভূ** (বৃভা ২।৭।৯১) ব্রজমণ্ডল। ২ [ব্রজে ভবন্তীতি ব্রজভুবস্তত্রত্যা: সচেতন-প্রপঞ্চা:] ব্রজে আবির্ভূত সচেতন প্রাণী। **-রাজপুর** (প্রেচ ৭।৭) ব্রজমণ্ডল। **-লোকানুসার** (সিন্ধু ১।২।২৯৫) ব্রজলোক অর্থাৎ শ্রীরাধা, ললিতা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতির অনুসরণ (আনুগত্য); মনে রাখিতে হইবে যে অনুসরণ ও অনুকরণ এক-তাৎপর্যক নহে। ব্রজজনের আনুগত্যে মানসী সেবাই বিহিত, কায়িকী সেবা নহে। সৌরম্য-মতাবলম্বিগণ শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতির অনুকরণে সাধকদেহেও কায়িকী সেবা কর্তব্য মনে করেন, সুতরাং শ্রীগুরুপদাশ্রয়, শ্রীহরিবাসর, শালগ্রাম বা তুলসীসেবাদি যখন গোপীগণ করেন নাই, তখন সাধক-গণও করিবে না—ইহাই প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছুক। অনুসরণ অর্থ তাৎপর্যে মিলন বা ভাবসাজাত্য—বি। **-বনেশ্বরী** (ম ৯) শ্রীরাধিকা। **-সদ্** (গোচ পূর্ব ১৩।১৩) ব্রজবাসী।

ব্রজস্থ অনুগ (সিন্ধু ৩।২।৪১—৪২) রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিশাল, প্রেমকন্দ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ, শারদ প্রভৃতি। ইঁহারা মণিময় অলঙ্কারে উজ্জ্বল; সুবর্ণ,

জবাপুষ্প, ভ্রমর ও চন্দনাদির ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং স্বদেহোপযোগী দিব্যবস্ত্রে শোভিত।

ব্রজস্থ বয়স্য (সিন্ধু ৩।৩।১৬) যাঁহারা ক্ষণিক বিরহে দুঃখিত, সদা সহবিলাসী এবং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের জীবন—তাঁহারাই ব্রজবাসী বয়স্য। সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্মসখা-ভেদে ইঁহারা চারি প্রকার।

ব্রজস্থিতিকাল (কৃষ্ণ ১৭৪) ব্রজে প্রকটলীলা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণকৈশোর-ব্যাপিনী ধরিতে হইবে। (ভা ৩।২।২৬) 'একাদশবর্ষ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত ব্রজে বাস করিয়াছেন—' এই বচনবলে একাদশ বর্ষেই তাঁহার কৈশোর-প্রাপ্তি বুঝিতে হয়। এ প্রসঙ্গে ভা° ১০—৪৪।৮,৪৫।৩,৪১।২৭ এবং ৮।২৬ শ্লোকগুলি আলোচ্য।

ব্রজস্পতি (ভা ১০।৩৯।২৩) শ্রীকৃষ্ণ [সুট্ আর্ষঃ]।

ব্রজাবাস (ভা ১০।১১।৩৫) গোকুল-বসতিস্থান, কালিয়দহের দক্ষিণে আটক্রোশ দীর্ঘ ও চারিক্রোশ বিস্তীর্ণ স্থান—সনা।

ব্রজেশা (চচ ১।৯) শ্রীযশোদা।

ব্রজ্য (আচ ১৩।২০) গন্তব্য।

ব্রজ্যা (গোচ পূর্ব ১২।২৫) গমন। ২ পর্যটন। ৩ জিগীষুর যুদ্ধার্থ প্রয়াণ।

ব্রণ (ভাবনা ২।৭৪) পীড়া। ২ ক্ষত।

ব্রণিত (হরি ৭।৮৮৩) [ব্রণ+ইতচ্] ব্রণযুক্ত।

ব্রত (হ ১১।৬৪১) বৃত্ত, ২ নিয়ম। ৩ (ভা ১০।৪৭।২৪) কৃচ্ছ্রাদি। ৪ একাদশ্যাদি, চাতুর্মাস্যাদি। ৫ (ভা ১০।২৩।৩৯) ব্রহ্মচর্য। ৬ (ভা ১০।৮৭।৪৫) প্রতিজ্ঞা। ৭ (ভা ৪।১৩।১৬)। চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্বলার গর্ভে জাত পুত্র।

ব্রততি (গোলী ১।১০৫) লতা। ২ বিস্তার।

ব্রতেয়ু (ভা ৯।২০।৪) রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে জাত পুত্র।

ব্রাত (হরি ৭।৮৭০) শ্রমিক, ২ শ্রম, মজুরি। ৩ (ভাবনা ৮।২৭) সমূহ।

ব্রাতীন (হরি ৭।৮৭০) [ব্রাতেন জীবতীতি ব্রাত+খ] শ্রমিক, সংঘ-জীবী।

ব্রাত্য (হ ১১।৬৫৫) সংস্কার-বিহীন দ্বিজাধম। **-স্তোম**—কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রীয় যজ্ঞভেদ।

ব্রীড় (উ ১০।১৪) লজ্জা।

ব্রীড়া (প্রীতি ৩৫২) অধৃষ্টতা। ২ (সিন্ধু ২।৪।১১৩) নবসঙ্গম, অকার্য, স্তব এবং অবজ্ঞাদিহেতু কৃত ধৃষ্টতা-বিরোধী ভাব। ইহাতে মৌন, বিচিন্তা, অবগুণ্ঠন, ভূমি-লিখন এবং অধোমুখতা প্রকাশ পায়।

ব্রীড়ান্ত (আচ ১৭।৫৩) লজ্জানাশ।

ব্রীহি (হ ১৯।৩১৫) ষষ্টিধান্য। **-ক** (হরি ৭।৯৫৯) ব্রীহিশালী। **-ময়** (হরি ৭।৫৮৬) পুরোডাশ। **-মান্, -শালী, ব্রীহী** (হরি ৭।৯৫৯) ব্রীহিসম্পন্ন।

ব্রুব (চৈনা ১।৫২) অধম।

ব্রৈহ (হরি ৭।৫৮৬) [ব্রীহি+অণ্] ব্রীহি-নির্মিত।

ব্রৈহেয় (হরি ৭।৮৫৪) [ব্রীহের্ভবন-মিতি ঢক্] ব্রীহি-ক্ষেত্র।

শ

শ (ভাবনা ৯।৪০) কল্যাণ, ২ সম্ভোগ-জন্য সুখ। [৩ মহাদেব, ৪ শস্ত্র]।

শংয, শংযু (হরি ৭।৯৮৯) সুখী।

শংস (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) বধ, ২ কথন। **-ন** (গোলী ৬।১২) জ্ঞাপন।

শংসিত (গোলী ১১।৮৫) কথিত। [২ নিশ্চিত, ৩ হিংসিত]।

শক (গৌকৃ ৫।৪৫) ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ। ২ (হরি ৭।৩১২) শকের অপত্য, ৩ শকদেশীয় রাজা।

শকট (ভা ১০।৫২।২৩) শকটাবমোচন স্থান—মথুরা-প্রান্তস্থ নন্দাবাস। ২ যানবিশেষ, গাড়ি।

শকটাবর্ত্ত (আচ ৭।২) গোবর্দ্ধন ও কালিয়হ্রদের অন্তর্বর্ত্তিনী শ্রীনন্দ-রাজধানী।

শকন্ধু (হরি ৬।৩০৬) [শকস্য অন্ধুঃ কূপঃ] শকরাজার কূপ।

শকল (হংস ৯৬) খণ্ড। একদেশ, ২ ত্বক্, বল্কল। ৩ মাছের আঁস।

শকলিত (ভাবনা ১২।৮১) খণ্ডিত।

শকলী (গোচ উত্তর ১।৩২) মৎস্য।

শকলীকার (আচ ১৫।২৬২) খণ্ডন।

শকা (হরি ৭।৬৯) [শক্নোতীতি পচাদেরৎ+আপ্] সমর্থা স্ত্রী।

শকাব্দ—শকনৃপ-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

বৎসর।

শকুন (ভা ৭।২।৫) দৈত্যবিশেষ। ২ (গোচ পূর্ব ৩।৬১) পক্ষী, ৩ শুভ-সূচক নিমিত্ত।

শকুনি (ভা ৭।২।১৮) হিরণ্যাক্ষের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।৪) চন্দ্রবংশ্য দশরথের পুত্র। [৩ পক্ষিমাত্র, ৪ চিলপাখী, ৫ জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে করণভেদ]।

শকুনিক (গোলী ৬।২৮) পক্ষী। ২ গৃধ্র।

শকুনী (সভা ১।৩৪০) পূতনা।

শকুন্ত (গৌকৃ ১৪।২৭) পক্ষী। ২ ভাস পক্ষী। ৩ কীটবিশেষ।

শকুন্তলা (ভা ৯।২০।১৬) বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকা অপ্‌সরার গর্ভে জাতা কন্যা।

শকুলী (গৌবি ৫৯) মৎস্যবিশেষ।

শকৃৎ (ভা ১০।৩৬।২) পুরীষ। -**করি** (গোচ পূর্ব ৭।৮১) বৎস। -**দ্বার**— মলদ্বার।

শক্ত—সমর্থ।

শক্তি (ভা ১০।৮৭।১২) ত্রিগুণ ও তৎকার্য মহদাদি। ২ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে আ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৩ (ভা ১০।৩২।১০) সত্ত্বাদি, ৪ জ্ঞান-বলবীর্যাদি, ৫ প্রকৃত্যাদি উপাধি—স্বামী। ৬ (ভা ১০।৩৯।৫৫) মহা-লক্ষ্মী। ৭ (ভা ৪।৬।৩৬) বীজ—স্বামী। ৮ (রত্ন ৬।৪৬) সত্যসঙ্কল্প-দ্বারা বিচিত্র-জগৎকর্তৃতা। ৯ (ভা ১০।৮৭।১২) শ্রীরাধা—প্রবো। ১০ (ভা ২।১০।৬) উপাধি—স্বামী। ১১ (নাচ ১৭০) বিরোধশান্তি। ১২ (যো ২৮) শাক্তগণের মতে আরাধ্য চিন্ময়ী দেবী। ১৩ (বিনা ৫।৫৩) অস্ত্রবিশেষ। ১৪ (গোভা ৩।৩।৩৯) অঘটন ঘটনা-সামর্থ্য। ১৫ (হ ১৭। ৯৭) মায়াবীজ। ১৬ (চৈত ৪।১১। ৩০) লীলা। ১৭ (ভগ ৩) ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য। ১৮ (সাকৌ ১।৩) কবিত্ববীজ-সংস্কারবিশেষ, ১৯ প্রতিভা। ২০ (সভা ১।৩৬১) শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য, মাধুর্য, কৃপা ও তেজঃ প্রভৃতি গুণ। ২১ (ভা ১০। ৮৮।৩) সগুণা প্রকৃতি—বল। ২২ কারণ-নিষ্ঠ কার্যোৎপাদনযোগ্য ধর্ম-বিশেষ। ২৩ শব্দনিষ্ঠ অর্থবোধকতা-রূপ বৃত্তিভেদ। -**অবতার** (চৈচ আদি ৭।১৭) শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি শ্রীগৌরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ। -**কার্য** (প্র ৩।১) শক্তির পরিণাম। স্বরূপ-শক্তির কার্য—বৈকুণ্ঠাদিধাম এবং মায়াশক্তির কার্য—জড় জগৎ। -**গ্রহ** (হরি ৫।২২৭) [শক্তিং গৃহ্লাতি শক্তি গ্রহ+অচ্] শক্তিনামক অস্ত্রধারী। [২ অর্থবোধকতা-রূপ বৃত্তির জ্ঞান]। -**ত্রয়** (ভগ ১৬) শ্রীভগবানের তিনটী শক্তি—অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। স্বরূপশক্তি-(অন্তরঙ্গা)-দ্বারা তিনি পূর্ণস্বরূপে ও বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভবরূপে, তটস্থা শক্তিদ্বারা চিদেকাত্ম-শুদ্ধজীবরূপে এবং বহিরঙ্গ (মায়া)-শক্তিদ্বারা বহিরঙ্গবৈভব-জড়াদি কার্যাত্মক প্রধানরূপে বিদ্যমান। প্রধানকে মায়াশক্তির অন্তর্ভুত করিয়া বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭। ৬১, ৬৩) পরা, অপরা ও অবিদ্যা (কর্ম-সংজ্ঞা)-নামে শক্তিত্রয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাই মায়াশক্তি। ইহা বহিরঙ্গা হইলেও তটস্থা শক্তি জীবকে আবরণ করিতে পারে। এই মায়ার তিনটী কার্য—জীবজ্ঞানের আবরণ, সত্ত্বাদি-গুণসাম্যরূপা গুণমায়ানামক জড়া প্রকৃতির উদ্‌গীরণ এবং কখনও পৃথগ্‌-ভূত সত্ত্বাদিগুণকে বিবিধরূপে পরিণামপ্রাপ্তি করান। -**দ্বয়ী** (রাধা ৪৩, ৪৬) শ্রীভগবানের মায়া-শক্তি ও স্বরূপভূতা শক্তি। ইহারা যথাক্রমে অপরা এবং পরা-নামেও খ্যাত। প্রথমটি প্রভুর জগৎকার্য নির্বাহ করেন এবং দ্বিতীয়টি স্বরূপ-ভূত, যাহাদ্বারা তাঁহার ভগবত্তা-নির্বাহ হয়। -**ধৃৎ** (ভা ১০।৮৭।২০) শক্তির আশ্রয়—স্বামী। ২ ত্রিবিধ শক্ত্যাশ্রয়—জী। -**পরিণাম** (পরম ৫৮) তত্ত্ব হইতে অন্যথা ভাবকে 'পরিণাম' বলে। ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে জগদ্রূপ ভাবই পরিণাম, কিন্তু ব্রহ্ম-তত্ত্বের অন্যথাভাব নহে। গৌড়ীয় দর্শনে মূল বস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া যদি অন্যরূপ ধারণ করে, তবে সেই অন্যরূপকে বলা হয়—পরিণাম। শঙ্কর-মতে ব্রহ্ম সৎস্বরূপ হইলেও বিশেষ বিকারিরূপে আপনাকে জগদ্রূপে পরিণত করিয়া বিকারী হন। শঙ্করের মতে ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই 'জগৎ' ঈশ্বরের পরিণাম বা কার্য এবং ঈশ্বর জগতের অভিন্ন 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত'; পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ 'মায়া' বা ভ্রমমাত্র, সত্য তত্ত্ব নহে। (পরম ৭২) শ্রীজীব বলেন—চিন্তামণি যেরূপ তাহার স্বরূপগত ধর্মবশতঃ সর্বপ্রয়োজন-প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ পরব্রহ্মও অচিন্ত্য শক্তিবলে স্বেচ্ছায় জগদ্রূপে পরিণত হন। অচিন্ত্য-

স্বভাব ব্রহ্মে বিরুদ্ধ ধর্মের সমাশ্রয় অসঙ্গত নহে—ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি—শ্রুতিসিদ্ধ, তর্কগোচর নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই কারণে শক্তি-পরিণামবাদী, বস্তুপরিণামবাদী নহেন, যেহেতু বস্তুপরিণামবাদে ব্রহ্মের বিকারাশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু অবিচিন্ত্যশক্তির পরিণামবাদে তদ্রূপ আশঙ্কা আসে না। অচিন্ত্যশক্তিশীল ব্রহ্মের শক্তিই জীব, জগৎ এবং তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপ, ধাম, লীলা ও পরিকরাদিরূপে পরিণত হন। ব্রহ্মের মায়াশক্তি পরিণত হইয়া মায়িক জগৎ, জীবশক্তি পরিণত হইয়া জীবজগৎ এবং চিচ্ছক্তি পরিণত হইয়া চিজ্জগৎ অভিব্যক্ত হয়—ইহাই ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা। **-বাদ** (সস ভগ ১০) বিশ্বকার্যের অন্যথা অনুপপত্তি হয় বলিয়া যেরূপ পরমকারণরূপে ব্রহ্ম স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তিও অবশ্যই স্বীকার্য। কার্যবিশেষের উৎপত্তি-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ কার্যকারিতা দ্বারাই কারণ-রূপে বস্তু-বিশেষ স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ কেবল দুগ্ধ হইতেই দধি উৎপন্ন হয়, কিন্তু মৃত্তিকা হইতে হয় না; যদি কারণের কোনও বিশেষ না থাকে, তবে দুগ্ধ হইতে ঘট প্রস্তুত হইতে পারে; তাহা হইলেই বলিতে হয় যে দুগ্ধ-রূপ কারণে এবম্বিধ বিশেষ (অতিশয়—শঙ্করমতে ভাষ্য ২।১।১৮) আছে, যাহা দধিরূপ কার্যকে সতত নিয়মিত করে। যাহাতে যাহা নাই, তাহা কারণও হয়ন', সুতরাং কার্যও জন্মায় না। শক্তি নিজে কার্যকারণ হইতে ভিন্ন ও কার্যের ন্যায় অসৎ হইলে তাহা কার্যের নিয়ামক হইত না। অসত্ত্বের ও অন্যত্বের অবিশেষপ্রযুক্ত অনিয়মেই কার্য হইত; সুতরাং শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য শক্তিরই স্বরূপ—ইহা শঙ্করাচার্যেরও মত (ভাষ্য ২।১।১৮—কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্যম্)। যদি অজ্ঞান বশতঃই জগৎ বিবর্তিত হইত, তবে জ্ঞানাতিরিক্ত ব্রহ্ম-স্বীকারের প্রয়োজনই থাকিত না; ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ কার্যকারিতা আছে বলিয়াই শুদ্ধ জ্ঞানাশ্রয় ব্রহ্মেরও স্বতঃশক্তি অবশ্যই মানিতে হইবে। 'সপ্তপদার্থী' গ্রন্থে শিবাদিত্য বলিয়াছেন—'শক্তির্দ্রব্যাদিস্বরূপমেব' অর্থাৎ শক্তি পদার্থের অনতিরিক্ত স্বরূপ। কেহ কেহ এই বৈশেষিক মতে আপত্তি করিয়া শক্তিকে অষ্টম পদার্থ বলিতে ইচ্ছা করেন। শক্তিদ্বারা যখন কার্য উৎপাদন হয়, তখন শক্তি সপ্তম পদার্থের অতিরিক্তই হউক। অগ্নি ত দাহ করে, কিন্তু মণি প্রভৃতির প্রতিবন্ধকতায় তাহার দাহশক্তি লুপ্ত হয়, আবার মণির অপসারণে দাহিকাশক্তির উদয় হয়, সুতরাং শক্তিকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিতে আপত্তি নাই। নৈয়ায়িক বলেন যে শক্তি অন্য পদার্থ নহে, উহা পদার্থেরই স্বরূপ, পদার্থের স্বাভাবিক শক্তির ধর্মই এই যে প্রতিবন্ধক না থাকিলে কার্য করিবেই। 'শক্তিঃ কারণনিষ্ঠঃ কার্যোৎপাদন-যোগ্যো ধর্মবিশেষঃ। স চ ধর্মঃ প্রতিবন্ধকাভাবাদিরূপ-কারণাত্মকঃ' (তত্ত্বদীপিকায়াম্)। শক্তি না মানিলে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি বা অসৎকার্যবাদ মানিতে হয়, তাহা কিন্তু শঙ্করাচার্যেরও অভিপ্রেত নহে।

শ্রীজীবপাদ বলেন—স্বরূপ কার্যে উন্মুখ হইলে উহার শক্তি স্বীকার্য, কিন্তু স্বতঃস্বরূপের শক্তিত্ব নাই; সুতরাং বিশেষ্যরূপ স্বয়ং তদ্বস্তু শক্তিমান্ এবং তাহার বিশেষণরূপ কার্যোন্মুখতাই শক্তি। এই জগৎ কার্যক্ষমত্বমূলকই; কার্যক্ষমত্বাদিরূপা সেই শক্তি নিত্যাই। স্বরূপ বস্তু হইতে অত্যন্ত ব্যতিরেকদ্বারা উহার নিরূপণ না হওয়ায় বস্তু হইতে উহাকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়াই উহাকে স্বরূপশক্তি বলা হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানে ভেদাভেদই অচিন্ত্য। কূর্মপুরাণে 'শক্তিশক্তিমতোর্ভেদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ। অভেদঞ্চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ত্ব-চিন্তকাঃ॥'

শক্তু (হ ১৭।৪৩) যবনির্মিত চূর্ণ।

শক্ত্যষ্টক—শ্রী, ভূ, কাম, লজ্জা, চিৎ, সৎ, জীব ও মায়া।

শক্ত্যূর্মি (ভা ৬।১৬।২০) মায়াজনিত রাগদ্বেষাদি।

শক্তি (ভা ৪।১।৪৩) বশিষ্ঠের পুত্র। পরাশরের পিতা।

শক্য (অকৌ ২।১২) বাচ্য, ২ শক্তিযুক্ত, ৩ শক্তিদ্বারা বোধ্য অর্থ, ৪ সমর্থনীয়।

শক্র (ভা ৬।১৮।৭) ইন্দ্র, ২ (আচ ১।১০৪) কুটজবৃক্ষ। ৩ অর্জুন বৃক্ষ, ৪ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। [৫ পেচক, ৬ চতুর্দশ-সংখ্যা]। **-দৈবত** (হ ২০।৩৪) জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। **-ধনুঃ**—

রামধনু। -নন্দন—অর্জুন, ২ ইন্দ্রের আনন্দকর। -প্রস্থ (ভা ১০।৭১।২২) ইন্দ্রপ্রস্থ—যুধিষ্ঠিরের রাজধানী, বর্ত্তমান দিল্লী হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। -বল্লী (হ ২। ৭৭) ইন্দ্রবারুণী লতা [রাখাল শসা]। বাহন—মেঘ। -বীজ—ইন্দ্রযব। শক্রাশন (গোচ পূর্ব ১৮।১৫৩) সিদ্ধি, গাঁজা।

শঙ্কর (ভা ২।৪।১৯) শিব, ২ (হরি ৫।২৩২) [শং কল্যাণং করোতীতি অচ্] কল্যাণকর। ৩ (প্র ১।৭) অদ্বৈতবাদাচার্য শঙ্করাচার্য। ৪ (গোলী ১০১৩) সুখকর।

শঙ্করাবতার (তত্ত্ব ২৩) শ্রীশঙ্করাচার্য—'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ'।

শঙ্করী (কৃগ পরি ১৩৮) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। [২ শিবানী, ৩ মঞ্জিষ্ঠা, ৪ শমী]।

শঙ্কা (ভা ১০।৮।৩৯) বিতর্ক। ২ (সিন্ধু ২।৪।৪৮) ব্যভিচারিভাব—স্বীয় চৌর্যাপবাদে, অপরাধে এবং পরের ক্রূরতাবশতঃ নিজের অনিষ্টানুমান। ইহাতে মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্‌নিরীক্ষণ, পলায়নাদি অনুভাব।

শঙ্কাকার (চৈনা ৬।৬) ভয়ানক।

শঙ্কিনী (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী।

শঙ্কু (ভা ৯।২৪।২৪) উগ্রসেনের পুত্র। ২ (ভা ১০।৬১।১৩) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী নাগ্নজিতীর গর্ভজাত সন্তান। ৩ (বৃ ৪।৫৪) গোঁজ। ৪ (চৈনা ১।১) শল্যাস্ত্র। [৫ কীলক, ৬ মহাদেব, ৭ কলুষ, ৮ মেঢ্র] -কর্ণ (হ ১৯।১৮৪) শ্রীবিষ্ণুলোকস্থ দিক্‌পাল-নায়ক। [২ গর্দভ, ৩ দানব]। **শঙ্কুলা** (লনা ৬।৫) যাঁতি। °শিরাঃ (ভা ৬।৬।৩০, ৮।১০।২১) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব।

শঙ্খ (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূল-দেশস্থ পর্বত। ২ (ভা ১০।৩৭।১৬) পঞ্চজন-নামক কংস-পক্ষীয় শঙ্খাসুর। ৩ (গোচ উত্তর ১।১৭) ললাটাস্থি। ৪ (হ ৮।৭) নখীনামক গন্ধদ্রব্য। ৫ (ছ ২।১৮৩) দণ্ডক ছন্দোবিশেষ। ৬ (ভা ৫।২৪।৩১) পাতালবাসী নাগ। [৭ নিধিভেদ, ৮ সমুদ্র-জাত স্বনামখ্যাত দ্রব্য]। -চিহ্ন ধারণে দোষ-খণ্ডন (হ ৪।৩০৩ টী) যদিও নিত্যপার্ষদ ভগবৎ-প্রবর শ্রীশঙ্খের মুদ্রাধারণে কোনই দোষ ঘটেনা, তথাপি উহার নাদে কোনও ব্রাহ্মণীর গর্ভস্রাব হওয়াতে তৎপতি ব্রাহ্মণের শাপ সত্য করিবার জন্য পাঞ্চজন্যরূপে অবতীর্ণ শঙ্খের অসুর-যোনিতে জন্ম মনে করিয়া কোনও কোনও বৈষ্ণব কেবল শঙ্খ ধারণ না করিয়া শঙ্খ ও চক্র সংমিশ্রভাবে ধারণ করেন। -চূড় (ভা ২।৭।৩৩) শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত ধনদানুচর যক্ষ। ২ (ভা ৫।২৪।৩১) পাতালবাসী নাগ। -ধর (ভচ ২।৯) মাতৃকা-ন্যাসে গ-বর্ণের মূর্তি। -নিধি (রাধা ৭৭) পাদ্মোত্তরখণ্ড-মতে শ্রীকৃষ্ণ-পূজায় চতুর্থ আবরণে অন্যতম পূজ্য দেবতা। -পাল (ভা ১২।১১।৩৮) নাগ। -প্রতিষ্ঠা (হ ৫।২২২—২৩১) অর্চক স্ববামভাগে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করত ত্রিপদীসহ শঙ্খকে অস্ত্রমন্ত্রে (ফট্) প্রক্ষালন-পূর্বক মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবে। পরে হৃদয়মন্ত্র (নমঃ) উচ্চারণ করত শঙ্খমধ্যে চন্দনাক্ত পুষ্প ও দূর্বাদি দান করিবে। প্রথমতঃ ব্যুৎক্রমে (ক্ষকার হইতে ককার এবং অঃ হইতে অকার পর্যন্ত) মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করত 'স্বাহা' এই শব্দ তাহাতে যোগ করিয়া জলদ্বারা শঙ্খ পূরণ করিবে। 'মং অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ', 'অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ' এবং 'উং সোম-মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ' এই বলিয়া জলে অর্চনা করিবে। 'গঙ্গে চ যমুনে' ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ-আবাহন, শিখামন্ত্রে (বষট্) গালিনী-মুদ্রা-প্রদর্শন, নেত্রমন্ত্রে (বৌষট্) জলে দৃষ্টিপাত, কবচমন্ত্রে (হুং) জলাবরণ, জলে পঞ্চাঙ্গন্যাস বা ষড়ঙ্গ-ন্যাস, অস্ত্রমন্ত্রে (ফট্) দিগ্‌বন্ধন, ধেনুমুদ্রা-প্রদর্শন ইত্যাদি আকরে সবিস্তার দ্রষ্টব্য। -বন্ধ (অকৌ ৭।১৬) চিত্রকাব্য-বিশেষ। -ভৃৎ (সুধা ১২০) জলতত্ত্বরূপ পাঞ্চজন্য-ধারী বিষ্ণু। -মুখ—কুম্ভীর। -মুদ্রা (হ ৬।৩৭) দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিদ্বারা বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া ঐ মুষ্টি উত্তানভাবে রাখিবে, পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া বাম হস্তের অন্যান্য অঙ্গুলিকে প্রসারণ-পূর্বক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে মিলিত করিলে 'শঙ্খমুদ্রা' হয়।

শঙ্খাঙ্কিত-তনু (হ ৯।৩১৮) বৈষ্ণব।

শঙ্খিনী (চরিত ২৫৮) চতুর্বিধ নারী মধ্যে তৃতীয়া। 'দীর্ঘা সুদীর্ঘনয়না বরসুন্দরী যা, কামোপভোগ-রসিকা গুণশীলযুক্তা। রেখাত্রয়েণ চ

বিভূষিত-কণ্ঠদেশা, সম্ভোগকেলি-রসিকা কিল শঙ্খিনী সা'॥

শঙ্খী—বিষ্ণু, ২ সমুদ্র।

শঙ্খোদক (হ ৯।২) শ্রীপ্রভুর আরাত্রিকান্তে শঙ্খাবশিষ্ট জল বৈষ্ণব-গণকে দান করত স্বয়ং নমস্কারপূর্বক শিরে ধারণ করিবে।

শঙ্খোদ্ধার (ভা ১১।৩০।৬) দ্বারকা ও প্রভাসের মধ্যবর্ত্তী দেশ।

শঙ্গত (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) শ্রেয়ঃ-প্রাপ্ত।

শচী—ইন্দ্র-পত্নী। ২ শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের পত্নী ও শ্রীবিশ্বরূপ-বিশ্বম্ভরের জননী। **-প্রিয়**—তালবিশেষ। 'প্লুতদ্বয়ঞ্চ যত্রাস্তি স তালঃ স্যাচ্ছচী-প্রিয়ঃ'। **-বর** (গোবি ৮৫) ইন্দ্র। ২ শ্রীজগন্নাথমিশ্র পুরন্দর। **-সুত** (প্র ৯ পরি) শ্রীগৌরাঙ্গ।

শঞ্জনন (গোলী ১১।১০১) সুখজনক।

শটা (সভা ১।২৮৫) স্কন্ধস্থ রোমাবলি, কেশর।

শঠ (ভা ১১।২৩।৩৩) লোক-বঞ্চক। ২ (গীতা ১৮।২৮) স্বশক্তি-গোপন-কারী। ৩ (উ ১।৩৭) -নায়ক-বিশেষ। যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়ভাষী হইলেও পরোক্ষে বিপ্রিয় আচরণ করেন এবং নিগূঢ় অপরাধে অপরাধী হয়েন, তিনিই 'শঠ'। **-তা** (ভা ৪।৮।৩) মায়ার গর্ভে জাতা দম্ভের কন্যা। [২ শাঠ্য, বঞ্চনা]। **-ধী** (ভা ১০।৮৯।২৩) কুটিলমতি।

শণ্ড (গৌবি ৪৭) উদাসীন, ২ নপুংসক। ৩ পদ্মাদি-সমূহ, ৪ বৃষ।

শত-ক (হরি ৭।৭৩০) [শতমধ্যায়াঃ পরিমাণমস্য শত+ক] শতাধ্যায়-বিশিষ্ট নিদান বা কাব্যাদি। °**কুম্ভ**—স্বর্ণখনি-পর্বতবিশেষ। **-কৃত্বঃ** (হরি ৭।১০৮১) শতবার। **-কেশর** (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপস্থ পর্বত। **-কোটি** (লনা ৮।৩১) শতশত কোটি অর্থাৎ অসংখ্য। ২ বজ্র। **-ক্রতু** (ভর ৪।৪।১৪) ইন্দ্র। শত-যজ্ঞকারী শ্রীপৃথুমহারাজ। **-গ্রন্থি**—দূর্বা। **-ঘ্নী** (ভা ৬।১০।২৩) চতুর্হস্ত লৌহ-কণ্টকযুক্ত অস্ত্র-বিশেষ যাহাতে শত লোককে মারা যায়। [২ বৃশ্চিকালী, ৩ করঞ্জ]। **-চন্দ্র** (মুক্তা ১৪।১৭) খড়্গচর্ম [ঢাল]। **-জিৎ** (ভা ৫।১৫।১৫) ভরত-বংশীয় বিরজের ঔরসে ও বিষূচীর গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৯।২৩।১১) সোম-বংশ্য সহস্রজিতের পুত্র। ৩ (ভা ১০।৬১।১১) জাম্ববতীর গর্ভে জাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র। ৪ (ভা ১২।১১।৪৩) যক্ষ। **-দূষণী** (গৌগ ২২) শ্রীমন্ মধ্বাচার্য-প্রণীত গ্রন্থ, ইহাতে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ নিরসন করত সগুণ ব্রহ্ম স্থাপিত হইয়াছে। [তত্ত্ববাদি-পণ্ডিতগণ কিন্তু এই গ্রন্থকে আনন্দ-তীর্থ শ্রীমধ্বাচার্য-রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। উড়ুপীস্থিত শ্রীমধ্বগ্রন্থাবলী-তালিকাতেও ইহার নাম নাই। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লঘুতোষণীতে (ভা ১০।৮৭।২) শ্রী-সংপ্রদায়ের 'শত-দূষণী'র উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রী-সম্প্রদায়ী বেদান্তা-চার্য শ্রীবেঙ্কটনাথ-কৃত 'শতদূষণী' মুদ্রিত হইয়াছে।] **-দ্যুম্ন** (ভা ৯।১৩।২১) সূর্যবংশ্য মিথিলারাজ ভানু-মানের পুত্র। **-দ্রু** (ভা ৫।১৯।১৭) পঞ্জাবের নদী Sutlej [শৎলজ্]। **-দ্রুতি** (ভা ৪।২৪।১১) সমুদ্রের কন্যা ও বর্হিষদের পত্নী। **-ধনু** (ভা ৯।২৪।২৭) সোমবংশ্য হৃদিকের পুত্র। ইনি সত্রাজিতের নিহন্তা (ভা ১০।৫৭।৩—৬)। ২ (ভা ১২।১।১৫) অষ্টম মৌর্য রাজা। ৩ (ভা ২।৭।৪৪, ভক্তি ১৫৩) বিষ্ণুপুরাণ-(৩।১৮)-মতে জনৈক রাজা। পত্নীর নাম—শৈব্যা। কার্ত্তিক পূর্ণিমায় উপবাস করত গঙ্গাস্নান করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দক জনৈক পাষণ্ডীর সহিত আলাপ করায় ইনি কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাক ও ময়ূর যোনিতে ক্রমশঃ জন্মলাভপূর্বক পরে জনকরাজার পুত্র হইয়া স্বর্গগামী হন। **-ধন্বা** (ভা ১০।৫৭।৩) ভোজের পৌত্র ও হৃদিকের পুত্র শতধনু। **ধা**—দূর্বা, ২ শতপ্রকারে। **-ধৃতি** (আচ ১৫।৩৪১) ব্রহ্মা, ২ ইন্দ্র, ৩ স্বর্গ। **-পত্র** (আচ ১।১০৫) পদ্ম, ২ কাঠঠোকরা পক্ষী। ৩ ময়ূর, ৪ সারস। **-পত্রিকা** (বিনা ৫।৩৪) পদ্ম। **-পথ** (রত্ন ৩।৪০) যজু-র্বেদের ব্রাহ্মণাংশ। **-পথিক** (হরি ৭।৩৪৯) [শতপথমধীতে বেদ বেত্তি ঠন্] শতপথ ব্রাহ্মণের অধেত্যা বা বেত্তা। **-পর্বধৃক্** (ভা ৩।১৪।৪১) ইন্দ্র। **-পর্বা** (হ ৭।৩৯) জনৈক রাজা। পূর্বজন্মে অরণ্যাহৃত পুষ্পে শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করত পরজন্মে নিষ্কণ্টক রাজত্ব লাভ করেন। ২ (গোচ পূর্ব ১৮।৫) বজ্র। [৩ দূর্বা, ৪ বংশ]। **-পর্বিকা** (সিন্ধু ৩।২।৪৬) দূর্বা। **-পলাশ** (ভা ৬।৯।৪২) কমল। **-পুষ্পী** (গোলী ৩।১০৩) শলুফা। **-বাহু** (ভা ৭।২।৪) দৈত্যবিশেষ। **-মখ** (আচ ১৫।৩), **-মন্যু** (গোলী

৯।১৫) ইন্দ্র। [২ পেচক]। **-মুখী**—সম্মার্জনী। -রুদ্রিয়, রুদ্রীয় (রত্ন ৩।২৮) শতরুদ্র-দেবতাক অর্থাৎ রুদ্রের বা ব্রহ্মের অনন্ত আকৃতি যে মন্ত্রে স্তুত্য হয়। এই স্তবটি মহাভারতে দ্রোণপর্বান্তে দৃশ্য। **-রূপা** (ভা ৪।১।১) স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী। ইঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের জন্ম হয়। **-বল্‌শ** (ভা ৫।১৬।২৪) কুমুদ-পর্বতস্থিত প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ। **-বীর্যা**—শ্বেতদূর্বা, ২ শতাবরী, ৩ কপিল-দ্রাক্ষা। **-শৃঙ্গ** (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলী-দ্বীপস্থিত পর্বত। **-সাহস্র**—লক্ষ-সংখ্যাত। **-সেন** (ভা ১০।৯০।৩৮) যদুবংশ্য বজ্রের প্রপৌত্র শান্তসেনের পুত্র। **-হ্রদা**—বিদ্যুৎ, ২ বজ্র।

শতাঙ্গ (উ ১৩।৪০) রথ। [২ তিনিশবৃক্ষ]। **শতাঙ্গা** (হ ৭।৫) শতপত্রিকা, কমল।

শতাজিৎ (ভা ৯।২৪।৮) সোমবংশ্য ভজমানের পুত্র।

শতানন্দ (ভা ৯।২১।৩৫) মহর্ষি গোতমের ঔরসে ও অহল্যার গর্ভে জাত। ২ (গোচ পূর্ব ১১।৫৬) ব্রহ্মা। ৩ (সুধা ৭৯) শ্রীরাধা ও তদ্‌গণে শত শত সখীর আনন্দ-বিধায়ক শ্রীকৃষ্ণ। [৪ ব্রহ্মা, ৫ বিষ্ণুরথ]।

শতানীক (ভা ৯।২২।৩৮) জনমেজয়ের পুত্র। ইনি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে ত্রয়ীবিদ্যা ও ক্রিয়াজ্ঞান, কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্রবিদ্যা এবং শৌনক হইতে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। ২ (হ ৮।১৪) রুদ্র সাবর্ণি মনুর পুত্র (মহাভারত আদি° ৯৫)। ৩ (ভা ৯।২২।২৯) সোমবংশ্য নকুলের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২২।৪৩) পাণ্ডব-বংশ্য সুদাসের পুত্র।

শতার—বজ্র।

শতাবরী—শতমূলী। ২ ইন্দ্রভার্যা।

শতাবর্ত (সুধা ৫০) শত শত পারমৈশ্বর্য-প্রকাশক বিষ্ণু।

শতিক, শত্য (হরি ৭।৫৯১) [শতেন ক্রীতমতি ঠন্, যৎ] শত-মুদ্রায় ক্রীত। ২ (হরি ৭।৫৯) [শতমস্মৈ বৃদ্ধাদিকং দীয়তে ইতি] বৃদ্ধ্যাদির জন্য শতমুদ্রা যাহাকে দেওয়া হইতেছে। ৩ (হরি ৭।৭৪৯) শতমুদ্রার জন্য অধমর্ণের সহিত সংযোগ।

শত্রু (ভা ১০।৪৪।১৭) সাধু-বিদ্বেষী। [২ রিপু, ৩ কামাদি]। **-ঘ্ন** (ভা ৯।১০।৩) সূর্যবংশ্য দশরথের সুমিত্রা-গর্ভজ পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।১৭) যদুবংশীয় শ্বফল্কের পুত্র। ৩ (সুধা ৫৭) ভক্তগণের কামাদি-নাশক। **-জিৎ** (ভা ১১৪।১৭) বসুদেবের অন্যতম পুত্র। ২ (সিন্ধু ৩।২।৩১) দ্বারকার পার্ষদ দাস। ৩ (ভা ৯।১৭।৬) ধন্বন্তরির বংশে দিবোদাসের পুত্র—দ্যুমান্। **-হ** (হরি ৫।২৬৩) [শত্রুং বধ্যাদিতি শত্রু—হন্+অচ্ আশীর্বাদে] শত্রুনাশন।

শনি (ভা ৮।১০।৩৩) সূর্যপুত্র। দেবাসুর-যুদ্ধে ইহার সহিত নরকাসুরের সংঘর্ষ হয়।

শনৈঃ [ব্য] ক্রমশঃ, ২ অল্পে অল্পে।

শনৈশ্চর (ভা ৫।২২।১৬) সপ্তম গ্রহ। ২ (আচ ৮।১২) ধীরগামী। **-জননী** (লনা ৬।১৩) ছায়া।

শন্ত (হরি ৭।৯৮৯) সুখী।

শন্তনু (ভা ৯।২।১২) সোমবংশ্য প্রতীপের ঔরসে ও সুনন্দার গর্ভে জন্ম হয়। ইহার পত্নী—গঙ্গাদেবী ও পুত্র—ভীষ্ম। অপর নাম—শান্তনু।

শন্তম (তা ১০।২৯।২) সুখতম—স্বামী। ২ অমৃতময়—সনা। ৩ (ভা ১১।৩।১৮) পরম মঙ্গল। ৪ (মাম ১।৭৩) কুশল।

শন্তি (হরি ৭।৯৮৯) সুখী।

শন্তু (গোচ পূর্ব ২৩।৩৫) মঙ্গলময়, সুখী। ২ (গোচ উত্তর ১৪।৯) স্বস্ত্যয়ন। ৩ (গোচ উত্তর ২৩।৩) [শম্+তু] আলোচক।

শন্দ (গোলী ১।২৮) মঙ্গলদায়ক, সুখদ।

শন্দুর (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) মঙ্গল-বাহক।

শপথ (ভাবনা ৯।৪৮) দিব্য।

শপন—শপথ, ২ গালি। **শপ্ত**—অভিশাপ-গ্রস্ত। ২ তৃণভেদ।

শফ (গোচ উত্তর ৩৭।৫৯) খুর। [২ বৃক্ষমূল]।

শফরী (ভা ৮।২৪।৯) প্রোষ্ঠী।

শব্দ (ভা ১১।২১।৪২) বেদ—স্বামী। ২ (গীতা ৭।৮) শব্দতন্মাত্র। ৩ (স্ত ১।৩) আপ্তবাক্য। ৪ (যো ২৮) পাঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তে শব্দমূলক সৃষ্টির বর্ণনায় শব্দকেই 'ব্রহ্মতত্ত্ব' বলা হইয়াছে। ৫ (সস তত্ত্ব ৯) পাণ্ডিত্য-লাভের জন্য সকল লোক যাহার অভ্যাস করে, যাহার জ্ঞানে পরম বিদ্বান্ হইয়া প্রত্যক্ষাদিও শুদ্ধ হয়, অনাদি বলিয়া যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, নিখিল ঐতিহ্যের মূলরূপ সেই মহা-বাক্য-সমূহই শব্দ, তাহারই অপর নাম

শাস্ত্র বা বেদ। যে বেদ অনাদিসিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎসৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত, অপৌরুষেয় ঐশ্বরীয় বাক্য, তাহা অবশ্যই ভ্রমাদি-রহিত, সুতরাং তাহাই অব্যভিচারি প্রমাণ। ৬ (অকৌ ২।১) আকাশের গুণ-বিশেষ। উহা বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক-ভেদে দ্বিবিধ। বর্ণ নিত্য হইলেও দেহস্থ বায়ুদ্বারাই অভিব্যক্ত হয়। কবি নিত্যসিদ্ধ বস্তুর (বর্ণের) বাস্তব-জনক নহে, উহার প্রকটকারি-মাত্র। -গ (ভা ৩।২৬।৩২) শব্দ-গ্রাহক। -গোচর (ভা ৩।১৫।১১) বিজ্ঞপ্তিবাক্যের বিষয়। ২ বেদান্তৈক-বেদ্য। -গ্রহ (চরিত ৫৪৫) কর্ণ। ২ শব্দজ্ঞান। -তন্মাত্র—সাংখ্যমত-সিদ্ধ আকাশ-কারণ সূক্ষ্ম ভূতবিশেষ। -ন (হরি ৫।৩৩৩) [শব্দ+ল্যু] শব্দ-পরায়ণ। -প্রমাণ (সস তত্ত্ব ৯) প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি যাবতীয় প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়-রহিত শব্দ অন্য প্রমাণের ন্যায় আপেক্ষিক নহে, উহা স্বরাট্। প্রত্যক্ষাদিতে ব্যভিচারিতা দেখা যায়, কিন্তু শব্দ-প্রমাণে কদাচ ব্যভিচার হয় না। মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জন্য জ্ঞান-বিশেষই—প্রত্যক্ষ। ইহা ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পর্শজ ও মানস-ভেদে ষড়্‌বিধ; ইহারা প্রত্যেকে সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক-ভেদে দ্বিবিধ। সবিকল্প মনোগ্রাহ্য এবং নির্বিকল্প অতীন্দ্রিয়। আবার বৈদুষ ও অবৈদুষ-ভেদে দ্বিবিধ প্রত্যক্ষও হয়। বৈদুষ প্রত্যক্ষে কোনও বিরোধ নাই, কিন্তু অবৈদুষ প্রত্যক্ষে ভ্রমাদি দোষ-সম্ভব হয়। মায়ামুণ্ড-দর্শনেও অবিদ্বানের জ্ঞান ব্যভিচারী হয়, কিন্তু 'হিমালয়ে হিম', 'রত্নাকরে রত্ন' ইত্যাদি প্রামাণিক শব্দ-জ্ঞান অব্যভিচারী। যে জন পূর্বে মায়ামুণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং উহা যে মিথ্যা—এই জ্ঞানও প্রাপ্ত হইয়াছে, সে যদি কখনও ছিন্নমুণ্ডও দেখে অথচ আকাশবাণীতে উহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে শ্রবণও করে তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও বৃদ্ধের বাক্য না শুনে, ততক্ষণ বিশ্বাস করিতে পারে না। এস্থলে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নাই, কিন্তু শব্দ প্রমাণই অন্য প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়াই গ্রাহ্য হইতেছে। 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যেও প্রমার উপমর্দক মোহের নিবর্ত্তনে শব্দেরই নিরপেক্ষ প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। 'অগ্নি হিমের ঔষধ' ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যক্ষ শব্দ প্রমাণের সাহায্য করে মাত্র; কিন্তু স্থলবিশেষে প্রত্যক্ষকে উপমর্দন করিয়াও শব্দই বিজয়লাভ করে, যেমন দেবকীদেবীর উক্তি—'হে পুত্র! তুমি মথুরানগরে আমার গর্ভরূপে অবস্থিত হইয়াছিলে।' শব্দ প্রমাণই প্রতীতি-জননের প্রধানতম সাধক। -ব্রহ্ম (ভা ১১।৩।২২) বেদ ও বেদ-তাৎপর্য-জ্ঞাপক নিত্য শাস্ত্র—বি। -ভেদী—বাণবিশেষ, ২ অর্জুন। -মূল (রত্ন ১।৭) শব্দৈক-প্রমাণ। -যোনি (ভা ৩।৪।৩২) বেদকর্ত্তা—স্বামী। ২ (কৃষ্ণ ৮৯) যাঁহার নিঃশ্বাস হইতে বেদাদি অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই অনিরুদ্ধ। -রাশি (গোতা ১।১।২) বেদ। -বিৎ (ভা ৩।২৯.২৯) সর্প, ২ জলকীট। -বৃত্তি (সস তত্ত্ব ৯) শব্দের বৃত্তি ত্রিবিধ—মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যা রূঢ় ও যোগরূঢ়-ভেদে দ্বিবিধ; স্বরূপ, জাতি ও গুণদ্বারা বস্তুনির্দেশ হয়, সুতরাং এই তিন প্রকারে বস্তুর সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইতে পারে। গো-সংজ্ঞাদ্বারা যে বস্তু বুঝায়, তাহাই গোসংজ্ঞার সংজ্ঞী। এইরূপ সঙ্কেতকে 'সংজ্ঞাসংজ্ঞি' সঙ্কেত বলে। রূঢ়ি বলিতে যে নাম যাদৃশ অর্থে সঙ্কেতিত হইয়াছে, তাহাই বাচ্য; পূর্বোক্ত সংজ্ঞা নৈমিত্তিকী, ঔপাধিকী ও পারিভাষিকী-ভেদে ত্রিবিধ। [দণ্ডীর মতে ঐ সংজ্ঞা—জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া-ভেদে চতুর্বিধ। গো-গবয়াদি-সংজ্ঞা জাতিগত, পশু ও আঢ্যাদি শব্দ লাঙ্গুল ও ধনাদি-দ্রব্যগত; ধন্য ও পিশুনাদি শব্দ পুণ্য-দ্বেষাদি-গুণগত এবং চল চপলাদি শব্দ কর্মগত]। জগদীশ-মতে কিন্তু নৈমিত্তিকী প্রভৃতি ত্রিবিধ। তন্মধ্যে (১) নৈমিত্তিকী—অনাদি সঙ্কেত-শালিনী এবং অনুগত-প্রবৃত্তিনিমিত্তকা সংজ্ঞা, যথা পৃথিবী জলাদি। (২) ঔপাধিকী—যৌগিকী সংজ্ঞা; যেমন পাচক পাঠকাদি। (৩) পারি-ভাষিকী—আধুনিক সঙ্কেতশালিনী অথচ অননুগত-প্রবৃত্তিশূন্যা, যথা চৈত্র-মৈত্রাদি। লক্ষণা—পূর্বকথিত সংজ্ঞাসংজ্ঞি-সঙ্কেত দ্বারা অভিহিতার্থ-সম্বন্ধিনী শব্দবৃত্তিকে 'লক্ষণা' বলে। তাৎপর্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ। (লক্ষণা 'শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্যানুপপত্তিতঃ'—ভাষাপরিচ্ছেদ) 'গঙ্গায় ঘোষ' বলিলে গঙ্গাপদে শক্যার্থে

গঙ্গাপ্রবাহ বুঝায়, গঙ্গাপ্রবাহে ঘোষ-পদের অন্বয় উপপন্ন হইতেছেনা—ইহাই তাৎপর্যের অনুপপত্তি; সুতরাং তীরই গঙ্গা-পদে লক্ষ্য। লক্ষণার বহু ভেদ থাকিলেও সর্ব-সম্বাদিনীতে সাধারণতঃ তিনটীই স্বীকৃত হইয়াছে। (১) অজহৎস্বার্থা। (২) জহৎস্বার্থা ও (৩) জহদজহৎ-স্বার্থা। [সাহিত্যদর্পণে ৮০ প্রকার লক্ষণা নির্ণীত]। (১) যে লক্ষণায় পদগুলি স্বার্থত্যাগ করেনা, তাহাই অজহৎস্বার্থা, যেমন 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' এই বাক্যে দধির উপঘাতক-মাত্রেই 'কাক'-পদের লক্ষণা। (২) যে লক্ষণায় পদাবলি স্বকীয় অর্থ ত্যাগ করে, তাহাই জহৎস্বার্থা, যেমন 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'-বাক্যে ক্রোশন বা চীৎকারের কর্তৃত্ব মঞ্চে অসম্ভব বলিয়া মঞ্চস্থিত পুরুষকে বুঝায়। মঞ্চ ত্যাগ করিয়া এস্থলে পুরুষেই অর্থবোধ হইল। (৩) যে লক্ষণায় বাক্যের একদেশ-ত্যাগে অন্যদেশের সহিত অন্বয় থাকে, তাহাকে 'জহদজহৎস্বার্থা' বলে; যেমন 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' এই বাক্যে তৎকালানুভূত 'সঃ' পদের সহিত বর্ত্তমান-কালানুভূত 'অয়ং' পদের উপলব্ধি হয়। এরূপাবস্থায় উভয়ের অন্বয়ে বিরোধ নাই বলিয়া শ্রীরামানুজ ইত্যাদি এই লক্ষণাকে স্বীকার করেন না; কিন্তু অদ্বয়বাদিগণই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-সাধন-প্রয়াসে, 'তত্ত্বমসি' বাক্যে জহদজহৎস্বার্থার অপেক্ষা রাখেন। তাঁহাদের মতে 'তৎ' পদে সর্বজ্ঞত্বাদি-গুণবিশিষ্ট চৈতন্য এবং 'ত্বম্' পদে কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বাদি-বিশিষ্টকে বুঝায়; সুতরাং এস্থলে অভেদান্বয়ের উপপত্তি বাধিত হয় বলিয়া উভয়ের বিশেষণাংশ-পরিত্যাগে ইঁহারা লক্ষণার আবশ্যকতা মানেন। **গৌণী**—অভিহিতার্থ-লক্ষিত বা গুণযুক্তে কিম্বা তৎসদৃশে গৌণী বৃত্তি হয়, যেমন 'সিংহ দেবদত্ত' এই বাক্যে সাদৃশ্যাত্মক শক্য-সম্বন্ধেরই প্রতীতি হইতেছে। সিংহের প্রতাপ ও পরাক্রমাদি গুণ দেবদত্তে বিদ্যমান—ইহাই তাৎপর্য। এইরূপে 'সিংহ-দেবদত্ত' পদের অর্থান্বয় করিতে হয়।

রূঢ়ি ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণা সাধারণতঃ দ্বিবিধ। রূঢ়ির দৃষ্টান্ত—'কলিঙ্গ সাহসিক'—এ স্থলে 'কলিঙ্গ' শব্দে দেশ-বিশেষ বুঝায়, কিন্তু অচেতন দেশে চেতন-ধর্ম্ম সাহসের অন্বয় অসম্ভাব্য বলিয়া কলিঙ্গপদে তদ্দেশবাসী পুরুষই লক্ষ্যীভূত। প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত—'গঙ্গায় ঘোষ'—এস্থলে গঙ্গার তটস্থ শৈত্য ও পাবনত্বাদিই প্রয়োজনীয় লক্ষ্য। কিন্তু গৌণী কেবল প্রয়োজন-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়, যথা 'গৌর্বাহীকঃ' বাহীক-পদে তদ্দেশোদ্ভব এবং গোশব্দে বলীবর্দ্দ বুঝায়, উহারা অভিন্নার্থক নহে বলিয়া অর্থবোধ স্থগিত হইতেছে, এই জন্য গোশব্দে তৎসদৃশ জড়তা ও মান্দ্যাদি লক্ষ্যীভূত হইয়া জড়ত্ব ও মান্দ্যাদিবিশিষ্ট পুরুষকে বুঝাইতেছে। অতিশয় অজ্ঞাতবোধই এস্থলে প্রয়োজন। **যৌগিক**—মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী এই ত্রিবিধ বৃত্তি-প্রতিপাদিত পদ ও অর্থের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি যোগে 'যৌগিক' বৃত্তি স্বীকার্য, যেমন—পঙ্কজ, ঔপগব, পাচক প্রভৃতি। **ব্যঞ্জনা**—ইহাও অপর শব্দবৃত্তি। 'গঙ্গায় ঘোষ' বলিলে ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা তন্নিকটস্থিত তটের শীতলতা ও পাবনত্বাদিকে বুঝায়। এ বাক্যে গঙ্গাশব্দের অভিধা বৃত্তিতে অর্থবোধ হয় না, লক্ষণায় তটমাত্র বোধ করায়, কিন্তু উহাতে গঙ্গার শীতলতা ও পাবনত্বাদিবোধ করাইতে হইলে অভিধা, লক্ষণা বা তাৎপর্য দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে; সুতরাং ব্যঞ্জনা-বৃত্তিরই আবশ্যকতা স্বীকার্য। (সাহিত্যদর্পণ দ্রষ্টব্য)।

শব্দশক্তি (সস তত্ত্ব ৯) বেদবাক্য-মাত্রেরই প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইলেও কার্যার্থবাদী গুরুমীমাংসকগণ কেবল-মাত্র কার্যার্থেই শব্দপ্রামাণ্য স্বীকার করত সিদ্ধার্থে শব্দ প্রামাণ্যের প্রয়োজন অস্বীকার করেন। 'গো আনয়ন কর'—এই বৃদ্ধমুখোচ্চারিত বাক্য-শ্রবণে যুবক গলকম্বল-বিশিষ্ট কোনও বস্তুর আনয়ন করিল দেখিয়া তত্রত্য শিশুটি বুঝিল যে 'গো আনয়ন'-পদে গলকম্বলবিশিষ্ট একটি বস্তুর আনয়ন বুঝায়। তৎপরে 'গো বন্ধন কর, অশ্ব আনয়ন কর' ইত্যাদি বাক্য-শ্রবণে বালক অশ্বের ব্যতিরেকে 'গো' শব্দের গলকম্বলত্ব-বিশিষ্ট প্রাণী এই অর্থ এবং 'আনয়ন' শব্দে 'আহরণ' অর্থ বুঝে। তাহা হইলে কার্যান্বিত বাক্য হইতেই যুবকের প্রবৃত্তি এবং তাহা হইতেই শিশুর শব্দবোধে শক্তিগ্রহ ঘটে এবং তাহাতেই তাৎপর্যবোধও জন্মে। ইহাই হইল গুরু-সম্প্রদায়ী মীমাংসকদের মত। নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকগণ এ মত স্বীকার না করিয়া

'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে' প্রভৃতি সিদ্ধার্থ-বাক্যেও মুখ-বিকাশাদির দর্শনে শাব্দবোধ স্বীকার করেন। সিদ্ধপদ-নির্দেশেও বালকের শব্দার্থানুভব দেখা যায়—যেমন 'এই বস্ত্র' এইরূপ উক্তিতেও বালকের 'বস্ত্র'-শব্দের অর্থানুভব হইতে পারে; সুতরাং সিদ্ধার্থবৎ নির্দিষ্ট উপনিষদাদিরও স্বার্থে প্রামাণ্য অবশ্যই সিদ্ধ হইল। -মূলধ্বনি (শেষ ৩।৭) প্রাসাদাদির মধ্যে কোনও শব্দের উৎপত্তির পরে যেমন তাহার প্রতিশব্দ হয়, তদ্রূপ যেস্থলে শব্দপ্রতীতির পরেই ব্যঙ্গ্যার্থেরও বোধ হয়, তাহাকে 'শব্দশক্তিমূল-ধ্বনি' বলে।

শব্দসামান্যবুদ্ধি (ভক্তি ১০৫) প্রাকৃত সাধারণ শব্দের সহিত শ্রীনামাদির সমান-জ্ঞান।

শব্দস্বরূপ (সার্কৌ ২।২) স্ফোট।

শব্দাতিগ (সুধা ১১০) অনন্ত এবং সরস্বতীরও অগম্য গুণগণ-বিশিষ্ট বিষ্ণু।

শব্দানুশাসন (হরি ৫।৪৫৮) ব্যাকরণশাস্ত্র।

শব্দার্ণব (হরি ৫।২২০) বাচস্পতি-কৃত কোষগ্রন্থ।

শব্দার্থ (যো ১৯) বেদজাত শব্দ-সমূহের সাক্ষাৎ বা পরম্পরিতভাবে প্রয়োজন—বিষ্ণু।

শব্দালঙ্কার — অলঙ্কার-শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার।

শাব্দিত (ভা ১।১৮।১৬) কথিত। [২ আহূত]।

শম (ভা ১।১৬।২৬, প্রীতি ১১৬) মনের নিশ্চলতা—স্বামী, জী। ২ (মুক্তা ৭।৭) বিষয় হইতে বুদ্ধির উপরতি। ৩ (ভা ১১।১৯।৩৩) ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধি। ৪ (বৃভা ২।৬। ২৯৯) নাশ। ৫ (সুধা ৭৫) [শময়ত্যালোচয়তি রহস্যং হরেঃ] শ্রীহরির রহস্য-পর্যালোচক। ৬ (হ ১।৩২) মোক্ষ। ৭ (সিন্ধু ২।৫।১৭) বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করত মনের যে স্বভাবে নিজানন্দে স্থিতি হয়, তাহাকে 'শম' বলে। ৮ (নাচ ১০৬) অরতির শান্তিকরণ। ৯ (গীতা ৬।৩) সমাধি—স্বামী। ১০ (গীতা ১১।২৪) শান্তি। ১১ (উ ১৪।১০০) অপহ্নুতি—[বিষ্ণু]। -ক (হরি ৫।১৯৫) [শম্ উপশমে+ণ্বুল্] উপশমকারী। -চেতাঃ (ভা ১০।৮৯।১৬) ভগবৎস্পৃহাবশতঃ স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যদর্শী—জী। -থ (গোচ পূর্ব ৩০।৭৩) [শম্+অথচ্] শান্তি। [২ মন্ত্রী]। -ন (গোচ উত্তর ১৭।১৩৪) নাশ, ২ যম। ৩ (গোলী ২।১৪) ভঙ্গ। [৪ যজ্ঞার্থ পশুঘাত]।

শমনানুজাতা (আচ ১২।১৬) যমুনা।

শমনী (ভা ৩।২৪।৪০) উন্মূলনী।

শম-ভক্ত (ভক্তি ১০৫) জ্ঞানী শান্ত-ভক্ত।

শমল (সিন্ধু ৪।৭।১০) পাপ। ২ (চৈত ২।৮।৪) [শমো নির্বাণং তল্লাতীতি] নির্বাণপ্রদ অধ্যাত্মযোগ। ৩ (বৃভা ২।৭।১২৬) সংসার-দুঃখ। ৪ (ভা ১০।১৬।৩২) অপরাধ। ৫ (ভা ১১।৫।৪৬) মোহ, ৬ অবিদ্যা। [৭ বিষ্ঠা]।

শমলাপহ (বৃভা ২।৭।১২৬ টী) পাপোন্মূলক, ২ [শমো মনঃশান্তিঃ, লাপো বচনং তৌ হন্তীতি] মনের ধৈর্য ও বাক্-প্রবৃত্তির হরণকারী। ৩ আত্মারামাদি-লক্ষণ শমের কথা-মাত্রেরও নাশক।

শমি (ভা ৯।২৩।৩) সোমবংশ্য উশীনরের পুত্র। নামান্তর—কৃমি।

শমিত (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৫) নিহত ২ মঙ্গলপ্রাপ্ত। ৩ (আচ ২।১৪) দূরীকৃত।

শমী (উ ১৩।৬৪) শমযুক্ত, ২ শাঁই বৃক্ষ। ৩ শুঁটি।

শমীক (বৃভা ২।১।২৯ টী) রাজা পরীক্ষিতের প্রতি অভিশাপ-দাতা শৃঙ্গি-নামা মুনির পিতা। রাজা ইঁহারই গলদেশে মৃত সর্প স্থাপন করিয়াছিলেন। ২ (ভা ৯।২৪।২৯) সোমবংশ্য শূরের পুত্র।

শমীগর্ভ—বহ্নি, ২ বিপ্র।

শম্ (ভা ৪।১০।২৪) শুভ, কল্যাণ, সুখ।

শম্প (গোবি ৫৬) [শং শুভং পাতীতি] কল্যাণকারী।

শম্পা (আ ২৩) বিদ্যুৎ। **শম্পাক**—আরগ্বধ, ২ বিপাক, ৩ যাবক।

শম্ব (গোবি ৫১) কঙ্কণ, ২ ভাগ্য-বান্। ৩ (হরি ৭।১৮৯) সুখী। ৪ বজ্র, ৫ দরিদ্র, ৬ লৌহকাঞ্চী।

শম্বর (ভা ৬।৬।৩০) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব-বিশেষ। দেবাসুরযুদ্ধে ত্বষ্টার সহিত ইহার সংঘর্ষ হয়। শম্বর সূতিকাগৃহ হইতেই প্রদ্যুম্নকে হরণ করে এবং তাঁহাকে পত্নী মায়ার হস্তে নিক্ষেপ করে। প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মায়াবতীর নিকট স্বপরিচয় পাইয়া শম্বরকে বিনাশ করে (ভা ১০।৫৫ অধ্যায়)। ২ (ভা ৭।২।১৮)

হিরণ্যাক্ষের ঔরসে ও ভানুর গর্ভে জাত অসুর। ৩ (গোচ পূর্ব ১৩। ২৫) জল। ৪ (গোলী ২১।৫৪) মৃগবিশেষ। [৫ ধন, ৬ ব্রত, ৭ চিত্র, ৮ মৎস্য, ৯ পর্বত, ১০ যুদ্ধ, ১১ শ্রেষ্ঠ]। -**দমন** (সিন্ধু ৩।২।১৫২) শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন। -**দারণ** (গীগো ১২।২৩), -**রিপু** (রতি ৫।৭৭) কামদেব, প্রদ্যুম্ন। **শম্বরী**—মায়া, ২ লতা-বিশেষ [আখুপর্ণী]।

শম্বল—কূল, ২ পাথেয়, ৩ মৎসর।

শম্বাকৃত (হরি ৭।১১১১) দুইবার আকৃষ্ট ক্ষেত্র।

শম্ভু (নিবি ২১) মঙ্গলপ্রদ, ২ শিব। ৩ (ভাবনা ১১।৪৮) আনন্দযুক্ত। ৪ (হরি ৭।৯৮৯) সুখী।

শম্ভল (ভা ১২।২।১৮) মুরাদাবাদের অন্তর্গত একটি নগর—ভাবী কল্কি অবতারের প্রাকট্য-স্থান।

শম্ভলী (উ ৮।৭১) ললিতার লঘু সখী ও দূতী। [২ কুট্টনী নারী]।

শম্যু (ভা ৯।৬।১) সূর্যবংশ্য অম্বরীষের পুত্র। ২ (ভা ৮।১৩।২২) দশম মন্বন্তরে ব্রহ্মসাবর্ণির কালে ইন্দ্র। ৩ (ভা ৪।৭।৬০) শিব। ৪ (সুধা ১৮) [শং সুখং ভাবয়তি জনয়তি] কল্যাণগুণ-গণপ্রকাশে সুখোৎপাদক। ৫ (সভা ১।৪৪) [শং ভাবয়তি স্বদ্বিতীয়ব্যূহ-সঙ্কর্ষণাত্মনা প্রকৃতিবিলীনানাং জীবানাং তত্তদুপাধিসৃষ্ট্যা] যিনি দ্বিতীয়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ-রূপে প্রকৃতি-বিলীন জীবগণের তত্তদুপাধি সৃষ্টি করত মঙ্গলবিধান করেন—সেই বিষ্ণু। [৬ ব্রহ্ম, ৭ সিদ্ধ, ৮ বৃদ্ধ]। -**বল্লভ**—শ্বেতপদ্ম, ২ শিব-প্রিয়।

শম্যাপ্রাস (ভা ১।৭।২) সরস্বতীর পশ্চিমতীরস্থ ব্যাসাশ্রম [বদরিকাশ্রম]।

শয় (অকৌ ১০।১২) হস্ত, ২ শয়ন। [৩ সর্প, ৪ নিদ্রা]। -**থ**—[শী+অথচ্] অজগর সর্প, ২ মৃত্যু, ৩ নিদ্রাশীল। ৪ বরাহ, ৫ মৎস্য।

শয়ন—নিদ্রা, ২ শয্যা, ৩ মৈথুন। -**বিধি** (হ ১১।১৫১—১৭৩) জলদ্বারা শৌচবিধি করত চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিবে, তৎপরে বারদ্বয় আচমন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করত শয্যায় গমন করিবে। রাম, স্কন্দ, হনুমান্, বৈনতেয় ও বৃকোদর—এই পাঁচ নাম স্মরণ করিলে দুঃস্বপ্ন দর্শন হয় না।

গৃহী ব্যক্তি যথাবিধি ঋতুকালে ভার্যায় উপগত হইবেন, কিন্তু স্ত্রী যদি চণ্ডালাদিস্পর্শেও স্নান না করে, রজস্বলা থাকে, পরিবাদাদিযুক্ত থাকে অথবা অনুকূলা না হয়, তবে কখনও সঙ্গ করিবে না। চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি প্রভৃতিতে স্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ। পুরুষের পক্ষে কৃতস্নান, মাল্যগন্ধধারী, প্রীত, নিশ্চিন্ত, আহারতৃপ্ত, সকাম ও সানুরাগ অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গ কর্তব্য। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর গৃহে অবস্থান-কালে, গ্রামস্থ পূজ্য বৃক্ষ, যাগস্থান, তীর্থ, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, শ্মশান, উপবন, জল, উভয় সন্ধ্যা বা মলমূত্র পীড়ন-কালে সঙ্গম নিষিদ্ধ। অন্য জন্তুতে বা অযোনিতে এবং পরস্ত্রীতে গমনও নিষিদ্ধ।

শয়নী (হরি ৫।৪৫৮) [শীঙ্ স্বপ্নে শেতেঽস্যামিতি টন্] আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী। -**ক্ষীরাব্ধি-মহোৎসব** (হ ১৫।১০৭—১১২) শ্রীহরির আরাত্রিক করত নরযানে আরোহণ করাইয়া গীতবাদ্য-সহকারে পবিত্র জলাশয়ের তটে লইয়া যাইবে; পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্বক শিবিকা হইতে অবতারণ করত অঙ্গে হস্ত দিয়া জলাশয়-তটে বসাইবে। পরে স্বীয় করচরণাদি ধাবনপূর্বক আচমনান্তে সঙ্কল্পপূর্বক স্বীয়াঙ্গে ও দেবতাঙ্গে ন্যাস করিয়া যথাবিধি স্নান করাইবে। পরে গন্ধপুষ্পাদি উপচারে মহাপূজা করিবে। তৎপরে মন্ত্রপাঠ করত শয়ন করাইবে।

শয়ান (ভা ১০।৮৪।২৪) স্বপ্নদর্শক—স্বাপী। ২ (ভা ১০।৮৭।১২) [ব্রহ্ম] যোগনিদ্রায় বর্তমান—স্বাপী। ৩ জগৎকার্যে অনবধান—জী। ৪ সূক্ষ্মরূপ-বিলাসযুক্ত—প্রবো।

শয়ালু (হরি ৫।৩৪১) [শী+আলুচ্] শয়ন-পরায়ণ। [২ অজগর, ৩ কুক্কুর]। -**তা** (আচ ১২।১১) স্বাভাবিকী নিদ্রা।

শয্যা (হরি ৫।১৮৭) [শয্যতেঽস্যামিতি শী+ক্যপ্] শয়নীয় স্থান। ২ (কৃগ ২২৯) চম্পক ও অশোক-পুষ্পে খট্বা, মল্লীপুষ্পে গেণ্ডু [উপাধান] এবং নবমল্লিকাদ্বারা বিস্তীর্ণ তূলী [তোষক] নির্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-শয্যারচনা হয়। [৩ ভাবে ক্যপ্—শয়ন, ৪ গুম্ফন]। -**ভোগ** (চৈচ মধ্য ৪।১১৭) শয়নের পূর্ব-কালীন ভোগ।

শর (আচ ৮।২১) বাণ, ২ তৃণবিশেষ। [৩ জল, ৪ দধি দুগ্ধাদির অগ্রভাগ]। -**জ**—হৈয়ঙ্গবীন, ২ শরবণে জাত কার্ত্তিকেয়। -**জন্মা**—কার্ত্তিকেয়।

শরট—কৃকলাস, ২ কুসুম্ভশাক।

শরণ (বৃভা ১।৫।১১৫) রক্ষিতা, ২ আশ্রয়। ৩ (কৃবি ৪৭) গৃহ। ৪ (ভা ১০।৬।১) প্রপত্তি। ৫ (ভা ৪।২৫।১১) ভোগায়তন দেহ। ৬ (মালা বৃন্দা° ১) [শীর্যন্তে দুঃখান্যস্মিন্] অবিদ্যাপর্যন্ত দুঃখের নাশন। ৭ (সিন্ধু ১।২।২০২) রক্ষকত্বে বরণ ও আশ্রয়-গ্রহণ। ৮ (গীগো ১।৪) শ্রীজয়দেবের সমসাময়িক কবি—ইনি দুর্জ্ঞেয় কাব্যের দ্রুতরচনায় পারদর্শী হইলেও প্রসাদাদি-গুণযুক্ত কাব্যরচনায় অসমর্থ। ১১২৭ শকে সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে ইহার রচিত কয়েকটিশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। **-দ** (ভা ১০।৫১।৫৭) স্বজ্ঞানদাতা, ২ স্বাশ্রয়-দাতা। **-পঞ্জর** (রসিক দক্ষিণ ৯।১২) শরণাগত-রক্ষক।

শরণাগতি (হ ১১।৬৭২—৬৭৯) কায়ে (শ্রীধামসেবন), বাক্যে (তোমার হইলাম—এই বলা) এবং মনে (তোমারই হইয়াছি—এইরূপ চিন্তা) একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-গ্রহণকেই 'শরণাপত্তি' বলে। আনুকূল্য-সংকল্প, প্রাতিকূল্য-বিবর্জন, 'তিনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা'—এতাদৃশ বিশ্বাস, গোপ্তৃত্বে বরণ, আত্ম-সমর্পণ এবং কার্পণ্য (আর্ত্তি) এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ বলিয়া কাহারো মত। বিচার করিলে এই ছয় লক্ষণই সখ্যভক্তির অন্তর্নিহিত হয়।

শরণাপত্তি (ভক্তি ২৩৬—২৩৭) বৈধীভক্তিতে শরণাপত্তিই আদি এবং শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। "অন্যাশ্চ পূর্ব্ববৎ তাং বিনা তদীয়ত্বাসিদ্ধেঃ।" শরণাপত্তিভিন্ন তদীয়ত্ব সিদ্ধি হয় না। একমাত্র শরণাপত্তি দ্বারাই সর্ব-সিদ্ধি হইতে পারে। শরণাপত্তি সর্বাঙ্গ-সম্পন্না হইলে শীঘ্রই সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়া থাকে। শরণাগতি ষড়্‌বিধা (১) আনুকূল্যের সঙ্কল্প, (২) প্রাতিকূল্য-বর্জন, (৩) রক্ষকরূপে বরণ, (৪) রক্ষা করিবেন বলিয়া বিশ্বাস, (৫) আত্মসমর্পণ, (৬) কার্পণ্য বা কাতরতা। ভক্তিমাত্র-কামী ব্যক্তিও ষড়্‌রিপুকৃত ভগবদ্-বৈমুখ্য দ্বারা পীড়িত হইয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করেন।

শরণী (স্তব ১।১) পথ। [২ প্রসারণী, ৩ জয়ন্তী]।

শরণ্য (ভা ১।১৭।২৯) আশ্রয়ার্হ। ২ (সিন্ধু ৩।২।২৩) কালিয় ও জরাসন্ধ-কর্তৃক বদ্ধরাজগণ। ৩ (হ ৮।৩৪২) পরমাশ্রয়, ৪ বৈকুণ্ঠধামপ্রদ। **শরণ্যু** [শৄ+অন্যু] মেঘ, ২ বাত।

শরৎ (চৈনা ৯।১) বৎসর, ২ ভাদ্র ও আশ্বিন মাস। **-কামী**—কুক্কুর। **-পদ্ম**—শ্বেতপদ্ম।

শরদিন্দু (কৃগ পরি ১১৯) শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার্য দর্পণ।

শরদ্বান্ (ভা ৯।২১।৩৫) সোমবংশ্য সত্যধৃতির পুত্র। উর্বশী-দর্শনে সত্য-ধৃতির রেতঃ স্খলিত হইয়া শরস্তম্বে পতিত হইলে তাহা হইতে নর-মিথুন উৎপন্ন হয়। শান্তনু মৃগয়া করিতে গিয়া কৃপাপরবশ হইয়া উহা-দিগকে আনিয়া পালন করেন, তাহাদের নাম—কৃপ ও কৃপী। ২ (ভা ১।১৯।৮) জনৈক ঋষি—মহর্ষি উতথ্যের পুত্র।

শরধি [শরা ধীয়ন্তেঽত্র ধা+কি] তূণ।

শরভ (সুধা ৫২) [শৃণাতি হিনস্তি দৈত্যানিতি শৄ+অভচ্—'কৄশৄশলি-কলিগর্দিভ্যোঽভচ্' উ° ৪০২] দৈত্য-নাশন। ২ (মালা গোবিন্দ ১৬) অষ্টপাদ মৃগবিশেষ। [৩ করভ, ৪ বানরভেদ]। **-লীল** (রত্না ৫।২৯৬৮) তালবিশেষ। **শরভু**—কার্ত্তিকেয়।

শরল (আচ ১।১৮৯) বৃক্ষবিশেষ। [২ সুগম, ৩ অকুটিলচিত্ত]।

শরব্য (গোলী ১১।৯৮) লক্ষ্য।

শরারু (হরি ৫।৩৫৭) [শৄ হিংসায়াম্ +আরু] হিংসাশীল।

শরালি (গোলী ২১।৪৫) পক্ষিবিশেষ, ২ শরবৃক্ষের শ্রেণী।

শরাব—মৃণ্ময় পাত্রভেদ।

শরাসন (দা ৫২) ধনুঃ। ২ তূণীর।

শরীর (ভা ১১।২।৩৯) অধিষ্ঠান—বি। ২ (ভা ৫।৭।৭) অভিব্যক্তি-স্থান—স্বামী। ৩ (চৈত ১১।২।৪১) [শং কল্যাণং প্রেমভক্তিঃ তস্য রী শ্রবণং তাং রাতীতি] কল্যাণপ্রসূ, ৪ স্ফূর্ত্তি, আবির্ভাব। ৫ (সু ৪।১৮) চেতনের নিয়ত আধেয়, বিধেয় ও শেষ যাহা, তাহাই শরীর। [৬ দেহ]। **-ক** [শরীরং কায়তি কৈ +ক] জীব। **-জ**—রোগ, ২ পুত্র, ৩ কামদেব, ৪ দেহজাতমাত্র। **-ধর্ম** (যো ৩৮) করচরণাদি। **-পরিমাণ** (যো ৩০) [জৈনমতে] জীব।

শরীরী (ভা ১১।৭।১০) দেবাদি। জীব।

শরু [শৄ+উন্] ক্রোধ, ২ বজ্র, ৩ বাণ, ৪ অস্ত্র]।

শর্করা (গোভা ৪।১।১১) কঙ্কর, ২ (আচ ৪।২৪) চিনি। [৩ খাপরা,

৪ রোগভেদ]। -পট্টিকা (গোলী ৩।৪৮) চিনির পাটালি। -বর্ত্তা (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতবর্ষীয়া নদী।

শর্করিক (হরি ৭।৩৯০) শর্করাযুক্ত স্থান।

শর্করী (ছ ১।২৮) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দঃ।

শর্দ্ধঞ্জহ (হরি ৫।২৪৩) [শর্দ্ধ—হা ত্যাগে+খশ্] মাষকলায়।

শর্ম (ভাবনা ২।৪৪) সুখ, মঙ্গল। -দ (গোলী ৩।৩৪) সুখদ। ২ বিষ্ণু। -ভিৎ (ভাবনা ৮।২৭) আনন্দ-নাশক।

শর্মাকর (মালা ছ ১৩) সুখনিধান।

শর্মিষ্ঠা (ভা ৬।৬।৩২) বৃষপর্বার কন্যা ও যযাতির পত্নী।

শর্যাতি (ভা ৮।১৩।২) সপ্তম মনু বৈবস্বতের পুত্র।

শর্ব (গৌবি ৭১) শিব। ২ (সুধা ১৭) [শৃণাতি হিনস্ত্যশুভানি] অশুভ-নাশন বিষ্ণু।

শর্বর (সুধা ১১০) [শৃ+ষ্বরচ্] হিংস্র। [২ কামদেব, ৩ অন্ধকার]।

শর্বরী (বৃ ১৪।২৩) রাত্রি। ২ (ভা ৬।৬।১৪) দোষ-নামা বসুর পত্নী, ইঁহার গর্ভে ভগবৎকলা শিশুমার জন্মে। [৩ হরিদ্রা]।

শর্বরীশ (লনা ৩।৪), **শর্বরীশান** (গোচ পূর্ব ২৩।৪৩) চন্দ্র।

শর্বা (ভা ১২।১০।৩৫) উমা।

শল্ (হরি ১।২৮) শ, ষ, স, হ—এই চারি ব্যঞ্জন।

শল (ভা ৯।২২।১৯) সোমবংশ্য সোমদত্তের পুত্র। ২ (ভা ১০।৪৪। ২৭) শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত কংসভৃত্য মল্ল। ৩ (ভা ১।১৫।১৬) শল্য—মদ্রদেশের অধিপতি। ইহার ভগ্নী মাদ্রী পাণ্ডুর পত্নী ছিলেন। ইনি কুরুদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন। [৪ সজারুর কাঁটা, ৫ শৃঙ্গী, ৬ ক্ষেত্রবিশেষ, ৭ ব্রহ্ম, ৮ উষ্ট্র]।

শলন (আচ ১২।৬২) মিলন। ২ (আচ ৮।১৭৭) প্রাপ্তি।

শলভ (গোলী ১৩।২৬) কীট, পতঙ্গ।

শলভী (গোচ উত্তর ৩৫।১৪৮) তৈলপায়িকা।

শলাকা (উ ৪।১০) কর্ণের ঊর্দ্ধদেশের অলঙ্কার-বিশেষ। [২ শল্য, ৩ শারিকা, ৪ শর, ৫ আলেখ্য-তুলিকা, ৬ অস্থি]।

শলাটু (গৌকৃ ৬।৪৪) অপক্ব ফলাদি। [২ মূলভেদ]।

শল্ক (হ ৮।১৩) 'শেহর'-নামে প্রসিদ্ধ ধূপ-বিশেষ। [২ খণ্ড, ৩ বল্কল, ৪ মাছের আঁস]।

শল্য (ভা ১।১৫।১৫) মদ্রদেশাধিপতি। ২ (বিনা ৭।৬) পীড়াদায়ক বাণ। ৩ তোমর। [৪ দুঃসহ, ৫ দুর্বাক্য, ৬ পাপ]।

শল্যোদ্ধার (হ ২০।৮৩—৮৪) শ্রীভগবানের জন্য গৃহ-নির্মাণারম্ভে যদি গৃহকর্ত্তার গাত্রে কণ্ডূতি জন্মে, তবে শল্যোদ্ধার করিতে হয়। তৎকালে সেই স্থলে যে শকুন দৃষ্ট বা যাহার শব্দ শ্রুত হইবে, তাহারই অস্থি প্রভৃতি আছে, বুঝিতে হইবে।

শল্লকী (কৃগ ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ২ (হ ৮।১৩) শালেয়ী [ধূপবিশেষ]। ৩ (আচ ১।১৪১) গজভক্ষ্য গন্ধবৃক্ষ।

শবক (আচ ১৩।৬৪) কুৎসিত শব [মৃত]।

শবরী (প্রে ২৩) পম্পানদীর তীরবর্ত্তী মতঙ্গমুনির শিষ্যগণের আশ্রমের নিকটে শ্রমণী-নামে এক শবরী বাস করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে শবরীর উচ্ছিষ্ট বহুদিনের পর্যুষিত অথচ অমৃত-বিনিন্দি স্বাদযুক্ত ফলভোজন করিয়া পরমানন্দলাভ করেন এবং তাঁহাকে পরমা ভক্তি দান করেন। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের দর্শনে চরম কৃতার্থতালাভ করিয়া শবরী স্বধামে প্রস্থান করেন —[রামা-আরণ্য ৭৩—৭৪]।

শবল (মুক্তা ১২।৭৭) ব্যাকুল, ২ (ভা ৭।৪।৩৯) ব্যামিশ্র, ৩ ক্ষুভিত। ৪ (ভা ৩।২৩।২৫) বিবর্ণ। ৫ (গোলী ৬।২৩) নানাবর্ণযুক্ত। ৬ (মালা মুমু ১৯) বিচিত্র। ৭ (সিন্ধু ২।৪।১১২) মলদূষিত। -ন (গোচ পূর্ব ২৪।৮) মিশ্রণ। -রুচি (লনা ৮।২৫) নানাবর্ণ। **শবলাশ্ব** (ভা ৬।৫।২৪) প্রচেতস দক্ষের পুত্রগণ, মাতা—অসিক্নী। **শবলিত** (গোচ পূর্ব ২৩।৩২) মিলিত। **শবলী** (উ ১০।৫২) শ্রীকৃষ্ণের সুরভী।

শব্য (গোভা ৪।৩।১) শব-সম্বন্ধী সংস্কারাদি কার্য। **শব-শয়ন** (ভা ৪।৭।৩০) শ্মশান। ২ শব [জল], তাহাতে যে শয়ন করে—পদ্ম।

শশধর—চন্দ্র, ২ কর্পূর। -মণি (লনা ২।১২) চন্দ্রকান্তমণি।

শশভৃৎ (গোচ উত্তর ৩১।৭৪) চন্দ্র।

শশলাঞ্ছনী (গোচ পূর্ব ৩১।১৪২) চন্দ্র।

শশবিন্দু (ভা ৯।২৩।৩১) সোমবংশ্য চিত্ররথের পুত্র। [২ বিষ্ণু]।

শশশৃঙ্গধনুর্ধর (চরিত ৩৩১)

অবাস্তব স্বামী।
শশাঙ্কশেখর (ভা ৪।৬।৪১) শিব।
শশাদ (ভা ৯।৬।১১) সূর্যবংশ্য রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি। ২ (গোচ উত্তর ৫।৬৩) শ্যেন পক্ষী।
শশাদন (বিনা ৫।৫৬) বাজপাখী।
শশিকলা (উ ৮।৭৬) রঙ্গদেবীর যূথে দ্বিতীয়া সখী। ২ (সিন্ধু ২।১। ১৪৬) নখাঙ্ক, নখাগ্রভাগ; ৩ চন্দ্ররেখা। ৪ (ছ ২।১০৮) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।
শশিনী (হ ২।৬৩) চন্দ্রের অষ্টম কলা।
শশিমণি (বৃ ১৪।৯২) চন্দ্রকান্তমণি।
শশিমুখী (কৃগপরি ১৭৯) শ্রীরাধার প্রাণসখী।
শশিলেখা (হংস ১০১) চন্দ্রলেখা। ২ (কৃষ্ণা ৪।২০৪) শ্রীরাধাসুচরী। ৩ (ছ ২।১১৬) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ।
শশিবদনা (ছ ২।১০) ষড়ক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ।
শশী (গোলী ২।১২৪) চন্দ্র,২ কর্পূর। ৩ (ভচ ১।২) তন্ত্রমতে চন্দ্রবিন্দু ँ।
শশ্বৎ (গীতা ৯।৩১) পুনঃ পুনঃ, ২ সর্বদা।
শশ্বায়মান (গোচ পূর্ব ৩৩।৭৭) নিরন্তরের ন্যায় আচরণকারী।
শষ্কুলি (গোবি ১২১) কর্ণরন্ধ্র। ২ (কৃষ্ণা ২।১১৪) পুলিপিঠা।
শষ্প (গোলী ১৭।৪৪) বালতৃণ। [২ প্রতিভাক্ষয়]।
শসন (আচ ১৩।১৭) যজ্ঞার্থে পশু-হিংসা।
শস্ত (গোলী ১৩।৫৭) শ্লাঘ্য, ২ (ভাবনা ১৮।৩) মঙ্গল। ৩ (গোপা ১৮) ক্ষৌমবস্ত্র। **-কৃৎ** (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) কল্যাণকৃৎ। **-পাল** (গোচ উত্তর ২।৮) মঙ্গল-রক্ষী।
শস্ত্র (হরি ৫।৩৬৪) [শসু হিংসায়াং +ত্র] খড়্গাদি হস্তধার্য অস্ত্রবিশেষ। ২ (ভা ৩।১২।৩৭) হোতার কর্ম অপ্রগীত মন্ত্রস্তোত্র—স্বামী। [৩ লৌহ]। **-প** (গোচ পূর্ব ২৬।৩৫) শস্ত্রধারী। **-ভৃৎ** (গীতা ১০।৩১) বীর।
শস্ত্রাজীব (বিপূ ৩।৮।২৭) যুদ্ধজীবিকা।
শস্ত্রিকা (গোলী ১১।৭২), **শস্ত্রী** (হরি ৬।১২২) ছুরিকা।
শষ্প (শ্যা ২৪) ঘাস।
শস্য (হরি ৫।১৭৯) [শন্সু স্তুতৌ +যৎ] স্তব্য। [২ (শস্+যৎ) বৃক্ষাদির ফল]।
শাক (ভা ৫।১।৩২) সপ্তদ্বীপান্তর্গত ষষ্ঠ দ্বীপ—উত্তরে লবণ ও দক্ষিণে ক্ষীরসাগরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড। [২ পত্রপুষ্পাদি, ৩ বৃক্ষভেদ]।
শাকট (হরি ৭।৬৭৭) [শকট+ অণ্] শকটবাহক। ২ শকটসমূহ। [৩ ধব, ৪ শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ-বিশেষ]।
শাকটায়ন (হরি ৬।২৯৯) ব্যাকরণ-গ্রন্থ-রচয়িতা মহর্ষি। ২ শব্দানুশাসন-নামক জৈনব্যাকরণ-প্রণেতা।
শাকটিক (হরি ৭।৬১২) [শকটেন চরতীতি] গাড়োয়ান। ২ শকটা-রোহী।
শাকদ্বীপ (ভা ৫।২০।২৪) দধিসমুদ্র-বেষ্টিত ৩২ যোজন।
শাকল্য (ভা ১২।৬।৫৭) ঋগ্‌বেত্তা মাণ্ডূকেয়ের পুত্র।
শাকুনিক (ভাবনা ৪।৮৫) পক্ষি-হিংসক ব্যাধ।
শাকুন্তল (হরি ৭।৮৬) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-নামক মহাকবি-কালিদাস-প্রণীত সুরসাল নাটক।
শাক্তীক (গোচ উত্তর ২৬।৫) [শক্তিঃ প্রহরণমস্যেতি ঈকক্] শক্তি-দ্বারা যুদ্ধকারী।
শাক্য (ভা ৯।১২।১৪) ইক্ষ্বাকুবংশ্য সঞ্জয়ের পুত্র। ২ (গোচ উত্তর ২২। ২৬) বুদ্ধ।
শাক্রনীল (গোলী ২১।৫৯) ইন্দ্রনীল।
শাখ (আচ ১২।১২) [শাখৃ ব্যাপ্তৌ ভ্বাদিঃ+অচ্] ব্যাপ্তি। ২ কৃত্তিকা-পুত্র স্কন্দানুজ।
শাখা (বিনা ১।১৯) গৃহপ্রান্ত। ২ (লনা ২।১৩) বৈদিক পাঠভেদ, যথা—আশ্বলায়ন, বাস্কলায়ন ইত্যাদি। **-প্রশাখা** (চৈচ আদি ১১।৫) শিষ্য অনুশিষ্যাদি। **-মৃগ** (আচ ৫। ৯২), **-সারঙ্গ** (বিনা ৫।২১) বানর।
শাখী (ভাবনা ১৪।২) বৃক্ষ, ২ শাখাযুক্ত।
শাখোট (বৃ ১৬৭) শ্যাওড়া বৃক্ষ।
শাঙ্খিক (অকৌ ৫।৬৫) শাঁখারী।
শাচেয় (গৌকৃ ৮।৪৬) শ্রীশচীনন্দন।
শাটক (গোবি ৮৫) বস্ত্র, শাটী।
শাটি (হ ১৯।৩১৫) শালিধান্য।
শাঠ্য (১।২৪।৪) বঞ্চনা।
শাঠ্যে প্রণামফল (ভক্তি ১৪৮) শঠতাপূর্বকও কেহ যদি বিষ্ণুকে প্রণাম করে, তবে তাহার শতজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশিও বিনষ্ট হয় (স্কান্দে)।
শাণ (হব ২।৭৪।২) পাষাণ। [২ শণসূত্র-নির্মিত বস্ত্রাদি, ৩ করপত্র (করাত), ৪ তীক্ষ্ণীকরণ-যন্ত্র]।
শাণিত—তীক্ষ্ণীকৃত।
শাণ্ডিলী (কৃগ ৬৮) ব্রজজন-পূজিতা

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী।

শাণ্ডিল্য (প্রে ৮১ ক) ভক্তিসূত্র-রচয়িতা মুনি। ২ (আচ ১।২০) বিল্ববৃক্ষ। [৩ অগ্নিভেদ]। **-বিদ্যা** (গোভা ১।২।১) ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩।১৪) উক্ত আছে যে ব্রহ্মই এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ, তাহা হইতেই ইহার উৎপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও বিলয় হয়, সুতরাং ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকতাহেতু ব্রহ্মই সমগ্র জগৎ। শান্তভাবে তাহার উপাসনা করিবে।

শাত (গৌরি ৭৯) সুখ, ২ খণ্ডিত, ৩ দুর্বল। ৪ (হরি ৫।৬৫) [শো তনূকরণে+ক্ত] তীক্ষ্ণ।

শাতকুম্ভ (ভাবনা ২০।২৩) স্বর্ণ। [২ ধুস্তূর, ৩ করবীর]।

শাতকৌম্ভ (ভা ১০।৫।৩) সুবর্ণ-রসাক্ত, ২ স্বর্ণসমূহ।

শাতকৌম্ভী (ভা ৫।১৬।২৮) মেরুর উপরিভাগে মধ্যস্থলে ব্রহ্মার সহস্রাযুত-যোজন-পরিমিত স্বর্ণ-নির্মিত পুরী। ২ (গোলী ২।৯৩) স্বর্ণ-নির্মিতা।

শাতন (গোবি ৮৫) বিনাশক। ২ তনূকরণ।

শাতপ্রদ (আচ ১৩।৪৪) সুখপ্রদায়ক, ২ মঙ্গল-বিনাশক।

শাতমন্যবী (গোলী ১০।৩৫) ইন্দ্র-সম্বন্ধিনী।

শাতমান (হরি ৭।৭৩৪) [শত-মানেন সুবর্ণেন ক্রীতমিতি শতমান+অণ্] শতমান সুবর্ণদ্বারা ক্রীত।

শাতিত (বিপূ ৫।১৬।১০) আহত।

শাত্রব (হরি ৭।১১০০) [শত্রু+স্বার্থে অণ্] শত্রু। ২ (গোবি ৮১) রিপু-সমূহ।

শাদ (আচ ১১।১১৯) পঙ্ক, ২ নব তৃণ।

শাদনুৎ (আচ ১৩।৭১) [শদ্ল শাতনে, নুদ্ প্রেরণে] দুঃখোপশমক।

শাদ্বল (হরি ৭।৪১১) হরিদ্বর্ণ তৃণ বা তদ্‌যুক্ত স্থান।

শান্ত (ভা ২।২।৩১) অবিকৃত, ২ (ভা ১।৮।২৬) রাগাদি-রহিত, ৩ স্বভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ। ৪ (ভা ১২।১০।১৬) মৎসরাদি-রহিত। ৫ (ভা ১১।১১।৩০) নিয়তান্তঃকরণ। ৬ (ভা ৪।৩০।৪) শুদ্ধসত্ত্ব। ৭ (ভা ৪।৩১।৩) উপরত। ৮ (ভা ১০।৫৩।৪৪) সমাহিত-চিত্ত। ৯ (ভা ১০।৫২।৩৩) তত্ত্বনিষ্ঠ। ১০ (ভা ১০।১০।৩৬) নির্দোষ। ১১ (ভা ১০।৮৬।৩৫) দুঃখরহিত। ১২ ভগবদেকনিষ্ঠ। ১৩ (ভা ১১।১৪।১৫) ভোগরহিত। ১৪ (ভা ১০।৭৩।৩৩) মৃত। ১৫ (ভা ৫।২০।৩) প্লক্ষদ্বীপাধিপতি ইধ্মজিহ্বের পুত্র ও তন্নামক বর্ষ। **-উপরস** (সিন্ধু ৪।৯।৪) 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'—ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে ব্রহ্মমাত্র দৃষ্টি, সর্বকারণ-কারণ তাঁহার সহিত সকলের অত্যন্ত অভেদ-চিন্তা, নিরন্তর দেহাদিতে জুগুপ্সা-বশতঃ 'শান্ত উপরস' হয়। **-কর্ণ** (ভা ১২।১।২১) আন্ধ্র শূদ্ররাজ কৃষ্ণের পুত্র। **শান্তনব** (সুধা ১) ভীষ্ম। **শান্তনু** (ভা ৯।২২।১৩) কুরুবংশীয় প্রতীপের পুত্র। **°ভক্তি-রস** (সিন্ধু ৩।১।৪—৬) বিভাবাদি-দ্বারা শম-প্রধান আত্মারাম এবং তাপস-কর্তৃক শান্তি [মমতাগন্ধ-বর্জিত, পরাত্মনিষ্ঠারূপা] রতি আস্বাদনীয়তা (মাধুর্যবিশেষ) প্রাপ্ত হইলে 'শান্তভক্তি রস' হয়। যোগিগণের ইহাতে প্রায় নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ-জাতীয় সুখই অনুভূত হয়, কদাচিৎ ভগবদ্‌গুণাবলিও স্ফূর্তি হইয়া থাকে। প্রথমটিতে সুখ হয় তরল বা অত্যল্প, দ্বিতীয়টিতে কিন্তু ঘন বা মহান্ সুখই লভ্য। বিশেষ কথা এই যে ইহাদের ঈশ-সুখ ঘটিলেও তাহাতে দাসাদিবৎ মনোজ্ঞত্ব বা গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলামাধুর্যাদি স্ফুরিত না হইয়া কেবল দর্শনেই চরিতার্থতা। পরোক্ষ ও সাক্ষাৎকার-ভেদে শান্তরস দ্বিবিধ [ভ ৩।১।৩৮]।

শান্তম্ (চৈনা ৮।১৫) [ব্য] বারণার্থে। **°রজাঃ** (ভা ৯।১৭।১২) চন্দ্রবংশ্য ত্রিককুদের পুত্র। **-রয়** (ভা ১০।৭।২৬) নিবৃত্তবেগ—বি। ২ নিবৃত্ত-গমন—বল। **-রূপ** (ভগ ৬২) অবিকৃতরূপ বৈকুণ্ঠ—জী। **-বাক্** (ভা ৪।৪।২৪) মৌনী। **-সেন** (ভা ১০।৯০।৩৮) বজ্রের প্রপৌত্র ও সুবাহুর পুত্র।

শান্তা (ভা ৯।২৩।৮) দশরথের কন্যা ও ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী। ২ (হ ৪।১০৬) গঙ্গা। ৩ (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা।

শান্তি (ভা ৩।২৪।২৪) কর্দম ও দেবহূতির কন্যা, অথর্বের পত্নী। ২ (ভা ৪।১।৭) তুষিতগণের অন্যতম। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও দক্ষিণার পুত্র। ৩ (ভা ৪।১।৩৯) দক্ষপ্রজাপতির চতুর্থী কন্যা ও ধর্মপ্রজাপতির পত্নী। ৪ (ভা ৯।২১।৩১) চন্দ্রবংশ্য নীলের পুত্র। (ভা ১০।৬১।১৪) কালিন্দীর গর্ভে জাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র। ৬ (ভা

১২।৭।৪) অথর্ববেদবেত্তা ঋষি। ৭ (ভক্তি ৩৪০) কৃতার্থতা। ৮ (হ ১।১৬৭) সুখ। ৯ (গীতা ৫।১২) মোক্ষ—স্বামী। ১০ আত্মদর্শন—বল। ১১ (গীতা ৯।৩১) নির্বেদ, ১২ কামক্রোধাদির উপশম। ১৩ (গীতা ২।৭০) কৈবল্য—স্বামী, ১৪ জ্ঞান—বি। ১৫ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌর-পূজায় দশমী পীঠশক্তি। ১৬ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ঌ-বর্ণের শক্তি। ১৭ (সিন্ধু ২।৫।১৬) মনের নির্বিকল্পতা অর্থাৎ সংশয়-রাহিত্য। -ক (কৃচ ১।২।৪) শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি কার্য। -দা (কৃগ ২০৬) ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভবা, সন্ধিদূতী। -দেবা (ভা ৯।২৪।২৩) দেবকের কন্যা ও বসুদেবের পত্নী। -প্রদায়িনী (হ ৪।১০৬) গঙ্গা।

শান্তোগ্র (ভা ১০।৬৩।২৮) শীতজ্বর।

শাপ (লনা ৭।২) আক্রোশ। ২ শপথ।

শাব্দ (অকৌ ৮।১৩) শব্দোপাত্ত। -ব্রহ্ম (হ ১।৩২) বেদ। **শাব্দিক** (হরি ৭।৬৩৩) [শব্দ্+ঠক্] রেণু, ২ (রত্ন ১।১৭টী) বৈয়াকরণিক।

শাব্দী ব্যঞ্জনা (অকৌ ২।১৮—২৩) যে ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা মুখ্যার্থ,লক্ষ্যার্থ ও তাৎপর্যার্থ ভিন্ন শব্দের অন্য একটি অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম—শাব্দী ব্যঞ্জনা। ইহা দ্বিবিধা—অভিধামূলা এবং লক্ষণামূলা। অভিধামূলা—সংযোগ, বিয়োগ, বিরোধ, সহচারিতা, অন্যশব্দের সান্নিধ্য, দেশ, কাল, সামর্থ্য, ঔচিত্য, লিঙ্গ, অর্থ, প্রকরণ, ব্যক্তি প্রভৃতি। শব্দার্থের বিশেষ প্রতিপত্তির কারণ। 'কৌস্তভান্বিত বিধু' বলিলে কৌস্তভশব্দের সংযোগ দ্বারা বিধুশব্দ চন্দ্র না বুঝাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে।

লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা—যে প্রয়োজনের নিমিত্ত লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়, সেই প্রয়োজন যদ্দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহার নাম লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা। 'গঙ্গায় ব্রাহ্মণ বাস করে'—এই বাক্যে অভিধাশক্তি 'ভগীরথকৃত খাতব্যাপী জলপ্রবাহরূপ' অর্থ বুঝাইয়া বিরত হইলে এবং লক্ষিত তটাদির অর্থবোধ করাইয়া লক্ষণাশক্তি ক্ষান্ত হইলে যদ্দ্বারা শীতলত্ব-পাবনত্বাদি বোধিত হইতেছে—তাহারই নাম লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা।

শামিত্র (ভা ১।১৬।৭) পশুহিংসন—স্বামী।

শামীন (হরি ৭।৫৯০) শমী-নির্মিত। ২ ভস্ম।

শাম্বরী (আচ ৭।৮৩) মায়া, ইন্দ্রজালাদি।

শাম্ভব (কৃচ ১।৫।৪) শম্ভু-সম্বন্ধীয়। [২ গুগ্‌গুল, ৩ কর্পূর, ৪ শিবমল্লিকা, ৫ দেবদারু]।

শায়িকা (গোচ পূর্ব ৩।৯৯) স্বপ্ন, নিদ্রা। ২ [শী+ণক্ আপ্] শয়ন।

শার (হরি ৫।৩৮৪) [শৄ হিংসায়াং +ঘঞ্] বায়ু, ২ কর্বুরবর্ণ, ৩ অক্ষোপকরণ।

শারঙ্গ (তর ১০।৫০।৪৫) শ্রীকৃষ্ণের ধনুঃ। [২ চাতকপক্ষী, ৩ হরিণ, ৪ গজ, ৫ ভৃঙ্গ, ৬ ময়ূর]।

শারঙ্গী (কৃগ পরি ১৩৮) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ও যূথেশ্বরী।

শারণ (ভা ১।১৪।২৭) বসুদেবের অন্যতম পুত্র।

শারদ (সিন্ধু ৩।২।৪২) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থ অনুগ দাস। [২ শ্বেতপদ্ম, ৩ কাস, ৪ বকুল]।

শারদা (কৃগ ২৫১) শ্রীরাধার সখী। ২ (ভা ১০।২।১২) যোগমায়া।

শারদাক্ষী (কৃগ পরি ১৩৮) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ও যূথেশ্বরী।

শারদিক (হরি ৭।৪৬৩) [শরৎ+ঠঞ্] শ্রাদ্ধ, ২ রোগ, ৩ আতপ।

শারদ্বত (ভা ১।১৩।৩) কৃপাচার্য—স্বামী।

শারি (মাম ১।২৯) পাশক-গুটিকা। [২ পক্ষিভেদ, ৩ কপট]।

শারিকা (কৃগ ৬২) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ-তুল্যা গোপী। ২ (গোলী ১৮।৩২) পক্ষিণী, ৩ পাশার গুটিকা।

শারি-কুক্ষ (হরি ৭।১৬৩) শারির ন্যায় কুক্ষি-বিশিষ্ট।

শারিবা (গোচ উত্তর ২০।১৮) শ্যামালতা।

শারী (ভাবনা ১।৩৩) পাশক-গুটিকা, ২ পক্ষিণী। ৩ (উ ৩।৫৮) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। (কৃগ ১৮২, ১৮৬) এই শ্রীরাধাসখীর মাধুর্যগর্ভ কাঠিন্যে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে 'সিতাখণ্ডী' বলিয়া ডাকেন।

শারীর (ভা ১।৫।২) শরীরাভিমানী আত্মা। ২ (ভা ১১।২১।১৫) শরীরা-রম্ভক। ৩ জীব।

শারীরক (ভা ৩।৩১।১৯) শরীরভব সুখদুঃখ। ২ (গোভা ১।১।১২) পরমাত্মা। ৩ বাচ্যবাচকের অভেদ-বিবক্ষায় পরমাত্ম-বাচক শাস্ত্র। -ভাষ্য (চৈচ অন্ত্য ২।৯৫) শ্রীবেদব্যাস-কৃত বেদান্তসূত্রের উপর শ্রীশঙ্করাচার্য-বিরচিত ভাষ্য।

শারীর তপঃ (গীতা ১৭।১৪) দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ জনের পূজা, অন্তরে ও বাহিরে পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা।

শারুক (হরি ৫।৩৩৯) [শৃ হিংসায়াম্ + উকঞ্] হিংস্র।

শার্কর (হরি ৭।১০৬৭) [শর্করেব শর্করা+অণ্] শর্করা-সদৃশ। ২ শর্করাযুক্ত। ৩ ফাণিত, ৪ দুগ্ধফেন।

শার্করাক্ষ (গোভা ৩।৩।৫৫) রজঃ-পিহিত নেত্র, ২ স্থূলবুদ্ধি।

শার্করিক (গোলী ৩।৪০) শর্করা-নির্মিত।

শার্ঙ্গ (গোচ উত্তর ১৯।৪২) শ্রীকৃষ্ণের ধনুঃ। ২ (ভা ৮।২০।৩০) বিষ্ণুর ধনুঃ। **-ধন্বা** (ভা ১০।৫৫।৩৩) শ্রীকৃষ্ণ। **-বন্ধ** (অকৌ ৭।১৮) চিত্রকাব্য-বিশেষ। **-মুদ্রা** (হ ৬।৩৭) বাম তর্জনীর প্রান্তভাগ মধ্যমার প্রান্তে সংলগ্ন করিবে, বাম ও দক্ষিণ কর প্রসারণ করত দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করত তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠা দ্বারা বাণ-প্রেরণবৎ ক্রিয়া দেখাইলে 'শার্ঙ্গমুদ্রা' হয়।

শার্ঙ্গী (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঘ-বর্ণের মূর্ত্তি। ২ (ভা ৪।১২।২৪) হরি।

শার্দূল (ছ পরি ৬০), **-ললিত** (ছ ২।৪৯) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-বিক্রীড়িত** (ছ ২।১৫৪) ঊনবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ (লনা ১০।১৫) ব্যাঘ্রবৎ খেলা।

শার্বর (গোবি ২৭) গাঢ়-অন্ধকার, ২ হিংস্র। ৩ (লনা ৯।১০) রাত্রি-চর চৌর। ৪ রাত্রি-সম্বন্ধীয়।

শার্বী (কৃগ ৬৭) শ্রীকৃষ্ণ-পুরোহিত মহাযজ্ঞার স্ত্রী।

শাল (ভা ৯।২৪।৪৩) সোমবংশ্য বৃকের পুত্র। ২ (গোলী ২১।৪৬) মৎস্য-ভেদ, ৩ বৃক্ষবিশেষ।

শালগ্রাম (ভা ৫।৮।৩০) পুলস্ত্য-পুলহাশ্রম—ভগবৎক্ষেত্রবিশেষ। ২ (হ ৫।২৯৬—২৯৮) গণ্ডকীনদীর তটদেশোৎপন্ন পাষাণকেই শালগ্রাম কহে। স্কন্দপুরাণে আছে যে শাল-গ্রাম স্নিগ্ধ-কৃষ্ণ, নীলাদিবর্ণ, বক্র, রুক্ষ, অতিস্থূল, চিহ্নহীন, কপিল বা লোহিতবর্ণ, ভেকাকৃতি, ভগ্ন, বহু-চক্রযুক্ত, একচক্র, বৃহন্মুখ, বৃহচ্চক্র, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র অথবা অধো-বদন হইয়া থাকে। মূর্ত্তিভেদে দোষ-গুণাদি, লক্ষণাদি, মাহাত্ম্য প্রভৃতি (হ ৫।২৯৯—৪৮৩) দ্রষ্টব্য। **-শিলা-পূজা** (হ।৫।৪৪৮—৪৫৫) বৈষ্ণবী দীক্ষা-গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীপ্রভৃতি সকলেই শ্রীশালগ্রাম-সেবার অধিকারী হন। ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবে যে শূদ্রাদিরও বিপ্রসাম্য হয় —এবিষয়ে ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান।

শালপোত (হ ১০।৫১) শালবৃক্ষ, ২ সর্ববৃক্ষের চারা।

শালভঞ্জিকা (আচ ১১।১৫৮) কাষ্ঠ-নির্মিত পুত্তলিকা। [২ বেশ্যা]।

শালভঞ্জী (উ ১৪।২৭) প্রতিমা।

শালা (আচ ১।৫৭) স্কন্ধ-শাখা। ২ (কর্ণা ২২) শ্লাঘা। ৩ (হ ১৬। ২৬৩) আয়তন-বিশেষ, ৪ গৃহ।

শালাঙ্ক, **শালাতুরীয়**—পাণিনি মুনি। **শালামৃগ**—শৃগাল।

শালারক (গোলী ১১।৯৬) পক্ষি-পঞ্জর।

শালাবত্য (গোভা ১।১।২২) মহর্ষি শলাবতের পুত্র শিলক—ইনি উদ্গীথ বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। চৈকিতায়নের সহিত ইঁহার ব্রহ্মবিচারকালে জীবল-তনয় প্রবাহণ মধ্যস্থ হইয়াছিলেন (ছান্দো ১।৮)।

শালাবৃক (ভা ৮।৯।১০) কপি, ২ শৃগাল, ৩ কুকুর। ৪ (গোভা ১।১। ২৯) আরণ্য কুকুর।

শালি (আচ ১।১৮৬) ধান্যবিশেষ। [২ গন্ধমার্জার]।

শালিক (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্যবাহী ভৃত্য। ২ (হরি ৭।৯৬২) যাহার প্রচুর শালি ধান্য আছে।

শালিতা (সিন্ধু ২।১।৩৩১) প্রশংসা-বত্তা—মু।

শালিনী (ছ ২।৪৫) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

শালিসূক (ভা ১২।১।১৪) ষষ্ঠ মৌর্য —সঙ্গতের পুত্র।

শালী (মালা মুমু ৯) প্রাপণশীল। ২ (সিন্ধু ৪।৮।৭৯) শ্লাঘনীয়। ৩ প্রচুর-ধান্য-বিশিষ্ট।

শালীন (উস ১৮) সলজ্জ। ২ (হরি ৭।৮৭০) [শালা-প্রবেশমর্হতীতি খ] অধৃষ্ট, অপ্রগল্ভ। ৩ (ভা ৩।১২। ৪২) অযাচিতবৃত্তি। ৪ (আচ ২১। ৩১) শ্রেষ্ঠ।

শালীয় (ভা ১২।৭।৫৭) ঋগ্বেত্তা শাকল্যের শিষ্য।

শালূর (গোলী ১২।৯৬) ভেক।

শাল্মল (উস ২৭) ব্রজস্থ বনপ্রদেশ। ২ (ভা ৫।২০।৭) শাল্মলীদ্বীপ। [৩ শিমুল বৃক্ষ]।

শাল্মলি (ভা ৫।১।৩২) সপ্তদ্বীপস্থ তৃতীয় দ্বীপ—[এশিয়া মাইনর, সিরিয়া প্রভৃতি]।

শাল্মলী (ভা ৫।২০।৭) সুরাসাগরবৃত

তৃতীয় দ্বীপ। [২ শিমুল বৃক্ষ, ৩ মোচরস]।

শাম্ব (ভা ১০।২।৩) দেশবিশেষ। ২ (ভা ১০।৫২।১৭) সৌভপতি শাম্ব শিশুপালের মিত্র। মহাদেবের আরাধনায় দেবগণেরও অভেদ্য এবং যাদবকুলের ভয়দ যানপ্রাপ্তি করে। যাদবগণের বিরুদ্ধে ঐ যান সহ যুদ্ধ করিতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হয় (ভা ১০।৭৭)।

শাব (গোচ উত্তর ৯।৫৯) বালক, ২ (বৃভা ২।৭।১১৭) শবতুল্য।

শাবক (গোচ পূর্ব ৮।৬) বালক।

শাবর—পাপ, ২ অপরাধ, ৩ লোধ্র-বৃক্ষ, ৪ শবর-স্বামিকৃত মীমাংসা-ভাষ্য।

শাবল্য (অকৌ ১।৩) মিশ্রীভাব, মিলন। ২ (আচ ১৩।১৫৬) সংমর্দ।

শাবস্ত (ভা ৯।৬।২১) সূর্যবংশ্য যুবনাশ্বের পুত্র। ইনি শাবস্তীপুরীর নির্মাতা।

শাশ্বত (হরি ৭।৪৮) চিরস্থায়ী। ২ (সুধা ২৬) স্বয়ং নিত্য। ৩ (সিন্ধু ২।১।২.৪৪) পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল। ৪ (গীতা ৮।২৬) অনাদি। ৫ (সন ভগ ১০) স্বাভাবিক। **-ধর্ম** (গীতা ১৪।২৭) সাধন ও ফলকালে যাহা বর্ত্তমান, সেই ভক্তিধর্ম—বি। ২ নিত্য-ষড়ৈশ্বর্য ধর্ম—বল। **-পদ** (গীতা ১৮।৫৬) **-স্থান** (গীতা ১৮।৬২) বৈকুণ্ঠ, মথুরা, দ্বারকা, অযোধ্যাদি নিত্যধাম।

শাসন (হরি ৩।৩৪৬) অধিকার। ২ (গোচ পূর্ব ১৩।৭৫) দণ্ড, ৩ শাস্ত্র। ৪ (নাম ১।৪) আদেশ। ৫ (কৃষ্ণ ২৯) উপদেশ। ৬ রাজদত্ত ভূমি বা লেখ। **-স্থ** (গোলী ১।১১) আজ্ঞাধীন। **-হর**—আজ্ঞা-হারক দূত। **শাসনোদ্বৃত্ত** (ভা ৭।৮।৫) আজ্ঞালঙ্ঘী—স্বামী।

শাস্তা (ভা ১।৪৩।১৭) দণ্ড-প্রদাতা। ২ (ভা ৬।২।৩) ধর্মশিক্ষক—স্বামী। [৩ নৃপ, ৪ পিতা]।

শাস্ত্র (হরি ৫।৩৬৪) [শাস্+ষ্ট্রন্] বেদ, তন্ত্র ও পুরাণাদি। ২ (হরি ৩।৯৯) অনুশাসন। ৩ (দশ ২৯) বিধিবাক্য। **-কর্ত্তা** (পরম ১৬) পঞ্চরাত্রকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্, তদ্ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ কেহবা অল্পজ্ঞ, কেহবা সর্বজ্ঞ। প্রথমতঃ অল্পজ্ঞগণ স্বজ্ঞানানুসারে তত্ত্বের একদেশমাত্র দেখাইয়া শ্রীনারায়ণেই পূর্ণ-তত্ত্বের পর্যবসান মানিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সর্বজ্ঞগণ আসুরপ্রকৃতি লোকগণের মোহন-নিমিত্ত শাস্ত্র না করিয়া দৈবপ্রকৃতিগণের বোধনার্থই শাস্ত্র করিয়াছেন। ইঁহারা সর্বসামঞ্জস্য বিধান করত শ্রীনারায়ণের পারতম্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। **-চক্ষু** (সিন্ধু ২।১।১০০) শাস্ত্রানুসারে কার্যকারী। **-দৃষ্টি** (গোভা ১।১। ৩০) শাস্ত্রীয় উপদেশের প্রতি অবধান বা শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞান। **-যোনি** (গোভা ১।১।৩) উপনিষদই যাহার বোধ-হেতু। ২ (ভা ১০।১৬। ৪৪) যাঁহার নিঃশ্বাসও বেদাত্মক—স্বামী, ৩ যাহার প্রমাণ কেবল শাস্ত্র—জী। ৪ শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব-কর্ত্তা—বি। **-শরীরী** (ভা ১০।৮৫। ৪২) বেদমার্গ-প্রবর্ত্তক—সনা। **-সেবা** (সিন্ধু ১।২।২০৬) ভক্তি-গ্রন্থের অধ্যয়নাদি। **শাস্ত্রাধ্যয়নফল** (ভক্তি ৬৭) শব্দব্রহ্ম বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়নের মুখ্য ফল—পরব্রহ্মের উপাসনা। যদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও পরতত্ত্বের ভজন না হয়, তবে সেই শাস্ত্রপাঠ কেবল পণ্ডশ্রমেই পর্যবসিত হইয়াছে।

শাস্ত্রার্থ (বৃভা ২।১।৩৫) স্বধর্মা-চরণাদি।

শাস্ত্রাবতার (হয় ১।২৯) হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের আদিকাণ্ডে প্রথমাধ্যায়।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা (গীতা ১৭।১ টী) শাস্ত্র-জনিত বিবেক-জ্ঞান হইতে জাতা শ্রদ্ধা—তাহা পূর্বজন্মের সংস্কারকে পরাভূত করিয়া একমাত্র সাত্ত্বিকীরূপেই প্রকাশিত হয়—স্বামী।

শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি (ভক্তি ১) যতদিন পর্যন্ত হৃদয়ে পাপ-মালিন্য থাকে, ততদিনই শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি হয় না।

শাস্ত্রোদ্গ্রাহ (চৈচ মধ্য ৯।৪৩) যুক্তিতর্কদ্বারা শাস্ত্রের বিচার।

শিংঘিত (কৃষ্ণা ৫।৬১) আঘ্রাত।

শিংশপা (আচ ১।১৪১) শিশুবৃক্ষ।

শিক্ (আচ ২।৫১) শিকা। [দ্রব্য-রক্ষার্থ রজ্জুনির্মিত আধার]। ২ (ভা ৬।১২।৮) জাল।

শিক্য (লী ১০৪) শিকা।

শিক্যিত (গোচ পূর্ব ১১।১১) শিক্য-স্থিত।

শিক্ষা (গোভা ১।১।১) বিদ্যাগ্রহণ, ২ অভ্যাস, [৩ বর্ণসমূহের উচ্চারণ-প্রদর্শক বেদাঙ্গ গ্রন্থভেদ। ৪ শ্যোনাক বৃক্ষ]। **-গুরু** (কর্ণা ১) উপাসনাদির প্রকার-জ্ঞাপক, বিদ্যা-দাতা।

শিক্ষিত (ভাবনা ৯।৩৪) নিপুণ, বিজ্ঞ।

শিখণ্ড (হংস ১৭) ময়ূরপুচ্ছ। ২ চূড়া।

শিখণ্ডিত (ছ ২।৫৬) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

শিখণ্ডিনী (ভা ৪।২৪।৩) বিজিতাশ্বের পত্নী।

শিখণ্ডী (গোচ পূর্ব ৩৩।২৫৭) ময়ূর। ২ (আচ ১।২১) গুঞ্জা, ৩ যূথিকা। ৪ (কর্ণা ২১) দ্রুপদ-পুত্র, ইনি কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন; অপুত্রক দ্রুপদ ইঁহার পুত্রোচিত জাতকর্মাদি সম্পাদন করেন। বিবাহযোগ্য বয়স হইলে হিরণ্যবর্মার কন্যার সহিত বিবাহ দেন। হিরণ্যবর্মা কন্যার মুখে তথ্য জানিয়া পঞ্চালদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিলে শিখণ্ডিনী গৃহত্যাগ-পূর্বক স্থূণাকর্ণ-নামক যক্ষের বনে প্রবেশ-পূর্বক যক্ষের বরে পুরুষত্ব-লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে দ্রুপদ হিরণ্যবর্মাকে আনু-পূর্বিক ঘটনা জানাইয়া তাঁহার কোপ শান্তি করেন। ভীষ্মের সম্মুখে ইঁহাকে রাখিয়া অর্জুন ভীষ্মকে পরাজিত করিয়াছেন। মহাভারত ৫।১৯০—১৯৪ অধ্যায়) ৫ ময়ূর-পুচ্ছ, ৬ কুক্কুট, ৭ বাণ]।

শিখর (গোবি ১১৯) অগ্রভাগ, ২ পক্ব-দাড়িম্ববীজাভ মাণিক্য, ৩ শৃঙ্গ। ৪ (হ ৫।১৭০) শাখা। [৫ পুলক]। **-শেখর** (গোচ পূর্ব ১। ৫৯) শৃঙ্গাগ্র।

শিখরিণী (গীগো ২।২০) প্রশস্তাগ্র-ভাগযুক্তা। ২ (উ স ৭০) মল্লিকা-লতা। ৩ (ছ ২।১৩৩) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৪ (বিরু ৮০) ত্রিভঙ্গীবৃত্তকলিকার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যে কলিকায় চতুর্থ, ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ অক্ষরে ভঙ্গ (শব্দানুপ্রাস) থাকে, তাহাকে 'শিখরিণী' বলে।

বৃত্তে—ইয়ং মল্লীবল্লী হসতি হরি-হল্লীশক সখী। কলিকায়—ব্রজনারী হারী পুলিনবরবিহারী মাধব বরবংশী হংসী বিলসিত ভবশংসী নাগর॥ ৫ (কৃষ্ণা ২।১১৮) অত্যুৎকৃষ্ট পানীয়। প্রস্তুত-প্রণালী--[রাজনিবণ্টু ১০।২২] দধি--৩২ পল, খণ্ড—৮ পল, মরিচচূর্ণ—৮ পল, দারুচিনি ও এলাইচ চূর্ণ ৮ পল, মধু—৪ পল,ঘৃত—৪ পল ; একপল=৮ তোলা। একত্র ভাণ্ডে রাখিয়া হিমে বাসিত করিলে শিখরিণী হয়।

শিখরী (গোচ উত্তর ১৪।৩৮) পর্বত। [২ বৃক্ষ, ৩ অপামার্গ]।

শিখরীন্দ্র (মালা হরি ৪) গোবর্দ্ধন।

শিখা (কৃগ ৫৪) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীতুল্যা গোপী। ২ (আচ ১৫।২৯৪) কিরণ, ৩ (ভা ৩।২২।২৫) মস্তকমধ্যস্থ কেশপাশ—স্বামী। ৪ (ভা ১০।৫।১১) খোঁপার অগ্রভাগ—জী। ৫ (আচ ১৪।১৯৫) অগ্র। ৬ (ছ ৭।২১) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দো-বিশেষ]। [৭ অগ্নিজ্বালা, ৮ শাখা, ৯ বর্হিচূড়া, ১০ প্রধান]। **-মন্ত্র** (ভা ১১।২৭।২০) 'শিখায়ৈ বষট্'। **-স্বরা** (কৃগ ৫৪) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীতুল্যা গোপী। **-বতী** (কৃগ ১১৫—১১৬) 'ধেনুধন্ত'-নামক গোপের ঔরসে ও 'সুশিখা' গোপীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। বর্ণ—কর্ণিকার (সোণালু)-পুষ্পের ন্যায়, ইনি কুন্দলতার কনিষ্ঠা ভগ্নী। বস্ত্র—বৃদ্ধ তিত্তির পক্ষির বর্ণবৎ বিচিত্র, পতি—গড্ডরাখ্য গড়ুল। **-বল** (গোলী ১২।৯৬) ময়ূর। [২ ময়ূরশিখাবৃক্ষ]। **-বান্** (রতি ২। ১৮) অগ্নি, ২ ময়ূরপিঞ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণ। [৩ ময়ূর, ৪ চিত্রক বৃক্ষ। ৫ বলীবর্দ। ৬ শর, ৭ কেতুগ্রহ। ৮ প্রদীপ]। **-সূত্রত্যাগ** (চৈভা অন্ত্য ৯।১৫৪) সন্ন্যাস-গ্রহণ।

শিখি (হ ৭।২৪) চক্রিয়া-নামক পুষ্প।

শিখিজ দল (নিবি ১৫), **শিখিদল** (গোলী ৪।৭৪) ময়ূর-পিচ্ছ।

শিখিধ্বজ—ধূম, ২ কার্ত্তিকেয়।

শিখিবাহন (গোচ উত্তর ১৯।৪৯) কার্ত্তিকেয়।

শিখী (সাকৌ ৮।২) অগ্নি, ২ (উ ১০।৮৬) ময়ূর, ৩ (গোচ উত্তর ১৯। ৪৮) বাণ-বিশিষ্ট। ৪ (হরি ৭।৬০) চিত্রকবৃক্ষ। ৫ বলীবর্দ, ৬ কেতুগ্রহ। ৭ প্রদীপ। ৮ অশ্ব, ৯ পর্বত। ১০ শিখাধারী।

শিঙ্ঘাণ [শিঘি+আনচ্ পৃষোদরাদিঃ ণত্বম্] কাচপাত্র, ২ লৌহমল, ৩ নাসামল।

শিঞ্জ (গোচ পূর্ব ২৩।৭৮) ভূষণ-শব্দ। [২ ধনুর্গুণ]।

শিঞ্জন (ভা ৩।২৩।১৫) কূজন।

শিঞ্জা (নিধি ১৭৯), **শিঞ্জিত** (গোলী ৮।৪৫) ভূষণধ্বনি। ২ ধনুর্গুণ।

শিত (আচ ৪।৪৪) তীক্ষ্ণ। ২ (গোচ উত্তর ২৮।৪১) নাশিত। ৩ দুর্বল। ৪ কৃশ।

শিতি (ভা ১০।৮৯।৫৩) নীলবর্ণ—স্বামী। ২ (গোলী ১৬।১৩) শুক্ল। [৩ ভূর্জপত্রবৃক্ষ, ৪ সার]। **-কণ্ঠ** (ভা ৪।৩।১২) শিব। ২ ময়ূর। [৩ দাত্যূহ]। **-গিরি** (লহরী ২।২) নীলাচল। **-গু** (গোলী ২২।৪২) চন্দ্র, ২ কৃষ্ণ। **-ভ** (গোলী ২২।৪২)

ধবলকান্তি, ২ নীলবর্ণ। -মা (ভাবনা ১২।৫০) শ্যামতা।

শিতিবাস (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত। [পাঠান্তর—শিনীবাস]।

শিথিল (সিন্ধু ২।৩।৮৯) অন্তরে ও বাহিরে কোমল সুতরাং যেখানে সেখানে সমাসক্ত হইবার সম্ভাবনা-যুক্ত। [২ অদৃঢ়, শ্লথ; ৩ মন্দ]। -বন্ধ (আচ ২০।২২) কাব্যগত দোষ-বিশেষ।

শিনি (ভা ৯।২১।১৯) পুরুবংশ্য ব্রাহ্মণ-গর্গের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।১২) চন্দ্রবংশীয় যুধাজিতের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।১৩) অনমিত্রের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২৪।২৬) ভজমানের পুত্র।

শিনীবাস (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত।

শিপি (নাম ৩।৪৩ টী) শরীর। ২ (ভা ৪।১৩।২৮) পশু—স্বামী। ৩ (সুধা ৪২) রশ্মি, ৪ জল। -বিষ্ট (ভা ৮। ১৬।৫১) পশুগণে যজ্ঞরূপে প্রবিষ্ট বিষ্ণু। ২ (ভা ৮।১৭।২৬) জীবান্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট, ৩ জ্যোতির্বেষ্টিত—স্বামী। (সুধা ৪২) রশ্মি-প্রবিষ্ট বিষ্ণু; "শৈত্যাচ্ছয়নযোগাচ্চ শিপি বারি প্রচক্ষতে। তৎপানাদ্রক্ষণাচ্চৈব শিপয়ো রশ্ময়: স্মৃতাঃ। তেষু প্রবেশাদ্‌ বিশ্বেশ: শিপিবিষ্ট ইহোচ্যতে। [৪ খলতি, ৫ দুশ্চর্ম, ৬ মহেশ্বর]।

শিপ্রা (হ ১৩।২৩৬) উজ্জয়িনীর প্রান্তবাহিনী নদী।

শিফা (আচ ১৫।২০৭) জটা। ২ মূল। [৩ নদী, ৪ মাতা, ৫ শতপুষ্পা, ৬ হরিদ্রা, ৭ পদ্মকন্দ]।

শিরঃ (ভা ২।১।৩১) ব্রহ্মরন্ধ্র—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮৭।১৮) ব্রহ্মলোক—জী। ৩ শ্রেষ্ঠ—প্রবো। -স্নান (ভা ৩।২৩।৩১) অভ্যঙ্গ—স্বামী।

শিরশ্ছায়া (পদ্যা ২৪১) প্রণামানুকরণ।

শিরসিজ (ভাবনা ৪।৩১) কেশ।

শিরস্ক, শিরস্ত্র (গোচ উত্তর ১৯।৪৫), **শিরস্ত্রাণ**—উষ্ণীষ।

শিরস্য (গোচ উত্তর ৩৭।২১৫) নির্মল কেশ। ২ শিরোভবগাত্র।

শিরা—নাড়ী। -ল—কামরাঙ্গা, ২ শিরাযুক্ত।

শিরি—খড়্গ, ২ শর, ৩ হিংস্র, ৪ শলভ।

শিরীষ—স্বনামে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ।

শিরোধি (লনা ১২৯) গ্রীবা, ২ কণ্ঠ।

শিরোমণি (ভাবনা ৪।৪২) শীষ্‌ফুল [বোল্লা]।

শিরোমন্ত্র (হ ৫।২২৩) 'শিরসে স্বাহা'। **শিরোমর্মা**—শূকর। **শিরোরুজা**—সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ২ মস্তক-রোগ। **শিরোবেষ্টন** (গোলী ১১৬) মস্তক-বন্ধন-বস্ত্র।

শিল (ভা ৫।৩।৭) কুশাদিমঞ্জরী। ২ (ভা ৬।৭।৩৬) স্বামি-ত্যক্ত ক্ষেত্র-পতিত শস্যকণার সংগ্রহ—স্বামী। [৩ পাষাণ, ৪ দ্বারের অধঃস্থিত কাষ্ঠখণ্ড]।

শিলা (হ ১৯।৪৯৭) মনঃশিলা, [২ প্রস্তর]। -জতু—পর্বত-জাত উপধাতুভেদ। -পুত্র—পেষণ-সাধন প্রস্তর। -ভেরী (কৃগ ৫৪) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীতুল্যা গোপী।

শিলীন্ধ্র (গৌকৃ ১৪।৩৩) কদলীপুষ্প, ২ গোময়-ছত্রিকা [বেঙের ছাতা]।

শিলীমুখ (ভাবনা ১৩।১৪) বাণ, ২ ভ্রমর। [৩ মূঢ়, ৪ জড়ীভূত]।

শিলীবক্ত্র (গোচ পূর্ব ২১।১১৪) ভ্রমর।

শিলোচ্চয় (হরি ৫।৪১৬) পর্বত। ২ (হব ১।৪৩।২৪) মনঃশিলাবর্ণ নীবিবন্ধন।

শিলোঞ্ছ (ভা ৩।১২।৪২) ক্ষেত্রে ও বিপণ্যাদিতে পতিত শস্যকণাহরণ।

শিল্পাচার্য (লনা ৭।৩১) বিশ্বকর্মা।

শিব (ভা ৫।২০।৩) প্লক্ষদ্বীপাধিপতি ইধ্মজিহ্বের পুত্র ও তন্নামক বর্ষ। ২ (ভা ১০।৮৬।৪১) স্বাদু, ৩ সুগন্ধ ও শীতল—বি। ৪ (ভগ ১১) পরমানন্দ। ৫ (সুধা ১৭) [শিঙো বন্‌ হ্রস্বত্বং গুণাভাবশ্চ নিপাতনাৎ] কল্যাণাত্মা। ৬ (হ ১২।২০০) ষষ্ঠী। ৭ (গৌকৃ ১২।৩৫) জল। ৮ (যো ২৮) পাশুপতগণের পরতত্ত্ব। ৯ (ভা ৩।২১।৩৯) আরোগ্য, ১০ আরোগ্যজনক। ১১ (ভা ৩।১৫। ৩৮) অনুকূল। ১২ (ভা ৪।৬।৩৬) শৈবমতে—পুরুষ। ১৩ (ভা ১১। ২৫।১২) শান্ত। ১৪ (রত্ন ৩।১২) সুখাত্মক বিষ্ণু। **শিবক** (গোচ পূর্ব ১২।৪৯) কীলক। ২ পশুগণের গাত্রকণ্ডূয়নের জন্য গোষ্ঠ-মধ্যে নিখাত কাষ্ঠ। °গিরি (গোচ উত্তর ২।৩৩) কৈলাস পর্বত। -তত্ত্ববিবেক (সি ৫।৪ টী) অপ্যয় দীক্ষিত-বিরচিত শিবভক্তি-বিষয়ক গ্রন্থ। -দ (ভা ১।১।২) পরম সুখদ—স্বামী, ২ পরমানন্দানুভাবক—শ্রী। ৩ প্রেমবিশিষ্ট-পার্ষদত্ব-দায়ক—বি। ৪ (ভগ ৯৪) স্বরূপ-প্রদ;

৫ (চৈত ১।১।২) [দৈপ্ শোধনে শ্রীরুদ্রমপি ভক্ত্যা শোধয়তীতি] মহাদেবেরও ভক্তিদানে শোধক। **-দা** (কৃগ ২০০, ২০৫) সন্ধিদূতী, রঘুবংশীয়া। **-দ্রুম**—বিল্ববৃক্ষ। **-ধাতু**—পারদ। **-পরমদেবতা** (পরম ১৬) শ্রীবিষ্ণুই পরম দেবতা হইলেও যে যে শাস্ত্রে শিবেরই পারম্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহা তাহা তামস-কল্পে রচিত বলিয়া বাধিত হইতেছে। শ্রীবিষ্ণুরই আজ্ঞাতে শিব স্বতন্ত্রতা-প্রতিপাদক স্বমহিম-সূচক শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন বলিয়া সাত্ত্বিক কল্পে রচিত পুরাণাদির সহিত বিরোধ বশতঃ শ্রীশিব শ্রীবিষ্ণুর অধীন—এই তত্ত্বই স্বীকার্য। **-মল্লী** (গোবি ৬০) শিবপ্রিয় বকপুষ্প। **-মূর্ত্তি** (উ ১৫।২২৮) মঙ্গলরূপ, ২ মহাদেবের শরীর।

শিবরাত্রি-ব্রত (হ ১৪।১৮৬—২২০) ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণা চতুর্দশীতে (ত্রয়োদশী-বিদ্ধা ত্যাগ করত) ব্রতোপবাসাদি করণীয়। সৌর, বৈষ্ণব কিম্বা অন্য দেবদেবীর উপাসকও শিবরাত্রি-ব্রতাচরণ করিবেন। শ্রীহরি ও শ্রীশিব ভিন্ন দেবতা-বুদ্ধিতে পূজাদি অকরণীয় হইলেও গুণাবতার-হিসাবে শিব শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহ—এই বোধে কিন্তু বৈষ্ণবগণও এই ব্রত করিতে পারেন। বিশেষতঃ শ্রীশিব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য—এই বোধে ত পূজা হইবেই, সদাচারও তাহাই প্রমাণিত করিতেছে। মোটকথা শ্রীশিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র-জ্ঞানে পূজাই দোষাবহ। **-পারণ-ব্যবস্থা** (হ ১৪।২১৪—১৫) শুদ্ধা চতুর্দশীতে উপবাস হইলে এবং প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দশী সত্ত্বে পরদিনেও উপবাস হইলে অমাবস্যায় প্রাতঃকালে পারণই ব্যবস্থেয়। চতুর্দশীর ক্ষয়ে বৈষ্ণবেরও বিদ্ধা উপবাস স্বীকার্য হয়, নতুবা ব্রতলোপাশঙ্কা আছে—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে শ্রীপাদ সনাতন প্রভু টীকাতে স্পষ্টতঃই বলিতেছেন—এস্থলে অমাবস্যা-সংযোগ-ব্যবস্থাদি বৈষ্ণবজন-সম্মত নহে বলিয়া উপেক্ষণীয়; যেহেতু বৈষ্ণবেরা সর্বত্র বিদ্ধা বর্জন করিবেন, যোগসমূহ ফলবিশেষহেতু, কিন্তু ব্রতে অবশ্যই অপেক্ষণীয় নহে, সুতরাং যোগ না হইলেও কেবল অমাবস্যাতে ব্রত হইয়া প্রতিপদে পারণ করিতে বাধা নাই (হ ১৫।৩৭১ টী)। **-ব্রতনির্ণয়** (হ ১৪।২০৫) শিবরাত্রিব্রতে ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দশীকে ত্যাগ করিবে। ফলতঃ অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দশীই গ্রাহ্য হইতেছে। চতুর্দশীর ক্ষয়ে কদাচিৎ বিদ্ধা উপবাস গ্রাহ্য হইবে কি? ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে বৈষ্ণবগণ কখনও বিদ্ধা ব্রত স্বীকার করিবেন না। উদয়ে ত্রয়োদশী থাকিলে উহা ত্যাগ করত জন্মাষ্টমী যেমন শুদ্ধা নবমীতেও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তদ্রূপ চতুর্দশী-ত্যাগে অমাবস্যায় ব্রত হইবে, ব্রতলোপ করিবে না।

শিব-লোক (সভা ১।৪৩ টী) বৈকুণ্ঠধাম—বল। [২ কৈলাস পর্বত]। **-শর্মা** (হ ৮।২৭০) জনৈক মাথুর ব্রাহ্মণ। ইনি বৃদ্ধকালে সংসার-বিরক্ত হইয়া নানা তীর্থে পর্যটন করিতে করিতে হরিদ্বারে আসিয়া দেহত্যাগ করেন এবং বিষ্ণুপ্রেরিত বিমানে আরোহণ করত স্বর্গে গমন করেন। [স্কান্দ—কাশী পূ ৭—২৪]। **-শাস্ত্র** (কৃষ্ণ ২৯) স্কন্দ পুরাণের উক্তিতে জানা যায় যে ভগবৎশাস্ত্রের অনুকূল যেসকল শিবশাস্ত্র-বচন, তাহাই আদরণীয়। শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব-বিচারে উহার অনুপযোগিতাই স্বীকার্য। পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড এবং মৎস্যপুরাণে শিব-শাস্ত্রকে 'তামসকল্পোৎপন্ন' বলা হইয়াছে। **-শিব** (চৈনা ১।২১) [ব্য] খেদসূচক। **-শূল** (হব ৩। ৩।১৩) বেদবিক্রয়ী। **-সংস্তুত** (হ ২।৪) দীক্ষিত [শ্রীবিষ্ণুদীক্ষা-গ্রহণে শ্রীশিবেরও স্তুতিবিষয় হইতে পারে—ইহাই তাৎপর্য]। **-স্কন্দ** (ভা ১২।১।২৭) মগধের শূদ্র রাজা মেদঃশিরার পুত্র। **-স্বাতি** (ভা ১২। ১।২৬) মগধের শূদ্র রাজা।

শিবা (কৃগ পরি ১৩৮) শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। ২ (মাম ৬।৭৭) বায়ুর ভার্যা। ৩ (হ ৪।১০৫) গঙ্গা। ৪ (ভা ১০।৮৬।৪১) আমলকী। ৫ (গৌকৃ ১২।৩৫) দুর্গা, ৬ দূর্বা। ৭ (আচ ৯।৩৬) শৃগালী, ৮ (হ ১৪।২২৮) আমর্দকী। ৯ গোরোচনা।

শিবারুত (ভা ১০।৭৪।৩৮) শিবের সম্যক্ স্তুতি—জী।

শিবি (ভা ১০।৭২।২১) উশীনর-তনয় রাজা, শরণাগত কপোতের রক্ষার জন্য স্বমাংসও শ্যেনকে দিয়া স্বর্গবাসী হন। ২ (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্বলার গর্ভে জাত পুত্র। [৩ হিংস্র পশু, ৪ ভূর্জবৃক্ষ]।

শিবিকা (ভা ৪।৯।৩৯) নর-বিমান।

শিবিপশুপসুতা (গোচ পূর্ব ১৫। ৮৪) শৈব্যা।

শিবির—সেনানিবাস।

শিশির (ভা ১২।৬।৫৭) ঋগ্বেত্তা শাকল্যের শিষ্য। ২ (ভা ৫।১৬। ২৬) সুমেরুর মূলদেশস্থ পর্বত। ৩ (ভা ১০।৮৩।২৯) শীতল, ৪ মন্দ। ৫ ঋতুবিশেষ। **-ভানু** (লনা ৪।৩১), **-রুচি** (ভাবনা ৫। ১) চন্দ্র।

শিশিরিত (হ ৫।১৬৭) শীতলীকৃত।

শিশু (কর্ণা ২৪) বালক. ২ সুকুমার। [৩ স্বল্প]। **-নন্দি** (ভা ১২।১। ৩৩) কিলিকিলার রাজা। **-নাগ** (ভা ১২।১।৪) মাগধরাজ নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র। **-পাল** (ভা ৭।১০। ৩৮) চেদিবংশীয় রাজা দমঘোষের পুত্র। **-মার** (ভা ৪।১০।১) দোষনামা বসুর পত্নী শর্বরীর গর্ভে জাত। প্রজাপতি শিশুমারের কন্যা ভ্রমিকে ধ্রুব বিবাহ করেন। ২ (সুধা ৬০ টী) তারকা-চক্রবিশেষ। (ভা ৫।২৩। ৫) তারাত্মক অচ্যুত। ইহার মস্তক অধোমুখ, দেহ কুণ্ডলীকৃত। পুচ্ছাগ্রে ধ্রুবনক্ষত্র, লাঙ্গূলাগ্রের অধঃস্থলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম ; পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা ; কটিতে সপ্তর্ষি। দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ হইতে পুনর্বসু পর্যন্ত ও বামপার্শ্বে পুষ্যা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত নক্ষত্র-চতুর্দশ সন্নিবিষ্ট ; পৃষ্ঠদেশে অজবীথী ও উদরে আকাশগঙ্গা। দক্ষিণ ও বাম নিতম্বে পুনর্বসু ও পুষ্য', দক্ষিণ ও বামপদে আর্দ্রা ও অশ্লেষা, দক্ষিণ ও বাম নাসায় অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া, নেত্রদ্বয়ে শ্রবণা ও পূর্বাষাঢ়া, কর্ণদ্বয়ে ধনিষ্ঠা ও মূলা, বামপার্শ্বাস্থিতে মঘা হইতে অনুরাধা পর্যন্ত ও দক্ষিণ পার্শ্বাস্থিতে মৃগশিরা হইতে বিপরীতক্রমে পূর্বভাদ্রপদ পর্যন্ত অষ্ট নক্ষত্র ও স্কন্ধদ্বয়ে শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা। উত্তর হনুতে অগস্ত্য, অধরহনুতে যম, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, গলপৃষ্ঠে গুরু, বক্ষে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমার, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলে রাহু, সর্বাঙ্গে কেতু ও রোমে তারাগণ। [৩ জলজন্তু-বিশেষ]।

শিষ্ট (হ ১০।১২) শাস্ত্র-পরায়ণ। ২ (গোচ পূর্ব ১৩২) অবশিষ্ট, ৩ (চৈনা ৬।৪৩) সাত্বত। ৪ (গোভা ১।১।১ টী) যাঁহারা বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার করেন। ৫ (গোপা ৩৬) ভক্ত।

শিষ্টাচার—সদ্ব্যবহার।

শিষ্টি (গোভা ১।১।১৯) উপদেশ। ২ (গোচ পূর্ব ৩।১৫) আজ্ঞা। ৩ (গোচ উত্তর ৫।২৮) শাসন, ৪ আনুগত্য।

শিষ্টেষ্ট (সুধা ৪৭) বৈদিকগণ-কর্তৃক অভ্যর্চিত।

শিষ্য (হ ১।৭৪) শিক্ষণীয়, ২ ছাত্র, ৩ শাসনার্হ। **-পরীক্ষা** (হ ১।৭৪ —৭৮) শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে এক বর্ষকাল বাস করিলে—পরস্পরের স্বভাব সুষ্ঠু বিদিত হইলে—তবে শ্রীগুরু দীক্ষা দিবেন ; শিষ্য গুরুগৃহে বাসকালে সরল চিত্তে ধন, দেহ ও অনুকূল বাক্যে শ্রীগুরুর প্রসন্নতা লাভ করত বর্ষত্রয় পরে শ্রীকৃষ্ণদীক্ষা প্রাপ্তি করিবেন। **-পরীক্ষাকাল** (হ ১। ৭৪—৭৮) শ্রুতি, মন্ত্রমুক্তাবলী ও সারসংগ্রহমতে এক বর্ষ, ক্রমদীপিকামতে তিন বর্ষ কাল পরীক্ষার প্রয়োজন। মতান্তরে—ব্রাহ্মণ শিষ্যের তিন বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের ছয় বর্ষ, বৈশ্যের নয় বর্ষ এবং শূদ্রাদির দ্বাদশ বর্ষ পরীক্ষা কর্তব্য। শারদাতিলকে উক্ত আছে যে ব্রাহ্মণের এক, ক্ষত্রিয়ের দুই, বৈশ্যের তিন এবং শূদ্রের চারি বর্ষকাল পরীক্ষার কথা আছে, তাহা কিন্তু পূর্বেই অত্যভ্যস্তবিদ্য শিষ্য-সম্বন্ধে বিবেচ্য। **-লক্ষণ** (হ ১।৫৯—৬৩) মন্ত্রমুক্তাবলীতে উক্ত হইয়াছে যে শিষ্য সদ্বংশজ, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, পুণ্যচরিত্র, সুবুদ্ধি, নির্দম্ভ, কামক্রোধাদি-বর্জিত, শ্রীগুরুচরণভক্ত, দেব-প্রবণ, নীরোগ, নিখিলপাপজয়ী, শ্রদ্ধালু, দ্বিজদেবপিতৃভক্ত, যুবা, ইন্দ্রিয়জয়ী এবং করুণচিত্ত হইবেন।

শিষ্যাস্তনমুবধ্নীত (সিন্ধু ১।২।১১৩) স্বসংপ্রদায় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনধিকারী শিষ্যকেও সংগ্রহ করিবেন না। শিষ্যকরণে আসক্তি-ত্যাগাদি সন্ন্যাসধর্ম হইলেও নিবৃত্তি মার্গের ভক্তগণেও প্রযোজ্য। শ্রীনারদাদি শিষ্য করিয়াছেন, আদৌ শিষ্য না করিলে সংপ্রদায়লোপ ও জ্ঞানশাঠ্য হয় ; অতএব জাতরতি সাধুগণই শিষ্য করিবেন, ফলতঃ অনধিকারী বহুশিষ্যকরণই নিষিদ্ধ। তদ্রূপ ভগবদ্বহির্মুখ বহু-শাস্ত্রাভ্যাসও বর্জনীয়। ভগবদ্বিমুখতাজনক কোনও কার্যই করণীয় নহে। [ভক্ত্যঙ্গ]।

শী—শয়ন, ২ শান্তি।

শীকর (ভা ৩।১৫।৮) জলকণা। [২ বায়ু]। **-জীর্ষ** (ভা ১০।৮। ৪) জলকণাদ্বারা স্নিগ্ধ।

শীকিত (গোচ উত্তর ৩০।৪৬) সিঞ্চিত। **শীঘ্র** (ভা ৯।১২।৫) সূর্য্যবংশ্য অগ্নিবর্ণের পুত্র। [২ বিলম্বাভাব, ৩ দন্তীবৃক্ষ]। **-চেতন** (চৈচ অন্ত্য ১৯।৭৩) দ্রুতচেতনাযুক্ত, ২ কুক্কুর, ৩ অর্কবৃক্ষ।

শীত (হরি ৫।৩৭) [শৈ্যঙ্ গতৌ+ক্ত] শীতল। ২ (আচ ৬।১৬) অলস। [৩ হিম, ৪ কর্পূর]। **-অনুভাব** (সিন্ধু ২।২।৩) গীত, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা. শূন্যতা, লালাস্রাব, স্মিত প্রভৃতি অনুভাব। **শীতক** (হরি ৭।১১৮) [শীতেন রোগ ইত্যর্থে শীত+ক] শৈত্যজাত রোগ, ২ অলস। ৩ শীত বস্তু, ৪ শীতকাল, ৫ বৃশ্চিক, ৬ অসনপর্ণী। °**কর** (সমা ১০।৭), **-দীধিতি** (চৈকা ২।৪০), চন্দ্র, ২ কর্পূর। **-ভাব** (সিন্ধু ২।৫।৭৭) হর্ষাদি সুখময় ভাবগুলিকে 'শীত' বলা হয়—ইহা কিন্তু প্রায়িকী সংজ্ঞা, যেহেতু বিষাদাদি যাবতীয় ভাবই শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণময় বলিয়া অপ্রাকৃত প্রচুরানন্দময় হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি-ভাবনারূপ উপাধির বর্ত্তমানতায় আপাততঃ দৃষ্টিতে ঔপাধিক দুঃখময় জ্ঞান জন্মায় মাত্র। **-মহাঃ** (আচ ১৮।১১৮) চন্দ্র। ২ কর্পূর। **শীতল**—শীত-স্পর্শ, ২ মলয় চন্দন, ৩ পদ্মক, ৪ মৌক্তিক, ৫ বীরণমূল, ৬ চম্পক, ৭ চন্দ্র, ৮ কর্পূর। **শীতলা** (কৃষ্ণা ৪।২১৩) শ্রীরাধাকিঙ্করী। [২ বিস্ফোটক-ভেদ-নাশিনী দেবী, ৩ জলজবৃক্ষ, ৪ বালুকা]। °**শিব** (আচ ১।১৪৩) মৌরী। [২ সৈন্ধব লবণ, ৩ শমীবৃক্ষ, ৪ সক্তুফল বৃক্ষ]।

শীতা—লাঙ্গল-পদ্ধতি, ২ শ্রীরাম-পত্নী, ৩ অতিবলা, ৪ দূর্বা, ৫ কুটুম্বিনী।

শীতি (হরি ৫।৪৪৫) [শীঙ্ স্বপ্নে +ক্তি] জড়তা, ২ শয়ন।

শীৎকার (গোলী ৭।১০৭) সুরত-কালীন স্ত্রীমুখোচ্চারিত শব্দবিশেষ।

শীধু (ভা ৪।২২।২৪) অমৃত। **-গন্ধ**—বকুলবৃক্ষ।

শীন (হরি ৫।৩৭) [শৈ্যঙ্ গতৌ ক্ত] ঘনীভূত, ২ মূর্খ। ৩ অজগর।

শীরধ্বজ (ভা ৯।১৩।১৮) মৈথিলরাজ হ্রস্বরোমার পুত্র। ইঁহার লাঙ্গলাগ্র হইতে সীতার আবির্ভাব হয়।

শীর্ণ (হরি ৫।৩২) [শৃ+ক্ত] জীর্ণ। ২ কৃশ। **-পাদ**—শনৈশ্চর। **-বৃন্ত**—তরমুজ বৃক্ষ।

শীর্ষ (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৮৯) মস্তক। [২ কৃষ্ণাগুরু]।

শীর্ষচ্ছেদ্য (গোচ পূর্ব-১৩।৬৭) বধ্য।

শীর্ষণ্য (মাম ৮।৯৪) বিশদ কেশ-কলাপ। ২ (ভা ৫।৪।১৩) শ্রেষ্ঠ, মুখ্য। ৩ (হরি ৭।৪৬) মস্তকমণি, ৪ শিরোদেশে নিবদ্ধ [শিরস্ত্রাণ]।

শীর্ষমন্ত্র (ভা ১১।২৭।২০) 'শিরসে স্বাহা'।

শীল (ভা ১০।৬৪।১৪) আন্তর সারল্য-বিনয়াদি-সুস্বভাব—শ্রী। ২ (প্রীতি ১১৬) সাধু-সমাশ্রয়ত্ব। ৩ (ভা ৩।৭।২৯) আচার। ৪ (গীগো ১১। ৮) সমাধি। ৫ (গোভা ৩।৩।৩৯) মহাজন বা সম্মুখীন হইলে মন্দতর লোকের প্রতিও নিশ্ছিদ্র প্রণয়। ৬ (শ্যা ১৫) সকল জীবের প্রতি কায়-মনোবাক্যে অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দানাদিকে 'শীল' বলে। যথা ভারতে—'অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা। অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ শীলমেতৎ প্রচক্ষতে॥ যদন্যেষাং হিতং ন স্যাদাত্মনঃ কর্ম পৌরুষম্। অপত্রপেত বা যেন ন তৎ কুর্যাৎ কথঞ্চন॥ তত্তু কর্ম তথা কুর্যাদ্যেন শ্লাঘ্যেত সংসদি। শীলং সমাসেনৈতত্তে কথিতং কুরুসত্তম॥' [৭ অজগর সর্প]। **শীলন** (দশ ৪৪) সম্ভোগ। ২ অভ্যাস, ৩ অতিশায়ন, ৪ প্রবর্ত্তন। °**মঙ্গল** (প্রীতি ১২০) ভোগ, ২ স্বভাবতঃ মঙ্গল। **-ব্যসন** (হব ৩।৪।৩) ধর্মনাশ।

শীলা (সা ৬) শ্রীরাধা। [২ কৌণ্ডিন্য মুনির ভার্যা]।

শীলিত (নিবি ২) অভ্যস্ত, ২ সেবিত, ৩ আচরিত। ৪ আদৃত।

শুক্ (বৃভা ২।৬।২৮৮) শোক। ২ (ভা ১০।৬০।২৭) শোকাশ্রু। ৩ (ভা ১০।৪৪।৪৪) অশ্রু।

শুক (গোলী ২১।৫৫) পক্ষিভেদ, ২ শ্রীবেদব্যাস-নন্দন শ্রীমদ্ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব। ৩ (ভা ১০।৭৬।১৪) জনৈক যাদব বীর। ৪ (ভা ৯।২১। ২৫) শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শুক হইতে অন্য। হরিবংশ-মতে—

'পরাশরকুলোৎপন্নঃ শুকো নাম মহাযশাঃ। ব্যাসাদরণ্যাং সম্ভূতো বিধুমোঽগ্নিরিব জ্বলন্॥ স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং বীরিণ্যাং জনয়িষ্যতি। কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং তথা ভূরিশ্রুতং জয়ম্। কন্যাং কীর্ত্তিমতীং ষষ্ঠীং যোগিনীং যোগমাতরম্॥ ব্রহ্মদত্তস্য জননীং মহিষীমণুহস্য চ'॥ পিতা ব্যাস হইতে অরণির গর্ভজাত পুত্র। যদিও শুক জন্মাবধি সঙ্গ-

মুক্ত হইয়া প্রব্রজিত, তথাপি পিতা ব্যাসকে বিরহাতুর হইয়া অনুগমন করিতেছেন দেখিয়া তিনি ছায়া-শুক নির্মাণ করিয়া যান। সেই ছায়া-শুকেরই গার্হস্থ্যাদি ব্যবহার—স্বামী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণমতে—কলিযুগ আসিলে ব্যাস জগতের উপকারার্থে মহাভারত রচনা করেন। এই ব্যাসের মাতৃবাক্যক্রমে ব্রহ্মচর্য বিনাশ পাইলে স্বয়ং পিতৃঋণী মনে করিয়া তিনি জাবালী-কন্যা বীটিকাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত বহুকাল তপস্যাচরণ করিয়া পরে তাঁহাতে বীর্য্যাধান করেন। তিনি গর্ভবতী হইয়া একাদশ বর্ষ অতীত হইলেও প্রসব করিলেন না। অনন্তর দ্বাদশ বর্ষে একদা ব্যাস গর্ভস্থ পুত্রকে বলিলেন—'হে পুত্র, কেন তুমি নিজমাতাকে পীড়া দিতেছ? গর্ভ হইতে বাহির হও'। তিনি বলেন—'গর্ভ হইতে বাহিরে আসিলে আমাকে মায়া আক্রমণ করিবে, অতএব এখানেই ভগবানের ধ্যান করিতেছি।' ব্যাস বলিলেন—'মায়া তোমাকে পরাভূত করিবে না, আমার বাক্য প্রমাণ জানিয়া তুমি গর্ভ হইতে নির্গত হও, নিজমুখ দর্শন করাও, আমার পত্নীকে পীড়ন করিও না।' তিনি বলিলেন—'আপনি যখন পত্নী ও পুত্রাদিতে আসক্ত, তখন আপনাকেও মায়াগ্রস্ত বলিয়া জানি, অতএব আপনার বাক্য প্রমাণরূপে গণ্য করিতে পারি না।' তখন ব্যাস বলেন—'তুমি কাহার বাক্য প্রামাণিক বিচার কর?' তিনি বলেন—'যাঁহার মায়া।' ব্যাস বলিলেন—'তবে তাঁহাকেই এখানে আনয়ন করিতেছি।' এই বলিয়া স্বয়ং ব্যাস দ্বারকায় গিয়া স্বীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া স্বকীয় পর্ণশালায় শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া গর্ভকে বলেন—'পুত্র! ভগবান্ আসিয়াছেন।' গর্ভ বলিলেন—'হে মাধব! আপনার মায়া জগতের শৃঙ্খলতুল্য, কেহ উহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। ঐ মায়া যদি আমাকে বন্ধন না করে, তবেই আমি গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইতে পারি, সম্প্রতি আপনিই বাহিরে প্রতিভূ।' ভগবান্ বলিলেন—'আমার মায়া তোমার প্রতি কার্য-সাধিকা হইবে না, আমার প্রসাদে তুমি এখনই মোক্ষ পাইবে।' তখন তিনি গর্ভ হইতে বাহির হইয়া প্রণাম-পূর্বক বহু স্তব করিতে থাকিলে ভগবান্ ব্যাসকে বলিলেন—'তোমার পুত্র শুকবৎ বহু মনোজ্ঞ বাক্য বলিতেছে, অতএব ইহার নাম শুক হউক।' এই বলিয়া ব্যাসের নিকট বিদায় লইয়া ভগবান্ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। শুকও প্রব্রজ্যা করিলে ব্যাস তাঁহার অনুগমন করেন—জী। -তুণ্ড (আচ ২০। ৪১] হস্তক-ভেদ; যে পতাকের তর্জনী, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠা বক্র হইয়া মধ্যমা প্রসারিত থাকে, তাহাই 'শুকতুণ্ডক' হস্তক। [নাট্যশাস্ত্র—৯।৪৬]। 'তর্জন্যনামিকাঙ্গুষ্ঠা বক্রা মধ্যা প্রসারিতা। পতাকস্য যদা স স্যাচ্ছুকতুণ্ডকহস্তকঃ॥'—বি।

শুকম্ [ব্য] শীঘ্রার্থে, অতিশয়ার্থে। -হৃদয়া (তন্ত্র ২৩) শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাবিশেষ।

শুকী (ভা ৪।২৪।১১) সপ্তর্ষিগণের যজ্ঞে অগ্নি নিজভার্যার দর্শনে কামাতুর হন। স্বাহা নিজপতির মনোভাব জানিয়া সপ্তর্ষি-ভার্যারূপ ধরিয়া নিজ স্বামির আনন্দ-বিধান করেন, পরে শুকীরূপে সেই রেতঃ শরস্তম্বে রাখিয়া চলিয়া যান।

শুক্তি—ঝিনুক, ২ কপালখণ্ড, ৩ শঙ্খ, ৪ শঙ্খনখ, ৫ অর্শোরোগ। -মান্ (ভা ৫।১৯।১৬) সপ্ত কুলাচলের অন্যতম। ভারতবর্ষীয় পর্বত।

শুক্র (ভা ৫।২২।১২) কবির পুত্র, নবগ্রহের অন্যতম। ২ (ভা ১২।১১।৩৬) নাগবিশেষ। ৩ (প্র ৩।১) দীপ্তিমান্। ৪ (হ ১৫।১১) জ্যৈষ্ঠমাস। [৫ চরম ধাতু, ৬ অগ্নি, ৭ চিত্রকবৃক্ষ]।

শুক্রিয় (হরি ৭।৩৩৪) [শুক্রো দেবতাস্যেতি ঘ] শুক্র-দেবতাক, শুক্র-সম্বন্ধীয়।

শুক্ল (ভা ৫।১০।১৮) কপিল—স্বামী। ২ নারায়ণ—বি। ৩ (ভা ৩।২১।১৬) ধর্মমূর্ত্তি। ৪ (ভা ১০।৮৪।১৯) শুদ্ধ—স্বামী। ৫ (ভা ৪।২৯।২৮) সাত্ত্বিক। ৬ (লী ২৬) সত্যযুগাবতার। ৭ (হ ৮।১৫৮) কাঞ্জি। ৮ (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ পর্বত-বিশেষ। ৯ (ভা ৪।২৪।৮) রাজা হবির্ধানের ঔরসে ও হবির্ধানীর গর্ভে জাত পুত্র। [১০ রজত, ১১ নবনীত, ১২ শ্বেতবর্ণ]। -তীর্থ (হ ১১।১৯) পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, ২ বিষ্ণুতীর্থ [ভা ৩।২৩।২৩]। -বর্ণ (ভা ৫।১৯।১৮) সাত্ত্বিক। -বিত্ত (ভা ১০।৮৪।৩৭), -বৃত্তি (হ ৯।২৬০—৬৩) বিপ্রগণের শুক্লবৃত্তি—প্রতিগ্রহ, যজমান-হইতে

প্রাপ্ত ও গুণবান্ শিষ্য হইতে লব্ধ বস্তু। ক্ষত্রিয়ের—যুদ্ধাদি হইতে লব্ধ, দণ্ডলব্ধ ও ব্যবহার-লব্ধ ধন। বৈশ্যের—কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা হইতে লব্ধ ধন। শূদ্রের—দ্বিজাতিসেবার লব্ধ ধন। পরম্পরাপ্রাপ্ত ধন, প্রীতি-দান ও স্ত্রীর সহিত যৌতুকপ্রাপ্ত ধন—সকলেরই শুক্লবৃত্তি-মধ্যে গণ্য।

শুক্লা (ভা ৫।২০।২১) ক্রৌঞ্চদ্বীপ-স্থিতা নদী। [২ সরস্বতী, ৩ শর্করা, ৪ স্নুহীবৃক্ষ]।

শুক্লাত্মা (রতি ৫।৮৬) পবিত্রচিত্ত।

শুক্লিমা (হরি ৭।৮৩৮) শুক্লবর্ণ।

শুচি (হরি ৭।৭০৪) আষাঢ় মাস। ২ (গোলী ১৬।৬৬) শৃঙ্গার রস। ৩ (বিনা ৪।৪৪) পবিত্র, ৪ শুভ্রবর্ণ। ৫ (সিন্ধু ২।৪।২৯) গ্রীষ্মকাল, জ্যৈষ্ঠ-মাস। ৬ (হ ১০।১৯) সদাচার। ৭ (ভা ১১।২০।১১) নিবৃত্ত-রাগাদি মল; ৮ শুদ্ধান্তঃকরণ। ৯ (গোলী ৯।১৫) অগ্নি। ১০ (ভা ১০।৪১। ১৫) অপ্রাকৃত—বি। ১১ (ভা ১১।১৬।২১) শোধক। ১২ (ভা ৮।১৩।৩৪) চতুর্দশ মন্বন্তরের ইন্দ্র, ১৩ চতুর্দশ মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষির একতম। ১৪ (ভা ৪।১।৬০) অগ্নির পুত্র। ১৫ (ভা ৯।১৩।২১) সূর্য-বংশ্য শতদ্যুম্নের পুত্র। ১৬ (ভা ৯।১৭।১১) চন্দ্রবংশীয় শুদ্ধের পুত্র। ১৭ (ভা ৯।২৪।১৯) অন্ধকের পুত্র, ১৮ (ভা ৯।২২।৪৭) বিপ্রের পুত্র। ১৯ (ভা ৪।২৪।৪) শিখণ্ডিনীর গর্ভে জাত বিজিতাশ্ব-পুত্র। [২০ চিত্রক-বৃক্ষ]। ২১ (গীগো ১১।১৬) অনুপহত, অনুপভুক্ত। **-রথ** (ভা ৯।২২।৪০) জনমেজয়-বংশীয় চিত্র-রথের পুত্র। **-রস** (চচ ১) শৃঙ্গার। **-শ্রবাঃ** (ভা ৮।২১।৩) বিমলকীর্ত্তি। ২ (প্রকাশ ৪।৫) ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের পুত্র, ইনি ঊর্দ্ধপদে 'ওঁ হংস' এই মন্ত্র জপ করিয়া ঘোরতর তপশ্চর্যা করিয়াছিলেন। গোকুলবাসী দশ-মাসিক বালকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে কল্পক্ষয়ে তিনি ব্রজে 'সুধীর' নামক গোপের কন্যা হইয়াছিলেন। ইঁহার হাতে শ্রীহরির নামগুণাদিপাঠক 'শুক' পক্ষী থাকিত [সম্মোহন তন্ত্রে]। **-ষৎ** (ভা ৪।২৪।৩৭) শুদ্ধান্তঃকরণ—স্বামী। ২ শুদ্ধচেষ্টাশীল। ৩ (হরি ৫।২৭১) [শুচি+ষদ্‌৯ বিশরণে+ক্বিপ্] পবিত্রস্থানবাসী।

শুণ্ড—মদনির্ঝর, ২ গজহস্ত, ৩ মদ্যপান-গৃহ। **শুণ্ডা**—বেশ্যা, ২ সুরা, ৩ জলহস্তিনী, ৪ নলিনী, ৫ কুট্টনী। **শুণ্ডার** (হরি ৭।১০৫১) হ্রস্ব শুণ্ডা। [২ শৌণ্ডিক, ৩ হস্তী]।

শুণ্ডিক (হরি ৭।৫৩০) মদ্যকার।

শুদ্ধ (ভা ৮।১৩।৩৪) চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির অন্যতম। ২ (চৈত ১০।২২।১৮) উপাধিশূন্য। ৩ (হ ২।১৯১) শুক্ল [পক্ষ]। ৪ (গোভা ১।১।১২) মায়া এবং তাহার কার্যের গন্ধেও অস্পৃষ্ট। ৫ (ভা ৫।১১।২) হিংসাদিশূন্য। ৬ (ভা ৪।৭।২৩) চিন্মাত্র। ৭ (মালা চৈ ১।১) জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত। [৮ সৈন্ধব লবণ, ৯ মরিচ ১০ নির্দোষ, ১১ পবিত্র]। **-জীবাত্মধ্যান** (প্রীতি ৫) শুদ্ধজীবাত্ম-রূপে জীব যখন অবিনশ্বর, ঐ শুদ্ধস্বরূপ মায়া-চ্ছন্ন হইয়াই যখন জীবের সংসার এবং ঐ শুদ্ধ স্বরূপের প্রাপ্তিতেই যখন মুক্তি, বিশেষতঃ মুক্তাবস্থায়ও উহার স্ফূর্ত্তি স্বীকার করা হইতেছে, তখন শুদ্ধ জীবাত্মধ্যানও সাধ্য হউক—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন, না; ঐ ধ্যান পরমার্থ নহে; শ্রুতিতে ব্রহ্মই পরমার্থরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানেই সর্ববিজ্ঞানময়ত্ব সম্ভব; জীব তাঁহার অংশভূত, এইজন্য ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ-স্ফুরণের মধ্যে ভেদ থাকা বশতঃ শুদ্ধ জীবাত্মধ্যান সাধ্য বা পরমার্থ নহে। **-দন্** (হরি ৬। ৩৪৪) শুদ্ধদন্ত। **-ব্রহ্ম** (যো ৪) সর্বথা উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা। ২ (চৈত ১০।৪৯।১৩) শ্রীকৃষ্ণ। **-ভক্ত** (বৃভা ২।১।১৬) কর্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যদ্বারা অসংস্পৃষ্ট ভক্তিযুক্ত, শ্রীভগবানের ভক্তিমাত্র কামনাশীল ব্যক্তি, যেমন—অম্বরীষাদি। **-বতী** (হ ১৯।২৭৫) মন্ত্র। **-বস্তু** (হ ৯। ২৮৩) ভাগবতের অন্ন, ভাগীরথীর জল, বিষ্ণুপর ব্যক্তির চিত্ত এবং একাদশী ব্রত—এই চারিটী চির-শুদ্ধ। সূতকাদিতে নিষিদ্ধ হইলেও শুদ্ধই বুঝিবে, কেন না বিষ্ণুস্মৃতিতে উক্ত আছে—যাঁহার শৈবমন্ত্রে বা বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা হইয়াছে, তাঁহার এবং ব্রহ্মচারী ও যতিদের শরীরে সূতক স্পর্শ করে না। **-বিরাট্** (ছ ৫।৩৫) দশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ। **-বিরাড়ার্ষভ** (ছ ৪।১১) বিষমপাদ ছন্দোবিশেষ। **-সখ্য** (চৈচ আদি ৪।২৫) ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন ব্রজের সখ্য। **-সত্ত্ব** (সিন্ধু ১।৩।১) ভগবানের স্বরূপশক্তির স্বপ্রকাশ-'সংবিৎ'-নামক বৃত্তিবিশেষ। (চৈচ আদি ৪।৫৭-

৫৮) 'সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥ মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর। এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার'॥ (ভগ ৯৮) শ্রীভগবানের মূল স্বরূপশক্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপে ত্রিধা আত্মপ্রকাশ করেন। স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ যে বৃত্তিবিশেষ দ্বারা তিনি স্বরূপতঃ, স্বরূপশক্তি বা স্বরূপশক্তিবিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন—তাহাই 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব'। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব অন্যনিরপেক্ষ্য মূল তত্ত্বেরই প্রকাশ—অতএব জ্ঞাপন ও জ্ঞানরূপ-বৃত্তিদ্বয়-সমন্বিতা সম্বিৎ শক্তিই। মায়াস্পর্শরহিত বলিয়া ইহাকে 'বিশুদ্ধ' বলা হয়। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বই যদি সন্ধিন্যংশ-প্রধান হয়, তবে তাহাকে 'আধার শক্তি' বলা হয়; সম্বিদংশ-প্রধান হইলে 'আত্মবিদ্যা', হ্লাদিনী সারাংশ-প্রধান হইলে 'গুহ্যবিদ্যা' এবং যুগপৎ-শক্তিত্রয়ের প্রাধান্যে 'মূর্ত্তি' বলে। আধারশক্তি দ্বারা ভগবদ্ধাম প্রকাশিত হন। আত্মবিদ্যা অর্থাৎ সম্বিদংশ-প্রধান (সন্ধিনী ও হ্লাদিনী) শক্তি দ্বারা উপাসকাশ্রয় জ্ঞান প্রকাশ পায় এবং গুহ্যবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি-প্রবর্ত্তক হ্লাদিন্যংশ-প্রধান (সম্বিৎ ও সন্ধিনী) শক্তিদ্বারা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি প্রকাশিত হয়। মূর্ত্তিদ্বারা পরতত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত হন। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বই—'বসুদেব'। ২ (ভা ১১।১৮।২৪) শুদ্ধান্তঃকরণ—বি। ৩ (সভা ১।৫৬৪) অপ্রাকৃত সত্ত্ব।

এবিষয়ে ছান্দোগ্য উপ° (৭। ১৬।২) বলেন যে আহার-(পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ-স্পর্শাদি)-শুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয় এবং সত্ত্বশুদ্ধিতেই ধ্রুবানুস্মৃতি হইতে পারে। গীতার (১৬।১) 'সত্ত্বসংশুদ্ধি'-শব্দে শঙ্কর বলেন—পরবঞ্চন, মায়া, অনৃতাদি বর্জন করত অন্তঃকরণের শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিলেই 'শুদ্ধসত্ত্ব' হয়। রামানুজ বলেন—অন্তঃকরণ রজস্তমো-দ্বারা অস্পৃষ্ট হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি হয়। হনুমান বলেন—শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশে আত্মাদি-পদার্থের অনুভব। শ্রীধর বলেন—চিত্তের সুপ্রসন্নতা; মধুসূদন বলেন—অন্তঃকরণের নির্মলতা। শ্রীবিশ্বনাথ বলেন—চিত্ত প্রসাদ এবং বলদেব বলেন—স্বাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা মনের নির্মলতা। গীতার সত্ত্বশুদ্ধি দৈবী সম্পদের মধ্যে গণনীয়। **-সত্ত্ববিশেষ** (সিন্ধু ১। ৩।১) ভগবানের স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-নামক মহাশক্তি—ইহাতে ঐ হ্লাদিনীর সর্বোর্দ্ধ্ব অবস্থা 'মহাভাব'ও ধ্বনিত। **-সত্ত্ববিশেষাত্মা** (সিন্ধু ১।৩।১) ভগবানের স্বরূপ শক্তি 'সংবিৎ' ও 'হ্লাদিনী'-নামক বৃত্তিদ্বয়ের সারস্বরূপে ভগবানের নিত্যপরিকরগণের হৃদয়ে তাদাত্ম্য-ভাবে অবস্থিত ভগবানের আনুকূল্যেচ্ছাময়ী পরম-প্রবৃত্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় পার্ষদগণের আধারে স্থিত নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ। **-সাত্ত্বিক** (বৃভা ১।৫।২৪) পরমবৈষ্ণব, ২ রজস্তমো গুণে অসংস্পৃষ্ট প্রেমানুভাবরূপ স্তম্ভাদি-ভাব।

শুদ্ধা একাদশীর ত্যাগ ব্যবস্থা (হ ১২।৩৫৯) দশমীবেধ না হইলেও শুদ্ধা পূর্ণা একাদশী অরুণোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া যদি একাদশী, দ্বাদশী বা পক্ষান্ততিথির বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ উন্মীলনী, বঞ্জুলী বা পক্ষ-বর্দ্ধিনীর যোগ হয়, তবেও মহা-দ্বাদশী লাভে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিতে হইবে।

শুদ্ধান্ত (সিন্ধু ৩।২।৯২) রাজার অন্তঃপুর। ২ রাজযোষিৎ।

শুদ্ধা রতি (সিন্ধু ২।৫।৮) প্রীত্যাদির আস্বাদবিশেষ-বিহীনা কেবলা রতি। ইহা সামান্যা, স্বচ্ছা ও শান্তি ভেদে তিন প্রকার। ইহাতে অঙ্গকম্প এবং নেত্রের নিমীলন ও উন্মীলনাদি প্রকাশ পায়।

শুদ্ধাসার (চৈকা ১৯।৪৫) বর্ষাকাল।

শুদ্ধাহম্ভাব (রত্ন ৭।১৫) স্বরূপতঃ নিজেকে কৃষ্ণদাসবুদ্ধি।

শুদ্ধি (চৈভা আদি ৮।৫৪) প্রকৃত তথ্য, তাৎপর্য, মর্ম, তত্ত্ব। ২ (ভা ১১।১।১৬) আত্মপ্রসাদ। ৩ (ভচ ২১৯) মাতৃকান্যাসে শ-বর্ণের শক্তি। ৪ (ভা ১০।৫।৪) ভূম্যাদি কালে, দেহাদি স্নানে, গর্ভাদি সংস্কারে, ইন্দ্রিয়াদি তপস্যায়, ব্রাহ্মণাদি ইজ্যায়, দ্রব্যাদি দানে, সন্তুষ্টিদ্বারা মন, আত্ম-জ্ঞানে আত্মা এবং পরমাত্মার স্বরূপ-জ্ঞানে জীব পবিত্র হয়। ৫ (হ ৬।৮—১৩) পাষাণময়ী বা ধাতুময়ী মূর্ত্তির গন্ধজলাদি দ্বারা স্নাপনে এবং লেপ্যা ও লেখ্যাদির মূলমন্ত্ররূপে সংস্কার করিলে অর্চকের প্রথম আত্মশোধন হয়। এইভাবে চিত্তের স্থৈর্যসম্পাদন দ্বিতীয়, মন্দির-মার্জনাদি দ্বারা স্থানশুদ্ধি তৃতীয়, শোধন প্রোক্ষণাদি দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি চতুর্থ, মন্ত্রশুদ্ধি পঞ্চম ও চিত্তশুদ্ধি ষষ্ঠ প্রকার। মন্ত্রশুদ্ধি

—'অস্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রশুদ্ধিং পরিকল্পয়ামি'। চিত্তশুদ্ধি—অন্যচিন্তার পরিত্যাগ। কাহারও মতে কিন্তু আত্মশুদ্ধি বলিতে 'আত্মতত্ত্বায় নমঃ, বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ' এবং 'শ্রীভগবত্তত্ত্বায় নমঃ' এই বলিয়া প্রোক্ষণীপাত্র-স্থাপিত অভিমন্ত্রিত শঙ্খজল তুলসীদলের কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্বক স্বমস্তকে অভিষেক। ষড়্‌বিধ শুদ্ধিই বৈষ্ণবের কর্তব্য, কিন্তু স্বস্ব-সম্প্রদায়ের অনুসরণই উচিত। -ন্যাস (সিন্ধু ১।২।১৩৭) ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি অর্চনাঙ্গ-বিশেষ।

শুদ্ধোদ (ভা ৯।১২।১৪) সূর্যবংশ্য শাক্যের পুত্র। ২ (ভা ৫।১।৩৩) পুষ্করদ্বীপের পরিখাভূত সমুদ্র।

শুনঃশেফ (ভা ৯।৭।২১) ঋষি, অজীগর্তের পুত্র। হরিশ্চন্দ্রের নরমেধ-যজ্ঞার্থে উঁহার পিতা উঁহাকে বিক্রয় করেন। যজ্ঞকালে দেবগণ উঁহাকে উদ্ধার করত বিশ্বামিত্রকে দেন, বিশ্বামিত্র উঁহাকে জ্যেষ্ঠপুত্রত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৌশিক গোত্রে পরিচিত করেন। দেবগণ-কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় উঁহার অপর নাম হয়—'দেবরাত'। ২ কুক্কুরের পুচ্ছ।

শুনক (ভা ৯।১৩।২৬) সূর্যবংশ্য ঋতের পুত্র। ২ (ভা ৯।১৭।৩) ব্রাহ্মণ গৃৎসমদের পুত্র। ৩ (ভা ১২। ১।১) পুরঞ্জয়ের অমাত্য। ৪ (ভা ১২।৭।২) ঋষি, অথর্ববেত্তা পথ্যের শিষ্য।

শুভ (৪।১।৫০) ধর্মপ্রজাপতির পুত্র; ২ (বৃভা ২।২।৪২) শুদ্ধ ৩ উৎকৃষ্ট। ৪ (হ ২।৮৮) অনিন্দিত, ৫ (হ ১৯। ৩৮৫) গৌরবর্ণ। ৬ (হ ৫।৩৬০) প্রশস্ত। **শুভংযু** (হরি ৭।৯৮৯) [শুভ মত্বর্থে যুস] মঙ্গলময়। ২ (অকো ৭।১০) প্রশংসাবান্, কুশলী। ৩ শুভঙ্কর। -কর্ম (সিন্ধু ১।৩।৩৫) ভক্ত-পরিচর্যাদি। -গ (মালা মুমু ১৩) মনোজ্ঞ। -গন্ধক—বোল, ২ শুভগন্ধযুক্ত। -ঙ্কর—মঙ্গলকারক। -দ (কৃগ পরি ২৩) শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ। [২ অশ্বত্থবৃক্ষ, ৩ মঙ্গলদাতা]। -দর্শন (ভা ১০। ৩৪।১১) সুন্দর রূপ, ২ সুখকর সন্দর্শন—সনা। -দা (কৃগ ৬১) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। ২ (সিন্ধু ১।১।১৭) সাধনভক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। 'শুভ'-পদে ভক্ত-কর্তৃক সর্বজগতের প্রিয়তা-বিধান, জগৎ-কর্তৃক ভক্ত-বিষয়ক অনুরক্ততা, সদ্‌গুণরাজি ও সুখই বোদ্ধব্য। -শুক্র (হ ৭।১৫) যে সকল শুভ্রবর্ণ কুসুমের মধ্যস্থলে অন্যবর্ণ বিদ্যমান থাকে, তাহারাই শুভশুক্র; উহারা সুদৃশ্য ও শ্রীহরির প্রীতিপ্রদ।

শুভা (কৃগ পরি ২০১) শ্রীরাধার শারিকা, ইহা শ্রীললিতা-রচিত প্রবন্ধাদির পাঠে সখীগণকে চমৎকৃত করিতে পারে। [২ শোভা, ৩ ইচ্ছা, ৪ রোচনা, ৫ শ্বেতদূর্বা, ৬ দেবসভা, ৭ শমী, ৮ প্রিয়ঙ্গু]।

শুভাঙ্গ (সুধা ৯৭) শ্রীগুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস এবং স্বপ্নাদিতে আশ্বাসাদির প্রাপক, বিষ্ণু।

শুভাঙ্গদা (কৃগ ১০১) বিশাখার কনিষ্ঠা ভগ্নী, তড়িদ্বর্ণা। পতি—পীঠরের অনুজ পতত্রী।

শুভানন্দা (কৃগ ২৪৩) বিশাখার যূথে অষ্টমী সখী।

শুভাশুভ (গীতা ১২।১৭) পুণ্যপাপ, ২ (ভা ১০।৮৭।৪০) সদসৎ কর্ম—সনা।

শুভোত্থান (হ ১।৬) ব্রাহ্ম মুহূর্তে কৃষ্ণ গৌর ইত্যাদি মঙ্গলমধুর নাম-কীর্তনপূর্বক গাত্রোত্থান।

শুভ্র (ভা ৮।৫।৪) পঞ্চম মন্বন্তর-পালক ভগবান্ বৈকুণ্ঠের পিতা। ইঁহার পত্নী—বিকুণ্ঠা। [২ শ্বেতবর্ণ, ৩ অভ্রক, ৪ রৌপ্য, ৫ কাসীস, ৬ শুভ্রলবণ, ৭ চন্দন]।

শুম্ভ (ভা ৮।১০।২১) অসুর-বিশেষ।

শুল্ক (হরি ৭।৭৫৮) বণিক্-প্রভৃতির রক্ষার জন্য ঘট্টাদিতে রাজার নিকট দেয় ভাগ। ২ (ভা ১।১০।২৯) মূল্য। ৩ পণ। -দ (ভা ১১।৮। ২৩) মূল্যদ। ২ (ভা ১০।৫৮।৪০) দ্রব্যাদিপ্রদ—স্বামী।

শুল্ব (গোচ উত্তর ২।৩৭) রজ্জু। [২ তাম্র, ৩ জলসমীপ, ৪ আচার, ৫ যজ্ঞকার্য]।

শুশ্রূষা (আচ ১৭।১০৭) শ্রবণেচ্ছা, ২ পরিচর্যা, ৩ উপাসন।

শুশ্রূষু (ভা ১।১।২) শ্রবণেচ্ছু।

শুষির (হরি ৭।৯৪৯) [শুষি+র] সচ্ছিদ্র, ২ (মালা কুঞ্জবিহারী ২।২) বেণুপ্রভৃতির বাদ্য। ৩ (গোচ উত্তর ৩৭।৮৩) ছিদ্র। ৪ (উ ৬।১৪) গর্ত। [৫ মূষিক, ৬ অগ্নি]।

শুষ্ক (হরি ৫।৪৪) [শুষ্ শোষণে+ক্ত] নীরস, ২ শীর্ণ। -জ্ঞান (চৈচ মধ্য ৮।২৫৮) নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান। ২ (সিন্ধু ২।৫।১২৯) ভক্তি-প্রতিকূল জ্ঞান। -জ্ঞানী (বৃভা ১।৫।৬৭) আত্মানাত্মবিবেকপর, ২ মুমুক্ষু। -তর্ক (প্র ৯।৪) শ্রুতিবিরোধী

অনুমান। -পত্র—নালতা শাক। -ব্রহ্ম (চৈচ অন্ত্য ৮।২৫) নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরতত্ত্বের চিদ্বিলাসহীন প্রতীতি। -বাদ (ভা ১১।১৮।২৯) নিষ্প্রয়োজন গোষ্ঠী—স্বামী। ২ বিবর্ত্তাদিবাদ—বি। -বৈরাগ্য (চৈচ মধ্য ২৩।৯৯) মুমুক্ষুগণ-কৃত হরি-সম্বন্ধী বস্তুপ্রভৃতিরও তুচ্ছজ্ঞানে ত্যাগ।

শুষ্ম (গোপা ৩৩) সূর্য, ২ তেজঃ। [৩ পরাক্রম, ৪ অগ্নি, ৫ বায়ু, ৬ পক্ষী]।

শুষ্মা (গোচ পূর্ব ৮।৭৬) অগ্নি। ২ (গোচ উত্তর ২১।২৩) জ্বালা। [৩ তেজঃ, ৪ শৌর্য, ৫ চিত্রকবৃক্ষ]।

শুষ্মী (শ্যা ৫৫) মত্ত। ২ (ভা ১। ১০।২৯) বলিষ্ঠ।

শুহ্ম (ভা ২।৪।১৭) ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ। ২ (ভা ৯।২৩।৫) যযাতি-বংশ্য বলিরাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি হইতে জাত পুত্র।

শূকরমুখ (ভা ৫।২৬।১৬) নরকভেদ।

শূদ্র (গোভা ১।১।৩৪) [শুচা শোকেন দ্রবতীতি] উদ্রিক্ত শোক, ২ চতুর্থ বর্ণ। -ক (হরি ৭।১০৩৫) শূদ্রনামা রাজা। -প্রিয়—পলাণ্ডু। -লক্ষণ (ভা ৭।১১।২৪) ত্রিবর্ণে নতি, শৌচ, স্বামিসেবা, মন্ত্রহীন যজ্ঞ, অচৌর্য, সত্য এবং গোবিপ্র-রক্ষা।

শূদ্রা (হরি ৭।২৪২) শূদ্রজাতীয়া।

শূদ্রী (হরি ৭।২২২) শূদ্রের ভার্যা।

শূন (আচ ১২।১৭) [টু ও শ্বি গতি-বৃদ্ধ্যোঃ ভ্বাদিঃ] স্ফীত, গত, বৃদ্ধ।

শূনা—প্রাণিবধস্থান—চুল্লী, পেষণী, কণ্ডনী, উদকুম্ভ ও সম্মার্জনী। এই পঞ্চ দোষের নিরাকরণের জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শূন্য (ভা ১১।২১।২১) অসত্তুল্য। ২ আকাশ, ৩ নির্জনস্থান, ৪ অভাব]। -কল্পিত (চৈভ ৯।১। ৫০) তর্কাদির অগোচর, ২ শূন্য বলিয়া কল্পিত। -তা (নাম ২।৬) ব্যর্থতা। -দৃক্ (ভা ১২।৬।৩৫) আচ্ছাদিত ইন্দ্রিয়বর্গেও যাঁহার জ্ঞান বাধিত হয় না—সেই পরমাত্মা। -প্রায় (ভা ১২।২।১২) ধর্মরহিত। -বন্ধু (ভা ৯।২।৩৩) রাজা তৃণবিন্দু হইতে অপ্‌সরা অলম্বুষার গর্ভে জাত পুত্র। -বাদ (চৈনা ৬।৩৮) বৌদ্ধমত-বিশেষ, 'শূন্যই আত্মা' এইরূপ কল্পনা। মাধ্যমিক বৌদ্ধমতে কিছুরই অস্তিত্ব নাই, সব শূন্যই। স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু জাগ্রদবস্থায় থাকে না, জাগ্রৎকালীন দৃশ্য বস্তুও স্বপ্নে থাকে না, সুষুপ্তিতে ত কিছুরই উপলব্ধি নাই, সুতরাং কোনও বস্তুই সৎ নহে।

শূন্যায়িত (শিক্ষা ৭) শূন্যবৎ প্রতীত।

শূর (ভা ৯।২৪।২৬) সোমবংশ্য বিদূরথের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।৪৮) বসুদেবের পত্নী মদিরার গর্ভজ। ৩ (ভা ১০।৬১।১৭) শ্রীকৃষ্ণের পত্নী ভদ্রার গর্ভজাত। ৪ (সিন্ধু ২।১। ১২৯) যুদ্ধবিদ্যায় উৎসাহী ও অস্ত্র-প্রয়োগে বিচক্ষণ। ৫ (ভা ১২।১। ৩৬) সৌরাষ্ট্রের সন্নিহিত স্থান। ৬ (মালা গোবি ২৬) বিক্রান্ত, ৭ সূর্য। [৮ অর্কবৃক্ষ, ৯ সিংহ, ১০ শূকর, ১১ চিত্রকবৃক্ষ]। -জ (গোচ উত্তর ২৩।৫১) বসুদেব। শূরণ (গোলী ৩।১০২) ওল। ২ শোণাক বৃক্ষ। °ভূ (ভা ৯।২৪।২৫), -ভূমি (ভা ৯।২৪।৪২) উগ্রসেনের কন্যা ও বসুদেব-ভ্রাতা শ্যামকের পত্নী। শূরম্মন্য (গোচ উত্তর ২৬। ১০) নিজেকে শূর মনে করে যে। °সেন (ভা ৬।১৪।১০) মথুরামণ্ডল। ২ (ভা ১০।১।২৭) কার্ত্তবীর্যার্জুনের পুত্র। ৩ (সুধা ৮৮) বিক্রমশালী সেনা যাঁহার।

শূরোদ্ভব (গোচ উত্তর ৫।১০৯) বসুদেব।

শূর্পনখা (ভা ৯।১০।৪) রাক্ষসী, রাবণের ভগিনী।

শূর্পারক (ভা ১০।৭৯।২০) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির টানা জেলার অন্তর্গত সোপার।

শূর্মী (ভা ৫।২৬।২০) প্রতিমা।

শূলপাণি (ভা ৫।১০।২৫) শিব।

শূলপ্রোত (ভা ৫।২৬।৩২) নরক-বিশেষ।

শূলাকৃত (হরি ৭।১১১৭) লৌহাদি-শলাকাদ্বারা কৃতপাক।

শূলী (গোচ উত্তর ৩৭।২১৫) ভাণ্ডীর বৃক্ষ। [২ শূলাস্ত্রধারী, ৩ শূল-রোগী, ৪ শিব]।

শূল্য (হরি ৭।৩৭১) [শূলেন সংস্কৃতং শূল+যৎ] শলাকাদিদ্বারা দগ্ধ মাংসাদি।

শূল্ব (হংস ১।১২।২১) তাম্র।

শৃগালী (গোচ উত্তর ৫।৫৭) পলায়ন।

শৃঙ্খলক (হরি ৭।৯২০) [শৃঙ্খলং বন্ধনমস্তেতি কন্] বাল উষ্ট্র। ২ ক্ষুদ্র শৃঙ্খল।

শৃঙ্খলশিখা (উ ৫।৪৭) পাশ ও কুণ্ডল-নামক সগ্রন্থি পশুবন্ধন রজ্জু।

শৃঙ্খলাবন্ধ (অকৌ ৭।১৬) চিত্র-

কাব্যবিশেষ।

শৃঙ্গ (আচ ১৪।১৯১) জলযন্ত্র। ২ (সুধা ৯৪) [শৃ হিংসায়াং+গন্] উপায়। ৩ (বিনা ৬।১৯) পর্বত-শিখর, ৪ শিঙ্গা, ৫ (মালা গোবর্দ্ধন° ১৯) অগ্র। ৬ (নিবি ৭) কামোদ্রেক। [৭ প্রভুত্ব, ৮ চিহ্ন, ৯ উৎকর্ষ, ১০ উর্দ্ধ]। **-জাহ** (হরি ৭।৮৭৩) শৃঙ্গের মূলদেশ। **-বান্** (ভা ৫।১৬।৮) ইলাবৃত বর্ষের সর্বোত্তরে অবস্থিত সীমা-পর্বত। ইহা কুরুবর্ষকে বিভাগ করিতেছে [উত্তর আলতাই]। [২ শৃঙ্গযুত]। **-বের**—আদ্র্ক, ২ শুঠী, ৩ গুহক-চণ্ডালের পুরী।

শৃঙ্গাট (গোলী ১৫।১২২) পানি-ফল। [২ উত্তরস্থিত পর্বত, ৩ চতুষ্পথ]।

শৃঙ্গাটক (আচ ১।১৮৫) চতুষ্পথ।

শৃঙ্গার (মালা প্রণাম° ৭) ভূষণ, ২ উজ্জ্বলরস। ৩ (মালা প্রেমেন্দু° ১৯) লবঙ্গপুষ্প। ৪ (বিনা ৬।২২) বেশ-রচনা। [৫ লবঙ্গ, ৬ সিন্দুর, ৭ চূর্ণ, ৮ কালাগুরু, ৯ আদ্র্ক]। **-উপরস** (সিন্ধু ৪।৯।১৩) [স্থায়ি-বৈরূপ্যে] নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজনের রতি হইলে এবং এক-জনের বহুস্থলে রতি থাকিলে 'শৃঙ্গার উপরস' হয়। অনেক নায়িকাতে তুল্য অনুরাগ হইলে দক্ষিণ নায়কেরও শৃঙ্গার উপরস হইতে পারে। **-ক** (হরি ৭।৯৭০) [শৃঙ্গ—মত্বর্থে আরকন্] শৃঙ্গবিশিষ্ট। **-কারী** (গোলী ৪।১৭) বেশকর্ত্তা। **-ভূষণ**—সিন্দুর। **-যোনি**—কামদেব। **-রস-সর্বস্ব** (কর্ণা ৯৩) শৃঙ্গার রসের সর্বস্ব (বয়োবর্ণাদির মাধুরী-বিশেষ) যাঁহাতে—[কবি]। ২ শৃঙ্গার রসই সর্বস্ব যাঁহার—সু। ৩ (উ ১।২২) মধুররসের আশ্রয়—জী।

শৃঙ্গারিত (সাকৌ ৭।১৪) বিভূষিত।

শৃঙ্গারী—গজ, ২ সুবেশ, ৩ মাণিক্য, ৪ গুবাক।

শৃঙ্গী (কৃগ পরি ১৯৯) শ্রীরাধার প্রিয়া বাহিকা ধেনু। ২ (সুধা ৯৮) গোপলীলায় মহিষশৃঙ্গ-বাদক। ৩ (হরি ৭।৯৫৬) শৃঙ্গযুক্ত গবাদি। ৪ (বৃভা ২।১।২৯ টী) পরীক্ষিৎকে শাপদানকারী শমীকমুনির পুত্র। [৫ পর্বত, ৬ মেষ, ৭ বৃক্ষভেদ]। **-কনক** (উস ৯১) অলঙ্কারার্থ সুবর্ণ।

শৃণি (মালা ব্রজনব° ৫) অঙ্কুশ।

শৃত (হরি ৫।৫৭) [শ্রা পাকে+ক্ত] ক্ষীর জলাদিতে পক্ক। অন্যত্র—শ্রাণ, যবাগূ। ২ (চৈনা ৫।২) কাথ। ৩ (বিপূ ৫।৭।৩) তপ্ত।

শেখর (মালা কে ১) শিরোভূষণ। ২ চূড়াস্থিত মাল্য। ৩ মুকুট। [৪ সঙ্গীতদামোদরে উক্ত ধ্রুবভেদ গীতাঙ্গ]।

শেফ (ভা ৭।৫।৮৭) পুচ্ছ। [২ শী+ফন্—শিশ্ন, ৩ শয়নকর্ত্তা]।

শেফালী (হ ৭।১৩) শেফালিকা পুষ্প।

শেমুষী—বুদ্ধি।

শেবধি (ভা ৩।২৪।১৬) নিধি—স্বামী। ২ সর্বাভীষ্টপ্রদ—বি।

শেবল, শেবাল—শৈবাল।

শেষ (ভা ৫।২৫।১১) অনন্তদেব। ২ (ভা ১০।৩।২৫) অশেষ—স্বামী। ৩ (চৈচ অন্ত্য ১৬।৫৭) বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট। ৪ (হরি ৭।৪১৬) ব্যাকরণে সমগ্র প্রকরণে যে সকল বিধান কথিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত স্থল। তাহা দ্বিবিধ—প্রসিদ্ধিক্রমে প্রযুজ্যমান, যেমন চক্ষুদ্বারা গৃহীত চাক্ষুষ এবং তাহাতে জাত প্রভৃতি, যেমন রাষ্ট্রে জাত রাষ্ট্রিয় ইত্যাদি। ৫ (ভক্তি ২৫৮) সার। ৬ (ভা ১০।৩।২৫) যথেষ্ট-বিনিয়োগার্হ। ৭ (সিন্ধু ২।১।৩১৩) [শিষ্যতে নিত্য-মেকরূপতয়া তিষ্ঠতীতি] পরম-পূর্ণাবস্থ—মু। ৮ (চৈনা ৩।৪৫) পরার্থে সর্বাত্মনিক্ষেপকারী। ৯ (পরম ৩৬) অংশ। [১০ বলদেব, ১১ গজ]। **-কৌমার** (সিন্ধু ৩।৪।২৮—৩২) মধ্যদেশের ক্ষীণতা, বক্ষঃস্থলের বিস্তৃতি, মস্তকে কাকপক্ষাদি—শেষ কৌমারে প্রকটিত। ধটী, ফণপটী, বন্যবিভূষণ এবং হস্তে ক্ষুদ্রবেত্রাদি—প্রসাধন। ব্রজের নিকটে বৎসচারণ, বয়স্যগণ-সহিত বিবিধ খেলা, সূক্ষ্ম বেণু-পত্র-শৃঙ্গাদির বাদ্যপ্রভৃতি—চেষ্টা। **-কৈশোর** (সিন্ধু ২।১।৩২৭—৩৩৩) চরম কৈশোর প্রবৃত্ত হইলে অঙ্গগুলি পূর্ব হইতেও অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে, ত্রিবলি প্রভৃতির অভিব্যক্তি হয়। ইহারই নামান্তর—নবযৌবন। এই সময়ে গোপীদের ভাববিষয়ক সর্বার্থসাধনে প্রশংসাবস্তা, কাম-শাস্ত্রমতে অপূর্ব লীলোৎসবাদি—চেষ্টা। **-গ্রহণ** (হ ৮।৪৮২—৪৯৭) 'মহাপ্রসাদ'—এই বাক্য উচ্চারণ করত শ্রীভগবৎ-প্রসাদি নির্মাল্য (জল, কুসুম, চন্দনাদি) ভক্তিসহকারে শিরোধার্য করিবে। ভগবন্নিবেদিত মাল্য, চন্দন, বসন, ভূষণ ও অন্নাদি সেবন করিলে মায়া জয় করা যায়। **-ভা** (চৈচ আদি

৫।১২৪) পরার্থে সর্বাত্ম-বিনিয়োগ। ২ (গোভা ৩৩।২৭) আনুগত্য, অনুযায়িত্ব। -পাত্র (চৈচ অন্ত্য ১৬।৫৬) ভোজনাবশেষ। -পৌগণ্ড (সিন্ধু ৩।৩।৭২—৭৬) নিতম্বপর্যন্ত লম্বিত বেণী, লীলানিমিত্ত বা লীলা-ক্রমে বিন্যস্ত অলক-লতার শোভা এবং স্কন্ধদেশের উচ্চতা প্রকাশ হয়। প্রসাধন—উষ্ণীষে ঈষৎ বক্রিমা, হস্তে লীলাপদ্ম এবং কুঙ্কুমদ্বারা ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র-ধারণাদি। চেষ্টা—বাক্যভঙ্গী, নর্ম সখাগণসহ কর্ণাকর্ণি কথায় রস এবং ইঁহাদের নিকট গোপীদের সৌন্দর্য-প্রশংসাদি। -ভূত (পরম ১৮) শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে পরার্থ-প্রতিপাদক। [শেষত্বং নাম পারার্থ্যম্]। -সংজ্ঞ (ভা ১০।৩। ২৫) পার্ষদ, ২ মহাপ্রলয়েও অবস্থানশীল, ৩ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক, পরিবার ও পরিচ্ছদাদি যাঁহা হইতে 'শেষ' খ্যাতি লাভ করে—সনা।

শেষা (ভা ১১।৩।৫৫) নির্মাল্য—স্বামী।

শেষান্ন (চৈচ মধ্য ১৭।৯১) উচ্ছিষ্ট।

শ্যেতা, শ্যেনী (হরি ৭।২২৯) শ্বেত-বর্ণা।

শ্যেনী (ছ ২।৫৩) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

শ্বেতগরুৎ (হংস ৬) রাজহংস।

শৈক্ষ (হরি ৭।৬৫৯) [শিক্ষা+অণ্] শিক্ষাশীল। ২ শিক্ষাগ্রন্থা-ধ্যয়নকারী ছাত্র।

শৈথিল্য (ভা ৫।৭।১২) অনুদ্যম।

শৈনেয় (ঐ ১।৭) সাত্যকি।

শৈল—গন্ধদ্রব্যভেদ, ২ তার্ক্ষ্যশৈল, ৩ শিলাজতু, ৪ পর্বত। -কক্ষ (উস ১২৫) পর্বতস্থিত অরণ্য। -জ (আচ ১১।১৪৭) শিলাজতু। -জা (আচ ১।১৪৪) পার্বতী। -নায়ক (হ ৫।৪১৭) শ্রীশালগ্রাম শিলা। -ভু (লনা ৮।১৪) পার্বতী, ২ পার্বত্য ভূমি। -সানু (মালা ছ ১২) পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি।

শৈলী (ভক্তি ১০) প্রণালী। ২ (চৈনা ৮।২৫) নিয়ম। ৩ (ভা ১১।২৭।১২) শিলাময়ী।

শৈলূষ (আচ ১।৪৭) নট, ২ বিল্ব-বৃক্ষ। ৩ (চৈকা ৬।৩১) ইন্দ্রজাল। [৪ ধূর্ত, ৫ তালধারক]।

শৈলূষী (হ ১৩।১৪৪) নর্তকী, ২ বেশ্যা।

শৈলেন্দ্র (ভা ১০।৪৪।৮) মেরু, ২ হিমালয়, ৩ বিন্ধ্য—সনা।

শৈলেয় (হরি ৭।১০৬২) শিলাসদৃশ। ২ গন্ধদ্রব্যভেদ, ৩ পর্বতজাত দ্রব্য।

শৈবলিনী (আচ ১১।২৮৬) নদী।

শৈবালবল্লী (লনা ৪।২২) শেওলা।

শৈব্য (ভা ১০।৫৩।৫) শুকের পাখার ন্যায় বর্ণযুক্ত ঘোটক—সনা। ২ (হ ১৬।৩৬৯) শ্রীবিষ্ণুর রথবাহী অশ্ব। ৩ (অকৌ ১০।২) শিবি-পুত্র।

শৈব্যা (লনা ৪।৭) শ্রীকৃষ্ণমহিষী মিত্রবিন্দা। ২ (বিনা ৭।৬) চন্দ্রাবলীর সখী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। ৩ (ভা ৯।২৩।৩৫) জ্যামঘের পত্নী। ৪ (ভা ১০।৭১।৫৩) সর্বসুলক্ষণা—স্ত্রী।

শৈশির (হরি ৭।৪৬৫) শিশির ঋতুতে জাত। [২ শ্যাম চটক]।

শৈষী (গোলী ৯।৯৭) শেষ-সম্বন্ধীয়া।

শোক (বৃভা ২।১।১৭৭) শোচন, ২ বিচ্ছেদাধি। ৩ (সিন্ধু ২।৫।৬০) ইষ্টবিয়োগাদি-জনিত চিত্তের অতিশয় ক্লেশ। ইহাতে বিলাপ, ভূপাত, নিঃশ্বাস, মুখশোষ ও ভ্রমাদি প্রকাশ পায়। ৪ (গোভা ২।২।১৯) বৌদ্ধ-মতে পুত্রাদির স্নেহবশতঃ মৃত্যুকালীন মানসিক সন্তাপ। ৫ (ভা ৬।৬। ১১) দ্রোণ বসুর ঔরসে ও অভিমতির গর্ভে জাত সন্তান।

শোকা (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা। 'অসদ্‌গণের শাস্তি-কর্ত্তা'—এই বাক্যে উক্ত শ্রীকৃষ্ণে শোকহেতুতা-প্রতিপাদক শক্তি-বিশেষ।

শোকাপনুদ (হরি ৫।২২১) সুখপ্রদ।

শোচিঃ (ভা ৪।১।২১) দীপ্তি, কিরণ।

শোচ্য [শুচ্+ণ্যৎ] ক্ষুদ্র, ২ অবর, ৩ অনুকম্পনীয়। -কুল (চৈভা আদি ২।৪৯) নীচ বংশ। -দেশ (চৈভা আদি ২।৪৪) কৃষ্ণসারমৃগ-বর্জিত, শ্রীগঙ্গা-হরিনামশূন্য ও পাণ্ডব-বর্জিত দেশ [ভা ১১।২১।৮, মনু সং° ২।২৩]।

শোণ (চন্দ্রা ১৩৫) রক্তবর্ণ। ২ (ভা ৫।১৯।১৭) মগধদেশ হইয়া পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতে হইতে গঙ্গায় মিলিত নদ। [৩ সিন্দুর, ৪ রুধির, ৫ অগ্নি, ৬ মঙ্গলগ্রহ]।

শোণিত (আচ ১১।১৭) রক্ত, ২ রক্তীকৃত। [৩ কুঙ্কুম, ৪ রুধির]। -পুর (তর ১০।৬২।৩৫) দৈত্যপতি বাণরাজার পুর। কেদার গঙ্গাতটে কুমায়ুনে অবস্থিত প্রাচীন নগর।

শোধন (মালা ছ ১২) মার্জন। [২ শৌচ, ৩ বিষ্ঠা, ৪ বিরেচন, ৫ দোষনিবারণ, ৬ ঋণশোধ]।

শোভন (কৃগ পরি ১০২) শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় দীপধারী। ২ (উ ১৫।

২২৭) মঙ্গল। ৩ উত্তম। [৪ পদ্ম. ৫ জ্যোতিষে উক্ত পঞ্চম যোগ]। -বতী (আচ ২০৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগিণী-বিশেষ।

শোভনা (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা। [২ হরিদ্রা, ৩ গোরোচনা]।

শোভা (রূগ পরি ৮৩) শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকা। ২ (গৌ ৪।২২) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। ৩ (ছ ২। ১৬১) [সংস্কৃত] বিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৪ (উ ১১।১৩) স্বীয়রূপ, তারুণ্য ও সম্ভোগাদিবশতঃ অঙ্গের বিভূষণ। ৫ (সিন্ধু ২।১।২৫৩) অন্তঃকরণের যে বৃত্তিতে নীচ ব্যক্তির প্রতি দয়া, অধিকগুণের প্রতি স্পর্দ্ধা, শৌর্য, উৎসাহ, দক্ষতা ও সত্য প্রকাশ পায়, তাহাই 'শোভা'। ৬ (সিন্ধু ১।৪।২১) কান্তি, ইচ্ছা। ৭ (ভচ ২১৮) মাতৃকান্যাসে অঃ-বর্ণের শক্তি। ৮ (নাচ ৩০৩) নায়কনায়িকার পরস্পরের স্বভাব-প্রকটনের নাম নাট্যশাস্ত্রে 'শোভা'। সাহিত্য-দর্পণে (৬।১৭৩) কিন্তু প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত অপ্রসিদ্ধার্থের সূচক অথচ শ্লিষ্টরূপ বিচিত্রার্থবোধক বাক্য-বিন্যাসই 'শোভা'। ৯ হরিদ্রা, ১০ গোরোচনা।

শোভারিকা (কৃষ্ণা ২।১১৬) মিষ্টান্ন-বিশেষ।

শোভাল (আচ ১১।১৩৬) শোভা-গ্রাহী।

শোষ (গোচ উত্তর ৬।২৮) শুষ্ক। [২ যক্ষ্মারোগ]।

শৌকরী-পুরী (মথুরা ১৪৭) শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব-স্থান। °বটেশ্বর (রত্না ৫।১২৫) মথুরা মণ্ডলের সীমান্তদেশে আদিশূকরের স্থান। এস্থানে 'বটেশ্বর' শিব আছেন। এই শৌকরী পুরীতে আদিবরাহদেব প্রলয়জলনিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হয়েন। উহার বর্ত্তমান নাম—'শূকরতল'। ইহাকে 'বরাহ-দর্শনহ্রদ'ও বলে।

শৌক্র জন্ম (ভক্তি ৫১) বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে উৎপত্তি।

শৌক্রায়নি (ভা ১২।৭।২) অথর্ব-বেত্তা বেদদর্শের শিষ্য।

শৌচ (গোভা ৩।৩।৩৯) পাবনত্ব, ২ শুদ্ধত্ব, ৩ ভাবশুদ্ধি, ৪ স্বাশ্রিত ভক্ত-গণের প্রতি প্রত্যুপকারাশা-রহিত অথবা তারতম্য তিরস্কার-পূর্বক ভক্তিমাত্রেই প্রসাদনীয়তা। ৫ (ভা ১০।২৩।৪২) বিশুদ্ধচিত্ততা। ৬ (ভা ১১।৩।২৫) মৃজ্জলাদিদ্বারা বাহ্য ও অদম্ভমানাদিদ্বারা আন্তর শুদ্ধি। ৭ (ভা ১০।৪১।১৩) পাদরজঃক্ষালন জল। ৮ (ভা ১১।১৯।৩৫) কর্ম-সমূহে অনাসক্তি। ৯ (রত্না ৩।৮৬) সরোবর; 'শ্রীনরেন্দ্র শৌচ দেখি ধারা দুনয়নে'। ১০ পুরীরাজার মহা-পাত্রের নাম—'শ্রীনরেন্দ্ররাজা, শৌচ মহাপাত্র তার। এ দু'য়ের নামে—সরোবর এ প্রচার'॥ -বিধি (হ ৩।১৭২—১৮৪) বল্মীককৃত, মূষিকোদ্ধৃত, জল-মধ্যস্থ, শৌচাবশিষ্ট, গৃহ-ভিত্তিস্থ, কীটকর্তৃক উপহত এবং লাঙ্গলোদ্ধৃত মৃত্তিকা শৌচকার্যে ব্যবহার করিবে না। শিশ্নে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামহস্তে দশবার এবং দুই হস্তে সাত বার মৃত্তিকা মর্দন করিবে। যাবৎকাল গন্ধ না যায়, তাবৎকালই মৃত্তিকা লেপন করিবে। ব্রহ্মচারী গৃহী হইতে দ্বিগুণ, বানপ্রস্থ তিনগুণ এবং সন্ন্যাসী চারি গুণ শৌচাচরণ করিবে। রাত্রিকালে দিবাভাগের শৌচ বিধির অর্দ্ধেক করা চলে। রোগী এবং নারীর জন্যও অর্দ্ধ-ব্যবস্থা। -বিরোধী গুণ (প্রীতি ১৩২) কুবলয়াপীড়-নামক হস্তিবধের পর শ্রীকৃষ্ণ তাহার দন্ত, রক্ত ও মদবিন্দুতে চিত্রিত হইলেও—অপবিত্র বস্তুধারণ করিলেও তাঁহার তদবস্থা দর্শকদের মনে ঘৃণা জন্মাইয়া বরং বিস্ময় ও আনন্দেরই সঞ্চার করাইয়াছিল—সুতরাং লোকানুরাগের হেতুরূপে তাহাকে গুণই বলিতে হয়।

শৌটীর [শৌট্‌ গর্বে+ঈরন্] ত্যাগী, ২ বীর, ৩ গর্বান্বিত।

শৌটীর্য (চৈকা ১১।৫) বীরত্ব, ২ বিক্রম। ৩ (লনা ৫।১৭) গর্ব।

শৌণ্ড (মালা প্রেমেন্দু ৬) মত্ত। ২ (প্রীতি ১৪২) প্রগল্‌ভ। ৩ (বিন্দু ৩২) দক্ষ।

শৌণ্ডিক (গোচ উত্তর ১১।৩৩) সুরাজীবী। ২ জাতিভেদ।

শৌণ্ডিমা (আচ ১৫।২৪৩) মত্ততা।

শৌণ্ডীর (ভা ৩।১৮।২১) শৌর্য, ২ মদ—স্বামী।

শৌণ্ডীর্য (হব ৩৫।২২) মাহাত্ম্য।

শৌন (ভা ১০।৩৮।৪১) পশুঘাতী—স্বামী।

শৌনক (ভা ৯।১৭।৩) চন্দ্রবংশ্য শুনকের পুত্র—ইনি বহ্‌বৃচ ছিলেন। ২ (ভা ১।১।৪) নৈমিষারণ্যবাসী-কুলপতি ঋষি। ৩ (গোভা ১।৩।

৩৫) কপি-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবাদী ঋষি (ছান্দোগ্য ৪।১।৩]।

শৌণ্ডিক—ইন্দ্রজালিক।

শৌরসেনী (নাচ ৪৩৬) নায়িকাগণ-কর্তৃক নাট্যমঞ্চে ব্যবহৃত ভাষাবিশেষ। ইঁহারা যখন গাথায় [গীতবন্ধে] বক্তব্য প্রকাশ করেন, তখন কবিগণ মহারাষ্ট্রী ভাষাই প্রয়োগ করিবেন। ২ (কৃগ ২৪৫) সুচিত্রার যূথে তৃতীয়া সখী।

শৌরি (হরি ১।২৯) শ, ষ, স—এই তিন বর্ণ। অন্য ব্যাকরণে শর্-প্রত্যাহার। ২ (ভা ৩।১।২৭) বসুদেব। ৩ (সুধা ৫০) শূরবংশে আবির্ভূত। ৪ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঋ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৫ (বিপূ ২।৭।৯) শনৈশ্চর।

শৌর্য (ভা ১১।১৯।৩৪) বাসনা-জয়—স্বামী। ২ স্বীয় পাণ্ডিত্যাদি-প্রখ্যাপন; স্বাভাবিক কাম, ক্রোধ ও রাজস তামস ভাবের প্রতিবন্ধ—বি। ৩ (গোভা ৩।৩।৩৯) যুদ্ধোৎসাহ। [৪ বীর্য, ৫ শক্তি, ৬ আরভটী]।

শৌল্কিক (হরি ৭।৬৪৬) [শুল্কস্য মূল্যস্য ধর্ম্যমাচারঃ] শুল্কাধ্যক্ষ। ২ (হরি ৭।৫৩০) শুল্ক হইতে আগত।

শৌব (হরি ৭।৩৫) [শ্বন্+অণ্] কুক্কুরের সঙ্কোচ, ২ কুক্কুরের বিকার—মাংসাদি।

শৌবনিক (হরি ৭।৪) [শুনি নিযুক্তঃ শ্বন্+টিকন্] কুক্কুরের তত্ত্বাবধারক।

শৌবসিক (হরি ৭।৪) [শ্বস্+টিকন্] আগামী কল্য সম্পাদ্য, ২ মাঙ্গলিক।

শৌবস্তিক (হরি ৭।৪৩১) আগামী কল্য ভাবি।

শৌবাপদ (হরি ৭।৬) [শ্বাপদস্যেদমিতি অণ্] হিংস্রজন্তু-বিষয়ক।

শৌষ্কলম্মন্যতা (গোচ পূর্ব ১৯।৫৬) শুষ্ক মাংসাশীর ন্যায় নিন্দিত মনে করা।

শ্চ্যোত (ভা ৩।১৬।৮) ক্ষরণ, দ্রব।

শ্মশান (হরি ৬।১৫৭) মৃতব্যক্তিদের শয়ন-স্থান।

শ্মশ্রু—পুরুষ-মুখস্থ লোমাবলি।

শ্যাম (শ্যা ৩) [শ্যায়তে গচ্ছতি মনোঽস্মিন্নিতি] শৃঙ্গার। ২ (পদ্য ২৫৭) রাগবিশেষ—'বসুদেবং সমভ্যর্চ্য প্রাহ্নে সুরধুনীতটে। শ্যামগানঃ স্বরশ্যামরাগো রভসমুদ্ধতঃ'॥ ৩ (আচ ১৫।২৭১) মেঘ। ৪ (ভা ১১।৫।২৫) অতসী-কুসুম-সঙ্কাশ—স্বামী। ৪ (স্তব ৮।১৫) হরিদ্বর্ণ। [৫ কোকিল, ৬ শ্যামাক। ৭ মরিচ, ৮ দমনকবৃক্ষ, ৯ গন্ধতৃণ]।

শ্যামক (ভা ৯।২৪।৪২) সোমবংশ্য শূরের পুত্র। [২ রোহিষতৃণ, ৩ শ্যামাক ধান্য]। °**মোহন** (বিন্দু ১৩৪) শ্রীরাধা নিজবক্ষঃস্থিত কর্পূর-কুঙ্কুম-চন্দন-সহযোগে স্বীয় নূপুর ঘর্ষণপূর্বক শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর ললাটে যে বিন্দু অঙ্কিত করেন, শ্রীললিতার অনুরোধে উহা 'শ্যামমোহন' নামে কথিত হয়। -**রস** (বৃ ৩।১০৪) শৃঙ্গার। -**রাম** (হরি ৬।২) কর্মধারয় সমাস।

শ্যামল—পিপ্পল, ২ কৃষ্ণবর্ণ। -**রস** (চরিত ২৭৮) উজ্জ্বল।

শ্যামলা (লনা ৪।৭) মাদ্রী। ২ (বিজয় ৩৫।৬৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা। ৩ (কৃগ পরি ১৪১, ১৮৯) যূথেশ্বরী, শ্রীরাধার সুহৃৎপক্ষ সখী। [৪ কস্তূরী, ৫ অশ্বগন্ধা]।

শ্যামশ্যাম (হরি ৬।৩৬৬) শ্যামসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট। ২ (লনা ৭।১৭) অতিগাঢ় শ্যামবর্ণ।

শ্যামা (ভা ৫।২।২৩) মেরুর কন্যা ও হিরণ্ময়ের স্ত্রী। ২ (মাগ ৯।৬৫) কৃষ্ণবর্ণা, ৩ যমুনা, ৪ শৃঙ্গার-রসোচিতা। ৫ সখী শ্যামলা। ৬ (মালা উৎ ১৭) ষোড়শবার্ষিকী। ৭ (গোচ পূর্ব ২৭।৩) অপ্রসূতাঙ্গনা। ৮ (সিন্ধু ১।১।১) রাত্রি। ৯ (ভা ১০।৫৩।৫১) অজাতরজস্কা—স্বামী। ১০ (চৈত ১০।৫৩।৫১) নায়িকা-বিশেষ—'পদ্মগন্ধি বপুর্যস্যাঃ স্তনৌ যস্যাঃ সদোন্নতৌ। গ্রীষ্মকালে শিশিরতা শীতকালে কদুষ্ণতা॥ অকালে বঞ্জুলো যস্যাঃ পাদাঘাতেন পুষ্পতি। মুখাসবৈশ্চ বকুলঃ সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা'॥ ১১ (প্রকাশ ৩।৯) দ্বারকানাথ বাসুদেব শ্রীরাধা-কৃষ্ণদর্শন-লালসায় ত্রিপুরা-সাহায্যে দিব্যবৃন্দাবনে যান এবং শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায় শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করত গোপীদেহ-লাভে 'শ্যামা' নাম ধারণ করেন। মধুপ্রিয়া সখী তাঁহাকে শ্রীরাধার নিকট লইয়া গেলে তিনি পরস্পর আলিঙ্গিত যুগলকিশোরের স্বরূপ দেখেন। [শ্রীকৃষ্ণ-যামলে ১১৯ পটলে]।

শ্যামাক (কৃ জ ১৪) ধান্যবিশেষ।

শ্যামাঞ্জন (হ ১৯।৪৯৭) সৌবীরাঞ্জন।

শ্যামাত্মা (রতি ৫।৮৬) শ্যামবর্ণ পুরুষ, ২ শ্রীকৃষ্ণ, ৩ কুটিলচিত্ত।

শ্যামানন্দ (শ্যা ১, ৩,) [শ্যামাম্-আনন্দয়তীতি] শ্রীল হৃদয়ানন্দের শিষ্যবর্য শ্রীমৎ দুঃখী কৃষ্ণদাস বারবৎসর

যাবৎ তীব্র আরাধনা করিয়া শ্যামাকে (শ্রীরাধাকে) প্রসন্ন করেন। কথিত আছে—শ্রীবৃন্দাবনে ঝাড়ুমণ্ডলে কুঞ্জসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি শ্রীরাধার চরণচ্যুত নূপুর প্রাপ্তি করেন। শ্রীরাধা তাঁহার সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নূপুর-সদৃশ তিলক দান করেন এবং তদবধি তাঁহার নাম হয়—'শ্যামানন্দ'। শ্যাম-রসে স্বয়ং আনন্দিত হইয়া ত্রিভুবন-বাসী ভক্তগণের আনন্দদায়ক বলিয়াও তিনি—শ্যামানন্দ।

শ্যামাভ (প্রকাশ ৩।৩) যাঁহাতে নিত্য সর্ববর্ণ লয়প্রাপ্ত হয় এবং যাঁহা হইতে নিত্য উৎপন্নও হয় অর্থাৎ সর্ববর্ণের সমাহার-ক্ষেত্রই 'শ্যাম' [শ্যৈ গতৌ+মক]।

শ্যামারাগ (উ ১৪।১৩৩) নীলীরাগ হইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশশীল, ভীরুতা-রূপ ওষধিসেকযুক্ত এবং চিরকালে সাধ্য রাগকে 'শ্যামা' বলে। উদাহরণ —ভদ্রা।

শ্যামিকা (আরা ৫২) শ্যামবর্ণ। ২ (বৃ ৪।১৯) শ্রীরাধা। [৩ স্বর্ণাদির মালিন্য]।

শ্যাব (ব্রজ ৩।৪৪) কৃষ্ণপীত-মিশ্রিত বর্ণ। ২ (হরি ৬।৩৪৪) স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ।

শ্যৈনম্পাতা—মৃগয়া।

শ্রৎ—শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধধান (ভা ৩।৩২।৪১) শ্রীগুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাসী—স্ত্রী।

শ্রদ্ধা (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে লু-বর্ণের শক্তি। ২ (ভা ৩।২৪।২২) কর্দম ও দেবহূতির কন্যা এবং অঙ্গিরা মুনির পত্নী। ৩ (ভা ৪।১।৫০) দক্ষের কন্যা ও ধর্মপ্রজাপতির পত্নী। ৪ (ভা ৯।১।১১—১২) শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত মনুর পত্নী। ৫ (সস ভগ ৯৮) অধ্যাত্মশাস্ত্রে যাথার্থ্য-প্রতীতি। ৬ (বৃভা ২।১।১২৬) আস্তিক্য, ৭ প্রীতি। ৮ (চৈচ মধ্য ২২।৬২) সুদৃঢ় নিশ্চয় বিশ্বাস। ৯ (ভক্তি ১৭২) আদর। ১০ (চৈত ৪।২২।২২) উৎকণ্ঠা। ১১ (গোভা ৩।১।৫) জল [বৈদিক]। ১২ (পদ্যা ২৬) যত্ন। ১৩ (হলী ২।১) চিত্ত-প্রসাদ। ১৪ (সিন্ধু ১।২।১৯১) ভগবদ্‌ভজনে শ্রদ্ধামাত্রের অধিকারিত্ব-হেতুতা নির্দিষ্ট হইলেও ভজন-বলে প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণে অনুভব-সমন্বিত বিশ্বাসকেই অঙ্গরূপে ধরা হইয়াছে, সুতরাং 'শ্রদ্ধা' ও 'বিশ্বাস' এক পর্যায়-ভুক্ত হইলেও শ্রদ্ধা—পূর্বাবস্থা এবং বিশ্বাস—পরবর্তী অবস্থা—স্ত্রী। -বিত্ত (গোভা ৩।৪।২৫) সুদৃঢ় শাস্ত্র-বিশ্বাস।

শ্রদ্ধিত (গোপা ৪) অভিলাষ-বিশিষ্ট। ২ শ্রদ্ধাযুক্ত।

শ্রন্থনা (হরি ৫।৪৫১) [শ্রন্থি শৈথিল্যে যুচ+আপ] শৈথিল্য, ২ গ্রন্থন, ৩ মোচন।

শ্রপণ (হ ৪।৮৯) প্লাবন, নিমজ্জিত করা। ২ (গোলী ৩।৬০) আবর্তন, আলোড়ন। ৩ (লনা ৫।১৮) পচন, পাক।

শ্রপিত (সক স্ত্রী ১৯৫) পক্ব। ঘৃতাদি ভিন্ন পক্ব মাংসাদি।

শ্রম (ভা ৯।২৪।৫০) বসুদেব-পত্নী শান্তিদেবার গর্ভজ সন্তান। ২ (সিন্ধু ২।৪।৩১) ব্যভিচারিভাব। পথ, নৃত্য, রমণাদি-জনিত খেদ। ইহাতে নিদ্রা, স্বেদ, অঙ্গসংমর্দ, জৃম্ভা, দীর্ঘ-শ্বাসাদি প্রকাশ পায়। [৩ তপঃ, ৪ আয়াস, ৫ শস্ত্রাভ্যাস]।

শ্রমণ (চৈত ১০।৮৭।২১) শ্রম, ২ (সুধা ১০৪) স্বর্গাদিভোগ ও ভক্ত-গৃহে জন্মাদি দ্বারা পূর্ব সংস্কার অক্ষীণ হইলে শীঘ্রই জীবদিগকে যোগা-ভ্যাসের উপদেষ্টা। ৩ (অর্কো ৩।৫) অবধূত। ৪ (ভা ৫।৩।২১) তপস্বী, বানপ্রস্থ। ৫ (ভা ১২।৩।১৬) আত্মাভ্যাসবান্—স্বামী। ৬ (মুক্তা ৩।১৮) ঊর্দ্ধরেতাঃ।

শ্রমসাহ (গৌকৃ ৮।৫) শ্রান্তি-সহায়ক, ২ খেদসহ।

শ্রয়ণ (বৃ ১৪।৪৮) আশ্রয়, ২ সেবন।

শ্রয়ণীয় (আচ ১৭।৬৩) দর্বীচালনাদি-দ্বারা সেবনীয়।

শ্রব (আচ ১৩।১০৫) শ্রবণ। [২ কর্ণ, ৩ খ্যাতি]।

শ্রবঃ (হ ১১।৫১১) কীর্তি। ২ (ভা ৫।১১।১০) শব্দ। ৩ (লনা ৫।৫) কর্ণ।

শ্রবণ[১] (ভা ১০।৫৯।১২) মুরের পুত্র, নরকাসুরের অনুচর। ২ (সিন্ধু ১।২।১৭০) নাম, চরিত্র ও গুণাদির কর্ণস্পর্শ—চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের এক-তম। ৩ (রত্ন ১।৮) শ্রুতিবাক্যোত্থ জ্ঞান। ৪ (হলী ২।১) ক্রমানুসারে পদবাক্যের শক্তি-তাৎপর্য-জ্ঞান। ৫ (উ ১৫।৯) পূর্বরাগে বন্দী, দূতী ও সখীর মুখে এবং গীতাদি হইতে শ্রবণ হয়। ৬ (ভক্তি ২৪৮—২৬১) শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময় শব্দসমূহের কর্ণপথে প্রবেশ। প্রিয়শ্রবাঃ হরি নিজের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা শুনিতে যেমন প্রীত হন, তদ্রূপ ভক্ত এবং প্রিয়তম ইষ্ট-

দেবের নাম গুণাদিতেও প্রীতি পান। এই নির্গুণা শ্রবণভক্তি হ্লাদিনী শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া গুণাক্রান্ত চিত্তে ইহার যাজন হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণ-শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। তাহার জন্য প্রথমতঃ নাম-শ্রবণ, তৎপর রূপ-শ্রবণই বিধেয়; তৎপর গুণ-স্ফুরণ, তারপরে লীলা-স্ফুরণই হইয়া থাকে। শ্রবণ-রূপা সাধন-ভক্তিতে বিষয়ী, মুমুক্ষু, মুক্ত সকলেরই অধিকার আছে। শ্রবণ—মহন্মুখরিত হইলে মহামাহাত্ম্যজনক হয়, জাত-রুচি ব্যক্তিগণেরও পরম সুখপ্রদ হয়। ইহা দ্বিবিধ—মহদাবির্ভাবিত—শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতাদি এবং মহৎকীর্ত্যমান—শ্রীশুকদেব বা শ্রীনারদাদিদ্বারা কীর্ত্তিত। মহন্মুখরিত শ্রীহরি-কথাশ্রবণই সাধন ও সাধ্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রবণই সর্বশ্রেষ্ঠ। সবাসন মহাপুরুষের মুখ হইতে নিজা-ভীষ্ট নামাদি-শ্রবণ বারংবার কর্ত্তব্য—শ্রীকৃষ্ণ-গৌরের পূর্ণভগবত্ত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণগৌরাদি নাম-শ্রবণ পরম ভাগ্যেই হয়। শ্রীশুকদেবাদি-মহৎ-কীর্ত্তিত নামাদিই কীর্ত্তনীয়। শ্রবণ-ভিন্ন কীর্ত্তনাদির জ্ঞান হয় না বলিয়া শ্রবণই সর্বাগ্রে কর্ত্তব্য। মহৎকৃত কীর্ত্তনের শ্রবণভাগ্য না হইলে নিজেই পৃথক কীর্ত্তন করিবে, বক্তা থাকিলে শুনা, শ্রোতা থাকিলে বলা এবং অন্যসময়ে স্বয়ং গানই কর্ত্তব্য।

শ্রবণ[২] (হ ১৫।৭০) অন্ধমুনির পুত্র. শব্দবেধী রাজা দশরথ দূর হইতে হস্তী মনে করিয়া শ্রবণকে বিদ্ধ করিলেন। শ্রবণের অনুরোধে দশরথ অন্ধ পিতামাতার নিকট মৌনী হইয়া জলসহ গমন করিলে পিতা করুণ-বাক্যে প্রশ্ন করিলেন—'শ্রবণ! এত দেরী করিলে কেন? উত্তর দিতেছনা কেন? ইত্যাদি'। তচ্ছ্রবণে রাজা নিজেকে তাঁহাদের পুত্রহন্তা রাজা দশরথ বলিয়া পরিচয় দিলে অন্ধ পিতা মাতা প্রথমতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। °কান্ত (চৈনা ৭।৭) কর্ণ-রসায়ন। -**গুরু** (ভক্তি ২০২) পরব্রহ্মে ও শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত নীরাগ বক্তা। ইনি সর্বথা উপশমাশ্রয় অর্থাৎ স্পৃহাশূন্য হইবেন। ইঁহারই উপদেশে জীবের যাবতীয় সংশয় দূরীকৃত হয়। এতাদৃশ শ্রবণগুরু হইতে শ্রবণাদিপূর্বক শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা [বিজ্ঞান] লাভ করত ভজনে প্রবৃত্ত সাধকের মহাকল্যাণ লাভ হয়। সরাগ বক্তার উপদেশে প্রাণ স্পর্শ হয় না, নীরাগ ব্যক্তির উপদেশে চিত্ত-প্রসাদ-পূর্বক ভজনের উন্নতি হয়। এতাদৃশ শ্রবণগুরুর অভাবে কেহ কেহ সংশয়-নিরসনের জন্য বহু শ্রবণ-গুরুর আশ্রয় করেন। শ্রবণগুরু বহু হইলেও কিন্তু দীক্ষাগুরু এক-জনই হইবেন। শ্রবণগুরুগণের মধ্যে যাঁহার আশ্রয়ে ভজন-বিষয়ক শিক্ষালাভ হয়, তিনিই শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু স্বয়ং শিক্ষাগুরুও হইতে পারেন। শ্রবণগুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরু প্রায়ই একব্যক্তি হইতে বাধা নাই।

শ্রবণাদ্বাদশী (হ ১৫।৫৪৮—৫৯০) বিজয়া মহাদ্বাদশীর নামান্তর।

শ্রবন্তী (গোলী ৮।২১) নদী।

শ্রবিষ্ঠা (হরি ৭।৪৭৮) ধনিষ্ঠানক্ষত্র।

শ্রব্য কাব্য (প্রীতি ১১১) যে কাব্য কেবল শ্রবণেরই উপযোগী, অভিনেয় নহে, তাহাই শ্রব্য কাব্য; যেমন শ্রীমাধবমহোৎসব মহাকাব্য।

শ্রাণা (হরি ৭।৬৬৪) যবাগূ।

শ্রাদ্ধ (হব ৩।৭।১০) [শ্রদ্ধা প্রয়োজন-মস্যেতি অণ্] পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধা-হেতুক দেয় দ্রব্য। ২ শ্রদ্ধাবান্। -**দেব** (ভা ৬।৬।৪০) বিবস্বানের পত্নী সংজ্ঞার গর্ভজাত মনু। ২ (ভা ৩।১।২২) সরস্বতীর তীরস্থিত তীর্থ-বিশেষ। ৩ যম। -**দেবতা**—পিতৃলোক। -**পাত্র** (চৈচ অন্ত্য ৩।২২০) শ্রদ্ধার পাত্র, ২ শ্রাদ্ধা-ধিকারী, ৩ শ্রাদ্ধদ্রব্যের পাত্র। -**ময়ূখ** (সি ৫।৪ টী) নীলকান্ত-রচিত ভগবদ্ভাস্করের চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রাদ্ধিক, শ্রাদ্ধীন (হরি ৭।৯২২) [শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে ইতি ঠন্, খিন্] শ্রাদ্ধভোক্তা।

শ্রান্ত (আ ৫৯) শ্রমযুক্ত, ২ শান্ত, ৩ জিতেন্দ্রিয়।

শ্রায় (হরি ৫।৩৮৬) [শ্রিঞ্+ঘঞ্] সেবা।

শ্রাবস্ত (ভা ৯।৬।২১) ধ্রুবনাশ্বের পুত্র। ইনি শ্রাবস্তীপুরী নির্মাণ করেন।

শ্রাবিত (ভা ৩।২২।৮) বিজ্ঞাপিত।

শ্রাবিষ্ঠ (হরি ৭।৪৭৮) ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাত।

শ্রিত (ভা ৪।৭।৩৭) স্বীকৃত—স্বামী।

শ্রিতি (নিবি ৯) সেবা।

শ্রিয়ঃ পতি (ভা ১০।৬।২৬) পর-ব্যোমস্থ মহানারায়ণ। ২ (ভা ১০।৩।৫০) রামচন্দ্র। ৩ (ভা ১০।৫৮।৪৪) শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রিয়োকাঃ (ভা ১০।৮৩।১২) লক্ষ্মী-নিবাস—স্বামী।

শ্রী (গৌগ ৮৬) শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভার্যা—যোগমায়ার প্রকাশ। ২ (ভা ৪।১।৩৫) ভৃগু ও তৎপত্নী খ্যাতির কন্যা, শ্রীনারায়ণের পত্নী। ৩ (ভা ৯।১০।১৭) কোষ। ৪ (গীতা ১৮। ৭৮) রাজলক্ষ্মী। ৫ (গীতা ১০।৩৪) কান্তি। ৬ (বৃ ১১।৪৮) বিল্ববৃক্ষ। ৭ (বৃভা ২।৫।১৯০) রুক্মিণী। ৮ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ই-বর্ণের শক্তি। ৯ (দশ ২৬) সরস্বতী, ১০ ধী, ১১ ত্রিবর্গ, ১২ সম্পত্তি, ১৩ উপকরণ, ১৪ বেশরচনা। ১৫ (চন্দ্রা ১৩৭) সর্ব-লক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীরাধা। [শ্রয়তে সর্বাতিশায়িনী রূপ-নব-যৌবন-বয়ো--মাধুর্য--লাবণ্য--লীলা--বিলাস-বৈদগ্ধ্যাদিসম্পত্তির্যাং সা—ইতি কর্ণা° ২৫, শ্রীকৃষ্ণবল্লভা]। ১৬ (সস তত্ত্ব ৮) ভগবদব্যভিচারিণী স্বরূপশক্তি। ১৭ (ভক্তি ১০) শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের বামভাগে স্বর্ণরেখাকৃতি মূর্তি। (ভক্তি ২২) জগৎপালন-শক্তি। ১৮ (ছ ২।১) একাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ১৯ (ছ ২।৫৫) প্রতিপাদে একাদশাক্ষর ছন্দোভেদ। ২০ (ভা ১০।২৫।৬) চন্দন-চর্চা—বি। ২১ (হ ২।৬৩) চন্দ্রের দ্বাদশ কলা। ২২ (চৈত ১।১।২) বিষ্ণু-ভক্তি। [২৩ রাগভেদ, ২৪ পূজ্য-গণের নামোচ্চারণের পূর্বে অবশ্য-যোজনীয় শব্দ—'দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাম্। সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্বং সমুদীরয়েৎ' ইতি সংস্কারতত্ত্বে]। **-কান্ত** (রত্না ৫।২৯৭) তালবিশেষ।

শ্রী-কৃষ্ণ (মালা প্রেমেন্দু ২) বিজ্ঞানানন্দ মূর্তি। **-গুণ** (সিন্ধু ২।১।২৩—৪৪) আলম্বন নেতা শ্রীকৃষ্ণ (১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্বসল্লক্ষণান্বিত; (৩) রুচির, (৪) তেজস্বী, (৫) বলীয়ান্। (৬) বয়সান্বিত, (৭) বিবিধাদ্ভুতভাষাবেত্তা, (৮) সত্যবাক্য, (৯) প্রিয়ম্বদ, (১০) বাবদূক, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভান্বিত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্র-চক্ষু, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মান্যমানকৃৎ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) হ্রীমান্, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তসুহৃৎ, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্বশুভঙ্কর, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্তিমান্, (৪৪) রক্তলোক, (৪৫) সাধুসমাশ্রয়, (৪৬) নারীগণ-মনোহারী, (৪৭) সর্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) বরীয়ান্, (৫০) ঈশ্বর, (৫১) সর্বজ্ঞ, (৫২) নিত্যনূতন, (৫৩) সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ, (৫৪) সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত, (৫৫) সর্বসিদ্ধি-নিষেবিত, (৫৬) অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, (৫৭) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ, (৫৮) অবতারাবলিবীজ, (৫৯) হতারি-গতি-দায়ক, (৬০) আত্মারামগণাকর্ষী, (৬১) সকলেরই চমৎকারজনক লীলারূপ-তরঙ্গাবলির সমুদ্র, (৬২) অতুলনীয়-মাধুর্যবিশিষ্ট-মহাভাব পর্যন্ত প্রেমদ্বারা যাবতীয় ভক্তসমূহের মণ্ডনকারী, (৬৩) মুরলীর অব্যক্ত মধুর নিনাদে ত্রিজগতের মনঃআকর্ষক; (৬৪) অনন্যসাধারণ-রূপমাধুর্যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়-পাদক। **-চৈতন্য** (চৈচ আদি ৩।৩৪) যিনি বিশ্ববাসীকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানাইয়া তাহাদের চেতনতা অর্থাৎ উন্মুখতাবিধানে কৃতার্থতাদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। পরতত্ত্বসীমা, নবদ্বীপ-পুরন্দর এবং গম্ভীরার গুপ্তনিধি। **-দূতী** (কৃগ ৮৭) পৌর্ণমাসী, বীরা, বৃন্দা, বংশী, নান্দীমুখী, বৃন্দারিকা, মেলা, মুরলী প্রভৃতি। ইঁহারা বিবিধ-সন্ধান-কুশলা যুগলের মিলন-কারিণী, কুঞ্জাদি-সংস্কারে অভিজ্ঞা। **-দৃশ্বা** (হরি ৫।৩০৩) [শ্রীকৃষ্ণ—দৃশ+ক্বনিপ্] শ্রীকৃষ্ণদর্শনকারী। **-দেবাচার্য** (হ ৩।৪১ টী) শ্রীরাম-দেবাচার্যের পুত্র, মীমাংসাশাস্ত্র-নিপুণ, শ্রীনৃসিংহ-পরিচর্যা-নামক স্মৃতিশাস্ত্র-রচয়িতা। **-নিষ্ঠ স্বরূপ** (উ ১৪।৩৬) স্বস্রষ্টা জনেরই কেবল রত্যুৎপাদক বস্তু-বিশেষ, দৈত্যপ্রকৃতি লোকের কিন্তু ঐ স্বরূপ দুষ্প্রাপ্য। [সজ্জনমাত্র-রতিদায়কত্বই কৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপ—বি]। **-পরিবার** (কৃগ ৬) ব্রজবাসিগণই শ্রীকৃষ্ণপরিবার; ইঁহারা পশুপাল, বিপ্র ও বহিষ্ঠ-ভেদে প্রথমতঃ ত্রিবিধ। ইঁহারা আবার পূজ্য, ভ্রাতৃভগিন্যাদি, দূতী, দাস, শিল্পী, দাসী, বয়স্য ও প্রেয়সী-ভেদে আট প্রকার। তন্মধ্যে পূজ্য--পিতামহ প্রভৃতি ও ব্রাহ্মণগণ। **-প্রিয়া** (রাধা ৭৯) নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা-ভেদে দ্বিবিধা, সাধনসিদ্ধা-গণ ত্রিবিধ,—ঋষিচরী, শ্রুতিচরী ও দেবকন্যা। গোপ-কন্যারাই কেবল নিত্যা। **-ভক্ত** (সিন্ধু ২।

১।২৭৩) রত্যাদি মহাভাবান্ত যাবতীয় শ্রীকৃষ্ণ-ভাবদ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণ বাসিত, তাঁহারাই 'কৃষ্ণ-ভক্ত'। তদীয় সজাতীয় মহাভক্ত-বিশেষই শ্রীকৃষ্ণের আলম্বন, অন্যান্য ভক্তগণ 'উদ্দীপন'-রূপেই (২।১ ৩০২) পরিগণিত। সিদ্ধ ও সাধক-ভেদে ভক্তও দ্বিবিধ। -ভাব (উ ৩।২৪) পরকীয়া গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলায় রসবত্তা স্থাপিত হইলে **আশঙ্কা**—রসবিদ্‌গণের মতে শৃঙ্গার-রস-ভাবনায় নায়ক-নায়িকার সহিত অবসরক্রমে স্বীয় অভেদ-স্ফূর্ত্তিই রসোদ্বোধের কারণ। ইহাকে সাধারণী-করণাখ্য ব্যাপার-বিশেষ বলে। শৃঙ্গাররসে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণা-ভেদ ভাবনা অতিগর্হিতই; শৃঙ্গার রস দূরেই থাকুক, অন্য রসেও শ্রীকৃষ্ণভাবের অনুবর্ত্তন করিবে না; সুতরাং ভক্তগণের আনুগত্যই অভিপ্রেত, শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণে ভক্ত-গণের শ্রীকৃষ্ণপরতাই সিদ্ধ হয়, কিন্তু কদাপি শ্রীকৃষ্ণাভেদ ভাবনা নহে—ইহাই তাৎপর্য্য। -সহায় (সিন্ধু ২।১।২৭২) ধর্মাদি-বিষয়ে গর্গাদি মুনিগণ, যুদ্ধবিষয়ে সাত্যকি এবং মন্ত্রণাদিতে উদ্ধবাদি।

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তি (সিন্ধু ১।১।৪১) সাধ্য প্রেমভক্তির দ্বিতীয়াবস্থা। ইহা প্রিয়বর্গ-সমন্বিত শ্রীহরিকে প্রেমভাজন-স্বরূপে আকর্ষণ করত বশীভূত করে।

শ্রীকৃষ্ণোপক্রমম্ (হরি ৬।১৬৫) ভক্তকৃপা।

শ্রীখণ্ড (গোলী ১৫।১০৪) চন্দন। [২ বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীমন্নরহরি-প্রমুখ শ্রীগৌরপার্ষদগণের শ্রীপাট]। -শৈল (গীগো ১।৩৭) মলয় পর্ব্বত।

শ্রীঘন (বিনা ৪।৪১) কান্তিতে নিবিড়, ২ বুদ্ধ।

শ্রীচৈতন্য (হ ৫।৪৪৭) [শ্রীযুক্ত-চৈতন্যম্] সার্বজ্ঞ্যাদি, ২ শ্রীমন্ মহাপ্রভু।

শ্রীজৈত্র (গোচ পূর্ব ২৭।৮৬) লক্ষ্মী-বিজয়ী।

শ্রীদ (সুধা ৭৮) স্বীয় সখাগণের বেশরচনাকৃৎ।

শ্রীদশম (রত্ন টী ২।২৫) শ্রীমদ্-ভাগবতের দশম স্কন্ধ।

শ্রীদাম (সিন্ধু ৩।৩।৩৬) শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম প্রিয়সখা। [কৃগ পরি ৩৮—৪০] শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, রত্ন-মালা-বিভূষিত, ষোড়শবর্ষ, কিশোর, শ্রীকৃষ্ণের 'পীঠমর্দ' সখা। পিতা—বৃষভানু, মাতা—কীর্ত্তিদা, ভগ্নী—শ্রীরাধা ও অনঙ্গ-মঞ্জরী।

শ্রীদামবিপ্র (সিন্ধু ৩।৩।১১) শ্রীকৃষ্ণের পুরস্থ বয়স্য। ইঁহার বৃত্তান্ত [ভা ১০।৮০—৮১ অধ্যায়ে] দ্রষ্টব্য।

শ্রীদেবা (ভা ৯।২৪।৫১) দেবক-কন্যা ও বসুদেব-পত্নী।

শ্রীধর (ভা ১২।১৩ পরি) শ্রীশ্রীধর-স্বামিপাদ, ২ শ্রীহরি। ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঠ-বর্ণের মূর্ত্তি।

শ্রীধরস্বামিপাদ—খৃষ্টীয় ১৩৫০—১৪৫০ অব্দে আবির্ভাব-কাল। ইঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ ঐতিহ্য ও কিম্বদন্তী প্রচারিত হইয়াছে। ইনি কাহারও মতে গুজরাট-দেশীয় মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। ইনি শ্রীলালদাসকৃত ভক্ত-মালে (১২) ভট্টিকাব্য-রচয়িতার জনক, অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকায় শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন যে ইনি অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। এইসব মত খণ্ডিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক—তদ্রচিত গ্রন্থ হইতে এইমাত্র সংগ্রহ করা যায় যে তিনি কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের কাশী-বাসী একদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন (বিষ্ণু-পুরাণ টীকা ১।১, সুবোধিনীর মঙ্গলাচরণ ৩), অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের শোধনজন্য চেষ্টাপর ছিলেন (ভাবার্থ-দীপিকা ১০।৮৭, মঙ্গলাচরণ ৩)। তাঁহার গুরু ছিলেন—পরমানন্দ (ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।৩৩, ১।১।১ মঙ্গলাচরণ)। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম—শ্রীধরস্বামী এবং তিনি শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসক (বিষ্ণু পু° ১।১ মঙ্গলাচরণ ২)। তিনি শ্রীহরিহরকে অভিন্ন জানিয়াও শ্রীমাধবকেই স্বয়ংরূপ ভগবান্ বলিয়া জানিতেন (ভাবার্থ-দীপিকা ১।১।১)। কাশীতে অবস্থান করত তিনি শ্রীবিন্দুমাধবের সন্তোষার্থ চিৎসুখা-চার্য্যের (গৌড়েশ্বরাচার্য জ্ঞানোত্তমের শিষ্যের) ব্যাখ্যা আলোচনা করত বিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ' টীকা রচনা করেন (বিষ্ণু পু° ১।১ মঙ্গলা-চরণ ও পঞ্চমাংশের টীকা প্রারম্ভে) এবং স্বসম্প্রদায়ানুরোধে শ্রীমদ্-ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা টীকা প্রণয়ন করেন। (ভাবার্থ-দীপিকা মঙ্গলাচরণ)। তদ্রচিত গ্রন্থাবলী—(১) শ্রীভাগবতটীকা—ভাবার্থদীপিকা, (২) শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-টীকা—আত্ম-প্রকাশ, (৩) শ্রীগীতার টীকা সুবোধিনী, (৪) সনৎসুজাতীয়ের টীকা—বালবোধিনী, (৫) গীতাসারটীকা

ব্রহ্মসম্বোধিনী (Vide Bhandarkar Oriental Research Institute Poona, Ms. no 425 of 1875—76), (৬) ব্রজবিহার কাব্য (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-কৃত কাব্য-সংগ্রহে ৫৯—৬৩ পৃঃ) এবং শ্রীরূপপাদ-সমাহৃত পদ্যাবলিতে (১৫, ২৮, ৪৩) তিনটী শ্লোক। (ভা ১।১।২) টীকায় তিনি ভেদাভেদবাদ-সমর্থনে ভক্ত, ভক্তি, শাস্ত্র ও জীবের নিত্যতা এবং জগৎ-সত্যতাদি প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং 'প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব'-শব্দের ব্যাখ্যানে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। (ভা ১।৭।৬, ৩।১২।২) শ্রীবিষ্ণুস্বামির সর্বজ্ঞত্বের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের (৬।১৬।১৩) টীকায়ও কেবলাদ্বৈতমত খণ্ডনপূর্বক শুদ্ধাদ্বৈত বিচার হইয়াছে। (ভা ১০।১৪।২৮—৩৯ টীকায়) ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যতা, (ভা ৩।২৮।৪১, ১১।১১।৬ টীকায়) জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য, (ভা ৩।২৫।৩২ টীকায়) মুক্তির প্রাসঙ্গিকতা, (ভা ১০।৮৭।৩১ টীকায়) চেতনাচেতন প্রপঞ্চের পরমাত্মোপাদানত্ব, (ভা ১০।৮৭।২১ টীকায়) নির্ব্বেদ মুক্তির নিন্দা এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদির নিত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শ্রীনাথ (গোচ পূর্ব ১।১১৭) পরব্যোমনাথ। ২ (গৌগ ১০৭—৮) পূর্বের সনন্দন [চতুঃসন]। ৩ শ্রীপরমানন্দ বা কবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদের শিক্ষক। ৪ (সি উপ° ৩) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের জনৈক মিত্র।

শ্রীনিকেত (ভা ৩।২৮।৩০) পদ্ম—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮৭।৫০) ধ্বজবজ্রাদি অসাধারণ লক্ষণান্বিত শোভার আধার। ৩ (ভা ১০।৮২।২৭) স্বর্ণরেখারূপিণী লক্ষ্মীর স্থান, ৪ জ্ঞানময় ও ছন্দোময় সরস্বতীর স্থান, ৫ ত্রিবর্গসম্পৎ, বিভূতি ও ঐশ্বর্যের আধার—স্বামী। ৬ লক্ষ্মী বা সর্বশোভার বসতিস্থান—সনা।

শ্রীনিধি (গৌগ ১০৩) পূর্বের পদ্মনিধি। ২ (সুধা ৭৮) রত্নমঞ্জরী-জটিত নীল সম্পুটে যেমন নিধি সুরক্ষিত হয়, তদ্রূপ গোকুল-মহালক্ষ্মী যাঁহাতে যথাসর্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন—সেই শ্যামল কিশোর।

শ্রীনিবাস (ভা ১।১৬।৩১) শ্রীবিষ্ণু, লক্ষ্মীপতি নারায়ণ। ২ (মালা চৈতন্যাষ্টক ১৩) লক্ষ্মীর আশ্রয়, ৩ শ্রীবাসপণ্ডিত, ৪ শ্রীআচার্যপ্রভু।

শ্রীপতি (কৃচ ২।১৫।৯) শ্রীবাস পণ্ডিতের তৃতীয় ভ্রাতা। ২ (হরি ১।৬২) কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট-রচয়িতা—জাতি-ব্যক্তি-লিঙ্গ-পদার্থবাদী। ৩ (ভা ১০।৮০।৯) লক্ষ্মীনাথ।

শ্রীপর্ণ (গোচ পূর্ব ৭।৯৫) পদ্ম।

শ্রীপাদ (চৈনা ৫।১৭) [শ্রিয়ং পাতীতি শ্রীপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তমাদদাতীতি শ্রীপাদঃ] শ্রীকৃষ্ণদানকারী।

শ্রীপালী (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত রাগিণী-বিশেষ।

শ্রীপীতন (গোলী ৮।৪৬) কেশর, ২ আম্রাতক।

শ্রীফল (গোলী ২১।৩০) বিল্ব।

শ্রীভাগবতোপজ্ঞে (হরি ৬।১৪৫) [শ্রীভাগবত হইতেই প্রথমতঃ জ্ঞাত] শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্ত।

শ্রীভানু (ভা ১০।৬১।১১) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী সত্যভাগার গর্ভজাত।

শ্রীভাষ্য—শ্রীরামানুজাচার্য-বিরচিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য।

শ্রীমতী (কৃগ ২৫১) শ্রীরাধাসখী।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্রজাগমন (কৃষ্ণ ১৮১) শ্রীশুকদেব নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের বিষয়কে বহির্মুখজনদের নিকট গোপন এবং অন্তর্মুখগণের তদ্বিষয়ক উৎকণ্ঠাবর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে স্পষ্টতঃ পুনর্ব্রজাগমন-লীলা বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে ছলে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমল্ল (কৃগ ১১৯) ফুল্লকলিকা সখীর পিতা।

শ্রীমহিল (ঐ ২।৪) লক্ষ্মীপতি নারায়ণ।

শ্রীমান্ (ভা ১০।৬১।১৩) নাগ্নজীতির গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র। ২ (বৃভা ২।২।১৩২) লক্ষ্মীর সহিত। ৩ (সুধা ৩২) অতিপ্রশস্ত বেশরচনা-সম্পন্ন, ৪ মহামতি। ৫ (চন্দ্রা ১৫) শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত বিগ্রহ। ৬ ভুবনের সর্বসৌভাগ্য, সর্ববৈভব, সর্বজ্ঞতা, গুণানন্ত্য প্রভৃতির আশ্রয়। তথাহি স্কান্দে—'ভুবনানাং তথা সর্বং সৌভাগ্যং শ্রীঃ সমুচ্যতে। বৈভবং বা তথা সর্বং লক্ষ্মীরিত্যভিধীয়তে। সর্বজ্ঞত্বমনন্তত্বং গুণানাং বা তথৈব চ। তদ্বিশিষ্টো যতো দেব! শ্রীমানিত্যভিগীয়সে ॥'

শ্রীমূর্ত্তি (বৃভা ২।৩।১৮৪) শ্রীবিগ্রহ। ২ (হ ৬।২) দ্বিবিধ মূর্ত্তি—স্বয়ং ব্যক্ত শ্রীরঙ্গশায়ি-প্রভৃতি ও স্থাপিত। ৩ (হ ৫।২৫৭—২৫৯) অষ্টবিধা শ্রীমূর্ত্তি যথা—শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, লেপ্যা (মৃচ্চন্দনাদিময়ী)

লেখ্যা, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী। চল ও অচলভেদে দ্বিবিধ প্রতিমা—স্থির প্রতিমার আবাহন ও বিসর্জন নাই। চল প্রতিমার পূজায়ও স্থলবিশেষে আবাহন বিসর্জন আছে ; চন্দনাদি দ্বারা গঠিত মূর্ত্তিকে বসন দ্বারা মার্জনা করিবে, অন্যান্য প্রতিমার স্নান হয়। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন (সিন্ধু ১।২।১৬৬), সেবন-প্রীতি (১।২।২২৫) এবং স্পর্শ (১।২।১৬৫) প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ।

শ্রীমোহন (ব্রজ ১৫৮) শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীরঙ্গ (রত্না ৫।২৯৬৫) তালবিশেষ। ২ (ভা ১০।৭৯।১০) মাদ্রাজ প্রদেশে ত্রিচিনোপলি হইতে দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত 'সেরিঙ্গম্'—শ্রীরঙ্গনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির।

শ্রীরঙ্গী (পদ্যা ৫৭) শ্রীভগবান্।

শ্রীরমণ (ভা ১০।৩৯।২৫) লক্ষ্মীকান্ত, ২ নিজ বিচিত্র শোভায় জগতের তৃপ্তিপ্রদ—সনা। ৩ শ্রীরাধানাথ—বল।

শ্রীরাগ (আচ ২০।৪৯, পদা ২০) সঙ্গীতের রাগবিশেষ ; ইহার লক্ষণ—"চতুর্ভুজঃ শ্যামতনুস্ত্রিনেত্রঃ পীতাম্বরোঽসৌ বনমাল্যযুক্তঃ। বিক্রীড়তি স্বপ্রিয়য়ৈব সার্দ্ধং শ্রীরাগ-নামা ভবতীহ রাগঃ" ইতি।

শ্রীরাজ (গোচ পূ ৩।১১) সমৃদ্ধিশালী।

শ্রীরাধার অষ্ট সখী (কৃগ ২৫০) সম্মোহনতন্ত্র-মতে—লীলাবতী, রসবতী, সাধিকা, মাধবী, ললিতা, বিজয়া, গৌরী ও নন্দা। মতান্তরে—কলাবতী, রসবতী, শ্রীমতী, সুধামুখী, বিশাখা, কৌমুদী, মাধবী এবং শারদা। [ললিতা বিশাখাদি সর্বতঃ প্রসিদ্ধা অষ্টসখীগণের নাম কিন্তু এস্থলে ধৃত হয় নাই]।

শ্রীরাম (ভচ ২১৯) মাতৃকান্যাসে ফ-বর্ণের মূর্ত্তি।

শ্রীরাম-তীর্থ (গৌগ ৯৮) নব-যোগীন্দ্রের একতম।

শ্রীবৎস (চৈচ অন্ত্য ১৫।৭৪) শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলি। ২ লক্ষ্মী-রেখাযুক্ত বক্ষঃস্থল। ৩ (ভচ ২১৬) কৌস্তুভমণি, ৪ ভৃগুপদচিহ্ন, ৫ স্বর্ণরেখারূপা লক্ষ্মী। °-ধামা (ভা ৬।৮।২২) শ্রীবিষ্ণু। -মুদ্রা (হ ৬।৩৮) উভয় হস্তের পৃষ্ঠদেশ বিপর্যস্তভাবে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা এবং বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠাদ্বারা মধ্যমা ও অনামিকাকে আবদ্ধ রাখিবে, পরে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী বাম কনিষ্ঠামূলে এবং বাম তর্জনী দক্ষিণ কনিষ্ঠামূলে সংস্থাপিত করিলে 'শ্রীবৎসমুদ্রা' হয়। **শ্রীবৎসর** (আচ ১৫।৬৪) শ্রীবৎসাখ্য-সল্লক্ষণযুক্ত, ২ সম্পত্তিযুক্ত বক্ষোবিশিষ্ট। °**লাঞ্ছন** (গোতা ২।৮২) লক্ষ্মী [স্বর্ণচিহ্ন] এবং দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলি-বিশিষ্ট। **-বৎস** (গোচ পূর্ব ১১।৯০) শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীবৎসাঙ্ক (ভা ১০।৯০।২০) দক্ষিণাবর্ত্ত-রোমাবলিরূপ অসাধারণ চিহ্নযুক্ত। ২ অতিমনোহর গোবৎস যাঁহার ক্রোড়ে বিরাজিত।

শ্রীবন (গোতা ২।৩৯) লক্ষ্মীকর্ত্তৃক অধ্যুষিত বন, ২ শ্রীফলবন।

শ্রীবাস (চৈনা ২।২৫) পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শ্রীনিবাস পণ্ডিত পূর্ব ; লীলায় (গৌগ ৯০) শ্রীনারদ। ২ শ্রীলক্ষ্মীর সহিত বাস যাহার অর্থাৎ নারায়ণ।

শ্রীবিগ্রহ (প্রীতি ৯২) যুগপৎ শক্তিত্রয়ের (সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর) প্রাধান্যে আবির্ভূত পরতত্ত্বাত্মক শ্রীমূর্ত্তি, ২ ভগবানের প্রতিকৃতি। পরমেশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, ব্যাপক হইয়াও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান এবং মুক্তগণ-কর্ত্তৃক সর্বথা পূজ্য। এবিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি এবং ষট্‌সন্দর্ভাদি গ্রন্থই প্রমাণ। 'গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্' (গোতা উত্তর) ; 'অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈক-বিগ্রহঃ (রামতাপনী উত্তর) ; 'ঋতং সতং পরং ব্রহ্ম সাক্ষান্নৃকেশর-বিগ্রহম্' [নৃসিংহতা° উত্তর] ; 'মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম আদি-মধ্যান্ত-বর্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্' [বাসুদেবোপ° ; ভা ১০।১৪।২২, ১০।৩৭।২২, ১০।১৩।৫৪ প্রভৃতি দৃশ্য]। মহাবারাহে "সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ' ইত্যাদি ; বৈষ্ণবতন্ত্রে—'অষ্টাদশ-মহাদোষৈরহিতা ভগবত্তনুঃ' ইত্যাদিও আলোচ্য।

শ্রীবিষ্ণুপদী (ভক্তি ৪০) শ্রীবিষ্ণুর পদ-সংলগ্না তুলসী।

শ্রীবিষ্ণু-পার্ষদ (বৃভা ২।৪।৭৩) নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্‌সেন, গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত ও সাত্বত।

শ্রীবীজ (হ ১৭।১৬৮) শ্রীঁ।

শ্রীবৃক্ষ (গোলী ১১।৬৬) বিল্ববৃক্ষ।

শ্রীবৃক্ষক (হ ২০।২৫৪) ভূমিকাদ্বয়যুক্ত পদ্মবৎপ্রমাণ-বিশিষ্ট প্রাসাদ।

শ্রীবেষ্ট (হ ৮।১২৪) লড্ডুক, [২

সরলবৃক্ষ-নির্যাস]।

শ্রীবৈষ্ণব (সিন্ধু ২।১।১৯০) শ্রীরামানুজাচার্যের গণ। ইঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রী হইতে এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন হয়।

শ্রীশ (ভা ১০।৬৮।৩৬) শ্রীকৃষ্ণ। ২ (সিন্ধু ১।২।৫৮) পরব্যোমাধিপতি। ৩ (বিরু ১০১) কলিকা ও বিরুদের অন্তে অবশ্য-যোজনীয় শব্দবিশেষ।

শ্রীশক্তি (কৃষ্ণ ১৮৪) শ্রীরুক্মিণী-দেবী।

শ্রীশান্তকর্ণ (ভা ১২।১।২১) মগধের শূদ্র রাজা কৃষ্ণের পুত্র।

শ্রীশৈল (ভা ৫।১৯।১৬) মলয় পর্বতের উত্তরাংশ।

শ্রীসংপ্রদায়—শ্রীযামুনাচার্য-শ্রীরামানুজ প্রভৃতি-কর্ত্তৃক সমর্থিত শ্রীবৈষ্ণব-গুরু-পরম্পরা।

শ্রীসুভদ্রাপতি (বৃভা ২।১।২৭) অর্জ্জুন।

শ্রীহরি-প্রীতিকর (হ ৬।১৮১—৮৬) পূজাকালে সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য ও পুস্তক-পাঠ, নৃত্য ও বাদ্যের অভাবে পুস্তকপাঠ, পুস্তকের অভাবে বিষ্ণু-সহস্রনাম, স্তবরাজ, গজেন্দ্রমোক্ষণ, গীতাস্তোত্র ও অনুস্মৃতি শ্রীহরির অতীব প্রীতিপ্রদ।

শ্রীহরিভূভৃৎ (মালা মঙ্গল ৪) গোবর্দ্ধনগিরি।

শ্রীহরি-মাধুর্যানুভব-ক্রম (ভা ১।২।২১, টী) সৎকৃপা, মহৎসেবা, শ্রদ্ধা, শ্রীগুরু-পদাশ্রয়, ভজনে স্পৃহা, ভক্তি, অনর্থাপগম, নিষ্ঠা,রুচি, আসক্তি,রতি, প্রেম, দর্শন, হরির মাধুর্যানুভব—বি। 'সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা গুরুপাদাশ্রয়ঃ, ভজনেষু স্পৃহা ভক্তিরনর্থাপগমস্ততঃ। নিষ্ঠা রুচিরথাসক্তী রতিঃ প্রেমাথ দর্শনং, হরের্মাধুর্যানুভব ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দশ'।

শ্রীহর্ষ (গৌগ ১৯৪, ২০১) ব্রজ-লীলায় সুকেশিনী।

শ্রুত (ভা ৯।৯।১৬) ভগীরথের পুত্র, ২ (ভা ৯।১৩।২৫) সূর্যবংশ্য সুভাষণের পুত্র। ৩ (ভা ১০।৬১।১৪) শ্রীকৃষ্ণমহিষী কালিন্দীর গর্ভজাত। ৪ (ভক্তি ৭) সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে বেদান্তাদি অখিল শাস্ত্রার্থের বিচার-শ্রবণ, ৫ (ভা ১০।৮৭।১২) শাস্ত্রাভ্যাস—সনা। ৬ (হ ১১।৫৯২) পাণ্ডিত্য। ৭ (ভা ৬।১।৬২) জ্ঞান। ৮ (ভা ২।১০।২) কণ্ঠোক্তি। ৯ (কবি ৫৪) প্রসিদ্ধ। ১০ শাস্ত্র। **-কর্মা** (ভা ৯।২২।৩০) সহদেবের ঔরসে ও দ্রৌপদীর গর্ভে জাত পুত্র। **-কীর্ত্তি** (ভা ৯।২৪।৩০) শূরের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী। ২ (ভা ৯।২২।২৯) সোমবংশ্য অর্জ্জুনের পুত্র। ৩ কুশধ্বজের কন্যা ও শত্রুঘ্নের পত্নী। **-জ্ঞ** (ভা ১০।৫২।২০) শ্রুতিসারবিৎ—স্বামী। ২ তাৎপর্যজ্ঞ—জী। **-ঞ্জয়** (ভা ৯।১৫।২) সোমবংশ্য সত্যায়ুর পুত্র। **-দোষণ** (ভা ১০।৬২।২৮) দুষ্টাচরণ-শ্রোতা—স্বামী। **-দেব** (ভা ৬।১৫।১৫) জ্ঞানোপদেষ্টা ঋষি। ২ (ভা ৮।২১।১৭) ভগবৎ-পার্ষদ। ৩ (ভা ১০।৮৬।২৪) মিথিলাবাসী জনৈক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। ইনি অনায়াসলব্ধ ভিক্ষাদ্বারাই জীবিকার্জ্জন করিতেন। একদা শ্রীবাসুদেব সপরিকর ইঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ইঁহার পরিচর্যায় তৃপ্ত হইয়াছিলেন। ৪ (ভা ১০।৯০।৩৪) শ্রীকৃষ্ণের মহারথ পুত্র। ৫ (ভা ৩।২৫।২) ভগবৎকথাশ্রবণকারী—স্বামী। **-দেবা** (ভা ৯।২৪।৩০) শূরের কন্যা ও বৃদ্ধশর্মার ভার্যা, দন্তবক্রের মাতা। **-ধর** (ভা ৫।২০।১১) শাল্মলিদ্বীপস্থ পুরুষ। **-ধারণা** (মুক্তা ৪।৩৬) [শ্রুতে গুরূপদেশে ধারণা যেষাং] শ্রীগুরূপদেশে ধারণাবিশিষ্ট। **-বিন্দা** (ভা ৫।২০।১৫) কুশদ্বীপস্থা নদী। **-শ্রবাঃ** (ভা ৯।২২।৯) সোমবংশ্য সোমাপির পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।৪৬) মার্জারির পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।৩০) শূরের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী। দমঘোষ—ইঁহার পতি এবং শিশুপাল—পুত্র। **-সেন** (ভা ৯।১১।১৩) শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভোৎপন্ন শত্রুঘ্ন-পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।২৯) পাণ্ডব ভীমের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২২।৩৫) সোমবংশ্য পরীক্ষিতের পুত্র। ৪ (ভা ১।৪।৩২) শ্রীকৃষ্ণের অনুচর।

শ্রুতায়ুঃ (ভা ৯।১৩।২৩) সূর্যবংশ্য অরিষ্টনেমির পুত্র। ২ (ভা ৯।১৫।১) পুরূরবার ঔরসে ও উর্বশীর গর্ভে জাত পুত্র।

শ্রুতার্থাপত্তি (নাম ২।১৭) শব্দদ্বারা অনুপস্থাপিত বিষয়ে সিদ্ধি বা উপপাদ্য জ্ঞান দ্বারা উপপাদকের কল্পনাকে 'অর্থাপত্তি' প্রমাণ বলে; যেমন 'পীন দেবদত্ত দিবসে খায় না' এই বাক্যে উপপাদ্য পীনত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য উপপাদক রাত্রি-ভোজনের কল্পনা করিতে হয়। এই অর্থাপত্তি দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। প্রথমটি যেমন 'ইহা রজতখণ্ড' এই বলিয়া সম্মুখবর্ত্তী বস্তুতে প্রতিপন্ন রজতের 'রজত নহে' বলিয়া

তাহাতেই নিষিধ্যমানতা—রজতের সত্যত্ব নিষেধে মিথ্যাত্বের কল্পনা করিল। আর যে স্থলে শ্রূয়মাণ বাক্যের স্বীয়-অর্থে অনুপপত্তি-বর্ণনায় অর্থান্তর কল্পনা করিতে হয়, তাহাই শ্রুতার্থপত্তি। যেমন 'আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয়' এই বাক্যে শ্রুত শোক-শব্দবাচ্য জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বন্ধনের অনুপপত্তিদ্বারা মিথ্যাত্ব কল্পনা হয়।

শ্রুতি (আচ ১।১৬০) কর্ণ, ২ (প্র ১।২৮) বেদ, উপনিষৎ। ৩ (ভা ৩।৯।৫) শ্রবণভক্তি। ৪ (কৃষ্ণ ২৮) সাক্ষাৎ উপদেশ বা নিজার্থ-প্রতিপাদনে পদান্তরের অপেক্ষারহিত শব্দ। 'নিরপেক্ষরবা শ্রুতিঃ', 'সাক্ষাদুপদেশঃ শ্রুতিঃ'। ৫ (প্র ৯।১) শব্দপ্রমাণ। ৬ (ভা ১১।১২। ১৭) শ্রবণ। ৭ (ভচ ২।৮) মাতৃকা-ন্যাসে ঔ-বর্ণের শক্তি। ৮ (প্রীতি ৫) প্রসিদ্ধি, ৯ বার্ত্তা। ১০ (আচ ২০।৫১) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত গীতাঙ্গ-বিশেষ। স্বরের অবয়বই শ্রুতি। কোনও গায়ক বা বাদক যখন এক-স্বর হইতে অন্য স্বরের-অবিচ্ছেদে প্রকাশ করে, উভয় স্বরের মধ্যস্থলবর্ত্তী সূক্ষ্ম স্বরাংশগুলিই শ্রুতি। ইহাদের সংখ্যা—২২টি। সঙ্গীত-দামোদরে নাম—নান্দী, চালনিকা, রসা, সুমুখা, চিত্রা, বিচিত্রা, ঘনা, মাতঙ্গী, সরসা, অমৃতা, মধুকরী, মৈত্রী, শিবা, মাধবী, বালা, শার্ঙ্গরবী, কলা, কলরবা, মালা, বিশালা, জয়া ও মাত্রা—এই দ্বাবিংশ শ্রুতি। ষড়্জ, মধ্যম এবং পঞ্চম স্বরের প্রত্যেকটিতে চারিটী করিয়া শ্রুতি, ঋষভে ও ধৈবতে তিনটী এবং গান্ধার ও নিষাদে দুইটি করিয়া শ্রুতি থাকে।

স্বরের সূক্ষ্মতর বিভাগ বা উপকরণ। মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্বামের উৎপত্তি-স্থান হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক। ইহাদের প্রত্যেক স্থলে ২২টি করিয়া নাড়ী আছে। তাহাতে বায়ু আহত হইয়া ক্রমোচ্চ শব্দে পরিণত হয়। এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইলেই তাহা 'শ্রুতি' নামে অভিহিত হয়। শরীরের অভ্যন্তরস্থ এই সব নাড়ী অপ্রত্যক্ষ। এইজন্য প্রত্যক্ষ বীণায় তাহাদের নিদর্শন দেখান হইয়াছে। প্রতি সপ্তকে (মন্দ্র, মধ্য ও তারে) ২২টি শ্রুতি আছে। সপ্ত-স্বর এই সব শ্রুতিতে স্থাপিত; বিভিন্ন স্বরে শ্রুতি-বিভাগ; সা-স্বরে—(১) তীব্রা, (২) কুমুদ্বতী, (৩) মন্দা, (৪) ছন্দোবতী। রি-স্বরে—(৫) দয়াবতী (৬) রঞ্জনী (৭) রক্তিকা। গা-স্বরে—(৮) রৌদ্রী, (৯) ক্রোধা। মা-স্বরে —(১০) বজ্রিকা, (১১) প্রসারিণী, (১২) প্রীতি, (১৩) মার্জনী। পা-স্বরে—(১৪) ক্ষিতী, (১৫) রক্তা, (১৬) সন্দিপিনী, (১৭) আলাপিনী। ধা-স্বরে—(১৮) মদন্তী, (১৯) রোহিণী, (২০) রম্যা। নি-স্বরে—(২১) উগ্রা, (২২) ক্ষোভিণী। শ্রুতির জাতি পাঁচ প্রকার—(১) দীপ্তা জাতীয় শ্রুতি—তীব্রা, রৌদ্রা, বজ্রিকা, উগ্রা। (২) আয়তা জাতীয়—কুমুদ্বতী, ক্রোধা, প্রসারিণী, সন্দিপিনী, রোহিণী। (৩) ঝরণা জাতীয়=দয়াবতী, আলাপিনী, মদন্তী, (৪) মৃদু জাতীয়=মন্দা, রক্তিকা, প্রীতি, ক্ষিতী, (৫) মধ্যা-জাতীয় শ্রুতি=ছন্দোবতী, রঞ্জনী, মার্জনী, রক্তিকা, রম্যা, ক্ষোভিণী। শাস্ত্রোক্ত শ্রুতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, কিন্তু সর্বজন-মান্য কোন সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। ['সঙ্গীত-রত্নাকর' স্বরাধ্যায় তৃতীয় প্রকরণের ৭—৪০ শ্লোক আলোচ্য]। **-কট**—সর্প, ২ পাপ-শোধন। **-কটু** (অকৌ ১০।২) যে স্থলে শ্রুতিকঠোর শব্দ ব্যবহার হয়, সেস্থানে শ্রুতিকটুতা দোষ হয়। যথা 'কার্ত্তার্থং প্রাপ কংসারিঃ' এই বাক্যে কৃতার্থতা অর্থে 'কার্ত্তার্থ্য' শব্দটি শ্রুতিকটু। **-গত** (হ ১০। ৪৪৮) শ্রবণ-কুহরে প্রবিষ্ট। ২ বেদ-প্রসিদ্ধ। **-চোর-দৈত্য** (সভা ১।৬৬) হয়গ্রীব। **-জীবিকা**—স্মৃতিশাস্ত্র। **-পরায়ণ** (গীতা ১৩। ২৬) শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ-শ্রবণরত। **-ভেদ** (ভগ ৯৭) বেদ প্রথমতঃ ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক ও নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়ক-ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমটি আবার ত্রিবিধ—(১) তটস্থভাবে পরতত্ত্বাবলম্বনে লক্ষক—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি; (২) ত্রিগুণময় তদীয় ঈশিতব্যাদি বর্ণনা-দ্বারা মহিমাদির দর্শক—'ইন্দ্রো যতোঽবসিতস্য রাজা'; (৩) ত্রৈগুণ্য-নিরাসে পরম বস্তুর উদ্দেশক, তাহাও আবার দ্বিবিধ—ত্রৈগুণ্য-নিষেধদ্বারা ও সামানাধিকরণ্য দ্বারা; প্রথমটি—'অস্থূলমনণু'. 'নেতি' ইত্যাদি, দ্বিতীয়টি—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি। নিস্ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক বেদও দ্বিবিধ—(১) ব্রহ্মপর—'ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে', (২) ভগবৎপর —'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'

ইত্যাদি। -মূল—বেদরূপ ধর্মবোধ-প্রমাণ, ২ বেদবোধিত ধর্মাদি, ৩ কর্ণের মূলদেশ। -মৌলি (মালা নাম ১) উপনিষৎ। -বর্জিত—বেদপাঠহীন, ২ বধির। -শষ্কুলী (পদ্যা ৫৯) কর্ণরন্ধ্র। -শীত (গৌকৃ ৮।১৩) কর্ণরসায়ন। -সম্পন্ন (অকৌ ২।১) প্রত্যক্ষগোচর অর্থাৎ শ্রব্য।

শ্রুতী (হরি ৭।৯২৯) [শ্রুতমনেনেতি শ্রুত+ইনি] ভূতপূর্ব শ্রোতা।

শ্রুতেক্ষিত-পথ (ভা ৩।৯।১১) শাস্ত্র ও গুরুমুখাদি হইতে প্রথমতঃ শ্রবণ করিয়া যে ভগবৎপথের সাক্ষাৎ হয় —বি।

শ্রেণিমুখ্য (গোচ পূর্ব ১৮।৯৮), **শ্রেণী** (ভা ৪।১৭।২), **শ্রেণীমুখ্য** (ভা ১০।৭১।৩৭) তৈলিক তাম্বূলিক ইত্যাদি পৌরগণ। ২ সজাতীয় শিল্পি-সঙ্ঘ।

শ্রেয়ঃ (মুক্তা ২।৯) কৈবল্য, ২ (প্রীতি ৩৫) পরলোকের সুখসাধন ধর্মপ্রভৃতি। ৩ (প্রীতি ৫) পরমার্থের সাধন। ৪ (ভা ১।২।২৩) শুভফল, মঙ্গল। ৫ (ভক্তি ১৭০) মুক্তি, ত্রিবর্গ ও প্রেম। ৬ (চৈচ মধ্য ৮।২৫০) শ্রীকৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ। -সৃতি (মুক্তা ৬।৭) মুক্তিমার্গ, ২ (চৈত ১০।১৪।৪) মঙ্গল পথ। ৩ (ভক্তি ৫) ভক্তি।

শ্রেয়সাং কাল (ভা ৪।৮।২৯) বৃদ্ধত্ব —স্বামী।

শ্রেয়স্কাম (ভা ৮।১২।৬) ভক্তীচ্ছু।

শ্রেয়োবিধিৎসা (ভা ১১।২০।৬) মোক্ষসাধনেচ্ছা—স্বামী।

শ্রেষ্ঠ উপাস্য (চৈচ মধ্য ৮।২৫৫) যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম। -শ্রবণ (চৈচ মধ্য ৮।২৫৪) শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা।

শ্রেষ্ঠী—বণিক্-শ্রেষ্ঠ।

শ্রোঘ্ন (কৃষ্ণ ১১৫) থানেশ্বর হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দেশবিশেষ।

শ্রোণ (ভা ৭।১৪।২৩) শ্রবণা নক্ষত্র। [২ পঙ্গু, ৩ কাঞ্জিক]।

শ্রোণা (হ ১৫।৫৯৫) শ্রবণস্থ চন্দ্র। ২ (সি টী ৫।৪) শ্রবণা নক্ষত্র।

শ্রোণি (হ ২৬।২৭৬) নিতম্ব, কটিদেশ। -ফলক—প্রশস্তকটি, ২ কটিপার্শ্ব। -সূত্র (হ ১৬।২৭৬) কাঞ্চী। **শ্রোণী** (লনা ২।৫) কটি, নিতম্ব।

শ্রোতঃ—কর্ণ, ২ নদীবেগ, ৩ ইন্দ্রিয়।

শ্রোতা (ভা ১২।১১।৩৭) (যক্ষ-বিশেষ। **শ্রোত্র**—শব্দগ্রাহী ইন্দ্রিয়, কর্ণ। **শ্রোত্রাতিথি** (গোচ উত্তর ৭।২১) কর্ণগোচর।

শ্রোত্রিয় (গোভা ১।১।১) সংশয়-চ্ছেত্তা বেদজ্ঞ। ২ (গৌকৃ ২।৬১) বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়-স্ত্রিভিরেব হি" ॥ (পাদ্মোত্তরে ১১৬)।

শ্রৌত (গোচ উত্তর ২৭।৩১) শ্রুত্যুক্ত। [২ গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি]। -জন্ম (মুক্তা ১৩। ৪৪) উপনয়ন।

শ্রৌত্র (হরি ৭।৮৪৬) শ্রোত্রিয়ের ভাব বা কর্ম। **শ্রৌষট্**—যজ্ঞাদিতে ঘৃতাহুতি।

শ্লক্ষ্ণ (ভা ১।৬।২০) স্নিগ্ধ, মধুর। ২ (ভা ৩।২৯।৬) সুন্দর—স্বামী। ৩ (আচ ১৪।১৩৮) সূক্ষ্ম। ৪ অল্প।

শ্লথ (গোচ পূর্ব ২৪।১০১) শিথিল। ২ দুর্বল।

শ্লাঘা—প্রশংসা, ২ পরিচর্যা, ৩ অভিলাষ, ৪ নিজগুণাবিষ্কার।

শ্লিষ্ট (গোলী ৭।৮১) আলিঙ্গিত। ২ (গোলী ৭।১২) লগ্ন। ৩ (গোবি ৪৯) সমবেত। ৪ (প্রীতি ৭) ভিন্নার্থপ্রতীতিকৃৎ একরূপান্বিত বাক্য।

শ্লীল—[শ্রী+লচ্] শোভাযুক্ত।

শ্লেষ (ভাবনা ৬।২৬) আলিঙ্গন, ২ (গোচ পূর্ব ৬।৬৮) সংযোগ। ৩ (হরি ৫।২১০) [শ্লিষ আলিঙ্গনে+ণ] আলিঙ্গনকৃৎ। ৪ (অকৌ ৬।৪) গুণ-বিশেষ। সন্ধি প্রভৃতির অস্ফুটতায় পদসমূহের একরূপে প্রতীয়-মানতা। যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পদসমূহ গুম্ফনের গাঢ়তায় এক পদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাই 'শ্লেষ'নামক ওজোগুণ। ৫ (অকৌ ৮।১৮) কাব্যালঙ্কার। স্বভাবতঃই একার্থ শব্দের অনেকার্থ-প্রতিপাদকতা ঘটিলে 'শ্লেষালঙ্কার' হয়। শব্দশ্লেষে ও অর্থশ্লেষে এইমাত্র ভেদ যে অর্থশ্লেষে শব্দের পরিবৃত্তি-সহতা থাকে, শব্দশ্লেষে সভঙ্গশ্লেষই গ্রাহ্য। এইমতও কোন কোন পণ্ডিত গ্রহণ করেন না। [৬ দাহ]।

শ্লেষণ (নিবি ৪৫) আলিঙ্গন।

শ্লেষ্মণ (হরি ৭।৯৪০) কফরোগী।

শ্লৈষ্মিক (হরি ৭।৭৫৫) শ্লেষ্মার শমন বা কোপন।

শ্লোক (ভা ১০।৮৭।১২) কীর্তি, ২ পদ্য। ৩ (বিরু ৯৭) বিরুদকাব্যে কলিকার আদিতে ও অন্তে একটি করিয়া যে শ্লোক রচনা করিতে হইবে, তাহা নায়কের গুণোৎকর্ষসূচক হওয়া

চাই। যথা—ঝমজ্‌ঝমিতি বর্ষতি স্তনিতচক্রবিক্রীড়য়া, বিমুষ্ট-রবিমণ্ডলে ঘনঘটাভিরাখণ্ডলে।

শ্লোক্য (গোচ পূর্ব ৩৩।২২৯) প্রশংস্য, সুকীর্ত্তিযোগ্য।

শ্বঃ [ব্য] আগামী কল্য। **-শ্রেয়স** (হরি ৭।১০৪) মঙ্গল, ২ সুখ। ৩ পরমাত্মা, ৪ কল্যাণযুক্ত। **-শ্বঃ** (গোপা ৮) প্রতিপ্রাতঃকালে।

শ্বদৃতি (হ ১২।২২৭) কুক্কুরের চর্ম।

শ্বধূর্ত্ত—শৃগাল।

শ্বপচ (গোলী ১৭।২১) চণ্ডাল।

শ্বফল্ক (বৃভা ২।৫।১৯৫) বৃষ্ণির পুত্র ও অক্রূরের পিতা। **-পুত্র** (বৃভা ২।৫।১৯৫) অক্রূর।

শ্বভীরু—শৃগাল।

শ্বভ্র (ভা ৪।৭।২৫) গর্ত্ত, শূন্য। ২ ছিদ্র। ৩ (গোভা ১৩) নরক।

শ্বয়থু (হরি ৫।৪৩৪) [টু ও শ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ+অথুচ্‌] শোথ, ২ স্ফীতি, ৩ বৃদ্ধি।

শ্ববৃত্তি (ভা ৭।১১।২০) নীচসেবা। দাস্য।

শ্বশুর্য (হরি ৭।২৮০) [শ্বশুরস্যাপত্যং পুমান্‌] দেবর, ২ শ্যালক।

শ্বসম্ভব (ভক্তি ৪০) শ্রীবিষ্ণু-চরণে সংলগ্ন তুলসীর গন্ধানুভবে বঞ্চিত জন।

শ্বসন (লহরী ১১২) নাসিকা। ২ (চৈনা ৩।৩৫) বায়ু। ৩ (উ ১৩।১২) ফুৎকার। ৪ (ভা ৪।৮।১৯) প্রাণ। ৫ (ভা ২।২।২৯) স্পর্শ। [৬ মদনবৃক্ষ]।

শ্বসান (ভা ৩।১।১৫) জীবনমাত্রাবশেষ—স্বামী।

শ্বসিতানুপূর্বী (ললা ৬।২২) শ্বাস-পরম্পরা।

শ্বস্তন, শ্বস্ত্য (হরি ৭।৪০১) আগামি কল্য স্থায়ি বস্তু।

শ্বাগণিক (হরি ৭।৭) [শ্বগণে নিযুক্তঃ ইতি ঠঞ্‌] ব্যাধ, ২ কুক্কুর-দ্বারা মৃগয়াজীবী।

শ্বাপদ (হরি ৭।৬) হিংস্রপ্রাণী, ২ ব্যাঘ্র।

শ্বাফল্ক (হরি ৭।২৬৩), **শ্বাফল্কি** (ভা ১১।১২।৯) অক্রূর।

শ্বাবিৎ (ভা ৩।২১।৪৪) শল্লক [সজারু]—স্বামী।

শ্বাসরোধ (ভা ১০।৩।৩৪) প্রাণায়াম।

শ্বাসাঙ্কুর (হংস ৫) প্রাণবায়ু।

শ্বাহি (ভা ৯।২৩।৩১) সোমবংশ্য বৃজিনবানের পুত্র।

শ্বিত্র (হরি ৫।৩৬৪) [শ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ+ত্র] শ্বেত কুষ্ঠ। **শ্বিত্রী** (হ ১৯।১০৭) শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত।

শ্বেত (ভা ৫।১৬।৮) ইলাবৃত বর্ষের উত্তর দিকে অবস্থিত পর্বত—ইহা হিরণ্ময়বর্ষকে বিভাগ করিতেছে। ২ (ভা ৫।২৪।৩১) পাতালবাসী নাগ। ৩ (গোলী ১০।২৭) শুদ্ধ, দোষরহিত। [৪ দ্বীপবিশেষ—বৈকুণ্ঠধাম। ৫ শুক্লবর্ণ]। **-কেতু** (গোভা ১৪।২৩) মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র, ইনি পিতার নিকটে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বাক্যে উপদেশলাভ করেন [ছান্দোগ্য ৬।১]। [২ কেতুগ্রহ]। **-গজ**—ঐরাবত। **-গরুৎ**—হংস, ২ শুভ্রপক্ষবিশিষ্ট। **-দ্বীপ** (কৃষ্ণ ১০৬) বৈকুণ্ঠধাম, গোলোক, বৃন্দাবন। গোকুলের বাহিরের চতুষ্কোণাত্মক স্থান। চতুষ্কোণের বহির্ভাগ শ্বেতদ্বীপ, অভ্যন্তরভাগ—বৃন্দাবন। শ্বেতদ্বীপের নামান্তর—গোলোক। (সভা ১৭১) বিষ্ণুপুরাণ, পাদ্ম ও মোক্ষধর্মের মতে ক্ষীরসমুদ্রের উত্তর তীরে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে ক্ষীর-সমুদ্রের মধ্যে—শ্বেতদ্বীপ। কল্পভেদে উভয়-মতই ব্যবস্থাপনীয়। **-ধামা**—চন্দ্র, ২ কর্পূর, ৩ সমুদ্রফেন। **-পত্র**—হংস। **-পত্ররথ**—ব্রহ্মা।

শ্বেতবাহ্‌ (হরি ২।১৪৪) [শ্বেতা এনং বহন্তীতি] ইন্দ্র। ২ অর্জুন ৩ চন্দ্র, ৪ কর্পূর।

শ্বেতাশ্বতর (রত্ন টী ২।২৩) উপনিষৎ।

শ্বেতিত (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৯) শুক্লীকৃত।

শ্বোভূত (ভা ৬।১৯।২২) প্রভাত—স্বামী। ২ (ভা ১০.৮১।১৩) সূর্যোদয়—স্বামী। ৩ পরদিন—বি।

শ্বোবসীয়স (গোচ পূর্ব ২৩।২৪) পরদিন ভাবি—শুভ।

ষ

ষট্‌ক (হরি ৭।৯১৫, ৯১৮) [ষষ্ঠেন রূপেণ গৃহ্নাতীতি ষট্‌+ক] ছয়বারে গ্রহণকারী, ২ ছয়দিন পরে আক্রমণকারী ব্যাধি।

ষট্‌কর্ণগত (বিজয় ৫৭।৩৯) তিন ব্যক্তির শ্রুত [তাৎপর্য—যে ঘটনা তিনজনে শুনিয়াছে, তাহা আর গুপ্ত থাকে না। 'ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ']

ষট্‌কর্ম—তন্ত্রে উক্ত শান্তি, বশীকরণ,

স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচ্চাটন ও মারণরূপ প্রয়োগভেদ।

ষট্‌কোণ—বজ্র, ২ তন্ত্রোক্ত যন্ত্র-বিশেষ।

ষট্‌চক্র (ভা ২।২।২০) গুহ্যদেশের অধোদেশে (১) মূলাধার, লিঙ্গমূলে (২) স্বাধিষ্ঠান, নাভিমূলে (৩) মণিপূর, হৃদয়ে (৪) অনাহত, কণ্ঠদেশে (৫) বিশুদ্ধ এবং ভ্রূমধ্যে (৬) আজ্ঞাচক্র অবস্থিত।

ষট্‌চরণ (গোচ পূর্ব ২১।১১৮) ভ্রমর। [২ যূকা]।

ষট্‌তত্ত্ব (ভা ১১।২২।২৯) পঞ্চমহাভূত ও পরমাত্মা।

ষট্‌তরঙ্গ (হ ৫।১৭০) শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ ও পিপাসা—এই ষড়ূর্মি বা ষট্‌তরঙ্গ।

ষট্‌তত্ত্ব (ভা ১১।২৪।৬ জী) ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, স্বভাব, সূত্র ও মহৎ।

ষট্‌তিলী (হ ১৫।৪১৫ টী) ছয় প্রকারে তিল-ব্যবহারকারী। জন্মবাসরে শ্রীভগবানের তিলস্নপনাদি বিহিত। এই দিনে তিলোদ্বর্ত্তন, তিলস্নান, তিলহোম, তিলদান, তিলবপন ও তিলভোজন করিলে শ্রীহরির প্রসন্নতালাভ হয়।

ষট্‌পদ (খ্যা ৬৩) ভ্রমর। ২ (ছ ৭।১৫—১৭) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোভেদ]।

ষট্‌পদী (কৃষ্ণ ১০৬) শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। [২ যূকা, ৩ ভ্রমরী]।

ষট্‌পাণ্ডিত্য (হ ১০।৩১২) বৈষ্ণবগণকে প্রহার, নিন্দা, দ্বেষ, অনাদর, ক্রোধ ও তাঁহাদের দর্শনে নিরানন্দ প্রকাশ-জনিত অবশ্যম্ভাবী নরকপাত।

ষট্‌পিতা-পুত্রক (রত্না ৫।২৯৬৪) তালবিশেষ।

ষট্‌পৌরাণিক (ভা ১২।৭।৪—৫) ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশংপায়ন ও হারীত। ইঁহারা ব্যাস-শিষ্য রোমহর্ষণের নিকট আঠারটি পুরাণ শ্রবণ করেন।

ষট্‌প্রজ্ঞ (গোচ উত্তর ২৫।৫৩) ধর্মাদিশাস্ত্রবেত্তা। 'ধর্মার্থকামমোক্ষেষু লোকতত্ত্বার্থয়োরপি। ষট্‌সু প্রজ্ঞাস্তি যস্যোচ্চৈঃ স ষট্‌প্রজ্ঞ ইতি স্মৃতঃ॥'

ষট্‌প্রশ্নী (রত্ন ৮।৬ টী) প্রশ্নোপনিষৎ।

ষট্‌শুদ্ধি (ভা ১১।২১।১৫) দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্মের শুদ্ধি। এই ছয়টির বিশুদ্ধির উপরে ধর্ম নির্ভর করে।

ষট্‌সপত্ন (ভা ৫।১।১৮) মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক।

ষড়ঙ্গ—জঙ্ঘাদ্বয়, বাহুদ্বয়, শিরঃ ও মধ্যদেশ। **-ন্যাস** (হ ৫।১৫৬) ['অঙ্গন্যাস' শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-পদক্রম** (তত্ত্ব ১৩) ১। বেদের উচ্চারণ-জ্ঞাপক-শিক্ষা। ২। বৈদিক যাগাদি ক্রিয়ার জ্ঞাপক—কল্প। ৩। পদ-সাধুত্বের জ্ঞাপক—ব্যাকরণ। ৪। দুরূহ শব্দার্থের নির্ণায়ক—নিরুক্ত। ৫। ছন্দঃসমূহের বোধক—ছন্দঃ। ৬। গ্রহগণের গণিতসাধক—জ্যোতিষ; এই ছয়টী বেদপুরুষের অঙ্গ। "ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ কথ্যতে। জ্যোতিষাময়নং নেত্রং নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥" পদক্রম—বেদের পদপাঠ ও ক্রমপাঠ-নামক রীতি-বিশেষ। এই ষড়ঙ্গ পদক্রমের সহিত বেদাধ্যয়ন প্রশস্ত। **-পূজা** (চৈভা মধ্য ৬।৩৩) জল, আসন, বস্ত্র, দীপ, অন্ন ও তাম্বূল—অর্চনমার্গের ষড়ঙ্গ। গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গোরোচনা—মাঙ্গলিক ষড়ঙ্গ। প্রণিপাত, স্তুতি, সর্বকর্মার্পণ, পরিচর্যা, চরণ-স্মরণ ও কথাশ্রবণ—ভজনমার্গের ষড়ঙ্গ।

ষড়ঙ্ঘ্রি (ভা ১০।৪৭।১৪) ভ্রমর।

ষড়ধ্যায়ী (রত্ন টী ৩।৩৭) ষড়ধ্যায়যুক্ত শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

ষড়াত্মা (ভা ১০।২।২৭) শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ ও পিপাসা—এই ছয়তরঙ্গ বিশিষ্ট।

ষড়ায়তন (গোভা ২।২।১৮) বৌদ্ধমতে পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়, বিজ্ঞান ও ধাতু—এই ছয়টি আয়তন-স্বরূপ।

ষড়ূর্মি (আচ ১।৪৫) শোক, মোহ, ক্ষুৎ, পিপাসা, জরা ও মৃত্যু।

ষড়্‌গর্ভ (হব ২।২।১১) দেবকীর গর্ভজাত ছয় পুত্র—হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দন ও ক্রোধহন্তা।

ষড়্‌গুণ (ভা ৫।১।৩৪) ষড়িন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন। ২ ষড়ূর্মি—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু। ৩ (হব ২।৬৫।২) ঐশ্বর্য, জ্ঞান, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও ধর্ম; ৪ সর্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, নিত্য অলুপ্তশক্তি এবং অনন্তশক্তি—নীল।

ষড়্‌জ (চচ ৪।১১) নাসা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত—এই ছয় স্থানে জাত কেকাতুল্য স্বর। তারযন্ত্র ও কণ্ঠোত্থিত সপ্তপ্রকার ধ্বনির প্রথম।

ষড়্‌দর্শন (চৈচ মধ্য ১৭।৯৬) ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব (কর্ম) মীমাংসা ও বেদান্ত।

ষড়্‌ভাববিকার (স্ত ৩।৫) জীবের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ।

ষড়্ভুজ (চৈভা আদি ১।১২২) শ্রীরামচন্দ্রের, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরহরির প্রত্যেকের দুইটি করিয়া ছয়হস্ত-বিশিষ্ট শ্রীগৌরমূর্ত্তি। শ্রীরামহস্তে ধনুর্বাণ, শ্রীকৃষ্ণহস্তে বংশী ও শ্রীগৌরহস্তে দণ্ডকমণ্ডলু বিরাজ করে। এই মূর্ত্তি শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরের (অক্ষয়বটের দিকে) গাত্রেও অঙ্কিত আছে।

ষড়্রস (প্রা ২৯।৩) মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু। 'মধুরো-লবণস্তিক্তঃ কষায়োঽম্লঃ কটুস্তথা। সন্তীতি রসনীয়ত্বাদন্নাদ্যে ষড়মী রসাঃ॥'

ষড়্লিঙ্গ (রত্ন ৬।২৩) শাস্ত্র-তাৎপর্য-নির্ণয়ে—উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি।

ষড়্বক্ত্র (চৈকা ৫।২৩) কার্ত্তিকেয়।

ষড়্বর্গ (ভা ১১।২৬।২৪) ইন্দ্রিয়-ষড়্বর্গ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। ২ জ্যোতিষে ষড়্বর্গ—ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ত্রিংশাংশ।

ষড়্বিংশতিতত্ত্ব (ভা ১১।২২।১১) ঈশ্বর, পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, মনঃ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত।

ষণ্ড (ভা ৭।৫।১) শুক্রাচার্যের পুত্র ও প্রহ্লাদাদির শিক্ষক। ২ (গৌকৃ ৩।৩০) সমূহ। ৩ (ভা ৪।১৯।১৩) চিহ্ন। [৪ বৃষ, ৫ নপুংসক]।

ষণ্ডল (নিবি ৪৭) সমূহ।

ষণ্ঢ—নপুংসক।

ষণ্মুখ—কার্ত্তিকেয়।

ষষ্টিকা (হ ১৩।১১) ষাইটা ধান্য, ২ শাকবিশেষ।

ষষ্টিক্য (হরি ৭।৮৫৫) [ষষ্টিকানাং ভবনমিতি যৎ] ষাটিধান্যের ক্ষেত্র।

ষষ্টিপথিক (হরি ৭।৩৪৯) [ষষ্টিপথ +ঠ] শতপথ ব্রাহ্মণের ষষ্টিসংখ্যক পথ বা অধ্যায়ের অধ্যেতা বা জ্ঞাতা।

ষষ্ঠ (হরি ৭।৯০২) [ষট্—ডট্+থুক্] ছয়ের পূরণ। ২ (হরি ৭।১০১৬) [ষষ্ঠো ভাগ ইতি অ] ষষ্ঠাংশ। **ষষ্ঠক** (হরি ৭।১০১৭) ষষ্ঠাংশ। **°মনু** (ভা ৮।৫।৭) চাক্ষুষ। **-বতী** (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতবর্ষীয়া নদী।

ষষ্ঠী (কৃগ পরি ১১১) শ্রীরাধার মাতুলানী।

ষাড়ব (সিন্ধু ৩।২।৮৯) চিনি, মধু প্রভৃতি দ্বারা মধুর দ্রাক্ষা ও দাড়িমের রস ঘন হইলে 'ষাড়ব' হয়। উত্তম পানকবিশেষ—'সিতামধ্বাদিমধুরো দ্রাক্ষা দাড়িমজো রসঃ। বিরলশ্চেৎ কৃতো রাগঃ সান্দ্রশ্চেৎ ষাড়বঃ স্মৃতঃ॥' অপি 'ষাড়বা মধুরাম্লাদি রসসংযোগ-পাচিতাঃ' ইতি শব্দার্থ-চিন্তামণ্যাম্। [২ ষট্স্বরে মিলিত রাগ]।

ষাড়্গুণ্য (গোচ উত্তর ১।৪) ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়গুণ। ২ (বিনা ৪।২০) ছয়টি রাজনীতি—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব।

ষাড়্বর্গিক (ভা ১।৩।৩৬) পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের বিষয়।

ষাণ্মাতুর (হরি ৭।২৬৫) [ষণ্ণাং মাতৃণামপত্যং] কার্ত্তিকেয়। [ছয় মাতা—কৃত্তিকা-ত্রয়, গঙ্গা, পৃথিবী ও পার্বতী]।

ষাত্বণত্বিক (হরি ৭।৫২২) ষত্ব ও ণত্বের ব্যাখ্যান, ২ ষত্ব-ণত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

ষিড়্গ (গোলী ১০।৩৮) কামুক। ২ লম্পট।

ষোড়শ উপচার (হ ৬।৪৬—৪৭) আবাহন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, আচমনীয়, বস্ত্র, আচমনীয়, উপবীত, আচমন, গন্ধ-পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং পুনরাচমন—এই ষোড়শ উপচার। মতান্তরও আছে (হ ১১।১২০—১২১)। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দনা—এই ষোড়শ। **°কল** (সভা ১।৪০২) শ্রী, ভূ, কীর্তি, ইলা, লীলা, কান্তি, বিদ্যা, বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা—এই মুখ্যা ষোড়শ কলা-যুক্ত। ২ (কৃষ্ণ ১) পূর্ণশক্তি-বিশিষ্ট। ৩ (ভা ১।৩।১) একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত—এই ষোড়শ অংশ-বিশিষ্ট—স্বামী। ৪ (উ ৪।৯) ষোড়শ-শৃঙ্গারবিশিষ্ট। **-কলা** (ভা ১০।১৪।১৪ টী) অষ্ট-সিদ্ধি (অণিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, লঘিমা, ঈশিতা, কামা-বসায়িতা ও বশিতা), ষট্ভগ (ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য) এবং লীলা ও কৃপা—সনা। **-গয়া** (চৈভা আদি ১৭।৭৫) গয়াতীর্থের অন্তর্ভূত রামগয়া ইত্যাদি ষোলটি স্থান। **-তত্ত্ব** (ভা ১১।২২।২২) [স্থূল ও সূক্ষ্ম] পঞ্চ-ভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও আত্মা। **-দোষ** (রত্ন ২।৮) অষ্টাদশ মহাদোষের অন্তর্গত [কৃষ্ণ-

রসতা ও কামব্যতীত] মোহ তন্দ্রাদি ষোড়শটি। -পদার্থ (রত্ন ১।৮) ন্যায়মতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। -মাতৃকা (হ ১৯।১২২) গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, স্বদেবতা ও কুলদেবতা—ইঁহারাই ষোড়শ মাতৃকা। -মৃত্তিকা (মাম ৭।৩৩) নদীর উভয় কূল, বরাহদন্ত, বেশ্যা-দ্বার, বৃষশৃঙ্গ, বল্মীক, সমুদ্র, দেবদ্বার, গঙ্গা, রাজদ্বার, চতুষ্পথ, গজদন্ত, গিরিশৃঙ্গ, নগর, গোষ্ঠ ও ত্রিপথের মৃত্তিকা। -বিকার (ভা ১০।৮৮।৪) ১০ ইন্দ্রিয়, মনঃ ও ৫ ভূত। -বিদ্যা (রাধা ৫৭—৬১) স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে —বিদ্যারূপা ষোড়শ গোপী, যথা— (১) লম্বিনী, (২) চন্দ্রিকা, (৩) কান্তা, (৪) ক্রূরা, (৫) শান্তা, (৬) মহোদয়া, (৭) ভীষণী, (৮) নন্দিনী, (৯) শোকা, (১০) সুবিমলা, (১১) অক্ষয়া, (১২) শুভদা, (১৩) শোভনা, (১৪) পুণ্যা, (১৫) হংসশীতা ও (১৬) মালিনী। চন্দ্রের ষোড়শ কলার ন্যায় ইঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়া। -শক্তি (ভগ ১০) বৈকুণ্ঠ নগরের দ্বারপাল— পূর্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্র, পশ্চিমদ্বারে জয় ও বিজয়, উত্তরদ্বারে ধাতা ও বিধাতা; অগ্নিতে কুমুদ ও কুমুদাক্ষ; ঈশানে পুণ্ডরীক ও বামন; বায়ুকোণে শঙ্কুকর্ণ ও সর্বনেত্র এবং নৈর্ঋতে সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। -শ্লোকী (ভা ১১।২৩।৩৮) ভিক্ষুগীতার (১১। ২৩।৩৮—৫৩) শ্লোকগুলি।

ষোড়শাঙ্গ—গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ষোল দ্রব্যে রচিত ধূপ; ইহা দৈব ও পৈত্র কার্যে প্রশস্ত। ষোড়শ দ্রব্য— 'গুগ্‌গুলুং সরলং দারু পত্রং মলয়-সম্ভবম্। হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সর্জরসং ঘনম্॥ হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজম্। ষোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পৈত্রে চ কর্মণি॥' ইতি তন্ত্রসারে।

ষোড়শাঙ্ঘ্রি—কর্কট।

ষোড়শাত্মা (ভা ৫।১১।৫) পঞ্চভূত ও একাদশেন্দ্রিয়।

ষোড়শাব্দা (সা ৬) শ্রীরাধা।

ষোড়শী (রত্ন ৪।৫) যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষ। ২ (বিনা ৪।১১) ১৬-সংখ্যক তারা—বিশাখা [রাধা]। ৩ (চৈভা আদি ১৭।৭৬) শ্রাদ্ধকৃত্য-বিশেষ—ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, কাঞ্চন ও রজত—এই ষোড়শ প্রকার দ্রব্যদান। -প্রকৃতি (সা ২) ললিতা, শ্যামলা, মধুমতী, ধন্যা, বিশাখা, শৈব্যা, পদ্মা, ভদ্রা, চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, বৃন্দা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, সুপ্রিয়া, মধুমতী, শশিরেখা—শ্রীকৃষ্ণের এই ষোড়শ প্রকৃতি। শ্রীরাধা কিন্তু প্রকৃতিশ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা।

ষোড়শোপচার (রত্ন ৪।৩৬) আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘমাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমস্নান-বসনাভরণানি চ॥ সুগন্ধিসুমনোধূপদীপনৈবেদ্য-বন্দনম্। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ॥ (তন্ত্রসার) অর্থাৎ দেবার্চ্চনে প্রযোজ্য ষোড়শোপচার যথা— আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন।

ষোঢ়া (ভাবনা ৬।৫৪) ছয় প্রকার।

ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ (চৈচ আদি ১০।১১৬) একখণ্ড কাষ্ঠের মধ্যে কোন ভারী বস্তু বাঁধিয়া দুই পার্শ্বে দুই ব্যক্তি বহন করিলে ঐ কাষ্ঠ-খণ্ডকে 'সাঙ্গ' বা 'সাঙ্গা' বলে। ষোলটি সাঙ্গের সমান যে কাষ্ঠ অর্থাৎ বত্রিশ জনের বাহ্য কাষ্ঠ।

ষ্ঠীবন (হরি ৫।৪৬০) [ষ্ঠীবু নিরসনে +ল্যুট্] থুথুফেলা।

ষ্ঠ্যূত (অকৌ ১০।১১) নিক্ষিপ্ত। ২ বান্ত।

স

সংকথা (বিনা ৪।১০) আলাপ।

সংকর্ষণ (চৈনা ২।২০) আকর্ষক, ২ বলদেব।

সংকল্প (লনা ৯।৫৯) অন্তঃকরণের বৃত্তি। ২ অভিলাষ।

সংকাশ (আচ ৪।১৭) তুল্য, ২ সম্যক্ প্রকাশশীল।

সংকীর্ণ সম্ভোগ (উ ১৫।১৯৫) নায়ক-কৃত বিপক্ষ নায়িকার বৈশিষ্ট্য

এবং স্ববঞ্চনাদির স্মরণ বা কীর্ত্তনে যেস্থলে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সম্ভোগের উপকরণগুলি সংকীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত হয়, যাহা তপ্ত ইক্ষু-চর্বণের ন্যায় যুগপৎ ঔষ্ণ্য ও মাধুর্য্যের আস্বাদ দান করে, তাহাই 'সংকীর্ণ সম্ভোগ'।

সংকীর্ত্তন (চৈভা আদি ২।২২) বহুলোক মিলিত হইয়া খোল ও করতালাদির যোগে উচ্চ কীর্ত্তন। ২ (সিন্ধু ১।২।১৪৫) শ্রীহরির নাম, গুণ ও লীলাদির উচ্চ ভাষণ। -যজ্ঞ (চৈম মধ্য ৯।৭৫—৯০) শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন পঞ্চম বেদ হইতে পঞ্চানন-কর্ত্তৃক প্রকীর্ত্তিত। শ্রদ্ধালু জনের শ্রুতিকুহর—যজ্ঞকুণ্ড, জিহ্বা—স্রুব, ধ্বনিরস—ঘৃত, অন্তরোদ্দীপ্ত ভাবই--অগ্নি, কম্প পুলক অশ্রু প্রভৃতি—অগ্নিশিখা, প্রেমই—ফল, সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—ইহার যজমান গৃহস্থ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এই প্রেমের গৃহিণী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ—ইহার সংস্থাপক। শ্রীশ্রীগৌর এই যজ্ঞের পিতা, আদি প্রবর্ত্তক।

সংকীর্ত্তনৈকপিতা (চৈভা আদি ১।১) শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের মূলপ্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ।

সংকুল (বৃভা ১৬।১০৯) ব্যাপ্ত।

সংকৃতি (ভা ৯।২১।২) ভরদ্বাজ-বংশীয় নরের পুত্র।

সংকেত (কাব্য ২) 'এইশব্দ হইতে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে'—এতাদৃশ ঈশ্বরেচ্ছা। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা—এই চারি অর্থে সঙ্কেত গৃহীত হয়।

সংক্রন্দন (গোচ পূর্ব ১৮।৯৫) ইন্দ্র। [২ সম্যক্ রোদন]।

সংক্রমণ (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৮১) মিলন। [২ সূর্য্যাদির রাশ্যন্তর-গমন]।

সংক্রামণ (বিনা ১।২৭) আরোপণ।

সংক্লেশ (সভা ১।৫।২) অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

সংক্ষয় (ভা ১০।২৫।৬) সম্যক্ নিবাস, ২ স্বাস্থ্য। ৩ সম্যক্নাশ—জী। ৪ প্রলয়।

সংক্ষিপ্ত (ভা ৮।২১।৫) উপসংহৃত। ২ (ভা ৮।১৮।২৫) অভিভূত—স্বামী।

সংক্ষিপ্ত পুরশ্চরণ (হ ১৭।২৩১—২৪৩) সবিস্তার পূজা করিতে অসমর্থ হইলে ইন্দ্রাদি আবরণ পূজা বাদ দিয়া কেবল ইষ্টদেবের পূজা করিবে, অথবা দেবতামাত্রের চিন্তন পূর্বক সম্যক্ অর্চনা করিবে অথবা আত্মার্পণ যাবৎ মানসীপূজা বিহিত কিম্বা মানসপূজা ব্যতিরেকে বাহ্য পূজাই করিবে।

(২) পবিত্রভাবে পূর্বদিন উপবাস পূর্বক সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণকালে পুরশ্চরণ করিবে। গঙ্গাগর্ভে নাভিদঘ্ন জলে গ্রহণের প্রারম্ভ হইতে বিমুক্তি যাবৎ সাবধানে পুরশ্চরণ করিবে। পরে হোমাদি বিধিমত করিবে।

(৩) চন্দ্রসূর্যগ্রহণে স্নানান্তে সমাহিত চিত্তে গ্রহণারম্ভ হইতে মোক্ষ কাল যাবৎ মন্ত্রজপ করিবে।

(৪) শ্রীগুরুদেবকে দেবজ্ঞানে তুষ্টি করিতে পারিলে পুরশ্চরণাদি-রহিত ব্যক্তিও সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

(৫) প্রত্যহ গবানুগমন, গোগ্রাস-দান ও গো-প্রদক্ষিণ করিবে। গোগণ তুষ্ট হইলে গোপালও প্রীত হইবেন।

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ (উ ১৫।১৯২) লজ্জা, ভয় ও অসহিষ্ণুতাবশতঃ যে সম্ভোগে নায়কনায়িকা সম্ভোগাঙ্গ-বস্তুসমূহের অত্যল্পমাত্র সেবা করেন, তাহাই 'সংক্ষিপ্ত' সম্ভোগ।

সংক্ষিপ্তি (নাচ ৪৪৮) মহাদ্ভুত অথচ সংক্ষিপ্ত বস্তুর সৃষ্টিকে নাট্য-শাস্ত্রে 'সংক্ষিপ্তি' বলে।

সংক্ষেপ ভাগবত (প্রীতি ২১৬) চতুঃশ্লোকী।

সংক্ষোভ (চৈত ৩।১৫।৪৩) সম্যক্ বিকার। ২ চাঞ্চল্য।

সংখ্য (ভা ১।১৪।৩৪) যুদ্ধ।

সংখ্যা (গোভা ২।২।২২) বুদ্ধি। ২ (শ্যা ১৩) জ্ঞান। ৩ (আচ ১৫। ২৫৯) সম্যক্ খ্যাতি।

সংখ্যানাম (চৈ ভা অন্ত্য ৮।১৬০) তুলসী-মালিকাবলম্বনে গৃহীত নির্দিষ্ট-সংখ্যক 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।

সংগান (আচ ৪।৩০) উৎকর্ষ। ২ (নাম ১।১১ টী) অন্য প্রমাণের সহিত মিলন বা একবাক্যতা। ৩ (সস তত্ত্ব ৯) সঙ্গতি। ৪ (আচ ১২।৮৪) গুণ-দর্শন। ৫ (মালা ছ ১১) সঙ্গমনশীল।

সংগৃভিত (ভা ৩।২১।২৪) সংগৃহীত, ২ একাগ্রীকৃত—স্বামী।

সংগ্রহ (গীতা ৮।২১) সংক্ষেপ—স্বামী। ২ যাহাদ্বারা সম্যক্রূপে গ্রহণ করা যায়—বি। ৩ উপায়। ৪ (ভা ৭।২।৩৯) পালন। ৫ (বৃভা ১৬।৮৯) পরিগ্রহ। ৬ (ভা ৪।১৭। ৩০) ধারণ। ৭ (ভা ১১।২৯।২৩) সঙ্কলন। ৮ (ভা ১১।২০।২১) বশীকার—বি। ৯ (নাচ ১৪৪) প্রিয়-

বচন-বিন্যাসে দানদ্বারা অর্থসম্পন্নতাই নাট্যশাস্ত্রে 'সংগ্রহ'। [১০ সঞ্চয়, ১১ সূত্র ও ভাষ্যে বিস্তারিতভাবে উপদিষ্ট অর্থসমূহের একত্র সঙ্কলনরূপ নিবন্ধগ্রন্থ]।

সংগ্রহণী (হ ১১।৪৩৪) কামক্ষোভ-বশতঃ সংগৃহীতা বেশ্যা।

সংগ্রামজিৎ (ভা ১০।৬১।১৭) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী ভদ্রার গর্ভজাত পুত্র।

সংগ্রাহ (হরি ৫।৩৯৬) (সং—গ্রহ+ ঘঞ্] ঢালের মুষ্টি।

সংগ্রাহী—কূটজবৃক্ষ, ২ সঞ্চয়ী, ৩ ধারক।

সংঘট্ট (গোলী ৯।৬৭) সংযোগ। ২ সংমর্দ। ৩ (চৈচ মধ্য ২৫।১৯) জনতা, ৪ (ভা ১০।১৮।২০) পক্ষ—স্বামী, ৫ যূথ—বি।

সংঘট্টক (বিন্দু ১৪৩) মেলন।

সংঘট্টন (গোচ উত্তর ৪।৬৮) চালন। ২ (গোচ পূর্ব ৩।১৯) সংমর্দন। ৩ (উ ১৫।২৩৫) সম্মিলন।

সংঘট্টী (ভা ৫।১০।৭) সহচর—স্বামী।

সংঘর্ষ (বিপু ২।৪।৬৮) কলহ। [২ স্পর্ধা, ৩ সংমর্দন]।

সংঘাত (পরম ৬৫) সংমেলন। ২ (গীতা ১৩।৭) শরীর—স্বামী। ৩ (ভা ৭।১।৯) সংমিশ্রণ। [৪ বৌদ্ধগণ উপাদান কারণসমূহের সমুদায়কে কার্য বলে, ইহারই নাম—সংঘাত]। **-ভেদ** (উ ৫।২৫) আত্মীয়গণমধ্যে স্বভাব-ব্যত্যয়—জী। **-বাদী**—বৌদ্ধ, এইমতে উপাদানকারণ সকলের সমুদায়কে কার্য বলে—ইহাই সংঘাত। কারণাতিরিক্ত কার্য বলিয়া কোনই পদার্থ নাই—ইহাই সংঘাতবাদিগণের মত।

সংঘাত্য (নাচ ৪৬৩) প্রভাব, মন্ত্রণা ও দৈবাদি দ্বারা যে সঙ্ঘ-ভেদন, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'সংঘাত্য' বলে।

সংচীর্ণ (মথুরা ২৪) কৃত।

সংচ্ছিন্ন (গোভা ১।৩।২২) বিদষ্ট।

সংজল্প (গোলী ২১।১০১) পরস্পর কথোপকথন। ২ (উ ১৪।২০৭) দুর্বোধ্য সোল্লুণ্ঠ কোনও অনির্বাচ্য আক্ষেপভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা, নির্দয়তা, পরদ্রোহিতা এবং প্রেমশূন্যতাদির বিখ্যাপন।

সংজল্পিত (ভা ৪।৮।২৩) বিলাপ—স্বামী।

সংজিগমিষু (আচ ১৩।১২১) সঙ্গার্থী।

সংজিঘৃক্ষু (ভাবনা ৫।৭) সংগ্রহেচ্ছু।

সংজিত্বর (কৃচ ৩।৮।১৫) পূর্ণবিজয়-শীল।

সংজ্ঞ—পীতকাষ্ঠ, গন্ধদ্রব্য। ২ সংহত-জানু।

সংজ্ঞপন (চৈত ১০।৩।২৫) মারণ। **-যোগ** (ভা ৪।৫।২২) কণ্ঠ-নিষ্পীড়ন-দ্বারা যজ্ঞ-পশুর নিধনোপায়।

সংজ্ঞপিত (ভা ৪।২৫।৭) মারিত।

সংজ্ঞপ্ত (ভা ৪।২৮।২৬) হত—স্বামী। ২ খড়্গচ্ছিন্ন—বি।

সংজ্ঞা (লনা ৬।৯) সূর্যপত্নী। ২ (রত্ন ৩।৩৭) নাম। (হরি ১।৪২) রূঢ় সঙ্কেতবৎ নাম—ইহা ত্রিবিধ—পারিভাষিকী, নৈমিত্তিকী ও ঔপাধিকী, যথাক্রমে উদাহরণ—চৈত্র, মৈত্র, আকাশ; পৃথিবী, জল, পশু; পাচক, পাঠক। ৩ (ভা ১০।৭৬।২৮) খ্যাতি, ৪ অর্থসূচনা, ৫ (উ ১২।১৫) সঙ্কেত। ৬ (ভা ৩।৫।৫০) উদ্বোধ—স্বামী। ৭ (আচ ১০।৯৫) চেতনা। ৮ (চৈত ১০।৩।২৫) মরণ। ৯ (হব ১।১।২৮) জ্ঞান—নীল। [১০ গায়ত্রী]।

সংজ্ঞাধিকরণ (গোচ পূর্ব ১।৩) নামের আশ্রয়।

সংজ্ঞান (হরি ৩।৭৮) চৈতন্য। ২ (ভা ৯।১৬।২৪) স্মৃতি।

সংজ্ঞানা (মাম ৭।৭৫) সূর্যপত্নী সংজ্ঞা, ২ সম্যগ্‌জ্ঞানবতী।

সংজ্ঞাপন (গোচ উত্তর ৫।২৮) বিজ্ঞাপন, ২ মারণ।

সংজ্ঞা-সংজ্ঞী (সস তত্ত্ব ৯)। ['শব্দ-বৃত্তি' দ্রষ্টব্য]।

সংজ্ঞু (হরি ৬।৩৪১) [সংহতে জানুনী যস্য] মিলিত-জানু।

সংজ্বর (ভাবনা ৮।২০) অভিসন্তাপ। অগ্নিজাত তাপ।

সংদব (হরি ৫।৩৮৫) [সং—দু গতৌ +অল্] সঙ্গম, ২ সন্তাপ।

সংদাব (হরি ৫।৩৮৫) [সং—দু উপতাপে। ঘঞ্] সম্যক্ উত্তাপ।

সংদৃশ (গোভা ৩।২।২৩) দর্শন-যোগ্যতা।

সংদৃষ্টি (হ ১১।৫১১) সম্যক্ অবধারণ, ২ সম্যক্ দর্শন।

সংদ্রাব (হরি ৫।৩৮৫) [সং—দ্রু গতৌ +ঘঞ্] সম্যগ্‌গমন—ধাবন।

সংনিয়ম (ভা ২।১০।৪২) সংহার।

সংনিয়মন (মালা মু ৯) ভোগাসক্তি ত্যাগপূর্বক কেবল দেহধারণোপযোগী বস্তুর গ্রহণ।

সংনিবেশিত (সাকৌ ২।২) প্রযুক্ত।

সংন্যসন (গীতা ৩।৪) শাস্ত্রীয় কর্ম-ত্যাগ—বি।

সংপত্তি (নাম ৩।৪০) মোক্ষপ্রাপ্তির

সাধন।

সংপরিষক্ত (গোভা ১।৩।৪২) [সং—পরি—ষনজ+ক্ত] সুসম্যক্‌প্রকারে মিলিত।

সংপুট (গোলী ৯।৩৫) কৌটা।

সংপৃক্ত (ভা ১০।৬৪।১৬) মিলিত।

সংপ্রখ্যান (রত্ন টী ১৬) তত্ত্বসমূহের পরস্পর বিলক্ষণ পরিচিন্তন।

সংপ্রতর্দন (সুধা ৩৮) স্বমার্গবিমুখী অসুরদের হিংসাকৃৎ বিষ্ণু।

সংপ্রতিপত্তি (আচ ১৫।১১) যোগ-ক্ষেমাদি।

সংপ্রতিষ্ঠা (গীতা ১৫।৩) স্থিতি—স্বামী। ২ সমাশ্রয়—বল।

সংপ্রদায় (কর্ণা ৫০) পরম্পরাগত সজাতীয়-সমূহ।

সংপ্রয়াস (মুক্তা ১৭।৬) সম্যক্ ক্লেশ।

সংপ্রয়োগ (চৈনা ১।৩) সমালোচনা। [২ নিধুবন, ৩ অন্বয়, ৪ সুদের জন্য অর্থ-নিয়োগ]।

সংপ্রবৃত্ত (গী ১৪।২২) স্বতঃপ্রবৃত্ত—স্বামী। ২ স্বতঃপ্রাপ্ত—বি।

সংপ্রশ্ন (হরি ৪।১৭৬) অনুজ্ঞা-প্রার্থনা। উদাহরণ—'গীতা পড়িব কি ভাগবত পড়িব ?' ২ (ভা ১।২।৫) শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সর্বশাস্ত্রার্থ-সারোদ্ধার-জনক জিজ্ঞাসা—স্বামী।

সংপ্রশ্রয় (ভা ৩।২৩।৯) বিনয়—স্বামী।

সংপ্রসারণ (আচ ২০।৮৪) ব্যাকরণে ধাতুর অভ্যাস হইলে সেই অভ্যস্ত-ধাতুর যণ্-(য ব র ল)-স্থানে যথাক্রমে প্রযোজ্যমান যে ইক্ (ই উ ঋ ৯) হয়, তাহাকে 'সংপ্রসারণ' বলে। ২ সম্যক্ আবিষ্কার।

সংপ্রহার (বিপু ৫।৩৭।৩৯) যুদ্ধ।

সংপ্রার্থনা (সিন্ধু ১।২।১৫৩) অজাতরতি জনের মন আদিকে শ্রীকৃষ্ণচরণে নিষ্ঠাপ্রাপ্তি করাইবার প্রার্থনা—জী, মু।

সংপ্রোক্ষণ (হ ১৯।১০৩৮) মহাস্নান।

সংপ্লব (হ ৫।৩৭) প্রলয়, ২ নাশ। ৩ (মালা ছ ১২) মজ্জন। ৩ (ভা ২।৮।২০) সমুদ্ভব—স্বামী। ৪ সংসার-সিন্ধু হইতে উত্তারণোপায়—বি। ৫ (ভা ১।৬।১৭) বন্যা। ৬ (ভা ১০।১৪।১৩) সংশ্লেষ, ৭ একীভাব—বি।

সংপ্লুত (গোচ উত্তর ৩৭।১৫০) ব্যাপ্ত।

সংপ্লুতোদক (গীতা ২।৪৬) বিস্তীর্ণ-জলাশয়।

সংফুল্ল (মালা ছ ১৩) অষ্টাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

সংফেট (নাচ ১৬৪) ক্রোধযুক্ত বাক্য-প্রয়োগ। ২ (নাচ ৪৫৪) ক্রুদ্ধ ও সংক্রুদ্ধ পাত্রদ্বয়ের যে পরস্পর সমাঘাত, তাহাকেও নাট্যশাস্ত্রে 'সংফেট' বলে।

সংবলন (বিনা ১।২৫) মিলন।

সংবাধ (গীগো ১১।২২) সঙ্কট, ২ ব্যাপ্ত, ৩ (আচ ১৩।২২১) প্রাপ্ত, ৪ (আচ ১২।২২) সম্যক্ ব্যাঘাত।

সংভর্ত্তা (রত্ন ৩।৪৬) সর্বধারক। ২ (ভগ ৩) স্বভক্তগণের পোষক।

সংভার্য (হরি ৫।১৮২) [সং—ভৃ+ণ্যৎ] সংপোষণীয়।

সংভাবিত (বিনা ৬।৮) নিরূপিত। ২ (লনা ১।৯) লব্ধ।

সংভিন্ন (সাকৌ ৪।৫) মিলিত।

সংভূতি (বিপু ৩।১১।৬২) কুল।

সংভৃত (ভা ৩।২৭।২১) পুষ্ট। ২ (মাস ৭।৪৮) সঞ্চিত, ৩ পরিপূর্ণ। ৪ (লনা ৫।২৪) রক্ষিত।

সংভৃতি (পদ্মা ২০) ধারণ।

সংভেদ (গোভা ১।৩।১৬) সাঙ্কর্য।

সংভ্রম (আচ ১৭।৫৮) আবেগ।

সংমিত (সাকৌ ১।২) তুল্য।

সংমুগ্ধ (রত্ন ২।৬) অসর্বজ্ঞ।

সংমুকিত (গোলী ১।১৩০) নিঃশব্দীকৃত।

সংমূর্ছ্ণ (আচ ১৮।১১৪) অভিব্যাপ্তি।

সংযৎ (গোচ পূর্ব ৩০।৯৪) যুদ্ধ। ২ (হরি ৫।২৮৪) [সং—যমু-উপরমে+ক্বিপ্] সংযম।

সংযত্তি (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) সঙ্গতি, ২ নিরোধ।

সংযত্ত (ভা ১০।৮৩।৩৪) যুদ্ধোদ্যত জী। ২ (ভা ১০।৪৪।৪১) উদ্যোগ-পর—স্বামী।

সংযদ্বাম (ভগ ৪৬) সকল মঙ্গল যাঁহাকে আশ্রয় করে। [২ অক্ষি-পুরুষ (ছান্দোগ্য)]।

সংযম (ভা ১০।৮৪।১৯) ব্রতাদি—সনা। ২ অপর হইতে মনোনিবর্ত্তন জী। ৩ (ভা ৪।১১।১৫) নাশ। ৪ (গোভা ১।৩।৩০) প্রলয়। ৫ (ভা ৯।২।৩৪) সূর্য্যবংশ্য ধূম্রাক্ষের পুত্র। **সংযমৎ** (ভা ১১।১৬।১৮) দণ্ডকারী—স্বামী। **সংযমন** (গোভা ৩।১।১৪) যমপুর। ২ (অকৌ ৫।৬২) বন্ধন। ৩ (বিপু ৩।৭।১৫) দণ্ড। [৪ যম]।

সংযমনী (ভা ১০।৪৫।৪২) যমপুরী। (ভা ৫।২১।৭) মানসোত্তরে সুমেরুর দক্ষিণে অবস্থিত। (ভা ৬।৩।৩) ভূতলের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী।

সংযমান্তঃ (ভা ৬।৯।২৩) প্রলয়োদক।

সংযমী (উ ১১।৭৩) বশীকৃতেন্দ্রিয়, ২ বদ্ধ।

সংযাতি (ভা ৯।১৮।১) চন্দ্রবংশ্য নহুষের পুত্র। ২ (ভা ৯।২০।৩) বহুগবের পুত্র।

সংযাব (ভা ১১।২৭।৩১) ঘৃত, দুগ্ধ ও ময়দা-ঘটিত নৈবেদ্য-সামগ্রী। ২ পেরাকী পিঠা—সনা।

সংযুক্ (বৃভা ২।৭।১৩৮) সংযোগ, ২ সম্যক্ প্রকারে চিন্তৈকাগ্রতা, ৩ সঙ্গম।

সংযুক্ত-বর্ণনিয়ম (বিরু ৭—১১) বিরুদকাব্যে মধুর, শ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, শিথিল ও হ্রাদি-ভেদে এবং ইহাদের প্রত্যেকের হ্রস্বদীর্ঘ-বিভেদে সংযুক্ত বর্ণের দশটি নিয়ম—

সংযোগ	হ্রস্ব	দীর্ঘ
১। মধুর	শঙ্কর, অঙ্কুশ ;	গাঙ্গ
২। শ্লিষ্ট	দর্প, কর্পর, সর্প ;	কার্পাস
৩। বিশ্লিষ্ট	ভল্ল, কল্যাণ ;	বাল্য
৪। শিথিল	পশ্য কশ্যপ ;	বৈশ্য
৫। হ্রাদি	মহ্নং সহ্নং গুহ্নং ;	বাহ্নক

সংযুক্তা একাদশী (হ ১২।৩২২) সূর্যোদয়ের পূর্বে মুহূর্ত্তব্যাপিনী একাদশী।

সংযুগ (ভা ১০।৫৭।১৩) যুদ্ধ। ২ (আচ ৩।১৫) লাঙ্গলের ফাল।

সংযুতি (গোলী ১২।৯) সংযোগ।

সংযুষ্ট (স্তব ২৬।৩) মিলিত।

সংযূয়মানতা (গোচ উত্তর ১৯।১৯) সংমিশ্রণ।

সংযোগ (ভগ ৩) ন্যায়মতে অপ্রাপ্ত বস্তুদ্বয়ের পরস্পর প্রাপ্তি বা মিলন।

সংযোগ-পৃথক্ত্বন্যায় (ভগ ৩৩) পশুবন্ধন কাষ্ঠের নাম যূপ। যূপে পশু-বন্ধন করিলে একপ্রকার ফল হয়। আবার খাদির কাষ্ঠ-নির্মিত যূপে পশু-বন্ধন করিলে বিশেষ এবং পৃথক্ ফল হয়। ইন্দ্রাদির যজ্ঞ করিলে যে ফল হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-পাটবাদি লাভ হয়, ভগবদ্ভক্ত-সংযোগে তাহা করিলে অধিকন্তু ভাব বা ভক্তিফল লাভ হয়।

সংযোগ-বিয়োগস্থিতি (উ ১৫। ১৮৫—১৮৭) শ্রীজীবপাদের আশয় —প্রকটলীলার অনুসরণে মাথুর-বিরহ সংঘটিত হইলেও অপ্রকট প্রকাশে (ঐ বিরহ-কালেও) শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যবিহারের ইঙ্গিত দেওয়ায় বুঝিতে হইবে যে শ্রীহরি ও গোপীগণের অপেক্ষিত সম্ভোগটি অন্য অপ্রকট প্রকাশে প্রাপ্য। একই ব্রজে একই প্রকট প্রকাশে যুগপৎ সংযোগ ও বিয়োগ অসম্ভব, প্রকাশভেদে অভিমানভেদ অবশ্যই স্বীকার্য। অপ্রকটে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্থিতি কিন্তু বৃহদ্-গৌতমীয়, গোপালতাপনী, যামল ও তন্ত্রাদিতে বহুশঃ প্রতিপাদিত। প্রকট লীলাতেও বৃন্দাবনাদি স্থানের প্রকাশভেদ, শ্রীকৃষ্ণের যুগপৎ বিবিধ প্রকাশ, পরিকরগণের প্রকাশভেদ এবং স্থানকালপাত্রভেদে অভিমান-ভেদও স্বীকার্য। যোগমায়ার অচিন্ত্যশক্তিতেই বস্তুভেদ না থাকিলেও প্রকাশভেদাদি মানিতে হয় ; সুতরাং লীলার একাংশে অর্থাৎ অপ্রকট প্রকাশাংশেই সংযোগ থাকায় প্রকট প্রকাশের বিরহ-কালেও বিরহাভাব বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে 'উপাসনা সুখময় অপ্রকট প্রকাশ অবলম্বনেই কর্ত্তব্য' এই কথা বলিলে আপত্তি উঠে যে প্রকট প্রকাশগত পূর্বরাগাদি-বিপ্রলম্ভের পরে রস-পোষণের জন্য সম্ভোগও অবশ্যই বর্ণনা করিতে হইবে ত ? যদি অন্য প্রকারে (অপ্রকট প্রকাশে) নিত্য সম্ভোগই বর্ণিত হয়, তবে প্রকট প্রকাশগতা বিরহিণীদের কি গতি ? যেহেতু অন্তে সম্ভোগ বিনা তদ্বর্ণনা রসাবহই হইবেনা ; পক্ষান্তরে যদি বলা যায় যে অপ্রকট প্রকাশ-গত সুখই প্রকট প্রকাশে সংক্রমিত হয়, তাহা হইলে বিরহই হয় না ; সুতরাং শাস্ত্রে বিরহ-বর্ণনা বা শ্রীকৃষ্ণের দূতপ্রেরণাদি বৃত্তান্তও ব্যর্থই হইল ! অতএব মহাবিপ্র-লম্ভের পরে নির্বাধ সম্ভোগ-বর্ণনাই সর্বথা অপেক্ষিত। এই প্রকট প্রকাশ অবলম্বন করত শ্রীরূপপাদের উজ্জ্বলনীলমণি ও নাটকাদি গ্রন্থ এবং উপাসনাও প্রবৃত্ত হইয়াছে। শ্রীশুক-ব্রহ্মাদিরও এই প্রকট প্রকাশই লক্ষ্য বস্তু—ইহাতেই প্রপঞ্চানুকরণ বা জন্মাদিলীলা থাকে বলিয়া ইহাকে 'প্রপঞ্চজনবৃন্দের আনন্দ-সন্দোহহেতু' বলা হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীরূপ-পাদ বিরহ-বর্ণনার পরে সম্ভোগ-প্রকরণ লিখিয়া বিরহের পরে সম্ভোগ অপেক্ষিত ও বর্ণনীয়—এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় করিলেন, সুতরাং বৃন্দাবনগত অপ্রকট প্রকাশ-বিশেষই বিরহাবস্থায়ও বিরহাপ-নোদক—ইহাই বোদ্ধব্য। প্রকট-লীলাবসরে উভয় লীলার সংমিশ্রণ স্বীকৃত হইলেই বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা-বস্থানসূচক বাক্যসমূহও সঙ্গমিত হয়,

যেহেতু প্রকট লীলায় কদাচিৎ পরিকরগণসহ অন্যত্র গমন হইলেও অন্য প্রকাশে সর্বদাই তথায় বাস্তব্য করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদের আশয় —মাথুরবিরহ সর্বথা দুঃসহ হইলেও ইহা নিত্যপ্রকটলীলারই অন্তর্ভূত; জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলাই নিত্য, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও না কোথাও লীলা-প্রবাহ আছেই; এমন কি মহাপ্রলয়েও, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অভাবেও যোগ-মায়া-কল্পিত প্রাকৃতরূপে প্রত্যায়িত ব্রহ্মাণ্ডে ঐ প্রকট প্রপঞ্চগোচর লীলাই থাকে, কালদেশ-বশতঃ উভয় লীলায় এই বিশেষ প্রপঞ্চে আপেক্ষিক-প্রাকট্যবতী এবং অপ্রকটে অপ্রাকট্যবতী হইয়া বিরাজ করে। মথুরা ও দ্বারকার লীলা-সম্বন্ধেও এই কথা। অপ্রকট প্রকাশে মথুরায় বা দ্বারকায় গমনাদি লীলা নাই, কিন্তু প্রকট প্রকাশেই গমনা-গমনাদি লীলা সম্ভবে। এস্থলে আশঙ্কা—'অপ্রকট প্রকাশেও কোনও কোনও অংশে শ্রীকৃষ্ণলীলামাত্রই নাই' এই কথা স্বীকার করিতেই হয়, যেহেতু জন্মলীলার প্রাগভাব অপেক্ষিত। আর এক কথা—যদি ব্রজ হইতে মথুরায় গমন নাই থাকে, তবে মাথুর-লীলার প্রবর্ত্তন হয় কোথা হইতে? মাথুরলীলা ত রজকবধ হইতে কালযবনের আগমন পর্যন্তই বলা হয়? শ্রীকৃষ্ণই ত ব্রজ হইতে মথুরায় গিয়া রজক-বধ করিয়াছেন? ইহার **উত্তর** এই—অপ্রকট প্রকাশস্থ লীলাপরিকরগণ সদাকাল মনে করেন যে শ্রীব্রজেশ্বরীর গর্ভ হইতেই এই শ্রীকৃষ্ণ জন্মিয়াছে; অচিন্ত্য যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের প্রাক্‌কাল বা তাহাতে কি কি হইয়াছিল কিছুরই সন্ধান করিতে পারেন না। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় যে অনাদি কারণার্ণব বৈকুণ্ঠ-পরিখারূপে চিন্ময় এবং নিত্য হইলেও পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে তাহা বেদাঙ্গস্বেদ হইতেই উৎপন্ন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-সম্বন্ধেও মন্তব্য [অর্থাৎ নিত্যধামেও শ্রীকৃষ্ণ যশোদাগর্ভ-সম্ভূত বলিয়া শুনা যায়]। তদ্রূপ মথুরার লীলা-সম্বন্ধেও বলিতে হইবে যে মথুরার অপ্রকট প্রকাশস্থ লীলাপরিকরগণ মনে করেন—ব্রজ হইতে আগত শ্রীকৃষ্ণ রজকবধাদি লীলা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন ইত্যাদি; কিন্তু রজক-বধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় ছিলেন না—একথার অনুসন্ধান তাঁহাদের হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত —ভগীরথ-কর্ত্তৃক আনীত গঙ্গারই পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি হইলেও তৎ-পূর্বেই পৃথুচরিতে গঙ্গার বর্ত্তমানতা উক্ত হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমনের পূর্বে তাঁহারা কে বা কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—কর্দমঋষি-কর্ত্তৃক প্রাদুর্ভাবিতা, দেবহূতির নবযৌবনা পরিচারিকাগণ জল হইতে উত্থিত হইয়া স্বীয় বয়ঃসন্ধির পূর্বাবস্থাদি কিছুই জানিতে পারেন নাই। তাৎপর্য এই—'শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতেই আছেন, ব্রজে নহে'—মথুরার অপ্রকট প্রকাশস্থ লীলাপরিকরগণের এই ধারণা যেরূপ বদ্ধমূল, তদ্রূপ ব্রজ-পরিকরগণও মনে করেন যে 'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ব্রজেই খেলা করেন, মথুরায় কিন্তু কংসই আছে'। দ্বারকাবাসীগণও এইরূপ ধারণাই পোষণ করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎই ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকায় সপরিকরই একদেহে ও অনন্তপ্রকাশ আবিষ্কার করত পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে বিভিন্ন অভিমানে সর্বদা লীলাবিনোদ করেন—ইহাই সিদ্ধান্ত।

সংরক্ষণ (ভা ১০।৫০।৯) স্বভক্তি প্রবর্ত্তনদ্বারা উভয়লোকের পালন—সনা।

সংরব্ধ (ভা ১১।২৩।১৭) ক্ষুভিত—স্বামী। ২ (ভা ১০।৬৮।৩০) আবিষ্ট —জী।

সংরম্ভ (বৃভা ১।৭।৮৯) ক্রোধ। ২ (বিনা ৬।২০) উৎসাহ। ৩ (ভা ৭।১।২৭) দ্বেষ। ৪ (বৃভা ১।৭।১১৮) আবেশ। ৫ (ভা ১০। ৪৪।১২) আটোপ। ৬ (ভা ৮। ৬।২৪) সম্ভ্রম, ৭ বিগ্রহ। ৮ (হ্রব ৩।২।২৭) ভয়।

সংরম্ভী (মুক্তা ৫।৪) ক্রোধী।

সংরাধন (গোভা ৩।২।২৪) সম্যক্‌ ভক্তি।

সংরুদ্ধ (বৃভা ২।২।১৫০) সংব্যাপ্ত।

সংরোহ (ভা ১।১০।২) অঙ্কুর।

সংলাপ (গোলী ৯।২৭) নির্জনালাপ। ২ (উ ১১।৮৫) উক্তি ও প্রত্যুক্তি-যুক্ত বাক্য। ৩ (নাচ ৪৫৮) ঈর্ষ্যা ক্রোধাদিভাবে ও বীর-অদ্ভুতাদি রসে পরস্পরের গম্ভীর আলাপকে নাট্য-শাস্ত্রে 'সংলাপ' বলে।

সংবৎ [ব্য] বৎসরে।

সংবৎসর (ভা ৩।১১।১৪) সূর্যের দ্বাদশরাশিতে ভোগ-কাল। মতান্তরে —শুক্লা প্রতিপদে সূর্যসংক্রমণ ঘটিলে সৌরমাস ও চান্দ্রমাস উভয়ই যুগপৎ প্রবৃত্ত হইয়া 'সম্বৎসর' নাম ধরে। ইহাতে সৌর মানে ছয়দিন বৃদ্ধি এবং চান্দ্রমানে ছয়দিন হ্রাস হয়—এইরূপে দ্বাদশদিন ব্যবধানক্রমে সূর্য ও চন্দ্রের অগ্রপশ্চাৎ গতি হয় এবং এই কারণেই পাঁচবৎসর গত হইলে দুইটি মলমাস লইয়া ঐ সম্বৎসরের শেষ হয়, পুনরায় ষষ্ঠ সম্বৎসরের প্রবৃত্তি হয়—স্বামী। ২ (ভা ৫।২১।১২) সৌররথের চক্র। ৩ (রত্ন ৩।৩৯) দ্বাদশমাস ; চান্দ্র, সাবন ও সৌর-ভেদে ইহা ত্রিবিধ। ৪ (সুধা ২৩, ৫৮) বিষ্ণু। **-তম** (হরি ৭।২০৮) [সম্বৎসরস্য পূরণঃ] বৈশাখ, [মাসাদি অবয়ব]। **-প্রদীপ** (সি ৫।৪) প্রাচীন গৌড়র্ষি-কৃত স্মার্ত্ত-নিবন্ধ।

সংবদন (গোচ পূর্ব ২২।৩০) বাক্য, ২ (গোচ উত্তর ২৩।১) সংলাপ।

সংবরণ (ভা ৬।৬।৪১) সূর্যকন্যা তপতীর স্বামী। ইনি ঋক্ষের পুত্র (ভা ৯।২২।৪)।

সংবর্গবিদ্যা (গোভা ১৩।৩৪) ছান্দোগ্যে (৪।১।১—৩) উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা। ['জানশ্রুতি'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

সংবর্ত্ত (ভা ৯।২।২৬) অঙ্গিরার পুত্র, মহাযোগী। ২ (ভা ১১।৩।১১) প্রলয়কারী, ৩ (ভা ১২।৪।১১) পরম বায়ু—স্বামী ; ৪ (অকো ৫।২৪) প্রলয়। **-ক** (ভা ৪।৩০।৪৫) কালাগ্নি রুদ্র—স্বামী। ২ (গোভা ৩।৪।৩৯) দেবগুরু বৃহস্পতি ও মহর্ষি সংবর্ত্ত উভয়েই অঙ্গিরার পুত্র ছিলেন। বৃহস্পতির ঈর্ষ্যায় ও দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া সংবর্ত্ত বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করত দিগম্বর হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মরুত্ত-যজ্ঞে ইনিই পৌরোহিত্য করিয়া দেবগণের সন্তোষ বিধান করেন। [মহা আশ্ব ৫—১০, জাবালোপ-৬]। ৩ (তর ১১।৩।১৯) প্রলয়কারী মেঘ। **-বর্ত্তন** (সক জী ১।২০) ঘূর্ণী। **-বহ্নি** (মালা মু ৭) প্রলয়াগ্নি।

সংবর্ত্তার্ক (ভা ৭।৩।৩) প্রলয়কারী সূর্য।

সংবর্ত্তিকা (লনা ৭।৮) নূতন পত্র, ২ দীপের শিখা।

সংবর্দ্ধক (বৃভা ২।৩।১৫৩) পরিপোষক।

সংবর্মণ (গোচ পূর্ব ৫।৩১) আচ্ছাদন।

সংবস্ত্রণ (গোচ পূর্ব ৪।৪৮) পরিধান। ২ আচ্ছাদন। **সংবস্ত্রণা** (গোচ পূর্ব ২৪।৩৯) বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন।

সংবাদ (সস তত্ত্ব ১) একরূপতা। ২ (আচ ৯।৩৮) সাদৃশ্য, ৩ (ভা ১২।৩।৩৪) মন্ত্রালোচন।

সংবাদী (আচ ১৪।১৬৩) সম্মেলক।

সংবাস (ভা ১০।৫।২৫) সদাস্থিতি—সনা। সম্যক্ স্থিতি।

সংবাসিত (স্তব ৯।৮৭) কর্পূরাদি দ্বারা সুগন্ধিত।

সংবাহ (হব ২।৯।১৯) প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান। ২ প্রবাহ।

সংবাহন (গোচ পূর্ব ২৯।১৫০) অঙ্গবিমর্দন।

সংবিগ্ন (ভা ৪।২৪।৫০) চঞ্চল—স্বামী।

সংবিজ্জৃম্ভ (আচ ২।৫৬) বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ।

সংবিৎ (প্রীতি ২৯২) সঙ্কেত-নর্ম [বেণুধ্বনিপ্রভৃতিদ্বারা পরিহাস]। ২ (বৃভা ২।৭।১৪ টী) সম্যক্‌বেদন। ৩ (ভর ৫।৪৩) পরস্পর বার্ত্তা। ৪ (আচ ১৮।৮৪) বুদ্ধি। ৫ (চৈত ১০।৩১।১৭) [সম্যক বিশিষ্টা দা শুদ্ধির্যস্য, দৈপ্‌শোধনে ক্বিপি] সম্যক্ বিশুদ্ধ। ৬ (ভা ৮।৬।৩২) সময়—স্বামী, ৭ সঙ্কেত, ৮ সম্বাদ—বি। ৯ (ভগ ৯৮) বিদ্যাশক্তি, ১০ (হ ১৩। ৩৯১) মন্ত্রণা ; ১১ (রাধা ৪৯) ঈশ্বর সম্বিৎস্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং সম্যক্ জানেন ও অন্যকে জানান —তাহাই সংবিৎশক্তি।

সংবিত্তি (চৈনা ১০।৫৩) জ্ঞান।

সংবিদ (গোচ উত্তর ২৯।৩) তোষণ।

সংবিদর্থ (যো ১৯) চৈতন্যরূপ জ্ঞানদ্বারা সর্ব পদার্থ অনুভূত হয়, চৈতন্যই ব্রহ্ম, কেননা ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই অচেতন ; সুতরাং 'সম্বিদর্থ'-শব্দে পরব্রহ্ম বিষ্ণুই বাচ্য—জী।

সংবিদান (বিনা ৬।৩১) জ্ঞানী।

সংবিধান (লনা ৪।২০) বেশ-রচনা। ২ উপায়, ৩ আয়োজন, ৪ (চরিত ৩৫৪) উপচার, ৫ বৈচিত্র্য। ৬ (হব ২।৯৪।৪৫) সঙ্কেত।

সংবীত (বিনা ৫।৩৮) আবৃত। ২ (মালা ছ ১২) সম্যক্ আদরে নিযুক্ত। ৩ (ভা ৮।৬।১৬) নিয়মিত। ৪ (কৃবি ২৭) আলিঙ্গিত। ৫ (বৃ ১।২৭) পরিহিত।

সংবৃত (উ ১৪।১৭৭) রুদ্ধ। ২ (শ্যা ১৭) অভিভূত। ৩ (ভা ১০।২।২৮) আকৃষ্ট। **-চেতাঃ** (ভা ১০।২।২৮) আবৃত-জ্ঞান—স্বামী। ২ স্বল্পবুদ্ধি, ৩ অভক্ত—সনা।

সংবৃত্তি (ভাবনা ৫।২৩) সম্বরণ।

২ (নাচ ২৬৮) নিজ-কর্তৃক উচ্চারিত বাক্যের নিজ-কর্তৃক আচ্ছাদন। ৩ গোপন।

সংবেশ (ভা ৭।১৩।২৭) প্রারব্ধভোগ—স্বামী। ২ (ভা ৩।২৩।২১) উপভোগস্থান—স্বামী। ৩ সম্ভোগান্ত-নিদ্রাগৃহ—বি। ৪ (মাম ২।১০২) নিদ্রা। ৫ [পীঠ, ৬ রতিবন্ধভেদ]।

সংব্যান (গোলী ১।৮০) উত্তরীয় বস্ত্র। ২ (ভাবনা ১৩।২৮) বস্ত্র।

সংব্যোম (প্র ১।২৫) স্বয়ংপ্রকাশ গোলোকধাম। ২ (গোভা ৩।৩।৩৬) পরব্যোম।

সংশয় (ভা ৩।২৪।১৮) মিথ্যাজ্ঞান, ২ (ভা ৩।২৩।৩৫) বিস্ময়—স্বামী। ৩ (সিন্ধু ২।৪।১৩১) পক্ষদ্বয়েই স্পৃষ্ট অথচ যথার্থ-নির্ণয়ে অসমর্থতা-প্রযুক্ত জ্ঞান। ৪ (গোভা ১।১।১ টী) একই ধর্মিতে বিরুদ্ধ নানাবিধ অর্থের বিমর্শ। ৫ (নাচ ৩০৭) অনিশ্চয়াত্মক বাক্যকে নাট্যশাস্ত্রে 'সংশয়' বলে। ৬ (ভা ১২।২।২১) সংশয় প্রধানতঃ দ্বিবিধ—অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনা। প্রত্যেকে আবার জ্ঞেয়গত ও আত্মযোগ্যতাগত-ভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণে ও মননে জ্ঞেয়গত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা এবং সাক্ষাৎকারে আত্মযোগ্যতাগত অসম্ভাবনাদি দূরীভূত হয়—জী। **-চ্ছেত্তা** (ভা ৩।২৯।৩২) মীমাংসক। **-চ্ছেদ** (ভক্তি ১৬) সংশয় প্রধানতঃ দ্বিবিধ—জ্ঞেয়গত ও আত্মগত। ইহারা প্রত্যেকে আবার দ্বিবিধ—অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা। তন্মধ্যে শ্রবণদ্বারা জ্ঞেয় পরতত্ত্বগত অসম্ভাবনা এবং মননদ্বারা জ্ঞেয়-পরতত্ত্বগত বিপরীত ভাবনা বিদূরিত হয়। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে কিন্তু আত্মযোগ্যতা-গত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা সম্যক্ নিবৃত্ত হয়।

সংশিত (গীতা ৪।২৮) তীক্ষ্ণীকৃত—স্বামী। [২ সম্পাদিত-ব্রতবিষয়ক-যত্ন]।

সংশোকজ (গোভা ৩।১।২২) স্বেদজ [মৎকুণ, কেশকীটাদি]।

সংশ্যান (হরি ৫।২৭) শীতে সঙ্কুচিত।

সংশ্রয় (ভা ১।১৫।১৭) বল—স্বামী। ২ (বৃভা ১।৭।১৫৯) সম্যক্ সেবা। ৩ সম্যক্ আশ্রয়।

সংশ্রব (গোচ পূর্ব ৩৩।৩১৮) প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার। ২ (আচ ১৩।১০৫) যশঃ।

সংশ্লিষ্ট (গোলী ১।৫৩) পরস্পর মিলিত। ২ আলিঙ্গিত।

সংশ্লেষ (গোচ পূর্ব ১।৫৯) স্পর্শ। ২ আলিঙ্গন, ৩ সম্বন্ধ।

সংসদ্ (ভাবনা ৭।৬৯) সভা।

সংসরণ (মুক্তা ৫।১৮) জন্মমৃত্যু-দুঃখানুভব। [২ রণারম্ভ, ৩ সঙ্গতি]। **সংসরণাপবর্গ** (ভা ১০।৪০।২৮) জন্মমৃত্যুর সমাপ্তি—স্বামী। ২ বাসনা-ক্ষয়—জী। ৩ সংসারের অন্তকাল—বি। **সংসর্গ** (ভা ৩।২৮।১১) বিষয়-সঙ্গ—স্বামী। **সংসর্গাভাব** (প্রীতি ১) ['অভাব' দ্রষ্টব্য]।

সংসার (ভক্তি ১) জড়ীয় বস্তুতে আত্মসম্বন্ধ-রচনা। ২ (শ্রা ৮) অবিদ্যা। ৩ (আচ ১।৯১) জন্মমৃত্যু, সংসৃতি; ৪ সম্যক্সার। ৫ (বৃভা ২।৭।১৩২) [সং সম্যক্ সারঃ চতুর্ষু অর্থেষু সারভূতো মোক্ষঃ] মোক্ষ। ৬ (ভা ১১।১৩।২৯) বুদ্ধি—স্বামী। ৭ (ভা ১০।৬।৪০) দেহ-গেহ-পতি-পুত্রাদিতে আসক্তি। ৮ (হরি ১।৭৫) শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণ, অন্ত্য সংজ্ঞা—টি। ৯ নৈয়ায়িকমতে মিথ্যাজ্ঞান-জন্য বাসনা। ১০ শ্রীবল্লভাচার্যমতে অবিদ্যার কার্য—সংসার। ইহা অহংমমতার আগার ও জীবের জন্মমরণাদি দুঃখের আধার। জগদ্দর্শনে জীবের 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া প্রতীতি। শঙ্করাচার্য 'জগৎ' ও 'সংসার'কে এক করিয়া ধরিয়াছেন—ইনি কিন্তু বলেন যে ব্রহ্মের অবিকৃত পরিণামের স্বরূপই জগৎপদবাচ্য, উহা সত্য, নিত্য ও প্রবাহবদ্গমনশীল। সংসার—অবিদ্যাকৃত এবং জগৎ—ভগবৎকার্য [তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ ১।২৩—২৪]। **-দশা** (রত্ন ৬।১৯) বদ্ধদশা, ২ ভগবদ্বৈমুখ্য। **-দুঃখ** (ভক্তি ১) মায়া বা অবিদ্যা-জনিত দুর্বাসনা ও তৎফলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশ বা ব্যসন। **-মার্গ**—যোনিদ্বার। **-যাত্রা** (হ ৩।৯২) লোক-ব্যবহার। **-হেতু** (ভক্তি ২) অবিদ্যা। **সংসারাসি** (মালা চিত্র ১) অবিদ্যাচ্ছেত্তা। **সংসারী**—শরীরাভিমানী জীব।

সংসিক্ত (গোলী ৪।২১) ক্ষালিত।

সংসিদ্ধি (গোচ পূর্ব ৩।৯১) স্বভাব। ২ (গীতা ৩।২০) সম্যক্ জ্ঞান—স্বামী। ৩ স্বাত্মাবলোকনরূপ সিদ্ধি—বল। ৪ (গীতা ১৮।৪৫) জ্ঞান-যোগ্যতা। ৫ (হলী ৪।৫) সমাপ্তি। ৬ (ভক্তি ৮) পরমফল—হরিতোষণ। [৭ মুক্তি]।

সংসৃতি (মুক্তা ৬।৫৮) দুরবস্থা।

২ (ভা ৩।২৬।৭) জন্মমৃত্যু-প্রবাহ—স্বামী। ৩ (ভা ১১।২২।৫৫) সংসার সম্বন্ধোক্ত দুঃখ—বি। ৪ (ভা ১০। ৭৮।৪০) নানাযোনি-সঞ্চার। ৫ (বৃভা ২।২।১৮৭) অনাদি অবিদ্যারূপ কৃষ্ণ-মায়ায় জীবের যে পরব্রহ্মাংশভূত নিজস্বরূপের অননুসন্ধান হয়, তাহাতেই সংসৃতি বা সংসারিত্ব ঘটে, ইহা ভ্রমই। আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান হইলে জীবের মুক্তি হয়, মায়া অপগত হয়, ভ্রমও দূরীকৃত হয়। ৬ (ভা ১১।১৩।২৭) সম্যক্ স্মৃতি বা স্মরণ হয় যাহাদ্বারা সেই বুদ্ধি—স্বামী।

সংসৃষ্ট (ভা ৩।৫।৩৬) সংযুক্ত—স্বামী।

সংসৃষ্টি (ভা ১০।৪৪।২৯) মল্লরীতিতে পরস্পর গ্রহণ—সনা। ২ (চৈকা ২০।১১) সংসর্গ। ৩ (অকৌ ৮। ৫৫) পরস্পর-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে একবাক্যে বা এক পদ্যে বিবিধ অলঙ্কারের অবস্থানকে 'সংসৃষ্টি' বলে। ইহা ত্রিবিধ—শব্দালঙ্কারভূত, অর্থালঙ্কারভূত ও শব্দার্থালঙ্কারভূত।

সংস্কার (ভা ১১।২১।১০) বাসনা, (ভা ১০।১৩।৫৩) বাসনার উদ্বোধক শক্তিবিশেষ—স্বামী। ২ (ভা ১০। ৮।৬) শুদ্ধিজনক বৈদিক ব্যাপার —উহা দশবিধ, যথা—বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন—সনা। ৩ (ভা ১১।১৩।৬) আত্মশোধন। ৪ (বৃভা ১।১।২৯) সংমার্জন ও উপলেপনাদিদ্বারা উপস্কার। ৫ (গোভা ২।২।১৯) বৌদ্ধমতে—রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম ও অধর্মাদি। ৬ (ভক্তি ১) স্মৃতিরূপা মনোবৃত্তি, স্বাভাবিক প্রবণতা। ৭ (সিন্ধু ৩। ২।৭৭) পারিষদ প্রভৃতি দাসগণে রতি-প্রাদুর্ভাবের হেতু। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন বা শ্রবণাদি হইতে এই সংস্কার উদ্বোধিত হয়। -দীপিকা—শ্রীগোপাল ভট্ট-বিরচিত সৎক্রিয়াসারদীপিকার অন্তর্গত স্মৃতিগ্রন্থ। ইনি কিন্তু প্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামির অন্তর্ভুক্ত নহেন, শ্রীহরিবংশের অন্বয়ী। -পঞ্চক (সা ৮) কাম [গায়ত্রী]-মন্ত্র, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্ররাজ, হরিনাম এবং মানসী বরসেবা।

সংস্কার্য কর্ম (হরি ৪।১৭) সংস্কারো নাম কশ্চিদতিশয়স্তদর্হং সংস্কার্যম্। বস্তুর অতিশয়-সম্পাদনই সংস্কার—তাহা দ্বিবিধ—(১) গুণাধান ও (২) মলাপকর্ষ। উদা° (১) বস্ত্রং রঞ্জয়তি দেবদত্তঃ, (২) বস্ত্রং ক্ষালয়তি রজকঃ।

সংস্কৃত (গোলী ৪।৪২) বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত। ২ পক্ব। ৩ (গোলী ৭। ১২১) অলঙ্কৃত। [৪ শোধিত]।

সংস্কৃতাত্মা (ভা ১০।৪০।৭) দীক্ষিত।

সংস্কৃতি (ছ ১।২৯) শ্লোকের প্রতিচরণে চব্বিশ অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত।

সংস্তম্ভন (গীতা ৩।৪৩) নিশ্চলীকরণ।

সংস্তর (মালা ছ ১২) পল্লবাদিময়ী শয্যা। [২ যজ্ঞ]।

সংস্তরণ (গোচ উত্তর ৩৫।৩১) আচ্ছাদন।

সংস্তব (হরি ৫।৩৯৩) [সং—স্তু+অল্] শূদ্রদের যজ্ঞভূমি। ২ (গোচ পূর্ব ১।৭২) পরিচয়। ৩ (ভা ১০। ১১।৫২) পুরুষসূক্তাদি উত্তম স্তোত্র—জী।

সংস্তাব (হরি ৫।৩৯২) (সং—স্তু+ঘঞ্] যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের বাসভূমি।

সংস্ত্যান (হরি ৪।৭) সংহতি বা একীভাবহেতু অপচয়।

সংস্ত্যায় (গোচ পূর্ব ৫।৫) সমূহ, ২ গৃহ। [৩ বিস্তৃতি, ৪ সংস্থান]।

সংস্থা (তত্ত্ব ৬২) বিনাশ, লয়। পরমেশ্বরের শক্তি হইতে জগতের নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক প্রলয়। ২ (গোভা ১৩।২৮ টী) রূপ। ৩ (ভা ১০।৪৪। ৪৯) অন্ত্য কৃত্য—সনা। ৪ (ভা ১১।১০।১৪) সম্যক্ স্থিতি। ৫ (ভা ২।৪।৪) মৃত্যু। ৬ (ভা ৩।২০।১৭) নামরূপাদি ক্রম—স্বামী। ৭ (ভা ১।৭।১২) মহাপ্রস্থান। ৮ (ভা ৩। ২৬।৩৯) সন্নিবেশ। [৯ যজ্ঞভেদ, ১০ মর্যাদা]।

সংস্থান (সুধা ৫৫) যাবতীয় তত্ত্বের প্রলয়স্থল বিষ্ণু। ২ (ভা ৩।৯।২৭) সমুচিত স্বভাবদ্বারা নির্মাণ। ৩ (ভা ৩।৭।৩৮) তত্ত্ব। ৪ (ভা ১।৩।২) প্রদেশ-বিশেষ। ৫ (ভা ২।৮।৭) রচনা। ৬ (কৃচ ৪।২৫।৬) পরলোকগমন। ৭ (হলী ৪।১ টী) অপচয়। [৮ চতুষ্পথ, ৯ চিহ্ন]। -ভুক্তি (ভা ৩।১১।৩) অবস্থার ব্যাপ্তি।

সংস্থাপন (ভা ৩।১৮।৪) বিনাশ, ২ হৃদয়ে স্থিরীকরণ। ৩ (হ ৬।২৮) ভক্তিভরে দেবতাকে পীঠোপরি স্থাপনা। ৪ (ভা ১০।৩৩।২৬) লুপ্তের প্রবর্ত্তন ও বর্ত্তমানের বিঘ্নবারণ—সনা।

সংস্থা-ভেদ (ভা ৩।১০।৯) রচনাবিশেষ—স্বামী। -বিধি (ভা ১০।

৬৬।২৭) মৃতের উত্তর ক্রিয়া। **-বিভেদ** (ভা ৩।১৩।৪০) যজ্ঞের অবস্থান-প্রকার। ইহা সপ্তবিধ, যথা—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম—স্বামী।

সংস্থিত (ভা ৩।১৮।৫) মৃত, ২ সুখাবস্থিত। ৩ (ভা ৮।১।১৬) বহুকালের ব্যবধানে বিলুপ্ত—বি।

সংস্থিতি (ভা ৪।২২।৪৯) একাগ্রতা—স্বামী। ২ (হ ১৯।৭৮০) প্রবৃত্তি। ৩ (ভা ৩।১৯।২৭) মৃত্যু। ৪ (ভা ১।১৮।৩) তত্ত্ব—স্বামী।

সংস্পর্শ (গীতা ৬।২৮) সাক্ষাৎকার—স্বামী, ২ অনুভব—বল। ৩ (ভা ৭।৪।৪১) তদ্ভাবাপত্তি। ৪ (ভা ১০।৩২।১৫) সম্মর্দন—স্বামী, ৫ সংবাহন—সনা। **সংস্পর্শন** (ভা ১০।৮৬।৩০) মৃদু মর্দন—সনা। **সংস্পর্শা**—রজনীগন্ধা-বৃক্ষ।

সংস্পৃষ্ট-সলিল (ভা ১০।৬।২১) কৃতাচমন—স্বামী।

সংস্ফেট—যুদ্ধ।

সংস্রব (হ ৭৯।২২) [সম্যক্ স্রবন্তি জলানি] বহুচ্ছিদ্রযুক্ত [কুম্ভ]।

সংহত (ভা ৩।২০।১১) পরস্পরাপেক্ষক—স্বামী। ২ (হ ৫।২৩০) মিলিত। ৩ (গোচ পূর্ব ১০।৭২) দৃঢ়সন্ধি। [৪ দৃঢ়, ৫ সম্যক্ হত, ৬ (ভাবে ক্ত) সংঘাত]।

সংহতি (গোলী ৬।২৫) সমূহ। ২ (ভাবনা ৪।৯০) নাশ।

সংহনন (ভা ৭।৩।২৩) অঙ্গদৃঢ়তা, ২ (আচ ৮।১৭১) শরীর, ৩ সম্যক্-ক্ষেপণাদি। ৪ (গোচ পূর্ব ২৫।২৯) সম্মিলন। [৫ বধ]।

সংহরণ (তত্ত্ব ১৪) সঙ্কলন।

সংহর্ত্তা (লী ১৪) তমোগুণাবতার শিব।

সংহস্তনা (গোচ পূর্ব ২৪।৩৯) হস্তদ্বারা প্রতিরোধ।

সংহার—প্রলয়, ২ নাশ, ৩ সংক্ষেপ, ৪ বিসর্জন।

সংহিত (গোচ উত্তর ৭।১৮) মিলিত, সঞ্চিত। ২ (গোপা ৪) বেষ্টিত।

সংহিতা (ভা ১২।৬।৪৫) ঋগাদিচতুঃসংহিতা—স্বামী। ২ (হলী ১৮) শ্রীমদ্ভাগবত। ৩ (হরি ১।৯১) অতিশয় সন্নিধি। শব্দসমূহের দ্রুত উচ্চারণার্থ বর্ণগুলির অত্যন্ত সান্নিধ্যকে ব্যাকরণে 'সন্ধি' বলে। একপদে, ধাতু ও উপসর্গস্থলে সন্ধি নিত্য, সূত্রনির্দ্দেশে ও অন্যত্র উহা অনিত্য। **-হীনতা** (অকৌ ১০।২৪) বিসন্ধি, দুঃশ্রবতা ও অশ্লীলতা-নামক বাক্যদোষ। যথা—তবৈতদ্বদনং 'ইন্দুনিন্দকং' পঙ্কজেক্ষণে! এস্থলে 'চন্দ্রনিন্দক' পদ ব্যবহার করিবে। 'সুভ্র্বাননং বলিতে শ্রুতি-কটুতা- এবং 'অলণ্ডমরুডামর্ষ' এই বাক্যে 'লণ্ড' শব্দ অশ্লীল; সুতরাং এপ্রকার সন্ধি যাহাতে না হয়, তাহাই বিবেচ্য।

সংহৃত (কৃভ ৩) তিরোভূত। ২ সঙ্কুচিত।

সংহৃতি (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ক্ষ-বর্ণের মূর্ত্তি। [২ সংহার]।

সংহ্লাদ (ভা ৬।১৮।১৩) হিরণ্যকশিপুর ঔরসে ও কয়াধুর গর্ভে জাত পুত্র। [২ শব্দবিশেষ]।

সঃ (সুধা ১১৭) সর্ব্বথা সর্ব্বদা প্রসিদ্ধ বিষ্ণু।

সকরুণ (বৃভা ২।৪।১২৮) কৃপালু, ২ করুণ রসের সহিত।

সকর্ম্মক (হরি ৪।২৮) যে ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে, তাহাকে 'সকর্ম্মক' বলে। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি ফল ও একটি ব্যাপার আছে। যে উদ্দেশ্যে ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে 'ফল' বলে এবং যাহা সেই ফলের জনক, তাহাকে 'ব্যাপার' বলে। যে স্থলে ফল ও ব্যাপার কর্ত্তাতেই থাকে, সেই ক্রিয়াই অকর্ম্মক, যেমন—অসৌ হসতি। এস্থলে হসনক্রিয়া অকর্ম্মক, কারণ উহার ফল ও ব্যাপার কর্ত্তাতেই বর্ত্তমান আছে। পক্ষান্তরে যে স্থলে কর্ত্তৃভিন্ন অন্যস্থলে ফল থাকে, সে স্থলের ক্রিয়াটি 'সকর্ম্মক', যেমন 'রামঃ ওদনং পচতি'—এবাক্যে চুল্লীতে স্থালীর স্থাপন হইতে স্থালীর পুনঃ অপকর্ষণ পর্য্যন্ত পাকক্রিয়ার ব্যাপার, পদার্থের বিক্লিত্তি (শিথিলতা) তাহার ফল। এই বিক্লিত্তিরূপ ফলটি অন্য পদার্থে (ওদনে) আছে বলিয়া পাকক্রিয়া হইল—সকর্ম্মক।

সকল (অকৌ ২।১) মূর্ত্ত, সবিশেষ। ২ (আচ ৮।৫৮) কলাযুক্ত, ৩ সমস্ত। ৪ (ভা ১১।৯।২২) একাগ্র—স্বামী। ৫ (রত্ন ৬।৪৭) অংশতঃ। ৬ (আচ ১২।১০২) বৈদগ্ধীসূচক। ৭ (কৃভ ১৮ ত) অংশবিশিষ্ট। ৮ (গীগো ২।১৩) সশোভ—প্রবো। **-কল** (আচ ৩৭।৩৯) কলকলযুক্ত, ২ সর্ব্বকলাবিশিষ্ট। **-কল্যাণভাজন** (সিন্ধু ১।২।১৭৬) শ্রীহরিস্মরণকারী। **-ত্র** (চৈভা আদি ১২) সকলের ত্রাণকর্ত্তা, ২ শ্রীগদাধরাদি নিজশক্তি

শ্রীরূপসনাতনাদি সঞ্চারিতা শক্তি এবং শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—স্ত্রীদ্বয়ের সহিত বর্ত্তমান—শ্রীগৌরাঙ্গ। **-ফলসার** (বৃভা ২।১।৩১) শ্রীভগবৎ-প্রিয়জন-সঙ্গে শ্রীভগবানের কথামৃত-রসপান।

সকলীকরণ (হ ৬।৩০), **সকলীকরণী** (হ ২।৮০) শ্রীপ্রভুর সর্বাঙ্গের অভিব্যঞ্জনা; ২ মতান্তরে—শ্রীমদঙ্গ-সমূহে মন্ত্রাঙ্গন্যাস।

সকলীকৃতি (হ ২।৮০—৮১) দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস। মতান্তরে—করন্যাস ও পীঠন্যাস ব্যতীত অন্যান্য ন্যাস দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ তেজের ধ্যানযোগে সাকারতা-সম্পাদন।

সকা (হরি ৭।৭৬) [তৎ+অক—আপ্] সে স্ত্রী।

সকান্ত (আচ ৮।৮৯) তুল্য।

সকাম (রত্ন ১।৫৮) আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাত্মক। **-ভক্তি** (ভক্তি ১৬৮) সকামভাবে অনুষ্ঠিত যাবতীয় সাধনই বিড়ম্বনমাত্র। সকাম ভক্তের ভক্তিযাজন অভিনয়-বিশেষ, যেহেতু তাহাতে স্বার্থসাধনেই তাৎপর্য। সকাম ভাবটি দ্বিবিধ—ঐহিক ও পারলৌকিক—শুদ্ধভক্তিমার্গে উভয়ই ত্যাজ্য। বৈবস্বত মনুপুত্র পৃষধ্র মুমুক্ষু হইলেও একান্তিত্ব-নির্দেশ গৌণ বলিয়াই ধর্ত্তব্য। (ভা ৭।১০।২) শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যে 'মুমুক্ষা' কিন্তু কামত্যাগেচ্ছাই। শ্রীমদম্বরীষ মহারাজের যজ্ঞবিধানও লোক-সংগ্রহার্থ। 'ঐহিক নিষ্কামতা' বলিতে জীবিকা ও প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহরাহিত্যই বাচ্য।

সকৃৎ [ব্য] একবার, ২ (ভা ১০।১৩।৫৫) যুগপৎ—সনা। ৩ (ভা ১০।৮৭।৩৫) ছেদন-সহিত—প্রবো। **-প্রজ**—কাক, ২ একবারমাত্র অপত্যবান্। **-ফলা**—কদলীবৃক্ষ। **-ভজনে সিদ্ধি** (ভক্তি ১৫৯) প্রাচীন বা আধুনিক অপরাধ না থাকিলেই একবারমাত্র ভজনেই সিদ্ধিলাভ হয়। মৃত্যুকালে কিন্তু সর্বথা একবারমাত্র বিন্দুমাত্র ভজনেরই অপেক্ষা আছে। যাঁহার পূর্বজন্মে বা এই জন্মে শ্রীভগবদারাধনাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাঁহার পক্ষেই মৃত্যু-কালে নামকীর্ত্তনাদি এবং দেহ-ত্যাগের পরে ভগবৎসাক্ষাৎকার সম্ভবপর। যাঁহারা কিন্তু ভজনসিদ্ধ হন নাই, মৃত্যুকালে তাঁহাদের মুখে নামকীর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। অপরাধ না থাকিলে অন্তিম কালে নামাদি স্ফূর্ত্তি হয়, অপরাধসত্ত্বে হয় না—কাজেই অপরাধ না থাকিলে ভজনের আবৃত্তিও অপেক্ষণীয় নহে। অপরাধশূন্য অজামিল নামাভাসেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

সক্ত (হ ৫।২৩০) সংলগ্ন। ২ (গীতা ৩।২৫) অভিনিবিষ্ট। ৩ (প্রে ২) আসক্তিযুক্ত।

সক্তু—ভ্রষ্টযবাদিচূর্ণ (ছাতু)।

সক্থি (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) জঙ্ঘা, উরু। ২ শকটের অবয়ব-ভেদ।

সক্ষণ (মালা ছ ১২) সোৎসব, ২ (ভা ১।১।২১) লব্ধাবসর।

সখা (ভা ১০।৫৬।৩) নিরন্তর উপাসনাহেতু হিতকারী—জী। ২ (প্রীতি ৮৪) প্রণয়পূর্বক সহক্রীড়া-শীল। ৩ (সিন্ধু ৩।৩।৩০—৩১) যাঁহারা কনিষ্ঠকল্প, দাস্যগন্ধি-সখ্য-রসিক—তাঁহারাই সখা। বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধমাদি শ্রীকৃষ্ণের সখা।

সখিতা (গোচ উত্তর ৩০।৭৮) সখ্য

সখী (উ ৩।৮) মহিষীগণের তুল্য রূপগুণশালিনী দ্বারকাবাসিনী বহু নারী। ইঁহারাও স্বকীয়ার অন্তঃ-পাতিনী (উ ৩।১৩)। ২ (উ ৮।১—৩) প্রেম, লীলা ও বিহারাদির বিস্তারকারিণী এবং বিশ্রম্ভ-রত্নের পেটিকা। এক যূথেই অনুষক্ত সখী-গণের মধ্যে একতমার প্রেম, সৌভাগ্য ও সাদ্গুণ্যাদির আধিক্যে 'অধিকা', সাম্যে 'সমা' এবং লঘুতায় 'লঘু'—এই তিন ভেদ স্বীকৃত। প্রত্যেকেই আবার স্বভাব-বিবেচনায় প্রগল্ভা, মধ্যা ও মৃদ্বী-ভেদে ত্রিপ্রকারা হন। ৩ (উ ৭।৭০) নিষ্কপটে যুগলের প্রতি স্বপ্রাণাপেক্ষাও অধিকতর প্রীতি-সম্পন্না, বিশ্বাসপাত্র এবং যিনি বয়োবেশাদিতেও তুল্যা—তিনিই 'সখীদূতী'। এই সখীদূত্য কৃষ্ণে ও কৃষ্ণপ্রিয়ায় বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য-ভেদে দ্বিবিধ। প্রেয়সীগণের সম্মুখে ও পরোক্ষ-ভেদে কৃষ্ণে ব্যঙ্গ্য দুই প্রকার, তাহাও আবার সাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ-ভেদে দ্বিবিধ হয়। **-ক্রিয়া** (উ ৮।৯৭—৯৯) (১) নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমগুণাদির উচ্চকীর্ত্তন, (২) উভয়ের আসক্তিকারিতা, (৩) উভয়ের অভিসার, (৪) শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সখী-সমর্পণ, (৫) পরিহাস, (৬) আশ্বাসদান, (৭) বেশভূষা-রচনা, (৮) মনোভাব-প্রকাশনে দক্ষতা,

(৯) নায়িকার দোষ-গোপন, (১০) গুর্ব্যাদির বঞ্চনা, (১১) শিক্ষাদান, (১২) যথাকালে মিলন-সম্পাদন, (১৩) ব্যজনাদি-সেবা, (১৪—১৫) নায়ক ও নায়িকাকে তিরস্কার, (১৬) সন্দেশ-প্রেরণ, (১৭) নায়িকার প্রাণরক্ষার্থ যত্নাদি। এতদ্ব্যতীত বিপক্ষাদি সখীগণের ও গুরুজনের চেষ্টাদি এবং পরস্পরের কৃত সঙ্কেতাদির জ্ঞান, বিজ্ঞাপন, ও বিপক্ষসখীদের সহিত বাগ্‌যুদ্ধাদি। **-নিবাস** (নিবি ১১০) [সখীষু নিবাসো যস্য] শ্রীকৃষ্ণ। **-প্রায়া দূত্য** (উ ৮। ৮০) আপেক্ষিকালঘু প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী সখীগণের প্রায়শঃই দূত্য হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'সখীপ্রায়া' বলে। 'প্রায়' পদের ধ্বনিতে ইহাও বুঝায় যে আত্যন্তিকাধিকা বা আপেক্ষিকাধিকা কখনও ইঁহার দূত্য করিলে ইনি নায়িকাও হইতে পারেন। **-ভাব** (উ ২।১৩) শ্রীকৃষ্ণ ও তৎ-প্রেয়সীর পরস্পর মেলনের ইচ্ছা। প্রিয়নর্মসখাগণ সখীভাব-সমাশ্রিত হইলে তাঁহাদের পুরুষভাব আবৃত হয়—জী। **-ভাব-স্বরূপা** (সিন্ধু ১।২।২৯৮) 'কামানুগা' ভক্তির অবান্তরভেদ। বিশেষ কথা 'কামানুগা' শব্দে দ্রষ্টব্য। **-ভেদ** (উ ৮।৪৭—৪৮) যূথেশ্বরী অত্যন্তাধিকা, স্বযূথে তিনি প্রখরা, মধ্যা বা মৃদ্বী হইলেও একাই। আপেক্ষিকাধিকা, সমা ও লঘু—এই তিনটীর প্রত্যেকেই প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী-ভেদে তিন-প্রভেদে সর্বসমেত নয় ভেদ। আত্যন্তিকী লঘুর সমা ও লঘু দুই ভেদে মিলিয়া সখীগণ প্রত্যেক যূথে বার প্রকার হইতে পারেন।

সখ্য (ভা ১০।৮১।৩৬) হিতাংশসন, ২ বিশ্বাস—জী। ৩ একসঙ্গে অবস্থান-রূপ প্রণয়। ৪ (মুক্তা ৭।১৮) অনিষ্ট-নিবারণ, হিতে প্রবর্ত্তন ও ব্যসনে অপরিত্যাগ—এই তিনটীই সখ্যলক্ষণ—কৈ। ৫ (উ ১৪।১১৪) সাধ্বসোন্মুক্ত ও স্ববশতাময় বিশ্রম্ভ। ৬ (সিন্ধু ১।২।১৮৮—১৯৮) 'বিশ্বাস' ও 'মিত্রবৃত্তি'—ভেদে দ্বিবিধ। বৈধী ও রাগানুগা মার্গেই ইহার সাধনতা স্বীকৃত। কতিপয় প্রৌঢ়শ্রদ্ধাবান্ সাধকের যাজনীয়। ৭ (সিন্ধু ২।৫। ৩০—৩২) যাঁহারা মুকুন্দের তুল্যত্বাভিমানময়-রতি-যুক্ত, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সখা বলিয়া গণিত; শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর সমতাভাব-প্রযুক্ত ইঁহাদের বিশ্রম্ভ-রূপা (অসঙ্কোচময়ী) যে রতি, তাহাই সখ্য। **-গোপাচার্য** (চৈভা অন্ত্য ৬।৫৭) শ্রীবলদেব।

সগন্ধ—জ্ঞাতি, ২ গন্ধযুক্ত।

সগর (ভা ৯।৮।৪) সূর্য্যবংশ্য বাহুকের পুত্র। বাহু হৃতরাজ্য হইয়া স্বগুরু মহর্ষি ঔর্বের আশ্রমে সস্ত্রীক আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ আশ্রমেই সগরের জন্ম হয় এবং মহর্ষি ইঁহার জাতকর্মাদি সমাপন করেন। সগরের পত্নী কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জস এবং সুমতির গর্ভে ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়।

সগর্ভ (আচ ৭।৭৩), **সগর্ভ্য** (হরি ৭।৭০০) সোদর।

সগুণ (ভা ৭।৯।৪৮) স্থূল—স্বামী। ২ মায়িক—জী। ৩ (ভা ১০।৮৭। ৪০) ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত—স্বামী। ৪ সৌন্দর্য্যাদিবান্, ৫ সর্বসদ্‌গুণালঙ্কৃত—সনা। ৬ সখীসহিত—প্রবো। ৭ (রত্ন ১।২৮) ত্রিগুণযুক্ত, ৮ সশক্তিক। ৯ (রত্ন ২।২২) স্বরূপানুবন্ধি ষড়্‌গুণ-বিশিষ্ট। **-ব্রহ্ম** (ভা ১০।২০।৪) সত্ত্বাদিগুণদ্বারা আবৃত জীবাখ্য ব্রহ্মাংশ—সনা। ২ সমষ্টি বিরাড়াত্মা—বি। ৩ সমষ্টি জীবচৈতন্য—বল। ৪ (রত্ন ৪।১) নিখিল কল্যাণগুণগণ-সম্বলিত বিষ্ণু। **-বাক্য** (রত্ন ৮।২৯) শ্রীভগবানের স্বরূপানুবন্ধি-গুণপর বেদবচন।

সগোত্র—কুল, ২ জ্ঞাতি।

সগ্ধি (আচ ১৩।১৪৩) সহভোজন।

সঘৃণ (ভা ৫।৫।১৭) দয়ালু।

সঙ্কট (সিন্ধু ৩।২।১০) ব্যাপ্ত। ২ (উ ৭।৩০) সঙ্কীর্ণ। ৩ (পদ্য ৩৬৬) মিলন। ৪ (ভা ৬।৬।৬) ককুদের গর্ভ-জাত ধর্মপুত্র। ৫ (ভা ৩।৭।৭) দুর্গ—স্বামী। ৬ (লনা ৫।১৫) নিবিড় সজ্জিত।

সঙ্কটিত (গোচ পূর্ব ৩১।১০২) সম্বাধিত।

সঙ্কথন (ভা ১০।৮১।১) সুখগোষ্ঠী—স্বামী।

সঙ্কথা (ভা ১০।৮২।১৭) পরস্পর সপ্রণয় আলাপ—স্বামী।

সঙ্কর (গীতা ৩।২৪) মিশ্রণ। ২ (অকৌ ৮।৫৫—৫৮) অনুগ্রাহ্য ও অনুগ্রাহকভাবে অলঙ্কার-সমূহের অঙ্গাঙ্গিরূপে একশ্লোকে অবস্থানকে 'সঙ্কর' বলে। [খ] দুই বা বহু-অলঙ্কারের একত্র অবস্থানে বাধাবশতঃ 'এই অলঙ্কারই হইবে, অথবা হইবে না' এইরূপ অনিশ্চয় স্থলে অনিশ্চয়-সঙ্করভেদ স্বীকার্য। [গ] একই

পদে যদি দুইটি অলঙ্কার স্ফুটভাবে থাকে, তবে তৃতীয় প্রকার 'সঙ্কর' হয়। ৩ [সম্মার্জনী প্রভৃতি দ্বারা ক্ষিপ্ত রজঃ। **-জাতি** (সি ২।৩ টী) ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ব্যভিচার অর্থাৎ অন্যোন্য স্ত্রীগমন, সগোত্রাদি অবিবাহ্যা নারীর সহিত বিবাহ এবং উপনয়ন, বেদ-গ্রহণাদিত্যাগহেতু বর্ণসঙ্কর জাতি হয়—[মনু ১০।২৪]।

সঙ্কর্ষণ (ভা ১০।৬১।৩৪) সপ্ত সমস্ত সংহারে সমর্থ। ২ (ভা ১০।৮৭।৩০) নিজ-মহিমাবলে সর্ব চিত্তের সম্যক্ আকর্ষক—সনা। ৩ (ভা ৪।২৪। ৩৫) অহঙ্কার তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা। ৪ (ভা ১।৫।৩৭) শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম। ৫ (ভা ৫।১৭।১৬) ভগবানের তামসী মূর্ত্তি। ৬ (বৃভা ২।৩।২১) ব্রহ্মাণ্ডের ষষ্ঠাবরণরূপ অহঙ্কারের দেবতা। ৭ (ভচ ২১৮) মাতৃকান্যাসে ঈ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৮ (সভা ১।৪৪৩) আদিব্যূহ শ্রীবাসুদেবের স্বাংশ অর্থাৎ বিলাসই সংকর্ষণ। ইনি দ্বিতীয় ব্যূহ, সকল জীবের আস্পদ বলিয়া 'জীব' নামেও কথিত। অহঙ্কারতত্ত্বে উপাস্য। [৯ আকর্ষণ, ১০ স্থানান্তরে নয়ন]। **-মুখানল** (ভা ১১।৩।১০) প্রলয়-কালে পাতাল হইতে উত্থিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দাহক অগ্নিবিশেষ।

সঙ্কলন (গোচ পূর্ব ৯।১২) আকর্ষণ। ২ (গোলী ৬।৩৬) একত্রীকরণ, সংগ্রহ।

সঙ্কলনা (উ ১৪।১২৫) উৎক্ষেপ।

সঙ্কলিত (গোচ উত্তর ৩৪।২২) সংস্কৃত। ২ (আচ ১০।২৩) সংগৃহীত। ৩ (শেষ ১।৩) সমর্পিত, ৪ সংক্ষেপে গ্রন্থন।

সঙ্কল্প (গোলী ৭।১২২) মানসেচ্ছা। ২ (গীতা ৬।২) ফলাকাঙ্ক্ষা, ৩ ভোগেচ্ছা। ৪ (ভা ৬।৬।১০) সঙ্কল্পার গর্ভজ ধর্ম-তনয়। ৫ (ভা ৩।২৬।২৭) চিন্তন। **-প্রভব** (ভা ৮।১২।১৬) কাম—স্বামী। **-যোনি** —কামদেব।

সঙ্কল্পা (ভা ৬।৬।৪) ধর্মের পত্নী।

সঙ্কল্পিত (আচ ১৭।৬) সম্যক্ কল্পের ন্যায় আচরিত। ২ পরিজ্ঞাত।

সঙ্কসূক (গোচ পূর্ব ৮।২২) [সম্—কস্+উকন্] অস্থির, ২ দুর্বল, ৩ মন্দ। ৪ সঙ্কীর্ণ, ৫ অপবাদশীল।

সঙ্কাশ (আচ ৯।৭) তুল্য। ২ নিকটে।

সঙ্কীর্ণ (বিনা ২।৪৮) মিশ্রিত, ২ ব্যাপ্ত, ৩ সঙ্কট। [৪ বহুজন-সমাবেশে নিরবকাশ স্থান]।

সঙ্কীর্ণতা (অকৌ ১০।২৭) এক বাক্যস্থিত পদ অন্যবাক্যে প্রবেশ করিলে 'সঙ্কীর্ণতা' দোষ ঘটে। ক্লিষ্টস্থলে এক বাক্যেই দোষ কিন্তু সঙ্কীর্ণতায় বাক্যদ্বয় ঘটিত দোষ—ইহাই ভেদ।

সঙ্কীর্ত্তন (সস তত্ত্ব ১) বহুলোক মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণসুখকর গান। **-প্রায় যজ্ঞ** (তত্ত্ব ১) সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান অর্চন-পদ্ধতি।

সঙ্কীর্ত্তিত (ভা ১০।১০।৩৯) সংস্তুত।

সঙ্কুল (বিনা ৪।৩৯) ব্যাপ্ত। ২ (লনা ৭।৩৫) মিশ্রিত। [৩ পরস্পরপরাহত, ৪ সঙ্কীর্ণ]।

সঙ্কুলা রতি (সিন্ধু ২।৫।২৩) দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই রতিত্রয়ের মধ্যে দুই বা তিনের মিলন হইলে 'সঙ্কুলা' রতি হয়, যেমন উদ্ধব-ভীমাদিতে। যে ভক্তের যে ভাবের আধিক্য দেখা যায়, সেই ভাবদ্বারাই তিনি ভাবাক্রান্ত বলিয়া গণ্য, যেমন সখ্যভাগী উদ্ধব দাস-নামে অভিহিত হন, যেহেতু তাঁহাতে দাস্যই অধিক।

সঙ্কুলিত (বিনা ৬।২৪) মিশ্রিত।

সঙ্কৃতি (ভা ৯।১৭।১৭) সোমবংশ্য জয়সেনের পুত্র। ২ (ভা ৯।২১। ১) চন্দ্রবংশীয়—নরের পুত্র।

সঙ্কেত (ভা ১১।৮।২২) রতিস্থান—স্বামী। ২ (উ ৫।৬৫) ছলোপদেশ—জী। ৩ (রত্না ৫।৯২৭) নন্দগ্রাম ও বর্ষাণার মধ্যবর্ত্তী শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসস্থলী। ৪ শব্দ-সমূহের অর্থবোধক শক্তির প্রয়োজক অসাধারণ ধর্ম-বিশেষ—বি। জাতি, গুণ, দ্রব্য ও ক্রিয়াতে সঙ্কেত গৃহীত হয়। গোপিণ্ডে গোত্বাদি জাতি। 'গুণ'বলিতে ইতরব্যাবৃত্তি-প্রতিপাদন-হেতু নিত্যবৎ-প্রতীয়মান দ্রব্যধর্ম—শুক্লাদি শব্দ সজাতীয় কৃষ্ণাদি হইতে ব্যাবর্ত্তক। 'দ্রব্য' শব্দ একব্যক্তি-বাচক—হরি, হর প্রভৃতি। 'ক্রিয়া' বলিতে কর্ত্তৃনিষ্পাদ্য স্বভাব বস্তুধর্ম পাকাদি। এই সব জাতি প্রভৃতির মধ্যে ব্যক্তির উপাধিতে (ভেদক ধর্মেই) সঙ্কেত-গ্রহণ হয়; কিন্তু ব্যক্তিতে সঙ্কেত হয় না, যেহেতু ঐরূপ সঙ্কেতজ্ঞানে আনন্ত্য ও ব্যভিচাররূপে দুইটি দোষ পড়ে। স্বামি-কাল-বর্ণাদিভেদে গো-আদি-ব্যক্তির আনন্ত্যবশতঃ অনন্তশক্তি-কল্পনার আবশ্যক এবং তাহাতে মহাগৌরব; আবার গো-আদি শব্দের অদৃষ্টপূর্ব গোপ্রভৃতিতে শক্তিগ্রহণা-

ভাবে ঐরূপ জ্ঞানে ব্যভিচারিতাও হইতে পারে। সিদ্ধান্তপক্ষে—গোত্ব-জাতিতে গোশব্দের সঙ্কেতজ্ঞান হয়, সুতরাং জাতির একত্ব বলিয়া সঙ্কেত-জ্ঞানের আনন্ত্যদোষ ও ব্যভিচার হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

শব্দের সঙ্কেত দ্বিবিধ—**আজানিক** (নিত্য) ও **আধুনিক**। ঈশ্বর বেদাদি-শব্দাকারে অভিধেয় বস্তুর সহিত যে বাচ্য-বাচকরূপ সঙ্কেত নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই নিত্য। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লোক স্বস্বদেশ-কালোচিত ব্যবহারোপযোগী বস্তুর বাচকরূপে যে সঙ্কেত আবিষ্কার করে, তাহাই আধুনিক। শব্দশক্তি-প্রকাশিকায় দ্বিবিধ সঙ্কেতের বিবৃতি আছে। নিত্য সঙ্কেত—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-ভেদে দ্বিবিধ। মায়িক বস্তুর বাচকরূপে যাহা সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্যন্ত আবার প্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যাদিক্রমে প্রাক্‌কল্পানুসারে মায়িক বস্তুর বাচক হয়, তাহা প্রাকৃত; যেমন—আকাশ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি। পক্ষান্তরে যে সঙ্কেত বাচ্য চিন্ময় বস্তু হইতে অভিন্ন হইয়া সেই চিন্ময় বস্তুর বাচক হয়, তাহাই অপ্রাকৃত নিত্য-সঙ্কেত, যেমন ভগবন্নাম বা মন্ত্রাদি। সুতরাং শ্রীরাম-কৃষ্ণাদি-বাচক শব্দের সহিত সর্বশক্তি-সমন্বিত পরতত্ত্বরূপ বাচ্য ভগবানের অভেদ-সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইজন্যই শ্রুতি স্মৃতিতে নাম ও নামীকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। (ঋক্ ১।১৫৬।৩) 'নাম চিদ্‌বিবক্তন', মাণ্ডুক্যে 'প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ', যোগসূত্রে—'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ', গীতা (৮।১৩) 'ওমিত্যে-কাক্ষরং ব্রহ্ম।' (ভা ৬।৩।২৩, সিন্ধু ১।২।২৩০—২৩৩) প্রভৃতিতে নাম-সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা দেখা যায়।

সঙ্কেতিত—সঙ্কেতযুক্ত বাচ্য অর্থ।

সঙ্কোচ (বিনা ৪।৪০) কুণ্ঠা। ২ (আচ ৮।১৬) অল্পতা, খর্বতা। [৩ কুঙ্কুম, ৪ বন্ধ]।

সঙ্খ্য—যুদ্ধ, ২ বিচার, ৩ সম্যক্ বুদ্ধি।

সঙ্খ্যান (ভা ৫।১৭।১৮) প্রকাশ—স্বামী। ২ বিচার।

সঙ্খ্যাবান্ (গোচ পূর্ব ১৮।২৩) পণ্ডিত। [২ সংখ্যাযুক্ত]।

সঙ্গ (ভা ১০।২৯।১১) আসক্তি—সনা। ২ (গোবি ৪০) অনুগতি, ৩ (গীতা ১৮।৬) কর্তৃত্বাভিনিবেশ। ৪ (গীতা ১৪।৬) সংযোগ। ৫ (গীতা ২।৪৭) নিষ্ঠা—স্বামী। ৬ প্রীতি—বল। ৭ (গীতা ২।৪৮) ফলাভিলাষ—বল। ৮ (মুক্তা ৭।৪) সান্নিধ্য। ৯ (গীগো ৪।২০) সুখ।

সঙ্গত (ভা ১২।১।১৪) পঞ্চম মৌর্য—সুযশার পুত্র। ২ (গৌবি ৪৬) লব্ধ, মিলিত। ৩ (ভা ৮।৯।৯) অনুসৃত। ৪ (বৃভা ২।১।১১০) উত্থিত। ৫ (গোলী ১৯।৪) হৃদয়ঙ্গম।

সঙ্গতি (সভা ১।৭৪৬) প্রকটলীলায় মাথুর বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিগণের মিলন। বিরহ তিন-মাস থাকে, তাহাতে আবির্ভাব-সদৃশী শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্তি হয়। তিন মাসের পরে সঙ্গতি বা সাক্ষাৎ মিলন; সেই সঙ্গতিও 'আবির্ভাব' এবং 'আগতি' ভেদে দ্বিবিধা। ২ (বৃভা ১।৬।৬১) যোগ। ৩ (গোলী ১৯।১০৯) প্রাপ্তি। ৪ (মাম ১।৪২) মিলন, ৫ সৌহার্দ্য। ৬ (গোভা ১।১।১ টী) পূর্ববর্তী ও উত্তরবর্তী অর্থদ্বয়ের অবিরোধ। ইহা বিবিধ—শাস্ত্র-সঙ্গতি [উত্তর মীমাংসায় সর্বত্র সপরিকর ব্রহ্মই বিচার্য—ইহাই শাস্ত্র-সঙ্গতি] অধ্যায়-সঙ্গতি ও পাদসঙ্গতি এতদ্ব্যতীত অধিকরণ-সঙ্গতি ছয় প্রকার এবং আশ্রয়াশ্রয়িভাবাদিও ধর্তব্য। 'সপ্রসঙ্গ উপোদ্‌ঘাতো হেতু-তাবসরস্তথা। নির্বাহকৈককার্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে॥'

সঙ্গত্যাগ (উ ৩) জড়াসক্তি ও অসৎ-সঙ্গ-বর্জন—ইহা ভক্তিসাধক ষড়্-গুণের একতম।

সঙ্গত্বরী (আচ ১৩।১) সঙ্গমশীল।

সঙ্গদ (গোবি ২৪) অন্যাসক্তি-নাশক।

সঙ্গম (মুক্তা ১১।১৭) সন্নিধান। ২ (বৃভা ২।৬। ১৯০) সম্ভোগ, ৩ সংযোগ। ৪ (মালা ছ ৫) সঙ্কলন। ৫ (বিনা ৬।১১) একীকরণ। [৬ নদ ও নদীর মিলন-স্থান]।

সঙ্গমন (নাম ২।১৫) নেতা। ২ (গৌবি ৪০) বাহুল্য। ৩ (গোচ পূর্ব ৩।১২৬) মিলন।

সঙ্গমিত (বিনা ৭।৫৭) মিলনযুক্ত।

সঙ্গর (গোলী ৫।৩) যুদ্ধ। ২ (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। [৩ আপদ, ৪ প্রতিজ্ঞা]।

সঙ্গব (ভাবনা ৭।২) প্রাতঃকালের পরবর্তী ছয় দণ্ডকাল।

সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি (ভক্তি ২২.৫) মিশ্রা-ভক্তি অর্থাৎ কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা, কর্ম জ্ঞান-মিশ্রা ইত্যাদি ভক্তিকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলে। ইহাও ত্রিবিধা। (১) সকামা, (২) কৈবল্যকামা, (৩) ভক্তি-মাত্র-কামা। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির

সঙ্গগুণে সিদ্ধা বলিয়া এই ভক্তির নাম সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। সকামা সঙ্গসিদ্ধা-ভক্তি প্রায়শঃ কর্মমিশ্রা ভক্তি। "ভূত ভাবোদ্ভব-করো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।" দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম—বিসর্গ, তদুপলক্ষিত সর্বপ্রকার ধর্মই কর্ম। কৈবল্যকামা—কখনও (১) কর্মজ্ঞানমিশ্র, কখনও (২) জ্ঞানমিশ্র। ভক্তিমাত্র-কামা সঙ্গসিদ্ধা—ত্রিবিধা। (১) কর্মমিশ্রা, (২) কর্মজ্ঞানমিশ্রা, (৩) জ্ঞানমিশ্রা। ভক্তিমাত্র-কামনায় যে আরোপসিদ্ধা ভক্তি এবং সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান, তাহাকে ক্রম-ভক্তিমার্গ বলা যাইতে পারে। সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তি স্বভাবতঃ শুদ্ধা, অমিশ্রা বা কেবলা ভক্তি না হইলেও ভক্তির পরিকর-রূপে অঙ্গীকার-হেতু ভক্তিত্ব-প্রাপ্তা। "সঙ্গসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বা-ভাবেঽপি তৎপরিকরতয়া সংস্থাপনেন লব্ধ-তদন্তঃপাতা জ্ঞান-কর্ম-তদঙ্গরূপা।

সঙ্গান (প্রীতি ৪২৪) একত্র অবস্থান-পূর্বক সঙ্গীত, সাধারণতঃ 'হোলিকা'-উৎসবেই লক্ষিত। ২ (গোচ পূর্ব ১।৫৯) একতান। ৩ সম্যক্ জ্ঞান।

সঙ্গী (হরি ৭।৯৬০) সঙ্গযুক্ত, ২ পার্ষদ।

সঙ্গীত (আচ ৪।৪) সম্যক্ গীত, ২ গান। **-বিদ্যা** (আচ ১৪।১২৬) শ্রীরাধাসখী। **-সার** (প্রীতি ২৮৪) সঙ্গীত-শাস্ত্রবিশেষ।

সঙ্গীর্ণ (গোচ পূর্ব ৩৩।৭৬) প্রতিজ্ঞা, ২ স্বীকৃত।

সঙ্গীর্ণি (গোচ উত্তর ২৪।৫৮) উচ্চারণ।

সঙ্গীশিতা (গোচ পূর্ব ৯।১৪) সঙ্গি-গণের নিয়ামক।

সঙ্গেয় (আচ ৮।৫৯) প্রশংসনীয়।

সঙ্গোপন (নিবি ২৯) সম্যক্ গোপন, ২ সুষ্ঠু রক্ষা।

সঙ্গোপাল (আচ ১১।১০) সঙ্গোপন-কারী।

সঙ্ঘ—সজাতীয় জন্তুসমূহ, ২ সমূহ, ৩ সংহত। **-চারী**—মৎস্য, ২ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিচরণশীল। **-তিথ** (হরি ৭।৯০৪) [সঙ্ঘ+তিথুক্] বহুসংখ্যা-বিশিষ্ট।

সঙ্ঘর্ষ (ভা ১১।৩০।১৩) কলহ, ২ পরস্পর ঘর্ষণ, ৩ স্পর্ধা।

সচনা (গোচ পূর্ব ২।৪০) ঘটনা।

সচমান (গোচ উত্তর ৩০।৩০) সঙ্গত।

সচিত (গোচ উত্তর ৩১।২৪) সংসক্ত, সঙ্গত।

সচিৎক (ভা ১২।১১।৪) চেতনাধিষ্ঠিত —স্বামী। ২ সমষ্টি জীবচৈতন্যাধিষ্ঠিত।

সচিত্ত (ভা ৩।২৯।২৮) জ্ঞানবান্—স্বামী।

সচিব (ভা ১১।২।৫) সহায়। ২ (গোলী ১১।৩) অন্তরঙ্গ অমাত্য।

সচিবী (ভা ৫।২।১৬) সখী।

সচুল (মালা গীত ৭) চূড়াস্থ সীমন্ত-মণির সহিত।

সচেতাঃ (গীতা ১১।৫১) প্রসন্নচিত্ত —স্বামী।

সচ্চরিত-মীমাংসা (সি ৫।৪ টী) শ্রীবিদ্যানিধি ভট্টাচার্য-কৃত স্মার্ত-নিবন্ধ।

সচ্চিদানন্দ (লী ৩) সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনী-শক্তি-বিশিষ্ট। **-সান্দ্রাঙ্গ** (সিন্ধু ২।১।১৮৭) সর্বদেশে ও সর্ব-কালে স্বপ্রকাশ ও নিরুপাধি প্রেম-ভাজন হইয়া যিনি অন্য বস্তুর স্পর্শ-রহিত।

সচ্ছল (গোচ পূর্ব ১০।৩৮) ছলযুক্ত, ২ সঙ্গতিপন্ন।

সচ্ছাস্ত্র (বৃভা ২।১।১) ভগবদ্ভক্তিপর শ্রীমদ্ভাগবতাদি।

সচ্ছিদ্র (গোলী ১০।৭৪) দোষযুক্ত।

সজগ্ধ (ঐ ৬।১৪) সহভোজন।

সজাতীয় (বৃভা ২।৫।২১৪) সদৃশ। **-ভেদ** (বৃভা ২।২।১৯৪) সমজাতীয় বস্তুদ্বয়ের ভেদ। জীবতত্ত্ব সর্বদাই পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট হইলে পরব্রহ্মে সজাতীয় ভেদ আপতিত হয়, তাহা কিন্তু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বাক্যের তাৎপর্যানুসারে বিরুদ্ধ? এই আশ-ঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরব্রহ্ম, আবার তিনিই পরমেশ্বর। এইরূপে পরমেশ্বরেরই গুণাবতার, লীলাবতার-প্রভৃতি-ভেদে যে বিশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা তাহাও সেই পরমেশ্বরই, সুতরাং অবতারী ও অবতারাদি ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ ঐক্যতাবশতঃ—কদাপি কুত্রাপি স্বভাব-শূন্য হয় না বলিয়া সচ্চিদানন্দ-ঘনরূপে ও নানাবিধাকারে প্রতীয়-মান সমান-জাতীয় ভেদ নিরস্ত হইল।

সজাতীয়াশয় (সিন্ধু ১।২।৯১) সমান-বাসনা-বিশিষ্ট।

সজু (হরি ২।১৩৭) [ব্য] সহার্থে। ২ [বিশেষণে] প্রীতিযুক্তা, ৩ সেবা-যুক্তা, ৪ তাপসী।

সজ্জ (গৌ বি ৭৯) সজ্জিত। ২ (স্তব ৯।৪৫) পূজোপহার দ্রব্য। [৩ সাধুজাত, ৪ আয়োজন, ৫ বেশ, ৬ নিভৃত, ৭ সংনদ্ধ]।

সজ্জন (গোচ উত্তর ৩৬।৪১) আসক্তি। ২ সাধু, [৩ আয়োজন, ৪ রণার্থ

সৈন্যস্থাপন, ৫ ঘট্ট, ঘাটী]।

সজ্জনা (গোচ পূর্ব ১০।২) বেশ-রচনা।

সজ্জিত (ভা ১০।২২।২৩) বশীকৃত, ২ আসক্তীকৃত—সনা। [৩ কৃতবেশ, ৪ ভূষিত]।

সজ্য (ভাবনা ২।১০) জ্যাসহিত।

সঞ্চৎ [সং+চত—ক্বিপ্] প্রতারক।

সঞ্চয় (ভা ৩।১২।৪৩) যাজনাদি বৃত্তি। ২ (নিবি ৩৭) সমূহ। ৩ (কৃগ ৭৪) সমবায়ের ভেদ ['যূথ' শব্দ দ্রষ্টব্য]। [৪ সংগ্রহ]।

সঞ্চয়ন (গৌবি ৭৯) সংগ্রহ।

সঞ্চর (হরি ৫।৪২৯) [সঞ্চরন্ত্যনেন সম্—চর+ক] সেতু, ২ পথ, ৩ স্থান, ৪ শরীর।

সঞ্চায্য (হরি ৫।১৭৪) [সঞ্চীয়তে-ঽসৌ সং—চিঞ্+ণ্যৎ] ক্রতুবিশেষ।

সঞ্চার (গোচ পূর্ব ১।১২) সেতু, ২ পথ, ৩ গ্রহাদির অন্য রাশিতে গমন, ৪ সম্যক্ গতি।

সঞ্চারক (গোচ পূর্ব ৩০।৬৩) দূত।

সঞ্চারণা (সিন্ধু ২।৫।৭৯) নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাব-সহযোগে রতির উৎকর্ষ-স্থাপনা।

সঞ্চারী (বৃ ১১।৬৮) জঙ্গম। ২ (সিন্ধু ২।৪।২) ভাববিশেষ। বাক্য, অঙ্গ বা সত্ত্ব (অন্তঃকরণ-ধর্ম) দ্বারা সংসূচিত যে সকল ভাব (নির্বেদাদি) স্থায়িভাবের গতিকে সঞ্চারণ করে অর্থাৎ স্থায়িভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থায়িভাবকে বৃদ্ধি করত তাহাতেই লীন হয়—তাহাদিগকে 'সঞ্চারী' ভাব বলে। নির্বেদ, বিষাদ প্রভৃতি তেত্রিশ। ৩ (সিন্ধু ২।৫।৮৯) বিভাবিত ও অনুভাবিত রতিকে সঞ্চারিত অর্থাৎ বৈচিত্রীপ্রাপ্তি করায় বলিয়া নির্বেদাদি ভাবগুলিকে 'সঞ্চারী' বলা হয়। ৪ (মালা গোবি ২৬) তিরঃপ্রসারী, [৫ ধূপ, ৬ বায়ু]।

সাঞ্চত (গোপা ২৭) পুঞ্জীকৃত, ২ (ভাবনা ১১।১৭) গ্রথিত, ৩ ভূষিত। ৪ (ভাবনা ১১।১৪) যুক্ত। ৫ (গোবি ২৪) বর্দ্ধিত।

সঞ্জন (গোপা ২৭) আলিঙ্গন। ২ (গোচ পূর্ব ২০।২১) সংসর্গ। ৩ (গোচ পূর্ব ৩।১০০) সঙ্গতি। ৪ (গোচ পূর্ব ১৫।৭০) আসক্তি। ৫ (গীতা ১৪।৯) বশীকরণ—বি।

সঞ্জয় (ভা ১।১৩।৩২) সূত গবল্গণের পুত্র। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ইনি রাজগণের পরিচর্যারত ছিলেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে থাকিয়া মহা-সমরের যাবতীয় বার্ত্তা প্রদান করেন। ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থাবলম্বী হইলে ইনিও তাঁহাদের সহিত গমন করেন। ২ (ভা ৯।১২।১৩) সূর্যবংশ্য রণঞ্জয়ের পুত্র, ৩ (ভা ৯। ১৭।১৬) সোমবংশ্য ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র, ৪ (ভা ৯।২১।৩২) ভর্ম্যাশ্বের পুত্র।

সঞ্জল্পন (হলী ১০।১৬) সুখগোষ্ঠী।

সঞ্জিত (মালা ছ ১২) আসক্ত, ২ (গোবি ৬৮) বশীকৃত। ৩ (গোচ পূর্ব ২৬।২১) মিলিত।

সঞ্জিতাঞ্জলি (গোচ পূর্ব ২৮।১৮) কৃতাঞ্জলি।

সঞ্জী (গোচ পূর্ব ২৩।৭৮) যুক্ত।

সটা (ভা ৩।১৩।২৯) কেশর—স্বামী। ২ (ভা ৪।৫।২) জ্বালা। [৩ জটা, ৪ শিখা]।

সট্টীকর (উস ১৯) বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী স্থান—এস্থানে শ্রীগরুড়-গোবিন্দমূর্ত্তি আছেন—শ্রীদামের পৃষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশদিন অবস্থান করেন।

সণ্টীকন (গৌবি ৪৭) সুন্দর গতি।

সতত (ভাবনা ১২।১৮) নিরন্তর, ২ বিস্তৃত। -**নয়** (আচ ৫।১০৬) সুনীতি-পর, ২ সুবিনীত।

সতত্ত্ব (সভা ১।৭২) স্বরূপ। ২ (গোভা ১।২।২৫) যাথার্থ্য। ৩ (ভক্তি ৪৩) তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবান্—এই তিনপ্রকার-আবির্ভাব-সংযুক্ত।

সতী (বিনা ৬।৩৪) পতিব্রতা। ২ (ভা ১০।২।১৯) সন্মার্গ-প্রবর্ত্তনী—সনা। ৩ (ভা ৪।১।৫১) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও মহাদেবের পত্নী। ৪ (ভা ৬।৬।১) প্রাচেতস দক্ষের কন্যা ও অঙ্গিরা প্রজাপতির পত্নী। ৫ (ছ ২।৬) চতুরক্ষর-পাদক ছন্দো-বিশেষ। ৬ (উ ৭।৯) সুন্দরী—[বিষ্ণু]।

সতীর্থ (চৈনা ৬।২০) এক গুরুর শিষ্য। ২ সহাধ্যায়ী। **সতীর্থ্য** (হরি ৬।২৭৪) একগুরু। ২ (হরি ৭।৬৯৯) একগুরুর শিষ্য, ৩ সমান-দর্শন শিষ্য।

সতৃণাভ্যবহারিতা (সিন্ধু ৪।৮।৫২) সুমিষ্ট রসালায় পতিত তৃণাদির চর্বণে ভোজনকারির ভোজন-ব্যাঘাতের ন্যায় অত্যুত্তম অঙ্গিরসের আস্বাদনেরও বিঘ্নোৎপাদক অঙ্গরসের হেয়তা। পক্ষান্তরে তৃণত্যাগ না করিয়া ভোজনকারিকে যেমন অরসজ্ঞ বলা হয়, তদ্রূপ যাহা অঙ্গী রসের আস্বাদাতিরেক দান করেনা, এমন অঙ্গরসের সংযোগেও—

বিকলাঙ্গ-রসের আস্বাদনেও নিযুক্ত জনকে রসানভিজ্ঞই বলিতে হয়।

সতৃণাভ্যবহারী (অর্কো ১৷৯) অরসিক।

সৎ (ভা ১০৷১২৷১১) বিদ্বান্—স্বামী, ২ মুক্ত—সনা। ৩ পরমেশ্বরের সত্তাবির্ভাবযুক্ত জ্ঞানী—জী। ৪ ভক্তিমিশ্র জ্ঞানী—বি। ৫ (বৃভা ২৷২৷১৩) সর্বত্র সত্তারূপে বিরাজমান নিত্যবস্তু। ৬ (হলী ১১৷১৩) একরূপ আত্মা। ৭ (ভা ১০৷১৬৷ ৪৯) পূর্ব হইতে বিদ্যমান—সনা। ৮ প্রধান—বি। ৯ (চৈত ১৷১৷১) [সদ্‌৯ বিসরণগত্যাদিষু ক্বিপ্] বিসরণশীল। ১০ (সিন্ধু ১৷১৷২৬) ভগবদ্বিষয়ক-মতিবিশিষ্ট, সুবুদ্ধিজন। ১১ (ভক্তি ১৮৬) ভগবৎসাম্মুখ্যবান্ জন। ১২ (ভা ১৷১৷২) সদ্ধর্ম-পরায়ণ—জী। ১৩ (সুধা ৬৪) ত্রৈকালিক-সত্তাবিশিষ্ট। ১৪ (ভা ১০৷৮৷১২) ভক্ত—সনা। ১৫ (ভগ ৩২) সত্য—জী। ১৬ ব্রহ্মস্বরূপ—প্রবো। ১৭ চেতন—বল। ১৮ (ভগ ১৬) পৃথিব্যাদি স্থূলকার্য—জী। ১৯ (ভা ১০৷১৪৷১৫) পারমার্থিক সত্য—জী। ২০ (গোলী ৭৷১০৭) সমীচীন। ২১ (ভা ৩৷ ২৭৷১১) কারণ—স্বামী। ২২ (ভা ১০৷৮৭৷৩৪) সত্য পরমার্থ সুখ। **-কথা** (চৈত ৯৷৬৷১৮) গোকুল-লীলাত্মক কথা। **-কর্তা** (সুধা ৩৯) দেব, পিতৃ ও স্বভক্তের সৎকারকারী বিষ্ণু। [২ সৎকারক]। **-কর্মা** (ভা ৯৷২৩৷১২) চন্দ্রবংশ্য ধৃতব্রতের পুত্র। **-কার** (গীতা ১৭৷১৮) সম্মানন, ২ পূজন। **-কার্য** (হ ১৪৷২৩) সম্মাননীয়। **-কার্যবাদ** (ভা ১১৷২৪৷১৮) সাংখ্যমত-বিশেষ। এই দর্শনের মতে প্রপঞ্চ সৎ-পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; অসতের অকরণ, উপাদানের গ্রহণ, সর্বসম্ভবের অভাব, শক্তের শক্ত্য-করণ এবং কারণ-ভাবহেতু কার্যসকলও সৎ—[সাংখ্যকারিকা—৯]। [পরিণামবাদ' দ্রষ্টব্য]। **-কৃত** (অর্কো ৮৷৩৬) শোভনতা। ২ (গোচ উত্তর ৩৭৷১৪৮) দাহাদি ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া। **-কৃপাবাহনা** (ভক্তি ১৮০) সাধু বা মহতের কৃপার মাধ্যমে ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ হন বলিয়া উহাকে 'সৎকৃপাবাহনা' বলা হয়। ['সৎসঙ্গবাহনা' শব্দ দ্রষ্টব্য]। **-খ্যাতি**—শ্রীরামানুজচার্য-স্বীকৃত মতবাদ-বিশেষ। **-তম** (বৃভা ১৷৪৷ ১৯) শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-ভক্তির প্রভাব-বিজ্ঞ। ২ (১৷৪৷২৯) অতিশ্রেষ্ঠ—স্বামী। ৩ (সিন্ধু ১৷২৷৬৭) বেদশাস্ত্র-মুখে ভগবদাদিষ্ট স্বধর্ম-সমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষাদি জানিয়াও তাদৃশ ধর্মসকল ভক্তি-বিঘাতক বলিয়া 'ভক্তিবলেই সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়'—এইরূপ নিশ্চয় করত সর্বধর্ম-পরিত্যাগ করিয়া যিনি ভজন করেন, তিনিই সত্তম। **-তর** (ভক্তি ২০০) বিষ্ণুকেই পরতত্ত্ব বলিয়া যিনি জানেন ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করেন, বর্ণাশ্রম-নিষিদ্ধ পাপ কার্য করেন না—তাদৃশ সঙ্গযোগ্য ভক্ত।

সত্তা (ভা ১০৷৮৫৷৭) স্ফুরণ—স্বামী। ২ (গোচ পূর্ব ৭৷২৮) ভদ্রতা। ৩ (সস ভগ ৩) প্রকাশ। আচার্য শঙ্কর পারমার্থিকী, ব্যাবহারিকী ও প্রাতিভাসিকী-ভেদে ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করেন। সর্বকালবর্তিনী সত্তাই (বিদ্যমানতাই) পারমার্থিকী; মুক্তির প্রাক্‌কাল পর্যন্ত প্রপঞ্চ-সত্তাই ব্যবহারিকী এবং শুক্তি প্রভৃতিতে রজতাদি-আকারে প্রতিভাসমানা আরোপিতা সত্তাই প্রাতিভাসিকী বা প্রাতীতিকী। কোনও কোনও বৈদান্তিক আবার তুচ্ছ (অলীক) সত্তারও স্বীকার করেন—যেমন আকাশ-কুসুমাদির বাচনিক সত্তা। 'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ' (যোগসূত্র ৯) এই যোগসূত্রে পতঞ্জলি অলীক সত্তার স্বীকার করিয়াছেন। **-মাত্র** (ভা ১০৷৩৷২৪) বস্তুর প্রবর্তক অথচ অবিকৃত—জী। ২ শুদ্ধসত্ত্ব-সামান্য—বি। ৩ নিয়ত-সত্তাযুক্ত—বল।

সত্ত্য (ভা ১০৷২৷২৬) [সৎ=পৃথিবী, অপ্ ও তেজঃ; ত্যৎ=বায়ু ও আকাশ] পঞ্চভূত—স্বামী।

সত্র [সদ্+ত্রৈ] স্থান, ২ যজ্ঞ, ৩ সদাদান, ৪ আচ্ছাদন, ৫ অরণ্য। ৬ কৈতব, ৭ ধন, ৮ গৃহ, ৯ সরোবর।

সত্রম্, সত্রা [ব্য] সহার্থে।

সত্ত্ব (ভা ১৷২৷১৯) শুদ্ধসত্ত্বমূর্তি ভগবান্—বি। ২ (ভা ১৷১০৷২৪) বুদ্ধি। ৩ (ভা ৩৷৬৷২৫) চিত্তাস্পদ গোলক, হৃদয়াংশ—বি। ৪ (ভা ৩৷১২৷১৫) বল। ৫ (ভা ৩৷১৮৷৮) আধারশক্তি। ৬ (ভা ৩৷২৯৷১৬) ধৈর্য। ৭ (ভা ৫৷৫৷১) অন্তঃকরণ। ৮ (ভা ৭৷১২৷২৯) চেতনা। ৯ (ভা ৮৷৩৷১১) বৈষ্ণববস্তু—বি।

১০ (ভা ১০।২।২৯) সত্তামাত্র ব্রহ্ম, ১১ বিবিধ সাধুতা—সনা। ১২ (ভা ১০।৬৪।২) জীব। ১৩ বিদ্যমানতা—সনা। ১৪ স্বয়ংপ্রাকট্য—জী। ১৫ (ভা ১০।৮৬।৪১) গুণবিশেষ। ১৬ (ভা ১।৮৭।২৭) সত্যত্ব। ১৭ (ভা ১০।৮৭।৩) মাহাত্ম্য, উৎকর্ষ। ১৮ (চৈত ৩।২৫।৩২) [সতাং ভক্তানাং ভাবঃ সত্ত্বং, তত্তু শ্রীকৃষ্ণ এব] শ্রীকৃষ্ণ। ১৯ (আচ ৯।৪২) প্রাণ, ২০ (ভগ ১০) স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। ২১ (কৃষ্ণ ২৬) অসংখ্য অবতার-প্রাদুর্ভাবের শক্তি। ২২ (রাধা ৯৩) কার্যত্ব। ২৩ (গীতা ১৭।৮) উৎসাহ। ২৪ (গীতা ১৩। ২৭) বস্তু। ২৫ (রত্ন ৫।৯) স্বভাব, ২৬ (মুক্তা ১।৭) ইন্দ্রিয়-দেবতা। ২৭ (মুক্তা ৭।২৩) ক্লেশ-সহনতা। ২৮ (মুক্তা ৭।৪২) আস্তিক্য। ২৯ (মুক্তা ৩।৫) আত্মতত্ত্ব। ৩০ (সিন্ধু ২।৩।১) শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি দাস্য-সখ্যাদি পঞ্চ মুখ্যরতিদ্বারা সাক্ষাদ্-ভাবে অথবা হাস করুণাদি সপ্ত গৌণ রতিদ্বারা কিঞ্চিদ্ ব্যবধানে আক্রান্ত চিত্ত। **-কূট** (ভা ১০।১২।১৯) সত্ত্বাভাস—স্বামী। ২ নিশ্চল প্রাণি-বিশেষ, ৩ গিরিশৃঙ্গতুল্য প্রাণী—বি। **-গুণ** (গোভা ১।১।১৮) সাংখ্যে উক্ত আছে যে সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক অর্থাৎ প্রকাশই সত্ত্বগুণের ধর্ম—ইহাই জ্ঞানসুখরূপে পরিণত হয়। এইজন্য সত্ত্বগুণই আনন্দের হেতু, প্রধানে (প্রকৃতিতে) এই সত্ত্বগুণ আছে বলিয়া প্রকৃতিকেও আনন্দময় বলা যায়। -জয় (ভক্তি ২৩৭) উপশম-দ্বারা সত্ত্বগুণ জয় করা যায়। **-তনু** (ভক্তি ১৮) সত্ত্বশক্তি। ২ বিষ্ণু—বিশুদ্ধসত্ত্বগুণের বিস্তারক। **-তুরীয়-তত্ত্ব** (ভা ৩।১।৩৪) চতুর্বিধ অন্তঃ-করণের চতুর্থ অধিদেব--অনিরুদ্ধ [চিত্ত-পতি-বাসুদেব,অহঙ্কার-পতি—সঙ্কর্ষণ, বুদ্ধি-পতি—প্রদ্যুম্ন এবং মনঃপতি—অনিরুদ্ধ]। **-নিধন** (ভা ১১।৯। ২৫) উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট দেহ। **-নিধি** (ভা ১৩।২৬) স্বপ্রাদুর্ভাব-শক্তির নিধান—জী। ২ চিদানন্দ-সমুদ্র। **-নিষেবা** (ভা ৭।১৫।২৪) সাত্ত্বিক আহারাদির নিয়ম। ২ প্রাণিমাত্রের পরিচর্যা। **-প্রকৃতি** (ভা ১১।২৫।১০) নিরপেক্ষভাবে স্বকর্মদ্বারা ভক্তিসহকারে ভগবদ্-ভজনশীল। **-ভাবন** (ভা ৬।২।১২) চিত্তশোধক। **-ভেদ** (সিন্ধু ২।১। ২৫১) অন্তঃকরণ-বৃত্তিবিশেষ, ইহারা 'সদ্‌গুণ' বলিয়াও খ্যাত—শোভা, বিলাস, মাধুর্য, মাঙ্গল্য, স্থিরতা, তেজঃ, ললিত ও ঔদার্য—এই আটটি সদ্‌গুণ পুরুষ-গত বলিয়া জানিবে। **-বৎ** (ভা ১১।১৬।২৯) সাত্ত্বিক—বি। ২ (গীতা ১০।৩৬) বলবৎ। **-বিশুদ্ধ** (ভক্তি ১৮) বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মকমূর্তিধারী (ভগবান্)। প্রাকৃত সত্ত্ব বিশুদ্ধ হয় না; কিন্তু যে সত্ত্বগুণে রজঃ বা তমোগুণের মিশ্রণ নাই, তাহাই 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' বলিয়া কথিত হয়। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী--এই শক্তিত্রয়ের অন্যনিরপেক্ষ ও স্বয়ংপ্রকাশ-ক্ষমতাই 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব'। ['শুদ্ধসত্ত্ব' ও 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' দ্রষ্টব্য]। **-বৃত্তি** (ভা ১১।২৫।৫) শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, তপ, সত্য, দয়া, স্মৃতি, তুষ্টি, ত্যাগ, অস্পৃহা, শ্রদ্ধা, হ্রী, আর্জব, বিনয়, আত্মরতি ইত্যাদি। **-শুদ্ধি** (মুক্তা ৯।৪) নীরোগতা, ২ (গীতা ১৬।১) চিত্তের প্রসন্নতা। ৩ আশ্রমধর্ম-পালনদ্বারা মনের নির্মলতা। **-সমাবিষ্ট** (গীতা ১৮।১০) সত্ত্বগুণ-ব্যাপ্ত, ২ সাত্ত্বিক ত্যাগী—স্বামী। **-স্থ** (সুধা ৬৫) ভক্তচিত্ত-বিহারী বিষ্ণু। ২ (গীতা ১৪।১৮) সত্ত্ববৃত্তি-প্রধান—স্বামী।

সত্ত্বাত্মক (ভা ১০।৫৫।২২) সত্ত্বগুণময়—স্বামী।

সত্ত্বাভাস (সিন্ধু ২।৩।৮৩) স্বভাবতঃ শিথিল চিত্তে হর্ষবিস্ময়াদির আভাসের উদয়।

সত্ত্বোপপন্ন (ভা ১০।২।২৯) সচ্চিদা-নন্দঘন, ২ বিবিধ সাধুতাযুক্ত, ৩ সাত্ত্বিকগণের হিতার্থ সমীপে গত—সনা। ৪ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ—বি।

সৎপতি (ভা ১০।৩৪।১৬) পালকোত্তম, ২ সাধু-পালক—সনা।

সৎপথ (ভ ৪।১২।৪০) ভগবন্মার্গ——স্বামী। [২ বেদাদি-বিহিত আচার]।

সৎপাত্র (হ ১০।২৪২) বৈষ্ণব।

সৎপ্রতিপক্ষ—প্রতিযোগী, ২ ন্যায়-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ হেত্বাভাস।

সত্য (ভা ৮।১।২৪) তৃতীয় মনু উত্তমের কালে দেবতা। ২ (হ ১১। ৬১৮) শ্রীভগবানের নাম। ৩ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ধ-বর্ণের মূর্তি। ৪ (ভা ৩।২৭।৬) নিষ্কপট—স্বামী। ৫ (ভা ৩।২৪।৩৫) বৈদিক। ৬ (ভা ২।৬।৩৮) অধিকারী—স্বামী। ৭ সর্বসত্তাপ্রদ-স্বরূপ—জী। ৮ (ভা ১।১।১) শ্রীকৃষ্ণ—জী। ৯ সজ্জনের হিতকর ভক্তিযোগ—বি।

১০ (চৈভা আদি ১।৫৯) ধ্রুব। ১১ (ভা ৯।৫।৫) সমদর্শন—বি। ১২ (সস ভগ ৯৮) শাস্ত্রার্থানুভবে প্রযত্ন। ১৩ (ভা ৩।১৩।৩৯) হোমরহিত অগ্নি। ১৪ (কৃষ্ণ ১৮৯) নিত্যসিদ্ধ, ১৫ কৃতপ্রতিজ্ঞ, ১৬ নিশ্চল, ১৭ (চৈত ১০।২।২৬) নিরন্তর। ১৮ (গীতা ১৭।১৫) প্রামাণিক। ১৯ (গীতা ১০।৪) যথার্থভাষণ। ২০ (চৈত ১০।২।২৬) ব্রহ্ম। ২১ (সিন্ধু ২।১।৯৫) শপথ, ২২ তথ্য। ২৩ (ভা ১০।২।২৬) প্রেম—সনা। ২৪ (ভা ১০।২৮। ১৬) অবাধ্য—স্বামী। ২৫ ত্রৈকালিক—বল। ২৬ (ভা ৮।১৩।২২) দশম ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর অধিকারে সপ্তর্ষির অন্যতম। ২৭ (ভা ৪।২৪। ৮) রাজা হবির্ধানের ঔরসে ও হবির্ধানীর গর্ভে জাত পুত্র। [২৮ প্রথম যুগ]। -ক (ভা ৮।১।২৮) তামস মন্বন্তরে দেবতা। ২ (ভা ৯। ২৪।১৪) সোমবংশ্য শিনির পুত্র। ৩ (ভা ১০।৬১।১৭) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী ভদ্রার গর্ভজ পুত্র। -কাম (ভা ১০।৩৩।২৫) সত্যসঙ্কল্প—স্বামী। ২ ব্যভিচার-রহিত অভিলাষ-সম্পন্ন—জী। ৩ (রত্ন ১।৩৪) ছান্দোগ্য-শ্রুত্যুক্ত মহর্ষি গৌতমের শিষ্য দাসী-পুত্র। ৪ প্রশ্নোপনিষদে মহর্ষি পিপ্পলাদের নিকট প্রশ্নকারী শিবি-তনয়। ৫ (ভা ১২।১০।২৭) যথেচ্ছ-ভাবে প্রাপ্ত-সর্বানন্দ। ৬ (প্রীতি ৩০০) অব্যভিচারী প্রেম-বিশেষ। -কেতু (ভা ৯।১৭।৮) সোমবংশ্য ধর্মকেতুর পুত্র। **সত্যঙ্কার** (গোচ পূর্ব ৩৩।২৫৬) সত্যকরণ, ২ প্রতিজ্ঞা, ৩ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। °জিৎ (ভা ৮।১।২৪) তৃতীয় উত্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র। ২ (ভা ৯।২২।৪৯) সুনীথের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।৪১) সোম-বংশ্য আনকের পুত্র। ৪ (ভা ১২। ১১।৪৪) যক্ষ। -তপাঃ (বৃভা ২। ২।১৭৩ টী) ভৃগুবংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ, তিনি প্রথমে দস্যুসঙ্গে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন; পরে মহর্ষি দুর্বাসার উপদেশে তাঁহার মতি পরিবর্তন হইলে তিনি সাধনপথে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধিলাভ করেন (বরাহ পু° ৯১)। -ধর্মা (ভা ৮। ১৩।২৪) একাদশ মনু ধর্মসাবর্ণির পুত্র। ২ (সুধা ৬৯) স্বানুবন্ধি যথার্থধর্মজ্ঞানাদি-সম্পন্ন। -ধৃতি (ভা ৯।২১।২৭) চন্দ্রবংশ্য কৃতিমানের পুত্র। ২ (ভা ৯।২১।৩৫) দিবোদাসের পুত্র। -নারায়ণ—সংক্রান্তিপ্রভৃতিতে পূজ্য নারায়ণ মূর্তি-বিশেষ [স্কান্দে রেবা ৪]। -পর (ভা ১০।২।২৬) সর্বদেশকালবর্তী ও শ্রেষ্ঠ। ২ সত্য-নামক পরমেশ্বর—বি। ৩ (চৈত ১০।২।২৬) ব্রহ্মহইতেও শ্রেষ্ঠ। ৪ সত্যই যাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়। -ভামা (ভা ৩।১।৩৫) রাজা সত্রাজিতের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী। ২ (রাধা ৬৪) প্রেমশক্তিপ্রচুরা ভূ-শক্তি। ৩ (লনা ৯৬৫) বাস্তবক্রোধপরা। -মেধাঃ (সুধা ৯৩) বিষ্ণু। **সত্যম্** [ব্য] স্বীকারে। **সত্যম্ভরা** (ভা ৫।২০। ৪) প্লক্ষদ্বীপস্থিতা নদী। °যজ্ঞ (গোভা ১২।২৫ টী) ছান্দোগ্যো-পনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা-জিজ্ঞাসু পুলুষ-পুত্র ঋষি। -যোনি (ভ ১০।২।২৬) সৎ=পৃথিবী, জল, অগ্নি; ত্যৎ= বায়ু ও আকাশ; সত্য=পঞ্চভূত, তাহার কারণ—স্বামী। ২ ব্যবহারিক সত্য প্রপঞ্চের উদ্ভবস্থান—জী। ৩ মৎস্যাদি অবতারবৃন্দের অবতারী—বি। ৪ বিশ্বের কারণ—বল। -রথ (ভা ৯।১৩।২৪) সূর্য্যবংশ্য সমরথের পুত্র। -লোক (বৃভা ২।২।১২৬) সকল লোকের উপরিভাগে ব্রহ্মাণ্ডেরও ঊর্দ্ধভাগের অন্ত্য সীমায় ব্রহ্মার ধাম 'সত্যলোক' বিরাজমান। এই ধাম লাভ করিতে হইলে শতজন্ম যাবৎ পুঞ্জীভূত স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই সত্যলোকেই বৈকুণ্ঠ, তাহাতে সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষ বিরাজ-মান। পুনরাবৃত্তিশূন্য স্থান। -বতী (ভা ১।৩।২১) উপরিচর বসুর বীর্য-জাত মৎসীর গর্ভে জন্মলাভ করেন বলিয়া সত্যবতীর এক নাম হয়—'মৎস্যগন্ধা'। ইনি পিতৃশুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য করিতেন। মহর্ষি পরাশরের ঔরসে কন্যাকালে সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের আবির্ভাব হয়। পরাশর মুনির বরে মৎস্যগন্ধা যোজন-বিস্তারি-সুগন্ধ লাভ করিয়া 'গন্ধবতী' ও 'যোজনগন্ধা' খ্যাতিও লাভ করেন। (মহাভা আদি পর্ব)। পরে ইনি শান্তনু রাজার মহিষীত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভ-জাত পুত্র—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। ২ গাধির কন্যা ও ঋচীক মুনির পত্নী। ইঁহার পুত্র—জমদগ্নি। -বাক্য (সিন্ধু ২।১।৬৭) যাঁহার বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। -বাঞ্ছিত (লী ৩২২) সত্যসঙ্কল্প। -বাদী (হ ১১।

৬১৮) [সত্যং ভগবন্নাম বদিতুং শীলং যস্য] শ্রীভগবানের নামোচ্চারক। ২ (গৌরু ১৩।২) সাক্ষিগোপাল। ৩ (ভা ১১।২৯।৩২) সৎকার্যবাদী ও অসৎকার্য-বাদির মধ্যবর্ত্তী অবিবাদী ভক্ত—বি। **-বান্** (ভা ৪।১৩।১৬) চাক্ষুষ মনুর ঔরসে ও নড়্বলার গর্ভে জাত সন্তান। **-বিরোধী গুণ** (প্রীতি ১৩১) শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও কিন্তু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ তাঁহার অস্ত্রধারণে ভক্তবাৎসল্যই প্রকটিত হইয়াছে। ['প্রেমপত্তন' গ্রন্থ আলোচ্য]। **-বুদ্ধি** (ভক্তি ১) পরমার্থ-প্রাপক জ্ঞান। **-ব্রত** (ভা ৮।১।২৫) উত্তম মন্বন্তরে ধর্মপুত্ররূপে আবির্ভূত দেবতা। ২ (ভা ৯।৭।৫) সূর্যবংশ্য ত্রিবন্ধনের পুত্র। ৩ (ভা ৫।২০।১৪) হিরণ্যরেতার পুত্র ও বর্ষাধিপতি। ৪ (ভা ৮।২৪।১০) চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে তপস্যা-পরায়ণ সত্যব্রতকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীনারায়ণ মৎস্যরূপে আবির্ভূত হন এবং তাঁহাকে বেদ উপদেশ করেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে তিনিই সূর্য্যপুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে মনুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ৫ (চৈত ১০।২।২৬) সত্যসঙ্কল্প, ৬ (ভা ১০।২।২৬) নিশ্চিত-সঙ্কল্প, ৭ যাঁহার ব্রত সত্য—বি। ৮ প্রতিশ্রুতি-পালন-তৎপর। ৯ (হ ১৬।১৯৮) শ্রীভগবৎপরায়ণ মুনিবিশেষ, ইঁহার রচিত শ্রীদামোদরাষ্টক শ্রীদামোদর (কার্ত্তিক) মাসে শ্রীশ্রীদামোদরের সন্তোষলাভার্থে অবশ্য পাঠ্য। ১০ (ভা ৫।২০।২৭) শাকদ্বীপস্থ ভগবদুপাসক। **-শীল** (ভা ১০।৭।১৩) ভগবদ্ভজন-স্বভাব—সনা। ২ সমদর্শন-স্বভাব পরমবৈষ্ণব—জী। **-শ্রবাঃ** (ভা ৯।২।২০) চন্দ্রবংশ্য বীতিহোত্রের পুত্র। **-সঙ্কল্প** (গোভা ১।২।১) সফল-মানসক্রিয়। ২ (লনা ৬।২১) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। **-সঙ্গর** (ভা ১০।৫১।১৪) সত্যযুদ্ধ, ২ সত্যপ্রতিজ্ঞ। [৩ কুবের]। **-সন্ধ** (গোচ উত্তর ২৬।৭৮) সত্যপ্রতিজ্ঞ। [২ শ্রীরামচন্দ্র]। **-সহাঃ** (ভা ৮।১৩।২৯) দ্বাদশ মন্বন্তরে আবির্ভূত শ্রীহরির অংশ স্বধামার পিতা। **-সার** (হ ১০।১৮) সত্যই স্থির বল যাঁহার। **-সেন** (ভা ৮।১।২৬) ধর্ম প্রজাপতির ঔরসে ও সুনৃতার গর্ভে জাত তৃতীয় মন্বন্তরাবতার। **-হিত** (ভা ৯।২২।৭) চন্দ্রবংশ্য ঋষভের পুত্র।

সত্যা (লনা ৯।৬১) সত্যভামা, ২ বাস্তবিকী। ৩ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌরপূজায় পঞ্চদশী পীঠশক্তি। ৪ (হ ৫।১৪০) পীঠন্যাসে প্রোক্ত নবশক্তির সপ্তমী। ৫ (উ ১৪।১৭৭) সজ্জনের হিতকরী, ৬ সৎস্বরূপা—জী। ৭ (ভা ১০।৫৮।৩২) কোশলরাজকন্যা নাগ্নজিতী ও শ্রীকৃষ্ণের মহিষী। ৮ (ভা ৫।১৫।১৫) মন্থুর পত্নী ও ভৌবনের মাতা। [৯ ব্যাসমাতা, ১০ দুর্গা, ১১ দ্রৌপদী]।

সত্যাকরণ (হরি ৭।১১১৮) শপথকরণ, প্রতিজ্ঞা।

সত্যাত্মক (লী ৪৪) 'সত্যব্রত, সত্যরূপ'—ইত্যাদি রূপে যিনি সর্বথাই সত্যস্বরূপ। ২ (ভা ১০।২।২৬) বিকার-রহিত-মূর্ত্তিক। ৩ জীবগণের অব্যভিচারি-সুখের হেতু—সনা।

সত্যানৃত (ভা ৭।১১।২০) বাণিজ্য।

সত্যায়ু (ভা ৯।১৫।১) সোমবংশ্য পুরূরবার পুত্র।

সত্যাশীঃ (ভা ৫।১৫।১০) অব্যর্থ-কল্যাণেচ্ছু।

সত্যাসত্য (রত্ন ৬।৩১) অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ও জগৎ।

সত্যেয়ু (ভা ৯।২০।৪) রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে জাত পুত্র।

সত্র (ভা ৩।১৩।৪০) দ্বাদশাহ প্রভৃতি বহুযাগের মিলন। ২ (ভা ১।১।৪) যজ্ঞ। ৩ (গোপা ৪) সচ্চরিত, ৪ ধন। ৫ (গোচ উত্তর ৩৭।১২৫) বিস্তারণ। ৬ (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) সহ। ৭ (গোচ পূর্ব ১।৯৮) সদা দান। ৮ (ভা ১১।২৯।১১) মিলন। ৯ (হ ১১।৪৩৩) স্থান। ১০ (ভা ৩।৫।১১) সমাজ—স্বামী। **-বর্দ্ধন** (ভা ১।৭।২) কর্মবর্দ্ধক।

সত্রা [ব্য] সহিত।

সত্রাজনি (গোচ উত্তর ১৭।৯) সহোদর ভ্রাতা।

সত্রাজিৎ (ভা ৯।২৪।১২) সোমবংশ্য নিঘ্নের [নিম্নের] পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর।

সত্রায়ণ (ভা ৬।১৮।২২) যজ্ঞাশ্রয়, শৌনক। ২ (ভা ৮।১৩।৩৫) চতুর্দশ মন্বন্তরাধিপ ভগবদবতার বৃহদ্ভানুর পিতা।

সত্রী (গোচ পূর্ব ২২।৩৩) যাজ্ঞিক।

সত্ত্ব (সুধা ১০৬) ব্যবসায়, ২ বল।

সত্বৎ (ভা ১।১।১২) ভক্ত—স্বামী।

সন্তান্ (মুক্তা ১৭।১৭) [সৎ সত্ত্বং

বিন্তে যস্মিন্ সঃ] বিষ্ণু।

সৎসঙ্গ (ভক্তি ২৪১) শ্রীভগবৎসঙ্গ ও ভক্তসঙ্গ। ২ (হরি ১।৮২) পরস্পর যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, অন্য নাম—যোগ, সংযোগ, স্থ। **-বাহনা** (ভক্তি ১৮০) শ্রীভগবানের যে দয়া জীবে সংক্রামিত হয়, তাহা সাধুসঙ্গকে বাহন (মাধ্যম) করিয়াই আসে। স্বতন্ত্র বা সাক্ষাদ্ভাবে ভগবান্ কৃপা করেন না। সৎকৃপা ও সৎসঙ্গই ভক্তিলাভের মূলীভূত হেতু।

সৎসমাগম (ভা ১০।৫১।৫৩) ভক্তসঙ্গ—সনা।

সৎস্পৃষ্টি (চন্দ্রা ২) সজ্জন-প্রতিষ্ঠিত পাপপ্রবেশ-শূন্য পবিত্র স্থান।

সদ (গোচ পূর্ব ৩১।১৫৮) [দা দানে ক্বিবন্তঃ দয়া সহ বর্ত্তমানঃ সদঃ] দানশীল, বদান্য।

সদঃ (ভাবনা ৫।৩০) সভা। ২ (ভা ৪।৫।১৪) যজ্ঞশালার সম্মুখস্থিত সভামণ্ডপ। **-সৎ** (গৌক্ব ২।৫৮) সভাসৎ। **-সদঃ** (গোচ পূর্ব ৩১। ১৫৮) দানশীলের সভা।

সদতিক্রম (ভা ৩।১৫।৩৭) মহদপরাধ—স্বামী।

সদন (গোচ পূর্ব ২৮।১৮) গৃহ, ২ নির্গমন। ৩ (ভা ১০।৮।১১) সমষ্টি দেহ। ৪ (আচ ১৬।১২) অবসাদ। ৫ (ভা ১০।৮৭।৩৫) ক্ষেত্র, ৬ গতি। [৭ জল]। **-বেশ** (আচ ১৩।১৩৮) গৃহপ্রবেশ।

সদনিকা (নিবি ১৩) গৃহ।

সদনিত (মালা স্ব ৩০) গৃহবৎআচরিত।

সদনুগ্রহ (ভা ১০।২।৩১) ভক্তানুগ্রাহক—স্বামী। ২ উত্তমানুগ্রহবান্—সনা। ৩ (ভক্তি ১৮০) সাধুগণকে দ্বার করিয়া জীবগণকে কৃপাকারী ভগবান্। ৪ সাধুগণই যাঁহার অনুগ্রহ অর্থাৎ কৃপার মূর্ত্তি—সেই ভগবান্।

সদয় (ভা ১০।২৯।৪২) সাধুভাবহবিধিযুক্ত। ২ সস্নেহ।

সদর্পক (গৌবি ৯৬) দর্পযুক্ত, ২ কামযুক্ত, ৩ সদ্‌বস্তুর অর্পণকারী।

সদসৎ (গীতা ১১।৩৭) ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ২ কার্য ও কারণ। ৩ ভদ্রাভদ্র—বি। **-পর** (ভা ৬।১৬। ২১, ভগ ১৬) [কার্য ও কারণরূপ পৃথিব্যাদি ও প্রকৃত্যাদি বহিরঙ্গ বৈভবের অতীত] শ্রীবৈকুণ্ঠাদিরূপ স্বরূপ-বৈভব এবং শুদ্ধজীবরূপ তটস্থ বৈভব।

সদসদাত্মক (ভা ১১।২।২০) স্থূলসূক্ষ্মরূপ—স্বামী। ২ (ভা ৩।২৬। ১০) কার্যকারণরূপ।

সদসস্পতি (ভা ১০।৭৪।১৭) সভ্যশ্রেষ্ঠ—সনা।

সদস্য (মুক্তা ১।১৪) উপদেষ্টা। ২ সভ্য। ৩ (হব ১।২৫।২৫) উপদ্রষ্টা, 'সপ্তদশ ঋত্বিক্‌সদস্যং সপ্তদশং কৌষীতকিনঃ সমামনন্তি, স কর্মণামুপদ্রষ্টা ভবতি' ইতি গৃহ্যাৎ।

সদা গতি (রতি ২।১৮) পবন, ২ সর্বদা আগমনকারী। [৩ সূর্য, ৪ নির্বাণ]। **-গর্ভা** (কৃচ ১।৫।৮) সর্বকাল শ্রীভগবানের গর্ভধারিণী।

সদাচার (হ ৩।১২—১৫) অবিগীতশিষ্টাচার। নির্দোষ সাধুগণের আচারই—'সদাচার। স্মরণাদি যাবতীয় ভগবদ্‌বিষয়ক যাজনই সদাচার-সাপেক্ষ বলিয়া সদাচারের নিত্যতা সিদ্ধ হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই সদাচার মুখ্যতঃ তিন পর্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—নিত্যকৃত্য, পক্ষকৃত্য ও মাসকৃত্য। তৃতীয় হইতে একাদশ বিলাসে নিত্য, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশে পক্ষ এবং চতুর্দশ হইতে ষোড়শে মাসকৃত্য লিখিত আছে। **°তন** (মাম ২।৪) নিত্য, ২ বিষ্ণু, ৩ কৃষ্ণ। **-তোয়া**—করতোয়ানদী, ২ এলাপর্ণী।

সদাত্মা (বৃভা ২।৭।১৫১) বিশুদ্ধচিত্ত। ২ (ভা ৩।৪।১৭) সংশয়াদি-রহিত।

সদাতুাহ (আচ ১।৫০) সর্বদা মহাবিচারপূর্ণ, ২ ডাহুক পক্ষির সহিত বর্ত্তমান। **°দান**—ঐরাবত গজ, ২ গণেশ, ৩ গজ, ৪ সর্বদা ত্যাগশীল। **-নীরা** (সিন্দু ৩।৩।১১২) করতোয়া। **-পুষ্প**—নারিকেলবৃক্ষ, সদাপুষ্পযুক্ত। **-ভদ্রা** (কৃজ ৩৯) গাম্ভারী বৃক্ষ। **-মহঃ** (আচ ১।১৫১) সর্বদা মহোৎসব-বিশিষ্ট। **-যোগী**—বিষ্ণু, ২ সর্বদা যোগযুক্ত। **-শান্তা** (কৃগ ২০৫) তপস্বিনী, সন্ধিদূতী। **-শিব** (পরম ১৬) শ্রীভগবান বিষ্ণুর অংশ-বিশেষ। ২ (রত্ন ৩।২৯) শৈবমতে সর্বমূল ঈশ-তত্ত্ব, বৈষ্ণবমতে সর্বদোষশূন্য সর্বমঙ্গলাত্মক বিষ্ণুতত্ত্ব। ৩ (গোভা ১৫) তাপত্রয়-রহিত—জী। ৪ (ভা ৮।৭।১৯) মহাদেব। **-স্মের** (কৃগ পরি ১১৯) শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত লীলাপদ্ম। **-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত** (সিন্ধু ২।১।১৮০) মায়াকার্যের অবশীকৃত;

সদাহংবাদ (আচ ১।১৮৪) সদাকালের জন্য অহমিকা-প্রকাশক। ২ নিত্য হম্বারবকারী।

সদুপাসন (গোভা ৩।৩।৫১) সদ্‌ভক্তি।

সদৃক্ (গোলী ৭।২৫), **সদৃক্ষ** (ভা ৩।২২।২৪) **সদৃশ**—সমান।

সদেশ (গোচ পূর্ব ১।১১০) নিকট। ২ (গোচ উত্তর ৩৬।১৪১) যোগ্য। **-রূপ** (গোচ পূর্ব ৩।৮৮) যোগ্য।

সদ্গতি (বৃভা ২।৭।১৩২ টী) ভক্তগণের প্রাপ্য ফল। ২ (ভা ১০।৫২।২৯) সদ্ধর্মসমূহের প্রথগাশ্রয়—জী। ৩ (ভা ১০।৫১।৫৩) সাধুগণই যাঁহার আশ্রয়—জী। ৪ (ভা ১০।৬।৩৫) সাধুগণের গতি—শ্রীকৃষ্ণ। ৫ বিদ্বান্‌গণের লিঙ্গদেহচ্ছেদরূপা মুক্তি—বল। ৬ (চৈত ১০।৬।৩৫) উত্তমা গতি। ৭ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক।

সদ্গুণ (বৃভা ১।১।৬১) গর্বশূন্য হইয়া ভগবদ্ভক্তি-প্রবর্ত্তনাদি। ২ (সিন্ধু ১।১।২৭) জ্ঞান, বৈরাগ্য, যমনিয়মাদি।

সদ্গুণাষ্টক (সিন্ধু ২।১।২৫১) শোভা, বিলাস, মাধুর্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য, তেজঃ, ললিত ও ঔদার্য।

সদ্গ্রহ (ভা ১।১২।২৫) উত্তমাভিনিবেশযুক্ত, ২ উৎকৃষ্ট-আগ্রহবিশিষ্ট।

সদ্ধর্ম (ভা ১১।২।২১) ভাগবত-ধর্ম। ২ (ভা ২।১০।৪) প্রতিমন্বন্তরে মনুগণের ও তদনুগৃহীত সাধু-গণের আচরিত উপাসনাখ্য ধর্ম। **-পৃচ্ছা** (সিন্ধু ১।২।১০৩) ভজন-রীতি-বিষয়ক প্রশ্ন—ভক্ত্যঙ্গ।

সদ্ধী (সিন্ধু ১।২।২৩৮) নিরপরাধচিত্ত—জী।

সদ্ধেতু—ন্যায়োক্ত হেত্বাভাস-রহিত হেতু।

সদ্বুদ্ধি (ভক্তি ১) সাধু বলিয়া জ্ঞান।

সদ্ভক্তি (বৃভা ১।১।৬১) প্রেমভরে ক্রিয়মাণা ভগবৎসেবা। ২ (চন্দ্রা ৫৩) শুদ্ধা ভক্তি, ৩ প্রেম-লক্ষণা ভক্তি।

সদ্ভাব (গীতা ১৭।২৬) অস্তিত্ব। ২ (পদ্যা ৩৮৪) সাধুতা। ৩ দাম্পত্য। ৪ (ভা ১০।২৫।১৭) সত্ত্ব, ৫ সদ্ভক্তি। ৬ (বিপু ৩।২।৫৯) পরমার্থ।

সদ্ম (গোচ পূর্ব ৩০।৩৪) গৃহ, ২ অবস্থান। [৩ জল]।

সদ্যঃ (হরি ৭।৯৯) [সমানেঽহনি সম+দ্যঃ] তৎক্ষণাৎ। **-প্রাণকর**—সদ্যমাংস, নবান্ন, বালা স্ত্রী, ক্ষীর-ভোজন, ঘৃত ও উষ্ণোদক। **-প্রাণহর**—শুষ্কমাংস, বৃদ্ধা স্ত্রী, বাল-সূর্য, তরুণ দধি, প্রভাতে মৈথুন ও নিদ্রা।

সদ্যস্তন (আচ ৭।১২৫) সদ্যোভব।

সদ্যোমুক্তি (প্রীতি ৩) ভক্তিমিশ্র যোগী ব্যক্তি নিজ হৃদয়মধ্যে শ্রীহরির চিন্তা করত সুখাসনে উপবেশন পূর্বক মনে প্রাণকে বিলীন করিবেন। এইরূপে মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে, ক্ষেত্রজ্ঞকে শুদ্ধজীবে এবং তাহাকে পরব্রহ্মে যোজিত করিবেন। যোগী প্রায়ই এইরূপে দেহত্যাগ করেন—পাদমূলদ্বারা মূলাধার (গুহ্যরন্ধ্র) নিরোধ করত ক্রমশঃ নাভি, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, তালুমূল, ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রে, প্রাণবায়ুকে উন্নীত করত ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ পূর্বক প্রয়াণ করিবেন।

সদ্রু [সদ্ গতৌ+রু] গন্তা।

সদ্বাসনা (ভচ ৪।৪) ভক্তি-সংস্কার।

সদ্বিকার (গোলী ১১।৮২) মিষ্টান্ন।

সদ্বিতীয় (ভা ৩।২০।১১) ভার্যাসহিত।

সদ্বিধ (চৈকা ৪।৪৯) সৎকর্ম, ২ সদনুষ্ঠান-সম্পন্ন।

সাদ্বশেষ (ভা ৩।১১।১) কার্যাংশ—স্বামী।

সদ্বিশেষণ (ভা ৩।২৬।৪৬) আকাশাদির অবচ্ছেদকতা।

সদ্বৃত্ত (গীতা ৩।১৪) সচ্চরিত্র, ২ সুবর্ত্তুল।

সদ্বেষ (ভা ১০।১৪।৩৫) ভক্তের বেশ—স্বামী। ২ (বৃভা ২।৫।১০৬) পরমোৎকৃষ্ট বেশ।

সদ্ব্রত (ভা ১১।২৩।৪১) একাদশ্যুপবাসাদি—স্বামী।

সধর্মচারিণী (আচ ১। ৫৫) সহধর্মিণী।

সধস্থ (গোভা ৩।৩।৬) [তিষ্ঠন্তীতি স্থাঃ দেবাঃ, সহশব্দস্য সধাদেশঃ, তৈঃ সহিতম্] দেবগণ-সহিত।

সধি—[সাধয়তীতি সাধি+ইন্ পৃষোদরাদিঃ] অগ্নি।

সধ্রীচীন (হ ১১।৫৬৫) সমীচীন।

সধ্র্যঙ্ (ভা ৫।৫।১২) সম্যক্। ২ (ভা ২।৭।৪৭) [সহাঞ্চতীতি] সহচারী।

সন (ভা ২।৭।৫) অখণ্ডিত, [২ সন্ দানে] দান—স্বামী। ৩ ঘণ্টাপারুলিবৃক্ষ, ৪ হস্তিকর্ণাস্ফাল]।

সনক (বৃভা ২।২।৭১) চতুঃসনের অন্যতম ['তপোলোক' শব্দ দ্রষ্টব্য]। ব্রহ্মার মানসপুত্র চিরকুমার, নিত্যসিদ্ধ ভক্ত।

সনৎ [ব্য] সর্বদা, [২ চতুর্মুখ ব্রহ্মা]।

সনৎকুমার (বৃভা ২।২।৭০) চতুঃসনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ব্রহ্মার মানসপুত্র, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, নিত্যসিদ্ধ ভক্ত।

সনদ্বাজ (ভা ৯।১৩।২২) জনকবংশ্য শুচির পুত্র।

সনন্দ (ভা ৩।১২।৪) ব্রহ্মার মানসপুত্র—চতুঃসনের অন্যতম, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তপোলোকবাসী। [২ আনন্দযুক্ত]।

সনন্দন (ভাবনা ১২।৪৭) ব্রহ্মার মানসপুত্র—সনন্দ। ২ পুত্রের সহিত

বর্ত্তমান। ৩ (কৃগ পরি ৩৬, ৫৮ —৬০) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা। ঈষদ্ গৌরকান্তি, নীলাম্বর, সার্দ্ধ-চতুর্দশ-বর্ষীয়; পিতা—অরুণ, মাতা—মল্লিকা।

সনয় (ভাবনা ৪।৫৪) নীতিমান্।

সনা (আচ ১২।১৫৭) [ব্য] সর্বদা।

সনাতন (ভা ১।৫।৪) নিত্য। ২ (ভক্তি ১) দেশকালাতীত, ৩ (ভা ৩।১২।৪) ব্রহ্মার মানসপুত্র, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তপোলোকবাসী। ৪ (গীতা ১।৩৯) পরম্পরাপ্রাপ্ত—স্বামী। ৫ (ভা ১০।২৮।১৬) শশ্বৎ সিদ্ধ—স্বামী। ৬ সদা একরস; ৭ গুণসঙ্কোচশূন্য—বল। ৮ (ভা ১০। ৮৪।১৮) ['ষণু দানে' সনঃ সর্ব-শ্রেয়োদানং তমাতনোতীতি] সর্ব-শ্রেয়োদাতা—সনা। ৯ (গৌগ ১৮১—১৮২) ব্রজলীলায় শ্রীরূপ-মঞ্জরীপ্রেষ্ঠা 'রতিমঞ্জরী' (নামান্তর-'লবঙ্গমঞ্জরী')। কার্যবশতঃ চতুঃ-সনের 'সনাতন' ইঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ১০ (ভা ১০।৮৭।৫) আদ্য—সনা। **-ধর্ম** (ভা ১২।১২।১ পুরাণোক্ত ধর্ম, ২ প্রসিদ্ধ ভাগবদ্ধর্ম। ৩ ভগবচ্চরিত্র-শ্রবণকীর্ত্তনাদি নিত্য ধর্ম।

সনাৎ (স্তুধা ১০৯) ভক্তদত্ত রস-গন্ধাদির ভোক্তা। ২ [ব্য] সর্বদা।

সনাথ (নাম ৩।১১) যুক্ত। ২ (কর্ণা ৭৭) ঐশ্বর্যযুক্ত। ৩ উপ-তাপবিশিষ্ট। ৪ শবলিত।

সনাভ (ভা ৫।৫।২০) সহোদর।

সনাভি (মালা উৎ ৬) সদৃশ। ২ (ভা ১০।৮৩।৯) ভ্রাতা। ৩ (আচ ১।৫৭) সপিণ্ড, জ্ঞাতি।

সনি (গোচ পূর্ব ২।৭১) যাচ্ঞা, ২ সৎকারপূর্বক গুরুজনকে কোন বিষয়ে নিয়োজন। ৩ দান।

সনিয়মে অনিয়ম (অকৌ ১০।৩৫) নিয়মের সহিত বর্ণনীয় স্থলে নিয়ম-ত্যাগে বর্ণনাকে 'সনিয়মে অনিয়ম'-নামক অর্থদোষ বলে।

সনিষ্ঠ (গীতা ১।১) স্বর্গলোকের দর্শনাশায় নিষ্ঠার সহিত শ্রীহরির অর্চনাকারী—বল।

সনীড় (গোচ পূর্ব ১।৫৯) নিকটস্থিত [২ নীড়যুক্ত]।

সন্ত (স্তুধা ১১২) [সং—তন্+ড] শরণাগত গজেন্দ্রের রক্ষক বিষ্ণু।

সন্তত (মালা ছ ৫) বিস্তৃত। ২ (হ ৫।১৯২) ব্যাপ্ত। ৩ (ভাবনা ৩।২০) নিরন্তর।

সন্ততাশ্রবকেশবা (উ ৪।১৫) শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সতত আজ্ঞাধীন। 'বচনে স্থিত আশ্রবঃ' (অমর)। এই ভাবে নায়কই নায়িকার নিদেশে সর্বদা থাকিতে আগ্রহবান্ হন।

সন্ততি (হ ১৬।২৮০) পুত্রাদি। ২ (ভা ১।৪।১৯) অবিচ্ছেদ। ৩ (ভা ৯।১৭।৮) সোমবংশ্য অলর্কের পুত্র।

সন্ততেয়ু (ভা ৯।২০।৪) রৌদ্রাশ্বের পুত্র—সন্নতেয়ু।

সন্তমস (ভাবনা ৪।৩২) গাঢ় অন্ধ-কার। ২ মহামোহ।

সন্তর্দন (ভা ১০।৭৫।৬) কেকয়রাজ ধৃষ্টকেতুর ঔরসে ও শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে জাত পুত্র।

সন্তর্পণ (চৈচ অন্ত্য ৬।২০৭) শুশ্রূষা, যত্ন। ২ (কৃবি ৯২) প্রীতি। ৩ সম্যক্ তৃপ্তিকর।

সন্তান (বৃভা ২।৬।৩২১) বিস্তার। ২ (আচ ১৩।২৭) বাহুল্য। ৩ (গোচ পূর্ব ৮।১০) প্রবাহ। ৪ বংশ। ৫ (বিপু ১।৯।৩) দেবতরু। ৬ (বিপু ১।১৭।২৬) [সন্তন্যতেঽনেনেতি] স্থিতিকর্ত্তা। **-ক** (আরা ১২) কল্পবৃক্ষ। ২ (গোলী ২১।৩৩) অভিলষিত-বস্তুপ্রদ। **-বীজ** (ভা ১০।১।৬) বংশরক্ষার নিদান।

সন্তানিকা (সিন্ধু ৩।৪।৩৯) দুগ্ধের সর। [২ মর্কটজাল, ৩ ফেন]।

সন্তাপ (বৃভা ২।১।১৩৬) শোক, ২ আধি।

সন্তুষ্ট (গীতা ১২।১৪) লাভে বা অলাভে সর্বদা সুপ্রসন্নচিত্ত।

সন্তোষ (ভা ৭।১১।৯) দৈব-কর্ত্তৃক প্রাপ্তবিষয়ে অলংবুদ্ধি। ২ (ভা ১। ১৬।১৪) স্বতস্তৃপ্তি—জী। ৩ (গোভা ৩।৩।৩৯) স্বানন্দপূর্ণতা। ৪ (ভা ৪।১।৭) তুষিতগণের অন্যতম। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও দক্ষিণার পুত্র। **-বিরোধী গুণ** (প্রীতি ১৩৪) শ্রীযশোদার স্তন্যপানকালে অতৃপ্ততা, গোপনে নবনীত চুরি করিয়া ভোজন ইত্যাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-বিরোধী লীলাপোষক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

সন্দংশ (আচ ৭।২২৭) সাঁড়াশী। ২ (ভা ৫।২৬।১৯) নরক-বিশেষ। ৩ (আচ ২০।৪২) হস্তক-ভেদ; তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার অগ্রদেশ মিলিত ও ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া যদি অন্যান্য অঙ্গুলি অমিলিত ও উর্ধ্বদিকে থাকে, তবে 'সন্দংশ'-হস্তক হয়। [নাট্যশাস্ত্র ৯।১০৪] 'তর্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ চৈব মিলিতা-গ্রাল্পকুঞ্চিতৌ। বিরলোর্দ্ধাঃ পরাঙ্গুল্যঃ সন্দংশঃ স তু কথ্যতে॥'—বি।

সন্দর্ভ (বিনা ১।১০) রচনা, ২ গ্রন্থন। ৩ (মালা প্রেমেন্দু ৩১) সংগৃহীত গ্রন্থ ; ৪ (চৈনা ৭।১৭) অভিপ্রায়। ৫ (গোচ উত্তর ৬।৭) সূক্ষ্ম তাৎপর্য। ৬ (গোচ পূর্ব ৩।৭৫) সংযোগ। ৭ (রত্ন ৬।৪১) প্রকরণ বা অধ্যায়। ৮ (কৃষ্ণ ১) যে গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বস্তুর গূঢ়ার্থাদি প্রকাশিত হয়, যাহা সারোক্তি, শ্রেষ্ঠতা, নানার্থবত্তা ও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূরিত থাকে, তাহাকে 'সন্দর্ভ' বলে। 'গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥' -বিৎ (চৈনা ৪।২) পণ্ডিত।

সন্দর্ভিত (রতি ৫।৪১) রচিত, ২ মিলিত।

সন্দর্শ (ভা ১২।৩।৪০) সদৃশ—স্বামী।

সন্দর্শন (বৃভা ১।৫।১২৫) বিজ্ঞান, ২ রূপগ্রহণ, ৩ [সংদৃশ্যত ইতি] পরমসুন্দর রূপ।

সন্দলন (গোবি ৩০) বিকাশ।

সন্দলিত (মালা গোবিন্দ ৭) বিকশিত।

সন্দান (গোচ পূর্ব ৩।১২৬) বন্ধন। ২ রজ্জু [৩ সম্যক্ খণ্ডন, ৪ সম্যক্ দান]।

সন্দানিক (গোলী ২০।৪৬) স্থাল্যাধার পাত্র।

সন্দানিত (বিনা ৬।৫) শৃঙ্খলিত। ২ (আচ ৮।১০৩) বদ্ধ, সংযুক্ত।

সন্দানিতক (গোলী ৫।৯) শ্লোকত্রয়ের অন্বয়।

সন্দানিনী—গোশালা।

সন্দাব [সং+দ্রু ভাবে ঘঞ্] পলায়ন।

সন্দিগ্ধ- সন্দেহযুক্ত, ২ সম্যক্ লিপ্ত। -তা (অকৌ ১০।৭) যে শব্দ প্রকরণাদি-নির্দেশের অভাবে শ্লেষাদি-দ্বারা অর্থের সন্দেহ আনয়ন করে—তাহাই সন্দিগ্ধতাদুষ্ট। 'স্তত্যা' শব্দ 'স্তবনীয়া' কিম্বা 'স্তুতি দ্বারা' এইরূপ উভয়ার্থক হইলে সন্দেহের অবকাশ হয়। ২ (অকৌ ১০।৩৫) বক্তার অভিপ্রেত ব্যঙ্গ্যার্থের তাৎপর্য-গ্রহণে সন্দেহ হইলে 'সন্দিগ্ধ'-নামক অর্থদোষ ঘটে। -প্রাধান্য (শেষ ৩। ১৬, সাকৌ ৫।১) মধ্যমকাব্যভেদ। বাচ্যার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য-বিষয়ে সংশয় থাকিলে সেই কাব্যকে গুণী-ভূতব্যঙ্গ্য বা মধ্যম কাব্য বলে।

সন্দিগ্ধা একাদশী (হ ১২।৩২১) সূর্যোদয়ের পূর্বে তিন-দণ্ডব্যাপিনী একাদশী হইলে, তাহাকে 'সন্দিগ্ধা' বলে। **সন্দিগ্ধি** (গোচ পূর্ব ৩। ৪৫) সন্দেহ।

সন্দিত (গাম ১।৪০) বদ্ধ, গ্রথিত। ২ (গোবি ৬৪) যুক্ত। ৩ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) খণ্ডিত। ৪ (গোচ পূর্ব ১০।৬৪) ক্ষরিত। ৫ (গোবি ২৯) দমিত।

সন্দিষ্ট (ভা ১০।৫৮।২৪) বিজ্ঞাপিত। ২ উপদিষ্ট।

সন্দিষ্টিক (লনা ৪।৩১) আপাত-দর্শন, ২ নির্দেশক।

সন্দীপন (মালা প্রেমেন্দু ১৭) বর্দ্ধন।

সন্দীপিত (গোবি ৫২) বিকসিত।

সন্দীপ্য—ময়ূরশিখাবৃক্ষ।

সন্দেশ (গোলী ৩।১৮) আদেশ, ২ সংবাদ। ৩ (উ ১১।৯৩) প্রবাসস্থ কান্ত-সমীপে বার্তাপ্রেরণ। ৪ (বৃভা ১।৬।৩৪) বাচিক। -হর (গোচ উত্তর ৩২।২২) দূত।

সন্দেহ (গোভা ১।২।২৫) মধ্যকায়—বল। ২ (অকৌ ৮।১৩) উপমেয়ে উপমানের ভেদের উক্তি বা অনুক্তিতে যে সংশয়, তাহাকে 'সন্দেহ'-নামক অলঙ্কার বলে। (১) 'এইটি কি মেঘ? মেঘ হইলে ধরাতলে আসিবে কেন? তবে কি পূর্ণেন্দু? তবে তাহার কলঙ্ক কোথায়? তবে ইহা পীতাম্বর সুমুখ শ্যামলসুন্দর। ইহাকে কেহ 'নিশ্চয়ান্ত সন্দেহ' বলে। (২) ইহা কি মুখ না পূর্ণচন্দ্র অথবা প্রফুল্ল পদ্ম? এস্থলে ভেদের অনুক্তি। [শেষ ৫।৭] সন্দেহালঙ্কার ত্রিবিধ—শুদ্ধ, নিশ্চয়-গর্ভ ও নিশ্চয়ান্ত। সংশয়ে পর্যবসানে 'শুদ্ধ'; যেস্থলে আদি ও অন্তে সংশয় আর মধ্যে নিশ্চয় থাকে, তাহা 'নিশ্চয়গর্ভ' এবং যেস্থলে আদিতে সংশয় ও তৎপরে নিশ্চয়—তাহাকে 'নিশ্চয়ান্ত' সন্দেহ বলা হয়।

সন্দোহ (প্রে ১২ ঘ) সমূহ। ২ (ভগ ২২) বৈচিত্রী। [৩ দুগ্ধ, ৪ সম্যক্ দোহ]।

সন্ধ (গোচ পূর্ব ২৫।৫৪) সংসর্গ।

সন্ধা (মালা গীত ২৬।৩) প্রতিজ্ঞা। ২ (আচ ৭।১০৯) সীমা। ৩ (কৃগ পরি ১৯৯) শ্রীরাধার প্রিয়া বাহিকা, ধেনু। ৪ (গোচ পূর্ব ১৮। ১৩১) স্থিতি। [৫ অনুসন্ধান, ৬ সন্ধ্যা]। **সন্ধাতব্য** (গোচ পূর্ব ১।২) অনুসন্ধেয়। **সন্ধান** (ভা ৯। ১৯।৯) প্রসাদন—স্বামী। ২ (ভাবনা ৬।৬৯) অন্বেষণ। ৩ (কৃগ ১৬৯) ফল, মূল ও পুষ্পাদিদ্বারা প্রস্তুত আচার, মোরব্বা প্রভৃতি। [৪ সোমরস-কণ্ডন, ৫ সঙ্ঘটন, ৬ কাঞ্জিক, ৭ মদিরা, ৮ অবদংশ, ৯

ধনুতে শরযোজনা]। -ফল (আচ ৭।৫২) তৈলাদি-সন্ধিত আম্র ও জম্বীরাদি ফল।

সন্ধানিত (পদ্যা ২৪০) বদ্ধ, ২ চিন্তান্বিত।

সন্ধারণ (রতি ৩।৪) সম্যক্‌রূপে ধারণ, পোষণ।

সন্ধি (নাচ ৪৭) নাটকে এক একটি 'অবস্থা'র সহিত এক একটি 'প্রকৃতি'র যোগকে 'সন্ধি' বলে। আরম্ভ যত্নাদি পঞ্চ 'অবস্থা' এবং 'বীজ, বিন্দু' প্রভৃতি পঞ্চ প্রকৃতি। ২ (অকৌ ১।৩) সন্ধান। ৩ (ভা ৯।১২।৭) সূর্যবংশ্য প্রসুশ্রুতের পুত্র। ৪ (হরি ১।৪৪] বর্ণদ্বয়ের মিলন। ইহা সর্বপ্রকরণব্যাপী ও কেবল বর্ণনিষ্ঠ। এক পদে, ধাতুর সহিত উপসর্গযোগে ইহা নিত্য। সূত্রের নির্দেশে অনিত্য, অন্যত্র ইচ্ছাধীন। ৫ (নাচ ২০২) মুখ-সন্ধিতে উপক্ষিপ্ত বীজের পুনর্বার উপস্থিতিকে নাট্যশাস্ত্রে 'সন্ধি' বলে। -চৌর—সিঁধেল। **সন্ধিত** (সক জী ৩।৯৮) আচার। ২ (আরা ২৬৭) মিলিত। °দূতী (কৃগ ২০০—২০৬) চাতুর্যে ও সন্ধি-বিষয়ে কুশল, সর্বথা ললিতা-গত-জীবিত এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরিবারেও বিশ্বস্ত এই সন্ধিদূতীগণ শ্রীরাধার কলহান্তরিতা-দশায় ললিতার ইঙ্গিতে শ্রীহরির গণমধ্যে স্বীয়রূপে অবস্থিত হইয়া বহু যত্নসহকারে শ্রীহরি-কর্তৃক নিসৃষ্ট (প্রেরিত) হয়েন। ইঁহারা সুপরামর্শে নিজাভীষ্ট সন্ধি সংঘটন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারিতোষিক লাভ করেন এবং শ্রীরাধারও যথেষ্ট প্রসাদভাজন হন। ইঁহাদের নাম—শিবদা, সৌম্যদর্শনা, সুপ্রসাদা, সদাশান্তা, শান্তিদা ও কান্তিদা। নারদের প্রসাদে ইঁহারা বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া ব্রজে বাস লাভ করিয়াছেন। **সন্ধিনী** (হ ১১।৭৮০) বৃষভাক্রান্তা গৌ। ২ (গোলী ১৯।১০০) শ্রবদ্‌গর্ভা। ৩ (ভগ ৯৮) সম্ভতা। ৪ (রাধা ৪৯) ঈশ্বর সৎস্বরূপ হইয়াও যে শক্তি-দ্বারা স্বয়ং সত্ত্বধারণ করেন এবং অন্যান্য সকলকে ধারণ করান—সেই সর্বদেশে সর্বকালে সর্বদ্রব্যে ব্যাপ্তিকরী শক্তিই 'সন্ধিনী'। -বর্ষিণী (ছ ২।৯৪) ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। -সময় (হ ১৬।৩১৭) সন্ধ্যাকাল।

সন্ধীয়মান (গোচ পূর্ব ১।৩) সংযোজ্যমান।

সন্ধুক্ষণ (বৃ ১৫।৮০) উদ্দীপন, উত্তেজন। ২ (রতি ৫।৪৫) স্বস্তি, সান্ত্বনা।

সন্ধুক্ষিত (লনা ৬।১৭) উদ্দীপিত, ২ (মালা নন্দাপ°) পরিহর্ষিত।

সন্ধুত (মালা ছ ১২) ব্যাপ্ত—বল।

সন্ধ্য (গোভা ৩।২।১) স্বপ্ন।

সন্ধ্যক্ষর (হরি ১।১৩) এ ঐ ও ঔ —এই চারি স্বরবর্ণ।

সন্ধ্যঙ্গ (নাচ ৬৭—৬৮) মুখ্য প্রয়োজনের সহিত অন্বিত কথাংশ অর্থাৎ বৃত্তান্তভাগের যে অবান্তরার্থ-সম্বন্ধ, তাহাকে নাট্যশাস্ত্রে 'সন্ধি' বলে। মুখ্যপ্রয়োজনৈক অবান্তর কথাংশ সমূহের যে পরস্পর সংযোগ—তাহাই সন্ধি। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি—এই পাঁচটী ইহার অঙ্গ।

সন্ধ্যন্তর (নাচ ২৩৯—২৪১) মুখাদি সন্ধি-পঞ্চকের শিথিলতা-বারণের জন্য সর্বতঃ একবিংশতি সন্ধ্যন্তর যথাযথ বিন্যাস করিতে হইবে। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, প্রত্যুৎপন্নমতি, বধ, গোত্র-স্খলন, ওজঃ, ধী, ক্রোধ, সাহস, ভয়, মায়া, সংবৃতি, ভ্রান্তি, দূত্য, হেত্বধারণ, স্বপ্ন, লেখ, মদ ও চিত্র —এই একুশটি সন্ধ্যন্তর।

সন্ধ্যা (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঞ-বর্ণের শক্তি। ২ (ভা ৩।১১।২০) যুগের প্রথমাংশ—স্বামী। [সত্যে চারি, ত্রেতায় তিন, দ্বাপরে দুই ও কলিতে একশত দৈববর্ষ]। ৩ দিবস ও রাত্রির মিলনকাল। [৪ ব্রহ্মার মানস-কন্যা, ৫ নদীভেদ, ৬ সংশ্রব, ৭ সীমা, ৮ পুষ্পভেদ]।

সন্ধ্যাংশ (ভা ৩।১১।২০) যুগের অন্তিম ভাগ—স্বামী। [ইহার পরিমাণও সন্ধ্যাবৎ]।

সন্ধ্যাকুট্টনী (বিনা ৭।৩০) সায়ং-কালরূপা দূতী। ২ মিলনকারিণী।

সন্ধ্যারম্ভ (মালা উৎ ৫০) মিলনের উপক্রম।

সন্ধ্যাভ্র (ভা ৪।৬।৩০) রক্তবর্ণ। ২ সন্ধ্যাকালীন মেঘ।

সন্ন (অকৌ ৭।১৭) বিশীর্ণ। ২ (ভাবনা ১৭।১৩) রুদ্ধ। ৩ (আচ ১২।১৩০) বিষণ্ণ। ৪ (ভা ৩।১৩।১৬) নিমগ্ন। [৫ পিয়ালবৃক্ষ]। -কণ্ঠ (রুচ ২।১।২৬) ক্ষীণকণ্ঠ, গদ্‌গদকণ্ঠ। -জিহ্ব (ভা ৪।৭।২০) গদ্‌গদবাক্।

সন্নত (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) দীন-হীন, ২ ধ্বনিত। ৩ (ভা ১০।৭৬।১৮) নিম্ন।

সন্নতিমান্ (ভা ৯।২১।২৮) পুরুবংশ্য

সুমতির পুত্র।

সন্নতেয়ু (ভা ৯।২০।৪) রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও অপ্‌সরা ঘৃতাচীর গর্ভে জাত পুত্র—সন্ততেয়ু।

সন্নদ্ধ (ভচ ৭। উপ) দৃঢ় আসক্ত। ২ (ভা ১৮।৫৮।১৩) বদ্ধ কবচাদি—সনা। ৩ (ভা ১০।৬৮।১৪) যুদ্ধার্থ সজ্জিত। [৪ আততায়ী, ৫ মন্ত্রাদি-যুক্ত]।

সন্নধী (ভা ৩।১৭।২৫) বিনষ্টবুদ্ধি।

সন্নন্দ (কৃগ ৩৩, ৩৬) শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত, নামান্তর—সুনন্দ। ইঁহার বর্ণ—কুন্দবৎ পাণ্ডর, বস্ত্র—শ্যামল, কেশ—কিঞ্চিৎপক্ক। পত্নীর নাম—কুবলা।

সন্নাহ (ভা ১০।৮২।৯) কবচ, ২ সংবন্ধন। **-পট্ট** (চৈকা ১৪।১২৫) পট্টডোরী।

সন্নিকর্ষ (ভা ৫।১০।২৪) সম্বন্ধ—স্বামী। ২ (চৈত ১০।২৯।২৭) সংযোগ। ৩ (ভা ১০.৪৭।৩৪) নৈকট্য, ৪ সান্নিধ্যযোগ্যতা। ৫ (গোচ উত্তর ১২।৩৬) আবেশ, ৬ প্রত্যক্ষতা।

সন্নিকর্ষণ (ভা ১১।২৮।১৩) সম্বন্ধ—স্বামী। ২ সন্নিধান।

সন্নিকৃষ্ট (ভা ১০।৮৫।৪৩) তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত—স্বামী। ২ মুক্তিপ্রদ-প্রাপ্ত—জী। ৩ (গোচ উত্তর ১১।৩) সম্যক্‌প্রকারে অপকৃষ্ট। [৪ নিকটস্থ]।

সন্নিধান (ভা ১০।২।২৮) লয়স্থান—স্বামী। ২ আশ্রয়—সনা। ৩ নৈকট্য।

সন্নিধাপন (হ ৬।২৯) 'আমি তোমারই'—এই কথা বলিয়া নিজেকে তদীয় দাসরূপে প্রদর্শন।

সন্নিধাপনী (হ ৬।৩৫) উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলে 'সন্নিধাপনী মুদ্রা' হয়।

সন্নিধি (রত্ন ৪।২০) সন্নিকর্ষ, ২ ইন্দ্রিয়-গোচর, ৩ অবস্থান।

সন্নিপাত (ভা ১১।২৫।৬) মিশ্রণ, সমিতি—স্বামী। ২ (হরি ৩।১৮৮) ব্যাকরণোক্ত পরিভাষা-বিশেষ। যাহার উপস্থিতিতে অন্য বস্তুর উদ্ভব হয়, পরোক্ত সেই বস্তুটি পূর্বোক্তের সন্নিপাত, যেমন ধা-ধাতুর লুঙ্ অন্‌ বিভক্তিতে অন্-স্থানে উস্ হয়। এই উস্ অন্‌এর সন্নিপাত। তাহাতে আকারান্ত ধাতুর উত্তর অন্-স্থানে উস্‌বিধানে আর্দ্ধ-ধাতুক পরে আকারের লোপে বাধা থাকে না। তাহাতে 'অধুঃ' পদ সিদ্ধ হয়। [৩ নাশ, ৪ ত্রিদোষজ জ্বরাদি, ৫ উপস্থিত। ৬ সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত তাল]।

সন্নিপাতন (গোচ পূর্ব ৩।৮৫) সম্মিলন।

সন্নিভৃত (ভা ৬।১৮।২২) শ্রীভগবৎ-সুখপূর্ণ—জী, ২ সম্পূর্ণ, ৩ একাগ্রী-কৃত—বি।

সন্নিরোধন (হ ৬।২৯) ক্রিয়াসমাপ্তি পর্যন্ত স্থাপন।

সন্নিরোধনী (হ ৬.৩৫) উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া অধোমুখে মুষ্টিবন্ধন।

সন্নিবেশ (গোলী ১৬৫) স্থিতি। ২ (ভা ৬।৬।৪৪) ত্বষ্টার ঔরসে ও দৈত্যকন্যা রচনার গর্ভে জাত সন্তান। ৩ (গোলী ৭।১০১) আকার। ৪ (আচ ৬।৮৯) পটমণ্ডপ, ৫ স্থাপন। ৬ (ভা ২।১।৩৮) অবয়ব-সংস্থান—স্বামী।

সন্নিহতী, সন্নিহত্যা (হ ১৬।৬৬) কুরুক্ষেত্রান্তর্গত হ্রদবিশেষ, (মহা° বনপর্ব ৮৩) বর্ত্তমান নাম—সন্নৎ, ইহা থানেশ্বর হইতে ৪½ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সূর্যগ্রহণোপলক্ষে বা অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিতে হয়। প্রতি অমাবস্যায় পবিত্র নদনদী প্রভৃতি যাবতীয় তীর্থের এই স্থানে সমাবেশ হয় বলিয়া ইহার নাম—'সন্নিহতী'।

সন্নীত (গালা গোবিন্দ ১৮) কৃত।

সন্ন্যাস (গীতা ১৮।২) কাম্যকর্মের স্বরূপতঃ ও ফলতঃ ত্যাগ। ২ (ভা ১১।১৬।২৪) ভূতের প্রতি অভয়-দান। ৩ ত্যাগ ও দান। ৪ (ভা ১১।৭।১১) অপ্রত্যাসক্তি—স্বামী। [৫ জটামাংসী]। **-কৃৎ** (সুধা ৭৫) সন্ন্যাসাশ্রমাঙ্গীকারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। **-যোগ** (গীতা ৯।২৮) ভগবানে সর্বকর্ম-সমর্পণ বা কর্মফল-ত্যাগরূপ যোগ।

সন্ন্যাসিকপট (চন্দ্রা ৮৬) সন্ন্যাসি-গণের মধ্যে আচ্ছন্ন-দেহ। ২ [সন্ন্যাসিনাং কেষু শিরঃসু পটং শিরোভূষণবস্ত্ররূপম্] আত্মারাম-শিখামণি।

সন্ন্যাসী (গীতা ১৮।১২) কর্মফল-ত্যাগী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে—শ্রীহরির চরণে দেহ ও দৈহিক, আত্মা ও আত্মীয় প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুর ন্যাসই সন্ন্যাসির লক্ষণ। সর্বত্র সম-দর্শী, হিংসামায়ারহিত, ক্রোধাহঙ্কার-শূন্য প্রকৃত সন্ন্যাসী চতুর্বিধ—কুটীচক (স্বাশ্রমধর্ম-প্রধান), বহূদক (জ্ঞানাভ্যাসের অঙ্গরূপে স্বাশ্রমোচিত কর্মের অনুষ্ঠাতা), হংস (জ্ঞানাভ্যাস-নিষ্ঠ) এবং পরম-হংস বা নিষ্ক্রিয় (বিদিত-পরব্রহ্ম-

তত্ত্ব)। ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার্য।

সন্ন্যাসের কাল—[কূর্ম পু° ২৭) যখন মনে সর্ববিষয়ে বিতৃষ্ণা সমুপস্থিত হইবে, জীবন্মৃত-প্রায় হইয়া সুখদুঃখের অনুভব থাকিবে না—তখনই সন্ন্যাসের সময় জানিবে। বিপর্যয়ে (ভা ১১।১৮।৪০, ৪১) অবিপক্ক-কষায়, ধর্মহন্তা ও ইহপর-লোক ভ্রষ্ট হইতে হয়।

সন্ন্যাসে অধিকার—'ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তি'—এই জাবালশ্রুতিতে এবং 'আত্মন্যগ্নিং সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ' এই মনুস্মৃতিতে কেবল ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার প্রোক্ত হইয়াছে। বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্যও ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়, ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিনটি, বৈশ্যের প্রথম দুইটি ও শূদ্রের প্রথমটিতে অধিকার সমর্থন করিয়াছেন। মাধবাচার্য কিন্তু কূর্ম-পুরাণের 'ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্‌গৃহাৎ' এই বচনানুসারে শূদ্র-ব্যতীত তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসে অধিকার সূচনা করিয়াছেন। এই-রূপে পরস্পর বিরোধী বচন-সমূহের মীমাংসা এই যে ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে ঐ ঐ নিষেধ-বচন কেবল-মাত্র গৈরিক বস্ত্র ও দণ্ডধারণ-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; বোধায়নও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। 'মুখজানাময়ং ধর্মো যদ্‌বিষ্ণোর্লিঙ্গধারণম্। রাজন্যবৈশ্যয়ো-র্নেতি দত্তাত্রেয়-মুনের্বচঃ'॥ সুতরাং বলিতে হয় যে কুটীচকাদি চতুর্বিধ সন্ন্যাস একমাত্র ব্রাহ্মণেরই আছে, কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাস ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আছে।

'অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং' ইত্যাদি বাক্যে যে কলিকালে সন্ন্যাস-নিষেধ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে রঘুনন্দন মলমাস-তত্ত্বে বলিয়াছেন যে কলিকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরই সন্ন্যাস নিষিদ্ধ। 'সন্ন্যাস-প্রতিষেধশ্চ কলৌ ক্ষত্রবিশোর্ভবেৎ'। নির্ণয়সিন্ধুতে কমলাকর ভট্ট বলেন যে কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাস-নিষেধে তাহাদের ত্রিদণ্ডাদি-ধারণই নিষিদ্ধ হইয়াছে। (ভা ১০।৮৪।৩৯) দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত না হইয়া প্রব্রজ্যা করিলে পতিত হইতে হয়, কিন্তু জাবাল-শ্রুতিতে 'যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ' এবং (ভা ১১।৫।৪১) 'যিনি সর্বকৃত্য পরিত্যাগ করত শরণ্য শ্রীহরির শরণগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত, পিতৃপ্রভৃতির নিকট ঋণী থাকেন না'—এবং (ভা ১১।১৮।২৮) পরম-হংস সন্ন্যাসিগণ-মধ্যে যিনি পরিপক্ক-জ্ঞানবান্, বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্যবান্ অথবা ভগবদ্ভক্তিবলে প্রতিষ্ঠাপর্যন্ত অপেক্ষাশূন্য হইয়াছেন, তিনিই ত্রিদণ্ডাদিসহিত যাবতীয় আশ্রমধর্ম পরিহার করত শৌচ-আচমন-স্নানাদি-বিষয়ে বিধির আনুগত্য না করিয়া পূর্বাভ্যাসবশে চলিবেন। সর্বথা-নৈরপেক্ষ্য কিন্তু অজাত-প্রেম ভক্তের সম্ভব হয় না বলিয়া জাত-প্রেম ভক্তই সলিঙ্গাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিবেন, কিন্তু অজাতপ্রেম ভক্ত নির্লিঙ্গাশ্রম-ধর্ম ত্যাগ করিবেন—ইহাই জ্ঞাতব্য। 'তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত' এই (ভা ১১।২০।৯) বচনে জানা যায় যে ভক্তগণের ভক্তিমার্গে প্রবর্তনের সম-কালেই স্বধর্মত্যাগ হইয়া থাকে। পরিপক্ক জ্ঞানী ও নিষ্কাম ভক্তের অন্তঃকরণ শুদ্ধ বলিয়া পাপে প্রবৃত্তিও নাই, সুতরাং তাঁহাদের দুরাচারত্বের অভাবে বিধিলঙ্ঘনে দোষও নাই।

তাৎপর্য এই যে জ্ঞানমার্গে জাত-বৈরাগ্য ও ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে সন্ন্যাস-নিষেধ-বচনসমূহ অপ্রযোজ্য, পক্ষান্তরে জাত-বৈরাগ্য ও ভক্তিনিষ্ঠগণ আর্ষ, দৈব ও পিতৃ ঋণ-বিমুক্ত এবং তাঁহারা যে কোনও আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস-গ্রহণে অধিকারী।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ যে সন্ন্যাসের অনু-মোদন করিয়াছেন, তাহা কিন্তু আতুর-সন্ন্যাসই বলিয়া ধর্তব্য। (ভা ১।১৩।২৫, ২৬) 'ধীর' ও 'নরোত্তমের' ব্যুৎপত্তি-কথনে শ্রীজীবপাদ ও শ্রীবিশ্বনাথ আতুর-সন্ন্যাসের লক্ষণ-নিরূপণ করিয়াছেন। যিনি বিষয়-বাসনা ও অভিমানাদি পরিহার করত আত্মীয়গণের অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণ-ভজনহীন শোকমোহাদি-ব্যাকুল এই দেহকে কোনও তীর্থে ত্যাগ করিতে প্রয়াসী হন—তিনিই আতুর সন্ন্যাসী (ধীর)। আর যিনি ভক্তি-বিবেকী—তিনি 'নরোত্তম'।

সন্মাত্র (রত্ন ৭।২১) সদ্রূপ।

সন্মার্গ (ভা ১০।৮৭।১) ভক্তিযোগ—বি। ২ সাধুগণের পথ, ৩ প্রশস্ত পথ। ৪ (ভা ১০।৮৬।৫৯) নিজ-স্বরূপ, ৫ ভক্তগণের অন্বেষণীয়। ৬ স্বতঃপ্রমাণ বেদপথ। ৭ বেদগণ-কর্তৃক তপস্যাদিদ্বারা অন্বেষ্য—প্রবো।

৮ ভক্তিপ্রধান স্বভক্তিযোগ।
সন্মুখ (চৈত ১০।১৪।১) প্রসন্নবদন, ২ সদ্ভক্তদের মুখের দিকে স্থিত। ৩ (চরিত ৩৩১) সাধুপ্রধান।
সন্মুখরিত (ভর ৪।৪) সাধু [মৌন] ব্যক্তিকেও যাহা বাচাল করে।
সন্মৌন (বৃভা ১।৫।১৪) আত্মারামতা।
সপক্ষ (গোচ পূর্ব ৩০।৩২) আত্মীয়। ২ (চৈকা ৪।১৬) সদৃশ। ৩ (আচ ৬।১১) সহায়যুক্ত। [৪ নিশ্চিত-সাধ্যবৎ পক্ষ]।
সপত্ন (গোচ পূর্ব ৩৩।১৪৫) শত্রু।
সপত্নী (হরি ৭।২২০) [সমানঃ পতিরস্যাঃ] সমানপতিকা স্ত্রী। [২ সমস্বামিকা ভূমি] **-মাতা** (হরি ৬।১৮৩) [মাতুঃ সপত্নী] বিমাতা।
সপত্রাকৃত (গোচ পূর্ব ৩১।১১৩) অতিবিদ্ধ, ব্যাধকর্তৃক অতিব্যথিত মৃগাদি।
সপদি [ব্য] শীঘ্র, ২ সহার্থে।
সপর্যা (ভা ১০।৭৩।২৫) পূজা—বি। ২ সৎকার।
সপিণ্ড (গোবি ৪৮) সমান, ২ (বৃভা ১।৫।১০৫ টী) দৈহিক সম্বন্ধ। ৩ (গোবি ১০৭) সদৃশ। **-বন্ধ** (ব্রজ ১।৪৯) জ্ঞাতিসম্বন্ধ।
সপিনাক (আচ ১৪।৩৯) রুদ্র।
সপীতি (ভাবনা ১৮।১৪) সহপান।
সপেশ (পদ্যা ২৫৭) সম্পূর্ণ।
সপ্ত-আবরণ (তর ১০।১৪।৪১) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব। **সপ্তকগণ** (হব ১।৩২।১০৭) সপ্তরত্ন ও সপ্ত-মহারত্ন—গজ, অশ্ব, রথ, অস্ত্র, বাণ, নিধি, মাল্য; বস্ত্র, দিব্য চম্পকাদি-বৃক্ষ, শক্তি, অসি (খড়্গ), মণি, ছত্র এবং বিমান (অট্টালিকা)। **-গোদাবরম্** (হরি ৭।৯৯) [সপ্তানাং গোদাবরীণাং সমাহারঃ] সপ্তগোদাবরীর মিলনস্থান। **-চ্ছদ** (আচ ১।৬৫) ছাতিমবৃক্ষ। **-জিহ্ব** (ভা ৫।২০।২) সপ্তশিখাবিশিষ্ট অগ্নি—[সপ্তশিখা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা]। **-তন্তু** (ভা ৭।৩।৩০) অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ। **-তল** (ভা ৫।২৪।৭) অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। **-ত্বক্** (ভা ১০।২।২৭) রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্ত ধাতু যাহার ত্বক্—স্বামী। **সপ্তদশ তত্ত্ব** (ভা ১১।২২।২১) পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও আত্মা। **°দ্বীপ** (ভা ৫।১।৩১) জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। **-ধাতু** (ভা ২।১০।৩০) দেহের স্থূল [ত্বক্], সূক্ষ্ম [চর্ম], মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা ও অস্থি। ২ (ভা ১১।২২।১৯) পঞ্চ মহাভূত, জ্ঞান (জীব) ও আত্মা [পরমাত্মা]। ৩ (হ ৫।৯৮) ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, রক্ত ও শুক্র। **-প্রতিকৃতি** (লী ৪০৯) পাষাণময়ী, ধাতুজা, মৃণ্ময়ী, দারুময়ী, বালুকাময়ী, মণিময়ী ও লেখ্যা। **সপ্তপর্ণ** (গোলী ১২।৪৬) ছাতিম বৃক্ষ। [২ লজ্জালু লতা]। **°পাতাল**—অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল। **-পুরী** (গোতা ২।৩৬, মথুরা ১৩৪) অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা। **-প্রাপ্তি** (হব ১।৩২।১১৭) শাস্ত্রীয় জ্ঞান, ধর্ম, বল, কাম, বিজ্ঞান, উপায় এবং সংগ্রহ। 'জ্ঞানে ধর্মে বলে কামে বিজ্ঞানোপায়-সংগ্রহে। মদর্থে ভুভুজাং নিত্যং প্রাপ্তিঃ সপ্তবিধা মতা'॥—নীল। **-ভঙ্গীনয়** (গোভা ২।২।৩৩) অপর নাম—'স্যাদ্‌বাদ'। এই ন্যায়টি জৈনদের নিজস্ব। তাৎপর্য এই যে জগতে অনুভূত পদার্থসমূহের কোনটিকে সর্বথা একরূপ বলা চলে না, চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে যাহাকে আমি সৎ, নিত্য এবং অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন ও বক্তব্য মনে করিতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই আবার অন্যরূপে অসৎ, অনিত্য, অভিন্ন ও অনির্বাচ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। উদাহরণ—একটি ঘট, পরমাণুরূপে সৎ হইলেও কিন্তু সর্ব পদার্থের পরিণাম-বিবেচনায় ইহা মুহূর্ত্তকালও স্থির নহে, তৎকারণীভূত মৃত্তিকা হইতেও অল্পক্ষণস্থায়ী, সুতরাং এই বিবেচনায় তাহাকে অসৎও বলা যায়। এই প্রকারে উহা কারণীভূত পরমাণুরূপে নিত্য হইলেও ঘটরূপে অনিত্যই বটে, আপাত দৃষ্টিতে কম্বুগ্রীবাদিরূপে ঘটটি নির্বাচ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা কি পরমাণুপুঞ্জ? অথবা পরমাণুর পরিণাম অবয়বী? ইত্যাদি প্রকারে বিবেচনায় নিশ্চয়ই অবক্তব্য। তৎপরে—একই প্রকার পরমাণু হইতে যখন সমস্ত দ্রব্যের অভিব্যক্তি, তখন ঐ ঘটটি আপাতদৃষ্টিতে অন্য পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও ঔপাদানিক-সত্তানুসারে দ্রব্যরূপে অভিন্নও বটে; এই

কয়েকটি বিষয়ের যোগাযোগে সপ্তপ্রকার বিতর্ক কল্পিত হইয়া সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের অবতারণা করিতেছে। সপ্তভঙ্গী যথা—স্যাদস্তি, (কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব স্বীকার্য), স্যান্নাস্তি (অসত্ত্ব-বিবক্ষা), স্যাদবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ এবং স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ। স্যাৎশব্দে কথঞ্চিৎ অর্থই বোধ্য। সত্ত্ব, অসত্ত্ব, সদসত্ত্ব, সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব, সত্ত্ব থাকিয়া সদ্‌বিলক্ষণত্ব, অসত্ত্ব থাকিয়া অসদ্‌বিলক্ষণত্ব এবং সত্ত্ব ও অসত্ত্ব থাকিয়া তদ্‌বিলক্ষণত্ব—এইরূপ বাদিভেদে প্রতি পদার্থে এই সপ্ত নিয়ম স্বীকার্য। **-ভদ্র**—শিরীষবৃক্ষ। **সপ্তম মনু** (ভা ৮।১৩।১) বৈবস্বত। **°মহর্ষি** (গীতা ১০।৬) ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। **-মুনি** (গোতা ২।৫১) কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ। **-মৃত্তিকা** (হ ২।২৪০) অশ্বশালা, গজশালা, বল্মীক, চতুষ্পথ, রাজদ্বার, গোষ্ঠ ও নদীকূলে স্থিত মৃত্তিকা। **-রক্ত** (হরি ৬।১৯১) সপ্ত (নেত্রান্ত, পাদ, কর, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ) রক্তবর্ণ যাঁহার—সেই শ্রীকৃষ্ণ। **-রাগ** (হ ৫।২০৩) নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত এবং পঞ্চম—এই সপ্ত স্বর। ২ মেঘনাদ, বসন্ত, শ্রী, ভৈরব, দীপক, পঞ্চম ও নটনারায়ণ—এই সপ্তরাগ। এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। ছয়রাগের কথাই সর্বত্র প্রসিদ্ধ যথা—মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট। **সপ্তর্ষি** (ভা ৫।১৭।৩) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সপ্তর্ষির নামে খ্যাত তারকামণ্ডল উত্তরাকাশে বৃহৎ ভল্লুকাকারে দৃষ্ট হয়। ময়ূরপুচ্ছবৎ বক্রভাবে অবস্থিত বলিয়া এই চক্রকে 'চিত্রশিখণ্ডী' বলে। **সপ্তলা** (আচ ১৯২) নবমালিকা পুষ্প। [২ গুঞ্জা, ৩ পাটলা, ৪ চর্মকষা]। **°বতী** (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতবর্ষীয়া নদী। **-বধ্রি** (ভা ৩।৩১।১১) বন্ধনস্বরূপ সপ্তধাতুযুক্ত—স্বামী। ২ জীব—বি। **-বায়ু** (হব ২।১০৯।১০) আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, বিবহ, প্রাবহ ও পরিবহ। **-বিধ স্নান** (হ ৩।৪২) মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস—এই সপ্তবিধ স্নান। ইহারা ক্রমশঃ মূলমন্ত্রদ্বারা, মৃত্তিকাস্পর্শে, ভস্মলেপনে, গোধূলিলেপনে, আতপবিদ্যমানে বৃষ্টিজলে, নদী প্রভৃতিতে এবং মনে মনে বিষ্ণুধ্যানেই নিষ্পন্ন হয়। **-বীজ** (হ ২০।১৯৬) যব, গোধূম, ধান্য, তিল, কঙ্গু, শ্যামাক, নীবার—এই সপ্তধান্য। **-শতী** (উ ১৫।১৯৩) হাল সাতবাহন-কর্তৃক সংগৃহীত 'গাথাসপ্তশতী', মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত ভাষায় লিখিত সুপ্রাচীন শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা-বর্ণনাত্মক গ্রন্থবিশেষ। R. G. Bhandarkar ইহা খৃষ্টীয় ৬৯ অব্দে, Weber পঞ্চম শতাব্দে এবং আধুনিক গবেষকের কেহ কেহ ৪৬৭ খৃঃ রচিত বলিয়া মনে করেন। এই গ্রন্থের পরিবেষণ-প্রণালী অতিচমৎকার। [২ চণ্ডী]। **-শল্য** (গোচ পূর্ব ৩৩।১৭৮) (১) শ্রীহরির সেবাবিহীন রাজা, (২) শ্রীহরিতে অর্পণ না করিয়া ব্যয়শীল, (৩) কবি হইয়াও শ্রীহরিবর্ণনাশূন্য, (৪) শ্রীগুরুর আশ্রয় করিয়াও শ্রীহরির আশ্রয়বিহীন, (৫) গুণী হইয়াও শ্রীহরিনিষ্ঠাশূন্য, (৬) সরলবুদ্ধি হইলেও শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়রহিত এবং ৭) শ্রীকৃষ্ণাশ্রয় হইলেও গোপীদের আনুগত্যহীন—এই সাতটি শল্য। **-সপ্তি**—সূর্য। ২ অর্কবৃক্ষ। **-সমুদ্র** (চৈচ আদি ৫।১১০) লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল। **-স্রোতঃতীর্থ** (ভা ১।১৩।৪৭) হিমালয়ের দক্ষিণে গঙ্গা যেস্থানে সপ্তর্ষিদের প্রীতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়াছেন—তাহাই সপ্তস্রোতঃতীর্থ। **-স্বরা** (বৃগী ৩২) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

সপ্তাঙ্গ (গালা ছ ১৮) স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও সৈন্য—এই রাজ্যাঙ্গসপ্তক।

সপ্তালাপ (আচ ১৯২) ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ।

সপ্তি (লনা ৫৪০) অশ্ব।

সপ্তৈধাঃ (স্তুধা ১০২) সঙ্কর্ষণরূপে পাতাল হইতে উপর্যুপরি সপ্তভুবনের দাহক।

সপ্রতীক (সি ১।৭) সাবয়ব।

সপ্রদেশ (গোভা ২।২।১১) সাবয়ব।

সপ্রবন্ধ (কৃষ্ণা ৪।২০৯) সম্মিলিত।

সবলাশ্ব (ভা ৬।৫।২৪) পাঞ্চজনীর গর্ভজাত প্রাচেতস দক্ষের সহস্র পুত্র।

সব্রহ্মচারী (হরি ৭।৩৪) সহাধ্যায়ী।

সভা (গোচ পূর্ব ১৪।৫) সভ্য, ২ সামাজিক। ৩ বহুলোকের সমাবেশ-স্থান।

সভাজন (নিবি ৩৭) সেবা, পূজন। ২ (ভা ১১।২৯।১৩) সম্মাননা।

৩ (ভা ১১।৫।৩৩) প্রশংসন, ৪ (সিন্ধু ১।২।২৭) স্তুতিপূর্বক আস্বাদন। ৫ (আচ ১২।১২৪) শ্রদ্ধা।

সভাজিত (ভা ৪।২১।৮) সৎকৃত—জী। ২ (ভগ ১০) বশীকৃত। ৩ (মালা গোবিন্দ ১৯) নিষেবিত।

সভাতি (মাম ৭।১৩৪) সপ্রকাশ।

সভানর (ভা ৯।২৩।১) যযাতির পৌত্র ও অনুর পুত্র।

সভাঃ (ঐ ৪।৭) দীপ্তিপূর্ণ।

সভারঞ্জক (প্রীতি ২০৮) বিদ্যাচাতুর্য-দ্বারা সভার মনোরঞ্জক [ভাঁট]।

সভারঞ্জনী (গোচ উত্তর ২৭।৬৬) সামাজিকের চিত্তবিনোদী।

সভার্য (আচ ৪।১১) সভাতে বরেণ্য, ২ সস্ত্রীক।

সভিক (কৃষ্ণা ৪।২৭৫) দ্যূতাধ্যক্ষ।

সভ্য (গোলী ২৩।২) সামাজিক। ২ (ভা ১।১।১০) সাধু—স্বামী। ৩ দেশকালপাত্রজ্ঞ—বি। [৪ দ্যূতকার, ৫ বিশ্রব্ধ]।

সম (ভা ৯।২২।৪৮) শান্তনু রাজার বংশে ধর্মগুপ্তের পুত্র। ২ (ভা ১০। ৮৭।১৯) শোভাবান্—সনা, ৩ প্রমাযুক্ত—প্রবো। ৪ অবিশেষ, তুল্য। ৫ (হরি ৭।৮৮৫) [সমং প্রমাণমস্যেতি সম+মাত্রচ্] সম-পরিমিত। ৬ (ভগ ৮২) [ময়া লক্ষ্ম্যা সহ বর্ত্তত ইতি] ভগবান্। ৭ (ভগ ৭) ভেদ-রহিত, উচ্চাবচতাশূন্য। ৮ (প্রীতি ৭৭) শান্ত। ৯ (ভা ৬।৪। ৩২) অনুবর্ত্তমান—স্বামী। ১০ (ভা ৬।৯।২২) উপাধি-পরিচ্ছেদ-শূন্য—স্বামী। ১১ (ভা ১০।৮৭।৩০) একরস—প্রবো। ১২ (হরি ২।১৭৪) সকল। ১৩ (সিন্ধু ২।১।১২০) রাগদ্বেষ-বিমুক্ত। ১৪ (ভা ১।৪।৪) ব্রহ্ম—স্বামী। ১৫ (কৃষ্ণ ১৭৩) আত্মারাম, ১৬ সহচর। ১৭ (আচ ১।১৪৮) অকুটিল। ১৮ (অকৌ ৮।৪৭) শ্লাঘনীয় কর্মদ্বারা অনুরূপ বস্তুদ্বয়ের উপযুক্ত মিলন-বর্ণনাকে 'সম' অলঙ্কার বলে। অশ্লাঘনীয়-স্থলেও 'সম' হইতে পারে।

সমক্তি (গোচ পূর্ব ৪।৩১) সম্যক্‌রূপে ম্রক্ষণ।

সমক্ষ (গোচ পূর্ব ১।১০৫) প্রত্যক্ষ।

সমক্ষণ (লনা ৭।১৪) সাক্ষাৎ উপ-স্থাপন।

সমক্ষতা (আচ ১১।১৯০) প্রত্যক্ষত্ব, ২ সম্যক্‌প্রকারে অক্ষতা।

সমগ্র (বৃভা ২।২।১০১) সকল, ২ সম্পূর্ণ। ৩ (বিরু ৩১) চণ্ডবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া প্রতিকলায় জ র—এই দুই গণে রচিত চতুর্থ অক্ষরে মধুর সংযোগ, অন্ত্য ও দ্বিতীয় অক্ষর-দ্বয় শ্লিষ্ট হইলে এবং সর্বকলার পরে লঘু অক্ষর থাকিলে 'সমগ্র' কলিকা হইবে। যথা—সমগ্র রঞ্জন, স্ফুরৎ-প্রভঞ্জন প্রশস্ত ডম্বর প্রবন্ধদম্বর।

সমচিত্ত (ভা ১০।১০।৪১) আত্মবিৎ—স্বামী। ২ স্বীয় মানে ও অপমানে ক্ষোভরহিত—বি। ৩ (ভা ৫।৫।২) অভেদদর্শী—জী, ৪ সরলচিত্ত—বি। ৫ (ভক্তি ১৮৬) নির্বিশেষ-ব্রহ্মনিষ্ঠ।

সমচেতাঃ (প্রীতি ৯) অন্যত্র হেয়ো-পাদেয়-রহিত। ২ (ভা ১১।১৪।১২) স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী।

সমজ (গোচ পূর্ব ৩।৬।১) সমূহ। ২ (হরি ৫।৪২২) [সম—অজ্ ক্ষেপণে অল্] পশু-সঙ্ঘ। ৩ বন, ৪ মূর্খ-সমাজ।

সমজনি (আচ ১৫।১৫৪) সমকালে উৎপন্ন।

সমজ্ঞ (কৃষ্ণা ৪।১৩১) কীর্ত্তিযুক্ত।

সমজ্ঞা (মালা উৎ ১১) কীর্ত্তি। ২ (গোচ উত্তর ৩২।৪৬) সম্যগন্মমতি। ৩ (গোচ পূর্ব ১২।২৩) বুদ্ধি।

সমজ্যা (হরি ৫।১৮৭) [সমজন্ত্য-স্যামিতি] সভা। ২ কীর্ত্তি।

সমঞ্জন (গোচ উত্তর ২।৬২) সম্মিলন।

সমঞ্জস (ভা ৬।১১।২৫) নিখিল-সৌভাগ্যনিধি—স্বামী। ২ (চৈভা আদি ১৫।২৬) সমীচীন, ৩ মীমাংসা, সমাধান। [৪ অত্যন্ত]। **-ত্ব** (গোলী ১২।৯) পরস্পর প্রীতি। **-দর্শন** (সভা ১।৩৭২) অপ্রচ্যুত-শক্তিক, ২ আত্মারাম—বল। **-পূর্বরাগ** (উ ১৫।৪৮) সঙ্গমের পূর্বে সমঞ্জসা রতিই বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া সমঞ্জস পূর্বরাগ রস হয়। ইহাতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি এবং জড়তা প্রভৃতি ক্রমশঃ আবির্ভূত হয়।

সমঞ্জসা রতি (উ ১৪।৪৩, ৪৮) মহিষীগণের চিন্তামণিবৎ অতি সুদুর্লভা রতিকে 'সমঞ্জসা' বলে, সুতরাং সাধারণী ও সমর্থা রতিকে অসমঞ্জসাই বলিতে হয়। লোক-ধর্মাদির অসম্মত ব্যবহারাদিই ঐরূপ অসামঞ্জস্যের হেতু। 'উত্তরীয়ান্ত-আকর্ষণ' এবং 'স্বজন, আর্যপথভ্রংশ' ইত্যাদি উক্তিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। ইহা পত্নীভাবাভিমান-স্বরূপা, গুণাদি-শ্রবণোত্থা, কদাচিৎ-ভেদিত-সম্ভোগেচ্ছা এবং সাধারণী হইতে সান্দ্রা। অনুরাগান্তিম-দশাপর্যন্ত ইহার সীমা।

সমতা (গীতা ১০।৫) আসক্তি-দ্বেষ-রাহিত্য ও মিত্রশত্রুতে সমভাব। ২ (অকৌ ৬।৪) মার্গাভেদ। মসৃণ-মার্গে বা বিকট মার্গে উপক্রান্ত রচনার সেইরূপে পরিসমাপ্তির নাম মার্গাভেদ। ইহা স্থলবিশেষে দুষ্ট।

সমতাল (রত্না ৫।২৭১) তাল-বিশেষ।

সমতীত (গীতা ৭।২৬) বিনষ্ট।

সমত্র (মাম ৯।৬০) সর্বত্র।

সমত্ব (ভা ১০।১।৫৯) শত্রু ও মিত্রে তুল্য ব্যবহার। ২ (ভা ১০।৭।৩১) সর্বত্র শুদ্ধভাব।

সমদ (আচ ১।১৫৯) মদমত্ত, ২ মৃগমদ-চর্চাযুক্ত।

সমদর্শন (ভা ১১।১৪।১৫) হেয়োপাদেয়-ভাবনারহিত—জী।

সমদর্শী (গীতা ৫।১৮) প্রাকৃত বৈষম্য থাকিলেও তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া সর্বভূতে গুণাতীত-ব্রহ্মদর্শনশীল। ২ (প্রীতি ৩২) অন্যত্র হানোপাদান-বুদ্ধিরহিত।

সমদবিলাসিনী (ছ ২।১৪২) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

সমদৃক্‌ (ভা ১১।২৯।১৪) সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনকারী—স্বামী। ২ (ভগ ৮২) ভেদের অগ্রাহক। ৩ (ভা ৭।১১।৯) মহান্‌—স্বামী। ৪ অপরিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা, ৫ [অন্তর্যামিরূপে সমানদর্শন হেতু] ভক্ত, ৬ সালোক্যভাক্‌। ৭ সজাতীয়ভাব—সনা। ৮ (ভক্তি ৬৬) শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্যত্র হেয় বা উপাদেয়-বুদ্ধিশূন্য। ৯ (ভা ১।৪।৪) ব্রহ্মদ্রষ্টা।

সমদৃষ্টি (ভা ৯।১৯।১৫) ব্যাবহারিক নিন্দা ও স্তুত্যাদিতে তুল্যবুদ্ধি—বি।

সমধিক—অত্যন্ত অধিক।

সমধুর (আচ ১৮।৮৩)] সমা ধূরুৎ-কর্ষভারো যস্য সঃ] তুল্যভারবাহী।

সমধ্যায় (ভা ১১।২৯।২৬) উচ্চৈঃস্বরে পাঠ।

সমনুজ্ঞা (নির ৪) অনুমতি।

সমন্তপঞ্চক (ভা ৯।১৬।১৯) কুরুক্ষেত্রে হ্রদ, ২১ বার ক্ষত্রিয়নিধন-পূর্বক পরশুরাম কর্তৃক নির্মিত নয়টি হ্রদ।

সমন্তাৎ [ব্য] চতুর্দিকে, ২ (ভা ১০।৬৩।৪) নৈরন্তর্যে।

সমন্বয় (ভা ৭।৭।২২) সাক্ষিরূপে সম্বন্ধ—স্বামী। ২ সম্বন্ধ। ৩ (পরম ৬৬) অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা উপপাদন, যাহা হইতে সর্বতোমুখী ব্যুৎপত্তিলাভ হয়। ৪ (ভা ১১।২৮।২১) অনুগতি—বি। ৫ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) নিত্যসংসর্গ। ৬ (কৃগ ৭৪) সমাজের ভেদ ['যূথ'শব্দ দ্রষ্টব্য]। ৭ (গোভা ২।১।১) সামঞ্জস্য, ৮ সুবিচারিতত্ব। ৯ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়, যাহাতে উপনিষৎবাক্য-সমূহের বিরোধ ভঞ্জন-পূর্বক নিরস্তনিখিলদোষ, অচিন্ত্যানন্ত-শক্তিক, অপরিমিত-গুণগণ, সর্বাত্মা, সর্ববিলক্ষণ, জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-স্বরূপ সর্বেশ্বর বেদান্তবেদ্য শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সমন্বারম্ভণ (গোভা ৩।৪।৫) অনুগমন।

সমন্বিত—সঙ্গত।

সমপ্রখরা (উ ৬।১২) যূথেশ্বরীদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই নায়কের প্রেম-সৌভাগ্য এবং স্বীয়রূপগুণে সমান হইয়াও যাঁহার প্রাখর্য দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে 'সমপ্রখরা' বলে।

সমবুদ্ধি (হ ২।২৪৮) জ্ঞানী।

সমভাগ (আচ ১৭।১৪১) তুল্য।

সমভিব্যাহার—সাহিত্য, ২ পূর্ব-পশ্চাদ্ভাব, ৩ মীমাংসা-মতে শেষ-শেষি-বাচকদ্বয়ের সহোচ্চারণ।

সমভিহার (আচ ১৩।১৪৩) একীকরণ। ২ (লনা ৬।৪৪) পৌনঃপুন্য।

সমভ্যর্ণ (গোচ পূর্ব ১।২২) অতি-নিকট।

সমম (প্রীতি ৮৪) শ্রীভগবানে মমতাবিশিষ্ট ভক্ত—ভীষ্ম, উদ্ধব, প্রহ্লাদ ও নারদাদি।

সমমধ্যা (উ ৬।১৪) যূথেশ্বরীদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই নায়কের প্রেম-সৌভাগ্যে ও স্বীয় রূপগুণে সমান এবং বাগ্‌বিন্যাসেও প্রত্যেকেই সমান পটু হইলে তাঁহারা 'সমমধ্যা' হন। **-সখ্য** (উ ৮।৭৮) সমমধ্যা সখীদ্বয়ের অভিন্ন ও মধুর সৌহার্দ অতিসূক্ষ্ম, কিন্তু প্রেমবিশেষজ্ঞগণই এই তত্ত্ব জানিতে পারেন।

সমমাত্র (হরি ৭।৮৮৯) [সমং স্যান্নবেতি সম+মাত্র] সমান হয় কি না হয়—[সংশয়ার্থে]।

সমমৃদ্বী (উ ৬।১৫) যূথেশ্বরীদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই নায়কের প্রেম-সৌভাগ্যে এবং স্বীয় রূপগুণে সমান হইয়াও যাঁহার মৃদুতা দৃষ্ট হয়, তিনিই সমমৃদ্বী।

সমম্‌ [ব্য] সহার্থে, ২ একদা।

সময় (ভা ৪।২৫।৪৩) সঙ্কেত, ২ (বৃভা ২।৬।২৭১) বাগ্‌বন্ধ। ৩ (ভা ৫।১৪।২৮) আচার। ৪ (উ ১৫।২১৫) শপথ। ৫ (হ ২।১৫০—১৭৯) দীক্ষার পূর্বে সদাচার-সম্বন্ধে

১০৪টি নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা যথাযথ পালন করিতে অঙ্গীকার করিলে তবে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা দিবেন—

বিহিত নিয়ম—(১) ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান, (২) মহাবিষ্ণুর প্রবোধন, (৩) বাদ্যসহকারে নীরাজন, (৪) যথাবিধি প্রাতঃস্নান, (৫) বিশুদ্ধ নূতন বস্ত্রদ্বয়-পরিধান, (৬) নিজেষ্ট-দেবতার তর্পণাদিদ্বারা জলে পূজা, (৭) গোপীচন্দনাদি দ্বারা উর্দ্ধ-পুণ্ড্র-রচনা, (৮) নিত্য আয়ুধপঞ্চক -(শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ ও সশর শরাসন)-ধারণ, (৯) চরণামৃতসেবা, (১০) তুলসী ও মণিমালাদি-ধারণ, (১১) বিষ্ণুর নির্মাল্য-উত্তারণ, (১২) স্বদেহে বিষ্ণুর নির্মাল্য-চন্দন-লেপন, (১৩) শালগ্রামশিলা ও প্রতিমা-সমূহের ভক্তিভরে পূজা, (১৪) নির্মাল্য-তুলসী-ভক্ষণ, (১৫) বিধিগত তুলসী-চয়ন, (১৬) যথাবিধি তান্ত্রিকী-সন্ধ্যাকরণ, (১৭) ধর্ম-কর্মে শিখাবন্ধন, (১৮) বিষ্ণুপাদোদকেই পিতৃপুরুষের তর্পণ-ক্রিয়া, (১৯) সামর্থ্যসত্ত্বে মহারাজোপচারে শ্রীমূর্ত্তির পূজা, (২০) বিষ্ণুভক্তির অবিরোধে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান, (২১) ভূত-শুদ্ধি প্রভৃতি, (২২) যথাবিহিত ন্যাসাদি, (২৩) ভক্তি সহকারে নবীন ফল পুষ্পাদির সমর্পণ, (২৪) নিত্য তুলসীপূজা, (২৫) নিত্য শ্রীভাগবত-পূজা, (২৬) ত্রিকালে বিষ্ণুপূজা, (২৭) প্রত্যহ শ্রীভাগবত-শ্রবণ, (২৮) বিষ্ণুতে নিবেদিত বস্ত্রাদির ধারণ, (২৯) ভগবানের আদেশ-জ্ঞানে বা ভগবানের নির্দেশ-ক্রমে অথবা দাস্যভাবে নিখিল পুণ্যকর্মে প্রবর্ত্তন, (৩০) শ্রীগুরুর আজ্ঞাগ্রহণ, (৩১) শ্রীগুরুবাক্যে বিশ্বাস (৩২) নিজমন্ত্র-দেবতানুসারে মুদ্রারচন (তিলকনির্মাণ), (৩৩) ভক্তি-ভরে গীতনৃত্যাদি, (৩৪) শঙ্খাদির মঙ্গল ধ্বনি, (৩৫) শ্রীহরির লীলাদির অভিনয়, (৩৬) নিত্য হোম, (৩৭) যথাবিধি নৈবেদ্যার্পণ, (৩৮) সাধুগণের স্বাগত ও পূজা, (৩৯) শেষ নৈবেদ্য ভোজন, (৪০) তাম্বূলশেষ-গ্রহণ, (৪১) বৈষ্ণবসঙ্গ, (৪২) বৈষ্ণবকৃত্য বা ভাগবত-ধর্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা, (৪৩) দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে ব্রতবিষয়ক নিয়ম-পালনে শ্রদ্ধাপূর্বক স্থিরতা, (৪৪) সর্বথা সন্তোষ, (৪৫) পর্ব (জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব) ও যাত্রা (দেবালয়াদিতে গমন) প্রভৃতির বিধান, (৪৬) অষ্ট মহাদ্বাদশীর যথাবিধি প্রতিপালন, (৪৭) বসন্তাদি সকল ঋতুতে তৎকালীন পুষ্পাদিদ্বারা মহারাজোপচারে পরিচর্যা অথবা দোলাদি-ক্রিয়া, (৪৮) নিখিল বৈষ্ণবব্রতের পালন, (৪৯) শ্রীগুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, (৫০) সদা তুলসী-সংগ্রহ, (৫১) শয্যাপ্রদান ও পাদসংবাহনাদি, (৫২) নিজের শয়নকালে রামাদির চিন্তা [রাম, স্কন্দ, হনুমান্, গরুড়, ভীম—শয়নকালে এই ছয়জনের নাম স্মরণ করিলে দুঃস্বপ্ন দূরীভূত হয়]।

বর্জনীয় নিয়ম—(৫৩) উভয় সন্ধ্যায় শয়ন, (৫৪) মৃত্তিকা ব্যতীত শৌচ, (৫৫) দণ্ডায়মান অবস্থায় আচমন, (৫৬) গুরুর আসনে উপবেশন, (৫৭) গুরুর সম্মুখে পাদবিস্তার, (৫৮) গুরুদেবের ছায়ালঙ্ঘন, (৫৯) শক্তি থাকিতে স্নান না করা, (৬০) দেবার্চনবিলোপ, (৬১) দেবতা ও গুরুজনের সম্মুখে প্রত্যুত্থান না করা, (৬২) গুরুর সম্মুখে পাণ্ডিত্যচেষ্টা, (৬৩) উর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন, (৬৪) মন্ত্রব্যতীত তিলক-রচনা ও আচমন, (৬৫) নীলীবস্ত্র-ধারণ, (৬৬) অভক্তগণসহ মৈত্রী, (৬৭) অসৎ শাস্ত্রের পরিগ্রহ, (৬৮) তুচ্ছ সঙ্গসুখে আসক্তি, (৬৯) মদ্যমাংস-ভোজন, (৭০) মাদক ঔষধ সেবা, (৭১) মসূর ও দগ্ধ অন্নাদি ভোজন (৭২) শাকভোজন (৭৩) তুম্বী, কলঞ্জ [বিষাক্ত শরদ্বারা বিদ্ধ মৃগপক্ষী] ও বৃন্তাক [সাদা বেগুণ] প্রভৃতি ভোজন, (৭৪) অভক্ত হইতে অন্নসংগ্রহ, (৭৫) বিষ্ণুসম্বন্ধ ব্যতীত ব্রতান্তরের আচরণ, (৭৬) বিষ্ণুমন্ত্র বিনা অন্যমন্ত্র-জপ, (৭৭) অভিচারাদির অনুষ্ঠান, (৭৮) সামর্থ্য সত্ত্বে গৌণোপচার-কল্পনা, (৭৯) শোকাদি-পারবশ্য, (৮০) দশমীবিদ্ধা একাদশীব্রত, (৮১) শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর প্রভেদ, (৮২) ব্রতদিনে অসদ্ব্যাপার [দ্যূতক্রীড়াদি], (৮৩) সামর্থ্যসত্ত্বে একাদশীর দিনে ফলাদি-ভোজন, (৮৪) শ্রীহরিবাসরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, (৮৫) দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা, (৮৬) দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন, (৮৭) দ্বাদশীতে বিষ্ণুর দিবা-স্নান, (৮৮) শ্রীহরিতে অনিবেদিত বস্তুদ্বারা শ্রাদ্ধাদিকরণ, (৮৯) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসীবিনা শ্রাদ্ধ, (৯০) অবৈষ্ণব শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, (৯১) চরণামৃত পান করিয়াও শুদ্ধির জন্য অন্য-জলপান-বিহিত আচমন, (৯২) কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীবিষ্ণুর

পূজা, (৯৩) পূজাকালে অসদালাপ, (৯৪) গৃহ-করবীর ও আকন্দ-পুষ্পাদি-ব্যবহার, (৯৬) প্রমাদবশতঃও বক্র পুণ্ড্রধারণ, (৯৭) অসংস্কৃত দ্রব্যে ও চঞ্চল চিত্তে ভগবৎপূজা, (৯৮) এক-হস্তে প্রণাম ও একবার প্রদক্ষিণ, (৯৯) অকালে ভগবদ্দর্শন, (১০০) পর্য্যুষিত ও দুষ্ট অন্নাদির নিবেদন, (১০১) সংখ্যা বিনা মন্ত্রজপ, (১০২) মন্ত্রপ্রকাশ, (১০৩) সামর্থ্যসত্ত্বেও মুখ্যকালের লোপ ও গৌণকালের পরিগ্রহ। (১০৪) বিষ্ণুর প্রসাদগ্রহণে অনভিপ্রায় (৫৩ হইতে ১০৪ সংখ্যক নিয়ম-গুলি বর্জন-পক্ষেই ধর্ত্তব্য]। **-চ্যুত** (হ ১৯।১১৩) নিয়ম-বর্জিত। **-জ্ঞ** (গোচ পূর্ব ৬।৯১) শুভ কাল-বিৎ। **-ধর্ম** (হংস ১০৫) মৃত্যু, ২ কুলাচার-ধর্ম। **সময়ন** (গোচ পূর্ব ১৩।৮) সঙ্গতি। ২ (গোচ পূর্ব ৩১।১১৩) মিলন। **-মান** (আচ ১১।১) সঙ্গত। **-সেতু** (ভা ৫।৪।৫) ধর্মমর্যাদা, ২ সদাচার-মর্যাদা।

সময়া (গোচ পূর্ব ১।৫৪) [ব্য] মধ্যে, ২ নিকটে। **-করণ** (গোচ পূর্ব ৩১।১৯৩) কালযাপন। **-কার** —সঙ্কেত। **-কৃত** (হরি ৭।১১১২) কালযাপিত। **-ধ্যুষিত**—সূর্য-তারা-রহিত কাল।

সমরথ (ভা ৯।১৩।২৪) নিমিবংশ্য ক্ষেমনিধির পুত্র।

সমরাল (অকৌ ৭।১১) সম্যক্ কুটিল। ২ বুদ্ধগ্রাহী।

সমরূপ্য (হরি ৭।৫৩৩) সমান হেতু হইতে আগত।

সমর্ঘ্য (গোচ পূর্ব ১।৫৯) সুলভ, ২ সম্যক্‌প্রকারে অর্চনাযোগ্য।

সমর্ণ (হরি ৫।৫৭) [সম্—অর্দি গতৌ যাচনে চ+ক্ত] সম্যক্ পীড়িত, ৩ সম্যক্ যাচিত।

সমর্থ—শক্ত, ২ হিত, ৩ প্রশস্তাভীষ্ট।

সমর্থন (ভা ১০।৮১।৩৭) সংবর্দ্ধন, দান—স্বামী। ২ (আচ ১৫।৩৫) সম্যক্ প্রার্থনা। ৩ (সাকৌ ১০।২৪) উপপত্তি-বিন্যাস।

সমর্থনা (গোচ পূর্ব ৯।৩৪) বিবেচনা।

সমর্থা রতি (উ ১৪।৪৩, ৫২—৫৩) গোপীগণের কৌস্তভমণিবৎ অনন্য-লভ্যা রতিকে 'সমর্থা' বলে; সুতরাং সাধারণী ও সমঞ্জসাকে অসমর্থাই বলিতে হয়। 'সমর্থত্ব'-পদে শ্রীকৃষ্ণ-বশীকারাদি মহাগুণ-কদম্বই বাচ্য। লোকধর্মাদি-নিরপেক্ষা পরম-পরা-কাষ্ঠাপ্রাপ্তা পুষ্টিযুক্তা সমর্থা রতিই প্রৌঢ়াবস্থায় মহাভাব-দশা প্রাপ্তি করে; কিন্তু সমঞ্জসাতে লোকধর্মের অপেক্ষা থাকায় ইহা নাতি-সমর্থা এবং ভাবের অন্তিম সীমায় আরোহণ করিতেও পারে না। সাধারণী রতি সম্ভোগেচ্ছামূলা বলিয়া পুষ্টিযোগ্যতার অভাবে ন্যূনকক্ষাতেই পর্যবসিত। সমর্থাতে সম্ভোগেচ্ছাটি রতির সহিত সম্পূর্ণ তাদাত্ম্যলাভ করিয়া অবস্থান করে; শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তুনিচয়ের লবলেশেও সমর্থা রতি প্রোদ্বুদ্ধ হইয়া কুলধর্মাদি সর্ববিস্মরণ করায় এবং সান্দ্রতমাও হয়। ভাবান্তিম সীমা-পর্যন্ত ইহার সুষ্ঠু গতি হইয়া থাকে।

সমর্দ্ধক (গোচ পূর্ব ২১।৯১) বরদ, ২ সমৃদ্ধিকারক।

সমর্দ্ধন (গোপা ৩৩) সম্যক্ বর্দ্ধন। ২ (ভা ১০।৮১।৩৭) দান।

সমর্পিত (ভা ১০।৩।২২) কথিত, ২ নিবেদিত।

সমর্যাদ—সীমাবদ্ধ, ২ সমীপ।

সমর্হণ (ভা ১০।৭৫।৮) অলঙ্কারাদি, পূজাদ্রব্যাদি। ২ (ভা ১০।৩৮।১৭) দানসঙ্কল্পোদক।

সমল—বিষ্ঠা, ২ কলুষ।

সমবতার—জলাবতরণ-সোপান।

সমবরুদ্ধ (চৈত ১০।৮৭।১৪) বশী-কৃত, ২ সম্প্রাপ্ত—স্বামী। ৩ মহা-নিরঙ্কুশভাবে লব্ধ, ৪ সম্যক্‌প্রীতিদ্বারা বশীকৃত—প্রবো।

সমবর্ত্তী (আচ ৭।৭৩) যম। ২ সর্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান।

সমবসায় (ভা ৫।১৪।৩) ব্যবসায়—স্বামী।

সমবস্থান (চৈত ৪।২০।১০) বৈকুণ্ঠ। ২ (ভা ৫।১।২১) স্বরূপ—বি।

সমবহানি (ভা ১০।৮৭।৩৩) বিন্দু-মাত্রও আশ্রয়হীনতা।

সমবহার (পরম ৪৬) একতা। ২ (ভা ৫।১৪।২) বিমিশ্র—স্বামী।

সমবায় (হ ১১।৭৮১) বহুজনসহ সদা একত্র বাস। ২ (সভা ১।৩৭১) সাহায্য। ৩ (ভা ৪।১২।৩৮) সভা। ৪ (কৃগ ৭৪) গণের ভেদ ['যূথ' শব্দ দ্রষ্টব্য]। ৫ (ভগ ৩) অবয়বির সহিত অবয়বের, জাতিতে ব্যক্তির, গুণে গুণির এবং ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবানের সম্বন্ধ। সমবায় নিত্যসম্বন্ধ।

সমবেত (ভা ৫।১৩।২৯) সমুচিত—বি। ২ (রত্ন ১।৪০) অভিন্ন। ৩ (ভা ১০।৮৫।২২) মিলিত, সঙ্গত—সনা।

সমব্যাপ্তি (সস তত্ত্ব ৯) যেস্থলে সাধ্য ও সাধন পর্যায়ক্রমে উভয়ই

উভয়ের সৎহেতু হইয়া অনুমিতি-করণে সমর্থ হয়, সেই স্থলে উভয়ের সম্বন্ধ 'সমব্যাপ্তি' নামে কথিত। যেমন—পর্বতটি ধূমবান্, যেহেতু ইহাতে আর্দ্র ইন্ধন-প্রযুক্ত বহ্নি আছে।

সমশ্মশ্রুবান (ভা ১১।৮৯।৩১) সর্ব-ব্যাপক—জী।

সমষ্টি (বৃভা ২।৪।১৮৬) স্থূলরূপে বৃত্তি। সম্যগ্‌ব্যাপ্তি, ২ সমস্ততা। **-জীব** (প্রীতি ৫) সমস্ত জীবের সমবেতসত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মা। 'তত্র সর্বাভিমানী কশ্চিৎ সমষ্টিঃ' [পরম ৩৮]।

সমসংখ্য (আচ ১৩।২৭) তুল্যসংখ্য, ২ সম্যক্ অসংখ্য।

সমস্ত (গোচ উত্তর ৬।৫৮) সম্পূর্ণ। [২ সকল, ৩ সংক্ষিপ্ত, ৪ ব্যাকরণোক্ত কৃত-সমাস শব্দ-বিশেষ]। **-দৃক্** (ভা ৪।৬।৪৩) সর্বজ্ঞ। **-ভগ** (ভা ১০।৮৭।১৪) পরমোৎকর্ষ-সীমাযুক্ত-নিজৈশ্বর্য যিনি সম্যক্ উপেক্ষা করিয়াছেন ; ২ সমস্ত-কাম।

সমস্থ (হরি ৫।৩১৩) [সম্—স্থা+ড] সমস্থানে অবস্থিত।

সমস্নেহা সখী (উ ৮।১৩৫—১৩৭) যে সকল সখী শ্রীকৃষ্ণে ও স্ব-যূথেশ্বরীতে তুল্য-প্রমাণক প্রেম ধারণ করেন, তাঁহারাই 'সমস্নেহা'। পরম-প্রেষ্ঠসখী ও প্রিয়সখীগণই দৃষ্টান্ত।

সমস্যা—জটিল প্রশ্ন।

সমহ (ভাবনা ৪।৩৬) উৎসব-পর।

সমা (ভা ১।১।৪) বৎসর—স্বামী। ২ (ভা ১০।২৯।৪৩) [মা শোভা তয়া সহ বর্ত্ততে] পরমা সুন্দরী শ্রীরাধা—সনা। ৩ (চৈকা ৪।৪৫) শোভা-বিশিষ্টা।

সমাংসমীনা (হরি ৭।৮৬৮) [সমায়াং সমায়াং প্রতিবর্ষং প্রসূত ইতি সমা—সমা+খ] প্রতিবর্ষে প্রসবকারিণী গো।

সমাকর্ষী—অতিদূরগামী গন্ধ, ২ সম্যক্ আকর্ষক।

সমাখ্যা (গোভা ১।১।৩) যৌগিক শব্দ। ২ (কৃষ্ণ ২৬) শব্দের যৌগিক বল—[অর্থসংগ্রহ]। ৩ (ভা ১০।৩৯।২১) নাম। ৪ কীর্তি।

সমাগম (ভা ১০।৫৮।৭) মিলন।

সমাঘাত—যুদ্ধ, ২ সম্যক্ আঘাত।

সমাচরণ (ভক্তি ৭১) শ্রীহরির সুখানুসন্ধান-পূর্বক কর্মের সমর্পণ।

সমাচার (গোভা ৩।৩।৩) সমগ্র কর্ম।

সমাচিতি (গোচ উত্তর ৩৪।১৯) সমূহ।

সমাজ (ভা ১০।৪৪।৯) সভা—স্বামী। ২ (ভা ১০।৬০।৩৮) সেব্যসেবক-লক্ষণ সম্বন্ধ—স্বামী। ৩ গোষ্ঠী। ৪ (কৃগ ৭৪) সঞ্চয়ের ভেদ ['যূথ'শব্দ দ্রষ্টব্য]। ৫ একসঙ্গে গমন। ৬ (গীগো ১১।২১) সমূহ। ৭ সঙ্গম—প্রবো।

সমাজ্ঞা (স্তব ২২।২৪) আদেশ।

সমাতা (ভা ৪।৮।১৮) [মাতৃসমানা] বিমাতা।

সমাত্রিক (উ ৬।১২) যূথেশ্বরীগণের মধ্যে দুই অধিকা এবং দুই লঘু নায়িকার পরস্পর সমতা হইতে পারে। অবস্থাভেদে ইঁহারা সম-প্রখরা, সমমধ্যা ও সমমৃদ্বী আখ্যা লাভ করেন। ২ (উ ৮।২২) নায়ক-কৃত প্রেমসৌভাগ্যাদির ন্যূনতা বা আধিক্যের অভাবে দুই সখীর মধ্যে গাঢ় সখ্যবশতঃ একাত্মতামূলক পরস্পরের অতি আসক্তি থাকিলে—তাঁহারাই প্রখরাদিভেদে 'সমাত্রিক' বলিয়া কীর্তিত হন।

সমাদান (ভা ১০।৩২।১১) হস্ত-ধারণাদিদ্বারা গ্রহণ—সনা।

সমাধান (বিন! ৭।৫১) সম্পাদন-যোগ্য বেশাদিদ্রব্য। ২ (ভা ৩।২৮।৬) আত্মাকারতা—স্বামী। ৩ (মুক্তা ৭।২৮) ধ্যানকারীর ধ্যেয়রূপে অবস্থান। ৪ সর্বকার্য-সম্পাদন। ৫ (নাচ ৮৪) নাটকীয় বীজের [মূল বৃত্তান্তের] পুনরাগমনকে নাট্যশাস্ত্রে 'সমাধান' বলে।

সমাধি (গীতা ৪।২৪) চিত্তের একাগ্রতা—স্বামী। ২ (গীতা ২।৪৪) [সম্যগাধীয়তেঽস্মিন্] মন—বল। ৩ (প্র ১।১৬) সমাধান। ৪ (ভা ১১।২৩।৪১) নিগ্রহ—স্বামী। ৫ (ভা ৩।১৬।২৬) ধ্যান-পরিপাক। ৬ (গীতা ২।৫৩) [সমাধীয়তে চিত্ত-মস্মিন্] পরমেশ্বর—স্বামী। ৭ (কর্ণা ৪) অন্তঃকরণ-লয়। ৮ মনোব্যথা। ৯ (উ ৮।১৩৭) সমর্থন, ১০ পূর্বপক্ষের উত্তর। ১১ (ভা ১১।১২।১১) তুরীয়াখ্য আত্মা—জী। ১২ সর্ববিস্মরণকারী ব্রহ্মানুভব ও ভগবদনুভূতি। ১৩ (তত্ত্ব ৩০) দ্বিবিধ—যুঞ্জান ও যুক্ত। তত্ত্বধারণা ও ধ্যানসহকৃত চেষ্টায় যে সমাধি, তাহা 'যুঞ্জান', আর যোগিগণের হৃদয়ে সর্বদা যে তৈলধারাবৎ তত্ত্ববস্তু স্ফুরিত থাকে, তাহাই 'যুক্ত সমাধি'। ১৪ (রত্ন ১৬) যাহাতে মনের একাগ্রতা ও ধ্যেয় পদার্থমাত্রের

স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই 'সমাধি'। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত-ভেদে উহা দ্বিবিধ। ১৫ (অকৌ ৬।৪) আরোহ ও অবরোহের ক্রম অর্থাৎ যে গুণ-দ্বারা রচনার কোন স্থানে গাঢ়তা ও কোনস্থলে শিথিলতা ব্যক্ত হয়—তাহার নাম—সমাধি। ১৬ (অকৌ ৮।৪৭) কর্ত্তার প্রযত্নব্যতিরেকেও যদি কারণান্তরের সাহায্যে কার্যটি সুকর হয়, তবে 'সমাধি' নামক অলঙ্কার হইবে। -স্থ (গীতা ২।৫৪) জীবন্মুক্ত।

সমাধ্মাত—সম্যক্‌গর্বিত, ২ সম্যক্ শব্দিত।

সমাধ্যায়ী (চৈচ আদি ১০।৪০) সহপাঠী।

সমান (ভা ১০।৪২।৮) যোগ্যপরিমাণ-যুক্ত। ২ (হরি ১।৩) অআ, ইঈ, উঊ, ঋৠ, ঌৡ—এই বর্ণগুলির সাধারণ সংজ্ঞা। হরিনামামৃতে ইহাদের নাম—দশাবতার এবং পাণিনিতে 'অক্' প্রত্যাহার। ৩ (আচ ১৩।১৪০) মাননীয়। [৪ বায়ুভেদ]।

সমানাত্মা (গোতা ২।১০২) সমান বায়ুর অন্তর্যামী।

সমানাধিকরণ (হরি ২।১৫৯) একাশ্রয় শব্দদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ। [বিশেষণ পদ তাহার বিশেষ্যের সমানাধিকরণ আবার দুই বিশেষণ পদ একই বিশেষ্যের গুণ-প্রকাশক হইলে তাহারাও পরস্পর সমানাধি-করণ]।

সমানিকা (ছ ২।২২) অষ্টাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

সমানোদর্য (হরি ৭।৬৯৯) সমান-মাতৃক শিশু, সহোদর।

সমাপন—সমাপ্তি, ২ পরিচ্ছেদ, ৩ বধ, ৪ সমাধান।

সমাপ্ত (বৃভা ২।৪।৯৬) পরিপূর্ণ, ২ সম্যক্ প্রাপ্ত। ৩ অবসান-প্রাপ্ত। **-পুনরাত্ততা** (অকৌ ১০।২৬) বাক্যদোষ। অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইলেও—বিশেষ্য আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইলেও—অন্য একটি বিশেষণের আকাঙ্ক্ষায় পুনরুপাদানকে 'সমাপ্ত-পুনরাত্ততা' বলে। যথা—(শেষ ৫। ১৩) 'নাশয়ন্তো ঘনধ্বান্তং তাপয়ন্তো বিয়োগিনীঃ। বিলসন্তি করাশ্চান্দ্রাঃ পূরয়ন্তঃ স্মরং হরৌ॥' তৃতীয় চরণে বাক্য শেষ হইলেও চতুর্থ চরণটি পুনরাত্ত।

সমাপ্রিয় (ভা ১০।১৩।৫৯) আত্মা-রামগণের সর্বথা প্রিয়। ২ ভগবানের অতিপ্রিয়। ৩ সহচর শ্রীকৃষ্ণের সর্বতোভাবে প্রিয়।

সমাম্নাত (গোচ উত্তর ১।৭৬) কথিত।

সমাম্নায় (চৈত ১৭।৪৭।৩৩) পরম্পরা। ২ (রত্ন ৪।১৬) সমাহার, একবাক্যতারূপ সম্বন্ধ, ৩ শাস্ত্র, ৪ সমুচ্চারণ। ৫ (ভা ৭।১৫।৫৩) সমুদায়—স্বামী। -বিধি (ভা ৩। ২২।১৬) বেদোক্ত বিধান।

সমায় (গৌবি ৯৬) কৃপালু।

সমারম্ভ (গীতা ৪।১৯) [সম্যগা-রভ্যতে ইতি] কর্ম—স্বামী।

সমালোক (গীগো ১১।৩৩) দর্শন।

সমাবর্ত্ত (সুধা ৯৬) অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিকৃৎ।

সমাবর্ত্তন (ভা ১০।৮০।২৮) গুরুকুলে লব্ধবিদ্য ব্রহ্মচারীর গার্হস্থ্যজীবনার্থ আদিষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন।

সমাবৃত্ত (গোচ উত্তর ৮।৬৯) বেদাধ্যয়নান্তর গৃহাগত।

সমাবেশ (চৈভা আদি ১২।১১২) একত্র সংস্থান, সংগ্রহ।

সমাবেশিত (ভা ৫।১।৬) নিবেশিত।

সমাশয় (আচ ১৫।১৯৩) সমভাব-বিশিষ্ট।

সমাশ্রাবণ (ভা ১০।৮৫।২৮) সম্বোধন—স্বামী।

সমাশ্রিত (ভা ১০।১৪।৫৮) একান্তি-ভাবে গৃহীত।

সমাশ্বস্তি (গোচ পূর্ব ৩৩।২২৯) নির্বৃতি।

সমাস (ভা ১।৯।২৪) সংক্ষেপ। ২ (হরি ৬।৩) দুই বা বহুপদের একপদীকরণ। [৩ সমর্থন]।

সমাসন (গোচ পূর্ব ১।৫৯) সম্যক্‌রূপে উপবেশন-যোগ্য স্থান।

সমাসন্ন (আচ ১৫।২০৮) সংসক্ত।

সমাসাদিত—সম্যগাহৃত, ২ নিকট-স্থিত, ৩ প্রাপ্ত।

সমাসান্ত—ব্যাকরণোক্ত সমাসের শেষাবয়ব, ২ তত্রত্য উত্তরবিধি।

সমাসোক্তি (অকৌ ৮।১৯) শ্লিষ্ট বিশেষণদ্বারা কেবল বিশেষ্যের অন্য প্রকারে ভাষণ হইলে তাহাকে 'সমাসোক্তি' অলঙ্কার বলে। (শেষ ৫।২২) সমান কার্য, সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণদ্বারা প্রস্তুত পদার্থে অপ্রস্তুত পদার্থের অবস্থার আরোপ হইলে 'সমাসোক্তি' হয়। ইহার ভেদ ও উদাহরণাদি আকরে দ্রষ্টব্য।

সমাস্থা (আচ ১৫।৫৪) সম্যগ্‌বিশ্বাস, ২ ধারণ।

সমাস্থেয় (অকৌ ৭।৩) সম্যক্-প্রকারে বিশ্বসনীয়।

সমাস্বাদন (বৃভা ২।৩।১৫৯) রসগ্রহণ

সমাহরণ (গীতা ১১।৩২) সংহার।

সমাহার (হরি ৬।১১৭) যে সমাসে অবয়বের সংখ্যা অস্পষ্টীভূত থাকে অথচ মিলনই প্রধান থাকে; যথা পাণিপাদম্। [২ সমুচ্চয়]।

সমাহিত (ভা ১১।২৩।৪২) বশীকৃত। ২ (ভা ১১।২৮।২৬) নিশ্চল। ৩ (আচ ১৭।২২৪) সমর্পিত। ৪ (ভা ৫। ১০।৩) একরূপ। ৫ (ভা ৭।৫।৬) পরিনিষ্ঠিত—স্বামী। ৬ (ভা ৩।২১। ২৮) অভিসন্ধানে স্থিত। ৭ (গীতা ৬।৭) আত্মনিষ্ঠ, ৮ সমাধিস্থ। ৯ (অকৌ ৮।৭৪) ভাবের উপশম—অন্য রস বা ভাবের উপকারক হইলে 'সমাহিত'-নামা অলঙ্কার হইয়া থাকে। ভাবের পরিত্যাগ হয় বলিয়া এই অলঙ্কারকে 'সমাহিত' বলে। 'ইতরাঙ্গ'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

সমাহূত (ভা ১০।৪২।৩৮) আমন্ত্রিত, ২ আশ্বাসনপূর্বক আকারিত।

সমাহৃতি (গোচ পূর্ব ৩১।১০৫) একীকরণ। ২ (অকৌ ৭।৫) সারূপ্য। [৩ সংক্ষেপ, ৪ সংগ্রহ]।

সমাহ্বয়—আহ্বান, ২ প্রাণিদ্বারা দ্যূতক্রীড়া।

সমিজ্য (হ ৮।১১৩) পরমোত্তম।

সমিৎ (গোচ পূর্ব ২২।১০) কাষ্ঠ। ২ (গোপা ১৮) [সম্—ইন্+ক্বিপ্] সঙ্গত। ৩ (আচ ১৩।২৪) যুদ্ধ, ৪ যজ্ঞকাষ্ঠ।

সমিত (গোলী ১৩।১০৭) সম্যক্ প্রাপ্ত।

সমিতি (ভা ২।৭।৩৪) যুদ্ধ, ২ (লনা ৮।২০) মিলন। ৩ (ভা ৯।১০।৬) সমাজ।

সমিতিঞ্জয় (ভা ১০।৬৮।১) সংগ্রামে জয়শীল।

সমিত্র (গোবি ৯৮) [সমিতো যুদ্ধাৎ ত্রায়তে] যুদ্ধ হইতে রক্ষাকর্ত্তা।

সমিন্ধন (বিনা ৬।১১) প্রজ্বালন। [২ কাষ্ঠ]। **সমিন্ধনী** (গোচ পূর্ব ২১।১৩) প্রজ্বলনী।

সমিষ [সক জী ২।৮৪) ছলযুক্ত।

সমীক (ভা ৯।২৪।৪৪) শূরের পুত্র। ২ (আচ ৭।১৮০) সৈন্য। [৩ যুদ্ধ]।

সমীকরণ—বীজগণিতোক্ত প্রক্রিয়া (Equation)। ২ তুল্যরূপতা-পাদন।

সমীক্ষণ (ভা ৮।২৪।৫০) প্রকাশক—স্বামী। ২ পর্যালোচন, ৩ সম্যক্‌জ্ঞান।

সমীক্ষা (ভা ১১।২৮।৩৫) আত্মবিদ্যা, ২ কৃপাদৃষ্টি—জী। ৩ বিদ্যাশক্তি—বি। ৪ (মাম ৮।৯) সন্দর্শন। ৫ (ভা ১০।১৬।৪৯) প্রকৃতি-লীন প্রাচীন-কল্পগত সাধক ভক্তবৃন্দের উদ্বোধনার্থ তাঁহাদিগের প্রতি অবলোকন, স্থিতিকালে তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন এবং সংযমেও তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্বক ঈক্ষণ—জী। ৬ (ভা ১০।৬০।১৬) বিচার। ৭ মীমাংসাশাস্ত্র। **সমীক্ষ্যকারী**—বস্তুর স্বরূপ--পর্যালোচনা করত কার্যকারী।

সমীচীন (চৈনা ২।৮) পণ্ডিত, ২ সঙ্গত, ৩ যথার্থ, ৪ সাধু।

সমীন (হরি ৭।৭৯৯) [সময়া নির্বৃত ইতি খ] বাৎসরিক।

সমীয়িবান্ (ভা ২।৬।৩৪) শরণাগত—স্বামী।

সমীরণ (গোচ পূর্ব ২৫।৫০) বায়ু, ২ সম্যক্‌গতি। ৩ (আচ ১১।৫২) সম্যক্ প্রেরক। ৪ (সুধা ৩৭) সুশোভন-চেষ্টাশীল। [৫ মরুবক-বৃক্ষ]।

সমীরণাসুর (লনা ৯।২৫) তৃণাবর্ত্ত।

সমীর-সংখ্যা (গোলী ২২।৮০) উন-পঞ্চাশ।

সমীরিত (ভা ৫।৬।১) উদ্দীপিত—স্বামী। [২ কথিত]।

সমীহা (গোলী ১২।৪) ইচ্ছা। ২ (গোচ পূর্ব ৮।৫) চেষ্টা।

সমীহিত (চৈচ আদি ৪।২১১) চেষ্টা, শারীরিক ব্যবহার। ২ (চৈনা ১।৫) বাঞ্ছিত। ৩ সম্যক্ চেষ্টিত।

সমুক্ (আচ ১১।১৪) মোচনশীল, বর্ষণযুক্ত। **সমুখ**—বাবদূক, ২ বাগ্মী।

সমুচিত—সম্যক্ উপযুক্ত, সমঞ্জস।

সমুচ্চয় (কৃষ্ণ ২৮) সমাহার। ২ (হরি ২।১৬৩, ৬।১১৭) নিরপেক্ষ শব্দ-সমূহের একত্র অন্বয়। ['চ'-শব্দ দ্রষ্টব্য]। ৩ (অকৌ ৮।৪০) প্রকৃত কার্যের একমাত্র সাধকসত্ত্বেও যে তাহার সিদ্ধত্বের জন্য সাধকান্তরের নির্দেশ, তাহাকে 'সমুচ্চয়'-নামক অলঙ্কার বলে। সদ্‌যোগ, অসদ্‌-যোগও সদসদ্‌যোগভেদে ইহা ত্রিবিধ হইতে পারে। [খ] গুণের সহিত গুণ ও ক্রিয়ার যোগে এবং ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়ার যোগে একপ্রকার সমুচ্চয় হয়।

সমুচ্চিত (গোচ উত্তর ৩০।৫৮) সঞ্চিত।

সমুচ্ছেদ—বিনাশ। ২ সমূলে উৎপাটন।

সমুচ্ছ্র[চ্ছ্রা]য়—অত্যুন্নতি, ২ বিরোধ,

৩ উৎসেধ।

সমুজ্জৃম্ভণ (আচ ২১৬১) অতি-প্রকাশ।

সমুজ্জ্বল (হ ৭১১৬৩) শুভ্র।

সমুৎ (আচ ৯৭০) হর্ষযুক্ত।

সমুৎক (আচ ১৪।১৬৪) সমুৎকণ্ঠ, ২ সহর্ষ।

সমুৎকণ্ঠ (আচ ৮।১২৮) সমক্ উন্নত কণ্ঠবিশিষ্ট। ২ সমীচীন বিষয়ে ব্যাকুল। **সমুৎকণ্ঠা** (আচ ১১।৬০) সম্যক্ উৎকণ্ঠা। ২ সহর্ষকণ্ঠযুক্তা। ৩ (সিন্ধু ১৩।৩৬) স্বাভীষ্টপ্রাপ্তি-বিষয়ে গুরুতর লোভ।

সমুৎকর (আচ ১৫।২২৭) সমূহ।

সমুৎকলিকা (আচ ১১।৯১) সমুৎ-কণ্ঠা, ২ আনন্দকলার সহিত বর্ত্তমান।

সমুত্তাল (আচ ৮।১৮৩) সম্যক্ উৎকট। [সম্যগুদ্‌গতস্তার উচ্চ-ধ্বনির্যত্র] সম্যক্ উচ্চধ্বনি-বিশিষ্ট।

সমুদয় (আচ ১৩।১২৭) সমূহ, ২ আনন্দনাশ-সহিত। ৩ (বিন্দু ৮) সম্যক্‌প্রকারে উদয়ম্ভল। [৪ যুদ্ধ, ৫ দিবস]।

সমুদাচার (গোচ পূর্ব ৩০।৩২) সম্যক্ আচার, ২ অভিপ্রায়। ৩ সদাচার।

সমুদায় (গোচ উত্তর ৫।৫৬) যুদ্ধ, ২ সমূহ, ৩ পৃষ্ঠস্থায়ি-সৈন্যাদি।

সমুদিত (আচ ১২।২১) সম্মিলিত। [২ সম্যক্ কথিত]।

সমুদিতি (সক জী ২।৩) সমূহ।

সমুদিত্বর (চৈনা ৭।২০) সম্যক্‌প্রকারে উদিত বা কথিত।

সমুদ্গক (চৈকা ৩।৭৮) সম্পুট, পাত্রবিশেষ। ২ (অকৌ ৭।৮) সমগ্র শ্লোকাবৃত্তিরূপ যমক। ৩ (হ ২০।২৪৯) ভূমির পরিমাণের এক নবমাংশ উচ্চ, অঙ্গুলিপুট-সংস্থান পঞ্চাণ্ডকে সুমণ্ডিত ও সর্বথা ষোড়শাস্র প্রাসাদকে 'সমুদ্গক' বলে। ইহার দুই পার্শ্বে চন্দ্রশালা থাকে।

সমুদ্ভব (অকৌ ২।১) বীজ। [২ সমুৎপত্তি]।

সমুদ্র (ভা ১০।৭৪।৩৭) মুদ্রার সহিত বর্ত্তমান, পাষণ্ড। [২ সাগর] -**ততা** (ছ পরি ৭৪) উনবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ। -**নবনীত** (অকৌ ১০।১২) কৌস্তুভ। [২ চন্দ্র]। -**পত্নী** (ভা ১।১৯।১৫) গঙ্গা। [২ নদী]।

সমুদ্বহ (হলী ১০।২৩) বিবাহ। [২ শ্রেষ্ঠ]।

সমুন্ন (মালা বি° ৬) সম্যক্ আদ্র'।

সমুন্নদ্ধ (ভা ৪।১৭।৩৩) সমুৎকট, ২ প্রবল। ৩ গর্বিত, ৪ পণ্ডিতম্মন্য।

সমুন্নাহ (ভা ৫।১৬।৭) উচ্চতা।

সমুপযোষম্ [ব্য] হর্ষে, ২ ভাগ্যে।

সমুপস্থান (ভা ৬।৯।৪৫) উৎকৃষ্ট স্তোত্র—স্বামী।

সমুপাচ্ছাদ (হরি ৫।৪৩৭) [সম্+উপ+আঙ্—ছদ সম্বরণে+ঘ] সম্যক্ রূপে আচ্ছাদক বস্ত্রাদি।

সমুল্লাস (নাম ৩।১৮) সম্যক্ প্রকাশ।

সমুল্লাসিত (বিনা ১।৩১) বর্দ্ধিত।

সমূঢ় (মালা ছ ৪) প্রাপ্ত। ২ (আচ ১০।১৪৪) পূজিত। ৩ রাশীকৃত, ৪ ভুগ্ন, ৫ কৃতবিবাহ। -**বয়স** (উ ২।১১) যৌবন-প্রাপ্ত।

সমূহ (আচ ১।৯৮) সম্যগ্ বিতর্ক, ২ নিকর।

সমূহন (ভা ১১।২৭।৩৩) একত্রীকরণ —স্বামী। ২ (হ ৩।১৩৫) মার্জনী-দ্বারা তৃণাদির অপসারণ।

সমূহ্য (হরি ৫।১৭৬) [সম্—উহ্+ণ্যৎ] যজ্ঞাগ্নি। ২ (আচ ৯।৫) তর্কগম্য।

সমৃদ্ধ (গোলী ১০।৮৪) পূর্ণ। শোভা-সম্পদ্‌যুক্ত।

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ (উ ১৫।২০৬) সুদূরপ্রবাস বশতঃ নায়কনায়িকা উভয়েরই পারতন্ত্র্যপ্রযুক্ত দুর্লভ দর্শন ঘটিলে (তৎপরবর্ত্তী মিলনে) যে উপভোগাতিরেক হয়, তাহাই 'সমৃদ্ধিমান্'। শ্রীজীবপ্রভুর মতে ব্রজে স্বকীয়াভাবে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়, শ্রীবিশ্ব°-মতে কিন্তু সুদূর প্রবাস মাধুর-বিরহান্তে ললিতমাধবোক্ত ঘটনাবলম্বনে নববৃন্দাবনের মিলনেই উহার প্রকৃত স্থল।

সমেখল (ভা ১০।৭২।৩৪) যুদ্ধাঙ্গন —স্বামী।

সমেত (আচ ৬।৫৪) প্রাপ্ত।

সমেধ (আচ ১৭।২০) বর্দ্ধিষ্ণু।

সমেধা (গোচ উত্তর ৩৭।২১৫) সম্যগ্ বুদ্ধি।

সম্পক্কেষ্টক (রত্না ৫।২৯৬৪) তাল-বিশেষ।

সম্পত্তি (ভা ১।৩।৩৬) সাক্ষাৎ লাভ। ২ (গোভা ৪।৪।১৬) উৎক্রান্তি। ৩ (গোভা ৪।২।১) মিলন, সংযোগ। ৪ (ভজ ১৯।৬) ভগবদ্‌বিভূতি। ৫ ষড়্‌বিধ ভগবদৈশ্বর্যের অন্যতমা 'শ্রী'। ৬ (বৃভা ১।৬।২০) সম্পন্নতা।

সম্পৎপতি, সম্পৎপত্নী (হরি ৭।২১৮) [সম্পদাং পতিরিতি] লক্ষ্মী।

সম্পদ্যমান (ভা ১।৯।৪১) মিলিত —স্বামী।

সম্পন্ন (ভা ১।৯।৩৪) ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্ত —স্বামী। ২ লব্ধব্রহ্মানন্দ-সম্পত্তি।

৩ ভগবানে মতিমান্ ধনী—বি। ৪ (ভক্তি ৩৩৯) ফলপ্রদ। ৫ (আচ ৮।১৭১) শোভাসম্পত্তিযুক্ত। ৬ (গোভা ১।৩।১৫) লীন। **-সম্ভোগ** (উ ১৫।১৯৯) কিঞ্চিদ্দূরপ্রবাসের পরে কান্তের সহিত মিলনে যে সম্ভোগ হয়, তাহা আগতি ও প্রাদুর্ভাব-ভেদে দ্বিবিধ।

সম্পরায় (গোভা ৩।৩।২৮) [সং-পরা যন্তি তত্ত্বান্যস্মিন্] যাঁহাতে সকল তত্ত্বের মিলন হয়, সেই ভগবান্। ২ (গোভা ৩।১।১৪) শ্রীহরিলোক। [৩ যুদ্ধ, ৪ আপৎ, ৫ উত্তর কাল]।

সম্পরেত (ভা ১।৯।৪৩) সম্যক্ যুক্ত—স্বামী। ২ [সম্যক্ পরং পরমেশ্বরমিতঃ প্রাপ্তঃ] প্রাপ্ত-পরমেশ্বর—বি।

সম্পর্ক (সিন্ধু ২।১।২৭০) সুরত-সম্ভোগ, ২ সংপৃক্তি। ৩ (প্রীতি ১১১) পরম্পরা সম্বন্ধ।

সম্পর্কী (হরি ৫।৩৩০) [সং—পৃচ্ + ঘিণুন্] সম্পর্ক-বিশিষ্ট।

সম্পা (আচ ১০।৫৯) বিদ্যুৎ।

সম্পাক (আচ ৯।৭) শোণালু বৃক্ষ। [২ ধৃষ্ট, ৩ লম্পট, ৪ অল্প]।

সম্পাত (গোচ উত্তর ৩১।৭৭) সমূহ। ২ (গোভা ৩।১।৮) [সম্পতন্ত্যনেন স্বর্গমিতি] যাহাদ্বারা জীবের স্বর্গ-গমন হয়, সেই কর্ম। ৩ (গোতা ১।১১) মিলন—জী। ৪ সম্পর্ক—বল।

সম্পাদী (হরি ৭।৮১৩) [সম্পদঃ সম্পত্তিঃ শোভা অস্যাস্তীতি] শোভিত। ২ (বৃভা ১।৪।৪৬) সম্পাদনশীল।

সম্পারক (মালা মথুরা ৩) সম্যক্ পূরণকারী।

সম্পিৎসা (গোচ উত্তর ১১।২৬) সম্যক্ পতনেচ্ছা।

সম্পুট (ভাবনা ৭।১৬) কৌটা। ২ (যাগ ৯।২৫) কুরুবক।

সম্পূর্ণফলপ্রদ (হ ৩।৬৪) কলিযুগে বেদোক্ত কর্মসমূহের ফল-বিষয়ে ন্যূনাতিরিক্ততা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু শ্রীহরি-স্মরণই সর্বথা সম্পূর্ণফলদ।

সম্পূর্ণা (হ ১২।৩১৫—৩১৭) প্রতি-পদাদি তিথিসমূহ যদি সূর্যের এক উদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরুদয়-যাবৎ ষষ্টিদণ্ড থাকিয়াই নিবৃত্ত হয়, তবে তাহারা 'সম্পূর্ণা' হয়। একাদশী কিন্তু এই নিয়মের বহির্ভূত। একাদশী সূর্যোদয়ের পূর্বেও দুই মুহূর্ত্ত-ব্যাপিনী হইয়া পরদিন ষষ্টিদণ্ড ভোগ করিলেই 'সম্পূর্ণা' হয়, এই দিনেই উপবাস বিধেয়। বিদ্ধা দিনে উপ-বাসাদি সর্বথাই ত্যাজ্য। **-একাদশী** (হ ১২।৩২৩) সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া যদি ৬০ দণ্ড একাদশী থাকে, তবে তাহাকে 'সম্পূর্ণা' বলা যায়। এস্থলে একাদশী তিথি সম্পূর্ণা-সংজ্ঞক হইলেও কিন্তু 'হরিবাসর'-বাচ্য নহে বলিয়া ইহা ত্যাগ করিবে।

সম্প্রজ্ঞাতসমাধি (সিন্ধু ৩।১।৩৬) যোগের প্রথম অবস্থা। ইহাতে ব্যুত্থান-বৃত্তির তিরোধান হয়। সমাধি সংস্কার হইতে ব্যুত্থান সংস্কারলোপ এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিদ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্ধান করিতে হয়।

সম্প্রতিপত্তি (গোচ পূর্ব ২১।৪৫) উত্তর, ২ স্বীকার।

সম্প্রতিমুক্ত (ভা ৫।২৪।২৩) সম্যক্ বদ্ধ—স্বামী।

সম্প্রতীত (ভা ১০।১৫।৫১) সদ্যঃপ্রাপ্ত।

সম্প্রদান (হরি ৪।৮৮) ক্রিয়ার সম্বন্ধান্বিত দানযোগ্য পাত্র। পুন-র্গ্রহণের ইচ্ছাত্যাগপূর্বক স্বেচ্ছায় দানক্রিয়াদ্বারা বাক্য-মধ্যে যে পদ সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাই সম্প্রদান কারক।

সম্প্রদায় (গোচ পূর্ব ৩১।২৫) সমাজ, ২ দানপাত্র, ৩ সম্যক্প্রকারে দান। ৪ (মালা গোপিকাগীত) মার্গ-প্রবর্ত্তক। ৫ (গোভা ১।১।১ টী) শ্রীগুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ বা শিষ্য-পরম্পরায় অবতীর্ণ উপদেশ। অমর-কোষে 'আম্নায়' বলে। আদি গুরু ব্রহ্মা হইতে শিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যাই আম্নায়। এই আম্নায় একমাত্র সৎসম্প্রদায়েই লভ্য। যাঁহারা বেদ ও বেদমূলক পুরাণাদি-শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন, তত্তৎশাস্ত্রবাক্যে যাঁহাদের অটল বিশ্বাস, অলৌকিক তত্ত্বের স্বরূপ-নির্ণয়ে ও উপাসনাদি-বিষয়ে একমাত্র বেদই যাঁহাদের মুখ্য প্রমাণ, লৌকিক প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণনিচয়ের অত্যন্ত অবিষয় পরম তত্ত্বই যাঁহাদের আরাধ্য, কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি—এই বৈদিক তত্ত্বত্রয়ে বা তাহাদের অন্য-তমে যাঁহারা একান্ত পরিনিষ্ঠিত, বৈদিক আচার্যের শ্রীচরণাশ্রয়ই যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া অবগত—তাঁহারাই বৈদিক সম্প্রদায় এবং তদ্বিপরীত হইলেই জড়বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক ও অবৈদিক। মুণ্ডকোপনিষদে (১।১।১, ১।২।১৩) শ্রীগুরুপারম্পর্যগত উপদেশ বা সৎ-সম্প্রদায়-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। উদ্ধবগীতায় (ভা ১১।১৪

৩—৮) শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক-রূপে ব্রহ্মাই লক্ষ্য।

পদ্মপুরাণ-মতে চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্বীকার্য। "অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি-পাবনাঃ॥" শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক-নামে এই চারি সংপ্রদায় বৈষ্ণবের আশ্রয় ব্যতিরেকে মন্ত্র সিদ্ধি হয় না। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ॥" এই চতুঃসম্প্রদায় অধুনা আচার্যদের নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। "রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥" অর্থাৎ শ্রী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামিকে এবং চতুঃসন নিম্বার্ককে স্বস্বসম্প্রদায়ের আচার্য বা অভিনব প্রবর্ত্তকরূপে স্বীকার করিয়াছেন। এই চারি সংপ্রদায়ের বৈষ্ণবগণই এক্ষণে ভারতবর্ষে দৃশ্য। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কিন্তু মধ্বাচার্য-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও বৈষ্ণব ধর্মের অভিনব সমুজ্জ্বল সিদ্ধান্ত প্রকটন করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইহাকে মধ্বাচার্যসম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন এবং 'শ্রীগৌরেশ্বর' বা 'শ্রীগৌড়েশ্বর' সম্প্রদায়-নামে খ্যাত বলিয়া থাকেন। ভাগবত সম্প্রদায়ের দ্বৈবিধ্য দীপিকা-দীপনীতে (ভা ১০।৮৭।১) দেখান হইয়াছে। 'সম্প্রদায়ো ভাগবতে দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ শেষো নারায়ণীরশ্চ তত্র শেষো যথোচ্যতে॥ শেষঃ সনৎকুমারায় শ্রীমদ্ভাগবতং জগৌ॥ সোঽপি সাঙ্খ্যায়নায়াহ মুনয়ে সংপ্রসাদিতঃ॥ পরাশরায় সোঽপ্যাহ মৈত্রেয়ায় জগৌ চ সঃ। বিদুরায়াথ মৈত্রেয়ো দ্বিতীয়োঽপি নিগদ্যতে॥ নারায়ণস্ত বিধয়ে শ্রীমদ্ভাগবতং জগৌ। নারদায় বিধিঃ প্রাহ ব্যাসায়াথ কলি-প্রিয়ঃ॥ ব্যাসঃ শুকায় মুনয়ে সোঽপি প্রাহ পরীক্ষিতে। তদৈব সূতস্তং শ্রুত্বা শৌনকায়াহ প্রশ্নতঃ'॥ -চতুষ্টয় (গৌগ ২১) কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক-নামে চারিটি সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পদ্ম-পুরাণের মতে ইঁহারাই ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণব। শ্রীরামানুজাচার্য শ্রীসম্প্র-দায়ের, শ্রীমধ্বাচার্য ব্রহ্মসম্প্রদায়ের, শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায়ের এবং নিম্বার্ক চতুঃসন-সম্প্রদায়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আচার্য।

সম্প্রধারণ (মাম ১।১১০) বিচার।

সম্প্রমাদ (মুক্তা ৭।২৩) ভক্তিসাধন-সমূহের অভাবনা—কৈ।

সম্প্রমোষ (ভা ৬।৪।২৬) নাশ।

সম্প্রয়োগ (অকৌ ৫।৩) স্ত্রীসম্ভোগ। [২ অন্বয়, ৩ ইন্দ্রিয়বিষয়-সম্বন্ধ]।

সম্প্রয়োগী (ভাবনা ২।৪৪) কন্দর্প-ক্রীড়াসক্ত। ২ কামুক, ৩ সংপ্র-যোজক।

সম্প্রসাদ (প্রীতি ৫) শ্রীভগবানের অনুগৃহীত মুক্ত জীব। ২ জীবমাত্র। ৩ সম্যক্প্রসন্নতা।

সম্বন্ধ (ভক্তি ১) প্রতিপাদ্য বস্তু ও প্রতিপাদক শাস্ত্রের মধ্যে সংযোগ। ২ (উ ১৪।১৭) কুল, রূপ, শৌর্য ও সৌশীল্য প্রভৃতি সামগ্রীর গৌরব। ৩ (ভা ১০।৪৫।১৫) বৈবাহিক বিধিদ্বারা সংযোগ। ৪ (হরি ৪।৯) [ভেদ্য] বিশেষ্য ও [ভেদক] বিশেষণ—এই উভয়ের মধ্যে আর্থিক যোগ। ইহা চারিপ্রকার, স্বস্বামী—(১) বিষ্ণুর ভৃত্য। (২) জন্যজনক—হরির পুত্র। (৩) অবয়বাবয়বী —শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম, (৪) স্থান্যাদেশ—উপধার দীর্ঘত্ব। -গুপ্তি (গোলী ১৮।২২) প্রহেলিকা-ভেদ। -রূপা ভক্তি (সিন্ধু ১।২। ২৮৮) শ্রীকৃষ্ণে পিতৃত্বাদির অভিমান অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের পিতা, মাতা, সখা, দাস ইত্যাদি মননই— সম্বন্ধ-রূপা' ভক্তি।

সম্বন্ধানুগা ভক্তি (সিন্ধু ১।২।৩০৫—৩০৭) যে ভক্তিতে পিতৃত্ব ও সখ্য প্রভৃতি সম্বন্ধের বিশেষ চিন্তা করাইয়া সাধকের নিজস্বরূপে ঐজাতীয় চিন্তা আরোপ করায় অর্থাৎ আমিও শ্রীকৃষ্ণের পিতৃবৎ লালনকর্ত্তা, সখাবৎ বিশ্রম্ভপাত্র ইত্যাদি অভিমান ঘটায়। বাৎসল্য ও সখ্যাদিতে লুব্ধ সাধকগণ ব্রজেন্দ্র ও সুবলাদির ভাব, চেষ্টা ও পরিপাটী গ্রহণ করত (ব্রজেন্দ্রত্বাদির অভিমানে নহে—জী) সাধক ও সিদ্ধদেহে [মু] শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। বক্তব্য এই—পিতৃত্বাদির অভিমান দ্বিপ্রকারে সম্ভব হয়, (১) স্বতন্ত্রভাবে (আনুগত্যে) এবং (২) শ্রীকৃষ্ণের পিতা বা সখাদির সহিত অভেদ-ভাবনায়—দ্বিতীয়টি কিন্তু অহংগ্রহোপাসনাবৎ গর্হিত। বি—সাধকদেহে ব্রজেন্দ্রাদির ভাব-চেষ্টাগ্রহণে সেবা হইতে পারে না, যেহেতু নিত্যসিদ্ধ সুবলাদি সখাগণ-কর্তৃক অকৃত শ্রীগুরুপদাশ্রয়, একাদশী ব্রতাদি সাধকদেহে না করিলে অপরাধ হইবে; সুতরাং সিদ্ধদেহে মানসীসেবার উদ্দেশ্যেই ব্রজেন্দ্র-

সুবলাদির ভাবচেষ্টাদির অনুসরণ করিতে বলাই তাৎপর্য।

সম্বন্ধিতত্ত্ব (তত্ত্ব ৩১) স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

সম্বন্ধী উদ্দীপন (উ ১০।৬১, ৭৫—৭৬) লগ্ন ও সন্নিহিত-ভেদে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী উদ্দীপন দ্বিবিধ। **লগ্ন** উদ্দীপন—বংশী, শৃঙ্গীরব, গীত, সৌরভ, ভূষণধ্বনি, পদাঙ্ক, বীণাদির রব, শিল্প-কৌশল। **সন্নিহিত**—নির্মাল্যাদি, ময়ূরপিচ্ছ, গুঞ্জা, গিরিধাতু, ধেনু, লগুড়ী, বেণু. শৃঙ্গ, প্রিয়তমের প্রিয়জনের অবলোকন, গোধূলি, বৃন্দাবন, কৃষ্ণাশ্রিত খগ-মৃগাদি, গোবর্দ্ধন, যমুনা এবং রাসস্থলী প্রভৃতি। সকল উদ্দীপনের মধ্যে মুরলীরবই শ্রেষ্ঠ।

সম্বন্ধোক্তি (তত্ত্ব ২৩) শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

সম্বর (মালা মুমু ২৬) বিনাশ। ২ (ভা ৬।১০।১৯) অসুরবিশেষ। ৩ (আচ ১।১৩৩) মৃগবিশেষ। ৪ (আচ ১৫।২৪০) জল। ৫ (উ ১০।৫৫) সম্বরণ। ৬ (গোভা ২।২। ৩৩) [জৈনমতে] বিবেক-আচ্ছাদক অবিবেক। ৭ (মালা নামকরণ) আচ্ছাদন। [৮ সেতু, ৯ পর্বতভেদ, ১০ জৈনভেদ]।

সম্বরণ (ভা ৮।১৩।১০) সূর্যকন্যা তপতীর স্বামী ও ঋক্ষের পুত্র।

সম্বল (চৈচ মধ্য ৪।১৫২) পাথেয়, পথখরচ। [২ জল]। **-ন** (গোচ পূর্ব ৩।২০) মিলন। **-সঙ্কোচ** (চৈভা আদি ৮।১৭৯) অর্থাভাব।

সম্বাধ (মালা গোবিন্দ ১৪) আবৃতি ২ (লনা ১।৩৩) সঙ্ঘর্ষ, ৩ নিবিড়। ৪ (আচ ৮।৩৭) সম্যক্ পীড়া। ৫ (লনা ৪।২৪) সঙ্কীর্ণ পথ। [৬ ভগ, ৭ নরকবর্ত্মভয়]।

সম্বাধন—দ্বারপাল, ২ শূলাগ্র, ৩ সম্যক্ পীড়ন, ৪ ভগ।

সম্বাধীকৃত (বিনা ১।১৯) সঙ্কীর্ণ।

সম্বুদ্ধি (রত্ন ৪।৩১) সম্বোধন। ২ সম্যক্ বোধ।

সম্বোধন (হরি ৪।৮) আহ্বান, অভিমুখীকরণ। ২ সম্যক্ জ্ঞান।

সম্ভর্ত্তা (সস ভগ ১০) পোষক।

সম্ভলগ্রাম (ভা ১২।২।১৫) শ্রীকল্কি-দেবের আবির্ভাবস্থান। **সম্ভলী**—কুট্টিনী।

সম্ভব (গীতা ৪।৬) আবির্ভাব, ২ (গীতা ১৪।৩) উৎপত্তি। ৩ (চৈত ১১।১৪।২১) জাতি। ৪ (সুধা ১৭) সাধুগণের ত্রাণের জন্য অপ্রচ্যুত-স্বভাববশতঃ যিনি মৎস্যাদিরূপে ভব অর্থাৎ প্রাকট্য স্বীকার করেন। ৫ (ভা ১০।১।২৩) যোগ্যতা—সনা। ৬ (কৃষ্ণ ১০৬) নিত্যাবির্ভাব, নিবাস। ৭ (গোভা ২।৩।৪১) প্রলয়কর। ৮ (ভগ ১৬) [ভূ প্রাপ্তৌ] ভক্তিসুখপ্রাপ্তি। ৯ (গোচ পূর্ব ৩।৯৬) মিলন। ১০ (স্ত ১।৩) যাহা চিন্তার অধীন, তাহাই 'সম্ভব' প্রমাণ; 'শতে দশকং সম্ভবতীতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনং সম্ভবঃ।'

সম্ভবিষ্ণু (ভা ৮।১৭।২৮) উৎপাদন-শীল—স্বামী। **সম্ভব্য**—কপিত্থ, ২ সম্যক্ ভাবী।

সম্ভার (ভা ১১।২৭।২৮) পূজোপ-করণ। [২ পরিপূর্ণতা, ৩ সমূহ, ৪ সম্ভূতি]।

সম্ভালন (গোচ পূর্ব ২।৭১) দর্শন। ২ (স্তব ১।১২) অন্বেষণ। ৩ (বৃভা ২।৬।৭৯) পরিজ্ঞান। ৪ (বিনা ৭।৩০) সামলান। ৫ (আচ ১।৫১) নিরূপণ। ৬ (গোলী ৬।৮১) রক্ষণ।

সম্ভাবন (অকৌ ৮।৩৭) বোধ, ধারণা। ২ (স্তব ৯।৪৪) মিলন।

সম্ভাবনা (অকৌ ৮।৩২) হেত্বন্তরের উপন্যাসদ্বারা বিতর্কণ।

সম্ভাবিত (নিবি ৬১) সমাদৃত। ২ (ভাবনা ২।২৬) বাসিত, ৩ সংস্কৃত। ৪ (ভা ৪।৩।২৩) সুপ্রতিষ্ঠিত। ৫ (ভা ৮।১৮।১৮) প্রত্যায়িত—বি। ৬ (স্তব ৯।৭১) সম্যক্ নির্ণীত। **-মতি** (ভা ৬।১৭।১৪) 'আমি মহাভক্ত' এইরূপ অভিমানী—বি।

সম্ভাবিতব্য (ভা ৫।৫।২৫) সম্মাননীয়।

সম্ভাবুক (মালা উৎ ৫১) অতিকুশল।

সম্ভাব্যমান (ভা ৩।২৫।৭) পূর্যমাণ—স্বামী। ২ সম্যক্ ক্রিয়মাণ—বি।

সম্ভিন্ন (বৃভা ২।৪।৭০) মিশ্রিত। [২ বিদলিত, ৩ সম্যক্ বিকসিত, ৪ ভেদান্বিত]।

সম্ভুত (সভা ১।৩৯৬) সত্য, ২ যুক্ত—বল। ৩ (গোচ পূর্ব ১৮।৩) মিলিত।

সম্ভূতি (ভা ৯।২৩।১২) বৈরাজের পত্নী ও অজিতের মাতা। ২ (ভা ১২।১৩।৩) সমাহার। ৩ সম্ভব। ৪ (ভা ১০।৭০।১০) বিভূতি। ৫ (ভা ৪।১৫।২) কলা—স্বামী। ৬ সম্যক্‌ভূতি সম্পত্তিরূপা লক্ষ্মী—বি। ৭ (ভা ৪।১১।১৪) জন্ম।

সম্ভৃত (ভা ২।৬।২৭) সম্পাদিত—স্বামী। ২ (ভা ১০।৮০।২৬) পূজিত।

৩ (ইং ১০।৪২২) পরিপুষ্ট, ৪ অতি বৃদ্ধ। ৫ (ভা ৩।১৬।২৬) সংবদ্ধ, ৬ সংস্পৃষ্ট। ৭ (হ ৮।১৩) শয়ড়া কাওাদি। ৮ (মালা গোবিন্দ ১৫) সম্যক্ ধৃত।

সম্ভৃতি (গোচ উত্তর ৩৭।১৯০) সম্যক্ পুষ্টি।

সম্ভৃতীকরণ (গোচ পূর্ব ১।৩) সংযোজন।

সম্ভেদ (গোচ উত্তর ১৪।১১) সঙ্গম। ২ (লনা ১।১৩) নদীর মিলন। [৩ সম্যক্ ভেদন, ৪ স্ফুটন]।

সম্ভোগ (সিন্ধু ৩।৫।৩৪) সম্মিলিত কান্ত ও কান্তার ভোগরাশি। ২ (গোভা ১।২।৮) সহ ভোগ। ৩ (বৃভা ১।৭।১২৬) যোগ। ৪ দ্বিবিধ—(১) প্রিয়জনদ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণসুখময় এবং (২) নিজ দ্বারা প্রিয়জনের ইন্দ্রিয়তর্পণ-ভাবনা-সুখময়। প্রথমটি কাম, যেহেতু নিজ হিতে উন্মুখ; দ্বিতীয়টি কিন্তু রতিই, কারণ প্রিয়জনের হিতে উন্মুখ। ইহাতেই প্রিয়জনস্পর্শসুখও অন্তর্নিহিত—জী। ৫ (উ ১৫।১৮৮—১৮৯) নায়িকা-নায়কের পরস্পর (বিষয়াশ্রয়ের) দর্শন ও আলিঙ্গনাদির সম্যক্‌রূপে [বাৎস্যায়ন ও ভরতের গ্রন্থে প্রোক্ত কলা-নীতি-বিধানে] যে সেবা (আচরণ), যাহাতে কেবল পরস্পরের সুখই তাৎপর্য, অথচ কামময় সম্ভোগ থাকে না, সেই উল্লাসময় ভাবকেই রসশাস্ত্রে 'সম্ভোগ' বলা হয়। মুখ্য ও গৌণভেদে ইহা দ্বিবিধ। -ভেদ (উ ১৫।২০৯) সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগ-চতুষ্টয় প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশভেদে দ্বিবিধ হয় বলিয়া কাহারও মত, ঐ দ্বিবিধ-ভেদ ইষ্ট হইলেও অতিশয় উল্লাসদায়ক নহে।

সম্ভোগানুভাব (উ ১৫।২২১—২২৪) সম্ভোগ-বিশেষের কার্যসমূহ—দর্শন, জল্প, স্পর্শ, পথ-রোধ, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনায় জলকেলি, নৌকাখেলা লীলাচৌর্য, দানলীলা, কুঞ্জাদিতে নিলীনতা, মধুপান, বধূবেশধারণ, কপটনিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখরাঘাত, বিম্বাধর-সুধাপান এবং সম্প্রয়োগাদি।

সম্ভোগেচ্ছা-নিদানা রতি (উ ১৪। ৪৫) সাধারণী রতির অবান্তর লক্ষণ। যখনই শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য নয়ন-গোচর হইয়াছিল, তখনই কুব্জার মনে স্বসুখতাৎপর্যবতী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল যে 'এই পুরুষের সহিত আমার সঙ্গ হউক'। তৎপরে 'যিনি আমাকে দর্শনমাত্রেই চাক্ষুষ-সম্ভোগে সমধিক সুখী করিলেন, আমি ইঁহাকে ক্ষণকালও সমুচিত সেবাবিধানে স্বাঙ্গ-সঙ্গদানে সুখী করিব—' এবম্ভূতা সঙ্কল্পময়ী রতিও হইয়াছিল। সুতরাং এই রতি সাক্ষাৎ দর্শনের পরে পরম্পরায় সম্ভূতা বলিয়া এবং সম্ভোগেচ্ছা-হেতুকা বলিয়া সম্ভোগেচ্ছার হ্রাসে রতিরও হ্রাস হয় বুঝিতে হইবে। ইহাতে তৃষ্ণা সর্বদাই পৃথক্‌ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়—ইহাই তাৎপর্য।

সম্ভোগেচ্ছাময়ী (সিন্ধু ১।২।২৯৮) 'কামানুগা' ভক্তির অনুগতা; বিশেষ কথা 'কামানুগা' শব্দে দ্রষ্টব্য। [সা ৯] শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন—"আমা হইতে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হউক"—এই বাঞ্ছাই সম্ভোগেচ্ছাময়ী।

সম্ভোগেচ্ছাবিশেষ (উ ১৪।৫৫) সমর্থা রতি স্বরূপসিদ্ধা এবং গুণাদি-শ্রবণ-নিরপেক্ষা হইয়াও প্রবলা বলিয়া বয়ঃসন্ধির পূর্ব হইতেই কোনও কোনও ব্রজবালায় এবং নন্দ-গ্রাম-নিকটবর্তিনী অন্যান্য ব্রজ-কুমারীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধূলি-খেলাদি-সম্পর্কে পরিচর্যাধিক্যেও (স্বরূপসিদ্ধা) রতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এইভাবে সামান্যরূপে রতি আবির্ভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণেই গাত্র প্রীতিমতী তাঁহাদের সর্বেন্দ্রিয়-বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণসুখেই তাৎপর্যবতী হইয়াছিল। বয়ঃসন্ধির আগমনে কামোদয়ে যে সম্ভোগতৃষ্ণা রতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া উদিত হইয়াছিল, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ-সুখতাৎপর্যময়ীই হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের সম্ভোগ-তৃষ্ণা ও রতির তাদাত্ম্যভাব সিদ্ধ হইল। এই অবস্থা হইতেই ইঁহাদের স্বাঙ্গ-সঙ্গদানের ইচ্ছাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-বিশেষোৎপাদনে সঙ্কল্পবতী গোপবালাদের রতি মধুরা এবং এই কারণেই সম্ভোগ-বাঞ্ছাটিও পৃথক্‌রূপে কদাচিৎ প্রতীত হয় না—বি।

সম্ভোজনীয় (ভা ১০।২০।২৯) সহ-ভোজনযোগ্য। ২ (ভা ১০।৪৯।২২) পোষ্য।

সম্ভ্রম (ভর ৩।১১) ভয়, ২ উদ্বেগ—পুরী। ৩ (মাম ৬।১১) আদর, ৪ গৌরব। ৫ (মাম ১।২৬) ত্বরা। ৬ (আচ ১২।২৯) আবেগ। ৭ (বৃভা ২।২।৫০) কর্তব্যানুসন্ধান। ৮ (ভা ১০।২৪।৩) ব্যগ্রতা, ৯ সম্যগ্‌ভ্রম—সনা। ১০ মহোদ্‌যোগ—বল। ১১ (নাচ ১৫৪) শত্রু ও ব্যাঘ্রাদি

হইতে জাত শঙ্কা। -প্রীত (সিন্ধু ৩।২।৫) দাসাভিমানি-জনদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে সম্ভ্রম-প্রধানা প্রীতি স্বোচিত বিভাবাদিদ্বারা পুষ্ট হইলে যে রস হয়, তাহাই সম্ভ্রমপ্রীত। দাসগণের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য-জ্ঞানেরই প্রাবল্য থাকে।

সম্ভ্রমী (বিনা ৩।৫২) ত্বরান্বিত, ২ আদরবান্।

সম্ভ্রান্ত (ভা ১০।৩৪।৭) শীঘ্রতায় ব্যস্ত—সনা। ২ (হংস ১২০) চঞ্চল।

সম্মত (ভা ১০।৪৬।১) অত্যাদৃত—সনা। ২ প্রমাণীকৃত-বচন—বি। ৩ (বৃভা ১।৬।২৮) পরম প্রিয়।

সম্মতি—অনুমতি, ২ অভিলাষ, ৩ আত্মজ্ঞান।

সম্মদ (গোচ উত্তর ৫।৫১) প্রচুর হর্ষ। ২ (মালা উৎ ৪৩) অতিদর্প।

সম্মর্দন (ভা ৯।২৪।৫৪) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভজ সন্তান।

সম্মাতুর—সতীপুত্র।

সম্মিত (গৌবি ১৯) তুল্য-পরিমাণ, ২ সদৃশ।

সম্মুখীন (হরি ৭।৮৬০) [সম্মুখং দৃশ্যতেঽস্মিন্নিতি খ] সম্মুখবর্ত্তী।

সম্মূর্ছন (গোচ পূর্ব ৩৩।২৬২) অভিব্যাপ্তি। [২ সম্যক্ বিস্তার, ৩ উন্নতি, ৪ মোহ]।

সম্মৃষ্ট—কৃত-মার্জন, ২ শোধিত।

সম্মোহ (ভা ১১।২৮।৩৭) ভ্রম—স্বামী। ২ অসম্যগ্ বিবেক—বি। ৩ (গীতা ২।৬৩) কার্যাকার্যবিবেকের অভাব।

সম্মোহন (বিনা ৪।৩৩) কামদেবের বাণবিশেষ।

সম্মোহিত (ভা ১।৭।৫) স্বরূপা-বরণে বিক্ষিপ্ত—স্বামী।

সম্মোহিনী (প্র ১।২৪) কৃষ্ণানু-রঞ্জিকা—বাগীশ। ২ (সিন্ধু ২।১। ৩৭০) বংশীর মুখচ্ছিদ্র ও স্বরচ্ছিদ্র দশাঙ্গুল ব্যবধানে থাকিলে সেই বংশীই 'সম্মোহিনী' বা 'মহানন্দা' নাম ধরে। এইটী কিন্তু মণিময়ী হয়।

সম্যক্ (বৃভা ১।১।২৩) যথার্থ, শোভন, ২ সঙ্গত। -সঙ্কল্প (ভা ১১।২৭।১১) পরমেশ্বর-বিষয়ক সঙ্কল্পবান্। -দর্শন (ভা ১।৫।১৩৮) সুষ্ঠু জ্ঞানবান্—বি, ২ যাঁহার দর্শনে অন্য লোক কৃতার্থ হয়, ৩ [দৃশ্যতে হনেনেতি দর্শনং শাস্ত্রম্] আত্ম-প্রসাদক পঞ্চরাত্রাদি ভক্তিশাস্ত্র-কৃৎ —বি। ৪ (ভগ ৮০) শ্রীভগবানের সাক্ষাদ্ দর্শনকারী—জী। -ব্রাহ্মণ (ভা ১০।২৪।২৭) বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ —সনা, জী। -যোগ (ভা ৩।২৪।২৮) ভক্তিযোগ—স্বামী। -ব্যবসিত (কৃষ্ণ ৫৩) পরম-রস-বিদগ্ধ। ২ (ভা ১০।১।১৫) সম্যঙ্ নিশ্চয়। ৩ (গীতা ৯।৩০) 'পরমেশ-সেবাদ্বারাই কৃতার্থ হইব'—এতাদৃশ সুন্দর অধ্যবসায়-বিশিষ্ট—স্বামী। ৪ 'দুস্ত্যাজ্য পাপের ফলে নরক বা তির্যগ্ যোনি যাহাই লাভ করি না কেন, কিছুতেই শ্রীহরিভজন ত্যাগ করিব না—'এই প্রকারে যিনি দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন—বি।

সম্যঙ্ (হরি ৫।২৮৯) [সম্—অঞ্চ্ +ক্বিপ্] সম্যগ্গামী।

সম্রাট্ (চৈভ ১০।৮৭।১৩) [সম্যক্ রাজত ইতি] শ্রীকৃষ্ণ। ২ (ভা ৫।১৫।১৪) মনুবংশ্য চিত্ররথের ভার্যা উর্ণার গর্ভে জাত পুত্র। ৩ (হরি ৬।৩৫৭) রাজা। ৪ রাজসূয়-যজ্ঞকারী সার্বভৌম নৃপতি।

সযুক্ (প্র ৪।১) সংযুক্ত।

সযুগ্বান্ (গোভা ১।৩।৩৪) শকটারূঢ়।

সযূথ্য (হরি ৭।৭০০) [সমানে যূথে ভব ইতি যৎ] সমযূথ।

সযোষণ (ভা ৩।১২।১৪) সস্ত্রীক—স্বামী।

সযৌন (বৃভা ১।৫।১০৫ টী) বিবাহ-সম্বন্ধ।

সর (আচ ১৫।১৭৫) দুগ্ধ ও দধির অগ্রভাগ। ২ (গোচ পূর্ব ১।৫৯) ক্ষরণশীল। [৩ সরোবর, ৪ লবণ, ৫ বাণ, ৬ ভেদন, ৭ গমন]।

সরক (হরি ৫।২১৫) [সৃ গতৌ+বুন্] ঐক্ষব মদ্য। ২ অবিচ্ছিন্ন পথিক-শ্রেণী। ৩(গোলী ১৪।৯৪) মদ্যপান। ৪ (ভাবনা ১৩।৩৬) মধু। [৫ গতিশীল]।

সরগুটিকা (কৃষ্ণা ২।১১৮) দুগ্ধনির্মিত ভোজ্য। [প্রস্তুতি-প্রণালী—ময়দা ময়ান দিয়া মাখিবে, খোয়া ক্ষীর শক্ত সর সহ মসলা দিয়া পূর করিবে, উহা ময়দার ভিতরে দিয়া গোল গোল একটু চেপটা করিয়া ঘৃতে ভাজিবে]।

সরঘা (ভা ৫।১৫।১৫) বিন্দুমানের পত্নী ও মধুর মাতা। ২ (অকৌ ৩।৩) মধুমক্ষিকা।

সরঙ্গ [সৃ+অঙ্গচ্] চতুষ্পাদ পশু, ২ পক্ষী।

সরজ (ভা ৩।২৩।২৪) মলিন—স্বামী। [২ সরাৎ জায়তে জন্+ড] নবনীত।

সরট (গোচ পূর্ব ১৯।৮৩) কৃকলাস।

সরট্—বায়ু, ২ মেঘ, ৩ কৃকলাস।

সরণ (হরি ৫।৩৩৬) [সৃ গতৌ+ ল্যুট্] গমনশীল। [২ গমন, ৩

লোহমল]।

সরণি (আচ ১২।১১৫) মার্গ। ২ (মালা উৎ ৩০) পংক্তি। [৩ প্রসারণী]।

সরণী (মালা ললিত ৫) পথ। ২ পংক্তি, ৩ প্রসারণী।

সরণ্যু—বায়ু, ২ মেঘ, ৩ জল, ৪ বসন্ত, ৫ অগ্নি]।

সরদুগ্ধকূপী (কৃষ্ণা ২।১১৪) দুগ্ধ ও চিনি একত্র জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া রাখিবে। ময়দা সঙ্গে ঘৃত ময়ান দিয়া মাখিয়া ছানা সঙ্গে একত্র করিয়া (ছানার ভাগ বেশী) রাখিবে। কিছু বড় এলাচ পরিমাণমত মিশাইবে। কদলীপত্রের উপরে উহা গোল গোল চেপ্টা চেপ্টা করিয়া ঘৃতে ভাজিবে। পরে উহা ঘন দুগ্ধের মধ্যে দিবে। অমৃতরসাবলী—অন্য নাম।

সরপাপড়ি—পুরীতে শ্রীজগন্নাথের বাল্যভোগের উপকরণ-বিশেষ। [প্রস্তুতি-প্রণালী—দুগ্ধ ফেনাইয়া ফেনাইয়া জ্বাল দিয়া নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে যে সর পড়ে, তাহাই 'সর-পাপড়ি']।

সরপুলি—শ্রীজগন্নাথের মধ্যাহ্ন-ভোগের উপকরণ-বিশেষ। [প্রস্তুতি-প্রণালী—বিউলি ডাল বাটিয়া তাহার সহিত লবণ, হিঙ্গ, কাঁচা জিরার গুড়া, আদাছেঁচা, গোটা গোটা গোলমরিচ, নারিকেলের কুচি এবং দুগ্ধের সর মিশাইয়া কলার পাতার উপর পুরীর ন্যায় প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া খণ্ড-গুড়া ছড়াইয়া দিবে]।

সরভস (গোলী ৬।২৮) সহর্ষ। ২ (বিনা ৫।১৯) ঔৎসুক্যের সহিত।

সরভাজিত (কৃষ্ণা ২।১১৮) সরভাজা।

সরমা (ভা ৬।৬।২৫) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের ভার্যা। ইঁহার গর্ভে শ্বাপদকুলের জন্ম হয়। ২ (ভা ৫।২৪।৩০) ইন্দ্রের দূতী। ৩ (বিনা ৫।৫৪) কুক্কুরী। [৪ বিভীষণের পত্নী]।

সরল (বৃভা ২।৬।২৭৩) অবক্র, ২ সর্বতঃ অপ্রসারী। ৩ উদার। [৪ পীতশাল, ৫ ধূপকাষ্ঠভেদ]।

সরলা (কৃগ পরি ১২৩) যাহার কাকলীতে কোকিলকুল লজ্জায় নীরব হয়, সেই বংশী। ২ (বিনা ৫।১৭) অকুটিল-স্বভাবা, ৩ সরল-জাতীয় বাঁশ (তেউড়)।

সরস (বৃভা ২।৩।১৮৪) কোমল, ২ অশেষ রসের সহিত বর্তমান। ৩ (মালা স্বয়মুৎ ১৪) অনুরাগযুক্ত। ৪ (কৃগ পরি ১০৪) শ্রীকৃষ্ণসভায় রসজ্ঞ ও তালধারী এবং সর্বপ্রবন্ধ-নিপুণ। ৫ (স্তব ৯।১৫) শব্দায়-মান। [৬ সরোবর, ৭ আর্দ্র]।

সরসিজগর্ভ (স্তব ১৪।৩) পদ্ম-কর্ণিকা।

সরসী (ছ ২।১৬৩) একবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ (উ ১০। ১৯) সরোবর, ৩ রসায়িত। **-রুহ** (গোচ উত্তর ১৮।৭০) পদ্ম। [২ সারসপক্ষী]।

সরস্ (ভা ১১।১৬।১৮) সরোবর। ২ জল]।

সরস্বতী (ভা ১।২।৪) বাগ্‌দেবী। ২ (ভা ৮।১৩।১৭) অষ্টম মন্বন্তরে সার্বভৌম-নামা ভগবানের মাতা ও দেবগুহের পত্নী। ৩ (ভা ১০।৭১। ২২) বদরিকাশ্রম-সন্নিহিতা পুণ্যতোয়া নদী। ৪ (চৈভা অন্ত্য ৫।৪৪৬) হুগ্‌লি জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের প্রান্তবাহিনী নদী—অধুনা লুপ্ত। ৫ (ভা ৩।১৬।১৩) বাক্য। ৬ (মাগ ৫।৫৮) স্ত্রীরত্ন। ৭ (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলিদ্বীপস্থা নদী। [৮ জ্যোতিষ্মতী, ৯ ব্রাহ্মী শক্তি, ১০ সোমলতা]। **-স্নান** (হ ১৩।২৩৮) গঙ্গাদি নদী পার হইয়া পরপারে স্নান করিতে হয়, কিন্তু সরস্বতী নদীতে প্রথমতঃ স্নান করিয়া পরপারে যাইতে হইবে। স্নান না করিয়া সরস্বতী লঙ্ঘন করিলে ধর্মহরণ হইয়া থাকে।

সরস্বান্ (আচ ২০।৯৩) [সরাংসি সন্ত্যস্য মতুপ্] সমুদ্র। ২ (হরি ৭।৯৬৭) সরোবর, ৩ নদ, [৪ রসিক]।

সরা—প্রসারণী, ২ নির্ঝর।

সরাগ বক্তা (ভক্তি ২০৩) [ধর্মবক্তা-শব্দ দ্রষ্টব্য]।

সরারি (আচ ১।১২১) জলচর পক্ষি-বিশেষ।

সরাব—জলাধার মৃণ্ময় পাত্র, ২ সশব্দ।

সরি [সৃ+ইন্] নির্ঝর।

সরিৎ (গোলী ১১।৮৭) নদী।

সরিল [সৃ+ইলচ্] জল।

সরু—খড়্গাদির মুষ্টি।

সরূপ (ভা ৪।৬।৪৩) অবিভক্ত—স্বামী। ২ তুল্য। ৩ (বৃভা ২।৬। ৫৫) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত পর্যটক গোপকুমার—শ্রীদাম সখার বংশ্য-ভূষণ।

সরূপা (ভা ৬।৬।১৭) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও ভূতের পত্নী, কোটি রুদ্রের প্রসূতি।

সরোচি (হ ৫।১৭১) সমান প্রভা-বিশিষ্ট।
সরোজ-নাথ (বিনা ৭।৬) সূর্য।
সরোজনি (আচ ৭।১০৬) পদ্ম। **-জনি** (আচ ৭।১০৬) ব্রহ্মা।
সরোজ-সুহৃৎ (উ ১৪।৮৪) সূর্য, ২ পদ্মতুল্য।
সর্ক [সৃ+ক] বায়ু, ২ মন, ৩ প্রজাপতি।
সর্গ (হলী ১।৩) অশরীর পুরুষ-শরীর-স্বীকার। ২ (ভা ২।১০।৩) পরমেশ্বর হইতে গুণত্রয়ের পরিণাম-হেতু মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত—এই সকলের বিরাট্-রূপেও স্বরূপতঃ উৎপত্তি। ৩ (গীতা ৭।২৭) [সৃজ্যত ইতি] স্থূলদেহোৎপত্তি—স্বামী। ৪ (গীতা ১৪।২) সৃষ্টিকাল। ৫ (আচ ১২। ৬০) সৃষ্টি। ৬ (গোচ উত্তর ৪। ১৯) উৎসাহ। ৭ (আচ ১৫।২২) নিশ্চয়। ৮ (সস কৃষ্ণ ৯) প্রাদুর্ভাব। ৯ (গীতা ৫।১৯) সংসার। [১০ কাব্যাদির পরিচ্ছেদ]। **-ক্রম** (ভা ৩।২০।৪৯) অবিদ্যা, বনস্পতি-বৃক্ষাদি, সর্পাদি, গো-মহিষাদি, যক্ষ-রাক্ষসাসুর-কিন্নর-কিম্পুরুষাদি, সনকাদি-মরীচ্যাদি, মনুষ্য, মনুপ্রভৃতি—বি। **-বন্ধ**—মহাকাব্য।
সর্গাধার (হলী ৩।৪) সৃষ্টির আধার-স্বরূপা পৃথিবী।
সর্গ্য (গোচ পূর্ব ৩৩।১৫) উৎপাদ্য।
সর্জক (গোচ উত্তর ৫।৪৫) সৃষ্টিকর্তা। [২ পীতশাল, ৩ শালবৃক্ষ]।
সর্জন [সৃজ্+ল্যুট্] সৃষ্টি, ২ সৈন্য-পশ্চাদ্ভাগ।
সর্প (মাম ৭।৬৬) গমন। ২ (ভা ৪।১৭।২২) ফণাযুক্ত সরীসৃপ। [৩ নাগকেশর]। **-ঘট-পরীক্ষা** (বিনা ৩।৩১) ঘটস্থিত বিষাক্ত বৃদ্ধ সর্পের মণিহরণে নিযুক্ত পরীক্ষার্থীর প্রতি সর্পের ক্ষোভ না হইলে পরীক্ষায় উত্তরণ হইল বলিয়া বিচার। **-তোয়** (উস ১৪) কালীয় হ্রদ। **-লয়** (গি ৭।৪ টী), **-স্থান** (স্তব ৮। ৯৫) শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ অঘাসুর-বধের স্থান—'সপৌলি'।
সর্পাশন (গোচ পূর্ব ১৩।৫১) গরুড়। ২ ময়ূর।
সর্পিঃ (ভা ৩।১২।১৩) ঋতধ্বজ রুদ্রের পত্নী। ২ (ভা ১১।২৭।৩১) ঘৃত।
সর্পিষ্ক (গোলী ৩।৪০) ঘৃতপক্ক।
সর্পীষ্ট—চন্দন।
সর্ব (চন্দ্রা ৩০) সকল, ২ কৃষ্ণ। ৩ (সুধা ১৭) [সরতি গচ্ছতি ব্যাপ্নোতীতি সরতের্বন্] ব্যাপক। ৪ (গৌবি ৯০) মহাদেব। **সর্বং-সহ।** (গোচ উত্তর ৩২।৪৬) পৃথিবী। ২ যে নারী সকল অত্যাচার সহ্য করেন। °**কর্মা** (গোভা ১।২।১) বিচিত্রনানালীলাশীল—বল। ২ (সস ভগ ৪৫) ভগবান্। **-কলা** (আচ ৮।৬০) সর্বাংশ। **-কান্তি** (চৈচ আদি ৪ ৯২) সর্বলক্ষ্মীগণের সৌন্দর্য ও কান্তির আকর, ২ শ্রীকৃষ্ণের সর্ববাঞ্ছাপূর্ত্তি-কারিণী শ্রীরাধা। **-কাম** (ভা ৯।৯।১৭) সূর্যবংশ্য ঋতুপর্ণের পুত্র। ২ (সস ভগ ৪৫) পরিশুদ্ধ যাবতীয় কামের আস্পদ। ৩ (রত্ন ১৬০) নিখিলভোগ-সম্পন্ন। **-কামধুক্** (ভা ১০।৮৮। ২৯) সর্বপুরুষার্থহেতু—স্বামী। ২ সকল মনোরথের পূরক। **-কারণ-কারণ** (ব্র ১) শ্রীকৃষ্ণ। **-কালজ্ঞ** (হ ১।৪৭) পঞ্চরাত্র-বিধানোক্ত পঞ্চকাল যিনি জানেন—[পঞ্চকাল—নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল]। **-কিল্বিষ** (গীতা ৩।১৩) পঞ্চসূনাদি-কৃত পাপ। [পঞ্চসূনা—কণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভ ও মার্জনী]। **-কেশী** [অভিনেয়ানাং সর্বেষামিব কেশোঽস্ত্যস্ত ইনি] নট। **-ক্ষার**—সাবান [Soap]। **-গ** (গোভা ১।২০) সর্বব্যাপক—জী, বিভু—বল। [২ জল, ৩ শিব, ৪ বায়ু, ৫ পরমেশ্বরী। **-গত** (ভগ ৩) অপরিচ্ছিন্ন। ২ (গীতা ২।২৪) সর্বত্রগামী—স্বামী। ৩ (প্রীতি ৫) অখণ্ড দেহে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। ৪ (ভা ১০।৮৭।৩০) সকলকে প্রাপ্ত, ৫ সকলের সহিত সঙ্গত—প্রবো। ৬ (ভা ৯।২২।৩১) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের পত্নী কালীর গর্ভজ পুত্র। **-গন্ধ** —গন্ধদ্রব্যসমূহ ; 'চাতুর্জাতক-কর্পূর-কক্কোলাগুরু-কুঙ্কুমম্। লবঙ্গ-সহিতঞ্চৈব সর্বগন্ধং প্রকীর্ত্তিতম্'—ভাবপ্রকাশ। **-গুণ** (ভগ ৯৮) ভগবান্—জী। **-গুণ-বিন্যাস** (ভা ৪।২৩।১৮) মহত্তত্ত্ব—স্বামী। **-গুহাশয়** (ভা ১০।৩।৯) সকল জীবের অন্তঃকরণ ও শ্রীবৈকুণ্ঠাদি সুগুহ্যস্থানে বিহারী শ্রীহরি। **-গ্রন্থি** —পিপ্পলীমূল। **-গ্রহ-ভয়ঙ্কর** (ভা ১০।৬।২৬) শ্রীবিষ্ণু। **সর্বঙ্কষ** (হরি ৫।২৫১) [সর্ব-কষ হিংসায়াং খ] সর্বনাশন, ২ দুষ্ট ব্যক্তি। [৩ পাপ, ৪ সর্বাতিশায়ী]। **সর্বঙ্গিল** (গোচ

উত্তর ২।৬৫) সকলকে যে গিলে। °জনীন (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৯৫) সর্বজন-সম্বন্ধীয়। ২ সর্বজন-হিতকর। ৩ সর্বত্র বিখ্যাত। -জীব (ভা ১০।১৬।৩৫) সকলের জীবনদাতা, স্বামী। ২ সর্বজীবের মন্দির—বি। -জীবী (হরি ৭।৯৮৬) [সর্বজীব মত্বর্থে+ইনি] সর্বজীবযুক্ত। -জ্ঞ (সিন্ধু ২।১।১৮২) পরচিত্তস্থিত এবং দেশকালাদির ব্যবধানযুক্ত হইলেও যিনি সকল বিষয় জানেন। ২ (চৈচ মধ্য ২০।১২৭) জ্যোতিষী, গণক। ৩ (চৈত ১০।১।১২) [সর্বাত্মকত্বাৎ সর্বঃ শ্রীকৃষ্ণস্তং জানাতীতি] সর্বাত্মক-শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা। ৪ (বৃভা ২।১।৪) ত্রিকালজ্ঞত্ব-সিদ্ধিমান্। ৫ শ্রীধরস্বামি-কথিত ভাষ্যকার এবং সূক্তকার। **সর্বজ্যোপজ্ঞম্** (হরি ৬।১৪৫) বেদ। **সর্বতঃশুভা** প্রিয়ঙ্গুলতা। **সর্বতশ্চক্ষু** (সুধা ৮০) অনুরাগের সহিত সর্ব-ভক্তের প্রতি দ্রষ্টা। -তেজাঃ (ভা ৪।১৩।১৪) পুষ্করিণীর গর্ভে জাত ব্যুষ্টের পুত্র। **সর্বতোভদ্র** (আচ ২০।১৮) সর্বদিকেই সুখকর, ২ চিত্রকাব্য-বিশেষ। [কাব্যাদর্শে ৩। ৮০] 'প্রাহুরর্দ্ধ-ভ্রমং নাম শ্লোকার্দ্ধ-ভ্রমণং যদি। তদিষ্টং সর্বতোভদ্রং ভ্রমণং যদি সর্বতঃ'॥ ৩ (হ ২০। ২৪৬) ষোড়শাণ্ডক-বিশিষ্ট, বিবিধ-রূপযুক্ত ও বহুশিখরান্বিত প্রাসাদ। ৪ (আচ ১০।১১১) গাম্ভারীকাষ্ঠময়। ৫ (ভা ৫।১৬।১৪) ইলাবৃত-বর্ষস্থিত দেবোদ্যান-বিশেষ, ৬ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ পর্বতবিশেষ। [৭ চতুর্দ্বারযুক্ত গৃহ-বিশেষ, ৮ প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে পূজ্যদেবের মণ্ডলবিশেষ]। **সর্বতোভদ্রা** (আচ ১০।১১১) গাম্ভারী বৃক্ষ। [২ নট-যোষিৎ]। **সর্বতোমুখ** (উ ৮। ১০৫) জল, ২ সর্বদিকে মুখ-বিশিষ্ট। ৩ সর্বদিগ্ বিচার। [আকাশ, ৫ শিব, ৬ ব্রাহ্মণ, ৭ পরমেশ্বর, ৮ অগ্নি]। **সর্বতোমৃত্যু** (চৈনা ৮। ৫৪) অবশ্য-মরণধর্মা। **সর্বত্রগ** (গীতা ১২।৩) সর্বব্যাপী। ২ বায়ু। °দর্শ (গোচ পূর্ব ৯।২১) সর্বদর্শী ২ ঈশ্বর। -দর্শন (ভা ১০।২৪।২) যিনি সকলকে স্বার্থে প্রবর্তিত করেন, ২ (ভা ১০।১৮।১৮) সর্বসাক্ষাৎকার-কারী, ৩ সর্বজ্ঞানদাতা, ৪ বৈশেষিকাদি দর্শন শাস্ত্রসমূহ যাঁহাতে তাৎপর্যরূপে বিদ্যমান—সনা। ৫ (সুধা ২৩) শাস্ত্র ও গুরুমুখে প্রতীত সর্ব বস্তুর স্বরূপ-গুণাদির প্রদর্শনকারক বিষ্ণু। -দর্শী (সুধা ৬১) সকল ভক্তকেই যুগপৎ দর্শন করিতে সমর্থ বিষ্ণু। -দা (কৃগ পরি ১৯৯) শ্রীরাধার প্রিয়া বাহিকা [ধেনু]। ২ [ব্য] সর্বকালে। -দুঃখাতিগ (রত্ন ৩।২) লিঙ্গদেহপর্যন্ত-ক্লেশমুক্ত। ২ (সুধা ৪) শ্রীবিষ্ণুর নিত্য আরাধক। -দৃক্ (ভা ১০।১৪।৩৯) সর্বজ্ঞ, ২ (ভা ১০।৮৮।৫) সকলের জ্ঞানের উপরি দ্রষ্টা বা সর্বজ্ঞানের অধিকদাতা —সনা। ৩ শিবব্রহ্মাদিরও জ্ঞান-দাতা পরমেশ্বর—জী। -দৃগ্ব্যাস (সুধা ৭৪) সর্বতো-জ্ঞানময় বেদের চারিভাগে বিভাগকৃৎ। -দেব (ভা ১০।৮৪।২৯) যাঁহাতে সকল দেবতা থাকেন, সেই বেদবিৎ ব্রাহ্মণ—স্বামী। ২ (ভা ১১।৫।২৬) ত্রেতা-যুগে ভগবানের নাম-বিশেষ। -দেবতা (ভা ১০।১।৫৬) ভগবানের আশ্রয়হেতু সর্বদেবময়ী—স্বামী। ২ সকলের পূজ্যা—সনা। ৩ মহা-ভগবচ্ছক্তি, দেবতাগণেরও দেবতা —জী। ৪ ব্রহ্মাদিরও দেবতা—বল। -দেবময় (ভা ১০।৪০।৯) সকল দেবের অন্তর্যামী—বল। -দেববাদী (রত্ন টী ৩।৭) বহ্বীশ্বর-বাদী, ২ সকল দেবতার সাম্যবাদী। -দ্র্যঙ্ (হরি ৫।২৮৬) [সর্বমঞ্চতীতি সর্ব অঞ্চু+ক্বিপ্] সর্বব্যাপক। -ধর্মকর্তা (ভক্তি ১৪৮) শ্রীবিষ্ণু-ভক্ত। স্কান্দে 'স কর্তা সর্বধর্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব!' -ধাম (চৈচ আদি ২।৯৪) সকলের আধার—শ্রীকৃষ্ণ। -ধুরীণ (হরি ৭।৬৭৬) [সর্বধুরাং বহতীতি] সকলভার-বাহক, ২ রথলাঙ্গলাদি-ভারবাহী। -নাম (হরি ২।১৬৬) নামের [বিশেষ্যের] পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ। সর্ব, বিশ্ব, অন্য, যুষ্মদ্, অস্মদ্, অদস্, এতদ্, ইদম্ ইত্যাদি। -নেত্র (হ ১৯।১৮৪) শ্রীবিষ্ণুলোকস্থ দিক্-পাল-নায়ক। -পাপকর্তা (ভক্তি ১৪৮) শ্রীবিষ্ণুর অভক্ত। স্কান্দে—'স কর্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবা-চ্যুত'! -ভাব (ভা ৩।৩২।২২) অতিপ্রীতি—স্বামী। ২ সর্বপ্রকার--জী। ৩ (১০।৬৪।২৯) সকলের জন্ম-কারণ—স্বামী। ৪ সকলের চেষ্টার হেতু, ৫ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সকলের প্রতি নিজ-পাদাব্জে প্রেমা —সনা। ৬ (সস কৃষ্ণ ৮২) সর্বেন্দ্রিয়-প্রবণতা। -ভূত (গীতা ১০।২০) সমষ্টি বিরাট; ২ ব্যষ্টি বিরাট—বি। -ভূতক্ষয় (হ ৩।

৩৪৬) যম। -ভূতাত্মা (ভা ১০।২৭।১১) সর্বভূতের প্রিয়—সনা। ২ নিখিল ক্ষেত্রজ্ঞের প্রবর্ত্তক—বল। ৩ (চৈত ১০।২৭।১১) [সর্বেষাং ভূঃ সত্তা তয়া উত আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য] যাঁহার শ্রীবিগ্রহে সকলের সত্তা গ্রথিত আছে, তিনি। ৪ (ভা ৫।১৯।২০) মাধুর্যদ্বারা সর্ব জীবের চিত্তাকর্ষক—বি। -ভূতাদর (ভক্তি ১০৫) অন্তর্যামিরূপে সর্ব ভূতে ভগবান্‌কে যথাশক্তি-দানে, দানে অসমর্থ হইলে মানেও মিত্রভাবে আদর করিবে। প্রথমতঃ উপাসনায় প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে সর্বভূতাদরই কর্ত্তব্য, কিন্তু ভক্তগণের প্রতি আদর-বাহুল্যই করিতে হইবে। সশ্রদ্ধ সাধকগণ কিন্তু সর্বত্র ভগবদ্‌বৈভব-স্ফূর্ত্তি হওয়ায় স্বতঃই সর্বভূতাদর করেন। জাতরতি সাধকগণের অহিংসা ও উপশম—স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। মহাভাগবতোত্তম কিন্তু চেতন ব অচেতন সর্বভূতে নিজাভীষ্ট ভগবানের সত্তা অনুভব করিয়া সর্ব-ভূতকেই ভগবদাশ্রিত-বোধে দর্শন করেন। ভগবদ্দৃষ্টিতে সর্বভূতে আদর করিলে অতি সত্বর অন্যত্র রাগ দ্বেষ নিবৃত্ত হয়। ভগবদ্ভজন-পরিহারে কেবল ভূত-দয়াতেই ভরত মহারাজের ভক্তিপথে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। ভা° ৩।২৯।১৫ শ্লোকে 'নাতিহিংস্র ক্রিয়াযোগ' বলিতে পত্র-পুষ্পাবচয়নরূপ যৎসামান্য ভূতহিংসাও দেখা যাইতেছে। ভক্তিরক্ষার অনুকূলে এবম্বিধ হিংসায় দোষ না হইয়া গুণেই পর্যবসিত হইতেছে; সুতরাং ভগবৎ-সেবার অনুরোধে উদ্ভিজ্জ জাতির যৎসামান্য অনাদর প্রকাশ পাইলেও কিন্তু অন্য ভূতের সর্বথা আদরই অভিপ্রেত। -ভূতাধিবাস (গোভা ১।১।১১) সর্বাশ্রয়—বি। -ভূতাবজ্ঞা (ভক্তি ১০৫) সর্ব জীবে ভগবানের সত্তা আছে, সুতরাং প্রাণিমাত্রেরই অবজ্ঞায় ভগবানেরই অবজ্ঞা করা হয়। ভজন করিলেও ভূতোদ্বেগদায়ীর প্রতি ভগবান্ আশু প্রসন্ন হন না; সুতরাং ভূতাবজ্ঞা সর্বদা সর্বথাই ত্যাজ্য। -মেধ (স্ত ২।৭) সোম [শতপথব্রা° ১৩।৭।৪।১]। ২ (ভা ২।৬।৪) সর্বযজ্ঞ—স্বামী। -যোগ-বিনি:সৃত (সুধা ২৪) প্রাকৃত সকল বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য বিষ্ণু। -রস (ভা ১০।৮৭।৩৪) পরমানন্দ। ২ সর্বসুখ-রূপ। ৩ (ভা ৪।২৪।৩৮) জল। [৪ শালরস, ৫ পণ্ডিত, ৬ বীণাদি-বাদ্য, ৭ লবণ]। -লক্ষণ-লক্ষণ্য (সুধা ৫২) দ্বাত্রিংশৎ-মহাপুরুষচিহ্নে অঙ্কিত। -লক্ষ্মীময়ী (প্র ১।২৪) নিখিল লক্ষ্মীগণের অংশিনী—বাগীশ। -লঘ্বী (বিরু ৯৬) বিরুদকাব্যে সর্বলঘুময়ী কলিকা। ব্রজবরতনুগণ রতিপরিচয়চণ তনুধৃত-দধিকণ নিজজন-পরিপণ ইত্যাদি। -লিঙ্গী—বেদবিরুদ্ধাচারী বৌদ্ধাদির চিহ্নধারী পাষণ্ড। -বিৎ (প্র ১।১৫) [সর্বং বিন্দতীতি] যিনি সকল বস্তুলাভ করিয়াছেন। ১ (গোভা ১।১।১) নিখিলকলাকুশল। -বিস্মারি-গন্ধা (উ ১৪।৫৩) ললনানিষ্ঠ-স্বরূপেই জাত হউক কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি যৎসামান্য বস্তুর লবলেশ হইতেই উদ্ভূত হউক, সমর্থা রতির সামর্থ্যই এইরূপ যে তাহাতে কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লোকলজ্জা প্রভৃতি সকল বাধাই বিস্মরণ করাইয়া থাকে। -বীজ (ভা ১০।২৭।১১) ভক্তিযোগ—সনা। -বীজী (হরি ৭।৯৮৬) [সর্ববীজ—মত্বর্থে+ইনি] সর্বকারণ-বিশিষ্ট। -বেদ (হরি ৭।৩৫২) সর্ববেদ-মধীতে বেদ বা] সর্ববেদাধ্যেতা' ব্রাহ্মণ। -বেদাঃ—সর্বস্ব-দক্ষিণক 'বিশ্বজিৎ'-যাগকারী। -সংস্থিতি (ভগ ৯৮) সর্বাধিষ্ঠানভূত শ্রীবিষ্ণু—স্বামী। -সঙ্গ (ভা ১১।২৮।২৯) পুত্রাদি সর্ব বিষয়ে আসক্ত—স্বামী। ২ (চৈত ১১।১২।২) সংসার। -সঙ্গাপহ (হ ১০।২৮২) বাহ্য ও আন্তর নিখিল আসক্তির নিরাসক। -সহ (ভা ৯।৫।৯) সর্ববল-স্বরূপ। ২ সর্বসহিষ্ণু। ৩ গুগ্‌গুল।

সর্বাংশী (চৈচ মধ্য ১৫।১৩৯) সর্ব-কারণ কারণ, স্বয়ং ভগবান্ অবতারী।

সর্বাকার (রত্ন ৮।২৯) ঈশ, জীব, প্রকৃতি, কাল, রূপ ও চতুর্দশ-ভুবনাত্মক ঈশতত্ত্ব।

সর্বাঙ্গসুন্দরী—শ্রীমৎ নারায়ণদাস কবিরাজ-কৃতা শ্রীগীতগোবিন্দ-টীকা।

সর্বাঙ্গীণ (ললা ৭।২৮) সর্বাঙ্গব্যাপক। -ক (আচ ১৪।১৩২) সর্বাঙ্গের সুখকর।

সর্বাণী (আচ।২।৬) শিব-পত্নী।

সর্বাত্মক (ভা ১।৩।৩৯) ঐকান্তিক।

সর্বাত্মভাব (খ্যা ৪) কায়মনো-বাক্য। ২ (ভা ১০।৪৭।২৭) একান্ত ভক্তি—স্বামী। ৩ কৃষ্ণে সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তির একনিষ্ঠা-জনিত প্রেমা—সনা। ৪ মহাভাব—বি।

সর্বাত্মা (ভা ১০।৩।১৭) সকলের

চেতয়িতা, ২ সর্বব্যাপক—সনা। ৩ সর্বান্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট। ৪ (ভা ১০।৪৭।২৯) সকলের উপাদান কারণ, ৫ সব প্রকার—সনা। ৬ সর্বপ্রযত্ন, ৭ সর্বপ্রকাশ—জী। ৮ (চৈত ১১। ৫।৪১) সর্বভাব। ৯ (ভা ১০।২৪। ৪) সর্বত্র আত্মদৃষ্টিশীল।

সর্বাধ্বনীন (গোচ পূর্ব ৩১।১৩৩) সর্বপথে গমনকারী।

সর্বাধ্যক্ষ (ভা ১০।১৬।৪৪) সকলের স্বামী—সনা। ২ সর্বপ্রত্যক্ষ—জী। ৩ যোগ্যফলদ—বি।

সর্বান্নীন (গোচ পূর্ব ২২।৯৩) [সর্বান্নানি ভক্ষয়তীতি] সর্বান্নভোজী।

সর্বাভিগম (ভা ৫।২৬।২১) পশ্বাদিরও উপগন্তা—স্বামী।

সর্বারম্ভ (গীতা ১৪।২৫) কেবলমাত্র দেহযাত্রাভিন্ন সকল কর্ম—বল।

সর্বারাধ্য (সিন্ধু ২।১।১৬৯) সকলের অগ্রপূজ্য।

সর্বেশ (রত্ন টী ৩।২৪) শ্রীবিষ্ণু।

সর্বেশান (ঐ ১।৫) সর্বাধীশ্বর।

সর্বেশ্বর (হরি ১২) চতুর্দশ স্বর। ২ (─── ৮) ['অশ্নোতেরাশুকর্মণি বরট্ চ' ইতি উ° ৭০৫] চক্ষুরাদি সর্বেন্দ্রিয়-ব্যাপক। ৩ (রত্ন ১।১) সার্বভৌম।

সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত (সিন্ধু ১।১।১২) অন্যাভিলাষিতাশূন্য।

সর্বৌষধি (মাম ৭।৩৬) মুরা, মাংসী, বচা, কুষ্ঠ, শৈলেয়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুস্তা।

সলক্ষণ চণ্ডবৃত্ত (বিরু ২১—৬৪) সলক্ষণ চণ্ডবৃত্তের প্রধানতঃ দুই ভেদ—নখ ও বিশিখ, নখের অবান্তর ভেদ বিংশতি ও বিশিখের পাঁচটি ভেদ আছে [তত্তৎশব্দে দৃশ্য]।

সলয় (আচ ১৫।২৬২) আলিঙ্গিত। ২ (চৈকা ৪।১২) বিলীন, অন্তর্হিতপ্রায়।

সলাঘব (বিনা ৭।৬) ব্যাকুলিত।

সল্লক্ষণ (সিন্ধু ২।১।৪৭) শ্রীকৃষ্ণশরীরে গুণোত্থ ও অঙ্কোত্থ-ভেদে দ্বিবিধ সল্লক্ষণ দেখা যায়। শরীরের স্থলবিশেষে রক্ততা ও তুঙ্গতা প্রভৃতিকে 'গুণোত্থ' এবং হস্তাদিতে চক্রাদি রেখাসমূহকে 'অঙ্কোত্থ' সল্লক্ষণ বলে।

সব (গোভা ৩।৩।৪) অথর্ববেদোক্ত সপ্তবিধ হোম--সৌর্যাদি শতৌদনান্ত। ২ যজ্ঞ, ৩ (সুধা ৯১) [স্তুতি দ্বৈতাদ্বৈত-ভ্রান্তিমিতি ষো+ড] একই অচিন্ত্য শক্তিবলে বহুমূর্তিতে প্রতিভাসিত। ৪ (আচ ৮।:৫৫) প্রসব, উৎপত্তি। ৫ (ভা ৩।৯।১৮) সংবৎসর।

সবন (রত্ন ২।২৭) মন্দ্র-মধ্য-তারস্বরগ্রাম-ভেদযুক্ত। ২ (আচ ১১। ২০৯) [ষু প্রসবৈশ্বর্যয়োঃ] উৎপাদন। ৩ (ভা ৩।৩৩।৬) সোমযাগ—স্বামী। ৪ (ভা ৫।২৩।৩) নিকট, মধ্য ও দূরবিভাগ। ৫ (হ ১৪।৩৯৮) স্নান। ৬ (ভা ৫।১।২৫) প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে ও বর্হিষ্মতীর গর্ভে জাত পুত্র। -বিৎ (ভা ১১।৩।৩৯) কালদ্রষ্টা, দ্রষ্টা। -শঃ (সভা ১। ৮১৬) পুনঃপুনঃ। ২ (ভা ১০।৩৫। ১৫) মন্দ্র, মধ্য ও তার-বৈশিষ্ট্যে। ৩ সময়ে—বি।

সবয়াঃ (গোচ পূর্ব ১।৭১) তুল্য, ২ (গোচ উত্তর ৫।৬০) সমান-বয়স্ক সখা বা সখী। ৩ (আচ ১।১৫৯) পক্ষিসহিত।

সবর্ণ (হরি ১।৪) অ, আ; ই, ঈ; উ, ঊ; ঋ, ৠ; ঌ, ৡ—ইহারা প্রতি দুই বর্ণই সবর্ণ। [২ তুল্যরূপ, ৩ একজাতীয়]।

সবার্ত্তিক (হরি ৭।৩৫২) বার্ত্তিকের সহিত বর্ত্তমান ব্যাকরণের অধ্যেতা বা বেত্তা।

সবাসন (আচ ১৫।৩৩৯) সহবাস। ২ বাসনাযুক্ত।

সবিকল্পক জ্ঞান (ভগ ৭) বিশেষবোধ। লৌকিক ঘটপটাদি বস্তুর প্রত্যক্ষে প্রথমতঃ নির্বিকল্পক জ্ঞান বা বৈশিষ্ট্যহীন বোধের উৎপত্তি হয়, পরে বিশিষ্ট-বুদ্ধির উদয়ে উহার প্রত্যক্ষ হয়।

সবিকাশ (ভা ৩।৭।২২) অসঙ্কোচ—স্বামী। [২ প্রফুল্ল]।

সবিতা (ভা ৫।২১।১৬) সূর্য, কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে জাত। ইঁহার পত্নী—পৃশ্নি, পুত্র—অগ্নিহোত্রাদি এবং কন্যা—সাবিত্রী, ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী। ২ (ভাবনা ১৫। ৬৩) জনয়িতা। [৩ অর্কবৃক্ষ, ৪ হস্তানক্ষত্র]।

সবিত্র (হরি ৫।৩৬৪) [সূ প্রেরণে+ইত্র] জনক, ২ প্রেরক, ৩ পরিচালক।

সবিত্রী (মালা ছ ৩) মাতা।

সবিধ (বিনা ১।১৯) নিকট। [২ প্রকারবিশিষ্ট, ৩ বিধানযুক্ত]।

সবিশেষ (চৈচ আদি ৫।৩৪) অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ পরিকর ও লীলাযুক্ত চিদ্‌বিচিত্রতাময়। -ব্রহ্মবাদ (রত্ন ৮।১ টী) পরব্রহ্মের গুণ-

লীলাদি-বিশেষের অপ্রাকৃতত্ব-নিরূপক বিচার।

সবিষ্ণুচাপ (হরি ১।২৭) চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত, যঁ রঁ।

সবীজ (ভা ৩।২৮।১) সাবলম্বন—স্বামী। ২ পাতঞ্জলোক্ত সমাধিভেদ। **-যোগ** (ভা ৩।২৮) নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আচরণ, বিধর্ম হইতে নিবর্ত্তন, দৈবলব্ধে সন্তোষ, আত্মবিচ্চরণসেবা, গ্রাম্যধর্মনিবৃত্তি, মোক্ষে রতি, মিত-মেধ্যাহার, নির্জন ও নিরুপদ্রবে হরি-ভজন, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, যাবন্নির্বাহ গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, শুদ্ধি, স্বাধ্যায়, অর্চন, মৌন, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, হরিলীলা-ধ্যান, মনের ঐকাগ্র্য, জিতপ্রাণতা ও অনালস্য; এইগুলি মনোনিয়মনের উপায়। মন নিয়মিত হইলে তদ্দ্বারা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের এক এক অঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বাঙ্গ-ধ্যানের আভাস হয়। আদৌ মাহাত্ম্যজ্ঞান সহিত সচিহ্ন চরণপদ্ম, পরে ক্রমে জানুযুগল, উরুদ্বয়, নিতম্ব, নাভি, স্তনদ্বয়, বক্ষঃ, কণ্ঠ, বাহুচতুষ্টয়, পাঞ্চজন্য, সুদর্শন, কৌমোদকী ও লীলাকমলের ধ্যান কর্ত্তব্য। পরে কৌস্তুভ, মালা, শ্রীবদনকমল, কৃপাব-লোকন, হাস্য চিন্তা করিবেন। ধ্যান নির্দোষ হইলে ভাবে চিত্ত দ্রব হইবে। রোমাঞ্চ, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি বিকারদ্বারা সর্বাঙ্গ পরিপ্লুত হইলে সাধক আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হন। এই অভ্যাসফলে সাধকের চিত্ত বাহ্য শব্দাদি-বিষয়শূন্য হইয়া ভগবদ্বিষয়ের আশ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়গুলি গুণপ্রবাহ হইতে উপরত হয় ও স্বীয় চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান ত্যাগ করে এবং তখন জীবাত্মা ব্যবধান-রহিত হইয়া অখণ্ড অদ্বয় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন। সেই পুরুষ অবিদ্যারহিত চিত্তে নিবৃত্তিরূপ বৃত্তিদ্বারা সুখ-দুঃখাতীত ব্রহ্মস্বরূপের মহিমায় নিষ্ঠা লাভ করেন। তখন সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহবিষয়ে কোন অনুসন্ধান থাকে না।. পূর্বসংস্কার বশতঃ আরব্ধ কার্যের সমাপ্তি পর্যন্ত [ইন্দ্রিয়ের সহিত] দেহ বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি দেহ ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় বোধ করেন। ভক্তিযোগী সর্বভূতে পরমাত্মার এবং পরমাত্মাতে সর্ব-ভূতের দর্শন লাভ করেন। ভক্তি-যোগ দ্বারা বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি দুরত্যয়া প্রকৃতিকে বিষ্ণুর প্রসাদে জয় করিয়া জীব তখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হন।

সবীজাঘ (বৃ ১,৩৮) অবিদ্যাসহ পাপ।

সবৃন্ত (ভা ৪।৯।৪৯) ফলমঞ্জরীযুক্ত।

সব্য (ভাবনা ১১।২) বাম। [২ দক্ষিণ, ৩ প্রতিকূল]। **-পেক্ষ** (চৈনা ১।১৭) অন্যাপেক্ষাযুক্ত। **-পেক্ষা** (চৈনা ২।১৯) বিশেষ অপেক্ষা। **-সাচী** (ভা ১০।৭২।১৩) বামহস্তে শরসন্ধানে অভ্যস্ত অর্জুন।

স-ব্যামোহ (গোচ উত্তর ১২।১০৫) অস্থিরচিত্ত।

সব্যেষ্ঠ (হরি ৫।৪৬৫) [সব্যে তিষ্ঠতীতি সব্যে—স্থা+ক] সারথি।

সশ্রদ্ধ সাধক (ভক্তি ১০৫) উত্তম অধিকারী মুখ্যকনিষ্ঠ।

সস (অকৌ ৭।১০) প্লুতগমনকারী।

স-সন্দর্ভ (চরিত ১২৫) সার্থক।

সস্য—বৃক্ষাদির ফল, ২ ক্ষেত্রস্থ ধান্য, ৩ শস্ত্র, ৪ গুণ। **সস্যক** (হরি ৭। ৯১২) [সস্যেন সম্পন্ন ইতি ক] সস্যসম্পন্ন, ২ শালি, ৩ মণি। ৪ খড়্গ।

সস্রি (হরি ৫।৩৫৪) [সৃ গতৌ+ক্রি] গমনশীল।

সহ (ভা ৬।৬।১২) প্রাণনামা বসুর ঔরসে ও ঊর্জস্বতীর গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ১০।৬১।১৫) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী লক্ষ্মণার গর্ভজাত। ৩ (গৌবি ৯৭) সহিষ্ণু। ৪ (ভা ১০। ৮।৩৯) [ব্য] একই সময়ে—স্বামী। ৫ (রতি ৫।৬৯) অগ্রহায়ণ মাস।

সহঃ (আচ ১৩।১০৬) তেজঃ, ২ বল। ৩ (ভা ১।১৬।২৬) মনের পটুতা। ৪ (আচ ১।১৩০৭) অগ্রহায়ণ মাস।

সহকার (আচ ৭।৩১) আম্র, ২ (ভাবনা ৯।৪০) সাহায্যকারী। ৩ (আচ ১৪।১৫৭) সহব্যাপার। **-নায়ক** (চৈকা ২।২৬) বসন্ত।

সহকৃত্বা (হরি ৫।৩০৪) [সহ—কৃঞ্+কনিপ্] সহকারী।

সহচর (আচ ১।৭০) পীতঝিণ্টী ২ সখা। **-ভিন্নতা** (অকৌ ১০।৩৭) উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অপকৃষ্টকে বা অপকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টকে যদি একই বিধেয়ে অন্বিত করা হয়, তবে সহচরভিন্নতা বা 'বিরূপ-সহ-চরিততা'-নামক অর্থদোষ ঘটে।

সহচরী (আচ ১।১৪৪) পীতঝিণ্টী। ২ সখী, [৩ ধর্ম-পত্নী]। **-ধর্ম** (হব ১।২১।৩০) মৈথুন।

সহজ (বৃভা ১।৬।৫৮) অকৃত্রিম। ২ (অকৌ ৫।৭২) স্বভাব-সিদ্ধ।

৩ (গোলী ২।৩৫) সহোদর। **সহজন্য** (ভা ১২।১১।৩৬) রাক্ষস। °**প্রণয়** (ব্র ৬৬) সখ্য—জী। **-বর্ত্তী** (আচ ৮।২২) স্বাভাবিক।

সহদেব (ভা ১।৭।৫০) পাণ্ডুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র—মাদ্রীর গর্ভজাত। ২ (ভা ৯।১৭।১৭) পুরুবংশীয় হর্ষবনের পুত্র। ৩ (ভা ৯।১২।১১) ইক্ষ্বাকুবংশ্য দিবাকের পুত্র। ৪ (ভা ৯।২২।১) মিত্রায়ুর সন্তান। ৫ (ভা ৯।২২।৯) জরাসন্ধের পুত্র।

সহদেবা (ভা ৯।২৪।২৩) যদুবংশ্য দেবকের কন্যা ও বসুদেবের ভার্যা। ২ (কুজ ৩৯) বলা [বেড়েলা]।

সহভাব (গোচ উত্তর ২।৭) একত্র মিলন।

সহযজ্ঞ (গীতা ৩।১০) যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি—স্বামী।

সহযুধ্বা (হরি ৫।৩০৪) [সহ—যুধ্ +ক্বনিপ্] যিনি সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন।

সহযোগিতা (মাম ৬।৬৩) সহাবস্থান।

সহরি (হরি ৬।১৬২) শ্রীহরির সদৃশ [প্রদ্যুম্ন]।

সহব্রতা (হব ১।৩৭।৯) ধর্মপত্নী।

সহস (লনা ৯।৬৫) হাস্যযুক্ত।

সহসা [ব্য] হঠাৎ, অতর্কিত ভাবে।

সহস্য (হরি ৭।৭০৩) [সহাংসি বলানি সন্ত্যত্র] পৌষ।

সহস্র (ভা ১।৩।৪) অপরিমিত—স্বামী। **-কিরণ** (গোলী ১৫।৫৭), **-গু** (কৃচ ২।১৪।১৪) সূর্য। **-জিৎ** (ভা ৯।২৩।২০) সোমবংশ্য যদুর পুত্র। ২ (ভা ১০।৬১।১১) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী জাম্ববতীর পুত্র। **-নী** (ভা ৩।১৮।২১) ঋষি-সহস্রের নেতা—ব্রহ্মা। ২ (ভা ১।৯।৩০) যুদ্ধক্ষেত্রে সমীপস্থ সহস্ররথারোহিরও পালক ভীষ্ম—স্বামী। **-দৃক্** (গোচ পূর্ব ১।৯।২১) ইন্দ্র। **-নাম** (চৈচ আদি ৩।৪৭) বিষ্ণুসহস্রনাম। মহাভারতে অনুশাসন-পর্বে দানধর্মে ১৪৯ অধ্যায়। **-নাম-মাহাত্ম্য** (হ ৬।১৯০—২১৩) শ্রীবিষ্ণুর স্নানকালে সমস্রনাম পাঠ তাঁহার প্রীতিকর, ইহাতে সর্বানর্থনাশ, মন্ত্রহীন বা ক্রিয়াহীন কর্মাদির পূর্তি, জ্ঞানাজ্ঞান-কৃত-পাপনাশ এবং শ্রীপ্রভুর সদ্যঃ প্রীতি হয়। **-পত্র** (কৃচ ২।১।৭) পদ্ম। [২ সারস পক্ষী]। **-পদবী** (ভা ১১।২১।৩৮) বহুমার্গ—স্বামী। **-পাৎ** (রত্ন ৩।৩৯) মহাবিষ্ণু। **-পাদ** (চৈচ অন্ত্য ১৮।৮৫) সূর্য। [২ বিষ্ণু, ৩ অর্কবৃক্ষ]। **-বাহু** (রত্ন ৩।৩৯) মহাবিষ্ণু। ২ (ভা ১০।৬২।২) বাণাসুর। ৩ (ভা ৯। ১৫।১৭) কার্ত্তবীর্যার্জুন। **-মূর্ধা** (সুধা ৩৭) বিশ্বরূপ। **-বদন** (চৈভা আদি ১।২) শ্রীঅনন্তদেব। **-শীর্ষ** (ভা ৯।১৪।২) গর্ভোদকশায়ী পুরুষ, নারায়ণ। **-শ্রুতি** (ভা ৫। ২০।১০) শাল্মলি-দ্বীপবর্ত্তী নদীবিশেষ ও পর্বত। **-সম** (ভা ১।১।৪) সহস্রবৎসর-সাধ্য—স্বামী। **-সূ** (ব্র ১৭) অসংখ্য সৃষ্টিকারী মহাবিষ্ণু। **-স্রুতি** (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপস্থা নদী। **-স্রোতাঃ** (ভা ৫।২০।২৬) শাকদ্বীপস্থ পর্বত।

সহস্রাংশু (সুধা ৬৪) সর্ববিষয়কজ্ঞানবান্। [২ সূর্য, ৩ অর্কবৃক্ষ]।

সহস্রাক্ষ (রত্ন ৩।৩৯) মহাবিষ্ণু। ২ (ভা ৬।৭।৪০) ইন্দ্র।

সহস্রাজিত (ভা ৯।২৪।৮) সোমবংশ্য ভজমানের পুত্র।

সহস্রানীক (ভা ৯।২২।৩৯) সোমবংশীয় শতানীকের পুত্র। ২ (হ ১১।২২৪) ইনি স্বোপার্জিত অর্থ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া অন্যায় ভাবে গৃহীত অর্থ-দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সম্প্রদানকারী পিতা শতানীককে নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। [শিব—ধর্ম ২৭]।

সহস্রার—শিরঃস্থিত সুষুম্নানাড়ীমধ্যস্থ সহস্রদল কমল।

সহস্রী (হরি ৭।৯৪৩) [সহস্র+ইন্] সহস্রসৈন্যদ্বারা বলী নৃপতি।

সহা—ঘৃতকুমারী, ২ মুদ্‌গপর্ণী, ৩ পৃথিবী, ৪ শুক্লঝিণ্টী, ৫ রাস্না।

সহাঃ (হরি ৭।৭৩০) মার্গশীর্ষ মাস।

সহায় (অকৌ ৫।৩০) সহচর। সখাগণই নায়কের সহায় এবং সখীগণ নায়িকার সহায়। ২ অনুকূল।

সহায়তা (হরি ৭।৩৪০) সহায়গণ। ২ সাহায্য।

সহার্থ (হরি ৪।১১১) সহ, সার্দ্ধং, সমং, সাকং, সজুঃ প্রভৃতি শব্দ। ইহা দ্বিবিধ—ক্রিয়া, গুণ ও দ্রব্যদ্বারা তুল্যযোগিতা এবং বিদ্যমানতামাত্র। ক্রিয়াদ্বারা—রামেণ সহ ক্রীড়তি কৃষ্ণঃ; গুণদ্বারা—রামেণ সহ সুন্দরঃ সঃ; দ্রব্যদ্বারা—রামেণ সহ গোমান্ সঃ; বিদ্যমানতা—বালকৃষ্ণেন সহ দধি মথ্নাতি যশোদা।

সহাবলোধ্র (আচ ১।৭০) সস্ত্রীক মহাদেবের ধারণকারী কৈলাসপর্বত। ২ উল্লাসকর ভাবের সহিত বর্ত্তমান লোধ্রবৃক্ষ-শোভিত।

সহিতোরু (হরি ৭।২৩৭) যে নারীর

উরুদ্বয় সংযুক্ত।

সহিত্র (হরি ৫।৩৬৪) [সহ+ইত্র] সহিষ্ণুতা, ২ ধৈর্য।

সহিষ্ণু (ভা ৪।১।৩৭) পুলহ ও তৎ-পত্নী গতির পুত্র। [২ সহনশীল]।

সহীয়ান্ (ভা ১১।২৩।৪৩) বলীয়ান্—স্বামী।

সহৃদয় (বিনা ৩।৩৫) সাধু, ২ হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান। ৩ (সাকৌ ২১৭ টী) কাব্য-ভাবনা-পরিপক্ব বুদ্ধি-শালী।

সহেতু মান (উ ১৫।৭৭) প্রিয়জনের মুখে বিপক্ষাদির বৈশিষ্ট্য শুনিয়া নায়িকার প্রণয়-মুখ্য ভাবই ঈর্ষামানত্ব প্রাপ্তি করে।

সহোক্তি (অকৌ ৮।৩৬) সহার্থক শব্দের সহিত একটিমাত্র ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকিলে 'সহোক্তি' অলঙ্কার হয়। (শেব ৫।১৯) অতিশয়োক্তিকে মূলীভূত করিয়াই সহোক্তির প্রবৃত্তি। অভেদাধ্যবসানরূপা ও কার্যকারণ-পৌর্বাপর্যবিপর্যয়রূপা এই দ্বিবিধ অতিশয়োক্তিই এস্থলে লক্ষ্য। প্রথমটি আবার দ্বিবিধ—শ্লেষমূলা ও তদ্ব্যতীত। [২ সহকথন]।

সহোদর (উ ১৫।৭) সদৃশ। ২ ভ্রাতা। ৩ (আচ ১১।১) [সহ+উৎ—ঋ গতৌ পচাদ্যচি] সহ উদ্গম-বান্। ৪ [সহসা বলেন অদরঃ অনল্পঃ] বিপুলবলশালী। ৫ (চরিত ৫০৪) সমানস্থান-জাত।

সহোপবিষ্ট (ভা ১০।১৩।৮) বিনা ব্যবধানে আসীন—স্বামী।

সহোম (আচ ১৩।২৪) হোম-সহিত, ২ উমা-সমেত।

সহ্য (ভা ৫।১৯।১৬) পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী। ২ (মাম ১।১০৮) আরোগ্য, ৩ ধৈর্য। [৪ সাহায্য, ৫ সাম্য, ৬ মাধুর্য, ৭ সোঢ়ব্য]।

সাংক্রমিক (লনা ২।৯) অপর হইতে প্রাপ্ত।

সাংখ্য (ভা ৩।৩।১৯) প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক। ২ সম্যক্ জ্ঞান। ৩ (ভা ১১।২৪।১) আত্মানাত্ম-বিবেক। ৪ (ভা ৬।৪।৩২) জ্ঞান-শাস্ত্র—স্বামী। ৫ (চৈত ৩।৩। ১৯) সম্যক্ খ্যাতি। ৬ (গীতা ৫।৫) জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী। ৭ (গোভা ১।৪।২৩) নিরীশ্বর ও সেশ্বরভেদে দ্বিবিধ সাংখ্য—প্রথমটি কপিল-মত, দ্বিতীয়টি পতঞ্জলি-মত। (যো ৩০) দেবহূতি-নন্দন কপিল হইতে ভিন্ন নিরীশ্বর সাংখ্যকার অগ্নিবংশজ ঋষি কপিলই প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলেন, কিন্তু প্রকৃতি অচেতন ও ক্রিয়াশীল, পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও সচেতন। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগেই সকল ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয়—তাহাতেই জীবের সংসার। যে সাধক প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথক্ রূপে অবগত আছেন, তিনি মুক্ত হন। ৮ (গীতা ৫।৪) সন্ন্যাস। ৯ (গীতা ৩।৩) জ্ঞান-ভূমিকায় আরূঢ় শুদ্ধান্তঃকরণ-বিশিষ্ট—স্বামী। **-নিদর্শন** (ভা ৫। ১৮।৩২) সাংখ্যসিদ্ধান্ত, ২ পরমার্থ-জ্ঞান—স্বামী। ৩ জ্ঞানস্বরূপ—বি। **-বিতান** (ভা ১০।৮৫।৩৯) জ্ঞানশাস্ত্র-বিস্তারক—বি।

সাংঘাতিক (সিন্ধু ১।২।৯৫) সমুদায়, [২ সংঘাত-কারক]।

সাংদৃষ্টিক (গোচ পূর্ব ২৩।৪৮) তাৎকালীন, ২ পূর্ব-দৃষ্টানুসারী। ৩ সদ্যঃফলবিশিষ্ট।

সাংপ্রতম্ (চৈনা ৩।৩৫) উপযুক্ত। ২ ইদানীম্।

সাংমাতুর (হরি ৭।২৬৪) [সংমাতুর-পত্যং পুমান্] সতী-তনয়।

সাংযাত্রিক (হব ২।৩।১৫) পোত-বণিক্।

সাংযুগিক (হরি ৭।৮১৫) [সংযুগায় প্রভবতীতি ঠঞ্] রণদক্ষ।

সাংযুগীন (সাকৌ ৭।১৬) [সংযুগে যুদ্ধে সাধুরিতি খঞ্] রণ-কুশল।

সাংরাবিণ (গোচ উত্তর ৩৫।১৯) ব্যাপক শব্দ। হট্টাদির কোলাহল।

সাংবর্ত্তক (ভা ১।৭।৩১) প্রলয়াগ্নি। ২ (ভা ১০।২৫।২) প্রলয়কালীন মেঘ—স্বামী।

সাংবৃত সত্য (রত্ন ৬।৬৬) বৌদ্ধমতে ব্যবহারিক সত্য।

সাংব্যাবহারিক (সস তত্ত্ব ৯) সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য।

সাংশয়িক (হরি ৭।৭৮৫) সংশয়াপন্ন। ২ সংশয়-বিষয়।

সাংসিদ্ধ্য (ভা ৩।২১।১৩) সাফল্য—স্বামী।

সাকম্ [ব্য] সহার্থে।

সাকল্য (রত্ন ৪।১১) সমগ্রতা।

সাকাঙ্ক্ষতা (অকৌ ১০।৩৭) যে স্থলে বাক্যসমাপ্তি হইলেও অন্য কোনটি পদের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়, তাহাকে 'সাকাঙ্ক্ষতা' নামক অর্থ-দোষ বলে।

সাকার (মুক্তা ১৭) সত্ত্বাবচ্ছিন্ন চৈতন্য। [২ সাবয়ব, ৩ মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেবাদি]।

সাকূত (গোলী ১০।১০৭) সাভিপ্রায়।

সাকেত—অযোধ্যাপুর।

সাক্ষর কামলেখ (উ ১৫।৬৭) প্রাকৃতভাষাময়ী স্বহস্তাঙ্কিত লিপি।

সাক্ষাজ্জ্ঞান (ভা ১০।৮৯।১৫) শ্রীভগবদনুভব—জী।

সাক্ষাৎ (রত্ন ১৩১) অব্যবধান। ২ (ভা ১০।১।২৪) অনন্যাপেক্ষিরূপ—সনা। ৩ (ভা ১০।৩।২৪) মায়াকর্ত্তৃক অনাবৃত—জী। ৪ (ভা ১০।৮৫।৩) স্বরূপভূত—স্বামী। ৫ (চৈচ আদি ১০।৫৬) সকলের দৃশ্যমান প্রকটরূপ। ৬ (ভগ ১২) স্বয়ং—জী।

সাক্ষাৎকার (প্র ১।১৩) প্রত্যক্ষীকরণ, ২ (রত্ন ১।৭) প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান। **-বৈশিষ্ট্য** (ভক্তি ১৮৭) ভগবৎসাক্ষাৎকারই পরমপুরুষার্থ. শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারে যে ভক্ত যে পরিমাণে শ্রীভগবানের প্রিয়তাধর্ম অনুভব করেন, তিনি তত পরিমাণে সাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ লাভ করেন। নিরুপাধি প্রীত্যাস্পদ শ্রীভগবানের প্রিয়তা-ধর্ম-অনুভব ব্যতীত সাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকারমধ্যেই গণিত। পিত্তদুষ্ট জিহ্বায় যেরূপ মিছরির মধুরতা-ধর্মের উপলব্ধি হয় না, সুতরাং মিছরির আস্বাদনও অনাস্বাদন বলিয়াই ধর্ত্তব্য, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অসাধারণ স্বাভাবিক গুণ অনুভব না পাইলে দর্শনও অদর্শন বলিয়াই বিবেচ্য।

সাক্ষাৎকারাভাস (প্রীতি ৭) নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণে লীলাসৌষ্ঠবের জন্য লীলাশক্তি-কর্ত্তৃক অর্পিত ক্রোধাদ্যাবেশাভাসের অভিব্যক্তিতে তাঁহাদের চিত্তের অস্বচ্ছতা নির্ণীত হয় না। সুতরাং বলিতে হয় যে অন্যলক্ষণ দ্বারা যাঁহাদের ভগবৎসাক্ষাৎকার নিশ্চিত হয়, তাঁহাদের চিত্তে অস্বচ্ছতা আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও তাহা বাস্তব নহে, তাহার আভাসই বটে। পক্ষান্তরে অন্যান্য লক্ষণে যাহাদের ভগবৎসাক্ষাৎকার অবগত না হইয়া বিষয়াবেশই বরং দৃষ্ট হয়, তাহাদেরই 'সাক্ষাৎকারাভাস' বলিতে হইবে। চতুর্বিধ অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিই সাক্ষাৎকারাভাসের দৃষ্টান্ত।

সাক্ষাৎকৃত (ভা ১০।২২।২০) ফলভূত।

সাক্ষাৎ ভক্তি (ভক্তি ৩,৬২) স্বরূপসিদ্ধা, অনন্যা বা কর্মজ্ঞানাদি-শূন্যা শুদ্ধা ভক্তি।

সাক্ষাদুদ্ভব (ভা ১০।৪৬।১) মূর্ত্তিমান্ উৎসব।

সাক্ষাদ্ধর্ম (ভা ১০।৮৯।১৫) ভগবদ্ধর্ম—জী। ২ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ ধর্ম।

সাক্ষান্মন্মথমন্মথ (ভা ১০।৩২।২) জগন্মোহন কামেরও মহামোহন—স্বামী। ২ মহামন্মথ মদনগোপাল—সনা। ৩ সমষ্টিকামের মনোমন্থনকারী—জী।

সাক্ষী (ভা ১০।৮৬।৩১) সর্বেন্দ্রিয়প্রকাশক—সনা। ২ ভদ্রাভদ্রকর্মদ্রষ্টা—বি। ৩ (ভগ ৮০) বহিরন্তর্বৃত্তিজ্ঞ। ৪ (গোতা ২।১১০) নির্বিকার। ৫ (বৃভা ১।৪।২৭) প্রমাণ। ৬ (বৃভা ১।৬।৬২) বোধক। ৭ (সস ভগ ১০) সাক্ষাতে স্বরূপবোধরূপে সর্বপদার্থ-দর্শনকারী। ৮ (ভা ১০।৩৭।১১) অসঙ্গ—সনা।

সাক্ষী গোপাল (চৈচ মধ্য ৫।৫) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দমন্দিরের নিকটে পূর্বে অধিষ্ঠিত দেবতা। ইনি ছোট বিপ্রের প্রেমের বশে সাক্ষ্য দিবার জন্য শ্রীচরণে চলিয়া দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরে বিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীনগর হইতে ইঁহাকে আনিয়া কটকে 'বারবাটী' দুর্গে রাখেন। কালাপাহাড়ের কটক-আক্রমণের কালে গোপালকে খুরদার নিকট রথীপুরে রাখা হয়। সেখানেও বিধর্মিগণের আক্রমণে উঁহাকে চিল্কাহ্রদের নিকট 'কন্তলবাঈ' গ্রামে রাখা হইল। ইংরেজ-রাজত্বের সময় আবার উঁহাকে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে রাখা হইয়াছিল। শ্রীজগন্নাথের ভোগ শ্রীগোপালজিউ ভোজন করিতেন জানিয়া তাৎকালীন রাজা পুরী হইতে প্রায় দশ মাইল দূরবর্ত্তী বকুল বাগানে [ফুল-অলসা-টোটায়] রাখেন। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে 'বাবা ব্রহ্মচারী'-নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধু মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন—তদবধি ঐস্থানও 'সাক্ষী গোপাল'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রামের নাম—সত্যবাদী।

সাক্ষ্য (ভা ৫।১১।৭) দৃশ্য—স্বামী। [২ সাক্ষির কর্ম]।

সাগর (কৃগ পরি ৫৬) উজ্জ্বল সখার পিতা। ২ (কৃগ ৯১) ইন্দুলেখা সখীর পিতা। [৩ সমুদ্র, ৪ সংখ্যাভেদ]।

সাগ্র (আচ ৮।১৭৫) সমগ্র, ২ সম্পূর্ণ, ৩ (ভা ৩।২০।১৫) কিঞ্চিদধিক—বি।

সাঙ্কাশ্য (হবি ৭।৩৯৬) [সঙ্কাশোঽস্মিন্নস্তীতি] উত্তর ভারতে প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর—ইহা যুক্তপ্রদেশে ফরখাবাদজেলার 'সঙ্কিশ'—ফতেপুর হইতে ২৩ মাইল পশ্চিমে।

সাঙ্কেতিক (উ ৮।৫৭) গৌণদূত্য। চক্ষুর প্রান্ত, ভ্রূক্ষেপ ও তর্জনীচালন-দ্বারা স্বীয় সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণে প্রেরণ করিয়া যুথেশ্বরীর আত্মগোপন করাকে 'সাঙ্কেতিক সমক্ষদূত্য' কহে।

সাঙ্কেত্য (ভা ৫।১৪।২৮) অন্যোদ্দেশ্যে গ্রহণ।

সাঙ্খ্যায়ন (ভা ৩।৮।৮) ঋষি, পরাশরের গুরু।

সাঙ্গ (ভাবনা ৯।৩৭) অঙ্গযুক্ত, সম্পূর্ণ। ২ (গোচ পূর্ব ১৫।৬০) সর্বতোভাবে। ৩ (চৈচ আদি ১০।১১৬) দুই বা চারি জনের বাহ্য ভারদণ্ড-বিশেষ। [একখণ্ড কাষ্ঠের মধ্য ভাগে কোনও ভারী বস্তু বাঁধিয়া দুই পার্শ্বে দুই ব্যক্তি বহন করিলে সেই কাষ্ঠখণ্ডকে 'সাঙ্গ' বা 'সাঙ্গ্য' বলে]। **-রূপক** (শেষ ৪।৫) অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদারোপ হইলে 'সাঙ্গ-রূপক' হয়; ইহা সমস্তবস্তু-বিষয় ও একদেশবিবর্ত্তি-ভেদে দ্বিবিধ। সমুদায় উপমান পদার্থই শব্দোপাত্ত হইলে সমস্তবস্তু-বিষয়ক এবং কোন উপমান অর্থগম্য হইলে একদেশ-বিবর্ত্তি হয়।

সাঙ্গা একাদশী (হ ১২৬) দশম্যাদি দিনত্রয়ের নিয়ম, জাগরণ, দ্বাদশ্য-পেক্ষাদিই 'অঙ্গ' শব্দ বাচ্য। ইহাদের সহিত শ্রীএকাদশীব্রতই 'সাঙ্গা' একাদশী।

সাঙ্গিত (গোচ উত্তর ৩৫।৬৫) সম্পূর্ণ।

সাচি [ব্য] বক্রভাবে।

সাচিত (গোচ উত্তর ৩৭।২১৭) সমবেত।

সাচিব্য (ভা ১০।৭১।২) সাহায্য।

সাচীক্ষণ (মধু ৪।৩৬) বক্রদৃষ্টি।

সাঞ্জিত (কবি ৫২) কজ্জলাক্ত।

সাটোপ (ভাবনা ৯।১৯) দর্পের সহিত। ২ বিকট।

সাত (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৯৪) অবসান, ২ সুখ। ৩ (হরি ৫।৬৬) [ষণু দানে +ক্ত] দত্ত। ৪ নষ্ট।

সাতপ্রহরিয়া ভাব (চৈভা আদি ১।২৬) শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দরের সাত-প্রহর-ব্যাপী মহামহৈশ্বর্যপূর্ণ বিলাস।

সাতাসন মঠ—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠের অন্যতম। কথিত আছে যে ইহা শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীদাস-গোস্বামী, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রমুখ শ্রীগৌর-পার্ষদগণের ভজনস্থান।

সাতি (হরি ৫।৪৪৩) [ষো অন্তকর্মণি, ষিঞ্‌ বন্ধনে, ষণু দানে+ক্তি] অব-সান, ২ বন্ধন, ৩ দান। ৪ তীব্রপীড়া।

সাত্বতী বৃত্তি (নাচ ৪৫৬—৪৫৭) সাত্ত্বিকগুণ, ত্যাগ ও শৌর্যাদি-যুক্ত, হর্ষপ্রধান, শোক-বর্জিত নাট্যপ্রসঙ্গে ব্যবহৃত বৃত্তিবিশেষ। ইহার অঙ্গ চারিটি—(১) সংলাপ, (২) উত্থাপক, (৩) সংঘাত্য ও (৪) পরিবর্ত্তক। শান্ত, বীর, অদ্ভুত, প্রীত (দাস্য) ও বৎসল রসে ইহার প্রয়োগ হয়।

সাত্ত্বিক (সিন্ধু ২।৩।১, ১৬) কেবল সত্ত্ব হইতেই সমুৎপন্ন ভাবরাশি। ইহারা স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ-ভেদে ত্রিবিধ। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বর-ভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়ভেদে এই সাত্ত্বিক অষ্ট প্রকার হয়। ২ (হ ২।২৫০) নিষ্কপট, ৩ শ্রদ্ধাবান্। **-কর্ত্তা** (গীতা ১৮।২৬) আসক্তিহীন, অহমিকাশূন্য, ধৈর্যবান্ ও উৎসাহশীল, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার। **-কর্ম** (গীতা ১৮।২৩) ফলকামনাশূন্য, রাগ-দ্বেষ-বিহীন নিত্যকর্ম। **-কষায়** (ভক্তি ১৮৭) সত্ত্বগুণান্বিত বাসনা; ভরতের পূর্বজন্মে পুলহাশ্রমে প্রব্রজ্যাদি-বাসনা। **-তপ** (গীতা ১৮।১৭) ফলকামনারহিত পরমশ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত শারীর, বাচিক ও মানস তপ। **-ত্যাগ** (গীতা ১৮।৯) আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্বক কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে নিত্যকর্মানুষ্ঠান। **-ভাব** (গীতা ৭।১২) শমদমাদি—স্বামী। **-যজ্ঞ** (গীতা ১৭।১১) ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি-কর্ত্তৃক অবশ্য-করণীয়-বিচারে সমাহিত মনে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান। **-রতিক্রম** (উ ১৪।২৩০) সাধারণী রতিতে ধূমায়িতভাব, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতিতে জ্বলিত ভাব, স্নেহাদি পঞ্চকে যথোত্তর দীপ্তভাবের বৈশিষ্ট্য এবং রূঢ় ভাবে উদ্দীপ্ত, আর মোহন-মাদনে কিন্তু সুদ্দীপ্ত ভাবই শোভা করে। ইহা কিন্তু প্রায়িক নিয়ম, দেশ-কাল-পাত্রাদির বৈশিষ্ট্যে কখনও অন্যথা হইতে পারে। **-বাস** (ভা ১১।২৫।২৪) বিবিক্তত্বহেতু বনবাস—স্বামী। ২ ভগবৎসম্বন্ধের সহিত বাস। **-সুখ** (গীতা ১৮।৩৬—৩৭) পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে যাহাতে রতি জন্মে, যাহাদ্বারা দুঃখের অবসান হয়, যাহা প্রথমে বিষবৎ কিন্তু পরি-ণামে অমৃততুল্য এবং যাহা নির্মল আত্মবুদ্ধি হইতে উত্থিত হয়।

সাত্ত্বিকাভাস (সিন্ধু ২।৩।৮২—৮৩) সাত্ত্বিকবৎ প্রতীয়মান হইলেও যাহা কিন্তু প্রকৃত সাত্ত্বিক নহে, তাহাকে 'সাত্ত্বিকাভাস' কহে। তাহা 'রত্যা-

ভাসভব', সত্ত্বাভাসভব', 'নিঃসত্ত্ব' ও 'প্রতীপ'-ভেদে চতুর্বিধ।

সাত্ত্বিকাহার (গীতা ১৭।৮) আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বৃদ্ধিকারক, রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, স্থির, হৃদয়গ্রাহী আহার সকল সাত্ত্বিক-প্রকৃতি লোকের প্রিয়।

সাত্ত্বিকী ধৃতি (গীতা ১৮।৩৩) চিত্তের একাগ্রতা-হেতু যে অব্যভিচারিণী ধৃতিদ্বারা দেহের, মনের ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে নিয়মিত করা যায়।

সাত্ত্বিকী বুদ্ধি (গীতা ১৮।৩০) যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্মে প্রবৃত্তি ও অধর্মে নিবৃত্তি হয় এবং যে দেশে বা যে কালে যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য এবং যাহাদ্বারা ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষ-বিষয় জানিতে পারা যায়—তাহা সাত্ত্বিকী।

সাত্ম (ভা ১০।১৪।১৭) অন্তর্যামির সহিত চিজ্জড়াত্মক, ২ নারায়ণের সহিত—জী। **সাত্মতা** (ভা ৭।১। ৪৬) সমানাকারতা—বি। ২ (ভা ৬।১৮।১৯) সমানরূপতা—স্বামী। ৩ সমান-স্বভাবতা; দেবত্ব—বি।

সাত্ম্য (ভা ৭।১০।৪০) স্বারূপ্য —স্বামী।

সাত্যকি (গীতা ১।১৭) যদুবংশ্য সাত্যকির পুত্র যুযুধান। শ্রীকৃষ্ণের অনুগত ও সহচর—মহাযুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন।

সাত্যবতেয় (গোভা ১।১।১) সত্যবতীর গর্ভে ও পরাশরের ঔরসে জাত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

সাত্বৎ (ভা ১০।৩১।৪) যাদব—সনা। ২ ভক্ত—জী। ৩ (ভা ১১।১৬।৩০) ভাগবত—স্বামী। ৪ বৈষ্ণব—বি।

সাত্বত (ভা ১০।৮।৪৫) [সৎ—বতুপ্ + স্বার্থেঽণ্] পঞ্চরাত্রাগম—সনা। ২ (ভা ১১।৬।৮) [সাতি সুখার্থে সৌত্রধাতুঃ + ক্বিপ্ = সাৎ পরমাত্মা + বতুপ্] ভক্ত—স্বামী। ৩ (ভা ১০।৭৪।১৯) ভাগবত—জী। ৪ (ভা ১০।১।৯) যাদব। ৫ (হরি ১। ৩৩) বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ। ৬ (ভা ৮।২১।১৭) ভগবৎপার্ষদ। ৭ (ভা ৯.২৪।৬) সোমবংশ্য আয়ুর পুত্র।

-পতি (ভা ১০।৬৯।১৩) শ্রীকৃষ্ণ। ২ (সুধা ৬৭) যদুবংশের পালক, ৩ বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারকগণের পতি।

সাত্বতর্ষভ (ভা ১০।৮০।৯) যাদবেন্দ্র।

°শাস্ত্র (আচ ১।১৭২) শ্রীমদ্ভাগবতাদি। ২ (চৈত ৬।১৬।৩৩) সাত্বতগণ নবব্যূহেরই উপাসক, এইজন্য সাত্বতশাস্ত্রে সঙ্কর্ষণেরও বিগ্রহকে সাত্বতরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণাংশ সঙ্কর্ষণকেও শ্রীকৃষ্ণরূপেই উপচারে বর্ণনা করা হইয়াছে। সাত্বতশাস্ত্রে প্রতিপাদ্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই নবব্যূহের আদিভূত (ভা ১১।১৬।৩২)। এস্থলে **আশঙ্কা**—বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহে বিগ্রহ-সম্বন্ধে বিশেষ কথা না পাওয়া গেলেও কেন সাত্বতশাস্ত্রে বিগ্রহ-প্রতিপাদন করা হইয়াছে? **উত্তর** এই যে বেদান্তাদি শাস্ত্র পরস্পর-বিরোধী এবং সেইসব শাস্ত্র-নির্মাতা-গণেরও পরস্পর বিবাদ আছে, তাঁহারা কেবল বিবাদের আনুকূল্যে তর্কনিষ্ঠ হইয়া স্বস্ব উদ্দেশ্য-মাত্রই সাধন-তৎপর, সুতরাং বিগ্রহ-নিরূপণে তাঁহাদের আদর নাই (ভা ৬।৪।৩১, ১১।২৫।৫)। বেদান্তাদি-শাস্ত্রকারগণ ভগবন্মায়ায় মোহিত (ভা ১১।৪।১৯), কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ই নারদরূপে সাত্বতশাস্ত্র করিয়াছেন বলিয়া (ভা ১।৩।৮, মহাভা° শান্তি ৩৩৫।১৯, ২৪—৫১) ইহাতে মায়ার স্পর্শ থাকিতে পারে না। নারায়ণীয় মাহাত্ম্যানুসারে সাত্বতশাস্ত্র প্রথমতঃ সূর্যমুখে নিঃসৃত হইয়া সপ্তর্ষি-কর্ত্তৃক বিপুলায়ত হইয়াছিল—উপরিচর বসুর অধিকার কাল পর্যন্ত এই শাস্ত্রের ব্যবহার ছিল, তাঁহার অপ্রকটে সাত্বতশাস্ত্রও অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং সাত্বতশাস্ত্রের বহুকাল পরে আবির্ভূত অর্বাচীন পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রের মর্যাদা জানেন না। মহানারায়ণ (৫।১০) উপ-নিষদেও বিগ্রহ-প্রতিপাদক সাত্বত-শাস্ত্রানুকূল-সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। (ভা ১১।১৪।৩) 'মদাত্মকঃ' শব্দেও বিগ্রহ-পরতাই সূচিত হইয়াছে। (ভা ১১।১৪।৪—১১) শ্রীভগবান্ হইতে ব্রহ্মা, মনু, ভৃগু প্রভৃতি ক্রমে এই শাস্ত্র প্রচারিত হইলেও যথার্থতঃ অর্থ কিন্তু ভগবানের শিষ্য ব্রহ্মাই জানেন, অন্যান্য মহাজনগণ স্বস্ববাসনানুকূল বেদার্থপ্রচার করিয়াছেন। (ভা ৩। ৯।৩, ১১।২১।৩৫) আবার (ভা ১১। ২১।৩৬—৪৩) শব্দব্রহ্মের দুর্বোধ্যত্ব প্রতিপাদন করত কেবল ভগবদ্-বোধ্যত্বই স্থাপিত হইয়াছে। এস্থলে আবার **আপত্তি** এই যে বিগ্রহ না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু উহা মায়িক। ইহার খণ্ডনে মায়া ভগবদ্-বশবর্তিনী (৫।১৪।১, গীতা ৭।১৪, ভা ২ ৫।১৩) বলিয়া বিগ্রহ মায়াকৃত —একথা বলা চলে না। পক্ষান্তরে (ভা ১।৬।২৯, ২।৯।১৬, ৩।২৫।৩৬)

পার্ষদ বিগ্রহেরও যখন প্রাকৃতত্ব নিষেধ হইতেছে, তখন স্বয়ং ভগবানের বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত, এ কথাও কি বলিতে হইবে ?

একণে সাত্বত-সিদ্ধান্ত এই যে বিদ্যাত্মক ও অবিদ্যাত্মক, মায়ার নিয়ন্তা লীলাদি নিরুপম-শক্তি-কদম্ব এবং আনন্দরূপ অখণ্ড চৈতন্যই ভগবান্। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব এবং পুরুষোত্তম। পরমাত্মা—তাঁহারই অংশ এবং ব্রহ্ম—তাঁহারই বৈভব-বিশেষ। তুরীয় নারায়ণও স্বয়ং ভগবানের প্রথমাবতার। সকল জীবই তাঁহার অংশ; করিতে না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থা শক্তিই—মায়া। অবিদ্যোপাধি চৈতন্যই—জীব (ভা ১১।১১।৪) এবং বিদ্যোপাধি চৈতন্যই—ভক্ত (মহাভারত, মোক্ষ° ১৬২।১৪)। এবিষয়ে (ভা ১।৩।৩, ১১।২২।২) দ্রষ্টব্য। ব্রহ্ম যে ভগবদ্‌বৈভব তৎসম্বন্ধে প্রমাণ (ভা ৪।৯।১০, ১১।৬।৪৭, গীতা ১৪।২৭, ১৫।১৮) ইত্যাদি। **-সংহিতা** (তত্ত্ব ৩০) শ্রীমদ্‌ভাগবত।

সাত্বতী (ভা ১।৪।৭) ভাগবতী।

সাত্বিক (সুধা ১০৬) বুদ্ধি, দেহ ও প্রাণের বলে বলীয়ান্।

সাদ (গোচ পূর্ব ৭।২০) অবসাদ। ২ (আচ ১১।২০৮) সন্তাপ। ৩ (আচ ২১।৭৯) বিসরণ, ৪ স্খলন। ৫ (ভাবনা ৪।২৫) কর্দম।

সাদন (আচ ১২।৩৩) প্রাপ্তি। ২ (ভা ৩।৩০।২৩) পুর। ৩ (গোপা ৩৩) গমন, ৪ শরণ। ৫ (সাকৌ ৯।৮) নিবর্ত্তক। ৬ (ভা ৪।৭।২২) পাত্র।

সাদী (প্রীতি ২০৮) অশ্বারোহী। ২ গজারোহী, ৩ রথারোহী।

সাদ্‌গুণ্য (বিনা ৩।৩৫) দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রভাব; ২ উত্তমসূত্র-গ্রথিতত্ব।

সাদ্যমান (আচ ৭।১২০) প্রাপ্যমান, ২ জ্ঞাপ্যমান।

সাধক (সিন্ধু ২।১।২৭৬) যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে রতির উদয় হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্‌প্রকারে নির্বিঘ্ন হইতে পারেন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্যতাও অর্জন করিয়াছেন—তাঁহারাই সাধক; যেমন বিল্বমঙ্গলাদি। **-রূপ** (সিন্ধু ১।২।২৯৫) যথাবস্থিত-দেহ—জী।

সাধন (চৈচ মধ্য ২৪।৭৫—৭৬) ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। তাহা ত্রিবিধ —জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। ২ (বৃভা ২।১।৯৮) স্বর্গমোক্ষাদি-প্রাপ্তিহেতু কর্ম-জ্ঞানাদি বহুবিধ। কলিকালে কিন্তু নামসংকীর্ত্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। শ্রীভগবানের লীলাস্থলসমূহে বিশ্বাস, সন্দর্শন ও প্রীতিবিশেষ-দ্বারাই ঐ সাধনের উদ্‌গম হয়। ৩ (বিন্দু ১১) তদ্ভাবময়, তদ্ভাব-সম্বন্ধি, তদ্ভাবানুকূল, তদ্ভাবা-বিরুদ্ধ ও তদ্ভাব-প্রতিকূল-ভেদে সাধন পঞ্চবিধ। (১) দাস্যসখ্যাদি—ভাবময়, (২) শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হইতে মন্ত্র-জপাদি, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের ও স্বাভীষ্ট তৎপ্রিয়জনের কালোচিত লীলা, রূপ, গুণ ও নামাদির শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তনাদি এবং বিবিধ পরিচর্যা—ভাব-সম্বন্ধী। (৩) অভীষ্টলাভের উৎকণ্ঠায় একাদশী, জন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকাদিব্রত, ভোগাদিত্যাগ, অশ্বত্থ ও তুলসী প্রভৃতির সম্মাননাদি—ভাবানুকূল। (৪) নামাক্ষর ও মাল্য-নির্মাল্যাদিধারণ, প্রণামাদি—ভাবা-বিরুদ্ধ। (৫) ন্যাস, মুদ্রা, দ্বারকা-ধ্যানাদি—ভাব-বিরুদ্ধ। ৪ (গোভা ২।২।৩৩) [জৈনমতে] সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চারিত্র্য—এই তিন রত্নই মোক্ষের সাধন। ৫ (ভক্তি ৭৭) বশীকরণ। ৬ (বিনা ৬।২) গমন [নাট্যোক্তিতে]। ৭ (হরি ৪।১৭) ক্রিয়াদ্বারা প্রকার-বিশেষে সম্পাদন। ইহা পাঁচ প্রকার; উৎপাদ্য—বৈষ্ণব মালা করিতেছেন। বিকার্য—অন্ন পাক করিতেছেন। সংস্কার্য—জল সুবাসিত করিতেছেন। প্রাপ্য—মন্দিরে যাইতেছেন এবং ত্যাজ্য—স্বগৃহ ত্যাগ করিলেন। **-চতুষ্টয়** (গোভা ১।১।১) নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষা। **-ফল** (ভক্তি ৫) শ্রীহরিকথায় রুচি। **-ভক্তি** (সিন্ধু ১।২।২) দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারে অনুষ্ঠিতা উত্তমা ভক্তি। ইহা বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দ্বিবিধ। [তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]। **-ভূয়সী** (ভক্তি ২১৬) সাধনগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা।

সাধর্ম্ম্য (প্রীতি ৫) ব্রহ্মতাদাত্ম্য ['ব্রহ্মসামান্য' শব্দ- দ্রষ্টব্য]। ২ (গীতা ১৪।২) সারূপ্য—স্বামী। ৩ সাধনবলে ভগবানে নিত্যাবস্থিত অষ্টগুণ লাভ করিয়া ভগবানের সহিত সমতা।

সাধারণ (গোলী ৯।২৩) সর্বস্বামিক। ২ সদৃশ। **-পূর্বরাগ** (উ ১৫।৫৯) সাধারণী রতিপ্রায় দর্শনাদি-জাত ভাবই সাধারণ পূর্বরাগ। ইহাতে অভিলাষ,

চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ ও বিলাপই কোমলভাবে প্রকট হয়। অন্তভুক্তা নারীদের শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগ অসম্ভাব্য হইলেও রুচিমাত্রেই ধর্তব্য —জী। [স্বপ্ন ও মানস সম্ভোগ অন্তভুক্তা নারীদেরও হয়, দেহান্তরে সাক্ষাৎসম্ভোগও হইবে—সুতরাং ইঁহাদের পূর্বরাগ অনুপপন্ন নহে—বি]। **সাধারণী রতি** (উ ১৪।৪৩, ৪৫) কুব্জাদির মণিবৎ নাতিসুলভা রতিকে 'সাধারণী' বলা হয়, সুতরাং সমঞ্জসা ও সমর্থা রতিই অসাধারণী হইতেছে; ইহা নাতিগাঢ়া, প্রায়ই কৃষ্ণদর্শনোত্থা এবং সম্ভোগেচ্ছা-নিদানা। প্রেমাবধি প্রাপ্তিই ইহার সীমা।

সাধারণ্য (নাম ৩।৪২) সমানফলতা। ২ (সাকৌ ৪।৫) [কাব্যে] স্বপর-সম্বন্ধ-নিয়মের অনির্ণয়।

সাধিকা (কৃগ ২৫০) [সম্মোহনতন্ত্র-প্রোক্তা] শ্রীরাধা-সখী।

সাধিত (চচ ৩।৬) প্রস্তুত, সম্পাদিত।

সাধিত-বিস্মৃতা (ভাবনা ৯।৫৬) সিদ্ধিলাভ।

সাধিদৈব (ভা ৩।৬।৯) ইন্দ্রিয়াধি-ষ্ঠাতা দেবের সহিত।

সাধিভূত (ভা ৩।৬।৯) অধিষ্ঠান বা বিষয়ের সহিত।

সাধিমা (হরি ৭।৮৩৭) [সাধু+ইমনি] সাধুতা।

সাধিষ্ঠ (বিনা ২।৪৭) অতিদৃঢ়, ২ অতিসাধু। ৩ সর্বোত্তম।

সাধীয়ান্ (বিনা ৭।৬৩) দৃঢ়তর। ২ শ্রেয়ান্।

সাধু (হ ১।১) সদাচার-পরায়ণ বৈষ্ণব। ২ (চৈত ৬।১।১৭) বণিক্। ৩ (হ ১০।১৬, ১৭) ভগবদ্ভক্ত। ৪ (ভা ১০।৮।১৭) দেবতা। ৫ (ভা ১১।১৯।৪২) সম্যক্ অর্থাৎ মোক্ষোপ-যোগী। ৬ (হরি ৫।৩৬৬)) [সাধ্নোতীতি সাধ্+উণ্] উত্তমর্ণ, ৭ ধার্মিক। ৮ (ভা ১০।৮৯।১৬) ত্যক্ত-কৈতব। ৯ (ভা ৫।৫।২) পরদোষের অগ্রহণকারী। ১০ (ভা ৬।১।১৭) নিষ্কাম—স্বামী। ১১ (ভা ৫।১১।২) রাগাদিশূন্য। ১২ (ভা ৩।২৫।২১) সরল—বি। **-কৃত্য** (বৃভা ২।৭।১৩৮) প্রত্যুপকার-কার্য। **-তা** (ললা ৭।৩২) সৌষ্ঠব। **-ত্ব** (অকৌ ২।৪) শব্দগত—ব্যাকরণ-প্রণীতত্ব। ২ (উ ১৪।১৬৭ টী) রসগত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রীতিমত্ত্ব। **-ভূষণ** (ভা ৩।২৫।২১) সচ্চরিত্ররূপ অলঙ্কারধারী—স্বামী। ২ সাধুর সম্মানকারক। ৩ সাধুগণ যাঁহার ভূষণবৎ প্রিয়—বি। ৪ (হ ১০।১৬) তুলসীমালাদি সদ্দ্রব্যই যাঁহার অলঙ্কার। **-বর্ত্মানুবর্তন** (সিন্ধু ১।২। ১০০) শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং পঞ্চরাত্র প্রভৃতির অনুমোদিত, সর্বসন্তাপ-বর্জিত ও মঙ্গল-নিদান পূর্ববর্তী বৈষ্ণব মহাজনগণ-কর্তৃক আচরিত পন্থারই অনুসরণ করিতে হয়, অন্যথা কুমার্গে গমন অবশ্যম্ভাবী। **-বাদ** (ভা ৩।১।৪) সাধুগণের অনুমোদন। **-বৈদ্য** (চৈচ মধ্য ২২।১৪) উত্তম চিকিৎসক, ২ মহাজন-রূপ চিকিৎসক। **-শব্দ** (অকৌ ২।৪) ব্যাকরণ-নিষ্পাদিত শব্দ। ইহা জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও দ্রব্যভেদে চতুর্বিধ, যথা—গো, পাচক, শুক্ল ও ডিত্থ। ইহারা আবার প্রত্যেকে মুখ্য, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক-হিসাবে তিন প্রকার হয়। **-সঙ্গ** (সিন্ধু ১।২। ২২৮) সমবাসন, স্নিগ্ধস্বভাব, নিজ হইতেও উচ্চতর-কক্ষাস্থিত সাধুর সঙ্গই বাঞ্ছনীয়। 'গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ। পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্যঃ সাধু-সমাগমঃ॥' **-সমাশ্রয়** (সিন্ধু ২।১। ১৬৪) সাধুগণেরই পক্ষপাতী।

সাধ্য (গীতা ১১।২২) রুদ্রাদ্যনুচর গণ-দেবতা। ইঁহারা ধর্মপত্নী সাধ্যার গর্ভজাত। অগ্নিপুরাণে ইঁহাদের নাম—মনঃ, মন্তা, প্রাণ, নর, অপান, বীর্যবান্, বিনির্ভয়, নয়, দংস, নারায়ণ, বৃষ ও প্রভুঞ্চ [প্রভু]। ২ (দশ ৮) অশেষ সাধনের মূলীভূত মুখ্যফল। ৩ (কৃষ্ণ ১০৬) প্রসাদনীয়; ৪ প্রসাধনীয়। ৫ গোলোকের সেবক নিত্যসিদ্ধ বিশ্বেদেবগণ, ৬ শ্রীগোপ-গোপী প্রভৃতি। ৭ (বৃভা ২।১।৯৮) স্বর্গমোক্ষাদি বহুবিধ ফল। শ্রীমন্ মদনগোপালের পাদারবিন্দযুগলের বশীকরণই কিন্তু সাধ্যতম। ৮ (চৈচ মধ্য ৮।৫৭) অভীষ্ট, কাম্য বা প্রয়োজন। **-গণ** (ভা ৬।৬।৭) সাধ্যার গর্ভজ ধর্মপুত্র। **-তা** (সিন্ধু ১।২।২) নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের হৃদয়ে [শুদ্ধসত্ত্ববিশেষরূপে—মু] সদা বর্তমান ভাবের [শ্রবণকীর্তনাদি যাবতীয় ভক্তির কর্ণ-জিহ্বাদিতে] প্রাদুর্ভাব। **-ভাবা ভক্তি** (সিন্ধু ১।২।২) যাহাদ্বারা প্রেমাদিরূপ ভাব নিষ্পাদ্য হয়—জী। ২ যে সাধনের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে, কোথাও বা একবার মাত্র অনুষ্ঠানে রতির উদয় হয়, তাহা—মু [ভাবের পূর্বে সাধন-ভক্তি আর ভাব—সাধনের ফল]।

-রূপা ভক্তি (রত্ন ২।৪৯) প্রেমভক্তি। **সাধ্যবসানা** (শেষ ২১) [লক্ষণাশব্দ দ্রষ্টব্য]। -শিরোমণি (চৈচ মধ্য ৮।৯৭) প্রয়োজনতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা—শ্রীরাধার প্রেম।
সাধ্যা (ভা ৬৷৬৷৪) ধর্মের পত্নী।
সাধ্যাত্ম (ভা ৩৷৬৷৯) ইন্দ্রিয়-সহিত।
সাধ্বস (চৈনা ১৫৮) ভয়। ২ সম্ভ্রম। ৩ (আচ ৮।১৬) জনশঙ্কা। ৪ (ভা ১০।৮৯।৫৭) চমৎকার—জী। ৫ (ভা ১০।২৯।২০) কৃচ্ছ্র—স্বামী।
সাধ্বসসঙ্কোচ (আচ ৮।১৬) [সাধু যথা স্যাত্তথা ন বিদ্যতে সঙ্কোচোঽল্পতা যস্য তৎ] পরিপূর্ণ।
সাধ্বী (বিনা ৬।২০) পতিব্রতা, ২ উত্তমাঙ্গনা। ৩ (ভা ১০।২২।২৫) একমাত্র কৃষ্ণের অপেক্ষিকা।
সানন্দ (কৃগ পরি ১০২) শ্রীকৃষ্ণের মার্দঙ্গিক।
সানন্দা (কৃগ ৩৯—৪০) শ্রীনন্দ মহারাজের ভগ্নী।
সানু (আচ ১।৩৭) প্রস্থদেশ—সমতলভূমি। ২ (গোলী ৮।১১১) শিখর।
সানুনাসিক (হরি ১।১০৯) মুখ ও নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্য বর্ণ, যথা—য়ঁ, রঁ, লঁ ইত্যাদি।
সানুবন্ধ (ভা ১১।৭।১২) পুত্রকলত্রাদি সহিত—বি। ২ (ভা ৩।৫।৪২) সোপকরণ।
সান্ত (রত্ন ৭।১) সসীম। **সান্তর** —বিরল, ২ ব্যবধান-সহিত।
সান্তানিক (ভা ৬।১৪।১১) পুত্রোৎপাদন-সমর্থ—স্বামী। ২ পুত্রার্থী।
সান্তাপিক (হরি ৭।৮১৫) শত্রুর পীড়াদানে সমর্থ।
সান্ত্ব (গোচ উত্তর ৫।৮০) সান্ত্বনা। ২ (মাম ৯।৫৫) অতিমধুর। ৩ আনুকূল্য। -ন (হলী ৪।৪) ক্রোধ-হরণ। ২ আনুকূল্যকরণ। -বাদী (সিন্ধু ২।১।৭০) অতিমধুর-কর্ণ-রসায়ন-বাক্যভাষী।
সান্ত্বা (ভা ৮।৬।২৪) সামমার্গ—স্বামী।
সান্দীকুন্দ (রত্না ৫।২৯৭৩) তাল-বিশেষ।
সান্দীপনি (ভা ১০।৪৫।৩১) অবন্তী-পুর-বাস্তব্য কাশীজাত ব্রাহ্মণ; ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যা-শিক্ষক। ইঁহারই মৃত পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণ আনয়নপূর্বক গুরুদক্ষিণা দিয়াছেন। (কৃগ পরি ৬৫) ইনিই মধুমঙ্গলের পিতা। পৌর্ণমাসীর পুত্র। পিতা—প্রবল, পত্নী—সুমুখী।
সান্দ্র (চন্দ্রা ৬১) গাঢ়, ২ নিবিড়। ৩ (মাম ২।১) মনোজ্ঞ। ৪ স্নিগ্ধ। -পদ (ছ ২।৫৯) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা (সিন্ধু ১।১।১৭) সাধ্য প্রেমভক্তির প্রথমাবস্থা—ইহাতে পরার্দ্ধকালব্যাপী সমাধির বলে সিদ্ধ ব্রহ্ম-সুখপ্রাপ্তিও পরমাণু-তুল্যই মনে হয়।
সান্ধিক (কৃগ পরি ৭৩) শ্রীকৃষ্ণের দ্রব্যবাহী ভৃত্য। [২ সন্ধিকারী, ৩ শৌণ্ডিক]।
সান্ধিবিগ্রহিক (বিনা ৪।২০) সন্ধি ও বিগ্রহকার্যে নিপুণ।
সান্ধ্য (হরি ৭।৪৬৫) সন্ধ্যায় জাত। -কুসুমা—ত্রিসন্ধি-পুষ্পবৃক্ষ।
সান্নায্য (হরি ৫।১৭৪) [সং—নীঞ্+ণ্যৎ) মন্ত্রাদিদ্বারা সংস্কার্য ঘৃতাদি।
সান্নাহিক (ভা ৯।৭।১৪) কবচ-বন্ধনের যোগ্য [সংগ্রাম-কুশল]।
সান্নিধ্য (হরি ৭।৮৫২) [সন্নিধি—স্বার্থে যৎ] সামীপ্য।
সান্নিপাতিক (৭।৭৫৫) বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সন্নিপাতের শমন বা কোপন।
সাপহ্নব (বৃভা ২।১।৭৬ টী) ভ্রান্তি-যুক্ত।
সাপায় (মথুরা ৫৯) বিঘ্নসঙ্কুল।
সাপ্তপদীন (হরি ৭।৮৭১) [সপ্তভিঃ পদৈরবাপ্যত ইতি সপ্তপদ+খঞ্] সখ্য, ২ সখা। ৩ বিবাহে বরকন্যার সপ্তপদ-গমন-রূপ সংস্কার-বিশেষ।
সাব্রহ্মচার (হরি ৭।৩৪) এক গুরুর নিকট বেদাধ্যয়নকারী ও একপ্রকার আচার-অবলম্বনকৃৎ। ২ সহাধ্যায়ীগণ।
সাম (ভা ৪।১৪।১১) প্রিয়োক্তি। ২ (ভা ১০।১।৪৬) সান্ত্বন—ইহা পাঁচ প্রকার যথা—সম্বন্ধ, লাভ, উপকার, অভেদ ও গুণকীর্ত্তন—স্বামী। ৩ (আচ ১৩।২৫) উপায় চতুষ্টয়ের অন্তর্গত। ৪ বেদ-বিশেষ। ৫ (আচ ২০।৪৯) রাগ-বিশেষ। ৬ (নাচ ২৪২) নিজের আনুগত্য-সূচক প্রিয়বাক্য।
সামগ্রী (উ ১৪।১৭) সমগ্রতা—বি। ২ (বিনা ১৩) উপাদান। ৩ দ্রব্য।
সামগ্র্য (আচ ১২।২৬) সমগ্রতা, অখণ্ডতা।
সামন্ত (গোলী ১২।৮) সর্বাধিকারী। ২ শ্রেষ্ঠ প্রজা।

সামন্ত্য (হরি ৭।৬৯৩) [সামসু সাধুরিত্যর্থে সাম+যৎ] সামবেদজ্ঞ।

সামপিধান (আচ ১৭।৯৯) সুখ-রাহিত্য।

সাময়িক (হরি ৭।৮১৭) [সময়ঃ প্রাপ্তোঽস্যেতি ঠঞ্] প্রাপ্তকাল। ২ (হরি ৭।১০৯৬) সময়। ৩ নিয়মবদ্ধ।

সামরস্য (যাম ৪।১০৫) একরসতা।

সামবায়িক (হরি ৭।৬৪০) [সমবায়ঃ সমবৈতীতি ঠঞ্] মন্ত্রী। ২ সমবায়-সম্বন্ধীয়।

সামবেদ (গীতা ১০।২২) যজ্ঞাদিতে উদ্‌গীত মন্ত্র-সমষ্টি।

সামাজিক (প্রীতি ১১১) [সমাজং রক্ষতীতি ঠ] সভ্য, দৃশ্য কাব্যে দ্রষ্টা ও শ্রব্য কাব্যে শ্রোতা। ইঁহারা যদি সহৃদয় হন অর্থাৎ রসোপলব্ধি করিতে পারেন, তবে ইঁহাদের রসোদয় নিশ্চয়। অলৌকিক কাব্য-নাট্যে কিন্তু দ্রষ্টা ও শ্রোতা উভয়ই ভক্ত বলিয়া স্বভাবতঃই সহৃদয়।

সামানাধিকরণ্য (নাম ২।১১) সমান-বিভক্তিযুক্ততা। ২ (সস ভগ ১০) ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্ত শব্দ-সমূহের একার্থে প্রয়োগ। "ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামাধিকরণ্যম্" (কৈয়ট)। ৩ (প্রীতি ৬৫) একত্র স্থিতি।

সামান্য (ভা ১২।৪।২৭) কারণ—স্বামী। ২ কেবল শুদ্ধ ব্রহ্ম—জী। ৩ (রত্ন ৬।৬৭) নিত্য অথচ বহুস্থলে অনুগত দ্রব্য—'নিত্যত্বে সত্যনেকসমবেতত্বং সামান্যম্'। ৩ (অকৌ ৮।৫৩) সদৃশ গুণদ্বারা প্রস্তুত পদার্থের সহিত অপ্রস্তুত পদার্থের তাদাত্ম্য-কথনকে 'সামান্য'-অলঙ্কার বলে। মীলিত অলঙ্কারে উৎকৃষ্ট গুণদ্বারা নিকৃষ্ট গুণের তিরোধান, এস্থলে কিন্তু প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয়েরই তুল্য গুণ থাকা চাই। ৪ (হ ২।১৯৩) সদৃশ। **-চণ্ডবৃত্ত** (বিক্ল ১৪—২০) ছন্দঃশাস্ত্রে ব্যবহৃত ম, ন, ভ, য, জ, র, স, ত— এই আটটি গণের যে কোনও একটি দ্বারা কলার এক একটি দল বন্ধন হইবে। এক একটি দলে পূর্বোক্ত ম-প্রভৃতির একটি হইতে পাঁচটি পর্যন্ত গণ এবং অন্তে একটি গুরু অথবা একটি লঘু অথবা গুরু লঘু দুইটি বর্ণ থাকিবে (অর্থাৎ একটি দলে ম-গণের তিনটী গুরু বর্ণ, অথবা তৎপরে একটি লঘু বা একটি গুরু কিংবা দুইটি লঘু বা দুইটি গুরু অথবা একটি লঘু একটি গুরু বর্ণদ্বারা ও গঠন হইবে। এইরূপ গণ-সংখ্যা বাড়িলে বর্ণ সংখ্যাও বাড়িবে এবং তাহাদের অন্তে লঘু, গুরু বা দুইই থাকিতে পারে। বিশেষ কথা এই যে প্রথম দলটি যে ভাবে গঠিত হইবে, পর পরবর্তী দলগুলিও ঠিক সেইভাবে সংযোগ করিতে হইবে, পাঁচটি গণেই যদি একটি দল গঠিত হয়, তবে পনর অক্ষর, একটি লঘু বা একটি গুরুসহ ষোল এবং দুইটি লঘুগুরুসহ সতর অক্ষরে দলটি পূর্ণ হইবে। চণ্ডবৃত্ত-কলাতে তিন অক্ষরের কমে এবং সতর অক্ষরের বেশীতে এক একটি দল রচিত হইবে না। ত্র্যক্ষরাদি সপ্তদশাক্ষরান্ত যে সকল সমবৃত্ত পদ্য স্বভাবতঃ সুশ্রাব্য হয়, তাহারাই সংযুক্ত বর্ণ নিয়মের অধীন হইলে 'সামান্য চণ্ডবৃত্তের' কলাস্বরূপে গৃহীত হইতে পারিবে। উদাহরণ—একটিমাত্র গণ (১) গুর্বন্ত—কংসধ্বংসিন্ পুষ্পোত্তংসিন্। (২) লঘ্বন্ত—ভক্তিপ্রীত বক্তিশ্রীদ। (৩) গুরুদ্বন্দ্বান্ত—রঙ্গালীসিন্ধো রম্যাঙ্গীবন্ধো। (৪) লঘুদ্বন্দ্বান্ত—বীর.শ্রীধর, ধীর প্রীতিদ। (৫) গুরুলঘ্বন্ত—বিশ্বস্য প্রেষ্ঠ সর্বস্য শ্রেষ্ঠ। এইরূপে দুই হইতে পাঁচটি গণেও দল রচনা হইবে। **-বচন** (হরি ২।২১০) বিশেষ্য।

সামান্যা নায়িকা (উ ৫।৯) প্রাচীন মতে—সামান্যা নায়িকা প্রায়শঃ বেশ্যাই (সৈরিন্ধ্রী) হয়, পরকীয়-ধনার্থিনী হইয়া এই নায়িকা গুণী নায়কে অনুরাগ বা নির্গুণ নায়কে দ্বেষ করে না। এই সব ক্ষেত্রে শৃঙ্গারাভাস হইলেও শৃঙ্গার রস হইবে না। **-শুদ্ধা রতি** (সিন্ধু ২।৫।৯) ভক্তরূপ-সামান্য-ধর্মাশ্রয় ব্যক্তির এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক স্বাভাবিক-প্রীতিযুক্ত ব্রজবালিকাদের শ্রীকৃষ্ণে যে রতি, তাহাই 'সামান্য'।

সামান্যে বিশেষ (অকৌ ১০।৩৫) সামান্যভাবে বর্ণনীয় স্থলে বিশেষ করিয়া বর্ণনা হইলে তাহাকে 'সামান্যে বিশেষ'-নামক অর্থদোষ কহে।

সামাসিক (ভা ৬।৪।১) সংক্ষিপ্ত—স্বামী।

সামি (গোভা ৩।৪।১৬) [ব্য] অর্দ্ধাংশ। ২ অসম্যক্, ৩ নিন্দা।

সামিধেনী (কৃগ ৬৬) বষট্‌কার-নামা কুসদ্বিজের পত্নী [শ্রীকৃষ্ণ-পরিবার]। ২ (বিনা ৬।১১) যজ্ঞাগ্নি-প্রজ্বালনের

মন্ত্র। ৩ সমিৎকাষ্ঠ।

সামীপ্য (রত্ন ১।৫১) নিকটে অবস্থান। পঞ্চবিধ মুক্তির একতম।

সামুদায়িক (হরি ৭।৬৪০) [সমুদায় +ঠ] সমুদায়-সম্বন্ধীয়। নাড়ীনক্ষত্র-ভেদ। জাত বালক যে নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, সেই নক্ষত্র হইতে অষ্টাদশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্রটি অশুভ এবং সকল শুভকর্মে ত্যাজ্য।

সামুদ্র (অকৌ ১০।১২) সৈন্ধব লবণ। [২ সমুদ্রজাত]। **-ক** (হরি ৭। ৪৪৫) সমুদ্রগামী। ২ (গোচ পূর্ব ৪।২৭) শুভাশুভ চিহ্ন-দ্যোতক শাস্ত্র-বিশেষ।

সাম্পরায় (ভা ৪।২০।১৪) পরলোক। ২ (ভা ৮।১৯।২) পারলৌকিক ধর্ম —স্বামী। ৩ (গোভা ৩।১।৪) হরিলোক-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সৎকর্ম ও জ্ঞানাদি। ৪ (গোভা ৩।৩।২৮) ভগবৎপ্রেম।

সাম্পরায়িক (ভা ১১।৩১।১৬) পিণ্ডোদকাদি—স্বামী। ২ (হ ১৭। ২৩৪) পারলৌকিক। [৩ যুদ্ধ]।

সাম্প্রতম্ (গোচ পূর্ব ১৯।২৬) ইদানীং, ২ যুক্ত।

সাম্প্রদায়িক (হ ২।১২৯) গুরু-পরম্পরাসিদ্ধ। **-সন্ন্যাসী** (চৈচ আদি ৭।৬৭) শঙ্কর-মতাবলম্বী দশ-নামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে বেশাশ্রয়-কারী।

সাম্মুখ্য (ভক্তি ১) উপাসনা—পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখতা। অনাদি পর-তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবরূপ বৈমুখ্যের নিদান-চিকিৎসাই পরতত্ত্বের দিকে উন্মুখতা। তাহা দ্বিবিধ—(১) গৌণ সাম্মুখ্য বা কর্মার্পণ যাহা হইতে সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য-রূপা ভক্তির দ্বার হয়; (২) সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য—স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। একমাত্র সৎসঙ্গই পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্যের নিদান—আধুনিক, প্রাক্তন বা পারম্পরিক সৎসঙ্গ না হইলে সাম্মুখ্যই সিদ্ধ হয় না। যাদৃশ সৎসঙ্গ লাভ, তাদৃশ সাম্মুখ্যই ধর্তব্য। এই পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্য আপাততঃ ত্রিবিধ—ব্রহ্ম-সাম্মুখ্য, পরমাত্মা-সাম্মুখ্য ও ভগবৎ-সাম্মুখ্য। এস্থলে মানস-সাম্মুখ্যই ধ্বনিত। **-ভেদ** (ভক্তি ২১৪) সাক্ষাৎ উপাসনারূপ সাম্মুখ্য দুই প্রকার—নির্বিশেষময় ও সবিশেষময়। নির্বিশেষময় সাম্মুখ্য—অভেদভাবনা-ত্মক জ্ঞান। সবিশেষময় সাম্মুখ্য—(১) অহংগ্রহোপাসনা ও (২) ভক্তি। 'অহংগ্রহোপাসনা' বলিতে 'আমিই তাদৃশ-শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর'—এইরূপ চিন্তা। নিজের মধ্যে তদীয় শক্ত্যাদির আবির্ভাবই এই উপাসনার ফল। 'ভক্তি' বলিতে সাধন-ভূয়সী সেবাই বাচ্য।

সাম্য (ভা ১১।৫।৪৪) সারূপ্য—স্বামী, ২ তুল্যতা—জী, ৩ সাযুজ্য —বি। ৪ (ভা ১১।১৩।৩৯) সর্বত্র প্রাকৃত বস্তুতে ঔদাসীন্যহেতু সমত্ব—বি। ৫ (ভা ১।১৬।১৪) শত্রু-মিত্রাদিভেদ-বুদ্ধির অভাব। **-কক্ষা** (গোলী ১।৫৫) তুল্যতা।

সাম্রাজ্য [বৃভা ২।৭।৪৩ টী] সার্ব-ভৌমপদ।

সাম্ব (ভা ১।১০।২৯) শ্রীকৃষ্ণের পত্নী জাম্ববতীর গর্ভে আবির্ভূত পুত্র। ইনি দুর্যোধনের স্বয়ম্বরা কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করেন। ২ (ভা ৩। ১।৩০) শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামার গর্ভজাত—ইনি বাণপুরে যুদ্ধে বাণ-পুত্রের সহিত সংঘর্ষ করেন [ভা ১০।৬৩।৮]।

সায় (আচ ৭।১৯) দিনান্ত। ২ বাণ।

সায়ং (ভা ৪।১৩।১৩) পুষ্পার্ণের ঔরসে ও প্রভার গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৬।১৮।৩) ধাতার ঔরসে ও সিনী-বালীর গর্ভে জাত। **-গৃহ** (আচ ১।১৮৩) সন্ধ্যা আগত দেখিয়া আশ্রয়ার্থী মুনি। **-প্রাতিক** (গোচ পূর্ব ১৭।৩৯) সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে উদ্ভূত। **-সন্ধ্যা**—দিনান্ত-সন্ধ্যা, ২ দিনান্তে উপাস্য দেবতা।

সায়ন্তন (হরি ৭।৪৬৯) সন্ধ্যায় জাত।

সায়াশন (আচ ৭।১৯) সায়ংকালে ভোক্তা বা ভোজ্য দ্রব্যাদি।

সাযুজ্য (ভাবনা ১০।৪১) নির্বাণ, মোক্ষ, ২ সম্ভোগ। ৩ (গোভা ৪।৪।৪) শঙ্করমতে—একত্ব। ৪ সহযোগ—বল। "সাযুজ্যং প্রতিপন্না যে তীব্রভক্তাস্তপস্বিনঃ। কিঙ্করা এব তে নিত্যং ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ" ॥ ইতি (পরমসংহিতায়াং) 'যাদৃগ্-রূপস্ত ভগবান্ যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে। মুক্তশ্চ পঞ্চকালজ্ঞস্তাদৃশঃ সহ মোদতে ॥' ইতি (শাণ্ডিল্যস্মৃতৌ) (সভা ১।৩৮) [সযুজো ভাবঃ সাযুজ্যমিতি ব্যুৎপত্তেঃ 'যো দক্ষিণে প্রমীয়তে পিতৃণামেব হি মহিমানং গত্বা সাযুজ্যং স্বলোকতামাপ্নোতি' (মহানারায়ণ উপ° ২৫।১) ইত্যাদি-শ্রুতৌ তথৈব নির্ণয়াচ্চ।] ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত একত্বকেই সাযুজ্য বলে। ইহা দ্বিবিধ—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। নির্বিশেষব্রহ্মসহ তাদাত্ম্যই—ব্রহ্মসাযুজ্য এবং

পরমাত্মার সহিত একত্বপ্রাপ্তিই ঈশ্বরসাযুজ্য। প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টি হেয়তর। (প্রীতি ১৫) অঘাসুরের আত্মা যেমন দেহ-বিমুক্ত-হইয়া জ্যোতীরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণে বিলীন হইয়াছিল, তদ্রূপ ঈশ্বরসাযুজ্য-মুক্তদেরও গতি কল্পনীয়। এবম্বিধ সাযুজ্য শ্রীভাগবতের অনভিপ্রেত, সালোক্যাদিতে যৎকিঞ্চিৎ ভগবৎসেবা থাকিলেও সাযুজ্যে সেবাসম্ভাবনা আদৌ নাই। অন্তঃসাক্ষাৎকারময় এই সাযুজ্যে ভগবল্লক্ষণ-আনন্দ-নিমগ্নতাস্ফূর্ত্তিই লক্ষ্য। তাহাতে স্বরূপগত ঐশ্বর্য, মাধুর্য বা স্বরূপ-বৈভবধাম, পরিকরাদির অনুভূতি থাকে না—থাকে কেবল যে আনন্দ ভগবৎ-স্বরূপে অভিব্যক্ত, সেই আনন্দে ডুবিয়া থাকা—সুতরাং ইহাতে স্ফূর্তিরই প্রাধান্য, কদাচিৎ কিঞ্চিৎভোগ ভগবদিচ্ছায় মিলিতেও পারে বা, কিন্তু তাহার নিশ্চয়তা নাই। পার্ষদগণের ন্যায় ইঁহারা অপ্রাকৃত রূপরসাদি-আস্বাদনে বঞ্চিত। ইঁহাদের লীলা-বিষয়ে অনুভূতির অভাবে শ্রীভগবানে লীন থাকিলেও ইঁহারা প্রেয়সীবর্গের সহিত ভগবদ্‌বিহারাদির অনুভব পান না। সাযুজ্যলাভ করিলেও জগদ্-ব্যাপারে কর্তৃত্বাদি নাই—জীব জীবই থাকে, ভগবান্ হইতে পারে না। কদাচিৎ শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় সাযুজ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিকেও লীলার জন্য স্বীয় অঙ্গ হইতে বাহির করিয়া পার্ষদত্ব দিয়া থাকেন, যেমন শিশুপাল ও দন্তবক্রাদি।

সার (গোভা ২।৩।২৭) ব্যভিচারশূন্য স্বরূপানুবন্ধী গুণ। ২ (আচ ১৪।২২২) বল। ৩ (বৃভা ১।৭।১৬০) শ্রেষ্ঠ। ৪ (আচ ৪।২১) নিবিড়। ৫ (আচ ১৩।২৮) ধৈর্য, ৬ স্থৈর্য। ৭ (আচ ৬।৩৬) মজ্জা, ৮ (আচ ১।১৫০) মুখ্য। ৯ (আচ ১৫।১১২) দৃঢ়। ১০ (বৃভা ১।৭।১৫২) তত্ত্ব, ১১ উপাদেয়াংশ। ১২ (অকৌ ৭।১০) গমন। ১৩ (ভা ১০।১।৫৫) উপপত্তি—স্বামী। ১৪ (অকৌ ৮।৪৬) পূর্বপূর্ব পদার্থ হইতে উত্তরোত্তর পদার্থের উৎকর্ষ-বর্ণনাকে 'সার'-নামক অলঙ্কার বলে। [১৫ জল, ১৬ ধন]। -ক—জয়পাল, ২ রেচক-দ্রব্য। -গ্রহিল (গোলী ১৩।৭১) সারগ্রাহী। -ঘ (বৃভা ২।৫।১২৭ টী) মধু। ২ (কৃগ ৫৭) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। **সারঙ্গ** (মাম ৭।১৪৬) পরমোৎকর্ষভাগী। ২ কুরঙ্গ, ৩ চাতক, ৪ মাতঙ্গ, ৫ ভৃঙ্গ, ৬ রাজহংস, ৭ পুংস্কোকিল, ৮ শবল, ৯ কৌতুকময়। ১০ (সিন্ধু ২।১। ২০৮) ভক্ত। ১১ (ছ পরি ২৩) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ১২ (রত্না ৫।২৯৭৬) তালবিশেষ। ১৩ (পদ্যা ৩) প্রাচীন বৈষ্ণব কবি। ১৪ (কৃগ পরি ৭৮) শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র-সেবক। ১৫ (আচ ২০।৫১) রাগবিশেষ। লক্ষণ যথা—সঙ্গীত-পারিজাতে (৪০২) অতিতীব্রতমো গঃ স্যান্মস্ত তীব্রতরো মতঃ। ধস্তু তীব্রতরো নিঃ স্যাত্তীব্রঃ ষড়্জাদি-মূর্চ্ছনে। স ন্যাসে মধ্যমাংশে চ রাগে সারঙ্গ-সংজ্ঞকে॥ [১৬ শঙ্খ, ১৭ পদ্ম, ১৮ জ্যোতিঃ, ১৯ স্বর্গ, ২০ কর্পূর]।

সারঙ্গিক (হরি ৭।৬৩৪) [সারঙ্গ +ঠক্] হরিণ-ঘাতক, ২ ব্যাধ।

সারঙ্গী (উ ১৩।৩৯) শ্রীরাধার সখী। ২ (বিনা ৫।২১) জটিলার ভগিনী-কন্যা ও বিশাল সখার ভগিনী। ৩ (আচ ৮।৪১) চাতকী।

সার-জনি (আচ ১৭।১৮৮) উৎকৃষ্ট জন্ম।

সারজুষ্ (সিন্ধু ১।২।৩৫) শ্রীভগবানের মাধুর্যাস্বাদক।

সারণ (ভা ১০।৬৩।৩) বসুদেবের ঔরসে ও রোহিণীর গর্ভে জাত পুত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ লাল্যাভিমানী [২ গন্ধদ্রব্য, ৩ অতীসার রোগ, ৪ আম্রাতক]।

সারণী (লনা ৫।৩২) ক্ষুদ্রা নদী। [২ প্রসারণী, ৩ জ্যোতিষ-গ্রন্থভেদ]।

সারথি (ভা ১১।২৭।৫১) সহকারী—স্বামী। [২ রথচালক]।

সারদ (কৃগ পরি ১০৪) শ্রীকৃষ্ণ-সভায় রসজ্ঞ, তালজ্ঞ ও সর্বপ্রবন্ধ-নিপুণ সেবক।

সারদী (কৃগ পরি ৫৪) পিঙ্গলের পত্নী ও বসন্ত সখার মাতা। ২ (কৃগ ৮২) বিশোকের পত্নী ও ললিতা সখীর মাতা।

সারভৃৎ (ভা ১০।১৩।২) সারগ্রাহী—বি।

সারমেয় (ভা ৯।২৪।১৬) যদুবংশীয় শ্বফল্কের পুত্র। ২ [কুক্কুর]।

সারমেয়াদন (ভা ৫।২৬।২৭) নরক-বিশেষ।

সারব (চৈনা ৯।৪) সশব্দ। ২ (হরি ৭।৫৪) [সরযু ইদমিত্যর্থে অণ্] সরযূ নদীতে জাত বস্তু।

সারস (চৈকা ১৮।১০) পদ্ম, ২ (আচ ১৭।১২) পক্ষিবিশেষ, ৩ [আ

সমন্তাদ্ যো রসঃ শব্দস্তেন সহিতঃ] সর্বদিকে শব্দকারী। ৪ (ভা ১০।২০। ২২) চক্রবাক; ৫ কটির আভরণ।

সারসন (আচ ১।১১৮) কাঞ্চী। ২ (গৌবি ৭৫) উপবস্ত্র।

সারস্য (আচ ১।১১৭) বল।

সারস্বত (ভা ২।৭।৪৫) ঋষি দধীচি হইতে সরস্বতীর গর্ভে জাত পুত্র। ইনি বশিষ্ঠের নিকট বায়ু পুরাণ প্রাপ্ত হইয়া ভৃগুকে শিক্ষা দেন। ২ (হরি ১।৭৫) পরিব্রাজক নরেন্দ্রাচার্য ও তৎপরে অনুভূতি স্বরূপাচার্যকৃত বৃত্তিবার্তিকাদি-সমেত ব্যাকরণই 'সারস্বত' ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রথমতঃ সরস্বতী-কর্তৃক এই সূত্রগুলি কর্মন্দকে প্রদত্ত হয় বলিয়া ইহার 'সারস্বত' নামকরণ হয়। ৩ (ভা ১।১০।৩৪) সরস্বতী নদীর তীরবর্তী মধ্যপ্রদেশ। **-প্রক্রিয়া**—(হরি ১।৭৫) অনুভূতি স্বরূপাচার্যকৃত ব্যাকরণগ্রন্থ।

সারিত (আচ ২০।৫) বিস্তারিত।

সারিতরা (চৈনা ১।৪১) অঙ্গমার্জনী-বস্ত্র, গামছা।

সারূপ্য (ভা ৩।২৯।১৩) শ্রীভগবানের সমানরূপতা। ২ (প্রীতি ১৩) এস্থলে সমানরূপতালাভ হইলেও কোনও মুক্ত পুরুষই যাবতীয় ভগবল্লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না, যেহেতু শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও শ্রীহস্ত-চরণাদির অসাধারণ চিহ্নাবলি অন্যত্র দুর্লভ। ৩ (নাচ ৩৭০) দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত বিষয়ের কথনাদি হইতে সমুদ্ভূত সংক্ষেপে সাদৃশ্য-কথনকেই নাট্যশাস্ত্রে 'সারূপ্য' বলে।

সারোপা (শেষ ২।১১) 'লক্ষণা' শব্দ দ্রষ্টব্য।

সার্থ (ভা ১০।১৮।২৮) সমূহ—স্বামী। ২ বণিক্‌সমূহ।

সার্থিক (ভা ৫।১৩।২) সার্থে স্থিত, ২ সার্থে অর্জিত অন্নবস্ত্রাদি—বি।

সার্দ্ধং [ব্য] সহার্থে। ২ (কর্ণা ২৩) [ঋদ্ধেরিদং বৃদ্ধং বা আর্দ্ধং; তৎসহিতং সার্দ্ধম্ গোগোপী-] কদম্ব-মধ্যস্থ; ৩ [অর্দ্ধং দ্রুতার্দ্ধং তেন সহিতং] স্বর-বিশেষ বা তালের অঙ্গ—[কবিরাজ]। 'অর্দ্ধদ্রুতো দ্রুতশ্চেতি লঘুর্গুরুরতঃ-পরম্। প্লুতশ্চেতি ক্রমাদিত্থং মধুরাণি চ পঞ্চধা॥"

সার্দ্ধত্রয়োবিংশতি চন্দ্র (দা ১৪৪) মুখে এক, গণ্ডদ্বয়ে দুই, ললাটে অর্দ্ধ এবং কর-চরণ-নখরে বিশ, সর্বসমেত ২৩½ চন্দ্র।

সার্পিষ্ক (গোলী ২০।৩৭) ঘৃত-পক্ব।

সার্বজনিক, সার্বজনীন (হরি ৭। ৭১৬) সকললোকের হিতকর বা বিদিত।

সার্বজ্ঞ (ভাবনা ৬।৮) সর্বজ্ঞতা।

সার্বজ্ঞ্য (কাব্য ১।২) দেব-মানবাদি-প্রাণিচেষ্টার জ্ঞান।

সার্বর্ত্তব (কৃচ ১।৩।৭) সর্বঋতু-সম্বন্ধীয়।

সার্বভৌম (হরি ৭।৭৫২—৭৫৩) সর্বভূমিনিমিত্ত সংযোগ বা উৎপাত [স্পন্দনাদি]। ২ সর্বভূমির অধিপতি। ৩ সর্বভূমি-বিষয়ক। ৪ (সভা ১। ২০৭) অষ্টম মন্বন্তরাবতার। দেবগুহ্য—পিতা ও সরস্বতী—মাতা। ৫ (ভা ৯।২২।১০) সোমবংশ্য বিদূরথের পুত্র। ৬ (সিন্ধু ১।২।৩২) মহারাজ্য।

সার্বলৌকিক (হরি ৭।৭৫৪) সর্ব-লোকে বিদিত।

সার্ববৈদ্য (গোভা ৩।৩৪) সর্ববেদাধ্যায়ী।

সার্ষ্টি (প্রীতি ১২) ভগবানের সমান ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি। মুক্ত পুরুষ সঙ্কল্পমাত্র সর্বাভীষ্টপ্রাপ্ত হন; তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের আধিপত্য; স্বচ্ছন্দগতি, সর্বেশ্বরত্ব লাভ করেন—কিন্তু জগদ্-ব্যাপারে তাঁহার হস্ত নাই এবং তিনি বৈকুণ্ঠাধিপত্য-লাভেও অযোগ্য। সমানৈশ্বর্যপ্রাপ্তি গৌণ, অণিমাদি প্রাপ্তিও আংশিক—ইহাই বোদ্ধব্য।

সাল—বৃক্ষ, ২ স্বনাম-খ্যাত বৃক্ষ। ৩ প্রাকার, ৪ রাল।

সালগসূড় (আচ ২০।৬৬) শ্রীকবি-কর্ণগোস্বামিপাদের মতে ধ্রুব, মঠ, প্রতিমঠ, নিসারু, অড্ড, রাস ও একতালীদ্বারা 'সালগসূড়' রচিত হয়। সঙ্গীতরত্নাকরাদি হইতে এই মত কিন্তু ভিন্ন।

সালবেগ (পদক ১৫৪৪) কটক সহরে লালবেগ-নামক স্থানে লালবেগ-নামে এক দুর্দান্ত মোগল বাস করিত। সে একসময় দাণ্ড-মুকুন্দপুর গ্রামে স্নানরতা অসহায়া এক বিধবা সুন্দরী হিন্দু যুবতীকে হরণ করে। তাহারই গর্ভে সালবেগ জন্মগ্রহণ করেন। সালবেগ শিশুকাল হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধে গিয়া অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলে পিতৃ-ত্যক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন আসন্ন দেখিয়া মাতা উদ্বিগ্ন চিত্তে পুত্রকে শ্রীনীলাচলচন্দ্রমার শরণ লইতে উপদেশ করেন; কৃপালু প্রভু স্বহস্তার্পণে তাঁহার সর্বাঙ্গ

নীরোগ করেন এবং তদবধি সালবেগও নীলাচলে বাস করিয়া শ্রীপ্রভুর ভজন করেন। পদকল্পতরুতে তাঁহার রচিত তিনটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন 'শ্রীপতিতপাবনাষ্টকটি' তাঁহারই রচনা এবং শ্রীসিংহদ্বারে শ্রীপতিতপাবনজিউ তাঁহারই দর্শনদানে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীপুরীক্ষেত্রে বড়দাণ্ডে বলগণ্ডী-স্থানে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান এবং রথযাত্রার গতাগতিকালে শ্রীপ্রভু ঐস্থানে দাঁড়াইয়া ভক্তবরকে প্রসাদ দিয়া তবে বিজয় করেন। [বিপ্ররামদাস-কৃত ওড়িয়া ভাষায় 'দার্ঢ্যতা ভক্তমালে' এবং শ্রীঅতুলকৃষ্ণ-গোস্বামি-কৃত বঙ্গভাষায় 'ভক্তের জয়ে' ইঁহার বিস্তৃত জীবনী লিখিত আছে]।

সালা—গৃহ। **-বৃক**—কুক্কুর।

সালুর—ভেক।

সালোক্য (ভা ৩।২৯।১৩) শ্রীভগবানের সহিত একলোকে বাস। পঞ্চবিধ মুক্তির একতম।

সাবধান (চৈচ মধ্য ২।১৯) সতর্ক, ২ বিশেষ নিপুণ—'পরনারীবধে সাবধান'।

সাবরণ (চৈচ আদি ১।৪৩) সপরিকর।

সাবর্ণি (ভা ৮।১৩।১১) ছায়া-পুত্র, অষ্টম মনু। ২ (ভা ১২।৭।৫) পৌরাণিক ঋষি, রোমহর্ষণ সূতের শিষ্য। (ভা ১২।৭।৩) অথর্ববেত্তা সৈন্ধবায়নের ছাত্র।

সাবশেষ (চৈনা ৩।৬০) অপূর্ণ।

সাবিত্র (ভক্তি ৫১) উপনয়ন-সংস্কার-দ্বারা লভ্য দ্বিতীয় জন্ম। ২ (সভা ১৫৪) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ৩ (ভা ৩।১২।৪২) উপনয়ন দিবস হইতে গায়ত্রী অধ্যয়নকারির ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য—স্বামী। ৪ (গৌকৃ ২।৪৭) সূর্যসম্বন্ধীয়। [৫ বিপ্র]।

সাবিত্রী (মাম ৬।৭৬) ব্রহ্মার পত্নী। ২ (ভা ৪।২।১১) সত্যবানের পত্নী মহাসতী, পতির মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ৩ (ভা ৬।১৮।১) সবিতার ঔরসে ও পৃশ্নির গর্ভে জাতা কন্যা। ৪ (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থা নদী। [৫ ঋগ্‌বিশেষ]।

সাবিত্র্য (হ ২০।৩৪) হস্তা নক্ষত্র।

সাশীঃ (মালা মথুরা ২) সকাম।

সাস (অকৌ ৭।১০) [সস্ স্বপ্নে] নিদ্রা।

সাসঙ্গ (সিন্ধু ১।১।৩৬ টী) ভক্তি-যোগের সহিত জ্ঞানযোগাদি যাহাতে মিশ্রিত আছে—জী।

সাসু (ভা ৩।২৮।৩৮) ইন্দ্রিয়-সহিত—স্বামী।

সাস্না (আচ ১।১৮০) গলকম্বল।

সাস্পদ (গোভা ৩।৩।৫১) সবিষয়, ২ সার্থক।

সাহচর্য (হরি ১।১৪৩) নিশ্চিত ধর্মির সহিত অনিশ্চিত ধর্মির ব্যবহার। ২ সাহিত্য, ৩ সামানাধিকরণ্য।

সাহস (নাচ ২৬২) জীবনের আশা ত্যাগপূর্বক যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, নাট্যশাস্ত্রে তাহাকে 'সাহস' বলে।

সাহসিক (হরি ৭।৬৩০) [সহসা বর্ত্তত ইতি ঠক্] বলাৎকারে প্রবৃত্ত, ২ দুর্বৃত্ত।

সাহসিক্য (আচ ৮।৭৫) সহসা-ঘটিত।

সাহসী (সিন্ধু ৪।৫।১১) শ্রীকৃষ্ণকে বলিষ্ঠ ভাবিয়া যিনি ভয়স্থানে প্রেরণ করেন, তিনিই সাহসী।

সাহস্য (আচ ১৫।২০৮) হাস্যযুক্ততা।

সাহায়ক (হরি ৭।৮৪৭) [সহায়স্য ভাবঃ কর্ম বেতি বুণ্] সাহায্য।

সাহিত্য (আচ ১৫।২৮২) মেলন। ২ (হরি ১।১) গদ্যময়, পদ্যময় বা উভয়াত্মক কাব্য। ৩ প্রাণিগণের অবিদ্যামোচনরূপ হিতের সহিত বর্ত্তমান=সহিতা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি, তাহার যোগ্যতাপাদক শ্রীভাগবত। ৪ ভাগবত-সঙ্গের ভাব। **-কৌমুদী** (রত্ন ১।৩২ টী) শ্রীমদ্ বলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত ভরত সূত্রের ও কাব্য-প্রকাশের আংশিক বৃত্তি। **-দর্পণ** (নাচ ২) কবিরাজ বিশ্বনাথ-কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ।

সিংহ (সুধা ৩৫) [সিচ্+ক—'সিচেঃ সংজ্ঞায়াং হনুমৌ কশ্চ' উ° ৭৪০] নিকটে আগত ভক্তগণকে কৃপাকটাক্ষধারায় সিঞ্চনকারী। ২ (সুধা ৬৫) ভক্তজনের ক্লেশদায়ক যম-কিঙ্করগণের ধ্বংসকৃৎ। ৩ (হ ২০।২৪৮) সিংহাকৃতি দেবমন্দির। ৪ (ভা ১০।৬১।১৫) শ্রীকৃষ্ণমহিষী লক্ষ্মণার গর্ভজাত। ৫ (হরি ৬।৩৫৭) [হিনস্তীতি হিন্স্+ পচাদ্যচ্] মৃগরাজ। **-দ্বার** (চৈচ অন্ত্য ৪।১২৩) শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পূর্বদ্বার। **-নন্দন** (আচ ২০।৪৯) তালবিশেষ। **-নাদ** (রত্না ৫।২৯৬৮) তালবিশেষ। **-ল** (ভা ৫।১৯।২৯) জম্বুদ্বীপস্থ উপদ্বীপ-বিশেষ। [২ রঙ্গধাতু, ৩ রীতি, ৪ ত্বক্]। **-লীল**, **-বিক্রম** (রত্না ৫। ২৯৬৫) তালবিশেষ। **-বিক্রান্ত** (ছ পরি ৭৯), **-বিক্রীড়**

(ছ পরি ৭৭) দণ্ডক ছন্দোবিশেষ। -বিক্রীড়িত (৫।২৯৬৭) তাল-বিশেষ। -বিস্ফূর্জিত (ছ পরি ৬৫) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দো-বিশেষ। -সংহনন (গোচ পূর্ব ১। ১০৫) প্রত্যঙ্গ-সুন্দর। ২ সিংহতুল্য-দৃঢ়াঙ্গ।

সিংহানক (বিপু ৩।১২।২৯) কঠিন শ্লেষ্মা।

সিংহানন (সভা ১৩৫৩) শ্রীনৃসিংহ-দেব।

সিংহাবলোক- শ্লোকান্তরগর্ভ (অকৌ ৭।১৯) চিত্রকাব্যভেদ।

সিংহিকা (ভা ৬।৬।৩৭) হিরণ্য-কশিপুর ঔরসে ও কয়াধুর গর্ভে জাতা কন্যা। বিপ্রচিত্তের পত্নী ও রাহুর মাতা।

সিংহী (হ ১৯।৩১৪) কণ্টকারিকা। ২ বার্ত্তাকী, ৩ বাসক, ৪ বৃহতী। ৫ রাহুর মাতা।

সিকতা (ভাবনা ৭।৫৮) বালুকা।

সিকতিল (হরি ৭।৯৪৬) সৈকতভূমি।

সিকৃতন্ত্রী (ভা ৭।২।৫২) জালসূত্র—স্বামী।

সিক্থ (গৌকৃ ১৮।৪১) গ্রাস। [২ মোম]।

সিক্য—রজ্জু-নির্মিত পদার্থ (সিকে)।

সিচয় (মালা ছ ১০) বস্ত্র। ২ জীর্ণ বস্ত্র।

সিঞ্জান (মালা প্রেমেন্দু ৬) শব্দায়মান।

সিঞ্জিত (বৃভা ২।৬।৩১) ভূষণধ্বনি।

সিঞ্জিতা—পিপ্পলী।

সিত (ভা ৭।৬।১১) বদ্ধ—স্বামী। ২ (হ ৮।১১৩) শুদ্ধ। ৩ (আচ ১১।৮৭) ব্যবসিত। ৪ (আচ ১। ৬৩) শ্বেত। ৫ (চৈত ২।৭।২৬) ধর্ম, ৬ যুধিষ্ঠির। ৭ (মালা মুমু ১৩) উজ্জ্বল। ৮ (বিপু ১।১২।৯১) শুক্রগ্রহ। -কঞ্জ (বিরু ৫২) পদ্ম-কলিকার পঞ্চমাক্ষরটি চ-বর্গীয় মধুর-সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'সিতকঞ্জ' বলে। যথা—জয় কচচঞ্চদ্দ্যুতি-সমুদঞ্চন্মধুরিমপঞ্চস্তবকিতপিঞ্ছ। -কণ্ঠ—দাত্যূহ। -কর (ভাবনা ৪। ৭৬) কর্পূর, ২ চন্দ্র। -কৃষ্ণকেশ (চৈত ২।৭।২৬) [সিতো যুধিষ্ঠিরঃ কৃষ্ণোঽর্জুনঃ তয়োঃ কং সুখং তস্য তত্র বা ঈশঃ] যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের সুখপ্রদ, ২ [সিতো ধর্মঃ কৃষ্ণো বেদব্যাসঃ কো ব্রহ্মা তেষামীশঃ] ধর্ম, বেদব্যাস ও ব্রহ্মার অধিপতি। -চ্ছদ (চৈকা ৪।৩০) রাজহংস। -দ্যুতি (গোচ উত্তর ১।২৭) চন্দ্র। -মতি (হ ৫।১৬৭) শুদ্ধমনাঃ। -ময়ূখ (আচ ৮।৬০) চন্দ্র। -বারণ (ভা ৮।৪।২৩) ঐরাবত।

সিতা (হ ২।৬১) শর্করা। [২ মল্লিকা, ৩ শ্বেতদূর্বা, ৪ সুরা]।

সিতাংশু (সক ৯) কর্পূর, [২ চন্দ্র]।

সিতাখণ্ডী (কৃগ ১৮২, ১৮৬) শ্রীরাধা-সখী। গৌরবর্ণা, শুক্লবসনা, ইঁহার কাঠিন্যযুক্ত মাধুর্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'সীতাখণ্ডী' নাম দিয়াছেন। প্রকৃত নাম কিন্তু—'শারী'।

সিতাচল (ভা ১০।৮৯।৫২) কৈলাস।

সিতাপাঙ্গ (হব ২।১৭।২৪) ময়ূর।

সিতাভ্র (গোলী ৮।৭) কর্পূর।

সিতিমা (গোলী ১৬।৯৯) শ্বেতবর্ণ। ২ (মধু ৩।৩৬) কৃষ্ণতা।

সিতিবাসাঃ (ভা ৬।১৬।৩০) নীলাম্বর। ২ শ্বেতাম্বর।

সিতোপলা (ভাবনা ১৫।১৫) মিছরি, ২ শুক্লবর্ণ শিলা।

সিদ্ধ (ভা ১২।৬।২) কৃতার্থ। (ভা ১১।১৩।৩৫) জীবন্মুক্ত—জী। ৩ (রত্ন ১।৪৫) মুক্ত। ৪ (ভা ৪।৭। ৩৯) জনলোকবাসী—স্বামী। ৫ (ভা ১০।৪৫।১৭) পূর্ণ, ৬ (সিন্ধু ১। ২।৫২) প্রাপ্ত-সালোক্যাদি ভক্ত। ৭ (চৈচ আদি ১৩।১০৬) মন্ত্রসিদ্ধি-ক্রমে প্রাপ্ত-দেবযোনি। ৮ (ভা ৮। ১৪।৮) সনকাদি—স্বামী। ৯ (অকৌ ২।১০) কোশ-গ্রন্থে প্রসিদ্ধ (যৌগিক শব্দ)। ১০ (গীতা ১০। ২৬) জন্মাবধি পরমার্থ-তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। ১১ অণিমাদি-সিদ্ধিপ্রাপ্ত। ১২ (সিন্ধু ৩।২।৫৬) আশ্রিত, পার্ষদ ও অনুগ দাসগণের ভেদ-বিশেষ। ১৩ (সিন্ধু ২।১।২৮০—২৮৯) নিখিল ক্লেশপরিবর্জিত, নিত্য-কৃষ্ণক্রিয়াশীল এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রেম-সুখাস্বাদ-পরায়ণ ব্যক্তিরাই 'সিদ্ধ'। ইঁহারা দ্বিবিধ—সংপ্রাপ্তসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধ। প্রথমটি আবার দুই প্রকার—সাধন-সিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ। মার্কণ্ডেয়াদি সাধনসিদ্ধ এবং যজ্ঞপত্নী, বলি ও শুকাদি কৃপা-সিদ্ধ ভক্তের দৃষ্টান্ত। আবার (ভক্তি ১৮৭) অন্য বিভাগ—জ্ঞানী সিদ্ধ ও ভক্ত সিদ্ধ। ভক্তসিদ্ধ ত্রিবিধ—প্রাপ্ত-ভগবৎপার্ষদ-দেহ শ্রীনারদাদি, নির্ধূত-কষায়—শ্রীশুকদেবাদি এবং মূর্চ্ছিত-কষায় প্রাগ্জন্ম-গত শ্রীনারদাদি। ভক্তসিদ্ধ পুনরায় (ভক্তি ১৮৯—১৯০) ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাগবত। -তা (সিন্ধু ৩।১। ২৫) অত্যন্ত সংসার-ধ্বংস—জী। ২ ভগবল্লোকে পার্ষদরূপে অবস্থান—মু। -দেহ (চৈচ অন্ত্য ১।৩২) শুদ্ধ

ভাগবতী তনু, পার্ষদদেহ। শ্রীগুরূপদিষ্ট অন্তশ্চিন্তিত ভাবযোগ্য দেহ। **-পথ** (ভা ৬।১০।২৫) আকাশমার্গ। **-পদ** (ভা ৩।৩৩।৩১) গুজরাটের আহম্মদাবাদ জেলায় সিট্‌পুর-নামক স্থান। আহম্মদাবাদ হইতে ৬৪ মাইল দূরে কর্দম ঋষির আশ্রম ও কপিলদেবের জন্মস্থান। **-পুরুষ** (চৈভা আদি ১১।৮৯) নিত্যমুক্ত মহাভাগবত। **-মতী** (কৃগ ৯৯) কলাঙ্কুর গোপের পত্নী, কলাবতী সখীর মাতা। **-মন্ত্র** (বৃ ১৭।৮৯) শ্রীচৈতন্যদেব-কর্তৃক প্রবর্ত্তিত 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র। **-মন্ত্রের লক্ষণ** (হ ১৭।২৪৫—২৫৫) দাতা, ভোক্তা ও অযাচক; বর্ত্তমান দেহেই সর্বজ্ঞতাদি-লক্ষণ-প্রকাশ, বলে পরিপূর্ণ, তেজস্বী, কান্তিমান্ ও বিহগগতি, অল্পাহার বা অধিক আহারেও দেহের অহ্রাস বা অগ্লানি, মলমূত্রের অল্পতা, জিতনিদ্রা, সতত জপ-ধ্যান-পরতা, মৌন ইত্যাদি। **-মার্গ** (ভা ৩।২১।৩৪) বৈকুণ্ঠপথ। **-রূপ** (সিন্ধু ১।২।২৯৫) অন্তশ্চিন্তিত অভীষ্ট কৃষ্ণের সেবোপযোগী দেহ। **-লোক** (ভা ১১।২৪।১২) ত্রিভুবনের অতীত মহর্লোকাদি—স্বামী। ২ (চৈচ আদি ৫।৩৩) চিন্ময় ব্রহ্মলোক। **-বকুল**—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থানে অবস্থিত সুপ্রাচীন বকুল বৃক্ষ। কিংবদন্তী এই যে প্রাতে শ্রীজগন্নাথের অবকাশকালে তিনটি দন্ত-কাষ্ঠ প্রদত্ত হয়। এই দন্তকাষ্ঠ পূর্ব দিনই সংগৃহীত থাকে। একদিন সেই কুণ্ডাটুয়া-দন্তকাষ্ঠ তিনটির একটি হারাইয়া গেলে সেবকগণ বকুলবৃক্ষের একটি দন্তকাষ্ঠ দিয়া সেবা করেন। সেইদিন পাণ্ডা শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী বকুল দন্তকাষ্ঠটি শ্রীগৌরাঙ্গকে দিলে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীহরিদাসঠাকুরের ভজনস্থানে রোপণ করিলেন, তাহাই ক্রমে ক্রমে ছায়াদানকারী বৃক্ষে পরিণত হয়—এই বৃক্ষের নিম্নে শ্রীহরিদাসঠাকুর বসিয়া সংখ্যানাম গ্রহণ করিতেন এবং শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের নীলচক্র দর্শন করিতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্যাণের পরে তত্রত্য সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজিমহাশয়ের কালে রথের চক্রনির্মাণ কার্যের জন্য উঁহাকে কাটিতে আসিলে পরদিন দেখা গেল যে উঁহা অন্তঃসারহীন অবস্থায় আছেন। সেইদিন হইতে লোকে ইঁহাকে 'সিদ্ধ বকুল' বলে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু চৈত্রসংক্রান্তিতে দন্তকাষ্ঠটি রোপণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐদিবসে অদ্যাপি ১০৮ ঘট জলের দ্বারা সিদ্ধ-বকুলের অভিষেক হয়। ২ নবদ্বীপের মোদদ্রুমদ্বীপেও আর একটি সিদ্ধ বকুল আছেন—ইনি শ্রীসারঙ্গ মুরারির ভজনস্থানে অদ্যাপি বিরাজমান। ৩ শ্রীএকচক্রা গর্ভবাসে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যে বকুলবৃক্ষে আরোহণ করত নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে ঝম্পলীলা করিতেন, যাঁহার এক একটি শাখা দেখিতে সর্পফণাবৎ ছিল, তাহা সম্প্রতি অপ্রকট হইয়াছেন। **-সঙ্কল্প** (সুধা ৪০) পূর্ণকাম। **-সাধনতা** (প্র ৪।৯) সিদ্ধতত্ত্বের পুনরায় প্রমাণ করার চেষ্টা-রূপ দোষ। **-সাধ্যাদি-শোধন** (হ ১।২০১—২১৬) শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যখন মন্ত্রপ্রদান করেন, তখন তিনি সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি ইত্যাদি বিচার করিয়া পরে মন্ত্রদান করেন। শারদা-তিলকে উক্ত আছে—প্রথমতঃ পাঁচটি পূর্ব-পশ্চিমাভিমুখী উর্দ্ধরেখা অঙ্কন করিয়া তদুপরি পাঁচটি উত্তর-দক্ষিণাভিমুখী রেখা লিখিবে। ইহাতে চতুষ্কোণ-চতুষ্ক একটি মণ্ডল হইবে। এই মণ্ডলে ইন্দু, অগ্নি, রুদ্র, নব, নেত্র, যুগ, ইন, দিক্, ঋতু, অষ্ট, ষোড়শ, চতুর্দ্দশ, ভৌতিক, পাতাল, পঞ্চদশ, বহ্নি এবং হিমাংশু (১)—এই ষোড়শ কোষ্ঠে অকারাদি হ-কারান্ত বর্ণ সকল যথাক্রমে বিন্যাস করিবে। শিষ্যের জন্ম-নক্ষত্রাশ্রিত যে নাম সেই নামের প্রথম বর্ণ-বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করত যে কোষ্ঠে মন্ত্রের প্রথম বর্ণ আছে, সেই কোষ্ঠ পর্যন্ত সিদ্ধ সাধ্যাদি গণনা করিবে। বিচক্ষণ লোক প্রথমতঃ ষোড়শটি ক্ষুদ্র কোষ্ঠের চারি কোষ্ঠে এক কোষ্ঠ জ্ঞানে, দ্বিতীয়তঃ ঐ কোষ্ঠচতুষ্টয়ের প্রতি কোষ্ঠে জন্ম-নক্ষত্রের অক্ষর হইতে বাম গতিতে গণনা পূর্বক শিষ্যের সম্বন্ধে সেই মন্ত্রকে ক্রমানুসারে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি ইত্যাদি জানিবেন। সিদ্ধ মন্ত্র কালে, সাধ্য মন্ত্র জপ ও হোমে, সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণমাত্র সিদ্ধ হয়, কিন্তু অরি-মন্ত্র ধ্বংসের নিদান। [সিদ্ধাদি জ্ঞানের ক্রম—৯, ১, ৫ হইলে সিদ্ধ; ৬, ১০, ২ হইলে সাধ্য; ৩, ৭, ১১ হইলে সুসিদ্ধ এবং ৪, ৮, ১২ হইলে অরি]।

সিদ্ধসাধ্যাদিশোধন-যন্ত্র

১ ইন্দু অ ক থ হ	২ নেত্র উ ঙ প	৩ অগ্নি আ খ দ	৪ যুগ ঊ চ ফ
৫ ভৌতিক ও ড ব	৬ ঋতু ঔ ঝ ম	৭ পাতাল ঐ ঢ শ	৮ অষ্ট ঌ ঞ য
৯ নব ঈ ঘ ন	১০ দিক্ ৠ জ ভ	১১ রুদ্র ই গ ধ	১২ ইন ৡ ছ ব
১৩ বহ্নি অঃ ত স	১৪ চতুর্দশ ঋ ঠ ল	১৫ পঞ্চদশ অ: ণ ষ	১৬ ষোড়শ এ ট র

এই গণনার প্রণালীও দ্বিবিধ—(১) বৃহৎ কোষ্ঠ-চতুষ্টয়-গ্রহণে, (২) অন্তর্বর্ত্তী ক্ষুদ্র ষোড়শ-প্রকোষ্ঠ-গ্রহণে। এই দুই রীতিতে সিদ্ধ-সাধ্যাদি-ভেদে ২০ প্রকার মন্ত্র হয়। যথা (১) সিদ্ধ, (২) সাধ্য (৩) সুসিদ্ধ ও (৪) অরি; (৫) সিদ্ধসিদ্ধ, (৬) সিদ্ধসাধ্য, (৭) সিদ্ধসুসিদ্ধ, (৮) সিদ্ধারি, (৯) সাধ্যসিদ্ধ, (১০) সাধ্যসাধ্য, (১১) সাধ্যসুসিদ্ধ, (১২) সাধ্যারি, (১৩) সুসিদ্ধসিদ্ধ, (১৪) সুসিদ্ধসাধ্য, (১৫) সুসিদ্ধসুসিদ্ধ, (১৬) সুসিদ্ধারি, (১৭) অরিসিদ্ধ, (১৮) অরি-সাধ্য, (১৯) অরিসুসিদ্ধ এবং (২০) অরি-অরি। ইহাদের ফলাফলাদি আকরে দৃশ্য। মন্ত্রবিশেষে বিধান—নৃসিংহ, সূর্য, বরাহ, প্রাসাদ (হৌঁ শিবমন্ত্র), প্রণব ও বৈদিক মন্ত্রের সিদ্ধ-সাধ্যাদি শোধন নিষিদ্ধ। স্বপ্নপ্রাপ্ত, স্ত্রীজাতিদত্ত, মালামন্ত্র, ত্র্যক্ষর এবং একাক্ষর মন্ত্রেও সিদ্ধাদি শোধন করিবে না। অষ্টাদশাক্ষরাদি শ্রীগোপালমন্ত্রেও সিদ্ধাদি শোধন, অরিমিত্রাদি, ঋণধনাদি বা নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতির বিচার অনাবশ্যক। -সেন (হব ২।৩।৩) কার্ত্তিকেয়।

সিদ্ধা নায়িকা (অকৌ ৫।৩৪) মুনিরূপা ও সাধনসিদ্ধা।

সিদ্ধান্ত (বৃভা ২।২।১৯৬) ন্যায়বিশেষ। ২ (গোভা ১।১।১ টী) প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত অর্থ। ৩ (রত্ন ১।৮) অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয়, মীমাংসা। -জ্ঞান (চৈচ অন্ত্য ৫।১২৩—১২৪) বৈষ্ণবের স্থানে শ্রীভাগবত-পাঠ, শ্রীচৈতন্যচরণের একান্ত আশ্রয়, শ্রীচৈতন্যগণের নিত্যসঙ্গ—এই তিনটী পূর্ববর্ত্তী কারণরূপে উপস্থিত হইলে তবেই 'সিদ্ধান্ত-তরঙ্গ' স্ফুরিত হইবে।

সিদ্ধার্থ (ভা ৪।৯।৫৩) শ্বেতসর্ষপ। ২ (সুধা ৪০) পূর্ণ-প্রয়োজন। ৩ (সস তত্ত্ব ৯) কার্যত্ব-উপস্থাপক যে লিঙ্ আদি পদ, সেই পদের অসমভিব্যাহৃত বাক্যের অর্থই সিদ্ধ-নামে অভিহিত হয়। গুরুমীমাংসকদের মতে এইরূপ বৈদিক সিদ্ধপদ লিঙ্-আদি বিভক্ত্যন্ত পদের সহায়তা ভিন্ন প্রমাণরূপে অর্থাৎ নির্দিষ্ট অনুভবজনকরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। বেদমাত্রই কার্য-অর্থে প্রামাণ্য বহন করে, সম্বন্ধ-গ্রহণ ব্যতীত শব্দের অর্থ হয় না। বৃদ্ধ ব্যবহার হইতে শব্দের অর্থ-গ্রহণ ঘটে। বৃদ্ধগণ প্রয়োজন উদ্দেশ্য করিয়াই বাক্য প্রয়োগ করেন। সিদ্ধার্থাভিধায়ক শব্দ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধে কোনও উপদেশ না করায় তাদৃশ শব্দের ব্যবহারে কোনও প্রয়োজন বুঝায় না। সুতরাং কার্যভিন্ন অর্থে বেদের (শব্দের) প্রামাণ্য নাই। সিদ্ধ অর্থ প্রসিদ্ধতা-নিবন্ধন প্রমাণান্তর-পরিচ্ছেদযোগ্য। ইহার প্রমাণের জন্য প্রমাণান্তরাপেক্ষ শব্দের প্রয়োজন। উহার গ্রাহী প্রমাণান্তরের প্রামাণ্যই ইহার প্রামাণ্য; কিন্তু শব্দের পক্ষে ঐরূপ বাধা না থাকায় শব্দপ্রামাণ্যবাদিগণ কার্যার্থেই শব্দ-প্রমাণ স্বীকার করেন।

সিদ্ধি (ভক্তি ১৭৪) ভক্তিসাধনে অন্তঃকরণের কামাদি-দোষক্ষয়কারী, পরমানন্দ-পরাকাষ্ঠাগামী শ্রীভগবৎ-স্ফূর্ত্তিই বোধ্য। ২ (সিন্ধু ৩।২।১৩০) উৎকণ্ঠিত অবস্থায় শ্রীহরির প্রাপ্তি। ৩ (ভা ৬।১৮।২) অদিতির ষষ্ঠ পুত্র ভগের ভার্যা। ৪ (ভা ৩।৬।১৬) জ্ঞান। ৫ (ভা ৩।২৫।৩২) মুক্তি—স্বামী। ৬ (ভচ ১।৯, ১৪) ভক্তি, ৭ লাভ। ৮ (বৃভা ২।২।২১১) সম্পত্তি। ৯ (গীগো ৫।৭) [কন্দর্পের] আলিঙ্গনাদি—বা। ১০ (গীতা ১৬।২৩) পরমার্থের উপায়ভূত হৃদয়-নৈর্মল্য—বল। ১১ (গীতা ১২।১০) প্রেমবৎপার্ষদত্ব—বি। ১২ (গীতা ৪।১২) ফল। ১৩ (হ ১৫।৫৭৭) শ্রীবৈকুণ্ঠলোক। ১৪ (চৈচ আদি ১০।৪৬) মহাভাগবতের অপ্রকট লীলা বা নির্যাণ। ১৫ (লী ১) বৃদ্ধি। ১৬ (নাচ ৩১৫) অতর্কিতভাবে উপপন্ন ইষ্টবিষয়ের সঙ্গমন। সাহিত্যদর্পণে (৬।১৯০) 'অভিপ্রেত বস্তুসিদ্ধির জন্য বহুবিষয়ের কীর্ত্তনকে 'সিদ্ধি' বলা হইয়াছে।

১৭ অষ্টাদশ সিদ্ধির মধ্যে আটটি গুণাতীত। মুখ্য—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী—দেহের, প্রাপ্তি—ইন্দ্রিয়ের এবং প্রাকাম্যাদি চারিটী স্বাভাবিকী। অপর দশটি গুণময়, গৌণ অর্থাৎ মায়িক—অনূর্মিমত্ত্ব, দূর-শ্রবণ, দূরদর্শন, ইচ্ছানুরূপ দেহের গতি, ইচ্ছানুরূপ আকার-গ্রহণ, পরকায়-প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু, দেবক্রীড়া-দর্শন, সঙ্কল্পিত-পদার্থ-প্রাপ্তি এবং অপ্রতিহত আজ্ঞা ও গতি। -জীবন (ভক্তি ১৬) ভক্তি। ভক্তির সাহচর্য ব্যতীত যখন কোন কর্মই সিদ্ধ হয় না, তখন ভক্তিকেই 'সিদ্ধিজীবন' বলা হয়। -ত্রয় (হ ১।৪৮) পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্র, গুরু ও দেবতার সাধন। -দ (সুধা ৪০) দেবমানবাদির বাঞ্ছিতার্থপ্রদ। সিদ্ধিদ ভক্তিযোগ (মা ১৩) যাদৃচ্ছিক-মহৎসঙ্গহেতু যে ব্যক্তি ভগবৎ-কথাদিতে শ্রদ্ধালু হইয়াছেন, যিনি দেহগেহ-কলত্রাদিতে অত্যাসক্তি-রহিত এবং নিষ্কামকর্ম-সম্পাদন-হেতুক চিত্তশুদ্ধি-বশতঃ বিষয়ে নির্বেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন—তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয় (ভা ১১।২০।৮)। °দশক (সিন্ধু ২।১।১৯৩) গুণ-নিবন্ধন দশটি সিদ্ধি যথা—(১) অনূর্মিমত্ত্ব (ক্ষুৎ-পিপাসাদি-রাহিত্য), (২) দূরস্থিত বস্তুর শ্রবণ, (৩) দূর বিষয়ের দর্শন, (৪) মনোবেগের ন্যায় দেহেরও দ্রুততর গতি, (৫) পরদেহে প্রবেশ, (৬) যথেচ্ছরূপ-ধারণ, (৭) ইচ্ছামৃত্যু, (৮) অপ্সরা ও দেবগণের ক্রীড়াপ্রাপ্তি, (৯) সংকল্প-সিদ্ধি এবং (১০) অপ্রতি-হত আজ্ঞা ও গতি। -সাধন (সুধা ৪০) নির্বিঘ্নে ক্রিয়াসমাপ্তিকারী।

সিদ্ধীশ্বর (চৈভা আদি ৮।১৮৩) অণিমা লঘিমাদি অষ্ট সিদ্ধির অধীশ্বর।

সিদ্ধেশ্বর (হ ১৯।১৯) তীর্থবিশেষ।

সিদ্ধোপদেশ (হরি ২।৫) ধাতু, প্রত্যয় ও আগম। ২ (ভক্তি ১) নিত্যসিদ্ধ বস্তু ভক্তি ও প্রীতির সম্বন্ধে উপদেশ।

সিদ্ধৌষধি (বিনা ২।৪৬) পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণীকৃত আরোগ্যোপায়।

সিধ্য (হরি ৫।১৭৬) [সিধু সংরাদ্ধৌ + ণিচ্ যৎ] পুষ্যানক্ষত্র।

সিন (হরি ৫।৪৩) [সিঞ্ বন্ধনে + ক্ত কর্মকর্ত্তরি] শরীর, ২ অন্ন, ৩ গ্রাস, 4 বদ্ধ।

সিনীবালী (ভা ৮।১৬।২৬) চতুর্দশী-যুক্তা অমাবস্যা। ২ (ভা ৬।১৮।৩) অঙ্গিরার কন্যা ও ধাতা-নামা আদিত্যের পত্নী। ৩ (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলী-দ্বীপস্থা নদী।

সিন্দূর (আচ ১৪।১৪১) অরুণ চূর্ণ। [২ বর্ণভেদ, ৩ বৃক্ষ]।

সিন্দূরা (কৃগ পরি ১৮১) শ্রীরাধার নিত্যসখী।

সিন্ধু (হব ২.৮৭।২৬) নদী, [২ সাগর। -জা (বিন্দু ৩) লক্ষ্মী। সিন্ধুড়া (পদা ১১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগিণী-বিশেষ। লক্ষণ যথা—'উৎ-ফুল্ল-পঙ্কজ-গলন্মকরন্দপান, -মত্তালি-ঝঙ্কৃতিভরৈরপি দূয়মানা। কান্তং পদান্তমিলিতং কটু ভাষয়ন্তী,মানোন্নতা বসতি সিন্ধুতটে সিন্ধুড়া'॥° দেশ (ভা ৫।১০।১) বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশ। -দ্বীপ (ভা ৯।৯।১৬) সূর্য-বংশ্য নাভের পুত্র। -মথ্য (ভা ৮।১২।৪৭) সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত অমৃত। সিন্ধুর (মালাপ্র ৯) হস্তী। °বৎসা (গোচ পূর্ব ৩.৮৪) লক্ষ্মী। -বার (কৃগ ২৩১) নীল শেফালিকা পুষ্প। [নিসিন্ধা]। -সুতা (আচ ১৫। ২৩১) লক্ষ্মী।

সিম (হরি ২।১৭৭) সর্ব, ২ শক্ত, ৩ অববদ্ধ, 4 মর্যাদা।

সিষেবিষু (গোলী ১২।৮৩) সেবনেচ্ছু।

সিসৃক্ষা (কৃষ্ণ ১) প্রাদুর্ভাবন।

সীকর—জলকণ।

সীতা (ভা ৫।১৯।১) জনক-নন্দিনী, শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী ও লব কুশের মাতা। ২ (ভা ৫।১৭।৫) গঙ্গার প্রথমধারা। ইহা ব্রহ্মসদন হইতে বহির্গতা হইয়া কেশরাচলের অত্যুচ্চ শৃঙ্গসমূহে পতিতা হন এবং ক্রমে অধোবাহিনী হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে পড়িয়া ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়া লবণ সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। ৩ (গৌগ ৮৬) শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভার্যা, ভগবতী যোগমায়ার প্রকাশ। 8 (হ ৪।১০৪) গঙ্গা। ৫ (রাধা ৯২) মৎস্যপুরাণোক্তা চিত্রকূটবাসিনী তত্রত্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ৬ (রত্না ১।২৯৬) শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর মাতা। ৭ (হব ২।৩।১৪) লাঙ্গল-পদ্ধতি। -পতি (ভা ১০। ৮৩।১০) শ্রীরামচন্দ্র। ২ (চৈনা ২। ২৫) শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। -প্রমোদন (বৃভা ১।৪।৪৯) রাবণবধাদি-কথায় এবং শ্রীরঘুনাথের নিকটে সমানয়ন করায় যিনি শ্রীসীতাদেবীকে প্রকৃষ্ট-রূপে আনন্দ দিয়াছেন, সেই হনুমান। -রামাশ্রম (ভা ৭।১৪।৩২) দণ্ড-

কারণ্যস্থিত পঞ্চবটী, বর্ত্তমান নাসিক। **সীৎকার** (বৃভা ২।৬।৯৩) মুখশব্দ-বিশেষ। ২ (চৈনা ১৪৮) গুণানুরাগোত্থ শব্দ। **সীৎকৃতি** (ভাবনা ৯।২৬) অব্যক্ত মুখশব্দ-বিশেষ।

সীত্য (হরি ৭।৬৮৭) [সীতা হলাগ্রং তয়া সম্মিতং সীত+যৎ] ক্ষেত্র। ২ ধান্য।

সীদমান (ভা ১০।৮০।৮) সর্বদা অবশ—সনা। ২ অবসন্ন—জী।

সীধু (গোলী ১৬।৮৯) অমৃত। ২ (ভা ১০।৩১।৮) ইক্ষুরসজাত মদ্য। **-গন্ধ**—বকুল। **-প** (হরি ৫।২২৫) মধুপায়ী। **-পুষ্প**—কদম্ব, ২ বকুল। **-রস**—আম্রবৃক্ষ। **-বিলাস** (গোলী ১৯।৫৪) অমৃতকেলি-নামা বটক। প্রস্তুতি-প্রণালী—কদলী, মরিচ, দুগ্ধ ও খণ্ড গোধুমচূর্ণদ্বারা পাক করত বটক প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে পরিমাণ-মত জাতীফল ও কর্পূর মিশাইবে।

সীমন্ত (গোলী ২।৭৬) কেশবীথী। ২ (লনা ৩।২৩) লাঙ্গল বা রথচক্র-নির্মিত রেখা। **-ক**—সিন্দূর। **সীমন্তিত** (চৈনা ২।২৪) সীমান্ত-প্রাপ্ত। **সীমন্তিনী**—নারী। **সীমন্তোন্নয়ন**—গর্ভ-সংস্কারভেদ।

সীমা (ভাবনা ২।৩৫) অবসান। [২ মর্যাদা, ৩ স্থিতি, ৪ ক্ষেত্র, ৫ অণ্ড-কোষ, ৬ বেলা]।

সীর (চৈকা ৮।২১) লাঙ্গল। [২ সূর্য, ৩ অর্কবৃক্ষ]। **-ধ্বজ** (হংস ১৩৫) বলদেব। ২ (ভা ৯।১৩।১৭) সূর্যবংশ্য হ্রস্বরোমার পুত্র। ইঁহারই কন্যা—শ্রীসীতাদেবী। **-পাণি**—বলদেব।

সীরি (সক বি ৭৪) নারিকেল-শস্য। **সীরিসরঃ** (স্তব ৮।৭৯) গিরিরাজের পার্শ্ববর্ত্তী বলদেবকুণ্ড।

সীরী (গোচ উত্তর ২২।৫) বলরাম। ২ (গোলী ৩।১৮) নারিকেল।

সীবন (গোচ উত্তর ২৯।১৪৭) সূচী-কর্ম।

সীহুণ্ড (গোচ উত্তর ২৮।২৪) স্নুহী বৃক্ষ।

সু-কঠোর (বিনা ২।৩৯) অতিশক্ত। ২ দুর্জ্ঞেয়। **-কণ্ঠ** (কৃগ পরি ১০৪) শ্রীকৃষ্ণসভায় রসজ্ঞ, তালজ্ঞ ও সর্ব-প্রবন্ধ-নিপুণ সেবক। **-কণ্ঠী** (কৃগ পরি ১৯১) বিশাখা-রচিত গীতের গানে শ্রীকৃষ্ণের সুখদায়িকা। **-কন্যা** (ভা ৯।৩।২) শর্যাতিরাজার কন্যা ও চ্যবন ঋষির ভার্যা। **-কর্মা** (ভা ৮।১৩।৩১) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির অধিকারে দেবতাবিশেষ। ২ (ভা ৯।২৪।১৬) যদুবংশ্য শ্বফল্কের পুত্র। ৩ (ভা ১২।৬।৭৭) জৈমিনির শিষ্য সামগ ঋষি। **-কল** (গোলী ১০।১৪০) দাতা ও ভোক্তা। **-কলা** (দা ৪০) সুন্দরী, ২ দানশীলা, ৩ নিখিল-কলাবিৎ। **-কল্প** (গোলী ২১।১০১) সুভূষিত। ২ (ভা ১০।১৪।৭) অতিনিপুণ। ৩ (ভা ১১।২৮।৪১) নীরোগ। **-কুমার** (বিনা ৪।৪৪) সুকোমল, ২ সুদৃশ্য। ৩ (ভা ৯।১৭।৯) সোমবংশ্য ধৃষ্টকেতুর পুত্র। **-কুমার বন** (ভা ৯।১।২৫) মেরু পর্বতের নিম্নদেশস্থ কানন। এস্থানে উমাসহ শিব সর্বদা বিহার করেন। **-কৃৎ** (হরি ৫।৩০০) [সু—কৃঞ্ +ক্বিপ্] শোভনকর্ত্তা। ২ পুণ্যকারী, ৩ ধার্মিক। **-কৃত** (চৈনা ১৫২) সুষ্ঠু সম্পাদিত, ২ পুণ্য। **-কৃতি** (ভা ৮।১৩।১২) দশম মন্বন্তরে ব্রহ্মসাবর্ণির কালে সপ্তর্ষির অন্যতম। ২ (গোলী ৮।৮) হরিতোষণ-ক্ষম শুদ্ধভক্তিযুক্ত। ৩ (চৈচ মধ্য ২৪।৯১) ভাগ্যবান্। **-কেতু** (আচ ১।২৩) সুন্দর কেতুগ্রহযুক্ত। ২ সুন্দর পতাকাবিশিষ্ট। ৩ (ভা ৯।১৩।১৪) সূর্যবংশ্য নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র। **-কেশর** (ছ পরি ৩৯) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-কেশী** (কৃগ ২৪৯) সুদেবীর যূথে তৃতীয়া সখী।

সুখ (ভা ৪।১।৫১) ধর্মপ্রজাপতির পত্নী শান্তির গর্ভজাত পুত্র। ২ (গীতা ২।৬৬) মোক্ষানন্দ—স্বামী, ৩ আত্মানন্দ—বি। ৪ (প্রীতি ১১০) প্রাকৃতসুখদুঃখ-ধ্বংসই সুখ, বিষয়-ভোগ সুখ নহে। ৫ (গীতা ১০।৪) অনুকূল বিষয়ের অনুভূতি—স্বামী। ৬ (গীতা ১৬।২৩) শান্তি। ৭ (গীতা ১৭।৮) চিত্তের প্রসন্নতা—স্বামী। ৮ তৃপ্তি—বল। ৯ (সিন্ধু ১।১।৩০) বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও ঐশ্বর-ভেদে ত্রিবিধ; অণিমাদি সিদ্ধি ও ভুক্তি—বৈষয়িক, মুক্তি—ব্রাহ্ম এবং পরমানন্দ—ঐশ্বরসুখ। **-কল্লক** (গোচ পূর্ব ১।২০) সুখ-সূচক। **-কৃৎ** (গৌবি ৯৩) সুখপ্রদ, ২ সুখচ্ছেত্তা। **-চার**—উত্তমাশ্ব। **-জাত**—জাতানন্দ। **-ঝল্লী** (গালা গোবিন্দ ১৫) আনন্দ-সমূহ। **-দা** (কৃগ পরি ১৭০) শ্রীরাধার পিতামহী। [২ স্বর্গবেশ্যা, ৩ শমীবৃক্ষ]। **-ভুক্** (আচ ১৪।২৩৫) সুখানুভব। **-ভেদ** (প্রীতি ৬২) আত্মোত্থ (ত্বং-পদার্থজ্ঞানোত্থ) সুখ—সাত্ত্বিক, বিষয়জন্য সুখ—রাজস,

মোহ-দৈন্যমূলক সুখ—তামস এবং ভগবৎকীর্ত্তনাদি-জনিত সুখই—নির্গুণ (ভা ১১।২৫।২৯)। -মুখরা (মালা ব্রজনব° ৭) হর্ষে বহুভাষিণী। সুখরা (মালা স্ব° ১৭) বহুরুক্ষভাষিণী। °রাত্রি—দীপান্বিতা অমাবস্যা। -লূ (আচ ১৫।১৪) [সুখস্য লূশ্ছেদনং যস্মাৎ] সুখনাশক। -বাস—তরমুজ।

সুখাকারী (গোচ পূর্ব ১৮।১৩১) [নসুখং সুখং কর্ত্তুং শীলমস্য ইতি ডাচ্+ণিনি] সুখস্পর্শ-স্বভাব।

সুখাকৃত (যাম ১।১০) [সুখপ্রিয়াভ্যামানুকূল্যে ডাচ্] অনুকূলাচরণে আনন্দিত।

সুখাধার—স্বর্গ, ২ সুখময় আবাস।

সুখাপ (কৃষ্ণ ১৫২) [সুখেনাপ্যত ইতি] সুখপ্রাপ্য, সুলভ। ২ [সুখমাপয়তীতি] সুখপ্রাপ্তিকারক। ৩ [সুখেনাপ্যতে জ্ঞায়ত ইতি] সুখবোধ্য।

সুখাপ্তি (বৃভা ১।১।৫০) অনায়াসে লাভ, ২ সুখানুভব।

সুখাম্বরা (কৃগ ৫৪) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীতুল্যা গোপী।

সুখাশ (হ ৮।১৮৭ টী) সশা, তরমুজ। [২ বরুণ]।

সুখাসন (বৃভা ১।৪।৪৫) সুখময় আসন, ২ ভদ্রপীঠ সিংহাসন।

সুখিত (হরি ৭।৮৮৩) সুখযুক্ত।

সুখী (সিন্ধু ২।১।১৪৫) ভোগী এবং দুঃখলেশেও অস্পৃষ্ট ব্যক্তি। ২ (গীতা ৫।২৩) শরীরত্যাগের পূর্ব পর্য্যন্ত যিনি কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ।

সুখীনল (ভা ৯।২২।৪১) সোমবংশ্য নৃচক্ষুর পুত্র।

সুগ (হরি ৫।২৫৯) [সুখেন গচ্ছত্যস্মিন্] সুখগম্য। ২ (ভা ১০।১২।৩৫) গন্ধর্বাদি উত্তম গায়ক—স্বামী।

সুগতি (হ ১০।২২৪) মুক্তি, ২ শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি। ৩ (ভা ৫।১৫।১৪) ভরত-বংশ্য গয় ও গয়ন্তীর পুত্র।

সুগন্ধ (যাম ৯।২৫) শোভনগন্ধযুক্ত, ২ চন্দন, ৩ নীলপদ্ম। ৪ (কৃগ পরি ৮১) শ্রীকৃষ্ণের নাপিত। ৫ গন্ধতৃণ, ৬ ক্ষুদ্রজীরক]।

সুগন্ধা (কৃগ পরি ১৯৪) শ্রীরাধার দাসী, নাপিত দিবাকীর্ত্তির্ কন্যা।

সুগন্ধি (হরি ৭।১৬৫) [শোভনো গন্ধো যত্র] শুভগন্ধযুক্ত। [২ এলবালুক, ৩ মুস্তা, ৪ গন্ধতৃণ, ৫ ধান্যক। ৬ কশেরু, ৭ পিপ্পলীমূল]। -কা (কৃগ ২৪৫) সুচিত্রার যূথে চতুর্থী সখী। -জল (হ ১৯।৩৩২) তগর, মুস্তক, হ্রীবের, অগুরু, তুরুষ্ক, চন্দন, কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগমদ প্রভৃতি পরম সুগন্ধিদ্রব্য দ্বারা সংস্কৃত বারি। -মূল—উশীর।

সুগ্রীব (অকৌ ১০।১২) বানররাজ। ২ শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব, ৩ সুন্দর গ্রীবা-বিশিষ্ট।

সুগ্ন (হরি ৫।২০৫) [সু—গ্লৈ হর্ষক্ষয়ে+ক] অতিক্রান্ত।

সুঘণ্টিকা (কৃগ ৫৫) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহীতুলা গোপী।

সুঘন (লনা ৫।১০) শোভন মেঘ, ২ শোভন তনু। ৩ (কৃগ ৬০) পর্জন্যের সখা। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য লোক।

সুঘোষ (গীতা ১।১৬) চতুর্থ পাণ্ডব নকুলের শঙ্খ।

সুচন্দ্র (ভা ১০।৮২।১৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র [মৎস্য ৪৬]। ২ (সিন্ধু ৬।২।৩৯) শ্রীকৃষ্ণের পুরস্থ অনুগ।

সুচন্দ্রা (কৃগ ১০৫) 'মহাবসু'-নামক গোপের পত্নী, স্তোককৃষ্ণের জননী। ইনি পুত্রেষ্টি-সম্ভূত চরু ভোজন করিয়া যে গর্ভধারণ করেন,তাহাতেই স্তোককৃষ্ণের জন্ম হয়।

সুচন্দ্রাভা (ছ ২।২৭) অষ্টাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

সুচরিতা (কৃগ ২৪৪) চম্পকলতার যূথে দ্বিতীয়া সখী।

সুচারু (ভা ১০।৬১।৮) শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্র। ২ (কৃগ ৫১) চারুমুখের পুত্র।

সুচিত্র (আচ ১।২৭) বহুবর্ণবিশিষ্ট। ২ (কৃগ পরি ১০৭) শ্রীকৃষ্ণের চিত্রকর।

সুচিত্রা (কৃগ ১৭৫) চিত্রাসখীর নামান্তর। ২ (গৌ ১।১৫) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ।

সুচীরা (ভা ৯।২৪।১৭) শ্বফল্কের কন্যা।

সুজন (স্তব ৩।১) বৈষ্ণব, সজ্জন।

সুজয় (ভা ৫।১।১০) সর্বোৎকর্ষ।

সুজল—কমল, ২ সুন্দর জল।

সুজল্প (উ ১৪।২১৭) সরলভাবে গাম্ভীর্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠা-সহকারে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্ন।

সুজাত (১০।৩১।১৯) অতিসুকুমার, মনোজ্ঞ।

সুজ্ঞ (গোভা ৪।৪।২১) উপনিষদের রহস্যবেত্তা।

সুজ্ঞান (রত্ন ১।১৪) ব্রহ্মানুভব। ২ (প্র ৯।৫) প্রমা।

সুজ্যেষ্ঠ (ভা ১২।১।১৫) শুঙ্গবংশ্য

অগ্নিমিত্রের পুত্র।
সুত (ভা ৭।১৫।৪৮) সোমযাগ। [২ উৎপন্ন, ৩ সম্বন্ধ, ৪ পার্থিব]। -ক—জননাশৌচ, ২ অশৌচমাত্র।
সুতক্ষণ (হ ১১।৫০ টী) অগস্ত্য-সংহিতোক্ত জনৈক ব্রাহ্মণ।
সুতপাঃ (ভা ৯।১২।১২) সূর্যবংশ্য অন্তরীক্ষের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৩।৪) হেমের পুত্র। ৩ (ভা ১০।৩।৩২) বসুদেবের পূর্বজন্মগত নাম। ৪ (সুধা ৩৪) যাঁহার তপস্যা পরম সুন্দর অথবা যাঁহার প্রাপ্তির জন্য সুন্দর তপস্যা অনুষ্ঠেয়—সেই বিষ্ণু। ৫ (ভা ৮।১৩।১২) অষ্টম মনু সাবর্ণির কালে দেবতা-বিশেষ। [৬ সূর্য, ৭ অর্কবৃক্ষ, ৮ মুনি, ৯ সুন্দর তপঃ]।
সুতমঃ (আচ ১।২৩) সুন্দর রাহুযুক্ত, ২ সুখদায়ী অন্ধকারাবৃত।
সুতন্ত্র (সিন্ধু ৩।২।৩৯) শ্রীকৃষ্ণের পুরস্থ অনুগ দাস।
সুতরাং [ব্য] অগত্যা, ২ অবশ্য, ৩ অতিশয়।
সুত-রূপ্য (গোচ উত্তর ১৮।৭০) ভূত-পূর্ব পুত্র।
সুতল (ভা ৫।২৪।১৮) বিতলের অধোদেশে তৃতীয় ভূবিবর।
সুতবস্করা (গোলী ১২।৮৫) সপ্ত-পুত্রবতী নারী।
সুতার (চরিত ৩৩৫) অতিস্থূল।
সুতুণ্ডী (কৃগ ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ-তুল্যা গোপী।
সুত্রামা (গোচ পূর্ব ৩১।১৩০) ইন্দ্র। ২ (ভা ৮।১৩।৩১) ত্রয়োদশ মনু দেবসাবর্ণির কালে দেবতাবিশেষ।
সুত্বা (হরি ৫।৩।১৪) [সুঞ্ অভি-ষবে+ঙ্বনিপ্] যজ্ঞান্তে স্নায়ী। ২ যাজ্ঞিক। [৩ যিনি সোম নিষ্পীড়ন করিয়াছেন]।
সুত্বান্ (ভা ১২।৬।৭৫) সামবেত্তা জৈমিনির পৌত্র ও সুমন্তুর পুত্র,সুন্বান্।
সুদক্ষিণ (ভা ১০।৬৬।২৮) পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পুত্র। ২ অত্যুদার—স্বামী। ৩ (কৃগ পরি ৪৮) অর্জুন ও বসুদাম সখার পিতা।
সুদণ্ড (আচ ২৫।২৮৯) সুষ্ঠু দণ্ড, ঋজু যষ্টি। [৩ বেত্র]।
সুদণ্ডিকা (কৃগ ১৮২, ১৮৮) শ্রীরাধার সখী, ইঁহার কান্তি—শিরীষপুষ্পবৎ, বস্ত্র—কুরুণ্টকপুষ্পবৎ। ইনি বাক্যা-টোপে উজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণকেও অনুজ্জ্বল [অপ্রতিভ] করেন। [২ গোরক্ষ-চাকুলে]।
সুদর্শন (ভা ৫।২৪।৩) শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিরাজিত অস্ত্রবিশেষ। ২ (ভা ৫।৭।৩) রাজা ভরতের ঔরসে ও পঞ্চজনীর গর্ভে জাত পুত্র। ৩ (ভা ৯।২।১৮) অগ্নিপুত্র ও ওঘবতীর পতি। ৪ (ভা ৯।১২।৫) সূর্যবংশ্য ধ্রুবসন্ধির পুত্র। ৫ (ভা ১০।৩৪।১২) বিদ্যাধর। ৬ (ভা ১।৯।৭) জনৈক ঋষি। ৭ (গোচ উত্তর ১৯।৪১) সুন্দর-দর্শনধারী। ৮ (চৈম আদি ১।৭০৭) শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে উক্ত—নবদ্বীপবাসী অধ্যাপক, শ্রীনিমাই কিছুদিন ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। ৯ (গৌগ ৫৩) শ্রীরঘু-নাথের গুরু বশিষ্ঠ। ১০ (ভা ১০। ৭৮।১৯) তীর্থবিশেষ। গিরনারের পাদদেশবর্তী উপত্যকায় কাথিয়াবাড়ে অবস্থিত প্রসিদ্ধ সরোবর। [১১ মেরু, ১২ জম্বুবৃক্ষ, ১৩ ইন্দ্রপুর]।
সুদর্শনী (সি ৫।৪ টী) শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন টীকা। [২ পদ্মগুলুঞ্চলতা, ৩ আজ্ঞা, ৪ ওষধিভেদ, ৫ অমরাবতী]।
সুদল (গোলী ৮।৮) শোভন-পত্র। [২ ক্ষীরমোরটা বৃক্ষ]।
সুদাম (সিন্ধু ৩।৩।৩৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। [কৃগ পরি ৪১—৪২]। ঈষদ্গৌর, নীলাম্বর, রত্নালঙ্কৃত; পিতা—মটুক, মাতা—রোচনা। [শ্রীদ্বারকানাথ-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীশ্রী-গোবিন্দবল্লভ-নামক সঙ্গীত-নাটকে কিন্তু (৩।১৪) সুদামের মাতা—সুশীলা]। ২ শোভন মাল্য।
সুদামা (হরি ৫।২১৯) [দদাতীতি সু—দা+মনিন্] সুষ্ঠু দাতা। ২ (ভা ১০।৪৯।২৭) পর্বত—স্বামী। ৩ মেঘ—বি। ৪ (কৃগ ৪১) কণ্ডরের স্ত্রী। ৫ (ভা ১।৬।২৭) পাঞ্জাবস্থ বাহ্লীকপ্রদেশের অন্তর্গত গিরিমালা—স্বামী। ৬ (ভা ১০।৪১।৪৩) মালাকার।
সুদামিনী (ভা ৯।২৪।৪৪) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা সমীকের পত্নী।
সুদাস (ভা ৩।১।২২) সরস্বতীর তীর-বর্তী তীর্থবিশেষ। ২ (ভা ৯।৯।১৮) সূর্যবংশ্য সর্বকামের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২২।১) সোমবংশ্য মিত্রায়ুর পুত্র। ৪ (ভা ৯।২২।৪৩) চন্দ্রবংশীয় বৃহদ্রথের পুত্র।
সুদিনাহ (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৮২) শুভ-দিন, পুণ্যাহ [সুদিনশব্দ প্রশস্তবাচী]।
সুদিব (হরি ৭।১৬৩) [শোভনং দিবা যস্য] সুদিন-বিশিষ্ট। ২ শোভন-দীপ্তিবিশিষ্ট।
সুদিষ্ট (আচ ১৫।২৫৩) অতিভাগ্য।

সুদুর্বোধ (ভা ১১।২১।৩৬) স্বরূপতঃ ও অর্থতঃ দুর্বিজ্ঞেয়।

সুদুর্মদ (ভা ১০।১০।২০) অতিগর্বিত।

সুদুর্মর্ষ (ভা ১০।৫৮।৫৩) অসহনশীল।

সুদুর্লভা ভক্তি (সিন্ধু ১।১।৩৫) হরিভক্তি দুই প্রকারে সুদুর্লভা, (১) বহুকাল যাবৎ অনাসঙ্গ (আসক্তি-শূন্য বা রুচি-বিরহিত) হইয়া সাধন সমূহ করিলেও লভ্য নহে; (২) আসক্তিপূর্বক অনুষ্ঠানেও শ্রীহরি শীঘ্র ভক্তি দেন না, অথচ 'বিলম্বে' দান করেন।

সুদূর প্রবাস (উ ১৫।১৫৮) ব্রজ হইতে মথুরা ও দ্বারকাদিতে গমন। ইহা ত্রিবিধ—ভাবী, ভবন্ ও ভূত।

সুদৃঢ় (ভা ১০।৭৩।১৮) বিঘ্নদ্বারা অবচ্ছেদের অযোগ্য—ঢ়ী। -ব্রত (সিন্ধু ২।১।৯৪) যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও ও নিয়ম দুইই সত্য। সত্যপ্রতিজ্ঞা কাদাচিৎকী, কিন্তু সত্যনিয়ম সার্বদিক।

সুদেব (ভা ৪।১।৬) যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও দক্ষিণার পুত্র—তুষিতগণের অন্যতম। ২ (ভা ৯।৮।১) সূর্যবংশ্য চম্পের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।২২) সোমবংশ্য দেবকের পুত্র। ৪ (কৃগ ৪৭) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। ৫ (প্রীতি ১১০, দশ ৪৪) 'রসবিলাস'-নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

সুদেবী (কৃগ ৯৬) অষ্টসখীর অষ্টমী, রঙ্গদেবীর যমজা ভগ্নী। অঙ্গকান্তি প্রভৃতি রঙ্গদেবীর ন্যায়। পতি—বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। -যূথ (কৃগ ২৪৯) কাবেরী, চারুকবরা, সুকেশী, মঞ্জুকেশিকা, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠী ও মনোহরা—এই অষ্ট সখী। -সেবা (কৃগ ১৭৫—১৮০) শ্রীরাধার প্রিয়নর্ম সখী, ইনি শ্রীরাধার কেশ-সংস্কার, অঞ্জনদান ও অঙ্গসম্বাহন করিতে সর্বদাই তৎপার্শ্বে থাকেন—শারিকা ও শুকের শিক্ষায়, লাব (লাওয়া পক্ষী) ও কুক্কুট পক্ষীর যুদ্ধবিস্তারে, শুভাশুভ চিহ্ন-বিজ্ঞানে, পশু-পক্ষীর ভাষাজ্ঞানে, চন্দ্রোদয়-মেঘ-বহ্নিবিদ্যায়, উদ্বর্তন-প্রক্রিয়ায়, গণ্ডূষক্ষেপপাত্রে, গেণ্ডু-ক্রীড়নে এবং শয্যা-রচনাদিতে সুনিপুণা কাবেরী প্রভৃতি অষ্টসখী নিযুক্তা আছেন, আসনের অধিকারে নিযুক্তা যে সকল সখী ও দাসী, বিপক্ষীয়াগণের ভাব জানিতে যে সকল ধূর্ত্তা নারী নানাবিধ বেশ ধরিয়া ইতস্ততঃ চররূপে বিচরণ করিতেছেন, যাঁহারা বন্য ও গৃহ-পালিত পশুপক্ষী প্রভৃতির অধিকারে নিযুক্ত আছেন—সেই সকল সখী ও বনদেবীদের অধ্যক্ষা—এই সুদেবী। ২ (ভা ২। ৭।১০) নাভির ভার্যা। নামান্তর—মেরুদেবী। ঋষভদেবের মাতা।

সুদেষ্ণ (ভা ১০।৬১।৮) শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্র।

সুদেষ্ণা (ভা ৯।২৩।৪) বলিরাজের ভার্যা।

সুদ্যু (ভা ৯।২০।৩) সোমবংশ্য চারুপদের পুত্র।

সুদ্যুম্ন (ভা ৮।৫।৭) ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনুর পুত্র। ২ (ভা ৯।২০।২) ইলার পুংস্তপ্রাপ্ত নাম। বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইক্ষ্বাকু-প্রভৃতির জন্মের পূর্বে মনু অনপত্য ছিলেন বলিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌরোহিত্যে মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করেন। মনুর পুত্রেচ্ছাসত্ত্বেও পত্নীর ইচ্ছাক্রমে 'ইলা' নাম্নী এক কন্যা হয়। মনুর অসন্তোষে বশিষ্ঠ ভগবানের নিকট ইলার পুংস্ত কামনা করিলে ইলা 'সুদ্যুম্ন'-নামে পুরুষ হন। আবার মৃগয়া-প্রসঙ্গে সুদ্যুম্ন 'সুকুমার'-নামক সুমেরুর পাদদেশ-স্থিত বনে প্রবেশ করিবামাত্রই গণসহ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। বশিষ্ঠের কৃপায় মহাদেব হইতে বরলাভে তিনি একমাস স্ত্রীত্ব ও একমাস পুংস্ত্ব প্রাপ্তি করিয়াছেন। [ভা ৯।১]।

সুদ্বিজ (গোলী ১০।১৩৬) উৎকৃষ্ট দন্তশালী। ২ সুব্রাহ্মণ।

সুধন (হ ১৬।৪০৭ টী) জনৈক বণিক্ প্রবোধনী রাত্রিতে জাগরণের জন্য অক্রূরতীর্থে গমনকালে এক ব্রহ্মরাক্ষস-কর্তৃক অবরুদ্ধ হন; পুনরায়-আগমনের জন্য শপথ করিলে ব্রহ্মরাক্ষস তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। জাগরণ করিয়া ফিরিলে সেই বণিককে রাক্ষস সকাকু প্রার্থনা করিলে সুধন জাগরণকৃত নৃত্যের লেশমাত্র দান করত সেই ব্রহ্ম-রাক্ষসকে মোচন করেন। (পাদ্ম)

সুধনু (ভা ৯।২২।৫) সোমবংশ্য কুরুর পুত্র।

সুধন্বা (ভা ৩।২১।৩৭) বিদুর। [২ সুন্দর ধনুর্ধর, ৩ অনন্তনাগ, ৪ বিশ্বকর্মা]।

সুধর্ম (হ ৮।৩০৫) বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত আছে যে সুধর্ম রাজার পূর্ব-কালীন গৃধ্রজন্মে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের প্রদক্ষিণ করা অভ্যাস ছিল বলিয়া তিনি মহাসিদ্ধি লাভ করেন।

সুধর্মা (ভা ১।২৪।৩৪) শ্রীকৃষ্ণের সভা। ২ (গোচ উত্তর ১৮।৭) দেবসভা।

সুধা (উ ৭।১৬) দগ্ধশঙ্খাদির চূর্ণ, ২ অমৃত—জী। ৩ (ভা ১০।৪৮।৫) ঘন ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ—সনা। ৪ (ভা ১০।৪৭।১৩) [সুষ্ঠু দধাতীতি] সুষ্ঠু গ্রহণকারী—সনা। ৫ (ছ পরি ৫৭) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৬ (ভা ১০।৮৭।২৩) সুষ্ঠু ধারণকারিণী। ৭ সুষ্ঠু রস-পানকারিণী—প্রবো। [৮ গঙ্গা, ৯ বিদ্যুৎ, ১০ জল, ১১ রস, ১২ ধাত্রী, ১৩ হরীতকী, ১৪ মধু]। **সুধাংশু** (স্তব ৯।১৯) কর্পূর, ২ চন্দ্র। **সুধাংশুকান্ত** (বিনা ৩।১০) চন্দ্রকান্তমণি। **'কণ্ঠ** (কৃগ পরি ১০৪) শ্রীকৃষ্ণ-সভায় রসজ্ঞ, তালজ্ঞ ও সর্বপ্রবন্ধ-নিপুণ সেবক। **-কর** (কৃগ পরি ১০২) শ্রীকৃষ্ণলীলার মার্দঙ্গিক। ২ (আচ ২।১৭) চন্দ্র, ৩ আয়ুষ্মান্ যোগ। **-কিরণ** (গোলী ১১।৮৯), **দীধিতি** (লনা ১।৫৩), **-ধুনী** (মালা ছ ১৬) চন্দ্র। **-নাদ** (কৃগ পরি ১০২) শ্রীকৃষ্ণের মৃদঙ্গী। **-নিধি** (পদক ১৬) শ্রীগৌরপার্ষদ—(গৌগ ১০৩) পূর্বের নিধি-বিশেষ। ২ (ভাবনা ৪।৭৪) চন্দ্র। **-ময়ূখ** (চৈকা ৬।৯) চন্দ্র। **সুধামা** (জী ২৫) মন্বন্তরাবতার। ২ (ভা ৫। ২০।২০) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ বর্ষ ও তদধিপতি—ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র। **-মুক্** (বিনা ১।২৯) অমৃতস্রাবী। **-মুখী** (কৃগ ২৫১) শ্রীরাধার সখী। ২ (গৌ ৪।৬) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ। **-রুক্** (গোলী ১৬।১০৮) চন্দ্র। **-ষ্ঠ্যূর** (অকৌ ১০।১১) চন্দ্র। **-সব** (ভা ১০।৪৮।৫) অমৃততুল্য মধু। **-স্বর** (আচ ১৫।২৭) [সুধাং সুষ্ঠু রাতীতি] সুন্দররূপে সুধার পরিবেষক।

সুধিত (ভা ১০।৩৩।২১) অমৃতান্বিত।

সুধিতি (ভা ১০।৮৮।১৮) খড়্গ—বি। ২ কুঠার।

সুধী (গোপা ৩৮) সাধু। ২ (হরি ২।৫২) সুষ্ঠু ধ্যানকারী। ৩ পণ্ডিত।

সুধীর (ভা ৯।২৩।৩) সোমবংশ্য শিবির পুত্র।

সুধৃৎ (ভা ৯।১৩।১৫) সূর্যবংশীয় মহাবীর্যের পুত্র।

সুধৃতি (ভা ৯।২।২৯) সূর্যবংশীয় রাজ্যবর্দ্ধনের পুত্র।

সুনক্ষত্র (ভা ৯।১২।১২) সূর্যবংশ্য মরুদেবের পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।৪৭) চন্দ্রবংশীয় নিরমিত্রের পুত্র।

সুনদা (কৃগ পরি ২০০) শ্রীরাধার ধেনু—ইহা প্রতিবর্ষেই প্রসব করিত।

সুনন্দ (ভা ১০।৬৭।১৮) শ্রীবলদেবের মুষল। ২ (ভা ১০।৩৪।৪) শ্রীনন্দ মহারাজের অনুজ। ৩ (কৃগ পরি ২২) শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ ও পার্ষদ। ৪ (ভা ৪।৭।২৫) শ্রীভগবানের দ্বারপাল। [৫ অত্যানন্দযুত]।

সুনন্দন (ভা ১০।৯০।৩৪) দ্বারকাস্থিত অষ্টাদশ মহারথের অন্যতম। ২ (ভা ১২।১।২৫) মগধের শূদ্ররাজা পুরীষভীরুর পুত্র।

সুনন্দা (ভা ৮।১।৮) নদীবিশেষ—ইহার তীরে স্বায়ম্ভুব মনু বর্ষশত তপস্যা করেন। ২ (আচ ১৫।৬২) উপনন্দের কন্যা। মতান্তরে—(স্তব ৮।১৬) সনন্দের কন্যা। ৩ (রত্না ১।২৪৫) শ্রীখণ্ডের অদ্বিতীয় কবি দামোদরের কন্যা ও শ্রীগৌর-পার্ষদ চিরঞ্জীব সেনের পত্নী। ইঁহারই গর্ভে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের আবির্ভাব হয়। [৭ গোরোচনা, ৫ উমা, ৬ নারী, ৭ অর্কপত্রীবৃক্ষ]।

সুনয় (ভা ৯।২২।৪২) চন্দ্রবংশ্য মেধাবির পুত্র।

সুনাভ (ভা ৩।১৩।৩৩) সুদর্শন চক্র—স্বামী। ২ (বিজয় ৭৯।৩১) দৈত্যপতি বজ্রনাভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [৩ মৈনাক পর্বত]।

সুনামা (ভা ৯।২৪।২৪) সোমবংশ্য উগ্রসেনের পুত্র।

সুনায়িকা (হরি ৭।৮০) (নায়য়তি যা সা নায়া ইতি কর্ত্তরি ণ্যন্ত-নীধাতোঃ পচাদেরচ্—আপ্=নায়া শোভনা নায়া যস্যাঃ) শোভনা-নায়িকা-যুক্ত।

সুনাসীর (আচ ১৫।২৫৯) ইন্দ্র।

সুনাসীরীয়, সুনাসীর্য (হরি ৭। ৩৩৪) [সুনাসীর ইন্দ্রো দেবতা য স্যেতি] ইন্দ্র-দেবতাক।

সুনির্বৃতি (ভা ১০।৩০।১১) পরমানন্দ—সনা।

সুনিষ্কৃত (ভা ৬।২।১০) শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত—স্বামী।

সুনিষ্ঠ (গোবি ৯৮) অস্খলিত-ব্রত।

সুনীতি (ভা ৪।৮।৮) উত্তানপাদের ভার্যা ও ধ্রুবের মাতা। [২ সুন্দর-নীতিযুক্ত, ৩ শোভনা নীতি]।

সুনীথ (ভা ৯।১৭।৮) সোমবংশ্য সন্ততির পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।৪১) সুষেণের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২২।৪৯) সুবলের পুত্র। [৪ ধর্মশীল, ৫ ব্রাহ্মণ]।

সুনীথা (ভা ৪।১৩।১৮) অঙ্গের পত্নী ও বেণের জননী।

সুনীরজ (বিনা ৫।৪০) উত্তম পদ্ম-

যুক্ত, ২ সুষ্ঠু রজোগুণ-রহিত।
সুনীল (কৃগ ৪০) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-ম্বস্পতি। [২ মণিভেদ, ৩ দাড়িম, ৪ সুন্দর নীলবর্ণ]।
সুনীলা—অতসী, ২ অপরাজিতা, ৩ জরতীতৃণ।
সুনৃত (গোলী ১৯৪) প্রিয়বাক্য।
সুন্দ (মাম ৫।২০) পদ্মপুরাণে ও মহাভারতে এই বর্ণনা আছে যে 'সুন্দ ও উপসুন্দ' নামক দুই দৈত্য ব্রহ্মা হইতে বরলাভ করিয়া মহাদৃপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারে ত্রিভুবন কম্পিত হইলে ব্রহ্মা এক উপায় ঠিক করিলেন। সুন্দরীগণ হইতে এক এক তিল সৌন্দর্য আহরণ করিয়া 'তিলোত্তমা'-নামক এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি গঠন করিয়া উহাদের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া দুই ভাই যুগপৎ তিলোত্তমার দুই হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে; তখন পরস্পর কলহ করিতে করিতে শেষে দুই জনই দুই জনকে গদাঘাত করিয়া নিধনপ্রাপ্ত হয়।
সুন্দরাচল (চৈচ মধ্য ১৪।১১৩) গুণ্ডিচা মন্দির।
সুন্দরিকা (ছ পরি ৬) ত্রয়োবিংশত্য-ক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।
সুন্দরী (সা ৬) শ্রীরাধা। ২ (ছ ৩।১২) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দোবিশেষ।
সুন্বান্ (ভা ১২।৬।৭৫) সামবেত্তা জৈমিনির পৌত্র ও সুমন্তর পুত্র, সুত্বান্।
সুপক্ষ (চরিত ৩৩৫) শোভন আবরণ-বস্ত্র। ২ (কৃগ ৫৯) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ।
সুপণ (আচ ২২।৩৪) বহুমূল্য।
সুপত্র—তেজপত্র, ২ আদিত্যপত্র, ৩ সুন্দরপত্রবিশিষ্ট।
সুপদ্ম (হরি ৩।৫১৭) পদ্মনাভদত্ত-কৃত ব্যাকরণ-বিশেষ। পাণিনীয় সূত্রানুসারে ইহার রচনা। বৈদিক প্রকরণ-ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয়ই ইহাতে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। পদ্ম-নাভ স্বয়ং 'সুপদ্ম-পঞ্জিকা' নামে ইহার এক টীকাও করিয়াছেন। বিষ্ণুমিশ্রকৃত টীকাই কিন্তু ইহার প্রশস্ত টীকা।
সুপদ্মা ভুমি (হ ২০।৫৫, হয় ১৬।২) যাহাতে তিলক, নারিকেল, কুশ ও কাশ সুশোভিত এবং যাহা পদ্ম ও ইন্দীবর-সুমণ্ডিত—সেই ভূমিকে 'সুপদ্মা' কহে। তাহাতে চন্দন, অগুরু, কর্পূর প্রভৃতির গন্ধ থাকে।
সুপর্ণ (ভা ১১।৫।২১) শ্রীবিষ্ণু। ২ (ভা ১১।২৩।৫০) শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ—স্বামী। ৩ (ভা ১২।১১।১৬) গরুড়। ৪ (গোতা ২।২৩) পক্ষী। ৫ (মুক্তা ৩।৬৩) পরমাত্মা। ৬ (ভা ৩।৩।৩) সুপতন। ৭ (গোভা ১।৩।৭) জীব। ৮ (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থ পর্বত। ৯ (গৌকৃ ১৪। ২৭) শোভন-পত্রবিশিষ্ট। ১০ স্বর্ণ-চূড় পক্ষী। [১১ নাগকেশর]। **-কেতু** (ভা ৩।৩।৩৭), **-লক্ষণ** (ভা ১০।৫৩।৫৬) গরুড়ধ্বজ—স্বামী।
সুপর্ণা (ভা ৬।৬।২২) বিনতা, কশ্যপের পত্নী ও গরুড়ের মাতা।
সুপর্ব-পতি (গোচ পূর্ব ১৮।১৬) দেবেন্দ্র। **-পর্বত** (প্রে ১২ ঘ) সুমেরু। **-পাদপ** (শ্যা ৪) দেবতরু, কল্পবৃক্ষ।
সুপবা (গোচ পূর্ব ৩৩।৩৮৮) দেব, [২ বাণ, ৩ বংশ, ৪ ধূম]। ৫ (আচ ১৩৭) শোভন-পর্বযুক্ত। ৬ শ্বেতদূর্বা।
সুপবিত্র (ছ পরি ৩৩) চতুর্দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।
সুপাক (আচ ১৪৭) পরিণাম, ২ সুপক্ক।
সুপাণ্ডিত্য (সিন্ধু ২।১।৭৫) বিদ্বান্ ও নীতিজ্ঞ।
সুপাৎ (হরি ৬।৩৪৫) সুন্দর পদ-বিশিষ্ট।
সুপার্শ্ব (ভা ৯।২১।২৭) সোমবংশ্য দৃঢ়নেমির পুত্র। ২ (ভা ৫।১৬।১১) সুমেরুর পার্শ্ববর্ত্তী পর্বত। [৩ প্লক্ষবৃক্ষ, ৪ সম্পাতি-পুত্র বিহগভেদ, ৫ সুন্দরপার্শ্ববিশিষ্ট]।
সুপার্শ্বক (ভা ৯।১৩।২৩) সূর্যবংশ্য শ্রুতায়ুর পুত্র। [২ গর্দভাণ্ডবৃক্ষ]।
সুপিঞ্জর (কৃবি ৮৬) উত্তম পিঙ্গলবর্ণ।
সুপীঃ (হরি ২।১৩৯) [পিস্ গতৌ] সুষ্ঠু গমনকারী।
সুপীবা (হরি ৫।২৭৯) [সুষ্ঠু পিবতীতি পা+ক্বনিপ্] অতিপানকারী।
সুপুষ্কল (ভা ১১।৯।৩১) সুস্থির। ২ (হ ১৯।৬৮১) সম্পূর্ণ।
সুপৃক্ত (ভা ১০।৩০।২৬) সংমিশ্র, ২ সুমিলিত—সনা।
সুপেশ (চৈত ২।৬।৪৬) সুন্দর। ২ [সুষ্ঠু পাতীতি সুপা ব্রহ্মাদয়ঃ, তেষামপি ঈশঃ] ব্রহ্মাদিরও নায়ক, ৩ (সুপ=) ব্রহ্মাদি এবং ঈশ্বর। **-কৃৎ** (ভা ১১।৭।২৭) যে কীট অন্য কীটকে সুরূপ করে—স্বামী। **-ল** (ভা ১০।৩৩।১) পরম-মনোহর—সনা।
সুপেশাঃ (ভা ১১।১৬।২৮) সুন্দর। ২ (সভা ১।৫০৬) সৌকুমার্যবান্।

সুপ্তি (সিন্ধু ২।৪।১৭৭) অবস্থাবিশেষে বিবিধ ভাবনা ও অর্থানুভবযুক্তা নিদ্রা। ইহাতে ইন্দ্রিয়চয়ের বিষয়োপরতি, শ্বাস ও নেত্র-নিমীলনাদি প্রকাশ পায়। [২ শয়ন, ৩ নিদ্রা, ৪ স্বপ্ন]।

সুপ্রজাঃ (হরি ৭।১৬৪) [শোভনাঃ প্রজাঃ যস্য] সুপুত্রবিশিষ্ট।

সুপ্রতিষ্ঠা (ছ ১।২৭) প্রতিপাদে পাঁচ অক্ষরে ঘটিত বৃত্ত। [২ প্রশংসা]।

সুপ্রতিষ্ঠিত (হ ১৯।১৮৪) শ্রীবিষ্ণু-লোকস্থ দিক্‌পাল-নায়ক। [২ প্রশংসিত, ৩ উড়ুম্বর বৃক্ষ]।

সুপ্রতীক (ভা ৯।১২।১১) সূর্যবংশ্য প্রতীকাশ্বের পুত্র। ২ (আচ ১।১৫৯) দিগ্‌গজ। ৩ সুন্দর অঙ্গ-বিশিষ্ট। ৪ (ভা ১০।৮।৩১) সাধু—স্বামী। [৫ শিব, ৬ কামদেব]।

সুপ্রতীত (মথুরা ৩৫৮) সুবিখ্যাত।

সুপ্রভা (ভা ৬।৬।৩২) স্বর্ভানু দানবের কন্যা ও নমুচির পত্নী। [২ সুষ্ঠু দীপ্তিযুক্ত]।

সুপ্রভাতা (ভা ৫।২০।৪) প্লক্ষদ্বীপস্থা নদী।

সুপ্রলাপ (গোলী ১৯।২) সুবচন।

সুপ্রসব (আচ ১।১৮) সুন্দর ফলপুষ্প-শোভিত।

সুপ্রসাদ (ভা ১।১।১১) সম্যক্ উপশান্তি—স্বামী। ২ (সুধা ৩৯) অতিদয়ালু বিষ্ণু। ৩ (ভক্তি ৫৮) শ্রীভগবানের সুষ্ঠু সন্তোষ। ৪ জীবের নির্মল চিত্তের সন্তোষ। ৫ বিমুক্তি; ৬ প্রেম।

সুপ্রসাদা (কৃগ ২০৫) পূরুবংশজাতা, সন্ধিদূতী।

সুপ্রাত (গৌবি ৯) সুপূর্ণ।

সুপ্রাতঃ (হরি ৭।১৬৩) [শোভনং প্রাতর্যস্য] শোভন-প্রাতঃকাল-বিশিষ্ট।

সুবল (ভা ১০।৮৪।১) গান্ধারীর পিতা। ২ (ভা ৯।২২।৪৮) মগধের জরাসন্ধ-বংশীয় সুমতির পুত্র। ৩ (চরিত ৭৭) শোভন-বল-বিশিষ্ট। ৪ (সিন্ধু ৩।৩।৪৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রধান প্রিয়নর্মবয়স্য। (কৃগ পরি ৪৩—৪৫) গৌরবর্ণ, নীলবস্ত্র, সার্দ্ধদ্বাদশবর্ষীয়, সখীভাব-সমাশ্রিত, যুগলমিলনে সহায়ক ও শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম। -কুঞ্জ (রত্না ৫।৫৯) শ্যামকুণ্ডের উত্তরে অবস্থিত। -পুত্রী (ভা ১।১৩।২৬) গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী।

সুবলা (চৈম সূত্র ২।৪৩) শ্রীরুক্মিণীর সখী।

সুবাহু (ভা ১।১৯।৮) রৈবত মন্বন্তরে আবির্ভূত সপ্তর্ষির একতম। ২ (ভা ৯।১১।১৩) শ্রুতকীর্তির গর্ভজাত শত্রুঘ্নপুত্র। ৩ (ভা ১০।৬১।১৪) শ্রীকৃষ্ণমহিষী কালিন্দীর গর্ভজাত। ৪ (ভা ১০।৯০।৩৮) যদুবংশীয় বজ্রের পুত্র প্রতিবাহুর তনয়।

সুবোধনী (হ ১৬।২১০) উত্থানৈ-কাদশী।

সুভগ (গীগো ৫।১৯) ভাগ্যবান্। ২ (নাম ১।৭) সুন্দর। -ঙ্করণ (হরি ৫।২৬৫—৬) [সুভগ—কৃ+খনট্] সৌভাগ্যকারক। -ম্ভাবুক (নিবি ৬১) পরমসুন্দর। ২ (আচ ১।১৫৪) সৌভাগ্যবান্। ৩ (আচ ১৭।৪১) অনুকূল।

সুভগা (কৃগ ৬২) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ-তুল্যা গোপী। [২ তুলসী, ৩ প্রিয়ঙ্গু, ৪ কস্তূরী, ৫ হরিদ্রা, ৬ পতিপ্রিয়া নারী]।

সুভঙ্গী (গৌ ১৬২) বাঙ্গালা ছন্দো-বিশেষ।

সুভদ্র (ভা ৯।২৪।৪৭) বসুদেবের পত্নী পৌরবীর গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ১০।৬১।১৭) শ্রীকৃষ্ণের মহিষী ভদ্রার গর্ভজাত পুত্র। ৩ (ভাবনা ১৪।৩২) সুন্দর বলীবর্দ। ৪ (ভাবনা ৯।৩৬) সুমঙ্গল। ৫ (ভা ৫।২০।৩) প্লক্ষদ্বীপাধিপতি ইধ্মজিহ্বের পুত্র ও তন্নামা বর্ষ। ৬ (ভর ৩।২২) উৎকৃষ্ট—[পুরী]। ৭ (সিন্ধু ৩।৩।২২) শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ। [কৃগ পরি ২৭] সুচিক্কণ নীলবর্ণ সুভদ্র নানালঙ্কারে শোভিত ও পীতাম্বরধারী। ইঁহার পিতা—উপনন্দ, মাতা—তুলা ও পত্নী—কুন্দলতা।

সুভদ্রা (ভা ৯।২২।৩৩) বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভজা কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী। অর্জুন তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। ২ (কৃগ ২৪২) ললিতা সখীর যূথে তৃতীয়া সখী। ৩ (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা। ৪ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌর-পূজায় ষোড়শী পীঠশক্তি। [৫ শোভনমঙ্গলযুক্তা]।

সুভব্য (আচ ১৩।১০০) সুমঙ্গল।

সুভাতি (চৈভা আদি ১০।১৩) সুদীপ্ত, সুশোভন।

সুভানব (আচ ১।২৩) শোভন শনিগ্রহযুক্ত, ২ শোভন-প্রভাদ্বারা নবীন।

সুভানু (ভা ১০।৬১।১০) সত্যভামার গর্ভে জাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র। ২ (কৃগ পরি ১৭০) শ্রীরাধার পিতৃব্য।

সুভালী (বিন্দু ৮৫) সৌভাগ্যবতী।

সুভাষণ (ভা ৯।১৩।২৫) সূর্য্যবংশ্য যুযুধের পুত্র।

সুভাস্বৎ (আচ ১।২৩) শোভন-সূর্য্যযুক্ত, ২ শোভনচ্ছবিযুক্ত।

সুভিক্ষ—প্রচুরান্নযুক্ত দেশ, কাল।

সুম (গৌবি ২৩) পুষ্প। ২ (আচ ১০।১৮) [সুতরাং মা শোভা যস্য] সুশোভন। [৩ চন্দ্র, ৪ কর্পূর]।

সুমঙ্গল (ভা ২।৪।১৬) সদাচার-সম্পন্ন।

সুমঙ্গলা (কৃগ ২৪৭) ইন্দুলেখার যূথে চতুর্থী সখী।

সুমৎ (হরি ৫।২৮৪) [সু—মন্+ ক্বিপ্] উত্তম পূজা। ২ গর্ব।

সুমতি (ভা ৫।৭।৩) রাজা ভরতের ঔরসে ও পঞ্চজনীর গর্ভে জাত। ২ (ভা ৯।২।১৭) সূর্য্যবংশ্য নৃগের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২।৩৬) সোমদত্তের তনয়। ৪ (ভা ৯।৮।৯) সগরের পত্নী। ৫ (ভা ৯।২০।৬) সোমবংশ্য রন্তি-ভারের পুত্র। ৬ (ভা ৯।২১।২৮) সুপার্শ্বের পুত্র। ৭ (ভা ৯।২২।৪৮) দ্যুমৎসেনের পুত্র। ৮ (গোচ পূর্ব ২।৮৯) রত্নচূড়ের ভগিনীপতি। ৯ (রত্ন ৪।২৭) পরব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যা; ১০ (ভা ১০।৭৪।৮) সংহিতাকার রোমহর্ষণের শিষ্য। ১১ ঋষিবিশেষ। ১২ (হ ১১।২৩৪) জনৈক বিষ্ণুভক্ত রাজা—ইনি পূর্বজন্মে ব্যাধবৃত্তি শূদ্র ছিলেন। আশ্রয়াভাবে এক জীর্ণ বিষ্ণুমন্দিরের সংস্কার করত তিনি জন্মান্তরে রাজবংশে জন্মলাভ করেন (বৃহন্নারদীয় ১৮)। ১৩ (হ ১১।৫১০) [সুষ্ঠু মন্যতে ইতি তথা তৎ] শোভন-মতি। ১৪ শোভনবিদ্যা।

সুমধুরা (কৃগ ২৪৬) তুঙ্গবিদ্যার যূথে দ্বিতীয়া সখী।

সুমধ্যা (কৃগ ২৪৬) তুঙ্গবিদ্যার যূথে তৃতীয়া সখী, ২ (উ ৮।১৪) শ্রীরাধার সখী ও দূতী।

সুমনঃ (ভাবনা ৯।৪১) শোভনমন, ২ পুষ্প।

সুমনস্ (গোচ পূর্ব ১।৫৯) দেবতা, ২ পুষ্প। ৩ (আচ ১।৩০) মালতী। ৪ (গোলী ৩।১০৭) গোধূম। ৫ (কৃগ পরি ৮০) শ্রীকৃষ্ণের পুষ্প-মাল্যাদি-রচনাকারী। ৬ (আচ ৮। ১২৮) সাধু, ৭ পণ্ডিত। ৮ (ভা ৪।১৩।১৭) উল্মুকের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভজাত, ৯ (ভা ৫।১৫।১৫) মধুর ভার্যা ও বীরব্রতের জননী।

সুমনস্বিনী (লনা ৯।১৫) পুষ্পবতী, ২ প্রশস্তচিত্তা।

সুমন্তু (ভা ১২।৬।৫৩) ঋষি, ব্যাস-শিষ্য ও অথর্ববিৎ। ২ (ভা ১২।৬। ৭৫) সামগ, জৈমিনির পুত্র। [৩ অত্যন্তাপরাধী, ৪ দশরথ রাজার সারথি, ৫ কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা]।

সুমন্দিরা (কৃগ ২৪৪) চম্পকলতার যূথে অষ্টমী সখী।

সুমহাঃ (আচ ১৫।৩৪৭) সুতেজস্ক।

সুমহাতপাঃ (ভা ১০।৮।১) মহা-ভাগবতোত্তম—সনা। ২ অনির্বচনীয় সৌভাগ্যবান্—জী।

সুমাল (বিন্দু ২৫) মনোহর, ২ কুসুম-মণ্ডিত।

সুমালী (ভা ৬।১০।২১) অসুর-বিশেষ।

সুমাল্য (ভা ১২।১।১০) মগধরাজ-নন্দের পুত্র।

সুমিত্র (ভা ৯।১২।১৫) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সুরথের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৪।১২) চন্দ্রবংশ্য বৃষ্ণির পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪। ৪৪) যদুবংশীয় বসুদেবের ভ্রাতা সমীকের পুত্র। ৪ (ভা ১০।৬১।১১) শ্রীকৃষ্ণমহিষী জাম্ববতীর পুত্র।

সুমিত্রা—দশরথের স্ত্রী ও লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের মাতা।

সুমুখ (কৃগ ৪২) শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ। ২ (কৃগ পরি ১০৫) শ্রীকৃষ্ণের রজক। ৩ (হ ১৯।১৮৪) শ্রীবিষ্ণুলোকস্থ দিক্‌পাল-নায়ক। [৪ গণেশ, ৫ নাগভেদ, ৬ গরুড়পুত্র]।

সুমুখী (কৃগ ২৪২) ললিতার যূথে পঞ্চমী সখী। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। ২ (কৃগ পরি ৬৫, ৯৯) সান্দীপনির পত্নী, মধুমঙ্গলের মাতা। ৩ (ছ ২।৪৪) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

সুমৃষ্ট (ভা ১০।২২।৩৭) অতিস্বচ্ছ।

সুমেধা (ভা ১১।৫।২৯), **সুমেধাঃ** (হ ১১।৫৫৮) বিবেকী, বৈষ্ণব।

সুমৈত্র্য (উ ১৪।১২১) উদাত্ত মানের সহিত সুসঙ্গত মৈত্র্য।

সুযজ্ঞ (ভা ৭।২।২৮) উশীনর রাজ্যের রাজা। ২ (ভা ২।৭।২) প্রজাপতি রুচির ভার্যা আকূতির গর্ভে আবির্ভূত হরি।

সুযন্ত্রিত (ভা ১০।৮৪।২৮) পরম বিনীত—সনা।

সুযম (ভা ২।৭।২) দেব—স্বামী।

সুযশাঃ (ভা ১২।১।১৩) মৌর্য্যবংশ্য অশোকবর্দ্ধনের পুত্র।

সুযামুন (সুধা ৮৮) যমুনার অদূরবর্ত্তী বৃহদ্বনাদির অধিপতি। [২ বিষ্ণু, ৩ বৎসরাজ, ৪ পর্বতভেদ, ৫ প্রাসাদ-বিশেষ, ৬ মেঘভেদ]।

সুযোধন (ভা ১০।৫৭।২৬) দুর্যোধন। **সুর** (ভা ১০।১২।৩৪) শোভনবস্তু-দাতা—সনা। ২ (হ ১১।৩৭৪) দেব, ৩ [সুশোভনং পদং রাতি দদাতীতি] ভগবৎপার্ষদ। ৪ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে চ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৫ (সুধা ৪৪) [সুরস্তি দীপ্যন্ত ইতি সুরাঃ] দেদীপ্যমান। [৬ সূর্য, ৭ পণ্ডিত]। **-কানন** (লনা ৫।১৬) নন্দন বন। **কৃতা**—গুড়ূচী। **-গণিকা** (বৃ ৪।৫৫) অপ্সরা। **-গিরি** (ভা ৫।১।৩০) সুমেরু পর্বত। **-গুরু**—বৃহস্পতি। **-গ্রামণী**—ইন্দ্র। **সুরঙ্গ** (গোলী ১১।৩৫) ছিদ্র। ২ (কৃগ পরি ১১০) শ্রীকৃষ্ণের হরিণ। ৩ (বিনা ৭।১৯) শোভনলীলা-বিলাসবিশিষ্ট। [৪ হিঙ্গুল, ৫ নাগরঙ্গ]। **সুরঙ্গী** (কৃগ ১০৬) 'হিরণ্যাঙ্গী'-নাম্নী সখীর জননী। মহাবসুকৃত পুত্রেষ্টি-সম্ভূত চরু ভোজন করিয়া এই সুরঙ্গী হরিণী হিরণ্যাঙ্গীকে প্রসব করিয়াছেন। 'মহাবসু' শব্দ দ্রষ্টব্য। **°জার** (গোচ পূর্ব ১৯।৩২) দেবগণের মধ্যে নিন্দনীয়। **-জ্যেষ্ঠ** (অকৌ ১০।১২) ব্রহ্মা। **সুরটিত** (মথুরা ২০১) সুষ্ঠু কীর্ত্তিত। **সুরত** (ভা ১০।৩১।১৪) উৎকৃষ্ট প্রেমা, ২ সম্ভোগসুখ। **-ঘ্ন** (কৃষ্ণা ১।৪) সম্ভোগ-বিঘ্নকারক। **-দেব** (কৃগ পরি ৯০) পৌর্ণমাসীর পিতা, পত্নী—চন্দ্রকলা ও পুত্র—দেবপ্রস্থ। **-নাথ** (ভা ১০।৩১।২) সম্ভোগ-পতি—স্বামী। ২ সুষ্ঠুরত জনগণের উপতাপক—সনা। ৩ সুরত-প্রার্থনাকারী—বি। **সুরতরঙ্গিণী** (সাকৌ ১০।১৪) গঙ্গা, ২ রতি-রঙ্গিণী।

সুরথ (ভা ১১।৩০।১৬) যাদববীর। ২ (ভা ৯।১২।১৫) সূর্যবংশীয় রণকের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২২।৯) চন্দ্রবংশ্য জহ্নুর পুত্র। [৪ সুন্দররথযুক্ত]। **-দারু** (আচ ১।১৮৯) দেবদারুবৃক্ষ। **-দীর্ঘিকা** (লনা ২।১০) মন্দাকিনী, গঙ্গা। **-ধাম** (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) স্বর্গ। **-ধুনী** (চৈভা অন্ত্য ২। ২৪৯), নদী (ভাবনা ৪।২৮) গঙ্গা। **-প্রভ** (কৃগ পরি ২৪) শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প সুহৃৎ। **-প্রিয়া** (ভা ৮। ১৫।১৯) অপ্সরাঃ। **সুরভি** (গোলী ২২।২০) বসন্তকাল। ২ (ভাবনা ৪।১৪) মনোরম। ৩ (ভাবনা ৪।৩০) সৌগন্ধ্য। ৪ (ভাবনা ৭।২২) গাভী। ৫ (কৃগ ২৫৩) বিশাখার যূথে সপ্তমী সখী। ৬ (মায় ৭।৩৩) কদম্ব পুষ্প, ৮ বকুলপুষ্প। ৯ (ভা ৬।৬।২৭) দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। **-কষায়** (গোচ পূর্ব ৩৫।৩৪) সুগন্ধিনির্য্যাস। **-কা**—চাঁপাকলা। **-দারু**—সরলবৃক্ষ। **-মৃৎ** (ভা ১০।৮৬।৪১) কস্তূরী প্রভৃতি। **-লোক** (আচ ১।১৮৪) গোলোক। **সুরভী** (মালা মুমু ২৮) ধেনু, ২ দেবগণের ত্রাস। **সুরভূসুর** (গোচ উত্তর ১৮।৪) নারদ। **সুর-মণি** (উ ৭।৮১) কৌস্তুভ। **সুরমা** (কৃগ ৪১) দণ্ডরের স্ত্রী। **সুর-মুনি** (লনা ৭।১৫) নারদ। **সুরম্যাঙ্গ** (সিন্ধু ২।১।৪৫) প্রশংসার্হ অঙ্গ-সন্নিবেশ। **সুররিপু** (কৃচ ১৫।২০) রাহু। **সুরর্চা** (প্রকাশ ৪।৫) ব্রহ্মর্ষি কুশ-ধ্বজের বেদবিৎ পুত্র, ইনি ঊর্দ্ধপাদে 'ওঁ হংস' এই মন্ত্র জপ করিয়া ঘোরতর তপশ্চর্যা করিয়াছিলেন। গোকুলবাসী দশমাসিক বালকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে কল্পক্ষয়ে তিনি ব্রজে 'সুধীর'-নামক গোপের কন্যা হইয়াছিলেন। ইঁহার হাতে হরিনামগুণ-পাঠক শারী থাকিত। [সম্মোহন-তন্ত্রে]। **সুরর্ষভ** (ভা ৮।১২।৩০) শিব। **সুরলতা** (স্তব ৭।৫) কল্পবল্লী। **সুরবর্ত্ম** (গোচ উত্তর ১৯।৭) আকাশ। **সুরবল্লভ** (বিনা ৫।২৬) শ্রীকৃষ্ণ, ২ পুন্নাগবৃক্ষ। **সুরবল্লী** (গোচ পূর্ব ৩৩।২০৮) কল্পলতা। ২ তুলসী। **সুররশ্মি** (আচ ৭।১০২) সুন্দরকান্তি-বিশিষ্ট। ২ সুন্দর রজ্জু। **সুরস** (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলিদ্বীপস্থ পর্বত। [২ স্বাদুরস]। **সুরসদন** (ভা ৩।২৩।৪০) দেবোদ্যান। ২ (কৃবি ১৮) উত্তম কাঞ্চী। **সুরসভা** (আচ ৭।২২) দেবসমূহ। **সুরসরিৎ** (চন্দ্রা ৭২) গঙ্গা। **সুরসা** (ল ২।১৫৫) উনবিংশত্যক্ষর-পদক ছন্দোবিশেষ। ২ (ভা ৪।১৯। ১৭) ভারতবর্ষীয়া নদী। ৩ (ভা ৬।৬।২৫) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের ভার্যা। রাক্ষসগণ ইঁহার অপত্য। **সুরসার্থ** (আচ ১।১৭) সুরসাল ফলাদি বা শৃঙ্গারাদি রস। ২ দেবগণ। ৩ (আচ ১।৪৩) শোভন ভূমির জন্য। **সুরসূন** (চৈকা ৭।৪) লবঙ্গপুষ্প। **সুরহেলন** (ভা ৩।১৫।৩৬) ঈশ্বরের

আজ্ঞাতিক্রম-রূপ পাপ—স্বামী।
সুরা (ভা ৪।২।২৯) মদ্য ; ত্রিবিধ— গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী। [২ চষক]।
সুরাক্রীড় (ভা ১১।২০।২৪) নন্দনোদ্যান —স্বামী।
সুরাচার্য (অকৌ ১০।১৫) বৃহস্পতি, ২ মদিরাপানে আচার্য।
সুরাজক—ভৃঙ্গরাজ, ২ সুন্দর-রাজান্বিত।
সুরাজা (হরি ৭।১৪৩) শোভন রাজা।
সুরান্তক (ভা ৯।১০।১৮) রাক্ষস।
সুরালয় (অকৌ ১০।১৫) মদিরাগৃহ, ২ দেবমন্দির। ৩ সুমেরু পর্বত, ৪ স্বর্গ।
সুরাষ্ট্র (ভা ৩।১।২৪) গুজরাট প্রদেশ। সুরাট প্রদেশ।
সুরিষ্ট (আচ ১৫।২৪০) অতি অশুভ।
সুরী (স্তব ৮।৬১) দেবী।
সুরুক্ (ভগ ১০) অতিকমনীয়।
সুরুঙ্গা (গোচ পূর্ব ২০।১৫) গর্ত্ত, সন্ধিস্থল।
সুরুচি (ভা ১২।১১।৩৯) যক্ষ। ২ (ভা ৪।৮।৮) উত্তানপাদের পত্নী ও উত্তমের মাতা ; ধ্রুবের বিমাতা।
সুরূপা (সা ৬) শ্রীরাধা। ২ (হ ২।৫৮) অগ্নির কলাবিশেষ।
সুরেখা (অকৌ ৫।২৯) গোপী।
সুরেতাঃ (গোতা ১।১৫) মহাবীর্য।
সুরেন্দ্র (ভা ৬।১২।১) দেবরাজ।
সুরেমা (কৃগ ৪৮—৪৯) শ্রীকৃষ্ণের মাতুল সুদেবের পত্নী ও পাবনের পিতৃব্য-কন্যা, কান্তি—কর্কটপুষ্পের ন্যায়, বস্ত্র—ধূম্রবর্ণ।
সুরেশ (ভা ৫।১৯।২৩) ব্রহ্মা। ২ (গোচ পূর্ব ১৯।২১) দেবরাজ ইন্দ্র। ৩ সুরার অধিপতি। ৪ (ভা ১০। ১৩।৩৯) দেবশ্রেষ্ঠ গরুড়াদি—সনা।
সুরেশ্বর (সুধা ৪৪) বশিষ্ঠাদি মুনি-গণের মান্য। ২ (ভা ১০।১১।২৫) লোকপাল, ৩ অচ্যুত-প্রেরিত তৎ-পার্ষদ—জী। ৪ বিষ্ণু—বি। [৫ রুদ্র, ৬ ইন্দ্র]।
সুরোচন (ভা ৫।২০।৯) শাল্মলি-দ্বীপাধিপতি যজ্ঞবাহুর পুত্র ও তন্নামা বর্ষ। ২ (মালা ত্রি ২) উত্তমরূপে শোভমান।
সুরোচিঃ (ভা ৪।১।৩২) বশিষ্ঠের পুত্র, সপ্তর্ষির অন্যতম।
সুরোদ (ভা ৫।১।৩৩) শাল্মলিদ্বীপের পরিখাতুল্য সমুদ্র।
সুলভ (ভা ১১।২০।১৭) যদৃচ্ছায় লব্ধ —স্বামী। ২ ভাগ্যবশে প্রাপ্ত—বি।
সুলভা (কৃগ ৬৮) ব্রজজন-পূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। ২ (রত্ন ৮।৬ টী) মহারাজ জনকের নিকট মোক্ষধর্ম-শ্রবণরতা ভিক্ষুকী।
সুলম্বা (কৃগ পরি ৮৪) শ্রীকৃষ্ণের চেটী।
সুলোচন (গোগ ১৯৭, ২০৭) ব্রজের চন্দ্রশেখরা। [২ হরিণ, ৩ সুন্দর নেত্র-বিশিষ্ট]।
সুল্ব (ভা ২।৭।৩০) রজ্জু।
সুবংশ (ভা ৯।২৪।৫১) বসুদেবের পত্নী শ্রীদেবার গর্ভজ পুত্র।
সুবংশা (ছ পরি ৭৫). **সুবদনা** (ছ ২।১৫৮) বিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দো-বিশেষ।
সুবদনী (গৌ ১।৩৪) বাঙ্গালা ছন্দো-বিশেষ।
সুবর্চলা (ভা ৫।১৫।৩) পরমেষ্ঠীর ভার্যা ও প্রতীহের মাতা। [২ অতসী, ৩ ব্রাহ্মী, ৪ সূর্যভক্তী]।
সুবর্ণ (রতি ৫।৪১) সুন্দর অক্ষর, ২ স্বর্ণ। ৩ (গোভা ১।১২০ টী) চৈতন্য-জ্যোতিঃ—বল। [৪ হরি-চন্দন, ৫ ধন, ৬ নাগকেশর, ৭ যজ্ঞ-ভেদ, ৮ ধুস্তুর]। **-মঞ্জরী** (কৃগ পরি ১৮৩) শ্রীরাধাকিঙ্করী। **-বর্ণ** (সুধা ৯২) স্বর্ণবৎ রূপবান্। **-বিন্দু** (সুধা ৯৯) যাঁহার অবয়ব সুন্দর-বর্ণবিশিষ্ট। ২ যাঁহার ললাটে সুবর্ণ বিন্দু বিদ্যমান।
সুবল্কল (আচ ১।২৯) সুষ্ঠু বুদ্ধিপ্রাপ্ত চতুঃষষ্টি-কলামণ্ডিত।
সুবশ (ভা ৯।২৪।৫১) বসুদেবের পত্নী শ্রীদেবার-গর্ভজাত পুত্র।
সুবহা (গোলী ১২।৬১) শেফালিকা। ২ রাস্না, ৩ শল্লকী, ৪ বীণা, ৫ সুখবাহ্য]।
সুবাসিনী (হ ১১।৭৪১) স্বগৃহবর্ত্তিনী বিবাহিতা কন্যা।
সুবিদল্ল—রাজার অন্তঃপুরস্থ কঞ্চুকী।
সুবিমলা (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা।
সুবিলাপ (গৌ ১।১১) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ।
সুবিলাস (কৃগ পরি ৭৬) শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলিক। **-তরা** (কৃগ পরি ১১৪) মানসগঙ্গার ঘাটে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নৌকা।
সুবিলাসা (উ ৪।১৪) ভাবহাবাদি এবং হর্ষাদির ব্যঞ্জক স্মিত-পুলক-বৈস্বর্যাদির ব্যঞ্জিকা। ২ (ছ ২।২৮) অষ্টাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।
সুবিলীন (গোলী ৫।৫৩) চেষ্টারহিত।
সুবিশাল (সিন্ধু ৩।২।৪১) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজস্থ অনুগ দাস।

সুবিস্মিত (ভা ৫।১৮।৪) অত্যাশ্চর্য।
সুবীর (ভা ৯।২১।২৯) চন্দ্রবংশ্য ক্ষেম্যের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৩।৩) শিবির পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।৪১) দেবশ্রবার পুত্র।
সুবৃত্ত (বিনা ২।৩৯) সুষ্ঠু গোলাকার, ২ সচ্চরিত্র। [৩ শূরণ]।
সুবের্জনা (কৃগ ২২) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহের ভগ্নী। নামান্তর—নটী। গুণবীরের পত্নী।
সুবেল (নিবি ১৭) সুশান্ত। ২ (তর ৯।৫।৬৩) ত্রিকূট পর্বত।
সুবেশ (হ ১৩।২) যিনি ক্ষৌরকর্মাদি করাইয়া ভগবৎসেবার উপযোগী বেশ ধারণ করিয়াছেন।
সুব্রত (ভা ৯।২২।৪৮) সোমবংশ্য ক্ষেমের পুত্র। ২ (ভা ১০।৩৩।২৮) ব্রহ্মচর্যাদি-নিষ্ঠ, ৩ সদাচারনিষ্ঠ, ৪ ভক্ত্যেকনিষ্ঠ—সনা, জী। ৫ (আচ ১। ১৮১) সুখে দোহনযোগ্য। ৬ সু-নিয়মযুক্ত।
সুশর্মা (ভা ১২।১।১৯) কণ্বংশ্য নারায়ণের পুত্র। ২ (হরি ৫।২৮০) [সু—শ হিংসায়াং+মনিপ্] নৃপ-বিশেষ, ৩ সুখী। ৪ (ভা ১০।৮২। ২৫) ত্রিগর্ত্তরাজ; ইনি দুর্যোধনের পরম মিত্র।
সুশল্য—খদির।
সুশবী—কারবেল্ল, ২ কৃষ্ণজীরক।
সুশান্ত (ভচ ৪।৪) পরম বিনীত, ২ প্রিয়দর্শন।
সুশান্তি (ভা ৯।২১।৩১) চন্দ্রবংশ্য শান্তির পুত্র।
সুশিখা (কৃগ ১১৫) কুন্দলতা ও শিখাবতীর জননী। [২ ময়ূরশিখা বৃক্ষ]।
সুশীল- (কৃগ পরি ৮২) শ্রীকৃষ্ণের কোষাধিকারী। ২ (চৈত ৬।১।১৭) শ্রীকৃষ্ণভজনরূপ-শুচি-চরিতযুত। ৩ কৃপালু—স্বামী।
সুশীলা (কৃগ পরি ৬৩) সুদাম ও বিদগ্ধ সখার ভগিনী। ২ (চৈম সূত্র ২।৪৩) রুক্মিণীর সখী।
সুশৃত (ভা ১০।৯।৭) সুতপ্ত,—২ সুপক্ক—জী।
সুশ্রবঃ (চৈত ৪।২০।২৬) পুণ্যকীর্ত্তি।
সুশ্রী (হ ২।৫৮) অগ্নির কলাবিশেষ। -ক—সল্লকীবৃক্ষ, ২ সুন্দর-শ্রীযুক্ত।
সুশ্রুত (আচ ১৫।২৩৫) বেদশাস্ত্র। ২ (প্রে ১০৩ টী) চিকিৎসাশাস্ত্রকর্ত্তা বিশ্বামিত্র-পুত্র। পিতার প্রেরণায় সুশ্রুত কাশীরাজ দিবোদাসের নিকট গমন করিয়া আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। পরে স্বনামে সুশ্রুত এক সংহিতাও প্রণয়ন করিয়া জীবহিতার্থে প্রচার করিয়াছেন।
সুশ্রুতি (আচ ১৪।১১৭) সুশ্রব্য।
সুশ্লোক (ভা ৩।৫।৭) পুণ্যকীর্ত্তি।
সুশ্লোক্য (ভা ৩।১২।৩১) সৎকীর্ত্তিদ।
সুষমা (মালা উৎ ১৭) পরমশোভা। ২ (মাম ৬।১৩৭) সুন্দরী।
সুষির (আচ ২০।২৮) ছিদ্র, ২ বংশী প্রভৃতি বাদ্য।
সুষীম (আচ ১।১৩৯) শিশির, শীতল। ২ মনোজ্ঞ।
সুষুপ্তি (রত্ন ৬।৫০) গাঢ় নিদ্রা।
সুষুপ্সা (গোলী ১৪।১০৭) শয়নেচ্ছা।
সুষুম্না (হ ২।৬০) সূর্যের কলাবিশেষ। [২ নাড়ী-বিশেষ]।
সুষেণ (ভা ১২।১১।৩৯) গন্ধর্ব। ২ (ভা ৯।২২।৪১) সোমবংশ্য বৃষ্টিমানের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।৫৪) বসুদেব ও দেবকীর পুত্র। ৪ (ভা ১।১৪।২৯) শ্রীরুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণপুত্র, মতান্তরে সত্যভামা-গর্ভজাত। ৫ (ভা ৫।২৪।২৯) মহাতলবাসী দীর্ঘকায় সর্প। ৬ (ভা ৮।১।১৯) স্বারোচিষ মনুর পুত্র। [৭ করমচা, ৮ বেতস, ৯ চিকিৎসক]।
সুষোমা (ভা ৫।১৯।১৭) ভারতবর্ষীয়া নদী।
সুষ্ঠু [ব্য] উত্তমরূপে। ২ প্রশংসায়, ৩ অতিশয়ে। **-কান্তস্বরূপা** (উ ৪।৮) শ্রীরাধা। সুকুঞ্চিত কেশ, চঞ্চল-দীর্ঘনেত্রশালী মুখ, কঠোরকুচ-যুগশোভি বক্ষঃ, কৃশ মধ্য, নিম্ন স্কন্ধ, নখরত্নশোভিত হস্তদ্বয়—এবম্বিধ-স্বরূপবিশিষ্টা শ্রীরাধার স্বাভাবিক রূপোৎসব ত্রিজগতের সৌন্দর্যগর্ব দূরীকৃত করিয়াছে।
সুসংরব্ধ (ভা ১০।৫৪।১) অতিক্রুদ্ধ।
সুসংস্থান (অকৌ ১।৪) অঙ্গাদির সৌষ্ঠব।
সুসংহিত (আচ ১৩।২৫) শোভন সন্ধিযুক্ত। ২ শোভন-সংহিতাবিশিষ্ট।
সুসখ্য (উ ১৪।১২১) ললিত মানের সহিত সুসঙ্গত সখ্য।
সুসত্ত্ব (ভা ৪।২৪।৫৮) রাগাদি-রহিত চিত্ত—স্বামী। ২ শুদ্ধান্তঃকরণ—বি।
সুসমাধি (ভা ৩।২০।৫২) বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যযুক্ত সমাধি—স্বামী।
সুসমাহিত (ভা ১০।৭৮।৪০) কাম-ক্রোধাদি-রহিত—স্বামী। ২ (ভা ১০।৭৪।১৭) শ্রদ্ধাদিমান্—সনা। ৩ (ভা ১০।৮২।১০) তদেকচিত্ত।
সুসম্পন্ন (ভা ১।৪।৩) সম্যগ্ জ্ঞাত —স্বামী।

সুসাধক (ভচ ৭। উপ°) পঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত বিধির অনুযায়ী শ্রীভগবানের আরাধক।

সুসার (প্রেচ. ২।৪) সুসিদ্ধ। ২ (তর ৫।৩।১৬) সুশৃঙ্খলা, অনুকূল-ভাব—'সুসারে না চলে দোলা, দোলে আর বার।' [৩ রক্তখদির, ৪ অতিসারযুত]।

সুসীম (চৈকা ৩।৮০) সুবর্ত্তুল, ২ মনোহর। ৩ (আচ ১।১৩৯) শোভন-সীমাযুক্ত।

সুসুখ (গীতা ৯।২) সুখসাধ্য—স্বামী।

সুসূক্ষ্ম (গোভা ১২।২১) দুর্জ্ঞেয়।

সুস্থিত (অকৌ ৮।২৬) প্রকৃতিস্থ।

সুস্মিত (লনা ২।১৫) উত্তম হাস্য, ২ সম্যক্ প্রস্ফুটিত।

সুহই (পদা ২১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগিণীবিশেষ। লক্ষণ—'সিন্দূরবিন্দুং মম ভালদেশে,পত্রাবলিঞ্চাপি কপোল-ভিত্তৌ। অলক্তসিক্তং কুরু পাদমেকং, কান্তং বদন্তী সুহই প্রদিষ্টা' ॥

সুহিত (সিন্ধু ১।২।১৭৯) ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধন। ২ তৃপ্ত, ৩ বিহিত, ৪ অগ্নিজিহ্বা, ৫ সুন্দর হিত]।

সুহূ (ভা ৯।২৪।২৪) চন্দ্রবংশ্য উগ্র-সেনের পুত্র।

সুহৃৎ (গীতা ৬।৯) স্বভাবতঃই হিতৈষী। ২ (ভা ১।২।১৭) নির্হেতুক হিতকারী—স্বামী। ৩ (সিন্ধু ৩।৩।২২) যাঁহাদের বাৎসল্য-গন্ধযুক্ত সখ্য, বয়সও শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, যাঁহারা অস্ত্রধারী এবং দুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণে সদা প্রয়াসী—তাঁহারাই সুহৃৎ। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র—ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ। -তম (প্রীতি ৯৫) উপকারের অপেক্ষা-রহিত হইয়াও যিনি উপকার করেন। ২ (ভা ১০। ৫১।৬৩) একান্ত ভক্ত—[সুহৃৎ= জ্ঞানী, সুহৃত্তর=ভক্ত]। -পক্ষ (উ ৯।৪) ইষ্টসাধক ও অনিষ্টবাধক সহায়। -পক্ষতা (উ ৯।৪৬) যৎকিঞ্চিৎ বৈজাত্য-বিশিষ্ট সখাগণের ভাব।

সুহৃদয়—প্রশস্তমনস্ক, ২ সুচিত্ত।

সুহৃদ্ভাব (ভক্তি ১২০) শ্রদ্ধামার্গ।

সুহোত্র (ভা ৯।১৭।২) চন্দ্রবংশ্য ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।৫) সুধনুর পুত্র। ৩ (ভা ৯।২২।৩১) পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের পুত্র।

সুহ্ম (ভা ৯।২৩।৫) বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমাঃ ঋষি হইতে জাত পুত্র। ২ (সস তত্ত্ব ১) বঙ্গের উত্তরপূর্ব দেশ-বিশেষ। কাহারও মতে—ত্রিপুরা ও আরাকান প্রভৃতি। কানিংহাম-মতে রাঢ়দেশের প্রাচীন নামই সুহ্ম।

সূ (ভাবনা ৭।২৫) প্রসবকর্ত্তা। ২ (বৃভা ২।৭।১০৯) প্রসব—পুষ্প-ফলাদি। ৩ (হরি ৫।৩৬৩) [ষু প্রেরণে+ক্বিপ্] প্রেরণ, ৪ উৎ-পাদক। -কর—বরাহ, ২ কুম্ভকার, ৩ মৃগভেদ।

সূক্ত (ভা ৫।১৯।২৯) প্রবচন—স্বামী। ২ (ভা ১০।৭।১১) আশীর্বাদ-মঙ্গলাদিসূচক বাক্য। ৩ (ভা ১০। ১৫।৭) শ্রোত্রসুখদ শব্দ। ৪ (লনা ৫।২৯) বৈদিক মন্ত্র। ৫ (ভক্তি ২৬৭) মন্ত্রাদি জপ। ৬ (ভা ৩।৭। ১৫) সযুক্তিক বাক্য। -বাক্ (ভা ৫।২১।১৭) সুভাষিত।

সূক্ষ্ম (ব্রটী ৬—৯) ব্রহ্ম, ২ দুর্জ্ঞেয়। ৩ (বৃভা ২।৩।৪১) অব্যক্ত। ৪ (ভা ৬।১৬।৯) জন্মাদি-শূন্য—স্বামী। ৫ (ভা ১০।৮৮।১০) [সুষ্ঠু শোভনা ক্ষ্মা যস্মাৎ] পৃথিবীর ভারাপহারক। ৬ (ভা ১১।১২।১৫) মণিপূরচক্রে পশ্যন্তী এবং বিশুদ্ধচক্রে মধ্যমা-নামে উদিত দুর্জ্ঞেয় বাক্। ৭ (অকৌ ৮।৪৬) আকারে ও ইঙ্গিতে যেস্থলে সূক্ষ্মার্থটি লক্ষিত বা অন্যের নিকট প্রকাশিত হয়, সে স্থলে 'সূক্ষ্ম' অলঙ্কার হয়। ইহা কিন্তু সূক্ষ্মমতি ব্যক্তি-কর্ত্তৃকই বোধ্য। -গতি (ভা ৮।৫।৩১) নিরুপাধি-স্বরূপ। -দেহ (গোচ পূর্ব ১৪।২৮) লিঙ্গ শরীর। -ধী (ক্বগ পরি ২০১) শ্রীরাধিকার শারিকা, ললিতা-রচিত প্রবন্ধাদি-পাঠে সখাগণের চমৎকার-কারিণী। -বাদী (চৈম সূত্র ২। ৫৩৫) সংখ্যাতত্ত্ব-নিরূপণকারী সাংখ্য-মতাবলম্বী।

সূক্ষ্মা (রত্ন ৩।৩৯) শ্রীগোবিন্দভাষ্যের ও সিদ্ধান্তরত্নের শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা-ভূষণ-কৃতা টীকা।

সূচক (গোলী ১২।২৩) খল। [২ শ্রীরূপসনাতনাদির তিরোধান-দিবসে গেয় জীবনচরিতাদি, ৩ নাটক-প্রসিদ্ধ সূত্রধার। ৪ কথক, ৫ ছুঁচ]।

সূচি (উ ৫।৭৫) অগ্নিশিখা। [২ ছুঁচ]।

সূচিত (গোচ উত্তর ১৩।৩) উট্টঙ্কিত, সুষ্ঠু সঙ্গত।

সূচী (বিপু ২।৬।২০) নিন্দুক। -মুখ (ভা ৫।২৬।৩৬) নরকবিশেষ। ২ (আচ ২০।৪৬) হস্তকভেদ; অঙ্গুষ্ঠা

ও মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত হইয়া অন্যান্য অঙ্গুলি ঊর্দ্ধ দিকে অবস্থান করিলে 'সূচীমুখ' হইল। (নাট্য-শাস্ত্র ৯।৫৮) 'অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে সংযুক্তাগ্রে চোর্দ্ধাথ তর্জনী। কনিষ্ঠানামিকে চোর্দ্ধে সূচীমুখ ইতি স্মৃতঃ॥'—বি।

সূচ্য (নাচ ৩৯৪) নাট্যশাস্ত্রের মতে যে বস্তু রসহীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই সূচ্য অর্থাৎ অর্থোপক্ষেপক-সাহায্যে অভিনেতব্য।

সূড় (আচ ২০।৬৫) আদি, যতি, নিসারু, অড্ড, ত্রিপুট, রূপক, ঝম্পক, মঠক ও একতালী—এই নয় তালে 'সূঢ়' রচিত হয়। এই মত কিন্তু শ্রীকবিকর্ণপূরপাদের নিজস্ব, সঙ্গীত-দামোদর বা সঙ্গীতরত্নাকরাদিতে অন্যপ্রকার 'সূঢ়' লক্ষিত হয়। জিজ্ঞাসায় ভক্তিরত্নাকরে (৫।২৯৫২ —২৯৫৩) দ্রষ্টব্য।

সূত (গোলী ২১।৩) পুরাণ-বক্তা। 'সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তাঃ'। ২ (ভা ১।১।৫) মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ]। [৩ সূর্য, ৪ ক্ষত্রিয়-জাত ব্রাহ্মণী-সন্তান, ৫ সারথি, ৬ ত্বষ্টা, ৭ বন্দী, ৮ প্রসূত]। **-ক** (হ ১১। ৪) পুত্রজন্মাদি। ২ (বিপূ ৩।১১। ৯৮) জননাশৌচ। [৩ অশৌচ-মাত্র]। **-সংহিতা** (রত্ন টী ৩।৩৭) স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত, ইহাতে শিব-মাহাত্ম্য, জ্ঞানযোগ, মুক্তি, যজ্ঞবৈভব ব্রহ্মগীতা ও সূতগীতা আছে। ইহার একটি টীকা আছে—তাৎপর্যদীপিকা।

সূতি (ভা ১২।২।১৮) প্রসূতি—স্বামী। ২ (ভা ১।১৬।১) জন্ম, উৎপত্তি। ৩ (বিপূ ১।১৩।৫১) সোমাভিষব-ভূমি। **-কা** (হ ৪।৬৫) নবপ্রসূতা অজ্ঞাতশৌচা নারী। ২ প্রসব-কারয়িত্রী। **-বাত** (ভা ৩। ৩১।১০) প্রসব-বায়ু।

সূতী (হব ১৫।৩৩) সোমাভিষবকাল।

সূত্ত (হরি ৫।৬৬) [সু—দা+ক্ত] সুষ্ঠু দত্ত।

সূত্য (ভা ৮।২১।২৬) সোমাভিষব—স্বামী।

সূত্যা (ভা ১০।৭৪।১৭) [সূয়তেঽস্যাং সোম ইতি সু+ক্যপ্]. যজ্ঞস্নান, ২ সোমরসপান।

সূত্র (যো ২) বেদার্থতাৎপর্য-নির্ণায়ক জৈমিনি-কৃত কর্মমীমাংসাসূত্র এবং শ্রীবেদব্যাস-কৃত ব্রহ্মমীমাংসা-সূত্র। ২ (উ ৪।৯) নীবিবন্ধন-ডোর, ৩ প্রতিসর [হস্তসূত্র]। ৪ (ভা ১১। ৩।৩৮) ক্রিয়াশক্তি—স্বামী। ৫ (ভা ১১।১২।১৭) রজঃসত্ত্বতমোরূপ প্রধান—স্বামী। ৬ (ভা ১১। ১৫।১৪) মহত্তত্ত্ব—স্বামী। ৭ (ভা ১১।১৬।১১) প্রথম কার্য —স্বামী, ৮ বস্ত্র-সাধন তন্তু। ৯ (চৈচ অন্ত্য ৬।৩০) ছল, ব্যবস্থা, নিমিত্ত। ১০ (লী ১) বীজ। অল্পাক্ষর, অসন্দিগ্ধ, সারবান্, সর্বতো-মুখ, নিঃসন্দেহ ও অনবদ্য গ্রন্থই 'সূত্র' পদবাচ্য। যথা—(স্কান্দে) "স্বল্পা-ক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" ১১ (নাচ ২৯) নাটকীয় কথার আরম্ভে সবীজ বাক্য-বিন্যাস। নাটকলক্ষণরত্নকোশে — 'অনুষ্ঠানং প্রয়োগস্য সূত্রমাহুঃ সবীজকম্।' ১২ (হরি ১।৪২) সূত্র ছয় প্রকার—

(১) সংজ্ঞা—নামকরণ, যদ্দ্বারা বস্তু-জ্ঞান হয়, তাহাই সংজ্ঞা। ইহা আবার ত্রিবিধ—পারিভাষিকী, ঔপলাক্ষণিকী এবং ঔপাধিকী; ক্রমে উদাহরণ—দেবদত্ত, পাচক এবং ঘটাদি। দৃষ্টি-বিশেষে ইহা আবার ত্রিবিধ—পারি-ভাষিকী, নৈমিত্তিকী ও ঔপাধিকী, উদাহরণ—চৈত্র মৈত্রাদি বা আকাশাদি, পৃথিবীজলাদি বা পশু ভূতাদি এবং পাচক পাঠকাদি।

(২) পরিভাষা—পদার্থ-বিচারজ্ঞ শাস্ত্রানুশীলনকারিদের যে সব পরিষ্কৃত ভাষণ অবয়বার্থ অতিক্রম করত গ্রন্থের অব্যক্ত, অনুক্ত, লেশোক্ত বা সন্দিগ্ধ অর্থ পরিস্ফুট করে—তাহার নাম পরিভাষা। এই পরিভাষা ত্রিবিধ—(১) জ্ঞাপকসিদ্ধা—যেমন, 'সংজ্ঞা-পূর্বক বিধি অনিত্যা'; (২) ন্যায়-মূলা বা ন্যায়সিদ্ধা—যেমন 'একদেশ বিকৃত হইলেও অভিন্ন শব্দ বলিতে হয়'; (৩) বাচনিকী, যেমন—'বিপ্রতিষেধে পরবর্ত্তী কার্যই আদরণীয়।' ইহাদের বিভেদ আরো আছে।

(৩) বিধি—অত্যন্ত অপ্রাপ্তিস্থলের প্রাপক। এই বিধি দ্বিবিধ—বর্ণোৎ-পাদনরূপ ও অভাবরূপ। 'আদেশ' ও 'আগম'-ভেদে বর্ণোৎপাদনরূপ বিধি দ্বিবিধ হইতে পারে। আবার 'নাশ' ও 'নিষেধ-ভেদে অভাববিধিও দ্বিবিধ।

(৪) নিয়ম—সাক্ষাদ্ভাবে ইতর-ব্যাবর্ত্তক সূত্র। যথা—'পতিঃ সমাস এব' (পা° ১।৪।৮)। মীমাংসক-মতে পরিসংখ্যাবিধিকেই ব্যাকরণে নিয়মসূত্র বলিতে হইবে।

(৫) অতিদেশ—একস্থানের নিমিত্ত প্রণীত ধর্মের কার্যদ্বারা অন্যত্র

প্রাপ্তি ঘটাইলে তাহাকে 'অতিদেশ' বলে। অতিদেশ প্রায়ই বৎ কিংবা ইবাদি-শব্দদ্বারা. বুঝাইতে হয়। সাধারণতঃ চারি প্রকার অতিদেশ—(১) কার্যাতিদেশ, (২) নিমিত্তাদেশ, (৩) সংজ্ঞাতিদেশ ও (৪) রূপাতি-দেশ। উদাহরণাদি আকরে দৃশ্য। 'অতিদেশ'-স্থলে কেহ কেহ 'প্রতি-ষেধ' শব্দ পাঠ করেন - প্রতিষেধ বলিতে 'নিষেধ'। নিষেধকে বিধির অন্তর্গত করাও চলে।

(৬) অধিকার—পরবর্ত্তী সূত্রে পূর্ববর্ত্তী সূত্রের অনুবৃত্তি চলিলে অর্থ-বিবৃতির জন্য যে পূর্বসূত্রের উল্লেখ হয়, তাহাই অধিকার-সূত্র। অধিকার ত্রিবিধ—(১) সিংহাবলোকিত, (২) মণ্ডূকপ্লুত ও (৩) গঙ্গাপ্রবাহ এবং কালাপকমতে (৪) গোযূথ। ইহাদের বিবৃতি 'অধিকার'-শব্দে দ্রষ্টব্য। **-কার** (রত্ন ১।১৩) বেদান্তসূত্রকার শ্রীবেদব্যাস। **-ধার** (নাচ ২৯) রঙ্গভূমিতে আরোহণ করত সর্ব-প্রথম যিনি নাটকীয় কথাসূত্রের সূচনা (ধারণ) করেন, তিনিই 'সূত্রধার' বা প্রধান নট। নাটক-লক্ষণ-রত্নকোশে— পূর্বরঙ্গ-সম্পর্কে দেবার্চনার প্রধান বিধানকর্ত্তাই সূত্রধার। **-সঞ্চারিকা** (গোলী ২১।১২) নাসিকাদি ছিদ্র দিয়া সূত্রের প্রবেশ-নির্গমনাদি। **-সন্দর্ভ** (হ ১৫।২৩৫) পবিত্র।

সূত্রাত্মা—সমষ্টি-চৈতন্য, হিরণ্যগর্ভ।

সূত্রামা (গোচ উত্তর ১৮।৬১) ইন্দ্র।

সূদ (ভা ১০।৫৫।৫) পাচক, ২ ব্যঞ্জন-বিশেষ। [৩ পাপ, ৪ অপ-রাধ, ৫ লোধ্র]।

সূদিত (মালা নাম ৭) বিনাশিত।

সূদিতা (হরি ৫।৩৩৮) [সূদ—ক্ষণনে +তৃণ্] নাশকারী।

সূদ্দীপ্ত (সিন্ধু ২।৩।৮১) মহাভাবে পরম-প্রকর্ষপ্রাপ্ত উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব।

সূন (হরি ৫.৩৪) [ষূঙ্‌ প্রসবে+ক্ত] প্রসূত। ২ (শ্যা ৫৯) পুষ্প। ৩ [কর্ত্তরি ক্ত] বিকশিত, ৪ জাত।

সূনা (ভা ৫।৯।২৩) আপৎকালে স্বরক্ষার্থ অনুজ্ঞাত হিংসা—স্বামী। [২ কন্যা, ৩ শুণ্ডা, ৪ মাংসবিক্রয়]।

সূনৃত (ভা ৮।১৯।২) সত্য ও প্রিয় বাক্য। ২ মঙ্গল; ৩ মঙ্গলময়।

সূনৃতা (ভা ৮।১৩।২৯) দ্বাদশ মন্বন্তরে আবির্ভূত সত্যসেনের মাতা, ইনি ধর্মের পত্নী।

সূপ (ভা ১১।২৭।৩১) ব্যঞ্জন—স্বামী।

সূপচিত (আচ ১৩।৭৫) সুন্দররূপে সংগৃহীত, ২ ব্যঞ্জনাদিদ্বারা ব্যাপ্ত।

সূম—আকাশ, ২ ক্ষীর, ৩ জল।

সূর (হরি ৫।৩৫১) [সূ+ক্রন্] সূর্য, ২ অর্কবৃক্ষ। **-জা** (গোচ পূর্ব ১৫।১১৭) যমুনা। **সূরজা-বন** (মালা ছ ১০) যমুনা-জল। **°ত** (মালা কা ৩৩) দয়াবান্। **-ভক্তি** (স্তব ৯।৮৩) সূর্য-পূজা। **-সুতা** (আচ ১৫।২৪৩) যমুনা।

সূরি (ভা ১০।৮৭।১৬) জ্ঞাননিষ্ঠ, ২ মহারসময়, কেলিকলা-পণ্ডিত —প্রবো। ৩ বিবেকী—স্বামী। ৪ (ভা ১।১।১) ভক্ত—জী। ৫ (চৈত ১।১।১) পণ্ডিত। ৬ কবি —বি। ৭ (কৃষ্ণ ১৮৯) শেষাদি দেবতা। ৮ (গোতা ১৩২) নিত্য-মুক্ত। [৯ সূর্য, ১০ অর্কবৃক্ষ]।

সূরী (হরি ৭।২২৩) [ছায়া ভিন্না অন্যা] সূর্য-স্ত্রী, [কুন্তী]।

সূর্প (হরি ৫।৩৮২) দ্রোণ-পরিমাণ। [২ ধান ঝাড়িবার 'কুলা']।

সূর্পণখী (ভা ৯।১০।৪) রাবণের ভগিনী।

সূর্ম্যা (গোভা ৬।১৮।১৬) হিরণ্য-কশিপুর পুত্র অনুহ্রাদের পত্নী—সূর্যা।

সূর্য (হরি ৭।১০৮৮) [সূর+স্বার্থে য] সূর, ২ পণ্ডিত, ৩ বীর। ৪ (ভা ১।১৪।১৭) কশ্যপ-পুত্র। ৫ (বৃভা ২।৩।২১) ব্রহ্মাণ্ডের তৃতীয় আবরণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।

সূর্যক (গোভা ৩।২।১৮) [ইবে প্রতিকৃতৌ ইতি পা° ৫।৩।৯৬ সূত্রাৎ কন্] সূর্যের প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব।

সূর্যবর্চাঃ (ভা ১২।১১।৪৪) গন্ধর্ব।

সূর্যা (হরি ৭।২২৩) সূর্যপত্নী ছায়া। ২ (ভা ১০।৬১।৪১) নবোঢ়া ভার্যা। ৩ (ভা ৬।১৮।১৬) অনুহ্রাদের পত্নী —সূর্ম্যা।

সূর্যাবর্ত্তা (কৃজ ৩৯) সূর্যমুখী পুষ্প।

সূর্যাহ্ব—তাম্র, ২ অর্কবৃক্ষ।

সূর্যের দ্বাদশ কলা (হ ২।৬০) তপনী, তাপিনী, ধূম্রা, ভ্রামরী, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা।

সূর্যোপরাগ (গোচ পূর্ব ৩৩।২২১) সূর্যগ্রহণ।

সৃক্ক (গোক ৮।৫), **সৃক্কণী** (হ ১৮।৪৫), **সৃক্কী** (গোচ পূর্ব ১৩। ৫০) ওষ্ঠপ্রান্তভাগ।

সৃগাল [সৃ+গালন্ গন্ধ নেত্বম্] শৃগাল। ২ দৈত্যভেদ।

সৃজন (গীতা ৪।৭) প্রকটীকরণ—

বল।

স্বজ্যশক্তি (ভা ৩।১১।১৫) উদ্ভিজ্জ-গণের অঙ্কুরাদিতে সামর্থ্য—বি।

স্বঞ্জয় (ভা ৮।১।২৩) তৃতীয় মনু উত্তমের পুত্র। ২ (ভা ৯।২৩।১) সোমবংশ্য কালনরের পুত্র। ৩ (ভা ৯।২৪।২৯) শূরের পুত্র। ৪ (ভা ১।৭।১৩) পাঞ্চাল পাণ্ডবগণের সাধারণ নাম।

স্বণি (কৃষ্ণা ৬।৪৬) অঙ্কুশ। [২ শক্র]।

স্বতঞ্জয় (ভা ৯।২২।৪৭) চন্দ্রবংশীয় কর্মজিতের পুত্র।

স্বতি (গোক্ ৬।৬) পথ। ২ (ভা ২।২।২) গতি।

স্বত্বর (হরি ৫।৩৪৬) [স্ব গতৌ+ ক্বরপ্] গতিশীল, চঞ্চল।

স্বপ্ত (গোভা ৪।২।১৯) সমৃদ্ধ।

স্বপ্র [স্বপ্+ক্রন্] চন্দ্র।

স্বমর (হরি ৫।৩৪২) [স্ব গতৌ+ ক্মরচ্] প্রসরণশীল। ২ (চৈকা ৪।৪৭) মৃগ-বিশেষ।

স্বষ্ট (মাম ৩।২০) সংব্যাপ্ত। [২ নির্মিত, ৩ যুক্ত, ৪ নিশ্চিত, ৫ ভূষিত]।

স্বষ্টি (ভা ১।১৯।১৪) জন্ম, [২ নির্মাণ, ৩ স্বভাব, নির্গুণ]।

সে (হরি ৫।২৮৩) [সেবৃ সেবনে+ ক্বিপ্] সেবা।

সেক (উ ১৪।১৩৩) সন্ভেদ—জী। ২ (গোচ উত্তর ২৩।৪২) সেচন। ৩ (উ ১৪।১৩৩) পুটভাবন।

সেকিম (হরি ৭।৬২২) [সেক—বা ডিম] সেক-নিবৃত্ত। ২ মূলক।

সেকিমা—তুলসী।

সেক্ত্র (হরি ৫।৩৬৪) [ষিচ্ ক্ষরণে +ষ্ট্রন্] সেকপাত্র।

সেতু (চচ ৪।৫২) মর্যাদা। ২ (ভা ৭।১৪।৩১) সেতুবন্ধ রামেশ্বর। ৩ (গোভা ১।৩।১) [সিনোতের্বন্ধ-নার্থত্বাৎ] প্রাপক। (হরি ৫।৩৬৭) [সিঞ্+তুন্] আলি। ৫ (ভা ৯।২৩।১৪) চন্দ্রবংশ্য দ্রুহ্যুর পৌত্র ও বভ্রুর পুত্র; [৬ বরুণবৃক্ষ, ৭ মন্ত্রজপাঙ্গ, প্রণবাত্মক মন্ত্র]।

সেত্র (হরি ৫।৩৬৪) [ষিঞ্ বন্ধনে +ষ্ট্রন্] বন্ধনদ্রব্য। শৃঙ্খল।

সেধ (আচ ১৫।২২৮) [ষিধুর্মাঙ্গল্যে ভ্বাদিঃ] মঙ্গল।

সেন (সুধা ২৭) প্রভুর সহিত বর্ত্তমান, পার্ষদ।

সেনজিৎ (ভা ৯।৬।২৫) সূর্যবংশীয় কৃশাশ্বের পুত্র। ২ (ভা ৯।২১।২৩) চন্দ্রবংশ্য বিশদের পুত্র। ৩ (ভা ১২। ১১।৪০) অপ্সরা শ্যেনজিৎ।

সেনানী (ভা ১১।১৬।২০) চমূপতি। ২ কার্ত্তিকেয়।

সেবক (হ ১৯।১১২) অন্নমাত্রের জন্য দেবসেবা-পরায়ণ। ২ ভৃত্য। ৩ [সিব+ণ্বুল্] সীবনকর্ত্তা (দরজী)।

সেবধি (ভা ১১।২।২৮) নিধি—স্বামী। ২ সর্বাভীষ্টপ্রদ—জী।

সেবন (প্রীতি ১২৯) চিত্তানুবৃত্তি। ২ (রত্ন ১।৩৬) কায়িক, বাচিক ও মানসিক পরিশীলন। ৩ (গোচ পূর্ব ২।১০১) [সিবু তন্তুসন্তানে+ অনট্] সূচীকর্ম। ৪ (হব ২।৪৩।৫৬) কর্ষণ।

সেবা (বৃভা ১।৪।৯৪) পরিচর্যা, ২ পরমোপাসনা। ৩ (ভক্তি ৩২) বিষ্ণুস্মৃতি। ৪ (গীতা ৪।৩৪) শ্রীগুরুশুশ্রূষা। ৫ (হ ১০।৫৮) প্রণাম। ৬ (গীতা ৬।২০) অভ্যাস।

-ধ্যান (সিন্ধু ১।২।১৮২) চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের একতম ধ্যানভক্তির অবান্তর ভেদ। এস্থলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-কথা—প্রতিষ্ঠানপুরে জনৈক ব্রাহ্মণ দরিদ্র ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্ম মনে মনেও সিদ্ধ হয় জানিয়া তিনি স্নানাদি যথারীতি সমাধান করত নির্জনে মহারাজোপচারে শ্রীহরির মানসসেবা আরম্ভ করিলেন। একদা সঘৃত পরমান্নপাক করিয়া স্বর্ণপাত্রে পরিবেশন করত ভগবদ্ ভোজনের জন্য তুলিয়া লইতে পরমান্নের উত্তপ্ততায় নিজের অঙ্গুলি-দ্বয় দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া দুষিত পরমান্ন ফেলিয়া দিলেন। সমাধি-ভঙ্গেও অঙ্গুলি দগ্ধ দেখিয়া পীড়িত হইলে বৈকুণ্ঠনাথ তাহা জানিয়া হাস্য করিলেন। লক্ষ্মী প্রভৃতি হাস্যকারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীপ্রভু ব্রাহ্মণকে স্বসমীপে আনাইয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলেন এবং তদবধি সেই ব্রাহ্মণকেও বৈকুণ্ঠে বাস দিলেন।

-নিয়ম (হ ৮।৫০৩ টী) ক্রম-দীপিকাদি শাস্ত্রানুসারে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের পঞ্চম হইতে অষ্টমবিলাস পর্যন্ত যে পূজাবিধি সমূহ লিখিত হইয়াছে, তাহা জপেরই অঙ্গ; যাহাতে মন্ত্রসিদ্ধি হয় তাহারই জন্য যাবতীয় ন্যাসাদি বিধি অপেক্ষিত হইতেছে। ভক্তগণ কিন্তু ন্যাসাদি-বিধি ব্যতীতই নববিধা ভক্তির যাজন করিবেন। দেবালয়ে পূজা নিত্য ও কাম্যভেদে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, দেবালয়ে পূজা না করিলে মহাদোষ, পক্ষান্তরে ইহাতে অশেষ বাঞ্ছিত ও

বাঞ্ছাতীত ফলসিদ্ধি হয়। নিজ গৃহে পূজা কিন্তু নিত্যরূপেই কর্তব্য, তাহাতে ফলানুসন্ধান থাকে না; যদিও অগ্নিহোত্রাদি ও নিত্যকর্মে ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিবৎ স্বগৃহে দেবার্চনেরও পরমপদপ্রাপ্তিরূপ ফল স্বীকার্য হয়, তথাপি ভক্তগণ তাহার অনুসন্ধান রাখেন না। দেবালয়ে অর্চনা করিতে হইলে ভক্তিবিশেষে পূজার নিয়ম (যেকালে যে দ্রব্যে যেভাবে পূজা করা বিধেয়) অবশ্য অপেক্ষিত। দেবালয়ে ঋতু-অনুযায়ী পুষ্পফলাদি সমর্পণ, নিত্যনিয়মিত ভোগার্পণ, (অগ্রে, পৃষ্ঠে, বামে) প্রণামনিয়ম, ব্রতদিনেও অন্যদিনবৎ ভোগসমর্পণ, দ্বাদশীতে অন্যতিথির ন্যায় দিবাভাগে দেবতার স্বাপন ইত্যাদি বিবিধ নিয়ম অবশ্যই পালনীয়, অন্যথা প্রত্যবায় হইবে। -**নিষ্ঠদাস** (সিন্ধু ৩।২।২৯) ভজনাসক্ত চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব ও পুণ্ডরীক প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ।

সেবাপরাধ (প্র ৮।১১) যানাদি-কৃত শ্রীহরিমন্দির-গমনাদি ৩২ টি। -**বর্জন** (সিন্ধু ১।২।১১৮) বরাহ ও পদ্ম-পুরাণোক্ত সেবাপরাধ বত্রিশটি যথা —[আগমানুসারে] (১) যান অর্থাৎ শিবিকাদিযোগে এবং কোন প্রকার পাদুকা পরিধান-পূর্বক ভগবদ্‌গৃহে গমন। (২) ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভগবানের জন্মাদি-যাত্রা-মহোৎসব না করা; শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে—(৩) প্রণাম না করা, (৪) একহস্তে প্রণাম, (৫) প্রদক্ষিণ, (৬) পাদ-প্রসারণ, (৭) পর্যঙ্কবন্ধন-পূর্বক অর্থাৎ হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন-পূর্বক উপবেশন; (৮) শয়ন; (৯) ভোজন; (১০) মিথ্যাভাষণ; (১১) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা; (১২) পরস্পর ইতর কথার আলোচনা; (১৩) রোদন, (১৪) কলহ; (১৫) কাহারো প্রতি নিগ্রহ; (১৬) কাহারো প্রতি অনুগ্রহ; (১৭) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য-ব্যবহার; (১৮) পর নিন্দা; (১৯) পরস্তুতি; (২০) অশ্লীল বাক্য-ব্যবহার; (২১) অপানবায়ু-পরিত্যাগ; (২২) অন্যকে অভিবাদন; (২৩) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন; (২৪) তাম্বূলচর্বণ এবং (২৫) উচ্ছিষ্ট-লিপ্ত দেহেও অশুচি অবস্থায় শ্রী-বিগ্রহের বন্দনাদি। (২৬) লোমকম্বল ধারণ করিয়া সেবাকার্যাদি করা; (২৭) সামর্থ্যসত্ত্বেও অল্প উপচারে বা অল্পব্যয়ে পূজা উৎসবাদি করা অর্থাৎ বিত্তশাঠ্য; (২৮) অনিবেদিত বস্তুর গ্রহণ; (২৯) যে কালের যে ফল শস্য প্রভৃতি দ্রব্য, তাহা সেই সেই সময়ে ভগবান্‌কে না দেওয়া; (৩০) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরকে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য ভগবান্‌কে দেওয়া; (৩১) শ্রীগুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান। (৩২) গুরুদেবের সম্মুখে নিজের প্রশংসা। [বারাহে—] (৩৩) দেবতা-নিন্দা। (৩৪) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্তি স্পর্শ করা; (৩৫) বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার-উদ্ঘাটন; (৩৬) বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির সেবা; (৩৭) কুক্কুর-দৃষ্ট দ্রব্য ভগবান্‌কে নিবেদন; (৩৮) পূজা কালে মৌনী না থাকা; (৩৯) দন্তধাবন না করিয়া পূজা; (৪০) অযোগ্য পুষ্পে পূজা; (৪১) স্ত্রী-সম্ভোগান্তে পূজা; (৪২) রজস্বলা স্ত্রীর স্পর্শপূর্বক পূজা; (৪৩) শব-স্পর্শ পূর্বক পূজা, (৪৪) রক্তবর্ণ, নীল-বর্ণ, অধৌত, অপরের ব্যবহৃত ও মলিন বস্ত্র পরিয়া পূজা; (৪৫) মৃত দর্শনান্তে পূজা; (৪৬) ক্রোধ করিয়া শ্রীবিগ্রহ-স্পর্শ ও সেবা করা; (৪৭) শ্মশানে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবা, (৪৮) গাত্রে তৈল মাখিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ও সেবা; (৪৯) এরণ্ড-পত্রস্থ পুষ্পের দ্বারা পূজা; (৫০) ভূমিতে বা পীঠে উপবেশন পূর্বক পূজা; (৫১) বাসী বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা অর্চনা; (৫২) পূজা কালে নিষ্ঠীবন-ত্যাগ; (৫৩) নিজে বড় পূজক-বলিয়া অভিমান; (৫৪) তির্যক পুণ্ড্রধারণ; (৫৫) পাদ-প্রক্ষালন না না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ; (৫৬) স্নান করাইবার সময় বাম হস্ত দ্বারা শ্রীমূর্তি-স্পর্শ; (৫৭) অবৈষ্ণব-পাচিত অন্ন শ্রীভগবানে নিবেদন; (৫৮) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহের পূজা; (৫৯) ঘর্মাক্ত দেহে পূজা; (৬০) কাপালিক দর্শন করিয়া পূজা; (৬১) নির্মাল্য-উল্লঙ্ঘন; (৬২) ভগবানের নাম লইয়া শপথ; (৬৩) ভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অনাদর পূর্বক অন্যান্য শাস্ত্রের সমাদর॥ -**প্রিয়** (সিন্ধু ১।২।২২৫) সেবৈক-পুরুষার্থ—বি। -**বিগ্রহ** (চৈভা আদি ২।৫) ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, উত্তরীয়, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—এই দশরূপে শ্রীগৌরগোবিন্দের সেবা-নিরত শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব।

সেবিত (বৃভা ১।১।২৭) পরিবৃত। [২ আরাধিত, ৩ আশ্রিত, ৪ উপযুক্ত]।

সেবোন্মুখ (সিন্ধু ১।২।২৩৪) ভগবৎ-স্বরূপ ভগবন্নামাদি-গ্রহণে প্রবৃত্ত—জী।

সেব্য—বীরণমূল, ২ অশ্বত্থ, ৩ হিজ্জলবৃক্ষ।

সৈংহিকেয় (গোলী ২।৯৭) রাহু।

সৈকত (আচ ১৬৪) বালুকাময় তীরভূমি।

সৈনিক (ভা ৪।২৮।১) [সেনায়াং নিযুক্ত ইতি ঠক্] সেনাদলে নিযুক্ত।

সৈনেয় (ভা ১।৮।৭) সাত্যকি।

সৈন্ধব (হরি ৭।৫৪৫) সিন্ধুদেশবাসী। ২ সিন্ধুদেশে জাত।

সৈন্ধবায়ন (ভা ১২।৭।৩) অথর্ববেত্তা শুনকের শিষ্য।

সৈন্ধবী (গৌক্র ১২।২২) লক্ষ্মী। ২ (আচ ২০।৫১) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগিণীবিশেষ।

সৈন্য (হরি ৭।৮৪৪) সেনার ভাব বা কর্ম। ২ (হরি ৭।৬৪১) সেনা-সমবেত।

সৈরিক (হরি ৭।৬৭৮) [সীরা লাঙ্গল-পদ্ধতিস্তাং বহতীতি] কৃষক।

সৈরিন্ধ্র (রূপ পরি ৭৯) শ্রীকৃষ্ণের বেশ-রচনাকারী।

সৈরিন্ধ্রী (লনা ৯।৫৩) পরগৃহস্থিতা স্ববশা শিল্প-কারিকা [কুব্জা]। **-কুব্জা** (উ ৫।৮) শ্রীকৃষ্ণের সাধারণী-বৎ প্রতীয়মানা মথুরার প্রেয়সী। সাধারণী নায়িকার বহুনায়কে প্রীতি হয়, সুতরাং তাহাতে রসাভাস-প্রসঙ্গও আছে; কিন্তু কুব্জার কুরূপতা তাঁহাকে অন্য নায়কে প্রীতি করিতে দেয় নাই; শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে চন্দনদান করত তাঁহাতে প্রীতি সঞ্চার হয়, তজ্জন্যই তাঁহার উত্তরীয়া-কর্ষণ এবং রতি-প্রার্থনা ইত্যাদি সম্ভবপর হইয়াছিল। এই ভাব-নিবন্ধন তাঁহাকে পরকীয়াপ্রায়ই বলিতে হয়, যেহেতু লোকের অগোচরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত বিহারাদি করিয়াছেন; কুব্জাও শ্রীকৃষ্ণেই নিষ্ঠাবশতঃ 'শ্রীকৃষ্ণই আমার রহস্যরমণ' ইত্যাদি ভাবনা করিতেন; সুতরাং সৈরিন্ধ্রী হইলেও কুব্জা সামান্যাসদৃশী, কিন্তু সামান্যা নায়িকা নহেন; এই সাদৃশ্যও পরিণয়-সম্ভাবনার অভাববশতঃ অংশতঃই জ্ঞেয়।

সৈরিভ (গোলী ১৯।৩৩) মহিষ। [২ স্বর্গ]।

সোঽহম্ (হ ৫।৬৫) [সঃ শ্রীভগ-বদংশঃ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽহম্, যদ্বা তদংশত্বেন তদধীনো নিত্যসেবকো-ঽস্মীত্যর্থঃ] আমি শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাব শ্রীভগবানের অংশই অথবা শ্রীভগ-বদংশ বলিয়া আমি ভগবদধীন নিত্য-সেবক—এই ধারণা।

সোঢ়ব্য (গোচ উত্তর ৭।৪) সহনীয়।

সোৎপ্রাস (চরিত ২৭) উপহাস-পূর্বক, ২ (গোলী ১৯।৫) মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত। [৩ প্রিয়বাক্য]।

সোদয় (গোচ পূর্ব ৩৩।৪৫) সমান-প্রকাশ। [২ লাভযুক্ত, ৩ বৃদ্ধিযুক্ত]।

সোদর (মাম ১।১৫) তুল্য। ২ একোদর-জাত ভ্রাতা।

সোদর্য্য (চৈনা ১।৩৪) সহোদর।

সোপপত্তিক (ভক্তি ৫) যুক্তি-পূর্ণ।

সোম (সুধা ৬৭) কীর্ত্তিমান্, ২ কান্তিমান্। ৩ (আচ ২০।৫১) রাগ-বিশেষ। লক্ষণ—সঙ্গীত-রত্নাকরে (২।১৬৫) যথা—ষড়্জে ষাড়্জীভবঃ ষড়্জগ্রহাংশান্তো নিগোৎকটঃ। সোমরাগঃ স্মৃতো বীরে তারমধ্যস্থমধ্যমঃ॥ ৪ (বৃভা ২।৭।৮০) [উময়া সহ বর্ত্তত ইতি সোমঃ] শ্রীশিব। ৫ (ভা ৮।১২।১) অমৃত। ৬ (ভা ৬।১৮।১) সবিতার ঔরসে ও পৃশ্নির গর্ভে জাত যাগ-বিশেষ। ৭ (ভা ৫।১০।১৭) চন্দ্র। ৮ (ভা ৩।১৩।৪০) ওষধি-বিশেষ—স্বামী। [৯ কর্পূর, ১০ কুবের, ১১ বায়ু, ১২ যম, ১৩ জল, ১৪ বানর]। **-ক** (ভা ৯।২২।১) সোমবংশ্য সহদেবের পুত্র। ২ (ভা ১০।৬১।১৪) শ্রীকৃষ্ণমহিষী কালিন্দীর পুত্র। **-গিরি** (কর্ণা ১) অমৃত-পর্বতের ন্যায় বহুপ্রকারে আস্বাদ্য পরমানন্দ-রসময়, ২ উমার সহিত বর্ত্তমান সোম =শ্রীমহেশ, পর্বতের ন্যায় তিনি যাহাতে স্তম্ভসাত্ত্বিকযুক্ত, ৩ শ্রীমহেশের গিরি অর্থাৎ পূজ্য—[কবিরাজ]। ৪ শ্রীবিল্বমঙ্গলের শ্রীগুরু-দেব। **-জম্ভ, জম্ভা** (হরি ৭।১৬৭) সোমভোজী, ২ চন্দ্রের ন্যায় দন্তবিশিষ্ট। **-দত্ত** (ভা ৯।২।৩৬) সূর্যবংশ্য কৃশাশ্বের পুত্র। ২ (ভা ৯।২২।১৮) সোমবংশ্য বাহ্লীকের পুত্র। **-প** (গীতা ৯।২০) যজ্ঞাবশেষ সোম-রস-পায়ী। ২ (সুধা ৬৭) রুদ্রের পালক। **-পীথ** (ভা ৬।৯।১) সোমরসপায়ী—স্বামী। **-যাজী** (হরি ৫।২৯৭) [সোমেন ইষ্টবানিতি সোম—যজ্ + ণিনি] সোমযাগকর্ত্তা। **-রাজ** (৪।২২।৫৫) চন্দ্র। **-রাজী** (ছ ২।১১) ষড়ক্ষর-পাদক ছন্দো-

বিশেষ। [২ ওষধিভেদ]। --ললাম (গোবি ৮৫) শিব। -শর্মা (ভা ১২।১।১৩) মৌর্যবংশ্য শালিশূকের পুত্র। -শেখর (আচ ১৫।২৯৬) মহাদেব। -সংস্থা (বিপু ৩।১১।২৩) অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম—এই সাত যজ্ঞ। -সুত (গৌক্ত ৬।৩৯) বুধ। -সুতা—নর্মদা নদী। -সুৎ (হরি ৫।৩০১) [সোমং সুতবানিতি সোম—সুঞ্‌+ক্বিপ্‌] সোমযজ্ঞকৃৎ। -সুত্বা [সোম-সু ভূতে ক্বনিপ্‌] কৃতসোমরসাভিষব।

সোমাপি (ভা ৯।২২।৯) জরাসন্ধের পৌত্র ও সহদেবের পুত্র।

সোমাভা (লনা ১০।১০) চন্দ্রদীপ্তি, ২ চন্দ্রাবলী। ৩ প্রসিদ্ধা উমার আভা।

সোরঠ্‌ঠ (ছ ৭।১২) মাত্রাবৃত্ত [ছন্দোবিশেষ]।

সোল্লুণ্ঠ (ল ৯।২০) উপহাস-পূর্ণ। ২ (মালা গোবি ১৫) সহাস। 'দুর্বাদঃ স্বাত্মপালম্ভস্তত্র যঃ স্তুতিপূর্বকঃ। সোল্লুণ্ঠনং সনিন্দস্তু যস্তত্র পরিভাষণম্'—জটাধর। [৩ অশ্বাদি]।

সোহঞ্জি (ভা ৯।২৩।২২) হৈহয়-বংশ্য কুন্তির পুত্র ও মহিষ্মানের পিতা।

সৌকুমার্য (অকৌ ৬।২) রঞ্জকতা বা চিত্তচমৎকারিতা। অদ্ভুত বস্তু-দর্শনে যেরূপ নয়নের স্ফারতা হয়, তদ্রূপ অদ্ভুত সুকুমার বর্ণসমূহের শ্রবণেও চিত্তের স্ফারতাজনক চমৎকার উদিত হয়। ২ (শেষ ৭। ১৫) অপারুষ্য।

সৌগত (রত্ন ১।৯ টী) শূন্যবাদী বৌদ্ধবিশেষ।

সৌগন্ধিক (গোচ পূর্ব ২৪।৩০) কহ্লার, নীলপদ্ম। ২ (ভা ১০।৩৮। ১৭) মানস-সরোবরস্থ কমল—বি। [৩ সুগন্ধ-ব্যবহর্তা]।

সৌচিক (গোলী ৩।৭৭) সূচিবৃত্তি-জীবী।

সৌজন্য (সিন্ধু ২।৪।১২৫) ধৈর্য-লজ্জাদিযুক্ততা। ২ গাম্ভীর্যাদিযুক্ত বিনয়—মু।

সৌতঙ্গমি (হরি ৭।৪০০) [সুতঙ্গম+ইঞ্‌] দেশ-বিশেষ।

সৌতি (হব ১।১।৪) সূত উগ্রশ্রবাঃ—নীল।

সৌত্য (মুক্তা ১৩।১০) সারথিতা।

সৌত্রামণী (ভা ১০।২৩।৮) যাগ-বিশেষ। যজুর্বেদের কাণ্বশাখায় ২১-শ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণ সুরাপানে পতিত হন না।

সৌদামনী (ভা ১০।৪৯।২৭) [সুদাম্না পর্বতেন একা দিক্‌] বিদ্যুৎ। সুদামা-নামক পর্বতপ্রসূতা বিদ্যুৎ, ২ সুদামা অর্থাৎ শোভনা মালা তৎ-সম্বন্ধীয়া=মালাকারা—স্বামী। ৩ সুদামা=মেঘ, তৎস্থিত জ্যোতিঃ বিদ্যুৎ—জী। [৪ অপ্‌সরা, ৫ ঐরাবতের স্ত্রী]।

সৌদামিনী (উ ৯।৩৫) চন্দ্রাবলীর সখী। ২ (ভাবনা ৩।৫০) বিদ্যুৎ।

সৌদাস (ভা ৯।৯।১৮) অযোধ্যা-পতি ঋতুপর্ণের পৌত্র ও সুদাসের পুত্র। অপর নাম—মিত্রসহ ও কল্মাষপাদ।

সৌধ (গোলী ৭।৭৪) রাজসদন। ২ (কৃগ ৫৯) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। [৩ রূপ্য, ৪ দুগ্ধপাষাণ]।

সৌধাকরী (গোলী ১০।৬৩) চন্দ্র-সম্বন্ধীয়।

সৌধী (গোচ পূর্ব ২৮।১২) সুধাময়ী।

সৌনন্দ (কৃচ ২।১৪।৩) বলদেবের মুষল।

সৌনিক (ভা ১০।৫৭।৬) ব্যাধ, মাংসবিক্রেতা—সনা।

সৌন্দর্য (বৃভা ১।৫।২৫) অবয়ব-সৌষ্ঠব। (সিন্ধু ২।১।৩৩৬) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ সন্নিবেশ। (উ ১০।৩১) বাহুপ্রভৃতি অঙ্গের এবং প্রগণ্ড, প্রকোষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গের যথোচিত স্থৌল্য, কার্শ্য ও বর্তুলত্বাদিযুক্ত, যথাযথ মাংসলত্বাদিহেতু ঐক্যপ্রাপ্ত এবং কফোণি প্রভৃতি সন্ধিসমূহের বন্ধযুক্ত সন্নিবেশকে 'সৌন্দর্য' কহে।

সৌপ্তিক (গোচ উত্তর ১৭।৭৪) রাত্রিযুদ্ধ। ২ মহাভারতান্তর্গত পর্ব-বিশেষ।

সৌবল (ভা ৩।১।৩) শকুনি—স্বামী।

সৌবলী (ভা ১।১৩।৩১) গান্ধারী—দুর্যোধনের মাতা।

সৌভ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) শাল্বের দুর্ভেদ্য পুরী, কামচারী পুর।

সৌভগ (ভা ১০।৩।৯) বর্ণসৌন্দর্য—জী। ২ (আচ ১১।২৬৭) সৌভাগ্য। ৩ (আচ ৯।১৬) মহাপরাক্রম, ৪ মহাকীর্তি, ৫ (ভা ৬।১৮।৮) শ্রীবামনদেবের পুত্র বৃহচ্ছ্লোকের পুত্র।

সৌভদ্র (হরি ৭।৩৮০) [সুভদ্রা প্রয়োজনমস্য] সুভদ্রার নিমিত্ত যুদ্ধ। ২ (গোলী ১৩।৬৯) সুভদ্র-নামা গোপ-বিষয়ক, ৩ সুখদ। ৪ (হরি ৭।৫৩৮) সুভদ্রা-বিষয়ক গ্রন্থ।

(গীতা ১৬) অভিমন্যু। [৬ ভীতকবৃক্ষ]।
ভপতি (ভা ১০।৭৬।১) শাল্ব।
ভপালী (গোচ উত্তর ২৮।২২) সৌভ—পাল+ণিনি] শাল্ব।
ভরাট্ (ভা ১০।৭৭।১০) [সৌভমানে রণাঙ্গনে শোভমানঃ] শাল্ব।
ভরি (ভা ১২।৬।৫৬) বহ্বৃচ ঋষি, ঋমিত্রের শিষ্য। সৌভরি মুনি লামধ্যে অযুত বর্ষ তপস্যা করেন। লামধ্যে অবস্থানকালে তত্রত্য মৎস্যের গার্হস্থ্যধর্ম দেখিয়া তিনি গৃহধর্মে স্পৃহান্বিত হইয়া মহারাজ মান্ধাতার শত কন্যাকে বিবাহ করেন (ভা ৯।৬।৩৮)। গরুড়কর্তৃক মীনরাজের বধ দেখিয়া ইনি গরুড়কে শাপ দেন যে গরুড় যদি এস্থানে মৎস্য ধরে, তবে তাহার প্রাণনাশ হইবে (ভা ১০।১৭।৯-১১)।
সৌভাগিনেয় (হরি ৭।২৭২) সুভগায়া অপত্যং পুমান্ ঢক্ ইনঙ্] সৌভাগ্যবতীর পুত্র।
সৌভাগ্য (বৃভা ১৬।২৯) শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব। ২ (কর্ণা ৭৪) সৌন্দর্য। ৩ (হরি ৭।১৮) [সুভগস্য ভাবঃ] শুভাদৃষ্ট, ৪ প্রিয়তা। [৫ সিন্দুর, ৬ টঙ্কণ]। -পূর্ণিমা (বিনা ৭।৪) শ্রাবণী পূর্ণিমা। (উ ৪।৩৮) শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে কান্তকর্তৃক কান্তা অদ্ভুত পুষ্পে প্রসাধিত হইলে পরমসৌভাগ্যবতী হয় বলিয়া ঐ তিথিকে 'সৌভাগ্যপূর্ণিমা' বলে। -মণি (কৃগ পরি ২০৫) কান্তিতে চন্দ্রসূর্যকেও ধিক্কারকারী শ্রীরাধাবক্ষে লম্বমান মণি। -মুদ্রা (স্তব ৯।১৭) শুভাদৃষ্টসূচক যবাদি-চিহ্ন।

সৌভাগ্যা (ব্রজ ৩।১৯) শ্রাবণী পৌর্ণমাসী।
সৌমঙ্গল্যগীঃ (ভা ১০।৫।৫) স্বস্তিবাচন—স্বামী।
সৌমদত্তি (গীতা ১।৮) সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাঃ।
সৌমনস্য (ভা ৫।২০।৯) শাল্মলিদ্বীপাধিপতি যজ্ঞবাহুর পুত্র ও তন্নামক বর্ষবিশেষ। ২ (ভা ১১।২৬।১৮) কুসুমসমূহের ন্যায় সুগন্ধ, সৌকুমার্যাদি, ৩ শোভন মনোভাব। ৪ (ভা ১০।৪১।২৯) কুসুম-সমূহ।
সৌম্য (বিনা ৩।৮) শান্তমূর্ত্তি। ২ (বিনা ৬।২০) নিপুণ। ৩ (ভা ৪। ১।৬৩) পিতৃগণের অন্যতম। ৪ (বৃভা ২।৭।১৩৯) সহজ-কোমল। ৫ সোমতুল্য প্রিয়দর্শন। ৬ (গোভা ২।১৩।১) শোভন। ৭ (আচ ৮। ১২) বুধগ্রহ, ৮ (ভা ২।৪।২৩) ভক্ত —স্বামী। ৯ (ভা ১।১।৮) সাধু। ১০ (গোলী ৭।৫) উত্তর দিক্। ১১ (হরি ৭।৩৩৪) সোম-দেবতাক। -দর্শনা (কৃগ ২০০, ২০৫) সোমবংশজাতা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সন্ধিদূতী।
সৌযাত্রিক (উস ৩৩) গোষ্ঠের যেস্থানে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন, তত্রত্য তটভূমি।
সৌর (গোভা ২।২।৩৭) সূর্যোপাসকসম্প্রদায়। এইমতে সূর্যই একমাত্র জগৎকর্তা। তিনিই প্রকৃতি ও কালদ্বারা জগৎরচনা করেন, তাঁহারই উপাসনায় জীবের দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মোক্ষলাভ হয়। -গণ (ভা ১২।১১।২৪) মাসে মাসে সূর্যের পৃথক্ পৃথক্ ব্যূহ।
সৌরত (ভা ১০।৫৫।১০) নিধুবনসম্বন্ধীয়—সনা। ২ (চৈত ১০।৩৩। ২৬) সুরত-সুখ, প্রেম। ৩ প্রেমধর্ম।
সৌরভ (ভাবনা ৭।২২) সুগন্ধ, ২ গোসমূহ। [৩ কুঙ্কুম]।
সৌরভক (ছ ৪।২) বিষমপাদ ছন্দোবিশেষ।
সৌরভেয় (কৃগ ৫৮) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ।
সৌরভেয়ী (উস ৩৯) প্রচুরদুগ্ধবতী ধেনু।
সৌরভ্য (মাম ২।১২) মনোজ্ঞত্ব, ২ গুণ-গৌরব।
সৌরম্য মত (সিন্ধু ১।২।২৯৫--২৯৭) শ্রীবৃন্দাবনীয় 'সুরমা' কুঞ্জের সম্মত মত। শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর ত্যজ্য শিষ্য রূপ-কবিরাজ-কর্তৃক আসাম প্রদেশে সুরমা উপত্যকায় প্রবর্ত্তিত। অধুনা শ্রীবৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ কুঞ্জে এই সম্প্রদায়ের শ্রীগুরুকুঞ্জ বর্ত্তমান। ['ব্রজলোকানুসার' শব্দে বিশেষ দ্রষ্টব্য]।
সৌরাষ্ট্র (তর ১২।১।৫৮) সুরট্ প্রদেশ।
সৌরি (হ ৭।৯২) যম। ২ শনৈশ্চর। -ভাগ (স্তব ২১।২২) যমাধিকার।
সৌরী (মথুরা ১৪৭) সূরির [সূর্যের] কন্যা যমুনা। ২ (গোলী ১০।৮৪) সংজ্ঞা—সূর্যপত্নী। -ভাষা (সিন্ধু ২।১।৬৮) সংস্কৃত।
সৌরূপ্য (আচ ৮।৮৩) সৌন্দর্য।
সৌর্য (গোতা ২।২৭) সূর্যমণ্ডল—বল। ২ (ব্র টী ১) [সৌরী যমুনা তাহার অদূরবর্ত্তী দেশ] শ্রীবৃন্দাবন।
সৌল্বিক [সুল্বং তাম্রপাত্রাদি-নির্মাণং শিল্পমস্যেতি ঠক্] কাঁসারি, বণিগ্-ভেদ।

সৌব [স্ব+অণ্, স্বঃ+অণ্] আত্ম-সম্বন্ধী, ২ স্বর্গসম্বন্ধীয়।

সৌবস্তিক (আচ ৪।১৩) স্বস্তিময়। ২ (গোচ উত্তর ৩২।১০৮) পুরোহিত।

সৌবিদ, সৌবিদল্ল (লনা ১০১৫) কঞ্চুকী।

সৌবীর (ভা ৩।১।২৪) সিন্ধুসৌবীর দোয়াব্ দেশ। ২ (ভা ১১।২১।৮) সৎপুরুষযুক্ত দেশ—স্বামী। ৩ সৎ-পাত্রযুক্ত—বি। ৪ (ভা ১০।৭১।২১) পঞ্জাব দেশ। ৫ (ভা ১।১০।৩৫) বর্ত্তমান রাজপুতানার দক্ষিণ ভাগস্থ রাজত্ব, ৬ হিমালয় প্রদেশে উত্তর খণ্ডস্থ রাজ্য। [৭ স্রোতোঞ্জন, ৮ বদরফল, ৯ কাঞ্জিক]। **-রাজ** (গোভা ৩।৪।৫১) রহূগণ।

সৌশব্দ্য (সাকৌ ৬।১) শব্দনির্মাণ-সৌষ্ঠব।

সৌষ্ঠব (মালা উৎ ৭) প্রশংসা। ২ (মালা প্রেমেন্দু ৩৩) শোভা। ৩ আতিশয্য।

সৌহার্দ (অকৌ ৫।৩) স্ত্রীর সখীগণের এবং পতির সখাগণের পরস্পর সর্বদা একরূপা ও নির্বিকারা চিত্তরঞ্জকতা। [২ স্নেহ, ৩ মিত্রতা]।

সৌহিত্য (অকৌ ৫।১৯) তৃপ্তি, সুখ। ২ (চৈকা ২৯।৪০) সুষ্ঠু হিতকারিতা।

সৌহৃদ (বৃভা ১।৬।৪০) প্রেম। ২ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫৪) সুহৃৎসমূহ, ৩ মিত্রকৃত্য। ৪ (ভা ১০।৮১।৩৬) দেহসম্বন্ধ।

সৌহ্মনাগর (হরি ৭।২৩) সুহ্মনগরে জাত বা তদ্বিষয়ক।

স্কন্দ (গোপা ৩৬) শোষক। ২ (গীগো ৯।১১) বিনাশ। ৩ (গৌকৃ ৯।৪৬) কার্ত্তিকেয়—অগ্নি-পত্নী কৃত্তিকা ইঁহার ধাত্রীমাতা। ৪ (হরি ৭।১০৫৮) জীবিকার্থে অবিক্রেয়া কার্ত্তিকেয়-প্রতিমা লইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণকারী। [৫ পারদ, ৬ দেহ]।

স্কন্দন (ভা ৫।৬।৩) স্রবণ—স্বামী। [২ রেচন, ৩ গতি, ৪ শোষণ]।

স্কন্ধ (গোবি ৬৩) বাহুমূল, ২ কাণ্ড, ৩ (গোভা ৩।৪।৪৯) আশ্রম, ৪ (ভা ১০।৩০।৩০) কায়, ৫ কক্ষঃ, ৬ কটিদেশ—সনা। ৭ সমূহ—বল। ৮ (গোভা ২।২।১৮) বুদ্ধমতে রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার—এই পাঁচটি স্কন্ধ। ভূতভৌতিকাত্মা বাহ্যসমুদায়—রূপ স্কন্ধ। অহংজ্ঞান-বিশিষ্ট জ্ঞান-সন্তান—বিজ্ঞান স্কন্ধ। সুখদুঃখাদিজ্ঞান—বেদনা স্কন্ধ। দেবদত্তাদি নাম—সংজ্ঞা স্কন্ধ এবং রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতি সংস্কারস্কন্ধ। প্রথমটি বাহ্যসমুদায় ও তৎপরবর্ত্তী চারিটী আন্তর-সমুদায়। [৯ নৃপ, ১০ যুদ্ধ, ১১ পথ, ১২ গ্রন্থ-পরিচ্ছেদ]।

স্কন্ন (ভা ৮।১২।৩৫) সম্পূর্ণ পতিত—বি। ২ (যাম ৮।১২৩) গলিত, ৩ শুষ্ক, ৪ ক্ষরিত।

স্খলন (আচ ২০।৬৮) সঙ্গীতশাস্ত্র-মতে গতি-লাঘবের অনুকূল পরিবর্ত্তন। [২ চলন, ৩ পতন]।

স্খলিত (উ ৯।৩৬) নৃত্যগতি-বিশেষ, ২ চ্যুতি—জী।

স্তন (ভা ২।৫।৩৯) শব্দ—স্বামী। ২ (লনা ১।৩৫) কুচ, ৩ শব্দোৎপাদক অলাবুযন্ত্র। **-জ-রস** (মালা ছ ১) স্তন্যদুগ্ধ। **স্তনন্ধয়** (হরি ৫।২৪৩) [স্তনং ধয়তীতি স্তন—ধেট্ পানে+খস্] স্তন্যপায়ী শিশু। °প (হ ৬।৩১৯) সংসারী। ২ অতিশিশু। **-পট্টিকা** (ভা ৮।৯।১৮) স্তনাবরণ-বস্ত্র। **স্তনয়িত্নু** (ভা ৪।১০।১৯) [স্তন শব্দে+ণিচ্ ইত্নু] মেঘ, ২ বজ্র। ৩ (ভা ৬।৬।৫) ধর্মপত্নী লম্বার গর্ভে বিদ্যোতের জন্য, বিদ্যোত হইতে স্তনয়িত্নুর জন্ম হয়। [মেঘচতুষ্টয় যথা—আবর্ত্ত, সংবর্ত্ত, পুষ্কর ও দ্রোণ]। ৪ (ভা ৩।১৯।১৯) মেঘ-গর্জন, ৫ (ভা ১।১৪।১৪) বজ্রপাত—স্বামী।

স্তনান্তর (গোচ উত্তর ২৯।৬) বক্ষঃ। ২ স্তনমধ্যে।

স্তনিত (মালা গোবর্দ্ধন ১) মেঘ-নির্ঘোষ।

স্তব্ধ (ভা ৪।২৯।৫০) অবিনীত, ২ (ভাবনা ১০।৪১) নিশ্চল। ৩ (গীগো ৮।১১) মানী—প্রবো। **-মজ্ঞ** (চৈত ১০।২৫।৫) [স্তব্ধং জড়ং মাতীতি স্তব্ধমং চিৎ তস্য জ্ঞা অব-বোধঃ যস্মাৎ সঃ] চিদ্‌বিষয়ক জ্ঞানদায়ী, ২ [স্তব্ধানাং জড়ানাং মা লক্ষ্মীর্যস্মাৎ তৎ স্তব্ধমং ব্রহ্ম তত্ত্বেন জ্ঞা জ্ঞানং যস্য] ব্রহ্মতত্ত্ব-সাহায্যে যদীয় জ্ঞান হয়।

স্তম্ব (আচ ১৫।১০২) তৃণ-গুচ্ছ। সমূহ। ২ (সিন্ধু ৩।২।৩৯) শ্রীকৃষ্ণের পুরস্থ অনুগ দাস। **-করি** (হরি ৫।২৪২) ব্রীহিধান্য। **-ঘন, -ঘ্ন** (হরি ৫।৪২৮) [স্তম্বো হন্যতে যেন স্তম্ব—হন্+ক] ধান্যাদি-ছেদক অস্ত্র-বিশেষ—কাস্তে।

স্তম্বেরম (হরি ৫।২৩১) [স্তম্বে রমত ইতি অচ্ প্রত্যয়ঃ নিপা-তনাৎ] হস্তী।

২৬) গর্ব, অনম্রতা ;
১৫) আশ্রয়—সনা।
১) সাত্ত্বিক-বিশেষ।
—২৭) হর্ষ, ভয়,
ও অমর্ষ হইতে 'স্তম্ভ'
াভ করে। ইহাতে
নৈশ্চল্য ও শূন্যতাদি
৪ (শ্যা ৮) নিবৃত্তি।
মূর্খতা। ৬ গৃহস্তম্ভ
—কন্দর্পের বাণভেদ,
৩ অভিচার-কর্ম।
।২৮৪) শ্রীনৃসিংহদেব।
০। ২৭।১৭) নিরহঙ্কার
াম্ভেদ (মালা দ্বিগো
।
১৫।৩২) চকিতীকৃত।

৮) [স্তৃঙ্‌ আচ্ছাদনে
ধূম, ৩ শয্যা, ৪ মেঘ।
১।২।১৫৯) স্বকৃত
ক নিবন্ধ—জী। ২
াহিমা—মু। ৩ (নাম
। নিবদ্ধ প্রবন্ধাদি। ৪
ক্যসাধ্য নিবন্ধ। ৫
স্তবক (আচ ১।৯০)
ুকুল, পুষ্পগুচ্ছ। [৩
। **স্তবকিত** (হরি
বক+ইতচ্‌] স্তবক-
(গৌবি ১৫) পুঞ্জীভূত।
যুক্ত—[বিষ্ণু]। **স্তবকী**
গুচ্ছযুক্ত। **স্তবপুর**
) প্রশংসার বাসস্থান।
ঈতি] স্তুতি-পূরক।
া কুঞ্জ দ্বি ৫) আর্দ্র।
স্থির। ৩ (ভাবনা
৪ (উ ১০।২৩) শুদ্ধ।

স্তুতি (ভা ৫।১৫।৫) প্রতিহর্ত্তার পত্নী। ২ (রত্ন ৪।২৬) প্রশংসা। ৩ (সুধা ৮৬) [স্তূয়তেঽয়ম্‌] স্তববিষয়ীভূত বিষ্ণু। **-বাদ** (চৈচ আদি ১৭।৭৩) অর্থবাদ। **-বিধি** (হ ৮।৩২৭—৩৫৬) নীরাজনের পরে শ্রীহরির শিরোদেশে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দান করত বিচিত্র ও মধুর স্তোত্রদ্বারা তাঁহার স্তুতি করিবে। বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও আধুনিক কবিনিবদ্ধ স্তোত্রই প্রশস্ত। স্বরচিত স্তবাদিও বিশুদ্ধ হইলে শ্রীহরি গ্রহণ করেন। **-স্তোম** (ভা ৩।১২।৩৭) উদ্‌গাতার কর্ম সঙ্গীত ও স্তোত্রার্থ ঋকসমুদয়—স্বামী।

স্তূপ—রাশীকৃত মৃত্তিকাদি, ২ সংঘাত, ৩ বল, ৪ নিষ্প্রয়োজন।

স্তৃত (ভাবনা ১৫।৬০) আচ্ছাদিত।

স্তেন (আচ ২০।১৬৪) চোর। ২ (ভা ১১।২৯।১৪) ব্রহ্মস্বহারী—স্বামী। ৩ (ভা ১০।১৪।৩৬) পরমোপদ্রাবক —সনা। ৪ (গীতা ৩।১২) পঞ্চ মহাযজ্ঞাদিদ্বারা দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া দ্রব্যভোজী। ৫ (কৃষ্ণ ১৪২) পুরুষের সার-হরণকারী।

স্তেম—আর্দ্রীভাব, ২ স্নেহ।

স্তেয় (হরি ৭।৮৪৩) চৌর্য।

স্তোক (গোচ উত্তর ১।৫৩) অল্প, ঈষৎ। ২ (গীগো ২।১৯) চাতক—প্রবো। **-কৃষ্ণ** (কৃগ ১০৮) মহাবসু-নামক গোপ ভাণ্ডরির সাহায্যে যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, তাহাতে সুচারু চরু উত্থিত হয়, ঐ চরু ভোজন করিয়া সুচন্দ্রা ইঁহাকে প্রসব করেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। **-শঃ** (হরি ৭।১১০৭) অল্প অল্প।

স্তোত্র (ভা ১১।২৭।৪২) প্রাকৃত ভাষায় স্বকৃত বা পরকৃত স্তুতিবাদ। ২ (সিন্ধু ১।২।১৫৯) পূর্ববর্ত্তী মহাজনাদিকৃত ভগবন্মহিম-সূচক প্রবন্ধাদি—জী। ৩ প্রাকৃত জীবকৃত প্রবন্ধ—মু। **-স্তোভ** (ভা ৬।৮।২৯) বৃহদ্রথান্তরাদি সামমন্ত্রদ্বারাস্তুত—স্বামী।

স্তোভ (হ ১১।৩৩৫) গীতালাপ-পূরণাদির জন্য উচ্চারিত নিরর্থক বাক্য-বিশেষ। ২ (আচ ১৪।১২৬) স্তব, প্রশংসাবাক্য। [৩ হেলন, ৪ স্তম্ভন]।

স্তোভিত (ভা ১০।১১।৭) প্রোৎসাহিত—স্বামী।

স্তোম (ভাবনা ১৮।৩) সমূহ। ২ (ভা ৩।২১।৩৪) সামের আধারভূত ঋকসমূহ—স্বামী। [৩ যজ্ঞ, ৪ স্তব, ৫ মস্তক, ৬ ধন, ৭ শস্য]।

স্ত্যান (আচ ১৫।১৭৫) স্নিগ্ধ। ২ (আচ ৭।৫১) পুঞ্জিত।

স্ত্রিতমা (গোচ পূর্ব ৪।২৯) [প্রকৃষ্টে তমঃ, 'ঈবুপোর্বিভাষা' ইতি ঈপো হ্রস্বত্বম্‌] স্ত্রীগণে শ্রেষ্ঠা।

স্ত্রী (ছ ২।২) [স্ত্যৈ শব্দ-সংঘাতয়োঃ +ঈপ্‌] দ্ব্যক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। ২ (চৈত ১০।৩০।৩৪) [স্তৃ ঞ্‌ আচ্ছাদনে+ড্রট্‌ ঈ] আচ্ছাদকরূপে বন্ধহেতু নারী। **-জিত** (ভা ১০।৪৭।১৭) কুস্ত্রীবশ্য—সনা। **-ধর্ম** (ভা ৭।১১।২৫—২৮) পতির শুশ্রূষা, তদনুকূলতা, তদাত্মীয়ের হিতাচরণ, তদ্‌ব্রতধারণ, সম্মার্জন, উপলেপন, গৃহমণ্ডন, গৃহে অবস্থান, দেহমণ্ডন, পরিচ্ছদ-নৈর্মল্য, সন্তোষ, অলোলুপতা,

অনালস্য, ধর্মজ্ঞান, প্রিয়সত্য-ভাষিতা, অপ্রমাদ, শুচিতা, স্নেহবত্তা এবং অপতিত পতির ভজনপরায়ণতা। ২ আর্ত্তব, ৩ (বিপূ ৪।৪।৩৬) মৈথুন। -সঙ্গী (চৈচ মধ্য ২২।৮৪) ভোগ্যবুদ্ধিতে বৈধস্ত্রীতে অত্যাসক্ত এবং অবৈধ-স্ত্রীগামী। ২ (প্রীতি ১৪৩) কামুক।

স্ত্রৈণ (চৈত ১।১১।৪০) স্ত্রীবৃন্দ। ২ (ভা ১১।১০।২৬) স্ত্রীলম্পট।

স্ত্রৈণ্য (ভা ৪।৪।৩) স্ত্রীস্বভাব।

স্থ—স্থিতিশীল, ২ স্থল। **স্থগ**—ধূর্ত্ত। **স্থগন** (লনা ২।২২) আবরণ। **স্থগিত** (ভা ১০.২১।১৫) নিশ্চলীভূত। ২ (বিনা ৬।৩) আচ্ছাদিত। ৩ (মালা গীত ১৩) নিবর্ত্তিত। ৪ (স্তব ২১।২০) খর্বীকৃত।

স্থগু (হব ২।২৭।৩৫) [স্থগয়তি নাভিমাচ্ছাদয়তি] ভুগ্নপৃষ্ঠ—নীল।

স্থণ্ডিল (হ ২।৪৭) বালুকাদ্বারা নির্মিত হোমীয় অগ্নিস্থল। ২ (হ ৫।২৫১) মন্ত্রাদিদ্বারা সংস্কৃতবেদি। ৩ (ভা ১১।২৭।১৪) উপলিপ্ত স্থল। -সংবেশন (ভা ৫।৯।১৪) ভূমিশয়ন।

স্থণ্ডিলেয়ু (ভা ৯।২০।৪) রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ও অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে জাত পুত্র।

স্থণ্ডিলেশয় (ভা ৪।২৩।৬) ভূমিশায়ী।

স্থপতি (হব ২।৫৮।১৩) বাস্তু-কর্মজ্ঞ সূত্রধার। ২ কঞ্চুকী, ৩ কুবের, ৪ অধীশ, ৫ বৃহস্পতি-যাগের কর্ত্তা, ৬ সত্তম।

স্থপুট (গোচ উত্তর ১৪।১৮) বিষমোন্নত। ২ (অকৌ ৫।১০) নাড়ীগ্রন্থি-বিশেষ। ৩ (আচ ১৫।১৮) মস্তকের অস্থি। **স্থপুটিত** (উ ১৩। ১০৫) কুটিলীভূত।

স্থলরুহ (আচ ১।২৮) বৃক্ষ।

স্থলা (হরি ৭।২০৯) কৃত্রিমা ভূমি।

স্থলী (হরি ৭।২০৯) অকৃত্রিমা ভূমি।

স্থবি—তন্তুবায়, ২ স্বর্গ, ৩ জঙ্গম।

স্থবিষ্ঠ (মালা ছ ৪) স্থূলতম। ২ (গোচ পূর্ব ৩০।৭৭) স্থিরতম।

স্থবীয়ান্ (ভা ৪।২৪।৩৯) বিরাড়্‌দেহ—স্বামী।

স্থাণু (গোবি ২) শিব। ২ (গোতা ২।২৭) যাঁহার স্বরূপ, গুণ, বিভূতি প্রভৃতি নিত্যস্থির। ৩ (গীতা ২। ২৪) স্থির-স্বভাব। ৪ (গৌকৃ ১৮। ৪৯) নিঃশাখবৃক্ষ।

স্থাণ্ডিল (হরি ৭।৩৬৯) [স্থণ্ডিল+অণ্] ব্রতার্থ স্থণ্ডিলে শয়নকারী।

স্থান (ভা ২।৭।৩৮) স্থিতি, রক্ষণ-ব্যাপার—স্বামী। ২ (ভা ২।১০।৪) সৃষ্ট বস্তুর তত্তৎমর্যাদা-পালনদ্বারা উৎকর্ষ—স্বামী। ৩ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহারকর্ত্তা শিব হইতেও শ্রীভগবানের উৎকর্ষ। ৪ হরি-কর্তৃক জীবদুঃখের পরাভব—বি। ৫ (মুক্তা ৩।৭২) পালন। ৬ (ভা ১০।১৪।৩) সাধুনিবাস—জী। ৭ স্বনিবাস। ৮ (বৃভা ২।১।৮২) বিষয়। ৯ (সস তত্ত্ব ৯) সাকাঙ্ক্ষ স্থান বা ক্রম। ১০ (কৃষ্ণ ২৬) দেশের সমানত্ব। [১১ জ্ঞাপক, যেমন নিগ্রহস্থান ইত্যাদি]। -ভ্রষ্ট (সিন্ধু ১।২।১১) বর্ণাশ্রমধর্ম-বিচ্যুত। ২ (ভক্তি ৬৪) বিষ্ণুর অভজনকারী চারি বর্ণাশ্রমী। -স্থিত (ভর ৪।৪) তীর্থাদিভ্রমণক্লেশ-রহিত, ২ শ্রীধামে স্থিত, ৩ স্বধর্মে স্থিত—পুরী।

স্থানী (হরি ৩।১২৫) স্থান বলিতে প্রসঙ্গই বোধ্য, যাহার স্থানে অন্য বিধান করা হয়, তাহাই স্থানী। যণাদির কারণ—ইগাদিই স্থানী।

স্থানে [ব্য] যোগ্যত্বে, ২ ঔচিত্যে, ৩ সত্যে, ৪ সাদৃশ্যে।

স্থান্যাদেশ (হরি ৪।৯) যেস্থানে যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, সেই বর্ণের বিকার হইলে সেই স্থানে উচ্চারিত অন্য বর্ণই প্রযোজ্য। যথা—স্বরপরে থাকিলে ই উ ঋ ৯ স্থানে য ব র ল হয়। এস্থানে ইকারের পরিণাম তালুতে উচ্চারিত যকার, ব র ল নহে, ঐরূপ ৯ কারের বিকার লকার, য ব র নহে ইত্যাদি।

স্থাপক (হ ১৯।৮৭) প্রতিষ্ঠাচার্য। ২ (বৃভা ২।৫।১৫৫) সাধক, ৩ (হয় ১।৩।১) গুরু।

স্থাপত্য (ভা ৩।১২।৩৮) বিশ্বকর্ম-শাস্ত্র—স্বামী। [২ অন্তঃপুর-রক্ষক কঞ্চুকী]।

স্থাপন (হ ৬।৪) পাষাণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও লৌহ প্রভৃতিদ্বারা প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া শ্রুতিস্মৃতি-বিধিমত প্রতিষ্ঠাকে 'স্থাপন' কহে। [২ আরোপণ, ৩ পুংসবন সংস্কার, ৪ সমাধি]।

স্থাপনা (নাচ ৪৫) আমুখ-ভেদ। আমুখ ও বীথীর সর্ব-অঙ্গবিশিষ্ট বাক্যবিস্তরদ্বারা সূত্রধার যেস্থলে নটী, বিদূষক বা নটের সহিত সংলাপ করেন এবং তাহাতে প্রস্তুত অর্থও আক্ষিপ্ত হয়—তাহাকেই নাট্যশাস্ত্রে 'স্থাপনা' বলে। হাস্য, বীভৎস ও রৌদ্রাদি রসে 'স্থাপনা' করিবে।

স্থাপনী (হ ৬।৩৫) আবাহনী-মুদ্রাকৃত উভয় হস্তাঞ্জলি অধোমুখ

করিলে 'স্থাপনী মুদ্রা' হয়।

স্থাম (মালা ছ ১৮) বল। ২ সামর্থ্য।

স্থায়িভাব (সিন্ধু ২।৫।১—২) হাস্যাদি অবিরুদ্ধ ও ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাবসকলকে বশীভূত করত যে ভাব সুরাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাই স্থায়ী। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রতিই স্থায়ী হয়, তাহা মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ। ভক্তিরসামৃতে স্থায়ী ভাবসমূহ—[১] অদ্ভুত ভক্তিরসে (সিন্ধু ৪।২।৪) লোকোত্তর কর্ম, রূপ, গুণাদি হইতে জাত ['ইহা কি প্রকারে হইল' ইত্যাকার অসম্ভাবনাময়ী বুদ্ধি] বিস্ময় রতি। [২] করুণভক্তিরসে (৪।৪।৭) অনিষ্টপ্রাপ্তি-প্রতীতিরূপ শোকত্বাংশে পরিণতি-প্রাপ্তা রতি। [৩] গৌরব-প্রীতরসে (৩।২।১৬৬) স্বাভাবিক দেহ-সম্বন্ধিতাহেতু তদীয়তাভিমানময় যে ভাব, তাহা হইতে জাত গুরু-বুদ্ধিকে 'গৌরব' বলে। লালকে লাল্যের যে প্রীতি, তাহাই গৌরব প্রীতি। ইহাও ক্রমে প্রেম, স্নেহ ও রাগ-রূপে পরিণত হয়। [৪] দানবীররসে (৪।৩।২৯) দানোৎসাহরতি; প্রগাঢ় ও স্থিরতর দানেচ্ছাই 'দানোৎসাহ'। [৫] প্রেয়োভক্তিরসে (৩।৩।১০৫—১০৬) পরস্পর প্রায় সমান সখাদ্বয়ের যে গৌরব-কৃতবৈয়গ্র্যমুক্ত প্রগাঢ়-বিশ্বাসময়ী রতি, তাহাকে 'সখ্য' বলে, এই প্রেয়োরসে সখ্যই স্থায়িভাব। সখ্যরতি বৃদ্ধিক্রমে প্রণয়, প্রেমা, স্নেহ ও রাগরূপে পরিণত হয়। [৬] ভয়ানক ভক্তিরসে (৪।৬।১২) ভয়রতি স্থায়ী; ভয় অপরাধ ও ভীষণ হইতেই উত্থিত হয়। অনুকম্প্য জন-ব্যতিরেকে অপরাধজ ভয় অন্যত্র সম্ভবে না; আকৃতি, প্রকৃতি এবং প্রভাববশতঃ যাঁহারা ভীষণ—বিষয়ালম্বনরূপে ইঁহাদের হইতে যে ভয়, তাহা কেবল প্রেমবান্ ব্যক্তিতে এবং স্ত্রীবালকাদিতে উদ্ভূত। আকৃতিতে পূতনা, প্রকৃতিতে শিশুপালাদি এবং প্রভাবে ইন্দ্র-শঙ্করাদি ভীষণ। [৭] যুদ্ধবীররসে (৪।৩।১৮) যুদ্ধোৎসাহ রতি। স্বশক্তিদ্বারা আহার্য ও সহজ এবং সহায়দ্বারা আহার্য ও সহজ যে যুদ্ধবিষয়ে অতিস্থিরা জিগীষা রতি, তাহাই 'যুদ্ধোৎসাহ'। [৮] রৌদ্রভক্তিরসে (৪।৫।২৫) ক্রোধরতিই স্থায়িভাব। এই ক্রোধও আবার ত্রিবিধ—কোপ, মন্যু ও রোষ। শত্রুর প্রতি কোপ, বন্ধুর প্রতি মন্যু এবং স্ত্রীদের কান্তবিষয়ে রোষ হয়। কোপে হস্তমর্দনাদি, মন্যুতে তূষ্ণীভাব এবং রোষে নেত্রান্ত-রক্ততাদি অনুভাব। [৯] বৎসল ভক্তিরসে (৩।৪।৫২—৫৩) অনুকম্পার্হ ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পাকারির যে সম্ভ্রমাদি-রহিতা রতি, তাহাই 'বাৎসল্য'। যশোদার বাৎসল্য স্বভাবতঃই প্রৌঢ়া হইলেও কিন্তু সময়-বিশেষে অন্যান্য লোকের প্রেম, স্নেহ ও রাগের ন্যায় বাহিরে প্রতীয়মান হয়। [১০] বীভৎসরসে (৪।৭।৬—৯) জুগুপ্সা রতি স্থায়ী; বিবেকজা ও প্রায়িকীভেদে দ্বিবিধ জুগুপ্সা। জাতরতি কৃষ্ণভক্ত-বিশেষের দেহাদিতে বিবেকোত্থা হইলে প্রথম এবং অমেধ্য ও পূতি বস্তুর অনুভব-হেতু সর্ববিধ ভক্তের সর্বথা জুগুপ্সা হইলে প্রায়িকী জুগুপ্সা হয়। [১১] শান্তরসে (৩।১।৩৫) শান্তি রতি সংজ্ঞা ও সান্দ্রাভেদে দ্বিবিধ; প্রথমটি শ্রীকৃষ্ণের (পরোক্ষে) মনে অনুভবময়ী এবং দ্বিতীয়টি (বাহিরে) সাক্ষাৎ দর্শনময়ী। [১২] সম্ভ্রমপ্রীতরসে (৩।২।১৭৬) প্রভুতাজ্ঞানে চিত্তে যে সাদর কম্প হয়, তাহাকে 'সম্ভ্রম' বলে, ইহার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত প্রীতিই সম্ভ্রমপ্রীতি। এই প্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে প্রেমা, স্নেহ ও রাগে পরিণত হয়।

স্থায়ুক (হরি ৫।৩৩৯) [ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ+উকঞ্] স্থিতিশীল।

স্থালপথ (হরি ৭।৭৯০) [স্থলপথ+অণ্] মধুক, ২ মরিচ।

স্থালী (আচ ১৩।২৩) ভোজন-পাত্র।

-পুরীষ (ভা ৫।৯।১৭) দগ্ধান্ন।

-পুলাক—একটি অন্নের বিকৃতি দেখিয়া যেরূপ স্থালীস্থ যাবতীয় অন্নের পাক অনুমিত হয়, তদ্রূপ একরূপবিশিষ্ট সকলেরই একধর্মাক্রান্ততা বুঝা যায়।

স্থালীবিলীয় (হরি ৭।৭৮০) [স্থালীবিলমর্হতীতি ছ] পাকযোগ্য তণ্ডুলাদি।

স্থাবর (আচ ১৫।৩৪) স্থিতিশীল, ২ পর্বত। [৩ ধনুর্গুণ]।

স্থাবির (হরি ৭।৮৪৫) বৃদ্ধবয়স।

স্থাসক (মালা কুঞ্জ ১৬) চর্চা, অনুলেপন। ২ গন্ধচূর্ণ, ৩ অলঙ্কার। [৪ জলবুদ্বুদ]।

স্থাস্নু (হরি ৫।৩২১) [স্থা+স্নু] স্থিতিশীল। ২ (ভা ১২।২।১২) বৃক্ষ।

স্থিত (ভা ১০।১৪।৫৭) পর্যবসিত, ২

স্থির। ৩ (ভা ১২।১৯) আসক্ত। -ধী (গীতা ২।৫৬) স্থিতপ্রজ্ঞ। -প্রজ্ঞ (গীতা ২।৫৪) সমাধিস্থ, জীবন্মুক্ত। যিনি মনের সর্বপ্রকার কাম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

স্থিতি (স্তব ৮।১৫) মর্যাদা। ২ (প্রে ৭৭) অবস্থা। ৩ (চৈত ৪।৯।১৫) সত্তা, ৪ স্থান। ৫ (ভা ৪।৯।১৫) পালন। ৬ (ভগ ৭৭) [তিষ্ঠন্ত্যত্র সর্বভূতানি] যাঁহাতে সর্বভূত আশ্রয় লাভ করে, সেই ত্রিপাদ বিভূতি। ৭ (উ ৯।৩৬) নিশ্চলতা। ৮ (সিন্ধু ১।২।৫৯) স্বভাব। ৯ (বৃভা ২।৭।৭৪) নিষ্ঠা। -কর্ত্তা (চৈচ আদি ৪।৮) জগতের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু। -গুপ্তি (ভা ৫।১।২২) মর্যাদাপালন। -নিয়তি (গোবি ১৭) বেদমর্যাদা। -পদ (ভগ ৭৭) বিরাট্ পুরুষের পদে অধিষ্ঠিত মর্ত্ত্যাদি ঐশ্বর্য-সমূহ—স্ত্রী। -পাৎ (ভা ২।৬।১৮) [তিষ্ঠন্ত্যত্র স্থিতয়ো ভূরাদিলোকাঃ, তে পাদা ইব পাদা অংশা যস্য সঃ] যাঁহার চরণে ভূরাদি লোকসমূহ অবস্থিত, সেই বিরাট্ পুরুষ—স্বামী।

স্থির (সিন্ধু ২।১।১০৭) ফলোদয় পর্যন্ত কর্মকৃৎ। ২ (গোলী ৬।২৭) স্থাবর, ৩ (গীতা ৬।১৩) দৃঢ়প্রযত্নশীল। [৪ পর্বত, ৫ দেবতা, ৬ বৃক্ষ, ৭ মোক্ষ]। -করণ (কবি ১০৯) সুস্থির মন। -গন্ধ—চম্পকবৃক্ষ। -চ্ছদ—ভূর্জপত্র বৃক্ষ।

স্থূণা (আচ ১৫।৯৬) স্তম্ভ। ২ (ভা ১০।২৫।১০) গৃহস্তম্ভ, ৩ লোহপ্রতিমা—সনা।

স্থূল (সুধা ১০৩) কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ—বিষ্ণু। [২ মোটা, ৩ জড়, ৪ শক্ত, ৫ কূট, ৬ সমূহ, ৭ পনস]। **স্থূলঙ্করণ** (উস ২৪) বর্দ্ধন। ২ (হরি ৫।২৬৫—৬) [স্থূল—কৃঞ্‌+খনট্] স্থূলকারী। 'তুষাবঘাতী' (ভা ১০।১৪।৪) মূর্খ। অল্পপ্রমাণ তণ্ডুলত্যাগ পূর্বক পর্বত-প্রমাণ স্থূল তুষরাশির সংগ্রহ করিয়া যে অন্তঃকণশূন্য ধান্যভাগের (চিটার) অবঘাতন করে, তাহার যেমন কোনই ফললাভ হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি অন্তঃসারবিহীন কার্যে বৃথা পরিশ্রম করে, তাহাকেও 'স্থূলতুষাবঘাতী' বলে। -ভিক্ষা (চৈচ মধ্য ১৯।১২৮) এক গৃহে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য-যাচ্‌ঞা। -লক্ষ্য (গোচ পূর্ব ৩।২৪) বহুপ্রদ, বদান্য।

স্থেমা (গোভা ১৪।২৮) পালন। ২ (গোভা ২।৩।৪১) দৃঢ়তা। ৩ (ভাবনা ১৬।১) স্থৈর্য।

স্থেয় (হরি ৫।১৯২) [তিষ্ঠতে নির্ণীয়তে বিবাদো যত্রেতি অধিকরণে যৎ] বিচারালয়। ২ বিবাদ, ৩ পুরোহিত, ৪ স্থির।

স্থৈর্য (ভা ১০।৮৫।৭) ধারণাশক্তি—সনা। ২ (সিন্ধু ২।১।২৬১) স্বাভিপ্রেত কার্য বিঘ্নপ্রাপ্ত হইলেও যে অবস্থায় বিচলিত হইতে হয় না, তাহাই স্থৈর্য। ৩ (ভা ১।১৬।৩২) স্তব্ধতা। ৪ (গীতা ১৩।৮) সৎপথে প্রবৃত্ত পুরুষের তদেকনিষ্ঠা।

স্নব [স্নু ভাবে অপ্] স্রবণ, ২ ক্ষরণ।

স্নাত (ভা ১।৪।১৩) পারঙ্গত।

স্নাতক (গোচ পূর্ব ২।৩৭) সমাবর্ত্তনস্নায়ী দ্বিজ। ২ (চৈনা ৩।১৫) শিষ্য।

স্নাতকী (হ ১১।৭২৭) স্নানের জন্য উদ্যত ব্যক্তি।

স্নাতানুলিপ্ত (গোচ পূর্ব ২৮।১৬) অগ্রে স্নাত, পশ্চাৎ অনুলিপ্ত।

স্নান [স্না+ল্যুট্] শোধন, ২ অবগাহন, ৩ মজ্জন। -দ্রব্য (হ ৬।৬৭—৭০, ৮০—৯৮) মালতী, জাতি বা অপরাপর সুগন্ধি পুষ্প, ঔষধিসমন্বিত পুষ্পতৈল, কুঙ্কুমাদি প্রক্ষেপসহ পঞ্চামৃত (সময়াদি-বিশেষে), ঘৃত, তৈলাদি, গুড়, পুষ্পোদক, গন্ধোদক, মন্ত্রপূত জল, কুশবারি, দ্রাক্ষারস, নারিকেলজল ও আম্ররস, তীর্থবারি ইত্যাদি। সর্বৌষধি অগুরু চন্দনাদিও ব্যবহার্য। শঙ্খজলে স্নানের কিন্তু অধিকতর মাহাত্ম্য। -নিষেধ কাল (হ ৯।২৪২—২৪৫) শ্রীভগবানের অর্চনা করিয়া তীর্থ-জলে স্নান করিবে না। মন্দির-গত নীচ জাতির স্পর্শেও স্নান হইবে না। দেবযাত্রায়, উৎসবে, তীর্থে, মঙ্গলক্রিয়ান্তে, সুহৃৎ ও বন্ধুজনের অনুগমনান্তে, অভীষ্টদেবের অর্চনান্তে বা উৎসবে সমাগত নীচজাতির স্পর্শ হইলেও স্নান নিষিদ্ধ। -পাত্র (হ ৬।৬১—৬৪) তাম্রপাত্রই অতিপ্রশস্ত। অশ্বত্থপত্র, কদলীপত্র কিম্বা কমলপত্রে স্নানে শ্রীবিষ্ণুর পরমপ্রীতি হয়। -মুদ্রা (হ ৬।৪৪) কনিষ্ঠাব্যতীত মুষ্টিবন্ধন করিলে 'স্নানমুদ্রা' হয়। -যাত্রা—জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় বিহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথের অভিষেক-মহোৎসব। স্নানবেদীতে ১০৮টি সুবর্ণকুম্ভপূর্ণ সুশীতল জলে মহাস্নান হয়। তৎপরে শ্রীজগন্নাথ গণেশরূপ ধারণ করেন। -বিধি (হ ৩।২৩৭—২৮৯) দেহের মালিন্য দূর করিবার জন্য নিত্য প্রাতঃস্নানই

হিত। গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ প্রাতে মধ্যাহ্নে, যতি তিন বেলা এবং ব্রহ্মচারী একবার স্নান অবশ্যই করিবে। অসমর্থ পক্ষে মান্ত্রস্নানাদি কর্ত্তব্য, আর্দ্র বসনে বা আর্দ্র করে গাত্র মার্জন করিলেও অসমর্থপক্ষে স্নান সিদ্ধ হয়। প্রাতঃস্নানের বহু বহু গুণ পুরাণ-স্মৃতিপ্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে। [স্নানের বৈবিধ্য-সম্বন্ধে 'গুপ্তস্নান' শব্দ দ্রষ্টব্য]। তীর্থস্নান—তীর্থে গিয়া ধৌত বসনাদি তটে রাখিয়া স্বস্ববর্ণাশ্রমোচিত বিধানে স্নান করিবে। ধৌত পাদ ও ধৌত পাণি হইয়া আচমনপূর্বক সংকল্প ও গঙ্গাদিতীর্থকে স্মরণ করত তীর্থকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। 'সাগরস্বন-নির্ঘোষ'—ইত্যাদি (হ ৩।২৬৫) মন্ত্রপাঠ করত স্নানান্তে 'দেব দেব' ইত্যাদি (হ ৩।২৬৭) মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রার্থনা পূর্বক মৃত্তিকায় গাত্রমার্জন করত সলিলে প্রবিষ্ট হইয়া নদীতে স্রোতাভিমুখে এবং অন্যত্র সূর্যাভিমুখে অবস্থিত হইয়া যথাবিধি দিগ্-বন্ধন ও তীর্থকল্পনা করিয়া সূর্যমণ্ডল হইতে গঙ্গার আবাহন করিবে। তৎপরে দর্ভপাণি হইয়া প্রাণায়াম করত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-চিন্তা ও তদীয় নামকীর্ত্তন-পূর্বক জলে নিমগ্ন হইবে। আচমনান্তে প্রাণায়াম করত মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে তিনবার শ্রীকৃষ্ণচিন্তাসহ স্নান করিবে। পরে কেশবাদি নাম সহ অঘমর্ষণাদি পাঠ করিয়া সেই জলে দ্বাদশবার স্নান করিবে। স্নানের অগ্রে মৃত্তিকা-গ্রহণ ও অঘমর্ষণাদি—বৈদিক বিধি এবং শ্রীকৃষ্ণধ্যান, মূলমন্ত্রজপ ও কেশবাদি নামজপ পূর্বক দ্বাদশবার স্নান—তান্ত্রিক বিধি। সুতরাং এই স্নান-প্রক্রিয়ায় বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি মিশ্রিত হইয়াছে।

গুরুজন নিকটে থাকিলে তখন শ্রীগুরু ও জনকজননীর এবং বিপ্রের পাদোদকদ্বারাও নিজের মস্তক অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রপাঠ করত শঙ্খোদকে অভিষেক বিহিত।

স্নানীয় (হরি ৫।১৯২) [স্নায়তে যেন তৎ] স্নানযোগ্য বস্তু—তৈল এবং উদ্বর্ত্তনাদি।

স্নানে জল-পরিমাণ (হ ৬।১০০৯) দেবতার স্নানকালে ১০০, অভ্যঙ্গ স্নানে ২৫ এবং মহাস্নানে ২০০ পল প্রমাণ জল ব্যবহার্য।

স্নানৌচিত্য (হ ১১।৭২৮) ক্ষৌর-কর্মান্তে, স্ত্রীসম্ভোগান্তে ও শ্মশানে গমন করত সবস্ত্র স্নান বিধেয়।

স্নিগ্ধ (গীতা ১৭।৮) স্নেহযুক্ত—স্বামী। ২ (গীগো ৪।২০) চেষ্টারহিত। ৩ (ভা ১।১।৮) প্রেমবান্—স্বামী। ৪ (বৃভা ২।২।১৪) আর্দ্র, ৫ সরস। ৬ (চন্দ্রা ১১৯) সখা। ৭ (সিন্ধু ২।৩।৩) মুখ্য ও গৌণ-ভেদে স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক দ্বিবিধ। মুখ্য শান্তাদি পঞ্চ রতিদ্বারা আক্রান্ত চিত্তে সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে জাত এবং গৌণ হাসাদি সপ্ত রতিদ্বারা আক্রান্ত কিঞ্চিৎ ব্যবধানে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-বিশিষ্ট ভাবকেই ক্রমশঃ মুখ্য ও গৌণ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক বলে। [৮ মসৃণ, ৯ সরলবৃক্ষ, ১০ ভাতের মাড়]।

স্নিগ্ধতা (গোচ পূর্ব ২১।৮২) প্রিয়তা।

স্নিগ্ধা দৃষ্টি (কর্ণা ৩) যে দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ মধুর ভাব বিকাশিত, ভ্রূযুগলের চাতুর্য প্রতিফলিত, যাহাতে কটাক্ষ ও স্বাভিলাষ বিদ্যমান—তাহাকে 'স্নিগ্ধা' দৃষ্টি বলে (সঙ্গীতরত্নাকর ৭।৩৯৭)।

স্নু (ভা ৩।১২।৪৫) স্নায়ু। ২ পর্বতের সমতল ভাগ।

স্নুত (গোলী ১২।৮৫) ক্ষরিত। ২ (গোলী ২।১৩) অভিষিক্ত।

স্নুষা (গোলী ১৮।৬৬) পুত্রবধূ। [২ স্নুহীবৃক্ষ]।

স্নুহি (হ ২০।৬০) শিজ্ বৃক্ষ।

স্নেহ (উ ১৪।৭৯, ৮৭) যে প্রেম পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি করত চিদ্দীপ-দীপন অর্থাৎ প্রেমবিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয় এবং হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে, তাহাকেই 'স্নেহ' বলে। ইহার উদয়ে দর্শনাদিদ্বারা কখনও তৃপ্তির বিরতি হয় না। ঘৃত ও মধু-ভেদে স্নেহ দ্বিবিধ। ২ (বিনা ৫।৩৪) মাখন প্রভৃতি। ৩ দ্রবতা। **-বান্** (চন্দ্রা ১০৪) স্নেহপূর্ণ, ২ তৈলপূর্ণ।

স্পর্দ্ধনী (গোচ পূর্ব ৩।২৭) ঈর্ষ্যা-দ্যোতিকা।

স্পর্দ্ধা (ভা ১১।১০।২০) পরসুখাসহন—স্বামী।

স্পর্শ (গীতা ২।১৪) বিষয়-সম্বন্ধ—স্বামী, ২ গ্রহণ, অনুভব—বি। ৩ (ভা ১২।৬।৩৮) ক-কারাদি পঁচিশ বর্ণ। ৪ (আচ ১৪।৩৩) সংপ্রদান। ৫ (গীতা ৫।২১) [স্পৃশ্যতে ইতি] ইন্দ্রিয়ের বিষয়—স্বামী। ৬ (হরি ৫।৩৭৯) [স্পৃশ্+ঘঞ্] গুপ্ত চর, ৭ অতিশয় উত্তাপ, ৮ উপতপ্ত। ৯ (গোভা ২।২।১৮) বৌদ্ধমতে ষড়ায়তন সহিত নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের যে পরস্পর সম্বন্ধ—তাহাই 'স্পর্শ'-রূপে

উৎপন্ন হয়। [১০ রোগ, ১১ যুদ্ধ, ১২ বায়ু]। -দোষ (হ ৪।২৬ টী) শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রব্যসংস্কার-প্রকরণে যে অশুদ্ধশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহা কিন্তু শ্রীভগবদ্দ্রব্য-সম্বন্ধে না ঘটিলেও যদি দৈবাৎ ভ্রম-প্রমাদাদি হেতু সম্ভবও হয় কিম্বা শ্রীভগবানের জন্য ঐ ঐ দ্রব্যার্পণ অসঙ্গত মনে হয়, তবে তাহার প্রতিকার-কল্পে লিখিত হইয়াছে। তীর্থে, বিবাহে, যাত্রায়, যুদ্ধে, দেশ-বিপ্লবে, নগর-বা-গ্রামদাহে, গোকুলে, কন্দু-শালায় (দ্রব্যাদি ভাজিবার গৃহে) তৈলযন্ত্রে, ইক্ষুযন্ত্রে এবং স্ত্রী, বালক ও আতুরের অনিশ্চিত শৌচাদিবিষয়ে স্পর্শদোষ ধর্তব্য নহে।

স্পর্শন (ভা ১০।৩।১১) দান-সঙ্কল্প—সনা। ২ দান—বি। ৩ (আচ ৯।৩৯) পবন, ৪ স্পর্শ। -ভক্ষ (গোচ উত্তর ১৭।১০৪) সর্প।

স্পর্শা—কুলটা।

স্পর্শী প্রযত্ন (হরি ১।৩৪) বর্গীয় বর্ণগুলির উচ্চারণ চেষ্টা। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া তাহারা উচ্চারিত হয়।

স্পর্শে স্নান (হ ১১।৭৩২—৭৩৩) রজস্বলা নারী, সূচিকর, নগ্ন, সূতিকা স্ত্রী এবং শববাহী ব্যক্তির স্পর্শে শৌচার্থ স্নাতব্য। সস্নেহ মনুষ্যাস্থি-স্পর্শে স্নানে শুদ্ধি কিন্তু নীরস অস্থি-স্পর্শে আচমন, গাভীস্পর্শ বা সূর্যের দর্শনে শুদ্ধি হয়।

স্পশ (গোচ পূর্ব ১৬।২১) চৌর।

স্পষ্ট (মালা মথুরা ২) ব্যক্ত, ২ অধিক। -লীলা (সিন্ধু ৩।৩।১২৮) প্রকটলীলা—জী। প্রাপঞ্চিক লোচন-গোচর লীলা কাদাচিৎকী, এই লীলায় শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় গমনাগমনাদি এবং অসুর-মারণাদি সংঘটিত হয়। প্রকট লীলায় মথুরা-গমনে ব্রজবাসিদের দারুণ বিরহভোগ হয়; মাসদ্বয় বিরহান্তে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের 'আবির্ভাব' হয়; গোপ-গোপীগণ তখন শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তিতে কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিলেও বিরহ-স্মৃতির উদ্দীপনে ঐ স্ফূর্তিময়ী দশাতেও সর্বদাই ব্যাকুল হইয়া থাকেন। দন্তবক্র-বধের পরে ব্রজে পুনরাগমন ও দিন-কতিপয় প্রকট বিহার করত অত্রত্য লীলাসঙ্গোপন হইলেও অপ্রকটে নিত্যলীলা চলিতেই থাকে। নিত্যলীলা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিদের কাদাচিৎক প্রকটলীলাগত বাহ্যদশায় বিরহভোগেও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাগতা স্ফূর্তি চিরবিরাজ-মানই থাকে। এস্থলে শ্রীমুকুন্দ° বলেন—বসুদেবের গৃহে আদ্যব্যূহ বাসুদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, আর গোষ্ঠে লীলা-পুরুষোত্তম ও মায়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বসুদেব গোষ্ঠে গমন করত সূতিকা-গৃহে প্রবেশপূর্বক কন্যাটিকে লইয়া পুনরায় মথুরায় আসেন, এদিকে বাসুদেব লীলাপুরুষোত্তমে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং লীলাপুরুষোত্তমে অন্তঃপ্রবিষ্ট বাসুদেবই মথুরা গমন করিয়াছেন—ইহাই স্পষ্টলীলা। তজ্জন্যই শ্রীরূপপাদ বলিলেন যে শ্রীনন্দনন্দন-রূপে প্রকট লীলাতেও বৃন্দাবনেই ব্রজবাসিগণের সহিত বিহার করিয়াছেন বলিয়া সর্বথা বিয়োগ হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর-কর্তৃক মথুরায় নীত হইয়াছেন—এই স্ফূর্তিটিই মধ্যে মধ্যে উদিত হইয়া তাঁহাদের রসপুষ্টি বিধান করে। আবার মথুরাদিতে নন্দাদি ব্রজবাসি-গণ গমন করিলে তাঁহাদের প্রতি বসুদেব-নন্দনেরও নন্দনন্দনবৎ পুত্রাভিমান হয় এবং তাঁহারাও স্বপুত্রাদিবৎ বাসুদেবের প্রতি পুত্রাভিমানই করেন—ইহাই রহস্য। শ্রীবিশ্বনাথ বলেন—প্রকটলীলা যদি কাদাচিৎকী বা অনিত্যা হয়, তবে অপ্রকট লীলারও অনিত্যত্বাপাত হয়, সুতরাং বলিতে হইবে যে জন্মাদিলীলা প্রপঞ্চজনের প্রতি কৃপাবিতরণে প্রদর্শিত হইলে প্রকট-লীলা এবং প্রাপঞ্চচক্ষুর অগোচর হইলে অপ্রকটলীলা। প্রকট ও অপ্রকট লীলায় স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য নাই। জ্যোতিশ্চক্রপ্রমাণে অনাদি অনন্তকাল যাবৎ লীলাচক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনন্ত বিশ্বের কোথাও কোনও লীলা দৃশ্যমান হয়, কোথাও বা অদৃশ্যভাবে থাকে, সুতরাং প্রপঞ্চ-গোচর না হইলেই লীলার নিত্যতা-হানি স্বীকার্য নহে। -বিশেষ (প্রীতি ১) পরমাত্মা ও শ্রীভগবানে শক্তি ও শক্তিকার্যাদির অভিব্যক্তি হয় বলিয়া তাঁহাদিগকে 'স্পষ্টবিশেষ' বলা হয়। এস্থলে 'বিশেষ'-শব্দে শক্তি ও তৎকার্যই বাচ্য।

স্পা (গোচ উত্তর ১৭।২০) ভোজন।

স্পার্হ (ভা ১।১২।৬) স্পৃহণীয়—স্বামী।

স্পাশিত (হরি ৫।৫৮) [স্পশ বাধন-

স্পর্শনয়োঃ+ক্ত] বাধিত, ২ স্পৃষ্ট [পক্ষে—স্পষ্ট]।

স্পৃৎ (ভা ৩।১৮।১৯) স্পর্দ্ধমান—স্বামী।

স্পৃধ (ভা ১।১০।১) সংগ্রাম।

স্পৃষ্টধী (ভা ৪।৬।৪২) মোহিতচিত্ত।

স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি—পরস্পর স্পর্শন। 'তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশ-বিপ্লবে। নগর-গ্রামদাহে চ স্পৃষ্টা-স্পৃষ্টির্ন দুষ্যতি' [হ ৪।৯৬ টী]।

স্পৃষ্টি (গোচ উত্তর ১৫০) স্পর্শ।

স্পৃহয়ায্য (হরি ৫।৩৭২) [স্পৃহি+আয্য] স্পৃহাশীল, ২ লোভী।

স্পৃহয়ালু (গোচ পূর্ব ২১।৫৫) স্পৃহাশীল।

স্পৃহা (গীতা ১৪।১২) ইতস্ততঃ বস্তু-মাত্রেরই গ্রহণেচ্ছা। ২ বিষয়-লিপ্সা। ৩ (গীতা ১৮।৪৯) ফলাকাঙ্ক্ষা।

স্পৃহ্য—বাঞ্ছনীয়, ২ মাতুলুঙ্গবৃক্ষ।

স্ফটিক (ভা ৩।১৫।২১) সূর্যকান্তমণি।

স্ফাত (হরি ৫।৩৬) [স্ফায়ী বৃদ্ধৌ+ক্ত] স্ফীত।

স্ফার (আচ ১৫।৪৭) স্ফুর স্ফুরণে+ঘঞ্] স্ফূর্ত্তি, ২ বিস্তার, ৩ বিস্তৃত। ৪ (স্তব ২৫।৯) অতিশয়।

স্ফিক্ (হ ২০।১১০) কটিদেশ।

স্ফির (গৌবি ১৫) প্রচুর। ২ বৃদ্ধ।

স্ফীত (বিনা ১।২৪) হৃষ্ট। ২ (স্তব ৮।৮) পরিপূর্ণ। ৩ (স্তব ৮।৪৫) নিবিড়। ৪ (ভা ১৬।১১) সমৃদ্ধ—স্বামী। ৫ (স্তব ৮।৫৪) আয়ত। ৬ (স্তব ৮।১০১) পুষ্ট।

স্ফুট (পদ্যা ১১৬) ভগ্ন। ২ (মালা গোবিন্দ ১২) মহান্। ৩ (গোলী ২।৯৪) ব্যক্ত, ৪ (ভা ১০।৪৩।৩৪) প্রসিদ্ধ। ৫ বিকশিত।

স্ফুটিত (হ ১৭।১০২৫) ভগ্নাঙ্গ। [২ বিকশিত, ৩ ব্যক্তীকৃত]।

স্ফুরণ (উ ১১।৭১) দীপ্তি, ২ স্পন্দন—বি। ৩ (গোবি ৪৮) প্রকাশ।

স্ফুর্ত্তি (বৃভা ২।৩।১৫০) চিত্তে সাক্ষাৎকারের ন্যায় অভিব্যক্তি। ২ (উ ১৫।১) অনুরাগ পর্যন্ত দশায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকে স্ফুর্ত্তি বলে। এবম্বিধ স্ফূর্ত্তিতে কান্তসঙ্গ-সুখের পরবর্ত্তী দশায় দ্বিগুণ বিরহার্ত্তিও ভোগ করিতে হয়; কিন্তু রূঢ়ভাব-জাত (শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবকারিতা) প্রাদুর্ভাবে সর্বাভীষ্ট সুখোৎসবই সমাস্বাদ্য।

স্ফূর্জ (ভা ১২।১১।৪১) রাক্ষস। ২ (অকৌ ১।১১) আটোপ। ৩ (গৌকৃ ৫।১২) বজ্রনির্ঘোষ।

স্ফূর্জথু (গোচ পূর্ব ১৮।১৩৯) ['টুও স্ফূর্জ বজ্রনির্ঘোষে' টুমুবন্ধাৎ অথুচ্] বজ্রনির্ঘোষ। ২ ভীষণ শব্দ।

স্ফূর্জিত (মালা গোবিন্দ ২৭) বিভ্রাজিত।

স্ফেমা (আচ ৯।২২) বহুতা।

স্ফোট (ভা ১২।৬।৩৫) অব্যক্ত ওঙ্কার। ২ (ভা ১০।৮৫।৯) শব্দ-তন্মাত্র, পরাবস্থা বাক্। ৩ (হ ১৯। ১৬৯) ছিদ্র। -ক—ব্রণভেদ (ফোঁড়া), ২ বিদারক।

স্ফোটবাদ (সস তত্ত্ব ৯) বৈদিক শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকৃত হওয়াতে জিজ্ঞাসা হয় যে সেই শব্দ বর্ণরূপ কি স্ফোটরূপ? বর্ণগুলি তৃতীয়-ক্ষণবিধ্বংসী (অনিত্য) বলিয়া বর্ণাত্মক শব্দ জগতের হেতু নহে, স্ফোটেরও অস্তিত্ব না থাকায় উহাও জগৎহেতু হয় না—এই দুই বাধার সমাধানে পাণিনি ও পতঞ্জলি প্রভৃতি স্ফোটবাদের সমর্থনপূর্বক বর্ণাত্মকতার খণ্ডন করিয়াছেন। 'স্ফোট' বলিতে "স্ফুট্যতে বর্ণৈ-র্ব্যজ্যতে ইতি স্ফোটো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যো-ঽর্থঃ তস্য ব্যঞ্জকঃ" অর্থাৎ যাহা বর্ণ-দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাই স্ফোট। কণ্ঠতালু প্রভৃতির অভিঘাত-জনিত বর্ণদ্বারা অভিব্যক্ত অর্থের প্রকাশকই স্ফোট। বর্ণাত্মকতা-সমর্থনের জন্য বর্ণপক্ষীয়েরা বলেন—বর্ণের বিনাশ হইলেও পূর্ব পূর্ব অক্ষরের সংস্কার পর পর অক্ষরে সঞ্চারিত হইয়া অর্থপ্রকাশ করে। "পূর্বপূর্ব-বর্ণানু-ভবজনিত - সংস্কার - সহিতোঽন্ত্যো বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতি।" এই সংস্কার দ্বিবিধ—বর্ণ-জনিত অপূর্বাখ্য এবং বর্ণানুভব-জনিত ভাবনাখ্য। স্ফোটবাদিরা সংস্কার-যুক্তির খণ্ডনে বলেন—'অপূর্বাখ্য সংস্কার হইতে পারেনা, যেহেতু ধূম যেমন স্বয়ং প্রতীত হইয়া অগ্নির অনুমানে হেতু হয়, শব্দও তেমনি সম্বন্ধগ্রহণের অপেক্ষা রাখে। গৃহীত-সম্বন্ধ শব্দ স্বয়ং প্রতীত হইয়া অর্থবোধ করায়। সংস্কার-সহিত জ্ঞাত শব্দই অর্থবোধের হেতু; সুতরাং অপূর্বাখ্য সংস্কার-প্রণালী বাধিত হইতেছে। পক্ষান্তরে বর্ণানু-ভব-জনিত ভাবনাখ্য সংস্কারদ্বারাও বর্ণপক্ষের সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না; বর্ণানুভব-জনিত ভাবনাখ্য সংস্কার দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ-জ্ঞাত ও কার্যলিঙ্গদ্বারা জ্ঞাত। বর্ণানুভবজনিত সংস্কারের প্রত্যক্ষতা নাই, আবার কার্যলিঙ্গ-

জাত সংস্কার-দ্বারাও ফলসিদ্ধির আশা নাই। যদি বল—কার্যপ্রত্যায়িত সংস্কারসমূহযুক্ত অন্ত্য বর্ণই অর্থবোধ করায়, তাহাও বলিতে পার না, কেননা সেই সংস্কারকার্যও স্মরণের ক্রমবর্ত্তিতাপেক্ষী। অর্থবোধ হইলে সংস্কার-প্রত্যয় জন্মে আবার সংস্কার-প্রত্যয় জন্মিলে অর্থবোধ হয়—সুতরাং পরস্পরাশ্রয় দোষ হয়। ইহাতে বর্ণপক্ষকে নিরস্ত করিয়া স্ফোটবাদী বলেন—'সংস্কার-কার্যস্যাপি স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ' অর্থাৎ ভাবনাখ্য সংস্কারে বর্ণস্মৃতিমাত্রের হেতুত্ব থাকিলেও উহাতে অর্থবোধের হেতুতা নাই। অন্ত্যবর্ণের সহিত পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ণের সংস্কার মিলিলেও অর্থবোধ হইতে পারেনা। কেবল সংস্কার বর্ণস্মৃতিমাত্রেরই হেতু। অর্থবোধের পূর্ব্বকালে ভাবনাখ্য-সংস্কারের জ্ঞানাভাবে অর্থবোধহেতুত্ব থাকেনা। সুতরাং স্ফোটই শব্দ, উহা বর্ণাত্মক নহে। বর্ণাত্মক ধ্বনির প্রত্যভিজ্ঞা থাকে না, কিন্তু স্ফোটের প্রত্যভিজ্ঞা আছে।

কিন্তু বেদান্তিগণের কথা এই যে 'বর্ণসমূহই শব্দ' (উপবর্ষ) এই ন্যায়ানুসারে স্ফোট অপ্রামাণিক, বর্ণের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, বর্ণবিষয়িণী প্রত্যভিজ্ঞা সাদৃশ্য-জনিত নহে, মস্তকের কেশ কাটিলে তত্তুল্য কেশ জন্মে, তাহাতে 'ইহা সেই কেশ' এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেও তাহা (সাদৃশ্য-মূলক) ভ্রম বলিয়া বাধিত। তবে প্রত্যভিজ্ঞান আকৃতি-নিমিত্তক—এ কথাও বলা যায় না, কেননা ব্যক্তি-প্রত্যভিজ্ঞাও হইতে দেখা যায়। যদি প্রতি উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভেদ-প্রতীতি হইত, তাহা হইলেই জাতি-নিমিত্তক প্রত্যভিজ্ঞা বলা যাইত। কেহ 'গো, গো' এইরূপ উচ্চারণ করিলে তাহা শুনামাত্র এই বোধ হয় যে এক গোশব্দই দুইবার উচ্চারিত হইয়াছে, দুইটি ভিন্ন গোশব্দ উচ্চারিত হয় নাই। ইহাতে এক-বিষয়ক-প্রত্যয়ত্বে সকলের প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার্য। ফলতঃ বর্ণাত্মক শব্দ-সমূহের নিত্যত্ব স্থাপিত হইল। সেই বর্ণসকল পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় ক্রম-বিন্যস্ত হইয়া অর্থ-বিশেষের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ হয় এবং স্বকীয় ব্যবহারেও এক এক বর্ণ গ্রহণান্তর সমস্ত বর্ণপ্রত্যয় দর্শিনী বুদ্ধিতে অর্থবিশেষ-সম্বন্ধরূপেই প্রতিভাসমান হইয়া অব্যভিচারে সেই সেই অর্থবোধ করায়। এই ভাবের বর্ণবাদিদের কল্পনা লঘীয়সী, কিন্তু স্ফোটবাদ বর্ণ পরিহার করত দৃষ্ট-হানি ও অদৃষ্ট-কল্পনার দোষে দুষ্ট হইতেছে। তাঁহাদের মতে বর্ণসমূহ ক্রমানুসারে গৃহীত হইয়া স্ফোট অভিব্যক্ত করে, আবার সেই স্ফোট হইতে অর্থ প্রকাশিত হয়, সুতরাং ইহাতে কল্পনা-গৌরব স্বীকার করিতে হয়। এই জন্য বর্ণরূপ বেদ-সমূহেরই নিত্যত্ব ও অর্থ-প্রত্যায়কত্ব স্বীকৃত হইল।

ব্রহ্মসূত্র ১৷৩৷২৮ সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য, রত্নপ্রভা, ভামতী, আনন্দগিরি এবং জয়ন্ত ভট্ট-কৃত ন্যায়মঞ্জরীতে স্ফোট-বাদের স্বরূপ-নির্ণয়, উহার খণ্ডন এবং বর্ণবাদস্থাপন-সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বৈয়াকরণগণ বা শাব্দিকগণের মতে স্ফোট বর্ণাতিরিক্ত অর্থাৎ বর্ণ হইতে ভিন্ন। এই ভাবের বিচারে বর্ণ ও বর্ণী, বাচক ও বাচ্য ভেদ আছে, কিন্তু ভাগবতগণের বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে বাচ্য ও বাচক উভয়ই পরমার্থ বস্তু, বরং বাচ্য হইতেও বাচকের, নামী হইতেও নামের অধিকতর মহিমা, মাধুরী ইত্যাদি প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের ১২৷৬৷৪০—৪১ শ্লোকে 'স্ফোট'-শব্দে অব্যক্ত ওঁকার বা পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ঐ স্ফোট স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক এবং সমগ্র বৈদিক মন্ত্র ও উপনিষদাদির সনাতন বীজ-স্বরূপ; সুতরাং স্ফোটশব্দে সাক্ষাৎ ব্রহ্মই বাচ্য; এই স্ফোটই যাবতীয় শব্দের মূল আধার। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক এই বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোট-বাদেরই চরম পরিণতি।

স্ম (বৃভা ২৷২৷১৫০) [ব্য] অতীতে, ২ প্রসিদ্ধে। ৩ (ভ্রাচ ১৪৷২৩৪) অবধারণে। ৪ (বৃভা ২৷৭৷১৩২) বিস্ময়ে, ৫ স্পষ্টার্থে।

স্ময় (ভা ৪৷১৷৫১) ধর্মপ্রজাপতির ঔরসে ও পুষ্টির গর্ভে জাত। ২ (ভাবনা ১০৩৫) হাস্যরস, ৩ অদ্ভুত। ৪ (গোলী ১১৷১০০) গর্ব। ৫ (আচ ৬৷১৩) বিস্ময়, ৬ ঈষদ্ধাস্য। -নুত্তি (ভা ১০৷৬০৷১৯) গর্বের অপনয়ন—স্বামী। -মান (ভা ১১৷২৯৷১৬) হাস্যকারী, ২ উপহাসকারী।

স্মর (ভা ১০৷৯০৷১৯) কামব্যথা—সনা। ২ স্মৃতি, ৩ চৈতন্য—জী। ৪ (হ ১৪৷৪৬০) ত্রয়োদশী, ৫ (ভা ১০৷৪৩৷১৭) শৃঙ্গার-রসাধিদেব—জী।

৬ (ভা ১০।৮৫।৫১) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঊর্ণাদেবীর গর্ভে জাত মরীচির পুত্র। কন্যারমণে উদ্যত ব্রহ্মাকে উপহাস করিয়া অসুরযোনি প্রাপ্তি করেন। ৭ (ভা ৩।১।২৮) শ্রীভগবদ্-ব্যূহরূপ কাম, প্রদ্যুম্ন—জী। ৮ (বৃভা ২।৭।১১৯) কামদেব। -জিৎপ্রিয়া (মাম ৬।৫৩) গৌরী, একানংসা।

স্মরণ (হ ৩।১২৪ টী) যে কোনও প্রকারে ভগবানে মনঃসংযোগ; ধ্যান হইতে স্মরণে গাঢ়তা অল্প। ২ (অকৌ ৮।৫১) সদৃশবস্তু-দর্শনে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মৃতি হইলে 'স্মরণ' অলঙ্কার হয়। -কিঙ্কর (সিন্ধু ১।২। ৮) বিধিবোধিত সকল কর্ম।

স্মরণ-কীর্ত্তন (বৃভা ২।৩।১৪৬—১৮৩) শ্রীপিপ্পলায়নাদি তপোলোক-বাসিগণ স্মরণকেই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, কেননা কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি কেবলমাত্র বাগিন্দ্রিয়ে—(জ্ঞানহীন কর্মেন্দ্রিয়ে) অনায়াসে শীঘ্র স্ফুরিত হয়, সুতরাং অল্পায়াসে সিদ্ধ বস্তুর ফলও অল্পতাতেই পর্যবসিত হয়। পক্ষান্তরে স্মরণাত্মিকা ভক্তি—সকলেরই দুর্বাধ্য বলিয়া অনুভূত, বহু প্রয়াসে বশীকৃত, বিশোধিত এবং সর্বেন্দ্রিয়-চালক, পরমচঞ্চল, ভয়ানক ও বলিষ্ঠ মনেই সাধিত হয়, অতএব এতাদৃশ বহু-কষ্টসাধ্য ব্যাপার-পরম্পরায় প্রাপ্ত বস্তুটিও প্রকৃষ্টতরই হইবে—ইহাই তাঁহাদের যুক্তি।

এক্ষণে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—চঞ্চল-স্বভাব একমাত্র মনেই স্ফূর্ত্তিশীল স্মরণ হইতে কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠতর, কেননা কীর্ত্তন সাধকের বাগিন্দ্রিয়ে স্ফুরিত হইয়া নিজের মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে ত ব্যাপৃত করেই, অধিকন্তু শ্রোতৃগণেরও পরমোপকার সাধন করে। স্মরণ হইতে এতাদৃশ ফললাভ কদাচ সম্ভব নহে, অথচ চঞ্চলতা দূর করত মনের বশীকরণ করা সহজসাধ্য হয় না, তাহাতে স্মরণও সম্যক্ সাধিত হয় না। প্রয়াসসাধ্য বা অপ্রয়াসসাধ্য হিসাব করিয়া আধিক্য বা ন্যূনতা-কল্পনা বস্তুর স্বভাব বিচার করিলে অযৌক্তিক। কলিতে ধ্যান, যজ্ঞ ও পূজার যাবতীয় ফলই কীর্ত্তনফলে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বহুশাস্ত্রের অবিসংবাদি মত।

যদি ধ্যানের প্রাবল্যে সংকীর্ত্তন, স্পর্শন, দর্শনাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিই চিত্তবৃত্তিতে অন্তর্ভূত হয়, তবে ধ্যান কীর্ত্তন হইতে শ্রেষ্ঠ—একথা স্বীকার্য, কিন্তু যদি ধ্যানে সংকীর্ত্তন, স্পর্শনাদি-রূপ মনোবৃত্তিবিশেষ উদিত নাই হয়, কেবল ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিতেই চিত্তবৃত্তিসমূহ লীন হইয়া থাকে, তবে ধ্যান-রসিকের পক্ষে তাহাই সাধ্য। সংকীর্ত্তন ও ধ্যানকে পরস্পর পরিপোষক বলিলে উভয়ের কার্য-কারণতা-হিসাবে অভেদ সিদ্ধ হয়। ধ্যান সংকীর্ত্তনের ন্যায় সুখপ্রদ, যেমন অতিপিপাসার্ত্ত জ্বররোগী মনে মনে জলপান করিলেও পিপাসার নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ প্রিয়তমের চিন্তাতেও শান্তি পাওয়া যায়। সঙ্কীর্ত্তনেও ঐরূপ শান্তি হয়, কিন্তু যদি অভীষ্টতর বস্তুর সংকীর্ত্তন করিতে শক্তি থাকে, তবেই শান্তি হইতে পারে, মানসিক সকল বস্তুর ত আর বাক্যদ্বারা উচ্চারণ করা সম্ভবে না; যদিও বা যত্নবিশেষে মানসিক ভাব বাক্যে প্রকাশ করিতে শক্তি হয়, তথাপি কতকগুলি ভাব এমন থাকিতে পারে, যাহা নির্জনে একাকী স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করিতেও লজ্জা হয়—এই হিসাবে ধ্যানবাদিরা কীর্ত্তন হইতে ধ্যানের মহিমাধিক্য কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—ধ্যান একাকী নির্জনেই সিদ্ধ হয়, কীর্ত্তন কিন্তু সদা সর্বত্র সুঘটনীয়। অন্যসাধন-নিরপেক্ষ নামকীর্ত্তনই অবিলম্বে প্রেমদান করিতে সমর্থ, সুতরাং ধ্যান হইতে নামেরই মাহাত্ম্যাধিক্য সিদ্ধ।

যদি বল যে স্ফুটকীর্ত্তনে বিঘ্নশঙ্কা, লোক-পূজাদি বিবিধ দোষ, শরীরের অপটুত্বে কখনও বা অসামর্থ্য দেখা যায়, অথচ অন্যের অলক্ষিতভাবে অনায়াসে অন্তশ্চিন্তনে ঐ ঐ দোষ নাই—তাহার উত্তর এই যে নাম-কীর্ত্তনাদি যাবতীয় ভক্তিসাধনই শ্রীপ্রভুর প্রসাদবশতঃ স্ফুরিত হয় বলিয়া তাহাতে বিঘ্নদোষাদির সম্ভাবনা কোথায়?

নামকীর্ত্তন-কারির দুঃখাদি হয় কেন? উত্তর—নামসেবকের প্রারব্ধ দুঃখ ত নষ্টই হয়, ইচ্ছাবশতঃ পুণ্য থাকিতেও পারে অর্থাৎ ঐ উপাসকের ইচ্ছাতেই কর্মনাশ বা কিঞ্চিৎ কর্ম থাকিতে পারে। মহাশয়-ব্যক্তিতে দৃষ্ট দুঃখাদি কদাচিৎ ভক্তিনিধিকে গোপনের জন্য, কদাচিদ্বা জীবশিক্ষার্থ স্বেচ্ছায় স্বীকৃত। দুষ্টসঙ্গে দোষ যাহাকিছু হইতে পারে, তাহা

নির্মলচিত্ত ভরতাদি স্বজীবনে দেখাইয়া জীবকে সাবধানই করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের রূপ-গ্রহণ যোগ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইলেও তদীয় কৃপাবিশেষে মাংসচক্ষুদ্বারাও দর্শন হইতে বাধা নাই। ব্যাপক সূক্ষ্মধর্ম-বৃত্তিক মনদ্বারা সদা সর্বত্র নির্বিঘ্ন সন্দর্শনসুখ হইলেও ঐ প্রভুর কৃপাতেই পরিচ্ছিন্ন চক্ষুও মনের ন্যায় নিরন্তর নির্বাধে সম্যক্‌প্রকারে সর্বাঙ্গ-লাবণ্যাদি গ্রহণ করিতে পারে। স্বপ্রকাশ বস্তু ত মনেরও অগোচর, সুতরাং তদীয় কৃপাশক্তিই সর্বত্র দর্শনাধিকার দিতেছেন, বুঝিতে হইবে। সাক্ষাদ্দর্শনের যে মহাফল তাহা ত অস্বীকার্য নহে, যেহেতু সাক্ষাদ্দর্শনেই জীবের আমূল (ভগবদ্‌ বিস্মৃতি হইতে যাবতীয়) মায়া উৎপাটিত হয়। যদি বল যে বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও কেন সনকাদি মহর্ষিগণ তপোলোকে ধ্যাননিষ্ঠিত আছেন, তাহার উত্তর এই যে তাঁহাদের অঙ্গেন্দ্রিয়াদির চেষ্টারাহিত্য ধ্যানজ নহে, পরন্তু অশ্রুকম্পাদি প্রেমবিকারবৎ দর্শনজ-প্রভাবই। ধ্যান সাক্ষাতে সম্ভবপর হয় না, সংকীর্ত্তন কিন্তু প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সর্বত্রই সদাই উপযোগী; সুতরাং শ্রীবিগ্রহ হইতেও প্রভুর অতিপ্রিয় শ্রীমন্নামপ্রভুর সেবাই অতিশয় যুক্তিযুক্ত, যেহেতু ইহাই জগন্মঙ্গল-দায়ক, সুখোপাস্য, সরস এবং সর্বথা অনুপম।

স্মরণ-পদবী (মালা চৈ ১৯) ধ্যান। **-মাহাত্ম্য** (হ ৩।৪২—৮৫) স্মরণে সর্বতীর্থস্নানাধিক্য, পরমশোধকত্ব, পাপোন্মূলনত্ব, সর্বাপদ্‌বিমোচকত্ব, দুর্বাসনোন্মূলনত্ব, সর্বমঙ্গলকারিত্ব, সর্বসৎকর্মফলদত্ব, কর্মসাদ্‌গুণ্যকারিতা, সর্বকর্মাধিক্য, সর্বভয়াপহারিত্ব, মোক্ষ-প্রদত্ব, ভগবৎপ্রসাদনত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোক-প্রাপকত্ব, সারূপ্য-প্রদত্ব, শ্রীভগবদ্বশীকরণত্ব এবং স্বতঃই পরম-ফলত্ব হয়।

স্মর তুর্য (উ ৭।৩১) কন্দর্প-বাদ্য-বিশেষ। **°দশা** (ভা ১০।৪২।১৪) রসশাস্ত্রে দশটি স্মরদশা—(১) নয়ন-প্রীতি, (২) প্রথম সম্ভোগ, (৩) সংকল্প, (৪) নিদ্রাচ্ছেদ, (৫) কৃশতা, (৬) বিষয়-নিবৃত্তি, (৭) লজ্জাচ্ছেদ, (৮) উন্মাদ, (৯) মূর্চ্ছা ও (১০) মৃত্যু। **-পঞ্জর** (চরিত ২৯১) কামোদ্দীপক অঙ্গসমূহ। **-যন্ত্র** (কৃগ পরি ২০৩) শ্রীরাধার তিলক। **-বৈরী** (পদ্য পরি ৪) শিব। **-হর** (হরি ৭।৩৬৩) প্রকৃতির লিঙ্গ ও বচনের প্রত্যাবৃত্তি। অপর নাম—লুপ্‌, মহাহর। ২ (গৌকৃ ৪।৩৭) শিব।

স্মরাজি (ভাবনা ২।৪) কন্দর্প-যুদ্ধ।

স্মরোদ্ধুরা (কৃগপরি ১৯১) শ্রীরাধা-সভায় কলাবিদ্যাবিৎ।

স্মাপক (আচ ৭।১৮৮) মন্দহাস্য-জনক।

স্মায় (প্রীতি ১৪২) গূঢ় হাস্য, মৃদু-মন্দহাস্য।

স্মায়ক (গোচ উত্তর ৩৩।৪৪) বিস্ময়-জনক।

স্মার্ত্ত (গোভা ১।২।১৯) সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রধান।

স্মিত (সিন্ধু ৪।১।১৬) যে হাস্যে দন্ত লক্ষিত না হইয়া কেবল নেত্র ও গণ্ডের বিকাশ হয়, তাহা। ২ (কর্ণা ৪৪) প্রকাশ—সু। **-কোরক** (মালা চাটু ১৫) মন্দহাস-কলিকা। **-ক্ষোদিমা** (লনা ৭।২০) ঈষদ্ধাস্যলেশ।

স্মিতাঙ্কুর (মালা কেশবা° ৮) মন্দহাস।

স্মিতালোক (মালা চৈ ২।৮) ঈষদ্ধাস্যপূর্বক কৃপাকটাক্ষ।

স্মৃত (ভা ৭।১১।৭) স্মৃতিশাস্ত্র—স্বামী। [২ কৃত-স্মরণ]।

স্মৃতি (আচ ৬।৫৩) ধর্মশাস্ত্র, ২ ইচ্ছা। ৩ (সুধা ১৩২) বাসুদেব-ধ্যান। ৪ (ভক্তি ৩২) নিজ-গৃহে শ্রীবিষ্ণু-সেবাই স্মৃতি বা আচার। ৫ (গোভা ৩।৩।৩৯) কর্ত্তব্যানুসন্ধি। ৬ (গোভা ৩।৪।১২) সংস্কারজন্য জ্ঞান। ৭ (সিন্ধু ১।২।১৭৫) যে কোনও প্রকারে মনের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ হইলেই 'স্মৃতি'-নামক ভক্ত্যঙ্গ হয়। ৮ (ভা ১০।৩।৫৩) অনুসন্ধান। ৯ (ভা ১১।১৩।৬) আত্মাপরোক্ষ্য--স্বামী। ১০ (ভা ৪।১।৩৯) ধর্মপত্নী মেধার গর্ভজাত। ১১ (সিন্ধু ২।৪।১২৯) সদৃশ বস্তুর দর্শনে বা দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ পূর্বানুভূত বস্তুর অনুসন্ধান, ইহাতে শিরঃকম্প ও ভ্রূক্ষেপাদি প্রকাশ পায়। **-ধর্ম** (চৈচ মধ্য ৩।১০১) মন্বাদি-প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার, স্মার্ত্তধর্ম। **-বিভ্রম** (গীতা ২।৬৩) শাস্ত্র ও আচার্যের উপদিষ্ট অর্থবিষয়ে স্মৃতি-নাশ—স্বামী। **-বিভ্রষ্ট** (ভা ১১।২৫।২৫) অনুসন্ধানশূন্য—স্বামী। **-ভব** (ভাবনা ১৮।৩৯) স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত, ২ কন্দর্প।

স্মৃত্যুপপ্লব (ভা ১০।৮৪।২৫) বিবেক-ধ্বংস।

স্মের (হরি ৫।৩৫১) [স্মিঙ্‌ ঈষদ্ধ-

সনে+র] ঈষৎ হাস্যপরায়ণ। ২ প্রফুল্ল। -স্মের (আ ২০) পূর্ণব্যক্ত।

স্যদ (গৌকৃ ৫।২৩) [স্যন্দ্ স্রবণে+ ক] বেগ। ২ শীঘ্রতা।

স্যন্দ (আচ ৪।২২) ক্ষরণ, ২ বিদীর্ণ হইয়া উপরিতন দেশ হইতে অধঃপতন। ৩ (মধু ৪।৩২) গমন। ৪ (ভা ৫।২১।৯) ঘর্মোদ্‌গম—স্বামী।

স্যন্দন (ভা ১২।৮।৩৪) প্রবর্ত্তন। ২ (গোচ পূর্ব ৩৩।২৫৮) রথ। ৩ (উ ৪।২১) স্রবণ। [৪ জল]।

স্যন্দনোৎসব (কৃচ ৪।২০।১০) শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা।

স্যন্দানিকা (গোলী ৪।৩৯) ঘটাধার পাত্রবিশেষ [ত্রিপদী]।

স্যন্দোলিকা (ভা ১০।১৮।১৫) দোলালম্বন—স্বামী।

স্যন্দোলী (গোচ পূর্ব ১৬।২২) দোলা।

স্যমন্তক (কৃগ পরি ২০৪) শঙ্খচূড়ের শিরোমণি। [২ বৃক্ষভেদ]।

স্যাদ্-বাদ (গোভা ২।২।৩৩) জৈন-মত, 'সপ্তভঙ্গীনয়' দ্রষ্টব্য। -**বাদী** (সি ১।৮ টী) জৈনমতাবলম্বী।

স্যুমরশ্মি (গোভা ৩।৪।২৬ টী) মহারাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবকে গার্হস্থ্য ও যোগধর্ম-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে ভীষ্ম গো-কপিল-সংবাদ বর্ণনা করেন। রাজা নহুষ অতিথি-সৎকার করিবার অভিপ্রায়ে গোবধ করিতে উদ্যত হইলে স্যুমরশ্মি নামক মহর্ষি যোগবলে ঐ গোদেহে প্রবেশ করত তথায় সমাগত কপিল মুনিকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করেন। [মহাভা° শান্তি° ২৬৮-৭০]।

স্যূত (বৃ ১৩।৩) গ্রথিত।

স্যূন [সিব+নক্] সূর্য, ২ কিরণ, ৩ থলে, ঝোলা।

স্রংসিত (ভাবনা ৯।২৭) চ্যুত, পতিত।

স্রক্ (ভাবনা ৮।৬) মালা, ২ (ছ ২।১০৯) পঞ্চদশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ।

স্রগ্ধরা (গীগো ১২।১৫) মাল্যধারিণী। ২ (ছ ২।১৬২) একবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

স্রগ্বিণী (ছ ২।৬৮) দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ।

স্রগ্বী (হরি ৭।৯৬৭) [স্রজ্+মত্বর্থে বিন্] মাল্যবিশিষ্ট।

স্রজিষ্ঠ (হরি ৭।১২৩) বহুর মধ্যে সমধিক মাল্যধারী।

স্রজীয়ান্ (হরি ৭।১০২৩) দুইয়ের মধ্যে অধিক মাল্যবিশিষ্ট।

স্রব (ভা ১০।১২।১০) গিরি প্রভৃতির নির্ঝর, ২ নদ্যাদিতট হইতে ক্ষরিত জল।

স্রবণ (আচ ১৩।১০৬) চ্যোতন। ২ মূত্রজল, ৩ ঘর্ম।

স্রবন্তী (মাম ৭।৮২) নদী। [২ ওষধিভেদ, ৩ গুল্মস্থান]।

স্রব্য (গোপা ৮) [স্রু গতৌ] গমনযোগ্য।

স্রষ্টা (সুধা ৭৬) সৃজনকারী। ২ চতুর্মুখ ব্রহ্মা, ৩ শিব।

স্রস্ত (উ ১০।৩২) ন্যস্ত। ২ চ্যুত, ৩ পতিত।

স্রস্তর (উ ১৩।৯৯) শয্যা। ২ (গোচ উত্তর ২০।৮৬) ক্ষরণ।

স্রস্তি (গোচ পূর্ব ৩৩।২২৯) ক্ষরণ।

স্রাক্ [ব্য] দ্রুত, শীঘ্র।

স্রাগ্বিণ (হরি ৭।৩২) মাল্যধারির পুত্র।

স্রাব (ভা ১০।৩৬।৩) চতুর্থমাস-পর্যন্ত গর্ভস্খলন—স্বামী।

স্রাবী (আচ ১৩।৩৬) গতায়াতকারী।

স্রুক্ (ভা ৩।১৩।৩৮) যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ।

স্রুত (আচ ১৪।২২৫) ধারা, ক্ষরিত জলাদি।

স্রুতি (ভাবনা ৫।৪০) ক্ষরণ, পতন।

স্রুব (ভা ৩।১৩।৩৮) যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ।

স্রুবা (হ ৮।১৮৯) কাঁঠাল।

স্রু (হরি ৫।২৮২) [স্রিবু গতি-শোষণয়োঃ+ক্বিপ্] গমন, ২ শোষণ। ৩ যজ্ঞপাত্র, ৪ নির্ঝর।

স্রোতঃ (ভা ৩।১০।২০) আহার-সঞ্চার—স্বামী। ২ (ভা ১১।১৬।১৮) প্রবাহ। [৩ রেতঃ, ৪ দেহস্থ ছিদ্র]।

স্রোতস্বতী (গোচ পূর্ব ২৩।৬৩) নদী।

স্রোতোগণ (ভা ৪।২২।৩৯) ইন্দ্রিয়বর্গ।

স্ব (গীতা ৯।৮) স্বাধীন—স্বামী। ২ আত্মীয়—বল। ৩ (চৈত ১০।১।৭) আত্মা। ৪ (চৈত ১।১।১) ব্রহ্মা, ৫ স্বরূপ। ৬ (ভা ১০।৮।৫২) অসাধারণ—সনা। ৭ (ভা ১০।২৮।১৩) জ্ঞাতি। ৮ (মুক্তা ৩।৭) অকৃত্রিম। ৯ (গোলী ৯।১১) ধন। ১০ (ভা ১১।২৯।১৬) বন্ধু। ১১ (বৃভা ১।৫।২২) ক্ষেম।

স্বঃ (ভা ১০।৪১।১৫) ব্রহ্মলোক—সনা। ২ (ভা ১০।৫০।১৯) বৈকুণ্ঠ। ৩ (ভাবনা ৪।৩৬) স্বর্গ। -**স্যন্দন** (ভা ৯।১০।২১) স্বর্গীয় ইন্দ্ররথ—

স্বামী। -স্ত্রী (ভা ৪।১৫।৬) অপ্‌সরা—স্বামী।

স্বক (ভা ৩।১৮।১৩) স্বীয়, ২ নিজ-গণের সুখ—বি। ৩ (ভা ১০।১১।৪১) আত্মীয়, ৪ মমতাস্পদ প্রিয়তম—সনা।

স্বকপোল-কল্পিত (গোভা ২।১।১) নিজচিন্তাশক্তিতে রচিত।

স্বকর্ম (চৈচ মধ্য ২২।২৬) স্বস্ব-বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্ম।

স্বকাম (ভা ৩।৮।২৬) স্বাভিলষিত ফল, ২ [স্বো ভগবানেব কামঃ] ভগবৎপ্রাপ্তি, ৩ [স্বস্য ভগবতঃ কামঃ] সেবাদ্বারা ভগবানের সুখদান।

স্বকাষ্ঠা (কৃষ্ণ ১০৯) শ্রীকৃষ্ণলোক, ২ স্বীয়া দিক্‌।

স্বকীয়া (উ ৩।৪) যাঁহারা বিবাহবিধি অনুসারে প্রাপ্তা, পতির আদেশ-তৎপরা [পতির অসম্মতিতে ধর্মাংশও কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিতে উদ্‌যুক্তা] এবং যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত পাতিব্রত্য ধর্মে অটলা—তাঁহারাই হন 'স্বকীয়া'। দ্বারকায় ১৬১০৮ মহিষীই স্বকীয়া। ইঁহাদের সখী ও দাসীগণ স্বীয়া-জাতীয়-ভাবে স্বকীয়া (উ ৩।১৩)। গোকুল-কন্যাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রীহরিতে পতিভাব বহন করিতেন, তাঁহারাও পতিভাব-নিষ্ঠত্বহেতু 'স্বকীয়া' বলিয়াই গণ্য (উ ৩।১৪)।

স্বকীয়া-পরকীয়া বিচার (উ ১।২১) ঔপপত্য-সম্বন্ধে লঘুত্ব-হেয়ত্বাদির বর্ণনা প্রাকৃত-নায়কসম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু মধুর-রসনির্যাসাস্বাদন-জন্যই যাঁহার অবতার, সেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ঔপপত্যের হেয়তা হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ ও শ্রীলবিশ্বনাথের বিচার-ধারার সার-মর্ম নিম্নে লিখিত হইতেছে। উভয় মহাজনই তত্ত্ব ও লীলার দিকে জোর দিয়া একই পরাৎপর বস্তুর দিগ্‌-নির্দেশ করিয়াছেন—

শ্রীশ্রীজীবপ্রভুপাদের বিচার—সাধারণ উপপতির যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণে আদৌ সে লক্ষণ প্রযোজ্য হইতে পারে না। নিত্য-লীলায় পরকীয়া ভাব হয় না। তবে মায়াদ্বারা রস-বিশেষের পরি-পোষণের জন্য প্রকট লীলায় ঔপ-পত্যের প্রতীতি হয় মাত্র। ব্রহ্ম-মোহনেও মায়িক লীলা পরিলক্ষিত হয়। (২) শৃঙ্গার রসে ঔপপত্য—রসাভাস-জনক। শৃঙ্গার রস অতি পবিত্র, যথা—"শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদ-স্তদাগমন-হেতুকঃ। উত্তম-প্রকৃতি-প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥" এই স্থলে 'উত্তম-প্রকৃতি-প্রায়' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—'শৃঙ্গারঃ শুচি-রুজ্জ্বলঃ' অমর-কোষের এই পর্যায়-নিরূপণে 'শৃঙ্গার' শুচি-পর্যায়ে সন্নি-বিষ্ট। সুতরাং এই শুচি ও উজ্জ্বল রসে অধর্মময় ঔপপত্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ত্রিকাণ্ড-শেষে 'জার' শব্দটি—'পাপপতি' বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। (৩) নাট্যা-লঙ্কার শাস্ত্রেও ঔপপত্যের নিন্দাগর্ভ-বাক্য দৃষ্ট হয়, যথা—সাহিত্য-দর্পণে "উপনায়ক-সংস্থায়াং মুনি-গুরু-পত্নী-গতায়াঞ্চ। বহুনায়ক-বিষয়ায়াং রতৌ চ তথাঽনুভব-নিষ্ঠায়াং। প্রতি নায়ক-নিষ্ঠত্বে তদ্বদধম-পাত্র-তির্যগাদি-গতে শৃঙ্গারেঽনৌচিত্যমিতি।" (৪) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ঔপপত্যের দোষ উল্লেখ করিয়াছেন,—"অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ" (ভা° ১০।২৯।২৬)। (৫) পরীক্ষিতও বলেন—'আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্‌ বৈ জুগুপ্সিতম্‌' (ভা° ১০।৩৩।২৮)। (৬) এই সকল বচন দ্বারা ঔপপত্যের যে দোষ কীর্ত্তিত হইল, শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অপর নায়ক-সম্বন্ধেই তাহা ধর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এই সকল দোষের আশঙ্কা নাই, কেন না মধুররস-বিশেষের আস্বাদনার্থই তাঁহার অবতার। (৭) বিশেষতঃ গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাম্পত্য সম্বন্ধ। ব্রহ্মসংহিতার—'আনন্দচিন্ময়রস-প্রতি ভাবিতাভিঃ' শ্লোকের 'নিজরূপ-তয়া' অর্থ--'স্বদারত্বেনৈব, ন তু প্রকট-লীলাবৎ পরদারত্ব-ব্যবহারেণেত্যর্থঃ' অর্থাৎ প্রকটলীলায় যেমন আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাগণ পরদারত্ব-রূপে লীলার পোষণ করেন, নিত্য-লীলায় সেরূপ নহে। পরমলক্ষ্মীদের নিত্য দাম্পত্য-ভিন্ন অপর ভাব নাই; অতএব প্রাপঞ্চিক প্রকট লীলায় গোপীদের পরদারত্ব মায়া-বিজৃম্ভিত-মাত্র। (৮) শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের 'পতি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। গৌতমীয়-তন্ত্রে--"অনেকজন্ম-সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দ-নন্দন ইত্যুক্ত-স্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনম্‌॥" (ভাগ—১০।৩৩।৩৫) "গোপীনাং তৎপতী-নাঞ্চ সর্বেষাঞ্চৈব দেহিনাং। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন-দেহভাক্‌॥" (৯) শ্রীগোপাল-তাপনীতেও শ্রীকৃষ্ণকে ইঁহাদের 'স্বামী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১০) লক্ষ্মীগণের পরকীয়াত্ব সম্ভবে না, শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ লক্ষ্মী। ব্রহ্মসংহিতায় 'লক্ষ্মীসহস্রশত' বাক্যে লক্ষ্মীশব্দে গোপীই বাচ্য। পাণ্ডবশব্দের প্রচুর প্রয়োগহেতু যেমন পাণ্ডব বলিলে কৌরবেরও বোধ হয়, তদ্রূপ লক্ষ্মী-শব্দের প্রয়োগে গোপী বুঝায়। সুতরাং গোপীদের পরকীয়াত্ব অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীমতীকে 'অখিল-লোক-লক্ষ্মী' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রকটলীলায় উপপতিবৎ প্রতীয়মান হওয়াতেই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে উপপতিবৎ বর্ণনা করা হইয়াছে। (১১) বহুবারণতা, প্রচ্ছন্ন-কামুকতা এবং পরস্পর-সঙ্গম-দুর্লভতা রতি-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে রসশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা লৌকিক রসশাস্ত্র-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। (১২) সমর্থা রতিতে নিবারণাদি না থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্গাররসের যথেষ্ট পুষ্টি হয়। তাহাতেও মাদনাখ্যমহাভাবের পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ঔপপত্যের সর্বতোভাবেই অপ্রয়োজন। প্রকটলীলায় ঔপপত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহা মায়াবিজৃম্ভিতমাত্র। উপসংহারে—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। যৎ পূর্বাপর-সম্বন্ধং তৎ-পূর্বমপরং পরং॥" অর্থাৎ এই বিচারে স্বেচ্ছাক্রমে কিছু এবং পরের ইচ্ছাতেও কিছু লিখিত হইয়াছে। পূর্বাপর-সম্বন্ধযুক্ত অংশই স্বেচ্ছাক্রমে এবং ঐরূপ-সম্বন্ধশূন্য হইলেই পরেচ্ছাক্রমে লিখিত হইল, বুঝিতে হইবে।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের বিচারধারা—স্বকীয়াপক্ষে ব্যাখ্যা করা শ্রীজীবপাদের অভিপ্রেত আদৌ হইতে পারে না, উহা পরেচ্ছায় লিখিত এবং ব্যাখ্যাশেষেও স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ভিন্নরুচি লোকগণের নিকট যাহাতে এই দুর্জ্ঞেয় অচিন্ত্য লীলা নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং তাঁহারাও এই লীলার অনুধ্যান করিতে প্রস্তুত হয়েন—এইরূপ মনে করিয়াই তিনি স্বকীয়াপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণানুজীবী অন্তরঙ্গ ভক্তগণের পক্ষে ঐরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। (১) ঔপপত্য অধর্ম-স্পর্শী ও নরকজনক; ইহা প্রাকৃত নায়কের পক্ষে, কিন্তু—ধর্মাধর্ম-নিয়ামক-চূড়ামণীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে সে আশঙ্কার স্থান কোথায়? প্রাকৃত নায়ক নায়িকাতে অধর্ম স্পর্শ হয়, কিন্তু যিনি ভ্রূজৃম্ভণমাত্র এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে সমর্থ, এবম্বিধ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে বা তাঁহার মহাশক্তিসমূহের মুখ্যতমা হ্লাদিনী শক্তিরূপা গোপীগণেও আদৌ এ দোষ নাই। সেইজন্য শ্রীরূপপ্রভু নাটকচন্দ্রিকাতে লিখিয়াছেন—'পরোঢ়া ঔপপত্য গৌণ বলিয়া যে পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, তাহা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ ব্যতীতই বোদ্ধব্য।' অলঙ্কারকৌস্তুভেরও এই অভিপ্রায়। অলৌকিক সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ঔপপত্য ও গোপীগণের পরকীয়াত্ব দূষণ না হইয়া ভূষণ-স্বরূপই হইয়া থাকে। (২) শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা মায়িক নহে। বস্তুতঃ প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলায় স্বরূপতঃ কিছুমাত্র ভেদ বা বৈলক্ষণ্য নাই। [ব্র ৫। ৪৩ টী শ্রীজীবপ্রভুর মন্তব্য দ্রষ্টব্য ও অনুধ্যেয়]; তাঁহার লীলা-মাধুর্য তিনি যখন কৃপা করিয়া প্রপঞ্চ জগতের গোচরীভূত করান, তখনই উহা 'প্রকটলীলা'-নামে অভিহিত হয়, অপর পক্ষে সেই লীলা প্রপঞ্চ জগচ্চক্ষুর অন্তর্হিত হইলেই উহা অপ্রকট আখ্যায় কথিত হয়। লঘুভাগবতামৃতে (১।২৪৪) বলেন—'অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্। হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্যাৎ কদাচন॥" (৩) অপ্রকট-লীলা নিত্যদাম্পত্যময়ী এবং প্রকট লীলা মায়িক ও পরোঢ়া-উপপতি-ভাবময়ী—এরূপ মনে করা অসঙ্গত, কেননা সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলার আদি, অন্ত ও মধ্যে পরোঢ়া উপপতি-ভাব বিরাজমান। রাসলীলার মায়িকত্ব মনে করাও নিষিদ্ধ। রাস-পঞ্চাধ্যায়ের প্রত্যেক অধ্যায়েই পরকীয়াত্ব - উপপতিত্ব - প্রতিপাদক বচন-প্রমাণ আছে; যথা—'তা বার্য-মানাঃ পতিভিঃ' (২৯।৮), 'ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ' (২৯।২০), 'এবং যৎপত্য-পত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ' (২৯।৩২); 'তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মা-গারাণি সস্মরুঃ' (৩০।৪৪); 'পতি-সুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্' (৩১।১৬) 'এবং মদর্থোজ্ঝিত-লোক-বেদ-স্বানাং' (৩২।২১); 'কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ' (৩৩।১৯) 'মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ' (৩৩।৩৭)

ইত্যাদি। শ্রীশুকদেব, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই সকল বাক্যে পরোঢ়াতত্ত্ব ও উপপতিত্ব-ভাব স্পষ্টতঃ প্রতিপাদিত হইতেছে। (৪) শ্রীরাসলীলা মায়িকত্ব-বিজৃম্ভিত হইলে লক্ষ্মীগণের তুলনায় গোপীদের উৎকর্ষই বা কিসে সপ্রমাণ হয়? শ্রীভাগবত বলেন—'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ' (১০।৪৭।৬০), এই বচনে ত লক্ষ্মীগণহইতেও ব্রজদেবীগণেরই উৎকর্ষ সংসূচিত হইতেছে, রাসলীলা মায়িক হইলে এই উৎকর্ষ-স্থাপন অমূলক ও অবাস্তব হইয়া পড়ে। (৫) কেহ কুত্রাপি দাম্পত্যময়ী রাসলীলার বর্ণন করেন নাই। (৬) ঔপপত্য-প্রতিপাদক অংশগুলি—ভ্রম-ক্লিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিলে রাসলীলার আদৌ কোন উপাদেয়ত্ব থাকে না। এই রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখবাক্য এই—(১০।৩২।২২) 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং'—রাসলীলা মায়িক হইলে এই পদ্যাংশের পরম-প্রেমোৎকর্ষ-প্রমাপকত্ব অমূলক ও অবাস্তব হইয়া পড়ে। (৭) উদ্ধৃত শ্লোকের 'যা মাভজন্ দুর্জর-গেহশৃঙ্খলাঃ' পদও পরোঢ়াত্ব এবং উপপতিত্ব-প্রতিপাদক — গোপীগণ দুর্জর গৃহশৃঙ্খল সংচ্ছেদন করত শ্রীকৃষ্ণকে একনিষ্ঠ ভাবে ভজন করিয়াছেন, তাহার প্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণ অশক্ত, অতএব গোপীপ্রেমে তিনি বশীভূত—এই যে নিত্য সত্য তথ্য, রাসলীলা মায়িক হইলে ইহাও অবাস্তব হইয়া পড়ে। (৮) শ্রীকৃষ্ণকে পরম মায়াবী ধরিয়া গোপীগণের প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ তাঁহাদের মনোরঞ্জন-মাত্রেই তাৎপর্য বলিলেও কিন্তু পরম-সাধুবর্গ-মুকুটমণি মহাবিজ্ঞ শ্রীউদ্ধব এই অবাস্তব ও অনিত্য মায়িক বিষয়ে ভজনের পরাকাষ্ঠাত্ব স্থাপন করিলেন কেন? তাঁহার "আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং" বাক্যটিতে ত পট্টমহিষী প্রভৃতি হইতেও গোপীদের প্রেমোৎকর্ষই স্বীকৃত হইয়াছে? এই অতুলনীয় প্রেমোৎকর্ষের কারণ এই যে গোপীরা স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরাগিণী। স্বজন ও আর্যপথ-ত্যাগ যদি মায়িক ব্যাপারই হয়, তবে প্রেমোৎকর্ষের হেতুটিও অবাস্তব হয়। তবে একান্ত ভক্ত উদ্ধবের বাক্যও ভ্রমপূর্ণ, অতএব বলিতে হইবে যে আপ্তবাক্যেও অনাস্থাদোষ আপতিত হইল!! (৯) দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থও পরোঢ়াত্ব-উপপতিত্ব-ভাবময়। শব্দশক্তির অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহাদের নিকট ইহা অবিদিত নহে। (১০) শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ ধ্যান এবং মন্ত্রেও উক্তভাবই প্রকটিত হইতেছে। (১১) সাধকগণ ধ্যান-পাকদশাতেও প্রকটলীলার ভাবসমূহই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং লীলা অনিত্য বা মায়িক নহে। 'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজ জন্ম-কর্ম এবং পরিকরাদির নিত্যত্বই স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও 'দিব্য' শব্দের 'অপ্রাকৃত' ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 'একো দেবো নিত্য-লীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্য-ন্তরাত্মা' ইতি পিপ্পলাদশাখীয়া পুরুষ-বোধনী শ্রুতিঃ। শ্রীবিঠ্ঠলনাথ স্বরচিত বিদ্বন্মণ্ডন' গ্রন্থে জন্ম-কর্মের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৃহদ্বামন পুরাণেও প্রকটলীলার নিত্যত্ব-প্রদর্শনপূর্বক ভগবদুক্তিতে লিখিত আছে—'জারধর্মে আমার সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অধিক সুদৃঢ় সুস্নেহপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা সকলেই কৃতকৃত্য হইবে।' (১২) শ্রীভগবানের নাম নিত্য, এক এক লীলায় তাঁহার এক এক নাম নির্দিষ্ট আছেন। লীলা অনিত্য হইলে শ্রীনামও অনিত্য হইয়া যান; সুতরাং ভজনের যাহা সার, তাহাও মায়িক হইয়া পড়েন। নাম অনিত্য মনে করিলেও নামাপরাধ ঘটে। (১৩) শ্রীজীব প্রভু স্বয়ংই শ্রীভগবৎসন্দর্ভে নাম, জন্ম ও কর্মাদির নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তাঁহার আকার, প্রকাশ, জন্মকর্ম-লক্ষণ লীলা ও তৎপরিকর, সকলই অনন্ত এবং তদীয় স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি। সুতরাং এই সকলই নিত্য—ইহা শ্রীজীবপাদেরই যুক্তি, তবে পরোঢ়া উপপতি-ভাবময়ী রাসলীলা মায়িক হইবেন কেন? (১৪) শ্রীব্রজসুন্দরীগণ যে বিপ্রাগ্নি সাক্ষী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, কোন আর্যশাস্ত্রে এরূপ শুনা যায় না; যদি কেহ কখন সেরূপ বলেন, তাহা শ্রীশুকদেব-সম্মত হইবে কি? পরীক্ষিত—ধর্মসংস্থাপক ও আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণের

ঔপপত্যে সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শ্রীশুকদেব স্পষ্টতঃই ত বলিতে পারিতেন যে ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা, পরদারা নহেন। তজ্জন্য তিনি কষ্টপ্রায় সিদ্ধান্তদ্বারা পরীক্ষিৎকে বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস করিলেন কেন? [আর একটি কথাও বিশেষভাবে বিবেচ্য—মথুরায় উপনয়নের পূর্বে ব্রজে বিবাহ কি আর্য-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে?] (১৫) কচিৎ কচিৎ 'পতি' শব্দের যে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ 'গতি' বুঝিতে হইবে। কেবল বিবাহিত ব্যক্তিই যে নায়িকার পতি বলিয়া উক্ত হয়েন, তাহা নহে, নায়িকা-প্রকরণে পরকীয়াতে 'স্বাধীন-পতিকা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। আবার এমনও হইতে পারে যে তিনি কোন কোন নায়িকার পতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু অপরাপর নায়িকাগণের সহিত তাঁহার দাম্পত্য-সম্বন্ধ নাই। তিনি সকলের পতি হইলে শ্রীভাগবতে 'পরদারাভিমর্ষণ'-প্রসঙ্গই উঠিত না। নায়িকাদের স্ব স্ব গৃহপতির কথারও উল্লেখ আছে। ইহাও লিখিত আছে যে—'ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ' [উ ৩।৩২]। (১৬) গোপালতাপনীতে 'স বো হি স্বামী ভবতি' এই বাক্যে 'স্বামী' শব্দ পরিণেতৃ-বাচক নহে। স্বামী ঐশ্বর্যবোধক শব্দ। পাণিনি (৫।২।১২৬) বলেন—'স্বামিন্নৈশ্বর্যে'। এরূপ প্রয়োগও দেখা যায়—লোকে হি যস্য হি যঃ স্বামী ভবতি, স তস্য ভোক্তা ভবতীতি; সুতরাং স্বামী বলিলেই 'বিবাহ-কর্তা' বুঝায় না। (১৭) ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধই চিন্ময়। যে যে স্থলে মায়াশব্দের উল্লেখ আছে, উহা যোগমায়া বলিয়া বুঝিতে হইবে, সুতরাং অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার যে পতিভাব বর্ণিত আছে, উহা চিন্ময় বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের লীলাতন্ত্র-মধ্যবর্তিত্ব হওয়া প্রযুক্ত ঐ সম্বন্ধও মায়িক নহে, শ্রীযোগমায়াই ঐ সম্বন্ধের হেতু। (১৮) শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি-ভূতা হ্লাদিনী-শক্তি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু কথা এই যে লীলাবিশিষ্ট শ্রীরাধা-কৃষ্ণই আমাদের ভজনীয়। লীলাবিরহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ আমাদের ধারণা ও ভজনের অতীত। (১৯) আপত্তি হইতে পারে যে গোপীদের দুর্যশ, মনোদুঃখ ও শ্বশ্রূননন্দাদির নিবারণ-যাতনাদি রুক্মিণী প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয় না, সুতরাং আপাততঃ মনে হইতে পারে যে রুক্মিণী প্রভৃতি অপেক্ষা সম্ভবতঃ গোপীদের অপকর্ষ আছে; কিন্তু রাগানুগা মহাভাববতী গোপীদের যে সকল লৌকিক দুঃখ দৃষ্ট হয়, আবার সেইরূপ তাঁহাদের সুখের আতিশয্যও অপর হইতে অনেক অধিক। (২০) অনুরাগিণী মহাভাবময়ী শ্রীব্রজসুন্দরীদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ—অচিন্ত্য অনুরাগের ফল। এই সম্বন্ধ-স্থাপনে তাঁহাদিগকে স্বজন ত্যাগ করিতে হইয়াছে, আর্যপথ হইতে বিচ্যুত হইতে হইয়াছে; কিন্তু এত ক্লেশ, এত দুঃখও তাঁহাদের পক্ষে সুখকর বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অনুরাগের চরমোৎকর্ষের আর দৃষ্টান্ত কোথায়? মহাভাববতী-গণের এই অনন্যসাধারণ অলৌকিক অনুরাগ পূজ্যপাদ শ্রীজীবপ্রভুরও যে একান্ত অভিপ্রেত—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্যই পরমকৃপালু শ্রীজীবপাদ পূর্বলিখিত 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' শ্লোকটী লিখিয়াছেন। সুতরাং ঔপপত্য-সম্বন্ধ শ্রীশ্রীজীব-চরণেরও অভিপ্রেত। যদি গুরু, অগ্নি এবং বিপ্র সাক্ষী রাখিয়া ব্রজবালাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইত, তবে উজ্জ্বলনীলমণির আদ্যোপান্ত সকল কথাই বিপর্যস্ত হইয়া যায়। সুতরাং শ্রীজীবপাদের দাম্পত্য-সূচক উক্তি-সমূহ পরেচ্ছা-প্রণোদিত।

ঋগ্বেদে (১।১২।৬৬, ১।১৭।১১৭, ১।২০।১৩৪, ৬।৫৫।৪, ৫; ৯।৩৮।৪, ১০।১৬২।৫ প্রভৃতিতে 'জার' শব্দ পাওয়া যায়। অবিবাহিতা কন্যার প্রেমিকের কথা আছে (১।৬৬।৪, ১।১৭।১১৭,১৮ প্রভৃতি)। ছান্দোগ্য উপনিষৎ (২।১৩।২) মূলে, শাঙ্কর-ভাষ্যে এবং আনন্দগিরি-কৃত টীকায়ও বামদেব্য-সামোপাসনার অঙ্গরূপে পারকীয়ত্বের অনুমোদন আছে। পাণিনির (৩।৩।২০) সূত্রের ১৪৩-তম সংখ্যক বার্ত্তিকেও জার-শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখান হইয়াছে—'জরয়ন্তীতি জারাঃ'।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্যসাধন-সম্বন্ধে বিশেষ কথা হইতেছে—পরকীয়া-ভাব। ইহা কোনও বৈষ্ণবাচার্য পূর্বে উপদেশ করেন নাই। পরকীয়া ভাবের (ইঙ্গিত) কথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯, ৫১, ৫৩, ৭৬, ৭৭, ৮৭, ৯০), শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে

(২৯।২২, ২৫, ২৬ ; ৩৩।২৭, ৩৫) মুক্তাফলে ৫।১৪ টীকায় আছে ; শ্রীচণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীতে আছে। শ্রীজয়দেবের গ্রন্থে পরিষ্কার বুঝা যায় না। যদিও (গীগো ১২। ১৪) 'পত্যুর্মনঃ কীলিতং' কথা আছে, তথাপি (গীগো ১০।৯) 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' এবং প্রথম সর্গে বাসন্তী রাসের বর্ণনা, দূর হইতে শ্রীরাধার দর্শন, দুর্জয়মান এবং (গীগো ২।১৮) 'সুখমুৎকণ্ঠিত-গোপ-বধূ-কথিতং বিতনোতু সলীলম্'। ইত্যাদি দ্বারা শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী, তাহা মনে হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের পূর্বে পরকীয়া ভাবে ভজনের নির্দেশ কোনও আচার্যই করেন নাই। শ্রীজীব-প্রভুসম্বন্ধেও অনেকের ধারণা যে তিনি স্বকীয়ার পক্ষপাতী। শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীকবি-কর্ণপূর প্রভৃতি পরকীয়া ভাবেই শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীজীবপাদ বুঝিয়াছিলেন যে পরকীয়া রসের আস্বাদন বা পরকীয়া ভাবে ভজনের যথার্থ অধিকারী বিরলতম, এইজন্য তিনি মন্ত্রময়ী উপাসনার কথা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৫৩) উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরূপ শ্রীদাস-গোস্বামি-প্রভৃতি স্বারসিকী উপাসনার কথাই প্রচার করিয়াছেন—তাহাই 'শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট'। তাঁহারা মন্ত্রময়ী উপাসনার নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। (বৃভা ১।৭। ৮২, ১৫৪—১৫৫, ২।৫।৮৪, ১৪৫) স্বারসিক ভজনের কথা এবং পরকীয়া ভাবে ভজনের কথাই মূল ও টীকায় বলা হইয়াছে। উত্তর-খণ্ডে যে ভজনের উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা স্বারসিক ভজনের সোপান-মাত্র অথচ সখা বা প্রিয়নর্মসখাভাবে ভজনেরও স্বারসিকী পদ্ধতি, মন্ত্রময়ী পদ্ধতি নহে। এমন কি মন্ত্রেরই স্বারসিকী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। (বৃভা ২।১।৭৭) 'গোপার্ভবর্গৈঃ সখিভির্বনে স গা, বংশীমুখো রক্ষতি বন্যভূষণঃ। গোপাঙ্গনাবর্গবিলাসলম্পটো, ধর্মং সতাং লঙ্ঘয়তীতরো যথা'॥ মন্ত্রময়ী উপাসনায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের একত্র স্থিতি, সুতরাং পরকীয়া ভাবের পরিপাটীর বিশেষ অবকাশ তাহাতে নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়া বা পরকীয়া-সম্বন্ধে উজ্জ্বলের টীকাতে শ্রীজীবপ্রভু ও চক্রবর্ত্তিপাদ যে সুদীর্ঘ বিচার ও আলোচনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে একটি সমাধান চিন্তনীয়। মায়ার রাজ্যে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড, পরব্যোমে অনন্ত বৈকুণ্ঠ ; শ্রীকৃষ্ণলোকে অনন্ত গোলোকের উল্লেখ না থাকিলেও গোলোকে বা ব্রজে অনন্ত প্রকাশের ইঙ্গিত আছে। একই স্থানে একই সময়ে পরস্পর অসম্পৃক্ত অসংখ্য প্রকাশ আছে। প্রকাশ-ভেদে অভিমান-ভেদও স্বীকার্য। এক প্রকাশে মিলন, অন্য প্রকাশে বিরহ ; মিলনপ্রকাশে মিলনানন্দ এবং বিরহপ্রকাশে বিয়োগবেদনার অনুভূতি। 'তদেবং লসতি বহুবিধং রাধিকাকৃষ্ণরূপম্' (বৃ২।৩৫)। শ্রীজীব-পাদও (গোচ পূর্ব ১।২২) নানাবিধ প্রকাশের মধ্যে প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশময় লীলার বর্ণনা করিতেছেন। মাদনাখ্য মহাভাবের বিলাসরূপে যেরূপ অনন্ত-প্রকার নিত্যলীলা থাকিতে পারে, তদ্রূপ প্রকাশ-বিশেষেও নিত্যস্বকীয়া, নিত্য পরকীয়া এবং অবিবিক্ত-স্বকীয়া-পরকীয়া থাকিতে বাধা নাই ; কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচার করিলে পর-কীয়ার উৎকর্ষই বলিতে হয়— পরকীয়া রসিক-জনৈক-সংবেদ্য। যেমন শ্রীকৃষ্ণরূপাদির মাধুর্য, শ্রীরাধার প্রীতি-মাধুর্য, তদ্রূপ পরকীয়া সম্বন্ধেরও একটা মাধুর্যবিশেষ আছে। (অকৌ ৫।৭২ কা) ব্রজ-সুন্দরীগণের পরোঢ়া পরকীয়া ভাব ভূষণই, দূষণ নহে। (বৃভা ১।৭।৮২) শ্রীসনাতন গোস্বামী পরকীয়া ভাবের ভজনকে 'তদ্রীতি' ভজন বলিয়াছেন। (চৈচ আদি ৪।৪৭) 'ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস'। ব্রজে ব্রজবধূর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাতেই পরকীয়া রসাবস্থ এবং আস্বাদ্য, অন্যত্র নহে। পরোঢ়া পরকীয়া সম্বন্ধযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন এবং নিত্যসখীভাবে ভজন গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরাধা পরোঢ়া না হইলে নিত্য-সখীভাবে ভজনের বিশেষ সার্থকতা এবং মাধুর্য থাকে না। প্রবর্ত্তকের মন্ত্রময়ীদ্বারা উপাসনা আরম্ভ হইলেও পরে স্বারসিকীতে পর্যবসিত হইতে পারে। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণবৎ নিত্য দাম্পত্যভাবে বার্যমাণত্ব, দুর্লভত্ব ও প্রচ্ছন্নকামুকত্ব থাকে না—যাহা রসোল্লাসের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পরোঢ়া পরকীয়া এবং নিত্যদাম্পত্যভিন্ন শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বৃন্দাবনমহিমামৃতে একটি

প্রকাশে অবিবিক্ত-স্বকীয়া-পরকীয়ার ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাহাতেও তিনি পূর্ণ মাধুর্যের বা নরলীলারই বর্ণনা দিয়াছেন—তাহা পরোঢ়া পরকীয়া না হইলেও যেন স্বারসিকী উপাসনা-জাতীয়। তাহাতে পিতামাতা, দাস, সখা এবং গোচারণ নাই—শ্রীরাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন এবং সখীগণ নিয়াই সেই প্রকাশ ঘটিত। এই মতটি সর্ববাদি সম্মত না হইলেও কিন্তু প্রকাশভেদে স্বীকার্য"। [শ্রীযুক্ত দীনশরণ দাস মহাশয়]।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও শ্রীশ্যামানন্দ-শতকের (৭৭) টীকায় বলিয়াছেন—'নিত্যকান্ত-ভাবমাদায় পত্যাদি-শব্দঃ। লীলামাদায়োপপতিশব্দঃ সঙ্গমনীয়ঃ। এবঞ্চ সর্বাণি বাক্যানি সাম্পদানীতি'। [এই প্রসঙ্গে স্তবমালার স্বয়মুৎ-প্রেক্ষিতলীলার ১৮শ-শ্লোকের টীকা এবং 'অশ্বত্থামলিম' প্রভৃতি শ্লোকের টীকাও আলোচ্য]। এইজন্যই আমরা বলি যে তত্ত্বের দিকে দৃকপাত করিয়া শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়ার কথা বলিয়াছেন[১] এবং লীলার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক শ্রীরূপ-সনাতনাদি পরকীয়ার কথা বলিয়াছেন। উভয় সিদ্ধান্তই সত্য, নিত্য, কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর ভেদমাত্র।

স্বকৃৎ (ভা ১০।১২।৩৪) স্বকার্যকারী, ২ নিজস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ।

স্বগত (আচ ১২।৩৮) অপ্রকাশিত। ২ (নাচ ৪১০) যে নাটকীয় অশ্রাব্য বস্তু কেবল নিজেরই বেদ্য, অন্য ব্যক্তির নিকট অপ্রকাশ্য; তাহাই নাট্যশাস্ত্রে 'স্বগত' বলিয়া উক্ত। -**ভেদ** (রত্ন ১।১৮) আত্মগত ভেদ। আম্রবৃক্ষের অবয়বভূত শাখাপ্রশাখা পত্রপুষ্পফলাদির পরস্পর ভেদ।

স্বগতি (ভা ১০।২৮।১১) স্বস্থান—স্বামী। ২ আত্মতত্ত্ব, ৩ নিজপ্রিয়-জনগণের প্রাপ্য গোলোক—সনা। ৪ (চৈত ১১।২৯৬) স্বরূপ, ৫ (ভক্তি ৩২৯) স্বানুভব। ৬ প্রেমবৎ-পার্ষদত্ব—বি। ৭ (ব্র টী ৬—৯) স্বধাম।

স্বচ্ছ (ভা ৩।২৬।২১) বিশদ। ২ (কৃগ পরি ৮২) শ্রীকৃষ্ণের কোষাধি-কারী। ৩ (উ ৪।৪৭) নিরহঙ্কার, ৪ অম্লানচিত্ত, ৫ নির্দুঃখ।

স্বচ্ছন্দ (চৈচ ১০।২৭।১১) আত্মারাম, ২ মুক্ত, ৩ স্বস্বরূপ শ্রুতি, ৪ প্রারব্ধের অনধীন। -**মৃত্যু** (ভা ১১।১৫।৭) অষ্টাদশ সিদ্ধির অন্যতম। -**সেবা** (হ ৮।৫০৩ টী) ভগবদালয়ে সর্বথা সেবানিয়ম অপেক্ষিত, কিন্তু নিজগৃহে স্বচ্ছন্দে সেবা করিতে বাধা নাই; যখন যে দ্রব্যে যে প্রকার সেবা করা যায়, গৃহস্থ তাহাই করিবে। কাল-দেশ-দ্রব্যাদি-বিষয়ক নিয়মের অপেক্ষা নাই, কেননা গৃহস্থগণ অবশ্যকৃত্য কুটুম্বভরণাদি-ব্যাপারের এবং নিজ-ভৃত্য ও অতিথি প্রভৃতির অপেক্ষায় সর্বথা কালাদিনিয়ম পালন করিতে পারেন না। সেবায় কালদ্রব্যাদির নিয়ম না রাখিতে পারিলেও কিন্তু গৃহস্থ যাবতীয় বৈষ্ণব কৃত্য [অর্থাৎ একাদশীর উপবাস, মসূরাদি অভক্ষ্যবর্জন ইত্যাদি) অবশ্যই রক্ষা করিবেন। ব্রতদিনে অন্নসমর্পণ নাও করিতে পারেন, ভক্তিবিশেষে সমর্পণ করিলেও স্বয়ং উপভোগ না করিয়া কোনও বৈষ্ণবকে বা জলে সমর্পণ করিবেন। একান্তিগণ ভাব-বিশেষে তাহা অঙ্গীকারও করিতে পারেন (হ ৯।৪০৮টী দ্রষ্টব্য)। পূজা-পরাধাদি গৃহে বর্জনীয় হইলেও উচ্চভাষণাদি, গৃহে স্থান সঙ্কুলান না হইলে যেস্থানে সেস্থানে প্রণামাদি, ভগবৎ-সম্মুখে ভোজনাদি করিলে দোষ হয় না।

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহ (চৈত ১০।২৭। ১১) ভক্তেচ্ছায় মনুষ্যলোকে অবতারকৃৎ; ২ আত্মারামগণ-কর্তৃক সেবাজন্য যদীয় চর্যা করেন, তিনি। ৩ মুক্তগণও দেহধারণে যদীয় সেবা করেন; ৪ শ্রুতিগণও ব্যূহান্তরে যদীয় সেবা লাভ করিয়াছেন। ৫ সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও মৎস্যাদিদেহধারী।

স্বচ্ছন্দৌজাঃ (আচ ১২।১৬২) স্বতন্ত্র-প্রভাব।

স্বচ্ছপ্রজ্ঞ (বিন্দু ৫১) নির্মলচিত্ত।

স্বচ্ছা রতি (সিন্ধু ২।৫।১২—১৫) ভক্ত-প্রসঙ্গই রতিবীজ-স্বরূপ বলিয়া বিবিধ ভক্তের প্রসঙ্গহেতু সেই সেই সাধনদ্বারা সাধকগণের বিবিধতাশ্রয়-কারিণী রতিই 'স্বচ্ছা'। দাস্যাদি ভাবনিষ্ঠায় আস্বাদ-লেশবিহীন অতএব অনিশ্চিতচিত্ত অথচ তত্তৎশাস্ত্র-দর্শনে প্রবর্তমান অবিশুদ্ধ ব্যক্তিরাই 'স্বচ্ছা রতি' বহন করেন।

স্বজন (ভা ১০।৪৩।১৭) বয়স্য—সনা। ২ (ভা ১০।৪৭।৬১) পতি-পুত্রাদি ৩ লোকমর্যাদা।

স্বজনি (আচ ১৫।৩২৩) স্বয়ম্ভূ।

স্বজাতীয় ভেদ (রত্ন ১।১৮টী)

১। (গোচ পূর্ব ১৫।৪৯) 'বহির্দৃষ্ট্যা তত্র কচিদুপপতিত্বং প্রতীয়তে শব্দদৃষ্ট্যা। তু পতিত্বমেবানুভূয়তে।'

স্বজাতি ত ভেদ, আম্রপনসে ভেদ।

স্বতঃপ্রমাণ (চৈচ আদি ৭।১৩২) অন্য-নিরপেক্ষ শব্দপ্রমাণ বেদ।

স্বতঃসিদ্ধ (হলী ১১।২২) স্বপ্রকাশ।

স্বতন্ত্র (সিন্ধু ২।৪।২১৬) মুখ্য বা গৌণ রতির অবশীভূত সঞ্চারী। ইহারা রতিশূন্য, রত্যহস্পর্শন ও রতিগন্ধি-ভেদে ত্রিবিধ। ২ (হরি ৪।১৩) যাহা প্রধানভাবে ক্রিয়ার আশ্রয়, ব্যাকরণশাস্ত্রে তাহাকে 'স্বতন্ত্র' বা 'মুখ্য' কর্তা বলে। ৩ (চৈচ মধ্য ৪।১৬৪) স্বেচ্ছাময়। ৪ আনুগত্যহীন। **-চার** (আচ ১।১০১) স্বচ্ছন্দগামী। **-ভজন** (ভক্তি ১০৫) শ্রীব্রহ্মা শিবাদি দেবতাকে শ্রীবিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণব-জ্ঞানে পূজা না করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা।

স্বতেজঃ (ভা ১০।৩৭।২২) চিচ্ছক্তি—স্বামী। ২ (ভগ ৯৮) স্বরূপশক্তির প্রভাব।

স্বদৃক্ (পরম ১৮) স্বপ্রকাশ। ২ (ভা ৩।১৪।৪৭) আত্মসাক্ষী—স্বামী। ৩ (ভা ৮।৭।২৩) স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান। ৪ (ভা ৩।২৭।২৯) আত্মজ্ঞান। ৫ (ভা ১০।৬৩।৩৮) নিত্যসার্বজ্ঞ্য—বল। ৬ (ভা ৩।৩২।৩৬) সর্বসাধন-সাধ্য-দ্রষ্টা; ৭ শুদ্ধভক্তিযোগ-প্রাপ্য ভগবদ্রূপ—বি।

স্বদৃষ্টবান্ (ভগ ১০) [স্বস্য দৃষ্টং দর্শনং তদ্‌বিদ্যতে যেষামিতি] আত্মবিৎ—জী।

স্বদৃষ্টি (ভা ৪।৯।১৫) চিচ্ছক্তি—স্বামী।

স্বদেহে পীঠপূজা (হ ৫।২৩২) শিরাদেশে শ্রীগুরুগণকে ও মূলাধারে গণপতির পূজা করত পীঠন্যাসানুসারে [আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি ক্রমে] স্বদেহে অর্চনা করিবে।

স্বধর্ম (গীতা ৩।৩৫) স্ববর্ণোচিত ধর্ম—স্বামী। ২ (চৈত ৩।২৮।২) বৈষ্ণবধর্ম। ৩ (ভা ১১।১০।১) পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত বৈষ্ণবধর্ম—স্বামী। ৪ (ভা ১১।২৫।৮) নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম—স্বামী। ৫ (হলী ৪।৮) বিষ্ণু-সেবা। ৬ (প্রে ১৪ থ) জীবের সহজদাসত্ব বলিয়া হরি-সেবাই স্বধর্ম [শ্রীবল্লভাচার্যকৃত গীতাটীকায়]। ৭ (প্রীতি ৩৩২) অত্যন্ত অধর্ম। ৮ (ভা ১০।২৯।৩২) নিজকর্তব্য। **-ত্যাগে ভজন** (ভক্তি ২৪) স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমের উপযুক্ত ধর্ম আচরণ না করিয়া সাধক শ্রীহরির ভজন করিতে করিতে পরিপক্বতা লাভ করিলে কৃতার্থ হইতে পারেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোনও চিন্তা নাই; কিন্তু যদি অপক্বাবস্থায় মৃত্যু ঘটে বা ভজন হইতে চ্যুতি হয়, তবে কি তাঁহার স্বধর্মত্যাগজন্য অনর্থপাত হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে ঐ ভক্তিরসিকের কর্মে অধিকার নাই বলিয়া অনর্থ-পাতের আশঙ্কা নাই। অপক্বাবস্থায় পতন স্বীকার করিলেও যদি সেই সাধকের কোনও নীচ যোনিতে জন্মও হয়, তথাপি তাঁহার পূর্বসিদ্ধ ভক্তিসংস্কারে অমঙ্গলের সম্ভাবনাই থাকে না। ভক্তের পক্ষে নীচ বা উচ্চ যোনি উভয়ই সমান, ভক্তি-মার্গে উত্তম বা অধম দেহের অপেক্ষা নাই।

স্বধর্মাচরণ (চৈচ মধ্য ৮।৫৭) স্বস্ব-বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্মের অনুষ্ঠান।

স্বধা (ভা ৩।১২।১৩) বামদেব-নামা রুদ্রের পত্নী। ২ (গীতা ৯।১৬) পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি—স্বামী। ৩ (ভা ৪।১।৪৯) স্বায়ম্ভুব দক্ষের কন্যা—পিতৃগণের পত্নী। ৪ (কৃগ ৬৮) ব্রজজন-পূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। ৫ (ভা ২।৭।৮) পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ। **-কার** (কৃগ ৬৬) গোকুল-বাস্তব্য কুলদ্বিজ। পত্নীর নাম—মহাকব্যা।

স্বধাম (ভা ১০।৮৭।১৬) স্বীয় স্বরূপ, ২ স্বভক্তি-প্রভাব, ৩ স্বীয়প্রভাব। ৪ বৃন্দাবন—প্রবো। ৫ (ভগ ২০) চিচ্ছক্তি—স্বামী। ৬ (ভা ৪।৭। ২৩) বৈকুণ্ঠ—বি।

স্বধামা (ভা ৮।১৩।২৯) দ্বাদশ-মন্বন্তরীয় ভগবদবতার।

স্বধিতি (ভা ১০।৮৮।:৮) খড়্গ, ২ (ভা ১০।৫৫।৫) কুঠার।

স্বধিষ্ণ্য (ভা ৩।২৮।৬) প্রাণস্থান মূলাধারাদি—স্বামী।

স্বধুর (ভা ৩।১৪।১৯) দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম-ভার—স্বামী।

স্বন (গোলী ১২।৬১) নাদ।

স্বনাভ্য (ভা ৩।১।২৬) স্বনাভিজাত—স্বামী।

স্বনিগম (ভা ১৫।৩৯) স্বোপদেশ—স্বামী। ২ নিজ অন্তরঙ্গ পরমবেদ—জী।

স্বনিষ্ঠ (গোচ উত্তর ৩৭।১৮৯) স্বাধীন। ২ (প্র ৮।১০) আফলোদয় নিষ্কামভাবে স্ববিহিত হিংসা-রহিত কর্মসকল স্বীয়াশ্রমে অবস্থিত হইয়া অনুষ্ঠানকারী।

স্বনিষ্ঠা (ভা ৪।৩০।২৩) স্বরূপস্থিতি—স্বামী।

স্বন্যূনভাব (ব্রজ ১।৯) শ্রীকৃষ্ণ-

ভক্তির এমনই অদ্ভুত শক্তি যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকেও ন্যূনতাভাব দান করে অর্থাৎ ভক্তির আগমনে দৈন্য বা স্বাপকর্ষানুভবাত্মক ভাব স্বতঃই আসে।

স্বপক্ষতা (উ ৯।৪৫) যূথেশ্বরী সখীদের ভাবের সর্বথা সাজাত্য (সমান-জাতীয়তা) হইলে 'স্বপক্ষতা' হয়।

স্বপদবিগ্রহ (হরি ৬।৭৪) যাহাতে সমস্যমান পদ বিভক্ত করিয়া বাক্য বলা যায়—যেমন, পুরুষগণের মধ্যে উত্তম=পুরুষোত্তম।

স্বপন (স্তব ৯।৫৪) শয়ন।

স্বপিণ্ড (ভা ১০।২০।৪৯) যোগাদি-প্রাপ্য দেবাদিদেহ। ২ স্বযোগ্য সচ্চিদানন্দঘন পার্ষদাদিদেহ।

স্বপুরুষ (ভা ৩।১৪।৫০) স্বীয়ভক্ত—স্বামী। ২ (ভা ৬।৩।৩০) [সুষ্ঠু অপুরুষ] অতি কুজন—বি।

স্বপ্ন (গীতা ৬।১৭) নিদ্রা। ২ (নাচ ২৭৭) নিদ্রাকালীন বাক্যপ্রয়োগকে নাট্যশাস্ত্রে 'নিদ্রা' কহে। [৩ শয়ন, ৪ মানসিক জ্ঞানভেদ, ৫ দর্শন]। **স্বপ্নক্** (হরি ৫।৩৫৬) [স্বপি+নজিঙ্] শয়ালু। **-জ্ঞ** (গোভা ৩।২।৪) স্বপ্নফলজ্ঞ বৃহস্পতি প্রভৃতি। **-বিচ্ছেদ** (অকৌ ৫।২৪) নিদ্রাক্ষয়। **-সত্যতা** (উ ১৫।২১৭—২২০) প্রাকৃত লোকের স্বপ্ন রাজসবৃত্তি-সমুদ্ভূত, সুতরাং জাগরণে অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে উষা ও অনিরুদ্ধের স্বপ্নাদিবৎ বাস্তব সত্যতাও দ্রষ্টব্য। সিদ্ধ ব্যক্তিগণের স্বপ্নাবস্থায় লব্ধ ভূষণাদি জাগ্রদবস্থায়ও দৃষ্ট হয়। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় অবস্থার অতিক্রমে যাঁহারা প্রেমময়ী পঞ্চমী অবস্থা প্রাপ্তি করিয়াছেন—তাঁহাদের কথা কি আর বলিতে হয়? শ্রীহরিভাবটি এমনই এক অদ্ভুত বিলাস (বিদ্যা) প্রকাশ করে, যাহা আশ্চর্য স্বপ্নের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগাতিরেক আস্বাদন করায়। **সাফল্য**—দেবতা, দ্বিজ, গুরু, গো, পিতা, তপস্বী, রাজা প্রভৃতি স্বপ্নে যাহা বলেন, তাহাই সত্য হয় [দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা]।

স্বপ্নাভ (ভা ১০।১৪।২২) স্বপ্নবৎ অল্পকালস্থায়ী কিন্তু মিথ্যা নহে—বল।

স্বপ্নায়িত (অকৌ ৫।১৪) নিদ্রাকালে অসঙ্গত ও সঙ্গত নানার্থবোধক শব্দোচ্চারণ—বি।

স্বপ্নাবস্থা (তত্ত্ব ৫৩) যখন স্থূলদেহ সুপ্ত হইয়া সূক্ষ্মদেহ জাগ্রত থাকে এবং সংস্কার-বিশিষ্ট অহঙ্কারও বর্ত্তমান থাকে—তখনই স্বপ্নাবস্থা।

স্বপ্রকাশ (চৈচ মধ্য ১৭।১৩৪) স্বতঃ প্রকাশশীল।

স্বপ্রমিতি (ভা ১০।১৩।৫৭) স্বপ্রকাশ—স্বামী।

স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্তন (বৃভা ২।৩।১৬০—১৬১) শ্রীভগবানের প্রত্যেক নামেরই অপরিচ্ছিন্ন মাহাত্ম্য বর্ত্তমান বলিয়া সকল নামই মহিমা-হিসাবে তুল্য হইলেও নামসেবকের স্বপ্রিয় নামকীর্ত্তনদ্বারাই অনায়াসে আশু স্বার্থসিদ্ধি হয়। তবে এই কথাও বলা যায় না যে ভগবানের নামের মধ্যে কোনও নামের প্রিয়তা, কোনটার বা অপ্রিয়তা হয়, সুতরাং সকল নাম সেবনীয় নহে। ইহার সমাধানে বলেন যে রুচিবৈচিত্র্য হিসাবে কোনও সাধকের একটি নামে, কাহারও দুইটি বা তিনটীতে প্রিয়তা হইতে পারে, কাহারও বা যুগপৎ কয়েকটি নামেও প্রিয়তা সম্ভবে, এইভাবে ক্রমশঃ এক একটি করিয়া সকল নামেই ব্যক্তিবিশেষের প্রিয়তা হইতে পারে বলিয়া সকল নামই সেব্য।

স্ববোধ (ভা ১০।৭০।২৮) স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্—স্বামী, ২ সুষ্ঠু অজ্ঞান—বি।

স্বভব (গোচ পূর্ব ২৩।১৩৭) কাম, ২ স্বজাত।

স্বভাঃ (ভা ১০।২০।১৯) নিজচৈতন্য—স্বামী। ২ স্বীয় গুণময়চ্ছবি—বি। ৩ স্বধর্মসংবিৎ।

স্বভাব (পরম ৪৯) সংস্কার। ২ (গীতা ৫।১৪) অবিদ্যা—স্বামী। ৩ (আচ ১০।৫) [স্বস্য ভাং কান্তিম্ অবতীতি] নিজকান্তির রক্ষণশীল। ৪ (গীতা ৮।৩) স্ব=ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাঁহার স্বীয় অংশ জীব—স্বামী। ৫ দেহেতে অধ্যাসবশতঃ নিজেকে জন্মায় বলিয়া স্বভাব=জীব, ৬ স্ব অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করায় বলিয়াও 'জীব'—বি। ৭ (গীতা ১৭।২) পূর্ব সংস্কার। ৮ (চৈনা ২।৩৪) স্বতঃসিদ্ধ। ৯ (আচ ১৩।১৪১) স্ববিষয়ক ভাব, ১০ নিসর্গ। ১১ (ভা ১১।২২।১২) কর্ম-পরিণাম। ১২ (উ ১৪।৩১) বাহ্যহেতুর অপেক্ষা না করিয়া আবির্ভূত বিষয় বা বস্তু। নিসর্গ ও স্বরূপ-ভেদে ইহা দ্বিবিধ। ১৩ [স্বস্য শুদ্ধস্য আত্মনো ভাবো

ভাবনা] শুদ্ধ ত্বংপদার্থ জীবস্বরূপের ভাবনা। ১৪ (মুক্তা ৭।১) [স্বস্য ভাব্যতে প্রাপ্যতে শাস্ত্রেণেতি] স্ববিহিত—কৈ। ১৫ (প্র ১।১১) স্বরূপ। ১৬ (ভা ৫।১৯।১৪) সহজ বাসনা। ১৭ নিজরতি। -জ অলঙ্কার (উ ১১।৫) লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত—এই দশটি স্বভাবজ অলঙ্কার। -ভূত (ভগ ১৬) স্বরূপ হইতে অভিন্ন। -বাদ (গোভা ১।১।১ টী) বিশ্ব পুরুষসৃষ্ট নহে, ইহা স্বকীয় সামগ্রী-সমূহের অন্তর্নিহিত এবং স্বতঃ ক্রিয়াশীল উদ্ভাবনী ও ধারণী শক্তিতে উদ্ভূত ও স্থিতি-বিশিষ্ট—এবম্বিধ কল্পনা।

স্বভাবোক্তি (অকৌ ৮।৩৪) স্বভাব-বর্ণনাই 'স্বভাবোক্তি' অলঙ্কার।

স্বভূ (কৃচ ১।৩।১৯) ব্রহ্মা। ২ (ভা ১০।১৪।৪২) আত্মজ—সনা। [৩ বিষ্ণু, ৪ শিব, ৫ কাম]।

স্বমহিমা (প্রীতি ৪) স্বরূপ-সম্পত্তি অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় জীবের স্বরূপ-সিদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্বাদি-গুণগণ-প্রকাশ। ২ (ভা ১।৩।৩৪) পরমানন্দ—স্বামী ৩ (চৈত ১।৩।৩৪) শুদ্ধ ভাগবত-ভাব।

স্বমায়া (ভা ১।৫।২৭) নিজের অবিদ্যা—স্বামী। ২ (ভা ১।১১। ৩১) নিজজনের প্রতি কৃপা—জী। ৩ যোগমায়া—বি। ৪ (ভা ১০। ৩।২০) স্বস্বরূপ—বি। ৫ (ভা ১০।৮৩।৭) [সুষ্ঠু+অমায়া] সত্য—বি। ৬ (চৈত ৬।৯।২৫) স্বভাব-শক্তি। ৭ (ভা ১১।৯।১৯) প্রধান।

স্বয়ং (ভা ১০।১২।১২) স্বরূপতঃ, ২ স্বভাবতঃ—জী। ৩ (গোভা ২।১।১) স্বশক্ত্যেক-সহায়। ৪ (বৃভা ২।৩।৬১) সাক্ষাৎ। -জাত (সুধা ১১৯) নিজেচ্ছায় সর্বাংশে ও সর্বগুণে পরিপূর্ণ হইয়া আবির্ভূত স্বয়ং ভগবান্। -জ্যোতি (পরম ১১) স্বপ্রকাশ। ২ (ভা ১১।২৮।১২) অজ্ঞান-রহিত। -দূতী (উ ৭।৩) [পূর্বরাগ বশতঃ] অত্যৌৎসুক্যে যাঁহার লজ্জা দূরীকৃত হইয়াছে এবং অনুরাগরূপ-স্থায়িভাব-বশতঃ যিনি লজ্জা, ধৈর্য, শঙ্কা-প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়া অতি-মোহিতা হইয়াছেন—এই দুই নায়িকাই স্বয়ং স্বাভিযোগ প্রকাশ করিলে 'স্বয়ং-দূতী' হন। -দৃক্ (ভা ৪।৭।৪৭) স্বপ্রকাশ—স্বামী। -পদ (রত্ন ২।১) সর্বোত্তম বিষ্ণুধাম। -প্রকাশ (পরম ২৬) [স্বয়ং প্রকাশত্বং স্বব্যবহারে পরানপেক্ষত্বম্, অবেদ্যত্বে সত্যপরোক্ষব্যবহার-যোগ্যত্বং বেতি] যে বস্তু নিজ ব্যবহারে পরের অপেক্ষাহীন, তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ অথবা অবেদ্য হইয়াও যাহা সাক্ষাৎ ব্যবহারের যোগ্য, তাহাই স্বপ্রকাশ। ('প্রকাশ' শব্দ দ্রষ্টব্য।) -প্রকাশিত মূর্তি (হ ৬।৬) প্রাণেশ্বর হরি ধরাতলে যে শিলা বা কাষ্ঠে নরগণের নিকট স্বয়ং সন্নিহিত থাকেন, তাহাই 'স্বয়ং ব্যক্ত' মূর্তি। ইনি দুর্লভ বলিয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপিত মূর্তিরই অর্চনা করিবে। -প্রভ (বৃভা ২।৩।১৭৮) স্বপ্রকাশ। -ভগবান্ (প্র ১।২৩) অনন্যাপেক্ষি-স্বরূপ মূলতত্ত্ব ভগবান্—বাগীশ। -ভোজ (ভা ৯।২৪।২৬) সোমবংশীয় শিনির পুত্র। -যোনি (আচ ১৫। ২৮০) ব্রহ্মা। -রূপ (সভা ১।১২) স্বয়ংভগবানের অন্যনিরপেক্ষ স্বরূপ। ২ যাঁহার স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ, অন্য হইতে ব্যক্ত নহে—বল। -বিষ্ণু (সভা ২।২০) পূর্ণকৃষ্ণ। -সিদ্ধ (তত্ত্ব ৫১) শক্ত্যভিন্ন পরমাশ্রয় অদ্বয়তত্ত্ব। যে বস্তু আপনাআপনিই সিদ্ধ হয়, নিজশক্তিতেই নিজে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া অবস্থান করিতে পারে, তাহাই 'স্বয়ংসিদ্ধ'। -স্থিত (ভা ১০।১২।১২) স্বাভাবিক ভাবে স্বরূপে নিত্যরূপে সদা বর্তমান—সনা। ২ স্বদর্শনের সাধনাপেক্ষা না করিয়াই বর্তমান—বি।

স্বযন্ত্রিত (চৈনা ১।৩৫) স্বাধীন।

স্বয়ম্ (ভা ৩।৩।১০) সাক্ষাৎভাবে আপনি ও কদাচিৎ আবেশ দ্বারা—জী। ২ (আচ ১২।৩২) [সুষ্ঠু অয়ং শুভাবহং বিধিং যয়তে দদাতীতি যেঙ্ প্রণিদানে ভ্বাদিঃ] সুষ্ঠু শুভাবহ বিধির প্রতিদানকারী।

স্বয়ম্ভব (বৃভা ২।৩।৪৭) স্বয়ংই জায়মান।

স্বয়ম্ভু (ভা ৩।৮।১৫) ব্রহ্মা। ২ (ভা ৬।৪।২৩) স্বপ্রকাশ—স্বামী। ৩ (ভা ৬।১।৪০) নিঃশ্বাসমাত্রে স্বয়ংপ্রকাশিত বেদ—স্বামী। ৪ (প্র ৩।১) নির্হেতুক। ৫ (হ ১৯। ১০৯) কন্যার পুত্র। [৬ কুচ, ৭ কাল, ৮ কামদেব, ৯ বিষ্ণু, ১০ শিব]।

স্বযূথ্য (সিন্ধু ১।২।২২৯) সজাতীয়।

স্বযোনি (ভা ১০।৮৯।৪) স্বকার্য—স্বামী। ২ (ভা ১২।৩১) স্বাভি-ব্যঞ্জক—স্বামী।

স্বর (লহরী ১৬।৫) উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই ত্রিবিধ স্বর। ২ (কৃষ্ণ ১৭৯) ভাষা, গানাদি। ৩ (নিবি ১৩) অতি শীঘ্র। ৪ (ভা ১২।৬।৩৮) অকারাদি চতুর্দশ বর্ণ। হরিনামামৃতে ইহারা 'সর্বেশ্বর'। ৫ (আচ ২০।৫০) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত ষড়্জাদি সপ্ত। যথা—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, দর্দুর (ভেক) ও হস্তীর স্বরে ক্রমশঃ ষড়্জাদি স্বর বুঝিতে হয়। **স্বরগনা** (সুর ৬৯) অপ্সরা, ২ দেবী। °**জাতি** (ভা ১০।৩৩।৯) ষড়্জাদি স্বরের আলাপ-গতি--স্বামী। ২ ষড়্জাদি সপ্ত স্বর ও রাগোৎপত্তি-হেতু—জী। **স্বরত** (ভা ১০।৬০। ৫৮) আত্মারাম—বি। **স্বরতি** (প্রীতি ২৯৭) স্বীয় প্রেয়সীগণে রতি-বিশিষ্ট। ২ (ভা ১০।৩৩।২৩) আত্মারাম, ৩ নিজ জনের প্রতি রাগযুক্ত, ৪ অসাধারণ ক্রীড়ক, ৫ ক্রীড়াই যাঁহার সর্বস্ব—বি। °**ব্রহ্ম** (ভা ১৷৬।৩২) ব্রহ্মের বা বেদের অভিব্যঞ্জক ষড়্জাদি সপ্তস্বর। **-ভেদ** (সিন্ধু ২।৩।৩৭) বিষাদ, বিস্ময় ক্রোধ, ভয় ও আনন্দাদি-জনিত বৈস্বর্য। **-মণ্ডলিকা** (আচ ১৪। ১২৯) বীণাবিশেষ। **-বিক্রিয়া** (নাম ৩।২২) গদ্গদতা। **স্বরস** (অকৌ ১৬) অভিপ্রায়। ২ (ভা ৫।২০।১০) শাল্মলিদ্বীপস্থ পর্বত। °**সংজ্ঞা** (আচ ২০।৬১) ষড়্জাদি সপ্তস্বর বাদী, সম্বাদী, বিবাদী ও অনুবাদী—এই চারি নামে সংজ্ঞিত হয়। যে স্বর কার্যকালে প্রচুর প্রযুক্ত হয় ও রাগের স্বরূপ নিরূপণ করে--তাহাই বাদী (রাজা); পঞ্চমের তুল্য শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর—সম্বাদী (পাত্র); গান্ধার ও নিষাদ এবং ঋষভ ও ধৈবত—এই চারিস্বর বিবাদী (শত্রু), এতদ্ব্যতীত স্বর-সমুদয় অনুবাদী (রাজপাত্রের অনুচর)। "চতুর্বিধাঃ স্বরা বাদী সংবাদী চ বিবাদ্যপি। অনুবাদী চ বাদী তু প্রয়োগে বহুলঃ স্বরঃ॥ রাজরূপঃ স বিজ্ঞেয়োঽনুবাদী ভৃত্যবন্মতঃ। বিবাদী শত্রুবজ্‌জ্ঞেয়ো রাগভঙ্গকরো মতঃ। সংবাদী মন্ত্রিবৎ প্রোক্তঃ স্বরশাস্ত্র-বিশারদৈঃ॥" **-সম্পৎ** (কর্ণা ৩৬) ষড়্জাদি সপ্ত স্বরের সম্পত্তি অর্থাৎ শ্রুতি-সম্বলিততা। স্বর শ্রুতিসম্বলিত এবং শ্রুতি হইতেই স্বরোৎপত্তি হয়। "ঊর্ধ্বস্থিতায়াং হৃদি নাড়িকায়াং, নাড্যস্তিরশ্চ্যঃ পবনাহতাস্তাঃ। দ্বাবিংশতিস্তীক্ষ্ণতরাঃ ক্রমেণ, নাদং তু তাবচ্ছ্রুতিতাং নয়ন্তি।"

স্বরাট্ (৭।১৫।৫৪) ব্রহ্মা। ২ স্বপ্রকাশ—জী। ৩ সমষ্টি ও ব্যষ্টি বিরাট্—বি। ৪ (ভা ৩।২৪।১০) স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান। ৫ (ভা ৩।২৬।৫৮) ইন্দ্র—স্বামী। ৬ (কৃষ্ণ ৮২) স্বীয় গোকুলবাসিগণের সহিত বিরাজমান। ৭ (কৃষ্ণ ১৮৯) স্বীয় পরমশক্তি শ্রীরাধার সহিত বিরাজমান। ৮ (ভা ২।৬।৪০) বৈরাজ—স্বামী। ৯ সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ—বি। ১০ (ভা ২।৭।৪৭) স্বয়ং বিরাজমান, ১১ [স্বেনৈব রাজত ইতি] দরিদ্র—স্বামী। ১২ (ভা ১।১।১) স্বস্বরূপে বিরাজিত—বি। ১৩ স্বকান্তের সহিত বিরাজমান অর্থাৎ স্বাধীন-কান্ত—বি। ১৪ (ভা ১২।৬।৩৪) স্বতঃই হৃদয়ে প্রকাশমান—স্বামী। ১৫ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর—বি। ১৬ (অকৌ ২।১) স্বতন্ত্র। ১৭ (ভা ৩। ৯।৩৩) [স্বীয়েন প্রভুণা রাজত ইতি] দাস—বি। ১৮ (চৈচ ১। ১।১) [স্বৈর্গোপীজনৈঃ সহ রাজত ইতি] গোপীজনবল্লভ। **-বপুঃ** (ভা ৮।১৪।৯) রাজমূর্ত্তি।

স্বরাত্মা (ভা ১০।১২।৪০) নিজের গ্রহীতা।

স্বরার্থ (আচ ২০।৫০) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত প্রবন্ধভেদ। ইহার লক্ষণ-নিরূপণে (বি)—যত্র সপ্তাক্ষরৈরেব ষড়্জাদি-স্বরবাচকৈঃ। ক্রম-ব্যুৎক্রমব্যস্তৈশ্চ সমস্তৈর্বাঞ্ছিতার্থকৈঃ ॥ ১ ॥ উদ্গ্রাহ-ধ্রুবকৌ স্যাতামাভোগোঽন্যপদঃ পুনঃ। স্বরার্থঃ স্যাদিষ্টতালো মোক্ষ উদ্গ্রাহকে ভবেৎ ॥ ২

স্বরাশ্রয় (আচ ৮।১২৮) স্বর্গবাসী, ২ কণ্ঠ।

স্বরিত (বৃভা ১।১।৫) বাদিত, ২ বিচিত্রস্বর-প্রাপিত। ৩ (ভা ১০। ৩১।৪) নাদিত—স্বামী। [৪ উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরের সমাহার]। **-স্বর** (রত্ন ৮।২৮) একই স্বরিত স্বর উদাত্ত ও অনুদাত্ত-ভেদে দ্বিবিধ এবং স্বরিতরূপে একরূপ।

স্বরীয় (হরি ৭।৭৭৮) স্বর-সম্বন্ধীয়।

স্বরু—বজ্র, ২ যূপখণ্ড, ৩ বাণ, ৪ যজ্ঞ, ৫ সূর্যকিরণ, ৬ বৃশ্চিকভেদ।

স্বরূপ (উ ১৪।১১০) কারণ—জী ২ বিগ্রহ, ৩ স্বভাব। ৪ (বৃভা ২। ২।১৮৫) তত্ত্ব। ৫ (ভা ৩।২৮।৪৪) ব্রহ্মত্ব—স্বামী। ৬ অনাবৃত-চৈতন্য—বি। ৭ (ভা ৫।১২।১) পরমানন্দ-

প্রকাশ। ৮ স্বানন্দানুভব—বি। ৯ (ভ ৪।৬।৩৭) স্বাংশ। ১০ (গোচ পূর্ব ২৩।৫) সুন্দর। ১১ (রত্ন ৬।৪৪) [স্বস্মিন্ সৃষ্টিপালনাভ্যাং রূপয়তি দর্শয়তীতি] বৃত্তিপ্রদ। ১২ (চৈচ মধ্য ১৭।১৩১) নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক রূপ বা সত্তা। গোলোকস্থ নিত্যসিদ্ধ সত্তা। ১৩ (উ ১৪।৩৫) অজন্য ও স্বতঃসিদ্ধভাব। ১৪ (আচ ২।১৯) স্বীয় পূর্ণতম লীলাপুরুষোত্তমাখ্য রূপ। ১৫ (ভা ১০।৯০।৪৭) ভগবৎ-স্বারূপ্য. ১৬ সর্বমূলভূত শ্রীভগবান্, ১৭ সাযুজ্য। -ধর্ম (প্রীতি ১) বস্তুর বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক স্বভাব-সিদ্ধগুণ। -যোগ্যতা (প্রীতি ১১) লৌকিক রসে যেমন স্থায়িভাব-রূপতা ও সুখ-তাদাত্ম্য অঙ্গীকার করিয়াই রত্যাদি স্থায়ীর স্বরূপযোগ্যতা স্বীকৃত হইয়াছে,—তদ্রূপ ভগবৎপ্রীতিতেও স্থায়িভাবত্ব এবং লৌকিক প্রীতিজ্ঞ সুখের ন্যায় অশেষ সুখতরঙ্গের সমুদ্ররূপ ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিকতমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। -লক্ষণ (রত্ন ৮।২) 'তদভিন্নত্বে সতি তদ্‌বোধকং স্বরূপ-লক্ষণম্।' বস্তু হইতে অভিন্ন হইয়া সেই বস্তুর বোধক, যেমন গোজাতির স্বরূপ-লক্ষণ সাস্নাদিমত্ত্ব। -বিজ্ঞান (ভক্তি ৭৩) স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ শক্ত্যানন্দ—উভয়ের অনুভব বা সাক্ষাৎকার। -বিৎ (বৃভা ২।৭। ১৪৬) আত্মতত্ত্বজ্ঞ, ২ জ্ঞানী। -ব্যবস্থিতি (ভা ২।১০।৬) ব্রহ্মরূপে অবস্থান—স্বামী। ২ স্বরূপ-(পরমাত্ম)-সাক্ষাৎকার—জী। ৩ শুদ্ধজীবরূপে, কোনও কোনও ভাগ্যবানের বা ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থান—বি। -শক্তি (তত্ত্ব ৩১) স্বরূপানুবন্ধিনী স্বভাবসিদ্ধা চিচ্ছক্তি। মায়াশক্তিকে পরাভব করিয়া ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশ করাই ইঁহার কার্য। -সিদ্ধ—স্বাভাবিক। -সিদ্ধা ভক্তি (ভক্তি ২৩১) সাক্ষাৎ ভগবৎ-অনুগতিস্বরূপা তদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপা। অজ্ঞানাদিতেও এই ভক্তির অনুষ্ঠানে অব্যভিচারিণী ভক্তি স্বীকার্যা। "স্বরূপসিদ্ধা—অজ্ঞানাদি-নাপি তৎপ্রাদুর্ভাবে ভক্তিত্বাব্যভি-চারিণী সাক্ষাত্তদনুগত্যাত্মা-তদীয়-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপা।" সাক্ষাৎ ভগবদনুগতি-স্বরূপা শ্রবণকীর্ত্তনাদি-রূপা ভক্তিকে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি কহে। ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত হইলে সকৈতবা এবং শুধু ভক্তিমাত্র উদ্দেশ্যে হইলে অকৈতবা। প্রথমটি (১) সকামা বা ত্রিবর্গকামা, (২) কৈবল্যকামা ও (৩) ভক্তিমাত্রকামা। সকামাও দ্বিবিধা তামসী এবং রাজসী, কৈবল্যকামা শুধু সাত্ত্বিকী। "কৈবল্যকামা সাত্ত্বিক্যেব।" -স্থ (চৈত ৪।২৩।১৮) নিত্য পার্ষদ; -স্থ ভগবান্ (কৃষ্ণ ২৬) সর্বনিরপেক্ষ ভগবত্তার কোনওরূপে ব্যভিচার না ঘটাইয়া বিরাজমান স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

স্বরূপানুবন্ধি (রত্ন ৪।২৪) স্বরূপের সহিত অভিন্ন।

স্বরূপাভিনিষ্পত্তি (গোভা ৪।৪।২) বিমুক্তি।

স্বরূপাবস্থিতিরূপা মুক্তি (ভা ২। ১০।৬) শ্রীধরস্বামিমতে অবিদ্যাকর্তৃক অধ্যস্ত কর্তৃত্বাদি ত্যাগ করত ব্রহ্মরূপে অবস্থানই মুক্তি। শ্রীজীবপাদের মতে—স্বরূপব্যবস্থিতি-পদে স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই বাচ্য, কেননা স্বরূপে অবস্থান সংসারদশায়ও ত থাকে, স্বরূপ-শব্দে মুখ্য পরমাত্মাই ধ্বনিত, রশ্মিগণের অংশী সূর্যের ন্যায় পরমাত্মাই জীবগণের পরম অংশিরূপ। অন্যথারূপটি অজ্ঞানমূলক বলিয়া জ্ঞানোদয়েই তাহার ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং পরমাত্মা-সাক্ষাৎ-কার হইলেই অজ্ঞান ও তাহার যাবতীয় কার্য ধ্বংস হইয়া জীবের শুদ্ধদাস-রূপে অবস্থানই—মুক্তি। শ্রীবিশ্বনাথ বলেন—মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপদুইটি ত্যাগ করত শুদ্ধজীব-স্বরূপে, কাহারও বা ভগবৎপার্ষদ-রূপে ব্যবস্থিতির নামই মুক্তি।

স্বরূপাবির্ভাব (গোভা ৪।৪।১) জ্ঞান-বৈরাগ্য-নিষেবিত ভক্তিপ্রভাবে পরমজ্যোতিঃ-উপসম্পন্ন জীবের কর্মবন্ধ-বিনির্মুক্ত অথচ গুণাষ্টক-বিশিষ্ট স্বরূপোদয়-লক্ষণ অবস্থান-বিশেষ—(বল)।

স্বরূপাসিদ্ধহেতু (সস তত্ত্ব ৯) ন্যায়মতে হেতু-দোষবিশেষ। যে হেতু পক্ষে থাকে না, তাহাই স্বরূপাসিদ্ধ; যেমন 'তপ্তলৌহপিণ্ড বহ্নিমান্, যেহেতু তাহাতে ধূম দেখা যায়'—এস্থলে পক্ষ তপ্তলৌহপিণ্ডে ধূম (হেতু) নাই; সুতরাং তপ্তলৌহ-পিণ্ডে বহ্নির অনুমান করিতে হইলে ধূম তাহার হেতু নহে, কেননা পক্ষে (আধারে) ধূম থাকে না, সুতরাং ধূম এস্থলে স্বরূপাসিদ্ধহেতু।

স্বরেতঃ (ভা ৫।৭।১৪) স্বীয় চিচ্ছক্তি —স্বামী।

স্বর্ (ভাবনা ৬।১০) আকাশ। ২ [ব্য] স্বর্গে। [৩ সুখসন্তান, ৪ শোভন, ৫ পরলোক]।

স্বর্গ (ভা ৬।৬।৬) ধর্মের পত্নী যামীর গর্ভজাত পুত্র। ২ (কৃষ্ণ ১০৮) শ্রীকৃষ্ণলোক। ৩ ব্রহ্মবিদ্‌গণের লভ্য স্থান। ৪ (ভা ১০।৬।৩৮) বৈকুণ্ঠ। ৫ (ভা ১১।১৯।৩৯) সত্ত্বগুণের উদ্রেক। ৬ (ভা ১২।২০।৩৩) প্রাপঞ্চিক সুখ। ৭ (ভা ১১।১৯।২) অভ্যুদয়, ৮ সুখহেতু। **-কাম** (ভা ৬।১১।১৫) যাজ্ঞিক—স্বামী। **স্বর্গঙ্গা** (তর ১।১।৩) মন্দাকিনী। **-স্বর্গত** (ভা ১০।৮।১২) স্বর্গবাসী—স্বামী। ২ বৈকুণ্ঠ-ধামস্থ—জী। **°দ্বার**—শ্রীক্ষেত্রে পঞ্চতীর্থের অন্যতম। ব্রহ্মা শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবতরণ-স্থানের নিদর্শনরূপে একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত আছে। উহাকে 'স্বর্গদ্বারসাক্ষী' বা 'স্বর্গের সিঁড়ি' বলে। **-বন্দ্য** (হ ১১।২২১) শ্রীবৈকুণ্ঠলোক, ২ শ্রীধ্রুবলোক, ৩ ব্রহ্মলোক। **-বিভূতি** (বৃভা ২।২।১৯) অমৃত, পারিজাত প্রভৃতি।

স্বর্গায় (ভা ১।১।৪) স্বর্গে গীত শ্রীহরি—স্বামী।

স্বর্গিবন্ধ (বিপু ৩।৮।৬) ব্রহ্মলোকাদি পদ।

স্বর্গে দুঃখ (বৃভা ২।২।১৯০) পাতভয়, স্পর্দ্ধা, ক্ষয়িষ্ণুতাদি।

স্বর্ঘ (আচ ১২।৪৩) সুলভ।

স্বর্ণ—কাঞ্চন, ২ ধুস্তুর, ৩ নাগকেশর, ৪ গৌরবর্ণ শাক। **-ক্রয়** (গোপা ৮) দেয়মূল্য। **-চূড়**—চাষপক্ষী। **-জ**—বঙ্গ, ২ স্বর্ণজাত বস্তুমাত্র। **-প্রস্থ** (ভা ৫।১৯।২৯) জম্বুদ্বীপবর্ত্তী উপদ্বীপ-বিশেষ। **-ফলা**—চাঁপাকলা। **-রোমা** (ভা ৯।১৩।১৭) সূর্যবংশ্য মহারোমার পুত্র। **-বর্ণা**—হরিদ্রা, ২ হেমমূল্য-জ্ঞাপক বর্ণ। **-বেশ** শ্রীক্ষেত্রে আষাঢ়ী শুক্লা একাদশীতে গুণ্ডিচা হইতে রথপ্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীবিগ্রহত্রয়ের স্বর্ণালঙ্কারে বেশ-বিন্যাস।

স্বর্ণার্ণ (ভা ৪।৬।১২) স্বর্ণবর্ণ হিঙ্গু, করঞ্জতুল্য-বৃক্ষবিশেষ—জী।

স্বর্ধুনী (ভা ১।১।১৫) গঙ্গা।

স্বর্নাথ-রত্ন (গোচ উত্তর ২।৩৩) ইন্দ্রনীলমণি।

স্বর্পতি (গোচ পূর্ব ১৮।১৭০) ইন্দ্র।

স্বর্ভানু (ভা ৬।৬।৩০) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব-বিশেষ। ২ (ভা ৫।২৪।১) বিপ্রচিত্তির পুত্র—রাহু। ৩ (ভা ১০।৬১।১০) শ্রীকৃষ্ণমহিষী সত্যভামার পুত্র।

স্বর্য (হরি ৭।৭০৮) স্বর-সম্বন্ধীয়।

স্বর্যোষিৎ (ভা ১০।৮৭।৬০) অপ্‌সরাঃ—স্বামী। ২ বৈকুণ্ঠস্থ-লীলা প্রভৃতি—সনা। ৩ উপেন্দ্রাদি অবতারের পত্নী—বি।

স্বর্লোক (ভা ২।৫।৮) স্বর্গ। ২ (চৈত ৪।১২।৩২) [স্বঃ স্বর্গীয়া লোকাস্তৈর্লোক্যত ইতি] বিষ্ণুপদ।

স্বর্বাপী—গঙ্গা।

স্বর্বাস (ভা ১১।৭।১) বৈকুণ্ঠবাস।

স্বর্বীথী (ভা ৪।১৩।১২) বৎসরের ভার্যা।

স্বলব্ধি (ভা ১০।৩৮।১৫) আত্মলাভ—স্বামী। ২ ভগবৎপ্রাপ্তি—জী। ৩ বন্ধুরূপে প্রাপ্তি—সনা। ৪ জীব-স্বরূপের সাক্ষাৎকার—বল।

স্বলাভ (ভা ১০।৫২।৩৩) আপনা হইতে প্রাপ্ত লাভ, ২ আত্মলাভ—স্বামী। ৩ আমার লাভ, ৪ স্বীয় শীলোত্তমনাদি হইতে প্রাপ্তি—বি।

স্বলোক (ভা ৭।৬।১৬) আত্ম-পরামর্শ—স্বামী। ২ ভা ১১।২১।২৭) হৃদিস্থিত পরমাত্মা। ৩ স্বাশ্রয়—জী। ৪ (ভা ১১।২২।৩৩) স্বরূপ-ভূত ভগবান্—স্বামী। ৫ যিনি কৃপা-বশতঃ কেবল ভক্তগণের অবলোকন ব্যতীত অন্য কোনও লোককে দেখেন না। ৬ (ভা ৪।২৯।৪৯) আত্মতত্ত্ব।

স্ববান্ (আচ ৭।১৪৪) স্বাধীন। ২ (হরি ৭।৯৫৯) ধনবান্।

স্ববিহত (ভা ১০।৮৭।৩৪) স্বভাবতঃই নশ্বর—স্বামী।

স্বব্যতিরেক (ভা ১০।৩।১৮) মূল-স্বরূপ ভগবান্ ব্যতীত অন্য—জী।

স্বশক্তি (ভা ১১।২৯।৭) সত্ত্বাদি—স্বামী। ২ নিজাংশ, আবেশ, বিভূতি প্রভৃতি—জী। ৩ অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি—বি। ৪ (ভা ৩।৬।১) মহত্তত্ত্বাদি—স্বামী।

স্বশক্ত্যেকসহায় (তত্ত্ব ৫১) জ্ঞান-বল-ক্রিয়াদি-শক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।

স্বশব্দবাচ্যতা (অকৌ ১০।৪১) রস, স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাব যদি নিজনিজ নামে কথিত হয়, তবে 'স্বশব্দবাচ্যতা'-নামক রসদোষ ঘটে। (১) 'শ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গারই শ্রুতি রোচন' এই বাক্যে শৃঙ্গার-শব্দে স্বশব্দবাচ্যদোষ হইয়াছে। (২) 'মাধবী রজনীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রতি অতিবর্দ্ধিত হয়'—এই বাক্যে স্থায়ি-ভাব 'রতি'-শব্দের উল্লেখে 'স্বশব্দ-

বাচ্যতা' দোষ হইয়াছে। (৩) 'দৈবাদাগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধা লজ্জান্বিতা হইলেন— এই বাক্যে 'লজ্জা'-শব্দে ব্যভিচারভাব প্রকট হইয়া 'স্বশব্দবাচ্যতা'-দোষ হইল।

স্বশান্তরূপ (ভা ৩।২।১৫) ভক্ত—বি।

স্বসংবিৎ (চৈত ১০।১৬।৪৬) স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞানবান্। ২ (ভা ১।৩।৩৩) স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান—স্বামী। ২ জীবাত্মার স্বরূপ-জ্ঞান—জী। ৩ ভক্তগণের অনুভব—বি।

স্বসংবেদ্য (ভা ১০।৮৭।৩২) চিৎপুঞ্জ-স্বরূপ ভগবান্-বি। - (উ ১৫।১৫৪) 'ভাব' শব্দ দ্রষ্টব্য।

স্বসংস্থা (ভা ১০।৩৭।২২) স্বরূপের সম্যক্ স্থিতি। ২ সম্যক্প্রকারে লীলাপরিকরাদি-বিশিষ্টা নিজস্থিতি। ৩ (রত্ন ৪।৩১) স্বানুবন্ধিনী পরা শক্তি। ৪ (ভগ ৯৮) স্বরূপাকার। ৫ স্বপ্রভাব—জী। ৬ (ভা ৩।২৭। ৪৩) দ্বীপবর্ষাদি-রচনা—স্বামী। ৭ (ভা ৫।১০।১৫) ব্রহ্মভাব—স্বামী। ৮ অন্তর্নিষ্ঠা—বি। ৯ (ভা ৬।৪। ২৬) নির্বিশেষ-জ্ঞানমাত্রগম্য বস্তু-স্বরূপ—বি।

স্বসংস্থান (ভা ৩।২৭।২৮ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত স্বরূপ—স্বামী।

স্বসদ (অকৌ ৭।১৪) স্বগত।

স্বসম্মিত (বৃভা ১।৭।১১৭) নিরুপম।

স্বসম্ভব (ভা ৩।৯।২৬) নিজোদ্ভব কারণ—স্বামী।

স্বসম্বিৎ (ভা ১০।১৬।৪৬) অগোচর —স্বামী। ২ স্বপ্রকাশ—সনা। ৩ স্ববয়স্তে সঙ্কেত-পর—সনা। ৪ স্বভক্ত-বিষয়ে অনুভূতি-সম্পন্ন—বল।

স্বসর্গ (ভা ৩।১৪।৩৭) নিজসন্তান—স্বামী।

স্বসিদ্ধ (প্র ১।২০) স্বরূপানুবন্ধি।

স্বসুখ (কৃষ্ণ ৩৭) স্বরূপভূত পরমানন্দ। ২ (ভা ১২।১২।৫২) ধৈর্য—স্বামী। ৩ ব্রহ্মানন্দ—বি।

স্বস্তরুণী (উ ১৫।১১৯) দেবী।

স্বস্তি (ভা ১০।৮৭।৬) সুখ—সনা। ২ পারলৌকিক মঙ্গল—জী। ৩ (সুধা ১০৯) পরমকল্যাণময় বিষ্ণু। ৪ (ভা ৪।২৪।৩৩) স্বানন্দসত্তা—স্বামী। ৫ [ব্য] শুভে, ৬ মঙ্গলে। -ক (হ ৮।১২৫) একমস্তকযুক্ত পিষ্টকময় খাদ্যদ্রব্য। ২ (গোলী ১১।৫১) শিবের ডমরুর আকারযুক্ত চিহ্ন। ৩ (২।৫।১৪) ফণার চিহ্ন-বিশেষ। ৪ (চৈচ অন্ত্য ১৮।৮৮) পরস্পর মিলিত বাহুদ্বয়ে নির্মিত মুদ্রা-বিশেষ। 'বন্ধনং যচ্চ নারীণাং বাহোরুপরি বাহুনা। স্তনদ্বয়-পিধানায় স্বস্তিকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥'

স্বস্তিক-মণ্ডলী (চৈভা আদি ১৪। ৫১) বিষ্ণুপূজার উদ্দেশে বিষ্ণুমন্দিরে মণ্ডল-রচনা অর্থাৎ উপলেপন ও চিত্ররচন (হ ৪)। **স্বস্তিকাসন** (হ ৫।১৮) উভয় জানু ও উভয় উরুর মধ্যে উভয় পদতল স্থাপন-পূর্বক সরল শরীরে উপবিষ্ট হইলে 'স্বস্তিকাসন" হয়। °দা (কৃগ পরি ২০৯) শ্রীরাধার রত্ন-কঙ্কতিকা। -ভাব (মাম ১।৫১) মাঙ্গল্য। -মান্ (ভা ১০।৭।৩০) স্বাস্থ্যযুক্ত—সনা। ২ (আচ ৪।৩৩) কুশলী। -মুখ (চরিত ৩০১) লিখিতপত্র। [২ ব্রাহ্মণ। -মুদ্রা (হ ৬।৪৪ স্বাগতে স্বস্তিমুদ্রা দেখাইতে হয়। অঙ্গুষ্ঠা-ব্যতীত দক্ষিণ করের অঙ্গুলি-সমূহ ঈষৎ নত হইয়া মধ্যমার মূল গত হইলে 'স্বস্তিমুদ্রা' হয়। -বাচন (কৃজ ৮) মঙ্গল কর্মারম্ভে কর্মের বিঘ্নশান্তির জন্য অভ্যর্থিত ব্রাহ্মণদ্বারা 'স্বস্তি' শব্দের পাঠন, যথা—[শুক্লযজুঃ° ১৯।৩৯] 'পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ। পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মাম্॥' ইত্যাদি; (ঋ° ১।৮৯।৬) স্বস্তি নো ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ইত্যাদি; এই স্বস্তিবাচন-শব্দ পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি—এই তিনেরই বাচক। শাখাভেদে মন্ত্রের ব্যতিক্রমাদি আকরে দ্রষ্টব্য।

স্বস্ত্যয়ন (ভা ৬।২।৭) মোক্ষসাধন—স্বামী। ২ (ভা ১০।৭।৫) রক্ষা-বন্ধনাদি কর্ম—সনা। ৩ (ভা ২।৬। ৩৪) স্বপ্রেমসুখদায়ক—বি। ৪ (ভা ১।৩।৪০) সর্বমঙ্গলাবহ—জী। ৫ (ভা ১০।৮৪।৩৭) নির্বিঘ্ন-ভক্তি-প্রাপক।

স্বস্থ (ভা ২।৭।১০) স্বস্বরূপ-স্থিত—স্বামী। ২ (বৃভা ২।৫।৫৯) অব্যগ্র, ৩ অনাকুল। ৪ (বৃভা ১।৬।৭২) প্রকৃতিস্থ। ৫ (উ ১৪।১৬৪) স্বর্গবর্ত্তী—জী। ৬ (ভা ১১।১৮।২৬) আত্মনিষ্ঠ—স্বামী।

স্বস্রীয় (গোচ পূর্ব ৩৩।১১৪) ভাগিনেয়।

স্বস্বামী (হরি ৪।৯) সম্বন্ধ-বিশেষ। দ্রব্য বা জনের সহিত তদধিকারীর সম্বন্ধ, যথা—রাজপুরুষ।

স্বহিত (হলী ৩৬) তত্ত্বজ্ঞান।

স্বহ্ন (ভা ৪।১।৭) তুষিতগণের

একতম।

স্বাংশ (সভা ১।১৬) স্বস্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়া বিলাসাপেক্ষা ন্যূন-শক্তির প্রকটনকারী। যথা—সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার, মৎস্যাদি লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতারগণ। বিষ্ণুতত্ত্বই স্বাংশ।

স্বাংশেন (চৈত ১০৩৮।৩২) স্বাংশ অবতারসমূহের প্রভু।

স্বাখ্যান (ভা ১০।৩৮।৩৫) স্বপরিচয়-কথন।

স্বাগত (গোচ পূর্ব ১।৫৯) সুখে আগত, ২ সুখে আজ্ঞাত। ৩ কুশলপ্রশ্ন।

স্বাগতা (ছ ২।৫০) একাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ।

স্বাগতিক (হরি ৭।৬) [শোভন-মাগতমর্হতীতি টিকণ্] শুভাগমন-যোগ্য।

স্বাঙ্গ (হরি ৪।২২৭) ব্যাকরণশাস্ত্রে—দ্রব [রক্ত ও কফাদি] ও বিকারজ [শোথাদি] ব্যতীত কাঠিন্যাদিস্পর্শের বিষয় প্রাণীর অঙ্গ ও তৎপ্রতিমার অঙ্গ।

স্বাঙ্গিক [স্বাঙ্গ+ঠক্] মৃদঙ্গ, ২ মৃদঙ্গ-বাদক।

স্বাচার (হ ১০।২৪২) বৈষ্ণবধর্ম।

স্বাতন্ত্র্য (গোভা ৩।৩।৩৯) স্বাধীনতা।

স্বাতি (ভা ৪।১৩।১৭) পুষ্করিণীর গর্ভে জাত বৎসরের পুত্র। [২ পঞ্চদশ নক্ষত্র]।

স্বাত্মজ্যোতিঃ (ভা ১২।১১।৮) শুদ্ধ জীবচৈতন্য—স্বামী।

স্বাত্মরত (প্রীতি ২৮৮) স্বতস্তুষ্ট।

স্বাত্মা (ভা ১০।১৪।২৪) পরমনিয়ন্তা—সনা। ২ শোভনাত্মা পুরুষ—বি। ৩ (ভা ১১।৯।২৪) মানুষদেহ—স্বামী। **-রাম** (বৃভা ২।২।৮১) [স্বেনাত্মনৈব আ সম্যগ্ রমতে] অনন্যরতিবিশিষ্ট।

স্বাত্ম্য (ভা ১০।১২।৩৮) স্বরূপতা, ২ নির্বাণ—সনা।

স্বাদন (লহরী ১৫) রসানুভব।

স্বাদনা (চচ ১।৩৯) আস্বাদন।

স্বাদিষ্ঠ—অতিমধুর।

স্বাদু (গৌকৃ ৬।৪৭) মধুর রস। ২ গুড়, [৩ ইষ্ট, ৪ মধুর, ৫ মনোজ্ঞ]।

স্বাদৃক্ (ভা ১।৭।৬ টী) স্বীয় অজ্ঞান—জী।

স্বাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূলস্থিত সুষুম্নান্তর্গত ষড়্দল-পদ্মভেদ।

স্বাধীন-ভর্তৃকা (উ ৫।৯১) কান্ত যাঁহার অধীন হইয়া সমীপে থাকেন, তাঁহাকেই 'স্বাধীন-ভর্তৃকা' নায়িকা কহে। ইহাতে জলকেলি, বনবিহার নায়িকার আদেশে নায়ক-কৃত মণ্ডনাদি এবং কুসুম-চয়নাদি লীলা প্রকটিত হয়।

স্বাধ্যায় (গোলী ২।১০০) বেদাধ্যয়ন। ২ (মুক্তা ৬।৩৩) মন্ত্রজপ। ৩ (নার ৬।১০।২৩—২৪) মন্ত্রার্থসন্ধানপূর্বক জপ, সূক্ত-স্তোত্রাদি-পাঠ, হরি-সঙ্কীর্তন এবং তত্ত্বাদিশাস্ত্রাভ্যাস।

স্বানন্দ (অকৌ ১।১) স্বীয় ভজনা-নন্দ। ২ স্বীয় শ্রীরাধিকাদি ভক্ত-জনের আনন্দদায়ক। **-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষ** (সিন্ধু ৩।১।৪৪) নির্বিকল্প ব্রহ্মসমাধি-গ্রস্ত।

স্বানুভব (চৈত ১০।১৪।৬) স্বপ্রকাশ। ২ (ভগ ৬) শুদ্ধ'ত্বম্'-পদার্থের বোধ; ৩ শুদ্ধ'স্ব'াকার অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার—জী। ৪ (চৈভা আদি ৮।১২২) স্বীয় অনুভাব বা ঐশ্বর্য-জনিত আনন্দ। **-রস** (চৈভা আদি ৮।১৫৩) আত্মারামতা।

স্বানুভাব (তত্ত্ব ২৪) অসাধারণ প্রভাব।

স্বান্ত (গোলী ১১।১৪০) মনঃ। হৃদয়। [২ গহ্বর, ৩ শব্দিত]। **-জ** (গীগো ৫।১৮) কাম।

স্বাপ (ভা ৩।২৬।৩০) নিদ্রা—স্বামী। ২ শয়ন। [৩ অজ্ঞান, ৪ স্পর্শাজ্ঞতা]।

স্বাপতেয় (আচ ৭।১৮২) [স্বপতি-রাঢ্যস্তস্মিন্ সাধুরিতি ঢঞ্] ধন।

স্বাপ-বাধা (কৃষ্ণ ১।১) নিদ্রাভঙ্গ।

স্বাপিক (রতি ৫।২৫) স্বপ্ন-সম্বন্ধীয়।

স্বাপ্ন (ভা ১০।৭৭।২৯) স্বপ্নে বিস্তৃত।

স্বাপ্যয় (গোভা ৪।৪।১৬) সুষুপ্তি।

স্বাভাবিক (ভা ৩।২৫।৩২) অযত্ন-সিদ্ধ, স্বরূপানুবন্ধি। **-ভেদাভেদ বাদ** (সস পরম ১৩৩ পৃঃ) শ্রীনিম্বার্ক স্বাভাবিক বা 'বাস্তব ভেদাভেদ' স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহার মতে ভেদ ও অভেদ কেবল সমসত্যই নহে, সমনিত্যও; সবকালে সর্বা-বস্থায় ভেদ ও অভেদ সমভাবে বর্তমান। ব্রহ্ম—কারণ, জীব ও জগৎ—কার্য; ব্রহ্ম—শক্তিমান্, জীব ও জগৎ—শক্তিদ্বয়; ব্রহ্ম—সমগ্র সত্তা, জীব ও জগৎ—ব্রহ্মের অন্তর্গত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। কারণ ও কার্য, শক্তি ও শক্তিমান্, অংশী ও অংশে ভেদ—বাস্তব, স্বাভাবিক ও নিত্য। ব্রহ্ম—ধ্যেয়, জ্ঞেয় ও প্রাপ্তব্য, জীব—ধ্যাতা, জ্ঞাতা ও প্রাপক। ব্রহ্ম—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, সর্বব্যাপী, পূর্ণ স্বাধীন; জীব—সৃষ্ট্যাদি-শক্তিহীন, অণুমাত্র ও

শাসিত। কেবল বদ্ধজীব নহে, মুক্ত জীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম ও জীবের এই স্বভাব ও ধর্মগত ভেদ—নিত্য। জগৎ সম্বন্ধেও তাহাই। ব্রহ্ম--কেবল চেতন, অজড়, অস্থূল, নিত্য-শুদ্ধ; কিন্তু জগৎ—অচেতন, জড়, স্থূল ও অশুদ্ধ; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে স্বভাব ও ধর্মগত ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। আবার ব্রহ্ম এবং জীব ও জগতের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ যেরূপ সত্য, স্বাভাবিক অভেদও তদ্রূপ সমভাবেই সত্য; কার্য কারণ হইতে গুণতঃ ও কার্যতঃ ভিন্ন; কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন; আবার কারণও কার্যাতিরিক্তরূপে কার্য হইতে ভিন্ন, কিন্তু কার্যকালীন ও কার্যস্বরূপে কার্য হইতে অভিন্ন। কার্য—কারণ হইতে ভিন্ন, যেহেতু কার্য ও কারণের গুণ ও কার্যসমূহ এক নহে। মৃণ্ময় ঘট মৃৎপিণ্ড হইতে ভিন্ন, যেহেতু ঘটের আকার (কম্বুগ্রীবাকৃতি) ও কার্য (জলা-হরণাদি) মৃৎপিণ্ডের আকার ও কার্য হইতে ভিন্ন, কিন্তু ভিন্ন হইলেও মৃণ্ময় ঘট মৃৎপিণ্ড হইতে অভিন্ন; যেহেতু মৃণ্ময় ঘট মৃত্তিকা ব্যতীত অপর কিছুই নহে অর্থাৎ কার্য কারণাত্মক, কারণ-সত্ত্বাময় ও কারণাশ্রয়ী, অতএব কার্য ও কারণ অভিন্ন। আবার কারণও কার্য হইতে ভিন্ন, যেহেতু সেই কার্য-বিশেষ ব্যতীত অন্যান্য কার্যেরও জনক, যেমন মৃৎপিণ্ড মৃণ্ময় ঘট হইতে ভিন্ন, যেহেতু মৃৎপিণ্ড কেবল ঘটরূপেই পরিণত হয় না, শরাব, চুল্লী প্রভৃতি রূপেও পরিণত হয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মৃৎপিণ্ড মৃণ্ময় ঘট হইতে অভিন্ন, যেহেতু মৃণ্ময় ঘটেরই ন্যায় ইহাও মৃত্তিকা-স্বরূপ। এই স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদে ভেদের অর্থ— (ক) কার্যের দিক্ হইতে গুণতঃ ও কার্যতঃ প্রভেদ; (খ) কারণের দিক্ হইতে কার্যাতিরিক্ততা। অভেদের অর্থ—(ক) কার্যের দিক্ হইতে কারণাত্মকতা ও কারণাশ্রয়িত্ব; (খ) কারণের দিক্ হইতে কার্যলীনত্ব; সুতরাং ব্রহ্ম—জগদতিরিক্তরূপে জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন হইলেও জগ-ল্লীনরূপে জীব ও জগৎ হইতে অভিন্ন।

শ্রীজীবপাদ বলেন—কার্য-কারণের ভেদাভেদ নাই, কার্যাবস্থাতেই কার্যত্ব পরিলক্ষিত হয়, কারণত্ব-অবস্থাতেই কারণত্ব হয়। ঘটত্ব-ব্যাপারটি কার্যের, কারণের নহে; ঘটত্ব—কার্যসাধ্য; সুতরাং কার্য ও কারণ এবং তদাশ্রয় বস্তু নিশ্চয়ই ভিন্ন, এক নহে। কার্যকারণের যে অভিন্নত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা ঘটাদির ন্যায় বিশিষ্ট বস্তুগত কিন্তু সকলপ্রকার বস্তুগত নহে; কার্যসমূহেরও পরস্পর ভিন্নাভিন্নত্ব প্রতীত হয় না, কেননা প্রত্যেকেরই বৈলক্ষণ্য আছে। জাতিগত অভেদ ও ব্যক্তিগত ভেদ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও অযৌক্তিক; কারণ একই বস্তুর দ্ব্যাত্মকতা অসম্ভব। যদি বলা হয় যে—দুইটি আকার আশ্রয় করিয়া আর একটি বস্তু স্বীকার করিলেই ত দ্ব্যাত্মকতা-দোষ খণ্ডিত হইতে পারে? ইহাতে একটি তৃতীয় বস্তুর স্বীকার করিতে হয়; তাহাতে অনবস্থাদোষ ঘটে। অতএব ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। 'তত্ত্বমসি' বাক্য ত কেবলাভেদ-নির্দেশক নহে, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের প্রীতিময় সংযোগ-ব্যঞ্জক; অতএব বিশিষ্ট বস্তুর অপেক্ষায় ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ অনুসন্ধান-রাহিত্যহেতুই অভেদবাদ প্রবর্ত্তিত হউক। স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মের স্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হওয়ায় জীবের দোষগুলিও গুণবৎ স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, এজন্য ব্রহ্মের সহিত সদোষ জীবের ব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশ নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ।

স্বাভিযোগ (উ ৭।৪) স্বয়ং স্বীয় অভিলাষ-প্রকাশ। ইহা ত্রিবিধ—বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ।

স্বামিদৃষ্টি (হ ২।১৫৮) ভগবদাজ্ঞা-বুদ্ধি, ২ যেমন ভাবে নিযুক্ত হইয়াছি, তেমন ভাবেই করিতেছি—এইরূপ জ্ঞান, ৩ দাসভাব।

স্বামী (গোতা ২।২৭) বল্লভ, নিত্য-কান্ত—বল। ২ পতি। ৩ শ্রীধর স্বামিপাদ; শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ শ্রীগীতাপ্রভৃতির টীকাকার। ৪ (হরি ৭।৯৭৬) [স্ব+মত্বর্থে আমিনচ্] ঐশ্বর্যযুক্ত।

স্বায়ত্তকান্তা (আচ ১৮।১৬৩) স্বাধীন-ভর্তৃকা নারী।

স্বায়ম্ভুব (ভা ৩।১২।৫৩) প্রথম মনু, শতরূপার পতি। ইঁহার পুত্র —প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। স্বায়ম্ভুব মনু বিষয়-ভোগে বিরক্ত হইয়া সস্ত্রীক বনগমন করেন। সুনন্দা-তীরে কঠোর তপস্যায় রত হন। ক্ষুধার্ত্ত অসুর ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে আসিলে যজ্ঞরূপী

হরি দৈত্যগণকে বধ করেন (ভা ৮।১।১৮)। ২ (ভা ৪।৩১।২৩) নারদ। ৩ স্বয়ম্ভু-বিষয়ক।

স্বারসিক (মালা গীত ২০) স্বাভাবিক।

স্বারসিকী (কৃষ্ণ ১৫৩) 'কৃষ্ণলীলা-রহস্য' শব্দ দ্রষ্টব্য।

স্বারস্য (সাকৌ ৬।১) আশয়।

স্বারাজ্য (পদ্যা ৮৫) মুক্তি, ২ স্বর্গাধিপত্য। ৩ আত্মদ্বারা বা আত্মভূত শক্তিদ্বারা প্রকাশমত্তা। ৪ (কৃষ্ণ ৭৬) সর্বাধিক পরমানন্দরূপ। ৫ (ভা ৮।৫।৪৪) ত্রিপাদ্‌বিভূতি। ৬ স্বরূপশক্তির সহিত বিরাজমানতা। ৭ (ভা ৩।৯।৩৩) দাস্য। ৮ (ভা ৩।২।২১) পরমানন্দ।

স্বারাম (বৃভা ২।৪।৫৩) আত্মারাম।

স্বারোচিষ (ভা ৮।১।২০) অগ্নির পুত্র, দ্বিতীয় মনু।

স্বার্থ (ভা ১০।৪।৮) স্বদেহমাত্র-রক্ষার্থ—সনা। ২ (ভা ১১।২৮।২) জ্ঞাননিষ্ঠা। ৩ পরমাত্মাভিনিবেশ—জী। ৪ (ভা ১২।২।৬) পুরুষার্থ—স্বামী। ৫ (ভা ১১।১৯।২) ফল। ৬ (ভা ১০।১০।১০) নিজহিত। ৭ (ভা ১১।২৩।২৫) ভগবচ্চিন্তন—বি। **-কাম্যা** (ভা ২।৯।৩৯) স্বপ্রয়োজ-নেচ্ছা। **-কুশল** (সিন্ধু ১।২।৩৪) যাঁহারা ভগবানের আরাধনাভিলাষী ও নিষ্কাম হইয়াছেন—এমন কি মোক্ষকেও ইচ্ছা করেন না, তাঁহারাই স্বার্থকুশল (ভা ৬।১৮।৭৪)। **-গতি** (ভা ৭।৫।৩২) নিজের পুরুষার্থরূপা গতি বিষ্ণু—বি। **-দর্শী** (ভা ১০।২৩।২৬) গুরু—সনা। **-মুখ্যা রতি** (সিন্ধু ২।৫।৪) অবিরুদ্ধ ভাবসকল-দ্বারা যে রতি আপনাকে স্পষ্টতঃ পোষণ করে, অথচ বিরুদ্ধভাবে যাহার অসহ্য গ্লানি হয়—তাহাই 'স্বার্থা'। ইহার শুদ্ধাদি পঞ্চ ভেদ।

স্বার্পণ-বিধি (হ ৮।৪১৮—৪২১) 'আমি প্রভুর অংশ স্বরূপও সর্বথা কিঙ্কর—সর্বদা তাঁহার কৃপার্থী, এই জানিয়া সর্বাত্মনিবেদন করিতে হয়।

স্বাবম্ভ (ভা ১০।৩৬।৩৮) মরণ—স্বামী। **-মার্জন** (ভা ১০।৩৬।৩৮) মরণ-নিবারণ।

স্বাবির্ভাব (সভা ১।৭৪৮) মাথুর বিরহের পরে ব্রজবাসিগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য।

স্বাস্থ্য (বৃভা ২।৫।২৪০) সুখ। ২ (হ ২।১৬১) শ্রদ্ধাযুক্ত স্থিরতা। [৩ আরোগ্য, ৪ সন্তোষ]।

স্বাহা (ভা ২।৭।৩৮) দেবোদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ। ২ (ভা ৪।১।৬০) স্বায়ম্ভুব দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও প্রধানাগ্নির ভার্যা। ৩ (গোতা ১৩) [সুষ্ঠু আহা=আহুতিক্রিয়া, যাহাদ্বারা হয়—এই অর্থে] মায়া [বিশ্বেশ্বর]। ৪ [ব্য] মন্ত্রবিশেষে। ৫ (হ ১।১৭১) ক্ষেত্রজ্ঞ ও চিৎ-প্রকৃতির ঐক্যপ্রাপ্তি অর্থাৎ বিশ্বের লয়। যথা গৌতমীয়তন্ত্রে—"স্বা-শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎ-প্রকৃতিঃ পরা। তয়োরৈক্যসমুদ্ভূতি-মুখবেষ্টনবর্ণকঃ। অতএব হি বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকে ভবেৎ"। ৬ (কৃগ ৬৮) ব্রজজন-পূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী।

স্বিৎ [ব্য] প্রশ্নে, ২ বিতর্কে, ৩ সংশয়ে। ৪ পাদপূরণে।

স্বিন্ন (গোলী ৩।৯৫) ক্লিন্ন, ২ পক্ব। ৩ (গোলী ১২।৪৪) স্বেদযুক্ত।

স্বিষ্ট (ভক্তি ২৬৭) যাগাদি। ২ (ভা ১০।৭৫।৮) সম্যক্ পূজিত।

স্বীকার (হরি ৪।২৫১) অঙ্গীকার।

স্বীয় রাগ-সাধন (দশ ৩২) মুখ্য কামানুগার ভেদ তত্তাবেচ্ছাত্মিকা ভক্তি—গাঢ়লৌল্য। স্বাভীষ্টলীলা-কথাসক্তি, ব্রজে বাস, বাহ্যদেহে সেবা, মানসদেহে সেবা, শ্রীমূর্তির মাধুরীদর্শন প্রভৃতি।

স্বীয়াত্ব (উ ৩।১৪) বৈবাহিক বিধি-অনুসারে বিপ্রাগ্নির সাক্ষাতে গ্রহণ হইলেই মুখ্য স্বীয়াত্ব, গান্ধর্বরীতিতে স্বীকৃত হইলে গৌণ স্বীয়াত্ব—বি।

স্বীয়া-পরকীয়া-ভাব (উ ৩।১৩—১৪) দ্বারকার মহিষীদের সখী ও দাসীগণ স্বীয়াজাতীয়তাহেতু শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বিবাহবন্ধনে অঙ্গীকৃত না হইলেও স্বকীয়ামধ্যেই গণিত, যেহেতু ইহারা স্বীয়া মহিষীগণের যে জাতি অর্থাৎ প্রকার, তদনুকূল-ভাবে বিভাবিতা। এইরূপে 'একস্থলে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ প্রবল বাধার অভাবে অন্যত্রও প্রযুক্ত হইতে পারে'—এই ন্যায়ানুসারে বলিতে পারা যায় যে ব্রজস্থা পরকীয়া গোপীদের অনুগতা দাসীগণও পরকীয়াই। বিশেষ এই যে পরোঢ়া শ্রীরাধাদির দাসীগণের কেহ কেহ শ্রীবৃষভানু-প্রভৃতি-কর্তৃক প্রদত্তা কন্যাই, আবার রূপমঞ্জরী প্রভৃতি পরোঢ়াই বুঝিবে। অর্বাচীন সাধকভক্তদের ভাব কিন্তু রুচি ও সম্প্রদায়ানুসারে সিদ্ধ হইবে, ইহাই জ্ঞাতব্য—বি।

স্বৃক্ (হরি ৭।১৪৩) শোভনা ঋক্।

স্বৃদ্ধ (ভা ১।৮।৩৯) সুসমৃদ্ধ—স্বামী।

স্বেচ্ছা—স্বাভিলাষ। **-ময়** (ভা ১০।১৪।২) স্বভক্তগণের ইচ্ছাসম্পাদক

—স্বামী। ২ ভক্তাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট। **-বতার** (চৈত ৪।৮।৫৭) [স্বেষাং ভক্তানামিচ্ছয়া অবতারঃ] ভক্তেচ্ছায় অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। ২ স্বেচ্ছায় অবতরণশীল।

স্বেদ (সিন্ধু ২।৩।২৮) হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি-জনিত শরীরের ক্লেদ। ২ (উ ১৪।১৫৫) অগ্নিতাপ, ৩ প্রেমোষ্মা—বি। **-জ**—ঘর্মজ মশকাদি প্রাণী। **-নী**—লৌহপাত্র, তাওয়া।

স্বেদিত (হরি ৫।৫৩) [ক্রিম্বিদা-ঘর্মে+ক্ত] ঘর্মযুক্ত।

স্বৈর (উ ১৩।৪৬) মন্দ। (পত্তা ৩৪৮) স্বতন্ত্র। ৩ স্বেচ্ছা। **-চর্য** (চচ ৩।৫৩) স্বেচ্ছাচারী। **-লীল** (গোচ উত্তর ১৮।৮) স্বচ্ছন্দলীলা-কারী।

স্বৈরিণী (ভা ৫।২৪।১৬) সবর্ণে রতা ব্যভিচারিণী—স্বামী। ২ (ভা১০। ৪৭।৪৭) কামচারিণী। ৩ স্বাধীনা।

স্বৈরী (গোচ উত্তর ৫।৬২) স্বতন্ত্র।

স্বৌধস (ভা ১০।১৩।৩১) মাধুর্যাদি-দ্বারা অসাধারণ বা সুশোভন পালান হইতে ক্ষরিত—সনা।

হ

হ (গোভা ১।৩।৪১) [ব্য] নিশ্চয়ে, ২ পরিস্ফুটভাবে। ৩ হর্ষার্থে। ৪ প্রসিদ্ধে। ৫ সম্বোধনে, ৬ পাদ-পূরণে। [৭ শিব, ৮ জল, ৯ আকাশ, ১০ রক্ত, ১১ স্বর্গ, ১২ চন্দ্র, ১৩ ধারণ, ১৪ শুক্ল]।

হংস (ভা ৪।৮।১) ব্রহ্মার উর্দ্ধরেতাঃ পুত্র। ২ (ভা ১০।২।৪০) ভগবদ-বতার। ৩ (ভা ৩।২৪।২০) ব্রহ্মা। ৪ (ভা ৫।১৬।২৬) সুমেরুর মূল-দেশস্থিত পর্বত। ৫ (সিন্ধু ৩।২। ১২৭) প্রাণ—জী। ৬ (গাভা ১৪) পরমাত্মা—জী। ৭ (ভাবনা ২০।৪৮) পাদকটক। ৮ (ভা ১২। ১২।৩৭) জ্ঞানী। ৯ (ভা ১১।২৯। ৩) সারাসার-বিবেক-চতুর। ১০ (ভা ১২ ৮।৪১) শুক্ল অবতার। ১১ (ভা ১১।১৭।৯) শুদ্ধ। ১২ (লনা ৯।১) পরম-ভাগবত। ১৩ (ভা ৫। ১৩।১৭) ব্রাহ্মণ—স্বামী। ১৪ (ভা ৫।৭।১৪) জীব। ১৫ (লী ১৯) লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার। ১৬ (বৃভা ২।৫।১৭৮) যোগাভ্যাস-নিষ্ঠ। ১৭ (আচ ১৫।২৩৮) সূর্য। ১৮ (সুধা ৩৪) মনোহর। ১৯ (হ ২০।২৫০) মনোরম, বিচিত্র-শেখর-যুক্ত ও ষোড়শাস্র প্রাসাদ। ২০ (সিন্ধু ২।৪।২৯) জীবাত্মা। ২১ (ভা ৩।১২।৪৩) জ্ঞানাভ্যাস-নিষ্ঠ সন্ন্যাসী। **-ক** (গোলী ১৬।২৬) রাজহংস, ২ পরমহংস, যোগিবিশেষ। ৩ পাদকটক। (কৃগ ২২৬) চরণ-ভূষণ; স্থূলাকৃতি, চতুষ্কোণযুক্ত যে পুষ্পনির্মিত, চতুর্ধারাযুক্ত ও লম্বায়মান স্তবক—যাহার দুই পার্শ্বে আবার পুষ্পময় গুচ্ছ বিরাজ করে, তাহাকে 'হংসক' বলে। **-কেতু** (বিজয় ৮৪।৩২) প্রদ্যুম্ন ও প্রভাবতীর পুত্র। **-গদ্গদা**—মধুর-ভাষিণী নারী। **-কেলি** (কৃষ্ণা ১১৬) ব্রজে প্রসিদ্ধ খাদ্যবিশেষ; প্রস্তুতি-প্রণালী—কলাই-বাটা, আদা, লবণ, হিঙ্গ, কাঁচা জিরার গুঁড়া একত্র করিয়া লাড়ু পাকাইয়া ঘৃতে ভাজিবে। **-গঞ্জন** (কৃগ পরি ১২৭) শ্রীকৃষ্ণের নূপুর। **-গুহ্য** (ভা ৬।৪।২২) প্রাচেতস দক্ষ-কর্তৃক শ্রীহরির উদ্দেশে উচ্চারিত স্তব। **-তূলিকা** (বৃভা ২।৪।৬৪) তূলি-বিশেষ। **-দাহন**—অগুরুচন্দন। **-নন্দিনী** (লনা ৪।২৪) যমুনা। **-নাদ** (রত্না ৫।২৯৬৮) তালবিশেষ। **-নাদিনী**—নারীবিশেষ। 'গজেন্দ্র-গমনা তন্বী কোকিলালাপ-সংযুতা। নিতম্বে গুর্বিণী যা স্যাৎ সা স্মৃতা হংসনাদিনী'। **-পতি** (লনা ৪।২২) হংসশ্রেষ্ঠ। ২ পরমহংস-গণের পালক শ্রীকৃষ্ণ। **-পাদ**—হিঙ্গুল। **-মালা** (ছ ২।১৭) সপ্তাক্ষর-পাদক ছন্দো-বিশেষ। [২ শ্রেণীবদ্ধ হংসসমূহ, ৩ কাদম্ব-হংস]। **-রথ** (গোবি ৮৫) ব্রহ্মা। **-লীল** (আচ ২০।৪৯) তাল-বিশেষ। **-লোহক**—পিত্তল ধাতু। **-বাহন** (ভা ৭।৩।১৬) ব্রহ্মা। **-শরণ** (ভা ৪।২৯।৫৬) জীবাশ্রয় ঈশ্বর—স্বামী। **-সীতা** (রাধা ৬৩) শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তির অন্যতমা।

হংসাস্য (আচ ২০।৩৯) হস্তকভেদ; তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠার অগ্রভাগ মিলিত হইয়া অন্য অঙ্গুলীদ্বয়

অসংমিলিত ও উর্দ্ধদিকে থাকিলে 'হংসাস্য' নামক হস্তক-নৃত্য হয়। [নাট্যশাস্ত্রে ৯।৯৮] "তর্জনী মধ্যমাঙ্গুষ্ঠা গিলিতাগ্রা পরে পুনঃ। অঙ্গুলী বিরলে চোর্দ্ধে হংসাস্যো হস্তকস্তু সঃ॥" ২ হংসের বদন—বি।

হংসী (ছ পরি ১৪) দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ দ্বাবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ৩ (চরিত ৪) শ্রীকৃষ্ণের ধেনু।

হংসোত্তম (গোবি ২৬) জ্ঞানিভক্ত, ২ শ্রেষ্ঠ কাদম্ব—বল।

হংহো (চৈনা ৩।২১) [ব্য] সম্বোধনে, ২ আশ্চর্যে। ৩ দর্পে, ৪ দম্ভে, ৫ প্রশ্নে।

হঞ্জে [ব্য] নীচের প্রতি সম্বোধনে।

হট্ট—ক্রয়বিক্রয়স্থান, হাট। **-বিলাসিনী**—হরিদ্রা, ২ গন্ধদ্রব্যভেদ।

হঠ (গোচ পূর্ব ২।১৩৮) বলাৎকার। ২ (গোবি ১১৭) আগ্রহ। **-পর্ণী**—শৈবাল, ২ কুম্ভিকা।

হঠী (মালা গীত ১৪।২) সাগ্রহ। [২ পানা, বারিপর্ণী]।

হড্ড—অস্থি। -জ—অস্থিসার, মজ্জা।

হণ্ডী (গোবি ৪৮) ভাণ্ড।

হণ্ডে (বিনা ৫।৩৬) নীচ ব্যক্তির প্রতি সম্বোধনে।

হত (ভা ১।১৮।৪৭) তাড়িত। ২ (বৃভা ২।৭।১২৪) অপগত, ৩ নাশিত। ৪ (ভা ৩।১৯।৮) জ্ঞাত—স্বামী। ৫ (ভগ ৫৭) প্রতিবন্ধ। **-ক** (বিনা ৪।৩৭) মন্দভাগ্য। ২ (পদ্যা ১৪৭) নীচ ব্যক্তি। ৩ (উ ৫।৭৩) কুৎসিত। ৪ জীবন্মৃত—বি। ৫ (উ ১০।১০৪) সুখ-নাশক—[বিষ্ণু]। **-রুচি** (গৌকৃ ৬।৬) ম্লানকান্তি। **-বৃত্ততা** (অকৌ ১০।২৫) ছন্দোগত-বৈরূপ্য-জনিত বাক্যদোষ। আবার রসের প্রতিকূল বৃত্ত হইলেও হতবৃত্ততা দোষ ঘটে। পজ ঝটিকাদি ছন্দঃ শৃঙ্গার ও করুণ রসে বিরুদ্ধ, কিন্তু হাস্য ও শান্তাদিতে অনুকূল। **-ব্রতা** (ভা ১০।৬২।২৫) স্খলিত-কন্যানিয়মা—সনা। **-হনন** (রত্ন ৫।৬) মৃতের মারণ।

হতাংহাঃ (ভা ১০।৮৩।২) বিনষ্ট-প্রারব্ধাদি-পাপ—সনা। ২ গতক্লেশ।

হতারি-গতিদায়ক (সিন্ধু ২।১।১০৪) নিহত শত্রুগণকে যিনি গতি (মুক্তি, কখনও বা ভক্তিও) দান করেন। অন্যান্য ভগবৎস্বরূপে মুক্তিদান-প্রসঙ্গ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু ইহা অদ্ভুত ভক্তিদায়কত্ব-রূপেই বিকশিত।

হতাশ (মালা গোবর্দ্ধন ১২) অনুদ্দিষ্ট-দিক্। [২ আশাশূন্য, ৩ নির্দয়, ৪ পিশুন, ৫ বন্ধ্য]।

হতি (গোপা ৩৮) বধ। ২ পীড়া, ৩ (বৃ ১৩।৫১) আঘাত, ৪ অপ-কর্ষ। ৫ নাশ। **-কারক** (আচ ৪।২৭) ঘাতক। **হতৌজাঃ** (ভা ৩।২৫।১৮) ক্ষীণবল।

হদন (হরি ৩।৩৩) পুরীষত্যাগ।

হন (হরি ৫।২০০) [হন হিংসা-গত্যোঃ অচ্] হিংসা, ২ গমন।

হনন (ভা ১০।৪৪।৩৩) মারণ, ২ আশ্রয়ণ—জী। ৩ (ভা ১০।৭৮।৫) প্রাপণ—জী।

হনিষ্যমাণ (আচ ১০।৯) গমিষ্যমাণ, ২ নাশনীয়।

হনু, হনূ (ভা ৬।১২।৪) কপোল-প্রান্ত। [২ অস্ত্রভেদ, ৩ রোগ, ৪ মৃতি]।

হনুক (হ ১৮।৪৬) কর্ণপার্শ্ব হইতে কপোল পর্যন্ত ভাগ।

হনুমদ্ভাষ্য (সি ৬।৩) শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ।

হনুমান্ (ভা ২।৭।৪৫) অঞ্জনা-গর্ভে পবন-তনয়। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয়ে প্রধান সহায়। কিম্পুরুষবর্ষে শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য-সেবারত।

হন্ত [ব্য] খেদে, ২ হর্ষে। ৩ অনুকম্পায়, ৪ বিষাদে, ৫ বাক্যারম্ভে, ৬ আর্ত্তিতে, ৭ বাদে, ৮ সম্ভ্রমে। **-কার** (হ ৯।২৯২) অতিথিকে দেয় ষোড়শগ্রাস তণ্ডুল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (২৯) লিখিত আছে যে যতি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যাচ্ঞা করিলে ভিক্ষাদি দিতে হয়। গ্রাস-প্রমাণ হইলে ভিক্ষা, গ্রাস-চতুষ্টয়কে অগ্র, অগ্র-চতুষ্টয়ে (১৬ গ্রাসে) হন্তকার। গৃহস্থ হন্তকার, অগ্র অথবা ভিক্ষাও যথা-শক্তি না দিয়া ভোজন করিবে না।

হন্তা (ভা ১০।৮।৮) মারক, ২ গমন-কারী, ৩ হিংসাশীল।

হন্তি (হরি ৫।৪৪০) [হন্+কর্ত্তরি ক্তি] আশীর্বাদার্থে হননকর্ত্তা।

হন্তু—[হন্+তুন্] মৃত্যু, ২ বৃষ।

হন্যমান (ভা ১।১৭।১) তাড্যমান—স্বামী।

হয়গ্রীব (ভা ১।১।১ টী) অশ্বশিরাঃ দধীচি, তিনি নারায়ণ-বর্ম-নামক ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক—জী। দধীচি মুনি বৈদ্যজাতি অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন জানিয়া ইন্দ্র তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতে প্রস্তুত হন। এই কথা জানিতে পারিয়া অশ্বিনী-দ্বয়ের পরামর্শে দধীচি মুনি অশ্বশিরে

ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন। ইন্দ্র তাঁহার মস্তক ছিন্ন করিলে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় গুরুদক্ষিণারূপে পূর্ব মস্তক যোজনা করিয়া দেন। ২ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে য-বর্ণের মূর্ত্তি। ৩ (ভা ৬।৬।৩০) কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব। কল্পান্তে ব্রহ্মার সুপ্তিকালে ইনি বেদ হরণ করিলে ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণে হয়গ্রীবকে বধ করিয়া বেদোদ্ধার করেন।

হয়মেধ-যাট্ (ভা ১।১৮।৪৫) অশ্বমেধযাজী—স্বামী।

হয়শিরা (ভা ৬।৬।৩৩) দানব বৈশ্বানরের কন্যা ও অসুর ক্রতুর স্ত্রী।

হয়শীর্ষ (ভা ৫।১৮।১) ভদ্রাশ্ববর্ষে বিহারী হয়গ্রীব ভগবান্।

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র (রত্ন ১৬২) বৈষ্ণব তন্ত্র। রাজসাহী বারেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি হইতে আদিকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মূর্ত্তি-পূজা, মঠপ্রতিষ্ঠাদির বিধি আছে।

হয়শীর্ষা (সভা ১।১৩৮) যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু ব্রহ্মকৃত যজ্ঞে হয়শীর্ষ-রূপে আবির্ভূত হন। বর্ণ—স্বর্ণসদৃশ, অঙ্গে বেদ ও বেদবিহিত যজ্ঞ বিরাজমান। তাঁহার শ্বাস-বায়ুতে বেদবাণীর আবির্ভাব হয়। যখন মধুকৈটভ দৈত্য বেদ অপহরণ করিল, তখন তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করত বেদানয়ন করেন।

হয়াস্য (ভা ১০।৬।২২) হয়গ্রীবাবতার।

হর (ভা ১২।২।২৩) সংহারকর্ত্তা দেবাদিদেব মহেশ্বর। ২ (গোভা ১।৫।২৮) [হরতি তত্ত্বানি লয়াভিমুখ্যং নয়তীতি] যিনি তত্ত্বসমুদয়কে লয়ের দিকে আকর্ষণ করেন—সেই পরমাত্মা শ্রীহরি। ৩ (সভা ১।৫৪) একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ৪ (হরি ১।৪০) অদর্শনমাত্রের হেতু, অন্য নাম—লোপ। ৫ (কৃগ পরি ৮০) শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পমাল্যাদি-রচনাকারী। ৬ (কৃগ ৫৯) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। **-কৃন্তন** (ছ ২।১৫১) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

হরণ (ভা ১০।৪৪।৩২) চৌর্য, ২ রক্ষণ—স্ত্রী। ৩ (ভা ১০।৫৪।২৫) প্রাপণ। ৪ (গোচ পূর্ব ৬।১৬) যৌতুক-দেয় দ্রব্যাদি। **°নর্ত্তন** (ছ পরি ৬৬) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

হরি (ভা ১০।৩০।২৮) সর্বমনোহর—সনা। ২ ভক্তজন-দুঃখহর্ত্তা—বি। ৩ (ভা ১০।১১।৪২) দুষ্টগণের প্রাণহর ও শিষ্টগণের মনোহারী। ৪ মুক্তিদানে অসুরেরও সর্বদুঃখ-নাশন—সনা। ৫ (গোভা ১।১।১) চন্দ্র, ৬ সূর্য, ৭ (মালা গীত ৩৫।২) ইন্দ্র, ৮ (মালা চৈ ১৩) সিংহ। ৯ (লী ২১) মন্বন্তরাবতার। ১০ (পদ্য ২৮১) বানর, ১১ (ভা ৮।১১।১৬) অশ্ব। ১২ (ছ পরি ৫১) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ১৩ (ভা ৫।৪।১১) ঋষভদেবের পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে জাত সন্তান—নব মহাযোগীন্দ্রের একতম। ১৪ (হরি ২।৩০) ইকারান্ত ও উকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ। অন্য সংজ্ঞা—ঘি, অগ্নি। ১৫ [ব্য] খেদার্থে। ১৬ (ভা ১০।২০।১১) নীলবর্ণ। ১৭ (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঙ-বর্ণের মূর্ত্তি। [১৮ সর্প, ১৯ বায়ু, ২০ ভেক, ২১ শুকপক্ষী, ২২ যম, ২৩ হর, ২৪ ব্রহ্ম, ২৫ কিরণ, ২৬ ময়ূর, ২৭ কোকিল, ২৮ হংস, ২৯ অগ্নি, ৩০ পীত]। **-কমল** (হরি ১।২১) বর্গীয় প্রথম বর্ণ—ক চ ট ত প। ২ শ্রীহরির হস্তস্থিত লীলাপদ্ম। **-কেশ** (কৃগ ৫৯) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ২ (ভা ৯।২৪।৪২) চন্দ্রবংশ্য শ্যামকের পুত্র। **-খড়্গ** (হরি ১।২২) বর্গীয় দ্বিতীয় বর্ণ—খ, ছ, ঠ, থ, ফ। ২ নন্দক। **-গদা** (হরি ১।২৩) বর্গীয় তৃতীয় বর্ণ—গ, জ, ড, দ, ব। ২ কৌমুদকী। **-গিরি** (গোচ উত্তর ৩৭।১৮৯) গোবর্দ্ধন। **-গোত্র** (হরি ১।২৮) শ ষ স হ; অপর নাম—শল্, উষ্মন্। ২ প্রদ্যুম্ন সাম্বাদি। **-গ্রাবা** (মালা প্রেম ২৯) ইন্দ্রনীলমণি-পট্ট। **-ঘোষ** (হরি ১।২৭) বর্গীয় চতুর্থ বর্ণ—ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ। অন্য নাম—ঝষ্, ঝভ্। **-চক্র** (ভা ৫।১৩।১৬) সিংহ-সমূহ, ২ কালচক্র—স্বামী। **-চন্দন** (আরা ১২) দেবতরু। ২ (আচ ২২।৪) পারিজাত-ভেদ। [৩ শ্বেত চন্দন, ৪ জ্যোৎস্না, ৫ কুঙ্কুম, ৬ পদ্মকেশর, ৭ সুন্দরাঙ্গ]। **-চরণ** (অকো ১০।১৫) আকাশ।

হরিণপ্লুতা (ছ পরি ৫৫) অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। ২ (ছ ৩।৩) অর্দ্ধসমপাদ ছন্দোভেদ।

হরিণাক্রীড়ন (ভা ১০।১৮।২১ টী) শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত ক্রীড়াবিশেষ। দুইজন করিয়া বালক নির্দিষ্ট স্থানে প্লুত গতিতে যাইবে; যে সর্বপ্রথমতঃ নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে পারে,

তাহারই জয় হইবে। বিজেতা পরাজিতের স্কন্ধে চাপিয়া ঐ নির্দিষ্ট স্থানে আবার যাইবে।

হরিণাঙ্ক (আচ ২০।১৩১) চন্দ্র।

হরিণী (কৃগ ২৪৩) বিশাখার যূথে পঞ্চমী সখী। ২ (হরি ৭।২২৯) হরিদ্বর্ণা। ৩ (ভা ৮।১।৩০) চতুর্থ তামস মন্বন্তরে আবির্ভূত হরির মাতা ও হরিমেধার পত্নী। ৪ (চরিত ৪) শ্রীকৃষ্ণের ধেনু। ৫ (বিনা ২।৫৩) মৃগী, ৬ গৌরী বা হরিণাক্ষী শ্রীরাধা। ৭ (ছ ২।১৪০) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [৮ স্বর্ণপ্রতিমা, ৯ স্বর্ণযূথী, ১০ তরুণী, ১১ বরস্ত্রী]।

হরিত (ভা ৮।১৩।২৮) দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্রসাবর্ণির কালে দেবতা। ২ (ভা ৯।৮।২) সূর্যবংশ্য রোহিতের পুত্র। [৩ সিংহ, ৪ হরিদ্বর্ণ]। -জম্ভ, -জম্ভা (হরি ৭।১৬৭) হরিদ্বর্ণ-দন্তবিশিষ্ট। ২ হরিদ্বর্ণ-ভোজী। -বর্চাঃ (ভা ৩।২২।৩০) হরিদ্বর্ণ। **হরিতা** (হ ৫।১১৬) শ্রীকৃষ্ণ-সারূপ্য। -তাল (উ ৯।৩৬) ধাতুবিশেষ। ২ হরির তাল [ঝম্প, চচ্চৎপুটাদি]। **হরিতালিকা ব্রত** (কৃকী ১১২) ভাদ্রী চতুর্থীতে চন্দ্র গুরুপত্নীকে হরণ করেন বলিয়া ঐ তিথিতে চন্দ্রদর্শন নিষিদ্ধ। নষ্টচন্দ্র-দর্শনে কলঙ্ক রটে বলিয়া প্রবাদ আছে। দৈবাৎ চন্দ্রদর্শনে নিম্নমন্ত্র পড়িয়া পূর্ব বা উত্তরমুখী হইয়া এক গণ্ডূষ জল পান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—'সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ। সুকুমারক! মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥' এ প্রসঙ্গে স্যমন্তকোপাখ্যানও শ্রোতব্য। -তিথি (কৃচ ১।৭।২০) একাদশী।

হরিতোপল (ভা ৩।৮।২৪) মরকত-মণি।

হরিৎ (ভা ১০।৪১।২১) মরকত মণি —স্বামী। ২ (ভাবনা ২।৬৫) দিক্। [৩ সূর্যাশ্ব ৪ সিংহ, ৫ সূর্য, ৬ বিষ্ণু, ৭ তৃণ]। **হরিত্বান্** (হরি ৭।৫৮) [হরিৎ+মতুপ্] হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট।

হরিদধিপ (গোচ পূর্ব ১৯।৭৬) দিগধিপতি। **হরিদশ্ব** (আচ ১। ১৪৯) সূর্য। [২ অর্কবৃক্ষ]। °দাস (বৃভা ২।৫।১৮৪) উদ্ধব। ২ (গৌগ ১৩৮) ব্রজলীলায় রক্তক। -দাসবর্য (বিন্দু ২৯) গোবর্দ্ধন পর্বত। -দিন (হ ১২।২, ২২) একাদশী ও দ্বাদশী [উপবাসদিন]। **হরিদেব** (বৃলী ১৩) মানসগঙ্গার দক্ষিণে গিরি-রাজের উপর বিরাজমান বিগ্রহ। [২ শ্রবণানক্ষত্র]। °দৈবত (ভা ৭।১৫।৫) প্রথমে শ্রীহরিতে নিবেদিত —স্বামী। **হরিদ্রত্ন** (গোচ পূর্ব ১৮।১৩৪) নীলমণি।

হরি-নাম (হ ১১।৪৮৩) শ্রীহরির যে কোনও নামই নিত্য জপ্য, ধ্যেয় ও গেয়। বহুধা পরমানন্দ ইচ্ছা করিলে বহুধা কীর্ত্তনীয়ও এই শ্রীহরিনাম। পদ্ম-পুরাণে[১] (স্বর্গখণ্ড ২৪।৬—৩৭) হরিনাম ও মহামন্ত্র সমার্থক এবং উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে[২] উত্তর খণ্ডে (৬।৩৮—৬৭) হরিনামে কর্ণ-শুদ্ধি, 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষরের উদ্ধার, হরিনাম-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ এবং হরিনাম-মন্ত্র-জপের বিধানও দেখা যাইতেছে। গোপীপ্রেমামৃতে একাদশ পটলেও অনুরূপ বচনাদি পাওয়া যায়। এস্থলে অনুকূল বচনসমূহ দেওয়া হইল।

১। হরিনাম-মহামন্ত্রৈর্নশ্যেৎ পাপ-পিশাচকঃ॥ ৬॥ হরেরগ্রে স্বরৈরুচ্চৈ-র্নৃত্যংস্তন্নামকৃন্নরঃ॥ ১৩॥ হরেঃ প্রদক্ষিণং কুর্বন্নুচ্চৈস্তন্নামকৃন্নরঃ। করতালাদি-সন্ধানং সুস্বরং কলশব্দি-তম্॥ ১৫॥ স্বয়ং নারায়ণো দেবঃ স্বনাম্নি জগতাং গুরুঃ। আত্মনো-ঽভ্যধিকাং শক্তিং স্থাপয়ামাস সুব্রতাঃ॥ ২৭॥ তস্মাদ্ধরৌ ভক্তিমান্ স্যাদ্ধরিনাম-পরায়ণঃ॥ ২৯॥ ইত্যাদি

২। 'দেহি মে হরিনামানি যদি তেঽনুগ্রহো ময়ি'॥৪৯॥ যত্ত্বয়া কীর্ত্তিতং নাথ! হরিনামেতি সংজ্ঞিতম্। মন্ত্রং ব্রহ্মপদং সিদ্ধিকরং তদ্বদ নো বিভো॥ ৫২॥ গ্রহণাদ্ যস্য মন্ত্রস্য দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। তদহং বোঽভি-ধাস্যামি মহাভাগবতো হ্যসি॥ ৫৪॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ৫৫॥ ইত্যষ্টশতকং নাম্নাং ত্রিকাল-কল্মষাপহম্॥ ৫৬॥ নাম-সংকীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে॥ ৫৭॥ ইতি মন্ত্রং প্রদায়ৈব তদা স ভগবান্ ক্রতুঃ। ৬৩॥ শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা শৈব এব বা। গাণপত্যো লভেৎ কর্ণশুদ্ধিং নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ ৬৪॥ অতঃপরং মহাবাহো! জপবিদ্যাং সমাহিতঃ॥ ৬৬॥ ভক্তিনম্রাত্মমতিমান্ বৃকো মনু জপন্ দ্বিজ! কালিন্দ্যাস্তটমাগত্য জজাপ পরমং মনুম্॥ ৬৭॥

৩। 'এতন্নামানি হর্ষেণ কীর্ত্তয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।' 'সর্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং

শ্রীহরিনামকম্'। ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনে॥ হরিনাম্নো জপাৎ সিদ্ধির্জপাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাদ্গানং ভবেচ্-ছ্রেয়ঃ গানাৎ পরতরং ন হি॥ হরি নাম-মহামন্ত্রঃ প্রেমভক্তিপ্রদো ভবেৎ॥ হরিনামকে অনেক সময় 'মহানাম'ও বলা হয়। এক্ষণে ইহাদের নিরুক্তি ও সার্থকতা দেখান হইতেছে। 'নামত্বাৎ কীর্ত্তনীয়ত্বং, জপ্যত্বান্মন্ত্রত্বম্। মাহাত্ম্যাতিশয়বত্ত্বাচ্চ মহত্ত্বমিতি যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্'॥

হরি-নীল (বৃ ১৬।২৬) ইন্দ্রনীলমণি; **হরিন্মণি** (বিনা ৪।২৮) মরকত। **°পুর** (স্তব ১৭।২৭) ইন্দ্ররাজধানী অমরাবতী। **-প্রিয়া** (বৃভা ২।৫। ১৯০) লক্ষ্মী, ২ রুক্মিণী। ৩ (ভচ ৩।৬) শ্রীগৌরপূজায় একাদশী পীঠশক্তি। [৪ তুলসী, ৫ পৃথিবী, ৬ দ্বাদশী তিথি]। **-বোধনী** (হ ১৬। ২১৯) কার্ত্তিক মাসের উত্থানৈকাদশী। **-ভক্তিচন, ভক্তিচুঞ্চু** (হরি ৭। ৮৫৮) হরিভক্তিদ্বারা খ্যাত। **-ভক্তি-সুধোদয়** (বৃভা ১।৪।৩৯ টী) নারদীয়পুরাণান্তর্গত বিংশতি-অধ্যায়-যুক্ত প্রকরণগ্রন্থ। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি বহু-বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। ধ্রুব, প্রহ্লাদাদির বিস্তারিত চরিত্র, অশ্বত্থ ও তুলসীর মাহাত্ম্য, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের বিবরণ ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রহ্লাদ-চরিত্রের অপূর্বতা এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, কেননা অষ্টম হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রহ্লাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। **-ভজন** (আচ ২।১০) শ্রীকৃষ্ণ-সেবনাসক্ত। **-মণি** (স্তব ২১।১২) ইন্দ্রনীলকান্তমণি। **-মনোহর** (কৃগ পরি ২০৩) শ্রীরাধার হার। **-মন্দির** (হ ৪।৫।২১৬—২১৭) নাসিকার তৃতীয়ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কেশপর্যন্ত বিস্তৃত, সুশোভন ও মধ্যে ছিদ্র-সমাযুক্ত, সেইরূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ই—'হরিমন্দির'। ইহার বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব এবং 'মধ্যদেশে শ্রীবিষ্ণু বিরাজ করেন। **-মিত্র** (হরি ১।২৭) য র ল ব—এই চারিবর্ণ। অপর সংজ্ঞা—যণ্, অন্তঃস্থ, যল্। ২ শ্রীনন্দাদি। **-মেধাঃ** (ভা ৮।১।৩০) চতুর্থ তামস মন্বন্তরে আবির্ভূত হরির পিতা। ২ (ভা ৩।৩২।১৬) সংসার-হারক ভগবানে মতিমান্। ৩ (মথুরা ১৭) হরিসেবা-বিষয়িণী-বুদ্ধিবিশিষ্ট। **-রায়** (চৈম শেষ ২।২৩৪) গোবর্দ্ধন-পর্বতোপরি বিরাজিত শ্রীবিগ্রহ। **-লীলা**—বোপদেব-কৃত নিবন্ধ। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুক্রমণিকা-বিশেষ। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ়তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রথমে ভাগবতার্থ ও তাহার হরিলীলা-ভিধায়িতা, প্রমাণ ও লক্ষণাদিসহ উপন্যাস করত দ্বাদশস্কন্ধের প্রথমস্কন্ধে বক্তা ও শ্রোতার নিরূপণ, দ্বিতীয়ে শ্রবণবিধি, তৃতীয়ে সর্গ, চতুর্থে বিসর্গ, পঞ্চমে স্থান, ষষ্ঠে পোষণ, সপ্তমে উতি, অষ্টমে মন্বন্তর, নবমে ঈশানু-কথা, দশমে নিরোধ, একাদশে মুক্তি ও দ্বাদশে আশ্রয় নিরূপিত হইয়াছে। **-বংশ** (প্রে ১৪ প) শ্রীহরিবংশ শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া জানা যায়—(ভক্তমাল ২০)। ইনি শ্রীহরিবাসরে প্রসাদী তাম্বূল গ্রহণ করার অপরাধে শ্রীগুরু-কর্ত্তৃক অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। পরে শ্রীরাধাবল্লভ-জিউর সেবা প্রকাশ করত স্বতন্ত্র-ভাবে সম্প্রদায় চালাইয়াছেন। ইঁহার শ্রীরাধাচরণে অনন্যনিষ্ঠা অতি-প্রশংসনীয়। [মহাবাণী, চৌরাশিজি প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ ইঁহার রচনা।] শ্রীরাধাবল্লভিগণ ইঁহাকে 'হিত-হরিবংশ' নামে অভিহিত করেন। **-বর্ষ** (ভা ৫।২।১৯) মহারাজ আগ্নীধ্রের ঔরসে ও পূর্বচিত্তির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (ভা ৫।১৬।৯) নিষধ ও হেমকূট পর্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। **-বল্লভ** (চৈচ মধ্য ১৪।৩০) শ্রীজগন্নাথের প্রাতর্ভোগ্য মিষ্ট সামগ্রী-বিশেষ। ইহাতে সাধারণতঃ মুড়্কি, সরপাপড়ি, মাখন, দধি, খোয়ামণ্ডা, কোরা, খণ্ডমণ্ডা, নাড়িয়া খুদি এবং ঋতু-উপযোগী ফলাদি নিবেদিত হয়। **-বল্লভা** (উ ৩। ১—৩) যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণতুল্য সুরম্যাঙ্গ ও সর্বসল্লক্ষণান্বিত ইত্যাদি গুণ এবং যাঁহারা সুবিশাল প্রেম ও মাধুর্যসম্পদের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত—তাঁহারাই 'কৃষ্ণবল্লভা'। ইঁহারা স্বকীয়া ও পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধা। আবার স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ-ভেদে চারিভেদও স্বীকৃত। (উ ৯।১)। [২ জয়া, ৩ তুলসী, ৪ লক্ষ্মী]। **-বাসর** (হ ১২।৩১৫) একাদশী। 'হরিবাসর', 'হরিদিন'

(হ ১২।২২) ইত্যাদি শব্দের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন প্রভু 'একাদশী' অর্থই লিখিয়াছেন—কিন্তু (হ ১৫।২৭৪) 'কৃষ্ণবাসর' শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণজন্মদিন' বলিয়াছেন; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে 'হরিবাসর' বা 'হরিদিন' শব্দগুলি একাদশী অর্থেই রূঢ়। কেহ যদি 'হরের্বাসরঃ' 'শ্রীহরির দিন' এইরূপ যৌগিক অর্থ করেন, তবে তিনি ভ্রমেই পতিত হইবেন। হরিবাসরের মান—৬৪ দণ্ড (হ ১২।৩১৫) সুতরাং সূর্যোদয়ের পূর্বেও চারিদণ্ড কাল একাদশী না থাকিলে তাহা বিদ্ধা বলিয়া ত্যাজ্যা হয়, কিন্তু একাদশী ভিন্ন অন্য তিথির (সম্পূর্ণা) মান ৬০ দণ্ড মাত্র, সুতরাং অরুণোদয়-বিদ্ধাত্যাগের কোনও প্রশ্নই নাই। শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ স্বকীয় 'প্রমেয়-রত্নাবলীতে' স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—'অরুণোদয়বিদ্ধস্ত সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ। জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্যোদয়-বিদ্ধং পরিত্যজেৎ॥' আবার (হ ১৩।২৫৭—২৫৯) বলিয়াছেন—একাদশীর অন্ত্য ও দ্বাদশীর প্রথম পাদকে 'হরিবাসর' বলে। এই হরিবাসরে কোনমতেই পারণ বিহিত নহে। পারণদিনে দ্বাদশী ৪৫ দণ্ডের অধিক হইলেও দ্বাদশীর প্রথমপাদ বর্জন করিয়াই পারণ বিধেয়। **-বাসর-নিত্যতা** (হ ১২।৪) শ্রীভগবত্তোষণ, বিধিদ্বারা প্রাপ্তি, ভোজন-নিষেধ এবং অকরণে প্রত্যবায় হয় বলিয়া একাদশীর নিত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। **-বাসরে নিরাহার** (ভক্তি ২৯৯) বৈষ্ণবের পক্ষে অনিবেদিত দ্রব্যভোজন নিত্য নিষিদ্ধহেতু মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই একাদশ্যা-দিতে নিরাহারত্ব। **-বাসর-সম্মান** (সিন্ধু ১।২।২০৯) শ্রীএকাদশীব্রতাদি —৬৪ ভক্ত্যঙ্গের একতম। **-বাহন** (হ ১০।২৪০) গরুড়। ২ (হব ১৩৪।৬) ইন্দ্র। **-বিলাস** (আচ ২০।৫০) সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত প্রবন্ধ-ভেদ। ইহার লক্ষণ—(বি) 'যত্রৈকখণ্ড উদ্‌গ্রাহস্তথৈব ধ্রুব-সংজ্ঞকঃ। রচিতাস্তপদাভোগঃ স স্যাদ্ধরিবিলাসকঃ॥' সঙ্গীতরত্নাকরে (৪।২৮৩) ইহার নাম—হরবিলাস। লক্ষণ—'পাদৈশ্চ বিরুদৈঃ পাটৈ স্তেনৈর্হরবিলাসকঃ' ইতি। **-বেণু** (হরি ১২৫) বর্গীয় পঞ্চমবর্ণ—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। **-শয়ন** (ভা ২।১০। ৬) প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি-নিমীলন—জী। **-শয়নাদি** (হ ১৫।৪৫—৪৬) আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতে যথাক্রমে শ্রীহরির শয়ন, পার্শ্বপরিবর্তন ও উত্থান হয়; বিশেষ এই যে অনুরাধার আদ্যপাদে শয়ন, শ্রবণার মধ্যপাদে পার্শ্বপরিবর্তন এবং রেবতীর অন্ত্যপাদে উত্থান হয়। যদি পাদ-যোগাদির অভাবই হয়, তথাপি দ্বাদশীতেই এই উৎসবাদি কর্তব্য। ব্রহ্মবৈবর্তে যে 'একাদশী' তিথিতেই ব্রতাদির বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহা কিন্তু একাদশী ও দ্বাদশীর অভেদাভিপ্রায়েই ধর্তব্য। এই শয়ন দ্বাদশীতে পারণ করিয়া বৈষ্ণবগণ তপ্তমুদ্রা ধারণ করিবেন। কদাচিৎ দ্বাদশীতেই উপবাসাদি বিহিত হইলে সেইদিনই শয়ন ও তপ্তমুদ্রাধারণাদি করিতে হইবে। তপ্তমুদ্রাধারণ—একান্তিতার জ্ঞাপক।

হরিশ্চন্দ্র (ভা ১০।৭২।২১) সূর্যবংশ্য ত্রিশঙ্কুর পুত্র। ইনি বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণাদানার্থ ভার্যা ও পুত্রাদিসহ সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া স্বয়ং চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেও নির্বেদগ্রস্ত না হওয়ায় অযোধ্যাবাসিগণের সহিত স্বর্গলাভ করেন। **°শ্মশ্রু** (ভা ৭।২।১৮) হিরণ্যাক্ষের ঔরসে ও ভানুর গর্ভে জাত অসুর। **-সদ্ম** (বৃভা ২।৫।৭৮ টী) শ্রীবৈকুণ্ঠলোক। **-হয়** (সিন্ধু ৩।২।২৯) সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাস। ২ (লনা ৪।২২) ইন্দ্র। **-হরি** [ব্য] হর্ষার্থে, ২ খেদে। **-হরিৎ** (ভাবনা ৫।৫০) পূর্বদিক্।

হরীতক (ছ ৮।১৮৪) হরিদ্বর্ণশাক বা শাকবিশেষ।

হর্ম্য (উ ১৪।১৫৫) ধনিদের বাসস্থান।

হর্যক্ষ (ভা ৪।২২।৫৩) পৃথুর ঔরসে ও অর্চির গর্ভে জাত পুত্র। ২ (গোচ পূর্ব ৩২।৪৩) সিংহ। ৩ (ভা ৩।১৮।১৮) হরিদ্বর্ণচক্ষুযুক্ত হিরণ্যাক্ষ—স্বামী। [৪ কুবের]।

হর্যগ (গোচ উত্তর ৩৭।১৪৮) হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ।

হর্যবন, হর্যবল (ভা ৯।১৭।১৭) চন্দ্রবংশ্য কৃতের পুত্র।

হর্যশ্ব (ভা ৯।৬।২৪) সূর্যবংশ্য দৃঢ়াশ্বের পুত্র। ২ (ভা ৯।৭।৪) অনরণ্যের পুত্র। ৩ (ভা ৯।১৩। ১৫) ধৃষ্টকেতুর পুত্র। ৪ (ভা ৮। ১৫।৫) ইন্দ্র—স্বামী। ৫ পীতবর্ণাশ্ব —বি। ৬ (ভা ৬।৫।১) প্রাচেতস দক্ষের ঔরসে ও পাঞ্চজনীর গর্ভে জাত অযুত-সংখ্যক সন্তান।

হর্ষ (ভা ৬।৬।১১) দ্রোণ বসুর ঔরসে ও অভিমতির গর্ভে জাত সন্তান। ২ (ভা ১০।৬১।১৬) শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী মিত্রবিন্দার গর্ভজ পুত্র। ৩ (সিন্ধু ২।৪।১৪৮) অভীষ্ট বস্তুর দর্শন বা লাভ হইতে জাত চিত্ত-প্রফুল্লতা। ইহাতে রোমাঞ্চ, স্বেদ, অশ্রু, মুখ-ফুল্লতা, আবেগ, উন্মাদ, জাড্য ও মোহাদি প্রকাশ পায়। [৪ কন্দর্প-পিতা]।

হর্ষয়িত্নু (হরি ৫।৩৭৩) [হৃষ—ণিচ্ +ইত্নু] স্বর্ণ। ২ পুত্র, ৩ হর্ষণ-শীল।

হর্ষা (ভচ ২।৯) মাতৃকান্যাসে ঠ-বর্ণের শক্তি।

হর্ষী (আচ ১৫।২৯৬) আনন্দময়।

হর্ষুল—[হৃষ্+উলচ্] মৃগ, ২ কামুক, ৩ হর্ষণশীল।

হল—লাঙ্গল। **-ধর** (ভা ১০।৬।২৩) শ্রীবলদেব। [২ কৃষক]। **-ধ্বজ**—শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রীবলদেবের রথ, অন্য নাম—তালধ্বজ। **হলন** (আচ ১২।৮০) কর্ষণ। **°ভৃৎ** (গোচ পূর্ব ৩৩।২১৯) বলদেব। [২ লাঙ্গল-ধারী]। **-মুখী** (ছ ২।২৯) নবাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। **-হলা** (আচ ১৪।১৫৭) হট্টাদিতে উত্থিত বহুল শব্দের অনুকরণ।

হলা [ব্য] নাটকে—সখীর প্রতি সম্বোধনে। [২ সখী, ৩ পৃথিবী, ৪ জল]।

হলায়ুধ (ভা ১০।৪৫।৪৩) বলদেব। ২ রত্নাবলী-নামক সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থকার। ব্রাহ্মণসর্বস্বও ইঁহারই প্রণীত। ইনি দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের সভায় বর্তমান ছিলেন।

হলাহল (তর ৮।২।৯২) দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত তীব্র মহাবিষ। [২ ব্রহ্মসর্প, ৩ অঞ্জনা, ৪ বুদ্ধভেদ]।

হলিপ্রিয় (গোলী ৮।৪৬) কদম্ব, ২ বলদেবের প্রিয়।

হলী (হলী ১০।১২) বলরাম। [২ কৃষক, ৩ লাঙ্গলীবৃক্ষ, ৪ হলসমূহ]।

হলীশা (হরি ৬।৩০৬) লাঙ্গল-দণ্ড।

হল্ (হরি ১।১৭, ৪৫) ব্যঞ্জনবর্ণ। হরিনামামৃতে ইহারা—বিষ্ণুজন।

হল্য—হলকর্ষণযোগ্য ক্ষেত্রাদি, ২ হলসম্বন্ধীয়।

হল্লক (গৌবি ৬০) রক্তসন্ধ্যক পুষ্প।

হল্লীশ (উ ১৩।২০) রাসনৃত্য।

হল্লীশক (গোলী ১২।৭৮), **হল্লী-সক** (গোলী ২২।৭) নারীগণের মণ্ডলীনৃত্য।

হব (হরি ৫।৪২৫) [হ্বেঞ্+ভাবে অল্] আহ্বান, ২ যজ্ঞ, ৩ হোম। ৪ আজ্ঞা।

হবিঃ-শেষ (ভা ৬।১৯।৮) উপহারা-বশিষ্ট—স্বামী। **-সংস্থা** (বিপু ৩।১১।২৩) অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাসী, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ় পশুবন্ধ ও সৌত্রামণী—এই সাতটি হবির্যাগ। **-সারা** (কৃগ ৪১) বাটুর পত্নী। শ্রীকৃষ্ণের মাতৃষ্বসা, নামান্তর—যশস্বিনী।

হবির্ঘ (ভা ১০।৪।৪০) ঘৃতাদি যজ্ঞীয়দ্রব্যপ্রদ—সনা।

হবির্দ্ধান (ভা ৪।২৪।৯) বিজিতাশ্বের পুত্র।

হবির্ধানী (ভা ১১।১৬।১৩) অগ্নি-হোত্র-ধেনু—স্বামী। ২ কামধেনু—বি।

হবির্ভূ (ভা ৪।১।২৯) পুলস্ত্য ঋষির পত্নী অগস্ত্যের মাতা।

হবিষীয় (হরি ৭।৭০৮) ঘৃত।

হবিষ্মতী (ভা ৯।১৫।২৪) কামধেনু—স্বামী।

হবিষ্মান্ (ভা ৮।১৩।২১) দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির কালে সপ্তর্ষির অন্যতম। ২ (ভা ৮।৫।৮) ষষ্ঠ মন্বন্তরীয় ঋষি।

হবিষ্য (ভা ১০।২২।১) হৈমন্তিক শ্বেতাতপ-তণ্ডুলাদি-সহিত দধিদুগ্ধ-ঘৃতাদি। ২ (হরি ৭।৭০৮) [হবিষে হিতং হবিষ্+যৎ] ঘৃত। **-দ্রব্য** (হ ১৩।১০—১৩) শুভ্রবর্ণ অসিদ্ধ হৈমন্তিক ধান্য, মুদ্গ, যব, তিল, কলায়, কঙ্গু (কাওন), নীবার (উড়িধান্য), বাস্তূক (বেতোশাক), হিলমোচিকা (হিঞ্চা), ষষ্টিকা (বাইটা ধান্য বা শাকবিশেষ), কাল-শাক, মূলক, কেঁউ ব্যতীত অন্যান্য কন্দ, সৈন্ধব ও সামুদ্র (লবণ), গব্য দধি ও গব্যঘৃত, অনুদ্ধৃত-সার দুগ্ধ, পনস (কাঁটাল), আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তেঁতুল, কদলী, লবলী (নোড়), আমলকী, গুড় ব্যতীত ইক্ষুদ্রব্য এবং অতৈল-পক দ্রব্যই হবিষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

হবিস্ (ভা ১১।১৬।২৮) চরুপুরো-ডাশাদি, ঘৃত। [২ হোম]।

হ বৈ (গোতা ১।৩) [ব্য] স্মরণে।

হব্য (রত্ন ৩।৮) হোমের দ্রব্য, ২ ঘৃত। ৩ (ভা ৭।১৫।২) দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদেয়—স্বামী। **-বহা** (হ ২।৫৮) অগ্নির কলাবিশেষ। **-বাট্** (ভা ১১।১৬।১৩), **হব্যাশ** (গৌকৃ ১০।১৮) অগ্নি, [২ চিত্রক-বৃক্ষ।

হস (নিবি ৬৫) হাস্য, ২ পরিহাস।

হসন্ (আচ ১৩।৮৮) প্রফুল্ল।

হসন্তী (গোচ পূর্ব ১৩।১০৫) অগ্নি-পাত্র। [২ মল্লিকা, ৩ শাকিনী-ভেদ]।

হসরুত (ছ ২।২১) অষ্টাক্ষর-পাদক ছন্দোভেদ।

হসিত (সিন্ধু ৪।১।১৮) স্মিতেই যদি দন্তাগ্রভাগ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা হয় —'হসিত'। ২ (অকৌ ৫।৫৮) নবযৌবন-গর্বজ বৃথা হাস্য। [৩ কৃতহাস্য]।

হস্ত (স্তব ৮।২২) কর, ২ রশ্মি, ৩ ছায়া। ৪ (ভা ১০।৪৩।৩) শুণ্ড। ৫ (ভা ৯।২৪।৪৯) বসুদেবের ঔরসে ও রোচনার গর্ভে জাত পুত্র। [৬ সমূহ, যথা কচহস্ত ; ৭ চব্বিশ-অঙ্গুলি-পরিমিত]। **হস্তক** (মালা ছ ৭) নৃত্যে হস্তচালন। **°গ্রাহ** (ভা ১০। ৬২।১৩) ভর্ত্তা। **-মাত্র** (হরি ৭। ৮৮৯) [হস্তং স্যান্নবেতি হস্ত+ মাত্রঃ] হস্তপ্রমাণ হয় কি না হয় [সংশয়ার্থে]। **-সূত্র**—বলয়।

হস্তামলক—করস্থিত আমলকীর ন্যায় অনায়াস-লভ্য পদার্থ। ২ শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্তগ্রন্থ।

হস্তাহস্তি (গোচ উত্তর ৫।২৯) হস্তে হস্তে প্রহারপূর্বক প্রবৃত্ত যুদ্ধ।

হস্তিগোপাল (গৌগ ১৯৬, ২০৬) ব্রজের 'হরিণী'।

হস্তিঘাত (হরি ৫।২৬০) [হস্তী—হন্+অণ্] বিষপ্রদানে হস্তিনাশন।

হস্তিঘ্ন (হরি ৫।২৬০) [হস্তিনং হন্তুং শক্ত ইত্যর্থে] হস্তিবধে সমর্থ মানব।

হস্তিদ্বার—শ্রীজগন্নাথমন্দিরের উত্তর দ্বার।

হস্তিনাপুর (ভা ৯।২০।২৯) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মীরাট হইতে ২২ মাইল দক্ষিণপূর্ব দিকে অবস্থিত প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট নগর। ইহা পাণ্ডবদের রাজধানী ছিল। জনমেজয়ের পৌত্র নিচক্ষু হস্তিনাপুর ধ্বংস হইলে রাজধানী কৌশাম্বীতে স্থাপন করেন। (ভা ১০।৬৮।৪২, ৫৪) শ্রীবলদেব হস্তিনাপুরকে লাঙ্গলাগ্রে আকর্ষণ করত গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করেন। তাহাতে মনে হয় যে তৎকালে গঙ্গা হস্তিনাপুরের অদূরেই প্রবাহিতা ছিলেন এবং শ্রীপরীক্ষিতের প্রায়োপ-বেশন-স্থানটিও 'শুকতলাউ' বা 'শুকরতলে' ছিল।

হস্তিবর্চস (হরি ৭।১০২) [হস্তিনো বর্চঃ] হস্তির তেজঃ।

হস্তী (ভা ৯।২১।২০) সোমবংশ্য বৃহৎক্ষত্রের পুত্র। [২ গজ]।

হস্তোদর (পদ্যা ৩৫০) হস্তের মধ্য-দেশ।

হস্তে [ব্য] স্বীকারে, যথা হস্তে কৃত্য কৃত্বা বা। [২ করে]।

হস্ত্য (হরি ৭।৮১২) [হস্তেন দীয়তে কার্যং বেতি যৎ] হস্তদ্বারা দেয় বা কার্য।

হস্ত্যুরস (হরি ৭।১২২) হস্তিনঃ উরঃ] হস্তি-প্রধান।

হহা (ভা ১২।১১।৩৫) গন্ধর্ব-বিশেষ।

হা [ব্য] বিষাদে, ২ শোকে, ৩ পীড়ায়, ৪ কুৎসায়।

হাঙ্গর—স্বনামখ্যাত জলজন্তু।

হাটক (গোলী ৩।৭৫) স্বর্ণ। ২ (ভা ৫।২৪।১৬) ধুস্তুর। [৩ দেশভেদ]। **-ক্ষেত্র** (হ ১৯।১৯) তীর্থ-বিশেষ। ২ গোদাবরী-তীরস্থ হাটকেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গের স্থান, বামন পুরাণে (৬২) ইহার ইতিবৃত্ত আছে। **-পট** (আচ ১১।৮) পীত-বসন শ্রীকৃষ্ণ। **-রস** (ভা ৫।২৪। ১৬) অতললোকস্থিত রসায়ন-বিশেষ।

হাটকী (ভা ৫।২৪।১৭) বিতলে অবস্থিতা হরগৌরীর বীর্যোৎপন্না নদী।

হাটকেশ্বর (হ ১৩।২৪) মহাভারত সভাপর্বের (২৭ অধ্যায়) মতে উন্দেশ বা হূনদেশ, যেস্থানে মানস-সরোবর বিরাজমান। ২ আমেদা-বাদের অন্তর্গত হাটকক্ষেত্রও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান (স্কন্দ° নাগর°)। ৩ (ভা ৫।২৪।১৭) বিতলবাসী মহাদেব।

হাণ্ডী (চৈভা আদি ৪।১০১) মৃদ্-ভাণ্ড, হাঁড়ী।

হান (রত্ন ৫।৯) ত্যাগ, বর্জন।

হানদ (আচ ১৫।২৩২) নাশক।

হানি (হরি ৫।৪৪১) [ওহাঙ্ গতৌ +ক্তি] গমন, ২ [ওহাক্ ত্যাগে+ ক্তি] ত্যাগ, ৩ ক্ষতি। ৪ (বৃভা ২।৪।১১৩) হ্রাস।

হাপিত (ভা ১০।২২।২২) ত্যাজিত —স্বামী। ২ দূরীকৃত।

হায় (হরি ৫।২১০) [ওহাক্ ত্যাগে +ণ] ত্যাগকারী।

হায়ন (আচ ৮।১) বৎসর। ইহার পাঁচটি সংজ্ঞা—সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর। [২ ব্রীহি, ৩ স্ত্রীলিঙ্গে—অগ্নিশিখা]।

হায়নাতীত (আচ ৮।১) ষড়্‌বর্ষ-বয়স্ক। ২ কালাতীত।

হায়নাপূরণী (ভা ১০।১৩।২৮) এক বৎসর-পূরণের অবশেষাংশ—স্বামী।

হার (স্তব ৮।৭৬) মনোহর, ২ (ভা

১০।৭।২) হরি-সম্বন্ধীয়, ৩ হরি-চরিত। ৪ (গোচ উত্তর ৩৭।১৫২) হরণ। ৫ (গোলী ২৩।৩) বিক্ষেপ। ৬ (ভা ১০।৩৫।৪) বলাকা—বি। ৭ (মাম ২।২) হর-সম্বন্ধীয়। ৮ (গোচ পূর্ব ২৮।৪) বাহক। [৯ মুক্তামালা, ১০ যুদ্ধ, ১১ ভাজক]। **-ক** (মালা হরি ৭) আকর্ষক। [২ চৌর, ৩ কিতব, ৪ গদ্যভেদ, ৫ বিজ্ঞান, ৬ ভাজকাঙ্ক, ৭ শাখোটক]। **-কণ্ঠী** (কৃগ ২৪৯) সুদেবীর যূথে সপ্তমী সখী। **-বন্ধ** (কাব্য ৯।৫) চিত্রকাব্যভেদ। **-হীরা** (কৃগ ২৪৯) সুদেবীর যূথে পঞ্চমী সখী। **-হূরা**—দ্রাক্ষা, ২ মদ্য।

হারাবলী (কৃগ পরি ১৩৯) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ও যূথেশ্বরী। [২ মুক্তাবলী, ৩ পুরুষোত্তম-কৃত অভিধান]।

হারিণী (আচ ১২।১০) হারবতী, ২ হরণকারিণী। ২ (ছ ২।১৪১) সপ্তদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

হারিদ্ররাগ (বিনা ৫।২৮) পীতাম্বরা-দিতে প্রণয়বান্। ২ অতিবিশ্রী ও শীঘ্রপরিবর্ত্তনশীল প্রণয়।

হারিহরিণ (ছ-টী ৭) দশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

হারী (আচ ৭।১৮০) মুগ্ধ, ২ (উস ৪০) মাল্যধারী। ৩ (মালা বুলী ৪) মনোহর। [৪ হারক]।

হারীত (গোলী ৭।২২) শুকপক্ষী। ২ (কৃগ ৫৯) শ্রীকৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। ৩ (ভা ৯।৭।১) ইক্ষ্বাকু-বংশ্য যৌবনাশ্বের পুত্র। ৪ (ভা ৯।১৬।৩৬) বিশ্বামিত্রের পুত্র, ঋষি। ৫ (ভা ১২।৭।৫) পৌরাণিক, রোমহর্ষণ সূতের শিষ্য। ৬ (আচ ১।১৭) আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক মুনি, ৭ হরিতাল পক্ষী।

হারীতক (লনা ৮।২০) হরিতাল পক্ষী ; ২ (হরি ৭।৮৪৬) হরীতকীর ভাব।

হার্দ (সভা ১।৩৩৪) অভিপ্রায়। ২ (মাম ১।১৫) প্রেম। ৩ (যো ৪১) অন্তর্যামিরূপে উপাস্যমান হৃদ্‌গত বাসুদেব—জী। ৪ (গোভা ৪।২।১৭) হৃদয়মন্দিরবাসী হরি। ৫ (ভা ১০।৫৮।১৭) স্নেহ—স্বামী। **-প্রসাদ** (সিন্ধু ১।৩।১৯) বাক্য বা দর্শন-জনিত প্রসাদ না হইয়া যাহা কেবল হৃদয়েই উদিত হয়, যেমন গর্ভস্থ শুকদেবের প্রতি স্মরণভক্তি-রূপা মহাপ্রসাদটি বাচিক বা দর্শন-জনিত নহে, সুতরাং হার্দই বলিতে হইবে।

হার্দিক্য (ভা ১০।৭৫।৬) হৃদিকের পুত্র কৃতবর্মা—সনা।

হালা (গোচ পূর্ব ৩৩।২১৯) মদিরা। ২ (হ ৭।৩৬৭ টী) মাধ্বী। [৩ তালজ রস, তাড়ি]।

হালাহল (বিপু ১।১৫।১৫৪) বিষ। 'হলাহলা নাম নদী হিমবত্যতি-দারুণা। যত্তু তত্তীর-সম্ভূতং বিষং হালাহলং স্মৃতম্'।

হালিক (হরি ৭।৫৬৮) [হল+ঠক্] হল-সম্বন্ধী, ২ হলী, কৃষক। ৩ (গোকৃ ৬।৫১) বলদেব।

হালেয় (ভা ১২।১।২৩) মগধের শূদ্র রাজা, অনিষ্টকর্মার অধস্তন।

হাব (উ ১১।৯) যে অবস্থায় নায়িকার গ্রীবার বক্রতা, ভ্রূনেত্রাদির বিকাশ এবং [নয়ন-চাঞ্চল্যমাত্র-সূচিত প্রথম-বিক্রিয়াজ] ভাব হইতেও কিঞ্চিৎ প্রকাশ অভিব্যক্ত হয়, তাহাকে 'হাব' বলে।

হাবির্ধানী (ভা ৪।২৪।৯) হবির্ধানের পুত্র।

হাস (ভা ৩।২৩।৩০) গর্ব—স্বামী। ২ (আচ ১৫।৬৬) প্রকাশ। ৩ (অকৌ ৫।৯) মধ্যম ব্যক্তির যে হাস্যে দশন-দ্যুতির বিকাশ হয়, গণ্ডপ্রান্তে প্রফুল্লতা এবং কণ্ঠে কিঞ্চিৎ কলস্বরতা প্রকাশ পায়—তাহাকে 'হাস' বলে।

হাসঙ্ক (কৃগ পরি ৩৭) শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক।

হাসরতি (সিন্ধু ২।৫।৫২) বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিবশতঃ যে চিত্ত-বিকাশ, তাহাকে 'হাস' বলে ; ইহাতে স্বীয় নেত্রের বিকাশ এবং নাসা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি-চেষ্টাজাত সুখবিশেষে ব্যাপ্ত এবং স্বয়ং সঙ্কোচ-স্বভাবা রতি-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত এই হাসই 'হাসরতি' হয়। আবার (সিন্ধু ৪।১।১৪) হাস্যভক্তিরসে স্থায়ী হাসরতি ছয় প্রকার—স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত ও অতিহসিত। প্রথম দুইটি মুনি ও সখীপ্রভৃতি লোকে, মধ্য দুইটি বৃদ্ধা ও দূতী প্রভৃতিতে এবং শেষ দুইটি বালকাদিতে প্রকাশ পায়। বিভাবনাদির বৈচিত্রীস্থলে কদাচিৎ ব্যভিচারও হয়।

হাসিকা [হস্+ণ্বুল্] হাস্য।

হাস্তিক (হরি ৭।৭৫০) হস্তির নিমিত্ত সংযোগ বা উৎপাত, চক্ষুস্পন্দনাদি। ২ (হরি ৭।৮৭) হস্তিসমূহ, ৩ হস্ত্যারোহ।

হাস্তিন (হরি ৭।৮৯১) [হস্ত্যন্ত প্রমাণমিতি হস্তিন্+অণ্] গজ-পরিমিত। ২ হস্তিনাপুর।

হাস্তিনপুর (ভা ১।১০।৭) [হস্তিনাপুর দ্রষ্টব্য]।

হাস্য (প্রীতি ৩৮৬) পরিহাস। ২ [হসন]। **-ভক্তিরস** (সিন্ধু ৪।১।৬) স্বোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হাসরস।

হাহা (হরি ২।২৯) দেবগন্ধর্ব-বিশেষ। ২ [ব্য] বিস্ময়ে, ৩ শোকে। **-কার**—যুদ্ধশব্দ, ২ শোকধ্বনি।

হিংসা (ভা ১১।২১।২৯) মাংস-ভক্ষণ,—স্বামী। ২ (মুক্তা ৫।৪) প্রাণ-বিয়োজক ব্যাপার। ৩ (ভা ৪।৮।৩) শঠতার গর্ভে জাতা লোভের কন্যা। ৪ (১১।২৫।৪,১০) দ্রোহ, শত্রুমারণাদি। ৫ বধ, ৬ চৌর্যাদি কর্ম]। **-জয়** (ভক্তি ২৩৭) কামাদিচেষ্টাশূন্যতা দ্বারা হিংসা জয় করিতে হয়। **-বিহার** (ভা ১১।২১।৩০) যে হিংসাদ্বারা ক্রীড়া করে।

হিংস্র (ভা ৭।১৫।৪৮) শ্যেনাদি কর্ম—স্বামী। ২ (হরি ৫।৩৫১) [হিংসি+র] হিংসাপর। [৩ চৌর, ৪ ভয়, ৪ ভীমসেন, ৬ হর]।

হিঙ্গু (ভা ৪।৬।১২) করঞ্জতুল্য বৃক্ষ-বিশেষ। [২ বংশপত্র]।

হিঙ্গুল—রক্তবর্ণ বর্ণকদ্রব্য-বিশেষ।

হিঙ্গুলা (কৃগ ৬২) শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। [২ বার্ত্তাকী, ৩ বৃহতী]।

হিড়িম্বা (ভা ৯।২২।৩১) ভীমসেনের পত্নী রাক্ষসী ও ঘটোৎকচের মাতা।

হিণ্ডুক (গোবি ১১৬) গমনকৃৎ।

হিণ্ডুৎ (মালা প্রেমেন্দু ১১) চঞ্চল।

হিণ্ডন (গোবি ৯) চালন। ২ ভ্রমণ, ৩ রমণ, ৪ লেখন।

হিণ্ডিত (গোলী ৮।৫৯). প্রেরিত।

হিণ্ডির (উস ১০৩) সমুদ্রফেন। [২ বার্ত্তাকু, ৩ পুরুষ।]

হিণ্ডীর (চৈকা ১৪।৩৯) সমুদ্র-ফেন।

হিত (মালা হরিকুসুম ৬) অনুবর্ত্তী। ২ (হরি ৫।৬৬) [ডুধাঞ্ ধারণ-পোষণয়োঃ+ক্ত] ধৃত, ৩ পুষ্ট। ৪ (গীতা ১৭।১৫) পরিণামে মঙ্গলকর ৫ (আচ ৭।৪১) পোষক, ৬ (আচ ২।১৭) বিহিত, ৭ (গোপা ৪) পথ্য, ৮ প্রাপ্ত, ৯ ধৃত। ১০ (সিন্ধু ৪।৫।৮) রৌদ্রভক্তিরসের আলম্বন। ইহা তিন প্রকার—অনবহিত, সাহসী ও ঈর্ষ্যু। **-পর** (আচ ১২।৮৫) উপকারক। **-প্রণী** [হিত-প্র-নী+ক্বিপ্] চার।

হিতি (ভা ১০।২৬।৫) চাসন---সনা। ২ ক্ষেপণ—বল।

হিত্য (চৈকা ১৯।৭৫) হিতজনক। হিতযোগ্য। ২ (আচ ৮।১৫৭) হিত।

হিন্দোল (বৃ ১৬।৬৩) ঝুলন। ২ (রত্না ৫।২৭৫১) রাগ-বিশেষ।

হিম—আকাশচ্যুত জলকণা, ২ শীতল স্পর্শ, ৩ ঋতুভেদ, ৪ চন্দন-বৃক্ষ, ৫ কর্পূর। **-কর** (হংস ১৪), **-ধাম** (মালা গীত ১৯), চন্দ্র। ২ কর্পূর। **-পয়ঃ** (অকৌ ৮।৩৬) শিশির। **-রুচি** (ভাব ৪।৪৩) চন্দ্র। **-বৎ-কন্যা** (গোচ উত্তর ১৬।৩৯) দুর্গা। **-বান্** (ভা ৪।২২।৫৮) হিমালয়, ২ হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ [মাউন্ট এভারেষ্ট]। **-বালুক** (ভা ১০।২৯।৪৫) কর্পূরবৎ বালুকাময় স্থান। **-বালুকা** (গোচ পূর্ব ২৪।২৮) কর্পূর। **-শ্রথ** (হরি ৫।৪১০) [হিম-শ্রন্থ মোচনে+ঘঞ্] চন্দ্র।

হিমাংশু (গোলী ৩।৬৪) কর্পূর।

হিমানী (হরি ৭।২২৮) হিম-সংহতি, বরফ।

হিমালয় (ভা ১।১৩।৩০) ভারতের উত্তর প্রান্তস্থিত পর্বতমালা। (ভা ৫।১৬।৯) ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণস্থ পর্বত। [২ শুক্ল খদির]। **-স্রৎ** (হরি ৭।১৯১) [হিমালয়াৎ স্রংসতে ইতি] গঙ্গা। **হিমাব্জ**—উৎপল।

হিমেলু (হরি ৭।৯৭১) [হিমং ন সহত ইতি হিম+এলু] হিমাসহিষ্ণু।

হিম্য (হরি ৭।৯৬৬) [বহুলং হিমমস্তীতি হিম+যপ্] প্রচুর হিম-যুক্ত [পর্বত]।

হিরণ [হৃ+ল্যুট্] রেতঃ, ২ স্বর্ণ, ৩ বরাটক।

হিরণ্ময় (ভা ৫।১৬।৮) ইলাবৃতের দক্ষিণে অবস্থিত জম্বু দ্বীপের অন্তর্গত বর্ষ-বিশেষ। ২ (ভা ১১।২৩।৪০) বিদ্যাশক্তি-প্রধান—স্বামী। ৩ স্বতন্ত্র, চিন্ময়—বি। ৪ (ভা ৫।২।২৯) মহারাজ আগ্নীধ্রের ঔরসে ও পূর্ব-চিত্তির গর্ভে জাত পুত্র। ৫ (হরি ৭।৫৪) [হিরণ্য+ময়ট্] স্বর্ণের বিকার, ৬ স্বর্ণনির্মিত। ৭ (সভা ১।৫২৫) চিদ্ঘন। ৮ (ভা ৫।৩।৩) তেজোময়, ৯ প্রকাশ-বহুল।

হিরণ্য (গৌগ ১৯২) পূর্বলীলায় যজ্ঞপত্নী, শ্রীহরিবাসরে ইঁহার নৈবেদ্য যাচ্ঞা করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু শৈশবে ভোজন করিয়াছেন। ২ (গোভা ১।১।২০ টী) চৈতন্য-জ্যোতিঃ। ৩ (গোলী ৪।১৫)

স্বর্ণ, ৪ (হব ১৷২৫৷১৯) রূপ্য। [৫ রেতঃ, ৬ দ্রব্য, ৭ বরাটক, ৮ অক্ষয়, ৯ ধুস্তূর]। -কশিপু (ভা ৩৷১৭৷১৮) কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে জাত দানব। ইনি স্বপুত্র প্রহ্লাদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করায় ভগবান্ স্ফটিক স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া নরসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া ইহাকে বধ করেন। -কেশ (ভা ৩৷১৮৷৬) কপিশ-কেশবান্—স্বামী। -গর্ভ (সভা ১৷৪৬) ব্রহ্মার স্থূলরূপ—ব্রহ্মলোকের সুখৈশ্বর্য্য-ভোগী—মহত্তত্ত্ব, ইহা একমাত্র পরমেশ্বরেরই দৃশ্য, দেবাদির অদৃশ্য—বল। ২ (চৈচ আদি ২৷৫১) ব্রহ্মা—সমষ্টি জীব। ৩ (চৈচ আদি ৫৷১০৬) গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু। ৪ (ভা ৫৷২০৷৪৪) সূর্য। ৫ (সুধা ২১) ত্রিপাদ্‌বিভূতি-নিবাসী বিষ্ণু। ৬ (সুধা ৫৭) [হিরণ্যেন জ্ঞানেন গীর্যতে বিষয়ঃ ক্রিয়ত ইতি] জ্ঞানগোচর। ৭ (ভা ৭৷৩ ৩২) গর্ভে সুবর্ণরূপ ব্রহ্মাণ্ড-ধারণকারী—স্বামী। -নাভ (ভা ১২৷৬৷ ৭৭) জৈমিনির শিষ্য সুকর্মার নিকট ইনি সামবেদ অধ্যয়ন করেন। ২ (ভা ৯৷১২৷৩) ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিধৃতির পুত্র। ইনি জৈমিনির শিষ্যত্ব পাইয়া যোগাচার্য হইলে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ইহার নিকট অধ্যাত্মযোগ শিক্ষা করেন। ৩ (সুধা ৩৪) সুবর্ণবৎ সুন্দর নাভিযুক্ত। [৪ মৈনাক পর্বত]। -পরিধি (ভা ১০৷২৩৷২২) ঈষদ্ রক্ত-পীত-পট্টবস্ত্রধারী—সনা। -ময় (গোভা ১৷১৷২০) জ্যোতির্ময়, ২ চিদ্‌ঘন—বল। -রেতাঃ (ভা ৫৷১৷২৫) প্রজাপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে ও বর্হিষ্মতীর গর্ভে জাত পুত্র। -রোমা (ভা ৮৷৫৷৩) পঞ্চম রৈবত মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম।

হিরণ্যব (হরি ৭৷৯৫১) [হিরণ্য +অস্ত্যর্থে ব] নিধি-বিশেষ। ০বর্ণ (হব ১৷১৷২৯) চিৎপ্রকাশরূপ—নীল। -ষ্ঠীব (ভা ৫৷২০৷৪) প্লক্ষদ্বীপস্থ পর্বত।

হিরণ্যাক্ষ (ভা ৩৷১৪৷২) কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে জাত দানব —বরাহদেবের হস্তে ইনি নিহিত হন। ২ (ভা ৯৷২৪৷৪২) যদুবংশ্য শ্যামকের পুত্র।

হিরণ্যাঙ্গী (ক্রগ ১০২৷১১০) 'মহাবসু'-নামক গোপ পুত্রেষ্টি-নামে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে উত্থিত চরু ভোজন করিয়া 'সুরঙ্গী' নামে হরিণী ইঁহাকে প্রসব করেন। ইনি স্বর্ণবর্ণা, ইঁহার দেহ নিখিল-সৌন্দর্যরাশির মন্দির-স্বরূপ। ইনি শ্রীরাধার প্রিয়সখী, প্রস্ফুটিত অপরাজিতপুষ্প-শ্রেণীর ন্যায় সুন্দর বস্ত্র পরিধান করেন। পিতা মহাবসু ইহাকে গর্গাচার্যের অনুরোধে বৃদ্ধ 'জরদ্‌গব'-নামক গোপকে পত্নীরূপে সম্প্রদান করেন।

হিরুক্ [ব্য] ভিন্নে, ২ মধ্যে। ৩ বিনা। ৪ সামীপ্যে, ৫ বর্জনে, [৬ অধম]।

হিল্লোল (গোবি ৯) তরঙ্গ। ২ (লনা ৪৷১৭) দোলন। [৩ রতিবন্ধভেদ]।

হিহি, হী [ব্য] হাস্যে, ২ আহ্লাদে ; ৩ বিস্ময়ে, ৪ দুঃখে, ৫ শোকে, ৬ হেতুতে।

হীন (বৃভা ১৷৪৷৭০) ত্যক্ত। ২ (বৃভা ১৷৫৷১১৫) পরম নীচ, ৩ ধর্মজ্ঞান-ভক্তিশূন্য। ৪ (ভা ৯৷১৭৷ ১৭) সোমবংশ্য সহদেবের পুত্র। [৫ উন, ৬ নিন্দ্য]। -পদতা (অকৌ ১০৷২৫) বাক্যের মধ্যে উপাদেয় পদের অপ্রয়োগকে 'হীনপদতা'-নামক বাক্যদোষ কহে। -বর্ণ (হ ১৩৷১৯৮) সঙ্কর জাতি।

হীনার্থাধিক-সাধক (লী ১৩) ধনহীনকে বা পরম পতিতকেও যিনি চতুর্বর্গ-ধিকারী প্রেম-মহাধনে ধনী করেন।

হীরক (ছ পরি ৬৯)অষ্টাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। [২ বজ্র, ৩ মণিভেদ]।

হীহী (গোলী ২৷৯) [ব্য] বিস্ময়ে, ২ হাস্যে।

হু (হরি ১৷৭৪) [ব্য] দূরাহ্বানাদি যত্নবিশেষ হইলে পরবাক্যের অন্তে সম্বোধন-পদের সংসার-সংজ্ঞক সর্বেশ্বরের 'মহাপুরুষ'-সংজ্ঞা হয়। যেমন 'তিষ্ঠ হরে হু' এই বাক্যের 'হরে' শব্দটি দূরাহ্বানাদি-জনিত যত্নবিশেষে উচ্চারিত হইয়াছে। 'হু' অব্যয়টি মহাপুরুষের চিহ্নসূচক।

হুত (ভা ১৷১৷৫) দেবোদ্দেশ্যে মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত, ২ তর্পিত, ৩ (চৈত ৮৷১৷১৩) নাম। ৪ (ভা ৭৷১৫৷৪৯) বৈশ্যদেব—স্বামী। ৫ (ভা ১১৷১৯৷২১) ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-মুখে ঘৃতপকান্ন-প্রক্ষেপ। -ভুক্ (সুধা ১০৭) চন্দ্র। ২ (গোচ পূর্ব ১৮৷ ৮৯) অগ্নি, [৩ চিত্রকবৃক্ষ]। -ভুক্‌প্রিয়া (মাম ৬৷৭৭) স্বাহা। -ভোজন (মাম ৬৷৫৯) অগ্নি।

হুম্ [ব্য] স্বীকারে। ২ স্মরণে, ৩

প্রশ্নে, ৪ অনুজ্ঞায়। ৫ নিবারণে।
হুলহুলী—স্ত্রীমুখোচ্চারিত মাঙ্গলিক উলুধ্বনি।
হুহু (ভা ৮।৪।৩) গন্ধর্ব। সরোবরে স্ত্রীক্রীড়ায় মত্ত হুহু ক্রীড়াচ্ছলে দেবল-ঋষির পাদ ধরিয়া আকর্ষণ করায় তাঁহার অভিশাপে গ্রাহত্ব-প্রাপ্তি করেন। পরে স্তুতি-তুষ্ট মুনি-কর্তৃক গজেন্দ্রমোক্ষণে উদ্ধার-বার্তা জ্ঞাপিত হয়। শ্রীহরিচক্রে উহার বদন বিদারিত হইলে পুনরায় গন্ধর্বদেহ প্রাপ্ত হন।
হূতি (উ ১৫।১৪৯) আহ্বান। ২ (ভা ৫।২০।৮) নাম—বি।
হূন (সাকৌ ৮।৭) ম্লেচ্ছবিশেষ।
হূম্ [ব্য] স্বীকারে। ২ প্রশ্নে, ৩ বিতর্কে, ৪ ক্রোধে, ৫ ভয়ে।
হূহূ (১২।১১।৩৬) গন্ধর্ব-বিশেষ।
হৃচ্ছয় (ভা ৭।৮।৫১) হৃদয়ে পোষিত স্বামী। ২ (ভা ৩।১৪।৮) কাম। ৩ মনোরথ।
হৃণীয়া (বিনা ২।৩১) লজ্জা, ২ ঘৃণা। ৩ (সিন্ধু ৪।৮।৭২) নিন্দা।
হৃৎ (বৃভা ২।১।১৪০) মন ; ২ (ভা ১০।৬।২২) বক্ষের অধোভাগ—সনা। ৩ জীবাধার পদ্ম—বি। ৪ (চৈত ১।১।১) সঙ্কল্প। ৫ [হৃ+ক্বিপ্‌ তুক্ চ] মনোহর। **-খগ** (যো ২৫) হৃদয়াকাশে গমনকারী। ২ হৃদাকাশ-বাসী। **-পতি** (ভা ১। ৩।৩৫) অন্তর্যামী। ৩ সর্ববুদ্ধির অগোচর—জী। **-পদ্ম** (লী ৬) অনাহত চক্র।· **-সার** (ভা ৭।৩।১৮) ধৈর্য।
হৃদয় (ভগ ৫১) মন। ২ (সিন্ধু (১।১।২৪) মূল, ৩ সূক্ষ্মরূপ। ৪ (পরম ৫৯) অন্তরিন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। ৫ (হ ৮।৩৫) [হৃৎ অয়ন্তে স্বভাবতঃ প্রাপ্নুবন্তীতি] বিষয় বা গৃহপুত্রাদি। ৬ (হ ১০। ১৯৮) অন্তরঙ্গ, ৭ সার বস্তু। ৮ (ভচ ১।১) [হৃদময়তে ব্যাপ্নোতীতি পচাদ্যচ্‌) হৃদ্‌ব্যাপী। ৯ (চৈত ৫। ৫।১৯) তত্ত্ব, তাৎপর্য। ১০ (গোচ উত্তর ১১।৪৭) অভিপ্রায়। ১১ (ভা ৬।২।১৭) সূক্ষ্মরূপ সংস্কার। **-গলপটী** (গোচ পূর্ব ২৬।৬৫) কঞ্চুলিকা বস্ত্র। **-গ্রন্থি** (ভক্তি ১৬) অহঙ্কার। [শঙ্কর-মতে—অবিদ্যা, কাম ও কর্ম]। ২ (ভা ৩।২৪।৪) চিজ্জড়ময় অহঙ্কাররূপ বন্ধন—স্বামী। **-গ্রন্থিচ্ছেদন** (ভক্তি ৬২) যে ব্যক্তি অতিশীঘ্র স্থূল-সূক্ষ্মদেহ-দ্বয়ের অতিরিক্ত জীবাত্মার দেহাহঙ্কার ছেদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে স্বরূপতঃ অন্য-কর্ম-পরিত্যাগে তন্ত্রোক্ত ও বেদোক্ত বিধির অনুসরণে আরাধ্যতম শ্রীহরির অর্চনই অবশ্য কর্তব্য। **-ঙ্গম** (ভা ১০।৬৫।১৬) চিত্তগ্রাহক—সনা। ২ হৃদয়ে প্রবেশ-পূর্বক তাহার দ্রাবক—জী। ৩ (ভা ৫।৩।২) সুখকর। ৪ (বিনা ৭।২০) মনোরম। ৫ (লনা ১০। ১৪) মনের গোপনীয় বস্তু। [৬ যুক্তিযুক্ত]। **-মন্ত্র** (হ ৫।২২৩) 'হৃদয়ায় নমঃ'। **-মোদন** (কৃগ পরি ১২৮) শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থ পদক, যাহাতে শ্রীরাধার মূর্তি প্রতিবিম্বিত হয়। **-বান্**, **হৃদয়ালু**, **হৃদয়িক**, **হৃদয়ী** (হরি ৭।৯৭০) প্রশস্ত-হৃদয়-বিশিষ্ট।
হৃদয়ানুবাদ (চৈচ অন্ত্য ১।১১৭) মনোভাব-কীর্তন।
হৃদয়াভিজাত (ভা ৫।৮।২৮) স্বপুত্র।
হৃদয়ালু (আচ ১৮।১৫০) সহৃদয়।
হৃদয়েন (আচ ১১।২৯৭) হৃদয়-নাথ।
হৃদয়েশ—ভর্তা।
হৃদয়েশয় (চৈকা ৩।৭৬) কাম। ২ (কর্ণা ৪২) হৃদয়ে শয়নকারী। ৩ হৃদয়েশ্বরের প্রাপ্তিকর মনোরাগ।
হৃদয্য (আচ ১৩।১১৮) হৃদয়োদ্ভব কাম।
হৃদরুঃ (আচ ১৭।১৪৭) মর্মব্রণ।
হৃদিক (ভা ৯।২৪।২৬) বৃষ্ণিবংশ্য স্বয়ম্ভোজের পুত্র। কৃতবর্মার পিতা।
হৃদিস্পৃক্ (ভা ১০।২৫।৩৩) অতি-প্রিয়—স্বামী। [২ মর্মস্পর্শী, দুঃখদ]।
হৃদীক (ভা ১।১৪।২৮) যদুবংশ্য স্বয়ংভোজের পুত্র ও কৃতবর্মার পিতা।
হৃদ্গত (গোবি ১৯) হৃদয়গ্রাহী।
হৃদ্ভাব (আচ ১৫।২৩১), **হৃদ্ভূ** (ভাবনা ৯।৫০) কাম।
হৃদ্য (ভগ ৭৮) মনোজ্ঞ। ২ (হরি ৭৬৯১) [হৃদ্+যৎ] প্রিয়, ৩ বশীকরণমন্ত্র। ৪ (গীগো ৪।২০) নিপুণ। ৫ (মাম ১।১৬) হৃদয়-স্থিত। ৬ (রতি ২।১৪) অভিপ্রায়। ৭ (গীতা ১৭।৮) হৃদয় ও উদরের হিতকর—বি। **-গন্ধ**—ক্ষুদ্রজীরক, ২ বিল্ববৃক্ষ। **-বেদী** (ভা ৩।১০। ২১) দীর্ঘানুসন্ধানশূন্য—স্বামী। ২ স্বপ্রিয়বস্তুর জ্ঞানসম্পন্ন—বি।
হৃদ্রুক্ (ভা ১০।৩২।১৩) মনঃপীড়া, ২ বিরহার্তি।
হৃদ্রোগ (চৈত ১০।৩৩।৪০) কামাদি দোষ। ২ প্রাকৃত কাম, ৩ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি-জনিত মনোব্যথা।
হৃদ্‌বাষ্প (গোচ পূর্ব ২১।১২) হৃত্তাপ।

হৃদ্বিকার (আচ ৮।১৯) কাম।
হৃদ্‌ব্রণ (লহরী ৮।২) মনোব্যথা।
হৃন্মন্ত্র (ভা ১১।২৭।২০) হৃদয়ায় নমঃ।
হৃন্মারুত (গোচ উত্তর ৪।২০) প্রাণ।
হৃল্লাস—হিক্কারোগ।
হৃল্লেখ—জ্ঞান, ২ তর্ক, ৩ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রভেদ। ৪ ঔৎসুক্য।
হৃষী (ভা ১০।২৯।১৩) তৃণবিশেষ, ২ রশ্মি—সনা।
হৃষীক (ভা ১০।১৪।৩৩) ইন্দ্রিয়।
হৃষীকেশ (সুধা ১৯) ব্রহ্মাদি সকলের ইন্দ্রিয়-সমূহের নিয়ামক। ২ (ভচ ২।৮) মাতৃকান্যাসে ঈ-বর্ণের মূর্ত্তি। ৩ (ভা ১০।৭১।২৩) [হৃষী= রশ্মি]-তুল্য যাঁহার কেশ—শ্রীকৃষ্ণ। ৪ (ভা ৩।২০।৫২) স্ববশেন্দ্রিয়। ৫ (ভা ১০।২৯।১৩) সর্বেন্দ্রিয়-বৃত্তিপ্রদ অতএব পরম উপকারী। ৬ হৃষী-নামক সূক্ষ্মদীর্ঘতৃণবৎ কেশবান্।
হৃষীকেশেন্দ্রিয় (ভা ৪।২৪।৩৬) মন —স্বামী।
হৃষীকেশ্বর (ভা ৫।১৮।১৯) সর্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা—বিষ্ণু।
হৃষ্ট (হরি ৫।৬০) [হৃষ্ তুষ্টৌ ক্ত] বিস্মিত, ২ প্রতিহত, ৩ রোমাঞ্চিত। **-রোমা** (গীতা ১১।১৪) পুলকিতাঙ্গ।
হৃষ্টি (আচ ১৫।২৫৩) আনন্দ।
হে, হেহে, হৈ, হো [ব্য] সম্বোধনে।
হেতি (ভা ৮।১০।২০) অসুর-বিশেষ। ২ (হরি ৫।৪৩৩) [হি গতিবৃদ্ধ্যোঃ +ক্তি] গমন, ৩ বৃদ্ধি, ৪ [হন্ হিংসাগত্যোঃ+ক্তি] অস্ত্রশস্ত্র, ৫ কিরণ, ৬ অগ্নিশিখা, ৭ অঙ্কুর। ৮ (ভা ৪।৫।২০) খড়্গ। ৯ (হ ১০। ১৮৩) কালচক্র। ১০ (ভা ২।৭। ৪৭) সাধন—স্বামী। **-রাজ** (হ ৫।২৭৫) সুদর্শন।
হেতু (ভা ১১।৭।১৯) লক্ষক—স্বামী। ২ (ভা ১১।১৯।২) ফল-সাধন, ৩ সাধন। ৪ (ভা ১২।৭। ১৭) দশপুরাণ লক্ষণের অন্যতম। অজ্ঞানবশতঃ কর্মকর্ত্তা জীব অদৃষ্ট-বশতঃ বিশ্বসর্গাদির 'হেতু'। কেহ ইহাকে 'অনুশয়ি-নিমিত্ত', কেহ 'অব্যাকৃত' বলেন। চৈতন্য-প্রাধান্যে অনুশয়ী এবং উপাধি-প্রাধান্যে 'অব্যাকৃত' বলা হয়—স্বামী। ৫ (ভা ১১।২৮।২৯) কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম। ৬ (ভা ১১।২৭।৫১) প্রযোজক—স্বামী। ৭ (শেষ ৪।৩১, সাকৌ ১১। ৬) কার্যের সহিত কারণের অভেদারোপ হইলে 'হেতু' অলঙ্কার হয়। ৮ (ভা ১০।৮৭।১৯) উপাদান—স্বামী। ৯ অন্তর্যামী। ১০ (হরি ৪।১৩, ১৩০) অন্য বিবক্ষা-রহিত ফলসিদ্ধি-বিষয়ে যোগ্য ব্যাপারই 'হেতু'। 'যদধীনা কর্ত্তুঃ প্রবৃত্তিঃ স হেতুঃ, কর্ত্রধীনং করণমিতি হেতু-করণয়োর্ভেদঃ।' **-কর্ত্তা** (হরি ৪।১৩) প্রযোজক কর্ত্তা, যাহা-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া অপরে কার্যসম্পাদন করে। **-ভেদে নাম** (সভা ১।৩৩৬) শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র বলিয়া 'বাসুদেব', মধুবংশে জাত বলিয়া 'মাধব', শ্রীযশোদা-কর্ত্তৃক উদরে দাম-বন্ধনহেতু 'দামোদর', শকটের অধঃস্থিত অক্ষে পুনর্জন্মলাভহেতু 'অধোক্ষজ', কেশিদৈত্য বধ করিয়া 'কেশব'—ইত্যাদি নামসমূহ হেতুভেদে শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। শ্রীনারায়ণে কিন্তু এই সকল নামের প্রবৃত্তির পৃথক্ কারণ আছে—বাসু= সর্বপ্রাণী তাঁহাতে অন্তর্যামিরূপে ক্রীড়া করেন বলিয়া 'বাসুদেব'। মা লক্ষ্মী, তাঁহার ধব পতি বলিয়া নারায়ণ 'মাধব'। দাম=কাঞ্চী, তদ্দ্বারা উদর শোভিত বলিয়া তিনি 'দামোদর'। অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সুখকে অধঃ তিরস্কৃত করেন বলিয়া তিনি 'অধোক্ষজ' এবং ক—ব্রহ্মা, ঈশ—শিব, এই দুই মূর্ত্তির পরিচালন করিয়া তিনি 'কেশব'। ['হেতুসাম্যে প্রবৃত্ত নাম' দ্রষ্টব্য]। **-মৎ** (গীতা ১৩।৫) যুক্তিযুক্ত। [২ কার্য]। **-বাদ** (মালা গোবর্দ্ধনোদ্ধার) শুষ্কতর্কোত্থাপন—বল। **-বাদী** (হ ১।৭১—৭২) হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে (১। ৫।২) উক্ত আছে যে জৈমিনি, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন (জৈন), কপিল ও অক্ষপাদ—এই ছয়জনকে 'হেতুবাদী' কহে, ইহাদের মতানু-যায়িগণও হেতুবাদী। **-সাম্যে নাম** (সভা ১।৩৩৬) দৈত্যারি, পুণ্ডরীকাক্ষ, শার্ঙ্গী, গরুড়বাহন, পীতাম্বর, চক্রপাণি, শ্রীবৎসাঙ্ক, চতুর্ভুজ প্রভৃতি নামাবলি তুল্যকারণে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণে প্রবৃত্ত হয়। ['হেতুভেদে নাম' দ্রষ্টব্য]। **-হতত্ব** (অকৌ ১০।৩৫) আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও হেতুর অপ্রয়োগস্থলে 'হেতুহতত্ব'-নামক অর্থদোষ ঘটে।
হেতুপন্যাস (ভক্তি ৮৪) কারণোল্লেখ।
হেতৌ [ব্য] যেহেতু।
হেত্ববধারণ (নাচ ২৭৫) কারণদ্বারা অর্থনিশ্চয় করাকে নাট্যশাস্ত্রে 'হেত্ববধারণ' বলে।

হেত্বাভাস (রত্ন ১।৮ টী) হেতুদোষ, বাস্তবিক হেতু নহে, অথচ হেতুর ন্যায় প্রতিভাসমান।

হেম (ভা ৯।২৩।৪) চন্দ্রবংশ্য কৃশদ্রথের পুত্র। [২ স্বর্ণ, ৩ ধুস্তুর, ৪ নাগকেশর, ৫ বুধগ্রহ]। **-কূট** (ভা ৫।১৭।৯) ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণস্থ পর্বত। **-গিরি** (চৈভা অন্ত্য ৯।২১০) সুমেরু পর্বত। **-চন্দ্র** (ভা ৯।২।৩৪) সূর্যবংশ্য বিশালের পুত্র। **-দণ্ডক** (গৌ ১।৫০) বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। **-নলিন** (ব্র ২৪) ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে তদীয় নাভি হইতে এক হেমপদ্মের উদয় হয়, তাহা ব্রহ্মার শয়ন বা জন্মস্থান, উহাই ব্রহ্মলোক। **-পুষ্প**—অশোকবৃক্ষ, ২ জবাপুষ্প, ৩ চম্পকবৃক্ষ। **-মঞ্জরী** (কৃগ পরি ১৮৪) শ্রীরাধাকিঙ্করী। **-মালী**—সূর্য, ২ অর্কবৃক্ষ। **-যুথী** (বিনা ৫।৩৪) স্বর্ণবর্ণ যুঁই ফুল। **-বতী** (গৌ ১।২১) বাঙ্গালা ছন্দোভেদ।

হেমাঙ্গ (সুধা ৯২) কনকবৎ স্পৃহনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট। [২ গরুড়, ৩ সিংহ, ৪ সুমেরু, ৫ ব্রহ্ম, ৬ চম্পকবৃক্ষ]।

হেমাঙ্গদ (ভা ৯।২৪।৪৯) বসুদেবের ঔরসে ও রোচনার গর্ভে জাত পুত্র।

হেমাদ্রি (স্তব ১।৩) সুমেরু। [২ চতুর্বর্গচিন্তামণি প্রভৃতি-গ্রন্থকৃৎ, বোপদেবের আশ্রয়-দাতা। ইনি মহারাষ্ট্রদেশে দেবগিরি রাজ্যে (১২৬০—১৩০৯ খৃঃ পর্যন্ত) মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। বোপদেব-কৃত মুক্তাফলটীকাটিও ইঁহারই নামে প্রচারিত।

হেয় (গোলী ৩।৭৮) ত্যাজ্য।

হেয়গুণ (রত্ন ৮।৬) পাপ্ম-জরাদি—বল। ২ (রত্ন ৬।৪৬) প্রকৃতিগুণ, কর্ম ও কর্মফল।

হেয়াংশযোগ (রত্ন ১।৬৩) মলমূত্র বা অস্থি-বল্কলাদির সম্ভাবনা।

হেরাপঞ্চমী—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচামন্দিরে বিজয় করিলে আষাঢ়ী শুক্লাপঞ্চমীতে (উৎকলমতে ষষ্ঠীতে) শ্রীলক্ষ্মীদেবী 'কোপ-প্রয়াণমহোৎসব' করিয়া প্রিয়ের উপরে সৈন্য সাজাইয়া আক্রমণ করেন—অচেতন রথকে এবং চেতন শ্রীজগন্নাথসেবককে তাড়ন, ভৎর্সন ও বন্ধনাদি লীলা করেন। জগন্নাথকে 'হেরিয়া' আসেন বলিয়া ইহা 'হেরা-পঞ্চমী', জগন্নাথকে হারাইয়া খুঁজিতে যান বলিয়া 'হারা' পঞ্চমী। শ্রীকবিকর্ণপূর (চৈনা ১০। ৬৫) ইহাকে 'হোরাপঞ্চমী' বলেন—হোরা অর্থে গমনই বোধ্য, লক্ষ্মী মন্দির হইতে বাহিরে যান বলিয়া 'হোরাপঞ্চমী'। লক্ষ্মীদেবী যমেশ্বর শিব ও দেবদাসীগণকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্রসরোবরের তীরে তীরে গুণ্ডিচা-মন্দিরের প্রথমদ্বারে উপস্থিত হন, তখন জগন্নাথের সেবকগণ ভোগ-মন্দিরের দ্বার বন্ধ করেন—ইহাতে লক্ষ্মী ক্রুদ্ধা হইয়া বাহিরে আসিয়া রথের একটি চাকা ভাঙ্গেন। পরে 'হেরাগোহিবী সাহীর' মধ্যে বিজয় করিলে তথায় তাঁহার ভোগ হয় এবং তদন্তে তিনি মন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হন। 'বাহুড়া' বিজয়ের (পুনর্যাত্রার) দিন রথ আসিয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইলে লক্ষ্মীদেবী পাল্কিতে করিয়া তথায় আসেন এবং জগন্নাথের প্রসাদী মালা গলদেশে পরিয়া 'বন্দাপনা' [তণ্ডুল, দূর্বা ও প্রদীপ-দ্বারা শ্রীজগন্নাথের আরাত্রিক] করিয়া রথ-পরিক্রমান্তে মন্দিরে আসেন।

হেলন (ভা ৬।২।১৪) অবজ্ঞা—স্বামী; ২ যত্ন-রাহিত্য—বি। ৩ (ভা ১০। ৫৭।১২) প্রাতিকূল্য—স্বামী।

হেলা (কৃষ্ণা ৪।১১) আন্দোলন। ২ (গোপা ১৮) অবজ্ঞা। ৩ (হ ৭।৩৬৭ টী) লীলা। ৪ (ভক্তি ১৭২) দ্বিবিধা—বুদ্ধি বা ইচ্ছাপূর্বিকা, ইহা অপরাধ; অবুদ্ধি-পূর্বিকা—ইহাদ্বারা ভক্ত্যাভাস হইতে পারে। ৫ (উ ১১।১১) শৃঙ্গার-ভাবজ্ঞা ক্রিয়া। যে অবস্থায় নায়িকাদের (গ্রীবার তির্যক্করণ ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশন-যুক্ত অন্তর-বিক্ষোভক) 'হাব' স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারেরই সূচনা করে, তাহাকে 'হেলা' বলে। (কিরণ ৮) ইহাতে কুচস্ফুরণ, পুলক-প্রকাশ, নীবীভ্রংশ, পরিধেয়স্খলনাদি হয়।

হেলালস (আচ ৭।২৩) খেলারস।

হেলি (গৌবি ১৮) সূর্য। [২ অর্কবৃক্ষ, ৩ অবজ্ঞা]। **হেলিত** (আচ ১।৫৯) অবজ্ঞাত, ২ হেলা লীলা। **°পুত্রী** (লনা ৭।৩১) যমুনা। **-বিম্ব** (বিনা ২।১১) সূর্য।

হেষা (গৌকৃ ৮।৫১), **হেষিত** (ভা ১০।৩৭।১) অশ্বধ্বনি।

হৈ (হরি ১।৭৬) [ব্য] সম্বোধনে।

হৈতুক (ভা ১১।১৮।২৯) কেবল তর্কনিষ্ঠ—স্বামী। ২ (হ ১২।২৩৮) শুষ্কতর্ক-পরায়ণ। ৩ (চৈনা ২।২৪) সকারণ, ৪ কার্য। ৫ (খ্যা ১০) হেতু-কল্পক নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক।

হৈম (গোলী ২।৬৩) হেম-নির্মিত। ২ (রতি ৫।৭০) হিম-সম্বন্ধীয়।

[৩ ভূনিম্ব]।

হৈমন (হরি ৭।৮০৩) [হেমন্তে দীয়তে, কার্য্যং বেতি হিম+অণ্] হেমন্তকালে দেয় বা কার্য। ২ হিমজাত। ৩ (উস ৫২) শীতল। ৪ (গোপা ৩৩) হেমন্ত।

হৈমন্ত (হরি ৭।৪৬৮) হেমন্ত ঋতুতে জাত। ২ হিমে জাত।

হৈমবতী (গৌকৃ ২।৩৬) পার্বতী। ২ (হরি ৭।৫৩৪) [হিমবতঃ প্রভবতীতি] হিমালয় হইতে প্রবাহিতা গঙ্গা।

হৈয়ঙ্গব (ভা ১০।৯।৬) গতদিনের দুগ্ধজাত নবনীত বা ঘৃত।

হৈয়ঙ্গবীন (হরি ৭।৮৭১) [হ্যো গোদোহস্য বিকার ইতি হ্যোগোদোহ+খ] নবনীত, ২ ঘৃত।

হৈর (বৃ ৩।৯৯) হীরা-নির্মিত।

হৈরণ্য (গোভা ৩।৩।৬) ব্রহ্মা। ২ (গোতা ১।১৮) স্বর্ণ-নির্মিত। ৩ হিরণ্যগর্ভ—জী।

হৈহয় (হ ১২।৩৭২) যদুবংশ্য শতজিতের পুত্র। (ভা ১০।৭৩। ২০) কার্ত্তবীর্য—ইনি চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ ছিলেন। পিতার কামধেনু হরণ করায় পরশুরাম-কর্ত্তৃক সপুত্র সম্রাট্ নিহত হন।

হোড় (হরি ৭।২০) [হোড্যতে গম্যতেঽনেনেতি করণে ঘঞ্] নৌকাবিশেষ।

হোড়া (হরি ৭।২৪১) চৌর।

হোতা (সি ১।৫) ঋগ্‌বেদী ঋত্বিক।

হোত্র (তত্ত্ব ১৪) ঋগ্বেদীয় ঋত্বিকের কর্ম। ২ হবিঃ, ৩ স্তুতি।

হোত্রক (ভা ৯।১৫।৩) চন্দ্রবংশ্য কাঞ্চনের পুত্র।

হোম (ভা ১০।৪৭।২৪) বৈষ্ণবাহুতি।

হোমাঙ্গন (আচ ১।১৫১) যজ্ঞভূমি।

হোরা (বিপূ ৪।১১।১৩) মেষাদি রাশির অর্দ্ধভাগ।

হোলাকা (মধু ।১২) বসন্তোৎসব। হোলিখেলা।

হৌতৃক (হরি ৭।৫৩১)] [হোতৃ+ ঠঞ্] হোতা হইতে লভ্য।

হৌত্র (হরি ৭।৬৪৮) হোতার ধর্ম।

হৌত্রায়ণি (হরি ৭।২৮৯) [হোতুর-পত্যং পুমান্ হৌত্রস্তস্যাপত্যম্] হোতার পৌত্র।

হ্নুত (গোচ পূর্ব ২১।১১) গোপ্য।

হ্যঃ [ব্য] গতকল্য।

হ্যস্ত, হ্যস্তন (হরি ৭।৪৩১) গতকল্য জাত।

হ্রদিনী (ভা ১০।২।১৯) নদী—স্বামী।

হ্রদোদর (আচ ৩।১৬) [হ্রদেষু উৎ-কর্ষেণ ইয়র্ত্তি গচ্ছতীতি] হ্রদসমূহে সুখে গমনাগমনকারী, ২ হ্রদবৎ উদর-বিশিষ্ট।

হ্রসিমা (হরি ৭।৮৩৭) [হ্রস্ব+ইমনি] হ্রস্বতা।

হ্রসিষ্ঠ (গোচ পূর্ব ৩০।৭৮) বামনতম।

হ্রস্ব (ভা ১২।৬।৩৮, হরি ১।৫) একমাত্রা-বিশিষ্ট লঘু বর্ণ—অ, ই, উ, ঋ, ৯। **-রোমা** (ভা ৯। ১৩।১৭) সূর্যবংশ্য স্বর্ণরোমার পুত্র।

হ্রাদ (ভা ৬।১৮।১৫) হিরণ্যকশিপুর দ্বিতীয় পুত্র। [২ শব্দ, ৩ শব্দকারী]।

হ্রাদিনী (গোচ পূর্ব ১৮।১৫১) বজ্র, ২ বিদ্যুৎ। ৩ (গোচ পূর্ব ৫।৪২) শব্দায়মানা। ৪ নদী।

হ্রী (শ্যা ২৬) বিকর্মে লজ্জা। অকর্মে জুগুপ্সা। ২ (ভা ৪।১।৫২) দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও ধর্মপ্রজাপতির পত্নী। পুত্র—প্রশ্রয়।

হ্রীণ (গোলী ১১।১৪৩), **হ্রীত** (হরি ৫।৩১) লজ্জিত।

হ্রীমান্ (সিন্ধু ২।১।১৪১) কন্দর্প-কেলিবিলাসাদি অন্যের অজ্ঞাত হইলেও জ্ঞাত হইয়াছে বলিয়া অথবা কেহ স্তব করিলে যিনি স্বীয় দুর্বোধ্য-স্বভাবে বা অধার্ষ্ট্য-প্রযুক্ত সঙ্কোচিত হন, তিনিই হ্রীমান্।

হ্রেপণ (গোচ উত্তর ৩৬।২৫) লজ্জা দেওয়া। **হ্রেপিত** (গোলী ১৫।৪১) লজ্জিত। **হ্রেষা**—অশ্বশব্দ।

হ্লন্ন (হরি ৫।৬৪) [হ্লাদী মুদে+ক্ত] আমোদিত।

হ্লাদকারী শক্তি (রাধা ৪৮) মনঃ-প্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী শক্তি।

হ্লাদিনী (রাধা ৪৯) ঈশ্বর আনন্দ-রূপ হইয়াও সম্বিৎশক্তির উৎকর্ষরূপ যে শক্তিদ্বারা সেই আহ্লাদকে নিজে ভোগ করেন এবং অপর সকলকে অনুভব করান, তাহাই হ্লাদিনী শক্তি। [২ বিদ্যুৎ, ৩ বজ্র]।

হ্বরক (হরি ৩।৫৪৮) অপবারক।

হ্বান [হ্বে+ল্যুট্] আহ্বান।

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্বেষাং বাঞ্ছিতা অর্থা ভবন্তুস্য চ পারণাৎ॥

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ-পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	৩।১৫	অক্ষবীথ	অক্ষবীথী
২২	১।১৮	অজ্‌তারূপ	অজাতরূপ
৩৩	২।২৬	অধি মন	অধি-গমন
৬৭	১।৩২	১৮।৯৯	৮।৯৯
১৩৭	২।৭	উ-দ্ধ	উদ্বুদ্ধ
১৪৭	২।৩	স ..	সঙ্গত
	২।৫	উপে	উপেন্দ্র
১৫৬	২।১০	অইঙ্কার	অহঙ্কার
১৭২	১।২১	কয়াধু	কয়াধু
—	২।১২	খুলা	খুলী
১৭৭	২।৩১	সখা	সখী
—	২।৩৩	বৈদগ্ধা	বৈদগ্ধী
১৯১	২।৩৬	গণ্ডুষ	গণ্ডূষ
১৯২	৩।৮	-জজ	-জ
১৯৩	৩।২৩	যুগৎ	যুগপৎ
২০৪	২।১৩	দুষ্মন্ত	শান্তনু
২১৬	১।১৬	কোশল	কৌশল
২১৭	৩।৩৬	স্বস্বযথেশ্বরীর	স্বস্বযূথেশ্বরীর
২১৯	৩।২৯	-বাদী	-ভঙ্গবাদী
২৩১	৩।১২	অর্ত্তিগভ্যাং	অর্ত্তিগৃভ্যাং
২৩৩	২।৩	গাড়	গাঢ়
২৩৬	২।৩৫	সদ্ধদেহা	প্রসিদ্ধদেহা
২৪৭	৩।২	গুঢ়	গুড়
২৬৪	৩।২৮	চর্ষনীন্দ্র	চর্ষণীন্দ্র
২৬৭	৩।২৫	ক্ষিণহস্তেদ	দক্ষিণহস্তে
২৭৫	৩।২৯	ব্যারহারিক	ব্যাবহারিক
২৮১	২।১৬	গীগো	কর্ণা
২৮৯	৩।২২	জাবোপাধি	জীবোপাধি
২৯৫	২।১৫	উচ্ছায়	উচ্ছ্রায়
৩০১	৩।৪	গ্রাস্ম	গ্রীষ্ম
৩০২	৩।২৮	তমোহভিসারিকা	তমোঽভিসারিকা
৩০৫	৩।২	নামক্ষর	নামাক্ষর
৩১১	২।২৩	তুলতীর	তুলসীর
৩১৬	১।৩১-৩৩	[সরক.... মধু] অংশটি ৩১৭।২।২৮ পংক্তিতে বসিবে।	
৩২০	৩।১৪	দুঃসংকল্প	দুঃসঙ্কল্প
৩২৫	১।১৪	শাল	শীল
৩৫১	২।১৮	ধর্মাবশিষ্ট	ধর্মবিশিষ্ট
৩৫৬	১।৬	পদ্মলা	পদ্মদলা
৩৭০	১।২৭	সুমুখা	সুমুখী
৩৭৪	২।২০	নি—ক+ঘঞ্	নি—কৃ+ঘঞ্
৩৮২	১।২৪	নিরুম্বয়	নিরম্বয়
৩৮৪	২।২৯	নিঘুষ্ট	নির্ঘুষ্ট
৪১০	২।৯	সাংখ্যচার্য	সাংখ্যাচার্য
৪১৫	৩।৪	যু+চ্	যুচ্
৪২৯	২।৩৪	জম্ভিত	জৃম্ভিত
৪৩৪	১।১৫	সবতো	সর্বতো
৪৩৮	২।২৭	চুরি	চূরি
৪৪৮	৩।১৫	পাত	পীত
৪৪৯	১।৯	মুষল	মুষল
—	২।৩	-পযায়	-পর্যায়
৪৫৯	৩।৩১	সুবীথা	সুবীথী
৪৬৪	২।১৬	-রূপ	°রূপ
৪৬৫	২।১৮	পৃথুলাক্ষ	পৃথুলাক্ষ
—	৩।৩৬	পৃশ্নির পৃষোদাদি	পৃশ্নি+পৃষোদরাদি
৪৭০	২।৬	বৃতি	কৃতি
৪৭৪	৩।২৫	পৃষ্ট	পৃষ্ঠ
৪৮৬	২।২২	ব্রজ্রনাভ	বজ্রনাভ
৪৯৫	১।২৩	প্রাঘুনিক	প্রাঘুণিক
—	৩।১৯	৪	ও
—	৩।২৬	কর্ণবিবর	কণবিবর
৪৯৬	২।২৬	ভোজন	ভোঁজন
৪৯৮	১।১৭	প্রভুতিক	প্রাভৃতিক
—	৩।১৪	দে তাক	দেবতাক
—	৩।১৬	সন	সনা।
৫০০	৩।৩৬	সর্বথ	সর্বথা

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ-পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১০	১।১৯	মন্থূর	মন্থুর
৫১৪	১।৩	পূত্র	পুত্র।
—	১।৯	বিষ্ণক্‌সেন	বিষ্বক্‌সেন
৫১৮	১।১	কেশা	কেশী
৫১৯	৩।২	তু	২
—	৩।২৯	পৃথুলাক্ষের	পৃথুলাক্ষের
৫২২	২।৮	স্ফরণই	স্ফুরণই
৫৩২	২।৪	ভক্তিণ	ভক্তি-
৫৩৭	২।২৯	হ্লাদিনাখ্য	হ্লাদিন্যাখ্য
৫৩৮	২।১৬	জ্ঞানির্পণে	জ্ঞানিগণে
৫৫০	১।১০	লালাবতার	লীলাবতার
৫৫২	১।১১	১০।১৯।৪	১০।২৯।৪
৫৫৯	২।৩০	ভাস	**ভাস**
৫৬৮	১।২২	ধনকোমলা	ধ-কোমলা
—	১।২৩	প-স্যাসা	ষ-স্যাসা
৫৭৪	৩।১৬	'মদন' শব্দ পৃথক্‌ প্যারায়	
৫৭৮	৩।২	'তিন' এর পূর্বে 'প্রতি পাদে' বসিবে।	
৫৮৪	৩।৮	মরুদ্বধা	মরুদ্বৃধা
৫৮৭	৩।১২,১৩	-কৃচ্ছু	-কৃচ্ছ্র
৬২৮	১।১২	আস	আচ
৬৪০	১।৩৬	ত্নারকর	রত্নাকর
৬৪৩	১।৪	রন্ধ	রন্ধ্র
৬৬২	১।২৮	পর্বত	পর্বতে
৬৮০	১।১	গীগে ৪।৪।১	গীগো ১।৪৪
৬৯১	২।২	বহির্দশ	বহির্দর্শ
৭০৮	১।৩৫	বিজম্ভণ	বিজৃম্ভণ
৭১৩	২।২৮	ব্রহ্মবাত্রি	ব্রহ্মরাত্রি
৭১৬	২।৩৬	বৈচস্মিন্‌ প্রাপ্লুতঃ	বৈকস্মিন্‌ প্রাপ্লুতঃ
৭২৩	১।২৩	বিবজের	বিরজের
৭৩১	৩।২৪	(১৬)	(১৪)
৭৪১	৩।১১	পূন-	পুন-
৭৪৭	২।২৪	স্পষ্টিকে	স্পৃষ্টিকে
৭৫৮	২।১৪	বিশেব	বিশেষে
৭৫৯	৩।৩৩	ব্যুপমিতি	ব্যুপমিতি

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ-পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৭১	১।১৪	কর্ণামতে	কর্ণামৃতে
৭৭২	৩।২২	শবালত	শবলিত
৭৭৫	১।২৪	রেণু	বেণু
৭৭৯	১।১২	পুরু	পূরু
৭৯০	২।৯	দর্শন	দশন
৭৯২	২।৩৬	জস্তা	জৃম্ভা
৭৯৭	২।৩৫	পণ্ডিত পূর্ব ;	পণ্ডিত ; পূর্ব
৭৯৯	১।২৯	সুমুখা	সুমুখী
৮০২	২।২৯-৩০	'শিক্ষা ঘ্রাণস্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্' ইতি যোজনীয়ম্।	
৮১৯	২।৬	সাঞ্চত	সঞ্চিত
৮২০	২।৯	-ক্বাত	-কৃতি
—	৩।২৭	সভ্রা	সত্রা
৮২৫	২।৩২	সাদ্বশেষ	সদ্বিশেষ
৮৩৯	৩।১	বায়ু	বায়ু
৮৪১	৩।৩	গ্র হনের	গ্রহণের
৮৪৭	১।৭	পদ্মতল্য	পদ্মতুল্য
—	১।১০	অশরীর	অশরীর বিষ্ণুর
—	৩।১৫	পরমেশ্বরী	পরমেশ্বর]
৮৪৯	১।২১	ব	বা
—	১।২৮	ভুত	ভূত
৮৫২	২।৯	সমস্রনাম	সহস্রনাম
৮৫৬	১।২৭	সাত্যকির	সত্যকের
৮৬০	১।৩৪	সমবেত্ত্বং	সমবেতত্বং
৮৭৩	২।১১	সুধ্বাত	সুধ্বতি
	৩।২১	য স্তেতি	যস্তেতি
৮৭৪	২।৩৬	সুপবা	সুপর্বা
৮৭৯	১।২৪	শ	শৃ
৮৮০	৩।২	দুজ্ঞেয়	দুর্জ্ঞেয়
৮৮১	১২	উধ্ব	ঊর্ধ্ব
৮৮৬	৩।৩১	বৃহচ্ছোকের	বৃহচ্ছ্লোকের
৯০৬	১।৩৫	শিরাদেশে	শিরোদেশে
৯১১	৩।১২	রেখেন	দেখেন
৯১২	১।১২	চিৎপুজ	চিৎপুঞ্জ

॥ অভিমত ॥

"...If in the western world a man like him (Haridas Das) would have contributed in such a degree to the national wealth of the country, he would be celebrated as a national hero and the nation would not allow him to see his work frustrated by lack of means to live and to publish..."

—Walther Eidlitz (Bergsland, Sweden)

"...'Gaudiya Vaishnava Sahitya' is a thorough compendium to guide both the students and scholars of Sanskrit and Bengali literature. The Sanskrit-Texts, Tikas and Bengali Translations have been prepared very carefully."

—Dr. E.G. Schulze (Sadananda)

"...The work is a monument of painstaking industry and scholarly thoroughness—and when published, is expected to prove a landmark in regulating and directing our studies in Vaishnavism."

—Dr. Srikumar Banerjee

"...বৈষ্ণব সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় যখনই কোনো ব্যাখ্যা বা বিতর্ক, সংশয় বা বিশেষ জিজ্ঞাসা দেখা দেয়, তখন পণ্ডিত হরিদাস দাস প্রণীত অভিধানখানি একবার দেখে নিলেই ছাত্র ও অধ্যাপকের কৌতূহল মেটে। শুধু তাই নয়, তাঁর এই বইখানি বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষকের পক্ষে অত্যাবশ্যক সামগ্রী এবং সামান্য অনুরাগীর পক্ষে উৎসাহবর্ধক।"

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৬৫—ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

"...সাহিত্য ও সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা ও প্রকাশ এবং প্রচারের জন্য পরলোকগত বৈষ্ণব চূড়ামণি হরিদাস দাস মহাশয় নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, এবং অনন্যসাধারণ বিদ্বত্তা, প্রতিভা, শ্রম ও ভাবশুদ্ধির সহিত, একক অক্লান্ত নিষ্ঠার সহিত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাদেশের বৈষ্ণব সাহিত্যের বহু অমূল্য নিধি যথাবশ্যক টীকা টিপ্পনী প্রভৃতির সংযোগে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য দেশ ও জাতি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ...এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই যে সর্বত্র এই মূল্যবান গ্রন্থের সমাদর হইবে ; এবং আমাদের দেশে প্রত্যেক কলেজ, উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় এবং ব্যক্তিগত পুস্তকসংগ্রহে এই বই থাকা অত্যাবশ্যক বলিয়া আমি মনে করি।

আমার ভূতপূর্ব ছাত্র স্বর্গত হরিদাস দাস মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ইতি ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ।।"

—ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"...সর্বকালের লোভনীয় বৈষ্ণবীয় মানবতার শুচিশুভ্র রূপটি একালেও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পূর্বাশ্রমে বাংলার পূর্বপ্রত্যন্তবাসী এক মেধাবী ব্রাহ্মণকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় শ্লাঘনীয় কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হইয়া ত্যাগপূত শিক্ষকতার দারিদ্র্যবরণ করেন। অত্যল্পকাল পাণ্ডিত্যপ্রভা ও চরিত্রমাধুর্যের প্রকটন করিয়া ইনি বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনিই সতত-চিন্তনীয়-চরিত্র হরিদাস দাস বাবাজী।

নিঃস্ব নিষ্কিঞ্চন নাম-ভজনরত মুণ্ডিতশীর্ষ এক বৈরাগী—সাধনজীবনের বহুলাংশ যাঁহার নানা তীর্থে গতাগতি, স্তুতি-প্রণতি, 'পীরিতি-আরতির' মধ্যে ব্যয়িত হইয়াছে। হরিবোল কুটীরের নিভৃত নিলয়ে চলিয়াছে অধ্যয়ননিরত মনীষীর জ্ঞানসাধনা। আটান্নটি বৎসর মাত্র দেহধারণ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছের ছেষট্টিখানি অমূল্য গ্রন্থের প্রণয়ন অথবা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

...বৈষ্ণবসাধনার মর্মকথা এবং বৈষ্ণব সাহিত্য ও শাস্ত্রের রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ছাত্র ও অধ্যাপক সমভাবে বাবাজী-মহোদয়ের গ্রন্থরাজি হইতে প্রেরণা লাভ করিবেন।"

১১ই পৌষ, ১৩৬৫ **শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী**

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস গ্রন্থাবলী

(পূর্বপ্রকাশিত ৭টি খণ্ডের বিবরণ)

১। **শ্রীভক্তিরামৃতসিন্ধুঃ**—শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসসাহিত্যের এ এক মহাবিশ্লেষণ-গ্রন্থ। শ্রীল হরিদাস দাস কৃত সংস্করণে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কৃত দুর্গম-সঙ্গমনী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাস গোস্বামী কৃত অর্থরত্নাল্পদীপিকা এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত ভক্তিসারপ্রদর্শনী—এই টীকাত্রয় এবং শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী কৃত টীকাত্রয়ের তাৎপর্যমিশ্রিত সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়েছে গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে সংযুক্ত হয়েছে শ্রীমিহিরকুমার রায় লিখিত গ্রন্থকার শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ এবং গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত চরিতকথা।
মূল্য ঃ ৭০০.০০ টাকা।

২। **শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ**—গ্রন্থখানি অপ্রাকৃত উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রসের এক মহাবিজ্ঞানশাস্ত্র। শ্রীল হরিদাস দাস কৃত সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে শ্রীল বিষ্ণুদাস গোস্বামী (শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের শিষ্য) বিরচিত একটি দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিতপূর্ব মূল্যবান টীকা—'স্বাত্মপ্রমোদিনী', সেইসঙ্গে শ্রীল হরিদাস দাস কৃত তার তাৎপর্যানুবাদ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে শ্রীমিহিরকুমার রায় লিখিত গ্রন্থকার শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ এবং গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত চরিতকথা এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি মূল্যবান আলোচনা। এছাড়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিরচিত 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিকিরণঃ' গ্রন্থটিও বঙ্গানুবাদসহ পরিশিষ্টান্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
মূল্যঃ ৭০০.০০ টাকা।

৩। **শ্রীমাধব-মহোৎসবম্**—শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বিরচিত এই মহাকাব্যে শ্রীরাধার বৃন্দাবন-রাজ্যে অভিষেকের সুবিস্তৃত বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শ্রীল হরিদাস দাস সম্পাদিত সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে মূল শ্লোক, শ্রীল হরিদাস দাস কৃত বঙ্গানুবাদ এবং সেই সঙ্গে শ্রীল হরিদাস দাস কর্তৃক বিরচিত একটি সংস্কৃত টীকা—'কৃপাকণিকা'। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর ধ্যানত্রয় এবং গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় পদাবলী। এছাড়াও সন্নিবিষ্ট হয়েছে শ্রীমিহিরকুমার রায় লিখিত প্রাক্‌কথন—'নিবেদন'। মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা।

৪। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ বা মুরারি গুপ্তের কড়চা**—শ্রীল মুরারি গুপ্ত বিরচিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম এবং প্রামাণিক লীলাবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি বিবিধ মধুর ছন্দবিন্যাসে সহজ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ। এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে শ্রীমিহিরকুমার রায় লিখিত প্রাক্‌কথন—'নিবেদন' এবং ডঃ শ্রীমোহন পাল লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা।
মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা।

৫। **শ্রীগীতগোবিন্দম্**—শ্রীল জয়দেব গোস্বামী বিরচিত এই কাব্যে শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিত্যনবায়মান দিব্য লীলাবিলাস বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল হরিদাস দাস কৃত সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত সুদুর্লভ সংস্কৃত টীকা—'গীতগোবিন্দব্যাখ্যান'। এছাড়া এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে বালবোধিনী টীকার আনুগত্যে নামহীন জনৈক কবির পদ্যানুবাদ এবং শ্রীমিহিরকুমার রায় লিখিত একটি বিস্তৃত প্রাক্কথন—'নিবেদন'।

মূল্য ঃ ১৫০.০০।

৬। **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা তথা আশ্চর্য্য-রাস-প্রবন্ধ**—এই খণ্ডটিতে দুটি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা' এবং শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত 'আশ্চর্য্য-রাস-প্রবন্ধ'। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা গ্রন্থে প্রতিপাদিত হয়েছে শ্রীরাধাসম্বলিত শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয়ত্ব এবং পরিশিষ্টে সংযুক্ত হয়েছে শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কৃত একটি বিবৃতি। আশ্চর্য্য-রাস-প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে শ্রীরাধামাধবের রাসলীলা। গ্রন্থের অবলম্বন শ্রীমদ্ভাগবত হলেও গ্রন্থটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিমণ্ডিত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার প্রকাশিত সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে শ্রীমিহিরকুমার রায় লিখিত একটি মূল্যবান প্রাক্কথন—'নিবেদন'।

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা।

৭। **শ্রীশ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী**—শ্রীল কবি কর্ণপূর (শ্রীল পরমানন্দ সেন) বিরচিত অষ্টকালীন লীলাবিষয়ক কাব্য। শ্রীল হরিদাস দাস কৃত সংস্করণে একটি মূল্যবান সংস্কৃত টীকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী' গ্রন্থটি ছয়টি প্রকাশ অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভাজিত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার প্রকাশিত সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে শ্রীমিহিরকুমার রায় লিখিত একটি মূল্যবান প্রাক্কথন—'নিবেদন'।

মূল্য ঃ ২০০.০০।

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ সম্পাদিত এবং বিরচিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতম্—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
২। শ্রীদানকেলিচিন্তামণি—শ্রীরঘুনাথ দাস
৩। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা— শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী
৪। শ্রীনিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী
৫। শ্রীসুরতকথামৃতম্—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী
৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা—শ্রীজীব গোস্বামী
৭। ধাতুসংগ্রহঃ— শ্রীজীব গোস্বামী
৮। শ্রীযোগসারস্তব-টীকা—শ্রীজীব গোস্বামী
৯। শ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ—শ্রীজীব গোস্বামী
১০। শ্রীবিরুদাবলীলক্ষণম্—শ্রীরূপ গোস্বামী
১১। শ্রীগোপালবিরুদাবলী—শ্রীজীব গোস্বামী
১২। শ্রীমাধবমহোৎসবমহাকাব্যম্—শ্রীজীব গোস্বামী
১৩। শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী—কবি কর্ণপুর
১৪। শ্রীকৃষ্ণাভিষেকঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী
১৫। শ্রীগোপালতাপনীটীকা
১৬। সিদ্ধান্তদর্পণঃ—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
১৭। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
১৮। শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী—শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী
১৯। ছন্দঃকৌস্তভঃ—শ্রীরাধাদামোদর
২০। আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধঃ—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
২১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ—শ্রীসনাতন গোস্বামী
২২। শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্—শ্রীরূপ গোস্বামী
২৩। কাব্যকৌস্তুভঃ—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
২৪। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দশতকম্—শ্রীরসিকমুরারি
২৫। পরতত্ত্বগৌরঃ—শ্রীহরিদাস দাস সঙ্কলিত
২৬। দশশ্লোকীভাষ্যম্—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী
২৭। শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী—শ্রীঘনশ্যাম দাস
২৮। দুর্লভসার—শ্রীলোচন দাস ঠাকুর
২৯। 'মুক্তাচরিত্রে'র পয়ারানুবাদ—শ্রীনারায়ণ দাস
৩০। সাধনদীপিকা—শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী
৩১। নন্দীশ্বরচন্দ্রিকা—সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা (তৃতীয়)
৩২। আর্য্যাশতকম্—কবি কর্ণপুর
৩৩। শ্রীগৌরচরিতচিন্তামণি—শ্রীনরহরি চক্রবর্তী
৩৪। শ্রীগীতচন্দ্রোদয়—শ্রীনরহরি চক্রবর্তী
৩৫। শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী—শ্রীকৃষ্ণশরণ
৩৬। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশঃ—শ্রীরাঘব গোস্বামী
৩৭। সঙ্গীতমাধবম্—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
৩৮। মুরারিগুপ্তের কড়চা—শ্রীমুরারি গুপ্ত
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা (শ্রীজীব গোস্বামী কৃত টীকা ও অনুবাদ সহ)
৪০। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য—শ্রীহরিদাস দাস
৪১। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী
৪২। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ (মূলমাত্রম্)—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
৪৩-৪৫। পদ্ধতিত্রয়ম্—
১ম পদ্ধতি—শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী
২য় পদ্ধতি—শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী
৩য় পদ্ধতি—সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী (প্রথম)
৪৬। প্রেয়োভক্তিরসার্ণব—শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর
৪৭। শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়—কবি জগদানন্দ
৪৮। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব—শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর
৪৯। শ্রীগোবিন্দবল্লভ নাটক—শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর
৫০। রসকলিকা—শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী
৫১। ভাবনাসারসংগ্রহঃ—সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী
৫২। বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা—শ্রীকানাই দাস
৫৩। শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণম্—আনন্দী
৫৪। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী
৫৫। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন (১ম খন্ড)—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী
৫৬। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন (২য় খন্ড)—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী
৫৭। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা—শ্রীনাথ চক্রবর্তী
৫৮। শ্রীনামামৃতসমুদ্র—শ্রীনরহরি চক্রবর্তী
৫৯। বৈষ্ণবানন্দিনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
৬০। শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহঃ—শ্রীপুরুষোত্তম দাশশর্মা
৬১। প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী—শ্রীরূপ গোস্বামী
৬২। গীতগোবিন্দম্—শ্রীজয়দেব
৬৩। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা—শ্রীহরিদাস দাস সঙ্কলিত
৬৪। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী
৬৫। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (১ম খন্ড)—শ্রীহরিদাস দাস
৬৬। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)—শ্রীহরিদাস দাস